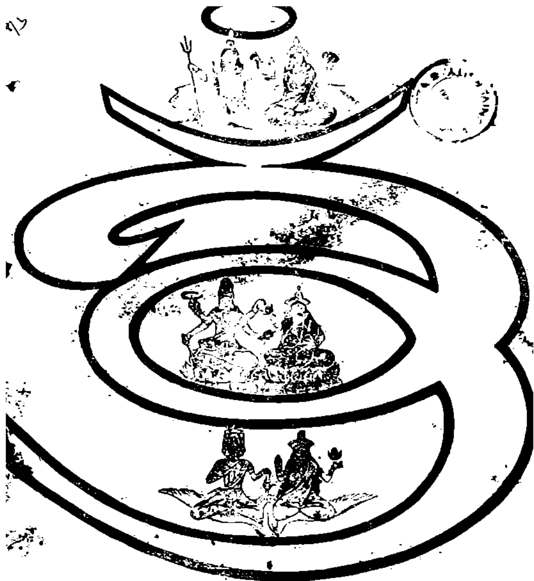
# হরিবংশ পুরাণ সম্পূর্ণ

# সংস্কৃত সহ বঙ্গানুবাদ



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

গুরুপুত্র অসাধক হলেও বংশপরম্পরায় সাধনশক্তি তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। পূর্বপুরুষগণের সাধনা তিনি বীজের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছেন, উদ্দিত কোন কারণে তাহা দেখা না যাইলেও তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে সে-মন্ত্র অভিমত ফল দানে সমর্থ হইবে ইহা নিশ্চয় জানিয়া গুরুবংশ ত্যাগ করিতে নাই।

[ ২ ]

গুরুসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ গুরু। পরম্পরাগত গুরুকে দেবতারাও প্রশংসা করেন। শিব হইতে গুরু পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। পরম্পরাহীন মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত নয়।

[ ৩ ]

গুরুপরম্পরা পাঠে যখন সাধক দেখে আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীরামচন্দ্র হইতে কি শিব হইতে পরম্পরাক্রমে মন্ত্রলাভ করিয়া আমায় দীক্ষিত করিয়াছেন, তখন উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, "ভগবানকে লাভ করিতে পারিবই" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রাণপণে সাধনা করিতে থাকে।

১৪শ বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস, ১৩৮২ — চাঁদনা পাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ

## হরিবংশঃ

শ্রীনারায়ণচন্দ্রন্যায়াচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

•

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

• •

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ | শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ | শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
( অখণ্ড মহাপীঠ )

মুখ্য-কর্ম্মাধিকারী :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন);
এফ. আর. এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ১১৭, পি. ডব্লিউ. ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ ( ফোন : ৫৮-২৭০১ )

সিটি অফিস :—৩৮ পি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা )

# নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় আষাঢ় ( জুন-জুলাই ) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মহর্ষি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭১ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫-২৭০১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র ( রিপ্লাইকার্ড ) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ৪ ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

| | | |
|---|---|---|
| ১। | মহর্ষি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— | ২৭.০০ |
| ২। | শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— | ৪০.০০ |
| ৩। | শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— | ৯.০০ |
| ৪। | শ্রীমদ্ভাগবত— | ৬০.০০ |

# ॥ সূচীপত্র ॥

## ॥ হরিবংশ-পর্ব ॥

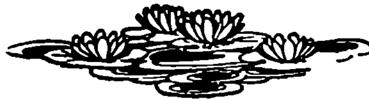
# ॥ সূচীপত্র ॥

## ॥ বিষ্ণুপর্ব ॥

# ভবিষ্যপর্ব্ব ।

## পদ্মপুরাণোক্ত হরিবংশমাহাত্ম্য





ওঁ শ্রীভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ ॥

# শ্রীমহাভারতম্ ।

# তস্য খিলভাগো হরিবংশঃ

## তত্র হরিবংশপর্ব্ব

## প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[মঙ্গলাচরণম্, শৌনকোগ্রশ্রবসোঃ সংবাদঃ, বৃষ্ণীনাং বিস্তৃতং চরিত্রং শ্রোতুং জনমেজয়স্য প্রার্থনা, আদিসৃষ্টের্বর্ণনঞ্চ । ]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১

দ্বৈপায়নোষ্ঠপুটনিঃসৃতমপ্রমেয়ং
পুণ্যং পবিত্রমথ পাপহরং শিবঞ্চ ।
যো ভারতং সমধিগচ্ছতি বাচ্যমানং
কিং তস্য পুষ্করজলৈরভিষেচনেন ॥ ২

জয়তি পরাশরসূনুঃ
সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ ।
যস্যাস্যকমলগলিতং
বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ॥ ৩

যো গোশতং কনকশৃঙ্গময়ং দদাতি
বিপ্রায় বেদবিদুষে বহুবিশ্রুতায় ।
পুণ্যাঞ্চ ভারতকথাং শৃণুয়াচ্চ ভবৎ
তুল্যং ফলং ভবতি তস্য চ তস্য চৈব ॥৪

শতাশ্বমেধস্য সমস্ত পুণ্যং
চতুঃসহস্রস্য শতক্রতোশ্চ ।
ভবেদনন্তং হরিবংশদানাৎ
প্রকীর্ত্তিতং ব্যাসমহর্ষিণা চ ॥৫

যদ্ বাজপেয়েন তু রাজসূয়াদ্
দৃষ্টং ফলং হস্তিরথেন চাশ্বৎ ।
তদ্ভাতে ব্যাসবচঃ প্রমাণং
গীতঞ্চ বাল্মীকিমহর্ষিণা চ ॥ ৬

যো হরিবংশং লেখয়তি
যথাবিধিনা মহাতপাঃ সপদি ।
স জয়তি হরিপদকমলং
মধুপো হি যথা রসেন লুব্ধঃ ॥ ৭

পিতামহাদ্যাঃ প্রবদন্তি ষষ্ঠং
মহর্ষিমক্ষয্যবিভূতিযুক্তম্ ।
নারায়ণস্যাংশজমেকপুত্রং
দ্বৈপায়নং বেদ মহানিধানম্ ॥ ৮

---

## প্রথম অধ্যায়

[ মঙ্গলাচরণ, শৌনক-উগ্রশ্রবার সংবাদ, বৃষ্ণিবংশীয়গণের বিস্তৃত চরিত্র শ্রবণ করিতে জনমেজয়ের প্রার্থনা এবং আদি সৃষ্টির বর্ণন । ]

শ্রীনারায়ণকে, নরোত্তম নরকে, প্রণাম করিয়া এবং দেবী সরস্বতীকে ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া পরে জয়নামক ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিবে । ১

মহাভারত শাস্ত্র মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখনিঃসৃত। এই শাস্ত্র পুণ্যজনক, পবিত্র ও পাপনাশকারী। যে ব্যক্তি বক্তার মুখ হইতে মঙ্গলময় মহাভারত কথা শ্রবণ করে, তাহার পুষ্কর তীর্থ জলে অবগাহনের প্রয়োজন নাই । ২

পরাশর মহর্ষিতনয় শ্রীবেদব্যাস জয়যুক্ত হউন, যিনি সত্যবতী মাতার হৃদয়ে আনন্দ দানকারী এবং সকল জগৎ যাহার মুখ-কমল বিগলিত বাক্যময় অমৃত পান করিতেছে । ৩

যে ব্যক্তি সুবর্ণের দ্বারা মণ্ডিত শৃঙ্গবিশিষ্ট একশত গাভী বেদবিৎ বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ দান করে এবং যে পুণ্যময়ী মহাভারত কথা প্রত্যহ শ্রবণ করে,—এই উভয়ের সমান ফল লাভ হইয়া থাকে । ৪

একশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে যে পুণ্য হয়, চারি সহস্র অশ্বমেধের দ্বারা যে পুণ্য হয়, এই হরিবংশ গ্রন্থ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে, এই কথা মহর্ষি ব্যাস স্বয়ং বলিয়াছেন । ৫

বাজপেয় ও রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা এবং হস্তিযোজিত রথ দানের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, সেই ফল হরিবংশগ্রন্থ দানের দ্বারা পাওয়া যায় । এ বিষয়ে বেদব্যাসের বাক্যই প্রমাণ। বাল্মীকিমহর্ষি এইরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন । ৬

যে মহাতপস্বী ব্যক্তি নিয়মানুসারে হরিবংশগ্রন্থ লেখেন কিংবা লেখান, মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত তিনি শ্রীহরিপদকমল অধিকার করিয়া থাকেন । ৭

যে পরম্পরায় ব্রহ্মার আদিকারণ শ্রীনারায়ণকে যাঁহার হইতে ষষ্ঠ পুরুষ বলা হয় [ (১) ব্যাস, (২) পরাশর, (৩) শক্তি, (৪) বশিষ্ঠ, (৫) ব্রহ্মা, (৬) শ্রীনারায়ণ ] যে মহর্ষি অক্ষয় বিভূতিযুক্ত ও শ্রীনারায়ণের অংশজাত ।

আদ্যং পুরুষমীশানং পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্ ।
ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ॥ ৯
অসচ্চ সদসচ্চৈব যদ্বিশ্বং সদসৎপরম্ ।
পরাবরাণাং স্রষ্টারং পুরাণং পরমব্যয়ম্ ॥ ১০
মঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং বরেণ্যমনঘং শুচিম্ ।
নমস্কৃত্য হৃষীকেশং চরাচরগুরুং হরিম্ ॥ ১১
নৈমিষারণ্যে কুলপতিঃ শৌনকস্তু মহামুনিঃ ।
সৌতিং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১২

শৌনক উবাচ ।

সৌতে সুমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীর্ত্তিতম্ ।
ভারতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং পার্থিবানাং তথৈব চ ॥ ১৩
দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্ ।
দৈত্যানামথ সিদ্ধানাং গুহ্যকানাং তথৈব চ ॥ ১৪
অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি বিক্রমা ধর্ম্মনিশ্চয়াঃ ।
বিচিত্রাশ্চ কথাযোগা জন্ম চাগ্র্যমনুত্তমম্ ॥ ১৫
কথিতং ভবতা পুণ্যং পুরাণং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ।
মনঃ-কর্ণসুখং সৌতে প্রীণাত্যমৃতসম্মিতম্ ॥ ১৬
তত্র জন্ম কুরূণাং বৈ ত্বয়োক্তং লৌমহর্ষণে ।
ন তু বৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ তদ্ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ১৭

সৌতিরুবাচ ।

জনমেজয়েন যৎ পৃষ্টঃ শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্ম্মবিৎ ।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি বৃষ্ণীনাং বংশমাদিতঃ ॥ ১৮
শ্রুত্বেতিহাসং কার্ৎস্ন্যেন ভারতানাং স ভারতঃ ।
জনমেজয়ো মহাপ্রাজ্ঞো বৈশম্পায়নমব্রবীৎ ॥ ১৯

জনমেজয় উবাচ ।

মহাভারতমাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্ ।
কথিতং ভবতা পূর্ব্বং বিস্তরেণ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২০
তত্র শূরাঃ সমাখ্যাতা বহবঃ পুরুষর্ষভাঃ ।
নামভিঃ কর্ম্মভিশ্চৈব বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ ॥ ২১

---

শুকদেব যাঁহার একমাত্র পুত্র। যিনি বেদবিদ্যায় মহানিধি-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সকলেই জানে। ৮

নৈমিষারণ্যবাসী মহামুনি শৌনক কুলপতি (কুলপতি তাঁহাকেই বলা হয়, যিনি বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও একাদশসহস্র ছাত্রের অন্নদানপূর্ব্বক অধ্যাপনকর্ত্তা)। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধার্ম্মিক ঐ মুনি একদা সকলের আদিকারণ, সর্ব্বান্তর্যামী, বহু বৈদিক হোমের দ্বারা অথবা বহু লোকের দ্বারা সংস্তুত, বহুজন-স্তুত, সত্যস্বরূপ, প্রণবস্বরূপ, স্থূল-সূক্ষ্মস্বরূপ, সনাতন, কার্য্যরূপ কার্য্য-কারণরূপ, অখিল বিশ্বময়, সদসৎ বিলক্ষণ, কার্য্য ও কারণের সৃষ্টিকর্ত্তা, পুরাতন, শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী, মঙ্গলকারী, মঙ্গলময়, সর্ব্ববরেণ্য নির্ম্মল, পবিত্র, ইন্দ্রিয়ের প্রেরণকর্ত্তা ও সমস্ত চরাচরের গুরু শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯-১২

শৌনক বলিলেন—সূতনন্দন! আপনি ভরতবংশীয় রাজগণের ও অন্যান্য বহু রাজার, দেবগণের, দানবগণের, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস, দৈত্য, সিদ্ধ ও গুহ্যকগণের মহান্ উপাখ্যান (মহাভারত) কীর্ত্তন করিলেন। ১৩-১৪

এই প্রসঙ্গে আপনি বর্ণনীয় ব্যক্তিদের অতিশয় বিস্ময়জনক কার্য্য, পরাক্রম, ধর্ম্মজ্ঞান অথবা ধর্ম্মনিষ্ঠা, নানাবিধ বিচিত্র কথা, বিস্তৃত ও শ্রেষ্ঠ জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি প্রাচীন ও পবিত্র বিষয়ের মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সূতনন্দন! অমৃতের সমান আপনার বচন আমাদের সকলের শ্রবণ ও মনের আনন্দদায়ক হইয়াছে। ১৫-১৬

লোমহর্ষণপুত্র! আপনি মহাভারত শুনাইবার সময় কুরুবংশীয়গণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সন্তানগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন নাই, তাহা আপনি আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। ১৭

সূতপুত্র উগ্রশ্রবা বলিলেন,—ব্যাসের শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ বৈশম্পায়নকে রাজা জনমেজয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি প্রথম হইতে বৃষ্ণিগণের বংশবিস্তার বর্ণন আপনাদের নিকট বলিতেছি। ১৮

ভরতবংশজাত মহাপ্রাজ্ঞ জনমেজয় ভরতবংশীয়গণের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়া বৈশম্পায়নকে বলিলেন। ১৯

জনমেজয় বলিলেন,—মুনিবর! আপনি প্রথমে আমার নিকট মহাভারত আখ্যান কীর্ত্তন করিলেন। এই মহাভারতে বহুবিধ প্রয়োজনসাধক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বেদের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত প্রকাশক। আমি বিস্তৃতভাবে ইহা শ্রবণ করিলাম। ২০

এই মহাভারতে আপনি বহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণের বর্ণনা করিয়াছেন। বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহাবীরগণ নাম ও কর্ম্ম-কাহিনীর দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ২১

তেষাং কর্ম্মাবদাতানি শৌর্য্যোদাত্তানি দ্বিজোত্তম।
তত্র তত্র সমাসেন বিস্তরেণৈব মে প্রভো ॥ ২২
ন চ মে তৃপ্তিরস্তীহ কথ্যমানে পুরাতনে।
একশ্চৈব সতো রাশির্বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ২৩
ভবাংশ্চ বংশকুশলস্তেষাং প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
কথয়স্ব কুলং তেষাং বিস্তরেণ তপোধন ॥ ২৪
যস্য যস্যান্বয়ে যে যে তাংস্তানিচ্ছামি বেদিতুম্।
স ত্বং সর্ব্বমশেষেণ কথয়স্ব মহামুনে ॥
তেষাং পূর্ব্ববিসৃষ্টিঞ্চ বিচিত্রাং প্রজাপতেঃ ॥ ২৫

সৌতিরুবাচ।

সংকৃত্য পরিপৃষ্টস্তু স মহাত্মা মহাতপাঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথয়ামাস তাং কথাম্ ॥ ২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যাং পুণ্যাং পাপপ্রমোচনীম্।
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহ্বর্থাং শ্রুতিসম্মিতাম্ ॥ ২৭
যশ্চৈনাং ধারয়েদ্ বাপি শৃণুয়াদ্ বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৮
অব্যক্তং কারণং যৎ তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং পুরুষং তস্মান্নির্ম্মমে বিশ্বমীশ্বরম্ ॥ ২৯
তং বৈ বিদ্ধি মহারাজ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং নারায়ণপরায়ণম্ ॥ ৩০
অহঙ্কারস্তু মহতস্তস্মাদ্ ভূতানি জজ্ঞিরে।
ভূতভেদাশ্চ ভূতেভ্য ইতি সর্গঃ সনাতনঃ ॥ ৩১
বিস্তরাবয়বং চৈব যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতি।
কীর্ত্ত্যমানং শৃণু ময়া পূর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩২
ধন্যং যশস্যং শত্রুঘ্নং স্বর্গ্যমায়ুঃপ্রবর্দ্ধনম্।
কীর্ত্তনং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৩
তস্মাৎ কল্যায় তে কল্যঃ সমগ্রং শুচয়ে শুচিঃ।
আ বৃষ্ণিবংশাদ্ বক্ষ্যামি ভূতসর্গমনুত্তমম্ ॥ ৩৪

---

বিপ্রশ্রেষ্ঠ। আপনি তাঁহাদের নির্ম্মলকর্ম্মসমূহের ঐ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভো! এক্ষণে তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করান। ২২

আপনি পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার তৃপ্তি বা শ্রবণে অনিচ্ছা হইবে না। বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবগণ একই রাশিভুক্ত বা একগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত। তপোধন! আপনি তাহাদের বংশবিষয়ে অভিজ্ঞ সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা. আপনি বিস্তৃতভাবে তাহাদের বংশের বর্ণনা করুন। ২৪

মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহার যাহার বংশে যে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলকে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি সম্পূর্ণ ভাবে সকল কথা কীর্ত্তন করুন। প্রজাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে তাহাদের যেরূপ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করুন। ২৫

সূতপুত্র উগ্রশ্রবা বলিলেন—এইভাবে জনমেজয় কর্ত্তৃক সৎকার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাত্মা মহাতপস্বী বৈশম্পায়ন বিস্তৃত-ভাবে যথাক্রমে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের বংশকথা বলিতে লাগিলেন ২৬।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্। আমি বলিতেছি, তুমি অলৌকিক পুণ্যময়ী পাপনাশিনী বংশকথা শ্রবণ কর। এই কথা বেদের সমান সম্মানিত, বিচিত্র ও বহুবিধ প্রয়োজন সাধন করে।২৭

যে ব্যক্তি এই কথাকে হৃদয়ে ধারণ করে কিংবা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করে, সে ইহলোকে স্ববংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। ২৮

যাহা অব্যক্ত কারণ, নিত্য ও সদসদাত্মক, তাহাকে প্রধান বলা হয়। শক্তিমান্ পুরুষ ঐ প্রধান হইতে এই বিশ্বের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২৯

মহারাজ! তুমি অমিততেজস্বী নারায়ণপরায়ণ ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতস্রষ্টা পুরুষ বলিয়া বুঝিবে। ৩০

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চসূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হইয়াছে এবং সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এইভাবে চিরকাল সৃষ্টিকার্য্য হইয়া আসিতেছে। ৩১

আমার প্রজ্ঞা যেরূপ এবং আমি গুরুমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে আমি সৃষ্টির কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছি, পূর্ব্বজগণের কীর্ত্তিবিস্তারের কারণ এই কথা শ্রবণ কর। ৩২

যাহাদের কীর্ত্তির বিনাশ হয় না, সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা পূর্ব্বজ-গণের কথাকীর্ত্তন ধন ও যশের হেতু, শত্রুনাশকর, স্বর্গপ্রাপক ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। ৩৩

সেইজন্য তোমাকে বৃষ্ণিবংশ পর্য্যন্ত অত্যুত্তম ভূতবর্গের বর্ণনা বলিতেছি। আমি পবিত্র ও সক্ষম, তুমি পবিত্র ও সকল কথা গ্রহণে সমর্থ। ৩৪

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমবাসৃজৎ ॥ ৩৫
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬
হিরণ্যবর্ণমভবৎ তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৭
হিরণ্যগর্ভো ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
তদণ্ডমকরোদ্ দ্বৈধং দিবং ভুবমথাপি চ ॥ ৩৮
তয়োঃ শকলয়োর্মধ্যে আকাশমসৃজৎ প্রভুঃ।
অপ্সু পরিপ্লবাং পৃথ্বীং দিশশ্চ দশধা দধে ॥ ৩৯
তত্র কালং মনো বাচং কামং ক্রোধমথো রতিম্।
সসর্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং স্রষ্টুমিচ্ছন্ প্রজাপতীন্ ॥ ৪০
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বসিষ্ঠঞ্চ মহাতেজাঃ সোঽসৃজৎ সপ্ত মানসান্ ॥ ৪১
সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
নারায়ণাত্মকানাং বৈ সপ্তানাং ব্রহ্মজন্মনাম্ ॥ ৪২
ততোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাত্মসম্ভবম্।
সনৎকুমারঞ্চ বিভুঃ পূর্বেষামপি পূর্বজম্ ॥ ৪৩
সপ্তৈতে জনয়ন্তি স্ম প্রজা রুদ্রশ্চ ভারত।
স্কন্দঃ সনৎকুমারশ্চ তেজঃ সংক্ষিপ্য তিষ্ঠতঃ ॥ ৪৪
তেষাং সপ্ত মহাবংশা দিব্যা দেবগণান্বিতাঃ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৫
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
বয়াংসি চ সসর্জাদৌ পর্জন্যঞ্চ সসর্জ হ ॥ ৪৬
ঋচো যজূংষি সামানি নির্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে।
মুখাদ্ দেবানজনয়ৎ পিতৄংশ্চৈবোহপি বক্ষসঃ ॥ ৪৭
প্রজনাচ্চ মনুষ্যান্ বৈ জঘনান্নির্মমেঽসুরান্।
সাধ্যানজনয়দ্ দেবানিত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৪৮
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
আপবস্য প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ ॥ ৪৯

---

স্বয়ম্ভূ ভগবান্ নারায়ণ নানাবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় প্রথমে জলেরই সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ জলে বীর্য শক্তি আধান করিলেন। জলই 'নার' শব্দের দ্বারা কীর্তিত হয়, এই জলই সকল মানবের উৎপত্তিস্থান। পূর্বে ঐ জলই তাঁহার আশ্রয় হইয়াছিল বলিয়া তিনি 'নারায়ণ' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ভগবান্ জলে নিজ শক্তি আধান করিলে তাহা হইতে একটি স্বর্ণবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল, ঐ অণ্ড জলের উপরেই অবস্থিত রহিল। আমি শুনিয়াছি যে, ঐ অণ্ডে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৩৫-৩৭

ঐ হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা এক বৎসর যাবৎ ঐ অণ্ডে অবস্থান করিয়া ঐ অণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। তার একভাগের দ্বারা দ্যুলোক ও অপর ভাগের দ্বারা ভূলোক রচনা করিলেন। ঐ ভাগের মধ্যে শক্তিমান্ ব্রহ্মা আকাশ (অবকাশ) সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর জলের উপর ভাসমান পৃথিবীকে ঐ আকাশে স্থাপন করিলেন, তাহার পরে দশদিকের ব্যবস্থা করিলেন। ৩৮-৩৯

ব্রহ্মা ঐ পৃথিবীতে কাল, মন, বাণী, কাম, ক্রোধ ও অনুরাগ প্রভৃতি ভাব সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ সকল ভাবের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিলেন। ৪০

মহাতেজস্বী ব্রহ্মা স্বীয় মনের দ্বারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন। ৪১

পুরাণশাস্ত্রে এই সাত জন ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রজাপতি বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। নারায়ণে সমর্পিত চিত্ত এই সাতজন ব্রহ্মজনের সৃষ্টির পর ব্রহ্মা স্বীয় ক্রোধসম্ভূত রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং পূর্বপুরুষগণেরও পূর্ববর্তী সর্বজ্ঞ সনৎকুমারকে সৃষ্টি করিলেন। ৪২-৪৩

ভরতবংশধর! মরীচি প্রভৃতি সাত জন ও রুদ্র প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্কন্দ ও সনৎকুমার স্বীয় শক্তি সংযত করিয়া রহিলেন। ৪৪

সেই মরীচি প্রভৃতি সাতজনের সাতটি মহান্ বংশ প্রবর্তিত হইল। ঐ দিব্যবংশে দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সাতটি বংশই সর্বদা ক্রিয়ারত ও সন্তানধারাসমন্বিত। মহর্ষিগণ ঐ সাতটি বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ৪৫

অনন্তর ব্রহ্মা বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, নানাবর্ণ ইন্দ্রধনু, পক্ষিসমূহ ও পর্জন্য সৃষ্টি করিলেন। ৪৬

ঐশ্বর্যবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য ঋক্ যজুঃ ও সাম প্রকাশিত করিলেন এবং স্বকীয়মুখ হইতে দেবগণকে ও বক্ষঃস্থল হইতে পিতৃলোক সৃষ্টি করিলেন। নিজ জননেন্দ্রিয় হইতে মনুষ্যগণকে এবং জঘন হইতে অসুরগণকে সৃষ্টি করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, ব্রহ্মা সাধ্যনামক দেবগণকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৪৭-৪৮

জল হইতে উৎপন্ন ঐ প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে নিরত হইলে তাঁহার গাত্রসমূহ হইতে উচ্চনীচ নানাবিধ প্রাণী উৎপন্ন হইতে লাগিল। ৪৯

সৃজ্যমানাঃ প্রজা নৈব বিবর্দ্ধন্তে যদা তদা ।
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ ॥ ৫০
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স সসৃজে বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ ॥ ৫১
বিরাজমসৃজদ্ বিষ্ণুঃ সোঽসৃজৎ পুরুষং বিরাট্ ।
পুরুষং তং মনুং বিদ্ধি তস্য বৈ মন্বন্তরং স্মৃতম্ ॥ ৫২
দ্বিতীয়মাপবস্যৈতন্মনোরন্তরমুচ্যতে ।
স বৈরাজঃ প্রজাসর্গং সসর্জ পুরুষঃ প্রভুঃ ॥
নারায়ণবিসর্গঃ স প্রজাস্তস্যাপ্যযোনিজাঃ ॥ ৫৩
আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবান্ ভবতাং তথা ।
আদিসর্গং বিদিত্বেমং যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে
হরিবংশপর্ব্বণি আদিসর্গকথনে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

যখন এইভাবে সৃষ্টি চলিতে থাকিলেও প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল না, তখন তিনি নিজ শরীরকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগের দ্বারা পুরুষ ও অপর ভাগের দ্বারা নারী হইলেন। এই পুরুষ ও নারী মনুষ্য পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার হওয়ায় সেই সেই নারীতে নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ পুরুষ ও নারী স্বীয় মহিমায় স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ৫০-৫১

ভগবান্ বিষ্ণু বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষকে মনু বলিয়া বুঝিবে (স্ত্রী শতরূপা)। মনুর সময়কে মন্বন্তর বলা হয়। ৫২

জলোৎপন্ন ব্রহ্মার এই মনু হইতে সৃষ্টিকে দ্বিতীয় সৃষ্টি বলা হয়। শক্তিশালী পুরুষ মনু প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মাদির সৃষ্টিকে নারায়ণবিসর্গ বলা হয়। উহাতে সকলেই অযোনিজ। ৫৩

যে ব্যক্তি এই আদি সৃষ্টি এইভাবে জানে, সে দীর্ঘায়ু, যশস্বী, সফলকর্ম্মা, সন্তানবান্ ও বিদ্বান্ হয় এবং উত্তমগতি লাভ করিয়া থাকে। ৫৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে আদিসর্গকথনবিষয়ক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

# দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

[ স্বায়ম্ভুব-মনোর্বংশস্য, দক্ষ-প্রজাপতেরুৎপত্তের্বর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
স সৃষ্টাসু প্রজাস্বেবমাপবো বৈ প্রজাপতিঃ ।
লেভে বৈ পুরুষঃ পত্নীং শতরূপামযোনিজাম্ ॥ ১
আপবস্য মহিম্না তু দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতঃ ।
ধর্ম্মেণৈব মহারাজ শতরূপা ব্যজায়ত ॥ ২
সা তু বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ।
ভর্ত্তারং দীপ্ততপসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩
স বৈ স্বায়ম্ভুবস্তাত পুরুষো মনুরুচ্যতে ।
তস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ ৪
বৈরাজাৎ পুরুষাদ্ বীরং শতরূপা ব্যজায়ত ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ বীরাৎ কাম্যা ব্যজায়ত ॥ ৫
কাম্যা নাম মহাবাহো কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।
কাম্যাপুত্রাস্তু চত্বারঃ সম্রাট্ কুক্ষির্বিরাট্ প্রভুঃ ॥
প্রিয়ব্রতং সমাসাদ্য পতিং সা সুষুবে সুতান্ ॥৬

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[ স্বায়ম্ভুব-মনুর বংশ এবং দক্ষ প্রজাপতির উৎপত্তি বর্ণন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জলোৎপন্ন ব্রহ্মা এইভাবে মানস সৃষ্টি করিলে পর স্বীয় অর্দ্ধভাগে উৎপন্ন পুরুষ (মনু) অযোনিজা শতরূপাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ১

মহারাজ! জলোৎপন্ন ব্রহ্মা স্বমহিমার দ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান আছেন বলিয়া তাহা হইতে মনুর ধর্ম্মের ফলে শতরূপা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ শতরূপা দশহাজার বৎসরকাল অতিদুষ্কর তপস্যা করিয়া তপোদীপ্ত পুরুষকে ভর্ত্তরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২-৩

বৎস! সেই পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু বলা হয়। ঐ মনুর নামানুসারে একাত্তর চতুর্যুগ কালকে মন্বন্তর বলা হয়। ৪

শতরূপা বিরাট্ পুরুষ মনুর ঔরসে বীর নামক পুত্রকে জন্ম দিলেন। সেই বীরের ঔরসে কাম্যা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদকে উৎপন্ন করিলেন। ৫

মহাবাহো! কাম্যা নামে কর্দ্দমপ্রজাপতির এক কন্যা ছিলেন। সম্রাট্, কুক্ষি, বিরাট, প্রভু এই চারিজন কাম্যার পুত্র। কাম্যা প্রিয়ব্রতকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এই চারটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ৬

উত্তানপাদং জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ ।
উত্তানপাদাচ্চতুরঃ সূনৃতাজনয়ৎ সুতান্ ॥ ৭
ধর্মস্য কন্যা সুশ্রোণী সূনৃতা নাম বিশ্রুতা ।
উৎপন্না বাজিমেধেন ধ্রুবস্য জননী শুভা ॥ ৮
ধ্রুবঞ্চ কীর্তিমন্তঞ্চ শিবং শান্তময়স্পতিম্ ।
উত্তানপাদোঽজনয়ৎ সূনৃতায়াং প্রজাপতিঃ ॥ ৯
ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি দিব্যানি ভারত ।
তপস্তেপে মহারাজ প্রার্থয়ন্ সুমহদ্ যশঃ ॥ ১০
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতঃ স্থানমপ্রতিমং ভুবি ।
অচলং চৈব পুরতঃ সপ্তর্ষীণাং প্রজাপতিঃ ॥ ১১
তস্যাতিমাত্রামৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য চ ।
দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমপ্যুশনা জগৌ ॥ ১২
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমহো শ্রুতমহো বলম্ ।
যদেনং পুরতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১৩
তস্মাচ্ছ্লিষ্টিঞ্চ ভব্যঞ্চ ধ্রুবাচ্ছম্ভুর্ব্যজায়ত ।
শ্লিষ্টেরাধত্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্ ॥ ১৪

রিপুং রিপুঞ্জয়ং পুষ্যং বৃকলং বৃকতেজসম্ ।
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্ ॥ ১৫
অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বীরণ্যাং চাক্ষুষো মনুম্ ।
প্রজাপতেরাত্মজায়ামরণ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৬
মনোরজায়ন্ত দশ নড্বলায়াং মহৌজসঃ ।
কন্যায়ামভবঞ্ছ্রেষ্ঠা বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৭
ঊরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবান্ কবিঃ ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব ॥ ১৮
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড্বলায়াঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ ।
ঊরুরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্ ॥
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ॥১৯
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেনমেকমজায়ত ।
অপচারাৎ তু বেনস্য প্রকোপঃ সুমহানভূৎ ॥ ২০
প্রজার্থমৃষয়ো যস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্ ।
বেনস্য পাণৌ মথিতে বভূব মুনিভিঃ পৃথুঃ ॥ ২১
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ প্রাহুরেষ বৈ মুদিতাঃ প্রজাঃ ।
করিষ্যতি মহাতেজা যশশ্চ প্রাপ্স্যতে মহৎ ॥ ২২

প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূনৃতা উত্তানপাদের ঔরসে চারটি পুত্র প্রসব করিয়াছিল ।৭

ধর্মের সুন্দরী কন্যা সূনৃতানামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ধ্যানমগ্না ধ্রুবের জননী ঐ সূনৃতা অশ্বমেধযজ্ঞের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল । ৮

প্রজাপতি উত্তানপাদ সূনৃতার গর্ভে কীর্তিমান্ ধ্রুব, শিব, শান্ত ও অয়স্পতি এই চারটি পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন । ৯

ভারত ! মহারাজ ! ধ্রুব সুমহৎ যশঃপ্রার্থী হইয়া তিন হাজার দিব্য বর্ষকাল তপস্যা করিয়াছিলেন । ১০

প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া সপ্তর্ষিগণের সম্মুখে অতুলনীয় স্থির স্থান দান করিয়াছিলেন । ১১

ধ্রুবের অতিশয় সমৃদ্ধি ও মাহাত্ম্য দেখিয়া দেবতা ও অসুরগণের আচার্য্য শুক্র এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন। অহো! ইহার তপস্যার বল কি অদ্ভুত! যেহেতু ইহাকে সম্মুখে রাখিয়া সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করিতেছেন । ১৩

সেই ধ্রুবের ঔরসে শম্ভু (ধ্রুবপত্নী) শ্লিষ্টি ও ভব্যকে জন্ম দিয়াছিল। শ্লিষ্টির ঔরসে সুচ্ছায়া রিপু, রিপুঞ্জয়, পুষ্য, বৃকল ও বৃকতেজা এই পাঁচটি নিষ্পাপ পুত্র প্রসব করিয়াছিল। বৃহতী রিপুর ঔরসে অতিতেজস্বী চাক্ষুষনামক পুত্র প্রসব করিয়াছিল । ১৪-১৫

চাক্ষুষ বীরণের কন্যা পুষ্করিণীর গর্ভে মনুনামক পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। বৈরাজ প্রজাপতির বংশে মহাতেজা প্রজাপতি মনু হইতে মহাত্মা অরণ্যের নড্বলা নাম্নী আত্মজা কন্যার গর্ভে দশটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৬-১৭

ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান্, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এই নয় জন এবং অভিমন্যু দশম, ইহারা সকলে নড্বলাপুত্র বলিয়া খ্যাত। ঊরু আগ্নেয়ীনাম্নী পত্নীতে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় এই ছয়টি অত্যুজ্জ্বল পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন । ১৮-১৯

সুনীথা অঙ্গ হইতে বেননামক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। বেনের দৌরাত্ম্যের জন্য ঋষিগণের অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল ।২০

ঋষিগণ নিহত বেনের সন্তানলাভের জন্য দক্ষিণ হস্তকে মথিত করিয়াছিলেন। মুনিগণ কর্তৃক বেনের দক্ষিণ হস্ত মথিত হইলে তাহা হইতে পৃথু উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ২১

তাঁহাকে দেখিয়া ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—ইনি প্রজাগণকে আনন্দিত করিবেন এবং এই মহাতেজস্বী অতিশয় যশঃ প্রাপ্ত হইবেন । ২২

স ধন্বী কবচী খড়্গী তেজসা নির্দহন্নিব ।
পৃথুর্বৈণ্যস্তদা চেমাং ররক্ষ ক্ষত্রপূর্ব্বজঃ ॥ ২৩
রাজসূয়াভিষিক্তানামাদ্যঃ স বসুধাধিপঃ
তস্মাচ্চৈব সমুৎপন্নৌ নিপুণৌ সূত-মাগধৌ ॥ ২৪
তেনেয়ং গৌর্মহারাজ দুগ্ধা শস্যানি ভারত ।
প্রজানাং বৃত্তিকামেন দেবৈঃ সর্ষিগণৈঃ সহ ॥ ২৫
পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈঃ সাপ্সরোগণৈঃ ।
সর্পৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বীরুদ্ভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা ॥ ২৬
তেষু তেষু চ পাত্রেষু দুহ্যমানা বসুন্ধরা ।
প্রাদাদ্ যথেপ্সিতং ক্ষীরং তেন প্রাণানধারয়ন্ ॥ ২৭
পৃথুপুত্রৌ তু ধর্ম্মজ্ঞৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্দ্ধিপালিতৌ ।
শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানমন্তর্দ্ধানাদ্ ব্যজায়ত ॥ ২৮
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্ ।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥ ২৯
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ ।
হবির্দ্ধানান্মহারাজ যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥ ৩০
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য পৃথিব্যাং জনমেজয় ।
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ পৃথিবীতলচারিণঃ ॥ ৩১
সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারোঽভবৎ প্রভুঃ ।
মহতস্তপসঃ পারে সবর্ণায়াং মহীপতিঃ ॥ ৩২
সবর্ণাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৩৩
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহত্তপঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৩৪
তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ৩৫
নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্ দ্রুমৈঃ
দশবর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥ ৩৬
তদুপশ্রুত্য তপসা যুক্তাঃ সর্ব্বে প্রচেতসঃ ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ তেঽসৃজন্ জাতমন্যবঃ ॥ ৩৭

---

ক্ষত্রিয়গণের পূর্বপুরুষ বেনপুত্র পৃথু ধনু, কবচ ও খড়্গ ধারণ পূর্বক স্বীয় প্রভাপের দ্বারা দুর্জনগণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে এই পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ২৩

রাজসূয়যাগকারী রাজগণের মধ্যে মহারাজ পৃথুই প্রথম ব্যক্তি। তাঁহার যজ্ঞ হইতে স্তুতিরচনায় নিপুণ সূত ও মাগধ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভরতবংশজ! মহারাজ! প্রজাগণের জীবিকা-নির্বাহের ইচ্ছায় পৃথু দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া গো-রূপধারিণী ধরণীকে শস্যলাভের জন্য দোহন করিয়াছিলেন। পিতৃগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরা, সর্প, যক্ষ, লতা ও পর্বত নিজ নিজ পাত্রানুসারে দোহন করিয়াছিলেন। বসুন্ধরা তাঁহা-দিগকে প্রার্থনানুসারে বাঞ্ছিত দুগ্ধ দান করিয়াছিলেন,* তাহার দ্বারা সকলে প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। ২৪-২৭

পৃথুর দুইটি পুত্র অন্তর্ধান ও পালিত। দুই জনই ধর্মজ্ঞ ছিলেন। শিখণ্ডিনী অন্তর্ধানের ঔরসে হবির্ধাননামক পুত্রকে জন্ম দিয়াছিল। ২৮

অগ্নিকন্যা ধিষণা হবির্ধান হইতে প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন এই ছয়টি পুত্র প্রসব করিয়াছিল। ২৯

শ্রীমান্ প্রাচীনবর্হি মহান্ প্রজাপালক ছিলেন। মহারাজ! তিনি স্বীয় পিতা হবির্ধান হইতেও অধিক যোগ্যতার সহিত প্রজাগণের সমৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৩০

জনমেজয়! যজ্ঞ করিবার সময় সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত প্রাচীনাগ্র কুশসমূহ তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিত, এইজন্য তাঁহার প্রাচীনবর্হি নাম হইয়াছিল। ৩১

শক্তিমান্ মহীপতি প্রাচীনবর্হি কঠোর তপস্যা করার পর সমুদ্রের তনয়া সবর্ণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৩২

সমুদ্রপুত্রী সবর্ণা প্রাচীনবর্হির ঔরসে দশটি পুত্র জন্ম দিয়া-ছিলেন। তাঁহারা সকলে প্রচেতা নামে বিখ্যাত ও ধনুর্বেদে নিষ্ণাত ছিলেন। ৩৩

তাঁহারা সকলে একই প্রকার ধর্মাচরণে রত হইয়া সমুদ্রজলে অবস্থান পূর্বক দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া-ছিলেন। ৩৪

প্রচেতাগণ ঐভাবে তপস্যা করিতে থাকিলে পৃথিবী অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় বৃক্ষসমূহ সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল, তাহাতে প্রজাগণের বিনাশ হইতে লাগিল। ৩৫

বৃক্ষসমূহের দ্বারা সমস্ত আকাশ আবৃত হইয়া গেল, সেইজন্য বায়ু প্রবাহিত হইতে পারিতেছিল না। তাহার ফলে দশ হাজার বৎসর যাবৎ প্রজাগণ হস্তপদাদি চালনা করিতে পারিল না। ৩৬

তপস্যায় নিরত প্রচেতাগণ এইরূপ অবস্থার কথা শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং নিজ নিজ মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি উৎপন্ন করিলেন। ৩৭

---

* ইঁহারা কিভাবে দোহন করিয়াছিলেন, ইঁহাদের বাঞ্ছিত দুগ্ধ কিরূপ ছিল এবং কোন্ পাত্রে দোহন করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

উন্মূলানথ তান্ কৃত্বা বৃক্ষান্ বায়ুরশোষয়ৎ ।
তানগ্নিরদহদ্ ঘোরঃ এবমাসীদ্ দ্রুমক্ষয়ঃ ॥ ৩৮
দ্রুমক্ষয়মথো বুদ্ধ্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু ।
উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্ ॥ ৩৯
কোপং যচ্ছত রাজানঃ সর্বে প্রাচীনবর্হিষঃ ।
বৃক্ষশূন্যা কৃতা পৃথ্বী শাম্যেতামগ্নি-মারুতৌ ॥ ৪০
রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বৃক্ষাণাং বরবর্ণিনী ।
ভবিষ্যং জানতা তত্ত্বং ধৃতা গর্ভেণ বৈ ময়া ॥ ৪১
মারিষা নাম কন্যেয়ং বৃক্ষাণামিতি নির্মিতা ।
ভার্যা বোঽস্তু মহাভাগাঃ সোমবংশবিবর্দ্ধিনী ॥ ৪২
যুষ্মাকং তেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ ।
অস্যামুৎপৎস্যতে পুত্রো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ৪৩
স ইমাং দগ্ধভূয়িষ্ঠাং যুষ্মত্তেজোময়েন বৈ ।
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ৪৪
ততঃ সোমস্য বচনাজ্জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্মেণ মারিষাম্ ॥ ৪৫
মারিষায়াং ততস্তে বৈ মনসা গর্ভমাদধুঃ ।
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ ।
দক্ষো জজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমস্যাংশেন ভারত ॥ ৪৬
পুত্রানুৎপাদয়ামাস সোমবংশবিবর্দ্ধনান্ ।
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদঃ ॥
স দৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৭
দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেঽথ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ ॥ ৪৮
তাসু দেবাঃ খগা নাগা গাবো দিতিজদানবাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৪৯
ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ।
সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে ॥ ৫০

জনমেজয় উবাচ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্ ।
সম্ভবঃ কথিতঃ পূর্বং দক্ষস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৫১

বায়ু ঐ সকল বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিল এবং অগ্নি প্রচণ্ডভাবে সেই শুষ্কবৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এইভাবে বৃক্ষসমূহের ক্ষয় হইতেছিল। এইভাবে বৃক্ষক্ষয় হইতে থাকিলে যখন কিছু সংখ্যক বৃক্ষ অবশিষ্ট আছে, সেই সময় ঐ বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষাধিপতি সোম প্রজাপতি প্রচেতাগণের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৩৮-৩৯

প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ! তোমরা সকলেই রাজা। এখন ক্রোধ সংযত কর। পৃথিবী প্রায় বৃক্ষশূন্য হইয়া গিয়াছে। তোমাদের মুখোৎপন্ন অগ্নি ও বায়ুকে উপশান্ত কর। ৪০

এই যে আমার সম্মুখে রত্নভূতা সুন্দরী আছে, সে বৃক্ষসমূহের কন্যা। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া আমি ইহাকে আমার যত্নে রাখিয়াছিলাম। বৃক্ষসমূহের এই কন্যা 'মারিষা' বৃক্ষসমূহের সার হইতে উৎপন্ন। তোমরা মহাভাগ্যবান্, সোমবংশ-বিবর্দ্ধিনী এই কন্যা তোমাদের ভার্যা হউক। ৪১-৪২

তোমাদের সকলের অর্দ্ধেক তেজ ও আমার অর্দ্ধেক তেজের দ্বারা এই মারিষাতে দক্ষ প্রজাপতি নামক এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। ৪৩

অগ্নিসমতেজস্বী যে দক্ষ তোমাদের তপস্যাসম্ভূত অগ্নির দ্বারা দগ্ধপ্রায় পৃথিবীকে পালনপূর্বক প্রজাগণের বৃদ্ধিসাধন করিবে। ৪৪

অনন্তর সোমের বচন শ্রবণ করিয়া প্রচেতাগণ বৃক্ষসমূহের প্রতি ক্রোধসংবরণ করিলেন এবং ধর্মানুসারে মারিষাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ৪৫

বিবাহের পর তাঁহারা মারিষাতে মনে মনে গর্ভাধান করিলেন। রাজন্! সোমের অংশে দশজন প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে মহাতেজস্বী প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন। ৪৬

দক্ষ সোমবংশবৃদ্ধির জন্য বহু পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর স্থাবর-জঙ্গম দ্বিপদ চতুষ্পদ নানাবিধ প্রাণিসৃষ্টির বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া কন্যাসমূহ সৃষ্টি করিলেন। ৪৭

শক্তিমান্ দক্ষ স্বীয় কন্যাগণের দশটি কন্যা ধর্মকে সম্প্রদান করিলেন। তেরটি কন্যা কশ্যপকে এবং অবশিষ্ট সাতাশটি নক্ষত্রনাম্নী কন্যা রাজা সোমকে সম্প্রদান করিলেন। ৪৮

ঐ সকল কন্যা হইতে দেবতা, পক্ষি, নাগ, গো, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও অন্যান্য জাতীয় প্রাণী উৎপন্ন হইতে লাগিল। ৪৯

রাজেন্দ্র! তখন হইতে মৈথুনের দ্বারা সকল প্রজা উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইতঃপূর্বে সঙ্কল্প হইতে, দর্শন হইতে ও স্পর্শ হইতে প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ৫০

জনমেজয় বলিলেন—মুনিবর! আপনি ইতঃপূর্বেও দেব, দানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের এবং মহাত্মা দক্ষের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। ৫১

অঙ্গুষ্ঠাদ্ ব্রহ্মণো জাতো দক্ষঃ প্রোক্তস্ত্বয়ানঘ।
বামাঙ্গুষ্ঠাৎ তথা চৈব তস্য পত্নী ব্যজায়ত ॥ ৫২
কথং প্রাচেতসত্বং স পুনর্লেভে মহাতপাঃ।
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র সমাখ্যাতুমিহার্হসি ॥
দৌহিত্রশ্চৈব সোমস্য কথং শ্বশুরতাং গতঃ ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যৌ ভূতেষু পার্থিব।
ঋষয়োঽত্র ন মুহ্যন্তি বিদ্বাংসশ্চৈব যে জনাঃ ॥ ৫৪
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে সর্বে দক্ষাদয়ো নৃপ।
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ৫৫
জ্যৈষ্ঠ্যং কানিষ্ঠ্যমপ্যেষাং পূর্বং নাসীজ্জনাধিপ।
তপ এব গরীয়োঽভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥ ৫৬
ইমাং বিসৃষ্টিং দক্ষস্য যো বিদ্যাৎ সচরাচরাম্।
প্রজাবানায়ুরুত্তীর্ণঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ববণি প্রজাসর্গে দক্ষোৎপত্তিকথনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

পাপশূন্য! মহর্ষে! সেই সময় আপনি বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতি এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের পত্নী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৫২

সেই মহাতপস্বী দক্ষ পুনর্বার প্রচেতাগণের পুত্রত্ব লাভ করিলেন কিরূপে? ব্রহ্মন্! আমার এই সংশয় প্রকৃত তথ্য প্রকাশের দ্বারা নিরাকরণ করুন। চন্দ্রের দৌহিত্র দক্ষ কিরূপে চন্দ্রের শ্বশুর হইয়া গেলেন? ৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! সমস্ত প্রাণীরই জন্ম ও মৃত্যু স্বাভাবিক। এই বিষয়ে ঋষিগণ মোহগ্রস্ত হন না। যাঁহারা বিদ্বান্ ব্যক্তি, তাঁহারাও এই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন না। ৫৪

রাজন্! দক্ষাদি সকলে প্রত্যেক যুগেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। সেই বিষয়ে বিদ্বান্ মোহগ্রস্ত হন না। ৫৫

নরেশ্বর! ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পূর্বে ছিল না। ইঁহাদের তপস্যাই ছিল গরিষ্ঠ। ইঁহাদের প্রভাবই ছিল জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের কারণ। ৫৬

দক্ষের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল প্রাণীর সৃষ্টির বিবরণ যে ব্যক্তি জানে, সে সন্তানবান্ ও বিপন্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। ৫৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে প্রজাসৃষ্টিপ্রসঙ্গে দক্ষের উৎপত্তিকথন বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

## তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ দক্ষপ্রজাপতিনা সৃষ্টেবিস্তারঃ, দক্ষস্য ষষ্টি-সংখ্যক-কন্যানাম্, তদীয়-সন্ততীনাঞ্চ বর্ণনম্। ]

জনমেজয় উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
উৎপত্তিং বিস্তরেণেমাং বৈশম্পায়ন কীর্তয় ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা।
যথা সসর্জ ভূতানি তথা শৃণু মহীপতে ॥ ২
মানসান্যেব ভূতানি পূর্বমেবাসৃজৎ প্রভুঃ।
ঋষীন্ দেবান্ সগন্ধর্বানসুরানথ রাক্ষসান্ ॥
যক্ষ-ভূত-পিশাচাংশ্চ বয়ঃ-পশু-সরীসৃপান্ ॥ ৩
যদাস্য তাস্তু মনসো ন ব্যবর্দ্ধন্ত বৈ প্রজাঃ।
অপধ্যাতা ভগবতা মহাদেবেন ধীমতা ॥ ৪
ততঃ সঞ্চিন্ত্য তু পুনঃ প্রজাহেতোঃ প্রজাপতিঃ।
স মৈথুনেন ধর্মেণ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৫

### তৃতীয় অধ্যায়।

[ দক্ষপ্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টির বিস্তার, দক্ষের ষাট্ কন্যা এবং তাঁহাদের সন্ততিগণের বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন—মুনে! আপনি দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের এই উৎপত্তির কথা বিস্তৃতভাবে কীর্তন করুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রথমে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক 'তুমি প্রজা সৃষ্টি কর' এই আদিষ্ট হইয়া দক্ষ প্রজাপতি যে ভাবে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, রাজন্! তাহা শ্রবণ কর। শক্তিমান্ দক্ষ প্রথমে মানস সৃষ্টি অর্থাৎ সঙ্কল্পের দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পক্ষী, পশু ও সর্প হইল তাঁহার মানস সৃষ্টি। ২-৩

কিন্তু (অতীতের বৈরভাববশতঃ) ভগবান্ মহাদেব প্রতিকূল চিন্তা করায় দক্ষের মানস-সৃষ্টি প্রজাসমূহ যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল না, তখন দক্ষ প্রজাপতি প্রজাবৃদ্ধির জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মৈথুন ধর্মের দ্বারা নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে

অসিক্লীমাবহৎ পত্নীং বীরণস্য প্রজাপতেঃ ।
সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্ ॥ ৬
অথ পুত্রসহস্রাণি বীরণ্যাং পঞ্চ বীর্য্যবান্ ।
অসিক্ল্যাং জনয়ামাস দক্ষ এব প্রজাপতিঃ ॥ ৭
তাংস্তু দৃষ্ট্বা মহাভাগান্ সংবিবর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ ।
দেবর্ষিঃ প্রিয়সংবাদো নারদঃ প্রাব্রবীদিদম্ ।
নাশায় বচনং তেষাং শাপায়ৈবাত্মনস্তথা ॥ ৮
যং কশ্যপঃ সুতবরং পরমেষ্ঠী ব্যজীজনৎ ।
দক্ষস্য বৈ দুহিতরি দক্ষশাপভয়ান্মুনিঃ ॥ ৯
পূর্ব্বং স হি সমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনা ।
অসিক্ল্যামথ বীরণ্যাং ভূয়ো দেবর্ষিসত্তমঃ ।
তং ভূয়ো জনয়ামাস পিতেব মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০
তেন দক্ষস্য পুত্রা বৈ হর্য্যশ্বা ইতি বিশ্রুতাঃ ।
নির্মথ্য নাশিতাঃ সর্ব্বে বিধিনা চ ন সংশয়ঃ ॥ ১১

যুক্ত হইলেন। ঐ বীরণের কন্যা অসিক্লীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ঐ অসিক্লী সকল লোকধারণসমর্থা তপস্বিনী মাহাত্ম্যসম্পন্না ছিলেন। ৫-৬

অসিক্লীকে বিবাহ করিবার পর বীর্য্যবান্ দক্ষ প্রজাপতি বীরণপুত্রী অসিক্লীর গর্ভে পাঁচ হাজার পুত্র উৎপাদন করিলেন। ৭

মহাভাগ্যবান্ দক্ষপুত্রগণ প্রজা বৃদ্ধির জন্য উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া প্রিয়বাদী দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ উপদেশের দ্বারা তাঁহারা সংসার হইতে চিরকালের জন্য পলায়ন করিয়াছিলেন এবং ঐ উপদেশ নারদের নিজের শাপের কারণ হইয়াছিল। ৮

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যে শ্রেষ্ঠ পুত্র নারদকে জন্ম দিয়াছিলেন, সেই নারদকে কশ্যপ মুনি দক্ষের শাপভয়ে দক্ষপত্নীর কনিষ্ঠা ভগিনীতে পুত্ররূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৯

নারদ প্রথমে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তারপর ঐ রমণী বীরণপুত্রী অসিক্লীর কনিষ্ঠা ভগিনীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে ব্রহ্মার মত কশ্যপও জন্মদান করিয়াছিলেন। ১০

দক্ষের ঐ পাঁচ হাজার পুত্র হর্য্যশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। নারদ তাঁহাদিগকে সাংখ্যানুসারে বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিয়া সংসার ত্যাগ করাইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১১

তস্যোদ্যততদা দক্ষো নাশায়ামিতবিক্রমঃ ।
মহর্ষীন্ পুরতঃ কৃত্বা যাচিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ১২
ততোঽভিসন্ধিং চক্রুস্তে দক্ষস্য পরমেষ্ঠিনা ।
কন্যায়াং নারদো মহ্যং তব পুত্রো ভবেদিতি ॥ ১৩
ততো দক্ষস্তু তাং প্রাদাৎ কন্যাং বৈ পরমেষ্ঠিনে ।
স তস্যাং নারদো জজ্ঞে দক্ষশাপভয়াদৃষিঃ ॥ ১৪

জনমেজয় উবাচ ।

কথং বিনাশিতাঃ পুত্রা নারদেন মহর্ষিণা ।
প্রজাপতের্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দক্ষস্য পুত্রা হর্য্যশ্বা বিবর্দ্ধয়িষবঃ প্রজাঃ ।
সমাগতা মহাবীর্য্যা নারদস্তানুবাচ হ ॥ ১৬
বালিশা বত যূয়ং বৈ নাস্যা জানীথ বৈ ভুবঃ ।
প্রমাণং স্রষ্টুকামাঃ স্থ প্রজাঃ প্রাচেতসাত্মজাঃ ॥
অন্তরূর্দ্ধমধশ্চৈব কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ॥ ১৭

তখন অমিতবিক্রমশালী দক্ষ প্রজাপতি নারদকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে সম্মুখে রাখিয়া দক্ষকে নিবৃত্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ১২

তখন মহর্ষিগণ দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন। তখন দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বলিলেন—'আপনার পুত্র নারদ আমার কন্যাতে (কনিষ্ঠা শালিকাতে) পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুক'। ১৩

অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি কশ্যপকে কন্যা দান (নিজ শালিকাকে) করিলেন। দক্ষশাপভয়ে নারদ ঐ কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪

জনমেজয় বলিলেন—মহর্ষি নারদ কিভাবে দক্ষপ্রজাপতির পুত্রগণকে সংসার হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন? দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহা আমি স্পষ্টভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাবীর্য্যবান্ হর্য্যশ্ব নামক দক্ষপুত্রগণ প্রজাবৃদ্ধির জন্য অভিলাষী হইয়া সকলে মিলিত হইলে নারদ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন। ১৬

দক্ষপুত্রগণ! দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তোমরা সকলে নিতান্তই অবোধ। তোমরা সকলে প্রজা সৃষ্টির জন্য লালায়িত হইয়াছ। কিন্তু যে পৃথিবীতে প্রজাসৃষ্টি করিবে, সেই পৃথিবীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ পরিমাণ এবং ইহার অভ্যন্তরে

তে তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্বতো দিশম্
প্রমাণং দ্রষ্টুকামাস্তে গতাঃ প্রাচেতসাত্মজাঃ ॥ ১৮
বায়োরনশনং প্রাপ্য গতাস্তে বৈ পরাভবম্ ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ
হর্য্যশ্বেষ্বথ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ ।
বৈরণ্যামেব পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ১৯
বিবর্দ্ধয়িষবস্তে তু শবলাশ্বাঃ প্রজাস্তদা ।
পূর্বোক্তং বচনং তাত নারদেনৈব নোদিতাঃ ॥ ২০
অন্যোন্যমূচুস্তে সর্বে সম্যগাহ মহামুনিঃ ।
ভ্রাতৄণাং পদবীং জ্ঞাতুং গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১
জ্ঞাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ সুখং স্রক্ষ্যামহে প্রজাঃ ।
একাগ্রাঃ স্বস্থমনসো যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ২৩
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ প্রযাতাঃ সর্বতো দিশম্ ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ২৪

অধোদেশে ও ঊর্দ্ধদেশে কি আছে তাহা জান না। এইরূপ অবস্থায় কিরূপে তোমরা প্রজা সৃষ্টি করিবে ? ১৭

প্রাচেতস দক্ষের পুত্রগণ নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথ্বীর পরিমাণ দেখিবার জন্য চারিদিকে গমন করিলেন। ১৮

প্রাণবায়ুর রক্ষার জন্য আহার প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহারা মহাকালের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইজন্য সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীর মত আজও তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিতেছেন না। ১৯

হর্য্যশ্বনামক পুত্রগণ বিনষ্ট হইলে পর প্রাচেতস দক্ষ বীরণ-পুত্রী অসিক্নীর গর্ভে এক হাজার পুত্র উৎপাদন করিলেন। ২০

শবলাশ্ব নামক ঐ এক হাজার পুত্র প্রজা বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছুক হইলেন। রাজন্! এমন সময় নারদ তাহাদিগকে পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা অগ্রজদের ন্যায় পৃথিবীর পরিমাণাদি জানিবার জন্য প্রেরণা দিলেন। ২১

নারদের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, মহামুনি নারদ যথার্থই বলিয়াছেন। অগ্রজদের পদবী জানিবার জন্য আমাদের গমন করা উচিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২২

আমরা পৃথিবীর পরিমাণ জানিয়া একাগ্র ও সুস্থ চিত্তে পরম সুখে যথারীতি প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকিব। ২৩

শবলাশ্ব নামক দক্ষপুত্রগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অগ্রজগণের পথে চারিদিকে গমন করিলেন। সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদী যেমন সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্তন করে না, সেইরূপ তাঁহারা আজও প্রত্যাবর্তন করিতেছেন না। ২৪

নষ্টেষু শবলাশ্বেষু দক্ষঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ
নারদং নাশমেহীতি গর্ভবাসং বৎস্যসি চ ॥ ২৫
তদাপ্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণে নৃপ ।
প্রযাতো নশ্যতি ক্ষিপ্রং তন্ন কার্য্যং বিপশ্চিতা ॥ ২৬
তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ।
ষষ্টিং ভূয়োঽসৃজৎ কন্যা বৈরণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৭
তাস্তদা প্রতিজগ্রাহ ভার্য্যার্থে কশ্যপঃ প্রভুঃ ।
সোমো ধর্মশ্চ কৌরব্য তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ২৮
দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
সপ্তবিংশতিং সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥ ২৯
দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা ।
দ্বে কৃশাশ্বায় বিদুষে তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৩০
অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্মরুত্বতী ।
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভারত ।
ধর্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তাস্বপত্যানি মে শৃণু ॥ ৩১

শবলাশ্ব নামক পুত্রগণ নষ্ট হইলে পর দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে বলিলেন, তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও এবং গর্ভবাস কর। ২৫

রাজন্! সেই সময় হইতে ভ্রাতা যদি ভ্রাতার অন্বেষণে গমন করে, তাহা হইলে সে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তির ঐরূপ করা উচিত নয়। ২৬

আমরা শুনিয়াছি যে, পুত্রগণ নষ্ট হইয়াছে জানিয়া প্রজাপতি দক্ষ বীরণপুত্রীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ২৭

কুরুকুলজাত! জনমেজয়! বীর্য্যবান্ কশ্যপ, চন্দ্র, ধর্ম ও অন্যান্য মহর্ষিগণ ঐ দক্ষকন্যাগণকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৮

দক্ষ ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরটি, চন্দ্রকে সাতাশটি, অরিষ্টনেমিকে চারটি, ভৃগুপুত্রকে দুটি, অঙ্গিরাকে দুটি, পণ্ডিত কৃশাশ্বকে দুটি কন্যা দান করিয়াছিলেন। তুমি তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ২৯-৩০

ভরতকুলজাত! রাজন্! অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটি দক্ষকন্যা ধর্মের পত্নী। ইহাদের গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ৩১

বিশ্বেদেবাশ্চ বিশ্বায়াঃ সাধ্যান্ সাধ্যা ব্যজায়ত ।
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবস্তথা ॥ ৩২
ভানোস্তু ভানবস্তাত মুহূর্তায়া মুহূর্তজাঃ ॥ ৩৩
লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোঽথ নাগবীথী চ যামিজা ।
পৃথিবীবিষয়ং সর্বমরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত ॥ ৩৪
সঙ্কল্পায়াস্তু সর্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব হি ।
নাগবীথ্যাশ্চ যামিজ্যা বৃষলম্বা ব্যজায়ত ॥ ৩৫
যা রাজন্ সোমপত্ন্যস্তু দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ ।
সর্বা নক্ষত্রনাম্ন্যস্তা জ্যোতিষে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩৬
যে ত্বন্যে খ্যাতিমন্তো বৈ দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ ।
বসবোঽষ্টৌ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥৩৭
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলানলৌ ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮
আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো মুনিস্তথা ।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥ ৩৯
সোমস্য ভগবান্ বর্চা বর্চস্বী যেন জায়তে ।
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ রমণস্তথা ॥ ৪০
অনিলস্য শিবা ভার্যা যস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ ।
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য তু ॥ ৪১
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে শ্রিয়ান্বিতঃ ।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ ॥ ৪২
অপত্যং কৃত্তিকানাস্তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ।
স্কন্দঃ সনৎকুমারশ্চ সৃষ্টঃ পাদেন তেজসঃ ॥ ৪৩
প্রত্যূষস্য বিদুঃ পুত্রমৃষিং নাম্না চ দেবলম্ ।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ তপস্বিনৌ ॥ ৪৪
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী ।
যোগসিদ্ধা জগৎ কৃৎস্নমসক্তা বিচচার হ ॥ ৪৫
প্রভাসস্য চ সা ভার্যা বসূনামষ্টমস্য চ ।
বিশ্বকর্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥ ৪৬
কর্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ ।
ভূষণানাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥ ৪৭

---

বিশ্বা হইতে বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বান্ ও বসু হইতে বসুগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভানু হইতে ভানুগণ এবং মুহূর্তা হইতে মুহূর্তগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ৩২-৩৩

লম্বা হইতে ঘোষনামক দেবতা, যামী হইতে নাগবীথী ও অরুন্ধতী হইতে পৃথিবীর বিষয় (ভূত জৈবাদি) সকল উৎপন্ন হইয়াছিল ॥৩৪

সঙ্কল্পা হইতে সর্বাত্মা সঙ্কল্প জন্মগ্রহণ করে এবং যামীপুত্রী নাগবীথী হইতে বৃষলম্বা উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৫

রাজন্! প্রাচেতস দক্ষ চন্দ্রকে যে সকল কন্যাদান করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নক্ষত্রনামে জ্যোতিষ শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬

জ্যোতি প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল কীর্তিমান্ দেবগণ আছেন এবং অষ্ট বসু উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি ॥ ৩৭

আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস, এই আটটি বসু নামে বিখ্যাত ॥ ৩৮

আপের বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত ও মুনি এবং ধ্রুবের সর্বলোকপ্রকালনকারী ভগবান্ কাল পুত্র হইয়াছিল ॥ ৩৯

সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চা, যাঁহার কৃপায় মনুষ্য বর্চস্বী হয়। ধরনামক বসুর পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবাহ এই দুই পুত্র হয় এবং মনোহরানাম্নী পত্নীতে শিশির, প্রাণ ও রমণনামক পুত্র হইয়াছিল ॥ ৪০

অনিলের ভার্যা শিবা, তাহার পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। এই দুইটি অনিলের পুত্র ॥৪১

অগ্নির পুত্র শ্রীমান্ কুমার শরবনে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পরে শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়,—এই তিনটি পুত্র হইয়াছিল ॥ ৪২

কৃত্তিকাগণের পুত্র কার্তিকেয়ই ঐ কুমার। তিনিই স্কন্দ ও সনৎকুমার নামে বিখ্যাত। অগ্নি স্বকীয় তেজের পাদ দ্বারা তাঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ৪৩

প্রত্যূষের পুত্রের নাম ঋষি ও দেবল। দেবলের দুইটি ক্ষমাশীল ও তপস্বী পুত্র ছিল ॥ ৪৪

বৃহস্পতির একটি সুন্দরী ভগিনী ছিল, সে যোগসাধনায় সিদ্ধিমতী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া অনাসক্তভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। অবশেষে সে অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্যা হইল। তাহার গর্ভে মহাভাগ্যবান্ প্রজাপতি বিশ্বকর্মা উৎপন্ন হন ॥ ৪৫-৪৬

তিনি সহস্র সহস্র শিল্পের কর্তা ও দেবতাগণের বর্ধকি (ছুতার বা বাড়ই)। ঐ শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা সকল প্রকার ভূষণের আবিষ্কারক,

যঃ সর্বাসাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥ ৪৮

সুরভী কশ্যপাদ্ রুদ্রানেকাদশ বিনির্মমে।
মহাদেবপ্রসাদেন তপসা ভাবিতা সতী ॥ ৪৯

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যস্ত্বষ্টা রুদ্রাশ্চ ভারত।
ত্বষ্টুশ্চৈবাত্মজঃ শ্রীমান্ বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥ ৫০

হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী রৈবতস্তথা ॥ ৫১

মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ কপালী চ বিশাম্পতে।
একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ৫২

শতং ত্বেবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্।
পুরাণে ভরতশ্রেষ্ঠ যৈর্ব্যাপ্তাঃ সচরাচরাঃ ॥ ৫৩

লোকা ভরতশার্দূল কশ্যপস্য নিবোধ মে।
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব অরিষ্টা সুরসা খশা ॥ ৫৪

সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা হরা।
কদ্রুর্মুনিশ্চ রাজেন্দ্র তাস্বপত্যানি মে শৃণু ॥ ৫৫

পূর্বমন্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্ সুরোত্তমাঃ।
তুষিতা নাম তেঽন্যোন্যমূচুর্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥ ৫৬

উপস্থিতেঽতিযশসি চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
হিতার্থং সর্বসত্ত্বানাং সমাগম্য পরস্পরম্ ॥ ৫৭

আগচ্ছত দ্রুতং দেবা অদিতিং সম্প্রবিশ্য বৈ।
মন্বন্তরে প্রসূয়ামস্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু তে সর্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
মারীচাৎ কশ্যপাজ্জাতাস্তেঽদিত্যা দক্ষকন্যয়া ॥ ৫৯

তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
অর্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা চ ভারত ॥ ৬০

বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৬১

চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্বমাসন্ যে তুষিতাঃ সুরাঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তে বৈ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৬২

সপ্তবিংশতির্যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যোঽথ সুব্রতাঃ।
তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসাম্ ॥ ৬৩

---

যিনি সকল দেবতার বিমানসমূহ নির্মাণ করিয়াছেন। যে মহাত্মার শিল্পকে মনুষ্যগণ উপজীবা করিয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮

তপস্যারতা সুরভি কশ্যপের ঔরসে মহাদেবের কৃপায় একাদশ রুদ্র উৎপাদন করিয়াছিল। রাজন্ রুদ্রগণ যেমন সুরভির পুত্র ছিল, সেইরূপ অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য ও ত্বষ্টা নামক তিনটি পুত্রও ছিল। ত্বষ্টার মহাযশস্বী ঐশ্বর্যশালী পুত্র বিশ্বরূপ ॥ ৪৯-৫০

রাজন্! হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, সর্প ও কপালী এই এগারো জন ত্রিভুবনের ঈশ্বর (একাদশ) রুদ্র নামে বিখ্যাত। ৫১-৫২

ভরতশ্রেষ্ঠ! পুরাণে অমিতশক্তি রুদ্রগণের শত প্রকার বর্ণনা আছে। যাঁহারা সকল চরাচরকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ভরতপ্রধান! এক্ষণে তুমি কশ্যপের পত্নীদের নাম শ্রবণ কর। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খশা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, হরা, কদ্রু ও মুনি। রাজেন্দ্র! ঐ সকল পত্নীতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের কথা শ্রবণ কর। ৫৩-৫৫

পূর্ববর্তী চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিতনামক দ্বাদশ জন শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে অত্যন্ত প্রশংসনীয় বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে সকল প্রাণীর হিতসাধনের জন্য ঐ তুষিত দেবগণ মিলিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন। দেবগণ! শীঘ্র আগমন কর। অদিতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা বৈবস্বত মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করিব। ইহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে। ৫৬-৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ঐ সকল দেবতা চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে এইরূপ পরামর্শ করিয়া দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে মরীচি-পুত্র কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৫৯

ভারত! অদিতির গর্ভে বিষ্ণু ও ইন্দ্র পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিলেন এবং অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও অতিতেজস্বী ভগ এই দ্বাদশজন আদিত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ৬০-৬১

পূর্ববর্তী চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে দেবগণ 'তুষিত' নামে বিখ্যাত ছিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য নামে পরিচিত হইয়াছেন। ৬২

চন্দ্রমার সপ্তবিংশতিসংখ্যক পত্নীগণ সকলেই সদ্ব্রতাচারিণী ও অতিশয় তেজোযুক্তা ছিলেন। তাঁহারা অমিতশক্তি সন্তানগণের উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৬৩

অরিষ্টনেমিপত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ ।
বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৪
প্রত্যাঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসৎকৃতাঃ ।
কৃশাশ্বস্য তু রাজর্ষের্দেবপ্রহরণানি চ ॥ ৬৫
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ।
সর্ব্বদেবগণাস্তাত ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু কামজাঃ ॥ ৬৬
তেষামপি চ রাজেন্দ্র নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ৬৭
যথা সূর্য্যস্য গগনে উদয়াস্তমনে ইহ ।
এবং দেবনিকায়াস্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥ ৬৮
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্ ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬৯
সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ ।
সৈংহিকেয় ইতি খ্যাতাস্তস্যাঃ পুত্রা মহাবলাঃ ॥
গণৈশ্চ সহ রাজেন্দ্র দশসাহস্রমুচ্যতে ॥ ৭০
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
অসংখ্যাতা মহাবাহো হিরণ্যকশিপোঃ শৃণু ॥ ৭১
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ ।
অনুহ্রাদশ্চ হ্রাদশ্চ প্রহ্রাদশ্চৈব বীর্য্যবান্ ॥ ৭২
সংহ্রাদশ্চ চতুর্থোঽভূদ্ধ্রাদপুত্রো হ্রদস্তথা ।
সংহ্রাদপুত্রঃ সুন্দশ্চ নিসুন্দস্তাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ ৭৩
অনুহ্রাদসুতৌ হ্যায়ুঃ শিবিকালস্তথৈব হ ।
বিরোচনশ্চ প্রাহ্রাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥ ৭৪
বলেঃ পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং নরাধিপ ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চেন্দ্রতাপনঃ ॥ ৭৫
কুম্ভনাভো গর্দ্দভাক্ষঃ কুক্ষিরিত্যেবমাদয়ঃ ।
বাণস্তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠঃ পশুপতেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৭৬
পুরাকল্পে হি বাণেন প্রসাদ্যোমাপতিং প্রভুম্ ।
পার্শ্বতো বিহরিষ্যামি ইত্যেবং যাচিতো বরঃ ॥ ৭৭
বাণস্য চেন্দ্রদমনো লোহিত্যামুপপদ্যত ।
গণাস্তথাসুরা রাজন্ শতসাহস্রসম্মিতাঃ ॥ ৭৮
হিরণ্যাক্ষসুতাঃ পঞ্চ বিদ্বাংসঃ সুমহাবলাঃ ।
ঝর্ঝরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা ॥
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৭৯
অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ ।
তপস্বিনো মহাবীর্য্যাঃ প্রাধান্যেন নিবোধ তান্ ॥ ৮০

---

বহুপুত্রবান্ বিদ্বান্ অরিষ্টনেমির বিখ্যাত নামযুক্ত চারিটি পত্নী ছিল। তাহাদের গর্ভে ষোলটি সন্তান হইয়াছিল। ৬৪

ব্রহ্মর্ষিগণের প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ প্রত্যাঙ্গিরস ঋক্‌সমূহ ও দেবতাদের অস্ত্রসমূহ রাজর্ষি কৃশাশ্বের নিকট প্রকটিত হইয়াছিল। ৬৫

তাত! সকল দেবতা বিশেষতঃ তেত্রিশজন দেবতা ইঁহাদের ইচ্ছানুসারে প্রতিকল্পে অর্থাৎ চারিযুগ একহাজার বার অতীত হইলে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজেন্দ্র! ঐ সকল দেবতারও বিনাশ ও উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। আকাশে সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন যেমন পুনঃ পুনঃ হয়, সেইরূপ যুগে যুগে দেবগণের উৎপত্তি ( ও বিনাশ ) হইয়া থাকে। ৬৬-৬৮

আমরা শুনিয়াছি যে, দিতির গর্ভে কশ্যপের দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ দুইটি পুত্র মহাবীর্য্যবান্ হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। ৬৯

কশ্যপ ও দিতির সিংহিকা নামে এক কন্যা হইয়াছিল। ঐ কন্যা বিপ্রচিত্তির পত্নী। তাহার মহাবলশালী পুত্রগণ সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত। রাজেন্দ্র! তাহারা নিজ পরিজনের সহিত দশ হাজার। ৭০

তাহাদের পুত্র ও পৌত্র শত শত হাজার হাজার। তাহাদের গণনা করা যায় না। মহাবাহো! হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণের কথা শ্রবণ কর। ৭১

হিরণ্যকশিপুর চারিটি পুত্র। প্রত্যেকেই বীর্য্যবান্। তাহাদের নাম অনুহ্রাদ, হ্রাদ, প্রহ্রাদ ও সংহ্রাদ। হ্রাদের পুত্র হ্রদ এবং সংহ্রাদের দুই পুত্র সুন্দ ও নিসুন্দ। ৭২-৭৩

অনুহ্রাদের দুইটি পুত্র আয়ু ও শিবিকাল। প্রহ্রাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি। রাজন্! বলির শতপুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্রমা, ইন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ, গর্দ্দভাক্ষ ও কুক্ষি প্রভৃতি শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাণ অতি বলবান্ ও মহাদেবের প্রিয় ছিল। ৭৪-৭৬

পূর্ব্বকল্পে বাণ উমাপতি প্রভু মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমি আপনার পার্শ্বে থাকিয়া বিহার করিব। ৭৭

লোহিতীনাম্নী পত্নীতে বাণের ইন্দ্রদমননামক পুত্র হইয়াছিল। লক্ষপরিমিত অসুর তাহার গণ ছিল। ৭৮

হিরণ্যাক্ষের ঝর্ঝর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ ও কালনাভ এই পাঁচটি মহাবলবান্ ও বিদ্বান্ পুত্র হইয়াছিল। ৭৯

দনুর একশত পুত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তীব্র

দ্বিমূর্ধা শকুনিশ্চৈব তথা শঙ্কুশিরা বিভুঃ।
শঙ্কুকর্ণো বিরাধশ্চ গবেষ্ঠী দুন্দুভিস্তথা ॥
অয়োমুখঃ শম্বরশ্চ কপিলো বামনস্তথা ॥ ৮১
মরীচির্মঘবাংশ্চৈব ইরা শঙ্কুশিরা বৃকঃ।
বিক্ষোভণশ্চ কেতুশ্চ কেতুবীর্য-শতহ্রদৌ ॥
ইন্দ্রজিৎ সত্যজিচ্চৈব বজ্রনাভস্তথৈব চ।
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৮৩
একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ।
বৈশ্বানরঃ পুলোমা চ বিদ্রাবণ-মহাসুরৌ ॥
স্বর্ভানুর্বৃষপর্বা চ তুহুণ্ডশ্চ মহাসুরঃ।
সূক্ষ্মশ্চৈবাতিচন্দ্রশ্চ ঊর্ণনাভো মহাগিরিঃ ॥ ৮৫
অসিলোমা চ কেশী চ শঠশ্চ বলকো মদঃ।
তথা গগনমূর্ধা চ কুম্ভনাভো মহাসুরঃ ॥ ৮৬
প্রমদো ময়শ্চ কুপথো হয়গ্রীবশ্চ বীর্যবান্।
বৈসৃপঃ সবিরূপাক্ষঃ সুপথোঽথ হরাহরৌ ॥ ৮৭
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব শতমায়শ্চ শম্বরঃ।
শরভঃ শলভশ্চৈব বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৮৮

এতে সর্বে দনোঃ পুত্রাঃ কশ্যপাদভিজজ্ঞিরে
বিপ্রচিত্তিপ্রধানাস্তে দানবাঃ সুমহাবলাঃ ॥ ৮৯
এতেষাং যদপত্যং তু তন্ন শক্যং নরাধিপ।
প্রসংখ্যাতুং মহীপাল পুত্র-পৌত্রমনন্তকম্ ॥ ৯০
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা পুলোম্নশ্চ সুতা ত্রয়ঃ।
উপদানবী হয়শিরাঃ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী ॥ ৯১
পুলোমা কালিকা চৈব বৈশ্বানরসুতে উভে
বহ্বপত্যে মহাবীর্যে মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ ॥ ৯২
তয়োঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিঃ দানবনন্দনান্।
চতুর্দশশতান্যান্ হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ৯৩
মারীচির্জনয়ামাস মহতা তপসান্বিতঃ
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৯৪
অবধ্যা দেবতানাঞ্চ হিরণ্যপুরবাসিনঃ।
কৃতাঃ পিতামহেনাজৌ নিহতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৯৫
প্রভায়া নহুষঃ পুত্রঃ সঞ্জয়শ্চ শচীসুতঃ
পূরুং জজ্ঞেঽথ শর্মিষ্ঠা দুষ্মন্তমুপদানবী ॥ ৯৬
তপোঽপরে মহাবীর্যা দানবাস্ত্বতিদারুণাঃ।
সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তথা ॥ ৯৭

পরাক্রমশালী উগ্র ও মহাবলবান্। তাঁহাদের মধ্যে প্রধানদের নাম শ্রবণ কর। ৮০

দ্বিমূর্ধা, শকুনি, বিভু, শঙ্কুশিরা, শঙ্কুকর্ণ, বিরাধ, গবেষ্ঠী, দুন্দুভি, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান্, ইরা, শঙ্কুশিরা, বৃক, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, বিক্রান্ত, কালনাভ, মহাবাহু, একচক্র, মহাবলী তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাসুর, স্বর্ভানু, বৃষপর্বা, তুহুণ্ড, সূক্ষ্ম, অতিচন্দ্র, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, কেশী, শঠ, বলক, মদ, গগনমূর্ধা, কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, হয়গ্রীব, বৈসৃপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শত শতমায়াকারী শম্বর, শরভ, শলভ ও বীর্যবান্ বিপ্রচিত্তি, এই সকল দানব কশ্যপ হইতে দনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি প্রধান। ইহারা সকলেই মহাবলবান্ ছিল। ৮১-৮৯

নরপতে! মহীপাল! এই সকল দানবের সন্তান গণনা করা যায় না। পুত্র পৌত্র প্রভৃতি অনন্ত সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। ৯০

স্বর্ভানুর প্রভানামে একটি কন্যা এবং পুলোমার উপদানবী, হয়শিরা ও শচী। এই তিনটি কন্যা হইয়াছিল। বৃষপর্বার শর্মিষ্ঠা নামে একটি কন্যা ছিল। ৯১

বৈশ্বানর দানবের দুইটি কন্যা—পুলোমা ও কালিকা। বহু সন্তানবতী শক্তিশালিনী এই দুইটি কন্যা কশ্যপের পত্নী ছিল। ৯২

এই দুইটি মহিলা দানবগণের আনন্দদানকারী ষাট্ হাজার পুত্র প্রসব করিয়াছিল, তাহার পর পুনশ্চ চৌদ্দ শত পুত্র প্রসব করিয়াছিল। ইহারা সকলেই হিরণ্যপুরনিবাসী। মহাতপস্বী মরীচিপুত্র কশ্যপ ইঁহাদের সকলের জনক। হিরণ্যপুরনিবাসী মহাবলবান্ পুলোমা ও কালকের দানবগণ ব্রহ্মার বরে দেবতাগণেরও অবধ্য হইয়াছিল। অর্জুন যুদ্ধে ইহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। ৯৩-৯৫

প্রভার পুত্র নহুষ, শচীর পুত্র সঞ্জয়, শর্মিষ্ঠার পুত্র পূরু ও উপদানবীর দুষ্মন্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ৯৬

অনন্তর সিংহিকাতে আরও অনেক মহাবীর্যবান্ অতিদারুণ দানবগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। বিপ্রচিত্তিরও অনেক পুত্র হইয়া-

দৈত্য-দানবসংযোগাজ্জাতাস্তীব্রপরাক্রমাঃ
সৈংহিকেয়া ইতি খ্যাতাস্ত্রয়োদশ মহাবলাঃ ॥ ৯৮
ব্যংশঃ শল্যশ্চ বলিনৌ নভশ্চৈব মহাবলঃ ।
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ খসৃমস্তথা ॥ ৯৯
আঞ্জিকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ।
শুক্রঃ পোতরণশ্চৈব বজ্রনাভশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১০০
রাহুর্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ সূর্য্য-চন্দ্রবিমর্দ্দনঃ ।
মূকশ্চৈব তুহুণ্ডশ্চ হ্রাদপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ১০১
মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যজায়ত ।
শিবনাভস্তথা চৈব মুরকল্পশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১০২
এতে বৈ দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০৩
সংহ্রাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে ।
সমুৎপন্নাঃ সুতপসা মহাত্মানো ভাবিতাত্মনঃ ॥ ১০৪
তিস্রঃ কোট্যঃ সুতাস্তেষাং মণিমত্যাং নিবাসিনাম্ ।
তেঽপ্যবধ্যাস্তু দেবানামর্জ্জুনেন নিপাতিতাঃ ॥১০৫
ষট্ সুতাঃ সুমহাসত্ত্বাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
কাকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচি গৃধ্রিকা ॥১০৬
কাকী কাকানজনয়দুলূকী প্রত্যুলূককান্ ।
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্র্যপি ॥১০৭
শুচিরৌদকান্ পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু পরন্তপ ।
অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৮
বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বাবরুণো গরুড়স্তথা
সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠো দারুণঃ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ১০৯
সুরসায়াঃ সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাম্ ।
অনেকশিরসাং তাত খেচরাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১১০
কাদ্রবেয়াশ্চ বলিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ ।
সুপর্ণবশগা নাগা জজ্ঞিরেঽনেকমস্তকাঃ ॥ ১১১
তেষাং প্রধানাঃ সততং শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ ।
ঐরাবতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ ॥ ১১২
এলাপত্রস্তথা শঙ্খঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ।
মহানীল-মহাকর্ণৌ ধৃতরাষ্ট্র-বলাহকৌ ॥ ১১৩
কুহরঃ পুষ্পদংষ্ট্রশ্চ দুর্মুখঃ সুমুখস্তথা ।
শঙ্খশ্চ শঙ্খপালশ্চ কপিলো বামনস্তথা ॥ ১১৪

---

ছিল, এইভাবে দিতিপুত্র ও দনুপুত্রগণের সম্বন্ধ হওয়ায় তীব্র পরাক্রমশালী বহু পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তেরজন মহাবলবান্ দানব সৈংহিকেয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ব্যংশ, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শুক্র, পোতরণ ও বজ্রনাভ এই তেরজন মহাবলবান্ দানব সৈংহিকেয়। ৯৭-১০০

ইহাদের মধ্যে রাহু সকলের জ্যেষ্ঠ। ঐ রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রের পীড়াদায়ক। হ্রাদের দুইটি পুত্র মূক ও তুহুণ্ড। ১০১

সুন্দের পুত্র মারীচ তাড়কার গর্ভে জন্মিয়াছিল। পরে তাহাদের শিবনাভ ও মুরকল্পনামক বলবান্ দুইটি পুত্র হইয়াছিল। ১০২

এই সকল শ্রেষ্ঠ দানবগণ দনুবংশবৃদ্ধিকারী হইয়াছিল। ইহাদের শত শত পুত্র ও হাজার হাজার পৌত্র হইয়াছিল। সংহ্রাদনামক দৈত্যের বংশে নিবাতকবচগণ জন্মিয়াছিল। ইহারা সকলেই তপস্যার দ্বারা শক্তিলাভ করিয়া আত্মবিশ্বাসী ও মহান্ হইয়াছিল ॥ ১০৩-১০৪

মণিমতীপুরীতে নিবাসকারী নিবাতকবচগণের তিন কোটি পুত্র ছিল। তাহারা দেবতাদেরও অবধ্য। অর্জ্জুনের দ্বারা তাহারা নিহত হইয়াছিল। ১০৫

তাম্রার অতিবলবতী ছয়টি কন্যা হইয়াছিল, তাহাদের নাম কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা ॥১০৬

শত্রুদমন। কাকী কাকসমূহকে, উলূকী উলূকসমূহকে, শ্যেনী শ্যেন (বাজ)-সমূহকে, ভাসী ভাসসমূহকে ও গৃধ্রিকা গৃধ্রসমূহকে জন্ম দিয়াছিল। শুচি জলচর পক্ষীকে, সুগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভসমূহকে জন্ম দিয়াছিল। এইভাবে তাম্রার বংশ কীর্ত্তিত হইল। ১০৭-১০৮

বিনতার দুই পুত্র অরুণ ও গরুড়। ইহাদের মধ্যে গরুড় নিজ কর্মের দ্বারা পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অতি দারুণ হইয়াছিল। ১০৯

তাত। সুরসার এক হাজার সর্প পুত্র হইয়াছিল। সুরসার পুত্র সর্পগণ অমিতবলশালী, অনেক মস্তকবিশিষ্ট, আকাশগামী ও বিশালকায় ছিল। ১১০

কদ্রুর অমিতবলশালী হাজার পুত্র হইয়াছিল। তাহারা সকলে গরুড়ের অধীন ও অনেক মস্তকবিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র

নহুষঃ শঙ্খরোমা চ মণিরিত্যেবমাদয়ঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ গরুড়েন নিপাতিতাঃ ॥ ১১৫
চতুর্দশ সহস্রাণি ক্রূরাণাং পবনাশিনাম্।
গণঃ ক্রোধবশো বিদ্ধি তস্য সর্বে চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ১১৬
স্থলজাঃ পক্ষিণোঽব্জাশ্চ ধরায়াঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ
গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংস্তথা ॥ ১১৭
ইরা বৃক্ষ-লতা-বল্লীস্তৃণজাতীশ্চ সর্বশঃ
খশা তু যক্ষ-রক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা ॥ ১১৮
অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্বানমিতৌজসঃ।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্তিতাঃ স্থাণু-জঙ্গমাঃ ॥ ১১৯
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এষ মন্বন্তরে তাত সর্গঃ স্বারোচিষে স্মৃতঃ ॥ ১২০
বৈবস্বতে তু মহতি বারুণে বিততে ক্রতৌ।
জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ॥ ১২১
পূর্বং যত্র তু ব্রহ্মর্ষীনুৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ১২২
ততো বিরোধে দেবানাং দানবানাঞ্চ ভারত
দিতির্বিনষ্টপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্ ॥ ১২৩
তাং কশ্যপঃ প্রসন্নাত্মা সম্যগারাধিতস্তয়া।
বরেণ ছন্দয়ামাস সা চ বব্রে বরং ততঃ ॥ ১২৪
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্।
স চ তস্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রার্থিতং স মহাতপাঃ ॥ ১২৫
দত্ত্বা চ বরমব্যগ্রো মারীচস্তামভাষত
ভবিষ্যতি সুতস্তেঽয়ং যদ্যেবং ধারয়িষ্যসি ॥ ১২৬
ইন্দ্রং পুত্রো নিহন্তা তে গর্ভং বৈ শরদাং শতম্
যদি ধারয়সে শৌচা তৎপরা ব্রতমাস্থিতা ॥ ১২৭
তথেত্যভিহিতো ভর্ত্রা তয়া দেব্যা মহাতপাঃ
ধারয়ামাস গর্ভং তু শুচিঃ সা বসুধাধিপ ॥ ১২৮
ততোঽভ্যুপাগমদ্ দিত্যাং গর্ভমাধায় কশ্যপঃ।
রোচয়ন্ বৈ গণশ্রেষ্ঠং দেবানামমিতৌজসাম্ ॥ ১২৯

---

নন্দ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্মুখ, সুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা ও মণি প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের পুত্র-পৌত্রগণকে গরুড় বিনষ্ট করিয়াছিল। ১১১-১১৫

বায়ুভক্ষ ক্রূর সর্পগণের চৌদ্দ হাজার সংখ্যক 'ক্রোধবশ' নামক একটি গণ বা দল ছিল—ইহা জানিও। তাহারা সকলেই দংষ্ট্রাবিশিষ্ট ছিল। ১১৬

স্থলচর ও জলচর সকল পক্ষীকে ধরার সন্তান বলা হয়। সুরভি গো ও মহিষসমূহকে উৎপন্ন করিয়াছিল। ১১৭

ইরা বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও সকল প্রকার তৃণ, খশা যক্ষ ও রাক্ষসগণকে এবং মুনি অপ্সরাদিগকে জন্মদান করিয়াছিল। ১১৮

অরিষ্টা মহাবলবান্ অমিতপরাক্রমী গন্ধর্বগণকে জন্মদান করিয়াছিল। এইভাবে কশ্যপ হইতে উৎপন্ন স্থাবর-জঙ্গমের কথা বলিলাম ॥ ১১৯

ইহাদের শত শত পুত্র ও হাজার হাজার পৌত্র হইয়াছিল। তাত। এইরূপে স্বারোচিষ মন্বন্তরের সৃষ্টি বর্ণিত হইল ॥ ১২০

বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণদেবতাসম্বন্ধী বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছিল এবং আহুতিদানরত ব্রহ্মা যে ক্রমে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি ॥ ১২১

ঐ সময় পিতামহ ব্রহ্মা পূর্বে স্বকীয় মনস হইতে উৎপন্ন সাতজন ব্রহ্মর্ষিকে নিজ ঔরসপুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন ॥১২২

ভারত! অনন্তর দেবগণ ও দানবগণের বিরোধের ফলে দানবগণের বিনাশ হইলে পুত্রহীনা দিতি মহর্ষি কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়াছিল ॥ ১২৩

দিতিকর্তৃক আন্তরিকভাবে সেবিত হইয়া প্রসন্নচিত্ত কশ্যপ দিতিকে বর দিতে চাহিলেন। তখন দিতি বর প্রার্থনা করিল যে, ইন্দ্রকে বধ করিতে সমর্থ অমিততেজসম্পন্ন একটি পুত্র প্রদান করুন। মহাতপস্বী কশ্যপ তাঁহাকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। ১২৪-১২৫

বর প্রদান করিয়া কশ্যপ শান্তভাবে দিতিকে বলিলেন—যদি তুমি বিধানানুসারে এই গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পুত্র ঐরূপ হইবে। যদি তুমি একাগ্রচিত্তে পবিত্রভাবে ব্রতাচরণ করিতে করিতে একশত বৎসর এই গর্ভ ধারণ কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র ইন্দ্রের নিহন্তা হইবে। ১২৬-১২৭

মহীপাল। মহাতপস্বী কশ্যপকে দিতি বলিল—'আপনার নির্দেশ পালন করিব'। তারপর দিতি পবিত্রভাবে গর্ভকে ধারণ করিয়া থাকিতে লাগিল। ১২৮

অমিতপরাক্রমশালী দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠগণকে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করিয়া সেইস্থান হইতে

তেজঃ সম্ভৃত্য দুর্দ্ধর্ষমবধ্যমমরৈরপি ।
জগাম পর্বতায়ৈব তপসে সংশিতব্রতঃ ॥ ১৩০
তস্যাশ্চৈবান্তরপ্রেপ্সুরভবৎ পাকশাসনঃ ।
ঊনে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমচ্যুতঃ ॥ ১৩১
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ।
নিদ্রাঞ্চাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ ॥ ১৩২
বজ্রপাণিস্ততো গর্ভং সপ্তধা তং ন্যকৃন্তত ।
স পাট্যমানো বজ্রেণ গর্ভস্তু প্ররুরোদ হ ॥ ১৩৩
মা রোদীরিতি তং শক্রঃ পুনঃ পুনরথাব্রবীৎ ।
সোঽভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তমিন্দ্রো কুপিতঃ পুনঃ ॥ ১৩৪
একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণৈবারিকর্শনঃ ।
মরুতো নাম দেবাস্তে বভূবুর্ভরতর্ষভ ॥ ১৩৫
যথৈবোক্তং মঘবতা তথৈব মরুতোঽভবন্ ।
দেবা একোনপঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ ॥ ১৩৬
তেষামেবং প্রবৃদ্ধানাং ভূতানাং জনমেজয় ।
রোচয়ন্ বৈ গণশ্রেষ্ঠং দেবানামমিতৌজসাম্ ॥ ১৩৭
নিকায়েষু নিকায়েষু হরিঃ প্রাদাৎ প্রজাপতীন্ ।
ক্রমশস্তানি রাজ্যানি পৃথুপূর্বাণি ভারত ॥ ১৩৮
স হরিঃ পুরুষো বীরঃ কৃষ্ণো জিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ ।
পর্জন্যস্তপনোঽব্যক্তস্তস্য সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৩৯
ভূতসর্গমিমং সম্যগ্ জানতো ভরতর্ষভ ।
মরুতাঞ্চ শুভং জন্ম শৃণ্বতঃ পঠতোঽপি বা ॥
নাস্তি তির্য্যগ্ভয়ং তস্য পরলোকভয়ং কুতঃ ॥ ১৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
মরুদুৎপত্তিকথনে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

চলিয়া গেলেন। প্রশংসনীয় ব্রতাচারণপরায়ণ কশ্যপ দিতির গর্ভে দেবতাদের অবধ্য দুর্দ্ধর্ষ বীর্য্য তেজ স্থাপিত করিয়া তপস্যা করিবার জন্য পর্বতে গমন করিলেন। ১২৯-১৩০

ইন্দ্র দিতির ছিদ্রান্বেষণ করিতে উৎসুক হইয়া গূঢ়ভাবে দিতির অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই দূরস্থ ইন্দ্র দিতির ছিদ্র দর্শন করিলেন। একদিন দিতি পাদ প্রক্ষালন না করিয়াই শয্যাশ্রয় করিলেন। তখন ইন্দ্র তাহার কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। ১৩১-১৩২

বজ্রপাণি ইন্দ্র ঐ গর্ভকে সাতভাগে কাটিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা গর্ভকে কাটিতে থাকিলে ঐ গর্ভ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১৩৩

তখন ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—'রোদন করিও না।' ঐ গর্ভ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াও রোদন করিতে থাকিলে অরিহন্তা ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গর্ভের প্রত্যেকটি ভাগকে বজ্রের দ্বারা সাতভাগে বিভক্ত করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎনামক দেবতা হইলেন। ১৩৪-১৩৫

ইন্দ্র যেমন বলিয়াছিলেন 'মা রোদীঃ', এইজন্য তাঁহারা মরুৎ নামক দেবতা হইলেন। এই ঊনপঞ্চাশজন দেবতাই বজ্রপাণি ইন্দ্রের সাহায্যকারী হইলেন। ১৩৬

জনমেজয়! এইভাবে যখন ঐ সকল প্রাণী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন অমিতবিক্রমসম্পন্ন দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠিকে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীহরি সকল দেবতা-গোষ্ঠিতে এক একজন প্রজাপতি নিযুক্ত করিলেন। ভারত! তিনি পৃথুকে প্রথম রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমানুসারে ঐ রীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ১৩৭-১৩৮

শ্রীকৃষ্ণই ঐ হরি, তিনিই পুরুষ, বীর, জিষ্ণু ও প্রজাপতি। তিনিই মেঘ, তিনিই সূর্য্য এবং তিনিই অব্যক্ত। এই সকল জগৎ তাঁহারই। ১৩৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ভূত-সৃষ্টিকে পূর্ণরূপে যিনি জানেন এবং যিনি মরুদ্গণের শুভ জন্মকথা শ্রবণ করেন কিংবা অধ্যয়ন করেন, তাঁহার পুনর্জন্মের ভয় থাকে না; সুতরাং পরলোকভয় কোথা হইতে হইবে? ১৪০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে মরুদ্গণের উৎপত্তিকথনবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ পৃথোরুপাখ্যানম্, রাজ্যবিতরণম্, দিক্পালানাং প্রতিষ্ঠা চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অভিষিচ্যাধিরাজ্যে তু পৃথুং বৈন্যং পিতামহঃ
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১

দ্বিজানাং বীরুধাঞ্চৈব নক্ষত্র-গ্রহয়োস্তথা।
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব সোমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ২

অপাং তু বরুণং রাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং প্রভুম্
বৃহস্পতিং তু বিশ্বেষাং দদাবাঙ্গিরসং পতিম্ ॥ ৩

ভৃগূণামধিপং চৈব কাব্যং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
আদিত্যানাং তথা বিষ্ণুং বসূনামথ পাবকম্ ॥ ৪

প্রজাপতীনাং দক্ষং তু মরুতামথ বাসবম্।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্ ॥ ৫

বৈবস্বতঞ্চ পিতৄণাং যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
মাতৄণাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ মন্ত্রাণাঞ্চ তথা গবাম্ ॥ ৬

যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পার্থিবানাং তথৈব চ।

নারায়ণং তু সাধ্যানাং রুদ্রাণাং বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭

বিপ্রচিত্তিং তু রাজানং দানবানামথাদিশৎ।
সর্বভূত-পিশাচানাং গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥ ৮

শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনামথ সাগরম্।
গন্ধানাং মরুতাঞ্চৈব ভূতানামশরীরিণাম্ ॥
শব্দাকাশবতাঞ্চৈব বায়ুঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥ ৯

গন্ধর্বাণামধিপতিং চক্রে চিত্ররথং প্রভুম্।
নাগানাং বাসুকিং চক্রে সর্পাণামথ তক্ষকম্ ॥ ১০

বারণানাঞ্চ রাজানমৈরাবতমথাদিশৎ
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং গরুড়ঞ্চৈব পক্ষিণাম্ ॥ ১১

মৃগাণামথ শার্দূলং গোবৃষঞ্চ গবাং পতিম্।
বনস্পতীনাং রাজানং প্লক্ষমেবাদিশৎ প্রভুম্ ॥ ১২

সাগরাণাং নদীনাঞ্চ মেঘানাং বর্ষণস্য চ।
আদিত্যানামধিপতিং পর্জ্জন্যমভিষিক্তবান্ ॥ ১৩

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

[ পৃথুর উপাখ্যান, রাজ্যবিতরণ দিক্পালগণের প্রতিষ্ঠা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পিতামহ বেণপুত্র পৃথুকে অধিরাজ-রূপে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমশঃ অন্য অন্য রাজ্য বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

দ্বিজ, লতা, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ ও তপস্যা—এই সকলের রাজ্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। ২

জলরাজ্যে বরুণকে, রাজগণের (বা যক্ষগণের) রাজ্যে বিশ্রবার পুত্র কুবেরকে এবং বিশ্বেদেবগণের রাজ্যে আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে রাজা করিলেন। ৩

ভৃগুগণের রাজ্যে শুক্রাচার্য্যকে, আদিত্যরাজ্যে বিষ্ণুকে এবং বসুগণের রাজ্যে অগ্নিকে অভিষিক্ত করিলেন। ৪

প্রজাপতিগণের রাজ্যে দক্ষকে, মরুদ্গণের রাজ্যে ইন্দ্রকে, দৈত্য-দানবগণের রাজ্যে অমিতবীর্য্য প্রহ্লাদকে এবং পিতৃগণের রাজ্যে সূর্য্যপুত্র যমকে অভিষিক্ত করিলেন। ৫

লোকমাতৃকা, ব্রত, মন্ত্র, গো, যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব পদার্থ ও সাধ্যগণের রাজ্যে নারায়ণকে এবং রুদ্রগণের রাজ্যে বৃষভধ্বজ শিবকে অভিষিক্ত করিলেন। ৫-৭

দানবগণের রাজা হইবার জন্য বিপ্রচিত্তিকে আদেশ করিলেন। ভূত ও পিশাচগণের রাজা হইবার জন্য শূলপাণি মহাদেবকে আদেশ করিলেন। ৮

হিমালয়কে পর্বতগণের, সাগরকে নদীসমূহের, গন্ধর্ব, মরুৎ ও শরীরশূন্য ভূতগণের এবং শব্দ ও আকাশবিশিষ্ট বস্তু-সমূহের বীর্য্যবান্ বায়ুকে রাজা হইবার জন্য আদেশ করিলেন। ৯

শক্তিমান্ চিত্ররথকে গন্ধর্বগণের অধিপতি করিলেন, বাসুকিকে নাগগণের ও তক্ষককে সর্পগণের অধিপতি করিলেন। ১০

হস্তীদের মধ্যে ঐরাবতকে, অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাকে ও পক্ষীদের মধ্যে গরুড়কে, বনচারী পশুমধ্যে শার্দূলকে, গোমধ্যে বৃষকে, বৃক্ষমধ্যে প্লক্ষকে (পাকুড়গাছ) অধিপতি হইতে আদেশ করিলেন। ১১-১২

সাগর, নদী, মেঘ, বর্ষা ও সূর্য্যের অধিপতিরূপে পর্জ্জন্যকে অভিষিক্ত করিলেন। ১৩

সর্বেষাং দংষ্ট্রিণাং শেষং রাজানমভ্যষেচয়ৎ ।
সরীসৃপাণাং সর্পাণাং রাজানঞ্চৈব তক্ষকম্ ॥ ১৪
গন্ধর্বাপ্সরসাঞ্চৈব কামদেবং তথা প্রভুম্ ।
ঋতূনামথ মাসানাং দিবসানাং তথৈব চ ॥ ১৫
পক্ষাণাঞ্চ ক্ষপাণাঞ্চ মুহূর্ত-তিথি-পর্বণাম্ ।
কলা-কাষ্ঠাপ্রমাণানাং গতেরয়নয়োস্তথা ॥ ১৬
গণিতস্যাথ যোগস্য চক্রে সংবৎসরং প্রভুম্ ।
এবং বিভজ্য রাজ্যানি ক্রমেণ স পিতামহঃ ॥ ১৭
দিশাপালানামথ ততঃ স্থাপয়ামস ভারত ।
পূর্বস্যাং দিশি পুত্রন্তু বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৮
দিশাপালং সুধন্বানং রাজানং চাভ্যষেচয়ৎ ।
দক্ষিণস্যাং মহাত্মানং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৯
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ।
পশ্চিমায়াং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্ ॥
কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ।
তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জন্যস্য প্রজাপতেঃ ॥ ২১
উদীচ্যাং দিশি দুর্দ্ধর্ষং রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপর্বতা ॥ ২২
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্মেণ পরিপাল্যতে ।
রাজসূয়াভিষিক্তস্তু পৃথুরেভির্নরাধিপৈঃ
বেদদৃষ্টেন বিধিনা রাজরাজ্যে নরাধিপ ॥ ২৩
ততো মন্বন্তরেঽতীতে চাক্ষুষেঽমিততেজসি ।
বৈবস্বতায় মনবে ব্রহ্মা রাজ্যমথাদিশৎ ॥
তস্য বিস্তরমাখ্যাস্যে মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ২৪
তবানুকূল্যাদ্ রাজেন্দ্র যদি শুশ্রূষসেঽনঘ ।
মহদ্ধ্যেতদধিষ্ঠানং পুরাণং পরিকীর্তিতম্ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গবাসকরং শুভম্ ॥ ২৫

জনমেজয় উবাচ ।

বিস্তরেণ পৃথোর্জন্ম বৈশম্পায়ন কীর্তয় ।
যথা মহাত্মনা তেন দুগ্ধা চেয়ং বসুন্ধরা ॥ ২৬
যথা চ পিতৃভির্দুগ্ধা যথা দেবৈর্মহর্ষিভিঃ ।
যথা দৈত্যৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা যক্ষৈর্যথা দ্রুমৈঃ ॥ ২৭
যথা শৈলৈঃ পিশাচৈশ্চ গন্ধর্বৈশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ।
রাক্ষসৈশ্চ মহাসত্ত্বৈর্যথা দুগ্ধা বসুন্ধরা ॥ ২৮
তেষাং পাত্রবিশেষাংশ্চ বৈশম্পায়ন কীর্তয় ।
বৎসান্ ক্ষীরবিশেষাংশ্চ দোগ্ধারং চানুপূর্বশঃ ॥ ২৯

---

দংষ্ট্রাবিশিষ্ট সর্পগণের মধ্যে শেষকে, সরীসৃপ ও সর্পগণের মধ্যে তক্ষককে রাজা করিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মধ্যে শক্তিশালী কামদেবকে, এবং ঋতু, মাস, দিবস, পক্ষ, রাত্রি, মুহূর্ত, তিথি, পর্ব, কলা, কাষ্ঠা, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতি, গণিত ও গ্রহগণের অধিপতিরূপে সংবৎসরকে অভিষিক্ত করিলেন। পিতামহ এইভাবে রাজ্য বিভাগ করিয়া ক্রমানুসারে দিক্পালগণকে স্থাপনা করিলেন। বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র সুধন্বাকে পূর্বদিকের দিক্পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। কর্দম প্রজাপতির পুত্র মহাত্মা শঙ্খপদকে দক্ষিণদিকের দিক্পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। রজসের পুত্র মহাত্মা কেতুমান অচ্যুতকে পশ্চিমদিকের দিক্পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। পর্জন্য প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিকের দিক্পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ সকল দিক্পাল সপ্তদ্বীপা পর্বতসহিতা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিজ নিজ প্রদেশানুসারে ধর্মের সহিত অদ্যাপি পালন করিতেছেন। নরাধিপ! এই সকল রাজবর্গ বেদকথিত বিধানানুসারে রাজসূয়যজ্ঞে রাজরাজপদে পৃথুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ১৪-২৩

অনন্তর অমিততেজস্বী চাক্ষুষ মনুর মন্বন্তর অতীত হইলে ব্রহ্মা বৈবস্বতমনুকে রাজ্য প্রদান করিলেন। পাপহীন রাজেন্দ্র! তুমি একমন হইয়া যদি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার নিকট বৈবস্বত মনুর বিবৃতি বর্ণন করিব। আমি তোমাকে অতি প্রাচীন ইতিহাস শুনাইতেছি। ইহার শ্রবণে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, ধনপ্রাপ্তি হয়, যশ ও আয়ু লাভ হয়, এই শুভ আখ্যান শ্রবণ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ২৪-২৫

জনমেজয় বলিলেন—বৈশম্পায়ন! আপনি পৃথুর জন্মকথা বিস্তৃতভাবে কীর্তন করুন, ঐ মহাত্মা যেভাবে বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন। পিতৃগণ যেভাবে এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন এবং দেবগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, বৃক্ষগণ, পর্বতগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্বগণ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, মহাবলশালী রাক্ষসগণ এই বসুন্ধরাকে যেভাবে দোহন করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন! দোহন করিবার সময় সেই সকল দোহনকারীর নিকট কিরূপ পাত্র ছিল, দোহনে বৎস কি কি ছিল এবং কিরূপ দুগ্ধ ও দোহনকর্তা ছিল, এই সকল বিষয়ের আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন। ২৬-২৯

যস্মাচ্চ কারণাৎ পাণির্বেনস্য মথিতঃ পুরা।
ক্রুদ্ধৈর্মহর্ষিভিস্তাত কারণং তচ্চ কীর্তয় ॥ ৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পৃথোর্বৈন্যস্য বিস্তরম্।
একাগ্রঃ প্রযতশ্চৈব শৃণুষ্ব জনমেজয় ॥ ৩১

নাশুচেঃ ক্ষুদ্রমনসঃ কুশিষ্যায়াব্রতায় চ।
কীর্তনীয়মিদং রাজন্ কৃতঘ্নায়াহিতায় বা ॥ ৩২

স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং ধন্যং বেদেন সম্মিতম্।
রহস্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং শৃণু রাজন্ যথাতথম্ ॥ ৩৩

যশ্চেমং কথয়েন্নিত্যং পৃথোর্বৈন্যস্য বিস্তরম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি পৃথূপাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

তাত! প্রাচীনকালে মহর্ষিগণ যে কারণে বেণের হস্তকে মথিত করিয়াছিলেন এবং যে কারণে মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ আপনি কীর্তন করুন। ৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! আমি তোমার নিকট বেণপুত্র পৃথুর কথা বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। একাগ্রচিত্তে যত্নের সহিত শ্রবণ কর। ৩১

যে ব্যক্তি অশুচি ও ক্ষুদ্রচিত্ত, যে কুশিষ্য ও ব্রতহীন, যে কৃতঘ্ন ও অহিতকারী, তাহার নিকট এই কথা কীর্তন করা উচিত নয়। ৩২

রাজন্! এই কথা স্বর্গ, যশ, আয়ু ও ধর্মের প্রাপ্তিহেতু। ইহা বেদের সমান। এই রহস্যকথা ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি যথাযথভাবে শ্রবণ কর। ৩৩

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া বেণপুত্র পৃথুর বিস্তৃত ভাবে কীর্তন করে, সে ধর্মের জন্য ও শুভ কর্ম করা হইল না বলিয়া অনুতাপ করে না। ৩৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পৃথুর আখ্যানবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[ পৃথোরুপাখ্যানম্—অত্যাচারং কৃত্বা বেনস্য বিনাশঃ, পৃথোর্জন্মনশ্চরিত্রস্য চ বর্ণনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসীদ্ ধর্মস্য গোপ্তা বৈ পূর্বমত্রিসমঃ প্রভুঃ।
অত্রিবংশসমুৎপন্নস্ত্বঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১

তস্য পুত্রোঽভবদ্ বেনো নাত্যর্থং ধর্মকোবিদঃ।
জাতো মৃত্যুসুতায়াং বৈ সুনীথায়াং প্রজাপতিঃ ॥ ২

স মাতামহদোষেণ বেনঃ কালাত্মজাত্মজঃ।
স্বধর্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোভেষ্ববর্তত ॥ ৩

মর্যাদাং স্থাপয়ামাস ধর্মাপেতাং স পার্থিবঃ।
বেদধর্মানতিক্রম্য সোঽধর্মনিরতোঽভবৎ ॥ ৪

নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাস্তস্মিন্ রাজনি শাসতি।
প্রবৃত্তং ন পপুঃ সোমং হুতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ ॥ ৫

ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্য প্রজাপতেঃ।
আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রূরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৬

অহমিজ্যশ্চ যষ্টা চ যজ্ঞশ্চেতি কুরূদ্বহ।
ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতব্যমিত্যপি ॥ ৭

### পঞ্চম অধ্যায়।

[ পৃথুর উপাখ্যান—অত্যাচার করিয়া বেণের বিনাশ এবং পৃথুর জন্ম ও চরিত্রবর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন! পুরাকালে অঙ্গনামক একজন প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ধর্মের রক্ষক ও অত্রির মত শক্তিশালী এবং অত্রির বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বেণ নামে তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল। সে যথার্থভাবে ধর্মতত্ত্ব জানিত না। সে মৃত্যুর কন্যা সুনীথার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১-২

কালকন্যা সুনীথার পুত্র বেণ মাতামহের দোষের জন্য নিজ ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া কামবশতঃ অতিশয় লোভে পতিত হইল। ৩

সেই বেণরাজা ধর্মরহিত নিয়ম স্থাপন করিলেন এবং বেদবিহিত ধর্মকে অতিক্রম করিয়া অধর্মে রত হইলেন। ৪

তাঁহার রাজত্বকালে বেদগণ, স্বাধ্যায় ও বষট্‌কারশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত যজ্ঞে আহুত সোমরস পানে অক্ষম হইলেন। ৫

যখন তাঁহার বিনাশকাল নিকটবর্তী হইল, তখন তিনি এইরূপ ক্রূর প্রতিজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, আমার রাজ্যে যজ্ঞ করিবে না, হোম করিবে না। ৬

তমতিক্রান্তমর্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্ ।
ঊচুর্মহর্ষয়ঃ সর্বে মরীচিপ্রমুখাস্তদা ॥ ৮
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরগণান্ বহূন্ ।
অধর্মং কুরু মা বেন নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৯
নিধনেঽত্রেঃ প্রসূতস্ত্বং প্রজাপতিরসংশয়ম্ ।
প্রজাশ্চ পালয়িষ্যেঽহমিতি তে সময়ঃ কৃতঃ ॥ ১০
তাংস্তথা ব্রুবতঃ সর্বান্ মহর্ষীনব্রবীৎ তদা
বেনঃ প্রহস্য দুর্বুদ্ধিরিমমর্থমনর্থবিৎ ॥ ১১

বেন উবাচ ।

স্রষ্টা ধর্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বৈ ময়া ।
শ্রুত-বীর্য-তপঃ-সত্যৈর্ময়া বা কঃ সমো ভুবি । ১২
প্রভবং সর্বভূতানাং ধর্মাণাঞ্চ বিশেষতঃ ।
সম্মূঢ়া ন বিদুর্নূনং ভবন্তো মাং বিচেতসঃ ॥ ১৩
ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং তথা জলৈঃ ।
খং ভুবঞ্চৈব রুন্ধেয়ং নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ১৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! বেন প্রচার করিতে লাগিলেন যে, আমিই যজ্ঞের আরাধ্য, আমিই যজ্ঞকর্তা ও আমিই যজ্ঞ। আমার উদ্দেশেই যজ্ঞে হোম করিতে হইবে। ৭

তখন মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ মর্যাদালঙ্ঘক ও অন্যায়ভাবে প্রজার ধনগ্রাহক রাজা বেনকে বলিলেন। ৮

আমরা বহু বর্ষে সমাপ্তিযোগ্য দীক্ষায় (যজ্ঞে) প্রবেশ করিব। বেন! তুমি অধর্ম করিও না, যেহেতু ইহা সনাতন ধর্ম নয়। তুমি এই বংশে প্রজাপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। তুমি পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি প্রজাদের পালন করিব। ৯-১০

মহর্ষিগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে তখন অনর্থপ্রবৃত্ত দুর্বুদ্ধি বেন উপহাস করিয়া মহর্ষিগণকে বলিলেন। ১১

বেন বলিলেন—আমি ব্যতীত ধর্মের স্রষ্টা কে আছে? আমি কাহার কথা শুনিব? এই পৃথিবীতে শাস্ত্রজ্ঞান, বীর্য, তপস্যা ও সত্যে আমার সমান কে আছে? ১২

আপনারা মূঢ় ও জ্ঞানহীন। সেইজন্য সকল প্রাণীর এবং ধর্মের উৎপত্তিস্থল আমাকে জানিতে পারিতেছেন না। ১৩

আমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারি ও জলে প্লাবিত করিতে পারি এবং পৃথিবী ও আকাশকে অবরোধ করিতে পারি—এ বিষয়ে আপনাদের সংশয় করা উচিত নয়। ১৪

যদা ন শক্যতে মোহাদবলেপাচ্চ পার্থিবঃ ।
অনুনেতুং তদা বেনস্ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৫
নিগৃহ্য তং মহাত্মানো বিস্ফুরন্তং মহাবলম্
ততোঽস্য সব্যমূরুং তে মমন্থুর্জাতমন্যবঃ ॥ ১৬
তস্মিংস্তু মথ্যমানে বৈ রাজ্ঞ ঊরৌ প্রজজ্ঞিবান্ ।
হ্রস্বোঽতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাতিবভূব হ
স ভীতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা স্থিতবান্ জনমেজয়
তমত্রির্বিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রবীৎ তদা ॥ ১৮
নিষাদবংশকর্তাসৌ বভূব বদতাং বর
ধীবরানসৃজচ্চ বেনকল্মষসম্ভবান্ ॥ ১৯
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তুম্বরাস্তুবরাস্তথা
অধর্মরুচয়ো যে চ বিদ্ধি তান্ বেনসম্ভবান্ ॥ ২০
ততঃ পুনর্মহাত্মানঃ পাণিং বেনস্য দক্ষিণম্ ।
অরণীমিব সংরব্ধা মমন্থুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ২১
পৃথুস্তস্মাৎ সমুত্তস্থৌ করাজ্জ্বলনসন্নিভঃ
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ২২

এইরূপ মোহের ও গর্বের জন্য বেন রাজাকে যখন মহর্ষিগণ স্বপক্ষে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ১৫

মহাত্মা মহর্ষিগণ উদ্ধত অথচ মহাবলবান্ বেনকে নিগৃহীত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা অতিশয় ক্রোধে অধীর হইয়া বেনের বামউরু মন্থন করিতে লাগিলেন। ১৬

বেনরাজার উরু মথিত হইতে থাকিলে তাহা হইতে অতিশয় খর্বাকৃতি ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। ১৭

জনমেজয়! সে ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন অত্রি তাহাকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া বলিলেন—নিষীদ (উপবেশন কর)। ১৮

বাগ্মিবর! রাজন্! ঐ পুরুষ নিষাদবংশের প্রবর্তক হইল এবং বেনের পাপে সমুদ্ভূত ধীবরগণের সৃষ্টি করিল। ১৯

যাহারা বিন্ধ্যবাসী তুম্বর, তুবর প্রভৃতি এবং যাহারা অধর্মে রুচিমান্, তাহাদিগকে বেনপাপসমুদ্ভূত বলিয়া বুঝিবে। ২০

অনন্তর ক্রুদ্ধ মহাত্মা মহর্ষিগণ বেনের দক্ষিণ হস্তকে পুনরায় অরণির মত মন্থন করিতে লাগিলেন। ২১

তখন সেই দক্ষিণ হস্ত হইতে অগ্নিতুল্য পৃথু উৎপন্ন হইলেন। তিনি স্বশরীর দ্বারা দীপ্যমান ও সাক্ষাৎ অগ্নির মত উজ্জ্বল ছিলেন। ২২

স ধন্বী কবচী জাতঃ পৃথুরেব মহাবলঃ।
আজগবং নাম ধনুর্গৃহ্য মহারবম্॥
শরাংশ্চ দিব্যান্ রক্ষার্থং কবচঞ্চ মহাপ্রভম্॥ ২৩

তস্মিন্ জাতেঽথ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্বশঃ।
সমাপেতুর্মহারাজ বেনশ্চ ত্রিদিবং গতঃ॥ ২৪

সমুৎপন্নেন কৌরব্য সৎপুত্রেণ মহাত্মনা।
ত্রাতঃ স পুরুষব্যাঘ্র পুন্নাম্নো নরকাৎ তদা॥ ২৫

তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্বশঃ।
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্ব এবোপতস্থিরে॥ ২৬

পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ॥ ২৭

সমাগম্য তদা বৈন্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্
মহতা রাজরাজ্যেন প্রজাপালং মহাদ্যুতিম্॥ ২৮

সোঽভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্মকোবিদৈঃ।
আধিরাজ্যে তদা রাজ্ঞাং পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্॥ ২৯

পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ
অনুরাগাৎ ততস্তস্য নাম রাজেত্যভাষত॥ ৩০

আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ
পর্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ॥ ৩১

অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া।
সর্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু॥ ৩২

এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ॥ ৩৩

তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ।
পৃথোঃ স্তবার্থং তৌ তত্র সমাহূতৌ সুরর্ষিভিঃ॥ ৩৪

তাবূচুর্ঋষয়ঃ সর্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
কর্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং চায়ং নরাধিপঃ॥ ৩৫

তাবূচতুস্তদা সর্বাংস্তানৃষীন্ সূত-মাগধৌ।
আবাং দেবানৃষীংশ্চৈব প্রীণয়াবঃ স্বকর্মভিঃ॥ ৩৬

ন চাস্য বিদ্মো বৈ কর্ম ন তথা লক্ষণং যশঃ।
স্তোত্রং যেনাস্য কুর্যাব রাজ্ঞস্তেজস্বিনো দ্বিজাঃ॥ ৩৭

---

মহাবলশালী পৃথু ধনুর্ধারী ও কবচবান্ হইয়াই উৎপন্ন হইলেন। অতিভয় শব্দযুক্ত প্রাচীন 'আজগব' নামক ধনু, দিব্য বাণ ও রক্ষাকারী অত্যুজ্জ্বল কবচ ধারণ করিয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৩

মহারাজ! পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে সকল প্রাণী অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। বেনরাজ স্বর্গে গমন করিলেন। ২৪

কুরুকুলজাত! নরশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা ও সৎ পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় বেনরাজা 'পুৎ' নামক নরক হইতে পরিত্রাত হইলেন। ২৫

পৃথুর অভিষেকের জন্য সমুদ্র ও নদীসমূহ রত্ন ও জল লইয়া উপস্থিত হইল। ২৬

ভগবান্ পিতামহ অঙ্গিরার বংশজাত দেবগণের সহিত আগমন করিলেন এবং স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীও সেখানে আসিলেন ও মহাদ্যুতি বেনপুত্র পৃথুকে মহারাজাধিরাজপদে প্রজাপালকরূপে অভিষিক্ত করিলেন। ২৭-২৮

মহাতেজস্বী প্রতাপশালী বেনপুত্র পৃথু ধর্মজ্ঞকর্তৃক বিধিপূর্বক রাজগণের আধিরাজ্যরূপে অভিষিক্ত হইলেন এবং নিজ পিতার দ্বারা বিরক্তীকৃত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিলেন। এইভাবে প্রজাগণের প্রতি অনুরাগের জন্য তাঁহার 'রাজা' এই নাম হইল। ২৯-৩০

ইনি যখন সমুদ্রে গমন করিতেন, তখন জল স্তব্ধ হইয়া যাইত। আকাশে গমন করিলে পর্বতসমূহ পথ ছাড়িয়া দিত। রথের পতাকা কখনও নত বা ভগ্ন হইত না। ৩১

ইঁহার রাজত্ব-সময়ে পৃথিবী বিনা কর্ষণে শস্য দান করিত। ইনি চিন্তা করিলেই অন্নাদি ভোজ্য পদার্থ প্রস্তুত হইয়া যাইত। গাভীগণ কামধেনুর মত কামনা পূর্ণ করিত। বৃক্ষের প্রত্যেকটি পত্রে মধুর রস পূর্ণ হইয়া থাকিত। ৩২

এই সময়ে পিতামহের শুভ যজ্ঞানুষ্ঠানে সোমরস নিষ্কাশনের সময়ে মহামতি সূত উৎপন্ন হইয়াছিল। ৩৩

সেই মহাযজ্ঞে বুদ্ধিমান্ মাগধ উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবতা ও ঋষিগণ পৃথুর স্তুতির জন্য ঐ সূত ও মাগধ এই দুইজনকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ৩৪

ঋষিগণ তাঁহাদের দুইজনকে বলিলেন, তোমরা এই নরপতির স্তুতি কর। এই কার্য তোমাদের অনুরূপ এবং এই রাজা স্তুতির পাত্র। ৩৫

তখন সূত ও মাগধ দুইজনে সকল ঋষিগণকে বলিল—আমরা নিজ কর্মের দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণকে প্রীত করিব। ৩৬

কিন্তু ব্রাহ্মণগণ! আমরা এই তেজস্বী নরপতির কর্মলক্ষণ ও যশের কথা কিছুই জানি না, যাহার দ্বারা ইঁহার স্তুতি করিতে পারি। ৩৭

ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ চ ভবিষ্যৈঃ স্তূয়তামিতি
যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুঃ পশ্চান্মহাবলঃ ॥ ৩৮
সত্যবাগ্ এষ দানশীলোঽয়ং সত্যসন্ধো নরেশ্বরঃ ।
শ্রীমান্ জৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তো দুষ্টশাসনঃ ॥ ৩৯
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ দয়াবান্ প্রিয়ভাষণঃ ।
মান্যো মানয়িতা যজ্বা ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪০
শমঃ শান্তশ্চ নিরতো ব্যবহারস্থিতো নৃপঃ ।
ততঃ প্রভৃতি লোকেষু স্তবেষু জনমেজয় ॥
আশীর্বাদাঃ প্রযুজ্যন্তে সূত মাগধ-বন্দিভিঃ ॥ ৪১
তয়োঃ স্তবৈস্তৈঃ সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ ।
অনূপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ৪২
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ প্রজাঃ প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ ।
বৃত্তীনামেষ যো দাতা ভবিষ্যতি জনেশ্বরঃ ॥ ৪৩
ততো বৈণ্যং মহারাজ প্রজাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ ।
ত্বং নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি মহর্ষিবচনাৎ তদা ॥ ৪৪

সোঽভিদ্রুতঃ প্রজাভিস্তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া ।
ধনুর্গৃহ্য পৃষৎকাংশ্চ পৃথিবীমাদ্রবদ্ বলী ॥ ৪৫
ততো বৈণ্যভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্রাদ্রবন্মহী ।
তাং পৃথুর্ধনুরাদায় দ্রবন্তীমন্বধাবত ॥ ৪৬
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ গত্বা বৈণ্যভয়াৎ তদা ।
প্রদদর্শাগ্রতো বৈণ্যং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥ ৪৭
জ্বলদ্ভির্নিশিতৈর্বাণৈর্দীপ্ততেজসমচ্যুতম্ ।
মহাযোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি ॥ ৪৮
অলভন্তী তু সা ত্রাণং বৈণ্যমেবাভ্যপদ্যত ।
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা পূজ্যা লোকৈস্ত্রিভিঃ সদা ॥
উবাচ বৈণ্যং নাধর্ম্মং স্ত্রীবধং কর্ত্তুমর্হসি ।
কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ বিনা ময়া ॥ ৫০
ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ ।
মদ্বিনাশে বিনশ্যেয়ুঃ প্রজাঃ পার্থিব বিদ্ধি তৎ ॥ ৫১

---

তখন ঋষিগণ তাঁহাদিগকে স্তুতি করিতে নিযুক্ত করিলেন যে, পৃথুর ভবিষ্যৎকর্মের দ্বারা স্তুতি কর। মহাবলবান্ পৃথু পরবর্ত্তী জীবনে যে সকল কর্ম করিবেন, তাহার বর্ণনা কর। ৩৮

তখন সূত ও মাগধ বলিতে লাগিলেন যে—এই নরেশ্বর সত্যবাদী, দানশীল, সত্যরক্ষাকারী, লক্ষ্মীবান্, জয়শীল, ক্ষমাবান্, বিক্রমী ও দুষ্টের শাসনকর্ত্তা। ৩৯

ইনি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান্, প্রিয়ভাষী, মাননীয়, মানদাতা, যজ্ঞকারী, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। ৪০

ইনি শমসম্পন্ন, শান্ত, কর্মতৎপর, ব্যবহারপরায়ণ। জনমেজয়! ঐ সময় হইতেই সমাজে স্তুতির সময় সূত, মাগধ ও বন্দীদের আশীর্বাদ প্রদানের রীতি প্রচলিত হইল। ৪১

তাহাদের দুজনের স্তবের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া প্রজাপতি পৃথু সূতকে অনূপদেশ এবং মাগধকে মগধদেশ দান করিলেন। ৪২

ইহা দেখিয়া ঋষিগণ পরম প্রীত হইয়া প্রজাসমূহকে বলিলেন—এই রাজা তোমাদের সকলের জীবন ধারণের বৃত্তিদাতা হইবেন। ৪৩

মহারাজ! ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া প্রজাগণ বেণপুত্র পৃথুর নিকট দ্রুত গমন করিল এবং বলিল—তুমি আমাদের বৃত্তি বিধান কর। ৪৪

এইভাবে প্রজাগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হিত-সাধনের ইচ্ছায় মহাবলী পৃথু ধনু ও বাণ লইয়া পৃথিবীকে আক্রমণ করিলেন। ৪৫

পৃথুর ভয়ে ভীতা পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পৃথুও ধনু লইয়া পলায়মানা পৃথ্বীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ৪৬

পৃথিবী পৃথুর ভয়ে ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকে গমন করিতে লাগিল এবং সর্বত্রই ধনুর্ধারী পৃথুকে সম্মুখে অবস্থিত থাকিতে দেখিল। ৪৭

নিজ কর্তব্যে সর্বদা স্থির, মহাযোগবলসম্পন্ন, মহাত্মা দেবতাগণের অজেয় পৃথু তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে আত্মত্রাণের উপায় না পাইয়া সর্বদা ত্রিলোকপূজ্যা পৃথিবী কৃতাঞ্জলি হইয়া পৃথুর শরণাগত হইল এবং বলিল—রাজন্! অধর্মজনক স্ত্রীবধ করা আপনার উচিত নয়। আপনি আমাকে পরিহার করিয়া কিরূপে প্রজাগণকে ধারণ করিবেন? ৪৮-৫০

রাজন্! সকল লোক আমাতেই স্থিত। আমি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছি। পার্থিব! আপনি এই কথা অবগত হউন যে, আমার বিনাশে প্রজাগণ সকলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ৫১

কৃপাল! তুমি যদি প্রজাগণের কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক হও,

ন হন্তুমর্হসি মাং ত্বং শ্রেয়শ্চেৎ ত্বং চিকীর্ষসি ।
প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৫২
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ ।
উপায়ং পশ্য যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজা নৃপ ॥ ৫৩
হত্বাপি মাং ন শক্তস্ত্বং প্রজা ধারয়িতুং নৃপ
অনুভূতা ভবিষ্যামি যচ্ছ কোপং মহাদ্যুতে ॥ ৫৪
অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি ।
সত্ত্বেষু পৃথিবীপাল ন ধর্ম্মং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ৫৫
এবং বহুবিধং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ ।
কোপং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা বসুধামিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পৃথূপাখ্যানে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

তাহা হইলে আমাকে নিহত করা উচিত হইবে না। তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর । ৫২

সকল কার্য্যই প্রকৃত উপায়ের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে। রাজন্! উপায় অন্বেষণ কর, যাহার দ্বারা প্রজাগণকে পালন করিতে পারিবে । ৫৩

রাজন্! আমাকে নিহত করিয়া প্রজাগণকে ধারণ করিতে পারিবে না। মহাতেজস্বিন্! এইজন্য তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। আমি তোমার অনুগত হইতেছি । ৫৪

তির্য্যগ্-যোনিগত প্রাণিগণের মধ্যেও 'স্ত্রী অবধ্য' বলা হইয়াছে। রাজন্! তুমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পার না । ৫৫

মহামনা ধর্ম্মজ্ঞ পৃথু এইরূপ বহুবিধ অনুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে বলিলেন । ৫৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পৃথুর উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

[ পৃথোরুপাখ্যানম্—পৃথোঃ পুত্র্যাঃ সত্যাঃ পৃথ্ব্যা নানাবিধহুঘদানম্, বহুবিধপাত্রাণাং দোগ্ধৄণাঞ্চ বর্ণনম্ । ]

পৃথুরুবাচ ।
একস্যার্থায় যো হন্যাদাত্মনো বা পরস্য বা ।
বহূন্ বৈ প্রাণিনো লোকে ভবেৎ তস্যেহ পাতকম্ ॥ ১
সুখমেধন্তি বহবো যস্মিংস্তু নিহতে শুভে ।
তস্মিন্ নাস্তি হতে ভদ্রে পাতকং চোপপাতকম্ ॥ ২
একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি ।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৩
সোঽহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং হনিষ্যামি বসুন্ধরে ।
যদি মে বচনং নাদ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্ ॥ ৪
ত্বাং নিহত্যাদ্য বাণেন মচ্ছাসনপরাঙ্‌মুখীম্ ।
আত্মানং প্রথয়িত্বাহং প্রজা ধারয়িতা চিরম্ ॥ ৫
সা ত্বং শাসনমাস্থায় মম ধর্ম্মভৃতাং বরে ।
সঞ্জীবয় প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমর্থা হ্যসি ধারণে ॥ ৬
দুহিতৃত্বঞ্চ মে গচ্ছ তত এনমহং শরম্ ।
নিযচ্ছেয়ং ত্বদ্বধার্থমুদ্যতং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৭

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[ পৃথুর উপাখ্যান—পৃথুর পুত্রী হইয়া পৃথ্বীর নানাবিধ দুগ্ধদান, বহুবিধ পাত্র ও দোগ্ধাগণের বর্ণন । ]

পৃথু বলিলেন—এই সংসারে যে ব্যক্তি নিজের কিংবা অন্যের কোনও এক জনের জন্য বহু প্রাণীকে নিহত করে, তাহাতে তাহার পাতক হয় । ১

ভদ্রে! যে অত্যাচারী ব্যক্তি নিহত হইলে বহু জনের বহু প্রাণী সুখ লাভ করে, তাহাকে নিহত করিলে পাতক ও উপপাতক কিছুই হয় না । ২

দুষ্টাচরণকারী একজনকে নিহত করিলে যদি বহু জনের মঙ্গল হয়, সেখানে তাহার বিনাশ পুণ্যজনক হয় । ৩

বসুন্ধরে! যদি তুমি জগতের হিতকর আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে প্রজাগণের কল্যাণের জন্য আমি তোমাকে নিহত করিব । ৪

তুমি যদি আমার শাসনে পরাঙ্‌মুখী হও, তাহা হইলে বাণের দ্বারা তোমাকে নিহত করিয়া এবং আমার শরীর বিস্তৃত করিয়া তাহাতেই চিরকাল প্রজাগণকে ধারণ করিব । ৫

তুমি ধর্ম্মবিশিষ্টগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তুমি আমার শাসন স্বীকার করিয়া সকল প্রজাকে সঞ্জীবিত কর। যেহেতু তুমি প্রজাগণের ধারণে সমর্থা । ৬

তুমি আমার কন্যাত্ব স্বীকার কর অর্থাৎ আমার কন্যা হও। তাহা হইলে তোমার বধের জন্য উদ্যত এই ভয়ঙ্কর বাণ প্রত্যাহৃত করিয়া লইব । ৭

পৃথিব্যুবাচ।

সর্ব্বমেতদহং বীর বিধাস্যামি ন সংশয়ঃ।
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ ॥ ৮
উপায়ং পশ্য যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজা ইমাঃ
বৎসং তু মম সম্পশ্য ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা ॥ ৯
সমাঞ্চ কুরু সর্ব্বত্র মাং ত্বং ধর্ম্মভৃতাং বর।
যথা নিস্যন্দমানং মে ক্ষীরং সর্ব্বত্র ভাবয়েৎ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ।
ধনুষ্কোট্যা তদা বৈণ্যস্তেন শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ১১
ইত্থং বৈণ্যস্তদা রাজা মহীং চক্রে সমাং ততঃ।
মন্বন্তরেষতীতেষু বিষমাসীদ্ বসুন্ধরা ॥ ১২
স্বভাবেনাভবন্ হ্যস্যাঃ সমানি বিষমাণি চ।
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমাসীদেবং তদা কিল ॥ ১৩
ন হি পূর্ব্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাঞ্চ গ্রামাণাং বা তদাভবৎ ॥ ১৪

পৃথিবী বলিলেন—বীর! আমি নিঃসন্দেহে তোমার ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিব। কিন্তু সকল কার্য্য যথোচিত উপায়ে আরম্ভ করিলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৮

এইজন্য তুমি উপায় অন্বেষণ কর, যাহার দ্বারা তুমি সকল প্রজাকে ধারণ করিতে পারিবে। তুমি আমার জন্য একটি বৎস গ্রহণ কর, যাহার দ্বারা আমি বাৎসল্যবতী হইয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে পারিব। ৯

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে সমতল কর, যাহাতে আমার ক্ষরিত দুগ্ধ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! (পৃথিবীর ঐরূপ বাক্য শুনিয়া) বেণপুত্র পৃথু নিজ ধনুষ্কোটির দ্বারা শত সহস্র পর্বতকে উৎসারিত করিলেন, তাহার ফলে পর্বতসমূহ অনেক উচ্চতা প্রাপ্ত হইল। ১১

পৃথু রাজা এইভাবে পৃথিবীকে সমতল করিলেন। অতীত মন্বন্তরে এই বসুন্ধরা উচ্চ নীচ অর্থাৎ অসমতল ছিল। ১২

পূর্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই পৃথিবীর সকল স্থান স্বভাবতই সম-বিষম-ভাবাপন্ন ছিল। পূর্ব সৃষ্টিতে পৃথিবীতল বিষম থাকায় তখন নগর ও গ্রামের কোন বিভাগ ছিল না। ১৩-১৪

ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষির্ন বণিক্‌পথঃ।
নৈব সত্যানৃতং তত্র ন লোভো ন চ মৎসরঃ ॥ ১৫
বৈবস্বতেঽন্তরে চাস্মিন্ সাম্প্রতং সমুপস্থিতে।
বৈণ্যাৎ প্রভৃতি রাজেন্দ্র সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ ॥ ১৬
যত্র যত্র সমং ত্বস্যা ভূমেরাসীদিহানঘ।
তত্র তত্র প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সংবাসং সমরোচয়ন্ ॥ ১৭
আহারঃ ফল-মূলানি প্রজানামভবৎ তদা।
কৃচ্ছ্রেণ মহতা যুক্ত ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ১৮
সঙ্কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুম্
স্বপাণৌ পুরুষশ্রেষ্ঠ দুদোহ পৃথিবীং ততঃ ॥
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৯
তেনান্নেন প্রজাস্তাত বর্ত্তন্তেঽদ্যাপি নিত্যশঃ।
ঋষিভিঃ শ্রূয়তে চাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ॥ ২০
বৎসঃ সোমোঽভবৎ তেষাং দোগ্ধা চাঙ্গিরসঃ সুতঃ।
বৃহস্পতির্মহাতেজাঃ পাত্রং ছন্দাংসি ভারত ॥
ক্ষীরমাসীদনুপমং তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্ ॥ ২১

ঐ সময় শস্য হইত না, গোরক্ষা ছিল না। কোনরূপ কৃষি ও বাণিজ্য ছিল না। ঐ সময় সত্য-মিথ্যা ছিল না, লোভ ও মাৎসর্য্য ছিল না। ১৫

রাজেন্দ্র! এই বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হওয়ায় পৃথুর সময় হইতে ঐ সকল বস্তুর উৎপত্তি হইল। ১৬

পাপহীন! রাজন্! যে যে স্থানে পৃথিবী সমতল হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে প্রজাগণ নিবাস করিতে ভাল মনে করিল। ১৭

আমরা এইরূপ শুনিয়াছি যে, পৃথুর পূর্বে প্রজাগণকে অতিশয় কষ্টযুক্ত ফল-মূলাহার করিতে হইত। ১৮

নরশ্রেষ্ঠ! বেণপুত্র প্রতাপশালী পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস রূপে স্বীকার করিয়া পৃথিবী হইতে সকল প্রকার শস্য নিজ হস্তে দোহন করিলেন। তাত! সেই শস্যকে অন্নরূপে স্বীকার করিয়া তাহার দ্বারা প্রজাগণ অদ্যাবধি বর্তমান আছে। ভারত! আমি শুনিয়াছি যে, ঋষিগণ পুনর্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, তাহাতে সোম বৎস হইয়াছিলেন। অঙ্গিরাপুত্র মহাতেজস্বী বৃহস্পতি দোহনকর্তা, ছন্দ বা বেদ পাত্র। তপোময় শাশ্বত ব্রহ্ম অনুপম দুগ্ধ রূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ১৯-২১

পুনর্দেবগণৈঃ সর্বৈঃ পুরন্দরপুরোগমৈঃ ।
কাঞ্চনং পাত্রমাদায় দুগ্ধেয়ং জগতে মহী ॥ ২২
বৎসস্তু মঘবানাসীদ্ দোগ্ধা চ সবিতা প্রভুঃ ।
ক্ষীরমূর্জস্করং চৈব বর্ত্তন্তে যেন দেবতাঃ ॥ ২৩
পিতৃভিঃ শ্রূয়তে চাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
রাজতং পাত্রমাদায় স্বধা-মিতবিক্রমৈঃ ॥ ২৪
যমো বৈবস্বতস্তেষামাসীদ্ বৎসঃ প্রতাপবান্ ।
অন্তকশ্চাভবদ্ দোগ্ধা কালো লোকপ্রকালনঃ ॥ ২৫
নাগৈশ্চ শ্রূয়তে দুগ্ধা বৎসং কৃত্বা তু তক্ষকম্ ।
অলাবুং পাত্রমাদায় বিষং ক্ষীরং নরোত্তম ॥ ২৬
তেষামৈরাবতো দোগ্ধা ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্ ।
নাগানাং ভরতশ্রেষ্ঠ সর্পাণাঞ্চ মহীপতে ॥ ২৭
তেনৈব বর্ত্তয়ন্ত্যুগ্রা মহাকায়া বিষোল্বণাঃ ।
তদাহারাস্তদাচারাস্তদ্বীর্য্যাস্তদুপাশ্রয়াঃ ॥ ২৮
অসুরৈঃ শ্রূয়তে চাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
আয়সং পাত্রমাদায় মায়াং শত্রুনিবর্হিণীম্ ॥ ২৯

আমি শুনিয়াছি যে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কাঞ্চন পাত্র লইয়া এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তাহাতে ইন্দ্র বৎস, তেজস্বী সূর্য্য দোহনকর্ত্তা, পুষ্টিকর ক্ষীর বা অমৃত দোহন করা হইয়াছিল, যাহার দ্বারা দেবগণ জীবিত আছেন। ২২-২৩

শুনিয়াছি, অমিতবিক্রম পিতৃগণ পুনর্বার বসুন্ধরা দোহন করিয়াছিলেন। রজত পাত্রে স্বধারূপী অন্ন দোহন করা হইয়াছিল। প্রতাপশালী বৈবস্বত যম বৎস, লোকক্ষয়কারী কাল—অন্তক দোহনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ২৪-২৫

নরোত্তম! শুনিয়াছি নাগগণ তক্ষককে বৎস করিয়া ও অলাবু পাত্র লইয়া বিষরূপী দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। ২৬

নাগগণের দোহনসময়ে দোহনকর্ত্তা ছিলেন ঐরাবত। রাজন্! সর্পগণের দোহন-কার্য্যে প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র দোহনকর্ত্তা ছিলেন। ২৭

উগ্র বিশাল শরীরসম্পন্ন, বিষবিকট, বিষভক্ষণকারী বিষজীবী বিষবীর্য্য বিষাশ্রয়ী সর্পগণ ঐ বিষের দ্বারা এই সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ২৮

শুনিয়াছি, অসুরগণ লৌহপাত্র লইয়া শত্রুনাশকারী মায়া-রূপী দুগ্ধদ্বারা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল। ২৯

ঐ দোহনে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন বৎস হইয়াছিল। দৈত্য-

বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্বৎসস্তেষামভূৎ তদা ।
ঋত্বিগ্ দ্বিমূর্দ্ধা দৈত্যানাং মধুর্দোগ্ধা মহাবলঃ ॥ ৩০
তয়ৈতে মায়য়াদ্যাপি সর্ব্বে মায়াবিনোঽসুরাঃ ।
বর্ত্তয়ন্ত্যমিতপ্রজ্ঞাস্তদেষামমিতং বলম্ ॥ ৩১
যক্ষৈশ্চ শ্রূয়তে তাত পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
আমপাত্রে মহারাজ পুরান্তর্দ্ধানমক্ষয়ম্ ॥ ৩২
বৎসং বৈশ্রবণং কৃত্বা যক্ষৈঃ পুণ্যজনৈস্তদা ।
দোগ্ধা রজতনাভস্তু পিতা মণিবরস্য যঃ ॥ ৩৩
যক্ষাত্মজো মহাতেজাস্ত্রিশীর্ষঃ সুমহাতপাঃ ।
তেন তে বর্ত্তয়ন্তীতি পরমর্ষিরুবাচ হ ॥ ৩৪
রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
শাবং কপালমাদায় প্রজা ভোক্তুং নরর্ষভ ॥ ৩৫
দোগ্ধা রজতনাভস্তু তেষামাসীৎ কুরূদ্বহ ।
বৎসঃ সুমালী কৌরব্য ক্ষীরং রুধিরমেব চ ॥ ৩৬
তেন ক্ষীরেণ যক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চামরোপমাঃ ।
বর্ত্তয়ন্তি পিশাচাশ্চ ভূতসঙ্ঘাস্তথৈব চ ॥ ৩৭

গণের ঋত্বিক্ দ্বিমস্তক মহাবলশালী মধু দোহনকর্ত্তা হইয়াছিল। ৩০

অমিতবুদ্ধি মায়াবী অসুরগণ অদ্যাপি ঐ মায়ার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। ঐ মায়াই তাহাদের একমাত্র অপরিমিত বল। ৩১

তাত! শুনিয়াছি যক্ষগণ পুনর্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। মহারাজ! তাঁহাদের পাত্র ছিল আমপাত্র। অন্তর্ধানরূপী অক্ষয় দুগ্ধ হইয়াছিল। ৩২

যক্ষগণের দোহনে বৈশ্রবণ বৎস এবং মণিবরের পিতা রজত-নাভ যক্ষ দোহনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ৩৩

যক্ষাত্মজ মহাতেজস্বী মহাতপস্বী ঐ রজত তিনটি মস্তকবিশিষ্ট ছিল। তাঁহারা অন্তর্ধানবিদ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, একথা পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন। ৩৪

মৃত শরীরকে পাত্র করিয়া প্রজাগণকে ভোগ করিবার জন্য রাক্ষস ও পিশাচগণ পুনর্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল। কুরুকুলজাত! তাহাতে রজতনাভ দোহনকর্ত্তা ছিল, সুমালী বৎস ছিল, রক্তই দুগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৫-৩৬

দেবতুল্য রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ ও ভূতগণ ঐ রক্তরূপ দুগ্ধের দ্বারা নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ৩৭

পদ্মপত্রে পুনর্দুগ্ধা গন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোগণৈঃ ।
বৎসং চিত্ররথং কৃত্বা শুচীন্ গন্ধান্ নরর্ষভ ॥ ৩৮
তেষাঞ্চ সুরুচিস্ত্বাসীদ্ দোগ্ধা ভরতসত্তম ।
গন্ধর্বরাজোঽতিবলো মহাত্মা সূর্য্যসন্নিভঃ ॥ ৩৯
শৈলৈশ্চ শ্রূয়তে রাজন্ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
ঔষধীর্বৈ মূর্ত্তিমতী রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪০
বৎসস্তু হিমবানাসীন্মেরুর্দোগ্ধা মহাগিরিঃ ।
পাত্রং তু শৈলমেবাসীৎ যেন শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ৪১
বৃক্ষৈর্হি শ্রূয়তে রাজন্ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
পালাশং পাত্রমাদায় দগ্ধচ্ছিন্নপ্ররোহণম্ ॥ ৪২
দোগ্ধা চ পুষ্পিতঃ শালো বৎসঃ প্লক্ষোঽভবৎ তদা ।
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ পাবনী চ বসুন্ধরা ॥ ৪৩
চরাচরস্য সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ ।
সর্ব্বকামদুঘা দোগ্ধ্রী সর্ব্বশস্যপ্ররোহিণী ॥ ৪৪
আসীদিয়ং সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা ।
মধু-কৈটভয়োঃ কৃৎস্না মেদসাভিপরিপ্লুতা ॥
তেনেয়ং মেদিনী দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৪৫

ততোঽভ্যুপগমাদ্ রাজ্ঞঃ পৃথোর্বৈণ্যস্য ভারত ।
দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বীতি চোচ্যতে ॥
পৃথুনা প্রবিভক্তা চ শোধিতা চ বসুন্ধরা ॥ ৪৬
শস্যাকারবতী স্ফীতা পুরপত্তনমালিনী ।
এবম্প্রভাবো বৈণ্যঃ স রাজাসীদ্ রাজসত্তম ॥ ৪৭
নমস্যশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামৈর্ন সংশয়ঃ ।
ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদ-বেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ৪৮
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনঃ ।
পার্থিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ পার্থিবত্বমভীপ্সুভিঃ ॥ ৪৯
আদিরাজো নমস্কার্য্যঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
যোধৈরপি চ বিক্রান্তৈঃ প্রাপ্তুকামৈর্জয়ং যুধি ॥
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো যোধানাং প্রথমো নৃপঃ ॥ ৫০
যো হি যোদ্ধা রণং যাতি কীর্ত্তয়িত্বা পৃথুং নৃপম্ ।
স ঘোররূপান্ সংগ্রামান্ ক্ষেমী তরতি কীর্ত্তিমান্ ॥ ৫১
বৈশ্যৈরপি চ বিত্তাঢ্যৈঃ পণ্যবৃত্তিমনুষ্ঠিতৈঃ ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো বৃত্তিদাতা মহাযশাঃ ॥ ৫২

---

নরশ্রেষ্ঠ ! অপ্সরা সহিত গন্ধর্বগণ চিত্ররথকে বৎস করিয়া পদ্মপত্র পাত্রে পৃথিবীকে দোহন করিয়া পবিত্র গন্ধরূপী দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিল । ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অতিশয় বলশালী মহাত্মা গন্ধর্বরাজ সুরুচি তাঁহাদের মধ্যে দোগ্ধা হইয়াছিলেন । ৩৯

শৈলগণ পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল,—শুনিয়াছি । মূর্ত্তিমতী ঔষধি ও নানাবিধ রত্ন দুগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল । হিমালয় বৎস ও মহাগিরি মেরু দোহনকর্তা ছিল । প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে ঐ দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিল । তাহার দ্বারা পর্ব্বতের বৃদ্ধি হইয়াছিল । ৪০-৪১

রাজন্ ! শুনিয়াছি, পলাশপত্র পাত্র লইয়া বৃক্ষগণ পুনর্ব্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল । দগ্ধ হইলে কিংবা ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইবার যে শক্তি, উহাই তখন দুগ্ধ হইয়াছিল । সময় পুষ্পিত শালবৃক্ষ দোহনকর্তা প্লক্ষবৃক্ষ বৎস হইয়াছিল । এইভাবে এই বসুন্ধরা সকলের ধাত্রী ও বিধাত্রী অর্থাৎ জন্মকারিণী ও পোষণকারিণী হইয়াছিল । এই বসুন্ধরা এইজন্য অতিপবিত্র । ৪২-৪৩

এই পৃথিবী স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থান ও উৎপত্তিস্থান, সকল কামনাপূর্ণকারিণী কামধেনু ও সকল শস্যের অঙ্কুরজননী । ৪৪

পূর্ব্বে সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃতা এই পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । এইজন্য এই পৃথিবীকে ব্রহ্মবাদিগণ মেদিনী বলিয়া থাকেন । ৪৫

ভারত ! তাহার পর বেণপুত্র পৃথুর পুত্রীত্ব স্বীকার করার জন্য এই মেদিনীকে পৃথিবী বলা হইতে লাগিল । পৃথুকর্ত্তৃক প্রবিভক্ত ও শোধিত হওয়ায় এই বসুন্ধরা সকল শস্যের খনি সমৃদ্ধিশালিনী ও নানা গ্রাম-নগরাদিবিশিষ্ট হইল । রাজসত্তম ! পৃথু এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন রাজা ছিলেন । ৪৬-৪৭

এইজন্য সকল প্রাণীর বেদবেদাঙ্গপারগামী মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মযোনি সনাতন পৃথুকে নমস্কার করা ও পূজা করা উচিত, ইহাতে সন্দেহ নাই । যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পৃথিবীর স্বামিত্ব চায়, তাহাদের প্রতাপবান্ আদিরাজ পৃথুকে প্রণাম করা উচিত । পরাক্রমশালী যুদ্ধজয়কামী যোদ্ধাদের যুদ্ধকারীদের অগ্রগামী পৃথুকেই প্রণাম করা উচিত । ৪৮-৫০

যে যোদ্ধা রাজা পৃথুর নামকীর্ত্তন করিয়া যুদ্ধে গমন করে, সে ভয়ঙ্কর যুদ্ধকে অতিক্রম করে এবং মঙ্গলবান্ কীর্ত্তিমান্ হয় । ৫১

বাণিজ্যকারী বিত্তবান্ বৈশ্যগণের বৃত্তিদাতা মহাযশা পৃথুকে প্রণাম করা উচিত । এইভাবে কল্যাণকামী ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের সেবারত পবিত্র শূদ্রগণের আদিরাজ পৃথুকে প্রণাম করা উচিত । ৫২-৫৩

তথৈব পুণ্যৈঃ শুচিভিস্ত্রিবর্ণপরিচারিভিঃ ॥
আদিরাজো নমস্কার্য্যঃ শ্রেয়ঃ পরমভীপ্সুভিঃ ॥ ৫৩
এতে বৎসবিশেষাশ্চ দোগ্ধারঃ ক্ষীরমেব চ ।
পাত্রাণি চ ময়োক্তানি কিং ভূয়ো বর্ণয়ামি তে ॥ ৫৪
য ইদং পৃথুপ্রভৃতং পৃথোশ্চরিতমাদিতঃ ।
পৃথোঃ [illegible] নন্দতে পৃথিব্যাং ভুবি ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে
হরিবংশপর্ব্বণি পৃথূপাখ্যানে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

আমি তোমার নিকট পৃথিবীর দোহনে বিশেষ বিশেষ বৎসের, দোহনকর্তার, দুগ্ধের ও পাত্রের বর্ণন করিলাম। এখন তোমাকে আর কি বলিব? ৫৪

যে ব্যক্তি প্রতিদিন আদ্যোপান্ত পৃথুচরিত্র শ্রবণ করে, সে এই সংসারে পুত্রপৌত্রাদির সহিত মিলিত থাকিয়া চিরকাল আনন্দে থাকে। ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পৃথুর উপাখ্যানবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ মন্বন্তর-মনু-দেবতা-ঋষীণাং সমাসেন বর্ণনম্ ]

জনমেজয় উবাচ ।
মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি বিস্তরেণ তপোধন ।
তেষাং সৃষ্টিং বিসৃষ্টিঞ্চ বৈশম্পায়ন কীর্ত্তয় ॥ ১
যাবন্তো মনবশ্চৈব যাবন্তঃ কালমেব চ
মন্বন্তরং তথা ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ন শক্যো বিস্তরস্তাত বক্তুং বর্ষশতৈরপি ।
মন্বন্তরাণাং কৌরব্য সংক্ষেপং ত্বেব মে শৃণু ॥ ৩
স্বায়ম্ভুবো মনুস্তাত মনুঃ স্বারোচিষস্তথা ।
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৪
বৈবস্বতশ্চ কৌরব্য সাম্প্রতো মনুরুচ্যতে
সাবর্ণিশ্চ মনুস্তাত ভৌত্যো রৌচ্যস্তথৈব চ
তথৈব মেরুসাবর্ণাশ্চত্বারো মনবঃ স্মৃতাঃ ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে
কীর্ত্তিতা মনবস্তাত ময়ৈতে তু যথাক্রমম্ ।
ঋষীংস্তেষাং প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্ দেবগণাংস্তথা ॥ ৭
মরীচিরত্রির্ভগবানঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
পুলস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ সপ্তৈতে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥ ৮
উত্তরস্যাং দিশি তথা রাজন্ সপ্তর্ষয়োঽপরে ।
দেবাশ্চ শান্তরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ পরে ॥
যামা নাম তথা দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৯
আগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ ।
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ১০

## সপ্তম অধ্যায়।

[ মন্বন্তর, মনু, দেবতা ও ঋষিগণের সংক্ষেপে বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন—তপোধন! বৈশম্পায়ন! সকল মন্বন্তরের ও সেই সময়ের সৃষ্টি এবং লয়ের কথা এখন আপনি বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন। ১

যত জন মনু আছেন, যাবৎ পরিমাণ কালকে মন্বন্তর বলা হয়, ব্রহ্মন্! তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাত! কৌরব্য! মন্বন্তরের বিস্তৃত বিবরণ শতবর্ষেও বলিতে পারা যায় না, অতএব সংক্ষিপ্তভাবে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩

তাত! কৌরব্য! স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই সকল মনু অতীত হইয়াছে। এখন বৈবস্বত মনু চলিতেছে। ভবিষ্যতে সাবর্ণি, ভৌত্য, রৌচ্য এবং চার মেরু সাবর্ণি ( ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি ) হইবে। তাত! আমি যেভাবে শুনিয়াছি, তদনুসারে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ মনুদের কথা তোমার নিকট বলিলাম। এখন ঐ সকল মনুর সময়ে স্থিত ঋষি, পুত্র ও দেবগণের বর্ণন করিতেছি। ৪-৭

স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে মরীচি, অত্রি, ভগবান্ অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ এই সাতজন ব্রহ্মার পুত্র সপ্তর্ষিরূপে উত্তর দিকে বিরাজিত থাকেন। রাজন্! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শান্তরজা প্রকৃতি ও যামনামক দেবগণ পূজিত হন। এই মনুর আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য সবন ও পুত্র এই দশজন মহাবলবান্ পুত্র ছিল। রাজন্! আমি তোমার নিকট প্রথম মন্বন্তরের কথা বলিলাম। ৮–১১

মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে দশ পুত্রা মহৌজসঃ।
এতৎ তে প্রথমং রাজন্ মন্বন্তরমুদাহৃতম্ ॥ ১১
ঔর্বো বশিষ্ঠপুত্রশ্চ স্তম্বঃ কাশ্যপ এব চ
প্রাণো বৃহস্পতিশ্চৈব দত্তো নিশ্চ্যবনস্তথা
এতে মহর্ষয়স্তাত বায়ুপ্রোক্তা মহাব্রতাঃ।
দেবাশ্চ তুষিতা নাম স্মৃতাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে ॥ ১৩
হবির্ধ্রঃ সুকৃতির্জ্যোতিরাপো মূর্তিরয়স্ময়ঃ।
প্রথিতশ্চ নভস্যশ্চ নভ ঊর্জস্তথৈব চ ॥ ১৪
স্বারোচিষস্য পুত্রাস্তে মনোস্তাত মহাত্মনঃ।
কীর্ত্তিতাঃ পৃথিবীপাল মহাবীর্য্যপরাক্রমাঃ ॥ ১৫
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতং তব মন্বন্তরং ময়া
ইদং তৃতীয়ং বক্ষ্যামি তদ্বিবোধ নরাধিপ ॥ ১৬
বশিষ্ঠপুত্রাঃ সপ্তাসন্ বাশিষ্ঠা ইতি বিশ্রুতাঃ।
হিরণ্যগর্ভস্য সুতা ঊর্জা নাম সুতেজসঃ ॥ ১৭
ঋষয়োঽত্র ময়া প্রোক্তাঃ কীর্ত্ত্যমানান্ নিবোধ মে
ঔত্তমেয়ান্ মহারাজ দশ পুত্রান্ মনোরিমান্ ॥ ১৮
ইষ ঊর্জস্তনূর্জশ্চ মধুর্মাধব এব চ।
শুচিঃ শুক্রঃ সহশ্চৈব নভস্যো নভ এব চ ॥ ১৯
ভানবস্তত্র দেবাশ্চ মন্বন্তরমুদাহৃতম্।
মন্বন্তরং চতুর্থং তে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ২০
কাব্যঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নির্জহ্নুর্ধাতা চ ভারত
কপীবানকপীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়োঽপরে ॥ ২১
পুরাণে কথিতাস্তাত পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ ভারত।
সত্যা দেবগণাশ্চৈব তামসস্যান্তরে মনোঃ ॥ ২২
পুত্রাংশ্চৈব প্রবক্ষ্যামি তামসস্য মনোর্নৃপ।
দ্যুতিস্তপস্যঃ সুতপাস্তপোমূলস্তপোধনঃ ॥ ২৩
তপোরতিরকল্মাষস্তন্বী ধন্বী পরন্তপঃ।
তামসস্য মনোরেতে দশ পুত্রা মহাবলাঃ ॥ ২৪
বায়ুপ্রোক্তা মহারাজ পঞ্চমং তদনন্তরম্।
বেদবাহুর্যদুধ্রশ্চ মুনির্বেদশিরাস্তথা ॥ ২৫
হিরণ্যরোমা পর্জন্য ঊর্দ্ধবাহুশ্চ সোমজঃ।
সত্যনেত্রস্তথাত্রেয় এতে সপ্তর্ষয়োঽপরে ॥ ২৬
দেবাশ্চাভূতরজসস্তথা প্রকৃতয়োঽপরে।
পারিপ্লবশ্চ রৈভ্যশ্চ মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ২৭
অথ পুত্রানিমাংস্তস্য নিবোধ গদতো মম।
ধৃতিমানব্যয়ো যুক্তস্তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুকঃ ॥ ২৮
অরণ্যশ্চ প্রকাশশ্চ নির্মোহঃ সত্যবাক্ কবিঃ।
রৈবতস্য মনোঃ পুত্রাঃ পঞ্চমং চৈতদন্তরম্ ॥ ২৯

---

তাত! বায়ু বলিয়াছেন যে, বশিষ্ঠপুত্র ঔর্ব, স্তম্ব, কাশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত ও নিশ্চ্যবন এই সাত জন মহাব্রতসম্পন্ন ঋষি স্বারোচিষ মন্বন্তরে ছিলেন এবং তুষিত নামক দেবগণও ছিলেন। মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর হবির্ধ্র, সুকৃতি, জ্যোতি, আপ, মূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, ঊর্জ ও নভ—এই দশজন মহাবীর্য্যবান্ পরাক্রমশালী পুত্র ছিল। রাজন্! তোমাকে দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা বলিলাম। নরাধিপ! এখন তৃতীয় মন্বন্তরের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১২-১৬

উত্তম মন্বন্তরে বাশিষ্ঠনামে প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠের সাতজন পুত্র ঋষি ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভের পুত্র ছিলেন। তখন তাঁহারা তেজস্বী ছিলেন এবং ঊর্জনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের নামকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইষ, ঊর্জ, তনূর্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ। এই মন্বন্তরে ভানুনামক দেবগণ ছিলেন। তোমাকে তৃতীয় মন্বন্তরের কথা বলিলাম। এখন চতুর্থ মন্বন্তরের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭-২০

তামসনামক চতুর্থ মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। তাত! ইঁহাদের বহু পুত্র পৌত্রের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। তামস মন্বন্তরে সত্যনামক দেবগণ ছিলেন। নৃপ! এখন তামস মনুর পুত্রগণের নাম বলিতেছি—দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, অকল্মাষ, তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ এই দশজন তামসপুত্র মহাবলবান্ ছিলেন। ২১-২৪

এই সকলের নামাদি বায়ু বলিয়াছেন। এখন রৈবতনামক পঞ্চম মন্বন্তরের কথা বলিতেছি। এই সময়ে বেদবাহু, যদুধ্র, বেদশিরা মুনি, হিরণ্যরোমা, পর্জন্য, সোমপুত্র ঊর্দ্ধবাহু ও অত্রিপুত্র সত্যনেত্র এই সাতজন ঋষি ছিলেন। এখন এই মনুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর—ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি। এইরূপে পঞ্চম মন্বন্তরের বর্ণনা করিলাম। ২৫-২৯

ষষ্ঠং তে সম্প্রবক্ষ্যামি তন্নিবোধ নরাধিপ
ভৃগুর্নভো বিবস্বাংশ্চ সুধামা বিরজাস্তথা ॥ ৩০
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তৈতে বৈ মহর্ষয়ঃ ।
চাক্ষুষস্যান্তরে তাত মনোর্দেবানিমান্ শৃণু ॥ ৩১
আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যাঃ পৃথগ্‌ভাবা দিবৌকসঃ ।
লেখাশ্চ নাম রাজেন্দ্র পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
অরণ্যেরঙ্গিরসঃ পুত্রা মহাত্মানো মহৌজসঃ ॥ ৩২
নাড্‌বলেয়া মহারাজ দশ পুত্রাশ্চ বিশ্রুতাঃ
ঊরুপ্রভৃতয়ো রাজন্ ষষ্ঠং মন্বন্তরং স্মৃতম্ ॥ ৩৩
অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ ।
গৌতমোঽথ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ৩৪
তথৈব পুত্রো ভগবানৃচীকস্য মহাত্মনঃ ।
সপ্তমো জমদগ্নিশ্চ ঋষয়ঃ সাম্প্রতং দিবি ॥ ৩৫
সাধ্যা রুদ্রাশ্চ বিশ্বে চ মরুতো বসবস্তথা।
আদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ চৈব দেবৌ বৈবস্বতৌ স্মৃতৌ ॥ ৩৬
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে বর্তন্তে সাম্প্রতেঽন্তরে ।
ইক্ষ্বাকুপ্রমুখাশ্চৈব দশ পুত্রা মহাত্মনঃ ॥ ৩৭
এতেষাং কীর্তিতানান্তু মহর্ষীণাং মহৌজসাম্ ।
রাজন্ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দিক্ষু সর্বাসু ভারত ॥ ৩৮
মন্বন্তরেষু সর্বেষু প্রাগ্‌দিশঃ সপ্তসপ্তকাঃ ।
স্থিতা লোকব্যবস্থার্থং লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৯
মন্বন্তরে ব্যতিক্রান্তে চত্বারঃ সপ্তকা গণাঃ ।
কৃত্বা কর্ম দিবং যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৪০
ততোঽন্যে তপসা যুক্তাঃ স্থানমাপূরয়ন্ত্যুত ।
অতীতা বর্তমানাশ্চ ক্রমেণৈতেন ভারত ॥ ৪১
এতান্যুক্তানি কৌরব্য সপ্তাতীতানি ভারত ।
মন্বন্তরাণি ষট্ চাপি নিবোধানাগতানি মে ॥ ৪২
সাবর্ণা মনবস্তাত পঞ্চ তাংশ্চ নিবোধ মে ।
একো বৈবস্বতস্তেষাং চত্বারস্তু প্রজাপতেঃ ॥ ৪৩
পরমেষ্ঠিসুতাস্তাত মেরুসাবর্ণতাং গতাঃ ।
দক্ষস্যৈতে হি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়াস্তনয়া নৃপ ॥
মহাস্তপসা যুক্তা মেরুপৃষ্ঠে মহৌজসঃ ॥ ৪৪
রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম মনুঃ স্মৃতঃ ।
ভূত্যাং চোৎপাদিতো দেব্যাং ভৌত্যো নাম রুচেঃ
সুতঃ ॥ ৪৫
অনাগতাশ্চ সপ্তৈতে স্মৃতা দিবি মহর্ষয়ঃ ।
মনোরন্তরমাসাদ্য সাবর্ণস্য হ তান্ শৃণু ॥ ৪৬

নরাধিপ ! ষষ্ঠ মন্বন্তরের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । ভৃগু, নভ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু—এই সাতজন মহর্ষি ছিলেন । চাক্ষুষনামক ষষ্ঠমন্বন্তরে দেবতাদের নাম শ্রবণ কর । আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথগ্‌ভাব ও লেখনামক দেবগণ স্বর্গে বাস করিতেন । ইঁহারা সকলে অঙ্গিরা ঋষির পুত্র, মহাত্মা ও মহাবীর্যবান্ । মহারাজ ! ইঁহারা নাড্‌বলানাম্নী মাতার পুত্ররূপে বিখ্যাত ছিলেন । চাক্ষুষমনুর ঊরু প্রভৃতি দশজন পুত্র ছিলেন । এইভাবে ষষ্ঠ মন্বন্তরের বর্ণনা করিলাম ।৩০-৩৩

বর্তমান বৈবস্বতমন্বন্তরে স্বর্গে স্থিত অত্রি, ভগবান্ বসিষ্ঠ, মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র—এই ছয়জন ও সপ্তম হইলেন মহাত্মা ঋচীকের পুত্র ভগবান্ জমদগ্নি । এই সপ্তর্ষি আছেন । সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুৎ, বসু, আদিত্য ও সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহারা বৈবস্বতমন্বন্তরের দেবতা । মহাত্মা বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু আদি দশজন পুত্র আছেন । ভারত ! এই সকল অতিতেজস্বী মহর্ষিদের পুত্র ও পৌত্র সকল দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ।৩৪-৩৮

অতীত মন্বন্তরসমূহে পূর্বোক্ত ঊনপঞ্চাশজন ঋষি সকল লোকের পালন ও রক্ষার জন্য অবস্থিত থাকেন ।৩৯

প্রত্যেক মন্বন্তর অতীত হইলে ঐ সপ্তর্ষিদের মধ্যে চারিজন নিজ কর্ম সমাপ্ত করিয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন ।৪০

অন্যান্য ঋষিগণ তপস্যাযুক্ত হইয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করেন । ভারত ! অতীত ও বর্তমান মন্বন্তরের কথা ক্রমানুসারে বলিলাম । এখন ভবিষ্যতের ছয় ( সাত ) মন্বন্তরের কথা বলিতেছি ।৪১-৪২

তাত ! আমার নিকট শ্রবণ কর—সাবর্ণি মনু পাঁচ জন । তার মধ্যে একজন বৈবস্বত, অপর চারিজন প্রজাপতি পরমেষ্ঠির পুত্র । ইঁহারা দক্ষের দৌহিত্র ও দক্ষকন্যা প্রিয়ার পুত্র । রাজন্ ! মহাতেজস্বী মহাত্মা এই পুত্রগণ মেরুপর্বতোপরি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকায় মেরুসাবর্ণি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ।৪৩-৪৪

প্রজাপতি রুচির পুত্রকে রৌচ্য মনু বলা হয় । ভূতিদেবীর গর্ভে উৎপন্ন হওয়ায় রুচির পুত্রকে ভৌত্য মনু বলা হয় ।৪৫

ভবিষ্যতে যে সাবর্ণি মন্বন্তর হইবে, সেই সময়ের সাতজন ঋষি স্বর্গে বিদ্যমান আছেন । তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর—রাম

রামো ব্যাসস্তথাত্রেয়ো দীপ্তিমানিতি বিশ্রুতঃ
ভারদ্বাজস্তথা দ্রৌণিরশ্বত্থামা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৭
গৌতমস্যাত্মজশ্চৈব শরদ্বান্ গৌতমঃ কৃপঃ ।
কৌশিকো গালবশ্চৈব রুরুঃ কাশ্যপ এব চ ॥ ৪৮
এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্যা মুনিসত্তমাঃ ।
ব্রহ্মণঃ সদৃশাশ্চৈতে ধন্যাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯
অভিজাত্যাথ তপসা মন্ত্র-ব্যাকরণৈস্তথা
ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু স্মৃতাঃ সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৫০
ভূত-ভব্য-ভবজ্ জ্ঞানং বুদ্ধ্যা চৈব তু যে স্বয়ম্ ।
তপসা বৈ প্রসিদ্ধা যে সঙ্গতাঃ প্রবিচিন্তকাঃ ॥ ৫১
মন্ত্র-ব্যাকরণাদ্যৈশ্চ ঐশ্বর্য্যাৎ সর্বশশ্চ যে ।
এতান্ ভাবান্ দ্বিজো জ্ঞাত্বা নৈষ্ঠিক বিচনাম চ ॥ ৫২
সপ্তৈতে সপ্তভিশ্চৈব গুণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ।
দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃত ঈশ্বরা দীর্ঘচক্ষুষঃ ॥ ৫৩
বুদ্ধ্যা প্রত্যক্ষধর্মাণো গোত্রপ্রাবর্তকাস্তথা ।
কৃতাদিষু যুগাখ্যেষু সর্বেষ্বেব পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪
প্রাবর্ত্তয়ন্তি তে বর্ণানাশ্রমাংশ্চৈব সর্বশঃ ।
সপ্তর্ষয়ো মহাভাগাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৫৫
তেষাং চৈবান্বয়োৎপন্না জায়ন্তীহ পুনঃ পুনঃ ।
মন্ত্র-ব্রাহ্মণকর্তারো ধর্মে প্রশিথিলে তথা ॥ ৫৬
যস্মাচ্চ বরদাঃ সপ্ত পরেভ্য এব যাচিতাঃ
তস্মাৎ কালো ন বয়ঃ প্রমাণমৃষিভাবনে ॥ ৫৭
এষ সপ্তর্ষিকোদ্দেশো ব্যাখ্যাতস্তে ময়া নৃপ ।
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রান্ ভবিষ্যান্ শৃণু সত্তম ॥ ৫৮
বরীয়াংশ্চাবরীয়াংশ্চ সম্মতো ধৃতিমান্ বসুঃ ।
চরিষ্ণুরপাধৃষ্ণুশ্চ বাজঃ সুমতিরেব চ ॥
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যা দশ ভারত
প্রথমে মেরুসাবর্ণে প্রবক্ষ্যামি মুনীন্ শৃণু ।
মেধাতিথিস্তু পৌলস্ত্যো বসুঃ কাশ্যপ এব চ ॥ ৬০
জ্যোতিষ্মান্ ভার্গবশ্চৈব দ্যুতিমানঙ্গিরাস্তথা ।
সাবনশ্চৈব বাসিষ্ঠ আত্রেয়ো হব্যবাহনঃ ॥ ৬১
পৌলহঃ সপ্ত ইত্যেতে মুনয়ো রোহিতেঽন্তরে ।
দেবতানাং গণাস্তত্র ত্রয় এব নরাধিপ ॥ ৬২

---

(পরশুরাম), ব্যাস, অত্রিপুত্র দীপ্তিমান্, মহাতেজস্বী ভরদ্বাজ-বংশীয় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, গৌতমবংশীয় গৌতমপুত্র শরদ্বানের পুত্র কৃপ, কৌশিকগোত্রীয় গালব ও কাশ্যপগোত্রীয় রুরু। এই সাত জন মুনিশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতে সপ্তর্ষি হইবেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার সমান ধন্য ও মহাত্মা। ৪৭-৪৯

ইঁহারা আভিজাত্য, তপস্যা, মন্ত্র ও ব্যাকরণের দ্বারা অভিজাত নির্মল ও ব্রহ্মলোকে স্থিতিশীল। ইঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া তপস্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং পরস্পর মিলিত হইয়া পরতত্ত্ব বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহারা মন্ত্র ব্যাকরণাদি ও ঐশ্বর্যের জন্যও সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞেরা এই সব ঋষিগণের নৈষ্ঠিক কর্ম ও নাম জানিয়া কল্যাণ লাভ করেন। ৫০-৫২

এই সাত জন ঋষি সাতটি গুণের দ্বারা 'সপ্তর্ষি' নামে কথিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই দীর্ঘায়ু, মন্ত্রদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান্, দীর্ঘদর্শী, নিজ বুদ্ধির দ্বারা ধর্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করেন। ইঁহারা গোত্রপ্রবর্তক। সত্য-ত্রেতাদি সকল যুগে সত্যধর্মরত মহা-ভাগ্যবান্ এই সপ্তর্ষি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমকে পুনঃ পুনঃ স্বধর্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। ৫৩-৫৫

ধর্ম শিথিল হইলে এই সকল ঋষির বংশে মন্ত্র-ব্রাহ্মণপ্রণেতারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। এই সাত জন ঋষি বরদান করিতে সমর্থ। অন্যেরা ইঁহাদের নিকট যাচ্ঞা করেন। এই ঋষিগণের সম্বন্ধে বিচার করিয়াও ইঁহাদের কাল-মান ও বয়স নির্ণয় করা যায় না। ৫৬-৫৭

রাজন্! আমি তোমার নিকট সপ্তর্ষিদের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। সত্তম! এখন সাবর্ণি মনুর ভবিষ্যৎকালীন পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। ৫৮

ভারত! বরীয়ান্, অবরীয়ান্, সম্মত, ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্ণু, অধৃষ্ণু, বাজ, সুমতি (আরও একজন) এই দশজন সাবর্ণিমনুর ভবিষ্যৎকালীন পুত্র। ৫৯

এখন প্রথম মেরুসাবর্ণ মন্বন্তরের ঋষিগণের নাম বলিতেছি— শ্রবণ কর। (এই সাবর্ণির অপর নাম রোহিত) পুলস্ত্যবংশীয় মেধাতিথি, কাশ্যপবংশীয় বসু, ভৃগুবংশীয় জ্যোতিষ্মান্, অঙ্গিরো-বংশীয় দ্যুতিমান্, বশিষ্ঠগোত্রীয় সাবন, অত্রিপুত্র হব্যবাহন ও পৌলহ—এই সাত জন রোহিত মন্বন্তরে ঋষি হইবেন। নরাধিপ! ঐ মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ হইবে। ৬০-৬২

দক্ষপুত্রস্য পুত্রাস্তে রোহিতস্য প্রজাপতেঃ।
মনোঃ পুত্রো ধৃষ্টকেতুঃ পঞ্চহোত্রো নিরাকৃতিঃ ॥ ৬৩
পৃথুঃ শ্রবা ভূরিধামা ঋচীকোঽবৃহতো গয়ঃ।
প্রথমস্য তু সাবর্ণের্নব পুত্রা মহৌজসঃ ॥ ৬৪
দশমে ত্বথ পর্য্যায়ে দ্বিতীয়স্যান্তরে মনোঃ।
হবিষ্মান্ পৌলহশ্চৈব প্রকৃতিশ্চৈব ভার্গবঃ ॥ ৬৫
আপোমূর্ত্তিস্তথাত্রেয়ো বাশিষ্ঠশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ।
পৌলস্ত্যঃ প্রমিতিশ্চৈব নভোগশ্চৈব কাশ্যপঃ ॥
অঙ্গিরা নভসঃ সত্যঃ সপ্তৈতে পরমর্ষয়ঃ ॥ ৬৬
দেবতানাং গণৌ দ্বৌ তৌ ঋষিসংস্থাশ্চ যে স্মৃতাঃ।
মনোঃ সুতোত্তমৌজাশ্চ নিকুম্ভশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬৭
শতানীকো নিরামিত্রো বৃষসেনো জয়দ্রথঃ।
ভূরিদ্যুম্নঃ সুবর্চাশ্চ দশ হ্যেতে মনোঃ সুতাঃ ॥ ৬৮
একাদশেঽথ পর্য্যায়ে তৃতীয়স্যান্তরে মনোঃ।
তস্য সপ্ত ঋষীংশ্চাপি কীর্ত্ত্যমানান্ নিবোধ মে ॥ ৬৯
হবিষ্মান্ কাশ্যপশ্চাপি হবিষ্মান্ যশ্চ ভার্গবঃ।
তরুণশ্চ তথাত্রেয়ো বাশিষ্ঠশ্চানঘস্তথা ॥ ৭০
অঙ্গিরাশ্চোদধিষ্ণ্যশ্চ পৌলস্ত্যো নিশ্চরস্তথা।
পুলহশ্চাগ্নিতেজাশ্চ ভাব্যাঃ সপ্ত মহর্ষয়ঃ ॥ ৭১
ব্রহ্মণস্তু সুতা দেবা গণাস্তেষাং ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
সংবর্ত্তকঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরূদ্বহঃ ॥ ৭২
ক্ষেমধন্বা দৃঢ়ায়ুশ্চ আদর্শঃ পণ্ডকো মনুঃ
সাবর্ণস্য তু পুত্রা বৈ তৃতীয়স্য নব স্মৃতাঃ ॥ ৭৩
চতুর্থস্য তু সাবর্ণের্ঋষীন্ সপ্ত নিবোধ মে।
দ্যুতির্বশিষ্ঠপুত্রশ্চ আত্রেয়ঃ সুতপাস্তথা ॥ ৭৪
আঙ্গিরস্তপসো মূর্ত্তিস্তপস্বী কাশ্যপস্তথা
তপোঽশনশ্চ পৌলস্ত্যঃ পৌলহশ্চ তপো রবিঃ ॥ ৭৫
ভার্গবঃ সপ্তমস্তেষাং বিজ্ঞেয়স্তু তপোধৃতিঃ।
পঞ্চ দেবগণাঃ প্রোক্তা মানসা ব্রহ্মণশ্চ তে ॥ ৭৬
দেববায়ুরদূরশ্চ দেবশ্রেষ্ঠো বিদূরথঃ
মিত্রবান্ মিত্রদেবশ্চ মিত্রসেনশ্চ মিত্রকৃৎ ॥
মিত্রবাহুঃ সুবর্চাশ্চ দ্বাদশস্য মনোঃ সুতাঃ ॥ ৭৭
ত্রয়োদশেঽথ পর্য্যায়ে ভাব্যে মন্বন্তরে মনোঃ।
অঙ্গিরাশ্চৈব ধৃতিমান্ পৌলস্ত্যো হব্যপস্তু যঃ ॥ ৭৮
পৌলহস্তত্ত্বদর্শী চ ভার্গবশ্চ নিরুৎসুকঃ।
নিষ্প্রকম্পস্তথাত্রেয়ো নির্মোহঃ কাশ্যপস্তথা ॥ ৭৯

---

মনুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিধামা, ঋচীক, অবৃহত ও গয়—এই নয় জন দক্ষপুত্র রোহিত প্রজাপতির পুত্র। প্রথম সার্বণির এই পুত্রগণ মহাতেজস্বী। ৬৩-৬৪

দশম মন্বন্তরে দ্বিতীয় দক্ষ সাবর্ণির সময়ে পুলহবংশীয় হবিষ্মান্, ভৃগুবংশীয় সুকৃতি, অত্রিবংশীয় আপোমূর্ত্তি, বশিষ্ঠবংশীয় অষ্টম, পুলস্ত্যবংশীয় প্রমিতি, কশ্যপবংশীয় নভোগ ও নভসের পুত্র সত্য—এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। ৬৫-৬৬

তখন দেবতাগণের দক্ষিণমার্গের অভিমানী ধূমাদি ও উত্তর মার্গের অভিমানী অর্চি প্রভৃতি—এই দুইটি গণ থাকিবে। ঋষিযুক্ত মনুনির্দিষ্ট দেবগণও তখন থাকিবেন। মনুপুত্র, উত্তমৌজা, নিকুম্ভ, বীর্য্যবান্ শতানীক, নিরামিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চা—এই দশজন দক্ষসাবর্ণিমনুর পুত্র হইবেন। ৬৭-৬৮

একাদশমনুর ও তৃতীয় সাবর্ণির (ব্রহ্মসাবর্ণি) মন্বন্তরে যে সাতজন ঋষি ও দেবতা হইবেন, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব হবিষ্মান্, অত্রিপুত্র তরুণ, বশিষ্ঠবংশীয় অনঘ, অঙ্গিরাবংশীয় উদধিষ্ণ্য, পুলস্ত্যবংশীয় নিশ্চর, পুলহবংশীয় অগ্নিতেজা—এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মানস-পুত্র। ঐ মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ হইবে এবং এই মনুর সংবর্ত্তক, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরূদ্বহ, ক্ষেমধন্বা, দৃঢ়ায়ু, আদর্শ, পণ্ডক ও মনু—এই এই নয় জন পুত্র হইবেন। ৭১-৭৩

চতুর্থ সাবর্ণি ও দ্বাদশ মন্বন্তরের সপ্ত ঋষির নাম শ্রবণ কর। বশিষ্ঠপুত্র দ্যুতি, অত্রিবংশীয় সুতপা, অঙ্গিরোবংশীয় তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপবংশীয় তপস্বী, পুলস্ত্যবংশীয় তপোঽশন, পুলহবংশীয় তপোরবি এবং ভৃগুবংশীয় তপোধৃতিকে সপ্তর্ষি জানিবে। এই মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ হইবে, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন। ৭৪-৭৬

দ্বাদশমনুর দেববায়ু, অদূর, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মিত্রবাহু ও সুবর্চা—এই দশজন পুত্র হইবেন। ৭৭

ভবিষ্যৎকালীন ত্রয়োদশ মনুর মন্বন্তরে অঙ্গিরাবংশীয় ধৃতিমান্, পুলস্ত্যবংশীয় হব্যপ, পুলহবংশীয় তত্ত্বদর্শী, ভৃগুবংশীয় নিরুৎসুক, অত্রি-বংশীয় নিষ্প্রকম্প, কশ্যপবংশীয় নির্মোহ ও বশিষ্ঠবংশীয় সুতপা—এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, ঐ সময় দেবতাদের তিনটি গণ থাকিবে। ৭৮-৮০

সুতপাশ্চৈব বাসিষ্ঠঃ সপ্তৈতে তু মহর্ষয়ঃ ।
ত্রয় এব গণাঃ প্রোক্তা দেবতানাং স্বয়ম্ভুবা ॥ ৮০
ত্রয়োদশস্য পুত্রাস্তে বিজ্ঞেয়াস্তু রুচেঃ সুতাঃ ।
চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ নয়ো ধর্মভৃতো ধৃতঃ ॥ ৮১
সুনেত্রঃ ক্ষত্রবৃদ্ধিশ্চ সুতপা নির্ভয়ো দৃঢ়ঃ ।
রৌচ্যাস্ত্বেতে মনোঃ পুত্রা অন্তরে তু ত্রয়োদশে ॥ ৮২
চতুর্দশেঽথ পর্যায়ে ভৌত্যস্যৈবান্তরে মনোঃ ।
ভার্গবো হ্যতিবাহুশ্চ শুচিরাঙ্গিরসস্তথা ॥ ৮৩
যুক্তশ্চৈব তথাত্রেয়ঃ শুক্রো বাসিষ্ঠ এব চ ।
অজিতঃ পৌলহশ্চৈব অন্ত্যাঃ সপ্তর্ষয়শ্চ তে ॥ ৮৪
এতেষাং কল্য উত্থায় কীর্তনাৎ সুখমেধতে ।
যশশ্চাপ্নোতি সুমহদায়ুষ্মাংশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ৮৫
অতীতানাগতানাং বৈ মহর্ষীণাং সদা নরঃ ।
দেবতানাং গণাঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চ বৈ ভরতর্ষভ ॥ ৮৬
তরঙ্গভীরুর্বপ্রশ্চ তরস্বানুগ্র এব চ ।
অভিমানী প্রবীণশ্চ জিষ্ণুঃ সংক্রন্দনস্তথা ॥ ৮৭
তেজস্বী সবলশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ ।
ভৌত্যস্যৈবাধিকারে তু পূর্ণঃ কল্পস্তু পূর্যতে ॥ ৮৮
ইত্যেতে নামতোঽতীতা মনবঃ কীর্তিতা ময়া ।
তৈরিয়ং পৃথিবী তাত সমুদ্রান্তা সপত্তনা ॥ ৮৯
পূর্ণং যুগসহস্রং তু পরিপাল্যা নরাধিপ ।
প্রজাভিশ্চৈব তপসা সংহারন্তেষু ভাগশঃ ॥ ৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
মন্বন্তরবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

ত্রয়োদশ মনু রুচির সুতগণ হইলেন—চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্মভৃত, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, সুতপা, নির্ভয় ও দৃঢ়। ইঁহারা ত্রয়োদশ রৌচ্য মনুর পুত্র। ৮১-৮২

চতুর্দশ মনু ভৌত্যের মন্বন্তরে ভৃগুবংশীয় অতিবাহু, অঙ্গিরা-বংশীয় শুচি, অঙ্গিরাবংশীয় যুক্ত, অত্রিবংশীয় যুক্ত, অত্রিবংশীয় শুক্র, বসিষ্ঠবংশীয় শুক্র, পুলহবংশোৎপন্ন অজিত—এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। ৮৩-৮৪

মনুষ্য প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া অতীত ও অনাগত এই ঋষিগণের নামকীর্তন করিলে সুখভোগ হয়, যশঃপ্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘায়ু হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! ঐ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ হইবে। ৮৫-৮৬

তরঙ্গভীরু, বপ্র, তরস্বান্, উগ্র, অভিমানী, প্রবীণ, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল এই দশজন ভৌত্যমনুর পুত্র হইবেন। ভৌত্যমনুর সময় সমাপ্ত হইলে এক কল্পকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুর একদিন সম্পূর্ণ হইবে। ৮৭-৮৮

এইভাবে নামোল্লেখপূর্বক অতীত ও ভবিষ্যৎমনুগণের বর্ণনা করিলাম। তাত! এই মনুগণ তপস্যার দ্বারা সম্পূর্ণ সহস্রযুগ কাল নগরসহিতা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃতা পৃথিবীকে ও প্রজাগণকে পালন করেন। সকল মন্বন্তরে পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রজাদের সংহারও হয়। ৮৯-৯০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে মন্বন্তরবর্ণননামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

( চতুর্ণাং যুগানাম্, মন্বন্তরাণাম্, ব্রহ্মণো দিনস্য বর্ষস্য চ মানকথনম্। )

জনমেজয় উবাচ।
মন্বন্তরস্য সংখ্যানং যুগানাঞ্চ মহামতে।
ব্রহ্মণোঽহ্নঃ প্রমাণঞ্চ বক্তুমর্হসি মে দ্বিজ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অহোরাত্রং ভজেৎ সূর্য্যো মানবং লৌকিকং পরম্।
তামুপাদায় গণনাং শৃণু সংখ্যামরিন্দম ॥ ২

নিমেষৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎ তু তাঃ কলাঃ।
ত্রিংশৎকলো মুহূর্তস্তু ত্রিংশতা তৈর্মনীষিণঃ ॥৩

অহোরাত্রমিতি প্রাহুশ্চন্দ্র-সূর্য্যগতিং নৃপ।
বিশেষেণ তু সর্বেষু অহোরাত্রে চ নিত্যশঃ ॥ ৪

অহোরাত্রাঃ পঞ্চদশ পক্ষ ইত্যভিশব্দিতঃ।
দ্বৌ পক্ষৌ তু স্মৃতো মাসো মাসৌ দ্বাবৃতুরুচ্যতে ॥ ৫

ঋতুং ত্রয়নমুক্তঞ্চ অয়নং ত্বৃতুভিস্ত্রিভিঃ।
দক্ষিণং চোত্তরঞ্চৈব সংখ্যাতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥ ৬

মানেনানেন যো মাসঃ পক্ষদ্বয়সমন্বিতঃ।
পিতৄণাং তদহোরাত্রমিতি কালবিদো বিদুঃ ॥৭

কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লপক্ষস্তু শর্বরী।
কৃষ্ণপক্ষঃ স্বপ্নঃ প্রাজ্ঞঃ পিতৄণাং বর্ত্ততে নৃপ ॥ ৮

মানুষেণ তু মানেন যো বৈ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ।
দেবানাং তদহোরাত্রং দিবা চৈবোত্তরায়ণম্ ॥
দক্ষিণায়নং স্মৃতা রাত্রিঃ প্রাজ্ঞৈস্তত্ত্বার্থকোবিদৈঃ ॥ ৯

দিব্যমব্দং দশগুণমহোরাত্রং মানোঃ স্মৃতম্
অহোরাত্রং দশগুণং মানবঃ পক্ষ উচ্যতে ॥ ১০

পক্ষো দশগুণো মাসো মাসৈর্দ্বাদশভির্দিনৈঃ।
ঋতুর্মনূনাং সম্প্রোক্তঃ প্রাজ্ঞৈস্তত্ত্বার্থদর্শিভিঃ ॥
ঋতুত্রয়েণ ত্বয়নং তদ্দ্বাভ্যাঞ্চৈব বৎসরঃ ॥ ১১

চত্বার্য্যেব সহস্রাণি বর্ষাণাং তু কৃতং যুগম্
তাবচ্ছতী ভবেৎ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথা নৃপ ॥ ১২

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতা স্যাৎ পরিমাণতঃ।
তস্যাশ্চ ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ১৩

---

## অষ্টম অধ্যায়।

[চারিযুগ, মন্বন্তরসকল এবং ব্রহ্মার দিন ও বর্ষের মানকথন।]

জনমেজয় বলিলেন—মহামতে! ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে মন্বন্তরের ও যুগের সংখ্যা বলুন এবং ব্রহ্মার দিনের পরিমাণও বলুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শত্রুদমন! মানবের লৌকিক নিয়মে সূর্য্য দিন ও রাত্রির বিভাগ করে। এই লৌকিক গণনাকে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মগণনার কথা শ্রবণ কর। ২

রাজন্! পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা হয়। ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত হয়। মনীষিগণ ত্রিশ মুহূর্ত্তকে অহোরাত্র বলেন। অহোরাত্র চন্দ্র ও সূর্য্যের গতির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সর্বত্র প্রতিদিন এইভাবেই চন্দ্র-সূর্য্যগতিই অহোরাত্রের বিশেষ জ্ঞাপক হয়। ৩-৪

পঞ্চদশ অহোরাত্রকে পক্ষ বলা হয়। দুই পক্ষকে মাস এবং দুই মাসকে ঋতু বলা হয়। ৫

তিনটি ঋতুর দ্বারা অয়ন হয় এবং দুই অয়নের দ্বারা এক বর্ষ হয়। ঐ দুই অয়নকে সংখ্যাতত্ত্ব-বিশারদগণ দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ বলেন। ৬

এইরূপ পরিমাণানুসারে দুই পক্ষে যে মাস হয়, কালস্বরূপজ্ঞগণ ঐ এক মাস সময়কে পিতৃপুরুষের অহোরাত্র বলেন। ৭

ঐ পিতৃগণের কৃষ্ণপক্ষ দিন এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি। রাজন্! এইজন্য কৃষ্ণপক্ষরূপ দিনে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ৮

মানুষের পরিমাণানুসারে যাহাকে বৎসর বলা হয়, তাহা দেবগণের অহোরাত্র। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—উত্তরায়ণ দেবগণের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। ৯

দেবগণের দশবর্ষে মনুর অহোরাত্র হয়। এই অহোরাত্রকে দশগুণ করিলে মনুর এক পক্ষ হয়। পক্ষ দশ গুণ করিলে মাস এবং মাসকে বারো গুণ করিলে মনুগণের এক ঋতু হয়। তিনটি ঋতুর দ্বারা অয়ন ও দুই অয়নের দ্বারা বৎসর হয়। তত্ত্বার্থদর্শী প্রাজ্ঞগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ১০-১১

রাজন্। দেবগণের চারি হাজার বৎসরে সত্যযুগ হয়। চারি শত বৎসরে সন্ধ্যা হয় এবং চারিশত বৎসরে সন্ধ্যাংশ হয়। ১২

তিন হাজার বৎসর পরিমাণে ত্রেতাযুগ হয় এবং তাহার তিন শত বৎসরে সন্ধ্যা ও তিন শত বৎসরে সন্ধ্যাংশ হয়। (যুগের প্রথম ভাগকে সন্ধ্যা ও অন্তিম ভাগকে সন্ধ্যাংশ বলা হয়) এইভাবে

তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরঃ পরিকীর্তিতম্ ।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥১৪
কলির্বর্ষসহস্রঞ্চ সংখ্যাতোঽত্র মনীষিভিঃ ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চৈব তদ্বিধঃ ॥ ১৫
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগসংখ্যা প্রকীর্তিতা ।
দিব্যমানেন মানেন যুগসংখ্যাঃ নিবোধ মে ॥ ১৬
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগী ।
যুগং তদেকসপ্তত্যা গণিতং নৃপসত্তম ॥ ১৭
মন্বন্তরমিতি প্রোক্তং সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ ।
অয়নঞ্চাপি তৎ প্রোক্তং যেহয়নে দক্ষিণোত্তরে ॥ ১৮
মনুঃ প্রলীয়তে যত্র সমাপ্ত চায়নে প্রভোঃ ।
ততোঽপরো মনুঃ কালমেতাবন্তং ভবত্যুত ॥ ১৯
সমতীতেষু রাজেন্দ্র প্রোক্তঃ সংবৎসরঃ স বৈ ।
তদেব চাযুতং প্রোক্তং মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা ॥ ২০
ব্রহ্মণস্তদহঃ প্রোক্তং কল্পশ্চেতি স কথ্যতে ।
সহস্রযুগপর্য্যন্তা যা নিশা প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১
নিরস্তত্যাগ্ সর্ব্বোর্বী সশৈল-বন-কাননা ।
তস্মিন্ যুগসহস্রে তু পূর্ণে ভরতসত্তম ॥ ২২
ব্রাহ্মে দিবসপর্য্যন্তে কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে ।
যুগানি সপ্ততিস্তানি সাগ্রাণি কথিতানি তে ॥ ২৩
কৃত-ত্রেতাদিযুক্তানি মনোরন্তরমুচ্যতে ।
চতুর্দশৈতে মনবঃ কীর্তিতাঃ কীর্তিবর্দ্ধনাঃ ॥ ২৪
বেদেষু সপুরাণেষু সর্বেষু প্রভবিষ্ণবঃ ।
প্রজানাং পতয়ো রাজন্ ধন্যমেষাং প্রকীর্তনম্ ॥ ২৫
মন্বন্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তেষু সম্ভবাঃ ।
ন শক্যান্তরং তেষাং বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥২৬
বিসর্গস্য প্রজানাং বৈ সংহারস্য চ ভারত ।
মন্বন্তরেষু সংহারাঃ শ্রূয়ন্তে ভরতর্ষভ ॥ ২৭
সশেষাস্তত্র তিষ্ঠন্তি দেবাঃ সপ্তর্ষিভিঃ সহ ।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন চ সমাহিতাঃ ॥ ২৮
পূর্ণে যুগসহস্রে তু কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে
তত্র সর্বাণি ভূতানি দগ্ধান্যাদিত্যতেজসা ॥ ২৯
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সহাদিত্যগণৈর্বিভুম্ ।
যোগং যোগীশ্বরং দেবমজং ক্ষেত্রজ্ঞমচ্যুতম্ ॥
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৩০

ই হাজার বৎসরে দ্বাপর যুগ হয়। দ্বাপর যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসরে হয় । ১৩-১৪

এইরূপ গণনানুসারে মনীষিগণ এক হাজার বৎসরে কলিযুগ বলিয়াছেন এবং এক শত বৎসরে সন্ধ্যা ও একশত বৎসরে সন্ধ্যাংশ বলিয়াছেন। এইভাবে যুগ, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সকলের গণনায় বার হাজার বৎসরে এক চতুর্যুগ হয়। আমি দেবগণের দিব্যমানানুসারে এই যুগ-পরিমাণ বলিলাম, বুঝিবে । ১৫-১৬

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগকে চতুর্যুগী বলা য়। নৃপশ্রেষ্ঠ! সংখ্যাতত্ত্ব বিশারদগণ একাত্তর চতুর্যুগীকে এক ন্তর বলিয়াছেন। ইহার দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণও কথিত য়াছে । ১৭-১৮

উত্তরায়ণ সমাপ্ত হইলে মনু প্রলীন হইয়া যান। তখন ঐ মাণ সময় পর্য্যন্ত অপর মনু থাকেন । ১৯

রাজেন্দ্র! তত্ত্বদর্শী মুনিগণ দশ হাজার মনুর সময়কে ব্রহ্মার বৎসর বলিয়াছেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার একদিনকে কল্প া হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—এক হাজার যুগপরিমিত য় ব্রহ্মার রাত্রি হয়। ঐ সময় পর্য্যন্ত যুগ অবস্থানরহিত এই পৃথিবী জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। হাজার চতুর্যুগ পূর্ণ হইলে পর ব্রহ্মার দিন আরম্ভ হয়। দিনের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সময়কে কল্প বলা হয়। রাজন্! সত্যত্রেতাদি যুগসহিত একাত্তর চতুর্যুগীতে ( কিছু অধিক ) এক মন্বন্তর কথিত হয়। এইভাবে কীর্তিবর্দ্ধক চতুর্দশ মনুর বর্ণন করিলাম। সকল পুরাণে, বেদে প্রভাবশালী প্রজাপতি মনুসকলের বর্ণন করা হইয়াছে। এই মনুগণের কথাকীর্তন ধনপ্রাপ্তি-হেতু হয় । ২০-২৫

প্রত্যেক মন্বন্তরে কতবার সংহার ও সংহারান্তে কতবার সৃষ্টি হয়, তাহার নির্ণয় শত বর্ষেও করা যায় না। ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি জানিয়াছি যে, মন্বন্তরে যে কোনও সময়ে প্রজাগণের সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে । ২৬-২৭

সংহারের সময়ে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন কিছু সংখ্যক দেবতা সপ্তর্ষিগণের সহিত অবশিষ্ট থাকেন। সহস্র চতুর্যুগী পূর্ণ হইলে কল্প সমাপ্ত হয়। তখন সকল ভূত দ্বাদশ আদিত্যের তেজে দগ্ধ হইয়া যায়। অনন্তর আদিত্য ও দেবগণ ব্রহ্মাকে সম্মুখে লইয়া যোগীশ্বর যোগস্বরূপ অজ ক্ষেত্রজ্ঞ সুরশ্রেষ্ঠ

যঃ স্রষ্টা সর্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃ পুনঃ ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবস্তস্য সর্বমিদং জগৎ ॥ ৩১
তত্র সংবর্ততে রাত্রিঃ সকলৈকার্ণবে তদা
নারায়ণো দধে নিদ্রাং ব্রাহ্মং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৩২
তাবন্তমিতি কালস্য রাত্রিরিত্যভিশব্দিতা ।
নিদ্রাযোগমনুপ্রাপ্তো যস্যাং শেতে পিতামহঃ ॥৩৩
সা চ রাত্রিরপক্রান্তা সহস্রযুগপর্যয়া ।
তদা প্রবুদ্ধো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৩৪
পুনঃ সিসৃক্ষয়া যুক্তঃ সর্গায় বিদধে মনঃ ।
সৈব স্মৃতিঃ পুরাণেয়ং তদ্বত্তং তদবিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৫
দেবস্থানানি তান্যেব কেবলস্য বিপর্যয়ঃ ।
ততো দগ্ধানি ভূতানি সর্বাণ্যাদিত্যরশ্মিভিঃ ॥ ৩৬
দেবর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ ।
জায়ন্তে চ পুনস্তাত যুগে ভরতসত্তম ॥ ৩৭
যথার্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্যয়ে ।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ব্রাহ্মীষু রাত্রিষু ॥ ৩৮
নিষ্ক্রমিষ্যা প্রজাকারঃ প্রজাপতিরসংশয়ম্
যে চ বৈ মানবা দেবাঃ সর্বে চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৯
তে সন্ততাঃ উচ্চসঙ্গাঃ শব্দবর্ণবিসর্গতঃ
ন ভবন্তি পুনস্তাত যুগে ভরতসত্তম ॥ ৪০
তৎসর্বং ক্রমযোগেন কালসংখ্যাবিভাগবিৎ ।
সহস্রযুগসংখ্যানং কৃত্বা দিবসমীশ্বরঃ ॥ ৪১
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং কৃত্বা স ভগবান্ বিভুঃ ।
সংহরত্যথ ভূতানি সৃজতে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪২
ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
তস্য তে কীর্তয়িষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ৪৩
বিসর্গং ভরতশ্রেষ্ঠ সাম্প্রতস্য মহাদ্যুতে ।
বৃষ্ণিবংশপ্রসঙ্গেন কথ্যমানং পুরাতনম্ ॥ ৪৪
যত্রোৎপন্নো মহাত্মা স হরির্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ ।
সর্বাসুরবিনাশায় সর্বলোকহিতায় চ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
মন্বন্তরগণনায়ামষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

---

সর্বব্যাপী প্রভু অচ্যুত শ্রীহরি নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ২৮-৩০

যিনি প্রতি কল্পের সমাপ্তি পর সকল ভূতের নির্মাতা, যে দেবতা অব্যক্ত ও শাশ্বত, এই সম্পূর্ণ জগৎ তাঁহারই। ৩১

যখন সম্পূর্ণ জগৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়, তখন রাত্রি হয়। ঐ সময় অর্থাৎ ব্রহ্মার সহস্র বৎসর পর্যন্ত নারায়ণ নিদ্রিত থাকেন। ৩২

পিতামহ যত সময় পর্যন্ত নিদ্রিত হইয়া থাকেন, তত সময়কেই রাত্রি বলা হয়। ৩৩

যখন ঐ রাত্রি সহস্র চতুর্যুগীর পর সমাপ্ত হয়, তখন লোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা জাগরিত হন। অনন্তর পুনঃ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করেন। সেই সময় তাঁহার স্মৃতি, কার্য ও চেষ্টা পূর্ব কল্পের অনুরূপই হয়। ৩৪-৩৫

পূর্বকল্পের মতই দেবতাদের স্থানগুলিও হয়, কেবল জীব-সমূহের কর্মাধীনতার জন্য বিপর্যয় হয়। তাত! ভরতশ্রেষ্ঠ! সূর্য-কিরণের দ্বারা ভস্মীভূত সকল ভূত, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ, পিশাচ সর্প ও রাক্ষস পুনর্বার ঐ যুগে উৎপন্ন হইতে থাকে। ৩৬-৩৭

যেমন গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতুর আগমনে সেই সেই ঋতুর চিহ্নসকল প্রকটিত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মী রাত্রি অতীত হইলে পূর্বসৃষ্টির মত নানাবিধ প্রাণী সৃষ্ট হইতে থাকে। ৩৮

প্রজাসৃষ্টিকারী প্রজাপতি ঐ সময় নারায়ণ হইতে নির্গত হইয়া সৃষ্টিতে রত হন। কিন্তু ঐ সৃষ্টিতে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন না, যে সকল মনুষ্য, দেবতা ও মহর্ষি শাশ্বতধর্ম বা স্বাভাবিক দেহাভিমুখি প্রভৃতি সর্ব পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ব ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ৩৯-৪০

কালসংখ্যাবিভাগবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ ক্রমানুসারে সহস্র যুগ সংখ্যাযুক্ত দিন ও ঐরূপ রাত্রি নির্মাণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। ৪১-৪২

মহাদেব শ্রীহরিনারায়ণ প্রভুই স্থূলসূক্ষ্মরূপে বিরাজমান। ভরতশ্রেষ্ঠ! বৈবস্বত মন্বন্তরের সৃষ্টিতে সেই শ্রীহরির কথা এখন কীর্তন করিব। বৃষ্ণিবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে পুরাতন সৃষ্টির কথা বলিব। যে বৃষ্ণিবংশে অসুরগণের বিনাশের জন্য ও সকল লোকের হিতের জন্য মহাত্মা প্রভু শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৩-৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে মন্বন্তরগণনাবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## নবমোঽধ্যায়ঃ।

[ বৈবস্বত-মনোঃ, যমস্য, যম্যাঃ ( যমুনায়াঃ ), অশ্বিনীকুমারয়োঃ, শনৈশ্চরস্য চোৎপত্তিবর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যামরিন্দম।
তস্য ভার্য্যাভবৎ সংজ্ঞা ত্বাষ্ট্রী দেবী বিবস্বতঃ ॥ ১
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী।
সা বৈ ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥ ২
ভর্তৃরূপেণ নাতুষ্যদ্ রূপ-যৌবনশালিনী।
সংজ্ঞা নাম সুতপসা দীপ্তেনেহ সমন্বিতা ॥ ৩
আদিত্যস্য হি তদ্ রূপং মণ্ডলস্য সুতেজসা।
গাত্রেষু পরিদগ্ধং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥ ৪
ন খল্বয়ং মৃতোঽণ্ডস্থ ইতি স্নেহাদভাষত।
অজ্ঞানাৎ কশ্যপস্তস্মান্মার্ত্তণ্ড ইতি চোচ্যতে ॥ ৫
তেজস্ত্বভ্যধিকং তাত নিত্যমেব বিবস্বতঃ।
যেনাতিতাপয়ামাস ত্রীঁল্লোকান্ কশ্যপাত্মজঃ ॥ ৬
ত্রীণ্যপত্যানি কৌরব্য সংজ্ঞায়াং তপতাং বরঃ
আদিত্যো জনয়ামাস কন্যাং দ্বৌ চ প্রজাপতী ॥ ৭
মনুর্বৈবস্বতঃ পূর্বং শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ।
যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৮
সা বিবর্ণং তু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী চ স্বাং ছায়াং সবর্ণাং নির্মমে ততঃ ॥ ৯
মায়াময়ী তু সা সংজ্ঞা তস্যাশ্ছায়া সমুত্থিতা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা ছায়া সংজ্ঞাং নরেশ্বর ॥ ১০
উবাচ কিং ময়া কার্য্যং কথয়স্ব শুচিস্মিতে।
স্থিতাস্মি তব নির্দেশে শাধি মাং বরবর্ণিনি ॥ ১১

সংজ্ঞোবাচ।

অহং যাস্যামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ।
ত্বয়েহ ভবনে মহ্যং বস্তব্যং নির্বিকারয়া ॥ ১২

---

### নবম অধ্যায়।

[ বৈবস্বত-মনু, যম, যমী ( যমুনা ), অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শনৈশ্চরের উৎপত্তিবর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অরিন্দম! দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। ত্বষ্টার পুত্রী সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের ভার্য্যা হইলেন। ১

মহাত্মা মার্ত্তণ্ডের ( সূর্য্যের ) এই পবিত্র ভাবযুক্তা ভার্য্যা ভগবতী সংজ্ঞা ত্রিলোকে 'সুরেণু' নামে প্রসিদ্ধ আছেন। ২

রূপযৌবনবতী সংজ্ঞা সূর্য্যদেবকে ভর্ত্তৃরূপে পাইয়াও তাঁহার তীব্র তপস্যা ও দীপ্তির জন্য সন্তুষ্ট থাকিত না। সূর্য্যের প্রখর কিরণে সংজ্ঞার অঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইত বলিয়া তাহার রূপ নষ্ট হইয়া যাইত। ৩-৪

অদিতি অজ্ঞানবশতঃ এই সন্তানটি মৃত না জীবিত, তাহা নির্ণয় করিতে না পারায় কশ্যপ স্নেহপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—এই সন্তান মৃত নয়, কিন্তু অণ্ডে ( গর্ভে ) স্থিত। এইজন্য সূর্য্যকে মার্ত্তণ্ড বলা হয়। ( গর্ভভারাক্রান্ত অদিতি ভিক্ষা দিতে বিলম্ব করিলে ভিক্ষার্থী বুধ শাপ দিয়াছিলেন—তোমার গর্ভ মৃত হইবে। অদিতি শাপ শুনিয়া বিষণ্ণ হইলে কশ্যপ বলিয়াছিলেন—মৃত নয় গর্ভে জীবিতই আছে )। ৫

তাত! বিবস্বান্ সূর্য্যের সর্ব্বদা প্রখর তেজ বর্ত্তমান। এইজন্য এই কশ্যপতনয় সূর্য্য ত্রিলোককে সর্ব্বদা সন্তপ্ত করিয়া থাকেন। ৬

কুরুনন্দন! তাপকশ্রেষ্ঠ আদিত্য সংজ্ঞার গর্ভে একটি কন্যা ও দুইটি প্রজাপতি—এই তিনটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। ৭

ঐ দুই প্রজাপতির মধ্যে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু একজন এবং অপর প্রজাপতি হইল শ্রাদ্ধদেব যম। কন্যা যমুনা যমের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া এই দুইজন যমজ সন্তান ছিল। ৮

সূর্য্যের প্রখর কিরণে নিজের রূপ বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া সংজ্ঞা নিজ ছায়াকে সমানরূপবিশিষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করিল। ( এইজন্য ঐ ছায়াকে সবর্ণা বলা হয়, তাহার পুত্রকে সাবর্ণি বলা হয় )। ৯

নরেশ্বর! সংজ্ঞা মায়াময়ী, তাহার শরীর হইতে ছায়া উৎপন্ন হইলে পর ছায়া সংজ্ঞাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত বলিল শুচিস্মিতে! বল, আমি কি কার্য্য করিব? বরবর্ণিনি! আমি তোমার আদেশ পালনে উদ্যত আছি। তুমি আমাকে আদেশ কর। ১০-১১

সংজ্ঞা বলিল—আমি আমার পিতার গৃহে গমন করিতেছি। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার এই গৃহে শান্তচিত্তে বাস কর। আমার এই দুইটি বালক ও এই সুন্দরী কন্যাকে তুমি প্রতিপালন করিও এবং এই গোপনীয় ব্যাপারটি ভগবান্ সূর্য্যকে কখনও বলিও না। ১২-১৩

ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চেয়ং সুমধ্যমা।
সন্ত্যাজ্যাস্তে ন চাখ্যেয়মিদং ভগবতে কচিৎ ॥১৩

ছায়োবাচ।

আ কচগ্রহণাদ্ দেবি আ শাপান্নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমাদিশ্য সবর্ণাং তাং তথেত্যুক্তা চ সা তয়া।
ত্বষ্টুঃ সমীপমগমদ্ ব্রীড়িতেব তপস্বিনী ॥ ১৫
পিতুঃ সমীপগা সা তু পিত্রা নির্ভৎর্সিতা তদা।
ভর্ত্তুঃ সমীপং গচ্ছেতি নিযুক্তা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬
অগচ্ছদ্ বড়বা ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপমনিন্দিতা
কুরূনথোত্তরান্ গত্বা তৃণান্যেব চচার হ ॥ ১৭
দ্বিতীয়ায়াং তু সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিন্তয়ন্।
আদিত্যো জনয়ামাস পুত্রমাত্মসমং তদা ॥ ১৮
পূর্ব্বজস্য মনোস্তাত সদৃশোঽয়মিতি প্রভুঃ।
সবর্ণত্বাম্মনোর্ভূয়ঃ সাবর্ণ ইতি চোক্তবান্ ॥ ১৯
মনুরেবাভবন্নাম্না সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে।

ছায়া বলিল—যতদিন আমার কেশাকর্ষণ না হয় কিংবা যতদিন শাপগ্রস্ত হইবার সময় না আসে, ততদিন আমি এই কথা কোনও প্রকারে কাহাকেও বলিব না। দেবি! তুমি সানন্দে গমন কর। ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সংজ্ঞা সবর্ণা ছায়াকে এই আদেশ করিলে এবং ছায়া "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলে তপস্বিনী সংজ্ঞা একটু লজ্জিত হইল এবং নিজ পিতা ত্বষ্টার নিকট চলিয়া গেল। পিতার নিকট গমন করিলে পিতা সকল বিবরণ শুনিয়া সংজ্ঞাকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং পতির নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন। অনিন্দিতা সংজ্ঞা কিন্তু নিজ রূপ আচ্ছাদিত করিয়া 'বড়বা' (ঘোটকী) হইয়া উত্তর কুরুদেশে গমনপূর্ব্বক তৃণ ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ১৫-১৭

সংজ্ঞার ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করিয়া বিবস্বান্ আদিত্য তাহার গর্ভে নিজ তুল্য একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ১৮

তাত! পূর্ব্বজাত মনুর মত বর্ণ ও সাবর্ণ্য হওয়ায় তাহাকে সাবর্ণ বলিয়া পরিচিত করিলেন। ১৯

এই পুত্রও মনু, এইজন্য ইহাকে সাবর্ণ মনু বলা হয়। ছায়ার গর্ভে যে দ্বিতীয় পুত্র হইয়াছিল, তাহাকে শনৈশ্চর বলিয়া জানিবে। ২০

দ্বিতীয়ো যঃ সুতস্তস্যাঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শনৈশ্চরঃ ॥২০
সংজ্ঞা তু পার্থিবী তাত স্বস্য পুত্রস্য বৈ তদা।
চকারাভ্যধিকং স্নেহং ন তথা পূর্ব্বজেষু বৈ ॥ ২১
মনুস্তস্যাক্ষমৎ তত্ত্ব্ যমস্তস্যা ন চক্ষমে।
তাং স রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ
পদা সন্তর্জ্জয়ামাস সংজ্ঞাং বৈবস্বতো যমঃ ॥ ২২
তং শশাপ ততঃ ক্রোধাৎ সাবর্ণজননী নৃপ
চরণঃ পততামেষ তবেতি ভৃশদুঃখিতা ॥ ২৩
যমস্তু তৎপিতুঃ সর্ব্বং প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
ভৃশং শাপভয়োদ্বিগ্নঃ সংজ্ঞাবাক্যপ্রতোদিতঃ ॥ ২৪
শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্তেত প্রোবাচ পিতরং তদা।
মাত্রা স্নেহেন সর্ব্বেষু বর্ত্তিতব্যং সুতেষু বৈ ॥ ২৫
সেয়মস্মানপাহায় যবীয়াংসং বুভূষতি।
তস্যাং ময়োদ্যতঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ ॥ ২৬
বাল্যাদ্ বা যদি বা মোহাৎ তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
যস্মাৎ তে পুত্রবীণাহং লজ্জিতাস্মি ত্বয়া সুত ॥ ২৭

তাত! পার্থিবী সংজ্ঞা (পৃথিবীতে পতিত হয় বলিয়া তাহাকে পার্থিবী বলা হইয়াছে।) নিজ পুত্রকে অতিমাত্র স্নেহ করিত, কিন্তু প্রকৃত সংজ্ঞার পূর্ব্বজাত পুত্রগণকে ঐরূপ স্নেহ করিত না। মনু তাহা সহ্য করিয়া যাইত, কিন্তু যম তাহা সহ্য করিল না। বৈবস্বত যম বাল্যভাববশতঃ ক্রোধবশবর্ত্তী এবং ভবিতব্যতার বশীভূত হইয়া নিজ পাদের দ্বারা সংজ্ঞাকে (ছায়াকে) অপমানিত বা তিরস্কৃত করিতে লাগিল। ২১-২২

রাজন্! সাবর্ণজননী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধবশতঃ তাহাকে শাপদান করিল যে, তোমার ঐ চরণ পতিত হউক। তখন যম সংজ্ঞার ঐরূপ বাক্যে দুঃখিত হইয়া শাপভয়ে উদ্বিগ্ন হইল এবং সত্বর কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতার নিকট সকল কথা নিবেদন করিল। ২৩-২৪

সে পিতাকে বলিল যে, এই শাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, নিবৃত্ত হয়। মাতার উচিত সকল সন্তানের প্রতি সমান ভাবে স্নেহপূর্ব্বক ব্যবহার করা। সংজ্ঞা মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠকেই অতিমাত্র স্নেহ করে, এইজন্যই আমি তাহার প্রতি পাদ উত্তোলন করিয়াছি, কিন্তু তাহার শরীরে পাতিত করি নাই। আমি বাল্যবশতঃ কিংবা মোহবশতঃ এইরূপ করিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সংজ্ঞা

তস্মাৎ তবৈব চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ
অপত্যং দুরপত্যং স্যান্নাম্বা কুজননী ভবেৎ ॥ ২৮
শপ্তোঽহমস্মি লোকেশ জনন্যা তপতাং বর।
তব প্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্মম গোপতে ॥ ২৯
বিবস্বানুবাচ।
অসংশয়ং পুত্র মহদ্ ভবিষ্যত্যত্র কারণম্।
যেন ত্বামাবিশৎ ক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্ ॥ ৩০
ন শক্যমেতন্মিথ্যা কর্ত্তুং ময়া মাতুর্বচস্তব।
কৃময়ো মাংসমাদায় যাস্যন্তি ধরণীতলম্ ॥ ৩১
তব পাদান্মহাপ্রাজ্ঞ ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে সুখম্।
কৃতমেবং বচস্তথ্যং মাতুস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৩২
শাপস্য পরিহারেণ ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি।
আদিত্যোঽথাব্রবীৎ সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ ॥ ৩৩
তুল্যেষ্বভ্যধিকঃ স্নেহঃ ক্রিয়তেঽতি পুনঃ পুনঃ।
সা তৎ পরিহরন্তী তু নাচচক্ষে বিবস্বতে ॥ ৩৪
আত্মানং সুসমাধায় যোগাৎ তথ্যমপশ্যত।
তাং শপ্তুকামো ভগবান্ নাশায় কুরুনন্দন ॥ ৩৫
মূর্দ্ধজেষু চ জগ্রাহ সময়েঽতিগতেঽপি চ।
সা তৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তমাচচক্ষে বিবস্বতে ॥ ৩৬
বিবস্বানথ তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্ত্বষ্টারমভ্যগাৎ।
ত্বষ্টা তু তং যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা বিভাবসুম্ ॥
নির্দগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস বৈ তদা ॥ ৩৭
ত্বষ্টোবাচ।
তবাতিতেজসাবিষ্টমিদং রূপং ন শোভতে।
অসহন্তী চ তৎ সংজ্ঞা বনে চরতি শাদ্বলে ॥ ৩৮
দ্রষ্টা হি তাং ভবানদ্য স্বাং ভার্য্যাং শুভচারিণীম্।
নিত্যং তপস্যভিরতাং বড়বারূপধারিণীম্ ॥ ৩৯
পর্ণাহারাং কৃশাং দীনাং জটিলাং ব্রহ্মচারিণীম্।
হস্তিহস্তপরিক্লিষ্টাং ব্যাকুলাং পদ্মিনীমিব ॥
শ্লাঘ্যাং যোগবলোপেতাং যোগমাস্থায় গোপতে ॥ ৪০
অনুকূলং তু দেবেশ যদি স্যান্মম তন্মতম্।
রূপং নির্বর্ত্তয়াম্যদ্য তব কান্তমরিন্দম ॥ ৪১
রূপং বিবস্বতস্ত্বাসীৎ তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তু বৈ।
তেনাসৌ সংস্তুতো দেবরূপেণ তু বিভাবসুঃ ॥ ৪২

---

বলিল—পুত্র! আমি তোমার পূজনীয়া, তথাপি তুমি আমাকে লঙ্ঘন বা তিরস্কার করিয়াছ। এইজন্য তোমার চরণ অবশ্যই পতিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সন্তান কুসন্তান হয়, মাতা কুমাতা হয় না। ২৩-২৮

যম বলিল—তাপনপ্রবর! লোকেশ্বর! আমি জননীকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। কিরণাকর! তোমার কৃপায় আমার চরণ যেন পতিত না হয়। ২৯

বিবস্বান্ বলিলেন—পুত্র! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী, তোমাতে ক্রোধ প্রবেশ করিয়াছে, এইজন্য ইহাতে আমার সন্দেহ নাই যে, এখানে অবশ্যই কোনও মহৎ কারণ আছে। ৩০

আমি তোমার মাতার বাক্যকে সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়া দিতে পারি না। মহাপ্রাজ্ঞ! কৃমিসমূহ তোমার চরণের মাংস লইয়া পৃথিবীতলে গমন করিলে তোমার সুখ হইবে। এইভাবে তোমার মাতার বাক্য সত্য হইবে এবং শাপ পরিহার হওয়ায় তোমার রক্ষা হইবে। তাহার পর আদিত্য সংজ্ঞাকে বলিলেন—কি জন্য তুমি সকল পুত্রকে তুল্যভাবে স্নেহ করিতেছ না? সূর্য্য এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিলেও সংজ্ঞা প্রকৃত তথ্য সূর্য্যের নিকট বলিল না। ৩১-৩৪

কুরুনন্দন! তখন ভগবান্ সূর্য্য চিত্তকে একাগ্র করিয়া যোগবলে প্রকৃত তথ্য অবগত হইলেন এবং শাপদানেচ্ছায় কিংবা বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার কেশগুচ্ছকে ধরিলেন। ইহাতে ছায়ার সংজ্ঞার নিকট প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা অতীত হওয়ায় ছায়া সূর্য্যকে সকল ঘটনা যথাযথভাবে বলিল। তখন সূর্য্য ঐ কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধে ত্বষ্টার নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টা ক্রোধে দগ্ধ করিতে উদ্যত সূর্য্যকে যথারীতি অর্চনা করিয়া শান্ত করিতে লাগিলেন। ৩৫-৩৭

ত্বষ্টা বলিলেন—তোমার অতিতেজস্বী রূপ শোভাজনক নয়। ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা তৃণপূর্ণ বনে বিচরণ করিতেছে। ৩৮

প্রভাকর! আজ তুমি বড়বারূপধারিণী শুভাচাররতা তপস্যাপরায়ণা দীনা কৃশা জটাধারিণী ব্রহ্মচারিণী পত্রাহাররতা যোগবলপ্রাপ্তা প্রশংসনীয়া হস্তীর শুণ্ডের দ্বারা পরিক্লিষ্টা পদ্মিনীর ন্যায় ব্যাকুলা নিজ পত্নীকে যোগবলে দেখিতে পাইবে। ৩৯-৪০

দেবেশ! যদি আমার মত তোমার অনুকূল বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে শত্রুদমন! আমি আজ তোমার সুন্দর রূপ করিয়া দিতেছি। ৪১

প্রথমে সূর্য্যের রূপ তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও চারিদিকে সমান ছিল।

তস্মাৎ ত্বষ্টুঃ স বৈ বাক্যং বহু মেনে প্রজাপতিঃ ।
সমনুজ্ঞাতবাংশ্চৈব ত্বষ্টারং রূপসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩
ততোঽভ্যুপগমাৎ ত্বষ্টা মার্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ ।
ভ্রমিমারোপ্য তৎ তেজঃ শাতয়ামাস ভারত ॥ ৪৪
ততো নির্ভাসিতং রূপং তেজসা সংহৃতেন বৈ ।
কান্তাৎ কান্ততরং দ্রষ্টুমধিকং শুশুভে তদা ॥ ৪৫
মুখে নির্বর্তিতং রূপং তস্য দেবস্য গোপতেঃ ।
ততঃ প্রভৃতি দেবস্য মুখমাসীৎ তু লোহিতম্ ॥
মুখরাগং তু যৎ পূর্বং মার্তণ্ডস্য মুখচ্যুতম্ ॥ ৪৬
আদিত্যা দ্বাদশৈবেহ সম্ভূতা মুখসম্ভবাঃ ।
ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা ॥ ৪৭
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যো দশমস্তথা ।
ততস্ত্বষ্টা ততো বিষ্ণুরজঘন্যো জঘন্যজঃ ॥ ৪৮
হর্ষং লেভে ততো দেবো দৃষ্ট্বাদিত্যান্ স্বদেহজান্ ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈর্ভাস্বতা মুকুটেন চ ॥ ৪৯
এবং সম্পূজয়ামাস ত্বষ্টা বাক্যমুবাচ হ ।

তাদৃশ রূপ ধারা সম্পন্ন থাকার জন্য সূর্য্য বিভাবসু রূপে পরিচিত ছিলেন । ৪২

সেইজন্য প্রজাপতি সূর্য্য ত্বষ্টার বাক্য অনুমোদন করিলেন। রূপকরণের মনোহরতার জন্য ত্বষ্টাকে অনুমতি দিলেন ।৪৩

ভারত। তখন ত্বষ্টা সূর্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ভ্রমির (শানের) উপর উঠাইলেন এবং তাঁহার তেজকে মার্জিত করিলেন । ৪৪

এইভাবে তেজ মার্জিত হওয়ায় সূর্য্যের রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাতে তাঁহার রূপ সুন্দর হইতেও অতি সুন্দর হইয়া শোভা পাইতে লাগিল । ৪৫

তখন হইতে প্রভাবান্ সূর্য্যের মুখের রূপ পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঐ সময় হইতে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। সূর্য্যের মুখ হইতে যে মুখরাগ বিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা হইতে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হইলেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, দশম পর্জন্য, ত্বষ্টা ও বামন বিষ্ণু সূর্য্যের মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন। বিষ্ণু সকলের শেষে উৎপন্ন হইলেও অর্থাৎ ছোট হইলেও গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ৪৬-৪৮

তখন সূর্য্যদেব গন্ধ, পুষ্প, অলঙ্কার ও উজ্জ্বল মুকুটের দ্বারা সুশোভিত স্বদেহজাত আদিত্যগণকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন । ৪৯

গচ্ছ দেব নিজাং ভার্যাং কুরূংশ্চরতি সোত্তরান্ ॥ ৫০
বড়বারূপমাস্থায় বনে চরতি শাদ্বলে
স তথা রূপমাস্থায় স্বভার্যারূপশালিনীম্ ॥ ৫১
দদর্শ যোগমাস্থায় স্বাং ভার্যাং বড়বাং ততঃ ।
অধৃষ্যাং সর্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ ॥ ৫২
বড়বাবপুষা রাজংশ্চরন্তীমকুতোভয়াম্ ।
সোঽশ্বরূপেণ ভগবাংস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥ ৫৩
মৈথুনায় বিচেষ্টন্তী পরপুংসোপশঙ্কয়া ।
সা তন্নিরবমচ্ছুক্রং নাসিকায়াং বিবস্বতঃ ॥ ৫৪
দেবৌ তস্যামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি ॥ ৫৫
মার্তণ্ডস্যাত্মজাবেতাবষ্টমস্য প্রজাপতেঃ
সংজ্ঞায়াং জনয়ামাস বড়বায়াং স ভারত
তাং তু রূপেণ কান্তেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ৫৬
সা চ দৃষ্ট্বৈব ভর্তারং তুতোষ জনমেজয় ।
যমস্তু কর্মণা তেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ॥ ৫৭

এইভাবে সূর্য্যের পূজা করিয়া ত্বষ্টা বলিলেন—দেব! আপনি নিজ পত্নীর নিকট গমন করুন। সে উত্তর কুরুদেশে ভ্রমণ করিতেছে। হরিদ্বর্ণ তৃণপূর্ণ বনে বড়বারূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। তখন সূর্য্য নিজ পত্নীর রূপের অনুরূপ ঘোড়ার রূপ ধারণ করিয়া যোগবলে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পত্নী তেজে ও নিয়মে সকল প্রাণীর অধৃষ্যা অকুতোভয় হইয়া বড়বারূপে বিচরণ করিতেছে। রাজন্! সূর্য্য ঘোড়ার রূপ ধারণ করিয়া তাহার মুখের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে পরপুরুষ আশঙ্কায় মৈথুনের প্রতিকূল আচরণ করিতে থাকিলে সূর্য্যের বীর্য্যকে নাসিকার দ্বারা নিষ্কাসিত করিয়া দিল । ৫০-৫৪

ঐ বীর্য্য হইতে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতা উৎপন্ন হইলেন। এই দুই অশ্বিনীকুমার নাসত্য ও দস্রনামে প্রসিদ্ধ । ৫৫

ভারত! ইহারা দুইজন অষ্টম প্রজাপতি মার্তণ্ডের পুত্র। সূর্য্য অশ্বারূপধারিণী সংজ্ঞাতে ইহাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় মনোহর রূপে দর্শন দান করিলেন । ৫৬

জনমেজয়! সংজ্ঞা নিজ স্বামীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। এদিকে যম নিজ কর্মের জন্য অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইলেন। তিনি ধর্মরাজের অনুরূপ ধর্ম আচরণের দ্বারা প্রজাগণকে প্রসন্ন করিতে

ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মরাজ ইব প্রজাঃ।
স লেভে কর্ম্মণা তেন পরমেণ মহাদ্যুতিঃ॥ ৫৮
পিতৄণামাধিপত্যঞ্চ লোকপালত্বমেব চ।
মনুঃ প্রজাপতিস্ত্বাসীৎ সাবর্ণঃ স তপোধনঃ॥ ৫৯
ভাব্যঃ সোঽনাগতে কালে মনুঃ সাবর্ণিকেঽন্তরে।
মেরুপৃষ্ঠে তপো ঘোরমদ্যাপি চরতি প্রভুঃ॥ ৬০
ভ্রাতা শনৈশ্চরশ্চাস্য গ্রহত্বমুপলব্ধবান্।
নাসত্যৌ যৌ সমাখ্যাতৌ স্বর্বৈদ্যৌ তৌ বভূবতুঃ॥ ৬১
সেবতোঽপি তথা রাজন্বাজানাং শান্তিদোঽভবৎ।
ত্বষ্টা তু তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ॥ ৬২
অপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবান্তচিকীর্ষয়া।
যবীয়সী তয়োর্যা তু যমী কন্যা যশস্বিনী॥ ৬৩
অভবৎ সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যমুনা লোকভাবিনী।
মনুরিত্যুচ্যতে লোকে সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে॥ ৬৪
দ্বিতীয়ো যঃ সুতস্তস্য মনোর্ভ্রাতা শনৈশ্চরঃ।
গ্রহত্বং স চ লেভে বৈ সর্ব্বলোকাভিপূজিতম্॥ ৬৫
য ইদং জন্ম দেবানাং শৃণুয়াদ্ধারয়েৎ বাপি।
আপদ্ভ্যঃ স বিমুচ্যেত প্রাপ্নুয়াচ্চ মহদ্ যশঃ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি বৈবস্বতোৎপত্তৌ নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

লাগিলেন। এই শ্রেষ্ঠ কার্য্যের জন্য মহাদ্যুতি যম পিতৃগণের আধিপত্য ও লোকপালপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই তপোধন প্রজাপতি সাবর্ণ মনু ছিলেন। ৫৭-৫৯

অনাগত সাবর্ণ মন্বন্তরে যিনি মনু হইবেন, তিনি এখনও মেরু পর্বতের উপরে কঠোর তপস্যা করিতেছেন। ৬০

তাঁহার ভ্রাতা শনৈশ্চর গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইলেন। নাসত্যনামক অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গলোকে চিকিৎসক হইলেন। ৬১

রাজন্! ইঁহারা দুইজন নিজ ভক্তজনের ঘোড়ার শান্তিদাতা ছিলেন। ত্বষ্টা সেই তেজের দ্বারা বিষ্ণুর চক্র নির্মাণ করিলেন। যুদ্ধে দানবগণের নাশের জন্য ঐ চক্র সর্বদা অপ্রতিহত ছিল। উঁহাদের দুইজনের ছোট যমী নামে যে যশস্বিনী কন্যা ছিল, সে নদীমধ্যে শ্রেষ্ঠা লোকপবিত্রকারিণী যমুনা। মনুকে সংসারে মনু ও সাবর্ণ বলা হয়। ৬২-৬৪

সূর্য্যের দ্বিতীয় পুত্র মনুর ভ্রাতা শনৈশ্চর সর্বলোকপূজিত গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি দেবতাদের জন্ম কথা শ্রবণ করে এবং হৃদয়ে ধারণ করে, সে সকলপ্রকার আপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং মহৎ যশ প্রাপ্ত হয়। ৬৫-৬৬

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে বৈবস্বত-মনুর উৎপত্তিবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দশমোঽধ্যায়ঃ।

( বৈবস্বত-মনোর্বংশজানাং বর্ণনম্, পুরূরবস উৎপত্তিশ্চ। )

বৈশম্পায়ন উবাচ।
মনোর্বৈবস্বতস্যাসন্ পুত্রা বৈ নব তৎসমাঃ।
ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্ণুঃ শর্য্যাতিরেব চ॥ ১
নরিষ্যংশ্চ তথা প্রাংশুর্নাভাগারিষ্টসপ্তমাঃ।
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ নবৈতে ভরতর্ষভ॥ ২
অকরোৎ পুত্রকামস্তু মনুরিষ্টিং প্রজাপতিঃ।
মিত্রাবরুণয়োস্তাত পূর্ব্বমেব বিশাম্পতে॥ ৩
অনুৎপন্নেষু নবসু পুত্রেষ্বেতেষু ভারত।
তস্যাং তু বর্ত্তমানায়ামিষ্ট্যাং ভরতসত্তম॥ ৪
মিত্রাবরুণয়োরংশে মুনিরাহুতিমাজুহোৎ।
আহুত্যাং হূয়মানায়াং দেব-গন্ধর্ব্ব-মানুষাঃ॥ ৫
তুষ্টিং তু পরমাং জগ্মুর্মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমহোঽস্য শ্রুতমদ্ভুতম্॥ ৬

### দশম অধ্যায়।

[ বৈবস্বতমনুর বংশজগণের বর্ণন ও পুরূরবার উৎপত্তি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! বৈবস্বত মনুর আত্মতুল্য ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, সপ্তম নাভাগারিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র এই নয় জন পুত্র ছিল। ১-২

রাজন্! তাত! এই নয় জন পুত্রের জন্মের পূর্বে প্রজাপতি মনু পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণকে তুষ্ট করিবার জন্য ইষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভারত! যখন ঐ ইষ্টি অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন মিত্রাবরুণের জন্য আহুতি প্রদান করা হইল। ভরতশ্রেষ্ঠ! আহুতিদান সমাপ্ত হইলে পর দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য ও তপস্বী মুনিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—অহো! ইঁহার তপোবল অত্যাশ্চর্য্য এবং ইঁহার শাস্ত্রজ্ঞান অত্যাশ্চর্য্য। ৩-৬

তত্র দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা ।
দিব্যসংহননা চৈব ইলা জজ্ঞে ইতি শ্রুতিঃ ॥৭
তামিলেত্যেব হোবাচ মনুর্দণ্ডধরস্তদা ।
অনুগচ্ছস্ব মাং ভদ্রে তমিলা প্রত্যুবাচ হ ॥
ধর্ম্মযুক্তমিদং বাক্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্ ॥৮

ইলোবাচ ।

মিত্রাবরুণয়োরংশে জাতাস্মি বদতাং বর ।
তয়োঃ সকাশং যাস্যামি ন মাং ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ ॥৯
সৈবমুক্ত্বা মনুং দেবং মিত্রাবরুণয়োরিলা ।
গত্বান্তিকং বরারোহা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০
অংশেঽস্মি যুবয়োর্জ্জাতা দেবৌ কিং করবাণি বাম্ ।
মনুনা চাহমুক্তা বৈ অনুগচ্ছস্ব মামিতি ॥ ১১
তাং তথাবাদিনীং সাধ্বীমিলাং ধর্ম্মপরায়ণাম্ ।
মিত্রশ্চ বরুণশ্চোভাবূচতুর্যন্নিবোধ তৎ ॥ ১২
অনেন তব ধর্ম্মেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
সত্যেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতৌ স্বো বরবর্ণিনি ॥ ১৩
আবয়োস্ত্বং মহাভাগে খ্যাতিং কন্যেতি যাস্যসি ।
মনোর্বংশকরঃ পুত্রস্ত্বমেব চ ভবিষ্যসি ॥ ১৪
সুদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু শোভনে ।
জগৎপ্রিয়ো ধর্ম্মশীলো মনোর্বংশবিবর্দ্ধনঃ ॥১৫
নিবৃত্তা সা তু তচ্ছ্রুত্বা গচ্ছন্তী পিতুরন্তিকম্ ।
বুধেনান্তরমাসাদ্য মৈথুনায়োপমন্ত্রিতা ॥ ১৬
সোমপুত্রাদ্ বুধাদ্ রাজংস্তস্যাং জজ্ঞে পুরূরবাঃ
জনয়িত্বা সুতং সা তমিলা সুদ্যুম্নতাং গতা ॥১৭
সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত ॥১৮
উৎকলস্যোৎকলা রাজন্ বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা ।
দিক্ পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়া পুরী ॥ ১৯
প্রবিষ্টে তু মনৌ তাত দিবাকরমরিন্দম ।
দশধা তদ্দধৎ ক্ষত্রমকরোৎ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২০
যূপাঙ্কিতা বসুমতী যস্যেয়ং সবনাকরা ।
ইক্ষ্বাকুর্জ্যেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্ ॥ ২১

---

এইরূপ শোনা যায় যে, ঐ যজ্ঞে দিব্যবস্ত্রধারিণী দিব্যভূষণ-ভূষিতা দিব্যদেহধরা ইলানাম্নী একটি কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। রাজা মনু ঐ কন্যাকে 'ইলা' নামে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—ভদ্রে। 'তুমি আমার অনুগমন কর'। তখন পুত্রকাম মনু প্রজাপতিকে ইলা এই ধর্মময় বাক্য বলিলেন। ৭-৮

ইলা বলিলেন—বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আমি মিত্রাবরুণের অংশে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি তাঁহাদের নিকটেই যাইব। আমি ধর্মকে ত্যাগ করিলে ধর্ম আমাকে বধ করিয়া ফেলিবে। ৯

সুন্দরী ইলা প্রভাবসম্পন্ন মনুকে এইরূপ বলিয়া মিত্রাবরুণের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন। ১০

দেবদ্বয়। আমি আপনাদের দুইজনের অংশে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনারা বলুন—আমি কি করিব? মনু আমাকে বলিয়াছেন—'তুমি আমার অনুগমন কর'। ১১

ধর্মপরায়ণা সাধ্বী ইলা এইরূপ বলিলে পর মিত্র ও বরুণ কি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ১২

সুধ্যানে। সুন্দরি! তোমার ধর্ম, বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন ও সত্যবাক্যে আমরা উভয়ে প্রীত হইয়াছি। ১৩

মহাভাগে। তুমি আমাদের কন্যারূপে প্রসিদ্ধ হইবে এবং মনুর বংশধর পুত্রও তুমিই হইবে। ১৪

সুন্দরি! তুমি মনুর বংশবৃদ্ধিকারী, সকলের প্রিয়, ধর্মশীল সুদ্যুম্ন নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে। ১৫

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইলা নিজ পিতা মনুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে অবসর বুঝিয়া বুধ তাহাকে সহবাস করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ১৬

রাজন্! ঐ সহবাসের ফলে চন্দ্রপুত্র বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলেন। পুরূরবাকে জন্মদান করিয়া ইলা সুদ্যুম্ন হইয়া গেলেন। ১৭

ভারত! সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব নামক তিন জন পরমধার্মিক পুত্র উৎপন্ন হইল। ১৮

রাজন্। উৎকলের রাজধানী হইল উৎকলা, বিনতাশ্বের পশ্চিম দিকের রাজ্যে রাজধানী হইল এবং ভরতশ্রেষ্ঠ! গয়ের রাজধানী হইল পূর্বদিকে গয়াপুরী। ১৯

তাত। শত্রুদমন। মনু সূর্যে প্রবিষ্ট হইলে পর তাঁহার ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশজন পুত্র পৃথিবীকে দশভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। ২০

মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকু মধ্যদেশ প্রাপ্ত হইলেন। মধ্যদেশের ভূমি যজ্ঞস্তম্ভসমন্বিত, ধন ও খনিসহিত ছিল। ২১

কন্যাভাবাচ্চ সুদ্যুম্নো নৈনং গুণমবাপ্তবান।
বশিষ্ঠবচনাচ্চাসীৎ প্রতিষ্ঠানে মহাত্মনঃ ॥ ২২
প্রতিষ্ঠা ধর্মরাজস্য সুদ্যুম্নস্য কুরূদ্বহ।
তৎ পুরূরবসে প্রাদাদ্ রাজ্যং প্রাপ্য মহাযশাঃ ॥ ২৩
সুদ্যুম্নঃ কারয়ামাস প্রতিষ্ঠানে নৃপক্রিয়াম্।
উৎকলস্য ত্রয়ঃ পুত্রাস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥
ধৃষ্টকশ্চাম্বরীষশ্চ দণ্ডশ্চেতি সুতাস্ত্রয়ঃ ॥ ২৪
যশ্চাকার মহাত্মা বৈ দণ্ডকারণ্যমুত্তমম্।
বনং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং তাপসানামনুত্তমম্ ॥ ২৫
তত্র প্রবিষ্টমাত্রস্তু নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
সুদ্যুম্নশ্চ দিবং যাত ঐলমুৎপাদ্য ভারত ॥ ২৬
মানবেয়ো মহারাজ স্ত্রী-পুংসোর্লক্ষণৈর্যুতঃ।
ধৃতবান্ য ইলেত্যেব সুদ্যুম্নশ্চাতিবিশ্রুতঃ ॥ ২৭
নরিষ্যতঃ শকাঃ পুত্রা নাভাগস্য তু ভারত।
অম্বরীষোঽভবৎ পুত্রঃ পার্থিবর্ষভসত্তমঃ ॥ ২৮
ধৃষ্টস্য ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং রণধৃষ্টং বভূব হ।
করূষস্য তু কারূষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২৯
সহস্রং ক্ষত্রিয়গণো বিক্রান্তঃ সম্বভূব হ।
নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ ৩০
প্রাংশোরেকোঽভবৎ পুত্রঃ শর্যাতিরিতি বিশ্রুতঃ।
নরিষ্যন্তস্য দায়াদো রাজা দণ্ডধরো দমঃ।
শর্যাতের্মিথুনং চাসীদানর্তো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৩১
পুত্রঃ কন্যা সুকন্যাখ্যা যা পত্নী চ্যবনস্য হ।
আনর্তস্য তু দায়াদো রেবো নাম মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩২
আনর্তবিষয়শ্চাসীৎ পুরী চাস্য কুশস্থলী।
রেবস্য রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধার্মিকঃ ॥ ৩৩
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্যাসীদ্ রাজ্যং প্রাপ্য কুশস্থলীম্।
স কন্যাসহিতঃ শ্রুত্বা গান্ধর্বং ব্রহ্মণোঽন্তিকে ॥ ৩৪
মুহূর্তভূতং দেবস্য গতং বহুযুগং প্রভো।
আজগাম যুবৈবাথ স্বাং পুরীং যাদবৈর্বৃতাম্ ॥৩৫
কৃতাং দ্বারবতীং নাম্না বহুদ্বারাং মনোরমাম্।
ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকৈর্গুপ্তাং বাসুদেবপুরোগমৈঃ ॥ ৩৬

---

সুদ্যুম্ন কন্যাভাবের জন্য ঐ সৌভাগ্যপূর্ণ পদ পাইলেন না। কিন্তু কুরুশ্রেষ্ঠ! বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে মহাত্মা ধার্মিক সুদ্যুম্নের প্রতিষ্ঠানপুরে রাজরূপে প্রতিষ্ঠা হইল। যশস্বী সুদ্যুম্ন রাজ্য পাইয়া কিছু দিন রাজকার্য্য করিলেন, পরে ঐ রাজ্য পুরূরবাকে প্রদান করিলেন। উৎকলের ত্রিলোকে বিখ্যাত তিনজন পুত্র হইল। তাহাদের নাম—ধৃষ্টক, অম্বরীষ ও দণ্ড। ২২-২৪

মহাত্মা দণ্ড দণ্ডকারণ্যনামক মহাবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ বন তপস্বিগণের জন্য অত্যুত্তম ও লোকবিখ্যাত হইয়াছিল। সেই বনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ পাপমুক্ত হইয়া যায়। ভারত! সুদ্যুম্ন কন্যাবস্থায় (স্ত্রী থাকাকালে) ঐলকে (পুরূরবাকে) উৎপাদন করিয়া (এবং পুরুষাবস্থায় উৎকলাদি তিন পুত্র উৎপাদন করিয়া) স্বর্গে গমন করিলেন। মহারাজ! এই সুদ্যুম্ন স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণযুক্ত ছিলেন। স্ত্রী-রূপের নাম ইলা ও পুরুষ-রূপের নাম সুদ্যুম্ন অতি বিখ্যাত হইয়াছিল। ২৫-২৭

ভারত! নরিষ্যতের পুত্র শক, নাভাগের পুত্র অম্বরীষ রাজশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ধৃষ্টের ক্ষত্রিয়-পুত্র ধার্ষ্টক রণজয়ী হইয়াছিলেন। করূষের কারূষনামক অনেক পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ, সংখ্যায় সহস্র ও বিক্রমশালী। নাভাগারিষ্টের ক্ষত্রিয় পুত্রগণ বৈশ্য হইয়াছিলেন। ২৮-৩০

প্রাংশুর এক পুত্র শর্যাতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। নরিষ্যন্তের পুত্র দণ্ডধর দম হইয়াছিলেন। শর্যাতির দুইটি সন্তান হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পুত্রটি আনর্তনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং কন্যাটি সুকন্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সে চ্যবন ঋষির পত্নী হইয়াছিল। আনর্তের মহাদ্যুতি রেবনামক এক পুত্র হইয়াছিল। ৩১-৩২

ইহার রাজ্যের নাম আনর্ত ও রাজধানীর নাম কুশস্থলী ছিল। রেবের পুত্র রৈবত। তাঁহার অপর নাম ককুদ্মী, তিনি ধার্মিক ছিলেন। ৩৩

রেবের শত পুত্রের মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কুশস্থলী রাজ্য পাওয়ার পর তিনি একদিন নিজ কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকটে গন্ধর্বগণের গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মুহূর্তমাত্র সময় গান শ্রবণে অতিবাহিত হওয়ায় মর্ত্যলোকে বহুযুগ অতীত হইয়া যায়। তখন তিনি যাদবগণ-পরিবৃত নিজ পুরীতে যুবাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৩৪-৩৫

ঐ সময় ঐ পুরী বহুদ্বারসমন্বিতা, মনোরমা, বাসুদেবপ্রমুখ ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকবংশীয়গণ কর্তৃক পরিরক্ষিতা ও দ্বারবতী নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৩৬

ততঃ স রৈবতো হৃষ্টো যথাতত্ত্বমরিন্দম।
কন্যাং তাং বলদেবায় সুব্রতাং নাম রেবতীম্॥
দত্ত্বা জগাম শিখরং মেরোস্তপসি সংস্থিতঃ।
রেমে রামোঽপি ধর্মাত্মা রেবত্যা সহিতঃ সুখী॥৩৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
ঐলোৎপত্তিবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ১০

পরন্তপ! এই সকল তথ্য যথাযথভাবে জানিয়া রৈবত নিজ সুব্রতা কন্যা রেবতীকে বলদেবের করে সম্প্রদান করিয়া মেরু পর্বতের শিখরে তপস্যায় রত হইলেন। ধর্মাত্মা রাম রেবতীর সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৩২-৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ইলাপুত্র পুরূরবার উৎপত্তিবর্ণনবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ ধুন্ধুমারস্য বৃত্তান্তবর্ণনম্। ]

জনমেজয় উবাচ।
কথং বহুযুগে কালে সমতীতে দ্বিজোত্তম।
ন জরা রেবতীং প্রাপ্তা রৈবতঞ্চ ককুদ্মিনম্॥ ১
মেরুং গতস্য বা তস্য শর্য্যাতেঃ সন্ততিঃ কথম্।
স্থিতা পৃথিব্যামদ্যাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ন জরা ক্ষুৎ-পিপাসে বা ন মৃত্যুর্ভরতর্ষভ।
ঋতুচক্রং ন ভবতি ব্রহ্মলোকে সদানঘ॥ ৩
ককুদ্মিনস্তু তং লোকং রৈবতস্য গতস্য হ।
হৃতা পুণ্যজনৈস্তাত রাক্ষসৈঃ সা কুশস্থলী॥ ৪
তস্য ভ্রাতৃশতং চাসীদ্ ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ।
তদ্ বধ্যমানং রক্ষোভির্দিশঃ প্রাদ্রবদচ্যুতম্॥ ৫
বিদ্রুতস্য তু রাজেন্দ্র তস্য ভ্রাতৃশতস্য বৈ।
তেষাং তু তে ভয়াক্রান্তাঃ ক্ষাত্রাস্তত্র তত্র হ॥
অন্ববায়স্তু সুমহাংস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
যেষামেতে মহারাজ শার্য্যাতা ইতি বিশ্রুতাঃ॥ ৭
ক্ষত্রিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ দিক্ষু সর্বাসু ধার্ম্মিকাঃ।
সর্ব্বশঃ পর্ব্বতগণান্ প্রবিষ্টাঃ কুরুনন্দন॥ ৮
নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
করূষস্য চ কারূষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥ ৯
প্রাংশোরেকোঽভবৎ পুত্রঃ প্রজাতিরিতি নঃ শ্রুতম্।
পৃষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং জনমেজয়॥ ১০
শাপাচ্ছূদ্রত্বমাপন্নো নবৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বৈবস্বতস্য তনয়া মনোর্বৈ ভরতর্ষভ॥ ১১

## একাদশ অধ্যায়।

[ ধুন্ধুমারের বৃত্তান্ত বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন—দ্বিজোত্তম! বহুযুগ অতীত হওয়া সত্ত্বেও ককুদ্মী রৈবতকে ও তদীয় কন্যা রেবতীকে জরা আক্রমণ করে নাই কেন? শর্যাতির সন্তান রৈবত মেরুর শিখরে গমন করিলেও তাহার সন্তান অদ্যাপি পৃথিবীতে বর্তমান আছে কি ভাবে? তাহা যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নিষ্পাপ। ভরতশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মলোকে জরা, ক্ষুধা, পিপাসা ও মৃত্যু নাই। ব্রহ্মলোকে ঋতুচক্র হয় না। ৩

তাত। ককুদ্মী রৈবত ব্রহ্মলোকে গমন করিলে যক্ষ ও রাক্ষসগণ কুশস্থলীকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। ৪

মহাত্মা ধার্মিক রৈবতের একশত ভ্রাতা ছিল। তাহারা রাক্ষসগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও নিহত না হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিয়াছিল। ৫

রাজেন্দ্র! রৈবতের শতভ্রাতা পলায়ন করিলে পর অন্য ক্ষত্রিয়গণ রাক্ষস-ভয়ে যত্র তত্র পলায়ন করিয়াছিল। ৬

প্রজানাথ! তাহাদের মহান্ বংশ যেখানে সেখানে বসতি করিয়াছিল। মহারাজ! তাহাদের বংশীয়গণই ধার্মিক ও শর্য্যাতিসন্ততিরূপে সকলদিকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভরতশ্রেষ্ঠ! কুরুনন্দন! ঐ সকল ক্ষত্রিয় তখন চারিদিকে পর্বতের কন্দরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ৭-৮

নাভাগ ও অরিষ্টের পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। করূষের কারূষনামক যুদ্ধদুর্মদ ক্ষত্রিয় পুত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। ৯

আমরা শুনিয়াছি যে—প্রাংশুর প্রজাতিনামক একটি পুত্র হইয়াছিল। জনমেজয়! গুরুর গাভীকে হত্যা করার জন্য শাপবশতঃ পৃষধ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি বৈবস্বত মনুর নয়জন পুত্রের বর্ণনা করিলাম। ১০-১১

ক্ষুবতস্ত মনোস্তাত ইক্ষ্বাকুরভবৎ সুতঃ
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদিক্ষ্বাকোর্ভূরিদক্ষিণম্ ॥ ১২
তেষাং বিকুক্ষির্জ্যেষ্ঠস্তু বিকুক্ষিত্বাদযোধতাম্ ।
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ সোঽযোধ্যাধিপতিঃ প্রভুঃ ॥ ১৩
শকুনিপ্রমুখাস্তস্য পুত্রাঃ পঞ্চাশদুত্তমাঃ ।
উত্তরাপথদেশস্য রক্ষিতারো মহীপতে ॥ ১৪
চত্বারিংশদথাষ্টৌ চ দক্ষিণস্যাং তথা দিশি ।
শশাদপ্রমুখাশ্চান্যে রক্ষিতারো বিশাম্পতে ॥ ১৫
ইক্ষ্বাকুস্তু বিকুক্ষিং বৈ অষ্টকায়ামথাদিশৎ ।
মাংসমানয় শ্রাদ্ধার্থং মৃগান্ হত্বা মহাবল ॥ ১৬
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি চোদ্দিষ্টেঽকৃতে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি
ভক্ষয়িত্বা শশং তাত শশাদো মৃগয়াং গতঃ ॥ ১৭
ইক্ষ্বাকুণা পরিত্যক্তো বশিষ্ঠবচনাৎ প্রভুঃ ।
ইক্ষ্বাকৌ সংস্থিতে তাত শশাদঃ পুরমাবসৎ ॥১৮
শশাদস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্
ইন্দ্রস্য বৃষভূতস্য ককুৎস্থোঽজয়তাসুরান্ ॥ ১৯
পূর্ব্বং দেবাসুরে যুদ্ধে ককুৎস্থস্তেন হি স্মৃতঃ ।
অনেনাস্তু ককুৎস্থস্য পৃথুরানেনসঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
বিষ্টরাশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদার্দ্র্যস্ত্বজায়ত ।
আর্দ্র্যস্য যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্য তু চাত্মজঃ ॥ ২১
জজ্ঞে শ্রাবস্তকো রাজা শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা ।
শ্রাবস্তস্য তু দায়াদো বৃহদশ্বো মহাযশাঃ ॥ ২২
কুবলাশ্বঃ সুতস্তস্য রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ।
যঃ স ধুন্ধুবধাদ্ রাজা ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ ॥ ২৩

জনমেজয় উবাচ ।

ধুন্ধোর্বধমহং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
যদর্থং কুবলাশ্বঃ সন্ ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কুবলাশ্বস্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্ ।
সর্ব্বে বিদ্যাসু নিষ্ণাতা বলবন্তো দুরাসদাঃ ॥ ২৫

---

তাত ! মনুর ক্ষুৎ ( হাঁচি ) হইতে ইক্ষ্বাকু নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্র হইয়াছিল। তাহারা সকলে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিত। ১২

তাহাদের মধ্যে বিকুক্ষি ছিল জ্যেষ্ঠ। তাহার কুক্ষি বিশাল ছিল বলিয়া তাহার সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে পারিত না। ঐ পরম ধর্ম্মজ্ঞ বিকুক্ষি অযোধ্যার প্রভাবশালী অধিপতি হইয়াছিল। ১৩

রাজন্ ! তাহার শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশজন উত্তম পুত্র ছিল। রাজন্ ! তাহারা সকলে উত্তরাপথে থাকিয়া দেশকে রক্ষা করিত। ১৪

প্রজাপালক ! তাহার শশাদ প্রভৃতি আটচল্লিশজন পুত্র দক্ষিণদিকে থাকিয়া দেশকে রক্ষা করিত। ১৫

মহাবল ইক্ষ্বাকু অষ্টকাশ্রাদ্ধের সময় শ্রাদ্ধের জন্য 'মৃগহত্যা করিয়া মাংস আনয়ন কর' বলিয়া বিকুক্ষিকে আদেশ করিলেন। ১৬

শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং শ্রাদ্ধকর্ম্ম অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে শশকে ভক্ষণ করিয়া ঐ শশাদ মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন বশিষ্ঠের বচনানুসারে ইক্ষ্বাকু শশাদকে পরিত্যাগ করিলেন। ইক্ষ্বাকু পরলোকগমন করিলে পর শশাদ নগরীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ১৭-১৮

শশাদের ককুৎস্থ নামক বীর্য্যবান্ এক পুত্র হইয়াছিল। পূর্ব্বে যখন দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র ককুৎস্থকে স্মরণ করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে ককুৎস্থ ইন্দ্রকে বৃষ করিয়া তাঁহার ককুদে আরোহণ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইজন্য তাহাকে ককুৎস্থ বলা হইত। ককুৎস্থের পুত্র অনেনা ও অনেনার পুত্র পৃথু হইয়াছিল। ১৯-২০

পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব এবং বিষ্টরাশ্বের পুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাব হইয়াছিল। ২১

সে শ্রাবস্তক নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিল, সে শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শ্রাবস্তের মহাযশস্বী বৃহদশ্ব নামক পুত্র হইয়াছিল। ২২

তাহার পরমধার্ম্মিক কুবলাশ্ব নামক পুত্র হইয়াছিল। রাজা কুবলাশ্ব ধুন্ধুনামক দৈত্যকে নিহত করার জন্য ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৩

জনমেজয় বলিলেন—ব্রহ্মন্ ! আমি ধুন্ধুর বধকথা যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। যে জন্য কুবলাশ্ব রাজা ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুবলাশ্বের ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ একশত পুত্র ছিল। তাহারা সকলেই সকল বিদ্যায় পারদর্শী, বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। ২৫

বহ্বৃর্ধাম্মিকাঃ সর্বে যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
কুবলাশ্বং সুতং রাজ্যে বৃহদশ্বো ভ্যষেচয়ৎ ॥ ২৬
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু বনং রাজা সমাবিশৎ
তমুত্তঙ্কোঽথ বিপ্রর্ষিঃ প্রয়ান্তং প্রত্যবারয়ৎ ॥ ২৭

উত্তঙ্ক উবাচ।

ভবতা রক্ষণং কার্য্যং তৎ তাবৎ কর্তুমর্হসি।
নিরুদ্বিগ্নস্তপশ্চর্তুং ন হি শক্নোমি পার্থিব ॥ ২৮
ত্বয়া হি পৃথিবী রাজন্ রক্ষ্যমাণা মহাত্মনা
ভবিষ্যতি নিরুদ্বিগ্না নারণ্যং গন্তুমর্হসি ॥ ২৯
পালনে হি মহান্ ধর্মঃ প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ন তথা দৃশ্যতেঽরণ্যে মা তে ভূদ্ বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ৩০
ঈদৃশো ন হি রাজেন্দ্র ধর্মঃ কচন দৃশ্যতে।
প্রজানাং পালনে যো বৈ পুরা রাজর্ষিভিঃ কৃতঃ ॥
রক্ষিতব্যাঃ প্রজা রাজ্ঞা তাস্ত্বং রক্ষিতুমর্হসি ॥ ৩১
মমাশ্রমসমীপে হি সমেষু মরুধন্বসু।
সমুদ্রো বালুকাপূর্ণ উজ্জানক ইতি শ্রুতঃ ॥
দেবতানামবধ্যশ্চ মহাকায়ো মহাবলঃ ॥ ৩২
অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকান্তর্হিতো মহান্।
রাক্ষসস্য মধোঃ পুত্রো ধুন্ধুর্নাম মহাসুরঃ ॥
শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥ ৩৩
সংবৎসরস্য পর্যন্তে স নিশ্বাসং প্রমুঞ্চতি
যদা তদা ভূশ্চলতি সশৈল-বন-কাননা ॥ ৩৪
তস্য নিশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ
আদিত্যপথমাবৃত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্ ॥ ৩৫
সবিস্ফুলিঙ্গং সাঙ্গারং সধূমমতিদারুণম্।
তেন তাত ন শক্নোমি তস্মিন্ স্থাতুং স্বকাশ্রমে ॥ ৩৬
তং মারয় মহাকায়ং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
লোকাঃ স্বস্থা ভবন্ত্বদ্য তস্মিন্ বিনিহতেঽসুরে ॥ ৩৭
ত্বং হি তস্য বধায়ৈকঃ সমর্থঃ পৃথিবীপতে।
বিষ্ণুনা চ বরো দত্তো মহ্যং পূর্বযুগেঽনঘ ॥ ৩৮
যস্ত্বং মহাসুরং রৌদ্রং হনিষ্যসি মহাবলম্।
তস্য ত্বং বরদানেন তেজ আপ্যায়য়িষ্যসি ॥ ৩৯

তাঁহারা সকলেই ধার্মিক, যজ্ঞপরায়ণ ও প্রচুরদক্ষিণাদানকারী ছিল। বৃহদশ্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবলয়াশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ২৬

পুত্রের উপর রাজলক্ষ্মীকে সমর্পণ করিয়া রাজা বনে গমন করিলেন। তখন উতঙ্কনামক বিপ্র গমনরত রাজাকে বারণ করিয়াছিলেন। ২৭

উতঙ্ক বলিলেন—রাজন্! আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আপনি তাহাই করুন। অন্যথা আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া তপস্যা করিতে পারিবেন না। ২৮

রাজন্! আপনার মত মহাত্মা কর্তৃক রক্ষিত হইলে এই পৃথিবী নিরুদ্বিগ্ন হইবে। অতএব আপনি বনে যাইবেন না। ২৯

প্রজাগণের পালনে থাকিলে যে রূপ মহান্ ধর্ম হইবে, অরণ্যে গমন করিলে সেইরূপ ধর্ম হইবে না, ইহা আমি বুঝিতেছি। সুতরাং যেন আপনার ঐরূপ বুদ্ধি না হয়। ৩০

রাজেন্দ্র! প্রাচীনকালে রাজর্ষিগণ প্রজা পালন করিয়া যেরূপ ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম কোনও কার্যেই পাওয়া যায় না। রাজার কর্তব্য প্রজাগণের রক্ষা করা, অতএব তাহাই করুন। ৩১

আমার আশ্রমের সমীপে স্থিত মরুপ্রদেশের সমতল ভূমিতে বালুকাপূর্ণ উজ্জানক নামক সমুদ্র আছে। সেখানে এক বিশাল-কায় মহাবলবান্ রাক্ষস বাস করে। ঐ রাক্ষস দেবতাগণেরও অবধ্য। ধুন্ধু নামক ঐ মহাসুর মধুনামক রাক্ষসের পুত্র। সে মৃত্তিকার ভিতর বালুকার দ্বারা অন্তর্হিত হইয়া লোকগণের বিনাশের জন্য কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়া শয়ান আছে। ৩২-৩৩

সে এক বৎসর পরে যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন পর্বত-বন সহিত পৃথিবী কাঁপিতে থাকে। ৩৪

তাহার নিশ্বাসবায়ুর দ্বারা ধূলিরাশি উদ্ধত হইয়া থাকে। তাহা সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে এবং সপ্তাহ যাবৎ ভূকম্প হয়। ৩৫

তাত! ঐ সময় বিস্ফুলিঙ্গ অঙ্গারসহ অতিদারুণ ধূমে সকল স্থান ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য তখন আমি নিজ আশ্রমে থাকিতে পারি না। ৩৬

আপনি সকল লোকের হিতের জন্য ঐ মহাকায় রাক্ষসকে বধ করুন। ঐ মহাসুর নিহত হইলে সকল লোক সুখী হইবে। ৩৭

রাজন্! আপনিই একমাত্র তাহার বিনাশে সমর্থ। নিষ্পাপ! ভগবান্ বিষ্ণু পূর্বযুগে আমাকে একটি বর দান করিয়াছিলেন। ৩৮

যে আপনি ঐ বলবান্ ভয়ঙ্কর মহাসুরকে সংহার করিবেন, এই বরদানানুসারে বিষ্ণুর তেজে নিজের তেজকে পরিপুষ্ট করিয়া লইবেন। ৩৯

ন হি ধুন্ধুর্মহাতেজাস্তেজসাল্পেন শক্যতে ।
নির্দগ্ধুং পৃথিবীপাল স হি বর্ষশতৈরপি ॥
বীর্য্যং হি সুমহত্তস্য দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৪০
স এবমুক্তো রাজর্ষিরুত্তঙ্কেন মহাত্মনা
কুবলাশ্বং সুতং প্রাদাৎ তস্মৈ ধুন্ধুনিবর্হণে ॥ ৪১

বৃহদশ্ব উবাচ

ভগবন্ ন্যস্তশস্ত্রোঽহময়ং তু তনয়ো মম ।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধুন্ধুমারো ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
স তং ব্যাদিশ্য তনয়ং রাজর্ষির্ধুন্ধুমারণে ।
জগাম পর্ব্বতায়ৈব তপসে সংশিতব্রতঃ ॥ ৪৩
কুবলাশ্বস্তু পুত্রাণাং শতেন সহ পার্থিবঃ ।
প্রায়াদুত্তঙ্কসহিতো ধুন্ধোস্তস্য বিনিগ্রহে ॥ ৪৪
তমাবিশৎ তদা বিষ্ণুর্ভগবাংস্তেজসা প্রভুঃ ।
উত্তঙ্কস্য নিয়োগাদ্ বৈ লোকস্য হিতকাম্যয়া ॥ ৪৫
তস্মিন্ প্রযাতে দুর্দ্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ ।
এষ শ্রীমানবধ্যোঽদ্য ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি ॥ ৪৬
দিব্যৈর্মাল্যৈশ্চ তং দেবাঃ সমন্তাৎ সমবাকিরন্ ।

অল্প বলের দ্বারা মহাতেজস্বী ধুন্ধুকে নিহত করা শতবর্ষেও সম্ভব হইবে না। যেহেতু অতিশয় বল থাকায় সে দেবতাদের দুর্দ্ধর্ষ। ৪০

মহাত্মা উত্তঙ্ক রাজর্ষি বৃহদশ্বকে এইরূপ বলিলে পর তিনি ধুন্ধুর বিনাশের জন্য স্বপুত্র কুবলাশ্বকে উত্তঙ্কের নিকট প্রদান করিলেন। ৪১

বৃহদশ্ব বলিলেন—ভগবন্! আমি শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার এই পুত্র অবশ্যই ধুন্ধুমার হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪২

দৃঢ়ব্রত রাজর্ষি বৃহদশ্ব নিজ পুত্রকে ধুন্ধুর বধের জন্য আদেশ-দান করিয়া তপস্যা করিবার জন্য পর্বতে গমন করিলেন। ৪৩

রাজা কুবলাশ্ব শত পুত্রের সহিত উত্তঙ্কের অনুসরণে ধুন্ধুর নিগ্রহের জন্য গমন করিলেন। তখন উত্তঙ্কের প্রার্থনানুসারে ভগবান্ বিষ্ণু লোকহিত কামনায় স্বীয় তেজের দ্বারা রাজার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৪-৪৫

দুর্দ্ধর্ষ রাজা কুবলাশ্ব ধুন্ধুনিগ্রহে গমন করিলে পর আকাশে এইরূপ শব্দ শ্রুত হইল—'এই শ্রীমান্ রাজা অবধ্য, অদ্য ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইবে। ৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ শব্দ শ্রুত হইলে পর দেবতাগণ দিব্যমাল্য বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। ৪৭

দেবদুন্দুভয়শ্চাপি প্রণেদুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৭
স গত্বা জয়তাং শ্রেষ্ঠস্তনয়ৈঃ সহ বীর্য্যবান্ ।
সমুদ্রং খানয়ামাস বালুকার্ণবমব্যয়ম্ ॥ ৪৮
নারায়ণেন কৌরব্য তেজসাপ্যায়িতঃ স বৈ ।
বভূব স মহাতেজা ভূয়ো বলসমন্বিতঃ ॥ ৪৯
তস্য পুত্রৈঃ খনদ্ভিস্তু বালুকান্তর্হিতস্তদা ।
ধুন্ধুরাসাদিতো রাজন্ দিশমাশ্রিত্য পশ্চিমাম্ ॥ ৫০
মুখজেনাগ্নিনা ক্রোধাল্লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব ।
বারি সুস্রাব বেগেন মহোদধিরিবোদয়ে ॥ ৫১
সোমস্য ভরতশ্রেষ্ঠ ধারোর্ম্মিকলিলং মহৎ ।
তস্য পুত্রশতং দগ্ধং ত্রিভির্হীনং তু রক্ষসা ॥ ৫২
ততঃ স রাজা কৌরব্য রাক্ষসং তং মহাবলম্ ।
আসসাদ মহাতেজা ধুন্ধুং ধুন্ধুনিবর্হণঃ ॥ ৫৩
তস্য বারিময়ং বেগমাপীয় স নরাধিপঃ ।
যোগী যোগেন বহ্নিং স শময়ামাস বারিণা ॥ ৫৪
নিহত্য তং মহাকায়ং বলেনোদকরাক্ষসম্ ।
উত্তঙ্কং দর্শয়ামাস কৃতকর্ম্মা নরাধিপঃ ॥ ৫৫

বিজয়িশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ রাজা পুত্রগণের সহিত গমন করিয়া বালুকাপূর্ণ বিশাল সমুদ্রকে খনন করাইতে লাগিলেন। ৪৮

কৌরব্য! নারায়ণের তেজের দ্বারা আপ্যায়িত হওয়ায় রাজা অতিশয় তেজস্বী ও মহাবলশালী হইলেন। ৪৯

রাজন্! খননরত পুত্রগণ বালুকার দ্বারা অন্তর্হিত পশ্চিমদিক্ আবৃত করিয়া শায়িত ধুন্ধুকে প্রাপ্ত হইল। ৫০

ধুন্ধুর ক্রোধ হওয়ায় সে মুখজাত অগ্নির দ্বারা সকলকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তাহার মুখ হইতে তখন তরঙ্গ ও কর্দমযুক্ত জলধারা বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার মুখাগ্নিতে সেই সময় কুবলাশ্বের শতপুত্রের মধ্যে ঐ তিনজন ব্যতীত সকল পুত্র দগ্ধ হইয়া গেল। ৫১-৫২

কৌরব্য! তখন ধুন্ধুর বধের জন্য আগত মহাতেজস্বী রাজা মহাবলবান্ রাক্ষস ধুন্ধুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫৩

যোগবলে বলীয়ান্ রাজা যোগপ্রভাবে তাহার বারির বেগকে পান করিয়া বারির দ্বারা ঐ অগ্নিকে শান্ত বা নির্বাপিত করিলেন। ৫৪

মহাকায় জলরাক্ষসকে বল প্রয়োগের দ্বারা নিহত করিয়া কৃতকৃত্য রাজা উত্তঙ্ককে ঐ মৃত রাক্ষস দেখাইলেন। ৫৫

উত্তঙ্কস্তু বরং প্রাদাৎ ততস্তস্মৈ মহাত্মনে।
অক্ষয়ং ধনমক্ষয্যং শত্রুভিশ্চাপরাজয়ম্ ॥ ৫৬
ধর্মে রতিঞ্চ সততং স্বর্গবাসং তথাক্ষয়ম্।
পুত্রাণাং চাক্ষয়াল্লোকান্ স্বর্গে যে রক্ষসা হতাঃ ॥৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ধুন্ধুবধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

তখন উতঙ্ক ঐ মহাত্মা নরপতিকে বর দান করিলেন— আপনার অক্ষয় ধন হইবে এবং শত্রুর দ্বারা কখনও পরাজয় হইবে না। ৫৬

আপনার ধর্মে রতি হইবে এবং অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে। রাক্ষসের দ্বারা আপনার যে সকল পুত্র নিহত হইয়াছে, তাহাদেরও অক্ষয় স্বর্গভোগ হইবে। ৫৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ধুন্ধুবধবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমা

## দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ ধুন্ধুমারস্য বংশবর্ণনম্, গালবস্য উৎপত্তিকথনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াশ্বো জ্যেষ্ঠ উচ্যতে
চন্দ্রাশ্ব-কপিলাশ্বৌ তু কুমারৌ দ্বৌ কনীয়সৌ ॥ ১
ধৌন্ধুমারির্দৃঢ়াশ্বস্তু হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভোঽভূৎ ক্ষত্রধর্মরতঃ সদা ॥ ২
সংহতাশ্বো নিকুম্ভস্য পুত্রো রণবিশারদঃ।
অকৃশাশ্বঃ কৃশাশ্বশ্চ সংহতাশ্বসুতৌ নৃপ ॥ ৩
তস্য হৈমবতী কন্যা সতাং মাতা দৃষদ্বতী।
বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পুত্রস্তস্যাঃ প্রসেনজিৎ ॥৪
লেভে প্রসেনজিদ্ ভার্য্যাং গৌরীং নাম পতিব্রতাম্।
অভিশপ্তা তু সা ভর্ত্রা নদী বৈ বাহুদাভবৎ ॥ ৫
তস্যাঃ পুত্রো মহান্ আসীদ্ যুবনাশ্বো মহীপতিঃ।
মান্ধাতা যুবনাশ্বস্য ত্রিলোকবিজয়ী সুতঃ ॥ ৬
তস্য চৈত্ররথী ভার্য্যা শশবিন্দোঃ সুতাভবৎ
সাধ্বী বিন্দুমতী নাম রূপেণাসদৃশী ভুবি ॥ ৭
পতিব্রতা চ জ্যেষ্ঠা চ ভ্রাতৄণাময়ুতস্য সা।
তস্যামুৎপাদয়ামাস মান্ধাতা দ্বৌ সুতৌ নৃপ ॥ ৮
পুরুকুৎসঞ্চ ধর্মজ্ঞং মুচুকুন্দঞ্চ ধার্মিকম্।
পুরুকুৎসসুতস্ত্বাসীৎ ত্রসদস্যুর্মহীপতিঃ ॥ ৯
নর্মদায়ামথোৎপন্নঃ সম্ভূতস্তস্য চাত্মজঃ।
সম্ভূতস্য তু দায়াদঃ সুধন্বা নাম পার্থিবঃ ॥ ১০
সুধন্বনঃ সুতশ্চাসীৎ ত্রিধন্বা রিপুমর্দ্দনঃ
রাজ্ঞস্ত্রিধন্বনস্ত্বাসীদ্ বিদ্বাংস্ত্রয্যারুণঃ সুতঃ ॥ ১১

## দ্বাদশ অধ্যায়।

[ ধুন্ধুমারের বংশবর্ণন ও গালবের উৎপত্তি কথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ধুন্ধুমারের তিনজন পুত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহাদের মধ্যে দৃঢ়াশ্ব জ্যেষ্ঠ। চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব এই দুইজন কুমার কনিষ্ঠ ছিল। ১

ধুন্ধুমার-পুত্র দৃঢ়াশ্ব, তাহার পুত্র হর্য্যশ্ব এবং হর্য্যশ্বের পুত্র সদা ক্ষত্রধর্মরত নিকুম্ভ। ২

নিকুম্ভের পুত্র যুদ্ধবিশারদ সংহতাশ্ব। রাজন্। সংহতাশ্বের দুই জন পুত্র অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব। ৩

ঐ সংহতাশ্বের পত্নী হিমালয়ের কন্যা এবং ত্রিভুবনে দৃষদ্বতী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার প্রসেনজিৎ নামক পুত্র হইয়াছিল। ৪

প্রসেনজিৎ গৌরীনাম্নী পতিব্রতা ভার্য্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ভর্ত্তা কর্তৃক অভিশাপপ্রাপ্ত হইয়া সে বাহুদা নাম্নী নদী হইয়াছিল। ৫

তাহার পুত্র মহারাজ যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের ত্রিলোকজয়ী মান্ধাতা নামক পুত্র হইয়াছিল। ৬

শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতী যাহার অপর নাম ছিল, সেই চৈত্ররথী মান্ধাতার ভার্য্যা হইয়াছিল। সে পতিব্রতা ও পৃথিবীতে অতুলনীয় রূপবতী ছিল। ৭

তাহার দশহাজার ভ্রাতা ছিল। তাহাদের মধ্যে সে ছিল জ্যেষ্ঠা ভগিনী। রাজন্! মান্ধাতা বিন্দুমতীর গর্ভে দুইজন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ এই দুই পুত্রই পরমধার্মিক, পুরুকুৎসের পুত্র মহারাজ ত্রসদস্যু। ৮-৯

নর্মদানাম্নী পত্নীর গর্ভে ত্রসদস্যুর সম্ভূতনামক এক পুত্র হইয়াছিল। সম্ভূতের পুত্র রাজা সুধন্বা হইয়াছিল। ১০

সুধন্বার ত্রিধন্বানামক পুত্র হইয়াছিল। সে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ ছিল। ত্রিধন্বা রাজার ত্রয্যারুণ নামক বিদ্বান্ পুত্র হইয়াছিল। ১১

তস্য সত্যব্রতো নাম কুমারোঽভূন্মহাবলঃ ।
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিঘ্নং চক্রে সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ১২
যেন ভার্য্যা হৃতা পূর্ব্বং কৃতোদ্বাহা পরস্য বৈ
বাল্যাৎ কামাচ্চ মোহাচ্চ সংহর্ষাচ্চাপলেন চ ॥ ১৩
জহার কন্যাং কামাৎ স কস্যচিৎ পুরবাসিনঃ ।
অধর্ম্মশঙ্কুনা তেন রাজা ত্রয্যারুণোঽত্যজৎ ॥ ১৪
অপধ্বংসেতি বহুশো বদন্ ক্রোধসমন্বিতঃ ।
পিতরং সোঽব্রবীৎ ত্যক্তঃ ক গচ্ছামীতি বৈ মুহুঃ ॥ ১৫
পিতা ত্বেনমথোবাচ শ্বপাকৈঃ সহ বর্ত্তয় ।
নাহং পুত্রেণ পুত্রার্থী ত্বয়াদ্য কুলপাংসন ॥১৬
ইত্যুক্তঃ স নিরাক্রামান্নগরাদ্ বচনাৎ পিতুঃ ।
ন চ তং বারয়ামাস বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭
স তু সত্যব্রতস্তাত শ্বপাকাবসথান্তিকে ।
পিত্রা ত্যক্তোঽবসদ্ ধীরঃ পিতা তস্য বনং যযৌ ॥ ১৮

ততস্তস্মিংস্তু বিষয়ে ন বর্ষৎ পাকশাসনঃ ।
সমা দ্বাদশ রাজেন্দ্র তেনাধর্ম্মেণ বৈ তদা ॥ ১৯
দারাংস্তু তস্য বিষয়ে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।
সংন্যস্য সাগরানূপে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২০
তস্য পত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্ ।
শেষস্য ভরণার্থায় ব্যক্রীণাদ্ গোশতেন বৈ ॥ ২১
তং তু বদ্ধং গলে দৃষ্ট্বা বিক্রীয়ন্তং নৃপাত্মজঃ ।
মহর্ষিপুত্রং ধর্ম্মাত্মা মোক্ষয়ামাস ভারত ॥ ২২
সত্যব্রতো মহাবাহুর্ভরণং তস্য চাকরোৎ ।
বিশ্বামিত্রস্য তুষ্ট্যর্থমনুকম্পার্থমেব চ ॥২৩
সোঽভবদ্ গালবো নাম গলবদ্ধো মহাতপাঃ ।
মহর্ষিঃ কৌশিকস্তাত তেন বীরেণ মোক্ষিতঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি গালবোৎপত্তৌ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

---

তাঁহার পুত্র ছিল সত্যব্রত। সে মহাবলবান্, কিন্তু দুর্ম্মতিবিশিষ্ট ছিল। সে বিবাহের মন্ত্রসমূহে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। ১২

সে বাল্যচাপল্য, কাম, মোহ ও হর্ষবশতঃ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল। ১৩

সে পুরবাসী কোনও ব্যক্তির কন্যাকে কামবশতঃ অপহরণ করিয়াছিল। এইরূপ অধর্ম্মকীলকের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার জন্য সত্যব্রতকে রাজা ত্রয্যারুণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় ত্রয্যারুণ ক্রোধযুক্ত হইয়া বহুবার বলিয়াছিলেন—'নীচ! তুই দূর হ'। পিতা কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া সে বারবার বলিয়াছিল—আমি কোথায় যাইব? ১৪-১৫

তখন পিতা তাহাকে বলিয়াছিলেন—তুমি চণ্ডালগণের সহিত বাস কর। কুলাঙ্গার! আমি তোমার মত পুত্রের দ্বারা পুত্রবান্ হইতে চাহি না। ১৬

এইরূপ বলিলে পর সে পিতার কথানুসারে নগর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি তাহাকে বারণ করিলেন না। ১৭

তাত! বীর সত্যব্রত পিতৃত্যক্ত হইয়া চণ্ডাল বসতিনিকটে বাস করিতে লাগিল। তাহার পিতা বনে চলিয়া গেলেন। ১৮

রাজেন্দ্র! সেই সময় ঐ দেশে পরপত্নীহরণ কন্যাহরণাদি অধর্ম্মের জন্য দ্বাদশ বৎসর যাবৎ ইন্দ্র বর্ষা হইতে দিলেন না। ১৯

এই সময় মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ঐ দেশে স্বীয় পত্নীকে রাখিয়া সমুদ্রতটে ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতেছিলেন। ২০

বিশ্বামিত্রের পত্নী অবশিষ্ট কুটুম্বের ভরণের জন্য স্বীয় মধ্যম পুত্রের গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিয়া শত গাভীর পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিতে চাহিলেন। ২১

ভারত! ধার্ম্মিক রাজপুত্র সত্যব্রত ঐ মহর্ষিপুত্রকে রজ্জুবদ্ধ ও বিক্রয়ার্থ দেখিয়া তাহাকে মুক্ত করিল। ২২

মহাবাহু সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের সন্তোষের জন্য ও অনুকম্পা লাভের জন্য তাঁহার পুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল। ২৩

ঐ মহাতপস্বী গলে বন্ধনের জন্য গালব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এইভাবে ঐ বীর কর্ত্তৃক কুশিকবংশীয় মহর্ষি গালব মুক্ত হইয়াছিল। ২৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে গালবের উৎপত্তিবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ ত্রিশঙ্কুচরিত্রবর্ণনম্, তদ্বংশে হরিশ্চন্দ্রাদীনামুৎপত্তিকথনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সত্যব্রতস্তু ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া ।
বিশ্বামিত্রকলত্রং তদ্ বভার বিনয়ে স্থিতঃ ॥ ১

হত্বা মৃগান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ বনেচরান্ ।
বিশ্বামিত্রাশ্রমাভ্যাসে মাংসং বৃক্ষে ববন্ধ সঃ ॥ ২

উপাংশুব্রতমাস্থায় দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।
পিতুর্নিয়োগাদবসৎ তস্মিন্ বনগতে নৃপে ॥ ৩

অযোধ্যাং চৈব রাষ্ট্রঞ্চ তথৈবান্তঃপুরং মুনিঃ
যাজ্যোপাধ্যায়সম্বন্ধাদ্ বসিষ্ঠঃ পর্যরক্ষত ॥ ৪

সত্যব্রতস্তু বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বা বলাৎ ।
বসিষ্ঠেঽভ্যধিকং মন্যুং ধারয়ামাস বৈ তদা ॥ ৫

পিত্রা তু তং তদা রাষ্ট্রাৎ ত্যজ্যমানং স্বমাত্মজম্ ।
ন বারয়ামাস মুনির্বসিষ্ঠঃ কারণেন হ ॥ ৬

পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে ।
ন চ সত্যব্রতস্তস্মা তমুপাংশুমবুধ্যত ॥ ৭

জানন্ ধর্মং বসিষ্ঠস্তু ন মাং ত্রাতীতি ভারত
সত্যব্রতস্তদা রোষং বসিষ্ঠে মনসাকরোৎ ॥ ৮

গুণবুদ্ধ্যা তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তথা ।
ন চ সত্যব্রতস্তস্য তমুপাংশুমবুধ্যত ॥ ৯

তস্মিন্নপরিতোষো যঃ পিতুরাসীন্মহাত্মনঃ
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০

তেন ত্বিদানীং বহতা দীক্ষাং তাং দুর্বহাং ভুবি ।
কুলস্য নিষ্কৃতিস্তাত কৃতা সা বৈ ভবেদিতি ॥ ১১

ন তং বসিষ্ঠো ভগবান্ পিত্রা ত্যক্তং ন্যবারয়ৎ
অভিষেক্ষ্যাম্যহং পুত্রমস্যেত্যেবং মতির্মুনেঃ ॥ ১২

স তু দ্বাদশ বর্ষাণি দীক্ষাং তামুদ্বহদ্ বলী ।
উপাংশুব্রতমাস্থায় মহৎ সত্যব্রতো নৃপ ॥ ১৩

অবিদ্যমানে মাংসে তু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
সর্বকামদুঘাং দোগ্ধ্রীং দদর্শ স নৃপাত্মজঃ ॥ ১৪

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[ ত্রিশঙ্কুর চরিত্র বর্ণন এবং তাঁহার বংশে হরিশ্চন্দ্রাদির উৎপত্তি কথন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের প্রতি ভক্তি, দয়া ও প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিনয়পূর্বক বিশ্বামিত্র-পত্নীকে পালন করিতে লাগিল ।১

মৃগ, বরাহ ও মহিষাদি বনেচরগণকে নিহত করিয়া সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের আশ্রম নিকটস্থিত বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিত । ২

পিতা বনগমন করিলে পর সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসরকাল গুপ্তভাবে পিতার নির্দেশে এইভাবে বাস করিতে লাগিল । ৩

এদিকে বসিষ্ঠ মুনি পুরোহিত যজমান সম্বন্ধবশতঃ অযোধ্যা, রাজ্য ও রাজার অন্তঃপুরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । ৪

সত্যব্রত নিজ চপলতা কিংবা ভবিতব্যতার জন্য বসিষ্ঠের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ পোষণ করিতেছিল । ৫

সত্যব্রতের পিতা যখন নিজ পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতেছিলেন, তখন বসিষ্ঠ কারণবশতঃ বারণ করেন নাই । ৬

সপ্তপদী গমন হইলে পর বিবাহের মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত হয় । (সত্যব্রত কন্যাহরণ করায় বসিষ্ঠের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সত্যব্রত দ্বাদশবৎসর ব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করুক) কিন্তু বসিষ্ঠের এই গূঢ় অভিপ্রায় সত্যব্রত বুঝিতে পারে নাই । ৭

ভারত । বসিষ্ঠ ধর্ম জানেন, তথাপি আমাকে রক্ষা করিতেছেন না, এইরূপ মনে ভাবিয়া সত্যব্রত বসিষ্ঠের উপর ক্রোধ পোষণ করিয়াছিল । ৮

ভগবান্ বসিষ্ঠ গুণ বিবেচনা করিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন । কিন্তু সত্যব্রত তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই । ৯

মহাত্মা পিতার সত্যব্রতের উপর যে অসন্তোষ হইয়াছিল, সেইজন্য ইন্দ্র দ্বাদশবৎসর ঐ রাজ্যে বর্ষণ করেন নাই । ১০

তাত । যদি পৃথিবীতে কষ্টসাধ্য ঐ দীক্ষা (প্রায়শ্চিত্ত) পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে বংশের উদ্ধার হইয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ বসিষ্ঠ পিতৃত্যক্ত সত্যব্রতকে নিবারণ করেন নাই । প্রায়শ্চিত্তের পর রাজপুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, এইরূপ সঙ্কল্প বসিষ্ঠের ছিল । ১১-১২

রাজন্ । বলবান্ সত্যব্রত গুপ্তভাবে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া দ্বাদশ-বৎসরকাল ঐ মহাব্রত ধারণ করিয়াছিল । ১৩

কিছুকাল পরে মাংস না থাকায় রাজপুত্র সত্যব্রত মহাত্মা বসিষ্ঠের সকল কামনা পূর্ণকারিণী দুগ্ধবতী গাভীটিকে দেখিতে পাইল । ১৪

তাং বৈ ক্রোধাচ্চ মোহাচ্চ শ্রমাচ্চৈব ক্ষুধার্দিতঃ ।
দশধর্মান্ গতো রাজা জঘান জনমেজয় ॥ ১৫
তচ্চ মাংসং স্বয়ঞ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য চাত্মজান্ ।
ভোজয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা বশিষ্ঠোঽপ্যস্য চুক্রুধে ॥
ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ বাক্যমিদমাহ নৃপাত্মজম্ ॥ ১৬

বশিষ্ঠ উবাচ ।

পাতয়েয়মহং ক্রূর তব শঙ্কুমসংশয়ম্ ।
যদি তে দ্বাবিমৌ শঙ্কূ ন স্যাতাং বৈ কৃতৌ পুনঃ ॥ ১৭
পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দোগ্ধ্রীবধেন চ ।
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং ত্রীণ্যস্য শঙ্কূনি তানি দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ।
ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুরিতি স স্মৃতঃ ॥ ১৯
বিশ্বামিত্রস্তু দারাণামাগতো ভরণে কৃতে ।
স তু তস্মৈ বরং প্রাদান্মুনিঃ প্রীতস্ত্রিশঙ্কবে ॥ ২০
ছন্দ্যমানো বরেণাথ বরং বব্রে নৃপাত্মজঃ ।
সশরীরো ব্রজে স্বর্গমিত্যেবং যাচিতো মুনিঃ ॥ ২১
অনাবৃষ্টিভয়ে তস্মিন্ গতে দ্বাদশবার্ষিকে ।
রাজ্যেঽভিষিচ্য পিত্র্যে তু যাজয়ামাস তং মুনিঃ ॥২২
মিষতাং দেবতানাঞ্চ বশিষ্ঠস্য চ কৌশিকঃ ।
সশরীরং তদা তং তু দিবমারোপয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৩
তস্য সত্যরথা নাম ভার্য্যা কৈকয়বংশজা ।
কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকল্মষম্ ॥ ২৪
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্রস্ত্রৈশঙ্কব ইতি স্মৃতঃ ।
আহর্ত্তা রাজসূয়স্য স সম্রাড়িতি বিশ্রুতঃ ॥ ২৫
হরিশ্চন্দ্রস্য পুত্রোঽভূদ্ রোহিতো নাম বীর্য্যবান্ ।
যেনেদং রোহিতপুরং কারিতং রাজ্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৬
কৃত্বা রাজ্যং স রাজর্ষিঃ পালয়িত্বা তথা প্রজাঃ ।
সংসারাসারতাং জ্ঞাত্বা দ্বিজেভ্যস্তৎপুরং দদৌ ॥ ২৭
হরিতো রোহিতস্যাথ চঞ্চুর্হারীত উচ্যতে ।
বিজয়শ্চ সুদেবশ্চ চঞ্চুপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ২৮
জেতা ক্ষত্রস্য সর্বস্য বিজয়স্তেন সংস্মৃতঃ ।
রুরুকস্তনয়স্তস্য রাজধর্মার্থকোবিদঃ ॥ ২৯

---

জনমেজয়! তখন রাজপুত্র সত্যব্রত ক্ষুধার্ত হইয়া ক্রোধ, মোহ ও পরিশ্রমবশতঃ দশধর্মত্যাগ হইয়া (মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, চঞ্চল, ভীরু, লুব্ধ ও কামী এই দশজন দশধর্মত্যাগী) ঐ গাভীকে নিহত করিল। ১৫

সেই মাংস সে নিজে ভক্ষণ করিল এবং বিশ্বামিত্রে পুত্রগণকে ভোজন করাইল। তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজপুত্রকে বলিতে লাগিলেন। ১৬

বশিষ্ঠ বলিলেন—ক্রূর! যদি তোমার পুনরায় কৃত এই দুটি পাপ না হইত, তাহা হইলে তোমার প্রথম পাপ অবশ্যই বিনষ্ট করিয়া দিতাম। ১৭

পিতার অসন্তোষ, গুরুর দুগ্ধবতী গাভীর হত্যা ও অপ্রোক্ষিত মাংস ভোজন করার জন্য তোমার তিনপ্রকার পাপ হইয়াছে।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাতপস্বী বশিষ্ঠ তাহার উক্ত প্রকার তিনটি শঙ্কু দেখিয়া তাহাকে ত্রিশঙ্কু বলিলেন। সেইজন্য সে ত্রিশঙ্কু নামে পরিচিত হইল। ১৯

বিশ্বামিত্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পত্নীপ্রভৃতির ভরণের জন্য প্রসন্ন হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বরদান করিতে চাহিলেন। ২০

যখন বিশ্বামিত্র ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিবার জন্য বলিলেন, তখন রাজপুত্র মুনির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমি সশরীরে স্বর্গে যাইতে চাহি। ২১

বিশ্বামিত্রের প্রসাদে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ভয় দূর হইলে বিশ্বামিত্র তাহাকে পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞ করাইতে লাগিলেন। ২২

শক্তিমান্ কৌশিকগোত্রীয় বিশ্বামিত্র দেবগণ ও বশিষ্ঠের সাক্ষাতেই ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করাইলেন। ২৩

ত্রিশঙ্কুর কৈকয়বংশোৎপন্না সত্যরথানাম্নী পত্নী ছিল। সে তাহার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র নামক নিষ্পাপ একটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিল। ২৪

সেই হরিশ্চন্দ্র রাজা ত্রৈশঙ্কব নামে প্রসিদ্ধ। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।২৫

হরিশ্চন্দ্রের বীর্য্যবান্ রোহিতনামক পুত্র হইয়াছিল। সে রাজকার্য্যের সিদ্ধির জন্য রোহিতপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ২৬

সেই রাজর্ষি রাজ্যশাসন করিয়া ও প্রজাপালন করিয়া সংসারের অসারতা বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণকে ঐ রোহিতপুর দান করিয়াছিলেন। ২৭

রোহিতের পুত্র হরিত এবং হরিতের পুত্র চঞ্চুনামে প্রসিদ্ধ ছিল। বিজয় ও সুদেব নামে চঞ্চুর দুই পুত্র ছিল। ২৮

সকল ক্ষত্রিয়কে জয় করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম বিজয়

রুরুকস্য বৃকঃ পুত্রো বৃকাদ্ বাহুস্তু জজ্ঞিবান্
শকৈর্যবন-কাম্বোজৈঃ পারদৈঃ পহ্লবৈঃ সহ ॥ ৩০
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ নিরস্যন্তি স্ম তং নৃপম্ ।
নাত্যর্থং ধার্মিকস্তাত স হি ধর্মযুগেঽভবৎ ॥ ৩১
সগরস্তু সুতো বাহোর্জজ্ঞে সহ গরেণ চ ।
ঔর্বস্যাশ্রমমাগম্য ভার্গবেণাভিরক্ষিতঃ ॥ ৩২
আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধ্বা চ ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ
জিগায় পৃথিবীং হত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্ ॥ ৩৩
শকানাং পহ্লবানাঞ্চ ধর্মং নিরসদচ্যুতঃ ।
ক্ষত্রিয়াণাং কুরুশ্রেষ্ঠ পারদানাং স ধর্মবিৎ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে
হরিবংশপর্বণি ত্রিশঙ্কুচরিতকথনং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

হইয়াছিল। তাঁহার রুরুক নামে এক পুত্র ছিল, সে রাজকার্য্য ধর্ম্মকার্য্য ও অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিল। ২৯

রুরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহু হইয়াছিল। তাত! সেই ধর্ম্মযুগে সে অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল না। এইজন্য হৈহয় ও তালজঙ্ঘবংশীয় রাজগণ শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ এবং পহ্লবগণের সহিত মিলিত হইয়া বাহুকে নিজ রাজ্য হইতে চ্যুত করিয়াছিল। ৩০-৩১

বাহুর পুত্র গরের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া সগর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ঔর্ব্বের আশ্রমে আসিলে ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। ৩২

ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বের নিকট হইতে আগ্নেয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া হৈহয় সহিত তালজঙ্ঘগণকে নিহত করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছিল। ৩৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মজ্ঞ মুক্তশক্তি সগর শক, পহ্লব ও পারদগণকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়া দিয়াছিল। ৩৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ত্রিশঙ্কু চরিতকথন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

[ সগরস্যোৎপত্তি-চরিত্রকথনম্, সগরপুত্রাণামুদ্যোগেন সমুদ্রস্য 'সাগর' নামলাভশ্চ । ]

জনমেজয় উবাচ ।
কথং স সগরো জাতো গরেণৈব সহাচ্যুতঃ ।
কিমর্থঞ্চ শকাদীনাং ক্ষত্রিয়াণাং মহৌজসাম্ ॥ ১
ধর্মং কুলোচিতং ক্রুদ্ধো রাজা নিরসদচ্যুতঃ
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ তপোধন ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
বাহোর্ব্যসনিনস্তাত হৃতং রাজ্যমভূৎ কিল ।
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ শকৈঃ সার্দ্ধং বিশাম্পতে ॥ ৩
যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাম্বোজাঃ পহ্লবাঃ খসাঃ ।
এতে হ্যপি গণাঃ পঞ্চ হৈহয়ার্থং পরাক্রমন্ ॥ ৪
হৃতরাজ্যস্তদা রাজা স বৈ বাহুর্বনং যযৌ ।
পত্ন্যা চানুগতো দুঃখী বনে প্রাণানবাসৃজৎ ॥ ৫
পত্নী তু যাদবী তস্য সগর্ভা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ
সপত্ন্যা চ গরস্তস্যৈ দত্তঃ পূর্বমভূৎ কিল ॥ ৬
সা তু ভর্তুশ্চিতাং কৃত্বা বনে তামধ্যরোহত ।
ঔর্বস্তাং ভার্গবস্তাত কারুণ্যাৎ সমবারয়ৎ ॥ ৭

### চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[সগরের উৎপত্তি ও চরিত্র কথন এবং সগরপুত্রগণের উদ্যোগে সমুদ্রের 'সাগর' নাম লাভ ।]

জনমেজয় বলিলেন—তপোধন! ধর্ম্মচিত্ত সগর বিষের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিলেন কেন? তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল-শালী শকাদি ক্ষত্রিয়গণের বংশোচিত ধর্ম্ম কেন নষ্ট করিয়াছিলেন? এই সকল বিষয় আপনি বিস্তৃতভাবে আমার নিকট বর্ণন করুন। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজেন্দ্র! রাজা বাহু দ্যূতক্রীড়া-দিতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকায় তালজঙ্ঘ ও হৈহয়গণ শকগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়া লয়। ৩

যবন, পারদ, কাম্বোজ, পহ্লব ও খস এই পাঁচ গণও হৈহয়ের পক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। ৪

রাজা বাহু হৃতরাজ্য হইয়া পত্নীর সহিত বনে গমন করিল এবং বনে দুঃখ পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ৫

যদুবংশীয়া তাঁহার পত্নী গর্ভবতী অবস্থায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার সপত্নী তাঁহাকে বিষপ্রদান করিয়াছিল। ৬

তাত! বাহুর পত্নী বনে স্বামীর চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার

তস্যাশ্রমে চ তং গর্ভং গরেণৈব সহাচ্যুতম্
ব্যজায়ত মহাবাহুং সগরং নাম পার্থিবম্ ॥ ৮
ঔর্বস্তু জাতকর্মাদি তস্য কৃত্বা মহাত্মনঃ।
অধ্যাপ্য বেদশাস্ত্রাণি ততোঽস্ত্রং প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৯
আগ্নেয়ং তু মহাঘোরমমরৈরপি দুঃসহম্।
স তেনাস্ত্রবলেনাজৌ বলেন চ সমন্বিতঃ ॥ ১০
হৈহয়ান্ নিজঘানাশু ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব।
আজহার চ লোকেষু কীর্তিং কীর্তিমতাং বরঃ ॥ ১১

ততঃ শকান্ সযবনান্ কাম্বোজান্ পারদাংস্তথা।
পহ্লবাংশ্চৈব নিঃশেষান্ কর্তুং ব্যবসিতস্তদা ॥ ১২

তে বধ্যমানা বীরেণ সগরেণ মহাত্মনা
বসিষ্ঠং শরণং গত্বা প্রণিপেতুর্মনীষিণম্ ॥ ১৩

বসিষ্ঠস্তান্ তথা দৃষ্ট্বা সময়েন মহাদ্যুতিঃ।
সগরং বারয়ামাস তেষাং দত্ত্বাভয়ং তদা ॥ ১৪
সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ ॥ ১৫

অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডং কৃত্বা ব্যসর্জয়ৎ
যবনানাং শিরঃ সর্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ ॥ ১৬
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ
নিঃস্বাধ্যায়-বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা ॥ ১৭
শকা যবন-কাম্বোজাঃ পারদাশ্চ বিশাম্পতে।
কোলিসর্পাঃ সমহিষা দার্ব্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ ॥ ১৮
সর্বে তে ক্ষত্রিয়াস্তাত ধর্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বসিষ্ঠবচনাদ্ রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা ॥ ১৯
খসাংস্তুষারাংশ্চোলাংশ্চ মদ্রান্ কিষ্কিন্ধকাংস্তথা।
কৌন্তলাংশ্চ তথা বঙ্গান্ সাল্বান্ কৌঙ্কণকাংস্তথা ॥ ২০
স ধর্মবিজয়ী রাজা বিজিত্বেমাং বসুন্ধরাম্।
অশ্বং বৈ প্রেরয়ামাস বাজিমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ২১

তস্য চারয়তঃ সোঽশ্বঃ সমুদ্রে পূর্ব-দক্ষিণে।
বেলাসমীপেঽপহৃতো ভূমিং চৈব প্রবেশিতঃ ॥ ২২

স তং দেশং তদা পুত্রৈঃ খানয়ামাস পার্থিব।
আসেদুস্তে ততস্তত্র খন্যমানে মহার্ণবে ॥ ২৩

---

উপর আরোহণ করিতে উদ্যত হইল, তখন ভৃগুবংশীয় ঔর্বঋষি যোগবলতঃ তাহাকে বারণ করিলেন। ৭

যাদবপত্নী ঐ ঋষির আশ্রমে বিষের সহিত অবিনষ্ট গর্ভকে প্রসব করিল। ঐ গর্ভই দুর্দান্ত মহাবাহু রাজা সগর নামে পরিচিত হইয়াছিল। ৮

ঔর্ব মহাত্মা সগরের জাতকর্মাদি সংস্কার করিয়া তাঁহাকে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ৯

তিনি দেবতাদেরও অসহ্য মহাঘোর আগ্নেয় অস্ত্র সগরকে দিয়াছিলেন। যখন সগর অস্ত্রবল ও শারীরিকবলে বলীয়ান্ হইল তখন ক্রমশ ক্রুদ্ধ হইয়া পশুর মত হৈহয়গণকে নিহত করিতে লাগিল। যশস্বিশ্রেষ্ঠ সগর সংসারে কীর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১০-১১

অনন্তর সে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইল। ১২

মহাত্মা বীর সগর কর্তৃক নিহত হইতে থাকিলে অবশিষ্টগণ মনীষী বশিষ্ঠের শরণ লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। ১৩

মহাদ্যুতি বশিষ্ঠ কতিপয় শর্তানুসারে তাহাকে অভয় দান দিয়া সগরকে বারণ করিলেন। ১৪

সগর নিজ প্রতিজ্ঞা ও গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিল এবং তাহাদের বেশ পরিবর্তন করিয়া দিল। ১৫

সে শকগণের মস্তকের অর্দ্ধাংশ মুণ্ডিত করিয়া ছাড়িয়া দিল। যবন ও কাম্বোজগণের সম্পূর্ণ মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দিল। ১৬

পারদগণকে মুক্তকেশ, পহ্লবগণকে কেবল শ্মশ্রুধারী করিয়া মহাত্মা সগর তাহাদিগকে স্বাধ্যায় ও বষট্কার-মুক্ত করিয়া দিল। ১৭

তাত! রাজন্! শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, কোলি-সর্প, মহিষ, দর্ব, চোল ও কেরল ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল। বশিষ্ঠের বচনানুসারে মহাত্মা সগর তাহাদের ধর্মকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ১৮-১৯

বিজয়ী রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষাগ্রহণ করিয়া খস, তুষার, চোল, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌন্তল, বঙ্গ, সাল্ব ও কৌঙ্কণ দেশ জয় করিয়া সকল পৃথিবীকে আয়ত্তে আনিল এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য অশ্বকে প্রেরিত করিল। ২০-২১

ঐ অশ্ব যখন ভ্রমণ করিতেছিল, তখন পূর্ব-দক্ষিণদিকে সমুদ্রতীরে কোনও ব্যক্তি অশ্বকে অপহরণ করিল এবং ভূবিবর-মধ্যে অশ্বকে প্রবিষ্ট করিয়া গোপনে রাখিল। ২২

রাজা সগর নিজ পুত্রগণের দ্বারা সেই স্থান খনন করাইল। ঐ সমুদ্রের খনন হইতে থাকিলে তাহারা সেখানে আদিপুরুষ দেব

তমাদিপুরুষং দেবং হরিং কৃষ্ণং প্রজাপতিম্ ।
বিষ্ণুং কপিলরূপেণ স্বপন্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৪
তস্য চক্ষুঃসমুত্থেন তেজসা প্রতিবুধ্যতঃ ।
দগ্ধাস্তে বৈ মহারাজ চত্বারস্ত্ববশেষিতাঃ ॥ ২৫
বর্হকেতুঃ সুকেতুশ্চ তথা ধর্মরথো নৃপঃ ।
শূরঃ পঞ্চজনশ্চৈব তস্য বংশকরো নৃপাঃ ॥ ২৬
প্রাদাচ্চ তস্মৈ ভগবান্ হরির্নারায়ণো বরান্ ।
অক্ষয়ং বংশমিক্ষ্বাকোঃ কীর্তিং চাপ্যনিবর্তিনীম্ ॥ ২৭
পুত্রং সমুদ্রঞ্চ বিভুঃ স্বর্গবাসং তথাক্ষয়ম্ ।
পুত্রত্বাৎ চাক্ষয়াল্লোকাংস্তস্য যে চক্ষুষা হতাঃ ॥ ২৮
সমুদ্রশ্চার্ঘমাদায় ববন্দে তং মহীপতিম্ ।
সাগরত্বঞ্চ লেভে স কর্মণা তেন তস্য বৈ ॥ ২৯
তং চাশ্বমেধিকং সোঽশ্বং সমুদ্রাদুপলব্ধবান্ ।
আজহারাশ্বমেধানাং শতং স সুমহাযশাঃ ।
পুত্রাণাঞ্চ সহস্রাণি ষষ্টিস্তস্যেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
সগরোৎপত্তির্নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

হরি কৃষ্ণ প্রজাপতি পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে কপিলরূপে শয়ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইল। ২৩-২৪

তিনি জাগ্রত হইলে পর তাঁহার চক্ষুনির্গত তেজের দ্বারা সকল রাজপুত্র দগ্ধ হইয়া গেল, কেবলমাত্র চারিজন অবশিষ্ট থাকিল। মহারাজ! বর্হকেতু, সুকেতু, রাজা ধর্মরথ ও বংশরক্ষাকারী বীর পঞ্চজন এই চারিজনই অবশিষ্ট রহিল। ২৫-২৬

কপিলরূপধারী ভগবান্ হরি নারায়ণ তাহাদিগকে বরদান করিলেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশ অক্ষয় হইবে। সগরের কীর্তি কখনও বিনষ্ট হইবে না। সমুদ্র সগরের পুত্রস্থানীয় হইবে এবং সগরের অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে। যাহারা তাঁহার চক্ষুর দ্বারা বিনষ্ট হইল, তাহারা সকলে অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইবে। ২৭-২৮

তখন সমুদ্র অর্ঘ্য লইয়া মহারাজকে বন্দনা করিল। সগরের কর্মের জন্য সমুদ্র সাগর নাম প্রাপ্ত হইল। ২৯

তখন সগর অশ্বমেধীয় সেই অশ্বকে সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত হইলেন। অতীব যশস্বী রাজা সগর এইভাবে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, সগরের ষাট হাজার পুত্র ছিল। ৩০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে সগরের উৎপত্তিনামক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ সূর্যবংশস্য বর্ণনম্ । ]

জনমেজয় উবাচ ।
সগরস্যাত্মজা বীরাঃ কথং জাতা মহাত্মনঃ ।
বিক্রান্তাঃ ষষ্টিসাহস্রা বিধিনা কেন বা দ্বিজ ॥ ১
বৈশম্পায়ন উবাচ
দ্বে ভার্যে সগরস্যাস্তাং তপসা দগ্ধকিল্বিষে ।
জ্যেষ্ঠা বিদর্ভদুহিতা কেশিনী নাম বিশ্রুতা ॥ ২
কনীয়সী তু যা তস্য পত্নী পরমধর্মিণী ।
অরিষ্টনেমিদুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৩
ঔর্বস্তাভ্যাং বরং প্রাদাৎ তং নিবোধ জনাধিপ ।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি গৃহ্ণাত্বেকা তপস্বিনী ॥ ৪
একং বংশধরং ত্বেকা যথেষ্টং বরয়ত্বিতি ।
তত্রৈকা জগৃহে পুত্রাঁ শূরান্ বহূংস্তথা ॥ ৫
একং বংশধরং ত্বেকা তথেত্যাহ চ তং মুনিঃ ।
কেশিন্যসূত সগরাদসমঞ্জসমাত্মজম্ ॥ ৬

### পঞ্চদশ অধ্যায়।

[ সূর্যবংশের বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন—দ্বিজ! মহাত্মা সগরের ষাট হাজার বীর পরাক্রমী পুত্র কিভাবে কেন উৎপন্ন হইয়াছিল? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সগরের দুইটি পত্নী ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে তপস্যা প্রভাবে পাপশূন্যা হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা পত্নী বিদর্ভরাজপুত্রী 'কেশিনী' নামে বিখ্যাত ছিলেন। ২

সগরের কনিষ্ঠা পত্নী পরমধার্মিক ছিলেন। তিনি অরিষ্টনেমির কন্যা ও পৃথিবীতে সৌন্দর্যে অতুলনীয়া ছিলেন। ৩

রাজন্! ঔর্ব ঋষি ঐ দুইজনকে যে বরদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ঔর্ব বলিলেন—তোমাদের মধ্যে একজন তপস্বিনী হইয়া ষাট হাজার পুত্র গ্রহণ কর, এবং অপর জন একজন বংশরক্ষাকারী পুত্র গ্রহণ কর। তোমরা যথেচ্ছভাবে বর গ্রহণ করিতে পার। তখন কনিষ্ঠা লোভবশতঃ বহু শূর পুত্র প্রার্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন। অপরা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বংশধর একটি পুত্র গ্রহণ করিলেন। মুনি বলিলেন—তথাস্তু। কেশিনী সগরের ঔরসে অসমঞ্জসনামক পুত্রকে প্রসব করিলেন। ৪-৬

রাজা পঞ্চজনো নাম বভূব সুমহাবলঃ।
ইতরা সুষুবে তুম্বীং বীজপূর্ণামিতি শ্রুতিঃ ॥ ৭
তত্র ষষ্টিসহস্রাণি গর্ভাস্তে তিলসম্মিতাঃ।
সম্বভূবুর্যথাকালং ববৃধুশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৮
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু তান্ গর্ভান্ নিদধে পিতা।
ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রাদাৎ তাবতীরেব পোষণে ॥৯
ততো দশসু মাসেষু সমুত্তস্থুর্যথাসুখম্।
কুমারাস্তে যথাকালং সগরপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১০
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তস্যৈবমভবন্ নৃপ।
গর্ভাদলাবুমধ্যাদ্ বৈ জাতানি পৃথিবীপতে ॥ ১১
তেষাং নারায়ণং তেজঃ প্রবিষ্টানাং মহাত্মনাম্।
একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ ॥ ১২
সুতঃ পঞ্চজনস্যাসীদংশুমান্ নাম বীর্য্যবান্।
দিলীপস্তনয়স্তস্য খট্বাঙ্গ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৩
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্ত্তং প্রাপ্য জীবিতম্।
ত্রয়োঽভিসন্ধিতা লোকা বুদ্ধ্যা সত্যেন চানঘ ॥ ১৪
দিলীপস্য তু দায়াদো মহারাজো ভগীরথঃ।
যঃ স গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠামবাতারয়ত প্রভুঃ ॥ ১৫
কীর্ত্তিমান্ স মহাভাগঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
সমুদ্রমানয়চ্চৈনাং দুহিতৃত্বেন কল্পয়ৎ
তস্মাদ্ ভাগীরথী গঙ্গা কথ্যতে বংশচিন্তকৈঃ ॥ ১৬
ভগীরথসুতো রাজা শ্রুত ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
নাভাগস্তু শ্রুতস্যাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ১৭
অম্বরীষস্তু নাভাগিঃ সিন্ধুদ্বীপপিতাভবৎ।
অযুতাজিৎ তু দায়াদঃ সিন্ধুদ্বীপস্য বীর্য্যবান্ ॥ ১৮
অযুতাজিৎ সুতস্ত্বাসীদৃতুপর্ণো মহাযশাঃ।
দিব্যাক্ষহৃদয়জ্ঞো বৈ রাজা নলসখো বলী ॥ ১৯
ঋতুপর্ণসুতস্ত্বাসীদার্ত্তুপর্ণির্মহীপতিঃ
সুদাসস্তস্য তনয়ো রাজা ত্বিন্দ্রসখোঽভবৎ ॥ ২০
সুদাসস্য সুতস্ত্বাসীৎ সৌদাসো নাম পার্থিবঃ।
খ্যাতঃ কল্মাষপাদো বৈ নাম্না মিত্রসহস্তথা ॥ ২১
কল্মাষপাদস্য সুতঃ সর্ব্বকর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ।
অনরণ্যস্তু পুত্রোঽভূদ্ বিশ্রুতঃ সর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ২২

---

ঐ মহাবলবান্ অসমঞ্জ পঞ্চজন নামে প্রসিদ্ধ রাজা হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি—অন্য সগরপত্নী বীজপূর্ণ একটি তুম্বী (অলাবু—লাউ) প্রসব করিলেন। ৭

ঐ তুম্বীতে তিলের সমান পরিমাণবিশিষ্ট ষাট্ হাজার গর্ভ ছিল। তাহারা যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হইল এবং যথাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৮

পিতা ঐ পুত্রগণকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপন করিলেন এবং এক একটি কুম্ভের পোষণের জন্য এক একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। ৯

এইভাবে দশ মাস অতীত হইলে পর সগরের প্রীতিবর্দ্ধনকারী পুত্রগণ যথাসময়ে পরমসুখে প্রকটিত হইতে লাগিল। ১০

রাজন্! এইভাবে সগরের ষাট্ হাজার পুত্র হইয়াছিল। পৃথিবীনাথ! অলাবুমধ্যস্থ গর্ভ হইতে বীজের মত ঐ সকল পুত্র হইয়াছিল। ১১

নারায়ণের (কপিলের) তেজে প্রবিষ্ট মহাত্মা সগরপুত্রগণের মধ্যে একমাত্র পঞ্চজন নামক পুত্রই (অসমঞ্জই) রাজা হইয়াছিলেন। ১২

পঞ্চজনের অংশুমান্ নামক পুত্র হইয়াছিল। তাহার পুত্রের নাম দিলীপ, দিলীপের অপর নাম খট্বাঙ্গ ছিল। ১৩

নিষ্পাপ জনমেজয়! যে দিলীপ স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক মুহূর্তমাত্র আয়ু জানিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সত্যানুসন্ধান দ্বারা ত্রিলোকের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন। ১৪

দিলীপের পুত্র মহারাজ ভগীরথ। শক্তিমান্ ভগীরথ নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। ১৫

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কীর্ত্তিমান্ ঐ ভগীরথ গঙ্গাকে সমুদ্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বংশকীর্ত্তনকারী বুধগণ এইজন্য গঙ্গাকে ভাগীরথী বলেন। ১৬

ভগীরথের পুত্র শ্রুত নামে খ্যাত হইয়াছিল। শ্রুতের পরম ধার্ম্মিক পুত্র নাভাগ হইয়াছিল। ১৭

নাভাগের পুত্র অম্বরীষ সিন্ধুদ্বীপের পিতা। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্য্যবান্ অযুতাজিৎ ছিল। ১৮

অযুতাজিতের মহাযশস্বী পুত্র ঋতুপর্ণ। তিনি দিব্য অক্ষবিদ্যারহস্যবিৎ, মহাবলবান্ ও নলরাজার সখা ছিলেন। ১৯

ঋতুপর্ণের পুত্র মহারাজ আর্ত্তুপর্ণি। তাহার পুত্রের নাম সুদাস। এই সুদাস ইন্দ্রের সখা ছিলেন। ২০

সুদাসের পুত্রের নাম রাজা সৌদাস। ঐ সৌদাস কল্মাষপাদ ও মিত্রসহনামে বিখ্যাত ছিলেন। ২১

কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মানামে খ্যাত। সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্যনামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ২২

অনরণ্যসুতো নিঘ্নো নিঘ্নপুত্রৌ বভূবতুঃ।
অনমিত্রো রঘুশ্চৈব পার্থিবর্ষভ সত্তমৌ ॥ ১৩
অনমিত্রস্য ধর্ম্মাত্মা বিদ্বান্ দুলিদুহোঽভবৎ।
দিলীপস্তনয়স্তস্য রামস্য প্রপিতামহঃ ॥ ১৪
দীর্ঘবাহুর্দিলীপস্য রঘুর্নাম্নাভবৎ সুতঃ।
অযোধ্যায়াং মহারাজো রঘুশ্চাসীন্মহাবলঃ ॥ ২৫
অজস্তু রঘুতো জজ্ঞে অজাদ্ দশরথোঽভবৎ।
রামো দশরথাজ্জজ্ঞে ধর্ম্মাত্মা সুমহাযশাঃ ॥ ২৬
রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৭
নিষধস্য নলঃ পুত্রো নভঃ পুত্রো নলস্য তু।
নভস্য পুণ্ডরীকস্তু ক্ষেমধন্বা ততঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮
ক্ষেমধন্বসুতস্ত্বাসীদ্ দেবানীকঃ প্রতাপবান্।
আসীদহীনগুর্নাম দেবানীকসুতঃ প্রভুঃ ॥ ২৯
অহীনগোস্তু দায়াদঃ সুধন্বা নাম পার্থিবঃ।
সুধন্বনঃ সুতশ্চৈব ততো জজ্ঞেঽনলো নৃপঃ ॥ ৩০
উক্থো নাম স ধর্ম্মাত্মা নলপুত্রো বভূব হ।
বজ্রনাভঃ সুতস্তস্য উক্থস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩১
শঙ্খস্তস্য সুতো বিদ্বান্ ব্যুষিতাশ্ব ইতি শ্রুতঃ।
পুষ্পস্তস্য সুতো বিদ্বানর্থসিদ্ধিস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩২
সুদর্শনঃ সুতস্তস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ।
অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রস্তু শীঘ্রস্য তু মরুঃ সুতঃ ॥ ৩৩
মরুস্তু যোগমাস্থায় কলাপদ্বীপমাস্থিতঃ।
তস্যাসীদ্ বিশ্রুতবতঃ পুত্রো রাজা বৃহদ্বলঃ ॥ ৩৪
নলৌ দ্বাবেব বিখ্যাতৌ পুরাণে ভরতর্ষভ
বীরসেনাত্মজশ্চৈব যশ্চেক্ষ্বাকুকুলোদ্বহঃ ॥ ৩৫
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতে বিবস্বতো বংশে রাজানো ভূরিতেজসঃ ॥ ৩৬
পঠন্ সম্যগিমাং সৃষ্টিমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
শ্রাদ্ধদেবস্য দেবস্য প্রজানাং পুষ্টিদস্য চ ॥ ৩৭
প্রজাবানেতি সাযুজ্যমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
বিপাপ্মা বিরজাশ্চৈব আয়ুষ্মাংশ্চ ভবত্যুত ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
আদিত্যস্য বংশানুকীর্ত্তনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

---

অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের দুইজন অনমিত্র ও রঘু নামক পুত্র হইয়াছিল। ২৩

অনমিত্রের দুলিদুহ নামক ধর্ম্মাত্মা পুত্র হইয়াছিল। তাহার পুত্রের নাম দিলীপ। এই দিলীপ শ্রীরামের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ২৪

দিলীপের পুত্র মহাবাহু রঘু। মহাবলবান্ রঘু অযোধ্যার মহারাজ হইয়াছিলেন। ২৫

রঘু হইতে অজ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজ হইতে দশরথ হইয়াছিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা রাম দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৬

রামের কুশনামে এক তনয় হইয়াছিল। কুশ হইতে অতিথি এবং অতিথি হইতে নিষধ হইয়াছিল। ২৭

নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। ২৮

ক্ষেমধন্বার পুত্র প্রতাপশালী দেবানীক। দেবানীকের পুত্র শক্তিমান্ অহীনগু হইয়াছিল। ২৯

অহীনগুর পুত্র রাজা সুধন্বা। তারপর সুধন্বার পুত্র অনল রাজা হইয়াছিলেন। ৩০

ধর্ম্মাত্মা উক্থ অনলের পুত্র। মহাত্মা উক্থের বজ্রনাভ নামক পুত্র হইয়াছিল। ৩১

বজ্রনাভের শঙ্খনামক বিদ্বান্ পুত্র হইয়াছিল। যে ব্যুষিতাশ্ব-নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শঙ্খের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের পুত্র বিদ্বান্ অর্থসিদ্ধি ছিল। ৩২

অর্থসিদ্ধির পুত্র সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং শীঘ্রের পুত্র মরু। ৩৩

মরু যোগমার্গ আশ্রয় করিয়া কলাপদ্বীপে স্থিত ছিলেন। অতিপ্রসিদ্ধ মরুর পুত্র হইলেন রাজা বৃহদ্বল। ৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! পুরাণে নলনামে দুইজন ব্যক্তি বিখ্যাত। একজন বীরসেনের পুত্র নল। অপর জন ইক্ষ্বাকু কুলজাত নিষধপুত্র নল। ৩৫

আমি প্রধানভাবে ইক্ষ্বাকুবংশজাত নরপতিগণের বর্ণনা করিলাম। ইহারা সকলেই অতিতেজস্বী ও সূর্য্যের বংশে সমুদ্ভূত। ৩৬

যে ব্যক্তি অদিতিনন্দন সূর্য্যের এবং প্রজাপোষক শ্রাদ্ধদেবের সৃষ্টিপরম্পরা সুন্দরভাবে পাঠ করে, সেই ব্যক্তি নিষ্পাপ রজো-গুণশূন্য দীর্ঘজীবী ও সন্তানবান্ হয় এবং অদিতি-পুত্র সূর্য্যদেবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৩৭-৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে সূর্য্যবংশের বর্ণনানামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রাদ্ধকল্পঃ—জনমেজয়াদ্বারা পিতৄঃ শ্রাদ্ধম্, পিতৃস্বরূপনির্ণায়কঃ প্রশ্নঃ, শন্তনোঃ স্বীয়শ্রাদ্ধে স্বয়ং হস্তং বর্দ্ধয়িত্বা ভীষ্মতঃ পিণ্ডপ্রার্থনা চ। ]

জনমেজয় উবাচ।

কথং বৈ শ্রাদ্ধদেবত্বমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি বিপ্রাগ্র্য শ্রাদ্ধস্য চ পরং বিধিম্ ॥ ১
পিতৄণামাদিসর্গঞ্চ ক এতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।
এবঞ্চ শ্রুতমস্মাভিঃ কথ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ ॥ ২
স্বর্গস্থাঃ পিতরো যে চ দেবানামপি দেবতাঃ
ইতি বেদবিদঃ প্রাহুরেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩
যে চ তেষাং গণাঃ প্রোক্তা যচ্চ তেষাং বলং পরম্।
যথা চ কৃতমস্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৄন্ ॥ ৪
প্রীতাশ্চ পিতরো যে স্ম শ্রেয়সা যোজয়ন্তি হি।
এবং বেদিতুমিচ্ছামি পিতৄণাং সর্গমুত্তমম্ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পিতৄণাং সর্গমুত্তমম্।
যথা চ কৃতমস্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৄন্ ॥
প্রীতাশ্চ পিতরো যে স্ম শ্রেয়সা যোজয়ন্তি হি ॥ ৬
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং ভীষ্মায় পরিপৃচ্ছতে।
অপৃচ্ছৎ ধর্ম্মরাজো হি শরতল্পগতং পুরা ॥
এবমেব পুরা প্রশ্নং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৭
তং তেঽহমনুপূর্ব্ব্যা বক্ষ্যামি ভীষ্মেণোদাহৃতং যথা।
গীতং সনৎকুমারেণ মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুষ্টিকামেন ধর্ম্মজ্ঞ কথং পুষ্টিরবাপ্যতে।
এতদ্ বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি কিং কুর্ব্বাণো ন শোচতি ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রাদ্ধৈঃ প্রীণাতি হি পিতৄন্ সর্ব্বকামফলৈস্তু যঃ।
তৎপরঃ প্রযতঃ শ্রাদ্ধী প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥ ১০
পিতরো ধর্ম্মকামস্য প্রজাকামস্য চ প্রজাম্।
পুষ্টিকামস্য পুষ্টিঞ্চ প্রযচ্ছন্তি যুধিষ্ঠির ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ত্তন্তে পিতরঃ স্বর্গে কেষাঞ্চিন্নরকে পুনঃ।
প্রাণিনাং নিয়তং হ্যপি কর্ম্মজং ফলমশ্নুতে ॥ ১২

---

## ষোড়শ অধ্যায়।

[ শ্রাদ্ধকল্প— জনমেজয় কর্তৃক পিতার শ্রাদ্ধ, পিতৃস্বরূপ-নির্ণায়ক প্রশ্ন এবং শন্তনু কর্তৃক নিজের শ্রাদ্ধে স্বয়ং হস্ত বর্দ্ধন করিয়া ভীষ্মের নিকট হইতে পিণ্ড প্রার্থনা। ]

জনমেজয় বলিলেন—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! অদিতিনন্দন ভগবান্ সূর্য্যের পুত্র যমের শ্রাদ্ধদেবত্ব কিরূপে হইল? শ্রাদ্ধের উত্তম বিধিই বা কিরূপ? তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

পিতৃগণের আদি সৃষ্টি কিরূপে হইল? পিতৃগণ কাহারা? আমরা ব্রাহ্মণগণকে বলিতে শুনিয়াছি যে, পিতৃগণ স্বর্গে থাকেন, তাঁহারা দেবতাগণেরও দেবতা। বেদজ্ঞগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। আমি আপনার নিকট হইতে ঐ কথা যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ২-৩

ঐ পিতৃপুরুষের যে গণ কীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের যাহা পরম বল এবং আমাদের কৃত শ্রাদ্ধ যেভাবে পিতৃগণের প্রীতি বিধান করে, পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকারীকে কল্যাণযুক্ত করেন—এই সকল বিষয় ও পিতৃগণের উত্তম সর্গ আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ৪-৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—আমি সানন্দে তোমার নিকট পিতৃগণের উত্তম সর্গের কথা বর্ণনা করিব। আমাদের কর্তৃক কৃত শ্রাদ্ধ যেভাবে পিতৃগণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং পিতৃগণ প্রীত হইয়া যেভাবে শ্রাদ্ধকারীকে কল্যাণযুক্ত করেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিব। পূর্ব্বকালে মার্কণ্ডেয়মুনি জিজ্ঞাসু ভীষ্মকে এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যে সকল প্রশ্ন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমাকে যথাক্রমে সকল কথা বলিব। পূর্ব্বে সনৎকুমার প্রশ্নকারী মার্কণ্ডেয়কে বলিয়াছিলেন, সেই সকল কথাই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। ৬-৮

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্ম্মজ্ঞ! পুষ্টিকামী ব্যক্তি কিভাবে পুষ্টিলাভ করে? কিরূপ কার্য্য করিলে মানুষ শোক লাভ করে না, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ৯

ভীষ্ম বলিলেন—যে ব্যক্তি সর্ব্বকামপূর্ণকারী শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করে, সেই শ্রাদ্ধপরায়ণ সংযত ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে অবস্থান করে। ১০

যুধিষ্ঠির! পিতৃগণ ধর্ম্মপ্রার্থীকে ধর্ম্ম, পুত্রপ্রার্থীকে পুত্র ও পুষ্টিপ্রার্থীকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—কোনও কোনও লোকের পিতা স্বর্গে, কোনও কোনও লোকের পিতা আবার নরকে আছেন। যেহেতু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে নিজ নিজ কর্ম্মফল প্রাণিগণকে অবশ্য ভোগ করিতে হয়। ১২

শ্রাদ্ধানি চৈব কুর্ব্বন্তি ফলকামাঃ সদা নরাঃ ।
অভিসন্ধায় পিতরং পিতুশ্চ পিতরং তথা ॥ ১৩
পিতুঃ পিতামহং চৈব ত্রিষু পিণ্ডেষু নিত্যশঃ ।
তানি শ্রাদ্ধানি দত্তানি কথং গচ্ছন্তি বৈ পিতৄন্ ॥ ১৪
কথঞ্চ শক্তাস্তে দাতুং নরকস্থাঃ ফলং পুনঃ ।
কে বা তে পিতরোঽন্যেষ কান্ যজামো বয়ং পুনঃ ॥১৫
দেবা অপি পিতৄন্ স্বর্গে যজন্তীতি চ নঃ শ্রুতম্ ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহাদ্যুতে ॥ ১৬
স ভবান্ কথয়ত্বেতাং কথামমিতবুদ্ধিমান্ ।
যথা দত্তং পিতৄণাং বৈ তারণায়েহ কল্পতে ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি যথাশ্রুতমরিন্দম ।
যে চ তে পিতরোঽন্যে স্ম যান্ যজামো বয়ং পুনঃ ॥
পিত্রা মম পুরা গীতং লোকান্তরগতেন বৈ ॥ ১৮
শ্রাদ্ধকালে মম পিতুর্ময়া পিণ্ডঃ সমুদ্যতঃ ।
তং পিতা মম হস্তেন ভিত্ত্বা ভূমিমযাচত ॥ ১৯

---

ফলপ্রার্থী পুরুষ সর্ব্বদা পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের লক্ষ্য করে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। এই তিন পিণ্ডে প্রদত্ত সকল শ্রাদ্ধ সকল পিতৃগণকে কিরূপে প্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪

যে সকল পিতৃগণ নরকে বাস করিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে ফলদান করিতে সমর্থ হন? যাঁহারা ফলদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি পিতৃগণ হইতে ভিন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহারা কাঁহারা? আমরা কোন্ পিতৃগণকে যজনা করিব? ১৫

আমরা শুনিয়াছি যে, স্বর্গবাসী দেবতাগণও পিতৃগণের যজনা করেন। মহাদ্যুতে! এই সকল বিষয় আমি বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। ১৬

আপনি অপরিমিত বুদ্ধির অধিকারী। আপনি এই কথা বলুন—পিতৃগণের জন্য কৃত শ্রাদ্ধ কিভাবে সকলের উদ্ধারে সমর্থ হয়? ১৭

ভীষ্ম বলিলেন—শত্রুদমন! আমি যেরূপ শুনিয়াছি অনুসারে তোমার নিকট বলিতেছি। যে পিতৃগণের যজনা আমরা করিয়া থাকি এবং তদ্ভিন্ন যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কথাও বলিব। আমার পরলোকগত পিতা পূর্ব্বে আমাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন। ১৮

শ্রাদ্ধের সময় যখন আমি পিতাকে পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হইলাম, তখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আমার পিতা আমার নিকট পিণ্ড প্রার্থনা করিলেন। ১৯

হস্তাভরণপূর্ণেন কেয়ূরাভরণেন চ ।
রক্তাঙ্গুলিতলেনাথ যথা দৃষ্টঃ পুরা ময়া ॥২০
নৈষ কল্পে বিধিদৃষ্ট ইতি সঞ্চিন্ত্য চাপ্যহম্ ।
কুশেষ্বেব ততঃ পিণ্ডং দত্তবানবিচারয়ন্ ॥ ২১
ততঃ পিতা মে সুপ্রীতো বাচা মধুরয়া তদা ।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ প্রীয়মাণো ময়ানঘ ॥ ২২
ত্বয়া দায়াদবানস্মি কৃতার্থোঽমুত্র চেহ চ
সৎপুত্রেণ ত্বয়া পুত্র ধর্ম্মজ্ঞেন বিপশ্চিতা ॥ ২৩
ময়া তু তব জিজ্ঞাসা প্রযুক্তেয়ং দৃঢ়ব্রত ।
ব্যবস্থানং তু ধর্ম্মেষু কর্ত্তুং লোকস্য চানঘ ॥২৪
যথা চতুর্থং ধর্ম্মস্য রক্ষিতা লভতে ফলম্ ।
পাপস্য হি তথা মূঢ়ঃ ফলং প্রাপ্নোত্যরক্ষিতা ॥২৫
প্রমাণং যদ্ধি কুরুতে ধর্ম্মাচারেষু পার্থিবঃ ।
প্রজাস্তদনুবর্ত্তন্তে প্রমাণচরিতং সদা ॥ ২৬
ত্বয়া চ ভরতশ্রেষ্ঠ বেদধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ।
কৃতাঃ প্রমাণং প্রীতিশ্চ মম নির্ব্বর্ত্তিতাতুলা ॥ ২৭

---

আমি তাঁহার জীবিতাবস্থায় যেরূপ হস্ত দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ আভরণপূর্ণ কেয়ূরসমন্বিত রক্তবর্ণ অঙ্গুলিতলবিশিষ্ট হস্তই দেখিলাম। ২০

সেই সময় আমি চিন্তা করিলাম যে, কল্পসূত্রে এইরূপ বিধি দেখা যায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া পিতার প্রসারিত হস্তের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কুশের উপরেই পিণ্ডদান করিলাম। ২১

পাপহীন! ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন আমার পিতা আমার আচরণে অতীব প্রীত হইয়া মধুর বাক্যে আমাকে বলিলেন। ২২

পুত্র! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্বান্ সৎপুত্র, তোমার দ্বারা আমি পুত্রবান্ হইয়াছি। আমি ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থ হইয়াছি। ২৩

দৃঢ়ব্রত! নিষ্পাপ! সকল লোকের ধর্ম্মে ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য আমি তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। ২৪

ধর্ম্মরক্ষাকারী ধর্ম্মের চতুর্থাংশ ফল পায়। যে ধর্ম্ম রক্ষা করে না, সেই মূঢ় পাপের চতুর্থাংশ ফল পায়। ২৫

ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে রাজা যাহা প্রামাণিক বলিয়া দেন, প্রজাগণ রাজার সেই প্রমাণাচরিত ধর্ম্মকে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সনাতন বেদধর্ম্মকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছ। এইজন্য আমার অতুলনীয় প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে। ২৭

তস্মাৎ তবাহং সুপ্রীতঃ প্রীত্যা চ বরমুত্তমম্ ।
দদামি ত্বং প্রতীচ্ছ ত্বং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ২৮
ন তে প্রভবিতা মৃত্যুর্যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি ।
ত্বত্তোঽভ্যনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য মৃত্যুঃ প্রভবিতা তব ॥২৯
কিং বা তে প্রার্থিতং ভূয়ো দদামি বরমুত্তমম্ ।
তদ্ ব্রূহি ভরতশ্রেষ্ঠ যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩০
ইত্যুক্তবন্তং তমহমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ।
অব্রবং কৃতকৃত্যোঽহং প্রসন্নে ত্বয়ি সত্তম ॥ ৩১
যদি ত্বনুগ্রহং ভূয়স্ত্বত্তোঽর্হামি মহাদ্যুতে ।
প্রশ্নমিচ্ছামি বৈ কিঞ্চিদ্ ব্যাহৃতং ভবতা স্বয়ম্ ॥ ৩২
স মামুবাচ ধর্ম্মাত্মা ব্রূহি ভীষ্ম যদিচ্ছসি ।
ছেত্তাস্মি সংশয়ং সর্ব্বং যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত ॥ ৩৩
অপৃচ্ছং তমহং তাতং তত্রান্তর্হিতমেব চ ।
গতং সুকৃতিনাং লোকং কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥ ৩৪

ভীষ্ম উবাচ ।

শ্রূয়ন্তে পিতরো দেবা দেবানামপি দেবতাঃ ।
দেবাশ্চ পিতরোঽন্যো বা কান্ যজামো বয়ং পুনঃ ॥৩৫
কথঞ্চ দত্তমস্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণাত্যথো পিতৄন্ ।
লোকান্তরগতাংস্তাত কিন্নু শ্রাদ্ধস্য বা ফলম্ ॥ ৩৬
কান্ যজন্তি স্ম লোকা বৈ সদেব-নর-দানবাঃ ।
সযক্ষোরগ-গন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥ ৩৭
অত্র মে সংশয়স্তীব্রঃ কৌতূহলমতীব চ ।
তদ্ ব্রূহি মম ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ভীষ্মস্যোবাচ বৈ পিতা ॥৩৮

শন্তনুরুবাচ ।

সংক্ষেপেণৈব তে বক্ষ্যে যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত ।
পিতরশ্চ যথোদ্ভূতাঃ ফলং দত্তস্য চানঘ ॥ ৩৯
পিতৄণাং কারণং শ্রাদ্ধে শৃণু সর্ব্বং সমাহিতঃ ।
আদিদেবসুতাস্তাত পিতরো দিবি দেবতাঃ ॥ ৪০
তান্ যজন্তি স্ম বৈ লোকাঃ সদেবাসুর-মানুষাঃ ।
সযক্ষোরগ-গন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥ ৪১

---

আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি এবং ঐ প্রীতির জন্য উত্তম বরদান করিতেছি। তুমি ত্রিভুবনে দুর্লভ বর গ্রহণ কর। ২৮

তুমি যতদিন জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, ততদিন মৃত্যু তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। তোমার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু তোমার উপর প্রভাব দেখাইতে পারিবে। ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার আর কি প্রার্থনীয় আছে? তোমার মনে যাহা আছে, তাহা বল, আমি তোমাকে উত্তম বর দান করিব। ৩০

আমার পিতা এইরূপ বলিলে পর আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদন করিলাম, অনন্তর বলিলাম,—সত্তম! আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাতেই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। ৩১

মহাদ্যুতে! যদি আমি এতদপেক্ষা অধিক অনুগ্রহের যোগ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে আপনার মুখ হইতে একটি প্রশ্নের উত্তর শুনিতে ইচ্ছা করি। ৩২

তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পিতা আমাকে বলিলেন,—ভীষ্ম! তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা কর, বল। ভারত! তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তোমার সেই সব সংশয় ছেদন করিব। ৩৩

তখন আমি কৌতূহলান্বিত হইয়া পুণ্যবান্ ব্যক্তিদের নিবাস-স্থানে গত অন্তর্হিত ভাবে স্থিত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন—পিতঃ! শোনা যায় যে, পিতৃগণ দেবতাগণেরও দেবতা। দেবতা ও পিতৃগণ কি এক? অথবা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন? আমরা কাঁহাদের যজনা করিব? ৩৫

তাত! আমাদের প্রদত্ত শ্রাদ্ধ লোকান্তরগত পিতৃগণকে কিভাবে তৃপ্ত করে? শ্রাদ্ধের ফল-ই বা কি? ৩৬

দেবতা, মনুষ্য, দানব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ কাঁহাদের যজনা করেন? ৩৭

এই বিষয়ে আমার তীব্র সংশয় ও অত্যন্ত কৌতূহল আছে। ধর্ম্মজ্ঞ! আমার মতে আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং আমার নিকট ঐ বিষয় বর্ণন করুন। ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পিতা বলিলেন। ৩৮

শন্তনু বলিলেন—ভারত! তুমি যাহা প্রশ্ন করিতেছ, তাহার উত্তর সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। নিষ্পাপ! পিতৃগণ যেভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দানের ফল কি ভাবে হয়? পিতৃগণের শ্রাদ্ধের কারণ কি? এই সকল বিষয় তুমি অবহিতভাবে শ্রবণ কর। তাত! স্বর্গে স্থিত পিতৃগণ আদিদেব ব্রহ্মার পুত্র ॥ ৩৯-৪০

দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মহোরগ সকলে তাঁহাদেরই যজনা করেন। ৪১

আপ্যায়িতাশ্চ তে শ্রাদ্ধে পুনরাপ্যায়য়ন্তি চ
জগৎ সদেব-গন্ধর্বমিতি ব্রহ্মানুশাসনম্ ॥ ৪২
তান্ যজস্ব মহাভাগ শ্রাদ্ধৈঃ প্রয়তভক্তিতঃ ।
তে তে শ্রেয়ো বিধাস্যন্তি সর্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ৪৩
শ্রদ্ধা চারাধ্যমানাস্তে নাম-গোত্রাদিকীর্তনৈঃ ।
অস্মানাপ্যায়য়িষ্যন্তি স্বর্গস্থানপি ভারত ॥ ৪৪
মার্কণ্ডেয়স্তু তে দেবমেতৎ সর্বং প্রবক্ষ্যতি ।
এষ বৈ পিতৃভক্তশ্চ বিদিতাত্মা চ ভারত ॥ ৪৫
উপস্থিতশ্চ শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ ত্বামেবানুগ্রহায় বৈ ।
এনং পৃচ্ছ মহাভাগমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
শ্রাদ্ধকল্পপ্রসঙ্গো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

পিতৃগণ শ্রাদ্ধে আপ্যায়িত হইলে দেবতা-গন্ধর্বাদি সকল জগৎকে আপ্যায়িত করেন—ইহাই ব্রহ্মার বা বেদের অনুশাসন । ৪২

মহাভাগ ! তুমি আলস্য-বর্জিত হইয়া শ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধের দ্বারা সেই পিতৃগণের যজনা কর । সকল কামনা ফলদানকারী সেই সেই পিতৃগণ তোমার পরম কল্যাণ সাধন করিবেন । ৪৩

তুমি নাম-গোত্রাদি উল্লেখের দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিলে স্বর্গস্থিত তাঁহারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন । ৪৪

এ বিষয়ে অতঃপর অবশিষ্ট সকল মার্কণ্ডেয় ঋষি তোমাকে বলিবেন । ভারত ! এই মার্কণ্ডেয় পিতৃভক্ত ও আত্মজ্ঞানবান্ । ৪৫

আজ তিনি আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত আছেন । তুমি এই মহাভাগকে জিজ্ঞাসা কর—এই বলিয়া শান্তনু অন্তর্হিত হইলেন । ৪৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে শ্রাদ্ধকল্পপ্রসঙ্গনামক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ পিতৃকল্পঃ—ভীষ্ম-মার্কণ্ডেয়য়োঃ সংবাদঃ, মার্কণ্ডেয়েন সহ সনৎকুমারস্যালাপশ্চ । ]

ভীষ্ম উবাচ ।

ততোঽহং তস্য বচনান্মার্কণ্ডেয়ং সমাহিতঃ ।
প্রশ্নং তমেবাপৃচ্ছং যন্মে পৃষ্টঃ পুরা পিতা ॥ ১
স মামুবাচ ধর্মাত্মা মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ।
ভীষ্ম বক্ষ্যামি কাৎস্ন্যেন শৃণুষ্ব প্রযতোঽনঘ ॥ ২
অহং পিতৃপ্রসাদাদ্ বৈ দীর্ঘমায়ুরবাপ্তবান্ ।
পিতৃভক্ত্যৈব লব্ধঞ্চ প্রাগ্লোকে পরমং যশঃ ॥ ৩
সোঽহং যুগসহস্রান্তে বহুবর্ষসহস্রিকে ।
অধিরুহ্য গিরিং মেরুং তপোঽতপ্যং সুদুশ্চরম্ ॥ ৪
ততঃ কদাচিৎ পশ্যামি দিব্যং প্রজ্বাল্য তেজসা ।
বিমানং মহদায়াতমুত্তরেণ গিরেস্তদা ॥ ৫
তস্মিন্ বিমানে পর্যঙ্কে জ্বলিতাদিত্যসন্নিভম্ ।
অপশ্যং তত্র চৈবাহং শয়ানং দীপ্ততেজসম্ ॥ ৬
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষমগ্নাবগ্নিমিবাহিতম্ ।
সোঽহং তস্মৈ নমস্কৃত্য প্রণম্য শিরসা বিভুম্ ॥ ৭

## সপ্তদশ অধ্যায় ।

[ পিতৃকল্প—ভীষ্ম মার্কণ্ডেয়ের সংবাদ এবং মার্কণ্ডেয়ের সহিত সনৎকুমারের আলাপ । ]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির ! তখন আমি পিতার কথানুসারে একাগ্রচিত্তে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে সেই বিষয়েই প্রশ্ন করিলাম, যে বিষয়ে পিতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম । ১

মহাতপস্বী ধর্মাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে বলিলেন—নিষ্পাপ ভীষ্ম ! তুমি সংযত হইয়া শ্রবণ কর, আমি বিস্তৃতভাবে বলিতেছি । ২

প্রাচীনকালে আমি পিতৃপ্রসাদেই দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং পিতৃভক্তির দ্বারাই পরম যশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । ৩

সেই আমি বহুসহস্র বর্ষব্যাপী যুগান্তপর্যন্ত মেরু পর্বতের উপরে কঠোর তপস্যা করিতেছিলাম । ৪

ঐ সময় কোনও একদিন নিজ তেজের দ্বারা আকাশকে প্রকাশ করিতে করিতে পর্বতের উত্তর দিক্ হইতে একটি বৃহৎ বিমানকে আসিতে দেখিলাম । ৫

সেই বিমানস্থ পর্যঙ্কে (আসনে) উজ্জ্বল আদিত্যতুল্য দীপ্ততেজা ও অগ্নিতে স্থিত অগ্নির সমান অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এক পুরুষকে শয়ান দেখিলাম । আমি সেই বিভুকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া বিমানস্থ সেই পুরুষের পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিলাম । পরে সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বিভো ! আপনাকে কিরূপে জানিতে পারিব ? ২-৮

সন্নিবিষ্টং বিমানস্থং পাদ্যার্ঘ্যাভ্যামপূজয়ম্ ।
অপৃচ্ছং চৈব দুর্দ্ধর্ষং বিজ্ঞাম ত্বাং কথং বিভো ॥ ৮

তপোবীর্য্যাৎ সমুৎপন্নং নারায়ণ গুণাত্মকম্ ।
দৈবতং ত্বমি দেবানামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥ ৯

স মামুবাচ ধর্ম্মাত্মা স্ময়মান ইবানঘ ।
ন তে তপঃ সুচরিতং যেন মাং নাববুধ্যসে ॥ ১০

ক্ষণেনৈব প্রমাণং স বিভ্রদন্যদনুত্তমম্ ।
রূপেণ ন ময়া কশ্চিদ্ দৃষ্টপূর্ব্বঃ পুমান্ ক্বচিৎ ॥ ১১

সনৎকুমার উবাচ ।

বিদ্ধি মাং ব্রহ্মণঃ পুত্রং মানসং পূর্ব্বজং বিভোঃ ।
তপোবীর্য্যসমুৎপন্নং নারায়ণগুণাত্মকম্ ॥ ১২

সনৎকুমার ইতি যঃ শ্রুতো দেবেষু বৈ পুরা ।
সোঽস্মি ভার্গব ভদ্রং তে কং কামং করবাণি তে ॥১৩

যে ত্বন্যে ব্রহ্মণঃ পুত্রা যবীয়াংসস্তু তে মম ।
ভ্রাতরঃ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষাস্তেষাং বংশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৪

নারায়ণ ! যদিও আপনার স্বরূপ তপস্যাবলে প্রকাশিত ও নারায়ণগুণাত্মক, তথাপি আমার মনে হইতেছে যে, আপনি দেবতাগণেরও দেবতা । ৯

তখন সেই ধর্ম্মাত্মা স্মিতমুখে আমাকে বলিলেন,—নিষ্পাপ ! তোমার তপস্যা সুন্দরভাবে আচরিত হয় নাই, এইজন্য তুমি আমাকে জানিতে পারিতেছ না । ১০

ক্ষণমধ্যে তিনি অত্যুত্তম অন্য প্রমাণসম্পন্ন রূপ ধারণ করিলেন । এইরূপ রূপবিশিষ্ট কোনও পুরুষকে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই । ১১

সনৎকুমার বলিলেন—তুমি আমাকে বিভু ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানস-পুত্র বলিয়া জানিও । আমার এই রূপ তাঁহার তপোবল-সমুৎপন্ন ও নারায়ণগুণে—তত্ত্ব সত্ত্বে পূর্ণ । ১২

প্রাচীনকালে দেবতা মধ্যে যিনি সনৎকুমার নামে খ্যাত ছিলেন, ভার্গব ! আমি সেই সনৎকুমার । তোমার কল্যাণ হউক । তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব ? ১৩

ব্রহ্মার অন্যান্য যে সকল পুত্র আছে, তাহারা সকলেই আমার কনিষ্ঠ । আমার সেই সাতজন ভ্রাতা দুর্দ্ধর্ষ এবং তাহাদের বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১৪

ক্রতু, বসিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা ও বুদ্ধিমান্ মরীচি, এই সাতজন দেবতা ও গন্ধর্ব্বের দ্বারা সেবিত আমার ভ্রাতা

ক্রতুর্বসিষ্ঠঃ পুলহঃ পুলস্ত্যোঽত্রিস্তথাঙ্গিরাঃ ।
মরীচিশ্চ তথা ধীমান্ দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতাঃ ॥
ত্রীঁল্লোকান্ ধারয়ন্তীমান্ দেব-গন্ধর্ব্বপূজিতাঃ ॥ ১৫

বয়ং তু যতিধর্ম্মাণঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ।
প্রজাঃ ধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ ব্যপহায় মহামুনে ॥ ১৬

যথোৎপন্নস্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাম্ ।
তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নামৈতন্মে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

মদ্ভক্ত্যা তে তপশ্চীর্ণং মম দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ।
এষ দৃষ্টোঽস্মি ভবতা কং কামং করবাণি তে ॥ ১৮

ইত্যুক্তবন্তং তমহং প্রত্যবোচং সনাতনম্ ।
অনুজ্ঞাতো ভগবতা প্রীয়মাণেন ভারত ॥ ১৯

ততোঽহমেনমর্থং বৈ তমপৃচ্ছং সনাতনম্ ।
পৃষ্টঃ পিতৄণাং সর্গঞ্চ ফলং শ্রাদ্ধস্য চানঘ ॥ ২০

চিচ্ছেদ সংশয়ং ভীষ্ম স তু দেবেশ্বরো মম ।
স মামুবাচ ধর্ম্মাত্মা কথান্তে বহুবার্ষিকে ॥
শৃণু তত্ত্বমিদং বিপ্রর্ষে শৃণু সর্ব্বং যথাতথম্ ॥ ২১

দেবগন্ধর্ব্বপূজিত এই সকল ঋষি ত্রিলোককে ধারণ করিয়া আছে । ১৫

আমরা (সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সুজাত) প্রজাধর্ম ও কাম বর্জন করিয়া আত্মাতে আত্মাকে সংযুক্ত করিয়া যতিধর্ম গ্রহণ করিয়াছি । ১৬

আমি যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই ভাবে 'কুমার' হইয়া আছি ; সেইজন্য আমার এই সনৎকুমার নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১৭

তুমি আমার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমার দর্শনেচ্ছায় তপস্যা করিয়াছ, এইজন্য আমাকে দেখিতে পাইয়াছ । আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব ? ১৮

ভারত ! সনৎকুমার এইরূপ বলিলে পর আমি প্রসন্নচিত্ত ভগবান্ সনৎকুমারের আজ্ঞানুসারে ঐ সনাতন কুমারকে বলিলাম । ১৯

নিষ্পাপ ! ভীষ্ম ! তখন আমি ঐ সনাতন ঋষিকে পিতৃগণের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধের ফল বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম । সেই দেবেশ্বর কুমার আমার সংশয়চ্ছেদন করিয়াছিলেন । বহুবৎসর ব্যাপী বর্ণনীয় কথার প্রারম্ভে ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার আমাকে বলিলেন—বিপ্রর্ষে ! তোমার প্রশ্নে আমি আনন্দিত হইয়াছি, তুমি যথাযথ ভাবে সকল কথা শ্রবণ কর । ২০-২১

দেবানসৃজত ব্রহ্মা মাং যক্ষ্যন্তীতি ভার্গব।
তমুৎসৃজ্য তথাত্মানমযজংস্তে ফলার্থিনঃ ॥ ২২

তে শপ্তা ব্রহ্মণা মূঢ়া নষ্টসংজ্ঞা দিবৌকসঃ।
ন স্ম কিঞ্চিদ্ বিজানন্তি ততো লোকোঽপ্যমুহ্যত ॥ ২৩

তে ভূয়ঃ প্রণতাঃ শপ্তাঃ প্রাযাচন্ত পিতামহম্।
অনুগ্রহায় লোকানাং ততস্তানব্রবীদিদম্ ॥ ২৪

প্রায়শ্চিত্তং চরধ্বং বৈ ব্যভিচারো হি বঃ কৃতঃ।
পুত্রাংশ্চ পরিপৃচ্ছধ্বং ততো জ্ঞানমবাপ্স্যথ ॥ ২৫

প্রায়শ্চিত্তক্রিয়ার্থং তে পুত্রান্ পপ্রচ্ছুরার্তবৎ।
তেভ্যস্তে প্রযতাত্মানঃ শশংসুস্তনয়াস্তদা ॥ ২৬

প্রায়শ্চিত্তানি ধর্ম্মজ্ঞা বাঙ্-মনঃ-কর্ম্মজানি বৈ।
শংসন্তি কুশলা নিত্যং চক্ষুর্জান্যপি নিত্যশঃ ॥ ২৭

প্রায়শ্চিত্তার্থতত্ত্বজ্ঞা লব্ধসংজ্ঞা দিবৌকসঃ।
গম্যতাং পুত্রকাশ্চেতি পুত্রৈরুক্তাশ্চ তে তদা ॥২৮

অভিশপ্তাস্তু তে দেবাঃ পুত্রবাক্যেন নিন্দিতাঃ।
পিতামহমুপাগচ্ছন্ সংশয়চ্ছেদনায় বৈ ॥ ২৯

ততস্তানব্রবীদ্ দেবো যূয়ং বৈ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তস্মাদ্ যদুক্তং যুষ্মাকং তৎ তথা ন তদন্যথা ॥ ৩০

যূয়ং শরীরকর্ত্তারস্তেষাং দেবা ভবিষ্যথ।
তে তু জ্ঞানপ্রদাতারঃ পিতরো বো ন সংশয়ঃ ॥ ৩১

অন্যোন্যং পিতরো যূয়ং তে চৈবেতি ন সংশয়ঃ।
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব তদ্ বুধ্যধ্বং দিবৌকসঃ ॥ ৩২

ততস্তে পুনরাগম্য পুত্রানূচুর্দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মণা ছিন্নসন্দেহাঃ প্রীতিমন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩

যূয়ং বৈ পিতরোঽস্মাকং যৈর্বয়ং প্রতিবোধিতাঃ।
ধর্ম্মজ্ঞাঃ কশ্চ বঃ কামঃ কো বরো বঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ৩৪

যদুক্তং চৈব যুষ্মাভিস্তৎ তথা ন তদন্যথা।
উক্তাশ্চ যস্মাদ্ যুষ্মাভিঃ পুত্রকা ইতি বৈ বয়ম্।
তস্মাদ্ ভবন্তঃ পিতরো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫

---

ভার্গব! আমার যজনা করিবে, এইজন্য ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ফললোভে ব্রহ্মাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে যজনা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক আত্মতোষণে রত হইলেন। ২২

তখন তাঁহারা ব্রহ্মা কর্তৃক অভিশপ্ত হইলেন। তাহার ফলে মূঢ় দেবগণ সংজ্ঞাহীন হইয়া গেলেন। তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাদের অনুসরণকারী সকল লোক মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়িল।২৩

অনন্তর অভিশপ্ত দেবগণ পিতামহকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন ব্রহ্মা লোকসকলের অনুগ্রহের জন্য দেবতাগণকে বলিলেন। ২৪

তোমরা ব্যভিচার অর্থাৎ পূজ্য-পূজাব্যতিক্রম করিয়াছ, এইজন্য প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমরা নিজ নিজ পুত্রকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। ২৫

দুঃখিত দেবগণ নিজ নিজ পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্যবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। জিতেন্দ্রিয় পুত্রগণ তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন। ২৬

ধর্মতত্ত্ববেত্তা নিপুণ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, বাক্য, মন কর্ম ও চক্ষুর দ্বারা সর্বদা প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। ২৭

প্রায়শ্চিত্তের তত্ত্ব বুঝিয়া দেবগণ সংজ্ঞালাভ করিলে পর বলিলেন—পুত্রগণ! তোমরা গমন কর, তখন পুত্রগণও বলিলেন-পুত্রগণ! তোমরা গমন কর। ২৮

অভিশপ্ত দেবগণ পুত্রগণের বাক্যের দ্বারা নিন্দিত হইয়া (পুত্রগণ তাঁহাদিগকে 'পুত্র' বলাতে নিন্দা বুঝিয়া) সংশয়চ্ছেদনের জন্য পিতামহের নিকট গমন করিলেন। ২৯

তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা ব্রহ্মবাদী। এইজন্য তাহারা তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছে, তথা অনুচিত হয় নাই।৩০

তোমরা তাহাদের শরীর নির্মাতা দেবতা হইবে। তাহারা তোমাদের জ্ঞানদাতা পিতা হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ৩১

তোমরা ও পুত্রগণ উভয়ে উভয়ের পিতা সংশয় নাই। স্বর্গবাসী দেবগণ! তোমরা এইরূপ বুঝিয়া রাখ।৩২

অনন্তর দেবতাগণ ব্রহ্মা কর্তৃক ছিন্নসংশয় ও পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া পুনর্বার পুত্রগণের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন। ৩৩

তোমরা আমাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছ, এইজন্য তোমরা আমাদের পিতা। তোমরা সকলেই ধর্মজ্ঞ। তোমাদের অভিলাষ কি? তোমাদিগকে কোন্ বরদান করিব? ৩৪

তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিকই, অনুচিত নয়। তোমরা যেহেতু আমাদিগকে 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ। সেইজন্য তোমরা পিতৃগণ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩৫

যোঽনিষ্ট্বা তু পিতৄন্ শ্রাদ্ধে
ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ করিষ্যতি।
রাক্ষসা দানবা নাগাঃ ফলং প্রাপ্স্যন্তি তস্য তৎ ॥ ৩৬
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতাশ্চৈব পিতরঃ সোমমব্যয়ম্।
আপ্যায়মানা যুষ্মাভির্বর্দ্ধয়িষ্যন্তি নিত্যদা ॥ ৩৭
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতঃ সোমো লোকানাপ্যায়য়িষ্যতি।
সমুদ্র-পর্ব্বত-বনং জঙ্গমাজঙ্গমৈর্বৃতম্ ॥ ৩৮
শ্রাদ্ধানি পুষ্টিকামাশ্চ যে করিষ্যন্তি মানবাঃ।
তেভ্যঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চৈব দাস্যন্তি পিতরঃ সদা ॥ ৩৯
শ্রাদ্ধে যে চ প্রদাস্যন্তি ত্রীন্ পিণ্ডান্ নাম-গোত্রতঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাংস্তান্ পিতরঃ সপিতামহান্ ॥
ভাবয়িষ্যন্তি সততং শ্রাদ্ধদানেন তর্পিতাঃ ॥ ৪০
এবমাজ্ঞাপিতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
ইতি তদ্ বচনং সত্যং ভবত্বত্র দিবৌকসঃ ॥
পুত্রাশ্চ পিতরশ্চৈব বয়ং সর্ব্বে পরস্পরম্ ॥ ৪১

সনৎকুমার উবাচ।

ত এতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরস্তথা।
অন্যোন্যং পিতরো হ্যেতে দেবাশ্চ পিতরশ্চ হ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
পিতৃকল্পে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ। ১৭

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের পূজা না করিয়া অন্য কোনও ক্রিয়া করিবে, তাহার ঐ ক্রিয়ার ফল রাক্ষস, দানব ও নাগগণ প্রাপ্ত হইবে। ৩৬

শ্রাদ্ধের দ্বারা আপ্যায়িত পিতৃগণ তোমাদের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া সর্ব্বদা অব্যয় সোমকে বর্দ্ধিত করিবেন। ৩৭

শ্রাদ্ধের দ্বারা সোম আপ্যায়িত হইলে সমুদ্র, পর্ব্বত ও স্থাবর-জঙ্গমপূর্ণ সকল লোক আপ্যায়িত হইবে। ৩৮

পুষ্টিকামী যে সব মানব শ্রাদ্ধ করিবে, পিতৃগণ তাহাদিগকে সদা পুষ্টি ও প্রজা দান করিবেন। ৩৯

যে সব ব্যক্তি সর্ব্বত্র বিরাজমান পিতা পিতামহ প্রভৃতিকে নাম-গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিনটি পিণ্ডদান করেন, শ্রাদ্ধদানে তুষ্ট পিতৃগণ সর্ব্বদা তাহাদের কল্যাণ করিয়া থাকেন। ৪০

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পূর্ব্বেই এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। দেবগণ! তাঁহার বাক্য অদ্য সত্য হউক, আমরা সকলে পরস্পরের পুত্র ও পিতা। ৪১

সনৎকুমার বলিলেন—যাঁহারা দেবতা, তাঁহারাই পিতৃগণ, এবং যাঁহারা পিতৃগণ, তাঁহারাই দেবতা। ইঁহারা পরস্পরের পিতা ও দেবতা। ৪২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃগণের উৎপত্তিবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

## অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ পিতৃকল্পঃ—মার্কণ্ডেয়-সনৎকুমারসংবাদে পিতৄণাং গণস্য, লোকস্য, শক্তেঃ, কন্যানাঞ্চ বর্ণনম্, পিতৄণাং প্রভাব-দর্শনায় মার্কণ্ডেয়স্য দিব্যদৃষ্টিলাভকথনঞ্চ। ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তোঽহং ভগবতা দেবদেবেন ভাস্বতা।
সনৎকুমারেণ পুনঃ পৃষ্টবান্ দেবমব্যয়ম্ ॥ ১
সন্দেহমমরশ্রেষ্ঠং ভগবন্তমরিন্দমম্।
নিবোধ তন্মে গাঙ্গেয় নিখিলং সর্ব্বমাদিতঃ ॥ ২
কিয়ন্তো বৈ পিতৃগণাঃ কস্মিংল্লোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বর্ত্তন্তে দেবপ্রবরা দেবানাং সোমবর্দ্ধনাঃ ॥ ৩

সনৎকুমার উবাচ।

সপ্তৈতে যজতাং শ্রেষ্ঠ স্বর্গে পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ।
চত্বারো মূর্ত্তিমন্তশ্চ ত্রয়স্তেষামমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৪

### অষ্টাদশ অধ্যায়।

[ পিতৃকল্প—মার্কণ্ডেয়-সনৎকুমার-সংবাদে পিতৃগণের গণ, লোক, শক্তি ও কন্যাসকলের বর্ণন এবং পিতৃগণের প্রভাব বর্ণনের জন্য মার্কণ্ডেয়ের দিব্যদৃষ্টিলাভ কথন। ]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—গঙ্গাপুত্র! তেজস্বী দেবদেব ভগবান্ সনৎকুমার এইরূপ বলিলে পর আমি কামাদিরিপুদমনকারী সুরশ্রেষ্ঠ অব্যয় ভগবান্ সনৎকুমারকে যে সকল সংশয় জানাইয়াছিলাম, সেই সকল কথা আমার নিকট আদি হইতে শ্রবণ কর। ১-২

কোন্ লোকে কতজন পিতৃগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, যাঁহারা দেবতাদেরও শ্রেষ্ঠ দেবতা ও সোমবর্দ্ধনকারী? ৩

সনৎকুমার বলিলেন—যাজকশ্রেষ্ঠ! স্বর্গে স্থিত সাত পিতৃপুরুষ স্বীকৃত হইয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন মূর্ত্তিমান এবং তিনজন অমূর্ত্তিমান (সুকাল, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপা, এই চারিজন মূর্ত্তিমান্ ইঁহাদের দিব্যশরীর। বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ্ এই তিনজন মূর্ত্তিহীন)। ৪

তেষাং লোকং বিসর্গঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ।
প্রভাবঞ্চ মহত্ত্বঞ্চ বিস্তরেণ তপোধন ॥ ৫
ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাস্তেষাং ত্রয়ো যে পরমা গণাঃ ।
তেষাং নামানি লোকাংশ্চ কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৬
লোকাঃ সনাতনা নাম যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ ।
অমূর্ত্তয়ঃ পিতৃগণাস্তে বৈ পুত্রাঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৭
বিরাজস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈরাজা ইতি বিশ্রুতাঃ ।
যজন্তি তান্ দেবগণা বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৮
এতে বৈ যোগবিভ্রষ্টা লোকান্ প্রাপ্য সনাতনান্ ।
পুনর্যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯
তে তু প্রাপ্য স্মৃতিং ভূয়ঃ সাঙ্খ্যং যোগমনুত্তমম্ ।
যান্তি যোগগতিং সিদ্ধাঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্ ॥ ১০
এতে স্যুঃ পিতরস্তাত যোগিনাং যোগবর্দ্ধনাঃ ।
আপ্যায়য়ন্তি যে পূর্ব্বং সোমং যোগবলেন চ ॥ ১১
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিনাস্তু বিশেষতঃ ।
এষ বৈ প্রথমঃ সর্গঃ সোমপানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১২

এতেষাং মানসী কন্যা মেনা নাম মহাগিরেঃ ।
পত্নী হিমবতঃ শ্রেষ্ঠা যস্যা মৈনাক উচ্যতে ॥ ১৩
মৈনাকস্য সুতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চো নাম মহাগিরিঃ ।
পর্ব্বতপ্রবরঃ পুত্রো নানারত্নসমন্বিতঃ ॥ ১৪
তিস্রঃ কন্যাস্তু মেনায়াং জনয়ামাস শৈলরাট্ ।
অপর্ণামেকপর্ণাঞ্চ তৃতীয়ামেকপাটলাম্ ॥ ১৫
তপশ্চরন্ত্যঃ সুমহদ্ দুশ্চরং দেব-দানবৈঃ ।
লোকান্ সন্তাপয়ামাসুস্তাস্তিস্রঃ স্থাণু-জঙ্গমান্ ॥১৬
আহারমেকপর্ণেন একপর্ণা সমাচরৎ ।
পাটলাপুষ্পমেকঞ্চ আদধাবেকপাটলা ॥ ১৭
একা তত্র নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যষেধয়ৎ ।
'উ' 'মা' ইতি নিষেধন্তী মাতৃস্নেহেন দুঃখিতা
সা তথোক্তা তয়া মাত্রা দেবী দুশ্চরচারিণী ।
উমেত্যেবাভবৎ খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু সুন্দরী ॥১৯
তথৈব নাম্না তেনেহ বিশ্রুতা যোগধর্ম্মিণী ।
এতৎ তু ত্রিকুমারীকং জগৎ স্থাস্যতি ভার্গব ॥ ২০

তাঁহাদের লোক, সৃষ্টি, প্রভাব ও মহত্ত্বের কথা হে তপোধন। আপনি বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করুন। ৫

ধর্ম্মময় শরীর ধারণকারী পিতৃপুরুষের তিনটি পরম গণ আছে, তাঁহাদের নাম ও লোকের কথাও বলিতেছি, তাহাও শ্রবণ কর। ৬

যে সব লোক তেজস্বী, দেহহীন ও যে সব লোকে প্রজাপতি-পুত্র পিতৃগণ বিবাস করেন, সেই সব লোক 'সনাতন' নামে খ্যাত। ৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ। বিরাজ প্রজাপতির পুত্র হওয়ায় তাঁহারা বৈরাজ নামে প্রসিদ্ধ। দেবগণ শাস্ত্রবিধানানুসারে এই পিতৃগণের পূজা করিয়া থাকেন। ৮

এই সকল যোগভ্রষ্ট পিতৃগণ সনাতনলোক প্রাপ্ত হইয়াও সহস্রযুগের শেষে পুনর্বার ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ৯

তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিলাভ করিয়া পরম উত্তম সাংখ্য-যোগের অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হইয়া পুনরাবৃত্তিশূন্য যোগগতি লাভ করেন। ১০

যাঁহারা পূর্ব্বে যোগবলে সোমকে আপ্যায়িত (পুষ্ট) করিতেন, তাঁহারাই যোগীদের যোগের বর্দ্ধনকারী হন। ১১

এইজন্য এই যোগীদিগের বিশেষভাবে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। 'সোমপা' নামক পিতৃগণের ইহাই প্রথম সর্গ। ১২

ইঁহাদের মানসী কন্যা হইলেন মেনা। তিনি মহাপর্বত হিমালয়ের শ্রেষ্ঠা পত্নী, যাঁহার পুত্রের নাম মৈনাক। ১৩

শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চ মহাপর্ব্বত মৈনাকের পুত্র। ঐ ক্রৌঞ্চপর্ব্বত শ্রেষ্ঠ ও নানারত্নসমন্বিত। ১৪

পর্ব্বতরাজ হিমালয় মেনার গর্ভে তিনটি কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ তিনটি কন্যা হইল—অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা। ১৫

এই তিনটি কন্যা দেব-দানবের দুষ্কর কঠোর তপস্যা করিয়া স্থাবর-জঙ্গম সকল লোককে সন্তপ্ত করিয়াছিলেন। ১৬

ঐ সময় একপর্ণা একটি পত্রের দ্বারা আহার নির্বাহ করিতেন এবং একপাটলা একটি পাটলা (তাম্রপুষ্পী) পুষ্প ভোজনের জন্য গ্রহণ করিতেন। ১৭

একজন কন্যা প্রায় আহারহীনা হইয়া থাকায় মাতা মেনা নিষেধ করিয়াছিলেন—মাতৃস্নেহবশতঃ দুঃখিতা হইয়া নিষেধ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—উ, মা, উ-ওরে, মা-এমন করিস্ না। ১৮

দুশ্চর তপস্যাকারিণী দেবীকে মাতা এইরূপ বলায় ঐ সুন্দরী কন্যা 'উমা' নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইলেন। ১৯

যোগধর্ম্মবতী ঐ কন্যা সেই নামের দ্বারা এই সংসারে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ভার্গব। এই তিন জন কুমারীর দ্বারা এই জগৎ স্থিতি লাভ করিবে। ২০

তপঃশরীরাস্তাঃ সর্ব্বাস্তিস্রো যোগবলান্বিতাঃ ।
সর্ব্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্ব্বাশ্চৈবোর্দ্ধরেতসঃ ॥ ২১
উমা তাসাং বরিষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ বরবর্ণিনী ।
মহাযোগবলোপেতা মহাদেবমুপস্থিতা ॥ ২২
অসিতস্যৈকপর্ণা তু দেবলস্য মহাত্মনঃ ।
পত্নী দত্তা মহাব্রহ্মন্ যোগাচার্য্যায় ধীমতে ॥ ২৩
জৈগীষব্যায় তু তথা বিদ্ধি তামেকপাটলাম্ ।
এতে চাপি মহাভাগে যোগাচার্য্যাবুপস্থিতে ॥ ২৪
লোকাঃ সোমপদা নাম মরীচের্যত্র বৈ সুতাঃ ।
পিতরো যত্র বর্ত্তন্তে দেবাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত ॥ ২৫
অগ্নিষ্বাত্তা ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্ব এবামিতৌজসঃ ।
এতেষাং মানসী কন্যা অচ্ছোদা নাম নিম্নগা ॥ ২৬
অচ্ছোদং নাম বিখ্যাতং সরো যস্যাঃ সমুত্থিতম্ ।
তয়া ন দৃষ্টপূর্ব্বাস্তে পিতরস্তু কদাচন ॥ ২৭
অপ্যমূর্ত্তানথ পিতৄন্ সা দদর্শ শুচিস্মিতা ।
সম্ভূতা মনসা তেষাং পিতৄন্ স্বান্ নাভিজানতী ॥ ২৮
ব্রীড়িতা তেন দুঃখেন বভূব স্মরবর্ণিনী ।
সা দৃষ্ট্বা পিতরং বব্রে বসুং নামান্তরিক্ষগম্ ॥ ২৯
অমাবসুরিতি খ্যাতমায়োঃ পুত্রং যশস্বিনম্ ।
অদ্রিকাপ্সরসা যুক্তং বিমানেঽধিষ্ঠিতং দিবি ॥ ৩০
সা তেন ব্যভিচারেণ মনসঃ কামরূপিণী ।
পিতরং প্রার্থয়িত্বান্যং যোগভ্রষ্টা পপাত হ ॥ ৩১
ত্রীণ্যপশ্যদ্ বিমানানি পতমানা দিবশ্চ্যুতা ।
ত্রসরেণুপ্রমাণানি সাপশ্যৎ তেষু তান্ পিতৄন্ ॥ ৩২
সুসূক্ষ্মানপরিব্যক্তানগ্নীনগ্নিষ্বিবাহিতান্
ত্রায়ধ্বমিত্যুবাচার্ত্তা পতন্তী তানবাক্‌শিরাঃ ॥ ৩৩
তৈরুক্তা সা তু মা ভৈষীরিতি ব্যোম্নি ব্যবস্থিতা ।
ততঃ প্রসাদয়ামাস তান্ পিতৄন্ দীনয়া গিরা ॥ ৩৪
ঊচুস্তে পিতরঃ কন্যাং ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যাং ব্যতিক্রমাৎ ।
ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যা স্বদোষেণ পতসি ত্বং শুচিস্মিতে ॥ ৩৫
যৈঃ ক্রিয়ন্তে হি কর্ম্মাণি শরীরৈর্দিবি দৈবতৈঃ ।
তৈরেব তৎকর্ম্মফলং প্রাপ্নুবন্তীহ দেবতাঃ ॥ ৩৬

---

এই তিনটি কন্যাই তপস্যারূপ শরীরযুক্তা ও যোগবলবিশিষ্টা, ইঁহারা তিনজনই ব্রহ্মবাদিনী ও ব্রহ্মচারিণী । ২১

তাঁহাদের মধ্যে উমা জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা ও সুন্দরী । মহাযোগবলান্বিতা ঐ কন্যা মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন । ২২

মহাব্রহ্মন্ ! যোগাচার্য্য ধীমান্ মহাত্মা অসিতদেবলের পত্নীরূপে একপর্ণা প্রদত্তা হইলেন । ২৩

একপাটলাকে জৈগীষব্যের হস্তে প্রদান করা হইল জানিবে । ঐ দুই ভাগ্যবতী কন্যাও যোগাচার্য্যদ্বয়ের নিকটেই রহিলেন । ২৪

পিতৃগণের জন্য 'সোমপদ' নামক লোক আছে । যেখানে মরীচির পুত্রগণ পিতৃগণ হইয়া নিবাস করেন । তাঁহাদিগকে দেবতাগণ সম্মানিত করিয়া থাকেন । ২৫

ঐ সকল অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন পিতৃগণ 'অগ্নিষ্বাত্তা' নামে খ্যাত । ইঁহাদের মানসী কন্যা অচ্ছোদানাম্নী নদী । ২৬

তাহা হইতে অচ্ছোদনামক সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে । ঐ কন্যা পূর্ব্বে কখনও এই পিতৃগণকে দর্শন করেন নাই । ২৭

শুচিস্মিতা ঐ কন্যা অমূর্ত্ত পিতৃগণকে দর্শন করিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহারা তাঁহার পিতা ও তিনি তাঁহাদের মানস-কন্যা । ২৮

সুন্দরী অচ্ছোদা এই দুঃখে অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন এবং অন্তরিক্ষগামী আয়ুপুত্র যশস্বী অমাবসু নামে খ্যাত অদ্রিকানাম্নী অপ্সরার সহিত বিমানে উপবিষ্ট বসুকে পিতা বলিয়া বরণ করিলেন । ২৯-৩০

কামরূপিণী অচ্ছোদা অন্যকে পিতা বলিয়া স্বীকাররূপ মানস ব্যভিচারের জন্য যোগভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন । ৩১

স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইবার সময় অচ্ছোদা ত্রসরেণু পরিমাণ তিনটি বিমান দেখিতে পাইলেন । ঐ বিমানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্পষ্টভাবে দর্শনের অযোগ্য, অগ্নিনিহিত অগ্নির মত উদ্দীপ্ত পিতৃগণকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন । অধোমস্তকে নীচে পতিত হইতে হইতে দুঃখিতা অচ্ছোদা তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমাকে রক্ষা করুন । ৩২-৩৩

তখন পিতৃগণ বলিলেন—ভয় করিও না । এইরূপ বলা মাত্রই তিনি আকাশে অবস্থিত রহিলেন এবং দীন বাক্যে পিতৃগণকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ।৩৪

ব্যতিক্রমের জন্য নিজ কন্যাকে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্টা দেখিয়া পিতৃগণ বলিলেন,—শুচিস্মিতে ! তুমি নিজের দোষেই ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছ । ৩৫

স্বর্গস্থিত দেবতাগণ শরীরের দ্বারা যেরূপ কর্ম্ম করেন,

সদ্যঃ ফলন্তি কর্ম্মাণি দেবত্বে প্রেত্য মানুষে ।
তস্মাৎ ত্বং তপসঃ পুত্রি প্রেত্যেদং প্রাপ্স্যসে ফলম্ ॥ ৩৭
ইত্যুক্তা পিতৃভিঃ সা তু পিতৄন্ প্রাসাদয়ৎ স্বকান্ ।
ধ্যাত্বা প্রসাদং তে চক্রুস্তস্যাঃ সর্ব্বেঽনুকম্পয়া ॥ ৩৮
অবশ্যং ভাবিনং জ্ঞাত্বা তেঽর্থমূচুস্ততস্তু তাম্ ।
অস্য রাজ্ঞো বসোঃ কন্যা ত্বমপত্যং ভবিষ্যসি ॥ ৩৯
উৎপন্নস্য পৃথিব্যাং তু মানুষেষু মহাত্মনঃ
কন্যা চ ভূত্বা লোকান্ স্বান্
পুনঃ প্রাপ্স্যসি দুর্লভান্ ॥ ৪০
পরাশরস্য দায়াদং ত্বং পুত্রং জনয়িষ্যসি ।
স বেদমেকং ব্রহ্মর্ষিশ্চতুর্ধা বিভজিষ্যতি ॥ ৪১
মহাভিষস্য পুত্রৌ দ্বৌ শন্তনোঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনৌ ।
বিচিত্রবীর্য্যং ধর্ম্মজ্ঞং তথা চিত্রাঙ্গদং শুভম্ ॥ ৪২
এতানুৎপাদ্য পুত্রাংস্ত্বং পুনর্লোকানবাপ্স্যসি ।
ব্যতিক্রমাৎ পিতৄণাঞ্চ জন্ম প্রাপ্স্যসি কুৎসিতম্ ॥ ৪৩

অস্যৈব রাজ্ঞঃ কন্যা ত্বমদ্রিকায়াং ভবিষ্যসি ।
অষ্টাবিংশে ভবিত্রী ত্বং দ্বাপরে মৎস্যযোনিজা ॥ ৪৪
এবমুক্তা তু দাশেয়ী জাতা সত্যবতী তদা ।
মৎস্যযোনৌ সমুৎপন্না রাজ্ঞস্তস্য বসোঃ সুতা ॥ ৪৫
বৈভ্রাজা নাম তে লোকা দিবি সন্তি সুদর্শনাঃ ।
যত্র বর্হিষদো নাম পিতরো দিবি বিশ্রুতাঃ ॥ ৪৬
তান্ বৈ দেবগণাঃ সর্ব্বে যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ
নাগাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ ভাবয়ন্ত্যমিতৌজসঃ ॥ ৪৭
এতে পুত্রা মহাত্মানঃ পুলস্ত্যস্য প্রজাপতেঃ ।
মহাত্মনো মহাভাগাস্তেজোযুক্তাস্তপস্বিনঃ ॥ ৪৮
এতেষাং মানসী কন্যা পীবরী নাম বিশ্রুতা ।
যোগা চ যোগপত্নী চ যোগিমাতা তথৈব চ ॥ ৪৯
ভবিত্রী দ্বাপরং প্রাপ্য যুগং ধর্ম্মভৃতাং বরা ।
পরাশরকুলোদ্ভূতঃ শুকো নাম মহাতপাঃ ॥ ৫০
ভবিষ্যতি যুগে তস্মিন্ মহাযোগী দ্বিজর্ষভঃ ।
ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৫১

---

সেই কর্ম্মের ফল শরীর ধারণ করিয়াই দেবতাগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৬

দেবলোকে কর্মসমূহ সদ্যই ফল দান করে। মনুষ্যলোকে কৃত কর্ম পরলোকে ফলদান করে। পুত্রি! তুমি মৃত্যুর পর স্বীয় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইবে। ৩৭

পিতৃগণ এই রূপ বলিলে পর তিনি নিজ পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিয়া বলিলেন। ৩

অবশ্যম্ভাবী কার্য্য জানিয়া তাঁহারা বলিলেন—যখন এই মহাত্মা বসু মনুষ্যলোকে পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তুমি এই রাজার কন্যা হইবে। তাহার পর তুমি দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হইবে। ৩৯-৪০

তুমি পরাশর ঋষির বংশধর পুত্র উৎপন্ন করিবে। সেই ব্রহ্মর্ষি অখণ্ড বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবেন। তুমি মহাভিষ সন্তান শন্তনু রাজার কীর্তিবর্ধনকারী ধর্মজ্ঞ বিচিত্রবীর্য্য ও কল্যাণময় চিত্রাঙ্গদের জননী হইবে। ৪১-৪২

এই পুত্রগণকে উৎপন্ন করিয়া পুনর্বার তুমি বাঞ্ছিত লোক প্রাপ্ত হইবে। পিতৃগণের ব্যতিক্রমের জন্য তুমি কুৎসিত জন্ম প্রাপ্ত হইবে। ৪৩

এই রাজার ঔরসে অদ্রিকার গর্ভে কন্যা হইবে। অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগে তুমি মৎস্য-যোনি হইতে উৎপন্ন হইবে। ৪৪

পিতৃগণ এইরূপ বলিলে পর রাজা বসুর কন্যা মৎস্য-যোনিতে উৎপন্ন হইল। তখন সে দাশেয়ী সত্যবতী নামে পরিচিত হইল। ৪৫

স্বর্গে বৈভ্রাজ নামক সুদৃশ্য সেই লোক আছে, যেখানে স্বর্লোকবিখ্যাত বর্হিষদ্ নামক পিতৃগণ নিবাস করেন। ৪৬

অমিততেজস্বী দেবগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ, সর্প ও সুপর্ণগণ এই পিতৃগণকে সম্মানিত করিয়া থাকেন। ৪৭

এই পিতৃগণ মহাভাগ্যবান্, তেজস্বী তপস্বী ও মহাত্মা। ইঁহারা মহাত্মা পুলস্ত্যপ্রজাপতির পুত্র। ৪৮

ইঁহাদের মানসী কন্যা পীবরী নামে বিখ্যাত। এই পীবরী নিজে যোগিনী, যোগীর পত্নী ও যোগীর মাতা। ধার্মিকশ্রেষ্ঠা এই পীবরী দ্বাপর যুগে জন্মগ্রহণ করিবে। তখন পরাশরবংশ-সম্ভূত মহাতপস্বী শুক ব্যাসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ শুক মহাযোগী, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও অরণি-সম্ভূত ধূমহীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইবেন। ৪৯-৫১

স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং পীবর্য্যাং জনয়িষ্যতি।
কন্যাং পুত্রাংশ্চ চতুরো যোগাচার্য্যান্ মহাবলান্ ॥৫২
কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং কৃত্বীং কন্যাং তথৈব চ।
ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষীং ত্বণুহস্য চ ॥ ৫৩
এতানুৎপাদ্য ধর্ম্মাত্মা যোগাচার্য্যান্ মহাব্রতান্।
শ্রুত্বা স্বজনকাদ্ ধর্ম্মান্ ব্যাসাদমিতবুদ্ধিমান্ ॥ ৫৪
মহাযোগী ততো গন্তাপুনরাবৃত্তিনীং গতিম্।
যৎ তৎ পদমহৃষিতমব্যয়ং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৫৫
অমূর্ত্তিমন্তঃ পিতরো ধর্ম্মমূর্ত্তিধরা মুনে।
কথা যত্রেয়মুৎপন্না বৃষ্ণ্যন্ধককুলাশ্রয়া ॥ ৫৬
সুকালা নাম পিতরো বশিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ।
নিবৃতা দিবি লোকেষু জ্যোতির্ভাসিষু ভাস্বরাঃ ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেষু দ্বিজাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত ॥৫৭
তেষাং বৈ মানসী কন্যা গৌর্নাম্না দিবি বিশ্রুতা।
তথৈব বংশে যা দত্তা শুকস্য মহিষী প্রিয়া ॥
একশৃঙ্গেতি বিখ্যাতা সাধ্যানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী ॥৫৮
মরীচিগর্ভাংস্তাঁল্লোকান্ সমাশ্রিত্য ব্যবস্থিতাঃ।
যে ত্বথাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ সাধ্যৈঃ সংবর্দ্ধিতা পুরা ॥ ৫৯
তান্ ক্ষত্রিয়গণাস্তাত ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ
তেষাং তু মানসী কন্যা যশোদা নাম বিশ্রুতা ॥ ৬০
পত্নী সা বিশ্বমহতঃ স্নুষা বৈ বৃদ্ধশর্ম্মণঃ।
রাজর্ষের্জননী চাপি দিলীপস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬১
তস্য যজ্ঞে পুরা গীতা গাথা প্রীতৈর্মহর্ষিভিঃ।
তথা দেবযুগে তাত বাজিমেধে মহামখে ॥ ৬২
অগ্নের্জন্ম তথা শ্রুত্বা শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
দিলীপং যজমানং যে পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ ॥
সত্যবন্তং মহাত্মানং তেঽপি স্বর্গজিতো নরাঃ ॥৬৩
সুস্বধা নাম পিতরঃ কর্দমস্য প্রজাপতেঃ।
সমুৎপন্নাস্তু পুলহাস্যহাত্মনো দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ৬৪
লোকেষু দিবি বর্ত্তন্তে কামগেষু বিহঙ্গমাঃ।
তাংশ্চ বৈশ্যগণাস্তাত ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ ॥৬৫
তেষাং বৈ মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা।
যযাতের্জননী ব্রহ্মন্ মহিষী নহুষস্য চ ॥ ৬৬

---

তিনি পিতৃগণের কন্যা এই পীবরীর গর্ভে একটি কন্যা উৎপন্ন করিবেন। ঐ কন্যা ব্রহ্মদত্তের জননী ও অণুহের পত্নী হইবে। তিনি পীবরীর গর্ভে যোগাচার্য্য মহাবলবান্ কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামক চারিটি পুত্র উৎপন্ন করিবেন। ৫২-৫৩

ঐ ধর্ম্মাত্মা শুক মহাব্রতধারী যোগাচার্য্য চারিটি পুত্র উৎপাদন করিয়া নিজ জনক ব্যাসের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবেন। অনন্তর অমিতবুদ্ধি মহাযোগী শুক পুনরাবৃত্তিহীন গতি প্রাপ্ত হইবেন। ঐ গতিই শাশ্বত ব্রহ্মপদ। উহা উদ্বেগরহিত ও বিনশ্বর। ৫৪-৫৫

মুনিবর! অমূর্ত্তিমান্ পিতৃগণ ধর্ম্মরূপ শরীরধারণকারী; যাঁহাদেরকে আশ্রয় করিয়াই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশসম্বন্ধী কথা প্রবৃত্ত হইয়াছে। ৫৬

সুকালা নামক পিতৃগণ প্রজাপতি বশিষ্ঠের পুত্র। তাঁহারা স্বর্গে জ্যোতির্ময় স্থানে দীপ্তিমান্ হইয়া অবস্থিত আছেন। ঐ স্থান সকল প্রকার কাম্য-বস্তু সমৃদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া থাকেন। ৫৭

এই পিতৃগণের মানসী কন্যা স্বর্গে গো নামে বিখ্যাত। এই কন্যা তোমার বংশে প্রদত্তা। সে শুকের প্রিয়া ভার্য্যা। সাধ্যগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারিণী এই কন্যা একশৃঙ্গানামে প্রসিদ্ধ। ৫৮

প্রথমে যাঁহারা সাধ্যগণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সেই অঙ্গিরাপুত্র আঙ্গিরস পিতৃগণ সূর্য্যকরোজ্জ্বল লোককে আশ্রয় করিয়া আছেন। ৫৯

তাত! ফলার্থী ক্ষত্রিয়গণ আঙ্গিরস পিতৃগণকে সম্মানিত করেন। তাঁহাদের মানসী কন্যা যশোদানামে বিখ্যাত। ৬০

যে বিশ্বমহানের পত্নী ও বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ এবং মহাত্মা রাজর্ষি দিলীপের মাতা। ৬১

তাত! সেই দেবযুগে দিলীপের অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে মহর্ষিগণ প্রসন্ন হইয়া 'গাথা' গান করিয়াছিলেন। ৬২

যে সকল ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে শাণ্ডিল্য-গোত্রোৎপন্ন মহাত্মা অগ্নির জন্মকথা শ্রবণ করিয়া সত্যবাদী মহাত্মা দিলীপকে যজ্ঞ করিতে দেখিবে, তাহারা স্বর্গকে জয় করে। ৬৩

সুস্বধানামক পিতৃগণ কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাত্মা এই পিতৃগণ পুলহ হইতে উৎপন্ন। ৬৪

তাত! ইঁহারা সর্ব্বদা আকাশে ভ্রমণ করিতে থাকিলেও স্বর্গে ইচ্ছাপূর্ত্তিকারী লোকে বাস করেন। ফলার্থী বৈশ্যগণ ইঁহাদিগকে সম্মানিত করেন ॥৬৫

তাঁহাদের মানসী কন্যা বিরজানামে বিখ্যাত। ব্রহ্মন্! এই কন্যা যযাতির জননী ও নহুষের মহিষী। ৬৬

অত্র এতে গণাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্থং তু নিবোধ মে ।
উৎপন্না যে স্বধায়াং তে সোমপা বৈ কবেঃ সুতাঃ ॥
হিরণ্যগর্ভস্য সুতাঃ শূদ্রাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত ॥ ৬৭
মানসা নাম তে লোকা যত্র তিষ্ঠন্তি তে দিবি ।
তেষাং বৈ মানসী কন্যা নর্মদা সরিতাং বরা ॥ ৬৮
যা ভাবয়তি ভূতানি দক্ষিণাপথগামিনী
পুরুকুৎসস্য যা পত্নী ত্রসদস্যোর্জননাপি ॥ ৬৯
তেষামথাভ্যুপগমান্মনুস্তাত যুগে যুগে ।
প্রবর্ত্তয়তি শ্রাদ্ধানি নষ্টে ধর্ম্মে প্রজাপতিঃ ॥ ৭০
পিতৄণামাদিসর্গেণ সর্ব্বেষাং দ্বিজসত্তম ।
তস্মাদেনং স্বধর্ম্মেণ শ্রাদ্ধদেবং বদন্তি বৈ ॥ ৭১
সর্ব্বেষাং রাজতং পাত্রমথ বা রজতান্বিতম্ ।
দত্তং স্বধাং পুরোধায় শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৄন্ ॥ ৭২
সোমস্যাপ্যায়নং কৃত্বা অগ্নের্বৈবস্বতস্য চ ।
উদগায়নমপ্যগ্নাবগ্ন্যভাবেঽপ্সু বা পুনঃ ॥ ৭৩
পিতৄন্ প্রীণাতি যো ভক্ত্যা পিতরঃ প্রীণয়ন্তি তম্ ।
যচ্ছন্তি পিতরঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চ বিপুলাস্তথা ॥ ৭৪
স্বর্গমারোগ্যমেবাথ যদন্যদপি চেপ্সিতম্
দেবকার্য্যাদপি মুনে পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে ॥ ৭৫
দেবতানাং হি পিতরঃ পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্
শীঘ্রপ্রসাদা হ্যক্রোধা লোকস্যাপ্যায়নং পরম্ ॥ ৭৬
স্থিরপ্রসাদাশ্চ সদা তান্ নমস্যস্ব ভার্গব ।
পিতৃভক্তোঽসি বিপ্রর্ষে মদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭৭
শ্রেয়স্তেঽদ্য বিধাস্যামি প্রত্যক্ষং কুরু তৎ স্বয়ম্
দিব্যং চক্ষুঃ সবিজ্ঞানং প্রদিশামি চ তেঽনঘ ॥ ৭৮
গতিমেতামপ্রমত্তো মার্কণ্ডেয় নিশাময় ।
নহি যোগগতির্দিব্যা পিতৄণাঞ্চ পরা গতিঃ ॥ ৭৯
মদ্বিধেনাপি বিজ্ঞেয়া দৃশ্যতে মাংসচক্ষুষা
স এবমুক্ত্বা দেবেশো মামুপস্থিতসংশ্রয়ঃ ॥ ৮০
চক্ষুর্দত্ত্বা সবিজ্ঞানং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
জগাম গতিমিষ্টাং বৈ দ্বিতীয়োঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৮১

---

এইভাবে পিতৃপুরুষের তিনটি গণের কথা বলিলাম। এখন চতুর্থগণের কথা শ্রবণ কর। ইঁহারা সোমপ নামে প্রসিদ্ধ। কবির পুত্র এই পিতৃগণ স্বধাতে উৎপন্ন। হিরণ্যগর্ভের এই পুত্রগণকে শূদ্রগণ সম্মানিত করেন। ৬৭

স্বর্গে যেখানে তাঁহারা বাস করেন, সেই স্থানকে 'মানস-লোক' বলা হয়। তাঁহাদের মানসী কন্যা নদীশ্রেষ্ঠা নর্মদা। ৬৮

দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা ঐ নদী সকল প্রাণীকে পবিত্র করিতেছে। ঐ কন্যা পুরুকুৎসের ভার্য্যা ও ত্রসদস্যুর জননী। ৬৯

তাত! প্রজাপতি মনু ধর্ম নষ্ট হইয়া গেলে প্রত্যেক যুগের প্রারম্ভে এই পিতৃগণকে পূজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া শ্রাদ্ধ-ধর্মের প্রবর্তন করিয়া থাকেন। ৭০

দ্বিজসত্তম! এই সকল সাতপ্রকারের পিতৃগণের আদিতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য এবং স্বধর্ম প্রবর্তনের জন্য মনুকে শ্রাদ্ধদেব বলা হয়। ৭১

এই সকল পিতৃগণের রজত পাত্র কিংবা রজতযুক্ত পাত্র ও স্বধা উচ্চারণ পূর্বক প্রদত্ত শ্রাদ্ধ পরম প্রীতির কারণ হয়। ৭২

যে ব্যক্তি সোম, অগ্নি ও বৈবস্বত যমের আপ্যায়ন করিয়া অগ্নিতে উদগায়ন করে, অথবা অগ্নির অভাবে জলে উদগায়ন করিয়া ভক্তিভাবে পিতৃগণকে তৃপ্ত করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাহাকে বহু সন্তান, পুষ্টি, স্বর্গ, আরোগ্য ও অন্যান্য সকল প্রকার অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। মুনিবর! পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৭৩-৭৫

দেবতাগণ অপেক্ষা পিতৃগণ পূর্বেই আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলকে আপ্যায়িত করেন। ৭৬

ভার্গব! পিতৃগণের প্রসন্নতা স্থির থাকে, এইজন্য তাঁহাদিগকে সর্বদা প্রণাম কর। বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত ও বিশেষভাবে আমার ভক্ত। ৭৭

নিষ্পাপ! আজ আমি তোমার কল্যাণ বিধান করিব। তুমি তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ কর। আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহিত দিব্য চক্ষু দান করিতেছি। ৭৮

মার্কণ্ডেয়! শ্রাদ্ধকারী যে গতিলাভ করে, সেই গতি অবহিতভাবে দর্শন কর। তোমার মত সিদ্ধপুরুষও চর্মচক্ষুর দ্বারা যোগীদের দিব্যগতি ও পিতৃগণের পরমগতি দেখিতে পায় না। এইরূপ বলিয়া দেবেশ সনৎকুমার সন্নিহিত আমাকে দেবদুর্লভ বিজ্ঞানসহিত চক্ষু দান করিয়া দ্বিতীয় অগ্নির সমান

তদ্বিবোধ কুরুশ্রেষ্ঠ যন্ময়াসীদ্বিশ্রামিতম্।
প্রসাদাৎ তস্য দেবস্য দুর্জ্ঞেয়ং ভুবি মানুষৈঃ ॥৮২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
পিতৃকল্পে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

দীপ্তিমান্ হইয়া নিজের অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন। ৭১-৮১ কুরুশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম! আমি সনৎকুমার দেবের প্রসাদে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা ইহা সর্ব্বথা দুর্জ্ঞেয়। ৮২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃকল্পবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ পিতৃকল্পঃ—ভরদ্বাজস্য পুত্রাণাং বৃত্তান্তকথনম্, যোগভ্রষ্ট-পুরুষাণাং গতিঃ, যোগসিদ্ধেরধিকারি-পুরুষাণাং লক্ষণম্, মার্কণ্ডেয়-সনৎকুমারয়োঃ সংবাদস্য সমাপ্তিশ্চ। ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আসন্ পূর্ব্বযুগে তাত ভরদ্বাজাত্মজা দ্বিজাঃ।
যোগধর্ম্মমনুপ্রাপ্য ভ্রষ্টা দুশ্চরিতেন বৈ ॥ ১

অপত্যংসমনুপ্রাপ্তা যোগধর্ম্মাপচারিণঃ।
মহতঃ সরসঃ পারে মানসস্য বিসজ্জিতাঃ ॥ ২

তদেবার্থমনুধ্যায়ন্তো নষ্টমস্মৃ ব মোহিতাঃ।
অপ্রাপ্য যোগং তে সর্ব্বে সংযুক্তাঃ কালধর্ম্মণা ॥৩

ততস্তে যোগবিভ্রষ্টা দেবেষু সুচিরোষিতাঃ।
জাতাঃ কৌশিকদায়াদাঃ কুরুক্ষেত্রে নরর্ষভাঃ ॥৪

হিংসয়া বিচরিষ্যন্তো ধর্ম্মঃ পিতৃকৃতেন বৈ।
ততস্তে পুনরাজ্জাতিং ভ্রষ্টাঃ প্রাপ্স্যন্তি কুৎসিতাম্ ॥ ৫

তেষাং পিতৃপ্রসাদেন পূর্ব্বজাতিকৃতেন বৈ।
স্মৃতিরুৎপৎস্যতে প্রাপ্য তাং
তাং জাতিং জুগুপ্সিতাম্ ॥৬

তে ধর্ম্মচারিণো নিত্যং ভবিষ্যন্তি সমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং প্রতিলপ্স্যন্তি ততো ভূয়ঃ স্বকর্ম্মণা ॥ ৭

ততশ্চ যোগং প্রাপ্স্যন্তি পূর্ব্বজাতিকৃতং পুনঃ।
ভূয়ঃ সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তাঃ স্থানং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতম্ ॥ ৮

এবং ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্ভবিষ্যতি পুনঃ পুনঃ।
যোগধর্ম্মে চ নিরতাং প্রাপ্স্যসে বুদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৯

যোগো হি দুর্লভং নিত্যমল্পপ্রজ্ঞৈঃ কদাচন।
লব্ধ্বাপি নাশয়ন্ত্যেনং ব্যসনৈঃ কটুভাষিতাঃ।
অধর্ম্মেষেব বর্ত্তন্তে প্রার্দয়ন্তে গুরূনপি ॥১০

## একোনবিংশ অধ্যায়।

[ পিতৃকল্প—ভরদ্বাজের পুত্রগণের বৃত্তান্তকথন, যোগভ্রষ্ট পুরুষগণের গতি, যোগসিদ্ধির অধিকারী পুরুষগণের লক্ষণ এবং মার্কণ্ডেয় সনৎকুমারের সংবাদের সমাপ্তি। ]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তাত! পূর্ব্বযুগে ভরদ্বাজ ঋষির বহু পুত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া দুরাচারপরায়ণ হওয়ায় ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। ১

যোগ ধর্ম্মের অপব্যবহারকারী ভ্রষ্ট ঐ ব্রাহ্মণগণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বিশাল মানসসরোবরের তীরে পতিত হইলেন। তাঁহারা সেই নিমজ্জমান ব্যক্তির মত মোহগ্রস্ত হইয়া যোগধর্ম বিচার করিতে করিতে যোগের রহস্য না বুঝিয়াই কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। ২-৩

যাঁহারা দীর্ঘকাল দেবতাগণের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ যোগভ্রষ্ট হইয়া কুরুক্ষেত্রে কৌশিকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৪

পিতৃগণের জন্য ধর্ম (শ্রাদ্ধ)-পালনের উদ্দেশ্যে হিংসাবিহার করিলে হিংসারূপ পাপের ফলে তাহারা কুৎসিত-যোনি প্রাপ্ত হইবে। ৫

কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত পিতৃপ্রসাদের দ্বারা সেই সেই কুৎসিত যোনিতেও তাহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকিবে। ৬

তখন তাহারা সর্ব্বদা ধর্মাচারপালনকারী হইয়া সাবধানে থাকিবে এবং নিজকর্মের দ্বারা পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ঐ জন্মে তাহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বজন্মের যোগ প্রাপ্ত হইবে এবং সিদ্ধি লাভ করিয়া শাশ্বত স্থান লাভ করিবে। ৭-৮

এইভাবে তোমার বুদ্ধিও পুনঃ পুনঃ ধর্মে সংলগ্ন থাকিবে এবং যোগধর্মবিষয়ে উত্তম জ্ঞান অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। ৯

এই যোগ অল্পবুদ্ধি মানবের সর্বদা দুর্লভ। দুর্লভ যোগ প্রাপ্ত হইলেও বৃথা মদিরাদ্যুতক্রীড়াদি ব্যসনের দ্বারা পাতিত্য প্রাপ্ত হইয়া অল্পবুদ্ধি মানব যোগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। তাহারা অধর্মেই প্রবৃত্ত হয় এবং গুরুজনগণকে কষ্ট দিতে থাকে। ১০

যাচন্তে ন স্বধাচ্যানি রক্ষন্তি শরণাগতান্ ।
নাবজানন্তি কৃপণান্ নাস্তন্তে ন ধনোন্মদা ॥ ১১
যুক্তাহারবিহারাশ্চ যুক্তচেষ্টাঃ স্বকর্ম্মসু ।
ধ্যানাধ্যয়নযুক্তাংশ্চ ন নষ্টানুশবেষিণঃ ॥ ১২
নোপভোগরতা নিত্যং ন মাংসমধুভক্ষণাঃ ।
ন চ কামপরা নিত্যং ন বিপ্রাসেবিনস্তথা ॥ ১৩
নানার্য্যসংকথাসক্তা নালস্যোপহতাস্তথা ।
নাত্যন্তমানসংসক্তা গোষ্ঠীষু নিরতাস্তথা ॥ ১৪
প্রাপ্নুবন্তি নরা যোগং যোগো বৈ দুর্লভো ভুবি ।
প্রশান্তাশ্চ জিতক্রোধা মানাহঙ্কারবর্জিতাঃ ॥ ১৫
কল্যাণভাজনং যে তু তে ভবন্তি যতব্রতাঃ ।
এবংবিধাস্তু তে তাত ব্রাহ্মণ হ্যভবংস্তদা ॥ ১৬
স্মরন্তি হ্যাত্মনো দোষং প্রমাদকৃতমেব তু ।
ধ্যানাধ্যয়নযুক্তাশ্চ শান্তে বর্ত্মনি সংস্থিতা ॥ ১৭
যোগধর্ম্মাদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞ ন ধর্ম্মোঽস্তি বিশেষবান্ ।
বরিষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং তমেবাচর ভার্গব ॥ ১৮
কালস্য পরিণামেন লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
তৎপরঃ প্রযতঃ শ্রাদ্ধী যোগধর্ম্মমবাপ্স্যসি ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
অষ্টাদশৈব বর্ষাণি হ্যেকাহমিব মেঽভবৎ ॥ ২০
উপাসতস্তং দেবেশং বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব মে ।
প্রসাদাৎ তস্য দেবস্য ন গ্লানিরভবৎ তদা ॥ ২১
ন ক্ষুৎ-পিপাসে কালং বা জানামি স্ম তদানঘ ।
পশ্চাচ্ছিষ্যসকাশাৎ তু কালঃ সংবিদিতো ময়া ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
পিতৃকল্পে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

যাহারা অযাচ্যের নিকট যাচ্ঞা করে না, শরণাগতকে রক্ষা করে, দীনজনকে অবজ্ঞা করে না, ধনগর্বে মত্ত হয় না, শাস্ত্রানুসারে আহার-বিহার করে, স্বীয় কার্য্যে সদা সচেষ্ট থাকে, ঈশ্বরের ধ্যান ও বেদ পাঠাদিতে সদা নিরত, নষ্ট বস্তুর জন্য অনুশোচনা করে না, সর্বদা ভোগপরায়ণ থাকে না, মাংস মধু ভক্ষণ করে না, যথেচ্ছাচার করে না, ব্রাহ্মণের সেবায় পরাঙ্মুখ নয়, অনার্য্যকথায় সংসক্ত নয়, যাহারা আলস্যের দ্বারা উপহত নয়, যাহারা অতিশয় অভিমানযুক্ত নয়, গোষ্ঠীতে সমান রুচি-সম্পন্ন-শাস্ত্রচিন্তকদের সভায় বা শাস্ত্রানুসারে আলোচনায় নিরত, যাহারা প্রশান্তচিত্ত, জিতক্রোধ এবং মান-অহঙ্কারশূন্য, সেইরূপ মনুষ্যগণই যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই যোগ পৃথিবীতে দুর্লভ । ১১-১৫

যাহারা কল্যাণভাজন হইবে, তাহারাই সংযতসহকারে ব্রত-পালনকারী হয় । তাত । তাহারাই এইরূপ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে । ১৬

তাহারা স্বীয় প্রমাদ-কৃত দোষকে স্মরণ করে এবং ধ্যান ও অধ্যয়নে সংলগ্ন থাকিয়া শান্তপথে অবস্থান করে । ১৭

ধর্মজ্ঞ ! ভার্গব ! যোগধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই । এই ধর্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ । তুমি এই ধর্মের আচরণ কর । ১৮

তুমি শ্রদ্ধাবান্, প্রযত্নশীল, জিতেন্দ্রিয় ও মিতাহার হইয়া যোগধর্ম পালন করিলে কালক্রমে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ১৯

এই সকল কথা বলিয়া ভগবান্ সনৎকুমার সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । অষ্টাদশ বৎসর কাল আমার নিকট একদিন বলিয়া মনে হইল । ২০

অষ্টাদশবৎসর যাবৎ ঐ দেবেশ সনৎকুমারের সেবায় রত থাকিলেও তাঁহার প্রসাদে তখন আমার কোনও গ্লানি হয় নাই । ২১

নিষ্পাপ ! ঐ সময় আমার ক্ষুধা, পিপাসা ও সময়ের জ্ঞান ছিল না । পরে শিষ্যগণের নিকট হইতে সময়ের জ্ঞান হইয়াছিল । ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃকল্পবিষয়ক ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । ১৯

## বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ পিতৃকল্পঃ—ব্রহ্মদত্তস্যোৎপ্রাদুর্ভাবস্য চ বংশকথনম্, পূজনীয়য়া শকুন্তিকয়া শুক্রনীতের্বর্ণনঞ্চ। ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে বচনাৎ তস্য বৈ প্রভোঃ।
চক্ষুর্দিব্যং সবিজ্ঞানং প্রাদুরাসীৎ তদা মম ॥ ১
ততোঽহং তানপশ্যং বৈ ব্রাহ্মণান্ কৌশিকাত্মজান্।
আপগেয় কুরুক্ষেত্রে যানুবাচ বিভুর্মম ॥ ২
ব্রহ্মদত্তোঽভবদ্ রাজা যস্তেষাং সপ্তমো দ্বিজঃ।
পিতৃবর্ত্তীতি বিখ্যাতো নাম্না শীলেন কর্ম্মণা ॥ ৩
শুক্রস্য কন্যা কৃত্বী তং জনয়ামাস পার্থিবম্।
অণুহাৎ পার্থিবশ্রেষ্ঠাৎ কাম্পিল্যে নগরোত্তমে ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

যথোবাচ মহাভাগো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
তস্য বংশমহং রাজন্ কীর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অণুহঃ কস্য বৈ পুত্রঃ কস্মিন্ কালে বভূব হ।
রাজা ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো যস্য পুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৬
ব্রহ্মদত্তো নরপতিঃ কিংবীর্য্যঃ স বভূব হ।
কথঞ্চ সপ্তমস্তেষাং স বভূব নরাধিপঃ ॥ ৭
ন হ্যল্পবীর্য্যায় শুকো ভগবাঁল্লোকপূজিতঃ
কন্যাং প্রদদ্যাদ্ যোগাত্মা কৃত্বীং কান্তিমতীং প্রভুঃ ॥৮
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহাদ্যুতে।
ব্রহ্মদত্তস্য চরিতং তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥৯
যথা চ বর্ত্তমানাস্তে সংসারে চ দ্বিজাতয়ঃ।
মার্কণ্ডেয়েন কথিতাস্তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ।

প্রতীপস্য তু রাজর্ষেস্তুল্যকালো নরাধিপঃ।
পিতামহস্য মে রাজন্ বভূবেতি ময়া শ্রুতম্ ॥ ১১
ব্রহ্মদত্তো মহাভাগো যোগী রাজর্ষিসত্তমঃ।
রুতজ্ঞঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতহিতে রতঃ ॥১২
সখাস্য গালবো যস্য যোগাচার্য্যো মহাযশাঃ।
শিক্ষামুৎপাদ্য তপসা ক্রমো যেন প্রবর্ত্তিতঃ ॥
কণ্ডরীকশ্চ যোগাত্মা তস্যৈব সচিবো মহান্ ॥ ১৩

---

## বিংশ অধ্যায়।

[ পিতৃকল্প—ব্রহ্মদত্ত ও উৎপ্রাদুর্ভাবের বংশকথন এবং পূজনীয়া পক্ষিণী কর্তৃক শুক্রনীতি বর্ণন। ]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সেই সনৎকুমার দেব অন্তর্হিত হইলে পর সেই প্রভুর বাক্যানুসারে সেই সময় আমার দিব্য বিজ্ঞানময় চক্ষু উৎপন্ন হইল। ১

গঙ্গানন্দন! আমি দিব্য দৃষ্টিলাভ করিয়া সেই কৌশিকপুত্র ব্রাহ্মণগণকে কুরুক্ষেত্রে দেখিলাম। যাঁহাদের কথা পরমমহান্ সনৎকুমার আমাকে বলিয়াছিলেন। ২

তাঁহাদের মধ্যে যিনি সপ্তম ও পিতৃবর্ত্তী নামে বিখ্যাত, তিনি নিজ স্বভাব ও কর্মের দ্বারা সপ্তম জন্মে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা হইয়াছিলেন। ৩

কাম্পিল্যনামক শ্রেষ্ঠ নগরে নৃপশ্রেষ্ঠ অণুহের ঔরসে শুককন্যা কৃত্বী ব্রহ্মদত্তরাজাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৪

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! মহাভাগ্যবান্ মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় যেভাবে আমাকে বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি ঐ রাজার বংশ বর্ণনা করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন—অণুহ কাঁহার পুত্র ও কোন্ সময়ে ছিলেন? ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী ব্রহ্মদত্ত যাঁহার পুত্র ছিলেন। ৬

ব্রহ্মদত্ত রাজার বল কিরূপ ছিল? কৌশিকপুত্রগণের মধ্যে সপ্তম হইয়া তিনি কিরূপে রাজা হইয়াছিলেন? ৭

লোকপূজ্য যোগাত্মা শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শুক কীর্ত্তিমতী নিজ কন্যাকে অল্প বলসম্পন্ন ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন নাই। ৮

মহাদ্যুতে! আমি ব্রহ্মদত্তের চরিত্র বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাহা বর্ণন করুন। ৯

মার্কণ্ডেয় সেই ব্রাহ্মণগণের সংসারে বিচরণের যে বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমাকে বলুন। ১০

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! আমি শুনিয়াছি, রাজা ব্রহ্মদত্ত মদীয় পিতামহ রাজর্ষি প্রতীপের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। ১১

রাজা ব্রহ্মদত্ত মহাভাগ্যবান্ রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ও যোগী ছিলেন। সকল প্রাণীর হিতকারী ঐ রাজা সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। ১২

যিনি তপস্যার দ্বারা শিক্ষাশাস্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়া বেদের ক্রমপাঠ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেই মহাযশস্বী যোগাচার্য্য গালব ব্রহ্মদত্তের সখা ছিলেন। যোগাত্মা কণ্ডরীক ব্রহ্মদত্তের মহাসচিব ছিলেন। ১৩

জাতাস্তত্রেষু সর্বেষু সখায়ঃ সর্ব এব তে ।
সপ্তজাতিষু সপ্তৈব বহুবৃনমিতৌজসঃ ॥
যথোবাচ মহাভাগো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥ ১৪
তস্য বংশমহং রাজন্ কীর্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ।
ব্রহ্মদত্তস্য পৌরাণাং পৌরবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৫
বৃহৎক্ষত্রস্য দায়াদঃ সুহোত্রো নাম ধার্মিকঃ ।
সুহোত্রস্যাপি দায়াদো হস্তী নাম বভূব হ ॥ ১৬
তেনেদং নির্মিতং পূর্বং হস্তিনাপুরমুত্তমম্ ।
হস্তিনশ্চাপি দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্মিকাঃ ॥ ১৭
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়স্তথৈব চ ।
অজমীঢ়স্য ধূমিন্যাং জজ্ঞে বৃহদিষুর্নৃপ ॥
বৃহদ্বপুর্বৃহদিষোঃ পুত্রস্তস্য মহাযশাঃ ॥ ১৮
বৃহদ্ধর্মেতি বিখ্যাতো রাজা পরমধার্মিকঃ ।
সত্যজিৎ তনয়স্তস্য বিশ্বজিৎ তস্য চাত্মজঃ ॥ ১৯
পুত্রো বিশ্বজিতশ্চাপি সেনজিৎ পৃথিবীপতিঃ ।
পুত্রাঃ সেনজিতশ্চাসংশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ২০

রুচিরঃ শ্বেতকেতুশ্চ মহিম্নারস্তথৈব চ ।
বৎসশ্চাবন্তকো রাজা যস্যৈতে পরিবৎসকাঃ ॥ ২১
রুচিরস্য তু দায়াদঃ পৃথুসেনো মহাযশাঃ ।
পৃথুসেনস্য পারস্তু পারান্নীপস্তু জজ্ঞিবান্ ॥ ২২
নীপস্যৈকশতং তাত পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ।
মহারথানাং রাজেন্দ্র শূরাণাং বাহুশালিনাম্ ॥
নীপা ইতি সমাখ্যাতা রাজানঃ সর্ব এব তে ॥ ২৩
তেষাং বংশকরো রাজা নীপানাং কীর্তিবর্দ্ধনঃ ।
কাম্পিল্যে সমরো নাম সচেষ্টসমরোঽভবৎ ॥ ২৪
সমরস্য পরঃ পারঃ সদশ্ব ইতি তে ত্রয়ঃ ।
পুত্রাঃ পরমধর্মজ্ঞাঃ পরপুত্রঃ পৃথুর্বভৌ ॥ ২৫
পৃথোস্তু সুকৃতো নাম সুকৃতেনেহ কর্মণা ।
জজ্ঞে সর্বগুণোপেতো বিভ্রাজস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৬
বিভ্রাজস্য তু পুত্রোঽভূদণুহো নাম পার্থিবঃ ।
বভৌ শুকস্য জামাতা কৃত্বীভর্তা মহাযশাঃ ॥ ২৭
পুত্রোঽণুহস্য রাজর্ষির্ব্রহ্মদত্তোঽভবৎ প্রভুঃ ।
যোগাত্মা তস্য তনয়ো বিষক্সেনঃ পরন্তপঃ ॥ ২৮

---

ঐ সাতজন ঋষিপুত্র সাতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অপরিমিত তেজস্বী এবং প্রত্যেক জন্মে পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন ছিলেন। মহাভাগ্যবান্ মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় আমাকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, সেইভাবে আমি পুরুবংশীয়গণের ও পুরুবংশে জাত মহাত্মা ব্রহ্মদত্তের বংশ বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১৪-১৫

বৃহৎক্ষত্রের পুত্র ধার্মিক সুহোত্র এবং সুহোত্রের পুত্র হস্তী ছিলেন। ১৬

তিনিই উত্তম হস্তিনাপুর নির্মাণ করিয়াছিলেন। হস্তীর পরম ধার্মিক অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামক তিনটি পুত্র ছিলেন। অজমীঢ়ের ধূমিনীর গর্ভে বৃহদিষু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃহদিষুর পুত্র মহাযশস্বী বৃহদ্বপু। ঐ পরম ধার্মিক রাজা 'বৃহদ্ধর্মা' নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ। ১৭-১৯

বিশ্বজিতের পুত্র পৃথিবীপতি সেনজিৎ। সেনজিতের চারিটি পুত্র সকল-লোকবিখ্যাত। সেনজিৎ অবন্তীর রাজা ছিলেন। রুচির, শ্বেতকেতু, মহিম্নার ও বৎস এই চারিজন তাঁহার পুত্র। ২০-২১

রুচিরের পুত্র মহাযশস্বী পৃথুসেন। পৃথুসেনের পুত্র পার এবং পারের পুত্র নীপ হইয়াছিলেন। ২২

নীপের মহাবলবান্ একশত পুত্র হইয়াছিল। তাহারা সকলেই মহারথী বীর ও বাহুবলসম্পন্ন। সেই সকল রাজা 'নীপ।' অর্থাৎ নীপবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ২৩

কাম্পিল্য নগরে নীপগণের বংশপ্রবর্তক কীর্তিবর্ধনকারী সমর নামক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি খুবই যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। ২৪

সমরের পুত্র পর, পার ও সদশ্ব এই তিন জন পরমধর্মজ্ঞ ছিলেন। পরের পুত্র পৃথু। ২৫

সংসারে পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের ফলে পৃথুর সর্বগুণসম্পন্ন সুকৃত নামক পুত্র হইয়াছিল। সুকৃতের পুত্র বিভ্রাজ। ২৬

বিভ্রাজের পুত্র অণুহ। মহাযশস্বী এই রাজা শুকের জামাতা ও কৃত্বীর পতিরূপে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৭

অণুহের পুত্র শক্তিমান্ রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত। তাঁহার পুত্র যোগাত্মা বিষক্সেন। বিভ্রাজই সুকৃত কর্মের দ্বারা শত্রুতাপকারী বিষক্সেনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের অন্য একটি

বিভ্রাজঃ পুনরায়াতঃ স্বকৃতেনেহ কর্ম্মণা ।
ব্রহ্মদত্তস্য পুত্রোঽস্ক্তঃ সর্বসেন ইতি শ্রুতঃ ॥ ২৯
চক্ষুষী তস্য নির্ভিন্নে পক্ষিণ্যা পূজনীয়য়া ।
সুচিরোষিতয়া রাজন্ ব্রহ্মদত্তস্য বেশ্মনি ॥ ৩০
অথাস্য পুত্রস্ত্বপরো ব্রহ্মদত্তস্য জজ্ঞিবান্ ।
বিষক্সেন ইতি খ্যাতো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৩১
বিষক্সেনস্য পুত্রোঽভূদ্ দণ্ডসেনো মহীপতিঃ ।
ভল্লাটোঽস্য কুমারোঽভূদ্ রাধেয়েন হতঃ পুরা ॥ ৩২
দণ্ডসেনাত্মজঃ শূরো মহাত্মা কুলবর্দ্ধনঃ ।
ভল্লাটপুত্রো দুর্ব্বুদ্ধিরভবচ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৩৩
স তেষামভবদ্ রাজা নীপানামন্তকৃন্নৃপ ।
তেন উগ্রায়ুধস্যার্থে সর্ব্বে নীপা বিনাশিতাঃ ॥ ৩৪
উগ্রায়ুধো মদোৎসিক্তো ময়া বিনিহতো যুধি ।
দর্পান্বিতো দর্পরুচিঃ সততং চানয়ে রতঃ ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উগ্রায়ুধঃ কস্য সুতঃ কস্মিন্ বংশেঽথ জজ্ঞিবান্ ।
কিমর্থং চৈব ভবতা নিহতস্তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ৩৬

ভীষ্ম উবাচ ।

অজমীঢ়স্য দায়াদো বিদ্বান্ রাজা যবীনরঃ ।
ধৃতিমাংস্তস্য পুত্রস্তু তস্য সত্যধৃতিঃ সুতঃ ॥ ৩৭
জজ্ঞে সত্যধৃতেঃ পুত্রো দৃঢ়নেমিঃ প্রতাপবান্ ।
দৃঢ়নেমিসুতশ্চাপি সুবর্ম্মা নাম পার্থিবঃ ॥ ৩৮
আসীৎ সুবর্ম্মণঃ পুত্রঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রজেশ্বরঃ ।
সার্ব্বভৌম ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যামেকরাড্ বিভুঃ ॥ ৩৯
তস্যান্ববায়ে মহতি মহান্ পৌরবনন্দনঃ ।
মহতশ্চাপি পুত্রস্তু রাজা রুক্মরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০
পুত্রো রুক্মরথস্যাপি সুপার্শ্বো নাম পার্থিবঃ ।
সুপার্শ্বতনয়শ্চাপি সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪১
সুমতেরপি ধর্ম্মাত্মা সন্নতির্নাম বীর্য্যবান্ ।
তস্য বৈ সন্নতেঃ পুত্রঃ কৃতো নাম মহাবলঃ ॥ ৪২
শিষ্যো হিরণ্যনাভস্য কৌশল্যস্য মহাত্মনঃ ।
চতুর্বিংশতিধা তেন সপ্রাচ্যাঃ সামসংহিতাঃ ॥ ৪৩
স্মৃতাস্তে প্রাচ্যসামানঃ কার্ত্তয়ো নাম সামগাঃ ।
কার্ত্তিরুগ্রায়ুধঃ সোঽথ বীরঃ পৌরবনন্দনঃ ॥ ৪৪

---

তের নাম সর্ব্বসেন। রাজন্! ব্রহ্মদত্তের গৃহে দীর্ঘকাল-বাসিনী পূজনীয়া নাম্নী পক্ষিণী সর্বসেনের দুটি নেত্রকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। ২৮-৩০

অনন্তর ব্রহ্মদত্তের দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল। সে মহাবল-বান্ পরাক্রমশালী বিষক্সেন নামে খ্যাত হইয়াছিল। ৩১

বিষক্সেনের পুত্র রাজা দণ্ডসেন। তাহার পুত্র ভল্লাট। পূর্বে তাহাকে রাধাপুত্র কর্ণ নিহত করিয়াছিল। ৩২

যুধিষ্ঠির! দণ্ডসেনের পুত্র ভল্লাট শূর মহাত্মা কুলবর্দ্ধন ছিল। কিন্তু ভল্লাটের পুত্র দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল। ৩৩

রাজন্! সে নীপবংশের সমাপ্তিকারী রাজা হইয়াছিল। সে উগ্রায়ুধের জন্য সকল নীপবংশীয়কে বিনষ্ট করিয়াছিল। ৩৪

উগ্রায়ুধ দর্পিত মদমত্ত দর্পান্বিত সতত অন্যায়রত ছিল বলিয়া আমি তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলাম। ৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন—উগ্রায়ুধ কাহার পুত্র। সে কোন্ বংশে জন্মিয়াছিল? আপনি কিজন্য তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন? তাহা আমাকে বলুন। ৩৬

ভীষ্ম বলিলেন—অজমীঢ়ের পুত্র বিদ্বান্ রাজা যবীনর। তাহার পুত্র ধৃতিমান্, ধৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি। ৩৭

সত্যধৃতির পুত্র প্রতাপশালী দৃঢ়নেমি। দৃঢ়নেমির পুত্র রাজা সুবর্ম্মা। ৩৮

সুবর্ম্মার পুত্র প্রজাপালক সার্বভৌম। সে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রাজা হওয়ায় 'সার্বভৌম' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ৩৯

তাহার প্রশংসনীয় বংশে পৌরবগণের আনন্দদানকারী মহান্ নামক রাজা হইয়াছিল। তাহার পুত্র রাজা রুক্মরথ নামে খ্যাত। ৪০

রুক্মরথের পুত্র রাজা সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের পুত্র ধার্মিক সুমতি। ৪১

সুমতির পুত্র ধর্মাত্মা ও বীর্য্যবান্ সন্নতি। সন্নতির পুত্র মহাবলবান্ কৃত। এই কৃত কোশলদেশীয় মহাত্মা হিরণ্য-নাভের শিষ্য ছিলেন। তিনি সামসংহিতার চতুর্বিংশতি বিভাগ করিয়াছিলেন। সেই সামসংহিতা 'প্রাচ্য সাম' নামে পরিচিত। ঐ সামসংহিতা গানকারীকে 'কীর্ত্তি সামগ' বলা হয়। এই

বভূব যেন বিক্রম্য পৃষতস্য পিতামহঃ ।
নীপো নাম মহাতেজাঃ পঞ্চালাধিপতির্হতঃ ॥ ৪৫
উগ্রায়ুধস্য দায়াদঃ ক্ষেম্যো নাম মহাযশাঃ ।
ক্ষেম্যাৎ সুবীরো নৃপতিঃ সুবীরাৎ তু নৃপঞ্জয়ঃ ॥ ৪৬
নৃপঞ্জয়াদ্ বহুরথ ইত্যেতে পৌরবাঃ স্মৃতাঃ ।
স চাপ্যুগ্রায়ুধস্তাত দুর্বুদ্ধিরভবৎ তদা ॥ ৪৭
প্রবৃদ্ধচক্রো বলবান্ নীপান্তকরণো মহান্ ।
স দর্পপূর্ণো হত্বাজৌ নীপানন্যাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ৪৮
পিতর্যুপরতে মহ্যং শ্রাবয়ামাস কিল্বিষম্ ।
মামমাত্যৈঃ পরিবৃতং শয়ানং ধরণীতলে ॥ ৪৯
উগ্রায়ুধস্য রাজেন্দ্র দূতোঽভ্যেত্য বচোঽব্রবীৎ ।
অদ্য ত্বং জননীং ভীষ্ম গন্ধকালীং যশস্বিনীম্ ॥
স্ত্রীরত্নং মম ভার্যার্থে প্রযচ্ছ কুরুপুঙ্গব ॥ ৫০
এবং রাজ্যঞ্চ তে স্ফীতং ধনানি চ ন সংশয়ঃ ।
প্রদাস্যামি যথাকামমহং বৈ রত্নভাক্ ত্বয়ি ॥ ৫১
মম প্রজ্বলিতং চক্রং নিশাম্যেদং সুদুর্জয়ম্ ।
শত্রবো বিদ্রবন্ত্যাজৌ দর্শনাদেব ভারত ॥ ৫২
রাষ্ট্রমিচ্ছসি চেৎ স্বস্তি প্রাণানাং বা কুলস্য বা
শাসনে মম তিষ্ঠস্ব নহি তে শান্তিরন্যথা ॥ ৫৩
অহং প্রস্তরশয়নে শয়ানস্তেন চোদিতঃ ।
দূতাভিহিতমেতদ্ বৈ বাক্যমগ্নিশিখোপমম্ ॥ ৫৪
ততোঽহং তস্য দুর্বুদ্ধের্বিজ্ঞায় মতমচ্যুত ।
আজ্ঞাপয়ং বৈ সংগ্রামে সেনাধ্যক্ষাংশ্চ সর্বশঃ
বিচিত্রবীর্যং বালঞ্চ মদুপাশ্রয়মেব চ
দৃষ্ট্বা ক্রোধপরীতাত্মা যুদ্ধায়ৈব মনো দধে ॥
নিগৃহীতস্তদাহং তৈঃ সচিবৈর্মন্ত্রকোবিদৈঃ ।
ঋত্বিগ্‌ভির্বেদকল্পৈশ্চ সুহৃদ্‌ভিশ্চার্থদর্শিভিঃ ॥ ৫৭
স্নিগ্ধৈশ্চ শাস্ত্রবিদ্‌ভিশ্চ সংযুগস্য নিবর্তনে ।
কারণং শ্রাবিতশ্চাস্মি যুক্তরূপং তদানঘ ॥ ৫৮

মন্ত্রিণ ঊচুঃ ।

প্রবৃত্তচক্রঃ পাপোঽসৌ ত্বং চাশৌচগতঃ প্রভো
ন চৈব প্রথমঃ কার্যো যুদ্ধং নাম কদাচন ॥ ৫৯

---

কৃতের পুত্র পৌরবনন্দন উগ্রায়ুধ ছিল। সে বিক্রম প্রকাশ করিয়া পঞ্চালাধিপতি পৃষতের পিতামহ মহাতেজস্বী নীপকে নিহত করিয়াছিল ॥ ৪২-৪৫

উগ্রায়ুধের পুত্র মহাযশস্বী ক্ষেম্য। ক্ষেম্যের পুত্র রাজা সুবীর। সুবীরের পুত্র নৃপঞ্জয়। নৃপঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ। ইহারা সকলে 'পৌরব' নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ উগ্রায়ুধ দুর্বুদ্ধি, বলবান্, কুচক্রী ও নীপগণের অন্তকারী ছিল। ঐ উগ্রায়ুধ যুদ্ধে নীপগণকে ও অন্যান্য রাজগণকে নিহত করিয়া দর্পে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৪৬-৪৮

আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অমাত্য-পরিবৃত হইয়া ধরণীতলে শয়ান থাকাকালে আমাকে পাপকথা শ্রবণ করান হইয়াছিল। ৪৯

রাজেন্দ্র! উগ্রায়ুধের দূত আমার নিকট আসিয়া বলিল— কুরুশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম! স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নরূপা তোমার জননী যশস্বিনী গন্ধকালীকে আমার ভার্যা হইবার জন্য প্রদান কর। ৫০

এইরূপ করিলে তোমার রাজ্য স্ফীত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে ইচ্ছানুরূপ ধন দান করিব এবং আমি (গন্ধকালীকে পাইয়া) ভূতলে রত্নবান্ হইব। ৫১

ভারত! আমার প্রজ্বলিত সুদুর্জয় জাজ্বল্যমান চক্রকে দেখিয়াই যুদ্ধে শত্রুগণ পলায়ন করিয়া থাকে। ৫২

তুমি যদি রাজ্যের মঙ্গল কামনা কর, যদি নিজ প্রাণের ও বংশের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে আমার শাসনে বর্তমান থাক, অন্যথা তোমার শান্তিতে থাকা হইবে না। ৫৩

যখন আমি ভূতলে কুশশয্যায় শায়িত ছিলাম, সেই সময় দূতের দ্বারা অগ্নিশিখা-সমান এই বাক্য আমাকে বলা হইয়াছিল। ৫৪

অচ্যুত! (যুধিষ্ঠির!) তখন আমি ঐ দুর্বুদ্ধির অভিপ্রায় বুঝিয়া নিজ সেনাপতিগণকে সর্বতোভাবে সংগ্রাম করিতে আজ্ঞা দিলাম। ৫৫

বিচিত্রবীর্য আমার আশ্রিত ও বালক বুঝিয়া আমি ক্রোধ-পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিবার জন্য মনঃস্থির করিলাম। ৫৬

নিষ্পাপ! সেই সময় মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ, বেদজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ, যথার্থদর্শী বন্ধুগণ ও শাস্ত্রজ্ঞ স্নেহবান্ ব্যক্তিগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য বলিলেন এবং সে বিষয়ে সঙ্গত কারণও শ্রবণ করাইলেন। ৫৭-৫৮

মন্ত্রিগণ বলিলেন,—প্রভো! ঐ পাপী উগ্রায়ুধ চক্রবান্। আপনি অশৌচগ্রস্ত হইয়াছেন, এই অবস্থায় কখনও যুদ্ধ প্রথম কর্তব্য হইতে পারে না। ৫৯

তে বয়ং সামপূর্ব্বং বৈ দানং ভেদং তথৈব চ।
প্রযোক্ষ্যামস্ততঃ শুদ্ধৌ দৈবতান্যভিবাদ্য চ ॥ ৬০
কৃতস্বস্ত্যয়নো বিপ্রৈর্বহ্নীন্ সম্পূজ্য চ দ্বিজান্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযাস্যসি জয়ায় বৈ ॥ ৬১
অস্ত্রাণি ন প্রযোজ্যানি ন প্রবেষ্টব্য সঙ্গরঃ।
অশৌচে বর্ত্তমানে তু বৃদ্ধানামিতি শাসনম্ ॥ ৬২
সাম-দানাদিভিঃ পূর্ব্বমপি ভেদেন বা ততঃ।
তং হনিষ্যসি বিক্রম্য শম্বরং মঘবানিব ॥ ৬৩
প্রাজ্ঞানাং বচনং কালে বৃদ্ধানাঞ্চ বিশেষতঃ।
শ্রোতব্যমিতি তচ্ছ্রুত্বা নিবৃত্তোঽস্মি নরাধিপ ॥ ৬৪
ততস্তৈঃ সংক্রমঃ সর্ব্বৈঃ প্রযুক্তঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
তস্মিন্ কালে কুরুশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম চারব্ধমুত্তমম্ ॥ ৬৫
স সামাদিভিরেবাদাবুপায়ৈঃ প্রাজ্ঞচিন্তিতৈঃ।
অনুনীয়মানো দুর্ব্বুদ্ধিরনুনেতুং ন শক্যতে ॥ ৬৬
প্রবৃত্তং তস্য তচ্চক্রমধর্ম্মনিরতস্য বৈ।
পরদারাভিলাষেণ সদ্যস্তাত নিবর্ত্তিতম্ ॥ ৬৭

ন বয়ং তস্য জানীমো নিবৃত্তং চক্রমুত্তমম্।
হতং স্বকর্ম্মণা তং তু পূর্ব্বং সদ্ভিশ্চ নিন্দিতম্ ॥ ৬৮
কৃতশৌচঃ শরী চাপী রথী নিষ্ক্রম্য বৈ পুরাৎ।
কৃতস্বস্ত্যয়নো বিপ্রৈঃ প্রাযোধয়মহং রিপুম্ ॥ ৬৯
ততঃ সংসর্গমাগম্য বলেনাস্ত্রবলেন চ।
ত্র্যহমুগ্রতরং যুদ্ধং দেবাসুরমিবাভবৎ ॥ ৭০
স মদাস্ত্রপ্রতাপেন নির্দ্দগ্ধো রণমূর্দ্ধনি।
পপাতাভিমুখঃ শূরস্ত্যক্ত্বা প্রাণানরিন্দম ॥ ৭১
এতস্মিন্নন্তরে তাত কাম্পিল্যে পৃষতোঽভ্যয়াৎ।
হতে নীপেশ্বরে চৈব হতে চোগ্রায়ুধে নৃপে ॥ ৭২
আহিচ্ছত্রং স্বকং রাজ্যং পিত্র্যং প্রাপ মহাদ্যুতিঃ।
দ্রুপদস্য পিতা রাজন্ মমৈবানুমতে তদা ॥ ৭৩
ততোঽর্জ্জুনেন তরসা নির্জ্জিত্য দ্রুপদং রণে।
আহিচ্ছত্রং সকাম্পিল্যং দ্রোণায়াপবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৪
প্রতিগৃহ্য ততো দ্রোণ উভয়ং জয়তাং বরঃ।
কাম্পিল্যং দ্রুপদায়ৈব প্রাযচ্ছদ্ বিদিতং তব ॥ ৭৫

---

আমরা প্রথমে সাম, দান ও ভেদনীতির প্রয়োগ করিব। শুভদিনে শুদ্ধ হইয়া গেলে দেবতাগণকে অভিবাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্বস্তিবাচন হইলে অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি বিজয়ের জন্য গমন করিবেন। ৬০-৬১

অশৌচ থাকিলে অস্ত্র প্রয়োগ করা ও যুদ্ধে প্রবেশ করা উচিত নয়, বৃদ্ধগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। ৬২

সাম, দান কিংবা ভেদের দ্বারা প্রথমে চেষ্টা করা উচিত। অনন্তর বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সেইভাবে নিহত করিবেন, মঘবান্ ইন্দ্র যেভাবে শম্বরাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। ৬৩

ঠিক সময়ে প্রাজ্ঞগণের বিশেষতঃ বৃদ্ধগণের বচন অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। রাজন্! এইরূপ শ্রবণ করিয়া আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। ৬৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন শাস্ত্রকোবিদ ঐ সকল ব্যক্তি সাম-দানাদি উপায়ের দ্বারা ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। এইরূপ সকলে উত্তম কার্য্য করিতে লাগিলেন। ৬৫

কিন্তু প্রাজ্ঞচিন্তিত সামাদি উপায়ের দ্বারা অনুনয় করা হইলেও ঐ দুর্বুদ্ধিকে অনুনীত করা (বুঝান) গেল না। ৬৬

তাত! কিন্তু অধর্মরত উগ্রায়ুধের প্রবৃত্তচক্র পরদারাভিলাষের জন্য তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া গেল। ৬৭

আমি কিন্তু জানিতে পারি নাই যে, তাহার উত্তম চক্র নিবৃত্ত হইয়াছে এবং সজ্জনগণকর্তৃক নিন্দিত হইয়া সে নিজ কর্মের দ্বারাই নিহত হইয়াছে। ৬৮

অশৌচান্তে বিপ্রগণ কর্তৃক স্বস্তিবাচন করাইয়া ধনু ও বাণ লইয়া আমি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। ৬৯

অনন্তর তাহার সম্মুখে আসিয়া বাহুবল ও অস্ত্রবলের দ্বারা দেবাসুর যুদ্ধের মত তিনদিন পর্যান্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৭০

শত্রুদমন! ঐ উগ্রায়ুধ যুদ্ধস্থলে আমার অস্ত্রপ্রতাপের দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া নিজ প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সম্মুখে পতিত হইল। ৭১

তাত! এই সময়ে উগ্রায়ুধের দ্বারা নীপেশ্বর এবং আমাকর্তৃক উগ্রায়ুধ নিহত হওয়াতে পৃষত কাম্পিল্য নগর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! তখন আমার অনুমতিক্রমে মহাদ্যুতি দ্রুপদপিতা নিজ পৈতৃক রাজ্য অহিচ্ছত্রে অধিকার স্থাপন করিলেন। ৭২-৭৩

অনন্তর অর্জুন যুদ্ধে দ্রুপদকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া কাম্পিল্য সহিত অহিচ্ছত্র রাজ্য দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিল। ৭৪

বিজয়িশ্রেষ্ঠ দ্রোণ উভয় দেশ গ্রহণ করিয়া কাম্পিল্যনগর দ্রুপদকে ফিরাইয়া দিলেন, ইহা তুমি জান। ৭৫

●

এষ তে দ্রুপদস্যাদৌ ব্রহ্মদত্তস্য চৈব হ।
বংশ: কার্ৎস্ন্যেন বৈ প্রোক্তো নীপস্যোগ্রায়ুধস্য চ ॥৭৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমর্থং ব্রহ্মদত্তস্য পূজনীয়া শকুন্তিকা।
অন্ধং চকার গাঙ্গেয় জ্যেষ্ঠং পুত্রং পুরা বিভো ॥ ৭৭
চিরোষিতা গৃহে চাপি কিমর্থং চৈব যস্য সা
চকার বিপ্রিয়মিদং তস্য রাজ্ঞো মহাত্মন: ॥ ৭৮
পূজনীয়া চকারাসৌ কিং সখ্যং তেন চৈব হ।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি সর্ব্বমুক্ত্বা যথাতথম্ ॥ ৭৯

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু সর্ব্বং মহারাজ যথাবৃত্তমভূৎ পুরা।
ব্রহ্মদত্তস্য ভবনে তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৮০
কাচিচ্ছকুন্তিকা রাজন্ ব্রহ্মদত্তস্য বৈ সখী।
শিতিপক্ষা শোণশিরা: শিতিপৃষ্ঠা সিতোদরী ॥ ৮১
সখী সা ব্রহ্মদত্তস্য সুহৃচং বদ্ধসৌহৃদা।
তস্যা: কুলায়মভবদ্ গেহে তস্য নরোত্তম ॥ ৮২
সা সদাহনি নির্গত্য তস্য রাজ্ঞো গৃহোত্তমাৎ।
চচারাম্ভোধিতীরেষু পল্বলেষু সর:সু চ ॥ ৮৩
নদী-পর্ব্বতকুঞ্জেষু বনেষূপবনেষু চ।
প্রফুল্লেষু তড়াগেষু কহ্লারেষু সুগন্ধিষু ॥ ৮৪ ॥ ৮৪
কুমুদোৎপলকিঞ্জল্কসুরভীকৃতবায়ুষু।
হংস-সারসঘুষ্টেষু কারণ্ডবরুতেষু চ ॥ ৮৫
চরিত্বা তেষু সা রাজন্ নিশি কাম্পিল্যমাগমৎ।
নৃপতের্ভবনং প্রাপ্য ব্রহ্মদত্তস্য ধীমত: ॥ ৮৬
রাজ্ঞা তেন সদা রাজন্ কথাযোগং চকার সা।
আশ্চর্য্যাণি চ দৃষ্টানি যানি বৃত্তানি কানিচিৎ ॥ ৮৭
চরিত্বা বিবিধান্ দেশান্ কথয়ামাস সা নিশি।
কদাচিৎ তস্য নৃপতের্জ্জনতস্য কৌরব ॥ ৮৮
পুত্রোঽভূদ্ রাজশার্দূল সর্ব্বসেনেতি বিশ্রুত:।
পূজনীয়াথ সা তস্মিন্ প্রাসূতাণ্ডমথাপি চ ॥৮৯
তস্মিন্ নীড়ে পুরা হ্যেকং তৎ কিল প্রাস্ফুটৎ তদা।
স্ফুটিতো মাংসপিণ্ডস্তু বাহু-পাদাস্যসংবৃত: ॥ ৯০
বজ্রবক্ত্রশ্চক্ষুর্হীনো বভূব পৃথিবীতলে।
চক্ষুষ্মানপ্যভূৎ পশ্চাদীষৎপক্ষোপবিতশ্চ হ ॥৯১
অথ সা পূজনীয়া বৈ রাজপুত্র- স্বপুত্রয়ো:।
তুল্যস্নেহাৎ প্রীতিমতী দিবসে দিবসেঽভবৎ ॥৯২

---

এইভাবে আমি তোমার নিকট দ্রুপদ, ব্রহ্মদত্ত, নীপ ও উগ্রায়ুধের বংশের বিস্তৃত বর্ণন করিলাম। ৭৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! গঙ্গানন্দন! ব্রহ্মদত্তের গৃহ-স্থিতা পূজনীয়া পক্ষিণী কিজন্য ব্রহ্মদত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অন্ধ করিয়াছিল? যাঁহার গৃহে চিরকাল বাস করিয়াছিল, কিজন্য সেই মহাত্মা নরপতির এইরূপ অনিষ্ট আচরণ করিয়াছিল? ঐ পূজনীয়া পক্ষিণী তাহার সহিত মিত্রতা কেন করিয়াছিল? আপনি এই বিষয়ে যথাযথ বলিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন। ৭৭-৭৯

ভীষ্ম বলিলেন—মহারাজ! যুধিষ্ঠির। ব্রহ্মদত্তের ভবনে পূর্বে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৮০

রাজন্। এক পক্ষিণী ব্রহ্মদত্তের সাখী হইয়াছিল। ঐ পক্ষিণীর পক্ষ, পৃষ্ঠ এবং উদর কৃষ্ণবর্ণ ও মস্তক রক্তবর্ণ ছিল। ৮১

নরোত্তম। রাজা ব্রহ্মদত্তের সাখী ঐ পক্ষিণী সুদৃঢ়ভাবে সৌহার্দবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। এইজন্য রাজার গৃহে তাহার নীড় (বাসস্থান) হইয়াছিল। ৮২

ঐ পক্ষিণী সদা দিবসে রাজার উত্তম গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রতীরে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে ও সরোবরে বিচরণ করিত। ৮৩

নদীপর্বতকুঞ্জে বনে উপবনে সুগন্ধ বায়ুবিশিষ্ট, হংসসারস-নিনাদিত, কারণ্ডব রুতবিশিষ্ট সরোবরে বিচরণ করিয়া রাত্রিকালে কাম্পিল্যনগরে প্রত্যাবর্তন করিত। বুদ্ধিমান্ নরপতি ব্রহ্মদত্তের ভবনে আসিয়া ঐ পক্ষিণী রাজার সহিত বার্তালাপ করিত। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিত, রাত্রিকালে রাজাকে সেই সকল কথা বলিত। কৌরব! নৃপশ্রেষ্ঠ! কোনও এক সময় রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, যে পুত্র সর্বসেন নামে বিখ্যাত। সেই সময় ঐ পূজনীয়া পক্ষিণী একটি অণ্ড প্রসব করিল। ৮৪-৮৯

পৃথিবীনাথ। একদিন ঐ নীড়ে ঐ অণ্ডটি প্রস্ফুটিত হইল। তাহা হইতে বাহুপাদমুখযুক্ত মাংসপিণ্ড নির্গত হইল। তাহার মুখটি পিঙ্গলবর্ণ ও চক্ষুহীন। কিন্তু সময় পরে ঐ মাংসপিণ্ড চক্ষুষ্মান্ হইল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ উদ্গত হইল। ৯০-৯১

তখন ঐ পূজনীয়া প্রতিদিন নিজপুত্রে ও রাজপুত্রে সমান স্নেহবশত: অতিশয় প্রীতিমতী হইতে লাগিল। ৯২

আজহার সদা সায়ং চঞ্চ্বাস্তিতফলদ্বয়ম্ ।
অমৃতাস্বাদসদৃশং সর্ব্বসেন-তনূজয়োঃ ॥৯৩
স বালো ব্রহ্মদত্তস্য পূজনীয়াসুতশ্চ হ
তে ফলে ভক্ষয়িত্বা চ পুপুষৌ প্রীতমানসৌ ॥ ৯৪
অভূতাং নিত্যমেবেহ খাদন্তৌ তৌ চ তে ফলে ।
তস্যাং গতায়ামথ চ পূজন্যাং বৈ সদা চনি ॥ ৯৫
শিশুনা চটকেনাথ ধাত্রী তং তু শিশুং নৃপ ।
তেন প্রক্রীড়য়ামাস ব্রহ্মদত্তাত্মজং সদা ॥ ৯৬
নীড়াৎ তমাকৃষ্য তদা পূজনীয়াকৃতাৎ ততঃ ।
ক্রীড়তা রাজপুত্রেণ কদাচিচ্চটকঃ স তু ॥ ৯৭
নিগৃহীতঃ কন্ধরায়াং শিশুনা দৃঢ়মুষ্টিনা ।
দুর্ভগমুষ্টিনা রাজন্নসূন্ সন্তত্যজীজহৎ ॥ ৯৮
তং তু পঞ্চত্বমাপন্নং ব্যাত্তাস্যং বালঘাতিতম্ ।
কথঞ্চিন্মোচিতং দৃষ্ট্বা নৃপতির্দুঃখিতোঽভবৎ ॥ ৯৯
ধাত্রীং তদা জগর্হে তাং তদাশ্রুপরমো নৃপঃ ।
অশোচৎ শোকান্বিতো রাজন্ শোচংস্তং চটকং তদা ॥১০০

সে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অমৃতসমান আস্বাদযুক্ত দুইটি অমৃত ফল রাজপুত্র সর্বসেন ও স্বীয় সন্তানের জন্য চঞ্চু দ্বারা আনয়ন করিত। ৯৩

ব্রহ্মদত্তের তনয় ঐ বালক ও পূজনীয়ার সন্তান এই উভয়েই ঐ দুটি ফল ভক্ষণ করিয়া আনন্দিতচিত্ত হইত। এইভাবে তাহারা প্রতিদিন ফল ভক্ষণ করিত। প্রত্যহ দিনের বেলা পূজনীয়া চলিয়া গেলে রাজকুমারের ধাত্রী পূজনীয়াকৃত নীড় হইতে তাহার শিশু-শাবককে বাহির করিয়া তাহার দ্বারা ব্রহ্মদত্তের পুত্রকে ক্রীড়া করাইত। কোনও একদিন ক্রীড়ারত রাজপুত্র শিশু দৃঢ়মুষ্টির দ্বারা পূজনীয়ার ঐ শিশু-শাবকের গলদেশ ধারণ করিল। রাজন্! রাজপুত্রের মুষ্টি শিথিল না হওয়ায় ঐ শাবক তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ৯৪-৯৮

স্ব-পুত্রের দ্বারা নিহত, উন্মুক্তবদন, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ও স্বপুত্রহস্ত হইতে কোনও প্রকারে মোচিত ঐ শাবককে দেখিয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ৯৯

রাজন্! নরপতি ব্রহ্মদত্ত শোকান্বিত ও অশ্রুপূর্ণ হইয়া ধাত্রীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ঐ পক্ষিশাবকের জন্য শোক করিতে লাগিলেন। ১০০

বনে বিচরণকারিণী পূজনীয়া ঐ সময় দুইটি ফল লইয়া ব্রহ্মদত্তের ভবনে আগমন করিল। ১০১

পূজনীয়াপি তৎকালে গৃহীত্বা তু ফলদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মদত্তস্য ভবনমাজগাম বনেচরী ॥ ১০১
অথাপশ্যৎ তমাগম্য গৃহে তস্মিন্ নরাধিপ ।
পঞ্চত্বপরিত্যক্তং শাবং তং স্বতনূদ্ভবম্ ॥ ১০২
মুমোহ দৃষ্ট্বা তং পুত্রং পুনঃ সংজ্ঞামথালভৎ ।
লব্ধসংজ্ঞা চ সা রাজন্ বিললাপ তপস্বিনী ॥ ১০৩

পূজনীয়োবাচ ।

ন তু ত্বমাগতাং পুত্র বাশন্তীং পরিসর্পসি
কুর্ব্বংশ্চাটুসহস্রাণি অব্যক্তকলয়া গিরা ॥ ১০৪
ব্যাদিতাস্যঃ ক্ষুধার্ত্তশ্চ পীতেনাস্যেন পুত্রক
শোণেন তালুনা পুত্র কথমদ্য ন সর্পসি ॥ ১০৫
পক্ষাভ্যাং ত্বাং পরিষজ্য নহি বাশামি চাপ্যহম্ ।
চীচী কূচীতি বাশন্তং ত্বামহং ন শৃণোমি কিম্ ॥ ১০৬
মনোরথো মম মম পক্ষোৎপং পুত্রকং কদা
ব্যাত্তাস্যং বারি যাচন্তং দ্রক্ষ্যৎপক্ষং নভোগতঃ ॥ ১০৭
স মে মনোরথো ভগ্নস্ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে ।
বিলপ্যৈবং বহুবিধং রাজানমথ সাব্রবীৎ ॥ ১০৮

রাজন্! সেই গৃহে আসিয়া সে স্বশরীর হইতে উৎপন্ন শাবককে পঞ্চত্ব পরিত্যক্ত দেখিল। ১০২

রাজন্! স্বসন্তানের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিল। চৈতন্য লাভ করিয়া সেই তপস্বিনী পক্ষিণী বিলাপ করিতে লাগিল। ১০৩

পূজনীয়া বলিল—পুত্র! আমি শব্দ করিতেছি, কিন্তু অব্যক্ত মধুর ধ্বনির দ্বারা চাটু সহস্র করিতে করিতে আমার দিকে আসিতেছ না কেন? ১০৪

পুত্র! তুমি ক্ষুধার্ত্ত, তথাপি পীতবর্ণ মুখ ও রক্তবর্ণ তালু-বিশিষ্ট মুখ ব্যাদান করিয়া আমার নিকট আজ আসিতেছ না কেন? ১০৫

আমি নিজ পক্ষ-দ্বয়ের দ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করিতেছি, কিন্তু তুমি চিঁ চিঁ কুঁ কুঁ শব্দ করিতেছ না কেন? আমি ত' ঐ শব্দ শুনিতে পাইতেছি না। ১০৬

আমার এইরূপ অভিলাষ ছিল যে, আমি স্ব-সমক্ষে নিজ পুত্রকে পক্ষ বিস্তারিত ঊর্দ্ধমুখ মেঘাবলীর নিকট বারি প্রার্থনা করিতে দেখিব। বৎস! তোমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে আমার সেই অভিলাষ নষ্ট হইয়া গেল। এইরূপ অনেক বিলাপ করিয়া পূজনীয়া রাজাকে বলিল। ১০৭-১০৮

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

মানুষ যত অগ্রসর হতে থাকে ততই সকল ভাবের মধ্যে একজনকেই দেখে। রোগে-শোকে, মানে অপমানে, অভাবে-স্বাচ্ছন্দ্যে একজনেরই হাসিমাখা মুখখানি দেখতে পায়। তিনি সব। তিনি যেরূপ ধরেই আসুন না কেন, ভক্ত দেখেন আমার ঠাকুর। ভগবদ্দর্শন হলে অভাব থাকে না—অতি সত্য কথা। ভক্তের কাছে তিনি ছাড়া আর কিছু যখন নাই তখন অভাব কোথা? আমার কি প্রয়োজন—আমার চেয়ে তিনি খুব বেশী বোঝেন।

[ ২ ]

শিষ্যগণের ধর্ম হইল গুরুসেবা করা, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম হইল বেদসকলের ধারণা, নিত্য বেদের স্বাধ্যায় করা, সেবকবৃন্দের ধর্ম হইল প্রভুর আজ্ঞা পালন করা এবং রাজার ধর্ম হইল প্রজাবর্গকে সতত রক্ষা করা।

এ জগতে সমস্ত প্রাণীগণকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়-ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতিথিসৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করা হইল বৈশ্যদের ধর্ম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সমস্ত প্রাণীগণেরই হিত কামনা করা হইল গৃহস্থের ধর্ম।

AGRAHAYAN
1382 B.S. :

Regd. No. WB/NC-57

Aryashastra

Mahabharata—90
Nov.—Dece, 1975

[ ১ ]

## শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

গুরুদেবের স্থান সহস্রদল কমল—এ কথা তোমায় পূর্বে বলিয়াছি। গুরু পাদুকা ধ্যান গুরুধ্যান, মানসোপচারে গুরুপূজা সহস্রারে করিতে হয়। বাহ্যে গুরুপূজা, গুরুপাদুকা পূজা স্তবকাদি পাঠ ইহা হইল গুরুসেবা। সর্বদা মানসে মন্ত্রজপ, দিবসে লিখিয়া লিখিয়া মন্ত্রজপ প্রদক্ষিণ পরমগুরুসেবা। মূলাধারে কুণ্ডলিনীর ধ্যান মানস পূজা স্তব কবচাদি পাঠ, তাঁহার দ্বারা সর্বশরীর ব্যাপ্ত, ইহা ধ্যান করা তাঁহার পূজা। আর জাগ্রত কুণ্ডলিনীকে ষট্চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে বিন্দুরূপ পরমশিবে যোজনা করাই পরশ্রেষ্ঠ গুরুপূজা।

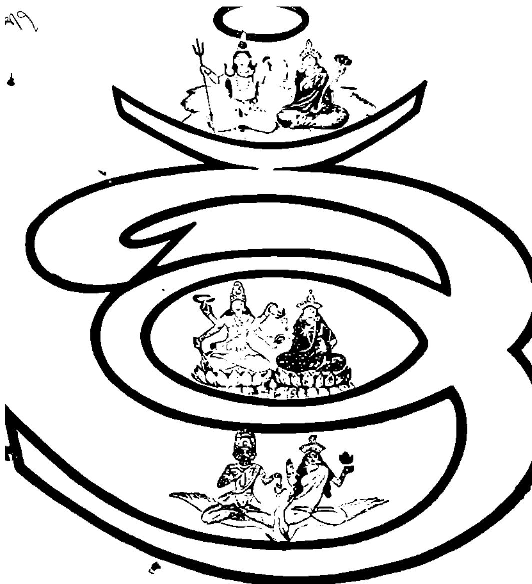


[ ২ ]

আমি কাহার? কোথা হইতে আসিয়াছি? আমার কে? এবং এই জীবনের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিষয় সর্বদা বিচার করিতে করিতে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করা উচিত।



…রঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২ পি ডব্লিউ ডি রোড কলি—৩৫
…ত প্রকাশিত ও শ্যামভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি ডব্লিউ ডি রোড কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রিত।



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

বাবা, যাঁহাকে দেহ, মন-প্রাণ সব দান করা হইল, যিনি শিষ্যের অন্তর্বাহ্য সব অধিকার করিলেন, সেই গুরুরূপী শ্রীভগবানকে শিষ্য কি দিবে ? তাঁহার নিজস্ব বলিতে আর তো কিছু নাই ! সবই যে শ্রীগুরুর ! গুরু আজ্ঞামত সাধন-ভজনই শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা। শিষ্য সাধনা করিয়া কৃতার্থ হউক, অমৃতত্ব লাভ করুক, গুরু এই দক্ষিণাই চাহেন। শিষ্যের পরমানন্দলাভই গুরুর পরম দক্ষিণা।

[ ২ ]

শুধু প্রণত ভক্ত কেন মানুষ মাত্রেরই ততকাল উদ্বেগ থাকে যাবৎ সদ্‌গুরুলাভ না হয়। গুরুলাভ হইলে সে ইহ-পরকালের সমস্ত ভার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। কোনরূপে গুরুদেবের সম্পত্তি হইতে পারিলেই পরমানন্দ অনিবার্য। যাঁহার সম্পত্তি তিনি রক্ষা করিবেন, এই ভাবিয়া শরণাগত ভক্ত হাসিয়া-নাচিয়া-খেলিয়া বেড়ায়, তাঁহার আর কোন ভাবনা থাকে না।

—•—

১৪শ বর্ষ, পৌষমাস,

[ সপ্তমসংখ্যা — পুণ্যাভিষেকযাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীতঃ—

# হরিবংশঃ

শ্রীনারায়ণচন্দ্রন্যায়াচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সংস্কৃতিকল্পে ভারত সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীবিদ্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

*স্বত্বাধিকারী :—*

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

( [illegible] )

*মুদ্রণ-কর্মাধিকর্তা :—*

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি, ও, এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ .আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

*কার্য্যালয় :—*

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ১৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ ( ফোন : ৫৮-২৭০১ )

সিটি অফিস :—৯ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৫৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা

# নিয়মাবলি

১। আর্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় ( জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্যশাস্ত্র', ৭১১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭১১ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৩-২৭০১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র ( রিপ্লাইকার্ড ) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

| | |
|---|---|
| ১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— | ২৭.০০ |
| ২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— | ৪০.০০ |
| ৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— | ৯.০০ |
| ৪। শ্রীমদ্ভাগবত— | ৩০.০০ |

নন্থ মূর্ধাভিষিক্তস্ত্বং ধর্মং বেৎসি সনাতনম্ ।
অথ কস্মান্মম সুতং ধাত্র্যা ঘাতিতবানসি ॥ ১০৯
তব পুত্রেণ চাকস্মাৎ ক্ষত্রিয়াধম শংস মে ।
ন চ নূনং শ্রুতা তেহদ্য দিব্যমাঙ্গিরসী শ্রুতিঃ ॥১১০
শরণাগতঃ ক্ষুধার্তশ্চ শত্রুভিশ্চাপ্যপদ্রুতঃ ।
চিরাষিতশ্চ স্বগৃহে পাতব্যঃ সর্বদা ভবেৎ ॥ ১১১
অপালয়ন্নরো যাতি কুম্ভীপাকমসংশয়ম্
কথমস্য হবির্দেবা গৃহ্ণন্তি পিতরঃ স্বধা!
এবমুক্ত্বা মহারাজ স্বধর্মগতা সতী ।
শোকার্তা তস্য বালস্য চক্ষুষী নিবিভেদ সা ॥ ১১৩
করাভ্যাং রাজপুত্রস্য ততস্তচ্চক্ষুরস্ফুটৎ ।
কৃত্বা চান্ধং নৃপসুতমুৎপপাত ততোঽম্বরম্ ॥ ১১৪
অথ রাজা সুতং দৃষ্ট্বা পূজনীয়ামুবাচ হ ।
বিশোকা ভব কল্যাণি কৃতং তে তীক্ষ্ণ শোভনম্ ॥১১৫
গতশোকা নিবর্তস্ব অক্ষয্যং সখ্যমস্তু তে ।
পুরেব বস ভদ্রং তে নিবর্তস্ব রমস্ব চ ॥ ১১৬

পুত্রপীড়োদ্ভবশ্চাপি ন কোপঃ পরমস্ত্বয়ি ।
মমাস্তি সখি ভদ্রং তে কর্তব্যঞ্চ কৃতং ত্বয়া ॥ ১১৭
পূজন্যুবাচ ।
আত্মোপম্যেন জানামি পুত্রস্নেহং তবাপ্যহম্ ।
ন চাহং বস্তুমিচ্ছামি তব পুত্রমচক্ষুষম্ ॥
কৃত্বা বৈ রাজশার্দূল স্বগৃহে কৃতকিল্বিষা ॥ ১১৮
গাথাশ্চাপ্যুশনোগীতা ইমাঃ শৃণু মহেরিতাঃ ।
কুমিত্রঞ্চ কুদেশঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্
কুপুত্রঞ্চ কুভার্যাঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১১৯
কুমিত্রে সৌহৃদং নাস্তি কুভার্যায়াং কুতো রতিঃ
কুতঃ পিণ্ডঃ কুপুত্রে বৈ নাস্তি সত্যং কুরাজনি ॥ ১২০
কুসৌহৃদে ক্ব বিশ্বাসঃ কুদেশে ন তু জীব্যতে
কুরাজনি ভয়ং নিত্যং কুপুত্রে সর্বতোঽসুখম্ ॥ ১২১
অপকারিণি বিস্রব্ধঃ যঃ করোতি নরাধমঃ ।
অনাথো দুর্বলো যদ্বৎ চিরং স তু জীবতি ॥১২২

---

ক্ষত্রিয়াধম ! তুমি মূর্ধাভিষিক্ত ( সম্রাট্ )। তুমি সনাতন ধর্ম জান। তুমি কেন আমার সন্তানকে ধাত্রীর দ্বারা ও নিজ পুত্রের দ্বারা আকর্ষণ করাইয়া নিহত করাইয়াছ ? তুমি কি অঙ্গিরাঋষিপ্রোক্ত শ্রুতি বা উপদেশ বাক্য শ্রবণ কর নাই যে, শরণাগত, ক্ষুধার্ত, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও স্বগৃহে দীর্ঘকাল বাসকারীকে রক্ষা করা কর্তব্য। ১০৯-১১১

যে মানুষ ঐ সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করে না, সে নিঃসংশয়ে কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। দেবতা ঐ ব্যক্তির আহুতিরূপ ঘৃত গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? পিতৃগণই বা স্বধা—শ্রাদ্ধার গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? ১১২

মহারাজ ! রাজাকে এইরূপ বলিয়া শোকাতুরা ঐ পূজনীয়া স্বধর্ম ( মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, ক্রুদ্ধাদি পূর্বোক্ত ) প্রাপ্ত হইয়া নিজ হস্তের ( চঞ্চুর ) দ্বারা শিশু রাজপুত্রের চক্ষু দুটিকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। তাহার ফলে রাজপুত্রের চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইল। রাজপুত্রকে অন্ধ করিয়া দিয়া সে আকাশে উড়িয়া গেল। ১১৩-১১৪

তখন রাজা পুত্রকে দেখিয়া পূজনীয়াকে বলিলেন—কল্যাণি ! তুমি শোকমুক্তা হও। তীক্ষ্ণ ! তুমি ভালই করিয়াছ। ১১৫

এখন তুমি শোকহীন হইয়া ফিরিয়া আইস। তোমার মিত্রতা অবিনশ্বর হউক। তুমি পূর্বের মতই বাস কর। ফিরিয়া আইস। আনন্দে থাক। ১১৬

সখি ! পুত্রের পীড়াপ্রদানসম্ভূত ক্রোধ আমি তোমার উপর প্রকাশ করিতেছি না। তোমার কল্যাণ হউক। যাহা করা উচিত, তুমি তাহাই করিয়াছ। ১১৭

পূজনীয়া বলিল—রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি নিজের দৃষ্টান্তে তোমার পুত্রস্নেহ বুঝিতে পারিতেছি। তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া অপরাধিনী হইয়া আমি তোমার গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। ১১৮

তুমি আমার নিকট শুক্রাচার্য-কীর্তিত এই নীতিগাথা শ্রবণ কর, বলিতেছি। কুমিত্র, কুদেশ, কুরাজা, কুবন্ধু, কুপুত্র ও কুভার্যাকে দূর হইতে বর্জন করিবে। ১১৯

কুমিত্রে সৌহার্দ থাকে না। কুভার্যাতে রতি হইবে কিরূপে ? কুপুত্রে পিণ্ডলাভ কিরূপে হইবে ? কুরাজাতে সত্য থাকে না। ১২০

কুসুহৃদে বিশ্বাস কোথায় ? কুদেশে জীবিত থাকা যায় না। কুরাজাতে সর্বদা ভয় ও কুপুত্রে সর্বতোভাবে দুঃখ হয়। ১২১

যে অধম ব্যক্তি অপকারকারীকে বিশ্বাস করে, সে অনাথ ও দুর্বলের মত দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে পারে না। ১২২

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি ॥ ১২৩
রাজসেবিষু বিশ্বাসং গর্ভসঙ্করিতেষু চ
যঃ করোতি নরো মূঢ়ো ন চিরং স তু জীবতি ॥ ১২৪
অপ্যুন্নতিং প্রাপ্য নরঃ প্রাবারঃ কীটকো যথা।
স বিনশ্যত্যসন্দেহমাচৈবমুশনা নৃপ ॥ ১২৫
অপি মার্দবভাবেন গাত্রং সংলীয় বুদ্ধিমান্।
অরিং নাশয়তে নিত্যং যথা বল্লির্মহাদ্রুমম্ ॥ ১২৬
মৃদুর্মার্দবঃ কালো ভূত্বা শনৈঃ সংলীয়তে রিপুঃ।
বল্মীক ইব বৃক্ষস্য পশ্চ মূলানি কৃন্ততি ॥ ১২৭
অত্যেহসময়ং কৃত্বা মুনীনামগ্রতো হরিঃ।
জঘান নমুচিং পশ্চাৎপাং ফেনেন পার্থিব ॥ ১২৮
সুপ্তং মত্তং প্রমত্তং বা ঘাতয়ন্তি রিপুং নরাঃ।
বিষেণ বহ্নিনা বাপি মন্ত্রোপায়ৈ মায়য়া ॥ ১২৯

অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অধিক বিশ্বাস করিবে না। ঐরূপ লোককে বিশ্বাস করিলে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহা মূলকেও কাটিয়া ফেলে। ১২৩

যে ব্যক্তি রাজসেবক ও বর্ণসঙ্করের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে পারে না। ১২৪

রাজন্! উন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ঐরূপ লোককে বিশ্বাস করিয়া পক্ষহীন কীটের মত নিঃসংশয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, শুক্রাচার্য ইহরূপ বলিয়াছেন। ১২৫

লতা যেমন ধীর কোমলতার দ্বারা মহাবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ভগ্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নম্রতার সচেষ্ট থাকিয়া ন্যায়ভাবে শত্রুকে বিনষ্ট করিবে। ১২৬

বল্মীক (উঁই) যেমন কৃশ ও কোমল হইয়াও শনৈঃ শনৈঃ বৃক্ষের মূলকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ শত্রু কৃশ, স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়া প্রবেশ করে এবং পরে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১২৭

রাজন্! ইন্দ্র মুনিগণের সাক্ষাতে দ্রোহ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশেষে জলের ফেনের দ্বারা নমুচিকে নিহত করিয়াছিলেন। ১২৮

মনুষ্যগণ সুপ্ত, মত্ত ও প্রমত্ত শত্রুকে বিষ, অগ্নি, মন্ত্র অথবা মায়ার দ্বারাও নিহত করিয়া থাকে ॥ ১২৯

ন চ শেষং প্রকুর্বন্তি পুনর্বৈরভয়াদরাঃ
ঘাতয়ন্তি সমূলং হি ক্রমেণ মৃগবাং নৃপ ॥ ১৩০
শত্রুশেষমৃণাচ্ছেষং শেষমগ্নেশ্চ ভূমিপ।
পুনর্বর্ধেত সঞ্চয় তস্মাচ্ছেষং ন শেষয়েৎ ॥ ১৩১
হসতে জল্পতে বৈরী একপাত্রে ভুনক্তি চ।
একাসনং চারোহতি স্মরতে তচ্চ কিল্বিষম্ ॥ ১৩২
কৃত্বা সম্বন্ধকং চাপি বিশ্বসেচ্ছত্রুণা ন হি।
পুলোমানং জঘানাজৌ জামাতা সন্ শতক্রতুঃ ॥ ১৩৩
নিধায় মনসা বৈরং প্রিয়ং বক্তীহ যো নরঃ।
উপসর্পেন্ন তং প্রাজ্ঞঃ কুরঙ্গ ইব লুব্ধকম্ ॥ ১৩৪
ন চাসয়েৎ নিবস্তব্যং সবৈরে বর্ধিতে রিপৌ।
পাতয়েৎ তং সমূলং হি নদীরয় ইব দ্রুমম্ ॥ ১৩৫
অমিত্রাচ্চোন্নতিং প্রাপ্য নোন্নতোঽস্মীতি বিশ্বসেৎ।
তস্মাৎ প্রাপ্যোন্নতিং নশ্যেৎ প্রাবার ইব কীটকঃ ॥ ১৩৬

রাজন্! মনুষ্য পুনঃ পুনঃ বৈরিতার ভয়ে শত্রুর শেষ রাখে না, তাহারা নিয়মিত উপায় গ্রহণ করিয়া শত্রুকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১৩০

ভূপাল! শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ ও অগ্নির শেষ রাখিলে তাহা পুনশ্চ বর্ধিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এইগুলির শেষ রাখিবে না। ১৩১

শত্রু যদি একত্র হাস্য করে, আলাপ করে, একপাত্রে ভোজন করে, একই আসনে উপবেশন করে, তথাপি সে পূর্বকালীন বৈরিতার কথা স্মরণ করিয়া থাকে। ১৩২

শত্রুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। শতক্রতু ইন্দ্র জামাতা হইয়াও যুদ্ধে পুলোমাকে নিহত করিয়াছিলেন। ১৩৩

যে ব্যক্তি বৈরিতাকে অন্তরে গোপন করিয়া প্রিয়বাক্য বলিয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ব্যাধের প্রতি মৃগের মত যেন তাহার নিকট গমন না করে। ১৩৪

বৈরভাবপোষণকারী শত্রু যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার সন্নিকটে বাস করা উচিত নয়। নদীর বেগ যেমন তীরস্থ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে, সেইরূপ ঐ শত্রুনিকটস্থ প্রতিপক্ষকে সমূলে বিনষ্ট করে। ১৩৫

শত্রুর সাহায্যে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া 'উন্নত হইয়াছি' এইরূপ বিশ্বাস করিবে না। শত্রুর নিকট হইতে উন্নতি প্রাপ্ত ব্যক্তি পক্ষবিশিষ্ট পিপীলিকার মত বিনষ্ট হয়। ১৩৬

ইত্যেতা হংসনোদ্গীতা গাথা ধার্য্যা বিপশ্চিতা।
কর্ত্তব্যা চাত্মরক্ষা বৈ নরেণ পৃথিবীপতে ॥ ১৩৭
ময়া সকিবিষং ভুক্তং প্রবৃদ্ধং তিদারুণম্।
পুত্রস্তং প্রকুর্বস্ত্যা তস্মাদ্বো বিশ্বাসে ত্বয়ি ॥ ১৩৮
এবমুক্ত্বা প্রদুদ্রাব তদাকাশং পতত্রিণী।
ইত্যেতৎ তে ময়াখ্যাতং পুরাভূতমিদং নৃপ ॥ ১৩৯
ব্রহ্মদত্তস্য রাজেন্দ্র যদ্ বৃত্তং পূজনীয়য়া।
শ্রাদ্ধস্য পৃচ্ছসে যস্মাৎ যুধিষ্ঠির মহামতে ॥ ১৪০

পৃথিবীনাথ! আত্মরক্ষণেচ্ছু বিদ্বান্ ব্যক্তির শুক্রাচার্য্য-কীর্ত্তিত এই নীতিগাথা অবশ্য স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। ১৩৭

আমি তোমার পুত্রকে বধ করিয়া অতিনিদারুণ অপরাধ করিয়াছি, এইজন্য আমি এখন তোমাকে বিশ্বাস করিব না। ১৩৮

রাজন্! ঐ পক্ষিণী এইরূপ বলিয়া আকাশে উড়িয়া গমন করিল। রাজেন্দ্র! প্রাচীন কালে পূজনীয়ার সহিত ব্রহ্মদত্তের যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিলাম।

অত্রতে বর্ত্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
গীতং সনৎকুমারেণ মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে ॥ ১৪১
শ্রাদ্ধস্য ফলমিচ্ছন্ বিনতং সুকৃতস্য চ।
তন্নিবোধ মহারাজ সপ্তর্ষীণাং তু ভারত ॥ ১৪২
সগালবস্য চরিতং কণ্ডরীকস্য চৈব হি।
ব্রহ্মদত্ততৃতীয়ানাং যোগিনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ১৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পূজনীয়োপাখ্যানে চটকাখ্যানং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

মহামতে! যুধিষ্ঠির! তুমি যে শ্রাদ্ধের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে বিষয়ে আমি তোমাকে প্রাচীন ইতিহাস শোনাইতেছি। এই ইতিহাসটি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়কে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন। ১৩৯-১৪১

মহারাজ! ভারত! নিয়মানুসারে কলোদকের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধের পুণ্যফলের কথা শ্রবণ কর এবং গালব কণ্ডরীক ও ব্রহ্মদত্ত এই তিন জন যোগী ব্রহ্মচারীর সাত জনের চরিত্র শ্রবণ কর। ১৪২-১৪৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পূজনীয়ার উপাখ্যানপ্রসঙ্গে চটকের (চড়ুইয়ের) কথা নামক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ পিতৃকল্পঃ—মার্কণ্ডেয়েন শ্রাদ্ধস্য মহিম্নো বর্ণনম্, শ্রাদ্ধস্য ফলেন কৌশিকপুত্রাণামুত্তমজন্মপ্রাপ্তিশ্চ। ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শ্রাদ্ধে প্রতিষ্ঠিতো লোকঃ শ্রাদ্ধে যোগঃ প্রবর্ত্ততে।
হন্ত তে বর্ত্তয়িষ্যামি শ্রাদ্ধস্য ফলমুত্তমম্ ॥ ১
ব্রহ্মদত্তেন যৎ প্রাপ্তং সপ্তজাতিষু ভারত।
তত এব হি ধর্ম্মস্য বৃদ্ধির্নির্বর্ত্ততে শনৈঃ ॥ ২
পীড়য়াপ্যথ ধর্ম্মস্য কৃতে শ্রাদ্ধে পুরানঘ।
যৎ প্রাপ্তং ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বং তন্নিবোধ মহামতে ॥ ৩

ততোঽহং তানপশ্যৎ কুরুক্ষেত্রে পিতৃব্রতান্।
সনৎকুমারনির্দ্দিষ্টানপশ্যং সপ্ত বৈ দ্বিজান্ ॥ ৪
দিব্যেন চক্ষুষা তেন যানুবাচ পুরা বিভুঃ
বাগ্দুষ্টঃ ক্রোধনো হিংস্রঃ পিশুনঃ কবিরেব চ।
খসৃমঃ পিতৃবর্ত্তী চ নামভিঃ কর্ম্মভিস্তথা ॥ ৫
কৌশিকস্য সুতাস্তাত শিষ্যা গার্গস্য ভারত।
পিতর্য্যুপরতে সর্ব্বে ব্রতবন্তস্তদাভবন্ ॥ ৬

### একবিংশতি অধ্যায়।

[ পিতৃকল্প—মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধের মহিমা বর্ণন এবং শ্রাদ্ধের ফলে কৌশিক (বিশ্বামিত্র)-পুত্রগণের উত্তম জন্মপ্রাপ্তি। ]

[illegible]লেন—এই জগৎ সংসার শ্রাদ্ধে প্রতিষ্ঠিত। শ্রাদ্ধে যোগ সুফলদায় হয়। এইজন্য শ্রাদ্ধের উত্তম ফল তোমাকে বলিতেছি। ১

ভারত। ব্রহ্মদত্ত সাতজন্মে (ভারদ্বাজ, কৌশিক, ব্যাধ, মৃগ, চক্রবাক্, হংস ও ব্রাহ্মণ এই সাতজন্মে) যে ধর্ম্মের (শ্রাদ্ধের) ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, ঐ কথা হইতে লোকের ধর্ম-বৃদ্ধি শনৈঃ শনৈঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২

নিষ্পাপ! মহাবুদ্ধে! প্রাচীন কালে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকে পীড়িত করিয়াও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। ৩

কিন্তু সনৎকুমারবর্ণিত সেই সাতজন ব্রাহ্মণকে অধর্ম্মরত থাকা সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিতে দেখিলাম। ঐ সাতজনের নাম বাগ্দুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, খসৃম ও পিতৃবর্ত্তী। ইহাদের যেমন নাম, কার্য্যও তেমনই। ৪-৫

ভারত। তাত! ইহারা কৌশিকের (বিশ্বামিত্রের) পুত্র ছিল। পিতা বিশ্বামিত্র ইহাদিগকে শাপদান করিয়া নিরস্ত হইলে তাহারা সকলে গার্গ্যের শিষ্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে রত হইয়াছিল। ৬

বিনিয়োগাদ্ গুরুস্তেষাং গাং দোগ্ধ্রীং সমকালয়ন্।
সমানবৎসাং কপিলাং সর্বে ন্যায়াগতাং তদা ॥ ৭

তেষাং পথি ক্ষুধার্তানাং বাল্যান্মোহাচ্চ ভারত।
ক্রূরা বুদ্ধিঃ সমভবৎ তাং গাং বৈ হিংসিতুং তদা ॥ ৮

তান্ কবিঃ খসৃমশ্চৈব যাচেতে নেতি বৈ তদা।
ন চাশকাস্তু তে তাভ্যাং তদা বারয়িতুং দ্বিজাঃ ॥ ৯

পিতৃবর্তী তু যস্তেষাং নিত্যঃ শ্রাদ্ধাহ্নিকো দ্বিজঃ।
স সর্বানব্রবীদ্ ভ্রাতৄন্ কোপাদ্ধর্মে সমাহিতঃ ॥ ১০

যদ্যবশ্যং প্রহন্তব্যা পিতৄনুদ্দিশ্য সাধ্বিমাম্।
প্রকুর্বীমহি গাং সম্যক্ সর্ব এব সমাহিতাঃ ॥ ১১

এবমেষাপি গৌর্ধর্মং প্রাপ্স্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
পিতৄনভ্যর্চ্য ধর্মেণ নাধর্মোঽস্মান্ ভবিষ্যতি ॥ ১২

তথেত্যুক্ত্বা চ তে সর্বে প্রোক্ষয়িত্বা চ গাং ততঃ।
পিতৃভ্যঃ কল্পয়িত্বৈনামুপাযুঞ্জত ভারত ॥ ১৩

উপযুজ্য চ গাং সর্বে গুরোস্তস্য ন্যবেদয়ন্।
শার্দূলেন হতা ধেনুর্বৎসোঽয়ং গৃহ্যতামিতি ॥ ১৪

আর্জবাৎ স তু তং বৎসং প্রতিজগ্রাহ বৈ দ্বিজঃ।
মিথ্যোপচর্য্য তে তং তু গুরুমন্যায়তো দ্বিজাঃ ॥
কালেন সময়ুক্তাস্তু সর্ব এবায়ুষঃ ক্ষয়ে ॥ ১৫

তে বৈ ক্রূরতয়া হিংস্রা অনার্য্যত্বাদ্ গুরৌ তথা।
উগ্রা হিংসাবিহারাশ্চ সপ্তাজায়ন্ত সোদরাঃ ॥ ১৬

লুব্ধকস্যাত্মজাস্তাত বলবন্তো মনস্বিনঃ।
পিতৄনভ্যর্চ্য ধর্মেণ প্রোক্ষয়িত্বা চ গাং তদা ॥ ১৭

স্মৃতিঃ প্রত্যবমর্শশ্চ তেষাং জাত্যন্তরেঽভবৎ।
জাতা ব্যাধা দশার্ণেষু সপ্ত ধর্মবিচক্ষণাঃ ॥ ১৮

স্বকর্মনিরতাঃ সর্বে লোভানৃতবিবর্জিতাঃ।
তাবন্মাত্রং প্রকুর্বন্তি যাবতা প্রাণধারণম্ ॥ ১৯

শেষং ধ্যানপরাঃ কালমনুধ্যায়ন্তি কর্ম তৎ।
নামধেয়ানি চাপ্যেষামিমান্যাসন্নরাধিপ ॥ ২০

নির্বৈরো নির্বৃতিঃ শান্তো নির্মন্যুঃ কৃতিরেব চ।
বৈধসো মাতৃবর্তী চ ব্যাধাঃ পরমধার্মিকাঃ ॥ ২১

---

ভারত! তাহারা একদিন গুরুর আদেশানুসারে দুগ্ধবতী ন্যায়ভাবে সংগৃহীতা সমানবৎসা কপিলা ধেনুকে চরাইবার জন্য বনে লইয়া যাইতেছিল। পথে ক্ষুধার্ত হওয়ায় মূর্খতা ও মোহবশতঃ ঐ ধেনুকে নিহত করিবার জন্য তাহাদের ক্রূর বুদ্ধি হইল। ৭-৮

তাহাদের মধ্যে কবি ও খসৃম ঐরূপ না করিবার জন্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহারা দুইজনে অন্য ব্রাহ্মণগণকে বারণ করিতে পারিল না। ৯

তখন তাহাদের মধ্যে ধর্মে পরিনিষ্ঠিত প্রতিদিন শ্রাদ্ধাহ্নিক-পরায়ণ পিতৃবর্তীনামক যে ব্রাহ্মণ ছিল, সে কুপিত হইয়া ভ্রাতৃগণকে বলিল। ১০

যদি তোমরা এই ধেনু নিহত করিবেই, তাহা হইলে অত্যন্ত সাবধানে পিতৃগণের উদ্দেশ্যেই আমরা ইহার সদুপযোগ করিব। ১১

এইরূপ করিলে এই ধেনু নিঃসন্দেহে ধর্ম লাভ করিবে এবং ধর্মানুসারে পিতৃগণের অর্চনা করিলে অধর্ম আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। ১২

ভারত। তখন তাহারা সকলে 'তথাস্তু' বলিয়া একমত হইয়া ধেনুকে প্রোক্ষণ করিল এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিয়া ধেনুর উপযোগ করিল। ১৩

ধেনুর উপযোগ করিয়া সকলে গুরুর নিকট আসিয়া নিবেদন করিল যে, ধেনুটি ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে, এই বৎসটিকে গ্রহণ করুন। ১৪

ব্রাহ্মণ গার্গ্য সরলতাবশতঃ ঐ বৎসটিকে গ্রহণ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ অন্যায়ভাবে গুরুর সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়া আয়ু শেষ হইলে পর কালকবলিত হইল। ১৫

ঐ হিংস্রপ্রকৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্রূরতা ও গুরুর সহিত অনার্য ব্যবহার করার জন্য উগ্রভাবসম্পন্ন হিংসাকারী সাতজন সহোদর ভ্রাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ১৬

তাত। তাহারা ব্যাধের পুত্র হইলেও বলবান্ ও মনস্বী হইল। পূর্বজন্মে ধর্মানুসারে পিতৃগণের অর্চনার জন্য ধেনুর প্রোক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া পূর্বজন্মের স্মৃতি পরজন্মে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা দশার্ণদেশে ধর্মবিচক্ষণ সপ্ত ব্যাধরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৭-১৮

তাহারা সকলে স্বধর্মনিরত ও লোভ-হিংসাবর্জিত [illegible] যতটুকু ভোজন করিলে প্রাণ ধারণ করা যায়, ততটুকুই ভোজন করিত। ১৯

রাজন্। অবশিষ্ট সময় তাহারা ধ্যানপরায়ণ হইয়া নিজ কৃতকর্মের চিন্তন করিত। এইজন্মে তাহাদের এইরূপ নাম ছিল— নির্বৈর, নির্বৃতি, শান্ত, নির্মন্যু, কৃতি, বৈধস ও মাতৃবর্তী। ইহারা ব্যাধ হইলেও পরমধার্মিক ছিল। ২০-২১

তৈরেবমৃষিভিস্তাত হিংসাধর্মরতৈঃ সদা
মাতা চ পূজিতা বৃদ্ধা পিতা চ পরিতোষিতঃ ॥ ২১
যদা মাতা পিতা চৈব সংযুক্তৌ কালধর্মণা
তদা ধনূংষি তে ত্যক্ত্বা বনে প্রাণানবাসৃজন্ ॥ ২৩
শুভেন কর্মণা তেন জাতা জাতিস্মরা মৃগাঃ
ত্রাসাদুৎপাদ্য সংবিগ্না রম্যে কালঞ্জরে গিরৌ ॥ ২৪
উন্মুখো নিত্যবিত্রস্তঃ স্তব্ধকর্ণো বিলোচনঃ।
পণ্ডিতো ঘস্মরো নাদী নামতস্তেঽভবন মৃগাঃ ॥ ২৫
তমেবার্থমনুধ্যান্তো জাতিস্মরণসম্ভবম্।
আসন্ বনচরাঃ ক্ষান্তাঃ নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৬
তে সর্বে শুভকর্মাণঃ সধর্মাণো বনেচরাঃ।
যোগধর্মমনুপ্রাপ্তা বিচরন্তি স্ম তত্র হ ॥ ২৭
ততঃ প্রাণান্ মুমুচুস্তে নিরাহারাস্তপস্বিনঃ
তেষাং মরুং সাধয়তাং পদস্থানানি ভারত ॥
তথৈবাদ্যাপি দৃশ্যন্তে গিরৌ কালঞ্জরে নৃপ ॥ ২৮

কর্মণা তেন তে তাত শুভেনাশুভবর্জিতাঃ
শুভাচ্ছুভতরাং যোনিং চক্রবাকত্বমাগতাঃ ॥ ২৯
শুভে দেশে শরদ্বীপে সপ্তৈবাসন জলৌকসঃ।
ত্যক্ত্বা সহচরীধর্মং মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩০
নিঃস্পৃহো নির্মমঃ ক্ষান্তো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
নির্বৃত্তির্নিভৃতশ্চৈব শকুনা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
তে তত্র পক্ষিণঃ সর্বে শকুনা ধর্মচারিণঃ।
নিরাহারা জহুঃ প্রাণাংস্তপোযুক্তাঃ সরিত্তটে ॥ ৩২
অথ তে সোদরা জাতা হংসা মানসচারিণঃ
জাতিস্মরাঃ সুসংযুক্তাঃ সপ্তৈব ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩৩
বিপ্রযোনৌ যতো মোহান্মিথ্যোপচরিতো গুরুঃ
তির্যগ্যোনৌ ততো জাতাঃ সংসারে পরিবভ্রমুঃ ॥ ৩৪
যতশ্চ পিতৃকার্যেষু কৃতঃ স্বর্থে ব্যবস্থিতৈঃ।
ততো জ্ঞানঞ্চ জাতিঞ্চ তে হি প্রাপুর্গুণোত্তরাম্ ॥ ৩৫
সুমনাঃ শুচিবাক্শুদ্ধঃ পঞ্চমশ্ছিদ্রদর্শনঃ
সুনেত্রশ্চ স্বতন্ত্রশ্চ শকুনা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬

---

তাত! দশার্ণদেশে স্থিত ঐ সকল ব্যাধ হিংসাধর্মরত হইলেও বৃদ্ধা মাতার পূজা করিত এবং পিতাকে সন্তুষ্ট করিত। ২২

যখন তাহাদের মাতা ও পিতা উভয়েই কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইল, তখন তাহারা ধনু ত্যাগ করিয়া বনে অনশনের দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। ২৩

শুভকর্ম করার জন্য জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। পূর্বে হিংসার দ্বারা লোকের ত্রাস উৎপন্ন করার জন্য রমণীয় কালঞ্জর পর্বতে তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিত। ২৪

ঐ মৃগগুলির নাম ছিল—উন্মুখ, নিত্যবিত্রস্ত, স্তব্ধকর্ণ, বিলোচন, পণ্ডিত, ঘস্মর ও নাদী। ২৫

পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকায় ঐ সকল কর্মের ও তৎফলের চিন্তা করিত, সেইজন্য কষ্টসহিষ্ণু, শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা পিপাসাদিতে অক্ষুব্ধ এবং পরিগ্রহবর্জিত হইয়া বনে বিচরণ করিত। ২৬

তাহারা সকলে সমানকর্মরত ও শুভকর্মযুক্ত হইয়া যোগধর্ম আশ্রয় করত বনে বিহার করিত। ২৭

ভারত! ঐ মৃগসকল অনাহার ও জলবর্জন করিয়া তপস্যা করাতে ঐ পর্বতে প্রাণত্যাগ করিল। অনশনত্যাগের সাধনা করায় ঐ মৃগগণের পদচিহ্ন অদ্যাপি পূর্ববৎ কালঞ্জর পর্বতে দেখা যায়। ২৮

তাত! ঐ শুভকর্মের দ্বারা তাহারা অশুভযোনি ত্যাগ করিয়া অতিশয় চক্রবাক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। ২৯

ঐ সাতজন শরদ্বীপের দেশে শরদ্বীপে জলচর পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল এবং চক্রবাকীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী মুনি হইয়া থাকিতে লাগিল। ৩০

এই চক্রবাক জন্মে তাহাদের নাম হইয়াছিল—নিঃস্পৃহ, নির্মম, শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, নিবৃত্তি ও নিভৃত। ৩১

ঐ সকল ধর্মাচারী পক্ষী নদীতটে নিরাহার থাকিয়া তপস্যা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ৩২

অনন্তর ঐ সহোদর ভ্রাতৃগণ মানসসরোবরে বিহরণকারী হংস হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এই জন্মেও তাহাদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল। এইজন্য ঐ সাতজনই সুসংযত ব্রহ্মচারী হইয়া রহিল। ৩৩

তাহারা ব্রাহ্মণ-জন্মে মোহবশতঃ গুরুকে মিথ্যা বলিয়াছিল, এইজন্য এইভাবে তির্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৩৪

স্বার্থে তৎপর থাকা সত্ত্বেও পিতৃগণের শ্রাদ্ধের জন্য কার্য করিয়াছিল বলিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৫

হংসযোনিতে তাহাদের নাম ছিল—সুমনা, শুচিবাক্, শুদ্ধ, পঞ্চম, ছিদ্রদর্শন, সুনেত্র ও স্বতন্ত্র। ৩৬

পঞ্চমঃ পাঞ্চিকস্তত্র সপ্তজাতিষু জায়ত।
ষষ্ঠস্তু কণ্ডরীকোঽভূদ্ ব্রহ্মদত্তস্তু সপ্তমঃ॥ ৩৭
তেষাং তু তপসা তেন সপ্তজাতিকৃতেন বৈ
যোগস্য চাপি নির্বৃত্ত্যা প্রতিভানাচ্চ শোভনাৎ॥ ৩৮
পূর্বজাতিষু যদ্ ব্রহ্ম শ্রুতং গুরুকুলেষু বৈ
তেনৈবাবস্থিতা বুদ্ধিঃ সংসারেষ্বপি বর্ত্ততাম্॥ ৩৯
তে ব্রহ্মচারিণঃ সর্বে বিহঙ্গা ব্রহ্মবাদিনঃ
যোগধর্মমনুধ্যান্তো বিহরন্তি স্ম তত্র হ॥ ৪০
তেষাং তত্র বিহঙ্গানাং চরতাং সহচারিণাম্।
নীপানামীশ্বরো রাজা বিভ্রাজঃ পৌরবান্বয়ঃ॥ ৪১
বিভ্রাজমানো বপুষা প্রভাবেণ সমন্বিতঃ।
শ্রীমানন্তঃপুরবৃতো বনং তৎ প্রবিবেশ হ॥ ৪২
স্বতন্ত্রস্তু বিহঙ্গোঽসৌ স্পৃহয়ামাস তং নৃপম্।
দৃষ্ট্বা যান্তং শ্রিয়োপেতং ভবেয়মহমীদৃশঃ॥ ৪৩
যদ্যস্তি সুকৃতং কিঞ্চিৎ তপো বা নিয়মোঽপি বা
খিন্নোঽস্ম্যুপবাসেন তপসা নিষ্ফলেন চ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পিতৃকল্পে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

পূর্বোল্লিখিত কৌশিক-পুত্রদের মধ্যে পঞ্চম কবি পরবর্তী সপ্তম জন্মে পাঞ্চিক (বা পাঞ্চাল) হইয়াছিল, ষষ্ঠ খসৃম পরবর্তী সপ্তম জন্মে কণ্ডরীক হইয়াছিল এবং সপ্তম পিতৃবর্তী পরবর্তী সপ্তম জন্মে ব্রহ্মদত্ত হইয়াছিল। ৩৭

তাহারা সাতজন্মে যে তপস্যা করিয়াছিল, তাহার দ্বারা, যোগানুষ্ঠানের দ্বারাও শোভনপ্রতিভার দ্বারা পূর্বজন্মে গুরুকুলে বাস করিয়া কৃত বেদাধ্যয়নের দ্বারা সংসারে থাকা সত্ত্বেও তাহাদের বুদ্ধি ধর্মানুকূলই ছিল, পরিবর্তিত হয় নাই। ৩৮-৩৯

ঐ সকল আকাশচারী হংস ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মবাদী হইয়া যোগধর্ম পালন করিতে করিতে বিচরণ করিত। ৪০

ঐ সকল পক্ষী মিলিত হইয়া বিহার করিতে থাকিলে ঐ সময় নীপগণের অধিপতি পৌরববংশীয় রাজা শ্রীমান্ বিভ্রাজ নিজ দেহকান্তির দ্বারা প্রকাশিত ও মহাপ্রভাববিশিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরবাসী সকলকে লইয়া ঐ বনে প্রবেশ করিল। ৪১-৪২

তখন তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্রনামক হংস শ্রীমণ্ডিত রাজাকে আসিতে দেখিয়া স্পৃহা প্রকাশ করিল যে 'আমি এইরূপ রাজা হইব'। যদি আমার কিছুও পুণ্য থাকে, কিঞ্চিৎ তপস্যা ও নিয়ম থাকে, তাহা হইলে আমি এইরূপ রাজা হইব। এক্ষণে আমি উপবাস ও নিষ্ফল তপস্যায় খিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ৪৩-৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃকল্পবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ পিতৃকল্পঃ—শুচিবাক্পক্ষিকর্ত্তৃকঃ স্বতন্ত্রাদি-ত্রিপক্ষিভ্যঃ শাপদানম্, সুমনঃপক্ষিণা কৃপাপূর্ব্বকং তেষাং শাপমোচনঞ্চ। ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তঃ চক্রবাকৌ দ্বাবূচতুঃ সহচারিণৌ।
আবাং তে সচিবৌ স্যাবস্তব প্রিয়হিতৈষিণৌ॥ ১
তথেত্যুক্ত্বা চ তদাসীৎ তদা যোগাত্মিকা মতিঃ।
এবং তে সময়ং চক্রুঃ শুচিবাক্ তমুবাচ হ॥ ২
যস্মাৎ কামপ্রধানস্ত্বং যোগধর্মমপাস্য বৈ।
এবং বরং প্রার্থয়সে তস্মাদ্ বাক্যং নিবোধ মে॥ ৩
রাজা ত্বং ভবিতা তাত কাম্পিল্যে নাত্র সংশয়ঃ।
ভবিষ্যতঃ সখায়ৌ চ দ্বাবিমৌ সচিবৌ তব॥৪

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ পিতৃকল্প—শুচিবাক্পক্ষিকর্তৃক স্বতন্ত্র প্রভৃতি তিন পক্ষীকে শাপদান এবং সুমনঃপক্ষীর দ্বারা কৃপাপূর্বক তাহাদের সকলকে শাপ হইতে মোচন। ]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তখন ঐ স্বতন্ত্রনামক পক্ষীর সহচর চক্রবাকদ্বয় বলিল—তুমি রাজা হইলে আমরা তোমার প্রিয়হিতৈষী মন্ত্রী হইব। ১

স্বতন্ত্র বলিল, তাহাই হইবে। এইরূপ বলিয়া সে যোগধর্মে মনোনিবেশ করিল। যখন তাহারা তিনজনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল, তখন শুচিবাক্ স্বতন্ত্রকে বলিল। ২

তুমি যোগধর্ম ত্যাগ করিয়া কামপ্রধান হইয়া বর প্রার্থনা করিতেছ, এইজন্য আমার বাক্য শ্রবণ কর। ৩

তাত! তুমি কাম্পিল্যে রাজা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তোমার এই দুইজন সখা মন্ত্রী হইবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। ৪

শপ্তা চানভিজ্ঞাস্তাংস্তাংশ্চহ্বাশ্চক্রগুরুজাঃ ।
তাংস্ত্রীনতীপাদো রাজানং ব্যভিচারং প্রলপিতবান্ ॥ ৫
শপ্তাঃ খগাস্ত্রয়স্তে তু যোগভ্রষ্টা বিচেতসঃ
তানযাচন্ত চত্বারস্তে সহচারিণঃ ॥ ৬
তেষাং প্রসাদং তে চক্রুস্তেষাঞ্চ সুমনাব্রবীৎ
সর্বেষামেব বচনাৎ প্রসাদ সুগতঃ বচঃ ॥ ৭
অন্তবন্ ভবিতা শাপো যুষ্মাকং নাত্র সংশয়ঃ
ইতশ্চ্যুতাশ্চ মানুষ্যং প্রাপ্য যোগং বাপ্স্যথ ॥ ৮

সর্বসত্ত্বরুতজ্ঞশ্চ স্বতন্ত্রোঽয়ং ভবিষ্যতি ।
পিতৃপ্রসাদো হ্যস্মাভিরস্য প্রাপ্তঃ কৃতেন বৈ ॥ ৯
গাং প্রোক্ষয়িত্বা ধর্মেণ পিতৃভ্য উপকল্পিতাম্ ।
অস্মাকং জ্ঞানসংযোগঃ সর্বেষাং যোগসাধনঃ ॥ ১০
ইদঞ্চ বাক্যসন্দর্ভাৎ শ্লোকমেকমুদাহরন্
পুরুষান্তরিতঃ শ্রুত্বা ততো যোগমবাপ্স্যথ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে হরিবংশপর্বণি পিতৃকল্পে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

এইভাবে অপর চারিটি পক্ষী রাজাসাথী যোগধর্ম-ভ্রষ্ট ঐ তিনটি পক্ষীকে শাপপ্রদান করিয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল। ৫

যোগভ্রষ্ট ঐ তিনটি পক্ষী শাপগ্রস্ত হইয়া ভয়ে অচেতনপ্রায় হইয়া গেল এবং ঐ তিন সহচর পক্ষী অবশিষ্ট চারিটি পক্ষীকে প্রার্থনা করিল। ৬

তখন তাহারা তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইল। সকলের সম্মতি অনুসারে সুমনা প্রসন্নতার সহিত এই বাক্য বলিল। ৭

তোমাদের এ শাপ অবশ্য সমাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা যে পতিত হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে এবং যোগধর্ম প্রাপ্ত হইবে। ৮

এই স্বতন্ত্র সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিবে। পূর্বজন্মে ইহার কথানুসারে কার্য করিয়া আমরা পিতার প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যেহেতু বলিয়াছিল যে, ধেনুকে প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে অর্পণ কর। এইরূপ আমাদের সকলের যোগসাধন জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ৯-১০

তোমাদের মনুষ্যজন্মে যদি কোনও ব্যক্তি তোমাদিগকে 'সপ্ত ব্যাধ দশার্ণেষু' ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোক শ্রবণ করায়, তাহা হইলে তখন তোমরা পুনর্বার জ্ঞানযুক্ত যোগধর্ম প্রাপ্ত হইবে। ১১

শ্রীশ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃকল্পবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

[ হংসানাং কাম্পিল্যনগরে ব্রহ্মদত্তাদিরূপেণোদ্ভবঃ, স্বপিতুরাজ্ঞাং গৃহীত্বা চতুর্ণাং হংসানাং মুক্তিলাভশ্চ । ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
তে যোগধর্মনিরতাঃ সপ্ত মানসচারিণঃ ।
পদ্মগর্ভোঽরবিন্দাক্ষঃ ক্ষীরগর্ভঃ সুলোচনঃ ॥ ১
উরুবিন্দুঃ সুবিন্দুশ্চ হৈমগর্ভস্তু সপ্তমঃ ।
বায়ুভক্ষাঃ সততং শরীরাণ্যুপশোষয়ন্ ॥ ২
রাজা বিভ্রাজমানস্তু বপুষা তদ্ বনং তদা ।
চচারান্তঃপুরবৃতো নন্দনং মঘবানিব ॥ ৩
স তানপশ্যৎ খচরান্ যোগধর্মাত্মকান্ নৃপ ।
নির্বেদাচ্চ তমেবার্থমনুধ্যায়ন্ পুরং যযৌ ॥ ৪
অণুহো নাম তস্যাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ।
অণুধর্মরতিনিত্যমণুঃ সোঽভ্যগমৎ পরম্ ॥ ৫

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[ কাম্পিল্যনগরে হংসসকলের ব্রহ্মদত্তাদিরূপে উদ্ভব এবং স্ব-পিতার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া চারি হংসের মুক্তিলাভ। ]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—যোগধর্মরত মানসসরোবরবিহারী পদ্মগর্ভ, অরবিন্দাক্ষ, ক্ষীরগর্ভ, সুলোচন, উরুবিন্দু, সুবিন্দু ও হৈমগর্ভ নামধারী সাতটি হংস তখন হইতে জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া শরীরকে শুষ্ক করিতে লাগিল। ১-২

এ দিকে বীর শরীরে দেদীপ্যমান রাজা মহিষী-পরিবৃত হইয়া নন্দনবনে ইন্দ্রের মত ঐ বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩

রাজন্! তিনি যোগধর্মরত পক্ষীগুলিকে দেখিতে পাইলেন। (পক্ষী যোগধর্মরত, অথচ রাজা মনুষ্য হইয়াও যোগরত নন এইরূপ বিচার করে) নির্বেদবশতঃ ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজ নগরে ফিরিয়া আসিল। ৪

তাহার অণুহনামক পরমধার্মিক পুত্র ছিল। সে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব-চিন্তায় অনুরক্ত ছিল বলিয়া অণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৫

প্রাদাৎ কন্যাং শুকস্তস্মৈ কৃত্বীং পূজিতলক্ষণাম্
সত্যশীলগুণোপেতাং যোগধর্মরতাং সদা ॥ ৬
সা হ্যাদিষ্টা পুরা ভীষ্ম পিতৃকন্যা মনোস্বিনী
সনৎকুমারেণ তদা সবিধে মম শোভনা ॥ ৭
সত্যধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠা দুর্বিজ্ঞেয়া কৃতাত্মভিঃ
যোগা চ যোগপত্নী চ যোগমাতা তথৈব চ ॥ ৮
যথা তে কথিতং পূর্বং পিতৃকল্পেষু বৈ ময়া
বিভ্রাজস্ত্বণুহং প্রাজ্ঞো স্থাপয়িত্বা নরেশ্বরঃ ॥ ৯
আমন্ত্র্য পৌরান্ প্রীতাত্মা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ।
প্রায়াৎ সরস্তপশ্চর্তুং যত্র তে সহচারিণঃ ॥ ১০
স বৈ তত্র নিরাহারো বায়ুভক্ষো মহাতপাঃ।
ত্যক্ত্বা কামাংস্তপস্তেপে সরসস্তস্য পার্শ্বতঃ ॥ ১১
তস্য সঙ্কল্প আসীচ্চ তেষামেকতমস্য বৈ
পুত্রত্বং প্রাপ্য যোগেন যুজ্যেয়মিতি ভারত ॥ ১২
কৃতাভিসন্ধিস্তপসা মহতা স সমন্বিতঃ।
মহাতপাঃ স বিভ্রাজো বিররাজাংশুমানিব ॥ ১৩

ততো বিভ্রাজিতং তেন বৈভ্রাজং নাম তদ্বনম্।
সরস্তচ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ বৈভ্রাজমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥১৪
তত্র তে শকুনা রাজংশ্চত্বারো যোগধর্মিণঃ।
যোগভ্রষ্টাস্ত্রয়শ্চৈব দেহত্যাগকৃতোঽভবন্ ॥ ১৫
কাম্পিল্যে নগরে তে তু ব্রহ্মদত্তপুরোগমাঃ
জাতাঃ সপ্ত মহাত্মানঃ সর্বে বিগতকল্মষাঃ ॥ ১৬
জ্ঞান-ধ্যান-তপঃ-পূজা-বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
স্মৃতিমন্তোঽত্র চত্বারস্ত্রয়স্তু পরিমোহিতাঃ ॥ ১৭
স্বতন্ত্রণুহাজ্জজ্ঞে ব্রহ্মদত্তো মহাযশাঃ।
যথা হ্যাসীৎ পক্ষিভাবে সঙ্কল্পঃ পূর্বচিন্তিতঃ ॥
জ্ঞান-ধ্যান-তপঃ-পূতো বেদ-বেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৮
ছিদ্রদর্শী সুনেত্রশ্চ তথা বাভ্রব্যবৎসয়োঃ।
জাতৌ শ্রোত্রিয়দায়াদৌ বেদ-বেদাঙ্গপারগৌ ॥ ১৯
সহায়ৌ ব্রহ্মদত্তস্য পূর্বজাতিসহোষিতৌ।
পাঞ্চালঃ পাঞ্চিকশ্চৈব কণ্ডরীকস্তথাপরঃ ॥
পাঞ্চালো বহ্বৃচস্ত্বাসীদাচার্যত্বং চকার হ।
দ্বিবেদঃ কণ্ডরীকস্তু ছন্দোগোঽধ্বর্যুরেব চ ॥ ২১

---

শুক তাঁহাকে সত্যশীলগুণসম্পন্না প্রশংসনীয়া লক্ষণবিশিষ্টা যোগধর্মরতা কৃত্বী নাম্নী নিজ কন্যাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৬

ভীষ্ম! সনৎকুমার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ সুন্দরী কন্যা কৃত্বী পিতৃগণের বুদ্ধিমতী ও শোভনা ছিলেন। ৭

ঐ কন্যা সত্যধর্মধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদেরও দুর্জ্ঞেয়া, যোগিনী, যোগীর পত্নী ও যোগীর মাতা ছিলেন। ৮

আমি পিতৃকল্পের কথা বলিবার সময় তোমাকে এই সকল কথা শোনাইয়াছি। নরেশ্বর বিভ্রাজ অণুহকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া পুরবাসীদের নিকট বিদায় লইয়া এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সেই সরোবরে তপস্যা করিতে গমন করিলেন, যেখানে সহচারী হংসগণ বাস করিত। ৯-১০

ঐ সরোবরতীরে যাইয়া সকল কামনা ত্যাগ পূর্বক নিরাহার, বায়ুভক্ষী ও মহাতপস্বী হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।১১

রাজার সঙ্কল্প ছিল যে, আমি এই হংসদের কোনও এক জনের পুত্র হইয়া যোগধর্মযুক্ত হইব। ১২

এইরূপ পরিকল্পনা করিয়া মহাতপস্বী রাজা বিভ্রাজ মহা-তপস্যার দ্বারা সূর্যের মত বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! ঐ রাজা তপস্যার দ্বারা বনকে বিভ্রাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বন ও সরোবর 'বৈভ্রাজ' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ১৪

রাজন্! ঐ সময় ঐ সরোবরতীরে যোগধর্মবিশিষ্ট চারিটি পক্ষী ও যোগভ্রষ্ট তিনটি পক্ষী সকলেই নিজ নিজ দেহ পরিত্যাগ করিল। ১৫

কাম্পিল্য নগরে নিষ্পা[illegible] তখন মহাত্মা ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করিল। ১৬

তাঁহারা সকলেই জ্ঞান, ধ্যান, তপস্যা, পূজা প্রভৃতিতে রত ও বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন পূর্বজন্মের স্মৃতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনজন পাপগ্রস্ত হওয়ায় মোহবশতঃ পূর্বস্মৃতি হইতে বঞ্চিত ছিলেন।১৭

স্বতন্ত্র নিজ পক্ষিদেহ থাকাকালের সঙ্কল্পানুসারে অণুহের মহাযশস্বী পুত্র ব্রহ্মদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিল। সে জ্ঞান ধ্যান ও তপস্যায় পবিত্র ও বেদবেদাঙ্গ পারঙ্গত হইয়াছিল। ১৮

ছিদ্রদর্শন ও সুনেত্র বাভ্রব্য এবং বৎসনামক দ্বিজদ্বয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল, তাহারা উভয়েই শ্রোত্রিয়পুত্র ও বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী হইল। ১৯

ইহারা দুইজন পূর্ব জন্মে সহচর ছিল বলিয়া এই জন্মেও ব্রহ্মদত্তের সহায়ক হইল। পূর্বজন্মের কবি হংস পাঞ্চালদেশীয় পাঞ্চিক ও অন্য হংস কণ্ডরীক নামে প্রসিদ্ধ হইল। ২০

সর্বসত্ত্বরুতজ্ঞস্তু রাজাসীদণুহস্তুজঃ।
পাঞ্চাল-কণ্ডরীকাভ্যাং তস্য সখ্যমভূৎ তদা ॥ ২১
তে গ্রামধর্মাভিরতাঃ কামস্য বশবর্তিনঃ।
পূর্বজাতিকৃতেনাসন্ ধর্মকামার্থকোবিদাঃ ॥ ২৩
অণুহস্তু নৃপশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মদত্তমকল্মষম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য যোগাত্মা পরাং গতিমবাপ্তবান্ ॥ ২৪
ব্রহ্মদত্তস্য ভার্যা তু দেবলস্যাত্মজাভবৎ।
অসিতস্য হি দুর্ধর্ষা সন্নতির্নাম নামতঃ ॥ ২৫
তামেকভাবসম্পন্নাং লেভে কন্যামনুত্তমাম্।
সন্নতীং সন্নতিমতীং দেবলাদ্ যোগধর্মিণীম্ ॥ ২৬
পঞ্চমঃ পাঞ্চিকস্তত্র সপ্তজাতিষু ভারত।
ষষ্ঠস্তু কণ্ডরীকোঽভূদ্ ব্রহ্মদত্তস্তু সপ্তমঃ ॥ ২৭
শেষা বিহঙ্গমা যে বৈ কাম্পিল্যে সহচারিণঃ।
তে জাতাঃ শ্রোত্রিয়কুলে সুদরিদ্রে সহোদরাঃ ॥ ২৮

ধৃতিমান্ সুমনা বিদ্বাংস্তত্ত্বদর্শী চ নামতঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নাশ্চত্বারশ্ছিদ্রদর্শিনঃ ॥ ২৯
তেষাং সংবিৎ তথোৎপন্না পূর্বজাতিকৃতা তদা
যে যোগনিরতাঃ সিদ্ধাঃ প্রস্থিতাঃ সর্ব এব হি ॥ ৩০
আমন্ত্র্য পিতরং তাত পিতা তানব্রবীৎ তদা।
অধর্ম এষ যুষ্মাকং যন্মাং ত্যক্ত্বা গমিষ্যথ ॥ ৩১
দারিদ্র্যমনপাকৃত্য পুত্রার্থাংশ্চৈব পুষ্কলান্।
শুশ্রূষামপ্রবৃত্তৈব কথং বৈ গন্তুমর্হথ ॥ ৩২
তে তমূচুর্দ্বিজাঃ সর্বে পিতরং পুনরেব চ
করিষ্যামো বিধানং তে যেন ত্বং বর্তয়িষ্যসি ॥ ৩৩
ইমং শ্লোকং মহার্থং ত্বং রাজানং সহমন্ত্রিণম্।
শ্রাবয়েথাঃ সমাগম্য ব্রহ্মদত্তমকল্মষম্ ॥ ৩৪
প্রীতাত্মা দাস্যতি স তে গ্রামান্ ভোগাংশ্চ পুষ্কলান্।
যথেপ্সিতাংশ্চ সর্বার্থান্ গচ্ছ তাত যথেপ্সিতম্ ॥ ৩৫

তাহাদের মধ্যে পাঞ্চাল বহ্বৃচ অর্থাৎ ঋগ্বেদী ছিল এবং সে আচার্যের কার্য করিত। কণ্ডরীক দুইটি বেদে নিষ্ণাত ছিল। ছন্দোগ হওয়ায় সামবেদে ও অধ্বর্যু হওয়ায় যজুর্বেদে তাহার অধিকার ছিল ॥ ২১

অণুহ রাজা সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। পাঞ্চাল ও কণ্ডরীকের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইয়াছিল ॥ ২২

এই তিনজনই সংসারী ব্যক্তির ধর্মে মগ্ন থাকিতেন এবং কামনার বশবর্তী হইয়া চলিতেন। পূর্বজন্মকর্মের ফলে তাঁহারা ধর্ম, কাম ও অর্থ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান্ ছিলেন ॥ ২৩

অণুহ রাজা নিষ্পাপ পুত্র ব্রহ্মদত্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যোগসাধনায় তৎপর হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥২৪

অসিত-দেবলের কন্যা তেজস্বিনী সন্নতি ব্রহ্মদত্তের ভার্যা হইয়াছিল ॥ ২৫

ঐ সন্নতি একভাবাপন্না অত্যুত্তমা নম্রতারূপিণী যোগধর্মবতী ছিলেন। দেবল ঋষি হইতে রাজা ঐ কন্যাকে ব্রহ্মদত্ত ভার্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৬

ভারত! সাত জন্মের পঞ্চম পাঞ্চিক পাঞ্চাল হইয়া ষষ্ঠ কণ্ডরীক ও সপ্তম ব্রহ্মদত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ২৭

অবশিষ্ট সহচর পক্ষিগণ কাম্পিল্য-নগরে অত্যন্ত দরিদ্র শ্রোত্রিয় বংশে সহোদর ভ্রাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ২৮

অবশিষ্ট ঐ চারিজন ধৃতিমান্ সুমনা, বিদ্বান্ ও তত্ত্বদর্শী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বেদাধ্যয়নরত ও আত্মোন্নতির জন্য স্বদোষদর্শনকারী ছিল। ২৯

তাহাদের জন্মান্তরীয় স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ যোগপরায়ণ সিদ্ধ পুরুষ ঐ চারিজন সংসার ত্যাগ করিবার জন্য উদ্যত হইল ॥ ৩০

তাত! যখন তাঁহারা নিজ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহাদের পিতা তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেছ, ইহা তোমাদের অধর্ম। ৩১

তোমরা আমার দারিদ্র্য দূর না করিয়া, পুত্রের দ্বারা করণীয় প্রয়োজনপূর্তি না করিয়া এবং আমার শুশ্রূষা না করিয়া কিরূপে গমন করিতে চাহিতেছ ? ৩২

তখন ঐ সকল ব্রাহ্মণ নিজ পিতাকে বলিলেন—আমরা সেইরূপ বিধি-ব্যবস্থা করিব, যাহাতে আপনাদের জীবননির্বাহ হইতে পারে। ৩৩

আমরা একটি শ্লোক আপনাকে বলিতেছি। আপনি মন্ত্রি-সহিত বর্তমান নিষ্পাপ ব্রহ্মদত্ত নরপতির নিকট গমন করিয়া এই শ্লোকটি শোনাইবেন। ৩৪

তাত! এই শ্লোক শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত প্রীত হইয়া আপনাকে প্রচুর গ্রাম, ভোগ্যবস্তু ও ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবেন। আপনি ব্রহ্মদত্তের নিকট গমন করুন। ৩৫

এতাবদুক্ত্বা তে সর্ব্বে পূজয়িত্বা চ তং গুরুম্।
যোগধর্ম্মমনুপ্রাপ্তা গতাঃ নির্ব্বৃতিমায়যুঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
পিতৃকল্পে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

এইরূপ বলিয়া তাঁহারা নিজ গুরু পিতাকে পূজিত করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক যোগধর্ম্মসাধনার পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন ।২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগ হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃকল্পবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ব্রহ্মদত্তস্য পুত্ররূপেণ বিভ্রাজস্যোৎপত্তিঃ, রাজ্ঞ্যাঃ সন্নত্যা ব্রহ্মদত্তং প্রতি কঠোরবাক্যকথনম্, কেনচিদ্ ব্রাহ্মণেন কথিতেভ্যঃ শ্লোকেভ্যো ব্রহ্মদত্তস্য, পাঞ্চালস্য, কণ্ডরীকস্য চ স্ব-স্ব-পূর্ব্বজন্মনো জ্ঞানলাভঃ, ব্রহ্মদত্তাদীনাং তপঃ কৃত্বা মুক্তিপ্রাপ্তিশ্চ ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ব্রহ্মদত্তস্য তনয়ঃ স বিভ্রাজস্ত্বজায়ত
যোগাত্মা তপসা যুক্তো বিষ্বক্সেন ইতি শ্রুতিঃ ॥১
কদাচিৎ ব্রহ্মদত্তস্তু ভার্য্যয়া সহিতো বনে।
বিজহার প্রহৃষ্টাত্মা যথা শচ্যা শচীপতিঃ ॥ ২
ততঃ পিপীলিকরুতং স শুশ্রাব নরাধিপঃ।
কামিনীং কামিনস্তস্য যাচতঃ ক্রোশতো ভৃশম্ ॥ ৩
শ্রুত্বা তু যাচমানাং তাং ক্রুদ্ধাং সূক্ষ্মাং পিপীলিকাম্।
ব্রহ্মদত্তো মহাহাসমকস্মাদেব চাহসৎ ॥ ৪
ততঃ সা সন্নতির্দীনা ব্রীড়িতেবাভবৎ তদা।
নিরাহারা বহুতিথং বভূব বরবর্ণিনী ॥ ৫
প্রসাদ্যমানা ভর্ত্রা সা তমুবাচ শুচিস্মিতা।
ত্বয়া চ হসিতা রাজন্ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৬
স তৎকারণমাচখ্যৌ ন চ সা শ্রদ্দধাতি তৎ।
উবাচ চৈনং কুপিতা নৈষ ভাবোঽস্তি মানুষে ॥ ৭
কো বৈ পিপীলিকরুতং মানুষো বেত্তুমর্হতি।
ঋতে দেবপ্রসাদাদ্ বা পূর্ব্বজাতিকৃতেন বা ॥ ৮
তপোবলেন বা রাজন্ বিদ্যয়া বা নরাধিপ।
যদ্যেষ বৈ প্রভাবস্তে সর্ব্বসত্ত্বরুতজ্ঞতা ॥ ৯
যথাহমেতজ্জানীয়াং তথা প্রত্যায়য়স্ব মাম্।
প্রাণান্ বাপি পরিত্যক্ষ্যে রাজন্ সত্যেন তে শপে ॥১০

## চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

[ ব্রহ্মদত্তের পুত্ররূপে বিভ্রাজের উৎপত্তি, ব্রহ্মদত্তের প্রতি রাণী সন্নতির কঠোর বাক্য কথন, কোনও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কথিত শ্লোকসমূহ হইতে ব্রহ্মদত্ত, পাঞ্চাল ও কণ্ডরীকের স্ব স্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞানলাভ এবং তপস্যা করিয়া ব্রহ্মদত্তাদির মুক্তি প্রাপ্তি। ]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—বিভ্রাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যোগানুষ্ঠানে রত, তপস্যাযুক্ত ও বিষ্বক্সেন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১

শচীপতি ইন্দ্র যেমন শচীর সহিত বনে সানন্দে বিহার করেন সেইরূপ ব্রহ্মদত্ত একদিন ভার্য্যার সহিত বনে সানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। ২

তখন ঐ নরপতি পিপীলিকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। পিপীলিকা ( পুরুষ ) কামার্ত্ত হইয়া অত্যন্ত আবেগে পিপীলিকাকে ( স্ত্রীকে ) প্রার্থনা করিতেছে। ৩

পিপীলিকা ( স্ত্রী ) ক্ষুদ্রা ও ক্রুদ্ধা, তাহার সহিত সহবাসে ইচ্ছিত হইবার জন্য পিপীলিকা ( পুরুষ ) অনুনয় করিতেছে ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অকস্মাৎ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। ৪

সেখানে উপস্থিতা মহিষী সন্নতি রাজার ঐরূপ হাস্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং ঐ সুন্দরী দীনভাবে বহুদিন অনাহারে রহিলেন। ৫

তাঁহার পতি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে পর তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন—রাজন্! তুমি আমাকে উপহাস করিয়াছ, এইজন্য আমি আর বাঁচিতে চাহি না। ৬

তখন রাজা হাস্যের কারণ বলিলেন, কিন্তু রাজমহিষী তাহা বিশ্বাস করিলেন না, কুপিতা হইয়া বলিলেন যে, মনুষ্যে ঐরূপ শক্তি থাকিতে পারে না। ৭

কোন্ মানুষ পিপীলিকার শব্দ বুঝিতে পারে? রাজন্! যদি দেবতার প্রসাদ, পূর্ব্বজন্ম-কৃত তপস্যার প্রভাব অথবা বিদ্যা ( যোগসিদ্ধি ) না থাকে? সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা তোমার যদি থাকে, তাহা হইলে আমি যাহাতে তাহা জানিতে পারি, সেইরূপ আমার বিশ্বাস উৎপাদন কর। রাজন্! যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ৮-১০

তৎ তস্য বচনং শ্রুত্বা মন্ত্রিণ্যাঃ পরুষাক্ষরম্ ।
স রাজা পরমায়াস্তো দেবশ্রেষ্ঠমগাৎ ততঃ ॥ ১১
শরণ্যং সর্বভূতেশং ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্ ।
সমাহিতো নিরাহারঃ ষড়্‌রাত্রেণ মহাযশাঃ ॥ ১২
দদর্শ দর্শনে রাজা দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ।
উবাচ চৈনং ভগবান্ সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১৩
ব্রহ্মদত্ত প্রভাতে ত্বং কল্যাণং সমবাপ্স্যসি
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৪
চতুর্ণাং তু পিতা যে হ্যসৌ ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ।
শ্লোকং সোঽধীত্য পুত্রেভ্যঃ কৃতকৃত্য ইবাভবৎ ॥ ১৫
স রাজানমথাবিচ্ছন্ সহমন্ত্রিণমচ্যুতম্ ।
ন দদর্শান্তরং কিঞ্চিচ্ছ্লোকং শ্রাবয়িতুং তদা ॥ ১৬
অথ রাজা সরঃ স্নাতো লব্ধ্বা নারায়ণাদ্ বরম্ ।
প্রবিবেশ পুরীং প্রীতো রথমারুহ্য কাঞ্চনম্ ॥ ১৭
তস্য রশ্মীন্ প্রত্যগৃহ্ণাৎ কণ্ডরীকো দ্বিজর্ষভঃ ।
চামরং ব্যজনং চাপি বাভ্রব্যঃ সমবাক্ষিপৎ ॥ ১৮
ইদমন্তরমিত্যেব ততঃ স ব্রাহ্মণস্তদা
শ্রাবয়ামাস রাজানং শ্লোকং তং সচিবৌ চ তৌ ॥ ১৯
সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥ ২০
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
প্রস্থিতা দীর্ঘমধ্বানং যূয়ং কিমবসীদথ ॥ ২১
তচ্ছ্রুত্বা মোহমগমদ্ ব্রহ্মদত্তো নরাধিপঃ ।
সচিবশ্চাস্য পাঞ্চাল্যঃ কণ্ডরীকশ্চ ভারত ॥ ২২
স্রস্তরশ্মি-প্রতোদৌ তৌ পতিতব্যজনাবুভৌ
দৃষ্ট্বা বভূবুরস্বস্থাঃ পৌরাশ্চ সুহৃদস্তথা ॥ ২৩
মুহূর্তমেব রাজা স সহ তাভ্যাং রথে স্থিতঃ ।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং প্রত্যাগচ্ছদরিন্দমঃ ॥ ২৪
ততস্তে তৎসরঃ স্মৃত্বা যোগং তমুপলভ্য চ ।
ব্রাহ্মণং বিপুলৈরর্থৈর্ভোগৈশ্চ সমযোজয়ন্ ॥ ২৫
অভিষিচ্য স্বরাজ্যে তু বিষ্বক্‌সেনমরিন্দমম্
জগাম ব্রহ্মদত্তোঽথ সদারো বনমেব হ ॥ ২৬
অথৈনং সন্নতির্ধীরা দেবলস্য সুতা তদা
উবাচ পরমপ্রীতা যোগাদ্ বনগতং নৃপম্ ॥ ২৭

মন্ত্রিণীর এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠ সকলের আশ্রয়নীয় সর্বভূতপালক ভগবান্ হরি নারায়ণের ভক্তিভরে শরণাগত হইলেন। মহাযশস্বী রাজা নিরাহারে সংযতচিত্তে ছয় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।১১-১২

ষষ্ঠ রাত্রিতে রাজা দেবপ্রভু নারায়ণকে দর্শন করিলেন। সর্বভূতদয়ালু ভগবান্ নারায়ণ রাজাকে বলিলেন। ১৩

ব্রহ্মদত্ত! প্রভাত হইলে পর তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিবে, এই বলিয়া ইষ্টদেব ভগবান্ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।১৪

যিনি চারিজন মহাত্মা ব্রাহ্মণের পিতা, সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রগণের নিকট শ্লোক শিক্ষা করিয়া যেন কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছিলেন। ১৫

তিনি মন্ত্রিসহিত বর্তমান দৃঢ়চিত্ত রাজাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ শ্লোক শোনাইবার কোন সুযোগ দেখিতে-ছিলেন না। ১৬

এক সময় রাজা নারায়ণের নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া সরোবরে স্নান করত সুবর্ণনির্মিত রথে আরোহণপূর্বক পরমপ্রীতির সহিত নগরে প্রবেশ করিতেছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কণ্ডরীক অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়াছেন এবং বাভ্রব্য পাঞ্চাল চামর ব্যজন করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া রাজাকে ও তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়কে শ্লোকটি শোনাইলেন। ১৭-১৯

"যে সাতজন দশার্ণদেশে ব্যাধ হইয়া, কালঞ্জর পর্বতে মৃগ হইয়া, শরদ্বীপে চক্রবাক হইয়া, মানসসরোবরে হংস হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চারিজন কুরুক্ষেত্রে বেদপারগামী ব্রাহ্মণরূপে উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘমার্গে (মুক্তিপথে) প্রস্থান করিয়াছে। তোমরা তিন জন কেন অবসন্ন হইতেছ"? ২০-২১

ভারত! এই শ্লোক শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মন্ত্রী পাঞ্চাল্য ও কণ্ডরীকও ঐ দশাপ্রাপ্ত হইলেন।২২

কণ্ডরীকের হস্ত হইতে অশ্বরজ্জু ও বেত্র পতিত হইল এবং পাঞ্চালের হস্ত হইতে চামর ব্যজন পড়িয়া গেল। এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া পুরবাসিগণ ও মিত্রগণ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। ২৩

মন্ত্রিদ্বয়ের সহিত শত্রুদমন রাজা ব্রহ্মদত্ত রথে কিছুক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকিয়া সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।২৪

অনন্তর তাঁহারা তিনজন সেই সরোবরের কথা স্মরণ করিয়া এবং জন্মান্তরের যোগধর্মলাভ করিয়া ঐ শ্লোকপাঠক ব্রাহ্মণকে বিপুল অর্থ ও ভোগ্য বস্তু প্রদান করিলেন। ২৫

ব্রহ্মদত্ত শত্রুদমনকারী নিজ পুত্র বিষ্বক্সেনকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পত্নীর সহিত বনে গমন করিলেন। ২৬

তখন দেবলসুতা ধীরা সন্নতি যোগের জন্য বনে আগত রাজাকে প্রীতিপূর্বক বলিলেন। ২৭

জানন্ত্যা তে মহারাজ পিপীলিকরুতজ্ঞতাম্ ।
চোদিতঃ ক্রোধমুদ্দিশ্য সক্তঃ কামেষু বৈ ময়া ॥২৮
ইতো বয়ং গমিষ্যামো গতিমিষ্টামনুত্তমাম্ ।
তব চাবহিতো যোগস্তস্তঃ সংস্মারিতো ময়া ॥ ২৯
স রাজা পরমপ্রীতঃ পত্ন্যাঃ শ্রুত্বা বচস্তদা ।
প্রাপ্য যোগং বলাদেব গতিং প্রাপ সুদুর্লভাম্ ॥ ৩০
কণ্ডরীকোঽপি ধর্ম্মাত্মা সাংখ্যযোগমনুত্তমম্ ।
প্রাপ্য যোগগতিং সিদ্ধো বিশুদ্ধস্তেন কর্মণা ॥ ৩১
ক্রমং প্রণীয় পাঞ্চালাঃ শিক্ষাং চোৎপাদ্য কেবলাম্ ।
যোগাচার্য্যগতিং প্রাপ যশশ্চাগ্র্যং মহাতপাঃ ॥ ৩২
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং মম প্রত্যক্ষমচ্যুত ।
তদ্ ধারয়স্ব গাঙ্গেয় শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে ততঃ ॥৩৩
যে চান্যে ধারয়িষ্যন্তি তেষাং চরিতমুত্তমম্ ।
তির্য্যগ্‌যোনিষু তে জাতু ন গমিষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥ ৩৪
শ্রুত্বা চেদমুপাখ্যানং মহার্থং মহতাং গতিম্ ।
যোগধর্ম্মো হৃদি সদা পরিবর্ত্ততি ভারত ॥ ৩৫
স তেনৈবানুবন্ধেন কদাচিল্লভতে শমম্ ।
ততো যোগগতিং যাতি শুদ্ধাং তাং ভুবি দুর্লভাম্ ॥৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমেতৎ পুরা গীতং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা
শ্রাদ্ধস্য ফলমুদ্দিশ্য সোমস্যাপ্যায়নায় বৈ ॥ ৩৭
সোমো হি ভগবান্ দেবো লোকস্যাপ্যায়নং পরম্ ।
বৃষ্ণিবংশপ্রসঙ্গেন তস্য বংশং নিবোধ মে ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পিতৃকল্পসমাপ্তির্নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

---

মহারাজ ! আমি জানিতাম যে, তুমি পিপীলিকার ভাষা বিতে পার, তথাপি আমি তোমাকে কামে আসক্ত দেখিয়া রিম ক্রোধের দ্বারা যোগের জন্য প্রেরণা দিয়াছি ॥ ২৮

এখন আমরা অত্যুত্তম অভীষ্ট গতি লাভ করিব। এইজন্য মাপনাকে বিস্মৃত যোগের কথা স্মরণ করাইলাম ॥ ২৯

তখন রাজা পত্নীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং যোগসাধনায় বল লাভ করিয়া সুদুর্লভ গতি লাভ করিলেন ॥ ৩০

ধর্মাত্মা কণ্ডরীক অত্যুত্তম সাংখ্যযোগ-রহস্য প্রাপ্ত হইয়া ও কর্মের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১

মহাতপস্বী পাঞ্চাল্য বেদের ক্রমপাঠ ও শিক্ষাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া যশ ও যোগাচার্যের গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥৩২

অচ্যুত ! ভীষ্ম ! পূর্বকালে সংঘটিত এই বৃত্তান্ত আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম । গঙ্গানন্দন ! তুমি এই কথা অন্তরে ধারণ কর, ইহাতে তোমার কল্যাণের সহিত সম্বন্ধ হইবে ॥ ৩৩

অন্যান্য যাহারা সেই সাতজনের উত্তম চরিত্র কথা ধারণ করিবে, তাহারা কদাপি কোনও কারণে তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৩৪

ভারত ! মহাজনদের সদ্‌গতিবিধায়ক এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে যোগধর্ম সর্বদা হৃদয়ে প্রকাশিত হয় । হৃদয়ে যোগধর্ম থাকিলে তাহার দ্বারাই মানুষ শান্তি লাভ করিতে পারে। তাহার ফলে পৃথিবীতে দুর্লভ শুদ্ধ যোগ-গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫-৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রাচীনকালে বুদ্ধিমান মার্কণ্ডেয় শ্রাদ্ধ-ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও চন্দ্রের আপ্যায়নের জন্য এইরূপ বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন ॥ ৩৭

ভগবান্ চন্দ্র সকল লোকের পরম আপ্যায়নকারী। বৃষ্ণিবংশবর্ণন প্রসঙ্গে সেই চন্দ্রের বংশ শ্রবণ কর ॥ ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃকল্পসমাপ্তিনামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ চন্দ্রস্যোৎপত্তিঃ, রাজসূয়-যজ্ঞঃ, দেবাসুরসংগ্রামঃ, বুধস্যোদ্ভবশ্চেতি কথনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পিতা সোমস্য বৈ রাজন্ জজ্ঞেঽত্রির্ভগবানৃষিঃ
ব্রহ্মণো মানসাৎ পূর্ব্বং প্রজাসর্গং বিধিৎসতঃ ॥ ১

অত্রিঃ সর্বভূতানাং তস্থৌ স্বতনয়ৈর্বৃতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা শুভান্যেব চচার সঃ ॥ ২

অহিংস্রঃ সর্বভূতেষু ধর্মাত্মা সংশিতব্রতঃ।
কাষ্ঠ-কুড্য-শিলাভূত ঊর্দ্ধ্ববাহুর্মহাদ্যুতিঃ ॥৩

অনুত্তরং নাম তপো যেন তপ্তং মহৎ পুরা।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানীতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৪

তস্যোর্দ্ধরেতসস্তত্র স্থিতস্যানিমিষস্য হ।
সোমত্বং তনুরাপেদে মহাসত্ত্বস্য ভারত ॥ ৫

ঊর্দ্ধ্বমাচক্রমে তস্য সোমত্বং ভাবিতাত্মনঃ।
নেত্রাভ্যাং বারি সুস্রাব দশধা দ্যোতয়দ্ দিশম্ ॥ ৬

তং গর্ভং বিধিনা হৃষ্টা দশ দেব্যো দধুস্তদা।
সমেত্য ধারয়ামাসুর্ন চ তাঃ সমশক্নুবন্ ॥ ৭

স তাভ্যঃ সহসৈবাথ দিগ্ভ্যো গর্ভঃ প্রভান্বিতঃ
পপাত ভাসয়ঁল্লোকান্ শীতাংশুঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ৮

যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্য গর্ভস্য তা দিশঃ
ততস্তাভিঃ সহৈবাশু নিপপাত বসুন্ধরাম্ ॥ ৯

পতিতং সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১০

স হি বেদময়স্তাত ধর্ম্মাত্মা সত্যসংগ্রহঃ।
যুক্তো বাজিসহস্রেণ সিতেনেতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১১

তস্মিন নিপতিতে দেবাঃ পুত্রেঽত্রেঃ পরমাত্মনি
তুষ্টুবুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সপ্ত যে শ্রুতাঃ ॥ ১২

তত্রৈবাঙ্গিরসস্তত্র ভৃগোরেবাত্মজৈঃ সহ।
ঋগ্ভির্যজুর্ভির্বহুলৈরথর্ব্বাঙ্গিরসৈরপি ॥ ১৩

তস্য সংস্তূয়মানস্য তেজঃ সোমস্য ভাস্বতঃ।
আপ্যায়মানং লোকাংস্ত্রীন্ ভাসয়ামাস সর্বশঃ ॥ ১৪

---

## পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

[ চন্দ্রের উৎপত্তি, রাজসূয়-যজ্ঞ, দেবাসুর-সংগ্রাম ও বুধের উদ্ভব কথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! প্রাচীনকালে প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মার মানস হইতে ভগবান্ অত্রি ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রমার পিতা। ১

অত্রি ঋষি স্বীয় পুত্রগণের সহিত কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধন করিতেন। ২

আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্বে অত্রি ঋষি মহাতেজস্বী প্রশংসনীয় ব্রতচারী ধর্মাত্মা সকল প্রাণীর প্রতি হিংসাশূন্য হইয়া তিনহাজার দিব্য বৎসরকাল বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে উঠাইয়া কাষ্ঠ, ভিত্তি ও শিলার মত নিশ্চল হইয়া 'অনুত্তর (সর্বোৎকৃষ্ট) নামক তপ আচরণ করিয়াছিলেন। ৩-৪

ভারত! অত্রি ঋষি ঊর্দ্ধরেতা ও নির্নিমেষ ছিলেন। তাঁহার সত্ত্বগুণ অধিক ছিল। তিনি তপস্যা করিতে থাকায় তাঁহার শরীর সোমত্ব প্রাপ্ত হইল। ৫

তদনন্তর ঋষির নেত্র হইতে সোমরূপ তেজ জলরূপে ক্ষরিত হইল এবং দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতে করিতে ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। ৬

তখন আনন্দিত দশদিগ্বধূ মিলিত হইয়া ঐ তেজকে গর্ভে ধারণ করিল, কিন্তু ঐ তেজকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। ৭

তখন সর্বলোকসৃষ্টিকারী শীতল কিরণবিশিষ্ট ঐ প্রকাশমান গর্ভ সকল লোককে উদ্ভাসিত করিতে করিতে দিগ্দেবীগণের উদর হইতে সহসা পতিত হইল। ৮

যখন দিক্সমূহ ঐ গর্ভকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা ঐ গর্ভের সহিত পৃথিবীতে পতিত হইল। ৯

লোকপিতামহ ব্রহ্মা চন্দ্রমাকে পতিত হইতে দেখিয়া লোকসমূহের হিতকামনাবশতঃ তাহাকে রথের উপর স্থাপিত করিলেন। ১০

আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ রথটি বেদময় ধর্মস্বরূপ সত্যের আধার, নিরন্তর ও শ্বেতবর্ণ একসহস্র অশ্বের দ্বারা যুক্ত। ১১

অত্রিপুত্র তখন চন্দ্রমা পতিত হইলে ব্রহ্মার সুপ্রসিদ্ধ সাত জন মানস পুত্র তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১২

অঙ্গিরাবংশীয় ভৃগু স্বীয় পুত্রগণের সহিত ঋগ্বেদের, যজুর্বেদের ও অথর্ববেদের অনেক মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৩

এইরূপ স্তুতি হইতে থাকিতে উজ্জ্বল চন্দ্রমার পুষ্ট তেজ সকল লোককে প্রকাশিত করিতে লাগিল। ১৪

স তেন রথমুখ্যেন সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽতিযশাশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৫
তস্য তদ্ বিদ্রুতং তেজঃ পৃথিবীমন্বপদ্যত
ওষধ্যস্তাঃ সমুদ্ভূতাস্তেজসা প্রজ্বলন্ত্যুত ॥ ১৬
তাভির্ধার্যাস্ত্রয়ো লোকাঃ প্রজাশ্চৈব চতুর্বিধাঃ ।
পোষ্টা হি ভগবান্ সোমো জগতো জগতীপতে ॥ ১৭
স লব্ধতেজা ভগবান্ সংস্তবৈস্তৈশ্চ কর্মভিঃ ।
তপস্তেপে মহাভাগ পদ্মানাং দশতীর্দশ ॥ ১৮
হিরণ্যবর্ণা যা দেব্যো ধারয়ন্ত্যাত্মনা জগৎ ।
বিভুস্তাসামভূৎ সোমঃ প্রখ্যাতঃ স্বেন কর্মণা ॥ ১৯
ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
বীজৌষধীনাং বিপ্রাণামপাঞ্চ জনমেজয় ॥ ২০
সোঽভিষিক্তো মহারাজ রাজরাজ্যেন রাজরাট্ ।
লোকাংস্ত্রীন্ ভাসয়ামাস স্বভাসা ভাস্বতাং বরঃ ॥ ২১
সপ্তবিংশতিমিন্দোস্তু দাক্ষায়ণ্যো মহাব্রতাঃ ।
দদৌ প্রাচেতসো দক্ষো নক্ষত্রাণীতি যা বিদুঃ ॥ ২২

অতিযশস্বী এই চন্দ্রমা ঐ শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা সাগর পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলকে একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ করিলেন। ১৫

ঐ সময় চন্দ্রমার যে তেজ পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তেজোদীপ্ত ওষধিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৬

ঐ ওষধিসমূহের দ্বারা ত্রিলোকের ও চারিপ্রকার প্রজার জীবনরক্ষা হইয়া থাকে। রাজন্! এই ভগবান্ চন্দ্রমা সম্পূর্ণ জগতের পোষণকর্ত্তা। ১৭

মহাভাগ! ঐ সকল স্তুতি ও কর্মের দ্বারা তেজস্বী হইয়া ভগবান্ চন্দ্রমা একহাজার পদ্ম বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১৮

হিরণ্যবর্ণা যে সকল দেবী নিজ শক্তিতে জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ঐ চন্দ্রমা তাহাদের নিধি ও নিজ কর্মের দ্বারা প্রখ্যাত হইলেন। ১৯

ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা চন্দ্রকে বীজ, ওষধি, ব্রাহ্মণ ও জলের রাজ্য প্রদান করিলেন। ২০

মহারাজ! প্রকাশক শ্রেষ্ঠ চন্দ্রমা এই রাজ্যে যখন অভিষিক্ত হইলেন, তখন তিনি নিজ প্রভায় ত্রিলোককে উদ্ভাসিত করিলেন। ২১

ঐ সময় প্রচেতার পুত্র দক্ষ মহাব্রতচারিণী সপ্তবিংশতি কন্যা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পণ্ডিতগণ যাঁহাদিগকে 'নক্ষত্র' বলিয়া জানেন। ২২

স তৎ প্রাপ্য মহদ্ রাজ্যং সোমঃ সোমবতাং বরঃ ।
সমাজহ্রে রাজসূয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্ ॥ ২৩
হোতাস্য ভগবানত্রিরধ্বর্য্যুর্ভগবান্ ভৃগুঃ ।
হিরণ্যগর্ভশ্চোদ্গাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমেয়িবান্ ॥ ২৪
সদস্যস্তত্র ভগবান্ হরির্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈরাদ্যৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্বৃতঃ ॥ ২৫
দক্ষিণামদদাৎ সোমস্ত্রীংল্লোকানিতি নঃ শ্রুতম্ ।
তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ ভারত ॥ ২৬
তং সিনী চ কুহূশ্চৈব দ্যুতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ।
কীর্ত্তির্ধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যঃ সিষেবিরে ॥ ২৭
প্রাপ্যাবভৃথমব্যগ্রঃ সর্বদেবর্ষিপূজিতঃ ।
বিররাজাধিরাজেন্দ্রো দশধা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ২৮
তস্য তৎ প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্য্যং মুনিসৎকৃতম্ ।
বিবভ্রাম মতিস্তাত বিনয়াদনয়াহৃতা ॥ ২৯
বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্য্যাং তারাং নাম যশস্বিনীম্ ।
জহার তরসা সর্বানবমত্যাঙ্গিরঃসুতান্ ॥ ৩০

দেবশ্রেষ্ঠ চন্দ্রমা এই বিশাল রাজ্য পাইয়া রাজসূয়-যজ্ঞ করিলেন। ঐ যজ্ঞে সহস্রশত অর্থাৎ এক লক্ষ দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল। ২৩

ঐ যজ্ঞে ভগবান্ অত্রি হোতা, ভগবান্ ভৃগু অধ্বর্য্যু, হিরণ্যগর্ভ উদ্গাতা ও বশিষ্ঠ ব্রহ্মা হইয়াছিলেন। ২৪

ঐ যজ্ঞে সনৎকুমার প্রভৃতি প্রাচীন ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ হরিকে সদস্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন। ২৫

ভারত! আমরা শুনিয়াছি যে যজ্ঞদেব চন্দ্রমা ঐ ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠগণকে ও সদস্যগণকে দক্ষিণারূপে ত্রিলোকদান করিয়াছিলেন। ২৬

সেই সময় সিনি, কুহূ, দ্যুতি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি ও লক্ষ্মী এই নয়জন দেবী চন্দ্রমার সেবা করিতেন। ২৭

যজ্ঞ প্রভৃতি সর্বদেবর্ষিপূজিত চন্দ্রমা অবভৃথ স্নান করিয়া অধিরাজশ্রেষ্ঠরূপে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতে করিতে শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ২৮

তাত! মুনিগণ-সম্মানিত দুর্লভ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে পর চন্দ্রমার বুদ্ধি বিনয় হইতে বিচ্যুত হইল এবং নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইল। ২৯

তখন তিনি অঙ্গিরার পুত্রগণকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্বক বৃহস্পতির যশস্বিনী ভার্য্যা তারাকে অপহরণ করিলেন। ৩০

স যাচ্যমানো দেবৈশ্চ তথা দেবর্ষিভিঃ সহ ।
নৈব ব্যসর্জয়ৎ তারাং তস্মা আঙ্গিরসে তদা ॥
স সংরব্ধস্তু তস্মিন্ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ ॥ ৩১
উশনা তস্য জগ্রাহ পার্ষ্ণিমাঙ্গিরসস্তদা ।
স হি শিষ্যো মহাতেজাঃ পিতুঃ পূর্ব্বং বৃহস্পতেঃ ॥ ৩২
তেন স্নেহেন ভগবান্ রুদ্রস্তস্য বৃহস্পতেঃ ।
পার্ষ্ণিগ্রাহোঽভবদ্ দেবঃ প্রগৃহ্যাজগবং ধনুঃ ॥ ৩৩
তেন ব্রহ্মশিরো নাম পরমাস্ত্রং মহাত্মনা ।
উদ্দিশ্য দৈত্যানুৎসৃষ্টং যেনৈষাং নাশিতং যশঃ ॥ ৩৪
তত্র তদ্ যুদ্ধমভবৎ প্রখ্যাতং তারকাময়ম্ ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ ॥ ৩৫
তত্র শিষ্টাস্তু যে দেবাস্তুষিতাশ্চৈব ভারত ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুরাদিদেবং সনাতনম্ ॥ ৩৬
ততো নিবার্য্যোশনসং রুদ্রং জ্যেষ্ঠঞ্চ শঙ্করম্ ।
দদাবঙ্গিরসে তারাং স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ৩৭
তামন্তঃপ্রসবাং দৃষ্ট্বা তারাং প্রাহ বৃহস্পতিঃ ।
মদীয়ায়াং ন তে যোনৌ গর্ভো ধার্য্যঃ কথঞ্চন ॥ ৩৮
অযোনাবুৎসৃজৎ তং সা কুমারং দস্যুহন্তমম্ ।
ইষীকাস্তম্বমাসাদ্য জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৩৯
জাতমাত্রঃ স ভগবান্ দেবানামক্ষিপদ্ বপুঃ ।
ততঃ সংশয়মাপন্না ইমামকথয়ন্ সুরাঃ ॥ ৪০
সত্যং ব্রূহি সুতঃ কস্য সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ ।
পৃচ্ছ্যমানা যদা দেবৈর্নাহ সা সাধ্বসাধু বা ॥৪১
তদা তাং শপ্তুমারব্ধঃ কুমারো দস্যুহন্তমঃ ।
তং নিবার্য্য ততো ব্রহ্মা তারাং পপ্রচ্ছ সংশয়ম্ ॥ ৪২
যদত্র তথ্যং তদ্ ব্রূহি তারে কস্য সুতস্ত্বয়ম্ ।
সা প্রাঞ্জলিরুবাচেদং ব্রহ্মাণং বরদং প্রভুম্ ॥ ৪৩
সোমস্যেতি মহাত্মানং কুমারং দস্যুহন্তমম্ ।
ততস্তং মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় সোমো ধাতা প্রজাপতিঃ ॥৪৪
বুধ ইত্যকরোন্নাম তস্য পুত্রস্য ধীমতঃ ।
প্রতিকূলঞ্চ গগনে সমভ্যুত্তিষ্ঠতে বুধঃ ॥ ৪৫
উৎপাদয়ামাস ততঃ পুত্রং বৈ রাজপুত্রিকা ।
তস্যাপত্যং মহারাজো বভূবৈলঃ পুরূরবাঃ ॥৪৬

---

দেবর্ষিগণের সহিত দেবগণ প্রার্থনা করিলেও চন্দ্রমা অঙ্গিরঃপুত্র বৃহস্পতির হস্তে তারাকে সমর্পণ করিলেন না, তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । ৩১

তখন শুক্রাচার্য্য চন্দ্রের পক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং রুদ্র বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করিলেন। যেহেতু মহাতেজস্বী রুদ্র বৃহস্পতির পিতার শিষ্য । ৩২

সেইজন্য স্নেহবশতঃ ভগবান্ রুদ্র স্বীয় আজগব নামক ধনু লইয়া বৃহস্পতির পক্ষসমর্থক হইয়াছিলেন । ৩৩

মহাত্মা রুদ্র দৈত্যগণকে লক্ষ্য করিয়া 'ব্রহ্মশির' নামক শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা দৈত্যগণের সকল যশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল । ৩৪

তারাকে উপলক্ষ্য করিয়া দেবগণের ও দানবগণের লোকক্ষয়কারী মহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধ 'তারকাময়' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল । ৩৫

সেই যুদ্ধে যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন, সেই সকল দেবতা ও তুষিতনামক দেবগণ আদিদেব সনাতন ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন । ৩৬

তখন পিতামহ ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্যকে ও রুদ্রশ্রেষ্ঠ শঙ্করকে নিবারিত করিলেন এবং বৃহস্পতির হস্তে তারাকে প্রত্যর্পণ করিলেন । ৩৭

তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া বৃহস্পতি বলিলেন—আমার ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা আহিত গর্ভ কোন প্রকারেই ধারণ করা উচিত নয় । ৩৮

তখন তারা অযোগ্য স্থানে শরবনে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান তেজস্বী দস্যুহন্তা পুত্রকে প্রসব করিলেন। শ্রীমান্ ঐ কুমার উৎপন্ন হইবামাত্র স্বীয় দেহকান্তিতে দেবগণের তেজ নিষ্প্রভ করিয়া দিলেন। তখন দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে বলিলেন ।৩৯-৪০

সত্য কথা বল, এই পুত্র চন্দ্রের ? অথবা বৃহস্পতির ? কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইয়াও সে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন দস্যুহন্তা ঐ কুমার তারাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মা তারাকে ঐ সন্দেহ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন । ৪১-৪২

তারে ! এবিষয়ে যাহা সত্য, তাহা তুমি বল। এই পুত্র কাহার ? তখন তারা কৃতাঞ্জলি হইয়া শক্তিমান্ বরদাতা ব্রহ্মাকে বলিলেন ।৪৩

এই পুত্র চন্দ্রমার। তখন সর্ব্বধাতা প্রজাপতি চন্দ্রমা ঐ মহাত্মা দস্যুহন্তা পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সেই বুদ্ধিমান্ পুত্রের 'বুধ' এই নাম রাখিলেন। বুধ যখন আকাশে উদিত হয়, তখন প্রতিকূল—উৎপাত উপস্থিত হয় । ৪৪-৪৫

রাজপুত্রী ইলা ঐ বুধের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঐ বুধপুত্র ইলাসুত হইলেন মহারাজ পুরূরবা ।৪৬

ঊর্বশ্যাং জজ্ঞিরে যস্য পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ।
প্রসহ্য ধর্ষিতস্তত্র সোমো বৈ রাজযক্ষ্মণা ॥ ৪৭
ততো যক্ষ্মাভিভূতস্তু সোমঃ প্রক্ষীণমণ্ডলঃ
জগাম শরণার্থায় পিতরং সোঽত্রিমেব তু ॥
তস্য তত্পাপশমনং চকারাত্রির্মহাতপাঃ।
স রাজযক্ষ্মণা মুক্তঃ শ্রিয়া জজ্বাল সর্বতঃ ॥ ৪৯

মহারাজ পুরূরবার ঊর্বশীগর্ভে সাতটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এদিকে চন্দ্রমাকে রাজযক্ষ্মারোগ বলপূর্বক আক্রমণ করিল। ৪৭

অনন্তর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ায় চন্দ্রমণ্ডল ক্ষীণ হইতে থাকায় শরণ লইবার জন্য তিনি নিজ পিতা অত্রির নিকট গমন করিলেন। ৪৮

মহাতপস্বী অত্রি তাঁহার সন্তাপ উপশম করিলেন। তখন চন্দ্রমা রাজযক্ষ্মারোগ-মুক্ত হইয়া সর্বতোভাবে উজ্জ্বল হইয়া

এবং সোমস্য বৈ জন্ম কীর্তিতং কীর্তিবর্ধনম্
বংশমস্য মহারাজ কীর্ত্যমানঞ্চ মে শৃণু ॥ ৫০
ধন্যমারোগ্যমায়ুষ্যং পুণ্যং সঙ্কল্পসাধনম্।
সোমস্য জন্ম শ্রুত্বৈব পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
সোমোৎপত্তিকথনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

উঠিলেন। ৪৯

মহারাজ! এইভাবে আমি তোমার নিকট চন্দ্রমার কীর্তিবর্ধক জন্মকথা কীর্তন করিলাম। এক্ষণে চন্দ্রের বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫০

মনুষ্য চন্দ্রমার জন্মকথা শুনিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই কথা ধন, আরোগ্য, আয়ু ও পুণ্য দান করে, এই কথা শ্রবণকারীর সংকল্প সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৫১

[ শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে সোমোৎপত্তি-কথনবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ]

## ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ মহারাজস্য পুরূরবসশ্চরিত্রস্য বংশস্য চ বর্ণনম্, পুরূরবসস্তেজোভির্বিরচয্য গন্ধর্বলোকগমনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বুধস্য তু মহারাজ বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরূরবাঃ।
তেজস্বী দানশীলশ্চ যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ১
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তঃ শত্রুভির্যুধি দুর্জয়ঃ।
আহর্তা চাগ্নিহোত্রস্য যজ্বানাঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ২
সত্যবাদী পুণ্যমতিঃ কাম্যঃ সংবৃতমৈথুনঃ
অতীব ত্রিষু লোকেষু যশসাপ্রতিমস্তদা ॥ ৩
তং ব্রহ্মবাদিনং ক্ষান্তং ধর্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্
ঊর্বশী বরয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥ ৪

### ষট্‌বিংশ অধ্যায়।

[ মহারাজ পুরূরবার চরিত্র ও বংশ বর্ণন এবং তেজোদ্বারা চলা করিয়া পুরূরবার গন্ধর্বলোক গমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! বুধের বিদ্বান্ পুত্র পুরূরবা তেজস্বী, দানশীল, যজ্ঞকর্তা, বহুদক্ষিণাদাতা, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রমশালী, যুদ্ধে শত্রুর দ্বারা অপরাজিত, অগ্নিহোত্রকারী ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ছিলেন। ১-২

পুরূরবা সত্যবাদী, পুণ্যমতি, সকলের প্রিয়, সংবৃতমৈথুন ও ত্রিলোকে অনুপম যশস্বী ছিলেন। ৩

যশস্বিনী ঊর্বশী দেবত্বের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবাদী

তয়া সহাবসদ্ রাজা বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ।
পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ চাষ্টৌ চ ভারত ॥ ৫
বনে চৈত্ররথে রম্যে তথা মন্দাকিনীতটে।
অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥ ৬
উত্তরান্ স কুরূন্ প্রাপ্য মনোরথফলদ্রুমান্।
গন্ধমাদনপাদেষু মেরুপৃষ্ঠে তথোত্তরে ॥ ৭
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাচরিতেষু চ।
ঊর্বশ্যা সহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা ॥ ৮

ক্ষমাশীল ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী পুরূরবাকে বরণ করিয়াছিলেন। ৪

ভারত! রাজা পুরূরবা ঊর্বশীর সহিত রমণীয় চৈত্ররথবনে দশ বৎসর, মন্দাকিনীতটে পাঁচ বৎসর, অলকাপুরীতে পাঁচ বৎসর, বদরিকাশ্রমে ছয় বৎসর, শ্রেষ্ঠ বনে নন্দনে সাত বৎসর, মনোরথ-ফলদাতৃবৃক্ষ-পরিবৃত উত্তরকুরুদেশে আট বৎসর, গন্ধমাদনপর্বততটে দশ বৎসর ও উত্তরমেরু পর্বতে আট বৎসর বিহার করিয়াছিলেন। ৫-৭

দেবসেবিত এই সকল শ্রেষ্ঠ বনে রাজা পুরূরবা ঊর্বশীর সহিত পরমানন্দে বিহার করিয়াছিলেন। ৮

দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে।
রাজ্যঞ্চ কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ॥ ৯

তস্য পুত্রা বভূবুস্তে সপ্ত দেবসুতোপমাঃ।
দিবি জাতা মহাত্মান আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ ॥ ১০

বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা শ্রুতায়ুশ্চ তথাপরঃ।
দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ শতায়ুশ্চোর্বশীসুতাঃ ॥ ১১

জনমেজয় উবাচ।

গান্ধর্বী চোর্বশী দেবী রাজানং মানুষং কথম্
দেবান্‌ুৎসৃজ্য সম্প্রাপ্তা তন্মে ব্রূহি বহুশ্রুত ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্রহ্মশাপাভিভূতা সা মানুষং সমপদ্যত।
ঐলং তু সা বরারোহা সময়াৎ সমুপস্থিতা ॥ ১৩

আত্মনঃ শাপমোক্ষার্থং সময়ং সা চকার হ।
অনগ্নদর্শনং চৈব অকামায়াশ্চ মৈথুনম্ ॥১৪

দ্বৌ মেষৌ শয়নাভ্যাশে সদা বদ্ধৌ চ তিষ্ঠতঃ।
ঘৃতমাত্রো তথাহারঃ কালমেকং তু পার্থিব ॥ ১৫

পৃথিবীপতি পুরুরবা মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত পুণ্যতম দেশ প্রয়াগে রাজ্য শাসন করিতেন। ৯

স্বর্গে দেবপুত্র-তুল্য সাত জন মহাত্মা পুত্র রাজার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহাদের নাম—আয়ু, ধীমান্‌ অমাবসু, ধর্ম্মাত্মা বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু। ১০-১১

জনমেজয় বলিলেন—বহুশ্রুত! উর্বশী দেবী গান্ধর্বী (অপ্সরা) দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ রাজাকে কেন প্রাপ্ত হইলেন? তাহা আমাকে বলুন। ১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রহ্মশাপের জন্য উর্বশীকে মনুষ্য-লোকে আসিতে হইয়াছিল। সুন্দরাঙ্গী উর্বশী কয়েকটি নিয়ম স্বীকার করাতে রাজার নিকটে আসিয়াছিলেন। ১৩

রাজন্‌! উর্বশী নিজের শাপমুক্তির জন্য এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মহারাজ! আমি নগ্ন পুরুষকে দেখিব না। আমি সকামা হইলে মৈথুন করা চলিবে। আমার পালঙ্কের নিকট এই দুইটি মেষ বদ্ধ থাকিবে এবং আমি অহোরাত্রে একবার মাত্র ঘৃতই আহার করিব। ১৪-১৫

রাজন্‌। যতদিন তুমি এই নিয়মগুলি দৃঢ়ভাবে পালন করিতে থাকিবে, ততদিন আমি তোমার নিকট বাস করিব, আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি। ১৬

যদ্যেষ সময়ো রাজন্‌ যাবৎকালঞ্চ তে দৃঢ়ঃ।
তাবৎকালং তু বৎস্যামি ত্বয়া সময় এষ নঃ ॥ ১৬

তস্যাস্তং সময়ং সর্বং স রাজা সমপালয়ৎ।
এবং সা বসতে তত্র পুরূরবসি ভামিনী ॥ ১৭

বর্ষাণ্যেকোনষষ্টিশ্চ তৎসক্তা শাপমোহিতা।
উর্বশ্যাং মানুষস্থায়াং গন্ধর্বাশ্চিন্তয়ান্বিতাঃ ॥ ১৮

গন্ধর্বা ঊচুঃ।

চিন্তয়ধ্বং মহাভাগা যথা সা তু বরাঙ্গনা।
সমাগচ্ছেৎ পুনর্দেবানুর্বশী স্বর্গভূষণম্ ॥ ১৯

ততো বিশ্বাবসুর্নাম তত্রাহ বদতাং বরঃ।
ময়া তু সময়স্তাভ্যাং ক্রিয়মাণঃ শ্রুতঃ পুরা ॥ ২০

যথৎক্রান্তসময়ং সা বৈ রাজানং ত্যক্ষ্যতে যথা।
তদহং বেদনাশেষেণ যথা ভেৎস্যত্যসৌ নৃপঃ ॥২১

সসহায়ো গমিষ্যামি যুষ্মাকং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
এবমুক্ত্বা গতস্তত্র প্রতিষ্ঠানং মহাযশাঃ ॥ ২২

নিশায়ামথ চাগম্য মেষমেকং জহার সঃ।
মাতৃবৎ বর্ত্ততে সা তু মেষয়োশ্চারুহাসিনী ॥ ২৩

রাজা পুরুরবা তাহার সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ শ্রেষ্ঠা অপ্সরা পুরুরবার নিকট বাস করিতে লাগিলেন। ১৭

শাপমোহিতা উর্বশী পুরুরবাতে আসক্তা হইয়া উনষাট বৎসর মর্ত্যলোকে বাস করিল। তখন উর্বশীর মনুষ্যলোকে থাকাতে গন্ধর্বগণ চিন্তিত হইলেন। ১৮

গন্ধর্বগণ বলিলেন—স্বর্গভূষণ উর্বশী কিভাবে স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, আপনারা সে বিষয়ে চিন্তা করুন। ১৯

তখন বিশ্বাবসু নামক একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিলেন—পুরুরবা ও উর্বশী দুজনে যে নিয়ম করিয়াছে, তাহা আমি শুনিয়াছি।২০

রাজা নিয়ম ভঙ্গ করিলে উর্বশী রাজাকে যেভাবে ত্যাগ করিবে, রাজা কিভাবে নিয়ম ভঙ্গ করিবে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানি। ২১

তোমাদের কার্য্যসিদ্ধিতে আমি সহায়ক হইব। এইরূপ বলিয়া ঐ মহাযশস্বী গন্ধর্ব প্রতিষ্ঠানপুরে (প্রয়াগে) গমন করিলেন। ২২

তিনি রাত্রিকালে রাজপুরে প্রবেশ করিয়া একটি মেষকে অপহরণ করিলেন। চারুহাসিনী উর্বশী মেষ দুটির প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। ২৩

গন্ধর্ব্বাগমনং জ্ঞাত্বা শাপান্তঞ্চ যশস্বিনী
রাজানমব্রবীৎ তত্র পুত্রো মেঽহ্রিয়তেতি সা ॥ ২৪
এবমুক্তো বিনিশ্চিত্য নগ্নো নৈবোপতিষ্ঠত ।
নগ্নং মাং দ্রক্ষ্যতে দেবী সময়ো বিতথো ভবেৎ ॥ ২৫
ততো ভূয়স্তু গন্ধর্ব্বা দ্বিতীয়ং মেষমাদদুঃ ।
দ্বিতীয়ে তু হৃতে মেষে ঐলং দেব্যব্রবীদিদম্ ॥ ২৬
পুত্রো মেঽপহৃতো রাজন্ননাথায়া ইব প্রভো ।
এবমুক্তস্তথোত্থায় নগ্নো রাজা প্রধাবিতঃ ॥ ২৭
মেষয়োঃ পদমন্বিচ্ছন্ গন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যুদপ্যথ ।
উৎপাদিতা সুমহতী যয়ো তদ্ভবনং মহৎ ॥ ২৮
প্রকাশিতং বৈ সহসা ততো নগ্নমবৈক্ষত ।
নগ্নং দৃষ্ট্বা তিরোভূতা সাপ্সরা কামরূপিণী ॥ ২৯
উৎসৃষ্টাবুরণৌ দৃষ্ট্বা রাজা গৃহ্যাগতো গৃহে ।
অপশ্যদুর্ব্বশীং তত্র বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥ ৩০
চচার পৃথিবীং সর্ব্বাং মার্গমাণ ইতস্ততঃ ।
অথাপশ্যৎ স তাং রাজা কুরুক্ষেত্রে মহাবলঃ ॥ ৩১
প্লক্ষতীর্থে পুষ্করিণ্যাং হৈমবত্যাং সমাপ্লুতাম্ ।
ক্রীড়ন্তীমপ্সরোভিশ্চ পঞ্চভিঃ সহ শোভনাম্ ॥ ৩২
তাং ক্রীড়ন্তীং ততো দৃষ্ট্বা বিললাপ সুদুঃখিতঃ ।
সা চাপি তত্র তং দৃষ্ট্বা রাজানমবিদূরতঃ ॥ ৩৩
উর্ব্বশী তাঃ সখীঃ প্রাহ স এষ পুরুষোত্তমঃ ।
যস্মিন্নহমবাৎসং বৈ দর্শয়ামাস তং নৃপম্ ॥ ৩৪
সমাবিগ্নাস্তু তাঃ সর্ব্বাঃ পুনরেব নরাধিপঃ ।
জায়ে হ তিষ্ঠ মনসা ঘোরে বচসি তিষ্ঠ হ ॥ ৩৫
এবমাদীনি সূক্তানি পরস্পরমভাষত ।
উর্ব্বশী চাব্রবীদৈলং সগর্ভাহং ত্বয়া প্রভো ॥ ৩৬
সংবৎসরাৎ কুমারাস্তে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ
নিশামেকাঞ্চ নৃপতে নিবৎস্যসি ময়া সহ ॥ ৩৭
হৃষ্টো জগাম রাজানঃ স্বপুরং তু মহাযশাঃ ।
গতে সংবৎসরে ভূয় উর্ব্বশী পুনরাগমৎ ॥ ৩৮
উষিতশ্চ তয়া সার্দ্ধমেকরাত্রং মহাযশাঃ ।
উর্ব্বশ্যথাব্রবীদৈলং গন্ধর্ব্বা বরদাস্তব ॥ ৩৯

---

যশস্বিনী উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বের আগমন শুনিয়া ও শাপের অন্তকাল উপস্থিত বুঝিয়া রাজাকে বলিলেন—আমার একটি পালিত পুত্র অপহৃত হইয়াছে। ২৪

এইরূপ বলিলেও নগ্ন রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন না যে, দেবী যদি আমাকে নগ্ন অবস্থায় দেখে, তাহা হইলে নিয়ম মিথ্যা হইয়া যাইবে। ২৫

অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ পুনর্ব্বার দ্বিতীয় মেষটিকে অপহরণ করিলেন। দ্বিতীয় মেষ অপহৃত হইলে উর্ব্বশী পুরূরবাকে বলিলেন। ২৬

প্রভো! রাজন্! অনাথা স্ত্রীর মত আমার পুত্রও অপহৃত হইল। উর্ব্বশী এইরূপ বলিলে পর নগ্ন রাজা উঠিয়া মেষদ্বয়ের পদচিহ্নানুসারে ধাবিত হইলেন। ঐ সময় গন্ধর্ব্বগণ অতি বিশাল বিদ্যুৎ প্রকাশিত করিলেন, তাহার দ্বারা রাজভবন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তখন উর্ব্বশী রাজাকে নগ্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ২৭-২৯

এদিকে রাজা গন্ধর্ব্বপরিত্যক্ত মেষদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদিগকে লইয়া গৃহে আসিলেন। কিন্তু উর্ব্বশীকে না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩০

তিনি উর্ব্বশীকে খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মহাবল পুরূরবা কুরুক্ষেত্রে প্লক্ষতীর্থের হৈমবতী নাম পুষ্করিণীতে পাঁচজন অপ্সরার সহিত জলমধ্যে জলক্রীড়ারতা সুন্দরী উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। ৩১-৩২

ক্রীড়ারতা উর্ব্বশীকে দেখিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী অদূরে রাজাকে দেখিয়া সখীগণকে বলিলেন—এই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, যাহার নিকটে আমি বাস করিয়াছিলাম, এইরূপ বলিয়া রাজাকে দেখাইলেন। ৩৩-৩৪

রাজাকে দেখিয়া অপ্সরাগণ উদ্বিগ্ন হইল। রাজা তখন বলিতে লাগিলেন যে, প্রিয়ে! একটু দাঁড়াও। কঠিনহৃদয়ে! একটু অপেক্ষা কর। নিজের কথায় দৃঢ় থাক ইত্যাদি সূক্ত পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী রাজাকে বলিলেন,—প্রভো! আমি তোমার দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছি। ৩৫-৩৬

রাজন্! এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এক বৎসর পরে তোমার পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি প্রতিবৎসর এক রাত্রি আমার সহিত বাস করিতে পারিবে। ৩৭

তখন মহাযশস্বী রাজা আনন্দিত হইয়া স্বপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একবৎসর অতীত হইলে উর্ব্বশী রাজার নিকটে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। ৩৮

তখন মহাযশস্বী রাজা উর্ব্বশীর সহিত একরাত্রি বাস করিলেন। অনন্তর উর্ব্বশী বলিলেন—গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে বর দিতে ইচ্ছুক। ৩৯

তান্ বৃণীষ্ব মহারাজ ত্রীণি চৈনাংস্ত্বমেব হি ।
বৃণীষ্ব সমতাং রাজন্ গন্ধর্বাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪০
তথেত্যুক্ত্বা বরং বব্রে গন্ধর্বাশ্চ তথাস্থিতি
পূর্ণয়িত্বাগ্নিনা স্থালীং গন্ধর্বাশ্চ তমব্রুবন্ ॥ ৪১
অনেনেষ্ট্বা চ লোকান্নঃ প্রাপ্স্যসি ত্বং নরাধিপ ।
তানাদায় কুমারাংস্তু নগরায়োপচক্রমে ॥ ৪২
নিক্ষিপ্যাগ্নিমরণ্যে তু সপুত্রস্তু গৃহং যযৌ ।
স ত্রেতাগ্নিং তু নাপশ্যদশ্বত্থং তত্র দৃষ্টবান্ ॥ ৪৩
শমীজাতস্তু তং দৃষ্ট্বা অশ্বত্থং বিস্মিতস্তদা ।
গন্ধর্বেভ্যস্তদাশংসদগ্নিনাশং ততস্তু সঃ ॥ ৪৪
শ্রুত্বা তমর্থমখিলমরণীস্তু সমাদিশন্ ।
অশ্বত্থাদরণীঃ কৃত্বা মথিত্বাগ্নিং যথাবিধি ॥ ৪৫
মথিত্বাগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা অযজৎ স নরাধিপঃ ।
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্বহুবিধৈর্গতস্তেষাং সলোকতাম্ ॥ ৪৬
গন্ধর্বেভ্যো বরং লব্ধ্বা ত্রেতাগ্নিং সমকারয়ৎ ।
একোঽগ্নিঃ পূর্বমেবাসীদৈলস্ত্রেতামকারয়ৎ ॥ ৪৭
এবংপ্রভাবো রাজাসীদৈলস্তু নরসত্তম ।
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে ॥ ৪৮
রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ।
উত্তরে জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠানে মহাযশাঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি ঐলোৎপত্তির্নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

---

মহারাজ ! তুমি তাহাদের নিকট বর প্রার্থনা কর। তাহাদিগকে বল, রাজন্ ! তুমি মহাত্মা গন্ধর্বগণের সমানতা রূপ প্রার্থনা কর ॥ ৪০

পুরূরবা তথাস্তু বলিয়া গন্ধর্বগণের নিকট প্রার্থনা করিলে গন্ধর্বগণ বলিলেন, 'তথাস্তু'। তাহার পর একটি পাত্রে অগ্নি পূর্ণ করিয়া রাজাকে দিয়া বলিলেন—রাজন্ ! এই অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া তুমি আমাদের লোকে আসিতে পারিবে ! তখন রাজা উর্বশী গর্ভজাত পুত্রগণকে লইয়া নগরে গমন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৪১-৪২

পথিমধ্যে রাজা বনের ভিতর অগ্নিকে রাখিয়া পুত্রকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে বনে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে অগ্নিকে দেখিতে পাইলেন না। সেইখানে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিলেন ॥৪৩

তখন শমীজাত অশ্বত্থকে দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং অগ্নি-নাশের কথা গন্ধর্বগণকে বলিলেন ॥ ৪৪

গন্ধর্বগণ সকল কথা শুনিয়া রাজাকে বলিলেন,—তুমি অশ্বত্থ হইতে অরণি নির্মাণ করিয়া যথাবিধি অরণিমন্থন করিয়া অগ্নি উৎপন্ন কর। রাজা ঐ ভাবে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া এবং ঐ অগ্নিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া যজ্ঞ করিলেন। ঐ অগ্নির দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া রাজা গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥৪৫-৪৬

রাজা গন্ধর্বগণের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া ত্রেতাগ্নি করিল। পূর্বে অগ্নি একই ছিল। পুরূরবা তিনভাগে বিভক্ত করিলেন ॥৪৭

নরশ্রেষ্ঠ ! পুরূরবার এইরূপ প্রভাব ছিল। পৃথিবীপতি পুরূরবা অতিযশস্বী হইয়া মহর্ষিগণ-প্রশংসিত পুণ্যতম দেশে গঙ্গাতীরে প্রয়াগে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজ্য করিয়াছিল ॥ ৪৮-৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ইলাপুত্র পুরূরবার উৎপত্তিনামক ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ পুরূরবসো দ্বিতীয়-পুত্রস্যামাবসোর্বংশবর্ণনম্, বিশ্বামিত্রস্য পরশুরামস্য চোৎপত্তিকথনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ঐলপুত্রা বভূবুস্তে সর্বে দেবসুতোপমাঃ ।
দিবি জাতা মহাত্মান আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ ॥ ১
বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্মাত্মা শ্রুতায়ুশ্চ তথাপরঃ
দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ শতায়ুশ্চোর্বশীসুতাঃ ॥ ২
অমাবসোস্তু দায়াদো ভীমো রাজাথ নগ্নজিৎ ।
শ্রীমান্ ভীমস্য দায়াদো রাজাসীৎ কাঞ্চনপ্রভঃ ।
বিদ্বাংস্তু কাঞ্চনস্যাপি সুহোত্রোঽভূন্মহাবলঃ ॥ ৩
সৌহিত্রিরভবজ্জহ্নুঃ কেশিন্যা গর্ভসম্ভবঃ ।
আজহ্রে যো মহৎ সত্রং সর্বমেধমহামখম্ ॥ ৪
পতিলোভেন যং গঙ্গা পতিত্বেঽভিসসার হ ।
নেচ্ছতঃ প্লাবয়ামাস তস্য গঙ্গা চ তৎসদঃ ॥
স তয়া প্লাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমন্ততঃ ॥ ৫
সৌহিত্রিরব্রবীদ্ গঙ্গাং ক্রুদ্ধো ভরতসত্তম ॥ ৬
এষ তে বিফলং যত্নং পিবন্নম্ভঃ করোম্যহম্ ।
অস্য গঙ্গেঽবলেপস্য সদ্যঃ ফলমবাপ্নুহি ॥ ৭
রাজর্ষিণা ততঃ পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ।
উপনিন্যুর্মহাভাগাং দুহিতৃত্বেন জাহ্নবীম্ ॥ ৮
যুবনাশ্বস্য পুত্রীং তু কাবেরীং জহ্নুরাবহৎ
যুবনাশ্বস্য শাপেন গঙ্গার্দ্ধেন বিনির্গমে ॥
কাবেরীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং জহ্নোর্ভার্য্যামনিন্দিতাম্ ॥ ৯
জহ্নুস্তু দয়িতং পুত্রং সুনহং নাম ধার্ম্মিকম্ ।
কাবের্য্যাং জনয়ামাস অজকস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ১০
অজকস্য তু দায়াদো বলাকাশ্বো মহীপতিঃ ।
বভূব মৃগয়াশীলঃ কুশস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥ ১১
কুশপুত্রা বভূবুর্হি চত্বারো দেববর্চসঃ ।
কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাম্বো মূর্ত্তিমাংস্তথা ॥ ১২
পহ্লবৈঃ সহ সংবৃদ্ধিং রাজা বনচরৈস্তদা ।
কুশিকস্তু তপস্তেপে পুত্রমিন্দ্রসমপ্রভম্ ॥
লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জজ্ঞিবান্ ॥ ১৩

---

## সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

[ পুরূরবার দ্বিতীয় পুত্র অমাবসুর বংশ বর্ণন এবং বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের উৎপত্তিকথন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পুরূরবার পুত্রগণ সকলেই দেবপুত্র-তুল্য। তাহারা স্বর্গে উর্বশীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মহাত্মা হইয়াছিল। তাহাদের নাম—আয়ু, ধীমান্ অমাবসু, ধর্মাত্মা বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু। ১-২

অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগ্নজিৎ। ভীমের পুত্র শ্রীমান্ রাজা কাঞ্চনপ্রভ। কাঞ্চনের পুত্র বিদ্বান্ ও মহাবলশালী সুহোত্র। ৩

কেশিনীর গর্ভজাত সুহোত্র-পুত্র জহ্নু। তিনি সর্বমেধনামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৪

গঙ্গাদেবী পতিপ্রাপ্তির লোভে যাঁহার নিকট অভিসার করিয়াছিলেন, কিন্তু অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞস্থানকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। ভরতসত্তম! তখন সুহোত্রের পুত্র জহ্নু স্বীয় যজ্ঞস্থান গঙ্গা কর্তৃক প্লাবিত হইতে দেখিয়া কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫-৬

গঙ্গে! তোমার সকল জল পান করিয়া আমি তোমার যত্নকে বিফল করিব। তুমি নিজের অভিমানের ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হও। ৭

অনন্তর ঐ রাজর্ষি গঙ্গাকে পান করিলে পর তাহা দেখিয়া মহর্ষিগণ মহাভাগা গঙ্গার রাজর্ষির কন্যারূপে জাহ্নবী নাম করণ করিলেন। ৮

জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবনাশ্বের অভিশাপে গঙ্গা স্বীয় অর্দ্ধের দ্বারা কাবেরীকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। নদীশ্রেষ্ঠা অনিন্দিতা কাবেরী জহ্নুর পত্নী হইয়াছিল। ৯

জহ্নু কাবেরীর গর্ভে সুনহনামক ধার্মিক পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সুনহের পুত্র অজক। ১০

অজকের পুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব। বলাকাশ্ব মৃগয়াসক্ত ছিল। তাহার পুত্র কুশ। ১১

কুশের চারিজন পুত্র হইয়াছিল। তাহারা দেব-সমান জ্যোতির্ময়। তাহাদের নাম কুশিক কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্তিমান্। ১২

রাজা কুশিক বনচর পহ্লবগণের সহিত বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী পুত্র পাইবার ইচ্ছায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া নিজে পুত্র হইয়া উৎপন্ন হইলেন। ১৩

পূর্ণে বর্ষসহস্রে বৈ তং তু শক্রো হ্যপশ্যত।
অত্যুগ্রতপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥ ১৪
সমর্থঃ পুত্রজননে স্বমেবাংশমবাসৃজৎ।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স দেবেন্দ্রঃ সুরোত্তমঃ ॥ ১৫
স গাধিরভবদ্ রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বয়ম্।
পৌরকুৎস্যভবদ্ ভার্যা গাধিস্তস্যামজায়ত ॥ ১৬
গাধেঃ কন্যা মহাভাগা নাম্না সত্যবতী শুভা।
তাং গাধিৰ্ভৃগুপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥ ১৭
তস্যাঃ প্রীতোঽভবদ্ ভর্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ।
পুত্রার্থং কারয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ ॥ ১৮
উবাচাহূয় তাং ভর্তা ঋচীকো ভার্গবস্তদা।
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রা ত্বয়ং তব ॥ ১৯
তস্যাং জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
অজেয়ঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ ॥ ২০
তবাপি পুত্রং কল্যাণি ধৃতিমন্তং তপোনিধিম্।
শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি ॥ ২১

এবমুক্ত্বা তু তাং ভার্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ।
তপস্যভিরতো নিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ ॥ ২২
গাধিঃ সদারস্তু তদা ঋচীকাশ্রমমভ্যগাৎ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুতাং দ্রষ্টুং জনেশ্বরঃ ॥ ২৩
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা তদ্ ঋষেঃ সত্যবতী তদা।
চরুমাদায় যত্নেন সা তু মাত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৪
মাতা ব্যত্যস্য দৈবেন দুহিত্রে স্বং চরুং দদৌ।
তস্যাশ্চরুমথাজ্ঞানাদাত্মসংস্থং চকার হ ॥ ২৫
অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা।
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনম্ ॥ ২৬
তামৃচীকস্ততো দৃষ্ট্বা যোগেনাভ্যুপসৃত্য চ।
তামব্রবীদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বাং ভার্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ২৭
মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চরুব্যত্যাসহেতুনা।
জনিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রূরকর্মাতিদারুণঃ ॥ ২৮
ভ্রাতা জনিষ্যতে চাপি ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ।
বিশ্বং হি ব্রহ্মতপসা ময়া তস্মিন্ সমর্পিতম্ ॥ ২৯

রাজা কুশিকের সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে সহস্রনেত্র পুরন্দর ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং উগ্র তপস্যারত কুশিককে পুত্র-জননে সমর্থ বুঝিয়া তাঁহার মধ্যে নিজের অংশ প্রবিষ্ট করাইলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র-পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ১৪-১৫

মঘবান্ ইন্দ্র স্বয়ং কুশিকের পুত্র গাধি হইলেন। কুশিকের পত্নী পুরুকুৎসের কন্যা। তাহার গর্ভে গাধির উৎপত্তি হইল। ১৬

গাধির মহাভাগ্যবতী মঙ্গলময়ী কন্যার নাম সত্যবতী। গাধি ভৃগুপুত্র ঋচীককে কন্যাদান করিয়াছিলেন। ১৭

সত্যবতীর পতি ভৃগুবংশীয় ঋচীক নিজ পত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার ও গাধির পুত্র লাভের জন্য চরু প্রস্তুত করিলেন। ১৮

সত্যবতীর পতি ভৃগুবংশীয় ঋচীক নিজ পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, এই চরু তুমি গ্রহণ করিবে এবং অপর চরুটি তোমার মাতাকে গ্রহণ করিতে বলিবে। ১৯

তোমার মাতার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়গণের অপরাজেয় শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের পরাভবকারী ও দীপ্তিমান্ হইবে। ২০

কল্যাণি। এই চরু তোমার পুত্রকে ধৈর্যবান্, তপস্বী, শান্ত-স্বভাব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ করিবে। ২১

নিজ পত্নীকে এইরূপ বলিয়া তপস্যায় সর্বদা নিরত ভৃগুনন্দন ঋচীক বনে প্রবেশ করিলেন। ২২

এমন সময় রাজা গাধি নিজ ভার্যার সহিত তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে কন্যাকে দেখিবার জন্য ঋচীকের আশ্রমে আসিলেন। ২৩

তখন সত্যবতী ঋচীক ঋষি-প্রদত্ত চরু দুইটি লইয়া যত্নের সহিত নিজ মাতাকে প্রদান করিলেন। ২৪

মাতা দৈববশতঃ ঐ চরু পরিবর্তিত করিয়া নিজের চরুটি কন্যাকে প্রদান করিলেন। অজ্ঞানবশতঃ কন্যার চরুটি নিজে আত্মসাৎ করিলেন। ২৫

অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়-নাশকারী গর্ভধারণ করিলেন। তিনি নিজ দীপ্ত শরীরের দ্বারা ঘোররূপ ধারণ করিলেন। ২৬

তাহাকে দেখিয়া ঋচীক যোগবলে সকল ঘটনা বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঐ ঋষি নিজ সুন্দরী ভার্যাকে বলিলেন। ২৭

ভদ্রে! তুমি নিজ জননীর দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ। চরু পরিবর্তনের জন্য তোমার পুত্র অতিদারুণ নিষ্ঠুরকার্যকারী হইবে এবং তোমার ভ্রাতা তপস্বী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে। আমি তপস্যার দ্বারা ঐ চরুতে ব্রহ্মতেজ সংক্রমিত করিয়াছিলাম। ২৮-২৯

এবমুক্তা মহাভাগা ভর্ত্রা সত্যবতী তদা।
প্রসাদয়ামাস পতিং পুত্রো মে নেদৃশো ভবেৎ ॥
ব্রাহ্মণাপসদস্তত্র ইত্যুক্তো মুনিরব্রবীৎ ॥ ৩০
নৈষ সঙ্কল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথাস্থিতি।
উগ্রকর্ম্মা ভবেৎ পুত্রঃ পিতুর্মাতুশ্চ কারণাৎ।
পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তাব্রবীদিদম্ ॥ ৩১
ইচ্ছঁল্লোকানপি মুনে সৃজেথাঃ কিং পুনঃ সুতম্।
শমাত্মকমৃজুং ত্বং মে পুত্রং দাতুমিহার্হসি ॥ ৩২
কামমেবংবিধঃ পৌত্রো মম স্যাত্তব চ প্রভো।
যদ্যন্যথা ন শক্যং বৈ কর্ত্তুমেতদ্ দ্বিজোত্তম ॥৩৩
ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তস্যাস্তপসো বলাৎ।
ভদ্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে চ বরবর্ণিনী ॥
ত্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥৩৪
ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্।
তপস্যভিরতং দান্তং জমদগ্নিং শমাত্মকম্ ॥ ৩৫

ঋচীক এইরূপ বলিলে পর মহাভাগাবতী সত্যবতী পতিকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার পুত্র ঐরূপ অধম ব্রাহ্মণ না হয়। তখন ঋষি বলিলেন। ৩০

ভদ্রে! আমি ঐরূপ সঙ্কল্প করি নাই যে, আমাদের পুত্র ঐরূপ হউক। পিতামাতার জন্যই পুত্র উগ্রকর্ম্মকারী হইয়া থাকে। ইহাতে তোমার অসাবধানতাই কারণ। ঋষি এইরূপ বলিলে পর সত্যবতী পুনর্ব্বার বলিলেন ॥ ৩১

মুনিবর! আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পারেন। একটি পুত্র সৃষ্টি করা আপনার নিকট এমন কি কথা? আপনি আমাকে শান্তস্বভাব সরলপ্রকৃতি একটি পুত্র প্রদান করুন ॥ ৩২

প্রভো! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি পূর্ব্ব সঙ্কল্পের পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে আপনার ও আমার পৌত্র যেন ঐরূপ হয় ॥ ৩৩

তখন ঋষি নিজ তপস্যাপ্রভাবে সত্যবতীকে অনুগ্রহ করিলেন এবং বলিলেন—ভদ্রে। সুন্দরি। আমি পুত্র ও পৌত্রে কোনরূপ প্রভেদ বুঝি না, সুতরাং তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই হইবে ॥ ৩৪

তাহার পর সত্যবতী ভৃগুবংশীয় তপস্যারত সংযত শমপরায়ণ জমদগ্নিকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন। ৩৫

ভৃগোশ্চরুবিপর্য্যাসে রৌদ্র-বৈষ্ণবয়োঃ পুরা।
যজনাদ্ বৈষ্ণবেহংশে জমদগ্নিরজায়ত ॥ ৩৬
সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যধর্ম্মপরায়ণা।
কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ং মহানদী ॥ ৩৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রেণুর্নাম নরাধিপঃ।
তস্য কন্যা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা ॥ ৩৮
রেণুকায়াং তু কামল্যাং তপোবিদ্যাসমন্বিতঃ।
আর্চীকো জনয়ামাস জামদগ্ন্যং সুদারুণম্ ॥ ৩৯
সর্ব্ববিদ্যান্তগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্বেদস্য পারগম্।
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ৪০
ঔর্ব্বস্যৈবমৃচীকস্য সত্যবত্যাং মহাযশাঃ।
জমদগ্নিস্তপোবীর্য্যাজ্জজ্ঞে ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ৪১
মধ্যমশ্চ শুনঃশেপঃ শুনঃপুচ্ছঃ কনিষ্ঠকঃ।
বিশ্বামিত্রং তু দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ ॥ ৪২
জনয়ামাস পুত্রং তু তপোবিদ্যাশমাত্মকম্।
প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং যোহয়ং সপ্তর্ষিতাং গতঃ ॥ ৪৩

ঋচীক প্রাচীনকালে রুদ্র ও বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। ঐ দেবতাদ্বয়ের শক্তিযুক্ত চরুর বিপর্য্যাসে বৈষ্ণব-চরুর অংশে জমদগ্নির জন্ম হইল। ৩৬

সত্যধর্ম্মপরায়ণা পুণ্যশীলা সত্যবতী কৌশিকীনাম্নী মহানদী হইয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩৭

ইক্ষ্বাকুবংশজাত রেণুনামক একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার মহাভাগ্যবতী কন্যা রেণুকা। ঐ কন্যা কামলী নামেও পরিচিত ছিল। ৩৮

ঐ কামলী রেণুকার গর্ভে ঋচীকপুত্র তপস্বী বিদ্বান্ জমদগ্নি অতিদারুণ পরশুরামকে জন্ম দিলেন। ঐ পরশুরাম সর্ববিদ্যা-পারদর্শী ধনুর্বেদনিপুণ প্রজ্বলিত অগ্নির মত ও ক্ষত্রিয়বংশের নিহন্তা। ৩৯-৪০

এইভাবে ঔর্বনামে প্রসিদ্ধ ঋচীকের তপস্যাপ্রভাবে সত্যবতীর গর্ভে মহাযশস্বী ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৪১

ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেপ ও কনিষ্ঠ পুত্র শুনঃপুচ্ছ। এদিকে কুশিকনন্দন মহারাজ গাধি বিশ্বামিত্রকে উৎপন্ন করিলেন। বিশ্বামিত্র তপস্বী, বিদ্বান্ ও শান্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মর্ষিগণের সমতা প্রাপ্ত হইয়া সপ্তর্ষির মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। ৪২-৪৩

বিশ্বামিত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা নাম্না বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ
জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাদ্ বংশবর্দ্ধনঃ ॥
বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।
প্রখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামানি মে শৃণু ॥৪৫
দেবশ্রবাঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ ।
শালাবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণোর্জ্জাতোঽথ রেণুমান্ ॥ ৪৬
সাঙ্কৃতির্গালবশ্চৈব মুদ্গলশ্চেতি বিশ্রুতাঃ ।
মধুচ্ছন্দা জয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ ॥ ৪৭
কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য বৈ সুতাঃ ।
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্ ॥৪৮
পাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ ।
পার্থিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়নবাস্কলাঃ ॥ ৪৯
লোহিতা যমদূতাশ্চ তথা কারীষবঃ স্মৃতাঃ ।
সৌশ্রুতাঃ কৌশিকা রাজংস্তথান্যে সৈন্ধবায়নাঃ ॥ ৫০
দেবলা রেণবশ্চৈব যাজ্ঞবল্ক্যাঘমর্ষণাঃ ।
ঔদুম্বরা হ্যভিষ্ণাতাস্তারকায়নচুঞ্চুলাঃ ॥ ৫১
শালাবত্যা হিরণ্যাক্ষাঃ সাংকৃত্যা গালবাস্তথা ।
বাদরায়ণিনশ্চান্যে বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৫২
ঋষ্যান্তরবিবাহ্যাশ্চ কৌশিকা বহবঃ স্মৃতাঃ ।
পৌরবস্য মহারাজ ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য চ
সম্বন্ধো হ্যস্য বংশেঽস্মিন্ ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ ॥ ৫৩
বিশ্বামিত্রাত্মজানাং তু শুনঃশেপোঽগ্রজঃ স্মৃতঃ ।
ভার্গবঃ কৌশিকত্বং হি প্রাপ্তঃ স মুনিসত্তমঃ
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রস্তু শুনঃশেপোঽভবৎ কিল
হরিদশ্বস্য যজ্ঞে তু পশুত্বে বিনিযোজিতঃ ॥ ৫৫
দেবৈর্দত্তঃ শুনঃশেপো বিশ্বামিত্রায় বৈ পুনঃ ।
দেবৈর্দত্তঃ স বৈ যস্মাদ্ দেবরাতস্ততোঽভবৎ ॥ ৫৬
দেবরাতাদয়ঃ সপ্ত বিশ্বামিত্রস্য বৈ সুতাঃ
দৃষদ্বতীসুতশ্চাপি বিশ্বামিত্রাৎ তথাষ্টকঃ ॥ ৫৭
অষ্টকস্য সুতো লৌহিঃ প্রোক্তো জহ্নুগণো ময়া ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বংশমায়োর্মহাত্মনঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি অমাবসুবংশকীর্ত্তনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

---

ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র বিশ্বরথ নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ভৃগুবংশীয় ঋচীকের কৃপায় গাধির পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া বংশবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ৪৪

বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি অনেক পুত্র হইয়াছিল। যাহারা ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তুমি আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ৪৫

দেবশ্রবা, কাত্যায়নগোত্রের প্রবর্ত্তক কতি ও হিরণ্যাক্ষ এই তিন জন শালাবতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। রেণু-নাম্নী পত্নীর গর্ভে রেণুমান্, সাংকৃতি, গালব মুদ্গল মধুচ্ছন্দ জয় ও দেবল উৎপন্ন হইয়াছিল। অষ্টক (দৃষদ্বতী বা মাধবীর পুত্র) ছিল কচ্ছপ ও হারিত বিশ্বামিত্রের পুত্র ছিল। কৌশিকবংশজাত এই সকল মহাত্মার এই প্রকার গোত্র প্রসিদ্ধ ছিল। ৪৬-৪৮

রাজন্! পাণিন, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, বাস্কল, লোহিত, যমদূত, কারীষু সৌশ্রুত, কৌশিক, সৈন্ধবায়ন, দেবল, রেণু, যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, ঔদুম্বর, অভিষ্ণাত, তারকায়ন, চুঞ্চুল, শালাবত্য, হিরণ্যাক্ষ, সাংকৃত্য, গালব ও বাদরায়ণি, ইহারা ও অন্যান্য আরও অনেক পুত্র ধীমান্ বিশ্বামিত্রের ছিল। ৪৯-৫২

কৌশিকগোত্র-ভাজনগণের সংখ্যা অধিক। অন্যান্য ঋষির বংশের সহিত তাহারা বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্য। মহারাজ! রাজর্ষি পৌরব ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের বংশে বিবাহসম্বন্ধ হইয়াছিল। এইজন্য এই বংশ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাহসম্বন্ধের জন্য বিখ্যাত। ৫৩

বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে শুনঃশেপ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুনিশ্রেষ্ঠ শুনঃশেপ ভৃগুবংশীয় হইলেও কৌশিকগোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৫৪

বিশ্বামিত্রের পুত্র শুনঃশেপ হরিদশ্বের যজ্ঞে পশুরূপে উপস্থাপিত হইয়াছিল। তখন দেবতাগণ পুনর্ব্বার তাহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় শুনঃশেপ দেবরাত নামে পরিচিত হইল। ৫৫-৫৬

দেবরাত প্রভৃতি সাতজন বিশ্বামিত্রের শ্রেষ্ঠ পুত্র। অষ্টক বিশ্বামিত্রের ঔরসে দৃষদ্বতীর গর্ভে জন্মিয়াছিল। ৫৭

অষ্টকের পুত্র লৌহি। এইভাবে আমি জহ্নুবংশ বর্ণন করিলাম। অনন্তর মহাত্মা আয়ুর বংশ বর্ণন করিব। ৫৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে অমাবসুবংশকীর্ত্তন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ রাজ্ঞো রজেস্তৎপুত্রাণাঞ্চ চরিত্রবর্ণনম্, স্বস্থানতো ভ্রষ্টস্যেন্দ্রস্য পুনস্তত্র প্রতিষ্ঠা চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

আয়োঃ পুত্রাস্তথা পঞ্চ সর্ব্বে বীরা মহারথাঃ।
স্বর্ভানুতনয়ায়াঞ্চ প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপ॥ ১

নহুষঃ প্রথমং জজ্ঞে বৃদ্ধশর্ম্মা ততঃ পরম্।
রম্ভো রজিরনেনাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥ ২

রজিঃ পুত্রশতানীহ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ।
রাজেয়মিতি বিখ্যাতং ক্ষত্রমিন্দ্রভয়াবহম্॥ ৩

যত্র দেবাসুরে যুদ্ধে সমুৎপন্নে সুদারুণে।
দেবাশ্চৈবাসুরাশ্চৈব পিতামহমথাব্রুবন্॥ ৪

আবয়োর্ভগবন্ যুদ্ধে কো বিজেতা ভবিষ্যতি।
ব্রূহি নঃ সর্ব্বভূতেশ শ্রোতুমিচ্ছামি তে বচঃ॥ ৫

ব্রহ্মোবাচ।

যেষামর্থায় সংগ্রামে রজিরাত্তায়ুধঃ প্রভুঃ।
যোৎস্যতে তে জয়িষ্যন্তি ত্রীংল্লোকান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬

যতো রজির্ধৃতিস্তত্র শ্রীশ্চ যত্র যতো ধৃতিঃ।
যতো ধৃতিশ্চ শ্রীশ্চৈব ধর্ম্মস্তত্র জয়স্তথা॥ ৭

তে দেব-দানবাঃ প্রীতা দেবেনোক্তা রজের্জয়ে।
অভ্যয়ুর্জয়মিচ্ছন্তো বৃণ্বানা ভরতর্ষভ॥ ৮

স হি স্বর্ভানু-দৌহিত্রঃ প্রভায়াং সমপদ্যত।
রাজা পরমতেজস্বী সোমবংশপ্রবর্দ্ধনঃ॥ ৯

তে হৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে রজিং দেবাশ্চ দানবাঃ।
ঊচুরস্মজ্জয়ায় ত্বং গৃহাণ বরকার্ম্মুকম্॥ ১০

অথোবাচ রজিস্তত্র তয়োর্ব্বৈ দেব-দৈত্যয়োঃ।
স্বার্থজ্ঞঃ স্বার্থমুদ্দিশ্য যশঃ স্বং প্রকাশয়ন্॥ ১১

রজিরুবাচ।

যদি দৈত্যগণান্ সর্ব্বান্ জিত্বা শক্রপুরোগমাঃ।
ইন্দ্রো ভবামি ধর্ম্মেণ ততো যোৎস্যামি সংযুগে॥ ১২

দেবাঃ প্রথমতো ভূয়ঃ প্রত্যূচুর্হৃষ্টমানসাঃ।
এবং যথেষ্টং নৃপতে কামঃ সম্পদ্যতাং তব॥ ১৩

শ্রুত্বা সুরগণানাং তু বাক্যং রাজা রজিস্তদা।
পপ্রচ্ছাসুরমুখ্যাংস্তু যথা দেবানপৃচ্ছত॥ ১৪

---

## অষ্টাবিংশ অধ্যায়

[ রাজা রজি ও তৎপুত্রগণের চরিত্রবর্ণন, স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট ইন্দ্রের পুনরায় সেখানে প্রতিষ্ঠা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! স্বর্ভানুর কন্যা প্রভার গর্ভে আয়ুর পাঁচজন পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বীর ও মহারথী ছিল। ১

তাঁহাদের মধ্যে নহুষ প্রথম জন্মিয়াছিল। তাহার পর বৃদ্ধশর্ম্মা, অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত রম্ভ, রজি ও অনেনা জন্মিয়াছিল। ২

রজি একশত পাঁচজন পুত্রকে জন্ম দিয়াছিল। এই সকল পুত্র ইন্দ্রের ভীতিজনক ক্ষত্রিয় 'রাজেয়' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৩

পূর্ব্বকালে যখন দেবতা ও অসুরগণের সুদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন দেব ও অসুর উভয়পক্ষই পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ্বর! বলুন, আমাদের মধ্যে কে বিজয়ী হইবে? এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৪-৫

ব্রহ্মা বলিলেন—শক্তিশালী রাজা রজি যুদ্ধে যাহাদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহারা ত্রিলোক জয় করিবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ৬

যেখানে রজি, সেখানেই ধৃতি, যেখানে ধৃতি, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, যেখানে ধৃতি ও লক্ষ্মী, সেখানেই ধর্ম্ম ও বিজয় হয়। ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! রজির বিজয়-কথা ব্রহ্মা বলিলে পর দেব ও দানবগণ প্রীত হইয়া নিজ বিজয় কামনা পূর্ব্বক রজিকে স্বপক্ষে বরণ করিবার জন্য তাহার নিকট গমন করিলেন। ৮

স্বর্ভানুর দৌহিত্র রজি প্রভার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশ-বৃদ্ধিকারী রাজা রজি পরম তেজস্বী ছিলেন। ৯

দেব ও দানবগণ হৃষ্টচিত্তে রজির নিকট গমন করিয়া বলিলেন—তুমি আমাদের বিজয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ ধনু ধারণ কর। ১০

তখন স্বার্থজ্ঞ রজি নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে রাখিয়া ও নিজ যশ প্রকাশের জন্য দেব ও দৈত্য উভয় পক্ষকে বলিলেন। ১১

রজি বলিল—ইন্দ্রাদি দেবগণ! যদি আমি সকল দৈত্যকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মানুসারে ইন্দ্র হইতে পারি, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিব। ১২

দেবগণ প্রসন্নচিত্তে প্রথমেই প্রত্যুত্তর করিল যে, হে রাজন্! তাহাই হইবে। তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। ১৩

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা রজি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অসুরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যেমন দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১৪

দানবা দর্পপূর্ণাস্তু স্বার্থমেবানুগমা হ ।
প্রত্যূচুস্তে নৃপবরং সাভিমানমিদং বচঃ ॥ ১৫
অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদো যস্যার্থে বিজয়ামহে ।
অস্মিংস্তু সময়ে রাজংস্তিষ্ঠেথা রাজসত্তম ॥ ১৬
স তথেতি ব্রুবন্নেব দেবৈরপ্যভিচোদিতঃ ।
ভবিষ্যসীন্দ্রো জিত্বৈবং দেবৈরুক্তস্তু পার্থিবঃ ॥
জঘান দানবান্ সর্ব্বান্ যে বধ্যা বজ্রপাণিনঃ ॥ ১৭
স বিপ্রণষ্টাং দেবানাং পরমশ্রীঃ শ্রিয়ং বশী ।
নিহত্য দানবান্ সর্ব্বানাজহার রজিঃ প্রভুঃ ॥ ১৮
ততো রজিং মহাবীর্য্যং দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ ।
রজেঃ পুত্রোঽহমিত্যুক্ত্বা পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৯
ইন্দ্রোঽসি তাত দেবানাং সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ।
যস্যাহমিন্দ্রঃ পুত্রস্তে খ্যাতিং যাস্যামি কর্ম্মভিঃ ॥ ২০
স তু শক্রবচঃ শ্রুত্বা বঞ্চিতস্তেন মায়য়া ।
তথেত্যেবাব্রবীদ্ রাজা প্রীয়মাণঃ শতক্রতুম্ ॥ ২১

তখন গর্বিত দানবগণ স্বার্থানুসারে অভিমান পূর্ব্বক নরপতি-শ্রেষ্ঠ রজিকে বলিল। ১৫

রাজশ্রেষ্ঠ! প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র। যাহার জন্য আমরা বিজয় চাহিতেছি। রাজন্! এই সময়ে তুমি আমাদের পক্ষে থাকিবে। ১৬

'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই বলিয়া অসুরগণের বাক্য সমর্থন করিলে দেবগণ তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য প্রেরণা দিয়া বলিলেন—রাজন্! তুমি বিজয়ী হইলে ইন্দ্র হইতে পারিবে'। দেবগণ এইরূপ বলিলে রাজা রজি ইন্দ্র কর্ত্তৃক বধ্য অসুরগণকে নিহত করিলেন। ১৭

জিতেন্দ্রিয় দ্যুতিমান্ শক্তিশালী রজি দানবসকলকে নিহত করিয়া দেবগণের বিনষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৮

দেবগণ সহিত ইন্দ্র 'আমি রজির পুত্র' এইরূপ বলিয়া মহাবলবান্ রজিকে পুনরায় বলিলেন। ১৯

তাত! তুমি সকল দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি ইন্দ্র অদ্য হইতে তোমার এইরূপ কর্ম্মের জন্য তোমার পুত্ররূপে খ্যাতি প্রাপ্ত হইব। ২০

রাজা রজি ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া ও ইন্দ্রের মায়ায় মোহিত হইয়া বলিলেন—তথাস্তু। যেহেতু রাজা ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ২১

তস্মিংস্তু দেবসদৃশে দিবং প্রাপ্তে মহীপতৌ ।
দায়াদ্যমিন্দ্রাদাজহ্রুরাচারাৎ তনয়া রজেঃ ॥ ২২
পঞ্চপুত্রশতান্যস্য তদ্ বৈ স্থানং শতক্রতোঃ ।
সমাক্রমন্ত বহুধা স্বর্গলোকং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৩
ততো বহুতিথে কালে সমতীতে মহাবলঃ ।
হৃতরাজ্যোঽব্রবীচ্ছক্রো হৃতভাগো বৃহস্পতিম্ ॥ ২৪

ইন্দ্র উবাচ ।

বদরীফলমাত্রং বৈ পুরোডাশং বিধৎস্ব মে ।
ব্রহ্মর্ষে যেন তিষ্ঠেয়ং তেজসাপ্যায়িতঃ সদা ॥ ২৫
ব্রহ্মন্ কৃশোঽহং বিমনা হৃতরাজ্যো হৃতাশনঃ ।
হতৌজা দুর্ব্বলো মূঢ়ো রজিপুত্রৈঃ কৃতঃ প্রভো ॥ ২৬

বৃহস্পতিরুবাচ ।

যদ্যেবং চোদিতঃ শক্র ত্বয়াস্যাং পূর্ব্বমেব হি ।
নাভবিষ্যৎ ত্বৎপ্রিয়ার্থমকর্ত্তব্যং মমানঘ ॥ ২৭
প্রযতিষ্যামি দেবেন্দ্র ত্বৎপ্রিয়ার্থং ন সংশয়ঃ ।
যথা ভাগঞ্চ রাজ্যঞ্চ ন চিরাৎ প্রতিলপ্স্যসে ॥ ২৮

দেবতুল্য রাজা রজি পরলোকগমন করিলে পর তাঁহার পুত্রগণ লোকব্যবহারানুসারে ইন্দ্রের নিকট দায়ভাগ চাহিলেন এবং বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ২২

রজির পাঁচশত পুত্র ছিল। তাহারা ত্রিবিষ্টপ নামক স্বর্গলোক পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া দখল (অধিকার) করিল। ২৩

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে পর রাজ্য ও যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত ইন্দ্র একদিন বৃহস্পতিকে বলিলেন। ২৪

ইন্দ্র বলিলেন—ব্রহ্মর্ষে! আপনি বদরীফল সমান পুরোডাশের ব্যবস্থা আমার জন্য করিয়া দিন। যাহার দ্বারা আমি সর্ব্বদা তেজস্বী হইয়া থাকিতে পারি। ২৫

ব্রহ্মন্! প্রভো! রজির পুত্রগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হৃত হওয়ায় আমি তেজহীন, কৃশ, বিমন, উৎসাহশূন্য, দুর্ব্বল ও মূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। ২৬

বৃহস্পতি বলিলেন—নিষ্পাপ! ইন্দ্র! যদি তোমার এইরূপ হইয়াছে, তাহা হইলে আমাকে প্রথমেই বলা উচিত ছিল। তোমার প্রিয় করিবার জন্য আমার অকরণীয় কিছুই নাই। ২৭

দেবেন্দ্র! তোমার প্রিয় করিবার জন্য আমি যত্ন করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে তুমি রাজ্য ও যজ্ঞভাগ অচিরে লাভ করিতে পারিবে। ২৮

তথা তাত করিষ্যামি মা ভূৎ তে বিক্লবং মনঃ ।
ততঃ কর্ম চকারাস্য তেজসো বর্ধনং তদা ॥ ২৯
তেষাঞ্চ বুদ্ধিসম্মোহমকরোদ্ দ্বিজসত্তমঃ ।
নাস্তিবাদার্থশাস্ত্রং হি ধর্মবিদ্বেষণং পরম্ ॥ ৩০
পরমং তর্কশাস্ত্রাণামসতাং তন্মনোঽনুগম্ ।
ন হি ধর্মপ্রধানানাং রোচতে তৎ কথান্তরে ॥ ৩১
তে তদ্ বৃহস্পতিকৃতং শাস্ত্রং শ্রুত্বাল্পচেতসঃ ।
পূর্বোক্তধর্মশাস্ত্রাণামভবন্ দ্বেষিণঃ সদা ॥ ৩২
প্রবক্তুর্ন্যায়রহিতং তন্মতং বহু মেনিরে ।
তেনাধর্মেণ তে পাপাঃ সর্ব এব ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩৩
ত্রৈলোক্যরাজ্যং শক্রস্তু প্রাপ্য দুষ্প্রাপমেব চ
বৃহস্পতিপ্রসাদাদ্ধি পরাং নির্বৃতিমভ্যয়াৎ ॥ ৩৪
যে যদা তু সুসম্মূঢ়া রাগোন্মত্তা বিধর্মিণঃ ।
ব্রহ্মদ্বিষশ্চ সংবৃত্তা হতবীর্যপরাক্রমাঃ ॥ ৩৫
ততো লেভে সুরৈশ্বর্যমিন্দ্রঃ স্থানং তথোত্তমম্ ।
হত্বা রজিসুতান্ সর্বান্ কাম-ক্রোধপরায়ণান্ ॥ ৩৬
য ইদং চ্যাবনং স্থানাৎ প্রতিষ্ঠাঞ্চ শতক্রতোঃ ।
শৃণুয়াদ্ ধারয়েদ্ বাপি ন স দৌরাত্ম্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
আয়োর্বংশকীর্তনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

---

তাত! আমি তোমার প্রিয় সাধন করিব, তোমার মন ব্যাকুল না হয়। এইরূপ বলিয়া বৃহস্পতি ইন্দ্রের তেজোবর্ধক কর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। ২৯

বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি রজির পুত্রগণের মোহ উৎপন্ন করিলেন। তাহার জন্য নাস্তিকবাদপরিপূর্ণ ধর্মবিদ্বেষকারী শাস্ত্র নির্মাণ করিলেন। ৩০

ঐ শাস্ত্র (বেদানুগত্যহীন) তর্ক শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অসৎ ব্যক্তিদের মনের অনুকূল। কিন্তু ধর্মপ্রধান ব্যক্তিগণের কথোপকথনে ঐ শাস্ত্র রুচিকর হয় না। ৩১

বৃহস্পতিকৃত ঐ শাস্ত্র শুনিয়া ক্ষুদ্রচেতা রজিপুত্রগণ পূর্বোক্ত শাস্ত্রের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইল। ৩২

বক্তার ঐরূপ ন্যায়রহিত মতকে তাহারা উত্তম মনে করিল। সেই অধর্মের দ্বারা ঐ পাপিষ্ঠগণ সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। ৩৩

বৃহস্পতির প্রসাদে ইন্দ্র দুষ্প্রাপ্য ত্রিলোক রাজ্য পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ৩৪

রজির পুত্রগণ নাস্তিকবাদ আশ্রয় করিয়া মূঢ়, রাগোন্মত্ত বিধর্মী, ব্রহ্মদ্রোহী ও বলপরাক্রমহীন হইয়া পড়িল। এইজন্য ইন্দ্র ঐ কাম-ক্রোধপরায়ণ রজিপুত্রগণকে নিহত করিয়া অত্যুত্তম দেবৈশ্বর্য স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন। ৩৫-৩৬

যে ব্যক্তি ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতি ও স্বর্গে প্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ করে এবং হৃদয়ে ধারণ করে, সে কখনও মানসিক অবনতি প্রাপ্ত হয় না। ৩৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে আয়ুর্বংশকীর্তননামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ অনেনসো বংশকথনম্, ধন্বন্তরেঃ কাশিরাজস্য ধন্বস্য গৃহে পুত্ররূপেণাবতরণম্, দিবোদাসস্য রাজ্যকালে ভগবতঃ শিবস্যাজ্ঞয়া গণেশ্বরেণ নিকুম্ভেন বারাণসীং জনশূন্যাং কর্তুং প্রযত্নঃ, তত্র শিব পার্ষদস্য নিবাসঃ, বারাণস্যাং দিবোদাসস্যাধিকারঃ, অলর্কস্য প্রশংসা চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রম্ভোঽনপত্যস্তত্রাসীদ্ বংশং বক্ষ্যাম্যনেনসঃ।
অনেনসঃ সুতো রাজা প্রতিক্ষত্রো মহাযশাঃ ॥ ১

প্রতিক্ষত্রসুতশ্চাপি সৃঞ্জয়ো নাম বিশ্রুতঃ
সৃঞ্জয়স্য জয়ঃ পুত্রো বিজয়স্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২

বিজয়স্য কৃতিঃ পুত্রস্তস্য হর্যশ্বতঃ সুতঃ।
হর্যশ্বতসুতো রাজা সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩

সহদেবস্য ধর্মাত্মা নদীন ইতি বিশ্রুতঃ।
নদীনস্য জয়ৎসেনো জয়ৎসেনস্য সঙ্কৃতিঃ ॥ ৪

সঙ্কৃতেরপি ধর্মাত্মা ক্ষত্রধর্মা মহাযশাঃ।
অনেনসঃ সমাখ্যাতাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্য মে শৃণু ॥ ৫

ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজস্তত্র সুনহোত্রো মহাযশাঃ
সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্মিকাঃ ॥ ৬

কাশঃ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ।
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ৭

শলাত্মজশ্চার্ষ্টিষেণস্তনয়স্তস্য কাশকঃ ৮
কাশস্য কাশয়ো রাজন্ পুত্রো দীর্ঘতপাস্তথা
ধন্বস্তু দীর্ঘতপসো বিদ্বান্ ধন্বন্তরিস্ততঃ
তপসোঽন্তে সুমহতো জাতো বৃদ্ধস্য ধীমতঃ
পুনর্ধন্বন্তরির্দেবো মানুষেষ্বিহ জজ্ঞিবান্।

জনমেজয় উবাচ।

কথং ধন্বন্তরির্দেবো মানুষেষ্বিহ জজ্ঞিবান্।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি তন্মে ব্রূহি যথাতথম্ ॥ ১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধন্বন্তরেঃ সম্ভবোঽয়ং শ্রূয়তাং ভরতর্ষভ
জাতঃ স হি সমুদ্রাৎ তু মথ্যমানে পুরাঽমৃতে ॥ ১২
উৎপন্নঃ কলশাৎ পূর্বং সর্বতশ্চ শ্রিয়া বৃতঃ।
অভ্যাসন্ সিদ্ধিকার্যং হি বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা হি তস্থিবান্ ॥ ১৩

---

## একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[ অনেনার বংশকথন, ধন্বন্তরি কর্তৃক কাশিরাজ ধন্বের গৃহে পুত্ররূপে অবতরণ, দিবোদাসের রাজত্বকালে ভগবান্ শিবের আজ্ঞায় গণেশ্বর নিকুম্ভের বারাণসীকে জনশূন্য করিবার প্রযত্ন, সেখানে শিবপার্ষদের নিবাস; বারাণসীতে দিবোদাসের অধিকার এবং অলর্কের প্রশংসা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! আয়ুর পুত্র রম্ভ পুত্রহীন ছিল। এখন আমি অনেনার বংশ বলিতেছি। অনেনার পুত্র প্রতিক্ষত্র। সে মহাযশস্বী রাজা হইয়াছিল। ১

প্রতিক্ষত্রের পুত্র সৃঞ্জয় নামে বিখ্যাত ছিল। সৃঞ্জয়ের পুত্র জয়, জয়ের পুত্র বিজয় ॥২

বিজয়ের পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র হর্যশ্ব এবং হর্যশ্বের পুত্র প্রতাপশালী রাজা সহদেব ॥ ৩

সহদেবের পুত্র ধর্মাত্মা পুত্র নদীন নামে বিখ্যাত। নদীনের পুত্র জয়ৎসেন, জয়ৎসেনের পুত্র সংকৃতি ॥ ৪

সংকৃতির পুত্র মহাযশস্বী ধর্মাত্মা ক্ষত্রধর্মা। এই পর্যন্ত অনেনার বংশ বলিলাম। এখন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ শ্রবণ কর ॥ ৫

ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র মহাযশস্বী সুনহোত্র। সুনহোত্রের তিনটি পরম ধার্মিক পুত্র ছিল,—কাশ, শল ও শক্তিমান্ গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, যাহা হইতে শৌনক হইয়াছে ॥ ৬-৭

শৌনক গোত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণের লোকই আছে। শলের পুত্র আর্ষ্টিষেণ, তাহার পুত্র কাশক ।৮

কাশের বংশীয়গণ কাশি নামে খ্যাত। তাহাদের মধ্যে দীর্ঘতপা প্রথম পুত্র। তাহার পুত্র ধন্ব। ধন্বের পুত্র বিদ্বান্ ধন্বন্তরি ছিল। ৯

সুমহৎ তপস্যা করিয়া ধন্বন্তরি মানুষের মধ্যে ধীমান্ বৃদ্ধ রাজা ধন্বের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১০

জনমেজয় বলিলেন— মুনিবর! ধন্বন্তরিদেব মানুষের মধ্যে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথাযথভাবে তাহা আমাকে বলুন। ১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ। ধন্বন্তরি জন্মকথা শ্রবণ কর। পূর্বকালে অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থন কালে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১২

অমৃতকলসের পূর্বে উৎপন্ন, সর্বতোভাবে শ্রীযুক্ত এবং সকল কার্যের সিদ্ধি চিন্তা করিতে করিতে ধন্বন্তরি সম্মুখে বিষ্ণুকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ১৩

অব্জত্বমিতি হোবাচ তস্মাদব্জস্তু স স্মৃতঃ।
অব্জঃ প্রোবাচ বিষ্ণুং বৈ তব পুত্রোঽস্মি বৈ প্রভো ॥ ১৪
বিধৎস্ব ভাগং স্থানঞ্চ মম লোকে সুরেশ্বর।
এবমুক্তঃ স দৃষ্ট্বা বৈ তথ্যং প্রোবাচ তং প্রভুঃ ॥ ১৫
কৃতো যজ্ঞবিভাগো হি যজ্ঞিয়ৈর্হি সুরৈঃ পুরা।
দেবেষু বিনিযুক্তং হি বিদ্ধি হোত্রং মহর্ষিভিঃ ॥ ১৬
ন শক্যমুপহোমা বৈ তুভ্যং কর্তুং কদাচন।
অর্বাগ্‌ভূতোঽসি দেবানাং পুত্র ত্বং তু নহীশ্বরঃ ॥ ১৭
দ্বিতীয়ায়াং তু সম্ভূত্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি।
অণিমাদিশ্চ তে সিদ্ধির্গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৮
তেনৈব ত্বং শরীরেণ দেবত্বং প্রাপ্স্যসে প্রভো।
চরুমন্ত্রৈর্ব্রতৈর্জাপৈর্যক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৯
অষ্টধা ত্বং পুনশ্চৈবমায়ুর্বেদে বিধাস্যসি।
অবশ্যম্ভাবী হ্যর্থোঽয়ং প্রাগ্‌দৃষ্টস্ত্বব্জযোনিনা ॥ ২০

তখন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি অপ্(জল) হইতে উৎপন্ন, এইজন্য অব্জ নামে খ্যাত হও। এই কারণে ধন্বন্তরি অব্জ-নামে বিখ্যাত। এইজন্য 'অব্জ' বিষ্ণুকে বলিলেন—প্রভো! আমি আপনার পুত্র। সুরেশ্বর! আমার জন্য যজ্ঞ ভাগের ব্যবস্থা করুন এবং এই লোকে আমাকে স্থান দান করিয়া দিন। এইরূপ বলিলে পর প্রভু বিষ্ণু তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকৃত তথ্য বলিলেন। ১৪-১৫

পূর্বকালে যজ্ঞের দেবতাগণ যজ্ঞের বিভাগ করিয়াছেন। মহর্ষিগণ দেবতাগণের উদ্দেশেই হবনীয় দ্রব্যের বিনিয়োগ করিয়া থাকেন,—ইহা তোমার জানা আবশ্যক। ১৬

বৎস! তোমার জন্য অতিরিক্ত হোম করা যাইতে পারে না। তুমি দেবতাগণের অনেক পরবর্তী। তুমি যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী নও ॥ ১৭

তুমি দ্বিতীয় জন্মে সংসারে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে এবং গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি প্রাপ্তি হইবে। ১৮

প্রভো! তুমি সেই শরীরে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ চরু, মন্ত্র, ব্রত ও জপের দ্বারা তোমার যজন করিবে। ১৯

তুমি সেই জন্মে আয়ুর্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাযুক্ত করিবে। ( কায়চিকিৎসা, বালচিকিৎসা, গ্রহচিকিৎসা, ঊর্ধ্বাঙ্গচিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, দংষ্ট্রাচিকিৎসা, জরাচিকিৎসা বৃষচিকিৎসা এই অষ্টাঙ্গ ) ইহা অবশ্যম্ভাবী। কমলযোনি ব্রহ্মা এই বিষয়টি পূর্বেই জানিয়াছেন। ২০

দ্বিতীয়ঃ দ্বাপরঃ প্রাপ্য ভবিতা ত্বং ন সংশয়ঃ।
ইমং তস্মৈ বরং দত্ত্বা বিষ্ণুরন্তর্দধে পুনঃ ॥ ২১
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে প্রাপ্তে সৌনহোত্রিঃ স কাশিরাট্।
পুত্রকামস্তপস্তেপে ধৃত্বা দীর্ঘং তপস্বী ॥ ২২
প্রপদ্যে দেবতাং তাং তু যা মে পুত্রং প্রদাস্যতি।
অব্জং দেবং সুতার্থায় তদারাধিতবান্ নৃপঃ ॥ ২৩
ততস্তুষ্টঃ স ভগবানব্জঃ প্রোবাচ তং নৃপম্।
যদিচ্ছসি বরং ব্রূহি তৎ তে দাস্যামি সুব্রত ॥ ২৪
নৃপ উবাচ।
ভগবন্ যদি তুষ্টস্ত্বং পুত্রো মে খ্যাতিমান্ ভব।
তথেতি সমনুজ্ঞায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৫
তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ ২৬
আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ ভিষক্‌ক্রিয়াম্।
তমষ্টধা পুনর্ব্যস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ২৭

দ্বিতীয় দ্বাপর আসিলে পর তুমি আবির্ভূত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই। ধন্বন্তরিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া বিষ্ণু পুনর্বার অন্তর্হিত হইলেন। ২১

দ্বিতীয় দ্বাপর আসিলে পর সুনহোত্রের পুত্র কাশিরাজ বহু পুত্র কামনায় দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২২

আমি সেই দেবতার শরণাগত হইব, যিনি আমাকে পুত্র প্রদান করিবেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া রাজা পুত্রের জন্য অব্জদেবের ( ধন্বন্তরির ) আরাধনা করিতে লাগিলেন। ২৩

তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ অব্জ রাজাকে বলিলেন—সুব্রত! তুমি যে বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক—তাহা বল, আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। ২৪

রাজা বলিলেন—ভগবন্! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার কীর্তিমান্ পুত্র হও। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ অব্জ তাহা 'তথাস্তু' বলিয়া অনুমোদন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ২৫

মহারাজ! তখন ধন্বন্তরিদেব সেই রাজার গৃহে আবির্ভূত হইলেন। কাশিরাজ ধন্বন্তরি সকল রোগবিনাশকারী। ২৬

তিনি ভরদ্বাজ মুনিবরের নিকট হইতে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া বহু শিষ্যকে ঐ অষ্টাঙ্গের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ২৭

ধন্বন্তরেস্তু তনয়ঃ কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ।
অথ কেতুমতঃ পুত্রো বীরো ভীমরথঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮
সুতো ভীমরথস্যাপি দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ।
দিবোদাসস্তু ধর্মাত্মা বারাণস্যধিপোঽভবৎ ॥ ২৯
এতস্মিন্নেব কালে তু পুরীং বারাণসীং নৃপ।
শূন্যাং নিবাসয়ামাস ক্ষেমকো নাম রাক্ষসঃ ॥ ৩০
শপ্তা হি সা মতিমতা নিকুম্ভেন মহাত্মনা।
শূন্যা বর্ষসহস্রং বৈ ভবিত্রী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১
তস্যাং তু শপ্তমাত্রায়াং দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ।
বিষয়ান্তে পুরীং রম্যাং গোমত্যাং সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩২
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পূর্বং তু পুরী বারাণসীত্যভূৎ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্ ॥ ৩৩
হত্বা নিবেশয়ামাস দিবোদাসো নরর্ষভঃ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য তদ্ রাজ্যং হৃতং তেন বলীয়সা ॥ ৩৪

জনমেজয় উবাচ।

বারাণসীং নিকুম্ভস্তু কিমর্থং শপ্তবান্ প্রভুঃ।
নিকুম্ভশ্চ ধর্মাত্মা সিদ্ধিক্ষেত্রং শশাপ যঃ ॥ ৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দিবোদাসস্তু রাজর্ষির্নগরীং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
বসতি স্ম মহাতেজাঃ স্ফীতায়াং তু নরাধিপঃ ॥ ৩৬
এতস্মিন্নেব কালে তু কৃতদারো মহেশ্বরঃ।
দেব্যাঃ স প্রিয়কামস্তু ন্যবসচ্ছ্বশুরান্তিকে ॥ ৩৭
দেবাজ্ঞয়া পার্ষদা যে হরিরূপাস্তপোধনাঃ
পূর্ব্বোক্তৈরুপচারৈশ্চ তোষয়ন্তি স্ম পার্ব্বতীম্ ॥ ৩৮
হৃষ্যতে বৈ মহাদেবী মেনা নৈব প্রহৃষ্যতি
জুগুপ্সত্যসকৃৎ তাং বৈ দেবীং দেবং তথৈব সা ॥ ৩৯
সপার্ষদস্ত্বনাচারস্তব ভর্ত্তা মহেশ্বরঃ।
দরিদ্রঃ সর্ব্বদেবাস্মো শীলং তস্য ন বর্ত্ততে ॥ ৪০
মাত্রা তথোক্তা বরদা স্ত্রীস্বভাবাচ্চ চুক্রুধে।
স্মিতং কৃত্বা চ বরদা ভবপার্শ্বমথাগমৎ ॥ ৪১
বিবর্ণবদনা দেবী মহাদেবমভাষত।
নেহ বৎস্যাম্যহং দেব নয় মাং স্বং নিকেতনম্ ॥ ৪২

ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্ নামে বিখ্যাত। কেতুমানের বীর-পুত্র ভীমরথ নামে প্রসিদ্ধ। ২৮

ভীমরথের পুত্র রাজা দিবোদাস। ধর্মাত্মা দিবোদাস বারাণসীর অধিপতি হইয়াছিলেন। ২৯

রাজন্! দিবোদাসের রাজ্যকালে বারাণসী জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ক্ষেমক নামক রাক্ষস ঐ শূন্য পুরীতে লোকগণকে বাস করাইয়াছিল। ৩০

মহাত্মা বুদ্ধিমান্ নিকুম্ভ শাপ দিয়াছিল যে, বারাণসীনগরী একহাজার বৎসর পর্য্যন্ত জনশূন্য থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩১

বারাণসীপুরী শাপগ্রস্ত হইলে পর প্রজানাথ দিবোদাস নিজ রাজ্যের সীমায় গোমতী তীরে রমণীয় নগরী স্থাপন করিল। ৩২

পূর্ব্বে বারাণসী পুরী ভদ্রশ্রেণ্যের অধিকারে ছিল। ভদ্রশ্রেণ্যের শ্রেষ্ঠধনুর্দ্ধর শত পুত্রকে নিহত করিয়া রাজা দিবোদাস নিজরাজ্য স্থাপন করিলেন। বলবান্ দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের রাজ্য অপহরণ করিলেন। ৩৩-৩৪

জনমেজয় বলিলেন—শক্তিমান্ নিকুম্ভ বারাণসীকে কিজন্য শাপ দিলেন? নিকুম্ভ নিজে ধর্মাত্মা এবং বারাণসী সিদ্ধিক্ষেত্র বা মোক্ষতীর্থ। বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! মহাতেজাঃ রাজর্ষি নরপতি দিবোদাস বারাণসী নগরী অধিকার করিয়া ঐ সমৃদ্ধিশালী নগরীতে নিবাস করিতে লাগিলেন। ৩৫-৩৬

এই সময়ে ভগবান্ মহেশ্বর বিবাহ করিয়া দেবী পার্ব্বতীর প্রীতির জন্য শ্বশুরগৃহে নিবাস করিতেছিলেন। ৩৭

সেই সময় মহেশ্বরের আদেশে সুযোগ্য পার্ষদেরা তপস্বী হইয়া পূর্ব্বপ্রদত্ত উপদেশানুসারে দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিতেন। ৩৮

ইহাতে মহাদেবী পার্ব্বতী হৃষ্ট হইতেন, কিন্তু পার্ব্বতীর মাতা মেনা সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ দেবী পার্ব্বতী ও মহেশ্বরদেবের নিন্দা করিতেন। ৩৯

তিনি একদিন বলিলেন—পার্ব্বতি! তোমার পতি মহাদেব ও তাহার পার্ষদগণ সকলেই অনাচারী। সে চিরকাল দরিদ্র, তাহার সংস্বভাবও নাই। ৪০

বরদা উমা মাতার বাক্যে ও স্ত্রী-স্বভাববশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ৪১

দেবী মলিন বদনে মহাদেবকে বলিলেন,—দেব! আমি এখানে থাকিব না। আপনি আমাকে স্বগৃহে লইয়া চলুন। ৪২

তথা কর্ত্তুং মহাদেবঃ সর্ব্বলোকানবৈক্ষত ।
বাসার্থং রোচয়ামাস পৃথিব্যাং কুরুনন্দন ॥ ৪৩
বারাণসীং মহাতেজাঃ সিদ্ধিক্ষেত্রং মহেশ্বরঃ ।
দিবোদাসেন তাং জ্ঞাত্বা নিবিষ্টাং নগরীং তদা ॥ ৪৪
পার্শ্বে তিষ্ঠন্তমাহূয় নিকুম্ভমিদমব্রবীৎ ।
গণেশ্বর পুরীং গত্বা শূন্যাং বারাণসীং কুরু ॥ ৪৫
মৃদুনৈবাভ্যুপায়েন অতিবীর্যঃ স পার্থিবঃ ।
ততো গত্বা নিকুম্ভস্তু পুরীং বারাণসীং তদা ॥ ৪৬
স্বপ্নে নিদর্শয়ামাস কণ্ডুকং নাম নাপিতম্ ।
শ্রেয়স্তেহহং করিষ্যামি স্থানং মে রোচয়ানঘ ॥ ৪৭
মদ্রূপাং প্রতিমাং কৃত্বা নগর্যান্তে তথৈব চ ।
ততঃ স্বপ্নে যথাদিষ্টং সর্ব্বং কারিতবান্ নৃপ ॥৪৮
পুরীদ্বারে তু বিজ্ঞাপ্য রাজানঞ্চ যথাবিধি ।
পূজাং তু মহতীং তস্য নিত্যমেব প্রযোজয়ৎ ॥ ৪৯
গন্ধৈশ্চ ধূপ-মাল্যৈশ্চ প্রোক্ষণীয়ৈস্তথৈব চ ।
অন্ন-পানপ্রয়োগৈশ্চ অত্যদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫০
এবং সম্পূজ্যতে তত্র নিত্যমেব গণেশ্বরঃ ।
ততো বরসহস্রং তু নাগরাণাং প্রযচ্ছতি ॥
পুত্রান্ হিরণ্যমায়ুশ্চ সর্ব্বান্ কামাংস্তথৈব চ ॥ ৫১
রাজ্ঞস্তু মহিষী শ্রেষ্ঠা সুযশা নাম বিশ্রুতা ।
পুত্রার্থমাগতা দেবী সাধ্বী রাজ্ঞা প্রচোদিতা ॥ ৫২
পূজাং তু বিপুলাং কৃত্বা দেবী পুত্রমযাচত ।
পুনঃ পুনরথাগত্য বহুশঃ পুত্রকারণাৎ ॥৫৩
ন প্রযচ্ছতি পুত্রং হি নিকুম্ভঃ কেনচিদ্ধি ।
রাজা তু যদি নঃ কুপ্যেৎ কার্যসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥৫৪
অথ দীর্ঘেণ কালেন ক্রোধো রাজানমাবিশৎ ।
ভূতং এষ মহান্ দ্বারি নাগরাণাং প্রযচ্ছতি ॥ ৫৫
প্রীতো বরান্ বৈ শতশো মম কিং ন প্রযচ্ছতি ।
মামকৈঃ পূজ্যতে নিত্যং নগর্যাং মে সদৈব হি ॥ ৫৬
বিজ্ঞাপিতো ময়াত্যর্থং দেব্যা মে পুত্রকারণাৎ ।
ন দদাতি চ পুত্রং মে কৃতঘ্নঃ কেন কারণাৎ ॥ ৫৭

কুরুনন্দন। পার্ব্বতীর কথানুসারে কার্য্য করিবার জন্য তখন মহাদেব সকল লোকের (দুর্দ্ধর্ষঃ ইঃ মহমনভগ ইত্যাদি) উপর দৃষ্টিপাত করিলেন এবং পৃথিবীতে বারাণসীতে নিবাস করাই পছন্দ করিলেন যেহেতু বারাণসী সিদ্ধিক্ষেত্র। কিন্তু তখন বারাণসীতে দিবোদাস বাস করিতেছেন জানিয়া নিজ পার্শ্বে স্থিত নিকুম্ভকে মহাদেব বলিলেন—গণেশ্বর। তুমি মৃদু উপায় অবলম্বন করিয়া বারাণসীপুরীকে জনশূন্য করিয়া দাও। দিবোদাস অতি বলবান্ (তাহার সহিত কলহ করিও না)। তখন নিকুম্ভ বারাণসীতে যাইয়া কণ্ডুকনামক নাপিতকে স্বপ্নে দর্শন দিল এবং বলিল নিষ্পাপ! তুমি নগরীর সীমান্তে আমার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া বাসস্থানের ব্যবস্থা কর, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। অনন্তর নাপিত স্বপ্নে যেমন নির্দেশ পাইয়াছিল, তদনুসারে সকল কার্য করিল। ৪৩-৪৮

রাজাকে জানাইয়া সে নগরীর দ্বারদেশে নিকুম্ভ প্রতিমার যথাবিধি প্রতিদিন সমাদরে পূজা করিত। ৪৯

গন্ধ, ধূপ, মালা, প্রোক্ষণীয় জল, অন্ন পানাদি উপচারের দ্বারা পূজা করিতে থাকিলে সেখানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ৫০

এইভাবে সেখানে প্রতিদিন গণেশ্বর পূজিত হইতে লাগিলেন। তিনি নাগরিকগণকে সহস্র বর দান করিতেন। পুত্র সুবর্ণ আয়ু ও সকল প্রকার কাম্যবস্তু দান করিতেন। ৫১

রাজা দিবোদাসের শ্রেষ্ঠা মহিষী সুযশা নামে বিখ্যাত ছিল। রাজা প্রেরণানুসারে সাধ্বী মহারাণী পুত্র কামনায় সেখানে আসিয়াছিলেন। ৫২

আড়ম্বরের সহিত পূজা করিয়া রাজমহিষী পুত্র কামনা করিলেন। পুনঃ পুনঃ আসিয়া পূজা করিতেন এবং পুত্র প্রার্থনা করিতেন। ৫৩

কিন্তু কোন কারণবশতঃ নিকুম্ভ পুত্র দান করিতেছিলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন যে, যদি রাজা আমার উপর কুপিত হন, তাহা হইলে আমার কার্যসিদ্ধি হইবে। ৫৪

এইভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে ক্রোধ রাজার অন্তরে প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন—আমার নগরীর দ্বারদেশে অবস্থান করিয়া এই মহান্ ভূত নাগরিকগণকে শত শত বর দান করিতেছে। কিন্তু আমাকে বর দিতেছে না কেন? আমার নগরীতে আমার লোকেরাই প্রতিদিন ইহার পূজা করিতেছে। আমি মহারাণীর মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ পুত্রের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছি, কিন্তু এই কৃতঘ্ন কি কারণে আমাকে পুত্র দান করিতেছে না। এইজন্য এখন এই ভূত বিশেষভাবে আমার

ততো নার্হতি সংকারং মৎসকাশাদ্ বিশেষতঃ
তস্মাৎ তু নাশয়িষ্যামি স্থানমস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫৮
এবং স তু বিনিশ্চিত্য দুরাত্মা রাজকিল্বিষী
স্থানং গণপতেস্তস্য নাশয়ামাস দুর্মতিঃ ॥ ৫৯
ভগ্নমায়তনং দৃষ্ট্বা রাজানমশপৎ প্রভুঃ
যস্মাদনপরাধস্য হৃতং স্থানং বিনাশিতম্ ।
পুর্যাকস্মাদিয়ং শূন্যা তব নূনং ভবিষ্যতি ॥ ৬০
ততস্তেন তু শাপেন শূন্যা বারাণসী তদা ।
শপ্ত্বা পুরীং নিকুম্ভস্তু মহাদেবমুপাগমৎ ॥ ৬১
অকস্মাৎ তু পুরী সা তু বিদ্রুতা সর্বতো দিশম্ ।
তস্যাং পুর্যাং ততো দেবো নির্মমে পদমাত্মনঃ ॥ ৬২
রমতে তত্র বৈ দেবো রমমাণো গিরেঃ সুতাম্ ।
ন রতিং তত্র বৈ দেবী লভতে গৃহবিস্ময়াৎ ॥
বসামাত্র ন পুর্যাং তু দেবী দেবমথ ব্রবীৎ ॥ ৬৩

দেব উবাচ ।

নাহং বেশ্মনি বৎস্যামি অবিমুক্তং হি মে গৃহম্ ।
নাহং তত্র গমিষ্যামি গচ্ছ দেবি গৃহং প্রতি ॥ ৬৪
স্ময়ন্নুবাচ ভগবাংস্ত্র্যম্বকস্ত্রিপুরান্তকঃ
তস্মাৎ তদবিমুক্তং হি প্রোক্তং দেবেন বৈ স্বয়ম্ ॥ ৬৫
এবং বারাণসী শপ্তা অবিমুক্তঞ্চ কীর্তিতম্ ॥ ৬৬
যস্মিন্ বসতি বৈ দেবঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ
যুগেষু ত্রিষু ধর্মাত্মা সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥ ৬৭
অন্তর্ধানং কলৌ যাতি তৎপুরং হি মহাত্মনঃ ।
অন্তর্হিতে পুরে তস্মিন্ পুরী সা বসতে পুনঃ ॥
এবং বারাণসী শপ্তা নিবেশং পুনরাগতা ॥ ৬৮
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রো বৈ দুর্দমো নাম বিশ্রুতঃ ।
দিবোদাসেন বালেতি ঘৃণয়া স বিবর্জিতঃ ॥ ৬৯
হৈহয়স্য তু দায়াদ্যং কৃতবান্ বৈ মহীপতিঃ
আজহ্রে পিতৃদায়াদ্যং দিবোদাসহৃতং বলাৎ ॥ ৭০
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রেণ দুর্দমেন মহাত্মনা
বৈরস্যান্তঃ মহারাজ ক্ষত্রিয়েণ বিধিৎসতা ॥ ৭১

নিকট হইতে সংকার পাইবার যোগ্য নয়, সুতরাং এই দুরাত্মার স্থানটি আমি বিনষ্ট করিয়া দিব। ৫৫-৫৮

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দুরাত্মা দুর্মতি পাপী রাজা দিবোদাস গণপতি নিকুম্ভের স্থানটিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ৫৯

নিজ বাসস্থান ভগ্ন দেখিয়া শক্তিমান নিকুম্ভ রাজাকে শাপ-দিয়া বলিলেন—রাজন্! আমি যদিও নিরপরাধ, তথাপি তুমি আমার বাসস্থান বিনষ্ট করিয়াছ; এইজন্য তোমার এই নগরী অকস্মাৎ অবশ্যই জনশূন্য হইয়া যাইবে। ৬০

অনন্তর সেই শাপের ফলে সেই নগর বারাণসী পুরী জনশূন্য হইয়া গেল। নিকুম্ভ বারাণসীপুরীকে শাপ দান করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ৬১

বারাণসী পুরীবাসী সকল লোক অকস্মাৎ চারিদিকে পলায়ন করিল। তখন মহাদেব ঐ পুরীতে নিজ বাসস্থান নির্মাণ করিলেন। ৬২

সেই স্থানে গিরিকন্যা পার্বতীর সহিত বিহার করিতে করিতে মহাদেব আনন্দ পাইতে লাগিলেন, কিন্তু দেবী পার্বতী উপযুক্ত গৃহের অভাবে কিংবা পিতৃগৃহের প্রতি আকর্ষণের জন্য তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন না। দেবী মহাদেবকে বলিলেন, আমি এই পুরীতে বাস করিব না। ৬৩

মহাদেব বলিলেন—দেবি! আমি কোনও গৃহে বাস করিব না। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই আমার গৃহ। আমি সেখানে যাইব না। তুমি যদি যাইতে চাও, তবে সেই গৃহে গমন কর। ৬৪

ভগবান্ ত্রিপুরান্তকারী ত্রিলোচন হাসিতে হাসিতে দেবীকে পূর্বোক্ত বাক্য বলিলেন। মহাদেব স্বয়ং বারাণসীকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলিলেন, সেইহেতু উহা 'অবিমুক্ত' ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইল। এইভাবে বারাণসী অভিশপ্ত হইল এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া কীর্তিত হইল। ৬৫-৬৬

সর্বদেববন্দিত ধর্মাত্মা মহাদেব সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে পার্বতী দেবীর সহিত অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিবাস করেন। ৬৭

কলিযুগ আসিলে পর মহাত্মা মহাদেবের সেই অবিমুক্তপুরী অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন বারাণসী পুরী পুনর্বার স্থাপিত হয়। এইভাবে বারাণসী পুরী শাপগ্রস্ত হইয়া জনশূন্য হইয়াও পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৬৮

ভদ্রশ্রেণ্যের এক পুত্র দুর্দম নামে বিখ্যাত ছিল। বালক বলিয়া কৃপাপরবশ হইয়া দিবোদাস তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ৬৯

ঐ রাজা হৈহয়ের পুত্র স্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহার দায়াদ্যে দিবোদাস কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃত স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তি পুনরায় অধিকার করিয়াছিল। ৭০

মহারাজ! ভদ্রশ্রেণ্যের মহাত্মা পুত্র দুর্দম বীর ছিল। ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য সে ঐরূপ করিয়াছিল। ৭১

দিবোদাসাদ্ দৃষদ্বত্যাং বীরো জজ্ঞে প্রতর্দ্দনঃ ।
তেন পুত্রেণ বালেন প্রহৃতং তস্য বৈ পুনঃ ॥ ৭২
প্রতর্দ্দনস্য পুত্রৌ দ্বৌ বৎস-ভার্গৌ বভূবতুঃ ।
বৎসপুত্রো হ্যলর্কস্তু সন্নতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৭৩
অলর্কঃ কাশিরাজস্তু ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
অলর্কং প্রতি রাজর্ষিং শ্লোকো গীতঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭৪
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ ।
যুবা রূপেণ সম্পন্ন আসীৎ কাশিকুলোদ্বহঃ ॥ ৭৫
লোপামুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাপ সঃ ।
তস্যাসীৎ সুমহদ্রাজ্যং রূপ-যৌবনশালিনঃ ॥ ৭৬
শাপস্যান্তে মহাবাহুর্হত্বা ক্ষেমকরাক্ষসম্ ।
রম্যাং নিবেশয়ামাস পুরীং বারাণসীং পুনঃ ॥ ৭৭
সন্নতেরপি দায়াদঃ সুনীথো নাম ধার্ম্মিকঃ ।
সুনীথস্য তু দায়াদঃ ক্ষেম্যো নাম মহাযশাঃ ॥ ৭৮
ক্ষেম্যস্য কেতুমান্ পুত্রঃ সুকেতুস্তস্য চাত্মজঃ ।
সুকেতোস্তনয়শ্চাপি ধর্ম্মকেতুরিতি স্মৃতঃ ॥ ৭৯
ধর্ম্মকেতোস্তু দায়াদঃ সত্যকেতুর্মহারথঃ
সত্যকেতুসুতশ্চাপি বিভুর্নাম প্রজেশ্বরঃ ॥ ৮০
আনর্ত্তস্তু বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমারস্তু তৎসুতঃ ।
সুকুমারস্য পুত্রস্তু ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্ম্মিকঃ ॥
ধৃষ্টকেতোস্তু দায়াদো বেণুহোত্রঃ প্রজেশ্বরঃ ॥ ৮১
বেণুহোত্রসুতশ্চাপি ভার্গো নাম প্রজেশ্বরঃ
বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভৃগুভূমিস্তু ভার্গবাৎ ॥ ৮২
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ
ইত্যেতে কাশয়ঃ প্রোক্তা নহুষস্য নিবোধ মে ॥ ৮৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

দৃষদ্বতীর গর্ভে দিবোদাস হইতে বীর প্রতর্দ্দন উৎপন্ন হইয়াছিল। সে বালক হইয়াও দুর্দ্দমের রাজ্য পুনর্বার অধিকার করিয়াছিল। ৭২

প্রতর্দ্দনের দুইজন পুত্র- বৎস ও ভার্গ। বৎসের পুত্র অলর্ক ও অলর্কের পুত্র সন্নতি। ৭৩।

কাশিরাজ অলর্ক ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। রাজর্ষি অলর্ককে উদ্দেশ করিয়া প্রাচীনগণ শ্লোক গান করিয়াছেন। ৭৪

কাশিবংশভূষণ অলর্ক ছেষট্টি হাজার বৎসর পর্য্যন্ত যুবা ও সুন্দররূপের দ্বারা মণ্ডিত ছিলেন। ৭৫

তিনি লোপামুদ্রার কৃপায় সুদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রূপযৌবনশালী অলর্কের সুবিশাল রাজ্য ছিল। ৭৬

মহাবাহু অলর্ক শাপক্ষয়ের শেষে ক্ষেমকনামক রাক্ষসকে নিহত করিয়া রমণীয় বারাণসীপুরী পুনর্ব্বার স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৭৭

সন্নতির ধার্ম্মিকপুত্র সুনীথ। সুনীথের মহাযশস্বী পুত্র ক্ষেম্য। ৭৮

ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র সুকেতু এবং সুকেতুর পুত্র ধর্মকেতু নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ৭৯

ধর্মকেতুর পুত্র মহারথী সত্যকেতু। সত্যকেতুর পুত্র প্রজানাথ বিভু। ৮০

বিভুর পুত্র আনর্ত্ত। আনর্ত্তের পুত্র সুকুমার। সুকুমারের পুত্র পরমধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর পুত্র প্রজানাথ বেণুহোত্র। ৮১

বেণুহোত্রের পুত্র রাজা ভার্গ। বৎসের পুত্র বৎসভূমি এবং ভার্গের পুত্র ভৃগুভূমি। ৮২

ভৃগুবংশে এই সকল অঙ্গিরাগোত্রীয় পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের লোক ইহাদের অন্তর্গত। বৎসভূমি ও ভৃগুভূমির কয়েক হাজার পুত্র ছিল। এই সকল পুত্রগণ কাশির বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমার নিকট নহুষের বংশ শ্রবণ কর। ৮৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[নহুষস্য যযাতেশ্চ বংশবর্ণনম্, যযাতেশ্চরিত্রকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

উৎপন্নাঃ পিতৃকন্যায়াং বিরজায়াং মহৌজসঃ
নহুষস্য তু দায়াদাঃ ষড়িন্দ্রোপমতেজসঃ ॥ ১
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়াতিঃ পাঞ্চিকো ভবঃ
সুযাতিঃ ষষ্ঠস্তেষাং বৈ যযাতিঃ পার্থিবোঽভবৎ ॥
যতির্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ যযাতিস্তু ততঃ পরম্ ॥ ২
ককুৎস্থকন্যাং গাং নাম লেভে পরমধার্ম্মিকঃ
যতিস্তু মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোঽভবন্মুনিঃ ॥ ৩
তেষাং যযাতিঃ পঞ্চানাং বিজিত্য বসুধামিমাম্।
দেবযানীমুশনসঃ সুতাং ভার্য্যামবাপ সঃ ॥
শর্ম্মিষ্ঠামাসুরীং চৈব তনয়াং বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৪
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥ ৫
তস্মৈ শক্রো দদৌ প্রীতো রথং পরমভাস্বরম্।
অসঙ্গং কাঞ্চনং দিব্যং দিব্যৈঃ পরমবাজিভিঃ ॥ ৬
যুক্তং মনোজবৈঃ শুভ্রৈর্যেন ভার্য্যামুবাহ সঃ
স তেন রথমুখ্যেন ষড়্‌রাত্রেণাজয়ন্মহীম্ ॥
যযাতির্যুধি দুর্দ্ধর্ষস্তথা দেবান্ সদানবান্ ॥ ৭
স রথঃ পৌরবাণাং তু সর্ব্বেষামভবৎ তদা
যাবৎ বসুনাম্না বৈ কৌরবঃ জনমেজয়ঃ ॥ ৮
কুরোঃ পুত্রস্য রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ পারীক্ষিতস্য চ।
জগাম স রথো নাশং শাপাদ্ গার্গ্যস্য ধীমতঃ ॥ ৯
গার্গ্যস্য হি সুতং বালং স রাজা জনমেজয়ঃ।
বাক্কুরং হিংসয়ামাস ব্রহ্মহত্যামবাপ সঃ ॥ ১০
স লোহগন্ধী রাজর্ষিঃ পরিধাবন্নিতস্ততঃ।
পৌর-জানপদৈস্ত্যক্তো ন লেভে শর্ম্ম কর্হিচিৎ ॥ ১১
ততঃ স দুঃখসন্তপ্তো নালভৎ সংবিদং ক্বচিৎ।
ইন্দ্রোতঃ শৌনকং রাজা শরণং প্রত্যপদ্যত ॥ ১২
যাজয়ামাস চেন্দ্রোতঃ শৌনকো জনমেজয়ম্।
অশ্বমেধেন রাজানং পাবনার্থং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৩

---

## ত্রিংশ অধ্যায়।

[নহুষ ও যযাতির বংশবর্ণন এবং যযাতির চরিত্র কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের মহাবলবান্ ইন্দ্রসম তেজস্বী ছয়টি পুত্র হইয়াছিল। ১

যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, পঞ্চম ভব ও সুযাতি ষষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যযাতি রাজা হইয়াছিলেন। যতি সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পর যযাতি হইয়াছিলেন। ২

পরম ধার্মিক যতি ককুৎস্থ-কন্যা গোকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যতি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া মুনি ও ব্রহ্মভূত হইয়াছিলেন। ৩

অবশিষ্ট পাঁচ জন ভ্রাতার মধ্যে যযাতি এই পৃথিবীকে জয় করিয়া শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে ও অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪

দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসুকে এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্য অনু ও পূরুকে জন্ম দিয়াছিল। ৫

যযাতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে একটি অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণনির্ম্মিত অপ্রতিহতগতি দিব্য রথ দান করিয়াছিলেন। মনের সমান বেগবান্ উত্তম দিব্য শ্বেতবর্ণ অশ্বের দ্বারা ঐ রথটি বাহিত হইত। ঐ রথে আরোহণ করিয়া যযাতি ভার্য্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ রাজা যযাতি ছয় রাত্রির মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথিবী, দেবগণ ও দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন। ৬-৭

জনমেজয়! কুরুবংশীয় রাজা বসু পর্য্যন্ত সকল পুরুবংশীয় নরপতিগণের চিরাধিকার সূত্রে ঐ রথ অধিকৃত হইয়াছিল। ৮

রাজেন্দ্র! কুরুবংশীয় পরীক্ষিৎপুত্র ইন্দ্রোতনামক জনমেজয় ধীমান্ গার্গ্যের শাপ প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ রথ তাঁহার নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। ৯

গার্গ্যের একটি বাচাল বালক পুত্র ছিল। ইন্দ্রোতনামক রাজা জনমেজয় তাহাকে নিহত করেন এবং ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হন। ১০

সেই রাজর্ষি পতিত (অথবা লোহের তুল্য গন্ধবিশিষ্ট) ও পুরবাসী জনপদবাসী জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এদিকে সেদিকে দৌড়াইতেন এবং কোনও স্থানেই শান্তি লাভ করিতেন না। ১১

দুঃখসন্তপ্ত ইন্দ্রোত রাজা কোনও স্থানেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় না পাইয়া শৌনকমুনির শরণাগত হইলেন। ১২

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শৌনক ইন্দ্রোত রাজা জনমেজয়কে শুদ্ধ করিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজন করাইলেন। ১৩

স লোহগন্ধো ব্যনশৎ তস্যাবভৃথমেত্য চ ।
স চ দিব্যো রথো রাজন্ বসোশ্চেদিপতেস্তদা ॥
দত্তঃ শক্রেণ তুষ্টেন লেভে তস্মাদ্ বৃহদ্রথঃ ॥ ১৪
বৃহদ্রথাৎ ক্রমেণৈব গতো বার্হদ্রথং নৃপম্ ।
ততো হত্বা জরাসন্ধং ভীমস্তং রথমুত্তমম্ ॥ ১৫
প্রদদৌ বাসুদেবায় প্রীত্যা কৌরবনন্দনঃ
সপ্তদ্বীপাং যযাতিস্তু জিত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্ ॥১৬
ব্যভজৎ পঞ্চধা রাজন্ পুত্রাণাং নাহুষস্তদা ।
দিশি দক্ষিণ-পূর্ব্বস্যাং তুর্বসুং মতিমান্ নৃপঃ ॥ ১৭
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ দ্রুহ্যং চানুঞ্চ নাহুষঃ ।
দিশি পূর্ব্বোত্তরস্যাং বৈ যদুং জ্যেষ্ঠং ন্যযোজয়ৎ ॥ ১৮
মধ্যে পূরুঞ্চ রাজানমভ্যষিঞ্চত নাহুষঃ ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ॥১৯
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে ।
প্রজাস্তেষাং পুরস্তাৎ তু বক্ষ্যামি নৃপসত্তম ॥ ২০
ধনুর্ন্যস্য পৃষৎকাংশ্চ পঞ্চভিঃ পুরুষর্ষভৈঃ ।
জরাবানভবদ্ রাজা ভারমাবেশ্য বন্ধুষু ॥ ২১

যজ্ঞের শেষে অবভৃথ স্নান করিলে পর রাজার শরীরের লোহগন্ধ দূর হইয়া যায়। রাজন্! তখন ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিব্য রথ চেদিরাজ বসুকে দান করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বৃহদ্রথ রাজা ঐ রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪

বৃহদ্রথ হইতে ক্রমশঃ ঐ রথ জরাসন্ধের নিকট আসিল। কৌরবনন্দন ভীম জরাসন্ধকে নিহত করিয়া প্রীতিবশতঃ ঐ রথটি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন। রাজন্! নহুষনন্দন যযাতি সাগরসহিত সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীকে জয় করিয়া তাঁর পাঁচজন পুত্রকে ঐ পঞ্চধা বিভক্ত পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজা দক্ষিণ-পূর্বদিকে তুর্বসুকে, পশ্চিমদিকে দ্রুহ্যকে, উত্তরদিকে অনুকে ও পূর্বোত্তরদিকে জ্যেষ্ঠ যদুকে নিযুক্ত করিলেন ॥১৫-১৮

যযাতি মধ্যবর্তী রাজ্যে পূরুকে নৃপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা বংশপরম্পরায় অদ্যাপি সপ্তদ্বীপা নগরসহিতা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিজ নিজ প্রদেশানুসারে ধর্মতঃ পালন করিতেছেন। এখন তাঁহাদের সন্তানগণের বর্ণনা করিব ॥ ১৯-২০

পুরুষশ্রেষ্ঠ পঞ্চপুত্রের দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া রাজা যযাতি রাজ্যভার নিজের এই বন্ধুগণে সমর্পণ করিয়া ধনু ও বাণ ত্যাগ করিলে পর জরাগ্রস্ত হইলেন ॥ ২১

নিঃক্ষিপ্তশস্ত্রঃ পৃথিবীং নিরীক্ষ্য পৃথিবীপতিঃ
প্রীতিমানভবদ্ রাজা যযাতিরপরাজিতঃ ॥
এবং বিভজ্য পৃথিবীং যযাতির্যদুমব্রবীৎ ॥ ২২
জরাং মে প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পুত্র কৃত্যান্তরেণ বৈ ।
তরুণস্তব রূপেণ চরেয়ং পৃথিবীমিমাম্ ॥
জরাং ত্বয়ি সমাধায় তং যদুঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ২৩
অনির্দ্দিষ্টা ময়া ভিক্ষা ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতা
অনপাকৃত্য তাং রাজন্ ন গ্রহীষ্যামি তে জরাম্ ॥ ২৪
জরায়াং বহবো দোষাঃ পান-ভোজনকারিতাঃ ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীতুমহমুৎসহে ॥ ২৫
সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মত্তঃ প্রিয়তরা নৃপ
প্রতিগ্রহীতুং ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রমন্যং বৃণীষ বৈ ॥ ২৬
স এবমুক্তো যদুনা রাজা কোপসমন্বিতঃ ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো যযাতির্গর্হয়ন্ সুতম্ ॥ ২৭
ক আশ্রয়স্তবান্যোঽস্তি কো বা ধর্ম্মো বিধীয়তে ।
মামনাদৃত্য দুর্ব্বুদ্ধে যদহং তব দেশিকঃ ॥ ২৮

সর্বত্র অপরাজিত রাজা যযাতি শস্ত্র ত্যাগ করিয়াও পৃথিবীকে সুব্যবস্থিত দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং পুত্রগণকে পৃথিবী ভাগ করিয়া প্রদান করত যদুকে বলিলেন ॥২২

পুত্র! কোনও একটি কার্যের জন্য তুমি আমার জরা গ্রহণ কর। তোমাতে আমার জরা স্থাপন করিয়া তোমার রূপের দ্বারা যুবা হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে চাহি। তখন যদু তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন ॥ ২৩

রাজন্! অনির্দিষ্ট বস্তুপ্রার্থী কোনও ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, সেই প্রতিশ্রুতি পালন না করিয়া আমি আপনার জরা গ্রহণ করিব না ॥২৪

জরাতে পানভোজন সম্বন্ধী বহুদোষ উপস্থিত হয়। রাজন্! এই জন্য আপনার জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি না ॥২৫

রাজন্! আপনার অনেক পুত্র আছে, তাহারা আমা হইতেও অধিক প্রিয়। ধর্মজ্ঞ! জরাবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি অন্য পুত্রকে বরণ করুন ॥ ২৬

যদু এইরূপ বলিলে পর বাগ্মিপ্রবর রাজা যযাতি কুপিত হইয়া নিজ পুত্র যদুর নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২৭

দুর্বুদ্ধে! আমার অনাদর করিলে তোমার কোন্ ধর্ম আচরিত হইবে? অন্য কে তোমার আশ্রয় হইবে? যেহেতু আমি তোমার গুরু ॥ ২৮

এবমুক্ত্বা যদুং তাত শশাপৈনং স মন্যুমান্।
অরাজ্যা তে প্রজা মূঢ় ভবিত্রীতি নরাধম॥ ২৯
স তুর্বসুং দ্রুহ্যুমপ্যনুঞ্চ ভরতর্ষভ।
এবমেবাব্রবীদ্ রাজা প্রত্যাখ্যাতশ্চ তৈরপি॥ ৩০
শশাপ তানতিক্রুদ্ধো যযাতিরপরাজিতঃ।
যথা তে কথিতং পূর্বং ময়া রাজর্ষিসত্তম॥ ৩১
এবং শপ্ত্বা সুতান্ সর্বাংশ্চতুরঃ পুরুপূর্বজান্।
তদেব বচনং রাজা পুরুমপ্যাহ ভারত॥ ৩২
তরুণস্তব রূপেণ চরেয়ং পৃথিবীমিমাম্।
জরাং ত্বয়ি সমাধায় ত্বং পুরো যদি মন্যসে॥ ৩৩
স জরাং প্রতিজগ্রাহ পিতুঃ পূরুঃ প্রতাপবান্।
যযাতিরপি রূপেণ পুরোঃ পর্যাচরন্ মহীম্॥ ৩৪
স মার্গমাণঃ কামানামন্তং ভরতসত্তম।
বিশ্বাচ্যা সহিতো রেমে বনে চৈত্ররথে প্রভুঃ॥ ৩৫
যদাবিতৃপ্তঃ কামানাং ভোগেষু স নরাধিপঃ।
যদা পুরোঃ সকাশাদ্ বৈ স্বাং জরাং প্রত্যপদ্যত॥ ৩৬
তত্র গাথা মহারাজ শৃণু গীতা যযাতিনা
যাভিঃ প্রত্যাহরেৎ কামান
সর্বতোঽঙ্গানি কূর্মবৎ॥ ৩৭
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ ৩৮
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্বমিতি পশ্যন্ন মুহ্যতি॥ ৩৯
যদা ভাবং ন কুরুতে সর্বভূতেষু পাপকম্
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৪০
যদাস্মেভ্যো ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৪১
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্যতি জীর্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং
তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥ ৪২

তাত! এইরূপ বলিয়া কুপিত যযাতি যদুকে শাপ প্রদান করিলেন। নরাধম! মূঢ়! তোমার সন্তান সর্বদা রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবে। ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর রাজা যযাতি ক্রমশঃ তুর্বসু, দ্রুহ্যু ও অনুকে ঐরূপ বাক্য বলিলেন এবং তাঁহাদের কর্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হইলেন। ৩০

অপরাজিত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ যযাতি অতিক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। যাহা আমি যদুর প্রসঙ্গে পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি। ৩১

ভারত! এই ভাবে পুরুর অগ্রজ চারিজন পুত্রকে অভিশাপ দান করিয়া রাজা যযাতি পুরুকে বলিলেন। ৩২

পুরো! যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাতে আমার জরা স্থাপন করিয়া তোমার রূপের দ্বারা তরুণ হইয়া আমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করিব। ৩৩

প্রতাপবান্ পুরু পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। যযাতি পুরুর রূপের দ্বারা তরুণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! শক্তিমান্ যযাতি কামভোগের শেষ অন্বেষণ করিতে করিতে চৈত্ররথ নামক বনে বিশ্বাচী নাম্নী অপ্সরার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ৩৫

এই ভাবে কামভোগ করিয়াও যখন রাজা কামভোগে তৃষ্ণাহীন হইতে পারিলেন না। তখন পুরুর নিকট হইতে নিজ জরা ফিরাইয়া লইলেন। ৩৬

মহারাজ! তখন যযাতি যে গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ঐ গাথার দ্বারা মনুষ্য কূর্মের অঙ্গের মত সকল কামনাকে প্রত্যাহৃত করিতে পারে। ৩৭

যযাতির গাথা—ভোগের লালসা কামভোগের দ্বারা উপশান্ত হয় না। ঘৃতের দ্বারা অগ্নির মত লালসা ভোগের দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৩৮

পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, ঐ সকল কোনও একজন পুরুষের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়—এইরূপ বুঝিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না। ৩৯

যখন কোনও ব্যক্তি কর্ম, মন ও বাণীর দ্বারা কোনও প্রাণীর প্রতি পাপভাব পোষণ করেন না, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৪০

যখন তিনি অন্য প্রাণী হইতে ভীত হন না এবং তাঁহার নিকট হইতে অন্য প্রাণী ভীত হয় না, যখন তিনি ইচ্ছা করেন না, দ্বেষও করেন না, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৪১

দুর্মতি মনুষ্যের পক্ষে যাহা দুস্ত্যজ, মনুষ্য জীর্ণ হইয়া গেলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকারী রোগবিশেষ, সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিয়াই সুখ লাভ হয়। ৪২

জীর্যন্তি জীর্যতঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
জীবিতাশা ধনাশা চ জীর্যতোঽপি ন জীর্যতি ॥ ৪৩
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥ ৪৪
এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রাবিশদ্ বনম্।
কালেন মহতা চাপি চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৪৫
ভৃগুতুঙ্গে তপস্তপ্ত্বা তপসোঽন্তে মহাতপাঃ।
অনশ্নন্ দেহমুৎসৃজ্য সদারঃ স্বর্গমাপ্তবান্ ॥ ৪৬
তস্য বংশে মহারাজ পঞ্চ রাজর্ষিসত্তমাঃ।
যৈর্ব্যাপ্তা পৃথিবী সর্বা সূর্যস্যেব গভস্তিভিঃ ॥ ৪৭
যদোস্তু শৃণু রাজর্ষের্বংশং রাজর্ষিসৎকৃতম্।
যত্র নারায়ণো জজ্ঞে হরির্বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ ॥ ৪৮
স্বস্থঃ প্রজাবানায়ুষ্মান্ কীর্তিমাংশ্চ ভবেন্নরঃ।
যযাতেশ্চরিতং পুণ্যং পঠন্ শৃণ্বন্ নরাধিপ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
যযাতিচরিতে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

জীর্ণ (বৃদ্ধ) মনুষ্যের কেশ জীর্ণ (পক্ক) হয়, জীর্ণ মনুষ্যের দন্ত জীর্ণ (ভগ্ন) হয়, কিন্তু জীর্ণ মনুষ্যেরও জীবিতাশা ও ধনাশা জীর্ণ (শিথিল) হয় না। ৪৩

সংসারে কামভোগের যে সুখ আছে, স্বর্গে যে মহাসুখ আছে, এই সকল সুখ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোল ভাগের একভাগও হইতে পারে না। ৪৪

এইরূপ বলিয়া রাজর্ষি যযাতি পত্নীর সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বহুদিন পর্যন্ত প্রচুর তপস্যা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৪৫

মহাতপস্বী রাজা ভৃগুতুঙ্গনামক পর্বত শিখরে তপস্যা করিয়া তপস্যার শেষে উপবাসে শরীর ত্যাগ করত সপত্নীক স্বর্গে গমন করিলেন। ৪৬

মহারাজ! যযাতির বংশে যদু প্রভৃতি পাঁচ জন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। সূর্যের কিরণের ন্যায় যাঁহাদের সন্ততির দ্বারা এই সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ৪৭

রাজর্ষি যদুর সকল রাজর্ষিসম্মানিত বংশ শ্রবণ কর। যে বংশে বৃষ্ণিকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীনারায়ণ হরি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ৪৮

নরাধিপ! যে ব্যক্তি যযাতির এই পুণ্যময় চরিত্র পাঠ করে ও শ্রবণ করে, সে বলবান্, সন্তানবান্, দীর্ঘায়ু ও যশস্বী হয়। ৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে যযাতির চরিত্রবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ পূরোর্বংশপরম্পরাবর্ণনম্। ]

জনমেজয় উবাচ।

পূরোর্বংশমহং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
দ্রুহ্যোশ্চানোর্যদোশ্চৈব তুর্বসোশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১
বৃষ্ণিবংশপ্রসঙ্গেন স্বং বংশং পূর্বমেব তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু পূরোর্মহারাজ বংশমুত্তমপৌরুষম্।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ যত্র জাতোঽসি পার্থিব ॥ ৩
হন্ত তে কীর্তয়িষ্যামি পূরোর্বংশমনুত্তমম্।
দ্রুহ্যোশ্চানোর্যদোশ্চৈব তুর্বসোশ্চ নরাধিপ ॥ ৪
পূরোঃ পুত্রো মহাবীর্যো রাজাসীজ্জনমেজয়ঃ।
প্রচিন্বাংস্তু সুতস্তস্য যঃ প্রাচীমজয়দ্ দিশম্ ॥ ৫

### একত্রিংশ অধ্যায়।

( পূরুর বংশপরম্পরাবর্ণন। )

জনমেজয় বলিলেন—ব্রহ্মন্! আমি পূরু, দ্রুহ্যু, অনু, যদু ও তুর্বসুর বংশের যথাযথ বর্ণন পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

বৃষ্ণিবংশবর্ণন প্রসঙ্গে আমি স্বীয় বংশের ( পূরুবংশের ) তত্ত্ব বর্ণন বিস্তৃতভাবে প্রথমেই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি তাহা বর্ণন করুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! উত্তম পৌরুষবিশিষ্ট পূরুবংশের আদ্যন্ত বিস্তৃত বর্ণনা শ্রবণ কর। রাজন্! যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৩

নরাধিপ! আমি অত্যন্ত হর্ষের সহিত পূরুর অত্যুত্তমবংশের বর্ণনা করিতেছি এবং দ্রুহ্যু, অনু যদু ও তুর্বসুর বংশেরও বর্ণনা করিতেছি। ৪

পূরুর মহাপরাক্রমশালী পুত্র রাজা জনমেজয়। তাঁহার পুত্রের নাম প্রচিন্বান্ ঐ প্রচিন্বান্ পূর্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন।

প্রচিন্বতঃ প্রবীরোঽভূন্মনস্যুস্তস্য চাত্মজঃ।
রাজা চাভয়দো নাম মনস্যোরভবৎ সুতঃ ॥৬
তথৈবাভয়দস্যাসীৎ সুধন্বা তু মহীপতিঃ।
সুধন্বনো বহুগবঃ শম্যাতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৭
শম্যাতেস্তু রহস্যাতী রৌদ্রাশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
রৌদ্রাশ্বস্য ঘৃতাচ্যাং বৈ দশাপ্সরসি সূনবঃ ॥ ৮
ঋচেয়ুঃ প্রথমস্তেষাং কৃকণেয়ুস্তথৈব চ।
কক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুশ্চ সন্নতেয়ুস্তথৈব চ ॥ ৯
দশার্ণেয়ুর্জলেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চ মহাযশাঃ।
ধনেয়ুশ্চ বনেয়ুশ্চ পুত্রিকাশ্চ দশ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০
রুদ্রা শূদ্রা চ ভদ্রা চ মলদা মলহা তথা।
খলদা চৈব রাজেন্দ্র নলদা সুরসাপি চ ॥
তথা গোচপলা তু স্ত্রীরত্নকূটা চ তা দশ ॥ ১১
ঋষির্জাতোঽত্রিবংশে তু তাসাং ভর্তা প্রভাকরঃ।
রুদ্রায়াং জনয়ামাস সুতং সোমং যশস্বিনম্ ॥ ১২
স্বর্ভানুনা হতে সূর্যে পতমানে দিবো মহীম্।
তমোঽভিভূতে লোকে চ প্রভা যেন প্রবর্তিতা ॥ ১৩
স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চোক্তো বৈ পতমানো দিবাকরঃ।
বচনাৎ তস্য বিপ্রর্ষের্ন পপাত দিবো মহীম্ ॥ ১৪
অত্রিশ্রেষ্ঠানি গোত্রাণি যশ্চকার মহাতপাঃ।
যজ্ঞেষ্বত্রের্বলং চৈব সুরৈর্যস্য প্রবর্তিতম্ ॥ ১৫
স তাসু জনয়ামাস পুত্রিকাসু সনামকান্।
দশ পুত্রান্ মহাত্মা স তপস্যুগ্রে রতান্ সদা ॥ ১৬
তে তু গোত্রকরা রাজন্ ঋষয়ো বেদপারগাঃ।
স্বস্ত্যাত্রেয়া ইতি খ্যাতাঃ কিং ত্বত্রিধনবর্জিতাঃ ॥ ১৭
কক্ষেয়োস্তনয়াস্ত্বাসংস্ত্রয় এব মহারথাঃ।
সভানরশ্চাক্ষুষশ্চ পরমন্যুস্তথৈব চ ॥ ১৮
সভানরস্য পুত্রস্তু বিদ্বান্ কালানলো নৃপঃ।
কালানলস্য ধর্মজ্ঞঃ সৃঞ্জয়ো নাম বৈ সুতঃ ॥ ১৯
সৃঞ্জয়স্যাভবৎ পুত্রো বীরো রাজা পুরঞ্জয়ঃ।
জনমেজয়ো মহারাজ পুরঞ্জয়সুতোঽভবৎ ॥ ২০
জনমেজয়স্য রাজর্ষের্মহাশালোঽভবৎ সুতঃ।
দেবেষু স পরিজ্ঞাতঃ প্রতিষ্ঠিতযশা ভুবি ॥ ২১

প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর। প্রবীরের পুত্র মনস্যু। মনস্যুর পুত্র রাজা অভয়দ। ৫-৬

অভয়দের পুত্রের নাম মহীপতি সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র বহুগব এবং বহুগবের পুত্র শম্যাতি। ৭

শম্যাতির পুত্র রহস্যাতি। তাহার পুত্র রৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র হইয়াছিল। ৮

তাহাদের নাম—ঋচেয়ু সকলের জ্যেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন কৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, দশার্ণেয়ু, জলেয়ু, মহাযশস্বী স্থলেয়ু, ধনেয়ু ও বনেয়ু। এতদতিরিক্ত রৌদ্রাশ্বের দশটি কন্যাও হইয়াছিল। তাহারা সকলেই পুত্রিকা-ধর্মানুসারে বিবাহিত ছিল। ৯-১০

রাজেন্দ্র! ঐ দশ কন্যার নাম—রুদ্রা, শূদ্রা, ভদ্রা, মলদা, মলহা, খলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা ও স্ত্রীরত্নকূটা। ১১

অত্রিবংশে জাত মহর্ষি প্রভাকর সেই সকল কন্যার পতি হইয়াছিলেন। তিনি রুদ্রার গর্ভে যশস্বী সোমকে জন্মদান করিয়াছিলেন। ১২

রাহুর দ্বারা আহত হইয়া সূর্য আকাশ হইতে পতিত হইতে থাকিলে সমস্ত সংসার অন্ধকারে অভিভূত হইল। তখন প্রভাকর স্বীয় প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। ১৩

মহর্ষি পতমান সূর্যকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার স্বস্তি হউক। ঐ ব্রহ্মর্ষির বাক্যের জন্য সূর্য আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইলেন না। ১৪

মহাতপস্বী প্রভাকর গোত্রসমূহের মধ্যে অত্রিগোত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রভাবেই অত্রির যজ্ঞে দেবতাগণ ধন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৫

মহাত্মা প্রভাকর ঐ সকল পত্নীতে দশটি পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাহারা উগ্র তপস্যায় নিরত হইয়াছিল। ১৬

রাজন্! ঐ সকল পুত্রেরা প্রত্যেকেই বেদপারঙ্গত ও গোত্রপ্রবর্তক ঋষি হইয়াছিলেন। 'স্বস্ত্যাত্রেয়' নামে তাঁহাদের খ্যাতি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা অত্রির ধনে বঞ্চিত ছিলেন। ১৭

কক্ষেয়ুর তিনটি মহারথী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম সভানর, চাক্ষুষ ও পরমন্যু। ১৮

সভানরের বিদ্বান্ পুত্র রাজা [illegible] কালানলের ধার্মিক পুত্র সৃঞ্জয়। ১৯

সৃঞ্জয়ের পুত্র বীর রাজা পুরঞ্জয়। মহারাজ! পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়। ২০

রাজর্ষি জনমেজয়ের মহাশাল নামক পুত্র হইয়াছিল। তিনি দেবতামধ্যে পরিচিত ছিলেন এবং পৃথিবীতে যশস্বিতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ২১

মহামনা নাম পুত্রো মহাশালস্য ধার্মিকঃ ।
জজ্ঞে বীরঃ সুরগণৈঃ পূজিতঃ সুমহাযশাঃ ॥ ২২
মহামনাস্তু পুত্রৌ দ্বৌ জনয়ামাস ভারত ।
উশীনরঞ্চ ধর্মজ্ঞং তিতিক্ষুঞ্চ মহাবলম্ ॥ ২৩
উশীনরস্য পত্ন্যস্তু পঞ্চ রাজর্ষিবংশজাঃ ।
নৃগা কৃমী নবা দর্বা পঞ্চমী চ দৃষদ্বতী ॥ ২৪
উশীনরস্য পুত্রাস্তু পঞ্চ তাসু কুলোদ্বহাঃ ।
তপসা বৈ সুমহতা জাতা বৃদ্ধস্য ভারত ॥ ২৫
নৃগায়াস্তু নৃগঃ পুত্রঃ কৃম্যাং কৃমিরজায়ত ।
নবায়াস্তু নবঃ পুত্রো দর্বায়াঃ সুব্রতোঽভবৎ
দৃষদ্বত্যাস্তু সঞ্জজ্ঞে শিবিরৌশীনরো নৃপঃ ।
শিবেস্তু শিবয়স্তাত যৌধেয়াস্তু নৃগস্য হ ॥ ২৭
নবস্য নবরাষ্ট্রং তু কৃমেস্তু কৃমিলা পুরী ।
সুব্রতস্য তথাম্বষ্ঠা শিবিপুত্রান্নিবোধ মে ॥ ২৮
শিবেশ্চ পুত্রাশ্চত্বারো বীরাস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাঃ ।
বৃষদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রকঃ কৈকয়স্তথা ॥ ২৯

তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ কেকয়া মদ্রকাস্তথা ।
বৃষদর্ভাঃ সুবীরাশ্চ তিতিক্ষোস্তু প্রজাঃ শৃণু ॥৩০
তৈতিক্ষবোঽভবদ্ রাজা পূর্বস্যাং দিশি ভারত ।
উষদ্রথো মহাবাহুস্তস্য ফেনঃ সুতোঽভবৎ ॥ ৩১
ফেনাৎ তু সুতপা জজ্ঞে সুতঃ সুতপসো বলিঃ ।
জাতো মানুষযোনৌ তু স রাজা কাঞ্চনেষুধিঃ ॥ ৩২
মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা ।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভুবি ॥ ৩৩
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ ।
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে ॥৩৪
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি ।
বলেস্তু ব্রহ্মণা দত্তা বরাঃ প্রীতেন ভারত ॥ ৩৫
মহাযোগিত্বমায়ুশ্চ কল্পস্য পরিমাণতঃ
সংগ্রামে চাপ্যজেয়ত্বং ধর্মে চৈব প্রধানতা ॥ ৩৬
ত্রৈলোক্যদর্শনঞ্চৈব প্রাধান্যং প্রসবে তথা ।
বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্মতত্ত্বার্থদর্শনম্ ॥৩৭

---

মহাশালের মহামনা নামে একটি পুত্র হইয়াছিল। তিনি বীর ধার্মিক, সুযশস্বী ও দেবপূজ্য ছিলেন। ২২

ভারত। মহামনা দুইজন পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ধর্মজ্ঞ উশীনর ও মহাবলবান্ তিতিক্ষু মহামনার পুত্র। ২৩

উশীনরের পাঁচটি পত্নী ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকেই রাজর্ষি-বংশে জাত। তাঁহাদের নাম—নৃগা, কৃমি, নবা, দর্বা ও পঞ্চমী দৃষদ্বতী। ২৪

তাঁহাদের গর্ভে উশীনরের পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বংশমর্যাদা রক্ষাকারী। বৃদ্ধ উশীনরের মহাতপস্যার দ্বারা জন্মিয়াছিল। ২৫

নৃগার পুত্র নৃগ, কৃমীর গর্ভে কৃমি হইয়াছিল। নবার পুত্র নব এবং দর্বার পুত্র সুব্রত হইয়াছিল। ২৬

তাত। দৃষদ্বতীর গর্ভে উশীনরপুত্র রাজা শিবি জন্মিয়াছেন। শিবি শিবিদেশের রাজা ও নৃগ যৌধেয়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৭

নব নবরাষ্ট্র ও কৃমি কৃমিলাপুরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুব্রত অম্বষ্ঠরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন শিবির পুত্রগণের কথা শ্রবণ কর। ২৮

শিবির বৃষদর্ভ, সুবীর, মদ্রক ও কৈকয় নামক চারিটি পুত্র হয়। তাঁহারা সকলেই বীর ও ত্রিলোকবিখ্যাত। ২৯

তাঁহাদের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য কেকয়, মদ্রক, বৃষদর্ভ ও সুবীর নামে প্রসিদ্ধ। এখন তিতিক্ষুর বংশ শ্রবণ কর। ৩০

তিতিক্ষুর পুত্র মহাবাহু রাজা উষদ্রথ। তিনি পূর্বদিকের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ফেন। ৩১

ফেন হইতে সুতপা, সুতপা হইতে বলি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দানবরাজ বলি মনুষ্যযোনিতে বলি নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তূণীর স্বর্ণনির্মিত ছিল। ৩২

পূর্বকালে বলিরাজা মহাযোগী ছিলেন। পৃথিবীতে তিনি বংশরক্ষাকারী পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৩৩

তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর ক্রমশঃ বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ হইয়াছিল। ইহাদিগকে 'বালেয়' ক্ষত্রিয় বলা হয়। ৩৪

ঐ বলির বংশে 'বালেয়' ব্রাহ্মণও হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বংশরক্ষাকারী ছিল। ভারত। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে অনেক বর দিয়াছিলেন যে, তুমি মহাযোগী হইবে। তোমার কল্পকালপরিমাণ আয়ু, সংগ্রামে অপরাজয়, ধর্মে প্রাধান্য, ত্রৈলোক্যের তত্ত্বাবধান কিংবা ত্রিলোকের সকল বস্তুর দর্শন হইবে। তোমার সন্তান প্রাধান্যলাভ করিবে। তুমি শক্তিতে অতুলনীয় হইবে এবং ধর্মতত্ত্বজ্ঞানবান্ হইবে। ব্রাহ্মণাদি

চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্ত্বঞ্চ স্থাপয়িতা ভুবি।
ইত্যুক্তো বিভুনা রাজা বলিঃ শান্তিং পরাং যযৌ ॥ ৩৮
তস্য তে তনয়াঃ সর্বে ক্ষেত্রজা মুনিপুঙ্গবাৎ
সম্ভূতা দীর্ঘতপসো সুদেষ্ণায়াং মহৌজসঃ ॥ ৩৯
বলিস্তানভিষিচ্যেহ পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্
কৃতার্থঃ সোঽপি যোগাত্মা যোগমাশ্রিত্য স প্রভুঃ ॥৪০
অধৃষ্যঃ সর্বভূতানাং কালাপেক্ষী চরন্নপি।
কালেন মহতা রাজন্ স্বঞ্চ স্থানমুপাগমৎ ॥ ৪১
তেষাং জনপদাঃ পঞ্চ অঙ্গা বঙ্গাঃ সসুহ্মকাঃ।
কলিঙ্গাঃ পুণ্ড্রকাশ্চৈব প্রজাস্ত্বঙ্গস্য মে শৃণু ॥ ৪২
অঙ্গপুত্রো মহানাসীদ্ রাজেন্দ্রো দধিবাহনঃ।
দধিবাহনপুত্রস্তু রাজা দিবিরথোঽভবৎ ॥৪৩
পুত্রো দিবিরথস্যাসীচ্ছক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
বিদ্বান্ ধর্মরথো নাম তস্য চিত্ররথঃ সুতঃ ॥ ৪৪
তেন চিত্ররথেনাথ তদা বিষ্ণুপদে গিরৌ।
যজতা সহ শক্রেণ সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥ ৪৫

অথ চিত্ররথস্যাপি পুত্রো দশরথোঽভবৎ।
লোমপাদ ইতি খ্যাতো যস্য শান্তা সুতাভবৎ ॥ ৪৬
তস্য দাশরথির্বীরশ্চতুরঙ্গো মহাযশাঃ
ঋষ্যশৃঙ্গপ্রসাদেন জজ্ঞে কুলবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৭
চতুরঙ্গস্য পুত্রস্তু পৃথুলাক্ষ ইতি স্মৃতঃ
পৃথুলাক্ষসুতো রাজা চম্পো নাম মহাযশাঃ ॥ ৪৮
চম্পস্য তু পুরী চম্পা যা মালিন্যভবৎ পুরা।
পূর্ণভদ্রপ্রসাদেন হর্য্যঙ্গোঽস্য সুতোঽভবৎ ॥ ৪৯
ততো বৈভাণ্ডকিস্তস্য বারণং শক্রবারণম্।
অবতারয়ামাস মহীং মন্ত্রৈর্বাহনমুত্তমম্ ॥ ৫০
হর্য্যঙ্গস্য তু দায়াদো রাজা ভদ্ররথঃ স্মৃতঃ।
পুত্রো ভদ্ররথস্যাসীদ্ বৃহৎকর্মা প্রজেশ্বরঃ ॥ ৫১
বৃহদ্দর্ভঃ সুতস্তস্য তস্মাজ্জজ্ঞে বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মনাস্তু রাজেন্দ্র জনয়ামাস বৈ সুতম্ ॥ ৫২
নাম্না জয়দ্রথং নাম যস্মাদ্ দৃঢ়রথো নৃপঃ।
আসীদ্ দৃঢ়রথস্যাপি বিশ্বজিজ্জনমেজয় ॥৫৩

---

বর্ণচতুষ্টয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুমি তাহাদিগকে ভূতলে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে বলি পরম শান্তিলাভ করিলেন। ৩৫-৩৮

বলির পূর্বোক্ত পুত্রগণ সকলেই ক্ষেত্রজ। মুনিশ্রেষ্ঠ দীর্ঘতপার ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে ঐ সকল মহাবলবান্ পুত্রগণ হইয়াছিল। ৩৯

রাজা বলি সেই নিষ্পাপ পুত্র পাঁচটিকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অবশেষে যোগাসক্ত ঐ রাজা যোগমার্গ আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণীর অপরাজেয় হইলেন এবং চরম সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজন্! দীর্ঘকালের পর তিনি নিজ প্রাপ্য স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ৪০-৪১

বলির পাঁচটি পুত্রের অধিকৃত পাঁচটি রাজ্য ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক এই পাঁচটি রাজ্য যথাক্রমে তাহাদের অধিকারে ছিল। এখন আমার নিকট অঙ্গের বংশ শ্রবণ কর। ৪২

অঙ্গের পুত্র রাজাধিরাজ দধিবাহন। দধিবাহনের পুত্র রাজা দিবিরথ। ৪৩

দিবিরথের পুত্র ইন্দ্রসমান পরাক্রমশালী ও বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহার নাম ধর্মরথ। তাঁহার পুত্র চিত্ররথ। ৪৪

রাজা চিত্ররথ যখন বিষ্ণুপদনামক পর্বতে যাগরত ছিলেন, তখন সেই মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন। ৪৫

চিত্ররথের দশরথ নামে পুত্র হইয়াছিল। ঐ দশরথ লোমপাদনামে খ্যাত ছিল। তাহার শান্তানাম্নী কন্যা হইয়াছিল। ৪৬

ঐ দশরথের পুত্র মহাযশস্বী বীর চতুরঙ্গ। বংশবর্দ্ধনকারী চতুরঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কৃপায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ৪৭

চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ নামে পরিচিত ছিল। মহাযশস্বী রাজা চম্প পৃথুলাক্ষের পুত্র। ৪৮

চম্পের রাজধানী চম্পাপুরী। ঐ পুরী পূর্বে মালিনী নামে পরিচিত ছিল। পূর্ণভদ্রনামক ঋষির প্রসাদে চম্পের হর্য্যঙ্গনামক পুত্র হইয়াছিল। ৪৯

বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ হর্য্যঙ্গের বাহনরূপে ইন্দ্রের উত্তম বাহন ঐরাবতকে মন্ত্রের দ্বারা ভূতলে অবতারিত করিয়াছিলেন। ৫০

হর্য্যঙ্গের পুত্র রাজা ভদ্ররথ। ভদ্ররথের পুত্র রাজা বৃহৎকর্মা। ৫১

বৃহৎকর্মার পুত্র বৃহদ্দর্ভ। তাহা হইতে বৃহন্মনা জন্মিয়াছিল। রাজেন্দ্র! বৃহন্মনা জয়দ্রথনামক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিল। তাহা হইতে রাজা দৃঢ়রথ হইয়াছিল। জনমেজয়! দৃঢ়রথের পুত্র ছিল বিশ্বজিৎ। ৫২-৫৩

দায়াদস্তস্য কর্ণস্তু বিকর্ণস্তস্য চাত্মজঃ ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদঙ্গানাং কুলবর্দ্ধনম্ ॥ ৫৪
বৃহদ্দর্ভসুতো যস্তু রাজা নাম্না বৃহন্মনাঃ ।
তস্য পত্নীদ্বয়ং চাসীচ্চৈদ্যস্যৈতে সুতে শুভে ॥
যশোদেবী চ সত্যা চ তাভ্যাং বংশস্তু ভিদ্যতে ॥ ৫৫
জয়দ্রথস্তু রাজেন্দ্র যশোদেব্যাং ব্যজায়ত
ব্রহ্মক্ষত্রোত্তরঃ সত্যাং বিজয়ো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৫৬
বিজয়স্য ধৃতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রো ধৃতব্রতঃ ।
ধৃতব্রতস্য পুত্রস্তু সত্যকর্ম্মা মহাযশাঃ ॥ ৫৭
সত্যকর্ম্মসুতশ্চাপি সূতস্ত্বধিরথস্তু বৈ
যঃ কর্ণং প্রতিজগ্রাহ ততঃ কর্ণস্তু সূতজঃ ॥ ৫৮
এতদ্ বঃ কথিতং সর্ব্বং কর্ণং প্রতি মহাবলম্ ।
কর্ণস্য বৃষসেনস্তু বৃষস্তস্যাত্মজঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৯
এতেঽঙ্গবংশজাঃ সর্ব্বে রাজানঃ কীর্ত্তিতা ময়া ।
সত্যব্রতা মহাত্মানঃ প্রজাবন্তো মহারথাঃ ॥ ৬০
ঋচেয়োস্তু মহারাজ রৌদ্রাশ্বতনয়স্য হ
শৃণু বংশমনুপ্রোক্তং যত্র জাতোঽসি পার্থিব ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি কুক্ষেয়ুবংশানুকীর্ত্তনং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

বিশ্বজিতের পুত্র কর্ণ। কর্ণের পুত্র বিকর্ণ। অঙ্গবংশের বর্দ্ধনকারী একশত পুত্রকে বিকর্ণ উৎপন্ন করিয়াছিল। ৫৪

বৃহদ্দর্ভের যে পুত্র বৃহন্মনা নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার দুইজন পত্নী ছিল। উঁহারা দুইজনই চেদিরাজের শুভময়ী কন্যা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম যশোদেবী ও অপরজনের নাম সত্যা। ঐ উভয়ের বংশ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। ৫৫

রাজেন্দ্র! জয়দ্রথ যশোদেবীর গর্ভে জন্মিয়াছিল। যে পুত্র বিজয় নামে বিখ্যাত ছিল, সে সত্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট ছিল। ৫৬

বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত। ধৃতব্রতের পুত্র মহাযশস্বী সত্যকর্ম্মা। ৫৭

সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ নামক সূত, যে কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিল। এইজন্য কর্ণকে সূতপুত্র বলা হয়। ৫৮

মহাবল কর্ণের বিষয়ে এই সকল কথা তোমাকে বলিলাম। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। তাহার পুত্র বৃষ। ৫৯

আমি অঙ্গবংশের রাজাদের কীর্ত্তন করিলাম। তাহারা সকলেই সত্যব্রত, মহাত্মা, পুত্রবান্ ও মহারথী ছিল। ৬০

পৃথিবীনাথ! মহারাজ! এখন রৌদ্রাশ্বতনয় ঋচেয়ুর বংশ শ্রবণ কর, যে বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ৬১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে কুক্ষেয়ুবংশের বর্ণনবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ পুরুবংশান্তর্গতস্য ঋচেয়ুবংশস্য পরম্পরাকথনম্,—তত্র অজমীঢ়বংশ পাঞ্চাল-সোমবংশ-কৌরব-বংশানাং তথা তুর্বসোঃ, দ্রুহ্যোঃ, অনোশ্চ সন্ততীনাং বর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অনাধৃষ্টস্তু রাজর্ষিঋচেয়ুরেকরাট্ স্মৃতঃ ।
ঋচেয়োর্জ্জ্বলনা নাম ভার্য্যা বৈ তক্ষকাত্মজা ॥ ১
তস্যাং স দেব্যাং রাজর্ষির্মতিনারো মহীপতিঃ ।
মতিনারসুতাশ্চাসংস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ॥ ২
তংসুরাদ্যঃ প্রতিরথঃ সুবাহুশ্চৈব ধার্ম্মিকঃ ।
গৌরীকন্যা চ বিখ্যাতা মান্ধাতৃজননী শুভা ॥ ৩
সর্ব্বে বেদবিদস্তত্র ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ।
সর্ব্বে কৃতাস্ত্রা বলিনঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪

### দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[ পুরুবংশের অন্তর্গত ঋচেয়ুবংশের পরম্পরা। কথন,—তাহার মধ্যে অজমীঢ়বংশ, পাঞ্চাল, সোমবংশ ও কৌরববংশের এবং তুর্বসু, দ্রুহ্য ও অনুর সন্ততিগণের বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজর্ষি ঋচেয়ু অপরাজেয় একরাট্ বলিয়া স্বীকৃত। তক্ষকের কন্যা জ্বলনা ছিল ঋচেয়ুর স্ত্রী। ১

মহিষী জ্বলনার গর্ভে মহীপতি রাজর্ষি মতিনার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মতিনারের তিন পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল। প্রথম পুত্র তংসু, দ্বিতীয় পুত্র প্রতিরথ ও তৃতীয় পুত্র ধার্ম্মিক সুবাহু। মতিনারের গৌরী নামে বিখ্যাত একটি কন্যা ছিল। ঐ শুভময়ী কন্যা মান্ধাতার জননী হইয়াছিল। ২-৩

মতিনারের সকল পুত্রই বেদবিৎ, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, বলবান্ ও যুদ্ধকুশল ছিলেন। ৪

পুত্রঃ প্রতিরথস্যাসীৎ কণ্বঃ সমভবন্নৃপঃ।
মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য যস্মাৎ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ॥
ঈলিনা ভূপ যস্যাসীৎ কন্যা বৈ জনমেজয়।
ব্রহ্মবাদিন্যপি স্ত্রীষু তংসুস্তামভ্যগচ্ছত ॥ ৬
তংসোঃ সুরোধো রাজর্ষির্ধর্মনেত্রো মহাযশাঃ।
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তস্তস্য ভার্যোপদানবী ॥ ৭
উপদানবী সুতাংল্লেভে চতুরস্ত্বৈলিকাত্মজান্।
দুষ্মন্তমথ সুমন্তং প্রবীরমনঘং তথা ॥ ৮
দুষ্মন্তস্য তু দায়াদো ভরতো নাম বীর্যবান্
স সর্বদমনো নাম নাগাযুতবলো মহান্ ॥ ৯
চক্রবর্তী সুতো জজ্ঞে দুষ্মন্তস্য মহাত্মনঃ।
শকুন্তলায়াং ভরতো যস্য নাম্না স্ম ভারতাঃ ॥ ১০
দুষ্মন্তং প্রতি রাজানং বাগুবাচাশরীরিণী।
মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ॥ ১১
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্।
রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ॥ ১২
ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা।
ভরতস্য বিনষ্টেষু তনয়েষু মহীপতেঃ ॥ ১৩
মাতৄণাং তাত কোপেন যথা তে কথিতং পুরা।
তেরাঙ্গিরসঃ পুত্রো রাজন মহামুনিঃ ॥
সংক্রামিতো ভরদ্বাজো মরুদ্ভিঃ ক্রতুভির্বিভুঃ ॥ ১৪
অত্রৈবোদাহরন্তীমং ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ।
ধর্মসংক্রমণং চাপি মরুদ্ভির্ভরতায় বৈ ॥ ১৫
অযাজয়দ্ ভরদ্বাজো মরুদ্ভিঃ ক্রতুভিস্তম্।
পূর্বং তু বিতথে তস্য কৃতে বৈ পুত্রজন্মনি ॥ ১৬
ততোঽথ বিতথো নাম ভরদ্বাজসুতোঽভবৎ।
ততোঽথ বিতথে জাতে ভরতস্তু দিবং যযৌ ॥ ১৭
বিতথং চাভিষিচ্যাথ ভরদ্বাজো বনং যযৌ।
স রাজা বিতথঃ পুত্রান্ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ ॥ ১৮
সুহোত্রঞ্চ সুহোত্রারং গয়ং গর্গং তথৈব চ।
কপিলঞ্চ মহাত্মানং সুহোত্রস্য সুতত্রয়ম্ ॥ ১৯

মতিনারের দ্বিতীয় পুত্র প্রতিরথের পুত্র রাজা কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। যাঁহা হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণের পরম্পরা প্রচলিত হইয়াছে। ৫

জনমেজয়! রাজন্! ঈলিনী নামে এক রাজকন্যা ছিলেন, তিনি স্ত্রীসমাজে ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তংসু তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬

তংসুর পুত্র মহাযশস্বী ধর্মানুসরণকারী রাজর্ষি সুরোধ ব্রহ্মবাদী ও পরাক্রমী ছিলেন। তাঁহার ভার্যা উপদানবী। উপদানবী চারিটি পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম দুষ্মন্ত, সুমন্ত, প্রবীর ও অনঘ। ইঁহারা ঈলিনীপুত্র সুরোধের পুত্র। ৭-৮

দুষ্মন্তের পুত্র বীর্যবান্ ভরত। তাঁহার অপর নাম সর্বদমন। ঐ রাজা বীর ও দশ সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ছিলেন। ৯

মহাত্মা দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে রাজচক্রবর্তী ভরত পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যাঁহার নামানুসারে তোমরা 'ভারত' বলিয়া পরিচিত। ১০

দুষ্মন্তকে লক্ষ্য করিয়া অশরীরিণী বাণী বলিয়াছিল (তপোবনে শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিবাহে স্বীকার করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত রাজা ঐ ঘটনা বিস্মৃত হইলে যখন পুত্রবতী পতিগৃহাগতা শকুন্তলাকে তিনি চিনিতে পারিলেন না, তখন আকাশবাণী হইয়াছিল) যে, রাজন্! মাতা ভস্ত্রার মত, পুত্র যাঁহার দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, সেই পিতারই স্বরূপ হইল পুত্র। তুমি এই পুত্রের ভরণপোষণ কর। শকুন্তলাকে অপমানিত করিও না। নরদেব! স্বীয় বীর্যের দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পিতাকে যমালয় হইতে উর্ধ্বলোকে লইয়া যায়। শকুন্তলা যথার্থই বলিয়াছে যে, তুমিই এই গর্ভের আধানকর্তা"। ভরতের পুত্রগণ মাতৃগণের ক্রোধের জন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই কথা আমি তোমাকে পূর্বেই (মহাভারতের আদি পর্বে) বলিয়াছি। রাজন্! ভরতের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আগত দেবগণ অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতির জাত মহামুনি ভরদ্বাজকে ভরতের পুত্ররূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। ১১-১৪

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধিমান ভরদ্বাজের ধর্মসংক্রমণের কথা উদাহৃত হইয়া থাকে। দেবতাগণ যখন ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে ভরতের নিকট অর্পণ করিলেন। তখন ভরদ্বাজ দেবগণের সহিত ভরতকে অনেক যজ্ঞের দ্বারা যজন করাইলেন। পূর্বে ভরতের পুত্রজন্মের সকল প্রয়াস বিতথ (বৃথা) হইয়াছিল। এখন ভরদ্বাজের প্রযত্নে যে পুত্র হইল, তাহার নাম হইল বিতথ। বিতথের জন্মের পর ভরত স্বর্গ গমন করিলেন। বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভরদ্বাজ বনে গমন করিলেন। সেই রাজা বিতথ পাঁচটি পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম

কাশিকশ্চ মহাসত্ত্বস্তথা গৃৎসমতির্নৃপঃ ।
তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ ॥ ২০
কাশিকস্য তু কাশেয়ঃ পুত্রো দীর্ঘতপাস্তথা
আজমীঢ়োঽপরো বংশঃ শ্রূয়তাং পুরুষর্ষভ ॥ ২১
সুহোত্রস্য বৃহৎপুত্রো বৃহতস্তনয়াস্ত্রয়ঃ ।
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২২
অজমীঢ়স্য পত্ন্যস্তু তিস্রো বৈ যশসান্বিতাঃ ।
নীলিনী কেশিনী চৈব ধূমিনী চ বরাঙ্গনা ॥ ২৩
অজমীঢ়স্য নীলিন্যাং সুশান্তিরুদপদ্যত ।
পুরুজাতিঃ সুশান্তেস্তু বাহ্যাশ্বঃ পুরুজাতিতঃ ॥ ২৪
বাহ্যাশ্বতনয়াঃ পঞ্চ বভূবুরমরোপমাঃ ॥ ২৫
মুদ্গলঃ সৃঞ্জয়শ্চৈব রাজা বৃহদিষুঃ সুতঃ ।
যবীনরশ্চ বিক্রান্তঃ কৃমিলাশ্বশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ২৬
পঞ্চৈতে রক্ষণায়ালং দেশানামিতি বিশ্রুতাঃ ।
পঞ্চানাং বিদ্ধি পঞ্চালান্ স্ফীতৈর্জনপদৈর্বৃতান্ ॥ ২৭
অলং সংরক্ষণে তেষাং পঞ্চালা ইতি বিশ্রুতাঃ ।
মুদ্গলস্য তু দায়াদো মৌদ্গল্যঃ সুমহাযশাঃ ॥ ২৮

সর্ব্বে এতে মহাত্মানঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষং সংশ্রিতাঃ কণ্ব-মৌদ্গলাঃ ॥ ২৯
মৌদ্গল্যস্য সুতো জ্যেষ্ঠো ব্রহ্মর্ষিঃ সুমহাযশাঃ
ইন্দ্রসেনো যতো গর্ভং বধ্র্যশ্বং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩০
বধ্র্যশ্বান্ মিথুনং জজ্ঞে মেনকায়ামিতি শ্রুতিঃ
দিবোদাসশ্চ রাজর্ষিরহল্যা চ যশস্বিনী ॥ ৩১
শরদ্বতস্তু দায়াদমহল্যা সমসূয়ত ।
শতানন্দমৃষিশ্রেষ্ঠং তস্যাপি সুমহাযশাঃ ॥ ৩২
পুত্রঃ সত্যধৃতির্নাম ধনুর্বেদস্য পারগঃ ।
তস্য সত্যধৃতে রেতো দৃষ্ট্বাপ্সরসমগ্রতঃ ॥ ৩৩
অবস্কন্নং শরস্তম্বে মিথুনং সমপদ্যত ।
কৃপয়া তচ্চ জগ্রাহ শান্তনুর্মৃগয়াং গতঃ ॥ ৩৪
কৃপঃ স্মৃতঃ স বৈ তস্মাদ্ গৌতমী চ কৃপী তথা ।
এতে শারদ্বতাঃ প্রোক্তা এতে তে গৌতমাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৫
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দিবোদাসস্য সন্ততিম্
দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষিমিত্রয়ুর্নৃপ ॥ ৩৬

---

হোত্র, সুহোত্র, শল, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুইটি পুত্র—মহাবলবান্ কাশিক ও রাজা গৃৎসমতি। গৃৎসমতির পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ছিল। ১৫-২০

কাশিকের দুই পুত্র—কাশেয় ও দীর্ঘতপাঃ। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এখন অজমীঢ় নামক অন্য বংশ শ্রবণ কর। পূর্বোক্ত সুহোত্রের বড় একটি পুত্র ছিল, তাহার নাম বৃহৎ। বৃহতের তিনটি পুত্র—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। ইঁহারা সকলেই বীর্য্যবান্। ২১-২২

অজমীঢ়ের তিনটি যশস্বিনী পত্নী ছিলেন। নীলিনী, কেশিনী ও ধূমিনী। এই তিনটি শ্রেষ্ঠ মহিলা। ২৩

অজমীঢ়ের ঔরসে নীলিনীর গর্ভে সুশান্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি। পুরুজাতি হইতে বাহ্যাশ্ব। বাহ্যাশ্বের পাঁচটি দেবতুল্য পুত্র হইয়াছিল। ২৪-২৫

ঐ পুত্রগণের নাম—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, রাজা বৃহদিষু, পরাক্রমী যবীনর ও পঞ্চম কৃমিলাশ্ব। ২৬

এই পাঁচ জনই স্ব স্ব দেশ রক্ষায় সর্বথা সমর্থ। এইজন্য বহু জনপদযুক্ত ঐ পাঁচটি দেশ পঞ্চাল বলিয়া বুঝিবে। ২৭

পাঁচ দেশ সংরক্ষণে অলং অর্থাৎ সমর্থ হওয়ায় ঐ পাঁচটি রাজ্য পঞ্চাল নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুদ্গলের পুত্র মহাযশস্বী মৌদ্গল্য। এই সকল মহাত্মা ক্ষাত্রধর্মবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। ইঁহারা অঙ্গিরার পক্ষ আশ্রয় লওয়ায় কণ্ব-মৌদ্গল নামে পরিচিত হইয়াছিল। ২৮-২৯

মৌদ্গল্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাযশস্বী ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেন। তাঁহার পুত্র বধ্র্যশ্ব। ৩০

মেনকার গর্ভে বধ্র্যশ্বের ঔরসে যমজ সন্তান হইয়াছিল এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঐ যমজের মধ্যে রাজর্ষি দিবোদাস পুত্র ও যশস্বিনী অহল্যা কন্যা। ৩১

শরদ্বতের ঔরসে অহল্যা মুনিশ্রেষ্ঠ শতানন্দনামক পুত্র প্রসব করিলেন। শতানন্দের মহাযশস্বী ধনুর্বেদপারদর্শী সত্যধৃতিনামক পুত্র হইয়াছিল। একদিন সম্মুখে এক অপ্সরাকে দেখাতে সত্যধৃতির বীর্য্য স্খলিত হইয়া শরস্তম্বের উপর পতিত হইল। তাহা হইতে যমজ সন্তান উৎপন্ন হইল। সেই সময় শান্তনু রাজা মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছিলেন। তিনি যমজ সন্তানদ্বয়কে কৃপা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩২-৩৪

কৃপাপূর্বক গ্রহণ করাতে পুত্রটির নাম হইল কৃপ এবং কন্যাটির নাম হইল কৃপী। শতানন্দ প্রভৃতিকে শারদ্বত বলা হয় এবং গৌতমও বলা হয়। ৩৫

অনন্তর দিবোদাসের সন্ততির বর্ণনা করিব। রাজন্! দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। তাহার পুত্র হইল মৈত্রায়ণ।

মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ।
এতে হি সংশ্রিতাঃ পক্ষং ক্ষত্রোপেতাস্তু ভার্গবাঃ ॥ ৩৭
আসীৎ পঞ্চজনঃ পুত্রঃ সৃঞ্জয়স্য মহাত্মনঃ।
সুতঃ পঞ্চজনস্যাপি সোমদত্তো মহীপতিঃ
সোমদত্তস্য দায়াদঃ সহদেবো মহাযশাঃ
সহদেবসুতশ্চাপি সোমকো নাম পার্থিবঃ ॥ ৩৯
অজমীঢ়াৎ পুনর্জাতঃ ক্ষীণবংশে তু সোমকঃ
সোমকস্য সুতো জন্তুর্যস্য পুত্রশতং বভৌ ॥ ৪০
তেষাং যবীয়ান্ পৃষতো দ্রুপদস্য পিতা প্রভুঃ
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু দ্রুপদাদ্ ধৃষ্টকেতুশ্চ তৎসুতঃ ॥ ৪১
অজমীঢ়াঃ স্মৃতা হ্যেতে মহাত্মানস্তু সোমকাঃ।
পুত্রাণামজমীঢ়স্য সোমকত্বং মহাত্মনঃ ॥ ৪২
মহিষী হ্যজমীঢ়স্য ধূমিনী পুত্রগৃদ্ধিনী।
তৃতীয়া তব পূর্বেষাং জননী পৃথিবীপতে ॥ ৪৩
সা তু পুত্রার্থিনী দেবী ব্রতচর্যাসমন্বিতা।
ততো বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥ ৪৪

হুত্বাগ্নিং বিধিবৎ সা তু পবিত্রমিতভোজনা।
অগ্নিহোত্রকুশেষ্বেব সুষ্বাপ জনমেজয় ॥ ৪৫
ধূমিন্যা সহিতা দেব্যা অজমীঢ়ঃ সমেয়িবান্
ঋক্ষং সংজনয়ামাস ধূম্রবর্ণং সুদর্শনম্ ॥ ৪৬
ঋক্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাৎ তথা।
যঃ প্রয়াগাদতিক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ ॥ ৪৭
তদ্ বৈ তৎ স মহাভাগো বর্ষাণি সুবহূন্যথ।
তপ্যমানে তদা শক্রো যত্রাস্য বরদো বভৌ
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্
তস্যান্ববায়ঃ সুমহাংস্তস্য নাম্না তু কৌরবাঃ ॥৪৯
কুরোশ্চ পুত্রাশ্চত্বারঃ সুধন্বা সুধনুস্তথা।
পরীক্ষিচ্চ মহাবাহুঃ প্রবরশ্চারিমেজয়ঃ ॥ ৫০
সুধন্বনস্তু দায়াদঃ সুহোত্রো মতিমাংস্ততঃ।
চ্যবনস্তস্য পুত্রস্তু রাজা ধর্মার্থকোবিদঃ ॥ ৫১
চ্যবনাৎ কৃতযজ্ঞস্তু ইষ্ট্বা যজ্ঞৈঃ স ধর্মবিৎ।
বিশ্রুতং জনয়ামাস পুত্রমিন্দ্রসখং নৃপঃ ॥৫২

---

মৈত্রায়ণের পুত্র সোম। সোমের বংশজাত সন্তানগণকে মৈত্রেয় বলা হয়। ইঁহারা ভার্গবগণকে আশ্রয় করায় ক্ষত্রোপেত ভার্গব বলিয়া পরিচিত। ৩৬-৩৭

মহাত্মা সৃঞ্জয়ের পঞ্চজননামক পুত্র হইয়াছিল। পঞ্চজনের পুত্র মহীপতি সোমদত্ত। ৩৮

সোমদত্তের মহাযশস্বী পুত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র রাজা সোমক। ৩৯

যখন অজমীঢ়বংশীয় সহদেবের সোমকনামক পুত্র হইয়াছিল, তখন ঐ বংশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সোমকের পুত্র জন্তু। ঐ জন্তুর জন্য সোমকের একশত পুত্র হইয়াছিল। (সোমক পুত্র জন্তুকে যজ্ঞীয় পশুরূপে বলি দিয়া একশত পত্নীর প্রত্যেকের গর্ভে একটি করিয়া পুত্র পাইয়াছিল*)। ৪০

ঐ শতপুত্রের সর্বকনিষ্ঠ ছিল পৃষত। ঐ পৃষত শক্তিমান্ ও দ্রুপদের পিতা। দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে ধৃষ্টকেতু হইয়াছিল। এই সকল মহাত্মা ক্ষত্রিয় অজমীঢ় ও সোমকের নামানুসারে পরিচিত। মহাত্মা অজমীঢ়ের পুত্রগণের সোমক নাম হইয়াছিল। ৪১-৪২

পুত্রকামনাবতী ধূমিনী অজমীঢ়ের মহিষী। পৃথিবীনাথ! অজমীঢ়ের তৃতীয়া মহিষী ধূমিনী তোমার পূর্বপুরুষগণের জননী। ৪৩

জনমেজয়! পুত্রার্থিনী ধূমিনীদেবী ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া অযুতবর্ষকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং বিধিমত অগ্নিতে আহুতিদান করিয়া পবিত্র ও পরিমিত ভোজন করত অগ্নিহোত্র-সাধক কুশসমূহের উপর শয়ন করিতেন। ৪৪-৪৫

অনন্তর রাজা অজমীঢ় মহারাণী ধূমিনীর সহিত সহবাস করিলেন। তাহার ফলে ধূম্রবর্ণ সুদর্শন ঋক্ষ নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪৬

ঋক্ষ হইতে সংবরণ ও সংবরণ হইতে কুরু জন্মিয়াছিলেন। ঐ কুরু প্রয়াগ হইতে চলিয়া যাইয়া কুরুক্ষেত্র স্থাপনা করিয়াছিলেন। ৪৭

মহাভাগ কুরু বহু বৎসর পর্যন্ত ঐ ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ রাজা তপস্যা করিতে থাকিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বরদান করিয়াছিলেন। ৪৮

ঐ কুরুক্ষেত্র পবিত্র রমণীয় ও পুণ্যাত্মাদিগের সেবিত। কুরুর বংশ অতিবিশাল। ঐ কুরুর নামানুসারে তোমরা 'কৌরব' বলিয়া পরিচিত। ৪৯

কুরুর চারিটি পুত্র—সুধন্বা, সুধনু, মহাবাহু পরীক্ষিৎ ও শ্রেষ্ঠ বীর অরিমেজয়। ৫০

সুধন্বার পুত্র সুহোত্র। সুহোত্রের পুত্র মতিমান্। মতিমানের পুত্র ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ রাজা চ্যবন। ৫১

চ্যবনের পুত্র কৃতযজ্ঞ। ঐ ধর্মবিৎ রাজা বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রতুল্য বিখ্যাত পুত্রকে জন্ম দিয়াছিলেন। ৫২

---

*ইহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য মহাভারতের বনপর্বের ১২৭-১২৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চৈদ্যোপরিচরঃ বীরঃ বসুঃ নামান্তরিক্ষগঃ।
চৈদ্যোপরিচরাজ্জজ্ঞে গিরিকা সপ্ত মানবান্ ॥ ৫৩
মহারথো মগধরাড্ বিশ্রুতো যো বৃহদ্রথঃ
প্রত্যগ্রহঃ কুশশ্চৈব যমাহুর্মণিবাহনম্ ॥ ৫৪
মারুতশ্চ যদুশ্চৈব মৎস্যঃ কালী চ সপ্তমঃ।
বৃহদ্রথস্য দায়াদঃ কুশাগ্রো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৫৫
কুশাগ্রস্যাত্মজো বিদ্বান্ বৃষভো নাম বীর্যবান্
বৃষভস্য তু দায়াদঃ পুষ্পবান্নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৬
দায়াদস্তস্য বিক্রান্তো রাজা সত্যহিতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭
তস্য পুত্রোঽথ ধর্ম্মাত্মা নাম্না উর্জ্জস্তু তেজিবান্
উর্জ্জস্য সম্ভবঃ পুত্রো যস্য জজ্ঞে স বীর্যবান্ ॥ ৫৮
শকলে দ্বে স বৈ জাতো জরয়া সন্ধিতঃ স তু।
জরয়া সন্ধিতো যস্মাজ্জরাসন্ধস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৯
সর্ব্বক্ষত্রস্য জেতাসৌ জরাসন্ধো মহাবলঃ।
জরাসন্ধস্য পুত্রো বৈ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬০
সহদেবাত্মজঃ শ্রীমানুদায়ুঃ স মহাযশাঃ।
উদায়ুর্জনয়ামাস পুত্রং পরমধার্ম্মিকম্ ॥ ৬১

শ্রুতধর্ম্মেতি নামানং মগধান্ যোঽবসদ্ বিভুঃ
পরীক্ষিতস্তু দায়াদো ধার্ম্মিকো জনমেজয়ঃ ॥ ৬২
জনমেজয়স্য দায়াদাস্ত্রয় এব মহারথাঃ।
শ্রুতসেনোগ্রসেনৌ চ ভীমসেনশ্চ নামতঃ ॥ ৬৩
এতে সর্ব্বে মহাভাগা বিক্রান্তা বলশালিনঃ।
জনমেজয়স্য পুত্রৌ দ্বৌ সুরথো মতিমাংস্তথা ॥ ৬৪
সুরথস্য তু বিক্রান্তঃ পুত্রো জজ্ঞে বিদূরথঃ।
বিদূরথস্য দায়াদ ঋক্ষ এব মহারথঃ ॥ ৬৫
দ্বিতীয়ঃ স বভৌ রাজা নাম্না তেনৈব সংজ্ঞিতঃ।
দ্বাবৃক্ষৌ তব বংশেঽস্মিন্ দ্বাবেব তু পরীক্ষিতৌ ॥ ৬৬
ভীমসেনাস্ত্রয়ো রাজন্ দ্বাবেব জনমেজয়ৌ।
ঋক্ষস্য তু দ্বিতীয়স্য ভীমসেনোঽভবৎ সুতঃ ॥ ৬৭
প্রতীপো ভীমসেনস্য প্রতীপস্য তু শন্তনুঃ।
দেবাপির্বাহ্লিকশ্চৈব ত্রয় এব মহারথাঃ ॥ ৬৮
শন্তনোঃ প্রসবস্ত্বেষ যত্র জাতোঽসি পার্থিব।
বাহ্লিকস্য তু রাজ্যং বৈ সপ্তবাহ্যং নরেশ্বর ॥ ৬৯
বাহ্লিকস্য সুতশ্চৈব সোমদত্তো মহাযশাঃ।
জজ্ঞিরে সোমদত্তাৎ তু ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ ॥ ৭০

---

তাঁহার পুত্রের নাম উপরিচর বসু। তিনি আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন। চেদিদেশ তাঁহার রাজ্য ছিল। চেদিদেশীয় উপরিচর বসুর গিরিকার গর্ভে সাতটি মনুষ্যের জন্ম হইয়াছিল। ৫৩

তাহাদের মধ্যে প্রথম মহারথী বৃহদ্রথ বিখ্যাত। সে মগধদেশের রাজা হইয়াছিল। অপর পুত্রগণ—প্রত্যগ্রহ, কুশ—যাহার অপর নাম মণিবাহন, মারুত, যদু ও নরশ্রেষ্ঠ মৎস্য। সপ্তম সন্তান কন্যা কালী। বৃহদ্রথের পুত্র ধার্ম্মিক পুষ্পবান্। তাঁহার পুত্র পরাক্রমশালী রাজা সত্যজিৎ। ৫৪-৫৭

সত্যজিতের ধর্ম্মাত্মা উর্জ্জনামক পুত্র হইয়াছিল। উর্জ্জের পুত্রের নাম সম্ভব। তাহার যে পুত্র হইয়াছিল, সে অত্যন্ত বীর্য্যবান ছিল। ৫৮

দুইজন মাতা দুইটি অর্দ্ধাংশ প্রসব করিয়াছিল। জরানাম্নী রাক্ষসী ঐ দুটি অর্দ্ধাংশ মিলিত করাতে একটি মানব হইয়াছিল। জরার দ্বারা মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল জরাসন্ধ। ৫৯

মহাবলবান্ জরাসন্ধ সকল ক্ষত্রিয়ের জয়কারী ছিল। জরাসন্ধের পুত্র প্রতাপবান্ সহদেব। ৬০

সহদেবের পুত্র শ্রীমান্ উদায়ু। সে মহাযশস্বী ছিল। উদায়ু পরম ধার্ম্মিক 'শ্রুতধর্ম্মা' নামক পুত্রকে জন্ম দিয়াছিল। সেই শক্তিমান্ রাজা মগধদেশে বাস করিত। কুরুর দ্বিতীয় পুত্র পরীক্ষিতের পুত্র ধার্ম্মিক জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ইহারা তিনজনই মহাভাগ্যবান্ ও বলবিক্রমসম্পন্ন ছিল। জনমেজয়ের আরও দুটি পুত্র ছিল—সুরথ ও মতিমান্। ৬১-৬৪

সুরথের বিক্রমশালী পুত্র বিদূরথ। বিদূরথের পুত্র মহারথী ঋক্ষ। অন্য একজন রাজা ছিল, সেও ঋক্ষ নামে অভিহিত ছিল। রাজন্। তোমাদের এই কুরুবংশে ঋক্ষনামে দুইজন ও পরীক্ষিৎ নামে দুইজন রাজা হইয়াছিল। দ্বিতীয় ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন। ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের পুত্র শন্তনু, দেবাপি এবং বাহ্লিক। এই তিনজনই মহারথী। ৬৫-৬৮

পৃথিবীনাথ। যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা শন্তনুর বংশ। নরনাথ। বাহ্লিকের রাজ্য ছিল সপ্তবাহ্য (সাতজন নরপতির দ্বারা পালনযোগ্য)। ৬৯

বাহ্লিকের পুত্র মহাযশস্বী সোমদত্ত। সোমদত্ত হইতে ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল হইয়াছিল। ৭০

উপাধ্যায়স্তু দেবানাং দেবাপিরভবন্মুনিঃ।
চ্যবনস্য কৃতঃ পুত্র ইষ্টশ্চাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ৭১
শন্তনুস্ত্বভবদ্ রাজা কৌরবাণাং ধুরন্ধরঃ।
শন্তনোঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি পার্থিব ॥ ৭২
গাঙ্গং দেবব্রতং নাম পুত্রং সোঽজনয়ৎ প্রভুঃ।
স তু ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ ॥ ৭৩
কালী বিচিত্রবীর্যং তু জনয়ামাস ভারত।
শন্তনোর্দয়িতং পুত্রং ধর্মাত্মানমকল্মষম্ ॥ ৭৪
কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীর্যকে।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরঞ্চাপ্যজীজনৎ ॥ ৭৫
ধৃতরাষ্ট্রস্তু গান্ধার্য্যাং পুত্রানুৎপাদয়চ্ছতম্।
তেষাং দুর্য্যোধনঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষামেব স প্রভুঃ ॥ ৭৬
পাণ্ডোর্ধনঞ্জয়ঃ পুত্রঃ সৌভদ্রস্তস্য চাত্মজঃ।
অভিমন্যোঃ পরীক্ষিৎ তু পিতা তব জনেশ্বর ॥ ৭৭
এষ তে পৌরবো বংশো যত্র জাতোঽসি পার্থিব।
তুর্বসোস্তু প্রবক্ষ্যামি দ্রুহ্যোশ্চানোর্যদোস্তথা ॥ ৭৮

দেবাপি দেবগণের উপাধ্যায় ও মুনি হইয়াছিলেন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহাকে প্রিয় পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭১

শন্তনু রাজা কৌরবগণের ধুরন্ধর ছিলেন। এখন শন্তনুর বংশ বলিতেছি, যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৭২

শক্তিমান্ শন্তনু গঙ্গার গর্ভে দেবব্রতনামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের পিতামহ ঐ দেবব্রত ভীষ্ম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৭৩

ভারত! শন্তনুর দ্বিতীয় পত্নী কালী শন্তনুর ঔরসে নিষ্পাপ ধর্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্যকে প্রসব করিয়াছিলেন। ঐ বিচিত্রবীর্য্য শন্তনুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে জন্ম দিয়াছিলেন। ৭৪-৭৫

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুর্য্যোধন শ্রেষ্ঠ ও সকলের প্রভু ছিল। ৭৬

পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের সুভদ্রাগর্ভজাত পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ তোমার পিতা। ৭৭

রাজন্! এইভাবে তোমার নিকট পুরুবংশের বর্ণনা করিলাম, যে বংশে তুমি জন্মিয়াছ। এখন তুর্বসু, দ্রুহ্যু, যদু ও অনুর বংশ বলিব। ৭৮

তুর্বসুর পুত্র বহ্নি। বহ্নির পুত্র গোভানু। গোভানুর পুত্র সর্ব্বত্র অপরাজিত রাজা ত্রৈশানু। ৭৯

সুতস্তু তুর্বসোর্বহ্নির্বহ্নের্গোভানুরাত্মজঃ
গোভানোস্তু সুতো রাজা ত্রৈশানুরপরাজিতঃ ॥ ৭৯
করন্ধমস্তু ত্রৈশানোর্মরুত্তস্তস্য চাত্মজঃ।
অন্যস্ত্বাবীক্ষিতো রাজা মরুত্তঃ কথিতস্তব
অনপত্যোঽভবদ্ রাজা যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ
দুহিতা সম্মতা নাম তস্যাসীৎ পৃথিবীপতেঃ ॥ ৮১
দক্ষিণার্থং সা বৈ দত্তা সংবর্তায় মহাত্মনে
দুষ্মন্তং পৌরবং চাপি লেভে পুত্রমকল্মষম্ ॥
এবং যযাতেঃ শাপেন জরাসংক্রমণে তদা
পৌরবং তুর্বসোর্বংশঃ প্রবিবেশ নৃপোত্তম ॥ ৮৩
দুষ্মন্তস্য তু দায়াদঃ করূথামঃ প্রজেশ্বরঃ।
করূথামাৎ তথাক্রীড়শ্চত্বারস্তস্য চাত্মজাঃ ৮৪
পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পার্থিবঃ
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ড্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ ৮৫
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো রাজন্ বভ্রুঃ সেতুশ্চ পার্থিবঃ
অঙ্গারসেতুস্তৎপুত্রো মরুতাং পতিরুচ্যতে ৮৬

ত্রৈশানুর পুত্র করন্ধম। তাঁহার পুত্র মরুত্ত। অবীক্ষিৎ রাজার পুত্র অন্য একজন মরুত্ত ছিল। তাহার পরিচয় পূর্বে বলিয়াছি (দ্রোণপর্বে)। ৮০

এই মরুত্ত বহুদক্ষিণাদানকারী ও বহু যজ্ঞকর্তা ছিল, কিন্তু তাহার পুত্র ছিল না। ঐ রাজার সম্মতা নামে একটি কন্যা ছিল। ৮১

রাজা মরুত্ত মহাত্মা সংবর্তকে দক্ষিণারূপে ঐ কন্যাকে দান করিয়াছিলেন। (সংবর্ত ঐ কন্যাকে দুষ্মন্তের পিতার নিকট দান করায়) সেই কন্যা পুরুবংশীয় নিষ্পাপ দুষ্মন্তনামক পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৮২

পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় তুর্বসুর বংশ যযাতির অভিশাপে পৌরববংশে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ৮৩

দুষ্মন্তের অন্য স্ত্রীর গর্ভে প্রজাপালক করূথামনামক পুত্র হইয়াছিল। করূথাম হইতে আক্রীড় হইয়াছিল। আক্রীড়ের চারিজন পুত্র হইয়াছিল। ঐ চারিজনের নাম—পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল। ইহারা সকলেই রাজা ছিল। ইহাদের সমৃদ্ধ রাজ্য স্ব স্ব নামানুসারে পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামে পরিচিত। ৮৪-৮৫

রাজন্! যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু, এবং তাঁহার পুত্র বভ্রু ও সেতু। সেতুর পুত্র অঙ্গারসেতু। তাঁহাকে মরুৎপতি বলা হইত। ৮৬

যৌবনাশ্বেন সমরে কৃচ্ছ্রেণ নিহতো বলী
যুদ্ধং সুমহদত্যাসীন্মাসান্ পরি চতুর্দ্দশ ॥৮৭
অঙ্গারস্ত তু দায়াদো গান্ধারো নাম ভারত
খ্যায়তে তস্য নাম্না বৈ গান্ধারবিষয়ো মহান্ ॥ ৮৮
গান্ধারদেশজাশ্চৈব তুরগা বাজিনাং বরাঃ।
অনোস্তু পুত্রো ধর্ম্মোঽভূদ্ ধৃতস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥ ৮৯

ধৃতাৎ তু দুহ্যো জজ্ঞে প্রচেতাস্তস্য চাত্মজঃ।
প্রচেতসঃ সুচেতাস্তু কীর্ত্তিতো মানবো ময়া ॥ ৯০
যদোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি জ্যেষ্ঠস্যোত্তমতেজসঃ
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যাত্তু গদতো মে নিশাময় ॥৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
পুরুবংশানুকীর্ত্তনে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার সহিত অঙ্গারসেতুর চতুর্দ্দশমাস-ব্যাপী সুমহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অঙ্গারসেতু শত্রু কর্তৃক কষ্টে নিহত হইয়াছিল। ৮৭

ভারত! অঙ্গারের পুত্র গান্ধার। তাহার নামানুসারে মহান্ গান্ধারদেশ বিখ্যাত হইয়াছে। গান্ধারদেশজাত অশ্বগণ অশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যযাতির পুত্র অনুর ধর্মনামক পুত্র হইয়াছিল। ধর্মের পুত্র ধৃত। ধৃতের পুত্র দুহ্য। তাহার পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার পুত্র সুচেতা। এইভাবে আমি অনুর বংশ বলিলাম। ৮৮-৯০

এখন যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তম তেজস্বী যদুর বংশ বিস্তৃতভাবে ক্রমশঃ বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৯১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পুরুবংশানুকীর্তন-বিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যদুবংশবর্ণনম্, কার্ত্তবীর্য্যস্যোৎপত্তি-চরিত্রকথনম্, পঞ্চানাং যযাতি-পুত্রাণাং বংশকীর্ত্তনম্, তস্য শ্রবণমহিমনিরূপণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বভূবুস্তু যদোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।
সহস্রদঃ পয়োদশ্চ ক্রোষ্টা নীলোঽঞ্জিকস্তথা ॥ ১
সহস্রদস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজন্ বেণুহয়স্তথা ॥ ২
হৈহয়স্যাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মনেত্র ইতি স্মৃতঃ।
ধর্ম্মনেত্রস্য কার্ত্তস্তু সাহঞ্জস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৩
সাহঞ্জনী নাম পুরী যেন রাজ্ঞা নিবেশিতা।
সাহঞ্জস্য তু দায়াদো মহিষ্মান্ নাম পার্থিবঃ ॥ ৪
মাহিষ্মতী নাম পুরী যেন রাজ্ঞা নিবেশিতা।
আসীন্মহিষ্মতঃ পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫
বারাণস্যধিপো রাজা কথিতঃ পূর্ব্বমেব তু।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রস্তু দুর্দমো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৬
দুর্দমস্য সুতো ধীমান্ কনকো নাম বীর্য্যবান্।
কনকস্য তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥৭
কৃতবীর্য্যঃ কৃতৌজাশ্চ কৃতবর্ম্মা তথৈব চ।
কৃতাগ্নিস্তু চতুর্থোঽভূৎ কৃতবীর্য্যাৎ তথার্জ্জুনঃ ॥ ৮
যস্তু বাহুসহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ।
জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্চসা ॥ ৯

### ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ যদুবংশবর্ণন, কার্তবীর্য্যের উৎপত্তি ও চরিত্রকথন, পঞ্চ যযাতি-পুত্রের বংশকীর্তন ও তাহার শ্রবণমহিমানিরূপণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যদুর পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম—সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টু, নীল ও অঞ্জিক। ১

সহস্রদের তিন জন পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিল—হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্মনেত্র। ধর্মনেত্রের পুত্র কার্ত। কার্তের পুত্র সাহঞ্জ। ২-৩

যে সাহঞ্জ রাজা সাহঞ্জনী পুরী স্থাপন করিয়াছিল। সাহঞ্জের পুত্র রাজা মহিষ্মান্, যে রাজা মাহিষ্মতী স্থাপন করিয়াছিল। মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। সে বারাণসী পুরীর অধিপতি ছিল। ভদ্রশ্রেণ্যের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দম। দুর্দমের বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ পুত্র কনক। কনকের চারিজন পুত্র সর্বলোকবিখ্যাত। তাহাদের নাম—কৃতবীর্য, কৃতৌজা, কৃতবর্মা ও কৃতাগ্নি। কৃতাগ্নি কনকের চতুর্থ পুত্র। কৃতবীর্য হইতে অর্জুনের উৎপত্তি হইয়াছিল। ৪-৮

বাহুসহস্র বিশিষ্ট যে রাজা সপ্তদ্বীপের ঈশ্বর হইয়াছিল এবং সূর্যসমান তেজস্বী রথের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়াছিল। ৯

স হি বর্ষাযুতং তপ্তা তপ: পরমদুশ্চরম্ ।
দত্তমারাধয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যোঽত্রিসম্ভবম্ ॥ ১০
তস্মৈ দত্তো বরান্ প্রাদাচ্চতুরো ভূরিতেজস: ।
পূর্ব্বং বাহুসহস্রং তু প্রার্থিতং সুমহত্তরম্ ॥ ১১
অধর্ম্মে বর্ত্তমানস্য সদ্ভিস্তত্র নিবারণম্ ।
উগ্রেণ পৃথিবীং জিত্বা স্বধর্ম্মেণানুরঞ্জনম্ ॥ ১২
সংগ্রামান্ সুবহূন্ কৃত্বা হত্বা চারীন্ সহস্রশ: ।
সংগ্রামে বর্ত্তমানস্য বধং চাভ্যধিকাদ্ রণে ॥ ১৩
তস্য বাহুসহস্রং তু যুধ্যত: কিল ভারত ।
যোগাদ্ যোগেশ্বরস্যেব প্রাদুর্ভবতি মায়য়া ॥ ১৪
তেনেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।
সসমুদ্রা সনগরা উগ্রেণ বিধিনা জিতা ॥ ১৫
তেন সপ্তসু দ্বীপেষু সপ্ত যজ্ঞশতানি বৈ ।
প্রাপ্তানি বিধিনা রাজ্ঞা শ্রূয়ন্তে জনমেজয় ॥ ১৬
সর্ব্বে যজ্ঞা মহাবাহোস্তস্যাসন্ ভূরিদক্ষিণা: ।
সর্ব্বে কাঞ্চনযূপাশ্চ সর্ব্বে কাঞ্চনবেদয়: ॥১৭
সর্ব্বৈর্দেবৈর্মহাভাগৈর্বিমানস্থৈরলঙ্কৃতা: ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ নিত্যমেবোপশোভিতা: ॥ ১৮
যস্য যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা ।
বরীদাসাত্মজো বিদ্বান্ মহিম্না তস্য বিস্মিত: ॥ ১৯

নারদ উবাচ ।

ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবা: ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভির্বা বিক্রমেণ শ্রুতেন চ ॥ ২০
স হি সপ্তসু দ্বীপেষু খড়্গী চর্ম্মী শরাসনী
রথী দ্বীপাননুচরন্ যোগী সংদৃশ্যতে নৃভি: ॥২১
অনষ্টদ্রব্যতা চৈব ন শোকো ন চ বিভ্রম: ।
প্রভাবেণ মহারাজ্ঞ: প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষত: ॥ ২২
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি বর্ষাণাং বৈ নরাধিপ: ।
স সর্বরত্নভাক্ সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী বভূব হ ॥ ২৩
স এব যজ্ঞপালোঽভূৎ ক্ষেত্রপাল: স এব চ ।
স এব বৃষ্ট্যা পর্জ্জন্যো যোগিত্বাদর্জ্জুনোঽভবৎ ॥ ২৪

---

কৃতবীর্য্যপুত্র অর্জ্জুন দশহাজার বর্ষ পর্য্যন্ত সুকঠোর তপস্যা করিয়া অত্রিপুত্র দত্তের (দত্তাত্রেয়ের) আরাধনা করিয়াছিলেন ।১০

দত্ত অর্থাৎ দত্তাত্রেয় কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে পরমতেজোময় চারিটি বর দিয়াছিলেন। প্রথমে এই সুমহান্ বর প্রার্থিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধকালে যেন সহস্র বাহু হয় ।১১

ঐ অর্জ্জুনের দ্বিতীয় বর ছিল—যদি কোনও সময় অধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন কোনও সজ্জন আসিয়া যেন নিবারণ করেন। তৃতীয় বর ছিল—উগ্র উপায়ে পৃথিবী জয় করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রজার মনোরঞ্জন করা। ১২

চতুর্থ বর ছিল—বহু সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র শত্রুকে নিহত করিয়া যুদ্ধরত থাকাকালে অধিক শক্তিশালী বীরের দ্বারা মৃত্যু বরণ করা। ১৩

ভারত। যোগেশ্বরের যোগশক্তির ন্যায় মায়ার দ্বারা যুদ্ধ করিবার সময় তাঁহার এক সহস্র বাহু প্রাদুর্ভূত হইত। ১৪

ঐ অর্জ্জুন সপ্তদ্বীপা সাগর-পত্তন নগরাদিসহিতা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে যুদ্ধাদি উগ্র উপায়ে জয় করিয়াছিলেন। ১৫

জনমেজয়। এইরূপ শোনা যায় যে, ঐ রাজা সপ্ত দ্বীপে সপ্ত শত যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৬

ঐ মহাবাহু অর্জ্জুনের সকল যজ্ঞে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। সকল যজ্ঞে সুবর্ণনির্ম্মিত যূপ ও সুবর্ণবেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭

মহারাজ! বিমানস্থিত সকল দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সর্ব্বদা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞকে অলঙ্কৃত এবং সুশোভিত করিতেন। ১৮

যাঁহার মহিমায় বিস্মিত হইয়া বরীদাসপুত্র বিদ্বান্ নারদ-নামক গন্ধর্ব্ব যজ্ঞস্থলে এই গাথা গান করিয়াছিলেন। ১৯

নারদ বলিয়াছিলেন—অন্য নরপতিগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের সমান গতি বা মর্য্যাদা পাইতে পারে না। ২০

কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন সিদ্ধ যোগী ছিলেন। এইজন্য সপ্ত দ্বীপের সকল মানুষ একই সময়ে খড়্গচর্ম্মধারী ধনুর্ধারী রথারূঢ় ঐ রাজাকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইত। ২১

ধর্ম্মানুসারে প্রজারক্ষণকারী মহারাজের প্রভাবে কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না। প্রজাদের মধ্যে কাহারও শোক ও বিভ্রম হইত না। ২২

ঐ নরপতি পঁচাশী হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সকল রত্নের অধিকারী হইয়া চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইয়াছিলেন। ২৩

মহারাজ অর্জ্জুন যোগী হওয়ায় যজ্ঞক্ষেত্র ও শস্যক্ষেত্রের রক্ষক ছিলেন। তিনি বর্ষাকালে মেঘরূপে পরিণত হইয়া থাকিতেন। ২৪

স বৈ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনত্বচা
ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শরদীব দিবাকরঃ ॥ ২৫

স হি নাগান্ মনুষ্যেষু মাহিষ্মত্যাং মহাদ্যুতিঃ।
কর্কোটকসুতান্ জিত্বা পুর্য্যাং তস্যাং ন্যবেশয়ৎ

স বৈ বেগং সমুদ্রস্য প্রাবৃট্কালেঽম্বুজেক্ষণঃ
ক্রীড়ন্নিব ভুজোদ্ভিন্নঃ প্রতিস্রোতশ্চকার হ ॥ ২৭

লুণ্ঠিতা ক্রীড়িতা তেন ফেনস্রগ্দামমালিনী
চলদূর্মিসহস্রেণ শঙ্কিতাভ্যেতি নর্মদা ॥ ২৮

তস্য বাহুসহস্রেণ ক্ষুভ্যমাণে মহোদধৌ
ভয়ান্নিলীনা নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ ॥ ২৯

চূর্ণীকৃতমহাবীচিং চলন্মীনমহাতিমিম্।
মারুতাবিদ্ধফেনৌঘমাবর্ত্তক্ষোভদুঃসহম্ ॥ ৩০

প্রাবর্ত্তয়ৎ তদা রাজা সহস্রেণ চ বাহুনা।
দেবাসুরসমাক্ষিপ্তঃ ক্ষীরোদমিব মন্দরঃ ॥ ৩১

মন্দরক্ষোভচকিতা অমৃতোৎপাদশঙ্কিতাঃ।
সহসোৎপতিতা ভীতা ভীমং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তমম্ ॥ ৩২

নতা নিশ্চলমূর্দ্ধানো বভূবুস্তে মহোরগাঃ।
সায়াহ্নে কদলীখণ্ডাঃ কম্পিতাস্তস্য বায়ুনা ॥ ৩৩

স বৈ বদ্ধা ধনুর্জ্যাভিরুৎসিক্তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
লঙ্কেশং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ ॥
নির্জ্জিত্যৈব সমানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ তম্ ॥ ৩৪

শ্রুত্বা তু বদ্ধং পৌলস্ত্যং রাবণং ত্বর্জ্জুনেন তু।
ততো গত্বা পুলস্ত্যস্তমর্জ্জুনং দদৃশে স্বয়ম্ ॥
মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনাভিযাচিতঃ ॥ ৩৫

যস্য বাহুসহস্রস্য বভূব জ্যাতলস্বনঃ।
যুগান্তে ত্বম্বুদস্যেব স্ফুটতো হ্যশনেরিব ॥ ৩৬

অহো বত মৃধে বীর্য্যং ভার্গবস্য যদচ্ছিনৎ।
রাজ্ঞো বাহুসহস্রং তু হৈমং তালবনং যথা ॥ ৩৭

ঐ রাজা অতিশয় ধনুর্জ্যার আঘাতে অতি কঠিন চর্মযুক্ত বাহু-সহস্রের দ্বারা শরৎকালীন রশ্মিসহস্রমণ্ডিত দিবাকরের মত দীপ্ত হইয়া শোভা পাইতেন। ২৫

মহাদ্যুতি অর্জুন কর্কোটকপুত্র নাগগণকে পরাজিত করিয়া নিজনগরী মাহিষ্মতীতে মনুষ্যগণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ২৬

কমলনয়ন অর্জুন বর্ষাকালে জলক্রীড়াসময়ে নিজ ভুজের দ্বারা সমুদ্রের জলরাশির বেগকে প্রতিহত করিয়া বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিতেন। ২৭

ফেনরূপ পুষ্পহারধারী নর্মদার জলে রাজা যখন ক্রীড়া করিতেন, তখন পরপুরুষ-স্পৃষ্টা নারীর মত শঙ্কিত হইয়া নর্মদা জল তরঙ্গসহস্রের দ্বারা গমন করিত। ২৮

মহাসমুদ্রে প্রবিষ্ট রাজা যখন বাহুসহস্রের দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিতেন, তখন পাতালবাসী মহাসুরগণ ভয়বশতঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া লুকাইয়া থাকিত। ২৯

রাজা অর্জুন যখন বাহুসহস্রের দ্বারা সমুদ্রকে আলোড়িত করিতেন, তখন মনে হইত যেন দেবতা ও অসুরের দ্বারা সমুদ্রে মন্দর পর্বত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার আলোড়নে সমুদ্রের তরঙ্গসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। মৎস্য তিমি প্রভৃতি সব বড় জলজন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিত। বাহুসঞ্চালনসম্ভূত বায়ুর আঘাতে বিশাল ফেনরাশি উৎপন্ন হইত এবং বড় ঘূর্ণি বা আবর্তের দ্বারা সমুদ্র ক্ষুব্ধ ও দুঃসহ হইত। ৩০-৩১

তখন মন্দরপর্বতের দ্বারা সমুদ্রের ক্ষোভ হইয়াছে মনে করিয়া চকিত ও অমৃতের উৎপত্তির সম্ভাবনায় শঙ্কিত মহোরগ-গণ হঠাৎ নৃপশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর কার্তবীর্য অর্জুনকে দেখিয়া ভয়ে নিশ্চলমস্তকে অবনত হইয়া যাইত এবং সন্ধ্যার সময় বায়ু-কম্পিত কদলীসমূহের মত কাঁপিতে থাকিত। ৩২-৩৩

রাজা কার্তবীর্য অভিমানী লঙ্কেশ সসৈন্য রাবণকে পাঁচটি বাণের দ্বারা মূর্ছিত ও পরাজিত করিয়া ধনুর জ্যা দিয়া বাঁধিয়া বদ্ধ করিয়াছিল এবং মাহিষ্মতীনগরীতে আনিয়া বন্দী করিয়াছিল। ৩৪

কার্তবীর্য অর্জুন আমার বংশজাত রাবণকে বন্দী করিয়াছে শুনিয়া পুলস্ত্য ঋষি স্বয়ং অর্জুনের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। পুলস্ত্য যাচ্ঞা করিলে পর অর্জুন পুলস্ত্যতনয় ঐ রাক্ষসকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ৩৫

অর্জুনের সহস্রবাহুর দ্বারা আকৃষ্ট জ্যাধ্বনি এত ভয়ঙ্কর হইত, মনে হইত যেন প্রলয়ে মেঘ গর্জন হইতেছে কিংবা বজ্র বিদীর্ণ হইতেছে। ৩৬

অহো! ভৃগুবংশজাত পরশুরামের পরাক্রম কি অদ্ভুত! যিনি যুদ্ধস্থলে সুবর্ণময় তালবনের সমান কার্তবীর্যের বাহুসহস্রকে কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৩৭

তৃষিতেন কদাচিৎ স ভিক্ষিতশ্চিত্রভানুনা ।
স ভিক্ষামদদাদ্ বীরঃ সপ্তদ্বীপান্ বিভাবসোঃ ॥ ৩৮
পুরাণি গ্রামঘোষাংশ্চ বিষয়াংশ্চৈব সর্ব্বশঃ ।
জজ্বাল তস্য সর্ব্বাণি চিত্রভানুর্দিধক্ষয়া ॥ ৩৯
স তস্য পুরুষেন্দ্রস্য প্রভাবেণ মহাত্মনঃ ।
দদাহ কার্ত্তবীর্য্যস্য শৈলাংশ্চৈব বনানি চ ॥ ৪০
স শূন্যমাশ্রমং রম্যং বরুণস্যাত্মজস্য বৈ ।
দদাহ বনবদ্ ভীতশ্চিত্রভানুঃ সহৈহয়ঃ ॥ ৪১
যং লেভে বরুণঃ পুত্রং পুরা ভাস্বন্তমুত্তমম্ ।
বসিষ্ঠং নাম স মুনিঃ খ্যাত আপব ইত্যুত ॥ ৪২
যত্রাপবস্তু তং ক্রোধাচ্ছপ্তবানর্জ্জুনং বিভুঃ ।
যস্মান্ন বর্জ্জিতমিদং বনং তে মম হৈহয় ॥ ৪৩
তস্মাৎ তে দুষ্করং কর্ম্ম কৃতমন্যো হনিষ্যতি ।
রামো নাম মহাবাহুর্জ্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৪
ছিত্ত্বা বাহুসহস্রং তে প্রমথ্য তরসা বলী ।
তপস্বী ব্রাহ্মণশ্চ ত্বাং বধিষ্যতি স ভার্গবঃ ॥ ৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অনষ্টদ্রব্যতা যস্য বভূবামিত্রকর্শন ।
প্রভাবেণ নরেন্দ্রস্য প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ॥ ৪৬
রামাৎ ততোঽস্য মৃত্যুর্বৈ তস্য শাপান্মুনের্নৃপ ।
বরশ্চৈব হি কৌরব্য স্বয়মেব বৃতঃ পুরা ॥ ৪৭
তস্য পুত্রশতস্যাসন্ পঞ্চ শেষা মহাত্মনঃ ।
কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাত্মানো যশস্বিনঃ ॥ ৪৮
শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টোক্তঃ কৃষ্ণ এব চ ।
জয়ধ্বজশ্চ নামাসীদাবন্ত্যো নৃপতির্মহান্ ॥ ৪৯
কার্ত্তবীর্য্যস্য তনয়া বীর্য্যবন্তো মহারথাঃ ।
জয়ধ্বজস্য পুত্রস্তু তালজঙ্ঘো মহাবলঃ ॥ ৫০
তস্য পুত্রাঃ শতং খ্যাতাস্তালজঙ্ঘা ইতি শ্রুতাঃ ।
তেষাং কুলে মহারাজ হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৫১
বীতিহোত্রাঃ সুজাতাশ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ ।
তৌণ্ডিকেরা ইতি খ্যাতাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ ॥ ৫২
ভরতাশ্চ সুতা জাতা বহুত্বান্নানুকীর্ত্তিতাঃ ।
বৃষপ্রভৃতয়ো রাজন্ যাদবাঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ ॥ ৫৩

---

কোন এক সময় ক্ষুধার্ত্ত অগ্নিদেব কার্ত্তবীর্য্যের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তখন বীর কার্ত্তবীর্য্য অগ্নিকে সপ্তদ্বীপ, নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ ও সম্পূর্ণ রাজ্য অগ্নিদেবকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। অনন্তর অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের প্রভাবে পর্ব্বত ও বনসমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮-৪০

কার্ত্তবীর্য্য সহায় হওয়ায় অগ্নিদেব অন্যান্য বনের মত বরুণ-পুত্রের রমণীয় আশ্রম তপোবন শূন্য দেখিয়া ভয়ে ভয়ে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১

পূর্ব্বে বরুণ যে তেজস্বী ও শ্রেষ্ঠ মহর্ষিকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম বসিষ্ঠ। তিনি 'আপব' নামেও বিখ্যাত।৪২

অর্জ্জুনের সাহায্যে অগ্নি বসিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধ করিলে শক্তিমান্ আপব বসিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, —হৈহয়! তুমি আমার এই আশ্রমটিকেও দগ্ধ করিতে ছাড়িলে না। এইজন্য তোমার এই দুষ্কর বিশ্ববিজয়াদি কর্ম্ম অন্য একজন বীর বিনষ্ট করিবে। জমদগ্নির পুত্র প্রতাপশালী মহাবাহু পরশুরাম ভৃগুবংশজাত তপস্বী ব্রাহ্মণ। তিনি বলপূর্ব্বক তোমাকে মথিত করিয়া তোমার বাহুসহস্র ছেদনপূর্ব্বক নিহত করিবেন। ৪৩-৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অরিন্দম! জনমেজয়! ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকারী রাজশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের রাজ্যে কোন লোকের কোন দ্রব্য নষ্ট হইত না। কুরুবংশজাত রাজন্! বসিষ্ঠ মুনির শাপের জন্য রাম (পরশুরাম) হইতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি নিজেও ঐরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।৪৬-৪৭

মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের শতপুত্রের মধ্যে পাঁচ পুত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহারা সকলেই বলবান্, অস্ত্রবিদ্যানিপুণ, বীর, ধর্ম্মাত্মা ও যশস্বী ছিল ॥ ৪৮

তাহাদের নাম—শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ। এই জয়ধ্বজ অবন্তী দেশের মহারাজ ছিলেন। ৪৯

কার্ত্তবীর্য্যের সকল পুত্রই বলবান্ ও মহাবীর ছিল। জয়ধ্বজের মহাবলবান্ পুত্র তালজঙ্ঘ। ৫০

তালজঙ্ঘের শত পুত্র তালজঙ্ঘ নামেই বিখ্যাত। মহারাজ! মহাত্মা হৈহয়গণের বংশে বীতিহোত্র, সুজাত, ভোজ, আবন্তি, তৌণ্ডিকের, তালজঙ্ঘ ও ভরত প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহারা বহু সংখ্যক হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কীর্ত্তিত হইল না। রাজন্! বৃষ প্রভৃতি বহু যাদব পুণ্যাত্মা এই ভূতলে জন্মিয়াছিল। ৫১-৫৩

যদো বংশধরস্তত্র তস্য পুত্রোঽভবন্মধুঃ
মধোঃ পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বৃষণস্তস্য বংশভাক্ ॥ ৫৪
বৃষণাদ্ বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে মধোস্তু মাধবাঃ স্মৃতাঃ।
যাদবা যদুনা চাগ্রে নিরুচ্যন্তে চ হৈহয়াঃ ॥ ৫৫
ন তস্য বিত্তনাশোঽস্তি নষ্টং প্রতিলভেচ্চ সঃ
কার্ত্তবীর্য্যস্য যো জন্ম কীর্ত্তয়েদিহ নিত্যশঃ ॥ ৫৬
এতে যযাতিপুত্রাণাং পঞ্চ বংশা বিশাম্পতে।
কীর্ত্তিতা লোকবীরাণাং যে লোকান্ ধারয়ন্তি বৈ ॥ ৫৭
ভূতানীব মহারাজ পঞ্চ স্থাবর-জঙ্গমান্।
শ্রুত্বা পঞ্চবিসর্গং তু রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ॥ ৫৮
বশী ভবতি পঞ্চানামাত্মজানাং তথেশ্বরঃ
লভেৎ পঞ্চ বরাংশ্চৈব দুর্লভানিহ লৌকিকান্ ॥ ৫৯
আয়ুঃ কীর্ত্তিং তথা পুত্রানৈশ্বর্য্যং ভূমিমেব চ।
ধারণাচ্ছ্রবণাচ্চৈব পঞ্চবর্গস্য ভারত ॥ ৬০
ক্রোষ্টোস্তু শৃণু রাজেন্দ্র বংশমুত্তমপৌরুষম্।
যদোর্বংশধরস্যাথ যজ্বনঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৬১
ক্রোষ্টুর্হি বংশং শ্রুত্বেমং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যস্যান্ববায়জো বিষ্ণুর্হরির্বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

যদু বংশপ্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মধু। মধুর শত পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বৃষণ বংশধর ছিল। বৃষণের সন্তান-পরম্পরা বৃষ্ণি নামে ও মধুর সন্তান-পরম্পরা মাধব নামে পরিচিত। এইভাবে যদুর বংশ-পরম্পরাকে যাদব বলা হয় এবং হৈহয়গণকে হৈহয় বলা হয়। ৫৪-৫৫

যে ব্যক্তি প্রতিদিন কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের জন্মকথা কীর্ত্তন করে, তাহার ধননাশ হয় না। নষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়। ৫৬

প্রজানাথ! এইভাবে বিশ্ববিখ্যাত বীর যযাতিপুত্রগণের পাঁচটি বংশের কথা কীর্ত্তন করিলাম। যেমন পঞ্চভূত স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর শরীরকে ধারণ করে, সেইরূপ ঐ পাঁচটি বংশ সকল লোককে ধারণ করিতেছে। এই পাঁচটি বংশের বৃত্তি বিবরণ শুনিয়া ও ধারণ করিয়া রাজা ধর্মার্থবেত্তা হন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে এবং নিজ পুত্রের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সে পাঁচটি দুর্লভ বর—আয়ু, কীর্ত্তি, পুত্র, ঐশ্বর্য ও ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৭-৬০

রাজেন্দ্র! এখন তুমি উত্তম পৌরুষসম্পন্ন ক্রোষ্টুর বংশ শ্রবণ কর। রাজা ক্রোষ্টু যদুর বংশধর, যাগকর্ত্তা ও পুণ্যকর্ম-কারী ছিলেন। ক্রোষ্টুর বংশ শ্রবণ করিলে মানুষ সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যাহার বংশে বৃষ্ণিবংশভূষণ বিষ্ণু শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬১-৬২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বৃষ্ণিবংশবর্ণনম্, অক্রূর-বসুদেব-কুন্তী-সাত্যক্যুদ্ধব-চারুদেষ্ণৈকলব্যাদীনাং পরিচয়শ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোষ্টোর্ভার্য্যে বভূবতুঃ ।
গান্ধারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্ ॥ ১
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততোঽন্যং দেবমীঢ়ুষম্ ।
তেষাং বংশস্ত্রিধা ভূতো বৃষ্ণীনাং কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ২
মাদ্র্যাঃ পুত্রস্য জজ্ঞাতে সুতৌ বৃষ্ণ্যন্ধকাবুভৌ
জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃষ্ণেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকস্তথা ॥ ৩
শ্বফল্কস্তু মহারাজ ধর্ম্মাত্মা যত্র বর্ত্ততে ।
নাস্তি ব্যাধিভয়ং তত্র নাবর্ষভয়মপ্যুত ॥ ৪
কদাচিৎ কাশিরাজস্য বিভোর্ভরতসত্তম ।
ত্রীণি বর্ষাণি বিষয়ে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ৫
স তত্র বাসয়ামাস শ্বফল্কং পরমার্চিতম্ ।
শ্বফল্কপরিবর্ত্তে চ ববর্ষ হরিবাহনঃ ॥ ৬
শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত ।
গান্দিনীং নাম সা গাং তু দদৌ বিপ্রেষু নিত্যশঃ ॥ ৭
সা মাতুরুদরস্থা তু বহূন্ বর্ষগণান্ কিল
নিবসন্তী ন বৈ জজ্ঞে গর্ভস্থাং তাং পিতাব্রবীৎ ॥ ৮
জায়স্ব শীঘ্রং ভদ্রং তে কিমর্থমিহ তিষ্ঠসি
প্রোবাচ চৈনং গর্ভস্থা কন্যা গাঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৯
যদি দদ্যাস্ততোঽদ্যাহং জায়িষ্যামি তাং পিতা
তথেত্যুবাচ তং চাস্যাঃ পিতা কামমপূরয়ৎ
দাতা যজ্বা চ বীরশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ
অক্রূরঃ সুষুবে তস্মাচ্ছ্বফল্কাদ্ভূরিদক্ষিণঃ
উপাসঙ্গস্তথা মদ্গুর্মৃদুরশ্চারিমেজয়ঃ ।
অবিক্ষিপস্তথোপেক্ষঃ শত্রুঘ্নোঽথারিমর্দ্দনঃ
ধর্ম্মভৃদ্ যতিধর্ম্মা চ গৃধ্রো ভোজোঽন্ধকস্তথা
আবাহ-প্রতিবাহৌ চ সুন্দরী চ বরাঙ্গনা ॥ ১৩
অক্রূরেণোগ্রসেনায়াং সুগাত্র্যাং কুরুনন্দন
প্রসেনশ্চোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্চ্চসৌ ॥ ১৪

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

[ বৃষ্ণিবংশবর্ণন, অক্রূর, বসুদেব, কুন্তী, সাত্যকি, উদ্ধব, চারুদেষ্ণ এবং একলব্যাদির পরিচয় । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গান্ধারী ও মাদ্রী নামে ক্রোষ্টুর দুই জন পত্নী ছিলেন। গান্ধারী মহাবলবান্ অনমিত্রনামক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন । ১

মাদ্রী যুধাজিৎ নামক পুত্র ও অন্য একটি দেবমীঢ়ুষ নামক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন । বৃষ্ণিগণের বংশ-বর্দ্ধনকারী তাঁহাদের বংশ তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল । ২

মাদ্রীপুত্র যুধাজিতের বৃষ্ণি ও অন্ধক নামক দুই পুত্র হইয়াছিল । বৃষ্ণির পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক । ৩

মহারাজ ! ধর্ম্মাত্মা শ্বফল্ক যেখানে থাকিতেন, সেখানে ব্যাধির ও অনাবৃষ্টির ভয় হইত না । ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ ! কোনও এক সময় শক্তিমান্ কাশিরাজের রাজ্যে ইন্দ্র তিন বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টি করেন নাই । ৫

তখন কাশিরাজ পরমমান্য শ্বফল্ককে নিজ রাজ্যে আনিয়া বাস করাইলেন । শ্বফল্ক আসিবামাত্রই ইন্দ্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । ৬

শ্বফল্ক কাশিরাজের কন্যা গান্দিনীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন । ঐ গান্দিনী প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে গো দান করিতেন । ৭

গান্দিনী নিজ মাতার উদরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত ছিলেন । প্রসূতা হইতেছিলেন না দেখিয়া গর্ভস্থা কন্যাকে পিতা বলিয়াছিলেন । ৮

বৎসে ! তুমি শীঘ্র প্রসূত হও । তোমার কল্যাণ হউক । তুমি এতদিন গর্ভে থাকিতেছ কেন ? তখন গর্ভস্থা কন্যা পিতাকে বলিল—যদি আমি প্রতিদিন গোদান করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আজই জন্মগ্রহণ করিতে পারি । তখন পিতা 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন । ৯-১০

ঐ শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে দাতা, যজ্ঞানুষ্ঠাতা, বীর্য্যবান্ বিদ্বান্, অতিথিবৎসল, বহু দক্ষিণাদাতা অক্রূর উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ১১

অনন্তর উপাসঙ্গ, মদ্গু, মৃদুর, অরিমেজয়, অবিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মভৃৎ, যতিধর্ম্মা, গৃধ্র, ভোজ, অন্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বরাঙ্গনানাম্নী সুন্দরী কন্যা হইয়াছিল । ১২-১৩

কুরুনন্দন ! অক্রূর সুন্দরাঙ্গী উগ্রসেনার গর্ভে দেবতুল্য কান্তিমান্ প্রসেন ও উপদেব নামক পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করিয়াছিলেন । ১৪

চিত্রকস্যাভবন্ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ।
অশ্বগ্রীবোঽশ্ববাহুশ্চ সুপার্শ্বক-গবেষণৌ ॥ ১৫
অরিষ্টনেমিরশ্বশ্চ সুধর্ম্মা ধর্ম্মভৃৎ তথা ।
সুবাহুর্বহুবাহুশ্চ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণে স্ত্রিয়ৌ ॥ ১৬
অশ্মক্যাং জনয়ামাস শূরং বৈ দেবমীঢুষঃ ।
মহিষ্যাং জজ্ঞিরে শূরাদ্ ভোজ্যায়াং পুরুষা দশ ॥ ১৭
বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ব্বমানকদুন্দুভিঃ ।
জজ্ঞে যস্য প্রসূতস্য দুন্দুভ্যঃ প্রাণদন্ দিবি ॥ ১৮
আনকানাঞ্চ সংহ্রাদঃ সুমহানভবদ্ দিবি
পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ শূরস্য ভবনে মহৎ ॥ ১৯
মনুষ্যলোকে কৃৎস্নেঽপি রূপে নাস্তি সমো ভুবি ।
যস্যাসীৎ পুরুষাগ্র্যস্য কান্তিশ্চন্দ্রমসো যথা ॥ ২০
দেবভাগস্ততো জজ্ঞে তথা দেবশ্রবাঃ পুনঃ ।
অনাধৃষ্টিঃ কনবকো বৎসবানথ গৃঞ্জিমঃ ॥ ২১
শ্যামঃ শমীকো গণ্ডূষঃ পঞ্চ চাস্য বরাঙ্গনাঃ ।
পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথা চৈব শ্রুতদেবা শ্রুতশ্রবাঃ । ২২
রাজাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতরঃ
পৃথাং দুহিতরং বব্রে কুন্তিস্তাং কুরুনন্দন ॥ ২৩
শূরঃ পূজ্যায় বৃদ্ধায় কুন্তিভোজায় তাং দদৌ ।
তস্মাৎ কুন্তীতি বিখ্যাতা কুন্তিভোজাত্মজা পৃথা ॥ ২৪
অন্ত্যস্য শ্রুতদেবায়াং জগৃহুঃ সুষুবে সুতঃ ।
শ্রুতশ্রবায়াং চৈদ্যস্য শিশুপালো মহাবলঃ ॥ ২৫
হিরণ্যকশিপুর্যোঽসৌ দৈত্যরাজোঽভবৎ পুরা ।
পৃথুকীর্ত্ত্যাং তু তনয়ঃ সঞ্জজ্ঞে বৃদ্ধশর্ম্মণঃ ॥ ২৬
করূষাধিপতির্বীরো দন্তবক্রো মহাবলঃ ।
পৃথাং দুহিতরং চক্রে কুন্তিস্তাং পাণ্ডুরাবহৎ ॥ ২৭
যস্যাং স ধর্ম্মবিদ্ রাজা ধর্ম্মাজ্জজ্ঞে যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভীমসেনস্তথা বাতাদিন্দ্রাচ্চৈব ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৮
লোকেঽপ্রতিরথো বীরঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্ বৃষ্ণিনন্দনাৎ ॥ ২৯

---

চিত্রকের পুত্রগণ পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে পরিচিত। চিত্রকের শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই পত্নী ছিল। ১৫-১৬

দেবমীঢুষ অশ্মকীর গর্ভে শূরনামক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। শূর হইতে ভোজরাজকন্যা মহিষীর গর্ভে দশ পুত্র হইয়াছিল। ১৭

প্রথমে মহাবাহু বসুদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম আনকদুন্দুভি। যাঁহার জন্মের সময় স্বর্গে দেবগণকর্ত্তৃক দুন্দুভি ধ্বনিত হইয়াছিল। ১৮

তখন স্বর্গে আনকনামক বাদ্যেরও সুমহান্ ধ্বনি হইয়াছিল। ঐ সময় শূরের ভবনে বহু পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯

এই পৃথিবীতে সকল মনুষ্যমধ্যে রূপে বসুদেবের সমান কেহ ছিল না। পুরুষশ্রেষ্ঠ বসুদেবের চন্দ্রের মত কান্তি ছিল। ২০

কুরুনন্দন! বসুদেবের জন্মের পর দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডূষ নামক পুত্রগণ শূরগৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। অনন্তর শূরের পাঁচটি কন্যা হইয়াছিল। পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী—এই পাঁচটি কন্যাই শ্রেষ্ঠ ছিল, ইহারা সকলেই বীরপুত্রের জননী হইয়াছিল। রাজা কুন্তি পৃথাকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূর পূজনীয় বৃদ্ধ কুন্তিভোজের প্রার্থনানুসারে পৃথাকে দান করিয়াছিলেন। এই জন্য কুন্তিভোজের কন্যারূপে পৃথা কুন্তী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ২১-২৪

অন্ত্যের ঔরসে শ্রুতদেবার গর্ভে জগৃহু নামক পুত্র হইয়াছিল। চৈদ্যের ঔরসে শ্রুতশ্রবার গর্ভে মহাবলবান্ শিশুপাল উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ শিশুপাল পূর্ব্বজন্মে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিল। বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে করূষদেশপতি মহাবলবান বীর দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কুন্তিভোজ পৃথাকে দুহিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ পৃথাকে পাণ্ডু বিবাহ করিয়াছিলেন ॥

ঐ পৃথার গর্ভে ধর্ম্ম হইতে রাজা যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীমসেন, ইন্দ্র হইতে সংসারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রসমপরাক্রমশালী বীর ধনঞ্জয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

ক্রোষ্টুর কনিষ্ঠপুত্র ও বৃষ্ণিগণের আনন্দদাতা অনমিত্র হইতে শিনি হইয়াছিল। তাহা হইতে শৈনেয় সত্যক হইয়াছিল। ঐ সত্যকের পুত্র যুযুধান। যাহার অপর নাম সাত্যকি। যুযুধানের

শৈনেয়ঃ সত্যকস্তস্মাদ্ যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।
অসঙ্গো যুযুধানস্য ভূমিস্তস্যাভবৎ সুতঃ।
ভূমের্যুগন্ধরঃ পুত্র ইতি বংশঃ সমাপ্যতে॥ ৩০
উদ্ধবো দেবভাগস্য মহাভাগঃ সুতোঽভবৎ।
পণ্ডিতানাং পরং প্রাহুর্দেবশ্রবসমুদ্ধবম্॥ ৩১
অশ্মক্যাং প্রাপ্তবান্ পুত্রমনাধৃষ্টির্যশস্বিনম্।
নিবৃত্তশত্রুং শত্রুঘ্নং দেবশ্রবা ব্যজায়ত॥ ৩২
দেবশ্রবাঃ প্রজাতস্তু নৈষাদির্যঃ প্রতিশ্রুতঃ।
একলব্যো মহারাজ নিষাদৈঃ পরিবর্দ্ধিতঃ॥ ৩৩
বৎসাবতে ত্বপুত্রায় বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
অদ্ভির্দদৌ সুতং বীরং শৌরিঃ কৌশিকমৌরসম্॥ ৩৪
গণ্ডূষায় ত্বপুত্রায় বিষক্সেনো দদৌ সুতান্।
চারুদেষ্ণং সুচারুঞ্চ পঞ্চালং কৃতলক্ষণম্॥ ৩৫
অসংগ্রামেণ যো বীরো নাবর্ত্তত কদাচন
রৌক্মিণেয়ো মহাবাহুঃ কনীয়ান্ পুরুষর্ষভ॥ ৩৬
বায়সানাং সহস্রাণি যং যান্তং পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ
চারুমাংসানি ভোক্ষ্যামশ্চারুদেষ্ণহতানি তু॥ ৩৭
তন্ত্রিজস্তন্ত্রিপালশ্চ সুতৌ কনবকস্য তু
বীরশ্চাশ্বহনশ্চৈব বীরৌ তাবথ গৃঞ্জিনৌ॥ ৩৮
শ্যামপুত্রঃ শমীকস্তু শমীকো রাজ্যমাবহৎ।
জুগুপ্সমানো ভোজত্বাদ্ রাজসূয়মবাপ সঃ॥
অজাতশত্রুঃ শত্রূণাং জজ্ঞে তস্য বিনাশনঃ॥ ৩৯
বসুদেবসুতান্ বীরান্ কীর্ত্তয়িষ্যামি তান্ শৃণু ৪০
বৃষ্ণেস্ত্রিবিধমেতং তু বহুশাখং মহৌজসম্।
ধারয়ন্ বিপুলং বংশং নানর্থৈরিহ যুজ্যতে॥ ৪১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
বৃষ্ণিবংশকীর্ত্তনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৪

---

পুত্র অসঙ্গ। অসঙ্গের পুত্র ভূমি। ভূমির পুত্র যুগন্ধর। এইখানেই জ্যেষ্ঠের বংশ সমাপ্ত হইয়াছে। ২৫-৩০

দেবভাগের মহাভাগ্যবান্ পুত্র উদ্ধব। দেবতুল্য যশস্বী এই উদ্ধবকে সকলে পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিত। ৩১

অনাধৃষ্টি অশ্মকীর গর্ভে যশস্বী পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবশ্রবা শত্রুবিজয়ী শত্রুঘ্ননামক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৩২

মহারাজ! দেবশ্রবার এই পুত্রকে নিষাদগণ পালন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল। এইজন্য এই পুত্র নিষাদবংশীয় একলব্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ৩৩

পুরনন্দন প্রতাপবান্ বসুদেব পুত্রহীন অনুজ বৎসাবানকে নিজ ঔরসপুত্র কৌশিককে জলের দ্বারা সংকল্প করিয়া দান করিয়াছিলেন। ৩৪

বিষক্সেন অপুত্র গণ্ডূষকে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পঞ্চাল ও কৃতলক্ষণনামক নিজ পুত্রচতুষ্টয়কে দান করিয়াছিলেন। ৩৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! রুক্মিণীর কনিষ্ঠ পুত্র মহাবাহু চারুদেষ্ণ যুদ্ধ না করিয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। ৩৬

চারুদেষ্ণ যখন যুদ্ধে গমন করিতেন, তখন সহস্র সহস্র কাক চারুদেষ্ণ কর্তৃক নিহত শত্রুর চারু (সুন্দর) মাংস ভোজন করিব এইরূপ ইচ্ছায় তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিত। ৩৭

কনবকের তন্ত্রিজ ও তন্ত্রিপাল নামক দুইটি পুত্র হইয়াছিল। গৃঞ্জিমের বীর ও অশ্বহন নামক দুইটি পুত্র হইয়াছিল। ৩৮

(বসুদেবের ভ্রাতা শ্যাম নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শমীককে নিজের পুত্রতুল্য মনে করিতেন, এইজন্য) শ্যামের পুত্র শমীক। শমীক রাজ্যশাসন করিতেন। শমীক ভোজবংশীয় হওয়া নিন্দা মনে করিয়া রাজসূয় (যজ্ঞ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শমীকের শত্রুনাশকারী অজাতশত্রুনামক পুত্র হইয়াছিল। ৩৯

এখন বসুদেবের বীরপুত্রগণের বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর। মনুষ্য বৃষ্ণির বহুশাখাযুক্ত মহাতেজস্বী বিশাল এই ত্রিবিধ বিস্তার বংশের কথা ধারণ করিলে অনর্থযুক্ত হয় না। ৪০-৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে বৃষ্ণিবংশকীর্তননামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

## পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণাবতারগ্রহণম্, শ্রীকৃষ্ণস্য ভ্রাতৃ-ভগিনীনাং কুটুম্বানাঞ্চ বর্ণনম্, কালযবনস্যোৎপত্তিকথনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যাঃ পত্ন্যো বসুদেবস্য চতুর্দশ বরাঙ্গনাঃ।
পৌরবী রোহিণী নাম ইন্দিরা চ তথা বরা ॥ ১
বৈশাখী চ তথা ভদ্রা সুনাম্নী চৈব পঞ্চমী।
সহদেবা শান্তিদেবা শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা ॥ ২
বৃকদেব্যুপদেবী চ দেবকী চৈব সপ্তমী।
সুতনুর্বড়বা চৈব যে এতে পরিচারিকে। ৩
পৌরবী রোহিণী নাম বাহ্লিকস্যাত্মজাভবৎ।
জ্যেষ্ঠা পত্নী মহারাজ দয়িতানকদুন্দুভেঃ ॥ ৪
লেভে জ্যেষ্ঠং সুতং রামং সারণং শঠমেব চ।
দুর্দমং দমনং শুভ্রং পিণ্ডারকমুশীনরম্ ॥ ৫
চিত্রাং নাম কুমারীঞ্চ রোহিণীতনয়া দশ।
চিত্রা সুভদ্রেতি পুনর্বিখ্যাতা কুরুনন্দন ॥ ৬
বসুদেবাচ্চ দেবক্যাং জজ্ঞে শৌরির্মহাযশাঃ।
রামাচ্চ নিশঠো জজ্ঞে রেবত্যাং দয়িতঃ সুতঃ ॥ ৭
সুভদ্রায়াং রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত।
অক্রূরাৎ কাশিকন্যায়াং সত্যকেতুরজায়ত ॥৮
বসুদেবস্য ভার্যাসু মহাভাগাসু সপ্তসু।
যে পুত্রা জজ্ঞিরে শূরা নামতস্তান্ নিবোধ মে ॥ ৯
ভোজশ্চ বিজয়শ্চৈব শান্তিদেবাসুতাবুভৌ
বৃকদেবঃ সুনাম্নায়াং গদশ্চাস্তাং সুতাবুভৌ
উপাসঙ্গবরং লেভে তনয়ং দেবরক্ষিতা।
অগাবহং মহাত্মানং বৃকদেবী ব্যজায়ত ॥
কন্যা ত্রিগর্তরাজস্য ভর্তা বৈ শৈশিরায়ণঃ।
জিজ্ঞাসাং পৌরুষে চক্রে ন চস্কন্দেঽথ পৌরুষম্ ॥১২
কৃষ্ণায়সসমপ্রখ্যো বর্ষে দ্বাদশমে তথা
মিথ্যাভিশপ্তো গার্গ্যস্তু মন্যুনাভিসমীরিতঃ ॥ ১৩

---

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের অবতারগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা, ভগিনী ও কুটুম্বগণের বর্ণন এবং কালযবনের উৎপত্তিকথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বসুদেবের চোদ্দজন সুন্দরী পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রোহিণী, ইন্দিরা, বৈশাখী, ভদ্রা ও সুনাম্নী এই পাঁচ জন পুরুবংশের কন্যা। সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী এই সাতজন দেবকের কন্যা। সুতনু ও বড়বা এই দুইজন পরিচারিকা ছিল। ১-৩

মহারাজ! পুরুবংশের কন্যা রোহিণী (বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী) বাহ্লিকের দুহিতা ছিলেন। তিনি বসুদেবের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা পত্নী ছিলেন। ৪

ঐ রোহিণী জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে বলরামকে ও পরে সারণ, শঠ, দুর্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনরকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন এবং কন্যারূপে কুমারী চিত্রাকে পাইয়াছিলেন। রোহিণীর এই দশটি সন্তান হইয়াছিল। ঐ চিত্রা সুভদ্রা নামে খ্যাত হইয়াছিল (চিত্রা রোহিণীর কন্যারূপে সৃষ্টি হইয়াই যুক্ত হয় যে, নিজেকে ধিক্কার দেয় এইজন্য যে, যদুবংশে জন্মিয়া তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা দেখিতে পাইলাম না। বাসনাবশতঃ সে পরে সুভদ্রা হয়)। ৫-৬

বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে মহাযশা শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। রেবতীর গর্ভে রাম হইতে প্রিয় পুত্র নিশঠ জন্ম গ্রহণ করে। ৭

সুভদ্রার গর্ভে অর্জুন হইতে মহারথী অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করে এবং অক্রূর হইতে কাশিরাজকন্যার গর্ভে সত্যকেতু জাত হয়। ৮

বসুদেবের সাতজন মহাভাগ্যবতী পত্নীর গর্ভে যে সকল বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ৯

ভোজ ও বিজয় এই দুইজন শান্তিদেবার পুত্র। বৃকদেব ও গদ এই দুজন সুনাম্নীর পুত্র। ১০

দেবরক্ষিতা উপাসঙ্গবরনামক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। বৃকদেবী মহাত্মা অগাবহকে জন্ম দিলেন। ১১

ত্রিগর্তরাজের এক কন্যা ছিল। তাহার ভর্তা গর্গগোত্রীয় শৈশিরায়ণ। শৈশিরায়ণের বীর্য স্খলন হইত না। এইজন্য লোকে তাহার পৌরুষ বা পুরুষত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত অর্থাৎ নপুংসক কিনা জানিতে চাহিত। ১২

এইভাবে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে মিথ্যা অপবাদ প্রাপ্ত হইয়া গর্গগোত্রীয় শৈশিরায়ণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন। তাহার ফলে তাহার শরীরের বর্ণ লোহের মত কৃষ্ণ হইয়া গেল। ১৩

গোপকন্যামুপাদায় মৈথুনায়োপচক্রমে।
গোপালী ত্বপ্সরাস্তস্য গোপস্ত্রীবেশধারিণী ॥ ১৪
ধারয়ামাস গার্গ্যস্য গর্ভং দুর্দ্ধরমচ্যুতম্।
মানুষ্যাং গার্গ্যভার্য্যায়াং নিয়োগাচ্ছূলপাণিনঃ ॥ ১৫
স কালযবনো নাম জজ্ঞে রাজা মহাবলঃ।
বৃষপূর্ব্বার্দ্ধকায়াস্তমবহন্ বাজিনো রণে ॥ ১৬
অপুত্রস্য স রাজ্ঞস্তু ববৃধেঽন্তঃপুরে শিশুঃ
যবনস্য মহারাজ স কালযবনোঽভবৎ ॥ ১৭
স যুদ্ধকামী নৃপতিঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্ দ্বিজোত্তমান্।
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং তস্য নারদোঽকথয়দ্ বিভুঃ ॥ ১৮
অক্ষৌহিণ্যা তু সৈন্যস্য মথুরামভ্যয়াৎ তদা।
দূতং সম্প্রেষয়ামাস বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনম্ ॥ ১৯
ততো বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কৃষ্ণং পুরস্কৃত্য মহামতিম্।
সমেতা মন্ত্রয়ামাসুর্যবনস্য ভয়াৎ তদা ॥ ২০
কৃত্বা চ নিশ্চয়ং সর্ব্বে পলায়নমরোচয়ন্।
বিহায় মথুরাং রম্যাং মানয়ন্তঃ পিনাকিনম্ ॥ ২১
কুশস্থলীং দ্বারবতীং নিবেশয়িতুমীপ্সবঃ।
ইতি কৃষ্ণস্য জন্মেদং যঃ শুচির্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥
পর্ব্বসু শ্রাবয়েদ্ বিদ্বাননৃণঃ স সুখী ভবেৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
শ্রীকৃষ্ণজন্মানুকীর্ত্তনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

---

তিনি এক গোপকন্যার সহিত সহবাস করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ গোপকন্যা গোপালী নাম্নী গোপবেশধারিণী অপ্সরা ছিল। ১৪

ঐ গোপালী শৈশিরায়ণের অদ্ভুত ও দুর্দ্ধর্ষ বীর্য্য গর্ভে ধারণ করিল। মানুষরূপধারিণী ঐ অপ্সরা মহাদেবের আদেশে কাল-যবননামক মহাবলবান্ রাজাকে জন্ম দিল। ঐ কাল-যবনের যুদ্ধক্ষেত্রে বাহন ছিল যে সকল অশ্ব, তাহাদের শরীরের পূর্ব্বভাগ বৃষের মত। ১৫-১৬

মহারাজ! কোনও এক অপুত্রক যবনরাজের অন্তঃপুরে ঐ শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে সে কালযবন নামে বিখ্যাত হইল। ১৭

সে যুদ্ধার্থী হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—(আমার সমান যোদ্ধা কে আছে?) সর্ব্বপ্রভাবী নারদ তাহাকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের কথা বলিলেন। ১৮

তখন সে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করিল এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের ভবনে দূত পাঠাইল। ১৯

কালযবনের ভয়ে ভীত বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ মহামতি শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া মিলিতভাবে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ২০

অনন্তর তাঁহারা পলায়ন করাই কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিলেন এবং মহাদেবের সম্মান করিয়া (মানসিক করিয়া) রমণীয় মথুরা নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুশস্থলী দ্বারবতী পুরীতে নিবাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মকথা পর্ব্বদিনে শ্রবণ করায়; তাহার ঋণ পরিশোধ হয় এবং সে সুখী হয়। ২১-২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণজন্মকীর্ত্তনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ ক্রোষ্টোর্বংশবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ক্রোষ্টোরেবাভবৎ পুত্রো বৃজিনীবান্ মহাযশাঃ
বৃজিনীবৎসুতশ্চাপি স্বাহিঃ স্বাহাকৃতাং বরঃ ॥ ১
স্বাহিপুত্রোঽভবদ্ রাজা রুষদ্গুর্বদতাং বরঃ ।
মহাক্রতুভিরীজে যো বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ২
সুতপ্রসূতিমন্বিচ্ছন্ রুষদ্গুঃ সোঽগ্র্যমাত্মজম্ ।
জজ্ঞে চিত্ররথস্তস্য পুত্রঃ কর্ম্মভিরন্বিতঃ ॥ ৩
আসীচ্চৈত্ররথির্বীরো যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ।
শশবিন্দুঃ পরং বৃত্তং রাজর্ষীণামনুষ্ঠিতঃ ॥ ৪
পৃথুশ্রবাঃ পৃথুযশা রাজাসীচ্ছশবিন্দুজঃ ।
শংসন্তি চ পুরাণজ্ঞাঃ পার্থশ্রবসমুত্তরম্ ॥ ৫
অনন্তরঃ সুযজ্ঞস্তু সুযজ্ঞতনয়োঽভবৎ ।
উশতো যজ্ঞমখিলং স্বধর্ম্মমুশতাং বরঃ ॥ ৬
শিনেয়ুরভবৎ পুত্র উশতঃ শত্রুতাপনঃ
মরুত্তস্তস্য তনয়ো রাজর্ষিরভবন্নৃপঃ ॥ ৭
মরুত্তোঽলভত জ্যেষ্ঠং সুতং কম্বলবর্হিষম্
চচার বিপুলং ধর্ম্মমমর্ষাৎ প্রেত্যভাগপি ॥ ৮
সুতপ্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ সুতঃ কম্বলবর্হিষঃ ।
বভূব রুক্মকবচঃ শতপ্রসবতঃ সুতঃ ॥ ৯
নিহত্য রুক্মকবচঃ শতং কবচিনাং রণে ।
ধন্বিনাং নিশিতৈর্বাণৈরবাপ শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ১০
জজ্ঞেঽথ রুক্মকবচাৎ পরাজিৎ পরবীরহা ।
জজ্ঞিরে পঞ্চ পুত্রাস্তু মহাবীর্য্যাঃ পরাজিতঃ ॥ ১১
রুক্মেষুঃ পৃথুরুক্মশ্চ জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ ।
পালিতঞ্চ হরিঞ্চৈব বিদেহেভ্যঃ পিতা দদৌ ॥ ১২
রুক্মেষুরভবদ্ রাজা পৃথুরুক্মস্য সংশ্রিতঃ ।
তাভ্যাং প্রব্রাজিতো রাজ্যাজ্জ্যামঘোঽবসদাশ্রমে ॥ ১৩
প্রশান্তঃ স বনস্থস্তু ব্রাহ্মণৈশ্চাববোধিতঃ ।
জিগায় রথমাস্থায় দেশমন্যং ধ্বজী রথী ॥ ১৪

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[ ক্রোষ্টুর বংশবর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ক্রোষ্টুর পুত্র মহাযশস্বী বৃজিনীবান্। বৃজিনীবানের পুত্র স্বাহি। এই স্বাহি যজ্ঞকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১

স্বাহির পুত্র রাজা রুষদ্গু। সে বাগ্মীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং ভূরিদক্ষিণাসমন্বিত নানাবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত। তাহার ইচ্ছা ছিল একটি পুত্র হউক এবং ঐ পুত্র যেন পুত্র-পৌত্র-সমন্বিত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি যজ্ঞ করিয়া সে চিত্ররথ নামক পুত্র লাভ করিল। ২-৩

চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। শশবিন্দু যাগকারী ভূরিদক্ষিণাদাতা ও রাজর্ষিগণের আচরণ অনুষ্ঠানরত ছিল। ৪

শশবিন্দুর পুত্র মহাযশস্বী রাজা পৃথুশ্রবা। পুরাণবিদ্‌গণ বলেন—পৃথুশ্রবার পুত্র উত্তর। উত্তরের পুত্র সুযজ্ঞ। সুযজ্ঞের পুত্র উশত। ধার্ম্মিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উশত সর্ব্বদা নিজ ধর্ম্ম ও সকল প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিত। ৫-৬

রাজন্! উশতের পুত্র শত্রুতাপন শিনেয়ু। তাহার পুত্র রাজর্ষি মরুত্ত। ৭

মরুত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র কম্বলবর্হি। সে আবেশবশতঃ পরলোকে ফলদায়ী বিপুল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। ৮

কম্বলবর্হি পুত্র-পৌত্রসম্পন্ন পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ করাতে রুক্মকবচ নামক পুত্র প্রাপ্ত হইল। ঐ রুক্মকবচ শত সন্তানের মধ্যে একাকীই অবশিষ্ট ছিল। ৯

রুক্মকবচ যুদ্ধে কবচধারী শত শত ধনুর্দ্ধারী বীরগণকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নিহত করিয়া উত্তম শ্রীলাভ করিয়াছিল। ১০

রুক্মকবচ হইতে শত্রুবীরহন্তা পরাজিৎ নামক পুত্র হইল। পরাজিতের মহাবীর্য্যবান্ পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি, এই পাঁচজনের মধ্যে পালিত ও হরিকে পিতা বিদেহ-দেশ শাসন করিতে দিলেন। রুক্মেষু পৃথুরুক্মের আশ্রয় লইয়া রাজা হইয়া গেল। তাহারা দুজনে জ্যামঘকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। তখন জ্যামঘ আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। ১১-১৩

সে বনবাসী হইয়া শান্তভাবে থাকিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বলবান্ করিলেন। সে পতাকাবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া অন্য দেশ জয় করিল। ১৪

* যেরূপ ক্রোষ্টুর বংশে শ্রীকৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেইরূপ ক্রোষ্টুর বংশে সত্যভামাদিও উৎপন্ন হন, ক্ষত্রিয়গণের এক কুলে জন্ম হইলেও সাত পুরুষ অতীত হইয়া যাইলে পর পুরোহিতের গোত্রে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষত্রিয়েরও গোত্র পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই অধ্যায়ে ক্রোষ্টুর বংশের সেই শাখার বর্ণন করা হইবে, যাহাতে মহালক্ষ্মীর অবতার ঈশ্বরীশক্তি শ্রীরুক্মিণীদেবী উৎপন্ন হইয়াছেন।

নর্মদাকূলমেকাকী নগরীং মৃত্তিকাবতীম্ ।
ঋক্ষবন্তং গিরিং জিত্বা শুক্তিমত্যামুবাস সঃ ॥ ১৫
জ্যামঘস্যাভবদ্ ভার্য্যা শৈব্যা বলবতী সতী ।
অপুত্রোঽপি চ রাজা স নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত ॥ ১৬
তস্যাসীদ্ বিজয়ো যুদ্ধে তত্র কন্যামবাপ সঃ ।
ভার্য্যামুবাচ সন্ত্রস্তঃ স্নুষেতি স নরেশ্বরঃ ॥ ১৭
এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীদ্ দেবী কস্য চেয়ং স্নুষেতি বৈ ।
অব্রবীৎ তদুপশ্রুত্বা জ্যামঘো রাজসত্তমঃ ॥ ১৮
যস্তে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্য ভার্য্যোপদানবী ।
উগ্রেণ তপসা তস্যাঃ কন্যায়াঃ সা ব্যজায়ত ॥
পুত্রং বিদর্ভং সুভগা শৈব্যা পরিণতা সতী ॥ ১৯
রাজপুত্র্যাং তু বিদ্বাংসৌ স্নুষায়াং ক্রথ-কৌশিকৌ ।
পশ্চাদ্ বিদর্ভোঽজনয়চ্ছূরৌ রণবিশারদৌ ॥ ২০
লোমপাদং তৃতীয়ং তু পুত্রং পরমধার্ম্মিকম্ ।
লোমপাদাত্মজো বভ্রুরাহৃতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২১
আহৃতেঃ কৌশিকশ্চৈব বিদ্বান পরমধার্ম্মিকঃ ।
চেদিঃ পুত্রঃ কৌশিকস্য তস্মাচ্চৈদ্যা নৃপাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২২
ভীমো বিদর্ভস্য সুতঃ কুন্তিস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ।
কুন্তের্ধৃষ্টসুতো জজ্ঞে রণধৃষ্টঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩
আবন্তশ্চ দশার্হশ্চ বলী বিষহরশ্চ যঃ ।
দশার্হস্য সুতো ব্যোমা ব্যোম্নো জীমূত উচ্যতে ॥ ২৪
জীমূতপুত্রো বৃহতিস্তস্য ভীমরথঃ সুতঃ ।
অথ ভীমরথস্যাসীৎ পুত্রো নবরথস্তথা ॥ ২৫
তস্য চাসীদ্ দশরথঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ ।
তস্মাৎ করম্ভঃ কারম্ভির্দেবরাতোঽভবন্নৃপঃ ॥ ২৬
দেবক্ষত্রোঽভবৎ তস্য দৈবক্ষত্রির্মহাযশাঃ ।
দেবগর্ভসমো জজ্ঞে দেবক্ষত্রস্য নন্দনঃ ॥ ২৭
মধূনাং বংশকৃদ্ রাজা মধুর্মধুরবাগপি ।
মধোর্জজ্ঞেঽথ বৈদর্ভ্যাং পুত্রো মরুবসাস্তথা ॥ ২৮
আসীন্মরুবসঃ পুত্রঃ পুরুদ্বান্ পুরুষোত্তমঃ ।
মধুর্জজ্ঞেঽথ বৈদর্ভ্যাং ভদ্রবত্যাং কুরূদ্বহঃ ॥ ২৯
ঐক্ষ্বাকী চাভবদ্ ভার্য্যা সত্বাংস্তস্যামজায়ত ।
সত্বান্ সর্ব্বগুণোপেতঃ সাত্বতাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥ ৩০

---

সে একাকী নর্মদাতীরে মৃত্তিকাবতী নগরী ও ঋক্ষবান্ পর্বত জয় করিয়া শুক্তিমতী পুরীতে বাস করিতে লাগিল। ১৫

জ্যামঘের ভার্য্যা শৈব্যা অতিশয় বলবতী ও সতী ছিল। এইজন্য রাজা জ্যামঘ পুত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করে নাই। ১৬

সে কোনও একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া একটি কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ নরেশ্বর জ্যামঘ সন্ত্রস্ত হইয়া নিজ পত্নীর নিকট পুত্রবধূ বলিয়া ঐ কন্যার পরিচয় দিল। ১৭

এই কথা শুনিয়া তাহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিল—এই কন্যা কাহার পুত্রবধূ? তখন রাজশ্রেষ্ঠ জ্যামঘ প্রতিশ্রুতি পূর্বক বলিল। ১৮

তোমার যে পুত্র হইবে, এই উপদানবী কন্যা তাহার ভার্য্যা হইবে। ঐ কন্যার উগ্র তপস্যার ফলে পরিণত বয়সে সৌভাগ্যবতী শৈব্যা বিদর্ভ নামক পুত্রকে জন্ম দিয়াছিল। ১৯

অনন্তর বিদর্ভ ঐ কন্যাতে ( জ্যামঘের পুত্রবধূ উপদানবীতে ) বীর যুদ্ধবিশারদ বিদ্বান্ ক্রথ ও কৌশিক নামক দুই পুত্র উৎপন্ন করিল। ২০

পরে লোমপাদ নামক তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিল। লোমপাদ পরম ধার্মিক ছিল। লোমপাদের পুত্র বভ্রু। তাহার পুত্র আহৃতি। ২১

আহৃতির পুত্র কৌশিক। কৌশিক বিদ্বান্ ও পরম ধার্মিক ছিল। কৌশিকের পুত্র চেদি। তাহার বংশজাত নৃপগণ চৈদ্য নামে বিখ্যাত। ২২

বিদর্ভের চতুর্থ পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কুন্তি। কুন্তির পুত্র ধৃষ্টসুত। ধৃষ্টসুত যুদ্ধে অচল ও প্রতাপশালী ছিল। ধৃষ্টের তিনজন বীর ও পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম আবন্ত, দশার্হ ও বলবান্ বিষহর। দশার্হের পুত্র ব্যোম। ব্যোমের পুত্র জীমূত। জীমূতের পুত্র বৃহতি। তাহার পুত্র ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র নবরথ। ২৩-২৫

নবরথের পুত্র দশরথ। তাহার পুত্র শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভ। করম্ভের পুত্র রাজা দেবরাত। ২৬

দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের পুত্র দেবপুত্রতুল্য মহাযশস্বী দেবক্ষত্রি। তাহার নাম ছিল মধু। সে মধুর বাক্য বলিত ও মধুর বংশের প্রবর্তক ছিল। বৈদর্ভীর গর্ভে মধুর মরুবস নামক পুত্র হইয়াছিল। ২৭-২৮

মরুবসের পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুদ্বান্। বিদর্ভকুমারী ভদ্রবতীর গর্ভে তাহার মধু নামক একটি পুত্র হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় যে ভার্য্যা ছিল, তাহার গর্ভে সত্বান্ নামক পুত্র হইয়াছিল। ঐ সত্বান্ সকলগুণবিশিষ্ট ও সাত্বতগণের কীর্তিবৃদ্ধিকারী ছিল। ২৯-৩০

ইমাং বিসৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্য মহাত্মনঃ ।
যুজ্যেত পরয়া কীর্ত্ত্যা প্রজাবাংশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ৩১

ইতি মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

মনুষ্য মহাত্মা জ্যামঘের এই বংশপরম্পরা জানিয়া পরমকীর্তি প্রাপ্ত হয় ও পুত্রবান্ হয় ॥ ৩১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ষট্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বভ্রুবংশবর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সত্বতাৎ সত্বসম্পন্নান্ কৌশল্যা সুষুবে সুতান্ ।
ভজিনং ভজমানঞ্চ দিব্যং দেবাবৃধং নৃপম্ ॥ ১
অন্ধকঞ্চ মহাবাহুং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্ ।
তেষাং বিসর্গাশ্চত্বারো বিস্তরেণেহ তান্ শৃণু ॥ ২
ভজমানস্য সৃঞ্জয্যৌ বাহ্যকাথোপবাহ্যকা ।
আস্তাং ভার্য্যে তয়োস্তস্মাজ্জজ্ঞিরে বহবঃ সুতাঃ ॥ ৩
কৃমিশ্চ ক্রমণশ্চৈব ধৃষ্টঃ শূরঃ পুরঞ্জয়ঃ ।
এতে বাহ্যক সৃঞ্জয্যাং ভজমানাদ্ বিজজ্ঞিরে ॥ ৪
অযুতাজিৎ সহস্রাজিচ্ছতাজিচ্চাথ দাশকঃ
উপবাহ্যকসৃঞ্জয্যাং ভজমানাদ্ বিজজ্ঞিরে ॥ ৫
যজ্বা দেবাবৃধো রাজা চচার বিপুলং তপঃ ।
পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতো মম স্যাদিতি নিশ্চিতঃ ॥ ৬
সংযুজ্যাত্মানমেবং তু পর্ণাশায়া জলং স্পৃশন্ ।
সদোপস্পৃশতস্তস্য চকার প্রিয়মাপগা ॥ ৭
চিন্তয়াভিপরীতা সা জগামৈকাভিনিশ্চয়ম্ ।
কল্যাণত্বান্নরপতেস্তস্য সা নিম্নগোত্তমা ॥ ৮
নাধ্যগচ্ছত তাং নারীং যস্যামেবংবিধঃ সুতঃ ।
জায়েত তস্মাৎ স্বয়ং হন্ত ভবাম্যস্য সহব্রতা ॥ ৯
অথ ভূত্বা কুমারী সা বিভ্রতী পরমং বপুঃ ।
বরয়ামাস নৃপতিং তামিয়েষ চ স প্রভুঃ ॥ ১০
তস্যামাধত্ত গর্ভঞ্চ তেজস্বিনমুদারধীঃ ।
অথ সা দশমে মাসি সুষুবে সরিতাং বরা ॥ ১১
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং বভ্রুং দেবাবৃধান্নৃপাৎ ।
অত্র বংশে পুরাণজ্ঞা গায়ন্তীতি পরিশ্রুতম্ ॥ ১২
গুণান্ দেবাবৃধস্যাথ কীর্ত্তয়ন্তো মহাত্মনঃ ।
যথৈবাগ্রে সমা দূরাৎ পশ্যাম চ তথান্তিকে ॥ ১৩

### সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

[ বভ্রুর বংশবর্ণন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্বান্ বা সত্বত হইতে কৌশল্যা ভজিন, ভজমান, দিব্যনৃপ দেবাবৃধ, মহাবাহু অন্ধক ও যদুনন্দন বৃষ্ণিকে প্রসব করিয়াছিল। তাহাদের চারিটি বংশ বিস্তৃতভাবে শ্রবণ কর। ১-২

ভজমানের বাহ্যকা ও উপবাহ্যকা নামে দুই ভার্য্যা ছিল। তাহারা সৃঞ্জয়ের কন্যা। ভজমানের ঐ পত্নীর গর্ভে বহু পুত্র হইয়াছিল। ৩

কৃমি, ক্রমণ, ধৃষ্ট, শূর, পুরঞ্জয় নামক পুত্রগণ সৃঞ্জয়কন্যা বাহ্যকার গর্ভে ভজমানের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪

অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতাজিৎ ও দাশক নামক পুত্রগণ সৃঞ্জয়-কন্যা উপবাহ্যকার গর্ভে ভজমানের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫

যাগকারী রাজা দেবাবৃধ 'আমার সর্বগুণভূষিত পুত্র হউক' এই কামনায় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৬

পূর্বোক্ত প্রকারে দৃঢ়নিশ্চয় রাজা পর্ণাশা নদীর জল স্পর্শ করিয়া সর্বদা তপস্যারত ছিলেন। এইজন্য ঐ নদী তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে চাহিলেন ॥ ৭

পর্ণাশানদী চিন্তা স্থির হইয়া নিশ্চয় করিলেন যে, এই রাজার এমন কোনও পত্নী নাই, যাহার গর্ভে সর্বগুণবান্ পুত্র হইতে পারে। অথচ নরপতির কল্যাণ করা কর্তব্য। অতএব আমিই রাজার সহচারিণী হইয়া যাই ॥ ৮-৯

অনন্তর নদীশ্রেষ্ঠা পর্ণাশা কুমারী হইয়া সুন্দর শরীর ধারণ পূর্বক রাজাকে বরণ করিতে চাহিলেন। রাজাও তাঁহাকে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১০

উদারবুদ্ধি রাজা ঐ পত্নীতে মহাতেজস্বী গর্ভ আধান করিলেন। নদীশ্রেষ্ঠা পর্ণাশা দেবাবৃধ রাজার ঔরসে জাত সর্বগুণবান্ বভ্রু নামক পুত্রকে দশ মাসে প্রসব করিলেন। এই বংশের কথা পুরাণবিদ্‌গণ গান করিয়া থাকেন শুনিয়াছি। মহাত্মা দেবাবৃধের গুণকীর্তন করিতে গিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—দেবাবৃধকে দূর হইতে যেমন দেখিয়াছিলাম, নিকট হইতেও তেমনই দেখিতেছি।

বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
ষষ্টিশ্চ ষট্ চ পুরুষাঃ সহস্রাণি চ সপ্ত চ ॥ ১৪

এতেঽমৃতত্বং সম্প্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি।
যজ্বা দানপতির্বিদ্বান্ ব্রহ্মণ্যঃ সুদৃঢ়ায়ুধঃ ॥ ১৫

কীর্তিমাংশ্চ মহাতেজাঃ সাত্বতানাং মহারথঃ।
তস্যান্ববায়ঃ সুমহান্ ভোজা যে মার্তিকাবতাঃ ॥ ১৬

অন্ধকাৎ কাশ্যদুহিতা চতুরোঽলভতাত্মজান্।
কুকুরং ভজমানঞ্চ শমিং কম্বলবর্হিষম্ ॥ ১৭

কুকুরস্য সুতো ধৃষ্ণুর্ধৃষ্ণোস্তু তনয়স্তথা।
কপোতরোমা তস্যাথ তৈত্তিরিস্তনয়োঽভবৎ ॥ ১৮

জজ্ঞে পুনর্বসুস্তস্মাদভিজিৎ তু পুনর্বসোঃ।
তস্য বৈ পুত্রমিথুনং বভূবাভিজিতঃ কিল ॥ ১৯

আহুকশ্চাহুকী চৈব খ্যাতৌ খ্যাতিমতাং বরৌ
ইমাং চোদাহরন্ত্যত্র গাথাং প্রতি তমাহুকম্ ॥ ২০

শ্বেতেন পরিবারেণ কিশোরপ্রতিমো মহান্।
অশীতিচর্মণা যুক্তঃ স নৃপঃ প্রথমং ব্রজেৎ ॥ ২১

নাপুত্রবান্ নাশতদো নাসহস্র-শতায়ুষঃ
নাশুদ্ধকর্মা নাযজ্বা যো ভোজমভিতো ব্রজেৎ ॥ ২২

পূর্বস্যাং দিশি নাগানাং ভোজস্যেত্যনুমোদনম্।
সোপাসঙ্গানুকর্ষাণাং ধ্বজিনাং সবরূথিনাম্ ॥ ২৩

রথানাং মেঘঘোষাণাং সহস্রাণি দশৈব তু।
রূপ্য-কাঞ্চনকক্ষাণাং সহস্রাণি দশাপি চ ॥ ২৪

তাবন্ত্যেব সহস্রাণি উত্তরস্যাং তথা দিশি।
আ ভূমিপালান্ ভোজাঃ স্বাঙ্গুপতিষ্ঠন্
কিঙ্কিণীকিণঃ ॥ ২৫

আহুকীং চাপ্যবন্তিভ্যঃ স্বসারং দদুরন্ধকাঃ।
আহুকস্য তু কাশ্যায়াং দ্বৌ পুত্রৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ২৬

দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবপুত্রসমাবুভৌ।
দেবকস্যাভবন্ পুত্রাশ্চত্বারস্ত্রিদশোপমাঃ ॥ ২৭

দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতঃ।
কুমার্য্যঃ সপ্ত চাপ্যাসন্ বসুদেবায় তা দদৌ ॥২৮

দেবকী শান্তিদেবা চ সুদেবা দেবরক্ষিতা
বৃকদেব্যুপদেবী চ সুনামী চৈব সপ্তমী ॥২৯

অর্থাৎ যোগী দেবাবৃধ দূরে ও নিকটে একই সময়ে অবস্থান করিয়া দেখা দিতে পারেন। ১১-১৩

বভ্রু মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবাবৃধ দেবতুল্য। বভ্রু ও দেবাবৃধ দাতাদাতার ছেষট্টি পুরুষ সহিত অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা বভ্রু দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্, যাগকারী ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাঁহার অস্ত্রসমূহ অতীব দৃঢ় ছিল। কীর্তিমান্ মহাতেজস্বী বভ্রু সাত্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বংশ অতি বিশাল। মার্তিকাবত ভোজগণ তাঁহারই বংশধর। ১৪-১৬

কাশিরাজের (দুহিতার) কন্যা অন্ধকের ঔরসে চারিটি পুত্রলাভ করিয়াছিল। তাহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শমি ও কম্বলবর্হি। ১৭

কুকুরের পুত্র ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র কপোতরোমা, তাহার পুত্র তৈত্তিরি। ১৮

তাহা হইতে পুনর্বসু, পুনর্বসুর পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯

খ্যাতিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ পুত্র ও কন্যা আহুক ও আহুকী নামে বিখ্যাত। ঐ আহুকের সম্বন্ধে এইরূপ গাথা (প্রবাদবাক্য) উদাহৃত হইয়া থাকে। ২০

তরুণ অশ্বের মত উৎসাহবান্ রাজা আহুক যখন বিস্তৃত পরিবারসহিত গমন করিতেন, তখন আশি জন মনুষ্য তাঁহার সিংহাসন বহন করিত। ২১

ঐ রাজার চারিপার্শ্বে এমন লোক যাইতে পারিত না, যে পুত্রহীন, শতসংখ্যক দক্ষিণাদানশূন্য, সহস্রবর্ষ আয়ুহীন, অশুদ্ধ কর্মকারী ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানহীন। ২২

রাজা আহুকের (ভোজের) অভিনন্দনের জন্য পূর্বদিকে রজত ও সুবর্ণ নির্মিত শিকল দ্বারা বদ্ধ দশ হাজার হস্তী ও পতাকাবিশিষ্ট রথরাজ-সমন্বিত মেঘতুল্য শব্দায়মান দশ হাজার রথ উপস্থিত থাকিত। ২৩-২৪

উক্ত সংখ্যক রথ ও হস্তী উত্তরদিকে ও অন্যদিকে থাকিত। ভোজবংশীয় সকল ভূমিপালই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি সকলকে স্বর্ণের ঘণ্টী ও ঘুঙ্গুরযুক্ত কিঙ্কিণী উপহার দিতেন। ২৫

অন্ধকবংশীয়গণ আহুকের ভগিনী আহুকীকে অবন্তিরাজ-বংশে বিবাহ দিয়াছিল। আহুকের কাশিরাজকন্যার গর্ভে দুইটি পুত্র হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই দেবপুত্রতুল্য। তাহাদের নাম দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের পুত্র দেবতুল্য দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত। দেবকের সাতটি কন্যা ছিল। দেবকী, শান্তিদেবা, সুদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনামী এই সাতটি কন্যাকে রাজা বসুদেবের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। ২৬-২৯

নবোগ্রসেনস্য সুতাস্তেষাং কংসস্তু পূর্ব্বজঃ
ন্যগ্রোধশ্চ সুনামা চ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সভূমিকাঃ
রাষ্ট্রপালোঽথ সুতনুরনাধৃষ্টিশ্চ পুষ্টিমান্।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাসন্ কংসা কংসবতী তথা ॥ ৩১
সুতনূ রাষ্ট্রপালী চ কঙ্কা চৈব বরাঙ্গনা
উগ্রসেনঃ সহাপত্যো ব্যাখ্যাতঃ কুকুরোদ্ভবঃ ॥ ৩২
কুকুরাণামিমং বংশং ধারয়ন্নমিতৌজসাম্।
আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজাবানাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

উগ্রসেনের নয় জন পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে কংস জ্যেষ্ঠ। অপরাপরদের নাম ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, সভূমিপ, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাধৃষ্টি ও পুষ্টিমান্। ইঁহাদের পাঁচটি ভগিনী ছিল। তাহাদের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতনু রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা।

এইভাবে কুকুরবংশীয় উগ্রসেনের ও তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগের বর্ণন করিলাম। ৩০-৩২

অপরিমিত তেজস্বী কুকুরগণের বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য পুত্রবান্ হয় এবং বংশপরম্পরাসম্পন্ন হয়। ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ ভজমানস্য বংশবর্ণনম্, স্যমন্তকমণের্বৃত্তান্তকথনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভজমানস্য পুত্রোঽথ রথমুখ্যো বিদূরথঃ।
রাজাধিদেবঃ শূরস্তু বিদূরথসুতোঽভবৎ ॥ ১
রাজাধিদেবস্য সুতা জজ্ঞিরে বীর্য্যবত্তরাঃ।
দত্তাতিদত্তবলিনৌ শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ২
শমী চ দণ্ডশর্ম্মা চ দণ্ডশত্রুশ্চ শত্রুজিৎ।
শ্রবণা চ শ্রবিষ্ঠা চ স্বসারৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৩
শমীপুত্রঃ প্রতিক্ষত্রঃ প্রতিক্ষত্রস্য চাত্মজঃ।
স্বয়ংভোজঃ স্বয়ম্ভোজাদ্ধৃদীকঃ সম্বভূব হ ॥ ৪
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি সর্ব্বে ভীমপরাক্রমাঃ।
কৃতবর্ম্মাগ্রজস্তেষাং শতধন্বাথ মধ্যমঃ ॥ ৫
দেবর্ষের্ব্বচনাৎ তস্য ভিষক্ বৈতরণশ্চ যঃ।
সুদান্তশ্চ বিদান্তশ্চ কামদা কামদন্তিকা ॥ ৬
দেববাংশ্চাভবৎ পুত্রো বিদ্বান্ কম্বলবর্হিষঃ।
অসমৌজাস্তথা বীরো নাসমৌজাশ্চ তাবুভৌ ॥ ৭
অজাতপুত্রায় সুতান্ প্রদদাবসমৌজসে।
সুদংষ্ট্রঃ চারুরূপশ্চ কৃষ্ণনিত্যন্ধকাস্ত্রয়ঃ ॥ ৮
এতে চান্যে চ বহবো অন্ধকাঃ কথিতাস্তব।
অন্ধকানামিমং বংশং ধারয়েদ্ যস্তু নিত্যশঃ ॥ ৯

### অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[ ভজমানের বংশ বর্ণন ও স্যমন্তকমণির কথা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! (অন্ধকপুত্র) ভজমানের রথীদিগের মধ্যে মুখ্য বিদূরথ নামক পুত্র হইয়াছিল। বিদূরথের পুত্র বীরবর রাজাধিদেব। ১

রাজাধিদেবের বলবান্ দত্ত ও অতিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দণ্ডশর্ম্মা, দণ্ডশত্রু ও শত্রুজিৎ এই আট জন পুত্র ছিলেন। ইহারা সকলেই অতিশয় বলশালী ছিলেন। ইঁহাদের দুই জন ভগিনী ছিলেন, তাঁহাদের নাম হইল—শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা। রাজাধিদেবের এই দুই কন্যা ছিল)। ২-৩

শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ংভোজ ও স্বয়ংভোজ হইতে হৃদীক জন্ম গ্রহণ করেন। ৪

হৃদীকের সকল পুত্র ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কৃতবর্ম্মা সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হন এবং শতধন্বা মধ্যম পুত্র ছিলেন। ৫

দেবর্ষি চারণের বাক্যে শতধন্বার ভিষক্, বৈতরণ, সুদান্ত ও বিদান্ত নামক চার পুত্র উৎপন্ন হয় এবং কামদা ও কামদন্তিকা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ৬

(অন্ধকপুত্র) কম্বলবর্হিষের পুত্র বিদ্বান্ দেববান্ এবং বীর অসমৌজা ও নাসমৌজা নামক তাঁহার আরও দুই পুত্র ছিলেন। ৭

অন্ধকের (কুকুরাদি হইতে অতিরিক্ত) সুদংষ্ট্র, চারুরূপ ও কৃষ্ণ নামে আরও তিন পুত্র ছিল। অন্ধক এই তিন পুত্রকে পুত্রহীন অসমৌজাকে প্রদান করেন। ৮

এই সকল এবং আরও বহু অন্ধকবংশীয় রাজাদের কথা তোমার নিকট বলিয়াছি। যে মানুষ নিত্য অন্ধকগণের এই

আত্মনো বিপুলং বংশং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোষ্টুর্ভার্যে বভূবতুঃ ॥ ১০
গান্ধারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্ ।
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততো বৈ দেবমীঢুষম্ ॥ ১১
অনমিত্রমমিত্রাণাং জেতারমপরাজিতম্
অনমিত্রসুতো নিঘ্নো নিঘ্নতো দ্বৌ বভূবতুঃ ॥ ১২
প্রসেনশ্চাথ সত্রাজিচ্ছত্রুসেনাজিতাবুভৌ ।
প্রসেনো দ্বারবত্যাং তু নিবসন্ত্যাং মহামণিম্ ॥ ১৩
দিব্যং স্যমন্তকং নাম সমুদ্রাদুপলব্ধবান্ ।
তস্য সত্রাজিতঃ সূর্যঃ সখা প্রাণসমোঽভবৎ ॥ ১৪
স কদাচিন্নিশাপায়ে রথেন রথিনাং বরঃ
অভিকূলমুপস্প্রষ্টুমুপস্থাতুং যযৌ রবিম্ ॥ ১৫
তস্যোপতিষ্ঠতঃ সূর্যং বিবস্বানগ্রতঃ স্থিতঃ ।
অস্পষ্টমূর্তির্ভগবাংস্তেজোমণ্ডলবান্ প্রভুঃ ॥ ১৬
অথ রাজা বিবস্বন্তমুবাচ স্থিতমগ্রতঃ ।
যথৈবং ব্যোম্নি পশ্যামি সদা ত্বাং জ্যোতিষাম্পতে ॥ ১৭
তেজোমণ্ডলিনং দেবং তথৈব পুরতঃ স্থিতম্ ।
কো বিশেষোঽস্তি মে ত্বত্তঃ সখ্যেনোপাগতস্য বৈ ॥ ১৮
এতচ্ছ্রুত্বা তু ভগবান্ মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
স্বকণ্ঠাদবমুচ্যৈব একান্তে ন্যস্তবান্ বিভুঃ
ততো বিগ্রহবন্তং তং দদর্শ নৃপতিস্তদা
প্রীতিমানথ তং দৃষ্ট্বা মুহূর্তং কৃতবান্ কথাম্
তমপি প্রস্থিতং ভূয়ো বিবস্বন্তং স সত্রাজিৎ
লোকান্ভাসয়সেতান্ যেন ত্বং সততং প্রভো
তদেতন্মণিরত্নং মে ভগবন্ দাতুমর্হসি ॥ ২১
ততঃ স্যমন্তকমণিং দত্তবাংস্তস্য ভাস্করঃ
স তমাবধ্য নগরীং প্রবিবেশ মহীপতিঃ
তং জনাঃ পর্যধাবন্ত সূর্যোঽয়ং গচ্ছতীতি চ
পুরীং বিস্ময়য়িত্বা চ রাজা ত্বন্তঃপুরং যযৌ ॥ ২৩

বংশের বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহার নিজের বংশ অতিশয় বিস্তৃত হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯½

যদুপুত্র ক্রোষ্টার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্যা ছিলেন। গান্ধারীর পুত্র মহাবল অনমিত্র এবং মাদ্রীর দুই পুত্র যুধাজিৎ ও দেবমীঢুষ। ১০-১১

অপরাজিত অনমিত্র শত্রুগণের পরাজয়কারী ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন এবং নিঘ্নের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের নাম প্রসেন ও সত্রাজিৎ। ইঁহারা উভয়ে শত্রু সৈন্যজয়ী ছিলেন। ১২½

দ্বারকাপুরীতে বাস করিবার সময় প্রসেন স্যমন্তকনামক দিব্য মণি সমুদ্রের তীরে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রসেনের ভ্রাতা সত্রাজিতের প্রাণসম প্রিয় সখা ছিলেন সূর্যদেব। ১৩-১৪

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্রাজিৎ এক সময় রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর স্নান ও সূর্যোপস্থান করিবার জন্য সমুদ্রের তীরে গমন করেন। ১৫

তিনি সূর্যোপস্থান করিতেছেন, এমন সময় সূর্যদেব তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সূর্যদেব স্বীয় তেজস্বী মণ্ডলের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার রূপ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। সেই সময় রাজা সত্রাজিৎ নিজের সম্মুখে অবস্থিত সূর্যদেবকে বলিলেন। ১৬½

জ্যোতিষ্কগণের পালক সূর্যদেব! আমি আপনাকে নিত্য যেরূপ আকাশে দর্শন করি, সেইরূপই আমি তেজোমণ্ডলবর্তী আপনাকে আমার সম্মুখে অবস্থিত দেখিতেছি; কিন্তু আপনি যে মিত্রতাবশতঃ আজ আমার সম্মুখে আসিলেন, ইহাতে কি বিশেষ আছে? ১৭-১৮

এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ সূর্য স্বীয় কণ্ঠ হইতে মণিরত্ন স্যমন্তককে উন্মুক্ত করিয়া একান্তে পৃথক্‌ভাবে রাখিয়া দিলেন। ১৯

তখন নৃপতি সত্রাজিৎ বিগ্রহধারী সূর্যদেবকে দর্শন করিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া মুহূর্তকাল তাঁহার সহিত বার্তালাপ করিলেন। ২০

তারপর সূর্যদেব যখন গমন করিতে লাগিলেন, তখন সত্রাজিৎ তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি যাহার দ্বারা সর্বদা এই ত্রিলোককে প্রকাশিত করিতেছেন, সেই স্যমন্তক মণি আপনি আমাকে প্রদান করুন। ২১

তখন প্রভাকর সূর্যদেব সেই স্যমন্তক মণি তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রাজা সত্রাজিৎ তাঁহাকে বাঁধিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ২২

তখন সকল মানুষ 'এই সূর্যদেব যাইতেছেন' ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। এইভাবে সেই নগরীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতে করিতে রাজা সত্রাজিৎ নিজের অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ২৩

তং প্রসেনজিতং দিব্যং মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
দদৌ ভ্রাত্রে নরপতিঃ প্রেম্ণা সত্রাজিদুত্তমম্ ॥ ২৪
স মণিঃ স্যন্দতে রুক্মং বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনে ।
কালবর্ষী চ পর্জন্যো ন চ ব্যাধিভয়ং হ্যভূৎ ॥২৫
লিপ্সাং চক্রে প্রসেনাত্তু মণিরত্নে স্যমন্তকে ।
গোবিন্দো ন চ তং লেভে শক্তোঽপি ন জহার সঃ ॥ ২৬
কদাচিন্মৃগয়াং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষিতঃ ।
স্যমন্তককৃতে সিংহাদ্ বধং প্রাপ বনেচরাৎ ॥ ২৭
অথ সিংহং প্রধাবন্তমৃক্ষরাজো মহাবলঃ ।
নিহত্য মণিরত্নং তমাদায় বিলমাবিশৎ ॥ ২৮
ততো বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কৃষ্ণং প্রসেনবধকারণাৎ ।
প্রার্থনাং তাং মণের্বুদ্ধ্বা সর্ব এব শশঙ্কিরে ॥ ২৯
স শঙ্ক্যমানো ধর্মাত্মা নকারী তস্য কর্মণঃ ।
আহরিষ্যে মণিমিতি প্রতিজ্ঞায় বনং যযৌ ॥ ৩০
যত্র প্রসেনো মৃগয়ামাচরৎ তত্র চাপ্যথ
প্রসেনস্য পদং গৃহ্য পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ৩১
ঋক্ষবন্তং গিরিবরং বিন্ধ্যঞ্চ গিরিমুত্তমম্ ।
অন্বেষয়ন্ পরিশ্রান্তঃ স দদর্শ মহামনাঃ ॥ ৩২
সাশ্বং হতং প্রসেনং বৈ নাবিন্দচ্চৈব তং মণিম্ ।
অথ সিংহঃ প্রসেনস্য শরীরস্যাবিদূরতঃ ॥ ৩৩
ঋক্ষেণ নিহতো দৃষ্টঃ পাদৈর্ঋক্ষস্য সূচিতঃ ।
পাদৈরন্বেষয়ামাস গুহামৃক্ষস্য মাধবঃ ॥ ৩৪
মহত্যৃক্ষবিলে বাণীং শুশ্রাব প্রমদেরিতাম্ ।
ধাত্র্যা কুমারমাদায় সুতং জাম্ববতো নৃপ ॥
ক্রীড়াপয়ন্ত্যা মণিনা মা রোদীরিত্যথেরিতাম্ ॥ ৩৫

ধাত্র্যুবাচ ।

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ৩৬

---

তদনন্তর রাজা সত্রাজিৎ মণিরত্ন সেই দিব্য স্যমন্তক মণি
:প্রেমবশতঃ নিজের ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে প্রদান করিলেন । ২৪

এই মণি যে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় গণের গৃহে রক্ষিত ছিল,
সেই স্থানে ঐ মণি সুবর্ণ বর্ষণ করিতে লাগিল । সেই দেশে
মেঘ যথাসময়ে জল বর্ষণ করিত এবং সেখানে কোন ব্যাধিভয়
ছিল না । ২৫

শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনজিতের নিকট হইতে সেই দিব্য মণিরত্ন
স্যমন্তককে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি
শ্রীকৃষ্ণকে ঐ মণি প্রদান করেন নাই । যদিও শ্রীকৃষ্ণ উহা
গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি বলপূর্বক উহা
গ্রহণ করেন নাই । ২৬

প্রসেন এক সময় সেই মণিতে বিভূষিত হইয়া মৃগয়া করিবার
জন্য বনে গমন করেন এবং সেই মণির জন্যই বনে বিচরণকারী
এক সিংহের দ্বারা নিহত হন । ২৭

তদনন্তর মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সেই ধাবমান সিংহকে
বধ করেন এবং সেই মণিরত্নকে লইয়া নিজের বিলে ( গুহায় )
প্রবিষ্ট হন । ২৮

সেই সময় প্রসেন নিহত হইলে পর সকল বৃষ্ণি ও অন্ধক-
বংশীয়গণ ইহাই বুঝিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকট এই মণি
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অতএব তিনিই এই প্রসেনকে বধ
করিয়াছেন । ২৯

যদিও তিনি এই কার্য্য করেন নাই, তথাপি ধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি সকলেরই এরূপ শঙ্কা হইয়াছিল । সেইজন্য 'আমি সেই
মণি লইয়া আসিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি বনে গমন
করিলেন । ৩০

তিনি বিশ্বাসী মনুষ্যগণের দ্বারা যেখানে প্রসেন মৃগয়া
করিতেছিলেন, সেখানে তাঁহার পদচিহ্ন সংগ্রহ করিলেন । ৩১

সেই পদচিহ্ন অবলম্বনে অন্বেষণ করিতে করিতে
যখন মহামনা শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি
ঋক্ষবান্ ও বিন্ধ্যনামক শ্রেষ্ঠ দুইটি পর্বতকে দেখিতে
পাইলেন । ৩২

শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রসেনকে ও তাহার অশ্বকে নিহত অবস্থায়
দেখিলেন । কিন্তু সেই ঈপ্সিত স্যমন্তক মণি তিনি পাইলেন না ।
তদনন্তর প্রসেনের মৃতদেহের কিছু দূরে ঋক্ষের (ভল্লুকের) দ্বারা
নিহত একটি সিংহকে তিনি পতিত দেখিলেন । বিনাশকারীর
পদচিহ্নের দ্বারা জানিতে পারিলেন, উহা ঋক্ষ ছিল । তারপর
মাধব ঋক্ষের পদ-চিহ্নের দ্বারা ঋক্ষের গুহা অন্বেষণ করিতে
লাগিলেন । ৩৩-৩৪

রাজন্ ! সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ( ঋক্ষের বিলের পার্শ্বে উপস্থিত
হইয়া ) এক স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন । তিনি এরূপ বুঝিলেন
যে, এক ধাত্রী জাম্ববানের বালক পুত্রকে লইয়া মণির দ্বারা খেলা
করাইতে করাইতে তাহাকে বলিতেছিল—তুমি রোদন
করিও না । ৩৫

ধাত্রী বলিল,—শিশুপুত্র ! সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে
এবং সিংহ জাম্ববানের দ্বারা নিহত হইয়াছে ; এখন তুমি আর
রোদন করিও না, এই স্যমন্তক মণি এখন তোমার-ই । ৩৬

সুবাক্কীকৃতশব্দস্তু কৃষ্ণঃ বিলমথাবিশৎ ।
প্রবিশ্য চাপি ভগবাংস্তমৃক্ষবিলমঞ্জসা ॥ ৩৭
স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারি যদূন্ যোগবলিনা সহ ।
শার্ঙ্গধন্বা বিলস্থং তু জাম্ববন্তং দদর্শ হ ॥ ৩৮
যুযুধে বাসুদেবস্তু বিলে জাম্ববতা সহ
বাহুভ্যামেব গোবিন্দো দিবসানেকবিংশতিম্ ॥ ৩৯
প্রবিষ্টে তু বিলং কৃষ্ণে বলদেবপুরঃসরাঃ
পুরীং দ্বারবতীমেত্য হতং কৃষ্ণং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪০
বাসুদেবস্তু নির্জিত্য জাম্ববন্তং মহাবলম্
লেভে জাম্ববতীং কন্যামৃক্ষরাজস্য সম্মতাম্ ॥
মণিং স্যমন্তকঞ্চৈব জগ্রাহাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ৪১
অনুনীয়র্ক্ষরাজানং নির্যযৌ চ তদা বিলাৎ ।
দ্বারকামগমৎ কৃষ্ণঃ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥ ৪২
এবং স মণিনা তেন বিশোধ্যাত্মানমচ্যুতঃ
দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ সর্বসাত্বতসংসদি ॥ ৪৩
এবং মিথ্যাভিশস্তেন কৃষ্ণেনামিত্রঘাতিনা ।
আত্মা বিশোধিতঃ পাপাদ্ বিনির্জিত্য স্যমন্তকম্ ॥ ৪৪
সত্রাজিতো দশ ত্বাসন্ ভার্যাস্তাসাং শতং সুতাঃ ।
খ্যাতিমন্তস্ত্রয়স্তেষাং ভঙ্গকারস্তু পূর্বজঃ ॥ ৪৫
বীরো বাতপতিশ্চৈব উপস্বাবাংশ্চ তে ত্রয়ঃ ।
কুমার্যশ্চাপি তিস্রো বৈ দিক্ষু খ্যাতা নরাধিপ ॥ ৪৬
সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং ব্রতিনী চ দৃঢ়ব্রতা
তথা প্রস্বাপিনী চৈব ভার্যাং কৃষ্ণায় তাং দদৌ ॥ ৪৭
সভাক্ষো ভঙ্গকারস্য নারেয়শ্চ নরোত্তমৌ ।
জজ্ঞাতে গুণসম্পন্নৌ বিশ্রুতৌ রূপসম্পদা ॥ ৪৮
মাদ্রীপুত্রস্য জজ্ঞেঽথ পৃশ্নিঃ পুত্রো যুধাজিতঃ ।
জজ্ঞাতে তনয়ৌ পৃশ্নেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকস্তথা ॥ ৪৯
শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্যামবিন্দত ।
গান্দিনীং নাম তস্যাশ্চ সদা গাঃ প্রদদৌ পিতা ॥ ৫০
তস্যাং জজ্ঞে মহাবাহুঃ শ্রুতবানিতি বিশ্রুতঃ ।
অক্রূরোঽথ মহাভাগো যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ৫১

---

যখন বাস্তবির কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে ও যাদবগণকে গুহার দ্বারে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া(স্বয়ং) যোগী হইয়া সত্বর সেই গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। এইভাবে ভগবান্ শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণ গুহায় প্রবেশ করিয়া বিলে স্থিত জাম্ববানকে দেখিতে পাইলেন। ৩৭-৩৮

বসুদেবনন্দন গোবিন্দ জাম্ববানের সহিত নিজ বাহুর দ্বারাই একুশ দিন ধরিয়া বিলমধ্যে যুদ্ধ করিলেন। ৩৯

শ্রীকৃষ্ণ বিলে প্রবেশ করিবার পর বহু দিন যাইলেও না ফিরিয়া আসায় বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ দ্বারকা নগরীতে যাইয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইয়াছে। ৪০

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ মহাবল জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া ঋক্ষরাজের প্রিয়া কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করিলেন এবং নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য স্যমন্তক মণিকেও গ্রহণ করিলেন। ৪১

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বিল হইতে নির্গত হইলেন এবং অতিশয় শোভাবিত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। ৪২

ভগবান্ অচ্যুত এইভাবে মণি আনয়ন করিয়া সমস্ত সাত্বতগণের সভায় নিজের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়া সেই মণি সত্রাজিৎকে প্রদান করিলেন। ৪৩

শত্রুনাশক শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে মিথ্যা দোষে দোষী হওয়ায় স্যমন্তক মণি জয় করিয়া আনিয়া নিজেকে নিজে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন। ৪৪

সত্রাজিতের দশ ভার্যা ছিলেন এবং তাঁহাদের শত পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রগণের মধ্যে তিন জন প্রসিদ্ধ ছিল, যাহাদের সর্বপ্রথম ছিল ভঙ্গকার। দ্বিতীয় বীর বাতপতি এবং তৃতীয় উপস্বাবান্। ৪৫

রাজন্! এইরূপ স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা সত্যভামা, দৃঢ়ব্রতধারিণী ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনী—সকল দিকে প্রসিদ্ধা এই তিন কন্যা তাঁহার ছিল। ইহাদের মধ্যে সত্যভামার বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত দিয়াছিলেন। ৪৬-৪৭

ভঙ্গকারের সভাক্ষ ও নারেয় এই দুই নরোত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা উভয়েই নিজ নিজ রূপ ও গুণসমূহের জন্য জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৪৮

(এখন ক্রোষ্টার কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীর পুত্র যুধাজিতের বংশ বর্ণিত হইতেছে···) মাদ্রীপুত্র যুধাজিতের পুত্র পৃশ্নি এবং পৃশ্নির শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ৪৯

শ্বফল্কের বিবাহ কাশিরাজের কন্যা গান্দিনীর সহিত হইয়াছিল; এই গান্দিনীর পিতা প্রতিদিন নিজের এই কন্যাকে দিয়াই গোদান করাইতেন। ৫০

এই গান্দিনী হইতে মহাভাগ্যবান্ অক্রূর উৎপন্ন হন। এই মহাবাহু অক্রূর 'শ্রুতবান্'—দাতারূপী বলিয়া প্রসিদ্ধ

উপাসঙ্গস্তথা মদ্গুর্মৃদুরশ্চারিমেজয়ঃ।
অবিক্ষিপস্তথোপেক্ষঃ শত্রুঘ্নশ্চারিমর্দনঃ ॥ ৫১
ধর্মধৃগ্‌ যতিধর্মা চ গৃধ্রো ভোজোঽন্ধকস্তথা
আবাহপ্রতিবাহৌ চ সুন্দরী চ বরাঙ্গনা ॥ ৫৩
বিশ্রুতা সাম্বমহিষী কন্যা চাস্য বসুন্ধরা।
রূপযৌবনসম্পন্না সর্বসত্ত্বমনোহরা ॥ ৫৪
অক্রূরেণোগ্রসেন্যাং তু সুতৌ দ্বৌ কুরুনন্দন।
প্রসেনশ্চোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্চসৌ ॥ ৫৫

চিত্রকস্যাভবন্ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ।
অশ্বগ্রীবোঽশ্ববাহশ্চ সুপার্শ্বক-গবেষণৌ ॥ ৫৬
অরিষ্টনেমিরশ্বশ্চ সুধর্মা ধর্মভৃৎ তথা।
সুবাহুর্বহুবাহুশ্চ শ্রবিষ্ঠা-শ্রবণে স্ত্রিয়ৌ ॥ ৫৭
ইমাং মিথ্যাভিশস্তিং যঃ কৃষ্ণস্য সমুদাহৃতাম্‌
বেদ মিথ্যাভিশাপাস্তং ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥ ৫৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

ছিলেন। ইনি যজ্ঞকারী ছিলেন এবং সেই সব যজ্ঞে বিপুল দক্ষিণা প্রদান করিতেন ॥ ৫১

গান্দিনীর অক্রূর ব্যতীত উপাসঙ্গ, মদ্গু, মৃদুর, অরিমেজয়, অবিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দন, ধর্মধৃক্‌, যতিধর্মা, গৃধ্র, ভোজ, অন্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহ নামক পুত্র হয় এবং বরাঙ্গনা নামে এক সুন্দরী কন্যাও উৎপন্ন হয় ॥ ৫২-৫৩

এই কন্যা সাম্বদেবের পত্নীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার রূপবতী, যুবতী ও সকল প্রাণীর মনোহারিণী কন্যার নাম ছিল বসুন্ধরা ॥ ৫৪

কুরুনন্দন! অক্রূর কর্তৃক উগ্রসেনী নামে পত্নীতে দেবতুল্য কান্তিমান্‌ প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৫৫

(অক্রূরের কাকা) চিত্রকের শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা নামে দুই ধর্মপত্নী ছিলেন। ইঁহাদের গর্ভে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহ, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্মা, ধর্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামক পুত্র হয় ॥ ৫৬-৫৭

যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের এই মিথ্যা কলঙ্কের বৃত্তান্ত পাঠ করে, তাহাকে কখনও মিথ্যা দোষ স্পর্শ করে না ॥ ৫৮

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে (স্যমন্তক মণির কথাবিষয়ক) অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ স্যমন্তকমণিকৃতে প্রসেনস্য, সত্রাজিতঃ, শতধন্বনশ্চ বিনাশঃ, বলদেবেন দুর্যোধনায় গদাবিদ্যাশিক্ষাদানম্‌, অক্রূরস্য শ্রীকৃষ্ণায় মণিপ্রদানম্‌, শ্রীকৃষ্ণেন পুনরক্রূরায় মণিপ্রত্যর্পণঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
যৎ তৎ সত্রাজিতে কৃষ্ণো মণিরত্নং স্যমন্তকম্‌।
অদাৎ তদ্ধারয়ামাস বভ্রুর্বৈ শতধন্বনা ॥ ১
সদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামামনিন্দিতাম্‌।
অক্রূরোঽন্তরমন্বিচ্ছন্ মণিঞ্চৈব স্যমন্তকম্‌ ॥ ২
সত্রাজিতং ততো হত্বা শতধন্বা মহাবলঃ।
রাত্রৌ তং মণিমাদায় ততোঽক্রূরায় দত্তবান্‌ ॥ ৩
অক্রূরস্তু ততো রত্নমাদায় ভরতর্ষভ।
সময়ং কারয়াঞ্চক্রে নাবেদ্যোঽহং ত্বয়েত্যুত ॥ ৪

### একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ স্যমন্তক-মণির জন্য প্রসেন, সত্রাজিৎ ও শতধন্বার বিনাশ। বলরাম কর্তৃক দুর্যোধনকে গদাবিদ্যা শিক্ষাদান, অক্রূর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মণি প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পুনরায় অক্রূরকে সেই মণি প্রত্যর্পণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে যে মণিরত্ন স্যমন্তকমণি আনিয়া প্রদান করেন, বভ্রু (অক্রূর) তাহা শতধন্বার দ্বারা চুরি করাইতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ১

ঐ মণি সুবর্ণ প্রদান করে, এইজন্য উহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অক্রূর সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন এবং তিনি অনিন্দ্য-সুন্দরী সত্যভামাকেও সদা কামনা করিতেন ॥ ২

একদিন সুযোগ পাইয়া মহাবল শতধন্বা রাত্রিতে সত্রাজিৎকে বধ করিয়া, সেই মণি আনিয়া অক্রূরকে প্রদান করিলেন ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই রত্ন অক্রূর হাতে লইয়া শতধন্বাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, আপনি কোনও রূপেই কাহাকে ইহা বলিবেন না, আমার নিকট এই মণি আছে ॥ ৪

বয়মভ্যুপযাস্যামঃ কৃতেন কামভিজ্জতন।
মমাদ্য দ্বারকা সর্ব্বা বশে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥ ৫
হতে পিতরি দুঃখার্ত্তা সত্যভামা যশস্বিনী।
প্রযযৌ রথমারুহ্য নগরং বারণাবতম্ ॥ ৬
সত্যভামা তু তদ্বৃত্তং ভোজস্য শতধন্বনঃ।
ভর্ত্তুর্নিবেদ্য দুঃখার্ত্তা পার্শ্বস্থাশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৭
পাণ্ডবানাং তু দগ্ধানাং হরিঃ কৃত্বোদকক্রিয়াম্।
কুল্যার্থে চাপি পাণ্ডূনাং ন্যযোজয়ৎ সাত্যকিম্ ॥ ৮
ততস্ত্বরিতমাগত্য দ্বারকাং মধুসূদনঃ।
পূর্ব্বজং হলিনং শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
হতঃ প্রসেনঃ সিংহেন সত্রাজিচ্ছতধন্বনা।
স্যমন্তকঃ স মদ্গামী তস্য প্রভুরহং বিভো ॥ ১০
তদারোহ রথং শীঘ্রং ভোজং হত্বা মহাবলম্।
স্যমন্তকো মহাবাহো হ্যস্মাকং স ভবিষ্যতি ॥ ১১

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং ভোজ-কৃষ্ণয়োঃ
শতধন্বা ততোঽক্রূরমবৈক্ষৎ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ১২
সংরব্ধৌ তাবুভৌ দৃষ্ট্বা তত্র ভোজ-জনার্দ্দনৌ।
শক্তোঽপি শাঠ্যাদ্ধার্দিক্যমক্রূরো নাভ্যপদ্যত ॥ ১৩
অপযানে ততো বুদ্ধিং ভোজশ্চক্রে ভয়ার্দিতঃ।
যোজনানাং শতং সাগ্রং হয়া প্রত্যপদ্যত ॥ ১৪
বিখ্যাতা হৃদয়া নাম শতযোজনগামিনী।
ভোজস্য বড়বা রাজন্ যয়া কৃষ্ণমযোধয়ৎ ॥ ১৫
ক্ষীণাং জবেন চ হয়ামধ্বনঃ শতযোজনে।
দৃষ্ট্বা রথস্য তাং বৃদ্ধিং শতধন্বা সমত্যজৎ ॥ ১৬
ততস্তস্যা হয়ায়াস্তু শ্রমাৎ খেদাচ্চ ভারত।
খমুৎপেতুরথ প্রাণাঃ কৃষ্ণো রামমথাব্রবীৎ ॥ ১৭
তিষ্ঠস্বেহ মহাবাহো দৃষ্টদোষা হয়া ময়া।
পদ্ভ্যাং গত্বা হরিষ্যামি মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ॥ ১৮

---

যখন শ্রীকৃষ্ণ ( শতধের বধের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া ) আপনার পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তখন আমিও আপনার সহিত থাকিয়া যুদ্ধ করিব। এখন সম্পূর্ণ দ্বারকা আমার বশীভূত আছে, এবিষয়ে আপনি কোনরূপ সংশয় করিবেন না। ৫

এদিকে যশস্বিনী সত্যভামা পিতার মৃত্যুতে দুঃখে অভিভূতা হইয়া রথে আরোহণ করত হস্তিনাপুরে চলিয়া যাইলেন। ৬

সেখানে দুঃখপীড়িতা সত্যভামা নিজের পতি শ্রীকৃষ্ণকে ভোজবংশীয় শতধন্বার এই কার্য্য নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ( হস্তিনাপুরে ছিলেন এবং লাক্ষাগৃহে ) ভস্মীভূত পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ কার্য্য সমাধা করিয়া পাণ্ডবগণের অস্থিসঞ্চয় কার্য্য করিবার জন্য সাত্যকিকে ভার দিলেন। ৮

তারপর শ্রীমান্ মধুসূদন অতি সত্বর দ্বারকা পুরীতে আসিয়া নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হলধরকে এই কথা বলিলেন। ৯

প্রভো ! সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করিয়াছে। এখন এই মণির উত্তরাধিকার আমার উপর আসিয়াছে, অতএব বর্ত্তমানে এই মণির অধিকারী হইলাম আমি। ১০

মহাবাহো ! সেইজন্য আপনি শীঘ্র রথে আরোহণ করুন ; মহাবল ভোজবংশজাত শতধন্বাকে বধ করিলে পর এই স্যমন্তক মণি নিঃসন্দেহে আমাদের হইবে। ১১

অনন্তর ভোজবংশী শতধন্বা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময় শতধন্বা সর্ব্বদিকেই অক্রূরকে দেখিতে লাগিলেন। ১২

শতধন্বা ও শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া অক্রূর সমর্থ হইলেও শঠতার জন্য হৃদীক-পুত্র শতধন্বাকে সাহায্য করিতে যাইলেন না। ১৩

তখন শতধন্বা ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতেই বুদ্ধি স্থির করিলেন এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া চারি শত ক্রোশেরও অধিক দূরে চলিয়া যাইলেন। ১৪

রাজন্ ! শতধন্বা যে স্ত্রী-অশ্বে আরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই অশ্বের নাম ছিল হৃদয়া ; এই অশ্বা চারিশত ক্রোশ দৌড়াইয়া যাইতে সমর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ১৫

এই অশ্বা বেগে ধাবিত হওয়ায় চারিশত ক্রোশ দূরে যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অন্যদিকে শতধন্বা শ্রীকৃষ্ণের রথকে অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিয়া সেই অশ্বাকে ত্যাগ করিলেন ( এবং পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন )। ১৬

ভারত ! অনন্তর সেই অশ্বা শ্রম ও খেদের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলিলেন। ১৭

মহাবাহো ! অশ্বা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দোষ আমি দেখিতে পাইয়াছি ; অতএব আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমি পদব্রজেই যাইয়া হরিয়া স্যমন্তক মণি কাড়িয়া আনিব। ১৮

পদ্ভ্যামেব ততো গত্বা শতধন্বানমচ্যুতঃ ।
মিথিলামভিতো রাজন্ জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ১৯
স্যমন্তকঞ্চ নাপশ্যদ্ধত্বা ভোজং মহাবলম্ ।
নিবৃত্তং চাব্রবীৎ কৃষ্ণং রত্নং দেহীতি লাঙ্গলী ॥ ২০
নাস্তীতি কৃষ্ণস্তোবাচ ততো রামো রুষান্বিতঃ ।
ধিক্‌শব্দমসকৃৎ কৃত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দনম্ ॥ ২১
ভ্রাতৃত্বান্মর্ষয়াম্যেষ স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ।
কৃত্যং ন মে দ্বারকয়া ন ত্বয়া ন চ বৃষ্ণিভিঃ ॥ ২২
প্রবিবেশ ততো রামো মিথিলামরিমর্দনঃ ।
সর্ব্বকামৈরুপহৃতৈর্মৈথিলেনাভিপূজিতঃ ॥ ২৩
এতস্মিন্নেব কালে তু বভ্রুর্মতিমতাং বরঃ ।
নানারূপান্ ক্রতূন্ সর্ব্বানাজহার নিরর্গলান্ ॥ ২৪
দীক্ষামযং স কবচং রক্ষার্থং প্রবিবেশ হ ।
স্যমন্তককৃতে প্রাজ্ঞো গান্দীপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ২৫

রাজন্! অনন্তর অস্ত্র বিশারদশালী শ্রীকৃষ্ণ পদব্রজেই যাইয়া শতধন্বাকে মিথিলানগরীর নিকটে বধ করেন। ১৯

মহাবল ভোজবংশী শতধন্বাকে বধ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণিকে দেখিতে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে পর বলরাম তাঁহাকে বলিলেন—মণি এই প্রদান কর। ২০

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মণি ত, সেখানে নাই। তাহাতে বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার ধিক্কার দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ২১

তুমি ভ্রাতা বলিয়া তোমার এই কার্য্য সহ্য করিলাম, তোমার কল্যাণ হউক, আমি চলিলাম। আমার এখন দ্বারকার দ্বারা, তোমার দ্বারা ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের দ্বারা কোনও প্রয়োজন নাই। ২২

অনন্তর শত্রুমর্দন বলরাম মিথিলা নগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে মিথিলাপতি বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ পদার্থ উপহার দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থিত করিলেন। ২৩

এই সময় বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বভ্রু ( বংশী অক্রূরও ) অনেক প্রকারের বহু যজ্ঞ নির্বাধে করিতে লাগিলেন। ২৪

মহাযশস্বী বুদ্ধিমান্ গান্দীপুত্র অক্রূর স্যমন্তকের জন্য দীক্ষারূপী কবচ নিজের রক্ষার জন্য ধারণ করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে যুদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না, সেইজন্য তিনি যুদ্ধ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে এই পথ অবলম্বন করিলেন। ২৫

অথ রত্নানি চাগ্র্যাণি দ্রব্যাণি বিবিধানি চ ।
ষষ্টিং বর্ষাণি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞেষু বিনিয়োজয়েৎ ॥ ২৬
অক্রূরযজ্ঞা ইতি তে খ্যাতাস্তস্য মহাত্মনঃ ।
বহ্বন্নদক্ষিণাঃ সর্বে সর্বকামপ্রদায়িনঃ ॥ ২৭
অথ দুর্য্যোধনো রাজা গত্বা তু মিথিলাং প্রভুঃ ।
গদাশিক্ষাং ততো দিব্যাং বলভদ্রাদবাপ্তবান্ ॥ ২৮
প্রসাদ্য তু ততো রামো বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৈঃ ।
আনীতো দ্বারকামেব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ॥ ২৯
অক্রূরস্ত্বন্ধকৈঃ সার্ধমপায়াদ্ ভরতর্ষভ ।
হত্বা সত্রাজিতং সুপ্তং সহবন্ধুং মহাবলম্ ॥ ৩০
জ্ঞাতিভেদভয়াৎ কৃষ্ণস্তমুপেক্ষিতবানথ ।
অপযাতে তথাক্রূরে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ৩১
অনাবৃষ্ট্যা যদা রাষ্ট্রমভবদ্ বহুধা কৃশম্ ।
ততঃ প্রসাদয়ামাসুরক্রূরং কুকুরান্ধকাঃ ॥ ৩২

ইহার পর ধর্মাত্মা অক্রূর ষাট্ বৎসর ধরিয়া বহু যজ্ঞে অনেক প্রকারের রত্ন ও উত্তম দ্রব্য দক্ষিণারূপে প্রদান করিলেন। ২৬

এই মহাত্মার কৃত সেই সব যজ্ঞ অক্রূর-যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই সব যজ্ঞে তিনি বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণা প্রদান করেন। সকল যজ্ঞেই ঋত্বিক্‌গণের সমস্ত কামনাই তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন। ২৭

এই সময় শক্তিশালী রাজা দুর্যোধন মিথিলা নগরীতে যাইয়া বলরামের নিকট হইতে দিব্য গদা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। ২৮

অনন্তর বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশী মহারথী বীরগণ ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে প্রসন্ন করিয়া দ্বারকাপুরীতে লইয়া আসিলেন। ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাত্রিতে নিদ্রিত মহাবল সত্রাজিৎ ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে শতধন্বার দ্বারা বধ করাইয়া অক্রূর নিজের সুহৃৎ কতিপয় অন্ধকবংশীয়গণকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ভয়ে তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন; অক্রূর চলিয়া যাইলে ইন্দ্রদেব জল বর্ষণ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। ৩০-৩১

যখন অনাবৃষ্টির জন্য রাজ্যের সকল মানুষ প্রায় দুর্বল হইয়া হইয়া পড়িলেন, তখন কুকুর ও অন্ধকবংশীয়গণ অক্রূরকে অনুনয়-বিনয় করিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসিতে সম্মত করাইলেন। ৩২

পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তে তস্মিন্ দানপতৌ ততঃ।
প্রববর্ষ সহস্রাক্ষঃ কচ্ছে জলনিধেস্তদা ॥ ৩৩
কন্যাঞ্চ বাসুদেবায় স্বসারং শীলসম্মতাম্।
অক্রূরঃ প্রদদৌ ধীমান্ প্রীত্যর্থং কুরুনন্দন ॥ ৩৪
অথ বিজ্ঞায় যোগেন কৃষ্ণো বভ্রুগতং মণিম্।
সভামধ্যে গতং প্রাহ তমক্রূরং জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৫
যৎ তদ্ রত্নং মণিবরং তব হস্তগতং বিভো।
তৎ প্রযচ্ছস্ব মানার্হ ময়ি মানার্যকং কৃথাঃ ॥ ৩৬
ষষ্টিবর্ষে গতে কালে যদ্রোষোঽভূন্মমানঘ।
স সংরূঢ়োঽসকৃৎ প্রাপ্তস্ততঃ কালাত্যয়ো মহান্ ॥ ৩৭
ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাৎ সর্ব্বসাত্বতসংসদি।
প্রদদৌ তং মণিং বভ্রুরক্লেশেন মহামতিঃ ॥ ৩৮
ততস্তমার্জবপ্রাপ্তং বভ্রোর্হস্তাদরিন্দমঃ
দদৌ হৃষ্টমনাঃ কৃষ্ণস্তং মণিং বভ্রবে পুনঃ ॥ ৩৯
স কৃষ্ণহস্তাৎ সম্প্রাপ্তং মণিরত্নং স্যমন্তকম্
আবধ্য গান্দিনীপুত্রো বিররাজাংশুমানিব ॥ ৪০
যস্ত্বেবং শৃণুয়ান্নিত্যং শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
সুখানাং সকলানাঞ্চ ফলভাগীহ জায়তে ॥ ৪১
আ ব্রহ্মভুবনাচ্চাপি যশঃখ্যাতির্ন সংশয়ঃ
ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণ্যে-কোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

দানপতি অক্রূর পুনরায় যখন দ্বারকা নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র সমুদ্রের তীরবর্ত্তী প্রদেশে প্রবল জলবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৩৩

কুরুনন্দন! বুদ্ধিমান্ অক্রূর নিজের শীলবতী কুমারী ভগিনীকে শ্রীকৃষ্ণের সম্প্রীতির জন্য তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। ৩৪

তদনন্তর জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ যোগের দ্বারা ইহা জানিতে পারিলেন যে, সেই স্যমন্তক মণি অক্রূরের নিকট আছে। তিনি সভায় বসিয়া একদিন অক্রূরকে বলিলেন। ৩৫

মাননীয় বিভো! যে মণিরত্ন স্যমন্তক আপনার নিকট আছে, তাহা আপনি প্রদান করুন; অন্যায় ব্যবহার করিবেন না। ৩৬

নিষ্পাপ! ষাট বৎসর পূর্ব্বে এই মণির জন্য আমার যে রোষ হইয়াছিল, সেই রোষ বহুকাল চলিয়া যাইলেও আমার মধ্যে বার বার আসিয়াছে (অতএব সেই মণি আমাকে প্রদান করুন।)। ৩৭

এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিলে পর মহামতি অক্রূর সমস্ত সাত্বতগণের সভায় সেই মণি অক্লেশে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। ৩৮

তদনন্তর অক্রূরের হস্ত হইতে সরলতা পূর্ব্বক মণি প্রাপ্ত হইয়া শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইলেন এবং সেই মণি পুনরায় অক্রূরকে প্রদান করিলেন। ৩৯

তখন শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে প্রাপ্ত মণিরত্ন স্যমন্তক মণি কণ্ঠে বাঁধিয়া গান্দিনীপুত্র অক্রূর সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪০

এইরূপ যে মানুষ পবিত্র হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন এই কথা শ্রবণ করে, তাহার ফলস্বরূপ সমস্ত সুখ সেই মানুষ লাভ করিয়া থাকে। ৪১

নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহার কীর্ত্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমি এই সত্য কথা তোমাকে বলিলাম। ৪২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে একোন-চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ জনমেজয়েন ভগবতো বরাহ-নৃসিংহ-পরশুরাম-শ্রীকৃষ্ণাদীনামবতারাণাং রহস্যবিষয়কঃ প্রশ্নঃ। ]

জনমেজয় উবাচ।

প্রাদুর্ভাবান্ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সতাং কথয়তামেব বারাহ ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১

ন জানে তস্য চরিতং ন বিধিং নৈব বিস্তরম্।
ন কর্ম-গুণসন্তানং ন হেতুং ন মনীষিতম্ ॥ ২

কিমাত্মকো বরাহঃ স কা মূর্ত্তিঃ কা চ দেবতা।
কিমাচারঃ প্রভাবো বা কিংবা তেন পুরা কৃতম্ ॥ ৩

যজ্ঞার্থং সমবেতানাং মিষতাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
মহাবরাহচরিতং কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরিতম্ ॥ ৪

যথা নারায়ণো ব্রহ্মন্ বারাহং রূপমাস্থিতম্।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্রস্থামুজ্জহারারিসূদনঃ ॥ ৫

বিস্তরেণৈব কর্ম্মাণি সর্বাণি রিপুঘাতিনঃ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষেণ হরেঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ৬

কর্ম্মণামানুপূর্ব্ব্যাচ্চ প্রাদুর্ভাবাশ্চ যে বিভোঃ।
যা চাস্য প্রকৃতির্ব্রহ্মংস্তাং মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭

কথঞ্চ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সুরশত্রুনিসূদনঃ।
বসুদেবকুলে ধীমান্ বাসুদেবত্বমাগতঃ ॥ ৮

অমরৈরাবৃতং পুণ্যং পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্
দেবলোকং সমুৎসৃজ্য মর্ত্ত্যলোকমিহাগতঃ ॥ ৯

দেব-মানুষয়োর্নেতা যো ভুবঃ প্রভবো বিভুঃ।
কিমর্থং দিব্যমাত্মানং মানুষ্যে সংন্যবোজয়ৎ ॥ ১০

---

## চত্বারিংশ অধ্যায়।

(জনমেজয় কর্ত্তৃক ভগবানের বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারসকলের রহস্যবিষয়ক জিজ্ঞাসা।)

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! কথাবাচক সজ্জনগণের মুখ হইতে অমিততেজস্বী বিষ্ণুর অবতারসকলের মধ্যে বরাহ অবতারের কথা সমস্ত পুরাণে আছে—ইহা আমরা শুনিয়াছি (বরাহ শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ হইল—বর শ্রেষ্ঠ এবং অহ যজ্ঞ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ)। ১

পরন্তু আমি সেই বরাহভগবানের (সর্ব্বকার্য্যকারক-স্বরূপ) চরিত্র, (অপূর্ব্বস্বরূপের আবিষ্কার করিবার) বিধি, (অনুষ্ঠানের উপকরণ) বিস্তার, তাঁহার কর্ম্ম (অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মে ভূত দেবতাদি), গুণ-দেশ-দ্রব্য-কাল প্রভৃতি, সন্তান (প্রয়োগ বিধি), হেতু (অধিকার) এবং মনীষিত অর্থাৎ কোন্ অভিপ্রায়ে বরাহস্বরূপ গ্রহণ করেন, এই সব আমি কিছুই জানি না। অতএব আপনি কৃপা করিয়া এই সব আমাকে বুঝাইয়া দিন)। ২

(এইভাবে বরাহাবতারের অবিজ্ঞাত স্বরূপের কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর মহারাজ জনমেজয় তাঁহার আধিদৈবিক রূপ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন) সেই বরাহের বাস্তবিক স্বরূপ কি? তাঁহার মূর্ত্তি (বহিরাকৃতি) কিরূপ? তাঁহার অধিষ্ঠাতা দেবতা কে? তাঁহার কর্ম্ম কি? তাঁহার প্রভাব কিরূপ এবং তিনি এই অবতারের পূর্ব্বে কি করিয়াছিলেন? ৩

আমি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকথিত মহাবরাহের চরিত্র যজ্ঞে সমবেত ব্রাহ্মণগণের বাদ-বিবাদকালে শ্রবণ করিয়াছি (কিন্তু তাহার তত্ত্ব আমি বুঝিতে পারি নাই)। ৪

ব্রহ্মন্! ভগবান্ নারায়ণ যেভাবে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই শত্রুনাশন ভগবান্ যেভাবে নিজের দন্তের দ্বারা সমুদ্রগর্ভে পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (এই সব আপনি কৃপা করিয়া বলুন)। ৫

আমি শত্রুসংহারক পরমজ্ঞানী হরি শ্রীকৃষ্ণের (বরাহাদি সকল অবতারে কৃত) সমস্ত চরিত্র সবিস্তারে পূর্ণরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৬

ব্রহ্মন্! লীলাসমূহের ক্রমানুসারে এই সর্ব্বব্যাপী ভগবানের যত অবতার হইয়াছে, সেই সব এবং সেই অবতারসকলে তাঁহার যেরূপ প্রকৃতি ছিল, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বিশেষ ব্যাখ্যা সহকারে আমায় বলুন। ৭

দেবগণের শত্রুনাশক পরমজ্ঞানী ভগবান্ বিষ্ণু বসুদেবের কুলে উৎপন্ন হইয়া কেন বাসুদেব বলিয়া কথিত হন অর্থাৎ তিনি কর্ম্মবন্ধনরহিত হইয়াও উত্তম স্থান হইতে কেন নিচে আসিলেন? ৮

তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও পুণ্যাত্মাদিগের দ্বারা সেবিত পবিত্র দেবলোক ত্যাগ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে কেন আসিয়াছিলেন? ৯

যিনি দেবতা ও মনুষ্যগণের নেতা এবং যে বিভু পৃথিবীরও উৎপত্তিস্থান, তিনি নিজের দিব্য আত্মাকে কেন মনুষ্যদেহে স্থাপিত করিলেন? ১০

যশ্চক্রং বর্ত্তয়ত্যেকো মানুষাণামনাময়ম্
মানুষ্যে স কথং বুদ্ধিং চক্রে চক্রভৃতাং বরঃ ॥ ১১
গোপায়নং য কুরুতে জগতঃ সার্ব্বলৌকিকম্ ।
স কথং গাং গতো দেবো বিষ্ণুর্গোপত্বমাগতঃ ॥ ১২
মহাভূতানি ভূতাত্মা যো দধার চকার চ ।
শ্রীগর্ভঃ স কথং গর্ভে স্ত্রিয়া ভূচরয়া ধৃতঃ ॥ ১৩
যেন লোকান্ ক্রমৈর্জ্জিত্বা ত্রিভিস্ত্রীংস্ত্রিদশেপ্সয়া ।
স্থাপিতা জগতো মার্গা ত্রিবর্গপ্রভবাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৪
যোঽন্তকালে জগৎ পীত্বা কৃত্বা তোয়ময়ং বপুঃ ।
লোকমেকার্ণবং চক্রে দৃশ্যাদৃশ্যেন বর্ত্মনা ॥ ১৫
যঃ পুরাণে পুরাণাত্মা বারাহং রূপমাস্থিতঃ ।
বিষাণাগ্রেণ বসুধামুজ্জহারারিসূদনঃ ॥ ১৬
যঃ পুরা পুরুহূতার্থে ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ঃ ।
দদৌ জিত্বাসুরগণান্ সুরাণাং সুরসত্তমঃ ॥ ১৭
যেন সৈংহং বপুঃ কৃত্বা দ্বিধা কৃত্বা চ তৎ পুনঃ ।
পূর্ব্বং দৈত্যো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ১৮
যঃ পুরা হ্যনলো ভূত্বা ঔর্বঃ সংবর্ত্তকো বিভুঃ ।
পাতালস্থোঽর্ণবগতঃ পপৌ তোয়ময়ং হবিঃ ॥ ১৯
সহস্রশিরসং যঞ্চ সহস্রাক্ষং সহস্রপম্ ।
সহস্রচরণং দেবং যমাহুর্বৈ যুগে যুগে ॥ ২০
নাভ্যারণ্যাং সমুৎপন্নং যস্য পৈতামহং গৃহম্
একার্ণবজলস্থস্য নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ২১
যেন তে নিহতা দৈত্যাঃ সংগ্রামে তারকাময়ে ।
সর্ব্বদেবময়ং কৃত্বা সর্ব্বায়ুধধরং বপুঃ ॥ ২২
গরুড়স্থেন চোৎসিক্তঃ কালনেমির্নিপাতিতঃ ।
নির্জ্জিতশ্চ ময়ো দৈত্যস্তারকশ্চ মহাসুরঃ ॥ ২৩
উত্তরান্তে সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্যামৃতোদধেঃ
যঃ শেতে শাশ্বতং যোগমাস্থায় তিমিরং মহৎ ॥ ২৪

---

যিনি একাকীই মনুষ্যগণের ( কর্ম হইতে জন্ম ও জন্ম হইতে কর্মরূপ ) চক্রকে নির্বিঘ্নে পরিচালনা করেন, সেই চক্রধারী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহধারণ করিবার বুদ্ধি কেন করিলেন ? ১১

যিনি জগতের সমস্ত লোককেই রক্ষা করেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে আসিয়া কেন গোপজাতি হইলেন ?১২

সমস্ত ভূতগণের অন্তরাত্মা যে প্রভু সমস্ত মহাভূতসকলকে সৃজন করেন ও ধারণ করেন, সেই শ্রীগর্ভকে পৃথিবীতে বিচরণ-কারিণী এক স্ত্রী নিজের গর্ভে কিভাবে ধারণ করিলেন ? ১৩

যিনি দেবতাগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিন পদের দ্বারা তিনলোক জয় করিয়া জগতে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের দ্বারা প্রাপ্য তিন মার্গ—তিন গতি স্থাপিত করিয়াছেন ( ধর্মের দ্বারা স্বর্গ অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি, অর্থের দ্বারা মর্ত্যলোক অর্থাৎ মধ্যম গতি এবং কামের দ্বারা নরকাদি অর্থাৎ অধোগতি লাভ হয়) ।১৪

যে ভগবান্ প্রলয়কালে দৃশ্য ও অদৃশ্য রীতিতে কারণময় সম্পূর্ণ জগৎকে পান অর্থাৎ গ্রাস করিয়া নিজের শরীরকে জলময় করত সম্পূর্ণ জগৎকে জলময়ই করেন । ১৫

পুরাকালে যে পুরাণাত্মা জনার্দন ভগবান্ বরাহ-রূপে নিজের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন । ১৬

পূর্ব্বে যে অবিনাশী সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য অসুরগণকে জয় করিয়া দেবতাদিগকে তিনলোক প্রদান করিয়াছিলেন । ১৭

যিনি পুরাকালে সিংহরূপ ধারণ করত পুনরায় উহাকে দুই প্রকার অর্থাৎ নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া মহাপরাক্রমশালী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন । ১৮

যে বিষ্ণু পূর্ব্বে ( প্রলয়কালে ) পাতালে থাকিয়া ঔর্ব্বনামক সংবর্তক অগ্নির স্বরূপ ধারণ করত সমুদ্রের জলরূপী হবি ( ঘৃত ) পান করিয়াছিলেন । ১৯

ব্রহ্মন্ ! প্রত্যেক যুগে যে ভগবানকে সহস্র অর্থাৎ অনন্ত মুখ, অনন্ত নেত্র, অনন্ত মস্তক ও অনন্ত চরণ বলিয়া অভিহিত করা হয় । ২০

স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎ লীন হইয়া যাইলে পর যে এক সমুদ্রময় জলে স্থিত পুরুষের নাভি হইতে উৎপন্ন কমলনামক অরণি ( যজ্ঞ দণ্ড ) হইতে পিতামহ ব্রহ্মার ভবন ( লোককমল ) উদ্ভূত হইয়াছে । ২১

যিনি তারকাময় সংগ্রামে নিজের দেহকে সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বায়ুধধারী করিয়া দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন । ২২

যিনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া উদ্ধত কালনেমিকে বিনাশ করত পাতিত করিয়াছিলেন এবং দৈত্য ময় ও মহাসুর তারককে বধ করিয়াছিলেন । ২৩

যিনি ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর তীরে স্থিত অমৃত-সমুদ্রে যোগমায়া-রূপ শাশ্বত যোগ অবলম্বন করিয়া শয়ন করেন । ২৪

সুরারিবিগর্তমধস্ত দিব্যঃ
তপঃপ্রকর্ষাদদিতেঃ পুরাণম্ ।
শক্রশ্চ যো দৈত্যগণাবরুদ্ধং
গর্ভাবসানে নিভৃতং চকার ॥ ২৫

পদানি যো লোকপদানি কৃত্বা
চকার দৈত্যান্ সলিলেশয়াংস্তান্ ।
কৃত্বা চ দেবাংস্ত্রিদিবস্থ দেবাং-
শ্চক্রে সুরেশং ত্রিদশাধিপত্যে ॥ ২৬

পাত্রাণি দক্ষিণা দীক্ষা চমসোলূখলানি চ ।
গার্হপত্যেন বিধিনা অন্বাহার্য্যেণ কর্ম্মণা ॥ ২৭

অগ্নিমাহবনীয়ঞ্চ বেদীং চৈব কুশং স্রুবম্ ।
প্রোক্ষণীয়ং ধ্রুবাং চৈব আবভৃথ্যং তথৈব চ ॥ ২৮

অগ্নীংস্ত্রীণি চ যশ্চক্রে হব্য-কব্যপ্রদান্ দ্বিজান্ ।
হব্যাদাংশ্চ সুরান্ যজ্ঞে ক্রব্যাদাংশ্চ পিতৄনপি ॥ ২৯

ভাগার্থে যজ্ঞবিধিনা যশ্চক্রে যজ্ঞকর্ম্মণি ।
যূপান্ সমিৎ স্রুচং সোমং পবিত্রান্ পরিধীনপি ॥ ৩০

যজ্ঞিয়ানি চ দ্রব্যাণি যজ্ঞাংশ্চ সচয়ানলান্ ।
সদস্যান্ যজমানাংশ্চ মেধাদীংশ্চ ক্রতূত্তমান্ ॥৩১

বিবভাজ পুরা সর্ব্বং পারমেষ্ঠ্যেন কর্ম্মণা
যুগানুরূপান্ যঃ কৃত্বা লোকাননুপরাক্রমং ॥ ৩২

ক্ষণা লবাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ কলাস্ত্রৈকাল্যমেব চ ।
মুহূর্ত্তাস্তিথয়ো মাসাঃ পক্ষাঃ সংবৎসরাস্তথা ॥ ৩৩

ঋতবঃ কালযোগাশ্চ প্রমাণং ত্রিবিধং ত্রিষু ।
আয়ুঃ ক্ষেত্রাণ্যুপচয়ো লক্ষণং রূপসৌষ্ঠবম্ ॥ ৩৪

ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রৈবিদ্যং পাবকাস্ত্রয়ঃ ।
ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কর্ম্মাণি ত্রয়োঽপায়াস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥৩৫

ত্রয়ো লোকাঃ পুরা সৃষ্টা যেনানন্তেন কর্ম্মণা ।
সর্ব্বভূতগণস্রষ্টা সর্ব্বভূতগুণাত্মকঃ ॥ ৩৬

---

দেবগণের শত্রু দৈত্যদিগের অবশিক্ষা অদিতিদেবী কঠোর তপস্যা করিয়া যে পুরাণপুরুষ ( বামন )-রূপী দিব্য গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যিনি সেই গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া দৈত্যগণ কর্তৃক রুদ্ধ ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া পূর্ণকাম করিয়া দিয়াছিলেন ।২৫

যিনি নিজের পদসমূহকে ( তিন পদকে ) লোকস্বরূপ করত অর্থাৎ এক এক পদে এক এক লোক পরিমাণ করিয়া দৈত্যগণকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন, দেবতাদিগকে স্বর্গবিহারী করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতাসকলের সম্রাট্পদে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ২৬

যিনি গৃহ্যসূত্রে কথিত বিধি এবং অন্বাহার্য্য ( পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রতি অমাবস্যায় করণীয় মাসিক শ্রাদ্ধ ) সহ যজ্ঞের উপযোগী চমস, উদূখলাদি পাত্র, দক্ষিণা ও দীক্ষা প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন । ২৭

যিনি আহবনীয় অগ্নি, বেদী, স্রুব, কুশ, প্রোক্ষণী পাত্র, ধ্রুবা এবং অবভৃথ স্নানোপযোগী সামগ্রী কল্পনা করিয়াছেন । ২৮

যিনি ( উর্দ্ধ, মধ্য ও অধোদেশস্থিত ) অগ্নি তিন প্রকার পদার্থ রচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে হব্য-কব্যপ্রদানকারী, দেবতাদিগকে হবি ভক্ষণকারী এবং পিতৃগণকে কব্য ( শ্রাদ্ধাদি ) ভক্ষণকারী করিয়াছেন । ২৯

যিনি দেবগণের ভাগনির্দ্ধারণের জন্য যজ্ঞের প্রয়োগবিধি সহ যজ্ঞকর্ম্মে যূপ, সমিধ, স্রুব, সোম, পবিত্র ও পরিধিসমূহ কল্পনা করিয়াছেন । ৩০

যিনি যজ্ঞোপযোগী দ্রব্য, যজ্ঞ, ইষ্টকনির্ম্মিত যে অগ্নিবেদী, স্থান, আহবনীয়াদি তিন অগ্নি, সদস্য ( যজ্ঞকর্ম্ম নিরীক্ষণকারী ব্রাহ্মণ ), যজমান, উত্তম যজ্ঞ ও মেধাদি পদার্থসমূহের ব্রহ্মাকর্তৃক প্রচলিত বিধি অনুসারে বিভাগ করিয়াছেন এবং যিনি লোকসকলকে যুগের অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় বলকে পুনরায় নিবৃত্ত করিয়াছেন । ৩১-৩২

যিনি ক্ষণ, কাষ্ঠা, কলা, ( প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালরূপ ) তিন কাল, মুহূর্ত্ত, তিথি, মাস, পক্ষ, বর্ষ, ঋতু, কালের বিবিধ যোগ, ( নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই ) তিন প্রকারের কর্ম্মসমূহে ( শ্রুতি, স্মৃতি ও শিষ্টাচাররূপ ) তিন প্রকারের প্রমাণ, আয়ু, ক্ষেত্র ( স্থাবর-জঙ্গমরূপ দেহ ), বৃদ্ধি, ( দ্বিপদ, চারি পদ প্রভৃতি ) লক্ষণ এবং আকৃতির সৌষ্ঠব ( সৌন্দর্য্য ) রচনা করিয়াছেন । ৩৩-৩৪

যিনি তিন বর্ণ ( শূদ্রের যজ্ঞ করিবার অধিকার না থাকায় এস্থলে শূদ্রবর্ণ গৃহীত হয় নাই ), ( ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই ) তিন লোক, ( ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ) তিন বিদ্যা, ( গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই ) তিন অগ্নি, ( ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান —এই ) তিন কাল, ( সাত্ত্বিক রাজস ও তামস—এই ) তিন কর্ম্ম ( পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, ও লোকৈষণারূপ ) তিন অপায় এবং ( সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ) তিন গুণ রচনা করিয়াছেন । ৩৫

যিনি পুরাকালে অনন্ত কর্ম্মের দ্বারা তিন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সমস্ত ভূতগণের স্রষ্টা এবং সকল ভূতের গুণ যাঁহার মধ্যে রহিয়াছে । ৩৬



গুণানিন্দ্রিয়পূর্ব্বেণ যোগেন রমতে চ যঃ।
গতাগতাভ্যাং যো নেতা সর্ব্বত্র জগদীশ্বরঃ ॥ ৩৭
যো গতির্ধর্ম্মযুক্তানামগতিঃ পাপকর্ম্মণাম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য প্রভবশ্চাতুর্হোত্রস্য রক্ষিতা ॥ ৩৮
চাতুর্বিদ্যস্য যো বেত্তা চাতুরাশ্রম্যসংশ্রয়ঃ
দিগন্তরো নভোভূতো বায়ুরাপো বিভাবসুঃ ॥ ৩৯
যশ্চন্দ্র-সূর্য্যয়োর্জ্যোতির্যোগীশঃ ক্ষণদান্তকঃ
যৎ পরং শ্রূয়তে জ্যোতির্যৎ পরং শ্রূয়তে তপঃ ॥ ৪০
যঃ পরং প্রাহুরপরং যঃ পরঃ পরমাত্মবান্।
নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৪১
নারায়ণপরো ধর্ম্মো নারায়ণপরা গতিঃ।
নারায়ণপরং সত্যং নারায়ণপরং তপঃ ॥ ৪২
নারায়ণপরো মোক্ষো নারায়ণপরায়ণম্।
আদিত্যাদিস্থ যো দিব্যো যশ্চ দৈত্যান্তকো বিভুঃ ॥ ৪৩
যুগান্তেষ্বন্তকো যশ্চ যশ্চ লোকান্তকান্তকঃ।
সেতুর্যো লোকসেতূনাং মেধ্যো যো মেধ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৪৪
বেদ্যো যো বেদবিদুষাং প্রভুর্যঃ প্রভবাত্মনাম্।
সোমভূতশ্চ সৌম্যানামগ্নিভূতোঽগ্নিবর্চসাম্ ॥ ৪৫
মনুষ্যাণাং মনোভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্।
বিনয়ো নয়বৃত্তীনাং তেজস্তেজস্বিনামপি ॥
সর্গাণাং সর্গকারশ্চ লোকহেতুরনুত্তমঃ ॥ ৪৬
বিগ্রহো বিগ্রহার্হাণাং গতির্গতিমতামপি।
আকাশপ্রভবো বায়ুর্বায়ুপ্রাণো হুতাশনঃ ॥ ৪৭
দেবা হুতাশনপ্রাণাঃ প্রাণোঽগ্নের্মধুসূদনঃ।
রসাদ্ বৈ শোণিতং জাতং শোণিতান্মাংসমুচ্যতে ॥ ৪৮

---

যে জগদীশ্বর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যুদায়ক বলিয়া সকলের নেতা এবং যিনি জীবরূপে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের সহিত সংযোগ করিয়া সর্ব্বত্র রমণ করেন। ৩৭

যিনি ধর্মকর্মকারীদিগের গতি (পরমাশ্রয়) এবং পাপকর্মকারিগণের অগতি অর্থাৎ পাপীরা যাঁহাকে লাভ করিতে পারে না যিনি চারি বর্ণের উৎপত্তিস্থান (এই কথা পুরুষসূক্তের 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে) এবং যিনি চাতুর্হোত্র (যে যজ্ঞের চারিজন ঋত্বিক্ হোম করেন) যজ্ঞের রক্ষক। ৩৮

যিনি আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতিরূপ চারি বিদ্যার প্রবীণ, যিনি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের আশ্রয় অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এই চার আশ্রমের ধর্ম পালন করা বিধেয়, দিক্সকল যাঁহার গর্ভে বিদ্যমান এবং যিনি বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি ও পৃথ্বীস্বরূপ। ৩৯

যিনি চন্দ্র ও সূর্য্যকেও জ্যোতি প্রদান করেন, যোগীশ্বর, (মোহরূপী) রাত্রির অন্ত (বিনাশ)-কারী, যিনি পরম জ্যোতি বলিয়া শ্রুত হন অর্থাৎ যাঁহার জ্যোতিঃস্বরূপ নেত্র সর্ব্বত্র সব কিছুই নিরীক্ষণ করেন এবং যিনি পরম তপঃস্বরূপ বলিয়া শ্রুত হন অর্থাৎ পরম তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত হন। ৪০

যাঁহাকে পর (সূত্রাত্মা) ও অপরও (বিরাট্) বলা হয়, যিনি পরাৎপর অর্থাৎ সূত্রাত্মা হইতেও পর মায়াসম্পন্ন মহেশ্বর সগুণ ব্রহ্ম এবং যিনি আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মার তুল্যই মায়ারূপী শরীরবিশিষ্ট। সকল বেদ নারায়ণকেই নিরূপণ করেন। সমস্ত ক্রিয়াসমূহের পর্য্যবসানও নারায়ণেই হইয়া থাকে। ৪১

ধর্ম্মের লক্ষ্যও নারায়ণ, সমস্ত গতিসমূহের পরমগতি নারায়ণ, নারায়ণই সত্যের আধার এবং নারায়ণই তপস্যার দ্বারা প্রাপ্য। ৪২

নারায়ণই মোক্ষের আধার, নারায়ণই পরম আশ্রয়স্বরূপ, যে প্রভু আকাশে বিচরণকারী আদিত্যাদি গ্রহগণের স্বরূপে অবস্থিত এবং দৈত্যগণের সংহারকারী। ৪৩

যিনি প্রলয়ের সময় কালের রূপ ধারণ করেন, যিনি জগৎ-সংসারের অন্তকারী যমেরও যম, মৃত্যুরও মৃত্যু, লোকসকলের মর্য্যাদাস্থাপক মনুপ্রভৃতিরও সেতু অর্থাৎ মনু প্রভৃতিকেও মর্য্যাদা-মধ্যে স্থাপনকারী এবং পবিত্রকারক গঙ্গাদি তীর্থসমূহেরও পবিত্রকারী। ৪৪

যিনি বেদবিদ্গণের দ্বারা জানিবার যোগ্য, প্রভুত্ব শক্তিবিশিষ্ট মরীচিপ্রভৃতির প্রভু, যিনি সৌম্য পুরুষগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুরুষগণের অগ্নিস্বরূপ। ৪৫

যিনি মনুষ্যগণের মনোরূপী, তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপ, যিনি নীতিমান্ পুরুষগণের মধ্যে নম্রতারূপে বিরাজমান থাকেন তেজস্বিগণের তেজঃস্বরূপ, যিনি সৃষ্টিসকলের সৃষ্টিকারী এবং সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। ৪৬

যিনি শরীর ধারণ করত অবতারগ্রহণকারী দেবতাগণের বিগ্রহরূপী, গতিমান্দিগের গতি, আকাশ হইতে উৎপন্ন বায়ু এবং বায়ুর দ্বারা জীবিত অগ্নিস্বরূপ। ৪৭

অগ্নি দেবতাগণের প্রাণ এবং মধুসূদন অগ্নিরও প্রাণ। (তিনি অগ্নির প্রাণ হইয়া অগ্নির দ্বারা কি করেন, ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—অগ্নির দ্বারা পৃথক্ অন্নের সার-স্বরূপ)

মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোঽস্থীনি চৈব হি ।
অস্থ্নো মজ্জা সমভবন্মজ্জাতঃ শুক্রমেব চ ॥ ৪৯
শুক্রাদ্ গর্ভঃ সমভবদ্ রসমূলেন কর্ম্মণা ।
তত্রাপাং প্রথমো ভাগঃ স সৌম্যো রাশিরুচ্যতে ॥ ৫০
গর্ভোষ্মসম্ভবোঽগ্নির্যো দ্বিতীয়ো রাশিরুচ্যতে ।
শুক্রং সোমাত্মকং বিদ্যাদার্ত্তবং বিদ্ধি পাবকম্ ॥ ৫১
ভাগৌ রসাত্মকৌ হ্যেষাং বীর্য্যঞ্চ শশি-পাবকৌ ।
কফবর্গে ভবেচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্ ॥ ৫২
কফস্য হৃদয়ং স্থানং নাভ্যাং পিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
দেহস্য মধ্যে হৃদয়ং স্থানং তন্মনসঃ স্মৃতম্ ।
নাভিকোষ্ঠান্তরং যৎ তু তত্র দেবো হুতাশনঃ ॥ ৫৩

মনঃ প্রজাপতির্জ্ঞেয়ঃ কফঃ সোমো বিভাব্যতে ।
পিত্তমগ্নিঃ স্মৃতং হ্যেতদগ্নীষোমাত্মকং জগৎ ॥ ৫৪
এবং প্রবর্ত্তিতে গর্ভে বর্দ্ধিতেঽর্ব্বুদসন্নিভে ।
বায়ুঃ প্রবেশং সঞ্চক্রে সঙ্গতঃ পরমাত্মনা ॥ ৫৫
ততোঽঙ্গানি বিসৃজতি বিভর্ত্তি পরিবর্দ্ধয়ন্
স পঞ্চধা শরীরস্থো ভিদ্যতে বর্দ্ধতে পুনঃ ॥ ৫৬
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ
প্রাণঃ স প্রথমং স্থানং বর্দ্ধয়ন্ পরিবর্ত্ততে ॥ ৫৭
অপানঃ পশ্চিমং কায়মুদানোর্দ্ধং শরীরিণঃ ।
ব্যানো ব্যাযচ্ছতে যেন সমানঃ সংনিবর্ত্তয়েৎ ॥
ভূতাবাপ্তিস্ততস্তস্য জায়তেন্দ্রিয়গোচরাৎ ॥ ৫৮

রস হইতে রক্ত হয় ( এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ বীর্য্য হইয়া গর্ভে থাকেন, এইরূপে তিনি অগ্নির প্রাণ হইয়া অগ্নির দ্বারা সম্পূর্ণ সৃষ্টিকার্য্য চালনা করেন ) এবং রক্ত হইতে মাংস হয় । ৪৮

মাংস হইতে মেদের ( চর্ব্বির ) উৎপত্তি হয়, মেদ হইতে অস্থিসমূহের উদ্ভব হয়, অস্থি হইতে মজ্জা হয় এবং মজ্জা হইতে বীর্য্যের উৎপত্তি হয় । ৪৯

রসমূল কর্ম্মের দ্বারা বীর্য্য হইতে গর্ভ হয় । উহাতে প্রথম ভাগ জলের অংশ ( বীর্য্য হয় এবং তাহা শ্বেত হওয়ায় ) সৌম্য হয়, জল প্রধান সোমের অংশ হয় ও গর্ভের উষ্ণতা হইতে অর্থাৎ জঠরাগ্নি হইতে উৎপন্ন ( রক্তরূপ ) যে দ্বিতীয় ভাগ উহাতে থাকে, সেই রক্তরাশিকে অগ্নির অংশ বলা হয় । এইভাবে বীর্য্যকে সোমের অংশ ও রক্তকে অগ্নির অংশ বলিয়া জানিতে হয় । ৫০-৫১

( পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ) এই শুক্র ও শোণিত উভয়ই রসের ভাগ ; কারণ, শশী—চন্দ্র ও পাবক—অগ্নি অর্থাৎ শুক্র এবং শোণিত এই রসাদির সার । ( এখন জগতের অগ্নীষোমাত্মক রূপ প্রতিপন্ন করিতেছেন ) শুক্র অর্থাৎ বীর্য্য কফবর্গে এবং রক্ত পিত্তবর্গে হয় । ( বীর্য্যের আশ্রয়ে স্থিত ও যাহার দেবতা সোম, এরূপ ) কফের স্থান হৃদয় । ( রক্তের আশ্রয়ে স্থিত ও যাহার দেবতা অগ্নি, এরূপ ) পিত্তের স্থান নাভি । ৫২;

দেহের মধ্যে যে হৃদয়, তাহাকেই মনের স্থান বলা হয় এবং নাভি কোষ্ঠের মধ্যে ( যাহার অধিষ্ঠাতা দেবতা ) অগ্নি থাকেন । ৫৩

মনের অধিষ্ঠাতা দেবতা প্রজাপতি বলিয়া মনকে প্রজাপতি জানিতে হইবে, কফকে সোম বলিয়া জানিতে হইবে এবং পিত্তকে অগ্নি বলিয়া কথিত হয় । এইভাবে সম্পূর্ণ জগৎ অগ্নীষোমাত্মক । ৫৪

যেরূপ ধূম, জ্যোতি, জল ও বায়ুর দ্বারা মেঘ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ গর্ভও অন্ন, অগ্নি, জল ও প্রাণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব অচেতন, উহা বর্দ্ধিত হইলে পর ( প্রাণ বায়ুর সহচর বলিয়া জীবরূপ ) বায়ু ঈশ্বরের সহিত উহাতে প্রবেশ করে ( এবং উহার সহিত উৎক্রমণ করে ) । ৫৫

দেহে প্রবেশ করিবার পর এই ( প্রাণোপাধিক ) জীব মস্তকাদি অঙ্গসমূহ সৃজন করে এবং সেই সকল বর্দ্ধিত করিতে করিতে পুষ্টও করিয়া থাকে । উহা পুনরায় ( প্রাণ পঞ্চবিধ বলিয়া স্বয়ংও ) পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয় । ৫৬

পঞ্চবিধ প্রাণ যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান । ইহাদের মধ্যে প্রাণ প্রথম স্থান ( হৃৎপিণ্ড-হৃদয় )-কে পুষ্ট করিতে করিতে চলিতে থাকে । ৫৭

অপান প্রাণীর ( জঙ্ঘা হইতে চরণ পর্য্যন্ত ) অধোদেহকে ও উদান প্রাণীর ( জঙ্ঘার উপরিভাগ ) ঊর্দ্ধ দেহকে বর্দ্ধিত করে এবং ব্যান—ব্যায়াম অর্থাৎ বলসাধ্য কর্ম্ম করে ( অতএব উহা দেহের সমস্ত সন্ধি স্থানে বর্ত্তমান থাকে ) । সমান ( নাভিতে থাকিয়া ) ভুক্ত ও পীত বস্তুসমূহকে সমান করে অর্থাৎ যথাস্থানে উপস্থিত করে । এইভাবে প্রাণের কর্ম্মসমূহ বিভক্ত হইলে পর জীবের ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সকল রূপাদি দ্বারা তাহাদের আশ্রয় অগ্নি প্রভৃতি ভূতবর্গের সাক্ষাৎকার হয় । ৫৮

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বিষ্টানি স্বং স্বং যোগং প্রচক্রিরে ॥ ৫৯
পার্থিবং দেহমাহুস্তং প্রাণাত্মানঞ্চ মারুতম্ ।
ছিদ্রাণ্যাকাশযোনীনি জলাৎ স্রাবঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬০
জ্যোতিশ্চক্ষুশ্চ তেজাত্মা তেষাং যন্তা মনঃ স্মৃতঃ ।
গ্রামাশ্চ বিষয়াশ্চৈব যস্য বীর্য্যাৎ প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৬১
ইত্যেবং পুরুষঃ সর্ব্বান্ সৃষ্ট্বা লোকান্ সনাতনান্ ।
কথং লোকে নৈধনেঽস্মিন্ নরত্বং বিস্ময়ো মহান্ ॥ ৬২
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্নেষ মে বিস্ময়ো মহান্ ।
কথং গতির্গতিমতামাপন্নো মানুষীং তনুম্ ॥ ৬৩

শ্রুতো মে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বেষাং চৈব সম্ভবঃ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি বিষ্ণোশ্চ বৃষ্ণীনাঞ্চ যথাক্রমম্ ॥৬৪
আশ্চর্য্যং পরমং বিষ্ণুর্দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ কথ্যতে ।
বিষ্ণোরুৎপত্তিমাশ্চর্য্যং মমাচক্ষ্ব মহামুনে ॥ ৬৫
এতদাশ্চর্য্যমাখ্যানং কথয়স্ব সুখাবহম্ ।
প্রখ্যাতবলবীর্য্যস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥
কর্ম্ম চাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোস্তত্ত্বমিহোচ্যতে ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
বরাহোৎপত্তিবর্ণনে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

---

(ইহার কারণ এই যে,) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও পঞ্চমে আকাশ—এই সব ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া দেহের অন্তর্গত নিজ নিজ নেত্র গোলকাদি স্থানসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, এইরূপে তাহারা নিজ নিজ সজাতীয়কে গ্রহণ করে অর্থাৎ পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে, জলীয় রসনেন্দ্রিয় জলের গুণ রসকে গ্রহণ করে, তৈজস চক্ষু তেজের গুণ রূপকে গ্রহণ করে, বায়বীয় ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রহণ করে এবং আকাশীয় শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে । ৫৯

দেহকে অর্থাৎ একত্রিত কঠিনাংশকে পৃথিবীর বিকার বলে, প্রাণকে বায়ুর, শরীরে স্থিত সব ছিদ্রকে আকাশের বিকার এবং শরীর হইতে নির্গত (মূত্র, ঘর্ম্ম, বীর্য্যাদি) সমস্ত স্রাবকে জলের বিকার বলে । ৬০

চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃস্বরূপ, এই সব পৃথিবী প্রভৃতির (সম্মিলিত) তেজের অংশ মন ; এই মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক—সকলকে বশীভূত রাখে অর্থাৎ মনের মনের সংযোগই এই সব ইন্দ্রিয়েরা কার্য্যক্ষম হয় । এই মনের শক্তিতেই (রূপাদির আশ্রয়) পৃথিবী প্রভৃতির সমূহ এবং শব্দাদি বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ হয় অথবা গ্রাম-নগরাদি সব কিছুই মনঃসংযোগেই সৃষ্ট হয় । ৬১

পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু এইভাবে এই সনাতন লোকসকল সৃজন করেন । সেই বিষ্ণু এই মরণশীল সংসারে কেন মানুষ হইলেন ? । ৬২

আমি নিজের বংশ ও নিজের পূর্ব্বপুরুষগণের উৎপত্তি শ্রবণ করিয়াছি, এখন আমি বিষ্ণু এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণের উৎপত্তি ক্রমানুসারে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি । ৬৩

মহামুনে ! দেবতা ও দৈত্যগণ বিষ্ণুকে পরম আশ্চর্য্যময় বলিয়া বর্ণনা করেন ; অতএব আপনি বিষ্ণুর আশ্চর্য্যপূর্ণ উৎপত্তির কথা আমার নিকট বলুন । ৬৪

আপনি বল ও বীর্য্যে প্রসিদ্ধ অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর সুখদায়ক আশ্চর্য্যজনক উপাখ্যান বলুন এবং আশ্চর্য্যস্বরূপ বিষ্ণুর কর্ম্ম ও তত্ত্ব আমাকে বলুন । ৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে বরাহের উৎপত্তি বর্ণনবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতো বিষ্ণোর্বারাহ-নৃসিংহ-বামন-দত্তাত্রেয়-পরশুরাম-শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ-ব্যাস-কল্কিপ্রভৃতীনামবতারাণাং সমাসতো বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রশ্নভারো মহাংস্তাত ত্বয়োক্তঃ শার্ঙ্গধন্বনি।
যথাশক্তি তু বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং বৈষ্ণবং যশঃ॥ ১
বিষ্ণোঃ প্রভাবশ্রবণে দিষ্ট্যা তে মতিরুত্থিতা।
হন্ত বিষ্ণোঃ প্রবৃত্তিঞ্চ শৃণু দিব্যাং ময়েরিতাম্॥ ২
সহস্রাক্ষং সহস্রাস্যং সহস্রচরণঞ্চ যম্।
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রকরমব্যয়ম্॥ ৩
সহস্রজিহ্বং ভাস্বন্তং সহস্রমুকুটং প্রভুম্।
সহস্রদং সহস্রাদিং সহস্রভুজমব্যয়ম্॥ ৪
সবনং হবনং চৈব হব্যং হোতারমেব চ।
পাত্রাণি চ পবিত্রাণি বেদিং দীক্ষাং চরুং স্রুবম্॥ ৫
স্রুক্সোমং শূর্পমুসলং প্রোক্ষণং দক্ষিণায়নম্।
অধ্বর্য্যুং সামগং বিপ্রং সদস্যং সদনং সদঃ॥ ৬
যূপং সমিৎকুশং দর্বীং চমসোলূখলানি চ।
প্রাগ্বংশং যজ্ঞভূমিঞ্চ হোতারং চয়নঞ্চ যৎ॥ ৭
ক্ষুদ্রাণ্যতিপ্রমাণানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি চার্থঞ্চ স্থণ্ডিলানি কুশাংস্তথা॥ ৮
মন্ত্রং যজ্ঞবহং বহ্নিং ভাগং ভাগবহঞ্চ যৎ।
অগ্রেভুজং সোমভুজং হুতার্চিষমুদায়ুধম্॥ ৯
আহুর্বেদবিদো বিপ্রা যং যজ্ঞে শাশ্বতং বিভুম্।
তস্য বিষ্ণোঃ সুরেশস্য শ্রীবৎসাঙ্কস্য ধীমতঃ॥ ১০
প্রাদুর্ভাবসহস্রাণি অতীতানি ন সংশয়ঃ।
ভূয়শ্চৈব ভবিষ্যন্তীত্যেবমাহ প্রজাপতিঃ॥ ১১
যৎ পৃচ্ছসি মহারাজ পুণ্যাং দিব্যাং কথাং শুভাম্।
যদর্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সুরেশো রিপুসূদনঃ॥
দেবলোকং সমুৎসৃজ্য বসুদেবকুলেঽভবৎ॥ ১২
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বমশেষতঃ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং চরিতঞ্চ মহাদ্যুতেঃ॥ ১৩

---

## একচত্বারিংশ অধ্যায়

[ভগবান্ বিষ্ণুর বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও কল্কি-অবতারের সংক্ষিপ্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাত! তুমি শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয়ে যে এই প্রশ্নের বিরাট্ ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছ, তাহা আমি যথাশক্তি তোমাকে বলিব। তুমি বিষ্ণুর সেই যশোগাথা—লীলাকথা শ্রবণ কর। ১

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রভাব শ্রবণ করিতে তোমার মনের যে প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহা সৌভাগ্যের কথা। অতএব আমি হৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুর দিব্য লীলা-কথা বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সহস্রবদন, সহস্রনয়ন, সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক, সহস্রকর, অবিনাশী দেব, সহস্রজিহ্ব, উজ্জ্বল সহস্র মুকুট সুশোভিত, প্রভু, সহস্র দাতা, সহস্র প্রাণিগণের আদি স্রষ্টা, সহস্রবাহু, অবিকারী, সবন (যজ্ঞোপযোগী কাল), হবন-রূপ কর্ম, হব্য (হবনীয় পদার্থ), হোতা (যজমান), যজ্ঞপাত্র, পবিত্রক, বেদী, দীক্ষা, চরু, স্রুবা, স্রুক্, সোম, শূর্প, মুসল, প্রোক্ষণীপাত্র, দক্ষিণায়ন, অধ্বর্য্যু (যজুর্ব্বেদী), সামবেদগায়ক, ব্রাহ্মণ, সদস্য, পত্নীশালা, সভা, যূপ, সমিধ, কুশ, দর্বী, চমস, উলূখল, প্রাগ্বংশ (যজ্ঞমণ্ডপে স্থিত যজমান-গৃহ), যজ্ঞভূমি, হোতা (ঋত্বিক্), চয়ন (ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী), ছোট বড় চরাচর জীব, প্রায়শ্চিত্ত, প্রয়োজন বা ফল, স্থণ্ডিল (বেদী), কুশ, মন্ত্র, যজ্ঞবাহক অগ্নি, দেবগণের ভাগ, ভাগবাহক, অগ্রাসনভোজী, সোমভোক্তা, ঘৃতাহুতিতে উত্থিত অগ্নিশিখা, উদায়ুধ (যজ্ঞসমাপ্তির সময় করণীয় উদয়নীয় নামক ইষ্টি) এবং যজ্ঞে বিরাজমান সনাতন প্রভু বলেন, সেই শ্রীবৎসচিহ্ন বিভূষিত দেবেশ্বর বুদ্ধিমান ভগবান্ বিষ্ণুর সহস্র অবতার হইয়া গিয়াছে ও ভবিষ্যতেও সময়ে সময়ে বারংবার অবতার হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এরূপই প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৩-১১

মহারাজ! তুমি যে পবিত্র, দিব্য ও মঙ্গলময় কথার প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা এবং যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেবেশ্বর শত্রুনাশন ভগবান্ বিষ্ণু দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া বসুদেবের কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার নিকট

হিতার্থং সুরমর্ত্যানাং লোকানাং প্রভবায় চ ।
বহুশঃ সর্বভূতাত্মা প্রাদুর্ভবতি কার্যতঃ ॥ ১৪
প্রাদুর্ভাবাংশ্চ বক্ষ্যামি পুণ্যান্ দিব্যগুণৈর্যুতান্
ছান্দসীভিরুদারাভিঃ শ্রুতিভিঃ সমলঙ্কৃতান্ ॥ ১৫
শুচিঃ প্রযতবাগ্ভূত্বা নিবোধ জনমেজয় ।
ইদং পুরাণং পরমং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্ ॥ ১৬
হন্ত তে কথয়িষ্যামি বিষ্ণোর্দিব্যাঃ কথাঃ শৃণু ।
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ॥
ধর্মসংস্থাপনার্থায় তদা সম্ভবতি প্রভুঃ ॥ ১৭
তস্য হ্যেকা মহারাজ মূর্তির্ভবতি সত্তমা ।
নিত্যং দিবিষ্ঠা যা রাজংস্তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ১৮
দ্বিতীয়া চাস্য শয়নে নিদ্রাযোগমুপায়যৌ
প্রজাসংহারসর্গার্থং কিমধ্যাত্মবিচিন্তকম্ ॥ ১৯
সুপ্ত্বা যুগসহস্রং স প্রাদুর্ভবতি কার্যবান্ ।
পূর্ণে যুগসহস্রে তু দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ২০

পিতামহো লোকপালাশ্চন্দ্রাদিত্যৌ হুতাশনঃ
ব্রহ্মা চ কপিলশ্চৈব পরমেষ্ঠী তথৈব চ ॥
দেবাঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব ত্র্যম্বকশ্চ মহাযশাঃ ।
বায়ুঃ সমুদ্রাঃ শৈলাশ্চ তস্য দেহং সমাশ্রিতাঃ ॥ ২২
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
মনুর্মহাত্মা ভগবান প্রজাকরঃ
পুরাণদেবোঽথ পুরাণি চক্রে
প্রদীপ্তবৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ ॥ ২৩
যেন চার্ণবমধ্যস্থৌ নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে ।
নষ্টে দেবাসুরগণে প্রনষ্টোরগ-রাক্ষসে ॥ ২৪
যোদ্ধুকামৌ সুদুর্ধর্ষৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ ।
হতৌ প্রভবতঃ যেন তয়োর্দত্ত্বামিতং বরম্
পুরা কমলনাভস্য স্বপতঃ সাগরাম্ভসি ।
পুষ্করে যত্র সম্ভূতা দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা ॥ ২৬
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
পুরাণে কথ্যতে যত্র বেদঃ শ্রুতিসমাহিতঃ ॥ ২৭

---

বর্ণনা করিব। তুমি এই সমস্ত পূর্বরূপে শ্রবণ কর এবং মহাতেজস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও চরিত্র শ্রবণ কর। ১২-১৩

সমস্ত ভূতগণের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরি দেবতা ও মনুষ্যদিগের কল্যাণ এবং লোকসকলের অভ্যুদয় করিবার জন্য আবশ্যকতা বশে বারংবার অবতীর্ণ হন। ১৪

আমি ভগবানের উদার বৈদিক শ্রুতিসমূহের দ্বারা বর্ণিত দিব্য গুণযুক্ত পবিত্র অবতার সকলের বর্ণনা করিব। ১৫

জনমেজয়! এই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ পুরাণ বেদতুল্য সম্মানিত। তুমি পবিত্র ও মৌন হইয়া শ্রবণ কর। আমি অতিশয় হর্ষের সহিত তোমার নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর এই দিব্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬

ভারত! যখন যখন ধর্মের হ্রাস হয়, তখন তখনই প্রভু ধর্মকে দৃঢ় রূপে স্থাপিত করিবার জন্য অবতার গ্রহণ করেন। ১৭

রাজন্! মহারাজ! তাঁহার এক শ্রেষ্ঠতম সাত্ত্বিকী মূর্তি আছেন, যিনি দিব্যলোকে থাকিয়া সদা দুষ্কর তপস্যা করেন। ১৮

তাঁহার দ্বিতীয় মূর্তি প্রজাসকলের সংহার ও সৃষ্টির যোগ-নিদ্রা অবলম্বন করত শেষ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এই যোগনিদ্রা অধ্যাত্মচিন্তকগণের সমাধি হইতেও উৎকৃষ্ট। ১৯

এক সহস্র চতুর্যুগ পর্যন্ত যোগ-নিদ্রায় থাকিয়া তিনি সৃষ্টি-সম্পাদন কার্যের জন্য পুনরায় বিভিন্ন (দেবতাদি) রূপে প্রাদুর্ভূত হন। সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে পর সেই দেবাদিদেব জগদীশ্বর বিষ্ণুই পিতামহ ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, কপিল, পরমেষ্ঠী (দক্ষ), দেবতা, সপ্তর্ষি এবং মহাযশস্বী ত্রিলোচন শিবাদি রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বায়ু, সমুদ্র ও পর্বত—এ সকলই তাঁহার বিরাট্ রূপের আশ্রয় গ্রহণ করত স্থিত আছে। ২০-২২

মহাপ্রভাবশালী সনৎকুমার ও প্রজাসৃষ্টিকারী ঐশ্বর্যশালী মহাত্মা মনুও তাঁহারই স্বরূপ। প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই পুরাণদেব শ্রীহরিই সমস্ত দেবতাদিগের দেহসমূহ সৃষ্টি করেন। ২৩

মহাপ্রলয়ের সময় যখন দেবতা ও অসুরগণ, নাগ এবং রাক্ষসাদি সমস্ত চরাচর প্রাণীরা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তখন একার্ণব জলে দুই জন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ দানব উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম মধু ও কৈটভ। এই দুই দানব যুদ্ধার্থী ছিল। সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণুই এই দুই জনকে যোদ্ধার অনুপম বর দান করত বিনাশ করিয়াছিলেন। ২৪-২৫

পুরাকালে যখন পদ্মনাভ ভগবান্ বিষ্ণু সমুদ্রের জলে নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভি হইতে এক পদ্ম উথিত হয়, যাহার মধ্যে পূর্বে ঋষিগণ সহ সমস্ত দেবতারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ২৬

পুরাণে পরমাত্মা বিষ্ণুর এই পৌষ্কর নামক অবতার বা সর্গ

বারাহস্তু শ্রুতিমুখঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
যত্র বিষ্ণুঃ সুরশ্রেষ্ঠো বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈল-বন-কাননাম্ ॥ ২৮
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥২৯
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গঃ শ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্ ॥ ৩০
ধর্ম্মসত্যময়ঃ শ্রীমান্ ক্রম-বিক্রমসৎকৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তনখো ধীরঃ পশুজানুর্মহাভুজঃ ॥ ৩১
উদ্গাত্রন্ত্রো হোমলিঙ্গঃ ফল-বীজ-মহৌষধিঃ।
বায়্বন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগ্ বিকৃতঃ সোমশোণিতঃ ॥ ৩২
বেদিস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্য-কব্যাতিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরাচিতঃ ॥ ৩৩
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্।
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ॥ ৩৪
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মেরুশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥ ৩৫
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈল-বন-কাননাম্।
একার্ণবজলে ভ্রষ্টামেকার্ণবগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৬
দংষ্ট্রয়া যঃ সমুদ্ধৃত্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সহস্রশীর্ষো দেবাদিশ্চকার পৃথিবীং পুনঃ ॥ ৩৭
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা।
উদ্ধৃতা পৃথিবীসর্ব্বা সাগরাম্বুধরা পুরা ॥ ৩৮
বারাহ এষ কথিতো নারসিংহমতঃ শৃণু।
যত্র ভূত্বা মৃগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ৩৯
পুরা কৃতযুগে রাজন্ সুরারির্বলদর্পিতঃ।
দৈত্যানামাদিপুরুষশ্চচার তপ উত্তমম্ ॥ ৪০

কথিত আছে। যে পুরাণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের শ্রুতিসমূহ-সম্বলিত সম্পূর্ণ বেদ প্রতিষ্ঠিত আছে (পুরাণসমূহে বেদার্থেরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে)। ২৭

এই পরমাত্মার যে বারাহ-নামক অবতার—উহা শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। সেই অবতারের সময় সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু বারাহরূপ ধারণ করত পর্ব্বত ও বনসহ সমুদ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ২৮

চারি বেদ তাঁহার চার চরণ, যূপ তাঁহার দংষ্ট্রা (দাড়া), যজ্ঞ দন্ত, শ্যেনচিৎ প্রভৃতি চিতি (ইষ্টিকা-চয়ন) মুখ, অগ্নি-জিহ্বা, কুশ রোমাবলি এবং ব্রহ্ম মস্তক। তিনি মহাতপস্বী। ২৯

দিন ও রাত্রি তাঁহার দুই চক্ষু, তিনি দিব্য স্বরূপ, বেদ তাঁহার অঙ্গ, শ্রুতি অলঙ্কার, হবিষ্য (ঘৃত) নাসিকা, স্রুবা তুণ্ড এবং সামবেদের গম্ভীর ঘোষই তাঁহার স্বর। তিনি মহান্ (বিরাট্)। ৩০

ধর্ম্ম ও সত্য তাঁহার স্বরূপ। তিনি শ্রীসম্পন্ন এবং ক্রম (গতি) ও বিক্রমের (পরাক্রমের) দ্বারা সম্মানিত। প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার নখ এবং পশু তাঁহার জানু। তিনি ধীর ও বিশাল বাহু-যুগশোভিত। ৩১

উদ্গাতা তাঁহার অন্ত্র (আঁত), হোম লিঙ্গ এবং মহৌষধি-ফল তাহার অণ্ডকোষ ও বীর্য্য। বায়ু অন্তরাত্মা, মন্ত্র নিতম্ব এবং বিকৃত সোমরসই তাঁহার রক্ত। ৩২

বেদী স্কন্ধ, হবিষ্য গন্ধ এবং হব্য ও কব্য তাঁহার প্রচণ্ড বেগ। প্রাগ্‌বংশ (যজমান-গৃহ) তাঁহার শরীর। তিনি পরম কান্তি-মান্ ও নানাবিধ দীক্ষাসম্পন্ন। ৩৩

দক্ষিণা তাঁহার হৃদয়, মহাসত্র (দীর্ঘকাল ধরিয়া করণীয় যজ্ঞ) সেই মহাযোগীর স্বরূপ, বেদের স্বাধ্যায় তাঁহার ওষ্ঠের আভরণ এবং প্রবর্গ্যনামক কর্ম্মের আবৃত্তিই তাঁহার ভূষণ। ৩৪

নানাপ্রকার ছন্দের গতি তাঁহার পথ এবং তিনি গোপনীয় উপনিষদ্রূপ আসনে বিরাজমান। জলে পতিত ছায়াই পত্নী-রূপা সেই সময় তাঁহার সহায়িকা ছিল এবং এবং তিনি মেরু পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় অতিশয় উচ্চ ছিলেন। ৩৫

দেবতাগণের আদিকারণ সহস্রমস্তক সেই ভগবান্ বারাহ একার্ণব জলে প্রবেশ করত উহার মধ্যে নিমগ্ন পর্ব্বত ও কাননসহ সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে নিজের দংষ্ট্রার দ্বারা উপরে তুলিয়া সম্পূর্ণ লোকসকলের হিতকামনায় পুনরায় তাহাকে জলের উপরিভাগে স্থিরভাবে স্থাপিত করিলেন। ৩৬-৩৭

এইভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের হিতার্থী যজ্ঞাত্মা ভগবান্ বারাহ সাগরজলধারিণী সম্পূর্ণা পৃথিবীকে পুরাকালে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৩৮

এই বারাহ অবতারের কথা বর্ণিত হইল। ইহার পর যে নর-সিংহ অবতার হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা শ্রবণ কর। সেই অবতারে ভগবান্ নরসিংহ রূপ ধারণ করত হিরণ্যকশিপুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। ৩৯

রাজন্! পূর্বকালে সত্যযুগে দেবশত্রু হিরণ্যকশিপু সমস্ত দৈত্যগণের আদি পুরুষ ছিল। বলগর্ব্বিত এই দৈত্য সাড়ে একা-দশ সহস্র বর্ষ (সাড়ে এগার হাজার বৎসর) পর্য্যন্ত উত্তম তপস্যা

দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ।
জলোপবাসনিরতঃ স্থানমৌনদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৪১
ততঃ শম-দমাভ্যাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ চানঘ ।
ব্রহ্মা প্রীতোঽভবৎ তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥ ৪২
তং বৈ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ স্বয়মাগত্য ভূপতে ।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৪৩
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্দৈবতৈঃ সহ ।
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরৈঃ ॥ ৪৪
দিশাভির্বিদিশাভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা ।
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ॥ ৪৫
দেবর্ষিভিস্তপোবৃদ্ধৈঃ সিদ্ধৈঃ সপ্তর্ষিভিস্তথা ।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যতমৈর্গন্ধর্বৈশ্চাপ্সরোগণৈঃ ॥ ৪৬
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বৃতঃ সর্বৈঃ সুরৈস্তথা
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৭
প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ৪৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ন দেবাসুর-গন্ধর্বা ন যক্ষোরগ-রাক্ষসাঃ
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ নিহন্যুর্মাং কথঞ্চন ॥ ৪৯
ঋষয়ো বা ন মাং শাপৈঃ ক্রুদ্ধা লোকপিতামহ ।
শপেয়ুস্তপসা যুক্তা বরমেতং বৃণোম্যহম্ ॥ ৫০
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন বা ।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ স্যান্ন চান্যেন মে বধঃ ॥ ৫১
পাণিপ্রহারেণৈকেন সভৃত্য-বল-বাহনম্ ।
যো মাং নাশয়িতুং শক্তঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৫২
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হুতাশনঃ ।
সলিলং চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ৫৩
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ ॥ ৫৪
এবমুক্তস্তু দৈত্যেন স্বয়ম্ভূর্ভগবাংস্তদা
উবাচ দৈত্যরাজং তং প্রহসন্ নৃপসত্তম ॥ ৫৫

ব্রহ্মোবাচ ।

এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তাস্তবাদ্ভুতাঃ
সর্বান্ কামানিমাংস্তাত প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥৫৬

---

করিয়াছিল। সেই সময় এই দৈত্য সদা জলে ও উপবাসেই নিরত ছিল। আসন স্থাপন করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক দৃঢ়তা সহকারে ব্রতপালন করিতেছিল। ৪০-৪১

নিষ্পাপ নরেশ! অনন্তর তাহার ইন্দ্রিয়-সংযম, মনোনিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালনে ব্রহ্মা তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৪২

ভূপাল! স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ব্রহ্মা হংসযুক্ত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বিমানের দ্বারা স্বয়ংই সেখানে আগমন করিলেন। ৪৩

তাহার সহিত আদিত্য, বসু, সাধ্য, ও মরুদ্গণ, অন্যান্য দেবতারা, রুদ্রগণ, বিশ্বদেব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ, দিক্, বিদিক্, সমুদ্র, নক্ষত্র এবং মুহূর্তসমূহ, আকাশচারী মহাগ্রহসকল তপোবৃদ্ধ দেবর্ষি, সিদ্ধ, সপ্তর্ষি, পরম পুণ্যাত্মা রাজর্ষি, গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দ ছিলেন ॥ ৪৪-৪৬

সমস্ত দেবতাদের পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরাচরগুরু শ্রীমান্ ব্রহ্মা সেই দৈত্যকে এই কথা বলিলেন। ৪৭

উত্তম ব্রতপালনকারী দৈত্যরাজ! তুমি আমার ভক্ত। তোমার এই তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর ও মনোবাঞ্ছিত ভোগ প্রাপ্ত হও। ৪৮

হিরণ্যকশিপু বলিল—লোকপিতামহ! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ—ইহারা কোনরূপেই যেন আমাকে সংহার করিতে না পারে। তপস্বী, ঋষি, মহর্ষিগণ কুপিত হইয়া আমাকে যেন শাপ দিতে না পারেন, আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি। ৪৯-৫০

না শস্ত্র, না অস্ত্র, না পর্বত অথবা বৃক্ষ, না শুষ্ক, না আর্দ্র ও না অন্য কোনও অস্ত্রে আমার বধ হয়। ৫১

যে আমার সেবক, সৈন্য ও বাহনসকল এবং আমাকে একটি চপেটাঘাতে বধ করিতে সমর্থ হইবে, সে-ই আমার মৃত্যু হইবে অর্থাৎ তাহারই দ্বারা যেন আমার মৃত্যু হয়। ৫২

আমি সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, নক্ষত্র ও দশ দিক্‌রূপে যেন অবস্থান করিতে পারি। ৫৩

আমিই কাম ও ক্রোধের অধিষ্ঠাতা হই। আমিই বরুণ, ইন্দ্র, যম, ধনাধ্যক্ষ কুবের, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের অধিপতি হই। ৫৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই দৈত্য এই কথা বলিলে পর স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা হাস্যসহকারে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিলেন। ৫৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! এই দিব্য ও অদ্ভুত বরসমূহ আমি

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ জগামাকাশমেব হি।
বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৫৭
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্ব্বা মুনয়স্তথা।
বরপ্রদানং শ্রুত্বা তে পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ৫৮
বিভুং বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৫৯

দেবা ঊচুঃ

বরেণানেন ভগবন্ বাধিষ্যতি নোঽসুরঃ।
ততঃ প্রসীদ ভগবন্ বধোঽপ্যস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৬০
ভবান্ হি সর্ব্বভূতানাং স্বয়ম্ভূরাদিকৃদ্ বিভুঃ।
স্রষ্টা চ হব্য-কব্যানামব্যক্তপ্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥ ৬১
ততো লোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং সর্ব্বান্ দেবগণাংস্তদা ॥ ৬২
অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্।
তপসোঽন্তেঽস্য ভগবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥ ৬৩

তোমাকে প্রদান করিলাম! তাত। তুমি এই সব অভীষ্টপ্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৬

এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত আকাশস্থিত বৈরাজ-নামক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৫৭

অনন্তর দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং মুনিগণ এই বরদান শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫৮

তারপর ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মাকে নিজেদের মানসিক ভয় এইভাবে নিবেদন করিলেন। ৫৯

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! এই বরদানের প্রভাবে অসুর আমাদের সকলকে অত্যন্ত কষ্টদান করিবে। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন এবং তাহার কোনও বধের উপায় চিন্তা করুন; কারণ, আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি স্রষ্টা, স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বব্যাপী, হব্য-কব্যের নির্মাতা, অব্যক্ত-প্রকৃতি ও ধ্রুবস্বরূপ। ৬০-৬১

সেই সময় দেবতাগণের এই লোকহিতকারী বাক্য শ্রবণ করত সেই প্রজাপতিদেব ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৬২

দেবগণ! সেই অসুরের নিজের তপস্যার ফল অবশ্যই লাভ হইবে। (ফলভোগের দ্বারা) যখন তপস্যার সমাপ্তি হইবে, তখন ভগবান বিষ্ণু স্বয়ংই ইহাকে বধ করিবেন। ৬৩

পদ্মযোনি ব্রহ্মার মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত

এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং পঙ্কজসম্ভবাৎ।
স্বানি স্থানানি দিব্যানি জগ্মুস্তে বৈ মুদান্বিতাঃ ॥ ৬৪
লব্ধমাত্রে বরে চাপি সর্ব্বাঃ সোঽবাধত প্রজাঃ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥ ৬৫
আশ্রমেষু মহাভাগান্ মুনীন্ বৈ শংসিতব্রতান্।
সত্যধর্ম্মরতান্ দান্তান্ পুরা ধর্ষিতবাংস্তু সঃ ॥ ৬৬
দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংস্তু পরাজিত্য মহাসুরঃ।
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ ॥ ৬৭
যদা বরমদোৎসিক্তো ন্যবসদ্ দানবো দিবি।
যজ্ঞিয়ান্ কৃতবান্ দৈত্যান্ দেবাংশ্চৈবাপ্যযজ্ঞিয়ান্ ॥ ৬৮
আদিত্যাশ্চ ততো রুদ্রা বিশ্বে চ মরুতস্তথা।
শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপাজগ্মুর্মহাবলম্ ॥ ৬৯
বেদযজ্ঞময়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মদেবং সনাতনম্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ প্রভুং লোকনমস্কৃতম্ ॥
নারায়ণং বিভুং দেবাঃ শরণ্যং শরণাগতাঃ ॥ ৭০

দেবতাগণ আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ দিব্যস্থানে চলিয়া যাইলেন। ৬৪

সেই বর প্রাপ্ত হইয়াই দৈত্য হিরণ্যকশিপু সমস্ত প্রজাগণকে কষ্ট দিতে লাগিল; কারণ, ব্রহ্মার সেই বরদানে তাহার দর্প বাড়িয়া গিয়াছিল। ৬৫

সর্ব্ব প্রথমে সে আশ্রমবাসী, উত্তম ব্রতপালক, সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও মহাভাগ মুনিগণকে পীড়াদান আরম্ভ করিল। ৬৬

ত্রিভুবনে স্থিত সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের রাজ্য নিজের বশীভূত করত সেই মহাসুর দানব হিরণ্যকশিপু স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। ৬৭

বরের মদে উন্মত্ত হইয়া সেই দানব যখন দেবলোকে বাস করিতেছিল, সেই সময় সে দৈত্যগণকে যজ্ঞভাগী করিল এবং দেবতাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া দিল। ৬৮

তখন আদিত্য রুদ্র, বিশ্বেদেব ও মরুদ্গণাদি খিন্ন হইয়া শরণাগতবৎসল, বেদ ও যজ্ঞরূপ, ব্রহ্মারও আরাধ্য দেব, সনাতন ব্রহ্মরূপ এবং মহাবল ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাঁহার স্বরূপ, যিনি সব কিছুই করিতে সমর্থ এবং সমস্ত লোকসমূহের দ্বারা বন্দিত, সেই সর্ব্বব্যাপী নারায়ণের সেই শরণাগত দেবগণ শরণ গ্রহণ করিলেন। ৬৯-৭০

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

সর্ব্বদা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে না। ক্রিয়াতে অদ্বৈতবুদ্ধি করিলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইবে না। তিনলোকে অদ্বৈত বুদ্ধি রাখিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈতভাব রাখিবে না। গুরু ও শিষ্য এক হইলে কখনও জ্ঞানলাভ হইবে না।

[ ২ ]

স্বর্গ মর্ত্ত-পাতাল এই তিনলোকে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহা জ্ঞানদাতা সদগুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। যদি বল স্পর্শমণি পরশ-পাথর তাহার দৃষ্টান্ত হইবে, কারণ স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করে। না—স্পর্শমণিও সদগুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, কারণ স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণ করে বটে কিন্তু তাহা স্পর্শমণির সদৃশ আর একটি মণি করিতে পারে না। কিন্তু শিষ্য সদগুরুর চরণযুগলে শরণাপন্ন হইলে গুরু তাহাকে নিজের সদৃশ করেন। এজন্য সদগুরুর কোন দৃষ্টান্ত নাই—অথবা তিনি অলৌকিক। গুরু আবরণ বলিয়া সংসারের অতীত।

POUSH
1382 B.S. :

Regd. No. WB/NC-57

Aryashastra

Mahabharata—2
Dec.—Jan. 1975-76

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যথার্থ চন্দনবৃক্ষ হইতে যে সুগন্ধ নির্গত হয়, তাহারা দ্বারা চারি পার্শ্বস্থিত অন্যবৃক্ষসকল সুগন্ধযুক্ত হয় এবং অনেক লোকের ক্লেশ দূর করে—সেইরূপ কল্পবৃক্ষের শিষ্যগণ সৌভাগ্যবশতঃ আচার্য্য হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের কথার দ্বারা সমীপবর্ত্তী সকল লোকের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ ও পাপ উন্মূলিত করে।"



[ ২ ]

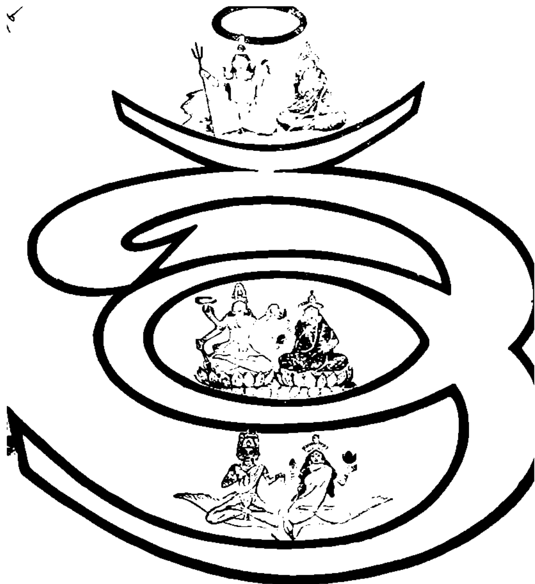
শ্রীগুরুর প্রসন্নতা ভিন্ন আত্মজ্ঞানের জন্য সমস্ত সাধন বৃথা। আর গুরুদেবের প্রসন্নতাই একটী এমন সাধনা যে তাহার দ্বারা অন্য সকল-সাধনা সিদ্ধ হয়।

গৃহত্যাগ, দণ্ডধারণ, জটাভার জপ তপ, অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, দান বেদ শাস্ত্রাধ্যয়ন আদি সব সাধন আছে কিন্তু যতদিন না সদ্গুরুর পদ্মহস্ত মস্তকের উপর স্পর্শ হয় ততদিন পর্য্যন্ত সফলতা হয় না।"

—•—



...মরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি—৩৫
...হ প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যেটুকু সময় তুই আমার নামরূপ অগ্নিতে মনরূপ লৌহকে ফেলে রাখবি ততটুকু সময় সে অগ্নি হয়েই থাকবে. তখন তার বিশ্বের সমস্ত পাপ ধ্বংস করবার শক্তি আসবে। তারপর তুই যখন নাম ছেড়ে চুপ করে বসে থাকবি, অমনি ভোগের বাতাস লেগে তোর মন শীতল হয়ে গিয়ে যে-লৌহ সেই লৌহই হয়ে যাবে।"

১।

"বিষয় লয়ে উন্মাদ হয়ে থাকলে দুঃখ ভোগ করতেই হবে, নির্জন আমি বড় ভালবাসি তুই নির্জনে বসে বসে নাম কর আর আমি বসে বসে শুনি। দেখতে পাচ্ছিস না বলে অপেক্ষা করিস না, আমি সময়ের অপেক্ষা করছি, সময় হলেই দেখা দিব। নাম কর, শান্তি পাবি—নাম কর অমর হবি, নাম কর, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবি নাম কর, আমি বলছি বলে নাম কর, আমি শুনছি জেনে নাম কর।"

১৪শ বর্ষ, মাঘমাস.　　　　　অষ্টমসংখ্যা —শল্যোদনীধাত্রী

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

# হরিবংশঃ

শ্রীনারায়ণচন্দ্রন্যায়াচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক গণ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ　　　　শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ　　　　শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

*স্বত্বাধিকারী :—*
শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ
( [illegible] )

*মুদ্র-কর্মাধিকারী :—*
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে,
কিঙ্কর বিমলানন্দ

*কার্য্যালয় :—*

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ ( ফোন : ৫৮-২৭০১ )
সিটি অফিস :—৩৮ বি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা　　　　প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় ( জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মহর্ষি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।১ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র ( রিপ্লাইকার্ড ) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩·৪·৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মহর্ষি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

দেবা ঊচুঃ।

ত্রায়স্ব নোঽস্য দেবেশ হিরণ্যকশিপোর্ভয়াৎ
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম ॥ ৭১
ত্বং হি নঃ পরমো দেবস্ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ।
উৎফুল্লাম্বুজপত্রাক্ষঃ শত্রুপক্ষভয়ঙ্করঃ ॥
ক্ষয়ায় দিতিবংশস্য শরণাস্ত্বং ভবস্ব নঃ ॥ ৭২

বিষ্ণুরুবাচ।

ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্।
তথৈবং ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিপৎস্যথ মা চিরম্ ॥ ৭৩
এষ তং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্ম্যহম্ ॥ ৭৪
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদশেশ্বরান্।
হিরণ্যকশিপো রাজন্নাজগাম হরিঃ সভাম্ ॥ ৭৫
নরস্য কৃত্বার্দ্ধতনুং সিংহস্যার্দ্ধতনুং প্রভুঃ।
নারসিংহেন বপুষা পাণিং নিষ্পিষ্য পাণিনা ॥ ৭৬
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূতঘননিঃস্বনঃ।
জীমূতঘনদীপ্তৌজা জীমূত ইব বেগবান্ ॥ ৭৭
দৈত্যং সোঽতিবলং দৃপ্তং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্।
দৃপ্তৈর্দৈত্যগণৈর্গুপ্তং হতবানেকপাণিনা ॥ ৭৮
নৃসিংহ এষ কথিতো ভূয়োঽয়ং বামনোঽপরঃ।
যত্র বামনমাশ্রিত্য রূপং দৈত্যবিনাশকৃৎ ॥ ৭৯
বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা।
বিক্রমৈস্ত্রিভিরক্ষোভ্যাঃ ক্ষোভিতাস্তে মহাসুরাঃ ॥ ৮০
বিপ্রচিত্তিঃ শিবিঃ শঙ্কুরয়ঃশঙ্কুস্তথৈব চ।
অয়ঃশিরাঃ শঙ্কুশিরা হয়গ্রীবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৮১
বেগবান্ কেতুমানুগ্রঃ সোমব্যগ্রো মহাসুরঃ।
পুষ্করঃ পুষ্কলশ্চৈব বেপনশ্চ মহারথঃ ॥ ৮২
বৃহৎকীর্ত্তির্মহাজিহ্বঃ সাশ্বোঽশ্বপতিরেব চ।
প্রহ্লাদোঽশ্বশিরাঃ কুম্ভঃ সংহ্রাদো গগনপ্রিয়ঃ ॥
অনুহ্লাদো হরি-হরৌ বরাহঃ শঙ্করো রুজঃ ॥ ৮৩

---

দেবগণ বলিলেন,—দেবেশ্বর! আপনি হিরণ্যকশিপুর ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণ আমাদের সকলের পরম পালক। ৭১

আপনি আমাদের পরম দেবতা ও আপনিই আমাদের পরম গুরু। আপনার নয়ন প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, আপনি শত্রুপক্ষের ভয়দায়ক! প্রভো! আপনি দিতিবংশজাত হিরণ্যকশিপুর (অথবা দৈত্যগণের) বিনাশের জন্য আমাদের শরণদাতা হউন। ৭২

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা ভয় ত্যাগ কর। আমি তোমাদের অভয় দান করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গলোকের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ৭৩

যে বরদানে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে এবং যে দেবেশ্বরগণেরও অবধ্য হইয়াছে, সেই দিতিপুত্র দানবরাজ হিরণ্যকশিপুকে আমি তাহার সেবকগণের সহিত বধ করিব। ৭৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া দেবেশ্বরগণকে পরিত্যাগ করত ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং হিরণ্যকশিপুর সভাভবনে আগমন করিলেন। ৭৫

সেই সময় প্রভু বিষ্ণু নিজের অর্দ্ধদেহ মনুষ্যাকৃতি ও অর্দ্ধদেহ সিংহাকৃতি করিয়া লইলেন। এইভাবে নরসিংহরূপ ধারণ করত তিনি এক হস্তের দ্বারা অন্য হস্ত নিষ্পেষণ করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। ৭৬

তাঁহার সেই দেহের বর্ণ সজল মেঘতুল্য শ্যামল ছিল। তাঁহার শব্দও জলপূর্ণ মেঘের গর্জনের ন্যায় অত্যন্ত গম্ভীর। তাঁহার উদ্দীপ্ত তেজ এবং বেগও বর্ষণশীল মেঘের সদৃশ ছিল। ৭৭

যদিও দৈত্য হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত বলবান্, তেজস্বী, দৃপ্ত ব্যাঘ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ও বলাভিমানী দৈত্যগণের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তথাপি ভগবান্ নরসিংহ তাহাকে এক চপেটেই অর্থাৎ চপেটাঘাতেই নিধন করিলেন। ৭৮

এই নৃসিংহ অবতারের কথা বর্ণিত হইল। এখন অন্য বামনাবতারের বর্ণনা শ্রবণ কর, যে অবতারে ভগবান্ বামনরূপ ধারণ করত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ৭৯

পুরাকালে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণু (বামনরূপ ধারণ করত) বলবান্ বলির যজ্ঞে গিয়াছিলেন এবং সেখানে নিজের তিন পদের দ্বারা তিন লোক পরিমাপ করত কাহারও দ্বারা যাহারা কখনও ক্ষুব্ধ হয় না, সেই মহাসুরগণকে ক্ষুব্ধ করিয়া দিলেন। ৮০

যে সময় ভগবান্ হৃষীকেশ নিজের পদ স্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময় বিপ্রচিত্ত, শিবি, শঙ্কুরয় ও শঙ্কু, অয়ঃশিরাঃ ও শঙ্কুশিরাঃ, পরাক্রমশালী হয়গ্রীব, বেগবান্, কেতুমান্, উগ্র, মহাসুর সোমব্যগ্র, পুষ্কর এবং পুষ্কল ও মহারথী বেপন, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাজিহ্ব ও অশ্বসহ অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, অশ্বশিরা, কুম্ভ, সংহ্রাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্লাদ, হরি, হর, বরাহ, শঙ্কর, রুজ, শরভ, শলভ,

শরভঃ শলভশ্চৈব কুপনঃ কোপনঃ ক্রথঃ।
বৃহৎকীর্ত্তির্মহাজিহ্বঃ শঙ্কুকর্ণো মহাস্বনঃ ॥ ৮৪
দীর্ঘজিহ্বোঽর্কনয়নো মৃদুচাপো মৃদুপ্রিয়ঃ।
বায়ুর্গবিষ্ঠো নমুচিঃ শম্বরো বিজ্বরো মহান্ ॥ ৮৫
চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা ক্রোধবর্দ্ধন এব চ।
কালকঃ কালকেয়শ্চ বৃত্তঃ ক্রোধো বিরোচনঃ ॥ ৮৬
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ প্রলম্ব- নরকাবুভৌ।
ইন্দ্রতাপন বাতাপী কেতুমান্ বলদর্পিতঃ ॥ ৮৭
অসিলোমা পুলোমা চ বাস্কলঃ প্রমদো মদঃ।
খসৃমঃ কালবদনঃ করালঃ কৈশিকঃ শরঃ ॥ ৮৮
একাক্ষশ্চন্দ্রহা রাহুঃ সংহ্রাদঃ সৃমরঃ স্বনঃ।
শতঘ্নী-চক্রহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়ঃ ॥ ৮৯
মহাশিলাপ্রহরণাঃ শূলহস্তাশ্চ দানবাঃ।
অশ্মযন্ত্রায়ুধোপেতা ভিন্দিপালায়ুধাস্তথা ॥ ৯০
শূলোলূখলহস্তাশ্চ পরশ্বধধরাস্তথা।
পাশ-মুদ্গরহস্তা বৈ তথা মুসলপাণয়ঃ ॥ ৯১
নানাপ্রহরণা ঘোরা নানাবেশা মহাজবাঃ।
কূর্ম্ম-কুক্কুটবক্ত্রাশ্চ শশোলূকমুখাস্তথা ॥ ৯২
খরোষ্ট্রবদনাশ্চৈব বরাহবদনাস্তথা।
ভীমা মকরবক্ত্রাশ্চ ক্রোষ্টুবক্ত্রাশ্চ দানবাঃ।
আখুদর্দ্দুরবক্ত্রাশ্চ ঘোরা বৃকমুখাস্তথা ॥ ৯৩
মার্জ্জারগজবক্ত্রাশ্চ মহাবক্ত্রাস্তথাপরে।
নক্রমেষাননাঃ শূরা গোঽজাবি-মহিষাননাঃ ॥ ৯৪
গোধা-শল্যকবক্ত্রাশ্চ ক্রৌঞ্চবক্ত্রাশ্চ দানবাঃ।
গরুড়াননাঃ খড়্গমুখা ময়ূরবদনাস্তথা ॥ ৯৫
গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ।
চীরসংবৃতদেহাশ্চ তথা বাল্কলবাসসঃ ॥ ৯৬
উষ্ণীষিণো মুকুটিনস্তথা কুণ্ডলিনোঽসুরাঃ।
কিরীটিনো লম্বশিখাঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চসঃ ॥
নানাবেশধরা দৈত্যা নানামাল্যানুলেপনাঃ ৯৭
স্বান্যায়ুধানি সংগৃহ্য প্রদীপ্তাস্তভিতেজসা।
ক্রমমাণং হৃষীকেশমুপাবর্ত্তন্ত সর্ব্বশঃ ॥ ৯৮
প্রমথ্য সর্ব্বান্ দৈতেয়ান্ পাদ-হস্ততলৈঃ প্রভুঃ।
রূপং কৃত্বা মহাভীমং জহারাশু স মেদিনীম্ ॥ ৯৯

---

শন, কোপন, ক্রথ, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, মহাস্বন, র্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃদুপ্রিয়, বায়ু, গবিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, ্রকায় বিজ্বর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধবর্দ্ধন, কালক ও লকেয়, বৃত্র, ক্রোধ, বিরোচন, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলম্ব ও নরক মক দুই দৈত্য, ইন্দ্রতাপন এবং বাতাপি, বলাভিমানী কেতুমান্ সিলোমা ও পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, খসৃম, কালবদন, াল, কৈশিক, শর, একাক্ষ, চন্দ্রহা রাহু, সংহ্রাদ, সৃমর ও ্বনি দৈত্যেরা চারিদিকে ভগবানকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান রিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে শতঘ্নী ( কামান- কোবি ) ও কাহারও হস্তে চক্র ছিল। বহু দৈত্য নিজেদের ্ত পরিঘ ধারণ করিয়াছিল। কিছু দানব বিশাল শিলাখণ্ডকেই ্রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কত দানবের হস্তে শূল ছিল। ্ দানব প্রস্তর নিক্ষেপকারী যন্ত্রাস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। বহু ব ভিন্দিপাল অস্ত্রধারী ছিল। কত দানব নিজ নিজ হস্তে ়, উদূখল, পরশু, পাশ, মুদ্গর ও মুসল ধারণ করিয়াছিল। ্ভাবে তাহারা নানা প্রকার অস্ত্রধারী ছিল। তাহাদের শও নানাবিধ ছিল। ইহারা সকলেই মহাবেগশালী ও ভয়ঙ্কর ল। কাহাদের মুখ কচ্ছপ ও কুক্কুট ( মোরগ ) এবং হাদের মুখ শশলোম ও পেচকের তুল্য ছিল। বহু দানবের মুখ গর্দ্দভ, উষ্ট্র, শূকর, মকর ও শৃগালের সদৃশ ছিল। ইহারা সকলেই অতিশয় ভয়ানক ছিল। ভয়ঙ্করকারী বহু দানব ইন্দুর ও ব্যাঙমুখ ছিল। কিছু দানব বৃক ( ব্যাঘ্রবিশেষ ) মুখ ছিল। কাহাদের মুখ বিড়াল ও হস্তীর মুখসদৃশ ছিল। কাহাদের মুখ আবার অতিশয় বিশাল ছিল। কাহাদের মুখ নক্র, মেষ, গো, ছাগল, ভেঁড়া, মহিষ, গোসাপ, শাবিল, ক্রৌঞ্চ, গরুড়, ময়ূর ও খড়্গসদৃশ তুল্য ছিল। কিছু দৈত্য গজরাজের চর্ম্মকে বস্ত্ররূপে পরিধান করিয়াছিল এবং বহু দৈত্য আবার কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল। কাহাদের দেহ চীর—বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং কাহারা আবার বল্কল বস্ত্র পরিহিত ছিল। কাহাদের মস্তকে উষ্ণীষ ( পাগড়ী ) শোভিত ছিল ও কাহাদের মস্তকে মুকুট শোভা পাইতেছিল, কত অসুর কিরীট ও কুণ্ডল সুশোভিত ছিল এবং বহু দৈত্যের মস্তকে লম্বা শিখা শোভা বিস্তার করিতেছিল। বহুসংখ্যক দৈত্যের কণ্ঠ শঙ্খের সমান ছিল। অত্যন্ত তেজস্বী এই সব দৈত্যেরা নানা প্রকার বেশ ধারণ করিয়া বিবিধ মাল্যসমূহে ও চন্দনে অলঙ্কৃত ছিল। নিজেদের অতিশয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া দৈত্যগণ সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ৮১-৯৮

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তখন মহাভয়ানক রূপ ধারণ

তস্য বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে ।
নভঃ প্রক্রমমাণস্য নাভ্যাং কিল সমাস্থিতৌ
পরং প্রক্রমমাণস্য জানুদেশে স্থিতাবুভৌ ।
বিষ্ণোরতুলবীর্য্যস্য বদন্ত্যেবং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১০১
হৃত্বা স পৃথিবীং কৃৎস্নাং জিত্বা চাসুরপুঙ্গবান্ ।
দদৌ শক্রায় ত্রিদিবং বিষ্ণুর্বলবতাং বরঃ ॥ ১০২
এষ তে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।
বেদবিদ্ভির্দ্বিজৈরেবং কথ্যতে বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ১০৩
ভূয়ো ভূতাত্মনো বিষ্ণোঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতঃ ক্ষময়া পরয়া যুতঃ ॥ ১০৪
তেন নষ্টেষু বেদেষু প্রক্রিয়াসু মখেষু চ ।
চাতুর্বর্ণ্যে তু সঙ্কীর্ণে ধর্মে শিথিলতাং গতে ॥ ১০৫
অভিবর্ধতি চাধর্মে সত্যে নষ্টেঽনৃতে স্থিতে ।
প্রজাসু শীর্য্যমাণাসু ধর্মে চাকুলতাং গতে ॥ ১০৬

সহযজ্ঞক্রিয়া বেদাঃ প্রত্যানীতা হি তেন বৈ
চাতুর্বর্ণ্যমসঙ্কীর্ণং কৃতং তেন মহাত্মনা ॥ ১০৭
তেন হৈহয়রাজস্য কার্তবীর্য্যস্য ধীমতঃ
বরদেন বরো দত্তো দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ॥ ১০৮
এতদ্ বাহুদ্বয়ং যত্তে মৃধে মম কৃতেঽনঘ ।
শতানি দশ বাহূনাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯
পালয়িষ্যসি কৃৎস্নাঞ্চ বসুধাং বসুধাধিপ
দুর্নিরীক্ষ্যোঽরিবৃন্দানাং ধর্মজ্ঞশ্চ ভবিষ্যসি ॥ ১১০
এষ তে বৈষ্ণবঃ শ্রীমান্ প্রাদুর্ভাবোঽদ্ভুতঃ শুভঃ ।
কথিতো বৈ মহারাজ যথাক্রমমরিন্দম ॥ ১১১
ভূয়শ্চ জামদগ্ন্যোঽয়ং প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
যত্র বাহুসহস্রেণ বিস্মিতং দুর্জয়ং রণে ॥
রামোঽর্জুনমনীকস্থং জঘান নৃপতিং প্রভুঃ ॥ ১১২

করিয়া সমস্ত দৈত্যদিগকে পাদপ্রহার ও হস্ততল ( চপেটাঘাত ) প্রহারে মর্দিত করত সত্বর এই পৃথিবীকে তাহাদের নিকট হইতে সবলে গ্রহণ করিলেন ( কাড়িয়া লইলেন ) । ৯৯

কথিত আছে যে, যখন তিনি নিজ পদের দ্বারা এই ভূমি পরিমাপ করিতেছিলেন, তখন চন্দ্র ও সূর্য্য সেই বিরাটরূপধারী ভগবানের স্তনদ্বয়ের মধ্যে আসিয়া গিয়াছিলেন এবং যখন স্বর্গ লোক মাপ করিতেছিলেন, সেই সময় চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নাভিদেশে আসিয়া উপস্থিত হন । ১০০

সেই অতুলনীয় পরাক্রমশালী ভগবান বিষ্ণু যখন স্বর্গ হইতেও উপরের ( মহঃ, জন, তপঃ সত্য নামক ) লোকসকল মাপ করিতেছিলেন, তখন সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার জানুদেশে আসিয়া পড়িয়াছিলেন—এইরূপই ব্রাহ্মণগণ বলেন । ১০১

এইভাবে বলবানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু সমগ্র পৃথিবীকে হরণ করিয়া মহাসুরদিগকে পরাজিত করত স্বর্গলোকের রাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন । ১০২

জনমেজয় ! এইরূপে আমি তোমাকে পরমাত্মা শ্রীহরির বামনাবতারের কথা বলিলাম । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এইভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর যশ ( লীলা-চরিত্র ) বর্ণনা করিয়া থাকেন । ১০৩

ইহার পর ভূতাত্মা পরমাত্মা বিষ্ণুর পুনরায় যে অবতার হয়, তাহা দত্তাত্রেয় নামে বিখ্যাত । ভগবান্ দত্তাত্রেয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন । ১০৪

সেই সময় বেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বৈদিক প্রক্রিয়া এবং যজ্ঞও নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, চারি বর্ণের মধ্যে সঙ্করতা আসিয়া পড়িয়াছিল, ধর্ম শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অধর্ম চারিদিকেই বর্দ্ধিত হইতেছিল । সত্য ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং অসত্য সর্ব্বদিকে বিদ্যমান ছিল । প্রজারা ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল ও ধর্ম পাষণ্ডগণের দ্বারা নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছিল অথবা ধর্ম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল । ১০৫-১০৬

এরূপ সময়ে ভগবান্ দত্তাত্রেয় যজ্ঞ ও ক্রিয়াসমূহ সহ বেদকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং চার বর্ণকে পৃথক পৃথক করত ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন । ১০৭

বরদায়ক ও জ্ঞাননিষ্ঠ ভগবান দত্তাত্রেয় হৈহয়বংশী বুদ্ধিমান্ রাজা কার্তবীর্য্যকে এই বর দিয়াছিলেন— । ১০৮

নিষ্পাপ ভূপাল ! এই যে তোমার দুই বাহু, আমার বরদানের প্রভাবে যুদ্ধের সময় নিঃসন্দেহে তাহা এক হাজার বাহুতে পরিণত হইবে । ১০৯

পৃথিবীনাথ ! তুমি সমগ্র পৃথিবীকে পালন করিবে; শত্রুবর্গ তোমার দিকে অতিশয় কষ্টসহকারে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে এবং তুমি ধর্মজ্ঞ হইবে । ১১০

শত্রুদমন মহারাজ ! আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে তোমার নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর এই অদ্ভুত, মঙ্গলময় ও শ্রীসম্পন্ন অবতারের বর্ণনা করিলাম । ১১১

পুনরায় পরমাত্মা শ্রীহরি জমদগ্নিনন্দন পরশুরামরূপে অবতার হইয়াছিলেন । সেই অবতারে ভগবান্ পরশুরাম সৈন্যদল মধ্যস্থিত রাজা অর্জুনকে ( কার্তবীর্য্যার্জুনকে ) বধ করিয়াছিলেন ;

রথস্থং পার্থিবং রামঃ পাতয়িত্বার্জুনং ভুবি ।
ধর্ষয়িত্বা যথাকামং ক্রোশমানঞ্চ মেঘবৎ ॥ ১১৩
কৃৎস্নং বাহুসহস্রঞ্চ চিচ্ছেদ ভৃগুনন্দনঃ ।
পরশ্বধেন দীপ্তেন জ্ঞাতিভিঃ সহিতস্য বৈ ॥ ১১৪
কীর্ণা ক্ষত্রিয়কোটীভির্মেরুমন্দরভূষণা ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী তেন নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা ॥ ১১৫
কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং চৈব ভার্গবঃ সুমহাতপাঃ ।
সর্বপাপবিনাশায় বাজিমেধেন চেষ্টবান্ ॥ ১১৬
তস্মিন্ যজ্ঞে মহাদানে দক্ষিণাং ভৃগুনন্দনঃ ।
মারীচায় দদৌ প্রীতঃ কশ্যপায় বসুন্ধরাম্ ॥ ১১৭
বারুণাংস্তুরগান্ শীঘ্রান্ রথঞ্চ রথিনাং বরঃ ।
হিরণ্যমক্ষয়ং ধেনুর্গজেন্দ্রাংশ্চ মহামনাঃ ।
দদৌ তস্মিন্ মহাযজ্ঞে বাজিমেধে মহাযশাঃ ॥ ১১৮
অদ্যাপি চ হিতার্থায় লোকানাং ভৃগুনন্দনঃ ।
চরমাণস্তপো দীপ্তং জামদগ্ন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥
তিষ্ঠতে দেববদ্ ধীমান্ মহেন্দ্রে পর্বতোত্তমে ॥ ১১৯
এষ বিষ্ণোঃ সুরেশস্য শাশ্বতস্যাব্যয়স্য চ ।
জামদগ্ন্য ইতি খ্যাতঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥ ১২০
চতুর্বিংশে যুগে চাপি বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ।
রাজ্ঞো দশরথস্যাথ পুত্রঃ পদ্মায়তেক্ষণঃ ॥ ১২১
কৃত্বাত্মানং মহাবাহুশ্চতুর্ধা প্রভুরীশ্বরঃ ।
লোকে রাম ইতি খ্যাতস্তেজসা ভাস্করোপমঃ ॥ ১২২
প্রসাদনার্থং লোকস্য রক্ষসাং নিধনায় চ
ধর্মস্য চ বিবৃদ্ধ্যর্থং জজ্ঞে তত্র মহাযশাঃ ॥ ১২৩
তমপ্যাহুর্মনুষ্যেন্দ্রং সর্বভূতপতেস্তনুম্ ।
যস্মৈ দত্তানি চাস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ১২৪
বধার্থং দেবশত্রূণাং দুর্ধরাণি সুরৈরপি ।
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ যেন মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১২৫

এই রাজা তখন নিজের বাহুবলের গর্বে গর্বিত ছিলেন এবং স সমরে শত্রুদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উঠিয়াছিলেন । ১১২

রাজা অর্জুন রথের উপর বসিয়াছিলেন, কিন্তু ভৃগুনন্দন পরশুরাম তাঁহাকে ধরাতলে পাতিত করিয়া ইচ্ছানুসারে তাঁহার বক্ষে আরোহণ করত দীপ্ত পরশুর দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ বাহুসহস্র ছেদন করিয়াছিলেন। সেই সময় যদিও তিনি জ্ঞাতিবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তথাপি তিনি এই দশা প্রাপ্ত হন। এই সময় কার্তবীর্যার্জুন আর্ত হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতেছিলেন । ১১৩-১১৪

এই ভগবান্ পরশুরাম মেরু ও মন্দরপর্বতে বিভূষিত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কোটি কোটি ক্ষত্রিয়ের মৃতদেহে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন এবং একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন । ১১৫

পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়হীনা করিয়া মহাতপস্বী ভৃগুনন্দন পরশুরাম নিজের সমস্ত পাপকে নষ্ট করিবার জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ১১৬

যে যজ্ঞে মহাদান ( অত্যুত্তম প্রভূত দান ) করা হইয়াছিল, সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞে ভৃগুনন্দন পরশুরাম প্রসন্ন হইয়া মরীচিনন্দন কশ্যপকে দক্ষিণারূপে এই সম্পূর্ণা পৃথিবী প্রদান করিলেন । ১১৭

মহাযশস্বী, মহামনস্বী ও রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম সেই অশ্বমেধ-নামক মহাযজ্ঞে বরুণের নিকট হইতে প্রাপ্ত শীঘ্রগামী অশ্ব, রথ, অক্ষয় সুবর্ণরাশি, ধেনু ও গজরাজসকলকে দান করিয়াছিলেন । ১১৮

আজও সমস্ত লোকসকলের হিতের জন্য বারংবার তীব্র তপস্যা করিতে করিতে ভৃগুকুলনন্দন জমদগ্নিপুত্র বুদ্ধিমান্ পরশুরাম উত্তম মহেন্দ্রপর্বতে দেবতার ন্যায় বাস করিতেছেন । ১১৯

জনমেজয় ! সমস্ত দেবতাগণের পতি, সনাতন, অবিনাশী পুরুষ ও পরমাত্মা বিষ্ণুর এই পরশুরাম-নামক অবতার বর্ণিত হইল । ১২০

চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে ভগবান্ বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্র কমললোচন শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল বিশ্বামিত্র মুনির অনুগামী ছিলেন । ১২১

সেই সময় সর্বসমর্থ মহাবাহু ভগবান্ নিজেকে চারস্বরূপে প্রকটিত করিয়া স্বয়ং শ্রীরাম-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । এই শ্রীরাম সূর্যতুল্য তেজস্বী ছিলেন । ১২২

মহাযশস্বী শ্রীরাম সমস্ত লোকসকলকে প্রসন্ন ( সুখী ) করিবার জন্য, রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার জন্য এবং ধর্মের বৃদ্ধির জন্য সেই সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ১২৩

জ্ঞানী পুরুষ সেই নরেন্দ্র শ্রীরামকে সমস্ত ভূতগণের স্বামী ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারবিগ্রহ বলেন, যাঁহাকে পরম বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র দেবদ্রোহী অসুরদিগকে বধ করিবার জন্য এরূপ দিব্যাস্ত্রসকল প্রদান করিয়াছিলেন, যে সব অস্ত্র দেবগণও ধারণ করিতে পারিতেন না । ১২৪½

মহাত্মা শ্রীরাম পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুনিগণের যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টিকারী দানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মারীচ ও সুবাহুকে নিরাশ করিয়া বধ করিয়াছিলেন । ১২৫-১২৬

মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বলেন বলিনাং বরৌ
নিহতৌ চ নিরাশৌ চ কৃতৌ তেন মহাত্মনা ॥ ১২৬
বর্তমানে মখে যেন জনকস্য মহাত্মনঃ।
ভগ্নং মাহেশ্বরং চাপং ক্রীড়তা লীলয়া পুরা ॥ ১২৭
যঃ সমাঃ সর্বধর্মজ্ঞশ্চতুর্দশ বনেঽবসৎ।
লক্ষ্মণানুচরো রামঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ১২৮
রূপিণী যস্য পার্শ্বস্থা সীতেতি প্রথিতা জনৈঃ।
পূর্বোচিতা তস্য লক্ষ্মীর্ভর্তারমনুগচ্ছতি ॥ ১২৯
চতুর্দশ তপস্তপ্ত্বা বনে বর্ষাণি রাঘবঃ
জনস্থানে বসন্ কার্যং ত্রিদশানাং চকার হ ॥ ১৩০
সীতায়াঃ পদমন্বিচ্ছন্ লক্ষ্মণানুচরো বিভুঃ
বিরাধশ্চ কবন্ধশ্চ রাক্ষসৌ ভীমবিক্রমৌ ॥
জঘান পুরুষব্যাঘ্রো গন্ধর্বৌ শাপবিক্ষতৌ ॥ ১৩১
হুতাশনার্কাংশুতড়িদ্ঘনাভৈঃ
প্রতপ্তজাম্বূনদচিত্রপুঙ্খৈঃ
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যসারৈঃ
শরৈঃ শরীরেণ বিয়োজিতৌ বলাৎ ॥ ১৩২
সুগ্রীবস্য কৃতে যেন বানরেন্দ্রো মহাবলঃ
বালী বিনিহতো যুদ্ধে সুগ্রীবশ্চাভিষেচিতঃ ॥ ১৩৩
দেবাসুরগণানাং হি যক্ষগন্ধর্বভোগিনাম্
অবধ্যং রাক্ষসেন্দ্রং তং রাবণং যুধি দুর্জয়ম্
যুক্তং রাক্ষসকোটীভির্নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
ত্রৈলোক্যরাবণং ঘোরং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১৩৪
দুর্জয়ং দুর্ধরং দৃপ্তং শার্দূলসমবিক্রমম্
দুর্নিরীক্ষ্যং সুরগণৈর্বরদানেন দর্পিতম্
জঘান সচিবৈঃ সার্ধং সসৈন্যং রাবণং যুধি
মহাভ্রঘনসঙ্কাশং মহাকায়ং মহাবলম্।
তমাগস্কারিণং ঘোরং পৌলস্ত্যং যুধি দুর্জয়ম্
সভ্রাতৃপুত্রসচিবং সসৈন্যং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ১৩৮

---

পুরাকালে যখন মহাত্মা রাজা জনকের ভবনে যজ্ঞ চলিতেছিল, সেই সময় এই শ্রীরাম যেন খেলা করিতে করিতেই মহাদেবের সেই বিখ্যাত ধনু অনায়াসেই ভগ্ন করিয়াছিলেন। ১২৭

সর্বধর্মজ্ঞ শ্রীরাম সমস্ত প্রাণিগণেরই হিতে নিরত ছিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস করিয়াছিলেন। ১২৮

সেই সময় তাঁহার সহিত মূর্তিমতী লক্ষ্মীও ছিলেন, যিনি লোকসমাজে 'সীতা' নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। তিনি শ্রীরামের পূর্বোচিতা পত্নী ছিলেন এবং পতির পশ্চাতে পশ্চাতে বনে গমন করিয়াছিলেন। ১২৯

চতুর্দশ বৎসর বনে তপস্যা করত জনস্থানে বাস করিতে করিতে রঘুনন্দন শ্রীরাম দেবতাগণের অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৩০

সেই ভগবান্ শ্রীরাম (রাবণের দ্বারা অপহৃতা) সীতার স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত গমন করত ভয়ানক পরাক্রমশালী রাক্ষস বিরাধ ও কবন্ধকে বধ করিয়াছিলেন। এই দুই রাক্ষস কিন্তু বাস্তবে দুই পূর্বজন্মের গন্ধর্ব ছিল, শাপগ্রস্ত হইয়া ইহারা রাক্ষস হইয়াছিল। ১৩১

এই দুই রাক্ষসের উপর শ্রীরাম এরূপ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যাহারা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও মেঘসদৃশ প্রদীপ্ত ছিল, যাহাদের বিচিত্র পুঙ্খ তপ্ত কাঞ্চন নামক সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত ছিল এবং যাহারা ইন্দ্রের বজ্র ও বিদ্যুতের তুল্য শক্তিশালী ছিল। এই সব বাণের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিরাধ ও কবন্ধকে তাহাদের দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৩২

শ্রীরাম নিজের মিত্র সুগ্রীবের (মঙ্গলের) জন্য যুদ্ধে মহাবল বানররাজ বালীকে বধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ১৩৩

সেই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব ও নাগগণের পক্ষে অবধ্য ছিল। সে সদা রাবণ উদ্যত হইয়া যুদ্ধ করিত। কোটি কোটি রাক্ষস তাহার সহায়ক ছিল। তাহার দেহ কৃষ্ণ অঞ্জন (কাজল)-রাশি তুল্য ছিল। ত্রিলোকের আর্তনাদকারক এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসরাজ রাবণ দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ ছিল। ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাবণ গর্বিত ছিল, বরদানের প্রভাবে তাহার আরও গর্ব বর্ধিত হইয়াছিল। দেবগণও তাহার দিকে অতিশয় কষ্ট সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেন। তাহার শরীরের বর্ণ মহামেঘমণ্ডলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই মহাকায় ও মহাবল রাবণকে যুদ্ধে মন্ত্রী এবং সৈন্যগণের সহিত সংহার করিয়াছিলেন। ১৩৪-১৩৭

পুলস্ত্য-পৌত্র রাবণ ভয়ঙ্কর অপরাধী ছিল এবং তাহার প্রত্যেক কার্য ক্রূরতাপূর্ণ ছিল। যুদ্ধে তাহাকে জয় করা কঠিন ছিল, তথাপি সমস্ত ভুবনের পালক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পুরাকালে ভ্রাতা, পুত্র, মন্ত্রী ও সৈন্যদের সহিত তাহাকে সমর বিনাশ করিয়াছিলেন। ১৩৮

রাবণং নিহত্যাজৌ রামো ভূতপতিঃ পুরা ।
মধোশ্চ তনয়ো দৃপ্তো লবণো নাম দানবঃ ॥ ১৩৯
হতো মধুবনে বীরো বরদৃপ্তো মহাসুরঃ ।
সমরে বৃত্রশোণেন তথা চান্যেঽপি রাক্ষসাঃ ॥ ১৪০
এতানি কৃত্বা কর্ম্মাণি রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ
দশাশ্বমেধান্ জারূথ্যানাজহার নিরর্গলান্ ॥ ১৪১
নাশ্রূয়ন্তাশুভা বাচো নাকুলঃ মরুতো ববৌ ।
ন বিত্তহরণং হ্যাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১৪২
পর্য্যদেবন্ বিধবা নানর্থাশ্চাভবংস্তদা ।
সর্ব্বমাসীচ্ছুভং তত্র রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১৪৩
ন প্রাণিনাং ভয়ং চাপি জলানলনিমাত্তজম্ ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্য্যাণি কুর্ব্বতে ॥ ১৪৪
ব্রহ্ম পর্য্যচরৎ ক্ষত্রং বিশঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ ।
শূদ্রাশ্চৈব হি বর্ণাংস্ত্রীন্ শুশ্রূষন্ত্যনহঙ্কৃতাঃ ॥
নার্য্যো নাত্যচরন্ ভর্ত্তৄন্ ভার্য্যাং নাত্যচরৎ পতিঃ ॥১৪৫

সর্ব্বমাসীজ্জগদ্ দান্তং নির্দস্যুরভবন্মহী ।
রাম একোঽভবদ্ ভর্ত্তা রামঃ পালয়িতাভবৎ ॥ ১৪৬
আয়ুর্বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ ।
অরোগাঃ প্রাণিনস্ত্বাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৪৭
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
পৃথিব্যাং সমবায়োঽভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৪৮
গাথা অপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ ।
রামে নিবদ্ধতত্ত্বার্থা মাহাত্ম্যং তস্য ধীমতঃ ॥ ১৪৯
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো দীপ্তাস্যো মিতভাষিতা ।
আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ ॥ ১৫০
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।
অযোধ্যাধিপতির্ভূত্বা রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ১৫১
ঋক্-সাম-যজুষাং ঘোষো জ্যাঘোষশ্চ মহাত্মনঃ
অব্যুচ্ছিন্নোঽভবদ্ রাজ্যে দীয়তাং ভুজ্যতামিতি ॥১৫২

---

সেই সময় মধুবনে (মথুরায়) লবণ নামে এক দানব ছিল। মধুর পুত্র এই মহাসুর লবণ বীর ছিল, তাহার উপর মহাদেবের বর লাভ করায় আরও দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই লবণ শ্রীরামের অনুগত শত্রুঘ্নের দ্বারা নিহত হইয়াছিল। রঘু-কুমার শ্রীরাম এবং তাঁহার লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃগণ সমরাঙ্গনে আরও অনেক রাক্ষসকে সংহার করিয়াছিলেন ।১৩৯-১৪০

এই সব পরাক্রমপূর্ণ কর্মসমূহ সম্পাদন করত ধর্মাত্মগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম তিনগুণ দক্ষিণাযুক্ত দশটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন ।১৪১

শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় কোনরূপ অশুভ কথা শুনা যাইত না, প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হইত না এবং কেহ কাহারও ধন অপহরণ করিত না ।১৪২

শ্রীরামের রাজ্য শাসনকালে কখনও কোনও বিধবার ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইত না ও কোথাও কোনও অনর্থপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। সম্পূর্ণ জগতের লোক (মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া) বিনীত এবং অনুশাসিত ছিল ।১৪৩

শ্রীরামের রাজত্বকালে প্রাণিগণের জল ও অগ্নি হইতে মৃত্যুভয় ছিল না এবং বৃদ্ধ পুরুষেরা বালকদিগের প্রেতক্রিয়া করিত না ।১৪৪

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিত, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করিয়া তাহার অনুগামী ছিল এবং শূদ্রগণ নিজেদের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করিত। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হইত না এবং পতিও নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিত না ।৪৫

সেই সময় সম্পূর্ণ জগৎ জিতেন্দ্রিয় ছিল। পৃথিবী দস্যুহীন হইয়া গিয়াছিল। রামই একমাত্র সকলের ভরণকর্তা ছিলেন এবং রামই সকলের পালনকর্তা রক্ষক ছিলেন ।১৪৬

শ্রীরামের রাজ্যশাসনকালে মনুষ্যগণের আয়ু হাজার বৎসর ছিল। তাহারা সহস্র পুত্রের পিতা ছিল এবং সকল প্রাণীই রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছিল ।১৪৭

শ্রীরামের রাজত্বকালে পৃথিবীতে দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণের সর্বত্র সমাগম হইত ।১৪৮

শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়ে 'ইনিই পরমতত্ত্ব' এরূপ দৃঢ় আস্থা-পোষণকারী পুরাণজ্ঞ পুরুষগণ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাসমূহ গান করিতেন, যে সব গাথা সেই পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীরামের মাহাত্ম্য সূচিত করিত ।১৪৯

শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণ শ্যাম ছিল, তিনি যুবক, লোহিতলোচন, প্রদীপ্তবদন, মিতভাষী, আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর মুখশোভিত এবং সিংহের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল স্কন্ধযুক্ত ছিলেন। মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র (এগার হাজার) বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ।১৫০-১৫১

মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে সদা ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদের ঘোষ (বেদের সস্বরপাঠধ্বনি) শুনা যাইত এবং ধনুর্গুণের টঙ্কারধ্বনিও কর্ণগোচর হইত। অবিচ্ছিন্নধারায় দান করা ও ভোজন করানোর উপদেশ শুনিতে পাওয়া যাইত ।১৫২

সত্যবান্ গুণসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ।
অতি চন্দ্রঞ্চ সূর্য্যঞ্চ রামো দাশরথির্বভৌ ॥ ১৫৩
ঈজে ক্রতুশতৈঃ পুণ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ
হিত্বাযোধ্যাং দিবং যাতো রাঘবঃ সমহাবলঃ ॥ ১৫৪
এবমেষ মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ
রাবণং সগণং হত্বা দিবমাচক্রমে প্রভুঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অপরঃ কেশবস্যায়ং প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।
বিখ্যাতো মাথুরে কল্পে সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ॥ ১৫৬
যত্র শাল্বঞ্চ মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং কংসমেব চ
অরিষ্টমৃষভং কেশিং পূতনাং দৈত্যদারিকাম্ ॥ ১৫৭
নাগং কুবলয়াপীড়ং চাণূরং মুষ্টিকং তথা ।
দৈত্যান্ মানুষদেহস্থান্ সূদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ১৫৮
ছিন্নং বাহুসহস্রঞ্চ বাণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
নরকশ্চ হতঃ সংখ্যে যবনশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৫৯
হৃতানি চ মহীপানাং সর্ব্বরত্নানি তেজসা ।
দুরাচারাশ্চ নিহতাঃ পার্থিবাশ্চ মহীতলে ॥ ১৬০
নবমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ ।
বেদব্যাসস্তথা জজ্ঞে জাতূকর্ণপুরঃসরঃ ॥ ১৬১
একো বেদশ্চতুর্দ্ধা তু কৃতস্তেন মহাত্মনা ।
জনিতো ভারতো বংশঃ সত্যবত্যাঃ সুতেন চ ॥ ১৬১
এতে লোকহিতার্থায় প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ
অতীতাঃ কথিতা রাজন্ কথ্যন্তে চাপ্যনাগতাঃ ॥১৬৩
কল্কির্বিষ্ণুযশা নাম শম্ভলে গ্রামকে দ্বিজঃ ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় ভূয়শ্চোৎপৎস্যতে প্রভুঃ ॥১৬৪
দশমো ভাব্যসম্পন্নো যাজ্ঞবল্ক্যপুরঃসরঃ ।
ক্ষপয়িত্বা চ তান্ সর্ব্বান্ ভাবিনার্থেন চোদিতান্ ॥১৬৫

---

দশরথনন্দন শ্রীরাম সত্যবান্ (ধৈর্য্য ও বাগ্মিতাশালী) এবং সর্ব্বগুণবান্ ছিলেন বলিয়া স্বীয় তেজে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকিতেন। সূর্য্য ও চন্দ্র হইতেও তিনি অধিক শোভা পাইতেন। ১৫৩

শ্রীরঘুনাথ পর্য্যাপ্ত ও উত্তম দক্ষিণাযুক্ত শতসংখ্যক পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অন্তে তিনি অযোধ্যার বিশাল জনসম্প্রদায়ের সহিত নিজের পুরী ত্যাগ করিয়া সাকেত-ধামে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৪

এইভাবে ইক্ষ্বাকুকুলের আনন্দদায়ক মহাবাহু শ্রীরাম সদলবল সহ রাবণকে সংহার করিয়া নিজের পরম ধামে গমন করিয়াছেন। ১৫৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(জনমেজয়!) ইহার পর পরমাত্মা ভগবান্ কেশবের 'শ্রীকৃষ্ণ' নামক অবতার বিখ্যাত মাথুর-কল্পে (মথুরামণ্ডলে) হইয়াছিল। শ্রীভগবানের এই অবতার সম্পূর্ণ লোকসমূহের হিতের জন্য হইয়াছিল। ১৫৬

এই অবতারে মহাপরাক্রমশালী শ্রীহরি শাল্ব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কংস, অরিষ্ট, বৃষভ, কেশী, দৈত্যকন্যা পূতনা, কুবলয়াপীড়নামক হস্তী, চাণূর ও মুষ্টিকাদি মনুষ্যদেহধারী দৈত্যদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। ১৫৭-১৫৮

ইহার অতিরিক্ত তিনি অদ্ভুতকর্ম্মকারী বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন করিয়াছিলেন, যুদ্ধে নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং মহাবল কালযবনকে ভস্মীভূত করাইয়াছিলেন। ১৫৯

কেবল ইহাই নহে, তিনি স্বীয় তেজে সমস্ত ভূপতিদিগের সকল রত্ন সবলে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভূতলে দুরাচার রাজাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ১৬০

(এই অধ্যায়ে সাত অবতারের কথা বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে মৎস্য ও কূর্ম অবতারকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নবম অবতার বুঝিতে হইবে।) অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর এই শ্রীকৃষ্ণাত্মক নবম অবতার হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বেই তাঁহার দশম অবতারও হইয়াছিল, যিনি জাতূকর্ণের সহিত আবির্ভূত হন। এই অবতার 'বেদব্যাস' নামে প্রসিদ্ধ। ১৬১

এই সত্যবতীপুত্র মহাত্মা ব্যাসদেব এক বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং ইনিই ভরতবংশের লুপ্ত পরম্পরাকে পুনঃ প্রচলিত করিয়াছিলেন। ১৬২

রাজন্! সমস্ত লোকসকলের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ পরমাত্মা শ্রীহরির যে এই সব অবতার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা এস্থলে কথিত হইল। এখন তাঁহার ভবিষ্যৎকালে যে সব অবতার হইবে, তাহাদের কথা বলিতেছি। ১৬৩

(ভাবী অবতারসকলের মধ্যে প্রথমে 'বুদ্ধের' আবির্ভাব হইবে।) ইহার পর বিষ্ণুযশা নামে প্রসিদ্ধ কল্কি অবতার হইবে। ভগবান্ বিষ্ণু সম্ভলনামক গ্রামে সম্পূর্ণ জগতের হিতের জন্য পুনরায় এক ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হইবেন। ১৬৪

পূর্ব্বোক্ত দশম অবতারের সময় অতিবাহিত হইলে পর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে সঙ্গে লইয়া এই ভবিষ্যৎকালের অবতার ভাবী প্রয়োজন (দুষ্টগণের সংহার ও ধর্ম্মের স্থাপন) সিদ্ধ করিবে

গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্স্যতি সানুগঃ।
ততঃ কৃলে বাতীতে তু সামাত্যে সহসৈনিকে ॥ ১৬৬
নৃপেষেষু প্রনষ্টেষু তদা ত্বপ্রগ্রহাঃ প্রজাঃ।
রক্ষণে বিনিবৃত্তে চ হত্বা চান্যোন্যমাহবে ॥ ১৬৭
পরস্পরহৃতস্বাশ্চ নিরাক্রন্দাঃ সুদুঃখিতাঃ।
এবং কষ্টমনুপ্রাপ্তাঃ কলিসন্ধ্যাংশকে তদা ॥
প্রজাঃ ক্ষয়ং প্রযাস্যন্তি সার্দ্ধং কলিযুগেন হ ॥ ১৬৮
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিংস্ততঃ কৃতযুগং পুনঃ।
প্রপৎস্যতে যথান্যায়ং স্বভাবাদেব নান্যথা ॥ ১৬৯
এতে চান্যে চ বহবো দিব্যা দেবগুণৈর্যুতাঃ।
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৭০
যত্র দেবাশ্চ মুহ্যন্তি প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনে।
পুরাণং বর্ত্ততে যত্র বেদশ্রুতিসমাহিতম্ ॥ ১৭১
এতদুদ্দেশমাত্রেণ প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনম্।
কীর্ত্তিতং কীর্ত্তনীয়স্য সর্ব্বলোকগুরোঃ প্রভোঃ ॥ ১৭২
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনাৎ।
বিষ্ণোরতুলবীর্য্যস্য যঃ শৃণোতি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৭৩
এতাস্তু যোগেশ্বরযোগমায়াঃ
শ্রুত্বা নরো মুচ্যতি সর্ব্বপাপৈঃ।
ঋদ্ধিং সমৃদ্ধিং বিপুলাংশ্চ ভোগান্
প্রাপ্নোতি সর্ব্বং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ১৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
প্রাদুর্ভাবানুসংগ্রহো নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

শক্তিসম্পন্ন হইবে। ভগবান্ কল্কি চবিত্রবাতায় প্রেরিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত পাপাচারীকে সংহার করত নিজের অনুগামী দ্বিজগণের সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশে নিজের অবতার-কার্য্য সমাপ্ত করিবেন। ১৬৫

তদনন্তর মন্ত্রী ও সৈন্যগণের সহিত রাজবংশ বিনষ্ট হইয়া যাইলে পর যখন কোনও শাসক নরপতি থাকিবেন না, তখন সমস্ত প্রজারা নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে। ১৬৬

রক্ষার রাজকীয় ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া যাইলে পর সকল মানুষ পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে পরস্পরকে বিনাশ করিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। পরস্পর পরস্পরের ধন অপহরণ করিতে থাকিয়া সকলেই অসহায় ও অত্যন্ত দুঃখভাগী হইবে। ১৬৭

সেই সময় কলিযুগের সন্ধ্যাংশ অতীত হইবে; এই সময়ে এইরূপ কষ্টে পতিত হইয়া সমস্ত প্রজারা কলিযুগের সহিতই নষ্ট হইয়া যাইবে। ১৬৮

কলিযুগ সমাপ্ত হইলে পর পুনরায় স্বভাবতই সত্যযুগের যথোচিতরূপে প্রবৃত্তি হইবে, অন্য কোনও প্রকারে নহে। ১৬৯

রাজন্! এই সব ও আরও শ্রীভগবানের বহু দিব্য অবতার হইয়াছে, যাহা দেবোচিত গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ পুরাণসমূহে ইহাদের গান করিয়াছেন। ১৭০

ভগবানের এই সব অবতারের কথা বর্ণনা করিতে দেবগণও মোহিত হইয়া যান—এ বিষয়ে পুরাণই প্রমাণ, যাহাতে বৈদিক শ্রুতিসমূহেরও সমর্থন আছে। ১৭১

সম্পূর্ণ লোকসমূহের গুরু, কীর্ত্তন করিবার যোগ্য এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীভগবানের অবতারসকলের এই বর্ণন সংক্ষেপেই করা হইয়াছে। ১৭২

অনুপম শক্তিশালী ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারসকলের বারংবার চর্চা করিলে পিতৃগণ প্রসন্ন হন। যে মানুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া সমাদরের সহিত এই সব অবতারের কথা শ্রবণ করে, তাহার পিতৃগণও অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন। ১৭৩

যে মানুষ যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির যোগমায়া দ্বারা আবির্ভূত অবতারসকলের এই লীলাকথা শ্রবণ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং ভগবানের কৃপায় সে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও প্রচুর ভোগরাশি—এ সব কিছুই লাভ করিয়া থাকে। ১৭৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে অবতার-সকলের সংগ্রহনামক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

( ভগবতো বিষ্ণোরীশ্বরত্ববর্ণনম্‌, অদ্ভুত-তারকাময়সংগ্রামকথনঞ্চ। )

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিস্তরং শৃণু মে বিষ্ণোর্হরিত্বঞ্চ কৃতে যুগে।
বৈকুণ্ঠত্বঞ্চ দেবেষু কৃষ্ণত্বং মানুষেষু চ ॥ ১

ঈশ্বরত্বঞ্চ তস্যেমাং গহনাং কর্ম্মণাং গতিম্‌।
সম্প্রত্যতীতাং ভাব্যাঞ্চ শৃণু রাজন্‌ যথাতথম্‌ ॥ ২

অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গস্থো য এষ ভগবান্‌ প্রভুঃ
নারায়ণো হ্যনন্তাত্মা প্রভবোঽব্যয় এব চ ॥ ৩

এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ কৃতে যুগে।
ব্রহ্মা শক্রশ্চ সোমশ্চ ধর্ম্মঃ শুক্রো বৃহস্পতিঃ ॥ ৪

অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দন:।
এষ বিষ্ণুরিতি খ্যাত ইন্দ্রাদবরজোঽভবৎ ॥ ৫

প্রসাদজং হ্যস্য বিভোরদিত্যাঃ পুত্রজন্ম তৎ।
বধার্থং সুরশত্রূণাং দৈত্য-দানব-রক্ষসাম্‌ ॥ ৬

প্রধানাত্মা পুরা হ্যেষ ব্রহ্মাণমসৃজৎ প্রভুঃ।
সোঽসৃজৎ পূর্ব্বপুরুষঃ পুরা কল্পে প্রজাপতীন্‌ ॥ ৭

তে তন্বানাস্তনূস্তত্র ব্রহ্মবংশাননুত্তমান্‌।
তেভ্যোঽভবন্মহাত্মভ্যো বহুধা ব্রহ্ম শাশ্বতম্‌ ॥৮

এতদাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্‌।
কীর্ত্তনীয়স্য লোকেষু কীর্ত্ত্যমানং নিবোধ মে ॥ ৯

বৃত্তে বৃত্রবধে তাত বর্ত্তমানে কৃতে যুগে
আসীৎ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥ ১০

তত্রাসন্‌ দানবা যে তু সর্ব্বে সংগ্রামদর্পিতাঃ।
ঘ্নন্তি দেবগণান্‌ সর্ব্বান্‌ সযক্ষোরগ-রাক্ষসান্‌ ॥ ১১

তে বধ্যমানা বিমুখাঃ ক্ষীণপ্রহরণা রণে।
ত্রাতারং মনসা জগ্মুর্দেবং নারায়ণং হরিম্‌ ॥ ১২

## দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ ভগবান বিষ্ণুর ঈশ্বরত্ব বর্ণন ও অদ্ভুত তারকাময় সংগ্রাম কথন ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্‌! এখন তুমি আমার নিকট হইতে সত্যযুগে বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব (তাঁহার অন্তর্যামিক আত্মাসক রূপ), হরিত্ব ( পাপহারী রূপ ), দেবগণের মধ্যে ভগবানের বৈকুণ্ঠত্ব ( সর্ব্বসামর্থ্য ), পুরুষসকলের মধ্যে কৃষ্ণত্ব ( সচ্চিদানন্দরূপ ), তাঁহার ঈশ্বরত্ব ( দণ্ড-দান ও কৃপা করিবার সামর্থ্য ) এবং তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের কর্ম্মসমূহের ( লীলাসমূহের ) গহন গতি ( দুর্ব্বোধ্য স্বরূপ ) যথাযথভাবে শ্রবণ কর। ১-২

সেই সর্ব্বশক্তিমান্‌ প্রভু অব্যক্ত হইলেও ( অবতারবিগ্রহ ধারণ করিবার সময় ) নিজের মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। তিনি নারায়ণ, অনন্তস্বরূপ, সকলের উৎপত্তি স্থান এবং অব্যয় ( অবিনাশী )। ৩

সত্যযুগে ইনি নারায়ণরূপ হইয়া হরি অর্থাৎ মোক্ষদায়ক হইয়াছেন এবং ইনিই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, ধর্ম্ম, শুক্র ও বৃহস্পতির রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ৪

তাহার পর এই যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্‌ই অদিতির পুত্র হইয়া বিষ্ণুনামে খ্যাত হন। এই জন্যে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছিলেন। ৫

দেবতাদিগের শত্রু দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য ভগবান্‌ বিষ্ণু অদিতিদেবীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হন; ইহা সেই বিষ্ণুর প্রসাদ ( অনুগ্রহ )-রূপ জন্ম ছিল। ৬

সৃষ্টির আদিতে এই প্রধানাত্মা—প্রকৃতির সঞ্চালক প্রভুই ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং এই পুরাণপুরুষই পূর্ব্ব কল্পে ( মরীচ্যাদি ) প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৭

এই প্রজাপতিগণ ( কশ্যপাদি রূপে ) নিজেদের স্বরূপ বিস্তার করত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবংশ ( বেদ ) সৃষ্টি করেন। এই মহাত্মাগণ হইতে সনাতন বেদ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। ৮

সমস্ত লোকসমূহে কীর্ত্তনীয় আশ্চর্য্যময় বিষ্ণুর এই (যেরূপ) নামকীর্ত্তনের উল্লেখ আমি এস্থলে করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৯

তাত! বর্ত্তমান সত্যযুগে বৃত্রাসুরের বধ সংঘটিত হইলে পর ত্রিভুবনের মধ্যে প্রসিদ্ধ তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল। ১০

সেই সময় সকল দানবই সংগ্রামে দর্পপূর্ণ ও উন্মত্ত ছিল। তাহারা যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পগণের সহিত সমস্ত দেবতাদিগকে অস্ত্রপ্রহার করিতে লাগিল। ১১

প্রহৃত হইতে হইতে যখন তাঁহাদের (দেবতাদের) অস্ত্র ক্ষীণ হইয়া যাইল, তখন তাঁহারা যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন এবং সকলকে রক্ষাকারী নারায়ণ শ্রীহরির মনে মনে শরণ গ্রহণ করিলেন। ১২

এতস্মিন্নন্তরে মেঘা নির্বাণাঙ্গারবর্ষিণঃ ।
সার্কচন্দ্রগ্রহগণং ছাদয়ন্তো নভস্তলম্ ॥ ১৩
চক্রুর্বিদ্যুদ্গণাবিদ্ধা ঘোরা নির্হ্রাদকারিণঃ ।
অন্যোন্যবেগাভিহতাঃ প্রববুঃ সপ্ত মারুতাঃ ॥ ১৪
দীপ্ততোয়াশনীপাতৈর্বজ্রবেগানিলাকুলৈঃ ।
ররাস ঘোরৈরুৎপাতৈর্দহ্যমাননিবাম্বরম্ ॥ ১৫
পেতুরুল্কাসহস্রাণি মুহুরাকাশগাণ্যপি ।
হ্যস্তানি চ বিমানানি প্রপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ১৬
চতুর্যুগান্তপর্যায়ে লোকানাং যদ্ ভয়ং ভবেৎ ।
তাদৃশান্যেব রূপাণি তস্মিন্নুৎপাতলক্ষণে ॥ ১৭
তমসা নিষ্প্রভং সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ।
তিমিরৌঘপরিক্ষিপ্তা ন রেজুশ্চ দিশো দশ ॥ ১৮
নিশেব রূপিণী কালী কালমেঘাবগুণ্ঠিতা ।
দ্যৌর্ন ভাত্যভিভূতার্কা ঘোরেণ তমসা বৃতা ॥ ১৯

তান্ ঘনৌঘান্ সতিমিরান্ দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য স প্রভুঃ ।
বপুঃ সন্দর্শয়ামাস দিব্যং কৃষ্ণবপুর্হরিঃ ॥ ২০
বলাহকাঞ্জননিভং বলাহকতনূরুহম্
তেজসা বপুষা চৈব কৃষ্ণং কৃষ্ণমিবাচলম্ ॥ ২১
দীপ্তপীতাম্বরধরং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ।
ধূমান্ধকারবপুষা যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্ ॥ ২২
চতুর্দ্বিগুণপীনাংসং বলাকাপঙ্ক্তিভূষণম্
চামীকর-করাকারৈরায়ুধৈরুপশোভিতম্ ॥ ২৩
চন্দ্রার্ককিরণোদ্যোতং গিরিকূটং শিলোচ্চয়ম্ ।
নন্দকানন্দিতকরং শরাশীবিষধারিণম্ ॥ ২৪
শক্তিচিত্রং হলোদগ্রং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ।
বিষ্ণুশৈলং ক্ষমামূলং শ্রীবৃক্ষং শার্ঙ্গধন্বিনম্ ॥ ২৫
হর্যশ্বরথসংযুক্তে সুপর্ণধ্বজশোভিতে ।
চন্দ্রার্কচক্ররুচিরে মন্দরাক্ষকৃতান্তরে ॥ ২৬

ইহার মধ্যে মেঘসকল তপ্ত লোহতুল্য শিখাহীন অঙ্গার-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন এই মেঘমণ্ডল চন্দ্র-সূর্যাদি গ্রহগণসহ সম্পূর্ণ আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। ১৩

বিস্ফুরিত বিদ্যুৎসমূহে পরিব্যাপ্ত এই ভয়ঙ্কর মেঘমণ্ডল উচ্চ রবে গর্জন ও পরস্পর পরস্পরকে বেগে আঘাত করিতে লাগিল; কারণ, সেই সময় আবহ-প্রবহাদি সপ্তবিধ বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। ১৪

তপ্ত জল ও বিদ্যুৎপাত এবং বজ্রতুল্য বেগশালী বায়ুর প্রবাহাদি ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহে যেন প্রজ্বলিত হইতে হইতে আকাশ তীব্র শব্দ করিতে লাগিল। ১৫

সেই সময় সহস্র উল্কা পতিত হইতেছিল এবং পুনরায় সেই সব উল্কা আকাশে উঠিয়া যাইতেছিল। বিমানসকল নীচের দিকে মুখ করিয়া পতিত হইতেছিল এবং উল্টাইয়া গিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল। ১৬

সহস্র চতুর্যুগের শেষে সম্ভাব্য প্রলয়ের সময় লোকসমূহের যে ভয় উপস্থিত হয়, এই সব উৎপাতের সময়েও সেই চিহ্নই দেখা যাইতে লাগিল। ১৭

সব কিছুই (সম্পূর্ণ জগৎ সংসার) অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় প্রভাহীন হইয়া পড়িল এবং তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। অন্ধকারসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া দশ দিকের কোন কিছুই জানা যাইতেছিল না। ১৮

যেরূপ কাল-মেঘে আচ্ছাদিতা অমাবস্যার রাত্রি মূর্তিমতী হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রগাঢ় অন্ধকারে সূর্য্য তিরোহিত হইয়া যাইলে পর ঘোর অন্ধকারে আবৃত আকাশ প্রকাশিত রহিল না অর্থাৎ আকাশ আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছিল না। ১৯

সেই সময় শ্যামবর্ণ ভগবান্ শ্রীহরি নিজের দুই বাহুর দ্বারা অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত মেঘমণ্ডলকে উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দীপ্ত দিব্য স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইলেন। ২০

ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহের বর্ণ মেঘ ও অঞ্জন (কাজল)-তুল্য ছিল। তাঁহার কেশরাশিও মেঘসদৃশ কাল ছিল। তাঁহার শরীর ত' কালপর্বতের সমান কৃষ্ণবর্ণই ছিল, পরন্তু তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণের তেজও (জ্যোতিও) নির্গত হইতেছিল। তিনি দেদীপ্যমান পীতবর্ণের বস্ত্র পরিহিত ছিলেন এবং তপ্ত সুবর্ণের আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি এরূপ প্রতীত হইতেছিলেন যে, যেন ধূমতুল্য অন্ধকারময় শরীরে আবেষ্টিত হইয়া প্রলয়কালের অগ্নি প্রকটিত হইয়াছে। তিনি সেই সময় (অষ্ট বাহুসমন্বিত থাকায়) মাংসল অষ্টবাহুমূলে সুশোভিত ছিলেন। দীপ্যমান বহুবিধ আভরণে যুক্ত তাঁহার শ্রীবিগ্রহের এরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ বকপঙ্‌ক্তিতে বিভূষিত মেঘ শোভা পায়। তিনি সুবর্ণনির্মিত মুষ্টিযুক্ত অস্ত্র-সমূহে সুশোভিত এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণাবলিতে উদ্ভাসিত পর্বততুল্য অচল ছিলেন। তাঁহার কটিপ্রদেশে মনঃশিলার সমান পীতবর্ণের নীবীবন্ধ (বা নাড়া) আবদ্ধ ছিল। তাঁহার এক হস্ত নন্দকনামক খড়্গে শোভিত ছিল এবং অন্য হস্তে সর্পাকার বাণ ধৃত ছিল। শক্তির দ্বারা তাঁহার বিচিত্র শোভা হইতেছিল। তৃতীয় হস্তে হল ধারণ করিয়া থাকায় তিনি

অনন্তরশ্মিসংযুক্তে সদৃশে মেরুকূবরে
তারকাচিত্রকুসুমে গ্রহ-নক্ষত্রবন্ধুরে ॥ ২৭
ভয়েষ্বভয়দং ব্যোম্নি দেবা দৈত্যপরাজিতাঃ ।
দদৃশুস্তে স্থিতং দেবং দিব্যলোকময়ে রথে ॥ ২৮
তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
জয়শব্দং পুরস্কৃত্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥ ২৯
স তেষাং তাং গিরঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্দৈবতদৈবতঃ ।
মনশ্চক্রে বিনাশায় দানবানাং মহামৃধে ॥ ৩০
আকাশে তু স্থিতো বিষ্ণুঃ সোত্তমে পুরুষোত্তমঃ ।
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সপ্রতিজ্ঞমিদং বচঃ ॥ ৩১
শান্তিং ভজত ভদ্রং বো মা ভৈষ্ট মরুতাং গণাঃ ।
জিতা মে দানবাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩২

তে তস্য সত্যসন্ধস্য বিষ্ণোর্বাক্যেন তোষিতাঃ ।
দেবাঃ প্রীতিং পরাং জগ্মুঃ প্রাপ্যেবামৃতমুত্তমম্ ॥ ৩৩
ততস্তমঃ সংহ্রিয়তে বিনেশুশ্চ বলাহকাঃ
প্রববুশ্চ শিবা বাতাঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ ॥ ৩৪
সুপ্রভাণি চ জ্যোতীংষি চন্দ্রং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্
দীপ্তিমন্তি চ তেজাংসি চক্রুরর্কং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৫
ন বিগ্রহং গ্রহাশ্চক্রুঃ প্রসন্নাশ্চাপি সিন্ধবঃ
নীরজস্কা বভুর্মার্গা নাকমার্গাদয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৩৬
যথার্থমূহুঃ সরিতো নাপি চুক্ষুভিরেহর্ণবাঃ ।
আসন্ শুভানীন্দ্রিয়াণি নরাণামন্তরাত্মসু ॥ ৩৭
মহর্ষয়ো বীতশোকা বেদানুচ্চৈরধীয়তে ।
যজ্ঞেষু চ হবিঃ স্বাদু শিবমশ্নাতি পাবকঃ ॥ ৩৮

অতিশয় উচ্চ বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন। অন্য তিন হস্তে তিনি শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছিলেন। অন্য এক হস্তে শৃঙ্গনির্ম্মিত শার্ঙ্গধনু ধৃত ছিল। ভগবান্ বিষ্ণু এক পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার সকল অঙ্গের যে শ্রী, তাহাই বৃক্ষস্থানীয় ছিল। যেরূপ পর্ব্বতের মূলভাগ ক্ষমাতে (পৃথিবীতে) প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ শ্রীহরিকে শান্তির মূলও ক্ষমাভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভয়ের সময় অভয়দানকারী পর্ব্বতসদৃশ অটল ভগবান্ বিষ্ণুকে দৈত্যদের দ্বারা পরাজিত দেবগণ আকাশের মধ্যভাগে দিব্যলোকময় রথে উপবিষ্ট দর্শন করিলেন। সেই রথে হরিতবর্ণের অশ্বযোজিত ছিল এবং উহা গরুড়-ধ্বজে সুশোভিত ছিল। চন্দ্র-সূর্য্যরূপী চক্রে এই রথ সুন্দর দেখাইতেছিল। এই রথের মধ্যভাগের অংশকে মন্দরাচলরূপী ধুর ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ভগবান্ শেষই উহার রশ্মি (লাগাম)-রূপে নির্ম্মিত ছিলেন। মেরুপর্ব্বত এই রথের কূবর (অগ্রভাগ) ছিল। তারাসকল এই রথে নানাবর্ণের পুষ্পরূপে সজ্জিত ছিল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ তাহার বন্ধুর (বন্ধনাংশবিশেষ) ছিল। ২১-২৮

সেই সময় ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার জয়-জয়কার শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীহরির শরণগ্রহণ করিলেন। ২৯

বিষ্ণু দেবগণের প্রিয় ছিলেন, সেইজন্য তিনি তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযুদ্ধে দানবদিগকে বধ করিবার জন্য মন স্থির করিলেন। ৩০

উত্তম আকাশে বিরাজমান থাকিয়া পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত দেবগণকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ৩১

দেবগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। এখন তোমরা শান্ত হইয়া যাও, ভীত হইও না। আমার দ্বারা সমস্ত দানবেরা জিত হইয়াছে বলিয়াই মনে কর এবং তোমরা এই ত্রিলোকের রাজ্য নিজেদের বোধেই উহা অধিকার কর। ৩২

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুর বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া দেবগণ অত্যধিক তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষীরসাগর হইতে উত্থিত অমৃত যেন লাভ হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। ৩৩

সেই সময় অন্ধকার বিলীন হইয়া যাইল, মেঘ তিরোহিত হইল, সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দশ দিক্ নির্ম্মল হইয়া উঠিল। ৩৪

সুন্দর প্রভামণ্ডিত নক্ষত্রসকল চন্দ্রকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং প্রকাশমান গ্রহসকল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ৩৫

গ্রহগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করা বন্ধ করিয়া দিল। নদীর জল নির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং দেবযান, পিতৃযান ও মোক্ষমার্গ—এই তিন মার্গও রজোহীন (ধূলি বা রজোগুণরহিত) হইয়া যাইল। ৩৬

নদীসকল যথাযথভাবে বহিয়া যাইতে লাগিল, সমুদ্রসকল আর বিক্ষুব্ধ হইল না এবং মনুষ্যগণের মনে ইন্দ্রিয়বর্গকে শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। ৩৭

মহর্ষিগণ শোকরহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অগ্নিদেবও সমস্ত যজ্ঞে পবিত্র ও স্বাদু হবিঃ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩৮

প্রবৃত্তবর্ষাঃ সংবৃত্তা লোকা মুদিতমানসাঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তা দেবদেবস্য ভূপতে ॥
বিষ্ণোঃ সত্যপ্রতিজ্ঞস্য ব্রহ্মাদিনিধনে গিরম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি আশ্চর্য্যতারকাময়ে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ভূপাল জনমেজয়! সত্যপ্রতিজ্ঞ দেবপূজ্য ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা কৃত মঙ্গলাদের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করত সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ মনে প্রসন্ন হইয়া পরম প্রীতি সহকারে স্বকার্য্য বর্ষানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে আশ্চর্য্য তারকাময়-সংগ্রামবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ দেবৈঃ সহ যুদ্ধং কর্ত্তুমুদ্যতানাং দৈত্যসৈন্যানাং বর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ভয়ং বিষ্ণুময়ং শ্রুত্বা দৈতেয়-দানবাঃ।
উদ্যোগং বিপুলং চক্রুর্যুদ্ধায় যুধি দুর্জয়াঃ ॥ ১
ময়স্তু কাঞ্চনময়ং ত্রিনল্বান্তরমব্যয়ম্।
চতুশ্চক্রং বিক্রমন্তং সুকল্পিতমহাযুধম্ ॥ ২
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং দ্বীপিচর্ম্মপরিষ্কৃতম্।
খচিতং রত্নজালৈশ্চ হেমজালৈশ্চ ভূষিতম্ ॥ ৩
যুক্তং রথবরোদগ্রং সূপস্থানমগোপনম্
ঈহামৃগগণাকীর্ণং পক্ষিভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥
দিব্যাস্ত্রতূণীরধরং পয়োধরনিনাদিতম্ ॥ ৪
গদা-পরিঘসম্পূর্ণং মূর্ত্তিমন্তমিবার্ণবম্।
হেমকেয়ূরবলয়ং স্বর্ণমণ্ডলকূবরম্ ॥ ৫
সপতাক-ধ্বজোদগ্রং সাদিত্যমিব মন্দরম্
গজেন্দ্রাম্ভোদসদৃশং লম্বকেসরবর্চসম্ ॥ ৬
যুক্তমৃক্ষসহস্রেণ সহস্রাম্বুদনাদিতম্।
দীপ্তমাকাশগং দিব্যং রথং পররথারুজম্ ॥ ৭
অধ্যতিষ্ঠদ্ রণাকাঙ্ক্ষী মেরুং দীপ্তমিবাংশুমান
তারস্তু ক্রোশবিস্তারমায়সং বায়সধ্বজম্ ॥ ৮
শৈলোৎকরসমাকীর্ণং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
কাললোহাষ্টচক্রং লোহেষাযুগকূবরম্ ॥
তিমিরোদ্গারকিরণং গর্জ্জন্তমিব তোয়দম্
লোহজালেন মহতা সগবাক্ষেণ দংশিতম্।
আয়সৈঃ পরিঘৈঃ কীর্ণং ক্ষেপণীয়ৈস্তথাশ্মভিঃ ॥ ১০

### ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দৈত্যসৈন্যের বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর যুদ্ধতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট হইতে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করত রণদুর্জ্জয় দৈত্য ও দানবগণ যুদ্ধের জন্য বিপুল উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিল। ১

ময়াসুর এক সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া ছিল, যে রথের তার বার শত হস্ত ছিল। উহাতে চারিটি চক্র যোজিত ছিল। এই রথ কোন অবস্থাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে না কিংবা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠে না। যে কোনও বিষম ভূমিতেও তার গতি প্রতিহত হয় না। এই রথে মহাস্ত্রসকল সুন্দর ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা আছে। এই রথ কিঙ্কিণীজালের শব্দযুক্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, রত্নসমূহখচিত, স্বর্ণমালাভূষিত, সুন্দর অক্ষযুক্ত রথশ্রেষ্ঠ উন্নত, উপবেশনস্থান অতীব সুন্দর, অতুলনীয়, পর্বততুল্য, নানাবিধ জীব জন্তু পক্ষি প্রভৃতির চিহ্নযুক্ত, দিব্য অস্ত্র ও তূণীরযুক্ত মেঘতুল্য গর্জ্জমান, গদা-পরিঘের দ্বারা পরিপূর্ণ মূর্ত্তিমান্ সমুদ্রের মত, স্বর্ণনির্মিত কেয়ূর বলয় শোভিত, স্বর্ণকূবরবিশিষ্ট, পতাকাধ্বজের দ্বারা উন্নত, সূর্য্যযুক্ত মন্দর পর্ব্বতসদৃশ, গজেন্দ্র ও মেঘের তুল্য, মনে হয় যেন সহস্র ভল্লুক উপস্থিত হইয়াছে। সহস্র মেঘের মত গর্জ্জনবিশিষ্ট ঐ রথ উজ্জ্বল দিব্য আকাশস্থিত। শত্রুরথের বিনাশকারী ঐ রথে সূর্য্যের মত যুদ্ধার্থী ময়দানব উপবিষ্ট হইল। তার নামক দানব লোহনির্মিত, বায়সধ্বজ বিশিষ্ট, একক্রোশ বিস্তৃত, শিলাখণ্ড পরিপূর্ণ, নীল অঞ্জনসমূহতুল্য, কৃষ্ণবর্ণ লোহনির্মিত অষ্ট চক্রযুক্ত, লোহময় ঈষা-যুগ-কূবরবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার-তুল্য গবাক্ষের দ্বারা শোভিত, লোহনির্মিত পরিঘ ও ক্ষেপণযোগ্য প্রস্তরসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। বহুসংখ্যক বিস্তৃত প্রাস, পাশ

প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ বিততৈরবসক্তৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ।
শোভিতং ত্রাসনীয়ৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥ ১১
উভয়োঃ স্থিরতাং হেতোর্দ্বিতীয়মিব মন্দরম্ ।
যুক্তং খরসহস্রেণ সোঽধ্যারোহদ্ রথোত্তমম্ ॥ ১২
বিরোচনস্তু সংক্রুদ্ধো গদাপাণিরবস্থিতঃ
প্রমুখে তস্য সৈন্যস্য দীপ্তশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ১৩
যুক্তং হয়সহস্রেণ হয়গ্রীবস্তু দানবঃ ।
স্যন্দনং বাহয়ামাস সপত্নানীকমর্দনঃ
ব্যায়তং বহুসাহস্রং ধনুর্বিস্ফারয়ন্ মহৎ ।
বরাহঃ প্রমুখে তস্থৌ সাবরোহ ইবাচলঃ ॥ ১৫
খরস্তু বিক্ষরন্ দর্পান্নেত্রাভ্যাং রোষজং জলম্
স্ফুরদ্দন্তৌষ্ঠবদনঃ সংগ্রামং সোঽভ্যকাঙ্ক্ষত ॥ ১৬
ত্বষ্টা ত্বষ্টাদশযুজং যানমাস্থায় দানবঃ ।
ব্যূহিতো দানবৈর্ব্যূহৈঃ পরিচক্রাম বীর্যবান্ ॥ ১৭
বিপ্রচিত্তিসুতঃ শ্বেতঃ শ্বেতকুণ্ডলভূষণঃ ।
শ্বেতশৈলপ্রতীকাশো যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৮
অরিষ্টো বলিপুত্রস্তু বরিষ্ঠোঽদ্রি-শিলায়ুধঃ ।
যুদ্ধায়াতিষ্ঠদায়ত্তো ধরাধর ইবাপরঃ ॥ ১৯
কিশোরস্ত্বতিসংহর্ষাৎ কিশোর ইব চোদিতঃ ।
অভবদ্ দৈত্যসৈন্যস্য মধ্যে রবিরিবোদিতঃ ॥ ২০
লম্বস্তু লম্বমেঘাভঃ প্রলম্বাম্বরভূষণঃ
দৈত্যব্যূহগতো ভাতি সনীহার ইবাংশুমান্ ॥ ২১
স্বর্ভানুর্বক্ত্রযোধী তু দশনৌষ্ঠেক্ষণায়ুধঃ ।
হসংস্তিষ্ঠতি দৈত্যানাং প্রমুখে স মহাগ্রহঃ ॥ ২২
অন্যে হয়গতা ভান্তি স গজস্কন্ধগতাঃ পরে
সিংহ-ব্যাঘ্রগতাশ্চান্যে বরাহর্ক্ষগতাঃ পরে ॥ ২৩
কেচিৎ খরোষ্ট্রযাতারঃ কেচিৎ তোয়দবাহনাঃ
নানাপক্ষিগতাশ্চান্যে কেচিৎ পবনবাহনাঃ ॥ ২৪

---

মুদ্গর, ভয়জনক তোমর ও পরশুসমূহের দ্বারা শোভিত, শত্রুগণের জন্য উদিত দ্বিতীয় মন্দরসদৃশ, সহস্রগর্দভযোজিত উত্তম রথে আরোহণ করিল। ২-১২

অতীব ক্রুদ্ধ বিরোচন গদাধারণপূর্বক সৈন্যগণের সম্মুখে উন্নতশৃঙ্গ পর্বতের মত অবস্থান করিতে লাগিল। ১৩

শত্রুসৈন্যমর্দনকারী হয়গ্রীবনামক দানব সহস্র অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক নিজেকে যুদ্ধস্থলের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। ১৪

বরাহনামক দানব বহু সহস্র হস্তপরিমিত বিশাল ধনুতে টঙ্কার দিতে দিতে শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় যুদ্ধস্থলের অগ্রভাগে অবস্থিত রহিল। ১৫

খরনামক দানব দর্পবশতঃ নিজ নয়ন হইতে কোপোৎপন্ন অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ কামনা করিতে লাগিল। ঐ সময় তাহার ওষ্ঠ, দন্ত ও বদন স্ফুরিত হইতেছিল। ১৬

ত্বষ্টানামক বীর্যবান্ দানব অষ্টাদশ অশ্বযোজিত রথে উপবেশন করিয়া এবং ব্যূহরচনার দ্বারা অবস্থিত দানবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১৭

বিপ্রচিত্তির পুত্র শ্বেত নামক দানব শ্বেতবর্ণ কুণ্ডলের দ্বারা ভূষিত হইয়া কৈলাস পর্বতের ন্যায় যুদ্ধের জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইল। ১৮

বলির পুত্র বরিষ্ঠ দানব অরিষ্ট পর্বতীয় শিলাকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে যুদ্ধের জন্য দাঁড়াইল। ১৯

কিশোর নামক দানব উত্তেজিত কিশোর সিংহের ন্যায় অতিহর্ষবশতঃ দৈত্যসৈন্যের মধ্যে সূর্যের ন্যায় উদিত হইল। ২০

অনন্তর মেঘসদৃশ দীর্ঘবসন-ভূষণশোভিত লম্বনামক দানব দৈত্যব্যূহ মধ্যে থাকিয়া নীহারাবৃত সূর্যের ন্যায় শোভিত হইল। ২১

বক্ত্রযোধী মহাগ্রহ রাহু দানব দন্ত, ওষ্ঠ ও চক্ষুকে আয়ুধরূপে কল্পনা করিয়া হাসিতে হাসিতে দৈত্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কতকগুলি দানব অশ্বের উপরে ও কতকগুলি দানব হস্তীর উপরে অন্যান্য দানবগণ সিংহ, বাঘ, বরাহ ও ভল্লুকের উপর শোভা পাইতে লাগিল। ২৩

কেহ কেহ গর্দভ উষ্ট্রকে কেহ কেহ বা মেঘকে বাহন করিয়া কেহ কেহ পক্ষীকে, কেহ কেহ বা বায়ুকে বাহন করিয়া উপস্থিত হইল। ২৪

গর্জন্তশ্চাপরে দৈত্যা ভীষণা বিকৃতাননাঃ ।
একপাদা দ্বিপাদাশ্চ নর্দন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৫
প্রক্ষ্বেড়মানা বহবঃ স্ফোটয়ন্তশ্চ তে ভুজান্ ।
দৃপ্তশার্দ্দূলনির্ঘোষা নেদুর্দানবপুঙ্গবাঃ ॥ ২৬
তে গদা-পরিঘৈরুগ্রৈর্ধনুর্বাণায়সশালিনঃ ।
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈস্তর্জয়ন্তি স্ম দেবতাঃ ॥ ২৭
প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ খড়্গৈশ্চ তোমরাঙ্কুশ-পট্টিশৈঃ ।
চিক্রীড়ুস্তে শতঘ্নীভিঃ শতধারৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ২৮
গণ্ডশৈলৈশ্চ শৈলৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়সৈঃ ।
চক্রৈশ্চ দৈত্যপ্রবরাশ্চক্রুরানন্দিতং বলম্ ॥ ২৯
এবং তদ্ দানবং সৈন্যং সর্বং যুদ্ধবলোৎকটম্ ।
দেবতাভিমুখং তস্থৌ মেঘানীকমিবোত্থিতম্ ॥ ৩০
তদদ্ভুতং দৈত্যসহস্রগাঢ়ং
বায়্বগ্নি-তোয়াম্বুদ-শৈলকল্পম্ ।
বলং রণৌঘাভ্যুদয়াবকীর্ণং
যুযুৎসয়োন্মত্তমিবাবভাসে ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

বিকৃতবদন ভীষণ অনেক দৈত্য সমরকে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকের একটি মাত্র পদ, অনেকের দুইটি পদ। তাহারা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া গর্জন করিতে লাগিল। ২৫

শ্রেষ্ঠ বহু দানব দর্প প্রকাশ করিতে করিতে বাহু আস্ফোটিত করিতে করিতে উদ্ধত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করিতে লাগিল। ২৬

ধনুর্বাণ প্রয়োগে প্রবীণ দৈত্যগণ গদা পরিঘের দ্বারা ও পরিঘতুল্য বাহুর দ্বারা দেবতাগণকে তর্জন করিতে লাগিল। ২৭

তাহারা প্রাস, পাশ, খড়্গ, তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ, শতঘ্নী ও তীক্ষ্ণ মুদ্গরের দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিল। ২৮

শ্রেষ্ঠ দৈত্য বীরগণ ক্ষুদ্র পর্বত, বিশাল পর্বত, পরিঘ, চক্র ও অন্যান্য উত্তম অস্ত্রের দ্বারা নিজ সৈন্যকে আনন্দিত করিতে লাগিল। ২৯

যুদ্ধবলে উদ্ধত দানব সৈন্যসকল উত্থিত মেঘসমূহের ন্যায় দেবতাগণের সম্মুখে স্থিত রহিল। ৩০

ঐ অদ্ভুত সহস্র দৈত্যপরিপূর্ণ বায়ু, অগ্নি, জল, মেঘ ও পর্বততুল্য যুদ্ধপরম্পরা বৃদ্ধির জন্য প্রসারিত সৈন্যসমূহ যুদ্ধের ইচ্ছায় উন্মত্তের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৩১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ অদ্ভুততারকাময়-সংগ্রামে যুদ্ধায় দেবসৈন্যানাং প্রস্তুতিঃ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুতস্তে দৈত্যসৈন্যস্য বিস্তরস্তাত বিগ্রহে
সুরাণাং সর্ব্বসৈন্যস্য বিস্তরং বৈষ্ণবং শৃণু ॥ ১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ মহাবলৌ ।
সবলাঃ সানুগাশ্চৈব সংনহ্যন্ত যথাবলম্ ॥ ২
পুরুহূতস্তু পুরতো লোকপালঃ সহস্রদৃক্ ।
গ্রামণীঃ সর্ব্বদেবানামারুরোহ সুরদ্বিপম্ ॥ ৩
সব্যে চাস্য রথঃ পার্শ্বে পক্ষিপ্রবরবেগবান্ ।
সুচারুচক্রচরণো হেমবজ্রপরিষ্কৃতঃ ॥ ৪
দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষৌঘৈরনুযাতঃ সহস্রশঃ ।
দীপ্তিমদ্ভিঃ সদস্যৈশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিরভিষ্টুতঃ ॥ ৫

### চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ আশ্চর্য্যতারকাময় সংগ্রামে দেবসৈন্যের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাত! ঐ যুদ্ধের সময় দৈত্যসৈন্যের স্থিতি তুমি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে বিষ্ণুর আশ্রিত দেবসৈন্যের বিস্তৃতি শ্রবণ কর। ১

আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ এবং মহাবলবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিজ সৈন্য ও অনুযায়ীদের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিতে সন্নদ্ধ হইতে লাগিলেন। ২

সর্বপ্রথমে সকল দেবতার নেতা সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবহস্তী ঐরাবতের উপর আরোহণ করিলেন। ৩

ইন্দ্রের বামপার্শ্বে গরুড়তুল্য বেগবান্ সুন্দর চক্ররূপী চরণযুক্ত স্বর্ণ হীরক নির্মিত রথ চলিতে লাগিল। ৪

তাঁহার পশ্চাতে সহস্র সহস্র দেবতা গন্ধর্ব ও যক্ষগণ অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং সহস্র সহস্র দীপ্তিমান্ ব্রহ্মর্ষি তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৫

বজ্রবিস্ফূর্জিতোদ্ভূতৈর্বিদ্যুদিন্দ্রায়ুধান্বিতৈঃ।
গুপ্তো বলাহকগণৈঃ কালৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥ ৬
সমারূঢ়ঃ স ভগবান্ পর্য্যেতি মঘবা গজম্।
হবির্ধানেষু গায়ন্তি বিপ্রাঃ সোমমখে স্থিতাঃ ॥ ৭
স্বর্গে শক্রানুযানেষু দেবতূর্য্যনিনাদিষু
ইন্দ্রং সমুপনৃত্যন্তি শতশো হ্যপ্সরোগণাঃ ॥ ৮
কেতুনা বংশজাতেন রাজমানো যথা রবিঃ
যুক্তো হরিসহস্রেণ মনোমারুতরংহসা ॥ ৯
স স্যন্দনবরো ভাতি যুক্তো মাতলিনা তদা
কৃৎস্নঃ পরিবৃতো মেরুর্ভাস্করস্যেব তেজসা ॥ ১০
যমস্তু দণ্ডমুদ্যম্য কালযুক্তঞ্চ মুদ্গরম্।
তস্থৌ সুরগণানীকে দৈত্যান্ নাদেন ভীষয়ন্ ॥ ১১
চতুর্ভিঃ সাগরৈর্গুপ্তো লেলিহানৈশ্চ পন্নগৈঃ
শঙ্খ-মুক্তাঙ্গদধরো বিভ্রত্তোয়ময়ং বপুঃ ॥ ১২
কালপাশান্ সমাবিধ্য হয়ৈঃ শশিকরোপমৈঃ
বায়ূরিত-জলোদ্গারৈঃ কুর্ব্বংল্লীলাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৩
পাণ্ডুরোদ্ধূতবসনঃ প্রবালরুচিরাঙ্গদঃ।
মণিশ্যামোত্তমবপুর্হারভারাপিতোদরঃ ॥ ১৪
বরুণঃ পাশধৃঙ্মধ্যে দেবানীকস্য তস্থিবান্।
যুদ্ধবেলামভিলষন্ ভিন্নবেল ইবার্ণবঃ ॥ ১৫
যক্ষ-রাক্ষসসৈন্যেন গুহ্যকানাং গণৈরপি
মণিশ্যামোত্তমবপুঃ কুবেরো নরবাহনঃ ॥ ১৬
যুক্তশ্চ শঙ্খপদ্মাভ্যাং নিধীনামধিপঃ প্রভুঃ
রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ গদাপাণিরদৃশ্যত ॥ ১৭
বিমানযোধী ধনদো বিমানে পুষ্পকে স্থিতঃ
স রাজরাজঃ শুশুভে যুদ্ধার্থী নরবাহনঃ
প্রেক্ষমাণঃ শিবসখঃ সাক্ষাদিব শিবঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮
পূর্ব্বং পক্ষং সহস্রাক্ষঃ পিতৃরাজস্তু দক্ষিণম্
বরুণঃ পশ্চিমং পক্ষমুত্তরং নরবাহনঃ ॥ ১৯
চতুর্ষু যুক্তাশ্চত্বারো লোকপালা বলোৎকটাঃ
স্বাসু দিক্ষ্বভ্যরক্ষন্ বৈ তস্য দেববলস্য হ ॥ ২০
সূর্য্যঃ সপ্তাশ্বযুক্তেন রথেনাম্বরগামিনা
শ্রিয়া জাজ্বল্যমানেন দীপ্যমানৈশ্চ রশ্মিভিঃ ॥ ২১

---

বিদ্যুতের প্রকাশে অতি চঞ্চল ইন্দ্রধনুবিশিষ্ট মেঘসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র গমন করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, যেন কালো পর্বতসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যাইতেছেন। ৬

সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ হবির্দ্ধান স্থানে হবির্দ্ধানের সময়ে যাঁহার স্তুতি করেন, স্বর্গে যাঁহার গমন সময়ে দেবতাদের তূর্য্য ধ্বনি হইয়া থাকে এবং শত শত অপ্সরা নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হয়, সেই ভগবান্ ইন্দ্র হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ৭-৮

বংশদণ্ডবিশিষ্ট পতাকাযুক্ত মন ও বায়ুতুল্য বেগবান্ সহস্র সংখ্যক অশ্বের দ্বারা বাহিত ইন্দ্রের রথ সূর্য্যের মত শোভিত হইয়াছিল। ৯

মাতলির দ্বারা যুক্ত ঐ শ্রেষ্ঠ রথ সূর্য্যতেজঃ পরিবৃত সম্পূর্ণ মেরুপর্বতের মত দৃষ্ট হইতে ছিল। ১০

যমরাজ মৃত্যুগ্রন্থ দণ্ড ও মুদ্গর উদ্যত করিয়া গর্জনের দ্বারা দৈত্যগণকে ভীত করিতে করিতে দেবসৈন্য-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ১১

সমুদ্র-প্রতীকাকৃত পাশধারী বরুণ তটবিদারী সমুদ্রের মত দেবসেনামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি চারটি সমুদ্র ও লেলিহান নাগসমূহের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন। তিনি শঙ্খ ও মুক্তার অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। জলময় শরীরধারী বরুণ চন্দ্রকিরণ-সমান শুভ্র অশ্বসমূহ ও বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত জলতরঙ্গের সহিত সহস্রপ্রকার লীলা করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ বীর বস্ত্র আন্দোলিত করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রবালের মত সুন্দর মণির দ্বারা উজ্জ্বল শ্যাম অঙ্গ ও উদর পর্য্যন্ত লম্বিত হার ছিল। ১২-১৫

নিধিপতি শক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর গদাহস্ত নরবাহন শঙ্খ ও পদ্মশোভিত শ্রীমান্ কুবের মণিভূষিত শ্যাম-শরীরে যক্ষ, রাক্ষস-সৈন্য ও গুহ্যকগণের সহিত দৃশ্যমান হইলেন। ১৬-১৭

বিমানযুদ্ধকারী কুবের পুষ্পক বিমানে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। নরবাহন রাজাধিরাজ কুবের শিবের সখা। তিনি যুদ্ধার্থী হইয়া সাক্ষাৎ শিবের মত দৃষ্টিগোচর হইলেন। ১৮

দেবসেনার পূর্বভাগে ইন্দ্র, দক্ষিণ ভাগে যম, পশ্চিম ভাগে বরুণ ও উত্তর ভাগে কুবের স্থিত হইলেন। প্রচণ্ডবলশালী লোকপাল-চতুষ্টয় চতুর্দিকে অবস্থিত হইয়া নিজ নিজ দিকে দেবসেনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯-২০

সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বযোজিত আকাশগামী রথে উজ্জ্বল কিরণের দ্বারা জাজ্বল্যমান মেরু পর্য্যন্ত গতি সর্বদারে চক্রবৎ সদা ভ্রমণশীল

উদয়াস্তময়ং চক্রে মেরুপর্য্যন্তগামিনা ।
ত্রিদিবদ্বারচক্রেণ তপতা লোকমব্যয়ম্ ॥ ২২
সহস্ররশ্মিযুক্তেন ভ্রাজমানঃ স্বতেজসা।
চচার মধ্যে দেবানাং দ্বাদশাত্মা দিনেশ্বরঃ ॥ ২৩
সোমঃ শ্বেতহয়ৈর্ভাতি স্যন্দনে শীতরশ্মিবান্
হিমতোয়প্রপূর্ণাভির্ভাভিরাহ্লাদয়ন্ জগৎ ॥ ২৪
তমৃক্ষযোগানুগতং শিশিরাংশুং দ্বিজেশ্বরম্
জগচ্ছায়াঙ্কিততনুং নৈশস্য তমসঃ ক্ষয়ম্ ॥ ২৫
জ্যোতিষামীশ্বরং ব্যোম্নি রসানাং রসনং প্রভুম্ ।
ওষধীনাং পরিত্রাণং নিধানমমৃতস্য চ ॥ ২৬
জগতঃ প্রথমং ভাগং সৌম্যং শীতময়ং রসম্ ।
দদৃশুর্দানবাঃ সোমং হিমপ্রহরণস্থিতম্ ॥ ১৭
যঃ প্রাণঃ সর্ব্বভূতানাং পঞ্চধা ভিদ্যতে নৃষু ।
সপ্তস্কন্ধগতো লোকাংস্ত্রীন্ দধার চরাচরান্ ॥ ১৮
যমাহুরগ্নের্যন্তারং সর্ব্বপ্রভবমীশ্বরম্ ।
সপ্তস্বরগতা যস্য যোনির্গীতিরুদীর্য্যতে ॥ ২৯

লোকসন্তাপক অবিনাশী রথের দ্বারা উদয় ও অস্তসম্পাদন করেন। এইরূপ দ্বাদশ রূপধারী দিনপতি সূর্য্য সহস্র কিরণযুক্ত নিজ তেজের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া দেবগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২১-২৩

শীতকিরণবিশিষ্ট চন্দ্র হিম জলপূর্ণ শীতল প্রভার দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে আহ্লাদিত করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ অশ্বযোজিত রথে শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৪

তখন দানবগণ হিমপ্রহরণধারী সৌম্য শীতলরসরূপ চন্দ্রকে দেখিতে পাইল। নক্ষত্র ও যোগ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল। চন্দ্র শিশিরকিরণ ও ব্রাহ্মণগণের রাজা। রাত্রির অন্ধকার নাশকারী পৃথিবীর ছায়ার দ্বারা অঙ্কিত দেহ আকাশস্থ জ্যোতিষ্কগণের ঈশ্বর চন্দ্র শক্তিমান্ রসের আধার, ঔষধির রক্ষক, অমৃতের নিধি ও জগতের সুধা অংশ। ২৫-২৭

যিনি সকল প্রাণীর প্রাণ, মনুষ্যাদি শরীরে যিনি প্রাণ-অপানাদি পঞ্চ ভাবে বিরাজিত, আবহ-প্রবহ প্রভৃতি সপ্ত স্কন্ধে স্থিত হইয়া যিনি ত্রিলোক ও স্থাবর-জঙ্গম সকলকে ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহাকে অগ্নির সারথি বলা হয়, যিনি সকলের উৎপত্তিস্থান ও ঈশ্বর, যাঁহার কারণভূত আকাশ সপ্তস্বর-

যং বদন্ত্যুত্তমং ভূতং যং বদন্ত্যশরীরিণম্ ।
যমাহুরাকাশগমং শীঘ্রগং শব্দযোনিজম্ ॥ ৩০
স বায়ুঃ সর্ব্বভূতায়ুরুদ্ধতঃ স্বেন তেজসা ।
ববৌ প্রব্যথয়ন্ দৈত্যান্ প্রতিলোমঃ সতোয়দঃ ॥ ৩১
মরুতো দেব-গন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরগণৈঃ সহ ।
চিক্রীড়ুরসিভিঃ শুভ্রৈর্নির্মুক্তৈরিব পন্নগৈঃ ॥ ৩২
সৃজন্তঃ সর্পপতয়স্তীব্রং রোষময়ং বিষম্ ।
শরভূতাঃ সুরেন্দ্রাণাং চেরুর্ব্যাত্তমুখা দিবি ॥ ৩৩
পর্ব্বতাশ্চ শিলাশৃঙ্গৈঃ শতশাখৈশ্চ পাদপৈঃ ।
উপতস্থুঃ সুরগণান্ প্রহর্ত্তুং দানবং বলম্ ॥ ৩৪
যঃ স দেবো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ত্রিবিক্রমঃ ।
কৃষ্ণবর্ত্মা যুগান্তাভো বিশ্বস্য জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫
সমুদ্রযোনির্মধুহা হব্যভুক্ ক্রতুসৎকৃতঃ ।
ভূম্যাপো ব্যোমভূতাত্মা সমঃ শান্তিকরোঽরিহা
জগদ্যোনির্জগদ্বীজো জগদ্গুরুরুপাগ্রণীঃ ।
সোঽর্কমগ্নিমিবোদ্যন্তমুদ্যম্যোত্তমতেজসম্

বিশিষ্ট গীতির আশ্রয়রূপে কীর্ত্তিত হয়, যাঁহাকে পঞ্চভূতের মধ্যে উত্তম ভূত ও অশরীরী বলা হয়, যিনি আকাশগামী শীঘ্রগতি সকল ভূতের আয়ু ও আকাশ হইতে উৎপন্ন, সেই বায়ু মেঘ সহিত বিপরীতগতি হইয়া নিজ তেজে দৈত্যগণকে ব্যথিত করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। ২ -৩১

উনপঞ্চাশং বায়ু দেবতা গন্ধর্ব বিদ্যাধরগণের সহিত নির্মোক (খোলস)-মুক্ত সর্পের মত শুভ্র নিষ্কাশিত অসির দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৩২

দেবগণের বাণরূপী নাগরাজগণ মুখব্যাদান করিয়া তীব্র ক্রোধময় বিষ বমন করিতে করিতে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৩

পর্বতসমূহ শিলাশৃঙ্গ ও শতশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের দ্বারা দানবসৈন্যকে প্রহার করিবার জন্য দেবগণের নিকট উপস্থিত হইল। ৩৪

যিনি হৃষীকেশ, ত্রিবিক্রম, পদ্মনাভ, সকল বিশ্বের প্রভু, প্রলয়কালীন বহ্নিসদৃশ, সমুদ্রশয়নকারী, মধুহন্তা, যজ্ঞভোজনকারী যজ্ঞেশ্বর, পৃথিবী জলাকাশাদি ভূতাত্মা, সর্বত্র সমভাবে স্থিত, সর্ব-শান্তিদাতা, শত্রুনাশন, জগতের উৎপত্তিস্থান ও আদিকারণ জগদ্গুরু এবং উদারবুদ্ধি, সেই চক্রধারী শ্রীবিষ্ণু অগ্নি ও উদীয়মান

অরিষ্টমনরানীকে চক্রং চক্রগদাধরঃ
সপরিবেষমুদ্যন্তং সবিতুর্মণ্ডলং যথা ॥ ৩৮
মহাবলাসম্মা মহতীং সর্বাসুরবিনাশিনীম্ ।
করেণ কালীং বপুষা শত্রুকালপ্রদাং গদাম্ ॥ ৩৯
শেষৈশ্চ কৈঃ প্রদীপ্তানি ভুজগারিধ্বজঃ প্রভুঃ
দধারায়ুধজালানি শার্ঙ্গাদীনি মহাযশাঃ ॥ ৪০
স কশ্যপস্যাত্মভবং দ্বিজং ভুজগভোজনম্
পবনাধিকসম্পাতং গগনক্ষোভণং খগম্ ॥
ভুজগেন্দ্রেণ বদনে নিবিষ্টেন বিরাজিতম্ ॥ ৪১
অমৃতারম্ভনির্মুক্তং মন্দরাদ্রিমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
দেবাসুরবিমর্দেষু শতশো দৃষ্টবিক্রমম্ ॥ ৪২
মহেন্দ্রেণামৃতস্যার্থে বজ্রেণ কৃতলক্ষণম্ ।
শিখিনং চূড়িনং চৈব তপ্তকুণ্ডলভূষণম্ ॥
বিচিত্রপত্রবসনং ধাতুমন্তমিবাচলম্ ॥ ৪৩
স্ফীতক্রোড়াবলম্বেন শীতাংশুসমতেজসা ।
ভোগিভোগাবসক্তেন মণিরত্নেন ভাস্বতা ॥ ৪৪
পক্ষাভ্যাং চারুচিত্রাভ্যামাবৃত্য দিবি লীলয়া
যুগান্তে সেন্দ্রচাপাভ্যাং তোয়দাভ্যামিবাম্বরম্ ॥ ৪৫
নীল-লোহিত-পীতাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্
কেতুবেশপ্রতিচ্ছন্নং মহাকায়নিকেতনম্ ॥ ৪৬
অরুণাবরজং শ্রীমানারুহ্য সমরে হরিঃ
স দেবঃ স্বেন বপুষা সুপর্ণং খেচরোত্তমম্ ॥ ৪৭
তমন্বযুর্দেবগণা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ
গীর্ভিঃ পরমমন্ত্রাভিস্তুষ্টুবুশ্চ গদাধরম্
তদ্বৈশ্রবণসংশ্লিষ্টং বৈবস্বতপুরঃসরম্ ।
বারিরাজপরিক্ষিপ্তং দেবরাজবিরাজিতম্ ॥ ৪৯
চন্দ্রপ্রভাভিবিমলং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্
পবনাবদ্ধনির্ঘোষং সম্প্রদীপ্তহুতাশনম্ ॥ ৫০
বিষ্ণোর্জিষ্ণোঃ সহিষ্ণোশ্চ ভ্রাজিষ্ণোস্তেজসাবৃতম্
বলং বলবতাং ভূতং যুদ্ধায় সমবর্তত ॥ ৫১
স্বস্ত্যস্তু দেবেভ্য ইতি স্তুত্বা তত্রাঙ্গিরাব্রবীৎ
স্বস্ত্যস্তু দৈত্যেভ্য ইতি উশনা বাক্যমাদদে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

---

সূর্য্যের মত উজ্জ্বলতেজোযুক্ত শত্রুনাশী সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া দেবসেনামধ্যে বিরাজিত হইলেন। মনে হইতেছিল, যেন তিনি পরিধি সহিত সূর্য্যমণ্ডলকে ধারণ করিয়া আছেন। ৩৭-৩৮

মহাযশস্বী গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীহরি হস্তদ্বয়ে কৃষ্ণবর্ণা সর্ব্বাসুরনাশিনী, শত্রুমৃত্যুকারিণী ও মহতী গদা ধারণ করিয়া অবশিষ্ট হস্তসমূহে প্রদীপ্ত শার্ঙ্গাদি অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৯-৪০

শ্রীমান্ সকল দুঃখহারী হরি গরুড়ে আরোহণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঐ গরুড় কশ্যপের পুত্র সর্পভক্ষণকারী পবনাধিকগতি, আকাশক্ষোভকারী, যাঁর মুখে স্থিত সর্পশ্রেষ্ঠের দ্বারা শোভিত, অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থনে নিযুক্ত মন্দর পর্ব্বতের মত উন্নত, দেবাসুর যুদ্ধে শত শত বার দৃষ্টপরাক্রম, অমৃতের জন্য ইন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রের চিহ্নযুক্ত, শিখাযুক্ত চূড়াযুক্ত, তপ্তসুবর্ণকুণ্ডলশোভিত, নানাবর্ণযুক্ত পক্ষরূপ বসনধারী নানাবিধ ধাতুচিত্রিত পর্ব্বত-সদৃশ, বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলে লম্বমান চন্দ্রতুল্যতেজস্বী সর্পশরীর সমবদ্ধ উজ্জ্বল মণিরত্নের দ্বারা শোভিত, সুন্দর ও বিচিত্র পক্ষদ্বয়ের দ্বারা অনায়াসে আকাশকে আবৃত করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল যেন প্রলয় কালে ইন্দ্রধনুযুক্ত দুইটি মেঘ আকাশকে আবৃত করিয়াছে। গরুড় নীল রক্ত পীত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট পতাকার দ্বারা অলঙ্কৃত যাঁর শরীরে সুবর্ণ-সদৃশ সকল পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইঁহার আধার-স্বরূপ ধ্বজদণ্ড অতিশয় বিশাল ছিল। ৪১-৪৭

দেবগণ ও তপস্বিগণ মধুর শ্রেষ্ঠ বাক্যের দ্বারা স্তুতি করিতে করিতে ঐ গদাধরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৪৮

কুবেরের দ্বারা সুসজ্জিত, যমের দ্বারা পুরস্কৃত বরুণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইন্দ্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত, চন্দ্রপ্রভার দ্বারা নির্মল, বায়ু-বেগযুক্ত শব্দবিশিষ্ট প্রজ্বলিত বহ্নি-সমন্বিত দেবসৈন্য যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। ৪৯-৫০

সর্বজয়ী সহিষ্ণু সদাপ্রকাশময় শ্রীবিষ্ণুর তেজে উদ্দীপ্ত বলবান্ দেবসৈন্য যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল। ৫১

তখন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি স্তুতিপূর্বক বলিলেন—দেবগণের স্বস্তি হউক। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই বাক্য বলিলেন যে, দৈত্যগণের স্বস্তি হউক। ৫২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪

# পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ দেবাসুর-সংগ্রামস্য ঔর্বাবহ্নেঃ উৎপত্তিবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তাভ্যাং বলাভ্যাং সঞ্জজ্ঞে তুমুলো বিগ্রহস্তদা
সুরাণামসুরাণাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্ ॥ ১
দানবা দৈবতৈঃ সার্দ্ধং নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ ।
সমীয়ুর্যুধ্যমানা বৈ পর্ব্বতাঃ পর্ব্বতৈরিব ॥ ২
তৎ সুরাসুরসংযুক্তং যুদ্ধমত্যদ্ভুতং বভৌ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং দর্পেণ বিনয়েন চ ॥ ৩
ততো রথৈঃ প্রজবিভির্বাহনৈশ্চ প্রচোদিতৈঃ
উৎপতদ্ভিশ্চ গগনং সাসিহস্তৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪
বিক্ষিপ্যমানৈর্মুষলৈঃ সম্প্রবাহ্ভিশ্চ সায়কৈঃ ।
চাপৈর্বিস্ফার্য্যমাণৈশ্চ পাত্যমানৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ৫
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেব-দানবসঙ্কুলম্
জগতস্ত্রাসজননং যুগসংবর্ত্তকোপমম্ ॥ ৬
স্বহস্তমুক্তৈঃ পরিঘৈঃ ক্ষিপ্যমাণৈশ্চ পর্ব্বতৈঃ ।
দানবাঃ সমরে জঘ্নুর্দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৭
তে বধ্যমানা বলিভির্দানবৈর্জিতকাশিভিঃ ।
বিষণ্ণমনসো দেবা জগ্মুরার্ত্তিং পরাং মৃধে ॥ ৮
তেঽস্ত্রজালৈঃ প্রমথিতাঃ পরিঘৈর্ভিন্নমস্তকাঃ
ভিন্নোরস্কা দিতিসুতৈর্বেমূ রক্তং ব্রণৈর্বহু ॥ ৯
স্পন্দিতাঃ পাশজালৈশ্চ নির্যত্নাশ্চ শরৈঃ কৃতাঃ ।
প্রবিষ্টা দানবীং মায়াং ন শেকুস্তে বিচেষ্টিতুম্ ॥ ১০
সংস্তম্ভিতমিবাভাতি নিষ্প্রাণসদৃশাকৃতি ।
বলং সুরাণামসুরৈর্নিষ্প্রযত্নায়ুধং কৃতম্ ॥ ১১
মায়াপাশান্ বিকর্ষংশ্চ ছিন্দন্ বজ্রেণ তান্ শরান্ ।
শক্রো দৈত্যবলং ঘোরং বিবেশ বহুলোচনঃ ॥ ১২
স দৈত্যান্ প্রমুখে হত্বা তদ্ দানববলং মহৎ ।
তামসেনাস্ত্রজালেন তমোভূতমথাকরোৎ ॥ ১৩
তেঽন্যোন্যং নাবুধ্যন্ত দেবান্ বা দানবানপি ।
ঘোরেণ তমসাবিষ্টাঃ পুরুহূতস্য তেজসা ॥ ১৪
মায়াপাশৈর্বিমুক্তাশ্চ যত্নবন্তঃ সুরোত্তমাঃ ।
বপূংষি দৈত্যসঙ্ঘানাং তমোভূতান্যপাতয়ন্ ॥ ১৫

---

## পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[ দেবাসুর-সংগ্রাম এবং ঔর্বনামক অগ্নির উৎপত্তি বর্ণন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্ ! পরস্পর বিজয়ার্থী দেবগণ ও অসুরগণের সৈন্যসমূহের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল । ১

নানা প্রহরণ লইয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া দৈত্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। যেন পর্বতসমূহ পর্বতসমূহের সহিত সংঘর্ষে উদ্যত হইল । ২

ঐ দেবাসুরগণের যুদ্ধ অত্যদ্ভুত প্রতীত হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধ দর্প ও বিনয়ের সহিত কখনও ধর্মে কখনও অধর্মে পরিচালিত হইতে লাগিল । ৩

বেগবান্ রথ উত্তেজিত অশ্ব, চতুর্দিকে অসিহস্তে আকাশে উৎক্ষিপ্ত বীরগণ, বিক্ষিপ্ত মুষল, প্রযুক্ত বাণ, আকৃষ্ট ধনু পতনশীল মুদ্গরসমূহের দ্বারা ঐ দেবদানবসঙ্কুল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রলয়কালীন সংবর্তকের মত সকল জগতের ত্রাসের কারণ । ৪-৬

যুদ্ধস্থলে দানবগণ হস্তমুক্ত পরিঘ ও নিক্ষিপ্ত পর্বতসমূহের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহত করিতে লাগিল । ৭

বিজয়োৎফুল্ল বলবান্ দানবগণ কর্তৃক বিশেষভাবে আহত হইয়া যুদ্ধস্থলে বিষণ্ণচিত্ত দেবগণ অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন । ৮

দৈত্যগণের অস্ত্রসমূহে প্রমথিত পরিঘের দ্বারা ভগ্নশির ভগ্নবক্ষ দেবগণ ক্ষতস্থানের দ্বারা রক্তবমন করিতে লাগিলেন । ৯

অসুরগণের পাশে নিগড়িত বাণের দ্বারা নিশ্চেষ্ট আসুরী মায়ায় আবদ্ধ দেবগণ চলচ্ছক্তিশূন্য হইয়া পড়িলেন । ১০

অসুরগণ দেবসৈন্যের সকল প্রযত্ন ও অস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিল, দেবসৈন্য মন্ত্রের দ্বারা স্তম্ভিত হইয়া প্রাণহীন ব্যক্তির মত প্রতীত হইতে লাগিল । ১১

তখন সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্রের দ্বারা দৈত্যগণের মায়াপাশ অপসারিত করিয়া তাহাদের প্রযুক্ত বাণসমূহকে ছিন্ন করিয়া উগ্র দৈত্যসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন । ১২

তিনি সম্মুখস্থিত দৈত্যগণকে নিহত করিয়া তামস অস্ত্রসমূহের দ্বারা ঐ বিশাল দৈত্যসৈন্যকে অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলিলেন ।১৩

ইন্দ্রের তেজে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া তাহারা দৈত্য ও দেবগণকে পরস্পর বুঝিতে পারিতেছিল না । ১৪

দৈত্যমায়ামুক্ত বলবান্ দেবশ্রেষ্ঠগণ অন্ধকারাবৃত দৈত্যসমূহের শরীরকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন । ১৫

অপক্ষস্তা বিসংজ্ঞাশ্চ তমসা নীলবর্চসঃ
পেতুস্তে দানবগণাশ্ছিন্নপক্ষা ইবাচলাঃ ॥ ১৬
দৈত্যানাং তদ্ঘনীভূতমন্ধকারমহার্ণবম্ ।
প্রবিষ্টঃ বলমুৎক্রান্তঃ তমোভূতনিবাবস্তৌ ॥ ১৭
তদাসজ্জময়ানায়াং ময়স্তাং তামসীং সৃজন্ ।
যুগান্তোদ্ভিদিবোদ্ভ্রান্তঃ সৃষ্টোর্বোর্বেণ বহ্নিনা ॥ ১৮
সা দদাহ তমঃ সর্বং মায়া ময়বিকল্পিতা
দৈত্যাশ্চ দীপ্তবপুষঃ সদা উত্তস্থুরাহবে ॥ ১৯
মায়ামৌর্বীং সমাসাদ্য দহ্যমানা দিবৌকসঃ
ভেজিরে চন্দ্রবিষয়ং শীতাংশুসলিলে শয়াৎ ॥ ২০
তে দহ্যমানা ঔর্বেণ তেজসা ভ্রষ্টতেজসঃ ।
শশংসুর্বজ্রিণে দেবাঃ সন্তপ্তাঃ শরণৈষিণঃ ॥ ২১
সন্তপ্তে মায়য়া সৈন্যে দহ্যমানে চ দানবৈঃ ।
চোদিতো দেবরাজেন বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২

বরুণ উবাচ

পুরা ব্রহ্মর্ষিজঃ শক্র তপস্তেপে২তিদারুণম্
ঊর্বো মুনিঃ স তেজস্বী সদৃশো ব্রহ্মণো গুণৈঃ ॥২৩
তং তপন্তমিবাদিত্যং তপসা জগদব্যয়ম্
উপতস্থুর্মিণো দেবা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ ॥ ২৪
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব দানবো দানবেশ্বরঃ
ঋষিং বিজ্ঞাপয়ামাস পুরা পরমতেজসম্ ॥ ২৫
তমূচুর্ব্রহ্মঋষয়ো বচনং ব্রহ্মসম্মিতম্
ঋষিবংশেষু ভগবন্ ছিন্নমূলমিদং কুলম্ ॥ ২৬
একস্ত্বমনপত্যশ্চ গোত্রং যন্নানুবর্তসে
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ক্লেশমেবানুবর্তসে ॥ ২৭
বহূনি বিপ্রগোত্রাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
একদেহানি তিষ্ঠন্তি বিভক্তানি বিনা প্রজাঃ ॥ ২৮
মূলেষু ছিন্নমূলেষু তেষু নো নাস্তি কারণম্ ।
ভবাংস্তু তপসা শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ ॥ ২৯
তৎপ্রবর্তস্ব বংশায় বর্দ্ধয়াত্মানমাত্মনা
ত্বমাত্মনোঽর্জিতং তেজো দ্বিতীয়াং বৈ তনুং কুরু ॥৩০

অন্ধকারের নীলবর্ণ ও হত দৈত্যগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নপক্ষ পর্বতের মত ভূপতিত হইতে লাগিল। ১৬

অন্ধকার মহাসমুদ্রে নিমগ্ন দৈত্যদৈন্য সন্তপ্ত হইয়া তাহা ও তমোময় প্রতীত হইতে লাগিল। ১৭

তখন ময়দানব পাবন চন্দ্রপ্রসারিত ঐ তামসী মায়াকে নষ্ট করিতে করিতে মহামায়া সৃষ্টি করিল। ঐ মহামায়া প্রলয়-কালীন বড়বানলের মত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। ১৮

ময়দানবনির্মিত ঐ মায়ানল অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। তখন দৈত্যগণ দীপ্তদেহে সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল ॥ ১৯

তখন দেবগণ ময়দানবের ঔর্বী মায়ায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং শীতল সলিলে শয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া চন্দ্রের নিকট গমন করিলেন ॥ ২০

সেই দেবগণ সকলে ঔর্বতেজে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন এবং সন্তপ্তচিত্তে শরণার্থী হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রের নিকট দুর্দশার কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২১

যখন এইভাবে ময়দানবের মায়ায় ও দানবগণ কর্তৃক দেবসৈন্য সন্তপ্ত ও দগ্ধ হইতেছিল, তখন ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বরুণ বলিলেন ॥ ২২

বরুণ বলিলেন—ইন্দ্র! প্রাচীনকালে ঊর্ব নামক একজন তেজস্বী মুনি ছিলেন, তিনি ব্রহ্মার তুল্য গুণবান্ ও ব্রহ্মর্ষি কুলের পুত্র। তিনি অতি দারুণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥২৩

তিনি সূর্যের মত তীব্র তপস্যার দ্বারা প্রবাহরূপে নিত্য এই জগৎকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন, তখন মুনিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪

পূর্বে কোনও এক সময় দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুও পরম তেজস্বী ঐ ঋষিকে নিবেদন করিয়াছিল ॥ ২৫

ব্রহ্মর্ষিগণ ঊর্বকে বেদানুমোদিত বাক্য বলিলেন,—ভগবন্! ঋষিবংশের মধ্যে আপনার বংশ ছিন্নমূল হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৬

এই বংশে আপনি একমাত্র রহিয়াছেন এবং আপনি কুমার অবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করিয়া কষ্টভোগ করিতেছেন ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ! বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণের বহু বংশ একমাত্র ব্যক্তিতে বিরাজ করিতেছে; যেহেতু তাঁহাদের সন্তান নাই। ২৮

মূল উচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেই বংশের বৃদ্ধিতে কোনও কারণ থাকে না। আপনি কিন্তু প্রজাপতিতুল্য শক্তিমান্ ও তপস্যায় শ্রেষ্ঠ। ২৯

অতএব আপনি স্বীয় বংশরক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হউন। আপনি নিজের দ্বারা নিজকে বর্ধিত করুন। আপনি স্বীয় তেজস্বী বীর্য আধান করুন এবং দ্বিতীয় শরীর নির্মাণ করুন। ৩০

স এবমুক্তো মুনিভির্মুনির্মনসি তাড়িতঃ
জগাদ তানৃষিগণান্ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৩১
যথায়ং শাশ্বতো ধর্মো মুনীনাং বিহিতঃ পুরা ।
সদার্থং সেবতাং কর্ম বন্যমূল-ফলাশিনাম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মযোনৌ প্রসূতস্য ব্রাহ্মণস্যানুবর্তিনঃ ।
ব্রহ্মচর্যং সুচরিতং ব্রহ্মাণমপি চালয়েৎ ॥ ৩৩
দ্বিজানাং বৃত্তয়স্তিস্রো যে গৃহাশ্রমবাসিনঃ
অস্মাকং তু বনং বৃত্তির্বনাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ৩৪
অব্ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ দন্তোলূখলিকাস্তথা
অশ্মকুট্টা দশতপাঃ পঞ্চাতপতপাশ্চ যে ॥ ৩৫
এতে তপসি তিষ্ঠন্তো ব্রতৈরপি সুদুষ্করৈঃ ।
ব্রহ্মচর্যং পুরস্কৃত্য প্রার্থয়ন্তে পরাং গতিম্ ॥ ৩৬
ব্রহ্মচর্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণত্বং বিধীয়তে ।
এবমাহুঃ পরে লোকে ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মচর্যে স্থিতং ধৈর্যং ব্রহ্মচর্যে স্থিতং তপঃ ।
যে স্থিতা ব্রহ্মচর্যেষু ব্রাহ্মণাস্তে দিবি স্থিতাঃ ॥ ৩৮
নাস্তি যোগং বিনা সিদ্ধির্নাস্তি সিদ্ধিং বিনা যশঃ ।
নাস্তি লোকে যশোমূলং ব্রহ্মচর্যাৎ পরং তপঃ ॥ ৩৯
তন্নিগৃহ্যেন্দ্রিয়গ্রামং ভূতগ্রামঞ্চ পঞ্চমম্
ব্রহ্মচর্যেণ বর্তেত কিমতঃ পরমং তপঃ ॥ ৪০
অযোগে কেশধরণমসঙ্কল্পে ব্রতক্রিয়া
অব্রহ্মচর্যে চর্যা চ ত্রয়ং স্যাদ্ দম্ভসংজ্ঞিতম্ ॥ ৪১
ক্ব দারা ক্ব চ সংযোগঃ ক্ব চ ভাববিপর্যয়ঃ
যদেয়ং ব্রহ্মণা সৃষ্টা মনসা মানসী প্রজা ॥ ৪২
যদ্যস্তি তপসো বীর্যং যুষ্মাকমমিতাত্মনাম্ ।
সৃজধ্বং মানসান্ পুত্রান্ প্রাজাপত্যেন কর্মণা ॥ ৪৩
মনসা নির্মিতা যোনিরাধাতব্যা তপস্বিনা ।
ন দারযোগং বীজং বা ব্রতমুক্তং তপস্বিনাম্ ॥ ৪৪

---

মুনি ঐর্ব ঋষিগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে আহত হইলেন এবং ঋষিগণকে নিম্ন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৩১

মুনিগণ! বন্য মূল-ফলভক্ষণকারী আর্য্যধর্মানুবর্ত্তী কর্ম্মাচরণরত মানুষ মুনিদের এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত তপশ্চর্য্যাই সনাতন ধর্ম বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে প্রবর্ত্তিত বা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ৩২

ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ ধর্মানুবর্ত্তী ব্রাহ্মণের সুচরিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মাকেও বিচলিত করিয়া থাকে। ৩৩

গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণের তিনটি বৃত্তি ( যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও প্রতিগ্রহ ) পরিকল্পিত হইয়াছে। বনাশ্রমনিবাসী মানুষ ব্রহ্মচর্য্যরতগণের বনই ( বন্য মূলফলই ) জীবিকার সাধন পরিগণিত হইয়াছে। ৩৪

যাঁহারা কেবল জলপান করিয়া, কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া, দন্তে উদূখল করিয়া ( দন্তের দ্বারা তুষমুক্ত করিয়া যে নিবার তণ্ডুল পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া ) অথবা প্রস্তরের ( দ্বারা ) দ্বারা তুষমুক্ত তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া অথবা পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ হইয়া সুদুষ্কর ব্রত ধারণ পূর্বক তপশ্চর্য্যায় রত থাকেন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যকেই মুখ্যস্থান দান করিয়া শ্রেষ্ঠ গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ৩৫-৩৬

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অব্যাহত থাকে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ বলেন—ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন পরলোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়। ৩৭

ব্রহ্মচর্য্যে ধৈর্য্য অবস্থিত, ব্রহ্মচর্য্যে তপস্যা অবস্থিত, যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করেন, তাঁহারা দিব্যলোকে অবস্থান করেন। ৩৮

যোগ না হইলে সিদ্ধি হয় না ও সিদ্ধি না থাকিলে যশ হয় না। যশের কারণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই। ৩৯

এইজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে ও রসরূপাদি বিষয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত থাকা উচিত। ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ তপস্যা আছে? ৪০

পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইবার জন্য ধ্যানাদি না করিয়া মস্তক মুণ্ডন করা, অধ্যাত্মভাবনার দৃঢ় সংকল্প না করিয়া ব্রতচর্য্যা করা, অন্যান্য সদাচার পালন না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা—এই তিনটি দম্ভেরই নামান্তর। ৪১

যখন ব্রহ্মা মনের দ্বারা মানসী প্রজার ( সনকুমারাদির ) সৃষ্টি করিলেন, তখন স্ত্রী কোথায় ছিল? স্ত্রী-পুরুষের সংযোগই বা কোথায় ছিল? চিত্তের বিকারই বা কোথায় ছিল? ৪২

ব্রহ্মর্ষিগণ! অপরিমিতশক্তিশালী আপনাদের তপস্যার বীর্য্য যদি থাকে, তাহা হইলে প্রজাপতির মত কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্বক মানস-পুত্র সৃষ্টি করুন। ৪৩

তপস্বী ব্যক্তি মনের দ্বারা যোনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীর্য্য আধান করিবেন। স্ত্রী-সহবাস কিংবা বীর্য্যাধান তপস্বী ব্যক্তির নিয়মবিরুদ্ধ নয়। ৪৪

যদিদং লুপ্তধর্মার্থং যুষ্মাভিরিহ নির্ভয়ৈঃ।
ব্যাহৃতং সদ্ভিরত্যর্থমসদ্ভিরিব মে মতিঃ॥ ৪৫
বপুর্দীপ্তান্তরাত্মানমেষ কৃত্বা মনোময়ম্।
দারযোগং বিনা স্রক্ষ্যে পুত্রমাত্মতনূরুহম্॥ ৪৬
এবমাত্মানমাত্মা মে দ্বিতীয়ং জনয়িষ্যতি।
বন্যেনানেন বিধিনা দিধক্ষন্তমিব প্রজাঃ॥ ৪৭
ঊর্বস্তু তপসাবিষ্টো নিবেশ্যোরুং হুতাশনে
মমন্থৈকেন দর্ভেণ পুত্রস্য প্রভবারণিম্॥ ৪৮
তস্যোরুং সহসা ভিত্ত্বা জ্বালামালী নিরিন্ধনঃ।
জগতো দহনাকাঙ্ক্ষী পুত্রোঽগ্নিঃ সমপদ্যত॥ ৪৯
ঊর্বস্যোরুং বিনির্ভিদ্য ঔর্বো নামান্তকোঽনলঃ
দিধক্ষন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ জজ্ঞে পরমকোপনঃ॥ ৫০
উৎপন্নমাত্রশ্চোবাচ পিতরং দীনয়া গিরা
ক্ষুধা মে বাধতে তাত জগদ্ ভক্ষ্যে ত্যজস্ব মাম্॥ ৫১
ত্রিদিবারোহিভির্জ্বালৈর্জৃম্ভমাণো দিশো দশ।
নির্দহন্নিব ভূতানি ববৃধে সোঽন্তকোঽনলঃ॥ ৫২
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সর্বলোকপতিঃ প্রভুঃ।
আজগাম মুনির্যত্র ব্যাহরৎ পুত্রমুত্তমম্॥ ৫৩
স দদর্শোরুমূর্বস্য দীপ্যমানঃ সুতাগ্নিনা।
ঔর্বকোপাগ্নিসন্তপ্তাঁল্লোকাংশ্চ ঋষিভিঃ সহ॥ ৫৪
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা মুনিমূর্বং সভাজয়ন্।
ধার্যতাং পুত্রকস্তেজো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
অস্যাপত্যস্য তে বিপ্র করিষ্যে সাহ্যমুত্তমম্॥ ৫৫
বাসং চাস্য প্রদাস্যামি প্রাশনং চামৃতোপমম্।
তথ্যমেতন্মম বচঃ শৃণু ত্বং বদতাং বর॥ ৫৬

ঔর্ব উবাচ :

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যন্মমাস্য ভবান্ শিশোঃ
মতিমেতাং দদাতীহ পরমানুগ্রহায় বৈ॥ ৫৭
প্রভাতকালে সম্প্রাপ্তে কাঙ্ক্ষিতব্যে সমাগমে
ভগবংস্তর্পিতঃ পুত্রঃ কৈর্হব্যৈঃ প্রাপ্স্যতে সুখম্॥ ৫৮

---

যদিও আপনারা সজ্জন, তথাপি অসৎ সাধারণ লোকের মত নির্ভয় হইয়া আপনারা যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা ধর্ম-অর্থ-শূন্য বলিয়া আমি মনে করি। ৪৫

আমি আপনাদের সমক্ষেই মনোময় শরীর যোগে নির্মাণ করিয়া স্ত্রীসহবাস ব্যতিরেকেই নিজ শরীর হইতে পুত্র সৃষ্টি করিতে পারি, যাহার অন্তরাত্মা অত্যন্ত দীপ্ত হইবে। ৪৬

এই আমার শরীর বনবাসী জনের যোগ্য বিধান অনুসারে নিজেকে পুত্ররূপে জন্মদান করিতে পারে, যে পুত্র সকল প্রজাকে দগ্ধ করিবার যোগ্য হইবে। ৪৭

এইরূপ বলিয়া তপস্যায় আবিষ্ট ঊর্বমুনি নিজ জানুকে অগ্নির উপর স্থাপন করিয়া পুত্রের উৎপত্তির জন্য একটি কুশের দ্বারা ঐ জানুকে মন্থন করিতে লাগিলেন। ৪৮

ঐ সময় হঠাৎ তাঁহার জানু ভেদ করিয়া ইন্ধনহীন শিখা-সমূহ দ্বারা বিশ্ববিনাশাভিলাষী অগ্নি-স্বরূপ পুত্র উৎপন্ন হইল। ৪৯

ঊর্বমুনির জানু ভেদ করিয়া যম-সদৃশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ত্রিলোক-দাহেচ্ছুক অগ্নি-রূপ যে পুত্র হইল, সে ঔর্ব অগ্নি নামে বিখ্যাত হইল। ৫০

ঐ অগ্নি-স্বরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াই দীন বাক্যে নিজ পিতাকে বলিল,—তাত! ক্ষুধা আমাকে পীড়িত করিতেছে, আমি এই সংসারকে ভক্ষণ করিব, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও। ৫১

তখন কালরূপী ঐ অনল প্রাণিগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবার জন্যই যেন স্বর্গ পর্যন্তস্পর্শী শিখাসমূহের দ্বারা দশ দিক ব্যাপ্ত করিতে করিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৫২

এমন সময়ে সর্বলোকপতি শক্তিমান্ ব্রহ্মা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে ঊর্বমুনি ঐ উত্তম পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছেন। ৫৩

ব্রহ্মা দেখিলেন—ঊর্ব মুনির জানুদেশ সুতরূপ অগ্নির দ্বারা দীপ্ত হইয়াছে এবং ঔর্বের ক্রোধাগ্নির দ্বারা ঋষিগণ সহিত সকল লোক সন্তপ্ত হইতেছে। ৫৪

তখন ব্রহ্মা ঊর্বমুনিকে সম্মানিত করিতে করিতে বলিলেন—বিপ্র! তুমি সকল লোকের হিতের জন্য পুত্ররূপী অগ্নিকে নিবারিত কর। আমি তোমার পুত্রের উত্তম সহায়তা করিব। ৫৫

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার যথার্থবাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমার পুত্রকে বাসস্থান ও অমৃত সমান ভোজন প্রদান করিব।। ৫৬

ঔর্ব বলিলেন—আমি ধন্য হইলাম, আমি অনুগৃহীত হইলাম এইজন্য যে, আপনি অদ্য আমার পুত্রের প্রতি পরম অনুগ্রহের জন্য এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন। ৫৭

ভগবন্! যখন এই পুত্রের প্রভাব প্রকাশের সময় উপস্থিত হইবে এবং যখন প্রাপ্তব্য বস্তু পাইবার লালসা হইবে, তখন

কুত্র চাস্য নিবাসো বৈ ভোজনঞ্চ কিমাত্মকম্
বিধাস্যতি ভবানস্য বীর্য্যতুল্যং মহৌজসঃ ॥ ৫৯
ব্রহ্মোবাচ।
বড়বামুখেঽস্য বসতিঃ সমুদ্রান্তে ভবিষ্যতি।
মম যোনির্জলং বিপ্র তস্য তোয়ময়ং বপুঃ ॥ ৬০
তদ্ধবিস্তব পুত্রস্য বিসৃজাম্যালয়ং তু তৎ
তত্রায়মাস্তাং নিয়তঃ পিবন্ বারিময়ং হবিঃ ॥ ৬১
ততো যুগান্তে ভূতানামেষ চাহঞ্চ সুব্রত
সহিতৌ বিচরিষ্যাবো লোকানিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৬২
এষোঽগ্নিরন্তকালে তু সলিলাশী ময়া কৃতঃ।
দহনঃ সর্ব্বভূতানাং সদেবাসুর-রক্ষসাম্ ॥ ৬৩
এবমস্ত্বিতি সোঽপ্যগ্নিঃ সংবৃতজ্বালমণ্ডলঃ।
প্রবিবেশার্ণবমুখং নিক্ষিপ্য পিতরি প্রভাম্ ॥ ৬৪
প্রতিযাতস্ততো ব্রহ্মা তে চ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
ঔর্ব্বস্যাগ্নেঃ প্রভাবজ্ঞাঃ স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৬৫
হিরণ্যকশিপুর্দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতমপূজয়ৎ
ঔর্ব্বং প্রণতসর্ব্বাঙ্গো বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৬৬
ভগবন্নদ্ভুতমিদং নির্বৃত্তং লোকসাক্ষিকম্।
তপসা তে মুনিশ্রেষ্ঠ পরিতুষ্টঃ পিতামহঃ ॥ ৬৭
অহং তু তব পুত্রস্য তব চৈব মহাব্রত।
ভৃত্য ইত্যবগন্তব্যঃ সাধ্যোঽস্মি যদি কর্ম্মণা ॥ ৬৮
তন্মাং পশ্য সমাপন্নং তবৈবারাধনে রতম্।
যদি সীদে মুনিশ্রেষ্ঠ তবৈব স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥ ৬৯
ঔর্ব্ব উবাচ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য তেঽহং গুরুর্মতঃ।
নাস্তি মে তপসানেন ভয়মদ্যেহ সুব্রত ॥ ৭০
ইমাঞ্চ মায়াং গৃহ্নীষ্ব মম পুত্রেণ নির্ম্মিতাম্।
নিরিন্ধনামগ্নিময়ীং দুঃস্পর্শাং পাবকৈরপি ॥ ৭১
এষা তে স্বস্য বংশস্য বশগারিবিনিগ্রহে।
রক্ষিষ্যত্যাত্মপক্ষং সা পরাংশ্চ প্রহরিষ্যতি ॥ ৭২

ঐ পুত্র কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজনের দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হইবে? তাহার বাসস্থান কোথায় হইবে? মহাশক্তিশালী এই পুত্রের শক্তির অনুরূপ ভোজনের বিধান আপনি করিবেন? ৫৮-৫৯

ব্রহ্মা বলিলেন—ব্রাহ্মণ! ঘোটকীর মুখাকৃতি সমুদ্রমুখে তোমার পুত্রের বসতি হইবে। ঐ স্থানই আমার উৎপত্তিস্থান, মূল জলময় আমার শরীর। ৬০

ঐ জলই তোমার পুত্রের ভোজনের হবি হইবে এবং ঐ স্থানই তোমার পুত্রের বাসস্থান হইবে। সে জলময় হবি পান করিয়া ঐ জলে নিয়মিত ভাবে বাস করিতে থাকুক। ৬১

সুব্রত! অনন্তর যখন প্রলয় কাল উপস্থিত হইবে, তখন ঐ পুত্র ও আমি উভয়ে মিলিত ভাবে সকল লোকে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিব। ৬২

আমি এই অগ্নিকে জলাহারী করিলাম, কিন্তু প্রলয়কালে ঐ অগ্নি দেব, অসুর ও রাক্ষস সহিত সকল প্রাণীকে দগ্ধ করিয়া থাকিবে। ৬৩

তখন ঔর্ব অগ্নি—'এইরূপই হউক' বলিয়া ঐ অগ্নি স্বীয় তেজোমণ্ডল সংবরণ করিলেন এবং স্বীয় পিতার শরীরে স্বীয় শিখা সঙ্কোচিত করিয়া সমুদ্রমুখে প্রবেশ করিলেন। ৬৪

অনন্তর ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মহর্ষি সকল ঐ অগ্নির প্রভাব বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৬৫

তখন হিরণ্যকশিপু এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া ঔর্বকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক পূজা করিল ও তাঁহাকে এইরূপ বাক্য বলিল। ৬৬

ভগবন্! আপনি সকল লোকের সমক্ষে অদ্ভুত কার্য্য করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার তপস্যায় পিতামহ ব্রহ্মা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছেন। ৬৭

মহাব্রত! আমি যদি স্বীয় কর্মের দ্বারা আপনার প্রশংসা পাইবার যোগ্য হই, তাহা হইলে আপনি আপনার ও আপনার পুত্রের ভৃত্য বলিয়া আমাকে স্বীকার করুন। ৬৮

মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনার আরাধনায় রত হইয়াছি। আপনি আমার উপর দৃষ্টিপাত করুন। আমি যদি অবসন্ন হইয়া পড়ি, তাহা হইলে তাহা আপনারই পরাজয় হইবে। ৬৯

তখন ঔর্ব বলিলেন—সুব্রত! তুমি আমাকে নিজের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম, অনুগৃহীত হইলাম। আমার এই তপস্যার প্রভাবে এখন আর তোমার কোনও ভয় নাই। ৭০

তুমি আমার পুত্রের দ্বারা নির্মিত এই মায়াকে গ্রহণ কর। এই মায়া ইন্ধনরহিত হইয়াও অগ্নিময়ী এবং অগ্নিসমূহের দ্বারাও স্পৃষ্ট বা অভিভূত হইবে না। ৭১

এই মায়া তোমার ও তোমার বংশের বশীভূত থাকিবে, শত্রুনিগ্রহ সময়ে আত্মপক্ষকে রক্ষা করিবে এবং শত্রুপক্ষকে প্রহার করিবে। ৭২

এবমস্ত্বিতি তং গৃহ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্ ।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টঃ কৃতার্থো দানবেশ্বরঃ ॥ ৭৩

বরুণ উবাচ

সৈষা হবিষহা মায়া দেবৈরপি দুরাসদা
ঔর্ব্বেণ নির্ম্মিতা পূর্ব্বং পাবকেনোর্ব্বসূনুনা ॥ ৭৪
তস্মিংস্তু ব্যুত্থিতে দৈত্যে নির্বীর্য্যৈষা ন সংশয়ঃ
শাপো হ্যস্যাঃ পুরা দত্তঃ সৃষ্টা যেনৈব তেজসা ॥ ৭৫
যদ্যেষা প্রতিহন্তব্যা কর্ত্তব্যো ভগবান্ সুখী
দীয়তাং মে সখা শক্র তোয়যোনির্নিশাকরঃ ॥ ৭৬
তেনাহং সহ সংগম্য যাদোভিশ্চ সমাবৃতঃ
মায়ামেতাং হনিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ঔর্ব্বাগ্নিসম্ভবো নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ । ৪৫

তখন দানবপতি হিরণ্যকশিপু 'এবমস্তু'—এইরূপই হউক বলিয়া ঐ মায়াকে গ্রহণ করিল এবং মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিয়া হৃষ্ট ও কৃতার্থ হইয়া স্বর্গে গমন করিল । ৭৩

বরুণ বলিলেন—এই সেই হবিষহা মায়া, যে মায়া দেবতাদেরও দুর্লভা । ঔর্ব্বমুনির পুত্র অগ্নিরূপী ঔর্ব এই মায়াকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন । ৭৪

ঐ হিরণ্যকশিপুদৈত্য সংসার হইতে চলিয়া যাওয়ায় এই মায়া বলহীন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই । এই মায়াকে যিনি তাঁর তেজের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে ইহাকে শাপও দিয়াছিলেন যে, হিরণ্যকশিপুর জীবনকাল পর্য্যন্তই এই মায়া বলবতী থাকিবে । ৭৫

ইন্দ্র ! যদি এই মায়াকে আপনি বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হন এবং নিজেকে সুখী করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে আপনি আমার সখা জলের উৎপত্তিস্থান চন্দ্রকে আমার সহায়তার জন্য প্রদান করুন । ৭৬

আমি চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া এবং জলজন্তুগণ-পরিবৃত হইয়া আপনার প্রসাদে এই মায়াকে নষ্ট করিয়া ফেলিব, ইহাতে সন্দেহ নাই । ৭৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ঔর্ব অগ্নির উৎপত্তিবিষয়ক পঞ্চ-চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ ইন্দ্রেণ চন্দ্রমসঃ স্তুতিঃ, চন্দ্রমসা বরুণেন চ দৈত্যসৈন্যানাং সংহারঃ, ময়দানবেন মায়ায়াঃ প্রয়োগঃ, পবনস্তাগ্নিদেবয়ো চ দৈত্যসৈন্যৈঃ সহ সংগ্রামঃ, কালনেমেঃ রণে আগমনঞ্চেত্যেতেষাং বর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমস্ত্বিতি সংহৃষ্টঃ শক্রস্ত্রিদশবর্দ্ধনঃ ।
সন্দিদেশাগ্রতঃ সোমং যুদ্ধায় শিশিরায়ুধম্ ॥ ১

শক্র উবাচ ।

গচ্ছ সোম সহায়ত্বং কুরু পাশধরস্য বৈ ।
অসুরাণাং বিনাশায় জয়ায় চ দিবৌকসাম্ ॥ ২
ত্বমপ্রতিমবীর্য্যশ্চ জ্যোতিষাং চেশ্বরেশ্বরঃ
ত্বন্ময়ং সর্ব্বলোকানাং রসং রসবিদো বিদুঃ ॥ ৩
ক্ষয়-বৃদ্ধী তবাখ্যাতে সাগরস্যেব মণ্ডলে ।
পরিবর্ত্তস্যহোরাত্রং কালং জগতি যোজয়ন্
লোকচ্ছায়াময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কে শশসংস্থিতম্
ন বিদুঃ সোমদেবাঽপি যে চ নক্ষত্রযোগিনঃ ॥ ৫

### ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় ।

( ইন্দ্রকর্তৃক চন্দ্রের স্তুতি, চন্দ্র ও বরুণের দ্বারা দৈত্যসৈন্যগণের সংহার, ময়দানবের মায়াপ্রয়োগ, দৈত্যসৈন্যদের সহিত পবন ও অগ্নিদেবের সংগ্রাম এবং কালনেমির যুদ্ধে আগমন—এই সব বর্ণন । )

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন দেবগণের উন্নতিকারী ইন্দ্র আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'এইরূপই হউক'। অনন্তর তিনি সম্মুখবর্ত্তি হিম-স্বরূপ অস্ত্রধারী চন্দ্রমাকে আদেশ করিলেন । ১

ইন্দ্র বলিলেন—সোম ! তুমি যাও, পাশধারী বরুণের সহায়তা কর । ইহাতে অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের বিজয় হইবে । ২

তুমি অতুলনীয় শক্তিবিশিষ্ট ও গ্রহ-নক্ষত্রগণের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর । রসতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—তুমিই সকল লোকের রস-স্বরূপ । ৩

সমুদ্রের সমান তোমার মণ্ডলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি সর্ব্বদা অব্যক্ত থাকে । তুমি কালকে প্রবর্ত্তিত করিয়া দিন ও রাত্রির পরিবর্ত্তন করিয়া থাক । ৪

তোমার মধ্যে পৃথিবীর ছায়াই শশ নামে অভিহিত হয় । চন্দ্রোপাসক ও নক্ষত্রবিদ্‌গণ তোমাকে জানিতে পারে না । ৫

ত্বমাদিত্যপথাদূর্দ্ধং জ্যোতিষাং চোপরি স্থিতঃ।
তমস্তোৎসার্য্য বপুষা ভাসয়স্যখিলং জগৎ ॥ ৬
শ্বেতভানুর্হিমতনুর্জ্যোতিষামধিপঃ শশী।
অব্দকৃৎ কালযোগাত্মা ইজ্যো যজ্ঞরসোঽব্যয়ঃ ॥ ৭
ওষধীশঃ ক্রিয়াযোনিরম্ভোযোনিরনুষ্ণভাক্।
শীতাংশুরমৃতাধারশ্চপলঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৮
ত্বং কান্তিঃ কান্তবপুষাং ত্বং সোমঃ সোমবৃত্তিনাম্।
সৌম্যস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং তিমিরঘ্নস্ত্বমৃক্ষরাট্ ॥ ৯
তদ্ গচ্ছ ত্বং মহাসেন বরুণেন বরূথিনা।
শময়স্বাসুরীং মায়াং যয়া দহ্যাম সংযুগে ॥ ১০

সোম উবাচ

যন্মাং বদসি যুদ্ধার্থে দেবরাজ জগৎপতে।
এষ বর্ষামি শিশিরং দৈত্যমায়াপকর্ষণম্ ॥ ১১
এতান্ মচ্ছীতনির্দগ্ধান্ পশ্য ত্বং হিমবেষ্টিতান্
বিমায়ান্ বিমদাংশ্চৈব দানবাংস্ত্বং মহামৃধে ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো হিমকরোৎসৃষ্টাঃ সবাষ্পা হিমবৃষ্টয়ঃ।
বেষ্টয়ন্তি স্ম তান্ ঘোরান্ দৈত্যান্ মেঘগণা ইব ॥১৩
তৌ পাশ-শুক্লাংশুধরৌ বরুণেন্দূ মহারণে।
জঘ্নতুর্হিমপাতৈশ্চ পাশপাতৈশ্চ দানবান্ ॥ ১৪
দ্বাবম্বুনাথৌ সমরে তৌ পাশ-হিমযোধিনৌ
মৃধে চেরতুরম্ভোভিঃ ক্ষুব্ধাবিব মহার্ণবৌ ॥ ১৫
তাভ্যামাপ্লাবিতং সৈন্যং তদ্ দানবমদৃশ্যত
জগৎ সংবর্ত্তকাম্ভোদৈঃ প্রবৃষ্টৈরিব সংবৃতম্ ॥ ১৬
তাবুদ্যতাংশুপাশৌ তৌ শশাঙ্ক-বরুণৌ রণে।
শময়ামাসতুর্মায়াং দেবৌ দৈতেয়নির্মিতাম্ ॥ ১৭
শীতাংশুজালনির্দগ্ধাঃ পাশৈশ্চ প্রসিতা রণে।
ন শেকুশ্চলিতুং দৈত্যা বিশিরস্কা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৮
শীতাংশুনিহতাস্তে তু পেতুর্দৈত্যা হিমার্দ্দিতাঃ।
হিমপ্রাবৃতসর্ব্বাঙ্গা নিরূষ্মাণ ইবাগ্নয়ঃ ॥ ১৯
তেষাং তু দিবি দৈত্যানাং বিপরীতপ্রভাণি চ
বিমানানি বিচিত্রাণি নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ২০

---

তুমি আদিত্যপথের ঊর্দ্ধে ও সম্পূর্ণ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের উপরে অবস্থিত। তুমি স্বশরীরের দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিয়া সকল জগৎ প্রকাশিত কর। ৬

তুমি শ্বেতকিরণ, শীতল শরীর, জ্যোতিষ্কগণের অধিপতি, ও শশচিহ্নধারী। তুমি সংবৎসররূপ কালের রচয়িতা, কাল-যোগস্বরূপ, যজ্ঞে আরাধনীয়, যজ্ঞের রস ও অবিনাশী। ৭

তুমি ওষধির স্বামী, ক্রিয়ার কারণ, জলের উৎপত্তিস্থান, শীতলতার আশ্রয়, শীতকিরণ, অমৃতের আধার, চপল ও শ্বেত-বাহন। ৮

তুমি কান্তিমান্ শরীরীদের কান্তি, তুমি সোমজীবীদের সোম, তুমি সকল প্রাণীর প্রতি সৌম্য, তুমি অন্ধকারনাশী ও নক্ষত্রগণের রাজা। ৯

এইজন্য তুমি যুদ্ধার্থে সৈন্যগণ-সমন্বিত এই বরুণের সহিত গমন কর। যুদ্ধস্থলে যাহার দ্বারা দগ্ধ হইতেছি, সেই আসুরী মায়াকে প্রশমিত কর। ১০

সোম বলিলেন—জগৎপতে! দেবরাজ! আপনি যুদ্ধের জন্য আমাকে যাহা বলিতেছেন, আমি তদনুসারে এখনই দৈত্য-মায়ানাশক শিশির বর্ষণ করিতেছি। ১১

এই মহাযুদ্ধে দানবগণকে আমার শীতবর্ষণের দ্বারা পীড়িত, হিমবেষ্টিত, মায়াহীন ও গর্ব্বহীন দর্শন করুন। ১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর চন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাষ্প-সহিত হিমবৃষ্টি মেঘের মত ভয়ঙ্কর দৈত্যগণকে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল। ১৩

ঐ মহাযুদ্ধে পাশধারী বরুণ ও শ্বেতরশ্মিধারী চন্দ্র হিমপাত ও পাশাঘাতের দ্বারা দানবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। ১৪

পাশ ও হিমের দ্বারা যুদ্ধরত জলাধিপতি বরুণ ও চন্দ্র ঐ যুদ্ধে জলবর্ষণে ক্ষুব্ধ দুই মহাসমুদ্রের মত বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৫

তাঁহাদের দুইজনের দ্বারা দানব-সৈন্য প্লাবিত হইয়া গেল, নিরত বর্ষণরত সংবর্ত্তক মেঘসমূহের দ্বারা সকল জগৎ যেন আবৃত হইয়া যাইল। ১৬

ঐ যুদ্ধে শশাঙ্ক ও বরুণ উভয়ে পাশ ও কিরণ প্রয়োগ করিয়া দৈত্য-নির্ম্মিত আসুরী মায়াকে উপশমিত করিলেন। ১৭

চন্দ্রের জলের দ্বারা পীড়িত ও বরুণের পাশের দ্বারা বদ্ধ দৈত্যগণ শিখরহীন পর্ব্বতের মত চলিতে সমর্থ হইতেছিল না। ১৮

শীতাংশু চন্দ্রের দ্বারা আহত, হিম-পীড়িত ও হিমাবৃতশরীর দৈত্যগণ উষ্ণতাশূন্য অগ্নির মত নিস্তেজ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। ১৯

তখন স্বর্গে দৈত্যগণের বিচিত্র বিমানসমূহ প্রভাহীন হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ২০

তান্ পাশশতগ্রথিতান্ শাদিতান্ ছিন্নশৃঙ্গিণা
ময়ো দদর্শ মায়াবী দানবান্ দিবি দানবঃ ॥ ২১
স শিলাজালবিততাং গণ্ডশৈলাট্টহাসিনীম্
পাদপোৎকটকূটাগ্রাং কন্দরাকীর্ণকাননাম্ ॥২২
সিংহ-ব্যাঘ্র-গজাকীর্ণাং নদন্তীমিব যূথপৈঃ
ঈহামৃগগণাকীর্ণাং পবনাঘূর্ণিতদ্রুমাম্ ॥ ২৩
নির্মিতাং স্বেন পুত্রেণ ক্রৌঞ্চেন দিবি কামগাম্
প্রসৃতাং পার্বতীং মায়াং সসৃজে দানবোত্তমঃ ॥ ২৪
সাট্টহাসৈঃ শিলাবর্ষৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ
নিজঘ্নে দেবসঙ্ঘাংস্তান্ দানবাংশ্চাপ্যজীবয়ৎ ॥ ২৫
নৈশাকরী বারুণী চ মায়েঽন্তর্দধতুস্ততঃ
অশ্মভিন্দিপালসঙ্ঘৈঃ কীর্ণা দেবগণা রণে ॥ ২৬
সাশ্মসঙ্ঘাতবিষমা দ্রুম-পর্বতসঙ্কটা।
অভবদ্ ঘোরসঞ্চারা পৃথিবী পর্বতৈরিব ॥ ২৭
নানাহতোঽশ্মভিঃ কশ্চিচ্ছিলাভিন্দিপালতাড়িতঃ।
নানিকৃত্তো দ্রুমগণৈর্দেবোঽদৃশ্যত সংযুগে ॥ ২৮
তদপত্রস্তধনুর্ভগ্নপ্রহরণাবিলম্।
নিষ্প্রযত্নং সুরানীকং বর্জয়িত্বা গদাধরম্ ॥ ২৯
স হি যুদ্ধগতঃ শ্রীমানীশো ন স্ম ব্যকম্পত।
সহিষ্ণুত্বাজ্জগৎস্বামী ন চুক্রোধ গদাধরঃ ॥ ৩০
কালজ্ঞঃ কালমেঘাভঃ সমীক্ষন্ কালমাহবে।
দেবাসুরবিমর্দং স দ্রষ্টুকামো জনার্দনঃ ॥ ৩১
ততো ভগবতাদিষ্টৌ রণে পাবক-মারুতৌ
শমনার্থং প্রবৃদ্ধায়া মায়ায়া ময়সৃষ্টয়া ॥ ৩২
তাভ্যাং প্রবৃদ্ধবল্গাভ্যাং প্রবৃদ্ধৌ অনল-অনিলৌ
চোদিতৌ বিষ্ণুবাক্যেন তাং মায়াং ব্যপকর্ষতাম্ ॥৩৩
তাভ্যামুদ্ভ্রান্তবেগাভ্যাং প্রবৃদ্ধাভ্যাং মহাহবে।
দগ্ধা সা পার্বতী মায়া ভস্মীভূতা ননাশ হ ॥ ৩৪
সোঽনিলোঽনলসংযুক্তঃ সোঽনলশ্চানিলাকুলঃ।
দৈত্যসেনাং দদহতুর্যুগান্তেষ্বিব মূর্চ্ছিতৌ ॥৩৫

তখন মায়াবী ময়দানব দেখিল যে, স্বর্গে অনেক দানবকে পাশধারী বরুণ কবলিত করিয়াছে এবং অনেককে হিমকিরণ চন্দ্র আচ্ছাদিত করিয়াছে। ২১

ইহা দেখিয়া দানবশ্রেষ্ঠ ময় স্বর্গে নিজ পুত্র ক্রৌঞ্চের দ্বারা নির্মিত পার্বতী মায়া বিস্তার করিল। ঐ মায়া স্বেচ্ছায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত অট্টহাস্যের মত ঐ মায়ায় প্রকাশিত হয়। তাহার দ্বারা সমস্ত বনভূমি আবৃত হইয়া যায় এবং বৃক্ষের অগ্রভাগ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। সিংহ-ব্যাঘ্র-হস্তীপরিপূর্ণ যূথপগণ কর্তৃক শব্দায়মান, ঈহামৃগ-(নেকড়ে বাঘ) গণাকীর্ণ, বায়ুবেগে কম্পিত বৃক্ষ ঐ মায়া অতীব সুপ্রসিদ্ধ। ২২-২৪

ঐ পার্বতী মায়া শিলাপাতে শব্দ, শিলাবৃষ্টি ও পতমান বৃক্ষের দ্বারা দেবগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল এবং দানবগণকে জীবিত করিতে লাগিল। ২৫

ঐ মায়ার দ্বারা চন্দ্রের ও বরুণের মায়া অন্তর্হিত হইল। যুদ্ধে দেবগণের উপর প্রস্তর-লৌহবৃষ্টি হইতে লাগিল। ২৬

যেরূপ পর্বতসমূহে আবৃত ভূভাগে গমনাগমন করা কঠিন হইয়া পড়ে, সেইরূপ সেখানে পতিত প্রস্তর-সংঘাতে বিষম, বৃক্ষ ও পর্বতের দ্বারা সঙ্কীর্ণ রণভূমিতে গমনাগমন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ২৭

ঐ যুদ্ধে এমন কোনও দেবতা ছিল না, যে প্রস্তরের দ্বারা আহত হয় নাই, শিলার দ্বারা তাড়িত হয় নাই, বৃক্ষসমূহের দ্বারা আহত হয় নাই। ২৮

ঐ সময় গদাধর শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত সকল দেবসৈন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। তাহাদের ধনু ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িল এবং অস্ত্রসমূহ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহারা সব ছিন্ন ও মুখ মলিন হইয়া গেল। ২৯

ঐ যুদ্ধে বিরাজমান শ্রীমান্ গদাধর আদৌ বিচলিত হন নাই এবং সহনশীল হওয়ায় জগৎপতি গদাধর ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। ৩০

কৃষ্ণমেঘবর্ণ ও উপযুক্ত সময়জ্ঞ জনার্দন ঐ যুদ্ধে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং দেবতা-অসুরের সংঘর্ষ দেখিতে ছিলেন। ৩১

এ দিকে ময় দানব কর্তৃক নির্মিত ঐ পার্বতী মায়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ঐ মায়ার উপশমের জন্য অগ্নি ও বায়ুকে আদেশ করিলেন। ৩২

তখন বিষ্ণুর বাক্যে প্রেরিত হইয়া বর্ধমান অগ্নি ও বায়ু পরস্পরের সহযোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঐ মায়াকে দূরীভূত করিলেন। ৩৩

ঐ মহাযুদ্ধে উৎকটবেগবান্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নি ও বায়ু পার্বতী মায়াকে দগ্ধ করায় ঐ মায়া ভস্মীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেল। ৩৪

প্রলয়কালের মত অনলসংযুক্ত অনিল এবং অনিলসংযুক্ত অনল অতীব তীব্র হইয়া দৈত্যসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৫

বায়ুঃ প্রবাবিতস্তত্র পশ্চাদগ্নিস্ত মারুতাৎ
চেরতুর্দানবানীকে ক্রীড়ন্তাবনলানিলৌ ॥ ৩৬
তস্মাবয়বভূতেষু প্রপতৎস্বুৎপতৎসু চ ।
দানবেষু বিনষ্টেষু কৃতকর্মণি পাবকে ॥ ৩৭
বাতস্কন্ধাপবিদ্ধেষু বিমানেষু সমন্ততঃ ।
মায়াবন্ধে বিনির্মুক্তে স্তূয়মানে গদাধরে ॥ ৩৮
নিষ্প্রযত্নেষু দৈত্যেষু ত্রৈলোক্যে মুক্তবন্ধনে
সম্প্রহৃষ্টেষু দেবেষু সাধু সাধ্বিতি সর্বশঃ ॥ ৩৯
জয়ে দশশতাক্ষস্য ময়স্য চ পরাজয়ে
দিক্ষু সর্বাসু শুদ্ধাসু প্রবৃত্তে ধর্মসংস্তরে ॥ ৪০
অপাবৃতে চন্দ্রপথে স্বয়নস্থে দিবাকরে ।
প্রকৃতিস্থেষু লোকেষু নৃষু চারিত্রবন্ধুষু ॥ ৪১
অভিন্নবন্ধনে মৃত্যৌ হূয়মানে হুতাশনে ।
যজ্ঞশোভিষু দেবেষু স্বর্গার্থং দর্শয়ৎসু চ ॥ ৪২
লোকপালেষু সর্বেষু দিক্ষু সংযানবর্তিষু ।
ভাবে তপসি শুদ্ধানামভাবে দুষ্টকর্মণাম্ ॥ ৪৩
দেবপক্ষে প্রমুদিতে দৈত্যপক্ষে বিষীদতি
ত্রিপাদবিগ্রহে ধর্মে অধর্মে পাদবিগ্রহে ॥ ৪৪
অপাবৃতমহাদ্বারে বর্তমানে চ সৎপথে ।
স্বধর্মস্থেষু বর্ণেষু লোকেষ্বাশ্রমাক্রান্তেষু চ ॥ ৪৫
প্রজারক্ষণযুক্তেষু ভ্রাজমানেষু রাজসু ।
গীয়মানাসু গাথাসু দেবসংস্তবনাদিষু ॥ ৪৬
প্রশান্তকলুষে লোকে শান্তে তপসি দারুণে
অগ্নি-মারুতয়োস্তস্মিন্ বৃত্তে সংগ্রামকর্মণি ।
তন্ময়া নির্মলা লোকাস্তাভ্যাং জয়কৃতপ্রিয়াঃ ॥ ৪৭
পূর্বদেবভয়ং শ্রুত্বা মারুতাগ্নিকৃতং মহৎ ।
কালনেমিরিতি খ্যাতো দানবঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৮
ভাস্করাকারমুকুটঃ শিঞ্জিতাভরণাঙ্গদঃ ।
মন্দরাচলসঙ্কাশো মহারজতসংবৃতঃ ॥ ৪৯
শতপ্রহরণোদগ্রঃ শতবাহুঃ শতাননঃ
শতশীর্ষা স্থিতঃ শ্রীমান্ শতশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ৫০

রণক্ষেত্রে প্রথমে বায়ু বেগে প্রবাহিত হইলেন, অনন্তর বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি বেগে প্রজ্বলিত হইলেন। অনল ও অনিল ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া দানবসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৬

অগ্নি যখন স্বকর্মরত হইয়াছিলেন, তখন দানবগণ বিনষ্ট হইল। তাহাদের অবয়ব চূর্ণীভূত হইল এবং ঐ চূর্ণ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ৩৭

বায়ুর প্রচণ্ডবেগে আহত বিমানসমূহ চারিদিকে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। মায়াবন্ধন নষ্ট হওয়ায় দেবগণ কর্তৃক গদাধর শ্রীবিষ্ণু স্তুত হইতে লাগিলেন। ৩৮

দৈত্যগণ প্রযত্নশূন্য হইল ও ত্রিভুবন বন্ধনহীন হইল, দেবগণ হৃষ্ট হইলেন। তখন চারিদিকে সাধু সাধু ধ্বনি উচ্চারিত হইল। ৩৯

ইন্দ্রের বিজয় ও ময়ের পরাজয় হওয়ায় সকল দিক্ শুদ্ধ হইল এবং সর্বত্র ধর্মের বিস্তার হইতে লাগিল। ৪০

চন্দ্রের পথ প্রশস্ত হইল। সূর্য স্বমার্গে স্থিত হইলেন। সকল লোক প্রকৃতিস্থ হইল। মনুষ্যগণ সদাচারকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিল। ৪১

মৃত্যুর মর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল। অগ্নি আহুতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দেবগণ যজ্ঞভাগগ্রহণকারী ও স্বর্গমার্গ-প্রদর্শক হইলেন। ৪২

লোকপালগণ নিজ নিজ দিকে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিদের তপস্যায় প্রবৃত্তি ও ফল লাভ হইতে লাগিল। দুষ্ট কর্মকারী ব্যক্তিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৪৩

দেবপক্ষ আনন্দিত ও দৈত্যপক্ষ বিষণ্ণ হইল। ধর্ম ত্রিপাদে স্থির হইলেন এবং অধর্ম একপাদে অবস্থিত থাকিল। ৪৪

সকলের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল, সৎপথ প্রকাশিত হইল, সকল লোক স্বধর্মে স্থিত হইল এবং সকলেই নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিল। ৪৫

প্রজারক্ষণকারী নৃপতিগণ শোভিত হইলেন। দেবতাদের স্তুতিগাথা সর্বত্র গীত হইতে লাগিল। ৪৬

লোকের কলুষ শান্ত হইল। উগ্র তপস্যা শান্ত হইল। অগ্নি ও বায়ু ঐ ভাবে সংগ্রামকার্য করায় সকল লোক বিমল হইল। দেবতাদের জয়রূপ প্রিয় কার্য কৃত হইল। ৪৭

অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা দৈত্যগণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া কালনেমি নামে খ্যাত দানব দেবগণের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইল ॥৪৮

সূর্যতুল্য মুকুটধারী, শব্দায়মান ভূষণাঙ্গদধারী ও রজতক-বচাবৃত কালনেমি মন্দরপর্বতের মত প্রতীত হইতেছিল। ৪৯

শতভুজ, শতমুখ, শতমস্তক ও শত আয়ুধধারী শ্রীমান্ কালনেমি শতশৃঙ্গ পর্বতের মত সম্মুখে স্থিত হইল। ৫০

কক্ষে মহতি সংবৃদ্ধো হিমান্তে ইব পাবকঃ ॥ ৫১
ধূম্রকেশো হরিশ্মশ্রুর্দংষ্ট্রালোষ্ঠপুটাননঃ
ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তারো ধারয়ন্ বিপুলং বপুঃ ॥ ৫২
বাহুভিস্তুলয়ন্ ব্যোম ক্ষিপন্ পদ্ভ্যাং মহীধরান্
ঈরয়ন্ মুখনিশ্বাসৈর্বৃষ্টিমন্তো বলাহকান্ ॥ ৫৩
তির্যগায়তরক্তাক্ষং মন্দরোদগ্রবর্চসম্ ।
দিধক্ষন্তমিবায়ান্তং সর্বান্ দেবগণান্ মৃধে ॥ ৫৪
তর্জয়ন্তং সুরগণাংশ্ছাদয়ন্তং দিশো দশ
সংবর্তকালে তৃষিতং দৃপ্তং মৃত্যুমিবোত্থিতম্ ॥ ৫৫
সুতলেনোচ্ছ্রিতবতা বিপুলাঙ্গুলিপর্বণা
মাল্যাভরণপূর্ণেন কিঞ্চিচ্চলিতবর্মণা ॥ ৫৬
উচ্ছ্রিতেনাগ্রহস্তেন দক্ষিণেন বপুষ্মতা ।
দানবান্ দেবনিহতানুত্তিষ্ঠধ্বমিতি ব্রুবন্ ॥ ৫৭
তং কালনেমিং সমরে দ্বিষতাং কালসন্নিভম্
বীক্ষন্তি স্ম সুরাঃ সর্বে ভয়বিত্রস্তমানসাঃ ॥ ৫৮
তং স্ম বীক্ষন্তি ভূতানি ক্রমন্তং কালনেমিনম্
ত্রিবিক্রমং বিক্রমন্তং নারায়ণমিবাপরম্ ॥ ৫৯
সোঽচ্ছ্রয়ন্ প্রথমং পাদং মারুতাঘূর্ণিতাম্বরঃ
প্রাক্রামদসুরো যুদ্ধে ত্রাসয়ন্ সর্বদেবতাঃ ॥ ৬০
স ময়েনাসুরেন্দ্রেণ পরিষ্বক্তঃ ক্রমন্ রণে ।
কালনেমির্বভৌ দৈত্যো বিষ্ণুনেব পুরন্দরঃ ॥
অথ বিব্যথিরে দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ
দৃষ্ট্বা কালমিবায়ান্তং কালনেমিং ভয়াবহম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি কালনেমিপ্রক্রমণে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

---

গ্রীষ্মকালে শুষ্ক বনমধ্যে প্রজ্বলিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নির মত কালনেমি প্রদীপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ৫১

ধূম্রচুলা কেশ, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রু, বিকট দন্তবিশিষ্ট মুখ ও ত্রিলোকব্যাপী বিশাল দেহ ধারণ করিয়া ঐ অসুর নিজ বাহুর দ্বারা আকাশকে উত্তোলিত করিতে লাগিল, পদদ্বয়ের দ্বারা পর্বতসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল এবং মুখ নিঃশ্বাসের দ্বারা বর্ষণরত মেঘসমূহকে অপসারিত করিতে লাগিল। ৫২-৫৩

সে ঐ যুদ্ধে সকল দেবগণকে দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, বিস্তৃত ও বক্র। মন্দরের মত উগ্রতেজস্বী কালনেমি দেবগণকে তর্জন করিতে লাগিল এবং দশদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। প্রলয়কালে ক্ষুধার্ত উদ্ধত মৃত্যুর মত সে উপস্থিত হইল। ৫৪-৫৫

তাহার হস্তদ্বয়ের তলদেশ সুন্দর ও উন্নত। অঙ্গুলির পর্বগুলি বিপুল। সে মালা ও অলংকারে পরিপূর্ণ। তাহার কবচ কিঞ্চিৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। বিশালদেহ ঐ অসুর দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ ঊর্ধ্বে প্রসারিত করিয়া দেবগণ কর্তৃক নিহত দানবগণকে বলিল—তোমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াও। ৫৬-৫৭

ঐ কালনেমি যুদ্ধকালে শত্রুগণের নিকট মহাকাল-তুল্য ছিল। ভয়বিহ্বলচিত্ত দেবগণ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ৫৮

বিশাল পদক্ষেপে আগমনকারী কালনেমিকে সকল প্রাণী ত্রিবিক্রম অপর নারায়ণের মত মনে করিতে লাগিল। ৫৯

সকল দেবতাকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে ঐ অসুর বায়ুবেগে আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রথম পদক্ষেপ পূর্বক যুদ্ধে অগ্রসর হইল। ৬০

যুদ্ধে বিচরণকারী ময় আসিয়া কালনেমিকে আলিঙ্গন করিল। তখন কালনেমি বিষ্ণুকর্তৃক আলিঙ্গিত ইন্দ্রের মত শোভিত হইল। ৬১

তারপর কালনেমিকে মহাকালের মত আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই বড়ই ব্যথিত হইলেন। ৬২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে কালনেমির প্রক্রমণবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ কালনেমের্যুদ্ধস্য প্রভাবস্য চ বর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দানবাংশ্চাপি পিপ্রীষুঃ কালনেমির্মহাসুরঃ
ব্যবর্ধত মহাতেজাস্তপান্তে জলদো যথা ॥ ১
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং তং তু দৃষ্ট্বা তে দানবেশ্বরাঃ
উত্তস্থুরপরিশ্রান্তাঃ প্রাপ্যেবামৃতমুত্তমম্
তে বীতভয়সন্ত্রাসা ময়-তারপুরোগমাঃ
তারকাময়সংগ্রামে সততং জয়কাঙ্ক্ষিণঃ
রেজুরায়োধনগতা দানবা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ
অস্ত্রমভ্যস্যতাং তেষাং ব্যূহঞ্চ পরিধাবতাম্
প্রেক্ষতাং চাভবৎ প্রীতির্দানবং কালনেমিনম্ ॥ ৪
যে তু তত্র ময়স্যাসন্ মুখ্যা যুদ্ধপুরঃসরাঃ ।
তেঽপি সর্বে ভয়ং ত্যক্ত্বা হৃষ্টা যোদ্ধুমুপস্থিতাঃ ॥ ৫
ময়স্তারো বরাহশ্চ হয়গ্রীবশ্চ বীর্যবান্
বিপ্রচিত্তিসুতঃ শ্বেতঃ খর-লম্বাবুভাবপি ॥ ৬
অরিষ্টো বলিপুত্রশ্চ কিশোরোষ্ট্রৌ তথৈব চ
স্বর্ভানুশ্চামরপ্রখ্যো বক্ত্রযোধী মহাসুরঃ ॥
এতেঽস্ত্রবিদুষঃ সর্বে সর্বে তপসি সুব্রতাঃ ।
দানবাঃ কৃতিনো জগ্মুঃ কালনেমিনমুত্তমম্ ॥ ৮
তে গদাভিশ্চ গুর্বীভিশ্চক্রৈশ্চ সপরশ্বধৈঃ ।
অশ্মভিশ্চাদ্রিসদৃশৈর্গণ্ডশৈলৈশ্চ সংশিতৈঃ ॥ ৯
পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়ুধৈঃ ।
ঘাতিনীভিশ্চ গুর্বীভিঃ শতঘ্নীভিস্তথৈব চ ॥ ১০
কালকল্পৈশ্চ মুসলৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ
যূপৈর্যন্ত্রৈশ্চ নির্মুক্তৈরর্গলৈশ্চাগ্রতাড়িতৈঃ ॥ ১১
দোর্ভিশ্চায়তপীনাংসৈঃ পাশৈঃ প্রাসৈশ্চ মূর্চ্ছিতৈঃ ।
সর্পৈর্লেলিহ্যমানৈশ্চ বিসর্পদ্ভিশ্চ সায়কৈঃ ॥ ১২
বজ্রৈঃ প্রহরণীয়ৈশ্চ দীপ্যমানৈশ্চ তোমরৈঃ ।
বিকোষৈশ্চাসিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শূলৈশ্চ শিতনির্মলৈঃ ॥ ১৩
তে বৈ সন্দীপ্তমনসঃ প্রগৃহীতোত্তমায়ুধাঃ ।
কালনেমিং পুরস্কৃত্য তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ১৪
সা দীপ্তশস্ত্রপ্রবরা দৈত্যানাং শুশুভে চমূঃ ।
দ্যৌর্নিমীলিতনক্ষত্রা সঘনেবাম্বুদাগমে ॥ ১৫
দেবতানামপি চমূঃ রুরুচে শক্রপালিতা ।
দীপ্তা শীতোষ্ণ-তেজোভ্যাং চন্দ্র-ভাস্করবর্চসা ॥ ১৬

---

## সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ কালনেমির যুদ্ধ ও প্রভাববর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাকালে যেমন মেঘ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহাতেজস্বী অসুর কালনেমি দানবগণকে প্রীত করিবার জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১

দানবশ্রেষ্ঠগণ কালনেমিকে ত্রিলোকব্যাপী দেখিয়া উত্তম অমৃত পাইয়াই যেন সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের বিশ্রান্ত ভাব দূরীভূত হইল। ২

ময় ও তার প্রভৃতি দানবগণ ভয়-সন্ত্রাসশূন্য হইল। তারকাময় যুদ্ধে জয়প্রার্থী হইয়া দানবগণ যুদ্ধোদ্যমে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ৩

ঐ সময় অস্ত্রপ্রয়োগাভ্যাসরত ব্যূহমধ্যে বেগবান্ দানবগণের কালনেমি দানবকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল। ৪

সেইখানে ময়দানবের যে সকল মুখ্য মুখ্য সেনাপতি উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলে ভয় ত্যাগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। ৫

ময়, তার, বরাহ, মহাবীর হয়গ্রীব, বিপ্রচিত্তির পুত্র শ্বেত, খর ও লম্ব এই উভয় দানব, বলিপুত্র অরিষ্ট, কিশোর, উষ্ট্র, দেবতুল্য বক্রভাবে যুদ্ধকারী মহাসুর স্বর্ভানু (রাহু), ইহারা সকলেই অস্ত্রবিৎ, সকলেই তপস্যায় দৃঢ়সংকল্প ও কুশল। ঐ সকল শ্রেষ্ঠ দানব কালনেমির নিকট তাহারা গমন করিল। ৬-৮

তাহারা সকলে দীপ্তচিত্তে উত্তম অস্ত্রধারণ করিয়া কালনেমিকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রভাগে অবস্থিত হইল। তাহারা বৃহৎ গদা, চক্র, পরশু, প্রস্তর, পর্বততুল্য শিলা, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, গুরুতর হত্যাকারী কামান, বজ্রতুল্য মুষল, ক্ষেপনযোগ্য মুদ্গর, যূপ-যন্ত্র, মুক্ত অর্গল, তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র, পাশ, প্রাস লেলিহান সর্প তীব্রগতি বাণ, প্রহারযোগ্য বজ্র, তেজস্বী তোমর, নিরাবরণ তীক্ষ্ণ অসি, তেজস্বী উজ্জ্বল শূল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র স্ব স্ব বিশাল ও স্থূল হস্তে ধারণ করিয়াছিল। ৯-১৪

দৈত্যগণের সৈন্যসমূহ উজ্জ্বল শস্ত্রসম্পন্ন হইয়া বর্ষাকালে মেঘাবৃত নক্ষত্রহীন আকাশের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৫

চন্দ্র ও সূর্যের প্রভায় উদ্ভাসিত শীত ও উষ্ণ তেজের দ্বারা দীপ্ত দেবসৈন্যও ইন্দ্রের দ্বারা পালিত হইয়া শোভান্বিত হইয়াছিল। ১৬

বায়ুবেগবতী সৌম্যা তারাগণপতাকিনী ।
তোয়দাবিদ্ধবসনা গ্রহ নক্ষত্রহাসিনী ॥ ১৭
ধর্মেন্দ্র-ধনদৈর্গুপ্তা বরুণেন চ ধীমতা ।
সম্প্রদীপ্তাগ্নিপবনা নারায়ণপরায়ণা ॥ ১৮
সা সমুদ্রৌঘসদৃশী দিব্যা দেবমহাচমূঃ
রত্নাক্ষাম্বুবতী ভীমা যক্ষ-গন্ধর্বশালিনী ॥ ১৯
তয়োশ্চম্বোস্তদা তত্র বভূব স সমাগমঃ ।
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সংযোগো যথা স্যাদ্ যুগপর্যয়ে ॥ ২০
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেব-দানবসঙ্কুলম্
ক্ষমাপরাক্রমময়ং দর্পস্য বিনয়স্য চ ॥ ২১
নিশ্চক্রমুর্বলাভ্যাং তু তাভ্যাং ভীমাঃ সুরাসুরাঃ ।
পূর্বাপরাভ্যাং সংরব্ধাঃ সাগরাভ্যামিবাম্বুদাঃ ॥ ২২
তাভ্যাং বলাভ্যাং সংহৃষ্টাশ্চেরুস্তে দেব-দানবাঃ ।
বনাভ্যাং পর্বতীয়াভ্যাং পুষ্পিতাভ্যাং যথা গজাঃ ॥ ২৩
সমাজঘ্নুস্ততো ভেরীঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ নৈকশঃ ।
স শব্দো দ্যাং ভুবঞ্চৈব দিশশ্চ সমপূরয়ৎ ॥ ২৪
জ্যাঘাততলনির্ঘোষো ধনুষাং কূজিতানি চ
দুন্দুভীনাং নিনদতাং দৈত্যানাং বিদধুঃ স্বনান্ ॥ ২৫
তেঽন্যোন্যমভিসম্পেতুঃ পাতয়ন্তঃ পরস্পরম্
বভঞ্জুর্বাহুভির্বাহূন্ দ্বন্দ্বশো যুদ্ধসবঃ ॥ ২৬
দেবতাস্ত্বশনীর্ঘোরাঃ পরিঘাংশ্চোত্তমায়সান্
সসৃজুরাজৌ নিস্ত্রিংশান্ গদা গুর্বীশ্চ দানবাঃ
গদানিপাতৈর্ভগ্নাঙ্গা বাণৈশ্চ শকলীকৃতাঃ ।
পরিপেতুর্ভৃশং কেচিন্ন্যস্তাঃ কেচিৎ সমন্ততঃ
ততো রথৈঃ সতুরগৈর্বিমানৈশ্চাশুগামিভিঃ ।
সমীয়ুস্তে তু সংরব্ধা রোষাদন্যোন্যমাহবে
সংবর্তমানাঃ সমরে বিবর্তন্তস্তথাপরে
রথা রথৈর্নিরুধ্যন্তে পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥ ৩০
তেষাং রথানাং তুমুলঃ স শব্দঃ শব্দবাহিনাম্
বভূবাথ প্রসক্তানাং নভসীব পয়োমুচাম্ ॥ ৩১
বভঞ্জিরে রথান্ কেচিৎ কেচিৎ সংমৃদিতা রথৈঃ
সম্বাধমেকে সম্প্রাপ্য ন শেকুশ্চলিতুং রথাঃ ॥ ৩২

বায়ুর সমান বেগবতী, সৌম্যভাববতী, তারকাসমূহ রূপ পতাকাবতী, মেঘরূপ-বস্ত্রাবৃতা, গ্রহনক্ষত্রহাসিনী, ধর্ম ইন্দ্র কুবের ও বরুণের দ্বারা সুরক্ষিতা, অগ্নি ও পবনের দ্বারা প্রদীপ্তা নারায়ণপরায়ণা সমুদ্রতরঙ্গ-সদৃশী দিব্যভাববতী যক্ষ-গন্ধর্ব-বিশিষ্টা নানাবিধাস্ত্রসহিতা ভয়ঙ্করী দেবসেনা শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৭-১৯

প্রলয়কালে যেমন দ্যুলোক ও ভূলোকে সংঘর্ষ হয়, সেইরূপ দেবসেনার ও দৈত্যসেনার ঐ সময় সেইস্থানে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। ২০

দেবদানব পরিপূর্ণ ঐ যুদ্ধ অতীব ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ক্ষমা পরাক্রমময় যুদ্ধ দর্প ও বিনয়ের প্রকাশস্থল হইয়াছিল। ২১

ঐ উভয় সেনা হইতে অতি ভয়ঙ্কর দেব ও অসুর আসিতে লাগিল এবং যুদ্ধের জন্য অগ্রবর্তী হইল। মনে হইতে লাগিল যেন পূর্বাপর সমুদ্র হইতে ক্ষুব্ধ মেঘসমূহ নির্গত হইতেছে। ২২

নিজ নিজ সৈন্যের দ্বারা অত্যন্ত হৃষ্ট দেবদানবগণ পর্বতস্থ পুষ্পিত বন হইতে নির্গত হস্তিসমূহের মত বিচরণ করিতে লাগিল। ২৩

ঐ সময় উভয় পক্ষের সৈন্য পুনঃ পুনঃ ভেরী শব্দ করিতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। ঐ শব্দ আকাশ পৃথিবী ও সকলদিক্‌কে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। ২৪

ধনুতে বাণযোজনার শব্দ, ধনুর টঙ্কার, দুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি দৈত্যগণের গর্জনের শব্দকে আবৃত করিয়াছিল। ২৫

তাহারা নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করিতে করিতে পরস্পর অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উন্মুক্ত হইয়া বাহুর দ্বারা শত্রুর বাহু ভগ্ন করিতে লাগিল। ২৬

যুদ্ধের সময় দেবগণ ভয়ঙ্কর বজ্র ও উত্তমলৌহনির্মিত পরিঘ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং দানবগণ অসি ও বিশাল গদা প্রয়োগ করিতে লাগিল। ২৭

গদাপ্রহারে ভগ্নদেহ ও বাণাঘাতে ছিন্ন-ভিন্নদেহ কেহ কেহ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ২৮

অনন্তর ঐ সময়ক্ষেত্রে রোষপূর্ণ হইয়া সৈন্যগণ অশ্বযোজিত রথের দ্বারা ও শীঘ্রগামী বিমানের দ্বারা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। ২৯

ঐ যুদ্ধে অনেকে শত্রুর সম্মুখে আসিতে লাগিল। অনেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রথসমূহের দ্বারা পদাতিগণ পদাতিগণকে অবরুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩০

শব্দায়মান রথসমূহের তুমুলশব্দ আকাশে পরস্পর সংঘর্ষপ্রাপ্ত মেঘসমূহের শব্দের ন্যায় উত্থিত হইতে লাগিল। ৩১

কেহ কেহ রথসমূহকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেহ কেহ শত্রুর রথের দ্বারা মর্দিত হইল। কোনও কোনও রথ অবরোধপ্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইল। ৩২

অন্যোন্যস্যাতিসংরব্ধা যোদ্ধা যুদ্ধবিশারদাঃ দর্পিতাঃ
সংগ্রামমাবাভরণা জয়মুত্তমাসিচর্মিণঃ ॥ ৩৩
অস্ত্রৈরন্যে বিনির্ভিন্না রক্তং বেমুর্হতা যুধি।
শরজ্জলানাং সদৃশা জলদানাং সমাগমে ॥ ৩৪
তদস্ত্রশস্ত্রগ্রথিতং ক্ষিপ্তোৎক্ষিপ্তগদাবিলম্।
দেব-দানবসংক্ষুব্ধং সঙ্কুলং যুদ্ধমাবভৌ ॥ ৩৫
তদ্ দানবমহামেঘং দেবায়ুধতড়িৎপ্রভম্।
অন্যোন্যবাণবর্ষং তদ্ যুদ্ধং দুর্দিনমাবভৌ ॥ ৩৬
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধঃ কালনেমির্মহাসুরঃ।
ব্যবৰ্দ্ধত সমুদ্রৌঘৈঃ পূর্য্যমাণ ইবাম্বুদঃ ॥ ৩৭
তস্য বিদ্যুচ্চলাপীড়াঃ প্রদীপ্তাশনিবর্ষিণঃ।
গাত্রে নগশিরঃপ্রখ্যা বিনিষ্পেতুর্বলাহকাঃ ॥ ৩৮
ক্রোধান্নিঃশ্বসতস্তস্য ভ্রূভঙ্গস্বেদবর্ষিণঃ
সাগ্নিনিষ্পেষপবনা মুখান্নিশ্চেরুরর্চিষঃ ॥ ৩৯
তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ গগনে বৰ্দ্ধুতস্য বাহবঃ।
পঞ্চাস্যাঃ কৃষ্ণবপুষো লেলিহানা ইবোরগাঃ ॥ ৪০
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্বহুবিধৈর্ভূজৈঃ পরিঘৈরপি
দিবোরাকাশমাবব্রে পৰ্ব্বতৈরুচ্ছ্রিতৈরিব ॥ ৪১
সোঽনিলোদ্ধূতবসনস্তস্থৌ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
সন্ধ্যাতপগ্রস্তশিখঃ সার্চির্মেরুরিবাপরঃ ॥ ৪২
উরুবেগপ্রতিক্ষিপ্তৈঃ শৈলশৃঙ্গাগ্রপাদপৈঃ
অপাতয়দ্ দেবগণান্ বজ্রেণেব মহাগিরীন্ ॥ ৪৩
বাহুভিঃ শস্ত্রনিস্ত্রিংশৈশ্ছিন্ন-ভিন্নশিরোরসঃ।
ন শেকুশ্চলিতুং দেবাঃ কালনেমিহতা যুধি ॥ ৪৪
মুষ্টিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ বিদলীকৃতাঃ
যক্ষ-গন্ধর্ব্বপতয়ঃ পেতুঃ সহ মহোরগৈঃ ॥ ৪৫
তেন বিত্রাসিতা দেবাঃ সমরে কালনেমিনা।
ন শেকুর্যত্নবন্তোঽপি প্রতিকর্ত্তুং বিচেতসঃ ॥
তেন শক্রঃ সহস্রাক্ষঃ স্তম্ভিতঃ শরবন্ধনৈঃ
ঐরাবতগতঃ সংখ্যে চলিতুং ন শশাক হ ॥ ৪৭

কোনও কোনও গর্ব্বিত যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ বাহুর দ্বারা প্রতিপক্ষ যোদ্ধাকে অপসারিত করিতে লাগিল। উজ্জ্বল কৃপাণবিশিষ্ট যোদ্ধগণ অসি ও চর্ম (ঢাল তলোয়ার) বিশিষ্ট হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। ৩৩

যুদ্ধে বহু সৈন্য অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল। বর্ষাকালে বর্ষণরত মেঘের মত তাহাদের দশা হইল। ৩৪

ঐ যুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রসমূহের দ্বারা গ্রথিত, নিক্ষিপ্ত ও প্রতিনিক্ষিপ্ত গদাসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ভয়ানক দেবদানবের ক্রোধকারক হইয়া প্রতীত হইতে লাগিল। ৩৫

ঐ যুদ্ধ দুর্দিনের মত প্রতীত হইতেছিল। ঐ দুর্দিনে দানবগণ মহামেঘ-সদৃশ, দেবগণের অস্ত্রই বিদ্যুতের প্রভাসদৃশ, পরস্পরের শরবর্ষণই বর্ষাসদৃশ হইয়াছিল। ৩৬

এই সময়ে ক্রুদ্ধ মহাসুর কালনেমি সমুদ্র জলরাশি পরিপূর্ণ মেঘের মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৩৭

বিদ্যুতই তাহার চঞ্চল মস্তকভূষণ হইয়াছিল। সে প্রদীপ্ত ... বর্ষণ করিতেছিল। পর্ব্বতশিখর সদৃশ বিশাল মেঘসমূহ তাহার শরীরমর্দ্দনে নিষ্পেষিত হইতেছিল। ৩৮

সে ক্রোধবশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। ভ্রূভঙ্গের ... স্বেদবর্ষণ হইতেছিল। তাহার মুখ হইতে অগ্নিসংযুক্ত পবনের সদৃশ জ্বালা নির্গত হইতেছিল। ৩৯

তাহার বাহুসমূহ আকাশে ঊর্দ্ধে ও বক্রভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনে হইতেছিল যেন, কৃষ্ণবর্ণদেহ পঞ্চমুখ সর্পসমূহ লেলিহান হইয়া উঠিল। ৪০

উত্তুঙ্গ পর্ব্বত যেমন আকাশকে আবৃত করে, সেইরূপ কালনেমি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র, বৃহৎ পরিঘ প্রভৃতি দিব্য প্রহরণের দ্বারা আকাশ আবৃত করিয়া ফেলিল। ৪১

সংগ্রামের সম্মুখে যখন কালনেমি স্থিত হইল, তখন তাহার পরিধেয় বস্ত্র বায়ুবেগে উদ্ধূত হইতেছিল, সন্ধ্যাকালীন আতপযুক্ত শিখরবিশিষ্ট শিখাযুক্ত দ্বিতীয় মেরু পর্ব্বতের মত প্রতীত হইতেছিল। ৪২

প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহের দ্বারা বজ্রের দ্বারা মহাগিরির ন্যায় দেবগণকে ভূপাতিত করিতে লাগিল। ৪৩

বাহু, শস্ত্র ও অসির দ্বারা ছিন্ন-ভিন্নমস্তক বক্ষঃস্থল দেবগণ কালনেমির দ্বারা আহত হইয়া চলিতে অসমর্থ হইলেন। ৪৪

যক্ষ গন্ধর্ব্বপতিগণ ও বড় বড় নাগগণ কালনেমির মুষ্টির আঘাতে নিহত হইল, অনেকে বিদীর্ণ হইয়া গেল। ৪৫

সেই কালনেমির দ্বারা সন্ত্রস্ত দেবগণ যুদ্ধে যত্নবান্ হইয়াও প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না, যেহেতু তাঁহারা বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৪৬

ঐরাবতারূঢ় সহস্রনেত্র ইন্দ্র কালনেমির বাণবন্ধনে স্তম্ভিত হইয়া একপদও চলিতে সমর্থ হইতে ছিলেন না। ৪৭

নির্জ্জলাম্ভোদসদৃশো নির্জ্জলার্ণবসপ্রভঃ ।
নির্ব্যাপারঃ কৃতস্তেন বিপাশো বরুণো মৃধে ॥ ৪৮
ততো বৈশ্রবণস্তেন পরিঘৈঃ কালরূপিভিঃ ।
লোকপালঃ কপালেশস্ত্যাজিতো ধনদক্রিয়াম্ ॥ ৪৯
যমঃ সর্বহরস্তেন দণ্ডপ্রহরণো রণে ।
যাম্যামবস্থাং সমরে নীতঃ স্বাং দিশমাবিশৎ ॥ ৫০
স লোকপালানুৎসাদ্য কৃত্বা তেষাঞ্চ কর্ম্ম তৎ ।
দিক্ষু সর্বাসু দেহং স্বং চতুর্দ্ধা বিদধে তদা ॥ ৫১
স নক্ষত্রপথং গত্বা দিব্যং স্বর্ভানুদর্শিতম্ ।
জহার লক্ষ্মীং সোমস্য তঞ্চাস্য বিষয়ং মহৎ ॥ ৫২
চালয়ামাস দীপ্তাংশুং স্বর্গদ্বারাৎ স ভাস্করম্ ।
সায়নং চাস্য বিষয়ং জহার দিনকর্ম্ম চ ॥ ৫৩
সোঽগ্নিং দেবমুখে দৃষ্ট্বা চকারাত্মমুখে স্বয়ম্ ।
বায়ুঞ্চ তরসা জিত্বা চকারাত্মবশানুগম্ ॥ ৫৪
স সমুদ্রাঃ সমানীয় সর্বাশ্চ সরিতো বলাৎ ।
চকারাত্মবশে বীর্য্যাদ্ দেহভূতাশ্চ সিন্ধবঃ ॥ ৫৫
অপঃ স্ববশগাঃ কৃত্বা দিবিজা যাশ্চ ভূমিজাঃ ।
স্থাপয়ামাস জগতীঃ সুগুপ্তাং ধরণীধরৈঃ ॥ ৫৬
স স্বয়ম্ভূরিবাভাতি মহাভূতপতির্মহান্
সর্বলোকময়ো দৈত্যঃ সর্বলোকভয়াবহঃ ॥ ৫৭
স লোকপালৈকবপুশ্চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহাত্মবান্ ।
পাবকানিলসঙ্ঘাতো ররাজ যুধি দানবঃ ॥ ৫৮
পারমেষ্ঠ্যে স্থিতঃ স্থানে লোকানাং প্রভবাপ্যয়ে ।
তুষ্টুবুস্তং দৈত্যগণা দেবা ইব পিতামহম্ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
আশ্চর্য্যতারকাময়ে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

---

ঐ যুদ্ধে কালনেমি বরুণকে জলহীন মেঘের মত জলহীন সমুদ্রের মত পাশহীন করিয়াছিল, তাহার ফলে বরুণের সমস্ত চেষ্টা লুপ্ত হইয়া গেল। ৪৮

ঐ রণক্ষেত্রে কালনেমির মৃত্যুরূপী পরিঘের দ্বারা আহত হইয়া কুবের বিলাপ করিতে লাগিলেন, লোকপালেশ্বর কুবেরের সকল কার্য্য ত্যাগ করিতে কালনেমি বাধ্য করিয়াছিল। ৪৯

সকলের প্রাণহর দণ্ডধারী যম রণক্ষেত্রে অন্তিম অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিলেন, এইজন্য তিনি দক্ষিণদিকে পলায়ন করিলেন। ৫০

এইভাবে সে লোকপালগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাদের কার্য্য গ্রহণ করিতে লাগিল এবং সকল দিকে নিজেকে স্থাপিত করিবার জন্য নিজ শরীরকে চারিপ্রকারে প্রকাশিত করিল। ৫১

সে রাহুপ্রদর্শিত দিব্য নক্ষত্র পথে গমন করিয়া চন্দ্রের লক্ষ্মী ও বিশাল রাজ্য অপহরণ করিল। ৫২

সে উজ্জ্বলকিরণ সূর্য্যকে স্বর্গদ্বার হইতে অপসারিত করিল। অয়নসহিত সূর্য্যের রাজ্য ও দিনকৃত্য অধিকার করিল। ৫৩

সে দেবগণের মুখে অগ্নিকে স্থিত দেখিয়া তাহাকে স্বমুখে স্থাপিত করিল। বায়ুকে পরাজিত করিয়া নিজ আজ্ঞাধীন করিল। ৫৪

সমুদ্রসহিত সকল নদীকে আনয়ন করিয়া কালনেমি বল পূর্ব্বক সকলকে নিজবশে রাখিল। তাহার বলের জন্য সকল সমুদ্র তাহার শরীরভূত হইল। ৫৫

আকাশস্থ ও ভূতলস্থ সকল জলকে নিজ বশীভূত করিয়া তাহার উপর পর্ব্বতসমূহ সুরক্ষিত পৃথিবীকে স্থাপিত করিল। ৫৬

সকল লোকভয়ঙ্কর দৈত্য কালনেমি পঞ্চমহাভূতের অধিপতি ও সর্ব্বলোকময় হইয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার মত শোভা পাইতে লাগিল। ৫৭

নিজে সকল লোকপালের শরীর ধারণ করিয়া চন্দ্র সূর্য্যগ্রহ অগ্নি ও বায়ুর শরীর ধারণ করিয়া ঐ দানব কালনেমি বিরাজিত হইল। ৫৮

দেবগণ যেমন ব্রহ্মাকে স্তুতি করেন, সেইরূপে সকল লোকের উৎপত্তি বিনাশের কর্ত্তা ব্রহ্মলোকে স্থিত কালনেমিকে দৈত্যগণ স্তুতি করিতে লাগিল। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে আশ্চর্য্যতারকাময় সংগ্রামবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ কালনেমিনো ভগবতো বিষ্ণোশ্চ সংবাদঃ, শ্রীবিষ্ণুনা কালনেমের্বধঃ, দেবেভ্য আশ্বাসং প্রদায় ব্রহ্মলোকে প্রস্থানঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পঞ্চ তং নাভ্যবর্ত্তন্ত বিপরীতেন কর্মণা ।
বেদো ধর্মঃ ক্ষমা সত্যং শ্রীশ্চ নারায়ণাশ্রয়া ॥ ১

স তেষামনুপস্থানাৎ সক্রোধো দানবেশ্বরঃ
বৈষ্ণবং পদমন্বিচ্ছন্ যযৌ নারায়ণান্তিকম্ ॥ ২

স দদর্শ সুপর্ণস্থং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ।
দানবানাং বিনাশায় ভ্রাময়ন্তং গদাং শুভাম্ ॥ ৩

সজলাম্ভোদসদৃশং বিদ্যুৎসদৃশবাসসম্ ।
স্বারূঢ়ং স্বর্ণপত্রাঢ্যং শিখিনং কাশ্যপং খগম্ ॥

দৃষ্ট্বা দৈত্যবিনাশায় রণে স্বস্থমবস্থিতম্ ।
দানবো বিষ্ণুমক্ষোভ্যং বভাষে ক্ষুব্ধমানসঃ ॥ ৫

অয়ং স রিপুরস্মাকং পূর্বেষাং দানবৌকসাম্ ।
অর্ণবাবাসিনশ্চৈব মধোর্বৈ কৈটভস্য চ ॥ ৬

অয়ং স বিগ্রহোঽস্মাকমশাম্যঃ কিল কথ্যতে ।
যেন নঃ সংযুগেষ্বাজৌ বহবো দানবা হতাঃ ॥ ৭

অয়ং স নির্ঘৃণো যুদ্ধেষু স্ত্রীবালনিরপত্রপঃ ।
যেন দানবনারীণাং সীমন্তোদ্ধরণং কৃতম্ ॥ ৮

অয়ং স বিষ্ণুর্দেবানাং বৈকুণ্ঠশ্চ দিবৌকসাম্
অনন্তো ভোগিনামপ্সু স্বয়ম্ভুশ্চ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৯

অয়ং স নাথো দেবানামস্মাকং বিপ্রিয়ে স্থিতঃ ।
অস্য ক্রোধেন মহতা হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ১০

অস্যচ্ছায়াং সমাসাদ্য দেবা মখমুখে স্থিতাঃ
আজ্যং মহর্ষিভির্দত্তমশ্নন্তি ত্রিধা হুতম্ ॥ ১১

অয়ং স নিধনে হেতুঃ সর্বেষাং দেববিদ্বিষাম্ ।
যস্য তেজঃপ্রবিষ্টানি কুলান্যস্মাকমাহবে ॥ ১২

অয়ং স কিল যুদ্ধেষু সুরার্থে ত্যক্তজীবিতঃ
সবিতুস্তেজসা তুল্যং চক্রং ক্ষিপতি শত্রুষু ॥ ১৩

---

## অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[ কালনেমি ও ভগবান্ বিষ্ণুর সংবাদ শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক কালনেমির বধ এবং দেবগণকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কালনেমি শাস্ত্রবিপরীত কর্ম করিতেছিল বলিয়া বেদ, ধর্ম, ক্ষমা, সত্য ও নারায়ণাশ্রিতা লক্ষ্মী এই পাঁচটি তাহাকে অনুগমন করে নাই । ১

ঐ পাঁচটি তাহার অধীন না হওয়ায় দানবপতি কালনেমি অতীব কুপিত হইল এবং বিষ্ণুর স্থান বৈকুণ্ঠধামকে অধীন করিবার জন্য শ্রীনারায়ণের নিকট গমন করিল । ২

সে দেখিতে পাইল যে, শঙ্খ চক্র-গদাধর শ্রীনারায়ণ গরুড়ের উপর বিরাজিত রহিয়াছেন এবং দানবগণের বিনাশের জন্য নিজ গদাকে ভ্রমণ করাইতেছেন । ৩

তিনি জলপূর্ণ মেঘের মত শ্যামল । তাঁহার বস্ত্র বিদ্যুৎ-সদৃশ পীত। তিনি সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত শিখাসমন্বিত কশ্যপতনয় গরুড়ে আরোহণ করিয়া আছেন । ৪

ভগবান্ বিষ্ণু সর্বদা ক্ষোভশূন্য। তাঁহাকে যুদ্ধে দৈত্যবিনাশের জন্য সুস্থভাবে অবস্থিত দেখিয়া দানব কালনেমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল । ৫

এই সেই বিষ্ণু, যিনি আমাদের পূর্বজ দানবর্ষিগণের ও একার্ণবনিবাসী মধু ও কৈটভের প্রসিদ্ধ শত্রু ॥ ৬

এই সেই বিষ্ণু, যিনি আমাদের মূর্তিমান্ যুদ্ধ। যাহাকে অনুপশমনীয় বলা হয়। যিনি যুদ্ধে আমাদের বহু পূর্বপুরুষ দানবকে নিহত করিয়াছেন । ৭

এই সেই বিষ্ণু, যিনি যুদ্ধস্থলে বালকের মত লজ্জাশূন্য হন এবং যিনি দানবনারীগণের সীমন্তের সৌভাগ্যচিহ্ন অপসারিত করিয়াছেন । ৮

এই সেই বিষ্ণু, যিনি স্বর্গবাসী দেবগণের নিকট বৈকুণ্ঠ, জলনিবাসী সর্পগণের অনন্ত ও স্বয়ং ব্রহ্মারও ব্রহ্মা । ৯

এই সেই দেবগণের নাথ ও আমাদের অপ্রিয় কার্য্যে নিরত। ইহারই মহাক্রোধের ফলেই হিরণ্যকশিপু নিহত হইয়াছিল । ১০

ইহার ছায়ায় থাকিয়া দেবগণ যজ্ঞের অগ্রভাগে অবস্থিত হয় এবং মহর্ষিগণের প্রদত্ত তিন প্রকারে অগ্নিতে হুত ( আজ্য হোম, সুধা হোম, প্রায়শ্চিত্ত হোম ) ঘৃতাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে । ১১

এই সেই বিষ্ণু দেবদ্রোহী সকল দানবের বিনাশের হেতু। যুদ্ধে আমাদের বংশ যাহার তেজে প্রবিষ্ট হইয়া যায় । ১২

এই সেই বিষ্ণু, যিনি যুদ্ধে দেবতাদের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া থাকেন। যিনি সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী চক্র শত্রুর উপর নিক্ষেপ করেন । ১৩

অয়ং স কালো দৈত্যানাং কালভূতে ময়ি স্থিতে
অতিক্রান্তস্য কালস্য ফলং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ ॥১৪
দিষ্ট্যেদানীং সমক্ষং মে বিষ্ণুরেষ সমাগতঃ ।
অদ্য মদ্বাণনিষ্পিষ্টো মামেব প্রণমিষ্যতি ॥ ১৫
যাস্যাম্যপচিতিং দিষ্ট্যা পূর্বেষামদ্য সংযুগে ।
ইমং নারায়ণং হত্বা দানবানাং ভয়াবহম্ ॥ ১৬
ক্ষিপ্রমেব বধিষ্যামি রণে নারায়ণাশ্রিতান্ ।
জাত্যন্তরগতো হ্যেষ মৃধে বাধতি দানবান্ ॥ ১৭
এষোঽনন্তঃ পুরা ভূত্বা পদ্মনাভ ইতি স্মৃতঃ
জঘানৈকার্ণবে ঘোরে তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ ॥
বিনিবেশ্য স্বকে উরৌ নিহতৌ দানবেশ্বরৌ ॥ ১৮
দ্বিধাভূতং বপুঃ কৃত্বা সিংহার্ধং নরসংস্থিতম্ ।
পিতরং মে জঘানৈকো হিরণ্যকশিপুং পুরা ॥ ১৯
শুভং গর্ভমধত্তেমমদিতির্দেবতারণিঃ
যজ্ঞকালে বলের্যো বৈ কৃত্বা বামনরূপতাম্ ।
ত্রীঁল্লোকানাক্রমদেকঃ ক্রমমাণস্ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ ॥ ২০
ভূয়স্ত্বিদানীং সমরে সম্প্রাপ্তে তারকাময়ে ।
ময়া সহ সমাগম্য সহ দেবৈর্বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ২১
স এবমুক্ত্বা বহুধা ক্ষিপন্নারায়ণং রণে ।
বাগ্‌ভিরপ্রতিরূপাভির্যুদ্ধমেবাভ্যরোচয়ৎ ॥ ২২
ক্ষিপ্যমাণোঽসুরেন্দ্রেণ ন চুকোপ
ক্ষমাবলেন মহতা সস্মিতঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩
অল্পদর্পবলো দৈত্য স্থিতঃ ক্রোধাদসদ্বদন্
হতস্ত্বমাত্মনো দোষৈঃ ক্ষমাং যোঽতীত্য ভাষসে ॥২৪
অধমস্ত্বং মম মতো ধিগেতৎ তব বাগ্‌বলম্
ন তত্র পুরুষাঃ সন্তি যত্র গর্জন্তি যোষিতঃ ॥ ২৫
অহং ত্বাং দৈত্য পশ্যামি পূর্বেষাং মার্গগামিনম্ ।
প্রজাপতিকৃতং সেতুং কো ভিত্ত্বা স্বস্তিমান্ ভবেৎ ॥২৬
অদ্য ত্বাং নাশয়িষ্যামি দেবব্যাপারকারকম্ ।
স্বেষু স্বেষু চ স্থানেষু স্থাপয়িষ্যামি দেবতাঃ ॥ ২৭

---

এই বিষ্ণু দৈত্যগণের কাল, কিন্তু আজ আমি ইহার কাল হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই দুর্মতি বিষ্ণু আজ পূর্বকৃত সকল কর্মের ফলপ্রাপ্ত হইবে। ১৪

সৌভাগ্যবশতঃ আজ বিষ্ণু আমার সম্মুখে সমাগত হইয়াছে। আজ সে আমার বাণে পিষ্ট হইয়া আমাকেই প্রণাম করিবে। ১৫

আজ সমরক্ষেত্রে আমি পূর্বপুরুষগণের নিকট ঋণমুক্ত হইব, ইহাই সৌভাগ্য। দানবগণের ভয়প্রদ নারায়ণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে নারায়ণাশ্রিত দেবগণকে অতিসত্বর নিহত করিব। এই বিষ্ণু অন্য অন্য জন্মেও যুদ্ধে দানবকে পীড়িত করিয়া থাকে। এই বিষ্ণু অনন্ত হইয়াও পূর্বে পদ্মনাভ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ভয়ঙ্কর একার্ণবে বিচরণরত দানবশ্রেষ্ঠ মধু ও কৈটভ এই উভয়কে এই বিষ্ণু নিজ জানুর উপর স্থাপিত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন। ১৬-১৮

এই বিষ্ণু পূর্বে অর্ধাংশে সিংহের ও অর্ধাংশে নরের এই দ্বিধাকৃত শরীর ধারণ করিয়া একাকীই আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন। ১৯

অরণিস্বরূপ অদিতি ইহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ গর্ভই বলির যজ্ঞের সময় বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনটি পদ বিক্ষেপের দ্বারা ত্রিলোক গ্রহণ করিয়াছিল। ২০

এখন এই তারকাময় সমরে পুনর্বার উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু এখন আমার সহিত সংঘর্ষে তিনি দেবগণের সহিত বিনষ্ট হইয়া যাইবেন। ২১

এইভাবে নানা কথা বলিয়া কালনেমি নারায়ণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বাক্যের দ্বারা বাধিত করিতে করিতে যুদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। ২২

অসুররাজ কালনেমির দ্বারা বাধিত হইয়াও ভগবান নারায়ণ কুপিত হইলেন না। তিনি অতিশয় ক্ষমাবলের জন্য ক্রোধ না করিয়া ঈষৎ হাস্যসহিত বলিলেন। ২৩

দৈত্য! তোমার বল ও দর্প অল্প, তুমি ক্রোধবশতঃ অসদ্-বাক্য উচ্চারণ করিতেছ। তুমি ক্ষমা বা সহনশীলতাকে অতিক্রম করিয়া কথা বলিতেছ, এইজন্য নিজের দোষেই নিহত হইয়াছ। ২৪

আমার মতে তুমি অধম। তোমার বাক্যবলকে আমি ধিক্কার দিতেছি। যেখানে পুরুষ থাকে না, সেইখানেই স্ত্রীলোক গর্জন করিয়া থাকে। ২৫

দৈত্য! আমি দেখিতেছি যে, তুমি পূর্ব পুরুষগণের মার্গে অনুগমন করিতেছ। প্রজাপতি-কৃত মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কোন্ ব্যক্তি কল্যাণভাজন হয়? ২৬

তুমি দানব হইয়া দেবতার কার্য করিতেছ, এইজন্য আজ আমি তোমাকে বিনষ্ট করিব এবং দেবতাগণকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিব। ২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবতি তদ্ বাক্যং যুধে শ্রীবৎসধারিণি।
জহাস দানবঃ ক্রোধাদ্ধস্তাংশ্চক্রে চ সায়ুধান্ ॥ ২৮
স বাহুশতমুদ্যম্য সর্বাস্ত্রগ্রহণং রণে।
ক্রোধাদ্ দ্বিগুণরক্তাক্ষো বিষ্ণুং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ২৯
দানবাশ্চাপি সমরে ময়-তারপুরোগমাঃ
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমথাদ্রবন্ ॥ ৩০
স তাড্যমানোঽতিবলৈর্দৈত্যৈঃ সর্বায়ুধোদ্যতৈঃ।
ন চচাল হরির্যুদ্ধেঽকম্প্যমান ইবাচলঃ ॥ ৩১
সংসক্তশ্চ সুপর্ণেন কালনেমী মহাসুরঃ।
সর্বপ্রাণেন মহতীং গদামুদ্যম্য বাহুভিঃ ॥ ৩২
মুমোচ জ্বলিতাং ঘোরাং সংরব্ধো গরুড়োপরি।
কর্মণা তেন দৈত্যস্য বিষ্ণুর্বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৩৩
যদা তস্য সুপর্ণস্য পতিতা মূর্ধ্নি সা গদা।
তদাগমৎ পদা ভূমিং পক্ষী ব্যথিতবিগ্রহঃ ॥ ৩৪
সুপর্ণং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা ক্ষতঞ্চ বপুরাত্মনঃ।
ক্রোধাৎ সংরক্তনয়নো বৈকুণ্ঠশ্চক্রমাদদে ॥ ৩৫
ব্যবর্দ্ধত চ বেগেন সুপর্ণেন সমং প্রভুঃ।
ভুজাশ্চাস্য ব্যবর্দ্ধন্ত ব্যাপ্নুবন্তো দিশো দশ ॥ ৩৬
স দিশঃ প্রদিশশ্চৈব খঞ্চ গাঞ্চৈব পূরয়ন্।
ববৃধে স পুনর্লোকান্ ক্রান্তুকাম ইবৌজসা ॥ ৩৭
তং জয়ায় সুরেন্দ্রাণাং বর্দ্ধমানং নভস্তলে।
ঋষয়ঃ সহ গন্ধর্বৈস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩৮
স দ্যাং কিরীটেন লিখন্ সাভ্রমম্বরমম্বরৈঃ
পদ্ভ্যামাক্রম্য বসুধাং দিশঃ প্রচ্ছাদ্য বাহুভিঃ ॥ ৩৯
সূর্য্যাংশু রশ্মিতুল্যাভং সহস্রারমরিক্ষয়ম্।
দীপ্তাগ্নিসদৃশং ঘোরং দর্শনীয়ং সুদর্শনম্ ॥ ৪০
সুবর্ণনেমিপর্য্যন্তং বজ্রনাভং ভয়াবহম্।
মেদোমজ্জাস্থিরুধিরৈর্দিগ্ধং দানবসম্ভবৈঃ ॥ ৪১
অদ্বিতীয়ং প্রহারেষু ক্ষুরপর্য্যন্তমণ্ডলম্।
স্রগ্দামমালাবিততং কামগং কামরূপিণম্ ॥ ৪২
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা সৃষ্টং ভয়দং সর্ববিদ্বিষাম্
মহর্ষিরোষৈরাবিষ্টং নিত্যমাহবদর্পিতম্ ॥ ৪৩

---

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুদ্ধস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নধারী নারায়ণ এই বলিতে থাকিলে দানব কালনেমি হাস্য করিতে লাগিল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে অস্ত্রধারণ করিল। ২৮

যে যুদ্ধে সকল প্রকার অস্ত্রযুক্ত শতবাহু উদ্যত করিয়া এবং ক্রোধে দ্বিগুণ রক্তচক্ষু হইয়া ভগবান নারায়ণের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। ২৯

ময়-তার প্রভৃতি দানবগণ রণস্থলে বিষ্ণুকে দেখিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবিত হইল। ৩০

সকল প্রকার অস্ত্র প্রয়োগরত অতিবলবান্ দৈত্যগণের দ্বারা তাড়িত হইয়াও শ্রীহরি কম্পরহিত পর্বতের মত যুদ্ধে একটুও বিচলিত হইলেন না। ৩১

ইত্যবসরে মহাসুর কালনেমি গরুড়ের সহিত সংঘর্ষরত হইয়াছে যে সকল শক্তি প্রয়োগ পূর্বক বাহুর দ্বারা বৃহৎ গদা উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে ঐ প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর গদা গরুড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। দৈত্যের এইরূপ কর্মে ভগবান্ বিষ্ণু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ৩২-৩৩

যখন গরুড়ের মস্তকে ঐ গদা পতিত হইল, তখন ঐ পক্ষী গরুড় ব্যথিতদেহে পদের সাহায্যে পৃথিবীতে গমন করিল। ৩৪

গরুড়কে ব্যথিত ও নিজ দেহ ক্ষতযুক্ত দেখিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু ভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। ৩৫

শক্তিমান্ বিষ্ণু গরুড়ের সহিত বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার চারিটি হস্ত দশদিক্ ব্যাপ্ত করিতে করিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৩৬

তিনি সকল দিক্ আকাশ ও পৃথিবী পূর্ণ করিতে করিতে এমন ভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, যেন বলপূর্বক পুনর্বার ত্রিলোককে আক্রমণ করিবেন। ৩৭

দেবেন্দ্রগণের বিজয়ের জন্য আকাশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মধুসূদনের গন্ধর্বসহিত ঋষিগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৩৮

ভগবান্ মধুসূদন নিজ মস্তকস্থ কিরীটের দ্বারা স্বর্গকে রেখাঙ্কিত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা মেঘসহিত আকাশকে আবৃত করিয়া পদদ্বয়ের দ্বারা পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া এবং বাহুর দ্বারা দিক্সমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত হইলেন। ৩৯

যে সুদর্শন চক্র সূর্যের রশ্মির তুল্য উদ্ভাসিত, যাহার সহস্র-সংখ্যক অর (তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ) আছে। যাহা শত্রুক্ষয়কারী দীপ্তাগ্নি-সদৃশ ভয়ঙ্কর ও দর্শনীয়, যাহার নেমি (প্রান্তভাগ) সুবর্ণময় যাহার মধ্যভাগ বজ্রের সমান ও ভয়ঙ্কর। দানবগণের জাত মেদ মজ্জা অস্থি রুধিরের দ্বারা লিপ্ত, সকল অস্ত্রের মধ্যে অদ্বিতীয়, যাহার চারিপার্শ্ব ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ পুষ্পমালাভূষিত, ইচ্ছানুসারে গমনসমর্থ ও ইচ্ছানুরূপ রূপধারণকারী, যে চক্রকে স্বয়ং ব্রহ্মা নির্মাণ করিয়াছেন, সকল শত্রুর ভয়প্রদ চক্র মহর্ষিগণের ক্রোধে

ক্ষেপণাদ্ যস্য মুহ্যন্তি লোকাঃ সস্থাণু-জঙ্গমাঃ।
ক্রব্যাদানি চ ভূতানি তৃপ্তিং যান্তি মহাহবে ॥ ৪৪
তমপ্রতিমকর্মাণং সমানং সূর্যবর্চসা।
চক্রমুদ্যম্য সমরে ক্রোধদীপ্তো গদাধরঃ ॥ ৪৫
সম্মুষ্ণন দানবং তেজঃ সমরে স্বেন তেজসা।
চিচ্ছেদ বাহুং চক্রেণ শ্রীধরঃ কালনেমিনঃ ॥ ৪৬
তচ্চ বক্ত্রশতং ঘোরং সাগ্নিচূর্ণাট্টহাসিনম্
তস্য দৈত্যস্য চক্রেণ প্রমমাথ বলাদ্ধরিঃ ॥ ৪৭
স ছিন্নবাহুশিরা ন প্রাকম্পত দানবঃ
কবন্ধোঽবস্থিতঃ সংখ্যে বিশাখ ইব পাদপঃ ॥ ৪৮
তং বিতত্য মহাপক্ষৌ বায়োঃ কৃত্বা সমং জবম্
উরসা পাতয়ামাস গরুড়ঃ কালনেমিনম্ ॥ ৪৯
স তস্য দেহো বিমুখো বিশাখঃ খাৎ পরিভ্রমন্।
নিপপাত দিবং ত্যক্ত্বা ক্ষোভয়ন্ ধরণীতলম্ ॥ ৫০
তস্মিন্নিপতিতে দৈত্যে দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা
সাধু সাধ্বিতি বৈকুণ্ঠং সমেতাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৫১

পরিপূর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা উপযুক্ত ; যে চক্রের নিক্ষেপে স্থাবর-জঙ্গম সহিত সকল লোক মোহপ্রাপ্ত হইয়া যায়। মহাযুদ্ধে যাহার প্রভাবে মাংসভোজী রাক্ষসাদি প্রাণী তৃপ্তিলাভ করে। সেই অতুলনীয় কর্মকারী সূর্যসম তেজস্বী চক্রকে উদ্যত করিয়া গদাধর শ্রীহরি ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ৪৩-৪৪

শ্রীধর নারায়ণ সমরাঙ্গনে নিজ তেজের দ্বারা দানবগণের তেজকে অপহরণ করিয়া চক্রের দ্বারা কালনেমির বাহু ছেদন করিলেন। ৪৬

সেই সময়েই অগ্নিচূর্ণপ্রকাশক, অট্টহাস্যযুক্ত, ভয়ঙ্কর ও শত-সংখ্যক কালনেমির মুখগুলিকে শ্রীহরি চক্রের দ্বারা বলপূর্বক খণ্ডিত করিলেন। ৪৭

ছিন্নহস্ত মস্তকহীন ঐ দানব বিন্দুমাত্র কম্পিত হইল না। কবন্ধ অবস্থায় সে যুদ্ধস্থলে শাখাহীন বৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ৪৮

তখন মহাপক্ষী গরুড় পক্ষ বিস্তার পূর্বক বায়ুর সমান বেগ প্রকাশ করিয়া বক্ষঃস্থলের সাহায্যে কালনেমিকে ভূপাতিত করিলেন। ৪৯

কালনেমির মস্তকশূন্য এবং হস্তশূন্য দেহ আকাশ ত্যাগ করিয়া ও ভূতলকে ক্ষুব্ধ করিয়া পতিত হইল। ৫০

কালনেমি দৈত্য ভূতলে পতিত হইলে ঋষিগণ সহিত দেবগণ

অপরে যে তু দৈত্যা বৈ যুদ্ধে দৃষ্টপরাক্রমাঃ।
তে সর্বে বাহুভির্হীনা ন শেকুশ্চলিতুং রণে ॥ ৫২
কাংশ্চিৎ কেশেষু জগ্রাহ কাংশ্চিৎ কণ্ঠেঽপীড়য়ৎ
পাটয়ৎ কস্যচিদ্ বক্ত্রং মধ্যে কাংশ্চিদথাগ্রহীৎ ॥ ৫৩
তে গদাচক্রনির্দগ্ধা গতসত্ত্বা গতাসবঃ
গগনাদ্ ভ্রষ্টসর্বাঙ্গা নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৫৪
তেষু সর্বেষু দৈত্যেষু হতেষু পুরুষোত্তমঃ
তস্থৌ শক্রপ্রিয়ং কৃত্বা কৃতকর্মা গদাধরঃ ॥ ৫৫
তস্মিন্ বিমর্দে নির্বৃত্তে সংগ্রামে তারকাময়ে
তং দেশমাজগামাশু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৫৬
সর্বৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্ধং গন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোগণৈঃ।
দেবদেবো হরিং দেবং পূজয়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ

কৃতং দেব মহৎ কর্ম সুরাণাং শল্যমুদ্ধৃতম্
বধেনানেন দৈত্যানাং বয়ং চ পরিতোষিতাঃ ॥ ৫৮

তখন মিলিতভাবে সাধু সাধু বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠ ভগবানের পূজা করিতে লাগিলেন। ৫১

অন্যান্য যে সকল দৈত্য যুদ্ধে দৃষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিত, তাহারা সকলে শ্রীগরুড় বাহুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রণস্থলে চলিতেও অক্ষম হইয়া পড়িল। ৫২

ভগবান্ কতিপয় দানবের কেশ ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কতিপয়ের কণ্ঠে প্রচণ্ড পীড়া দিতে লাগিলেন। কাহারও মুখ বিদীর্ণ করিলেন, কাহারও মধ্যদেশ ধারণ করিয়া ভগ্ন করিলেন। ৫৩

তাহারা ভগবানের গদা ও চক্রের দ্বারা দগ্ধ হইয়া বলহীন ও প্রাণহীন হইল এবং আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। ৫৪

এইভাবে সেই সকল দৈত্য নিহত হইলে পর ইন্দ্রের প্রিয়-কার্যানুষ্ঠানে কৃতকৃত্য গদাধারী ভগবান্ পুরুষোত্তম স্থির হইলেন। ৫৫

সেই তারকাময় সংগ্রামে সমস্ত নিবৃত্ত হইলে পর সেইস্থানে লোকপিতামহ ব্রহ্মা আগমন করিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সকল ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনারায়ণ-দেবের পূজাপূর্বক বলিলেন। ৫৬-৫৭

ব্রহ্মা বলিলেন—দেব ! আপনি মহৎ কার্য করিয়াছেন।

যোঽয়ং ত্বয়া হতো বিষ্ণো কালনেমী মহাসুরঃ।
ত্বমেকোঽস্য মৃধে হন্তা নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে ॥ ৫৯
এষ দেবান্ পরিভূয় লোকাংশ্চ সচরাচরান্।
ঋষীণাং কদনং কৃত্বা মামপি প্রতিগর্জতি ॥ ৬০
তদনেন তবোগ্রেণ পরিতুষ্টোঽস্মি কর্মণা।
যদয়ং কালতুল্যাভঃ কালনেমী নিপাতিতঃ ॥ ৬১
তদাগচ্ছস্ব ভদ্রং তে গচ্ছাম দিবমুত্তমম্
ব্রহ্মর্ষয়স্ত্বাং তত্রস্থাঃ প্রতীক্ষন্তে সদোগতাঃ ॥ ৬২
অহং মহর্ষয়শ্চৈব তত্র ত্বাং বদতাং বর
বিবিধৈশ্চরিতৈস্ত্বাং স্তুতিভির্দিব্যাভিরচ্যুত ॥ ৬৩
কিঞ্চাহং তব দাস্যামি বরং বরভৃতাং বর।
সুরেষ্বপি সদৈত্যেষু বরাণাং বরদো ভবান্ ॥ ৬৪
নির্যাতয়ৈতৎ ত্রৈলোক্যং স্ফীতং নিহতকণ্টকম্
অস্মিন্নেব মৃধে বিষ্ণো শক্রায় সুমহাত্মনে ॥ ৬৫
এবমুক্তো ভগবতা ব্রহ্মণা হরিরব্যয়ঃ।
দেবান্ শক্রমুখান্ সর্বানুবাচ শুভয়া গিরা ॥ ৬৬

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্রূয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ
শ্রবণাবহিতৈর্দেবৈঃ পুরস্কৃত্য পুরন্দরম্ ॥ ৬৭
অস্মিন্ঃ সমরে সর্বে কালনেমিমুখা হতাঃ।
দানবা বিক্রমোপেতাঃ শক্রাদপি মহত্তরাঃ ॥ ৬৮
অস্মিন্ মহতি সংক্রন্দে দ্বাবেব তু বিনিঃসৃতৌ
বৈরোচনশ্চ দৈত্যেন্দ্রঃ স্বর্ভানুশ্চ মহাগ্রহঃ ॥ ৬৯
তদিষ্টাং ভজতাং শক্রো দিশং বরুণ এব চ
যাম্যাং যমঃ পালয়তামুত্তরাঞ্চ ধনাধিপঃ ॥ ৭০
ঋক্ষৈঃ সহ যথাযোগং কালে চরতু চন্দ্রমাঃ।
অব্দং চতুর্মুখং সূর্য্যো ভজতাময়নৈঃ সহ ॥ ৭১
আজ্যভাগাঃ প্রবর্তন্তাং সদস্যৈরভিপূজিতাঃ।
হূয়তামগ্নয়ো বিপ্রৈর্বেদদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৭২
দেবাশ্চ বলিহোমেন স্বাধ্যায়েন মহর্ষয়ঃ।
শ্রাদ্ধেন পিতরশ্চৈব তৃপ্তিং যান্তু যথা পুরা ॥ ৭৩

---

দেবগণের শত্রু উদ্ভূত হইয়াছে। দৈত্যগণের এইরূপ বধের দ্বারা আমরা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। ৫৮

বিষ্ণো! আপনি যে কালনেমি নামক মহাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তাহাকে আপনিই একমাত্র নিহত করিতে সক্ষম, অন্য কেহ তাহার হত্যাকারী নাই। ৫৯

এই কালনেমি দেবগণকে ও স্থাবরজঙ্গম সকল লোককে পরাভূত করিয়া এবং ঋষিগণের দুর্গতিসাধন করিয়া আমার প্রতিও দর্পে গর্জন প্রকাশ করিত। ৬০

আপনি এই কালতুল্য কালনেমিকে যে নিহত করিয়াছেন, আপনার এই উগ্র কর্ম্মের দ্বারা আমি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। ৬১

আপনার মঙ্গল হউক, আসুন, আমরা উত্তম দিব্য লোকে গমন করি। সেখানে সভাস্থ ব্রহ্মর্ষিগণ আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। ৬২

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! অচ্যুত! সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণ ও আমি দিব্য স্তুতি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক আপনার অর্চনা করিব। ৬৩

বরদশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে কি বর প্রদান করিব? দেবগণকে ও দৈত্যগণকে ত' শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বর আপনিই দান করেন। ৬৪

বিষ্ণো! এই যুদ্ধস্থলেই আপনি মহাত্মা ইন্দ্রকে সমৃদ্ধ নিষ্কণ্টক ত্রিলোকের রাজ্য প্রত্যর্পণ করুন। ৬৫

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর অবিনাশী শ্রীহরি কল্যাণময়ী বাণীর দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলিলেন। ৬৬

বিষ্ণু বলিলেন—দেবগণ! তোমরা যাহারা এখানে সমাগত হইয়াছ, সকলে শ্রবণ ও মন অবহিত করিয়া ইন্দ্রকে সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৬৭

এই যুদ্ধে আমি ইন্দ্রাধিক বিক্রমশালী মহাসুর কালনেমিপ্রমুখ দানবগণকে নিহত করিয়াছি। ৬৮

এই মহাযুদ্ধে বিরোচনপুত্র দৈত্যরাজ বলি ও মহান্ গ্রহ রাহু এই দুইজন দৈত্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। ৬৯

সেইজন্য ইন্দ্র ও বরুণ নিজ নিজ ইষ্ট দিক্‌কে গ্রহণ করুন এবং যম দক্ষিণ দিক্ ও ধনপতি কুবের উত্তর দিক্ পালন করুন। ৭০

চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের সহিত সময়ানুসারে যথাযোগ্য বিহার করুন। সূর্য্য অয়নের সহিত ঋতুপ্রধান বৎসরকে ভজন করুন। ৭১

যজ্ঞে সদস্যগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত আজ্যভাগ (দেবগণের উদ্দেশে হবিঃপ্রদান) প্রবৃত্ত হউক। বেদবিহিত বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন। ৭২

এখন পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ বলি ও হোমের দ্বারা দেবগণ, স্বাধ্যায়ের দ্বারা মহর্ষিগণ ও শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করুন। ৭৩

বায়ুশ্চরতু মার্গস্থস্ত্রিধা দীপ্যতু পাবকঃ
ত্রয়ো বর্ণাশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ বর্দ্ধয়ন্ত্বাত্মজৈর্গুণৈঃ ॥ ৭৪
ক্রতবঃ সম্প্রবর্ত্তন্তাং দীক্ষণীয়ৈর্দ্বিজাতিভিঃ
দক্ষিণাশ্চোপবর্ত্তন্তাং যথার্হং সর্বসত্রিণাম্ ॥ ৭৫
গাশ্চ সূর্য্যো রসান্ সোমো বায়ুঃ প্রাণাংশ্চ প্রাণিষু
তর্পয়ন্তঃ প্রবর্ত্তন্তাং শিবৈঃ সৌম্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ ॥ ৭৬
যথাবদানুপূর্ব্বেণ মহেন্দ্রসলিলোদ্ভবাঃ
ত্রৈলোক্যমাতরঃ সর্বাঃ সাগরং যান্তু নিম্নগাঃ ॥ ৭৭
দৈত্যেভ্যস্ত্যজ্যতাং ভীশ্চ শান্তিং ব্রজত দেবতাঃ
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ৭৮
স্বগৃহে স্বর্গলোকে বা সংগ্রামে বা বিশেষতঃ ।
বিশ্রম্ভো বো ন কর্ত্তব্যো নিত্যং ক্ষুদ্রা হি দানবাঃ ॥ ৭৯
ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যেতে ন চৈষাং সংস্থিতির্ধ্রুবা ।
সৌম্যানামৃজুভাবানাং ভবতাং চার্জ্জবে মতিঃ ॥ ৮০
যদত্র দুষ্টভাবানাং যুষ্মাসু ক্ষুদ্রাত্মনাম্ ।
অসম্যগ্বর্ত্তমানানাং ঘোরং শাস্তাস্মি দেবতাঃ ॥ ৮১
যদা চ সুদুরাধর্ষং দানবেভ্যো ভয়ং ভবেৎ ।
তদা সমুপগম্যাশু বিধাস্যে বস্ততোঽভয়ম্ ॥ ৮২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা সুরগণান্ বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ
জগাম ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং মহাযশাঃ ॥ ৮৩
এতদাশ্চর্য্যমভবৎ সংগ্রামে তারকাময়ে
দানবানাঞ্চ বিষ্ণোশ্চ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি কালনেমিবধেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

---

বায়ু বীথীমার্গে বিচরণ করুক। অগ্নি তিনভাবে (গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি) দীপ্ত হউক। তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণ) স্ব স্ব গুণঃ শৌচাদি স্বকীয় গুণের দ্বারা ত্রিলোকের বৃদ্ধি-সম্পাদন করুক। ৭৪

যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান প্রচলিত হউক। সকল যজমানের যজ্ঞে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদত্ত হউক। ৭৫

সূর্য্য ইন্দ্রিয়সমূহকে, চন্দ্র সকল রসকে, বায়ু সকল প্রাণীর প্রাণকে তৃপ্ত করিয়া কল্যাণময় সৌম্য কর্মের দ্বারা প্রবৃত্ত হউক। ৭৬

ইন্দ্রকর্তৃক বর্ষিত জল হইতে উৎপন্ন ত্রিলোকের মাতৃস্থানীয় নদীসমূহ যথাস্রোত পূর্ববৎ সমুদ্রে গমন করুক। ৭৭

দেবগণ! তোমরা দৈত্য হইতে ভয় ত্যাগ কর, শান্তি লাভ কর। তোমাদের কল্যাণ হউক, আমি সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছি। ৭৮

নিজ গৃহে সম্পূর্ণ স্বর্গে বিশেষতঃ যুদ্ধস্থলে দৈত্যগণকে তোমরা বিশ্বাস করিও না। যেহেতু তাহারা অতিশয় ক্ষুদ্র বা অতি নীচ প্রকৃতি। ৭৯

উহারা ছিদ্র পাইলেই প্রহার করিতে আরম্ভ করে। উহাদের স্থিরতা স্থায়ী হয় না। তোমরা সৌম্য ও সরলস্বভাব, তোমাদের বুদ্ধি সরল ব্যবহারে অভ্যস্ত। ৮০

দেবগণ! তোমাদের প্রতি দুষ্টভাবে দোষকারী অনুচিত ব্যবহারপরায়ণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র দৈত্যগণকে আমি দণ্ড প্রদান করিব। যখনই দানবগণ হইতে তোমাদের দুর্নিবার্য ভয় উপস্থিত হইবে, তখনই সত্বর আসিয়া আমি তোমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে অভয় বিধান করিব। ৮১-৮২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্যপরাক্রম মহাযশস্বী বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৮৩

মহারাজ! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি তারকাময় সংগ্রামে দানবগণের ও বিষ্ণুর যে আশ্চর্যজনক পরাক্রম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বলিলাম। ৮৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে কালনেমিবধবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

( ব্রহ্মলোকে ভগবতো বিষ্ণোঃ সমাদরঃ। )

জনমেজয় উবাচ।

ব্রহ্মণা দেবদেবেন সার্দ্ধং সলিলযোনিনা।
ব্রহ্মলোকগতো ব্রহ্মন্ বৈকুণ্ঠঃ কিং চকার হ ॥ ১
কিমর্থং চ বিদেবেন নীতঃ কমলযোনিনা।
বিষ্ণুর্দৈত্যবধে বৃত্তে দেবৈস্ত কৃতসৎক্রিয়ঃ ॥ ২
ব্রহ্মলোকে চ কিং স্থানং কো বা যোগমুপাস্ত সঃ।
কো বা সদার নিয়তং স বিষ্ণুর্ভূতভাবনঃ ॥ ৩
কথং তস্থানতত্র বিশ্বং জগদিদং মহৎ
শ্রিয়ানাশ্নোতি বিপুলাং সুরাসুরনরার্চিতাম্ ॥ ৪
কথং স্বপিতি ঘনান্তে বুধ্যতে চাপ্যনন্তরে
কথঞ্চ ব্রহ্মলোকস্থো ধুরং বহতি লৌকিকীম্ ॥ ৫
চরিতং তস্য বিপ্রেন্দ্র দিব্যং ভগবতো দিবি।
বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং সর্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণু নারায়ণস্যাসৌ বিস্তরেণ প্রবৃত্তয়ঃ
ব্রহ্মলোকং যথারূঢ়ো ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ৭
কামং তস্য গতিঃ সূক্ষ্মা দেবৈরপি দুরাসদা।
যৎ তু শক্যামহং রাজংস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৮
এষ লোকময়ো দেবো লোকাশ্চৈতন্ময়াস্ত্রয়ঃ।
এষ দেবময়শ্চৈব দেবাশ্চৈতন্ময়া দিবি ॥ ৯
তস্য পারং ন পশ্যন্তি বহবঃ পারচিন্তকাঃ
এষ পারং পরশ্চৈব লোকানাং বেদ মাধবঃ ॥ ১০
অস্য দেবাস্তকারস্য মার্গিতব্যাশ্চ দৈবতৈঃ।
শৃণু বৈ যৎ তদা বৃত্তং ব্রহ্মলোকে পুরাতনম্ ॥ ১১
স গত্বা ব্রহ্মণো লোকং দৃষ্ট্বা পৈতামহং পদম্
ববন্দে তানৃষীন্ সর্বান্ বিষ্ণুরার্ষেণ কর্মণা ॥ ১২
সোঽগ্নিং প্রাক্‌সবনে দৃষ্ট্বা হূয়মানং মহর্ষিভিঃ।
অবন্দত মহাতেজাঃ কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ১৩
স দদর্শ মখেষ্বাগ্নিক্রিয়মাণং মহর্ষিভিঃ।
ভাগং যজ্ঞিয়মগ্র্যানং স্বদেহমপরং স্থিতম্ ॥ ১৪

---

### একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মলোকে ভগবান্ বিষ্ণুর সমাদর।]

জনমেজয় বলিলেন—ব্রহ্মন্! কমলযোনি দেবদেব ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু কি করিলেন? ১

দৈত্যগণ নিহত হইলে দেবগণ কর্তৃক অভ্যর্চিত বিষ্ণু কমলযোনি ব্রহ্মার দ্বারা কি জন্য ব্রহ্মলোকে নীত হইয়াছিলেন? ২

ব্রহ্মলোকে তাঁহার স্থান কোথায়? তিনি সেখানে কোন্ যোগের আশ্রয় লইয়াছিলেন? ভূতভাবন বিভু বিষ্ণু কোন্ ব্রত পালন করিয়াছিলেন? ৩

সেখানে স্থিত ভগবান্ বিষ্ণুর সুরাসুর-নরবন্দিতা বিপুলা শ্রীকে এই বিশ্ব জগৎও কিরূপে প্রাপ্ত হয়? ৪

গ্রীষ্মাবসানে তিনি কিভাবে শয়ন করেন? বর্ষাকালের পর তিনি কিভাবে জাগ্রত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া তিনি লোকপালন-ভার কিভাবে বহন করেন? ৫

বিপ্রেন্দ্র! দিব্যলোকে অবস্থিত ভগবানের দিব্য চরিত্র সম্পূর্ণ বিস্তৃতভাবে যথাযথরূপে আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! প্রথমে ভগবান্ নারায়ণের প্রবৃত্তিসমূহ বিস্তৃতভাবে শ্রবণ কর। কি ভাবে তিনি ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মার সহিত আনন্দানুভব করেন। ৭

রাজন্! তাঁহার লীলা অতিসূক্ষ্মা একথা নিশ্চিত। ঐ লীলা দেবগণেরও দুর্বোধ্য। আমি তোমার নিকট যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৮

এই ভগবান্ সর্বলোকময় এবং ত্রিলোকও তাঁহার স্বরূপ বিষ্ণুময়। ইনি দেবময় এবং দেবগণ এতন্ময়। ৯

সকল বস্তুর তত্ত্বজ্ঞ বহু বিবেচক ব্যক্তি এই ভগবানের পার দেখিতে পান না। এই মাধব সকল লোকের পরম পার অবগত আছেন। ১০

ইন্দ্রিয়ের অবিষয় দেবগণের অন্বেষণীয়, এই ভগবানে ঐ সময় ব্রহ্মলোকে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেই পুরাতন বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ১১

সেই ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মলোকে গমন পূর্বক পিতামহের স্থান দর্শন করিয়া বেদ বিধানানুসারে তত্রত্য সকল ঋষিগণকে বন্দনা করিলেন। ১২

মহাতেজস্বী বিষ্ণু পূর্বাহ্নকালের ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া প্রাতঃসবনে মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রদত্ত আহুতি গ্রহণকারী অগ্নিকে দেখিয়া তাহাকে বন্দনা করিলেন। ১৩

তিনি যেখানে স্বীয় দ্বিতীয়রূপে স্থিত যজ্ঞে মহর্ষিগণকর্তৃক ঘৃতাদি হব্যের দ্বারা পূজিত যজ্ঞভাগ গ্রহণকারী নিজেকে দর্শন করিলেন। ১৪

অভিবাদ্যাভিবাদ্যানামৃষীণাং ব্রহ্মবর্চসাম্ ।
পরিচক্রাম সোঽচিন্ত্যো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ১৫
স দদর্শ চিত্রিতান্ যূপান্ যূপাংশ্চষালাংশ্চাপি ভূমিতান্ ।
মখেষু চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ শতশঃ কৃতলক্ষণান্ ॥ ১৬
আজ্যধূমং সমাঘ্রায় শৃণ্বন্ বেদান্ বিশেষিতান্
যজ্ঞৈরিজ্যামনাম্নানং পশ্যংস্তত্র চচার হ
উড়ুম্বরয়ো দেবাঃ সদস্যাঃ সরসি স্থিতাঃ ।
অর্ঘ্যার্থমুদ্যতকুশাঃ সর্বে পবিত্রাঙ্গুলিপাণয়ঃ ॥ ১৮
দেবেষু বর্ততে যদ্ বৈ তদ্ধি সর্বং জনার্দনাৎ
যৎ প্রবৃত্তঞ্চ দেবেভ্যস্তদ্ বিদ্ধি মধুসূদনাৎ ॥ ১৯
অগ্নীষোমময়ং লোকং যং বিদুর্বিদুষো জনাঃ
তং সোমমগ্নিং লোকঞ্চ বেদ বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ২০
ক্ষীরাদ্ যথা দধি ভবেদ্ দধ্নঃ সর্পির্ভবেদ্ যথা ।
মথ্যমানেষু ভূতেষু তথা লোকো জনার্দনাৎ ॥ ২১

সর্বেন্দ্রিয়েষু ভূতেষু পরমাত্মা বিধীয়তে ।
তথা দেবেষু বেদেষু লোকেষু বিহিতো হরিঃ ॥ ২২
যথা ভূতেন্দ্রিয়াবাপ্তির্বিহিতা ভুবি দেহিনাম্ ।
তথা প্রাণেশ্বরাবাপ্তির্দেবানাং দিবি বৈষ্ণবী ॥ ২৩
পবিত্রঃ স ব্রহ্মফলঃ পবিত্রং পরমাদ্ভুতঃ ।
লোকশ্রেয়স্য যজ্ঞস্য বাঙ্ময়স্যেব ভাষ্যতে ॥ ২৪

ঋষয় ঊচুঃ

স্বাগতং তে সুরশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ মহাদ্যুতে
ইদং যজ্ঞিয়মাতিথ্যং মধুরং প্রতিগৃহ্যতাম্
ত্বমস্য যজ্ঞপূতস্য পাত্রং পাত্রস্য পাবনঃ
অতিথিস্ত্বং হি নস্ত্রাতা স দৃষ্টঃ সম্প্রতং নতঃ ॥ ২৬
যদি লোকে গতে বিষ্ণো ন প্রবর্তন্ত নঃ ক্রিয়াঃ ।
অবৈষ্ণবস্য যজ্ঞস্য ন হি কর্ম বিধীয়তে ॥ ২৭

---

অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মতেজযুক্ত বন্দনীয় ঋষিগণকে অভিবাদন করিয়া ঐ সনাতন ব্রহ্মলোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ১৫

তিনি সেখানে যজ্ঞস্থলে স্থাপিত অনেক উচ্চ উচ্চ যূপ (যজ্ঞ-স্তম্ভ) দেখিতে পাইলেন। ঐ যূপগুলির অগ্রভাগে বলয়াকৃতি কাষ্ঠের দ্বারা সুশোভিত এবং ঐ যূপে ব্রহ্মর্ষিগণ শত শত প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন । ১৬

আহুতিপ্রদত্ত আজ্যের গন্ধ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণোচ্চারিত বেদ শ্রবণ করিতে করিতে এবং যজ্ঞের দ্বারা নিজেকে পূজিত দেখিতে দেখিতে তিনি বিচরণ করিতে লাগিলেন । ১৭

যজ্ঞমণ্ডপস্থিত সদস্য ঋষি ও দেবগণ যজ্ঞমধ্যে পবিত্র ( কুশ ) ধারণ পূর্বক অর্ঘ্যদানের জন্য কুশ উদ্যত করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন । ১৮

দেবগণের মধ্যে যাহা যাহা আছে, সেই সকলই জনার্দন হইতে প্রাপ্ত। দেবগণ হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও ভগবান্ মধুসূদন হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া জানিও । ১৯

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যে জগৎকে অগ্নীষোমময় বলিয়া জানেন, সেই জগৎ, অগ্নি ও সোম যে ভগবান্ সনাতন বিষ্ণুই, একথাও তাঁহারা জানেন । ২০

দুগ্ধ হইতে যেমন দধি হয় এবং দধি হইতে ঘৃত হয়, সেইরূপ সমস্ত ভূত মথিত হইলে ( একাগ্রচিত্তে তাহাদের স্বরূপ চিন্তা করিলে ) অবগত হওয়া যায় যে, সকল লোক জনার্দন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । ২১

যেমন ইন্দ্রিয় ও ভৌতিক দেহের দ্বারা দেহস্থ আত্মা বোধিত হন, সেইরূপ দেব, বেদ ও লোকসমূহের দ্বারা শ্রীহরি বোধিত হইয়া থাকেন । ২২

যেমন ভূতলে দেহধারী প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয় পঞ্চভূত হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ স্বর্গে দেবগণের প্রাণ ও ঐশ্বর্যের প্রাপ্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে হয় । ২৩

এই বিষ্ণু পরম পবিত্র ও অদ্ভুত। যজ্ঞানুষ্ঠানরতগণকে ইনি যজ্ঞের ফল দান করেন। সকল লোকের নিয়মনদ্রষ্টা শ্রীবিষ্ণু। বাক্যের মাহাত্ম্য যেমন বাক্যের দ্বারাই কথিত হয় তেমনি শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য তাঁহার দ্বারাই প্রকাশিত হয় । ২৪

অনন্তর ঋষিগণ ভগবান্কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সুরশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ ! জ্যোতির্ময় ! আপনার স্বাগত হউক। মধুরোচ্চারণ পূর্বক প্রদত্ত এই যজ্ঞিয় আতিথ্য আপনি গ্রহণ করুন । ২৫

এই যজ্ঞপূত পাত্রের আপনি একমাত্র পাত্র বা গ্রহীতা। আপনি অদ্য আমাদের পরমপাবন অতিথি, আপনি যজ্ঞের দ্বারা কীর্তিত হইয়া থাকেন। আপনি সর্বদা আমাদের অভিবন্দ্য। অদ্য আমরা আপনাকে দেখিতে পাইলাম । ২৬

আপনি যুদ্ধ করিতে চলিয়া যাওয়ায় আমাদের কর্মানুষ্ঠান সমুচিতরীতিতে হইতেছিল না। বিষ্ণুরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান যথোচিতভাবে সম্পন্ন হয় না । ২৭

সদক্ষিণস্য যজ্ঞস্য ত্বৎপ্রসূতিঃ ফলং লভেৎ ।
অত্রাত্মানমিতাম্মাভিরিজ্যমানং নিরীক্ষসে ॥ ২৮
এবমস্থিতি তান্ সর্ব্বান্ ভগবান্ প্রত্যপূজয়ৎ ।

দক্ষিণাসহিত অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে আপনার আবির্ভাব হয়, অতএব আপনি এখানে নিজেকে আমাদের দ্বারা পূজিত দেখিতে পাইবেন । ২৮

মুমুদে ব্রহ্মলোকস্থো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
লোকবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

তখন ভগবান্ বিষ্ণু 'এবম্ অস্তু' এই রূপই হউক বলিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করিলেন । ইহাতে ব্রহ্মলোকস্থিত লোক-পিতামহ ব্রহ্মা খুশি হইলেন । ২৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে লোকবর্ণনাত্মক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[নারায়ণাশ্রমে ভগবতো বিষ্ণোঃ শয়নমুত্থানঞ্চ, পার্শ্বে সমাগতানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবানাং সমীপে তেষামাগমনকারণ-জিজ্ঞাসা চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ঋষিভিঃ পূজিতস্তৈস্তু বিবেশ হরিরীশ্বরঃ ।
পৌরাণং ব্রহ্মসদনং দিব্যং নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ১
স তদ্ বিবেশ হৃষ্টাত্মা তানামন্ত্র্য মহোগতান্ ।
প্রণম্য চাদিদেবায় ব্রহ্মণে পদ্মযোনয়ে ॥ ২
যেন নাম্না পরিজ্ঞাতং স তং নারায়ণাশ্রমম্
প্রবিশন্নেব ভগবানায়ুধানি ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৩
স তত্রাদ্যপ্রভৃতিপ্রখ্যং দদর্শালয়মাত্মনঃ ।
স্বধিষ্ঠিতং দেবগণৈঃ শাশ্বতৈশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৪
সংবর্ত্তকাম্বুদোপেতং নক্ষত্রস্থানসঙ্কুলম্ ।
তিমিরৌঘপরিক্ষিপ্তমপ্রধৃষ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ৫
ন তত্র বিষয়ো বায়োর্নেন্দোর্ন চ বিবস্বতঃ ।
বপুষঃ পদ্মনাভস্য স দেশস্তেজসাবৃতঃ ॥৬
স তত্র প্রবিশন্নেব জটাভারং সমুদ্বহন্ ।
সহস্রশীর্ষো ভূত্বা তু শয়নায়োপচক্রমে ॥ ৭
লোকানামন্তকালজ্ঞা কালী নয়নশালিনী ।
উপতস্থে মহাত্মানং নিদ্রা তং কালরূপিণী ॥ ৮
স শিশ্যে শয়নে দিব্যে সমুদ্রাম্ভোদশীতলে ।
হরিরেকার্ণবোক্তেন ব্রতেন ব্রতিনাং বরঃ ॥ ৯
তং শয়ানং মহাত্মানং ভবায় জগতঃ প্রভুম্ ।
উপাসাঞ্চক্রিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা ॥ ১০

### পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

(নারায়ণাশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর শয়ন ও উত্থান এবং পার্শ্বে সমাগত ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা । )

বৈশম্পায়ন বলিলেন— সেই সকল ঋষিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া পরমেশ্বর শ্রীহরি পুরাণকীর্ত্তিত দিব্য ব্রহ্মধাম নারায়ণাশ্রমে (বৈকুণ্ঠে) প্রবেশ করিলেন । ১

মহাগণস্থিত ঋষিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া (বিদায় লইয়া) এবং পদ্মসম্ভব আদিদেব ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া নিজনামে পরিচিত সেই নারায়ণাশ্রমে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিয়াই নিজ চক্র-গদাদি অস্ত্র অপসারিত করিলেন । ২-৩

সেখানে তিনি সমস্ত লোকের নিজ বাসগৃহ দেখিতে পাইলেন । ঐ বাসগৃহ অপ্রাকৃত দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সুন্দরভাবে অধিষ্ঠিত ।৪

সংবর্ত্তক মেঘসহিত নক্ষত্রমণ্ডলপূর্ণ দেব ও অসুর কেহই সেইখানে যাইতে পারে না । ঐ নিবাসস্থান যেন তিমিরসমূহে সমাবৃত । ৫

ঐ স্থান বায়ু, চন্দ্রমা ও সূর্য্যের স্থান নয় । ভগবান্ পদ্মনাভের দেহের তেজের দ্বারা আবৃত হইয়া ঐ স্থান প্রকাশিত ।৬

সহস্রশীর্ষ ও জটাভার মস্তকে ধারণকারী শ্রীহরি সেখানে প্রবেশ করিয়াই শয়ন করিতে উদ্যত হইলেন । ৭

তখন সকল লোকের অন্তকালজ্ঞা নয়নবাসিনী কৃষ্ণবর্ণা কালরূপিণী নিদ্রা মহাত্মা শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন । ৮

সমুদ্র ও মেঘের জলের দ্বারা শীতল দিব্য শয্যায় ব্রতধারি-শ্রেষ্ঠ শ্রীহরি প্রলয়কালে একার্ণবে যে নিয়মে শয়ন করেন, সেই নিয়মে শয়ন করিলেন । ৯

দিব্য শয্যায় শায়িত মহাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরিকে জগতের অভ্যুদয়ের জন্য ঋষিগণসহিত দেবগণ উপাসনা করিতে লাগিলেন । ১০

তস্য সুপ্তস্য শুশুভে নাভিমধ্যাৎ সমুত্থিতম্ ।
আদ্যং তস্যাসনং পদ্মং ব্রহ্মণঃ সূর্য্যবর্চসম্ ॥
সহস্রপত্রং বর্ণাঢ্যং সুকুমারং সুপুষ্পিতম্ ॥ ১১
ব্রহ্মসূত্রোদ্যতকরঃ স্বপন্নেব মহামুনিঃ ।
আবর্ত্তয়তি লোকানাং সর্ব্বেষাং কালপর্য্যয়ম্ ॥১২
বিবৃতাৎ তস্য বদনান্নিঃশ্বাসপবনেরিতাঃ ।
প্রজানাং পঙ্‌ক্তয়ো হ্যচ্ছৈর্নিষ্পতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ১৩
তে সৃষ্টাঃ প্রাণিনো মেধ্যা বিভক্তা ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ।
চতুর্ধা স্বাং গতিং জগ্মুঃ কৃতান্তোক্তেন কর্ম্মণা ॥ ১৪
ন তং বেদ স্বয়ং ব্রহ্মা নাপি ব্রহ্মর্ষয়োঽব্যয়াঃ ।
বিষ্ণোর্নিদ্রাময়ং যোগং প্রবিষ্টং তমসাবৃতম্ ॥ ১৫
তে তু ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে পিতামহপুরোগমাঃ ।
ন বিদুস্তং কচিৎ সুপ্তং কচিদাসীনমাসনে ॥ ১৬
জাগর্ত্তি কোঽত্র কঃ শেতে কশ্চ শক্তশ্চ নেঙ্গতে ।
কো ভোগবান্ কো দ্যুতিমান্ কৃশাৎ কৃশতরশ্চ কঃ ॥১৭
বিমৃশন্তি স্ম তং দেবা বিদ্যাভিরুপপত্তিভিঃ ।
ন চৈনং শেকুরন্বেষ্টুং কর্ম্মতো জন্মতোঽপি বা ॥ ১৮
গাথাভিস্তৎপ্রণিষ্টাভির্বৈ তস্য চরিতং বিভোঃ ।
পুরাণাস্তং পুরাণেষু ঋষয়ঃ সম্প্রচক্ষতে
শ্রূয়তে চাস্য চরিতং দেবেষ্বপি পুরাতনম্ ।
মহাপুরাণাৎ প্রভৃতি পরং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ২০
যচ্চাস্য দেবদেবস্য চরিতং স্বপ্রভাবজম্ ।
তেনেমাঃ শ্রুতয়ো ব্যাপ্তা বৈদিক্যো লৌকিক্যঃ
ভবকালে ভবত্যেব লোকানাং লোকভাবনঃ
দানবানামভাবায় জাগর্ত্তি মধুসূদনঃ ॥ ২২
যত্রৈনং বীক্ষিতুং দেবা ন শেকুঃ সুপ্তমব্যয়ম্ ।
ততঃ স্বপিতি ঘর্ম্মান্তে জাগর্ত্তি জলদক্ষয়ে ॥ ২৩
স হি বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ ।
যা তু যজ্ঞগতিঃ প্রোক্তা স এব পুরুষোত্তমঃ ॥২৪

---

নিদ্রিত ভগবানের নাভিমধ্য হইতে সূর্য্যসম কান্তিমান্ একটি কমল উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ কমলই ব্রহ্মার আদিম আসন। সহস্র পত্রবিশিষ্ট কমলটি নানা বর্ণান্বিত অত্যন্ত সুন্দর ও সুবিকশিত। ১১

ব্রহ্মার কর্ম্মসংস্কার সূত্ররূপ হস্ত উদ্যত করিয়া মহামুনি শ্রীহরি শয়ান থাকিয়াই সকল লোকের কালানুযায়ী সৃষ্টি-সংহারাদি করিয়া থাকেন। ১২

তাঁহার বিবৃত বদন হইতে নির্গত নিশ্বাস বায়ুর প্রেরণায় প্রজাগণের নানাবিধ শ্রেণী ক্রমপদ্ধতিতে নিঃসৃত ও উৎপন্ন হয়। ১৩

ঐ উৎপন্ন পবিত্র প্রাণিসমূহ স্বয়ং ব্রহ্মার দ্বারা চারিভাগে (ব্রাহ্মণাদি) বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক যথোচিত গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৪

বিষ্ণুর যোগমায়ায় প্রবিষ্ট, নিদ্রিত ও তমসাবৃত রূপকে ব্রহ্মা স্বয়ং এবং ব্রহ্মলোকবাসী অবিনাশী ব্রহ্মর্ষিগণও জানিতে পারেন না। ১৫

সেই সকল ব্রহ্মর্ষি ও পিতামহ প্রভৃতি কোনও সময়ে সুপ্ত ও কোনও সময়ে আসনে উপবিষ্ট ভগবানের স্বরূপ যথার্থরূপে জানিতে পারেন না। ১৬

তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, কে জাগরিত আছেন? কে শয়ান আছেন? কে শক্তিমান্ হইয়াও কোনও চেষ্টা করেন না? কে ভোগবান্? কে দ্যুতিমান্? সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর কে? ১৭

দেবগণ বিদ্যা যুক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম কর্ম্মরহস্য অন্বেষণ করিতে তাঁহারা সক্ষম হন না। ১৮

তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত বৈদিক গাথা বা মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার চরিত্র জানা যায়। পুরাতন ঋষিগণ পুরাণসমূহে তাঁহার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯

দেবতাগণমধ্যে মহাপুরাণ প্রভৃতি হইতে তাঁহার পুরাতন চরিত্র শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার কখনও অন্ত হয় না। ২০

সেই দেবেশ্বর পরমাত্মা শ্রীহরির স্বীয় প্রভাব হইতে প্রকাশিত চরিত্রের দ্বারা বৈদিক ও লৌকিক শ্রুতিসমূহ পরিপূর্ণ বা পরিব্যাপ্ত আছে। ২১

সকল লোকের সৃষ্টির সময় মধুসূদন লোকগণের উৎপাদক হন এবং দানবগণের বিনাশের জন্য সদা জাগরূক থাকেন। ২২

এই অবস্থায় প্রভু শয়ান থাকিলে দেবগণও তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। প্রভু শ্রীহরি গ্রীষ্মান্তে শয়ন করেন এবং বর্ষান্তে জাগরিত হইয়া থাকেন (আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত এই চার মাস শ্রীভগবান্ শয়নে থাকেন।)। ২৩

ভগবান্ শ্রীহরিই বেদ, যজ্ঞ ও সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ। যজ্ঞের ফল যে পরমগতি কথিত হইয়াছে, তাহাও ভগবান্ পুরুষোত্তমই। ২৪

তস্মিন্ সুপ্তে ন বর্ত্তন্তে মন্ত্রপূতাঃ ক্রতুক্রিয়াঃ ।
শরৎপ্রবৃত্তযজ্ঞোঽয়ং জাগর্ত্তি মধুসূদনঃ ॥ ২৫
তদিদং বৈ স্থিরং চক্রং কারয়ত্যমরেশ্বরঃ ।
বৈষ্ণবং কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সুপ্তে বিষ্ণৌ পুরন্দরঃ ॥ ২৬
যা ত্বেষা গহনা মায়া নিদ্রেতি জগতি স্থিতা ।
সাকস্মাদ্ মোহিনী ঘোরা কালরাত্রির্মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৭
তস্যাস্তনুস্তামসী ঘোরা নিশা দিবসনাশিনী ।
জীবিতার্দ্ধহরা ঘোরা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং ভুবি ॥ ২৮
নৈতয়া কশ্চিদাবিষ্টো জৃম্ভমাণো মুহুর্ম্মুহুঃ ।
শক্তঃ প্রসহিতুং বেগং মজ্জন্নিব মহার্ণবে ॥ ২৯
অন্নজা ভুবি মর্ত্ত্যানাং শ্রমজা বা কথঞ্চন ।
সৈষা ভবতি লোকস্য নিদ্রা সর্ব্বস্য লৌকিকী ॥ ৩০
স্বপ্নান্তে জীর্য্যতে হ্যেষা প্রায়শো ভুবি দেহিনাম্ ।
মৃত্যুকালে চ ভূতানাং প্রাণান্ নাশয়তে ভৃশম্ ॥ ৩১
দেবেষ্বপি দধাত্যৈনাং নান্যো নারায়ণাদৃতে ।
সখী সর্ব্বহরস্যৈষা মায়া বিষ্ণুশরীরজা ॥ ৩২
সৈষা নারায়ণমুখে দৃষ্টা কমললোচনা ।
লোকানল্পেন কালেন গ্রসতে লোকমোহিনী ॥ ৩৩
এবমেষা হিতার্থায় লোকানাং কৃষ্ণবর্ত্মনা ।
ধ্রিয়তে সেবনীয়া হি পত্যেব চ পতিব্রতা ॥ ৩৪
স তয়া নিদ্রয়াচ্ছন্নস্তস্মিন্ নারায়ণাশ্রমে ।
স্বপিতি স্ম তদা বিষ্ণুর্মোহয়ন্ জগদব্যয়ঃ ॥ ৩৫
তস্য বর্ষসহস্রাণি শয়ানস্য মহাত্মনঃ
জগ্মুঃ কৃতযুগং চৈব ত্রেতা চৈব যুগোত্তমম্ ॥ ৩৬
স তু দ্বাপরপর্য্যন্তে জ্ঞাত্বা লোকান্ সুদুঃখিতান্ ।
প্রাবুধ্যত মহাতেজাঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৭

ঋষয় ঊচুঃ ।

জহীহি নিদ্রাং সহজাং ভুক্তপূর্ব্বামিব স্রজম্ ।
ইমে তে ব্রহ্মণা সার্দ্ধং দেবা দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৮
ইমে ত্বাং ব্রহ্মবিদ্বাংসো ব্রহ্মসংস্তববাদিনঃ ।
বর্দ্ধয়ন্তি হৃষীকেশ ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩৯

---

তিনি শয়ান থাকাকালে মন্ত্রপূত যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় না। যখন মধুসূদন জাগ্রত হন, তখনই অর্থাৎ শরৎকালে যাগদের আদি যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ২৫

ভগবান্ বিষ্ণু সুপ্ত হইলে দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র বারং বিষ্ণুর প্রজাপালনরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করেন এবং তিনিই বর্ষাকালীন কর্ম্মচক্রের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন। ২৬

এই যে গহন তমোময়ী মায়া জগতে নিদ্রানামে পরিচিত আছে, সে বিনা কারণে সকলের প্রতি বিমোহনকারিণী ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত নৃপতিগণের কালরাত্রি হয়। ২৭

ইহার তামসী তনু রাত্রি। ঐ রাত্রি দিবসনাশিনী ভূতলে প্রাণিগণের জীবনের অর্দ্ধাংশ অপহরণকারিণী ও ভয়ঙ্করী। ২৮

এই রাত্রিরূপিণী নিদ্রার দ্বারা আক্রান্ত পুনঃ পুনঃ জৃম্ভমাণ কোনও প্রাণী মহার্ণবে মজ্জমান মনুষ্যের মত উহার বেগকে সহন করিতে পারে না। ২৯

পৃথিবীর প্রাণিগণের নিদ্রা ভোজন কিংবা পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই লৌকিকী নিদ্রা সকল লোকেরই হইয়া থাকে। ৩০

পৃথিবীতে প্রায় সকল দেহধারীর নিদ্রা স্বপ্নের শেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে এই নিদ্রা প্রাণিগণের প্রাণকে সহসা বিনাশ করিয়া থাকে। ৩১

নারায়ণ ব্যতীত কোনও দেবতাই এই নিদ্রাকে ধারণ করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুর শরীর হইতে উৎপন্না মায়ারূপিণী এই নিদ্রা সর্ব্বসংহারকারী কালের সখী বা সহায়িকা। ৩২

এই মায়া নারায়ণের মুখে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কমলনয়না লোকমোহিনী নিদ্রারূপিণী মায়া অল্পসময়েই সকল লোককে গ্রাস করিয়া থাকে। ৩৩

বৃষপতি পরমাত্মা শ্রীহরি সকল লোকের হিতের জন্য এই নিদ্রাকে ধারণ করেন। পতি যেমন পতিব্রতা স্ত্রীকে ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক প্রাণী যথারীতি নিদ্রাকে ভোগ করে। ৩৪

অবিনাশী ভগবান্ বিষ্ণু ঐ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত সংসারকে মুগ্ধ করিতে করিতে ঐ সময় নারায়ণাশ্রমে শয়ন করিতে লাগিলেন। ৩৫

মহাত্মা শ্রীবিষ্ণু এইভাবে শয়ান থাকাতে সহস্র সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গেল এবং সত্যযুগ ও উত্তম ত্রেতাযুগ অতীত হইয়া যাইল। ৩৬

দ্বাপর যুগের শেষে সকল লোককে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণু জাগরিত হইলেন। ৩৭

ঋষিগণ বলিলেন—ভগবন্! পূর্ব্বভুক্ত মালার ন্যায় আপনি নিদ্রাকে ত্যাগ করুন। ব্রহ্মার সহিত এই দেবগণ আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিয়াছেন। ৩৮

হৃষীকেশ! ব্রহ্মচারী বেদবিৎ ঋষিগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আপনার উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। ৩৯

এতেষামাত্মভূতানাং ভূতানাং ভূতভাবন।
শৃণু বিষ্ণো শুভা বাচো ভূতযোন্যম্বনিলাত্মনাম্ ॥ ৪০
ইমে ত্বাং সপ্ত মুনয়ঃ সহিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ
স্তুবন্তি দেব দিব্যাভির্গাথাভির্গীতিভিরঞ্জসা ॥ ৪১
উত্তিষ্ঠ শতপত্রাক্ষ পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে
কারণং কিঞ্চিদুৎপন্নং দেবানাং কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ৪২

বৈশম্পায়ন উবাচ

স সংক্ষিপ্য জলং সর্ব্বং তিমিরৌঘং বিদারয়ন্
উদতিষ্ঠদ্ধৃষীকেশঃ শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥ ৪৩
স দদর্শ সুরান্ সর্ব্বান্ সমেতান্ সপিতামহান্।
বিবক্ষতঃ প্রক্ষুভিতান্ জগদর্থে সমাগতান্ ॥৪৪
তানুবাচ হরির্দ্দেবো নিদ্রাবিভ্রান্তলোচনঃ।
তত্ত্বদৃষ্টার্থয়া বাচা ধর্ম্মহেত্বর্থযুক্তয়া ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ

কুতো বো বিগ্রহো দেবাঃ কুতো বা ভয়মাগতম্।
কস্য বা কেন বা কার্য্যং কিং বা ময়ি ন বর্ত্ততে ॥ ৪৬
কিং বাঽকুশলং লোকে বর্ত্ততে দানবোত্থিতম্
নৃণামায়াসজননং শীঘ্রমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৪৭
এষ ব্রহ্মবিদাং মধ্যে বিহায় শয়নোত্তমম্।
শিবায় ভবতামর্থে স্থিতঃ কিং করবাণি বঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
বিষ্ণোর্যোগনিদ্রোত্থানে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

---

সকল প্রাণিপালক! ভগবন্! আপনার স্বজনকৃত এই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই মহাভূতগণের অর্থাৎ তদভিমানিনী দেবতার শুভ বচন আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৪০

দেব! মুনিমণ্ডলসহিত সপ্তর্ষিগণ মানবোধ্য দিব্য বাণীর দ্বারা আপনার স্তুতি করিতেছেন ॥ ৪১

কমলনয়ন! পদ্মনাভ! নমস্তে! আপনি গাত্রোত্থান করুন, দেবগণের গুরুতর কার্য্যের জন্য আপনার জাগরণের কারণ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তখন ভগবান্ হৃষীকেশ সমস্ত জলকে অপসারিত করিয়া যোগনিদ্রাকৃত তিমিরাবরণ বিদীর্ণ করিয়া পরম শোভায় উজ্জ্বল হইয়া উত্থান করিলেন ॥ ৪৩

তিনি পিতামহের সহিত সমবেত সকল দেবগণকে দর্শন করিলেন। তখন তাঁহাদের সকলের অন্তরে ক্ষোভ হইয়াছে এবং তাঁহারা জগতের হিতের জন্য সমাগত হইয়া কিছু বলিতে উৎসুক হইয়াছেন ॥ ৪৪

নিদ্রার দ্বারা ভ্রান্তনয়ন ভগবান্ শ্রীহরি তাত্ত্বিক, অর্থযুক্ত, ধর্ম্মসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৪৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—দেবগণ! তোমাদের কি কারণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে? কোথা হইতে ভয় আসিয়াছে? কোন্ দেবতার কোন্ বস্তুর প্রয়োজন? কোন্ বস্তু আমাতে নাই? ॥ ৪৬

সংসারে দানবগণ হইতে সকল লোকের দুঃখজনক কোন্ অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি শীঘ্র জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪৭

এই আমি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে উত্তম শয্যা ত্যাগ করিয়া তোমাদের কল্যাণসাধনের জন্য উদ্যত হইয়াছি। বল, আমি তোমাদের কোন্ কার্য্য করিব? ॥ ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুর যোগনিদ্রা হইতে উত্থানবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

## একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ ব্রহ্মণা ভগবতো বিষ্ণোঃ সবিধে জগতো বর্ত্তমানাবস্থাং বর্ণয়তা পৃথিব্যা ভারলাঘবায় মনুষ্যাদিসৃষ্ট্যুদ্যোগঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুগদিতং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ পরমং বাক্যং হিতং সর্ব্বদিবৌকসাম্ ॥ ১

নাস্তি কিঞ্চিদ্ ভয়ং বিষ্ণো সুরাণামসুরান্তক।
যেষাং ভবানভয়দঃ কর্ণধারো রণে রণে ॥ ২

শক্রে জয়তি দেবেশে ত্বয়ি চাসুরসূদনে।
ধর্ম্মে প্রবর্ত্তমানানাং মানবানাং কুতো ভয়ম্ ॥ ৩

সত্যে ধর্ম্মে চ নিরতান্ মানবান্ বিগতজ্বরান্।
নাকালে ধর্ষিণো মৃত্যুঃ শক্নোতি প্রসমীক্ষিতুম্ ॥ ৪

মানবানাঞ্চ পতয়ঃ পার্থিবাশ্চ পরস্পরম্।
ষড়্ভাগমুপভুঞ্জানা ন ভয়ং কুর্ব্বতে মিথঃ ॥ ৫

তে প্রজানাং শুভকরাঃ করদৈরবিশঙ্কিতাঃ।
শুল্কৈরবিপ্রযুক্তার্থাঃ কোশমাপূরয়ন্ত্যুত ॥ ৬

স্ফীতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ পালয়ন্তঃ ক্ষমাপরাঃ।
অভীক্ষ্ণদণ্ডাশ্চতুরো বর্ণান্ গুপ্তপুরঞ্জনাঃ ॥ ৭

নোদ্বেজনীয়া ভূতানাং সচিবৈঃ সাধুপূজিতাঃ।
চতুরঙ্গবলৈর্গুপ্তাঃ ষড়্গুণানুপবৃংহতে ॥ ৮

ধনুর্ব্বেদপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে বেদেষু নিষ্ঠিতাঃ।
যজন্তে চ যথাকালং যজ্ঞৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ৯

বেদানধীত্য দীক্ষাভির্মহর্ষীন্ ব্রহ্মচর্য্যয়া।
শ্রাদ্ধৈশ্চ মেধ্যৈঃ শতশস্তর্পয়ন্তি পিতামহান্ ॥ ১০

নৈষামবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিবিধং ভুবি দৃশ্যতে।
বৈদিকং লৌকিকং চৈব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তমেব চ ॥ ১১

তে পরাবরদৃষ্টার্থা মহর্ষিসমতেজসঃ।
ভূয়ঃ কৃতযুগং কর্ত্তুমুৎসহন্তে নরাধিপাঃ ॥ ১২

তেষামেব প্রভাবেণ শিবং বর্ষতি বাসবঃ।
যথার্থঞ্চ ববুর্বাতা বিরজস্কা দিশো দশ ॥ ১৩

## একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট জগতের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য মনুষ্য করিতে উদ্যোগ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ বিষ্ণুর ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবতার হিতকারক উত্তম বাক্য বলিলেন। ১

অসুরনাশন! বিষ্ণো! দেবগণের কোনও ভয় নাই, যেহেতু আপনি তাহাদের অভয়দাতা যুদ্ধে কর্ণধার ও অভয়দাতা। ২

ইন্দ্র বিজয়ী থাকিলে, আপনি অসুরনাশরত থাকিলে এবং মানবগণ ধর্মে প্রবৃত্তিশীল থাকিলে ভয় কোথা হইতে আসিবে? ৩

যাহারা সত্যে ও ধর্মে নিরত, চিন্তাত্যাগপূর্বক ধর্মাচরণরত, তাহাদিগকে অকালে মৃত্যু দেখিতে পারে না। ৪

মনুষ্যগণের অধিপতি রাজগণ প্রজার আয়ের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া পরস্পরকে ভয় করে না। ৫

ঐ সকল নরপতিরা প্রজাগণের সর্বদা মঙ্গল করিয়া থাকে। করদাতা প্রজাগণ তাহাদিগকে নিন্দা করে না। তাহারা অর্থাভাবে পড়িলে শুল্ক উপায়ে অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া থাকে। ৬

ক্ষমাপরায়ণ নৃপতিগণ সমৃদ্ধ সমস্ত জনপদকে পালন করিয়া থাকে, সর্বদা দণ্ড দান করিয়া ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণকে স্বনাপথে রক্ষা করিয়া থাকে। ৭

তাহারা প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন করে না বলিয়া তাহারাও উদ্বিগ্ন হয় না, মন্ত্রিগণের দ্বারা সুন্দরভাবে পূজিত হয়। চতুরঙ্গিনী সেনার দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া ষাড়্গুণ্যের (সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-দ্বৈধীভাব-সমাশ্রয়) যথারীতি উপযোগ করিয়া থাকে। ৮

সকল নরপতিই ধনুর্বেদানুশীলনরত, সকলেই বিদ্বান্ বেদশাস্ত্রে পরিনিষ্ঠিত এবং সকলেই যথাসময়ে প্রচুর দক্ষিণাসমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করে। ৯

তাহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মহর্ষিগণকে এবং পবিত্র শত শত শ্রাদ্ধকর্মের দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে তৃপ্ত করিয়া থাকে। ১০

বৈদিক, লৌকিক ও ধর্মশাস্ত্র-কথিত এই তিন প্রকার কর্ম পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সেই সকল রাজাদের ঐ তিন প্রকারের কর্মের কিছুই অবিদিত থাকে না। ১১

তাহারা পরাবরতত্ত্বদর্শী ও মহর্ষিসম তেজস্বী। সেই নরপতিগণ এই পৃথিবীতে পুনর্বার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত হইয়া থাকে। ১২

ঐ সকল নরপতির প্রভাবে ইন্দ্র মঙ্গলজনকরূপে বর্ষা করিয়া থাকেন। বায়ু যথোচিতরীতিতে দশদিক্ নির্মল করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৩

নিরুৎপাতা চ বসুধা সুপ্রচারাশ্চ খে গ্রহাঃ।
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রঃ সৌম্যং চরতি যোগতঃ ॥ ১৪
অব্যলোনকরঃ সূর্য্যাস্থয়নে দ্বে চচার হ
হবৈশ্চ বিবিধৈস্তৃপ্তঃ শুভগন্ধো হুতাশনঃ ॥ ১৫
এবং সম্যক্ প্রবৃত্তেষু বিবৃদ্ধেষু মখাগ্নিষু।
ভুজ্যমানে মহী কৃৎস্না নৃপৈঃ কালভয়ং কুতঃ ॥ ১৬
তেষাং জ্বলিতকীর্ত্তীনামন্যোন্যমনুবর্ত্তিনাম্
রাজ্ঞাং বলৈর্বলবতাং পীড্যতে বসুধাতলম্ ॥ ১৭
সেয়ং ভারপরিশ্রান্তা পীড্যমানা নরাধিপৈঃ।
পৃথিবী সমনুপ্রাপ্তা নৌরিবাসন্নবিপ্লবা ॥ ১৮
যুগান্তসদৃশৈ রূপৈঃ শৈলোচ্চলিতবন্ধনা।
জলোৎপীড়াকুলা খেদং ধারয়ন্তী মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৯
ক্ষত্রিয়াণাং বপুর্ভিশ্চ তেজসা চ বলেন চ।
নৃণাঞ্চ রাষ্ট্রৈর্বিস্তীর্ণৈঃ আক্রান্তেব বসুন্ধরা ॥ ২০
পুরে পুরে নরপতিঃ কোটিসংখ্যৈর্বলৈর্বৃতঃ।
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চ বহবো গ্রামাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২১
ভূমিপানাং সহস্রৈশ্চ তেষাঞ্চ বলিনাং বলৈঃ
গ্রামান্তরাঢ্যৈ রাষ্ট্রৈশ্চ ভূমির্নিবিবরাকৃতা ॥ ২২
সেয়ং নিরাময়ং কৃত্বা নিশ্চেষ্টা কালনগ্রতঃ
প্রাপ্তা মমালয়ং বিষ্ণো ভবাংস্তস্যাঃ পরা গতিঃ ॥ ২৩
কর্ম্মভূমির্মনুষ্যাণাং ভূমিরেষা বাধাং গতা।
যথা ন সীদেৎ তৎ কার্য্যং জগতোষা হি শাশ্বতী ॥ ২৪
অস্যা হি পীড়নে দোষো মহান্ স্যান্মধুসূদন
ক্রিয়ালোপশ্চ লোকানাং পীড়িতঞ্চ জগদ্ ভবেৎ ॥ ২৫
শ্রাবয়তে বাক্যমেবং পার্থিবৌঘপ্রপীড়িতা
সহজাং যা ক্ষমাং ত্যক্ত্বা চলনচলা গতা ॥ ২৬
তস্যাঃ শ্রুতবন্তঃ স্ম তচ্চাপি ভবতা শ্রুতম্।
ভারাবতরণার্থং হি মন্ত্রয়ামঃ সহ ত্বয়া ॥ ২৭
সংপথে হি স্থিতাঃ সর্ব্বে রাজানো রাষ্ট্রবর্দ্ধনাঃ।
নরাণাঞ্চ ত্রয়ো বর্ণা ব্রাহ্মণানুশাসিনঃ ॥ ২৮

---

পৃথিবী উৎপাতশূন্য রহিয়াছে। আকাশে গ্রহগণ সুন্দরভাবে অবস্থান করিতেছে। নক্ষত্রগণসহ চন্দ্রমা যোগানুসারে সৌম্যভাবে বিচরণ করিতেছে। ১৪

সূর্য্য অনুকূল কিরণযুক্ত হইয়া দুই অয়নে বিচরণ করিতেছে। অগ্নি শুভগন্ধযুক্ত ও নানাবিধ হব্যের দ্বারা তৃপ্ত রহিয়াছে। ১৫

এইভাবে সমুচিতরীতিতে যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে থাকিলে ও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং নরপতিগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ পৃথিবী ভুক্ত হইতে থাকিলে মনুষ্যগণের কালভয় কিরূপে থাকিবে? ১৬

কিন্তু উজ্জ্বলকীর্ত্তি ও পরস্পর বশবর্ত্তী সেই সকল প্রবল নরপতিগণের সৈন্যের দ্বারা এখন বসুধাতল অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে। ১৭

এই ভারক্লান্তা নরপতিগণ কর্তৃক পীড়িতা পৃথিবী আসন্ন-বিপর্য্যয়া নৌকার মত আপনার নিকটে আসিয়াছে। ১৮

প্রলয়কালীন অগ্নির মত তেজস্বী নরপতিগণ কর্তৃক পীড়িত হওয়ায় পর্বতগণ বন্ধন শিথিল হইলে জলোচ্ছ্বাস দ্বারা আকুল হইয়া পৃথিবী পুনঃ পুনঃ ঘর্মাক্ত হইতেছে। ১৯

ক্ষত্রিয়গণের শরীর, তেজ ও বলের দ্বারা এবং মনুষ্যগণের বিস্তীর্ণ রাজ্যের দ্বারা এই বসুন্ধরা যেন অতিক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ২০

প্রতিনগরে একটা নরপতি কোটি কোটি সংখ্যক সৈন্যের দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। প্রতি রাজ্যে শত সহস্র গ্রাম রহিয়াছে। ২১

সহস্র পৃথিবীপতি এবং ঐ সকল বলবান্ নরপতিদের সৈন্যসকলের দ্বারা ও নগরাকার গ্রামবিশিষ্ট রাজ্যসমূহের দ্বারা এই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটুও শূন্যস্থান নাই। ২২

বিষ্ণো! এই পৃথিবী অত্যধিক ভারে নিশ্চেষ্ট হইয়া নিরাময় সময়ের প্রতীক্ষায় আমারগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন আপনিই উহার একমাত্র অবলম্বন। ২৩

বিষ্ণো! সকলের আধারভূতা সর্ব্বদা স্থিতিশীল মনুষ্যের কর্মভূমি এই পৃথিবী বাধিত হইতেছে। এই পৃথিবী যাহাতে একেবারে অবসন্ন হইয়া না যায়, সেইরূপ কার্য্য করুন। ২৪

মধুসূদন! এই পৃথিবী পীড়িত হইতে থাকিলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। সকল লোকের সকল প্রকার ক্রিয়া লুপ্ত হইবে এবং সম্পূর্ণ জগৎ পীড়িত হইবে। ২৫

স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীপতিসমূহের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এই পৃথিবী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা পৃথিবী স্বাভাবিক ক্ষমা পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ২৬

আমরা এই পৃথিবীর সকল কথা শুনিয়াছি। আপনিও তাহা শুনিলেন। পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য আপনার সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ২৭

সকল রাজা যেন সৎপথে থাকিয়া নিজ রাজ্যের বৃদ্ধি করে, মনুষ্যগণের তিন বর্ণ যেন ব্রাহ্মণগণের অনুগামী হয়। ২৮

সর্ব্বং সত্যপরং বাক্যং বর্ণা ধর্মপরাস্তথা।
সর্ব্বে বেদপরা বিপ্রাঃ সর্ব্বে বিপ্রপরা নরাঃ ॥ ২৯
এবং জগতি বর্ত্তন্তে মনুষ্যা ধর্ম্মকারণাৎ
যথা ধর্ম্মবধো ন স্যাৎ তথা মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ॥ ৩০
সতাং গতিরিয়ং নাস্থা ধর্ম্মশ্চাস্যাঃ সুসাধনম্
রাজ্ঞাং চৈব বধঃ কার্য্যো ধরণ্যা ভারনির্ণয়ে ॥ ৩১
তদাগচ্ছ মহাভাগ সহ বৈ মন্ত্রকারণাৎ।
ব্রজামো মেরুশিখরং পুরস্কৃত্য বসুন্ধরাম্ ॥ ৩২
এতাবদুক্ত্বা রাজেন্দ্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
পৃথিব্যা সহ বিশ্বাত্মা বিররাম মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
ভারাবতরণে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

সকল বাক্য যেন সত্যপ্রধান হয়, সকল বর্ণ যেন ধর্মাচারপরায়ণ হয়, সকল ব্রাহ্মণ যেন বেদাধ্যয়নকারী হন, সকল মনুষ্য যেন ব্রাহ্মণানুগ হয়। ২৯

এইভাবে ধর্মের জন্য মনুষ্যগণ জগতে বাস করিবে। সুতরাং যাহাতে ধর্মের বিনাশ না হয়, সেইরূপ মন্ত্রণা করুন। ৩০

ইহাই সৎপুরুষের কর্তব্য। ধর্মই ইহার উত্তম উপায়। ধরণীর ভার দূরীকরণের জন্য নৃপতিগণের বিনাশ করিতে হইবে। ৩১

মহাভাগ! অতএব আসুন, আমরা সকলে পরামর্শ করিবার জন্য পৃথিবীকে সম্মুখে লইয়া মেরুশিখরে গমন করি। ৩২

রাজেন্দ্র! বিশ্বাত্মা লোকপিতামহ তেজস্বী ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া পৃথিবীসহিত বিরত হইলেন। ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ভারাবতরণবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

## দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষাং দেবতানাঞ্চ মেরুপর্ব্বতস্থ দিব্য-সভায়ামুপস্থিতিঃ, তত্র পৃথিব্যা ভারাবতরণায় ভগবৎ-সমীপে তেষাং প্রার্থনা চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব সহ তৈস্ত্রিদিবাম্ভোদনিস্বনঃ।
প্রতস্থে ত্রিদিবাকারঃ সতড়িদ্ দিব ইবাচলঃ ॥ ১
স মুক্তামণিবিচ্ছোতঃ সচন্দ্রাম্ভোদবর্চসম্।
সঙ্কটাসওলং কৃৎস্নং স বিভ্রক্রীবৃতো হরিঃ ॥ ২
স চাস্যোরসি বিস্তীর্ণে রোমাঞ্চোদ্গততাম্রিমান্।
শ্রীবৎসো রাজতে শ্রীমাংস্তনদ্বয়মুখাঙ্কিতঃ ॥ ৩
পীতে বসানো বসনে লোকানাং গুরুরব্যয়ঃ।
হরিঃ সোঽভবদালক্ষ্যঃ স সন্ধ্যাভ্র ইবাচলঃ ॥ ৪
তং ব্রজন্তং সুপর্ণেন পদ্মযোনিগতানুগম্।
অনুজগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে তদ্গতাসক্তচক্ষুষঃ ॥ ৫
নাতিদীর্ঘেণ কালেন সম্প্রাপ্তা রত্নপর্ব্বতম্
দদৃশুর্দেবতাস্তত্র তাং সভাং কামরূপিণীম্ ॥ ৬
মেরোঃ শিখরবিন্যস্তাং সংবৃতাং সূর্য্যরশ্মিভিঃ।
কাঞ্চনস্তম্ভরচিতাং বজ্রসঙ্কাশতোরণাম্ ॥ ৭

## দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

( ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এবং সমস্ত দেবতাগণের মেরুপর্বতের দিব্যসভায় উপস্থিতি ও সেখানে পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য ভগবানের নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বর্ষাকালীন মেঘের সমান কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট শ্রীহরি বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শ্যাম মেঘযুক্ত পর্বতের ন্যায় 'বাঢ়ম্' এই বলিয়া ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুমোদন পূর্বক তাঁহাদের সহিত সেই স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ১

শ্রীমান্ শ্রীহরি কটাক্ষশোভিত সম্পূর্ণ মুকুটমণ্ডিত মস্তক ধারণ করিয়া আছেন। তাহা মুক্তা মণি থাকায় উজ্জ্বল হইয়াছে এবং মেঘ সহিত চন্দ্রের তুল্য কান্তিমান্ হইয়াছে। ২

তাঁহার বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলে উদ্গত রোমসমূহ শোভান্বিত শ্রীবৎসচিহ্ন স্তনদ্বয়ের মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। ৩

সকল লোকগুরু অবিনাশী শ্রীহরি পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘযুক্ত পর্বতের মত দৃষ্ট হইতেছিলেন। ৪

ব্রহ্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে তাঁহার গমনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৫

অল্প সময়েই তাঁহারা সকলে রত্নময় মেরুপর্বতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবতাগণ কামরূপিণী সেই সভাকে দেখিতে পাইলেন। ৬

মেরুশিখরে স্থাপিত ঐ সভা সূর্যকিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত সুবর্ণস্তম্ভের দ্বারা রচিত। সভার তোরণ বজ্রমণ্ডিত। ৭

মনোনির্মাণচিত্রাঢ্যাং বিমানশতমালিনীম্
রত্নজালান্তরবতীং কামগাং রত্নভূষিতাম্ ॥ ৮
কালপুষ্পসমাকীর্ণাং সর্বর্তুকুসুমোৎকটাম্ ।
দেবমায়াধরাং দিব্যাং বিহিতাং বিশ্বকর্মণা ॥ ৯
তাং হৃষ্টমনসঃ সর্বে যথাস্থানং যথাবিধি
যথানির্দেশং ত্রিদশা বিবিশুস্তে সভাং শুভাম্ ॥ ১০
তে নিষেদুর্যথোক্তেষু বিমানেষ্বাসনেষু চ
ভদ্রাসনেষু পীঠেষু কুশাস্তরণেষু চ ॥ ১১
ততঃ প্রভঞ্জনো বায়ুর্ব্রহ্মণা সাধু চোদিতঃ ।
মা শব্দমিতি সর্বত্র প্রচক্রামাথ তাং সভাম্ ॥১২
নিঃশব্দস্তিমিতে তস্মিন্ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্
বভাষে ধরণী বাক্যং খেদাৎ করুণভাষিণী ॥ ১৩
ত্বয়া ধার্য্যা হ্যহং দেব ত্বয়া বৈ ধার্য্যতে জগৎ ।
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনানি বিভর্ষি চ ॥ ১৪
যৎ ত্বয়া ধার্য্যতে কিঞ্চিৎ তেজসা চ বলেন চ
তত্তব প্রসাদেন ময়া যত্নাচ্চ ধার্য্যতে ॥ ১৫

ত্বয়া ধৃতং ধারয়ামি নাধৃতং ধারয়াম্যহম্
ন হি তদ্ বিদ্যতে ভূতং যৎ ত্বয়া নাভিধার্য্যতে ॥১৬
ত্বমেব কুরুষে দেব নারায়ণ যুগে যুগে ।
মম ভারাবতরণং জগতো হিতকাম্যয়া ॥ ১৭
তবৈব তেজসাক্রান্তাং রসাতলতলং গতাম্ ।
ত্রায়স্ব মাং সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাম্ ॥ ১৮
দানবৈঃ পীড্যমানাহং রাক্ষসৈশ্চ দুরাত্মভিঃ
ত্বামেব শরণং নিত্যমুপযাস্যে সনাতনম্ ॥ ১৯
তাবন্মেঽস্তি ভয়ং ভূয়ো যাবন্ন ত্বাং ককুদ্মিনম্
শরণং যামি মনসা শতশোঽপ্যুপলক্ষয়ে ॥ ২০
অহমাদৌ পুরাণস্য সংক্লিষ্টা পদ্মযোনিনা ।
মাঞ্চ বদ্ধাঃ কৃতৌ পূর্বং মৃন্ময়ৌ দ্বৌ মহাসুরৌ ॥ ২১
কর্ণস্রোতোদ্ভবৌ তৌ হি বিষ্ণোরস্য মহাত্মনঃ ।
মহার্ণবে প্রস্বপতঃ কাষ্ঠকুড্যসমৌ স্থিতৌ ॥ ২২
তৌ বিবেশ স্বয়ং বায়ুর্ব্রহ্মণা সাধু চোদিতঃ
দিবং প্রচ্ছাদয়ন্তৌ তু ববৃধাতে মহাসুরৌ ॥ ২৩

---

মনোনির্মিত চিত্রশোভিত, শত শত বিমানের মালাবিশিষ্ট মধ্যস্থলে রত্নমালা বিরাজিত, ইচ্ছানুসারে গতিশীল, নানারত্নভূষিত সকল ঋতুর নানাবিধ পুষ্পে পরিব্যাপ্ত, দেবতাগণের মায়াধারণসমর্থ ও বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত ঐ দিব্য সভাগৃহে সকলে যথানিয়মে নির্দেশানুসারে প্রবেশ করিয়া হৃষ্টচিত্তে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। ৮-১০

তাঁহারা সকলে যোগ্যতানুসারে নির্দিষ্ট বিমানে, আসনে ভদ্রাসনে (রাজার আসনে), পীঠে (পিঁড়িতে), কুশাসনে ও বস্ত্রাসনে উপবেশন করিলেন। ১১

তখন ব্রহ্মার সমস্ত প্রেরণানুসারে প্রভঞ্জন নামক বায়ু সভার সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া সকলকে নির্দেশ দিলেন—কেউ যেন কোনও শব্দ না করে। ১২

দেবতাগণের সমাজ যখন সম্পূর্ণ নীরব ও নিস্তব্ধ হইল, তখন করুণভাষিণী ধরণী খেদবশতঃ বলিতে লাগিলেন। ১৩

ধরণী বলিলেন—দেব! তুমি আমাকে ধারণ কর, তুমিই জগৎকে ধারণ করিয়া থাক। তুমি সকল প্রাণীকে ধারণ করিয়া আছ এবং সকল ভুবনের ধারণ পোষণ কর। ১৪

তুমি স্বীয় তেজ ও বলের দ্বারা যাহা কিছু ধারণ কর, তোমার প্রসাদে আমি যত্নের সহিত তাহাই ধারণ করিয়া থাকি। ১৫

তোমার দ্বারা ধৃত বস্তুকে আমি ধারণ করি, তোমার অধৃত বস্তুকে আমি ধারণ করিতে পারি না। এমন কোনও ভূত নাই যাহাকে তুমি সর্বদা ধারণ করিতেছ না। ১৬

দেব! নারায়ণ! তুমিই যুগে যুগে জগতের হিতের ইচ্ছায় আমার ভার অপসারিত করিয়া থাক। ১৭

সুরশ্রেষ্ঠ! আমি এখন রসাতলের তলদেশে গমন করিয়াছি, আমি তোমার শরণ লইতেছি। তুমি স্বীয় তেজের সংস্পর্শের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। ১৮

দানব ও দুরাত্মা রাক্ষসগণ কর্তৃক আমি সর্বদা পীড়িত হইতেছি। তুমি সনাতন পুরুষ। আমি নিরন্তর তোমার শরণ লইয়া আছি। ১৯

আমি শত শত লক্ষ্য করিয়াছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ভয় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল ভারহারী তোমার মনে মনে আমি শরণ গ্রহণ না করি। ২০

পুরাকালে আমি প্রথমে ব্রহ্মাকর্তৃক জলের উপর স্থাপিত হইয়াছিলাম। আমার মৃত্তিকাকে পিণ্ড করিয়া দুইটি মহাসুর নির্মিত হইয়াছিল। ২১

মহাসমুদ্রে শয়ান মহাত্মা বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভব সেই অসুরদ্বয় কাষ্ঠ ও ভিত্তির সমান অবস্থিত ছিল। ২২

ব্রহ্মাকর্তৃক উপযুক্তভাবে প্রেরিত হইয়া বায়ু তাহাদের

বায়ু-প্রাণৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা পর্য্যস্পৃশচ্ছনৈঃ ।
একং মৃদুতরং মেনে কঠিনং বেদ চাপরম্ ॥ ২৪
নামনী তু তয়োশ্চক্রে স বিভুঃ সলিলোদ্ভবঃ ।
মৃদুস্ত্বয়ং মধুর্নাম কঠিনঃ কৈটভোঽভবৎ ॥ ২৫
তৌ দৈত্যৌ কৃতনামানৌ চেরতুর্বলদর্পিতৌ
সর্ব্বমেকার্ণবং লোকং যোদ্ধুকামৌ সুদুর্জ্জয়ৌ ॥ ২৬
তাবাগতৌ সমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
একার্ণবাম্বুনিচয়ে তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৭
স পদ্মে পদ্মনাভস্য নাভিমধ্যাৎ সমুত্থিতে ।
রোচয়ামাস বসতিং গুহ্যাং ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৮
তাবুভৌ জলগর্ভস্থৌ নারায়ণ-পিতামহৌ
বহূন্ বর্ষগণানপ্সু শয়ানৌ ন চকম্পতুঃ ॥ ২৯
অথ দীর্ঘস্য কালস্য তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ ।
আজগ্মতুস্তমুদ্দেশং যত্র ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩০
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ ঘোরৌ মহাকায়ৌ দুরাসদৌ ।
ব্রহ্মণা তাড়িতো বিষ্ণুঃ পদ্মনালেন বৈ তদা ।
উৎপপাতাথ শয়নাৎ পদ্মনাভো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩১
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং তয়োস্তস্য চ বৈ তদা ।
একার্ণবে তদা লোকে ত্রৈলোক্যে জলতাং গতে ॥ ৩২
তদাভূৎ তুমুলং যুদ্ধং বর্ষসংখ্যা সহস্রশঃ
ন চ তাবসুরৌ যুদ্ধে তদা শ্রমমবাপতুঃ ॥ ৩৩
অথাতো দীর্ঘকালস্য তৌ দৈত্যৌ যুদ্ধদুর্ম্মদৌ ।
উচতুঃ প্রীতমনসৌ দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ৩৪
প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ ।
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ৩৫
হতৌ চ তব পুত্রত্বং প্রাপ্নুয়াব সুরোত্তম
যো হ্যাবাং যুধি নির্জ্জেতা তস্যাবাং বিহিতৌ সুতৌ ॥৩৬
স তু গৃহ্য মৃধে দোর্ভ্যাং দৈত্যৌ তাবভ্যপীড়য়ৎ ।
জগ্মতুর্নিধনং চাপি তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ ॥ ৩৭
তৌ হতৌ চাপ্লুতৌ তোয়ে বপুর্ভ্যামেকতাং গতৌ ।
মেদো মুমুচতুর্দৈত্যৌ মথ্যমানৌ জলোর্ম্মিভিঃ ॥ ৩৮

---

মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন ঐ অসুরদ্বয় আকাশকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ২৩

বায়ুরূপ প্রাণযুক্ত তাহাদের উভয়কে গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের শরীরে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তিনি একজনকে অতি মৃদু ও অপরজনকে কঠিন বুঝিলেন। ২৪

জলোদ্ভব ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদের নামকরণ করিলেন। এই মৃদু মধুনামে ও কঠিন কৈটভ নামে কথিত হইল। ২৫

নামকরণের পর ঐ বলদর্পিত দুর্জ্জয় দৈত্যদ্বয় একার্ণবে যুদ্ধার্থী হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। ২৬

যুদ্ধার্থী ঐ দুই অসুরকে উপস্থিত দেখিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা একার্ণবের জলরাশিমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ২৭

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পদ্মনাভ ভগবানের নাভিমধ্য হইতে উৎপন্ন পদ্মে গোপনে নিবাস করা সঙ্গত মনে করিলেন। ২৮

ভগবান্ নারায়ণ ও পিতামহ ব্রহ্মা জলমধ্যস্থিত হইয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত শয়ান রহিলেন। একটুও স্পন্দিত হইলেন না। ২৯

অনন্তর দীর্ঘকাল ব্যতীত হইলে ব্রহ্মা যেখানে বিরাজিত ছিলেন, মধু ও কৈটভ উভয়ে সেই স্থানে আসিয়া পড়িল। ৩০

তখন দুর্দ্ধর্ষ বিশালকায় ভয়ঙ্কর দুই অসুরকে উপস্থিত দেখিয়া ব্রহ্মা পদ্মনালের দ্বারা বিষ্ণুকে স্পর্শ করিলেন। তাহার ফলে মহাদ্যুতি পদ্মনাভ ভগবান্ শয়ন হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন। ৩১

তখন একার্ণবে ত্রিলোক জলাকার ধারণ করিয়াছে, এই অবস্থায় ঐ দুই অসুরের ও ভগবান্ বিষ্ণুর মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৩২

সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ অসুরদ্বয় যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইল না। ৩৩

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রীতচিত্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ অসুরদ্বয় ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরিকে বলিল। ৩৪

তোমার যুদ্ধে আমরা দুই ভ্রাতা প্রীত হইয়াছি। তুমি আমাদের শ্লাঘনীয় মৃত্যু। যেখানটি জলের দ্বারা পরিপ্লুত হয় নাই, সেই স্থানে তুমি আমাদিগকে নিহত কর। ৩৫

সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার দ্বারা নিহত হইলে আমরা তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব। ব্রহ্মা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, যে আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, আমরা তাহার পুত্র হইব। ৩৬

অসুরদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যুদ্ধস্থলে বাহুর দ্বারা দুই দৈত্যকে গ্রহণ করিলেন এবং পীড়িত করিলেন। তাহাতে মধু ও কৈটভ উভয়ে নিধন প্রাপ্ত হইল। ৩৭

মৃত্যুর পর তাহাদের মৃত শরীর জলাপ্লুত হইয়া এক হইল। জলতরঙ্গের দ্বারা মথিত দৈত্যদ্বয় মেদ পরিত্যাগ করিল। ঐ মেদের দ্বারা জল ব্যাপ্ত হওয়ায় সেখানে জল রহিল না। ঐ

মেদসা তজ্জলং ব্যাপ্তং তাভ্যামন্তর্দধে ততঃ।
নারায়ণশ্চ ভগবানসৃজৎ স পুনঃ প্রজাঃ॥ ৩৯
দৈত্যয়োর্মেদসাচ্ছন্না মেদিনীতি ততঃ স্মৃতা।
প্রভাবাৎ পদ্মনাভস্য শাশ্বতী জগতী কৃতা॥ ৪০
বরাহেণ পুরা ভূত্বা মার্কণ্ডেয়স্য পশ্যতঃ।
বিষাণেনাহমেকেন তোয়মধ্যাৎ সমুদ্ধৃতা॥ ৪১
হৃতাহং ক্রমতা ভূয়স্তদা যুষ্মাকমগ্রতঃ।
বলেঃ সকাশাদ্ দৈত্যস্য বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ৪২
সাম্প্রতং খিন্নমানাহমনাথেব গদাধরম্।
অনাথা জগতো নাথং শরণ্যং শরণং গতা॥ ৪৩
অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুর্গবাং সূর্য্যো গুরুঃ স্মৃতঃ।
নক্ষত্রাণাং গুরুঃ সোমো মম নারায়ণো গুরুঃ॥ ৪৪
যদহং ধারয়াম্যেকা জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
ময়া ধৃতং ধারয়েত্ত সর্ব্বমেতদ্ গদাধরঃ॥ ৪৫
জামদগ্ন্যেন রামেণ ভারাবতরণেপ্সয়া।

মেদের উপর ভগবান্ নারায়ণ পুনর্বার প্রজাসৃষ্টি করিলেন। ৩৮-৩৯

ঐ দৈত্যদ্বয়ের মেদের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় আমি মেদিনী নামে তখন হইতে পরিচিত। পদ্মনাভ ভগবানের প্রভাবে এই জগৎ সদা স্থিতিশীল হইয়াছে। ৪০

পুরাকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই ভগবান্ নারায়ণই মার্কণ্ডেয় ঋষির সমক্ষে একটি বিষাণের (দন্তের) দ্বারা জলমধ্য হইতে আমাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ৪১

পরবর্তী কালে পুনর্বার তোমাদের সমক্ষেই প্রভাববান্ ভগবান্ বিষ্ণু বলিদৈত্যের নিকট পদ বিস্তারের দ্বারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪২

সম্প্রতি আমি অত্যন্ত খিন্ন হইয়া অনাথা হইয়াছি এবং জগতের নাথ সকলের আশ্রয় গদাধরের শরণাগত হইয়াছি। ৪৩

অগ্নি সুবর্ণের গুরু, সমস্ত কিরণের গুরু সূর্য্য, নক্ষত্রসমূহের গুরু চন্দ্রমা এবং আমার গুরু ভগবান্ নারায়ণ। ৪৪

আমি একাকিনী যে স্থাবর-জঙ্গম জগৎকে ধারণ করিয়া আছি, আমার দ্বারা ধৃত সকল বস্তুকে গদাধর ধারণ করিয়া আছেন। ৪৫

এই ভগবান্ নারায়ণ জমদগ্নিতনয় পরশুরামরূপে আমার ভার লাঘব করার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ হইয়া একুশ বার আমাকে ক্ষত্রিয়-রহিত করিয়াছিলেন। ৪৬

রোষাৎ ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽহং ক্ষত্রিয়ৈর্বিপ্রযোজিতা॥ ৪৬
সাস্মি বেদ্যাং সমারোপ্য তর্পিতা নৃপশোণিতৈঃ।
ভার্গবেণ পিতুঃ শ্রাদ্ধে কশ্যপায় নিবেদিতা॥ ৪৭
মাংস-মেদোঽস্থিদুর্গন্ধা দিগ্ধা ক্ষত্রিয়শোণিতৈঃ।
রজস্বলেব যুবতিঃ কশ্যপং সমুপস্থিতা॥ ৪৮
স মাং ব্রহ্মর্ষিরপ্যাহ কিমুর্বি ত্বমবাঙ্মুখী।
বীরপত্নীব্রতমিদং ধারয়ন্তী বিষীদসি॥ ৪৯
সাহং বিজ্ঞাপিতবতী কশ্যপং লোকভাবনম্।
পতয়ো মে হতা ব্রহ্মন্ ভার্গবেণ মহাত্মনা॥ ৫০
সাহং বিহীনা বিক্রান্তৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শস্ত্রবৃত্তিভিঃ।
বিধবা শূন্যনগরা ন ধারয়িতুমুৎসহে॥ ৫১
তন্মহ্যং দীয়তাং ভর্ত্তা ভগবংস্ত্বৎসমো নৃপঃ।
রক্ষেৎ সগ্রাম-নগরাং যো মাং সাগরমালিনীম্॥ ৫২
স শ্রুত্বা ভগবান্ বাক্যং বাঢ়মিত্যব্রবীৎ প্রভুঃ
ততো মাং মানবেন্দ্রায় মনবে স প্রদত্তবান্॥ ৫৩

সেই আমি বেদীতে স্থাপিত হইয়া নৃপশোণিতের দ্বারা তর্পিত হইয়াছি এবং পরশুরাম কর্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে কশ্যপের নিকট নিবেদিত হইয়াছি। ৪৭

আমি ক্ষত্রিয়-শোণিতে আপ্লুত মাংস-মেদ-অস্থির জন্য দুর্গন্ধ-যুক্ত হইয়া রজস্বলা যুবতীর মত কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। ৪৮

সেই ব্রহ্মর্ষি তখন আমাকে বলিলেন—পৃথিবি! তুমি নত-মুখে রহিয়াছ কেন? তুমি বীরপত্নীর ব্রত ধারণ করিয়া বিষণ্ণ হইতেছ কেন? ৪৯

লোকহিতৈষী কশ্যপকে তখন আমি বলিয়াছিলাম—ব্রাহ্মণ! মহাত্মা ভৃগুনন্দন রাম আমার পতিগণকে নিহত করিয়াছেন। ৫০

শস্ত্রজীবী বিক্রমী ক্ষত্রিয়গণ না থাকায় আমি বিধবা হইয়াছি। নগরসমূহ ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে, এইজন্য আমি জীবন ধারণ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না। ৫১

ভগবন্! এইজন্য আপনি আপনার সদৃশ কোনও নরপতিকে আমার পতিরূপে প্রদান করুন। সাগররূপ মালাবতী গ্রামনগর-সহিতা আমাকে যে রক্ষা করিবে। ৫২

ভগবান্ শক্তিমান্ কশ্যপ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "বাঢ়ম্" তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি মনুষ্যেন্দ্র মনুর হাতে আমাকে সমর্পণ করিলেন। ৫৩

সা মনুপ্রভবং দিব্যং প্রাপ্যেক্ষ্বাকুকুলং নৃপম্
বিপুলেনাস্মি কালেন পার্থিবাৎ পার্থিবং গতা
এবং দত্তাস্মি মনবে মানবেন্দ্রায় ধীমতে।
ভুক্তা রাজসহস্রৈশ্চ মহর্ষিকুলসম্মিতৈঃ ॥ ৫৫
বহবঃ ক্ষত্রিয়াঃ শূরা মাং জিত্বা দিবমাশ্রিতাঃ।
তে চ কালবশং প্রাপ্য ময্যেব প্রলয়ং গতাঃ
মৎকৃতে বিগ্রহা লোকে বৃত্তা বর্ত্তন্ত এব চ।
ক্ষত্রিয়াণাং বলবতাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ৫৭
এতদ্ যুষ্মৎপ্রযত্নেন দৈবেন পরিপাল্যতে।
জগদ্ধিতার্থং কুরুত রাজ্ঞাং হেতুং রণক্ষয়ে ॥ ৫৮
যদ্যস্তি ময়ি কারুণ্যং ভারশৈথিল্যকারণাৎ।
একশ্চক্রধরঃ শ্রীমানভয়ং মে প্রযচ্ছতু ॥ ৫৯
যদহং ভারসন্তপ্তা সম্প্রাপ্তা শরণার্থিনী।
ভারো মদ্বরোদ্ধবো বিষ্ণুরেষ ব্রবীতু মাম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
ধরণীবাক্যে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

এইভাবে সেই আমি মনুপ্রসূত দিব্য ইক্ষ্বাকুবংশকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এক রাজা হইতে অন্য রাজার অধিকারে আসিতে লাগিলাম। ৫৪

এইভাবে আমি বুদ্ধিমান্ নরশ্রেষ্ঠ মনুর হস্তে সমর্পিত হইয়া মহর্ষিকুলানুমোদিত সহস্র সহস্র নরপতির দ্বারা উপভুক্ত হইয়াছি। ৫৫

বহু ক্ষত্রিয় বীর আমাকে জয় করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। তাহারা কালের বশীভূত হইয়া আমাতেই লীন হইয়াছে। ৫৬

এই সংসারে আমার জন্য যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ বলবান্ ক্ষত্রিয়গণের বহু যুদ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে। ৫৭

তোমাদের দ্বারা পরিচালিত দৈব জগতের পরিপালন করে। এক্ষণে তোমরা জগতের হিতের জন্য এমন উপায় চিন্তা কর, যাহা যুদ্ধে রাজগণের বিনাশের হেতু হয়। ৫৮

আমার ভার লাঘব করিবার জন্য যদি আমার প্রতি করুণা হয়, তাহা হইলে চক্রধারী অদ্বিতীয় ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে অভয় প্রদান করুন। ৫৯

আমি ভারপীড়িতা শরণার্থিনী হইয়া যাঁহার নিকটে আসিয়াছি। যদি আমার এই ভার অপসারণ করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণুই সেকথা আমাকে বলুন। ৬০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ধরণীর বাক্যবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ ব্রহ্মণ আজ্ঞয়া দেবাংশানামবতরণম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে শ্রুত্বা পৃথিবীবাক্যং সর্ব্ব এব দিবৌকসঃ
তদর্থকৃত্যং সঞ্চিন্ত্য পিতামহমথাব্রুবন্ ॥ ১
ভগবন্ ক্রিয়তামস্যা ধরণ্যা ভারসন্ততিঃ
শরীরকর্ত্তা লোকানাং ত্বং হি লোকস্য চেশ্বরঃ ॥ ২
যৎ কর্ত্তব্যং মহেন্দ্রেণ যমেন বরুণেন চ।
যদ্ বা কার্য্যং ধনেশেন স্বয়ং নারায়ণেন বা ॥ ৩
যদ্ বা চন্দ্রমসা কার্য্যং ভাস্করেণানিলেন বা।
আদিত্যৈর্বসুভির্বাপি রুদ্রৈর্বা লোকভাবনৈঃ ॥ ৪
অশ্বিভ্যাং দেববৈদ্যাভ্যাং সাধ্যৈর্বা ত্রিদশালয়ৈঃ।
বৃহস্পত্যোশনোভ্যাং বা কালেন কলিনাপি বা ॥ ৫
মহেশ্বরেণ বা ব্রহ্মন্ বিশাখেন গুহেন বা।
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বৈশ্চারণৈর্বা মহোরগৈঃ ॥ ৬

## ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ ব্রহ্মার আজ্ঞায় দেবাংশসকলের অবতরণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই সকল দেবগণ পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন। ১

ভগবন্! এই ধরণীর ভারসমূহ হরণ করুন। আপনি সকল লোকের শরীরের স্রষ্টা এবং সকল সংসারের ঈশ্বর। ২

ব্রহ্মন্! এই বিষয়ে মহেন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, নারায়ণ, চন্দ্রমা, ভাস্কর, অনিল, আদিত্য, বসু, লোকহিতকারী রুদ্র, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, স্বর্গবাসী সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, কলিকাল, মহেশ্বর, বিশাখ, কার্ত্তিকেয়, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, চারণ, মহানাগ, পন্নগ, পর্ব্বত, এবং তরঙ্গময় সমুদ্র ও গঙ্গাদি দিব্য নদীর কি করণীয় আছে, দেবশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! তাহা আপনি শীঘ্র আদেশ করুন। কিভাবে আমরা দীর্ঘ আদেশের প্রয়োগ

পতঙ্গৈঃ পর্বতৈশ্চাপি সাগরৈর্বা মহোর্মিভিঃ
গঙ্গামুখাভিরিবাভিঃ সরিদ্ভির্বা সুরেশ্বর ॥ ৭
শীঘ্রমাজ্ঞাপয় বিভো কথমংশঃ প্রযুজ্যতাম্ ।
যদি তে পার্থিবং কার্যং কার্যং পার্থিবনিগ্রহে ॥ ৮
কথমংশাবতরণং কুর্মঃ সর্বে পিতামহ
অন্তরিক্ষগতা যে চ পৃথিব্যাং পার্থিবাশ্চ যে ॥ ৯
সদস্যানাঞ্চ বিপ্রাণাং পার্থিবানাং কুলেষু চ
অযোনিজাশ্চৈব তনূঃ সৃজামো জগতীতলে ॥ ১০
সুরাণামেককার্যাণাং শ্রুত্বৈতন্নিশ্চিতং মতম্ ।
দেবৈঃ পরিবৃতঃ প্রাহ বাক্যং লোকপিতামহঃ ॥ ১১
রোচতে মে সুরশ্রেষ্ঠা যুষ্মাকমপি নিশ্চয়ঃ ।
সৃজধ্বং স্বশরীরাংশাংস্তেজসাত্মসমান্ ভুবি ॥ ১২
সর্ব এব সুরশ্রেষ্ঠাস্তেজোভিরবরোহত ।
ভাবয়ন্তো ভুবং দেবীং লব্ধ্বা ত্রিভুবনশ্রিয়ম্ ॥ ১৩
পার্থিবে ভারতে বংশে পূর্বমেব বিচারিতা ।
পৃথিব্যাঃ সম্ভ্রমমিমং জানতা শ্রূয়তাং কৃতম্ ॥ ১৪
সমুদ্রেঽহং পুরা পূর্বে বেলামাসাদ্য পশ্চিমাম্ ।
আসং সার্দ্ধং তনুজেন কশ্যপেন মহাত্মনা ॥ ১৫
কথাভিঃ পূর্ববৃত্তাভির্লোকবেদানুগামিভিঃ
ইতিবৃত্তৈশ্চ বহুভিঃ পুরাণপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৬
কুর্বতস্তু কথাস্তাস্তাঃ সমুদ্রঃ সহ গঙ্গয়া
সমীপমাজগামাশু যুক্তোঽম্বুদমারুতৈঃ
স বীচিবিষমাং কুর্বন্ গতিং বেগতরঙ্গিণীম্
নাদোরগবিচিত্রেণ সংছন্নস্তোয়বাসসা ॥ ১৮
শঙ্খমুক্তামলতনুঃ প্রবালমণিভূষণঃ ।
যুক্তশ্চন্দ্রবশা পূর্ণঃ নাদগম্ভীরনিস্বনঃ ॥ ১৯
স মাং পরিভবন্নেব স্বাং বেলাং সমতিক্রমন্
ক্লেদয়ামাস চপলৈর্বারিণঃ পৃষদিত্রবৈঃ ॥ ২০
তস্য দেশং ব্যবসিতঃ সমুদ্রোঽস্মি বিবর্দ্ধিতুম্ ।
উক্তঃ সংরব্ধয়া বাচা শান্তোঽসীতি ময়া তদা ॥ ২১
শান্তোঽসীত্যুক্তমাত্রস্তু তনুত্বং সাগরো গতঃ ।
সংহৃতোর্মিতরঙ্গৌঘঃ স্থিতো রাজশ্রিয়া জ্বলন্ ॥ ২২
ভূয়শ্চৈব ময়া শপ্তঃ সমুদ্রঃ সহ গঙ্গয়া ।
সকারণাং মতিং কৃত্বা যুষ্মাকং হিতকাম্যয়া ॥ ২৩

---

করিব। যদি পৃথিবীর বিষয়ে আপনি কর্তব্য করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে পৃথিবীপতিগণের মধ্যে যুদ্ধের উৎপাদন বিষয়ে আমরা কি করিব ? ৩-৮

পিতামহ ! আমরা সকলে কিভাবে অংশাবতরণ করিব ? অন্তরিক্ষে যে দেবগণ আছেন, পৃথিবীতে পার্থিবরূপে যাঁহারা আছেন, সেই আমরা ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণের ও রাজগণের বংশে এই জগতে অযোনিজ শরীর সৃষ্টি করিব। ৯-১০

একই কার্যে সমুদ্যত দেবগণের এই নিশ্চিত মত শ্রবণ করিয়া দেবপরিবৃত লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন। ১১

সুরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমাদের এইরূপ নিশ্চয় আমার অভিপ্রেত মনে হইতেছে। ভূতলে তোমরা প্রত্যেকের দ্বারা নিজ নিজ শরীরের অংশ সৃষ্টি কর। ১২

দেবশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা স্বীয় তেজে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যলাভ করিয়া পৃথিবীদেবীকে রক্ষা করিতে করিতে সেখানে অবস্থান কর। ১৩

আমি পৃথিবীর এইরূপ ভয় পূর্বেই জানিতাম। অতএব পৃথিবীতে স্থিত ভারতবংশের আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। ১৪

পুরাকালে আমি পূর্বসমুদ্রের পশ্চিমতটে আমার পুত্র মহাত্মা কশ্যপের সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। তখন আমি প্রাচীনকালে সংঘটিত কথা ও লোকশাস্ত্রানুসারী উত্তম গুণবিশিষ্ট বহু ইতিবৃত্তের দ্বারা কথা বলিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলাম। এমন সময় গঙ্গার সহিত এবং মেঘ ও বায়ুর সহিত সমুদ্র সত্বর আমার নিকট আগমন করিল। ১৫-১৭

সমুদ্র বেগের দ্বারা বিশাল তরঙ্গময় ও তরঙ্গের দ্বারা বিষম গতি প্রকাশ করিয়া জলজন্তুসমূহের দ্বারা বিচিত্র জলরূপ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত, শঙ্খমুক্তার দ্বারা নির্মলদেহ, প্রবাল মণি প্রভৃতি ভূষণধারী, পূর্ণচন্দ্রবশত হওয়ায় উদ্বেলিত, মেঘের মত গর্জনরত হইল এবং স্বীয় মর্যাদা রূপ বেলাভূমি লঙ্ঘন করিয়া আমাকে পরাভূত করিবার জন্যই যেন লবণাক্ত চঞ্চল জলবিন্দু বিক্ষেপের দ্বারা আমাকে সিক্ত করিয়া দিল। ১৮-২০

যখন সমুদ্র সেই স্থানটিকে উচ্ছ্বসিত জলের দ্বারা প্লাবিত করিতে উদ্যত হইল, তখন আমি রোষান্বিত বাক্যের দ্বারা বলিলাম—শান্ত হও। ২১

'শান্ত হও' এই বাক্য বলামাত্র সাগর ক্ষুদ্র হইয়া গেল। তাহার তরঙ্গসমূহ স্তিমিত হইল, সে রাজলক্ষ্মীর দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া স্থির হইল। ২২

অনন্তর আমি পৃথিবীর ভার হরণরূপ কারণ বিচার করিয়া তোমাদের হিতকামনায় গঙ্গাসহিত সমুদ্রকে শাপ দিতে গিয়া বলিলাম। ২৩

যস্মাৎ ত্বং রাজতুল্যেন বপুষা সমুপস্থিতঃ।
গঙ্গার্ণব মহীপালো রাজৈব ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৪
তত্রাপি সহজাং লীলাং ধারয়ন্ স্বেন তেজসা।
ভবিষ্যসি নৃপাং ভর্তা ভারতানাং কুলোদ্বহঃ ॥ ২৫
শান্তোঽসীতি ময়োক্তস্ত্বং যস্মাদপি তন্মুতাং গতঃ।
সুতদুর্বলদা লোকে শান্তনুস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৬
ইয়মপ্যায়তাপাঙ্গী গঙ্গা সর্বাঙ্গশোভনা।
রূপিণী চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তত্র ত্বামুপযাস্যতি ॥ ২৭
এবমুক্তস্তু মাং কৃষ্ণঃ সোঽভিবীক্ষ্যার্ণবোঽব্রবীৎ।
মাং প্রভো দেবদেবানাং কিমর্থং শপ্তবানসি ॥ ২৮
অহং তব বিধেয়াত্মা ত্বৎকৃতস্ত্বৎপরায়ণঃ।
অশপোঽসদৃশৈর্বাক্যৈরাত্মজং মাং কিমাত্মনা ॥ ২৯
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন বেগাৎ পর্বণি বর্ধিতঃ।
যদ্যহং চলিতো ব্রহ্মন্ কোঽত্র দোষো মমাত্মনঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্তাভিঃ পবনৈরদ্ভিঃ স্পৃষ্টো যদসি পর্বণি।
অত্র মে কিং নু ভগবন্ বিদ্যতে শাপকারণম্ ॥ ৩১
উদ্ধতৈস্তু নভোবাতৈঃ প্রবৃদ্ধৈস্ত বলাহকৈঃ।
পর্বণা চেন্দুযুক্তেন ত্রিভিঃ ক্ষুব্ধোঽস্মি কারণৈঃ ॥ ৩২
এবং যদ্যপরাদ্ধোঽহং কারণৈস্ত্বৎপ্রকল্পিতৈঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি মে ব্রহ্মন্ শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্যতাম্ ॥ ৩৩
এবং যদি নিরালম্বে শাপাচ্ছিথিলতাং গতে।
কারুণ্যং কুরু দেবেশ প্রসাদং যদ্যবেক্ষসে ॥ ৩৪
অস্যাস্তু দেবগঙ্গায়া গাং গতায়াস্ত্বদাজ্ঞয়া।
মম দোষাৎ সদোষায়াঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ৩৫
তমহং প্রকৃত্যা বাচা মহার্ণবমথাব্রবম্।
অকারণজ্ঞং দেবানাং ত্রস্তং শাপানলেন তম্ ॥ ৩৬
শান্তিং ব্রজ ন ভেতব্যং প্রসন্নোঽস্মি মহোদধে।
শাপেঽস্মিন্ সরিতাং নাথ ভবিষ্যং শৃণু কারণম্ ॥ ৩৭
ত্বং গচ্ছ ভারতে বংশে স্বং দেহং স্বেন তেজসা।
আধৎস্ব সরিতাং নাথ ত্যক্ত্বা মাং সাগরীং তনুম্ ॥ ৩৮

---

সমুদ্র ! যেহেতু তুমি রাজার তুল্য শরীরে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সেইজন্য তুমি যাও, তুমি পৃথিবীপালনকারী রাজা হইবে। ২৪

সেখানে নিজ তেজে তাঁর সহজ লীলা ধারণ করিয়া মনুষ্যগণের ভর্তা ও ভরতবংশীয়গণের বংশরক্ষক হইবে। ২৫

আমি 'শান্ত হও' এইরূপ বলাতেই তুমি শান্ত হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে, এইজন্য তুমি সুন্দরদেহযুক্ত ও সংসারে যশস্বী হইয়া শান্তনু নামে বিখ্যাত হইবে। ২৬

এই দীর্ঘনেত্রা সর্বাঙ্গসুন্দরী নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা, মূর্তিমতী হইয়া তোমার অনুগমন করিবে। ২৭

আমি এইরূপ বলিলে কৃষ্ণ সমুদ্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—দেবদেবেশ্বর ! তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে কেন ? ২৮

আমি তোমার আজ্ঞাপালক, আমি তোমার দ্বারাই নির্মিত ও তোমার অনুগত। তুমি স্বয়ং আমাকে অনুচিত বাক্যের দ্বারা অভিশাপ দিলে কেন ? ২৯

ভগবন্ ! তোমার কৃপায় আমি পূর্ণিমার দিন বেগে বর্ধিত হইয়া থাকি। ব্রহ্মন্ ! এইজন্য যদি আমি চঞ্চল হইয়া থাকি, তাহা হইলে ইহাতে আমার নিজের কি দোষ ? ৩০

ভগবন্ ! অত পূর্ণিমার বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত জলের দ্বারা যদি তুমি স্পৃষ্ট হইয়া থাক, ইহাতে আমার প্রতি শাপের কারণ কি ? ৩১

উদ্ধত প্রচণ্ড বায়ু, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মেঘ ও পূর্ণচন্দ্র-যুক্ত পর্বদিন এই তিনটি কারণের দ্বারা আমি ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি। ৩২

ব্রহ্মন্ ! এইভাবে তোমার নির্মিত কারণসমূহের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং এই শাপ নিবৃত্ত কর। ৩৩

দেবেশ ! আমি অবলম্বনহীন ও শাপবশতঃ শিথিল হইয়া যাইতেছি। যদি তুমি শরণাগত রক্ষার প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে আমার উপর করুণা প্রকাশ কর। ৩৪

এই দেবনদী গঙ্গা তোমার আজ্ঞানুসারেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমার দোষের জন্য গঙ্গা দোষযুক্ত হইল যে, ইহার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ কর। ৩৫

মহাসাগর দেবতার-শাপরূপ কারণ জানিত না, সে শাপ-বহ্নির দ্বারা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, এইজন্য তখন আমি তাহাকে মধুর বাক্যে বলিলাম। ৩৬

মহোদধে ! শান্ত হও। ভয় করিও না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্নই আছি। নদীনাথ ! এই শাপের ভবিষ্যৎ কারণ বা উদ্দেশ্য শ্রবণ কর। ৩৭

নদীনাথ ! তুমি নিজ তেজের দ্বারা এই সাগর-শরীর ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ যোগবলে নিজেকে দ্বিধা করিয়া ( একরূপে সমুদ্ররূপে থাকিয়া ) অপর রূপে ভারতবংশে নিজ শরীরকে গর্ভে স্থাপন কর। ৩৮

মহোদধে মহীপালস্তত্র রাজশ্রিয়া বৃতঃ ।
পালয়ংশ্চতুরো বর্ণান্ রংস্যসে সলিলেশ্বর ॥ ৩৯
ইয়ঞ্চ তে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ।
তৎকালং রমণীয়াঙ্গী গঙ্গা পরিচরিষ্যতি ॥ ৪০
অনয়া সহ জাহ্নব্যা মোদমানো মহাম্বুধে
ইমং সলিলসংক্লেশং বিস্মরিষ্যসি সাগর ॥ ৪১
ত্বরতা চৈব কর্ত্তব্যং ত্বয়েদং মম শাসনম্ ।
প্রাজাপত্যেন বিধিনা গঙ্গয়া সহ সাগর ॥ ৪২
বসবঃ প্রচ্যুতাঃ স্বর্গাৎ প্রবিষ্টাশ্চ রসাতলম্
তেষামুৎপাদনার্থায় ত্বং ময়া বিনিয়োজিতঃ ॥ ৪৩
অষ্টৌ তান্ জাহ্নবী গর্ভানপত্যার্থং দধাস্বিয়ম্ ।
বিভাবসোস্তুল্যগুণান্ সুরাণাং প্রীতিবর্দ্ধনান্ ॥ ৪৪
উৎপাদ্য ত্বং বসূন্ শীঘ্রং কৃত্বা কুরুকুলং মহৎ
প্রবেষ্টাসি ততঃ ত্যক্ত্বা পুনঃ সাগর সাগরীম্ ॥ ৪৫
এবমেতন্ময়া পূর্বং চিন্তিতার্থং বঃ সুরোত্তমাঃ
ভবিষ্যং পশ্যতা ভারং পৃথিব্যাঃ পার্থিবাত্মকম্ ॥ ৪৬

জলাধিপতে! মহাসমুদ্র! তুমি পৃথিবীপালক ও রাজলক্ষ্মী-যুক্ত হইয়া চারি বর্ণকে (ব্রাহ্মণাদিকে) পালন করিতে করিতে আনন্দে থাকিবে। ৩৯

এই তোমার প্রেয়সী নদীশ্রেষ্ঠা রমণীয়াঙ্গী গঙ্গা উত্তমরূপ ধারণ করিয়া সেই সময় তোমার পরিচর্যা করিবে। ৪০

সাগর! তুমি আমার আদেশে সেখানে এই গঙ্গার সহিত আনন্দ লাভ করিয়া এই সলিল-সংক্লেশ বিস্মৃত হইবে। ৪১

সাগর! তুমি অতি সত্বর আমার আদেশ পালন কর এবং প্রাজাপত্যবিধানে গঙ্গার সহিত মিলিত হও। ৪২

অষ্টবসু স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণের জন্য আমি তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি। ৪৩

এই গঙ্গা অগ্নিতুল্য গুণবান্ দেবগণের প্রীতিবর্দ্ধনকারী ঐ অষ্ট বসুকে পুত্ররূপে উৎপন্ন করিবার জন্য তোমা হইতে গর্ভ ধারণ করুন। ৪৪

সাগর! তুমি বসুগণকে উৎপন্ন করিয়া এবং শীঘ্রই কুরু-বংশকে বিশাল করিয়া শরীর ত্যাগ পূর্বক পুনর্বার এই সাগর রূপে প্রবিষ্ট হইবে। ৪৫

সুরশ্রেষ্ঠগণ! এইভাবে আমি পৃথিবীর ভাবী দুঃখস্বরূপ দুষ্ট ভূপতিগণ ভার বুঝিয়া তোমাদের হিতের জন্য পূর্বেই এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। ৪৬

তবেদং শান্তনোর্বংশঃ পৃথিব্যাং রোপিতো ময়া ।
বসবো যে চ গঙ্গায়ামুৎপন্নাস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৪৭
অষ্টাপি ভুবি গাঙ্গেয়স্তত্রৈব বসুরষ্টমঃ
সপ্তৈতে বসবঃ প্রাপ্তাঃ স একঃ পরিলম্বতে ॥ ৪৮
দ্বিতীয়ায়াং স সৃষ্টায়াং দ্বিতীয়া শান্তনোস্তনুঃ ।
বিচিত্রবীর্যো দ্যুতিমানাসীদ্ রাজা প্রতাপবান্ ॥ ৪৯
বৈচিত্রবীর্যৌ দ্বাবেব পার্থিবৌ ভুবি সাম্প্রতম্
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ বিখ্যাতৌ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৫০
তত্র পাণ্ডোঃ প্রিয়া সৃষ্টে দ্বে ভার্যে সম্বভূবতুঃ
উভে কুন্তী চ মাদ্রী চ দেবযোষোপমে তু তে ॥ ৫১
ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞস্তু ভার্যৈকা তুল্যচারিণী ।
গান্ধারী ভুবি বিখ্যাতা ভর্তুর্নিত্যং হিতে স্থিতা ॥ ৫২
তত্র বংশা বিভজ্যন্তাং বিপক্ষাঃ পক্ষ এব চ
পুত্রাণাং হি তয়ো রাজ্ঞোর্ভবিতা বিগ্রহো মহান্ ॥ ৫৩
তেষাং বিমর্দে দায়াদ্যে নৃপাণাং ভবিতা ক্ষয়ঃ
যুগান্তপ্রতিমশ্চৈব ভবিষ্যতি মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৫৪

এইভাবে আমি পৃথিবীতে শান্তনুর বংশের বীজ রোপণ করিয়াছি। স্বর্গবাসী অষ্টবসু গঙ্গার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সাতজন বসু এখানে চলিয়া আসিয়াছে। কেবল গঙ্গাপুত্র অষ্টম বসু অদ্যাপি পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে। ৪৭-৪৮

শান্তনুর দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে দ্যুতিমান্ বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে শান্তনুর দ্বিতীয় শরীর-স্বরূপ ও প্রতাপশালী রাজা ছিল। ৪৯

বিচিত্রবীর্য্যের দুইটি পুত্র এই পৃথিবীতে বর্তমান আছে। তাহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। তাহারা উভয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত রাজা। ৫০

তাহাদের মধ্যে পাণ্ডুর শ্রীসম্পন্না দুইটি পত্নী আছে। তাহাদের নাম কুন্তী ও মাদ্রী। উভয়েই মঙ্গলময়ী ও দেব-রমণী-সদৃশী। ৫১

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এক পত্নী গান্ধারী নামে ভূতলে বিখ্যাত। গান্ধারী ভর্তার সমান আচারপরায়ণা ও সর্বদা পাতিব্রত্য ব্রতে স্থিতা। ৫২

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এই দুই রাজার পুত্রগণের পরস্পর মহাযুদ্ধ হইবে। এইজন্য তোমরা তাহাদের পক্ষে ও বিপক্ষে পৃথক্ পৃথক্ বংশ উৎপন্ন কর। ৫৩

পৈতৃক রাজ্যের বিভাগ-বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে বহু

সবলেষু নরেন্দ্রেষু পাণ্ড্যংশবিস্তরেষ্বথ।
বিবিক্তপুররাষ্ট্রৌঘা ক্ষিতিঃ শৈথিল্যমেষ্যতি ॥ ৫৫
দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে ময়া দৃষ্টং পুরাতনম্
ক্ষয়ং যাস্যন্তি শস্ত্রেণ মানবৈঃ সহ পার্থিবাঃ ॥ ৫৬
তত্রাবশিষ্টান্ মনুজান্ সুপ্তান্ নিশি বিচেতসঃ।
ধক্ষ্যতে শঙ্করস্যাংশঃ পাবকেনাদ্ভুতকর্মা ॥ ৫৭
অন্তকপ্রতিমে তস্মিন্ নিবৃত্তে ক্রূরকর্মণি
সমাপ্তনিধনাখ্যান্তে তৃতীয়ং দ্বাপরং যুগম্ ॥ ৫৮
মহেশ্বরাংশেঽপসৃতে ততো মাহেশ্বরং যুগম্।
তিষ্যং প্রবর্ততে পশ্চাদ্ যুগং দারুণদর্শনম্ ॥ ৫৯
অধর্মপ্রায়পুরুষং স্বল্পধর্মপ্রতিগ্রহম্
উৎসন্নসত্যসংযোগং বর্দ্ধিতানৃতসঞ্চয়ম্ ॥ ৬০
মহেশ্বরঃ কুমারশ্চ যৌ চ দেবৌ সমাশ্রিতাঃ
ভবিষ্যন্তি নরাঃ সর্বে লোকে ন স্থবিরায়ুষঃ ॥ ৬১

তদেষ নির্ণয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ পৃথিব্যাং পার্থিবান্তকঃ।
অংশাবতরণং সর্বে সুরাঃ কুরুত মা চিরম্ ॥ ৬২
ধর্মস্যাংশস্তু কুন্ত্যাং বৈ মাদ্র্যাঞ্চ বিনিযুজ্যতাম্।
বিগ্রহস্য কলির্মূলং গান্ধার্য্যাং বিনিযুজ্যতাম্ ॥ ৬৩
এতৌ পক্ষৌ ভবিষ্যন্তি রাজানঃ কালচোদিতাঃ
ক্ষাত্রবন্তঃ পৃথিব্যর্থে সর্বে সংগ্রামলালসাঃ ॥ ৬৪
গচ্ছত্বিয়ং বসুমতী স্বাং যোনিং লোকধারিণী।
সৃষ্টোঽয়ং নৈষ্ঠিকো রাজ্ঞামুপায়ো লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৬৫
শ্রুত্বা পিতামহবচঃ সা জগাম যথাগতম্।
পৃথিবী সহ কালেন বধায় পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ৬৬
দেবানচোদয়দ্ ব্রহ্মা নিগ্রহার্থে সুরদ্বিষাম্।
নরঞ্চৈব পুরাণর্ষিং শেষঞ্চ ধরণীধরম্ ॥ ৬৭
সনৎকুমারং সাধ্যাংশ্চ সুরাংশ্চাগ্নিপুরোগমান্।
বরুণঞ্চ যমঞ্চৈব সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তদা ॥ ৬৮

নরপতির বিনাশ হইবে। প্রলয়কাল-সদৃশ মহৎ ভয় উপস্থিত হইবে। ৫৪

সৈন্যসহিত নরপতিগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিলে পৃথিবীর সমস্ত নগর ও রাষ্ট্র নির্জন হইয়া গেলে এই পৃথিবী শৈথিল্য প্রাপ্ত হইবে। ৫৫

দ্বাপর যুগের অন্তে যাহা হইবে, সেই ঘটনা আমি জানিয়াছি। ঐ সমস্ত সৈনিক মানবদের সহিত নরপতিগণ শস্ত্রের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। ৫৬

ঐ যুদ্ধে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে রাত্রিতে অচেতনাবস্থায় শয়ান থাকাকালে শঙ্করের অংশ অশ্বত্থামা অগ্নিতুল্য অস্ত্রতেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ৫৭

যমতুল্য ক্রূরকর্ম এইভাবে নিবৃত্ত হইলে আমি বলিব যে তৃতীয় দ্বাপর যুগ সমাপ্ত হইল। ৫৮

মহেশ্বর শিবের অংশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমধামে গমন করিলে অবশিষ্ট মাহেশ্বর যুগ প্রবৃত্ত হইবে। এই অবশিষ্ট যুগ কলি দেখিতে বড়ই দারুণ। ৫৯

এই কলিযুগে প্রায় সকল পুরুষই অধর্মাশ্রয়ী হইবে। অল্প লোকই ধর্মকে গ্রহণ করিবে। সত্যের সহিত সম্বন্ধ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। অসত্যের সঞ্চয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৬০

মহেশ্বর ও কার্ত্তিকেয় এই দুই দেবতাকে প্রায় সকল লোক আশ্রয় করিবে। সংসারে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আয়ুষ্মান্ অধিক লোক থাকিবে না। ৬১

দেবগণ! অতএব এই নির্ণয়ই শ্রেষ্ঠ যে, পৃথিবীতে নরপতিগণের বিনাশ হউক। এইজন্য তোমরা সকলে স্ব স্ব অংশে অবিলম্বে অবতরণ কর। ৬২

ধর্মের অংশ ধারণকারী দেবগণকে কুন্তী ও মাদ্রীতে উৎপন্ন হইবার জন্য নিয়োগ কর। কলহই যুদ্ধের মূল। সুতরাং কলহরূপ কলির সহায়কগণকে গান্ধারীতে উৎপন্ন হইবার জন্য নিয়োগ কর। ৬৩

কালপ্রেরিত রাজগণ এই দুই পক্ষে অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহারা সকলেই পৃথিবীর জন্য লোভাবিষ্ট ও যুদ্ধলালসান্বিত হইবে। ৬৪

সকল লোকধারিণী পৃথিবী এখন নিজ স্থানে যাউক। তাহার ভারভূত রাজগণের বিনাশের জন্য লোকপ্রসিদ্ধ উপায় উচিত রীতিতে আরম্ভ হইল। ৬৫

ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া পৃথিবী রাজগণের বধের জন্য কালের সহিত যেভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবেই গমন করিল। ৬৬

তখন ব্রহ্মা দেবদ্রোহী দানবগণের নিগ্রহের জন্য দেবগণকে প্রেরিত করিলেন। তিনি পুরাতন ঋষি নর, ধরণীধর শেষ, সনৎকুমার, সাধ্যগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, বরুণ, যম, সূর্য্য চন্দ্রমা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও অন্যান্য দেবগণকে প্রেরিত করিয়া স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইলেন। ৬৭-৬৮

গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ
ততোঽংশানবনিং দেবাঃ সর্ব এবাবতারয়ন্ ॥ ৬৯
যথা তে কথিতং পূর্ব্বং বংশানুচরণং ময়া
অযোনিজা যে চান্যে চ দেবাঃ পৃথিবীতলে
দৈত্য-দানবহন্তারঃ সম্ভূতাঃ পুরুষেশ্বরাঃ ।
কৌরিকাবৃক্ষসঙ্কাশা বজ্রসংহননাস্তথা ॥ ৭১
নাগাযুতবলাঃ কেচিৎ কেচিদোঘবলান্বিতাঃ ।
গদা-পরিঘ-শক্তীনাং সহাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৭২
গিরিশৃঙ্গপ্রহর্ত্তারঃ সর্ব্বে পরিঘযোধিনঃ ।
বৃষ্ণিবংশসমুৎপন্নাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৩
কুরুবংশে চ তে দেবাঃ পঞ্চালেষু চ পার্থিবাঃ ।
যাজ্ঞিকানাং সমৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ যোনিষু ॥ ৭৪
সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞা মহেষ্বাসা বেদব্রতপরায়ণাঃ
সর্ব্বর্দ্ধিগুণসম্পন্না যজ্বানঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ ॥ ৭৫
আচালয়েয়ুঃ শৈলান্ ক্রুদ্ধা ভিন্দ্যুর্মহীতলম্
উৎপতেয়ুরথাকাশং ক্ষোভয়েয়ুর্মহোদধিম্
এবমাদিশ্য তান্ সর্ব্বান্ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ
নারায়ণে সমাবেশ্য লোকান্ শান্তিমুপাগমৎ ॥ ৭৭
ভূয়ঃ শৃণু যথা বিষ্ণুরবতীর্ণো মহীতলে ।
প্রজানাং বৈ হিতার্থায় প্রভুঃ প্রাণিহিতেশ্বরঃ ॥ ৭৮
যযাতিবংশজস্যাথ বসুদেবস্য ধীমতঃ
কুলে পূজ্যে যশস্কর্ম্মা জজ্ঞে নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
দেবানামংশাবতরণে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

জনমেজয়! আমি তোমাকে পূর্ব্বে (আদিপর্ব্বে) বংশানুচরণের কথা বলিয়াছি; তদনুসারে দৈত্য-দানবগণের বিনাশকারী দেবগণ যোনিজ ও অযোনিজরূপে পৃথিবীতে রাজা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ রাজগণ কৌরিকাবৃক্ষসদৃশ বজ্রসদৃশ সুদৃঢ় শরীরবিশিষ্ট, দশসহস্র হস্তীর সমান বলবান্, কেহ কেহ প্রচণ্ড জলপ্রবাহতুল্য বলশালী, গদা, পরিঘ ও শক্তির আঘাত সহনে সমর্থ, পরিঘসদৃশ বাহুবিশিষ্ট, সকলেই পর্ব্বতশৃঙ্গের দ্বারা প্রহারকারী ও পরিঘের দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ। তাঁহারা শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় বৃষ্ণিবংশে সমুৎপন্ন হইলেন। দেবগণ কুরুবংশে ও পাঞ্চাল-বংশে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনেকে যাজ্ঞিক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৭০-৭৪

তাঁহারা সকল অস্ত্রের জ্ঞাতা, মহাধনুর্দ্ধর, বেদব্রতপরায়ণ, সকল ঐশ্বর্য্যগুণসম্পন্ন যজ্ঞকারী ও পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানরত। ৭৫

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শৈলসমূহকে বিচলিত করেন, পৃথিবীকে বিদীর্ণ করেন, আকাশে উঠিতে পারেন এবং মহাসমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করেন। ৭৬

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু ব্রহ্মা সেই সকল দেবগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া সকল লোকরক্ষার ভার নারায়ণে সমর্পণ করিয়া শান্ত হইলেন। ৭৭

সকল প্রাণীর হিতসাধনসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাগণের হিতের জন্য এই ভূতলে যেভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কথা পুনর্ব্বার শ্রবণ কর। ৭৮

রাজা যযাতির বংশে জাত বুদ্ধিমান্ বসুদেবের পূজনীয় কুলে যশোবর্দ্ধক প্রভু নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে দেবগণের অংশাবতরণবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবন্তং বিষ্ণুং প্রতি দেবর্ষি-নারদস্য বাক্যম্— ভূলোকস্য বর্ত্তমানদশাং বর্ণয়িত্বা অবতারগ্রহণায় ভগবতে প্রেরণাদানম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃতকার্য্যে গতে কালে জগত্যাঞ্চ যথানয়ম্
অংশাবতরণে বৃত্তে সুরাণাং ভারতে কুলে ॥ ১
ভাগেঽবতীর্ণে ধর্ম্মস্য শক্রস্য পবনস্য চ।
অশ্বিনোর্দেবভিষজোর্ভাগে বৈ ভাস্করস্য চ ॥ ২
পূর্ব্বমেব বনিগতে ভাগে দেবপুরোধসঃ।
বসুনামষ্টমে ভাগে প্রাগেব ধরণীং গতে ॥ ৩
মৃত্যোর্ভাগে ক্ষিতিগতে কলের্ভাগে তথৈব চ
ভাগে শুক্রস্য সোমস্য বরুণস্য চ গাং গতে ॥ ৪
শঙ্করস্য গতে ভাগে মিত্রস্য ধনদস্য চ।
গন্ধর্ব্ব রগ-রক্ষাণাং ভাগাংশেষু গতেষু চ ॥ ৫
ভাগেষ্বথেষু গগনাদবতীর্ণেষু মেদিনীম্।
ত্রিষ্ঠনারায়ণস্যাংশে নারদঃ সমদৃশ্যত ॥ ৬
অগ্নিজ্বাগ্নিপ্রতীকাশো বালার্কসদৃশেক্ষণঃ।
সব্যাপবৃত্তঃ বিপুলং জটামণ্ডলমুদ্বহন্ ॥ ৭

চন্দ্রাংশুশুক্লে বসনে বসানো রুক্মভূষিতঃ
বীণাং গৃহীত্বা মহতীং কক্ষাসক্তাং সখীমিব ॥ ৮
কৃষ্ণাজিনে,ত্তরাসঙ্গো হেমযজ্ঞোপবীতবান্।
দণ্ডী কমণ্ডলুধরঃ সাক্ষাচ্ছক্র ইবাপরঃ ॥ ৯
ভেত্তা জগতি গুহ্যানাং বিগ্রহাণাং গ্রহোপমঃ
গাতা চতুর্ণাং বেদানামুদ্গাতা প্রথমর্দ্বিজাম্।
মহর্ষিবিগ্রহরুচির্বিদ্বান্ গান্ধর্ব্বকোবিদঃ ॥ ১০
বৈরিকেলিকিলো বিপ্রো ব্রাহ্মঃ কলিবিবাপরঃ।
দেব-গন্ধর্ব্বলোকানামাদিবক্তা মহামুনিঃ ॥ ১১
স নারদোঽথ ব্রহ্মর্ষির্ব্রহ্মলোকচরোঽব্যয়ঃ।
স্থিতো দেবসভামধ্যে সংহৃষ্টো বিষ্ণুমব্রবীৎ ॥ ১২
অংশাবতরণং বিষ্ণো যদিদং ত্রিদশৈঃ কৃতম্
ক্ষয়ার্থে পৃথিবীভর্তৃণাং সর্ব্বমেতদকারণম্ ॥ ১৩
যদেতৎ পার্থিবং ক্ষত্রং স্থিতং ত্বয়ি ধরাধর।
নর-নারায়ণযুক্তোঽয়ং কার্য্যার্থঃ প্রতিভাতি মে ॥ ১৪

## চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি দেবর্ষি নারদের বাক্য—ভূলোকের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া অবতার গ্রহণের জন্য ভগবানকে প্রেরণা দান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যখন পৃথিবী ও কাল উভয়ে যথোচিত রূপে কৃতকৃত্য হইয়া যথাবে গমন করিলেন এবং দেবগণের ভারতবংশে যথোচিতভাবে অংশে অংশে অবতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইল, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বায়ু, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সূর্য্য স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার পূর্ব্বে দেবপুরোহিত বৃহস্পতি বাসেন পৃথিবীতে গিয়াছেন। বসুগণের অষ্টম বসু পূর্ব্বেই পৃথিবীতে গিয়াছেন, যম ও কলির অংশ পৃথিবীতে গিয়াছে, শুক্র, সোম, বরুণ, শঙ্কর, মিত্র কুবের, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষগণ সকলেরই অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন নারায়ণের অনুগত নারদ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। ১-৬

প্রজ্বলিতাগ্নিসদৃশ তেজস্বী ও উদীয়মান সূর্য্যসম নয়নবিশিষ্ট নারদ বিপুল জটাভার মস্তকের বামদিকে ধারণ করিয়া চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। স্বর্ণালঙ্কারভূষিত নারদ মহতী বীণাকে সখীর মত কক্ষদেশে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্ররূপে কৃষ্ণচর্ম্ম শরীরসংযুক্ত হইয়া আছে। তিনি সুবর্ণময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। দণ্ড-কমণ্ডলুধারী নারদ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৭-৯

সংসারে নারদ সকল গোপনীয় বিষয়ের প্রকাশক, যুদ্ধকারী গ্রহের সমান, চারিবেদের গায়ক, শ্রেষ্ঠ মন্ত্রসমূহের উদ্গাতা, মহর্ষি হইয়াও যুদ্ধে রুচিমান্, বিদ্বান্ ও সঙ্গীত-শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ। একের সহিত অপরের বৈরিতাকে খেলা মনে করেন। তিনি ব্রহ্মার পুত্র ও ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় কলির মত কলহপ্রিয় মহামুনি নারদ দেবগন্ধর্ব্বলোকের আদিবক্তা। ১০-১১

ব্রহ্মলোকে বিচরণকারী মৃত্যুহীন ব্রহ্মর্ষি নারদ দেবসভামধ্যে উপস্থিত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিলেন। ১২

বিষ্ণো! ভগবন্! পৃথিবীপতিগণের বিনাশের জন্য দেবগণ যে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে। ১৩

পরমেশ্বর! পৃথিবীতে যত ক্ষত্রিয় আছে, সকলই যদি তোমাতে অবস্থিত, তাহা হইলে আমার নিকট ইহাই সমস্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়গণের বিনাশরূপ কার্য্য নর-নারায়ণের সহযোগেই সম্ভব হইবে। ১৪

ন যুক্তং জানতা দেব ত্বয়া তত্ত্বার্থদর্শিনা ।
দেবদেব পৃথিব্যর্থে প্রয়োক্তুং কার্য্যমীদৃশম্ ॥

ত্বং হি চক্ষুষ্মতাং চক্ষুঃ শ্লাঘ্যঃ প্রভবতাং প্রভুঃ ।
শ্রেষ্ঠো যোগবতাং যোগী গতির্গতিমতামপি ॥ ১৬

দেবভাগান্ গতান্ দৃষ্ট্বা কিং ত্বং সর্বাশ্রয়ো বিভুঃ ।
বসুন্ধরায়াঃ সাহায্যার্থমংশং স্বং নাদ্য যুঞ্জসে ॥ ১৭

ত্বয়া সনাথা দেবাংশাস্ত্বন্ময়াস্ত্বৎপরায়ণাঃ ।
জগত্যাং সঞ্চরিষ্যন্তি কার্য্যাৎ কার্য্যান্তরং গতাঃ ॥১৮

তদহং ত্বরয়া বিষ্ণো প্রাপ্তঃ সুরসভামিমাম্ ।
তব সঞ্চোদনার্থং বৈ শৃণু চাপ্যত্র কারণম্ ॥ ১৯

যে ত্বয়া নিহতা দৈত্যাঃ সংগ্রামে তারকাময়ে ।
তেষাং শৃণু গতিং বিষ্ণো যে গতাঃ পৃথিবীতলম্ ॥ ২০

পুরী পৃথিব্যাং মুদিতা মথুরা নামতঃ শ্রুতা ।
নিবিষ্টা যমুনাতীরে স্ফীতা জনপদাবৃতা ॥ ২১

মধুর্নাম মহানাসীদ্ দানবো বুদ্ধিদুর্জয়ঃ ।
ত্রাসনঃ সর্বভূতানাং বলেন মহতান্বিতঃ ॥ ২২

তস্য তত্র মহচ্চাসীন্মহাপাদপসঙ্কুলম্ ।
ঘোরং মধুবনং নাম যত্রাসৌ ন্যবসৎ পুরা ॥ ২৩

তস্য পুত্রো মহানাসীল্লবণো নাম দানবঃ ।
ত্রাসনঃ সর্বভূতানাং মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২৪

স তত্র দানবঃ ক্রীড়ন্ বর্ষপূগাননেকশঃ ।
স দৈবতগণাঁল্লোকাংস্ত্রাসয়তি দর্পিতঃ ॥২৫

অযোধ্যায়ামযোধ্যায়াং রামে দাশরথৌ স্থিতে ।
রাজ্যং শাসতি ধর্মজ্ঞে রাক্ষসানাং ভয়াবহে ॥ ২৬

স দানবো বলশ্লাঘী ঘোরং বনমুপাশ্রিতঃ ।
প্রেষয়ামাস রামায় দূতং পরুষবাদিনম্ ॥ ২৭

বিষয়াসন্নভূতোঽস্মি তব রাম রিপুশ্চ হ ।
ন চ সামন্তমিচ্ছন্তি রাজানো বলদর্পিতম্ ॥২৮

---

দেব ! হে দেবদেব ! তুমি তত্ত্বার্থদর্শী, সকল বিষয় জানিয়াও পৃথিবীর ভারহরণের জন্য এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা আমার যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে না । ১৫

তুমি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের চক্ষু, প্রভাবশালী পুরুষগণের প্রশংসনীয় প্রভু, যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী এবং গতিশীল প্রাণীদের গতি । ১৬

তুমি সকলের আশ্রয় ও সর্বব্যাপী । দেবগণের অংশ পৃথিবীতে গমন করিয়াছে দেখিয়াও পৃথিবীর সাহায্যের জন্য নিজের অংশকে কেন নিযুক্ত করিতেছ না ? ১৭

দেবগণের অংশ তোমারই আশ্রিত ও অনুগত । তুমি সঙ্গে থাকিলেই তাহারা ভূতলে এক কার্য্য হইতে কার্য্যান্তর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বিচরণ করিতে পারিবে । ১৮

বিষ্ণো ! আমি যে জন্য সত্বরে এই দেবসভায় আসিয়া তোমাকে প্রেরিত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর । ১৯

বিষ্ণো ! তারকাময় সংগ্রামে যে সকল দৈত্যকে তুমি নিহত করিয়াছিলে, তাহারা পৃথিবীতে গমন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা এখন শ্রবণ কর । ২০

পৃথিবীতে আনন্দপূর্ণা মথুরা নামে এক প্রসিদ্ধা নগরী আছে । সমৃদ্ধিশালিনী বহুজনপদযুক্তা ঐ নগরী যমুনাতটে অবস্থিত আছে । পূর্বে সেইখানে বুদ্ধে দুর্জয় মধু নামক এক মহাদানব থাকিত । অতিশয় বলযুক্ত ঐ দানব সকল প্রাণীর ত্রাসজনক ছিল । ২১-২২

তখন সেই স্থানে তাহার বৃহদ্বৃক্ষপরিপূর্ণ বিশাল ও ভীষণ মধুবন ছিল, সেই মধুবনে ঐ দানব বাস করিত । ২৩

লবণনামক মহাদানব তাহার পুত্র ছিল, পরাক্রমী লবণ সকল প্রাণীর ভয়ের কারণ ছিল । ২৪

সেই দানব বহুবর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে ক্রীড়া করিতে করিতে গর্বিত হইয়া দেবগণের সহিত সকল লোককে উৎপাত করিতে লাগিল । ২৫

যেখানে কোনও যোদ্ধা প্রবেশ করিতে পারে না, সেই অযোধ্যা পুরীতে রাক্ষসগণের ভীতিপ্রদ ধর্মজ্ঞ দশরথনন্দন শ্রীরাম যখন রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই সময় বলশক্তির শ্লাঘাকারী লবণদানব মধুবনকে আশ্রয় করিয়া শ্রীরামের নিকট কটুভাষী এক দূত প্রেরণ করিয়াছিল । ২৬-২৭

(দূত আসিয়া লবণের বক্তব্য বলিল—) রাম ! আমি তোমার রাজ্যের নিকটে বাস করি । আমি তোমার শত্রু । নরপতিগণ বলদর্পিত সামন্তকে জীবিত রাখিতে চাহেন না । ২৮

রাজ্ঞা রাজ্যব্রতস্থেন প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
জেতব্যা রিপবঃ সর্বে স্ফীতং বিষয়মিচ্ছতা ॥ ২৯
অভিষেকার্দ্রকেশেন রাজ্ঞা রক্ষণকাম্যয়া।
জেতব্যানীন্দ্রিয়াণ্যাদৌ তজ্জয়ে হি ধ্রুবো জয়ঃ ॥ ৩০
মহতো বস্তিতুকামস্য বিশেষেণ মহীপতেঃ
নয়ানামুপদেশেন নাস্তি লোকসমো গুরুঃ ॥ ৩১
ব্যসনেষু জয়ন্তস্য ধর্মমর্থাচ্চ হীয়তঃ।
বলজ্যেষ্ঠস্য নৃপতের্নাস্তি সাধনজং ভয়ম্ ॥ ৩২
সহজৈর্বাধ্যতে সর্বঃ প্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ।
অনিত্রাণাং প্রিয়করৈর্মোহৈরধৃতিরীশ্বরঃ ॥ ৩৩
যৎ ত্বয়া স্ত্রীকৃতে মোহাৎ সমরে রাবণো হতঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে মহদ্ বৈ কর্ম কুৎসিতম্ ॥ ৩৪
বনবাসপ্রবৃত্তেন যৎ ত্বয়া ব্রতধারিণা।
প্রহৃতং রাক্ষসানীকে নৈব দৃষ্টঃ সতাং বিধিঃ ॥ ৩৫
সতামক্রোধজো ধর্মঃ শুভাং নয়তি সদ্গতিম্।
যৎ ত্বয়া নিহতো মোহাদ্ দূষিতাস্তাশ্রমৌকসঃ ॥ ৩৬
স এষ রাবণো হত্বা যত্ত্বয়া ব্রতচারিণা
স্ত্রীনিমিত্তে হতো যুদ্ধে গ্রাম্যান্ ধর্মানবেক্ষতা ॥ ৩৭
যদি তে নিশ্চয়ঃ সাধো ভব স্থিরজিতেন্দ্রিয়ঃ
যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্ধং যুধে যদ্যসি বীর্যবান্ ॥ ৩৮
তস্য দূতস্য তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং রাজবাদিনঃ
ধৈর্যাদসম্ভ্রান্তবপুঃ স্মিতং রাঘবোঽব্রবীৎ ॥ ৩৯
অসদেতৎ ত্বয়া দূত ভাষিতং তস্য গৌরবাৎ
যস্মাৎ ক্ষিপসি দোষেণ যেনাত্মানঞ্চ সুস্থিরম্
যদ্যহং সৎপথে মূঢ়ো যদি বা রাবণো হতঃ।
যদি বা মে হৃতা ভার্যা কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৪১
ন বাঙ্মাত্রেণ দুষ্যন্তি সাধবঃ সৎপথে স্থিতাঃ
জাগর্তি চ যথা দেবঃ সদা সৎস্থিতয়েষু চ ॥ ৪২
কৃতং দূতেন যৎ কার্যং গচ্ছ ত্বং দূত মা চিরম্।
নাস্মদ্রাধিষু নীচেষু প্রহরন্তীহ মদ্বিধাঃ ॥ ৪৩

রাজ্যপালন ব্রতে স্থিত বীর রাজ্যকে সমৃদ্ধ করিতে ইচ্ছুক রাজার প্রজাগণের হিতকামনায় সকল শত্রুকে পরাজিত করা উচিত। ২৯

প্রজারক্ষণ কামনায় অভিষেক জলের দ্বারা কেশ আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই প্রথমেই রাজার উচিত বীর ইন্দ্রিয় জয় করা; কারণ, ইন্দ্রিয় জয় হইলে শত্রুজয় অবশ্যম্ভাবী। ৩০

যথাযথ বাসস্থানেচ্ছু পুরুষের বিশেষতঃ রাজার নীতিশাস্ত্র উপদেশে লোকের সমান গুরু নাই। ৩১

যে রাজা দ্যূত মৃগয়াদি ব্যসনে অনাসক্ত বা অনাসক্ত, ধর্ম হইতে মধ্যম স্থান বলে যে সকলের জ্যেষ্ঠ, এমন বুদ্ধিমান রাজার সাধনজনিত ভয় হয় না। ৩২

ইন্দ্রিয়গুলি শরীরের সহজাত, এইগুলি যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যখন মোহজনক হইয়া সকল প্রিয় কার্য্য করে, তখন অন্য বা রাজা ধৈর্য্যহীন হইয়া বাধা প্রাপ্ত হন। ৩৩

তুমি যে মোহবশতঃ একটি নারীর জন্য সমরে রাবণকে হত করিয়াছ, ইহা আমি তত সঙ্গত মহৎকার্য্য মনে করি এই কার্য্য অতীব কুৎসিত। ৩৪

তুমি বনবাসে প্রবৃত্ত ও ব্রতপালনরত। তুমি যে রাক্ষসসৈন্যের উপর প্রহার করিয়াছিলে, আমি কোনও সজ্জনের এইরূপ বিধান দেখি নাই। ৩৫

ক্রোধ পরিত্যাগের দ্বারা সজ্জনের যে ধর্ম হয়, তাহা শুভময়ী সদ্গতি প্রদান করে। তুমি মোহবশতঃ যে হত্যা কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে সকল আশ্রমবাসী দূষিত হইয়া গিয়াছে। ৩৬

সেই রাবণ নষ্ট, যাহাকে গ্রাম্য ধর্মদর্শী ও ব্রতচারী তুমি স্ত্রীর নিমিত্ত যুদ্ধে নিহত করিয়াছ। ৩৭

তুমি স্থিরবুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ। যদি তুমি বলবান্ হও, তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর। ৩৮

কাকুৎস্থ ঐ দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যবশতঃ অচঞ্চলদেহ শ্রীরাম স্মিতমুখে বলিলেন। ৩৯

দূত! তুমি ঐ বালকের প্রতি গৌরববশতঃ যাহা বলিয়াছ, তাহা অতীব অসৎ। তুমি আমাতে দোষারোপ করিয়া আক্ষেপ করিতেছ এবং নিজেকে ন্যায়মার্গে স্থির বলিয়া বুঝিয়াছ। ৪০

যদি আমি সৎপথে চলিতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকি, যদি আমি রাবণকে নিহত করিয়া থাকি, যদি আমার ভার্য্যা অপহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে তোমার বিলাপের কি আছে? ৪১

সৎপথে স্থিত সাধুব্যক্তিগণ কাহারও বাক্যমাত্রের দ্বারা দূষিত হন না। ভগবান্ সর্বদা সৎ ও অসৎ বিষয়ে অবহিত থাকেন। ৪২

দূত! দূতের যাহা কার্য্য, তাহা তুমি করিয়াছ, এক্ষণে

অয়ং মমানুজো ভ্রাতা শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ
তস্য দৈত্যস্য দুর্বুদ্ধের্যুধি প্রতিকরিষ্যতি ॥ ৪৪
এবমুক্তঃ স দূতস্তু গত্বা সৌমিত্রিণা সহ
অনুজ্ঞাতো নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ৪৫
স শীঘ্রযানঃ সম্প্রাপ্তস্তদ্ দানবপুরং মহৎ ।
চক্রে নিবেশং সৌমিত্রির্বনান্তে যুদ্ধলালসঃ ॥ ৪৬
ততো দূতস্য বচনাৎ স দৈত্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
পৃষ্ঠতস্তদ্ বনং কৃত্বা যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৪৭
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং সৌমিত্রের্দানবস্য চ
উভয়োরেব বলিনোঃ শূরয়ো রণমূর্ধনি ॥ ৪৮
তৌ শরৈঃ সাধু নিশিতৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ।
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমং বাপ্যুপজগ্মতুঃ ॥ ৪৯
অথ সৌমিত্রিণা বাণৈঃ পীড়িতো দানবো যুধি ।
ততঃ স শূলরহিতঃ পর্য্যহীয়ত দানবঃ ॥ ৫০
স গৃহীত্বাঙ্কুশঞ্চৈব দেবৈর্দত্তবরঃ রণে ।

অনিলবৎ চলিয়া যাও। মহৎ ব্যক্তি আত্মরক্ষাপরায়ণ নীচ ব্যক্তিকে প্রহার করে না। ৪৩

এই আমার অনুজ ভ্রাতা শত্রুসন্তাপন শত্রুঘ্ন যুদ্ধে ঐ দুর্বুদ্ধি দৈত্যের প্রতীকার করিবে। ৪৪

নরপতিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রঘুনন্দন শ্রীরাম এইরূপ বলিয়া দূতকে যাইতে আদেশ করিলে দূত সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিল। ৪৫

সুমিত্রানন্দন শীঘ্রগতি রথে বিশাল সেই দানবপুরে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া বনের সমীপে শিবিরস্থান স্থাপন করিলেন। ৪৬

অনন্তর দূতের বচনানুসারে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য মত্ত হইয়া বনকে পশ্চাতে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য দৈত্যলবণ শত্রুঘ্নের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৪৭

তখন সুমিত্রাকুমার ও দানবের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহারা উভয়েই বলবান্ এবং রণক্ষেত্রে মহাবীর। ৪৮

তাহারা দুইজনেই পরস্পরকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে আহত করিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধে বিমুখতা দেখাইল না এবং শ্রমও অনুভব করিল না। ৪৯

অনন্তর যুদ্ধস্থলে ঐ দানব শত্রুঘ্নের বাণের দ্বারা পীড়িত হইল। তাহার শূল নষ্ট হইয়া গেল, তখন দানব ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ৫০

কর্ষণঃ সর্বভূতানাং লবণো বিররাস হ ॥ ৫১
শিরোধরায়াঃ জগ্রাহ সোঽঙ্কুশেন চকর্ষ চ
প্রবেশয়িতুমারেভে লবণো রাঘবানুজম ॥ ৫২
স কৃষ্যৎসরুমুদ্যম্য শত্রুঘ্নঃ খড়্গমুত্তমম্
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন লবণস্য মহামৃধে ॥ ৫৩
স হত্বা দানবং সংখ্যে সৌমিত্রির্মিত্রবৎসলঃ
তদ্ বনং তস্য দৈত্যস্য চিচ্ছেদাস্ত্রেণ বুদ্ধিমান ॥ ৫৪
ছিত্ত্বা বনং তৎ সৌমিত্রির্নিবেশং সোঽভ্যরোচয়ৎ ।
ভবায় তস্য দেশস্য পুর্য্যাঃ পরমধর্মবিৎ ॥ ৫৫
তস্মিন্ মধুবনস্থানে মথুরা নাম সা পুরী
শত্রুঘ্নেন পুরা সৃষ্টা হত্বা তং দানবং রণে ॥ ৫৬
সা পুরী পরমোদারা সাট্টপ্রাকারতোরণা ।
স্ফীতা রাষ্ট্রসমাকীর্ণা সমৃদ্ধবল-বাহনা ॥ ৫৭
উদ্যানবনসম্পন্না সুসীমা সুপ্রতিষ্ঠিতা ।
প্রাংশুপ্রাকারবসনা পরিখাকুলমেখলা ॥ ৫৮

এই অবস্থায় সে অঙ্কুশ লইয়া গর্জন করিতে লাগিল। ঐ অঙ্কুশটি দেবতাগণ বররূপে তাহাকে দিয়াছিলেন এবং ঐ অঙ্কুশ সকল প্রাণীর প্রাণ-আকর্ষক ছিল। ৫১

সেই লবণ দৈত্য অঙ্কুশের দ্বারা শত্রুঘ্নের গলদেশ গ্রহণ করিল এবং আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরে রামানুজ শত্রুঘ্নের গলদেশে তাহা প্রবেশ করাইতে উদ্যত হইল। ৫২

তখন শত্রুঘ্ন স্বর্ণনির্মিত মুষ্টিযুক্ত উত্তম খড়্গ উদ্যত করিলেন এবং ঐ খড়্গের দ্বারা মহাযুদ্ধে লবণের শিরশ্ছেদ করিলেন। ৫৩

মিত্রবৎসল বুদ্ধিমান্ সৌমিত্রি যুদ্ধে ঐ দানবকে নিহত করিয়া অস্ত্রের দ্বারা সেই দৈত্যের ঐ বনকে ছেদন করিলেন। ৫৪

পরমধর্মজ্ঞ শত্রুঘ্ন বনকে ছেদন করিয়া ঐ দেশের অভ্যুদয়ের জন্য ঐ স্থানে একটি নগর স্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। ৫৫

পূর্বকালে লবণদানবকে যুদ্ধে নিহত করিয়া মধুবনে শত্রুঘ্ন মথুরানামক নগর নির্মাণ করিয়াছেন। ৫৬

ঐ মথুরাপুরী অতিবিস্তৃত। উচ্চ অট্টালিকা, চারি পার্শ্বে প্রাচীর ও প্রবেশদ্বারবিশিষ্টা, সমৃদ্ধিশালিনী, নানাদেশীয় লোকপূর্ণা, সৈন্য ও বাহনে সমৃদ্ধা ঐ পুরী বহু উদ্যান বনশোভিতা সুন্দর সীমারেখাবিশিষ্টা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা। উচ্চ প্রাচীরাবৃতা ঐ পুরীর চারিদিকে বিস্তৃত পরিখা মেখলার মত প্রতীত হয়। ৫৭-৫৮

চাট্টালককেয়ূরা প্রাসাদবরকুণ্ডলা
সুসংবৃতদ্বারমুখী চত্বরোদ্গারহাসিনী ॥ ৫৯

অরোগবীরপুরুষা হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলা
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা ॥ ৬০

পুণ্যাপণবতী দুর্গা রত্নসঞ্চয়গর্বিতা
ক্ষেত্রাণি শস্যবন্ত্যস্যাঃ কালে দেবশ্চ বর্ষতি ॥ ৬১

নর-নারীপ্রমুদিতা সা পুরী স্ম প্রকাশতে ।
বিবিষ্টবিষয়শ্চৈব শূরসেনস্ততোঽভবৎ ॥ ৬২

তস্যাং পুর্য্যাং মহাবীর্য্যো রাজা ভোজকুলোদ্বহঃ ।
উগ্রসেন ইতি খ্যাতো মহাসেনপরাক্রমঃ ॥ ৬৩

তস্য পুত্রত্বমাপন্নো যোঽসৌ বিষ্ণো ত্বয়া হতঃ ।
কালনেমির্মহাদৈত্যঃ সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ৬৪

কংসো নাম বিশালাক্ষো ভোজবংশবিবর্দ্ধনঃ ।
রাজা পৃথিব্যাং বিখ্যাতঃ সিংহবিস্পষ্টবিক্রমঃ ॥ ৬৫

রাজ্ঞাং ভয়করো ঘোরঃ শঙ্কনীয়ো মহীক্ষিতাম্
ভয়দঃ সর্বভূতানাং সৎপথাদ্ বাহ্যতাং গতঃ ॥ ৬৬

দারুণাভিনিবেশেন দারুণেনান্তরাত্মনা ।
যুক্তস্তেনৈব দর্পেণ প্রজানাং রোমহর্ষণঃ ॥ ৬৭

ন রাজধর্মাভিরতো নাত্মপক্ষসুখাবহঃ
নাস্বরাজ্যে প্রিয়করস্ততঃ কররুচিঃ সদা ॥ ৬৮

স কংসস্তত্র সম্ভূতস্ত্বয়া যুদ্ধে পরাজিতঃ
ক্রব্যাদো বাধতে লোকানাসুরেণান্তরাত্মনা ॥ ৬৯

যোঽপ্যসৌ হয়বিক্রান্তো হয়গ্রীব ইতি স্মৃতঃ ।
কেশী নাম হয়ো জাতঃ স তস্যৈব জঘন্যজঃ ॥ ৭০

স দুষ্টো হ্রেষিতপটুঃ কেশরী নিরবগ্রহঃ ।
বৃন্দাবনে বসত্যেকো নৃণাং মাংসানি ভক্ষয়ন্ ॥ ৭১

অরিষ্টো বলিপুত্রশ্চ ককুদ্মী বৃষরূপধৃক্ ।
গবামরিত্বমাপন্নঃ কামরূপী মহাসুরঃ ॥ ৭২

রিষ্টো নাম দিতেঃ পুত্রো বরিষ্ঠো দানবেষু যঃ ।
স কুঞ্জরত্বমাপন্নো দৈত্যঃ কংসস্য বাহনঃ ॥ ৭৩

---

উচ্চ অট্টালিকা ঐ পুরীর কেয়ূর-সদৃশ ও প্রাসাদগুলি শ্রেষ্ঠ কুণ্ডলের সদৃশ। সুসংবৃত দ্বার মুখসদৃশ ও চত্বরগুলি হাস্য-সদৃশ। ঐ পুরী রোগহীন বীরপুরুষের বাসস্থান। হস্তী, অশ্ব ও রথের দ্বারা পরিপূর্ণ। যমুনাতীরে থাকায় শোভাশালিনী ঐ পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হয়। ৫৯-৬০

ঐ পুরী পণ্যপূর্ণ-আপণ ( বাজার )-যুক্তা, দুর্গমা ও রত্ন সঞ্চয়ে গর্বিতা। ঐ পুরীর পার্শ্ববর্ত্তী সকল ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ এবং যথাকালে পর্জ্জন্যদেব যথা সময়ে বর্ষণ করিয়া থাকে। ৬১

নরনারীগণের আনন্দে পরিপূর্ণ মথুরাপুরী সর্বদা শোভান্বিত থাকে। ঐ পুরীতে শূরসেন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥৬২

তখন ঐ মথুরাপুরীতে ভোজবংশের ভারবহনকর্ত্তা মহাবলবান্ মহাসেনতুল্য পরাক্রমশালী উগ্রসেন নামক রাজা ছিলেন ॥৬৩

বিষ্ণো! তারকাময় সংগ্রামে কালনেমিনামক যে মহাদৈত্যকে তুমি নিহত করিয়াছিলে, সে ঐ উগ্রসেনের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬৪

বিশালনেত্র ভোজবংশবর্দ্ধক ঐ পুত্রের নাম কংস। সিংহতুল্য উগ্রবিক্রম ঐ কংস পৃথিবীতে রাজা হইয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ৬৫

সে অত্যন্ত রাজগণের ভয়ঙ্কর, পৃথিবীপতিগণের শঙ্কার কারণ এবং সকল প্রাণীর ভয়প্রদ হইয়া সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ৬৬

ঐ কংস দারুণ অভিনিবেশ ও দারুণ অন্তঃকরণের দ্বারা যুক্ত হইয়া পূর্ব্বজন্মানুরূপ দর্পের দ্বারা প্রজাগণের রোমহর্ষণকারী হইয়াছে। ৬৭

সে রাজধর্ম্মে অনুরক্ত নয়, আত্মপক্ষীয় জনগণের সুখপ্রদ নয় ও নিজরাজ্যের সে প্রিয়কার্য্য করে না। অতীব ক্রোধী কংস সর্বদা প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণেই আগ্রহশীল। ৬৮

তুমি যাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলে, সেই কালনেমিই কংস হইয়াছে। অসুর-ভাববিশিষ্ট অন্তঃকরণের দ্বারা মাংসভক্ষী রাক্ষসের মত সে সকল লোককে পীড়িত করিতেছে। ৬৯

ঐ যে অশ্বতুল্য বিক্রমশালী হয়গ্রীব নামক অসুর ছিল, সে 'কেশী' নামক অশ্বের রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ কেশী এই কংসেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৭০

ঐ দুষ্ট কেশী হ্রেষাধ্বনিতে পটু, কেশরবিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল। মনুষ্যগণের মাংসভক্ষণ করিতে করিতে সে একাকী বৃন্দাবনে বাস করে। ৭১

বলির পুত্র অরিষ্ট ককুদ্‌বিশিষ্ট বৃষরূপধারী। মহাসুর গো-সমূহের শত্রু হইয়াছে ।৭২

দিতির যে পুত্র দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই রিষ্টনামক দৈত্য হস্তী হইয়া কংসের বাহন হইয়াছে। ৭৩

লম্বো নামেতি বিখ্যাতো যোঽসৌ দৈত্যোত্ম দর্পিতঃ
প্রলম্বো নাম দৈত্যোঽসৌ বটং ভাণ্ডীরমাশ্রিতঃ ॥ ৭৪
খর ইত্যুচ্যতে দৈত্যো ধেনুকঃ সোঽসুরোত্তমঃ।
ঘোরং তালবনং দৈত্যশ্চরত্যুদ্বাসয়ন্ প্রজাঃ ॥ ৭৫
বারাহশ্চ কিশোরশ্চ দানবৌ যৌ মহাবলৌ।
মল্লৌ রঙ্গগতৌ তৌ তু জাতৌ চাণূর-মুষ্টিকৌ ॥ ৭৬
যৌ তৌ ময়শ্চ তারশ্চ দানবৌ দানবান্তক।
প্রাগ্জ্যোতিষে তৌ ভৌমস্য নরকস্য পুরে রতৌ ॥ ৭৭
এতে দৈত্যা বিনিহতাস্ত্বয়া বিষ্ণো নিরাকৃতাঃ।
মানুষং বপুরাস্থায় বাধন্তে ভুবি মানুষান্ ॥ ৭৮
ত্বৎকথাদ্বেষিণঃ সর্বে ত্বদ্ভক্তান্ ঘ্নন্তি মানুষান্।
তব প্রসাদাৎ তেষাং বৈ দানবানাং ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৯
ত্বত্তস্তে বিভ্যতি দিবি ত্বত্তো বিভ্যতি সাগরে।
পৃথিব্যাং তব বিভ্যন্তি নান্যতস্তু কদাচন ॥ ৮০
দুর্বৃত্তস্য হতস্যাপি ত্বয়া নাস্ত্যেব শ্রীধর
দিবশ্চ্যুতস্য দৈত্যস্য গতির্ভবতি মেদিনী ॥ ৮১
ব্যথিতস্য চ মেদিন্যাং হতস্য নৃপতৌরিণঃ।
দুর্লভং স্বর্গগমনং ত্বয়ি স্বাপ্রতি কেশব ॥ ৮২
তদাগচ্ছ স্বয়ং বিষ্ণো গচ্ছামঃ পৃথিবীতলম্
দানবানাং বিনাশায় বিসৃজাত্মানমাত্মনা ॥ ৮৩
মূর্তয়ো হি তবাব্যক্তা দৃশ্যাদৃশ্যাঃ সুরোত্তমৈঃ।
তাসু সৃষ্টাস্ত্বয়া দেবাঃ সম্ভবিষ্যন্তি ভূতলে ॥ ৮৪
তবাবতরণে বিষ্ণো কংসঃ স বিনশিষ্যতি
সেৎস্যতে চ স কার্যার্থো যস্যার্থে ভুবিরাগতা ॥ ৮৫
ত্বং ভারতে কার্যগুরুস্ত্বং চক্ষুস্ত্বং পরায়ণম্।
তদাগচ্ছ হৃষীকেশ ক্ষিতৌ তান্ জহি দানবান্ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
নারদবাক্যে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

---

দৈত্যমধ্যে দর্পবিশিষ্ট লম্ব নামক বিখ্যাত যে দৈত্য ছিল, সে প্রলম্ব নামে পরিচিত হইয়া ভাণ্ডীর বটকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ৭৪

যে দৈত্য খর নামে কথিত হইত, সে ধেনুক নামক অসুরোত্তম হইয়াছে। ঐ দৈত্য প্রজাগণকে উৎখাত করিয়া ভয়ানক তালবনে বিচরণ করিতেছে। ৭৫

বারাহ ও কিশোর নামে যে মহাবলবান্ দৈত্যদ্বয় ছিল, তাহারা কংসের রঙ্গস্থলে চাণূর মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয় হইয়াছে। ৭৬

দানবনাশন! নারায়ণ! ময় ও তার নামে যে দুইজন দানব ছিল, তাহারা ভূমিপুত্র নরকাসুরের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বিহার করিতেছে। ৭৭

বিষ্ণো! এই সকল দৈত্য তোমাকর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়া বর্তমানে মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে মনুষ্যগণকে পীড়া দিতেছে। ৭৮

তাহারা সকলে তোমার কথায় বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তোমার ভক্ত মনুষ্যগণকে নিহত করে, তোমার কৃপাতেই সেই সকল দানবের ক্ষয় হইতে পারে। ৭৯

তাহারা আকাশে থাকিলেও তোমা হইতে ভীত হয়, সাগরে থাকিলেও তোমা হইতে ভীত হয় এবং পৃথিবীতে থাকিলেও তোমা হইতেই ভীত হয়। অন্য হইতে কখনও ভীত হয় না। ৮০

শ্রীধর! যে দৈত্য অন্যের দ্বারা হত হয় না, তোমার দ্বারাই হত হয়, সে দুরাচার হইলেও তোমাকেই প্রাপ্ত হয়। অন্যের দ্বারা হত হইলে দৈত্য স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। ৮১

কেশব! তুমি স্বর্গে স্থিত থাকিলে পৃথিবীতে নিহত মনুষ্যের স্বর্গগমন দুর্লভ হয়। ৮২

বিষ্ণো! অতএব তুমি স্বয়ং আগমন কর। চল, আমরা পৃথিবীতে গমন করি। দানবগণের বিনাশের জন্য নিজের দ্বারা নিজেকে প্রকটিত কর। ৮৩

তোমার বহু অব্যক্ত মূর্তি আছে। ঐ মূর্তিসমূহ সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক কখনও দৃষ্ট হয়, কখনও দৃষ্ট হয় না। তোমার সৃষ্ট দেবগণ ঐ মূর্তিতে ভূতলে প্রকটিত হইবে। ৮৪

বিষ্ণো! তুমি অবতরণ করিলে সেই কংস বিনষ্ট হইবে। যে প্রয়োজনের জন্য পৃথিবী আসিয়াছিল, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। ৮৫

হৃষীকেশ! তুমি ভারতবর্ষে কার্যানুষ্ঠানের গুরু। তুমি চক্ষু (সত্যদর্শক), তুমি সকলের আশ্রয়। অতএব তুমি আগমন কর, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল দানবকে নিহত কর। ৮৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে নারদের বাক্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা বিষ্ণুনা নারদবাক্যোত্তরদানম্, ব্রহ্মণা ভগবতে বিষ্ণবে তদীয়াবতারগ্রহণযোগ্যস্থানস্য তথা পিতৃমাত্রাদীনাং পরিচয়দানঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতং মধুসূদনঃ
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং বরেণ্যঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ১
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় যন্মাং বদসি নারদ।
তস্য সম্যক্প্রবৃত্তস্য শ্রূয়তামুত্তরং বচঃ ॥ ২
বিদিতা দেহিনো জাতা ময়ৈতে ভুবি দানবাঃ।
যাঞ্চ যস্তনুমাস্থায় দৈত্যঃ পুষ্যতি বিগ্রহম্ ॥ ৩
জানামি কংসং সম্ভূতমুগ্রসেনসুতং ভুবি।
কেশিনঞ্চাপি জানামি দৈত্যং তুরগবিগ্রহম্ ॥ ৪
নাগং কুবলয়াপীড়ং মল্লৌ চাণূর-মুষ্টিকৌ
অরিষ্টঞ্চাপি জানামি দৈত্যং বৃষভরূপিণম্ ॥ ৫
বিদিতো মে খরশ্চৈব প্রলম্বশ্চ মহাসুরঃ
সা চ মে বিদিতা বিপ্র পূতনা দুহিতা বলেঃ ॥ ৬
কালিয়ঞ্চাপি জানামি যমুনাহ্রদগোচরম্।
বৈনতেয়ভয়াদ্ যস্তু যমুনাহ্রদমাবিশৎ ॥ ৭
বিদিতো মে জরাসন্ধঃ স্থিতো মূর্দ্ধি মহীক্ষিতাম্
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বাপি নরকং সাধু তর্কয়ে ॥ ৮
মানুষে পার্থিবে লোকে মানুষত্বমুপাগতম্
বাণঞ্চ শোণিতপুরে গুহপ্রতিমতেজসম্ ॥ ৯
দৃপ্তং বাহুসহস্রেণ দেবৈরপি সুদুর্জ্জয়ম্
ময্যাসক্তাঞ্চ জানামি ভারতীং মহতীং ধুরম্ ॥ ১০
সর্ব্বং তচ্চ বিজানামি যথা যোৎস্যন্তি তে নৃপাঃ
ক্ষয়ো ভুবি ময়া দৃষ্টঃ শক্রলোকে চ সৎক্রিয়া ॥
এষাং পুরুষদেহানামপরং বৃত্তদেহিনম্ ॥ ১১
সম্প্রবেক্ষ্যামাহং যোগমাত্মনশ্চ পরস্য চ
সম্প্রাপ্য পার্থিবং লোকং মানুষত্বমুপাগতঃ ১২
কংসাদীংশ্চাপি তান্ সর্ব্বান্ বধিষ্যামি মহাসুরান্।
তেন তেন বিধানেন যেন যঃ শান্তিমেষ্যতি ॥ ১৩
অনুপ্রবিশ্য যোগেন তাস্তা হি গতয়ো ময়া।
অমীষাং হি সুরেন্দ্রাণাং হন্তব্যা রিপবো যুধি ॥ ১৪

## পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক নারদবাক্যের উত্তরদান, ব্রহ্মকর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুকে তাঁহার অবতার গ্রহণের যোগ্যস্থান এবং পিতামাতা প্রভৃতির পরিচয় প্রদান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সর্বজনবরেণ্য সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর মধুসূদন নারদের বচন শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং শুভ বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন। ১

নারদ! তুমি ত্রিলোকের হিতের জন্য আমাকে যাহা বলিতেছ, তোমার ঐ সুন্দরভাবে প্রবৃত্তির কারণভূত বাক্যের উত্তর বাক্য শ্রবণ কর। ২

ভূতলে এই দানবগণ মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যে দৈত্য যে শরীর ধারণ করিয়া বৈরিতার পুষ্টি করিতেছে, তাহা আমি জানি। ৩

আমি জানি যে, পৃথিবীতে কালনেমি উগ্রসেনপুত্র কংস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অশ্বশরীরধারী দৈত্য কেশীকেও জানি।

কুবলয়াপীড় হস্তীকে, চাণূর-মুষ্টিক মল্লদ্বয়কে, বৃষভরূপধারী দৈত্য অরিষ্টকেও জানি। ৫

ব্রাহ্মণ! খর ও মহাসুর প্রলম্বকে আমি জানি। বলির কন্যা পূতনাও আমার বিদিত আছে। ৬

যমুনার হ্রদে স্থিত কালিয়কে আমি জানি। যে কালিয় গরুড়ের ভয়ে যমুনার হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ৭

সকল নরপতির মস্তকে স্থিত জরাসন্ধকে আমি জানি। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে আমি ভালভাবে জানি। ৮

পৃথিবীতে মনুষ্য-সমাজে যে মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কার্ত্তিকেয়-সম তেজস্বী শোণিতপুরবাসী সহস্র বাহু দ্বারা গর্বিত দেবগণেরও অপরাজেয় বাণাসুরকে আমি জানি এবং মহান্ ভারতীসেনার ভার যে ভাবে আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাও জানি। ৯-১০

সেই সকল নরপতি যে ভাবে যুদ্ধ করিবে, পৃথিবীতে কি ভাবে সংহার হইবে, এই সকল ঘটনা আমার বিশেষভাবে জানা আছে। ১১

আমি ভূলোকে গমন করিয়া মনুষ্য-শরীর ধারণ করিব এবং আমি স্বয়ং উদ্যোগকে আশ্রয় করিব ও অন্যকে উদ্যোগী করিব। ১২

আমি সেই সেই বিধানে কংসাদি সকল মহাসুরকে বধ করিব, যে বিধানে সে শান্তিলাভ করিবে। ১৩

আমি ঐ সকল অসুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগবলে তাহাদের সকল শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিব এবং যুদ্ধে ঐ দেবশত্রুগণকে সংহার করিব। ১৪

জগত্যর্থে কৃতো যোঽয়মংশোৎসর্গো দিবৌকসৈঃ
সুর-দেবর্ষি-গন্ধর্বৈর্মচ্ছন্দানুমতে মম ॥ ১৫
বিনিশ্চয়ো প্রাগেব নারদায়ং কৃতো ময়া।
নিবাসং নস্তু মে ব্রহ্মন্ বিদধাতু পিতামহঃ
যত্র দেশে যথা জাতো যেন বেশেন বা বসন্
তানহং সমরে হন্যাং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ

নারায়ণেমং সিদ্ধ্যর্থমুপায়ং শৃণু মে বিভো
ভুবি যস্তে জনয়িতা জননী চ ভবিষ্যতি ॥ ১৮
যত্র ত্বং চ মহাবাহো জাতঃ কুলকরো ভুবি।
যাদবানাং মহদ্ বংশমখিলং ধারয়িষ্যসি ॥ ১৯
তাংশ্চাসুরান্ সমুৎপাট্য বংশং কৃত্বাত্মনো মহৎ
স্থাপয়িষ্যসি মর্যাদাং নৃণাং তন্মে নিশাময়
পুরা হি কশ্যপো বিষ্ণো বরুণস্য মহাত্মনঃ
জহার যজ্ঞিয়া গা বৈ পয়োদাস্তু মহামখে ॥ ২১

অদিতিঃ সুরভিশ্চোভে দ্বে ভার্যে কশ্যপস্য তু
প্রদীয়মানা গা স্তাস্তু নৈচ্ছতাং বরুণস্য বৈ ॥ ২২
ততো মাং বরুণোঽভ্যেত্য প্রণম্য শিরসা ততঃ
উবাচ ভগবন্ গাবো গুরুণা মে হৃতা ইতি ॥ ২৩
কৃতকার্যো হি গাস্তাস্তু নানুজানাতি মে গুরুঃ।
অন্ববর্তত ভার্যে দ্বে অদিতিং সুরভিং তথা ॥ ২৪
মম তা হ্যক্ষয়া গাবো দিব্যাঃ কামদুহঃ প্রভো
চরন্তি সাগরান্ সর্বান্ রক্ষিতাঃ স্বেন তেজসা ॥ ২৫
কস্তা ধর্ষয়িতুং শক্তো মম গাঃ কশ্যপাদৃতে।
অক্ষয়ং যা ক্ষরন্ত্যগ্র্যং পয়ো দেবামৃতোপমম্ ॥ ২৬
প্রভুর্বা ব্যাধিতো ব্রহ্মন্ গুরুর্বা যদি বেতরঃ।
ত্বয়া নিয়ম্যাঃ সর্বে বৈ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ২৭
যদি প্রভবতাং দণ্ডো লোকে কার্যমজানতাম্।
ন বিদ্যতে লোকগুরো ন স্যুর্বৈ লোকসেতবঃ ॥২৮

---

নারদ ! পৃথিবীর হিতের জন্য স্বর্গবাসী দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও গন্ধর্বগণ যে নিজ নিজ অংশ উৎসর্গ করিয়াছে, তাহা আমার অনুমতি-অনুসারেই করিয়াছে ; যেহেতু আমি পূর্বেই এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্ ! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মা আমার জন্য নিবাসস্থানের ব্যবস্থা করুন। পিতামহ ! আমি যে দেশে যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া যে বেশে থাকিয়া যুদ্ধে সেই অসুরগণকে নিহত করিব, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া দাও। ১৫-১৭

ব্রহ্মা বলিলেন—নারায়ণ ! বিভো ! আপনি স্বীয় প্রয়োজন-সাধক উপায় আমার নিকট শ্রবণ করুন। ভূতলে যিনি আপনার পিতা ও যিনি আপনার মাতা হইবেন। মহাবাহো ! পৃথিবীতে যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনি স্বীয় বংশকে কৃতার্থ করিবেন ; আপনি যাদবগণের মহান্ বংশকে সম্পূর্ণ ধারণ করিবেন। সেই অসুরগণকে উৎপাটিত করিয়া এবং নিজ বংশকে মহৎ করিয়া নরগণের জীবনের মর্যাদা স্থাপন করিবেন, সেই সকল কথা আমার নিকট শ্রবণ করুন। ১৮-২০

বিষ্ণো ! পুরাকালে কোনও এক সময় কশ্যপ নিজ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মহাত্মা বরুণের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী লইয়া আসিয়াছিল। ঐ সকল গাভী দুগ্ধদান করিয়া যজ্ঞের উপকার করিত। ২১

যজ্ঞ সমাপ্তির পর বরুণ গাভীগুলি ফিরাইয়া দিতে চাহিলেও কশ্যপের দুই পত্নী অদিতি ও সুরভি বরুণের গাভী প্রদান করিতে ইচ্ছা করিল না। ২২

তখন বরুণ আমার নিকট আগমন করিল এবং অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বলিল,—ভগবন্ ! আমার পিতা আমার গাভীগুলি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন ॥ ২৩

গাভীগুলির দ্বারা যজ্ঞ কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি পিতা আমাকে গাভীগুলি গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা দিতেছেন না। এ বিষয়ে তিনি স্বীয় পত্নীদ্বয় অদিতি ও সুরভির অনুসরণ করিতেছেন ॥ ২৪

আমার সেই গাভীগুলি কামধেনু ও দিব্য। উহাদের বিনাশ নাই। নিজ নিজ তেজের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া তাহারা সকল সমুদ্রে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৫

আমার গাভীগুলিকে কশ্যপ ব্যতীত অন্য কেহ বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এই গাভীগুলি অমৃততুল্য উত্তম দুগ্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করে ॥ ২৬

ব্রহ্মন্ ! শক্তিমান্ হউন, গুরুই হউন বা অন্য কেহই হউন, তিনি যদি মর্যাদা অতিক্রম করেন, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাক, কারণ, তুমিই আমাদের আশ্রয় ॥ ২৭

লোকগুরো ! সংসারে প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তব্যবুদ্ধি-রহিত হইলে যদি দণ্ডের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে লোক-সকলের মধ্যে মর্যাদা থাকিতে পারে না ॥ ২৮

যথা বাস্তু তথা বাস্তু কর্তব্যো ভগবান্ প্রভুঃ।
মম গাবঃ প্রদীয়ন্তাং ততো গন্তাস্মি সাগরম্ ॥২৯
যা আত্মদেবতা গাবো যা গাবঃ সত্ত্বমব্যয়ম্।
লোকানাং ত্বৎপ্রবৃত্তানামেকং গো-ব্রাহ্মণং স্মৃতম্ ॥৩০
ত্রাতব্যাঃ প্রথমং গাবস্ত্রাতাস্ত্রায়ন্তি তা দ্বিজান্
গো-ব্রাহ্মণপরিত্রাণে পরিত্রাতং জগদ্ ভবেৎ
ইত্যম্বুপতিনা প্রোক্তো বরুণেনাহমচ্যুত
গবাং কারণতত্ত্বজ্ঞঃ কশ্যপে শাপমুৎসৃজম্ ॥ ৩২
যেনাংশেন হৃতা গাবঃ কশ্যপেন মহর্ষিণা
স তেনাংশেন জগতীং গত্বা গোপত্বমেষ্যতি ॥ ৩৩
যা চ সা সুরভির্নাম অদিতিশ্চ সুরারণিঃ।
তেঽপ্যুভে তস্য ভার্যে বৈ তেনৈব সহ যাস্যতঃ ॥ ৩৪
তাভ্যাং সহ স গোপত্বে কশ্যপো ভুবি রংস্যতে।
স তস্য কশ্যপস্যাংশস্তেজসা কশ্যপোপমঃ ॥ ৩৫
বসুদেব ইতি খ্যাতো গোষু তিষ্ঠতি ভূতলে।
গিরির্গোবর্ধনো নাম মথুরায়াস্ত্বদূরতঃ ॥ ৩৬

তত্রাসৌ গোষু নিরতঃ কংসস্য করদায়কঃ
তস্য ভার্যাদ্বয়ং জাতমদিতিঃ সুরভিশ্চ তে
দেবকী রোহিণী চেমে বসুদেবস্য ধীমতঃ
সুরভী রোহিণী দেবী চাদিতির্দেবকী ত্বভূৎ ॥ ৩৮
তত্র ত্বং শিশুরেবাদৌ গোপালকৃতলক্ষণঃ।
বর্ধস্ব মহাবাহো পুরা ত্রৈবিক্রমে যথা ॥ ৩৯
ছাদয়িত্বাত্মনাত্মানং মায়য়া যোগরূপয়া
তত্রাবতর লোকানাং ভবায় মধুসূদন ॥ ৪০
জয়াশীর্বচনৈস্ত্বেতে বর্ধয়ন্তি দিবৌকসঃ
আত্মানমাত্মনা হি ত্বমবতার্য মহীতলে ॥ ৪১
দেবকীং রোহিণীঞ্চৈব গর্ভাভ্যাং পরিতোষয়।
গোপকন্যাসহস্রাণি রময়ংশ্চর মেদিনীম্ ॥ ৪২
গাশ্চ তে রক্ষতো বিষ্ণো বনানি পরিধাবতঃ
বনমালাপরিক্ষিপ্তং ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি তে বপুঃ ॥ ৪৩
বিষ্ণৌ পদ্মপলাশাক্ষে গোপালবসতিং গতে।
বালে ত্বয়ি মহাবাহো লোকো বালত্বমেষ্যতি ॥ ৪৪

---

যাহা হইবার তাহাই হউক, আমাদের কর্তব্যবিষয়ে আপনি সর্বশক্তিমান্ প্রভু। আমার গাভীগুলি আমাকে ফিরাইয়া দিলে আমি তখনই সমুদ্রে চলিয়া যাইব ৷ ২৯

ঐ গাভীগুলির দেবতা সাক্ষাৎ পরমাত্মা এবং এই গাভীরাই অবিনাশী সত্ত্বগুণস্বরূপ। আপনার সৃষ্ট লোকসকলের নিকট গো ও ব্রাহ্মণ সমান বলিয়া স্বীকৃত ৷ ৩০

প্রথমে গোসমূহকে রক্ষা করা কর্তব্য; কারণ, সেই সুরক্ষিত গোসমূহ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করে। গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা হইলে সম্পূর্ণ জগৎ রক্ষিত হয় ৷ ৩১

অচ্যুত! জলাধিপতি বরুণ আমাকে এইরূপ বলিলে পর গোসমূহের কারণতত্ত্বের জ্ঞাতা আমি কশ্যপকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া বলিলাম ৷ ৩২

মহর্ষি কশ্যপ যে অংশের দ্বারা গোসমূহকে হরণ করিয়াছে, সেই অংশের দ্বারা সে পৃথিবীতে যাইয়া গোপত্ব প্রাপ্ত হইবে ৷ ৩৩

আর সেই সুরভি নাম্নী ও দেবগণরূপী অগ্নিকে উৎপন্ন করিতে অরণিস্বরূপা অদিতি—এই উভয় কশ্যপপত্নী কশ্যপের সহিত ভূতলে যাইবে ৷ ৩৪

পৃথিবীতে কশ্যপ গোপত্বপ্রাপ্ত হইয়া ঐ দুই পত্নীর সহিত আনন্দে থাকিবে। ঐ কশ্যপের অংশ তেজে কশ্যপের সমান হইয়াও বসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া ভূতলে গোসমূহের অধিপতিরূপে বর্তমান রহিয়াছে। মথুরা হইতে অদূরে গোবর্ধননামক পর্বত আছে। সেইখানে গোসমূহের রক্ষায় রত হইয়া সে কংসকে কর দান করে। অদিতি ও সুরভি এই দুইজন তাহার ভার্যা হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ বসুদেবের সেই দুই পত্নী দেবকী ও রোহিণী। সুরভি রোহিণী হইয়াছে এবং অদিতি দেবকী হইয়াছে ৷ ৩৫-৩৮

মহাবাহো! নারায়ণ! সেই স্থানে আপনি শিশু হইয়া গোপবালকের চিহ্নধারণ করিয়া সেইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকুন, যেভাবে বামন হইতে ত্রিবিক্রম হইয়াছিলেন ৷ ৩৯

মধুসূদন! আপনি স্বয়ং যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া লোককল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হউন ৷ ৪০

এই সকল দেবগণ 'জয় জয়' এইরূপ আশীর্বাণীর দ্বারা আপনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতেছে। আপনি স্বয়ং নিজেকে অবতারিত করিয়া দুইটি গর্ভরূপে দেবকী ও রোহিণীকে পরিতুষ্ট করুন। সহস্র গোপকন্যাকে আনন্দপ্রদান করিতে করিতে ব্রজভূমিতে বিহার করুন ৷ ৪১-৪২

বিষ্ণো! তখন আপনি গোগণকে রক্ষা করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিবেন। ভাগ্যবান্ বহু ব্যক্তিগণ বনমালাবিভূষিত আপনার শ্রীমূর্তি দর্শন করিবে ৷ ৪৩

মহাবাহো! কমলনয়ন সর্বব্যাপী আপনি বালকরূপে গোপবসতি ব্রজধামে নিবাস করিতে থাকিলে আপনাকে দর্শন

মদ্ভক্তাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তব চিত্তবশানুগাঃ।
গোষু গোপা ভবিষ্যন্তি সহায়াঃ সততং তব ॥ ৪৫
বনে চারয়তো গাশ্চ গোষ্ঠেষু পরিধাবতঃ।
মজ্জতো যমুনায়াঞ্চ রতিং প্রাপ্স্যন্তি তে ত্বয়ি ॥ ৪৬
জীবিতং বসুদেবস্য ভবিষ্যতি সুজীবিতম্।
যস্ত্বয়া তাত ইত্যুক্তঃ স পুত্র ইতি বক্ষ্যতি ॥ ৪৭
অথবা কস্য পুত্রত্বং গচ্ছেথাঃ কশ্যপাদৃতে।
কা চ ধারয়িতুং শক্তা ত্বাং বিষ্ণো অদিতিং বিনা ॥৪৮
যোগেনাত্মসমুত্থেন গচ্ছ ত্বং বিজয়ায় বৈ।
বয়মপ্যালয়ান্ স্বান্ স্বান্ গচ্ছামো মধুসূদন ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স দেবানভ্যনুজ্ঞায় বিবিক্তে ত্রিদিবালয়ে
জগাম বিষ্ণুঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্তরাং দিশম্ ॥ ৫০
তত্র বৈ পার্ব্বতী নাম গুহা মেরোঃ সুদুর্গমা
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈর্নিত্যং পর্ব্বসু পূজিতা ॥ ৫১
পুরাণং তত্র বিন্যস্য দেহং হরিরুদারধীঃ
আত্মানং যোজয়ামাস বসুদেবগৃহে প্রভুঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
পিতামহবাক্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

করিয়া বাল্যলীলার তৎপর হইয়া। সকল লোক বালক হইয়া যাইবে। ৪৪

কমলনয়ন ! আপনার চিত্তানুবর্ত্তী আপনার ভক্তগণ সেই ব্রজধামে গোসমূহের সেবার জন্য গোপ হইয়া সর্ব্বদা আপনার সহায়ক হইবে। ৪৫

আপনি বনে গোচারণ করিলে, গোষ্ঠে ইতস্ততঃ ধাবিত হইলে ও যমুনায় অবগাহন করিলে আপনার ঐ ভক্তজনগণ উত্তরোত্তর অনুরাগ প্রাপ্ত হইবে। ৪৬

বসুদেবের জীবন উত্তম জীবন হইবে। আপনি তাঁহাকে তাত বলিলে তিনি আপনাকে 'পুত্র' বলিবেন। ৪৭

বিষ্ণো ! অথবা আপনি কশ্যপ ব্যতীত অন্য কাহার পুত্র হইবেন ? অদিতি ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী আপনাকে গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে ? ৪৮

মধুসূদন ! আপনি স্বীয় সহজ স্বাভাবিক যোগবলে অসুর বিজয় করিবার জন্য গমন করুন এবং আমরাও নিজ নিজ আলয়ে গমন করি। ৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবলোকে ঐ নির্জন পুণ্যময় স্থানে অবস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে স্ব স্ব গৃহগমনে আজ্ঞাপ্রদান করিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তর দিকে নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন। ৫০

সেই স্থানে মেরুপর্ব্বতের অতি দুর্গম 'পার্ব্বতী' নামক একটি গুহা আছে। সেই গুহায় ভগবান্ বিষ্ণুর তিনটি পদচিহ্ন আছে। প্রত্যেক পর্ব্বদিনে তাহার পূজা হইয়া থাকে। ৫১

উদারবুদ্ধি ভগবান্ শ্রীহরি নিজ পুরাতন দেহ সেই গুহায় স্থাপিত করিয়া নিজেকে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইবার কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। ৫২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মার বাক্যবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

হরিবংশপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

# শ্রীকৃষ্ণগীতিঃ

বন্দে কৃষ্ণং করুণানিলয়ম্।
যুগ-যুগ-দলিতনিরুপমবিভবম্।
ব্রজলীলাপর-
যমুনাতটচর-
বংশীধ্বনিকর
সুমধুরবেশম্॥
গোচারণরত-
গো-গোপাবৃত-
( ভাণ্ডীর- ) বটমূলাশ্রিতং
নবঘন-কায়ম্॥
লোকবিমোহন-
দুঃখবিনাশন-
পতিতোদ্ধারণ-
মানসরমণম্॥
প্রাণপ্রিয়তম-
সুন্দরসত্তম-
নাথ-মধুরম-
দুরিতহরণম্॥
বৃন্দাবন-বন-
বিচরণকারী,
ত্রিভুবনপাবন-
নরতনুধারী,
ত্বং তৎ সদসৎ সর্ব্বকারণম্॥

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"হৃদয়ের মালিনা চোখের জল ভিন্ন আর কিছুতে নষ্ট হয় না। ভক্ত প্রথমে চোখের জলের দ্বারা হৃদয় কোমল করে তারপর আমার আসন বিছিয়ে দেয়। দেখ, আমার অন্তর ও বাহ্যপূজার প্রধান উপাচার চোখের জল। ঐ উপাচারের দ্বারা যে আমার পূজা করতে পারে তার পূজার ফল শান্তি আমি তৎক্ষণাৎ দিই। কাঁদ—কাঁদ খুব কাঁদ, হরি হরি বলে কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে ফেল, আমি চোখের জল বড় ভালবাসি। আমার নাম করে যে কাঁদে আমি তার দ্বারা ক্রীত হই।"

—:•:—

"দেখ, ভক্তদের চিরদুঃখনিবারণ করব ব'লে তাদের সংসারের মত্ত্ব নষ্ট করবার জন্য বাহিরে দুঃখের আগুন জ্বেলে—কোলে নিয়ে বসি। লোকে দেখে, তারা দুঃখ পাচ্ছে কিন্তু দুঃখের উত্তাপ ভক্তগণের গাত্র স্পর্শ করতে পারে না, ভক্ত আমার কোলে নরাতঙ্কে নিদ্রা যায়। তাদের ক্ষণিক সুখের আবাসে আগুন না জ্বললে, তারাও শান্তির পথে যেতে চায় না। তাই যাকে অনুগ্রহ করি তার সর্ব্বনাশ করি, তার ধনাদি কেড়ে নিই।

—:•:—

Regd. No. WB/NC-57

MAGH
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—3
Jan.—Febr. 1976

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"—রাম রাম করবি আর প্রণাম করবি। যা দেখবি, যা শুনবি, যাতে আকৃষ্ট হবি বা যাতে বিরক্ত হবি—অবিচারে রাম রাম জপে দিবি, আর জগতে জগতে প্রণাম করবি।"

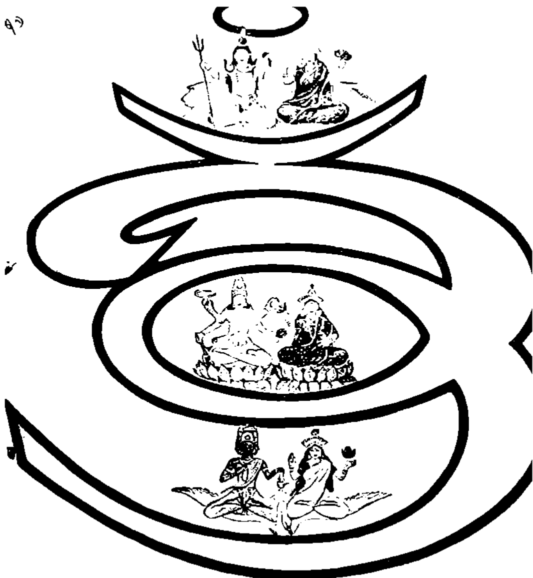
—•—

"আমাতে সম্ভব-অসম্ভব কিছু কল্পনা করিস না। আমি সূচ্যগ্রমধ্যে হস্তিবন্ধন করতে পারি, গোষ্পদে পর্বত নিমজ্জিত করতে পারি আমার গতি নির্ণয় করে এমন শক্তি কারও নেই।"

—•—

রামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি—৩৫ হতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

৭৯



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

অদ্বৈতবাদীর উপাসনা ত্রিবিধ। অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। 'ইন্দ্রদ্যুদগীত ব্রহ্ম উপাসীত', ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা। 'আদিত্য ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত' ইহা প্রতীক উপাসনা। 'সোঽহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি অহং গ্রহ উপাসনা। এই ত্রিবিধ উপাসক যে গতি লাভ করবে কলিযুগে হরিনাম করলে এই ত্রিবিধ উপাসনার লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারবে।

ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ে প্রাণবায়ু অহোরাত্র সঞ্চরণ করছে। স্বরোদয়ে শাস্ত্রে ইড়ার উদয়ে শুভ কর্ম, পিঙ্গলার উদয়ে ক্রূর কর্ম এবং সুষুম্নার উদয়ে মোক্ষ প্রাপক কর্ম করা কর্ত্তব্য—এইরূপ কথিত হয়েছে। যে নাড়ীতেই প্রাণসঞ্চরণ করুক না কেন সর্ব্বদা হরি হরি করবার বাধা নাই।

১৪শ বর্ষ, ফাল্গুনমাস, ১৩৮২ ] [নবম সংখ্যা —ষোলখণ্ড]

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

# হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডলী

শ্রীছায়াশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

*স্বত্বাধিকারী :—*
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
( [illegible] )

*মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকারী :—*
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে,
কিঙ্কর বিমলানন্দ

*কার্য্যালয় :—*

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ ( ফোন : ৫৮-২৭৩১ )
সিটি অফিস :—৯৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮.০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারমূলক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭১ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

# শ্রীমহাভারতম্
## তস্য খিলভাগো হরিবংশঃ
### ( তত্র বিষ্ণুপর্ব )
### প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

[ মথুরামাগত্য নারদেন কংসায় ভাবি-তদ্বধ বৃত্তান্তজ্ঞাপনম্, স্ব-সেবকানাং সমীপে কংসস্যাত্মশ্লাঘা চ । ]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জ্ঞাত্বা বিষ্ণুঃ ক্ষিতিগতং ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্ ।
বিনাশশংসী কংসস্য নারদো মথুরাং যযৌ ॥ ১
ত্রিবিষ্টপাদাপতিতো মথুরোপবনে স্থিতঃ ।
প্রেষয়ামাস কংসস্য দূতং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২
স দূতঃ কথয়ামাস মুনেরাগমনং বনে ।
স নারদস্যাগমনং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ৩
নির্জগামাসুরঃ কংসঃ স্বপুর্য্যাঃ পদ্মলোচনঃ
স দদর্শাতিথিং শ্লাঘ্যং দেবর্ষিং বীতকল্মষম্ ॥ ৪
তেজসা জ্বলনাকারং বপুষা সূর্য্যবর্চ্চসম্
সোঽভিবাদ্যার্ঘ্যমুখ্যেন পূজাং চক্রে যথাবিধি ॥ ৫
আসনঞ্চাগ্নিবর্ণাভং বিসৃজ্যোপজহার সঃ
নিষসাদাসনে তস্মিন্ স বৈ শক্রসখো মুনিঃ ॥ ৬
উবাচ চোগ্রসেনস্য সুতং পরমকোপনম্ ।
পূজিতোঽহং ত্বয়া বীর বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৭
গতে ত্বেবং মম বচঃ শ্রূয়তাং গৃহ্যতাং ত্বয়া ।
অনুস্মৃত্য দিবো লোকানহং ব্রহ্মপুরোগমান্ ॥ ৮
গতঃ সূর্য্যসখং তাত বিপুলং মেরুপর্ব্বতম্ ।
সনন্দনবনঞ্চৈব দৃষ্ট্বা চৈত্ররথং বনম্ ॥ ৯
আপ্লুতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সরিৎসু সহ দৈবতৈঃ
দিব্যা ত্রিধারা দৃষ্টা মে পুণ্যা ত্রিপথগা নদী ॥ ১০

---

### প্রথম অধ্যায় ।

[ মথুরায় আসিয়া নারদ কর্তৃক কংসকে তাবী তদ্বধ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং নিজের সেবকগণের নিকট কংসের আত্মশ্লাঘা । ]

( বদরিকা আশ্রমবাসী প্রসিদ্ধ ঋষি নারায়ণ [ অথবা সর্বান্তর্যামী নারায়ণ ] ও নর ( নারায়ণসখা অর্জুন অথবা আদি জীব হিরণ্যগর্ভ ), নরোত্তম (এই হিরণ্যগর্ভ ও অন্তর্যামী নারায়ণ হইতেও শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ), দেবী ( ইঁহাদের লীলার প্রধান সহায়িকা মহামায়া ) দুর্গা, সরস্বতী ( ইঁহাদের লীলা প্রকাশকারিণী বাগ্‌দেবী ) এবং বেদব্যাসকে ( ইঁহাদের লীলা সঙ্কলনকারী মহামতি ব্যাসদেবকে ) প্রণাম করিয়া অবিদ্যারূপী অজ্ঞানান্ধকারনাশকারী জয়নামক পুরাণাদি পাঠ করিতে হয় ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় । ভগবান্ বিষ্ণু যদুবংশে কৃষ্ণরূপে বসুদেবের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং স্বর্গবাসী দেবগণের অংশ ভূতলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা জানিয়া দেবর্ষি নারদ কংসকে তাহার নিকটবর্তী বিনাশের কথা বলিবার জন্য মথুরাতে গমন করিলেন । ১

স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিয়া তিনি মথুরার উপবনে অবস্থান করিলেন এবং সেই স্থান হইতে এই মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ কংসের নিকট একজন দূতকে পাঠাইলেন । ২

সেই দূত কংসের নিকট যাইয়া বলিল যে, নগরের উপবনে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়াছেন । নারদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া পদ্মলোচন অসুর কংস ত্বরা সহকারে পদক্ষেপ করিতে করিতে নিজ নগর হইতে বহির্গত হইল । ৩

উপবনে উপস্থিত হইয়া সেখানে তিনি স্পৃহণীয় অতিথি নিষ্পাপ দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিল । দেবর্ষি নারদ তখন নিজ তেজে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিলেন এবং তাঁর দেহে সূর্য্যের কান্তির ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিলেন । কংস দেবর্ষিকে প্রণাম করত তাহাকে বিধি অনুসারে পূজা করিল । ৪-৫

কংস তাঁহার জন্য অগ্নিতুল্য কান্তিমান্ সুবর্ণময় আসন প্রদান করিয়া ক্রমশঃ পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি উপহার প্রদান করিল । তাহার পর ইন্দ্রের সখা মুনি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন । ৬

তারপর তিনি অত্যন্ত ক্রোধী উগ্রসেন-পুত্র কংসকে বলিলেন বীর ! তুমি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমার পূজা করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমাকে এক আবশ্যক কথা বলিতেছি, তুমি আমার সেই কথা শ্রবণ কর এবং গ্রহণ কর । ৭

তাত ! আমি ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত স্বর্গীয় লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যের সখা সেই বিশাল মেরুপর্বতে যাইয়া উপস্থিত হই । তারপর নন্দনবন ও চৈত্ররথ বন দর্শন করিয়া আমি দেবগণের সমস্ত তীর্থ এবং নদীসমূহে স্নান করি । তাহার পর তিন ধারায় বিভক্ত দিব্য ত্রিপথগা পুণ্যসলিলা সেই গঙ্গানদী দর্শন করি, যিনি স্মরণমাত্রেই সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন । ৮-১০

স্মরণাদেব সর্বেষামংহসাং যা বিভেদিনী ।
উপস্পৃশ্য চ তীর্থেষু বিবোধ চ যথাক্রমম্ ॥ ১১
দৃষ্টং মে ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ।
দেব-গন্ধর্বনির্ঘোষৈরপ্সরোভিশ্চ নাদিতম্ ॥ ১২
সোঽহং কদাচিদ্দেবানাং সমাজে মেরুমূর্ধনি ।
সংগৃহ্য বীণাং সংসক্তামগচ্ছং ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ১৩
সোঽহং তত্র সিতোষ্ণীষান্ নানারত্নবিভূষিতান্ ।
দিব্যাসনগতান্ দেবানপশ্যং মণিতাবহান্ ॥ ১৪
তত্র মন্ত্রস্তামেবং দেবতানাং ময়া শ্রুতঃ ।
ভবতঃ সানুগস্যৈব বধোপায়ঃ সুদারুণঃ ॥ ১৫
তত্রৈষা দেবকী যা তে মথুরায়াং লঘুস্বসা ।
যোঽস্যাঃ গর্ভোঽষ্টমঃ কংসঃ স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৬
দেবানাং স তু সর্বস্বং ত্রিদিবস্য গতিশ্চ সঃ ।
পরং রহস্যং দেবানাং স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৭
পরশ্চৈবাপরশ্চৈবাং স্বয়ম্ভুশ্চ দিবৌকসাম্ ।
ভবতো তস্য সম্ভূতং দিব্যঞ্চ কথয়াম্যহম্ ॥ ১৮
শ্রাব্যশ্চ স হি তে মৃত্যুস্তুপূর্বশ্চ তং স্মর ।
যত্নঞ্চ ক্রিয়তাং কংস দেবক্যা গর্ভকৃন্তনে ॥ ১৯
এষা মে ত্বদগতা প্রীতির্নিদর্শকাহমাগতঃ ।
ভুজ্যতাং সর্বকামার্থাঃ স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥ ২০
ইত্যুক্ত্বা নারদে যাতে তস্য বাক্যং বিচিন্তয়ন্ ।
জহাসোচ্চৈস্ততঃ কংসঃ প্রকাশদশনস্থিরম্ ॥ ২১
প্রোবাচ সস্মিতশ্চৈব ভৃত্যানামগ্রতঃ স্থিতঃ ।
হাস্যঃ খলু স সর্বেষু নারদো ন বিশারদঃ ॥ ২২
নাহং জীবস্থিতং শক্যো দেবৈরপি সবাসবৈঃ ।
আসনস্থঃ শয়ানো বা প্রমত্তো মত্ত এব চ ॥ ২৩
যোঽহং দোর্ভ্যামুদারাভ্যাং ক্ষোভয়েয়ং ধরামিমাম্ ।
কোঽস্তি মাং মানুষে লোকে যঃ ক্ষোভয়িতুমুৎসহেৎ ॥ ২৪
অদ্যপ্রভৃতি দেবানামেব দেবানুবর্তিনাম্ ।
নৃ-পক্ষি-পশুসত্ত্বানাং করোমি কদনং মহৎ ॥ ২৫

---

তাহার পর ক্রমশঃ বিনা তীর্থসমূহে স্নান ও আচমন করত আমি ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্মার ভবন দর্শন করি। এই ভবন দেব-গন্ধর্বগণের বাদ্যধ্বনি ও অপ্সরাদিগের মধুর গীত-ধ্বনিতে সর্বদা মুখরিত আছে। ১১-১২

সেই স্থান হইতে আমি কোনও একদিন হস্তে বীণা লইয়া মেরুপর্বতের শিখরে বিরাজমান ব্রহ্মার সভায় গমন করি। যে স্থানে তখন দেবগণের এক সমাজ সমবেত হইয়াছে। ১৩

সেই আমি দেখিলাম যে, মস্তকে শুভ্র-বর্ণের উষ্ণীষ (পাগড়ী) ধারণ করিয়া নানা রত্নে বিভূষিত ব্রহ্মাদি সকল দেবতারা দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ১৪

সেই সভায় দেবগণের যে গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতেছিল, তাহাতে আমি শুনিয়াছি—সেবকদিগের সহিত তোমার বধের অত্যন্ত দারুণ উপায় স্থির হইয়াছে। ১৫

কংস! সেখানে আমি যাহা কিছু শুনিয়াছি, তদনুসারে মথুরায় যে তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী দেবকী দেবী আছেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। ১৬

সেই গর্ভ দেবগণের সর্বস্ব ও স্বর্গলোকে আশ্রয় হইবে। ইহাই দেবগণের পরম গোপনীয় রহস্য। সেই গর্ভই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। ১৭

যিনি সেই দেবগণের পর ও অপর অর্থাৎ মোক্ষ ও স্বর্গস্বরূপ, তিনি স্বর্গবাসিগণের স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, তিনি দিব্য মহাভূতস্বরূপ। ১৮

কংস! তিনি পূর্বেও তোমার মৃত্যু ছিলেন এবং এই সময়েও তোমার পক্ষে প্রশংসনীয় মৃত্যু হইবেন। অতএব তুমি দেবকীর গর্ভকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা কর। ১৯

ইহাই আমার তোমার প্রতি প্রীতি, যাহার জন্য আমি এস্থান পর্যন্ত আসিয়াছি। আচ্ছা, এখন তুমি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহ উপভোগ কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি এখন যাইতেছি। ২০

এই কথা বলিয়া যখন নারদ চলিয়া গেলেন, তখন কংস তাঁহার কথার উপর বিশেষভাবে চিন্তা করিল; তারপর সে দন্ত প্রদর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করিতে লাগিল। ২১

অনন্তর নিজের সেবকদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল—এই নারদ মুনি সর্বসাধারণের নিকট উপহাসের পাত্র; কারণ, ইনি বিশেষ চতুর নন। ২২

আমি বসিয়া থাকি বা শুইয়া থাকি, অসাবধান বা মত্ত অবস্থায় থাকি, কোন অবস্থাতেই ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারাও আমাকে জীত করিতে পারিবে না। ২৩

আমি নিজের দুই বিশাল বাহুর দ্বারা এই পৃথিবীকে ক্ষুব্ধ করিতে পারি। মনুষ্যলোকে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে আমাকে ক্ষুব্ধ করিবার সাহস করিতে পারে? ২৪

আজ হইতেই আমি দেবগণের ও তাহাদের অনুগমনকারী মনুষ্য, পক্ষী ও পশুদিগেরও গুরুতর পীড়ন আরম্ভ করিব। ২৫

আজ্ঞাপয়তাং হয়ঃ কেশী প্রলম্বো ধেনুকস্তথা।
অরিষ্টো বৃষভশ্চৈব পূতনা কালিয়স্তথা ॥ ২৬
অটধ্বং পৃথিবীং কৃৎস্নাং যথেষ্টং কামরূপিণঃ
প্রহরধ্বঞ্চ সর্বেষু যেঽস্মাকং পক্ষদূষকাঃ ॥ ২৭
গর্ভস্থানামপি গতির্বিজ্ঞেয়া চৈব দেহিনাম্।
নারদেন হি গর্ভেভ্যো ভয়ং নঃ সমুপাহৃতম্ ॥ ২৮
ভবন্তো হি যথাকামং মোদন্তাং বিগতজ্বরাঃ।
নাস্তি বো মাধনাশ্রিতা নাস্তি দেবকৃতং ভয়ম্ ॥২৯

অশ্বরূপধারী কেশী, প্রলম্ব, ধেনুক, বৃষরূপধারী অরিষ্ট, পূতনা ও কালিয় নামকে আজ্ঞা দান কর যে, তোমরা সকলে ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করত সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং যাহারা আমাদের পক্ষের নিন্দাকারী, তাহাদের সকলকে প্রহার কর। ২৫-২৭

যে সব প্রাণী গর্ভে বাস করিতেছে, তাহাদের পরিচয় অন্বেষণ কর; কারণ, নারদ বলিয়াছেন যে, গর্ভসকল হইতেই আমার ভয় আছে। ২৮

তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে আনন্দ উপভোগ কর। আমি তোমাদের পতি—সংরক্ষক। আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমাদের দেবগণের দিক্ হইতেও কোনও ভয় নাই। ২৯

স তু কেলিকিলো বিপ্রো ভেদশীলশ্চ নারদঃ
সুশ্লিষ্টানপি লোকেঽস্মিন্ ভেদয়ন্ রমতে রতিম্ ॥ ৩০
কণ্ডূয়মানঃ সততং লোকানটতি চঞ্চলঃ
ঘটমানো নরেন্দ্রাণাং তন্ত্রৈর্বৈরাণি চৈব হি ॥ ৩১
এবং স বিলপন্নেব বাঙ্মাত্রেণৈব কেবলম্
বিবেশ কংসো ভবনং দহ্যমানেন চেতসা ॥ ৩২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
নারদাগমনে কংসবাক্যং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

নারদ ও' যুদ্ধ করাইবারই খেলা খেলিতেছেন; কারণ, তাঁহার স্বভাব হইল—লোকসকলের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করা। এ সংসারে যে সব মানুষ সম্মিলিত ভাবে বসবাস করে, তাহাদের মধ্যেও ভেদ উৎপাদন করিয়া এই নারদ আনন্দলাভ করেন। ৩০

তিনি অত্যন্ত চঞ্চল এবং লোকসকলের মধ্যে সদা সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি করিতে করিতে পরিভ্রমণ করেন। বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা রাজাদের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন করিতে সচেষ্ট থাকেন। ৩১

এই প্রকারে কেবল বাক্যমাত্রেই প্রলাপ করিয়া অর্থাৎ বাগাড়ম্বর করিয়া কংস নিজ ভবনে গমন করিল। সেই সময় তাহার চিত্ত চিন্তারূপী অগ্নিতে জ্বলিতেছিল। ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে নারদের আগমন ও কংসের বাক্যবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ কংসেন দেবক্যা গর্ভবিনাশস্য চেষ্টা, ভগবতা বিষ্ণুনা পাতাললোকস্থিতানাং 'ষড়্গর্ভ' নামকানাং দৈত্যানাং জীবনাকৃষ্য নিদ্রাদেব্যা হস্তে তেষাং সমর্পণম্, দেবক্যা গর্ভে ক্রমশঃ তানি স্থাপয়িতুমাদিশ্য কর্তব্যান্তরকথনম্, কার্যসাধনাৎ পরং বর্দ্ধিতায়াস্তস্যা দেব্যা মহিমবর্ণনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সোঽজ্ঞাপয়ত সংরব্ধঃ সচিবানাত্মনো হিতান্।
যত্তা ভবত সর্বে বৈ দেবক্যা গর্ভকৃন্তনে ॥ ১
প্রথমাদেব হন্তব্যা গর্ভাস্তে সপ্ত এব হি
মূলাদেব তু হন্তব্যঃ সোঽনর্থো যত্র সংশয়ঃ ॥ ২
দেবকী চ গৃহে গুপ্তা প্রচ্ছন্নৈরভিরক্ষিতা
স্বৈরং চরতু বিস্রব্ধা গর্ভকালে তু রক্ষ্যতাম্ ॥ ৩
মাসান্ বৈ পুষ্পমাসাদ্য গণয়ন্তু মম স্ত্রিয়ঃ
পরিণামে তু গর্ভস্য শেষং জ্ঞাস্যামহে বয়ম্ ॥ ৪

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ কংসকর্তৃক দেবকীর গর্ভবিনাশের চেষ্টা, ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক পাতাললোকে স্থিত 'ষড়্গর্ভ' নামক দৈত্যগণের জীবন আকর্ষণ করিয়া সেই সব নিদ্রাদেবীর হস্তে সমর্পণ ও দেবকীর গর্ভে ক্রমশঃ স্থাপিত করিতে আদেশ দান করিয়া অন্য কর্তব্য কথন এবং কার্যসাধনের পর বর্দ্ধিতা সেই দেবীর মহিমা উল্লেখ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অতঃপর ক্রুদ্ধ কংস নিজের হিতৈষী মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা সকলে দেবকীর গর্ভ উচ্ছেদ করিতে যত্নবান্ হও। ১

প্রথম গর্ভ হইতেই আরম্ভ করিয়া তাহার সপ্ত গর্ভই নষ্ট করিয়া দিবে; কারণ যেখানে সংশয় আছে, সেই অনর্থের মূল হইতেই বিনাশ করা আবশ্যক। ২

দেবকী নিজের ভবনে গুপ্ত রক্ষকগণের দ্বারা সুরক্ষিতা থাকিয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করুক, কিন্তু যখনই সে গর্ভবতী হইবে, সেই সময়েই তাহাকে বিশেষ নিরাপদে রাখিবে। ৩

আমার স্ত্রীগণ রজস্বলা অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার

বসুদেবস্ত সংরক্ষ্যঃ স্ত্রীসকাশাদ্ভূমিধু।
অপ্রমত্তৈর্মম হিতৈ রাত্র্যহনি চৈব হি
স্ত্রীভির্বর্ষবরৈশ্চৈব বক্তব্যং ন তু কারণম্ ॥ ৫

এষ মানুষ্যকো যত্নো মানুষৈরেব সাধ্যতে
শ্রূয়তাং যেন দৈবং হি মদ্বিধৈঃ প্রতিহন্যতে ॥ ৬

মন্ত্রগ্রামৈঃ সুবিহিতৈরৌষধৈশ্চ সুযোজিতৈঃ
যত্নেন চানুকূলেন দৈবমপ্যনুলোম্যতে ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স যত্নবান্ কংসো দেবকীগর্ভকৃন্তনে
ভয়েন মন্ত্রয়ামাস শ্রুতার্থো নারদাৎ স বৈ ॥ ৮

এবং শ্রুত্বা প্রযত্নং বৈ কংসস্যারিষ্টসংজ্ঞিতম্।
অন্তর্দ্ধানং গতো বিষ্ণুশ্চিন্তয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৯

সপ্তেমান্ দেবকীগর্ভান্ ভোজপুত্রো বধিষ্যতি।
অষ্টমে চ ময়া গর্ভে কার্য্যমাধানমাত্মনঃ ॥ ১০

তস্য চিন্তয়তস্ত্বেবং পাতালমগমন্মনঃ
যত্র তে গর্ভশয়নাঃ ষট্গর্ভা নাম দানবাঃ ॥১১

বিক্রান্তবপুষো দীপ্তাস্তেঽমৃতপ্রাশনোপমাঃ
অমরপ্রতিমা যুদ্ধে পুত্রা বৈ কালনেমিনঃ ॥ ১২

তে তাততাতং সন্ত্যজ্য হিরণ্যকশিপুং পুরা
উপাসাঞ্চক্রিরে দৈত্যাঃ পুরা লোকপিতামহম্ ॥ ১৩

তপোমানস্তপস্তীব্রং জটামণ্ডলধারিণঃ
তেষাং প্রীতোঽভবদ্ ব্রহ্মা ষড়্গর্ভাণাং বরং দদৌ ॥১৪

ব্রহ্মোবাচ।

ভো ভো দানবশার্দ্দূলাস্তপসাহং সুতোষিতঃ
ব্রুত বো যস্য যঃ কামস্তস্য তং তং করোম্যহম্ ॥ ১৫

তে তু সর্বে সমানার্থা দৈত্যা ব্রহ্মাণমব্রুবন্
যদি নো ভগবান্ প্রীতো দীয়তাং নো বরো বরঃ ॥ ১৬

অবধ্যাঃ স্যাম ভগবন্ দৈবতৈঃ সমহোরগৈঃ।
শাপপ্রহরণৈশ্চৈব স্বস্তি নোঽস্তু মহর্ষিভিঃ ॥ ১৭

...দেবের মাস গণনা করিয়া থাকে। যখন গর্ভ পরিণত ...য়া প্রসবের সময় আসিবে, তখন সে বিষয়ে যাহা কর্তব্য ...হবে, তাহা আমরা বরাই জানিয়া লইব। (মন্ত্রণা গুপ্ত রাখিবার ...ন্ত এখন আর স্থির করিলাম না)। ৪

আমার হিতৈষী সেবকগণ দিন-রাত্রি সাবধানে থাকিয়া ...গণের দ্বারা রক্ষিত অন্তঃপুরে বসুদেবকে সর্বতোভাবে রক্ষা ...রুক। স্ত্রীগণ ও নপুংসকগণ তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুক. ...ন্তু ইহার কারণ যেন তাহাকে বলা না হয়। ৫

মনুষ্যগণের দ্বারা সম্ভাব্য এই উপায় মনুষ্যগণেরই সাধ্য ...ধিত হইতে পারে। কিন্তু আমার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ যে ...পায়ে দৈবকেও প্রতিহত করিতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। ৬

সুষ্ঠুভাবে বিহিত মন্ত্রসমূহের জপ, উত্তমরূপে প্রযুক্ত ঔষধ-...দ্রব্যের ব্যবহার এবং অনুকূল প্রযত্নের দ্বারা দৈবকেও নিজের ...অনুকূলে আনিতে পারা যায়। ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! এইরূপে কংস দেবকীর ...গর্ভ বিনাশ করিবার কার্যে যত্নবান্ হইল। নারদের নিকট ...হইতে সে সমস্ত বিষয়ই শুনিয়াছিল; সেইজন্য ভয়ে প্রেরিত হইয়া ...সে রক্ষার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ৮

কংসের সকল প্রয়াসই অনর্থের পথে উৎপাত-স্বরূপ ছিল। ...তাহা শ্রবণ করিয়া অদৃশ্যভাবে সেখানে স্থিত পরম পরাক্রমশালী ...ভগবান্ বিষ্ণু এরূপ চিন্তা করিলেন। ৯

ভোজকুমার কংস দেবকীর এই সাত গর্ভ নষ্ট করিয়া দিবে। অষ্টম গর্ভে আমাকে আমার স্বরূপ আধান করিতে হইবে। ১০

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মন সহসা পাতালের দিকে যাইল, যে স্থানে গর্ভে শয়নকারী সেই ষড়্গর্ভনামক দানবেরা বিদ্যমান ছিল। ১১

তাহাদের সকলেরই দেহ বল-বিক্রমসম্পন্ন ছিল, তাহারা অমৃতভোজী দেবগণের তুল্য তেজস্বী ছিল এবং যুদ্ধে দেবতাদের সদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করে। ইহারা সকলেই কালনেমিনামক দৈত্যের পুত্র। ১২

পুরাকালের কথা, এই দৈত্যগণ নিজের পিতারও পিতা হিরণ্যকশিপুকে ত্যাগ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিল। ১৩

তাহারা তখন মস্তকে জটাধারণ করিয়া তীব্র তপস্যায় নিরত ছিল। ইহাতে ব্রহ্মা সেই 'ষড়্গর্ভ' নামক দৈত্যগণের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং তাহাদিগকে বর দান করিলেন। ১৪

ব্রহ্মা বলিলেন—দানবকুলের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীরগণ! আমি তোমাদের তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে যাহার যে বর কামনা আছে, তাহা বল, আমি সেই সব পূর্ণ করিব। ১৫

সেই সব দৈত্যদের প্রয়োজন বা মনোরথ একই ছিল। তাহারা ব্রহ্মাকে বলিল—ভগবন্! যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করুন। ১৬

ভগবন্! আমরা সকলে দেবতা ও মহাসর্পগণের দ্বারা যেন

যক্ষ-গন্ধর্বপতিভিঃ সিদ্ধ-চারণ-মানবৈঃ
মা ভূদ্ বধো নো ভগবন্ দদাসি যদি নো বরম্ ॥ ১৮
তানুবাচ ততো ব্রহ্মা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
ভবদ্ভির্যদিদং প্রোক্তং সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ষড়্‌গর্ভাণাং বরং দত্ত্বা স্বয়ম্ভূস্ত্রিদিবং গতঃ।
ততো হিরণ্যকশিপুঃ সরোষো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০
মামুৎসৃজ্য বরো যস্মাদ্ বৃতো বঃ পদ্মসম্ভবাৎ।
তস্মাদ্ বস্ত্যাজিতঃ স্নেহঃ শত্রুভূতাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥ ২১
ষড়্‌গর্ভা ইতি যোঽয়ং বঃ শব্দঃ পিত্রাভিবর্দ্ধিতঃ।
স এব বো গর্ভগতান্ পিতা সর্বান্ বধিষ্যতি ॥ ২২
ষড়েব দেবকীগর্ভে ষড়্‌গর্ভা বৈ মহাসুরাঃ।
ভবিষ্যথ ততঃ কংসো গর্ভস্থান্ বো ভবিষ্যতি ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জগামাথ ততো বিষ্ণুঃ পাতালং যত্র তেঽসুরাঃ।
ষড়্‌গর্ভাঃ সংযতাঃ সন্তি জলে গর্ভগৃহেশয়াঃ ॥ ২৪
স দদর্শ জলে সুপ্তান্ ষড়্‌গর্ভান্ গর্ভসংস্থিতান্
নিদ্রয়া কালরূপিণ্যা সর্বানন্তর্হিতান্ স বৈ ॥ ২৫
স্বপ্নরূপেণ তেষাং বৈ বিষ্ণুর্দেহানথাবিশৎ।
প্রাণেশ্বরাংশ্চ নিষ্কৃষ্য নিদ্রায়ৈ প্রদদৌ তদা ॥ ২৬
তাং চোবাচ ততো নিদ্রাং বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ
গচ্ছ নিদ্রে ময়োৎসৃষ্টা দেবকীভবনান্তিকম্ ॥ ২৭
ইমান্ প্রাণেশ্বরান্ গৃহ্য ষড়্‌গর্ভান্ দানবোত্তমান্।
ষড়্‌গর্ভান্ দেবকীগর্ভে যোজয়স্ব যথাক্রমম্ ॥ ২৮
জাতেষ্বেতেষু গর্ভেষু নীতেষু চ যমক্ষয়ম্
কংসস্য বিফলে যত্নে দেবক্যাঃ সফলে শ্রমে ॥ ২৯
প্রসাদং তে করিষ্যামি মৎপ্রভাবসমং ভুবি।
যেন সর্বস্য লোকস্য দেবি দেবী ভবিষ্যসি ॥ ৩০
সপ্তমো দেবকীগর্ভো যোঽংশঃ সৌম্যো মমাগ্রজঃ।
স সংক্রাময়িতব্যস্তে সপ্তমে মাসি রোহিণীম্ ॥ ৩১

---

অবধ্য হই। যাঁহারা সর্বদা শাপের দ্বারা প্রহার করেন, সেই মহর্ষিগণও যেন সতত আমাদের কল্যাণকারী হন। ১৭

ভগবন্! যদি আপনি আমাদের বরদান করেন, তবে যক্ষ, গন্ধর্বপতি, সিদ্ধ, চারণ ও মনুষ্যগণের দ্বারা যেন আমাদের বধ না হয়। ১৮

তখন ব্রহ্মা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—তোমরা এই যে কথা বলিলে, তৎ সমস্তই তোমাদের পূর্ণ হইবে। ১৯

সেই ষড়্‌গর্ভ নামক দৈত্যদিগকে এইরূপ বর দান করিয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অন্য দিকে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত রোষ সহকারে তাহাদের বলিল। ২০

অরে! তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিয়াছ; সেইজন্য তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ ত্যাগ করাইয়া দিয়াছ। এখন তোমরা আমার শত্রু হইয়া গিয়াছ, এই কারণে এখন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছি। ২১

যে পিতা তোমাদিগকে 'ষড়্‌গর্ভ' নাম দিয়াছেন এবং পালন-পোষণ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তিনিই গর্ভে অবস্থান কালে তোমাদের সকলকে বধ করিবেন। ২২

তোমরা এই ষড়্‌গর্ভ নামক ছয় মহাসুর যখন দেবকীর গর্ভে অবস্থান করিবে, তখন কংস (তোমাদের পিতা কালনেমিরই স্বরূপভূত) গর্ভস্থ বালক তোমাদের সকলকে বধ করিবে। ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তাহাদের কথা স্মরণ হইতেই ভগবান্ বিষ্ণু পাতাললোকে গমন করিলেন, যেখানে সেই ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরগণ সংযমপরায়ণ হইয়া জলের মধ্যে গর্ভগৃহে শয়ন করিয়া আছে। ২৪

তিনি দেখিলেন—ষড়্‌গর্ভ নামক সমস্ত দৈত্যগণ কালরূপিণী নিদ্রার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জলের মধ্যে গর্ভগৃহে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ২৫

তখন ভগবান্ বিষ্ণু স্বপ্নরূপে (মায়াবলে) তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাহাদের সকল জীবনকে আকর্ষণ করিয়া নিদ্রাদেবীকে প্রদান করিলেন। ২৬

তারপর সত্যপরাক্রমী ভগবান্ বিষ্ণু সেই নিদ্রাকে বলিলেন—নিদ্রে! তুমি আমার প্রেরণায় দেবকীর গৃহের নিকটে গমন কর। ২৭

এই সকল জীবন হইল—ষড়্‌গর্ভ নামক শ্রেষ্ঠ দানব। তুমি ইহাদের লইয়া গিয়া ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভে স্থাপিত কর। ২৮

এই সব গর্ভ জন্মগ্রহণ করিলে পর এবং কংসের দ্বারা যমপুরে নীত হইলে পর যখন কংসের প্রযত্ন নিষ্ফল হইবে ও দেবকীর পরিশ্রম সফল হইবে, তখন আমি তোমার উপর বিশেষ কৃপা করিব। দেবী! সেই সময় হইতেই ভূতলে তোমার প্রভাব আমার প্রভাবের সমানই হইয়া যাইবে, যাহার দ্বারা তুমি সম্পূর্ণ জগতের আরাধ্যা দেবী হইবে। ২৯-৩০

দেবকীর যে সপ্তম গর্ভ হইবে, তাহা আমারই সৌম্য অংশে

সঙ্কর্ষণাত্তু গর্ভস্য স তু সঙ্কর্ষণো যুবা
ভবিষ্যত্যগ্রজো ভ্রাতা মম শীতাংশুদর্শনঃ ॥ ৩১
পতিতো দেবকীগর্ভঃ সপ্তমোঽয়ং ভয়াদিতি।
অষ্টমে ময়ি গর্ভস্থে কংসো যত্নং করিষ্যতি ॥ ৩৩
যা তু সা নন্দগোপস্য দয়িতা ভুবি বিশ্রুতা
যশোদা নাম ভদ্রং তে ভার্যা গোপকুলোদ্বহা ॥৩৪
তস্যাস্ত্বং নবমো গর্ভঃ কুলেঽস্মাকং ভবিষ্যসি
নবম্যামেব সঞ্জাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ ॥ ৩৫
অহং ত্বভিজিতো যোগে নিশায়াং যৌবনে স্থিতে
অর্দ্ধরাত্রে করিষ্যামি গর্ভমোক্ষং যথাসুখম্ ॥ ৩৬
অষ্টমস্য তু মাসস্য জাতাবাবাং ততঃ সমম্।
প্রাপ্স্যাবো গর্ভবাত্যাসং প্রাপ্তে কংসস্য শাসনে ॥ ৩৭

অহং যশোদাং যাস্যামি ত্বং দেবি ভজ দেবকীম্।
আবয়োর্গর্ভসংযোগে কংসো গচ্ছতু মূঢ়তাম্ ॥ ৩৮
ততস্ত্বাং গৃহ্য চরণে শিলায়াং পাতয়িষ্যতি।
নিরস্যমানা গগনে স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৩৯
মচ্ছবীসদৃশী কৃষ্ণা সঙ্কর্ষণসমাননা।
বিভ্রতী বিপুলৌ বাহূ মম বাহূপমৌ দিবি ॥ ৪০
ত্রিশিখং শূলমুদ্যম্য খড়্গং চ কনকৎসরুম্।
পাত্রীং চ পূর্ণাং মধুনা পঙ্কজং চ সুনির্মলম্ ॥ ৪১
নীলকৌশেয়সংবীতা পীতেনোত্তরবাসসা।
শশিরশ্মিপ্রকাশেন হারেণোরসি রাজতা ॥ ৪২
দিব্যকুণ্ডলপূর্ণাভ্যাং শ্রবণাভ্যাং বিভূষিতা।
চন্দ্রসাপত্ন্যভূতেন মুখেন ত্বং বিরাজিতা ॥ ৪৩

জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইবে। সেই গর্ভ যখন সাত মাস পূর্ণ হইবে, তখন তুমি সেই সপ্তম মাসেই তাহাকে আকর্ষণ করিয়া নিয়া রোহিণী দেবীর গর্ভে স্থাপিত করিয়া দিবে। ৩১

গর্ভের সঙ্কর্ষণ হওয়ায় সেই তরুণ বীর 'সঙ্কর্ষণ' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। চন্দ্রের কিরণতুল্য গৌরবর্ণ এবং দর্শনীয় সেই ভ্রাতা আমার অগ্রজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইবে। ৩২

সেই সময় সকল মানুষ এই কথা বলিবে যে, দেবকীর সপ্তম গর্ভ কংসের ভয়ে পতিত হইয়া গিয়াছে। অষ্টম পুত্ররূপে যখন আমি গর্ভে থাকিব, তখন কংস আমাকেও বধ করিবার জন্য যত্ন করিবে। ৩৩

দেবি! তোমার কল্যাণ হউক। সেই সময় ভূতলে 'যশোদা' নামে বিখ্যাত নন্দগোপের যে প্রিয়া পত্নী থাকিবে, সে গোপকুলের বংশধারা রক্ষা করিবে। ৩৪

তুমি তাহারই নবম গর্ভরূপে আমাদের কুলে উৎপন্না হইবে। এই নবম সংখ্যা দেবকী দেবীর অষ্টম পুত্র হইতে অধিক নিতে হইবে। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যোগনিদ্রাদেবীও কিছু কালের জন্য দেবকীদেবীর উদরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতেই তোমার জন্ম হইবে। (এই বাক্যে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই রাত্রিতে অষ্টমী তিথির পর নবমী তিথি হইলে যশোদাদেবীর গর্ভ হইতে যোগনিদ্রাদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল)। ৩৫

যখন রাত্রি যুবাবস্থায় অর্থাৎ মধ্যভাগে উপনীত হইবে, সেই রাত্রের সময় অভিজিৎ মুহূর্তযোগে আমি সুখপূর্বক গর্ভবাস ত্যাগ করিব অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইব। ৩৬

আমরা দুই ভ্রাতা-ভগিনী গর্ভের অষ্টম মাসেই জন্ম গ্রহণ করিব। তারপর কংসের ভাবী বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে পর আমরা উভয়ে একসঙ্গে গর্ভব্যত্যাস প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ আমাদের উভয়ের স্থান পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ৩৭

দেবি! সেই পরিবর্তনে আমি মাতা যশোদার নিকটে যাইব এবং তুমি মাতা দেবকীর নিকটে আসিও। আমাদের উভয়ের এই পরিবর্তিত গর্ভসংযোগ-বিষয়ে কংস মূঢ়তায় প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ সে এই পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিবে না। ৩৮

তারপর কংস তোমার দুই পদ ধারণ করিয়া তোমাকে শিলার উপরে পাতিত করিবে, কিন্তু তুমি তাহার হস্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। ৩৯

তোমার অঙ্গকান্তি আমারই সমান শ্যামবর্ণ হইবে, কিন্তু তোমার মুখ ভ্রাতা সঙ্কর্ষণের ন্যায় গৌরবর্ণ হইবে। তুমি আকাশেই আমার দুই বাহুর তুল্য আরও দুইটি হৃষ্ট-পুষ্ট বিশাল বাহু ধারণ করিবে। ৪০

তোমার চার বাহুর মধ্যে এক বাহুতে তিনশিখাযুক্ত শূল (ত্রিশূল) থাকিবে, অন্য বাহুতে স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত তরবারি থাকিবে, তৃতীয় হস্তে মধুপূর্ণ পাত্র (পানপাত্র) থাকিবে এবং চতুর্থ হস্তে সুনির্মল পদ্ম থাকিবে। ৪১

তোমার শ্রীঅঙ্গে নীলবর্ণের রেশমী শাড়ী শোভা পাইবে এবং তুমি পীতবর্ণের রেশমী চাদর গায়ে ধারণ করিবে। তোমার বক্ষঃস্থলে চন্দ্রের কিরণতুল্য প্রকাশমান শ্বেত হার শোভিত থাকিবে। ৪২

দিব্য দুই কুণ্ডলের দ্বারা মণ্ডিত কর্ণযুগল তোমাকে বিভূষিত করিবে। চন্দ্রের সপত্নীরূপ অর্থাৎ তাহার শোভাকেও অপহরণকারী নিজের মনোরম মুখের দ্বারা তুমি অত্যন্ত শোভাপ্রাপ্ত হইবে। ৪৩

মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা।
ভুজঙ্গাভৈর্ভুজৈর্ভীমৈর্ভূষয়ন্তী দিশো দশ ॥ ৪৪
ধ্বজেন শিখিবর্হেণ উচ্ছ্রিতেন বিরাজতা।
মায়ূরেণ ময়ূরাণামঙ্গদেন চ ভাস্বতা ॥ ৪৫
কীর্ণা ভূতগণৈর্ঘোরৈর্মন্নিয়োগানুবর্তিনী।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং ত্বং গমিষ্যসি ॥ ৪৬
তত্র ত্বাং শতদৃক্ শক্রো মৎপ্রদিষ্টেন কর্মণা।
অভিষেকেণ দিব্যেন দৈবতৈঃ সহ যোক্ষ্যতে ॥ ৪৭
তত্রৈব ত্বাং ভগিন্যর্থে গ্রহীষ্যতি স বাসবঃ।
কুশিকস্য তু গোত্রেণ কৌশিকী ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৪৮
স তে বিন্ধ্যে নগশ্রেষ্ঠে স্থানং দাস্যতি শাশ্বতম্।
ততঃ স্থানসহস্রৈস্ত্বং পৃথিবীং শোভয়িষ্যসি ॥ ৪৯
ত্রৈলোক্যচারিণী সা ত্বং ভুবি সত্যোপযাচনা।
চরিষ্যসি মহাভাগে বরদা কামরূপিণী ॥ ৫০
তত্র শুম্ভ-নিশুম্ভৌ দ্বৌ দানবৌ নগচারিণৌ।
তৌ চ কৃত্বা মনসি মাং সানুগৌ নাশয়িষ্যসি ॥ ৫১
কৃতানুযাত্রাং ভূতৈস্ত্বং সুরামাংসবলিপ্রিয়া।
তিথৌ নবম্যাং পূজাং ত্বং প্রাপ্স্যসে সপশুক্রিয়াম্ ॥ ৫২
যে চ ত্বাং মৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণমিষ্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং ন দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা ॥ ৫৩
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে।
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্ ॥ ৫৪
ত্বাং তু স্তোষ্যন্তি যে ভক্ত্যা স্তবেনানেন বৈ শুভে।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
ভারাবতরণে নিদ্রাসংবিধানে

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

---

তোমার মস্তকে বিচিত্র মুকুট ও শোভাপূর্ণ কেশবন্ধ থাকিবে। সর্পগণের ভয়ে কায় প্রভাযুক্ত নিজের ভয়ানক বাহুসকলের দ্বারা তুমি দশদিকের শোভাবর্দ্ধন করিবে। ৪৪

ময়ূরপক্ষবিভূষিত উচ্চ ধ্বজ ও ময়ূর-পুচ্ছদ্বারা নির্মিত প্রকাশমান অঙ্গদে বাহুভূষণ-বলয়ে তুমি প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ৪৫

ভয়ঙ্কর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া ও আমার আদেশের বশীভূতা হইয়া তুমি সদা কুমারী থাকিবার ব্রত গ্রহণ করত স্বর্গলোকে গমন করিবে। ৪৬

সেখানে দেবগণের সহিত সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার আদেশ অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য দিব্য বিধিসহকারে তোমার অভিষেক করিবে। ৪৭

সেখানেই ইন্দ্র নিজের ভগিনীরূপে তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবে। কুশিক-গোত্রের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকায় তুমি 'কৌশিকী' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। ৪৮

সেই দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বতসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যপর্বতে তোমাকে শাশ্বত স্থান প্রদান করিবে। তাহারপর তুমি নিজের সহস্র স্থানসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে সুশোভিত করিবে। ৪৯

মহাভাগে! তুমি ইচ্ছানুসারে রূপধারিণী ও বরদায়িনী হইয়া তিন লোকে বিচরণ করিবে। তোমার নিকটে কৃত উপযাচনা (মানত—মানসিক) অবশ্য সফল হইবে। ৫০

সেখানে আমাকে মনে করিয়া অর্থাৎ আমার ধ্যান করিয়া তুমি বিন্ধ্যপর্বতে বিচরণকারী শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই দানবকে তাহাদের অনুগামীর সহিত বিনাশ করিবে। ৫১

সে স্থানে তোমার মদ্যযুক্ত ও মাংসমিশ্রিত বলি (উপহার-সামগ্রী) প্রিয় হইবে এবং সকল লোক বারংবার তোমার তীর্থ-যাত্রা করিয়া নবমী তিথিতে পশুপূজন কর্মের সহিত তোমার পূজা করিবে এবং তুমি সেই পূজা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিবে। ৫২

যাহারা আমার প্রভাব জানে, সেই সব মানুষ যদি তোমাকে প্রণাম করে, তবে তাহাদের পক্ষে পুত্র অথবা ধনাদি কোনও বস্তুই দুর্লভ হইবে না। ৫৩

দুর্গম স্থানসমূহে পতিত হইয়া বিষণ্ণচিত্ত, মহাসাগরের জলে নিমজ্জিত এবং দস্যুগণের দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সঙ্কটাপন্ন মনুষ্য-গণের তুমিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হইবে। ৫৪

মঙ্গলময়ী দেবি! যে মানুষ ভক্তি সহকারে এই স্তোত্রের দ্বারা (তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণিত) তোমার স্তব করিবে, তাহার নিকট আমি অদৃশ্য থাকি না এবং সেই মানুষও আমার দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকে না অর্থাৎ সেই মানুষ আমার কৃপা দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। ৫৫

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পৃথিবীর ভার অবতরণ-প্রসঙ্গে ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক নিদ্রাদেবীকে কর্তব্য-জ্ঞাপন-বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[ আর্য্যা-স্তুতিঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
আর্য্যাস্তবং প্রবক্ষ্যামি যথোক্তমৃষিভিঃ পুরা ।
নারায়ণীং নমস্যামি দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ১
ত্বং হি সিদ্ধির্ধৃতিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বিদ্যা সন্নতির্মতিঃ ।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা কালরাত্রিস্তথৈব চ ॥ ২
আর্য্যা কাত্যায়নী দেবী কৌশিকী ব্রহ্মচারিণী ।
জননী সিদ্ধসেনস্য উগ্রচারী মহাবলা ॥ ৩
জয়া চ বিজয়া চৈব পুষ্টিস্তুষ্টিঃ ক্ষমা দয়া ।
জ্যেষ্ঠা যমস্য ভগিনী নীল-কৌশেয়বাসিনী ॥ ৪
বহুরূপা বিরূপা চ অনেকবিধিচারিণী ।
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী ভক্তানাং পরিরক্ষিণী ॥ ৫
পর্ব্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ
বাসস্তব মহাদেবি বনেষূপবনেষু চ ॥ ৬
শবরৈর্ব্বর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা ।
ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্ ক্রমসি সর্ব্বশঃ ॥ ৭
কুক্কুটৈশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা
ঘণ্টানিনাদবহুলা বিন্ধ্যবাসিন্যভিশ্রুতা ॥ ৮
ত্রিশূল-পট্টিশধরা সূর্য্যচন্দ্রপতাকিনী ।
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী তথা ॥ ৯
ভগিনী বলদেবস্য রজনী কলহপ্রিয়া
আবাসঃ সর্ব্বভূতানাং নিষ্ঠা চ পরমা গতিঃ ॥ ১০
নন্দগোপসুতা চৈব দেবানাং বিজয়াবহা ।
চীরবাসাঃ সুবাসাশ্চ রৌদ্রী সন্ধ্যাচরী নিশা ॥ ১১
প্রকীর্ণকেশী মৃত্যুশ্চ সুরামাংসবলিপ্রিয়া ।
লক্ষ্মীরলক্ষ্মীরূপেণ দানবানাং বধায় চ ॥ ১২
সাবিত্রী চাপি দেবানাং মাতা ভূতগণস্য চ
কন্যানাং ব্রহ্মচর্য্যত্বং সৌভাগ্যং প্রমদাসু চ ॥ ১৩

---

## তৃতীয় অধ্যায় ।

[ আর্য্যার স্তুতি । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! পুরাকালে যেরূপ ঋষিগণ বলিয়াছেন, তদনুসারে আমি আর্য্যাদেবীর স্তুতি বর্ণনা করিব। আমি ত্রিভুবনের অধীশ্বরী নারায়ণী দেবীকে নমস্কার করিতেছি । ১

দেবি ! তুমি সিদ্ধি, ধৃতি, কীর্ত্তি, শ্রী, বিদ্যা, সন্নতি, মতি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা ও কালরাত্রিস্বরূপা । ২

আর্য্যা, কাত্যায়নী, দেবী, কৌশিকী, ব্রহ্মচারিণী, সিদ্ধসেনের (কুমার কার্ত্তিকেয়ের) জননী, উগ্রচারিণী এবং মহাবল-শালিনী । ৩

জয়া, বিজয়া, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্ষমা, দয়া, যমের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং নীলবর্ণের রেশমী শাড়ী-পরিহিতা । ৪

তোমার বহু রূপ আছে বলিয়া তুমি বহুরূপা । বিকরাল রূপ ধারণ করায় তুমি বিরূপা । অনেক প্রকার বিধিসমূহের আচরণকারিণী । তিনটি নয়ন থাকায় নয়ন বিরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইজন্য তুমি বিরূপাক্ষী । তোমার নয়নত্রয় অতি বিশাল বলিয়া তুমি বিশালাক্ষী । তুমি সর্ব্বদা নিজের ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাক । ৫

মহাদেবি ! পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর শিখরে, নদীসমূহে, গুহাসমূহে এবং বন-উপবনসমূহে তোমার নিবাস । ৬

শবর, বর্ব্বর এবং পুলিন্দগণও তোমার উত্তমরূপে পূজা করিয়াছে, তুমি ময়ূর-পুচ্ছের পতাকায় সুশোভিত ও ক্রমশঃ সকল লোকে বিচরণ কর । ৭

কুক্কুর, ছাগল, মেষ, সিংহ ও ব্যাঘ্রাদি পশু-পক্ষীরা সর্ব্বদা তোমাকে পরিবৃত করিয়া রাখে । তোমার নিকট ঘণ্টার ধ্বনি অধিক হয় । তুমি বিন্ধ্যবাসিনী নামে বিখ্যাত । ৮

দেবি ! তুমি ত্রিশূল ও পট্টিশ ধারণ করিয়া থাক । তোমার পতাকার উপর সূর্য্য ও চন্দ্রের চিহ্ন আছে । তুমি প্রত্যেক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের নবমী ও শুক্লপক্ষের একাদশী । ৯

তুমি বলরামের ভগিনী । রাত্রি তোমার স্বরূপ, কলহ তোমার অতিশয় প্রিয় । তুমি সমস্ত ভূতগণের আবাসস্থান, নিষ্ঠা ও পরমগতি । ১০

তুমি নন্দগোপের কন্যা, দেবগণের বিজয়সম্পাদিকা, চীর বস্ত্রধারিণী (সুবাসিনী), রৌদ্রী, সন্ধ্যাকালে বিচরণকারিণী ও রাত্রিস্বরূপা । ১১

তোমার কেশগুচ্ছ চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে । তুমি প্রাণিগণের মৃত্যু । মদ ও মাংসযুক্ত বলি (উপহার) তোমাদের প্রিয় । তুমি লক্ষ্মী, কিন্তু দানবগণের বধের জন্য অলক্ষ্মী হইয়া যাও । ১২

তুমি সাবিত্রী, দেবগণের মাতা অদিতি ও সমস্ত ভূতবৃন্দের জননী । কন্যাদিগের ব্রহ্মচর্য্য তুমিই এবং বিবাহিতা যুবতীগণের সৌভাগ্যও তুমিই । ১৩

অন্তর্বেদী চ যজ্ঞানামৃত্বিজাং চৈব দক্ষিণা ।
কর্ষকাণাঞ্চ সীতেতি ভূতানাং ধরণীতি চ ॥ ১৪
সিদ্ধিঃ সাংযাত্রিকাণাং তু বেলা ত্বং সাগরস্য চ ।
যক্ষাণাং প্রথমা যক্ষী নাগানাং সুরসেতি চ ॥ ১৫
ব্রহ্মবাদিন্যথো দীক্ষা শোভা চ পরমা তথা
জ্যোতিষাং ত্বং প্রভা দেবি নক্ষত্রাণাঞ্চ রোহিণী ॥ ১৬
রাজদ্বারেষু তীর্থেষু নদীনাং সঙ্গমেষু চ
পূর্ণা চ পূর্ণিমা চন্দ্রে কৃত্তিবাসা ইতি স্মৃতা ॥ ১৭
সরস্বতী চ বাল্মীকে স্মৃতির্দ্বৈপায়নে তথা ।
ঋষীণাং ধর্মবুদ্ধিস্তু দেবানাং মানসী তথা ॥ ১৮
সুরা দেবী তু ভূতেষু স্তূয়সে ত্বং স্বকর্মভিঃ ।
ইন্দ্রস্য চারুদৃষ্টিস্ত্বং সহস্রনয়নেতি চ ॥ ১৯
তাপসানাঞ্চ দেবী ত্বমরণী চাগ্নিহোত্রিণাম্ ।
ক্ষুধা চ সর্বভূতানাং তৃপ্তিস্ত্বং দৈবতেষু চ ॥ ২০
স্বাহা তুষ্টির্ধৃতির্মেধা বসূনাং ত্বং বসুমতী ।
আশা ত্বং মানুষাণাঞ্চ পুষ্টিশ্চ কৃতকর্মণাম্ ॥ ২১
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব তথা হ্যগ্নিশিখা প্রভা ।
শকুনী পূতনা ত্বঞ্চ রেবতী চ সুদারুণা ॥ ২২
নিদ্রাপি সর্বভূতানাং মোহিনী ক্ষত্রিয়া তথা ।
বিদ্যানাং ব্রহ্মবিদ্যা ত্বমোঙ্কারোঽথ বষট্ তথা ॥ ২৩
নারীণাং পার্বতীঞ্চ ত্বাং পৌরাণীমৃষয়ো বিদুঃ ।
অরুন্ধতী চ সাধ্বীনাং প্রজাপতিবচো যথা ॥ ২৪
পর্য্যায়নামভির্দিব্যৈরিন্দ্রাণী চেতি বিশ্রুতা ।
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৫
সংগ্রামেষু চ সর্বেষু অগ্নিপ্রজ্বলিতেষু চ ।
নদীতীরেষু চৌরেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ ॥ ২৬
প্রবাসে রাজবন্ধে চ শত্রূণাঞ্চ প্রমর্দ্দনে ।
প্রাণাত্যয়েষু সর্বেষু ত্বং হি রক্ষা ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
ত্বয়ি মে হৃদয়ং দেবি ত্বয়ি চিত্তং মনস্ত্বয়ি ।
রক্ষ মাং সর্বপাপেভ্যঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৮

---

তুমি যজ্ঞসমূহের অন্তর্বেদী এবং ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণা। কৃষকগণের সীতা (হলচালনায় উৎপন্ন রেখা) এবং সমস্ত প্রাণিগণকে ধারণকারিণী ধরণীও তুমিই। ১৪

নৌকা ও অর্ণবপোতের (জাহাজের) সাহায্যে বাণিজ্যাদির জন্য যাত্রাকারী বণিক্‌দিগের সিদ্ধি তুমি, তুমি সমুদ্রের বেলা (তীরভূমি), যক্ষগণের প্রথমা যক্ষী (কুবেরের মাতা) এবং নাগসকলের জননী সুরসা। ১৫

দেবি! তুমি ব্রহ্মবাদিনী দীক্ষা ও পরম শোভা, জ্যোতিষ্কসকলের তুমি প্রভা এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে তুমি রোহিণী। ১৬

রাজদ্বার, তীর্থ ও নদীসকলের সঙ্গমসমূহে তুমি পূর্ণ লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা, চন্দ্রে পূর্ণিমারূপে অবস্থিতা এবং তুমি কৃত্তিবাসা (ব্যাঘ্রচর্মকে বস্ত্ররূপে পরিধানকারিণী)। ১৭

তুমি মহর্ষি বাল্মীকিতে সরস্বতীরূপে, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসে স্মৃতিরূপে এবং ঋষি-মুনিগণে ধর্মবুদ্ধিরূপে নিত্য অবস্থিতা। দেবতাদিগের সত্যসঙ্কল্পরূপী চিত্তবৃত্তিও তুমিই। ১৮

তুমি সমস্ত ভূতগণের মধ্যে সুরা দেবী এবং স্বীয় কর্মের দ্বারা সদা প্রশংসিত। ইন্দ্রের মনোহর দৃষ্টিও তুমিই; সহস্রনয়নে যুক্ত থাকায় তুমি সহস্রনয়না নামে প্রসিদ্ধ। ১৯

তুমি তপস্বী মুনিগণের দেবী, অগ্নিহোত্রপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের অরণী, তুমি সমস্ত ভূতগণের ক্ষুধা এবং দেবতাসকলের মধ্যে সতত অবস্থিত তৃপ্তি তুমিই। ২০

তুমি স্বাহা, তুষ্টি, ধৃতি ও মেধা। বসুগণের তুমি বসুমতী, তুমি মনুষ্যগণের আশা এবং কৃতকৃত্য পুরুষগণের পুষ্টি। ২১

তুমি দিক্ (পূর্বাদি চারি), বিদিক্ (ঈশানাদি চারি কোণ), অগ্নিশিখা, প্রভা, শকুনী, পূতনা ও অত্যন্ত দারুণা রেবতী। ২২

সমস্ত ভূতগণের মোহকারিকা নিদ্রাও তুমি। তুমি ক্ষত্রিয়া (শাসনী শক্তি), তুমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি ওঙ্কার ও বষট্‌কার-স্বরূপ। ২৩

ঋষিগণ তোমাকে নারীদিগের মধ্যে পুরাণপ্রসিদ্ধ পার্বতী-দেবী রূপে জানেন। তুমি সাধ্বী স্ত্রীদিগের মধ্যে অরুন্ধতী—যেরূপ প্রজাপতি বলিয়াছেন। ২৪

তুমি নিজের পর্যায়বাচী দিব্য নামসমূহের দ্বারা ইন্দ্রাণী—এই নামে বিখ্যাত। তুমি এই স্থাবর-জঙ্গমময় জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। ২৫

সর্ববিধ সংগ্রামস্থলে, অগ্নিপ্রজ্বলিত গৃহে, নদীর তীরে, চৌরমধ্যে, দুর্গম স্থানে, ভয়সমূহে, প্রবাসে, রাজার দ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হইলে, শত্রুদিগকে মর্দিত করিবার সময় এবং সর্বপ্রকার প্রাণসঙ্কটকালে তুমিই সকলের রক্ষাকারিণী—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৬-২৭

ইমং যঃ সুস্তবং দিব্যমিতি ব্যাসপ্রকল্পিতম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ২৯
ত্রিভির্মাসৈঃ কাঙ্ক্ষিতঞ্চ ফলং বৈ সম্প্রদাস্যসি।
ষড়্ ভির্মাসৈর্বরিষ্ঠন্তু বরমেকং প্রদাস্যসি ॥ ৩০
অর্চ্চিতা তু ত্রিভির্মাসৈর্দিব্যং চক্ষুঃ প্রদাস্যসি
সংবৎসরেণ সিদ্ধিন্তু যথাকামং প্রদাস্যসি ॥ ৩১
সত্যং ব্রহ্ম চ দিব্যঞ্চ দ্বৈপায়নবচো যথা।
নৃণাং বন্ধং বধং ঘোরং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ॥ ৩২
ব্যাধিমৃত্যুভয়ঞ্চৈব পূজিতা শময়িষ্যসি
ভবিষ্যসি মহাভাগে বরদা কামরূপিণী ॥ ৩৩
মোহয়িত্বা চ তং কংসমেকা ত্বং ভোক্ষ্যসে জগৎ
অহমপ্যাত্মনো বৃত্তিং বিধাস্যে গোষু গোপবৎ ॥ ৩৪
স্ববৃদ্ধ্যর্থমহঞ্চৈব করিষ্যে কংসগোপতাম্
এবং তাং স সমাদিশ্য গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ ॥ ৩৫
সা চাপি তং নমস্কৃত্বা তথাস্ত্বিতি চ নিশ্চিতা ॥ ৩৬
যশ্চৈতৎ পঠতে স্তোত্রং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিং লভতে নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বসুগর্ভবিধানে আর্য্যাস্তবো তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

দেবি! আমার হৃদয় তোমাতে আসক্ত, আমার চিত্ত ও মন তোমারই চিন্তায় ও মননে নিরত আছে। তুমি সমস্ত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং কৃপা কর। ২৮

যে মানুষ আমার (বিষ্ণুর) দ্বারা স্তুত এবং ব্যাসদেব কর্তৃক পদ্যাকারে আবদ্ধ এই দিব্য সুন্দর স্তোত্র প্রাতঃকালে উঠিয়া শুদ্ধভাবে সংযত চিত্ত হইয়া পাঠ করে, তাহাকে তুমি তিন মাসের মধ্যেই মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান কর এবং যে ব্যক্তি ছয় মাস যাবৎ প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তিকে কোনও এক বিশিষ্ট বর দান করিয়া থাক। ২৯-৩০

তিন মাস পর্য্যন্ত পূজিতা হইলে পর তুমি উপাসককে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাক এবং এক বর্ষ পর্য্যন্ত আরাধনা করিলে তাহাকে তুমি তাহার ইচ্ছানুসারে সিদ্ধি দান কর। ৩১

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে তুমি সত্য ও দিব্য ব্রহ্মস্বরূপা। মহাভাগে! তুমি পূজিতা হইলে পর মনুষ্যগণের বন্ধন, ভয়ানক বধ, পুত্র ও ধননাশ এবং রোগ ও মৃত্যু-ভয় দূর করিয়া থাক এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিয়া উপাসকের জন্য বরদায়িনী হও। ৩২-৩৩

কেবল ইহাই নহে, তুমি সেই কংসকে মোহগ্রস্ত করিয়া একাকিনীই এই সম্পূর্ণ জগৎকে উপভোগ করিবে। আমি আমার বৃদ্ধির জন্য কংসের গোচারণ করিব। সেই যোগনিদ্রাকে এই আদেশ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৩৫

ভূমিতে গোপদের মধ্যে বিচরণ করিয়া গোপের ন্যায় নিজের বৃত্তি পালন করিয়া যাইব। ৩৪

আমি নিজের পুষ্টির জন্য কংসের গোচারণ করিব। সেই যোগনিদ্রাকে এই আদেশ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৩৫

সেই সময় এই দেবীও তাঁহাকে নমস্কার করত 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে নিশ্চিত করিলেন। ৩৬

যে মানুষ বারংবার এই স্তোত্র পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সেই মানুষ নিজের সম্পূর্ণ মনোরথ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বসুগর্ভবিধান এবং আর্য্যাদেবীর স্তুতিবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ কংসেন দেবক্যা নবজাতানাং শিশূনাং হত্যা, যোগ-মায়য়া সপ্তমগর্ভস্য সঙ্কর্ষণম্, শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাবঃ, নন্দভবনে প্রবেশশ্চ, কংসেন নন্দকন্যায়া বিনাশে চেষ্টা, তস্মৈ দিব্যরূপেণ দেব্যা দর্শনদানম্, দেবকীসমীপে কংসস্য ক্ষমা-প্রার্থনা, দেবক্যা তস্য ক্ষমা চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃতে গর্ভবিধানে তু দেবকী দেবতোপমা।
জগ্রাহ সপ্ত তান্ গর্ভান্ যথাবৎ সমুদাহৃতান্॥ ১
ষড়্ গর্ভান্ নিঃসৃতান্ কংসস্তান্ জঘান শিলাতলে।
আপন্নং সপ্তমং গর্ভং সা নিনায়াথ রোহিণীম্॥ ২
অর্দ্ধরাত্রে স্থিতং গর্ভং পাতয়ন্তী রজস্বলা।
নিদ্রয়া সহসাবিষ্টা পপাত ধরণীতলে॥ ৩
সা স্বপ্নমিব তং দৃষ্ট্বা স্বে গর্ভং নিঃসৃতমাত্মনঃ।
অপশ্যন্তী চ তং গর্ভং মুহূর্ত্তং ব্যথিতাভবৎ॥ ৪
তামাহ নিদ্রা সংবিগ্নাং নৈশে তমসি রোহিণীম্।
রোহিণীমিব সোমস্য বসুদেবস্য ধীমতঃ॥ ৫
কর্ষণেনাস্য গর্ভস্য স্বগর্ভে চাহিতস্য বৈ।
সঙ্কর্ষণো নাম সুতঃ শুভে তব ভবিষ্যতি॥ ৬
সা তং পুত্রমবাপ্যৈবং হৃষ্টা কিঞ্চিদবাঙ্মুখী
বিবেশ রোহিণী বেশ্ম সুপ্রভা রোহিণী যথা॥ ৭
তস্য গর্ভস্য মার্গেণ গর্ভমাধত্ত দেবকী।
যদর্থং সপ্ত তে গর্ভাঃ কংসেন বিনিপাতিতাঃ॥ ৮
তং তু গর্ভং প্রযত্নেন ররক্ষুস্তস্য মন্ত্রিণঃ
সোঽপ্যত্র গর্ভবসতৌ বসত্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ॥ ৯
যশোদাপি সমাধত্ত গর্ভং তদহরেব তু
বিষ্ণোঃ শরীরজাং নিদ্রাং বিষ্ণুনির্দ্দেশকারিণীম্॥ ১০
গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥ ১১
যামেব রজনীং কৃষ্ণো জজ্ঞে বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
তামেব রজনীং কন্যাং যশোদাপি ব্যজায়ত॥ ১২

## চতুর্থ অধ্যায়।

[ কংস কর্তৃক দেবকীর নবজাত শিশুগণকে হত্যা, যোগমায়া দ্বারা সপ্তম গর্ভের সঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও নন্দভবনে প্রবেশ, কংস কর্তৃক নন্দকন্যাকে বধ করিবার চেষ্টা, তাহাকে দিব্যরূপে দেবীর দর্শনদান, দেবকীনিকটে কংসের ক্ষমা প্রার্থনা এবং দেবকী কর্তৃক তাহাকে ক্ষমা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। অনন্তর পতিকর্তৃক গর্ভাধান কার্য্য বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইলে পর দেবতাতুল্য তেজস্বিনী দেবকী পূর্ব্বকথিত সেই সপ্তম গর্ভ ক্রমশঃ যথাযথ ভাবে ধারণ করিলেন। ১

প্রথমে যে ছয়টি গর্ভ ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কংস তাহাদের সকলকেই প্রস্তরের উপরে আঘাত করিয়া বিনাশ করে। যখন সপ্তম গর্ভ উপস্থিত হইল, তখন যোগমায়া তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করিয়া দিলেন। ২

রজস্বলা রোহিণী অর্দ্ধরাত্রের সময় সেই নিজের মধ্যে স্থাপিত গর্ভকে পাতিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সহসা নিদ্রায় আবিষ্ট হইয়া ধরণীতলে পতিতা হইলেন। ৩

তিনি নিজের উদর হইতে নির্গত গর্ভকে স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়া পুনরায় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া (কারণ, যোগমায়া দেবী উহাকে তখন অদৃশ্য করিয়া দিয়াছিলেন) মুহূর্ত্তকাল ব্যথিত হইলেন। ৪

রাত্রির অন্ধকারে বুদ্ধিমান্ বসুদেবের পত্নী রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়া ভার্য্যা রোহিণীর ন্যায় দৃষ্টা হইতে লাগিলেন। তিনি তখন সেই গর্ভের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্না ছিলেন, সেইজন্য নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বলিলেন। ৫

শুভে! তোমার উদরমধ্যে স্থাপিত এই যে গর্ভ, উহা আকর্ষণ করিয়া আনীত হওয়ায় তোমার এই পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ৬

এইভাবে সেই পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে প্রসন্না হইলেন, কিন্তু লজ্জায় তাহার মুখ কিছু অধোমুখী হইল। তারপর রোহিণীদেবী উত্তম প্রভায় উদ্ভাসিত রোহিণীর ন্যায় নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৭

অন্যদিকে দেবকীদেবীর সেই সপ্তম গর্ভের অন্বেষণ আরম্ভ হইল, এই সময়েই তিনি অষ্টম গর্ভ ধারণ করিলেন, যাহার জন্য কংস তাহার পূর্ব্বের সাতটি গর্ভই নষ্ট করিয়া পাতিত করিয়াছিল। ৮

কংসের মন্ত্রীরা অত্যন্ত যত্নসহকারে সেই অষ্টম গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে ভগবান্ বিষ্ণুও স্বেচ্ছায় সেই গর্ভে বাস করিতে লাগিলেন। ৯

সেই সময় যশোদাও (গোকুলে) ভগবান্ বিষ্ণুর আজ্ঞাপালনকারিণী ও বিষ্ণুরই শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্না যোগনিদ্রা দেবীকে নিজের গর্ভে ধারণ করিলেন। ১০

গর্ভের সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অষ্টম মাসে সেই দুই স্ত্রী—যশোদা ও রোহিণী দেবী প্রায়শঃ একই সঙ্গে প্রসব করিলেন। ১১

বৃষ্ণিবংশের ভার বহনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে রাত্রিতে

নন্দগোপস্য ভার্যৈকা বসুদেবস্য চাপরা ।
তুল্যকালঞ্চ গর্ভিণ্যৌ যশোদা দেবকী তথা ॥ ১৩
দেবক্যজনয়দ্ বিষ্ণুং যশোদা তাং তু দারিকাম্
মুহূর্তেঽভিজিতি প্রাপ্তে সার্দ্ধরাত্রে বিভূষিতে ॥ ১৪
সাগরাঃ সমকম্পন্ত চেলুশ্চ ধরণীধরাঃ ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥ ১৫
শিবাশ্চ প্রববুর্বাতাঃ প্রশান্তমভবদ্রজঃ ।
জ্যোতীংষ্যতিব্যকাশন্ত জায়মানে জনার্দ্দনে ॥ ১৬
অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী ।
মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৭
অব্যক্তঃ শাশ্বতঃ সূক্ষ্মো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ
জায়মানো হি ভগবান্ নয়নৈর্মোহয়ন্ প্রভুঃ ॥ ১৮
অনাহতো দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদন্ দিবি ।
আকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ ববর্ষ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ১৯

গীর্ভির্মঙ্গলযুক্তাভিঃ স্তুবন্তো মধুসূদনম্
মহর্ষয়ঃ সগন্ধর্বা উপতস্থুঃ সহাপ্সরাঃ ॥ ২০
জায়মানে হৃষীকেশে প্রহৃষ্টমভবজ্জগৎ
ইন্দ্রশ্চ ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং তুষ্টাব মধুসূদনম্
বসুদেবশ্চ তং রাত্রৌ জাতং পুত্রমধোক্ষজম্
শ্রীবৎসলক্ষণং দৃষ্ট্বা যুতং দিব্যৈশ্চ লক্ষণৈঃ ।
উবাচ বসুদেবস্তু রূপং সংহর বৈ প্রভো ॥ ২২
ভীতোঽহং দেব কংসস্য তস্মাদেবং ব্রবীম্যহম্
মম পুত্রা হতাস্তেন তব জ্যেষ্ঠাম্বুজেক্ষণ ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং চাহরদচ্যুতঃ
অনুজ্ঞাপ্য পিতৃত্বেন নন্দগোপগৃহং নয় ॥ ২৪
বসুদেবস্তু সংগৃহ্য দারকং ক্ষিপ্রমেব চ ।
যশোদায়া গৃহং রাত্রৌ বিবেশ সুতবৎসলঃ ॥ ২৫

---

আবির্ভূত হইলেন, সেই রাত্রিতেই যশোদাও একটি কন্যা প্রসব করিলেন । ১২

এক যশোদা নন্দগোপের ভার্যা ছিলেন এবং দ্বিতীয়া দেবকী বসুদেবের ভার্যা ছিলেন; ইঁহারা উভয়েই প্রায় একই সময়ে গর্ভবতী হইয়াছিলেন । ১৩

(অষ্টমমাসে) অর্দ্ধরাত্রের সময় সুন্দর অভিজিৎ মুহূর্তের যোগ আসিয়া উপস্থিত হইলে পর দেবকীদেবী ভগবান্ বিষ্ণুকে পুত্র-রূপে জন্মদান করিলেন এবং যশোদাদেবী ভগবতী যোগমায়াকে নিজের কন্যারূপে প্রসব করিলেন । ১৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণকালীন সমস্ত সাগর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল । পৃথিবীধারণকারী শেষাদি নাগগণ বিচলিত হইলেন এবং নির্বাপিত অগ্নিসমূহ স্বতই জ্বলিয়া উঠিল । ১৫

শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণের সময় শীতল, অনুকূল ও সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল । ধূলিজাল শান্ত হইয়া যাইল এবং গ্রহ ও নক্ষত্রসকল অতিশয় প্রকাশিত হইয়া উঠিল ॥ ১৬

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন, সেই সময় অভিজিৎ নামক মুহূর্ত ছিল, (রোহিণী নক্ষত্রের যোগ থাকায় অষ্টমীর (কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর) সেই রাত্রি 'জয়ন্তী' বলিয়া অভিহিত হইল । ১৭

অব্যক্ত, সনাতন, সূক্ষ্মরূপ, পাপহারী ও সর্বসমর্থ ভগবান্ নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়াই নিজের নয়নদ্বারা সকলকে মোহিত করিয়া দিলেন । ১৮

স্বর্গলোকে বাদিত না হইলেও দেবগণের দুন্দুভিসকল স্বতই বাদিত হইয়া উঠিল । দেবেশ্বর ইন্দ্র আকাশ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ১৯

গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দের সহিত মহর্ষিগণ নিজেদের মঙ্গলময় বাক্যের দ্বারা ভগবান্ মধুসূদনের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন । ২০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎ হর্ষোল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল । দেবগণের সহিত ইন্দ্র ভগবান্ মধুসূদনের স্তব করিলেন । ২১

বসুদেবও রাত্রিকালে আবির্ভূত নিজের পুত্ররূপী ভগবান্ অধোক্ষজের স্তব করিলেন । তাঁহাকে শ্রীবৎসচিহ্ন ও দিব্য লক্ষণ-সমূহে সম্পন্ন দেখিয়া বসুদেব বলিলেন—প্রভো ! আপনি নিজের স্বরূপকে সংবৃত করুন । ২২

দেব ! আমি কংসের ভয়ে ভীত, সেইজন্য এই কথা বলিতেছি । কমললোচন ! সে আমার বহু পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে, যাহারা তোমার অগ্রজ ভ্রাতা ছিল । ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! বসুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ অচ্যুত পিতা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত তাঁহাকে বলিলেন—আপনি আমাকে নন্দগোপের গৃহে লইয়া চলুন (এবং তাহার নবজাত কন্যাকে এই স্থানে লইয়া আসুন) । এই কথা বলিয়া তিনি নিজের রূপ উপসংহার করিয়া লইলেন ।২৪

তখন পুত্রবৎসল বসুদেব অতিসত্বর সেই বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাত্রিকালে যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন । ২৫

যশোদায়াস্ত্ববিজ্ঞাতস্তত্র নিক্ষিপ্য বালকম্
প্রগৃহ্য দারিকাঞ্চৈব দেবকীশয়নে ন্যসৎ ॥ ২৬
পরিবর্তে কৃতে তাভ্যাং গর্ভাভ্যাং ভয়বিক্লবঃ ।
বসুদেবঃ কৃতার্থো বৈ নির্জগাম নিবেশনাৎ ॥ ২৭
উগ্রসেনসুতায়াথ কংসায়ানকদুন্দুভিঃ ।
নিবেদয়ামাস তদা তাং কন্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ২৮
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতঃ কংসো রক্ষিভিঃ সহ বেগিভিঃ
আজগাম গৃহদ্বারং বসুদেবস্য বীর্যবান্ ॥ ২৯
স তত্র ত্বরিতং দ্বারি কিং জাতমিতি চাব্রবীৎ
দীয়তাং শীঘ্রমিত্যেবং বাগ্ভিঃ সমভিতর্জয়ৎ ॥ ৩০
ততো হাহাকৃতাঃ সর্বা দেবকীভবনে স্ত্রিয়ঃ
উবাচ দেবকী দীনা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৩১
দারিকা তু প্রজাতেতি কংসং সমভিযাচতী
শ্রীমন্তো মে হতাঃ সপ্ত পুত্রগর্ভাস্ত্বয়া বিভো ॥ ৩২

দারিকেয়ং হতৈবৈষা পশ্যস্ব যদি মন্যসে
দৃষ্ট্বা কংসস্তু তাং কন্যামাকর্ষত মুদা যুতঃ ॥ ৩৩
হতৈবৈষা যদা কন্যা জাতেত্যুক্ত্বা রুষান্বিতঃ
সা গর্ভশয়নে ক্লিষ্টা গর্ভাম্বুক্লিন্নমূর্ধজা ॥ ৩৪
কংসস্য পুরতো ন্যস্তা পৃথিব্যাং পৃথিবীসমা
স চৈনাং গৃহ্য পাপাত্মা সমাবিধ্যাবধূয় চ ॥ ৩৫
উদ্যচ্ছন্নেব সহসা শিলায়াং সমপোথয়ৎ
সাবধূতা শিলাপৃষ্ঠেঽনিষ্পিষ্টা দিবমুৎপতৎ ॥ ৩৬
হিত্বা গর্ভতনুং সা তু সহসা মুক্তমূর্ধজা
জগাম কংসমাদিশ্য দিব্যস্রগনুলেপনা ॥ ৩৭
হারশোভিতসর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জ্বলভূষিতা
কন্যৈব সাভবন্নিত্যং দিব্যা দেবৈরভিষ্টুতা
নীলপীতাম্বরধরা গজকুম্ভোপমস্তনী ।
রথবিস্তীর্ণজঘনা চন্দ্রবক্ত্রা চতুর্ভুজা ॥ ৩৯

কিন্তু যশোদাদেবী তাঁহার আগমনের কোন কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেখানে তিনি নিজের শিশুপুত্রকে রাখিয়া দিয়া তাঁহার নবজাত কন্যাকে লইয়া আগমন করত দেবকী দেবীর শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। ২৬

এইভাবে সেই দুই নবজাত বালক-বালিকাকে পরিবর্তন করিয়া কৃতার্থ বসুদেব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেই গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। ২৭

আনকদুন্দুভি নামে প্রসিদ্ধ সেই বসুদেব উগ্রসেনপুত্র কংসের নিকট গমন করত তাঁহাকে নিজের সুন্দরী কন্যার জন্মগ্রহণের সংবাদ জানাইলেন। ২৮

ইহা শ্রবণ করত পরাক্রমশালী কংস দ্রুত সহকারে বেগশালী রক্ষিগণের সহিত বসুদেবের গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৯

সেই স্থানে দ্বারদেশে থাকিয়াই সত্বর জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ শিশু জন্মিয়াছে, ? তাহাকে শীঘ্র প্রদান কর, এই কথা বলিয়াই কংস বাক্যের দ্বারা তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। ৩০

তখন দেবকীর গৃহে সমবেত সমস্ত স্ত্রীগণ হাহাকার করিতে লাগিল। দেবকীদেবী দীনভাবে অশ্রুগদ্গদ বাক্যে বলিলেন। ৩১

প্রভো। এই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা বলিয়া কংসের নিকট তাহার জন্য যাচ্ঞা করিতে করিতে বলিলেন—তুমি আমার গর্ভজাত সাতটি সুন্দর ও তেজস্বী পুত্রকে বধ করিয়াছ। ৩২

আর এই শিশু কন্যা, এত নিজেই মরিয়া গিয়াছে। দেখ, যদি তুমি আমার কথা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে এই কন্যাকে তুমি আমায় প্রদান কর। কংস সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং মনে মনে আনন্দিত হইল। ৩৩

সে বলিল—যখন এই কন্যা স্বয়ং মৃতাই হইয়াছে, তখন এই কন্যা জন্মিয়াছে বলিয়া তাহার দিকে মন আকর্ষণ কর। এই কন্যা এখনও গর্ভশয়নের ক্লেশে পীড়িতা, ইহার কেশ এখন গর্ভের জলে আর্দ্র। সেই অবস্থায় কন্যা পৃথিবীরই ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছিল। সেই দুরাত্মা কংস তাহাকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে করত উপর হইতেই সহসা প্রস্তরে নিক্ষেপ করিল। ৩৪-৩৫;

সেই কন্যা প্রস্তরের উপর নিক্ষিপ্ত হইলেও চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার পূর্বেই আকাশে উড়িয়া যাইলেন। সেই গর্ভ দেহ ত্যাগ করিয়া কংসকে তিরস্কার করিতে করিতে দেবী যোগমায়া সহসা আকাশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার কেশগুচ্ছ বাঁধা ছিল না। দিব্য পুষ্পের মালা ও অনুলেপন তিনি ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৬-৩৭

হারের দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ সুশোভিত ছিল। মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট সুশোভিত ছিল। তিনি তদবধি চিরকালের জন্যই কন্যা (কুমারী) হইয়া যাইলেন। তাঁহার আকৃতি দিব্য ছিল এবং সমস্ত দেবগণ তখন তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন। ৩৮

তিনি নিজের দেহে তখন নীল ও পীতবর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উন্নত স্তনদ্বয় তখন হস্তীর কুম্ভদ্বয়ের ন্যায়

বিদ্যুদ্বিস্ফূর্জিতবর্ণাভা বালার্কসদৃশেক্ষণা
পয়োধরস্তনবতী সন্ধ্যেব সপয়োধরা ॥ ৪০
সা বৈ নিশি তমোগ্রস্তে বভৌ ভূতগণাকুলে
নৃত্যতী হসতী চৈব বিপরীতেন ভাস্বতী ॥ ৪১
বিহায়সি গতা রৌদ্রা পপৌ পানমনুত্তমম্
জহাস চ মহাহাসং কংসঞ্চ রুষিতাব্রবীৎ ॥ ৪২
কংস কংসাত্মনাশায় যদহং ঘাতিতা ত্বয়া
সহসা চ সমুৎক্ষিপ্য শিলায়ামভিপোথিতা ॥ ৪৩
তস্মাত্তবান্তকালেঽহং কৃষ্যমাণস্য শত্রুণা ।
পাটয়িত্বা করৈর্দেহমুষ্ণং পাস্যামি শোণিতম্ ॥ ৪৪
এবমুক্ত্বা বচো ঘোরং সা যথেষ্টেন বর্ত্মনা
খং সা দেবালয়ং দেবী সগণা বিচচার হ ॥ ৪৫

সা কন্যা ববৃধে তত্র বৃষ্ণিসঙ্ঘসুপূজিতা
পুত্রবৎ পাল্যমানা সা বসুদেবাজ্ঞয়া তদা ॥ ৪৬
বিদ্ধি চৈনামথোৎপন্নামংশাদ্দেবীং প্রজাপতেঃ ।
একানংশাং যোগকন্যাং রক্ষার্থং কেশবস্য তু ॥ ৪৭
তাং বৈ সর্ব্বে সুমনসঃ পূজয়ন্তি স্ম যাদবাঃ ।
দেববদ্দিব্যবপুষা কৃষ্ণঃ সংরক্ষিতো যয়া ॥ ৪৮
তস্যাং গতায়াং কংসস্তু তাং মেনে মৃত্যুমাত্মনঃ ।
বিবিক্তে দেবকীং চৈব ব্রীড়িতঃ সমভাষত ॥ ৪৯

কংস উবাচ ।

মৃত্যোঃ স্বসঃ কৃতো যত্নস্তব গর্ভা ময়া হতাঃ ।
অন্য এবান্যতো দেবি মম মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ৫০

প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহার স্তনপ্রদেশ মেঘের তুল্য বিস্তৃত ছিল, মুখচন্দ্র সন্ধ্যা মনোরম ছিল এবং চারিটি হস্ত ছিল। ৩৯

তাঁহার অঙ্গকান্তি বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল, দুই নয়ন প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল এবং মেঘতুল্য উন্নত স্তনদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছিল। সেই দেবী তখন মেঘমণ্ডিত সন্ধ্যার ন্যায় শোভিত ছিলেন। ৪০

অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রিকালে যখন ভূতগণ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তখন দীপ্তিমতী সেই দেবী নৃত্য করিতে করিতে, হাস্য করিতে করিতে ও উচ্ছৃঙ্খল সহকারে ক্রীড়া করিতে করিতে অদ্ভুত শোভা পাইতেছিলেন। ৪১

রৌদ্ররূপা ( ঘোররূপা ) দেবী আকাশে থাকিয়া অত্যুত্তম মধু পান করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। তারপর রোষভরে কংসকে বলিলেন। ৪২

কংস। অরে কংস! তুই নিজেরই বিনাশের জন্য আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলি এবং সহসা আমাকে ধরিয়া শিলায় তুলিয়া প্রস্তরে আঘাত করিয়াছিলি, সেইজন্য আমিও তোর বিনাশকালে যে সময় শত্রু দ্বারা তুই আকৃষ্ট হইতে থাকিবি, সেই সময় আমি নিজ হস্তের দ্বারা তোর দেহ বিদীর্ণ করিয়া উষ্ণ ( গরম গরম ) রক্ত পান করিব। ৪৩-৪৪

এরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য বলিয়া সেই দেবী নিজের অভীষ্ট পথে দেবগণের ( স্বীয় সখীগণের ) সহিত আকাশে ও দেবলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৫

সেখানে বৃষ্ণিবংশীয় যদুকুলের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া সেই কন্যা বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন এবং বসুদেবের আজ্ঞায় সেই সময় তিনি পুত্রের ন্যায় পালিত হইতে লাগিলেন। ৪৬ *

জনমেজয়! তুমি এই দেবীকে প্রজাপালক ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও। ইনি এক হইয়া অনংশা—অংশরহিত অর্থাৎ অবিভক্ত ছিলেন, সেইজন্য ইহাকে একানংশা বলা হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য যোগবলে কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ৪৭

যদুকুলে উৎপন্ন সমস্ত দেবতাগণই এই দেবীকে আরাধ্যা দেবীর ন্যায় পূজা করিতেন; কারণ, তিনি স্বীয় দিব্য দেহে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ৪৮

তিনি চলিয়া যাইলে পর কংস তাঁহাকেই নিজের মৃত্যু বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং একান্তে দেবকীর নিকট গিয়া লজ্জিত হইয়া এই কথা বলিল। ৪৯

কংস বলিল—ভগিনি! আমি মৃত্যুকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং সেইজন্য তোমার সকল শিশুকে হত্যা করিয়াছি কিন্তু দেবি! কোনও অজ্ঞাতরূপে অন্য স্থান হইতে আমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। ৫০

* যেরূপ বাৎসল্যভাবাপন্ন কোনও উপাসক ভগবানের বিগ্রহকে পূজা করিবার সময় পুত্রতুল্য স্নেহ করে, তাঁহার লালন পালন করে ও তাঁহার সেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে, সেইরূপ সেই চিদানন্দময়ী দেবীকে কন্যারূপে যাদবগণ পূজা করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি সেই সময় আকাশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি যাদবগণ আবাহন করিলে তিনি আসিতেন এবং বাৎসল্য ভাবে কৃত পূজা গ্রহণ করিতেন।

নৈরাশ্যেন কৃতো যত্নঃ স্বজনে প্রকৃতং ময়া।
দৈবং পুরুষকারেণ ন চাতিক্রান্তবানহম্ ॥ ৫১
ত্যজ গর্ভকৃতাং চিন্তাং সন্তাপং পুত্রজং ত্যজ
হেতুভূতস্ত্বহং তেষাং সতি কালবিপর্য্যয়ে ॥ ৫২
কাল এব নৃণাং শত্রুঃ কালশ্চ পরিণামকঃ।
কালো নয়তি সর্ব্বং বৈ হেতুভূতস্তু মদ্বিধঃ ॥ ৫৩
আগমিষ্যন্তি বৈ দেবি যথাভাগমুপদ্রবাঃ
ইদন্তু কষ্টং যজ্জন্তুঃ কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে ॥ ৫৪
মা কার্ষীঃ পুত্রজাং চিন্তাং বিলাপং শোকজং ত্যজ।
এবং প্রায়ো নৃণাং যোনির্নাস্তি কালস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৫৫
এষ তে পাদয়োর্মূর্দ্ধা পুত্রবত্তব দেবকি।
মদ্গতস্ত্যজ্যতাং রোষো জানামাপকৃতং ত্বয়ি ॥ ৫৬
ইত্যুক্তবন্তং কংসং সা দেবকী বাক্যমব্রবীৎ।
সাশ্রুপূর্ণমুখী দীনা ভর্ত্তারমুপবীক্ষতী।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসেতি কংসং মাতেব জল্পতী ॥ ৫৭

দেবক্যুবাচ

মমাগ্রতো হতা গর্ভা যে ত্বয়া কামরূপিণা।
কারণং ত্বং ন বৈ পুত্র কৃতান্তোঽপ্যত্র কারণম্ ॥ ৫৮
গর্ভকর্ত্তনমেতন্মে সহনীয়ং ত্বয়া কৃতম্।
পাদয়োঃ পততা মূর্দ্ধ্না স্বক কর্ম্ম জুগুপ্সতা ॥ ৫৯
গর্ভে তু নিয়তো মৃত্যুর্বাল্যেঽপি ন নিবর্ত্ততে
যুবাপি মৃত্যোর্বশগঃ স্থবিরো মৃত এব তু ॥ ৬০
কালপক্বমিদং সর্ব্বং হেতুভূতস্তু মদ্বিধঃ।
অজাতে দর্শনং নাস্তি যথা বায়ুস্তথৈব চ ॥ ৬১
জাতোঽপ্যজাততাং যাতি বিধাত্রা যত্র নীয়তে
তদ্গচ্ছ পুত্র মা তে ভূন্মনস্তং মৃত্যুকারণম্ ॥৬২

আমি কৃত সঙ্কল্পে নিজের উচ্ছেদসাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু যে আমার আপন জন আমি তাহারই উপর প্রহার করিয়াছি। আমি দৈবের বিধানকে নিজের পুরুষকারের দ্বারা লঙ্ঘন করিতে পারি নাই। ৫১

ভগিনি! তুমি নিজের গর্ভজাত সন্তানগণের চিন্তা ত্যাগ কর। পুত্রগণের মৃত্যুর কারণে উৎপন্ন শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ কর। কালই তাহাদের বিপরীত হইয়া গিয়াছিল, আমি ত' তাহাদের বধে কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়াছি। ৫২

কালই মনুষ্যগণের শত্রু, কালই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় লইয়া যায় এবং কালই সকল প্রাণীকে সংসার হইতে লইয়া যায়। আমার ন্যায় ব্যক্তি ত' সেস্থলে কেবল নিমিত্তই হইয়া থাকে। ৫৩

দেবি! নিজের ভাগ্য বা কর্মানুসারে উপদ্রব ত' জীবনে আসিবেই, কিন্তু কষ্টের কথা হইল এই যে, জীব নিজেকে উহাতে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। ৫৪

পুত্রগণের বিয়োগজনিত চিন্তা করিও না, শোকজনিত বিলাপ পরিত্যাগ কর। মনুষ্যগণের জন্মে প্রায়ই এরূপ অবস্থা দেখা যায়। কালের সর্ব্বত্র একই রূপে অবস্থিতি হয় না অথবা কালকে অতিক্রম করা বা অন্যথা করা যায় না। ৫৫

দেবকি! এই আমি তোমার পদদ্বয়ে পুত্রের ন্যায় নিজের মস্তক রাখিয়া দিলাম। জানি, আমি তোমার অপরাধ করিয়াছি, তথাপি তুমি আমার প্রতি তোমার রোষ পরিত্যাগ কর (আমার এই প্রার্থনা)। ৫৬

যখন কংস এই সব কথা বলিতেছিল, তখন দেবকীদেবীর মুখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি নিজের পতি বসুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অত্যন্ত দীনভাবে কংসকে মাতার ন্যায় বলিলেন—বৎস! উঠ, উঠ। ৫৭

দেবকীদেবী পুনরায় বলিলেন,—বৎস! তুমি ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পার। তুমি আমার সম্মুখেই যে সব গর্ভজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছ, উহাতে কেবল তুমিই যে কারণ, ইহা নহে; কালও এ বিষয়ে কারণ। ৫৮

কিন্তু আজ তুমি নিজের কর্মের নিন্দা করিতে করিতে যে আমার পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া পতিত হইয়াছ, ইহাতে তোমার দ্বারা কৃত এই সব গর্ভের উচ্ছেদরূপ অসহ্য কষ্টকে আমি কোন রূপে সহ্য করিয়া লইব। ৫৯

গর্ভেও মৃত্যু নিশ্চিত হইতে পারে। বাল্যাবস্থাতেও তাহা নিবর্তিত হয় না। যুবক মানুষও মৃত্যুর বশীভূত হয় এবং বৃদ্ধ মানুষ ত' মৃতই। ৬০

এই সম্পূর্ণ জগৎকে কালই পাক (বিনাশ) করিয়া থাকে। তোমার ন্যায় মানুষ ত, কেবল নিমিত্তমাত্র হয়। যাহার জন্ম হয় না, তাহাকে দেখা যায় না। যেরূপ বায়ুর সত্তা থাকিলেও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ জীবের সত্তা থাকিলেও জন্মাইবার পূর্ব্বে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ৬১

যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে-ও মৃত্যুর পর অজাতভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাকেও দেখা যায় না। বিধাতা তাহাকে যেখানে পাঠান, সেখানে সে চলিয়া যায়; অতএব পুত্র! তুমি যাও, আমার যে পুত্রগণের মৃত্যুর জন্য দুঃখ হইতেছে, উহার জন্য তোমার হৃদয়ে যেন অন্য কোন বিচার উপস্থিত না হয়। ৬২

মৃত্যুনা গ্রস্যতে পূর্ব্বং শেষো হেতুঃ প্রবর্ত্ততে
বিধিনা পূর্ব্বদৃষ্টেন প্রজাসর্গেণ তত্ত্বতঃ ॥ ৬৩
মাতাপিত্রোস্তু কালেন জন্মতস্তূপপদ্যতে

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

নিশম্য দেবকীবাক্যং স কংসঃ স্বং নিবেশনম্ ॥ ৬৪
প্রবিবেশ সসংরম্ভো দহ্যমানেন চেতসা ।
কৃতো প্রতিহতে দীনে জগাম বিমনা ভৃশম্ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শ্রীকৃষ্ণজন্মনি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

প্রথমে মৃত্যু প্রহার করে, তাহার পর মৃত্যুর শেষ হেতুর প্রবৃত্তি হয়। বিধি (সংস্কার), পূর্ব্বদৃষ্ট কর্ম্ম (জন্মান্তরীয় কর্ম্ম বা প্রারব্ধ), প্রজাসৃষ্টিকারী কাল, যাহাতে ঘটিত তাৎকালিক কারণ, মাতা-পিতার দূষিত আহার-উপকরণাদি কার্য্য ও কাণ্ডিনত স্বভাবের দ্বারাও মৃত্যু সম্ভব হয়। এই সব কারণেই আমার শিশুপুত্রেরা বিনষ্ট হইয়াছে এবং তুমি ইহাতে নিমিত্ত হইয়াছ, অতএব ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই। ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবকীদেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণ দুঃখ হইয়া মনে মনেই জ্বালা ভোগ করিতে করিতে নিজ ভবনে চলিয়া যাইল। নিজের কৃত প্রযত্ন প্রতিহত (বিফল) হইয়া যাওয়ায় সে মনে অত্যন্ত খিন্ন ও দীন হইয়া পড়িল, সেইজন্য সে নিঃশব্দে চলিয়া যাইল। ৬৪-৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[ বসুদেবেন নন্দায় ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনস্য সম্মতিদানম্‌, গোব্রজস্য শোভাঃ দর্শয়ন্তস্তত্র নন্দস্য প্রত্যাগমনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রাগেব বসুদেবস্তু ব্রজে শুশ্রাব রোহিণীম্
প্রজাতাং পুত্রমেবাগ্রে চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্ ॥ ১

স নন্দগোপং ত্বরিতঃ প্রোবাচ শুভয়া গিরা ।
গচ্ছানয়া সহৈব ত্বং ব্রজমেব যশোদয়া ॥ ২

তত্র তৌ দারকৌ গত্বা জাতকর্ম্মাদিভিগুণৈঃ
যোজয়িত্বা ব্রজে তাত সংবর্দ্ধয় যথাসুখম্ ॥ ৩

রৌহিণেয়শ্চ পুত্রঃ মে পরিরক্ষ্যঃ শিশুঃ ব্রজে ।
অহং বাচ্যো ভবিষ্যামি পিতৃপক্ষেষু পুত্রিণাম্ ॥ ৪
যোঽহমেকস্য পুত্রস্য ন পশ্যামি শিশোর্মুখম্ ।
হ্রিয়তে হি বলাৎ প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞস্যাপি সতো মম ॥ ৫
অস্মাদ্ধি মে ভয়ং কংসান্নির্ঘাতৈ শিশোর্বধে ।
তদ্ যথা রৌহিণেয়ং ত্বং নন্দগোপ মমাত্মজম্ ॥ ৬
গোপায়সি যথা তাত তস্যান্বেষী তথা কুরু ।
বিঘ্না হি বহবো লোকে বালানুত্রাসয়ন্তি হি ॥ ৭

পঞ্চম অধ্যায়।

[ বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দকে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্মতিদান এবং গো-ব্রজের শোভা দর্শন করিতে করিতে সেখানে নন্দের প্রত্যাগমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বসুদেব প্রসবের পূর্ব্বেই রোহিণীকে ব্রজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, রোহিণী পূর্ব্বেই এক এইরূপ পুত্র প্রসব করিয়াছেন, যাহার মুখ চন্দ্র হইতেও অধিক কান্তিমান্‌, তখন তিনি অতিক্রান্ত কংসকে কর দিবার জন্য পত্নীসহ মথুরায় আগত নন্দগোপের নিকট যাইয়া শুভময় বাক্যে বলিলেন—মিত্র! তুমি শীঘ্র এই যশোদার সহিত ব্রজে গমন কর। ১-২

তাত। সেখানে যাইয়া সেই দুই বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারসমূহ সম্পন্ন করাইয়া ব্রজেতেই সুখের সহিত তাহাদের লালন-পোষণ ও সংবর্দ্ধন কর। ৩

ব্রজে রোহিণীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন আমার যে শিশুপুত্র আছে, তাহাকেও তুমি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। তাতঃ! আমি ত পিতৃপক্ষসমূহে পুত্রবান্‌গণের দ্বারা নিন্দনীয়ই হইব; কারণ, আমি এরূপ ভাগ্যহীন যে, আমি একমাত্র শিশুপুত্রের মুখ দর্শন করিতে পাইতেছি না। ৪

যদিও আমার এবিষয়ে জ্ঞান আছে যে, সুখ-দুঃখ ও সংযোগ-বিয়োগাদি সবই প্রারব্ধের অধীন; তথাপি নিরন্তর স্থিত ভয় বুদ্ধিমান্‌ আমারও বুদ্ধিকে সবলে হরণ করিতেছে। এই নির্দয় কংস হইতে আমার সর্ব্বদা ভয় হইতেছে যে, সে আমার এই শিশুপুত্রকেও বধ না করিয়া ফেলিবে। ৫

অতঃ তাত! নন্দগোপ! তুমি আমার পুত্র রোহিণী-নন্দনকে যে কোনও উপায়ে পার, রক্ষা কর। শিশুঘাতীদিগের স্বরূপ যথাযথরূপে বিচার করিয়া যেরূপ ভালো হউক, তাহার জীবন রক্ষা কর; কারণ, জগতে বহু এরূপ বিঘ্ন আছে, যাহারা বালকগণের ত্রাস উৎপাদন করে। ৬-৭

স চ পুত্রো মম জ্যায়ান্ কনীয়াংশ্চ তবাপ্যয়ম্ ।
উভাবপি সমং নাম্না নিরীক্ষস্ব যথাসুখম্ ॥ ৮
বর্দ্ধমানাবুভাবেতৌ সমানবয়সৌ যথা ।
শোভেতাং গোব্রজে তস্মিন্নন্দগোপ তথা কুরু ॥ ৯
বাল্যে কেলিকিলঃ সর্ব্বো বাল্যে মুহ্যতি মানবঃ ।
বাল্যে চণ্ডতমঃ সর্ব্বস্তত্র যত্নপরো ভব ॥ ১০
ন চ বৃন্দাবনে কার্য্যো গবাং ঘোষঃ কথঞ্চন ।
ভেতব্যং তত্র বসতঃ কেশিনঃ পাপদর্শিনঃ ॥ ১১
সরীসৃপেভ্যঃ কীটেভ্যঃ শকুনিভ্যস্তথৈব চ
গোষ্ঠেষু গোভ্যো বৎসেভ্যো
রক্ষ্যৌ তে বাবিমৌ শিশূ ॥ ১২
নন্দগোপ গতা রাত্রিঃ শীঘ্রযানো ব্রজাশুগঃ
ইমে ত্বাং ব্যাহরন্তীব পক্ষিণঃ সব্যদক্ষিণাঃ ॥ ১৩

রহস্যং বসুদেবেন সোঽনুজ্ঞাতো মহাত্মনা ।
যানং যশোদয়া সার্দ্ধমারুরোহ মুদান্বিতঃ ॥১৪
কুমারস্কন্ধবাহ্যায়াং শিবিকায়াং সমাহিতঃ ।
সংবেশয়ামাস শিশুং শয়নীয়ং মহামতিঃ ॥ ১৫
জগাম চ বিবিক্তেন শীতলানিলসর্পিণা ।
বহূদকেন মার্গেণ যমুনাতীরগামিনা ॥ ১৬
স দদর্শ শুভে দেশে গোবর্দ্ধনসমীপগে
যমুনাতীরসম্বদ্ধং শীতমারুতসেবিতম্ ॥ ১৭
বিরুতশ্বাপদৈ রম্যং লতাবল্লীমহাদ্রুমম্ ।
গোভিস্তৃণবিলগ্নাভিঃ স্যন্দন্তীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৮
সমপ্রচারঞ্চ গবাং সমতীর্থজলাশয়ম্
বৃষাণাং স্কন্ধঘাতৈশ্চ বিষাণোদ্ঘৃষ্টপাদপম্ ॥ ১৯
ভাসামিষাদাহৃষ্টৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চামিষগৃধ্নুভিঃ ।
শৃগাল-মৃগ-সিংহৈশ্চ বসামেদাশিভির্বৃতম্ ॥২০

আমার এই পুত্র জ্যেষ্ঠ ( বড় ) এবং তোমার এই পুত্র কনিষ্ঠ ( ছোট )। তুমি এই দুই জনকে সুখের সহিত ( কর্তব্যবোধে না বাধ্য হইয়া নহে—সহজভাবে ) সমান দৃষ্টিতে দেখিবে। যেরূপ ইহাদের উভয়ের নামের মধ্যে সমান অর্থ আছে ( কৃষ্ণ নামের অর্থ—আকর্ষণ করা এবং সঙ্কর্ষণ নামের অর্থও হইল—আকর্ষণ করা ), সেইরূপ তোমার বাৎসল্যভাবও ইহাদের উভয়ের প্রতি সমান হওয়া আবশ্যক। ৮

নন্দগোপ! ইহাদের উভয়ের বয়স সমান। ইহারা উভয়ে যেভাবে একসঙ্গে থাকিয়া সেই ব্রজে বর্দ্ধিত হইতে হইতে শোভা পাইতে থাকে, সেরূপ যত্ন কর। ৯

বাল্যাবস্থায় সকল মানুষ খেলাধূলায় মনোনিবেশ করে। বাল্যকালে প্রায় সকল মানুষ মোহগ্রস্ত থাকে। এই অবস্থায় বালকদিগের কর্তব্যাকর্তব্য বোধ থাকে না এবং সকল অবস্থায় তাহাদের রুক্ষভাব প্রকাশ পায় ; অতএব এই দুই বালককে ঐ সব অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহাদের লালনপালনে যত্নবান্ থাকিবে। ১০

দেখ, বৃন্দাবনে কোনরূপেই গোপকদের থাকিবার স্থান নির্মাণ করিবে না। সেখানে বসবাসকারী পাপদর্শী কেশী হইতে তোমার সদা ভয় করা কর্তব্য। ১১

বনমধ্যে সর্প-বিছা, পোকা-মাকড় ও পক্ষিগণ হইতে এবং গোব্রজে গো-সকল ও বৎসসকল হইতে এই দুই বালককে তুমি সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। ১২

নন্দগোপ! রাত্রি অতিবাহিত হইল। তুমি দ্রুতগামী যানে আরোহণ করত অতি সত্বর এখান হইতে গমন কর। এই সব বাম ও দক্ষিণ ভাগে স্থিত পক্ষীরা যেন তোমাকে শীঘ্র যাইবার জন্য বলিতেছে। ১৩

মহাত্মা বসুদেব কর্তৃক কোনও গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নন্দরাজ যশোদার সহিত আনন্দিত মনে যানে আরোহণ করিলেন। ১৪

তদনন্তর সেই সাবধান পরম বুদ্ধিমান্ নন্দরাজ কুমারগণ স্কন্ধে করিয়া যে শিবিকা বহন করিতে পারে, এরূপ শিবিকায় শয়নযোগ্য শিশুকে শয়ন করাইয়া দিলেন। ১৫

তারপর যমুনার তীরগামী এরূপ নির্জন পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, যেখানে জল বহু বিস্তৃত বা গভীর ছিল এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। ১৬

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী শুভ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি গোব্রজ দেখিলেন, যাহা যমুনার তীরে আবদ্ধ ছিল এবং শীতল বায়ু তাহার সেবা করিতেছিল। ১৭

বিশেষ প্রকারের রবকারী হিংস্র পশু বাস করায় সেই প্রদেশের রমণীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই প্রদেশে লতা ও বল্লীতে জড়ান বড় বড় বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল। তৃণ ভক্ষণরতা দুগ্ধ-ক্ষরণপরা গোগণের দ্বারা এই স্থান সুশোভিত ছিল। ১৮

সেখানে গোগণের বিচরণের জন্য সমতল ভূমি ছিল এবং জলাশয়ে নামিবার সুগম ঘাট ছিল। কোন কোন স্থানে বৃষগণের স্কন্ধের আঘাতে ও খুরের দ্বারা বৃক্ষসকল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯

গৃধ্র ও মাংসভক্ষী বনবিড়ালাদির পশ্চাতে মাংসকামী

শার্দূলনাদাভিরুতং নানাপক্ষিসমাকুলম্ ।
স্বাদুবৃক্ষফলং রম্যং পর্যাপ্ততৃণবীরুধম্ ॥ ২১
গোব্রজং গোকুলং রম্যং গোপনারীভিরাবৃতম্ ।
হম্বারবৈশ্চ বৎসানাং সর্বতঃ কৃতনিঃস্বনম্ ॥ ২২
শকটাবর্তবিপুলং কণ্টকীবাটসঙ্কুলম্ ।
পর্যন্তেষ্বাবৃতং বন্যৈর্মহদ্ভিঃ পতিতৈর্দ্রুমৈঃ ॥ ২৩
বৎসানাং রোপিতৈঃ কীলৈর্দামভিশ্চ বিভূষিতম্ ।
করীষাকীর্ণবসুধং কটচ্ছন্নকুটীমঠম্ ॥ ২৪
ক্ষেমপ্রচারবহুলং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতম্ ।
দামনীপাশবহুলং গর্গরোদ্গারনিঃস্বনম্ ॥ ২৫
তক্রনিঃস্রাববহুলং দধিমণ্ডার্দ্রমৃত্তিকম্ ।

মাংসাশী এবং বসা ও মেদভক্ষণকারী শৃগাল, ব্যাঘ্র সিংহাদির দ্বারা সেস্থান পূর্ণ ছিল। ২০

সিংহ-ব্যাঘ্রাদির গর্জনে সেস্থানের বনপ্রান্ত মুখরিত ছিল। নানাবিধ পক্ষীর দ্বারা সে স্থানের চারিদিক পূর্ণ ছিল। এই বনে যে সব বৃক্ষ ছিল, প্রতি বৃক্ষেই সুমিষ্ট ফল সংলগ্ন ছিল, প্রচুর তৃণ ও বীরুধে ঐ স্থান রমণীয় ছিল। ২১

এইভাবে গোব্রজ গোপগণের শব্দে মুখরিত ছিল। গোপ-রমণীদিগের দ্বারা পরিবৃত সেই ভূভাগ অতিশয় রমণীয় ছিল। বৎসগণের হাম্বারবে সে স্থানের চারিদিক শব্দপূর্ণ ছিল। ২২

শকটবাহী বলদ-গোপগণের গোলাকার শ্রেণীতে সেস্থানের ভাগ বিশাল প্রতীত হইতেছিল, সেস্থানে চারিদিক কণ্টকের বেড়ায় পূর্ণ ছিল। সীমান্তভাগ বনজাত বড় বড় পতিত বৃক্ষে আবৃত ছিল। ২৩

বৎসগণের জন্য পোঁতা-খুঁটি ও বন্ধনরজ্জুসমূহের দ্বারা সেই স্থানের অতিশয় শোভা হইতেছিল। সেস্থানে ভূতলে করীষের (ঘুঁটের) রাশি পতিত ছিল। কুটীর ও মঠসমূহ কটের (মাদুর, চাটাইয়ের) দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ২৪

কুশলতার সহিত পরিভ্রমণের জন্য বহু স্থান ছিল (মহামতি টীকাকার নীলকণ্ঠ এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—উত্তম লক্ষণযুক্ত বৃষ গাভীগণের প্রচারে এই ব্রজ মঙ্গলশালী প্রতীত হইতেছিল)। এই ব্রজভূমি হৃষ্ট-পুষ্ট মনুষ্যগণে পূর্ণ ছিল। সেস্থান দামনী (মোটা দড়ি) ও পাশে (পাতলা সরু দড়িতে) পরিব্যাপ্ত ছিল। দুগ্ধ-দধি মন্থনের জন্য যে বড় বড় গর্গর (মোটা বা মটকা) ছিল, উহাতে মন্থনের সময় যে শব্দ উত্থিত হইত, তাহার দ্বারা ঐ স্থান নিনাদিত ছিল। ২৫

মন্থানবলয়োদ্গারৈর্গোপীনাং জনিতস্বনম্
কাকপক্ষধরৈর্বালৈর্গোপালক্রীড়নাকুলম্ ।
সার্গলদ্বারগোবাটং মধ্যে গোস্থানসঙ্কুলম্ ॥ ২৭
সর্পিষা পচ্যমানেন সুরভীকৃতমারুতম্ ।
নীলপীতাম্বরাভিশ্চ তরুণীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৮
বন্যপুষ্পাবতংসাভির্গোপকন্যাভিরাবৃতম্ ।
শিরোভির্ধৃতকুম্ভাভির্বদ্ধৈরগ্রস্তনাম্বরৈঃ ॥ ২৯
যমুনাতীরমার্গেণ জলহারীভিরাবৃতম্ ।
স তত্র প্রবিশন্ হৃষ্টো গোব্রজং গোপনাদিতম্ ॥ ৩০
প্রত্যুদ্গতো গোপবৃদ্ধৈঃ স্ত্রীভির্বৃদ্ধাভিরেব চ ।
নিবেশং রোচয়ামাস পরিধর্ষে সুখাশ্রয়ে ॥ ৩১

সেস্থানে তক্র (ঘোল) প্রবাহের জন্য বহু নালি নির্মিত ছিল, দধির উপরে যে সার ভাগ, তাহার দ্বারা সেস্থানের মৃত্তিকা সিক্ত ছিল। মন্থনদণ্ড চালনার সময় গোপীগণের হস্তের কঙ্কণসমূহ হইতে খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল। এই সবের মধুর ঝঙ্কার-ধ্বনিতে সর্বদিক পূর্ণ ছিল। ২৬

এই ব্রজে কাক-পক্ষ (জুলপী)-ধারী বালকগণ খেলা করিতেছিল। গোপালদিগের ক্রীড়াঙ্গনে সেই ব্রজভূমি পূর্ণ ছিল। গোবাট (গোবাস-স্থান)-সমূহের দরজায় কাঠের অর্গল (খিল) যোজিত ছিল। মধ্যে গোগণের বাসের ও বিশ্রাম করিবার জন্য পর্যাপ্ত স্থান ছিল। এরূপ বহু গোশালায় এই ব্রজভূমি পরিপূর্ণ ছিল। ২৭

অগ্নিতে আরোপিত করিয়া পক্ব ঘৃতের মনোরম গন্ধে সে স্থানের বায়ু সুবাসিত ছিল। নীলবর্ণের ও পীতবর্ণের শাড়ীতে সুশোভিতা তরুণী স্ত্রীগণ এই ব্রজকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। ২৮

বনজাত পুষ্পের কর্ণভূষণ ধারণ করিয়া বহু গোপকন্যা মস্তকে কুম্ভ লইয়া যাতায়াত করিতেছিল। তাহাদের স্তনের অগ্রভাগ বস্ত্রের দ্বারা বাঁধা ছিল এবং তাহার উপর বস্ত্রাঞ্চল পতিত ছিল। যমুনার তীরগামী পথ ধরিয়া জল আহরণকারিণী এই গোপকন্যাদিগের দ্বারা ব্রজ আবৃত ছিল। ২৯

গোপগণের শব্দে নিনাদিত গোব্রজে প্রবেশ করিবার সময় নন্দরাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধ গোপগণ ও বৃদ্ধা গোপীরা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। তারপর তিনি চারিদিকে পরিবৃত ও সুখদায়ক আবাসস্থানে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ৩০-৩১

সা যত্র রোহিণী দেবী বসুদেবসুখাবহা।
তত্র তং বালসূর্য্যাভং কৃষ্ণং গূঢং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি গোব্রজগমনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

বসুদেবের সুখদায়ক রোহিণীদেবী যেখানে বাস করিতেছিলেন, সেখানেই তিনি প্রাতঃ কালের উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিলেন। ৩১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে নন্দব্রজের গোব্রজে গমননামক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

( শকটভঞ্জনস্য পূতনাবধস্য চ বর্ণনম্ )

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্র তস্যাসতঃ কালঃ সুমহানত্যবর্ত্তত
গোব্রজে নন্দগোপস্য বহুবর্ষা প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ১

দারকৌ কৃতনামানৌ ববৃধাতে সুখঞ্চ তৌ।
জ্যেষ্ঠঃ সঙ্কর্ষণো নাম কনীয়ান্ কৃষ্ণ এব তু ॥ ২

মেঘকৃষ্ণস্তু কৃষ্ণোঽভূদ্দেহান্তরগতো হরিঃ।
ববর্দ্ধত গবাং মধ্যে সাগরস্থ ইবাম্বুদঃ ॥ ৩

শকটস্য ত্বধঃ সুপ্তং কদাচিৎ পুত্রগৃদ্ধিনী।
যশোদা তং সমুৎসৃজ্য জগাম যমুনাং নদীম্ ॥ ৪

শিশুলীলাং ততঃ কুর্ব্বন্ স হস্ত-চরণৌ ক্ষিপন্
রুরোদ মধুরং কৃষ্ণঃ পাদাবূর্দ্ধং প্রসারয়ন্ ॥ ৫

স তত্রৈকেন পাদেন শকটং পর্য্যবর্ত্তয়ৎ
ন্যুব্জং পয়োধরাকাঙ্ক্ষী চকার চ রুরোদ চ ॥ ৬

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা যশোদা ভয়বিক্লবা
স্নাতা প্রস্রবদিগ্ধাঙ্গী বদ্ধবৎসেব সৌরভী ॥ ৭

সা দদর্শ বিপর্য্যস্তং শকটং বায়ুনা বিনা
হাহেতি কৃত্বা ত্বরিতা দারকং জগৃহে তদা ॥ ৮

ন সা বুবোধ তত্ত্বেন শকটং পরিবর্ত্তিতম্
স্বস্তি মে দারকায়েতি প্রীতা ভীতা চ সাভবৎ ॥ ৯

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

[ শকটভঞ্জন ও পূতনাবধ বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! সেই গোব্রজে থাকিয়া গোপকর্ম্ম করিতে করিতে নন্দগোপের বহুদিন অতিবাহিত হইল। ১

সেই স্থানে তিনি তখন দুই বালকের নামকরণ-সংস্কার করিলেন। তারপর সেই দুই ভ্রাতা সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম 'সঙ্কর্ষণ' ও কনিষ্ঠভ্রাতার নাম 'কৃষ্ণ'। ২

অন্য দেহে উপস্থিত ভগবান্ শ্রীহরিই 'কৃষ্ণ' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ মেঘের ন্যায় কোমল। যেরূপ সমুদ্রে-মেঘের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ গোগণের মধ্যে তিনি বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ৩

একদিনের ঘটনা।—পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহপরায়ণ যশোদা শিশু কৃষ্ণকে শকটের নীচেতে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করত যমুনা নদীতে স্নান করিতে যাইলেন। ৪

তারপর অন্যদিকে ভগবান্ শিশুলীলা করিতে করিতে নিজের দুই হস্ত-পদ ক্ষেপণ করিতে ( ছুঁড়িতে ) লাগিলেন এবং পদদ্বয় ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া মধুর স্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। ৫

( অনন্তর তাঁহার মনে মাতৃস্তন পানের বাসনা হইল, উহা পূর্ণ না হওয়ায় ক্রোধ লীলাপূর্ব্বক ) তিনি সে স্থানে এক পদের তাড়নায় ( আঘাতে ) শকটকে উল্টাইয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলেন। এ সবই মাতৃস্তনপানের ইচ্ছায় করিলেন এবং এই অদ্ভুত লীলা করিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। ৬

ইহার মধ্যে যশোদা মাতা স্নান করত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্তননিঃসৃত দুগ্ধে সিক্ত হইয়া যাইল। যাহার বৎস ( বাছুর ) বাঁধা থাকে, এরূপ গাভীর ন্যায় তিনি নিজের পুত্রকে স্তন্যপান করাইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। ৭

তিনি দেখিলেন—বায়ুপ্রবাহ বিনাই সেই শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া ( উল্টাইয়া ) গিয়াছে। তারপর তিনি 'হায় হায়' করিয়া ত্বরিতগতিতে শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। ৮

তখন তিনি কোনরূপেই বুঝিতে পারিলেন না যে, শকট উল্টাইয়া যাইবার প্রকৃত কারণ কি? 'ভগবান্ আমার শিশু-পুত্রের কল্যাণ করুন'—এই কথা বলিয়া যশোদামাতা পুত্রস্নেহে মগ্ন হইয়া যাইলেন এবং পুত্রের কোথাও কোনরূপ আঘাত লাগে নাই ত'—এই আশঙ্কায় ভীতাও হইলেন। ৯

কিং তু বক্ষ্যতি তে পুত্র পিতা পরমকোপনঃ
যযাধঃশকটে সুপ্তে অকস্মাচ্চ বিলোড়িতে ॥ ১০
কিং মে স্নানেন দুঃস্নানং কিঞ্চ মে গমনে নদীম্ ।
পর্যস্তে শকটে পুত্র যা ত্বাং পশ্যাম্যপাবৃতম্ ॥ ১১
এতস্মিন্নন্তরে গোভিরাজগাম বনেচরঃ ।
কাষায়বাসসী বিভ্রন্নন্দগোপো ব্রজান্তিকম্ ॥ ১২
স দদর্শ বিপর্যস্তং ভিন্নভাণ্ডঘটীঘটম্ ।
অপাস্তধূর্বিভিন্নাক্ষং শকটং চক্রমৌলিনম্ ॥ ১৩
ভীতস্ত্বরিতমাগম্য সহসা সাশ্রুলোচনঃ
অপি মে স্বস্তি পুত্রায়েত্যসকৃদ্বচনং বদন্ ॥ ১৪
পিবন্তং স্তনমালক্ষ্য পুত্রং স্বস্থোঽব্রবীৎ পুনঃ ।
বৃষবৃষং বিনা কেন পর্যস্তং শকটং মম ॥ ১৫
প্রত্যুবাচ যশোদা তং ভীতা গদগদভাষিণী ।
ন বিজানাম্যহং কেন শকটং পরিবর্তিতম্ ॥ ১৬

---

(তারপর তিনি পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—) পুত্র! তোমার পিতা অত্যন্ত ক্রোধী। তুমি শকটের নীচেতে শুইয়া ছিলে, অকস্মাৎ উহা উল্টাইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া জানি না তিনি আমায় কি বলিবেন? ১০

স্নানের দ্বারা আমার কি লাভ হইবে? যদি তোমার কিছু হইত, তাহা হইলে ত' এই স্নান আমার জীবনের দুঃস্নান হইয়া যাইত। আমার নদীর তীরে যাইবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি দেখিতেছি যে, শকট উল্টাইয়া গিয়াছে, আর তুমি উন্মুক্ত আকাশের নীচে শুইয়া রহিয়াছ। (হায়! হায়! এই সব কিভাবে হইল।)? ১১

এই সময় গেরুয়া বস্ত্রধারী নন্দগোপ গোগণের সহিত বনে বিচরণ করত ব্রজের নিকটে আসিলেন। ১২

তিনি দেখিলেন—শকটটি বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে স্থিত বর্তন, ঘড়া, ঘটী ও কলসাদি সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পতিত আছে। ধুরাটি নির্গত হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। অক্ষ ভগ্ন হইয়াছে। চক্র মুকুটের ন্যায় উপরে উঠিয়া রহিয়াছে। ১৩

ইহা দেখিয়া নন্দরাজ ভীত হইয়া পড়িলেন এবং দ্রুতগতিতে সহসা গৃহে আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার পুত্র কুশলে আছে ত'? ১৪

তারপর পুত্রকে স্তনপান করিতে দেখিয়া স্বস্থ হইলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, বৃষযুদ্ধের কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না, তবে কে আমার এই শকটটিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে? ১৫

অহং নদীং গতা সৌম্য চৈলপ্রক্ষালনার্থিনী ।
আগতা চ বিপর্যস্তমপশ্যং শকটং ভুবি ॥ ১৭
তয়োঃ কথয়তোরেবমব্রুবংস্তত্র দারকাঃ
অনেন শিশুনা যানমেতৎ পাদেন লোড়িতম্ ॥ ১৮
অস্মাভিঃ সম্পতদ্ভিশ্চ দৃষ্টমেতদ্ যদৃচ্ছয়া ।
নন্দগোপস্তু তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ১৯
প্রহৃষ্টশ্চৈব ভীতশ্চ কিমেতদিতি চিন্তয়ন্
ন চ তে শ্রদ্দধুর্গোপাঃ সর্বে নাগ্রসবৃদ্ধয়ঃ
আশ্চর্যমিতি তে সর্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ।
স্বে স্থানে শকটং স্থাপ্য চক্রবন্ধনকারয়ন্ ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য শকুনীবেশধারিণী ।
ধাত্রী কংসস্য ভোজস্য পূতনেতি পরিশ্রুতা ॥ ২২

তখন যশোদাদেবী ভীত হইয়া গদগদ বাক্যে বলিলেন—নাথ! আমি কিছুই জানি না যে, কে এই শকটটিকে উল্টাইয়া দিয়াছে? সৌম্য! আমি বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য যমুনানদীতে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, ভূতলে শকটটি বিপর্যস্ত হইয়া পতিত আছে। ১৬-১৭

তাঁহারা উভয়ে যখন এইরূপে কথাবার্তা বলিতেছেন, তখন ব্রজবালকগণ আসিয়া বলিল—তোমাদের এই শিশুই পদপ্রহার করিয়া এই শকটটিকে উল্টাইয়া দিয়াছে। আমরা অকস্মাৎ এই দিকে ধাবিত হইয়া আসিবার সময় এঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ১৮

সেই বালকগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপরাজ নন্দ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইহাতে তিনি প্রথমে অতিশয় আনন্দিত হইলেও 'একি ব্যাপার' ইহা চিন্তা করিতে করিতে ভীত হইয়া পড়িলেন। ১৯

সেখানে অন্যান্য যে সব গোপ ছিলেন, তাঁহারা এই কথা বিশ্বাস করিলেন না; কারণ, তাঁহারা সকলে সেই শিশুকে সাধারণ মানুষ সন্তান বলিয়াই বোধ করিতেন। তারপর তাঁহারা সকলেই এই ঘটনাতে 'আশ্চর্য, আশ্চর্য' এই কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নয়ন তখন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অনন্তর সকলে মিলিয়া সেই শকটটিকে স্ব স্থানে স্থাপিত করিয়া চক্রাদি যোজনা করিলেন। ২০-২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! কিছুকাল পরে ব্রজে অর্ধ-রাত্রের সময় ক্রোধের সহিত নিজের দুই পক্ষ আন্দোলিত করিতে

পূতনা নাম শকুনী ঘোরা প্রাণিভয়ঙ্করী
আজগামার্দ্ধরাত্রে বৈ পক্ষৌ ক্রোধাদ্বিধুন্বতী ॥ ২৩
ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে পূতনা প্রত্যদৃশ্যত ।
ব্যাঘ্রগম্ভীরনির্ঘোষং ব্যাহরন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ২৪
নিলিল্যে শকটস্যাক্ষে প্রস্রবোৎপীড়বর্ষিণী
দদৌ স্তনঞ্চ কৃষ্ণায় তস্মিন্ সুপ্তে জনে নিশি ॥ ২৫
তস্যাঃ স্তনং পপৌ কৃষ্ণঃ প্রাণৈঃ সহ বিনদ্য চ
ছিন্নস্তনী তু সহসা পপাত শকুনী ভুবি ॥ ২৬
তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্ততো বুবুধিরে ভয়াৎ
স নন্দগোপো গোপা বৈ যশোদা চ সুবিক্লবা ॥ ২৭
তে তামপশ্যন্ পতিতাং বিসংজ্ঞাং বিপয়োধরাম্
পূতনাং পতিতাং ভূমৌ বজ্রেণেব বিদারিতাম্ ॥ ২৮
ইদং কিং ত্বিতি সন্ত্রস্তাঃ কস্যেদং কর্ম্ম চেত্যপি
নন্দগোপং পুরস্কৃত্য গোপাস্তে পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২৯
নাধ্যগচ্ছন্ত চ তদা হেতুং তত্র কদাচন
অন্তর্দ্ধানাশ্চর্য্যমিতি ব্রুবন্তোঽনুযযুর্গৃহান্ ॥ ৩০
গতেষু তেষু গোপেষু বিস্মিতেষু যথাগৃহম্
যশোদাং নন্দগোপস্তু পপ্রচ্ছ গতসম্ভ্রমঃ ॥ ৩১
কোঽয়ং বিধির্ন জানামি বিস্ময়ো মে মহানয়ম্
পুত্রস্য মে ভয়ং তীব্রং ভীরুত্বং সমুপাগতম্ ॥ ৩২
যশোদা ত্বব্রবীদ্ভীতা নার্য্য জানামি কিং ত্বিদম্
দারকেণ সহানেন সুপ্তা শব্দেন বোধিতা ॥ ৩৩
যশোদায়ামজানন্ত্যাং নন্দগোপঃ সবান্ধবঃ
কংসাদ্ভয়ং চকারোগ্রং বিস্ময়ঞ্চ জগাম হ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি শিশুচর্য্যায়াং শকটভঙ্গ-পূতনাবধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

করিতে পক্ষিণীর বেশধারিণী এক রাক্ষসী আসিল। সে ভোজরাজ কংসের ধাত্রী ছিল এবং তাহার নাম ছিল 'পূতনা'। পূতনা নাম্নী সেই পক্ষিণী ঘোরাকৃতি ও সকল প্রাণীরই ভয়ঙ্করী ছিল। ২২-২৩

তারপর অর্দ্ধরাত্রের সময় যখন পূতনা দেখা দিল, সেই সময় সে ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর শব্দে বারংবার গর্জন করিতেছিল। ২৪

সে মানবী স্ত্রীবেশ ধারণ করত শকটের অক্ষের নীচে আত্মগোপন করিল। সেই সময় তাহারও স্তনদ্বয়ে এরূপ দুগ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া আসিল যে, উহাতে তাহার পীড়া হইতে লাগিল, সেইজন্য সে দুগ্ধবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই নিশীথ রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত ছিল, তখন সে নিজের স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান করিল। ২৫

সেই সময় শিশু কৃষ্ণ সেই স্তনকে তাহার প্রাণের সহিতই পান করিলেন। ইহাতে তাহার স্তন ছিন্ন হইয়া যাইল এবং সেই পক্ষিণী ঘোর চীৎকার করিতে করিতে সহসা ভূতলে পতিত হইল। ২৬

তাহার সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া নন্দগোপ, অন্যান্য গোপগণ এবং অত্যন্ত ব্যাকুলা যশোদাদেবী—ইঁহারা সকলেই ভয়ে জাগিয়া উঠিলেন। ২৭

তাঁহারা দেখিলেন, পূতনা ভূতলে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার স্তন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে দেখিতে এরূপ মনে হইতেছিল, যেন তাহাকে কেহ বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। ২৮

ইহা কি? কাহার এই কর্ম? এরূপ বলিতে বলিতে সেই গোপগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং নন্দকে অগ্রে রাখিয়া তাঁহারা পূতনাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ২৯

সেই সময় তাঁহারা এই ঘটনার কোনও কারণ জানিতে পারিলেন না এবং 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৩০

বিস্মিত গোপগণ সকলে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইলে পর সম্ভ্রমরহিত নন্দগোপ যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩১

বিধাতার এ যে কি বিধান, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই ঘটনায় আমার অত্যন্ত বিস্ময় হইতেছে। বর্ত্তমানে আমার এই পুত্রের পক্ষে গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যাহার জন্য আমাদের মধ্যেও ভীরুতা আসিয়াছে। ৩২

ইহা শ্রবণ করত যশোদাও ভীতা হইয়া বলিলেন, আর্য্য! আমিও বুঝিতে পারিতেছি না, ইহা কি ব্যাপার? আমি ত' এই শিশুর সহিতই নিদ্রিতা ছিলাম এবং এই রাক্ষসীর চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়াছি। ৩৩

যখন যশোদাও নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তখন বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নন্দগোপ কংস হইতে অত্যন্ত ভয় মনে করিতে লাগিলেন এবং সকলেই বিস্মিত হইলেন। ৩৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে শকট-ভঙ্গ ও পূতনার বধবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্জানু-চঙ্ক্রমণক্রীড়া, উদূখলে বদ্ধস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যমলার্জ্জুনভঞ্জনলীলা চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কালে গচ্ছতি তৌ সৌম্যৌ দারকৌ কৃতনামকৌ
কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণৌ চোভৌ রিঙ্গিণৌ সমপদ্যতাম্ ॥ ১
তাবন্যোন্যগতৌ বালৌ বাল্যাদেবৈকতাং গতৌ ।
একমূর্ত্তিধরৌ কান্তৌ বালচন্দ্রার্কবর্চসৌ ॥২
একনির্ম্মাণনির্মুক্তাবেকশয্যাসনাশনৌ
একবেশধরাবেকং পুষ্যমাণৌ শিশুব্রতম্ ॥৩
এককার্য্যান্তরগতাবেকদেহৌ দ্বিধাকৃতৌ ।
একচর্য্যৌ মহাবীর্য্যাবেকস্য শিশুতাং গতৌ ॥ ৪
একপ্রমাণৌ লোকানাং দেববৃত্তান্তমানুষৌ ।
কৃৎস্নস্য জগতো গোপৌ সংবৃত্তৌ গোপদারকৌ ॥৫
অন্যোন্যব্যতিষক্তাভিঃ ক্রীড়াভিরভিশোভিতৌ
অন্যোন্যকিরণগ্রস্তৌ চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরে ॥৬
বিসর্পন্তৌ তু সর্ব্বত্র সর্পভোগভুজাবুভৌ ।
রেজতুঃ পাংশু-দিগ্ধাঙ্গৌ দৃপ্তৌ কলভকাবিব ॥ ৭
কচিদ্ভস্মপ্রদীপ্তাঙ্গৌ করীষ-প্রোক্ষিতৌ কচিৎ ।
তৌ তত্র পর্য্যধাবেতাং কুমারাবিব পাবকী ॥ ৮
কচিজ্জানুভিরুদ্ঘৃষ্টৈঃ সর্পমাণৌ বিরেজতুঃ ।
ক্রীড়ন্তৌ বৎসশালাসু শকৃদ্দিগ্ধাঙ্গমূর্দ্ধজৌ ॥ ৯
শুশুভাতে শ্রিয়া জুষ্টাবানন্দজননৌ পিতুঃ ।
জনং বিপ্রকুর্ব্বাণৌ বিহসন্তৌ কচিৎ কচিৎ ॥ ১০
তৌ তত্র কৌতূহলিনৌ মূর্দ্ধজব্যাকুলেক্ষণৌ ।
রেজতুশ্চন্দ্রবদনৌ দারকৌ সুকুমারকৌ ॥ ১১

## সপ্তম অধ্যায় ।

[ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের হামাগুড়ি খেলা এবং শ্রীকৃষ্ণের উদূখলে বদ্ধ থাকিয়া যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ লীলা । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর সেই দুই পরম সুন্দর বালক জানুদ্বয়ের দ্বারা গমনাগমন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের তখন নামকরণ-সংস্কার হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ নামে দুইজনে প্রসিদ্ধ ছিলেন । ১

এই দুই বালক উভয়ে শৈশবকাল হইতেই পরস্পর পরস্পরে অনুরক্ত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হইত, ইঁহারা উভয়ে যেন একটী দেহ ধারণ করিয়াছেন। এই দুই ভ্রাতা নবোদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য কান্তিমান্ ছিলেন । ২

ইঁহারা উভয়ে অভিন্ন ও অনবহিত ছিলেন (অথবা ইঁহারা যেন একটী ছাঁচে ঢালা ছিলেন)। ইঁহাদের শয্যা, আসন ও ভোজন একই প্রকার ছিল, ইঁহারা একরূপই বেশ ধারণ করিতেন এবং একই প্রকার শিশুব্রত (বাল্যলীলা) পালন করিতেন ।৩

ইঁহারা একই কার্য্যে সংলগ্ন ছিলেন এবং একই শরীরের দুই ভাগ বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। ইঁহাদের কার্য্যনিষ্ঠা একই প্রকার ছিল এবং এই মহাপরাক্রমশালী বালক একটী শিশুর রূপ ছিলেন । ৪

সকল লোকের দৃষ্টিতে ইঁহারা একই প্রমাণ (শরীর গঠন রীতিতে একই প্রকার) ছিলেন। ইঁহারা দেবগণের 'দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন এবং ধর্ম্ম স্থাপন রূপ' লীলার পালনের জন্য নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সম্পূর্ণ জগতের রক্ষক হইয়াও গোপবালকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ৫

এই দুই ভ্রাতা পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রীড়াসমূহের দ্বারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরের কিরণসমূহে আবদ্ধ হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন । ৬

ইঁহাদের উভয়ের দুই বাহু সর্প-শরীরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহারা এই দুই বাহুর দ্বারা সর্ব্বদিকে যাতায়াত করিতে ও খেলা করিতে থাকেন। এই সময় ধূলিতে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত ছিল এবং উভয় ভ্রাতাই দর্পপূর্ণ দুইটী হস্তি-শাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ৭

কখনও তাঁহাদের দীপ্তিমান্ অঙ্গসমূহ ভস্মলিপ্ত থাকিত এবং কখনও বা তাঁহারা করীষের (শুষ্ক গোময়চূর্ণের) দ্বারা লিপ্ত থাকিতেন। ইঁহারা ব্রজে তখন অগ্নির দুই পুত্র শাখ ও বিশাখের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন । ৮

কখনও মাটিতে জানু ঘর্ষণ করিতে করিতে যাতায়াত করত শোভা পাইতে লাগিলেন। কখনও বৎসশালাসমূহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম খেলা করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে ও কেশসমূহে গোময় লিপ্ত হইয়া যাইত । ৯

কান্তিরূপিণী শ্রীর দ্বারা সেবিত হইতে হইতে দুই ভ্রাতা সুশোভিত ছিলেন এবং পিতা নন্দের আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও শিশুসুলভ স্বভাববশতঃ কোনও মানুষের বিপরীত কার্য্য করিয়া ফেলিতেন এবং কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন । ১০

ইঁহারা সর্ব্বদা ক্রীড়া-কৌতূহলেই আসক্ত থাকিতেন,

অতিপ্রসক্তৌ তৌ দৃষ্ট্বা সর্ব্বব্রজবিচারিণৌ ।
নাশকৎ তৌ বারয়িতুং নন্দগোপঃ সুদুর্মদৌ ॥ ১২
ততো যশোদা সংক্রুদ্ধা কৃষ্ণং কমললোচনম্
আনায্য শকটীমূলে ভর্ৎসয়ন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩
দাম্না চৈবোদরে বদ্ধা প্রত্যবন্ধদুলূখলে
যদি শক্তো২সি গচ্ছেতি তমুক্ত্বা কর্ম্ম সাকরোৎ ॥১৪
ব্যগ্রায়াং তু যশোদায়াং নির্জ্জগাম ততো২ঙ্গনাৎ ।
শিশুলীলাং ততঃ কুর্ব্বন্ কৃষ্ণো বিস্মাপয়ন্ ব্রজম্ ॥ ১৫
সো২ঙ্গনান্নিঃসৃতঃ কৃষ্ণঃ কর্ষমাণ উলূখলম্ ।
যমলাভ্যাং প্রবৃদ্ধাভ্যামর্জ্জুনাভ্যাং চরন্ বনে ।
মধ্যান্নিশ্চক্রাম তয়োঃ কর্ষমাণ উলূখলম্ ॥ ১৬
তৎ তস্য কর্ষতো বদ্ধং তির্য্যগ্গতমুলূখলম্ ।
লগ্নং তাভ্যাং সমূলাভ্যামর্জ্জুনাভ্যাং চকর্ষ চ ॥ ১৭

তাবর্জ্জুনৌ কৃষ্যমাণৌ তেন বালেন রংহসা ।
সমূলবিটপৌ ভগ্নৌ স তু মধ্যে জহাস বৈ ॥ ১৮
নিদর্শনার্থং গোপানাং দিব্যং স্ববলমাস্থিতঃ
তদ্দাম তস্য বালস্য প্রভাবাদভবদ্ দৃঢ়ম্ ॥১৯
যমুনাতীরমার্গস্থা গোপ্যস্তং দদৃশুঃ শিশুম্
ক্রন্দন্ত্যো বিস্ময়াবিষ্টা যশোদাং যযুরঙ্গনাঃ ॥ ২০
তাস্তু সম্ভ্রান্তবদনা যশোদামূচুরঙ্গনাঃ ।
এহ্যাগচ্ছ যশোদে ত্বং সম্ভ্রমাৎ কিং বিলম্বসে ॥২১
যৌ তাবর্জ্জুনবৃক্ষৌ তু ব্রজে সত্যোপযাচনৌ ।
পুত্রস্যোপরি তাবেতৌ পতিতৌ তে মহীরুহৌ ॥ ২২
দৃঢ়েন দাম্না তত্রৈব বদ্ধো বৎস ইবোদরে ।
জহাস বৃক্ষয়োর্মধ্যে তব পুত্রঃ স বালকঃ ॥ ২৩

তাঁহাদের মস্তকের কেশরাজি ( ঝুঁটিবাঁধা চুলগুলি ) নয়নের উপর ঝুলিয়া আসিলে তাঁহারা ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। ইঁহাদের উভয়েরই বদন চন্দ্রতুল্য ( প্রিয়দর্শনক ) সুন্দর ছিল, অতএব এই দুই সুকুমার বালক সেই সময় অতিশয় শোভাশালী হইতে লাগিলেন। ১১

ইঁহারা ক্রীড়াতেই অত্যন্ত আসক্ত থাকিয়া সমস্ত ব্রজেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতিশয় ক্রীড়াসক্ত এই দুই বালককে সর্ব্বত্র যাইতে দেখিয়া নন্দগোপ তাঁহাদের বারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। ১২

সেই সময় একদিন যশোদামাতা অত্যন্ত কুপিত হইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে একটি শকটের ( গাড়ীর ) পার্শ্বে লইয়া বারংবার ভর্ৎসনা করিলেন। কেবল ইহাই নহে, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদরেও রজ্জু বাঁধিয়া সেই রজ্জুকে উদূখলের সহিত বন্ধন করিলেন এবং বলিলেন—অতঃপর যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে যাও। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। ১৩-১৪

যশোদামাতা কার্য্যে তৎপর হইতেই শিশু-কৃষ্ণ শিশুলীলা করিতে করিতে ব্রজের মানুষকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করত গৃহাঙ্গন হইতে নির্গত হইলেন। কৃষ্ণ অঙ্গন হইতে নির্গত হইয়া সেই উদূখলকে টানিতে টানিতে বনের দিকে চলিলেন। পথের মধ্যে একসঙ্গে উৎপন্ন দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষ ছিল। এই বৃক্ষ দুইটি তখন অতিশয় বৃহদাকার হইয়াছিল। কৃষ্ণ সেই উদূখলকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই দুইটি বৃক্ষের মধ্যভাগ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ১৫-১৬

নিজের উদরে বদ্ধ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ সেই উদূখলটিকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় উহা বাঁকিয়া গিয়া সেই দুই অর্জ্জুন-বৃক্ষের মূলে সংলগ্ন হইল অর্থাৎ আটকাইয়া যাইল। তখন তিনি বৃক্ষদুইটি সহ সেই উদূখলটিকে সবলে টানিতে লাগিলেন। ১৭

শিশু কৃষ্ণ তখন সবেগে পুনঃ পুনঃ টানিতে থাকিলে সেই দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষ মূল ও শাখাসমূহসহ ভগ্ন হইয়া পতিত হইল এবং তিনি নিজের দিব্য বল অবলম্বন করত গোপগণকে দেখাইবার জন্য সেই দুই বৃক্ষের মধ্যভাগে থাকিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ১৮১

এই বালকের প্রভাবে সেই রজ্জু তখন অতিশয় দৃঢ় হইয়া যাইল। যমুনাতীরের মধ্যবর্ত্তী পথে স্থিত গোপীগণ যখন শিশু কৃষ্ণকে সেই অবস্থায় দেখিলেন, তখন তাঁহারা বিস্ময়াভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে যশোদার নিকটে যাইলেন। ১৯-২০

সেই গোপরমণীগণ তখন সম্ভ্রান্ত-বদনে যশোদাকে বলিলেন—যশোদে ! সত্বর এস, সত্বর এস। সম্ভ্রমবশতঃ তুমি বিলম্ব করিতেছ কেন ? ব্রজে যে সেই দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষ ছিল, যাহাদের পূজা করিয়া ও মানসিক করিয়া আমাদের সকলের প্রার্থনা সফল হইত, সেই দুই বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া তোমার পুত্রের উপর পতিত হইয়াছে। ২১-২২

যেরূপ বৎসকে বদ্ধ করা হয়, সেইরূপ উদরে দৃঢ়ভাবে রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ তোমার এই বালক পুত্র সেই দুই বৃক্ষমধ্যে থাকিয়া হাস্য করিতেছে। ২৩

উত্তিষ্ঠ গচ্ছ দুর্মেধে মূঢ়ে পতিতমানিনি ।
পুত্রমানয় জীবন্তং মুক্তং মৃত্যুমুখাদিব ॥ ২৪
সা ভীতা সহসোত্থায় হাহাকারং প্রকুর্বতী ।
তং দেশমগমদ্ যত্র পতিতৌ তাবুভৌ দ্রুমৌ ॥২৫
সা দদর্শ তয়োর্মধ্যে তনয়ং স্বাত্মজং স্থিতম্
দাম্না নিবদ্ধমুদরে কর্ষমাণমুলূখলম্
স-গোপী-গোপবৃন্দশ্চ সমূবাচ ব্রজস্ত্রিয়া
পর্য্যাগচ্ছন্ত তে দ্রষ্টুং গোপেষু মহদদ্ভুতম্ ॥ ২৭
জজল্পুস্তে যথাকামং গোপা বনবিচারিণঃ
কেনেমৌ পাতিতৌ বৃক্ষৌ ঘোষস্যায়তনোপমৌ ॥২৮
বিনা বাতং বিনা বর্ষং বিদ্যুৎপ্রপতনং বিনা ।
বিনা হস্তিকৃতং দোষং কেনেমৌ পাতিতৌ দ্রুমৌ ॥২৯
অহো বত ন শোভেতাং বিমূলাবর্জুনাবিমৌ ।
ভূমৌ নিপতিতৌ বৃক্ষৌ বিতোয়ৌ জলদাবিব ॥ ৩০
যাবিমৌ ঘোষরচিতৌ ঘোষকল্যাণকারিণৌ ।
নন্দগোপ প্রসন্নৌ তে দ্রুমাবেব গতাবপি
যস্য তে বালকো মুক্তো বিপুলাভ্যামপি ক্ষিতৌ ॥ ৩১
ঔৎপাতিকমিদং ঘোষে তৃতীয়ং বর্ত্ততে স্থির
পূতনায়া বিনাশশ্চ দ্রুময়োঃ শকটস্য চ ॥ ৩২
অস্মিন্ স্থানে চ বাসোঽয়ং ঘোষস্যাস্য ন যুজ্যতে ।
উৎপাতা হ্যত্র দৃশ্যন্তে কথয়ন্তো ন শোভনম্ ॥ ৩৩
নন্দগোপস্তু সহসা মুক্ত্বা কৃষ্ণমুলূখলাৎ
নিবেশ্য চাঙ্কে সুচিরং মৃতং পুনরিবাগতম্ ॥ ৩৪
নাতৃপ্যৎ প্রেক্ষমাণো বৈ কৃষ্ণং কমললোচনম্
ততো যশোদাং গর্হন্ বৈ নন্দগোপো বিবেশ হ ॥ ৩৫

নিজেকে ত' পণ্ডিত বলিয়া তুমি মনে কর, এখন দেখিতেছি তুমি মূর্খ এবং তোমার বুদ্ধিও পরিশুদ্ধ নয়। যশোদে! তুমি উঠ, আমাদের সহিত গমন কর এবং যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ হইতে জীবন রক্ষা পাইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে, সেই জীবিত পুত্রকে তুমি আনয়ন কর। ২৪

তখন যশোদামাতা ভীত হইয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং হাহাকার করিতে করিতে সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে তাঁহার শিশু-পুত্র কৃষ্ণ সেই দুই অর্জুন বৃক্ষকে ভূপতিত করিয়াছেন। ২৫

তিনি সেখানে নিজের পুত্রকে সেই দুই বৃক্ষের মধ্যে অবস্থিত দেখিলেন এবং তাঁহার সেই পুত্র উদরে বদ্ধ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ উদূখলকে তখন টানিতে ছিলেন। ২৬

গোপী ও বৃদ্ধ গোপগণের সহিত সম্পূর্ণ ব্রজবাসীরা তখন এই ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিলেন। গোপগণের মধ্যে যে এই অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল, উহা দেখিবার জন্য তখন চারিদিক দিয়া বহু মানুষ আসিতে লাগিল। ২৭

বনে বিচরণকারী গোপগণ স্বেচ্ছায় সেখানে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—অহো! বনের এই দুই বৃক্ষ ঘোষদিগের সদৃশ ছিল, কে ইহাদের ভূপাতিত করিল? ২৮

কোনও ঝঞ্ঝাবাত হয় নাই, বর্ষা হয় নাই ও বিদ্যুৎপতনও হয় নাই এবং কোনও হাতী আসিয়াও ইহাদের আঘাত করে নাই; এই সব দোষ ব্যতীতই এই দুইটি বৃক্ষকে কে পাতিত করিল? ২৯

অহো! মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটিতে ভূতলে পতিত এই দুই বৃক্ষ জলহীন মেঘখণ্ডের ন্যায় শোভাহীন হইয়া গিয়াছে। ৩০

নন্দগোপ! যদি এই দুই বৃক্ষ এই গোষ্ঠে রোপিত হইয়া থাকে এবং সতত ঘোষবাসিদিগের কল্যাণ করিতে থাকে, তবে আজ এই অবস্থায় পতিত হইয়াও এই দুই বৃক্ষ আপনার উপর প্রসন্নই রহিয়াছে; সেইজন্য বিনষ্ট হইলেও এই দুই বৃক্ষ পৃথিবীতে পতিত হইবার সময় তোমার বালককে জীবিত রাখিয়া দিয়াছে। ৩১

এই ব্রজে ইহা লইয়া তিন বার উৎপাতসূচক ঘটনা সংঘটিত হইল। পূতনা-বিনাশ, শকটভঞ্জন ও যমলার্জুনভঙ্গ—এই তিনটি উপদ্রব দেখা যাইল। ৩২

এই স্থানে আমাদের এই ব্রজে অতঃপর বাস করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না; কারণ, এখানে অশুভ পরিণামসূচক এই সব উৎপাত দেখা যাইতেছে। ৩৩

এই সময় নন্দগোপ সহসা বন্ধন মোচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উদূখল হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন—এই বালক মৃত হইয়া পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছে। এরূপ মনে করিয়া তিনি বহুকাল নিজের ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়া রাখিলেন। সেই সময় তিনি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। ৩৪

তদনন্তর নন্দগোপ যশোদার নিন্দা করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অন্যান্য সকল গোপগণও নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। ৩৫]

স চ গোপজনঃ সর্বো ব্রজমেব জগাম হ ।
স তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ
গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে ॥ ৩৬
এতদাশ্চর্যভূতং হি বালস্যাসীদ্ বিচেষ্টিতম্ ।
কৃষ্ণস্য ভরতশ্রেষ্ঠ ঘোষে নিবসতস্তদা ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি শিশুচর্যায়াং যমলার্জুনভঙ্গো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

সেই 'দাম' অর্থাৎ রজ্জু তাঁর উদরে বদ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের নাম 'দামোদর' হইল। ব্রজে গোপীগণ এই দামোদর নামেই তাঁহার নামমহিমা গান করেন। ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রজে বাস করিবার সময় বালক শ্রীকৃষ্ণের এইরূপই আশ্চর্যময়ী লীলাসকল সংঘটিত হইতে লাগিল। ৩৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শিশুচর্যা-প্রসঙ্গে যমলার্জুনভঙ্গবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্বাললীলা, তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য চেষ্টা, স্বদেহতো বহূন্ বৃকানুৎপাদ্য তৈর্ব্রজস্য ভয়োৎপাদনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তৌ বাল্যমুত্তীর্ণৌ কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ ।
তস্মিন্নেব ব্রজস্থানে সপ্তবর্ষৌ বভূবতুঃ ॥ ১
নীলপীতাম্বরধরৌ পীতশ্বেতানুলেপনৌ ।
বভূবতুর্বৎসপালৌ কাকপক্ষধরাবুভৌ ॥ ২
পর্ণবাদ্যং শ্রুতিসুখং বাদয়ন্তৌ বরাননৌ
শুশুভাতে বনগতৌ ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥ ৩
ময়ূরাঙ্গদকর্ণৌ তু পল্লবাপীড়ধারিণৌ ।
বনমালাকুলোরস্কৌ দ্রুমপোতাবিবোদ্গতৌ ॥ ৪
অরবিন্দকৃতাপীড়ৌ রজ্জুযজ্ঞোপবীতিনৌ ।
সশিক্যতুম্বকরকৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ ॥ ৫
কচিদ্ধসন্তাবন্যোন্যং ক্রীড়মানৌ কচিৎ কচিৎ ।
পর্ণশয্যাসু সংসুপ্তৌ কচিন্নিদ্রান্তরেক্ষণৌ ॥ ৬
এবং বৎসান্ পালয়ন্তৌ শোভয়ন্তৌ মহাবনম্ ।
চঞ্চূর্যন্তৌ রমন্তৌ স্ম কিশোরাবিব চঞ্চলৌ ॥ ৭
অথ দামোদরঃ শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণমুবাচ হ ।
আর্য নাস্মিন্ বনে শক্যং গোপালৈঃ সহ ক্রীড়িতুম্ ॥ ৮

### অষ্টম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজকে অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টা এবং নিজের দেহ হইতে শত বৃক উৎপন্ন করিয়া তাহাদের দ্বারা ব্রজের ভয়োৎপাদন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভ্রাতা সেই ব্রজে বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া সাত বর্ষ বয়সে উপনীত হইলেন। ১

ইঁহাদের মধ্যে এক ভ্রাতা (বলরাম) নীল বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা (শ্রীকৃষ্ণ) পীত-বস্ত্র পরিধান করিতেন। উভয়ের চন্দন ও অঙ্গরাগও যথাক্রমে পীত এবং শ্বেতবর্ণের ছিল। উভয়েই কাকপক্ষ (জুলপী বা শিখা) ধারণ করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতাই বৎসচারণ করিতেন। ২

এই উভয়েরই মুখ অতিশয় সুন্দর ছিল। ইঁহারা বনে গিয়া কর্ণের সুখপ্রদ পর্ণবাদ্য (পত্রাদিনির্মিত বংশী বাদ্য) বাজাইতে থাকিলে তিনটি মস্তকবিশিষ্ট সর্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩

ইঁহারা ময়ূরপক্ষের অঙ্গদ ও কর্ণভূষণ ধারণ করিতেন এবং পত্রনির্মিত মুকুট ধারণ করিতেন। এইভাবে বিভূষিত হইয়া দুই ভ্রাতা বৃক্ষ হইতে নিঃসৃত নবোৎপন্ন ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। ইঁহাদের বক্ষঃস্থল বনমালায় ব্যাপ্ত ছিল। ৪

পদ্মপুষ্পের শিরোভূষণ ও রজ্জুকে যজ্ঞোপবীত করিয়া ধারণকারী এই দুই ভ্রাতা গোপবালকগণের ন্যায় মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের নিকট শিকা, তুম্বী (লাউখোল-নির্মিত একতারা বাদ্য বা বীণা) ও করক (কমণ্ডলু) ছিল। ৫

কোনও কোনও সময়ে পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া হাস্য করিতেছিলেন, কোথাও কোথাও নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং কখনও পত্রসমূহের দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া নিদ্রাবিজড়িত নয়নে তাহায় শয়ন করত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ৬

এইরূপে বৎসচারণ করিতে করিতে তাঁহারা মহাবনের শোভাবর্দ্ধন করিতে করিতে বারংবার চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং চঞ্চল গতিবিশিষ্ট অশ্বশাবকগণের ন্যায় বনে বিহার করিতে লাগিলেন। ৭

অনন্তর একদিন শোভাসম্পন্ন দামোদর শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভ্রাতা সঙ্কর্ষণকে বলিলেন—আর্য! এখন এই বনে গোপবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করা সম্ভব নয়। আমরা সকলে এই সম্পূর্ণ বনকে নিজেদের উপভোগে ব্যবহার করিয়া ইহার শোভাসম্পদ নষ্ট

অবশীতমিদং সর্বমাবাভ্যাং ভুক্তকাননম্
প্রক্ষীণতৃণকাষ্ঠঞ্চ গোপৈর্মথিতপাদপম্ ॥ ৯
ঘনীভূতানি যান্যাসন্ কাননানি বনানি চ ।
তান্যাকাশনিকাশানি দৃশ্যন্তেঽদ্য যথাসুখম্ ॥ ১০
গোবাটেষ্বপি যে বৃক্ষাঃ পরিবর্হার্গলেষু চ
সর্ব্বে গোষ্ঠাগ্নিষু গতাঃ ক্ষয়মক্ষয়বর্চ্চসঃ ॥ ১১
সন্নিকৃষ্টানি যান্যাসন্ কাষ্ঠানি চ তৃণানি চ ।
তানি দূরাবকৃষ্টানি মার্গিতব্যানি ভূমিষু ॥ ১২
অরণ্যমিদমদ্যৈব দগ্ধকক্ষং নিরাশ্রয়ম্ ।
অন্বেষিতব্যবিশ্রামং দারুণং বিরলদ্রুমম্ ॥ ১৩
অকর্মণ্যেষু বৃক্ষেষু স্থিতবিপ্র-স্থিতদ্বিজম্ ।
সংবাসস্যাস্য মহতো জননেঽস্মাদিতক্রমম্ ॥১৪
নিরানন্দং নিরাস্বাদং নিষ্প্রয়োজনমারুতম্ ।
নির্বিহঙ্গমিদং শূন্যং নির্ব্যঞ্জনমিবাশনম্ ॥ ১৫
বিক্রীয়মাণৈঃ কাষ্ঠৈশ্চ শাকৈশ্চ বনসম্ভবৈঃ ।
উচ্ছন্নসর্বতৃণৈর্ঘোষোঽয়ং নগরায়তে ॥ ১৬
শৈলানাং ভূষণং ঘোষো ঘোষাণাং ভূষণং বনম্ ।
বনানাং ভূষণং গাবস্তাশ্চাস্মাকং পরা গতিঃ ॥ ১৭
তস্মাদন্যদ্ বনং যামঃ প্রত্যগ্রযবসেন্ধনম্ ।
ইচ্ছন্ত্যনুপভুক্তানি গাবো ভোক্তুং তৃণানি চ ॥ ১৮
তস্মাদ্ বনং নবতৃণং গচ্ছন্তু ধনিনো ব্রজাঃ ।
ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা ।
প্রশস্তা বৈ ব্রজা লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ ॥ ১৯
শকৃন্মূত্রেষু তেষ্বেব জাতক্ষাররসায়নম্ ।
ন তৃণং ভুঞ্জতে গাবো নাপি তৎ পয়সে হিতম্ ॥ ২০

করিয়া দিয়াছি। গোচারণ করায় এখানের তৃণ কমিয়া গিয়াছে এবং কাষ্ঠসমূহ সংগ্রহ করিতে করিতে তাহা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। গোপগণ এখানের প্রতিটি বৃক্ষকে মথিত করিয়াছে । ৮-৯

যে বন ও কানন অত্যন্ত ঘন ছিল, তাহা এখন আকাশের ন্যায় শূন্য হইয়া গিয়াছে—ইহা দেখা যাইতেছে । এই সব দেখিয়া আর সুখভোগ করিতে পারিতেছি না । ১০

যাহাদের দ্বারে গোশালার অর্গল (খিল) যোজিত ছিল, সেই গোশালাসমূহেও অক্ষয় শোভাসম্পন্ন যে সব বৃক্ষ ছিল, তৎসমস্তই গোষ্ঠাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ১১

অতি নিকটেই যত তৃণ ও যে সকল কাষ্ঠ ছিল, তাহা এখন বহুদূরবর্ত্তী ভূমিতে অন্বেষণযোগ্য হইয়া গিয়াছে । ১২

এই বনে দব করিয়া গিয়াছে, শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, এইস্থলে আশ্রয়গ্রহণযোগ্য কোনও স্থান নাই, বিশ্রামের জন্য ভূমিও এখানে অন্বেষণ করিতে হয় এবং বৃক্ষও বিরল হইয়া গিয়াছে ; অতএব ইহা এক নিদারুণ অবস্থা দেখা দিয়াছে । ১৩

এখানের বৃক্ষসকল কোনও কার্য্যেরই উপযোগী নয় অর্থাৎ এই সব বৃক্ষে ফল-পুষ্পের অভাব হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যে সব পক্ষী বাস করিত, তাহারা এখন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে । এই বিশাল বাসভূমির সকল মানুষ এখানের বৃক্ষসমূহকে উন্মোদিত করিয়াছে । ১৪

এখানে কোথাও আর আনন্দ নাই, ফল-মূলাদির আস্বাদ দুর্লভ হইয়া গিয়াছে এবং বায়ুর প্রবাহও নিষ্ফল হইয়াছে অর্থাৎ বায়ু আর সুগন্ধ বহন করে না এবং বৃক্ষ হইতে ফলও পাতিত করে না ; সুতরাং পক্ষিহীন এই শূন্য বন ব্যঞ্জন (তরকারী)-রহিত ভোজনের ন্যায় অনুপভোগ্য হইয়া গিয়াছে । ১৫

এখানের তরু-কাষ্ঠ ও বনজাত শাকসমূহ প্রতিদিন বিক্রীত হইতেছে । এখানে যে রাশি রাশি তৃণ ছিল, সে সমস্তই উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাতে এই ঘোষ (ব্রজ) নগরের ন্যায় প্রতীত হইতেছে । ১৬

পর্ব্বতসকলের ভূষণ এই ঘোষ (গোষ্ঠ), ঘোষসমূহের ভূষণ বন এবং বনের ভূষণ গোধন । এই গোধনই আমাদের পরম গতি অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় । ১৭

অতএব আমরা অন্য বনে যাইব, যেখানে নব নব তৃণ ও কাষ্ঠের অধিকতা আছে । আমাদের গোধন সেই নব নব তৃণ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, যাহা এখনও উপভুক্ত হয় নাই । ১৮

অতএব যে সব ব্রজ ধনসম্পন্ন, তাহারা সেই বনে গমন করুক, যেখানে নব নব তৃণ উৎপন্ন হইবে । যাহাদের দ্বার বদ্ধ আছে এবং চারিদিক্ আবৃত আছে, যেখানে চারিদিকে গৃহনির্ম্মিত হইয়াছে এবং শস্যোৎপাদনযোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, এরূপ বাসভূমি আর আমাদের বাস করিবার উপযুক্ত নহে । উন্মুক্ত হইয়া বিচরণকারী হংসগণের ন্যায় বন্ধনরহিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিচরণশীল ব্রজই শ্রেষ্ঠ । ১৯

তাহাদের গোবর-মূত্রাদির উপর যে তৃণ উৎপন্ন হয় অথবা অন্যত্র উৎপন্ন তৃণের মধ্যে যদি গোবর গোমূত্র পতিত হয়, তখন তাহাতে ক্ষার ও রসায়নের গুণ আসিয়া উপস্থিত হয় ; অতএব গোধন সেই তৃণ ভক্ষণ করে না এবং সেই তৃণও দুগ্ধের পক্ষে হিতকারী হয় না । ২০

স্থলীপ্রায়েষু দেশেষু নবেষু বনরাজিষু
চরামঃ সহিতৌ গোভিঃ ক্ষিপ্রং সংবাহ্যতাং ব্রজঃ
শ্রূয়তে হি বনং রম্যং পর্য্যাপ্ততৃণসংস্তরম্
নাম্না বৃন্দাবনং নাম স্বাদুবৃক্ষফলোদকম্ ॥ ২১
অঝিল্লিকণ্টকবনং সর্ব্বৈর্বনগুণৈর্যুতম্ ।
কদম্বপাদপপ্রায়ং যমুনাতীরসংশ্রিতম্ ॥ ২৩
স্নিগ্ধশীতানিলবনং সর্ব্বর্তুনিলয়ং শুভম্
গোপীনাং সুখসঞ্চারং চারুচিত্রবনান্তরম্ ॥ ২৪
তত্র গোবর্দ্ধনো নাম নাতিদূরে গিরির্মহান্
ভ্রাজতে দীর্ঘশিখরো নন্দনস্যেব মন্দরঃ ॥ ২৫
মধ্যে চাস্য মহাশাখো ন্যগ্রোধো যোজনোচ্ছ্রিতঃ ।
ভাণ্ডীরো নাম শুশুভে নীলমেঘ ইবাম্বরে ॥ ২৬
মধ্যেন চাস্য কালিন্দী সীমন্তমিব কুর্ব্বতী ।
প্রযাতা নন্দনস্যেব নলিনী সরিতাং বরা ॥ ২৭
তত্র গোবর্দ্ধনং চৈব ভাণ্ডীরঞ্চ বনস্পতিম্
কালিন্দীঞ্চ নদীং রম্যাং দ্রক্ষ্যামশ্চরতঃ সুখম্ ॥ ২৮
তত্রাস্য ক্রিয়তাং ঘোষস্ত্যজ্যতাং নির্গুণং বনম্
সন্ত্রাসয়াবো ভদ্রং তে কিঞ্চিদুৎপাদ্য কারণম্ ॥ ২৯
এবং কথয়তস্তস্য বাসুদেবস্য ধীমতঃ ।
প্রাদুর্ব্বভূবুঃ শতশো রক্তমাংসবসাশনাঃ ।
ঘোরাশ্চিন্তয়তস্তস্য স্বতনূরুহজাস্তদা ।
বিনিষ্পেতুর্ভয়করাঃ সর্ব্বশঃ শতশো বৃকাঃ ॥
নিষ্পতন্তি স্ম বহবো ব্রজস্যোৎসাদনায় বৈ ।
বৃকান্নিষ্পতিতান্ দৃষ্ট্বা গোষু বৎসেষু বা নৃষু ॥ ৩২
গোপীষু চ যথাকামং ব্রজে ত্রাসোহভবন্মহান্ ।
তে বৃকাঃ পঞ্চবৃন্দাশ্চ দশবৃন্দাস্তথা পরে ॥ ৩৩

---

বর্তমানে এই বনের সমস্ত অভ্যন্তর পথই স্থলপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সে সব স্থানে অল্পমাত্রও তৃণ নাই; অতএব চলুন, আমরা উভয়ে এই গোধনের সহিত নূতন বনশ্রেণীতে যাইয়া বিচরণ করিব। এখন শীঘ্রই এস্থান হইতে ব্রজকে অন্যত্র লইয়া চলুন। ২১

শুনা যায় যে, বৃন্দাবননামক বন অতিশয় রমণীয়। সেখানে পর্য্যাপ্ত ঘাস বিস্তৃত আছে। সেখানের বৃক্ষসমূহে স্বাদিষ্ট ফল আছে এবং সেখানের জলও সুস্বাদু। ২২

এই বনে ঝিল্লি নাই এবং কণ্টকও নাই। এই বন সমস্ত বন-সম্বন্ধী গুণসমূহে যুক্ত। সেখানে অধিকতর কদম্ববৃক্ষ আছে এবং এই বন যমুনার তীরে অবস্থিত। ২৩

এই বনে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে সকল ঋতুরই নিবাস। এই বন অতিশয় সুন্দর ও সুখদ। সেখানে গোপীগণ সুখের সহিত সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতে পারিবে। বৃন্দাবনের অভ্যন্তরভাগে আরও বহু বিচিত্র ও মনোহর বন আছে। ২৪

সেখানে গোবর্দ্ধন নামে এক বিশাল পর্ব্বত আছে, যাহা বৃন্দাবন হইতে বহুদূরে নহে। এই পর্ব্বতের শিখর দীর্ঘ। যেরূপ নন্দনবনের পার্শ্বে মন্দরাচলের শোভা হয়, সেইরূপ বৃন্দাবনের নিকটে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত সুশোভিত আছে। ২৫

সেই বনের মধ্যভাগে বিশাল শাখাসমূহে পূর্ণ এক বট বৃক্ষ আছে, তাহা এক যোজন উচ্চ। ইহার নাম ভাণ্ডীর বট। উহা আকাশে নীল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৬

যেরূপ নন্দনবনের মধ্যে নদীশ্রেষ্ঠ নলিনী প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ বৃন্দাবনের মধ্যভাগে সীমন্তের ন্যায় কালিন্দী নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। ২৭

আমরা সেখানে যাইলে পর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, ভাণ্ডীর বট এবং রমণীয় কালিন্দী নদীকে সুখের সহিত দর্শন করিতে পারিব। ২৮

সেখানে যাইয়া এই ব্রজকে বসাইবার ব্যবস্থা করুন এবং গুণহীন বনকে পরিত্যাগ করুন। ভ্রাতঃ! আপনার কল্যাণ হউক, কোনও এক নূতন কারণ উৎপাদন করিয়া এই ব্রজবাসীদিগকে আমরা সন্ত্রস্ত করিব। ২৯

বুদ্ধিমান্ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রতি রোমকূপ হইতে ভয়ানক বৃকসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল, যাহারা রক্ত, মাংস ও বসা আহার করিত। তাঁহার চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বদিক্ হইতে রোমকূপজাত শত শত ভয়ঙ্কর বৃক নির্গত হইতে লাগিল। ৩০-৩১

ব্রজকে সেখান হইতে অপসারিত করিবার জন্য যখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বহু বৃক (নেকড়ে বাঘ) প্রকটিত হইতে লাগিল তখন সেই সব বৃককে দেখিয়া গো, গো-বৎস, মনুষ্য ও গোপীগণের মধ্যে, এমন কি সম্পূর্ণ ব্রজের মধ্যে অত্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হইল। ৩২

এই সব বৃক পাঁচটি করিয়া দলবদ্ধ হইয়া এইরূপ দশ, কিছু ত্রিশ এবং শতসংখ্যক বৃক একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের

ত্রিংশদ্ বিংশতিব্যামাশ্চ শতব্যামাস্তথা পরে।
নিষ্ক্রান্তাস্তস্য গাত্রেভ্যঃ শ্রীবৎসকৃতলক্ষণাঃ ॥ ৩৪
বৃকাস্তে কৃষ্ণবদনা গোপানাং ভয়বর্দ্ধনাঃ।
ভক্ষয়ন্তশ্চ বৈ বৎসান্ ত্রাসয়ন্তশ্চ গোব্রজান্।
নিশি বালান্ হরন্তশ্চ বৃকৈঃ সংঘাতচারিভিঃ ॥ ৩৫
ন বনে শক্যতে গন্তুং ন গাশ্চ পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩৬

লোমকূপ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। উহারা সকলেই শ্রীবৎসের চিহ্নে সুশোভিত ছিল। ৩৩-৩৪

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে নির্গত কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট বৃকগণ গোপগণের ভয়বর্দ্ধন করিল। তাহারা বৎসসকলকে ভক্ষণ করিতে লাগিল, গোপগণের মনের মধ্যে ভয় উৎপাদন করিল এবং রাত্রিতে বালকদিগকে অপহরণ করিতে লাগিল। এইভাবে বৃকগণের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রজ উৎসাদিত হইল। ৩৫।

সেই সময় বনে যাওয়া, গোধনকে রক্ষা করা, বন হইতে

ন বনাৎ কিঞ্চিদাহর্তুং ন চ বা তরিতুং নদীম্।
ত্রস্তা হ্যাবিগ্নমনসোঽগতাস্তস্মিন্ বনেঽবসন্ ॥ ৩৭
এবং বৃকৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈর্ব্যাঘ্রতুল্যপরাক্রমৈঃ।
ব্রজো নিষ্পন্দচেষ্টঃ স একস্থানচরঃ কৃতঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
শিশুচর্যায়াং বৃকদর্শনেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

কোনও বস্তু আনয়ন করা এবং নদী পার হওয়া সম্ভব হইতেছিল না। ৩৬।

তাঁহারা সকলেই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা কেহই কোথাও যাইতে পারিলেন না। তবে কেবল বনেই বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্দ্ধিত ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী বৃকগণের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রজ নিষ্পন্দ, নিশ্চেষ্ট ও একস্থানেই সীমিত হইয়া যাইল ৩৭-৩৮।

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি বাললীলাপ্রসঙ্গে বৃকদর্শনবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## নবমোঽধ্যায়ঃ।

[ বৃকাণামুৎপাতেন ব্রজবাসিনাং তৎ স্থানং ত্যক্ত্বা শ্রীবৃন্দাবনে গমনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং বৃকাংশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা বর্দ্ধমানান্ দুরাসদান্।
সস্ত্রীপুংসান্ স ঘোষো বৈ সমস্তোঽমন্ত্রয়ৎ তদা ॥ ১
স্থানেঽস্মিন্ ন নঃ কার্য্যং ব্রজামোঽন্যন্মহদ্ বনম্।
যচ্ছিবঞ্চ সুখোষ্যঞ্চ গবাং চৈব সুখাবহম্ ॥ ২
অদ্যৈব কিং চিরেণ স্ম ব্রজামঃ সহ গোধনৈঃ।
যাবদ্বৃকৈর্বধং ঘোরং ন নঃ সর্ব্বো ব্রজো ব্রজেৎ ॥ ৩
এষাং ধূম্রারুণাঙ্গানাং দংষ্ট্রিণাং নখকর্ষিণাম্।
বৃকাণাং কৃষ্ণবক্ত্রাণাং বিভীমো নিশি গর্জ্জতাম্ ॥ ৪
মম পুত্রো মম ভ্রাতা মম বৎসোঽথ গৌর্মম।
বৃকৈর্ব্যাপাদিতো হ্যেবং ক্রন্দন্তি স্ম গৃহে গৃহে ॥ ৫
তাসাং রুদিতশব্দেন গবাং হম্বারবেণ চ।
ব্রজস্যোত্থাপনং চক্রুর্ঘোষবৃদ্ধাঃ সমাগতাঃ ॥ ৬

নবম অধ্যায়।

[ বৃকগণের উৎপাতে ব্রজবাসীদিগের সেস্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে সেই দুর্দান্ত বৃকগণকে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসী স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হইয়া সেই সময় এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ১

এখন আমাদের এস্থানে বাস করিবার কোনও প্রয়োজন

আমরা অন্য কোনও বিশাল বনে চলিয়া যাইব, যাহা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, সুখে বাস করিবার উপযোগী এবং গোধনেরও সুখপ্রদ হইবে। ২

বিলম্ব করিয়া কি হইবে? আজই আমরা নিজ নিজ গোধনের সহিত এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। বৃকগণের দ্বারা সমস্ত ব্রজ যাহাতে সর্বতোভাবে বধপ্রাপ্ত না হয়, তাহার পূর্বেই আমাদের এস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য। ৩

এই বৃকগণের সর্বাঙ্গ ধূম্র ও রক্তবর্ণ, ইহাদের দন্তগুলি বড় বড়, ইহারা নখের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহাদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং রাত্রিকালে ইহারা ভীষণ গর্জন করে। আমরা ইহাদের দ্বারা ভীত হইয়া পড়িয়াছি। ৪

গৃহে স্ত্রীগণ এইভাবে করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছে—হায়! বৃকগণের দ্বারা আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার বৎস ও আমার গোধন নিহত হইয়াছে। ৫

তাহাদের রোদন শব্দ ও গোগণের হাম্বারবের দ্বারা চিন্তিত হইয়া একত্রে সমবেত ব্রজের বৃদ্ধ পুরুষগণ ব্রজকে সেস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে সিদ্ধান্ত করিলেন। ৬

তেষাং মতমভিজ্ঞায় গন্তুং বৃন্দাবনং প্রতি।
ব্রজস্য বিনিবেশায় গবাং চৈব হিতায় চ ॥ ৭
বৃন্দাবননিবাসায় তান্ জ্ঞাত্বা কৃতনিশ্চয়ান্।
নন্দগোপো বৃহদ্বাক্যং বৃহস্পতিরিবাদদে ॥ ৮
অদ্যৈব নিশ্চয়প্রাপ্তির্যদি গন্তব্যমেব নঃ
শীঘ্রমাজ্ঞাপ্যতাং ঘোষঃ সজ্জীভবত মা চিরম্ ॥ ৯
ততোঽবঘুষ্যত তদা ঘোষে তৎ প্রাকৃতৈর্নরৈঃ।
শীঘ্রং গাবঃ প্রকল্পন্তাং ভাণ্ডং সমধিরোপ্যতাম্ ॥ ১০
বৎসযূথানি কাল্যন্তাং যুজ্যন্তাং শকটানি চ
বৃন্দাবনমিতঃ স্থানং নিবেশায় চ গম্যতাম্ ॥ ১১
তচ্ছ্রুত্বা নন্দগোপস্য বচনং সাধু ভাষিতম্
উদতিষ্ঠদ্ ব্রজঃ সর্বঃ শীঘ্রং গমনলালসঃ ॥ ১১
প্রযাহ্যুত্তিষ্ঠ গচ্ছামঃ কিং শেষে সাধি যোজয়।
উত্তিষ্ঠতি ব্রজে তস্মিন্ গোপকোলাহলো হ্যভূৎ ॥ ১৩
উত্তিষ্ঠমানঃ শুশুভে শকটীশকটস্তু সঃ।
ব্যাঘ্রঘোষমহাঘোষো ঘোষঃ সাগরঘোষবান্ ॥ ১৪
গোপীনাং গর্গরীভিশ্চ মূর্ধ্নি চোদ্ধৃতৈর্ঘটৈঃ
নিষ্পপাত ব্রজাৎ পঙ্‌ক্তিস্তারাপঙ্‌ক্তিরিবাম্বরাৎ ॥ ১৫
নীলপীতারুণৈস্তাসাং বস্ত্রৈরগ্রস্তনোচ্ছ্রিতৈঃ
শক্রচাপায়তে পঙ্‌ক্তির্গোপীনাং মার্গগামিনী ॥ ১৬
পানীয়ভাণ্ডৈশ্চ কেচিৎ কাবঃ(?) স্কন্ধাদিভিঃ
গোপা মার্গগতা ভান্তি সাবরোহা ইব দ্রুমাঃ ॥ ১৭
স ব্রজো ব্রজতা ভাতি শকটৌঘেন ভাস্বতা।
পোতৈঃ পবনবিক্ষিপ্তৈর্নিষ্পতদ্ভিরিবার্ণবঃ ॥ ১৮
ক্ষণেন তদ্ ব্রজস্থানমীরিণং সমপদ্যত।
দ্রব্যাবয়বনির্ধূতং কীর্ণং বায়সমণ্ডলৈঃ ॥ ১৯

যখন নন্দরাজ বৃন্দাবনে যাইবার জন্য তাঁহাদের মত জানিতে পারিলেন এবং ব্রজকে নূতন স্থানে বসাইবার ও গোধনের হিতের জন্য বৃন্দাবনে নিবাস করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সকলের দৃঢ় নিশ্চয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বৃহস্পতির ন্যায় এই মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য বলিলেন। ৭-৮

যদি এই সিদ্ধান্তই করা হয় এবং আমাদের যাইতেই হয়, তবে আজই আমাদের যাত্রা করা উচিত। শীঘ্রই ব্রজে এই আদেশ ঘোষণা করাইয়া দাও যে, তোমরা সকলেই এখান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও, বিলম্ব করিও না। ৯

তারপর প্রাকৃত মনুষ্যগণের দ্বারা ব্রজে এই ঘোষণা করাইয়া দেওয়া হইল যে, ব্রজবাসিগণ! শীঘ্র গো-সকলকে যাইবার জন্য প্রস্তুত করাইয়া লও। নিজ নিজ বর্তন ভাণ্ডাদি যানবাহনাদির উপর আরোপিত কর। বৎসগণকে এখনই আহ্বান কর, যানসকল যোজিত কর এবং এখান হইতে বৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য প্রস্থান কর। ১০-১১

নন্দগোপের দ্বারা কথিত এই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত ব্রজের মানুষ যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া শীঘ্র উত্থিত হইলেন। ১২

এইরূপে সেই ব্রজ যখন সেখান হইতে উঠিয়া যাইতে লাগিল, তখন গোপগণের কোলাহল এইভাবে শুনা যাইতে লাগিল— অরে! চল, উঠ, আমরা সকলেই যাইতেছি; কেন এখন শুইয়া আছ, যাও যান যোজনা কর। ১৩

নানাবিধ ক্ষুদ্র শকট ও শকটে যুক্ত সেই ব্রজ যখন সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছিল, তখন তাহাদের শব্দের এইরূপ শোভা হইতেছিল, যেরূপ ব্যাঘ্রের গর্জনে মহাশব্দ হয় ও সমুদ্রের গর্জনের শব্দ উত্থিত হয়। ১৪

মস্তকে গাগরী ও ঘট ধারণ করিয়া গমনকারিণী যে গোপীদের পঙ্‌ক্তি যখন ব্রজ হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছিল, তখন এইরূপ মনে হইতেছিল যে, আকাশ হইতে তারকাপঙ্‌ক্তি নিপতিত হইতেছে। ১৫

তাহাদের নীল, পীত ও রক্তবর্ণের বস্ত্র স্তনের অগ্রভাগে উচ্চ দেখাইতেছিল। এই সব বস্ত্রে সুশোভিতা হইয়া পথে গমনরতা গোপীদিগের পঙ্‌ক্তি ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১৬

কিছু গোপ মোট ও পানীয় ভাণ্ড কাঁধে লইয়া পথে চলিতেছিলেন। সেই সব বস্তু তাঁহাদের অঙ্গে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে সেই সকল গোপ অবরোহ শাখা হইতে নির্গত শিকড়-যুক্ত বটবৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ১৭

অগ্রসরমান দীপ্তিমতী শকটসমূহের দ্বারা সেই ব্রজ এইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেইরূপ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া বেগে ধাবমান জলপোত (জাহাজ) সমূহের দ্বারা মহাসাগর সুশোভিত হইয়া থাকে। ১৮

ক্ষণকালের মধ্যেই ব্রজের সেই স্থান উষরভূমির ন্যায় শূন্য হইয়া যাইল। সেখানে যে সমস্ত অন্নাদি দ্রব্যসমূহের কণা বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইয়াছিল, তাহা ভক্ষণের জন্য সেইখানে কাকদিগের দল পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল

ততঃ ক্রমেণ ঘোষঃ স প্রাপ্তো বৃন্দাবনং বনম্
নিবেশং বিপুলং চক্রে গবাং চৈব হিতায় চ ॥ ২০
শকটাবর্তপর্যন্তং চন্দ্রার্ধাকারসংস্থিতম্
মধ্যে যোজনবিস্তীর্ণং তাবদ্ দ্বিগুণমায়তম্ ॥ ২১
কণ্টকীভিঃ প্রবৃদ্ধাভিস্তথা কণ্টকিতদ্রুমৈঃ
নিখাতোচ্ছ্রিতশাখাগ্রৈরভিগুপ্তং সমন্ততঃ ॥ ২২
মন্থৈরারোপ্যমাণৈশ্চ মন্থবন্ধানুকর্ষণৈঃ ।
অদ্ভিঃ প্রক্ষাল্যমানাভির্গর্গরীভিরিতস্ততঃ ॥ ২৩
কীলৈরারোপ্যমাণৈশ্চ দামনীপাশপাশিতৈঃ ।
স্তম্ভনীভির্ধৃতাভিশ্চ শকটৈঃ পরিবর্তিতৈঃ ॥ ২৪
নিয়োগপাশৈরাসক্তৈর্গর্গরীস্তম্ভমূর্ধসু ।
ছাদনার্থং প্রকীর্ণৈশ্চ কটৈস্তৃণমহোৎকটৈঃ ॥ ২৫
শাখাবিটঙ্কৈর্বৃক্ষাণাং ক্রিয়মাণৈরিতস্ততঃ
শোধ্যমানৈর্গবাং স্থানৈঃ স্থাপ্যমানৈরুলূখলৈঃ ॥ ২৬
প্রাঙ্মুখৈঃ সিচ্যমানৈশ্চ সন্দীপ্যদ্ভিশ্চ পাবকৈঃ ।
সবৎসচর্মাস্তরণৈঃ পর্যঙ্কৈশ্চাবরোপিতৈঃ ॥ ২৭
তোয়মুত্তারয়ন্তীভিঃ প্রোক্ষন্তীভিশ্চ তদ্বনম্
শাখাশ্চাকর্ষমাণাভির্গোপীভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২৮
যুবভিঃ স্থবিরৈশ্চৈব গোপৈর্ব্যগ্রকরৈর্ভৃশম্
বিশসদ্ভিঃ কুঠারৈশ্চ কাষ্ঠান্যপি তরূনপি ॥ ২৯
তদ্ ব্রজস্থানমধিকং শুশুভে কাননাবৃতম্ ।
রম্যং বননিবেশং বৈ স্বাদুমূলফলোদকম্ ॥ ৩০
তাস্তু কামদুঘা গাবঃ সর্বপক্ষিকুলং বনম্ ।
বৃন্দাবনমনুপ্রাপ্তা নন্দনোপমকাননম্ ॥ ৩১
পূর্বমেব তু কৃষ্ণেন গবাং বৈ হিতকারিণা ।
শিবেন মনসা দৃষ্টং তদ্ বনং বনচারিণা ॥ ৩২
পশ্চিমে তু ততো রূক্ষে ঘর্মে মাসে নিরাময়ে
বর্ষতীবামৃতং দেবে তৃণং তত্র ব্যবর্ধত ॥ ৩৩

---

অনন্তর ক্রমশঃ অগ্রসরমাণ সেই ব্রজ বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং গোপগণের হিতের জন্য গরুগুলি বাঁধিয়া বিশাল স্থান অধিকার করত বসতি স্থাপন করিল। ২০

বাসস্থানের সীমান্তের চারিদিকে শকটসমূহের দ্বারা বেড়া দেওয়া হইল। তখন সম্পূর্ণ ব্রজস্থানের স্থিতি অর্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া রহিল। এই ব্রজস্থানের মধ্যভাগের বিস্তৃতি এক যোজন এবং দৈর্ঘ্য দুই যোজন ছিল। ২১

বর্ধিত কণ্টকী (নাগফণী প্রভৃতি) এবং উন্নতশাখ কণ্টকময় বৃক্ষাদির রোপণ করিয়া তাহাদের দ্বারা এই ব্রজ চারিদিকে সুরক্ষিত ছিল। ২২

এই ব্রজের কোথাও তখন মন্থনদণ্ডে মন্থনরজ্জু আরোপিত করা হইতেছিল, কোথাও মন্থনদণ্ডে বদ্ধ রজ্জু আকর্ষণ করা হইতেছিল, কোথাও এদিক ওদিক গর্গরী ও ঘটসমূহকে জলের দ্বারা প্রক্ষালিত করা হইতেছিল, কোথাও কীলক (খুঁটা প্রভৃতি) স্থাপিত করা হইতেছিল, উহার মধ্যে তখন দোটা পাকান রজ্জু বাঁধা ছিল, কোথাও স্তম্ভ উত্থিত করা হইতেছিল, কোথাও শকট (গাড়ি) ঘুরান হইতেছিল, কোথাও মন্থনপাত্র ও তাহাদের মধ্যে স্থাপিত স্তম্ভের উপরে রজ্জু বন্ধন করা হইতেছিল, কোথাও গৃহে আচ্ছাদনের জন্য সজ্জিত কট (মাদুর) ও তৃণসমূহ চারিদিকে বিস্তৃত ছিল, কোথাও বা তত্র বৃক্ষগণের শাখাসমূহের উপর পক্ষিগণের বাসস্থান নির্মাণ করা হইতেছিল, কোথাও গোগণের বাসস্থান শোধন করা হইতেছিল, কোথাও উদুখলসমূহ স্থাপন করা হইতেছিল এবং সেই সমস্ত পূর্বমুখ করিয়া ধৌত করা হইতেছিল, কোথাও অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইতেছিল, কোথাও শকটের উপর হইতে বৎসচর্মনির্মিত আস্তরণসমূহ নামান হইতেছিল, কোথাও গোপীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে জলের কলস নামাইতে থাকিয়া সেই বনের শোভা বর্ধন করিতেছিলেন, কিছু গোপীগণ চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃক্ষসমূহের শাখা (ডাল) আকর্ষণ করিতেছিলেন, কি বৃদ্ধ, কি যুবক সকল গোপের হস্ত এই সমস্ত কর্মে ব্যস্ত ছিল, তাঁহারা কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ও বৃক্ষ ছেদন করিতেছিলেন। এইসবের জন্য ব্রজের সেই বনপরিবৃত স্থান অতিশয় শোভা পাইতেছিল। বৃন্দাবনের এই রমণীয় প্রদেশ স্বাদিষ্ট ফল, মূল ও জলে পূর্ণ ছিল। ২৩-৩০

ব্রজের সেই কামধেনু গোগণ সর্বপ্রকার পক্ষীর রবে মুখরিত এবং নন্দনতুল্য কাননসমূহে যুক্ত বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৩১

বনে বিচরণকারী ও গোগণের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই নিজ মনের দ্বারা কল্যাণচিন্তাপূর্বক এই বনকে দর্শন করিয়াছিলেন। ৩২

অতএব যদিও সেই সময় অতিশয় রুক্ষ গ্রীষ্ম মাসের অন্তিম-ভাগ (আষাঢ়) মাস অতিবাহিত হইতেছিল, তথাপি সেখানে তৃণাদি অত্যন্ত বর্ধিত হইতে লাগিল; যেন সেখানে ইন্দ্রদেব অমৃতবর্ষণ করিতেছেন। ৩৩

ন তত্র বৎসাঃ সীদন্তি ন গাবো নেতরে জনাঃ ।
যত্র তিষ্ঠতি লোকানাং ভবায় মধুসূদনঃ ॥ ৩৭
তাশ্চ গাবঃ স ঘোষশ্চ স চ সঙ্কর্ষণো যুবা ।
কৃষ্ণেন বিহিতং বাসং তমধ্যাসন্ত নির্বৃতাঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বৃন্দাবনপ্রবেশো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

যেখানে ভগবান্ মধুসূদন সম্পূর্ণ বিশ্বের হিতের জন্য বিরাজমান ছিলেন, সেই বৃন্দাবনে বৎসগণ কখনও অবসন্ন হয় না, লোকসকল কষ্টভোগ করে না এবং অন্যান্য মনুষ্যগণও কোনরূপ দুঃখ অনুভব করে না। ৩৭

সেই সব গো, সেই ব্রজ ও সেই যুবক বীর বলরাম—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিহিত সেই নিবাসস্থানে অতিশয় আনন্দের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বৃন্দাবনে প্রবেশনামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দশমোঽধ্যায়ঃ ।

[ বর্ষা-ঋতুবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তৌ তু বৃন্দাবনং প্রাপ্তৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ।
চেরতুর্বৎসযূথানি চারয়ন্তৌ স্বরূপিণৌ ॥ ১
পূর্ণস্তু ঘর্ম্মসময়স্তয়োস্তত্র বনে সুখম্ ।
ক্রীড়তোঃ সহ গোপালৈর্যমুনাং চাবগাহতোঃ ॥ ২
ততঃ প্রাবৃড়্ঋতুঃ প্রাপ্তা মনসঃ কামদীপিনী ।
প্রববর্ষুর্মহামেঘাঃ শক্রচাপাঙ্কিতোদরাঃ ॥ ৩
বভূবাদর্শনঃ সূর্য্যো ভূমিশ্চাদর্শনা তৃণৈঃ ।
পতন্তা মেঘবাতেন নবতোয়ানুকর্ষিণা ॥ ৪
সম্মার্জ্জিততলা ভূমির্যৌবনস্থেব লক্ষ্যতে । ৫
নববর্ষাবসিক্তানি শক্রগোপকুলানি চ ।
নষ্টদাবাগ্নিধূমানি বনানি প্রচকাশিরে ॥ ৬
নৃত্যব্যাপারকালশ্চ ময়ূরাণাং কলাপিনাম্ ।
মদরক্তাঃ প্রবৃত্তাশ্চ কেকাঃ পটুতরাস্তথা ॥ ৭
নবপ্রাবৃষি কান্তানাং ষট্পদাহাররাগিণাম্ ।
যৌবনস্থকদম্বানাং নবৈর্ভ্রাজতে বপুঃ ॥ ৮
হাসিতং কুটজৈর্বৃক্ষৈঃ কদম্বৈর্বাসিতং বনম্ ।
বাসিতং জলদৈরুক্ষা তোষিতা বসুধা জলৈঃ ॥ ৯
সন্তপ্তা ভাস্করকরৈরভিতপ্তা দবাগ্নিভিঃ ।

### দশম অধ্যায় ।

[ বর্ষা ঋতুর বর্ণন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া বসুদেবের এই দুই অতিশয় রূপবান্ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বৎসদলকে চরাইতে থাকিয়া সেখানে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

বৃন্দাবনে থাকিয়া গোপবালকদিগের সহিত ক্রীড়া এবং যমুনায় স্নান করিতে করিতে এই দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গ্রীষ্ম কাল সুখে অতিক্রান্ত হইয়া গেল। ২

তদনন্তর মনের কামনার উদ্দীপক বর্ষা ঋতু আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘমণ্ডলের ঘনঘটা ফিরিয়া আসিল এবং প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইল। এই মেঘমণ্ডলের মধ্যভাগ ইন্দ্রধনুর দ্বারা অঙ্কিত ছিল। ৩

মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সূর্য্যকে দেখা যাইতেছিল না। ঘাসসমূহ এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, উহাতে আবৃত থাকায় ভূমি ( মাটি ) দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। নূতন জলরাশি আকর্ষণকারী মেঘপূর্ণ বায়ু ভূতলকে ঝাড়িয়া-মুছিয়া ও ধৌত করিয়া সমতল করিল। ইহাতে সেই ভূমি যৌবনবতী বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিল। ৪-৫

ইন্দ্রগোপ নামক কীটসকল নূতন বর্ষার জলে সিক্ত হইয়া গেল। বনের দাবানল ও ধূম জলবর্ষণে নষ্ট হইয়া যাইল, ইহাতে সেই বনের শোভা অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। ৬

মত্ত বহু পক্ষ বিভূষিত ময়ূরগণের নৃত্যব্যাপারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল; অতএব মদের অবস্থায় নিপুণভাবে কৃত সেই সব ময়ূরের সুমধুর বাণী চারিদিকে উত্থিত হইল। ৭

নূতন বর্ষায় যাহাদের কমনীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহারা ভ্রমরদিগকে আহার প্রদান করে এবং যাহারা যৌবন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেই সব কদম্ব বৃক্ষের আকার নব মেঘমণ্ডলের দ্বারা অধিক শোভা পাইতে লাগিল। ৮

কুটজ (গিরিমল্লিকা) বৃক্ষসকল নিজেদের পুষ্পসমূহের দ্বারা যেন হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিয়াছে। কদম্ব বৃক্ষসমূহ সেই বনকে সুবাসে

জলৈর্ধারাহতোৎসৃষ্টৈরুক্ষসন্তীব পর্ব্বতাঃ। ১০
মহাবাতসমুদ্ধূতং মহামেঘগণার্পিতম্।
মহী মহারাজপুরৈস্তুল্যামাপদ্যতে নভঃ ॥ ১১
কচিৎ কদম্বহাসাঢ্যং শিলীন্ধ্রাভরণং কচিৎ।
সম্প্রদীপ্তমিবাভাতি ফুল্লনীপক্রমং বনম্ ॥ ১২
ঐন্দ্রেণ পয়সা সিক্তং মারুতেন চ বিক্ষতম্।
পার্থিবং গন্ধমাঘ্রায় লোকঃ ক্ষুভিতমানসঃ ॥ ১৩
ষট্পদারম্ভনাদেন দর্দুরব্যাহৃতেন চ
নবৈশ্চ শিখিবিক্রুষ্টৈরবকীর্ণা বসুন্ধরা ॥ ১৪
ভ্রমদ্ঘূর্ণমহাবর্ত্তা বর্ষপ্রাপ্তমহারয়াঃ।
হরন্ত্যাতীরজান্ বৃক্ষান্ বিস্তারং যান্তি নিম্নগাঃ ॥ ১৫
সন্ততাসারনির্ধূতাঃ ক্লিন্নপক্ষাস্তনূরুহাঃ।
ন ত্যজন্তি নগাগ্রাণি শ্রান্তা ইব পতৎত্রিণঃ ॥ ১৬

তোয়গম্ভীরলম্বেষু স্রবৎসু চ নদৎসু চ
উদরেষু নবাম্ভোদাঃ মজ্জতীব দিবাকরঃ ॥১৭
মহীরুহৈরুৎপতিতৈঃ সলিলোৎপীড়সঙ্কুলা।
অবিজ্ঞমার্গা বসুধা ভাতি শাদ্বলমালিনী ॥ ১৮
বজ্রেণেবাবরুগ্নানাং নগানাং নগশালিনাম্।
স্রোতোভিঃ পরিক্ষুণ্ণানি পতন্তি শিখরাণ্যধঃ ॥১৯
পতন্তা মেঘবর্ষেণ যথা নিম্নানুসারিণঃ।
পল্বলোৎকীর্ণমুক্তেন পূর্য্যন্তে বনরাজয়ঃ ॥ ২০
হস্তোৎক্ষিপ্তমুখা বন্যা মেঘনাদানুসারিণঃ।
ভ্রান্তাভিবৃষ্টা মাতঙ্গা গাং গতা ইব তোয়দাঃ ॥ ২১
প্রাবৃট্প্রবৃত্তিং সংলক্ষ্য দৃষ্ট্বা চাম্বুধরান্ ঘনান্।
রৌহিণেয়ো মিথঃ কালে কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥ ২২

পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মেঘগণ উচ্চতাকে নাশ করিয়াছে এবং জলধারা বসুধাকে পূর্ণভাবে তৃপ্ত করিয়াছে। ৯

যাহারা সূর্য্যের কিরণে সন্তপ্ত ও দাবানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেই সব পর্ব্বত মেঘবর্ষিত জলের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় যেন শ্বাস গ্রহণ করিতেছে। ১০

উদ্ধূত প্রচণ্ড বায়ু পতাকার ন্যায় উড়িতেছে। বড় বড় মেঘমালা প্রাসাদসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এইরূপে আকাশ পৃথ্বীর মহারাজের নগরের সমান সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। ১১

কোথাও কদম্বের বিকাশ হাস্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও ছাঁইকোঁড় বা গোবর ছাতা আভরণের সমান শোভিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কদম্ব বৃক্ষ পুষ্পে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সবের জন্য বৃন্দাবন যেন দেদীপ্যমান মনে হইতেছিল। ১২

ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক বর্ষিত জলে অভিষিক্ত ও বায়ুর দ্বারা বিক্ষত পৃথিবীজাত (সোঁদা সোঁদা) সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মানুষের মন ক্ষুব্ধ (কামবিকারগ্রস্ত) হইয়া উঠিল। ১৩

মধ্যে ভ্রমরগণের গুঞ্জন, ব্যাঙের ধ্বনি এবং ময়ূরের নূতন কেকাবাণীর দ্বারা সেখানের ভূমি গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৪

নদীসমূহের তীর পরিবেশে বড় বড় ঘূর্ণী উঠিতেছিল। বর্ষার জন্য ইহাদের বেগ অত্যন্ত তীব্র ছিল, সেই জন্য তীরজাত বৃক্ষগুলিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে ছিল এবং ফলতঃ সকল নদী চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৫

নিরন্তর জলধারা বর্ষিত হইতে থাকায় যাহাদের উড়িবার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল, যাহাদের উপরস্থিত পক্ষগুলি জলের শীতলতায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই সব পক্ষীরা যেন শ্রান্ত হইয়াই বৃক্ষের শাখা পরিত্যাগ করিয়া যাইল না। ১৬

যাহারা জলধারণ করিয়া থাকায় সঘন ও বিস্তৃত ছিল এবং বর্ষণের সহিত গর্জনও করিতেছিল, এরূপ মেঘসকলের গর্ভে সূর্য্যদেব যেন নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ১৭

ভূমি নব নব তৃণে আবৃত ছিল, জলের প্রবাহে উহা সিক্ত ছিল, পথে গমনাগমন করা কঠিন ছিল, পথের পার্শ্বে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দ্বারাই পথ অন্বেষণ করা বা পথ লাভ করা যাইতেছিল। ১৮

বজ্র দ্বারা সুশোভিত পর্ব্বতের শিখরসমূহ জলের স্রোতের দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া নিচে পতিত হইতেছিল, ইহাতে মনে হইতেছিল—পর্ব্বত বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১৯

মেঘবর্ষিত বর্ষার জল নিচে পতিত হইয়া নিম্ন ভূমির অনুসরণ করিতে করিতে গর্ত্তে বা পুষ্করিণীতে উপনীত হইল এবং উহা পূর্ণ হইয়া যাইলে পর তাহা হইতে নির্গত হইয়া চারিদিকে বিস্তার প্রাপ্ত হইল ও সম্পূর্ণ বন শ্রেণীকে আপ্লাবিত করিয়া দিল। ২০

অত্যন্ত বর্ষায় আর্ত হইয়া বন্যজাত হাতীরা শুণ্ড ও মুখ উপরে উত্তোলিত করিয়া মেঘের গর্জনের অনুকরণ করিতেছিল। সেই সময় এই সব হাতী পৃথিবীতে অবতীর্ণ মূর্ত্তিমান মেঘের সমান মনে হইতেছিল। ২১

পশ্য কৃষ্ণ ঘনান্ কৃষ্ণান্ বলাকোজ্জ্বলভূষণান্ ।
গগনে তব গাত্রস্য বর্ণচৌরান্ সমুত্থিতান্ ॥ ২৩
তব নিদ্রাকরঃ কালস্তব গাত্রোপমং নভঃ ।
ছন্নিব স্বাত্তবসতিং চন্দ্রো বসতি বার্ষিকীম্ ॥ ২৪
এতন্নীলাম্বুদশ্যামং নীলোৎপলদলপ্রভম্ ।
সংপ্রাপ্তে দুর্দিনে কালে দুর্দিনং ভাতি বৈ নভঃ ॥ ২৫
পশ্য কৃষ্ণ জলোদগ্রৈঃ কৃষ্ণৈর্মদপ্রবেরিতৈর্ঘনৈঃ ।
গোবর্দ্ধনো যথা রম্যো ভাতি গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ২৬
পতিতেনাম্ভসা হ্যেতে সমন্তান্মদদর্পিতাঃ ।
ভ্রাজন্তে কৃষ্ণসারঙ্গাঃ কাননেষু মুদান্বিতাঃ ॥ ২৭
এতান্যম্বুপ্রহৃষ্টানি হরিতানি মৃদূনি চ ।
তৃণানি শতপত্রাক্ষ পত্রৈর্মুষ্ণন্তি মেদিনীম্ ॥ ২৮
ক্ষরজ্জলানাং শৈলানাং বনানাং জলদাগমে ।
সসস্যানাঞ্চ সীমানাং ন লক্ষ্মীর্ব্যতিরিচ্যতে ॥ ২৯
শীঘ্রবাতসমুদ্ভূতাঃ প্রাবিড়্তোয়সমাকারিণঃ ।
দামোদরোদ্গারসরাঃ প্রাগল্ভ্যং যান্তি তোয়দাঃ ॥৩০
হরে হর্য্যক্ষচাপেন ত্রিবর্ণেন ত্রিবিক্রম ।
বিষাণজেন রচিতং তবেদং মধ্যমং পদম্ ॥ ৩১
নভস্যেব নভশ্চক্ষুর্ন ভাত্যেব চরন্নভঃ ।
মেঘৈঃ শীতাতপকরো বিরশ্মিরিব রশ্মিমান্ ॥ ৩২
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সংসর্গঃ সততং বিততৈঃ কৃতঃ ।
অব্যবচ্ছিন্নধারৌঘৈঃ সমুদ্রৌঘনিভৈর্ঘনৈঃ ॥ ৩৩
নীপার্জ্জুনকদম্বানাং পৃথিব্যাং চাতিবৃষ্টিভিঃ ।
গন্ধৈঃ কোলাহলা বান্তি বাতা মদনদীপনাঃ ॥ ৩৪
সম্প্রবৃত্তমহাবর্ষং লক্ষণানন্দমহামুনম্ ।
ভাত্যগাধমপর্যান্তং সসাগরমিবাম্বরম্ ॥ ৩৫

---

বর্ষাঋতু আসিয়াছে এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহা দেখিয়া রোহিণীনন্দন বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে এই সাময়িক কথা বলিলেন। ২২

শ্রীকৃষ্ণ! আকাশের উপরে উত্থিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর, উহা বকপঙ্‌ক্তিরূপী উজ্জ্বল হারে বিভূষিত এবং তোমার অঙ্গকান্তি যেন চুরি করিয়াছে। ২৩

ইহাই তোমার নিদ্রা যাইবার কাল (বর্ষাদি চারি মাস ধরিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু শয়ন করিয়া থাকেন—ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ। এই হরিবংশে তাহারই উল্লেখ করিলেন বলরাম।) মেঘগুলি কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় আকাশ তোমার অঙ্গকান্তি ন্যায় শ্যামবর্ণ দেখাইতেছে। আর এই চন্দ্র বর্ষা ঋতুতে তোমারই সমান অজ্ঞাতবাস করিতেছে। ২৪

যাহা কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত থাকায় শ্যামবর্ণ দেখাইতেছে এবং যাহার আভা নীল পদ্মের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, সেই আকাশ দুর্দিন (বর্ষার সময়) আসিলে পর স্বয়ংও দুর্দিন (মেঘাচ্ছন্ন-দিবস) বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ২৫

কৃষ্ণ! দেখ, জলে পূর্ণ হইয়া পরস্পর গ্রথিত এই কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলির দ্বারা গোসকলের বৃদ্ধিকারী গোবর্ধন পর্বত কিরূপ রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ২৬

এই কৃষ্ণসার মৃগগণ চারিদিকে জল পতিত হওয়ায় মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং আনন্দময় হইয়া বনে বনে বিচরণ করত শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। ২৭

কমললোচন কৃষ্ণ! জলে অভিষিক্ত হইয়া হর্ষোল্লাসে পূর্ণ এই কোমল হরিদ্বর্ণ তৃণগণ নিজেদের পত্রসমূহের দ্বারা পৃথিবীকে যেন লুকাইয়া রাখিয়াছে। ২৮

মেঘ উদিত হইলে জলের ঝরনা প্রবাহিতকারী পর্বত-সমূহের, বনসকলের এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র (জমী)-সমূহের লক্ষ্মী (শোভা) যেন সমান হইয়াগিয়াছে। কোথাও ন্যূনতা বা আধিক্য নাই। (অথবা এই তিনটির শোভা ইহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া যায় নাই।) ২৯

দামোদর! দ্রুতগামী বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া উপরে উত্থিত ও প্রবাসে স্থিত মনুষ্যগণকে গৃহে আনিবার জন্য এই জলবর্ষণকারী মেঘ উচ্চ গর্জন করিতে করিতে নিজের প্রগল্‌ভতার পরিচয় দান করিতেছে। ৩০

ত্রিবিক্রমস্বরূপধারণকারী হরে! বাণ ও ধনুক (শর)-রহিত ত্রিবর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রধনুর দ্বারা তোমার এই মধ্যম পদ (অন্তরিক্ষ) যেন শোভা রচনা করিয়াছে। ৩১

শ্রাবণ মাসে আকাশের নেত্রস্বরূপ এই অংশুমালী সূর্য যেন প্রভাহীন হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে করিতে অধিক শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং মেঘগুলে আচ্ছাদিত হইয়া থাকায় ইহার তাপকারী কিরণ শীতল হইয়া গিয়াছে। ৩২

আকাশে বিস্তৃত হইয়া সমুদ্রের জলপ্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান এই মেঘগুলি অবিচ্ছিন্নরূপে জলধারা বর্ষণ করত আকাশ ও পৃথিবীকে যেন অনন্তকালের জন্য পরস্পরের সহিত সংযোগ স্থাপিত করিয়া দিয়াছে। ৩৩

পৃথিবীতে অত্যন্ত বর্ষা হওয়ায় নীপ, অর্জুন ও কদম্বের গন্ধে সুবাসিত হইয়া কোলাহল পূর্ণ বায়ু কামী ব্যক্তিদিগের কাম উদ্দীপিত করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৩৪

ধারানির্মলনারাচং বিদ্যুৎকবচবর্মিতম্
শক্রচাপায়ুধধরং যুদ্ধসজ্জমিবাম্বরম্ ॥ ৩৬

শৈলানাঞ্চ বনানাঞ্চ দ্রুমাণাঞ্চ বরানন ।
প্রতিচ্ছন্নানি ভাসন্তে শিখরাণি ঘনৈর্ঘনৈঃ ॥৩৭

গজানীকৈরিবাকীর্ণং সলিলোদ্গারিভির্ঘনৈঃ ।
বর্ণসারূপ্যতাং যাতি গগনং সাগরস্য চ ॥ ৩৮

সমুদ্রোদ্ধূতজনিতা লোলশাখালকম্পিনঃ
শীতাঃ সপৃষতোদ্গারাঃ কর্কশা বান্তি মারুতাঃ ॥ ৩৯

নিশাসু সুপ্তচন্দ্রাসু মুক্ততোয়াসু তোয়দৈঃ ।
মগ্নসূর্যাস্য নভসো ন বিভান্তি দিশো দশ ॥ ৪০

চেতনং পুষ্করং কোশৈঃ স্তুধাধারৈঃ সমন্ততঃ ।
ন তৃণানাং ন রম্যাণাং বিবেকং যান্তি কুত্রচিৎ ॥ ৪১

ধর্মদোষপরিত্যক্তং মেঘতোয়বিভূষিতম্ ।
পশ্য বৃন্দাবনং কৃষ্ণ বনং চৈত্ররথং যথা ॥ ৪২

এবং প্রাবৃড্গুণান্ সর্বান্ শ্রীমান্ কৃষ্ণস্য পূর্বজঃ ।
কথয়ন্নেব বলবান্ ব্রজমেব জগাম হ ॥ ৪৩

অন্যোন্যং রমমাণৌ তু কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ ।
তৎকালজ্ঞাতিভিঃ সার্ধং চেরতুস্তদ্বনং মহৎ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
প্রাবৃড্বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

---

উপলবেগে জল বর্ষণ আরম্ভ হইল। মেঘগুলি জলবর্ষণের জন্য নীচের দিকে নামিয়া আসিল, যাহার ফলে এই আকাশ অপার অনন্ত মহাসাগরের সহিত যেন একাকার হইয়া গেল। ৩৫

জলের ধারারূপী নির্মল নারাচ, বিদ্যুদ্রূপী কবচ এবং ইন্দ্রধনুরূপী অস্ত্রধারণ করিয়া এই আকাশ যেন যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। ৩৬

সুমুখ কৃষ্ণ। পর্বত, শিখর, বন ও বৃক্ষের শাখাসমূহ ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে। ৩৭

নীল রঙের দ্বারা জল ক্ষেপণকারী গজদলের ন্যায় এই জলবর্ষী ঘন মেঘগুলে আচ্ছাদিত হইয়া আকাশ রঙে রূপে ঘন সমুদ্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। ৩৮

সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে উৎপন্ন চঞ্চল বৃক্ষের শাখাসমূহকে কম্পিত করিতে করিতে জলবিন্দুসহ শীতল ও কর্কশ বায়ু উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ৩৯

যে সময়ে চন্দ্রও নিদ্রিতের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, এরূপ বর্ষাকালের রাত্রিতে দশ দিকের কোন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ৪০

সর্বদিকে বায়ুপ্রেরিত মেঘগুলের দ্বারা উপলক্ষিত আকাশ চেতনযুক্ত প্রতীত হইতেছে অর্থাৎ আকাশই জাগিয়া আছে, আর সব কিছুই নিদ্রিত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই সময় কৃষকগণের না সূর্যকিরণে জ্ঞান দিবসের এবং না রজনীর চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত রাত্রির জ্ঞান ছিল। ৪১

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ, ধর্মরূপী দোষরহিত এবং মেঘবর্ষিত জলে বিভূষিত এই বৃন্দাবন চৈত্ররথ-বনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ৪২

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবল শ্রীমান্ বলবান্ বর্ষাকালের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার সহিত ব্রজে গমন করিলেন। ৪৩

পরস্পরের সহিত পরস্পর খেলা করিতে করিতে ও পরিভ্রমণ করিতে করিতে দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ সেই সময়ের জ্ঞাতি-বন্ধুগণের সহিত সেই বিশাল বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বর্ষাবর্ণনবিষয়ক নামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গকান্তেঃ, ভাণ্ডীর-বটস্য, যমুনায়াঃ, কালিয় দহস্য চ বর্ণনম্, কালিয়-নাগং দময়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্যাভিলাষশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কদাচিত্তু তদা কৃষ্ণো বিনা সঙ্কর্ষণেন বৈ।
চচার তদ্বনং রম্যং কামরূপী বরাননঃ ॥ ১

কাকপক্ষধরঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
শ্রীবৎসেনোরসা যুক্তঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্মণা ॥ ২

সাঙ্গদেনাগ্রহস্তেন পঙ্কজোদ্ভিন্নবর্চসা।
সুকুমারাভিতাম্রেণ ক্রান্ত-বিক্রান্তগামিনা ॥৩

পীতে প্রীতিকরে নৃণাং পদ্মকিঞ্জল্কসপ্রভে।
সূক্ষ্মে বসানো বসনে সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ ॥ ৪

বৎসব্যাপারযুক্তাভ্যাং বাহুভ্যাং গুরুবাহুভিঃ।
বৃত্তাভ্যাং সাধুবৃত্তাভ্যাং পূজিতাভ্যাং দিবৌকসৈঃ ॥৫

সদৃশং পুণ্ডরীকস্য গন্ধেন কমলস্য চ
ররাজ চাস্য তদ্বাল্যে রুচিরৌষ্ঠপুটং মুখম্ ॥ ৬

শিখাভিস্তস্য মুক্তাভিঃ ররাজ মুখপঙ্কজম্।
বৃতং ষট্পদপংক্তীভির্যথা স্যাৎ পদ্মমণ্ডলম্ ॥ ৭

তস্যার্জুনকদম্বাঢ্যা নীপকন্দলমালিনী।
ররাজ মালা শিরসি নক্ষত্রাণাং যথা দিবি ॥ ৮

স তয়া মালয়া বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া।
মেঘমালাযুতস্যাসৌ নভস্য ইব মূর্তিমান্ ॥ ৯

একেনামলপত্রেণ কণ্ঠসূত্রাবলম্বিনা।
ররাজ বর্হিপত্রেণ মন্দমারুতকম্পিনা ॥ ১০

কচিদ্গায়ন্ কচিৎ ক্রীড়ংশ্চঞ্চূর্য্যংশ্চ কচিৎ কচিৎ।
পর্ণবাদ্যং শ্রুতিসুখং বাদয়ংশ্চ কচিদ্ বনে ॥১১

---

## একাদশ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, ভাণ্ডীর বট, যমুনা ও কালিদহ বর্ণন এবং কালিয় নাগকে দমন করিতে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! একদিন ইচ্ছানুসারে রূপধারী সুবদন শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ ব্যতীতই একাকী সেই রমণীয় বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

কাকপক্ষ (জুলপী বা পশ্চাদ্ ভাগে ঝুলান লম্বা লম্বা কেশ গুচ্ছ)-ধারী শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করত শশচিহ্ন যুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দর ও বিশাল ছিল, তিনি শ্রীসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ ছিল। ২

অঙ্গদে বিভূষিত তাঁহার বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগে বিকসিত কমলের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল; তাঁহার চরণযুগল সুকুমার রক্ত-বর্ণ ও ক্রান্তবিক্রান্ত গতিসম্পন্ন ছিল। ইহার দ্বারা তাঁহার অনুপম শোভা হইতেছিল। ৩

তিনি পদ্মের কিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবর্ণের মসৃণ দুইটি বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, যাহা সকল মানুষেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই দুই অতি মসৃণ বস্ত্র ধারণকারী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাকালের অরুণরাগরঞ্জিত স্বর্ণবর্ণাভ মেঘতুল্য সুশোভিত হইতে ছিলেন। ৪

তাঁহার দুই বাহু সুন্দর, গোল ও দেবগণের দ্বারা পূজিত ছিল। এই দুই বাহু বৎসপালন ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল এবং বনেশ্বরের কণ্ঠে ঘুঁঘুর বাঁধিবার রজ্জু ধারণে ব্যগ্র ছিল। এরূপ বাহুদ্বয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিনব শোভা হইতেছিল। ৫

বাল্যকালে সুন্দর ওষ্ঠে সুশোভিত তাঁহার মুখ কমলতুল্য ও কমলসদৃশ গন্ধে সুবাসিত হইয়া নিজের অদ্ভুত শোভা বিস্তার করিতেছিল। ৬

তাঁহার মুখারবিন্দ বিকশিত অলকসমূহে এরূপ শোভিত ছিল, যেন ভ্রমরাবলি যুক্ত পদ্মমণ্ডল সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ৭

তাহার মস্তকে অর্জুন ও কদম্ব পুষ্পসমূহে যুক্ত এক মালা শোভা পাইতেছিল, যাহা নীপ পুষ্প ও নূতন অঙ্কুরসমূহে সুশোভিত ছিল। উহা আকাশে নক্ষত্রমালার ন্যায় নিজের ছটা বিচ্ছুরিত করিতেছিল। ৮

এইরূপ মালা তাঁহার কণ্ঠে সংলগ্ন ছিল, যাহার দ্বারা বীরবর বলরাম শ্রীকৃষ্ণ মেঘমালার শ্যামকান্তিসম্পন্ন মূর্তিমান্ ভাদ্র মাসের ন্যায় শোভা পাইতে ছিলেন। ৯

তাঁহার কণ্ঠস্থিত সূত্রে একটি নির্ম্মল ময়ূর পাখ লম্বিত ছিল, যাহা মন্দগতিতে প্রবাহিত বায়ুর দ্বারা অল্প অল্প আন্দোলিত হইতে ছিল। এই ময়ূর পক্ষের দ্বারাও তাহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বৃদ্ধি হইতেছিল। ১০

তিনি কোথাও গান করিতে, কোথাও ক্রীড়া করিতে, কোথাও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কোথাও কর্ণের সুখকর পর্ণবাদ্য (তাল পাতার বাঁশী নির্ম্মাণ করিয়া) বাজাইতে লাগিলেন। ১১

গোপবেণুং সুমধুরং কামাৎ তমপি বাদয়ন্
প্রহ্লাদনার্থং গবাং কচিদ্ বনগতো যুবা ॥ ১২
গোকুলেঽম্বুধরশ্যামশ্চচার দ্যুতিমান্ প্রভুঃ
রেমে চ তত্র রম্যাসু চিত্রাসু বনরাজিষু ॥ ১৩
ময়ূররবঘুষ্টাসু মদনোদ্দীপনীষু চ
মেঘনাদপ্রতিধ্বানৈর্নাদিতাসু সমন্ততঃ ॥ ১৪
শাদ্বলচ্ছন্নমার্গাসু শিলীন্ধ্রাভরণাসু চ
কন্দলামলপত্রাসু প্রবৃত্তাসু নবং জলম্ ॥ ১৫
কেসরাণাং নবৈর্গন্ধৈর্মদনিঃশ্বসিতোপমৈঃ ।
অভীক্ষ্ণং নিঃশ্বসন্তীষু কামিনীষিব নিত্যশঃ ॥ ১৬
সেব্যমানো নবৈর্বাতৈস্তরুসংজাতনিঃসৃতৈঃ ।
তাসু কৃষ্ণো মুদং লেভে সৌম্যাসু বনরাজিষু ॥ ১৭
স কদাচিদ্ বনে তস্মিন্ গোভিঃ সহ পরিব্রজন্

কোন সময়ে বনে যাইয়া তরুণরূপ ধারণ করত গোসকলকে আনন্দিত করিবার ইচ্ছায় অতিশয় মধুর স্বরে মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে এই বেণু গোপদিগের প্রধান বাদ্য ছিল ॥ ১২

নূতন জলধরতুল্য শ্যামবর্ণ ও কান্তিমান্ প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে বিচরণ করিতে এবং রমণীয় ও বিচিত্র বনশ্রেণীতে বিহার করিতে লাগিলেন। ১৩

সেখানে ময়ূরের কেকাধ্বনি গুঞ্জরিত হইতেছিল। এই সব বনভূমি কামী পুরুষগণের কামভাব উদ্দীপিত করিতেছিল। মেঘগর্জনের প্রতিধ্বনিতে সেখানে সর্বদিকে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৪

সেই সব বনভূমির পথ নবজাত তৃণসমূহে আবৃত হইয়া গিয়াছিল। স্থানে স্থানে উদ্ভিন্ন ছত্রাক ইহাদের আভরণ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এইসব বনে নব নব পল্লব অঙ্কুরিত হইতেছিল এবং তাহারা জলবিন্দু টপকাইতেছিল। ১৫

মদকলিত নিঃশ্বাসসদৃশ কেশরসমূহের নূতন গন্ধের দ্বারা এই বনশ্রেণী কামিনীদিগের ন্যায় প্রতিদিন বারংবার উচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতেছিল। ১৬

বৃক্ষসমূহ হইতে নির্গত নূতন বায়ুর দ্বারা সেবিত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ সেই সৌম্য বনশ্রেণীতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৭

একদিন সেই বনে গোগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এক বৃক্ষ দেখিলেন, যাহা বড় উচ্চ ও সমস্ত বৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল। ১৮

দদর্শ বিপুলোদগ্রং শাখিনং শাখিনাং বরম্ ॥ ১৮
স্থিতং ধরণ্যাং মেঘাভং নিবিড়ং পত্রসঞ্চয়ৈঃ ।
গগনার্ধোচ্ছ্রিতাকারং পর্বতাভোগধারিণম্ ॥ ১৯
নীলচিত্রাঙ্গবর্ণৈশ্চ সেবিতং বহুভিঃ খগৈঃ ।
ফলৈঃ প্রবালৈশ্চ ঘনৈঃ সেন্দ্রচাপঘনোপমম্ ॥ ২০
ভবনাকারবিটপং লতাপুষ্পসুমণ্ডিতম্ ।
বিশালমূলাবনতং পবনাম্ভোদধারিণম্ ॥ ২১
আধিপত্যমিবান্যেষাং তস্য দেশস্য শাখিনাম্ ।
কুর্বাণং শুভকর্মাণং নিরাবর্ষমনাতপম্ ॥ ২২
ন্যগ্রোধং পর্বতাগ্রাভং ভাণ্ডীরং নাম নামতঃ ।
দৃষ্ট্বা তত্র মতিং চক্রে নিবাসায় ততঃ প্রভুঃ ॥ ২৩
স তত্র বয়সা তুল্যৈর্বৎসপালৈঃ সহানঘ ।
রেমে বৈ বাসরং কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গগতো যথা ॥ ২৪

নিজের পত্রসমূহের সঞ্চয়ে অত্যন্ত ঘন এই বৃক্ষ পৃথিবীতে মূর্তিমান্ মেঘের ন্যায় অবস্থিত ছিল। নিজের উচ্চতায় এই বৃক্ষ আকাশের অর্ধভাগ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং পর্বতের ন্যায় নিজের বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৯

নীল ও বিচিত্রবর্ণ বিশিষ্ট বহু ময়ূর পক্ষী এই বৃক্ষের সেবা করিত। এই বৃক্ষ প্রবালতুল্য রক্তবর্ণ ফলসমূহের দ্বারা ইন্দ্রধনু সহ মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ২০

ইহার এক এক শাখা বিশাল গৃহের তুল্য ছিল। লতা ও পুষ্পসমূহের দ্বারা এই বৃক্ষ বিভূষিত ছিল। ইহার বিশাল মূল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে নিজের উপর বায়ু ও মেঘকেও ধারণ করিত। ২১

তাহাকে দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছিল যে, এই বৃক্ষ সেই প্রদেশের সকল বৃক্ষের উপর যেন আধিপত্য করিতেছে। কেবল শুভকর্মকারী এই বৃক্ষ বর্ষা ও আতপ (রৌদ্র) নিবারণ করিয়া অবস্থিত ছিল। ২২

এই বট বৃক্ষ পর্বতশিখরের ন্যায় বিশাল ছিল। উহার নাম ছিল—ভাণ্ডীর বট। তাহাকে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় বাস করিতে মনস্থির করিলেন। ২৩

নিষ্পাপ জনমেজয়! সেই বট বৃক্ষের তলায় সমবয়স্ক বৎসপালক শিশুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সারাদিন সানন্দে অবস্থান করিলেন। পূর্বে স্বর্গধামে অবস্থান করিবার সময় তাঁহার যেরূপ সুখ অনুভব হইত, সেরূপ সুখই তিনি এখানে অনুভব করিতে লাগিলেন। ২৪

তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনম্ ।
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা ॥ ২৫

অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপা মুদিতমানসাঃ
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়াঃ ॥ ২৬

তেষাং স গায়তামেব বাদয়ামাস বীর্যবান্ ।
পর্ণবাদ্যান্তরে বেণুং তুম্বীং বীণাঞ্চ তত্র চ ॥ ২৭

কদাচিচ্ছারয়ন্নেব স গাঃ স গোবৃষভেক্ষণঃ
জগাম যমুনাতীরং লতালঙ্কৃতপাদপম্ ॥ ২৮

তরঙ্গাপাঙ্গকুটিলাং বারিস্পর্শসুখানিলাম্
তাঞ্চ পদ্মোৎপলবতীং দদর্শ যমুনাং নদীম্ ॥ ২৯

সুতীর্থাং স্বাদুসলিলাং হ্রদিনীং বেগগামিনীম্
তোয়বাতোদ্ধতৈর্বেগৈরবনামিতপাদপাম্ ॥ ৩০

হংস-কারণ্ডবোদ্‌ঘুষ্টাং সারসৈশ্চ নিনাদিতাম্
অন্যোন্যমিথুনৈশ্চৈব সেবিতাং মিথুনচরৈঃ ॥ ৩১

জলজৈঃ প্রাণিভিঃ কীর্ণাং জলজৈর্ভূষিতাং গুণৈঃ ।
জলজৈঃ কুসুমৈশ্চিত্রাং জলজৈর্বিহিতোদকাম্ ॥ ৩২

প্রসৃতস্রোতচরণাং পুলিনশ্রোণিমণ্ডলাম্
আবর্তনাভিগম্ভীরাং পদ্মরোমানুরঞ্জিতাম্ ॥ ৩৩

তটোচ্ছ্রিতোদরাং কান্তাং ত্রিতরঙ্গবলীধরাম্
ফেনপ্রহৃষ্টবদনাং প্রসন্নাং হংসহাসিনীম্ ॥ ৩৪

রুচিরোৎপলরক্তোষ্ঠীং নতভ্রূং জলকেশিনীম্
ভুজঙ্গদীর্ঘলম্বাগ্র্যাং কান্তাং শৈবলমূর্দ্ধজাম্ ॥ ৩৫

চক্রবাকস্তনতটীং তাদপাদীয়তাননাম্
দীর্ঘস্রোতায়তভুজাং নাগেন্দ্র গম্ভবনায়তাম্ ॥ ৩৬

---

সেখানে ক্রীড়ারত ভাণ্ডীরবাসী শ্রীকৃষ্ণকে সেই সময় বহু গোপাল বনজাত ক্রীড়নক ( খেলার দ্রব্য )-সমূহের দ্বারা প্রসন্ন করিতে লাগিলেন । ২৫

অন্য বহু গোপাল আনন্দিত মনে সেখানে গান করিতে আরম্ভ করিলেন । যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের মধুর ক্রীড়া অতিশয় প্রিয় ছিল অথবা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগকেই নিজেদের প্রিয় বলিয়া মনে করিতেন, এরূপ অপর গোপালগণ শ্রীকৃষ্ণেরই যশোগান করিতে লাগিলেন । ২৬

সেই গোপালগণের গানের সময় বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ পত্রনির্মিত বাদ্যবাদ্যের মধ্যে মধ্যে মুরলী, তুম্বী ( তানপুরা ) ও বীণা বাজাইতে লাগিলেন । ২৭

গো-বৃষের তুল্য বিশাল নেত্রসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে নিজের গোধনকে চরাইতে চরাইতে যমুনার তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানের তীরজাত সকল বৃক্ষই লতাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল । ২৮

যে নদী চঞ্চল তরঙ্গরূপী কুটিল কটাক্ষের দ্বারা ঈষৎ বক্রগতি দেখাইতেছিল, যাহার জল স্পর্শ করিয়া সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল এবং যাহাতে বহু কমল ও উৎপল বিকসিত ছিল, সেই যমুনা নদীকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলেন । ২৯

এই নদীতে নামিবার জন্য সুন্দর ঘাট ছিল, ইহার জল স্বাদিষ্ট ছিল, ইহার মধ্যে হ্রদ ছিল এবং এই নদী তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছিল । জল ও বায়ুর তাড়নায় উত্থিত বেগের দ্বারা এই নদী তীরজাত বৃক্ষসকলকে অবনমিত করিয়া দিয়াছিল । ৩০

হংস ও কারণ্ডবগণের কলধ্বনি এবং সারসদিগের কলনাদে সেই স্থান সদা মুখরিত ছিল । নিজ নিজ জোড়ের সহিত বিচরণশীল চক্রবাকাদি পক্ষীরা পরস্পর মৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়া যমুনাতীরের সেবা করিতেছিল । ৩১

জলে জাত প্রাণীদের ( মৎস্যাদির ) দ্বারা যমুনা নদী পূর্ণ ছিল, জলজনিত শঙ্খ-মুক্তাদি গুণসমূহে বিভূষিত ছিল, জলে উৎপন্ন কমলাদি পুষ্পসমূহ ইহার বিচিত্র শোভার আধান করিতেছিল এবং জলজাত শেওলা প্রভৃতির জন্য ইহার জল হরিদ্বর্ণ দেখাইতেছিল । ৩২

বিস্তৃত স্রোতই ইহার চরণ ছিল । দুই তীরভাগ ইহার নিতম্ব মণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছিল, উত্থিত জলের আবর্ত ( ঘূর্ণি ) ইহার গভীর নাভি ছিল এবং এই যমুনা পদ্মরূপী রোমাবলিতে অনুরঞ্জিত ছিল । ৩৩

তীরের নিকটে যে প্রবাহের রূপ ছিল, উহাই তাহার উদর বা রূপ কটিভাগ ছিল । এই যমুনা নিজের মনোহর কান্তিতে কমনীয় প্রতীত হইতেছিল, তরঙ্গরূপী ত্রিবলি ধারণ করিয়াছিল এবং ফেনাই ইহার হর্ষে প্রফুল্ল মুখ ছিল । এই নদী সদা প্রসন্ন ( স্বচ্ছ ) ছিল ও হংসই তাহার হাসি ছিল । ৩৪

সুন্দর রক্ত পদ্মই তাহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠ ছিল, জলের নিম্নমুখে গমনকারী প্রবাহই ইহার আনত ভ্রূ ছিল, নীলপদ্মই তাহার নেত্র ছিল, জলের ভুজই ( কূলই ) তাহার বিস্তৃত দীর্ঘ ভুজ ছিল এবং শেওলাই তাহার সুন্দর কেশরাশি ছিল । ইহার কান্তি অতিশয় কমনীয় ছিল অথবা এই নদী সকলেরই প্রিয় ছিল । ৩৫

চক্রবাক পক্ষিদ্বয় ইহার স্তনদ্বয় ছিল, দুই তীরদেশ ইহার

কারণ্ডবাকুলজলাং শ্রীমৎপঙ্কজলোচনাম্ ।
উটজাভরণোপেতাং মীননির্মলমেখলাম্ ॥ ৩৭
বারিপ্রস্রবণক্ষৌমাং সারসারাবনূপুরাম্ ।
কাশচামীকরং বাসো বসানাং হংসলক্ষণম্ ॥ ৩৮
ভীমনক্রাঙ্গুলিপ্রাঙ্গীং কূর্মলক্ষণভূষিতাম্ ।
নিপানস্থপদপীড়াং নৃভিঃ পীতপয়োধরাম্ ॥ ৩৯
শ্বাপদোচ্ছিষ্টসলিলাং নানাশ্রমসমাকুলাম্
তাং সমুদ্রস্য মহিষীমীক্ষমাণঃ সমন্ততঃ ॥ ৪০
চচার রুচিরং কৃষ্ণো যমুনামুপশোভয়ন্
তাং চরন্ স নদীং শ্রেষ্ঠাং দদর্শ হ্রদমুত্তমম্ ॥ ৪১
দীর্ঘং যোজনবিস্তারং দুস্তরং ত্রিদশৈরপি ।
গম্ভীরমক্ষোভ্যজলং নিষ্কম্পমিব সাগরম্ ॥ ৪২
তোয়দৈঃ শ্বাপদৈস্ত্যক্তং শূন্যং তোয়চরৈঃ খগৈঃ ।
অগাধেনাম্ভসা পূর্ণং মেঘপূর্ণমিবাম্বরম্ ॥ ৪৩
দুঃখোপসর্পং তীরেষু সসর্পৈর্বিপুলৈর্বিলৈঃ ।
বিষারণিভবস্যাগ্নের্ধূমেন পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৪৪
অভোগ্যং তৎ পশূনাং হি অপেয়ঞ্চ জলার্থিনাম্
উপভোগৈঃ পরিত্যক্তং সুরৈস্ত্রিষবণার্থিভিঃ ॥ ৪৫
আকাশাদপ্যসঞ্চার্যং খগৈরাকাশগোচরৈঃ
তৃণেষ্বপি পতৎস্বপ্সু জ্বলন্তমিব তেজসা ॥ ৪৬
সমন্তাদ্ যোজনং সাগ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ।
বিষানলেন ঘোরেণ জ্বালাপ্রজ্বলিতদ্রুমম্ ॥ ৪৭
তস্যোত্তরস্য ক্রোশমাত্রে নিরাময়ে
তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণো বৈ বিপুলং হ্রদম্ ॥ ৪৮

আয়ত মুখ, দীর্ঘ যেন ইহার বিশাল বাহু এবং বিস্তৃত জলভাগ বা দুই তীরের পূর্ণতাই ইহার আয়ত বক্ষ ছিল। ৩৬

এই যমুনা কারণ্ডবরূপী কুণ্ডল পরিধান করিয়াছিল, নীল পদ্মরূপী নয়নে অনুপম শোভাসম্পন্না ছিল, তীরভাগে উৎপন্ন বৃক্ষাদিই ইহার আভরণ ছিল, মৎস্যশ্রেণীই ইহার উজ্জ্বল মেখলা ছিল, জলের উপর বিস্তৃত পাটই পাটবস্ত্র ছিল, সারস পক্ষিগণের মধুর রবই তাহার নূপুরের মধুর ধ্বনি ছিল এবং কাশ পুষ্প, হংস ও সুবর্ণবর্ণ পদ্মরাজি সুন্দর বস্ত্ররূপে বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। ৩৭-৩৮

ভয়ঙ্কর নক্রসকল তাহার সর্বাঙ্গে চন্দনের অনুলেপন ছিল, কচ্ছপরূপী লক্ষণসমূহে ( হস্তপদাদির রেখাসমূহে ) বিভূষিত ছিল, পশুদের জলপান নেয় ঘাটে উপস্থিত শ্বাপদসকলই ( হিংস্র জন্তুসকলই ) ইহার ভূষণ ছিল এবং মনুষ্যগণ ইহার পয়োধর ( জলপূর্ণ স্তন ) পান করিতেছিল। ৩৯

হিংস্র জন্তুগণ ইহার জল পান করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছিল এবং ইহার দুই তীর বিভিন্ন আশ্রমে পূর্ণ ছিল। এইরূপে সমুদ্রের মহিষী ( পাটরাণী ) যমুনার শোভা দর্শন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনোহর গতিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪০

নদীশ্রেষ্ঠ যমুনার তীরে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ এক উত্তম ও বিশাল হ্রদ ( জলকুণ্ড ) দর্শন করিলেন। এই হ্রদ এক যোজন বিস্তৃত ছিল। দেবগণের পক্ষেও ইহা পার হওয়া কঠিন ছিল। এই হ্রদ অতিশয় গভীর ক্ষোভরহিত জলে পরিপূর্ণ এবং প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় নিষ্কম্প ছিল। ৪১-৪২

জলে উৎপন্ন মকরাদি হিংস্র জন্তুগণও এই হ্রদকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, জলচর পক্ষিগণও এই হ্রদে বাস করিত না এবং মেঘে আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় এই হ্রদ অগাধ জলে পরিপূর্ণ ছিল। ৪৩

ইহার তীরে বড় বড় বিল ( গর্ত ) ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্পগণ বাস করিত। এই সবের জন্য হ্রদের নিকটে যাওয়া অতিশয় কষ্টদায়ক ছিল। সর্পগণের বিষরূপী অরণি হইতে উৎপন্ন অগ্নির ধূমে এই সম্পূর্ণ কুণ্ড ব্যাপ্ত ছিল। ৪৪

বিষে পূর্ণ থাকায় ইহা পশুগণের ভোগের অযোগ্য ছিল; জলার্থী প্রাণিগণের পক্ষে ইহার জল অপেয় ছিল, ত্রিকালে স্নান করিতে ইচ্ছুক দেবতারাও ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই হ্রদ ইহাদেরও উপভোগে আসিত না। ৪৫

এই কুণ্ডের উপর দিয়া আকাশচারী পক্ষিগণের পক্ষেও আকাশ পথে যাওয়া অসম্ভব ছিল। এই হ্রদের জলে যদি তৃণও পতিত হইত, তবে এই কুণ্ড নিজের বিষাগ্নির তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ৪৬

এই হ্রদের চারিদিকে এক এক যোজন হইতেও অধিক ভূভাগ এরূপ ছিল, যাহার মধ্যে দেবগণের গমন করা দুঃসাধ্য ছিল। এইখানে বিস্তৃত ভয়ানক বিষাগ্নি হইতে শিখা উত্থিত হইতেছিল। এই বিষাগ্নি তীরস্থিত বৃক্ষসমূহকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিল। ৪৭

হ্রদের উত্তরভাগে কেবল এক ক্রোশ ভূমি এরূপ ছিল, যাহা ইহার বিষাগ্নির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকায় রোগ-শোকহীন ছিল। তীর থেকে শোভায়মান এই বিশাল ও অগাধ হ্রদকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন—কোন মহাপ্রাণীর এই হ্রদ। ৪৮

অগাধং স্তিমিতাম্ভস্কং কম্প্যায়ং মহতো হ্রদঃ।
অস্মিন্ স কালিয়ো নাম কালাঞ্জনচয়োপমঃ ॥ ৪৯
উরগাধিপতিঃ সাক্ষাদ্ হ্রদে বসতি দারুণঃ।
উৎসৃজ্য সাগরাবাসং যো ময়া বিদিতঃ পুরা ॥ ৫০
ভয়াৎ পতগরাজস্য সুপর্ণস্যোরগাশিনঃ।
তেনেয়ং দূষিতা সর্বা যমুনা সাগরঙ্গমা ॥ ৫১
ভয়াত্তস্যোরগপতের্নায়ং দেশো নিষেব্যতে।
তদিদং দারুণাকারমরণ্যং রূঢ়শাদ্বলম্ ॥ ৫২
সাবরোহদ্রুমং ঘোরং কীর্ণং নানালতাদ্রুমৈঃ।
রক্ষিতং সর্পরাজস্য সচিবৈরাশুগক্রিয়ৈঃ ॥ ৫৩
বনং নির্বিষণাকারং বিষাগ্নিরিব দুঃস্পৃশম্।
তৈস্তৈরাশুক্রিয়ৈর্নিত্যং সর্বতঃ পরিরক্ষিতম্ ॥ ৫৪
শৈবালমলিনৈশ্চাপি বৃক্ষৈঃ স্থূললতাকুলৈঃ।
কর্ষব্যমার্গৌ ত্যজেতে হ্রদস্যাস্য তটাবুভৌ ॥ ৫৫
তদস্য সর্পরাজস্য কর্তব্যো নিগ্রহো ময়া।
যথেয়ং সরিৎস্রোতা ভবেচ্ছিবজলাশয়া ॥ ৫৬
ব্রজোপভোগ্যা চ যথা নাগে চ দমিতে ময়া।
সর্বত্র সুখসঞ্চারা সর্বতীর্থসুখাশ্রয়া ॥ ৫৭
এতদর্থং চ বাসোঽয়ং ব্রজেঽস্মিন্ গোপজন্ম চ।
অমীষাং উৎপথস্থানাং নিগ্রহার্থং দুরাত্মনাম্ ॥ ৫৮
এবং কদম্বমারুহ্য তদেব শিশুলীলয়া।
বিনিপত্য হ্রদে ঘোরে দময়িষ্যামি কালিয়ম্ ॥ ৫৯
এবং কৃতে বাহুবীর্যং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্বণি বালচরিতে
যমুনাবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

---

এই হ্রদে কাল অঞ্জনরাশির তুল্য কালবর্ণ ও অত্যন্ত দারুণ সেই সাক্ষাৎ নাগরাজ কালিয় বাস করে। সর্পভোজী পক্ষিরাজ গরুড়ের ভয়ে বহু পূর্বে সমুদ্রবাস ত্যাগ করিয়া এই হ্রদে কালিয় চলিয়া আসিয়াছে, ইহা আমি জানি। ৪৯-৫০।

সেই কালিয়ই এই সমুদ্রগামিনী সম্পূর্ণ যমুনাকে বিষে দূষিত করিয়া দিয়াছে। সেই নাগরাজের ভয়েই কোনও প্রাণী এই দেশের সেবা করে না। ৫১।

সেই বন বড় বড় ঘাসে পূর্ণ হইয়া এই বন দারুণ আকার ধারণ করিয়াছে। ছোট ছোট আগাছা ও বড় বড় বৃক্ষসমূহ এই ঘোর বন নানা প্রকার লতাগুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সর্পরাজ কালিয়ের বিশ্বাসী মন্ত্রীরা এই বনভাগ রক্ষা করে। ৫২-৫৩

এই বন আকাশের ন্যায় অবলম্বন শূন্য হইয়া গিয়াছে। বিষমিশ্রিত অগ্নির সদৃশ ইহার স্পর্শও দুঃখদায়ক। কালিয়ের সেই বিশ্বাসযোগ্য মন্ত্রিগণের দ্বারা এই বন সর্বদা সর্বদিকে সুরক্ষিত আছে। ৫৪

এই হ্রদের উভয় তীর শৈবাল (সেওলা), শর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাসমূহে পূর্ণ বৃক্ষসকলে সুশোভিত রহিয়াছে। এই স্থান পর্যন্ত আসিবার উপযোগী আমাকে এখন পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। ৫৫

সেই হেতু আমার এই নাগরাজকে দমন করা কর্তব্য, যাহাতে এই জলবাহিনী নদী কল্যাণকারী জলের আশ্রয় হইতে পারে। ৫৬

আমি যদি এই নাগকে দমন করি, তবে এই নদীর জল ব্রজের উপভোগযোগ্য হইয়া যাইবে। এখানে সর্বদিকে সুখে সকলে বিচরণ করিতে পারিবে এবং এই নদীর সমস্ত তীর্থ (ঘাট) সুখের আশ্রয় হইয়া উঠিবে। ৫৭

ইহার জন্যই ব্রজে আমার বাস এবং ইহার জন্য আমি গোপকুলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই সব উৎপথগামী দুরাত্মাদিগকে দমন করিবার জন্যই আমার এই অবতারগ্রহণ। ৫৮

আমি বালকগণের সহিত শৈশব লীলা অর্থাৎ বাল্যোচিত খেলা করিতে করিতে কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর হ্রদে লম্ফ প্রদান করত পতিত হইয়া এই কালিয়নাগকে দমন করিব। ৫৯

এরূপ করিলে পর আমার বাহুবল জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। ৬০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শিশুলীলাপ্রসঙ্গে যমুনাবর্ণন নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্য কালিয়নাগদমনম্, কালিয়স্য সমুদ্রে প্রস্থানম্, গোপানাং শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যানুভবশ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সোঽপশ্যত নদীতীরে বদ্ধা পরিকরং দৃঢ়ম্
আরুরোহ চপলঃ কৃষ্ণঃ কদম্বশিখরং মুদা ॥ ১

কৃষ্ণঃ কদম্বশিখরাদ্ধ্যমানো ঘনাকৃতিঃ
হ্রদমধ্যেঽকরোচ্ছব্দং নিপতন্নম্বুজেক্ষণঃ ॥ ২

কৃষ্ণেন তত্র পততা ক্ষোভিতো যমুনাহ্রদঃ
সংপ্রাবিধ্যত বেগেন ভিদ্যমান ইবাম্বুদঃ ॥ ৩

তেন শব্দেন সংক্ষুব্ধঃ সর্পস্য ভবনং মহৎ
উদতিষ্ঠজ্জলাৎ সর্পো রোষপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥ ৪

স চোরগপতিঃ ক্রুদ্ধো মেঘরাশিসমপ্রভঃ
ততো রক্তান্তনয়নঃ কালিয়ঃ সমদৃশ্যত ॥ ৫

পঞ্চাস্যঃ পাবকোচ্ছ্বাসশ্চলজ্জিহ্বোঽনলাননঃ
পূর্ব্বৈঃ পঞ্চভির্ঘোরৈঃ শিরোভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৬

পূরয়িত্বা হ্রদং সর্ব্বং ভোগেনানলবর্চ্চসা
স্ফুরন্নিব চ রোষেণ জ্বলন্নিব চ তেজসা ॥ ৭

ক্রোধেন জলতস্তস্য জলং শৃতমিবাভবৎ।
প্রতিস্রোতাশ্চ ভীতেব জগাম যমুনা নদী ॥ ৮

তস্য ক্রোধাগ্নিপূর্ণেভ্যো বক্ত্রেভ্যোহভূচ্চ মারুতঃ
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং হ্রদগতং ক্রীড়ন্তং শিশুলীলয়া ॥ ৯

সধূমাঃ পন্নগেন্দ্রস্য মুখান্নিশ্চেরুরর্চ্চিষঃ
দহ্যন্তা তেন রোষাগ্নিঃ সমীপে তীরজা দ্রুমাঃ ॥ ১০

ক্ষণেন ভস্মসাদ্ভূতা যুগান্তপ্রতিমেন বৈ
তস্য পুত্রাশ্চ দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চান্যে মহোরগাঃ ॥ ১১

বমন্তঃ পাবকং ঘোরং বক্ত্রেভ্যো বিষসম্ভবম্
সধূমং পন্নগেন্দ্রাস্তে নিপেতুরমিতৌজসঃ ॥ ১২

---

### দ্বাদশ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-নাগ দমন, কালিয়ের সমুদ্রে প্রস্থান এবং গোপগণের শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অনুভব। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন শ্রীকৃষ্ণ নদীর তীরের নিকট গমন করত দৃঢ় করিয়া নিজের কমর বন্ধ করত অতীব সত্বরে কদম্বশাখায় আরোহণ করিলেন। ১

মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ কদম্বের শাখায় ঝুলিয়া তাহা হইতে কালিয় হ্রদের মধ্যে পতিত হইবার সময় ভীষণ শব্দ করিলেন। ২

শ্রীকৃষ্ণ সেখানে লম্ফ প্রদান করত পতিত হইলে যমুনাহ্রদ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং মেঘে জল ভরিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিল। তখন এরূপ মনে হইল জলপূর্ণ মেঘ সেখানে বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইয়াছে। ৩

সেই শব্দে নাগরাজের বিশাল ভবন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সর্প কালিয় ক্রোধপূর্ণ নয়নে জল হইতে উপরে উঠিয়া আসিল। ৪

মেঘস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সেই নাগরাজ কালিয় যখন কুপিত হইয়া উঠিল, সেই সময় তাহার নেত্রপ্রান্ত রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। ৫

এই নাগরাজের পাঁচটি মুখ ছিল এবং তাহার উচ্ছ্বাসের সহিত অগ্নি নির্গত হইতেছিল। তাহার জিহ্বা চঞ্চল গতিতে লকলক করিতেছিল এবং মুখ অগ্নিতে পূর্ণ ছিল। এই সর্প পাঁচটি ভয়ঙ্কর ও বিশাল মস্তকে আবৃত ছিল। ৬

অগ্নিতুল্য তেজস্বী নিজের বিশাল শরীরের দ্বারা সম্পূর্ণ হ্রদকে পূর্ণ করত এই সর্প ক্রোধে কাঁপিতেছিল এবং তেজে যেন জ্বলিতেছিল। ৭

ক্রোধে প্রজ্বলিত সেই সর্পের বিষাগ্নিতে কালিয় হ্রদের জল যেন পাক হইতেছিল এবং যমুনার প্রবাহ পশ্চাদ্গামী হইয়া যাইল। ইহাতে মনে হইতেছিল—যমুনা ভয়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে পলায়ন করিতেছে। ৮

শ্রীকৃষ্ণকে নিজের হ্রদে আসিয়া বালকের ন্যায় খেলা করিতে দেখিয়া কালিয়নাগের ক্রোধাগ্নিপূর্ণ পঞ্চমুখ হইতে উচ্ছ্বাস বায়ু উত্থিত হইতে লাগিল এবং সেই নাগরাজের মুখ হইতে ধূমপূর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকিল। ৯

নিজের রোষাগ্নি উদ্গার করিতে করিতে যুগান্তকারী প্রলয়াগ্নির ন্যায় সেই সর্প হ্রদের নিকটে তীরজাত বৃক্ষসকলকে ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিয়া দিল। ১০

তাহার স্ত্রী, পুত্র, সেবক ও অন্যান্য মহাসর্পগণ এবং অত্যন্ত বলশালী নাগরাজ স্বয়ং নিজ নিজ মুখ হইতে বিষজনিত, ধূম-মিশ্রিত ও ভয়ঙ্কর অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ করিল। ১১-১২

প্রবেশিতস্তু তৈঃ সর্পৈঃ স কৃষ্ণো ভোগবন্ধনম্
নির্দষ্টশ্চাপ্যনাকারস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৩
অদশন্ দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিষোৎপীড়জলাবিলৈঃ ।
তে কৃষ্ণং সর্পপতয়ো ন মমার চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে ভীতা গোপালাঃ সর্ব এব তে ।
ক্রন্দমানা ব্রজং জগ্মুর্বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৫

গোপা ঊচুঃ ।

এষ মোহং গতঃ কৃষ্ণো মগ্নো বৈ কালিয়ে হ্রদে
ভক্ষ্যতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত মা চিরম্ ॥ ১৬
নন্দগোপায় বৈ ক্ষিপ্রং সবলায় নিবেদ্যতাম্
এষ তে কৃষ্যতে কৃষ্ণঃ সর্পেণেতি মহাহ্রদে ॥ ১৭
নন্দগোপস্তু তচ্ছ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং বচঃ ।
আর্ত্তঃ স্খলিতবিক্রান্তস্তং জগাম হ্রদোত্তমম্ ॥ ১৮
সবালযুবতীবৃদ্ধঃ স চ সঙ্কর্ষণো যুবা
আক্রীড়ং পন্নগেন্দ্রস্য জলস্থং সমুপাগমৎ ॥ ১৯
নন্দগোপমুখা গোপাস্তে সর্বে সাশ্রুলোচনাঃ
হাহাকারং প্রকুর্বন্তস্তস্থুস্তীরে হ্রদস্য বৈ ॥ ২০
ব্রীড়িতা বিস্মিতাশ্চৈব শোকার্ত্তাশ্চ পুনঃ পুনঃ
কেচিত্তু পুত্র হা হেতি হা ধিগিত্যপরে পুনঃ ॥ ২১
অপরে হা হতাঃ স্মেতি রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ।
স্ত্রিয়স্ত্বেব যশোদাং তাং হা হতাসীতি চুক্রুশুঃ ॥ ২২
যা পশ্যসি প্রিয়ং পুত্রং সর্পরাজবশং গতম্ ।
স্পন্দিতং সর্পভোগেন কৃষ্যমাণং যথা মৃতম্ ॥ ২৩
অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং তে বিলক্ষ্যতে ।
পুত্রং কথমিমং দৃষ্ট্বা যশোদে নাবদীর্য্যসে ॥ ২৪
দুঃখিতং বত পশ্যামো নন্দগোপং হ্রদান্তিকে
ন্যস্য পুত্রমুখে দৃষ্টিং নিশ্চেতনমবস্থিতম্ ॥ ২৫

---

এই সব সর্পগণ নিজ নিজ দেহের বন্ধনে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিল। তখন তাঁহার হস্ত-পদ ও সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল এবং তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩

সেই সর্পরাজগণ বিষের প্রবাহমিশ্রিত জলের দ্বারা মলিন নিজ নিজ তীক্ষ্ণ দন্তসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ইহাতে শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইলেন না। ১৪

ইহার মধ্যে গোপবালকগণ ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে ব্রজে গমন করিলেন এবং অশ্রুগদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিলেন। ১৫

গোপগণ বলিলেন,—এই শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে নিমগ্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন এবং নাগরাজ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতেছে, অতএব শীঘ্র সকলে আগমন করুন, বিলম্ব করিবেন না। ১৬

বলরামসহ নন্দগোপকে কেহ শীঘ্র যাইয়া নিবেদন করুক যে, আপনার কৃষ্ণকে সর্প মহাহ্রদে কাড়িয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ১৭

বজ্রপাত সমান নিদারুণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দগোপ শোকে ব্যাকুল হইয়া স্খলিতপদে পাদক্ষেপ করিতে করিতে সেই বিশাল হ্রদের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১৮

তাঁহার সহিত ব্রজের বহু বালক, বৃদ্ধ ও যুবতীগণও ছিলেন। রোহিণীদেবীর যুবকপুত্র সঙ্কর্ষণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা সকলে নাগরাজের জলস্থিত ক্রীড়াভূমির নিকট আসিলেন। ১৯

নন্দগোপাদি সকল গোপগণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাহাকার করিতে করিতে কালিয় হ্রদের তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০

ইঁহারা সেই সময় নিজেদের বিফলতার জন্য লজ্জিত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার জীবনাশঙ্কা করত বারংবার শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ 'হায় পুত্র! হায়!' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং অন্যেরা 'হা হা! আমাদের ধিক্' এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। ২১

অপর বহু মানুষ 'হা হতাঃ স্ম—হায়! আমরা মরিয়া যাইলাম' এই কথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রজের স্ত্রীগণ যশোদা মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বলিলেন—'হায় যশোদে! তুমি মৃতা হইলে; কারণ, নিজের প্রিয় পুত্রকে আজ এই নাগরাজের বশীভূত হইয়া থাকিতে দেখিতেছ! হায়! সে সর্পের শরীরে আবদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হইতেছে। ২২-২৩

যশোদে! নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত দেখিতেছি; অন্যথা পুত্রকে এই অবস্থায় দেখিয়া তুমি বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছ না কেন? ২৪

হায়! আমরা দেখিতেছি যে, নন্দগোপ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কালিয়হ্রদের নিকট পুত্রের মুখে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অচৈতন্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। ২৫

যশোদামনুগচ্ছন্ত্যঃ সর্পাবাসমিমং হ্রদম্ ।
প্রবিশামো ন যাস্যামো বিনা দামোদরং ব্রজম্ ॥ ২৬
দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা ।
বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ
বিনা কৃষ্ণং ন যাস্যামো বিবৎসা ইব ধেনবঃ ॥ ২৭
তাসাং বিলপিতং শ্রুত্বা তেষাঞ্চ ব্রজবাসিনাম্ ।
বিলাপং নন্দগোপস্য যশোদাক্রন্দিতং তথা ॥ ২৮
একভাবশরীরস্য একদেহো দ্বিধা কৃতঃ ।
সঙ্কর্ষণস্তু সংক্রুদ্ধো বভাষে কৃষ্ণং স্বয়ম্ ॥ ২৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো গোপানাং নন্দবর্দ্ধন ।
দম্যতামেষ বৈ ক্ষিপ্রং সর্পরাজো বিষায়ুধঃ ॥ ৩০
ইমে নো বান্ধবাস্তাত ত্বাং দৃষ্ট্বা মানুষং বিভো ।
পরিদেবন্তি করুণং সর্বে মানুষবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩১
এতচ্ছ্রুত্বা রৌহিণেয়স্য বাক্যং সংজ্ঞাসমীরিতম্ ।
বিক্রম্যাস্ফোটয়দ্ বাহূ ছিত্ত্বা তন্নাগবন্ধনম্ ॥ ৩২
তস্য পদ্ভ্যামথাক্রম্য ভোগরাশিং জলে স্থিতম্ ।
শিরস্য কৃষ্ণো জগ্রাহ স্বহস্তেনাবনাম্য চ ॥ ৩৩
তস্যারুরোহ সহসা মধ্যমং তন্মহচ্ছিরঃ ।
সোঽস্য মূর্দ্ধ্নি স্থিতঃ কৃষ্ণো ননর্ত্ত রুচিরাঙ্গদঃ ॥ ৩৪
মৃদ্যমানঃ স কৃষ্ণেন শান্তমূর্দ্ধা ভুজঙ্গমঃ ।
অস্যৈঃ রক্তবিরেচনৈঃ কাতরো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫
অবিজ্ঞানান্ময়া কৃষ্ণ রোষো হ্যয়ং সম্প্রদর্শিতঃ ।
দমিতোঽহং হতবিষো বশগস্তে বরানন ॥ ৩৬
তদাজ্ঞাপয় কিং কুর্য্যাং সদা সাপত্যবান্ধবঃ ।
কস্য বা বশতাং যামি জীবিতং মে প্রদীয়তাম্ ॥ ৩৭
পঞ্চমূর্দ্ধানতং দৃষ্ট্বা সর্পং সর্পারিকেতনঃ ।
অক্রুদ্ধ এব ভগবান্ প্রত্যুবাচোরগেশ্বরম্ ॥ ৩৮
ত্বয়াস্মিন্ যমুনাতোয়ে নৈব স্থানং বদাম্যহম্ ।
গচ্ছ পরিজনৈঃ সর্প সভার্য্যঃ সহবান্ধবঃ ॥ ৩৯

আমরা সকলেই যশোদার সঙ্গে সঙ্গে সর্পগণের নিবাসস্থান এই হ্রদে প্রবেশ করিব, কিন্তু দামোদর শ্রীকৃষ্ণকে না লইয়া কখনও ফিরিয়া যাইব না। ২৬

সূর্য্য বিনা দিন কিরূপ? চন্দ্র বিনা রাত্রি কিরূপ? বৃষ বিনা গোধন কিরূপ? এবং শ্রীকৃষ্ণ বিনা ব্রজ কিরূপ? বৎসহীনা ধেনুগণের ন্যায় আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণ বিনা ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। ২৭

সেই গোপীগণের, ব্রজবাসীদিগের ও নন্দগোপের বিলাপ এবং যশোদারও করুণাপূর্ণ রোদন শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের এক ভাব ও এক শরীরের সম্বন্ধ নিবন্ধন ভাবমান, প্রকৃত পক্ষে তিনি একই দেহের দুইটি ভাগের মধ্যে এক ছিলেন, সেই সঙ্কর্ষণ কুপিত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ২৮-২৯

গোপগণের আনন্দবর্দ্ধন মহাবাহু কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বিষই যাহার অস্ত্র, সেই সর্পরাজকে এখন শীঘ্র দমন কর। ৩০

তাত! প্রভো! এই আমাদের সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণ তোমার প্রতি মনুষ্যবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তোমাকে মানুষ মনে করিয়াই করুণাজনক বিলাপ করিতেছে। ৩১

রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণের এই সাঙ্কেতিক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্পগণের সেই বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে নিজের বাহুদ্বয়ের আস্ফোটন শব্দ অর্থাৎ বীরত্বসূচক আস্ফালন শব্দ করিতে লাগিলেন। ৩২

তারপর জলের উপর উত্থিত সর্পের ভারী শরীরকে নিজের দুই পায়ের দ্বারা দাবাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তের দ্বারা তাহার মস্তককে অবনমিত করিয়া ধারণ করিলেন। ৩৩

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সহসা তাহার পাঁচ মস্তকের মধ্যে মধ্যম মস্তকে আরোহণ করিলেন এবং তাহার সেই মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার বাহুদ্বয়ে সুন্দর অঙ্গদ শোভা পাইতেছিল। ৩৪

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা মস্তক মর্দিত হইলে পর সেই সর্পের মস্তক শান্ত হইল—তাহার মস্তকের উচ্চভাব শান্ত হইয়া যাইল। সেই সর্প নিজের পাঁচ মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে কাতর ভাবে এই কথা বলিল। ৩৫

সুমুখ শ্রীকৃষ্ণ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ আপনার সম্মুখে এই ক্রোধ প্রদর্শন করিয়াছি। আপনি আমাকে দমন করিয়াছেন। আমার সমস্ত বিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আমি আপনার বশীভূত হইয়াছি। ৩৬

অতএব আমাকে আজ্ঞাদান করুন যে, আমি সর্ব্বদা নিজের পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত আপনার কি সেবা করিব? অথবা কাহার বশীভূত হইব? আপনি আমাকে জীবনদান করুন। ৩৭

সেই সর্পকে নিজের পাঁচ মস্তকের দ্বারা প্রণত দেখিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধ না করিয়া নাগরাজ কালিয়কে এই কথা বলিলেন। ৩৮

সর্প! আমি তোমাকে এই যমুনার জলে বাস করিবার স্থান

যশ্চৈষ তুভ্যং দদ্যাত্ত স্থানে বা যদি বা জলে।
তব ভৃত্যস্তনূজো বা ক্ষিপ্রং বধ্যঃ স মে ভবেৎ ॥৪০
শিবশ্চাস্তু জলস্থাস্য ত্বঞ্চ গচ্ছ মহার্ণবম্।
স্থানে হি ভবতোঽস্মিন্ দোষস্তবাস্তকরণো মহান্ ॥৪১
মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধসু সাগরে
গরুড়ঃ পন্নগরিপুস্ত্বয়ি ন প্রহরিষ্যতি ॥ ৪২
সহ মূর্দ্ধ্না তু চরণৌ কৃষ্ণস্যোরগপুঙ্গবঃ।
পশ্যতামেব গোপানাং জগামাদর্শনং হ্রদাৎ ॥ ৪৩
নির্জিতে তু গতে সর্পে কৃষ্ণমুত্তীর্য বিষ্ঠিতম্।
বিস্মিতাস্তুষ্টুবুর্গোপাশ্চক্রুশ্চৈব প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪৪
ঊচুঃ সর্ব্বে চ সংপ্রীতা নন্দগোপং বনেচরাঃ।
ধন্যোঽস্যনুগৃহীতোঽসি যস্য তে পুত্র ঈদৃশঃ ॥ ৪৫
অদ্যপ্রভৃতি গোপানাং গবাং গোষ্ঠস্য চানঘ।
আপৎসু শরণং কৃষ্ণঃ প্রভুশ্চায়তলোচনঃ ॥ ৪৬
জাতা শিবজলা সর্ব্বা যমুনা মুনিসেবিতা।
তীরে চাস্যাঃ সুখং গোপা বিচরিষ্যন্তি নঃ সদা ॥৪৭
ব্যক্তমেব বয়ং গোপা বনে যৎ কৃষ্ণমীদৃশম্।
মহদ্ভূতং ন জানীমশ্ছন্নমগ্নিমিব ব্রজে ॥ ৪৮
এবং তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে স্তুবন্তঃ কৃষ্ণমব্যয়ম্।
জগ্মুর্গোপগণা ঘোষং দেবাশ্চৈত্ররথং যথা ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি শিশুচর্য্যায়াং কালিয়দমনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

প্রদান করিবে না। তুমি নিজের পত্নী ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সমুদ্রের জলে চলিয়া যাও ॥ ৩৯

এখন পুনরায় এই স্থানে বা জলে যদি কোনও সর্পকে দেখিতে পাই, তবে সে তোমার পুত্র হউক বা তোমার ভৃত্য হউক, সে সত্বর আমার বধ্য হইবে ॥ ৪০

এই জলের শুদ্ধি হউক—ইহা সকল প্রাণীর মঙ্গলকারী হউক ; সেইজন্য তুমি মহাসাগরে গমন কর। এখানে থাকিলে পর তোমার প্রাণনাশকর মহাদোষ উপস্থিত হইবে ॥ ৪১

সর্প! সমুদ্রে বাস করিবার সময়েও তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিয়া সর্পগণের শত্রু গরুড় তোমাকে প্রহার করিবে না ॥ ৪২

তখন নাগশ্রেষ্ঠ কালিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত গোপদিগের সাক্ষাতেই হ্রদ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইল ॥ ৪৩

যখন সেই সর্প পরাজিত হইয়া চলিয়া যাইল এবং শ্রীকৃষ্ণ জল হইতে উঠিয়া তীরে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন সমস্ত গোপগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্তব করিলেন এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

সমস্ত বনচারী গোপগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া নন্দগোপকে বলিলেন,—গোপরাজ! আপনি ধন্য, আপনার প্রতি ভগবানের অশেষ করুণা আছে, যাহার ফলে আপনি এরূপ পুত্র লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৫

নিষ্পাপ নন্দ! আজ হইতে সকল আপৎকালে গোপগণ গোধন ও গোষ্ঠের (ব্রজের) পক্ষে বিশালনেত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শরণদাতা ও স্বামী ॥ ৪৬

মুনিগণসেবিত সম্পূর্ণ যমুনার জল এখন সকলের পক্ষেই সুখপ্রদ ও মঙ্গলময় হইয়া যাইল। এখন আমাদের গোপগণ সর্ব্বদা এই যমুনার তীরে বিচরণ করিতে থাকিবে ॥ ৪৭

আমরা বনে বিচরণকারী প্রাচীন গোপ,—এই কথা আজ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; কারণ, এরূপ মহাপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ব্রজে বিদ্যমান আছেন, অথচ আমরা ইঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই ॥ ৪৮

এইভাবে বিস্মিত হইয়া সমস্ত গোপগণ অবিনাশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে গোষ্ঠে গমন করিলেন ; ইহাতে মনে হইল—দেবগণ যেন চৈত্ররথ বনে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বালকলীলা প্রসঙ্গে কালিয়দমনবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বলরামেণ ধেনুকাসুরস্য বধঃ, তদ্রক্ষিত-তালবনে গো-গোপানাং বিচরণঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দমিতে সর্পরাজে তু কৃষ্ণেন যমুনাহ্রদে
তমেব চেরতুর্দেশং সহিতৌ রাম-কেশবৌ ॥ ১
আজগ্মতুস্তৌ সহিতৌ গোধনৈঃ সহ গামিনৌ ।
গিরিং গোবর্দ্ধনং রম্যং বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ২
গোবর্দ্ধনস্যোত্তরতো যমুনাতীরমাশ্রিতম্
দদৃশাতে চ তৌ বীরৌ রম্যং তালবনং মহৎ ॥ ৩
তৌ তালপর্ণপ্রভবে রম্যে তালবনে রতৌ
চেরতুঃ পরমপ্রীতৌ বৃষপোতাবিবে হৃষ্টৌ ॥ ৪
স তু দেশঃ সমঃ স্নিগ্ধো লোষ্টপাষাণবর্জ্জিতঃ ।
দর্ভপ্রায়স্থলীভূতঃ সুমহান্ কৃষ্ণমৃত্তিকঃ ॥ ৫
তালৈস্তৈর্বিপুলস্কন্ধৈরুচ্ছ্রিতৈঃ শ্যামপর্ণভিঃ
ফলাগ্রশাখিভির্ভাতি নাগহস্তৈরিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৬

তত্র দামোদরো বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ।
অহো তালফলৈঃ পক্বৈর্বাসিতেয়ং বনস্থলী ॥ ৭
স্বাদূন্যার্য্য সুগন্ধীনি শ্যামানি রসবন্তি চ ।
পক্বতালানি সহিতৌ পাতয়াবো লঘুক্রমৌ ॥ ৮
যদ্যেষামীদৃশো গন্ধো মাধুর্য্যঘ্রাণতর্পণঃ
রসেনামৃতকল্পেন ভবিতব্যঞ্চ মে মতিঃ ॥ ৯
দামোদরবচঃ শ্রুত্বা রৌহিণেয়ো হসন্নিব ।
পাতয়ন্ পক্বতালানি চালয়ামাস তাংস্তরূন্ ॥ ১০
তত্তু তালবনং নৃণামসেব্যং দুরতিক্রমম্ ।
নির্ম্মাণভূতমিরিণং পুরুষাদালয়োপমম্ ॥ ১১
দারুণো ধেনুকো নাম দৈত্যো গর্দ্দভরূপধৃক্ ।
খরযূথেন মহতা বৃতঃ সমনুসেবতে ॥ ১২

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[ বলরাম কর্ত্তৃক ধেনুকাসুর বধ এবং তদ্রক্ষিত তালবনে গো গোপগণের বিচরণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ যমুনাহ্রদে স্থিত সর্পরাজ কালিয়কে দমন করিলে পর দুই ভ্রাতা বলরাম ও কৃষ্ণ সেই দেশে একসঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

একদিন বসুদেবের এই দুই পুত্র গোধনের সহিত বিচরণ করিতে করিতে পরম রমণীয় গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের নিকটে গেলেন। ২

সে স্থানে এই দুই বীর দেখিলেন—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উত্তরে যমুনার তীর আশ্রয় করিয়া এক বিশাল ও রমণীয় তালবন রহিয়াছে। ৩

তালপত্রবিস্তৃত সেই রমণীয় তালবনে ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া দুই ভ্রাতা বৃষশিশুর ন্যায় অতিশয় প্রীতিসহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪

এই বিশাল প্রদেশ সমান স্নিগ্ধ (চিক্কণ) ছিল এবং এ স্থানে ঢিল প্রস্তর ছিল না। এই স্থানে প্রায়শঃ দর্ভ (কুশ-দূর্ব্বাদি) যুক্ত ছিল, এ স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ৫

এ স্থানে যে সব তালবৃক্ষ ছিল, তাহাদের স্কন্ধভাগ বিপুল (মোটা) ছিল। এই সব বৃক্ষ অতিশয় উচ্চ ছিল। ইহাদের বিতান (পাতা) কৃষ্ণবর্ণ ছিল এবং ইহাদের শাখাসকল ফল-সমূহে পূর্ণ ছিল। এই সব তালবৃক্ষের দ্বারা সেই স্থান এরূপ শোভা পাইতে ছিল, যেন সেখানে নিজ নিজ শুণ্ড উপরে উত্তোলিত করিয়া বহু হাতী দাঁড়াইয়া আছে। ৬

সেখানে বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দামোদর শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণকে বলিলেন—আর্য্য! এই বনস্থলী এই পক্ক তালফলের গন্ধে সুবাসিত রহিয়াছে। এই সব পক্ক ও সুগন্ধপূর্ণ তালফল অবশ্যই স্বাদিষ্ট এবং রসাল হইবে। আমরা দুই ভ্রাতা একসঙ্গে থাকিয়া লঘু পাদক্ষেপ করিতে করিতে এই সব পক্কতালফল পাতিত করিব। ৭-৮

যদি ইহাদের গন্ধ এরূপই হয়, যাহা নিজ মধুরতায় আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিতেছে, তবে আমার বিশ্বাস যে, এই সব ফল অমৃততুল্য রসে পরিপূর্ণ হইবে। ৯

দামোদর শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোহিণীনন্দন বলরাম হাস্য করিতে করিতে পক্ক তালফলসমূহ পাতিত করিবার জন্যই সেই সব বৃক্ষ চালিত করিতে লাগিলেন। ১০

সেই তালবনের সেবন মনুষ্যগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া গিয়াছিল। সেই বনের এই পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। যদ্যপি এই স্থান সারযুক্ত ছিল, তথাপি রাক্ষসপুরের ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। ১১

গর্দ্দভরূপধারী ধেনুক নামক এক দারুণ দৈত্য বিশাল গর্দ্দভ-দলে পরিবৃত হইয়া সেই বনে বাস করিতেছিল। ১২ ৭

স তু তালবনং ঘোরং গর্দ্দভঃ পরিরক্ষতি ।
নৃ-পক্ষি-শ্বাপদগণাংস্ত্রাসয়ানঃ সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ১৩
তালশব্দং স তং শ্রুত্বা সংঘুষ্টং ফলপাতনাৎ ।
নামর্ষয়ৎ স সংক্রুদ্ধস্তালস্বনমিব দ্বিপঃ ॥ ১৪
শব্দানুসারী সংক্রুদ্ধো দর্পাবিদ্ধসটাননঃ ।
স্তব্ধাক্ষো হেষিতপটুঃ খুরৈর্নির্দ্দারয়ন্মহীম্ ॥ ১৫
আবিদ্ধপুচ্ছো হ্রেষিতো ব্যাত্তানন ইবান্তকঃ ।
আপতন্নেব দদৃশে রৌহিণেয়মুপস্থিতম্ ॥ ১৬
তালানাং তন্মধ্যে দৃষ্ট্বা স ধ্বজাকারমব্যয়ম্ ।
রৌহিণেয়ং খরো দুষ্টঃ সোঽদশদ্দশনায়ুধঃ ॥ ১৭
পশ্চাভ্যাঞ্চ পুনঃ পশ্চিমাভ্যাং পরাঙ্মুখঃ ।
জঘানোরসি দৈত্যোঽসৌ রৌহিণেয়ং নিরায়ুধম্ ॥ ১৮
তাভ্যামেব স জগ্রাহ পদ্ভ্যাং তং দৈত্যগর্দ্দভম্ ।
আবর্জ্জিতমুখস্কন্ধং প্রৈরয়ৎ তালমূর্দ্ধনি ॥ ১৯
স ভগ্নোরুকটিগ্রীবো ভগ্নপৃষ্ঠো দুরাকৃতিঃ ।
খরস্তালফলৈঃ সার্দ্ধং পপাত ধরণীতলে ॥ ২০
তং গতাসুং গতশ্রীকং পতিতং বীক্ষ্য গর্দ্দভম্ ।
জ্ঞাতীংস্তথাপরাংস্তস্য তৃণরাজনি সোঽক্ষিপৎ ॥ ২১
সা ভূর্গর্দ্দভদেহৈশ্চ তালৈঃ পক্বৈশ্চ পাতিতৈঃ ।
বভাসে ছন্নজলদা দ্যৌরিবাব্যক্তশারদী ॥ ২২
তস্মিন্ গর্দ্দভদৈত্যে তু সানুগে বিনিপাতিতে
রম্যং তালবনং তদ্ধি ভূয়ো রম্যতরং বভৌ
বিপ্রমুক্তভয়ং শুভ্রং বিবিক্তাকারদর্শনম্ ।
চরন্তি স্ম সুখং গাবস্তত্তালবনমুত্তমম্ ॥ ২৪
ততঃ প্রবিষ্টাস্তে সর্ব্বে গোপা বনবিহারিণঃ
বীতশোকভয়ায়াসাশ্চকম্পুস্তে সমন্ততঃ ॥ ২৫

---

এই গর্দ্দভ ধেনুকই সেই তালবনকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছিল। এই ধেনুক অত্যন্ত দুর্ম্মতি ছিল এবং মনুষ্য, পক্ষী ও হিংস্রজন্তুগণকে ভীত করিতে করিতে সেই স্থানে বাস করিত। ১৩

সেই তালফল পাতিত করিলে যে শব্দ হইত, উহা শ্রবণ করিয়া ধেনুকাসুর সহ্য করিতে পারিত না। যেরূপ হস্তে তালপ্রদানের শব্দ শুনিয়া হস্তী কুপিত হইয়া উঠে, সেইরূপ এই দৈত্যও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। ১৪

এই ধেনুকাসুর বলরাম কর্ত্তৃক পাতিত তালের শব্দ শ্রবণ করত তাহার অনুসরণ করিয়া বেগে গমন করিতে লাগিল। সে দর্পে নিজের সটা (স্কন্ধ হইতে লম্বিত লম্বা লম্বা লোম) ও মস্তক দূর হইতে দুলাইতে দুলাইতে আসিতে লাগিল। তখন তাহার চক্ষু স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সে নিপুণতার সহিত হ্রেষারব করিতেছিল। নিজের খুরসকলের আঘাতে যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতেছিল, তাহার পুচ্ছ ঘুরিতেছিল, লোমসমূহ খাড়া হইয়া গিয়াছিল এবং মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ কালের ন্যায় মনে হইতেছিল। সে আসিয়াই সেখানে রোহিণীনন্দন বলরামকে উপস্থিত থাকিতে দেখিল। ১৫-১৬

ধ্বজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অবিনাশী রোহিণীপুত্র বলরামকে তালবৃক্ষসমূহের নিচে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দন্তরূপ অস্ত্রধারী সেই দুষ্ট গর্দ্দভ তাঁহাকে দন্তসমূহের দ্বারা দংশন করিতে লাগিল। ১৭

তারপর মুখ ফিরাইয়া সেই দৈত্যাধম ধেনুক অস্ত্রহীন রোহিণীনন্দন বলরামের বক্ষে নিজের পশ্চাদ্‌ভাগস্থিত দুই পদের দ্বারা আঘাত করিল। ১৮

তখন বলরাম সেই গর্দ্দভরূপধারী দৈত্যের সেই পদদুইটি ধরিয়া ফেলিলেন এবং মুখ ও স্কন্ধ ঘুরাইতে ঘুরাইতে তালবৃক্ষের উপর সবলে প্রেরণ করিলেন অর্থাৎ তালবৃক্ষের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। ১৯

ইহাতে তাহার দুই উরু, কমর ও গ্রীবা—গর্দান, ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেল এবং আকৃতি বিকৃত হইয়া গেল। সেই গর্দ্দভাসুর তখন তালফলসমূহের সহিত ভূতলে পতিত হইল। ২০

ধেনুকাসুরকে প্রাণশূন্য ও শ্রীহীন করিয়া বলরাম তাহার অন্য জ্ঞাতিদিগকেও সেইভাবে তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২১

তখন সেই স্থানের ভূমি গর্দ্দভদিগের মৃতদেহ ও পাতিত পক্ব তালফলসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া শরৎকালের অপ্রকাশিত লক্ষণ ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ২২

সেবকগণের সহিত সেই গর্দ্দভরূপধারী দৈত্য নিহত হইলে পর সেই সুরম্য তালবন আরও অধিক রমণীয় আকার ধারণ করিল। ২৩

সেই শুভ তালবনের সমস্ত ভয় দূর হইয়া গেল। তাহা নির্জ্জন একান্ত প্রদেশের ও সকলের দর্শনযোগ্য হইল এবং সেই উত্তম বনে গোগণ সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। ২৪

তদনন্তর বনে বিচরণকারী সমস্ত গোপগণ সেই তালবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের শোক, ভয় ও আয়াস দূর হইয়া গেল, অতএব তাঁহারা সেখানে সর্ব্বদিকে বারংবার বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৫

ততঃ সুখং প্রকীর্ণাসু গোষু নাগেন্দ্রবিক্রমৌ
ক্রমপর্ণাসনং কৃত্বা তৌ যথেষ্টং নিষীদতুঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
ধেনুকবধো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

অনন্তর বনে গোগণ সুখের সহিত সর্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া চরিতে লাগিল, তখন গজেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বৃক্ষপত্রের দ্বারা আসন রচনা করিয়া যথোচিত রীতিতে উপবেশন করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শিশুলীলাপ্রসঙ্গে ধেনুকাসুর-বধাত্মক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[ বলরামেণ প্রলম্বাসুরস্য বধঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথ তৌ জাতহর্ষৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ।
তত্তালবনমুৎসৃজ্য ভূয়ো ভাণ্ডীরমাগতৌ ॥ ১
চারয়ন্তৌ বিবৃদ্ধানি গোধনানি শুভানি চ।
স্ফীতশষ্পপ্ররূঢ়ানি বীক্ষমাণৌ বনানি চ ॥ ২
ক্ষ্বেড়য়ন্তৌ প্রগায়ন্তৌ প্রচিন্বন্তৌ চ পাদপান্।
নামভির্ব্যাহরন্তৌ চ সবৎসা গাঃ পরন্তপৌ ॥ ৩
নির্যোগপাশৈরাসক্তৈঃ স্কন্ধাভ্যাং শুভলক্ষণৌ।
বনমালাকুলোরস্কৌ বালশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥ ৪
সুবর্ণাঞ্জনচূর্ণাভাবন্যোন্যসদৃশাম্বরৌ।
মহেন্দ্রায়ুধসংসক্তৌ শুক্লকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥ ৫
কুশাগ্রপুষ্পনালাক্ত কর্ণপূরৌ মনোরমৌ।
বনমার্গেষু কুর্বাণৌ বন্যবেষধরাবুভৌ ॥ ৬
গোবর্দ্ধনস্যানুচরৌ বনে সানুচরৌ তু তৌ।
চেরতুর্লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিরপরাজিতৌ ॥ ৭
তাবেবং মানুষীং দীক্ষাং বহন্তৌ সুরপূজিতৌ।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনম্ ॥ ৮
তৌ তু ভাণ্ডীরমাসাদ্য বালক্রীড়ানুবর্তিনৌ।
প্রাপ্তৌ পরমশাখাঢ্যং ন্যগ্রোধং শাখিনাং বরম্ ॥ ৯

## চতুর্দশ অধ্যায়।

[ বলরাম কর্তৃক প্রলম্বাসুর-বধ ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর হর্ষে উৎফুল্ল সেই দুই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সেই তালবন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ভাণ্ডীর বটের নিকট ফিরিলেন ॥ ১

সেখানে তাঁহারা হৃষ্ট-পুষ্ট ও সুন্দর গোধন সকল চরাইতে চরাইতে এবং বর্ধিত শস্যসম্পন্ন বনানীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

শত্রুতাপন সেই দুই ভ্রাতা কখনও তালদান ( বা শীষবাদক সিংহধ্বনি ), কখনও গান, কখনও বৃক্ষের ফল-পুষ্প ও পত্র পাড়ন এবং কখনও বৎসবতী গাভীসকলের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ৩

স্কন্ধের উপর গোবন্ধনের রজ্জু রাখিয়া সুন্দর লক্ষণসম্পন্ন ও বনমালাবিভূষিত বক্ষঃস্থলবিশিষ্ট সেই দুই বীর নবশৃঙ্গধারী বৃষভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪

এই দুই জনের মধ্যে একজনের শরীরকান্তি সুবর্ণচূর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং অন্যজনের দেহকান্তি কজ্জলচূর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল। কিন্তু উভয়ে উভয়ের গাত্রবর্ণের অনুরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। ( অর্থাৎ গৌরবর্ণ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির অনুরূপ নীলবস্ত্র এবং শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের অঙ্গকান্তির অনুরূপ সুবর্ণ তুল্য পীতাম্বর ধারণ করিয়াছিলেন। ) এই দুই ভ্রাতা তখন ইন্দ্রধনুঃসংযুক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৫

তাঁহারা উভয়ে কুশের অগ্রভাগ ও পুষ্পদণ্ডের মনোরম কর্ণপুর নির্মাণ করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন এবং বন্যবেশ ধারণ করিয়া সুশোভিত ছিলেন ॥ ৬

বনে তাঁহাদের অনুগমনকারী বহু গোপবালক ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া এই দুই ভ্রাতা গোবর্দ্ধন-পর্বতের নিকট বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই অপরাজিত বীর ছিলেন। ভাণ্ডীরবটের পার্শ্বে লোকপ্রচলিত বালক্রীড়াসমূহের দ্বারা ( মনোরঞ্জন করিতে করিতে ) শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তাঁহারা দেবগণের দ্বারা পূজিত হইলেও এই দুই ভ্রাতা মানবোচিত দীক্ষা ( ব্রত ) গ্রহণ করত মনুষ্যজাতির গুণাবলিতে যুক্ত ক্রীড়া করিতে করিতে সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮

ভাণ্ডীরের নিকট আসিয়া বালকোচিত ক্রীড়ারত এই দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সেই উত্তম শাখা-সমূহে যুক্ত ও বৃক্ষসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯

তত্র তান্দোলিকাভিশ্চ যুদ্ধমার্গবিশারদৌ ।
অশ্মভিঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ তৌ ব্যায়ামমকুর্বতাম্ ॥ ১০
যুদ্ধমার্গৈশ্চ বিবিধৈর্গোপালৈঃ সহিতাবুভৌ
মুদিতৌ সিংহবিক্রান্তৌ যথাকামং বিচেরতুঃ ॥ ১১
তয়ো রমমাণয়োরেবং তল্লিপ্সুর্দানবোত্তমঃ ।
প্রলম্বোঽভ্যাগমত্তত্র ছিদ্রান্বেষী তয়োস্তদা ॥ ১২
গোপালবেশমাস্থায় বন্যপুষ্পবিভূষিতঃ ।
লোভয়ানঃ স তৌ বীরৌ হাস্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তথা ॥ ১৩
সোঽবগাহত নিঃশঙ্কস্তেষাং মধ্যমমানুষঃ ।
মানুষং বপুরাস্থায় প্রলম্বো দানবোত্তমঃ ॥ ১৪
প্রক্রীড়িতাশ্চ তে সর্বে সহ তেনামরারিণা ।
গোপালবপুষং গোপা মন্যমানাঃ স্ববান্ধবম্ ॥১৫
স তু ছিদ্রান্তরপ্রেপ্সুঃ প্রলম্বো গোপতাং গতঃ ।
দৃষ্টিং প্রণিদধে কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে চ দারুণাম্ ॥ ১৬
অবিষহ্যং ততো মত্বা কৃষ্ণমদ্ভুতবিক্রমম্ ।
রৌহিণেয়বধে যত্নমকরোদ্দানবোত্তমঃ ॥ ১৭
হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ ।
প্রক্রীড়িতাস্তু তে সর্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্ ॥ ১৮
কৃষ্ণঃ শ্রীদামসহিতঃ পুপ্লুবে গোপসূনুনা
সঙ্কর্ষণস্তু প্লুতবান্ প্রলম্বেন সহানঘ ॥ ১৯
গোপালাস্ত্বপরে দ্বন্দ্বং গোপালৈরপরৈঃ সহ
প্রক্রান্তা লঙ্ঘয়ন্তো বৈ তেঽন্যোন্যং লঘুবিক্রমাঃ ॥ ২০
শ্রীদামানমজয়ৎ কৃষ্ণঃ প্রলম্বং রোহিণীসুতঃ ।
গোপালৈঃ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈর্গোপালাস্ত্বপরে জিতাঃ ॥ ২১
তে বাহয়ন্তস্ত্বন্যোন্যং সংহর্ষাৎ সহসা দ্রুতাঃ ।
ভাণ্ডীরস্কন্ধমুদ্দিশ্য মর্যাদাং পুনরাগমন্ ॥ ২২

যুদ্ধের প্রণালীবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ এই দুই ভ্রাতা সেখানে কখনও হিন্দোলখেলা এবং কখনও ক্ষেপণযোগ্য প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ব্যায়াম করিতে লাগিলেন । ১০

নানা প্রকার যুদ্ধের কৌশল দেখাইতে দেখাইতে এই সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীর গোপবালকগণের সহিত থাকিয়া নিজেদের ইচ্ছানুসারে সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ১১

এইভাবে যখন ইঁহারা উভয়ে খেলায় আনন্দে মগ্ন ছিলেন, সেই সময় ইঁহাদের দুইজনকে ভুলিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছায় অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রলম্ব এক গোপবালকের বেশ ধারণ করত সেখানে আসিল । সে নিজেকে বনজাত পুষ্পসমূহে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছিল । সে তখন ইঁহাদের উভয়ের ছিদ্র (ভুলিয়া লইবার সুযোগ) অন্বেষণ করিতেছিল এবং দুই বীরকে নিজেদের হাস্য-পরিহাস ক্রীড়ায় যুক্ত করিতেছিল । ১২-১৩

দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব মনুষ্য না হইলেও মনুষ্যের শরীর ধারণ করত নিঃশঙ্কভাবে সেই গোপবালকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । ১৪

সেই সব বালকগণ তখন এই দেবশত্রু প্রলম্বের সহিত খেলা করিতে লাগিলেন । এই গোপবালকের বেশধারী অসুরকে তখন সে সকল নিজেদের বন্ধু বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন । ১৫

কিন্তু গোপবেশ ধরিয়া আগত প্রলম্ব সেই দুই ভ্রাতার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিল, সেইজন্য সে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপর ক্রূর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল । ১৬

শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত পরাক্রম ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে অজেয় মনে করিয়া সেই দানবরাজ রোহিণীনন্দন বলরামকেই বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । ১৭

তদনন্তর সেই সব গোপবালকগণ হরিণাক্রীড়ন নামক বালকোচিত খেলা* আরম্ভ করিল । ইহাতে দুই দুই জন করিয়া বালক এক সঙ্গে লম্ফ প্রদান করিয়া খেলা করিতে লাগিল । ১৮

নিষ্পাপ জনমেজয় ! শ্রীদামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ লম্ফ-প্রদান খেলা করিতে লাগিলেন এবং গোপবালক বেশে আগত প্রলম্বের সহিত সঙ্কর্ষণ লাফালাফি খেলা করিতেছিলেন । ১৯

এই ভাবে অন্য গোপালগণ অপর গোপালদিগের সহিত দুই দুই জন করিয়া যুগলভাবে পরস্পরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহারা ক্ষিপ্রগতিতে উল্লম্ফন পূর্বক যাইতে লাগিলেন । ২০

এই খেলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে জয় করিলেন, রোহিণীনন্দন বলরাম প্রলম্বকে জয় করিলেন এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপালগণ অন্য গোপালদিগকে পরাজিত করিলেন । ২১

যে সব বালক পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা বিজয়ী বালকদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে করিতে অতিশয় হর্ষসহকারে সহসা দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং ভাণ্ডীর বৃক্ষের মূল

* কোন এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের নিকট একসঙ্গে দুই দুই জন বালক হরিণের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিতে করিতে যাইতে থাকিবে । যে উভয়ের মধ্যে প্রথমে যাইবে, সে জয়ী হইবে । পরাজিত বালক জয়ী বালককে পৃষ্ঠে করিয়া প্রথম স্থানে লইয়া আসিবে ইহাই হইল 'হরিণাক্রীড়ন' খেলা ।

স কর্ষণং স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ
তূর্ণং জগাম বিমুখঃ সচন্দ্র ইব তোয়দঃ ॥ ১৩
স ভারমসহংস্তস্য রৌহিণেয়স্য ধীমতঃ ।
ববৃধে সুমহাকায়ঃ শক্রাক্রান্ত ইবাম্বুদঃ ॥ ১৪
স ভাণ্ডীরবটপ্রখ্যং দগ্ধাঞ্জনগিরিপ্রভম্
বপুঃ বপুর্দানবানাম্ প্রলম্বো দানবোত্তমঃ ॥
পঞ্চস্তবকযুক্তেন মুকুটেনার্কবর্চসা ।
দীপ্যমাননো দৈত্যঃ সূর্যাক্রান্ত ইবাম্বুদঃ ॥ ১৬
মহাননো মহাগ্রীবঃ সুমহাবদ্ধকোপনঃ ।
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো নম্যান্তরদৈর্ঘ্যভীম্ ॥ ১৭
স্রগ্দামলম্বাভরণঃ প্রলম্বাম্বরভূষণঃ ।
বীরঃ প্রলম্বঃ প্রযযৌ লম্বতোয় ইবাম্বুদঃ ॥ ১৮
স হ্রিয়মাণ বেগেন রৌহিণেয়ঃ মহাসুরঃ
সাগরোপপ্লবগতঃ কৃৎস্নাং লোকবিবাসুকঃ ॥ ১৯
হ্রিয়মাণঃ প্রলম্বেন স তু সঙ্কর্ষণো বভৌ
উহ্যমান ইবাকাশে কালমেঘেন চন্দ্রমাঃ ॥ ২০
স সন্দিগ্ধমিবাত্মানং মেনে সঙ্কর্ষণস্তদা
দৈত্যস্কন্ধগতঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণং চেদমুবাচ হ ॥ ২১
হ্রিয়েঽহং কৃষ্ণ দৈত্যেন পর্বতোদগ্রবর্ষ্মণা
প্রদর্শয়িত্বা মহতীং মায়াং মানুষরূপিণীম্ ॥ ২২
কথমস্য ময়া কার্যং শাসনং দুষ্টচেতসঃ
প্রলম্বস্য প্রবৃদ্ধস্য দর্পাদ্ বিগুণবর্চসঃ ॥২৩
তমাহ সস্মিতঃ কৃষ্ণঃ সাম্না হর্ষাকুলেন বৈ ।
অভিজ্ঞো রৌহিণেয়স্য বৃত্তস্য চ বলস্য চ ॥ ২৪
অহোঽয়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবানুপাল্যতে
যস্ত্বং জগন্ময়ং দেবং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং গতঃ ॥২৫

তারা পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইলেন। ২২

কিন্তু দানব প্রলম্ব বলরামকে শীঘ্র নিজ স্কন্ধে তুলিয়া সেখান হইতে পশ্চাদ্‌মুখে তীব্রগতিতে আকাশের দিকে যাইতে লাগিল। সেই সময় এই দানব উপরি ভাগে চন্দ্রকে ধারণ করিয়া অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২৩

বুদ্ধিমান্ রোহিণীনন্দন বলরামের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই দানব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং বর্দ্ধিত হইতে হইতে বিশালদেহ হইয়া ইন্দ্রের বাহনরূপে স্থিত মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ২৪

দানবরাজ প্রলম্ব সেখানে নিজের শরীরকে ভাণ্ডীর বট এবং প্রজ্বলিত কজ্জল গিরির ন্যায় দর্শন করাইল। ২৫

এই দানবের মুখ পাঁচ পুষ্পস্তবকে যুক্ত সূর্যতুল্য তেজস্বী মুকুটের দ্বারা দেদীপ্যমান ছিল এবং সেই মুকুট ধারণ করিয়া দৈত্য সূর্যের দ্বারা আক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সদৃশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ২৬

তাহার মুখ বিশাল ছিল এবং গ্রীবাও (গর্দানও) বিশাল ছিল। এই বিরাট দেহধারী দৈত্য যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। তাহার চক্ষু তখন গাড়ীর চাকার ন্যায় দেখাইতেছিল এবং নিজের পদের চাপে পৃথিবীকে যেন নত করিয়া দিতেছিল। ২৭

তাহার কণ্ঠে পুষ্পের লম্বা মালা শোভা পাইতেছিল। ইহার বস্ত্র ও আভরণসকলও অতিশয় লম্বা ছিল। এই বীর প্রলম্ব নিষ্প্রাণ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় তীব্রবেগে সেইরূপে বলরামকে হরণ করিয়া লইয়া যাইল, যেরূপ প্রলয়ের কাল একার্ণবে মগ্ন সম্পূর্ণ জগৎকে অপহরণ করিয়া থাকে। ২৮-২৯

প্রলম্বাসুর কর্তৃক অপহৃত হইতে থাকিয়া সঙ্কর্ষণ আকাশপথে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ কাল মেঘের দ্বারা বাহিত হইতে হইতে আকাশে চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকে। ৩০

সেই সময় বলরাম নিজেকে প্রাণসংশয় অবস্থায় পতিত বলিয়া মনে করিলেন। তখন দৈত্যের স্কন্ধে স্থিত শ্রীমান্ বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৩১

কৃষ্ণ! এই দেখ, আমাকে পর্বততুল্য বিশালদেহ কোনও এক দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে মনুষ্যরূপধারিণী বিশিষ্ট মায়া দেখাইয়া আমাকে ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। ৩২

এই দুষ্টাত্মা দৈত্য বর্দ্ধিত হইয়া অতিশয় দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। গর্বিত দর্পে ইহার কান্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আমি কিরূপে ইহাকে দমন করিব? ৩৩

তখন রোহিণীনন্দন বলরামের চরিত্র ও বলসম্বন্ধে অভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে হর্ষপূর্ণ ও সান্ত্বনাযুক্ত বাক্যে এই কথা বলিলেন। ৩৪

অহো! আপনি যে স্পষ্টই মানব ভাব অবলম্বন ও পালন করিয়া যাইতেছেন। আপনার স্বরূপ ত' অখিল বিশ্বময়। আপনি দিব্য স্বরূপ এবং গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। আপনিই সমস্ত লোকসমূহের সংহার হইলে পর নারায়ণরূপে বিরাজমান থাকেন। আপনি আপনার সেই স্বরূপ স্মরণ করুন। প্রলয়-

যদা নারায়ণাত্মানং লোকানাং ত্বং বিপর্যয়ে
অবগচ্ছাত্মনাত্মানং সমুদ্রাণাং সমাগমে ॥ ৩৬
পুরাতনানাং দেবানাং ব্রহ্মণঃ সলিলস্য চ ।
আত্মতত্ত্বপ্রভাবাণাং সংস্মরাদ্যঞ্চ বৈ বপুঃ ॥ ৩৭
শিরঃ খং তে জলং মূর্তিঃ ক্ষমা ভূর্দহনো মুখম্ ।
বায়ুর্লোকায়ুরুচ্ছ্বাসো মনঃ স্রষ্টা ধ্রুবং তব ॥ ৩৮
সহস্রাস্যঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রচরণেক্ষণঃ ।
সহস্রপদ্মনাভস্ত্বং সহস্রাংশুধরোঽরিহা ॥ ৩৯
যত্ত্বয়া দর্শিতং লোকে তৎ পশ্যন্তি দিবৌকসঃ ।
যত্ত্বয়া নোক্তপূর্বং হি কস্তদন্বেষ্টুমর্হতি ॥ ৪০
যদ্বেদিতব্যং লোকেঽস্মিন্ ত্বয়া সমুদাহৃতম্ ।
বিদিতং যত্তবৈকস্য দেবা অপি ন তদ্বিদুঃ ॥ ৪১
আত্মজং তে বপুর্ব্যোম্নি ন পশ্যন্ত্যাত্মসম্ভবম্
যত্তু তে কৃত্রিমং রূপং তদর্চন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৪২
দেবৈর্ন দৃষ্টশ্চান্তস্তে তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ ।
ত্বং হি সূক্ষ্মো মহানেকঃ সূক্ষ্মৈরপি দুরাসদঃ ॥ ৪৩
ত্বয্যেব জগতঃ স্তম্ভে শাশ্বতী জগতী স্থিতা ।
অচলা প্রাণিনাং যোনির্ধার্যতেঽখিলং জগৎ ॥ ৪৪
চতুঃসাগরভোগস্ত্বং চাতুর্বর্ণ্যবিভাগবিৎ
চতুর্যুগেষু লোকানাং চাতুর্হোত্রফলাশনঃ ॥ ৪৫
যথাহমপি লোকানাং তথা ত্বং তচ্চ মে মতম্ ।
উভাবেকশরীরৌ স্বো জগদর্থে দ্বিধা কৃতৌ
অহং বা শাশ্বতঃ কৃষ্ণস্ত্বং বা শেষঃ পুরাতনঃ ॥ ৪৬
(স বলেন ভবান্ পূর্ণ ত্রৈলোক্যান্তরদর্শনঃ ।)
লোকানাং শাশ্বতো দেবস্ত্বং হি শেষঃ সনাতনঃ
আবয়োর্দেহমাত্রেণ বিবিধং ধার্যতে জগৎ ॥ ৪৭

---

কালে যখন সব সমুদ্র মিলিত হইয়া একাকার হইয়া যায়, সেই সময় আপনি যে দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণরূপে বিরাজমান হন, এখন স্বয়ংই তাহা অনুভব করুন। ৩৫-৩৬

পুরাতন দেবগণ, ব্রহ্মা, জল এবং নিজের চরিত্র ও প্রভাব—এই সবের আদি কারণ এবং নিজের যে শাশ্বত স্বরূপ, তাহা আপনি স্মরণ করুন। ৩৭

আকাশ আপনার মস্তক, জল মূর্তি, পৃথিবী পদ, অগ্নি মুখ, লোকসকলের জীবনদাতা বায়ু আপনার উচ্ছ্বাস এবং চন্দ্র আপনার মন। ৩৮

আপনার সহস্র মুখ, সহস্র দেহ, সহস্র হস্ত-পদ এবং সহস্র নয়ন। আপনার নাভি হইতে সহস্র কমল প্রকটিত হইয়াছে। আপনি সহস্র কিরণবিশিষ্ট সূর্যকে চক্ররূপে ধারণ করত শত্রুগণকে সংহার করেন। ৩৯

আপনি পুরাকালে যাহা কিছু দেখাইয়াছেন, সংসারে স্বর্গবাসী দেবগণ তাহাই দর্শন করেন। আপনি পূর্বে যাহা বলেন নাই, তাহার অনুসন্ধান কে করিতে পারে? ৪০

জগতে যাহা কিছু জানিবার যোগ্য বিষয় আছে, তৎসমস্তই আপনি পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন। একমাত্র আপনি যে তত্ত্ব অবগত আছেন, তাহা দেবগণও জানিতে পারেন না। ৪১

আপনার যে সহজ, আকাশেও ব্যাপক এবং স্বয়ম্ভূরূপ আছে, সেই (বিশুদ্ধ সনাতন ও নির্গুণ নিরাকার রূপ) রূপ দেবগণও দেখিতে বা বুঝিতে পারেন না। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য আপনি যে সগুণ সাকার রূপে অবতার গ্রহণ করেন, তাহাই স্বর্গবাসী দেবগণ পূজা ও আরাধনা করেন। ৪২

দেবগণও আপনার অন্ত দেখিতে পান না, সেইজন্য আপনি 'অনন্ত' বলিয়া অভিহিত হন। আপনি সূক্ষ্ম, মহান্ ও এক। সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও আপনাকে জানা বা প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ৪৩

আপনিই এই জগতের আধারস্তম্ভ। আপনার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই সনাতন পৃথিবী অবিচলভাবে সম্পূর্ণ জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তির স্থান হইয়াছে। ৪৪

চার সমুদ্র আপনার স্বরূপ। আপনি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বিভাগ জানেন। সত্যাদি চারি যুগে চাতুর্হোত্র-যজ্ঞের যে ফল, তাহার উপভোগকারীও আপনিই। ৪৫

যেরূপ আমি সমস্ত লোকসমূহের অন্তর্যামী আত্মা, সেইরূপ আপনিও—ইহাই আমার অভিমত। আমরা উভয়েই একশরীর-বিশিষ্ট, কেবল জগতের হিতের জন্যই দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। ৪৬

আমি সনাতন বিষ্ণু এবং আপনি পুরাতন শেষ; লোকসমূহের সনাতন দেব ও সনাতন শেষ আপনিই; আমাদের দুইয়ের দেহমাত্রই (বিষ্ণু বা অনন্তরূপে) এই জড় এবং চেতনময় দ্বিবিধ জগৎকে ধারণ করে। ৪৭

অহং যঃ স ভবানেব যস্ত্বং সোঽহং সনাতনঃ।
দ্বাবেব বিহিতৌ হ্যাবামেকদেহৌ মহাবলৌ ॥ ৪৮
তদাস্সে মূঢ়বত্ত্বং কিং প্রাণেন জহি দানবম্।
মূর্দ্ধ্নি দেবরিপুং দেব কল্পেন বজ্রমুষ্টিনা ॥ ৪৯
বৈশম্পায়ন উবাচ।
সংস্মারিতস্তু কৃষ্ণেন রৌহিণেয়ঃ পুরাতনম্।
বলেনাপূর্য্যত তদা ত্রৈলোক্যান্তরচারিণা ॥ ৫০
ততঃ প্রলম্বং দুর্বৃত্তং স বদ্ধেন মহাভুজঃ।
মুষ্টিনা বজ্রকল্পেন মূর্দ্ধ্নি চৈনং সমাহনৎ ॥ ৫১
তস্যোত্তমাঙ্গং স্বে কায়ে বিকপালং বিবেশ হ।
জানুভ্যাং চাহতঃ শেতে গতাসুর্দানবোত্তমঃ ॥ ৫২
জগত্যাং বিপ্রকীর্ণস্য তস্য রূপমভূত্তদা।
প্রলম্বস্যাম্বরস্থস্য মেঘস্যেব বিদীর্য্যতঃ ॥ ৫৩
তস্য ভগ্নোত্তমাঙ্গস্য দেহাৎ সুস্রাব শোণিতম্।
বহুগৈরিকসংযুক্তং শৈলশৃঙ্গাদিবোদকম্ ॥ ৫৪
তং নিহত্য প্রলম্বং তু সংহৃত্য বলমাত্মনঃ।
পর্য্যষজত বৈ কৃষ্ণং রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৫
তং তু কৃষ্ণশ্চ গোপাশ্চ দিবিস্থাশ্চ দিবৌকসঃ।
তুষ্টুবুর্নিহতে দৈত্যে জয়াশীর্ভির্মহাবলম্ ॥ ৫৬
বলেনায়ং হতো দৈত্যো বালেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
বিবদন্ত্যশরীরিণ্যো বাচঃ সুরসমীরিতাঃ ॥ ৫৭
বলদেবেতি নামাস্য দেবৈরুক্তং দিবি স্থিতৈঃ।
বলং তু বলদেবস্য তদা ভুবি জনা বিদুঃ ॥ ৫৮
কর্ম্মজং নিহতে দৈত্যে দেবৈরপি দুরাসদে ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি শিশুচর্য্যায়াং প্রলম্ববধো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

যাহা আমি, তাহাই আপনি। যাহা আপনি, সেই সনাতন পুরুষ আমিই। আমরা উভয়েই এক আত্মা, কিন্তু এই সময়ে দুই মহাবল স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। ৪৮

দেব! আপনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ হইয়া কেন নীরব রহিয়াছেন? বলপূর্ব্বক এই দানবকে সংহার করুন। আপনি বজ্রতুল্য মুষ্টির দ্বারা এই দেবদ্রোহী দানবের মস্তকে প্রহার করুন। ৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে পুরাতন স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন রোহিণী-নন্দন বলরাম ত্রিলোকের মধ্যে ব্যাপ্ত অনন্ত বলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। ৫০

তখন মহাবাহু বীর বলরাম দুরাচার প্রলম্বাসুরের মস্তকে বজ্রতুল্য নিজের বদ্ধ মুষ্টি প্রচণ্ডরূপে প্রহার করিলেন। ৫১

ইহাতে তাহার কপাল উড়িয়া যাইল এবং অবশিষ্ট মস্তক নিজের দেহে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে আহত দানবরাজ প্রলম্ব দুই জানুদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করত পতিত হইল এবং প্রাণহীন হইয়া চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিল। ৫২

আকাশে স্থিত মেঘের ঘন ঘটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত হইয়া পড়িলে তাহার যেরূপ রূপ দেখা যায়, সেইরূপ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পতিত প্রলম্বাসুরের রূপও দেখা যাইতে লাগিল। ৫৩

তৎপরে সেই অসুরের দেহ হইতে তখন রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইহাতে মনে হইতেছিল,—পর্ব্বতের শিখর হইতে গৈরিকমিশ্রিত জল প্রবাহিত হইতেছে। ৫৪

এইভাবে প্রলম্বাসুরকে নিহত করিয়া নিজের বলকে পুনরায় সংহত করিয়া লইবার পর প্রতাপশালী রোহিণীনন্দন বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। ৫৫

সেই সময় দৈত্য নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণ ও আকাশে স্থিত দেবতারা বিজয়সূচক আশীর্ব্বাদ দান করিতে করিতে মহাবল বলরামের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৫৬

'অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী এই বালক এরূপ দৈত্যকে বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছে' এই প্রকার দেবগণের কথিত আকাশবাণী বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল। ৫৭

সেই সময় অবস্থিত দেবগণ তাঁহার 'বলদেব' এই নাম রাখিলেন। এই সময় হইতেই ভূতলে সকল মানুষ বলদেবের বল জানিতে পারিল। ৫৮

যে দেবগণেরও দুর্জ্জয় ছিল, সেই প্রলম্বাসুর নিহত হইলে পর বলরাম তাঁহার পরাক্রম অনুসারে এই 'বলদেব' নাম প্রাপ্ত হন। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শিশুলীলাপ্রসঙ্গে প্রলম্বাসুরের বধবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[ ইন্দ্রোৎসববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য জিজ্ঞাসা, কেনচিদ্ বৃদ্ধেন গোপেন তস্যাবশ্যকতায়াঃ প্রতিপাদনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তয়োঃ প্রবৃত্তয়োরেবং কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ।
বনে বিচরতোর্মাসৌ বার্ষিকৌ সমতীয়তুঃ ॥ ১
ব্রজমাজগ্মতুস্তৌ তু ব্রজে শুশ্রুবতুস্তদা
প্রাপ্তং শক্রমহং বীরৌ গোপাংশ্চোৎসবলালসান্ ॥ ২
কৌতূহলাদিদং বাক্যং কৃষ্ণঃ প্রোবাচ তত্র তান্।
কোঽয়ং শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ ॥ ৩
তত্র বৃদ্ধস্তথৈকো গোপো বাক্যমুবাচ হ
শ্রূয়তাং তাত শক্রস্য যদর্থং ধ্বজ ইজ্যতে ॥ ৪
দেবানামীশ্বরঃ শক্রো মেঘানাং চারিসূদন।
তস্য চায়ং ক্রতুঃ কৃষ্ণ লোকনাথস্য শাশ্বতঃ ॥ ৫
তেন সঞ্চোদিতা মেঘাস্তস্যায়ুধবিভূষিতাঃ।
তস্যৈবাজ্ঞাকরাঃ সস্যং জনয়ন্তি নবাম্বুভিঃ ॥ ৬
মেঘস্য পয়সো দাতা পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ
সম্প্রহৃষ্টঃ স ভগবান্ প্রীণয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৭
তেন সম্পাদিতং শস্যং বয়মন্যে চ মানবাঃ
বর্ত্তয়ামোপভুঞ্জানাস্তর্পয়ামশ্চ দেবতাঃ ॥ ৮
তেনে বর্ষতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ শস্যং প্রবর্দ্ধতে
পৃথিব্যাং তর্পিতায়াং তু সামৃতং লক্ষ্যতে জগৎ ॥ ৯
ক্ষীরবত্য ইমা গাবো বৎসবত্যশ্চ নির্বৃতাঃ
তেন সংবর্দ্ধিতাস্তাত তৃণৈঃ পুষ্টাঃ সপুঙ্গবাঃ ॥ ১০
নাশস্যা নাতৃণা ভূমির্ন বুভুক্ষার্দিতো জনঃ।
দৃশ্যতে যত্র দৃশ্যন্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥ ১১
দুহোহ সবিতুর্গা বৈ শক্রো দিব্যাঃ পয়স্বিনীঃ
তাঃ ক্ষরন্তি নবং ক্ষীরং মেধ্যং মেঘৌঘধারিতম্ ॥ ১২

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

[ ইন্দ্রোৎসব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা এবং এক বৃদ্ধ গোপ-কর্তৃক তাহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ের এইরূপে নিত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে বর্ষার দুই মাস অতিবাহিত হইল। ১

একদিন যখন সেই দুই বীর ব্রজে আসিলেন, তখন তাঁহারা শ্রবণ করিলেন যে, ইন্দ্রযাগের উৎসবের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং সমস্ত গোপগণ সেই উৎসব দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। ২

তখন শ্রীকৃষ্ণ কৌতূহলবশতঃ তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই ইন্দ্রযাগ উৎসব কি? যাহার জন্য তোমাদের এরূপ হর্ষ হইতেছে। ৩

তিনি এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই গোপগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ এক গোপ এই কথা বলিলেন—তাত! তুমি শ্রবণ কর। আমাদের এখানে যে জন্য ইন্দ্রের ধ্বজ পূজিত হইয়া থাকে (তাহা বলিতেছি)। ৪

মধুসূদন কৃষ্ণ! দেবগণ ও মেঘগণের ঈশ্বর হইলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনিই জগতের সনাতন রক্ষক। তাঁহারই (উদ্দেশে) এই উৎসব পালিত হইয়া থাকে। ৫

তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অস্ত্রে (ইন্দ্রধনুতে) বিভূষিত হইয়া মেঘ তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতে করিতে নূতন জল বর্ষণ করিয়া মাঠে মাঠে শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ৬

অনেক নামে বিভূষিত ভগবান্ পুরন্দর ইন্দ্র মেঘ ও জলের দাতা। তিনি প্রসন্ন হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎকে তৃপ্ত করেন। ৭

তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ক্ষেত হইতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাই আমরা ও অন্যান্য মনুষ্যগণ ভক্ষণ করি এবং তাহাই ধর্ম্ম কার্য্যেও উপযোগে যথাবিধি ব্যবহার করিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞাদির দ্বারা তৃপ্ত করি। ৮

এ জগতে ইন্দ্রদেব জলবর্ষণ করিলে পর তাহা হইতে ক্ষেত্রে শস্য বর্দ্ধিত হয়। বর্ষার দ্বারা পৃথিবী তৃপ্ত হইলে সম্পূর্ণ জগৎ সজল দেখা যায়। ৯

তাত! এই বর্ষার দ্বারা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত তৃণসমূহের দ্বারা বৃষসহ এই গোগণ হৃষ্ট হইয়া বৎস প্রসব করে ও প্রচুর সহকারে দুগ্ধ প্রদান করে। ১০

যে স্থানে বর্ষণশীল মেঘ দেখা যায়, সেই ভূমিতে কখনও শস্যের অভাব হয় না, তৃণহীন থাকে না ও সেখানের মানুষকে কখনও ক্ষুধায় পীড়িত হইতে দেখা যায় না। ১১

সূর্য্যদেবের দিব্য কিরণসমূহ পৃথিবীর জল শোষণ করিয়া পয়স্বিনী (গো অথবা জলবতী) হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রদেব তাহাকে দোহন করেন। তাঁহার দোহনের পর সেই কিরণময়ী গোসকল নূতন এবং পবিত্র জলরূপী দুগ্ধ নিঃসারণ করে, যাহাকে মেঘমণ্ডল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ১২

বায়্বীরিতঃ তু মেঘেষু করোতি নিনদং মহৎ
ক্ষবেনাবর্জিতঃ চৈব গর্জতীতি জনা বিদুঃ ॥ ১৩
তস্য চৈবোহ্যমানস্য বায়ুযুক্তৈর্বলাহকৈঃ
বজ্রাশনিসমাঃ শব্দাঃ ক্রমন্তে নগভেদিনঃ ॥ ১৪
উজ্জ্বলঃ বহ্নিনিষ্পেষৈর্বিসৃজতি নভোগতৈঃ।
বহুভিঃ কামগৈর্মেঘৈঃ শক্রো ভূতোবিবেশ্বরঃ ॥ ১৫
কচিত্তুহিনসঙ্কাশৈঃ কচিচ্ছিন্নভ্রমাশ্রিতৈঃ।
কচিদ্বিরাজনাকারৈঃ কচিচ্ছীকরবর্ষিভিঃ ॥ ১৬
মণ্ডয়ন্নিব দেবেন্দ্রো বিশ্বমেবং নভো ঘনৈঃ।
কচিচ্ছীকরমুক্তাভঃ কুরুতে গগনং ঘনঃ ॥ ১৭
এবমেতৎ পয়ো দুগ্ধং গোভিঃ সূর্যস্য বারিদঃ।
পর্জন্যঃ সর্বভূতানাং ভবায় ভুবি বর্ষতি ॥ ১৮
যস্মাৎ প্রাবৃড়িয়ং কৃষ্ণ শক্রস্য ভুবি ভাবিনী
তস্মাৎ প্রাবৃষি রাজানঃ সর্বে শক্রং মুদা যুতাঃ
মহৈঃ সুরেশমর্চন্তি বয়মন্যে চ যে নরাঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
শিশুচর্যায়াং গোপবাক্যং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

এই জলই বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘে আবদ্ধ হইলে পর মেঘের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গভীর শব্দ করিতে থাকে, যাহাকে সকল মানুষ মনে করে যে, মেঘ গর্জন করিতেছে। ১৩

বায়ুযুক্ত মেঘের দ্বারা বাহিত সেই জলরাশির পর্বতভেদী একটি বজ্র এবং বিদ্যুতের ঘর্ষণ-শব্দের ন্যায় শুনা যায়। ১৪

যেরূপ রাজা নিজের ভৃত্যগণের দ্বারা নীচ কর্ম করাইয়া থাকে, সেইরূপ দেবরাজ ইন্দ্র আকাশে বিস্তৃত ও ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করিতে সমর্থ বহুসংখ্যক মেঘের দ্বারা বজ্রের ঘোর শব্দের সহিত জলকে ভূতলে বর্ষণ করেন। ১৫

কোথাও এই মেঘ তুহিনের ন্যায় হইয়া সম্পূর্ণ আকাশকে আচ্ছন্ন করে। কোথাও ছিন্ন ভিন্ন মেঘাকারে লক্ষিত হয়। কোথাও বড় বড় অঞ্জনতুল্য কালরূপে দৃষ্ট হয় এবং কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের বিন্দু বর্ষণ করিতেছে দেখা যায়। এই ভাবে বিভিন্ন প্রকারের মেঘগুলের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র আকাশ ও বিশ্বকে যেন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও মেঘ বর্ষণ করিয়া জলবিন্দুরূপী মুক্তাসমূহে প্রকাশিত করিয়া থাকে। ১৬-১৭

এইরূপে পর্জন্যদেব (ইন্দ্র) এই পৃথিবীর জলকে সূর্যের কিরণসমূহের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের বৃদ্ধির জন্য উহাকে মেঘ দ্বারা ভূতলে বর্ষণ করেন। ১৮

শ্রীকৃষ্ণ! সেইজন্য এই বর্ষাঋতু পৃথিবীতে ইন্দ্রদেবের পূজার সময়; অতএব সমস্ত রাজারা আনন্দিত হইয়া বর্ষাঋতুতে নানা প্রকার উৎসবের দ্বারা ইন্দ্রদেবের পূজা করেন। আমরা ও অন্যান্য মনুষ্যগণও এইভাবে তাঁহার উৎসব পালন করি। ১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শিশুলীলাপ্রসঙ্গে গোপের বাক্যবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণেন গিরিযজ্ঞস্য গোপূজায়াশ্চ প্রস্তাবং কুর্বতা শরদৃতো বর্ণনম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
গোপবৃদ্ধস্য বচনং শ্রুত্বা শক্রপরিগ্রহে
প্রভাবজ্ঞোঽপি শক্রস্য বাক্যং দামোদরোঽব্রবীৎ ॥১
বয়ং বনচরা গোপাঃ সদা গোধনজীবিনঃ।
গাবোঽস্মদ্দৈবতং বিদ্ধি গিরয়শ্চ বনানি চ ॥ ২
কর্ষুকাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যং বিপণিজীবিনাম্।
গাবোঽস্মাকং পরা বৃত্তিরেতৎ ত্রৈবিদ্যমুচ্যতে ॥৩
বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্য সা দৈবতং পরম্।
সৈব পূজার্চনীয়া চ সৈব তস্যোপকারিণী ॥ ৪
যোঽন্যস্য ফলমশ্নানঃ করোত্যন্যস্য সৎক্রিয়াম্।

## ষোড়শ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গিরিযজ্ঞ ও গোপূজনের প্রস্তাব করিতে করিতে শরদ্ ঋতুর বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইন্দ্র-মহোৎসব পালন-বিষয়ে সেই বৃদ্ধ গোপের বাক্য শ্রবণ করত ইন্দ্রের প্রভাব জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন ? ১

আর্য! আমরা বনে বিচরণকারী গোপ এবং সদা গোধনের দ্বারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করি; অতএব আপনার ইহা জানা আবশ্যক যে, গো, পর্বত ও বন—ইহারাই আমাদের দেবতা। ২

কৃষকদের জীবিকা কৃষি, বাণিজ্য করিয়া জীবন নির্বাহকারী বৈশ্যগণের জীবিকা ক্রয়-বিক্রয় এবং আমাদের সকলের সর্বোত্তম বৃত্তি গোধন অর্থাৎ গো-পালন। এই বার্তারূপা বিদ্যার তিন প্রকার ভেদ কথিত আছে। ৩

যে ব্যক্তি যে বিদ্যার দ্বারা যুক্ত, তাহার পক্ষে সেই বিদ্যাই সর্বোত্তম দেবতা, উহাই পূজা-অর্চনার যোগ্য এবং উহাই তাহার উপকারিণী। ৪

হ্যনর্থং স লভতে প্রেত্য চেহ চ মানবঃ ॥ ৫
কৃষ্যন্তা প্রথিতা সীমা সীমান্তং শ্রূয়তে বনম্ ।
বনান্তা গিরয়ঃ সর্বে সা চাস্মাকং গতির্ধ্রুবা ॥ ৬
শ্রূয়ন্তে গিরয়শ্চাপি বনেঽস্মিন্ কামরূপিণঃ
প্রবিশ্য তাংস্তাংস্তনবো রমন্তে স্বেষু সানুষু ॥ ৭
ভূত্বা কেশরিণঃ সিংহা ব্যাঘ্রাশ্চ নখিনাং বরাঃ
বনানি স্বানি রক্ষন্তি ত্রাসয়ন্তো বনচ্ছিদঃ ॥ ৮
যদা চৈষাং বিকুর্বন্তি তে বনালয়জীবিনঃ
ঘ্নন্তি তানেব দুর্বৃত্তান্ পৌরুষাদেন কর্মণা ॥ ৯
মন্ত্রযজ্ঞপরা বিপ্রাঃ সীতাযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ ।
গিরিযজ্ঞাস্তথা গোপা ইজ্যোঽস্মাভির্গিরির্বনে ॥ ১০
তন্মহ্যং রোচতে গোপা গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্যতাম্ ।
কর্ম কৃত্বা সুখস্থানে পাদপেষ্বথ বা গিরৌ ॥ ১১
তত্র হত্বা পশূন্ মেধ্যান্ বিতত্যায়তনে শুভে
সর্বঘোষস্য সন্দোহঃ ক্রিয়তাং কিং বিচার্যতে ॥ ১২
তং শরৎকুসুমাপীড়াঃ পরিবার্য প্রদক্ষিণম্
গাবো গিরিবরং সর্বা ততো যান্তু পুনর্ব্রজম্ ॥ ১৩
প্রাপ্তা কিলেয়ং হি গবাং স্বাদুতোয়তৃণা গুণৈঃ
শরৎ প্রমুদিতা রম্যা গতমেঘজলা শিবা ॥ ১৪
প্রিয়কৈঃ পুষ্পিতৈর্গৌরৈঃ শ্যামং বাণাসনৈঃ ক্বচিৎ
কঠোরতৃণমাভাতি নির্ময়ূররুতং বনম্ ॥ ১৫
বিজলা বিমলা ব্যোম্নি বিবলাকা বিবিদ্যুতঃ ।
বিবর্দ্ধন্তে জলধরা বিদন্তা ইব কুঞ্জরাঃ ॥ ১৬
পটুনা মেঘনাদেন নবতোয়প্রকর্ষিণা
পর্ণোৎকরঘনাঃ সর্বে প্রমাণং যান্তি পাদপাঃ ।

যে মানুষ এক জনের নিকট হইতে ফল প্রাপ্ত হইয়া উহা ভোগ করে, অথচ অন্য জনের পূজা (আদর-সৎকার) করে, সেই মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে উভয় অনর্থই লাভ করিয়া থাকে । ৫

যে পর্যন্ত কৃষি জমী আছে, সেই পর্যন্তই ব্রজের সীমা বলিয়া বিখ্যাত । সীমার শেষে বন আছে শুনা যায় এবং সেই বনের শেষে সমস্ত পর্বত বিদ্যমান । সেই পর্বতই আমাদের অবিচল আশ্রয় । ৬

শুনা যায়, এই বনে স্থিত সমস্ত পর্বতও ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পারে । তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবেশ করত নিজ নিজ শিখরসমূহে সানন্দে বিচরণ করে । ৭

ইহারাই কেশরশোভিত সিংহ ও নখধারী জন্তুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্র রূপ ধারণ করিয়া বনচ্ছেদনকারী মনুষ্যদিগকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে নিজ নিজ বনকে রক্ষা করে । ৮

যখন বনের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবননির্বাহকারী মনুষ্যগণ এই সব বনের হানি করে, তখন ইহারাই (কামরূপী বলিয়া) রাক্ষসোচিত হিংসাকার্যের দ্বারা সেই দুরাচার মনুষ্যদিগকে অবশ্যই বিনাশ করে । ৯

ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রযজ্ঞে তৎপর থাকেন, কৃষকেরা সীতাযজ্ঞ করে অর্থাৎ জমীকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিলে যে রেখা উৎপন্ন হয়, তাহাকে এবং হলকে পূজা করে এবং গোপগণ গিরিযজ্ঞ করে, অতএব আমাদেরও এই বনে গিরিযজ্ঞ করা কর্তব্য । ১০

গোপগণ ! আমার ত' ইহাই অত্যন্ত প্রিয় লাগিতেছে যে, গিরিযজ্ঞ আরম্ভ হউক । যজ্ঞবিধানানুসারে কর্ম করত বৃক্ষসমূহের নিচে অথবা পর্বতের নিকটে কোনও সুখকর স্থানে পবিত্র পশুদিগকে একত্র করিয়া উহাদের নিকট গমন পূর্বক তাহাদের সবিধানে পূজা করা হউক এবং এক শুভ মন্দিরে সম্পূর্ণ ব্রজের দুগ্ধ সংগ্রহ করা হউক।* এ বিষয়ে আপনারা কি বিচার করিয়াছেন ? ১১-১২

তারপর শরৎ ঋতুর পুষ্পসমূহে যাহাদের মস্তককে সুসজ্জিত করা হইয়াছে, এরূপ সমস্ত গোধন গিরিবর গোবর্দ্ধনকে দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করত পুনরায় ব্রজে গমন করুক । ১৩

এই সময় প্রমোদপূর্ণ রমণীয় শরৎ ঋতু আসিয়াছে, যে সময়ের জল ও ঘাস গো-সকলের পক্ষে স্বাদুতার গুণসমূহে সম্পন্ন হইয়া উঠে । এখন জলাশয়ের জল বর্ধনকারী মেঘ অপসৃত হইয়াছে । ১৪

কদম্ব পুষ্পসমূহ বিকসিত হওয়ায় বন গৌরবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে । কোথাও কোথাও বাণাসনসমূহ—বিভিন্ন পুষ্পসমূহ থাকায় উহা আবার শ্যাম বর্ণ দেখাইতেছে । এখন আর তৃণসমূহ কোমল নাই—কিছু কঠোর হইয়াছে । বনে ময়ূরগণের মধুর রব এখন আর শুনা যাইতেছে না । ১৫

আকাশে জলহীন, নির্মল, বলাকাশূন্য বিদ্যুৎরহিত জলধর যেন দন্তহীন হস্তীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে । ১৬

* হন্ হিংসা-গত্যোঃ—হন্ ধাতুর অর্থ হিংসা করা ও গমন করা । এস্থলে 'হত্বা' এই ক্রিয়ার অর্থ করা হইয়াছে—'গত্বা' । অথবা কোন শুভ আসনে পবিত্র পশুবলি প্রদান করা হউক—এরূপ অর্থও হইতে পারে ।

সিতবর্ণ মুনেঃ স্কোষঃ হংসচামরবীজিতম্ ।
পূর্ণচন্দ্রাননচ্ছত্রঃ সাভিষেকমিবাম্বরম্ ॥ ১৮
হাসৈঃ প্রহসিতানীব সমুৎক্রুষ্টানি সারসৈঃ
সর্বাণি তনুতাং যন্তি জলানি জলদক্ষয়ে ॥ ১৯
চক্রবাকস্তনতটাঃ পুলিনশ্রোণিমণ্ডলাঃ
হংসলক্ষণহাসিন্যঃ পতিং যান্তি সমুদ্রগাঃ ॥ ২০
কুমুদোৎফুল্লনয়নং তারাভিশ্চিত্রমম্বরম্
সমমত্যুৎস্ময়ন্তীব শর্বরীষিতরেতরম্ ॥ ২১
মত্তক্রৌঞ্চাবঘুষ্টেষু কলমাপকপাণ্ডুষু ।
নিষ্কিষ্টেষু সীতেষু বনেষু রমতে মনঃ ॥ ২২
পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি বাপ্যশ্চ বিকচোৎপলাঃ ।
কেদারাঃ সরিতশ্চৈব সরাংসি চ শ্রিয়া জ্বলন্ ॥ ২৩

পঙ্কজানি চ তাম্রাণি তথান্যানি সিতান্যপি ।
উৎপলানি চ নীলানি ভেজিরে বারিজাঃ শ্রিয়ম্ ॥ ২৪
মদং জহুঃ শিখণ্ডিনো মন্দং ববুর্বিরেহনিলাঃ ।
অভবদ্বাভ্রমাকাশমত্যুচ্চ নিভৃতোহর্ণবঃ ॥ ২৫
ঋতুপর্য্যায়শিথিলৈর্বর্হভারসমুজ্ঝিতৈঃ ।
নৃত্যাপক্রমৈর্ভূমির্বিরহনেত্রেব লক্ষ্যতে ॥ ২৬
বর্ণকমলিনৈস্তীরৈঃ কাশপুষ্পলতাকুলৈঃ ।
হংস-সারসবিন্যাসৈর্যমুনা ভাতি শোভনা ॥ ২৭
কলমাপাকরম্যেষু কেদারেষু বনেষু চ
নন্দ্যাদা জলজাদাশ্চ মত্তা বিরুরুবুঃ খগাঃ ॥ ২৮
শিখিচূর্ণানি জলদা জলেন জলদাগমে
তানি শস্যানি বালানি কঠিনত্বং গতানি বৈ ॥ ২৯

(বর্ষা ঋতুতে) নূতন জল আকর্ষণকারী শক্তিশালী মেঘযুক্ত বায়ু দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ায় যাহা পত্রসমূহের বাহুল্যে ঘন দেখাইতেছিল, সেই সব বৃক্ষ এখন পত্রসকল বিরল হইয়া যাওয়ায় প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ বর্ষাকালে পত্রাদিতে পূর্ণ থাকায় বৃক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, কিন্তু এখন পত্রাদির বাহুল্য না থাকায় প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে । ১৭

এই সময় আকাশ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার ন্যায় মনে হইতেছে ; কারণ, শ্বেতবর্ণ মেঘ তাহার উষ্ণীষ (পাগড়ী) বা উজ্জ্বল মুকুট হইয়াছে, হংসশ্রেণী শ্বেত চামরের দ্বারা যেন তাহাকে বাতাস করা হইতেছে এবং পূর্ণ চন্দ্রই তাহার নির্মল ছত্র হইয়া শোভা পাইতেছে । ১৮

বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় সমস্ত জলাশয়ের জল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—হংসগণ হাসিতেছে এবং সারসগণ ইহাদের নিন্দা করিতেছে । সেইজন্যই এই যেন ইহাদের কৃশতা আসিয়াছে । ॥ ১৯

সমুদ্রগামিনী নদীরা হংসশ্রেণী হাস্যের দ্বারা সুশোভিতা হইয়া তাদের পতির (সমুদ্রের) পার্শ্বে যাইতেছে । এই সময় চক্রবাকযুগল ইহাদের স্তনদ্বয় বলিয়া মনে হইতেছে এবং উভয় তীর নিতম্বমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছে । ২০

রাত্রিকালে জলাশয়সমূহের জলে অগণিত কুমুদ (শালুক) প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে এবং আকাশ অসংখ্য তারকায় চিত্রিত হইয়া ওঠে । ইহারা উভয়ে যেন পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ গর্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছে—আমার শোভা তোমা অপেক্ষা ন্যূন (কম) নহে । ২১

যেখানে মদমত্ত পুরুষগণের ন্যায় ক্রৌঞ্চ পক্ষীরা মধুর গুঞ্জন করে, যেখানে পাকা ধানের শীষসমূহ পীত শাটীতে লজ্জিতা সুন্দরী বালিকাদিগের ন্যায় নিজেদের শ্বেত-পীত প্রভা বিকীরণ করিতেছে এবং এইরূপ যাহারা বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের কৌতুকাগারসদৃশ রমণীয়তা ধারণ করিতেছে, সেই বনসমূহেই মনের অধিক আনন্দ অনুভব হয় । ২২

পুষ্করিণী, বৃহৎ পুষ্করিণী, বিকসিত পদ্মপূর্ণ বাপী (দীঘী), কেদার (ক্ষেতের পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়), নদী ও সরোবর—এ-সবই অনুপম শোভা-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইতেছে । ২৩

রক্ত পদ্ম, অন্যান্য শ্বেত-পীতাদি পদ্ম এবং নীল উৎপল (শালুক বা পদ্ম)—ইহারাও জলজনিত শোভাভাগী হইয়াছে । ২৪

ময়ূরগণ মদ পরিত্যাগ করিয়াছে (অথবা বায়ু তীব্র উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জন করিয়াছে) এবং মন্দগতিতে বায়ুপ্রবাহিত হইতেছে । আকাশ মেঘশূন্য হইয়াছে ও সমুদ্র পরিপূর্ণ হইয়াছে । ২৫

বর্ষা ঋতু অতিবাহিত হইলে পর যাহারা মত্ত তত্র শিথিল হইয়া বিকীর্ণ আছে এবং নৃত্যের কার্য্য ও উৎসাহ সমাপ্ত হইলে পর যে সকলকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, সেই সব ময়ূরপক্ষের দ্বারা ভূমি বহুনেত্রসম্পন্না বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । ২৬

যে স্থান নিবেশই পক্কে মলিন রহিয়াছে, যে স্থান বিকসিত কাশপুষ্প ও লতাসমূহে বিস্তৃত আছে এবং যে সব স্থানে হংস ও সারসগণের মত্ত ভাব বসিবার স্থান রহিয়াছে, এরূপ তীরভূমির দ্বারা যমুনার অভিনব শোভা পাইতেছে । ২৭

ধানের শীষ পাকিয়া উঠায় রমণীয় দেখাইতেছে, কৃষি কার্য্যের কর্ষণে উৎপন্ন রেখা সমন্বিত শস্য ভক্ষণকারী সারসাদি পক্ষী এবং জলাশয়ের জলে মৎস্যাদি জলজন্তুভক্ষী বকাদি পক্ষীরা আনন্দে মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে । ২৮

ত্যক্ত্বা মেঘময়ং বাসঃ শরদ্গুণবিদীপিতঃ ।
এষ বৈ বিমলে ব্যোম্নি হৃষ্টো বসতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৩০
ক্ষীরিণ্যো দ্বিগুণং গাবঃ প্রমত্তা দ্বিগুণং বৃষাঃ ।
বনানাং দ্বিগুণা লক্ষ্মীঃ শস্যৈর্গুণবতী মহী ॥ ৩১
জ্যোতীংষি ঘনমুক্তানি পদ্মবন্তি জলানি চ
মনাংসি চ মনুষ্যাণাং প্রসাদমুপযান্তি বৈ ॥ ৩২
অসজ্জৎ সবিতা ব্যোম্নি নির্মুক্তো জলদৈর্ভৃশম্ ।
শরৎপ্রজ্বলিতং তেজস্তীক্ষ্ণরশ্মির্বিশোষয়ন্ ॥ ৩৩
নীরাজয়িত্বা সৈন্যানি প্রয়ান্তি বিজিগীষবঃ ।
অন্যোন্যরাষ্ট্রাভিমুখাঃ পার্থিবাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ ॥ ৩৪
বন্ধুজীবাভিতাম্রাসু বন্ধপঙ্কবতীষু চ ।
মনস্তিষ্ঠতি কান্তাসু চিত্রাসু বনরাজিষু ॥ ৩৫
বনেষু চ বিরাজন্তে পাদপা বনশোভিনঃ
অসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥ ৩৬
ইষুসাহ্বা নিকুম্ভাশ্চ প্রিয়কাঃ স্বর্ণকাস্তথা ।
সৃমরাঃ পেচকাশ্চৈব কেতকাশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৭
ব্রজেষু চ বিশেষেণ গর্গরোদ্গারহারিষু ।
শরৎ প্রকাশযোষেব গোষ্ঠেষটতি রূপিণী ॥ ৩৮
নূনং ত্রিদশভূয়িষ্ঠঃ মেঘকালসুখোষিতম্ ।
পতৎত্রিকেতনং দেবং বোধয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৩৯
শরদ্যেবং সুখশায়ায়াং প্রাপ্তায়াং প্রাবৃষঃ ক্ষয়ে ।
নীলচন্দ্রার্কবর্ণৈশ্চ রচিতং তরুভির্দ্বিজৈঃ ॥ ৪০
ফলৈঃ প্রবালৈশ্চ ঘনমিন্দ্রচাপঘনোপমম্ ।
ভবনাকারবিটপং লতাপরমমণ্ডিতম্ ॥ ৪১
বিশালমূলাবনতং পবনাভোগমণ্ডিতম্ ।
অর্চয়ামো গিরিং দেবং গাশ্চৈব চ বিশেষতঃ ॥ ৪২
সাবতংসৈর্বিষাণৈশ্চ বর্হাপীড়ৈশ্চ বন্দিতৈঃ ।
ঘণ্টাভিশ্চ প্রলম্বাভিঃ পুষ্পৈঃ শারদিকৈস্তথা ॥ ৪৩

---

বর্ষাকালে মেঘ নিজের জলে যাহাদিগকে সিঞ্চন করিয়াছিল, সেই সব শস্য নিজ নিজ বাল্যাবস্থার কোমলতা ত্যাগ করিয়া পরিপক্ব অবস্থার কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে । ২৯

এই চন্দ্র মেঘরূপী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শরদৃতুর গুণসমূহে অধিক প্রকাশিত হইয়া এই নির্মল আকাশে হর্ষোল্লাসের সহিত বাস করিতেছে । ৩০

শরদ্ ঋতুতে গোধন পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। বৃষসকল দ্বিগুণ মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বনভূমির শোভা-সৌন্দর্য দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে এই পৃথিবী অনন্ত গুণসম্পন্না হইয়া উঠিয়াছে । ৩১

মেঘের আবরণ-মুক্ত হইয়া এই গ্রহ-নক্ষত্রসকল, পদ্মপূর্ণ জল এবং মনুষ্যগণের মন প্রসাদ ( স্বচ্ছতা ও প্রসন্নতা ) প্রাপ্ত হইতেছে । ৩২

আকাশে মেঘমুক্ত সূর্য শরদ্ ঋতুর প্রভাবে অধিক প্রজ্বলিত তেজ (তাপ) সৃষ্টি করিতেছে এবং নিজের কিরণকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া বসুধার রস শোষণ করিতেছে । ৩৩

ভূতলের নরপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যদিগের দ্বারা তাহাদের অস্ত্রসকল মার্জিত করাইয়া (তাহাদের সঙ্গে লইয়া) বিজয়-বাসনায় পরস্পরের রাষ্ট্রের দিকে গমন করিতেছেন । ৩৪

বন্ধুজীবের (বান্ধুলির) রক্তবর্ণ পুষ্পসমূহে সুশোভিত হইয়া যাহারা সর্বদিকেই রক্তবর্ণ লক্ষিত হইতেছে এবং যাহাদের পঙ্ক শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ বিচিত্র ও কমনীয় বনশ্রেণীতে (তাহাদের শোভা দর্শনের জন্য) মন আসক্ত হইয়া উঠিতেছে । ৩৫

বনের শোভাবর্ধক অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বাণাসন, নিকুম্ভ, প্রিয়ক ও স্বর্ণকনামক বৃক্ষসকল পুষ্পিত হইয়া বনসমূহে অধিক শোভা পাইতেছে। কেতকী বৃক্ষ সকলও সর্বদিকে বিকসিত রহিয়াছে। সৃমর (এক প্রকার মৃগ বিশেষ) ও পেচকগণ সর্বত্র সানন্দে বিচরণ করিতেছে । ৩৬-৩৭

দুগ্ধ ও দধির গর্গরী (ঘড়া) হইতে যে [illegible] হইতেছে, তাহাই যাহার হাসি, সেই ব্রজে ও গোষ্ঠেতে এই শরৎ যেন মূর্তিমতী সুন্দরী যুবতীর ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতেছে । ৩৮

নিশ্চয়ই দেবগণ এই সময়ে যিনি বর্ষাকালে সুখে শয়ন করিয়াছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুকে বোধন করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহাকে জাগরিত করিতেছেন । ৩৯

বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় এরূপ সুন্দর শস্যসমূহে সুশোভিত শরদ্ ঋতুর আগমন হইয়াছে। এই সময় (মেঘের সদৃশ) নীল, চন্দ্রতুল্য শ্বেত ও সূর্যসদৃশ স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট বহু সংখ্যক পক্ষী যাহাকে বহুবর্ণ করিয়া দিয়াছে, যে নানাপ্রকার ফল ও নূতন পল্লবসমূহে ঘনাকার হইয়া গিয়াছে এবং এই কারণে যে ইন্দ্রধনু যুক্ত শ্যামবর্ণ মেঘের শোভা ধারণ করিতেছে, যাহার বৃক্ষসমূহের এক একটি শাখা গৃহের সমান মনে হইতেছিল, যে লতা ও বল্লীসকলে সর্বতোভাবে অলঙ্কৃত, যাহার বিশাল মূলভাগ বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং যে বায়ুর বিস্তারে সুশোভিত রহিয়াছে, সেই গোবর্ধনই আমাদের দেবতা।

শিব য গাবঃ পূজ্যন্তাং গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততাম্
পূজ্যতাং ত্রিদশৈঃ শক্রো গিরিরস্মাভিরিজ্যতাম্ ॥৪৩
কারয়িষ্যামি গোযজ্ঞং বলাদপি ন সংশয়ঃ।
যদ্যস্তি ময়ি বঃ প্রীতির্যদি বা সুহৃদো বয়ম্।
গাবো হি পূজ্যাঃ সততং সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪

যদি সাম্না ভবেৎ প্রীতির্ভবতাং বৈ ভবায় চ
এতন্মম বচস্তথ্যং ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শক্রদর্শনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ । ১৬

আমরা তাহার এবং এই গোপদের বিশেষভাবে পূজা-অর্চ্চনা করিব। ৪০-৪২

গোপদের পুজে হৃষ্ট ও সুরভি-পুষ্পনির্ম্মিত অলঙ্কার বাঁধিতে হইবে, তাহাদের গলদেশে বড় বড় ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিতে হইবে এবং তাদের কল্যাণের জন্য শৃঙ্গে কুঙ্কুম ও পুষ্প-সমূহের দ্বারা তাহাদের পূজা করুন। এই সঙ্গে গিরিযজ্ঞও আরম্ভ করা হউক। দেবগণ ইন্দ্রের পূজা করুন এবং আমরা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিব। ৪৩-৪৪

যদি আপনাদের আমার উপর প্রেম থাকে এবং আমরা যদি পরস্পরের হিতৈষী সুহৃদ্ হই, তবে আপনাদের কথা আমি বলপূর্ব্বক (জোর করিয়া) গো-যজ্ঞ করাইব। কারণ, গো-সকল সতত সকলের পূজ্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৫

আমার এই স্নেহপূর্ণ সত্যপূর্ণ বাক্যে যদি আপনাদের প্রীতি হয়, তবে আপনারা নিজেদের বৈভবের জন্য আমার এই তথ্যপূর্ণ বাক্য বিনা বিচারে মান্য করুন এবং তদনুসারে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। ৪৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শক্রদর্শন-বিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[ গিরিযজ্ঞানুষ্ঠানম্, গিরিরূপধারিণা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন পূজাগ্রহণং তেভ্যো বরদানঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
দামোদরবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টাস্তে গোষু জীবিনঃ।
তদ্বাগমৃতমাস্বাদ্য প্রত্যূচুরবিশঙ্কয়া ॥ ১
তবৈষা বাল মহতী গোপানাং হিতবর্দ্ধিনী।
প্রীণয়ত্যেব নঃ সর্ব্বান্ বুদ্ধির্বৃদ্ধিকরী গবাম্ ॥ ২
ত্বং গতিস্ত্বং রতিশ্চৈব ত্বং বেত্তা ত্বং পরায়ণম্।
ভয়েষভয়দস্ত্বং নস্ত্বমেব সুহৃদাং সুহৃৎ ॥ ৩
ত্বৎকৃতে কৃষ্ণ ঘোষোঽয়ং ক্ষেমী মুদিতগোকুলঃ।
কৃৎস্নো বসতি শান্তারির্যথা স্বর্গং গতস্তথা ॥ ৪
জন্মপ্রভৃতি কর্ম্মৈতদ্দৈবৈরপ্যুক্তরং ভুবি।
ঘোষব্যাঘ্রাভিমানাচ্চ বিস্মিতানি মনাংসি নঃ ॥ ৫
বলেন চ পরার্দ্ধ্যেন যশসা বিক্রমেণ চ।
উত্তমস্ত্বং মনুষ্যেষু দেবেষ্বিব পুরন্দরঃ ॥ ৬

## সপ্তদশ অধ্যায়।

[ গোপগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করত গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং গিরিরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ কর্তৃক তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিবার পর তাঁহাদিগকে বর দান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দামোদর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া গো-সকলের উপর নিজেদের জীবিকা-নির্ভরকারী সেই গোপগণ প্রসন্নতা পূর্ব্বক তাঁহার বচনামৃত আস্বাদন করত নিঃশঙ্ক হইয়া বলিলেন। ১

হে বাল-গোপাল! তোমার এই বুদ্ধি—এই বিচারধারা অতিশয় মহত্ত্বপূর্ণ, গোপগণের হিতকারিণী এবং গো-সকলের বৃদ্ধিকারিণী। তোমার এই হিতকথা আমাদের সকলকেই প্রসন্ন করিতেছে। ২

তুমি আমাদের গতি, তুমি রতি (আনন্দ), তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং তুমি আমাদের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। সর্ব্বপ্রকার ভয়ের সময় তুমিই আমাদের অভয়দাতা এবং তুমি আমাদের সুহৃদ্‌গণেরও সুহৃৎ। ৩

কৃষ্ণ! তোমার জন্যই এই গোষ্ঠ কুশলে ও নিরুপদ্রবে আছে। এই গোসমূহও আনন্দে আছে। সমস্ত শত্রুরা (ভয়ে) শান্ত হইয়া গিয়াছে এবং সম্পূর্ণ ব্রজ যেরূপ স্বর্গে যাইয়া বাস করে, সেরূপ এখানেও সুখে বাস করিতেছে। ৪

জন্মকাল হইতেই তুমি যে এই শকট-ভঞ্জন ও পূতনাবধাদি দেবগণেরও দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ, এই সব দেখিয়া আত্মবশ যে তোমার অভিমানপূর্ণ বাক্য (আমি বলপূর্ব্বক আপনাদের দিয়া গোযজ্ঞাদি করাইব,) তৎ সমস্ত চিন্তা করিয়া আমাদের মন বিস্মিত হইয়া উঠিতেছে। ৫

তুমি নিজের পরম উৎকৃষ্ট বল, সুযশ ও পরাক্রম দ্বারা মনুষ্য-

প্রতাপেন চ তীক্ষ্ণেন দীপ্ত্যা পূর্ণতয়াপি চ।
উত্তমস্ত্বঞ্চ মর্ত্ত্যেষু দেবেষ্বিব দিবাকরঃ ॥ ৭

কান্ত্যা লক্ষ্ম্যা প্রসাদেন বদনেন স্মিতেন চ
উত্তমস্ত্বঞ্চ মর্ত্ত্যেষু দেবেষ্বিব নিশাকরঃ ॥ ৮

বলেন বপুষা চৈব বাল্যেন চরিতেন চ।
ত্বত্তো শক্তিধরস্তুল্যো ন তু কশ্চন মানুষঃ ॥ ৯

যৎ ত্বয়াভিহিতং বাক্যং গিরিযজ্ঞং প্রতি প্রভো
কস্তদুল্লঙ্ঘয়িতুং শক্তো বেলা মিব মহোদধিঃ ॥১০

স্থিতঃ শক্রমহস্তাত শ্রীমান্ গিরিমহস্ত্বয়ম্।
ত্বৎপ্রণীতোঽস্তু গোপানাং গবাং হেতোঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ॥১১

ভাজনান্যুপকল্প্যন্তাং পয়সঃ পেশলানি চ।
কুম্ভাশ্চ বিনিবেশ্যন্তামুদপানেষু শোভনাঃ ॥ ১২

পূর্য্যন্তাং পয়সা নদ্যো দ্রোণ্যশ্চ বিপুলায়তাঃ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ তৎ সর্ব্বমুপনীয়তাম্ ॥১৩

ভাজনানি চ মাংসস্য স্থাপ্যন্তামোদনস্য চ।
ত্রিরাত্রঞ্চৈব সন্দোহঃ সর্ব্বঘোষস্য গৃহ্যতাম্ ॥ ১৪

বিশস্যন্তাঞ্চ পশবো ভোজ্যা যে মহিষাদয়ঃ
প্রবর্ত্ত্যতাঞ্চ যজ্ঞোঽয়ং সর্ব্বগোপসুসঙ্কুলঃ ॥ ১৫

আনন্দজননো ঘোষো মহান্ মুদিতগোকুলঃ।
তূর্য্যপ্রণাদঘোষৈশ্চ বৃষভাণাঞ্চ গর্জ্জিতৈঃ ॥ ১৬

হম্বারবৈশ্চ বৎসানাং গোপানাং হর্ষবর্দ্ধনঃ।
দধ্নো হ্রদো ঘৃতাবর্ত্তঃ পয়ঃকুল্যাসমাকুলঃ

মাংসরাশিঃ প্রভূতাঢ্যঃ প্রকাশৌদনপর্ব্বতঃ
সম্প্রাবর্ত্তত যজ্ঞোঽসৌ গিরের্গোভিঃ সমাকুলঃ।
তুষ্টগোপজনাকীর্ণো গোপনারীমনোহরঃ ॥ ১৮

ভক্ষ্যাণাং রাশয়স্তত্র শতশশ্চোপকল্পিতাঃ।
গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধূপৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥ ১৯

অথাধিসৃতপর্য্যাস্তে সম্প্রাপ্তে যজ্ঞসংবিধৌ
যজ্ঞং গিরেস্তিপে গোপাঃ চক্রুর্গোপা দ্বিজৈঃ সহ ॥ ২০

গণের মধ্যে এইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেরূপ ইন্দ্র দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৬

তুমি নিজের উগ্র প্রতাপ, অনুপম দীপ্তি ও পূর্ণতার দৃষ্টিতেও মনুষ্যগণের মধ্যে সেইরূপ সর্ব্বোত্তম, যেরূপ দেবগণের মধ্যে দিবাকর (সূর্য্য)। ৭

মনোরম কান্তি, শোভা-সম্পত্তি, প্রসাদ, সুন্দর মুখ এবং ঈষৎ হাসিতেও তুমি দেবগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় মনুষ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। ৮

বল, শরীর, শিশুসুলভ সরলতা ও চরিত্রের দ্বারাও তোমার সমান শক্তিশালী পুরুষ অন্য কেহ নাই। ৯

প্রভো! তুমি গিরিযজ্ঞসম্বন্ধে যে কথা বলিলে, তাহা লঙ্ঘন করিতে কে সমর্থ হইবে? মহাসাগর কি কখনও নিজের তীর-ভূমি লঙ্ঘন করিতে পারে? ১০

তাত! আজ হইতে ইন্দ্রযাগ উৎসব স্থগিত হইল এবং তুমি যাহার প্রবর্ত্তন করিলে, সেই সৌন্দর্য্যশালী এই গিরিযজ্ঞ গো ও গোপগণের হিতের জন্য সম্পাদিত হউক। ১১

দুগ্ধপূর্ণ সুন্দর সুন্দর পাত্র একত্রে সংগ্রহ করা হউক। কূপাদি জলাশয়ের উপর মনোহর কুম্ভ স্থাপিত করা হউক। বিপুল আয়তনবিশিষ্ট কল্পিত নদী ও কুণ্ডাদি দুগ্ধে পরিপূর্ণ করা হউক। ভক্ষ্য ভোজ্য পেয়াদি সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বস্তু আনীত হউক। মাংস ও অন্নের পাত্রসকল সংগৃহীত হউক। সমগ্র ব্রজের তিন দিনের সমস্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করা হউক। ভোজন করাইবার জন্য যে সব মহিষাদি পশু বনে আছে, তাহাদিগকে অভিনব সংস্কারের সহিত ভোজন করান হউক (অথবা মহিষাদি যে পশুর মাংস আমাদের ভোজনের যোগ্য, সেই সব পশু বলিদান করা হউক) এবং সমস্ত গোপগণের সহযোগে সম্পাদনীয় এই যজ্ঞ আরম্ভ হউক। ১২-১৩

ইহার পর ব্রজে আনন্দজনক মহাকোলাহল হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ গোকুল আনন্দিত হইয়া উঠিল। তূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনির শব্দ, বৃষগণের গর্জ্জন এবং বৎসসকলের হাম্বারব—এই সবের যে সম্মিলিত শব্দ হইতে লাগিল, তাহা গোপগণের হর্ষবর্দ্ধন করিল। ১৬

দধির হ্রদ, ঘৃতের আবর্ত্ত (ভ্রমরাকৃত দীঘী,) দুধের বহু কুল্যা (নালা), মাংসরাশি, প্রভূত অন্নাদি খাদ্যসম্ভার এবং উজ্জ্বল অন্নের (ভাতের) পর্ব্বতাকার স্তূপ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইরূপে গোধনে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের গিরিযজ্ঞ আরম্ভ হইল। সন্তুষ্ট গোপগণ এই যজ্ঞে সম্মিলিতভাবে আবশ্যক কার্য্য করিতে লাগিল এবং গোপ-রমণীগণ নিজেদের উপস্থিতিতে সেই মহোৎসবকে মনোহর করিয়াছিল। ১৭-১৮

সেখানে ভক্ষ্য দ্রব্যের শত শত রাশি স্থাপিত হইল। নানা প্রকারের গন্ধ, মালা ও বিবিধ ধূপসমূহের দ্বারা এই যজ্ঞ সুশোভিত হইতে লাগিল। ১৯

অগ্নির নিকটে যে আকাঙ্ক্ষী ও চরুস্থালী প্রভৃতি রাখা হইয়াছিল, সেই সব যজ্ঞের বিধান অর্থাৎ বিহিত কার্য্য আরম্ভ

যজ্ঞান্তে তদন্নন্তু তৎ পয়ো দধি চোত্তমম্
মাংসঞ্চ মায়য়া কৃষ্ণো গিরিভূর্ত্বা সমশ্নুতে ॥ ২১
তর্পিতাশ্চাপি বিপ্রাগ্র্যাস্তুষ্টাঃ সম্পূর্ণমানসাঃ ।
উত্তস্থুঃ প্রীতমনসঃ স্বস্তি বাচ্য যথাসুখম্ ॥ ২২
ভুক্ত্বা চাবভৃথে কৃষ্ণঃ পয়ঃ পীত্বা চ কামতঃ ।
সন্তৃপ্তোঽস্মীতি দিব্যেন রূপেণ প্রজহাস বৈ ॥ ২৩
তং গোপাঃ পর্ব্বতাকারং দিব্যস্রগনুলেপনম্ ।
গিরিমূর্দ্ধ্নি স্থিতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং জগ্মুঃ প্রধানতঃ ॥ ২৪
ভগবানপি তেনৈব রূপেণাচ্ছাদিতঃ প্রভুঃ ।
সহিতৈঃ প্রণতো গোপৈর্ব্বন্দাত্মানমাত্মনা ॥ ২৫
তমূচুর্বিস্মিতা গোপা দেবং গিরিবরে স্থিতম্ ।
ভগবংস্ত্বদ্বশে যুক্তা দাসাঃ কিং কুর্ম্ম কিঙ্করাঃ ॥ ২৬

স উবাচ ততো গোপান্ গিরিপ্রভবয়া গিরা
অদ্য প্রভৃতি চেজ্যোঽহং গোষু যদ্যস্তি বো দয়া ॥ ২৭
অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সর্ব্বকামকরঃ শুভঃ ।
মম প্রভাবাচ্চ গবামযুতান্যেব ভোক্ষ্যথ ॥ ২৮
শিবশ্চ বো ভবিষ্যামি মদ্ভক্তানাং বনে বনে ।
রংস্যে চ সহ যুষ্মাভির্যথা দিবিগতস্তথা ॥ ২৯
যে চেমে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ।
এষাং প্রীতঃ প্রযচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্ ॥ ৩০
পর্য্যাপ্নুবন্তু ক্ষিপ্রং মাং গাবো বৎসসমাকুলাঃ ।
এবং মম পরা প্রীতির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
ততো নীরাজনার্থং হি বৃন্দশো গোকুলানি তম্ ।
পরিবব্রুর্গিরিবরং সবৃষাণি সমন্ততঃ ॥ ৩২

হইতেই অগ্নিতে স্থাপিত হইল। ব্রাহ্মণসহ গোপসকল কোন এক শুভ তিথিতে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ২০

যজ্ঞের শেষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই মায়ার দ্বারা পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা হইয়া সেই সব অন্ন, দুগ্ধ, দধি ও মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২১

সেই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অন্ন পানের দ্বারা তৃপ্ত ও দক্ষিণার দ্বারা সন্তুষ্ট করা হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলের মনোরথ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সুখপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত প্রসন্নচিত্ত হইয়া উত্থিত হইলেন। ২২

যজ্ঞান্তে অবভৃথস্নানের সময় গিরিদেবরূপে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমর্পিত ভোজ্য পদার্থসমূহ ভক্ষণ করিয়া এবং নিজের ইচ্ছানুসারে দুগ্ধ পান করিয়া বলিলেন—আমি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনি সেই দিব্যরূপের দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। ২৩

দিব্য মালা ও অনুলেপন ধারণ করত সেই পর্ব্বতাকার দেবতাকে পর্ব্বতের শিখরে অবস্থান করিতে দেখিয়া সেই গোপগণ তাঁহাকে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই বুঝিয়া তাঁহার শরণগ্রহণ করিলেন। ২৪

প্রভাবশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপে নিজেকে আচ্ছাদিত রাখিয়া সেখানে সংবেত গোপগণের সহিত নতমস্তক হইয়া স্বয়ংই নিজেকে নিজে প্রণাম করিলেন। ২৫

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শিখরে অবস্থিত সেই পর্ব্বতদেবকে সমস্ত গোপগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ভগবন্! আমরা আপনার বশীভূত দাস ও সেবক, এখন বলুন, আমরা আপনার কি সেবা করিব? ২৬

তখন গিরিদেব গিরি হইতে উদ্ভূত বাক্যের দ্বারা সেই গোপগণকে বলিলেন—যদি তোমাদের মধ্যে দয়াভাব থাকে, তবে আজ হইতেই তোমারা গোসকলের মধ্যে আমার পূজা করিবে। ২৭

আমি তোমাদের সকলের প্রথম দেবতা, তোমাদের সমস্ত কামনাপূর্ণকারী এবং শুভচিন্তক। তোমরা আমারই প্রভাবে দশ হাজার গোধনের অধিকারী হইবে এবং তাহাদের দুগ্ধাদি উপভোগ করিতে থাকিবে। ২৮

আমার প্রতি ভক্তিমান্ গোপগণ তোমাদের সকলের জন্য প্রত্যেক বনে আমি কল্যাণকারী হইব এবং তোমাদের সকলের সহিত সেইরূপে আনন্দে থাকিব, যেরূপ আমি দিব্যধামে অবস্থান করি। ২৯

এই নন্দগোপাদি যে সব বিখ্যাত গোপগণ আছে, আমি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের সকলকে প্রচুর ধনসম্পত্তি প্রদান করিব। ৩০

এখন বৎসকলের সহিত গোধন শীঘ্র আমার পরিক্রমা করুক। ইহার দ্বারা আমার পরম প্রীতিলাভ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩১

তারপর দলে দলে গোধন বৃষসকলের সহিত আসিয়া পরিক্রমা করিবার জন্য সেই গিরিরাজকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ৩২

তা গাবঃ প্রস্রুতা হৃষ্টাঃ সাপীড়স্তবকাঙ্গদাঃ ।
স্রগ্দামাপীড়শৃঙ্গাগ্রাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৩
অনুজগ্মুশ্চ গোপালাঃ কালয়ন্তো ধনানি চ
ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গা রক্তপীতসিতাম্বরাঃ ॥ ৩৪
ময়ূরচিত্রাঙ্গদিনো ভুজৈঃ প্রহরণাবৃতৈঃ ।
ময়ূরপত্রবৃন্তানাং কেশবন্ধৈঃ সুবেশিতৈঃ ॥ ৩৫
বভ্রাজুরধিকং গোপাঃ সমবায়ে তদাদ্ভুতে
অন্যে বৃষানারুরুহুর্নৃত্যন্তি স্ম পরে মুদা ॥ ৩৬
গোপালাস্ত্বপরে গাশ্চ জগৃহুর্বেগগামিনঃ
তস্মিন্ পর্য্যায়নির্বৃত্তে গবাং নীরাজনোৎসবে ॥ ৩৭
অন্তর্দ্ধানং জগামাশু তেন বেশেন সোঽচলঃ ।
কৃষ্ণোঽপি গোপসহিতো বিবেশ ব্রজমেব হ ॥ ৩৮
গিরিযজ্ঞপ্রবৃত্তেন তেনাশ্চর্য্যেণ বিস্মিতাঃ ।
গোপাঃ সবালবৃদ্ধা বৈ তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
গিরিযজ্ঞপ্রবর্ত্তনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

তখন তাঁহাদের মস্তকে পুষ্পের আভূষণ বাঁধা ছিল, চারি পদে পুষ্পগুচ্ছ নির্ম্মিত অঙ্গদ (বলয়) ভূষিত ছিল, শৃঙ্গের অগ্রভাগে পুষ্পের মালা ও শিরোভূষণ শোভা পাইতেছিল, এরূপ শত শত ও হাজার হাজার গো হৃষ্ট হইয়া একসঙ্গে পরিক্রমার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ৩৩

গোপগণ নিজেদের সেই গোধনসকলকে হর্ষধ্বনি সহকারে চালনা করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এই সব গোপগণের বিভিন্ন অঙ্গে বিভাগপূর্ব্বক নানা বর্ণের অনুলেপন যুক্ত ছিল এবং ইঁহারা রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণের বস্ত্রে সুশোভিত ছিলেন। ৩৪

ইঁহাদের বাহুতে ময়ূরপক্ষের নির্ম্মিত অঙ্গদ বাঁধা ছিল এবং ইঁহাদের হস্তে প্রহরণ (অস্ত্র)-ও ছিল। তাঁহাদের সুন্দরভাবে বদ্ধ কেশমধ্যে ময়ূরপক্ষের বৃন্ত সংযোজিত ছিল। এই সব কারণে সেই অদ্ভুত সমুদায়ে (দলে) গোপগণ অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৫

অপর বহু গোপ বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্য গোপগণ আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বহু গোপ যে সকল গরু বেগে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে লাগিলেন। ৩৬

গোপগণের নীরাজনের (পরিক্রমার) এই উৎসব পর্য্যায়ক্রমে সম্পন্ন হইলে পর সেই পর্ব্বতদেব স্বীয় দিব্য শরীরে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণও গোপগণের সহিত ব্রজেই প্রবিষ্ট হইলেন। ৩৭-৩৮

গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদ্ভূত সেই আশ্চর্য্যে বিস্মিত হইয়া বালক ও বৃদ্ধগণ সহ সমস্ত গোপেরা মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে গিরিযজ্ঞের প্রবর্ত্তন নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ সংবর্ত্তকমেঘমণ্ডলদ্বারা জলবর্ষণং কারয়িত্বা গোভ্যো গোপেভ্যশ্চ কষ্টপ্রদানম্, শ্রীকৃষ্ণেন গোবর্দ্ধনপর্ব্বতস্য ধারণম্, তস্য তলদেশে গো-গোপগণৈঃ সহ ব্রজবাসিনাং গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

মখে প্রতিহতে শক্রঃ সক্রোধস্ত্রিদশেশ্বরঃ ।
সংবর্ত্তকং নাম গণং তোয়দানামথাব্রবীৎ ॥ ১
ভো বলাহকমাতঙ্গাঃ শ্রূয়তাং মম ভাষিতম্ ।
যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্য্যং রাজভক্তিপুরস্কৃতম্ ॥ ২
এতে বৃন্দাবনগতা দামোদরপরায়ণাঃ ।
নন্দগোপাদয়ো গোপা বিদ্বিষন্তি মমোৎসবম্ ॥ ৩

### অষ্টাদশ অধ্যায়।

[ইন্দ্র কর্তৃক সংবর্ত্তকমেঘমণ্ডলের দ্বারা জল বর্ষণ করাইয়া গো ও গোপগণকে কষ্টপ্রদান, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্দ্ধন পর্ব্বত-ধারণ এবং তাহার নিম্নে গো ও গোপগণসহ ব্রজবাসীদিগের গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের উৎসব প্রতিহত (বন্ধ) হইয়া যাইলে পর দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মেঘ-মণ্ডলের মধ্যে সংবর্ত্তকনামক গণকে তখন বলিলেন। ১

মদমত্ত হস্তিতুল্য শ্রেষ্ঠ মেঘগণ! যদি তোমরা রাজ-ভক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া আমার প্রিয় কার্য্য করাকে উচিত বলিয়া মনে কর, তবে আমার এই কথা তোমরা শ্রবণ কর। ২

এই বৃন্দাবনে স্থিত যে নন্দগোপাদি গোপগণ আছে, তাহারা দামোদর শ্রীকৃষ্ণকেই নিজেদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় মনে করিয়া আমার উৎসবকে দ্বেষ করিতেছে। ৩

আক্রীড়ো যঃ পরস্তেষাং গোপত্বস্য ধৃতঃ স্মৃতম্
তাং গাবঃ সপ্তরাত্রেণ পীড্যন্তাং বর্ষমারুতৈঃ ॥৪
ঐরাবতগতশ্চাহং স্বয়মেবাম্বু বারুণম্ ।
স্রক্ষ্যামি বৃষ্টিং বাতঞ্চ বজ্রাশনিসমপ্রভম্ ॥ ৫
ভবদ্ভিশ্চণ্ডবর্ষেণ চরদ্ভির্মারুতেন চ ।
হতাস্তাঃ সব্রজা গাবস্ত্যক্ষ্যন্তি ভুবি জীবিতম্ ॥ ৬
এবমাজ্ঞাপয়ামাস সর্বান্ জলধরান্ প্রভুঃ
প্রত্যাহতে বৈ কৃষ্ণেন শাসনে পাকশাসনঃ ॥ ৭
ততস্তে জলদাঃ কৃষ্ণা ঘোরনাদা ভয়াবহাঃ ।
আকাশং ছাদয়ামাসুঃ সর্বতঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ৮
বিদ্যুৎসম্পাতজননাঃ শক্রচাপবিভূষিতাঃ ।
তিমিরাবৃতমাকাশং চক্রুস্তে জলদাস্তদা ॥ ৯
গজা ইবান্যসংযুক্তাঃ কেচিন্মকরবর্চসঃ ।
নাগা ইবান্যে গগনে চেরুর্জলদপুঙ্গবাঃ ॥ ১০
তেঽন্যোন্যং বপুষা বদ্ধা নাগযূথায়ুতোপমাঃ ।
দুর্দিনং বিপুলং চক্রুশ্ছাদয়ন্তো নভস্তলম্ ॥ ১১
নৃহস্তনাগহস্তাভ্যাং বেণুনাঞ্চৈব সর্বতঃ ।
ধারাভিস্তুল্যরূপাভির্ববৃষুস্তে বলাহকাঃ ॥ ১২
সমুদ্রং মেনিরে তং হি খমারূঢ়ং নৃচক্ষুষঃ ।
দুর্বিগাহ্যমপর্যন্তমগাধং দুর্দিনং মহৎ ॥ ১৩
নৈবাপতন্ বৈ খগমা দুদ্রুবুর্মৃগজাতয়ঃ ।
পর্বতাভেষু মেঘেষু খে নদৎসু সমন্ততঃ ॥ ১৪
নষ্টসূর্যেন্দুসদৃশৈর্মেঘৈর্নভসি দারুণৈঃ ।
অতিবৃষ্টেন লোকস্য বিরূপমভবদ্ বপুঃ ॥১৫
মেঘৌঘৈর্নিষ্প্রভাকারমদৃশ্যগ্রহতারকম্
চন্দ্রসূর্যাংশুরহিতং খং বভূবাতিনিষ্প্রভম্ ॥ ১৬

---

অতএব আমি আদেশ করিতেছি যে, সেই গোপদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে আক্রীড়িক এবং যাহাদের পালন করিয়া তাহাদের গোপত্ব সার্থক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সকলিয়া সেই গোধনকে তোমরা সাত রাত্রি ধরিয়া ব্যাপক জলবর্ষণ ও প্রবল বায়ুর তাড়না করিয়া পীড়িত কর । ৪

আমিও ঐরাবতে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছি এবং বজ্রের শব্দ ও বিদ্যুতের সহিত প্রকাশমান ভয়ানক জলবর্ষণ এবং বায়ুর সৃষ্টি করিব । ৫

তোমরা প্রচণ্ড বায়ুর সহিত বিচরণ করিতে করিতে যখন ঘোর বর্ষণ করিতে থাকিবে, তখন তাহার দ্বারা আহত ও পীড়িত হইয়া গোধন ভূতলে ব্রজবাসীদিগের সহিত নিজেদের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে । ৬

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিজের উৎসব ও শাসন প্রতিহত হইলে পর প্রভাবশালী পাকশাসন ইন্দ্র সমস্ত জলধর মেঘগুলিকে নিজের এরূপ আজ্ঞা জানাইয়া দিলেন । ৭

তখন সেই সব ঘোর গর্জনকারী পর্বতাকার ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডল আকাশকে সর্বদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল । ৮

সেই সময় ইন্দ্রধনু বিভূষিত হইয়া বিদ্যুৎপাত করিতে করিতে সেই মেঘসকল আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিল । ৯

কিছু কিছু মেঘ অন্য হাতীর দ্বারা যুক্ত হইয়া গমনকারী হাতীদিগের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল । অন্য মেঘসকল মকরের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং বহু বিশালাকৃতি মেঘ আবার আকাশে হাতীদিগের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল । ১০

হাজার হাজার হাতীর দল যেরূপ পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ দেহে আবদ্ধ করিয়া চলিতে থাকে, সেইরূপই প্রতীয়মান এই জলধরসকল আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া সেই স্থানে ভয়ঙ্কর দুর্দিন উপস্থিত করিল । ১১

মনুষ্যহস্ত, হস্তিশুণ্ড ও বংশদণ্ড তুল্য ( মোটা, মোটা ) আকারে জলের ধারা প্রকটিত করিয়া সেই সব মেঘ চারিদিকে বর্ষণ করিতে লাগিল । ১২

মনুষ্যগণের চক্ষু তখন সেই দুর্গম, অনন্ত, অপার ও ভয়ঙ্কর দুর্দিনকে সমুদ্রের সমান মনে করিল । ১৩

আকাশের চারিদিকে পর্বতাকার মেঘসকল গর্জন করিতে লাগিল । সেই সময় পক্ষীরা উড়া বন্ধ করিয়া দিল এবং বিভিন্ন জাতির পশুগণ এদিক ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ১৪

চন্দ্র ও সূর্যকেও নষ্ট করিতে সমর্থ প্রলয়কালতুল্য আকাশকে আচ্ছাদনকারী সেই ভয়ঙ্কর মেঘসকল নিজেদের অতিবৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পার্থিব জগতের রূপকে বিকৃত করিয়া দিল । ১৫

মেঘসকলের ঘনঘটায় আবৃত হইয়া গোষ্ঠ-মণ্ডল প্রভাশূন্য হইয়া গেল, গ্রহ ও তারাসকল অদৃশ্য হইয়া গেল । চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ নষ্ট হইয়া গেল এবং সম্পূর্ণ আকাশ সর্বতোভাবে প্রভাহীন হইয়া পড়িল । ১৬

বাত্রিণা মেঘমুক্তেন মুচ্যমানেন চাসকৃৎ ।
আবভৌ সর্ব্বতস্তত্র ভূমিস্তোয়ময়ী যথা ॥ ১৭
বিনেদুর্বর্হিণস্তত্র স্তোককল্লক্ষতাঃ খগাঃ ।
বিবৃদ্ধিং নিম্নগা যাতাঃ প্লবগাঃ সংপ্লবং গতাঃ ॥ ১৮
গর্জ্জিতেন চ মেঘানাং পর্জ্জন্যনিনদেন চ
তর্জ্জিতানীব কম্পন্তে তৃণানি তরুভিঃ সহ ॥ ১৯
প্রাপ্তোঽন্তকালো লোকানাং যাতুমেকার্ণবা মহী
ইতি গোপগণা বাক্যং ব্যাহরন্তি ভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ২০
তেনোৎপাতাম্বুবর্ষেণ গাবো বিগ্রহতা তদা
হম্বারবৈঃ ক্রন্দমানা ন চেলুঃ স্তম্ভিতোপমাঃ ॥ ২১
নিষ্কম্পসক্থিচরণা নিস্প্রযত্নমুখাননাঃ ।
হৃষ্টরোমার্দ্রতনবঃ ক্ষামকুক্ষিপয়োধরাঃ ॥ ২২
কাশ্চিৎ প্রাণান্ জহুঃ শ্রান্তাঃ নিপেতুঃ কাশ্চিদাতুরাঃ
কাশ্চিৎ সবৎসাঃ পতিতা গাবঃ শীকরবেষ্টিতাঃ ॥ ২৩
কাশ্চিদাক্রম্য ক্রোড়েন বৎসাংস্তিষ্ঠন্তি মাতরঃ ।
বিমুখাঃ শ্রান্তসক্থ্যশ্চ নিরাহারাঃ কৃশোদরাঃ ।
পেতুরার্ত্তা বেপমানা গাবো বর্ষপরাজিতাঃ ॥ ২৪
বৎসাশ্চোন্মুখকা বালা দামোদরমুখাঃ স্থিতাঃ
ত্রাহীতি বদনৈর্দীনৈঃ কৃষ্ণমূচুরিবার্দ্দিতাঃ ॥ ২৫
গবাং তৎ কদনং দৃষ্ট্বা দুর্দ্দিনাগমজং মহৎ ।
গোপাংশ্চাসন্ননিধনান্ কৃষ্ণঃ কোপং সমাদধে ॥ ২৬
স চিন্তয়িত্বা সংরব্ধো দৃষ্টো যোগো ময়েতি চ
আত্মানমাত্মনা বাক্যমিদমূচে প্রিয়ংবদঃ ॥ ২৭
অদ্যাহমিমমুৎপাট্য সকাননবনং গিরিম্ ।
কল্পয়েয়ং গবাং স্থানং বর্ষত্রাণায় দুর্দ্ধরম্ ॥ ২৮
অয়ং ধৃতো ময়া শৈলঃ পৃথ্বীগৃহনিভোপমঃ
ত্রাস্যতে সব্রজা গা বৈ মদ্বশ্যশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ২৯

---

মেঘমুক্ত ও পুনঃ পুনঃ বর্ষিত জলের দ্বারা আবৃত হইয়া সেখানে সর্ব্বদিকের ভূমি জলময়ী হইয়া যাইল। ১৭

সে স্থানে ময়ূরগণ তারস্বরে রব করিতে লাগিল, কিন্তু অন্যান্য পক্ষীদিগের পক্ষ অতিশয় ম্লান হইয়া যাইল। নদীসকল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল এবং তীরবর্ত্তী বৃক্ষসমূহ প্লাবন জলস্রোতে ভাসিয়া গেল। ১৮

মেঘসকলের গর্জন ও পর্জ্জন্যদেবের গর্জ্জন নাদে যেন তর্জ্জিত হইয়া বৃক্ষসমূহের সহিত তৃণসকল কাঁপিতে লাগিল। ১৯

সেই সময় গোপগণ ভয়ে পীড়িত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই সমস্ত লোকসমূহের অন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং পৃথিবী একার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। ২০

সেই উৎপাতজনক জলের প্রবল বর্ষণে অত্যন্ত তাড়িত ও পীড়িত হইয়া গোসকল হাম্বারবের দ্বারা করুণ ক্রন্দন করিতে করিতে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া গিয়াছে, যেন তাহাদের সর্বাঙ্গ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। ২১

তাহাদের জঙ্ঘা-পদ সঞ্চালন করিবার সামর্থ্য চলিয়া গিয়াছে, মুখ ও মুখ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ জলে আর্দ্র হইয়া (ভিজিয়া) যাওয়ায় রোমাবলি উদ্গত হইয়া (খাড়া হইয়া) গিয়াছে। তাহাদের উদর (পেট) ও স্তন শীতকষ্টে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। ২২

এই সময় কিছু গরু পীড়ায় ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিছু গরু অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পতিত হইল এবং কতক গরু জলের ঝাপটায় উদ্বিগ্ন হইয়া বৎসসহ ধরাশায়ী হইল। ২৩

কিন্তু গোমাতা নিজ নিজ বৎসকে অঙ্কে আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং অনেকে আবার বৎসের প্রতি বিমুখ হইয়া যাইল ; কারণ, তাহাদের জঙ্ঘা শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই সময় কোনও খাদ্য না পাওয়ায় গোসকলের উদর কৃশ হইয়া গিয়াছিল। বর্ষায় পরাজিত হইয়া পীড়িত গোসব কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। ২৪

শিশু বৎসগণ মুখ তুলিয়া দামোদর শ্রীকৃষ্ণের দিকে মুখ করত অবস্থান করিতে লাগিল। উহাতে মনে হইতেছিল, সেই সব পীড়িত বৎস নিজ নিজ দীন মুখের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—প্রভো ! আমাদের রক্ষা করুন। ২৫

এই দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় গোসকলের সেই অত্যন্ত উৎপীড়ন দেখিয়া এবং গোপগণের মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের প্রতি অতিশয় ক্রোধ ধারণ করিলেন। ২৬

প্রিয়ভাষী শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল চিন্তা করত রোষাবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই নিজেকে নিজে এই কথা বলিলেন—এই বর্ষা হইতে রক্ষার উপায় আমি দেখিতে পাইয়াছি। ২৭

আজ আমি এই বন ও কানন সহ দুর্দ্ধর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া বর্ষার জল হইতে গোসকলকে রক্ষা করিবার জন্য সুরক্ষিত স্থান নির্মাণ করিব। ২৮

আমার দ্বারা ধৃত এই পর্ব্বত পৃথিবীতে নির্মিত গৃহের সদৃশ হইয়া ব্রজসহ সমস্ত গোসকলকে পরিত্রাণ করিবে এবং তাহারা আমার বশীভূত হইবে। ২৯

এবং স চিন্তয়িত্বা তু কৃষ্ণঃ সত্যপরাক্রমঃ।
বাহ্বোর্বলং দর্শয়িষ্যন্ সমীপং তং মহীধরম্।
দোর্ভ্যামুৎপাটয়ামাস কৃষ্ণো গিরিরিবাপরঃ ॥ ৩০
স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা।
গৃহভাবং গতস্তত্র গৃহাকারেণ বর্চসা ॥ ৩১
ভূমেরুৎপাট্যমানস্য তস্য শৈলস্য সানুষু
শিলাঃ প্রশিথিলাশ্চেলুর্নিষ্পেতুশ্চ পাদপাঃ ॥ ৩২
শিখরৈর্ঘূর্ণমানৈশ্চ সীদমানৈশ্চ পাদপৈঃ
বিধূতৈশ্চোচ্ছ্রিতৈঃ শৃঙ্গৈরগমঃ খগমোঽভবৎ ॥ ৩৩
চলৎপ্রস্রবণৈঃ পার্শ্বৈর্মেঘৌঘৈরেকতাং গতৈঃ।
ভিদ্যমানাশ্মনিচয়শ্চাচাল ধরণীধরঃ ॥ ৩৪
ন মেঘানাং প্রবৃষ্টানাং ন শৈলস্যাম্ববর্ষিণঃ।
বিবিদুস্তে জনা রূপং বায়োস্তস্য চ গর্জতঃ ॥ ৩৫

মেঘৈঃ সশৈলসংস্থানৈর্নীলৈঃ প্রস্রবণার্পিতৈঃ।
নিস্ত্রীকৃত ইবাভাতি গিরিরুদ্দামবর্হবান্ ॥ ৩৬
আপ্লুতোঽয়ং গিরিঃ পক্ষৈরিতি বিদ্যাধরোরগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব বাচো মুমুচুঃ সর্বশঃ ॥ ৩৭
স হস্ততলবিন্যস্তো মুক্তমূলঃ ক্ষিতেস্তলাৎ
ধাতূন্নির্বর্তয়ামাস কাঞ্চনাঞ্জনরাজতান্ ॥ ৩৮
কানিচিচ্ছিখিলানীব সংছিন্নার্ধানি কানিচিৎ।
গিরের্মেঘপ্রবিষ্টানি তস্য শৃঙ্গাণি চাভবন্ ॥ ৩৯
গিরিণা কম্পমানেন কম্পিতানাং তু শাখিনাম্
পুষ্পমুচ্চাবচং ভূমৌ ব্যশীর্যত সমন্ততঃ ॥ ৪০
নিঃসৃতাঃ পৃথুমূর্ধানঃ স্বস্তিকার্ধবিভূষিতাঃ।
দ্বিজিহ্বপতগাঃ ক্রুদ্ধাঃ খেচরাঃ খে সমন্ততঃ ॥ ৪১
আর্তিং জগ্মুঃ খগগণা বর্ষেণ চ ভয়েন চ।
উৎপত্যোৎপত্য গগনাৎ পুনঃ পেতুরবাঙ্মুখাঃ ॥ ৪২

এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্যপরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই হস্তের বল দর্শন করাইতে করাইতে সেই নিকটবর্তী পর্বতকে দুই হাতে উৎপাটিত করিলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৩০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্তের দ্বারা ধৃত হইয়া ও মেঘমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হইয়া সেই পর্বত তাঁহার গৃহাকারক তেজ বা সহজে সেখানে গৃহভাব প্রাপ্ত হইল। ৩১

যে সময় এই পর্বত পৃথিবী হইতে উৎপাটিত হইতেছিল, সেই সময় তাহার উপরে যে সব শিলা ইতস্ততঃ খণ্ড খণ্ডাকারে পতিত ছিল, সেই সব শিলা চারিদিকে পতিত হইল এবং বৃক্ষও পতিত হইল। ৩২

সেই সময় পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে শিখরসমূহ, খণ্ডিত হইয়া অবসন্ন বৃক্ষসকল এবং উচ্চাকার ও কম্পিত বহু বৃক্ষের শিখরবিশেষ) দ্বারা সেই পর্বত আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় শূন্যে যাইতে লাগিল। ৩৩

পার্শ্ববর্তী চঞ্চল প্রস্রবণ (ঝরণা) মেঘমালার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইল। সেই পর্বত আন্দোলিত হইল এবং প্রস্তররাশি দীর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। ৩৪

সেই পর্বতের নিচে গর্তগৃহে উপবিষ্ট সকল মানুষ না প্রবল বর্ষণকারী মেঘ, না প্রস্রবনিক্ষেপকারী পর্বত এবং না গর্জনরত বায়ুর স্বরূপ জানিতে পারিল। ৩৫

প্রস্রবণের সহিত মিলিত হইয়া পর্বতাকার নীল মেঘের দ্বারা মিলিত এই পর্বত পক্ষ উত্তোলনকারী ময়ূরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৩৬

বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সর্বদিকে এই চর্চা করিতে লাগিল যে, এই পর্বত নিজের মেঘরূপী পক্ষের দ্বারা যেন উপরের দিকে উড়িয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। ৩৭

এই পর্বত শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্তের তলের উপর স্থাপিত ছিল। ভূতল হইতে তাহার মূলভাগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় সে স্বর্ণ, কজ্জল, রৌপ্য ও গেরুয়াদি ধাতু প্রকটিত করিতে লাগিল। ৩৮

সেই পর্বতের তখন কিছু কিছু শিখর যেন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, কিছু শিখরের অর্ধাংশ খণ্ডিত হইয়াছিল এবং কিছু শিখর মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ৩৯

পর্বত কম্পিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপরি ভাগের বৃক্ষসমূহ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের নানাপ্রকার পুষ্পসকল ভূতলে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইল। ৪০

এই সময় দীর্ঘ মস্তকবিশিষ্ট ও আকাশে উড়িয়া যাইতে সক্ষম সর্পরাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আকাশে সর্বদিকে নির্গত হইল। এই সব সর্পরাজগণের শরীর অর্ধভাগে স্বস্তিকের দ্বারা বিভূষিত ছিল। ৪১

পক্ষিগণ বর্ষা ও ভয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া আকাশে যাইতে লাগিল এবং সেখান হইতে পুনরায় নীচের দিকে মুখ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। ৪২

রেণুপ্রবেরিতাঃ শিখরাঃ সজলা ইব তোয়দাঃ
গর্জিতা ইব বলাহকা নেদুঃ শার্দ্দূলপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৩
বিষমৈশ্চ সমীভূতৈঃ সমৈশ্চাত্যন্তদুর্গমৈঃ ।
ব্যাবৃত্তদেহঃ স গিরিরন্য এবোপলক্ষ্যতে ॥ ৪৪
অভিবৃষ্টস্য তৈর্মেঘৈস্তস্য রূপং বভূব চ ।
স্তম্ভিতস্যেব রুদ্রেণ ত্রিপুরস্য বিহায়সি ॥ ৪৫
বাহুদণ্ডেন কৃষ্ণস্য বিধৃতং সুমহত্তদা
নীলাভ্রপটলচ্ছন্নং তদ্গিরিচ্ছত্রমাবভৌ ॥ ৪৬
স্বপ্নায়মানো জলদৈর্নিমীলিতগুহামুখঃ
বাহূপধানে কৃষ্ণস্য প্রসুপ্ত ইব সে গিরিঃ ॥ ৪৭
নির্বিহঙ্গরুতৈর্বৃক্ষৈর্নির্ময়ূরকৈর্বনৈঃ ।
নিরালম্ব ইবাভাতি গিরিঃ সশিখরৈর্বৃতঃ ॥ ৪৮
পর্য্যস্তৈর্ঘূর্ণমানৈশ্চ প্রচলদ্ভিশ্চ সানুভিঃ ।
সমরাণীব শৈলস্য বনানি শিখরাণি চ ॥ ৪৯
উত্তমাঙ্গগতাস্তস্য মেঘাঃ পবনবাহনাঃ ।
ধর্ষামাসা মহেন্দ্রেণ তোয়ং মুমুচুরক্ষয়ম্ ॥ ৫০
স লম্বমানঃ কৃষ্ণস্য ভুজাগ্রে সঘনো গিরিঃ ।
চক্রারূঢ় ইবাভাতি দেশো নৃপতিপীড়িতঃ ॥ ৫১
স মেঘনিচয়স্তস্থৌ গিরিং তং পরিবার্য্য চ ।
পুরং পুরস্কৃত্য যথা স্ফীতো জনপদো মহান্ ॥ ৫২
নিবেশ্য তং করে শৈলং তোলয়িত্বা চ সস্মিতঃ ।
প্রোবাচ গোপ্তা গোপানাং প্রজাপতিরিব স্থিতঃ ॥ ৫৩
এতদ্দেবৈরসম্প্রাপ্যং দিব্যেন বিধিনা ময়া ।
কৃতং গিরিগৃহং গোপা নির্বাতং শরণং গবাম্ ॥ ৫৪
ক্ষিপ্রং বিশন্তু যূথানি গবামিহ হি শান্তয়ে ।
নির্বাতেষু চ দেশেষু নিবসন্তু যথাসুখম্ ॥ ৫৫
যথাশ্রেষ্ঠং যথাযূথং যথাসারং যথাসুখম্ ।

বহু সিংহ রোষাবিষ্ট হইয়া সজল জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই শার্দ্দূলগণ বর্ষাকালীন জলদ হইতে উত্থিত শব্দের সদৃশ গভীর শব্দ করিতে লাগিল। ৪৩

সেই পর্ব্বতের বিষম ভূমি সম হইয়া যাইল এবং সমভূমি বিষম হইয়া অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। ইহাতে তাহার প্রকৃত রূপের এতাদৃশ বৈপরীত্য ( উলট পালট ) হইল যে, সেই পর্ব্বত যেন অন্য এক পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪৪

সেই মেঘসকলের দ্বারা অতিবৃষ্টি আরম্ভ হইলে পর সেই পর্ব্বতের রূপ আকাশে ভগবান্ রুদ্র কর্ত্তৃক স্তম্ভিত ত্রিপুরাসুরের রূপের ন্যায় হইয়া যাইল। ৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাহুদণ্ডের দ্বারা ধৃত ও নীলবর্ণ মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া এই পর্ব্বতরূপী ছত্র অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৬

নিদ্রা যাইবার ইচ্ছায় সেই পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের বাহুকে উপধান ( বালিশ) করিয়া যেন নিদ্রিত আছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই সময় তাহার গুহারূপী মুখ মেঘরূপ আবরণে ( চাদরে ) যেন আচ্ছাদিত ছিল। ৪৭

এই পর্ব্বতে যে সব বৃক্ষ ছিল, উহাদের মধ্যে পক্ষিগণের কোনরূপ রব শুনা যাইতেছিল না। সেখানের সকল বনই ময়ূরের কেকাধ্বনি শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এরূপ বৃক্ষ এবং বনসমূহে পরিবৃত সেই পর্ব্বত নিজের শিখরসমূহের সহিত যেন নিরালম্ব বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ৪৮

তাহার শৃঙ্গসকল অস্ত-ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল এবং সবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। ইহাতে মনে হইতেছিল,—সেই পর্ব্বতের বন ও শিখরসমূহ যেন পতিত হইতেছে। ৪৯

সেই পর্ব্বতের মস্তকে ( শিখরে ) উপস্থিত হইয়া বায়ুবাহন মেঘসকল দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক বলসহকারে প্রেরিত হইলে পর অবিরত ধারায় জল বর্ষণ করিতে লাগিল। ৫০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহুর অগ্রভাগে লম্বমান হইয়া মেঘসহ সেই পর্ব্বত কোনও শত্রু রাজার দ্বারা পীড়িত দেশের ন্যায় চক্রে আরূঢ় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল* । ৫১

সেই মেঘমণ্ডল এই পর্ব্বতের চারিদিক্ পরিবৃত করিয়া সেইরূপে অবস্থান করিতে লাগিল, যেরূপ সমৃদ্ধিশালী বিশাল জনপদ নগর বা রাজধানীকে অগ্রে রাখিয়া অবস্থান করে। ৫২

সেই পর্ব্বতকে নিজের হস্তের উপরে স্থাপন করত তুলিয়া ধরিয়া প্রজাপতি তুল্য শোভমান গোপরক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন। ৫৩

গোপগণ! আমি দিব্য বিধির দ্বারা এই পর্ব্বতের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, যাহা নির্ম্মাণ করা দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। ইহার মধ্যে বর্ষার জল ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা গো-সকলের উত্তম আশ্রয়। ৫৪

শান্তি লাভের জন্য গোধন দলে দলে ইহার মধ্যে সত্বর প্রবিষ্ট হউক এবং এই বায়ুরহিত স্থানসমূহে সুখে বাস করুক। ৫৫

* শত্রু রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশের মনুষ্যগণ রথ, শকট ও অশ্বাদি বাহনে আরোহণ করত যখন দ্রুত পলায়ন করিতে থাকে, তখন সেই আক্রান্ত দেশকে 'চক্রারূঢ়' বলা হয়। সেইরূপ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পীড়িত পর্ব্বত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপী চক্রে আরূঢ় হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

বিভজ্যতাময়ং দেশঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥ ৫৬
শৈলোৎপাটনভূয়েষা মহতী নির্মিতা ময়া ।
পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন ক্রোশৈকবিস্তরো মহান্ ॥
ত্রৈলোক্যমপ্যৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজম্ ॥ ৫৭
ততঃ কিলকিলাশব্দো গবাং হম্বারবৈঃ সহ
গোপানাং তুমুলো জজ্ঞে মেঘনাদশ্চ বৈ শ্রুতঃ ॥ ৫৮
প্রাবিশন্ত ততো গাবো গোপৈর্যূথপ্রকল্পিতাঃ
তস্য শৈলস্য বিপুলং প্রদরং গহ্বরোদরম্ ॥ ৫৯
কৃষ্ণোঽপি মূলে শৈলস্য শৈলস্তম্ভ ইবোচ্ছ্রিতঃ ।
দধারৈকেন হস্তেন শৈলং প্রিয়মিবাতিথিম্ ॥ ৬০
ততো ব্রজস্য ভাণ্ডানি যুক্তানি শকটানি চ ।
বিবিশুর্বর্ষভীতানি তদ্‌গৃহং গিরিনির্মিতম্ ॥ ৬১
অতিদৈবং তু কৃষ্ণস্য দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম বজ্রভৃৎ ।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো জলদান্ বারয়ামাস বৈ বিভুঃ ॥ ৬২
সপ্তরাত্রে তু নির্বৃত্তে ধরণ্যাং বিগতোৎসবঃ
জগাম সংবৃতো মেঘৈর্বৃত্রহা স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ৬৩
নির্বৃত্তে সপ্তরাত্রে তু নিষ্প্রয়াতে শতক্রতৌ
গতাভ্রে বিমলে ব্যোম্নি দিবসে দীপ্তভাস্করে ॥ ৬৪
গাবস্তেনৈব মার্গেণ পরিজগ্মুর্যথাগতম্
স্বকং স্থানং ততো ঘোষঃ প্রত্যয়াৎ পুনরেব সঃ ॥ ৬৫
কৃষ্ণোঽপি তং গিরিশ্রেষ্ঠং স্বস্থানে স্থাবরাত্মবান্ ।
প্রীতো নিবেশয়ামাস শিবায় বরদো বিভুঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

যাহারা যেরূপ জোট-কমিটি, যাহাদের যেরূপ দল এবং যাহাদের নিকট যেরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে, তদনুসারে তোমরা সকলে সুখপূর্ব্বক এই স্থানকে বিভক্ত কর। আমি বর্ষাকে পর্ব্বতোত্তোলনে নিবারণ করিয়াছি। ৫৬

আমি পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া এখানে বাস করিবার উপযোগী বিশাল ভূমি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি। ইহা লম্বায় পাঁচ ক্রোশ এবং চওড়ায় একক্রোশ পরিমাণ। এই বিশাল ভূভাগ ত্রিভুবনকেও বর্ষা ও বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারে; সে স্থলে এই ব্রজকে রক্ষা করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৫৭

ইহা শ্রবণ করিয়া অভ্যন্তর ভাগ হইতে গোগণের হাম্বারব সহ গোপদিগের আনন্দসূচক তুমুল কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইল এবং বহির্ভাগ হইতে মেঘগুলের গম্ভীর গর্জ্জন হইতে লাগিল। ৫৮

অনন্তর গোপগণের দ্বারা এক এক যূথ (দল)-রূপে বিভক্ত হইয়া গো-সকল সেই পর্ব্বতের বিশাল ও বিস্তৃত অভ্যন্তরযুক্ত গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ৫৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেই পর্ব্বতের মূলভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি এই পর্ব্বতকে নিজের প্রিয় অতিথির ন্যায় এক হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন। ৬০

তাহার পর বর্ষাভীত ব্রজের গোপগণ নিজ নিজ বস্ত্র-ভাণ্ডাদি (বাসন-পত্র) এবং সংযোজিত শকটসমূহ লইয়া সেই পর্ব্বতনির্ম্মিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ৬১

দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব শ্রীকৃষ্ণের কর্ম দেখিয়া বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্র সেই মেঘসমূহকে নিবারিত করিলেন। ইহাতে তিনি মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইলেন অর্থাৎ ব্রজকে নষ্ট করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞায় সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না। ৬২

সপ্ত রাত্রি ধরিয়া পৃথিবীতে বর্ষা করিবার পর মেঘমণ্ডলে পরিবৃত বৃত্রনাশক ইন্দ্র উৎসবহীন (আনন্দশূন্য) হইয়া (অথবা ব্রজে পালিত উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়া) উত্তম স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ৬৩

সপ্ত রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর যখন ইন্দ্রের সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইল, মেঘ অপসৃত হইল, আকাশ নির্মল হইল এবং দিবাভাগে সূর্য্যদেব দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন, সেই সময় সমস্ত গোধন যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া যাইল। সম্পূর্ণ ব্রজ পুনরায় নিজের নিবাসস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। ৬৪-৬৫

স্থিরভাবে দণ্ডায়মান বরদায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়া দিলেন। ৬৬

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতধারণনামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ দেবরাজস্যেন্দ্রস্যাগমনম্, গোবিন্দপদে শ্রীকৃষ্ণস্যাভিষেকঃ, শ্রীকৃষ্ণায় ভবিষ্যতি কর্তব্যকার্য্যমুপদিশ্য অর্জুনস্য রক্ষণাবেক্ষণকরণায় ইন্দ্রেণ শ্রীকৃষ্ণায়ানুরোধঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য তত্র সম্মতিশ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ধৃতং গোবর্দ্ধনং দৃষ্ট্বা পরিত্রাতঞ্চ গোকুলম্।
কৃষ্ণস্য দর্শনং শক্রো রোচয়ামাস বিস্মিতঃ ॥ ১
স নির্জলাম্বুদাকারং মত্তং মদজলোক্ষিতম্।
আরুহ্যৈরাবতং নাগমাজগাম মহীতলম্ ॥ ২
স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধনশিলাতলে
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ ॥ ৩
তং বীক্ষ্য বালং মহতা তেজসা দীপ্তমব্যয়ম্।
গোপবেশধরং বিষ্ণুং প্রীতিং লেভে পুরন্দরঃ ॥ ৪
তং শ্রীবৎসোরস্কং নীলোৎপলদলশ্যামং কৃষ্ণং শ্রীবৎসলক্ষণম্।
পর্য্যাপ্তনয়নঃ শক্রঃ সর্বৈর্নেত্রৈরুদৈক্ষত ॥ ৫
দৃষ্ট্বা চৈনং শ্রিয়া জুষ্টং মর্ত্যলোকেঽমরোপমম্।
সুপবিষ্টং শিলাপৃষ্ঠে শক্রঃ স ব্রীড়িতোঽভবৎ ॥ ৬
তস্যোপবিষ্টস্য সুখং পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতশ্ছায়াং চকারোরগভোজনঃ ॥ ৭
তং বিবিক্তে বনগতং লোকবৃত্তান্ততৎপরম্।
উপতস্থে গজং হিত্বা কৃষ্ণং বলনিষূদনঃ ॥ ৮
স সমীপগতস্তস্য দিব্যস্রগনুলেপনঃ।
ররাজ দেবরাজো বৈ বজ্রপূর্ণকরঃ প্রভুঃ ॥ ৯
কিরীটেনার্কতুল্যেন বিদ্যুদুদ্যোতকারিণা।
কুণ্ডলাভ্যাং স দিব্যাভ্যাং সততং শোভিতাননঃ ॥ ১০
পঞ্চস্তবকলম্বেন হারেণোরসি ভূষিতঃ।
সহস্রপত্রকান্তেন দেহভূষণকারিণা।
ঈক্ষমাণঃ সহস্রেণ নেত্রাণাং কামরূপিণাম্ ॥ ১১
ত্রিদশাহ্বাপনার্থেন মেঘনির্ঘোষকারিণা।
অথ দিব্যেন মধুরং ব্যাজহার স্বরেণ তম্ ॥ ১২

## একোনবিংশ অধ্যায়।

[ দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন, গোবিন্দপদে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক, শ্রীকৃষ্ণকে ভবিষ্যতে কর্তব্য কার্য্য বলিয়া অর্জুনকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ এবং শ্রীকৃষ্ণের উহাতে সম্মতি দান ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন ইন্দ্র দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন, তখন তিনি (বিস্মিত হইলেন এবং) শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।১

তিনি জলহীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও মদজলে আপ্লুত ঐরাবত নামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া ভূতলে আগমন করিলেন। ২

অনেক নামসমূহের দ্বারা আহ্বানযোগ্য ও শত্রুনগর বিদীর্ণকারী ইন্দ্র সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে, অনায়াসে মহৎ কর্মকারী শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্বতের এক শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। ৩

মহাতেজে উদ্দীপ্ত গোপবেশধারী বিষ্ণুরূপ সেই অবিনাশী বালকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতিলাভ করিলেন। ৪

নীলকমলদলতুল্য শ্যামসুন্দর ও শ্রীবৎসচিহ্ন-বিভূষিত সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত ইন্দ্র নিজ নয়নে যথার্থ ফলপ্রাপ্ত হইলেন এবং স্বীয় নেত্রসমূহের দ্বারা প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।৫

মর্ত্যলোকে বিরাজমান থাকিয়াও দেবোপম সৌন্দর্য্যশালী ও তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে শিলাপৃষ্ঠে সুখে উপবিষ্ট দেখিয়া ইন্দ্র লজ্জিত হইলেন। ৬

সে স্থানে উপবিষ্ট শ্রীহরির মুখের উপর সর্পভোজী পক্ষিরাজ গরুড় অদৃশ্য থাকিয়া নিজের দুই পক্ষের দ্বারা ছায়া করিয়া বিদ্যমান ছিলেন। ৭

বলাসুরহন্তা ইন্দ্র হস্তীকে ত্যাগ করিয়া নামিয়া আসিলেন এবং নির্জন প্রদেশে বনের মধ্যে অবস্থান করত লোকব্যবহারে তৎপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৮

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করত দিব্য পুষ্পমালা ও অনুলেপন ধারণকারী প্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার হস্ত বজ্রে পরিপূর্ণ ছিল। ৯

বিদ্যুৎ-সদৃশ প্রভাবিকীরণকারী ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী কিরীট এবং দুইটি দিব্য কুণ্ডলের দ্বারা তাঁহার শ্রীমুখ নিরন্তর শোভা পাইতেছিল। ১০

তিনি নিজ বক্ষে এরূপ একটি হারের দ্বারা বিভূষিত ছিলেন, যাহার মধ্যে পুষ্পের পাঁচটি গুচ্ছ লম্বমান ছিল। সহস্রদল-কমলতুল্য কান্তিমান্, সম্পূর্ণ দেহকে বিভূষিতকারী ও ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে সমর্থ এক হাজার নেত্রের দ্বারা ইন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। ১১

তিনি দেবগণকে আহ্বান করিতে অভ্যস্ত ও মেঘ গর্জন-

ইন্দ্র উবাচ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্দ্ধন ।
অতিদিব্যং কৃতং কর্ম্ম ত্বয়া প্রীতিমতা গবাম্ ॥ ১৩
মহোৎসৃষ্টেষু মেঘেষু যুগান্তাবর্ত্তকারিষু ।
যৎ ত্বয়া রক্ষিতা গাবস্তেনাস্মি পরিতোষিতঃ ॥ ১৪
স্বায়ম্ভুবেন যোগেন যচ্চায়ং পর্বতোত্তমঃ ।
ধৃতো বেশ্মবদাকাশে কো হ্যেতেন ন বিস্ময়েৎ ॥ ১৫
প্রতিষিদ্ধে মম মহে ময়েয়ং রুষিতেন বৈ ।
অতিবৃষ্টিঃ কৃতা কৃষ্ণ গবাং বৈ সপ্তরাত্রিকী ॥ ১৬
সা ত্বয়া প্রতিষিদ্ধেয়ং মেঘবৃষ্টির্দুরাসদা ।
দেবৈঃ সদানবগণৈর্দুর্নিবার্য্যা ময়ি স্থিতে ॥ ১৭
অহো মে সুপ্রিয়ং কৃষ্ণ যৎ ত্বং মানুষদেহবান্ ।
সমগ্রং বৈষ্ণবং তেজো বিনিগূহসি রোষিতঃ ॥ ১৮
সাধিতং দেবতানাং হি মন্যেঽহং কার্য্যমব্যয়ম্
ত্বয়ি মানুষ্যমাপন্নে যুক্তে চৈব স্বতেজসা ॥ ১৯
সেৎস্যতে সর্ব্বকার্য্যার্থো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে ।
দেবানাং যত্ত্বমগ্রেতা সর্ব্বকার্য্যপুরোগমঃ ॥ ২০
একস্ত্বমপি দেবানাং লোকানাঞ্চ সনাতনঃ ।
দ্বিতীয়ং নাত্র পশ্যামি যস্ত্বেষাঞ্চ ধুরং বহেৎ ॥ ২১
যথা হি পুঙ্গবঃ শ্রেষ্ঠো মগ্নে ধুরি নিযোজ্যতে
এবং ত্বমপি দেবানাং মগ্নানাং দ্বিজবাহনঃ ॥ ২২
ত্বচ্ছরীরগতং কৃষ্ণ জগৎপ্রকরণং ত্বিদম্ ।
ব্রহ্মণা সাধু নির্দ্দিষ্টং ধাতুভ্য ইব কাঞ্চনম্ ॥ ২৩

সমুদ্র গম্ভীর শব্দকারী দিব্যস্বরে মধুর বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন । ১২

ইন্দ্র বলিলেন —কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !! মহাবাহো !!! তুমি জ্ঞাতিগণের আনন্দ বর্দ্ধনকারী । তুমি গোগণের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা অতি দিব্য—এই কর্ম্ম দেবগণের পক্ষেও করা সম্ভব ছিল না । ১৩

আমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রলয়ের পুনরাবৃত্তিকারী মেঘমণ্ডল জলবর্ষণ করিলেও তুমি যে গোগণকে রক্ষা করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি । ১৪

এই যে উত্তম পর্ব্বত, ইহাকে তুমি স্বায়ম্ভুব যোগের* দ্বারা আকাশে ( শূন্যে ) গৃহের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলে । তোমার এই ( অতিমানবিক ও অতিদৈবিক ) কর্ম্মের দ্বারা কে না বিস্মিত হইবে ? ১৫

শ্রীকৃষ্ণ ! যখন আমার প্রচলিত উৎসব নিষিদ্ধ করা হইল, তখন আমি রোষাবিষ্ট হইয়া গোগণের উপর নিজের ক্রোধ প্রকাশের জন্য সাত রাত্রি অতিবৃষ্টি করি । ১৬

সেই সমস্ত অতিবৃষ্টিকে তুমি নিবারণ করিয়াছ । আমি বর্ত্তমান থাকিতে দানবগণের সহিত দেবতাদিগের পক্ষেও সেই বর্ষাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল । ১৭

হে কৃষ্ণ ! ইহা এক আশ্চর্য্যময়ী ঘটনা সংঘটিত হইল । আমার ইহা অতিশয় প্রিয় হইয়াছে ; কারণ, আমি তোমার ক্রোধ উদ্রিক্ত করিলেও তুমি মানুষ দেহ ধারণ করিয়া নিজের সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-তেজকে গোপন করিয়া রাখিয়াছ । ১৮

তুমি মানুষ দেহ প্রাপ্ত হইয়াও নিজের বৈষ্ণব তেজে সম্পন্ন রহিয়াছ, সেইজন্য আমি মনে করিতেছি যে, দেবগণের সমস্ত কার্য্য অব্যাহত গতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে । তাহার আর কোনও অংশ সম্পন্ন হইতে অবশিষ্ট থাকিবে না । ১৯

যখন তুমি দেবগণের নেতা ও সকল কার্য্যে অগ্রগামী হইয়া অবস্থান করিতেছ, তখন আমাদের সব কার্য্য ও সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, কোনও কিছুই তুমি পরিত্যক্ত করিয়া রাখিবে না । ২০

প্রভো ! একমাত্র তুমিই সমস্ত দেবগণের ও লোকসমূহের সনাতন রক্ষক । আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য আর এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যে এই লোকসমূহের এবং দেবগণের রক্ষার ভার বহন করিতে পারে । ২১

যেরূপ শ্রেষ্ঠ বৃষকে ভারবহনের জন্য সর্ব্বাগ্রে নিয়োজিত করা হয়, সেইরূপ পক্ষিরাজ গরুড়বাহন তুমি সঙ্কটে নিমগ্ন দেবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে নিজেকে নিজেই নিয়োগ করিয়া থাক । ২২

হে কৃষ্ণ ! এই যে জগৎ-সংসারের সৃষ্টি, তাহা তোমার শরীরের মধ্যেই অবস্থিত । বিধাতা ব্রহ্মা ইহা সুষ্ঠুভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যেরূপ ধাতুসমূহের মধ্যে স্বর্ণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তুমিই সমস্ত দেবগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান । ২৩

* স্বায়ম্ভুব যোগ বলা হয়—হৈরণ্যগর্ভী ( ব্রহ্মসম্বন্ধিনী ) ধারণাকে । এই যোগ অবলম্বন করিলে অতিশয় ভারবহ বস্তুও হ্রস্বযোগ্য ( হাল্কা ) হইয়া যায় । যেরূপ স্বায়ম্ভুব-যোগ অবলম্বন করিয়া দস্যুগণের সময় অগস্ত্যের নিকট সম্পূর্ণ সমুদ্র তিনি আচমন-প্রমাণে শোষিত হইয়া গিয়াছিল ।

স্বয়ং স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ বুদ্ধ্যাথ বয়সাপি বা ।
ন ত্বানুগন্তুং শক্নোতি পঙ্গুর্গন্তুমিবাধ্বনি ॥ ২৪
স্থাণুভ্যো হিমবান্ শ্রেষ্ঠো হ্রদানাং বরুণালয়ঃ ।
গরুত্মান্ পক্ষিণাং শ্রেষ্ঠো দেবানাঞ্চ ভবান্ বরঃ ॥ ২৫
অপামধস্তাল্লোকো বৈ তস্যোপরি মহীধরাঃ ।
নগানামুপরিষ্টাদ্ ভূঃ পৃথিব্যুপরি মানুষাঃ ॥ ২৬
মনুষ্যলোকাদূর্দ্ধন্তু খগানাং গতিরুচ্যতে ।
আকাশস্যোপরি রবির্দ্বারং স্বর্গস্য ভানুমান্ ॥ ২৭
দেবলোকঃ পরস্তস্মাদ্ বিমানগমনো মহান্ ।
যত্রাহং কৃষ্ণ দেবানামৈন্দ্রে বিনিহতঃ পদে ॥ ২৮
স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ২৯
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি ।
স হি সর্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্ ॥ ৩০
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী
যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্ ॥ ৩১
লোকস্ত্বধঃ দুষ্কৃতিনাং নাগলোকস্তু দারুণঃ ।
পৃথিবী কর্মশীলানাং ক্ষেত্রং সর্বস্য কর্মণঃ ॥ ৩২
খমস্থিরাণাং বিষয়ো বায়ুনা তুল্যবৃত্তিনাম্
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্মণাম্ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ
গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ ॥ ৩৪
স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা ।
ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্ ॥ ৩৫
তদহং সমনুপ্রাপ্তো গবাং বাক্যেন চোদিতঃ ।
ব্রহ্মণশ্চ মহাভাগ গৌরবাত্তব চাগতঃ ॥ ৩৬
অহং ভূতপতিঃ কৃষ্ণ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ ।
অদিতের্গর্ভপর্য্যায়ে পূর্বজস্তে পুরাকৃতঃ ॥ ৩৭
ত্বত্তেজস্তেজসা চৈব যত্তে দর্শিতবানহম্ ।
দেবরূপেণ তৎ সর্বং ক্ষন্তুমর্হসি মে বিভো ॥ ৩৮

যেরূপ পঙ্গু ( গমনশক্তিহীন ) মানুষ দ্রুতগামী মানুষের অনুধাবন করিতে পারে না, সেইরূপ স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাও নিজের বুদ্ধি বা বয়সের দ্বারা তোমাকে অনুসরণ করিতে পারেন না ॥ ২৪

যেরূপ সমস্ত পর্বতসমূহের মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ, হ্রদসকলের মধ্যে সমুদ্র শ্রেষ্ঠ এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তুমি দেবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ॥ ২৫

সর্বনিম্নে হইল জললোক, তাহার উপরে পর্বতসমূহ। এই পৃথিবী নাগগণের উপরে অবস্থিত এবং এই পৃথিবীতেই মনুষ্যগণ বাস করে ॥ ২৬

মনুষ্যলোকের উপর আকাশে পক্ষিগণের গতি বলিয়া কথিত হয়। আকাশের উপরে অংশুমালী ( কিরণমালা-পরিবৃত ) সূর্য্য এবং সূর্য্যই স্বর্গলোকের দ্বার বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৭

সূর্য্যলোকের উপরে দেবগণের মহান্ লোক বিদ্যমান আছে, যে লোকে বিমানের দ্বারা গমন করা যায়। কৃষ্ণ! এই দেবলোকে আমি দেবেন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত আছি ॥ ২৮

স্বর্গলোক হইতেও উপরে ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্মলোক, এই লোক পর্য্যন্তই চন্দ্র ও মহাত্মা গ্রহনক্ষত্রসকলের গতি আছে ॥ ২৯

ব্রহ্মলোকের উপরে গোলোক। এই গোলোককে সাধ্যগণ পালন করেন। হে কৃষ্ণ! এই মহান্ লোক সর্বব্যাপী ও মহাকাশে ব্যাপকরূপে বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ৩০

সেখানেও তোমার তপোময়ী গতি সর্বোপরি বিদ্যমান। এ বিষয়ে আমরা সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া আজ পর্য্যন্ত সেই গতিকে জানিতে পারি নাই ॥ ৩১

তাহার নাগলোক সর্বনিম্নে অবস্থিত। ইহাই দুষ্কর্মকারী ব্যক্তিগণের প্রাপ্য লোক বা স্থান। যাহারা সৎ কর্মনিষ্ঠ, তাহাদের জন্য এই ভূলোক, ইহাই সমস্ত কর্মের ক্ষেত্র ॥ ৩২

যাহারা অস্থির ও যাহাদের বৃত্তি বায়ুর সমান, তাহাদের আশ্রয় আকাশ বা অন্তরিক্ষলোক। যাহারা শমদমগুণসমূহে সম্পন্ন হইয়া পুণ্যকর্মে রত থাকে, সেই মনুষ্যগণের গতি স্বর্গলোক ॥ ৩৩

যাঁহারা ব্রাহ্ম তপস্যায় নিরত থাকেন, তাঁহাদের পরম গতি ব্রহ্মলোক। গোলোক গোগণের পক্ষেই সুলভ। সেই গতি অন্যদের পক্ষে দুরারোহ ( দুর্লভ ) ॥ ৩৪

বীর কৃষ্ণ! এই সময় আমার আদেশে প্রবল জলবর্ষণে ) সেই গোলোক সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল, যাহাকে তোমার ন্যায় ধৈর্য্যশালী পুণ্যাত্মা পুরুষ সেই গোগণের উপর পতিত উপদ্রবসমূহকে নাশ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিয়াছে ॥ ৩৫

মহাভাগ! অতএব আমি ( দিব্য কামধেনু প্রভৃতি ) গোগণের ও ব্রহ্মার বাক্যে প্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তোমার প্রতি আমার মনে যে গৌরব আছে, তাহার দ্বারাও আমি এখানে আসিবার প্রেরণা পাইয়াছি ॥ ৩৬

হে কৃষ্ণ! সমস্ত ভূতগণের অধিপতি আমি সেই দেবরাজ ইন্দ্র, যাহাকে তুমি পুরাকালে মাতা অদিতিদেবীর গর্ভে আসিয়া নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করিয়াছিলে ॥ ৩৭

প্রভো! আমি যে দেবরূপে উপস্থিত হইয়া তেজের দ্বারা

এবং স্বাত্মমনাঃ কৃষ্ণ স্বেন সৌমেন তেজসা ।
ব্রহ্মণঃ শৃণু মে বাক্যং গবাঞ্চ গুরুবিক্রম ॥ ৩৯
আহ ত্বাং ভগবান্ ব্রহ্মা গাবশ্চাকাশগা দিবি ।
কর্মভিস্তোষিতা দিব্যৈস্তব সংরক্ষণাদিভিঃ ॥ ৪০
ভবতা রক্ষিতা গাবো গোলোকশ্চ মহানয়ম্ ।
যদ্ বয়ং পুঙ্গবৈঃ সার্দ্ধং বর্দ্ধামঃ প্রসবৈস্তথা ॥ ৪১
কর্ষকান্ পুঙ্গবৈর্বাহ্যৈর্মেধ্যেন হবিষা সুরান্
শ্রিয়ং শকৃৎপ্রবৃত্তেন তর্পয়িষ্যাম কামদাঃ ॥ ৪২
তদস্মাকং গুরুস্ত্বং হি প্রাণদশ্চ মহাবলঃ ।
অদ্য প্রভৃতি নো রাজা ত্বমিন্দ্রো বৈ ভব প্রভো ॥ ৪৩
তস্মাত্ত্বং কাঞ্চনৈঃ পূর্ণৈর্দিব্যস্য পয়সো ঘটৈঃ ।
এভিরদ্যাভিষিক্তস্ব ময়া হস্তাবনামিতৈঃ ॥ ৪৪
অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ ।
গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং স্তোষ্যন্তি ভুবি শাশ্বতম্ ॥ ৪৫
মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ ।
উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ ॥ ৪৬
যে চেমে বার্ষিকা মাসাশ্চত্বারো বিহিতা মম ।
এষামর্দ্ধং প্রযচ্ছামি শরৎকালং তু পশ্চিমম্ ॥ ৪৭
অদ্যপ্রভৃতি মাসৌ দ্বৌ জ্ঞাস্যন্তি মম মানবাঃ ।
বর্ষার্দ্ধে চ ধ্বজো মহ্যং ততঃ পূজামবাপ্স্যসি ।
মমাম্বুপ্রভবং দর্পং তদা ত্যক্ষ্যন্তি বর্হিণঃ ॥ ৪৮
অল্পবাচো গতমদা যে চান্যে মেঘনাদিনঃ ।
শান্তিং সর্বে গমিষ্যন্তি মম কালবিচারিণঃ ॥ ৪৯
ত্রিশঙ্কুগস্ত্যাচরিতামাশাঞ্চ প্রচরিষ্যতি ।
সহস্ররশ্মিরাদিত্যস্তাপয়ন্ স্বেন তেজসা ॥ ৫০
ততঃ শরদি যুক্তায়াং মৌনকালেষু বর্হিষু ।
যাচমানে খগে তোয়ং বিমুক্তেষু দ্রবেষু চ ॥ ৫১

---

নিজের তেজ প্রকাশ করিয়া তোমাকে দেখাইয়াছিলাম, আমার সেই সব অপরাধ তুমি ক্ষমা কর । ৩৮

হরিতুল্য পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ! এইরূপ তুমি নিজের সৌম্য তেজে মনে ক্ষমাভাব ধারণ করত ব্রহ্মা ও গোগণের কথিত বাক্য আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর । ৩৯

ভগবান্ ব্রহ্মা ও দ্যুলোকে অবস্থিত আকাশচারিণী গোগণ বলিয়াছেন যে, আমরা সকলে তোমার গো-সংরক্ষণাদি দিব্য কর্মসমূহের দ্বারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি । ৪০

তুমি যে গোগণকে রক্ষা করিয়াছ, তাহার দ্বারা এই মহান্ গোলোক সংরক্ষিত হইয়াছেন ; কারণ, এখন আমরা বৃষগণ ও সন্তানগণ সহ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছি । ৪১

গোগণ আমরা সকলেই সমস্ত কামনা প্রদান করিয়া থাকি । যখন হল ও যানে ( গাড়ীতে ) সংযোজিত করিবার যোগ্য বলিষ্ঠ বলদ গরু দান করত আমরা কৃষকদিগকে সন্তুষ্ট করিব, ঘৃত-দুগ্ধের দ্বারা পবিত্র হবিঃ প্রস্তুত করত দেবগণকে তৃপ্ত করিব এবং গোময় দান করত সাক্ষাৎ শ্রীদেবীকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিব । ৪২

প্রভো ! মহাবলশালী তুমি আমাদের পরিত্রাণ করিয়া প্রাণ দান করায় তুমিই আমাদের পরম পূজ্য গুরু, অতএব আজ হইতে তুমি গোগণ আমাদের রাজা ইন্দ্র হও । ৪৩

অতএব ( গোগণের এই অনুরোধ অনুসারে ) আমার দ্বারা হস্তে রাখিয়া প্রস্তুত এই দিব্য জলে পূর্ণ স্বর্ণকলসসমূহের দ্বারা তুমি নিজেকে নিজে অভিষিক্ত কর । ৪৪

আমি দেবগণের ইন্দ্র হইয়াছি এবং তুমি গোগণের ইন্দ্র হইয়া যাইলে আজ হইতে পৃথিবীতে সকল মানুষই তোমাকে 'গোবিন্দ' বলিয়া তোমার স্তব করিবে । ৪৫

কৃষ্ণ ! গোগণ পরমেশ্বর তোমাকে যে আমার উপরে ইন্দ্র করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তদনুসারে দেবগণ তোমাকে 'উপেন্দ্র' নাম দিয়া স্বর্গলোকে তোমার কীর্ত্তি গান করিতে থাকিবে । ৪৬

আমার আরাধনার জন্য বর্ষার যে চারি মাস বিহিত আছে, তাহার পরবর্ত্তি অর্দ্ধভাগ শরৎকাল ( আশ্বিন-কার্ত্তিক দুই মাস ) আমি তোমাকে প্রদান করিলাম । ৪৭

সকল মানুষ আজ হইতে 'শ্রাবণ ও ভাদ্র' এই দুই মাস আমার আরাধনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানিবে । ইহার সহিত বর্ষার অর্দ্ধভাগ অতিবাহিত হইয়া যাইলে পর ইন্দ্রত্বের চিহ্নস্বরূপ আমার ধ্বজ স্থাপিত হইবে । ইহার পর তোমার আরাধনা আরম্ভ হইবে । সেই সময় ময়ূরগণ আমার জল-বর্ষণ হইতে উৎপন্ন মদ পরিত্যাগ করিবে । ৪৮

তাহাদের রবের তেজ কমিয়া যাইবে এবং সমস্ত মদ নষ্ট হইয়া যাইবে । মেঘ দেখিয়া যে সব অন্য প্রাণী গর্জ্জন করে, তাহারা সকলেও আমার সময়ের বিচার করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিবে । ৪৯

বর্ষাকালেই সহস্র কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যদেব নিজ তেজে জগৎকে তাপ দান করিতে করিতে 'ত্রিশঙ্কু' ও 'অগস্ত্যমুনি' কর্ত্তৃক উপভুক্ত দক্ষিণ দিকে বিচরণ করিবেন । ৫০

তদনন্তর যখন শরদ্ ঋতুর যোগ প্রাপ্ত হইবে, ময়ূরগণ মৌন

হংসসারসপূর্ণেষু নদীনাং পুলিনেষু চ।
মত্তক্রৌঞ্চপ্রণাদেষু প্রমত্তবৃষভেষু চ ॥ ৫১
গোষু চৈব প্রহৃষ্টাসু ক্ষরন্তীষু পয়ো বহু
নিবৃত্তেষু চ মেঘেষু নির্যাতা জগতো জলম ॥ ৫৩
আকাশে শস্ত্রসঙ্কাশে হংসেষু চ চরৎসু চ।
জাতপদ্মেষু তোয়েষু বাপীষু চ সরঃসু চ ॥ ৫৪
তড়াগেষু চ কাণ্ডেষু তোয়েষু বিমলেষু চ।
কলমাবনতাগ্রাসু কৃষ্ণকেদারপঙ্ক্তিষু ॥ ৫৫
মধ্যাহ্নং সলিলারম্ভং কূর্ব্বতীষু নদীষু চ।
সুশস্যায়াঞ্চ সীমায়াং মনোহর্য্যাং মুনেরপি ॥ ৫৬
পৃথিব্যাং পৃথুরাষ্ট্রায়াং রম্যায়াং বর্দ্ধসংক্ষয়ে।
শ্রীমৎসু পঙ্ক্তিমার্গেষু ফলবৎসু তৃণেষু চ।
ইক্ষুমৎসু চ দেশেষু প্রবৃত্তেষু মখেষু চ ॥ ৫৭

ততঃ প্রবৎস্যতে পুণ্যা শরৎ সুপ্তোত্থিতে হরি।
সে কেচস্মিন্ কৃষ্ণ নিখিলে যথৈব ত্রিদিবে তথা ॥৫৮
নরাস্তাশ্চৈব মাং চৈব শক্রাকারাসু যষ্টিষু
মহেন্দ্রং চাপ্যুপেন্দ্রঞ্চ মহয়ন্তি মহীতলে ॥ ৫৯
যে চাবয়োঃ স্থিরে বৃত্তে মহেন্দ্রোপেন্দ্রসংজ্ঞিতে।
মানবাঃ প্রণমিষ্যন্তি তেষাং নাস্ত্যনয়াগমঃ ॥ ৬০
ততঃ শক্রস্তু তান্ গৃহ্য ঘটান্ দিব্যপয়োধরান্।
অভিষেকেণ গোবিন্দং যোজয়ামাস যোগবিৎ ॥ ৬১
দৃষ্ট্বা তমভিষিক্তং তু গাবস্তাঃ সহ বৃষপৈঃ।
স্তনৈঃ প্রস্রবযুক্তৈশ্চ সিষিচুঃ কৃষ্ণমব্যয়ম্ ॥ ৬২
মেঘাশ্চ দিবি মুক্তাভিঃ সাম্বুতাভিঃ সমন্ততঃ।
সিষিচুস্তোয়ধারাভিরভিষিচ্য তমব্যয়ম্ ॥ ৬৩
বনস্পতীনাং সর্ব্বেষাং সুস্রাবেন্দুনিভং পয়ঃ।
ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ নেদুস্তূর্য্যাণি চাম্বরে ॥ ৬৪

হইয়া বাস করিবে, চাতক জল কামনা করিতে থাকিবে, নদীসমূহে নৌকা চলাচল শুরু হইয়া যাইবে অর্থাৎ সকল নদীতে জলের বৃদ্ধি আর হইবে না, নদীসকলের তীর হংস ও সারসে পূর্ণ থাকিবে, মত্ত ক্রৌঞ্চ পক্ষীরা সেখানে কলরব করিতে থাকিবে, বৃষগণ মত্ত হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিবে, অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া গোগণ বহুল দুগ্ধ প্রদান করিবে, জগতের প্রয়োজনে জল বর্ষণ করিয়া মেঘমণ্ডল বিলীন হইয়া যাইবে, আকাশ অস্ত্রের ন্যায় চক্‌চকে হইয়া উঠিবে, হংসগণ চারিদিকে বিচরণ করিতে থাকিবে, দীঘী ও সরোবরের জলে পদ্ম উৎপন্ন হইতে থাকিবে, পদ্মের বিকাশে তড়াগসমূহ রমণীয় হইয়া উঠিবে, প্রতি জলাশয়ের জল নির্মল হইবে, ক্ষেত্রসমূহে (জমিতে) শ্রেণীবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণের ধানকর্ষণোৎপন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কলিকাতে ধান্যসমূহের শস্য অগ্রভাগসকল চারিদিকে ঝুলিতে থাকিবে, নদীসমূহ নিজেদের জলপ্রবাহ মধ্যভাগে লইয়া যাইবে, বন অথবা গ্রামসমূহের সীমা (কৃষি জমি) সুন্দর শস্যে পরিপূর্ণ থাকিয়া মুনিদিগের মনকেও মুগ্ধ করিবে, বর্ষা অতিক্রান্ত হওয়ায় যখন বহু রাষ্ট্রে যুক্ত পৃথিবী রমণীয়া হইবে, শ্রেণীবদ্ধ পথসমূহ সৌন্দর্য্যময় হইবে, তৃণ—ওষধিসমূহে ফল ধরিবে, স্থানে স্থানে ইক্ষু (আখ) পরিপূর্ণ জমি দৃষ্টিগোচর হইবে, (আগ্রায়ণ ও বাজপেয়াদি) যজ্ঞ আরম্ভ হইবে এবং তুমি যখন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবে, সেই সময় পুণ্যময়ী শরৎ ঋতু প্রবৃত্ত হইবে। ৫১-৫৭।

শ্রীকৃষ্ণ! এই শরৎকাল আসিলে স্বর্গলোকের ন্যায় এই অখিল জগতে মনুষ্যগণও মৃত্তিকা আকারের ধ্বজসমূহে মহেন্দ্র আমাকে ও উপেন্দ্র তোমাকে পূজা করিবে। ৫৮-৫৯

যে সব মানব আমাদের উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই সনাতন মহেন্দ্রোপেন্দ্রনামক উৎসবে আমাদের প্রণাম করিবে, তাহাদের কোনও অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। ৬০

অনন্তর যোগবিৎ ইন্দ্র দিব্য (মন্দাকিনীর) জলপূর্ণ কলস হস্তে লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ' (গোগণের ইন্দ্র)-পদে অভিষিক্ত করিলেন। ৬১

ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহাকে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া বৃষপতিগণ (বৃষগণ) সহ দিব্য গোসকলও দুগ্ধধারা প্রবাহিত করিতে করিতে নিজ নিজ স্তনসমূহের দ্বারা অবিনাশী শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিলেন। ৬২

ইহার পর মেঘমণ্ডলও আকাশে নিক্ষিপ্ত অমৃতযুক্ত জলধারাসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে চারিদিকে অভিষিক্ত করিয়া সেই অবিনাশী পরমেশ্বরের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিল। ৬৩

অনন্তর সমস্ত বনস্পতিসকলও নিজ নিজ শাখাসমূহ হইতে চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত করিতে (টপকাইতে) লাগিল অর্থাৎ বনস্পতিসকল এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং আকাশে দিব্য বাদ্যসমূহ বহুই ধ্বনিত হইতে লাগিল। ৬৪

অস্তুবন্ মুনয়ঃ সর্ব্বে বাগ্‌ভির্মঙ্গলপরায়ণাঃ ।
একার্ণবে বিবিক্তঞ্চ দধার বসুধা বপুঃ ॥ ৬৫
প্রসাদং সাগরা জগ্মুর্ব্ববুর্বাতা জগদ্ধিতাঃ ।
মার্গস্থোঽপি বভৌ ভানুশ্চন্দ্রো নক্ষত্রসংযুতঃ ॥ ৬৬
ঈতয়ঃ প্রশমং জগ্মুর্নির্ব্বৈররচনা নৃপাঃ ।
প্রবালপত্রশবলাঃ পুষ্পবন্তশ্চ পাদপাঃ ॥ ৬৭
মদং প্রসুস্রুবুর্নাগা যাতাস্তোষং বনে মৃগাঃ ।
অলঙ্কৃতা গাত্রস্রাবৈর্ধাতুভিশ্চিত্রপর্ব্বতাঃ ॥ ৬৮
দেবলোকোপমো লোকস্তুষ্টোঽমৃতরসৈরিব ।
আসীৎ কৃষ্ণাভিষেকো হি দিব্যগন্ধসমোক্ষিতঃ ॥ ৬৯
অভিষিক্তং তু তং গোভিঃ শক্রো গোবিন্দমব্যয়ম্ ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরঃ দেবদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৭০
এষ তে প্রথমঃ কৃষ্ণ নিয়োগো গোষু যঃ কৃতঃ ।

তাহার পর মঙ্গলপরায়ণ সমস্ত মুনিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন। পৃথিবীদেবী নিজের সেই স্বরূপ ধারণ করিলেন, যাহা তিনি একার্ণব হইতে পৃথক্ হইলে পর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬৫

সমস্ত সমুদ্রের জল প্রসন্ন (স্বচ্ছ-নির্মল) হইয়া উঠিল। বায়ু জগতের পক্ষে হিতকর হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, সূর্য্যদেব নিজ পথে অবস্থান করত প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ও চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ৬৬

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ (ফড়িং), মূষিক, পক্ষী ও রাজাদের সেনাদলের দ্বারা আক্রমণ—এই ছয় প্রকার ঈতি শান্ত হইয়া যাইল। রাজাদের সকল কার্য্য শত্রুতারহিত হইল। বৃক্ষসকল পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ হইল এবং নব নব পল্লব, পত্র ও মুকুলে বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। ৬৭

হস্তিগণ মদধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। বনে মৃগাদি পশুগণ সন্তোষ প্রাপ্ত হইল। সকল পর্ব্বত নিজ নিজ দেহ হইতে স্রুত দ্রব ও বিভিন্ন ধাতুসমূহে শোভা পাইতে লাগিল। ৬৮

সম্পূর্ণ জগৎ দেবলোকের ন্যায় সুখী হইয়া যাইল, যেন তাহাকে অমৃতরসের দ্বারা তৃপ্ত করা হইয়াছে। এইভাবে দিব্য তীর্থ বারের (জলের) দ্বারা সিক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই অভিষেক কার্য্য সম্পূর্ণ হইল। ৬৯

গোগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র ধারণকারী অবিনাশী গোবিন্দকে দেবদেব ইন্দ্র এই কথা বলিলেন। ৭০

শ্রূয়তামপরঃ কৃষ্ণ মদাগমনকারণম্ ॥ ৭১
ক্ষিপ্রং প্রসাধ্যতাং কংসঃ কেশী চ তুরগাধমঃ ।
অরিষ্টশ্চ মদাবিষ্টো রাজরাজ্যং ততঃ কুরু ॥ ৭২
পিতৃষ্বসরি জাতস্তে মমাংশোঽহমিব স্থিতঃ ।
স তে রক্ষ্যশ্চ মান্যশ্চ সখা চ বিনিযুজ্যতাম্ ॥ ৭৩
ত্বয়া হ্যনুগৃহীতঃ স তব বৃত্তানুবর্ত্তকঃ ।
স্ববংশে বর্দ্ধনানশ্চ প্রাপ্স্যতে বিপুলং যশঃ ॥ ৭৪
ভারতস্য চ বংশস্য স বরিষ্ঠো ধনুর্দ্ধরঃ ।
ভবিষ্যত্যগ্রপশ্চ ত্বদৃতে ন চ রংস্যতে ॥ ৭৫
ভারতং যুদ্ধ চায়ত্তং তস্মিংশ্চ পুরুষোত্তমে ।
উভাভ্যামপি সংযোগে যাস্যন্তি নিধনং নৃপাঃ ॥ ৭৬
প্রতিজ্ঞাতঃ ময়া কৃষ্ণ ঋষিমধ্যে সুরেষু চ ।
ময়া পুত্রোঽর্জ্জুনো নাম সৃষ্টঃ কুন্ত্যাং কুলোদ্বহঃ ॥ ৭৭

শ্রীকৃষ্ণ! এই আমি তোমাকে নিজের আগমনের প্রথম হেতু বলিলাম, যদনুসারে গোগণের আজ্ঞা পালিত হইয়াছে। এখন আমার আগমনের যে দ্বিতীয় কারণ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৭১

তুমি সত্বর কংস ও অশ্বাধম কেশীকে বধ কর। মদমত্ত অরিষ্টকেও বিনাশ কর। তাহার পর রাজাদের তুমি শাসন কর। ৭২

তোমার পিতৃস্বসা (পিসিমা) কুন্তীর গর্ভ হইতে আমারই তুল্য আমার অংশ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি তাহাকে রক্ষা করিও ও আদর করিও এবং তাহাকে তুমি নিজের সখা করিয়া লইও। ৭৩

তোমার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া সে তোমা কর্তৃক কথিত আচার পালন করিবে এবং সর্ব্বদা তোমার বশীভূত থাকিয়া সে প্রভূত যশ প্রাপ্ত হইবে। ৭৪

সে ভরতবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর হইবে ও তোমাকে বিনা তাহার কোনও কিছুতেই প্রীতি লাভ হইবে না। ৭৫

তোমাতে ও সেই পুরুষপ্রবর কুন্তীনন্দনেই মহাভারত যুদ্ধ অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। তোমাদের উভয়ের সংযোগ প্রাপ্ত হইলে পর রাজারা যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। ৭৬

শ্রীকৃষ্ণ! আমি ঋষিগণ ও দেবগণের মধ্যে এই কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া দিলাম যে, কুন্তীগর্ভ হইতে আমার দ্বারা যে কুলগৌরব পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নাম হইল অর্জুন। ৭৭

সোঽস্ত্রাণাং পারতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠশ্চাপবিকর্ষণে ।
তং প্রবেক্ষ্যন্তি বৈ সর্ব্বে রাজানঃ শস্ত্রযোধিনঃ ॥ ৭৮
অক্ষৌহিণীস্তু শূরাণাং রাজ্ঞাং সংগ্রামশালিনাম্ ।
স একঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ যোজয়িষ্যতি মৃত্যুনা ॥ ৭৯
তস্যাস্ত্রচরিতং মার্গং ধনুষো লাঘবেন চ ।
নানুযাস্যন্তি রাজানো দেবা বা ত্বাং বিনা প্রভো ॥ ৮০
স তে বন্ধুঃ সহায়শ্চ সংগ্রামেষু ভবিষ্যতি
তস্য যোগ্যো বিধাতব্যস্ত্বয়া গোবিন্দ সৎকৃতে ॥ ৮১
দ্রষ্টব্যশ্চ যথাহং বৈ ত্বয়া নাথশ্চ নিত্যশঃ ।
ত্রাতা ত্বমেব লোকানামর্জ্জুনস্য চ নিত্যশঃ ॥ ৮২
ত্বয়া চ নিত্যং সংরক্ষ্য আহবেষু মহৎসু সঃ ।
রক্ষিতস্য ত্বয়া তস্য ন মৃত্যুঃ প্রভবিষ্যতি ॥ ৮৩
অর্জ্জুনং বিদ্ধি মাং কৃষ্ণ মাং চৈবাত্মানমাত্মনা ।

সে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী হইয়া বিশেষজ্ঞ হইবে, ধনু আকর্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে এবং অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধকারী সমস্ত রাজারা তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। ৭৮

সংগ্রামের শোভাবর্দ্ধক বীরবর রাজগণের কয়েক অক্ষৌহিণী সৈন্যকে একাকীই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করত মৃত্যুযুক্ত করিয়া দিবে। ৭৯

প্রভো! তুমি ব্যতীত অন্য কোনও দেবতা অথবা রাজারা অর্জ্জুনের অস্ত্রপথের অনুসরণ করিতে পারিবে না। তাহার মধ্যে ধনুচালনায় যে নৈপুণ্য আছে, তাহারও সমানতাকারী কোনও ব্যক্তি নাই। ৮০

গোবিন্দ! যুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুন তোমার প্রকৃত বন্ধু ও সহায়ক হইবে। আমার জন্য অথবা আমার কথায় তুমি তাহাকে অবশ্যই যথাযত্নের উপদেশ করিবে। ৮১

তুমি আমাকে যেরূপ স্বকীয় দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, সেইরূপ অর্জ্জুনকেও আত্মীয় দৃষ্টিতে দেখিবে এবং সর্ব্বদা তাহাকে সমাদর করিবে। তুমি সমস্ত লোকসমূহের ত্রাতা, অতএব সতত অর্জ্জুনের কথা মনে রাখিবে। ৮২

মহারণসমূহে তুমি সর্ব্বদা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। তোমার দ্বারা রক্ষিত হইলে পর অর্জ্জুনের উপর মৃত্যুর কোনও প্রভাব থাকিবে না। ৮৩

শ্রীকৃষ্ণ! তুমি অর্জ্জুনকে আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিও এবং আমাকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার আত্মা (প্রাণস্বরূপ) বলিয়া মনে করিও। যেরূপ আমি তোমার আত্মা, সেইরূপ অর্জ্জুনও তোমার আত্মা। ৮৪

আত্মা তেঽহং যথা শশ্বত্তথৈব তব সোঽর্জ্জুনঃ ॥ ৮৪
ত্বয়া লোকানিমান্ জিত্বা বলের্হস্তাৎ ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ ।
দেবতানাং কৃতো রাজা পুরা জ্যেষ্ঠক্রমাদহম্ ॥ ৮৫
ত্বাঞ্চ সত্যময়ং জ্ঞাত্বা সত্যেষ্টং সত্যবিক্রমম্ ।
সত্যেনোপেত্য দেবা বৈ যোজয়ন্তি রিপুক্ষয়ে ॥ ৮৬
সোঽর্জ্জুনো নাম মে পুত্রঃ পিতৃস্তে ভগিনীসুতঃ ।
ইহ সৌহার্দ্দমায়াতু ভূত্বা সহচরস্তব ॥ ৮৭
তস্য তে যুধ্যতঃ কৃষ্ণ স্বস্থানেঽপি গৃহেঽপি বা ।
বোঢ়ব্যা পুঙ্গবেনেব ধূঃ সদা রণমূর্দ্ধনি ॥ ৮৮
কংসে বিনিহতে কৃষ্ণ ত্বয়া ভাবার্থদর্শিনা ।
অতিভারবহং যুদ্ধং ভবিষ্যতি মহীক্ষিতাম্ ॥ ৮৯
তত্র তেষাং নৃবীরাণামতিমানুষকর্ম্মণাম্ ।
বিজয়স্যার্জ্জুনো ভোক্তা যশসা ত্বঞ্চ যোক্ষ্যসে ॥ ৯০

পুরাকালে তুমি নিজের তিন পদের দ্বারা তিন লোককে পরিমাপ পূর্ব্বক বলির নিকট হইতে নিজের অধিকারে আনিয়া দিলে এবং আমাকেই নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মানিয়া দেবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। ৮৫

তুমি সত্যময়, সত্যপ্রিয় যজ্ঞের দ্বারা তোমার যজন করা হয় এবং তুমি সত্যপরাক্রমশালী, ইহা জানিয়া দেবগণ সত্যভাবেই তোমার শরণগ্রহণ করত তোমাকে তাহাদের শত্রুনাশ কার্য্যে নিযুক্ত করে। ৮৬

অর্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ আমার পুত্র তোমার পিতার ভগিনী কুন্তীদেবীর পুত্র। সে এ জগতে তোমার সহচর হইয়া তোমার সহিত পূর্ণ সৌহার্দ স্থাপিত করিবে। ৮৭

হে কৃষ্ণ! সে যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করুক কিংবা নিজ গৃহে স্বস্থানে অবস্থান করুক, সব সময়েই তুমি বলিষ্ঠ বৃষের ন্যায় সদা তাহার ভার বহন করিও অর্থাৎ সর্ব্বকালে সর্ব্বদা তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। যুদ্ধের সম্মুখভাবে সর্ব্বদাই তুমি তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিও। ৮৮

হে কৃষ্ণ! তুমি ত' ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে, তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ (অতএব তোমার কোনও কিছুই অজ্ঞাত নাই)। যখন কংস তোমার দ্বারা নিহত হইবে, তখন সর্ব্বদিক্ হইতে আগত রাজাদিগের সেই মহাযুদ্ধ (মহাভারত যুদ্ধ) আরম্ভ হইবে। ৮৯

সেই যুদ্ধে অতিমানব (অলৌকিক) কর্ম্মকারী সেই নরবীর রাজাদিগকে জয় করিয়া অর্জ্জুন বিজয়-সুখ উপভোগ করিবে এবং তুমি মহাযশোভাগী হইবে। ৯০

এতত্তে কৃষ্ণ কাৎস্ন্যেন কর্ত্তুমর্হসি ভাষিতম্ ।
যদ্বদত্তে ময়াস্তৈব সত্যঞ্চ প্রিয়মচ্যুত ॥ ৯১
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণো গোবিন্দতাং গতঃ ।
প্রীতেন মনসা যুক্তঃ প্রতিবাক্যং জগাদ হ ॥ ৯২
প্রীতোঽস্মি দর্শনাদেব তব শক্র শচীপতে ।
যত্ত্বয়াভিহিতঞ্চেদং ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে ॥ ৯৩
জানামি ভবতো ভাবং জানাম্যর্জ্জুনসম্ভবম্ ।
জানে পিতৃষ্বসারঞ্চ পাণ্ডোর্দারং মহাত্মনঃ ॥ ৯৪
যুধিষ্ঠিরঞ্চ জানামি কুমারং ধর্ম্মনির্ম্মিতম্ ।
ভীমসেনঞ্চ জানামি বায়োঃ সন্তানজং সুতম্ ॥ ৯৫
অশ্বিভ্যাং সাধু জানামি সৃষ্টং পুত্রদ্বয়ং শুভম্ ।
নকুলং সহদেবঞ্চ মাদ্রীকুক্ষিগতাবুভৌ ॥ ৯৬
কানীনঞ্চাপি জানামি সবিতুঃ প্রথমং সুতম্ ।
পিতৃষ্বসরি কর্ণং বৈ প্রসূতং সূততাং গতম্ ॥ ৯৭
ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ যে সর্ব্বে বিদিতা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ।
পাণ্ডোঃ শরণমক্ষৈব শাপাশনিনিপাতজম্ ॥ ৯৮
তদ্গচ্ছ ত্রিদিবং শক্র সুখায় ত্রিদিবৌকসাম্ ।
নার্জ্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥ ৯৯
অর্জ্জুনার্থে চ তান্ সর্ব্বান্ পাণ্ডবানক্ষতান্ যুধি ।
কুন্ত্যা নির্যাতয়িষ্যামি নিবৃত্তে ভারতে যুধে ॥ ১০০
যচ্চ বক্ষ্যতি মাং শক্র তনুজস্তব সোঽর্জ্জুনঃ ।
ভৃত্যবত্তৎ করিষ্যামি তব স্নেহেন যন্ত্রিতঃ ॥১০১
সত্যসন্ধস্য তচ্ছ্রুত্বা প্রিয়ং প্রীতস্য ভাষিতম্ ।
কৃষ্ণস্য সাক্ষাৎ ত্রিদিবং জগাম ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ১০২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি গোবিন্দা-
ভিষেকে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

যদুসিংহ হইতে অবিচ্যুত কৃষ্ণ । যদি আমি, সমস্ত দেবগণ এবং সত্য তোমার প্রিয় হয়, তবে আমি যাহা কিছু বলিলাম, সেই সব কার্যই তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে । ৯১

ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া 'গোবিন্দ' ভাব প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নমনে প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিলেন । ৯২

দেব । শচীপতে শক্র । আমি আপনার দর্শনেই প্রীতিলাভ করিয়াছি । আপনি যাহা কিছু বলিলেন, তৎসমস্তই আমি পূর্ণ করিব, কোনও কিছুই পরিত্যাগ করিব না । ৯৩

আমার প্রতি আপনার যে ভাব আছে, তাহা আমি জানি । অর্জুনের জন্মেরও সংবাদ আমি জানি । মহাত্মা পাণ্ডুর সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়াছে, সেই আমার পিতৃভগিনী পিসিমাতা কুন্তীদেবীকেও আমি জানি । ৯৪

ধর্মকর্তৃক উৎপাদিত কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরের পরিচয়ও আমার জানা আছে । বায়ুর পুত্র হইয়া উৎপন্ন নিজের পিসিমাতা কুন্তী-দেবীর পুত্র ভীমসেনকেও আমি জানি । ৯৫

দুই অশ্বিনীকুমার যে দুই উত্তমলক্ষণসম্পন্ন পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহারা মাদ্রীদেবীর গর্ভে অবস্থান করিয়াছিল, সেই দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেবকেও ভালভাবে আমি জানি । ৯৬

পিসিমাতা কুন্তীদেবীর গর্ভ হইতে সূর্যদেবের সংযোগপ্রাপ্ত হইয়া কন্যাবস্থায় যে প্রথম পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং জন্মের পর যে সূতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কর্ণের সহিতও আমি পরিচিত আছি । ৯৭

যুদ্ধাভিলাষী সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকেও আমি জানি । শাপ-রূপী বজ্রের পতনজনিত রাজা পাণ্ডুর নিধনসংবাদও আমার জানা আছে । ৯৮

দেবরাজ ইন্দ্র । অতএব আপনি দেবতাদিগকে সুখদানের জন্য স্বর্গলোকে গমন করুন । আমার সম্মুখে অর্জুনের কোনও শত্রু অর্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না । ৯৯

অর্জুনের জন্যই আমি মহাভারতযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর সেই যুদ্ধে অক্ষত সমস্ত পাণ্ডবগণকে কুন্তীদেবীর সমীপে ( বা তাঁহার সেবায় ) কুশলের সহিত প্রত্যর্পণ করিব । ১০০

দেবেন্দ্র ! আপনার পুত্র অর্জুন আমাকে যাহা কিছু বলিবে, তৎসমস্তই আমি আপনার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া আজ্ঞাপালন-কারী ভৃত্যের ন্যায় পূর্ণ করিব । ১০১

সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রীতিসহকারে কথিত এই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সাক্ষাতে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ১০২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে গোবিন্দের অভিষেকবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্যালৌকিকচরিত্রং দৃষ্ট্বা বিস্মিতানাং গোপানাং তং প্রতি প্রশ্নঃ, শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তরদানম্, তস্য রাসলীলায়াঃ সমাসতো বর্ণনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতে শক্রে ততঃ কৃষ্ণঃ পূজ্যমানো ব্রজালয়ৈঃ।
গোবর্দ্ধনধরঃ শ্রীমান্ বিবেশ ব্রজমেব হ ॥ ১

তস্য বৃদ্ধাভিনন্দন্তি জ্ঞাতয়শ্চ সহোষিতাঃ।
ধন্যাঃ স্মোঽনুগৃহীতাঃ স্ম ত্বদ্‌বৃত্তেন নয়েন চ ॥ ২

গাবো বর্ষভয়াৎ তীর্ণা বয়ং তীর্ণা মহাভয়াৎ।
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ দেবতুল্যপরাক্রম ॥ ৩

অমানুষাণি কর্ম্মাণি তব পশ্যাম গোপতে।
ধারণেনাস্য শৈলস্য বিদ্মস্ত্বাং কৃষ্ণ দৈবতম্ ॥ ৪

কস্ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাঞ্চ মহাবলঃ।
বসূনাং বা কিমর্থঞ্চ বসুদেবঃ পিতা তব ॥ ৫

বলঞ্চ বাল্যে ক্রীড়া চ জন্ম চাস্মাসু গর্হিতম্।
কৃষ্ণ দিব্যা চ তে চেষ্টা শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ ॥ ৬

কিমর্থং গোপবেশেন রমসেঽস্মাসু গর্হিতম্।
লোকপালোপমশ্চৈব গাস্ত্বং কিং পরিরক্ষসি ॥ ৭

দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব এব বা।
অস্মাকং বান্ধবো জাতো যোঽসি সোঽসি
নমোঽস্তু তে ॥ ৮

কেনচিদ্ যদি কার্য্যেণ বসসীহ যদৃচ্ছয়া।
বয়ং তবানুগাঃ সর্বে ভবন্তং শরণং গতাঃ ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গোপানাং বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
প্রত্যুবাচ স্মিতং কৃত্বা জ্ঞাতীন্ সর্বান্ সমাগতান্ ॥ ১০

---

## বিংশ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্র দেখিয়া বিস্মিত গোপগণের তাঁহার প্রতি প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণের উত্তরদান এবং তাঁহার রাসলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবরাজ ইন্দ্র গমন করিলে পর ব্রজবাসীদিগের দ্বারা পূজিত ও প্রশংসিত হইতে হইতে গোবর্দ্ধনধারী শ্রীমান্ কৃষ্ণ ব্রজেই প্রবিষ্ট হইলেন। ১

সেখানে বৃদ্ধ গোপগণ এবং এক সঙ্গে বসবাসকারী জ্ঞাতিরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে করিতে বলিলেন—দেবতুল্য পরাক্রমশালী গোবিন্দ! আমরা ধন্য। তুমি নিজের ব্যবহার ও নীতির দ্বারা আমাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই গোসকল বর্ষার ভয় হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমরাও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। ২-৩

গোপতে! আমরা তোমার সমস্ত কর্ম্মই অলৌকিক দেখিতেছি। কৃষ্ণ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে নিজের হস্তে ধারণ করায় আমরা ভালভাবেই বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি মানুষ নও, দেবতা। ৪

তুমি মহাবলশালী। বল, তুমি রুদ্র, মরুৎ ও বসুগণের মধ্যে কোন্ জন? এই নন্দ * তোমার পিতা কিভাবে হইলেন? ৫

কৃষ্ণ! বাল্যকালেই তোমার এরূপ অলৌকিক বল রহিয়াছে, তোমার ক্রীড়াও অলৌকিক এবং তোমার সব চেষ্টাই দিব্য (দেবজনোচিত)। অথচ আমাদের মধ্যে যে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাহা নিন্দিত অর্থাৎ গোপগৃহে জন্মরূপ এই নিন্দিত জন্ম কিরূপে হইল? এই সব কথা চিন্তা করিয়া আমাদের চিত্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। ৬

তুমি কিজন্য গোপবেশ ধারণ করত আমাদের মধ্যে রমণ করিতেছ? এই কার্য্য ত তোমার পক্ষে নিন্দিত। তুমি লোকপালগণের তুল্য শক্তিশালী হইয়াও এখানে কেন গোচারণ ও গোরক্ষণ করিতেছ? ৭

তুমি দেবতা কিংবা দানব? তুমি যক্ষ অথবা গন্ধর্ব? যে তুমি আমাদের বান্ধবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? কৃষ্ণ! তুমি যে হও, সে হও, তোমাকে নমস্কার। ৮

যদি কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য তুমি স্বেচ্ছায় এখানে বাস কর, তবে তাহাই কর; আমরা সকলে কিন্তু তোমার অনুগামী সেবক এবং তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—গোপগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমাগত সেই সব জ্ঞাতি-বন্ধুগণকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন। ১০

---

* এস্থলে বসুদেব শব্দের অর্থ নন্দ করিতে হইল এইজন্য যে, বসুদেবের পুত্র বলিয়া এই গোপগণ তখন জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা নন্দের পুত্র বলিয়াই তখন কৃষ্ণকে জানিতেন। আর হরিবংশেরই ৩৩ অধ্যায়ে বসুদেব ও নন্দকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; কারণ, একই কশ্যপের দুইরূপ নন্দ ও বসুদেব। অতএব কোনও কোনও স্থলে নন্দের জন্যও বসুদেব নাম প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেইজন্য এস্থলেও 'বসুদেব' পদের অর্থ নন্দ করা হইল।

মন্যধ্বে মাং যথা সর্বে ভবন্তো ভীমবিক্রমম্ ।
তথাহং নাবমন্তব্যঃ স্বজাতীয়োঽস্মি বান্ধবঃ ॥ ১১
যদি ত্ববশ্যং শ্রোতব্যং কালঃ সম্প্রতিপাল্যতাম্ ।
ততো ভবন্তঃ শ্রোষ্যন্তি মাঞ্চ দ্রক্ষ্যন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১২
যদ্যয়ং ভবতাং শ্লাঘ্যো বান্ধবো দেবসপ্রভঃ ।
পরিজ্ঞানেন কিং কার্য্যং যদ্যেষোঽনুগ্রহো মম ॥ ১৩
এবমুক্তাস্তু তে গোপা বসুদেবসুতেন বৈ ।
বদ্ধমৌনা দিশঃ সর্বে ভেজিরে পিহিতাননাঃ ॥ ১৪
কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্ট্বা নিশি চন্দ্রমসো বনম্ ।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫
স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্য্যবান্ ।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ ॥ ১৬
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্ যোধয়ামাস বীর্য্যবান্ ।
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্ বিভুঃ ॥ ১৭
যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ ।
কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ ॥ ১৮
তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপস্ত্রিয়ো নিশি ।
পিবন্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাং গতং শশিনং যথা ॥ ১৯
হরিতালার্দ্রপীতেন স কৌশেয়েন বাসসা ।
বসানো ভদ্রবসনং কৃষ্ণঃ কান্ততরোঽভবৎ ॥ ২০
স বদ্ধাঙ্গদনির্ব্যূহশ্চিত্রয়া বনমালয়া ।
শোভমানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তদ্ ব্রজম্ ॥ ২১
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাব্রুবন্ ।
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্ট্বা তৎ তস্য ভাস্বতঃ ॥ ২২
তাস্তং পয়োধরোত্তুঙ্গৈরুরোভিঃ সমপীডয়ন্ ।
ভ্রামিতাক্ষৈশ্চ বদনৈর্নিরীক্ষন্তে বরাঙ্গনাঃ ॥ ২৩

আপনারা সকলে আমাকে যেরূপ ভয়ানক পরাক্রমশালী মনে করিতেছেন, সেরূপ মনে করিয়া যেন আমাকে অনাদর করিবেন না; আমি ত' আপনাদের সজাতীয় এক বান্ধব-বিশেষ। ১১

যদি আমার বিষয়ে আপনাদের যথার্থ কথা অবশ্যই শুনিতে হয়, তবে তাহার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করুন। তারপর আপনারা আমার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য শুনিবেন ও বাস্তবে আমি কিরূপ, তাহা দেখিতে এবং বুঝিতে পারিবেন। ১২

যদি দেবোপম কান্তিমান্ এই বালক আপনাদের শ্লাঘনীয় বান্ধব হয়, তবে তাহার বিষয়ে বিশেষ পরিচয়ে কি আবশ্যকতা আছে? যদি আপনারা এ বিষয়ে নীরব (মৌন) থাকেন, তবেই আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ করা হইবে। ১৩

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলে পর সেই গোপগণ নিজ নিজ মুখ বন্ধ করিয়া লইলেন অর্থাৎ নীরব হইয়া যাইলেন এবং মৌন থাকিয়াই তাঁহারা সকলে বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেলেন। ১৪

অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রের যৌবন (অধিক কান্তিমান্ রূপ), রমণীয় বন এবং শরৎকালের সুরম্য রজনীকে দেখিয়া মনে রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ১৫

শক্তিশালী কৃষ্ণ শুষ্ক গোময়ের চূর্ণকে অঙ্গরাগের ন্যায় ধারণকারী ব্রজের পথে পথে বলোন্মত্ত বৃষগণের যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ১৬

বলশালী বীর ভগবান্ গোবিন্দ বলবান্ গোপদিগের মধ্যে পরস্পর মল্ল যুদ্ধও আরম্ভ করাইলেন এবং বনে বিচরণকারী গোধনকে গ্রাহবৎ (হিংস্র পশুবৎ) ধরিবার লীলাও করিলেন। ১৭

সময়োচিত বিশেষজ্ঞ এই শ্রীহরি নিজের কিশোর বয়সের সমাদর করিতে করিতে যুবতী গোপকন্যাদিগকে রাত্রিকালে বনমধ্যে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদের সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ১৮

রাত্রিকালে সেই কান্তিমতী গোপাঙ্গনাগণ ভূতলস্থিত দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় বদন নিজ নিজ নয়নদ্বারা কটাক্ষপাত পূর্বক পান করিতে লাগিলেন। ১৯

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ হরিতালের ন্যায় পীতবর্ণের অত্যুজ্জ্বল মাঙ্গলিক পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া অধিকতর মনোহারিণী শোভা পাইতে লাগিলেন। ২০

এই সময় বাহুতে অঙ্গদ ও মস্তকে মুকুট ধারণকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বনমালায় সুশোভিত হইয়া সেই ব্রজের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ২১

গোষ্ঠে সেই দীপ্তিমান্ ভাস্বর শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দর্শন করিয়া গোপকন্যাগণ সেই সময় তাঁহাকে 'দামোদর' বলিয়া আহ্বান করিলেন। ২২

এই সুন্দরী গোপীগণ তাঁহাদের স্থূল পয়োধরযুক্ত উচ্চ বক্ষঃস্থলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং বারংবার চক্ষু ঘুরাইয়া তাঁহার দিকে মুখ করত তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩

তা বার্যমাণাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥ ১৪
তাস্তু পঙ্‌ক্তীকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তী মনোরমম্।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বশো গোপকন্যকাঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ।
কৃষ্ণস্য গতিগামিন্যস্তরুণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ ১৬
বনেষু তালহস্তাগ্রৈঃ কুট্টয়ন্ত্যস্তথাপরাঃ।
চেরুর্বৈ চরিতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্রজযোষিতঃ ॥ ১৭
তাস্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসস্মিতবীক্ষিতম্।
মুদিতাশ্চানুকুর্বন্ত্যঃ ক্রীড়ন্তি ব্রজযোষিতঃ ॥ ১৮
ভাবনিষ্পন্দমধুরং গায়ন্ত্যস্তা বরাঙ্গনাঃ।
ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুর্দামোদরপরায়ণাঃ ॥ ২৯
করীষপাংসুদিগ্ধাঙ্গ্যস্তাঃ কৃষ্ণমনুবব্রিরে।
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রহৃষ্টাঃ করেণবঃ ॥ ৩০
তমন্যা ভাববিকচৈর্নেত্রৈঃ প্রহসিতাননাঃ।
পিবন্ত্যতৃপ্তবনিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃগেক্ষণাঃ ॥ ৩১
মুখমস্যাম্বুজাভাসং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ।
রত্যন্তরগতা রাত্রৌ পিবন্তি রসলালসাঃ ॥ ৩২
হা হেতি কুর্বতস্তস্য প্রহৃষ্টাস্তা বরাঙ্গনাঃ।
জগৃহুর্নিঃসৃতাং বাণীং সাম্না দামোদরেরিতাম্ ॥ ৩৩
তাসাং গ্রথিতসীমন্তা রতিং নীত্বাকুলীকৃতাঃ।
চারু বিস্রংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোষিতাম্ ॥ ৩৪
এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
রাসক্রীড়ায়াং বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

---

পতি, পিতা, মাতা ও ভ্রাতারা নিবারণ করিলেও সেই গোপাঙ্গনাগণ রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি তাঁহাদের অধিকতর প্রিয় ছিল। ২৪

সেই সমস্ত গোপকন্যাগণ মণ্ডলাকারে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক গোপীর দুই দিকে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। এইরূপ গোপী-কৃষ্ণের যুগল জোট বদ্ধ করিয়া সেই সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করিতে করিতে তাঁহাকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন। ২৫

তাঁহাদের সকলের চক্ষু শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। সেই তরুণী সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিতেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণেরই সমান গতিভঙ্গীতে চলিতে লাগিলেন। ১৬

ব্রজের অন্যান্য গোপীগণ হস্তের অগ্রভাগের দ্বারা তাল প্রদান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিতে থাকিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৭

এই ব্রজ-রমণীগণ অতিশয় আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাস, ঈষৎ হাস্য ও চঞ্চল কটাক্ষপাতের অনুকরণ করিতে করিতে নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ২৮

এই গোপ-সুন্দরীগণ ব্রজমণ্ডলে বনস্থলীতে যাইয়া এরূপ গান করিতেছিলেন, যাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রগাঢ় অনুরাগ স্পষ্টই প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ইহার দ্বারা তাঁহাদের গানের মাধুর্য আরও বৃদ্ধি পাইল। এই দামোদর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় তৎপর হইয়া সেই গোপীগণ সেখানে সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৯

এই গোপীগণ নিজ নিজ অঙ্গে তখন শুষ্ক গোময়ের চূর্ণ অঙ্গরাগরূপে লেপন করিয়াছিলেন। যেরূপ হস্তিনীসকল মত্ত গজরাজকে চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ ইঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করিতে করিতে তাঁহাকে চারিদিকে আবৃত করিয়া রহিলেন। ৩০

কৃষ্ণসার মৃগসদৃশ নয়নসম্পন্না ও সহাস্যবদনা অন্য গোপবনিতাগণ অনুরাগে উৎফুল্ল নিজ নিজ নেত্রদ্বারা প্রিয় শ্যামসুন্দরের রূপ সুধা পান করিতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ হইতেছিল না। ৩১

এই সব গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণরসের পিপাসু ছিলেন। তাঁহাদের মনে সেই রসের আস্বাদনের জন্য নিরন্তর লালসা বিদ্যমান ছিল; অতএব ইঁহারা রাত্রিতে রাসলীলায় সম্মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দের মকরন্দসুধা পান করিতে লাগিলেন। ৩২

যখন তিনি 'হা রাধে! হা ব্রজগোপীগণ!' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার আহ্বান শ্রবণ করত গোপসুন্দরীগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দামোদর শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত সেই মধুর বাণী তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিতে থাকিলেন। ৩৩

তাঁহাদের গ্রথিত সীমন্তযুক্ত কেশগুচ্ছ রাসলীলায় আকুলতা প্রাপ্ত হইয়া খুলিয়া যাইল এবং কুচাগ্রভাগের উপর সেই সব সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়া পড়িল। ৩৪

এইরূপে শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের রাত্রিতে গোপীমণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখের সহিত রাসক্রীড়া করত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে রাসক্রীড়াবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

( অরিষ্টাসুরস্য বধবর্ণনম্। )

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রদোষার্দ্ধে কদাচিৎ তু কৃষ্ণে রতিপরায়ণে
ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠানরিষ্টঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১

নির্বাণাঙ্গারমেঘাভস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো রবিলোচনঃ
ক্ষুরতীক্ষ্ণাগ্রচরণঃ কালঃ কাল ইবাপরঃ ॥ ২

লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বয়োষ্ঠৌ পুনঃ পুনঃ
গর্বিতাবিদ্ধলাঙ্গূলঃ কঠিনস্কন্ধবন্ধনঃ ॥ ৩

ককুদোদগ্রনির্মাণঃ প্রমাণাদ্ দুরতিক্রমঃ।
শকৃন্মূত্রোপলিপ্তাঙ্গো গবামুদ্বেজনো ভৃশম্ ॥ ৪

মহাকটিঃ স্থূলমুখো দৃঢ়জানুর্মহোদরঃ।
বিষাণাবলিতগতির্লম্বতা কণ্ঠচর্মণা ॥ ৫

গবাং রোহেষু চপলস্তরুঘাতাঙ্কিতাননঃ।
যুদ্ধসজ্জবিষাণাগ্রো দ্বিষদ্বৃষভসূদনঃ ॥ ৬

অরিষ্টো নাম হি গবামরিষ্টো দারুণাকৃতিঃ
দৈত্যো বৃষভরূপেণ গোষ্ঠান্ বিপরিধাবতি ॥ ৭

পাতয়ানো গবাং গর্ভান্ দৃপ্তো গচ্ছত্যনার্তবম্।
ভজমানশ্চ চপলো গৃষ্টীঃ সম্প্রচচার হ ॥ ৮

শৃঙ্গপ্রহরণো রৌদ্রঃ প্রহরন্ গোষু দুর্মদঃ।
গোষ্ঠেষু ন রতিং লেভে বিনা যুদ্ধেন গোবৃষঃ ॥ ৯

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য স বৃষঃ কেশবাগ্রতঃ।
আজগাম বলোদগ্রো বৈবস্বতবশে স্থিতঃ ॥ ১০

---

## একবিংশ অধ্যায়।

( অরিষ্টাসুরবধ বর্ণন। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! একদিন অর্দ্ধপ্রদোষ সময় ( সেই ঘটী রাত্রি ) অতিবাহিত হইলে পর যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়ায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় সম্পূর্ণ ব্রজকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে মদমত্ত অরিষ্টাসুর সেখানে সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। ১

সে নির্বাপিত অঙ্গার ( কয়লা ) ও মেঘেরতুল্য কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ এবং নয়নদ্বয় সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ছিল। তাহার চরণের অগ্রভাগ অথবা খুর ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল। এই কাল যেন দ্বিতীয় কালের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। ২

সে দন্তের দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পেষণ করিতেছিল এবং জিহ্বার দ্বারা বারংবার উহা লেহন করিতেছিল অর্থাৎ চাটিতেছিল। সে দর্পের গর্বিত হইয়া নিজের পুচ্ছকে উপরে উত্থিত করিয়া রাখিতেছিল এবং তাহার স্কন্ধের ককুদ অতিশয় কঠোর ছিল। ৩

এই ককুদ অত্যুন্নতাকারে নির্মিত ছিল অথবা সে নিজের ককুদের আঘাতে প্রাসাদোপম নির্মিত গৃহাদি ভূপাতিত করিত। ইহার এরূপ প্রমাণ উচ্চ ছিল যে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তাহার দেহের পশ্চাদ্ভাগ ( অথবা সর্ব্বাঙ্গ ) গোবর ও মূত্রে লিপ্ত ছিল এবং সে গোধনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিত। ৪

তাহার কটিভাগ বিশাল, মুখ স্থূল ( অতিশয় মোটা ), হাঁটু দৃঢ় ও উদর বৃহৎ ছিল। তাহার গলকম্বল লম্বিত ছিল অর্থাৎ ঝুলিতেছিল এবং শৃঙ্গকে নিম্ন করিয়া নাড়াইতে নাড়াইতে আসিতেছিল। ৫

সে গোধনের পশ্চাদ্ভাগে উঠিবার জন্য চঞ্চল হইয়া থাকিত। বৃক্ষাদিতে আঘাত করিতে থাকায় তাহার মুখের উপরিভাগে চিহ্ন ( কড়া দাগ ) হইয়া গিয়াছিল। সে নিজের শৃঙ্গের অগ্রভাগকে সদা যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত করিয়া রাখিত এবং বিপক্ষ বৃষকে বধ করিত। ৬

ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট এই অরিষ্টাসুর গোধনের জন্য অরিষ্টকারক প্রকরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই দৈত্য বৃষরূপে আসিয়া সমস্ত গোষ্ঠে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। ৭

সে গাভীদিগের গর্ভ পাতিত করিতে লাগিল এবং মদমত্ত হইয়া বিনা ঋতুতেই তাহাদের সহিত সমাগম আরম্ভ করিল। এই চঞ্চল দৈত্য সদাঃপ্রসূতা গাভীদিগকে উপভোগ করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করিতে লাগিল। ৮

শৃঙ্গই তাহার অস্ত্র ছিল। সে অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং দুর্মদরূপে প্রতীত হইতেছিল। সকল লোকে সে সর্বদা প্রহার করিতে লাগিল। এই বৃষরূপধারী দৈত্য গোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ বিনা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছিল না। ৯

এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন এক সময় যেন যমরাজের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই উৎকট বলশালী বৃষরূপধারী সেই অসুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১০

স তত্র গাস্ত প্রসভং বাধমানো মদোৎকটঃ ।
চকার নির্বৃষং গোষ্ঠং নির্বৎসশিশুপুঙ্গবম্ ॥ ১১

এতস্মিন্নেব কালে তু গাবঃ কৃষ্ণসমীপগাঃ
আসসাদ হৃষ্টাত্মা বৈবস্বতবশে স্থিতঃ ॥ ১২

সেন্দ্রাশনিরিবাম্ভোদো নর্দমানো মহাসুরঃ
তালশব্দেন তং কৃষ্ণঃ সিংহনাদৈশ্চ মোহয়ন্ ॥ ১৩

অভ্যধাবত গোবিন্দো দৈত্যং বৃষভরূপিণম্ ।
স কৃষ্ণং গোবৃষো দৃষ্ট্বা হৃষ্টলাঙ্গুললোচনঃ ॥ ১৪

রোষিতস্তালশব্দেন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ননর্দ চ ।
তমাপতন্তং দুর্বৃত্তং দৃষ্ট্বা বৃষভরূপিণম্ ।
তস্মাৎ স্থানান্ন বাচলৎ কৃষ্ণো গিরিরিবাচলঃ ॥১৫

স কৃষ্ণো বৃষভো দৃষ্টিং প্রণিধায় ধৃতাননঃ
কৃষ্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী তূর্ণমভ্যুৎপপাত হ ॥ ১৬

সেসময় অরিষ্টাসুর সেখানে আসিয়াই বলপূর্ব্বক গোপগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সে তখন সেই গোষ্ঠকে বৃষ, বৎস ও শিশু-পুঙ্গব (বলদ গরু)-হীন করিয়া দিল। ১১

এই সময় কালের বশীভূত হইয়া সেই দুষ্টাত্মা অসুর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্থিত গোপগণের মধ্যে উপস্থিত করিল। ১২

সেই সময় তর্জন-গর্জনকারী এই মহাসুর অরিষ্ট ইন্দ্রের বজ্রের গর্জনযুক্ত আকাশে আচ্ছাদিত মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তাহাকে মোহিত করিবার জন্য তখন শ্রীকৃষ্ণ তালি দিয়া শব্দ করিলেন এবং সিংহনাদ করিলেন। ১৩

তারপর ভগবান্ গোবিন্দ সেই বৃষভরূপধারী দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই সেই গোবৃষ অরিষ্ট হৃষ্টচিত্তে নিজের পুচ্ছ উত্তোলিত করিল এবং তাহার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রবল তালিদানের শব্দে সে রুষ্ট হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধের ইচ্ছায় গর্জন করিতে লাগিল। বৃষরূপধারণ পূর্ব্বক নিজের দিকে সেই দুরাচারী দৈত্যকে আসিতে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেখান হইতে অল্পও বিচলিত হইলেন না; বরং পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ১৫

সেই বৃষরূপী দৈত্য শ্রীকৃষ্ণের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সেই দিকেই নিজের মুখভাগকেও নির্দিষ্ট রাখিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার বাসনায় দ্রুতগতিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ১৬

তমাপতন্তং বেগেন প্রতিজগ্রাহ দুর্দ্ধরম্ ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাঞ্জননিভো বৃষং প্রতি বৃষোপমঃ ॥ ১৭

স সংসক্তস্তু কৃষ্ণেন বৈ বৃষেণেব মহাবৃষঃ ।
মুমোচ বক্ত্রজং ফেনং নস্তশ্চাপি সমন্ততঃ ॥ ১৮

তাবন্যোন্যাবরুদ্ধাঙ্গৌ যুদ্ধে কৃষ্ণবৃষাবুভৌ ।
রেজতুর্মেঘসময়ে সংসক্তাবিব তোয়দৌ ॥ ১৯

তস্য দর্পবলং হত্বা কৃত্বা শৃঙ্গান্তরে পদম্ ।
আপীড়য়দরিষ্টস্য কণ্ঠং ক্লিন্নমিবাম্বরম্ ॥ ২০

শৃঙ্গং চাস্য পুনঃ সব্যমুৎপাট্য যমদণ্ডবৎ
তেনৈব প্রাহরদ্ বক্ত্রে স মমার ততঃ হতঃ ॥ ২১

স ভিন্নশৃঙ্গো ভগ্নাস্যো ভগ্নস্কন্ধশ্চ দানবঃ
পপাত রুধিরোদ্গারী সাম্বুধার ইবাম্বুদঃ ॥ ২২

গোবিন্দেন হতং দৃষ্ট্বা দৃপ্তং বৃষভদানবম্
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি তৎকর্মাস্যাভিতুষ্টুবুঃ ॥ ২৩

কৃষ্ণ কজ্জলতুল্য শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃষের প্রতি বৃষের জন্য বিপক্ষ বৃষের ন্যায় তখন প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি সবেগে নিজের দিকে ধাবিত হইয়া উপস্থিত সেই দুর্দ্ধর দৈত্যকে ধরিয়া ফেলিলেন। ১৭

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত সেইভাবে যুদ্ধে আসক্ত হইলেন, যেরূপ কোনও এক বৃষের সহিত অন্য মহাবৃষ যুদ্ধরত হয়। এই সময় অরিষ্টাসুর সমস্তপ্রকারে নিজের নাসিকা ও মুখ দিয়া ফেন নির্গত করিতে লাগিল। ১৮

শ্রীকৃষ্ণ ও অরিষ্টাসুর উভয়ে সেই যুদ্ধে পরস্পরের দেহকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় ইহারা উভয়ে বর্ষাকালে পরস্পর সংলগ্ন দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৯

এইরূপে তাহার বলকে ক্ষীণ করিয়া দিয়া দর্প চূর্ণ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুই শৃঙ্গের মধ্যভাগে এক চরণ রাখিয়া যেরূপ জলার্দ্র বস্ত্রকে (ভিজা কাপড়কে) নিঙড়ান হয়, সেইরূপ অরিষ্টাসুরের কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিয়া নিঙড়াইতে লাগিলেন। ২০

তারপর তাহার বামভাগের যমদণ্ডতুল্য শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া তাহারই দ্বারা সেই অসুরের মুখে প্রহার করিলেন। এই প্রচণ্ড আঘাতে সে নিহত হইল। ২১

তাহার শৃঙ্গ উৎপাটিত হইল, মুখ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং স্কন্ধ ভগ্ন হইয়াছিল। এই অবস্থায় সেই দানব জলধারাবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় রক্ত উদ্গীরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ২২

স চোপেন্দ্রো বৃষং হত্বা কান্তচন্দ্রে নিশামুখে।
অরবিন্দাভনয়নঃ পুনরেব ররাস হ ॥ ২৪

তেঽপি গোষ্ঠচরাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণং কমললোচনম্।
উপাসাঞ্চক্রিরে হৃষ্টাঃ স্বর্গে শক্রমিবামরাঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বৃষভাসুরবধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

এই বৃষরূপধারী উদ্ধত দানবকে গোবিন্দকর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া সকল প্রাণী সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার সেই কর্ম্মের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। ২৩

সেই প্রদোষকালে যখন চন্দ্রের কমনীয় কান্তি চারিদিকে বিস্ফুরিত হইতেছিল, তখন কমললোচন ভগবান্ উপেন্দ্র বৃষাসুরকে বধ করত পুনরায় রাসক্রীড়ায় রত হইলেন। ২৪

গোপগণই যাঁহাদের জীবিকার উপায়, সেই সব গোপেরাও হৃষ্ট হইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সেইভাবে উপাসনা করিতে লাগিলেন, যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের আরাধনা করেন। ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বৃষভাসুর অরিষ্টের বধবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ কংসমালোচনা, রাত্রৌ যাদবান্ সমানায্য তেষাং সমীপে শ্রীকৃষ্ণস্য বিক্রান্ত প্রভাববর্ণনম্, বসুদেবস্য ভৃশং নিন্দা, শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতীনানেতুং ব্রজে সমনাদ্যাক্রূরায়াজ্ঞাপনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃষ্ণং ব্রজগতং শ্রুত্বা বর্দ্ধমানমিবানলম্
উদ্বেগমগমৎ কংসঃ শঙ্কমানস্ততো ভয়ম্ ॥ ১

পূতনায়াং হতায়াঞ্চ কালিয়ে চ পরাজিতে
ধেনুকে প্রলয়ং নীতে প্রলম্বে চ নিপাতিতে ॥ ২

ধৃতে গোবর্দ্ধনে শৈলে বিফলে শক্রশাসনে।
গোষু ত্রাতাসু চ তথা স্পৃহণীয়েন কর্ম্মণা ॥ ৩

ককুদ্মিনি হতেঽরিষ্টে গোপেষু মুদিতেষু চ।
দৃশ্যমানে বিনাশে চ সন্নিকৃষ্টে মহাভয়ে ॥ ৪

কর্ষণে বৃক্ষয়োশ্চৈব শকটস্য তথৈব চ।
অচিন্ত্যং কর্ম্ম তচ্ছ্রুত্বা বর্দ্ধমানেষু শত্রুষু ॥ ৫

প্রাপ্তারিষ্টমিবাত্মানং মেনে স মথুরেশ্বরঃ।
বিসংজ্ঞেন্দ্রিয়ভূতাত্মা গতাসুপ্রতিমো বভৌ ॥ ৬

ততো জ্ঞাতীন্ সমানায্য পিতরং চোগ্রশাসনঃ।
নিশি স্তিমিতমূকায়াং মথুরায়াং জনাধিপঃ ॥ ৭

বসুদেবঞ্চ দেবাভং কঙ্কং চাহূয় যাদবম্।
সত্যকং দারুকং চৈব কঙ্কাবরজমেব চ ॥ ৮

### দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ কংসের আশঙ্কা, রাত্রিকালে সমস্ত যাদবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বিক্রমপ্রভাব বর্ণন, বসুদেবের কঠোর নিন্দা এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে আনয়ন করিবার জন্য অক্রূরকে ব্রজে যাইবার আজ্ঞাদান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে থাকিয়া অগ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছেন, ইহা শুনিয়া কংস উদ্বেগ প্রাপ্ত হইল; কারণ, তাঁহার নিকট হইতে কংস ভয়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিল। ১

পূতনা নিহতা হইয়াছে, কালিয় নাগ পরাজিত হইয়াছে, ধেনুকাসুর কালকবলিত হইয়াছে, প্রলম্বাসুর ভূপাতিত হইয়াছে, গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে উত্তোলিত করিয়াছেন, ইন্দ্রের শাসন নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, তাদৃশ স্পৃহণীয় কর্ম্মের দ্বারা গোধন রক্ষিত হইয়াছে, অসুরাধম ককুদ্মিনিশিষ্ট অরিষ্টাসুর নিহত হইয়াছে, গোপকুল আনন্দে মগ্ন রহিয়াছে, নিজের (কংসের) মহাভয়ের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী দেখা যাইতেছে, যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া উদূখল টানিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহা ভগ্ন হওয়া এবং শকট বিপর্য্যস্ত হওয়া—এই সব অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইয়াছে, শত্রু নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে ও তাহার দ্বারা অচিন্তনীয় কার্য্যসকল সম্পাদিত হইতেছে, এ সমস্ত শ্রবণ করিয়া মথুরাপতি কংস মনে করিতে লাগিল যে, আমার উপর অরিষ্ট (অমঙ্গল) আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার দ্বারা তাহার ইন্দ্রিয়গণ, দেহ ও মন-বুদ্ধি সবই যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িল এবং সে যেন প্রাণহীন প্রতীত হইতে লাগিল। ২-৬

অনন্তর উগ্রশাসক রাজা কংস রাত্রির নীরব ও নিস্তব্ধ সময়ে মথুরা পুরীতে নিজে জ্ঞাতি-বন্ধুগণকে ও পিতা উগ্রসেনকে আহ্বান করিয়া আনাইল। ৭

দেবতুল্য তেজস্বী বসুদেব, যদুকুলনন্দন কঙ্ক, সত্যক, দারুক, কঙ্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভোজ, বৈতরণ, মহাবল বিকদ্রু, বর্দ্ধিত ভয়শঙ্ক,

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

নামই একমাত্র গতি। সত্ব, রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের হাত হতে নাম ভিন্ন আর কেহ রক্ষা করতে পারে না। যখন তুই তমোগুণে থাকবি আলস্য, তন্দ্রা ভ্রম তোকে অভিভূত করে রাখবে, তখন তুই নাম করলে তমোগুণকে জয় করে ধ্যান-লাভে সমর্থ হবি। যখন তুই রজোগুণে থাকবি—বিক্ষেপ লোক চেষ্টা, ভোগ, আরোগ, যশঃ প্রভৃতি তোকে গ্রাস করবে, তখন তুই নাম করিস রজোগুণ কেটে যাবে—তুই মানস পূজার অধিকার পাবি। যখন তুই সদাচরণ জপ, পূজা, পাঠরূপ সত্বগুণে থকবি সে সময়েও নাম করবি গুণাতীত হয়ে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভে কৃতার্থ হবি।

এই যে তুই একভাবে থাকতে পারিস না, শত চঞ্চলতা তোকে আকুল করে, এ পূর্ব্বজন্মের কর্মদোষ। আমার নাম কর, সে কর্মদোষ থাকবে না। ইহ জন্মকৃত তোর যে কুকর্ম আছে সে সমস্ত কর্ম ক্ষয় হয়ে যাবে তুই কেবল আমার নাম কর—ইহ জন্ম জয় করতে পারবি—সর্ব্বদা আমার নাম লয়ে থাকলে আগামী জন্ম আর হবে না। আমার নাম করলে তিন জন্ম জয় করতে পারবি।

—•—

Regd. No. WB/NC-57

FALGUN
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—4
Feb.—Mar. 1976

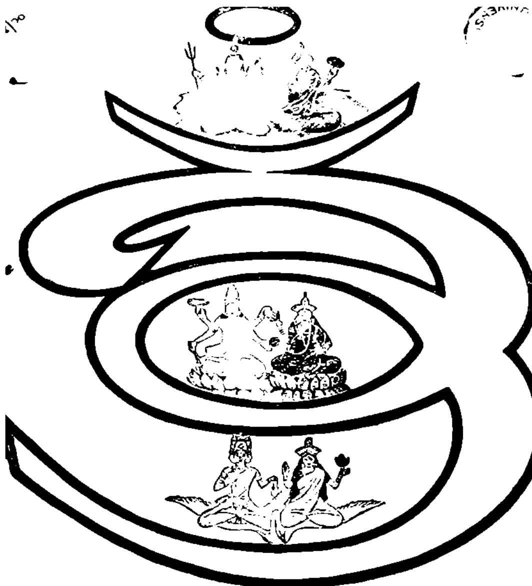


# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি', এ কথা শুনে তুই হতাশ হোস্ না। তোর কোটি জন্মের সঞ্চিত এবং বর্তমান জন্মের ক্রিয়মান ও আগামী জন্মের সমস্ত কর্ম ক্ষয় করে দিব। নাম, আমার নাম, কেবল আমার নাম

তুই কেবল নাম করলে বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তীকে অতিক্রম করে পরায় চিরস্থিতি লাভ করতে পারবি। বিশ্বের আদি-স্পন্দন 'প্রণব'। এই প্রণবই আমার প্রিয় নাম। সুষুম্না পথে প্রণব ধ্বনি উত্থিত হয় না। অ উ ম এই অক্ষরত্রয় গঠিত প্রণবে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় - এই তিন ভাবই আছে এই সৃষ্টি স্থিতি-লয় আমার তটস্থ লক্ষণ।

রামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি—৩৫ হতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শিষ্য গুরুকে শিব মনে করিয়া সাধনা করে, কাজে কাজেই তাহার সিদ্ধলাভ হইয়া থাকে। "গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য না মিলে এক।" ত্রৈলঙ্গস্বামী বলিয়াছেন—সৎ শিষ্য না হইলে সদ্গুরু কখনও পাওয়া যায় না। যেমন শিষ্য তেমনই গুরু সকলের ঠিক তাহাই মিলবে। শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয় দীক্ষা, মন্ত্রে ও ভগবানে যদি তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় জানিবে গুরু কাঁচা হইলেও শিষ্য পরমধামের অধিকারী হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

( ২ )

প্রেমী ভক্তের জগৎ আনন্দময় হইয়া যায়। সেই আনন্দ-সাগরে জলবিন্দুর মত তিনি সতত আনন্দে ক্রীড়া করেন। ঊর্দ্ধে-অধে, সম্মুখে-পশ্চাতে যে দিকে দেখেন সেই দিকেই প্রিয়তমের সত্তা উপলব্ধি হয়, তদিতর আর কিছু দেখিতে পান না। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ তিনি; ভূঃ ভূর্ব্বঃ স্বঃ, সমুদ্র তিনি, অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য-বিদ্যুৎ তিনি; প্রাণ চক্ষু মন শ্রোত্র তিনি। প্রেমীভক্ত আনন্দময় ইষ্টদেবতার মধ্যেই হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া বেড়ান।

ভক্তের চতুর্দিকে আনন্দের উচ্চ প্রাচীর উঠে। শুধু আনন্দ—কেবল আনন্দ। পরমানন্দময় প্রাণরমণকে দেখিতে দেখিতে ভক্ত আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া পরমানন্দময় হইয়া যান। কখন হাসা, কখন ক্রন্দন, কখন বা জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন।

১৪শ বর্ষ, চৈত্রমাস, ১৩৮২ | পঞ্চম সংখ্যা -মদনভঞ্জিকা যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

# হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।


মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম. এ. ডি. লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ | শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ | শ্রীর.মরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ



স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

( অখণ্ড সম্প্রদায় )

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় : -মহামিলন মঠ ৭৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ ( ফোন : ৫৮-২৭৩১ )

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী ( বিবেকানন্দ রোডের মোড় ) কলিকাতা-৬ ( ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ )

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ১·৭২ টাকা।

# নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ ন. পঃ অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র ৭।৭, পি,ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রে কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি, ডব্লিউ ডি, রোড, কলিকাতা-৩ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্রলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

| | | |
|---|---|---|
| ১। | মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— | ২৭.০০ |
| ২। | শ্রীবাল্মিকীরামায়ণ— | ৪০.০০ |
| ৩। | শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— | ৯.০০ |
| ৪। | শ্রীমদ্ভাগবত— | ৬.০০ |

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ. ডি রোড.
কলিকাতা—৩৫

ভোজং বৈতরণং চৈব বিকদ্রুঞ্চ মহাবলম্
ভঙ্গকারঞ্চ ধর্মজ্ঞং বিপৃথুঞ্চ পৃথুশ্রিয়ম্ ॥ ৯
বভ্রুং দানপতিং চৈব কৃতবর্মাণমেব চ ।
ভূরিতেজসমক্ষোভ্যং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ১০
এতান্ স যাদবান্ সর্বানাভাষ্য শৃণুতেতি চ ।
উগ্রসেনসুতো রাজা প্রোবাচ মথুরেশ্বরঃ ॥ ১১
ভবন্তঃ সর্বকার্যজ্ঞা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতাঃ
ন্যায়বৃত্তান্তকুশলাস্ত্রিবর্গস্য প্রবর্তকাঃ ॥ ১২
কর্তব্যানাঞ্চ কর্তারো লোকস্য বিবুধোপমাঃ ।
তস্থিবাংসো মহাবৃত্তে নিষ্কম্পা ইব পর্বতাঃ ॥ ১৩
অদম্ভবৃত্তয়ঃ সর্বে সর্বে গুরুকুলোষিতাঃ ।
রাজমন্ত্রধরাঃ সর্বে সর্বে ধনুষি পারগাঃ ॥ ১৪
যশঃপ্রদীপা লোকানাং বেদার্থানাং বিবক্ষবঃ ।
আশ্রমাণাং নিসর্গজ্ঞা বর্ণানাং ক্রমপারগাঃ ॥ ১৫
প্রবক্তারঃ সুনিয়তাঃ নেতারো নয়দর্শিনাম্ ।
ভেত্তারঃ পররাষ্ট্রাণাং ত্রাতারঃ শরণার্থিনাম্ ॥ ১৬
এবমক্ষতচারিত্রৈঃ শ্রীমদ্ভিরুদিতোদিতৈঃ
দ্যৌরপ্যনুগৃহীতা স্যাদ্ ভবদ্ভিঃ কিং পুনর্মহী ॥ ১৭
ঋষীণামিব বো বৃত্তং প্রভাবো মরুতামিব ।
রুদ্রাণামিব বঃ ক্রোধো দীপ্তিরঙ্গিরসামিব ॥ ১৮
ব্যাবর্তমানং সুমহদ্ ভবদ্ভিঃ খ্যাতকীর্তিভিঃ ।
ধৃতং যদুকুলং বীরৈর্ভূতলং পর্বতৈরিব ॥ ১৯
এবং ভবৎসু যুক্তেষু মম চিত্তানুবর্তিষু
বর্ধমানো মমানর্থো ভবদ্ভিঃ কিমুপেক্ষিতঃ ॥ ২০
এষঃ কৃষ্ণ ইতি খ্যাতো নন্দগোপসুতো ব্রজে ।
বর্ধমান ইবাম্ভোধির্মূলং নঃ পরিকৃন্ততি ॥ ২১
অনমাত্যস্য লুব্ধস্য চারান্ধস্য মমৈব তু ।
কারণান্নন্দগোপস্য স সুতো গোপিতো গৃহে ॥ ২২

অতুল রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন বিপৃথু, দানপতি বভ্রু (অক্রূর), কৃতবর্মা, অক্ষোভ্য ভূরিতেজা ও ভূরিশ্রব,—এই সব যাদবগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের সকলকে সম্বোধন করত মথুরাপতি উগ্রসেনপুত্র রাজা কংস বলিল,-আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। ৮-১১

আপনারা সমস্ত কার্যবিষয়ে অভিজ্ঞ, সকল বেদের পরিনিষ্ঠিত বিধান, ন্যায়োচিত ব্যবহারে কুশল, ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রবর্তক, কর্তব্যসমূহের পালক, জগতের পক্ষে (কিংবা সকল মানুষের পক্ষে) দেবতাদিগের ন্যায় মাননীয়, মহত্ত্বপূর্ণ আচারবিচারে দৃঢ়তাপূর্বক স্থিরভাবে অবস্থানকারী এবং পর্বতসদৃশ অবিচল। ১২-১৩

আপনারা সকলে দাম্ভিকগণের সদৃশ বৃত্তি সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছেন, সকলে গুরুকুলে বাস করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সকলে রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা অন্যের নিকট প্রকাশ না করিয়া সযত্নে রক্ষা করেন এবং সকলে ধনুর্বেদে পারগত মহাধনুর্দ্ধর। ১৪

আপনাদের যশরূপী প্রদীপ সম্পূর্ণ জগৎকে আলোকিত করিতেছে। আপনারা বেদের তাৎপর্য প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। সকল আশ্রমের যে সব স্বাভাবিক ধর্ম, তৎ সমস্তই আপনারা জানেন এবং ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের যে ক্রমিক ধর্ম, তাহারও আপনারা পারগত বিদ্বান্। ১৫

আপনারা উত্তম বিধিসমূহের বক্তা, নীতিদর্শী পুরুষগণেরও নেতা, শত্রুরাষ্ট্রসমূহের ভেদকারী এবং শরণার্থীদিগের পরিত্রাতা। ১৬

আপনাদের সদাচারে কোনরূপ ত্রুটি নাই। আপনারা শ্রীসম্পন্ন ও এই পুরুষগণের আলোচনার সময় বারংবার আপনাদের নাম উল্লিখিত হয়। আপনাদের দ্বারা স্বর্গলোকও অনুগৃহীত হইয়া থাকে, সে স্থলে এ পৃথিবীর কথা আর কি বলিবার আছে? ১৭

আপনাদের আচার-ব্যবহার ঋষিগণের ন্যায়, প্রভাব মরুদ্গণের ন্যায়, ক্রোধ রুদ্রসকলের সদৃশ এবং তেজ বা দীপ্তি অগ্নি-সকলের তুল্য। ১৮

এই মহান্ যদুকুল যখন নিজের মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তখন প্রখ্যাত কীর্তিমান্ আপনাদের ন্যায় বীরগণই তাহাকে পুনরায় স্বীয় মর্যাদায় স্থাপিত করিয়া পর্বতসমূহের দ্বারা ভূতলের দৃঢ়তাসহকারে ধারণের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন। ১৯

আপনারা সকলেই এরূপ সুযোগ্য পুরুষ এবং সর্বদা আমার মনের অনুকূল আচরণ করেন; কিন্তু এই সময় আপনারা বিদ্যমান থাকিতেই আমার অনর্থ (সঙ্কট) বর্ধিত হইতেছে, অথচ জানি না, আপনারা তাহা কেন উপেক্ষা করিয়াছেন। ২০

ব্রজে এই কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত নন্দগোপের যে পুত্র আছে, সে সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হইয়া আমার মূল ছেদন করিতেছে। ২১

আমার নিকট কোনও সুযোগ্য মন্ত্রী নাই, আমি স্বয়ং লুব্ধ এবং গুপ্তচররূপী নয়ন না থাকায় আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি।

উপেক্ষিত ইব ব্যাধিঃ পূর্য্যমাণ ইবাম্বুদঃ ।
নন্দস্যৈব ইহোকান্তে স দুরাত্মা বিবর্দ্ধতে ॥ ২৩
তস্য নাহং গতিং জানে ন যোগং ন পরাক্রমম্ ।
নন্দগোপস্য ভবনে জাতস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ২৪
কিং তদ্ভূতং সমুদ্ভূতং দেবাপত্যং ন বিদ্মহে ।
অতিদেবৈরমানুষৈঃ কর্ম্মভিঃ সোঽনুমীয়তে ॥ ২৫
পূতনা শকুনী ঘোরা শিশুনোত্তানশায়িনা ।
স্তনপানেপ্সুনা পীতা প্রাণৈঃ সহ দুরাসদা ॥ ২৬
যমুনায়া হ্রদে নাগঃ কালিয়ো দমিতস্তথা ।
রসাতলচরো নীতঃ ক্ষণেনাদর্শনং হ্রদাৎ ॥ ২৭
নন্দগোপসুতো যোগং কৃত্বা স পুনরুত্থিতঃ ।
ধেনুকস্তালশিখরাৎ পাতিতো জীবিতং বিনা ॥ ২৮
প্রলম্বং যং মৃধে দেবা ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ।
বালেন মুষ্টিনৈকেন স হতঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ২৯
বাসবস্যোৎসবঃ ভঙ্‌ক্তা বর্ষং বাসবরোষজম্ ।
নির্জ্জিতা গোগৃহার্থায় ধৃতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ৩০
হতস্ত্বরিষ্টো বলবান্নিঃশৃঙ্গশ্চ কৃতো ব্রজে ।
অবালো বালমাস্থায় রমতে শিশুলীলয়া ॥ ৩১
প্রবদ্ধঃ কর্ষণমেবং তস্য গোকুলবাসিনঃ ।
সন্নিকৃষ্টং ভয়ঞ্চৈব কেশিনো মম চ ধ্রুবম্ ॥ ৩২
ভূতপূর্ব্বশ্চ মে মৃত্যুঃ সততং পূর্ব্বদৈহিকঃ ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী চ স যথা তিষ্ঠতীহ মমাগ্রতঃ ॥ ৩৩
ক চ গোপত্বমশুভং মানুষ্যং মৃত্যুদুর্ব্বলম্ ।
ক চ দেবপ্রভাবেণ ক্রীড়িতব্যং ব্রজে মম ॥ ৩৪
অহো নীচেন বপুষা ছাদয়িত্বাত্মনো বপুঃ ।
কোঽপ্যেষ রমতে দেবঃ শ্মশানস্থ ইবানলঃ ॥ ৩৫

আমার এই দোষের জন্যই নন্দগোপের এই পুত্র নিজ গৃহে সুরক্ষিত রহিয়াছে ॥ ২২

সেই দুরাত্মা কৃষ্ণ উপেক্ষিত রোগ এবং গ্রীষ্মশেষে বর্ষাকালে নিরন্তর জলের ধারা পূর্ণ গর্জনরত মেঘের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতেছে ॥ ২৩

নন্দের গৃহে উৎপন্ন সেই অদ্ভুতকর্ম্মা বালকের আশ্রয় কি? তাহা আমি জানি না। তাহাকে বশ করিবার উপায়ই বা কি, ইহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না এবং তাহার কিরূপ পরাক্রম আছে, তাহাও আমি জানি না ॥ ২৪

জানি না, কোন্ ভূত এই বালকের রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। সে কোন্ দেবতার সন্তান, ইহাও আমি জানি না। তাহার যে কর্ম্ম, তাহা দেবতা ও মনুষ্যগণের পক্ষে অসাধ্য। তাহার কর্ম্মসমূহের দ্বারাই ইহা অনুমান করা যায় যে, সে দেবগণ অপেক্ষাও শক্তিশালী ॥ ২৫

পূতনা নামে পক্ষিণী এক দুর্জ্জয় রাক্ষসী ছিল। সে যখন ইহাকে বাল্যকালে দুগ্ধ পান করাইতে ছিল, সে তখন মাত্র উত্তানভাবে শয়নকারী শিশুমাত্র ছিল, কিন্তু সে যখন তাহাকে দুগ্ধ পান করিবার ইচ্ছায় তাহার স্তনে মুখ সংযোগ করিল, সেই সময় সে পূতনার প্রাণসহ তাহাকে পান করিয়া ফেলিল ॥ ২৬

যমুনার হ্রদে যে কালিয় বাস করিতেছিল, তাহাকেও সে দমন করিয়াছে এবং ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাকে হ্রদ হইতে অদৃশ্য করিয়া দিয়া রসাতলচারী করিয়াছে ॥ ২৭

সেই নাগকে চলিয়া যাইবার উচিত উপায় স্থির করিয়া নন্দগোপের এই পুত্র পুনরায় জল হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। ধেনুকাসুরকে তালের শিখর হইতে পাতিত করিয়া তাহাকে প্রাণহীন করিয়া দিয়াছে ॥ ২৮

যুদ্ধে দেবগণও যে প্রলম্বাসুরকে অতিক্রম করিতে কিংবা পরাজিত করিতে সমর্থ হন না, তাহাকে এই বালক কেবল এক মুষ্টির আঘাতেই সাধারণ মানুষের ন্যায় বধ করিয়াছে ॥ ২৯

ইন্দ্রের উৎসবকে ভঙ্গ (বন্ধ) করিয়া তাঁহার রোষে উৎপন্ন প্রবল জলবর্ষণকেও সে জয় করিয়া গোপদের জন্য সুরক্ষিত গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে নিজের হাতে ধারণ করিয়াছিল ॥ ৩০

ব্রজে বলবান্ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছে এবং তাহার শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়াছে। বাস্তবে কিন্তু সে বালক নয়, কেবল বাল্যাবস্থার আশ্রয় লইয়া বালকের ন্যায় খেলা করিতেছে ॥ ৩১

গোকুলে বাসকারী এই বালকের যে এরূপ কর্ম্মপরম্পরা দেখিতেছি, তাহা দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে, অতঃপর আমার উপর ও কেশীর উপরও নিশ্চয়ই ভয় উপস্থিত হইবে এবং এই ভয় অতি নিকটেই, দূরে নহে ॥ ৩২

পূর্ব্বজন্মে এই দেহের জন্য যে ভূতপূর্ব্ব মৃত্যু ছিল, সে-ই এ সময়েও যুদ্ধ কামনা করিয়া সর্ব্বদা আমার সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩৩

কোথায় অশুভ গোপত্ব ও মৃত্যুর দুর্ব্বলতাবাহী এই মানব শরীর এবং কোথায় আমার ব্রজে থাকিয়া তাহার দেবতুল্য প্রভাবে ক্রীড়া করা। ॥ ৩৪

অহো! কিরূপ আশ্চর্য্যের কথা, এই কোনও দেবতা নিজের

বিশ্রুতে হি পুরা বিষ্ণুঃ সুরাণাং কারণান্তরে ।
বামনেন তু রূপেণ জহার পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩৬
কৃত্বা কেশরিণো রূপং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
হতো হিরণ্যকশিপুর্দানবানাং পিতামহঃ ॥ ৩৭
অচিন্ত্যরূপমাস্থায় শ্বেতশৈলস্য মূর্ধনি ।
ভবেন চ্যাবিতা দৈত্যাঃ পুরা তৎত্রিপুরং হতা ॥ ৩৮
চালিতো শুক্রপুত্রেণ ভার্গবাঙ্গিরসেন বৈ
প্রবিশ্য পার্ষ্ণিগ্রীং মায়ামনাবৃষ্টিঃ চকার হ ॥ ৩৯
অনন্তঃ শাশ্বতো দেবঃ সহস্রশিরসোঽব্যয়ঃ ।
বারাহং রূপমাস্থায় প্রোজ্জহারার্ণবান্মহীম্ ॥ ৪০
অমৃতে নির্মিতে পূর্বং বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপমাস্থিতঃ ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ যুদ্ধং চক্রে সুদারুণম্ ॥ ৪১
অমৃতার্থে পুরা চাপি দেব-দৈত্যসমাগমে ।
মহান্ নন্দনঃ বিষ্ণুঃ কূর্মরূপ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৪২
বপুর্বামনমাস্থায় নিষ্কলীয়ঃ পুরা বলেঃ
ত্রিভিঃ ক্রমৈস্ত্রীঁল্লোকান্ জহার ত্রিদিবং মহৎ ॥ ৪৩
চতুর্ধা তেজসো ভাগং কৃত্বা দাশরথে গৃহে
স এব রামসংজ্ঞো বৈ রাবণং বানরস্তদা ॥ ৪৪
এবমেষ নিকৃত্যা বৈ তত্তদ্রূপমুপাগতঃ ।
সাধয়ত্যাত্মনঃ কার্যং সুরাণামর্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫
তদেষ নূনং বিষ্ণুর্বা শক্রো বা মরুতাং পতিঃ
মৎসাহায্যেচ্ছয়া প্রাপ্তো নারদো মাং প্রবৃত্তবান্ ॥ ৪৬
অত্র মে শঙ্কতে বুদ্ধির্বপুরেবং প্রতি ক্রবা ।
অস্য বুদ্ধিবিশেষেণ বয়ং কাতরতাং গতাঃ ॥ ৪৭
অয়ং হি ষট্ঙ্গবনে নারদেন সমাগতঃ
দ্বিতীয়ং স হি মাং বিপ্র পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৪৮

বকপাকে নীচ গোপদেশের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া স্বাধ্যবেষ্টিত অগ্নির ন্যায় এখানে সানন্দে বিচরণ করিতেছে । ৩৫

শুনা যায়, পুরাকালে বিষ্ণু দেবগণের কার্যসাধনের জন্য বামনরূপ ধারণ করিয়া রাজা বলির নিকট হইতে এই পৃথিবীকে অপহরণ করিয়াছিলেন । ৩৬

সেই প্রভাবশালী বিষ্ণুই নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া দানবগণের পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন । ৩৭

এইরূপ পুরাকালে ভব ( রুদ্র বা বিষ্ণু ) অচিন্তনীয় রূপ অবলম্বন করিয়া শ্বেতপর্বতের শিখরে অবস্থান করত ত্রিপুরকে নাশপূর্বক দৈত্যগণকে সেখান হইতে চ্যুত করিয়া দিয়াছিলেন । ৩৮

বৃহস্পতির পুত্র কচ পার্ষ্ণি মায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া শুক্রাচার্যকে নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিয়া দিয়াছিলেন । তিনিই দৈত্যলোকে অনাবৃষ্টি উৎপন্ন করিয়াছিলেন । ( এই অনাবৃষ্টির ফলে দৈত্যগণের প্রচুর হানি হইয়া ছিল । এই কচও বিষ্ণুরই বিভূতি ছিলেন ।)* ৩৯

এই বিষ্ণু অনন্ত, সনাতন দেব, সহস্র মস্তকবিভূষিত ও অবিনাশী । তিনি বরাহরূপ ধারণ করত এই পৃথিবীকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । ৪০

পুরাকালে যখন অমৃত উদ্ভূত হইয়াছিল, তখন বিষ্ণুই মোহিনী স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করাইয়াছিলেন । ৪১

অমৃতের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রযত্ন করিবার উদ্দেশে যখন দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন, সেই সময় এই শ্রীবিষ্ণুই কচ্ছপরূপ ধারণ করত সমুদ্রের মধ্যে মন্দরপর্বতকে নিজের পৃষ্ঠের উপর ধারণ করিয়াছিলেন—ইহা শুনা যায় । ৪২

ইনিই পুরাকালে অচিন্তনীয় বামনরূপ ধারণ করত তিন পাদের তিন লোককে মাপ করিয়া বলির নিকট হইতে স্বর্গলোকের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন । ৪৩

ইনিই রাজা দশরথের গৃহে নিজ তেজকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 'রাম' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । এই রামই রাবণকে বধ করিয়াছিলেন । ৪৪

এইভাবে এই বিষ্ণু নানা ছলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করত দেবতাদিগের মনোরথ সিদ্ধির জন্য নিজের কার্য সম্পন্ন করেন । ৪৫

অতএব এই কৃষ্ণ নিশ্চয়ই বিষ্ণু অথবা দেবরাজ ইন্দ্র । ইহাদের উভয়ের মধ্যে যিনিই হউন, তিনিই বর্তমানে আমাকে

* যেরূপ পার্ষ্ণি (বা গুল্ম) পুনঃ পুনঃ মরিয়া আবার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কচও দৈত্যগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ নিহত হইয়াও পুনরায় জীবিত হইতেন । ইহাই হইল তাঁহার পার্ষ্ণি মায়ায় প্রবেশ । একবার দানবগণ কচকে বধ করিয়া কৌশলে শুক্রাচার্যের উদরে প্রবেশ করাইয়া দেয় । তখন তাঁহার জীবন-রক্ষায় বিবশ হইয়া 'কাহাকেও সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করিব না' শুক্রাচার্যকে নিজের এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে হয় । ইহার প্রভাবে কচ জন্য শুক্রাচার্যের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসেন এবং পুনরায় তাহাকে জীবিত করিয়া দেন । দৈত্যগণ কচকে বধ করিয়া যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল, তাহারই পাপে তাহাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় ।

যস্যা হি কৃতো যত্নঃ কংস গর্ভকৃতে মহান্
বসুদেবেন তে রাত্রৌ তৎকর্ম্ম বিফলীকৃতম্ ॥ ৪৯
দারিকা যা ত্বয়া রাত্রৌ শিলায়াং কংস পাতিতা ।
তাং যশোদাসুতাং বিদ্ধি কৃষ্ণঞ্চ বসুদেবজম্ ॥ ৫০
রাত্রৌ ব্যাবর্ত্তিতাবেতৌ গর্ভৌ তব বধায় বৈ
বসুদেবেন সঙ্কায় মিত্ররূপেণ শত্রুণা ॥ ৫১
সা তু কন্যা যশোদায়া বিন্ধ্যে পর্ব্বতসত্তমে ।
হত্বা শুম্ভ-নিশুম্ভৌ দ্বৌ দানবৌ নগচারিণৌ ॥ ৫২
কৃতাভিষেকা বরদা ভূতসঙ্ঘনিষেবিতা ।
অর্চ্চ্যতে দস্যুভির্ঘোরৈর্মহাবলিপশুপ্রিয়া ॥ ৫৩
সুরা-পিশিতপূর্ণাভ্যাং কুম্ভাভ্যামুপশোভিতা
ময়ূরাঙ্গজচিত্রৈশ্চ বর্হভারৈর্বিভূষিতা ॥ ৫৪

হৃষ্টকুক্কুটসন্নাদং বনং বায়সনাদিতম্
ছাগসঙ্ঘৈশ্চ সম্পূর্ণমবিরুদ্ধৈশ্চ পক্ষিভিঃ ॥ ৫৫
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং নাদেন প্রতিনাদিতম্ ।
বৃক্ষগম্ভীরনিবিড়ং কান্তারৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ৫৬
দিব্যভৃঙ্গারচমরৈরাদর্শৈরুপশোভিতম্ ।
দেবতূর্য্যনিনাদৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতম্ ॥ ৫৭
স্থানং তস্যা নগে বিন্ধ্যে নির্ম্মিতং স্বেন তেজসা ।
রিপূণাং ত্রাসজননী নিত্যং তত্র মনোরমে ॥ ৫৮
বসতে পরমপ্রীতা দৈবতৈরপি পূজিতা ।
যস্ত্বয়ং নন্দগোপস্য কৃষ্ণ ইত্যুচ্যতে সুতঃ ॥ ৫৯
অত্র মে নারদঃ প্রাহ সুমহৎকর্ম্মকারণম্ ।
দ্বিতীয়ো বসুদেবাদ্ বৈ বাসুদেবো ভবিষ্যতি ॥ ৬০

---

বধ করিবার ইচ্ছায় মর্ত্ত্যভূমিতে আসিয়াছেন, যে কথা নারদ আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছেন । ৪৬

এই বিষয়ে আমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই বসুদেবের প্রতি সন্দেহ করিতেছে । এই বসুদেবের নিমিত্ত বুদ্ধির কারণই আমার সকলে কাতর হইয়া উঠিয়াছি । ৪৭

আমি যখন খট্বাঙ্গবনে দ্বিতীয় বার নারদের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম, তখন সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন । ৪৮

কংস ! তুমি যে দেবকীর গর্ভ নষ্ট করিয়া দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছ, তোমার সেই কর্ম্মকে রাত্রিকালে বসুদেব নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে । ৪৯

কংস ! তুমি রাত্রিকালে যে কন্যাকে বধ করিবার উদ্দেশে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহাকে যশোদার কন্যা বলিয়া জানিবে এবং যশোদার গৃহে যে কৃষ্ণ আছেন, তিনিই বসুদেবের ও দেবকীর পুত্র । ৫০

তোমার মিত্ররূপধারী শত্রু বসুদেব রাত্রিকালে ছল পূর্ব্বক তোমার বধের জন্য এই দুই শিশুকে পরিবর্ত্তন করিয়াছে । ৫১

যশোদার সেই কন্যা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যপর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতেছেন । সেখানে এই পর্ব্বতের উপর বিচরণকারী শুম্ভ নিশুম্ভ নামক যে দুই দানব ছিল, তাহাদের বধ করিয়া এই দেবী সেখানে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন । ৫২

প্রাণিবর্গের দ্বারা সেবিতা এই দেবী উপাসকগণকে অভীষ্ট দান করেন । মহতী পূজা-বলী ও পশু হইল তাঁহার প্রিয় । সেখানে ভয়ানক দস্যুগণ এই দেবীর অভিষেক করিয়া পূজা করিতেছে । ৫৩

তিনি সুরা ও মাংস-পূর্ণ দুই কুম্ভের দ্বারা সুশোভিতা আছেন । ময়ূর-পক্ষ নির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গদ ও ময়ূর-পক্ষ নির্ম্মিত অন্যান্য আভরণই এই দেবীর অলঙ্কার । ৫৪

সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিজেরই তেজে নির্ম্মিত স্থান এবং সুন্দর বন আছে । সেখানে হৃষ্ট কুক্কুট (মোরগ)-গণ সতত কলনাদ করে, বায়সেরা (কাকেরা) কা কা শব্দ করে, বহু ছাগদল সর্ব্বত্র বিচরণ করে, মনের অনুকূল পক্ষীদের দ্বারা সেস্থান পরিপূর্ণ, সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণের গর্জনের ধ্বনিতে সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছে । বৃক্ষসকলের বাহুল্যে এই স্থান গভীর ও গহন হইয়া রহিয়াছে, দুর্গম স্থানসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে পরিবৃত আছে, দিব্য ভৃঙ্গার (গাড়ু), চামর ও দর্পণ দেবীর এই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে এবং শত শত দেববাদ্যসমূহের ধ্বনিতে এই স্থান মুখরিত আছে । শত্রুগণের ত্রাসদা এই দেবী সর্ব্বদা সেই মনোরম বনে অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত বাস করিতেছেন । সেখানে দেবগণও এই দেবীর পূজা করেন । ৫৫-৫৮ ;

এই কৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ ও নন্দগোপের পুত্র বলিয়া যিনি কথিত হন, তাঁহার বিষয়ে নারদ আমাকে বলিয়াছেন,—ভবে যে পূতনাবধাদি মহত্তর কার্য্যসকল সংঘটিত হইয়াছে, তাহারও প্রধান কারণ হইলেন—এই কৃষ্ণ । বসুদেব হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এই দ্বিতীয় পুত্র বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইবেন । তিনিই তোমার সহজ মৃত্যু ও বান্ধব হইবেন । ৫৯-৬০ ;





স হি তে সহজো মৃত্যুর্বান্ধবশ্চ ভবিষ্যতি ।
স এব বাসুদেবো বৈ বসুদেবসুতো বলী
বান্ধবো বর্ধিতো মহ্যং হৃদয়েনান্তকো রিপুঃ ॥ ৬১
যথা হি বায়সো মূর্ধ্নি পদ্ভ্যাং যস্যাবতিষ্ঠতি
নেত্রে তুদতি তস্যৈব বক্তুং নামিষগৃদ্ধিনা ॥ ৬২
বসুদেবস্তথৈবায়ং সপুত্রজ্ঞাতিবান্ধবঃ
ছিনত্তি মম মূলানি ভুঙ্‌ক্তে চ মম পার্শ্বতঃ ॥ ৬৩
ভ্রূণহত্যাপি সন্তার্যা গোবধঃ স্ত্রীবধোঽপি বা
ন কৃতঘ্নস্য লোকোঽস্তি বান্ধবস্য বিশেষতঃ ॥ ৬৪
পতিতানুগতং মার্গং নিষেবত্যচিরেণ সঃ ।
যঃ কৃতঘ্নোঽনুবন্ধেন প্রীতিং বহতি দারুণাম্ ॥ ৬৫
নরকাধ্যুষিতঃ পন্থা গন্তব্যস্তেন দারুণঃ
অপাপে পাপহৃদয়ো যঃ পাপমনুতিষ্ঠতি ॥ ৬৬
অহং বা স্বজনশ্লাঘ্যঃ স বা শ্লাঘ্যতরঃ সুতঃ
নিয়মৈস্তৎপরস্তেন ত্বয়া বান্ধবকাময়া ॥ ৬৭

হস্তিনাং কলহে ঘোরে বধনিচ্ছন্তি বীরুধঃ
বৃক্ষগুল্মোপমর্দে তে তু নশ্যন্তি মহাবনে ॥ ৬৮
বান্ধবানামপি তথা ভেদকালে সমুত্থিতে ।
বধ্যতে সোঽন্তরপ্রেপ্সুঃ স্বজনো যদি বেতরঃ ॥ ৬৯
কালশ্চ হি বিনাশায় ময়া পুষ্টো বিজানতা
বসুদেব কুলস্যাস্য বিরোধায়াসে ভৃশম্ ॥ ৭০
অনর্থী বৈরশীলশ্চ সদা পাপমতিঃ শঠঃ
স্থানে যদুকুলং মূঢ় শোচনীয়ং ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৭১
বসুদেব বৃথা বৃদ্ধ যস্ত্বয়া যৎপুরস্কৃতঃ
শ্বেতেন শিরসা বৃদ্ধো নৈব বর্ষশতৈরপি ॥ ৭২
যস্য বুদ্ধিঃ পরিণতা স বৈ বৃদ্ধতরো নৃণাম্ ॥
( ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ )
ত্বঞ্চ কর্কশশীলশ্চ বুদ্ধ্যা চ ন বহুশ্রুতঃ
কেবলং বয়সা বৃদ্ধো যথা শরদি তোয়দঃ ॥ ৭৪

---

বসুদেবের এই বলবান্ পুত্র বাসুদেবই বর্ধিত আমার বান্ধব ; কিন্তু হৃদয়ে আমার বিনাশকারী শত্রু । ৬১

যেরূপ কাক যাহার মস্তকে নিজের দুই পদের ভার অর্পণ করে, তাহারই দুই নয়নে নিজের মাংসলোলুপ দুই চঞ্চু দ্বারা পীড়াদান করে, সেইরূপ এই বসুদেবও নিজের পুত্র ও জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত আমারই পার্শ্বে ভক্ষণ করে অর্থাৎ আমারই ভোজন করে এবং আমারই মূল ছেদন করে । ৬২-৬৩

ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মানুষ উদ্ধার পাইতে পারে, গো-বধ অথবা স্ত্রী-বধ পাপ হইতেও প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে, কিন্তু যে কৃতঘ্ন, বিশেষতঃ নিজের বান্ধবের প্রতি কৃতঘ্নতা করে, তাহার কোনও লোকই নাই অর্থাৎ তাহার আর উদ্ধারের কোনও উপায় নাই । ৬৪

যে ব্যক্তি অন্তরে অন্তরে কৃতঘ্ন থাকিয়া নিজের কার্য নিষ্পাদনের জন্য উপরে উপরে নিদারুণ প্রীতির ভার বহন করে, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই পতিতগণের পথকে আশ্রয় করিয়া থাকে । ৬৫

যে ব্যক্তি নিষ্পাপ মানুষের প্রতি নিজের হৃদয়ে পরিপূর্ণ পাপ লইয়া পাপই আচরণ করে, তাহাকে নরকের ভয়ঙ্কর পথে গমন করিতে হয় । ৬৬

নিজের গুণ ও আচার—এই সব লক্ষ্য রাখিয়া তোমার কোনও ব্যক্তিকে মিত্র করিবার বাসনা করা উচিত । এখন বল, তুমি স্বজন আমাকে শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে কর অথবা নিজের সেই পুত্রকে আমা অপেক্ষাও অধিক শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে কর ? ৬৭

হাতীদের মধ্যে যদি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে লতাপাতা তৃণ সবই নষ্ট হইয়া যায়, তারপর যুদ্ধ শেষ হইলে হাতীরা মহাবনে এক সঙ্গে আবার [illegible] করে । সেইরূপ বন্ধুগণের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইলে পর যে ব্যক্তি ছিদ্র অন্বেষণ করে, সে-ই নষ্ট হয়, তাহাতে সে স্বজনই হউক বা অন্য কেহই হউক । ৬৮-৬৯

বসুদেব ! তুমি এই কুলের কাল, আমি নিজের বিনাশের জন্যই তোমাকে জানিয়া বুঝিয়া পালন-পোষণ করিয়াছি, তথাপি তুমি আমার সহিত গুরুতর বিরোধ বর্ধিত করিতেছ । ৭০

মূঢ় ! তুমি অনর্থশীল ( অনর্থপ্রিয় ) ও স্বভাবতই শত্রুভাবাপন্ন । তোমার বুদ্ধি পাপে পরিপূর্ণ এবং তুমি শঠ । তুমি যে এই যদুকুলের শোচনীয় অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তাহা তোমার উচিত হয় নাই অথবা যথাকালে তুমি এই যদুকুলকে শোচনীয় করিয়া দিয়াছ । ৭১

বৃদ্ধ বসুদেব ! আমি যে তোমাকে পুরস্কৃত করিয়াছি অর্থাৎ সদা অগ্রগামী করিয়া রাখিয়াছি, তাহা বৃথা হইয়া গিয়াছে । মস্তকে কেশ সাদা হইলে অর্থাৎ পাকিয়া গেলে এবং শতবর্ষ আয়ু হইলেই কেহ বৃদ্ধ ( শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ) হয় না, যাহার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যগণের মধ্যে বৃদ্ধতর (শ্রেষ্ঠতম বা অধিক বৃদ্ধ ) হইয়া থাকে । ৭২-৭৩

তোমার স্বভাব কর্কশ ( ক্রূর ) । তুমি বুদ্ধিতেও বহুশ্রুত

কিঞ্চ ত্বং সাধু জানীষে বসুদেব বৃথামতে।
হতে কংসে মম সুতো মথুরাং পালয়িষ্যতি ॥ ৭৫
ছিন্নাশস্ত্বং বৃথাবৃদ্ধো নিষ্ফলং যেবং বিচারিতম্
চিরঞ্জীবিত্বং সোঽহমাপ্তি যো বৈ তিষ্ঠেন্মমাগ্রতঃ ৭৬
প্রহর্ত্তুকামো বিষয়ে মম দুষ্টেন চেতসা
তস্যে প্রতিকরিষ্যেঽহং পুত্রয়োস্তব পশ্যতঃ ॥৭৭
ন মে বৃদ্ধবধঃ কশ্চিদ্দ্বিজস্ত্রীবধ এব চ
কৃতপূর্ব্বঃ করিষ্যে বা বিশেষেণ তু বান্ধবে ॥ ৭৮
ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধো মম পিত্রা বিবর্দ্ধিতঃ
পিতৃবয়স্যশ্চ মে ভর্ত্তা যদূনাং প্রথমো গুরুঃ ॥ ৭৯
কুলে মহতি বিখ্যাতঃ প্রথিতে চক্রবর্ত্তিনাম্।
গুরুবৎ পূজিতঃ সদ্ভির্যদুভির্ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৮০
কিং করিষ্যামহে সর্ব্বে সংখ্যে বক্তব্যতাং গতাঃ
যদূনাং বৃষ্ণিমুখ্যাশ্চ যস্য তে বৃত্তমীদৃশম্ ॥ ৮১
মদ্বধো বা জয়ো বাথ বসুদেবস্য দুর্নয়ৈঃ।
সংখ্যে যাস্যন্তি পুরুষা যদূনামবগুণ্ঠিতাঃ ॥ ৮২
ত্বয়া হি মদ্বধোপায়ঃ তর্কমাণেন বৈ মৃধে।
অবিশ্বাস্যং কৃতং কর্ম্ম বাচ্যাশ্চ যাদবাঃ কৃতাঃ ॥ ৮৩
অশাম্যং বৈরমুৎপন্নং মম কৃষ্ণস্য চোভয়োঃ।
শাম্যেনৈকতরে শান্তিং গতে যাস্যন্তি যাদবাঃ ॥৮৪
গচ্ছ দানপতে ক্ষিপ্রং তাবিহানয়িতুং ব্রজাৎ।
নন্দগোপঞ্চ গোপাংশ্চ করদানস্য শাসনাৎ ॥ ৮৫

( অধিক বিষয়ে আবশ্যক নাই । পরকোলের যেমন কেবল শব্দই হয় ... অনুষ্ঠানে নহে ) । ৭৪

কেবল ইহাই নহে, হে দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন বসুদেব ! তুমি ইহা ভালভাবে জানিয়া রাখ যে, আমি মরিয়া যাইলে আমার পুত্রই মথুরাকে পালন করিবে— মথুরার রাজা হইবে । ৭৫

আর তোমার আশা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে । তুমি বৃথাই বৃদ্ধ হইয়াছ এবং তুমি মিথ্যা এরূপ বিচার করিয়াছ ; কারণ, যে আমার সম্মুখে প্রতিপক্ষ হইয়া অবস্থান করিবে, তাহার বিষয়ে ইহা মনে কর উচিত যে, সে আর জীবিত থাকিবার বাসনা করে না । ৭৬

আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি এবং তুমি আমার উপর প্রহার করিবার অভিলাষ করিয়াছ । ইহার প্রতিশোধ আমি তোমার দুই পুত্রের উপরই লইব, আর তাহা তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিবে । ৭৭

আমি পূর্ব্বে কখনও কোনও বৃদ্ধকে, ব্রাহ্মণকে অথবা স্ত্রীকে বধ করি নাই এবং পরেও এরূপ করিব না ; বিশেষতঃ নিজের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি কখনও এরূপ কার্য্য করিব না । ৭৮

বসুদেব ! তুমি এখানে জন্মিয়াছ, এখানে সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছ এবং আমার পিতাই তোমাকে পালন-পোষণ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন । তুমি আমার পিতৃবান্ধব ([illegible]-ভগিনীর পতি এবং যদুবংশীয়গণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে স্বীকৃত । ৭৯

চক্রবর্ত্তিগণেরও* সুবিখ্যাত ও মহান্ কুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, তুমি স্বয়ংও বিখ্যাত হইয়াছ এবং ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ সেই গৌরবের জন্য তোমার বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন । ৮০

তুমি যদুবংশীয়গণের সমুদায়ের মধ্যে মুখ্য । তোমার আচার-ব্যবহার যদি এরূপ হয়, ( অন্যের সম্বন্ধে কি বলিবার আছে ? ) তাহা হইলে কি করিবার আছে ? এখন আমরা সকলেই কেবল তোমারই জন্য সৎপুরুষগণের মধ্যে নিন্দার পাত্র হইয়া গিয়াছি । ৮১

বসুদেবের দুর্নীতিতে আমার বধ বা জয় হউক, তাহা হইতে যদুকুলের পুরুষগণ সৎপুরুষদিগের মধ্যে নিজের মুখ আবৃত করিয়া যাইবে । ৮২

বসুদেব ! তুমি যুদ্ধে আমার বধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে এরূপ কার্য্য করিয়াছ, যাহার জন্য যাদবগণের উপর হইতে সকলের বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে এবং তুমি যদুবংশীয়গণকে কলঙ্কিত করিয়া নিন্দার যোগ্য করিয়া দিয়াছ । ৮৩

এখন ত' আমাদের উভয়ের—কংস আমার ও কৃষ্ণের মধ্যে শান্ত না হইবার যোগ্য শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে । আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও একজন শান্ত হইলে—নিহত হইলে পরই যাদবগণের শান্তি লাভ হইবে । ৮৪

দানপতে অক্রূর ! তুমি আমার আদেশে বসুদেবের সেই দুই পুত্রকে, নন্দগোপকে এবং আমাকে যাহারা কর দেয়, এরূপ গোপগণকে ব্রজ হইতে এখানে আনিবার জন্য সত্বর গমন কর । ৮৫

* যদিও যযাতির শাপে যদুবংশের কেহই চক্রবর্ত্তী রাজা হইতে পারে নাই, তথাপি এস্থলে চক্রবর্ত্তী বিশেষ লক্ষণ-সম্পন্ন পুরুষকেই চক্রবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । সেই লক্ষণ এরূপ—"যস্য মূর্দ্ধনি দৃশ্যেত বিনা ছত্রেণ ছত্রতা । ছায়ানুকারিণী ছায়া তমাহুশ্চক্রবর্ত্তিনম্" । যে রাজার মস্তকে ছত্র বিনাই ছত্রের ন্যায় ছায়া দেখা যায়, তাঁহাকে চক্রবর্ত্তী বলা হয় ।

বাচ্যশ্চ নন্দগোপো বৈ করমাদায় বার্ষিকম্ ।
শীঘ্রমাগচ্ছ নগরং গোপৈঃ সহ সমন্বিতঃ ॥ ৮৬
কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণৌ চৈব বসুদেবসুতাবুভৌ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি বৈ কংসঃ সভৃত্যঃ সপুরোহিতঃ ॥ ৮৭
এতৌ যুদ্ধবিদৌ রঙ্গে কালনিত্যং ব্যায়ামিনৌ ।
দৃঢ়ৌ চ কৃতিনৌ চৈব শৃণোমি ব্যায়তোত্তমৌ ॥ ৮৮
অস্মাকমপি মল্লৌ দ্বৌ সজ্জৌ যুদ্ধকৃতোৎসবৌ ।
তাভ্যাং সহ নিযোৎস্যেতে তৌ যুদ্ধকুশলাবুভৌ ॥৮৯
দ্রষ্টব্যৌ চ ময়াবশ্যং বালৌ তাবমরোপমৌ ।
পিতৃষস্রঃ সুতৌ মুখ্যৌ ব্রজবাসৌ বনেচরৌ ॥ ৯০
বক্তব্যাশ্চ ব্রজে তস্মিন্ সমীপে ব্রজবাসিনাম্ ।
রাজা ধনুর্মখং নাম কারয়িষ্যতি বৈ সুখী ॥ ৯১
সন্নিকৃষ্টে বনে তে তু নিবসন্তু যথাসুখম্ ।
জনস্যাসন্নিভস্যার্থে যথা স্যাৎ সর্বমব্যয়ম্ ॥ ৯২
পয়সঃ সর্পিষশ্চৈব দধ্নো দধ্যুত্তরস্য চ ।
যথাকামপ্রদানায় ভোজ্যাধিক্রয়ণায় চ ॥ ৯৩
অক্রূর গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং তাবানয় মমাজ্ঞয়া ।
সঙ্কর্ষণস্য কৃষ্ণস্য দ্রষ্টুং কৌতূহলং হি মে ॥ ৯৪
তয়োরাগমনে প্রীতিঃ পরমা সংকৃতা ভবেৎ
দৃষ্ট্বা তু তৌ মহাবীর্যৌ তদ্বিধাস্যামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৯৫
শাসনং যদি বা ক্রুত্বা মম তৌ পরিভাষিতম্
নাগচ্ছেতাং যথাকালং নিগ্রাহ্যাবপি তৌ মম ॥ ৯৬
সাম্নৈব তু বালেষু প্রধানং প্রথমো নয়
মধুরেণৈব তৌ নন্দো স্বয়মেবানয়াশু বৈ ॥ ৯৭
অক্রূর কুরু মে প্রীতিমেতাং পরমদুর্লভাম্
যদি বা নোপকর্তোঽসি বসুদেবেন সুব্রত ॥

নন্দগোপকে বলিবে যে, তুমি আমাদের দেয় বার্ষিক কর লইয়া গোপগণের সহিত সত্বর মথুরা নগরীতে গমন কর । ৮৬

বসুদেবের এই দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণকে, সেবক এবং পুরোহিতগণ সহ ( আমরাও ) কংস দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন ॥ ৮৭

শুনিয়েছি যে, ইহারা দুই জনে রঙ্গে যুদ্ধ করিতে জানে, এবং সাময়িক যুদ্ধবিদ্যাতেও নিপুণ । ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছে এবং দুই জনেই দৃঢ় ও কৃতী ( চতুর ) ॥ ৮৮

আমাদেরও পক্ষে দুই জন মল্ল যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে । তাহারা যুদ্ধ করিতে পাইলে আনন্দ লাভ করে । এই দুই যোদ্ধাই যুদ্ধে বিশেষ নিপুণ এবং ইহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণের সহিত মল্ল যুদ্ধ করিবে ॥ ৮৯

এই দুই দেবোপম বালক আমার পিতৃস্বসা ভগিনীর প্রধান পুত্র এবং তাহারা বর্তমানে ব্রজে বাস করিতেছে ও বনে বনে বিচরণ করিতেছে । তাহাদের দুই জনকে আমার অবশ্যই দর্শন করা উচিত ॥ ৯০

সেই ব্রজে বাসী ব্রজবাসিগণের নিকটে তুমি এই কথা বলিবে যে, সুখী রাজা কংস ধনুর্যজ্ঞের উৎসব করাইবেন ॥ ৯১

এই উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া আগত সকল মানুষই যাহাতে সর্বদা আরামে উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য ব্রজবাসী তোমরা সকলে মথুরার নিকটবর্তী বনে আসিয়া সুখে অবস্থান কর । ৯২

দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও তক্র ( ঘোল ) প্রভৃতি সাধারণ অতিথিদিগের ইচ্ছানুসারে সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং ক্রয়াদি প্রস্তুত করিবার জন্য যত দ্রব্য অতিথি আরোপিত করিয়া রাখিবার আবশ্যক হইবে, তত তত দ্রব্য প্রয়োজনানুসারে সংগৃহীত রাখিবে অর্থাৎ এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই তোমাদিগকে নগরের নিকটে বাস করিতে হইবে । ৯৩

অক্রূর ! তুমি শীঘ্র গমন কর এবং আমার আদেশানুসারে সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণকে এখানে আনয়ন কর কারণ, তাহাদের দুই জনকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে । ৯৪

তাহাদের দুই জনের আগমনে আমার অতিশয় প্রীতি লাভ হইবে । সেই দুই মহাশক্তিধর বালককে দেখিয়া আমি তাহাই করিব, যাহাতে আমার চিত্ত শান্তি হইবে । ৯৫

আমার এই আদেশ বা কথা শুনিয়া যদি তাহারা দুইজনে যথাসময়ে এখানে না আসে, তাহা হইলে আমার মতে তাহারা বন্দী হইবার যোগ্য হইবে অর্থাৎ তুমি তাহাদের দুই জনকে বন্দী করিয়াও আনিবে । ৯৬

শান্তভাবে বুঝাইয়া কার্য নিষ্পন্ন করাই হইল বালকদের প্রতি প্রধান ও উত্তম নীতি, সেইজন্য তুমি সেই দুই মূর্খকে মধুর বাক্যের দ্বারা স্বয়ংই সম্মত করাইয়া সত্বর এখানে আনয়ন কর । ৯৭

উত্তম ব্রতপালনকারী অক্রূর ! যদি বসুদেব তোমার কর্মে কোনও মন্ত্রণা না দিয়া থাকে, তবে তুমি আমার এই পরম দুর্লভ প্রীতি সম্পাদন কর । তোমার সেরূপ চেষ্টা করা কর্তব্য, যাহাতে তাহারা দুই জনে মথুরায় আগমন করে । ৯৮

তথা কর্তব্যমেতদ্ধি যথা তাবাগমিষ্যতঃ ॥ ৯৮

এবমাক্ষিপ্যমাণোঽপি বসুদেবো বসূপমঃ।

সাগরাকারমাত্মানং নিষ্প্রকম্পমধারয়ৎ ॥ ৯৯

বাক্‌শল্যৈস্তাড্যমানস্তু কংসেনাদীর্ঘদর্শিনা

ক্ষমং মনসি সঙ্কায় নোত্তরং প্রত্যভাষত ॥ ১০০

যে তু তং শুশ্রুবুস্তত্র ক্ষিপ্যমাণমনেকধা

ধিগ্ধিগিত্যসকৃত্তে বৈ শনৈরূচুরবাঙ্‌মুখাঃ ॥ ১০১

কংস এইরূপে নিন্দা করিতে থাকিলেও সমুদ্রতুল্য শক্তিশালী বসুদেব নিজের সমুদ্র-তুল্য হৃদয়কে ক্ষুব্ধ ও কম্পিত করিলেন না। তাহাকে ধৈর্য্যসহকারে সংযত করিয়া রাখিলেন। ৯৯

অদূরদর্শী কংস তাঁহাকে বাক্যবাণে পুনঃ পুনঃ জর্জরিত করিল, কিন্তু তাহাতেও তিনি মনে ক্ষমাভাব রাখিয়া তাহার কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। ১০০

যে সব মানুষ সেখানে বসুদেবকে পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইতে দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ মুখ অধোগামী করিয়া বার বার ধীরে ধীরে ধিক্কার দান করিতে লাগিলেন। ১০১

অক্রূরস্তু মহাতেজা জানন্ দিব্যেন চক্ষুষা।

জনং দৃষ্ট্বৈব তৃষিতঃ প্রেষিতঃ প্রীতিমানভূৎ ॥ ১০২

তস্মিন্নেব মুহূর্তে তু মথুরায়াঃ স নির্যযৌ।

প্রীতিমান্ পুণ্ডরীকাক্ষং দ্রষ্টুং দানপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি অক্রূরপ্রস্থানং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

মহাতেজস্বী অক্রূর যাঁর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুই জানিতে পারিয়াছিলেন (যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কে এবং কি জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন); সেইজন্য পিপাসু মানুষ যেরূপ জল দেখিয়াই প্রসন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ তিনি কংস কর্তৃক প্রেরিত হওয়ায় অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। ১০২

দানপতি অক্রূর মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং যাইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য সেই মুহূর্তেই মথুরা হইতে নির্গত হইলেন। ১০৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে অক্রূরের প্রস্থানবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ কংসায়াক্রকেনোক্তস্থিত্যা ভাবরোত্তরপ্রদানম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্ষিপ্তং বসুদেবং দৃষ্ট্বা সর্বে তে যদুপুঙ্গবাঃ।

নিপীড্য শ্রবণান্ হস্তৈর্মেনিরে তং গতায়ুষম্ ॥ ১

অন্ধকোঽথ বিপ্রমনা ধৈর্যাদবিকৃতং বচঃ।

প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠঃ সমাজে কংসমোজসা ॥ ২

অশ্লাঘ্যো মে মতঃ পুত্র ভবতঃ বাক্‌পরিশ্রমঃ।

অযুক্তো গর্হিতঃ সদ্ভির্বান্ধবেষু বিশেষতঃ ॥ ৩

অযাদবো যদি ভবান্ শৃণু তাবদ্ যদুচ্যতে।

ন হি ত্বাং যাদবং বীর বলাৎ কুর্বন্তি যাদবাঃ ॥ ৪

অশ্লাঘ্যা বৃষ্ণয়ঃ পুত্র যেষাং ত্বমগ্রণীঃ স্থিতঃ

ইক্ষ্বাকুবংশজো রাজা বিনিবৃত্তঃ স্বয়ং সকৃৎ ॥ ৫

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[ কংসকে অন্ধক কর্তৃক ওজস্বিনী ভাষায় উত্তর দান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যদুকুলের সেই সব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যদুকুলতিলক বসুদেবকে এইভাবে নিন্দিত হইতে দেখিয়া সকলে নিজ নিজ হস্তের দ্বারা কর্ণদ্বয় বন্ধ করিয়া মনে করিতে লাগিলেন—এই কংসের আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে। ১

সেই সমাজের মধ্যে বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অন্ধকও ছিলেন। তাঁর মনে কংস হইতে অল্প ভয়ও ছিল না। তিনি ধৈর্য্যসহকারে নিজের বাক্যকে অবিকৃত রাখিয়াই ওজস্বী স্বরে এই কথা বলিলেন। ২

পুত্র! তুমি যে এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাষণদানের কষ্ট করিলে, তোমার এই পরিশ্রম আমার মতে আদর বা প্রশংসা পাইবার যোগ্য নহে। ইহা সর্বথা অনুচিত। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এরূপ নিন্দা করাকেই নিন্দা করেন। বিশেষতঃ নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি এরূপ আচরণ সর্বথা নিন্দনীয়। ৩

বীর! আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। যদি তুমি যাদব না হও কিংবা নিজেকে যদি যাদব বলিয়া মনে না কর, তবে যদুবংশী মানুষগণ তোমাকে বলপূর্বক যাদব করিতে চান না। ৪

বৎস! তুমি যাহাদের শাসক, সেই বৃষ্ণিবংশীয়গণ আদর ও প্রশংসার যোগ্য নহে। ইক্ষ্বাকুবংশে এক প্রজাপীড়ক রাজা

ভোক্তা বা যাদবো বাপি কংসো বাপি যথা তথা।
মস্তকং তে শিরস্তাত জটী মুণ্ডোঽপি বা ভব ॥ ৬
উগ্রসেনসুতঃ শোচ্যো যোঽস্মাকং কুলপাংসনঃ
দুর্জাতোঽয়ং যেন ত্বমীদৃশো জনিতঃ সুতঃ ॥ ৭
ন চাত্মনা গুণাংস্তাত প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
পরেণোক্তা গুণা যেষাং যান্তি বেদার্থসম্মিতাঃ ॥ ৮
পৃথিব্যাং যদুবংশোঽয়ং নিন্দনীয়ো মহীক্ষিতাম্।
বালঃ কুলান্তকসদৃশো যেষাং ত্বমনুশাসিতা ॥ ৯
অসাধুনভির্বাক্যৈস্ত ত্বয়া সাধ্বিতি ভাষিতৈঃ।
ন চাপ্যাসাদিতং কার্যমাত্মা চ বিবৃতঃ কৃতঃ ॥ ১০
গুরোরনবলিপ্তস্য মান্যস্য মহতামপি
ক্ষেপণং কঃ শুভং লব্ধে দ্বিজস্যেব বধে কৃতে ॥ ১১
সাঙ্খ্যৈশ্চৈবাভিগম্যাশ্চ বৃদ্ধাস্তাত যথাশ্রয়াঃ।
ক্রোধো হি তেষাং প্রদহেল্লোকানস্থিতানপি ॥ ১২
বুধেন তাত দান্তেন জিতাত্মব্যাক্ষিতাত্মনা
ধর্মস্য গতিরন্বেষ্যা মৎস্যানাং গতিরপ্স্বিব ॥ ১৩
কেবলং ত্বং তু দর্পেণ বৃদ্ধানস্মিন্মনানিহ
বাচা তুদসি মর্মঘ্ন্যা অনল্পোক্তা যথাহুতিঃ ॥১৪
বসুদেবস্য পুত্রার্থে যদিদং পরিগর্হসি।
তত্র মিথ্যা প্রলাপস্তে নিন্দামি কৃপণং বচঃ ॥ ১৫
দারুণে চ পিতা পুত্রে নৈব দারুণতাং ব্রজেৎ।
পুত্রার্থে হ্যাপদঃ কষ্টাঃ পিতরঃ প্রাপ্নুবন্তি হি ॥১৬
ছাদিতো বসুদেবেন যদি পুত্রঃ শিশুস্তদা।
মন্যসে যদকর্তব্যং তৎ পৃচ্ছ পিতরং স্বকম্ ॥ ১৭

উৎপন্ন হইয়াছিল, যে মস্তক কোন সময়ে রাজা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় অথবা রাজচ্যুত হয়। (এই যদুকুলে তুমিও সেইরূপ মনে হইতেছে, তোমারও অবস্থা তাহারই অনুরূপ হইবে) ॥৫

তাত! তুমি ভোক্তা হও, যাদব হও অথবা কংস হও বা যে কেহ হও না কেন, তোমার মস্তক তোমার সহিতই উৎপন্ন হইয়াছে (এবং তাহা এখনও রহিয়াছে)। তুমি সেই মস্তকে জটা রাখ বা সেই মস্তক মুণ্ডিত কর অর্থাৎ যদি যাহা হইতে চাও, তাহা হইলে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। ৬

আমার দৃষ্টিতে ত' এই উগ্রসেনই শোচনীয়, সে আমাদের মধ্যে কুলাঙ্গার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কারণ, যে দুর্জাতীয় মানুষ তোমার ন্যায় এক পুত্রকে জন্মদান করিয়াছে। ৭

তাত! মনীষী পুরুষগণ নিজ মুখে নিজের গুণ বর্ণনা করেন না। অন্যের দ্বারা বর্ণিত বা প্রশংসিত গুণই সফল হয় এবং বেদার্থের তুল্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। ৮

এই পৃথিবীতে এই যদুবংশ সমস্ত ভূপতিগণের মধ্যে নিন্দনীয় হইয়া গিয়াছে; কারণ, তোমার ন্যায় কুলনাশক, মূর্খ ও অবিবেকী বালক এই যাদবগণের শাসক হইয়াছে। ৯

তুমি নিন্দাযুক্ত যে বাক্যসমূহকে উত্তম মনে করিয়া এস্থানে বলিলে, তাহার দ্বারা কোনও কার্য্য সাধিত হয় নাই; কেবল তোমার স্বরূপই উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ তোমার এই বাক্যের দ্বারা সকল মানুষ ইহাই জানিতে পারিল যে, তুমি কিরূপ মানুষ। ১০

যিনি অহঙ্কার-রহিত এবং মহাপুরুষগণেরও মাননীয় গুরুজন, তাহার নিন্দা করা ব্রহ্মহত্যার সমান। সেই ব্রহ্মহত্যা করিয়া কে নিজের কল্যাণ আশা করিতে পারে? ১১

তাত! বৃদ্ধ পুরুষগণ অগ্নিতুল্য মাননীয় ও সেব্য, তাঁহাদের ক্রোধ আন্তরিক সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত লোকসমূহকেও দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিতে পারে। ১২

তাত! যিনি আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর, জিতেন্দ্রিয় ও বিবেকশীল বিদ্বান্, সেই পুরুষের ধর্মের গতি সর্বদা অন্বেষণ করা উচিত; কারণ, যেরূপ জলে মৎস্যের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য, সেইরূপ ধর্মেরও গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ১৩

তুমি ত' কেবল অহঙ্কারবশতঃ এস্থানে বসিয়া থাকিয়াই তেজস্বী বৃদ্ধ পুরুষগণকে নিজের মর্মভেদিনী বাণীর দ্বারা পীড়াদান করিতেছ। যেরূপ মন্ত্রের উচ্চারণ না করিয়া আহুতিদান করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ তোমার এই আক্ষেপপূর্ণ উক্তিও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ১৪

বসুদেব নিজের পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার জন্য তুমি তাঁহাকে নিন্দা করিতেছ, তাহা তোমার মিথ্যা প্রলাপমাত্র। এ বিষয়ে তোমার দ্বারা কথিত কাতরতাপূর্ণ বাক্যকেই আমি নিন্দা করিতেছি। ১৫

পুত্র যদি ক্রূরস্বভাবেরও হয়, তবে পিতা তাহার প্রতি কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না, বরং পুত্রের জন্যই পিতারা অনেক কষ্টদায়ক বিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৬

যদি বসুদেব সেই সময় নিজের পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে গোপন করিয়া থাকেন, তবে তাহা কোনও অনুচিত কর্ম করা হয় নাই। যদি তুমি ইহাকে অকরণীয় কুকর্ম বলিয়া মনে কর, তবে তুমি এ বিষয়ে তোমার নিজের পিতাকেই জিজ্ঞাসা করিতে পার। ১৭

গর্হতা বসুদেবঞ্চ যদুবংশঞ্চ নিন্দতা
ত্বয়া যাদবপুত্রাণাং বৈরকং বিষমর্জিতম্ ॥ ১৮
অকর্তব্যং যদি কৃতং বসুদেবেন পুত্রকম্।
কিমর্থমুগ্রসেনেন শিশুস্ত্বং ন বিনাশিতঃ ॥ ১৯
পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্রো যস্মাৎ ত্রাতা পিতৄংস্তথা।
তস্মাদ্ ব্রুবন্তি পুত্রেতি পুত্রং ধর্মবিদো জনাঃ ॥ ২০
জাতোঽসি হি যাদবঃ কৃষ্ণঃ স চ সঙ্কর্ষণো যুবা
ত্বং চাপি বিপ্রুতস্তাভ্যাং জাতবৈরেণ চেতসা ॥ ২১
উদ্ভূতানীহ সর্বেষাং যদূনাং হৃদয়ানি বৈ।
বসুদেবে ত্বয়াক্ষিপ্তে বাসুদেবে চ কোপিতে ॥ ২২
কৃষ্ণে চ ভবতো দ্বেষো বসুদেববিগর্হণাৎ।
শংসন্তি চেমানি ভয়ং নিমিত্তান্যশুভানি তে ॥ ২৩

সর্পাণাং দর্শনং তীব্রং দুঃস্বপ্নানাং নিশাক্ষয়ে
পূর্বা বৈবস্বতাশংসীনি কারবৈরপুরীমিহ ॥ ২৪
এষ ঘোরো গ্রহঃ স্বাতিমুল্লিখন্ যে গতস্তিভিঃ
বক্রঙ্গারকশ্চক্রে চিত্রাণাং ঘোরদর্শনঃ ॥ ২৫
বুধেন পশ্চিমা সন্ধ্যা ব্যাপ্তা ঘোরেণ তেজসা।
বৈশ্বানরপথে শুক্রো হ্যতিচারং চচার চ ॥ ২৬
কেতুনা ধূমকেতোস্তু নক্ষত্রাণি ত্রয়োদশ
ভরণ্যাদীনি ভিন্নানি নানুযান্তি নিশাকরম্ ॥ ২৭
প্রাক্‌সন্ধ্যা পরিঘগ্রস্তা ভাতি বাধতি ভাস্করম্।
প্রতিলোমশ্চ বাম্ভোব ব্যাহরন্তো মৃগ দ্বিজাঃ ॥ ২৮
শিবা শ্মশানাদিক্রম্য নিঃশ্বাসাঙ্গারবর্ষিণী।
উভে সন্ধ্যে পুরীং ঘোরা পর্যেতি বহু বাশতী ॥ ২৯

বসুদেবকে নিন্দা করিয়া ও যদুবংশকে নিন্দা করিয়া তুমি এমন বৈরজনিত বিপদেই উপার্জন করিয়াছ। ১৮

যদি বসুদেব নিজের পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়া অনুচিত কর্ম করিয়া থাকেন, তবে উগ্রসেন তোমাকে শৈশব অবস্থায় কেন বিনাশ করায় নাই? ১৯

পুত্র। 'পুং' নামক নরক হইতে পুত্র যেহেতু পিতৃগণকে রক্ষা করে, সেইহেতু ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ পুত্রকে পুত্র বলিয়া থাকেন। ২০

সেই শ্রীকৃষ্ণ ও নবযুবক সঙ্কর্ষণও জাতিতে যাদব; কিন্তু তুমি ইঁহারা উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছ; সেইজন্য তাঁহারা উভয়েও মনে মনে শত্রুতা পোষণ করত তোমার সহিত শত্রুতা করিতেছেন। (অতএব এই শত্রুতা-বদ্ধ বিষয়ে প্রথম অপরাধ তোমার)। ২১-২২

একে ত' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার দ্বেষ আছে, দ্বিতীয়তঃ বসুদেবেরও তুমি যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছ, ইহার দ্বারা এই সব অশুভসূচক দুর্লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়া তোমার ভয়প্রাপ্তির কথাই জানাইতেছে। ২৩

যখন রাত্রি শেষ হইয়া যায়, সেই সময় সর্প ও দুঃস্বপ্নদর্শন সত্যই কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। এই যে দুর্নিমিত্তসকল দেখা যাইতেছে, ইহাতে এই নগরীর ভাবী বৈবস্বতই সূচিত হইতেছে। যাহা পর্যন্ত আমরা যে সব কারণ দেখিতেছি, তাহাতে ইহাই যমালয়ের অনুমান হইতেছে। ২৪

এই ভয়ঙ্কর গ্রহ রাহু আকাশে নিজ কিরণসমূহের দ্বারা স্বাতি নক্ষত্রকে বিদ্ধ করিতে এবং ভীষণদর্শন মঙ্গলগ্রহ সর্বতো-ভদ্রচক্রে বক্রীভূত হইয়া চিত্রানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে। *২৫

বুধ ভয়ানক তেজে পশ্চিম সন্ধ্যাকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ বুধ পশ্চিম দিকে উদিত হইয়াছে। এই উদয় যাদবগণের [illegible] সূচক। শুক্র বৈশ্বানর পথে (সূর্যমার্গে) অতিচার গতিতে গমন করিতেছে। (সূর্যকে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়াকে বলে অতিচার গতি।) ২৬

ধূমকেতু নামক উৎপাতগ্রহের পুচ্ছভাগে ভরণী প্রভৃতি তেরটি নক্ষত্র বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য ইহারা আর চন্দ্রের অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। ২৭

পূর্বকালের সন্ধ্যা পরিঘের দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে (সূর্যমণ্ডলে উদিত তির্যগাকার দণ্ডকে পরিঘ বলে।) সে নিজের প্রভাব-সমূহের দ্বারা সূর্যদেবের বাধা সৃষ্টি করিতেছে। পশু ও পক্ষীরা নিজ নিজ রব করিতে করিতে প্রতিকূল দিকে গমন করিতেছে। ২৮

উভয় সন্ধ্যার সময় এক ভয়ানক শিবা শ্মশানভূমি হইতে নির্গত হইয়া নিজের নিঃশ্বাসের দ্বারা অঙ্গার বর্ষণ করিতে

* জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে সর্বতোভদ্র নামক চক্রে দ্বাদশিয়া হইল কংসের জন্মনক্ষত্র, উহা হইতে দশম নক্ষত্র চিত্রা, যাহা কংসের কর্মনক্ষত্র। এই নক্ষত্রেই ভয়ঙ্কর ও ক্রুর গ্রহ রাহু অবস্থিত। মঙ্গলও বক্রগতিতে এই নক্ষত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা উভয়ে কর্মনক্ষত্রকে ব্যাপ্ত করত জন্ম নক্ষত্রকে বিদ্ধ করিয়াছে। ইহারই ফল বর্ণনা করিতে করিতে অক্রূর বলিতেছেন—কংস! তোমার জীবিত থাকিবার যে এই সব চেষ্টা, তৎ সমস্তই নিষ্ফল হইবে এবং তোমার এই দেহও নষ্ট হইয়া যাইবে।—ইহাই টীকাকার মহামতি নীলকণ্ঠের অভিমত।

উল্কা নির্ঘাতনাদেন পপাত ধরণীতলে
চলত্যপর্ব্বণি মহী গিরীণাং শিখরাণি চ ॥ ৩০
গ্রস্তঃ স্বর্ভাণুনা সূর্য্যো দিবা নক্তমভারত
ধূমোৎপাতৈর্দিশো ব্যাপ্তাঃ উল্কাশনিসমাবৃতাঃ ॥ ৩১
প্রস্রবন্তি ঘনা রক্তং সাশনিস্তনয়িত্নবঃ।
চলিতা দেবতাঃ স্থানাদ্ব্রজন্তি বিহগা নগান্ ॥ ৩২
যানি রাজবিনাশায় দৈবজ্ঞাঃ কথয়ন্তি চ
তানি সর্ব্বাণি পশ্যামো নিমিত্তান্যশুভানি বৈ ॥ ৩৩
ত্বং চাপি স্বজনদ্বেষী রাজধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ
অনিমিত্তাগতক্রোধঃ সন্নিকৃষ্টভয়ো হ্যসি ॥ ৩৪
যস্তং দেবোপমং বৃদ্ধং বসুদেবং বপুষ্মতম্
মোহাৎ ক্ষিপসি দুর্ব্বুদ্ধে কুতস্তে শান্তিরাত্মনঃ ॥ ৩৫
ত্বদ্গতো যো হি নঃ স্নেহস্তং ত্যক্ষ্যামোঽদ্য বৈ বয়ম্
অহিতঃ স্বস্য বংশস্য ন ত্বাং কংসনুপাস্মহে ॥ ৩৬
যদি দানপতির্ধন্যো যো হি প্রক্ষ্যতি বনে গতম্
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্
ছিন্নমূলো ধ্রুবং বংশো যদূনাং ত্বৎকৃতে কৃতঃ
কৃষ্ণো জ্ঞাতীন্ সমানায্য স সন্ধানং করিষ্যতি ॥ ৩৮
ক্ষাম্যমেব ত্বয়ানেন বসুদেবেন ধীমতা
কালঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাতো ব্রূহি ত্বং যদ্ যদিচ্ছসি ॥ ৩৯
নয়ং তু রোচতে কংস বসুদেবসহায়বান্।
গচ্ছ কৃষ্ণস্য বিনয়ঃ প্রীতিস্তে তেন রোচতাম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্ব্বণি অন্ধকবচনং
নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

---

করিতে ও বহুভাবে রব করিতে করিতে মথুরাপুরীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। ২৯

কিছুকাল পূর্ব্বে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দসহকারে পৃথিবীতে উল্কাপাত হইয়াছিল। এই পৃথিবী ও পর্ব্বতের শিখরসমূহ অকস্মাৎ কম্পিত হইতেছে। ৩০

এখন রাহু কর্তৃক সূর্য্য গ্রস্ত হওয়ায় দিবসই রাত্রিতুল্য হইয়া গিয়াছে। ধূম ও উৎপাত সমূহে সমস্ত দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং বর্ষাহীন শুষ্ক সময়েই বজ্রপাত হইতেছে। ৩১

মেঘমণ্ডল বিদ্যুৎ ও বজ্রের ঘর্ঘর ধ্বনির সহিত রক্ত বর্ষণ করিতেছে। দেব-প্রতিমাসকল নিজ নিজ স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছেন এবং পক্ষীরা বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ৩২

দৈবজ্ঞগণ (জ্যোতির্বিদ্‌গণ) রাজার বিনাশসূচক যে সব অশুভ নিমিত্ত (অপশকুন) বর্ণনা করেন, সেই সমস্ত নিমিত্তই আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। ৩৩

তুমিও স্বজনদিগের প্রতি দ্বেষ করিতেছ, রাজধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়াছ এবং অকারণেই তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—অদূর ভবিষ্যতে তোমার ভয় প্রাপ্তি হইবে। ৩৪

দুর্ব্বুদ্ধি কংস! তুমি যে দেবতা ও বসুগণের ন্যায় তেজস্বী বসুদেবের উপর মোহবশতঃ আক্ষেপ করিতেছ, ইহার দ্বারা তোমার আত্মার শান্তি কিভাবে লাভ হইবে? ৩৫

তোমার প্রতি আমাদের যে স্নেহ ছিল, আজ তাহা আমরা পরিত্যাগ করিলাম। তুমি নিজের বংশের অহিতকারী, সেইজন্য আর একক্ষণও তোমার নিকটে আমরা থাকিব না। ৩৬

এই দানপতি অক্রূর ধন্য, যে আজ বনে গিয়া ও অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী কমলদলতুল্য আয়তলোচন শ্রীকৃষ্ণকে নিজ চক্ষে দর্শন করিতে পারিবে। ৩৭

তোমার জন্যই আজ এই যদুবংশের মূল ছিন্ন হইয়া যাইল। এখন শ্রীকৃষ্ণই আসিয়া সমস্ত জ্ঞাতিগণকে আনয়ন করতঃ তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবে। ৩৮

এই পরম জ্ঞানী বসুদেব ত' তোমার অপরাধ ক্ষমাই করিয়াছেন। কাল তোমার বিবেক শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিয়া যাও। ৩৯

কংস! আমার ত' ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে যে, তুমি বসুদেবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন কর এবং তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন স্বীকার করিয়া লও। ৪০

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে অন্ধকের বচনবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ কেশিনোঽত্যাচারঃ. শ্রীকৃষ্ণেন তস্য বধশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অক্রূরস্য বচঃ শ্রুত্বা কংসঃ সংরক্তলোচনঃ।
ন কিঞ্চিদব্রবীৎ ক্রোধাৎ বিবেশ স্বং নিকেতনম্॥ ১
তে চ সর্ব্বে যথাবেশ্ম যাদবাঃ ক্রতুবিস্তরাঃ
জগ্মুর্বিগতসঙ্কল্পাঃ কংসবৈকৃতশংসিনঃ॥ ২
অক্রূরোঽপি যথাক্রতুঃ কৃষ্ণদর্শনলালসঃ।
জগাম রথমুখ্যেন মনসা তুল্যগামিনা॥ ৩
কৃষ্ণস্যাপি নিমিত্তানি শুভান্যঙ্গগতানি বৈ।
পিতৃতুল্যেন শংসন্তি বান্ধবেন সমাগমম্॥ ৪
প্রাগেব চ নরেন্দ্রেণ মাথুরেণোগ্রসেনিনা।
কেশিনঃ প্রেষিতো দূতো বধায়োপেন্দ্রকারণাৎ॥ ৫
স চ দূতবচঃ শ্রুত্বা কেশী ক্লেশকরো নৃণাম্।
বৃন্দাবনগতো গোপান্ বাধতে স্ম দুরাসদঃ॥ ৬
মানুষং মাংসমশ্নানঃ ক্রুদ্ধো দুষ্টপরাক্রমঃ।
দুর্দ্দান্তো বাজিদৈত্যোঽসাবকরোৎ কদনং মহৎ॥ ৭
নিঘ্নন্ গা বৈ সগোপালা গবাং পিশিতভোজনঃ
দুর্ম্মদঃ কামচারী চ স কেশী নিরবগ্রহঃ॥ ৮
তদরণ্যং শ্মশানাভং নৃণাং মাংসাস্থিভির্ভৃতম্
যত্রাস্তে স হি দুষ্টাত্মা কেশী তুরগদানবঃ॥ ৯
খুরৈর্দারয়তে ভূমিং বেগেনারুজতে দ্রুমান্
হ্রেষিতৈঃ স্পর্দ্ধতে বায়ুং প্লুতৈর্লঙ্ঘয়তে নভঃ॥ ১০
অতিপ্রবৃদ্ধো মত্তশ্চ দুষ্টোঽশ্বো বনগোচরঃ।
আকম্পিতসটো রৌদ্রঃ কংসস্য চরিতানুগঃ॥ ১১
ঈরিণং তদ্বনং সর্ব্বং তেনাসীৎ পাপকর্ম্মণা।
কৃতং তুরগদৈত্যেন সর্ব্বান্ গোপান্ জিঘাংসতা॥ ১২

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

[ কেশীর অত্যাচার এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাকে বধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অক্রূরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কংসের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে আর কিছুই বলিল না এবং ক্রোধবশতঃ উঠিয়া নিজ ভবনে চলিয়া গেল। ১

তারপর সে স্থানে যে সব যাদব ছিলেন এবং যাঁহারা যজ্ঞের সমস্ত কথাই সবিস্তরে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে নিরাশ হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, কংসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ২

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত অক্রূরও কংসের আজ্ঞানুসারে উদ্যত হইলেন এবং মনের ন্যায় বেগশালী শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করত সেখান হইতে গমন করিলেন। ৩

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণও নিজের শ্রীঅঙ্গসমূহে এরূপ কিছু শুভ লক্ষণ দর্শন করিলেন, যাহারা পিতৃতুল্য বান্ধবের সহিত মিলনের সূচনা বিজ্ঞাপিত করিতেছিল। ৪

অক্রূরকে প্রেরণ করিবার পূর্বেই মথুরার রাজা উগ্রসেন-পুত্র কংস কেশীর নিকট এক দূত পাঠাইয়াছিল। ঐ দূতকে দিয়া কংস জানাইল যে, কেশী যেন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করে। ৫

দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুষ্যগণের ক্লেশদায়ক দুর্জয় দৈত্য কেশী বৃন্দাবনে গমন করত গোপগণকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগিল। ৬

কেশী অশ্বরূপ ধারণ করিয়া থাকিত। ঐ দুর্দান্ত দৈত্য মনুষ্যগণের মাংস ভক্ষণ করিত। ঐ দুষ্ট পরাক্রমশালী অসুর ক্রুদ্ধ হইয়া সে স্থানে ভয়ঙ্কর প্রাণিসংহার আরম্ভ করিল। ৭

সে গোপগণের সহিত গোধনকে বধ করিতে করিতে গো-সকলের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। মদমত্ত স্বেচ্ছাচারী কেশী অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। ৮

অশ্বরূপধারী দুষ্টাত্মা দানব কেশী যেখানে বাস করে, সেই স্থান মনুষ্যগণের মাংস ও অস্থিতে ব্যাপ্ত হইয়া শ্মশানভূমির ন্যায় প্রতীত হয়। ৯

সে নিজের খুরসমূহের দ্বারা সে স্থানের ভূমিকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া থাকে, নিজের বেগে পার্শ্বস্থ বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করে, হ্রেষা রব করিতে করিতে সে বায়ুর সহিত স্পর্দ্ধা করে এবং উড়িয়া গমন করিতে করিতে আকাশকেও লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে। ১০

সেই বনে বিচরণকারী দুষ্ট অশ্ব অতি বৃহদাকার ও মদমত্ত ছিল, তাহার স্কন্ধদেশস্থিত দীর্ঘ লোমগুলি তখন কিছু আন্দোলিত হইতেছিল। ঐ ভয়ঙ্কর দৈত্য কংসের চরিত্রের অনুকরণ করিত। ১১

সমস্ত গোপগণকে বধ করিবার ইচ্ছায় সেই পাপাচারী অশ্বরূপধারী দৈত্য সেই সম্পূর্ণ বনকে মনুষ্য-শূন্য করিয়া দিল। ১২

তেন দুষ্টপ্রচারেণ দূষিতং তদ্বনং মহৎ।
ন নৃভির্গোধনৈর্বাপি সেব্যতে বনবৃত্তিভিঃ ॥ ১৩
নিঃসম্পাতঃ কৃতঃ পন্থাস্তেন তদ্বিষয়াশ্রয়ঃ।
মদাচ্চলিতবৃত্তেন নৃমাংসাণ্যশ্নতা ভৃশম্ ॥ ১৪
নৃশব্দানুসরঃ ক্রুদ্ধঃ স কদাচিদ্ বনাগমে।
জগাম ঘোষসংবাসং চোদিতঃ কালধর্ম্মণা ॥ ১৫
তং দৃষ্ট্বা দুদ্রুবুর্গোপাঃ স্ত্রিয়শ্চ শিশুভিঃ সহ।
ক্রন্দমানা জগন্নাথং কৃষ্ণং নাথমুপাশ্রিতাঃ ॥ ১৬
তাসাং রুদিতশব্দেন গোপানাং ক্রন্দিতেন চ।
দত্ত্বাভয়ং তু কৃষ্ণো বৈ কেশিনং সোঽভিদুদ্রুবে ॥ ১৭
কেশী চাপ্যুন্নতগ্রীবঃ প্রকাশদশনেক্ষণঃ
হেষমাণো জবোদগ্রো গোবিন্দাভিমুখো যযৌ ॥ ১৮
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কেশিনং হয়দানবম্
প্রত্যুজ্জগাম গোবিন্দস্তোয়দঃ শশিনং যথা ॥ ১৯

কেশিনস্তু তমভ্যাসে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমবস্থিতম্।
মনুষ্যবুদ্ধয়ো গোপাঃ কৃষ্ণমূচুর্হিতৈষিণঃ ॥ ২০
কৃষ্ণ তাত ন খল্বেষ সহসা তে হয়াধমঃ
উপসর্প্যো ভবান্ বালঃ পাপশ্চৈষ দুরাসদঃ ॥ ২১
এষ কংসস্য সহজঃ প্রাণস্তাত বহিশ্চরঃ
উত্তমশ্চ তুরঙ্গাণাং দানবোঽপ্রতিমো যুধি ॥ ২২
ত্রাসনঃ সর্ব্বভূতানাং তুরগাণাং মহাবলঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং প্রথমঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ২৩
গোপানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা বদতাং মধুসূদনঃ।
কেশিনা সহ যুদ্ধায় মতিং চক্রেঽরিসূদনঃ ॥ ২৪
ততঃ সব্যং দক্ষিণঞ্চ মণ্ডলং স পরিভ্রমন্
পদ্ভ্যামুভাভ্যাং স হয়ঃ ক্রোধেনারুজতে দ্রুমান্ ॥ ২৫
মুখে লম্বসটে চাস্য স্কন্ধে কেশঘনাবৃতে
বলয়োঽদ্ধতরঙ্গাভাঃ সুস্রুবুঃ ক্রোধজং জলম্ ॥ ২৬

---

সেই দুরাচারী দানব এই বিশাল বনকে দূষিত করিয়া দিল। বন অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জনকারী মনুষ্যগণ ও গোধন-সকলও এই বনের সেবা করিত না। ১৩

মদমত্ততাবশতঃ এই দৈত্য সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং অধিক পরিমাণে মানুষেরই মাংস ভক্ষণ করিত। তাহার বাসভূমি দিয়া যে পথ গিয়াছিল, সে এই পথকে অগম্য করিয়া দিয়াছিল। ১৪

এক সময়ে মনুষ্যগণের শব্দের অনুসরণ করিতে করিতে ক্রুদ্ধ কেশী যেন কাল-প্রেরিত হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যে গোপগণের বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৫

তাহাকে দেখিয়াই গোপগণ স্ত্রী ও শিশুদিগের সহিত পলায়ন করিলেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে নিজেদের রক্ষক জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। ১৬

গোপাঙ্গনাদিগের ক্রন্দন শব্দ ও গোপগণের ক্রন্দনে দ্রবীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভয়দান করিলেন এবং তিনি কেশীর দিকে ধাবিত হইলেন। ১৭

কেশীও নিজের গ্রীবাকে উন্নত করিয়া তীব্রবেগে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিল। এই সময় সে হ্রেষা ধ্বনি করিতে করিতে এবং দন্তসমূহ প্রদর্শন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। ১৮

সেই অশ্বরূপধারী দানব কেশীকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহাতে মনে হইল—শ্যামবর্ণ মেঘ যেন চন্দ্রের দিকে গমন করিতেছে। ১৯

শ্রীকৃষ্ণকে কেশীর নিকট অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি মানুষ-বুদ্ধিসম্পন্ন হিতৈষী গোপগণ তাহাকে এই কথা বলিলেন। ২০

তাত শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সহসা এই নীচ অশ্বের নিকট যাইও না; কারণ, তুমি এখনও বালক, আর এই পাপাত্মা এক দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য। ২১

তাত! এই দৈত্য কংসের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ, অশ্বশক্তিদের মধ্যে প্রধান এবং যুদ্ধে এই দানবের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই। ২২

সমস্ত প্রাণিগণের ত্রাসদায়ক এই দৈত্য সকল অশ্বের মধ্যে অধিক বলবান্। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কাহারও পক্ষে সে বধ্য নয় এবং পাপাচারীদিগের মধ্যে সে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ২৩

পূর্ব্বোক্ত বাক্যালাপী গোপগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া শত্রুনাশন ভগবান্ মধুসূদন কেশীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন। ২৪

অনন্তর এই অশ্ব দক্ষিণ বামে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের দুই পদের দ্বারা ক্রোধের সহিত বৃক্ষসকলকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ২৫

তাহার দীর্ঘরোমরাজিযুক্ত মুখে ও ঘন কেশসমূহে আবৃত স্কন্ধে মেঘমণ্ডলের তরঙ্গমালার ন্যায় যে সব বলি (চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া উত্থিত রেখাসমূহ) ছিল, তাহারা ক্রোধজনিত জল (ঘর্ম্ম) নিঃসারণ করিতে লাগিল। ২৬

স ফেনং বক্ত্রজং চৈব ববর্ষ রজসা বৃতম্ ।
হিমকালেঽম্বুদো ব্যোম্নি নীহারমিব চন্দ্রমাঃ ॥ ২৭
গোবিন্দমরবিন্দাক্ষং হেষিতোদ্গারশীকরৈঃ ।
সফেনৈর্বক্ত্রনির্গীর্ণৈঃ প্রোক্ষয়ামাস ভারত ॥ ২৮
খুরোদ্ধূতাবসিক্তেন মধুকক্ষোরপাণ্ডুনা
রজসা স হয়ঃ কৃষ্ণং চকারারুণমূর্ধজম্ ॥ ২৯
প্লুতবল্গিতপাদস্তু তক্ষমাণো হয়ঃ খুরৈঃ ।
দন্তান্নিষ্পেষমাণস্তু কেশী কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৩০
স সংসক্তস্তু কৃষ্ণেন কেশী তুরগসত্তমঃ ।
পূর্বাভ্যাং চরণাভ্যাং বৈ কৃষ্ণং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ৩১
পুনঃ পুনঃ স চ বলী প্রাহিণোৎ পার্শ্বতঃ খুরান্ ।
কৃষ্ণস্য দানবো ঘোরঃ প্রহারমমিতৌজসঃ ॥ ৩২
বক্ত্রেণ চাস্য ঘোরেণ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায়ুধেন বৈ ।
অদশদ্ বাহুশিখরং কৃষ্ণস্য রুষিতো হয়ঃ ॥ ৩৩
স লম্বকেসরসটঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গতঃ
ররাজ কেশী মেঘেন সংসক্তঃ খ ইবাংশুমান্ ॥ ৩৪
উরস্তস্যোরসা হন্তুমিয়েষ বলবান্ হয়ঃ ।
বেগেন বাসুদেবস্য ক্রোধাদ্ দ্বিগুণবিক্রমঃ ॥ ৩৫
তস্যোৎসিক্তস্য বলবান্ কৃষ্ণোঽপ্যমিতবিক্রমঃ
বাহুমাভোগিনং কৃত্বা মুখে ক্রুদ্ধঃ সমাদধৎ ॥ ৩৬
স তং বাহুমশক্তো বৈ খাদিতুং ভেত্তুমেব চ
দশনৈর্মূলনির্মুক্তৈঃ সফেনং রুধিরং বমন্ ॥ ৩৭
বিপাটিতাভ্যামোষ্ঠাভ্যাং কটাভ্যাং বিদলীকৃতঃ ।
অক্ষিণী বিকৃতে চক্রে বিবৃতে মুক্তবন্ধনে ॥ ৩৮
নিরস্তহনুরাবিষ্টঃ শোণিতাক্তবিলোচনঃ
উৎকর্ণো নষ্টচেতাস্তু স কেশী বহ্বচেষ্টত ॥ ৩৯
উৎপতন্নসকৃৎ পাদৈঃ শকৃন্মূত্রং সমুৎসৃজন্
বিশীর্ণরোমা শ্রান্তস্তু নির্যত্নচরণোঽভবৎ ॥ ৪০

সে নিজের মুখ হইতে উৎপন্ন ধূলিমিশ্রিত ফেন বর্ষণ আরম্ভ করিল। ইহাতে মনে হইল—হেমন্ত ঋতুতে চন্দ্র আকাশে নীহার (কুয়াশা) বৃষ্টি করিতেছে ॥ ২৭

ভরতনন্দন জনমেজয়! সে নিজের হ্রেষাধ্বনির সহিত নির্গত জলকণা ও মুখ হইতে নিঃসৃত ফেনসমূহের দ্বারা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইয়া দিল ॥ ২৮

সেই অশ্ব নিজের খুরোত্থিত বিস্তৃত মধুচক্রের ন্যায় ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ধূলিরাশির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকস্থিত কেশগুচ্ছকে ঈষৎ অরুণবর্ণ করিয়া দিল ॥ ২৯

কেশীর পাদচতুষ্টয় তখন উল্লম্ফন-প্লবন করিতেছিল। সে নিজের খুরসমূহের দ্বারা ভূমিকে খনন করিতেছিল এবং নিজের দন্তসকল পেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৩০

অশ্বশ্রেষ্ঠ কেশী তৎপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে আসক্ত হইল। নিজের দুই অগ্রস্থিত পদের দ্বারা তাঁহার বক্ষে আঘাত করিল ॥ ৩১

সেই বলবান্ দানব পার্শ্বভাগে গিয়াও পুনঃ পুনঃ খুরসকলকে ক্ষেপণ করিতে লাগিল এবং অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের উপর উগ্র প্রহার করিল ॥ ৩২

তীক্ষ্ণদংষ্ট্ররূপ অস্ত্রযুক্ত ভয়ঙ্কর মুখের দ্বারা রোষাবিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণের বাহুর অগ্রভাগে দংশন করিল ॥ ৩৩

লম্বা লম্বা কেশযুক্ত সেই কেশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া মেঘযুক্ত আকাশমধ্যে সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৪

সেই বলবান্ অশ্বের পরাক্রমে তাহার ক্রোধ আরও দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। সে তখন নিজের বক্ষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সবেগে আঘাত করিবার জন্য ইচ্ছা করিল ॥ ৩৫

তখন অমিত পরাক্রমশালী বলবান্ শ্রীকৃষ্ণও কুপিত হইয়া সেই গর্বিত দৈত্যের মুখে নিজের এক বাহুকে বহু দীর্ঘ করিয়া (অথবা সর্পাকারে বক্র করিয়া) প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৩৬

সেই অশ্ব তাঁহার ঐ বাহুকে চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে ও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইল না, ইহাতে বরং তাহার দন্তসমূহ মূলসহ উৎপাটিত হইয়া আসিল এবং সেই সঙ্গে ফেনসহ রক্ত বমন করিতে লাগিল ॥ ৩৭

তাহার দুই ওষ্ঠ ও কণ্ঠ দুই দলে বিভক্ত হইয়া যাইল এবং হনুবন্ধন শিথিল হইয়া যাওয়ায় কেশীর দুই চক্ষু বিকৃত হইয়া বাহির হইয়া আসিল ॥ ৩৮

তাহার হনুদ্বয় নিম্নভাগে বিদীর্ণ হইয়া যাইল। সেই বাহুর দ্বারা আবিষ্ট হওয়ায় তাহার বিকৃত নেত্রদ্বয় হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার দুই কর্ণও উৎপাটিত হইয়াছিল এবং চেতনাও নষ্ট হইয়া যাইল। এই অবস্থায় কেশী বারংবার ছটফট করিতে লাগিল ॥ ৩৯

সে পুনঃ পুনঃ পদসমূহ উত্তোলিত অবলম্বিত করিতে লাগিল এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকিল। তাহার প্রতি অঙ্গের ও রোমসকল ছিন্ন (বর্ণাক্ত) হইয়া উঠিল। শেষে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং পদসমূহ নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৪০

কেশিবক্ত্রং বিলগ্নস্তু কৃষ্ণবাহুরশোভত।
ব্যাভুগ্ন ইব ঘর্মান্তে চন্দ্রার্দ্ধকিরণৈর্ঘনঃ ॥ ৪১
কেশী চ কৃষ্ণসংসক্তঃ শান্তগাত্রো ব্যরোচত
প্রভাতাবনতশ্চন্দ্রঃ শ্রান্তো মেরুশিলাশ্রিতঃ ॥ ৪২
তস্য কৃষ্ণভুজোদ্ধূতাঃ কেশিনো দশনা মুখাৎ
পেতুঃ শরদি নিস্তোয়াঃ সিতাভ্রাবয়বা ইব ॥ ৪৩
স তু কেশী ভৃশং শ্রান্তঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা
স্বভুজং স্বায়তং কৃত্বা পাটিতো বলবত্তরা ॥ ৪৪
স পাটিতো ভুজেনাজৌ কৃষ্ণেন বিকৃতাননঃ।
কেশী নদন্ মহানাদং দানবো ব্যথিতস্তদা ॥ ৪৫
বিঘূর্ণমানঃ স্রস্তাঙ্গো মুখাদ্ রুধিরমুদ্বমন্।
ভৃশং ব্যঙ্গীকৃতবপুর্বিকৃতার্দ্ধ ইবাচলঃ ॥ ৪৬
ব্যাদিতাস্যো মহারৌদ্রঃ সোঽসুরঃ কৃষ্ণবাহুনা
নিপপাত যথা কৃত্তো নাগো হি বিদলীকৃতঃ ॥ ৪৭

কেশীর মুখে সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণের সেই বাহু মুখমণ্ডলে অর্দ্ধাবেষ্টিত হইয়া বর্ষাকালে অর্দ্ধচন্দ্রের কিরণে পরিবৃত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪১

শ্রীকৃষ্ণের বাহুর দ্বারা আবেষ্টিত হইয়া কেশীর শরীর শান্ত হইয়া যাইল। সেই সময় সে প্রভাতকালে অস্তাচলের শিখরে যাইয়া মেরুপর্ব্বত আশ্রয় করত স্থিত শ্রান্ত চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। ৪২

শ্রীকৃষ্ণের বাহুর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কেশীর দন্তসমূহ মুখ হইতে বাহিরে পতিত হইল। ইহাতে মনে হইল—শরৎকালে জলশূন্য শ্বেত বর্ণ মেঘসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইয়াছে। ৪৩

যখন কেশী সর্ব্বতোভাবে শ্রান্ত হইয়া গেল, তখন অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাহুকে আরও বৃহৎ করিয়া সেই দৈত্যের শরীরকে সবলে মধ্যভাগ দিয়া বিপাটিত করিয়া দিলেন (চিরিয়া ফেলিলেন)। ৪৪

সেই যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাহু দ্বারা বিপাটিত হইয়া কেশীর মুখ বিকৃত হইয়া যাইল। সেই দানব কেশী তখন ব্যথিত হইয়া তীব্রস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ৪৫

তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল। সে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে লাগিল। তাহার দেহ হইতে এই সময় কোনও কোনও অঙ্গ বিচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহাকে এইরূপ দেখাইতেছিল, যেন কোনও পর্ব্বত অর্দ্ধভাগে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ৪৬

বাহুনা কৃষ্ণদেহস্য কেশিনো রূপমাবভৌ।
পশোরিব মহাঘোরং নিহতস্য পিনাকিনা ॥ ৪৮
দ্বিপাদপৃষ্ঠপুচ্ছার্দ্ধে শ্রবণৈকাক্ষিনাসিকে।
কেশিনস্তদ্বিধা ভূতে দ্বে চার্দ্ধে রেজতুঃ ক্ষিতৌ ॥ ৪৯
কেশিদন্তক্ষতস্যাপি কৃষ্ণস্য শুশুভে ভুজঃ।
বৃদ্ধঃ সাল ইবারণ্যে গজেন্দ্রদশনাঙ্কিতঃ ॥ ৫০
তং হত্বা কেশিনং যুদ্ধে কল্পয়িত্বা চ ভাগশঃ।
কৃষ্ণঃ পদ্মপলাশাক্ষো হসংস্তত্রৈব তস্থিবান্ ॥ ৫১
তং হতং কেশিনং দৃষ্ট্বা গোপা গোপস্ত্রিয়স্তথা
বভূবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে হতবিঘ্না গতক্লমাঃ ॥ ৫২
দামোদরং তু শ্রীমন্তং যথাস্থানং যথাবয়ঃ।
অভ্যনন্দন্ প্রিয়ৈর্বাক্যৈঃ পূজয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩

গোপা ঊচুঃ।

অহো তাত কৃতং কর্ম্ম হতোঽয়ং লোককণ্টকঃ
দৈত্যঃ ক্ষিতিচরঃ কৃষ্ণ হয়রূপং সমাস্থিতঃ ॥ ৫৪

শ্রীকৃষ্ণের বাহুর দ্বারা যাহার মুখ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই দুইভাগে বিভক্ত মহাভয়ঙ্কর অসুর দ্বিখণ্ডিত হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ৪৭

শ্রীকৃষ্ণের বাহুর দ্বারা দ্বিধাভূত কেশীর রূপ পিনাকপাণি ভগবান্ রুদ্র কর্ত্তৃক নিহত পশুর (মহিষাসুরের) তুল্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতে লাগিল। ৪৮

কেশীর দেহের সেই দুই খণ্ড দুই পদ, অর্দ্ধ পৃষ্ঠ, পুচ্ছ এবং এক এক কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকার দ্বারা যুক্ত হইয়া ভূতলে পতিত অবস্থায় অনুপম শোভা পাইতে লাগিল। ৪৯

কেশীর দন্তসমূহের দংশনজাত ক্ষতচিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেই বাহু অরণ্যে গজরাজের দন্তসমূহের আঘাতচিহ্নযুক্ত শালবৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৫০

এইভাবে যুদ্ধে কেশীকে বধ করিয়া তাহার দেহকে ভাগে ভাগে খণ্ডিত করত কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানেই হাস্য করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

সেই কেশীকে নিহত হইতে দেখিয়া গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন সকলেরই বিঘ্ন নষ্ট হইয়া যাইল ও কষ্ট দূর হইল। ৫২

স্থান ও বয়সানুসারে সমস্ত গোপগণ বারংবার শ্রীমান্ দামোদরের পূজা করিতে করিতে প্রিয় বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। ৫৩

গোপগণ বলিলেন,—তুমি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছ। সমস্ত জগতের কণ্টকস্বরূপ এই দৈত্য আজ তোমার দ্বারা নিহত

কৃতং বৃন্দাবনং ক্ষেমং সেব্যং নৃ-মৃগ-পক্ষিণাম্ ।
হত্বা পাপমিমং তাত কেশিনং হয়দানবম্ ॥ ৫৫
হতা নো বহবো গোপা গাবো বৎসেষু বৎসলাঃ
নৈকে চান্যে জনপদা হতানেন দুরাত্মনা ॥ ৫৬
এষ সংবর্ত্তকং কর্ত্তুমুদ্যতঃ খলু পাপকৃৎ
নৃলোকং নির্নরং কৃত্বা চর্ত্তুকামো যথাসুখম্ ॥ ৫৭
নৈতস্য প্রমুখে স্থাতুং কশ্চিচ্ছক্তো জিজীবিষুঃ
অপি দেবসমূহেষু কিং পুনঃ পৃথিবীতলে ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথাহান্তর্হিতো বিপ্রো নারদঃ খগমো মুনিঃ
প্রীতোঽস্মি বিষ্ণো দেবেশ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৯

নারদ উবাচ ।

যদিদং দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং কেশিজিঘাংসয়া ।
ত্বয্যেব কেবলং যুক্তং ত্রিদিবে ত্র্যম্বকেঽপি বা ॥ ৬০
অহং যুদ্ধোৎসুকস্তাত ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
ইমং নরহয়ং যুদ্ধং দ্রষ্টুং স্বর্গ ইহাগতঃ ॥ ৬১
পূতনানিধনাদীনি কর্ম্মাণি তব দৃষ্টবান্
অহং ত্বনেন গোবিন্দ কর্ম্মণা পরিতোষিতঃ ॥ ৬২
হয়স্যাস্য মহেন্দ্রোঽপি বিভেতি বলসূদনঃ
কুর্বাণস্য বপুর্ঘোরং কেশিনো দুষ্টচেতসঃ ॥ ৬৩
যস্ত্বয়া পাটিতো দেহো ভুজেনায়তপর্ব্বণা ।
এষোঽস্য মৃত্যুবিহিতো বিহিতো বিশ্বযোনিনা ॥ ৬৪
যস্মাৎ ত্বয়া হতঃ কেশী তস্মান্মচ্ছাসনং শৃণু
কেশবো নাম নাম্না ত্বং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যসি ॥ ৬৫
স্বস্ত্যস্তু ভবতো লোকে সাধু যাস্যাম্যহং প্রভো
কৃতাশেষঞ্চ তে কার্য্যং শক্তস্ত্বমসি মা চিরম্ ॥ ৬৬
ত্বয়ি কার্য্যান্তরগতে নরা ইব দিবৌকসঃ
বিড়ম্বয়ন্তঃ ক্রীড়ন্তি লীলাং ত্বদ্বলমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৭

---

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ! এই দৈত্য বর্ত্তমানে অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিত। ৫৪

তাত! এই অশ্বরূপধারী পাপী দানব কেশীকে বধ করত তুমি বৃন্দাবনকে মনুষ্য ও পশু-পক্ষীদিগের পক্ষে সেব্য ও মঙ্গলকারক করিয়া দিয়াছ। ৫৫

এই দুরাত্মা আমাদের বহু গোপকে বিনাশ করিয়াছে। বৎসদলের প্রতি বাৎসল্যপরায়ণ বহু গোকেও সে হত্যা করিয়াছে এবং বহু প্রধান প্রধান জনপদও সে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ৫৬

এই পাপকর্ম্মকারী দানব নিশ্চয়ই জগতের প্রলয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। মনুষ্যলোককে মনুষ্য-শূন্য করিয়া নিজ সুখে বিচরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। ৫৭

জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক কোনও মানুষই ইহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিত না। দেবগণের মধ্যেও কেহ ইহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, সেস্থলে পুনঃ ভূতলবাসীদিগের কথা আর কি বলিবার আছে? ৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর আকাশচারী মুনি বিপ্রবর নারদ আকাশে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বলিলেন,—দেবেশ্বর বিষ্ণো! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি আপনার এই কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ৫৯

নারদ বলিলেন,—প্রভো! আপনি কেশীকে বধ করিবার জন্য এই যে দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, ইহা কেবল আপনারই যোগ্য অথবা দেবলোকে ত্রিলোচন রুদ্রই এরূপ করিতে পারেন। ৬০

তাত! আমি যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকি। অতএব আমি নিজ অন্তরাত্মার দ্বারা আপনারই চিন্তা করিতে করিতে এই মনুষ্য ও অশ্বের সংগ্রাম দর্শন করিবার জন্য স্বর্গলোক হইতে এখানে আসিয়াছিলাম। ৬১

গোবিন্দ! আপনার 'পূতনা-বধ' আদি কার্য্যসকলও দর্শন করিয়াছি এবং সেই সব কর্ম্মে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ৬২

ভীষণ রূপধারণকারী এই দুরাত্মা অশ্ব কেশী হইতে বলাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হইয়া থাকেন। ৬৩

আপনি আপনার বাহুর একভাগকে দীর্ঘ করিয়া তাহার দ্বারা এই কেশীর দেহকে যে বিদীর্ণ করিয়াছেন, বিশ্বযোনি ব্রহ্মা ইহার মৃত্যুর জন্য এরূপ বিধানই করিয়াছিলেন। ৬৪

আপনি আমার এখন এই অনুশাসন শ্রবণ করুন—আপনি কেশীকে বধ করিয়াছেন, সেইজন্য জগৎ সংসারে আপনি কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন। ৬৫

জগতে আপনার কল্যাণ হউক। (অথবা আপনার দ্বারা জগতের কল্যাণ হউক।) আপনাকে সাধুবাদ প্রদান করত আমি সত্বর গমন করিতেছি। এখন যে সকল বাকি কার্য্যসমূহ অবশিষ্ট আছে, আপনি তৎসমস্তই পূর্ণ করুন। আপনি সেই সব কার্য্য করিতে সমর্থ, সুতরাং সত্বর সম্পাদন করুন, বিলম্ব করিবেন না। ৬৬

যখন আপনি ভূভার-হরণ প্রভৃতি অন্য কার্য্যসমূহের জন্য এই মর্ত্ত্যলোকে (অবতারগ্রহণের জন্য) চলিয়া আসেন, তখন

অভ্যাসে বর্ত্ততে কালো ভারতস্যাহবোদয়ঃ
হস্তপ্রাপ্তানি যুদ্ধানি রাজ্ঞাং ত্রিদিবগামিনাম্ ॥ ৬৮
পন্থানঃ শোধিতা ব্যোম্নি বিমানারোহণোর্দ্ধগাঃ
অবকাশা বিভজ্যন্তে শক্রলোকে মহীক্ষিতাম্ ॥ ৬৯
উগ্রসেনসুতে শান্তে প্রশান্তে ত্বয়ি কেশব
অভিতস্তন্মহদ্যুদ্ধং ভবিষ্যতি মহীক্ষিতাম্ ॥ ৭০
ত্বাং চাপ্রতিমকর্ম্মাণং সংশ্রয়িষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ
ভেদকালে নরেন্দ্রাণাং পক্ষগ্রাহো ভবিষ্যসি ॥ ৭১
ত্বয়ি রাজাসনস্থে হি রাজশ্রিয়মনুত্তমাম্ ।
শুভাং ত্যক্ষ্যন্তি রাজানস্ত্বৎপ্রভাবান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭২

এষ তে কৃষ্ণ সন্দেশঃ শ্রুতিভিঃ খ্যাতিমেষ্যতি ।
দেবতানাং নিবিষ্টানাং জগতশ্চ জগৎপতে ॥ ৭৩
দৃষ্টং মে ভবতঃ কর্ম্ম পৃষ্টশ্চাসি ময়া প্রভো
কংসে ভূয়ঃ সমেষ্যামি সাধিতে সাধু যাম্যহম্ ॥ ৭৪
এবমুক্ত্বা তু স তদা নারদঃ খং জগাম হ ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবসঙ্গীতযোনিনঃ ॥ ৭৫
তথেতি স সমাভাষ্য পুনর্গোপান্ সমাসদৎ
গোপাঃ কৃষ্ণং সমাসাদ্য বিবিশুর্ব্রজমেব হ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
কেশিবধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

---

আপনারই এক অবলম্বনকারী দেবলোকবাসী দেবগণও মনুষ্যদিগের ন্যায় আপনার লীলার অনুকরণ (অভিনয়) করিতে করিতে নাটকাদি ক্রীড়া করিতে থাকেন। ৬৭

সম্প্রতি মহাভারত যুদ্ধের সময় এখন নিকট হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমনকারী রাজাদের জন্য যুদ্ধের সুযোগ যেন হস্তগত হইয়া গিয়াছে। ৬৮

বিমানসমূহে আরোহণের জন্য আকাশে ঊর্দ্ধগামী পথসকল আছে। সেই সব শোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রলোকে গমনকারী রাজাদের জন্য পৃথক পৃথক অবকাশ (নিবাসস্থান) নির্ম্মাণ করা হইতেছে। ৬৯

কেশব! উগ্রসেন-পুত্র কংস নিহত হইলে পর যখন আপনি যাদবগণের সংরক্ষকরূপে দৃঢ় পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন সর্ব্বদিকে রাজাদের মধ্যে সেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে। ৭০

আপনার কর্ম্মের (বা পরাক্রমের) কোনও তুলনা নাই, অতএব পাণ্ডবগণ আপনারই শরণাপন্ন হইবে। রাজাদের মধ্যে বিচ্ছেদসৃষ্টির ফলে যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন আপনি পাণ্ডব-গণের পক্ষ গ্রহণ করিবেন। ৭১

যখন আপনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন আপনারই প্রভাবে সকল রাজা নিজ নিজ উত্তম ও শুভ রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭২

জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ! ইহাই হইল আমার ও স্বর্গবাসী দেবগণের সমাচার, যাহা শ্রুতিসমূহের দ্বারা গূঢ়ভাবে প্রতিপাদিত আছে।* অতঃপর জগতেও উহা বিখ্যাত হইবে। ৭৩

প্রভো! আমি আপনার পরাক্রম দেখিতেছি, আপনারও দর্শনলাভ করিয়াছি। আপনাকে সাধুবাদ! আমি এখন যাইতেছি, কংস নিহত হইলে পর আমি আপনার সহিত পুনরায় মিলিত হইব। ৭৪

এইরূপ বলিয়া নারদ সে সময় আকাশে চলিয়া যাইলেন। দেবসঙ্গীতের উৎপত্তি স্থান নারদের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন, তারপর গোপগোপের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন গোপগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত ব্রজেই প্রবেশ করিলেন। ৭৫-৭৬

---

* সেই সমাচারপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের মধ্যে এক শ্রুতি, যাহা মহাভারত যুদ্ধের প্রকাশক, তাহা হইল—"অহশ্চ কৃষ্ণ-মহর্জুনঞ্চ বিবর্ত্ততে রজসী বেদ্যাভিঃ। বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি।" অর্থাৎ এক যুদ্ধ-খণ্ডের সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ও অন্য যুদ্ধ-খণ্ডের সমস্ত অর্জ্জুনের সহিত। ইঁহারা উভয়ে যখন একসঙ্গে থাকিয়া কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের দ্বারা দুইটি যুদ্ধ-যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। এই দুইটি যুদ্ধ-যজ্ঞই রজোগুণময় ছিল; কারণ, পৈতৃক সম্পত্তিকে নিমিত্ত করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈশ্বানর অর্থাৎ ধর্ম্ম সংসারে জন্মগ্রহণ করত (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহায়তায়) নিষ্পাপ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশমান অগ্নির সহায়তায় অসুরগণের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির খাণ্ডবদাহের সময় অগ্নি কর্ত্তৃক প্রদত্ত চক্র ও গাণ্ডীবের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের পরাক্রমের দ্বারা অসুরগণের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। (নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা)

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কেশিবধ-বিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ ব্রজনাগমাক্রূরেণ শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনম্, তদ্বিষয়ে বহুপ্রচিন্তা চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাস্তং গচ্ছতি তদা মন্দরশ্মৌ দিবাকরে।
সন্ধ্যারক্ততলে ব্যোম্নি খগাঙ্কে পাণ্ডুমণ্ডলে ॥ ১

নীড়স্থেষু বিহঙ্গেষু সৎসু প্রাপ্তহুতাগ্নিষু।
ঈষত্তমঃসংবৃতাসু দিক্ষু সর্ব্বাসু সর্ব্বশঃ ॥ ২

ঘোষবাসিষু সুপ্তেষু বাসন্তীষু শিবাসু চ।
নক্তঞ্চরেষু হৃষ্টেষু পিশিতাশনকাঙ্ক্ষিষু ॥ ৩

শক্রগোপাশ্রয়ামোদে প্রদোষেঽভ্যাগতস্বরে।
সন্ধ্যাংমহীমিব গুহাং সম্প্রবিষ্টে দিবাকরে ॥ ৪

অধিশ্রয়ণবেলায়াং প্রাপ্তায়াং গৃহমেধিনাম্।
বন্যৈর্বৈখানসৈর্মন্ত্রৈর্হূয়মানে হুতাশনে ॥ ৫

উপাবৃত্তাসু বৈ গোষু দুহ্যমানাসু চ ব্রজে।
অসকৃদ্ব্যাহরন্তীষু বদ্ধবৎসাসু ধেনুষু ॥ ৬

প্রকীর্ণদামনীকেষু গাত্তৈর্ঘোষাশ্রয়েষু চ।
সনিনাদেষু গোপেষু কাল্যমানে চ গোধনে ॥ ৭

করীষেষু প্রকৃষ্টেষু দীপ্যমানেষু সর্ব্বশঃ
কাষ্ঠভারানতস্কন্ধৈর্গোপৈরভ্যাগতৈস্তথা ॥ ৮

কিঞ্চিদভ্যুদিতে সোমে মন্দরশ্মৌ বিরাজতি।
ঈষদ্বিগাহমানায়াং রজন্যাং দিবসে গতে ॥ ৯

প্রাপ্তে দিনব্যুপরমে প্রবৃত্তে ক্ষণদামুখে।
ভাস্করে তেজসি গতে সৌম্যে তেজস্যুপস্থিতে ॥ ১০

অগ্নিহোত্রাকুলে কালে সৌম্যাগ্নৌ সমুপস্থিতে।
অগ্নীষোমাত্মকে সন্ধৌ বর্ত্তমানে জগন্ময়ে ॥ ১১

পশ্চিমেনাগ্নিদীপ্তেন পূর্ব্বেণোৎপলবর্চ্চসা।
দগ্ধাদ্রিসদৃশে ব্যোম্নি কিঞ্চিত্তারাগণাকুলে ॥ ১২

---

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[ ব্রজে আসিয়া অক্রূর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার বিষয় বহু প্রকারের কথা চিন্তন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দিন যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, তাঁহার কিরণ মন্দ হইয়া যাইল, পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যার লালিমা প্রকাশিত হইল, চন্দ্রের শ্বেত-পীত মণ্ডল উদিত হইল, পক্ষীরা নিজ নিজ নীড়ে (বাসায়) বিশ্রাম করিতেছিল, শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিকগণ যখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন, সমস্ত দিকেই যখন কিছু কিছু অন্ধকার সমাবৃত হইয়া যাইল, ব্রজবাসীরা নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, শিবাগণ রব করিতে লাগিল, মাংস ভোজনকামী নিশাচরগণ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, রৌদ্র তাপে তাপিত ইন্দ্রগোপ-নামক কীটগণের আনন্দপ্রদ ও বেদমন্ত্রের যাত্রাদের প্রতি-ধ্বনিক প্রদোষ কাল যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন সূর্য্যদেব সন্ধ্যারূপিণী গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন, যখন গৃহস্থগণের পক্ষে রন্ধনীয় দ্রব্য বা দুগ্ধ অগ্নিতে আরোপিত করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, বনবাসী বৈখানসগণ (বানপ্রস্থগণ) যখন মন্ত্র-সমূহের দ্বারা অগ্নিতে আহুতিদান করিতে লাগিলেন, যখন গাভীসকল বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত ব্রজে আগমন করিল এবং তাহাদের দুগ্ধদোহন করা কার্য্য সম্পন্ন হইল, যাহাদের বৎস-গণকে বন্ধন করা হইয়াছে ও যাহারা নিজেরাই দৃঢ় রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ ছিল, সেই ধেনুগণ যখন বারংবার হাম্বারব করিতে ছিল, গোপগণকে আহ্বান করিতে করিতে গোপসকল যখন চারিদিকে কোলাহল করিতে লাগিলেন, যখন বহন করিবার জন্য গো-দিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, কাষ্ঠভারে ঈষৎ আনত স্কন্ধযুক্ত গোপগণ যখন গৃহে আসিয়া চারিদিকে বিস্তৃত শুষ্ক গোময়সমূহ প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ উদিত চন্দ্রদেব যখন নিজের মন্দ কিরণসমূহে প্রকাশিত হইতে-ছিলেন, দিন চলিয়া যাওয়ায় যখন অল্প রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, দিনের পূর্ণ সমাপ্তি হইবার পর যখন রাত্রির প্রথম প্রহর আরম্ভ হইল, সূর্য্যের উগ্র প্রকাশ অন্তর্হিত হইলে ও চন্দ্রের শীতল প্রকাশ উপস্থিত হইলে, যে সময় অগ্নিহোত্রের সুগন্ধি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল, বস্তুতঃ সৌম্য চন্দ্রদেব যখন উদিত হইলেন, যখন সম্পূর্ণ জগতে অগ্নীষোমাত্মক সন্ধির কাল বর্ত্তমান ছিল, যখন পশ্চিমদিকে অগ্নির ন্যায় সন্ধ্যাকালের অরুণ প্রকাশ বিস্তৃত হইল এবং পূর্ব্ব দিকেও রক্তপদ্ম সদৃশকান্তিমান্ চন্দ্রের কুঙ্কুমতুল্য প্রভা বিস্তার লাভ করিল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেরই অরুণ প্রকাশের দ্বারা যখন আকাশ উভয় পার্শ্বে দগ্ধ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং আকাশে কিছু কিছু নক্ষত্রও উদিত হইল, এরূপ সময়ে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে

বয়োভির্বাসমুপেতাং বস্তুভিশ্চ সমাগমম্
সংসদ্ভিঃ স্যন্দনেনাশু প্রাপ্তো দানপতির্ব্রজম্ ॥ ১৩
প্রবিশন্নেব পপ্রচ্ছ সান্নিধ্যং কেশবস্য সঃ ।
রৌহিণেয়স্য চাক্রূরো নন্দগোপস্য চাসকৃৎ ॥ ১৪
স নন্দগোপস্য গৃহং যানাদ্ বিবুধোপমঃ ।
অবতীর্য্য ততো যানাৎ প্রবিবেশ মহাবলঃ ॥ ১৫
হর্ষপূর্ণেন বক্ত্রেণ সাশ্রুনেত্রেণ চৈব হি ।
প্রবিশন্নেব চ দ্বারি দদর্শাদোহনে গবাম্ ॥ ১৬
বৎসমধ্যে স্থিতং কৃষ্ণং সবৎসমিব গোবৃষম্
সতং হর্ষপরীতেন বচসা গদগদেন বৈ ॥ ১৭
এহি কেশব তাতেতি প্রব্যাহরত ধর্মবিৎ ।
উত্তানশায়িনং দৃষ্ট্বা পুনর্দৃষ্ট্বা স্তুত্বা ব্রতম্ ॥ ১৮
অব্যক্তযৌবনং কৃষ্ণমক্রূরঃ প্রশশংস হ ।
অয়ং স পুণ্ডরীকাক্ষঃ সিংহশার্দূলবিক্রমঃ ।
সম্পূর্ণজলমেঘাভঃ পর্বতপ্রবরাকৃতিঃ
মুখেন্দ্রবর্ণীতেন স শ্রীবৎসেন বক্ষসা ।
দ্বিষদ্বিদনদক্ষাভ্যাং ভুজাভ্যাং সাধু ভূষিতঃ ॥ ১৯
মূর্তিমান্ স যদুশ্রেষ্ঠো জগতোঽস্যাপ্য ভাজনম্
গোপবেশধরো বিষ্ণুঃ কস্তস্মাদাত্মনঃ ॥ ২০
কিরীটচিহ্নযুক্তেনাপি শিরসা ছত্রবর্চ্চসা
কুণ্ডলোত্তমযোগ্যাভ্যাং শ্রবণাভ্যাং বিভূষিতঃ ॥ ২১
হারার্হেণ চ পীনেন সুবিস্তীর্ণেন বক্ষসা
যাভ্যাং ভুজাভ্যাং বৃত্তাভ্যাং দীর্ঘাভ্যামুপশোভিতঃ ॥২৩
শ্রীসহস্রোপচর্য্যেণ বপুষা স্বর্ণাভিনা ।
পীতে বসানো বসনে সোঽয়ং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ২৪
ধরণ্যাশ্রয়ভূতাভ্যাং চরণাভ্যামরিন্দমঃ
ত্রৈলোক্যাক্রান্তিভূতাভ্যাং ভুবি পদ্ভ্যাং ব্যবস্থিতঃ ॥২৫

ইষ্ট্রক পথিকগণের বন্ধুদের সহিত যেন মিলনের সূচনা দান-কারী পক্ষিবৃন্দের সহিতই দানপতি অক্রুর নিজ রথের দ্বারা শীঘ্রই ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১-১৩

ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতেই অক্রুর সেখানের মনুষ্যগণকে বারংবার শ্রীকৃষ্ণ, রোহিণীনন্দন বলরাম এবং নন্দগোপের নিবাস স্থান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ১৪

তাহার পর দেবোপম কান্তিযুক্ত মহাবল অক্রুর সেই রথ হইতে নামিয়া বাস করিবার জন্য নন্দগোপের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১৫

হর্ষপূর্ণ মুখে ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে অক্রুর নন্দগোপের গৃহের দ্বারে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন যে, গোদোহনের দোহন-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বহু সংখ্যক বৎসের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি মনে করিলেন—বৎসগণের মধ্যে এক বৃষ দাঁড়াইয়া আছে। ১৬½

তাঁহাকে দর্শন করিয়াই ধর্মজ্ঞ অক্রুর হর্ষগদ্গদ বাক্যে বলিলেন—তাত কেশব! এদিকে এস। ১৭½

(কিছুকাল পূর্ব্বে) যাঁহাকে পূর্ব্বে শৈশবাবস্থায় উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ১৮½

এই সেই সিংহ ও শার্দূলতুল্য পরাক্রমশালী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ। ইহার অঙ্গকান্তি জলপূর্ণ জলধরতুল্য শ্যামবর্ণ। ইহার দেহের উচ্চতা শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের ন্যায় মনে হইতেছে। ১৯

ইহার শ্রীবৎসবিভূষিত বক্ষঃস্থল সুতে অচেদ্য এবং ইহার বাহু-দ্বয় শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ। এই বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের দ্বারা ইহার শ্রীবিগ্রহের অতিশয় শোভা হইতেছে। ২০

ইনিই সেই মূর্তিমান্ যদুশ্রেষ্ঠ উপনিষৎপ্রতিপাদিত পুরুষোত্তম, যিনি এই জগৎসংসারের অগ্রপূজা পাইবার প্রথম অধিকারী। এই ভগবান্ বিষ্ণুই এখানে গোপবেশধারণ করত আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার রোমাবলি উপরের দিকে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে এবং পরম পবিত্র অর্থাৎ এই রোমাবলি প্রেমী ভক্তগণকে দেখিয়াই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ২১

মাথার উপর কিরীট ধারণ করিবার চিহ্ন ও যে স্থানে ছত্রা-কার কান্তি প্রকাশিত হইতেছে, সেই মস্তকের দ্বারা এবং উত্তম কুণ্ডল ধারণযোগ্য কর্ণদ্বয়ের দ্বারা ইনি বিভূষিত রহিয়াছেন। ২২

হারধারণের যোগ্য উচ্চ ও আয়ত বক্ষ এবং গোলাকার দুই বিশাল বাহুর দ্বারা ইহার অতিশয় শোভা হইতেছে। ২৩

ইহার শ্রীবিগ্রহ সেই যৌবন ও পৌগণ্ড বয়সের সন্ধিতে উপনীত হইয়াছে, যাহাতে কামদেবের আশ্রয় লাভ হইয়াছে। এই বিগ্রহ সহস্র শ্রীগণের দ্বারা পরিচর্য্যালাভের যোগ্য। এরূপ দিব্য শরীরে দুইটি পীত বস্ত্র ধারণ করত সেই সনাতন বিষ্ণুই এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন। ২৪

যিনি পৃথিবীর আশ্রয়ভূত এবং তিন লোককে আক্রান্ত করিতে সমর্থ, এরূপ শত্রুদমনশীল যুগল চরণের দ্বারা এই শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ এই ভূমিতে দণ্ডায়মান আছেন। ২৫

রুচিরাগ্রকরস্তাস্য চক্রাঙ্কিত ইবেক্ষতে।
দ্বিতীয় উন্নতস্তাপি গদাসংযোগমিচ্ছতি ॥ ২৬

অবতীর্ণো ভবান্বেষ প্রথমঃ পদমাত্মনঃ।
যোঽভবেহত্র ভুবি শ্রেষ্ঠস্ত্রিদশানাং ধুরন্ধরঃ ॥ ২৭

অয়ং ভবিষ্যৎ কথিতো ভবিষ্যজ্ঞৈর্মনীষিভিঃ।
গোপালো য দবং বংশং ক্ষীণং বিস্তারয়িষ্যতি ॥ ২৮

যেষাং যথাম্বুবাহানাং সততোঽম্ব সংক্রমঃ।
বংশমাপূরয়িষ্যন্তি স্রোতাং ইব মহার্ণবম্ ॥ ২৯

অস্যেদং শাসনে সর্ব্বং জগৎ স্থাস্যতি শাশ্বতম্।
নিহতামিত্রসামন্তং স্ফীতং কৃতযুগে যথা ॥ ৩০

অয়মাক্রম্য বসুধাং স্থাপয়িত্বা জগদ্ বশে।
রাজ্ঞাং ভবিষ্যত্যুপরি ন চ রাজা ভবিষ্যতি ॥ ৩১

নূনং ত্রিভিঃ ক্রমৈর্জিত্বা যথানেন প্রভুঃ কৃতঃ।
পুরা পুরন্দরো রাজা দেবতানাং ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩২

তথৈব বসুধাং জিত্বা জিতপূর্ব্বাং ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ।
স্থাপয়িষ্যতি রাজানমুগ্রসেনং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩

প্রসৃষ্টৈবৈরগাধোঽয়ং প্রত্যৈশ্চ বহুভিঃ শ্রুতঃ।
ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদৈশ্চ পুরাণোঽয়ং হি গীয়তে ॥ ৩৪

স্পৃহণীয়ো হি লোকস্য ভবিষ্যতি চ কেশবঃ।
তথা হ্যস্যোষিতা বুদ্ধির্মানুষ্যামৃতজীবিতুম্ ॥ ৩৫

অহং ত্বস্যাপ্ত বসতিং পূজয়িষ্যে যথাবিধি।
বিষ্ণুত্বং মনসা চৈব পূজয়িষ্যামি মন্ত্রবৎ ॥ ৩৬

যস্য জ্ঞাতিপরিজ্ঞানং প্রাদুর্ভাবশ্চ বৈ নৃষু।
অমানুষং বেদ্মি চৈনং যে চান্যে দিব্যচক্ষুষঃ ॥ ৩৭

---

সুন্দর অগ্রভাগযুক্ত ইহার এক হস্ত চক্রের দ্বারা চিহ্নিত বলিয়া দেখা যাইতেছে এবং দ্বিতীয় উন্নত হস্ত গদার দ্বারা সংযুক্ত হইবার জন্য যেন ইচ্ছা করিতেছে।২৬

ইনিই পরংব্রহ্ম পরমাত্মার প্রথম পদ • তৃতীয় রূপ, যিনি জগতের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবতাগণের রক্ষার ভারবহনকারী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর আজ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছেন। ২৭

ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে সমর্থ মনুষ্যগণ বলেন যে, গোপাল শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যতে ক্ষীণ যাদববংশের বিস্তার করিবেন।২৮

যেরূপ নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ মহাসাগরকে পূর্ণ করিতে থাকে, সেইরূপ শত শত ও সহস্র সহস্র যাদব ইহার প্রভাবে নিজ নিজ বংশের বৃদ্ধি করিবে। ২৯

এই সম্পূর্ণ জগৎ, যাহা সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহারই শাসনে অবস্থিত থাকিবে। এই সময় ইহার চেষ্টাতে শত্রু ও সামন্তগণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং এই বিশ্ব সত্যযুগের ন্যায় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে সম্পন্ন হইবে। ৩০

ইনি বসুধায় বিরাজমান থাকিয়া জগৎকে নিজ বশে স্থাপিত করত সমস্ত রাজাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবেন, কিন্তু স্বয়ং রাজা হইবেন না। ৩১

নিশ্চয়ই পুরাকালে যেরূপ ইনি নিজের তিন পদের দ্বারা ত্রিলোককে জয় করত স্বর্গে পুরন্দর ইন্দ্রকে দেবতাগণের রাজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্ব্বে তিন পদের দ্বারা জিত এই বসুধাকে পুনরায় জয় করিয়া ইনি উগ্রসেনকে রাজাসনে স্থাপিত করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩২-৩৩

ইনি বিশুদ্ধ প্রবল শত্রুর অন্তকারী প্রত্যোপনিষদে বহু (ব্রহ্ম) গ্রন্থের দ্বারা ইহার তত্ত্বের প্রতিপাদন করা গিয়াছে। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ ইহাকে পুরাণপুরুষ বলিয়া থাকেন। ৩৪

এই ভগবান্ কেশব সমস্ত জগতের পক্ষেই স্পৃহণীয় হইবেন, কারণ, ইহার বুদ্ধিতে মানবতার নব জীবনদানের বিচার (প্রেরণা) উদিত হইয়াছে। ৩৫

আজ আমি ইহার নিবাসস্থানকে বিধি অনুসারে পূজা করিব এবং মনে মনেই ইহার বিষ্ণুরূপের ভাবনা করত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ইহার অর্চনা করিব। ৩৬

ইহার মধ্যে যে নিজের বন্ধু-বান্ধব জ্ঞাতিদিগের পরিচয় জানিবার শক্তি রহিয়াছে এবং ইহার যে মনুষ্যগণের মধ্যে অবতার হইয়াছে, এই সমস্তই আমার পক্ষে আদরণীয়। আমি ত' ইহাকে অমানব (অলৌকিক পরমাত্মা) বলিয়াই মনে করি, দিব্য দৃষ্টিধারী অন্য মহাপুরুষগণও ইহাকে এইরূপই মনে করেন। ৩৭

---

• মাণ্ডূক্য উপনিষদে প্রণবের মাত্রার উপর বিচার করিতে গিয়ে ব্রহ্মের চারি পাদ বর্ণিত হইয়াছে—১। বিশ্ব, ২। তৈজস ৩। প্রাজ্ঞ ও ৪। তুরীয়। ইহাদের মধ্যে তুরীয় সাক্ষাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের বোধক। উৎপত্তিক্রমে গণনা করিলে পর এই তুরীয়ই প্রথম পাদ হইয়া থাকে। সেইজন্য এই শ্লোকে প্রথম পদের অর্থ তুরীয় ব্রহ্ম করা হইল।

সোঽহং কৃষ্ণেন বৈ রাত্রৌ সংমন্ত্র্য বিদিতাত্মনা
সহানেন গমিষ্যামি সব্রজো যদি মংস্যতে ॥ ৩৮
এবং বহুবিধং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা হেত্বর্থকারণৈঃ ।
বিবেশ নন্দগোপস্য কৃষ্ণেন সহ সংসদম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
অক্রূরাগমনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

অতএব আমি এই আত্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রিকালে ভাল-ভাবে পরামর্শ করত ব্রজবাসিগণের সহিত ইনি যদি আমার কথা গ্রহণ করেন, তবে ইঁহার সহিতই কাল মথুরায় যাত্রা করিব ॥ ৩৮

এইরূপ যুক্তিযুক্ত কার্য্য-কারণ বিচার করিতে করিতে অক্রূর বারংবার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত নন্দগোপের ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে অক্রূরের আগমনবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ অক্রূরেণ গোপানাং সমীপে কংসস্যাদেশকথনম্, বসুদেব-দেবক্যোর্দ্দয়নীয়াবস্থাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণায় বলরামায় চ মথুরাং গন্তুং প্রেরণাদানম্, মার্গমধ্যে অক্রূরেণাশ্চর্য্যময়নাগলোকস্য, ভগবতোঽনন্তস্য তদীয়-ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণস্য চ দর্শনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
স নন্দগোপস্য গৃহং প্রবিষ্টঃ সহকেশবঃ
গোপবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রোবাচামিতদক্ষিণঃ ॥ ১
কৃষ্ণং চৈবাব্রবীৎ প্রীতো রৌহিণেয়েন সঙ্গতম্ ।
শ্বঃ পুরীং মথুরাং তাত গমিষ্যামঃ সুখায় বৈ ॥ ২
যাস্যন্তি চ ব্রজাঃ সর্ব্বে গোপালাঃ সপরিগ্রহাঃ ।
কংসাজ্ঞয়া সমুচিতং করমাদায় বার্ষিকম্ ॥ ৩
সমৃদ্ধস্তত্র কংসস্য ভবিষ্যতি মহোৎসবঃ ।
তং দ্রক্ষ্যথ সমৃদ্ধঞ্চ স্বজনৈশ্চ সমেষ্যথ ॥ ৪
পিতরং বসুদেবঞ্চ সততং দুঃখভাজনম্
দীনং পুত্রবধত্রাস্তং বৃথ নষ্ট সমেষ্যথ ॥ ৫
সততং পীড্যমানঞ্চ কংসেনাশুভবুদ্ধিনা
দশান্তে শোষিতং বৃদ্ধং দুঃখৈঃ শিথিলতাং গতম্
কংসস্য ভয়সন্ত্রস্তং ভবদ্ভ্যাঞ্চ বিনাকৃতম্
দহ্যমানং দিবারাত্রৌ সোৎকণ্ঠেনান্তরাত্মনা ॥ ৭
তাঞ্চ দ্রক্ষ্যসি গোবিন্দ পুত্রৈরম্লানিতত্বচীম্
দেবকীং দেবসঙ্কাশাং সীদন্তীং বিহতপ্রভাম্ ॥ ৮

### ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

[ অক্রূর কর্ত্তৃক গোপগণের নিকট কংসের আদেশ কথন এবং বসুদেব-দেবকীর করুণাজনক অবস্থার কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় যাইবার জন্য প্রেরণা দান, পথিমধ্যে যমুনার জলে অক্রূরের আশ্চর্য্যময় নাগলোক, ভগবান্ অনন্ত ও তাঁহার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণের সহিত নন্দের গৃহে প্রবেশ করত অমিত দান-দক্ষিণাদাতা অক্রূর বৃদ্ধ গোপগণকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে ও বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিপূর্ণ চিত্তে বলিলেন,—তাত ! আমরা আগামী কাল মথুরাপুরী যাইব, ইহাতে তোমরা সুখলাভ করিবে ॥ ১-২

সমস্ত ব্রজবাসী গোপগণ কংসের আজ্ঞায় সমুচিত বার্ষিক কর লইয়া সপরিবারে মথুরায় যাইবেন ॥ ৩

সেখানে কংসের সমৃদ্ধ মহোৎসবের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। সেই সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞ তোমরা সকলে দর্শন করিবে এবং স্বজনগণের সহিতও মিলিত হইবে ॥ ৪

তোমরা দুই ভ্রাতা পুত্রগণের বধে অত্যন্ত দীন দুর্বল হইয়া সদা দুঃখভোগকারী নিজেদের পিতা বসুদেবের সহিতও মিলিত হইবে ॥ ৫

অশুভ বুদ্ধিযুক্ত কংস সর্ব্বদাই তাঁহাকে পীড়াদান করিতেছে। এই বার্দ্ধক্য অবস্থায় তাঁহার দেহের রক্ত-মাংস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধ বসুদেব নানাপ্রকার দুঃখেও অত্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছেন ॥ ৬

একে ত' কংসের ভয় তাঁহাকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ তোমরা দুইজনেও তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছ, সেইজন্য তোমাদের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া দিবারাত্রি চিন্তা-অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন ॥ ৭

গোবিন্দ ! তুমি সেখানে যাইয়া নিজের মাতা দেবকীকেও

পুত্রশোকেন তপ্তাঙ্গীং ত্বদ্দর্শনপরায়ণাম্
বিয়োগশোকসন্তপ্তাং বিবৎসামিব সৌরভীম্ ॥ ৯
উপপ্লুতেক্ষণাং দীনাং নিত্যং মলিনবাসসম্ ।
সর্বাঙ্গবদনগ্রস্তাং শশাঙ্কস্য প্রভামিব ॥ ১০
ত্বদ্দর্শনপরাং নিত্যং তবাগমনকাঙ্ক্ষিণীম্
ত্বৎপ্রবাসেন শোকেন মানস্তাং বৈ তপস্বিনীম্ ॥ ১১
ত্বৎপ্রলাপেষুকুশলাং ত্বয়া বাল্যে বিবর্জিতাম্ ।
অরূপজ্ঞাং তব বিভো বক্ত্রস্যাস্যেন্দুবর্চসঃ ॥ ১২
যদি ত্বাং জনয়িত্বা সা দেবকী তাত তপ্যতে
অপত্যার্থো হি কস্তস্যা বরং স্ত্রীণামনপত্যতা ॥ ১৩
অপুত্রাণাং হি নারীণামেকঃ শোকো বিধীয়তে ।
সপুত্রা ত্বয়া পুত্রে কিং প্রভাবেন তপ্যতে ॥ ১৪
যঃ তু শক্রসমঃ পুত্রো যস্যাস্ত্বসদৃশো গুণৈঃ ।
পরেষামপ্যভয়দো ন সা শোচিতুমর্হতি ॥ ১৫
বৃদ্ধৌ তবাম্বাপিতরৌ পরভৃত্যত্বমাগতৌ ।
তর্জিতৌ ত্বৎকৃতে নিত্যং কংসেনাশুভবুদ্ধিনা ॥ ১৬
যদি তে দেবকী মান্যা পৃথিবীবাম্বধারিণী ।
তাং শোকসলিলে মগ্নামুদ্ধারয়িতুমর্হসি ॥ ১৭
তপ্ত বৃদ্ধং প্রিয়সুতং বসুদেবং সুখোচিতম্ ।
পুত্রযোগেন সংযোজ্য কৃষ্ণ ধর্মমবাপ্স্যসি ॥ ১৮
যথা নাগঃ সুদুর্বৃত্তো দমিতো যমুনাহ্রদে ।
বিমূলঃ স কৃতঃ শৈলো যথা বৈ তৃণবত্ত্বয়া ॥ ১৯
দর্পোৎসিক্তশ্চ বলবানরিষ্টো বিনিপাতিতঃ ।
পরপ্রাণহরঃ কেশী দুষ্টাত্মা চ হয়ো হতঃ ॥ ২০
এতেনৈব প্রযত্নেন বৃদ্ধাবুদ্ধর দুঃখিতৌ ।
যথা ধর্মমবাপ্নোষি তৎ কৃষ্ণ পরিচিন্ত্যতাম্ ॥ ২১

দর্শন করিবে, যাঁহার জঠরে তাঁহার পুত্রগণ কখনও মুখ দিয়া স্পর্শ করে নাই। এই দেবীতুল্যা জননী বর্তমানে প্রভাহীনা হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছেন। তোমাদের দর্শনের আশার আশায় থাকিয়া পুত্রশোকে তিনি ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। বৎসহীনা গাভীর ন্যায় তিনি পুত্রবিয়োগের শোকে সন্তপ্ত হইতেছেন। ৮-৯

সেই দীনা দেবকীর নেত্রদ্বয় নিরন্তর অশ্রুপূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন হইয়া গিয়াছে। তিনি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। ১০

তিনি সর্বদা এই চিন্তাই করিতেছেন যে, কবে তোমার দর্শন লাভ হইবে। তিনি প্রতিদিন তোমার শুভাগমনের আশা করিতেছেন এবং এই তপস্বিনী দেবী তোমার শোকে শিথিল হইয়া পড়িয়াছেন। ১১

প্রভো! তোমার বাল্যাবস্থাতেই তিনি তোমার সহিত বিযুক্ত হইয়াছেন; অতএব তোমার বালকোচিত বাক্যে তাঁহার নিপুণতা জাগে নাই অর্থাৎ তোমার আধ আধ মিষ্টি মধুর বাক্যে কি রস আছে, তাহা তাঁহার জানিবারও সুযোগ তিনি পান নাই। তিনি তোমারও রূপও জানিতে পারেন নাই। চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এই মুখের দর্শন হইতেও তিনি বঞ্চিত রহিয়াছেন। ১২

তাত। যদি তোমাকে জন্মদান করিয়া দেবকী এরূপ সন্তাপ ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তান লাভের কি ফল হইল? উহা হইতে তো তাঁহার সন্তানহীন থাকাই বরং ভাল ছিল। ১৩

যে সব নারীর পুত্র হয় নাই, তাহাদের মাত্র একটি শোকই হয় কিন্তু যে নারী পুত্রবতী হইয়াও পুত্রফল লাভ করিতে পারে না, সেই নারী তাদৃশ বিক্রমশালী পুত্রের দ্বারা সর্বদাই সন্তাপ ভোগ করিতে থাকে। ১৪

যাঁহার তোমার ন্যায় ভগবান্, ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ও অন্য ব্যক্তিগণেরও অভয়দাতা পুত্র বিদ্যমান, সেই দেবকীর শোকভোগ করা উচিত নয়। ১৫

কৃষ্ণ! তোমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা অপরের ভৃত্য হইয়া গিয়াছেন। পাপমতি কংস তোমার জন্য সর্বদাই তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে। ১৬

তোমার দেহকে নিজের গর্ভে ধারণকারিণী মাতা দেবকী যদি লোকধারিণী পৃথিবী তুল্য মাননীয়া হন, তবে তুমি যেরূপ পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, সেইরূপ শোকসাগরের জলে নিমগ্ন সেই দেবকীকেও তোমার উদ্ধার করা উচিত। ১৭

কৃষ্ণ! যাঁহার নিজ পুত্র অত্যন্ত প্রিয় এবং যিনি সুখভোগের যোগ্য, সেই বৃদ্ধ বসুদেবকে পুত্রসংযোগের সুখ দান করিয়া তুমি ধর্মভাগী হইবে। ১৮

হে কৃষ্ণ! যেরূপ তুমি যমুনার হ্রদে গিয়া সেই অত্যন্ত দুরাচার কালিয় নাগকে দমন করিয়াছ, যেরূপ গোবর্ধন পর্বতকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছ, যেরূপ অপরের প্রাণহরণকারী অশ্বরূপধারী দুরাত্মা কেশীকে বধ করিয়াছ, সেইরূপ প্রযত্নের দ্বারা সেই দুঃখী ও বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে উদ্ধার করত যাহাতে তুমি ধর্মলাভ করিতে পার, সেইরূপ কোনও উপায় চিন্তা কর। ১৯-২১

নির্ভর্ৎস্যমানো বৈদূর্তৈঃ পিতা তে কংসসংসদি ।
তে সর্বে চক্ষুরশ্রূণি নেত্রৈর্দুঃখাম্বিতা ভৃশম্ ॥ ২২
গর্ভাবকর্ত্তনাদীনি দুঃখানি সুবহূন্যপি
মাতা তে দেবকী কৃষ্ণ কংসস্য সহতেঽবশা ॥ ২৩
মাতাপিতৃভ্যাং সর্বেণ জাতেন তনয়েন বৈ ।
স্পনঃ বৈ প্রতিকর্ত্তব্যং যথাযোগমুদাহৃতম্ ॥ ২৪
এবং তে কুর্বতঃ কৃষ্ণ মাতাপিত্রোরনুগ্রহম্
পরিত্যক্ষ্যতাং তৌ শোকং স্যাচ্চ ধর্মস্তবানঘ ॥ ২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কৃষ্ণঃ সুবিদিতার্থো বৈ তমাহামিতবিক্রমম্ ;
বাঢ়মিত্যেব তেজস্বী ন চ ক্রোধবশং গতঃ ॥ ২৬
তে চ গোপাঃ সমাগম্য নন্দগোপপুরঃসরাঃ ।
অক্রূরবচনং শ্রুত্বা চেলুঃ কংসস্য শাসনাৎ ॥ ২৭
গমনায় চ তে সজ্জা বভূবুর্ব্রজবাসিনঃ ।
সজ্জং চোপায়নং কৃত্বা গোপবৃদ্ধাঃ প্রতস্থিরে ॥২৮
করং চাপ্যূহুঃ সর্পির্মহিষাংশ্চোপনায়িকান্ ।
যথাসারং যথাবৃষমুপানীয় পয়ো দধি ॥ ২৯
তং সজ্জয়িত্বা কংসস্য করং চোপায়নানি চ ।
তে সর্বে গোপপতয়ো গমনায়োপতস্থিরে ॥ ৩০
অক্রূরস্য কথাভিশ্চ সহ কৃষ্ণেন জাগ্রতঃ ।
রোহিণেয়তৃতীয়স্য সা নিশা ব্যত্যবর্ত্তত ॥ ৩১
ততঃ প্রভাতে বিমলে পক্ষিব্যাহারসঙ্কুলে ।
নৈশাকারে রশ্মিজালে স্পন্দাক্ষয়সংস্থতে ॥ ৩২
নভস্থক্রমসংকীর্ণে পর্যাস্তে জ্যোতিষাং গণে ।
প্রত্যুষপবনাসারৈঃ ক্লেদিতে ধরণীতলে ॥ ৩৩
ক্ষীণাকারাসু তারাসু সুপ্তনিশ্চপ্রতিভাসু চ ।
নৈশমন্ধর্মধে রূপমুদগচ্ছতি দিবাকরে ॥ ৩৪
শীতাংশুঃ শান্তকিরণো নিষ্প্রভঃ সমপদ্যত ।
একো নাশয়তে রূপমেকো বর্দ্ধয়তে বপুঃ ॥ ৩৫

---

যে সব মানুষ কংসের সভায় তোমার পিতাকে ভর্ৎসিত হইতে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নেত্র দিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে । ২২

কৃষ্ণ ! তোমার মাতা দেবকী অবশ হইয়া কংসের দ্বারা সম্পাদিত গর্ভোচ্ছেদাদি বহু দুঃখই আজ পর্যন্ত সহ্য করিয়া আসিতেছেন । ২৩

মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন সকল পুত্রেরই যথাযোগ্য তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য— ইহাই শাস্ত্রে কথিত আছে । ২৪

নিষ্পাপ কৃষ্ণ ! যদি এইভাবে তুমি মাতা-পিতার প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়ে শোক পরিত্যাগ করিবেন এবং তোমারও ধর্মপ্রাপ্তি হইবে । ২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন —জনমেজয় ! এই সব কথা ভাল ভাবে জানিয়া তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ অমিত পরাক্রমশালী অক্রূরকে বলিলেন—আচ্ছা, তাহা হইবে, আমরা আপনার সহিত যাইব । এই সময় শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হইলেন না । ২৬

নন্দ প্রভৃতি সকল গোপগণও সেখানে সমবেত হইয়া অক্রূরের কথা শ্রবণ করত কংসের আদেশে মথুরায় যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন । ২৭

সেই ব্রজবাসী গোপগণ যাত্রার জন্য সুসজ্জিত হইলেন এবং উপায়নের সামগ্রী সজ্জিত করিয়া বৃদ্ধ গোপসকল সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন । ২৮

বার্ষিক কর, ভারবহনকারী বৃষ, মহিষ, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি উপহার-সামগ্রীসমূহ নিজ নিজ সামর্থ্য ও বৃষ অনুসারে লইয়া একত্রিত করিলেন, তারপর কংসের সেই সব উপহার-সামগ্রী ও বার্ষিক কর যানে সজ্জিত করিয়া সেই গোপশ্রেষ্ঠগণ যাত্রা করিবার জন্য নন্দের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ২৯-৩০

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে অক্রূরের সেই সারারাত্রি জাগিয়াই অতিবাহিত হইয়া যাইল । এই সময় তৃতীয় ব্যক্তিরূপে ইঁহাদের নিকট রোহিণীনন্দন বলরাম উপস্থিত ছিলেন । ৩১

অনন্তর পক্ষিগণের কলরবমুখর নির্মল প্রভাত কাল উপস্থিত হইল । রাত্রির সমাপ্তির সহিত চন্দ্রদেব নিজের কিরণ-জাল সংযত করিয়া লইলেন । আকাশে অরুণোদয়ের লালিমা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । নক্ষত্রমণ্ডল অস্তমিত হইল । প্রাতঃকালের বায়ুর সহিত নীহারকণাসমূহে পৃথিবীতল আর্দ্র হইয়া যাইল । তারাসমূহের আকৃতি ক্ষীণ হইল । ইহারা যেন নিদ্রিত হওয়ায় নিজেদের প্রভা হইতে চ্যুত হইয়া যাইল এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির রূপ অদৃশ্য হইয়া গেল । ৩২-৩৪

শীতরশ্মি চন্দ্রের কিরণ শান্ত হইয়া যাওয়ায় চন্দ্র যেন প্রভাহীন হইয়া পড়িল । এক ( চন্দ্র ) নিজের রূপকে অদৃশ্য করিতে লাগিল এবং অন্য ( সূর্য ) নিজের তেজকে বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল । ৩৫

গোভিশ্চ সমকীর্ণাসু ব্রজনির্যাণভূমিষু।
যমুনাবর্তপূর্ণেষু গর্গরেষু নদৎসু চ ॥ ৩৬
দামভির্দমানানেষু বৎসেষু তরুণেষু চ।
গোপৈরাপূর্যমাণাসু ঘোষরথ্যাসু সর্বশঃ ॥ ৩৭
তত্রৈব গুরুকং ভাণ্ডং শকটারোপিতং বহু।
হরিতাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কৃতাঃ স্যন্দনবাহনাঃ ॥ ৩৮
কৃষ্ণোঽথ রৌহিণেয়শ্চ স চৈবামিতদক্ষিণঃ।
ত্রয়ো রথগতা জগ্মুস্ত্রিলোকপতয়ো যথা ॥ ৩৯
অথাহ কৃষ্ণমক্রূরো যমুনাতীরমাশ্রিতঃ।
স্যন্দনং চাত্র রক্ষস্ব যত্নতঃ কৃষ্ণ বাজিষু ॥ ৪০
হয়েভ্যো যবসং দত্ত্বা হয়ভাগে রথে তথা।
প্রগাঢ়ং যত্নমাস্থায় ক্ষণং তাত প্রতীক্ষতাম্ ॥ ৪১
যমুনায়া হ্রদে হ্যস্মিংস্তোষ্যামি ভুজগেশ্বরম্।
দিব্যৈর্ভাগবতৈর্মন্ত্রৈঃ সর্বলোকপ্রভুং যতঃ ॥ ৪২
গুরুং ভাগবতং দেবং সর্বলোকস্য ভাবনম্।
শ্রীমৎস্বস্তিকমূর্ধানং প্রণমিষ্যামি ভোগিনম্।
সহস্রশিরসং দেবমনন্তং নীলবাসসম্ ॥ ৪৩
যদ্দেবস্য তস্যাথ যদ্বিষং প্রভবিষ্যতি।
সর্বং তদমৃতপ্রখ্যমিষ্যামাসনয়ো যথা ॥ ৪৪
স্বস্তিকায়তনং দৃষ্ট্বা বিজিহ্বং শ্রীবিভূষিতম্
সমাজস্তত্র সর্পাণাং শান্ত্যর্থং বৈ ভবিষ্যতি ॥ ৪৫
আস্তাং মাং সমুদীক্ষন্তৌ ভবন্তৌ সঙ্গতাবুভৌ
নিবৃত্তো ভুজগেন্দ্রস্য যাবদস্মি হ্রদোত্তমাৎ ॥ ৪৬
তমাহ কৃষ্ণঃ সংহৃষ্টো গচ্ছ বর্ষিষ্ঠ মা চিরম্।
আবাং খলু ন শক্তৌ ত্বয়া হীনাবুপাসিতুম্ ॥ ৪৭
স হ্রদে যমুনায়াস্তু মমজ্জামিতদক্ষিণঃ।
রসাতলে স দদৃশে নাগলোকমিমং যথা ॥ ৪৮
তস্য মধ্যে সহস্রাস্যং হেমতালোচ্ছ্রিতধ্বজম্।
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রং মুষলোপাশ্রিতোদরম্ ॥ ৪৯

ব্রজের বাহিরে যাইবার সকল পথের ভূমিতেই গোগণ সর্বদিকে বিস্তৃত হইয়া যাইল। যমুনা দহ ঘুরাইতে থাকিলে পরিপূর্ণ জলসমূহে ঘর্ঘর ধ্বনি হইতে লাগিল। নব-যুবক বৎসসকল রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া সংযত হইল। ব্রজের সকল পথই সর্বদিকে গোপগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইল। এরূপ সময়ে যানে স্থাপিত দধি দুগ্ধের বহু বহু ভাণ্ডসমূহ পশ্চাদ্ ভাগে রাখিয়া যানচালক গোপগণ তীর পথিতে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৮

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও অমিত দক্ষিণাদাতা দানপতি অক্রূর— এই তিনজন ত্রিলোকপতির ন্যায় রথে বসিয়া যাইতে লাগিলেন। ৩৯

যমুনার তীরে উপস্থিত হইয়া অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,— কৃষ্ণ! রথকে এখানে রাখ এবং অশ্বগণকে বশীকৃত রাখিতে চেষ্টা কর। ৪০

তাত! অশ্বগণকে ঘাস-জল দান করিয়া, ইহাদের আভূষণ ও রথের বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে তুমি ক্ষণকাল আমার জন্য এখানে প্রতীক্ষা কর। ৪১

যেহেতু আমি যমুনার এই হ্রদে প্রবেশ করত দিব্য ভাগবত মন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্বলোকের প্রভু নাগরাজ অনন্তের স্তব করিব। ৪২

ইনি গুরুস্বরূপ ভগবত দেবতা, সমস্ত লোকের উৎপাদক ও উদ্ভাবক। ইহার মস্তক কান্তিমান্ স্বস্তিকচিহ্নে বিভূষিত আছে। এই সর্পবিগ্রহধারী ভগবান অনন্তদেব সহস্র মস্তকে সুশোভিত আছেন এবং ইনি নীল বস্ত্র ধারণ করেন। আমি ইঁহাকে প্রণাম করিব। ৪৩

স্বস্তিকের আধারভূত শ্রীবিভূষিত নাগরাজ দেবকে দর্শন করত সেই সর্পদেবের যে বিষ উৎপন্ন হইবে, তাহাকে অমৃত মনে করিয়া দেবতারা যেরূপ পান করেন, সেইরূপ উহা আমি পান করিব। সেখানে ভগবান্ দেবের নিকটে সর্পদের সমবায় শান্তির জন্য উপস্থিত হইবে। ৪৪-৪৫

আমি নাগরাজের এই উত্তম হ্রদ হইতে যতক্ষণ না প্রত্যাবর্তন করি, ততকাল তোমরা দুই ভ্রাতা একসঙ্গে থাকিয়া আমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাক। ৪৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বর্ষিষ্ঠ মহাপুরুষ! তুমি সত্বর যাও, বিলম্ব করিও না। আমরা দুই জনে তোমাকে ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল এখানে বসিয়া থাকিতে পারিব না। ৪৭

তখন অপরিমিত দক্ষিণাদাতা অক্রূর যমুনার হ্রদে নিমজ্জিত হইলেন। সেখানে তিনি এই লোকেরই ন্যায় রসাতলবর্তী নাগলোককে স্পষ্ট দর্শন করিলেন। ৪৮

সেই লোকের মধ্যভাগে সহস্রমস্তক-শোভিত নাগরাজ দেবকে দর্শন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে সুবর্ণময় তালচিহ্নযুক্ত

অসিতাম্বরসংবীতং পাণ্ডুরং পাণ্ডুরাননম্ ।
কুণ্ডলৈকধরং মত্তং সুপ্তমম্বুরুহেক্ষণম্ ॥ ৫০
ভোগোৎকরাসনে শুভ্রে স্বেন দেহেন কল্পিতে
স্বাসীনঃ স্বস্তিকাভ্যাঞ্চ বরাহাভ্যাং মহীধরম্ ॥ ৫১
কিঞ্চিৎ সব্যাপবৃত্তেন মৌলিনা হেমচূলিনা ।
জাতরূপময়ৈঃ পদ্মৈর্মালয়া ছন্নবক্ষসম্ ॥ ৫২
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গং দীর্ঘবাহুমরিন্দমম্ ।
পদ্মনাভসিতাভ্রাভং ভাতিভির্দীপিততেজসম্ ॥ ৫৩
দদর্শ ভোগিনাং নাথং স্থিতমেকার্ণবেশ্বরম্ ।
পূজ্যমানং দ্বিজিহ্বৈর্বাসুকিপ্রমুখৈঃ প্রভুম্ ॥ ৫৪
কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ তৌ চামরকরাবুভৌ ।
অবীজয়েতাং তং দেবং ধর্মাসনগতং প্রভুম্ ॥ ৫৫
তস্যাভ্যাসগতো ভাতি বাসুকিঃ পন্নগেশ্বরঃ ।
বৃতোঽন্যৈঃ সচিবৈঃ সর্পৈঃ কর্কোটকপুরঃসরৈঃ ॥ ৫৬
তং ঘটৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈঃ পঙ্কজচ্ছন্নমস্তকৈঃ ।
স্নাপয়ামাসুঃ স্নাতমেকার্ণবাম্বুভিঃ ॥ ৫৭
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং শ্রীবৎসাচ্ছাদিতোরসম্
পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং সূপবিষ্টং দদর্শ চ ॥ ৫৮
অপরং চৈব সোঽপশ্যৎ তুল্যসংহননং প্রভুম্
সঙ্কর্ষণমিবাসীনং তং দিব্যং বিষ্টরং বিনা ॥ ৫৯
স কৃষ্ণং তত্র সহসা ব্যাহর্তুমুপচক্রমে
তস্য সংস্তম্ভয়ামাস বাক্যং কৃষ্ণঃ স্বতেজসা ॥ ৬০
সোঽদ্ভুতং ভুজগানাং তং ভাগবতমব্যয়ম্
উপভিষ্টং পুনস্তোয়াদ্ বিস্মিতোঽমিতদক্ষিণঃ ॥৬১
স তৌ স্বরথমাসীনৌ তত্রৈব বল-কেশবৌ
নিরীক্ষমাণাবন্যোন্যং দদর্শাদ্ভুতরূপিণৌ ॥ ৬২

উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার এক হস্তের অগ্রভাগ হলে যুক্ত ছিল এবং উদর মুসলের দ্বারা স্পৃষ্ট ছিল। ৪৯

তাঁহার শরীর গৌরবর্ণ ও আনন শ্বেত বর্ণের ছিল। তিনি এক কর্ণে একটি কুণ্ডলই ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন মদমত্ত হইয়া সুপ্ত ছিলেন এবং তাঁহার নয়ন বিকসিত কমল-দলের ন্যায় মনোহর ছিল। ৫০

তিনি নিজেরই দেহের দ্বারা কল্পিত সর্পশরীরময় বিস্তৃত ও শুভ্র আসনে সুন্দর ভাবে বিরাজমান আছেন। পৃথিবী-ধারণকারী ভগবান্ অনন্ত দুইটি স্বস্তিক ও বরাহ চিহ্নের দ্বারা বিভূষিত আছেন। ৫১

তাঁহার মস্তকে স্বর্ণনির্মিত চূলির দ্বারা ভূষিত মুকুট ঈষৎ বাম দিকে আনত হইয়া শোভা পাইতেছে এবং বক্ষঃস্থল সুবর্ণময় পদ্মসমূহের মালায় আচ্ছাদিত আছে। ৫২

তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্ত চন্দনের দ্বারা লিপ্ত আছে। তাঁহার বাহু দীর্ঘ ও শত্রুদমন করিতে সমর্থ। তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট বিস্তৃত অভ্র-প্রভা ও শ্বেতবর্ণ মেঘের প্রভার ন্যায় ছিল। নিজেরই প্রকাশে তাঁহার তেজ যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। ৫৩

অক্রূর দেখিলেন,—একার্ণবের অধিপতি ও সর্পগণের রক্ষক ভগবান্ শেষ বিরাজমান রহিয়াছেন এবং বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ এই প্রভুর পূজা করিতেছেন। ৫৪

কম্বল ও অশ্বতর এই দুই নাগ হস্তে চামর লইয়া ধর্মাসনে বিরাজমান ভগবান্ অনন্তদেবকে বাতাস করিতেছেন। ৫৫

তাঁহার নিকটে কর্কোটকাদি অন্য সর্পজাতীয় মন্ত্রিবর্গের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নাগরাজ বাসুকি শোভা পাইতেছেন। ৫৬

তিনি ক্রমশঃ আরও দেখিতে পাইলেন যে, দেবকগণ কমলের দ্বারা আবৃত মুখযুক্ত দিব্য সুবর্ণময় ঘটসমূহের দ্বারা একার্ণবের জলে স্নাত নাগরাজ দেবকে পুনরায় স্নান করাইতেছে। ৫৭

সেই শেষনাগের ক্রোড়ে পীতাম্বরধারী ভগবান্ বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) সুখের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে আচ্ছাদিত আছে। ৫৮

সেখানেই চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ দেহধারী অন্য এক প্রভাবশালী দেবতা ছিলেন। ইঁহার সঙ্কর্ষণের (বলরামের) সহিত অবিকল মিল রহিয়াছে। তিনি সেই দিব্য বিষ্টর (আসন) বিনাই বসিয়া ছিলেন। ৫৯

অক্রূর সহসা সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ তেজে তাঁহার বাক্য স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। ৬০

সর্পগণের অধিপতি সেই অবিনাশী ভাগবত দেবের মহিমা অনুভব করত অপরিমিত দক্ষিণাদাতা দানপতি অক্রূর বিস্মিত হইয়া পুনরায় জল হইতে উপরে উত্থিত হইলেন। ৬১

উপরে উঠিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, বলরাম ও কেশব উভয়েই রথে বসিয়া আছেন এবং পরস্পর পরস্পরের মুখ অবলোকন করিতেছেন। এই সময় ইঁহাদের উভয়েরই রূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল। ৬২

অথাসজ্জৎ পুনস্তত্র তদাক্রূরঃ কুতূহলাৎ ।
উজ্জাতে যত্র দেবোঽসৌ নীলবাসাঃ সিতাননঃ ॥ ৬৩
তথৈবাসীনমুৎসঙ্গে সহস্রাস্যধরস্য বৈ ।
দদর্শ কৃষ্ণমক্রূরঃ পূজ্যমানং তদা প্রভুম্ ॥ ৬৪
স্মরংস্ত মহদোদ্ধায় তং মন্ত্রং মনসা জপন্ ।
রথং তেনৈব মার্গেণ জগামানিতদক্ষিণঃ ॥ ৬৫
তমাহ কেশবো হৃষ্টঃ স্থিতমক্রূরমাগতম্ ।
কীদৃশং নাগলোকস্য বৃত্তং ভাগবতে হ্রদে ॥ ৬৬
চিরঞ্চ ভবতা কালো ব্যাক্ষেপেণ বিলম্বিতঃ ।
মন্যে দৃষ্টং ত্বয়াশ্চর্য্যং হৃদয়ং তে যথাচলম্ ॥ ৬৭

প্রত্যুবাচ স তং কৃষ্ণমাশ্চর্য্যং ভবতা বিনা
কিং ভবিষ্যতি লোকেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ॥ ৬৮
তত্রাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং কৃষ্ণ যদ্ভুবি দুর্লভম্
তদিহাপি যথা তত্র পশ্যামি চ রমামি চ ॥ ৬৯
সঙ্গতশ্চাপি লোকানামাশ্চর্য্যেণেহ রূপিণা ।
অতঃ পরতরং কৃষ্ণ নাশ্চর্য্যং দ্রষ্টুমুৎসহে ॥ ৭০
তদাগচ্ছ গমিষ্যামঃ কংসরাজপুরীং প্রভো ।
যাবদ্যাতং ত্রজত্যেষ দিবসান্তে দিবাকরঃ ॥ ৭১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্ব্বণি অক্রূরকৃত-
নাগলোককথনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

---

তখন অক্রূর পুনরায় কৌতূহলবশতঃ সেখানে জলে পুনরায় নিমজ্জিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে উজ্জ্বল ( গৌর ) মুখবিশিষ্ট নীলাম্বরধারী ভগবান্ অনন্তদেব পূজিত হইতেছেন ॥ ৬৩

সেইভাবে সেই সহস্র মুখধারী শেষনাগের ক্রোড়ে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও অক্রূর দর্শন করিলেন, যিনি সেই সময় পূজিত হইতেছিলেন ॥ ৬৪

তখন মনে মনে সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে পুনরায় তিনি জল হইতে উঠিয়া অমিত দক্ষিণাদাতা অক্রূর সেই পথ দিয়াই রথের নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৫

তখন আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অবস্থিত অক্রূরের নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন, সেই ভাগবত-হ্রদে নাগলোকের বৃত্তান্ত কিরূপ রহিয়াছে ? ৬৬

আপনি ত' স্নানের ওসরে বহু কাল বিলম্বিত করিলেন। তাতে আমি মনে করি, আপনি সেখানে কোনও আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন করিয়াছেন ; কারণ, এখনও আপনার হৃদয় স্থিরভাবে যায়ে আসক্ত রহিয়াছে ॥ ৬৭

তখন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দান করিতে করিতে বলিলেন,—এই চরাচর জগতে আপনি ব্যতীত অন্য আর কি আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে ? ৬৮

হে কৃষ্ণ! আমি সেখানে যে আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা ভূতলে দুর্লভ। যেরূপ সেখানে দেখিয়াছিলাম, সেরূপ আশ্চর্য্যই এখানেও আমি দেখিতেছি ও তাহাতেই রমণ—প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছি ॥ ৬৯

শ্রীকৃষ্ণ ! এখানে তিন লোকের মূর্ত্তিমান্ আশ্চর্য্য আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও আশ্চর্য্য দর্শন করিবার উৎসাহ আমার নাই ॥ ৭০

প্রভো! অতএব এখন আগমন করুন, কংসরাজের মথুরা পুরীতে আমরা সকলে মিলিয়া গমন করিব। দিনের শেষে এই সূর্য্যদেব যতক্ষণ না অস্তমিত হন, তাহার পূর্ব্বেই আমাদের সেখানে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ॥ ৭১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে অক্রূর কর্তৃক নাগলোকের বৃত্তান্ত-কথনবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্মথুরাপুর্য্যাঃ প্রবেশঃ, তাভ্যাং রজকস্য বধঃ, মালাকারায় বরদানম্, কুব্জাং প্রতি কৃপা, কংসস্য ধনুর্ভঙ্গশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তে তু বদ্ধ্বা রথবরং সর্ব এবামিতৌজসঃ
কৃষ্ণেন সহিতাঃ প্রায়ঃ সঙ্কর্ষণেন চ ॥ ১

আসেদুস্তে পুরীং রম্যাং মথুরাং কংসপালিতাম্
বিবিশুস্তে পুরীং রম্যাং কালে রক্তদিবাকরে ॥ ২

তৌ তু স্বভবনং বীরৌ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ
প্রবেশিতৌ বুদ্ধিমতা অক্রূরেণার্কবর্চসৌ ॥ ৩

তাবাহ বরবর্ণাভৌ ভীতো দানপতিস্তদা ।
ত্যক্তব্যা তাত গমনে বসুদেবগৃহে স্পৃহা ॥ ৪

যুবয়োর্হি কৃতে বৃদ্ধঃ কংসেন স নিরস্যতে ।
ভর্ৎস্যতে চ দিবা রাত্রৌ নেহ স্থাতব্যমিত্যপি ॥ ৫

তদ্ যুবাভ্যাং হি কর্তব্যং পিত্রর্থং সুখমুত্তমম্ ।
যথা সুখমবাপ্নোতি তদ্ বৈ কার্য্যং হিতং হিতম্ ॥ ৬

তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণো যাস্যাবাবামনুজ্ঞিতৌ
প্রেক্ষন্তৌ মথুরাং বীর রাজমার্গঞ্চ ধার্ম্মিক
তথৈব তু গৃহং সাধো গচ্ছাবো যদি মন্যসে ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অক্রূরোঽপি নমস্কৃত্য মনসা কৃষ্ণমব্যয়ম্ ।
জগাম কংসপার্শ্বং তু প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৮

অনুশিষ্টৌ চ তৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ প্রেক্ষকাবুভৌ
আলানাভ্যামিবোন্মুক্তৌ কুঞ্জরৌ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৯

তৌ তু মার্গগতং দৃষ্ট্বা রজকং রঙ্গকারকম্
অযাচেতাং ততস্তৌ তু বাসাংসি রুচিরাণি বৈ ॥ ১০

রজকঃ স তু তৌ প্রাহ যুবাং কস্য বনেচরৌ ।
রাজবাসাংসি যৌ মৌঢ্যাদ্ যাচেতাং নির্ভয়াবুভৌ ॥ ১১

---

## সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরানগরীতে প্রবেশ। তাঁহাদের দ্বারা রজকের বধ, মালাকারকে বরদান, কুব্জার প্রতি কৃপা এবং কংসের ধনুর্ভঞ্জন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সব অমিততেজস্বী ব্যক্তিগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ রথ যোজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণের সহিত রাজা কংসের দ্বারা সুরক্ষিত রমণীয় মথুরাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। ১

সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন, তখন ইঁহারা সকলে সেই রমণীয় মথুরা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। বুদ্ধিমান্ অক্রূর সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই দুই বীরকে প্রথমে নিজের গৃহে লইয়া যাইলেন। ২-৩

এই দুই ভ্রাতাই উত্তম কান্তিতে দেদীপ্যমান ছিলেন। সেই সময় দানপতি অক্রূর কংস হইতে ভীত হইয়া তাঁহাদের বলিলেন—তাত! তোমরা দুইজনে এখন বসুদেবের গৃহে যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া দাও। ৪

কারণ, তোমাদের জন্যই কংস বৃদ্ধ বসুদেবকে গৃহ হইতে বহিষ্কার করিতে থাকে এবং 'এখানে তোমাদের বাস করিতে হইবে না' এই কথা বলিয়া উঁহাদের দিবারাত্রি ভর্ৎসনা করিতেছে। ৫

অতএব তোমাদের দুইজনের পিতার জন্য উত্তম সুখের ব্যবস্থা করা উচিত। যেভাবে তাঁহার সুখলাভ হইবে, যাহাতে তাঁহার হিত হইবে, এরূপ কার্য্যই তোমাদের করিতে হইবে। ৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—ধর্মনিষ্ঠ বীর! সাধো! যদি আপনি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমরা দুই ভ্রাতা মথুরা নগর ও ইহার রাজপথ দেখিতে দেখিতে এখান হইতে গমন করি এবং অতর্কিতে কংসের নিকট উপস্থিত হইব। ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অক্রূরও মনে মনে অবিনাশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করত প্রসন্নচিত্তে কংসের নিকটে গমন করিলেন। ৮

অক্রূরের আজ্ঞা লইয়া সেই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নগর দর্শন করিবার জন্য সেখান হইতে সেইরূপে প্রস্থিত হইলেন, যেরূপ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক দুইটি গজরাজ আলান (হস্তীকে বন্ধন করিয়া রাখিবার উপযোগী স্তম্ভবিশেষ) হইতে মুক্ত হইয়া গমন করে। ৯

তাঁহারা উভয়ে পথে এক রজককে (ধোপাকে) দেখিলেন, যে তখন বস্ত্রে রঙ্গ (রং) করিতেছিল। ইহাকে দেখিয়া সেই দুই ভ্রাতা তাহার নিকট সুন্দর কয়েকটি বস্ত্র যাচ্ঞা করিলেন। ১০

তখন রজক ইঁহাদের দুইজনকে বলিল—আরে! তোমরা দুইজনে কাহার (ও কোথাকার) বনেচর? যে তোমরা মূর্খতা-বশতঃ নির্ভয় হইয়া রাজার বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছ! ১১

অহং কংসস্য বাসাংসি নানাদেশোদ্ভবানি বৈ
কামরাগাণি শতশো রঞ্জয়ামি বিশেষতঃ ॥ ১২
যুবাং কস্য বনে জাতৌ মৃগৈঃ সহ বিবর্ধিতৌ
জাতরাগাবিহ দ্রষ্টুং রক্তমাচ্ছাদনং বহু ॥ ১৩
অহো বাং জীবিতং ত্যক্তুং যৌ ভবন্তাবিহাগতৌ ।
মূর্খৌ প্রাকৃতবিজ্ঞানৌ বাসো যাচিতুমিচ্ছথঃ ॥ ১৪
তস্মৈ চুকোপ বৈ কৃষ্ণো রজকায়াল্পমেধসে
প্রাপ্তারিষ্টায় মূর্খায় বদতে বাক্যমং বিষম্ ॥ ১৫
তলেনাপনিকয়েন স তং মূর্ধ্ন্যতাড়য়ৎ
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্যাং রজকো ব্যস্তমস্তকঃ ॥ ১৬
তং হতং পরিদেবন্ত্যো ভার্যাস্তস্য বিচুক্রুশুঃ ।
ত্বরিতং মুক্তকেশ্যস্তু জগ্মুঃ কংসনিবেশনম্ ॥ ১৭
তাবপ্যুভৌ সুবসনৌ জগ্মতুর্মাল্যকারণাৎ ।
বীথীং মাল্যাপণানাং বৈ গন্ধ আঘ্রাতৌ দ্বিপাবিব ॥১৮
গুণকো নাম তত্রাসীন্মাল্যবৃত্তিঃ প্রিয়ংবদঃ ।
প্রভূতমাল্যাপণবান্ শ্রীমান্ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৯
তং কৃষ্ণঃ প্রশ্রয়া বাচা মাল্যার্থমভিসৃষ্টয়া ।
দেহীত্যুবাচ তৎকালে মালাকারমকাতরম্ ॥ ২০
তাভ্যাং প্রীতো দদৌ মালাঃ প্রভূতং মাল্যজীবনঃ ।
ভবতোঃ স্বমিদং চেতি প্রোবাচ প্রিয়দর্শনৌ ॥ ২১
প্রীতঃ সুমনসা কৃষ্ণো গুণকায় বরং দদৌ
শ্রীস্ত্বাং মৎসম্ভবা সৌম্য ধনৌঘৈরভিপৎস্যতে ॥ ২২
স লব্ধ্বা বরমব্যগ্রো মাল্যবৃত্তিরধোমুখঃ
কৃষ্ণস্য পতিতো মূর্ধ্না প্রতিজগ্রাহ তং বরম্ ॥ ২৩
যক্ষাবিমাবিতি তদা স মেনে মাল্যজীবকঃ ।
স ভৃশং ভয়সংবিগ্নো নোত্তরং প্রত্যপদ্যত ॥২৪

---

আমি ত' রাজা কংসের বিভিন্ন দেশজাত শত শত বস্ত্রকে রঙ করিয়েছি এবং এই সব বস্ত্রে বিশেষভাবে তাঁহার ইচ্ছানুসারেই রঙ করিয়া থাকি । ১২

তোমরা দুই জনে কাহার পুত্র? তোমরা বনে জন্মিয়া বনের পশুদের সহিত বনেই বড় হইয়াছ, সেইজন্য এই রঙীন বহু বস্ত্র দেখিয়াই তোমাদের মনে এই সব গ্রহণ করিবার লোভ উৎপন্ন হইয়াছে । ১৩

অহো! ইহা আশ্চর্যের কথা। মনে হইতেছে, তোমরা নিজেদের জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া দিয়াছ, সেইজন্যই তোমরা এখানে আসিয়াছ। তোমরা দুই জনেই মূর্খ, তোমাদের বুদ্ধিও গ্রাম্যজনোচিত অপরিণত, সেই হেতু বস্ত্র ভিক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ । ১৪

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই মন্দবুদ্ধি, অভক্তপ্রত, মূর্খ ও বিষপূর্ণ বাক্যভাষী রজকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । ১৫

তিনি তখন ইন্দ্র-তুল্য স্বীয় হস্ততলের দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন, ইহাতে সেই রজকের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং সে প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল । ১৬

তাহাকে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার স্ত্রীগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তারপর নিজেদের কেশ উন্মুক্ত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে সত্বর কংসের ভবনে গমন করিল । ১৭

অন্যদিকে দুই ভ্রাতা সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া মালা ধারণ করিবার জন্য সেই পথ দিয়া গমন করিলেন, যেখানে মালা বিক্রয় হইতেছিল। এই সময় তাঁহারা উভয়ে এরূপ প্রতীত হইতেছিলেন, যেন দুইটি গজরাজ পুষ্পের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে আসিতেছে । ১৮

সেই পথে গুণক নামে প্রসিদ্ধ এক মালী ছিল, যে মালা বিক্রয় করিয়া নিজের জীবিকা অর্জন করিত। এই গুণক প্রিয়ভাষী ছিল, তাহার আপণে অর্থাৎ দোকানে বহু মালা সজ্জিত ছিল, সে ধনবান্ ছিল এবং দেখিতেও সুন্দর ছিল । ১৯

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মালার জন্যই নিজের মুখনির্গত মধুর বাক্যে সেই নির্ভীক মালাকারকে বলিলেন, আমাদের উভয়কে মালা দাও । ২০

মালার দ্বারা জীবননির্বাহকারী সেই মালাকার প্রসন্ন হইয়া দুই ভ্রাতাকে বহু মালা প্রদান করিল এবং সেই দুই প্রিয়দর্শন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বলিল—এ সবই আপনাদের সম্পত্তি । ২১

তাহার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেন এবং সন্তুষ্ট-চিত্তে মালাকার গুণককে এই বরদান করিলেন—সৌম্য! আমার প্রসন্নতায় উৎপন্ন লক্ষ্মী তোমাকে ধনরাশিতে সম্পন্ন করিবে । ২২

মাল্যের দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী সেই মালাকার গুণক বর প্রাপ্ত হইয়া শান্তভাবে নতমস্তক হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে মস্তকের দ্বারা স্পর্শ করত প্রণাম পূর্বক সেই বর সাদরে গ্রহণ করিল । ২৩

সেই সময় মালাজীবী গুণক ইহাই বুঝিল যে, ইঁহারা উভয়ে যক্ষ; সে তখন হইতে অত্যন্ত ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাদের কোনও কিছুই উত্তর দিল না । ২৪

বসুদেবসুতৌ তৌ চ রাজমার্গগতাবুভৌ ।
কুব্জাং দদৃশতুর্ব্বীরৌ সানুলেপনভাজনাম্ ॥ ২৫
তামাহ কৃষ্ণঃ কুব্জেতি কস্যেদমনুলেপনম্
নয়স্যম্বুজপত্রাক্ষি ক্ষিপ্রমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৬
সস্মিতা সম্মুখী ভূত্বা প্রত্যুবাচাম্বুজেক্ষণম্ ।
কৃষ্ণং জলদগম্ভীরং বিদ্যুৎকুটিলগামিনী ॥ ২৭
রাজ্ঞঃ স্নানগৃহং যামি তদ্গৃহাণানুলেপনম্ ।
দৃষ্ট্বৈব ত্বারবিন্দাক্ষ বিস্মিতাস্মি বরানন ॥ ২৮
যদ্যিচ্ছসি মে বীর তদ্গৃহাণানুলেপনম্ ।
স্মিতাস্যাগচ্ছ ভদ্রং তে হৃদয়স্যাসি মে প্রিয়ঃ ॥ ২৯
কুতস্ত্বাগম্যতে সৌম্য যন্মাং ত্বং নাববুধ্যসে ।
মহারাজস্য দয়িতাং বিদ্ধি মামনুলেপনে ॥ ৩০
তামুবাচ হসন্নীষৎ কৃষ্ণঃ কুব্জামবস্থিতাম্ ।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্ ॥ ৩১

অনন্তর রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে সেই দুই বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম হস্তে অনুলেপনের ( অঙ্গরাগের ) পাত্রধারিণী কুব্জাকে দর্শন করিলেন । ২৫

তাহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কমলনয়নে কুব্জে ! তুমি কাহার জন্য এই অনুলেপন লইয়া যাইতেছ, তাহা আমাকে শীঘ্র বল । ইহা শুনিয়া কুব্জা ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার সম্মুখে গমন করিল । কুব্জা বিদ্যুতের ন্যায় কুটিল গতিতে গমন করিত । সে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে মেঘসদৃশ গম্ভীর বাক্যে বলিল ।২৬-২৭

পদ্মলোচন ! সুবদন বীর ! আমি রাজার স্নানগৃহে যাইতেছি । তোমার যদি অঙ্গরাগের প্রয়োজন হয়, তবে গ্রহণ কর ; কারণ, তোমাকে দেখিয়াই আমি বিস্মিত হইয়াছি । তুমি যে পরিমাণে ইচ্ছা কর, সেই পরিমাণেই অঙ্গরাগ গ্রহণ কর । আমি তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছি । তোমার কল্যাণ হউক । তুমি আমার গৃহে এস, তুমি আমার হৃদয়ের প্রিয় (প্রাণ-বল্লভ ) হইয়াছ । ২৮-২৯

সৌম্য ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, তাহা আমি জানি না । আমি মহারাজ কংসের প্রিয় দাসী । তিনি আমাকে তাঁহার অঙ্গরাগকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন । ৩০

সেখানে অবস্থিতা হাস্যবদনা সেই কুব্জাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সুমুখি । তুমি আমাদের দুই ভ্রাতার শরীরের অনুরূপ অঙ্গরাগ প্রদান কর । আমরা দুইজনে মল্লযোদ্ধা বীর ও এই দেশে অতিথিরূপে আসিয়াছি । এই রাজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও বিশাল যে দিব্য বসু আছে, তাহা দেখিবার জন্যই আমরা

বয়ং হি দেশাতিথয়ো মল্লাঃ প্রাপ্তা বরাননে
দ্রষ্টুং বসুবর্ণং দিব্যং রাষ্ট্রং চৈব মহর্দ্ধিমৎ ॥ ৩২
প্রত্যুবাচেশ স কৃষ্ণঃ প্রিয়োঽসি মম দর্শনে ।
রাজার্হমিদমব্যগ্রং তদ্ গৃহাণানুলেপনম্ ॥ ৩৩
তাবুভাবনুলিপ্তাঙ্গৌ চারুগাত্রৌ বিরেজতুঃ ।
তীর্থগৌ পঙ্কদিগ্ধাঙ্গৌ যমুনায়াং যথা বৃষৌ ॥ ৩৪
তাঞ্চ কুব্জাং স গোবিন্দো দ্ব্যঙ্গুলেনাগ্রপাণিনা ।
শনৈঃ সম্পীড়য়ামাস কৃষ্ণো লীলাবিধানবিৎ ॥ ৩৫
সা চ মধ্যং স্তনং মত্তা ব্যায়তাঙ্গী শুচিস্মিতা
জহাসোচ্চৈঃ স্তনতটী ঋজুযষ্টির্লতা যথা ॥ ৩৬
প্রণয়াচ্চাপি কৃষ্ণং সা বভাষে মত্তকাশিনী ।
ক যাস্যসি ময়া কৃষ্ণ কান্ত তিষ্ঠ গৃহাণ মাম্ ॥ ৩৭
তৌ জাতহাসাবন্যোন্যং সতলাক্ষেপণব্যয়ৌ ।
বীক্ষমাণৌ প্রহসিতৌ কুব্জায়াঃ রুতিবিস্তরৌ ॥ ৩৮

এখানে আসিয়াছি । ৩১-৩২

তখন কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে বলিল—আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার পরম প্রিয়, অতএব শান্তভাবে এই রাজোচিত অঙ্গরাগ গ্রহণ কর । ৩৩

অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন করিবার পর তাঁহাদের উভয়েরই দেহ মনোহর হইয়া উঠিল । তখন তাঁহারা উভয়ে যমুনার ঘাটে নামিয়া তাহার জলে নিমজ্জিত হইয়া অঙ্গে পঙ্কলিপ্ত দুইটী বৃষের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল । ৩৪

অনন্তর লীলাবিধিবিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তের দুই আঙ্গুলির দ্বারা কুব্জার মধ্যদেশে কুঁজের মধ্যে ধীরে ধীরে চাপ দিলেন ( ইহাতে তাহার কুঁজ সোজা হইয়া যাইল ) । ৩৫

আমার কুঁজ বসিয়া গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া সুন্দর ও উন্নত দেহধারিণী কুব্জা পবিত্র হাস্যের দ্বারা সুশোভিতা হইয়া হাস্য করিতে লাগিল । তাহার স্তনপ্রান্ত উচ্চ হইয়া উঠিল এবং সে তখন সরল কাষ্ঠে আরোহিত লতার ন্যায় শোভাধারণ করিল । ৩৬

তারপর যেন মত্তা হইয়া সেই কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমপূর্ব্বক বলিল—প্রিয়তম ! তুমি কোথায় যাইবে ? আমি ত' তোমাকে রুদ্ধ করিয়াছি, তুমি এই স্থানেই থাক এবং আমাকে গ্রহণ কর । ৩৭

ইহা শুনিয়া তাঁহাদের হাসি উপস্থিত হইল । তারপর সেই দুই অবিনাশী ভ্রাতা পরস্পরের দিকে দৃষ্টি করিয়া করতালি দিতে

কৃষ্ণস্তু কুব্জাং তামার্তাং সস্মিতং বিসসর্জ হ।
ততস্তৌ কুব্জয়া মুক্তৌ প্রবিষ্টৌ রাজসংসদম্ ॥ ৩৯
তাবুভৌ ব্রজসংবৃদ্ধৌ গোপবেশবিভূষিতৌ।
গূঢ়চেষ্টাননৌ ভূত্বা প্রবিষ্টৌ নৃপবেশ্ম তৎ ॥ ৪০
ধনুঃশালাং গতৌ তত্র বালাবপরিতর্কিতৌ
হিমবদ্ বনসম্ভূতৌ সিংহাবিব মদোৎকটৌ ॥ ৪১
দিদৃক্ষন্তৌ মহত্তত্র ধনুরায়োগভূষিতম্।
পপ্রচ্ছতুস্তু তৌ বীরাবায়ুধাগারিকং তদা ॥ ৪২
ভোঃ কংসধনুষাং পাল শ্রূয়তামাবয়োর্বচঃ।
কতরত্তদ্ধনুঃ সৌম্য মহোৎসবঃ যস্য বর্ততে ॥ ৪৩
আয়োগভূতং কংসস্য দর্শয়স্ব যদীচ্ছসি।
স তয়োর্দর্শয়ামাস তদ্ধনুঃ শক্রসন্নিভম্ ॥ ৪৪
অনারোপ্যমশক্তৈস্তৎ দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
তদ্‌গৃহীত্বা তদা কৃষ্ণস্তোলয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ৪৫
দোর্ভ্যাং কমলপত্রাক্ষঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা
তোলয়িত্বা যথাকামং তদ্ধনুর্দৈত্যপূজিতম্ ॥ ৪৬
আরোপয়ামাস বলী নাময়ামাস চাসকৃৎ।
আনাম্যমানঃ কৃষ্ণেন প্রকর্ষাদুরগোপমম্ ॥
দ্বিধাভূতমভূদ্দমো ধনুরায়োগভূষিতম্ ॥ ৪৭
ভঙ্‌ক্ত্বা তু তদ্ধনুঃশ্রেষ্ঠং কৃষ্ণস্ত্বরিতবিক্রমঃ।
নিশ্চক্রাম মহাবেগঃ স চ সঙ্কর্ষণো যুবা ॥ ৪৮
ধনুষো ভঙ্গনাদেন বায়ুনির্ঘোষকারিণা।
চচালান্তঃপুরং সর্বং দিশশ্চৈব পুপূরিরে ॥ ৪৯
নির্গম্য ত্বায়ুধাগারাজ্জগ্মতুর্গোপসন্নিধৌ।
বেগেনায়ুধপালস্তু গচ্ছন্ সম্ভ্রান্তমানসঃ ॥ ৫০
সমীপং নৃপতের্গত্বা কাকোচ্ছ্বাসোহভ্যভাষত।
শ্রূয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যমাশ্চর্যং ধনুষো গৃহে ॥ ৫১

দিতে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। কুব্জার কথায় এই দুই ভ্রাতার জন্ম পূর্ব্বেই সবিস্তরে জানিয়াছিল। সেইজন্য ইহাতে তাহার মনে কোনও সম্ভ্রম আসিল না। ॥ ৩৮

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কামপীড়িতা কুব্জাকে সেখানে পরিত্যাগ করিলেন এবং কুব্জা হইতে মুক্তি পাইয়া সেই দুই ভ্রাতা রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ॥ ৩৯

ব্রজে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়া গোপবেশে বিভূষিত এই দুই বীর যখন সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাদের প্রতি চেষ্টাই গুপ্ত ছিল এবং তাঁহাদের মুখের ভাব এরূপ গোপন ছিল যে, তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা বুঝাই যাইতেছিল না। ॥ ৪০

হিমালয়ের বনে উৎপন্ন দুইটি মত্ত সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী সেই দুই বালক সেখানে ধনুশালায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় সেখানে তাঁহাদের উপস্থিত হইবার কোনও সম্ভাবনাই কাহারও মনে ছিল না। ॥ ৪১

ইঁহারা সেখানে পুষ্পমালায় বিভূষিত ও স্থাপিত বিশাল ধনু দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, সেইজন্য এই দুই বীর তখন অস্ত্রাগার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন। ॥ ৪২

রাজা কংসের ধনুরক্ষক! তুমি আমাদের উভয়ের কথা শ্রবণ কর। সৌম্য! যাহার জন্য এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, সেই ধনু কোনটি? যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে কংসের এই উৎসবের কারণ-স্বরূপ সেই ধনু আমাদের দেখাও। তখন সেই রক্ষক দুই ভ্রাতাকে ইন্দ্র-সদৃশ বিশাল ও স্থূল (মোটা) সেই প্রসিদ্ধ ধনু দেখাইল। ॥ ৪৩-৪৪

এই ধনুতে গুণ আরোপণ করা ও তাহাকে বিদীর্ণ করা ইন্দ্র-সহ সমস্ত দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় এই ধনুটিকে ধরিয়া উত্তোলিত করিলেন। ॥ ৪৫

কমললোচন বলশালী শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে দুই হস্তের দ্বারা দৈত্যপূজিত সেই বিশাল ধনুকে ইচ্ছানুসারে উত্তোলন পূর্ব্বক গুণ আরোপণ করিলেন এবং বারংবার আনত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বলপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আনত হইতে থাকায় সেই পুষ্পহারবিভূষিত সর্পাকার ধনু মধ্যভাগে খণ্ডিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল। ॥ ৪৬-৪৭

সেই শ্রেষ্ঠ ধনুটিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও তরুণ সঙ্কর্ষণ ত্বরিতগতিতে পাদ সঞ্চালন করিতে করিতে তীব্র বেগে সেই ভবন হইতে বাহির হইয়া যাইলেন। ॥ ৪৮

সেই ধনুর ভঙ্গে যে শব্দ হইল, তাহা ঝঞ্ঝাবাতের প্রচণ্ড শব্দের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। ইহাতে সম্পূর্ণ অন্তঃপুর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সর্ব্ব দিককে উহা মুখরিত করিয়া তুলিল। ॥ ৪৯

অস্ত্রাগার হইতে নির্গত হইয়া সেই দুই ভ্রাতা ব্রজে আগত গোপগণের নিকট চলিয়া যাইলেন। অন্যদিকে অস্ত্ররক্ষক সেই রক্ষী মনে মনে বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল এবং তীব্রবেগে রাজভবনের দিকে যাইল। রাজার নিকটে যাইয়া কাকের ন্যায় চকিতদৃষ্টিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত এই কথা বলিল। ॥ ৫০

মহারাজ! আমি আমি যে কথা জানাইবার জন্য আসিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। এই সময় ধনু গৃহে

নির্গতস্মিন্ কালে যজ্ঞগতঃ সম্ভ্রমো পরম্
নরৌ কক্ষাপাসদৃশৌ শিখাবিততমূর্দ্ধজৌ ॥ ৫১
নীলপীতাম্বরধরৌ পীতশ্বেতাঙ্গুলেপনৌ
তাবন্তঃপুরমজ্ঞাতৌ প্রবিষ্টৌ কামবেশিনৌ ॥ ৫২
দেবপুত্রোপমৌ বীরৌ বালাবিব হুতাশনৌ ।
স্থিতৌ ধনুর্গৃহে সৌম্যৌ সহসা খাদিবাগতৌ ।
ময়া দৃষ্টৌ পবিত্রাঙ্গৌ রুচিরাচ্ছাদনস্রজৌ ॥ ৫৪
তয়োরেকস্তু পদ্মাক্ষঃ শ্যামপীতাম্বরস্রজঃ ।
জগ্রাহ তদ্ধনুস্তস্থং দুর্গ্রাহ্যং দৈবতৈরপি ॥ ৫৫
তৎ স বালো মহচ্চাপং বলাদ্ যন্ত্রনিবাসসম্
আরোপয়িত্বা বেগেন নাময়ামাস লীলয়া ॥ ৫৬
আকৃষ্যমাণং তৎ তেন বিবাণং বাহুশালিনা
মুষ্টিদেশে বিকূজিত্বা দ্বিধাভূতমভজ্যত ॥ ৫৭

ততঃ প্রচলিতা ভূমির্নৈব ভাতি চ ভাস্করঃ ।
ধনুষো ভঞ্জনাদেব ভ্রমতীব নভস্তলম্ ॥ ৫৮
তদদ্ভুতং ময়া দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ
ভয়াদ্বিগ্নশক্ত্যাতদিহাখ্যাতুমাগতঃ ॥ ৫৯
ন জানামি মহারাজ কৌ তাবমিতবিক্রমৌ
একঃ কৈলাসসঙ্কাশ একোঽঞ্জনগিরিপ্রভঃ ॥ ৬০
স তু তচ্চাপরত্নং বৈ ভঙ্ক্ত্বা স্তম্ভমিব দ্বিপঃ ॥
নিষ্পপাতানিলগতিঃ সাগ্রজোঽমিতবিক্রমঃ ।
অগমত্তু দ্বিধা কৃত্বা ন জানে কোঽপ্যসৌ নৃপ ॥ ৬১
শ্রুত্বৈব ধনুষো ভঙ্গং কংসো বিদিতবিস্তরঃ
বিসৃজ্যায়ুধপালং বৈ প্রবিবেশ গৃহান্তরম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
কংসধনুর্ভঙ্গে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

এক আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ জগতের পক্ষে প্রলয়তুল্য প্রতীত হইতেছে। ৫১½

সেখানে দুইটি মনুষ্য আসিয়াছিল, যাহাদের তুলনা কাহারও সহিতই হইতে পারে না। তাহাদের মস্তকে সমস্ত কেশই শিখাসদৃশ বড় বড় ছিল। একজন নীল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল এবং অন্য জন পীতবস্ত্রধারী ছিল। একজনের অঙ্গে পীতবর্ণের অঙ্গরাগ লিপ্ত ছিল ও অন্যের অঙ্গে শ্বেতবর্ণের অনুলেপন ছিল। তাহারা উভয়েই ইচ্ছানুসারে বেশ ধারণ করিতে নিপুণ ছিল, সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহাদের পরিচয় কেহই জানিতে পারে নাই। ৫১-৫৩

সেই দুই বীর দেবকুমারের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। তাহাদের আকৃতি সৌম্য ছিল। তাহাদের দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন বালক রূপধারী অগ্নি সহসা আকাশ হইতে আসিয়া ধনুর্গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের উভয়েরই বস্ত্র ও পুষ্পহার অতিশয় সুন্দর ছিল। আমি তাহাদের স্পষ্ট-ভাবেই দর্শন করিয়াছি। ৫৪

তাহাদের মধ্যে একজনের চক্ষু পদ্মতুল্য মনোহর ছিল ও শরীর শ্যামবর্ণ ছিল। তাহার বস্ত্র এবং হার পীতবর্ণের ছিল। যাহাকে হস্তে ধারণ করা দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর ছিল, সেই ধনুঃশ্রেষ্ঠকে এই শ্যামসুন্দরই অনায়াসে তুলিয়া লইল। ৫৫

এই বালক সেই বিশাল ধনুটিকে লৌহযন্ত্রের ন্যায় বলপূর্বক হস্তে লইয়া তাহাতে গুণ আরোপণ করত যেন খেলাচ্ছলেই সেই ধনুটিকে নত করিতে লাগিল। ৫৬

সেই বাহুশালী বীর আকর্ষণ করিলে পর সেই ধনুশ্রেষ্ঠ ধনুটি মুষ্টিধারণ স্থানে উচ্চ শব্দের সহিত দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইল। ৫৭

ধনুর্ভঙ্গের শব্দে ভূমি কাঁপিয়া উঠিল, সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইল এবং আকাশ যেন ঘুরিতে লাগিল। ৫৮

সেই অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলাম এবং তাহাদের শত্রুগণের নিকট হইতে ভয়প্রাপ্ত হওয়ায় আশঙ্কায় আপনাকে এই বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। ৫৯

মহারাজ! আমি জানি না, এই দুই অমিতপরাক্রমশালী বীর কে? কেবল ইহাই জানিতে পারিলাম যে, তাহাদের মধ্যে একজন কৈলাসপর্বততুল্য শ্বেতবর্ণ ছিল এবং অন্য জন অঞ্জনগিরিসদৃশ শ্যামবর্ণ ছিল। ৬০

হস্তিকর্তৃক হস্তিবন্ধনের স্তম্ভভঞ্জনসদৃশ অত্যন্ত সুদৃঢ় সেই ধনুরত্নকে ভাঙ্গিয়া সেই অমিতপরাক্রমশালী বীর নিজের সহায়কের সহিতই বায়ুর ন্যায় তীব্র গতি অবলম্বন করত সেখান হইতে নির্গত হইয়া গিয়াছে। হে নৃপ! জানি না, সে কোন্ ব্যক্তি ছিল, যে ধনুটিকে দুইখণ্ড করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ৬১

কংস বিস্তৃতভাবে সব কথাই জানিতে পারিয়াছিল। সে ধনুর্ভঙ্গের সংবাদ শুনিয়াই অস্ত্ররক্ষককে ত্যাগ করিয়া নিজের উত্তম ভবনে প্রবিষ্ট হইল। ৬২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে কংসের ধনুর্ভঙ্গবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ কংসস্য চিন্তা, তস্য রঙ্গশালাদর্শনম্, তাং সুসজ্জিতাং কর্ত্তুমাদেশদানম্, চাণূর-মুষ্টিক-কুবলয়াপীড়-মহামাত্রেভ্যঃ কৃষ্ণ-বলরামৌ হন্তুমাজ্ঞাদানম্, মহামাত্রসমীপে ক্রমিলেন স্বস্যোৎপত্তিবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্,—তস্য মাতুঃ সুযামুনপর্ব্বতে ক্রমিলেন সহ সমাগমঃ, তয়োঃ কলহয়োঃ পরস্পরাভ্যাং বরদানং শাপদানঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

স চিন্তয়িত্বা বহুধা কংসঃ শোকবিবর্দ্ধনঃ
বভূব বিমনা রাজা চিন্তয়ন্ দুঃখিতঃ।
কথং বালো বিগতশৌর্য্যবলো মহাবলম্
প্রেক্ষমাণস্য পুরুষৈর্বধমর্দ্দন্ কৃত্বা বিনির্গতঃ॥ ১

যস্যার্থে দারুণং কর্ম্ম কৃতং লোকবিগর্হিতম্।
পিতৃস্বস্রাত্মজান্ বীরান্ বহুশঃ পাতিতাঃ পুরা॥ ২

দৈবং পুরুষকারেণ ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্
নারদোক্তং বচনং নূনং মমোপস্থিতম্॥ ৪

এবং স রাজা বিচিন্ত্যাথ নিষ্ক্রম্য স্বগৃহোত্তমাৎ
প্রেক্ষাগারং জগামাশু পক্ষ(নাম)বলোককঃ॥ ৫

স দৃষ্ট্বা সর্ব্বনির্যুক্তং প্রেক্ষাগারং নৃপোত্তমঃ
শ্রেণীবদ্ধং সুনির্যুক্তৈর্মঞ্চবাটৈর্নিরন্তরম্॥ ৬

সোপানাগারযুক্তং ভিত্তিবীথিবিভূষিতম্
ছত্রৈশ্চিত্রৈঃ সম্প্রবদ্ধৈ ভিত্তিকস্তম্ভবিভূষিতম্॥ ৭

সর্ব্বতঃ সারনির্যূহৈঃ স্বায়তৈঃ সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
উপগ্রাহ্রৈঃসুস্রিষ্টৈঃ সমারোহণযুতম্॥ ৮

নৃপাসনপরিক্ষিপ্তং সঞ্চারপথসঙ্কুলম্
তস্য তদ্বেদিকাভিশ্চ মাল্যদামোপশোভিতম্॥ ৯

স দৃষ্ট্বা ভূষিতং রঙ্গমাজ্ঞাপয়ত বুদ্ধিমান্।
শ্বঃ সচিত্রাঃ সমস্তাশ্চ সপতাকাশ্চৈব চ॥ ১০

# অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[কংসের চিন্তা, তাহার রঙ্গশালা দর্শন, উহাকে সুসজ্জিত করিবার জন্য আদেশ দান, চাণূর, মুষ্টিক, কুবলয়াপীড় ও মহামাত্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞাদান, মহামাত্রের নিকট ক্রমিলের দ্বারা নিজের উৎপত্তির কথাবর্ণন—তাহার মাতার সুযামুন-পর্ব্বতে ক্রমিলের সহিত সমাগম এবং তাহাদের উভয়ের পরস্পরকে বরদান ও শাপদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! ভোজবংশের বৃদ্ধিকারী রাজা কংস বসুর্দ্ধনের কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে খিন্ন হইয়া উঠিল। সে যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে লাগিল। ১

সে চিন্তা করিল—অহো ! এই বালক কিভাবে নির্ভয় হইয়া মহাবল রজককে অবহেলা করিয়া আজ এত মানুষের সাক্ষাতেই বধ করত নির্গত হইয়া যাইল ? ২

এই সেই বালক, যাহাকে বিনাশ করিবার জন্য আমি লোকনিন্দিত কুকার্য্যপূর্ণ কর্ম্ম করিয়াছি। নিজের বুকতুল্য পিসীর জন্য বীর পুত্রকে শিলাতে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করিয়াছি। ৩

সত্যই পুরুষার্থের দ্বারা দৈবের বিধানকে উল্লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। নারদ আমাকে পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই আজ নিশ্চিতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ৪

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা কংস নিজের উত্তম ভবন হইতে বহির্গত হইয়া সত্বর প্রেক্ষাগৃহে (রঙ্গশালায়—ধনুর্যজ্ঞের উৎসব দেখিবার জন্য নির্ম্মিত বিশাল স্থানে) বসিত মঞ্চসমূহ দর্শন করিবার জন্য গমন করিল। ৫

সেই শ্রেষ্ঠ নরপতি প্রেক্ষাগৃহকে সর্ব্বপ্রকারে নিয়মমতো সুসজ্জিত দেখিল। সেখানে একমাত্র শিল্পের দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহকারী শিল্পিগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে সুদৃঢ় ও সুন্দর বহু মঞ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সব উত্তম গৃহ উচ্চ, উপরপর্যন্ত চালযুক্ত, কোনও কোনও মঞ্চগৃহে বহুটি স্তম্ভ থাকায় বৃহদাকার এবং কোনও কোনও মঞ্চগৃহে একটি করিয়া স্তম্ভের দ্বারা বিভূষিত ছিল। ৬—৭

সেখানে চারিদিকের দেওয়ালে সারাংশযুক্ত বহু খুঁটি সংযোজিত ছিল। এই সব ভবন অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পরিপাটি সহকারে স্থাপিত ছিল। ইহার অভ্যন্তরস্থিত মঞ্চের উপর আরোহণ করিবার জন্য উচ্চ, অপকর্ষ (ঢেউ) ও পরস্পর সংলগ্ন সোপানশ্রেণী (সিঁড়ি) নির্ম্মিত ছিল। এই সবের দ্বারা সেই রঙ্গভবন অতিশয় উত্তম দেখাইতেছিল। ৮

সেখানে চতুর্দিকে রাজাদের উপবেশনের জন্য সিংহাসন স্থাপিত ছিল। এই রঙ্গশালায় সর্ব্বদিকে যাতায়াতের জন্য বহু পথ ছিল। এই রঙ্গভবন বহুসংখ্যক বেদীর দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। ইহার মধ্যে সমুদয়ের বিনাশে জনতাকে নিজের মধ্যে ভরিয়া রাখিবার ক্ষমতা ছিল। ৯

বুদ্ধিমান্ কংস সেই রঙ্গভবনকে সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত দেখিয়া কর্ম্মচারীদিগকে এই আজ্ঞা করিল,—আগামী কাল এখানের মঞ্চ গৃহ, কলসী (উত্তরপক্ষসহ চাল) ও পথসমূহ প্রতিকৃতি, মালা এবং পতাকাসকলে সজ্জিত করিবে। সুসজ্জিত মঞ্চসকল করিয়া এই সবকে

সুবাসিতা বপুষ্মন্ত উপনীতোত্তরচ্ছদাঃ ।
ক্রিয়ন্তাং মঞ্চবাটাশ্চ বলবন্তো যথাগুণম্ ॥ ১১
রঙ্গবাটে করীন্দ্রস্য কল্প্যন্তাং নাগয়োস্তথা ।
পটান্তরগবাক্ষাঢ্যাশ্চ বলভ্যশ্চোত্তরাপথাঃ ॥ ১২
স্থাপ্যন্তাং সুনিখাতাশ্চ পানকুম্ভা যথাক্রমম্ ।
উদভারসহাঃ সর্বে সকাঞ্চন-ঘটোত্তমাঃ ॥ ১৩
বস্তুশ্চোপকল্প্যন্তাং কষায়াশ্চৈব কুম্ভশঃ
প্রাশ্নিকাশ্চ নিমন্ত্র্যন্তাং শ্রেণ্যশ্চ সপুরোগমাঃ ॥ ১৪
আজ্ঞা চ দেয়া মল্লানাং প্রেক্ষকাণাং তথৈব চ ।
সমাজে মঞ্চবাটাশ্চ কল্প্যন্তাং সূপকল্পিতাঃ ॥ ১৫
এবমাজ্ঞাপ্য রাজা স সমাজবিধিমুত্তমম্ ।
সমাজবাটান্নিষ্ক্রম্য বিবেশ স্বং নিবেশনম্ ॥ ১৬

আহ্বানং তত্র সঞ্চক্রে তস্য মল্লযুগস্য বৈ ।
চাণূরস্যান্ধ্রদেশস্য মুষ্টিকস্য তথৈব চ ॥ ১৭
তৌ তু মল্লৌ মহাবীর্যৌ বলিনৌ বাহুশালিনৌ
কংসস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য হৃষ্টৌ বিবিশতুস্তদা ॥ ১৮
তৌ সমীপগতৌ দৃষ্ট্বা মল্লৌ জগতি বিশ্রুতৌ ।
উবাচ কংসো নৃপতিঃ সোপন্যাসমিদং বচঃ ॥ ১৯
ভবন্তৌ মম বিখ্যাতৌ মল্লৌ বীরজনোচ্ছ্রিতৌ ।
পূজিতৌ চ যথান্যায়ং সৎকারার্হৌ বিশেষতঃ ॥ ২০
তন্মত্তো যদি সৎকারঃ স্মর্যতে সুকৃতানি চ
কর্তব্যং মে মহৎ কর্ম ভবদ্ভ্যাং যেন তেজসা ॥ ২১
যাবেতৌ মম সংবৃদ্ধৌ ব্রজে গোপালকাবুভৌ ।
সঙ্কর্ষণশ্চ কৃষ্ণশ্চ বালাবপি জিতশ্রমৌ ॥ ২২

সুবাসিত করিবে, মনোহর ফুলদান করিবে (অথবা বিভিন্ন আকারের বহু পুত্তলিকা রাখিবে), এবং মঞ্চের উপরিভাগে সুন্দর চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ১০—১১

রঙ্গালয়ে মল্লদের মঙ্গলের জন্য রাশি রাশি গোময়চূর্ণ রাখিবে, কোন সময়েই যেন ইহার অভাব না হয়। স্থানে স্থানে শোভার জন্য সুন্দর পটাবরণ (পর্দা) সংযোজিত করিবে। যোগ্য উপহারসামগ্রী সজ্জিত রাখিবে (অথবা যোগ্য বহু স্তম্ভ রচনা করিবে, যাহারা মাটির অধিক গভীরে প্রবিষ্ট থাকিবে। বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া সেখানে যথাক্রমে জলের ভার ধারণ করিতে সমর্থ কুম্ভসমূহ স্থাপিত করিবে এবং সেই সবের মধ্যে পানীয় শীতল জল পূর্ণ করিয়া রাখিবে। (অথবা ক্রমশঃ পানকুম্ভ* স্থাপিত করিবে, এই সব কুম্ভই যেন জলভার সহ্য করিতে পারে।) ইহাদের উপর স্বর্ণনির্মিত ঘট রাখিয়া দিবে। ১২-১৩

উপহারের বস্তুসকল সংগ্রহ করিবে, কুম্ভসমূহে রস পূর্ণ করিয়া রাখিবে, (অথবা কুম্ভে গন্ধদ্রব্য ভরিয়া রাখিবে), মল্লযুদ্ধের নিয়মবিৎ ব্যক্তিগণ, ব্যবসায়ী ও শিল্পী (কারীগর)— ইহাদের সকলকে নিজ নিজ অগ্রগামী পুরুষদের সহিত নিমন্ত্রণ কর। ১৪

মল্লগণ ও প্রেক্ষকগণকে (যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয়কারী-দিগকে) যথাসময়ে আসিবার আজ্ঞাপন করিবে। রঙ্গশালায় স্থাপিত মঞ্চসমূহের শোভাবর্ধনের জন্য উত্তমরূপে সেই সভাকে সুসজ্জিত কর। ১৫

এইভাবে রঙ্গশালাকে উত্তম রূপে সাজাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আজ্ঞাদান করত রাজা কংস সেখান হইতে নির্গত হইয়া নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইল। ১৬

সেই দিন কংস তাহার দুই মল্লবীরকে আহ্বান করিল। উভয় মল্লের মধ্যে একজনের নাম অনুপম বলশালী চাণূর এবং অন্যের নাম মুষ্টিক। ১৭

নিজ বাহুবলের দ্বারা সুশোভিত সেই দুই মহাপরাক্রমশালী ও বলশালী মল্ল কংসের আজ্ঞা শিরোধার্য করত অতিশয় হর্ষের সহিত তাহার ভবনে প্রবেশ করিল। ১৮

এই দুই বিশ্ববিখ্যাত মল্লকে নিজের নিকটে আসিতে দেখিয়া রাজা কংস তাহাদের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিল। ১৯

তোমরা দুইজনে আমার বিখ্যাত মল্ল ও বীরধ্বজ (শৌর্য-সূচক সম্মান চিহ্ন) লাভ করিয়া মল্লগণের উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। তোমরা দুই জনেই আমার বিশেষ সম্মান পাইবার যোগ্য এবং সেইজন্যই তোমাদের যথোচিত সম্মান করিয়াছি। ২০

অতএব যদি আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত সৎকার তোমরা স্মরণ কর এবং আমার দ্বারা কৃত উপকার ও সদ্ব্যবহারসমূহ যদি তোমরা ভুলিয়া না যাও, তবে আজ তোমাদের দুই জনকে নিজ নিজ তেজের (বলপরাক্রমের) দ্বারা আমার এক মহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। ২১

এই যে দুই সঙ্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ নামে গোপ-বালক আছে, যাহারা আমার ব্রজে থাকিয়া লালন-পালনে বর্ধিত হইয়াছে,

* জলপূর্ণ কলস বা দধি-দুগ্ধাদি পূর্ণ ঘড়া রাখিবার জন্য কাঠে নির্মিত চারিটি অথবা ছয়টি পায়াযুক্ত চৌকাকার পাত্রবিশেষ (জলচৌকী)। এই জলচৌকীরই নাম হইল—পানকুম্ভ। মহামতি নীলকণ্ঠ ইহার পর্যায়বাচী শব্দ 'ঘটোত্থাপিকা' বলিয়াছেন।

এতৌ রঙ্গগতৌ যুদ্ধে যুধ্যমানৌ বনেচরৌ
নিপাত্যাবসরং শীঘ্রং যুবাভ্যাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩
বালাবিমৌ যুদ্ধপরাবক্রিয়াবিতি সর্ব্বথা ।
নাবজ্ঞা তত্র কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো যত্ন এব হি ॥ ২৪
তাভ্যাং যুধি নিরস্তাভ্যাং গোপাভ্যাং রঙ্গসন্নিধৌ
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ শ্রেয়ো মম ভবিষ্যতি ॥ ২৫
নৃপতেঃ স্নেহসংযুক্তৈর্ব্বচোভিস্তৈর্হি তাবুভৌ ।
উচতুর্যুদ্ধসন্নদ্ধৌ মল্লৌ চাণূর-মুষ্টিকৌ ॥ ২৬
যত্নাবয়োস্তৌ প্রমুখে স্থাস্যেতে গোপকিশিরৌ
হতাবিত্যেব মন্তব্যৌ প্রেতরূপৌ তপস্বিনৌ ॥ ২৭
যত্নাবাং প্রতিযোৎস্যেতে তাবরিষ্টপরিস্মৃতৌ
আবাভ্যাং রোষযুক্তাভ্যাং প্রমুখে তৌ বনেচরৌ ॥২৮
এবং বাদিনমুৎসৃজ্য তাবুভৌ মল্লপুঙ্গবৌ ।
অনুজ্ঞাতৌ নরেন্দ্রেণ স্বে গৃহে তৌ প্রজগ্মতুঃ ॥ ২৯

মহামাত্রং ততঃ কংসো বভাষে হস্তিজীবিনম্
হস্তী কুবলয়াপীড়ঃ সমাজদ্বারি তিষ্ঠতু ॥ ৩০
বলবান্মদলোলাক্ষকম্পনঃ ক্রোধনো নৃপ
দানোৎকটকটস্তঃ প্রতিবারণরোষণঃ ॥ ৩১
স মত্তোদগ্রচিত্তবাংস্তে তাবুদ্দিশ্য বনৌকসৌ ।
বসুদেবসুতৌ বীরৌ যথা স্যাতাং গতায়ুষৌ ॥ ৩২
ত্বয়া চৈব গজেন্দ্রেণ যদি তৌ গোষ্ঠজীবিনৌ ।
ভবেতাং পতিতৌ রঙ্গে পশ্যেয়মহমুৎকটৌ ॥ ৩৩
ততস্তৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা বসুদেবঃ সবান্ধবঃ ।
ছিন্নমূলো নিরালম্বঃ সভার্য্যো বিনশিষ্যতি ॥৩৪
যে চেমে যাদবা মূর্খাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ ।
বিনশিষ্যন্তি ছিন্নাশা দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং নিপাতিতম্ ॥৩৫
এতৌ হত্বা গজেন্দ্রেণ মল্লৈর্ব্বা স্বয়মেব বা ।
পুত্রীং নির্য্যাদবীং কৃত্বা বিচরিষ্যাম্যহং সুখী ॥৩৬

তাহারা বালক হইলেও পরিশ্রমকে জয় করিয়াছে ( অর্থাৎ ইহারা কখনও পরিশ্রান্ত হয় না ) । ২২

এই দুই বনচর যখন রঙ্গশালায় যাইয়া যুদ্ধের সময় তোমাদের দুইজনের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন তোমরা দুইজনে এই দুই বালককে সত্বর ভূতলে পাতিত করিয়া বধ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় করিবে না। ২৩

ইহারা দুই জনে অত্যন্ত চঞ্চল বালক, ইহারা যুদ্ধবিদ্যাও প্রাপ্ত হয় নাই—সর্ব্বথা এরূপ বুঝিয়া তাহাদের দুইজনকে যেন অবহেলা করিও না। তোমরা তাহাদের বধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাই করিবে। ২৪

যদি রঙ্গস্থলের নিকটে এই দুই গোপবালক যুদ্ধে নিহত হয়, তবে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতেও আমার কল্যাণ হইবে। ২৫

রাজা কংসের এই সব স্নেহযুক্ত বাক্যে সেই দুই মল্লের হৃদয়ে হর্ষ উপস্থিত হইল। যুদ্ধের জন্য সদা উদ্যত এই দুই মল্লবীর চাণূর ও মুষ্টিক রাজা কংসকে এই কথা বলিল। ২৬

যদি এই দুই গোপকুলজাত বালক আমাদের সম্মুখে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করে, তবে তাহাদিগকে মৃত বলিয়াই আপনি মনে করুন এবং তাহারা প্রেতরূপী—ইহাই মনে করুন। ২৭

যদি কোন অরিষ্ট গ্রহে গ্রস্ত হইয়া তাহারা উভয়ে আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে আমরা দুইজনে রোষাবিষ্ট হইয়া সেই দুই বনেচরকে সকলের সম্মুখে বধ করিব। ২৮

এইরূপ বাক্যাদি উদ্গীরণ করিয়া সেই দুই মল্লশ্রেষ্ঠ রাজা কংসের আজ্ঞা লইয়া নিজ গৃহে গমন করিল। ২৯

তাহার পর কংস হস্তীর পরিচর্য্যা করিয়া জীবিকা অর্জ্জনকারী মহামাত্রকে ( মাহুতকে ) বলিল—কুবলয়াপীড় নামক হস্তী রঙ্গশালার দ্বারে অবস্থান করুক অর্থাৎ তুমি ঐ হস্তীকে রঙ্গশালার দ্বারে নিযুক্ত করিয়া রাখ। ৩০

এই হস্তী বলবান্, মদের দর্পে চঞ্চলনেত্র, অধীর এবং শত্রুগণের উপর অতিশয় ক্রোধপরায়ণ। তাহার গণ্ডস্থল মদের ধারায় উৎকট হইয়া রহিয়াছে, সে কোনও বিপক্ষীয় হস্তীকে দেখিলেই রোষাবিষ্ট হইয়া উঠে ও স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রোধী। ৩১

বসুদেবের বনে বাসকারী যে দুই বীর পুত্র আছে, তাহারা যদি এই দ্বারে আসে, তাহা হইলে তুমি এই হস্তীকে তাহাদের দিকে প্রেরিত করিবে, যাহাতে তাহারা এই হস্তীর দ্বারা প্রাণহীন হইয়া পড়ে। ৩২

গোষ্ঠে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহকারী সেই দুই যদুবংশ বালককে তোমার দ্বারা ও সেই গজশ্রেষ্ঠ কুবলয়াপীড়ের দ্বারা রঙ্গশালার দ্বারে আমি ভূপাতিত হইতে দেখিতে চাই। ৩৩

তারপর এই দুই বালককে পতিত দেখিয়া বসুদেব ছিন্নমূল হইয়া যাইবে এবং ভার্য্যা ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিরাশ্রয় হইয়া সত্বরই নষ্ট হইবে। ৩৪

সেই সঙ্গে এই যে সব মূর্খ যাদব শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে ধরাশায়ী দেখিয়া হতাশ হইয়া বিনষ্ট হইবে। ৩৫

পিতা হি মে পরিত্যক্তো যাদবানাং কুলোদ্বহঃ।
শেষাশ্চ মে পরিত্যক্তা যাদবাঃ কৃষ্ণপক্ষিণঃ ॥ ৩৭
ন চাহমুগ্রসেনেন জাতঃ কিল সুতার্থিনা
যদুগ্রসেনঃ বীর্য্যেণ যথা মামাহ নারদঃ ॥ ৩৮

মহামাত্র উবাচ

কথমুক্তং নারদেন রাজন্ দেবর্ষিণা পুরা
আশ্চর্য্যমেতৎ কথিতং ত্বত্তঃ শ্রুতমরিন্দম ॥ ৩৯
কথমন্যেন জাতস্ত্বমুগ্রসেনাৎ পিতুর্বিনা।
তব মাত্রা কথং রাজন্ কৃতং কর্ম্মেদমীদৃশম্ ॥ ৪০
অন্যাপি প্রাকৃতা নারী ন কুর্য্যাচ্চ জুগুপ্সিতম্
বিস্তরঃ শ্রোতুমিচ্ছামি হ্যেতৎ কৌতূহলং হি মে ॥ ৪১

কংস উবাচ

যথা কথিতবান্ বিপ্রো মহর্ষির্নারদঃ প্রভুঃ।
তথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি যদি তে শ্রবণে মতিঃ ॥ ৪২
আগতঃ শক্রসদনাৎ স বৈ শক্রসখো মুনিঃ
চন্দ্রাংশুশুক্লবসনো জটামণ্ডলমুদ্বহন্ ॥ ৪৩
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ রুক্মযজ্ঞোপবীতবান্
দণ্ডী কমণ্ডলুধরঃ প্রজাপতিরিবাপরঃ ॥ ৪৪
গন্তা চতুর্ণাং বেদানাং বিদ্বান্ গান্ধর্ব্ববেদবিৎ
স নারদোঽথ দেবর্ষির্ব্রহ্মলোকচরোঽব্যয়ঃ ॥ ৪৫
তমাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি
পাদ্যার্ঘ্যাসনং দত্ত্বা সম্প্রবেশ্যোপবিশ্য হ ॥ ৪৬
সুখোপবিষ্টোঽথ মুনিঃ পৃষ্ট্বা চ কুশলং মম
উবাচ চ প্রীতমনা দেবর্ষিরমিতাত্মবান্ ॥ ৪৭

নারদ উবাচ

পূজিতোঽহং ত্বয়া বীর বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা
ইদমেকং মম বচঃ শ্রূয়তাং প্রতিগৃহ্যতাম্ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ এই দুই জনকে মত্তহস্তী কুবলয়াপীড় অথবা মল্লগণের দ্বারা বিনাশ করাইয়া কিংবা স্বয়ংই তাহাদের বধ করিয়া এই মথুরাপুরীতে নিষ্কণ্টক হইয়া আমি সুখে বিচরণ করিব। ৩৬

আমি যাদবকুলের ভারবহনকারী নিজের পিতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছি। কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বনকারী অবশিষ্ট যাদবগণও আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ৩৭

যথার্থ কথা হইল যে, নারদ আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে পুত্রকামী এই অল্পপরাক্রম মানুষ উগ্রসেনের দ্বারা আমার জন্ম হয় নাই। ৩৮

মহামাত্র বলিল—রাজন্। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ আপনাকে কিরূপ জন্মের কথা বলিয়াছেন? শত্রুদমন! আজ আপনার নিকট হইতে ইহা যে এক আশ্চর্য্যকর কথা শুনিলাম। ৩৯

যদি আপনার পিতা উগ্রসেন হইতে আপনার জন্ম না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকে বিনা অন্যের দ্বারা কিভাবে আপনার জন্ম হইয়াছে? মহারাজ! আপনার মাতা এরূপ কুৎসিত কার্য্য কিভাবে করিলেন? ৪০

অন্য সাধারণ স্ত্রীও যে ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারে না, সেরূপ কার্য্য তিনি কিভাবে করিলেন? আমি সবিস্তরে এই প্রসঙ্গ শুনিতে বাসনা করি। ইহা জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৪১

কংস বলিল—মহামাত্র। যদি তোমার মনে ইহা শুনিবার ইচ্ছা হয়, তবে সেই প্রভাবশালী মহর্ষি নারদ আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই কথা আমি তোমাকে বলিব। ৪২

এই মুনি নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের সখা ছিলেন। একদিন চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র বস্ত্র পরিধানকারী ও মস্তকে জটাভারবহনকারী এই নারদ ইন্দ্রভবন হইতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। ৪৩

তাঁহার গায়ে তখন কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় (চাদর) ছিল। তিনি সুবর্ণের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন এবং দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া তিনি দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় মনে হইতেছিলেন। ৪৪

নারদ সকল বেদেরই বিদ্বান্ ছিলেন, গান্ধর্ব্ববেদেও (সঙ্গীতবিদ্যাতেও) বিশেষজ্ঞ ছিলেন; সেইজন্য তিনি চার বেদেরই গান করিতে (সস্বর বেদপাঠ করিতে) পারিতেন। সেই অবিনাশী (অথবা অনন্ত মহিমান্বিত) দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকে বিচরণকারী ছিলেন। ৪৫

নিজের গৃহে আগত সেই মহর্ষিকে দেখিয়া আমি পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন দান করত তাঁহার যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলাম। ৪৬

অনন্তর সুখে উপবেশন পূর্ব্বক আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মুনি মনে মনে প্রসন্ন হইলেন এবং সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট দেবর্ষি নারদ আমাকে বলিলেন। ৪৭

নারদ বলিলেন,—বীর! তুমি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমার পূজা করিয়াছ; অতএব আমার এক কথা শ্রবণ কর এবং তাহা গ্রহণ কর। ৪৮

গতোঽহং দেবসদনং সৌবর্ণং মেরুপর্বতম্
সোঽহং কদাচিদ্দেবানাং সমাজে মেরুমূর্ধনি ॥ ৪৯
তত্র মন্ত্রয়তামেষাং দেবতানাং ময়া শ্রুতঃ
ভবতঃ সানুগস্যৈব বধোপায়ঃ সুদারুণঃ ॥ ৫০
তত্র যো দেবকীগর্ভো বিষ্ণুর্লোকনমস্কৃতঃ ।
যোঽষ্টমো গর্ভো হ্যষ্টমঃ কংস স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৫১
দেবানাং স তু সর্বস্বং ত্রিদিবস্য গতিশ্চ সঃ
পরং রহস্যং দেবানাং স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৫২
যত্নশ্চ ক্রিয়তাং কংস গর্ভাণাং পাতনং প্রতি
নাবজ্ঞা রিপবে কার্যা দুর্বলে স্বজনেঽপি বা ॥ ৫৩
ন চায়মুগ্রসেনঃ স পিতা তব মহাবলঃ ।
দ্রুমিলো নাম তেজস্বী সৌভস্য পতিরূর্জিতঃ ॥ ৫৪
শ্রুত্বাহং তদ্বচস্তস্য কিঞ্চিদ্রোষসমন্বিতঃ ।
ভূয়োঽপৃচ্ছং কথং ব্রহ্মন্ দ্রুমিলো নাম দানবঃ ॥৫৫
মম মাত্রা কথং তস্য ব্রূহি বিপ্র সমাগমঃ ।

সুবর্ণময় মেরুপর্বতে দেবগণের নিবাস স্থান। সেই পর্বতের শিখরে একদিন দেবতাগণের সমাজ সমবেত হয়। সেই সভায় আমি গিয়াছিলাম। ৪৯

সেখানে দেবগণ অনুচরবৃন্দের সহিত তোমার বধের অত্যন্ত দারুণ উপায়ের উপর মন্ত্রণা করিতেছিলেন। সেখানেই তাঁহাদের মুখ হইতে আমি এই কথা শুনিয়াছি। ৫০

কংস! এই দেবকীর যে অষ্টম গর্ভ হইবে, তাহাতে বিশ্ববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু নিবাস করিবেন; অতএব সেই গর্ভটি তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। ৫১

এই বিষ্ণুই দেবতাগণের সর্বস্ব। তিনিই স্বর্গলোকের ত্রাতা ও দেবগণের পরম রহস্যও তিনিই। সেই বিষ্ণুই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবেন। ৫২

কংস! তুমি দেবকীর গর্ভসমূহ পাত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া যাও। শত্রু যদি দুর্বল কিংবা স্বজনও হয়, তবে তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। ৫৩

এই উগ্রসেন তোমার পিতা নয়। সৌভবিমানের পতি (মালিক), তেজস্বী ও ওজস্বী মহাবল দ্রুমিল তোমার পিতা। ৫৪

নারদের এই কথা শুনিয়া আমার মধ্যে কিছু ক্রোধের উদ্রেক হল। আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রহ্মন্! দ্রুমিল নামক দানব কিভাবে আমার পিতা হইলেন? তপোধন

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন ॥ ৫৬
নারদ উবাচ ।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু রাজন্ যথার্থতঃ ।
দ্রুমিলস্য চ মাত্রা তে সংবাদঞ্চ সমাগমম্ ॥ ৫৭
সুযামুনং নাম নগং তব মাতা রজস্বলা ।
প্রেক্ষিতুং সহিতা স্ত্রীভির্গতা বৈ সা কুতূহলাৎ ॥৫৮
সা তত্র রমণীয়েষু রুচিরদ্রুমসানুষু
চচার নগশৃঙ্গেষু কন্দরেষু নদীষু চ ॥ ৫৯
কিন্নরোদ্গীতমধুরাঃ প্রতিশ্রুতাভিনাদিতাঃ ।
শৃণ্বতী কামজননীর্বাচঃ শ্রোত্রসুখাবহাঃ ॥ ৬০
বর্হিণাঞ্চৈব বিরুতং খগানাঞ্চ বিকূজিতম্ ।
অভীক্ষ্ণমভিশৃণ্বতী স্ত্রীধর্মমভিরোচয়ৎ ॥ ৬১
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্বনরাজিবিনিঃসৃতঃ ।
স্বচ্ছঃ কুসুমগন্ধাঢ্যো ববৌ মন্মথবোধনঃ ॥৬২

বিপ্র! বলুন—আমার মাতার সহিত তাঁহার সমাগম কিরূপে হইয়াছিল? আমি এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫৫-৫৬

নারদ বলিলেন,—রাজন্! আচ্ছা, তোমার মাতার সহিত দ্রুমিলের যে সংবাদ ও সমাগম হইয়াছিল, তৎ সমস্তই আমি যথাযথভাবে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৫৭

এক সময়ের কথা, তোমার মাতা যখন রজস্বলা। হইবার পর স্নান করিয়াছিল। ছিল, তখন কৌতূহলবশতঃ অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত সুযামুন নামক পর্বত দর্শন করিবার জন্য গমন করে। ৫৮

সেখানে সে মনোহর বৃক্ষসমূহে সুশোভিত পর্বতের রমণীয় শিখরসকলে বিচরণ করিতে লাগিল। সে সেখানের বহু কন্দরে (গুহায়) ও নদীর তীরেও ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৫৯

সেখানে সে কর্ণের সুখদায়ক ও কামোদ্দীপক বহু কথা শ্রবণ করিল। এই সব কথা কিন্নরগণের দ্বারা গীত হওয়ায় অতিশয় মধুর ছিল এবং তাহার প্রতিধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত ছিল। ৬০

ময়ূরগণের মধুর কেকাধ্বনি ও আকাশচারী পক্ষিসকলের কলরব নিরন্তর শ্রবণ করিতে করিতে তোমার মাতার মনে স্ত্রী-ধর্মের (পুরুষ-সহবাসের) রুচি জাগিয়া উঠিল। ৬১

ইহার মধ্যে বনশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া পুষ্পসমূহের সুগন্ধে

দ্বিরেফা ভ্রমরাশ্চৈব বসন্তা বায়ুঘট্টিতাঃ ।
মধুচূর্ণকৃতৈর্দিগ্ধাঃ সন্ততাসারমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ৬৩

কেসরাঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চ বসুপূর্ণপ্রবোধনাঃ
নীপা দীপা ইবাভান্তি পুষ্পকণ্টকধারিণঃ ॥ ৬৪

নদী নবতৃণচ্ছন্না শক্রগোপবিভূষিতা ।
যৌবনস্থেব বনিতা স্বং দধারার্দ্রবং বপুঃ ॥ ৬৫

অথ সৌভপতিঃ শ্রীমান্ দ্রুমিলো নাম দানবঃ
ভবিষ্যদ্দৈবযোগেন বিধাত্রা তত্র নীয়তে ॥ ৬৬

কামগেন রথেনাশু তরুণাদিত্যবর্চসা ।
যদৃচ্ছয়া গতস্তত্র সুষমাং সুমশ্রিয়া ॥ ৬৭

বিহায়সা কানগবো মনসোঽপ্যাশুগামিনা ।
স তৎ প্রাপ্য পর্বতেন্দ্রমবতীর্য রথোত্তমাৎ ॥ ৬৮

পর্বতোপবনে ফুল্লং রম্যং পরমপাদপম্ ।
অথাসৌ সূতসহিতশ্চচার নগমূর্ধনি ॥ ৬৯

ততো বহুফলোপেতঃ কাননানি বনানি চ
সর্বর্তুগুণসম্পন্নং নন্দনস্যেব কাননম্ ॥ ৭০

দেবতুর্নগণ্ডেষু কন্দরেষু নদীষু চ
নানাধাতুপিনদ্ধৈশ্চ শৃঙ্গৈর্বহুভিরুচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৭১

নানারত্নবিচিত্রেষু কাঞ্চনাঞ্জনরাজতান্
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যান্নানাসত্ত্বগণৈর্বৃতান্ ॥ ৭২

নানাদ্বিজগণৈর্জুষ্টান্নানাপুষ্পফলদ্রুমান্ ।
নানৌষধিসমাযুক্তানৃষিসিদ্ধানুসেবিতান্ ॥ ৭৩

বিদ্যাধরান্ কিম্পুরুষান্ যক্ষ-বানর-রাক্ষসান্ ।
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ মহিষান্ শরভান্ মৃগান্ ॥ ৭৪

সমরাংশ্চমরান্ গুল্মাংস্তথা যক্ষ-রাক্ষসান্
এবং বহুবিধান্ পশ্যন্ চচারাসৌ নগোত্তমম্ ॥ ৭৫

দুরাদ্দদর্শ নৃপতিপত্নীং দেবসুতোপমাম্
ক্রীড়মানাং সখীভিশ্চ পুষ্পকৈর বিচিত্রিতাম্ ॥ ৭৬

পরিপূর্ণ মনোহর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, যাহা তখন কামভাব উদ্দীপিত করিতেছিল । ৬১

বিকসিত কদম্ব-বৃক্ষসমূহ ভ্রমরগণের দ্বারা পূর্ণ থাকায় এই সব ভ্রমর তাহাদের আভরণ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল । বায়ুর তাড়নায় আন্দোলিত হইয়া নিরন্তর পতিত জলধারাসমূহে ( অথবা পুষ্পমকরন্দের আসারে ) যেন মূর্চ্ছিত হইয়া এই সব কদম্ব বৃক্ষ অধিক মধু নিঃসারণ করিতে লাগিল । ৬২

মনোহারী নাগকেশর বৃক্ষসকল নিজেদের পুষ্প-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল । পুষ্পরূপ কণ্টকধারণকারী নীপবৃক্ষসমূহ দীপাবলির ন্যায় শোভা ধারণ করিল । ৬৩

নব নব তৃণসমূহে আচ্ছন্ন ও ইন্দ্রগোপ নামক কীটসকলে বিভূষিত বসুধা নব-যুবতীর ন্যায় রক্তবর্ণাভরণ ধারণ করিয়াছিল । ৬৪

এরূপ সময়ে সৌভবিমানের অধিপতি দ্রুমিল নামক দানব ভাবী দৈবযোগে বিধাতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । ৬৫

ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমনকারী এই বিমান প্রভাতকালের সূর্যের সদৃশ তেজঃপুঞ্জে প্রকাশিত ছিল । এরূপ বিমানে করিয়া সেই দানব সহসা সেখানে সুযামুন পর্বতের শোভা দর্শন করিবার ইচ্ছায় সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল । ৬৭

মন হইতেও দ্রুতগামী সেই বিমানের দ্বারা আকাশপথে ইচ্ছানুসারে গমনকারী সেই দানব পর্বতরাজ সুযামুনের উপর আসিয়া সেই শ্রেষ্ঠ রথ হইতে নীচে অবতরণ করিল । ৬৮

পুষ্পবৃক্ষ-ভরকারী সেই রথকে ( বিমানকে ) পর্বতের উপবনে রাখিয়া দ্রুমিল নিজ রথ-চালকের সহিত পর্বতশিখরে বিচরণ করিতে লাগিল । ৬৯

তৎপর তাহারা উভয়ে সেখানে বহু বন ও কানন দর্শন করিল । এই স্থানের বনগুলি নন্দনবনের সদৃশ সমস্ত ঋতুসকলের গুণসমূহে যুক্ত ছিল । ৭০

ইহারা উভয়ে সেই পর্বতের নানা শিখরে, বহু গুহায় এবং বিভিন্ন নদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিল । সেই পর্বতের বহু উচ্চ উচ্চ শিখর নানা প্রকার ধাতুসমূহে আবৃত ছিল । বিবিধ রত্নাদিতে তাহাদের বিচিত্র শোভা হইতেছিল । ইহারা উভয়ে দেখিল যে, পর্বতের বিভিন্ন শিখর সুবর্ণময়, রজতময় ও অঞ্জনময় রহিয়াছে । নানাপ্রকার পুষ্পসমূহের সুগন্ধ সেখানে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । নানাবিধ জীব-জন্তুগণের দল সেখানে বাস করিতেছে । অনেক প্রকারের পক্ষী নিজ নিজ কলরবের দ্বারা সেই সব শিখরকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে এবং নানাবিধ পুষ্প ও ফলসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই সব শিখরে ঋষি ও সিদ্ধপুরুষগণ বাস করিতেছেন । ৭১-৭৩

বিদ্যাধর, কিন্নর, যক্ষ, বানর, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, শরভ, মৃগ, শূকর, সৃমর ( মৃগবিশেষ ), চমর, বাহু ( পশু-বিশেষ ), হস্তী, যক্ষ, নিশাচর এবং এরূপই নানা জাতীয় প্রাণিগণকে দেখিতে দেখিতে সেই দানব দ্রুমিল সেই উত্তম পর্বতে ভ্রমণ করিতেছিল । ৭৪-৭৫

এই সময় সেই দানবরাজ দূর হইতে উগ্রসেন-পত্নীকে দেখিতে

তমন্তরন্তীং সুশ্রোণীং সখীভিঃ সহ সংবৃতাম্ ।
দৃষ্ট্বা সৌভপতির্ব্বাবিস্ময়ন্ সূতমব্রবীৎ ॥ ৭৭
কস্যেয়ং মৃগশাবাক্ষী বনান্তরবিচারিণী
রূপৌদার্য্যগুণোপেতা মন্মথস্য রতির্যথা ॥ ৭৮
শচীব পুরুহূতস্য উতাহো বা তিলোত্তমা ।
নারায়ণোরুং নির্ভিদ্য স্বরূপা বরবর্ণিনী ।
ঐলস্য দয়িতা দেবী যোষিদ্রত্নং কিমুর্ব্বশী ॥ ৭৯
ক্ষীরার্ণবে মথ্যমানে সুরাসুরগণৈঃ সহ ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বামৃতার্থমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৮০
ততোঽমৃতাৎ সমুত্তস্থৌ দেবী ত্রৈলোক্যভাবিনী
নারায়ণাঙ্কললিতা কিং শ্রীরেষা বরাঙ্গনা ॥ ৮১
নীলমেঘান্তরগতা দ্যোতত্যচিরপ্রভা ।
তথা যোষিদ্গণামধ্যে রূপং প্রদ্যোতয়দ্ বনম্ ॥ ৮২

অতীব সুকুমারাঙ্গী পূর্ণচন্দ্রনিভাননা
দৃষ্ট্বা রূপমনিন্দ্যাস্যা বিভ্রান্তো ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮৩
কামস্য বশমাপন্নো মনো বিহ্বলতীব মে ।
তূণাৎ কৃন্ততি মেঽঙ্গানি সায়কৈঃ কুসুমায়ুধঃ ॥
ভিত্ত্বা হৃদি শরান্ পঞ্চ নির্দ্দয়ং হন্তি মে মনঃ ॥ ৮৪
হৃদয়াগ্নির্বর্দ্ধয়তি আজ্যাসিক্ত ইবানলঃ
কথমত্র ভবেৎ কার্য্যং সমার্থং মন্মথাগ্নিনা ॥ ৮৫
কেনোপায়েন কিং কুর্য্যাং ভজেন্মাং মত্তগামিনী
এবং বহু চিন্তয়ানো নোপলভ্য চ দানবঃ ॥ ৮৬
সূতমাহ মুহূর্ত্তং তু তিষ্ঠস্ব ত্বমিহানঘ
অহং যাস্যামি তাং দ্রষ্টুং কস্যেয়মিতি বেদিতুম্ ॥ ৮৭
প্রতীক্ষমাণস্তিষ্ঠস্ব যাবদাগমনং মম ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য তথাস্ত্বিতি বচোঽব্রবীৎ ॥ ৮৮

পাইল, যে তখন সখীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল ও পুষ্প চয়ন করিতে করিতে দেবকন্যার ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৭৬

সখীগণে পরিবৃতা ও সুন্দর কটিদেশ সুশোভিতা এই রমণীকে দূর হইতেই সেখানে বিচরণ করিতে দেখিয়া সৌভপতি ক্রমিল বিস্মিত হইল এবং নিজের বিমান-চালককে বলিল ॥ ৭৭

সূত ! এই বনের মধ্যে বিচরণকারিণী ও মৃগশিশুতুল্য চঞ্চল-নয়না রমণী কাহার স্ত্রী ? এই রমণী রূপ ও উদারতাদি গুণ-সমূহে সম্পন্না হইয়া কামপত্নী রতির ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৭৮

অহো ! এই রমণী কি দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচী কিংবা তিলোত্তমা ? অথবা ভগবান্ নারায়ণের উরুদেশ ভেদ করিয়া উৎপন্না ও ইলাপুত্র পুরূরবার প্রিয়া মহারাণী সুন্দর কান্তিমতী রমণীরত্ন উর্ব্বশী ? ৭৯

আমরা শুনিয়াছি, দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া অমৃত প্রাপ্তির জন্য মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড করিয়া সাগরকে মন্থন করিয়াছিল। তখন সেই অমৃতময় দুগ্ধ হইতে লোকতারিণী লক্ষ্মীদেবীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, যিনি ভগবান্ নারায়ণের অঙ্কে সুশোভিতা থাকেন, এই সুন্দরী অঙ্গনা সেই লক্ষ্মীদেবী নন তো ? ৮০-৮১

যেরূপ অল্প অল্প বিলম্বে প্রকাশমান বিদ্যুৎ নীলমেঘমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া নিজের প্রকাশ প্রকাশিত করে, সেইরূপ এই রমণী স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়া নিজের রূপ ও বনকে প্রকাশিত করিতে করিতে এখানে বিচরণ করিতেছে ॥ ৮২

ইহার অঙ্গ অতিশয় সুকুমার, মুখ চন্দ্রতুল্য সুন্দর কান্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছে। এই অনিন্দনীয় অঙ্গশোভিত রমণীর রূপ দর্শন করত আমি বিভ্রান্ত ( পাগল ) হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৮৩

আমি কামের বশীভূত হইয়াছি। আমার মন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। পুষ্পধন্বা কামদেব নিজের বাণসমূহে আমার সর্ব্বাঙ্গ নিদারুণভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। আমার হৃদয়ে নিজের পাঁচটী বাণকে প্রহার করত নির্দ্দয়তার সহিত তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ॥ ৮৪

আমার হৃদয়ে কামাগ্নি বর্দ্ধিত হইতেছে। এই অগ্নি ঘৃতাহুতি পাইয়া অধিক প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যেন আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কামাগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হৃদয়ের শান্তির জন্য আমাকে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে ? ৮৫

কোন্ উপায়ে এখন আমি কি করিব, যাহাতে এই মত্ত-গামিনী রমণী আমার কথা অঙ্গীকার করিবে। এইভাবে বহু চিন্তা করিয়াও সেই দানব যখন কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না, তখন সে নিজের সারথিকে বলিল,—অনঘ ! তুমি মুহূর্ত্তকাল এখানে অবস্থান কর, আমি যাইয়া ইহাকে দেখিবার জন্য এবং সে কাহার স্ত্রী ইহা জানিবার জন্য গমন করিব ॥ ৮৬-৮৭

যতক্ষণ না আমি ফিরিয়া আসি, তুমি ততক্ষণ এখানে আমার প্রতীক্ষা করিতে করিতে অবস্থান কর। ক্রমিলের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সারথি বলিল—আচ্ছা, তাহাই হউক ॥ ৮৮

এবমুক্ত্বা দানবেন্দ্রো গমনায় মনো দধে ।
বার্য্যুপস্পৃশ্য বলবান্ ধ্যানমেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৮৯
মুহূর্ত্তং ধ্যানমাত্রেণ দৃষ্টং জ্ঞানবলাত্ততঃ ।
উগ্রসেনস্য পত্নীতি জ্ঞাত্বা হর্ষমুপাগতঃ ॥ ৯০
উগ্রসেনস্য রূপং বৈ কৃত্বা স্বং পরিবর্ত্য সঃ
উপাসর্পন্মহাবাহুঃ প্রহসন্ দানবেশ্বরঃ ॥ ৯১
স্ময়মানস্ত শনকৈর্জগ্রাহামিতবীর্য্যবান্ ।
উগ্রসেনস্য রূপেণ মাতরং তে ব্যধর্ষয়ৎ ॥ ৯২
সা পতিস্নিগ্ধহৃদয়া তং ভাবেনোপসর্পতী
শঙ্কিতা চাভবৎ পশ্চাত্তস্য গৌরবদর্শনাৎ ॥ ৯৩
সা তমাহোত্থিতা ভীতা ন ত্বং মম পতির্ধ্রুবম্
কস্য ত্বং বিকৃতাচারো যেনাস্মি মলিনীকৃতা ॥ ৯৪
একভর্ত্তৃব্রতমিদং মম সংদূষিতং ত্বয়া ।
পত্যুর্মে রূপমাস্থায় নীচ নীচেন কর্ম্মণা ॥ ৯৫
কিং মাং বক্ষ্যন্তি রুদিতা বান্ধবাঃ কুলপাংসনীম্ ।
জুগুপ্সিতা চ বৎস্যামি পতিপক্ষৈর্নিরাকৃতা ॥ ৯৬
ধিক্ ত্বামীদৃশমক্ষান্তং দুষ্কুলং ধৃষিতেন্দ্রিয়ম্ ।
অবিশ্বাস্যমনার্য্যাকং পরদারাভিমর্শনম্ ॥ ৯৭
স তামাহ প্রসজ্জন্তীং ক্ষিপ্তঃ ক্রোধেন দানবঃ ।
অহং বৈ দ্রুমিলো নাম সৌভস্য পতিরূর্জ্জিতঃ ॥ ৯৮
কিং মাং ক্ষিপসি রোষেণ মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি ।
মানুষং পতিমাশ্রিত্য নীচং মৃত্যুবশে স্থিতম্ ॥ ৯৯
ব্যভিচারান্ন দুষ্যন্তি স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীমানগর্ব্বিতে
ন হ্যাসাং নিয়তা বুদ্ধির্মানুষীণাং বিশেষতঃ ॥ ১০০
শ্রূয়ন্তে হি স্ত্রিয়ো বহ্ব্যো ব্যভিচারব্যতিক্রমৈঃ ।
প্রসূতা দেবসঙ্কাশান্ পুত্রান্বিক্রান্তবিক্রমান্ ॥ ১০১
অতীব হি ত্বং স্ত্রীলোকে পতিধর্ম্মবতী সতী
শুদ্ধা কেশান্ বিধুন্বন্তী ভাষসে যদ্যদিচ্ছসি ॥ ১০২

তারপর পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া বলবান্ দানবরাজ দ্রুমিল তাহার নিকটে যাইতে মন স্থির করিল। তারপর সে জলের দ্বারা আচমন করিয়া ধ্যান করত তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল। ৮৯

মুহূর্তকাল ধ্যান করিবামাত্রই সে জ্ঞানবলে দেখিতে পাইল যে, সে রাজা উগ্রসেনের পত্নী। ইহা জানিয়া তাহার হর্ষ হইল। ৯০

তারপর সে নিজের রূপ পরিবর্তন করিয়া উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিল। অনন্তর সেই অমিতপরাক্রমী মহাবাহু দানবরাজ হাস্য করিতে করিতে তাহার পার্শ্বে যাইল এবং ধীরে ধীরে ঈষৎ হাস্য সহকারে তাহাকে নিজের বাহুদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিল। এইভাবে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিয়া সেই দানব তোমার মাতার সতীত্ব ভঙ্গ করিল। ৯১-৯২

পতির প্রতি নিজের হৃদয়ে অত্যন্ত স্নেহ থাকায় সে প্রেমভাবে তাহার সেবায় উপস্থিত হইল। কিন্তু পরে তাহার দেহের ভার অধিক অনুভব করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ৯৩

তারপর উত্থিত হইয়া ভীতচিত্তে সে তাহাকে বলিল—তুমি নিশ্চয়ই আমার পতি নও; তুমি কাহার দুরাচারী পুত্র? যে তুমি আজ আমাকে কলঙ্কিতা করিয়া দিলে? ৯৪

নীচ! তুমি আমার পতির রূপ ধারণ করত নিজের নীচ কর্মের দ্বারা আমার পাতিব্রত্যকে দূষিত করিয়া দিয়াছ। ৯৫

এখন রোদনশীল আমার বন্ধু-বান্ধবগণ কুলকলঙ্কিনী আমাকে কি বলিবে? অতঃপর আমাকে পতিপক্ষের লোকজনের দ্বারা নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকিতে হইবে। ৯৬

তুমি এরূপ অসহনশীল, দূষিত কুলে উৎপন্ন, অজিতেন্দ্রিয়, অবিশ্বসনীয়, অনার্য ও পরস্ত্রীকে কলঙ্কিতকারী, অতএব তোমাকে ধিক্। ৯৭

যখন এইভাবে ধিক্কার দিতে দিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন তাহার আক্ষেপ শ্রবণ করত সেই দানব ক্রোধসহকারে বলিল—মূঢ়ে! তুমি নিজেকে অতিশয় বিদুষী বলিয়া মনে করিতেছ। আমি সৌভবিমানের অধিপতি ওজস্বী দানব দ্রুমিল, আর তুমি মৃত্যুর বশীভূত তুচ্ছ মানবপতির আশ্রয় লইয়া রোষপূর্বক কেন আমার নিন্দা করিতেছ? ৯৮-৯৯

স্ত্রীর সম্মানের উপর গর্বকারিণী নারী! দেবতা ও দানবগণের সহিত অবশ পূর্ব্বক ব্যভিচার সংঘটিত হইলে পর স্ত্রীগণ দূষিত হয় না। এই স্ত্রীদিগের বিশেষতঃ মানবী স্ত্রীগণের বুদ্ধি নিশ্চল হয় না। ১০০

শুনিতে পাওয়া যায়, বহু স্ত্রী ব্যভিচারবশে দোষে দূষিত হইলেও অমিত পরাক্রমশালী দেবোপম অনেক পুত্রের জননী হইয়াছে। ১০১

স্ত্রীজগতে একমাত্র তুমিই দেখিতেছি অতীব পতিধর্মপরায়ণা ও শুদ্ধ-স্বভাবে শোভিতা সতী; সেইজন্য নিজের কেশকলাপ কম্পিত করিতে করিতে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বহু বহু করিয়া বলিয়া যাইতেছ। ১০২

কস্ত্বমিতি বচ্চাহং ত্বয়োক্তো মস্তকাশিনি ।
কংসস্তস্মাৎ রিপুধ্বংসী তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ১০৩
সা সরোষা পুনর্ভূত্বা নিন্দন্তী তচ্চ তং বচম্ ।
উবাচ ব্যথিতা দেবী দানবং দুষ্টবাদিনম্ ॥ ১০৪
ধিক্ তে বৃত্তং সুদুর্বৃত্ত যঃ সর্ব্বা নিন্দসি স্ত্রিয়ঃ ।
সন্তি স্ত্রিয়ো নীচবৃত্তাঃ সন্তি চৈব পতিব্রতাঃ ॥১০৫
খ্যাতৈকপত্ন্যঃ শ্রূয়ন্তেঽরুন্ধতীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
ধৃতা যাভিঃ প্রজাঃ সর্ব্বা লোকাশ্চৈব কুলা
যত্ত্বয়া মম পুত্রো বৈ দত্তো বৃত্তবিনাশনঃ ।
ন মে বহুমতস্ত্বেষ শৃণু চাপি বচচ্চাতে ॥ ১০৭
উৎপৎস্যতি পুমান্নীচ পতিবংশে মমাত্র যঃ ।
ভবিষ্যতি স তে মৃত্যুর্যশ্চ দত্তস্ত্বয়া সুতঃ ॥ ১০৮
জ্বলিনীবেবমুক্ত্বা জগামাকাশমেব তু ।
তেনৈব রথমুখ্যেন দিব্যেনাপ্রতিগামিনা ॥১০৯

জগাম চ পুরীং দীনা মাতা তদহরেব তে
নামৈবমুক্ত্বা ভগবান্নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১১০
দীপ্যমানস্তপোবীর্য্যাৎ সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্ ।
বল্লকীং বাদয়ন্মে হি সপ্তস্বরবিমূর্চ্ছিতাম্ ॥ ১১১
গায়নো লক্ষ্যবীথীং স জগাম ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ।
শৃণুষ্বেদং মহামাত্র নিবোধ বচনং মম ॥১১২
তথ্যং চোক্তং নারদেন ত্রৈলোক্যজ্ঞেন ধীমতা ।
বলং বলেন বীর্য্যেণ নয়েন বিনয়েন চ ॥ ১১৩
প্রভাবৈর্ব্বাপি বীর্য্যেণ তেজসা বিক্রমেণ চ ।
সত্যেন চৈব দানেন নান্যোঽস্তি সদৃশঃ পুমান্ ॥ ১১৪
বিদিত্বা সর্ব্বমাত্মানং বচনং শ্রদ্ধধামাহম্ ।
ক্ষেত্রজোঽহং সুতস্তস্য উগ্রসেনস্য হস্তিপ ॥ ১১৫
মাতাপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তঃ স্থাপিতঃ স্বেন তেজসা ।
উভাভ্যামপি বিদ্বিষ্টো বান্ধবৈশ্চ বিশেষতঃ ॥১১৬

---

মনস্বী স্ত্রী! তুমি যে আমাকে বলিলে 'কস্ত্বং'—তুমি কাহার পুত্র, ইহাতে তোমার 'কংস' নামে শত্রুনাশক এক পুত্র হইবে। ১০৩

ইহা শুনিয়া সেই দেবী পুনরায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাহার দুষ্ট বচনের নিন্দা করিতে লাগিল এবং দুষ্টতাপূর্ণ বাক্যভাষী সেই দানবকে ব্যথিত হইয়া বলিল। ১০৪

অতিশয় দুরাচারী দানব! তোমার এই দূষিত আচারকে ধিক্, যে তুমি জগতের সমস্ত স্ত্রীকেই নিন্দা করিতেছ। সত্য বটে, জগতে নীচ আচার-বিচারপরায়ণা বহু স্ত্রী আছে, কিন্তু জগতে পতিব্রতা সতী রমণীও সংখ্যায় অনেক আছেন। ১০৫

কুলাধম! অরুন্ধতী প্রভৃতি যে সব পতিব্রতা স্ত্রীদের কথা শুনা যায়, তুমি তাঁহাদের কথা স্মরণ কর। যাঁহারা তেজঃ-বলে সমস্ত প্রজাগণ এবং সম্পূর্ণ লোকসকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ১০৬

তুমি যে আমাকে সদাচারনাশক পুত্র প্রদান করিয়াছ, তাহার প্রতি আমার মনে অধিক আদর নাই; এবিষয়ে আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১০৭

নীচ! এখন আমার পতির কুলে পরম পুরুষ পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইবেন, তিনি তোমার ও তুমি যে পুত্র দিয়াছ, তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। ১০৮

সেই স্ত্রী এই কথা বলিবার পর জ্বলিত নিজের সেই অনুপম গতিসম্পন্ন বিমানের দ্বারা পুনরায় আকাশেই চলিয়া যাইল। ১০৯

তোমার মাতা অত্যন্ত দীন হইয়া সেই দিনেই মথুরা পুরীতে চলিয়া যাইল। মাতুল! আমাকে এইরূপ কথা বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ নিজের তপোবলে প্রকাশিত ও সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া সপ্ত স্বরের মূর্চ্ছনা বিস্তার-কারিণী বীণা বাজাইতে বাজাইতে এবং গান করিতে করিতে লক্ষ্যবীথী (অথবা অলক্ষ্য বীথী) দেবযান মার্গে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। ১১০-১১১।

মহামাত্র! আমার এই কথা শ্রবণ কর এবং তাহা ভাল-ভাবে জ্ঞাত হও। তিন লোকের সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিমান্ নারদ এই প্রকৃত তথ্য আমার নিকট বলিয়াছিলেন। ১১২।

অধিক বলিবার আর কি আবশ্যকতা আছে, বল, বীর্য্য, নয়, বিনয়, প্রভাব, শক্তি, তেজ, পরাক্রম, সত্য ও দানের দ্বারা আমার সদৃশ অন্য কোনও পুরুষ নাই। ১১৩-১১৪

মহামাত্র! নিজেকে সর্ব্বথা এই সব গুণে সংযুক্ত মনে করিয়া আমি নারদের কথা বিশ্বাস করি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। ১১৫

মাতা-পিতা ত' আমাকে পরিত্যাগই করিয়াছে। আমি কেবল নিজের তেজেই এই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমার মাতা-পিতা এবং বিশেষতঃ সকল বন্ধু-বান্ধবগণ আমার প্রতি দ্বেষ করে। ১১৬

এতানপি হনিষ্যামি যাদবান্ কৃষ্ণপক্ষিণঃ
তদিমৌ ঘাতয়িত্বা তু হস্তিনা গোপকাবিমৌ ॥ ১১৭
উপগচ্ছ গজমারুহ্য সাঙ্কুশ-প্রাস-তোমরঃ
স্থিরো ভব মহামাত্র সমাজদ্বারি মা চিরম্ ॥ ১১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
কংসবাক্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

এই সব যাদবই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মিলিত হইয়াছে, অতএব আমি এই দুই গোপকুলকলঙ্ক কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণকে এই হাতীর দ্বারা বধ করাইয়া এই যাদবগণকেও বধ করিব। ১১৭

মহামাত্র! অতএব তুমি গমন কর। কুবলয়াপীড় হাতীর উপর আরোহণ করিয়া অঙ্কুশ, প্রাস ও তোমর গ্রহণ করত রঙ্গশালার দ্বারে স্থিরভাবে অবস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না। ১১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কংসের বাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ নাগরিকগণপূর্ণায়াং রঙ্গশালায়াং মঞ্চানাং প্রেক্ষাগৃহাণাঞ্চ শোভাবর্ণনম্, কংসস্য মল্লানাঞ্চাগমনম্, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়ো রঙ্গদ্বারে পদার্পণম্, কুবলয়াপীড়-মহামাত্র-পাদরক্ষকাণাং বধসম্পাদনম্, তয়োর্ভ্রাত্রো রঙ্গস্থলে প্রবেশশ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্মিন্নহনি নির্বৃত্তে দ্বিতীয়ে সমুপস্থিতে
আপূর্য্যত মহারঙ্গঃ পৌরৈর্যুদ্ধদিদৃক্ষুভিঃ ॥ ১
সচিত্রাষ্টাস্রিচরণাঃ সার্গলদ্বারবেদিকাঃ।
সগবাক্ষার্দ্ধচন্দ্রাঙ্ক স্তম্ভোত্তমভূষিতাঃ ॥ ২
প্রাংশুভিশ্চারুনির্ব্যূহৈর্মালাদামবতংসিতৈঃ।
অলঙ্কৃতৈর্বিরাজদ্ভিঃ শারদৈরিব তোয়দৈঃ ॥ ৩
মঞ্চাগারৈঃ সুনির্য্যূহৈর্ব্বাতায়নবিভূষিতৈঃ
সমাজবাটঃ শুশুভে সমেঘৌঘ ইবার্ণবঃ ॥ ৪
স্বকর্ম্মদ্রব্যযুক্তাভিঃ পতাকাভির্নিরন্তরম্।
শ্রেণীনাঞ্চ গণানাঞ্চ মঞ্চা ভান্ত্যচলোপমাঃ ॥ ৫
অন্তঃপুরচরাণাঞ্চ প্রেক্ষাগারাণ্যনেকশঃ।
রেজুঃ কাঞ্চনচিত্রাণি রত্নমালাকুলানি চ ॥ ৬
তানি রত্নৌঘক-স্থানি সমাধূপ্রগ্রহাণি চ
রেজুর্জবনিকাক্ষেপৈঃ সপক্ষা ইব খে নগাঃ ॥ ৭

### একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[ নাগরিকগণে পরিপূর্ণ রঙ্গশালায় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহসমূহের শোভা বর্ণন, কংস ও মল্লগণের আগমন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের রঙ্গদ্বারে পদার্পণ, কুবলয়াপীড়, মহামাত্র ও হাতীর পাদরক্ষকগণের বধ সম্পাদন এবং দুই ভ্রাতার রঙ্গস্থলে প্রবেশ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় সেইদিন সমাপ্ত হইয়া যখন দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইল, তখন যুদ্ধ দর্শন করিতে ইচ্ছুক পুরবাসিগণের দ্বারা সেই বিশাল রঙ্গস্থল পূর্ণ হইয়া যাইল। ১

সেখানে যে সব মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই নানা চিত্রে বিভূষিত ও আটটি কোণযুক্ত পদের ( পায়ার ) দ্বারা সুশোভিত ছিল। যে সব গৃহে এই সমস্ত মঞ্চ ছিল, তাহাদের দ্বারে বেদি নির্ম্মিত ছিল ও প্রতিদ্বারে খিল ছিল। এই সব গৃহে জানালা ছিল ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন ছিল। এই সব মঞ্চ ও মঞ্চাগারসমূহ উত্তম বিতানের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ২

মঞ্চাগারের সকল দ্বারই পূর্ব্বমুখে ছিল। এ সমস্তই সুন্দর এবং উন্মুক্ত ছিল। অথবা প্রতি দ্বারেই মনোহর পরদা ঝোলান ছিল )। পুষ্পমালা ও মুক্তাপ্রভৃতির মালায় সব কিছু সাজান ছিল। এই সব শোভা সম্পন্ন ও অলঙ্কৃত মঞ্চগুলি শরৎ ঋতুর মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, যাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য ভালভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সেই সব মল্লাদি যোদ্ধারা ইহাতে যথাস্থানে উপবিষ্ট ছিল। এই সবের দ্বারা সেই সমাজবাট বা রঙ্গস্থল মেঘসমূহযুক্ত মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৩-৪

যেখানে একই শিল্পের দ্বারা জীবননির্ব্বাহকারী শ্রেণী নামক শিল্পীদের ( কারিগরগণের ) ও এক জাতির সমুদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মঞ্চ ছিল। এই সব মঞ্চের উপর যে সমস্ত পতাকা উড়িতেছিল, তাহাদের সকলের মধ্যে শিল্পীদের উপকরণ-দ্রব্যের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। এই সব পতাকার দ্বারা সমস্ত মঞ্চই পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৫

অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের জন্য অনেক প্রেক্ষাগৃহ সুশোভিত ছিল। এই সব গৃহই সুবর্ণের দ্বারা চিত্রিত ও রত্নসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। ৬

তত্র চামরহারৈশ্চ ভূষণানাঞ্চ শিঞ্জিতৈঃ
মণীনাঞ্চ বিচিত্রাণাং বিচিত্রাংশুকরঞ্জিতঃ ॥ ৮
গণিকানাং পৃথঙ্ মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরণাম্বরৈঃ
শোভিতা বারমুখ্যাভির্বিমানপ্রতিমৌজসঃ ॥ ৯
তত্রাসনানি খ্যাতানি পর্যঙ্কাশ্চ হিরণ্ময়াঃ ।
প্রকীর্ণাশ্চ কুথাশ্চিত্রাঃ সপুষ্পস্তবকৈর্বৃতাঃ ॥ ১০
সৌবর্ণাঃ পানকুম্ভাশ্চ পানভূম্যশ্চ শোভিতাঃ
জলাবদংশপূর্ণাশ্চ চামের্যাঃ পানযোজিতাঃ ॥ ১১
অন্যে চ মঞ্চা বহবঃ কাষ্ঠসঞ্চয়বন্ধনাঃ
রেজুঃ প্রস্তরণাস্তত্র শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১২
উত্তমাগারিকাশ্চৈব পুষ্পজালাবলোকিনঃ
স্ত্রীণাং প্রেক্ষাগৃহা ভান্তি রাজহংসা ইবাম্বরে ॥ ১৩
প্রাগ্মুখশ্চারুনির্ব্যূহো মেরুশৃঙ্গসমপ্রভঃ
কল্পপত্রবিভক্তস্তু চিত্রনির্যোগশোভিতঃ ॥ ১৪
প্রেক্ষাগারঃ স কংসস্য প্রচকাশেঽধিকং শ্রিয়া
শোভিতো মাল্যদামৈশ্চ নিবাসকৃতলক্ষণঃ ॥ ১৫
তস্মিন্নারাঙ্গনাকীর্ণে জনৌঘপ্রতিনাদিতে ।
সমাজবাটে সংক্ষুব্ধে কম্পমানার্ণবপ্রভে ॥ ১৬
রাজা কুবলয়াপীড়ঃ সমাজদ্বারি কুঞ্জরঃ ।
তিষ্ঠত্বিতি সমাজ্ঞাপ্য প্রেক্ষাগারমুপাযযৌ ॥ ১৭
স শুক্লে বাসসী বিভ্রচ্ছ্বেতব্যজনচামরঃ
শুশুভে শ্বেতমুকুটঃ শ্বেতাভ্র ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৮
তস্য সিংহাসনস্থস্য সুখাসীনস্য ধীমতঃ ।
রূপমপ্রতিমং দৃষ্ট্বা পৌরাঃ প্রোচুর্জয়াশিষঃ ॥ ১৯

শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত সেই সব প্রেক্ষাগৃহের উপরিভাগে পতাকা উড়িতেছিল এবং উহাদের নিম্নভাগে নানা আস্তরণ (পরদা প্রভৃতি) পাতা ছিল। ইহাতে সেই সব প্রেক্ষাগৃহ আকাশে পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৭

সমস্ত প্রেক্ষাগৃহেই চামর, হার, রুনুঝুনু শব্দকারী ভূষণ ও বিচিত্র মণিসমূহের চিত্র বিচিত্র প্রভাপুঞ্জ সর্বদিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। ৮

গণিকাদের জন্য পৃথক মঞ্চ নির্মিত ছিল, এই সব মঞ্চই সুন্দর আস্তরণ ও বস্ত্রসমূহে আবৃত ছিল। সমস্ত মঞ্চই বিমানতুল্য কান্তিমান্ ছিল এবং মুখ্য মুখ্য বারাঙ্গনাগণ উহাদের শোভাবর্ধন করিতেছিল। ৯

সেখানে বিখ্যাত আসন, স্বর্ণ পালঙ্ক ও বিকীর্ণ বিচিত্র এবং পুষ্পস্তবকে পূর্ণ কুথা (ফুল-বাহার) সুশোভিত ছিল। ১০

সেখানে স্বর্ণনির্মিত কলসে পানীয় জল রাখা ছিল। জলপানের যে সব স্থান ছিল, তৎসমস্তই নানাভাবে সুশোভিত করা হইয়াছিল। সেখানে জলের মত মত অংশে পূর্ণ বহু চামেরী (ঝারী) রাখা হইয়াছিল। এই সমস্ত জলপাত্র বা সাধারণ পিপাসা নিবারণ উপযোগী কার্যে ব্যবহারের জন্য স্থাপিত ছিল। ১১

আরও বহু মঞ্চ ছিল, যে সমস্ত মঞ্চ কাষ্ঠসমূহের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এই সব মঞ্চের উপর সুন্দর আস্তরণ পাতা ছিল। এইরূপে শত শত ও সহস্র সহস্র মঞ্চ শোভা পাইতে লাগিল। ১২

গৃহসমূহের উপরে যে সব গৃহ ছিল, সেই সব স্ত্রীগণের প্রেক্ষাগৃহ হইয়াছিল। ইহাদের প্রতি দ্বারে সুন্দর জালযুক্ত পরদা লাগান ছিল, যাহাতে গৃহে বসিয়া বসিয়াই বাহিরের সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব প্রেক্ষাগৃহ আকাশে রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৩

কংসের জন্য যে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা অধিক শোভায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং উহার দ্বার পূর্বমুখে ছিল ও ইহাতে মনোহর জালযুক্ত পরদা লাগান ছিল। এই গৃহ মেরুপর্বতের শিখরের ন্যায় সুবর্ণ প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। উহার স্তম্ভে স্বর্ণের পাত সংযুক্ত থাকায় বিশেষ শোভা হইতেছিল এবং এই ভবন চারুচিত্রসমূহের সন্নিবেশে অধিক শোভা বিস্তার করিতেছিল। মালাসমূহের দ্বারাও ইহাকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। রাজার উপবেশনের জন্য বা বাসের জন্য যে সব লক্ষণ হওয়া আবশ্যক, তৎসমস্তই এই ভবনে ছিল। ১৪-১৫

নানাবিধ মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ ও জনসমূহের কলরবে প্রতিধ্বনিত সেই সমাজবাট চঞ্চল তরঙ্গমালায় বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। কিছুকাল পরে সেখানে নিস্তব্ধ হইয়া যাইল; কারণ, সেই সমাজগৃহের দ্বারে 'কুবলয়াপীড় নামক হাতী অবস্থান করুক' এই আদেশদান করিয়া রাজা কংস তাঁর প্রেক্ষাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৬-১৭

এই সময় কংস দুইটি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। তাহার উপরে শ্বেত চামর ও ব্যজন আন্দোলিত করা হইতেছিল। তাহার মস্তকে শ্বেতবর্ণের মুকুট শোভা পাইতেছিল। অতএব কংস শ্বেতমেঘের দ্বারা আবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ১৮

যখন এই কংস সিংহাসনে সুখে উপবেশন করত বিরাজমান

ততঃ প্রবিবিশুর্হৃষ্টা রঙ্গমাবল্গিতাম্বরাঃ
ত্রিস্রস্ত ভাগশঃ কক্ষাঃ প্রাবিশন্ বলশালিনঃ ॥ ২০
ততস্তূর্যনিনাদেন ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতেন চ
বসুদেবসুতৌ হৃষ্টৌ রঙ্গদ্বারমুপস্থিতৌ ॥ ২১
বল্গন্তৌ বস্ত্রসংবীতৌ সুরচন্দনভূষিতৌ
উর্ধ্বপীড়ৌ স্রগাপীড়ৌ বাহুশস্ত্রকৃতৌ বলৌ
আস্ফোটয়ন্তাবন্যোঽন্যং বাহূ চৈবার্গলোপমৌ ॥
তাবাপতন্তৌ ত্বরিতৌ প্রতিষিদ্ধৌ বরাননৌ
তেন মত্তেন নাগেন চোদ্যমানেন বৈ ভৃশম্ ॥ ২৩
স মত্তহস্তী দুষ্টাত্মা কৃত্বা কুণ্ডলিনঃ করম্ ।
চকার চোদিতো যত্নং নিহন্তুং বল-কেশবৌ ॥ ২৪
ততঃ প্রহসিতঃ কৃষ্ণস্ত্রাস্যমানো গজেন বৈ
কংসস্য তন্মতং চৈব জগর্হে স দুরাত্মনঃ ॥ ২৫

ত্বরতে খলু কংসোঽয়ং গন্তুং বৈবস্বতক্ষয়ম্
যো মামনেন নাগেন প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥ ২৬
সন্নিকৃষ্টে ততো নাগে গর্জমানে তথা ঘনে
মহাসোৎপত্য গোবিন্দশ্চক্রে তালস্বনং প্রভুঃ
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতরবং কৃত্বা নাগস্য চাগ্রতঃ
করং সমীকরং তস্য প্রতিজগ্রাহ দক্ষিণা ॥ ২৮
বিষাণান্তরগো ভূত্বা পুনশ্চরণমধ্যগঃ
ববাধে তং গজং কৃষ্ণঃ পবনস্তোয়দং যথা ॥ ২৯
স হস্তাগ্রাদ্ বিনিষ্ক্রান্তো বিষাণাগ্রাচ্চ দন্তিনঃ
বিমুক্তঃ পদবন্ধাচ্চ কৃষ্ণো দ্বিপমপোথয়ৎ ॥ ৩০
সোঽভিকায়স্য মধ্যুতো হস্তঃ কৃষ্ণমপস্থুবন্
গজঃ স্বেনৈব গোত্রেষু নধ্যমানো ননাদ হ ॥ ৩১

হইল, তখন এই বুদ্ধিমান্ রমণীর অনুপম রূপ দেখিয়া সমস্ত পুরবাসীরা 'জয় হউক' 'জয় হউক' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। ১৯

অনন্তর মল্লগণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। তখন তাহাদের বস্ত্র ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। এই সব বলশালী মল্ল পৃথক্ পৃথক্ তিনটি কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। ২০

তাহার পর বাদ্যের তুমুল ধ্বনির সহিত মল্লগণের গর্জন ও বাহুর আস্ফোটন শব্দ উত্থিত হইল। এই সময় হৃষ্টচিত্ত দুই বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ রঙ্গশালার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২১

এই দুই ভ্রাতা গোপাল বেশ ধারণ করিয়াই আসিলেন। ইঁহাদের অঙ্গ সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও সুশোভিত ছিল। ইঁহারা দিব্য চন্দনে ও অঙ্গরাগে বিভূষিত ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে মল্ল বলিয়া মনে হইতেছিলেন এবং পরস্পর অর্গলতুল্য দৃঢ় ও মোটা বাহুর দ্বারা আস্ফোটন শব্দ ও বাহুদ্বয়ের তালধ্বনি করিতেছিলেন। ২২

সুন্দরবদন এই দুই ভ্রাতা ত্বরিতগতিতে রঙ্গশালার দিকে আসিতেছিলেন, কিন্তু মাহুতের দ্বারা অতিক্রত প্রেরিত হইয়া সেই কুবলয়াপীড় নামক মদমত্ত গজরাজ তাঁহাদের গতি রুদ্ধ করিয়া দিল। ২৩

এই মদমত্ত হাতী অত্যন্ত দুষ্ট ছিল। সে মাহুতের দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজের শুণ্ডকে কুণ্ডলাকৃতি করত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার চেষ্টা করিল। ২৪

সেই হাতী এইভাবে ত্রাসের সঞ্চার করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং দুরাত্মা কংসের এরূপ অভিসন্ধিকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ২৫

তিনি বলিলেন—মনে হইতেছে, এই কংস যমপুরে যাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য এই হাতীর দ্বারা আমাকে বিধ্বস্ত করিতে বাসনা করিয়াছে। ২৬

অনন্তর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে করিতে সেই হাতী যখন অতিমাত্র নিকটে আসিয়া পড়িল, তখন ভগবান্ গোবিন্দ সহসা লম্ফপ্রদান পূর্বক তালধ্বনি করিতে লাগিলেন। ২৭

হাতীর সম্মুখ গর্জন ও তালধ্বনির শব্দ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ জলকণাবর্ষণকারী হাতীর সেই শুণ্ডকে নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। ২৮

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাহার দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ দিয়া দুই পায়ের মধ্যভাগে আসিলেন এবং যেরূপ বায়ু মেঘকে জলবর্ষণে বাধা দিয়া এদিক ওদিক উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তিনি সেই হাতীকে বাধা দান করিয়া তাহাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। ২৯

তিনি হস্তি-শুণ্ডের অগ্রভাগ হইতে নির্গত হইয়া, দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া এবং পদদ্বয়ের মধ্যস্থান হইতে মুক্ত হইয়া যাইলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই হাতীর পশ্চাদ্ভাগকে উপরের দিকে তুলিয়া হাতীকে মথিত করিতে লাগিলেন। ৩০

সেই বিশালদেহ হাতী তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে সমর্থ না হইয়া নিজেরই গাত্রসমূহে মথিত হইতে থাকায় তীব্রস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ৩১

পপাত ভূমৌ জানুভ্যাং দশনাভ্যাং তুতোদ চ।
মদং সুস্রাব রোষাচ্চ ঘর্মাপায়ে যথা ঘনঃ ॥ ৩২
কৃষ্ণস্তু তেন নাগেন ক্রীড়িত্বা শিশুলীলয়া
নিধনায় মতিং চক্রে কংসদ্বিষ্টেন চেতসা ॥ ৩৩
স তস্য প্রমুখে পাদং কৃত্বা কুম্ভান্তরস্থিতম্।
দোর্ভ্যাং বিষাণমুৎপাট্য তেনৈব প্রাহরত্তদা ॥ ৩৪
স তেন বজ্রকল্পেন স্বেন দন্তেন কুঞ্জরঃ
হন্যমানঃ শকৃন্মূত্রং মুমোচার্তো ররাস চ ॥ ৩৫
কৃষ্ণকর্ষিতাঙ্গস্য কুঞ্জরস্যার্তচেতসঃ
কটাভ্যামতিসুস্রাব বেগবদ্ভূরি শোণিতম্ ॥ ৩৬
লাঙ্গুলং চাস্য বেগেন নিষ্কর্ষ হলায়ুধঃ।
শৈলপৃষ্ঠাবসংলীনং বৈনতেয় ইবোরগম্ ॥ ৩৭

তারপর সে নিজের দুই জানুর সাহায্যে ভূমিতে পতিত হইল এবং দুই দন্তের দ্বারা ভূমিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তীব্র ব্যথা পাইল। তখন রোষভরে সে সেইভাবে মদধারা প্রবাহিত করিল, যেরূপ গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাকালে মেঘ জলধারা বর্ষণ করে। ৩২

শ্রীকৃষ্ণ সেই হস্তীর সহিত শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া কংসের প্রতি বিদ্বেষ মনে পোষণ করত কুবলয়াপীড়কে বধ করিতে মনস্থির করিলেন। ৩৩

তারপর তিনি সেই হাতীর ললাটে কুম্ভদেশের দিকে চরণ রাখিয়া দুই হস্তের দ্বারা তাহার একটি দন্তকে উৎপাটিত করিলেন এবং তাহারই দ্বারা সেই হস্তীকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। ৩৪

সেই বজ্রতুল্য দন্তের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিয়া ঐ হস্তী মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল এবং আর্তভাবে চীৎকার করিতে থাকিল। ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ যাহার অঙ্গসমূহকে প্রহার করিয়া জর্জরিত করিয়া রাখিলেন, সেই আর্তচিত্ত হস্তী দুই গণ্ড দিয়া সবেগে প্রচুর রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। ৩৬

অন্য দিকে বলরাম তাহার পুচ্ছ ধরিয়া সবেগে টানিতে দিলেন, ইহাতে মনে হইল—শিলাপৃষ্ঠে অর্ধশরীর সংবৃত থাকা অবস্থায় গরুড় কোন সর্পকে টানিতেছে। ৩৭

তেনৈব গজদন্তেন কৃষ্ণো হত্বা তু হস্তিনম্।
জঘানৈকপ্রহারেণ গজারোহণমুল্বণম্ ॥ ৩৮
সোঽত্যর্থনাদং মহৎ কৃত্বা বিদন্তো দন্তিনাং বরঃ।
পপাত সহসারোহো বজ্রভিন্ন ইবাচলঃ ॥ ৩৯
ততস্তৌ তোরণাগ্রাণি প্রগৃহ্য রণকর্কশৌ।
গজস্য পাদরক্ষাংশ্চ জঘ্নতুঃ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪০
তাংশ্চ হত্বা বিবিশতুর্মধ্যং রঙ্গস্য তাবুভৌ
নাসত্যাবশ্বিনৌ স্বর্গাদবতীর্ণৌ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪১
বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চ ভোজাশ্চ দদৃশুর্বনমালিনৌ।
ক্ষ্বেড়িতোৎকৃষ্টনাদেন বাহ্বোরাস্ফোটিতেন চ।
সিংহনাদৈশ্চ তালৈশ্চ হর্ষয়ামাসতুর্জনম্ ॥ ৪২
তৌ দৃষ্ট্বা ভোজরাজস্তু বিষসাদ বৃথামতিঃ।
পৌরাণামনুরাগঞ্চ হর্ষং চালক্ষ্য ভারত ॥ ৪৩

হাতীকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহারই সেই দন্তের দ্বারা একবার প্রহার করত গজারোহী উগ্র মাহুতকেও বধ করিলেন। ৩৮

অনন্তর দন্তধারী হস্তীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ কুবলয়াপীড় দন্তহীন হইয়া মহান্ আর্তনাদ করিয়া বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় মাহুত সহ পতিত হইল। ৩৯

তারপর সেই রণকর্কশ পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তোরণের অগ্রভাগ লইয়া সেই হস্তীর পাদরক্ষকগণকে বধ করিলেন। ৪০

ঐ সকলকে সংহার করিয়া দুই ভ্রাতা রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন, ইহাতে মনে হইল—দুই অশ্বিনীকুমার ইচ্ছানুসারে স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিয়া আসিলেন। ৪১

সেই সময় বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজকুলের যাদবগণ বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে দর্শন করিলেন। ঐ দুই বীর তখন গর্জন, উচ্চৈঃস্বরে অন্যান্য শব্দ, বাহুদ্বয়ের আস্ফোটন, সিংহনাদ ও হস্ততালের দ্বারা সেখানের জনসমুদায়কে হর্ষে উৎফুল্ল করিয়া দিলেন। ৪২

ভারত! বৃথা বুদ্ধিসম্পন্ন ভোজরাজ কংস সেই দুই ভ্রাতাকে দেখিয়া এবং তাহাদের প্রতি পুরবাসিগণের অনুরাগ ও হর্ষ লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। ৪৩

এইরূপে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ গর্জনকারী গজশ্রেষ্ঠ

তং হত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো দন্তং দন্তিনাং বরম্ ।
অবতীর্ণোঽর্ণবাকারং সমাজং সহপূর্বজঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্ব্বণি কুবলয়াপীড়বধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

কুবলয়াপীড়কে বধ করিয়া নিজের পূর্ব্বজাত বলরামের সহিত সেই সমুদ্র-সদৃশ বিশাল জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীর বধবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ রঙ্গশালায়াং মল্লযুদ্ধবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য বিচারঃ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামাভ্যাং চাণূর-মুষ্টিকাদীনাং বধঃ, কংসস্য বিনাশঃ, মাতাপিত্রোশ্চরণেষু প্রণম্য তয়োর্ভ্রাত্রোস্তয়োর্গৃহে প্রবেশশ্চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রবিশন্তৌ তু বেগেন মারুতাববিজিতাশ্রয়ম্
পূর্ব্বজং পুরতঃ কৃত্বা কৃষ্ণঃ কমললোচনম্ ॥ ১

গজদন্তকৃতোল্লেখং সুভুজং দেবকীসুতম্ ।
লীলাকৃতাঙ্গদং বীরং মদেন রুধিরেণ চ ॥ ২

বল্গমানং যথা সিংহং বৃংহমানং যথা গজম্ ।
বাহুশব্দপ্রহারেণ চালয়ন্তং বসুন্ধরাম্ ॥ ৩

উগ্রসেনিঃ সমালোক্য দন্তিদন্তোল্লসতায়ুধম্ ।
কৃষ্ণং ভূশায়ত্তমুখঃ সরোষং সমুদৈক্ষত ॥ ৪

ভুজাসক্তেন শুশুভে গজদন্তেন কেশবঃ ।
চন্দ্রার্দ্ধবিম্বসংসক্তো যথৈকশিখরো গিরিঃ ॥ ৫

বল্গমানে তু গোবিন্দে স কৃৎস্নো রঙ্গসাগরঃ
জনৌঘপ্রতিনাদেন পূর্য্যমাণ ইবাবভৌ ॥ ৬

ততঃ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষঃ কংসঃ পরমকোপনঃ
চাণূরমাদিশদ্ যুদ্ধে কৃষ্ণস্য সুমহাবলম্ ॥৭

আন্ধ্রং মল্লং নিকৃতিং মুষ্টিকঞ্চ মহাবলম্
বলদেবায় সংক্রোধো দিদেশাভিচয়োপমম্ ॥ ৮

কংসেনাপি সমাজ্ঞপ্তশ্চাণূরঃ পূর্ব্বমেব তু
যোদ্ধব্যং সহ কৃষ্ণেন ত্বয়া যত্নবতেতি বৈ ॥৯

## ত্রিংশ অধ্যায় ।

[ রঙ্গশালায় মল্লযুদ্ধবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিচার, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক চাণূর ও মুষ্টিকাদির বধ, কংসকে বিনাশ এবং পিতা-মাতার চরণে প্রণাম করত দুই ভ্রাতার তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে অগ্রে করত সবেগে রঙ্গশালায় প্রবেশ করিলেন । সেই সময় তাঁহার বস্ত্র বায়ুর বেগে আন্দোলিত হইতেছিল । হস্তীর দন্ত তাঁহার পরিচয়ের পক্ষে চিহ্ন বা উপলক্ষণ হইয়াছিল । ইহার বাহুদ্বয় সুন্দর ছিল । দেবকীনন্দন বীর শ্রীকৃষ্ণের দুই বাহুতে হস্তীর মদ ও রুধির সেই-ভাবে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, যেন উহাতে লীলাপূর্ব্বক অঙ্গদ রচিত হইয়াছিল । তিনি সিংহের ন্যায় উল্লম্ফন করিতেছিলেন এবং কংসকে বধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে আকাশে মেঘের ন্যায় রঙ্গশালায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । বাহুদ্বয়ের আস্ফোটন পূর্ব্বক যখন তিনি তাহার শব্দ করিতেছিলেন, তখন তিনি পৃথিবীকেও যেন চালিত করিতে লাগিলেন । হস্তীর দন্তকে অস্ত্ররূপে ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণকে যখন উগ্রসেনপুত্র কংস দর্শন করিল, তখন তাহার মুখ মলিন হইয়া উঠিল এবং সরোষে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল । ১-৪

নিজের হস্তে স্থিত সেই গজদন্তের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রের বিম্বে সংযুক্ত একশিখরবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ৫

শ্রীকৃষ্ণ উল্লম্ফনাদির দ্বারা আসিয়া উপস্থিত হইলে পর সমুদ্র-তুল্য সেই রঙ্গস্থলে জনসমূহের হর্ষনাদে যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । ৬

অনন্তর ক্রোধে রক্তচক্ষু অত্যন্ত কোপনস্বভাব কংস কপট যুদ্ধকারী অন্ধ্রদেশীয় চাণূরকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিল এবং অগ্নিতুল্য ক্রুদ্ধ দেহধারী, কপটী ও মহাবল মুষ্টিককে বলরামের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্রুদ্ধ কংস আদেশ দান করিল । ৭-৮

কংস চাণূরকে পূর্ব্বেই এই আজ্ঞা দিয়াছিল যে, তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে হইবে । ৯

স রোষেণ তু চাণূরঃ কষায়ীকৃতলোচনঃ ।
অভ্যাবর্তত যুদ্ধার্থমপাং পূর্ণো যথা ঘনঃ ॥ ১০
অবঘুষ্টে সমাজে তু নিঃশব্দস্তিমিতে জনে ।
বাহবাঃ সহিতাস্তত্র ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ১১
বাহুযুদ্ধমিদং রঙ্গে সপ্রাশ্নিকমকাতরম্
ক্রিয়াবলসমাজ্ঞাতমশস্ত্রং নির্মিতং পুরা ॥ ১২
অদ্ভিস্তাস্তিত্রয়ো নিত্যং বিনেয়ঃ কালদর্শিভিঃ ।
করীষেণ চ মল্লস্য সততং সংক্রিয়া স্মৃতা ॥ ১৩
স্থিতো ভূমিগতেনৈব যো যথা মার্গতঃ স্থিতঃ
সংযুক্তান্তঃ পর্যায়ঃ প্রাশ্নিকৈঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ১৪
বালো বা যদি বা বৃদ্ধো মধ্যো বাপি কৃশোঽপি বা ।
বলস্থো বা স্থিতো রঙ্গে জ্ঞেয়ঃ কক্ষান্তরেণ বৈ ॥ ১৫
বলতশ্চ ক্রিয়াতশ্চ বাহুযুদ্ধবিধির্বিধিঃ ।
নিপাতানন্তরং কিঞ্চিন্ন কর্তব্যং বিজানতা ॥ ১৬
তদিদং প্রস্তুতং রঙ্গে যুদ্ধং কৃষ্ণান্ধ্রমল্লয়োঃ ।
বালঃ কৃষ্ণো মহানন্ধ্রঃ কথং নঃ স্যাদ্ বিচারণা ॥ ১৭
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ সমাজে সমবর্তত
প্রাবদত্ত চ গোবিন্দো বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ১৮
অহং বালো মহানন্ধ্রো বপুষা পর্বতোপমঃ
যুদ্ধং মমানেন সহ রোচতে বাহুশালিনা ॥ ১৯
যুদ্ধব্যতিক্রমঃ কশ্চিন্ন ভবিষ্যতি মৎকৃতঃ
ন হ্যহং বাহুযোধানাং দূষয়িষ্যামি যন্মতম্ ॥ ২০
যোঽয়ং করীষধর্মশ্চ তোয়ধর্মশ্চ রঙ্গজঃ
কষায়স্য চ সংসর্গঃ সময়ো হ্যেষ কল্পিতঃ ॥ ২১

---

অতএব ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চাণূর যুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিল। এই সময় সে জলে পরিপূর্ণ মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ৷ ১০

বাক্যের শব্দ হইতে শান্ত থাকিবার ঘোষণা করা হইতেই সেখানের সম্পূর্ণ জনসমুদায় নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখন সেখানে একত্রে উপবিষ্ট বাহবগণ এই কথা বলিল ৷ ১১

পুরাকালে বিধাতা মল্লযুদ্ধ বিষয়ে এই নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধ রঙ্গস্থলে নির্মিত বিশেষ স্থানেই কেবল বাহুবলের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে কোনও প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ হইবে না। ইহার মধ্যে ( দুই ব্যক্তির জোড় নিশ্চিত করিবার জন্য ) কোনও পরীক্ষক থাকিবে। ইহাতে কাপুরুষ ও ভীরু ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে না। ইহাতে ক্রিয়া ( প্রমাথ-উন্মথনাদি ) ও বলের ( শারীরিক শক্তির ) দ্বারাই বিপক্ষকে পরাজিত করিবার আজ্ঞা দেওয়া আছে ৷ ১২

সময়োচিত কর্তব্য জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ পুরুষগণের কর্তব্য হইল যে, তাঁহারা সদা যোদ্ধাগণের জন্য জল প্রস্তুত রাখিয়া তাহাদের শ্রান্তি অপনোদন করিবে এবং গোময়-চূর্ণ সুলভ রাখিয়া মল্লগণকে সর্বদা সংস্কার করিতে হইবে ৷৷ ১৩

যুদ্ধ-পরীক্ষকগণ এই নিয়মের কথা বলিয়াছেন যে, যে মল্ল যে মার্গে ( প্রমাথাদি ) যুদ্ধ করিবে, তাহার সহিত তদনুরূপ মার্গ অবলম্বন করত ভূমিতে অবস্থানকারীর সহিত ভূমিতে অবস্থান করিয়াই যুদ্ধ করিতে হইবে এবং এক এক যোদ্ধাকে ক্রমশঃ এক এক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ৷ ১৪

যদি কোন বালক হউক বা বৃদ্ধ হউক, মধ্য বয়স্ক হউক বা দুর্বল হউক অথবা বলবান্ হউক, সে যদি যুদ্ধের জন্য যুদ্ধকক্ষে উপস্থিত হয়, তবে রঙ্গস্থলে তাহার প্রতি যোদ্ধার বিচার সেই কক্ষেরই বিচারকগণ করিবে ৷ ১৫

শারীরিক বল ও ক্রিয়ার ( প্রমাথ-উন্মথনাদি ) দ্বারাই বাহুযুদ্ধ করিবার বিধান আছে। কিন্তু পুরুষের কর্তব্য হইল, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাতিত করিলে পর তাহার সহিত আর কিছু করিবে না ৷ ১৬

এই সময় রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্ধ্রমল্ল চাণূরের যুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হইল ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ত' এখনও বালক এবং এই চাণূর বিশালকায় মল্লযোদ্ধা, এই বিষমতার উপর কেন বিচার করা হইল না? ১৭

ইহা শুনিয়া সেই জনতার মধ্যে কোলাহল উত্থিত হইল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লাফাইয়া উত্থিত হইলেন এবং সকলকে এই কথা বলিলেন ৷ ১৮

আমি বালক এবং এই মহাবল অন্ধ্র শরীরে পর্বততুল্য ; তথাপি এই বাহুশালী বীরের সহিত আমার এই যুদ্ধ হউক—ইহা আমার অভিপ্রেত ৷ ১৯

আমার দিক্ হইতে যুদ্ধসম্বন্ধী নিয়ম কোনরূপে উল্লঙ্ঘিত হইবে না। বাহুযুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের যে মত, আমি তাহা কলঙ্কিত করিব না ৷ ২০

গোময়ের ( গোবরের ) চূর্ণ অনুলেপনের ন্যায় শরীরে লেপন করা, জলের দ্বারা ধৌত করা এবং গেরুয়া রংকে লেপন করা রঙ্গস্থলের ( মল্লযুদ্ধের বিহিত ) ধর্ম ; ইহা হইল মল্লবিশারদগণের কথিত আচার ৷ ২১

সংযমঃ স্থিরতা শৌর্য্যং ব্যায়ামঃ সৎক্রিয়া বলম্ ।
রঙ্গে চ নিয়তা সিদ্ধিরেতদ্ যুদ্ধবিদাং মতম্ ॥ ২২
অবৈরমেব যদয়ং সবৈরং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ।
অত্র বৈ নিগ্রহঃ কার্য্যস্তোষয়িষ্যাম্যহং জগৎ ॥ ২৩
কঙ্কালেষু প্রসূতোঽয়ং চাণূরো নাম নামতঃ ।
বাহুযোধী শরীরেণ কর্মভিশ্চাত্র চিন্ত্যতাম্ ॥ ২৪
এতেন বহবো মল্লা নিপাত্যানন্তরং হতাঃ ।
রঙ্গপ্রতাপকামেন মল্লমার্গশ্চ দূষিতঃ ॥ ২৫
শস্ত্রসিদ্ধিস্তু যোধানাং সংগ্রামে শস্ত্রযোধিনাম্ ।
রঙ্গসিদ্ধিস্তু মল্লানাং প্রতিমল্লনিপাতজা ॥ ২৬
রণে বিক্রমমাণস্য কীর্ত্তির্ভবতি শাশ্বতী ।
হতস্যাপি রণে শস্ত্রৈর্নাকপৃষ্ঠং বিধীয়তে ॥ ২৭
রণে হ্যভ্যুদ্যতঃ সিদ্ধিং ভজতেহ হতোঽপি বা ।
সা হি প্রাণান্তিকী যাত্রা মহদ্ভিঃ সাধু পূজিতা ॥ ২৮
অয়ং তু মার্গো বলতঃ ক্রিয়াতশ্চ বিনিঃসৃতঃ ।
মৃতস্য রঙ্গে কঃ স্বর্গঃ জয়তো বা কুতো রতিঃ ॥ ২৯
যে তু কেচিৎ স্বদোষেণ রাজ্ঞঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
প্রতাপার্থে হতা মল্লা মল্লহন্তুর্বধো হি সঃ ॥ ৩০
এবং সংজল্পতামেব তাভ্যাং যুদ্ধং সুদারুণম্
উভাভ্যামভবদ্ ঘোরং বারণাভ্যাং যথা বনে ॥ ৩১
কৃতপ্রতিকৃতৈশ্চিত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকণ্টকৈঃ ।
সন্নিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মথনৈস্তথা (১) ॥ ৩২

সংযম (একে অপরকে পদাঘাতপদাঘাত করা), স্থিরতা (নিজ স্থান হইতে চ্যুত না হওয়া), শৌর্য্য, ব্যায়াম (স্থির থাকিয়াও হস্ত-পদ সঞ্চালন করা), সৎক্রিয়া (সদাচার—মর্মস্থানসমূহে আঘাত না করা), অসদ্ ব্যবহার হইতে রক্ষিত থাকিয়াও অধিক হইতে অধিক বল প্রকাশ করা, এই কয় সাধনের (উপায়ের) দ্বারা রঙ্গভূমিতে বিজয়রূপ সিদ্ধি লাভ নিশ্চিত হইয়া থাকে, ইহা মল্লযুদ্ধবিদ্‌গণের মত। ২২

যেহেতু এই চাণূর অথবা কংস অবৈর (শত্রুতারহিত যুদ্ধকেও) বৈরযুক্ত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইহেতু এখনে ইহাকে নিগ্রহ করা আবশ্যক; আমি এরূপ করিয়া সম্পূর্ণ জগৎকে সন্তুষ্ট করিব। ২৩

এই চাণূরনামক বাহুযোদ্ধা মল্ল করূষ দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেহ ও কর্মসমূহের দ্বারা যে সব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, এখন আপনারা সেই সব বিচার করুন। ২৪

এই চাণূর রঙ্গভূমিতে নিজের প্রতাপ প্রকাশ করিবার কিংবা মল্লযুদ্ধের কৌশল দেখাইবার ইচ্ছায় বহু মল্লকে ভূমিতে পাতিত করিবার পর বধ করিয়াছে এবং এইভাবে সে মল্লমার্গকে কলঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। ২৫

অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের পক্ষে সংগ্রামে শত্রুকে নির্জ্জিত করিয়া দিলে সিদ্ধি (বিজয়) লাভ হয়, কিন্তু মল্লগণের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে ভূমিতে পাতিত করিয়া দিবামাত্রই রঙ্গস্থলে বিজয়রূপ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ২৬

অস্ত্রযুদ্ধে পরাক্রমকারী যোদ্ধার অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হয়। যদি সে রণক্ষেত্রে অস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়, তবে তাহার স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়। ২৭

অস্ত্রযুদ্ধে নিহত ও জয়কারী উভয়েরই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; কারণ, উহা প্রাণান্তিকী যাত্রা। এই যাত্রাকে মহাপুরুষগণও সর্ব্বতোভাবে পূজা (প্রশংসা) করে। ২৮

কিন্তু এই মল্লযুদ্ধের মার্গ শারীরিক বল ও ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। রঙ্গভূমিতে নিহত যোদ্ধার কিভাবে স্বর্গলাভ হইবে? অথবা জয়ী যোদ্ধার কোথা হইতে সুখলাভ হইবে? ২৯

কোনও পণ্ডিতাভিমানী রাজার প্রতাপ বৃদ্ধির জন্য যে কোনও মল্ল অন্য কোনও মল্লের দ্বারা নিজের অপরাধের জন্য নিহত হয়, তবে সেখানে উহার মল্ল-হত্যাজনিত পাপই হইয়া থাকে। ৩০

যখন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কথা বলিতেছেন, সেই সময়েই উহাদের ও চাণূরের—এই উভয়েরই মধ্যে বনে দুই হস্তীর যুদ্ধের ন্যায় অত্যন্ত দারুণ এবং ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ৩১

ইহাদের মধ্যে যখন পরস্পর পরস্পরের কোনও অঙ্গ সবলে দাবাইতে ছিলেন, তখন পরস্পরেই দ্রুত তাহার প্রতীকার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ নিজ নিজ অঙ্গকে তখন মুক্ত করিয়া লইতে লাগিলেন। উভয়েই একে অপরকে হস্তের মুষ্টির দ্বারা সহকারে ধারণ করত বিবশ করিতেছিলেন এবং বিচিত্র পদ্ধতিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন। উভয়েই নিজ নিজ বাহুদ্বয়ের দ্বারা বদ্ধ করত কখনও রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কখনও উভয়েই কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া অর্থাৎ পরস্পর জড়াইয়া যেন একাকৃতি হইয়া যাইলেন এবং কখনও এ অপরকে ধাক্কা দিয়া দূরে ঠেলিয়া দিলেন। কখনও এ অপরকে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া যখন টানিতে ছিলেন, অন্য জন নিম্ন ভাগে থাকিয়াই কৌশলে আঘাত করি

তাবুভাবপি সংশ্লিষ্টৌ যথা শৈলময়ৌ তথা।
(১)কণপৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব(৩) বজ্রাঘোষতুল্যনিস্বনৈঃ(৪) ॥ ৩৩
কীলবজ্রনিপাতৈশ্চ প্রমৃষ্টাভিস্তথৈব চ(৫)।
শলাকানখপাতৈশ্চ পাদোদ্ধূতৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ৩৪
জানুভিশ্চাশ্মনির্ঘোষৈঃ শিরোভ্যাং চাবঘট্টিতৈঃ
তদ্যুদ্ধমভবদ্ ঘোরমশস্ত্রং বাহুতেজসা ॥ ৩৫
বাহুপ্রাণেন শূরাণাং সমাজোৎসবসন্নিধৌ।
অরজ্যত জনঃ সর্বঃ সোৎক্রুষ্টনিনদোত্থিতঃ ॥ ৩৬
সাধুবাদাংশ্চ মঞ্চেষু ঘোষয়ন্তাপরে জনাঃ।
ততঃ প্রস্বিন্নবদনঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণঃ।
স্ববাহ্যেন তূর্যাণি কংসঃ সব্যেন পাণিনা ॥ ৩৭
প্রতিষিদ্ধেষু তূর্যেষু মৃদঙ্গাদিষু তেষু বৈ
খে সংগতান্যবাদ্যন্ত দেবতূর্যাণ্যনেকশঃ ॥ ৩৮
যুধ্যমানে হৃষীকেশে পুণ্ডরীকনিভেক্ষণে।
স্বয়মেব প্রবাদ্যন্ত তূর্যাণ্যাদ্যন্ত সর্বশঃ ॥ ৩৯
অন্তর্ধানগতা দেবা বিমানৈঃ কামরূপিভিঃ।
চেরুর্বিদ্যাধরৈঃ সার্ধং কৃষ্ণস্য জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪০
জয়স্ব কৃষ্ণ চাণূরং দানবং মল্লরূপিণম্।
ইতি সপ্তর্ষয়ঃ সর্বে উচুশ্চৈব নভোগতাঃ ॥ ৪১

উপবিষ্ট অপর ব্যক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তারপর দাঁড়াইয়াই নিজের দেহের দ্বারা দাবাইয়া তাহার অঙ্গকেও মথিত করিতে লাগিলেন। ৩২০

ইঁহারা উভয়ে পরস্পরকে জড়াইয়া দুইটি পর্বতের পরস্পরের সংশ্লিষ্টের ন্যায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া যাইলেন। কখনও কখনও উভয়ে উভয়কে বলপূর্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মুষ্টির দ্বারা বক্ষে আঘাত করিয়া বিদ্ধ করিয়া দিলেন। আবার কখনও একে অপরকে হস্তে তুলিয়া লইলেন ও তাঁহারা মুখ নীচের দিকে করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে এরূপ শব্দ উত্থিত হইল যে, কোনও দৃঢ় বস্তু যেন আঘাত করিয়াছে। ৩৩

কখনও দুই যোদ্ধা পরস্পরকে কনুই ও জানুর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। কখনও হস্তের অঙ্গুলিসকল বিস্তার করিয়া পরস্পরকে চপেটাঘাত করিলেন। কখনও পরস্পরকে হস্ত দিয়া বলপ্রকাশ (পাঞ্জা লড়াই) করিতে লাগিলেন। কখনও রোষে অঙ্গুলি-নখসমূহের দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। কখনও পদের দ্বারা অথবা পদে ধরিয়া পরস্পরকে পাতিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে উভয়েই তৎকালের মল্লযুদ্ধের কৌশল সহকারে পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া যাইলেন। ৩৪

কখনও জানু ও মস্তকের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিলেন, ইহাতে মনে হইল প্রস্তরের সহিত প্রস্তরের প্রচণ্ড আঘাত শব্দ হইতেছে। জনসম্প্রদায়ের সমক্ষে অনুষ্ঠিত সেই উৎসবে বীরবর পুরুষগণের নিকট ইঁহাদের উভয়ের কেবল বাহুবল, শারীরিক বল ও প্রাণবলের দ্বারা অস্ত্রব্যতীতই অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সকল মানুষই অনুরক্ত হইয়া পড়িল। সকলেই উৎসাহ বর্ধনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে হর্ষনাদ করিতে লাগিল। ৩৫-৩৬

অন্য মনুষ্যগণ মঞ্চসমূহের উপর বসিয়া থাকিয়াই 'সাধু সাধু' বলিয়া সাধুবাদ ঘোষণা করিল। এই সব দেখিয়া কংসের মুখ ঘর্মে (ঘামে) পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহার দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের উপর নিবদ্ধ ছিল। এই সময় কংস বাম হস্তের দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বাদ্য বাদন নিষেধ করিয়া দিল। ৩৭

কংস যখন মৃদঙ্গাদি বাদ্যসমূহের বাদন নিষেধ করিল, তখন আকাশে দেবগণের অনেক প্রকার বাদ্য স্বতই এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। ৩৮

কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সর্বপ্রকার বাদ্যসমূহ স্বতই বাদিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। ৩৯

দেবগণ অদৃশ্য থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের জয় কামনা করিতে করিতে কামরূপী বিমানসমূহের দ্বারা বিদ্যাধরগণের সহিত সেখানে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪০

সমস্ত সপ্তর্ষিগণ সেখানের আকাশে অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ! তুমি এই মল্লরূপধারী দানব চাণূরকে জয় কর। ৪১

* প্রমাথ ও উন্মথনাদি মল্লযুদ্ধের কৌশলের নাম। মল্লশাস্ত্রানুসারে ইঁহাদের লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—নিপাত্য পেষণং যৌ প্রমাথ ইতি কথ্যতে। যৎ তুখাত্তাড়নং তদুন্মথনমুচ্যতে। ১ কেশপঃ কচাভ্যে যৎ তু হানাৎ প্রত্যানয়ং হঠাৎ। ২ চক্রোদ্ভ্রমণোর্দ্ধ্বক্ষিপ্তকেন্দ্রিতো নিপাত্যতে। মুষ্টিভিস্তাড়নে চ তৈর্মুষ্টিবিদ্যাবিশারদৈঃ। ৩ অধোমুখং পতনতঃ আঘাতিত। সব যঃ। নিশ্চিত শব্দঃ স ভবেদ্ বজ্রাঘোষতুল্যনিস্বনঃ। ৪ যোঃ প্রসৃষ্টাস্তু তাঃ প্রসৃষ্টা উদীরিতাঃ। ৫

চাণূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বা দেবকীসুতঃ
বলনাহারয়ামাস কংসস্যাভ্যাশবর্তিবান্ ॥ ৪১
ততশ্চচাল বসুধা মঞ্চাশ্চৈব জুঘূর্ণিরে।
মুকুটাচ্চাপি কংসস্য পপাত মণিরুত্তমঃ ॥ ৪৩
দোর্ভ্যামানম্য কৃষ্ণস্তু চাণূরং শীর্ণজীবিতম্
প্রাহরন্মুষ্টিনা মূর্ধ্নি বক্ষস্যাহত্য জানুনা ॥ ৪৪
নিঃসৃতে সাস্রুরুধিরে তস্য নেত্রে সবন্ধনে।
তপনীয়ে যথা ঘণ্টে কক্ষোপরি বিলম্বিতে ॥ ৪৫
পপাত স তু রঙ্গস্য মধ্যে নিঃসৃতলোচনঃ
চাণূরো বিগতপ্রাণো জীবিতান্তে মহীতলে ॥ ৪৬
দেহেন তস্য মল্লস্য চাণূরস্য গতায়ুষঃ।
সম্বিরুদ্ধো মহারঙ্গঃ স শৈলেনেব লক্ষ্যতে ॥ ৪৭
রৌহিণেয়ো হতে তস্মিংশ্চাণূরে বলদর্পিতে।
জগ্রাহ মুষ্টিকং রঙ্গে কৃষ্ণস্তোশলকং পুনঃ ॥ ৪৮
সন্নিপাতে তু তৌ মল্লৌ প্রধানে ক্রোধমূর্চ্ছিতৌ।
সমেয়াতাং রাম-কৃষ্ণৌ কালেন বলবত্তরৌ।
নির্ঘাতাবনতৌ ভূত্বা রঙ্গমধ্যে ববল্গতুঃ ॥ ৪৯
কৃষ্ণস্তোশলমুদ্যম্য গিরিশৃঙ্গোপমং বলী।
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং নিষ্পিপেষ মহীতলে ॥ ৫০
তস্য কৃষ্ণাভিপন্নস্য পীড়িতস্য বলীয়সঃ।
মুখাদ্ রুধিরমত্যর্থমুদ্গগার মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫১
সঙ্কর্ষণস্তু সুচিরং যোধয়িত্বা মহাবলঃ
অন্ধ্রমল্লং মহামল্লো মণ্ডলানি বিদর্শয়ন্ ॥ ৫২
মুষ্টিনৈকেন তেজস্বী সাশনিস্তনয়িত্নুনা
শিরস্যাভ্যহনদ্ বীরো বজ্রেণেব মহাগিরিম্ ॥ ৫৩
স নিষ্পতিতমস্তিষ্কো বিস্রস্তনয়নো ভুবি।
পপাত নিহতস্তেন ততো নাদো মহানভূৎ ॥ ৫৪

কংসের মৃত্যুর নিকটে দর্শনকারী দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চাণূরের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধের লীলা করত নিজের মধ্যে অনন্ত বলের সমাবেশ করিলেন। ৪২

তখন বসুধা দুলিতে লাগিল, সকল মঞ্চই ঘুরিতে লাগিল এবং কংসের মুকুট হইতে উত্তম মণি খসিয়া পড়িল। ৪৩

চাণূরের জীবনীশক্তি বা আয়ু ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুর দ্বারা চাণূরকে আনত করিয়া তাহার বক্ষে জানুর দ্বারা আঘাত করত তাহার মস্তকে মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিলেন। ৪৪

এই প্রহারে তাহার বাঁধনসমেত অশ্রু ও রক্তের সহিত নেত্রদ্বয় বাহির হইয়া আসিল। ইহাতে মনে হইল—হস্তীকে বন্ধনকারী রজ্জু বা শিকলে কক্ষের উপরে স্বর্ণনির্মিত দুইটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে। ৪৫

নেত্রদ্বয় বাহির হইয়া যাওয়ায় জীবনের অন্তে চাণূর প্রাণহীন হইয়া রঙ্গস্থলের মধ্যে ভূতলে পতিত হইল। ৪৬

যাহার আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই চাণূর মল্লের শরীরের দ্বারা সেই বিশাল রঙ্গস্থল এরূপ অবরুদ্ধ হইতে দেখা যাইল, যেন কোনও পর্বতের দ্বারা সেস্থল রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ৪৭

বলদর্পে গর্বিত চাণূর নিহত হইলে পর রোহিণীনন্দন বলরাম সেই রঙ্গভূমিতে মুষ্টিককে এবং শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তোশলক নামক মল্লকে ধরিয়া ফেলিলেন। ৪৮

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে কংসের বশীভূত সেই দুই অসুর মল্ল ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধরত হইল। কিন্তু যখন ইহাদের উপর নির্ঘাত বজ্রতুল্য প্রচণ্ড প্রহার হইতে লাগিল, তখন তাহারা মস্তক অবনত করিয়া রঙ্গস্থলের এদিক্ ওদিকে লাফালাফি আরম্ভ করিল। ৪৯

কিন্তু বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্বতশিখর-তুল্য বিশাল দেহ তোশলককে নিজের দুই বাহুর দ্বারা তুলিয়া লইয়া শতবার ঘুরাইবার পর ভূতলে নিক্ষেপ করত পিষ্ট করিতে লাগিলেন। ৫০

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া মরণাপন্ন সেই মহাবল তোশলকের মুখ হইতে অত্যন্ত রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। ৫১

অন্যদিকে মহাশক্তিধর মহাবল সঙ্কর্ষণ অন্ধ্রদেশের মল্ল মুষ্টিকের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করত তাহাকে মল্লযুদ্ধের বহু পদ্ধতি দেখাইতে লাগিলেন। ৫২

তারপর সেই তেজস্বী বীর বলরাম তাহার মস্তকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। তখন এই মুষ্টি-প্রহারে বিদ্যুৎসহ বজ্রপতনের শব্দের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইল এবং মনে হইল—কোনও বিশাল পর্বতে বজ্রের দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে। ৫৩

এই আঘাতে মুষ্টিকের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল নেত্রদ্বয় বাহির হইয়া আসিল এবং বলরামের দ্বারা নিহত সেই মল্ল ভূতলে পতিত হইল। তাহার সেই বিশাল দেহের পতনে প্রচণ্ড শব্দ হইল। ৫৪

অন্ধ্র-তোশলকৌ হত্বা কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ ।
ক্রোধসংরক্তনয়নৌ রঙ্গমধ্যে ববল্গতুঃ ॥ ৫৫
সমাজবাটো নির্মল্লঃ সোঽভবত্তৌমদর্শনঃ ।
অন্ধ্রে তদা মহামল্লে মুষ্টিকে চ নিপাতিতে ॥ ৫৬
যে চ সংপ্রেক্ষকা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ
ভয়ক্ষোভিতসর্ব্বাঙ্গাঃ সর্ব্বে তত্রাবতস্থিরে ॥ ৫৭
হর্ষজং বারি নেত্রাভ্যাং বর্ষমাণা প্রবেপতী
প্রস্রবোৎপীড়িতা কৃষ্ণং দেবকী সমুদৈক্ষত ॥ ৫৮
কৃষ্ণদর্শনজাতেন বাষ্পেণাকুলিতেক্ষণঃ ।
বসুদেবো জরাং ত্যক্ত্বা স্নেহেন তরুণায়তে ॥ ৫৯
বারমুখ্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণস্য মুখপঙ্কজম্ ।
পপুর্হি নেত্রভ্রমরৈরনিমেষান্তরগামিভিঃ ॥ ৬০
কংসস্যাথ মুখে স্বেদো জভেদান্তরগোচরঃ ।
অভবৎক্রোধনির্য্যাসঃ কৃষ্ণসন্দর্শনেরিতঃ ॥ ৬১

কেশবায় সধূমেন রোষনিশ্বাসবায়ুনা ।
দীপ্তমন্তর্গতং তস্য হৃদয়ং মানসাগ্নিনা ॥ ৬২
তস্য প্রস্ফুরিতৌষ্ঠস্য বিশালিকতলস্য বৈ ।
কংসবক্ত্রস্য রোষেণ রক্তসূর্য্যায়তে বপুঃ ॥ ৬৩
ক্রোধরক্তান্মুখাত্তস্য নিঃসৃতাঃ স্বেদবিন্দবঃ ।
যথা রবিকরস্পৃষ্টা বৃক্ষাবশ্যায়বিন্দবঃ ॥ ৬৪
সোঽজ্ঞাপয়ত সংক্রুদ্ধঃ পুরুষান্ ব্যায়তান্ বহূন্ ।
গোপাবেতৌ সমাজৌঘান্নিষ্ক্রামেতাং বনেচরৌ ॥ ৬৫
ন চৈতৌ দ্রষ্টুমিচ্ছামি বিকৃতৌ পাপদর্শনৌ ।
গোপানামপি মে রাজ্যে ন কশ্চিৎ স্থাতুমর্হসি ॥ ৬৬
নন্দগোপশ্চ দুর্ম্মেধাঃ পাপেষভিরতো মম ।
আয়সৈর্নিগড়াকারৈর্লোহপাশৈর্নিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৭
বসুদেবশ্চ দুর্বৃত্তো নিত্যং দ্বেষকরো মম ।
অবৃদ্ধার্হেণ দণ্ডেন ক্ষিপ্রমদ্যৈব শাস্যতাম্ ॥ ৬৮

অন্ধ্র-প্রদেশের মল্ল মুষ্টিক ও তোশলককে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং সঙ্কর্ষণ উভয়ে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত রঙ্গস্থলের চারিদিকে লাফালাফি করিতে লাগিলেন । ৫৫

সেই সময় মহামল্ল চাণূর ও মুষ্টিক নিহত হইলে পর সেই রাজবাটী ( রঙ্গভবন ) মল্লশূন্য হইয়া যাইল এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখা যাইতে লাগিল । ৫৬

নন্দপ্রভৃতি যে যে গোপগণ এই সব দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল । তাঁহারা সকলেই তখন নীরবে বসিয়া রহিলেন । ৫৭

অন্য দিকে দেবকীমাতা কাঁপিতে লাগিলেন এবং দুই নেত্র দ্বারা হর্ষজনিত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন । এই সময় তাঁহার স্তনে দুগ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া আসায় পীড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে অবলোকন করিয়া রহিলেন । ৫৮

শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নয়নযুক্ত বসুদেব যেন জরা বার্দ্ধক্য ত্যাগ করত বাৎসল্যস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া তরুণায়িত হইলেন । ৫৯

সেখানে যে সমস্ত মুখ্য মুখ্য বারাঙ্গনা উপস্থিত ছিল, তাহারা অনিমেষের মধ্যস্থিত নেত্ররূপী ভ্রমরগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দের রস পান করিতে লাগিল । ৬০

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া উদ্ভূত কংসের মুখে দুই ভ্রূমধ্যভাগে রোষবশতঃ ঘর্ম্ম নির্গত হইল । ৬১

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কংস যে কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিল, উহাই তার ধূম ছিল এবং রোষরূপী উচ্ছ্বাস বায়ু যাহাকে প্রজ্বলিত করিতেছিল, সেই মানসিক চিন্তারূপী অগ্নি কংসের আন্তরিক হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল । ৬২

যাহার ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতেছিল এবং ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গিয়াছিল, কংসের সেই মুখমণ্ডলের স্বরূপ রোষবশতঃ রক্তবর্ণ সূর্য্যের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল । ৬৩

ক্রোধে রক্তবর্ণ কংসের মুখ হইতে যে সব ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতেছিল, তৎসমস্তই বৃক্ষের পত্রসমূহের উপর পতিত হইয়া সূর্য্য-কিরণস্পৃষ্ট নীহারকণার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । ৬৪

এই সময় কংস অত্যন্ত কুপিত হইয়া ব্যায়ামকারী ( ব্যায়াম করিয়া সুপুষ্ট দেহধারী ) বহুসংখ্যক পুরুষকে আজ্ঞাদান করিল যে, এই দুই বনেচর গোপকে এই জনসমূহ হইতে বাহির করিয়া দাও । ৬৫

ইহারা দুইজনে বিকৃত ( ক্ষিপ্ত ) হইয়া গিয়াছে । ইহাদের দেখাই পাপ । আমি এখন আর ইহাদের দেখিতে ইচ্ছা করি না । আর এই গোপগণের মধ্যেও কেহই আমার রাজ্যে অতঃপর থাকিতে পারিবে না । ৬৬

নীচমতি নন্দগোপ সর্ব্বদা আমার প্রতি পাপপূর্ণ ব্যবহার করিয়া যাইতেছে । তোমরা ইহাকে বেড়ী ও লোহার শিকলে ধরিয়া বন্দী কর । ৬৭

আর এই দুরাচারী বসুদেব সদা আমাকে দ্বেষ করে । ইহাকে আজই অতি সত্বর এরূপ কঠোর দণ্ড প্রদান কর, যাহা অবৃদ্ধ ( নবযুবক ) পুরুষের যোগ্য । ৬৮

যে চেমে প্রাকৃতা গোপা দামোদরপরায়ণাঃ ।
হ্রিয়ন্তাং গাব এতেষাং যচ্চাস্তি বসু কিঞ্চন ॥ ৬৯
এবমাজ্ঞাপয়ানং তং কংসং পরুষভাষিণম্
দদর্শারক্তনয়নঃ কৃষ্ণঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৭০
ক্ষিপ্তে পিতরি চুক্রোধ নন্দগোপে চ কেশবঃ ।
জ্ঞাতীনাঞ্চ ব্যথাং দৃষ্ট্বা বিসংজ্ঞাঞ্চৈব দেবকীম্
স সিংহ ইব বেগেন কেশবো জাতবিক্রমঃ
আরুরুক্ষুর্মহাবাহুঃ কংসনাশার্থমচ্যুতঃ ॥ ৭১
রঙ্গমধ্যাদুৎপপাত কৃষ্ণঃ কংসাসনান্তিকম্ ।
অসজ্জদ্ বায়ুনাক্ষিপ্তো যথা খস্থো ঘনাঘনঃ ॥ ৭৩
দদৃশুর্ন হি তং সর্ব্বে রঙ্গমধ্যাদবপ্লুতম্
কেবলং কংসপার্শ্বস্থং দদৃশুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৭৪
সোঽপি কংসস্তথাযুক্তঃ পরীতঃ কালধর্ম্মণা
আকাশাদিব গোবিন্দং মেনে তত্রাগতং প্রভুম্ ॥

এই যে সব দামোদর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত গ্রাম্য গোপগণ আছে, ইহাদের নিকট যে সমস্ত গো ও অন্যান্য ধনরত্ন আছে, সে সবই তোমরা অপহরণ কর । ৬৯

এরূপ আজ্ঞাদানকারী ও কর্কশভাষী সেই কংসের দিকে সত্যপরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিলেন । ৭০

পিতা বসুদেব ও নন্দগোপ নিন্দিত হইতে থাকায় কেশব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণের ব্যথা এবং মাতা দেবকীর অচৈতন্য অবস্থা দেখিয়া কংসকে বিনাশ করিবার জন্য মঞ্চে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই সময় কেশবের পরাক্রম জাগিয়া উঠিল এবং স্বীয় মহিমা হইতে অবিচ্যুত মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই রঙ্গস্থল হইতে সিংহের ন্যায় সবেগে লম্ফপ্রদান করিলেন। যেরূপ আকাশস্থিত মেঘপুঞ্জ বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া দ্রুত দূরে চলিয়া যায়, সেইরূপ নিজের বেগে চালিত হইয়া সত্বর কংসের সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন । ৭১-৭৩

তিনি যখন রঙ্গস্থলের মধ্যভাগ হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন, তাহা সকল মানুষই দেখিতে পাইল না। পুরবাসীরা কেবল দেখিল যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসের পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন । ৭৪

কালধর্মের (মৃত্যুর) দ্বারা আবৃত কংসও তাঁহাকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং সে তখন মনে করিল যে, ভগবান্ গোবিন্দ আকাশ হইতেই আমার পার্শ্বে আসিয়াছেন । ৭৫

স কৃষ্ণেনায়তং কৃত্বা বাহুং পরিঘসন্নিভম্
মূর্দ্ধজেষু পরামৃষ্টঃ কংসো বৈ রঙ্গসংসদি
মুকুটশ্চাপতত্তস্য কাঞ্চনো বজ্রভূষিতঃ ।
শিরসস্তস্য কৃষ্ণেন পরামৃষ্টস্য পাণিনা ॥ ৭৭
স গ্রহগ্রস্তকেশশ্চ কংসো নির্বিষ্টতাং গতঃ ।
তথৈব চ বিসম্মূঢ়ো বৈক্লব্যং সমপদ্যত ॥ ৭৮
নিগৃহীতশ্চ কেশেষু গতাসুরিব নিঃশ্বসন্
ন শশাক মুখং দ্রষ্টুং কংসঃ কৃষ্ণস্য বৈ তদা ॥ ৭৯
বিকুণ্ডলাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছিন্নহারেণ বক্ষসা
প্রলম্বাভ্যাঞ্চ বাহুভ্যাং গাত্রৈর্বিস্রস্তভূষণৈঃ ॥ ৮০
ভ্রংশিতেনোত্তরীয়েণ সহসাবলিতাননঃ
চেষ্টমানঃ সমাক্ষিপ্তঃ কংসঃ কার্ষ্ণেন তেজসা ॥ ৮১
চকর্ষ চ মহারঙ্গে সমাক্রম্য কেশবঃ ।
কেশেষু তং বলাদ্ গৃহ্য কংসং ক্রোশাইতাং গতম্ ॥ ৮২

তারপর শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিঘতুল্য সুদৃঢ় এক বাহুকে আগে বাড়াইয়া রঙ্গশালামধ্যেই কংসের কেশগুচ্ছ ধারণ করিলেন । ৭৬

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের হস্তের দ্বারা ধৃত হইয়া কংসের মস্তক হইতে তাহার বজ্রমণিবিভূষিত সুবর্ণময় মুকুট নিচে পতিত হইল । ৭৭

যেন কোনও গ্রহ তাহার কেশ ধারণ করিয়াছে, সেই অবস্থায় পতিত কংস নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল । ৭৮

কেশধারণ করায় কংস যেন নিষ্প্রাণ হইয়া যাইল এবং সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না । ৭৯

তাহার দুই কর্ণ হইতে কুণ্ডল খসিয়া পড়িয়াছিল, বক্ষঃস্থলের হার ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল, বাহু শিথিল হইয়া ঝুলিতে লাগিল, সকল অঙ্গের আভরণ বিচ্যুত হইয়া পড়িল, চাদর পতিত হইল এবং সহসা শ্রীকৃষ্ণ তাহার কণ্ঠকে আবেষ্টিত করিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুপম তেজে আকৃষ্ট হইয়া নিচে পতিত কংস ছটফট করিতে লাগিল । ৮০-৮১

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চ হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া মঞ্চ হইতে বাহিরে আনিলেন। ক্লেশযুক্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত কংসের কেশগুচ্ছকে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ সবলে ধারণ পূর্বক সেই বিশাল রঙ্গভবনে তাহাকে আকর্ষণ করিতে অর্থাৎ ঘসটাইতে লাগিলেন । ৮২

কৃষ্যমাণঃ স কৃষ্ণেন ভোজরাজো মহাদ্যুতিঃ
সমাজবাটে পরিখাং দেহকৃষ্টাং চকার হ ॥ ৮৩
সমাজবাটে ক্রীড়িত্বা বিকৃষ্য চ গতাসুষম্
কৃষ্ণো বিসর্জয়ামাস কংসদেহমদূরতঃ ॥ ৮৪
ধরণ্যাং দুষিতঃ শিশ্যে তস্য দেহঃ সুখোচিতঃ
ক্রমেণ বিপরীতেন পাংশুভিঃ পরুষীকৃতঃ ॥ ৮৫
তস্য তদ্ বদনং শ্যামং সুপ্তাক্ষং মুকুটং বিনা ।
ন বিভাতি বিপর্যস্তং বিপন্নাশং যথাম্বুজম্ ॥ ৮৬
অসংগ্রামহতঃ কংসং স বীরৈরপরিক্ষতঃ ।
কেশগ্রাহাদ্বিরক্তাঙ্গো বীরমার্গাদ্বিরাকৃতঃ ॥ ৮৭
তস্য দেহে প্রকাশন্তে সহসা কেশবার্পিতাঃ ।
মাংসচ্ছেদঘনাঃ সর্বে নখাগ্রা জীবিতচ্ছিদঃ ॥ ৮৮

তং হত্বা পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহর্ষাদ্দ্বিগুণপ্রভঃ
ববন্দে বসুদেবস্য পাদৌ নিহতকণ্টকঃ ॥ ৮৯
মাতুশ্চ শিরসা পাদৌ নিপীড্য যদুনন্দনঃ ।
সাসিক্তং প্রস্রবোৎপীড়ৈঃ কৃষ্ণমানন্দনিঃসৃতৈঃ ॥ ৯০
যাদবাংশ্চৈব তাঃ সর্বান্ যথাস্থানং যথাবয়ঃ
পপ্রচ্ছ কুশলং কৃষ্ণো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ৯১
বলদেবোঽপি ধর্মাত্মা কংসভ্রাতরমূর্জিতম্
বাহুভ্যামেব তরসা সুনামানমপোথয়ৎ ॥ ৯২
তৌ জিতারী জিতক্রোধৌ চিরবিপ্রোষিতৌ ব্রজে ।
স্বপিতুর্ভবনং বীরৌ জগ্মতুর্হৃষ্টমানসৌ ॥ ৯৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
কংসবধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আকৃষ্ট হইতে হইতে মহাতেজস্বী ভোজরাজ কংস সেই রঙ্গশালায় নিজের দেহের কর্ষণে যেন এক পরিখা সৃষ্টি করিয়া দিল ॥ ৮৩

রঙ্গশালায় এইভাবে ক্রীড়া করিয়া ও কংসের দেহকে কর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে প্রাণহীন করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অদূরেই কংসের দেহকে ত্যাগ করিলেন । ৮৪

কংসের সুখভোগের যোগ্য সেই দেহ তখন মর্দিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিল। বীরগণের অযোগ্য বিপরীত বিধিতে ধূলিসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সেই কোমল অঙ্গ কঠোর হইয়া যাইল । ৮৫

তাহার শরীর তখন বিপর্যস্ত হইয়া যাইল, নেত্রদ্বয় বদ্ধ হইয়া গেল এবং তাহার সেই শ্যামবর্ণ মুখ মুকুটরহিত পত্রহীন পদ্মপুষ্পের ন্যায় আর শোভা পাইল না । ৮৬

কংস বিনা যুদ্ধেই নিহত হইল। তাহার দেহ বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই। তাহার কেশ ধারণ করিয়া মর্দিত করা হইয়াছিল, এই অবস্থায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইল এবং সে বীরোচিত মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইল অর্থাৎ বীরোচিত মার্গে সে অস্ত্রের দ্বারা মৃত্যু লাভ করিতে পারিল না । ৮৭

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সহসা মর্দিত হইতে থাকায় তাহার দেহে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত নখাগ্রসমূহ কংসের জীবন উচ্ছেদ করিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সব নখাগ্র কংসের দেহের মাংস ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঘনরূপে সেখানে অঙ্কিত হইয়া যাইল ॥ ৮৮

সেই কংসকে বধ করিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ অপার আনন্দ লাভ করিলেন যে, তাঁহার শ্রীবিগ্রহের প্রভা দ্বিগুণ দীপ্তিতে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তিনি জগতের কণ্টকস্বরূপ কংসকে বিনাশ করিয়া পিতা বসুদেবের দুই চরণে প্রণাম করিলেন । ৮৯

তারপর যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকীর দুই চরণে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। সেই সময় মাতা দেবকী আনন্দাতিশয্যে নির্গত দীর্ঘ স্তনদ্বয়ের দুগ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে সিক্ত করিয়া দিলেন । ৯০

তদনন্তর দীপ্ত তেজে দেদীপ্যমান শ্রীকৃষ্ণ বয়স অনুসারে ও যথাযোগ্য স্থানানুসারে সেই সমস্ত যাদবগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । ৯১

অন্যদিকে ধর্মাত্মা বলদেবও কংসের ওজস্বী ভ্রাতা সুনামাকে নিজের দুই বাহুর দ্বারা সবেগে বধ করত ভূপাতিত করিলেন । ৯২

শত্রু ও ক্রোধ উভয়কেই জয় করিয়া ব্রজে দীর্ঘকাল বাসকারী সেই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অত্যন্ত আনন্দিত মনে নিজের পিতার ভবনে গমন করিলেন । ৯৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে কংসের বধবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ কংসস্ত ভার্য্যাণাং মাতুশ্চ বিলাপবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভর্ত্তারং পতিতং দৃষ্ট্বা ক্ষীণপুণ্যমিব গ্রহম্ ।
কংসপত্ন্যো হতং কংসং সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১
তং মহীশয়নে সুপ্তং ক্ষিতিনাথং গতায়ুষম্
ভার্য্যাঃ স্ম দৃষ্ট্বা শোচন্তি মৃগ্যো মৃগপতিং যথা ॥ ২
হা হতাঃ স্ম মহাবাহো ভর্ত্তা হতবান্ধবাঃ
বীরপত্ন্যো হতে বীরে ত্বয়ি বীরব্রতপ্রিয়ে ॥ ৩
ইমামবস্থাং পশ্যন্ত্যঃ পশ্চিমাং তব নৈষ্ঠিকীম্ ।
কৃপণং রাজশার্দ্দূল বিলপামঃ সবান্ধবাঃ ॥ ৪
ছিন্নমূলাঃ স্ম সংবৃত্তাঃ পরিত্যক্তাস্ত্বয়া বিভো ।
ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে নাথেঽস্মাকং মহাবলে ॥ ৫
কো নঃ কোপপরীতাঙ্গী রতিসংসর্গলালসাঃ
লতা ইব বিচেষ্টন্তীঃ শয়নীয়ানি নেষ্যতি ॥ ৬
ইদং তেঽম্বুদাভং সৌম্য হস্তবিন্যাসমাকুলম্
দহত্যর্কো মুখং কান্তং নিস্তোয়মিব পঙ্কজম্ ॥ ৭
ইমে তে শ্রবণে শূন্যে ন শোভেতে বিকুণ্ডলে
শিরোধরায়াং সংলীনে সততং কুণ্ডলপ্রিয়ে ॥ ৮
ক তে স মুকুটো বীর সর্ব্বরত্নবিভূষিতঃ
অত্যর্থং শিরসো লক্ষ্মীং যো দধারার্কসপ্রভাম্ ॥ ৯
অনেন কিং কলত্রেণ তবান্তঃপুরশোভিনা
কথং দীনেন কর্ত্তব্যং ত্বয়ি লোকান্তরং গতে ॥ ১০
ননু নাম স্ত্রিয়ঃ সাধ্ব্যঃ প্রিয়ভোগৈর্বিবর্জ্জিতাঃ
পতীনামপরিত্যাজ্যা স ত্বং নস্ত্যজ্য গচ্ছসি ॥ ১১

## একত্রিংশ অধ্যায় ।

( কংসের স্ত্রীগণের ও মাতার বিলাপবর্ণন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! যাহার পুণ্য ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেই গ্রহতুল্য ভূমিতে পতিত পতিকে দেখিয়া রাজা কংসের পত্নীগণ তাঁহার মৃত দেহকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিল । ১

যে পূর্ব্বে পৃথিবীর পতি ও সংরক্ষক ছিল, সেই পতি আয়ু সমাপ্ত হওয়ায় ভূতলে শয়ন করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে, ইহা দেখিয়া কংসের পত্নীগণ সেইভাবে শোক করিতে লাগিল, যেরূপ হরিণীগণ মৃগপতি ( দলপতি ) হরিণের জন্য শোক করিয়া থাকে । ২

( তাহারা বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল— ) হায় ! মহাবাহু বীর ! আপনার বীরব্রত প্রিয় ছিল । আপনি নিহত হওয়ায় বীরপত্নী আমরাও সকলে হত হইলাম । আমাদের সকল আশাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমরা অনাথ হইয়া যাওয়ায় আমাদের বন্ধু-বান্ধবও নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ৩

রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার মৃত্যুজনিত এই অন্তিম অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বিলাপ করিতেছি । ৪

প্রভো ! আপনি আমাদের মহাবল প্রাণনাথ ছিলেন, আপনি নিহত হওয়ায় আমাদের মূলই ছিন্ন হইয়া যাইল । হায় ! আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন । ৫

হে প্রিয়তম ! আমরা যখন রতি-সংসর্গের লালসা রাখিয়াও প্রণয়কোপে যুক্ত হইয়া যখন পৃথিবীতে লতাসমূহের ন্যায় পতিত হইয়া বিপরীত চেষ্টা করিতাম, সেই সময় আপনি আমাদের প্রেমপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া শয্যাসমূহে শয়ন করাইতেন । এখন আমাদের আর কে সেইভাবে তুলিয়া শয্যায় লইয়া যাইবে ? ৬

সৌম্য ! যাহা হইতে মনোরম নিঃশ্বাস বায়ু নির্গত হইত, আপনার সেই কান্তিমান্ মুখকে সূর্য্য জলরহিত পুষ্করিণীতে উদিত পদ্মের ন্যায় নিজের দুঃসহ কিরণসমূহে দগ্ধ করিতেছেন । এই অবস্থা আপনার যোগ্য নহে । ৭

সতত কুণ্ডল ধারণ করিয়া যাহারা যাহাদের প্রিয় ছিল, এই আপনার কুণ্ডলরহিত দুই কর্ণদ্বয় এই সময় কণ্ঠে বিলীন হইয়া শোভা পাইতেছে না । ৮

বীর ! সমস্ত রত্নসমূহে বিভূষিত আপনার এই মুকুট কোথায়, যে আপনার মস্তকের উপর সূর্য্যের প্রভার ন্যায় অতিশয় শোভার আধান করিত ? ৯

আপনার এই ভার্য্যাগণ অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিত । আপনি লোকান্তরে গমন করায় আমরা সকলে দীন ও অনাথ হইয়া কিভাবে জীবননির্ব্বাহ করিব ? ১০

শুনা যায়, সাধ্বী স্ত্রীগণ কখনও প্রিয় ভোগসমূহ হইতে বঞ্চিত হয় না এবং তাহাদের পতিরাও কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান না ; কিন্তু আপনি ত' আমাদের পরিত্যাগ করিয়া

অহো কালো মহাবীর্য্যো যেন পর্য্যায়কর্ম্মণা ।
কালতুল্যঃ সপত্নানাং ত্বং ক্ষিপ্রমপনীয়সে ॥ ১২
বয়ং ত্বৎস্নেহসুচিতাঃ সুখেষ্বেব ত্বয়ৈধিতাঃ ।
কথং বৎস্যাম বিধবা নাথ কার্পণ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ১৩
স্ত্রীণাং চরিত্রযুক্তানাং পতিরেকঃ পরা গতিঃ
সা হি নঃ সা গতিশ্ছিন্না কৃতান্তেন বলীয়সা ॥ ১৪
বৈধব্যেনাভিভূতাঃ স্মঃ শোকসন্তপ্তমানসাঃ ।
রোদিতব্যাতুরে মগ্নাঃ ক্ব গচ্ছামস্ত্বয়া বিনা ॥ ১৫
সহ ত্বয়া গতঃ কালস্ত্বদঙ্কে ক্রীড়িতং কৃতম্ ।
ক্ষণেন ত্বদ্বিহীনাঃ স্ম অনিত্যা হি নৃণাং গতিঃ ॥ ১৬
অহো বলবিহীনাঃ স্ম বিপন্নে ত্বয়ি মানদ ।
একত্বকৃতকারিণ্যঃ সর্ব্বা বৈধব্যলক্ষণাঃ ॥ ১৭
ত্বয়া স্বর্গপ্রতিমকৈর্লালিতাঃ স্ম রতিপ্রিয়াঃ ।
যদি কামবশাঃ সর্ব্বাঃ স নস্ত্যক্ত্বা ক্ব গচ্ছসি ॥ ১৮
অস্মাকং ত্বমনাথানাং নাথো হ্যসি সুরোপম ।
আসাং বিলপমানানাং কুররীণামিব প্রভো ।
প্রতিবাক্যং জগন্নাথ দাতুমর্হসি মানদ ॥ ১৯
এবমার্ত্তকলত্রস্য সাদ্যমানেষু বন্ধুষু ।
গমনং তে মহাভাগ দারুণঃ প্রতিভাতি নঃ ॥ ২০
নূনং কান্ততরাঃ কান্ত পরলোকে বরস্ত্রিয়ঃ
যতস্ত্বং প্রস্থিতো বীর বিহায়েমং গৃহে জনম্ ॥ ২১
কিং নু তে কারণং বীর ভার্য্যাস্বেতাসু ভূরিদ ।
আর্ত্তনাদং রুদন্তীষু যন্মোহান্নাববুধ্যসে ॥ ২২
অহো নিষ্করুণা যাত্রা নরাণামৌর্দ্ধদেহিকী ।
যৎপরিত্যজ্য দারান্ স্বান্নিরপেক্ষা ব্রজন্তি হি ॥ ২৩

চলিয়া যাইতেছেন। (হায়! আমরা কিভাবে আর এই জীবনধারণ করিব!)॥ ১১

অহো! কাল মহাবলশালী, নিজের বিপরীত ক্রিয়াসমূহের দ্বারা শত্রুগণের পক্ষে কালস্বরূপ আপনাকেও সে সত্বর ইহলোক হইতে লইয়া যাইল। ১২

নাথ! আপনি সর্ব্বদা আমাদের সুখে রাখিয়াই পালন-পোষণ করিয়াছেন। আমরা দুঃখভোগের যোগ্য নহি; কিন্তু আজ আপনার দ্বারা বঞ্চিত বিধবা হইয়া দয়নীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এখন আমরা কিভাবে বাস করিব? ১৩

যাহাদের মনে সদাচরণ-পালনেরই লোভ আছে, সেই সাধ্বী স্ত্রীগণের পক্ষে পতিই পরম গতি—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, কিন্তু মহাবল কাল আমাদের সেই আশ্রয়কে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ১৪

আমরা সকলে এখন বৈধব্যের দ্বারা অভিভূতা হইয়াছি। আমাদের মন শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ত' বিপত্তির সেই হ্রদে পতিত হইয়াছি, যেখানে কেবল রোদনই রহিয়াছে। আপনাকে বিনা আমরা এখন কোথায় যাইব? ১৫

আমরা আপনার সহিত সময় অতিবাহিত করিয়াছি এবং আপনারই ক্রোড়ে কত ক্রীড়া করিয়াছি; কিন্তু আজ এক ক্ষণের মধ্যেই আমরা সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইলাম। সত্য কথা বলিতে কি, মনুষ্যগণের গতি অনিত্য—ক্ষণভঙ্গুর। ১৬

মানদ মহারাজ! আপনার নিধনে আমরা সকলে বলহীন হইয়া গিয়াছি। মনে হইতেছে, আমরা সকলে সমানভাবে একই পাপ করিয়াছি, সেইজন্য আমাদের সকলকেই বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করিতে হইল। ১৭

আপনি রতিপ্রিয়া রমণী আমাদের সকলকেই স্বর্গের সমান সুখভোগ দান করত সর্ব্বদা লালন-পালন করিয়াছেন। আমরা সকলেই আপনার প্রতি কামাসক্তা আছি, সুতরাং আমাদের ত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন? ১৮

দেবোপম প্রভো! আপনিই অনাথা আমাদের নাথ। জগন্নাথ! মানদ! কুররীর সমান বিলাপকারিণী আপনার এই পত্নীদিগের প্রতি কৃপা করিয়া প্রত্যুত্তর দান করুন। ১৯

মহাভাগ! যখন আপনার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইতেছে এবং আপনার স্ত্রীগণ শোকে পীড়িত রহিয়াছে, এরূপ সময়ে আপনার পরলোক গমন আমাদের নিকট অত্যন্ত দারুণ বলিয়া মনে হইতেছে। ২০

প্রিয়তম! বীর! নিশ্চয়ই পরলোকের সুন্দরীগণ অতিশয় কমনীয়, যাহার জন্য আপনি নিজের গৃহের এই পত্নীগণকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিকট প্রস্থিত হইয়াছেন। ২১

অধিক হইতে অধিক ভোগ-সুখ সুবিধা প্রদানকারী মহারাজ! কি কারণ আছে যে, এই নিজের পত্নীরা রোদন ও আর্ত্তনাদ করিলে পরও আপনি মোহবশতঃ তাহাদের দুঃখ বুঝিতে পারিতেছেন না এবং এই মোহনিদ্রা হইতেও জাগিয়া উঠিতেছেন না? ২২

অহো! পুরুষগণের এই পারলৌকিকী যাত্রা অতিশয় নির্দয়; কারণ, তাঁহারা নিজেদের পত্নীদিগকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের কোনও অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যান। ২৩

স্বপতিস্থং স্ত্রিয়াঃ শ্রেয়ো ন তু শূরঃ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ।
স্বর্গস্ত্রীণাং প্রিয়াঃ শূরাস্তেষামপি চ তাঃ প্রিয়াঃ ॥ ২৪
অহো ক্ষিপ্রমদৃষ্টেন নয়তা ত্বাং স্বপ্রিয়ম্ ।
প্রস্থতং নঃ কৃতান্তেন সর্ব্বাসামন্তরাত্মসু ॥ ২৫
হত্বা জরাসন্ধবলং জিত্বা যক্ষাংশ্চ সংযুগে ।
কথং মানুষমাত্রেণ হতস্ত্বং জগতীতলে ॥ ২৬
ইন্দ্রেণ সহ সংগ্রামং কৃত্বা সায়কবিগ্রহম্
অমরৈরজিতো যুদ্ধে মর্ত্ত্যেনাসি কথং হতঃ ॥ ২৭
ত্বয়া সাগরমক্ষোভ্যং বিক্ষোভ্য শরবৃষ্টিভিঃ
রত্নসর্ব্বস্বহরণং জিত্বা পাশধরং কৃতম্ ॥ ২৮
ত্বয়া পৌরজনস্যার্থে শক্রে বর্ষতি বাসবে
সায়কৈর্জ্জলদান্ জিত্বা বলাদ্ বর্ষং প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ২৯
প্রতাপাবনতাঃ সর্ব্বে তব তিষ্ঠন্তি পার্থিবাঃ ।
প্রেষয়ন্তো বরার্হাণি রত্নাচ্ছাদনানি চ ॥ ৩০

স্ত্রীর পতি বিনাই থাকা বরং ভাল, কিন্তু স্ত্রীর বীর পতি লাভ হওয়া ভাল নয়, কারণ, সেই বীরগণ স্বর্গলোকের সুন্দরীদিগের প্রিয় হন এবং সেই সুন্দরীরাও এই বীরগণের প্রিয় হয় ॥ ২৪

অহো! যাঁহার দৃষ্টি প্রিয় ছিল, সেই আপনাকে অদৃশ্য ভাবে সত্বর লইয়া গমনকারী কাল আমাদের সকলের অন্তরাত্মার উপর এক সঙ্গে প্রহার করিয়াছে ॥ ২৫

বীরবর! আপনি যুদ্ধে জরাসন্ধের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া যক্ষগণকেও পরাজিত করিয়া এই ভূতলে এক মানুষ মাত্রের দ্বারা কিভাবে নিহত হইলেন? ॥ ২৬

ইন্দ্রের সহিত বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া যিনি অমরগণের দ্বারাও পরাজিত হন নাই, সে-ই আপনি মরণধর্ম্মা এক মানুষের দ্বারা কি প্রকারে নিহত হইলেন? ২৭

আপনি নিজের বাণসমূহের বর্ষণে পাশধারী বরুণকে পরাজিত করিয়া অক্ষোভ্য মহাসাগরকেও ক্ষুব্ধ করিতে করিতে তাঁহার রত্নরূপী সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৮

একবার ইন্দ্র যখন জল বর্ষণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন আপনি নিজের বাণসমূহের দ্বারা মেঘগুলকে জয় করিয়া পুরবাসীদিগের হিতের জন্য বলপূর্ব্বক বর্ষা করাইয়াছিলেন ॥ ২৯

ভূমণ্ডলের সমস্ত ভূপালগণ আপনার প্রতাপে নতমস্তক হইয়া থাকিতেন এবং উপহারস্বরূপে আপনার নিকটে বহু মূল্য রত্ন ও বস্ত্র প্রেরণ করিতেন ॥ ৩০

এইভাবে আপনি দেবগণের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন এবং

তবৈবং দেবকল্পস্য দৃষ্টবীর্য্যস্য শত্রুভিঃ ।
কথং প্রাণান্তকং ঘোরমীদৃশং ভয়মাগতম্ ॥ ৩১
প্রাপ্তাঃ স্মো বিধবাশব্দং ত্বয়ি নাথে নিপাতিতে
অপ্রমত্তাঃ প্রমত্তেন কৃতান্তেন নিরাকৃতাঃ ॥ ৩২
যদ্যেবং নাথ গন্তব্যং যদি বা বিস্মৃতা বয়ম্ ।
বাঙ্মাত্রেণাপি যামীতি বক্তব্যে কঃ পরিশ্রমঃ ॥ ৩৩
প্রসীদ নাথ ভীতাঃ স্ম পাদৌ তে যাম মূর্দ্ধভিঃ ।
অলং দূরপ্রবাসেন নিবর্ত্তস্ব নরাধিপ ॥ ৩৪
অহো বীর কথং শেষে নিষণ্ণস্তৃণপাংশুষু ।
শয়ানস্য হি তে ভূমৌ কস্মান্নো বিক্রতে বপুঃ ॥ ৩৫
কেন সুপ্তপ্রহারোঽয়ং দত্তোঽস্মাকমতর্কিতঃ ।
প্রহৃতং কেন সর্ব্বাসু নারীষেবং সুদারুণম্ ॥ ৩৬
কৃপিতাগুণতো নার্য্যা জীবন্ত্যাঃ পরিদেবনম্
কিং বয়ং সতি গন্তব্যে সহ ভর্ত্রা ব্রজামহে ॥ ৩৭

শত্রুরা আপনার বল-পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই আপনার উপর এরূপ প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর ভয় কিভাবে আসিল? ৩১

হা নাথ! আপনি নিহত হওয়ায় আমরা 'বিধবা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সর্ব্বদা প্রমাদকে বর্জন করিয়া থাকিতাম, তথাপি প্রমত্ত কৃতান্ত আমাদিগকেও ধূলিসাৎ করিয়া দিল ॥ ৩২

নাথ! যদি এইরূপে আপনাকে গমন করিতেই হইবে অথবা আমাদিকে বিস্মৃত করিতেই হইবে, তবে কেবলমাত্র 'আমি যাইতেছি' এই একটি কথা বলিয়া যাইতে আপনার কি পরিশ্রম হইত? ৩৩

নাথ! আপনি প্রসন্ন হউন। আমরা ভীতা হইয়া পড়িয়াছি। আপনার চরণদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, নরনাথ! দূর দেশে যাইয়া বা বাস করিয়া কোন লাভ হইবে না। আপনি স্বগৃহে ফিরিয়া আসুন ॥ ৩৭

বীর! আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি যে, আপনি তৃণ ও ধূলিসমূহের উপর লুটাইয়া শুইয়া আছেন! এইভাবে শয়ন করিয়া থাকায় আপনার দেহ কেন বিকৃত হইতেছে না? ৩৫

যেরূপ কেহ নিদ্রিত থাকিবার সময়ে তাহার উপর আঘাত করা হয়, সেইরূপ কে আমাদের উপর এই অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড প্রহার করিল? কোন্ নিষ্ঠুর নারীসকল আমাদের এরূপ বিদারণ প্রহার করিল? ৩৬

হায়! বিধবা নারী যতকাল জীবিত থাকে, ততকাল

এতস্মিন্নন্তরে দীনা কংসমাতা প্রবেপতী
"ক মে বৎসঃ ক মে পুত্র" ইতি ক্রোশন্তী ভৃশম্ ॥ ৩৮
সা পশ্যন্তী হতং পুত্রং নিষ্প্রভং শশিনং যথা ।
হৃদয়েন বিদীর্ণেন প্রম্লায়মানা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯
পুত্রং সমভিবীক্ষন্তী 'হা হতাস্মী'তি বাদতী ।
স্নুষাণামার্ত্তনাদেন বিললাপ রুরোদ চ ॥ ৪০
সা তস্য বদনং দীনমুৎসঙ্গে পুত্রগৃদ্ধিনী ।
কৃত্বা পুত্রেতি কারুণ্যং বিললাপার্ত্তয়া গিরা ॥ ৪১
পুত্র শূরব্রতে যুক্ত জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্দ্ধন
কিমিদং ত্বরিতং বৎস প্রস্থানং কৃতবানসি ॥ ৪২
প্রসুপ্তস্ত্বতিবিবৃতে কিং পুত্র শয়নং বিনা
বৎস নৈবংবিধা ভূমৌ শেরতে কৃতলক্ষণাঃ ॥ ৪৩
রাবণেন পুরা গীতঃ শ্লোকোঽয়ং সাধুসম্মতঃ ।

তাহাকে বিনাশই করিতে হয়। তাহার অন্তঃকরণ রোদন করিতে থাকে। আমাদের সকলকে ত' পতির সহিত যাইতে হইবে, তবে কেন আমরা রোদন করিতেছি? ৩৭

এই সময়ের মধ্যে কংসের দুঃখিনী মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিলেন এবং 'কোথায় আমার বৎস, কোথায় আমার পুত্র' এরূপ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৮

তিনি প্রভাহীন চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মৃত পুত্রকে এই সময় দেখিলেন। তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া মাতার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি পুনঃ পুনঃ যেন ঘুরিতে লাগিলেন। ৩৯

তিনি তখন পুত্রের মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—হা হতাস্মি—হায়! আমি মরিয়া যাইলাম। তারপর পুত্রবধূগণের আর্ত্তনাদের সহিত নিজেও বিলাপ করিতে ও রোদন করিতে লাগিলেন। ৪০

পুত্রের জীবনকাঙ্ক্ষিণী রাজমাতা কংসের দীন মুখকে নিজের ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তস্বরে 'হা পুত্র' বলিয়া করুণাজনক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৪১

পুত্র! তুমি ত' বীরব্রতধারী ছিলে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে। বৎস! তুমি এত দ্রুত কেন এস্থান হইতে প্রস্থান করিলে? ৪২

পুত্র! তুমি কোনও শয়ন ( বিছানা ) ব্যতীতই সর্ব্বতোভাবে অনাবৃত স্থানে কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছ? বৎস!

বলক্ষোভেন লোকেষু রাক্ষসানাং সমাগমে ॥ ৪৪
"এবমূর্জ্জিতবীর্য্যস্য মম দেবনিষূদিনঃ ।
বান্ধবেভ্যো ভয়ং ঘোরং ত্বনিবার্য্যং ভবিষ্যতি" ॥ ৪৫
তথৈব তু তিলকস্য মম পুত্রস্য ধীমতঃ
জ্ঞাতিভ্যো ভয়মুৎপন্নং শরীরান্তকরং মহৎ ॥ ৪৬
সা পতিং ভূপতিং বৃদ্ধমুগ্রসেনং বিচেতসম্
উবাচ রুদতী বাক্যং বিবৎসা হরিণী যথা ॥ ৪৭
"এহ্যেহি রাজন্ তুষ্টাত্মন্ পশ্য পুত্রং জনেশ্বরম্ ।
শয়ানং বীরশয়নে বজ্রাহতমিবাচলম্ ॥ ৪৮
অস্য কুর্ম্মো মহারাজ নির্বাণসদৃশীং ক্রিয়াম্ ।
প্রেতত্বমুপপন্নস্য গতস্য যমসাদনম্ ॥ ৪৯
বীরভোগ্যানি রাজ্যানি বয়ং চাপি পরাজিতাঃ
যস্য বিজ্ঞাপ্যতাং কৃষ্ণঃ কংসসংস্কারকারণাৎ ॥ ৫০

তোমার ন্যায় শুভ লক্ষণসম্পন্ন নরপতিগণ ত' এইভাবে ভূমিতে শয়ন করে না। ৪৩

তিন লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই রাবণ প্রাচীনকালে রাক্ষসগণের সমুদায়ের মধ্যে এই সৎপুরুষদিগের দ্বারা সম্মানিত শ্লোক গান করিয়াছিল। ৪৪

আমি এইভাবে বল ও পরাক্রমে বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছি এবং দেবগণকেও বধ করিতে সমর্থ, তথাপি আমার নিজেরই বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে ঘোর ও অনিবার্য্য ভয় উপস্থিত হইবে। ৪৫

সেইরূপ আমার বুদ্ধিমান্ পুত্র নিজের সজাতীয় বন্ধুগণের উপর ক্রুদ্ধ ছিল, তথাপি তাহার এই বন্ধুগণ হইতেই দেহবিনাশের গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ৪৬

তিনি নিজের অচৈতন্য বৃদ্ধ পতি উগ্রসেনকে বৎসহীনা হরিণীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন—ভক্তচিত্ত মহারাজ! আসুন, আসুন। নিজের পুত্র রাজা কংসকে দেখুন, যে বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ৪৭-৪৮

মহারাজ! এখন আমরা ইহার জন্য মৃত্যুকালোচিত কর্ম করিব; কারণ, সে যমলোকে যাইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪৯

রাজ্যের উপভোগ ত' বীর পুরুষই করিয়া থাকে। আমরা ত' এখন পরাজিত হইয়াছি; অতএব আপনি যাইয়া কৃষ্ণকে জানান যে, কংসের অন্ত্যেষ্টিকার্য্যের ব্যবস্থা করুন। ৫০

মরণান্তানি বৈরাণি শাস্তে শাম্যতি বিক্রিয়া।
প্রেতকার্য্যাণি কার্য্যাণি মৃতঃ কিমপরাধ্যতে" ॥ ৫১
এবমুক্ত্বা পতিং ভোজং কেশানাকৃষ্য দুঃখিতা।
পুত্রস্য মুখমীক্ষন্তী বিললাপৈব সা ভৃশম্ ॥ ৫২
"ইমাস্তে কিং করিষ্যন্তি ভার্য্যা রাজন্ সুখোষিতাঃ
ত্বাং পতিং সুপতিং প্রাপ্য যা বিপন্নমনোরথাঃ ॥ ৫৩
ইমং তে পিতরং বৃদ্ধং কৃষ্ণস্য বশবর্ত্তিনম্।
কথং দ্রক্ষ্যামি শুষ্যন্তং কাসারসলিলং যথা ॥ ৫৪
অহং তে জননী পুত্র কিমর্থং নাভিভাষসে।
প্রস্থিতো দীর্ঘমধ্বানং পরিত্যজ্য প্রিয়ং জনম্ ॥ ৫৫
অহো বীরাল্পভাগ্যায়াঃ কৃতান্তেনাভিবর্ত্তিনা।
আক্ষিপ্ত মম সম্পায়ো নীয়সে নয়কোবিদঃ ॥ ৫৬
দানমানগৃহীতানি ভৃত্যান্তেতানি তৈর্গুণৈঃ।
রুদন্তি তব ভৃত্যানাং কুলানি কুলপুঙ্গব ॥ ৫৭
উত্তিষ্ঠ নরশার্দ্দূল দীর্ঘবাহো মহাবল।
ত্রাহি দীনং জনং সর্ব্বং পুরমন্তঃপুরং যথা" ॥ ৫৮
রুদতীনাং ভৃশার্ত্তানাং কংসস্ত্রীণাং সুবিস্তরম্
জগামাস্তং দিনকরঃ সন্ধ্যারাগেণ রঞ্জিতঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে কংসস্ত্রীবিলাপে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

শত্রুর মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা থাকে। শত্রু নিহত হইলে পর শত্রুতাও নাশ হইয়া যাইবে। এখন ইহার প্রেতকার্য্য করিতে হইবে। মৃত ব্যক্তি আর কি অপরাধ করিতে পারে? ৫১

নিজের পতি ভোজরাজকে এইরূপ কথা বলিয়া দুঃখিনী রাজমাতা নিজের কেশ টানিতে টানিতে নিদারুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৫২

রাজন্! সুখে পালিতা তোমার এই ভার্য্যাগণ এখন কি করিবে? তোমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পতিপ্রাপ্ত হইয়াও এই বধূগণের সমস্ত মনোরথ নষ্ট হইয়া যাইল। ৫৩

এই তোমার বৃদ্ধ পিতা এখন শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত হইয়া যাইলেন। শুষ্ক পুষ্করিণীর জলের ন্যায় এখন আমি ইঁহাকে পরতন্ত্র অবস্থায় থাকিতে কিরূপে দেখিব? ৫৪

পুত্র! আমি তোমার জননী। আমার সহিত কেন কথা বলিতেছ না? আজ নিজের প্রিয়জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি পরলোকের বিশাল পথে কেন প্রস্থান করিলে? ৫৫

অহো! বীর! নীতিকুশল নরপতি তুমি আমার সম্পত্তি ছিলে; কিন্তু সদা সমীপবর্ত্তী কাল আজ তোমাকে অভাগিনী আমার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইল। ৫৬

কুল (পরিবার)-সমুদায়ের পালক বীর পুত্র! তুমি যাহাদিগকে দান ও মানের দ্বারা অনুগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিলে, যাহারা তোমার গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল, সেই তোমার ভৃত্যবর্গের কুলবধূগণ (অথবা ভৃত্যবর্গ সকলে) আজ তোমার জন্য রোদন করিতেছে। ৫৭

নরশ্রেষ্ঠ! উঠ! মহাবাহো! মহাবল বীর! এই দীন দুঃখী লোকসকলকে ও সম্পূর্ণ নগরীকে অন্তঃপুরের সমান রক্ষা কর। ৫৮

অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া কংসের গুণসমূহ স্মরণ করিতে করিতে কংসের স্ত্রীগণ ও মাতার রোদন করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া যাইল এবং সন্ধ্যাকালীন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কংস-স্ত্রীগণের বিলাপবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণেন কংসবধায়ানুতাপং কুর্ব্বতা তস্যৌচিত্যসমর্থনম্, শ্রীকৃষ্ণায় সর্ব্বস্বং সমর্প্য কংসস্যান্ত্যেষ্টিসংস্কারং কর্ত্তুং তং প্রতি উগ্রসেনস্যানুরোধঃ, শ্রীকৃষ্ণেনোগ্রসেনায় প্রবোধং প্রদায় রাজ্যে তস্যাভিষেককরণম্, সর্ব্বযাদবৈঃ সহ গত্বা কংসপ্রকৃতীনাম্ অন্ত্যেষ্টিসংস্কারসম্পাদনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

উগ্রসেনস্তু কৃষ্ণস্য সমীপং দুঃখিতো যযৌ
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তো বিষপীত ইব শ্বসন্ ॥ ১

স দদর্শ গৃহে কৃষ্ণং যাদবৈঃ পরিবারিতম্
পশ্চাত্তাপাভ্যায়স্তং কংসস্য নিধনে বিভুম্ ॥ ২

কংসনারীবিলাপাংশ্চ শ্রুত্বা স করুণান্ বহূন্ ।
গর্হয়ানস্তথাত্মানং তস্মিন্ যাদবসংসদি ॥ ৩

"অহো ময়াতিবালেন রোষাদ্দোষাপ্রবর্ত্তিনা ।
বৈধব্যং স্ত্রীসহস্রাণাং কংসস্যাস্য বধে কৃতম্ ॥ ৪

কারুণ্যং খলু নারীষু প্রাকৃতস্যাপি জায়তে ।
এবমার্ত্তং রুদন্তীষু ময়া ভর্ত্তরি পাতিতে ॥ ৫

পরিদেবিতমাত্রেণ শোকঃ খলু বিবীয়তে
কৃতান্তস্যানভিজ্ঞানাং স্ত্রীণাং কারুণ্যসম্ভবঃ ॥ ৬

কংসস্য হি বধঃ শ্রেয়ান্ প্রাগেবাভিমতো মম
সতামুদ্বেজনীয়স্য পাপেষভিরতস্য চ ॥ ৭

লোকে পতিতবৃত্তস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ ।
অক্লিষ্টং মরণং শ্রেয়ো ন বিশিষ্টস্য জীবিতম্ ॥ ৮

কংসঃ পাপপরশ্চৈব সাধূনামপ্যসম্মতঃ
বিক্রমপতিতশ্চৈব জীবিতে চাস্য কা দয়া ॥ ৯

স্বর্গে তপোকৃতাং বাসঃ ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ ।
ইহাপি যশসা যুক্তঃ স্বর্গিভিশ্চাভিবাদ্যতে ॥ ১০

যদি স্যুর্নির্বৃতা লোকাঃ স্যুশ্চ ধর্ম্মপরাঃ প্রজাঃ ।
নরা ধর্মপ্রবৃত্তাশ্চ ন রাজানমপি স্পৃশেৎ ॥ ১১

---

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসবধের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে তাহার ঔচিত্য সমর্থন, শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কংসের অন্ত্যেষ্টি সংস্কার করিবার জন্য তাঁহার প্রতি উগ্রসেনের অনুরোধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উগ্রসেনকে প্রবোধ দানপূর্ব্বক রাজ্যে তাঁহার অভিষেককরণ এবং সমস্ত যাদবগণের সহিত যাইয়া কংস প্রকৃতির অন্ত্যেষ্টি সংস্কার সম্পাদন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! রাজা উগ্রসেন পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। সেই সময়ে তিনি এরূপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন যে, মনে হইতেছিল—তিনি বিষ পান করিয়াছেন। ১

তিনি দেখিলেন—পিতা বসুদেবের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন এবং কংসের নিধনে মলিনমুখ হইয়া অনুতাপ করিতে করিতে চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন। ২

তিনি কংসের পত্নীগণের বহুতর করুণাপূর্ণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া সেই যাদবগণের সভায় নিজের নিন্দা করিতে করিতে লাগিলেন। ৩

অহো ! আমি অত্যন্ত অবিবেকের জন্য রোষবশতঃ কেবল দোষের অনুবর্ত্তন করিয়াছি এবং এই কংসকে বধ করিয়া হাজার নারীকে বিধবা করিয়া দিয়াছি। ৪

সাধারণ মানুষেরও স্ত্রীগণের উপর দয়াই হয়, কিন্তু আমার দ্বারা নিজেদের পতি নিহত হইলে পর তাহারা যে আর্ত্ত হইয়া রোদন করিতেছে, সেই কংসপত্নীগণের প্রতি কেবল অনুতাপ প্রকাশ করত আমি আমার শোক প্রকাশিত করিতেছি। এই পিতৃহীন সরলা স্ত্রীগণের বিলাপ শ্রবণ করিয়া মানুষেরও হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে। ৫-৬

আমি ত' পূর্ব্বেই এই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কংসকে বধ করাই শ্রেষ্ঠ। যে সর্ব্বদা পাপকার্য্যে তৎপর থাকায় সৎপুরুষগণের দৃষ্টিতেও উদ্বেজনীয় হইয়া গিয়াছিল, সংসারে সদাচার হইতে পতিত হইয়াছিল এবং সকল লোক যাহার প্রতি বিদ্বেষ করিত, এরূপ মন্দবুদ্ধি পুরুষের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। এই মৃত্যুই তাহাকে সকল ক্লেশ হইতে মুক্তি দিতে পারে, জীবিত থাকা নহে। ৭-৮

কংস সর্ব্বদা পাপেই আসক্ত ছিল, সৎপুরুষগণও (তাহাকে দুষ্ট মনে করিয়া) তাহাকে সমাদর করিতেন না এবং সে সকলের ধিক্কার পাইতে পাইতে পতিত হইয়া গিয়াছিল, অতএব তাহার জীবনের উপর আর কি দয়া হইবে ? ৯

তপস্বী পুরুষগণের যে স্বর্গলোকে বাস হয়, তাহা তাহাদের পুণ্য কর্ম্মেরই ফল। পুণ্যাত্মা মানুষ এ জগতেও যশস্বী হন এবং স্বর্গবাসী দেবগণও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ১০

যদি সকল লোক সন্তুষ্ট থাকে, সমস্ত প্রজাই ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং সকল মানুষের কেবল ধর্ম্মেই প্রবৃত্তি থাকে, তবে রাজাদিগকে অন্যায় স্পর্শ করিতেও পারে না। ১১

নিগ্রহে দুষ্টবৃত্তীনাং কৃতান্তঃ কুরুতে ফলম্ ।
ইষ্টধর্মেষু লোকেষু কর্তব্যং পারলৌকিকম্ ॥ ১১
অতীব দেবা রক্ষন্তি নরং ধর্মপরায়ণম্ ।
কর্তারঃ সুলভা লোকে দুষ্কৃতস্য হি কর্মণঃ ॥ ১৩
হতঃ সোঽয়ং ময়া কংসঃ সাধ্বেতদবগম্যতাম্ ।
মূলচ্ছেদঃ কৃতস্তস্য বিপরীতস্য কর্মণঃ ॥ ১৪
তদেষ সান্ত্বতাং সর্বঃ শোকার্তঃ প্রমদাজনঃ
পৌরাশ্চ পুর্য্যাং শ্রেণ্যশ্চ সান্ত্বস্তাং সর্ব এব হি ॥ ১৫
এবং ব্রুবতি গোবিন্দে বিবেশাবনতাননঃ ।
উগ্রসেনো যদূন্ গৃহ্য পুত্রকিল্বিষশঙ্কিতঃ ॥ ১৬
স কৃষ্ণং পুণ্ডরীকাক্ষমুবাচ যদুসংসদি ।
বাষ্পসন্দিগ্ধয়া বাচা দীনয়া সজ্জমানয়া ॥ ১৭
"পুত্রো নির্যাপিতঃ ক্রোধাত্তীতো যাম্যাং দিশং রিপুঃ ।
স্বধর্মাধিগতা কীর্তির্নাম বিখ্যাপিতং ভুবি ॥১৮

স্থাপিতঃ সৎসু মাহাত্ম্যং শঙ্কিতা রিপবঃ কৃতাঃ
স্থাপিতো যাদবো বংশো গর্বিতাঃ সুহৃদঃ কৃতাঃ ॥১৯
সামন্তেষু নরেন্দ্রেষু প্রতাপস্তে প্রকাশিতঃ
মিত্রাণি ত্বাং ভজিষ্যন্তি সংশ্রয়িষ্যন্তি পার্থিবাঃ ॥ ২০
প্রকৃতয়োঽনুযাস্যন্তি স্তোষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ ।
সন্ধিবিগ্রহমুখ্যাস্ত্বাং প্রণংস্যন্তি মন্ত্রিণঃ ॥ ২১
হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণং পদাতিগণসঙ্কুলম্
প্রতিগৃহাণ কৃষ্ণেদং কংসস্য বলমব্যয়ম্ ॥ ২২
ধনং ধান্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্ রত্নাচ্ছাদনানি চ ।
প্রতীচ্ছন্তু নিযুক্তা বৈ ত্বদীয়াঃ কৃষ্ণ পুরুষাঃ ॥ ২৩
স্ত্রিয়ো হিরণ্যং যানানি যদন্যদ্ বসু কিঞ্চন ।
এবং হি বিহিতে যোগে পর্য্যাপ্তে কৃষ্ণ বিগ্রহে ॥ ২৪
প্রতিষ্ঠিতায়াং মেদিন্যাং যদূনাং শত্রুসূদন
ত্বং গতিশ্চাগতিশ্চৈব যদূনাং যদুনন্দন ॥ ২৫

---

যদি রাজা এ জগতে দুষ্ট বুদ্ধিধারী মনুষ্যগণকে দমন করেন, তবে পরলোকে ধর্মরাজ তাহাকে তাহারই ফল দান করিয়া থাকেন। সমস্ত লোকগণের মধ্যে ধর্মই ( তাহার ফলস্বরূপ সুখ প্রাপ্তিই ) অভীষ্ট, সেইজন্য সকল মানুষেরই পরলোকে সুখদায়ক পুণ্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । ১১

দেবগণ ধর্মপরায়ণ মানুষকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন, কারণ, জগতে অধিকতর পাপ কর্মকারীরাই সুলভ হয় । ১৩

অতএব আমি যে কংসকে বধ করিয়াছি, তাহা আপনার ভালই হইয়াছে বলিয়া জানিবেন ; কারণ, এরূপ করিয়া আমি তাহার পাপকর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছি । ১৪

সেইজন্য আপনারা এই সব শোকাকুল রমণীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং মথুরাপুরীর নাগরিক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী সকল মানুষকেই সান্ত্বনা দান করুন । ১৫

যখন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় রাজা উগ্রসেন অবনত মুখে যাদবগণকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি এই সময় নিজের পুত্র কংসের অপরাধে ভীত ছিলেন । ১৬

তিনি যাদবগণের সেই সভায় কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুপূর্ণ দীন, গদ্গদ ও অস্পষ্ট স্বরে এই কথা বলিলেন । ১৭

শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার পুত্রের অপরাধের প্রতিশোধ লইয়াছ, নিজের সেই শত্রুকে ক্রোধের সহিত যমলোকে প্রেরিত করিয়াছ, ধর্মানুসারে কীর্তিলাভ করিয়াছ এবং ভূমণ্ডলে নিজের নাম প্রথিত করিয়াছ । ১৮

সৎপুরুষগণের হৃদয়ে নিজের মহত্ত্ব স্থাপিত করিয়াছ, শত্রুদিগকে ভীত করিয়াছ, যদুবংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ এবং সুহৃদ্‌বর্গকে গর্বিত করিয়া তুলিয়াছ । ১৯

সামন্ত রাজাদের মধ্যে তোমার প্রতাপ প্রকাশিত হইয়াছে, মিত্রগণ তোমার সেবায় উপস্থিত হইবে এবং ভূমণ্ডলের সকল রাজাই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । ২০

প্রকৃতিবর্গ ( প্রজা, মন্ত্রী প্রভৃতি ) তোমার অনুসরণ করিবে, ব্রাহ্মণগণ তোমার স্তুতি করিবেন এবং সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কার্যে অংশ গ্রহণকারী মন্ত্রিগণ তোমাকে প্রণাম করিবেন । ২১

শ্রীকৃষ্ণ! হাতী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যে পরিপূর্ণ কংসের এই অক্ষয় সৈন্যবাহিনী তুমি গ্রহণ কর । ২২

শ্রীকৃষ্ণ! যাহা কিছু ধন, ধান্য, রত্ন ও বস্ত্রাদি কংসের অধিকারে ছিল, তৎসমস্তই তোমার পক্ষের পুরুষগণ নিযুক্ত হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করুক। স্ত্রী, সুবর্ণ, বাহন ও অন্য যাহা কিছু ধন-রত্নাদি আছে, তৎসমস্তও তুমি অধিকার কর ।২৩

যদুবংশের শত্রুনাশন যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! যখন এইভাবে অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিরূপ যোগ সম্পন্ন হইয়াছে, বিগ্রহ ( যুদ্ধ-বিবাদ ) সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এই পৃথিবীর উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন এই যাদব আমাদের সকলেরই গতি ও অগতি একমাত্র তুমিই হইয়াছ । ২৪-২৫

শৃণুষ বদতাং বীর কৃপণানামিদং বচঃ
অস্য ত্বং কোপদগ্ধস্য কংসস্যাশুভকর্ম্মণঃ ॥ ২৬
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ প্রেতকার্য্যং ক্রিয়েত হ
তস্য কৃত্বা নরেন্দ্রস্য বিপন্নস্যৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ২৭
সন্‌যোহহং সভার্য্যশ্চ চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ
প্রেতসংস্কারমাত্রেণ কৃতে বান্ধবকর্ম্মণি ॥
আনৃণ্যং লৌকিকং কৃষ্ণ গতাঃ কিল ভবন্তি হি
তস্মাদিদং পশ্চিমং কৃত্বা চিতিস্থানে বিধানতঃ
তোয়প্রদানমাত্রেণ কংসস্যানৃণ্যতামিয়াম্ ॥ ২৯
এতদ্বৈ কৃষ্ণ বিজ্ঞাপ্যং স্নেহোহত্র যদি যুজ্যতাম্
প্রাপ্নোতি সুগতিং তত্র কৃপণঃ পশ্চিমাং ক্রিয়াম্" ॥ ৩০
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কৃষ্ণঃ পরমবিস্মিতঃ
প্রত্যুবাচোগ্রসেনং বৈ সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৩১
"কালযুক্তমিদং তাত ভবেত্তদ্ যৎ প্রভাষিতম্।
সদৃশং রাজশার্দ্দূল বৃত্তস্য চ কুলস্য চ ॥ ৩২
যৎ ত্বমেবং বিধো জাতো গতেহর্থে ধৃতবিক্রমে
প্রাপ্যতে নৃপসংস্কারং কংসঃ প্রেতগতোহপি সন্ ॥ ৩৩
কুলে মহতি তে জন্ম বেদান্ বিদিতবানসি
কথং ন জ্ঞায়তে তাত নিঃসৃষ্টা দৈবিক্রিয়া ॥ ৩৪
স্থাবরাণাঞ্চ ভূতানাং জঙ্গমানাঞ্চ পার্থিব।
পূর্ব্বকর্ম্মকৃতং কর্ম কালেন পরিপচ্যতে ॥ ৩৫
শ্রুতবন্তোহর্থবন্তশ্চ দাতারঃ প্রিয়দর্শনাঃ
ব্রহ্মণ্যা নয়সম্পন্না দীনানুগ্রহকারিণঃ ॥ ৩৬
লোকপালসমাস্তাত মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ।
ক্ষিতিপালাঃ কৃতান্তেন নীয়ন্তে নৃপসত্তম ॥ ৩৭
ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বভাবজ্ঞাঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ।
ক্ষত্রধর্ম্মপরা দান্তাঃ কালেন নিধনং গতাঃ ॥ ৩৮
যদ্যমাত্মকৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্।
প্রাপ্তে কালে তু তৎকর্ম দৃশ্যতে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৩৯

বীর! দীনজন আমরা তোমার সম্মুখে যাহা কিছু বলিতেছি,—আমাদের সেই প্রার্থনা তুমি স্বীকার কর। গোবিন্দ! এই পাপকর্ম্মকারী কংস তোমার কোপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের ইচ্ছা—তোমারই কৃপাপ্রসাদে ইহার প্রেতকার্য্য আমরা সম্পন্ন করি। ২৬।

এই মৃত নরপতির ঔর্দ্ধদেহিক সংস্কার পূর্ণ করত আমি বনের পশু ও মৃগযূথকে সঙ্গে লইয়া বনে স্ত্রীগণের সহিত বিচরণ করিব। ২৭।

শ্রীকৃষ্ণ! কথিত আছে যে, মৃত মানুষের প্রেত সংস্কারমাত্র করিলেই তাহার বান্ধবগণের কর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহাতে তাহারা মৃতের লৌকিক ঋণ হইতেও মুক্ত হয়। ২৮

অতএব আমি চিতাস্থানে বিধিপূর্ব্বক কংসের অন্তিম অধিকার করত তাহাকে জলাঞ্জলি মাত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি—ইহাই আমার ইচ্ছা। ২৯

হে কৃষ্ণ! ইহাই আমার তোমার নিকট নিবেদন, এ বিষয়ে তুমি আমার উপর তোমার স্নেহ প্রকাশ কর। শুনা যায়, তাহার উপর অন্তিম সংস্কার করিলে পরই হতভাগ্য মৃত প্রাণী উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। ৩০

উগ্রসেনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক উগ্রসেনকে বুঝাইতে বুঝাইতে এই কথা প্রত্যুত্তরে বলিলেন। ৩১

তাত! আপনি এই যাহা কিছু বলিলেন, তাহা সময়োচিত হইয়াছে। রাজশ্রেষ্ঠ! আপনার এই কথা আপনার উত্তম আচার-বিচার ও শ্রেষ্ঠ কুলেরই অনুরূপ হইয়াছে। ৩২

যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা এইরূপই হইবার ছিল। দৈবের বিধানকে লঙ্ঘন করা সকলের পক্ষেই দুষ্কর; তথাপি উহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন (ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে)। কংস নিহত হইলেও সে আমার দ্বারা রাজোচিত সংস্কার প্রাপ্ত হইবে (আমি আপনাকে এই কথা প্রত্যাসকারেই বলিলাম)। ৩৩

তাত! আপনার মহৎ কুলে জন্ম হইয়াছে, আপনি সকল বেদই জানেন, তথাপি আপনি কেন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, নিয়তিকে (দৈবের বিধানকে) উল্লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য। ৩৪

ভূপাল! স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণিগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম কালের দ্বারা পরিপক্ব হয় অর্থাৎ তাহাদিগকে শুভাশুভ ফল প্রাপ্তি করায়। ৩৫

তাত! নৃপশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা বেদশাস্ত্রে বিদ্বান্, ধনবান্, দাতা, প্রিয়দর্শন (সুন্দর), ব্রাহ্মণভক্ত নীতিমান্, দীনগণের উপর অনুগ্রহকারী, লোকপালদিগের ন্যায় যশস্বী এবং মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজা, তাঁহাদিগকেও কাল লইয়া যায়। ৩৬-৩৭

যাঁহারা ধার্ম্মিক, সর্ব্ববিধ ভাবসমূহের জ্ঞাতা, প্রজাপালনে তৎপর, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তাঁহারাও কালের দ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৮

স্বয়ং নিজ কৃত যে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম, তাহাই সময় আসিলে পর সমস্ত দেহধারিগণের সম্মুখে সুখ-দুঃখ রূপে দৃষ্ট হয়। ৩৯

এষা হ্যন্তর্হিতা মায়া দুর্বিজ্ঞেয়া সুরৈরপি।
যয়াহং মুহ্যতে লোকো হ্যত্র কর্মৈব কারণম্ ॥ ৪০
কালেনাভিহতঃ কংসঃ পূর্বকর্মপ্রচোদিতঃ।
ন হ্যহং কারণং তত্র কালঃ কর্ম চ কারণম্ ॥ ৪১
সূর্যা-সোমময়ং তাত কৃৎস্নং স্থাবর-জঙ্গমম্।
কালেন নিধনং যাতি কালেনৈব চ জায়তে ॥ ৪২
স কালঃ সর্বভূতানাং নিগ্রহানুগ্রহে রতঃ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি কালস্য বশগানি বৈ ॥ ৪৩
যদোস্তেনৈব দণ্ডস্য সূনোস্তব নরাধিপ
নাহং বৈ কারণং তত্র কালস্তত্র চ কারণম্ ॥ ৪৪
অথবাহং ভবিষ্যামি কারণং নাত্র সংশয়ঃ।
পরায়ণপরঃ কালঃ কিং করিষ্যত্যকারণঃ ॥ ৪৫
কালস্তু বলবান্ রাজন্ দুর্বিজ্ঞেয়া হি সা গতিঃ
পরাবরবিশেষজ্ঞা যাং যান্তি সমদর্শিনঃ ॥ ৪৬
গতিঃ কালস্য সা যেন সর্বং কালস্য গোচরম্
ব্রবীমি যদহং তাত তদনুষ্ঠীয়তাং বচঃ ॥ ৪৭
ন হি রাজ্যেন মে কার্যং নাপ্যহং নৃপ কাঙ্ক্ষিতঃ
ন চাপি রাজ্যলুব্ধেন ময়া কংসো নিপাতিতঃ ॥ ৪৮
কিন্তু লোকহিতার্থায় কীর্ত্যর্থঞ্চ সুতস্তব
ব্যঙ্গভূতঃ কুলস্যাস্য সানুজো বিনিপাতিতঃ ॥ ৪৯
অহং স এব গোমধ্যে গোপৈঃ সহ বনেচরঃ
প্রীতিমান্ বিচরিষ্যামি কামচারী যথা গজঃ ॥ ৫০
এতাবচ্ছতশোঽপ্যেবং সত্যেনৈতদ্ ব্রবীমি তে।
ন মে কার্যং নৃপত্বেন বিজ্ঞাপ্যং ক্রিয়তামিদম্ ॥ ৫১
ভবান্ রাজাস্তু মান্যো মে যদূনামগ্রণীঃ প্রভুঃ
বিজয়ায়াভিষিচ্যস্ব স্বরাজ্যে নৃপসত্তম ॥ ৫২
যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্যং যদি বা নাস্তি তে ব্যথা
ময়া নিসৃষ্টং রাজ্যং স্বং চিরায় প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫৩

---

ইহা শ্রীভগবানের অদৃশ্যরূপে স্থিত মায়া, যাহার দ্বারা জগৎ মোহিত হইয়া যায় এবং এই মায়ার স্বরূপ জানা দেবতাদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন। বাস্তবে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিতে কর্মই কারণ (মানুষ যে ইহাতে চিন্তিত ও ব্যথিত হয়, তাহা মায়াজনিত মোহই)। ৪০

কংস নিজের পূর্ব কর্মসমূহে প্রেরিত হইয়াই কালের দ্বারা নিহত হইয়াছে। আমি উহাতে কারণ নহি; পরন্তু কাল ও কর্মই কারণ ॥ ৪১

তাত! এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ সূর্য ও সোমময় (অগ্নী-ষোমাত্মক)। উহা কালের দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কালেরই দ্বারা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪২

সেই কালই সমস্তপ্রাণিগণের নিগ্রহ ও অনুগ্রহে তৎপর আছে। অতএব সমস্ত ভূতই কালের বশীভূত ॥৪৩

নরনাথ! আপনার পুত্র নিজেরই দোষে বধ হইয়া গিয়াছে। তাহার মৃত্যুর কারণ আমি নই, কাল। ৪৪

অথবা আমি ইহাতে নিমিত্ত কারণ হইতে পারি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই; যেহেতু অন্য নিমিত্তসমূহের আশ্রয় গ্রহণকারী কাল একাকীই বা কি করিতে পারে? ৪৫

রাজন! কাল সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। কাল হইতে পরে যে মোক্ষরূপা গতি, তাহা দুর্বিজ্ঞেয়া, পর ও অপরের (পুরুষ ও প্রকৃতির) পার্থক্যদ্রষ্টা অভিজ্ঞ সমদর্শী পুরুষগণই সেই গতি প্রাপ্ত হন। ইহাই কালের পরমগতি, যাহার দ্বারা সব কিছুই কালের অধীন বলিয়া প্রতীত হয়। ৪৬

তাত! এখন আমি যাহা কিছু বলিতেছি, আমার কথিত সেই কার্য আপনি পালন করুন। হে নৃপ! আমার রাজ্যে কোনও প্রয়োজন নাই। আমি রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করি নাই এবং রাজ্যের লোভে আমি কংসকে বিনাশও করি নাই। ৪৭-৪৮

আমি তো কেবল লোকহিতের জন্য এবং কীর্তির জন্যই ভ্রাতার সহিত আপনার পুত্রকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছি, যে এই কুলের বিকৃত অঙ্গ ছিল। ৪৯

আমি সে-ই বনেচর হইয়াই গোপগণের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ মনে সেইভাবে বিচরণ করিব, যেরূপ ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী হস্তী বনে স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করে। ৫০

আমি সত্যের শপথ লইয়া এই কথা শত শত বার এইরূপে বলিতেছি যে, আমার রাজ্যে কোনও প্রয়োজন নাই, আপনি এই কথা সকলের মধ্যে বিজ্ঞাপিত করিয়া দিন। ৫১

আপনি যদুবংশীয়গণের অগ্রগণ্য প্রভু এবং আমারও পক্ষে মাননীয়, অতএব আপনিই রাজা হউন। নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার রাজ্যে নিজেকে অভিষেক করান, আপনার জয় হউক। ৫২

যদি আপনি আমার প্রিয় কার্য করিতে চান অথবা যদি আপনার মনে আমার দিক হইতে কোনও ব্যথা না থাকে, তবে আমার দ্বারা প্রত্যর্পিত এই রাজ্যকে আপনি দীর্ঘকালের জন্য গ্রহণ করুন। ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্তঃ স তু বচনং নোত্তরং প্রত্যভাষত।
ব্রীড়িতোঽধোমুখস্তং তু রাজানং যদুসংসদি
অভিষেকেণ গোবিন্দো যোজয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৫৪
স বদ্ধমুকুটঃ শ্রীমানুগ্রসেনো মহাদ্যুতিঃ।
চকার সহ কৃষ্ণেন কংসস্য নিধনক্রিয়াম্ ॥ ৫৫
তং সর্বে যাদবা মুখ্যা রাজানং কৃষ্ণশাসনাৎ।
অনুজগ্মুঃ পুরীমার্গে দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥ ৫৬
প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং ততঃ সূর্যো বিরাজিতে।
পশ্চিমং কংসসংস্কারং চক্রুস্তে যদুপুঙ্গবাঃ ॥ ৫৭
শিবিকায়ামথারোপ্য কংসদেহং যথাক্রমম্।
নৈষ্ঠিকেন বিধানেন চক্রুস্তে কংসসৎক্রিয়াম্ ॥ ৫৮
স নীতো যমুনাতীরমুত্তরং নৃপতেঃ সুতঃ।
সংস্কৃতশ্চ যথান্যায়ং নৈধনেন চিতাগ্নিনা ॥ ৫৯
তথৈব ভ্রাতরং চাস্য সুনামানং মহাভুজম্।
সংস্কারং লম্ভয়ামাসুঃ সহ কৃষ্ণেন যাদবাঃ ॥ ৬০
তাভ্যাং তে সলিলং চক্রুঃ কাঙ্কপুরোগমাঃ।
"অক্ষয়ং চাস্তু প্রেতেভ্যো" ভাষমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬১
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য দশ কোটীস্তথা হরিঃ
গাবো রত্নানি বাসাংসি গ্রামান্নগরসম্মতান্ ॥ ৬২
দদৌ কংসং সমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণেভ্যো নৃপোত্তমঃ।
"অক্ষয়ং চাপি বিপ্রেভ্যো" ভাষমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩
তয়োস্তে সলিলং দত্ত্বা যাদবা দীনমানসাঃ।
পুরস্কৃত্যোগ্রসেনং বৈ বিবিশুর্মথুরাং পুরীম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
উগ্রসেনাভিষেক-কংসসংস্কারকথনে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করত উগ্রসেন কোনও কথার উত্তর দিলেন না। তিনি লজ্জিত হইয়া সেই যাদবগণের সভায় অধোমুখে নীরবে রহিলেন। সেই সময় ধর্মজ্ঞ গোবিন্দ রাজা উগ্রসেনকে যাদবগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ৫৪

মস্তকে মুকুট ধারণ করত মহাতেজস্বী শ্রীমান্ রাজা উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কংসের অন্ত্যেষ্টি সংস্কার করিলেন। ৫৫

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সমস্ত মুখ্য মুখ্য যাদবগণ মথুরাপুরীর রাজপথে রাজা উগ্রসেনের পেছনে অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ৫৬

যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া সূর্যদেব উদিত হইলেন, সেই সময় শ্রেষ্ঠ যাদবগণ মিলিত হইয়া কংসের অন্ত্যেষ্টি-সংস্কারের উদ্যোগ করিলেন। ৫৭

তাঁহারা সকলে কংসের দেহকে শিবিকায় রাখিয়া ক্রমশঃ অন্ত্যেষ্টি-কর্মের বিধানানুসারে তাহার দাহসংস্কার করিলেন। ৫৮

রাজকুমার কংসের শবদেহ প্রথমে যমুনার উত্তর তীরে লইয়া যাওয়া হইল, তারপর যথোচিত রীতিতে মৃত্যুকালিক চিতাগ্নির দ্বারা সাদরে তাহার অন্ত্যেষ্টি-সংস্কার করা হইল। ৫৯

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণসহ সমস্ত যাদবগণ কংসের ভ্রাতা মহাবাহু সুনামারও দাহসংস্কার করিলেন। ৬০

বৃষ্ণি ও অন্ধকাদি কুলজাত ব্যক্তিগণ সকলে এই দুই ভ্রাতা কংস ও সুনামার উদ্দেশে জলদান (তর্পণ) করিলেন এবং বারংবার বলিতে লাগিলেন—এই জল প্রেতগণের পক্ষে অক্ষয় হউক। ৬১

শ্রীহরি ও নৃপশ্রেষ্ঠ উগ্রসেন রাজা কংসের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা, বহু সংখ্যক গো, রত্ন, বস্ত্র ও নগরতুল্য বহু গ্রাম দান করিলেন এবং বারংবার ব্রাহ্মণগণকে এই কথা বলিলেন—ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত আমাদের এই দান সর্বত আমাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। ৬২-৬৩

এইভাবে কংস ও সুনামার উদ্দেশে জলদান করত যাদবগণ দীনচিত্তে রাজা উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া মথুরানগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে উগ্রসেনের অভিষেক ও কংসের অন্ত্যেষ্টিসংস্কার-কথনবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ গুরু-সান্দীপনি-মুনিসমীপং গত্বা শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্বিদ্যাধ্যয়নম্, গুরুদক্ষিণারূপেণ গুরোর্মৃত-পুত্রং গুরবে প্রদায় মথুরাপুর্যাং প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
স কৃষ্ণস্তত্র বলবান্ রৌহিণেয়েন সঙ্গতঃ
মথুরাং যাদবাকীর্ণাং পুরীং তাং সুখমাবসৎ ॥ ১
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু যুক্তো রাজশ্রিয়া জ্বলন্ ।
চচার মথুরাং বীরঃ স রত্নাকরভূষণাম্ ॥ ২
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সহিতৌ রামকেশবৌ ।
গুরুং সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তিপুরবাসিনম্ ॥ ৩
ধনুর্বেদচিকীর্ষার্থমুভৌ তাবভিজগ্মতুঃ
নিবেদ্য গোত্রং স্বাধ্যায়মাচারেণাভ্যলঙ্কৃতৌ ॥ ৪
শুশ্রূষু নিরহঙ্কারাবুভৌ রাম-জনার্দ্দনৌ
প্রতিজগ্রাহ তৌ কাশ্যো বিদ্যাঃ প্রাদাচ্চ কেবলাঃ ॥৫
তৌ চ শ্রুতিধরৌ বীরৌ যথাবৎ প্রতিপদ্যতাম্
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সাঙ্গবেদমধীয়তাম্ ॥ ৬
চতুষ্পাদং ধনুর্বেদং শস্ত্রগ্রামং সসংগ্রহম্ ।
অচিরেণৈব কালেন গুরুস্তাবভ্যশিক্ষয়ৎ ॥ ৭
অতীবামানুষীং মেধাং চিন্তয়িত্বা তয়োর্গুরুঃ ।
মেনে তাবাগতৌ বীরৌ দেবৌ চন্দ্র-দিবাকরৌ ॥ ৮
দদর্শ চ মহাত্মানাবুভৌ তাবপি পর্বসু ।
পূজ্যমানৌ মহাদেবং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৯
গুরুং সান্দীপনিং কৃষ্ণঃ কৃতকৃত্যোঽভ্যভাষত ।
গুর্বর্থং কিং দদানীতি রামেণ সহ ভারত ॥১০
তয়োঃ প্রভাবং স জ্ঞাত্বা গুরুঃ প্রোবাচ হৃষ্টবান্ ।
পুত্রমিচ্ছাম্যহং দত্তং যো মৃতো লবণাম্ভসি ॥ ১১

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

[ গুরু সান্দীপনি-মুনির নিকটে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিদ্যাধ্যয়ন এবং গুরুদক্ষিণারূপে গুরুর মৃত পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রদান করত মথুরাপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে রোহিণীনন্দন বলরামের সহিত যাদবগণে পরিপূর্ণ সেই মথুরাপুরীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ১

তাঁহার দেহ যৌবনপ্রাপ্ত হইল। এই বীর শ্রীকৃষ্ণ রাজশ্রীতে দেদীপ্যমান হইতে রত্নাদিময় আভরণে বিভূষিত মথুরাপুরীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

অনন্তর কিছুকাল পরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে অবন্তিপুর (উজ্জয়িনী) নিবাসী কাশ্যপবংশজাত গুরু সান্দীপনির নিকট গমন করিলেন ।৩

এই দুই ভ্রাতা সেখানে ধনুর্বেদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য গিয়াছিলেন। ইঁহারা নিজেদের গোত্রের পরিচয় দান করত গুরুকুলের আচারের দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করিয়া বাধ্যায় করিতে লাগিলেন ।৪

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই গুরুসেবায় নিরত ছিলেন এবং নিজেদের অহঙ্কারকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাশ্যপবংশজাত গুরু সান্দীপনি ইঁহাদের দুইজনকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ বিদ্যা প্রদান করিলেন ॥ ৫

এই দুই বীর শ্রুতিধর ছিলেন—কোনও বিষয় একবার শ্রবণ করিবামাত্রই তাহা গ্রহণ করিতেন, অতএব ইঁহারা যথাযথ ভাবে বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। চৌষট্টি দিন-রাত্রিতে তাঁহারা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গ সহ সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিয়া লইলেন ॥ ৬

গুরুদেব অল্পকালের মধ্যেই দীক্ষা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ—এই চারি পাদযুক্ত ধনুর্বেদ এবং রহস্যসহ সমস্ত অস্ত্রসমূহের শিক্ষা তাঁহাদের প্রদান করিলেন ॥ ৭

ইঁহাদের অত্যন্ত অলৌকিক বুদ্ধির বিচার করত গুরু সান্দীপনি ইহা মনে করিলেন যে, সাক্ষাৎ চন্দ্রদেব ও সূর্য্যদেব এই দুই বীরের রূপে আমার নিকট আসিয়াছেন। ৮

তিনি পর্ব্বকালসমূহে এই দুই মহাত্মাকে অর্চ্চাবিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত দেবশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা পূর্ব্বক পূজা করিতে দেখিলেন। ৯

ভরতবংশধর জনমেজয়! বিদ্যাশিক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গুরু সান্দীপনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আপনার গুরুদক্ষিণারূপে আমরা কি প্রদান করিব? ১০

ইঁহাদের উভয়ের প্রভাব জানিয়া সান্দীপনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—আমার যে পুত্র লবণসমুদ্রের জলে ডুবিয়া নিহত হইয়াছে, তাহাকে আনিয়া তোমরা প্রদান কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। ১১

পুত্র একোঽপি মে জাতঃ স চাপি তিমিনা হৃতঃ।
প্রভাসে তীর্থযাত্রায়াং তং মে ত্বং পুনরানয়" ॥ ১২
তথেত্যেবাব্রবীৎ কৃষ্ণো রামস্যাপ্যনুমতে স্থিতঃ।
গত্বা সমুদ্রং তেজস্বী বিবেশাম্বুজলং হরিঃ ॥ ১৩
সমুদ্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দর্শয়ামাস তং তদা
তমাহ কৃষ্ণঃ 'ক্বাসৌ ভোঃ পুত্রঃ সান্দীপনেরিতি ॥ ১৪
সমুদ্রঃ প্রত্যুবাচেদং দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্
তিমিরূপেণ তং বালং গ্রস্তবানিতি মাধব ॥ ১৫
স পঞ্চজনমাসাদ্য জঘান পুরুষোত্তমঃ
ন চাসসাদ তং বালং গুরুপুত্রং তদাচ্যুতঃ ॥১৬
স তু পঞ্চজনং হত্বা শঙ্খং লেভে জনার্দনঃ।
যস্য দেবমনুষ্যেষু পাঞ্চজন্য ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৭
ততো বৈবস্বতপুরং জগাম পুরুষোত্তমঃ।
ততো যমোঽভ্যুপাগম্য ববন্দে তং গদাধরম্ ॥ ১৮

---

আমার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। সেও তীর্থযাত্রার সময় প্রভাসক্ষেত্রে তিমি মৎস্যের দ্বারা জলে নিমজ্জিত হইয়া নিহত হয়। সেই পুত্রকে তোমরা পুনরায় আনিয়া দাও। ১২

তখন বলরামের অনুমতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ উঁহাকে বলিলেন —তাহাই হইবে। তারপর সেই তেজস্বী শ্রীহরি সমুদ্রের তীরে যাইয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৩

সেই সময় সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া উঁহাকে নিজের রূপ দর্শন করাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—হে সমুদ্র! সান্দীপনি মুনির পুত্র কোথায় আছে? ১৪

সমুদ্র উত্তরে বলিলেন—মাধব! পঞ্চজন নামক এক মহাদৈত্য তিমি রূপ ধারণ করত তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। ১৫

তখন স্ব-মহিমা হইতে অবিচ্যুত ভগবান পুরুষোত্তম পঞ্চজনের নিকট গমন করত তাহাকে বধ করিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে সেই বালক গুরুপুত্রকে পাইলেন না। ১৬

পঞ্চজনকে বধ করিয়া ভগবান জনার্দন এক শঙ্খ লাভ করিলেন, যাহা দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে পাঞ্চজন্য নামে বিখ্যাত। ১৭

অনন্তর ভগবান পুরুষোত্তম সূর্যপুত্র যমের পুরীতে গমন করিলেন। তখন যম আসিয়া গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। ১৮

তমুবাচাথ বৈ কৃষ্ণো 'গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্'
তয়োস্তত্র তদা যুদ্ধমাসীদ্ ঘোরতরং মহৎ ॥ ১৯
ততো বৈবস্বতং ঘোরং নির্জিত্য পুরুষোত্তমঃ।
আসসাদ চ তং বালং গুরুপুত্রং তদাচ্যুতঃ ॥ ২০
আনিনায় গুরোঃ পুত্রং চিরং নষ্টং যমক্ষয়াৎ।
ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রঃ প্রভাবাদমিতৌজসঃ ॥ ২১
দীর্ঘকালগতঃ প্রেতঃ পুনরাসীচ্ছরীরবান্
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ দৃষ্ট্বা সুমহদদ্ভুতম্ ॥ ২২
সর্বেষামেব ভূতানাং বিস্ময়ঃ সমজায়ত।
স গুরোঃ পুত্রমাদায় পাঞ্চজন্যঞ্চ মাধবঃ।
রত্নানি চ মহার্হাণি পুনরায়াজ্জগৎ প্রভুঃ ॥ ২৩
রাজ্ঞৈদত্তসা রত্নানি মহার্হাণি বহূনি চ
আনায্যাবেদয়ামাস গুরবে বাসবানুজঃ
গদাপরিঘযুদ্ধেষু সর্বাস্ত্রেষু চ তাবুভৌ
অচিরান্মুখ্যতাং প্রাপ্তৌ সর্বলোকে যদূত্তমৌ ॥ ২৫

---

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন--গুরুপুত্রকে প্রদান কর। (কিন্তু যম তাহাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না)। তখন সেখানে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মহা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ১৯

তারপর ভয়ানক যমরাজকে পরাজিত করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম অচ্যুত সেই বালক গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন।২০

যে বহুকাল পূর্বে নিহত হইয়াছিল, সেই গুরুপুত্রকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমলোক হইতে লইয়া আসিলেন। এই অমিততেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে দীর্ঘকাল মরিয়া মৃত সান্দীপনি মুনির পুত্র পুনরায় শরীর ধারণ করত জীবিত হইয়া উঠিল। ২১

যে কার্য্য করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে, সেই অচিন্তনীয় ও অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যেই বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। ২২

জগৎপতি মাধব (মা-লক্ষ্মী ও ধব-স্বামী অতএব মাধব শব্দের দ্বারা লক্ষ্মীপতি বুঝায়) শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও বহুমূল্য অসংখ্য রত্নাদি লইয়া পুনরায় সেখানে (গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিলেন)। ২৩

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বহুসংখ্যক বহুমূল্য রত্নাদি মথুরাধিপ রাজগণের দ্বারা আনাইয়া গুরু সান্দীপনি মুনিকে নিবেদন করিলেন। ২৪

দুই ভ্রাতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ গদা এবং পরিঘের যুদ্ধে ও

ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রঃ হৃত্রপক্রমং তদা ।
প্রাদাৎ কৃষ্ণঃ প্রতীতাত্মা সহ সংস্কর্ষণাগ্রজঃ ॥ ২৬
চিরনষ্টেন পুত্রেণ কাশ্যঃ স সান্দীপনিস্তদা ।
সংস্তত্য মুমুদে রাজন্ পূজয়ন্ রাম-কেশবৌ ॥ ২৭
কৃতাস্ত্রৌ তাবুভৌ বীরৌ গুরুনামগ্রা সুব্রতৌ ।
আযাতৌ মথুরাং ভূয়ো বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ২৮
ততঃ প্রত্যুদ্ধযুঃ সর্ব্বে যাদবা যদুনন্দনৌ
সবলা হৃষ্টমনস উগ্রসেনপুরোগমাঃ ॥ ২৯
শ্রেণ্যঃ প্রকৃতয়শ্চৈব মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ
সবাল-বৃদ্ধা সা চৈব পুরী সমভিবর্ত্তত ॥ ৩০
নন্দিতূর্য্যাণ্যবাদ্যন্ত তুষ্টুবুশ্চ জনার্দ্দনম্
রথ্যা পতাকামালিন্যো ভ্রাজন্তে স্ম সমন্ততঃ ॥ ৩১
প্রহৃষ্টমুদিতং সর্ব্বমন্তঃপুরমশোভত
গোবিন্দাগমনেহত্যর্থং যথেবেন্দ্রমহে তথা ॥ ৩২

মুদিতাশ্চাপ গায়ন্তি রাজমার্গেষু গায়কাঃ
তত্রাসীৎ প্রথিতা গাথা যাদবানাং প্রিয়ঙ্করা ॥ ৩৩
গোবিন্দ-রামৌ সম্প্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ লোকবিক্রুতৌ
স্বে পুরে নির্ভয়াঃ সর্ব্বে ক্রীড়ধ্বং সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৩৪
ন তত্র কশ্চিদ্দীনো বা মলিনো বা বিচেতনঃ ।
মথুরায়ামভূদ্ রাজন্ গোবিন্দে সমুপস্থিতে ॥ ৩৫
বয়াংসি সাধুবাক্যানি প্রহৃষ্টা গো-হয়-দ্বিপাঃ
নরনারীগণাঃ সর্ব্বে ভেজিরে মনসঃ সুখম্ ॥ ৩৬
শিবাশ্চ বাতাঃ প্রববুর্বিরজস্কা দিশো দশ
দৈবতানি চ হৃষ্টানি সর্ব্বাণ্যায়তনেষু চ ॥ ৩৭
যানি লিঙ্গানি লোকস্য চাসন্ কৃতযুগে পুরা
তানি সর্ব্বাণ্যদৃশ্যন্ত পুরীং প্রাপ্তে জনার্দ্দনে ॥ ৩৮
ততঃ কালে শিবে পুণ্যে স্বচ্ছন্দেনারিমর্দ্দনঃ
হরিযুক্তেন গোবিন্দো বিবেশ মথুরাং পুরীম্ ॥ ৩৯

---

সমস্ত অস্ত্রবিদ্যায় সকল প্রাধান্য লাভ করিলেন। সম্পূর্ণ লোকসকলের মধ্যে, ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইলেন। ২৫

উদারবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া সান্দীপনি মুনির পুত্রকে সেই রূপ ও বয়সেই বলরামের সহ তাঁহার নিকট প্রদান করিলেন। ২৬

রাজন্! কাশীদেশজাত সান্দীপনি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে মৃত নিজের পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ২৭

উত্তম ব্রতপালনকারী সেই দুই বীর বসুদেবপুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করত গুরুদেবের আজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় মথুরাপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। ২৮

সেই সময় উগ্রসেনাদি সমস্ত যাদবগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া সৈন্যসহ সেই দুই যদুনন্দন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ২৯

ব্যবসায়ীরা, প্রজাবর্গ, মন্ত্রিগণ, পুরোহিতবৃন্দ, বালক ও বৃদ্ধগণসহ সম্পূর্ণ নগরীই (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করিবার জন্য) সমবেত হইল। ৩০

আনন্দসূচক বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সকল মানুষই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিল এবং মথুরাপুরীর সকল পথই ধ্বজ-পতাকাসমূহে চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতে লাগিল। ৩১

গোবিন্দের শুভাগমনে ইন্দ্রোৎসবের ন্যায় সম্পূর্ণ নগর ও অন্তঃপুর অত্যন্ত হর্ষ এবং আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাতে এই সবের শোভা বর্দ্ধিত হইল। ৩২

রাজপথসমূহে বহু গায়ক আনন্দিত হইয়া গান করিতে লাগিল। সেই সময় যাদবগণের প্রীতিকারক এই প্রসিদ্ধ গাথা সর্ব্বদিকে শুনা যাইল—নাগরিকগণ! বিশ্ববিশ্রুত বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখন তোমরা সকলে নির্ভয় হইয়া নিজ নগরে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত ক্রীড়া কর। ৩৩-৩৪

রাজন্! গোবিন্দ মথুরায় উপস্থিত হইলে পর সেখানে না কেহ দীন ছিল, না মলিন ছিল এবং না কেহ চেতনাশূন্য (জ্ঞানহীন—মূর্খ) ছিল। ৩৫

পক্ষিগণ সুমধুর কলরব করিতেছিল। গো, অশ্ব ও হস্তীরা হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল এবং নর-নারীগণ সকলেই মনে মনে সুখ অনুভব করিতে লাগিল। ৩৬

শীতল সুখদ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। দশ দিক্ ধূলিহীন হইল এবং সকল মন্দিরেই দেবগণ আনন্দিত হইলেন। ৩৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলে পর সেখানে সেই সব চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল, যে সব চিহ্ন পূর্ব্বকালে সত্যযুগে প্রকটিত হইয়াছিল। ৩৮

তদনন্তর মঙ্গলময় পুণ্যকালে শত্রুদমন ভগবান্ গোবিন্দ অশ্বযোজিত রথে উপবেশন করত তাহার দ্বারা মথুরাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩৯

বিশন্তঃ মথুরাং রম্যাং তমুপেন্দ্রমরিন্দমম্
অনুজগ্মুর্যদুগণাঃ শক্রং দেবগণা ইব ॥ ৪০
বসুদেবস্য ভবনং ততস্তৌ যদুনন্দনৌ
প্রবিষ্টৌ হৃষ্টবদনৌ চন্দ্রাদিত্যাবিবাচলম্ ॥ ৪১
পরেণ তেজসোপেতৌ সুরেন্দ্রাবিব রূপিণৌ
তাবাযুধানি বিন্যস্য গৃহে স্বে বৈষ্ণবানি তৌ ॥ ৪২
মুমুদাতে যদুবরৌ বসুদেবসুতাবুভৌ
উদ্যানেষু বিচিত্রেষু ফলপুষ্পাবনামিষু ॥ ৪৩
চেরতুঃ সুমহাত্মানৌ যাদবৈঃ পরিবারিতৌ
রৈবতস্য সমীপেষু সরিৎসু বিমলাসু চ ॥ ৪৪
পদ্মপত্রবিবুদ্ধাসু কারণ্ডবযুতাসু চ
এবং তাবেকনির্মাণৌ মথুরায়াং শুভাননৌ
উগ্রসেনানুগৌ ভূত্বা কঞ্চিৎ কালং মুমোদতুঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
রামকৃষ্ণ-প্রত্যাগমনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

রমণীয় মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় সমস্ত যাদবগণ সেই শত্রুদমন উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে সেইভাবে যাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগমন করিলেন। ৪০

অনন্তর যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন সেই ভ্রাতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় ইঁহাদের মুখ হর্ষোল্লাসে পূর্ণ ছিল এবং ইঁহারা মেরুপর্ব্বতে গমনকারী চন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। এই মহাতেজোযুক্ত ও দেবেন্দ্রতুল্য মনোহর রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অস্ত্রসমূহকে নিজ গৃহে রাখিয়া সেই পুরীতে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪১-৪২

বসুদেবের এই দুই পুত্র যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ফল এবং পুষ্পসমূহের ভারে অবনত বিচিত্র উদ্যানসকলে সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৩

যাদবগণে পরিবৃত এই দুই মহাত্মা রৈবতক পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী প্রদেশসমূহে এবং বিকশিত পদ্মপত্রসকলে পরিপূর্ণ ও কারণ্ডব পক্ষিগণের কলরবে মুখরিত নির্ম্মল নদীসমূহের তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৪৪

এই দুই ভ্রাতা একই অঙ্গে নির্ম্মিত ছিলেন অর্থাৎ একই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা এই দুইরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই মুখ অতিশয় সুন্দর ও মঙ্গলকারী ছিল। ইঁহারা কিছুকাল পর্য্যন্ত উগ্রসেনের অনুসরণ করিতে করিতে মথুরাপুরীতে সুখে বাস করিলেন। ৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ বিশালসৈন্যবাহিনীদ্বারা জরাসন্ধেন মথুরাপুর্য্যা অবরোধঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স কৃষ্ণস্তত্র সহিতো রৌহিণেয়েন সত্তমঃ।
মথুরাং যাদবাকীর্ণাং পুরীং তাং সুখমাবসৎ ॥ ১
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু যুক্তো রাজশ্রিয়া বিভুঃ।
চচার মথুরাং প্রীতঃ স বনাকরভূষণাম্ ॥ ২
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা রাজগৃহেশ্বরঃ।
শুশ্রাব নিহতং কংসং দুহিতৃভ্যাং মহীপতিঃ ॥ ৩
ততো নাতিচিরাৎ কালাজ্জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্।
আজগাম যদূঞ্জেতুং বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ৪

### চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরাপুরী অবরোধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণে পরিপূর্ণ সেই মথুরাপুরীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার শ্রীবিগ্রহ তখন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। এই ভগবান্ রাজোচিত শোভায় সুশোভিত হইয়া বনপ্রান্তে বিভূষিত মথুরাপুরীতে প্রসন্নচিত্তে সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১-২

কিছুকাল পরে রাজগৃহের অধিপতি ভূপতি রাজা জরাসন্ধ নিজের দুই কন্যার নিকট হইতে শুনিলেন যে, কংস নিহত হইয়াছে। ৩

এই দুঃখদায়ক সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী জরাসন্ধ অল্পকালের মধ্যেই রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি, পণ্য-দ্রব্য ( বিক্রয়-যোগ্য বস্তু ) ও আপণিক ( বিক্রেতা ব্যবসায়ী)—এই ছয় অঙ্গ

জিঘাংসুরপি যদূন্ ক্রুদ্ধঃ কংসস্যাপচিতিং স্মরন্
অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে মাগধস্য সুতে নৃপ ॥ ৫

জরাসন্ধস্য কন্যাপৌ পীনশ্রোণি-পয়োধরে
উভে কংসস্য তে ভার্যে প্রাদাদ্ বার্হদ্রথো নৃপঃ ॥ ৬

স তাভ্যাং মুমুদে রাজা বদ্ধ্বা পিতরমাহুকম্
সমাশ্রিত্য জরাসন্ধমনাদৃত্য চ যাদবান্
শূরসেনেশ্বরো রাজা যথা তে বহুশঃ শ্রুতঃ
জ্ঞাতিকার্যার্থসিদ্ধ্যর্থমুগ্রসেনহিতে রতঃ
বসুদেবোঽভবত্তাভ্যাং কংসো ন মমৃষে চ তম্ ॥ ৮

রাম-কৃষ্ণৌ সমাশ্রিত্য হতে কংসে দুরাত্মনি
উগ্রসেনোঽভবদ্রাজা ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকৈর্বৃতঃ ॥ ৯

দুহিতৃভ্যাং জরাসন্ধঃ প্রিয়াভ্যাং বলবান্নৃপঃ
নোদিতো বীরপত্নীভ্যামুপায়ান্মথুরাং ততঃ ॥ ১০

সহ নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া মথুরাপুরীতে আসিলেন অর্থাৎ মথুরাপুরী আক্রমণ করিলেন। তিনি কংসের সম্মানের কথা মনে রাখিয়া তাহার ঋণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য কুপিত হইয়া সমস্ত যাদবগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ৪;

নৃপ জনমেজয়! মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা ছিল। তাহাদের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। এই দুই কন্যারই কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ ও স্তনযুগল স্থূল ছিল। বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ নিজের এই দুই কন্যাকে কংসের ভার্যারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ৫-৬

শূরসেনদেশের পতি কংস জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করত যাদবগণকে অনাদর করিয়া নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া স্বয়ংই রাজা হইয়াছিল এবং নিজের এই দুই পত্নীর সহিত আনন্দ ভোগ করিতেছিল; যে বৃত্তান্ত তুমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছ। ৭

জ্ঞাতি-বন্ধুগণের কার্য ও প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য বসুদেব সর্বদা উগ্রসেনের হিতে তৎপর ছিলেন, কিন্তু কংস এই আচরণকে সহ্য করিতে পারিত না। ৮

দুরাত্মা কংস ( শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ) নিহত হইলে পর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় অবলম্বন করত ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশজাত যাদবগণে পরিবৃত হইয়া উগ্রসেন আবার রাজা হইয়াছিলেন। ৯

কৃত্বা সর্বঃ সমুদ্যোগং ক্রোধাদগ্নিরিবোৎস্বলন্
প্রতাপাবনতা যে চ জরাসন্ধস্য পার্থিবাঃ ॥ ১১

মিত্রাণি জ্ঞাতয়শ্চৈব সংবৃতাঃ সুহৃদস্তথা
তমেবানুযযুঃ সর্বে সৈন্যৈঃ সমুদিতৈর্বৃতাঃ ॥ ১২

মহেষ্বাসা মহাবীর্যা জরাসন্ধপ্রিয়ৈষিণঃ
কারূষো দন্তবক্রশ্চ চেদিরাজশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৩

কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব পৌণ্ড্রশ্চ বলিনাং বরঃ
সাঙ্কৃতিঃ কৈশিকশ্চৈব ভীষ্মকশ্চ নরাধিপঃ ॥ ১৪

পুত্রশ্চ ভীষ্মকস্যাপি রুক্মী মুখ্যো ধনুর্ভৃতাম্
বাসুদেবার্জুনাভ্যাং যঃ স্পর্ধতে স মহাহবে ॥ ১৫

বেণুদারিঃ শ্রুতর্বা চ ক্রথশ্চৈবাংশুমানপি
অঙ্গরাজশ্চ বলবান্ বঙ্গানামধিপস্তথা ॥ ১৬

কোসলাঃ কাশিরাজশ্চ দশার্ণাধিপতিস্তথা
সুহ্মেশ্বরশ্চ বিক্রান্তো বিদেহাধিপতিস্তথা ॥ ১৭

তদনন্তর নিজের দুই প্রিয় কন্যা ও কংসের ভার্যা অস্তি এবং প্রাপ্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া বলবান্ রাজা জরাসন্ধ মথুরাপুরী আক্রমণ করিলেন। ১০

তিনি ক্রোধে যেন অগ্নির তুল্য জ্বলিতেছিলেন। তিনি সর্ব প্রকারে পূর্ণ উদ্যোগ করিয়াই আক্রমণ করিলেন। জরাসন্ধের প্রতাপে যে সব রাজা নতমস্তক হইয়াছিল, তাঁহারা এবং তাঁহাদের মিত্র মিত্র মিত্র, জ্ঞাতি, সংযোগ রক্ষাকারী ও সুহৃদ্বর্গ ছিলেন, ইঁহারা সকলেই সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর সহিত জরাসন্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন। ১১-১২

এই মহাধনুর্ধর ও মহাপরাক্রমশালী নরপতিগণ জরাসন্ধের প্রিয় কার্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহাদের সকলের নাম হইল—করূষদেশের রাজা দন্তবক্র, পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল, কলিঙ্গদেশের রাজা শ্রুতায়ু, বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক (বাসুদেব), সাঙ্কৃতি, কৈশিক, রাজা ভীষ্মক ও ধনুর্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকপুত্র রুক্মী। এই রুক্মী মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্ধা করে। ১৩-১৫

বেণুদারি, শ্রুতর্বা, ক্রথ, অংশুমান্, অঙ্গরাজ, বঙ্গদেশের অধিপতি, কোসলরাজ, কাশিরাজ, দশার্ণদেশের অধিপতি, পরাক্রমশালী সুহ্মেশ্বর, বিদেহরাজ, বলবান্, মদ্ররাজ শল্য, ত্রিগর্তদেশের শাসক সুশর্মা, পরাক্রমশালী শাল্বরাজ, মহাবল দরদ, যবনগণের রাজা পরাক্রমশালী ভগদত্ত, সৌবীরদেশের রাজা,

ময়ূরাঙ্কশ্চ বলবাংস্ত্রিগর্ত্তানামধেশ্বরঃ
শ বরাঙ্কশ্চ বিক্রান্তো দরদশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৮
যবনাধিপতিশ্চৈব ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌবীররাজঃ শৈব্যশ্চ পাণ্ড্যশ্চ বলিনাং বরঃ ॥ ১৯
গান্ধাররাজঃ সুবলো নগ্নজিচ্চ মহাবলঃ ।
কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দো দরদাধিপতির্নৃপঃ ।
দুর্য্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ ॥ ২০

এতে চান্যে চ রাজানো বলবন্তো মহারথাঃ
অন্বযুর্জ্জরাসন্ধং বিদ্বিষন্তো জনার্দ্দনম্ ॥ ২১
তে শূরসেনানাবিশ্য প্রভূতযবসেন্ধনান্ ।
ঊষুঃ সংরুধ্য মথুরাং পুরস্কৃত্য বলং তদা ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
মথুরোপরোধো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

শৈব্য, বলবান্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল নগ্নজিৎ, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, দরদদেশের অধিপতি, ধৃতরাষ্ট্রের মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনাদি—ইঁহারা সকলে এবং আরও অনেক মহারথী বহু রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হইয়া জরাসন্ধের সহিত আসিয়াছিলেন। ১৮-২১

ইঁহারা সকলে যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাষ্ঠাদি আছে, সেই শূরসেন দেশে আসিয়া নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীকে অগ্রে করিয়া মথুরাপুরীকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরাপুরী অবরোধবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ জরাসন্ধস্য সৈন্যানাং বর্ণনম্, তৈঃ সমন্তান্মথুরাপুর্য্যা আক্রমণম্, যাদবৈঃ সহ জরাসন্ধসৈন্যানাং যুদ্ধম্, শ্রীকৃষ্ণবলরামযোঃ পরাক্রমেণ জরাসন্ধসৈন্যানাং পলায়নম্, জরাসন্ধেন পলায়মানেভ্যঃ সৈন্যেভ্য উৎসাহদানম্, উভয়পক্ষয়োর্বীরাণাং মধ্যে তুমুলযুদ্ধকথনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
মথুরোপবনে গত্বা নিবিষ্টাংস্তান্নরাধিপান্
অপশ্যন্ বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে পুরস্কৃত্য জনার্দ্দনম্ ॥ ১
ততো হৃষ্টমনাঃ কৃষ্ণো রামং বচনমব্রবীৎ
ত্বরতে খলু কার্য্যার্থো দেবতানাং ন সংশয়ঃ ॥ ২
যথায়ং সন্নিকৃষ্টো হি জরাসন্ধো নরাধিপঃ
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাগ্রাণি রথানাং বাতরংহসাম্ ॥ ৩

এতানি শশিকল্পানি নৃপাণাং বিজিগীষতাম্
ছত্রাণ্যার্য্য বিরাজন্তে প্রোচ্ছ্রিতানি সিতানি চ ॥ ৪
অহো নৃপরথোদগ্রা বিমলাচ্ছত্রপঙ্‌ক্তয়ঃ ।
অভিবর্ত্তন্তি নঃ শুভ্রা যথা খে হংসপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ৫
কালে খলু নৃপঃ প্রাপ্তো জরাসন্ধো মহীপতিঃ ।
আবয়োর্য্যুদ্ধনিকষঃ প্রথমঃ সমরাতিথিঃ ॥ ৬

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[ জরাসন্ধের সৈন্যগণের বর্ণনা, তাহার দ্বারা চারিদিক্ দিয়া মথুরাপুরী আক্রমণ, যাদবগণের সহিত জরাসন্ধের সৈন্যদের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পরাক্রমে জরাসন্ধ সৈন্যদের পলায়ন, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক পলায়মান সৈন্যদিগকে উৎসাহদান এবং উভয়পক্ষের বীরগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ কথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সব নরপতিগণ মথুরার উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। সেখানে যাদব বৃষ্ণিবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া ইহা নিরীক্ষণ করিলেন। ১

তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইয়া বলরামকে এই কথা বলিলেন,—আর্য্য! দেবগণের কার্য্য ও প্রয়োজন সত্বর সম্পন্ন হইতে যাইতেছে—ইহাতে সংশয় নাই। ২

যেহেতু এই রাজা জরাসন্ধ আমাদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বায়ুতুল্য বেগগামী রথসমূহের অথবা বায়ুতুল্য বেগগামী রথী যোদ্ধাগণের রথসমূহের ধ্বজের অগ্রভাগ সকল দেখা যাইতেছে। ৩

আর্য্য! বিজয়লাভের ইচ্ছায় আগত নৃপগণের এই চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ ও অত্যুন্নত ছত্রসমূহ শোভা পাইতেছে। ৪

অহো! রাজাদের রথের উপরে উন্নত, নির্ম্মল ও শুভ্র ছত্রশ্রেণী আকাশে হংসপঙ্‌ক্তির ন্যায় শোভিত হইতে হইতে আমাদের নিকটে আসিতেছে। ৫

নৃপতি নরনাথ জরাসন্ধ যথার্থ সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই জরাসন্ধই আমাদের যুদ্ধের নিকষপ্রস্তর ও সমরাঙ্গনের প্রথম অতিথি। ৬

আর্য্য তিষ্ঠাব সহিতাবপ্রাপ্তে মহীপতৌ ।
যুদ্ধারম্ভঃ প্রয়োক্তব্যো বলং তাবদ্ বিমৃশ্যতাম্ ॥ ৭
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং সংগ্রামলালসঃ ।
জরাসন্ধবলং প্রেক্ষ্য চকার বলদর্শনম্ ॥ ৮
বীক্ষমাণশ্চ তান্ সর্ব্বান্ নৃপান্ যদুবরোঽব্যয়ঃ ।
আত্মনৈবাত্মনো বাক্যমুবাচ হৃদি মন্ত্রবিৎ ॥ ৯
ইমে তে পৃথিবীপালাঃ পার্থিবে বর্ত্মনি স্থিতাঃ ।
যে বিনাশং গমিষ্যন্তি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১০
প্রোক্ষিতান্ খলিমান্ মন্যে মৃত্যুনা নৃপপুঙ্গবান্
স্বর্গগামীনি চাপ্যেষাং বপূংষি প্রচকাশিরে ॥ ১১
স্থানে ভারপরিশ্রান্তা বসুধেয়ং দিবং গতা
এষাং নৃপাণাং মুখ্যানাং বলৌঘৈরভিপীড়িতা ॥ ১২
মহী বিস্তরা চেয়ং বলরাষ্ট্রাভিসংবৃতা
অচিরেণ খলু কালেন বিবিক্তং পৃথিবীতলম্ ॥ ১৩

ভবিষ্যতি নরেন্দ্রৌঘৈঃ শতশো বিনিপাতিতৈঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জরাসন্ধস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রভুঃ সংগ্রামমীক্ষিতাম্ ॥ ১৪
নরাধিপসহস্রৌঘৈরভ্যযাতো মহাদ্যুতিঃ ।
ব্যায়তোদগ্রতুরগৈঃ স্বধ্বজৈঃ সুসমাহিতৈঃ ॥ ১৫
রথৈঃ সাংগ্রামিকৈর্যুক্তৈরসঙ্গগতিভিঃ কচিৎ ।
হেমকক্ষৈর্মহাঘণ্টৈর্বারণৈর্বারিদোপমৈঃ ॥ ১৬
মহামাত্রোত্তমারূঢ়ৈঃ কল্পিতৈ রণকোবিদৈঃ
আরূঢ়ৈঃ সাদিভির্যুক্তৈঃ প্রেক্ষমাণৈঃ প্রবল্গিতৈঃ
বাজিভির্দীর্ঘপক্ষাগ্রৈঃ প্লবদ্ভিরিব পক্ষিভিঃ
খড়্গচর্ম্মধরৈরুগ্রৈঃ পত্তিভির্বলিনাং বরৈঃ
সহস্রশঃ সমাসক্তৈরুৎপতদ্ভিরিবোরগৈঃ
এবং চতুর্ব্বিধৈঃ সৈন্যৈঃ কম্পমানৈরিব দ্রুমৈঃ

---

আর্য্য ! নৃপতি জরাসন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে পর আমরা দুইজনে একসঙ্গেই থাকিব। যুদ্ধারম্ভ পরে হইবে; এখন তাঁহার কত সৈন্য আছে, তাহারই পর্য্যবেক্ষণ করুন । ৭

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সংগ্রামের লালসা করিয়া জরাসন্ধের শক্তির পরিচয় জানিবার জন্য তাঁহার সৈন্যদিগকে দেখিতে লাগিলেন । ৮

অবিনাশী যদুকুলতিলক মন্ত্রবিৎ শ্রীকৃষ্ণ সেই সব রাজাদিগকে দেখিয়া নিজেকে নিজেই মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৯

ইঁহারা সেই সব ভূপাল, যাঁহারা রাজোচিত পথে অবস্থিত এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । ১০

আমি মনে করি, মৃত্যু রণ-যজ্ঞের আহুতিদানের জন্য এই শ্রেষ্ঠ নরপতিগণকে প্রোক্ষণ করিয়াছে। ইঁহাদের স্বর্গগামী দেহসমূহও প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে । ১১

এই পৃথিবী এই সব মুখ্য মুখ্য নরপতিগণের সৈন্যসমূহে পীড়িতা হইয়া ও তাঁহাদের ভারে পরিশ্রান্তা হইয়া স্বর্গলোকে গিয়াছিল, তাহার সেই গমন উচিত কার্য্যই হইয়াছে ॥ ১২

এই রাজাদের সৈন্যসমূহে আবৃত হইয়া এখানের ভূমি রাষ্ট্রাদিতে ঘন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও অল্পও আর স্থান নাই ; কিন্তু যখন অল্প সময়ের মধ্যেই এই শত শত নরপতি সৈন্য সহ বিনষ্ট হইয়া ভূপাতিত হইবে, তখন এই ভূতল নির্জ্জন হইয়া যাইবে । ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! অনন্তর সমস্ত ভূপতি-গণের প্রভু মহাতেজস্বী জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র নরপতি-সমূহ সেনার সহিত অগ্রসর হইলেন । ১৪

কোন স্থলে উত্তম রীতিতে সুসজ্জিত সুন্দর লম্বা ও বড় যুদ্ধোপযোগী সাংগ্রামিকরথে পূর্ণ ছিল। এই সব রথে ও বাহে নিশান এবং উচ্চ বেণুদণ্ড সমাযোজিত ছিল। এই সব রথের গতি কোথাও অবরুদ্ধ হইত না । ১৫

কোনও স্থানে বহুসংখ্যক হাতী একত্রে যাইতেছিল। এই সব হাতী স্বর্ণময় শিকলে কক্ষে বদ্ধ ছিল এবং দুই দিকে বড় বড় ঘণ্টা ঝুলিতেছিল। এই হাতীরা মেঘতুল্য প্রতীত হইতেছিল এবং তাহাদের উপরে উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত মাহুত বসিয়াছিল ও রণনিপুণ যোদ্ধাগণের দ্বারা উহাদিগকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল । ১৬

কিন্তু অশ্বারোহী যোদ্ধা অশ্বের উপর যুদ্ধোপযোগী রীতিতে আরূঢ় ছিল। ইঁহাদের সেই সব অশ্ব খুব লম্বাপুচ্ছ বেগশালী ছিল এবং উল্লম্ফন সহকারে গমন করিবার সময় আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল । ১৭

পদাতিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলশালী সৈন্যরা ঢাল এবং তরবারি লইয়া উগ্র রূপ ধারণ করত অগ্রসর হইতে লাগিল। ইঁহারা হাজার হাজার সংখ্যায় একত্রে সংযুক্ত হইয়া যখন যাইতেছিল, সেই সময় ইঁহাদের ঊর্দ্ধগামী সর্পগণের ন্যায় দেখাইতেছিল । ১৮

এইরূপ চলমান মেঘগুলির ন্যায় চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীর সহিত বীর রাজ্যধারণকারী বলবান্ রাজা জরাসন্ধ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ১৯

নৃপঃ প্রয়াতো বলবান্ জরাসন্ধো বৃতব্রতঃ ।
স রথৈর্মেঘনির্ঘোষৈর্গজৈশ্চ মদসংবৃতৈঃ ॥ ২০
হেষমাণৈশ্চ তুরগৈঃ ক্ষ্বেড়মানৈশ্চ পত্তিভিঃ
নাদয়ানো দিশঃ সর্ব্বাস্তস্থাঃ পূর্ণানি বনানি চ ॥ ২১
স রাজা সাগরাকারঃ সসৈন্যঃ প্রত্যদৃশ্যত ।
উদ্বহন্ পৃথিবীপালানাং হৃষ্টযোধজনাকুলম্ ॥ ২২
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতরবং মেঘদৈন্যমিবাবভৌ
তুরগৈশ্চ জবোপেতৈঃ পত্তিভিঃ খগমোপমৈঃ ॥ ২৩
বিনিশ্রঃ সর্ব্বতো ভাতি নরদ্বিপসমাকুলম্ ।
ঘর্মান্তে সাগরগতং যথাভ্রপটলং তথা ॥ ২৪
সবলাস্তে মহীপালা জরাসন্ধপুরোগমাঃ ।
পরিবার্য্য পুরীং সর্ব্বে নিবেশায়োপচক্রিরে ॥ ২৫
বভৌ তস্য নিবিষ্টস্য বলশ্রীঃ শিবিরস্য বৈ
শুক্লপক্ষাম্বুপূর্ণস্য যথা রূপং মহোদধেঃ ॥ ২৬
বীতরাত্রে ততঃ কালে সমুত্তস্থুর্মহীক্ষিতঃ ।
আরোহণার্থং পুর্য্যাস্তে সমীয়ুর্যুদ্ধলালসাঃ ॥ ২৭
সমবায়ীকৃতাঃ সর্ব্বে যমুনামনু তে নৃপাঃ ।
নিবিষ্টা মন্ত্রয়ামাসুর্যুদ্ধকালকুতূহলাঃ ॥ ২৮
তেষাং সুতুমুলঃ শব্দঃ শুশ্রুবে পৃথিবীক্ষিতাম্
যুগান্তে ভিদ্যমানানাং সাগরাণামিব স্বনঃ ॥ ২৯
তেষাং সকঞ্চুকোষ্ণীষাঃ চরিতা বেত্রপাণয়ঃ ।
চেরুর্মা শব্দ ইত্যেবং বদন্তো রাজশাসনাৎ ॥ ৩০
তস্য রূপং বলস্যাসীন্নিঃশব্দস্তিমিতস্য বৈ ।
লীনমীনগ্রহস্যেব নিঃশব্দস্য মহোদধেঃ ॥ ৩১
নিঃশব্দস্তিমিতে তস্মিন্ যোগানিব মহার্ণবে ।
জরাসন্ধো বৃহদ্ বাক্যং বৃহস্পতিরিবাবদৎ ॥ ৩২
শীঘ্রং সমভিবর্ত্তন্তাং বলানি পৃথিবীক্ষিতাম্ ।
সর্ব্বতো নগরী চেয়ং জনোঘৈঃ পরিবার্য্যতাম্ ॥ ৩৩

তিনি মেঘতুল্য গভীর ধ্বনি সম্পন্ন রথসমূহ, চীৎকারী মদমত্ত হস্তিসমূহ, হ্রেষারবকারী অশ্বসমূহ এবং গর্জ্জনকারী সৈন্যদিগের দ্বারা সেই মথুরাপুরীর সকল দিক্ ও বনসমূহকে কোলাহলপূর্ণ করিতে করিতে আসিতেছিলেন ॥ ২০-২১

সৈন্যবাহিনীর সহিত আগমনকারী রাজা জরাসন্ধ বিশাল সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। নৃপতিগণের এই সৈন্য হৃষ্ট-পুষ্ট যোদ্ধাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ॥ ২২

গর্জ্জন ও বাহুর আস্ফোটনের গভীর ধ্বনির দ্বারা সেই সৈন্য মেঘসমূহের ঘনঘটার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বায়ুতুল্য দ্রুতগামী রথ, মেঘসদৃশ বৃহদাকার হস্তী, বেগবান্ অশ্ব এবং আকাশচারী পক্ষিগণের ন্যায় প্রতীয়মান পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা মিশ্রিত এই সৈন্যবাহিনী সর্ব্বদিক্ দিয়াই শোভা পাইতে লাগিল। মনুষ্য ও হস্তিগণে পরিব্যাপ্ত সেই বিশাল বাহিনী গ্রীষ্মশেষে বর্ষাঋতুতে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত মেঘসমূহের শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৩-২৪

সেই জরাসন্ধাদি সমস্ত নৃপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যদের সহিত মথুরাপুরীর চারিদিক্ আবৃত করিয়া নিবাস (শিবির) স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন ॥ ২৫

সেখানে নিবাস স্থাপনকারী জরাসন্ধের সৈন্যশিবিরের শোভা সেইরূপ প্রতীত হইতেছিল, যেরূপ শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার দিন উত্তাল তরঙ্গমালাপরিপূর্ণ মহাসাগরের রূপ দেখা যায় ॥ ২৬

তদনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর প্রাতঃকালে সমস্ত রাজা উত্থিত হইলেন এবং যুদ্ধের লালসায় মথুরাপুরী আক্রমণের জন্য একত্র হইতে লাগিলেন ॥ ২৭

যমুনার তীরে একত্র হইয়া সেই সমস্ত নৃপতিগণ উপবিষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধের শুভ মুহূর্ত্তের জন্য উৎসুক হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

সৈন্য সহ সেই নৃপতিগণের তুমুল ধ্বনি প্রলয়কালে মর্য্যাদা ভেদ করিয়া প্রবাহিত সমুদ্রসকলের তরঙ্গ গর্জ্জনের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২৯

সেই সব রাজাদের বেত্রপাণি বৃদ্ধ রক্ষীরা বর্ম্ম ও পাগড়ী ধারণ করিয়া রাজার আদেশে এই কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতে লাগিল যে, সকলেই মৌন থাকিবেন, কেহ কোন্ কথা বলিবেন না ॥ ৩০

সেই সময় নীরব ও নিস্তব্ধ সেই সৈন্যগণের রূপ যাহার মৎস্য ও গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) বিলীন হইয়া গিয়াছে, সেই শব্দহীন শান্ত মহাসাগরসদৃশ প্রতীত হইতেছিল ॥ ৩১

সেই সৈন্যসমূহ যেন যোগবলে সহসা নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া যাইলে পর বৃহস্পতি-সদৃশ নীতিমান্ জরাসন্ধ এই মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলিলেন ॥ ৩২

পৃথিবীপতিগণের সকল সৈন্যই শীঘ্র আক্রমণ করুক এবং এই মথুরা নগরীর সর্ব্বদিক্ সৈন্যসমূহের দ্বারা পরিবৃত করুন ॥ ৩৩

প্রস্তরের গোলাবর্ষণকারী যন্ত্রসমূহ (কামানাদি) যো[illegible] কর। ক্ষেপণীয় (ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র) ও মুদ্গরসমূহ প্রস্তুত কর। সমস্ত ভূমি সমতল কর এবং তাহা জলরাশির দ্বারা

অশ্মযন্ত্রাণি যুক্তানি ক্ষেপণীয়াশ্চ মুদ্গরাঃ ।
কার্য্যা ভূমিঃ সমা সর্ব্বা জলৌঘৈশ্চ পরিপ্লুতা ।
উর্দ্ধং চাপা নিবধ্যন্তাং প্রাসা বৈ তোমরাস্তথা ॥ ৩৪
খাতাং চৈব টঙ্কৈশ্চ খনিত্রৈশ্চ পুরী ক্রমম্
নৃপাশ্চ যুদ্ধমার্গজ্ঞা বিন্যস্যন্তামদূরতঃ ॥ ৩৫
অদ্যপ্রভৃতি সৈন্যৈর্মে পুরীরোধঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ।
যাবদেতৌ রণে গোপৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ৩৬
সঙ্কর্ষণঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ ঘাতয়ামি শিতৈঃ শরৈঃ
আকাশমপি বাণৌঘৈর্নিঃসম্পাতং যথা ভবেৎ ॥ ৩৭
ময়ানুশিষ্টাস্তিষ্ঠন্তু পুরীভূমিষু ভূমিপাঃ ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু শীঘ্রমাক্রম্যতাং পুরী ॥ ৩৮
মদ্রঃ কলিঙ্গাধিপতিশ্চেকিতানঃ সবাহ্লিকঃ
কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দঃ করূষাধিপতিস্তথা ॥ ৩৯
দ্রুমঃ কিম্পুরুষশ্চৈব পর্ব্বতীয়ো হ্যনাময়ঃ ।
নগর্য্যাঃ পশ্চিমং দ্বারং শীঘ্রমারোধয়ন্ত্বিতি ॥ ৪০

আস্ফালিত করিয়া দাও। সমস্ত ধনু উর্দ্ধে উত্তোলিত কর। এইরূপ প্রাস এবং তোমরসকলও হস্তে ধারণ করিয়া রাখ। ৩৪

টঙ্কাদি ও খনিত্র প্রভৃতির দ্বারা এই পুরীকে সত্বর বিদীর্ণ কর। যুদ্ধের প্রণালীবিষয়ে অভিজ্ঞ নরপতিদিগকে উহার সমীপেই সন্নিবেশিত কর। ৩৫

আজ হইতে আমার সৈন্যদের দ্বারা মথুরাপুরীকে অবরুদ্ধ কর এবং সেই পর্য্যন্ত উহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখ, যতক্ষণ না আমি সেই দুই গোপবালক বসুদেবপুত্র সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বধ করিতে পারি, সেই পর্য্যন্ত আকাশকেও বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে রুদ্ধ কর, যাহাতে আকাশপথে কোন পক্ষীও উড়িয়া গিয়া বাহির হইতে না পারে। ৩৬-৩৭

আমার অনুশাসন অনুসারে সমস্ত ভূপতিগণ মথুরাপুরীর নিকটবর্ত্তী ভূভাগে অবস্থান করুক এবং যখন যেখানে যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইবে, তদনুসারে এই নগরী আক্রমণ করুক। ৩৮

মদ্ররাজ শল্য, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু, চেকিতান, বাহ্লিক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ, করূষরাজ দন্তবক্র এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের রোগরহিত কিম্পুরুষরাজ দ্রুম—ইঁহারা সকলে সত্বর মথুরাপুরীর পশ্চিম দ্বার অবরোধ করুক। ৩৯-৪০

পৌরবো বেণুদারিশ্চ বৈদর্ভঃ সোমকস্তথা
রুক্মী চ ভোজাধিপতিঃ সূর্য্যাক্ষশ্চৈব মালবঃ ॥ ৪১
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দন্তবক্রশ্চ বীর্য্যবান্ ।
ছাগলিঃ পুরমিত্রশ্চ বিরাটশ্চ মহীপতিঃ ॥ ৪২
কৌরবো মালবশ্চৈব শতধন্বা বিদূরথঃ
ভূরিশ্রবাস্ত্রিগর্ত্তশ্চ বাণঃ পঞ্চনদস্তথা ॥ ৪৩
উত্তরং নগরদ্বারমেতে দুর্গসহা নৃপাঃ ।
আরুহ্য চাভিনর্দ্দন্তাং বজ্রপ্রতিমগৌরবাঃ ॥ ৪৪
উলূকঃ কৈতবশ্চৈব বীরশ্চাংশুমতঃ সুতঃ ।
একলব্যো বৃহৎক্ষত্রঃ ক্ষত্রধর্ম্মা জয়দ্রথঃ ॥ ৪৫
উত্তমৌজাশ্চ শল্যশ্চ কৌরবাঃ কৈকয়াস্তথা
বৈদিশো বামদেবশ্চ সাঙ্কৃতিশ্চ শিনীপতিঃ ॥ ৪৬
পূর্ব্বং নগরনির্ব্যূহমেতেষ্বায়ত্তমস্তু নঃ ।
নাদয়ন্তো বিধাবন্তু বাতা ইব বলাহকান্ ॥ ৪৭
অহঞ্চ দরদশ্চৈব চেদিরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
দক্ষিণং নগরদ্বারং পালয়ামঃ সুসংশিতাঃ ॥ ৪৮
এবমেষা পুরী ক্ষিপ্রং সমন্তাদ্ বেষ্টিতা বলৈঃ
বজ্রাবপাতবিষমং প্রাপ্নোতু তুমুলং ভয়ম্ ॥ ৪৯

পুরুবংশীয় বেণুদারি, বিদর্ভবংশীয় সোমক, ভোজাধিপতি রুক্মী, মালবরাজ সূর্য্যাক্ষ, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, মহাপরাক্রমশালী দন্তবক্র, ছাগলি, পুরমিত্র, রাজা বিরাট, কুরুবংশী মালব, শতধন্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, বাণ ও পঞ্চনদ—এই সব দুর্গ আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ নরপতিগণ মথুরা নগরীর উত্তর দ্বার আক্রমণ করত শত্রুদিগকে মর্দ্দিত করুক। কারণ, ইঁহাদের গৌরব বজ্রতুল্য। ৪১-৪৪

শকুনি-পুত্র উলূক, অংশুমানের বীর পুত্র একলব্য, বৃহৎক্ষত্র, ক্ষত্রধর্ম্মা, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, শল্য, কুরুবংশীয়গণ, কেকয়রাজকুমারগণ, বিদিশার রাজা বামদেব এবং শিনীপতি সাঙ্কৃতি—ইঁহাদের সকলের আয়ত্তে মথুরাপুরীর পূর্ব্ব দ্বার থাকুক। বায়ু যেরূপ মেঘগুলিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ ইঁহারা সকলে শত্রুগণকে বিদীর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হউক। ৪৫-৪৭

আমি, দরদ ও শক্তিশালী চেদিরাজ শিশুপাল—এই আমরা সকলে কবচ ধারণ করত নগরের দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করিব। ৪৮

এইভাবে আমাদের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা চারিদিক্ পরিবেষ্টিত হইয়া এই নগরী যেন বজ্রপাতের ন্যায় বিষম এবং নিদারুণ ভয় প্রাপ্ত হউক। ৪৯

গদিনো যে গদাভিস্তে পরিঘৈঃ পরিঘায়ুধাঃ ।
অপরে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রায়চ্ছন্ত পুরীমিমাম্ ॥ ৫০

অদ্যৈব নগরী হ্যেষা বিমর্দোচ্ছন্নসঙ্কটা ।
কার্যা ভূমিসমা সর্বা ভবদ্ভির্বসুধাধিপৈঃ ॥ ৫১

চতুরঙ্গবলৈর্ব্যূহ্য জরাসন্ধো ব্যবস্থিতঃ
অথাভাগেন যদূন্ ক্রুদ্ধঃ সহ সর্বৈর্নরাধিপৈঃ ॥ ৫২

প্রতিব্যূহ্য দশার্হাস্তু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ঘোরং তেষাং দেবাসুরোপমম্ ।
অল্পানাং বহুভিঃ সার্ধং ব্যতিষক্তরথদ্বিপম্ ॥ ৫৩

নগরান্নিঃসৃতৌ দৃষ্ট্বা বসুদেবসুতাবুভৌ
ক্ষুভিতং নৃবরানীকং জাতসম্মূঢ়বাহনম্ ॥ ৫৪

রথস্থৌ ধন্বিনৌ চৈব চেরতুস্তত্র যাদবৌ ।
মকরাবিব সংরব্ধৌ সমুদ্রক্ষোভণাবুভৌ ॥ ৫৫

তয়োঃ প্রবুধ্যতোঃ সংখ্যে মতিরাসীন্মহাত্মনোঃ
আয়ুধানাং পুরাণানামাদানকৃতলক্ষণা ॥ ৫৬

ততঃ খাদভিপতন্তি স্ম দিব্যান্যায়ুধসংপ্লবে ।
লেলিহানানি দীপ্তানি মহান্তি সুবহূনি চ ॥ ৫৭

ক্রব্যাদৈরনুযাতানি মূর্তিমন্তি বৃহন্তি চ ।
তৃষিতান্যাহবে ভোক্তুং নৃপমাংসানি বৈ তদা ॥ ৫৮

দিব্যস্রগ্গন্ধধারীণি ভ্রাময়ন্তি চ খেচরান্ ।
প্রভয়া ভাসমানানি পতমানানি চাম্বরাৎ ॥ ৫৯

হলং সংবর্তকং নাম সৌনন্দং মুষলং তথা
ধনুষাং প্রবরং শার্ঙ্গং গদা কৌমোদকী তথা ॥ ৬০

চত্বার্যেতানি তেজাংসি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ ।
তাভ্যাং সমবতীর্ণানি যাদবাভ্যাং মহামৃধে ॥ ৬১

গদাধারী বীরগণ গদাসমূহের দ্বারা, পরিঘনিক্ষেপকারী যোদ্ধারা পরিঘসকলের দ্বারা এবং অন্যান্য বীরগণ নানা প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রসমূহের দ্বারা এই পুরীকে বিদীর্ণ করুক। ৫০

আজই ভূপতি আপনারা সকলে মিলিত হইয়া উচ্চ নিম্ন স্থানসমূহে পরিপূর্ণ এই সম্পূর্ণ নগরীকে ক্ষেপণাদি অস্ত্রসমূহের আঘাতে মিলিত করিয়া সমস্ত ভূমির সমান করিয়া দিন। ৫১

এইভাবে আদেশ দিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্যদলের ব্যূহ রচনা করিয়া জরাসন্ধ যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ক্রুদ্ধ সেই সব নরপতিদিগের সহিত যাদবদিগের উপর আক্রমণ করিলেন। ৫২

সেই সময় নিজেদের সৈন্যদলের ব্যূহ রচনা করিয়া প্রহারকুশল যাদবগণও জরাসন্ধের সম্মুখীন হইলেন। ইহাদের উভয় পক্ষের সেই যুদ্ধ দেবাসুর-যুদ্ধের ন্যায় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতে লাগিল। এই অল্প যাদববাহিনীর সহিত বহু সংখ্যক শত্রুবাহিনীর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের রথ ও হাতীরা পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল। ৫৩

এই সময় বসুদেবের দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নগর হইতে নির্গত হইলেন। ইহাদের দেখিয়াই সেই বিশাল শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহাদের সকল বাহন ভীত মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ৫৪

কবচ ধারণ করত রথে উপবিষ্ট এই দুই যাদববীর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সেখানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—ক্রুদ্ধ দুইটি মকর সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। ৫৫

সেই সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে সেই দুই মহাত্মা বীরের মনে এই সঙ্কল্প উঠিল যে, যদি আমাদের সেই সব পুরাতন অস্ত্র আসিত, তাহা হইলে আমরা সেই সব অস্ত্র লইয়াই এখন যুদ্ধ করিতাম। ৫৬

তাঁহারা এরূপ চিন্তা করিতেই সেই যুদ্ধে আকাশ হইতে দিব্য অস্ত্রসকল নিচে পতিত হইতে লাগিল। এই সব অস্ত্রই দুর্বহ, মহান্ ও দেদীপ্যমান ছিল এবং শত্রুদিগকে লেহন করিতে (চাটিতে) উদ্যত ছিল। ৫৭

ইহাদের পশ্চাতে মাংসভক্ষী ভূত-প্রেতাদিও আসিতেছিল। এই সব দিব্য অস্ত্র মূর্তিমান্ ও বিশাল ছিল এবং যুদ্ধে উপস্থিত রাজাদের রক্ত-মাংস উপভোগ করিবার জন্য অত্যন্ত তৃষিত ছিল। ৫৮

ইহারা দিব্য পুষ্পসমূহের হার ধারণ করিয়াছিল। নিজেদের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া আকাশ হইতে পতিত সেই দিব্য অস্ত্রসমূহ আকাশচারী প্রাণিদের মনে ভয় উৎপন্ন করিতেছিল। ৫৯

সংবর্তকনামক হল, সৌনন্দনামক মুষল, ধনুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গধনু এবং কৌমোদকী গদা—ভগবান্ বিষ্ণুর এই চারটি তেজস্বী অস্ত্র দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্য যাদব-গণের সেই মহাসমরে নামিয়া আসিল। ৬০-৬১

জগ্রাহ প্রথমং রামো লাঙ্গলপ্রতিমং হলম্
সর্পভূমিব সর্পেন্দ্রঃ দিব্যমালাকুলং মৃধে ॥ ৬২
সৌনন্দঞ্চ ততঃ শ্রীমানরিনন্দকরং হিতম্
সব্যেন সাত্বতাং শ্রেষ্ঠো জগ্রাহ মুষলোত্তমম্ ॥ ৬৩
দর্শনীয়ঞ্চ লোকেষু ধনুর্জলদনিঃস্বনম্
নাম্না শার্ঙ্গমিতি খ্যাতং কৃষ্ণো জগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥ ৬৪
দেবৈর্নিসৃষ্টিতার্থস্য গদা তস্যাপরে করে
নিক্ষিপ্তা কুমুদাক্ষস্য নাম্না কৌমোদকীতি সা ॥ ৬৫
তৌ সপ্রহরণৌ বীরৌ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুতনূপমৌ
সমরে রাম-গোবিন্দৌ রিপূংস্তান্ প্রত্যযুধ্যতাম্ ॥ ৬৬
সায়ুধপ্রগ্রহৌ বীরৌ তাবন্যোন্যাগ্রজাবুভৌ
পূর্ব্বজানুজসংজ্ঞৌ তৌ রাম-গোবিন্দলক্ষণৌ ॥ ৬৭
দ্বিষৎসু প্রতিকুর্ব্বাণৌ পরাক্রান্তৌ যথেশ্বরৌ
বিচেরতুর্যথা দেবৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ৬৮

বলরাম সেই যুদ্ধস্থলে প্রথমে সর্পরাজের ন্যায় সর্পশীল (গতিমান্) এবং দিব্য মালাসমূহে অলঙ্কৃত মুষল আকৃতি-বিশিষ্ট হলকে (দক্ষিণ হস্তে) গ্রহণ করিলেন ॥ ৬২

তদনন্তর যাদবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ বলদেব শত্রুগণের আনন্দহরণকারী সৌনন্দনামক শ্রেষ্ঠ মুষলকে বাম হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৬৩

ইহার পর পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ মেঘতুল্য গম্ভীর শব্দকারী শার্ঙ্গ নামক ধনু গ্রহণ করিলেন, যাহা সমস্ত লোকেই দর্শনীয় ছিল ॥ ৬৪

দেবগণ যাঁহাকে নিজের প্রয়োজন বলিয়াছিলেন এবং যাঁহার নেত্র বিকসিত কুমুদ-তুল্য শোভা পাইতেছিল, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর হস্তে সেই সুপ্রসিদ্ধ কৌমোদকী গদা স্বতই আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৫

এই সব অস্ত্রে যুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুবিগ্রহতুল্য শরীরধারী দুই বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সমরাঙ্গণে সেই শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

সেই দিব্য অস্ত্রসকল গ্রহণ করত পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রজ শ্রীবলরাম ও অনুজ শ্রীকৃষ্ণ এই দুই বীর ভ্রাতা শত্রুদিগের সম্মুখীন হইয়া ঈশ্বরকোটির মহাপুরুষের ন্যায় পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। বসুদেবের এই দুই পুত্র রণভূমিতে দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭-৬৮

বীর বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পরাজের তুল্য হল উত্তোলিত করিয়া শত্রুদিগের পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ৬৯

হলমুদ্যম্য রামস্তু সর্পেন্দ্রমিব কোপিতঃ।
চচার সমরে বীরো বিধিবৎসংস্কৃতো যথা ॥ ৬৯
বিকর্ষন্ রথবৃন্দানি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্
চকার রোষং সফলং নাগেষু চ হয়েষু চ ॥ ৭০
কুঞ্জরান্ মুষলক্ষিপ্তান্ মুষলাক্ষেপতাড়িতান্
রামো বিরাজন্ সমরে বিমর্দন্ যথাচলান্ ॥ ৭১
তে বধ্যমানা রামেণ রণে ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ
জরাসন্ধান্তিকং ভীতাঃ সমস্তাৎ প্রতিজগ্মিরে ॥ ৭২
তানুবাচ জরাসন্ধঃ ক্ষত্রধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ
ধিগেতাং ক্ষত্রবৃত্তিং বঃ সমরে কাতরাত্মনাম্ ॥ ৭৩
পরাবৃত্তস্য সমরে বিরথস্য পলায়তঃ
ভ্রূণহত্যামিবাসহ্যাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৪
ভীতাঃ কস্মান্নিবর্ত্তধ্বং ধিগেতাং ক্ষত্রবৃত্তিতাম্
ক্ষিপ্রং সর্ব্বে নিবর্ত্তধ্বং মম বাক্যেন চোদিতাঃ ॥ ৭৫

সেই মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের রথসমূহকে আকর্ষণ করিতে করিতে অর্থাৎ পশ্চাৎ ভাগে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে হস্তী ও অশ্বগণের উপর নিজের রোষ সফল করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

বলরাম শত্রুগণকে হলের দ্বারা তুলিয়া নিক্ষেপ করিয়া মুষলের আঘাতে বিদীর্ণ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ হস্তিগণকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭১

রণাঙ্গনে বলরাম কর্ত্তৃক প্রহৃত হইতে সেই সব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ ভীত হইয়া যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করত জরাসন্ধের নিকট পলায়ন করিলেন ॥ ৭২

সেই সময় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে স্থিরভাবে অবস্থিত জরাসন্ধ সেই ক্ষত্রিয়গণকে বলিলেন—অহো! সমরাঙ্গণে কাতরচিত্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করত পলায়নকারী তোমাদের সকলের এই ক্ষত্রিয়-বৃত্তিকে ধিক্ ॥ ৭৩

যে ক্ষত্রিয় রণাঙ্গনে রথহীন হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করে, তাহার এই ভীরুতাকে মনীষী পুরুষগণ ভ্রূণহত্যার সমান অসহ্য বলিয়া থাকেন ॥ ৭৪

যোদ্ধাগণ! তোমরা ভীত হইয়া কি হেতু যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ? তোমাদের এরূপ ক্ষত্রিয়বৃত্তিকে ধিক্। আমার

অথবা তিষ্ঠত রথৈঃ প্রেক্ষকাঃ সমবস্থিতাঃ
যাবদেতৌ রণে গোপৌ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ৭৬
ততস্তে ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে জরাসন্ধেন চোদিতাঃ ।
মুঞ্চন্তঃ শরজালানি হৃষ্টা যোদ্ধুং ব্যবস্থিতাঃ
তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈ রথৈশ্চাম্বুদনাদিভিঃ
নাগৈশ্চাম্বুদসঙ্কাশৈর্মহামাত্রপ্রচোদিতৈঃ ॥ ৭৮
সতনুত্রাঃ সনিস্ত্রিংশাঃ সপতাকাঃ সুধন্বিনঃ
আরোপিতধনুষ্মন্তঃ সতূণীরাঃ সতোমরাঃ ॥ ৭৯
সচ্ছত্রাঃ সাদিনশ্চৈব চারুচামরবীজিতাঃ
রণে তেহভিগতা রেজুঃ স্যন্দনস্থা মহীক্ষিতঃ ॥ ৮০
তে বৃষ্ণরাগা রথিনো বাণহস্তা যুধাং বরাঃ ।
গদাভিশ্চৈব গুর্ব্বীভিঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ৮১
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দেবানাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ।
সুপর্ণধ্বজমাস্থায় কৃষ্ণস্তু রথমুত্তমম্ ॥ ৮২
সমভ্যয়াজ্জরাসন্ধং শরৈর্বিব্যাধ চাষ্টভিঃ
সারথিং চাস্য বিব্যাধ পঞ্চভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৮৩
জঘান তুরগাংশ্চাস্য যতমানস্য বীর্য্যবান্
তং কৃষ্ণমভ্যয়াদ্ রাজা চিত্রসেনো মহারথঃ ॥ ৮৪
সেনানীঃ কৈশিকশ্চৈব কৃষ্ণং বিবিধতুঃ শরৈঃ
ত্রিভির্বিব্যাধ সংক্রুদ্ধং বলদেবস্তু কৈশিকঃ ॥ ৮৫
বলদেবো ধনুশ্চাস্য ভল্লেনাজৌ দ্বিধাকরোৎ
জঘনাভার্দ্দয়চ্চাপি তানরীন্ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৮৬
বহুভির্বিদধে বীরান্ সমন্তাৎ স্বর্ণভূষণৈঃ
তং চিত্রসেনঃ সংরব্ধো বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৮৭
কৈশিকঃ পঞ্চভিশ্চাপি জরাসন্ধশ্চ সপ্তভিঃ ।
ত্রিভিস্ত্রিভিশ্চ নারাচৈস্তান্ বিভেদ জনার্দ্দনঃ ॥৮৮

বাক্যে প্রেরিত হইয়া তোমরা সকলে সত্বর পলায়ন হইতে নিবৃত্ত হও অর্থাৎ পুনরায় যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া যাও ॥ ৭৫

অথবা তোমরা দর্শক হইয়া রথসমূহের দ্বারা সেই সময় পর্য্যন্ত অবস্থান কর, যতক্ষণ না আমি এই দুই গোপবালককে [illegible] যমালয়ে প্রেরণ করি ॥ ৭৬

তখন জরাসন্ধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেইসব ক্ষত্রিয়গণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় হর্ষের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যথাযথভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭

তাঁহারা স্বর্ণের অলঙ্করণসমূহে বিভূষিত অশ্বগণের দ্বারা, মেঘতুল্য গভীর শব্দকারী রথসমূহের দ্বারা এবং মাহুত কর্তৃক পরিচালিত মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ গজারোহকগণের দ্বারা অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮

তখন তাঁহাদের সকলেরই দেহে কবচ বদ্ধ ছিল, সকলের হস্তে তরবারি ছিল, সকলেই ধ্বজ-পতাকা ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন, সকলেরই ধনুতে গুণ আরোপিত ছিল এবং তূণীর ও তোমর সকলেই ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৯

রথে উপবিষ্ট এই সব ক্ষত্রিয়গণের উপর ছত্র ধৃত ছিল এবং মনোহর চামরের দ্বারা বীজন করা হইতেছিল। ইঁহাদের সহিত অশ্বারোহী যোদ্ধারা ছিলেন। এইরূপে যুদ্ধভূমিতে অবস্থিত নৃপতিগণ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮০

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রথী বীরবৃন্দের যুদ্ধে অনুরাগ ছিল, সেইজন্য ইঁহারা ভারবহা গদা, ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র ও মুদ্গরসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৮১

এই সময়ের মধ্যে দেবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তম গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করত জরাসন্ধের উপর আক্রমণ করিলেন। তিনি আটটি বাণে জরাসন্ধকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮২-৮৩

জরাসন্ধ এই সময় অশ্বগণকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিতে থাকিলেও পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ রণাঙ্গনে অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। জরাসন্ধকে এরূপ সঙ্কটাপন্ন জানিয়া মহারথী চিত্রসেন এবং সেনাপতি কৈশিক উভয়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৪

এই সময় কৈশিক যুদ্ধাসক্ত বলরামকে তিনটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল। তখন বলরাম যুদ্ধস্থলে একটি ভল্লের দ্বারা তাহার ধনুটিকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন এবং সবেগে বহু বাণ বর্ষণ করিয়া সেই তিন শত্রু জরাসন্ধ, চিত্রসেন ও কৈশিককে পীড়িত করিলেন ॥ ৮৫-৮৬

তিনি বহুসংখ্যক স্বর্ণভূষিত বাণের দ্বারা এই বীরগণকে সর্ব্বদিকে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। তখন ক্রুদ্ধ চিত্রসেন নয়, কৈশিক পাঁচ ও জরাসন্ধ সাতটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৭

ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনটি তিনটি করিয়া নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তারপর বলরাম পুনরায় পাঁচটি পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহাদের বিদ্ধ করিলেন ॥৮৮

পঞ্চভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব বলদেবঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
রথং চৈবাস্য চিচ্ছেদ চিত্রসেনস্য বীর্যবান্ ॥ ৮৯
বলদেবো বহুশ্চাস্য ভল্লেনাচ্চৌ দ্বিধাকরোৎ
স ছিন্নধন্বা বিরথো গদামাদায় বীর্যবান্ ॥ ৯০
অভ্যধাবৎ সুসংরব্ধো জিঘাংসুর্মুষলায়ুধম্।
নিশম্যতস্তু নারাচাংশ্চিত্রসেনবধৈষিণঃ
বহূংশ্চিচ্ছেদ রামস্য জরাসন্ধো মহাবলঃ ॥৯১
গদয়া চ জঘানাশ্বান্ ক্রোধাৎ স নরেশ্বরঃ
রামঃ চাভ্যদ্রবদ্ বীরো জরাসন্ধো মহাবলঃ ॥ ৯২
আদায় মুষলং রামো জরাসন্ধমুপাদ্রবৎ
তয়োস্তদ্ যুদ্ধমভবৎ পরস্পরবধৈষিণোঃ ॥৯৩
চিত্রসেনস্তু সংসক্তং দৃষ্ট্বা রামেণ মাগধম্
রথমন্যং সমারুহ্য জরাসন্ধমবারয়ৎ ॥ ৯৪
ততো বলেন মহতা গজানীকেন চাপ্যথ।
উভয়োরন্তরে তাভ্যাং সঙ্কুলং সমপদ্যত ॥ ৯৫

অনন্তর পরাক্রমশালী বলরাম চিত্রসেনের রথকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন এবং একটি ভল্লের দ্বারা যুদ্ধস্থলে তাঁহার ধনুটিকেও দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৮৯

ধনু ও রথ নষ্ট হইয়া যাইলে পর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত পরাক্রমশালী চিত্রসেন মুসলধারী বলরামকে বধ করিবার ইচ্ছায় হস্তে গদা লইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। ৯০

ইহা দেখিয়া বলরাম চিত্রসেনকে বধ করিবার বাসনায় তাহার উপর নারাচসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবল জরাসন্ধ বলরামের ধনু ছেদন করিলেন। ৯১

সেই সঙ্গে ক্রোধবশতঃ গদা প্রহার করত মগধরাজ মহাবল বীর জরাসন্ধ তাঁহার অশ্বগণকে বধ করিলেন এবং বলরামের দিকে ধাবিত হইলেন। ৯২

বলরামও মুসল লইয়া জরাসন্ধের উপর আক্রমণ করিলেন। পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় সেই দুই বীর্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৯৩

অন্যদিকে চিত্রসেন মগধরাজকে বলরামের সহিত যুদ্ধরত দেখিয়া অন্য রথে আরোহণ করত উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। ৯৪

অনন্তর তিনি বিশাল গজসৈন্যের সহিত জরাসন্ধ ও বলরামের মধ্যভাগে আসিয়া সেই দুই আতার সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৯৫

ততঃ সৈন্যেন মহতা জরাসন্ধোঽভিসংবৃতঃ
বাসুদেবাগ্রজান্ ভোজানাসসাদ মহাবলঃ ॥ ৯৬
তত্র প্রবৃত্তিভিস্তেষ সাগরস্য মহাস্বনঃ
প্রাদুর্বভুব তুমুলঃ সেনয়োরুভয়োরপি ॥৯৭
বেণু-ভেরী-মৃদঙ্গানাং শঙ্খানাঞ্চ সহস্রশঃ
উভয়োঃ সেনয়োঃ শব্দঃ প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ ॥ ৯৮
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতোৎক্রুষ্টৈস্তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ
উৎপপাত রজশ্চাপি খুরনেমিসমুদ্ধতম্ ॥৯৯
সমুদ্যতমহাশস্ত্রাঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ
অন্যোন্যমভিগর্জন্তঃ শূরাস্তত্রাবতস্থিরে ॥ ১০০
রথিনঃ সাদিনশ্চৈব পত্তয়শ্চ সহস্রশঃ
গজাশ্চাতিবলাস্তত্র সমুৎপেতুঃ সমন্ততঃ ॥১০১
স সন্নিপাতস্তুমুলস্তস্মিন্ প্রাণান্তবর্তত
বৃষ্ণিভিঃ সহ যোধানাং জরাসন্ধস্য দারুণঃ ॥ ১০২

তারপর বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহাবল জরাসন্ধ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অগ্রবর্তী ভোজবংশীয়গণের উপর আক্রমণ করিলেন। ৯৬

তখন সেখানে উভয় পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ৯৭

রাজন্! উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যেই বেণু, ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খাদি সহস্র সহস্র বাদ্যসমূহের তুমুল ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ৯৮

যোদ্ধাগণের গর্জন, বাহুর আস্ফোটন ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার প্রভৃতিতে সেখানেই সর্বত্র তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বগণের খুরসমূহের ও রথসকলের চক্রসমূহে উত্থিত ধূলি চারিদিকে উড়িতে লাগিল। ৯৯

উভয় পক্ষের শৌর্যশালী সৈন্যরা বিশাল বিশাল অস্ত্রসমূহ উত্তোলিত করিয়া ও ধনু লইয়া পরস্পরের সম্মুখে গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন। ১০০

এই যুদ্ধে সর্বদিকে রথী, অশ্বারোহী, সহস্র সহস্র পদাতি ও বলশালী গজরাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ১০১

বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত জরাসন্ধের যোদ্ধাদিগের এই তুমুল যুদ্ধ প্রাণের মোহ ত্যাগ করিয়া হইতেছিল এবং ইহাতে সেই যুদ্ধ ভয়ানক রূপ ধারণ করিল। ১০২

ততঃ শিনিরনাধৃষ্টির্বজ্রবিপৃথুরাহুকঃ
বলদেবঃ পুরস্কৃত্য সৈন্যস্যার্দ্ধেন দংশিতাঃ ॥ ১০৩
দক্ষিণঃ পক্ষমাসেদুঃ শক্রসৈন্যাভা ভারত
পালিতঃ সেনিরাজেন জরাসন্ধেন বা বিভো ॥ ১০৪
উগ্রাচৈত্ত মহাবীর্যোঃ গদা-শাম্বাদিভির্বৃতৈঃ
স্বপুত্রঃ শরবর্ষাণি মনস্তিতাক্তজীবিতাঃ ॥ ১০৫
অবশ ইঃ পৃথুঃ কঙ্কঃ শতদ্যুম্নো বিদূরথঃ
হৃষীকেশঃ পুরস্কৃত্য সৈন্যস্যার্দ্ধেন দংশিতাঃ ॥ ১০৬
ভীষ্মকেণাভিগুপ্তস্তু রুক্মিণা চ মহাত্মনা
বেণুকেনাপি রাজেন্দ্র তথা মহেশ্বরেণ চ ॥ ১০৭
প্রাচ্যোন্ত দাক্ষিণাত্যৈস্ত গুপ্তবীর্যবলান্বিতৈঃ।
তেষাঞ্চ যুদ্ধমভবৎ মনস্তিতাক্তজীবিতম্
শক্রাচিপ্রাণবাণোঘান্ মুঞ্চতাং শিবিনাম্ ॥ ১০৮
সাত্যকিশ্চিত্রকঃ শ্যামো যুযুধানশ্চ বীর্যবান্
রাজাধিদেবো মৃদরঃ শ্বফল্কশ্চ মহারথঃ ॥ ১০৯
সত্রাজিচ্চ প্রসেনশ্চ বলেন মহতাবৃতাঃ
ব্যূহস্য পুচ্ছং তে সর্বে প্রতীযুর্বিততং যুধে ॥ ১১০
ব্যূহস্যার্দ্ধং সমাসেদুর্জবেনাভিরক্ষিতম্।
রাজভিস্তৈরপি বহুভির্বৃন্দাভিমুখৈঃ সহ ॥ ১১১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
মথুরোপরোধো নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

ভরতনন্দন! অনন্তর শিনি, অনাধৃষ্টি, বজ্র (অক্রূর), বিপৃথু আহুক (উগ্রসেন)—ইঁহারা সকলে বলরামকে অগ্রে করত সেনার অর্দ্ধ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শত্রুসৈন্যের দক্ষিণ ভাগ নিয়া আক্রমণ করিলেন। ১০৩।

প্রভো! চেদিরাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ ও উত্তরদিকের মহারাজগণ যোদ্ধা গদা ও শাম্বাদি নরপতিগণ এই ভাগের রক্ষা নিয়োজিত ছিলেন। যাদবগণ জীবনের মোহ ত্যাগ করত শত্রুদিগের সহ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১০৪-১০৫

অবশিষ্ট সৈন্যের অর্দ্ধভাগে পরিবৃত হইয়া অবগাহ, পৃথু, কঙ্ক, শতদ্যুম্ন ও বিদূরথাদি বীরবর্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে রাখিয়া শত্রুসৈন্যের বামভাগে আক্রমণ করিলেন। ১০৬

রাজেন্দ্র! ভীষ্মক, মহাত্মা রুক্মী, মহাবীর গদা এবং গুপ্ত বলপরাক্রমসম্পন্ন পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকের বীরগণের দ্বারা এই ভাগ সুরক্ষিত ছিল। ইঁহাদের সকলের মধ্যেও প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইঁহারা সকলে বিপক্ষগণের প্রতি প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন। ১০৭-১০৮

সাত্যকি, চিত্রক, শ্যাম, পরাক্রমশালী যুযুধান, রাজাধিদেব, মৃদর, মহারথী শ্বফল্ক, সত্রাজিৎ ও প্রসেন—ইঁহারা সকলে বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের ব্যূহের পুচ্ছভাগে আক্রমণ করিলেন। ব্যূহের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ইঁহারা ব্যূহের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এই সময় ইঁহাদের বেণুদারি প্রভৃতি বহু রাজার সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। ১০৯-১১১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা অবরোধ ও উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণের যুদ্ধবর্ণনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ বৃষ্ণিবংশীয়ৈঃ সহ জরাসন্ধস্য সৈন্যানাং যুদ্ধবর্ণনম্, বলরামস্য জরাসন্ধস্য চ গদাযুদ্ধকথনম্, পরাজিতস্য জরাসন্ধস্য পলায়নঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো যুদ্ধানি বৃষ্ণীনাং বভূবুঃ সুমহান্ত্যথ
মাগধস্য মহামাত্রৈর্নৃপৈশ্চৈবানুযায়িভিঃ ॥ ১
রুক্মিণা বাসুদেবস্য ভীষ্মকেণাহুকস্য চ
ক্রথেন বসুদেবস্য কৈশিকস্য তু বভ্রুণা ॥ ২
গদেন চেদিরাজস্য দন্তবক্রস্য শম্ভুনা ।
তথান্যৈর্বৃষ্ণিবীরাণাং নৃপাণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৩
যুদ্ধমাসীচ্চ সৈন্যানাং সৈনিকৈরিতরেতরৈঃ
অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ ষট্ সপ্তাষ্টৌ চ দারুণম্ ॥ ৪
গজৈর্গজা হয়ৈরশ্বাঃ পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ
রথৈশ্চ রথা বিমিশ্রাশ্চ যোধা যুযুধিরে নৃপ ॥ ৫
জরাসন্ধস্য নৃপতে রামেণাসীৎ মহারণঃ
মহেন্দ্রস্যেব বৃত্রেণ দারুণো রোমহর্ষণঃ ॥ ৬

অবেক্ষ্য রুক্মিণীং কৃষ্ণো রুক্মিণং ন ব্যপোথয়ৎ
অনলার্কাংশুসঙ্কাশানাশীবিষবিষোপমান্ ॥ ৭
বারয়ামাস কৃষ্ণো বৈ শরাংস্তস্য তু শিক্ষয়া
ইতোঽন্যঃ সুমহানাসীদ্ বলৌঘানাং পরিক্ষয়ঃ ॥ ৮
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ মাংসশোণিতকর্দমঃ
কবন্ধানি সমুত্তস্থুঃ সুবহূনি সমন্ততঃ ॥ ৯
তস্মিন্ বিমর্দে যোধানাং সংখ্যাবৃত্তিকরাণি চ
রথী রামো জরাসন্ধং শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১০
আবৃণ্বয়ান বীরস্তু রাজা স মাগধঃ
অভ্যবর্তত বেগেন স্যন্দনেনাশুগামিনা ।
অন্যোন্যং বিবিধৈরস্ত্রৈর্বিদ্ধা বিদ্ধা বিনেদতুঃ
তৌ ক্ষীণশস্ত্রৌ বিরথৌ হতাশ্বৌ হতসারথী ॥ ১১

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[ বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত জরাসন্ধের সৈন্যদের যুদ্ধবর্ণন। বলরাম ও জরাসন্ধের গদাযুদ্ধকথন এবং পরাজিত হইয়া জরাসন্ধের পলায়ন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর জরাসন্ধের মাহুত ও অনুগামী নরপতিগণের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের কয়েকবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! রুক্মীর সহিত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের, ভীষ্মকের সহিত আহুকের (উগ্রসেনের), ক্রথের সহিত বসুদেবের, বভ্রুর (অক্রূরের) সহিত কৈশিকের, গদের সহিত চেদিরাজ শিশুপালের, শম্ভুর সহিত দন্তবক্রের এবং অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত বৃষ্ণিবংশের মহাত্মা বীর নরপতিদিগের, ইহার সারাংশ হইল যে, উভয় পক্ষের সৈন্যগণের প্রতিপক্ষ সৈন্যদের সহিত দারুণ ঘন যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং এই যুদ্ধ সপ্তবিংশতি (২৭) দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। ২-৪

হে নৃপ! হস্তিগণের সহিত হস্তিগণ, অশ্বদের সহিত অশ্বেরা, পদাতিদিগের সহিত পদাতিবৃন্দ এবং রথসমূহের সহিত রথসকল মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং এইভাবে সর্বতোভাবে মিলিত হইয়া সকল যোদ্ধাই বিপক্ষী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫

যেরূপ বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই-রূপ বলরামের সহিত জরাসন্ধের দারুণ ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৬

রুক্মিণীর সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধের কথা মনে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে বধ করিলেন না এবং তাহার দিক হইতে আগত অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী এবং বিষধর সর্পসদৃশ বিষাক্ত বাণসমূহকে তিনি শিক্ষার বলে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৭

রাজন্! এইভাবে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে সৈন্যসমূহের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হইল এবং যুদ্ধভূমিতে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইয়া যাইল। ৮

যোদ্ধাদের এই সংগ্রামের মধ্য হইতে চ বিভিন্ন বহু কবন্ধ (মুণ্ডহীন দেহ) উত্থিত হইতে লাগিল, যাহাদের সংখ্যা গণনা করাই যায় না। ৯

রথারূঢ় বীর বলরাম বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা জরাসন্ধকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং মগধরাজও নিজের শীঘ্রগামী রথের দ্বারা তীব্রবেগে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০-১১

সেই সময় তাঁহারা উভয়েই নানাপ্রকার অস্ত্র দ্বারা পরস্পর বিদ্ধ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই অস্ত্রসমূহ ক্ষীণ হইয়া যাইল, উভয়েই রথহীন হইয়া পড়িলেন এবং উভয়েরই অশ্ব ও সারথি নিহত হইল। এই অবস্থায় পরাক্রমশালী উভয় যোদ্ধাই হাতে গদা লইয়া পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১২

গদে গৃহীত্বা বিক্রান্তাবন্যোন্যমভিধাবতাম্
কম্পয়ন্তৌ ভুবং বীরৌ তাবুদ্যতগদাবুভৌ ॥ ১৩
দদৃশাতে মহাত্মানৌ গিরী সশিখরাবিব।
বৃন্দাবনমিব বৃক্ষাণি পশ্যতাং তৌ মহাভুজৌ
সংরম্ভাবভিধাবন্তৌ গদাযুদ্ধেষু বিশ্রুতৌ ॥ ১৪
উভৌ তৌ পরমাচার্যৌ লোকে খ্যাতৌ মহাবলৌ।
মত্তাবিব গজৌ যুদ্ধে তাবন্যোন্যমধাবতাম্ ॥ ১৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সমহর্ষয়ঃ।
সমন্তাচ্চাপ্সরসঃ সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
তদ্দেবযক্ষগন্ধর্বমহর্ষিভিরলঙ্কৃতম্
শুশুভেঽভ্যধিকং রাজন্ দিবং জ্যোতির্গণৈরিব ॥ ১৭
অভিদুদ্রাব রামং তু জরাসন্ধো মহাবলঃ।
সব্যং মণ্ডলমাশ্রিত্য বলদেবস্তু দক্ষিণম্ ॥ ১৮
প্রহরন্তৌ ততোঽন্যোন্যং গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
দন্তাভ্যামিব মাতঙ্গৌ নাদয়ন্তৌ দিশো দশ ॥ ১৯

গদানিপাতো রামস্য শুশ্রুবেঽশনিনিঃস্বনঃ
জরাসন্ধস্য চ রণে পর্বতস্যেব দীর্যতঃ ॥ ২০
ন স্ম কম্পয়তে রামং জরাসন্ধকরচ্যুতা
গদা গদাভৃতাং শ্রেষ্ঠং বিন্ধ্যং গিরিমিবানিলঃ ॥ ২১
রামস্য তু গদাবেগং বীর্য্যাৎ স মগধেশ্বরঃ।
সেহে ধৈর্য্যেণ মহতা শিক্ষয়া চ ব্যপোহয়ৎ ॥ ২২
এবং তৌ তত্র সংগ্রামে বিচরন্তৌ মহাবলৌ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি বিচেরতুররিন্দমৌ ॥ ২৩
ব্যায়চ্ছন্তৌ চিরং কালং পরিশ্রান্তৌ চ তস্থতুঃ।
সমাশ্বস্য মুহূর্ত্তং তু পুনরন্যোন্যমাহতাম্ ॥ ২৪
এবং তৌ যোধমুখ্যৌ তু সমং যুযুধতুশ্চিরম্
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যমুভাবেব প্রজগ্মতুঃ ॥ ২৫
অথাপশ্যদ্ গদাযুদ্ধে বিশেষং তস্য বীর্যবান্
রামঃ ক্রুদ্ধো গদাং ত্যক্ত্বা জগ্রাহ মুষলোত্তমম্ ॥ ২৬

তখন গদা উত্তোলিত করিয়া এই দুই মহাত্মা বীর পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে সেখানে একশিখরবিশিষ্ট দুইটি পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ১৩

এই দুই মহাবাহু বীরকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেখিয়া অন্যান্য যোদ্ধাগণের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ইঁহারা উভয়েই গদাযুদ্ধে খ্যাতিমান্ ছিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৪

এই দুই মহাবল বীর জগতে গদাযুদ্ধের উৎকৃষ্ট আচার্য্যরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং যেরূপ মদমত্ত দুইটি হস্তী পরস্পর সংঘর্ষে আসক্ত হয়, সেইরূপ ইঁহারা উভয়েও যুদ্ধস্থলে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

সেই সময় গন্ধর্বগণের সহিত দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এবং সহস্র সহস্র অপ্সরা সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৬

রাজন্! দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণের দ্বারা অলঙ্কৃত আকাশের সেই অংশ তখন নক্ষত্রসমূহে বিভূষিত হইয়া যেন অধিক শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল জরাসন্ধ বামভাগ দিয়া মণ্ডলাকারে বলরামের দিকে ধাবিত হইলেন এবং বলরাম দক্ষিণ ভাগ দিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ১৭-১৮

গদাযুদ্ধে নিপুণ এই দুই বীর দশদিককে নিনাদিত করিতে করিতে পরস্পরকে সেইভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ দুইটি মদমত্ত হস্তী নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে। যখন বলরাম গদার আঘাত করিতেছিলেন, তখন বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছিল এবং রণাঙ্গনে জরাসন্ধের গদাঘাতে সেইরূপ শব্দ হইতেছিল, যেন কোন পর্বত বিদীর্ণ হইতেছে। ১৯-২০

যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু বিন্ধ্য পর্বতকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ জরাসন্ধের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত গদা গদাধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরামকে কম্পিত করিতে পারিল না। আবার বলরামের গদার বেগকে জরাসন্ধ নিজের বলের আধিক্যবশতঃ মহাধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিতে লাগিলেন এবং নিজের শিক্ষার দ্বারা তাহার প্রহার ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ২১-২২

এইরূপ শত্রুদমনকারী সেই দুই মহাবল যোদ্ধা এই সংগ্রামে বিচিত্র নানাপ্রকার গদাযুদ্ধের পদ্ধতি দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৩

দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিশ্রম করিবার পর উভয়ে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্তকাল বিশ্রামের দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ২৪

এইভাবে সেই দুই প্রধান যোদ্ধা দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই যোদ্ধাই কোনরূপে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন না। ২৫

অনন্তর পরাক্রমশালী বলরাম যখন গদাযুদ্ধে জরাসন্ধের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি কুপিত হইয়া গদা পরিত্যাগ করত উত্তম মুষল গ্রহণ করিলেন। ২৬

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

প্রেমী ভক্তের আকুল আহ্বানে প্রেমময় ঠাকুর ইষ্ট-মূর্তিতে দর্শন দিলেন সে দর্শন স্বপ্নের মত, দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হন। সে দর্শনে ভগবানকে স্বরূপতঃ জানা হয় না। তাহাতে বিরহ আছে। ভগবান্ সেই দেহমাত্রে পরিচ্ছিন্ন—এই জ্ঞানলাভে ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতাকে নর-নারীতে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গে, বৃক্ষ-লতায়, সূর্য্যে-চন্দ্রে, আকাশে-বাতাসে নক্ষত্রে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এক কথায় সর্ব্বত্র, অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত দর্শন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে দর্শন প্রকৃত দর্শন নয়। তাহাতে দুঃখ শান্তি হয় না। 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।'

[ ২ ]

কোনও ব্যক্তি সাধুগণের কাছে শুনে এলো যে নাম করলে ব্রহ্মহত্যা, পরদার, মদ্যপান, মিথ্যা কথা ইত্যাদি মহাপাপও নষ্ট হয়ে যায়। পরদার, মদ্যপান করি—দু'ঘণ্টা নাম করবো; বাস্ একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যাবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিই—পরে ঘণ্টা-খানেক নাম ক'রে সে পাপ দূর করে দেবো। এরূপ যারা মনে করে তারা অতিবড় মহাপাপী। নামরূপী শ্রীভগবান্কে তাহাদের পাপ-কর্ম্মের সহায় করত পাপ অনুষ্ঠান করতে চায়। তার ফলে ক্লেশের যন্ত্রণা ভোগ করে।

—:•:—

Regd. No. WB/NC-57

CHAITRA
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—94
Mar.—April. 1976



# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শ্রীভগবান জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য গুরুরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। অতএব তাঁহার চিন্তা করা শিষ্যের কর্তব্য। গুরুলোপ হইয়াছে অর্থাৎ মরিয়াছেন একথা বলা উচিত নহে। তাহা হইলে গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি করিবার জন্য নরকে গমন করিতে হয়। প্রকট-অপ্রকটকালে গুরু নিয়ত বর্তমান—এইরূপ চিন্তা করাই মোক্ষকামি শিষ্যগণের বিধেয়।

জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা না থাকিলে ত্রিতাপকে তাপ বলিয়া বোধ এবং তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য কামনা হয় না। অধুনা অধিকাংশ স্থলে পারত্রিক ত দূরের কথা, ঐহিক সুখের জন্যই মানুষ গুরু আশ্রয় করে এবং তাহাই লাভ করিয়া থাকে। এ যুগে কেবল সন্তাপহারক গুরু দুর্লভ নহেন সন্তাপকারক শিষ্যও দুর্লভ।

—)•(—

ামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২ পি ডব্লিউ ডি রোড কলি—৩৫
তে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

যখন নাদ ও জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তখন সাধকের ভগবৎ-দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তিনি সর্ব্বত্যাগ করে দেন। অনন্ত-ভাবে শ্রীভগবানকে চিন্তা করতে থাক্‌লে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না, ভক্তকে তার প্রার্থিতরূপে দর্শনদান করেন, বর দেন, ইষ্ট-অঙ্গে মনের লয় হয়ে যায়, তিনি জীবন্মুক্ত হ'য়ে যান। যতদিন জীবিত থাকেন গুরুর ইচ্ছায় নামময় হয়ে ওঙ্কার খেলা করতে থাকেন। তিনি জগৎকল্যাণব্রত গ্রহণ ক'রে আনন্দে প্রারব্ধ ক্ষয় ক'রে পরমানন্দধামে উপস্থিত হন। তিনি জল-স্থল আকাশ মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ যা কিছু দেখেন সর্ব্বত্রই ভগবৎস্ফূর্তি হ'তে থাকে, "যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে," জগৎ বাসুদেবময় হয়ে যায়।

এস পাপী-তাপী রোগী-শোকী—এস কামিনীকাঞ্চনদুষ্ট—এস দীন-হীন অন্ধ-আতুর এস বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—তোমরা নাম কর—নাম কর—পাপ-তাপ রোগ-শোক জ্বালা-যন্ত্রণা সব অবসান হবে। নামসঙ্কীর্ত্তনে শ্রীভগবান্ স্থির থাকতে পারবেন না, তিনি দর্শন দান ক'রবেন ক'রবেনই ক'রবেন।

—:০:—

১৪শ বর্ষ, বৈশাখমাস, ১৩৮৩ । একাদশ সংখ্যা –চান্দনী যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

# হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ ।


মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ



স্বত্বাধিকারী :

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

( জয়গুরু সম্প্রদায় )

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর : –

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় : –মহামিলন মঠ, ৭.৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ ( ফোন : ৫৮–২৭০১ )

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী ( বিবেকানন্দ রোডের মোড় ) কলিকাতা-৬ ( ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ )

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলী

আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ ন. প.। অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলি-৩

১। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি ৭৩ দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮ ২৭৩১। মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্রলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

তমুত্তমং তদা দৃষ্ট্বা মুসলং ঘোরদর্শনম্
অমোঘং বলদেবেন ক্রুদ্ধেন তু মহারণে ॥ ২৭

ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুস্বরা লোকসাক্ষিণী
উবাচ বলদেবং তং সমুদ্যতহলায়ুধম্ ॥ ২৮

ন ত্বয়া রাম বধ্যোঽয়মলং খেদেন মানদ
বিহিতোঽস্য ময়া মৃত্যুস্তস্মাৎ সাধু ব্যুপারম
অচিরেণৈব কালেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি মাগধঃ ॥ ২৯

জরাসন্ধস্তু তচ্ছ্রুত্বা বিমনাঃ সমপদ্যত ।
ন প্রজহ্রে ততস্তস্মৈ পুনরেব হলায়ুধঃ ॥ ৩০

তৌ ব্যপারমতাং যুদ্ধে বৃষ্ণয়স্তে চ পার্থিবাঃ ।
অনন্তরমভবদ্ যুদ্ধং তেষামেবং সুদারুণম্ ॥ ৩১

দীর্ঘকালং মহারাজ নিঘ্নতামিতরেতরম্ ।
পরাজিতে রণক্রান্তে জরাসন্ধে মহীপতৌ ॥ ৩২

অস্তং যাতে দিনকরে নাত্যুপক্রান্তয়া নিশি ।
সমানীয় স্বকং সৈন্যং লব্ধলক্ষ্যা মহাবলাঃ ॥৩৩

পুরীং প্রবিবিশুর্হৃষ্টাঃ কেশবেনাভিপালিতাঃ ।
যান্যস্ত্রাণ্যন্তরিক্ষাচ্চ তান্যেবান্তর্দধুস্তদা ॥৩৪

জরাসন্ধোঽপি নৃপতির্বিমনাঃ স্বপুরীং যযৌ
রাজানস্তানুগা যেঽস্য স্বরাষ্ট্রাণ্যেব তে যযুঃ ॥ ৩৫

জরাসন্ধং তু তে জিত্বা মেনিরে নৈব নির্জিতম্
বৃষ্ণয়ঃ কুরুশার্দূল রাজা হ্যতিবলঃ স বৈ ॥ ৩৬

দশ চাষ্টৌ চ সংগ্রামান্ জরাসন্ধস্য যাদবাঃ ।
দদুর্ন চৈনং সমরে হন্তুং শেকুর্মহাবলাঃ ॥ ৩৭

অক্ষৌহিণ্যস্তু তস্যাসন্ বিংশতিশ্চ মহাদ্যুতে ।
জরাসন্ধস্য নৃপতেস্তদর্থং যাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩৮

স্বল্পত্বাদভিভূতাস্তু বৃষ্ণয়ো ভরতর্ষভ ।
বার্হদ্রথেন রাজেন্দ্র রাজভিঃ সহিতেন বৈ ॥ ৩৯

---

সেই মহাসমরে কুপিত হইয়া বলরাম কর্তৃক সেই ভয়ানক ও অমোঘ মুসলকে উত্তোলিত হইতে দেখিয়া আকাশে সকল লোকের সম্মুখে স্পষ্টস্বরে এই দৈববাণী হইল। সেই দৈববাণী হল-মুসল উত্তোলিত করিয়া দাঁড়ানকারী বলরামকে বলিলেন। ২৭-২৮

মানদাতা বলরাম। জরাসন্ধের বধ আপনার দ্বারা হইবে না ; অতএব ইহাতে খেদ করিবার কিছু নাই। ইহার মৃত্যুর হেতু আমি জানিতে পারিয়াছি, সেইহেতু আপনি ইহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউন। মগধরাজ জরাসন্ধ অল্পকাল মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিবে। ২৯

ইহা শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধ মনে মনে বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন এবং বলরাম পুনরায় তাহার উপর অস্ত্র প্রহার করিলেন না। ৩০

তখন ইঁহারা উভয়েই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং বৃষ্ণি-বংশীয় যোদ্ধারা ও অন্যান্য ভূপতিগণও যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন। মহারাজ। এইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে করিতে সেই যোদ্ধাগণের যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবিরাম গতিতে চলিতেছিল, তাহা শান্ত হইয়া যাইল। ৩১

রাজা জরাসন্ধ যখন পরাজিত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া চলিয়া যাইলেন এবং সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, তখন রাত্রির সময় যাদবগণ পুনরায় তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন না। ৩২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুরক্ষিত মহাবল যাদবগণ নিজেদের লক্ষ্যে সফল হইলেন, অতএব তাঁহারা হৃষ্ট হইয়া নিজেদের সৈন্যবাহিনীর সহিত স্বপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ৩৩

এইরূপ আকাশ ও দিব্য লোক হইতে যে সব অস্ত্র আসিয়াছিল, সে সবই তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যাইল। অন্যদিকে রাজা জরাসন্ধও বিমনা হইয়া নিজ পুরীতে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত যে সব রাজারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিজ নিজ রাজ্যে চলিয়া যাইলেন। ৩৪-৩৫

কুরুশ্রেষ্ঠ। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ জরাসন্ধকে জয় করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত বলিয়া মনে করিলেন না ; কারণ, সেই রাজার পার্শ্বে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল এবং তিনি নিজেও অতিশয় বলশালী ছিলেন। ৩৬

মহাবল যাদবগণ জরাসন্ধকে আঠার বার যুদ্ধের সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন যুদ্ধেই জরাসন্ধকে বধ করিতে সমর্থ হন নাই। ৩৭

মহামতে। রাজা জরাসন্ধের নিকট বিশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, যাহারা তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে সমবেত হইয়াছিল। ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ। রাজেন্দ্র। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ সংখ্যায় অল্প ছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা রাজগণ সহ জরাসন্ধের দ্বারা অভিভূত হইয়া যাইতেন ॥ ৩৯

জিত্বা তু মাগধং সংখ্যে জরাসন্ধং মহীপতিম্
বিহরন্তি স্ম সুখিনো বৃষ্ণিসিংহা মহারথাঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
জরাসন্ধাপযানং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

মহারাজ! কৃষ্ণাদি জরাসন্ধকে এইরূপে যুদ্ধে জয় করিয়া বৃষ্ণিবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী মহারথী হইয়া মথুরায় বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে জরাসন্ধের যুদ্ধত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ জরাসন্ধস্য পুনরাক্রমণশঙ্কিতঃ যাদবানাং সভায়াং বিকদ্রোর্ভাষণম্ রাজ্ঞো হর্য্যশ্বস্য চরিত্রম্, ততো যদোর্যাদবানাঞ্চোৎপত্তিবর্ণনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স কৃষ্ণস্তত্র বলবান্ রৌহিণেয়েন সঙ্গতঃ।
মথুরাং যাদবাকীর্ণাং পুরীং তাং সুখমাবসৎ ॥ ১
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু যুক্তো রাজশ্রিয়া বিভুঃ
চচার মথুরাং প্রীতঃ সবনাকরভূষণাম্ ॥ ২
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা রাজগৃহেশ্বরঃ
সস্মার নিহতং কংসং জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩
যুদ্ধায় যোজিতো ভূয়ো দুহিতৃভ্যাং মহীপতিঃ
দশ সপ্ত চ সংগ্রামান্ জরাসন্ধস্য যাদবাঃ।
দত্ত্বা চৈনং সমরে হন্তুং শেকুর্মহারথাঃ ॥ ৪
ততো মাগধরাট্ শ্রীমাংশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
ভূয়োঽপ্যাহ্বাদনং কর্ত্তুং সংগ্রামং স সমারভৎ ॥ ৫
বৈলক্ষ্যাৎ পুনরেবাসৌ রাজা রাজগৃহেশ্বরঃ।
জরাসন্ধো বলী শ্রীমান্ পাকশাসনবিক্রমঃ ॥ ৬
স সাধনেন মহতা বৃহদ্রথসুতো বলী।
কৃষ্ণস্য বধমিচ্ছন্ ভূয়ো বৈ সংন্যবর্ত্তত ॥ ৭
তং শ্রুত্বা সহিতাঃ সর্ব্বে নিবৃত্তং মগধেশ্বরম্।
যাদবা মন্ত্রয়ামাসুর্জরাসন্ধভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৮
ততঃ প্রাহ মহাতেজা বিকদ্রুর্নয়কোবিদঃ।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষমুগ্রসেনস্য শৃণ্বতঃ ॥ ৯
শ্রূয়তাং তাত গোবিন্দ কুলস্যাস্য সমুদ্ভবঃ।
শ্রুত্বা তমভিধাস্যামি প্রাপ্তকালমহং ততঃ।
যুক্তং চেদগ্রতঃ সাধো করিষ্যসি বচো মম ॥ ১০

---

### সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[ জরাসন্ধের পুনরাক্রমণে শঙ্কিত যাদবগণের সভায় বিকদ্রুর ভাষণ—রাজা হর্য্যশ্বের চরিত্র এবং তাঁহা হইতে যদু ও যাদবগণের উৎপত্তি বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীনন্দন বলরামের সহিত মিলিত হইয়া যাদবগণে পরিপূর্ণ সেই মথুরাপুরীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১

তাঁহার শ্রীবিগ্রহ এই সময় যৌবনকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজোচিত শোভায় সম্পন্ন হইয়া বনরাজি-বিভূষিতা মথুরায় প্রসন্নচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

কিছুকাল পর রাজগৃহের অধিপতি প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ কংসের নিহত হইবার ঘটনা স্মরণ করিলেন ॥ ৩

তাঁহার দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তি পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিল। যাদবগণ জরাসন্ধকে ক্রমশঃ সতের বার যুদ্ধের অবকাশ দিয়াছিলেন; কিন্তু মহারথী যাদবগণ সমরাঙ্গণে তাঁহাকে বধ করিতে পারেন নাই ॥ ৪

অনন্তর শ্রীমান্ মগধরাজ জয় সহ চতুরঙ্গিণী সৈন্য সঙ্গে লইয়া পুনরায় অষ্টাদশ বার যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিলেন ॥ ৫

রাজগৃহপতি বলবান্ রাজা শ্রীমান জরাসন্ধ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব পরাজয়ে লজ্জা অনুভব করায় পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন ॥ ৬

বৃহদ্রথের এই বলবান্ পুত্র জরাসন্ধ বিশাল যুদ্ধসামগ্রীতে সুসম্পন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বধ কামনা করত পুনরায় মথুরাপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৭

মগধরাজের পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসিবার সংবাদ শ্রবণ করত সমস্ত যাদবগণ ভয়ে পীড়িত হইয়া একত্রে সমবেত হইলেন এবং পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৮

সেই সময় নীতিকুশল মহাতেজস্বী বিকদ্রু উগ্রসেনকে শুনাইতে থাকিয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৯

তাত! গোবিন্দ! এই কুলের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ শ্রবণ কর। ইহা শুনিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে বলিয়াই আমি বলিতেছি;

যাদবস্যাস্য বংশস্য সমুদ্ভবমশেষতঃ ।
যথা মে কথিতঃ পূর্ব্বং ব্যাসেন বিদিতাত্মনা ॥ ১১
আসীদ্ রাজা মনোর্বংশে শ্রীমানিক্ষ্বাকুসম্ভবঃ
হর্যাশ্ব ইতি বিখ্যাতো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ ১২
তস্যাসীদ্দয়িতা ভার্য্যা মধোর্দৈত্যস্য বৈ সুতা ।
দেবী মধুমতী নাম যথেন্দ্রস্য শচী তথা ॥ ১৩
সা যৌবনগুণোপেতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি
মনোরথকরী রাজ্ঞঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ১৪
মানবেন্দ্রকুলে জাতা সুশ্রোণী কামরূপিণী
একপত্নীব্রতধরা সোমস্য রোহিণী যথা ॥ ১৫
সা তমিক্ষ্বাকুশার্দ্দূলং কাময়ামাস কামিনী
স কদাচিন্নরশ্রেষ্ঠো ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন মাধব ॥ ১৬
রাজ্যান্নিরস্তো বিশ্বস্তঃ সোঽযোধ্যাং সম্পরিত্যজৎ ।
স তদাল্পপরীবারঃ প্রিয়য়া সহিতো বনে ॥ ১৭

রেমে সনেত্রা কালজ্ঞঃ প্রোবাচ কমলেক্ষণঃ
ভ্রাত্রা বিনিষ্কৃতঃ রাজ্যাৎ প্রোবাচ কমলেক্ষণা ॥ ১৮
এহ্যাগচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ ত্যজ রাজ্যকৃতাং স্পৃহাম্ ।
গচ্ছাবঃ সহিতৌ বীর মধোর্বৈ পিতুর্গৃহম্ ॥ ১৯
রম্যং মধুবনং নাম কামপুষ্পফলদ্রুমম্
সহিতৌ তত্র রংস্যাবো যথা দিবি গতৌ তথা ॥ ২০
পিতুর্মে দয়িতস্ত্বং হি মাতুর্মম চ পার্থিব
মৎপ্রিয়ার্থং প্রিয়তরো ভ্রাতুশ্চ লবণস্য বৈ ॥ ২১
রংস্যাবস্তত্র সহিতৌ রাজ্যস্থাবিব কামগৌ
তত্র গত্বা নরশ্রেষ্ঠ সুনরাবিব নন্দনে
ভয়ং তে বিগতিস্যাবো যথা দেবপুরে তথা ॥ ২২
তং ত্যজাব মহারাজ ভ্রাতরং তেঽহভিনাদিনম্
আবয়োর্ব্বিপদং নিত্যং নষ্টং রাজ্যমদেন বৈ ॥ ২৩

তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। সজ্জরিত্র মাধব! ইহা শুনিয়া যদি উচিত মনে কর, তবে আমার কথানুসারে কার্য্য করিও। ১০

যাদবগণের এই উৎপত্তির কথা প্রসঙ্গ আত্মজ্ঞানী ব্যাসদেব পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই আমি তোমাকে শুনাইব। ১১

বৈবস্বত মনুর বংশে ইক্ষ্বাকুর পুত্র হর্য্যশ্বনামে বিখ্যাত এক শ্রী-সম্পন্ন রাজা ছিলেন। ইনি মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। ১২

মধুনামক দৈত্যের কন্যা মধুমতী দেবী তাঁহার প্রিয়া ভার্য্যা ছিলেন। যেরূপ শচী ইন্দ্রের প্রিয়া ছিলেন, সেইরূপ মধুমতী হর্য্যশ্বের প্রিয়া হইয়াছিলেন। ১৩

তিনি যৌবনোচিত সমস্ত গুণে ভূষিতা ছিলেন। এই ভূতলে তাঁহার রূপ-সৌন্দর্য্যের কোনও তুলনা ছিল না। ইনি রাজা হর্য্যশ্বের মনোরথসিদ্ধিকারিণী হওয়ায় রাজার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক মাননীয়া ছিলেন। ১৪

মানবরাজ মনুর কুলে উৎপন্না এই সুন্দর কটিদেশ-সুশোভিতা কামরূপিণী (ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে সমর্থা) দেবী মধুমতী রোহিণী (চন্দ্রপত্নী)-তুল্য একপত্নী ব্রতপালন-কারিণী ও আকাশে বিচরণকারিণী ছিলেন। ১৫

ইনি কামিনী (কামবশীভূতা) হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশের শ্রেষ্ঠ বীর হর্য্যশ্বকে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছিলেন। মাধব! তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজেরই একান্ত বিশ্বস্ত নরশ্রেষ্ঠ হর্য্যশ্বকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং অল্প পরিবার (পরিজন) সহ নিজের প্রিয়া ভার্য্যা মধুমতীকে সঙ্গে লইয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন। ১৬-১৭

কালের গতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ কমলনয়ন হর্য্যশ্ব নিজের প্রিয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সেখানে আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন পদ্মনয়না মধুমতী ভ্রাতৃ কর্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত নিজের পতিকে বলিলেন। ১৮

নরশ্রেষ্ঠ বীর! তুমি অযোধ্যার রাজ্যবাসনা পরিত্যাগ কর, এবং এস, আমার সহিত গমন কর। আমরা দুইজনে আমার পিতা মধুর গৃহে গমন করিব। ১৯

সুরম্য মধুবন নামক বনই আমার পিতার নিবাস স্থান। সে-স্থানের বৃক্ষ ইচ্ছানুসারে পুষ্প ও ফল প্রদান করে। আমরা দুই জনে একত্রে থাকিয়া স্বর্গবাসীদিগের ন্যায় সে স্থানে সকল সুখ উপভোগ করিব। ২০

ভূপাল! তুমি আমার পিতা ও মাতা উভয়েরই অত্যন্ত প্রিয় এবং আমার প্রিয় করিবার জন্য আমার ভ্রাতা লবণাসুরও তোমাকে অধিক প্রিয় বলিয়া মনে করিবে। ২১

নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে যাইয়া আমরা উভয়ে একসঙ্গে থাকিয়া রাজ্যাধিপ দুই দম্পতীর ন্যায় ইচ্ছানুসারে সমস্ত বস্তু উপভোগ করিতে করিতে আনন্দে বিহার করিব। যেরূপ দেবপুরে নন্দন-বনে দেবাঙ্গনা ও দেবতা বিহার করেন, সেইরূপ আমরাও উভয়ে সেই মধুবনে বিহার করিব। তোমার মঙ্গল হউক। ২২

বিগিনঃ পতিতং বাসং কৃতাবচ্ছ পরাশ্রয়ম্
গচ্ছাবঃ সহিতৌ বীর পিতুর্মে ভবনান্তিকম্ ॥ ২৪
তস্য সম্যক্ প্রবৃত্তস্য পূর্ব্বজং ভ্রাতরং প্রতি
কালার্থস্য নরেন্দ্রস্য পথ্যার্থমুরুচে বচঃ ॥ ২৫
ততো মধুপুরং রাজা হর্য্যশ্বঃ স জগাম চ
ভার্য্যয়া সহ কান্তিমা কামী পুরুষপুঙ্গবঃ ॥ ২৬
মধুনা দানবেন্দ্রেণ স সাম্না সমুদাহৃতঃ
স্বাগতং বৎস হর্য্যশ্ব প্রীতোঽস্মি তব দর্শনাৎ ॥ ২৭
যদেতৎ মম রাজ্যং বৈ সর্ব্বং মধুবনং বিনা
দদামি তব রাজেন্দ্র বাসশ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৮
বনেঽস্মিন্ লবণশ্চায়ং সহায়স্তে ভবিষ্যতি ।
অমিত্রনিগ্রহে চৈব কর্ণধারত্বমেষ্যতি ॥ ২৯
পালয়ৈনং শুভং রাষ্ট্রং সমুদ্রানূপভূষিতম্
গোসমৃদ্ধং শ্রিয়া জুষ্টমাভীরপ্রায়মানুষম্ ॥ ৩০

অত্র তে বসতস্তাত দুর্গং গিরিপুরং মহৎ
ভবিতা পার্থিবাবাসঃ সুরাষ্ট্রবিষয়ো মহান্ ॥ ৩১
অনূপবিষয়শ্চৈব সমুদ্রান্তে নিরাময়ঃ
আনর্ত্তং নাম তে রাষ্ট্রং ভবিষ্যত্যায়তং মহৎ ॥ ৩২
ভদ্রবিস্তরঃ নষ্টে কালযোগেন পার্থিব
অধ্যাস্যতাং যথাকালং পার্থিবঃ ক্ষত্রমুত্তমম্ ॥ ৩৩
যযাতেরপি বংশস্তে সমেষ্যতি চ যাদবম্
অনুবংশস্য বংশস্তে সোমস্য ভবিতা কিল ॥ ৩৪
এষ মে বিভবস্তাত তবেমং বিষয়োত্তমম্
দত্ত্বা যাস্যামি তপসে সাগরং লবণালয়ম্ ॥ ৩৫
লবণেন সমাযুক্তস্ত্বমিমং বিষয়োত্তমম্
পালয়স্বাখিলং তাত স্বস্য বংশস্য বৃদ্ধয়ে ॥ ৩৬
বাঢ়মিত্যেব হর্য্যশ্বঃ প্রতিজগ্রাহ তৎপুরম্
স চ দৈত্যস্তপোবাসং জগাম বরুণালয়ম্ ॥ ৩৭

---

মহারাজ! তোমার ভ্রাতা রাজ্যের মধ্যে সদা উদ্ধত থাকিয়া অভিমানে পূর্ণ রহিয়াছেন এবং আমাদের উভয়ের উপর সতত দ্বেষ করেন, অতএব আমরা উভয়ে উঁহাকে ত্যাগ করিব। ২৩

কুত্রাপি অন্যের আশ্রিত হইয়া থাকা ভাল না; অতএব এই নিশ্চিত নিবাসকে ধিক্কার। বীর! চল, আমরা উভয়ে পিতার নিকটে গমন করিব। ২৪

শ্রীকৃষ্ণ! যদিও নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি হর্য্যশ্বের উত্তম আচার ব্যবহার ছিল অর্থাৎ কোনও প্রতিশোধগ্রহণের স্পৃহা ছিল না, তথাপি কামে পীড়িত থাকায় সেই নরেন্দ্রের পত্নীর কথাই ভাল লাগিল। ২৫

তখন কামবশীভূত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা হর্য্যশ্ব নিজের কামমত্তা পত্নীর সহিত মধুপুরের দিকে গমন করিলেন। ২৬

সেখানে দানবরাজ মধু তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, —বৎস হর্য্যশ্ব! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? আমি তোমার দর্শনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ২৭

রাজেন্দ্র! এই যে আমার সম্পূর্ণ রাজ্য আছে, তাহা আমি কেবল মধুবন বাদ দিয়া তোমাকে প্রদান করিলাম। তুমি উহা গ্রহণ কর এবং এখানেই বাস কর। ২৮

এই বনে এই আমার পুত্র লবণও তোমার সহায়ক হইবে এবং শত্রুদিগকে নিগ্রহ করিতে সর্ব্বদা এই লবণ তোমার পক্ষে কর্ণধার-স্বরূপ হইবে। ২৯

তুমি সমুদ্রের জলপ্রায়দেশে বিভূষিত এই শুভ রাষ্ট্র পালন কর। এই রাষ্ট্র গোসমূহে সমৃদ্ধ এবং লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত। এই রাষ্ট্রে অধিক সংখ্যায় আভীরজাতির মানুষ বাস করে। ৩০

তাত! এখানে বাস করিলে পর মহান্ ও দুর্গম গিরিপুর (গিরিনার বা রৈবতক পর্ব্বতের দ্বারা মিলিত নগর) তোমার রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বিশাল সুরাষ্ট্র রাজ্য সমুদ্রের নিকট ও জলপ্রায়দেশে সংযুক্ত হইবে। এখানে কোনও প্রকার রোগ হয় না। ৩১

তোমার এই বিশাল ও বিস্তৃত রাজ্য আনর্ত্তনামে বিখ্যাত হইবে। ভূপাল! আমি মনে করি, কালযোগে ইহা অবক্ষয়ী হইবে। তুমি সময়ানুসারে উত্তম রাজোচিত আচরণ অবলম্বন করত এই স্থানে বাস কর। ৩২-৩৩

তোমার এই বংশ যযাতি ও যদুর বংশে মিশিয়া যাইবে। চন্দ্রবংশের মধ্যেই তোমার বংশ চলিতে থাকিবে (সূর্য্যবংশের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না।)। ৩৪

তাত। এই আমার বিভব (রাজ্যসম্পদ্)। আমি তোমাকে এই উত্তম রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্যার জন্য লবণ-সমুদ্রে গমন করিব। ৩৫

তাত। তুমি আমার পুত্র লবণের সহিত থাকিয়া নিজের বংশের বৃদ্ধির জন্য এই সমগ্র উত্তম রাজ্য পালন কর। ৩৬

তখন 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া হর্য্যশ্ব সেই পুরকে গ্রহণ করিলেন। তারপর সেই দৈত্য মধু তপস্যার জন্য সমুদ্র অভিমুখে গমন করিলেন। ৩৭

হর্য্যশ্বস্তু মহাতেজা দিব্যে গিরিবরোত্তমে
নিবেশয়ামাস পুরং বাসার্থমমরোপমঃ ॥ ৩৮
আনর্ত্তং নাম তদ্রাষ্ট্রং সুরাষ্ট্রং গোধনায়ুতম্
অচিরেণৈব কালেন সমৃদ্ধং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৯
অনূপবিষয়ং চৈব বেলাবনবিভূষিতম্
বিস্তীর্ণং ক্ষেত্রবহুলং প্রাকারগ্রামসঙ্কুলম্ ॥ ৪০
তত্র স নৃপতিঃ স্ফীতং তদ্ রাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ ।
রাজধর্ম্মেণ যশসা প্রজানাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪১
তস্য সম্যক্‌প্রচারেণ হর্য্যশ্বস্য মহাত্মনঃ ।
ব্যবর্দ্ধত তদা ভাতি রাষ্ট্রং রাষ্ট্রগুণৈর্য্যুতম্ ॥ ৪২
স হি রাজা স্থিতো রাজ্যে রাজবৃত্তেন শোভিতঃ ।
প্রাপ্তঃ কুলোচিতাং লক্ষ্মীং যজ্ঞেন চ নয়েন চ ॥ ৪৩
তস্যৈব চ সুতস্তস্য পুত্রকামস্য ধীমতঃ
মধুমত্যাং সুতো জজ্ঞে যদুর্নাম মহাযশাঃ ॥ ৪৪
সোঽবর্দ্ধত মহাতেজা যথার্দ্ধমভিনিঃস্বনঃ
রাজলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্বৈর্দ্দিব্যৈরভিক্রমৈঃ ॥ ৪৫
যদুর্নামাভবৎ পুত্রো রাজলক্ষণপূজিতঃ
যথাস্য পূর্ব্বজো রাজা পূরুঃ স সুমহাযশাঃ ॥ ৪৬
স এক এব তস্যাসীৎ পুত্রঃ পরমধোত্তমঃ
উর্জ্জিতঃ পৃথিবীভর্ত্তা হর্য্যশ্বস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৭
স্বর্গং সর্ব্বমহস্রাণি স কৃত্বা রাজ্যমব্যয়ম্
জগাম ত্রিদিবং রাজা হর্য্যশ্বঃ প্রথিতো ভুবি ॥ ৪৮
ততো যদুরুদীনাত্মা প্রজাভিরভ্যষিচ্যত
পিতুর্ম্মরণতো শ্রীমান্ ক্রমেণার্ক ইবোদিতঃ ॥ ৪৯
লক্ষাম চেমাং বসুধাং প্রশাস্তুং তৎক্রমান্
যদুর্বিপ্রপ্রতীকাশো নৃপো যেনাস্ম যাদবাঃ ॥ ৫০

---

দেবতুল্য মহাতেজস্বী হর্য্যশ্ব গিয়া ঐ শ্রেষ্ঠ গিরিবরের (রৈবতকের) নিকটে বাস করিবার জন্য এক নগর স্থাপিত করিলেন। ৩৮

আনর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ ঐ গোধন-সম্পন্ন রাষ্ট্রকে সুরাষ্ট্র বলা হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই উহা আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। ৩৯

জলপ্রায়দেশে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বনশ্রেণীতে বিভূষিত বিস্তৃত, ক্ষেত্র (ক্ষেত) ও নানা শস্যে সুশোভিত, প্রাকার ও গ্রামসমূহে যুক্ত এবং ধন-ধান্যে সম্পন্ন সেই রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রবৃদ্ধি-কারী রাজা হর্য্যশ্ব শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজধর্ম্ম ও যশের দ্বারা প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকিলেন। ৪০-৪১

মহাত্মা হর্য্যশ্বের উত্তম আচার-ব্যবহারের জন্য ঐ অঙ্গোচিত রাষ্ট্র উত্তম রাষ্ট্রের গুণসমূহে সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর উন্নতি করিতে লাগিল। ৪২

রাজ্যে স্থিত হইয়া রাজোচিত ব্যবহারে সুশোভিত এই রাজা হর্য্যশ্ব সদাচার ও উত্তম নীতির দ্বারা নিজের কুলের পক্ষে উচিত লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেন। ৪৩

পুত্রকামী সদাচারী ও বুদ্ধিমান হর্য্যশ্বের মধুমতীর গর্ভ হইতে মহাযশস্বী যদুর জন্ম হইল•। ৪৪

মহাতেজস্বী যদুর স্বর দুন্দুভিনাদের সমান গম্ভীর ছিল। তিনি রাজোচিত লক্ষণসমূহে সম্পন্ন হইয়া দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইনি শত্রুগণের পক্ষে দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। ৪৫

হর্য্যশ্বের এই পুত্র যদু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যদু রাজোচিত লক্ষণসমূহে সেইরূপ সম্মানিত হইলেন, যেরূপ তাঁহার পূর্ব্বজ রাজা মহাযশস্বী পুরু সকলের সম্মানিত ছিলেন। ৪৬

মহাত্মা হর্য্যশ্বের যদুই একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি পরম উদার, বলবান্ ও পৃথিবীকে ভরণ-পোষণ করিতে সমর্থ ছিলেন। ৪৭

রাজা হর্য্যশ্ব দশ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত অক্ষয় রাজ্য উপভোগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তিনি ভূতলে অনুপম হর্য্যাত্মা ছিলেন। ৪৮

পিতার মৃত্যুর পর প্রজাগণ উদারচেতা শ্রীমান্ যদুকে তাঁহার রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইনি ক্রমশঃ এক সূর্য্যের পর দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৪৯

যাঁহার জন্য আমরা সকলে 'যাদব' বলিয়া অভিহিত হই, সেই ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী যদু যখন এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন, তখন এখানকার সকল দুঃখ নাশ হইয়া যাইল এবং বসুধা-তস্করগণ দূর হইয়া যাইল। ৫০

---

• কথিত আছে যে,—যেরূপ ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ কোনও বিশেষ কারণবশতঃ মিত্রাবরুণের অংশ হইতে নূতন শরীর ধারণ করত আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই বশিষ্ঠ নামেই অভিহিত হইতেন, সেইরূপ যযাতির পুত্র যদুও যোগবলে হর্য্যশ্বের পুত্র-রূপে উৎপন্ন হন এবং সেই পূর্ব্ব নাম 'যদু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স কদাচিন্‌ সমুদ্রে তু জলক্রীড়াং মহোদধৌ
নারীভিঃ সহ শুভ্রাভিঃ সঞ্চার ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ৫১
স তত্র সহসা ক্ষিপ্তস্তিতীর্ষুঃ সাগরাম্ভসি
ধূম্রবর্ণেন নৃপতিঃ সর্পরাজেন বীর্যবান্ ॥ ৫২
সোঽপাকৃষ্য বেগেন জলে সর্পপুরং মহৎ ।
মণিস্তম্ভগৃহদ্বারং মুক্তাদামবিভূষিতম্ ॥ ৫৩
কীর্ণং শঙ্খকুটৈঃ শুভ্রৈ রত্নরাশিবিভূষিতম্
প্রবালাঙ্কুরপত্রাঢ্যৈঃ পাদপৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪
কীর্ণং পন্নগনার্যোঘৈঃ সমুদ্রোদরবাসিভিঃ ।
স্বর্ণবর্ণৈর্ভাস্বদ্ভিঃ স্বস্তিকেনেন্দুবর্চসা ॥ ৫৫
স তং দদর্শ রাজেন্দ্রো বিমলে সাগরাম্ভসি
পন্নগেন্দ্রপুরং তোয়ে জগত্যামিব নির্মিতম্ ॥ ৫৬
স্বচ্ছং চৈব পুরং তত্র প্রবিবেশ নৃপো যতঃ
অগাধং তোয়দাকারং পূর্ণং সর্পবধূগণৈঃ ॥ ৫৭
তস্য মধ্যে মণিময়ং জলজং পদ্মমাসনম্
স্বাস্তীর্ণং পদ্মপত্রৈশ্চ পদ্মসূত্রোত্তরচ্ছদম্ ॥ ৫৮
তমাসীনং নৃপং তত্র পরমে পন্নগাসনে
বিক্ষিপ্তপতিরব্যগ্রো ধূম্রবর্ণোঽভ্যভাষত ॥ ৫৯
পিতা তে স্বর্গতিং প্রাপ্তঃ কৃত্বা বংশমিমং মহৎ
ভবন্তং তেজসা যুক্তমুৎপাদ্য বসুধাধিপম্ ॥ ৬০
মদবানাময়ং বংশস্ত্বাম্না যদুপুঙ্গব ।
পিত্রা তে মঙ্গলার্থায় স্থাপিতঃ পার্থিবাকরঃ ॥ ৬১
বংশে চাস্মিংস্তব বিভো দেবানাং তনয়াস্তথা ।
ঋষীণামুরগাণাঞ্চ উৎপৎস্যন্তে নৃযোনিকাঃ ॥ ৬২
তদ্যথেমাঃ সুতাঃ পঞ্চ কুমার্যো ব্রতসম্মতাঃ ।
উৎপন্না যৌবনাশ্বস্য ভগিন্যাং নৃপসত্তম ॥ ৬৩
প্রতীচ্ছেমাঃ স্বধর্মেণ প্রাজাপত্যেন কর্মণা
বরঞ্চ তে প্রদাস্যামি বরার্হস্ত্বং মতো মম ॥ ৬৪
তৈমাশ্চ কুকুরাশ্চৈব ভোজাশ্চান্ধক-যাদবাঃ
দশার্হা বৃষ্ণয়শ্চেতি খ্যাতিং যাস্যন্তি সপ্ত তে ॥ ৬৫

---

সেই রাজা যদু একদিন নিজের উদার গুণসমূহে শুভ্রোজ্জ্বলা নারীগণের সহিত তারাসকলের সহিত চন্দ্রের ন্যায় মহাসাগরের জলে জলক্রীড়া করিতেছিলেন । ৫১

এই সময়ক্রমানুসারে রাজা যদু জল পার হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, সেই সময় সহসা কেহ তাঁহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে নিক্ষেপ করিয়া দিল । কথা হইল যে, সর্পরাজ ধূম্রবর্ণ তীব্রবেগে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইলেন এবং জলের মধ্যে তাঁহাকে সর্পদিগের এক বিশাল নগরে উপস্থিত করিয়া দিলেন । ৫২

এই নগরের স্তম্ভ, গৃহ ও দ্বার সব কিছুই মণিময়ে নির্মিত ছিল এবং ঐ সমস্তকে মুক্তার মালা ও অলঙ্কারসকলে সাজান হইয়াছিল । সেখানে রাশি রাশি শ্বেতশঙ্খসমূহ পতিত ছিল । রত্নরাশির দ্বারা এই নগরের পুরদ্বারসমূহকে বিভূষিত করা হইয়াছিল । নূতন পল্লব, অঙ্কুর ও পত্রসমূহে পূর্ণ সব বৃক্ষ এই নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল । ৫৩-৫৪

এখানে সমুদ্রের উদরে বাসকারিণী নাগকন্যাগণের দ্বারা এই নগর পূর্ণ ছিল । এই স্থান কোথাও সুবর্ণপ্রভা দ্বারা এবং কোথাও চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র প্রভার দ্বারা দেদীপ্যমান ছিল । ৫৫

রাজাধিরাজ যদু দেখিলেন—সমুদ্রের জলে নির্মিত এই নাগরাজের নগর যেন স্থলেই নির্মিত রহিয়াছে । ৫৬

রাজা যদু সর্পবধূগণে পরিপূর্ণ সেই অগাধ জলদাকার স্বচ্ছ পুরে প্রবেশ করিলেন । ৫৭

সেই স্থানে তাঁহাকে মণিময় কমলের আসন দেওয়া হইল, যাহার উপরে পদ্মপত্রসমূহ বিছান ছিল এবং পদ্মসূত্রের দ্বারা নির্মিত চাদর পাতা ছিল । ৫৮

সর্পগণ-শ্রেষ্ঠ সেই উত্তম আসনোপরি রাজা যদু উপবিষ্ট হইলেন, তখন সর্পরাজ ধূম্রবর্ণ শান্তভাবে তাঁহাকে বলিলেন । ৫৯

রাজন্‌ ! তোমার পিতা এই বিশাল বংশের উদ্ভাবন করিয়া এবং তোমার ন্যায় তেজস্বী পুত্রকে জন্মদান করিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন । ৬০

যদুপুঙ্গব ! তোমার নামেই এই বংশ 'যাদব বংশ' বলিয়া কথিত হইবে । তোমার পিতা তোমার মঙ্গলের জন্যই এই কুলের স্থাপনা করিয়াছেন, যাহা রাজাদের খনিস্বরূপ । ৬১

প্রভো ! তোমার এই বংশে দেবতা ও ঋষিগণ এবং নাগসকলের অনেক সন্তানেরা মনুষ্য-যোনিতে উৎপন্ন হইবেন । ৬২

নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমার যে এই পাঁচ কুমারী কন্যা আছে, ইহারা উত্তম আচার-ব্যবহারে সমন্বিত । ইহাদের জন্ম যৌবনাশ্বের ভগিনীর গর্ভ হইতে হইয়াছে । ৬৩

তুমি নিজের ধর্মানুসারে বৈবাহিক বিধিতে এই কন্যাগণকে গ্রহণ কর । আমার মতে, তুমি বরলাভ করিবার যোগ্য, অতএব আমি তোমাকে মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করিব । ৬৪

তোমার দ্বারা সাতটি কুল বিখ্যাত হইবে । যথা—তৈম, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, যাদব, দশার্হ ও বৃষ্ণি নামে সেই সব কুল প্রসিদ্ধি লাভ করিবে । ৬৫

স তাভ্যৈ ধূম্রবর্ণো বৈ কন্যাঃ কন্যাব্রতে স্থিতাঃ
জলপূর্ণেন যোগেন দদাবিভ্রমনায় বৈ ॥ ৬৬
ততঃ চাস্মৈ দদৌ প্রীতঃ স বৈ পন্নগপুঙ্গবঃ
শ্রাবয়ন্ কন্যকাঃ সর্বা যথাক্রমমদীনবৎ ॥ ৬৭
এতাসু যে সুতাঃ পঞ্চ সুতাসু তব মানদ
উৎপৎস্যন্তে পিতৃস্তেজো মাতৃশ্চৈব সমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৮
অস্মৎসময়বন্ধাশ্চ সলিলান্তশ্চরেচরাঃ
তব বংশে ভবিষ্যন্তি পার্থিবাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৬৯
স বরং কন্যকাশ্চৈব লব্ধ্বা যদুবরস্তদা
উদতিষ্ঠত বেগেন সলিলং চন্দ্রমা ইব ॥ ৭০

স পঞ্চকন্যানুগতো দদৃশে তত্র পার্থিবঃ
পঞ্চতারেণ সংযুক্তো নক্ষত্রেণেব চন্দ্রমাঃ ॥ ৭১
স তদন্তঃপুরং সর্বং দদর্শ নৃপসত্তমঃ ।
বৈবাহিকেন বেশেন দিব্যস্রগনুলেপনঃ ॥ ৭২
সমাশ্বাস্য চ তাঃ সর্বাঃ স পত্নীঃ পাবকোপমাঃ
জগাম স্বপুরং রাজা প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ॥
(স্বপুরস্থ ততো রাজা গত্বা বৈ রমতে সুখম্) ॥৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বিকদ্রুবাক্যং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

এই কথা বলিয়া ধূম্রবর্ণ উজ্জ্বলা তেজস্বী নাগরাজ হস্তে জল লইয়া সম্মানপূর্ব্বক কন্যাব্রতে স্থিত সেই পাঁচ কন্যা প্রদান করিলেন । ৬৬

তারপর নাগশ্রেষ্ঠ ধূম্রবর্ণ প্রসন্ন হইয়া সমস্ত কন্যাগণকে শুনাইতে শুনাইতে এক উদার পুরুষের ন্যায় রাজা যদুকে ক্রমশঃ বর দান করিলেন । ৬৭

মানদ ! আমার এই পাঁচ কন্যা হইতে তোমার পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইবে । তাহারা পিতা ও মাতা উভয়েরই তেজে যুক্ত থাকিবে । ৬৮

আমার বরদানের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তোমার বংশের এই সকল রাজাই জলের মধ্যে বিচরণ করিতে পারিবে এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে । ৬৯

এই শ্রেষ্ঠ যদু সেই সমস্ত বর ও সেই কন্যাগণকে প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় বেগে জল হইতে উত্থিত হইলেন । ৭০

পাঁচ কন্যার মধ্যে অবস্থিত রাজা যদু সেখানে পাঁচ তারাযুক্ত নক্ষত্রের দ্বারা পরিবৃত চন্দ্রের সমান দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । ৭১

বৈবাহিক বেশে ভূষিত দিব্য হার এবং চন্দনধারী নৃপশ্রেষ্ঠ যদু জল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের সমস্ত অন্তঃপুরকে সেখানে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন । ৭২

তদনন্তর অগ্নিতুল্যা তেজস্বিনী সেই সমস্ত পত্নীগণকে আশ্বাসদান করত রাজা যদু অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সকলের সহিত নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন । ৭৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বিকদ্রুর কথা নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বিকদ্রুণা যদোঃ সন্ততীনাং বর্ণনম্, মথুরাপুরী জরাসন্ধাক্রমণং সোঢুমসমর্থেতি নিরূপণঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

স তাসু নাগকন্যাসু কালেন মহতা নৃপঃ
জনয়ামাস বিক্রান্তান্ পঞ্চ পুত্রান্ কুলোদ্বহান্ ॥১
মুচুকুন্দং মহাবাহুং পদ্মবর্ণং তথৈব চ ।
মাধবং সারসঞ্চৈব হরিতঞ্চৈব পার্থিবম্ ॥ ২
এতান্ পঞ্চসুতান্ রাজা পঞ্চ ভূতোপমান্ ভুবি
ঈক্ষমাণো নৃপঃ প্রীতিং জগামাতুলবিক্রমঃ ॥ ৩

## অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

[ বিকদ্রু কর্তৃক যদুর সন্ততিগণের বর্ণন এবং মথুরাপুরীকে জরাসন্ধের আক্রমণ সহ্য করিবার পক্ষে অসমর্থ বলিয়া নিরূপণ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! যদু দীর্ঘকালের পর সেই পাঁচ নাগকন্যার গর্ভ হইতে পাঁচজন পরাক্রমশালী ও কুলের ভার বহনকারী পুত্র উৎপন্ন করিলেন । ১

তাঁহাদের নাম হইল— মহাবাহু মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস ও রাজা হরিত । ২

অতুলপরাক্রমশালী নরপালক রাজা যদু ভূতলে পঞ্চভূতোপম প্রভাবশালী পাঁচ পুত্রকে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন । ৩

তে প্রাপ্তবয়সঃ সর্ব্বে স্থিতাঃ পক্ষবদচলাঃ
তেজিতা বল-দর্পাভ্যামূচুঃ পিতরমগ্রতঃ ॥ ৪
তাত যুক্তাঃ স্ম বয়সা বলেনোর্জ্জিতসংস্থিতাঃ ।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞপ্তুমিচ্ছামঃ কিং কুর্ম্মস্তব শাসনাৎ ॥ ৫
স তান্ নৃপতিশার্দ্দূলঃ শার্দ্দূলানিব বেগিতান্
প্রীত্যা পরময়া প্রাহ সুতান্ বীর্য্যকুতূহলাৎ ॥ ৬
বিন্ধ্যার্ক্ষবন্তাবভিতো যৌ পুত্রৌ পর্ব্বতাবুভৌ
নিবেশয়তু যত্নেন মুচুকুন্দঃ সুতো মম ॥ ৭
সহ্যস্য চোপরিষ্টাত্তু দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ
পদ্মবর্ণোঽপি মে পুত্রো নিবেশয়তু মা চিরম্ ॥ ৮
তত্রৈব পরতঃ কান্তে দেশে চম্পকভূষিতে ।
সারসো মে পুরং রম্যং নিবেশয়তু পুত্রকঃ ॥ ৯
হরিতোঽয়ং মহাবাহুঃ সাগরে হরিতোদকে
দ্বীপং পন্নগরাজস্য সুতো মে পালয়িষ্যতি ॥ ১০

মাধবো মে মহাবাহুর্জ্যেষ্ঠপুত্রশ্চ ধর্ম্মবিৎ
যৌবরাজ্যেন সংযুক্তঃ স্বপুরং পালয়িষ্যতি ॥ ১১
সর্ব্বে নৃপশ্রিয়ং প্রাপ্তা অভিষিক্তাঃ সচামরাঃ ।
পিত্রানুশিষ্টাস্তয়াস্তে লোকপালোপমা নৃপাঃ ॥ ১২
স্বং স্বং নিবেশনং সর্ব্বে ভেজিরে নৃপসত্তমাঃ
পুরস্থানানি রম্যাণি মৃগয়ন্তো যথাক্রমম্ ॥ ১৩
মুচুকুন্দস্তু রাজর্ষির্বিন্ধ্যমধ্যমরোচয়ৎ
স্থানং নর্ম্মদাতীরে দারুণোপলসঙ্কটে ॥ ১৪
স চ তং শোধয়ামাস বিবিক্তঞ্চ চকার হ
সেতুভিশ্চ মহৎ চক্রে পরিখাশ্চ নিভোদকাঃ ॥ ১৫
স্থাপয়ামাস তাস্বেষু দেবতায়তনান্যপি
রথ্যা বীথীর্ণাঃ মার্গাংশ্চত্বরাণি বনানি চ ॥ ১৬
স তাং পুরীং ধনবতীং পুরুহূতপুরীপ্রভাম্
নাতিদীর্ঘেণ কালেন চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ১৭

---

যখন ইঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন, তখন পক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা নিজেদের বল ও দর্পে প্রোৎসাহিত হইয়া পিতার অগ্রে বলিলেন। ৪

তাত! এখন আমরা যৌবনবয়সে উপনীত হইয়াছি এবং অধিক বল লাভ করিয়াছি, অতএব আপনার সত্বর আজ্ঞা পাইতে ইচ্ছা করি যে,—আপনার আদেশে আমরা কোন কার্য্য করিব? ৫

নরপতিগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী যদু ব্যাঘ্রতুল্য বেগবান্ নিজের সেই পুত্রগণের বল পরাক্রম জানিতে কৌতূহল-পরায়ণ হইয়া অত্যন্ত প্রীতচিত্তে তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৬

আমার পুত্র মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের নিকটে পার্ব্বতীয় ভূমির আশ্রয় লইয়া যত্নসহকারে দুইটি পুরী স্থাপিত করুক। ৭

আমার পুত্র পদ্মবর্ণও দক্ষিণ দিকের আশ্রয় লইয়া সহ্য পর্ব্বতের শিখরের উপরে শীঘ্র এক নগর স্থাপনা করুক। ৮

সেইখানে পশ্চিমদিক্ অভিমুখে চিত্র চম্পক বৃক্ষসমূহে সুশোভিত মনোরম প্রদেশে পুত্র সারস এক রমণীয় নগর স্থাপিত করুক। ৯

আমার এই পুত্র মহাবাহু হরিত হরিতজলে পরিপূর্ণ সমুদ্রে পন্নগরাজ দুর্ব্বর্ণের দ্বীপকে পরিপালন করিবে। ১০

আমার এই পুত্র মহাবাহু মাধব জ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মজ্ঞ, সে যুবরাজ হইয়া নিজের এই নগরকে (বৈবতক-পর্ব্বতসমীপস্থ পুরীটিকে) পালন করিতে থাকিবে। ১১

ইঁহারা সকলেই রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেন। সকলেই বিভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন এবং সকলেই ছত্র চামরাদি রাজোচিত চিহ্নসমূহে অলঙ্কৃত হইলেন। তারপর পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এই চার নৃপশ্রেষ্ঠ রাজকুমার নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমশঃ সুরম্য রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ১২-১৩

রাজর্ষি মুচুকুন্দ বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে উত্তম বোধে গ্রহণ করিলেন। তিনি বিষম প্রস্তরখণ্ডসমূহে পরিপূর্ণ স্থলে নর্ম্মদাতীরে নিজের স্থান করিয়া লইলেন। ১৪

তিনি সেই স্থানকে শোধন করিলেন এবং একান্ত ও প্রবিষ্ট করিয়া লইলেন। সমভাবে সেতু নির্ম্মাণ করিলেন এবং অগাধ জলপূর্ণ পরিখা খনন করাইলেন। ১৫

নগরের বিভিন্ন বিভাগে বহু দেবমন্দির স্থাপিত করিলেন এবং রাজপথ, ক্ষুদ্র পথ, জনসাধারণের পথ ও চত্বর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং স্থানে স্থানে বনভূমি স্থাপিত করিলেন। ১৬

এই নৃপশ্রেষ্ঠ মুচুকুন্দ সেই পুরীকে অল্পদিনের মধ্যেই ধন-ধান্য সম্পন্ন করত ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় প্রকাশিত ও সুশোভিত করিয়া দিলেন। ১৭

নাম চাস্যাঃ ততঃ চক্রে নির্ম্মিতং যেন তেজসা
তস্যা পুর্য্যা নৃপশ্রেষ্ঠো দেবশ্রেষ্ঠপরাক্রমঃ ॥ ১৮
মহাসুমধ্যান্তবর্তী মধ্যে বিন্ধ্যনগস্য
স হিম্মতী নাম পুরী প্রকাশমুপযাস্যতি ॥ ১৯
উভয়োর্বিন্ধ্যয়োঃ পাদে নগয়োস্তাং মহাপুরীম্
মধ্যে নিবেশয়ামাস শ্রিয়া পরময়া বৃতাম্ ॥ ২০
পুরিকাং নাম ধর্ম্মাত্মা পুরীং দেবপুরীপ্রভাম্
উদ্যানশতসম্বাধাং সমৃদ্ধাপণচত্বরাম্ ॥ ২১
ঋক্ষবন্তং সমভিতস্তীরে তত্র নিরাময়ে ।
নির্ম্মিতা সা পুরী রাজ্ঞা পুরিকা নাম নামতঃ ॥ ২২
স তে যে বিপুলে পুর্য্যৌ দেবভোগোপমে শুভে
পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা রাজা ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৩
পদ্মবর্ণোঽপি রাজর্ষিঃ সহ্যপৃষ্ঠে পুরোত্তমম্
চকার রম্যা বেণায়াস্তীরে তরুলতাকুলে ॥ ২৪
বিষয়স্যাল্পতাং জ্ঞাত্বা সম্পূর্ণং রাষ্ট্রমেব চ ।
নিবেশয়ামাস নৃপঃ স বপ্রপ্রায়মুত্তমম্ ॥ ২৫
পদ্মাবতং জনপদং করবীরঞ্চ তৎপুরম্
নির্ম্মিতং পদ্মবর্ণেন প্রাজাপত্যেন কর্ম্মণা ॥ ২৬
সারসেনাপি বিহিতং রম্যং ক্রৌঞ্চপুরং মহৎ
চম্পকাশোকবহুলং বিপুলং তাম্রমৃত্তিকম্ ॥ ২৭
বনবাসীতি বিখ্যাতঃ খ্যাতো জনপদে মহান্
পুরস্য তস্য তু শ্রীমান্ স্ফীতঃ সার্ব্বর্ত্তুকৈর্দ্রুমৈঃ ॥ ২৮
হরিতোঽপি সমুদ্রস্য দ্বীপং সমভিপালয়ৎ
রত্নসঞ্চয়সম্পূর্ণং নারীজনমনোহরম্ ॥ ২৯
তস্য দাশা জলে মগ্না মদ্গুরা নাম বিশ্রুতাঃ
যে হরন্তি সদা শঙ্খান্ সমুদ্রোদরচারিণঃ ॥ ৩০
তস্যাপরে দাশজনাঃ প্রবালান্ জলসম্ভবান্ ।
সঞ্চিন্বন্তি সদা যুক্তা স্তরলঞ্চ মৌক্তিকম্ ॥ ৩১

শ্রেষ্ঠ দেবগণের ন্যায় পরাক্রমশালী নৃপবর মুচুকুন্দ নিজেরই তেজে নির্ম্মিত সেই পুরীর এক শুভ (সুন্দর) নামকরণ করিলেন ॥ ১৮

বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরের উপর স্থাপিত এই নগরী মহান (সর্ব্বোত্তম) অশ্মসঙ্ঘাতে (প্রস্তরসমূহে) দৃঢ় ছিল, সেইজন্য জগতে 'মাহিষ্মতী পুরী' নামে বিখ্যাত হইবে অর্থাৎ সেই নগরীর নাম রাখিলেন—মাহিষ্মতী পুরী । ১৯

রাজা মুচুকুন্দ উত্তম শোভা-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ সেই মহানগরীকে দুই বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যভাগে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ২০

তাহার পর এই ধর্ম্মাত্মা নরপতি 'পুরিকা' নামে দেবপুরীসদৃশ প্রভামণ্ডিতা এক পুরী বসাইলেন । ইহার মধ্যে শত উদ্যান স্থাপন করা হইয়াছিল এবং বৈভবপূর্ণ আপণ (হাট-বাজার) ও চত্বর তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল । ২১

ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের নিকটে নর্ম্মদানদীর তীরে এই পুরিকা নামে পুরী রাজা মুচুকুন্দ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন । ২২

বিধি অনুসারে ধর্ম্মেই অবস্থিত ধর্ম্মাত্মা সেই রাজা মুচুকুন্দ দেবগণের উপভোগযোগ্য স্বর্গীয় পুরীর ন্যায় এই দুই সুন্দর বিশাল নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া পালন করিতে লাগিলেন । ২৩

রাজর্ষি পদ্মবর্ণও সহ্যপর্ব্বতের পৃষ্ঠভাগে বৃক্ষ-লতাসমূহে ব্যাপ্ত বেণানদীর তীরে এক উত্তম নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন । ২৪

নিজের রাজ্যভূমির বিস্তার অপরদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র জানিয়া তিনি নিজের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকেই একটি নগরের ন্যায় বসাইলেন এবং তাহাকে চারিদিক দিয়া বিশাল দেওয়াল দ্বারা ঘিরিয়া লইলেন । এই উত্তর রাষ্ট্রে দেওয়ালেরই প্রাধান্য ছিল । ২৫

ইহার রাজ্য পদ্মাবত জনপদ নামে প্রসিদ্ধ হইল । ইহার রাজধানীর নাম ছিল করবীরপুর । পদ্মবর্ণ বিদ্বানদের নির্দ্দেশানুসারেই এই নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন । ২৬

রাজা সারসও ক্রৌঞ্চপুর* নামে এক বিশাল রমণীয় নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন । ইহাতে চম্পা ও অশোক বৃক্ষসকলেরই প্রাচুর্য্য ছিল । ইহার বিপুল বিস্তার ছিল এবং এখানে তামের খনিকা থাকায় তাম্র-ব্যবসায়ের দ্বারা সকল মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত । ২৭

এই নগরের মহান সমৃদ্ধিশালী এবং সৌন্দর্য্যশালী জনপদ 'বনবাসী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল । এখানে সকল ঋতুরই পুষ্প-ফলবান্ বৃক্ষসমূহ পরিপূর্ণ ছিল । ২৮

হরিতও রত্নরাশিতে পরিপূর্ণ সেই সমুদ্রের দ্বীপকে পালন করিতে লাগিলেন, যাহা নারীগণের পক্ষে মনোহর ছিল (অথবা নারীগণের দ্বারা মনোহর প্রতীত হইত) । ২৯

রাজা হরিতের দ্বারা নিযুক্ত 'মদ্গুর' নামে বিখ্যাত ধীবরগণ জলে ডুবিয়া সমুদ্রের অভ্যন্তরে বিচরণশীল শঙ্খসকলকে সতত সংগ্রহ করিয়া আনিত । ৩০

তাঁহার অন্যান্য ধীবরগণ সদা সাবধানে থাকিয়া জলের মধ্যে উৎপন্ন প্রবাল, স্বর্ণ অথবা স্বর্ণতুল্য উজ্জ্বল ও মুক্তাসকল সংগ্রহ করিত । ৩১

* আচার্য্য নীলকণ্ঠ 'ক্রৌঞ্চপুর' নগর বেণা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ।

জলজানি চ রত্নানি নিষাদাস্তস্য মানবাঃ
প্রচিন্বন্ত্যর্ণবে যুক্তা নৌভিঃ সংযানগামিনঃ ॥ ৩১
মৎস্যমাংসেন তে সর্ব্বে বর্ত্তন্তে স্ম সদা নরাঃ
গৃহ্নন্তঃ সর্ব্বরত্নানি রত্নদ্বীপনিবাসিনঃ ॥ ৩৩
তৈঃ সংযানগতৈশ্চৈবোর্বণিজো দূরগামিনঃ ।
হরিতঃ তর্পয়ংল্লোকান্ যথৈব ধনদঃ তথা ॥ ৩৪
এবমিক্ষ্বাকুবংশাত্তু যদুবংশো বিনিঃসৃতঃ
চতুর্দ্ধা যদুপুত্রৈস্তু চতুর্ভির্ভিদ্যতে পুনঃ ॥ ৩৫
স যদুর্মাধবে রাজ্যং বিসৃজ্য যদুপুঙ্গবে ।
ত্রিবিষ্টপং গতো রাজা দেহং ত্যক্ত্বা মহীতলে ॥ ৩৬
বভূব মাধবসুতঃ সত্বতো নাম বীর্যবান্
সত্ত্ববৃত্তির্গুণোপেতো রাজা রাজগুণে স্থিতঃ ॥ ৩৭

হরিতের কর্ম্মচারী নিষাদগণ বড় বড় নৌকার সহিত গমনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার দ্বারা সমুদ্রের মধ্যে যাইত এবং জলে উৎপন্ন রত্নাদি অন্বেষণ করিত অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৌকায় করিয়া তাহারা সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া রত্নসমূহ সঞ্চয় করিত এবং সেই সব একস্থানে অবস্থিত বড় বড় নৌকায় আনিয়া রাখিত। ৩২

সেই রত্নদ্বীপে নিবাসকারী এই সব ধীবর-নিষাদাদি জাতির লোকগণ সর্ব্বপ্রকার রত্নাদি সংগ্রহ করিত এবং মৎস্য-মাংসের দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিত। ৩৩

নৌকাসমূহে সমুদ্র হইতে সংগৃহীত যে সব দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, সেই সবের দ্বারা দূর দেশসমূহে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ ব্যবসা করিতেন এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত ধনের দ্বারা একমাত্র রাজা হরিতকেই তাঁহারা সেইভাবে তুষ্ট করিতেন, যেরূপ যক্ষগণ কেবল কুবেরকেই নিজেদের উপার্জিত ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। ৩৪

এইরূপে এই যদুবংশ ইক্ষ্বাকুবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদুর চার কনিষ্ঠ পুত্রের দ্বারা পুনরায় এই বংশ আরও চার ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ৩৫

সেই রাজা যদু নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকুলপ্রধান মাধবকে নিজের রাজ্য প্রদান করত এই ভূতলে শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ৩৬

মাধবের সত্বত নামে বিখ্যাত পরাক্রমশালী এক পুত্র হয়। ইনি গুণবান্ রাজা সত্বত রাজোচিত গুণসমূহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সর্ব্বদা সাত্ত্বিক বৃত্তিতে অবস্থান করিতেন। ৩৭

সত্বতস্য সুতো রাজা ভীমো নাম মহানভূৎ
যেন ভৈমাঃ সুসংবৃত্তাঃ সত্বতাৎ সাত্বতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮
রাজ্যে স্থিতে নৃপে তস্মিন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ।
শত্রুঘ্নো লবণং হত্বা চিচ্ছেদ স মধোর্বনম্ ॥ ৩৯
তস্মিন্ মধুবনে স্থানে পুরীঞ্চ মথুরামিমাম্
নিবেশয়ামাস বিভুঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৪০
পর্য্যায়ে চৈব রামস্য ভরতস্য তথৈব চ
সুমিত্রাসুতয়োশ্চৈব স্থানং প্রাপ্য চ বৈষ্ণবম্ ॥ ৪১
ভীমেনেয়ং পুরী তেন রাজ্যসম্বন্ধকারণাৎ
স্ববশে স্থাপিতা পূর্ব্বং স্বয়মধ্যাসিতা তথা ॥ ৪২
ততঃ কুশে স্থিতে রাজ্যে লবে তু যুবরাজনি
অন্ধকো নাম ভীমস্য সুতো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ৪৩

সত্বতের পুত্রের নাম ভীম, ইনি এক মহান্ রাজা ছিলেন। ইঁহার দ্বারা পরবর্ত্তী পুরুষগণ 'ভৈম' আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং সত্বত হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ইঁহাদের 'সাত্বত'ও বলা হয়। ৩৮

যখন রাজা ভীম আনর্ত্তদেশের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় অযোধ্যায় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কোশলের রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ৩৯

সেই মধু বনেরই স্থানে সুমিত্রার আনন্দবর্দ্ধনকারী প্রভাবশালী শত্রুঘ্ন এই মথুরাপুরী স্থাপন করিয়াছিলেন। ৪০

যখন শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের উপসংহার হয় এবং শ্রীরাম, ভরত ও দুই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন সকলেই পরম ধামে চলিয়া যান, তখন এই ভীমই সেই বৈষ্ণব স্থান ( মথুরা ) প্রাপ্ত হন ; কারণ, লবণ নিহত হইলে পর এখন সেই রাজ্যের সহিত এই ভীমের সম্বন্ধ থাকায় তাঁহারই অধিকারে যাইল। ভীম এই পুরীকে নিজের বশে আনিলেন এবং স্বয়ং সেখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ৪১-৪২

অনন্তর যখন অযোধ্যার রাজ্যে কুশ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং লব যুবরাজ হইলেন, তখন মথুরায় ভীমের পুত্র অন্ধক রাজ্য করিতে লাগিলেন। ৪৩

* হর্য্যশ্বের পুত্র যদু মধুর পুত্রী মধুমতীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; অতএব যদু মধুর দৌহিত্র ছিলেন। মাতামহের কোনও পুত্র না থাকিলে তাঁহার সম্পত্তি দৌহিত্রের প্রাপ্য হয়—ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ; অতএব লবণাসুর নিহত হইলে পর যদুর প্রপৌত্র ( যদুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্বত ও সত্বতের পুত্র ভীম ) ভীমই সেই সময় এই রাজ্যের অধিকারী হন।

অন্ধকস্য সুতো জজ্ঞে রেবতো নাম পার্থিব:
অন্তোঽপি রৈবতো জজ্ঞে রম্যে পর্বতমূর্ধনি ॥ ৪৪
ততো রৈবত উৎপন্ন: পর্বত: সাগরান্তিকে
নাম্না রৈবতকো নাম ভূমৌ ভূমিধর: স্মৃত: ॥৪৫
রৈবতস্যাত্মজো রাজা বিশ্বগর্ভো মহাযশা:
বভূব পৃথিবীপাল: পৃথিব্যাং প্রথিত: প্রভু: ॥ ৪৬
তস্য তিসৃষু ভার্যাসু দিব্যরূপাসু কেশব
চত্বারো জজ্ঞিরে পুত্রা লোকপালোপমা: শুভা: ॥ ৪৭
বসুর্বভ্রু: সুষেণশ্চ সভাক্ষশ্চৈব বীর্যবান্
যদুপ্রবীরা: প্রখ্যাতা লোকপালা ইবাপরে ॥ ৪৮
তৈরয়ং যাদবো বংশ: পার্থিবৈর্বহুলীকৃত: ।
যৈ: সার্ধং কৃষ্ণ লোকেঽস্মিন্ প্রজাবন্ত: প্রজেশ্বরা: ॥৪৯
বসোস্তু কুন্তিবিষয়ে বসুদেব: সুতো বিভু: ।
তত: স জনয়ামাস সুপ্রভে দ্বে চ দারিকে ॥ ৫০
কুন্তীঞ্চ পাণ্ডোর্মহিষীং দেবতামিব ভূচরীম্ ।
ভার্যাঞ্চ দমঘোষস্য চেদিরাজস্য সুপ্রভাম্ ॥ ৫১
এষ তে স্বস্য বংশস্য প্রভব: সম্প্রকীর্তিত:
শ্রুতো ময়া পুরা কৃষ্ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নান্তিকাৎ ॥ ৫২
ত্বং চিদানীং প্রনষ্টেঽস্মিন্ বংশকৃত্তাং বর
স্বয়ম্ভূরিব সম্প্রাপ্তো ভবায়াস্মজ্জয়ায় চ ॥ ৫৩
ন তু ত্বাং পৌরমাত্রেণ শক্তা গূহয়িতুং বয়ম্
দেবগুহ্যেষ্বপি ভবান্ সর্বজ্ঞ: সর্বভাবন: ॥ ৫৪
শক্তশ্চাপি জরাসন্ধং নৃপং যোধয়িতুং বিভো
যদুবৃষ্ণিগণা: সর্বে বয়ং ত্বোদ্বশে স্থিতা: ॥ ৫৫
জরাসন্ধস্তু বলবান্ নৃপাণাং মূর্ধ্নি তিষ্ঠতি
অপ্রমেয়বলশ্চৈব বয়ঞ্চ কৃশসাধনা: ॥ ৫৬
ন চেয়মেকাহমপি পুরী রোধং সহিষ্যতি
কৃশভক্তেন্ধনক্ষামা দুর্গৈরপরিবেষ্টিতা ॥ ৫৭

অন্ধকের পুত্ররূপে রাজা রেবত জন্মগ্রহণ করেন। রেবত হইতে রমণীয় পর্বতের শিখরে অন্তের জন্ম হয়। এইভাবে তাঁহা হইতে রৈবতের (অন্তের) উৎপত্তি হয়। সেই সময় সমুদ্রের তীর পর্যন্ত যে বিশাল ভূধর ছিল, তাহাই রৈবতের নামানুসারে রৈবতক পর্বত নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥ ৪৪-৪৫

রৈবতের (অন্তের) পুত্র হইলেন মহাযশস্বী রাজা বিশ্বগর্ভ, ইনি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ভূপাল ছিলেন ॥ ৪৬

কেশব! তাঁহার তিন ভার্যা ছিল। ইঁহারা সকলেই দিব্য রূপসৌন্দর্যে সুশোভিতা ছিলেন। ইঁহাদের গর্ভ হইতে রাজা বিশ্বগর্ভের লোকপালসদৃশ পরাক্রমশালী চারজন পুত্র হয় ॥ ৪৭

তাঁহাদের নাম হইল—বসু, বভ্রু, সুষেণ ও বলবান্ সভাক্ষ। ইঁহারা যদুকুলের প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠ বীর ও দ্বিতীয় লোকপালতুল্য শক্তিশালী ছিলেন ॥ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ! এই রাজাগণই এই যাদববংশকে বর্ধিত করিয়া বহু বিস্তৃত করিয়াছেন। যাঁহাদের সহিত এজগতে সন্তানবান্ বহু নরপতি আছেন। বসু হইতে (ইঁহার অপর নাম শূর) কুন্তিরাজ্যে বসুদেব উৎপন্ন হন। এই বসুদেবের উৎপত্তির পর বসু দুই কান্তিমতী কন্যার জন্মদান করিয়াছিলেন। (এই দুই কন্যা পৃথা (কুন্তী) ও শ্রুতশ্রবা নামে বিখ্যাত ছিলেন।) ইঁহাদের মধ্যে পৃথা কুন্তিদেশে (রাজা কুন্তিভোজের দত্তক কন্যারূপে) ছিলেন। ভূতলে বিচরণকারিণী সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনা-তুল্যা কুন্তী দেবী মহারাজ পাণ্ডুর মহিষী (মহারাণী ভার্যা) হইয়াছিলেন এবং সুন্দর কান্তিতে সুশোভনা শ্রুতশ্রবা চেদিরাজ দমঘোষের পত্নী ছিলেন ॥ ৪৯-৫১

শ্রীকৃষ্ণ! এই আমি তোমাকে তোমার যাদববংশের উৎপত্তির কথা বলিলাম। ইহা আমি পূর্বে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম ॥ ৫২

বংশকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! এই সময় এই বংশ যেন নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু তুমি স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার ন্যায় এই বংশের উদ্ভব ও আমাদের বিজয়ের জন্য এই বংশে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৫৩

আমরা তোমাকে সাধারণ পুরবাসী বলিয়া গোপন করিয়া রাখিতে সমর্থ নহি; কারণ, তুমি দেবতাদের গুপ্ত রহস্যের সহিত পরিচিত আছ এবং তুমি সর্বজ্ঞ ও সকলেরই উৎপাদক ॥ ৫৪

প্রভো! তুমি রাজা জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। আমরা সকলে যোদ্ধাগণের মতে স্থির থাকিয়া সর্বদা তোমার বুদ্ধির বশীভূত থাকিব ॥ ৫৫

কিন্তু রাজা জরাসন্ধ অতিশয় বলবান্, তিনি সমস্ত রাজাদের মস্তকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকট অসংখ্য সৈন্যবল রহিয়াছে, আর আমাদের সকলের নিকট যুদ্ধের সাধনসামগ্রী অতি অল্পই আছে ॥ ৫৬

এই মথুরাপুরী শত্রুগণের দ্বারা কৃত একদিনেরও অবরোধ সহ্য করিতে পারিবে না; কারণ, এখানে খাদ্যসামগ্রী অতিশয়

অসংস্কৃতাম্বুপরিখা বাহ্যবস্তুবিবর্জিতা
বপ্রপ্রাকারনিচয়া কর্তব্যা বহুবিস্তরা ॥ ৫৮
সংস্কর্তব্যাম্বুধাগারা যোক্তব্যা চেষ্টিকাচয়ৈঃ
কংসস্য বলভোগাবারাভিগুপ্তা পুরা জনৈঃ ॥ ৫৯
সংস্থা নিপতিতে কংসে রাজ্যোস্মাকং নবোদয়ে
পুরী প্রত্যগ্ররোধেব ন রোধং বিসহিষ্যতি ॥ ৬০
বলং সম্মর্দিতঞ্চ কৃষ্যমাণং পরেণ চ ।
অসংশয়মিদং রাষ্ট্রং জনৈঃ সহ বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৬১
যাদবানাং বিরোধেন যে জিতা রাজকামুকৈঃ
তে সর্বে বৈরমিচ্ছন্তি যং ক্ষমং তত্র বিধীয়তাম্ ॥ ৬২
বক্তব্যা ভবিষ্যামো নৃপাণাং নৃপকারণাৎ ।
জরাসন্ধভয়ার্তা নাং ত্যক্তাং রাজ্যসম্ভ্রমে ॥ ৬৩
আর্তা বক্ষ্যন্তি নঃ সর্বে কুৎসমানাঃ পুরে জনাঃ
যাদবানাং বিরোধেন বিনষ্টাঃ স্মেতি কেশব ॥ ৬৪
এতন্মম মতং কৃষ্ণ বিস্রম্ভাৎ সমুদাহৃতম
ত্বং তু বিজ্ঞাপিতঃ পূর্বং ন পুনঃ সম্প্রবোধিতঃ ॥ ৬৫
যদত্র বঃ ক্ষমং কৃষ্ণ তচ্চ বৈ সংবিধীয়তাম্
ত্বমস্য নেতা সৈন্যস্য বয়ং ত্বচ্ছাসনে স্থিতাঃ ।
ত্বন্মূলশ্চ বিরোধোঽয়ং রক্ষাত্মানাত্মনা সহ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
বিকদ্রুবাক্যং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

অল্প আছে, কাঠের সঞ্চয়েরও প্রাচুর্য নাই এবং এই পুরী বিভিন্ন প্রকারের দুর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত নাই । ৫৭

ইহার চারিদিকে যে জলপূর্ণ পরিখা আছে, তাহাও বহুকাল সংস্কার করা হয় নাই এবং নগরের দ্বারে রক্ষার জন্য কোনও যন্ত্র ( কামানাদি ) বসান নাই । পুরীকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে মৃত্তিকার বিশাল বহুবিস্তৃত দেওয়াল ও পাকা প্রাচীর নির্মাণ করা আবশ্যক । কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ । ৫৮

নগরে যত অস্ত্রাগার আছে, সেই সব সংস্কার করা প্রয়োজন এবং স্থানে স্থানে ইষ্টকের রাশি সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক কিন্তু কংসের সৈন্যদের উপভোগের যোগ্য করিয়া রাখিবার জন্য পূর্বে রক্ষী মানুষেরা এই নগরে কোনও ব্যবস্থাই করে নাই । ৫৯

এখন কংস সদ্য নিহত হইয়াছে ; অতএব আমাদের এই রাজ্যের বর্তমানে নবোদয় ( প্রভাত ) কাল । যেরূপ ডাকাত লোকেরা করসংগ্রহের জন্য গ্রাম বা নগরকে পরিবেষ্টিত করে, সেইরূপ এই নগরী যদি শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহা রোধ করিবার শক্তি ইহার নাই । ৬০

আমাদের সৈন্যরা এই যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং শত্রুরা বারংবার পীড়া দিয়া ইহাদের ক্ষীণ করিয়া দিয়াছে । অতএব এই রাষ্ট্র এখানে বাসকারী মনুষ্যদের সহিতই নষ্ট হইয়া যাইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৬১

আমরা রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখিয়া যাদবগণের বিরোধিতাবশতঃ যাহাদের পরাজিত করিয়াছিলাম, আজ সেই সব মানুষ আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে উৎসুক হইয়াছে, এরূপ পরিস্থিতিতে যাহা উচিত হইবে, তাহাই কর । ৬২

রাজা জরাসন্ধের জন্য অন্য নৃপগণও আমাদিগকে বধ্য করিবে ; কারণ, তাহারা জরাসন্ধের ভয়ে পীড়িত এবং নিজ নিজ রাজ্যে যাহাতে কোনও বিপ্লব উপস্থিত না হয়, ইহার জন্য তাহারা সকলে জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে । ৬৩

কেশব । যদি এই নগরের সমস্ত মানুষ শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহারা পীড়িত হইয়া আমাদের জন্য এই কথা বলিবে যে, আমরা যাদবগণের বিরোধে নষ্ট হইয়া যাইলাম । ৬৪

শ্রীকৃষ্ণ । এই আমার মত, যাহা তোমার প্রতি বিশ্বাসবশতঃ আমি এখন তোমার নিকট বলিলাম । তোমাকে এই কথা পূর্বভাবে কেবল জানান হইল, কিন্তু তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা কোন কিছু করা হয় নাই ( কারণ, তোমার নিকট কোনও বিষয়ই অজ্ঞাত নাই ) । ৬৫

শ্রীকৃষ্ণ । এই পরিস্থিতিতে যাহা কিছু করণীয়, তাহাই কর । তুমি যাদবসৈন্যের নেতা এবং আমরা সকলে তোমারই শাসনে অবস্থিত । এই বিরোধের মূল কারণ তুমিই, সেই জন্য তুমি নিজের সহিত আমাদের সকলকে রক্ষা কর । ৬৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বিকদ্রু বাক্য নামক আটত্রিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ পুরবাসিনো রক্ষিতুং বলরামস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ দক্ষিণভারতমভি প্রস্থানম্, পরশুরামেণ সহ সাক্ষাৎকারঃ, তাভ্যাং গোমন্তপর্ব্বতং গন্তুং পরশুরামস্যোপদেশদানঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিকদ্রোস্তু বচঃ শ্রুত্বা বসুদেবো মহাযশাঃ ।
পরিতুষ্টেন মনসা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১
রাজা ষাড়্গুণ্যবক্তা বৈ রাজা সপ্তার্থতত্ত্ববিৎ
সতত্ত্বঞ্চ হিতঞ্চৈব কুক্কুরেঃ কিল ধীমতা ॥ ২
ভাষিতা রাজধর্ম্মাশ্চ সত্যাশ্চ জগতো হিতাঃ ।
বিকদ্রুণা যদুশ্রেষ্ঠ যদ্ধিতং তদ্ বিধীয়তাম্ ॥ ৩
এতচ্ছ্রুত্বা পিতুর্ব্বাক্যং বিকদ্রোশ্চ মহাত্মনঃ
বাক্যমুত্তমনেকাগ্রো বভাষে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
শ্রুতবান্ বঃ শ্রুতং বাক্যং হেতুতঃ ক্রমতস্তথা ।
ন্যায়তঃ শাস্ত্রতশ্চৈব দৈবং চৈবাভ্যুপস্থিতম্ ॥ ৫
অবশ্যমুত্তরং বাক্যং শ্রুত্বা চ পরিগৃহ্যতাম্
নয়েন ব্যবহর্তব্যং পার্থিবেন যথাক্রমম্ ॥ ৬
সন্ধিশ্চ বিগ্রহশ্চৈব যানমাসনমেব চ
দ্বৈধীভাবঃ সংশ্রয়শ্চ ষাড়্গুণ্যং চিন্তয়েৎ সদা ॥ ৭
বলিনঃ সন্নিকৃষ্টে তু ন স্থেয়ং পণ্ডিতেন বৈ
অপক্রমেদ্ধি কালজ্ঞঃ সমর্থো যুদ্ধমুদ্বহেৎ ॥ ৮
অহং তাবৎ সহার্য্যেণ মুহূর্তেঽস্মিন্ প্রকাশিতে
জীবিতার্থং গমিষ্যামি শক্তিমানপ্যশক্তবৎ ॥ ৯
ততঃ সহ্যাচলযুতং সহার্য্যেণাহমব্যয়ম্ ।
আত্মদ্বিতীয়ঃ শ্রীমন্তং প্রবেক্ষ্যে দক্ষিণাপথম্ ॥ ১০
করবীরপুরঞ্চৈব রম্যং ক্রৌঞ্চপুরং তথা
দ্রক্ষ্যাবস্তত্র সহিতৌ গোমন্তঞ্চ নগোত্তমম্ ॥ ১১

## একোনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

( পুরবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ভারতের দিকে প্রস্থান, পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎকার এবং তাঁহাদের দুইজনকে গোমন্ত পর্ব্বতে যাইবার জন্য পরশুরামের পরামর্শদান । )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! বিকদ্রুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশস্বী বসুদেব সন্তুষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ ! যিনি রাজনীতির ছয় গুণযুক্ত বাক্য বলেন অথবা এই ছয় গুণের ব্যবহারের উপযোগী সময় বর্ণনা করেন, তিনিই রাজা । যিনি সপ্তার্থ তত্ত্ব ( তত্ত্ব সপ্তার্থ প্রয়োজন ও মহত্ত্ব ) জানেন, তিনিই রাজা । বুদ্ধিমান্ বিকদ্রু তত্ত্ব ও হিতের কথা বলিয়াছেন ॥ ২

যদুশ্রেষ্ঠ ! বিকদ্রু যে রাজধর্ম্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা সত্য ও জগতের পক্ষে হিতকর । এখন তোমার হিতকর বলিয়া যাহা মনে হইবে, তাহাই কর ॥ ৩

নিজের পিতা বসুদেব ও মহাত্মা বিকদ্রুর এই কথা শ্রবণ করত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একাগ্রচিত্ত হইয়া এই উত্তম কথা বলিলেন ॥ ৪

আপনারা শত্রুতার মূল কারণ, শত্রুর পরাক্রম, ন্যায়ে উচিত আচরণ, শাস্ত্রের অনুশাসন এবং দৈববশতঃ ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহা কিছু বলিলেন, তৎ সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৫

এখন তাহার উত্তররূপে আমার কথা শ্রবণ করুন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া যদি উচিত বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা গ্রহণ করুন । ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, রাজার রাজনীতি অনুসারেই ব্যবহার করা উচিত । তাঁহার কর্ত্তব্য হইল—সন্ধি ( শত্রুর সহিত সদ্ভাব রাখা ), বিগ্রহ ( শত্রুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করা ), যান ( শত্রুকে আক্রমণ করিতে যাওয়া ), আসন ( উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকা ), দ্বৈধীভাব ( দুই প্রকার নীতি অবলম্বন করা ) এবং সংশ্রয় ( বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা )—এই ছয় গুণ তিনি ক্রমশঃ সদা চিন্তা করিয়া যাইবেন ॥ ৬-৭

বিদ্বান্ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি বলবান্ শত্রুর নিকটে থাকিবেন না । সময়জ্ঞ ব্যক্তি পুরুষ বলবান্ শত্রু হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য স্থান করত দূরে সরিয়া যাইবেন । যদি তিনি বুঝেন যে, শত্রু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহা হইলে যুদ্ধের ভার গ্রহণ করিবেন ॥ ৮

আমি শক্তিশালী হইয়াও অসমর্থের ন্যায় বর্ত্তমান মুহূর্তে ভ্রাতা বলরামের সহিত জীবন রক্ষার জন্য এখান হইতে পলায়ন করিব ॥ ৯

এখান হইতে প্রস্থান করিবার পর আমি আর্য্য বলরামের সহিত নিজেকে নিজেই তাঁহার দ্বিতীয় সহচর করিয়া সেই অক্ষয় শোভাসম্পন্ন ও সহ্য পর্ব্বতযুক্ত দক্ষিণপথে প্রবেশ করিব ॥ ১০

সেখানে আমরা দুই ভ্রাতা একসঙ্গে থাকিয়া করবীরপুর,

আবয়োর্গমনং শ্রুত্বা জিতকাশী স পার্থিবঃ
অপ্রবিষ্টে পুরীং দর্পাদনুধাবং করিষ্যতি ॥ ১১
ততঃ সহ্যবনেষ্বেব রাজা যাতি স মাগধঃ
আবয়োগ্রহণে চৈব নৃপতিঃ প্রযতিষ্যতি ॥ ১২
এষা নঃ শ্রেয়সী যাত্রা ভবিষ্যতি কুলস্য বৈ ।
পৌরাণামথ পুর্য্যাশ্চ দেশস্য চ সুখাবহা ॥ ১৪
ন চ শত্রোঃ পরিত্রস্তৌ রাজানো বিজিগীষবঃ
পররাষ্ট্রেষু মৃত্যুমিচ্ছন্তি যুধে শত্রোঃ ক্ষয়ং বিনা ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা তু তৌ বীরৌ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ ।
প্রপেদতুরসম্ভ্রান্তৌ দক্ষিণৌ দক্ষিণাপথম্ ॥ ১৬
তৌ তু রাষ্ট্রাণি শতশশ্চরন্তৌ কামরূপিণৌ
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় চেরতুর্মার্গগৌ সুখম্ ॥ ১৭
সহ্যপৃষ্ঠেষু রম্যেষু মোদমানাবুভৌ তথা ।
দক্ষিণাপথগৌ বীরাবধ্বানং সম্প্রপেদতুঃ ॥ ১৮
তৌ চ স্বল্পেন কালেন সহ্যাচলবিভূষিতম্
করবীরপুরং প্রাপ্তৌ স্ববংশেন বিভূষিতম্ ॥
তৌ তত্র গত্বা বেণায়া নদ্যাস্তীরাশ্রমাশ্রিতং
আসেদতুঃ প্ররোহাঢ্যং ন্যগ্রোধং তরুপুঙ্গবম্ ॥ ২০
অধস্তাত্তস্য বৃক্ষস্য মুনিং দীপ্ততপোধনম্ ।
অংসাবসক্তপরশুং জটাবল্কলধারিণম্ ॥ ২১
গৌরমগ্নিশিখাকারং তেজসা ভাস্করোপমম্
ক্ষত্রান্তকরমক্ষোভ্যং বপুষ্মন্তমিবার্ণবম্ ॥ ২২
হুতসংকুচিতাধানং কালে হুতহুতাশনম্
স্থিতং ত্রিদশবাস্ত্রোভিরাঢ্যং দেবগুরুং যথা ॥ ২৩
সবৎসাং বেণুকাং শ্বেতাং হোমধুকামদোহনাম্ ।
ক্ষীরাগ্নিং কর্ষণাং মহেন্দ্রগিরিগোচরম্ ॥ ২৪

---

মলয় ক্রৌঞ্চপুর এবং পর্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্ত-পর্বত দর্শন করিব । ১১

আমাদের দক্ষিণ-গমনের সংবাদ শুনিয়া জয়লাভে দুর্দোদিত রাজা জরাসন্ধ দর্পে দর্পিত হইয়া মথুরাপুরীতে প্রবেশ না করত আমাদের অনুসরণ করিবে । ১১

তাহার পর আমাদের অনুসরণ করিতে করিতে সেই রাজা জরাসন্ধ সেনাগণের সহিত সহ্যপর্বতের বনে যাইয়া উপস্থিত হইবে এবং আমাদের দুইজনকে ধরিতে বিশেষ যত্ন করিতে থাকিবে । ১৩

আমাদের এই যাত্রা যাদবকুলের পক্ষে কল্যাণকারিণী হইবে এবং পুরবাসী, মথুরাপুরী ও এই প্রদেশ দেশের সুখদায়িনী হইবে । ১৪

জয়লাভেচ্ছু রাজারা যদি শত্রুর নিকটে আসিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহারা সেই শত্রুর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সেই শত্রুকে যুদ্ধে বধ না করিয়া শান্ত হয় না । ১৫

এই কথা বলিয়া সেই দুই নীতিনিপুণ বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়াই দক্ষিণাপথ অভিমুখে গমন করিলেন । ১৬

ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী এই দুই বীর শত শত রাষ্ট্রে বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ ধরিয়া উত্তমপথ অবলম্বন করত সুখপূর্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ১৭

সহ্য পর্বতের রমণীয় শিখরসমূহে আনন্দে বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথগামী এই দুই বীর সড়ক পথে চলিতে লাগিলেন । ১৮

তাহার পর অতি অল্পকালের মধ্যেই এই দুই ভ্রাতা সহ্য পর্বতমালার দ্বারা বিভূষিত করবীরপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখান তাঁহাদের নিজবংশের লোকজনের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল । ১৯

সেখানে উপস্থিত হইয়া এই দুই বীর বেণানদীর তীরে অবস্থিত বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ও ফলপূর্ণ বট বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন । ২০

সেই বৃক্ষের তলায় উদ্দীপ্ত তপস্বী ভৃগুনন্দন পরশুরাম বিরাজমান ছিলেন, তাঁহার তখন এক স্কন্ধে পরশু ন্যস্ত ছিল এবং তিনি জটা ও বল্কল ধারণ করিয়াছিলেন । তাঁহার দেহের বর্ণ গৌর ছিল এবং তিনি অগ্নিশিখাতুল্য জাজ্বল্যমান ছিলেন । সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এই মুনি ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী ও অক্ষোভ্য ছিলেন । তিনি মূর্তিমান্ সাগরের ন্যায় গম্ভীর ছিলেন । যদিও তখন তাঁহার অগ্ন্যাধান সম্বন্ধীয় কার্য্য সমাপ্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি সময়ে সময়ে অগ্নিতে আহুতি দান করিতেছেন । তিন বেলা স্নান করায় তাঁহার শরীর ও বস্ত্র জলে আর্দ্র ছিল । ইনি দেবগণের অধিপতি বৃহস্পতির ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন । তাঁহার নিকটে যে শ্বেতবর্ণের সবৎসা ধেনু ছিল, তাহাকে কেবল হোমের জন্যই দোহন করা হইত, সেই কারণে তাহাকে হোমধেনু বলা হয় । ইহা ব্যতীত এই ধেনু মুনির ইচ্ছানুসারে সমস্ত বস্তু প্রদান করিত, সেইজন্য ইহাকে কামদোহনা বা কামধেনু বলা হয় । হবনীয় অগ্নি উৎপাদনের জন্য এই ধেনু অগ্নিসদৃশ শোভিতা ছিল । এরূপ হোমধেনুকে পরশুরাম কোথাও যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন । এই

দদৃশতুস্তৌ সহিতাবপশ্চিমাস্তমব্যয়ম্
ভার্গবং রামমাসীনং মন্দরস্থং যথা রবিম্ ॥ ২৫
অথাগতৌ তু তং দৃষ্ট্বা পাদমূলে কৃতাঞ্জলী
বসুদেবসুতৌ বীরৌ সমিদ্ধাবিব পাবকৌ ॥ ২৬
কৃষ্ণস্তমৃষিশার্দূলমুবাচ বদতাং বরঃ
শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া বাচা লোকবৃত্তান্তকোবিদঃ ॥ ২৭
ভগবন্ জামদগ্ন্যং ত্বামবগচ্ছামি ভার্গবম্ ।
রামং মুনীনামৃষভং ক্ষত্রিয়াণাং কুলান্তকম্ ॥ ২৮
ত্বয়া সায়কবেগেন ক্ষিপ্তো ভার্গব সাগরঃ ।
ইষুপাতেন নগরং কৃতং শূর্পারকং ত্বয়া ॥ ২৯
ধনুঃশতং তথায়ামমিষুপঞ্চশতোচ্ছ্রয়ম্
সহ্যস্য চ নিকুঞ্জেষু খ্যাতো জনপদো মহান্ ॥ ৩০
অতিক্রম্যোদধের্বেলামপরান্তে নিবেশিতঃ ।
ত্বয়া তৎ কার্তবীর্যস্য সহস্রভুজকাননম্ ॥ ৩১
ছিন্নং পরশুনৈকেন স্মরতা নিধনং পিতুঃ ।
ইদমদ্যাপি রুধিরৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং হতত্বিষাম্ ॥ ৩২
দিবৈস্বসংপরশূৎসৃষ্টৈ রক্তপঙ্কা বসুন্ধরা
বৈণুকেয় বিভাসে হ্যা ক্ষিতৌ ক্ষিতিপরোষণম্ ॥ ৩৩
পরশুপ্রগ্রহে যুক্তঃ যথৈবেহ রণে তথা
তদিচ্ছাবস্তুং বিপ্র ক্ষিতিপর্দ্ধুপক্রমম্ ॥ ৩৪
উত্তরস্য ক্রতার্থেন প্রত্যুক্তমবিশঙ্কয়া
মাথুরো পুরা বান যমুনাতীরশোভিনী ॥ ৩৫
বাসবৌ স্বো মুনিশ্রেষ্ঠ যদি তে শ্রুতিমাগতৌ
বসুদেবো বংশশ্রেষ্ঠঃ পিতা নৌ হি দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৩৬
জন্মপ্রভৃতি চৈবাবাং স্নেহেনৈব বিয়োজিতৌ
তৌ বঃ কংসভয়াত্তত্র গুপ্তিতৌ পরিবর্দ্ধিতৌ ॥ ৩৭

মুনি কখনও পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন না এবং অবিনাশী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মহেন্দ্রগিরিতে বিচরণপরায়ণ পরশুরামকে সেখানে মন্দরাচলের শিখরে প্রকাশমান সূর্য্যের সদৃশ দর্শন করিলেন। ২১-২৫

ইঁহাকে দর্শন করিয়া বসুদেবের দুই বীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম জ্যেষ্ঠানুসারে তাঁহার চরণে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ইঁহারা উভয়ে সেই সময় বেদির উপরে প্রজ্বলিত যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ২৬

ইহার পর বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও লোকসকলের সমস্ত বৃত্তান্তবিৎ শ্রীকৃষ্ণ মুনিশ্রেষ্ঠ পরশুরামকে স্নেহপূর্ণ মধুর ভাষায় বলিলেন। ২৭

ভগবন্! আমি বুঝিতে পারিতেছি,—আপনি ভৃগুবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়-কুলবিনাশক মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম। ২৮

ভৃগুনন্দন! আপনি নিজের বাণের বেগে সমুদ্রকেও পশ্চাৎ-ভাগে ক্ষেপণ করিয়াছেন (ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছেন) এবং যত দূরে বাণ গিয়া পতিত হইয়াছে, সমুদ্রের নিকট হইতে তত পরিমাণ ভূমি লইয়া সেখানে আপনি শূর্পারক নামে এক নগর নির্মাণ করিয়াছেন। ২৯

সেই নগর পাঁচ শত ধনু পরিমাণ লম্বা এবং পাঁচ শত বাণ পরিমাণ চওড়া (ধনুর পরিমাণ চার হাত এবং বাণের পরিমাণ দুই হাত।) সহ্য পর্ব্বতের নিকুঞ্জসমূহে এই সমৃদ্ধিশালী জনপদ স্থাপিত হইয়াছে। ৩০

আপনি সমুদ্রবেলা (তীরভূমি) উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরান্ত দেশে (পশ্চিম সমুদ্রের তীরে) সেই মহান্ জনপদ স্থাপিত করিয়াছেন। আপনিই নিজের পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া একটি মাত্র পরশুর দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহুরূপ কাননকে ছেদন করিয়াছিলেন। ৩১

আপনার দ্বারা নিহত যে সব ক্ষত্রিয় কান্তিহীন হইয়াছিল, আপনার পরশুর দ্বারা প্রবাহিত তাহাদের রক্ত রুধিরে আজও এই বসুন্ধরা আর্দ্র হইয়া রক্তের কর্দমপূর্ণ দেখাইতেছে। আমি জানি যে, আপনি ভূমণ্ডলের ক্ষত্রিয়গণের উপর রোষ প্রকাশকারী রেণুকানন্দন পরশুরাম। ৩২-৩৩

কারণ, আপনি রণভূমির ন্যায় এখানেও পরশু ধারণ করিয়া আছেন। বিপ্রবর! অতএব আমরা উভয়ে আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং আপনি আমাদের কথা শুনিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যে উত্তর দিবেন, তাহাও শুনিবার আমাদের ইচ্ছা হইয়াছে। ৩৪

মুনিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম! আমাদের বাসভূমি মথুরাপুরী, যাহা যমুনার তীরে শোভা পাইতেছে। আমরা উভয়ে যাদব। আমাদের নামও যদি কখনও আপনার কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে আপনি আমাদের জানিতেও পারিবেন। বংশমধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও উত্তম ব্রতপালনকারী বসুদেব আমাদের পিতা। ৩৫-৩৬

আমরা দুই ভাই জন্ম হইতেই কংসের ভয়ে স্নেহে গোপনে স্থাপিত হই এবং সেখানেই তাহার ভয়ে ভয়ে থাকিয়া আমরা বর্দ্ধিত হই। ৩৭

যদ্বচ্চ প্রথমং প্রাপ্তৌ মথুরায়াং প্রবেশিতৌ
তাবাবাং বুধিতং হত্বা সমাজে কংসমোজসা ॥ ৩৮
পিতরং তস্য তত্রৈব স্থাপয়িত্বা জনেশ্বরম্
স্বমেব কর্ম চারব্ধৌ গবাং ব্যাপারকারকৌ ॥ ৩৯
অথ বয়োঃ পুরং রোদ্ধুং জরাসন্ধো ব্যবস্থিতঃ
সংগ্রামান্ সুবহূন্ কৃত্বা লব্ধলক্ষ্যেঽপি বদম ॥ ৪০
ততঃ স্বপুরলক্ষার্থং প্রজ্ঞানাঞ্চ দৃঢব্রত
অকৃতার্থৌ বিদ্বদ্যোগৌ কর্তব্যবলদায়িনৌ ॥ ৪১
অবধ্যৌ পরিমৌ বৃষ্ণে নিস্তপ্তৌ নিরায়ুধৌ
জরাসন্ধাগ্রহভয়াৎ পুরং ন ত্যাবেব নিঃসৃতৌ ॥ ৪২
এবমাবাং সম্প্রাপ্তৌ মুনিশ্রেষ্ঠ তবাশ্রিকম্ ।
আবয়োর্নিস্তমাত্রেণ কর্তুমর্হসি সৎক্রিয়াম ॥ ৪৩
জটাভারধরাস্যৈবো বামভয়োর্বাক্যমনিন্দিতম
ইত্যুক্তঃ প্রতিবচো ধর্মসংহিতমব্রবীৎ ॥ ৪৪

অপরাজ্ঞাদবং কৃষ্ণ সম্প্রতীহাগতঃ প্রভো ।
এক এব বিনা শিষ্যৈর্বয়োর্ষ্ককারণাৎ ॥ ৪৫
বিদিতো মে তাতে রামত্ব পদ্মনিভেক্ষণ ।
দানবানাং বধশ্চাপি কংসস্যাপি দুরাত্মনঃ ॥ ৪৬
বিগ্রহঞ্চ জরাসন্ধে বিদিত্বা পুরুষোত্তম
তব সন্দ্রাভ্রকাঙ্খার সম্প্রাপ্তোঽস্মি বরানন ॥ ৪৭
জানে ত্বাং কৃষ্ণ গোপ্তারং জগতঃ প্রভুমব্যয়ম্
দেবকার্যার্থসিদ্ধ্যর্থমবালং বালতাং গতম্ ॥ ৪৮
ন ত্বয়াবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে
তথাপি ভক্তিমাত্রেণ শৃণু বক্ষ্যামি তে বচঃ ॥ ৪৯
পূর্বৈস্তৈব গোবিন্দ পূর্বৈঃ পুরমিদং কৃতম্
করবীরপুরং নাম রাষ্ট্রৈকেব নিবেশিতম্ ॥ ৫০
পুরেঽস্মিন্ নৃপতিঃ কৃষ্ণ বাসুদেবো মহাযশাঃ ।
শৃগাল ইতি বিখ্যাতো নিত্যং পরমকোপনঃ ॥ ৫১

প্রথম কিশোরকালের প্রারম্ভে আমরা উভয়ে মথুরায় (অক্রূরের দ্বারা) প্রবেশ করি। সেখানে আমরা উভয়ে বর্দ্ধিত হইতে দৃপ্ত কংসকে রঙ্গশালায় বলপূর্ব্বক বধ করিয়া এবং তাহার রাজ্যে তাঁহারই পিতা উগ্রসেনকে রাজা করত স্থাপিত করি। তাহার পর সদা গোপালনসম্বন্ধীয় কার্য্যকারী আমরা দুই ভ্রাতা পুনরায় নিজ নিজ কর্ম আরম্ভ করি। ৩৮–৩৯

তদনন্তর রাজা জরাসন্ধ আমাদের উভয়ের নগরকে অবরোধ করিবার ব্যবস্থা করে। যদিও আমরা উভয়ে তাহার সহিত বহু যুদ্ধ করিয়াছি এবং তাহার বিষয়ে নিজেদের লক্ষ্য সিদ্ধিতে সফলতালাভও করিয়াছি, তথাপি নিজেদের নগর ও প্রজাগণের রক্ষার জন্য আমরা জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার কোনও উদ্যোগই করি নাই। হে দৃঢ়ব্রতধারী মুনে। এখন আমাদের শক্তি সাধন সঞ্চয় করা আবশ্যক, কিন্তু সেই বিষয়ে অকৃতার্থ হইয়া আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। ৪০-৪১

আমাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য রথ নাই, আমরা পদাতি, আমাদের দেহে কবচ ও হস্তে অস্ত্র নাই। আমরা জরাসন্ধের আক্রমণের ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া কেবল আমরা দুই জনেই সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। ৪২

মুনিশ্রেষ্ঠ। এইরূপে আমরা উভয়ে আপনার নিকটে আসিয়াছি। আপনি আমাদের কেবল পরামর্শমাত্র দান দিয়া আমাদের সৎকার করুন। ৪৩

ইঁহাদের উভয়ের এই নির্দোষ বাক্য শ্রবণ করত রেণুকা-নন্দন ভৃগুবংশী পরশুরাম তাঁহাদের এই ধর্মযুক্ত বাক্য বলিলেন। ৪৪

প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমাদের দুই জনকে পরামর্শ দান করিবার জন্যই এই সময় এখানে অপরান্ত হইতে একাকীই চলিয়া আসিয়াছি। শিষ্যগণকেও আমি সঙ্গে আনি নাই। ৪৫

কমললোচন গোবিন্দ। তোমার হস্তে যাহা, তোমার দ্বারা দানবগণের যে বিনাশ ও দুরাত্মা কংসের যে বধ হইয়াছে, এ সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি। ৪৬

সুবদন পুরুষোত্তম। জরাসন্ধের সহিত অনবস্থায়ী যুদ্ধের কথা জানিতে পারিয়াই আমি আজ সত্বর তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। ৪৭

হে কৃষ্ণ। আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। তুমি জগতের রক্ষক অবিনাশী ভগবান্ এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য বালক না হইলেও বালক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। ৪৮

তিন লোকে যাহা কিছু আছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই (অতএব তোমাকে পরামর্শদানের কোনও আবশ্যকতা নাই), তথাপি আমি নিজের কেবল ভক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে কথা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৪৯

গোবিন্দ। পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্বজ পুরুষগণ এখানে এই করবীরপুর নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং রাজাকে স্থাপিত করিয়াছে। ৫০

শ্রীকৃষ্ণ। এই করবীরপুরে বর্তমানে মহাযশস্বী বাসুদেব

সৃগাল স্তেন গোবিন্দ তব বংশভবা নৃপাঃ
দায়াদা নিহতাঃ সর্ব্বে বীরদ্বেষানুশাসিনা ॥ ৫২
অহঙ্কারপরো নিত্যমভিজাত্যাতিমৎসরী
রাজ্যৈশ্বর্যমদাবিষ্টঃ পুত্রেষ্বপি চ দারুণঃ ॥ ৫৩
তস্যৈব ভবতঃ স্থানং রোচতে মে নরোত্তম
করবীরপুরে ঘোরে নিত্যং পার্থিবদূষিতে ॥ ৫৪
শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি যত্রাভৌ শত্রুবাধনৌ
জরাসন্ধং বলোদগ্রং ভবন্তৌ যোধয়িষ্যতঃ ॥ ৫৫
তীর্ত্বা বেণামিমাং পুণ্যাং নদীমদ্যৈব বাহুভিঃ
বিষয়ান্তে নিবাসায় গিরিং সংক্রাম দুর্গমম্ ॥ ৫৬
রম্যং বজ্রগিরিং নাম সম্যক্ প্রক্রমং গিরিম্
নিবাসং মাংসভক্ষাণাং চৌরাণাং ঘোরকর্ম্মণাম্ ॥ ৫৭
নানাদ্রুমলতাযুক্তং চিত্রং পুষ্পিতপাদপম্ ।
ক্রোশে তত্র নিশামেকাং খট্বাঙ্গাং নাম নিম্নগাম্ ॥ ৫৮

রাজা হইয়া রহিয়াছে। সে সৃগাল নামে বিখ্যাত এবং সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ। ৫১

বীর গোবিন্দ! সদা দ্বেষেই অনুশাসনকারী এই রাজা সৃগাল তোমার কুলে উৎপন্ন সমস্ত উত্তরাধিকারী ক্ষত্রিয় নরপতিগণকে বিনাশ করিয়াছে। ৫২

সে সদা অহঙ্কারপরায়ণ। তাহার মন বশীকৃত নয়। অতিশয় মাৎসর্য্যশালী এবং রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের মদে উন্মত্ত হইয়া সে নিজের পুত্রগণের উপরও নির্দ্দয়তাপূর্ণ ব্যবহার করে। ৫৩

নরশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য এখানে সর্ব্বদা এই রাজার দ্বারা কলঙ্কিত ভয়ঙ্কর করবীরপুরে তোমার থাকা আমার শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হইতেছে না। ৫৪

যেখানে থাকিয়া তোমরা দুই ভ্রাতা শত্রুকে বাধা দান করিতে করিতে বলদর্পিত জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে, সেই স্থানের পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৫

আমরা আজই এই পুণ্যময়ী নদী বেণাকে নিজেদের বাহু দ্বারা পার হইয়া এই দেশেরই শেষ সীমায় স্থিত এক দুর্গম পর্ব্বতের উপর গমন করিব এবং সেখানেই বাস করিব। ৫৬

সেই পর্ব্বতের নাম বজ্রগিরি, যাহা সহ্য পর্ব্বতেরই উপশাখা। সেই স্থান অতিশয় রমণীয়; কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে ভয়ানক কর্ম্মকারী মাংসাহারী চোর-ডাকাতেরা বাস করিতেছে। ৫৭

এই পর্ব্বত বিচিত্র, নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে পূর্ণ এবং সকল বৃক্ষে পুষ্প বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা সেই

তত্র তে সন্তরিষ্যামো নিকষোপলভূষণাম্ ।
গঙ্গাপ্রপাতপ্রতিমাঃ দ্রক্ষ্যাম মহতো গিরেঃ ॥ ৫৯
তস্যাঃ প্রপাতঃ দ্রক্ষ্যামস্তাপসারণ্যভূষণম্ ।
উপভুক্তা দ্বিজান্ কামান্ গত্বা তান্ ধরণীধরান্ ॥৬০
দ্রক্ষ্যামস্তত্র তান্ বিপ্রান্ শাম্যন্তো বৈ তপোধনান্ ।
রম্যং ক্রৌঞ্চপুরং নাম গমিষ্যামঃ পুরোত্তমম্ ॥ ৬১
বংশজস্তত্র তে রাজা কৃষ্ণধর্ম্মরতঃ সদা।
মহাকপিরিতি খ্যাতো বনবাসজনাধিপঃ ॥ ৬২
তমদৃষ্ট্বৈব রাজানং নিবাসায় গতেঽহনি ।
তীর্থমানড়ুহং নাম তত্রস্থাঃ স্থাম সঙ্গতাঃ ॥ ৬৩
ততশ্চ্যুতা গমিষ্যামঃ সহ্যস্য বিবরে গিরিম্ ।
গোমন্তমিতি বিখ্যাতং নৈকশৃঙ্গবিভূষিতম্ ॥ ৬৪
খগতৈকমহাশৃঙ্গং দুরারোহং খগৈরপি
বিশ্রামভূতং দেবানাং জ্যোতির্ভিরভিসংবৃতম্ ॥ ৬৫

স্থানে এক রাত্রি বাস করিব। তদনন্তর খট্বাঙ্গা নামে নদী পার হইয়া যাইব। এই নদী কষ্টিপ্রস্তরে বিভূষিতা রহিয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক। এই নদী সেই মহাপর্ব্বত হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে, যাহা গঙ্গার প্রপাতের (ঝরণার) ন্যায় দেখা যায়। ৫৮-৫৯

এই খট্বাঙ্গা নদীর প্রপাত তপস্বীদের দ্বারা বিভূষিত, আমরা উহাকে দর্শন করিব এবং সেখানে কিছু আহার করিয়া সেই রমণীয় ও প্রসিদ্ধ পর্ব্বতের উপর বিচরণ করিতে করিতে সেখানের সেই সব ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিব, যাঁহারা তপস্যায় রত থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তাহার পর আমরা রমণীয় ও শ্রেষ্ঠ নগর ক্রৌঞ্চপুরে গমন করিব। ৬০-৬১

শ্রীকৃষ্ণ! সেখানে তোমারই কুলে উৎপন্ন এক রাজা রাজ্য করিতেছে। সে সর্ব্বদা ধর্ম্মে নিরত আছে, তাহার নাম মহাকপি। সে বনবাসী জনপদ ও সেখানে বসবাসকারী প্রজাগণের অধিপতি। ৬২

আমরা সেই রাজাকে দর্শন না করিয়াই বাস করিবার জন্য সন্ধ্যাকালে আনড়ুহ নামক তীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইব এবং সেখানে আমরা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকিব। ৬৩

সেখান হইতে নিচে নামিয়া আমরা সহ্য পর্ব্বতের গহ্বর দিয়া সেই গোমন্তনামক বিখ্যাত বহু শিখরে বিভূষিত পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইব। ৬৪

ইহার এক বিশাল শিখর এরূপ উচ্চ যে, উহা যেন স্বর্গলোক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আকাশচারী পক্ষীরাও ইহার উপর

সোপানভূতং স্বর্গস্য গগনাত্রিদিবোচ্ছ্রিতম্
তং বিমানবিতরণং গিরিং মেরুমিবাপরম্ ॥ ৬৬
তস্যোত্তমে মহাশৃঙ্গে ভাস্বন্তৌ দেবরূপিণৌ
উদয়াস্তময়ে সূর্য্যং সোমঞ্চ জ্যোতিষাং পতিম্ ॥ ৬৭
উর্ম্মিমন্তং সমুদ্রঞ্চ অপারদ্বীপভূষণম্
প্রেক্ষমাণৌ সুখং তত্র নগাগ্রে বিচরিষ্যথঃ ॥ ৬৮
শৃঙ্গস্থৌ তস্য শৈলস্য গোমন্তস্য বনেচরৌ
দুর্গযুদ্ধেন যাবন্তৌ জরাসন্ধং বিজেষ্যথঃ ॥ ৬৯
তত্র শৈলগতৌ দৃষ্ট্বা ভবন্তৌ যুদ্ধদুর্ম্মদৌ
আসক্তঃ শৈলযুদ্ধে বৈ জরাসন্ধো ভবিষ্যতি ॥ ৭০
ভবতোরপি যুদ্ধে তু প্রবৃত্তে তত্র দারুণে।
আয়ুধৈঃ সহ সংযোগং পশ্যামি নচিরাদিব ॥ ৭১
সংগ্রামশ্চ মহান্ কৃষ্ণ নির্দ্দিষ্টস্তত্র দৈবতৈঃ
বপূনাং পার্থিবানাঞ্চ মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ ॥ ৭২

তত্র চক্রং হলঞ্চৈব গদাং কৌমোদকীং তথা
সৌনন্দং মুসলঞ্চৈব বৈষ্ণবান্যায়ুধানি চ ॥ ৭৩
দর্শয়িষ্যন্তি সংগ্রামে পাস্যন্তি চ মহীক্ষিতাম্
রুধিরং কালযুক্তানাং বপুর্ভিঃ কালচোদিতৈঃ ॥ ৭৪
স চক্রমুসলো নাম সংগ্রামঃ কৃষ্ণ বিশ্রুতঃ
দৈবতৈরপি নির্দ্দিষ্টঃ কালস্যাদেশসংজ্ঞিতঃ ॥ ৭৫
তত্র তে কৃষ্ণ সংগ্রামে সুব্যক্তং বৈষ্ণবং বপুঃ
দ্রক্ষ্যন্তি রিপবঃ সর্ব্বে সুরাশ্চ সুরভাবন ॥ ৭৬
তাং ভজস্ব গদাং কৃষ্ণ চক্রঞ্চ চিরবিস্মৃতম্
ভজস্ব যেন রূপেণ সুরাণাং বিজয়ায় বৈ
বলশ্চায়ং হলং ঘোরং মুসলং চারিভেদনম্
বধায় সুরশত্রূণাং ভজতাং লোকভাবনঃ ॥ ৭৮
এষ তে প্রথমঃ কৃষ্ণ সংগ্রামো ভুবি পার্থিবৈঃ
পৃথিব্যার্থে সমাখ্যাতো ভারাবতরণে সুরৈঃ ॥ ৭৯

---

আরোহণ করিতে পারে না। ইহা দেবগণের বিমানস্থল এবং জ্যোতিষ্কগণের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। ৬৫

উহা স্বর্গের সোপানস্বরূপ ছিল। এই উচ্চতম পর্ব্বত (ভূতলের নহে) আকাশের পর্ব্বত বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর দেবগণের বিমান অবতরণ করে এবং ইহা দূর হইতে মেরুপর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হয়। ৬৬

তোমরা দুই ভ্রাতা দেবতুল্য দিব্য রূপধারী ও তেজস্বী। সেই গোমন্ত পর্ব্বতের বিশাল শিখরে আরোহণ করত উদয় ও অস্তের সময় সূর্য্য এবং নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণের পতি চন্দ্রকে ও অপার দ্বীপসমূহে বিভূষিত এবং তরঙ্গমালায় অলঙ্কৃত সমুদ্রকে দর্শন করিতে করিতে তোমরা দুই ভ্রাতা সেখানে পর্ব্বতীয় শিখরের অগ্রভাগে সুখে বিচরণ করিবে। ৬৭-৬৮

সেই গোমন্ত নামক পর্ব্বতের শিখরে থাকিয়া সেখানের বনে বিচরণ করিতে করিতে তোমরা দুই বীর ভ্রাতা দুর্গ-যুদ্ধের দ্বারা বাধিত হইয়া জরাসন্ধকে জয় করিবে। ৬৯

রণদুর্ম্মদ বীর তোমাদের দুইজনকে পর্ব্বতে আরূঢ় দেখিয়া জরাসন্ধ পর্ব্বতযুদ্ধেই আসক্ত হইয়া পড়িবে। ৭০

সেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইলে পর তোমাদের দুইজনকে আমি সত্বরই দিব্যাস্ত্রসমূহের সহিত সংযুক্ত হইতে দেখিব। ৭১

শ্রীকৃষ্ণ। সেখানে দেবগণ মানবদিগের এবং অন্য ভূপতি-গণের মহাযুদ্ধের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে যুদ্ধে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হইবে। ৭২

সেখানে সুদর্শন চক্র, সংবর্ত্তক হল, কৌমদকী গদা ও সৌনন্দ নামক মুষল—এই সব বৈষ্ণবাস্ত্র তোমাদের দর্শন দান করিবেন এবং নিজেদের কালের সদৃশ বপুগণের দ্বারা কালের বশীভূত রাজাদের রক্ত পান করিবেন। ৭৩-৭৪

শ্রীকৃষ্ণ। এই সংগ্রাম চক্র-মুষল নামে বিখ্যাত হইবে। দেবতাগণ এখানে এইরূপ সংগ্রাম হইবার সঙ্কেত করিয়াছেন। এই যুদ্ধ সাক্ষাৎ কালের আজ্ঞাপত্র। ৭৫

দেবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারী শ্রীকৃষ্ণ। সেই সংগ্রামে সমস্ত শত্রুগণ ও দেবতারাও তোমার সুস্পষ্ট বৈষ্ণব রূপ দর্শন করিবে। ৭৬

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি নিজের সেই বৈষ্ণব-রূপে স্থিত হইও এবং দেবতাগণের বিজয়ের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বিস্মৃত স্বীয় সেই চক্র ও গদাকে গ্রহণ করিও। ৭৭

আর এই লোকভাবন বলরামও দেবদ্রোহীদিগকে বধ করিবার জন্য নিজের শত্রুবিদারণ ঘোর হল ও মুষল অস্ত্র হস্তে গ্রহণ করুক। ৭৮

শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবীর ভার অবতরণের জন্য ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজাদের সহিত তোমার এই প্রথম সংগ্রাম দেবগণের দ্বারা কথিত হইয়াছে। ৭৯

আপ্স্যসে প্রিয়মেব বপুষা বৈষ্ণবস্য চ ।
লক্ষ্যাশ্চ তেজসশ্চৈব বৃষ্ণীনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৮০
অতঃ প্রভৃতি সংগ্রামো বহূনাং শস্ত্রবৃত্তিভিঃ
ভবিষ্যতি মহান্ কৃষ্ণ ভারতং নাম বৈশসম্ ॥ ৮১
তদ্ গচ্ছ কৃষ্ণ শৈলেন্দ্রং গোমন্তং নগোত্তমম্

সেখানে তোমার বিষ্ণু দিব্য অনুসন্ধ, বৈষ্ণবরূপ, লক্ষ্মী এবং শত্রুবৃন্দ বিদারণকারী তেজ লাভ হইবে ॥ ৮০

শ্রীকৃষ্ণ ! ইহার পর পৃথিবীতে অস্ত্র-শস্ত্রে পরিব্যাপ্ত এক মহাসংগ্রাম হইবে, যাহা লোকসকলের মধ্যে 'মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ হইবে ॥ ৮১

জরাসন্ধযুধে চাপি বিজয়স্ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ৮২
ইদং বৈবোদ্ভুতপ্রখ্যং গোমন্তেনো: পযোঽমৃতম্
পীত্বা গচ্ছত ভদ্রং বো মযাদিষ্টেন বর্ত্মনা ॥ ৮৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
রামবাক্যে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

হে কৃষ্ণ ! অতএব তুমি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গিরিরাজ গোমন্তে গমন কর। জরাসন্ধের এই যুদ্ধেও বিজয়শ্রী তোমাকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৮২

তোমার কল্যাণ হউক। আমার এই হোমধেনুর অমৃতোপম সুমধুর দুগ্ধ পান করিয়া মৎপ্রদর্শিত পথে গমন কর ॥ ৮৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পরশুরামের বাক্যবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্য, বলরামস্য পরশুরামস্য চ গোমন্তপর্ব্বতারোহণম্, গোমন্তস্য শোভাবর্ণনম্, যুদ্ধহেতোঃ শ্রীকৃষ্ণায়োৎসাহদানং কৃত্বা পরশুরামস্য তৎস্থানতঃ প্রস্থানঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তস্যা ধেনোঃ পয়ঃ পীত্বা বলদর্পসমন্বিতৌ ।
ততস্তৌ রামসহিতৌ প্রস্থিতৌ যদুপুঙ্গবৌ ॥ ১
গোমন্তং পর্ব্বতং দ্রষ্টুং মত্তনাগেন্দ্রগামিনৌ
জামদগ্ন্যপ্রদিষ্টেন মার্গেণ যদতাং বরৌ ॥ ২
জামদগ্ন্যতৃতীয়াস্তে ত্রয়স্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ।
শোভয়ন্তি স্ম পন্থানং ত্রিদিবং ত্রিদশা ইব ॥ ৩
তে চাধ্ববিধিনা সর্ব্বে ততো বৈ দিবসক্রমাৎ
গোমন্তমচলং প্রাপ্তা মন্দরং ত্রিদশা ইব ॥ ৪
লতাচারুবিচিত্রঞ্চ নানাদ্রুমবিভূষিতম্ ।
নানাগুরুপিনদ্ধাঙ্গং চিত্রং চিত্রৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৫
দ্বিরেফগণসঙ্কীর্ণং শিলাসঙ্কটপাদপম্
মত্তবর্হিণনির্ঘোষৈর্নাদিতং মেঘনাদিভিঃ ॥ ৬

### চত্বারিংশ অধ্যায়

( শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও পরশুরামের গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণ, গোমন্তের শোভা বর্ণন এবং যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উৎসাহ দান করিয়া পরশুরামের সেখান হইতে প্রস্থান। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! সেই হোমধেনুর দুগ্ধ পান করত বল ও দর্পে পূর্ণ সেই দুই যদুশ্রেষ্ঠ বীর পরশুরামের সহিত সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১

মদমত্ত গজরাজের ন্যায় গমনকারী সেই যদুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পরশুরামপ্রদর্শিত পথে গোমন্ত পর্ব্বত দর্শন করিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২

ইঁহাদের দুইজনের সহিত তৃতীয় ব্যক্তি রূপে পরশুরাম ছিলেন। যেরূপ দেবগণ স্বর্গের শোভা বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ এই তিনজনে তিন অগ্নির ন্যায় সেই পথকে শোভিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩

মানুষ যেভাবে কোনও পথে চলিতে থাকে, সেই বিধি অনুসারেই ইঁহারা সকলে যাত্রা করত ক্রমশঃ কয়েক দিন পর গোমন্ত পর্ব্বতে সেইরূপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেরূপ দেবগণ মন্দরাচলে উপস্থিত হন ॥ ৪

লতাসমূহের বিস্তারে সেই পর্ব্বতের সুন্দর ও বিচিত্র শোভা হইতেছিল। নানা বৃক্ষশ্রেণীতে উহা বিভূষিত ছিল। এই পর্ব্বতের সমস্ত অঙ্গই অগুরুপ্রভৃতি নানা সুগন্ধপূর্ণ বৃক্ষে ব্যাপ্ত ছিল। মনোহর ময়ূরগণ উহাকে আরও বিচিত্র শোভাসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৫

ভ্রমরশ্রেণীতে ব্যাপ্ত এবং শিলা ও বৃক্ষসমূহে পূর্ণ এই পর্ব্বত মেঘমণ্ডলের ন্যায় গম্ভীর স্বরে রবকারী মত্ত ময়ূরগণের মধুর ধ্বনিতে নিনাদিত হইতেছিল ॥ ৬

গগনালয়শিখরঃ জলদাসক্তপাদপম্
মত্তদ্বিপবিষাণাগ্রৈঃ পরিঘৃষ্টোপলাঞ্চিতম্ ॥ ৭
মৃগদ্বিজৈস্তুঙ্গগণৈঃ সমন্তাৎ প্রতিনাদিতম্
দরীপ্রপাতাম্বুরবৈশ্চ্যুতৈঃ শার্দূলতর্জনৈঃ ॥ ৮
নীলাম্বুচয়সঙ্কাশৈর্বিবর্ণৈঃ যথা ঘনম্
ধাতুবিস্রাবদিগ্ধাঙ্গং সানুপ্রস্রবভূষিতম্ ॥ ৯
কীর্ণং সুরগণৈঃ কান্তৈর্মৈনাকমিব কামগম্।
উচ্ছ্রিতঃ সুবিশালাগ্রৈঃ সমূলাম্বুপরিস্রবম্ ॥ ১০
সকাননদরীপ্রস্থং শ্বেতাভ্রগণভূষিতম্
পনসাম্রাতকাম্রৌঘৈর্বেত্রস্যন্দনচন্দনৈঃ ॥ ১১
তমালৈলাবনযুতং মরীচক্ষুপসঙ্কুলম্
পিপ্পলীবল্লিকলিলং চিত্রদিগ্ভূবিপাদপৈঃ ॥ ১২

ক্রমৈঃ সর্জরসানাঞ্চ সর্বতঃ পরিশোভিতম্
প্রাংশুশালবনৈর্যুক্তং বহুচিত্রবনৈর্যুতম্ ॥ ১৩
সর্জনিম্বার্জুনবনং পাটলীকুলসঙ্কুলম্
হিন্তালৈশ্চ তমালৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতম্ ॥ ১৪
জলেষু জলজৈশ্চান্যৈঃ স্থলেষু স্থলজৈরপি
পদ্মৈশ্চোৎপলৈশ্চৈব সর্বতঃ প্রতিভূষিতম্ ॥ ১৫
জম্বুকেতকবাচাঃ কদ্রুকদলভূষিতম্
চম্পকাশোকবকুলৈঃ বিবতিন্দুকশোভিতম্ ॥ ১৬
বৃক্ষৈশ্চ নাগপুষ্পৈশ্চ সমন্তাদুপশোভিতম্
নাগবৃক্ষসমাকীর্ণং মৃগসঙ্ঘাতশোভিতম্ ॥ ১৭
সিদ্ধ-চারণ-রক্ষোভিঃ সেবিতপ্রস্তরান্তরম্।
গন্ধর্বৈশ্চ সমাযুক্তং গুহ্যকৈঃ পক্ষিভিস্তথা ॥ ১৮

ইহার শিখর আকাশের উর্দ্ধভাগে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মেঘমণ্ডল উহার বৃক্ষসমূহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে এবং উহার প্রস্তরখণ্ড হস্তিগণের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা ঘর্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সব প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া সেই পর্বত শোভা পাইতেছে। ৭

সেখানে চারিদিকে পক্ষীরা কলরব করিতেছে, যাহাদের প্রতিধ্বনি সর্বদিকেই মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। গুহামধ্যে ঝরণার জল পতিত হওয়ায় যে শব্দ হইতেছিল এবং ব্যাঘ্রগণের গর্জনধ্বনি যে শব্দ হইতেছিল, এই সব শব্দের দ্বারা সেই পর্বত ব্যাপ্ত ছিল। ৮

সেখানে রাশি রাশি নীল প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, ইহাতে এই পর্বত বহু বর্ণের মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। জলের সহিত গেরুয়াদি প্রবাহিত হইতে থাকায় তাহার অঙ্গ চন্দনে চর্চিত বলিয়া মনে হইতেছে। শিখরসমূহ হইতে যে সব ঝরণা পতিত হইতেছে, তৎ সমস্তই উহার আভরণস্বরূপ শোভা পাইতেছে। ৯

কান্তিমান্ দেবগণের দ্বারা এই পর্বত পূর্ণ আছে। ইহা স্বেচ্ছানুসারে গমনকারী মৈনাক পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছে (অথবা কামগামী মৈনাক পর্বতের ন্যায় এই মোহনক পর্বতও কামগামী)। অত্যন্ত বিশাল শিখরের দ্বারা সুশোভিত এই উত্তম পর্বত নিজের মূল ভাগের দ্বারা নির্ঝরের জল বাহিত করিতেছে। ১০

বন, গুহা ও শিখরে মণ্ডিত এই শৈলরাজ শ্বেত মেঘমণ্ডলে ভূষিত আছে। এখানে কাঁঠাল, আম্রাতক (আমড়া), আম্রবন, বেত, স্যন্দন (তিনিশ), চন্দন, তমাল, এলাচবন ও মরীচের ঝাড়সমূহ শোভা পাইতেছে। ১১

সেখানে সর্বদিকে পিপ্পলী (পিপুল) লতাসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বহুবিধ বৃক্ষ বিচিত্র শোভাদান করিতেছে এবং সর্জরসের (রালের) বৃক্ষসমূহের দ্বারা এই পর্বত সুশোভিত রহিয়াছে। উচ্চ উচ্চ শাল বৃক্ষবন ও অন্যান্য বহু বিচিত্র বন এই পর্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ১২-১৩

সর্জ (রাল), নিম্ব ও অর্জুন বৃক্ষসমূহের বনে এই পর্বত শোভা পাইতেছে এবং পাটলী বৃক্ষ সর্বদিকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। হিন্তাল, তমাল ও পুন্নাগ (নাগকেশর) বৃক্ষসমূহের দ্বারা এই পর্বত সুশোভিত রহিয়াছে। ১৪

সেখানে জলসমূহে জলজাত পদ্ম ও স্থলসমূহে স্থলজাত পদ্ম এবং অন্যান্য বৃক্ষ শ্রেণীতে এই পর্বতের সর্বদিক বিভূষিত রহিয়াছে। ১৫

জম্বু (জাম), কেতক (কেওড়া), কদ্রু, কদলী, চম্পা, অশোক, বকুল, বিল্ব ও তিন্দুকাদি বৃক্ষসমূহে এই পর্বত সুশোভিত ছিল। ১৬

বহু বৃক্ষ ও নাগকেশর পুষ্পসমূহের দ্বারা এই পর্বতের চারিদিক্ শোভা পাইতেছিল। দলে দলে হস্তী সেখান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং মৃগসমূহের দ্বারা তাহার শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৭

এই পর্বতের প্রস্তরখণ্ডসমূহের মধ্যভাগে সিদ্ধ, চারণ ও রাক্ষসগণ বাস করিত। গন্ধর্ব, গুহ্যক এবং পক্ষীরাও এই পর্বতের সেবা করিত। ১৮

বিদ্যাধরগণৈর্নিত্যমধ্যুষিতশিলাতলম্।
সিংহশার্দূলনাদৈশ্চ সততং প্রতিনাদিতম্।
সেবিতং বারিদ ধারাভিশ্চন্দ্রপাদৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ১৯
স্তুতং ত্রিদশগন্ধর্বৈরপ্সরোভিরলঙ্কৃতম্।
বনস্পতীনাং দিব্যানাং পুষ্পৈরুচ্চাবচৈঃ স্তৃতম্ ॥ ২০
শক্রবজ্রপ্রহারাণামনভিজ্ঞং কদাচন।
নাগপ্রিয়ভয়নির্মুক্তং মহাবাতভয়োজ্ঝিতম্ ॥ ২১
প্রপাতপ্রভবাভিশ্চ সরিদ্ভিরুপশোভিতম্
কাননৈরাননাকারৈর্বিশেষদ্ভিরিবাশ্রয়ম্ ॥ ২২
জলশৈবলশৃঙ্গাগ্রৈরুৎস্মিয়ন্তমিব শ্রিয়া
স্থলীভির্গজযূথাভিঃ কান্তাভিরুপশোভিতম্ ॥ ২৩
পার্শ্বৈরুপলকল্মাষৈর্মেঘৈরিব বিভূষিতম্
পাদপ্রচ্ছন্নশ্রেণীভিঃ সপুষ্পাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ২৪
পরীতং বনরাজীভিঃ প্রবরাভিঃ পতিং যথা
সুন্দরীভির্বধূভিশ্চ কন্যাভিস্তৈরিব চ ॥ ২৫
তেষু তেষু চ কান্তেষু সনারমিব শোভিতম্
ঔষধীদীপ্তশিখরৈঃ নানাবর্ণনিষেবিতম্
জাতরূপৈর্বনোদ্দেশৈঃ কৃত্রিমৈরিব ভূষিতম্ ॥ ২৬
মূলেন সুবিশালেন শিরসা পূর্ণিতেন চ
পৃথিবীমন্তরিক্ষঞ্চ গাহমানমিব স্থিতম্ ॥ ২৭
তে সমারুহ্য গোমন্তং রমাঃ ভূমিধরোত্তমম্
রুচিরং রুরুহুঃ সর্বে বাসায়ানসমন্বিতাঃ ॥ ২৮
ক্রমমাণৈর্গিরিবরং খমূর্ধ্বমিব পক্ষিণঃ
অসজ্জমানা বেগেন বৈনতেয়পরাক্রমাঃ ॥ ২৯
তে তু তস্যোপরি শৃঙ্গারূঢ়াস্ত্রিদশা ইব
অগারং সহসা চক্রুর্ননা নিশ্চিতোপমম্ ॥ ৩০
নিবিষ্টৌ যাদবৌ দৃষ্ট্বা জামদগ্ন্যো মহাদ্যুতিঃ
যযৌ হ্যভিমতক্লিষ্টং প্রষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৩১

---

ইহার শিলাতল সর্বদাই বিদ্যাধরগণের দ্বারা সেবিত হইত। সিংহ ও ব্যাঘ্রগণের গর্জনধ্বনিতে এই পর্বত নিরন্তর মুখরিত ছিল। জলধারাসমূহ ও চন্দ্রের কিরণাবলি ইহাদের সেবা করে এবং শোভা বর্দ্ধন করে। ১৯

দেবতা ও গন্ধর্বগণ ইহার প্রশংসা করেন। এই পর্বত অপ্সরাসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। দিব্য বনস্পতিসমূহের নানা প্রকার বহু পুষ্প সেখানের চারিদিকে পতিত রহিয়াছে। ২০

এই পর্বতকে কখনও ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারের দ্বারা অভিভূত করিতে হয় নাই। এখানে দাবানলের কোনও ভয় নাই এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতেরও ভয় এখানে নাই। ২১

নির্ঝরসমূহ হইতে উৎপন্ন নদীসকল ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ইহারা নিজেদের শোভা বর্দ্ধন করিতে করিতে মুখাকার কাননসমূহের দ্বারা বিশেষ শোভা পাইতেছে। ২২

জল ও শৈবালপূর্ণ শিখরসমূহের অগ্রভাগের দ্বারা যেন এই পর্বত সশ্রীরূপে নিরীক্ষণ করিতেছে। গজগণের দ্বারা সেবিত কমনীয় বনস্থলীসমূহে ইহার বিশেষ শোভা হইতেছে। ২৩

পার্শ্বভাগে স্থিত বিচিত্র প্রস্তরখণ্ডসমূহের দ্বারা এই পর্বত এরূপ শোভা পাইতেছে, যেন বহু বর্ণের মেঘখণ্ডের দ্বারা ভূষিত আছে। বৃক্ষসমূহে ভূমিকে আচ্ছন্নকারিণী পুষ্পশোভিতা বনশ্রেণী এই পর্বতকে সর্বদিকে পরিবৃত করিয়া সেইরূপ শোভাধারণ করিয়াছে, যেরূপ পুষ্পবতী (ঋতুমতী হইবার পর স্নান ও পুষ্পহারে অলঙ্কৃতা) যুবতী স্ত্রীগণ পতিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করে। ২৪।

স্থানে স্থানে সুন্দর গুহাসমূহ ও মনোহর কন্দরাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত শোভনদিনি বিভিন্ন স্থানে সসত্ত্বক পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৫।

বিভিন্ন প্রকারের ওষধিসমূহ ইহার শিখরকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। নানাপ্রকার মুনিগণ ইহার সেবা করিতেছেন এবং ইহার সকল সুন্দর বনপ্রান্তসকল কৃত্রিম উদ্যানসমূহের ন্যায় বিভূষিত আছে। ২৬

এই পর্বত নিজের অত্যন্ত বিশাল মূলভাগ ও উচ্চতর শিখরের দ্বারা পৃথিবী ও আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া যেন উহার অন্তস্তল জানিবার পূর্বক অবস্থান করিতেছে। ২৭

পর্বতসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মনোহর গোমন্ত পর্বতে উপস্থিত হইয়া সেই সব যেদোনন্দন পুরুষগণ সেখানে বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন। ২৮

গরুড়তুল্য পরাক্রমশালী এই তিন মহাপুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতে সেইভাবে বেগে আরোহণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ পক্ষীরা আকাশে উড়িতে থাকে। সেই সময় ইঁহাদের মধ্যে কাঁহারও গতি অবরুদ্ধ হইল না। ২৯

ইঁহারা দেবগণের ন্যায় উহার সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হইলেন। সেখানে ইঁহারা সহসা নিজেদের বাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করিলেন, মনে হইল—সজ্জধারাই এই গৃহ নির্মাণ করিয়া লইলেন। ৩০

সেই দুই যদুনন্দনকে সেখানে বিরাজমান হইতে দেখিয়া মহামতি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম নিজের অভীষ্ট স্থানে যাইবার জন্য উঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩১

কৃষ্ণ যাস্যামহং তাত পুরং দুর্ব্বারকং বিভো
যুবয়োর্নাস্তি বৈমুখ্যং সংগ্রামে দৈবতৈরপি ॥ ৩২
প্রাপ্তবানস্মি যাং প্রীতিং মার্গানুগমনাদপি
সা মে কৃষ্ণানুগৃহ্ণাতি শরীরমিদমব্যয়ম্ ॥ ৩৩
ইদং তৎ স্থানমুদ্দিষ্টং যত্রাযুধসমাগমঃ ।
যুবয়োর্বিহিতো দেবৈঃ সময়ঃ সাম্পরায়িকঃ ॥ ৩৪
দেবানাং মুখ্য বৈকুণ্ঠ বিষ্ণো দেবৈরভিষ্টুত
কৃষ্ণ সর্ব্বস্য লোকস্য শৃণু মে নৈষ্ঠিকং বচঃ ॥ ৩৫
যদিদং প্রস্তুতং কর্ম্ম ত্বয়া গোবিন্দ লৌকিকম্
মানুষাণাং হিতার্থায় লোকে মানুষদেহিনা ॥ ৩৬
তস্যায়ং প্রথমঃ কল্পঃ কালেন তু নিযোজিতঃ ।
জরাসন্ধেন বৈ সার্দ্ধং সংগ্রামে সমুপস্থিতে ॥ ৩৭
তত্রায়ুধবলং চৈব রূপঞ্চ রণকর্কশম্ ।
স্বয়মেবাত্মনা কৃষ্ণ যথাত্মানং বিধৎস্ব চ ॥ ৩৮

তাত ! চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ ! এখন আমি দুর্ব্বারক নগরে যাইব। তোমাদের দুইজনকে ত' দেবতারাও যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না ( সুতরাং মনুষ্যের কথা কি বলিবার আছে ? ) ॥ ৩২

শ্রীকৃষ্ণ ! তোমাদের দুইজনের সহিত পথে অনুগমন করিয়া আমি যে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি, তাহা আমার এই অবিনাশী দেহকে অনুগৃহীত করিতেছে ॥ ৩৩

আমি যেরূপ তোমাকে বলিয়াছিলাম ও যেখানে তোমাদের দিব্য অস্ত্রসমূহ লাভ হইবে, ইহাই সেই স্থান। দেবগণ তোমার জন্য সেই সব অস্ত্রাদি এই সময়ই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যাহা নরলোকের পক্ষে হিতকর ॥ ৩৪

দেবগণপ্রধান বৈকুণ্ঠ ! তুমি সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু। দেবতারা সকলে তোমার স্তুতি করেন। শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি আমার তাত্ত্বিক ( তথ্যপূর্ণ ) কথা শ্রবণ কর, যাহা জগতের পক্ষে হিতকর ॥ ৩৫

গোবিন্দ ! তুমি মনুষ্যগণের হিতের জন্য সংসারে মানবদেহ ধারণ করত যে এই লৌকিক কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ, তাহার এই প্রথম প্রয়োগ হইতে চলিয়াছে। কাল তাহার আয়োজন এখানে করিয়াছে ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ ! জরাসন্ধের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পর তুমি স্বয়ংই নিজের দ্বারা নিজেকে অস্ত্রবলসম্পন্ন করিয়া লইবে এবং নিজের রণকর্কশ রূপ ধারণ করিবে ॥ ৩৭-৩৮

চক্রোদ্যতকরং দৃষ্ট্বা ত্বাং গদাপাণিমাহবে
চতুর্ভিরুপপীনাংসং বিভেত্যপি শতক্রতুঃ ॥ ৩৯
অস্ত্রপ্রভৃতি তে যাত্রা যথোক্তা সমুপস্থিতা ।
পৃথিব্যাং পার্থিবেন্দ্রাণাং কৃতান্তে ত্বয়ি মানদ ॥ ৪০
বৈনতেয়স্য চাহ্বানং বাহনং ক্লমকর্ষণঃ ।
কুরু শীঘ্রং মহাবাহো গোবিন্দ বদতাং বর ॥ ৪১
যুদ্ধকামা নৃপতয়স্ত্রিদিবাভিমুখোদ্যতাঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রবশগাস্তিষ্ঠন্তি রণত্বরাঃ ॥ ৪২
রাজ্ঞাং নিধনদৃষ্টার্থা বৈধব্যেন হিতাশিতা
একবেণীধরা চেয়ং বসুধা ত্বাং প্রতীক্ষতে ॥ ৪৩
সগ্রহং কৃষ্ণ নক্ষত্রং সংক্ষিপারিবিমর্দ্দন
ত্বয়ি মানুষমাপন্নে যুদ্ধে চ সমুপস্থিতে ॥ ৪৪
তদ্গচ্ছ কৃষ্ণ যুদ্ধায় দানবানাং বধায় চ ।
স্বর্গায় চ নরেন্দ্রাণাং দেবতানাং সুখায় চ ॥ ৪৫

যে সময় তুমি মাংসল চারি ভুজযুক্ত হইয়া হস্তে চক্র ও গদা উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইবে, সেই সময় তোমাকে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হইয়া উঠিবেন ॥ ৩৯

মানদ ! যখন তুমি হস্তে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়াছ, তখন আজ হইতেই ভূমণ্ডলের রাজাদের স্বর্গীয় যাত্রা আরম্ভ হইয়া যাইবে ॥ ৪০

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু গোবিন্দ ! তুমি নিজের ক্লমাপনয়নরূপ কার্য্যের সিদ্ধির জন্য শীঘ্রই বাহনরূপী বিনতানন্দন গরুড়কে আবাহন কর ॥ ৪১

যুদ্ধকামী নরপতিগণ স্বর্গের জন্য অভিমুখ ও উদ্যত হইয়া, যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ৪২

রাজাদের নিধন অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করত বৈধব্যসূচক বেশভূষা ধারণ করত একবেণীধারিণী ( কেশসংস্কাররহিতা ) এই বসুন্ধরা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে ॥ ৪৩

শত্রুমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি মানবরূপ ধারণ করত এই ধরাতলে আসিয়াছ এবং যুদ্ধেরও অবসর উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্য [illegible] নভোমণ্ডলে সঙ্কুচিত না হইয়া রণভূমিতে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কোনও সময়নির্দেশের প্রতীক্ষা করিতেছে না ; কারণ, ইহাদের জন্মনক্ষত্রও ক্রূর গ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৪৪

শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি দানবগণকে বধ, নরপতিগণকে স্বর্গলোকে প্রেরণ এবং দেবতাদিগকে সুখদান করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য যাত্রা কর ॥ ৪৫

সৎকৃতোঽহং ত্বয়া কৃষ্ণ লোকৈশ্চ সচরাচরৈঃ ।
ত্বয়া সৎকৃতরূপেণ যেন সৎকৃতবানহম্ ॥ ৪৬
সাধয়ামি মহাবাহো ভবতঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে
সর্ব্বথাস্মামি দুর্গেষু কান্তারেষু মহীক্ষিতাম্ ॥ ৪৭
ইত্যুক্ত্বা প্রাদশ্রাস্ত কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ।
জয়াশিষা বর্দ্ধয়িত্বা জগামাভীপ্সিতাং দিশম্ ॥৪৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
গোমন্তারোহণং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

পশ্চিমানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি স্বভাবতঃ সকলের দ্বারা সৎকৃত। সর্ব্বাত্মা তুমি যে আমার সৎকার করিয়াছ, উহার দ্বারা আমি চরাচর প্রাণিগণসহ সম্পূর্ণ লোকসকলের দ্বারা সৎকৃত হইয়াছি এবং সর্ব্ব সময়ের জন্য সৎকারবান্ হইয়াছি । ৪৬

মহাবাহো ! আমি তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য যাহাও সাধনা করিব। সমস্ত ভূপতিদিগের কর্তব্য হইল—তাহারা দুর্গম সঙ্কট ও যুদ্ধের সময় আমাকে স্মরণ করিবে । ৪৭

এই কথা বলিয়া পরশুরাম অনায়াসেই মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণকে জয়সূচক আশীর্ব্বাদের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং অভীষ্ট দিকে চলিয়া যাইলেন । ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণ নামক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বলরামস্য সমীপে বারুণী, কান্তিঃ, শ্রী ( শোভা )-রিতি দেবাঙ্গনানামাগমনম্, গরুড়েন শ্রীকৃষ্ণস্য বৈষ্ণবমুকুটপ্রাপ্তিঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য বলরামেণ সহালোচনা, জরাসন্ধস্য সৈন্যানি দৃষ্ট্বা স্বেনৈব স্বস্য মানসিকোদ্গারপ্রকাশশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জামদগ্ন্যে গতে রামে তৌ যাদবকুলোদ্বহৌ ।
গোমন্তশিখরে রম্যে চেরতুঃ কামরূপিণৌ ॥ ১
বনমালাকুলোরস্কৌ নীলপীতাম্বরাবৃতৌ ।
নীল-শ্বেতবপুষ্মন্তৌ গগনস্থাবিবাম্বুদৌ ॥ ২
তৌ শৈলধাতুদিগ্ধাঙ্গৌ যুবানৌ শিখরে স্থিতৌ ।
চেরতুস্তত্র কান্তেষু বনেষু ক্রীড়নাদনৌ ॥ ৩
উদয়ন্তং নিরীক্ষন্তৌ শশিনং জ্যোতিষাং বরম্ ।
উদয়াস্তমনে চৈব গ্রহাণাং ধরণীধরে ॥ ৪
অথ সঙ্কর্ষণঃ শ্রীমান্ বিনা কৃষ্ণেন বীর্য্যবান্ ।
চচার তস্য শিখরে নগস্য নগসন্নিভঃ ॥ ৫
প্রফুল্লস্য কদম্বস্য স্কন্ধাগ্রে নিষসাদ হ ।
বায়ুনা মন্দগন্ধেন বীজ্যমানঃ সুখেন বৈ ॥ ৬
তস্য তেনানিলৌঘেন সেব্যমানস্য তত্র বৈ
নস্তসংস্পর্শজো গন্ধঃ সংস্পৃশন্ ঘ্রাণমাগতঃ ॥ ৭

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[ বলরামের নিকট বারুণী, কান্তি ও শ্রী ( শোভা )—এই দেবাঙ্গনাগণের আগমন, গরুড় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণব মুকুট প্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের বলরামের সহিত আলোচনা এবং জরাসন্ধের সৈন্য সকল দর্শন করিয়া নিজেকে নিজেরই মানসিক উদ্গারপ্রকাশ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! পরশুরাম চলিয়া যাইলে পর যাদবকুলের ভারবহনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করত গোমন্ত পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ১

তখন ইঁহাদের দুইজনের বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভা পাইতেছিল। উভয়ে ক্রমশঃ নীল ও পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করত নিজ নিজ গৌর এবং শ্যাম দেহের দ্বারা আকাশে স্থিত দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । ২

পর্ব্বতীয় ধাতুসমূহ নিজেদের অঙ্গে লেপন করত সেই পর্ব্বতের শিখরে অবস্থান পূর্ব্বক নবযুবক দুই বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার লালসায় বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ৩

ইঁহারা পর্ব্বতের উপরে জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রগুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দ্রের উদয়ের দর্শন এবং গ্রহসকলের উদয়াস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন । ৪

একদিন পরাক্রমশালী শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীতই সেই পর্ব্বতের শিখরে বিচরণ করিতেছেন, তখন তিনি স্বয়ং দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন । ৫

তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে বিকসিত এক কদম্ব বৃক্ষের ছায়ায় যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন । ৬

যখন মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইয়া বলরামের সেবা করিতেছিল, তখন তাঁহার নাসেন্দ্রিয়মধ্যে মধু স্পর্শ করিয়া উৎপন্ন সুগন্ধ যুক্ত বায়ু প্রবিষ্ট হইল । ৭

তৃষ্ণা চৈনং বিবেশাথ বারুণীপ্রভবা তদা।
ততঃ শোষং চ মুখং তস্য মদ্যস্থেবাপরেহহনি ॥ ৮
স্মারিতঃ স পুরাবৃত্তমমৃতপ্রাশনং বিভুঃ
তৃষিতো মদিরান্বেষী ততস্তং তত্রৈক্ষত ॥ ৯
তস্য প্রাবৃষি বৃক্ষস্য যদম্ভো জলদোজ্ঝিতম্
তৎকোটরস্থং মদিরা সঞ্জাতং মধু যথা ॥ ১০
তাং তু তৃষ্ণাভিভূতাত্মা পিবন্নপি ইবাসকৃৎ
মোহাচ্চ চলিতাকারঃ সঞ্জাতঃ স প্রভুঃ ॥ ১১
তস্য মত্তস্য বদনং কিঞ্চিচ্চলিতলোচনম্
ঘূর্ণিতাকারমভবচ্ছরৎকালেন্দুসপ্রভম্ ॥ ১২
কদম্বকোটরে জাতা নাম্না কাদম্বরীতি সা
রূপিণী বারুণী তত্র দেবানামমৃতারণী ॥ ১৩
কাদম্বরীমদকলং বিদিত্বা তৃষ্ণপূর্বকম্
তিস্রস্ত্রিদশনাথাস্তমুপতস্থুঃ প্রিয়ম্বদাঃ ॥ ১৪
মদিরা রূপিণী ভূত্বা কান্তিশ্চ শশিনঃ প্রিয়া।
শ্রীশ্চ দেবী বরিষ্ঠা স্ত্রী বলদেবং মুদান্বিতা ॥ ১৫
সাঞ্জলিপ্রগ্রহা দেবী সৌহিত্যেয়মুপস্থিতা।
বারুণ্যা সহিতং বাক্যমুবাচ মদবিহ্বলম্ ॥ ১৬
বলঃ জয়স্ব দৈত্যানাং বলদেব দিবীশ্বর
অহং তে দয়িতা কান্তা বারুণী সমুপস্থিতা ॥ ১৭
ত্বামেবানুস্মৃতিঃ জ্ঞাত্বা পাতালং বড়বামুখে
ক্ষীণপুণ্যেব বসুধাং পর্যেমি বিমলানন ॥ ১৮
পুষ্পচক্রাঙ্কলিপ্তেষু কেশরেষূষিতঃ ময়া।
অতিমুক্তেষু চাক্ষোভ্যা পুষ্পস্তবকবৎসু চ ॥ ১৯
অহং কদম্বনালীনা মেঘকালে মুখপ্রিয়াঃ
তৃষিতং মার্গমাণা ত্বাং যেন রূপেণ হাদিতা ॥ ২০

---

সেই সময় তাঁহার হৃদয়ে বারুণী (মধু বা অমৃত)-পানের তৃষ্ণার আবেশ হইল। তারপর অন্য দিনে মত্ত পুরুষের ন্যায় তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ৮

এই সময় প্রভু বলরামের পূর্বকালে পীত অমৃতপানের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন তিনি তৃষিত হইয়া সেই অমৃত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তারপর সেই বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ৯

বর্ষাকালে সেই বিকসিত কদম্ব বৃক্ষের উপরে মেঘ যে জল বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাই সেই বৃক্ষের কোটরে মনোহর সুধারূপে উৎপন্ন হইয়া যাইল। ১০

বলরামের হৃদয় পিপাসায় তখন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি পিপাসাপীড়িত পুরুষের ন্যায় সেই অমৃত বারংবার পান করিতে লাগিলেন। উহা অধিক পান করায় তাঁহার উপর মাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই প্রভাবশালী বলরামের দেহ টলিতে লাগিল। ১১

মধুপানমত্ত বলরামের মুখ যেন ঘূর্ণিতাকার হইয়া উঠিল (ঘুরিতে লাগিল) এবং নয়নদ্বয় কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। তাঁহার মুখের প্রভা শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। ১২

এই মধুময়ী সুধা কদম্ববৃক্ষের কোটরে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইজন্য উহা 'কাদম্বরী' নামে বিখ্যাত হইল। সেখানে মূর্তিমতী বারুণী প্রকটিত হইয়াছিলেন, যিনি দেবগণের জন্য অমৃত সম্পাদন করেন। ১৩

শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ আত্মা বলরামকে কাদম্বরীপানের মদে মত্ত হইয়া স্পষ্ট কথা বলিতে অসমর্থ জানিয়া তিন প্রিয়বাদিনী দেবাঙ্গনা তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ১৪

এক মদিরা—মধু বা অমৃতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (যাঁহাকে বারুণী বলা হয়) ছিলেন, দ্বিতীয়—চন্দ্রের প্রিয় কান্তি (কান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী) ছিলেন এবং তৃতীয়—শ্রীদেবী ছিলেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা স্ত্রীরূপে পরিচিতা, যাঁহার অঙ্গে কমল চিহ্নরূপে বিরাজমানা, এই দেবী হাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া রোহিণীনন্দন বলরামের সেবায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বারুণী সহ মদবিহ্বল বলরামকে এই কথা বলিলেন। ১৫-১৬

প্রথমে বারুণী বলিলেন—দেবলোকেশ্বর বলদেব! আপনি দৈত্যদৈত্যদিগকে জয় করুন। আমি প্রাণবল্লভা বারুণী আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি। ১৭

বিমলবদন দেব! আমি আপনাকে বরুণদেবের নিকট পাতালে সেইরূপে নিত্য বিরাজমান বলিয়া জানি, কিন্তু এই সময়ে ভূতলে অবতার গ্রহণ করায় সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি পুণ্যহীনা নারীর ন্যায় আপনার অন্বেষণে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি। ১৮

অক্ষয় বীর! আমি পুষ্পসমূহে অনুলিপ্ত কেশরসকলে বাস করিয়াছি এবং পুষ্পসমূহের গুচ্ছে সুশোভিত মাধবী লতাসকলেও বাস করিয়াছি। ১৯

আমার জন্য পিপাসিত আপনাকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমি নিজের রূপকে গোপন করিয়া বর্ষাকালে কদম্ব বৃক্ষের

নাস্মি পূর্ব্বেণ যোগেন যথৈবামৃতমন্থনে
সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘ ॥ ২১
সা যথৈবার্ণবগতা তথৈব বড়বামুখে।
ত্বয়োপভোক্তুমিচ্ছামি মন্যতে ত্বং হি মে গুরুঃ ॥ ২২
ন ত্বামহং পরিত্যক্ষ্যে ভর্ৎসিতাপি ত্বয়ানঘ
নাহং ত্বয়া বিনা লোকানুৎসহে দেব সেবিতুম্ ॥ ২৩
আদিপদ্মঞ্চ পদ্মাঙ্কং দিব্যং শ্রবণভূষণম্
কৌশেয়ানি চ নীলানি সমুদ্রার্হাণি বিভ্রতী ॥ ২৪
মদিরানন্তরং কান্তিঃ সঙ্কর্ষণমুপস্থিতা
মদেনাগলিতশ্রোণী কিঞ্চিদাঘূর্ণিতেক্ষণা ॥ ২৫
প্রোবাচ প্রণয়াৎ কান্তির্বদ্ধাঞ্জলিপুটা সতী।
জয়পূর্ব্বেণ যোগেন সস্মিতং বাক্যমর্থবৎ ॥ ২৬
অহং চন্দ্রাদপি গুরুং সহস্রশিরসং প্রভুম্
সৈবং দৈবতগুরুকা ত্বাং সাথৈব নন্দিতা তথা ॥ ২৭
শ্রীশ্চ পদ্মালয়া দেবী বিভ্রয়া বৈষ্ণবোরসি।
রৌহিণেয়োরসি শুভা মালেবাবনতা গতা ॥ ২৮
সা মালামমলাং গৃহ্য বলস্যোরসি সংস্থিতা।
পদ্মাস্যা পদ্মহস্তা বৈ সঙ্কর্ষণমথাব্রবীৎ ॥ ২৯
রাম রামাভিরামস্ত্বং বারুণ্যা সমলঙ্কৃতঃ।
কান্ত্যা ময়া চ দেবেশ সম্পূর্ণচন্দ্রমা যথা ॥ ৩০
ইদঞ্চ সা ময়া মৌলিঃ প্রোদ্ধৃতা বরুণালয়াৎ।
মূর্দ্ধি শীর্ষসহস্রস্য যা তে ভাস্করিবাবভৌ ॥ ৩১
জাতরূপময়ং চৈকং কুণ্ডলং বজ্রভূষিতম্।
আদিপদ্মঞ্চ পদ্মাঙ্কং দিব্যশ্রবণভূষণম্ ॥ ৩২

---

কোটরে লুকাইয়া ছিলাম। আপনার মুখে বাস করাই আমার বিশেষ প্রিয়। ২০

নিষ্পাপ বলরাম! যেরূপ পুরাকালে অমৃতমন্থনের সময় পূর্ব্বযোগে যুক্ত হইলে পর আমার পিতা বরুণ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, যেরূপ সমুদ্রে ও পাতালে আমি আপনার সমীপে বাস করি, সেইরূপ এই সময়েও আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি এবং ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনার দ্বারা আমার উপভোগ হউক; কারণ, আমার হৃদয় আপনাকেই স্বামী বলিয়া মনে করে। ২১-২২

নিষ্পাপ! আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তথাপি আমি অন্তত আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। দেব! আমি সমুদ্রবাসিনীদিগের যোগ্য নীলবর্ণের রেশমী শাড়ী পরিধান করত আদিপদ্ম ও পদ্মচিহ্নিত দিব্য কর্ণভূষণ ধারণ করিয়া আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি। আমি আপনাকে ব্যতীত অন্য লোকসকলকে সেবা করিতে অভিলাষ করি না। ২৩-২৪

বারুণীর পর কান্তিদেবী সঙ্কর্ষণের সেবায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহার কটিদেশ তখন মদে কিছু কম্পিত হইতেছিল। নয়ন ঈষৎ ঘুরিতেছিল। ইনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—বলরামের জয় হউক। তারপর প্রণয়ভরে ঈষৎ হাস্যসহকারে এই প্রয়োজন-পূর্ণ বাক্য বলিলেন। ২৫-২৬

দেব! আপনার সহস্র মস্তক। আপনি জগতের প্রভু। আমার দৃষ্টিতে আপনার গৌরব চন্দ্র হইতেও অধিক। আমিও বারুণীর ন্যায় আপনার দীর্ঘ গুণসমূহে আকৃষ্ট হইয়া আপনাতে অনুরক্ত হইয়াছি। (সেইজন্য আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাকে অঙ্গীকার করুন।) ২৭

যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে নিত্য নিবাস করেন, সেই পদ্মবাসিনী দেবী শ্রী (সৌন্দর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী শোভা) রোহিণী-নন্দন বলরামের বক্ষঃস্থলে সুন্দর মালার ন্যায় প্রতিষ্ঠিতা হইয়া নির্ম্মলতার প্রাপ্ত হইলেন*। ইঁহার মুখ পদ্মের ন্যায় সুশোভিত ছিল এবং ইঁহার হস্তে পদ্ম দৃষ্ট ছিল। বলরামের বক্ষে স্থিত হইয়া এক নির্ম্মল মালা গ্রহণ করত সঙ্কর্ষণকে বলিলেন। ২৮-২৯

দেবেশ্বর রাম! বলরাম! আপনি অভিরাম অভিরাম (সুন্দর)। আপনি বারুণীর দ্বারা, কান্তির দ্বারা ও আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া চন্দ্রসদৃশ প্রকাশিত হইতেছেন। ৩০

সহস্রমস্তক অনন্তদেব আপনার মস্তকে যাহা সূর্য্যতুল্য উদ্ভাসিত হইত, এই সেই মুকুট আমি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। ৩১

ইহা ব্যতীত বজ্রমণির (হীরকের) দ্বারা বিভূষিত এক সুবর্ণ কুণ্ডলও আমি আনিয়াছি। এই কুণ্ডল আপনার এক কর্ণের দিব্য-ভূষণ। ইহাকে আদিপদ্ম ও পদ্মাঙ্ক বলা হয়। ৩২

---

* এস্থলে শ্রী শব্দের অর্থ শোভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী দেবী ত' ভগবান্ বিষ্ণুর অনন্যানুরাগিণী পতিব্রতা পত্নী। এস্থানে যে মধু, কান্তি ও শোভা—এই তিন লোক-মাতার বস্তুরই অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই উল্লেখ করা হইয়াছে—এরূপ বুঝিতে হইবে।

কৌশেয়ানি চ নীলানি সমুদ্রার্হাণি তাবতঃ
হারঞ্চ পীনতরলং সমুদ্রাভ্যন্তরোষিতম্ ॥ ৩৩
দেবেমাঃ প্রতিগৃহ্নীষ্ব পৌরাণীঃ ভূষণক্রিয়াম্
সময়স্তে মহাবাহো ভূষণানামলঙ্ক্রিয়া ॥ ৩৪
সংগৃহ্য তমলঙ্কারং তাশ্চ তিস্রঃ সুরস্ত্রিয়ঃ।
শুশুভে বলদেবো হি শারদেন্দুসমপ্রভঃ ॥ ৩৫
স সমাগম্য কৃষ্ণেন জলজাম্ভোদবর্চ্চসা
মুদং পরমিকাং লেভে প্রযুক্তঃ শশী যথা ॥ ৩৬
তাভ্যামুভাভ্যাং সংলাপে বর্ত্তমানে গৃহে যথা
বৈনতেয়স্ততোহধ্বানমতিচক্রাম বেগতঃ ॥ ৩৭
সংগ্রামমুক্তস্তেজস্বী দৈত্যপ্রহরণাঙ্কিতঃ।
দেবতানাং জয়শ্লাঘী দিব্যস্রগনুলেপনঃ ॥ ৩৮
সুপ্তস্য শয়নে দিব্যে ক্ষীরোদে বরুণালয়ে
বিষ্ণোঃ কিরীটং দৈত্যেন হৃতং বৈরোচনেন বৈ ॥ ৩৯
তদর্থং তেন সংগ্রামঃ কৃতো দুর্দ্ধর্ষমোজসা
কিরীটার্থে সমুদ্রস্য মধ্যে দৈত্যগণৈঃ সহ ॥ ৪০
মোক্ষয়িত্বা কিরীটং তু বৈষ্ণবং পততাং বরঃ
বাতাক্রমস্ত বেগেন গগনং দেবতালয়ম্ ॥ ৪১
স দদর্শ গুরুং শৈলে বিষ্ণুং কার্য্যান্তরাগতম্
যেন ক্রোড়াবলম্বেন কিরীটেন বিরাজতা ॥ ৪২
স দৃষ্ট্বা মানুষং বিষ্ণুং শৈলরাজশিরোগতম্
প্রকাশচেষ্টানির্মুক্তং বিমৌলিমিব মানুষম্ ॥ ৪৩
অভিজ্ঞস্তস্য ভাবানাং গরুত্মান্ পততাং বরঃ।
চিক্ষেপ খং গতো মৌলিং বিষ্ণোঃ শিরসি হৃষ্টবৎ ॥ ৪৪
উপেন্দ্রমূর্দ্ধি সা মৌলিঃ শিরস্কা ইবাপতৎ
শিরসঃ স্থাননির্মুক্তা কৃষ্ণং চৈবাধ্যশোভয়ৎ
যথৈব মেরুশিখরে ভাস্কর্মাল্যশিনে যথা ॥ ৪৫

যায়। সমুদ্রেই পাওয়া যায়, এরূপ নীলবর্ণের বহু রেশমী বস্ত্র (অথবা আপনার ইচ্ছার অনুরূপ নীল কৌশেয় বস্ত্র) এবং এই পীন (অতিশয় মোটা) তরল হার, যাহা সমুদ্রেই বিদ্যমান আছে, আমি আপনার জন্য লইয়া আসিয়াছি। (আপনি এই সব সাদরে গ্রহণ করুন।)। ৩৩

দেব! এ সমস্তই আপনার পুরাতন ভূষণ-সামগ্রী। আপনি এই সব গ্রহণ করুন। মহাবাহো! আপনার পক্ষে ভূষণগ্রহণ করিবার ইহাই সময়। আপনার দ্বারাই এই সব ভূষণ শোভা প্রাপ্ত হয়, ইহাদের দ্বারা আপনি নন। ৩৪

সেই অলঙ্কার ও সেই তিন দেবাঙ্গনাকে গ্রহণ করিয়া বলরাম শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৫

তারপর তিনি নীল পদ্ম ও মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া প্রবুদ্ধ চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন এবং অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ৩৬

তারপর দুই ভ্রাতা যেরূপ গৃহে বসিয়া আলাপ আলোচনা করেন, সেইরূপ সেখানে আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময় বিনতানন্দন গরুড় বেগ সহকারে বহু পথ অতিক্রম করিয়া সেখানে আসিলেন। ৩৭

তেজস্বী গরুড় এই সময় এক যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া সেখানে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অঙ্গে দৈত্যগণের প্রহারের চিহ্ন রহিত ছিল। ইনি দেবগণের বিজয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং দিব্য পুষ্পমালা ও দিব্য চন্দন ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৮

বরুণের নিবাসভূত ক্ষীর সমুদ্রে যখন ভগবান্ বিষ্ণু দিব্য শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় বিরোচনের পুত্র এক দৈত্য তাঁহার কিরীট হরণ করিয়া লইয়া যায়। ৩৯

নিজের গুরুস্বরূপ ভগবানের নিমিত্ত সেই কিরীট ফিরাইয়া আনিবার জন্য গরুড় সমুদ্রমধ্যে দৈত্যগণের সহিত বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৪০

ভগবান্ বিষ্ণুর সেই কিরীট দৈত্যগণের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় সবেগে দেবতাদিগের নিবাসভূত আকাশে উড়িয়া যাইলেন। ৪১

তারপর তিনি দেখিলেন,—তাঁহার গুরু বিষ্ণু বিশেষ কার্য্যের জন্য এই পর্ব্বতে আসিয়াছেন। তিনি সেই সময় সেই প্রকাশমান কিরীট ক্রীড়াপূর্ব্বক নিজের চঞ্চু দ্বারা লইয়া যাইতেছিলেন। ৪২

গিরিরাজ গোমন্তের শিখরে বিরাজমান মানবরূপধারী বিষ্ণুকে প্রকাশ ও চেষ্টারহিত এবং মুকুটহীন দেখিয়া তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিতে অভিজ্ঞ পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় আকাশে থাকিয়াই হৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুর মস্তকে সেই মুকুট নিক্ষেপ করিলেন। ৪৩-৪৪

সেই মুকুট শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে পতিত হইল এবং এরূপ বসিয়া যাইল যেন কেহ সেই মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। মস্তকের যথাস্থানে নিশ্চিতরূপে আবদ্ধ হইয়া সেই মুকুট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শোভা বর্দ্ধন করিল। যেরূপ দিবা দ্বিপ্রহরে মেরুপর্ব্বতের শিখরে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হন, সেইরূপ এই মুকুটও তাঁহার মস্তকে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। ৪৫

বৈনতেয়প্রয়োগেণ বিদিত্বা মৌলিমাগতাম্ ।
কৃষ্ণঃ প্রহৃষ্টবদনো রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৬
হন্তেহ খলু কার্য্যার্থো দেবতানাং ন সংশয়ঃ
যথেয়মাবয়োঃ শৈলে সংগ্রামরচনা কৃতা ॥ ৪৭
বৈরোচনেন সুপ্তস্য মম মৌলির্মহোদধৌ
শক্রস্য সদৃশং রূপং বিধায়াস্থায় সাগরাৎ ॥ ৪৮
প্রাহ্রাপেণ যো নীত আনীতোঽসৌ গরুত্মতা ।
সমাক্ষিপ্তমমৌলির্মূর্দ্ধ্না ক্ষিপ্তো গরুত্মতা ॥ ৪৯
সুব্যক্তং সন্নিকৃষ্টঃ স জরাসন্ধো নরাধিপঃ ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাগ্রাণি রথানাং বাতরংহসাম্ ॥ ৫০
এতানি বিজিগীষূণাং শশিকল্পানি ভূভৃতাম্
ছত্রাণ্যার্য্য বিরাজন্তে সংস্থিতানি সিতানি চ ॥ ৫১
অহো নৃপরথোপাগ্রা বিমলাচ্ছত্রপঙ্‌ক্তয়ঃ ।
অভিবর্ত্তন্তি নঃ শুভ্রা যথা খে হংসপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ৫২
অহো জ্যোতির্বিমলাভানাং শস্ত্রাণাং বিমলাননা
প্রভা ভাস্করভামিশ্রা চরতীব দিশো দশ ॥ ৫৩
এতানি নূনং সমরে পার্থিবৈরায়ুধানি চ ।
ক্ষিপ্তানি বিনশিষ্যন্তি ময়ি সর্ব্বাণি সংযুগে ॥ ৫৪
কালে খলু নৃপঃ প্রাপ্তো জরাসন্ধো মহীপতিঃ
আবয়োর্যুদ্ধনিকষঃ প্রথমঃ সমরাতিথিঃ ॥ ৫৫
আর্য্য তিষ্ঠাব সহিতৌ ন যাবদাগতে নৃপে
যুদ্ধারম্ভঃ প্রযোক্তব্যো বলং তাবদ্ বিমৃশ্যতাম্ ॥ ৫৬
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণঃ স্বস্থঃ সংগ্রামলালসঃ
জরাসন্ধবধং প্রেপ্সুশ্চক্রে বলদর্শনম্ ॥ ৫৭
বীক্ষমাণশ্চ তান্ সর্ব্বান্ নৃপান্ যদুবরোঽব্যয়ঃ
আত্মানমাত্মনোবাচ যৎপূর্ব্বং দিবি মন্ত্রিতম্ ॥ ৫৮
ইমে তে পৃথিবীপালাঃ পার্থিবে বর্ত্মনি স্থিতাঃ
যে বিনাশং গমিষ্যন্তি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৫৯

---

গরুড়ের প্রয়োগে মুকুট মস্তকের উপর আসিয়াছে, ইহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি সেই সময় বলরামকে এই কথা বলিলেন । ৪৬

এই পর্ব্বতে আমাদের দুইজনের যেভাবে যুদ্ধোপযোগী বেশ-ভূষা রচনা করিয়া দেওয়া হইল, ইহাতে এই অনুমান হইতেছে যে, দেবগণের কার্য্য ও প্রয়োজন শীঘ্রই সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই । ৪৭

যখন আমি মহাসমুদ্রে নিদ্রিত ছিলাম, সেই সময় বিরোচন-পুত্র ইন্দ্রের সদৃশ রূপ ধারণ করত সেখানে গিয়াছিল এবং যখন আমি শেষশয্যা হইতে উঠিয়া এখানে আসি, তখন সে ঐ রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেখান হইতে আমার মুকুট লইয়া পলায়ন করে ; কিন্তু গরুড় তাহার নিকট হইতে এই মুকুট কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছে এবং সে-ই গরুড়ই ইহাকে আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছে । ৪৮-৪৯

নিশ্চয়ই রাজা জরাসন্ধ অতিশয় নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; কারণ, বায়ুতুল্য বেগবান্ রথসমূহের ধ্বজদণ্ডের এই সব অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে । ৫০

আর্য্য ! বিজয়াভিলাষী নৃপতিগণের এই চন্দ্রতুল্য শ্বেত কান্তিযুক্ত সুসজ্জিত ছত্র প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহাদের সংখ্যা পরিমিত বলিয়াই মনে হইতেছে । ৫১

অহো ! নরপতিগণের রথসমূহের উপরে বিরাজমান এই যে সব শ্বেতবর্ণ উচ্চ ছত্রপঙ্‌ক্তি আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ইহারা আকাশে উড্ডীয়মান উজ্জ্বল হংসপঙ্‌ক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে । ৫২

অহো ! এই নির্ম্মল প্রভাবিশিষ্ট অস্ত্রসকলের চমকে আকাশের মুখও উজ্জ্বল ও প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে । অস্ত্রসমূহের এই দীপ্তি সূর্য্যদেবের কিরণাবলির সহিত মিশ্রিত হইয়া দশ দিকে যেন বিচরণ করিতেছে । ৫৩

নিশ্চয়ই নৃপতিগণের সমরাঙ্গণে আমার উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই সব অস্ত্রসমূহ যুদ্ধস্থলে নষ্ট হইয়া যাইবে । ৫৪

রাজা জরাসন্ধ যথাকালেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই নৃপই আমাদের যুদ্ধকৌশলের কষ্টি-প্রস্তর এবং সমরাঙ্গণে প্রথম অতিথি । ৫৫

আর্য্য ! আমরা দুইজনে একসঙ্গে থাকিব । রাজা জরাসন্ধ আসিবার পূর্ব্বে এখন আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত হইবে না । যতক্ষণ না সে আসিয়া উপস্থিত হয়, ততক্ষণ আমরা তাহার বলের উপর পরামর্শ করি আসুন । ৫৬

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বস্থ ভাবে সংগ্রামের লালসা করিয়া জরাসন্ধের বধ কামনা করিতে করিতে তাহার সৈন্যবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ৫৭

সেই সব নরপতিগণকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবিনাশী যদুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনেই নিজেকে নিজে বলিতে লাগিলেন—অহো ! দিব্য লোকে দেবগণের সহিত যে গুপ্ত

প্রোক্ষিতান্ বধিষ্যামো মৃত্যুনা নৃপসত্তমান্ ।
স্বর্গগামীনি চাপ্যেষাং বপূংষি প্রচকাশিরে ॥ ৬০
ভারে ভারপরিশ্রান্তা বসুধেয়ং দিবং গতা ।
এষাং নৃপতিসিংহানাং বলৌঘৈরভিপীড়িতা ॥ ৬১
অল্পেন খলু কালেন বিবিক্তং পৃথিবীতলম্ ।
ভবিষ্যতি নরেন্দ্রৌঘৈরাকীর্ণঞ্চ নভস্তলম্ ॥ ৬২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
জরাসন্ধাভিগমনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

মন্ত্রণা করা হইয়াছিল, তদনুসারে এই নৃপতিবৃন্দ রাজোচিত মার্গেই অবস্থান করিতেছে। ইহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৫৮—৫৯

আমি ত' ইহাই মনে করি যে, মৃত্যু সম্বন্ধে আহুতিদানের জন্য এই শ্রেষ্ঠ রাজাদিগকে প্রোক্ষণ করিয়াছে। ইহাদের স্বর্গগামী সকল শরীর এখন হইতেই প্রকাশিত হইতেছে। ৬০

এই পৃথিবী এই শ্রেষ্ঠ রাজগণের সৈন্যবৃন্দের দ্বারা পীড়িতা হইয়া এবং ইঁহাদের ভারে পরিশ্রান্ত হইয়া যে দেবলোকে গমন করিয়াছিল, তাহা ইহার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৬১

এখন অল্পকালের মধ্যেই এই ভূমণ্ডল এই সব রাজগণ হইতে শূন্য হইয়া যাইবে এবং আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ৬২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে জরাসন্ধের যুদ্ধাভিযাননামক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ জরাসন্ধসৈন্যানাং বর্ণনম্, তৎসৈন্যানাং পর্ব্বতদাহঃ, উৎপ্লুত্য বলরাম-শ্রীকৃষ্ণয়ো রাজসৈন্যমধ্যে আগমনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
জরাসন্ধস্ততঃ প্রাপ্তো নৃপঃ সর্ব্বমহীক্ষিতাম্
নরাধিপৈর্বলবৃতৈরনুযাতো মহাদ্যুতিঃ ॥ ১
ব্যায়তোদগ্রতুরগৈর্বিস্পষ্টার্থসমাহিতৈঃ ।
রথৈঃ সাংগ্রামিকৈর্যুক্তৈরসঙ্গগতিভিঃ ক্বচিৎ ॥ ২
হেমকক্ষৈর্মহাঘণ্টৈর্বারণৈর্বারিদোপমৈঃ ।
মহামাত্রোত্তমারূঢ়ৈঃ কল্পিতৈ রণগর্বিতৈঃ ॥ ৩
অশ্বারূঢ়ৈঃ সাদিভির্যুক্তৈঃ প্রেঙ্খমাণৈঃ প্রবল্গিতৈঃ ।
বাজিভির্বায়ুসঙ্কাশৈঃ প্লবদ্ভিরিব পত্রিভিঃ ॥ ৪
খড়্গচর্ম্মধরোদগ্রৈঃ পত্তিভির্বলিনাং বরৈঃ ।
সহস্রসংখ্যৈর্নির্মুক্তৈরুৎপতদ্ভিরিবোরগৈঃ ॥ ৫
এবং চতুর্বিধৈঃ সৈন্যৈঃ প্রচলদ্ভিরিবাম্বুদৈঃ ।
নৃপোঽভিযাতো বলবান্ জরাসন্ধো ধৃতব্রতঃ ॥ ৬

## দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

[ জরাসন্ধের সৈন্যগণের বর্ণন, তাঁহার সৈন্যদের পর্ব্বত দাহ এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাজসৈন্যমধ্যে আগমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর সমস্ত ভূপতিগণের রাজা মহাতেজস্বী জরাসন্ধ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার পশ্চাতে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ অন্যান্য বহু নরপতি ছিলেন। ১

কোনস্থলে অশ্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরুষগণের দ্বারা যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশাল ও প্রচণ্ড বলশালী অশ্বসকলে যুক্ত বহু রথ যুদ্ধোপযোগী সামগ্রীসমূহে সম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। তখন এই সব রথের গতি কোথাও অবরুদ্ধ হইল না। ২

কোথাও বহু সংখ্যক হাতী যাইতেছিল, যাহাদের উত্তম কক্ষ স্বর্ণের শিকলের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা হইয়াছিল। ইহাদের উভয় পার্শ্বে বড় বড় ঘণ্টা ঝুলিতেছিল। এই সমস্ত হাতীই মেঘতুল্য প্রতীত হইতেছিল। ইহাদের উপর উত্তম মাহুত বসিয়া ছিল এবং রণগর্বিত ও কুশল যোদ্ধাগণের দ্বারা ইহাদিগকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ৩

কোনও স্থলে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বের উপর যথাযথভাবে বসিয়া ছিলেন। ইহাদের এই সব অশ্ব বায়ুসদৃশ বেগশালী ছিল এবং এই অশ্বগণ লম্ফপ্রদান করিতে করিতে আসিবার সময় আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৪

বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদাতি সৈন্যরাও ঢাল ও তরবারি লইয়া প্রচণ্ডরূপ ধারণ করতে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহারা হাজার সংখ্যায় এক সঙ্গে যাইতেছিলেন এবং খোলসমুক্ত সর্পগণের ন্যায় লম্ফিত গতিতে আসিতেছিলেন। ৫

এইরূপে আকাশে ধাবমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে লইয়া বীরব্রত ধারণকারী বলবান্ রাজা জরাসন্ধ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৬

স রথৈর্নেমিঘোষৈশ্চ গজৈশ্চ মদসংবৃতৈঃ
হেমচিত্রৈশ্চ পি তুরগৈঃ ক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টপত্তিভিঃ ॥ ৭
নাদয়ন্ দিশঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাংশ্চাপি গুহাশয়ান্ ।
স রাজা সাগরাকারঃ সৈন্যৈঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৮
তদ্বলং পৃথিবীশানাং হৃষ্টযোধজনাকুলম্ ।
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতরবং মেঘসৈন্যমিবাবভৌ ॥ ৯
রথৈঃ পবনসম্পাতৈর্গজৈশ্চ জলদোপমৈঃ
তুরগৈশ্চাসিতাভ্রাভৈঃ পত্তিভিশ্চাপি দংশিতৈঃ ॥ ১০
ব্যামিশ্রং তদ্বলং ভাতি সদ্বিপরথাকুলম্ ।
ঘর্ম্মান্তে সাগরগতং যথাভ্রপটলং তথা ॥ ১১
সবলাস্তে মহীপালা জরাসন্ধপুরোগমাঃ ।
পরিবার্য্য গিরিং সর্ব্বে নিবেশায়োপচক্রমুঃ ॥
বাভৌ তস্য নিবিষ্টস্য বলশ্রীঃ শিবিরস্য বৈ ।
ভক্তে পর্ব্বণি পূর্ণস্য যথারূপং মহোদধেঃ ॥ ১৩

সেই রাজা চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিযুক্ত রথসমূহ, ( চীৎকার শব্দকারী ) মদমত্ত হস্তিগণ, হেষাধ্বনিকারী অশ্বদল ও গর্জ্জনরত পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা সমস্ত দিক্ এবং সমস্ত পর্ব্বতীয় গুহাসমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সৈন্যসহ সমুদ্রের সমান দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৭-৮

নৃপতিগণের এই সব সৈন্যই হৃষ্টপুষ্ট যোদ্ধাগণের দ্বারা পূর্ণ ছিল। গর্জ্জন ও আস্ফোটনের গভীর ধ্বনিতে এই সৈন্যদল গর্জ্জনকারী মেঘগুলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৯

বায়ুসদৃশ তীব্রগতিতে গমনকারী রথসমূহ, জল মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হস্তিদল, শ্বেত গগনসদৃশ অশ্বগণ এবং কবচাদিতে সুসজ্জিত পদাতি যোদ্ধাদিগের মিশ্রিত এই সৈন্যদল সর্ব্বদিকেই সুশোভিত ছিল। মদমত্ত হস্তিগণের দ্বারা ও রথসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এই বিশাল বাহিনী বর্ষাকালে সমুদ্রের মধ্যে লক্ষিত মেঘগুলের শোভাধারণ করিতেছিল। ১০-১১

সমস্ত নৃপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যসহ সেই পর্ব্বতকে চারিদিকে আবৃত করিয়া সেনানিবাস স্থাপন করিতে ( অথবা সৈন্যসমাবেশ করিতে ) আরম্ভ করিলেন। ১২

সেখানে নিবাস স্থাপনকারী জরাসন্ধের সৈন্যশিবিরে শোভা সেইরূপ প্রতীত হইতে লাগিল, সেইরূপ শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা নিশের উত্তাল তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ মহাসাগরের রূপ দেখা যায়। ১৩

ব্যতীতায়াং ততঃ কালে নৃপাস্তে কৃতকৌতুকাঃ ।
আরোহণার্থং শৈলস্য সমেতা যুদ্ধলালসাঃ ॥ ১৪
সমবায়ীকৃতাঃ সর্ব্বে গিরিপ্রস্থেষু তে নৃপাঃ ।
নিবিষ্টা মন্ত্রয়ামাসুর্যুদ্ধকালকুতূহলাঃ ॥ ১৫
এষাস্তু তুমুলঃ শব্দঃ শুশ্রুবে পৃথিবীক্ষিতাম্ ।
যুগান্তে ভিন্নমানানাং সাগরাণাং যথা স্বনঃ ॥ ১৬
তেষাং সকণ্টকোষ্ণীষঃ স্থবিরো বেত্রপাণয়ঃ ।
চেরুর্মা শব্দ ইত্যেবং জনাস্তে রাজশাসনাৎ ॥ ১৭
তস্য রূপং বলস্যাসীন্নিঃশব্দস্তিমিতস্য বৈ ।
লীনমীনভুজঙ্গস্য নিঃশব্দস্য পয়োনিধেঃ ॥ ১৮
তস্মিন্ স্তিমিতনিঃশব্দে যোগাদিব মহার্ণবে
জরাসন্ধো বৃহদ্বাক্যং বৃহস্পতিরিবাদদে ॥ ১৯
শীঘ্রঃ সমভিবর্ত্তন্তাং বলানীহ মহীক্ষিতাম্
সর্ব্বতঃ পর্ব্বতস্যাস্য বালৌঘৈঃ পরিবার্য্যতাম্ ॥ ২০

তদনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর সকল রাজা উঠিলেন এবং মঙ্গলাচারসম্পন্ন হইয়া যুদ্ধের লালসায় গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণের জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। ১৪

পর্ব্বতের শিখরে সমবেত হইয়া এই সব রাজারা উপবিষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধের শুভ অবসরের জন্য উৎসুক হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ১৫

সৈন্যসহ এই নরপতিগণের তুমুল ধ্বনি প্রলয়কালে মর্য্যাদা ভেদ করিয়া প্রবাহিত সমুদ্রের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল। ১৬

এই রাজাদের বেত্রপাণি বৃদ্ধ রক্ষীরা কঞ্চুক ( রক্ষিপরিধান ) ও উষ্ণীষ ( পাগড়ী ) ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞায় এই কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতে লাগিল যে, কেহ কোনও শব্দ করিবেন না, সকলেই মৌন থাকিবেন। ১৭

সেই সময় নীরব ও নিশ্চল সৈন্যসমূহের রূপ শব্দহীন সেই প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল, যাহার মৎস্য ও সর্পগণ জলের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ১৮

এই সৈন্যদাগর যেন যোগবলে যখন সহসা নীরব ও নিশ্চল হইয়া রহিল, তখন বৃহস্পতিতুল্য নীতিমান্ জরাসন্ধ এই মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলিলেন। ১৯

নৃপতিগণের সেনারা শীঘ্র এখানে আক্রমণ করুক এবং সর্ব্বদিক্ দিয়া এই সৈন্যসমূহ এই পর্ব্বতকে পরিবৃত করুক। ২০

অশ্মযন্ত্রাণি যুজ্যন্তাং ক্ষেপণীয়াশ্চ মুদ্গরাঃ ।
ঊর্দ্ধ্বং চাপি প্রবাহ্যন্তাং প্রাসা বৈ তোমরাণি চ ॥ ২১
ঊর্দ্ধ্বং প্রক্ষেপণার্থায় দৃঢ়ানি চ লঘূনি চ ।
অশ্মপাতবিঘাতানি ক্রিয়ন্তামাশু শিল্পিভিঃ ॥ ১২
যুদ্ধানাং যুধ্যমানানাং প্রমত্তানাং পরস্পরম্
যথা নরপতিঃ প্রাহ তথা শীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥ ১৩
দার্যতামেষ টঙ্কৌঘৈঃ খনিত্রৈশ্চ নগোত্তমঃ
নৃপাশ্চ যুদ্ধমার্গজ্ঞা বিন্যস্যন্তাংযথাব্রজঃ ॥ ২৪
অদ্যপ্রভৃতি সৈন্যৈর্মে গিরিরোধঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ।
যাবদেতৌ পাতয়ামো বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ২৫
অচলোঽয়ং শিলাযোনিঃ ক্রিয়তাং নিশ্চলাশুগঃ ।
আকাশমপি বাণৌঘৈর্নিঃসম্পাতং বিধীয়তাম্ ॥ ২৬
যথাপৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তু গিরিভূমিষু ভূমিপাঃ ।
তেষু তেষ্বকাশেষু শীঘ্রমারুহ্যতাং গিরিঃ ॥ ২৭

মদ্রঃ কলিঙ্গাধিপতিশ্চেকিতানশ্চ বাহ্লিকঃ
কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দঃ করূষাধিপতিস্তথা ॥ ২৮
দ্রুমঃ কিম্পুরুষশ্চৈব পার্ব্বতীয়াশ্চ মানবাঃ
পর্ব্বতস্যাপরং পার্শ্বং ক্ষিপ্রমারোহন্ত্বমী ॥ ২৯
পৌরবো বেণুদারিশ্চ বৈদর্ভঃ সোমকস্তথা ।
রুক্মী চ ভোজাধিপতিঃ সূর্য্যাক্ষশ্চৈব মালবঃ ॥ ৩০
পঞ্চালাধিপতিশ্চৈব দ্রুপদশ্চ নরাধিপঃ
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দন্তবক্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
ছাগলিঃ পুরমিত্রশ্চ বিরাটশ্চ মহীপতিঃ ।
কৌশাম্ব্যো মালবশ্চৈব শতধন্বা বিদূরথঃ ॥ ৩২
ভূরিশ্রবাস্ত্রিগর্ত্তশ্চ বাণঃ পঞ্চনদস্তথা ।
উত্তরং পর্ব্বতোদ্দেশমেতে দুর্গসহা নৃপাঃ ।
আরোহন্তু বিমর্দ্দন্তো বজ্রপ্রতিমগৌরবাঃ ॥ ৩৩
উলূকঃ কৈতবেয়শ্চ বীরশ্চাংশুমতঃ সুতঃ
একলব্যো দৃঢ়াশ্বশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মা জয়দ্রথঃ ॥ ৩৪

---

প্রস্তরের গোলাবর্ষণকারী যন্ত্রসমূহ বসান হউক। ক্ষেপণীয় ও মুদ্গর সকলস্থানে স্থাপন করা হউক। প্রাস ও তোমরসমূহ উত্তোলিত করিয়া লইয়া যাওয়া হউক। ২১

শত্রুর অস্ত্রপ্রহার নষ্ট করিতে সমর্থ সুদৃঢ় ও লঘু (হালকা) গোলাসমূহ উপরে নিক্ষেপ করিবার জন্য আমাদের শিল্পীরা শীঘ্র প্রস্তুত করুক। ২২

পরস্পর প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের জন্য যেরূপ রাজা শিশুপাল বলিলেন, সত্বর সেরূপ ব্যবস্থা কর। ২৩

এই উত্তম পর্ব্বতকে টঙ্ক (খুন্তি)-সমূহের দ্বারা খনন করিয়া বিদীর্ণ কর। যুদ্ধের প্রণালী বিষয়ে অভিজ্ঞ নরপতিগণকে তার নিকটে যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। ২৪

আজ হইতেই আমার সৈন্যরা এই পর্ব্বতকে অবরোধ করার কার্য্য আরম্ভ করুক এবং সেই পর্য্যন্ত উহা চালু থাকুক, যতক্ষণ না আমরা এই দুই বসুদেবপুত্রকে বিনাশ করিয়া নিপাতিত করিতে পারি। ২৫

শিলাসমূহ হইতে উৎপন্ন (অথবা শিলাসমূহের উৎপাদক) এই পর্ব্বত স্বয়ং অচল, কিন্তু ইহার মধ্যে স্থিত শত্রুগণকেও বাণসমূহের দ্বারা নিশ্চল করিয়া দাও অর্থাৎ উড়িয়া পলায়ন করিবার পথ বন্ধ করিয়া দাও। আর আকাশকেও বাণ-সমূহের দ্বারা সেইরূপ রুদ্ধ কর, যাহাতে পক্ষীরাও উড়িতে না পারে। ২৬

আমার অনুশাসন অনুসারে সমস্ত নৃপতিগণ পর্ব্বতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করুক এবং যেখানে যেখানে সুযোগ হইবে, সেই সেই স্থান দিয়া শীঘ্র পর্ব্বতে আরোহণ করুক। ২৭

মদ্ররাজ শল্য, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু, চেকিতান, বাহ্লিক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, করূষরাজ দন্তবক্র, কিন্নররাজ দ্রুম এবং পর্ব্বত প্রদেশের যোদ্ধা মানুষগণ— এই সকলেই এই পর্ব্বতের পশ্চিম অংশ দিয়া সত্বর পর্ব্বতে আরোহণ করুক। ২৮-২৯

পুরুবংশীয় বেণুদারি, বিদর্ভদেশীয় সোমক, ভোজবংশের অধিপতি রুক্মী, মালবরাজ সূর্য্যাক্ষ, পাঞ্চালদেশের অধিপতি দ্রুপদ, অবন্তিদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, পরাক্রমশালী দন্তবক্র, ছাগলি, রাজা বিরাট, কৌশাম্বীপতি মালব, শতধন্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা ত্রিগর্ত্ত, বাণ ও পঞ্চনদ—ইঁহারা দুর্গযুদ্ধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ ও শত্রুদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে পর্ব্বতের উত্তর ভাগে আরোহণ করুক, কারণ, ইঁহাদের গৌরব বজ্রতুল্য। ৩০-৩৩

শকুনিপুত্র উলূক, অংশুমানের পুত্র বীর, একলব্য, দৃঢ়াশ্ব, ক্ষত্রধর্ম্মা, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, শাল্ব, কেরলরাজ, কৈশিক, বিদিশারাজ বামদেব ও পরাক্রমশালী সুকেতু—ইঁহাদের সকলের অধীনে পূর্ব্বভাগের ভার সমর্পণ করা হউক। ইঁহারা সব সকলে মিলিত হইয়া বায়ু যেরূপ মেঘগুলকে ছিন্ন-ভিন্ন

উত্তমৌজাস্তথা শল্যঃ কৈরলেয়শ্চ কৈশিকঃ।
বৈদিশো বামদেবশ্চ সুকেতুশ্চাপি বীর্য্যবান্ ॥ ৩৫
পূর্ব্বপর্ব্বতনির্ব্যূহমেতেষামস্তু নঃ।
বিদারয়ন্তো বাধন্তো বাতা ইব বলাহকান্ ॥ ৩৬
অহঞ্চ দরদশ্চৈব চেদিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
দক্ষিণং শৈলনিচয়ং দারয়িষ্যাম দংশিতাঃ ॥ ৩৭
এবমেষ গিরিঃ ক্ষিপ্রং সমন্তাদ্ বেষ্টিতো বলৈঃ
বজ্রপ্রপাতপ্রতিমং প্রাপ্নোতু তুমুলং ভয়ম্ ॥ ৩৮
পরিঘৈর্বৈ গদাভিশ্চ পট্টিশৈঃ পরিঘায়ুধাঃ।
কম্পনৈর্বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্দারয়ন্তু নগোত্তমম্ ॥ ৩৯
এষ ভূমিধরোঽস্মাকং বিষমোচ্চশিলাচিতঃ
কার্য্যো ভূমিসমঃ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভির্বসুধাধিপৈঃ ॥ ৪০
জরাসন্ধবচঃ শ্রুত্বা পার্থিবা রাজশাসনাৎ
গোমন্তং বেষ্টয়ামাসুঃ সাগরাঃ পৃথিবীমিব ॥ ৪১

উবাচ রাজা চেদীনাং দেবানাং মঘবানিব
কিং তে যুদ্ধেন দুর্গেঽস্মিন্ গোমন্তে চ নগোত্তমে ॥
দুরারোহশ্চ শিখরে প্রাংশুপাদপকণ্টকে
কাষ্ঠৈস্তৃণৈশ্চ বহুভিঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৪৩
অগ্নেরেব নিপাতং ক্ষিপ্রমনলস্যৈব কর্ম্মণা
ক্ষত্রিয়াঃ সুকুমারা হি রণে দায়কযোধিনঃ ॥ ৪৪
নিযুক্তাঃ পর্ব্বতে দুর্গে নিরোদ্ধুং পাদযোধিনঃ
ননাস প্রতিবন্ধেন ন চাবস্কন্দকর্ম্মণা ॥ ৪৫
শক্য এষ গিরিস্তাত দেবৈরপ্যবমর্দ্দিতুম্।
দুর্গযুদ্ধে ক্রমঃ শ্রেয়ান্ রোধযুদ্ধেন পার্থিবাঃ ॥ ৪৬
ভক্তোদকেন্ধনৈঃ ক্ষীণাঃ পাত্যন্তে গিরিসংশ্রিতাঃ
বয়ং বহব ইত্যেবং নাপোহ নিপুণো নয়ঃ ॥ ৪৭
যাদবৌ নাবমন্তব্যৌ যুদ্ধোপেতৌ রণে স্থিতৌ
অবিজ্ঞাতবলাবেতৌ জায়েতে দেবসম্মিতৌ ॥ ৪৮

---

করিয়া মেঘ, সেইরূপ শত্রুদিগকে বিদীর্ণ করিতে করিতে আক্রমণের জন্য ধাবিত হউক। ৩৫-৩৬

আমি, দরদ ও শত্রুজয়শালী চেদিরাজ শিরস্ত্রাণ কবচাদির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া এই পর্বতের দক্ষিণ ভাগকে বিদীর্ণ করিব। ৩৭

সৈন্যবাহিনীর দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া এই পর্বত সত্বর বজ্রপাতের তুল্য ভয়ানক ভয় প্রাপ্ত হইবে। ৩৮

গদাধারী বীরগণ গদাসমূহের দ্বারা, পরিঘ লইয়া যুদ্ধকারী যোদ্ধারা পরিঘসমূহের দ্বারা এবং অন্যান্য বীরবৃন্দ নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রসমূহের দ্বারা এই শ্রেষ্ঠ পর্বতকে খণ্ড খণ্ড করুক। ৩৯

বিষম ও উচ্চ শিলাসমূহে যুক্ত এই ভূধরকে (পর্বতকে) সকল ভূপতি আপনারা মিলিত হইয়া আজ ভূমির তুল্য-সমতল করিয়া দিন। ৪০

জরাসন্ধের কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত রাজারা মগধরাজের আজ্ঞায় গোমন্ত পর্বতকে চারিদিকে সেইভাবে পরিবেষ্টিত করিলেন, যেরূপ সমুদ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৪১

সেই সময় দেবগণের রাজা ইন্দ্রের ন্যায় চেদিবাসীদিগের রাজা দমঘোষ জরাসন্ধকে বলিলেন,—রাজন্! এই পর্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্ত দুর্গম পর্বত। ইহাতে যুদ্ধ করিয়া আপনার কি লাভ হইবে? ৪২

ইহার শিখরে অত্যুচ্চ বহু বৃক্ষ ও কণ্টক রহিয়াছে, অতএব ইহাতে আরোহণ করা কঠিন। আমার মতে বহুসংখ্যক কাষ্ঠ ও তৃণ একত্রে সংগ্রহ করিয়া ইহার চারিদিকে ঘিরিয়া দেওয়া হউক এবং উহাতে সত্বর অগ্নি সংযোগ করা হউক। আমার মনে হয়, অন্য কোনও কর্মের দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সাধিত হইবে না। ৪৩

কারণ, ক্ষত্রিয়গণ সুকুমার এবং রণাঙ্গনে কেবল যানের দ্বারা যুদ্ধ করেন। (ইহাদের পক্ষে পর্বতের উপর আরোহণ করা অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।) এই সময় ইহাদিগকে দুর্গম পর্বতে আরোহণ করত সেখানে শত্রুকে যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে (যাহা ইহাদের পক্ষে দুষ্কর।) তাত! কেবল অবরোধ করিলে বা ইহার উপর আরোহণ করিলে দেবগণও এই পর্বতকে মর্দিত করিতে সমর্থ হইবেন না। (সুতরাং আমাদের পক্ষে এই কার্য করা অসাধ্য হইয়া পড়িবে।) ৪৪-৪৫

ভূপতিগণ! দুর্গযুদ্ধে রোধযুদ্ধের (অবরোধ করিয়া) দ্বারা যে যুদ্ধের ক্রম প্রবর্তন করা হয়, তাহাই শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে (কারণ, অবরোধ করিয়া রাখিলে অবরুদ্ধ শত্রুর দুর্গে খাদ্যসামগ্রী শেষ হইয়া যাইলে পর সেই শত্রুর পতন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু এই পর্বতযুদ্ধে পর্বতবাসীদিগের খাদ্য-সামগ্রী সদা সুলভই থাকে)। অন্ন, জল ও কাষ্ঠ—এই সব যদি ক্ষীণ হইয়া যায়, তবে পর্বতবাসী যোদ্ধাদিগকে পাতিত করা যাইতে পারে। আমরা সংখ্যায় বহু ও শত্রুরা সংখ্যায় অল্প—এরূপ চিন্তা করাও নিপুণনীতির পরিচায়ক নয়। ৪৬-৪৭

এই দুই যদুবংশী বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; অতএব ইহাদের অবহেলা করা উচিত নয়। ইহাদের

কর্ম্মভিস্ত্বনয়ৌ বিপ্রৌ নানাবিধবিধানবিতৌ
চক্রাতে কর্ম্মাণি কুশলৌ যদৃশৌ ॥ ৪৯
শুষ্ককাষ্ঠৈস্তৃণৈর্বীরৌ সর্ব্বতঃ পর্ব্বতোত্তমম্
অগ্নিনা দীপয়িত্বা তৌ দগ্ধেতাং গতচেতনৌ ॥ ৫০
যদি চেন্নিষ্ক্রমিতে দহ্যমানাবিতোঽগ্নিকে ।
সমেত্য পাতয়িষ্যামস্তাবেতৌ জীবিতৌ ততঃ ॥ ৫১
বাক্যমেতৎ কৃতং সর্ব্বদেবানা মহীক্ষিতাম্
চক্রুঃ চেদিরাজেন নৃপাণাং হিতশালিনা ॥ ৫২
ততঃ কাষ্ঠৈস্তৃণৈর্বংশৈঃ শুষ্কশাখৈশ্চ পাদপৈঃ
উপাদীপাত শৈলেন্দ্রঃ সূর্য্যপাদৈরিবাম্বুদঃ ॥ ৫৩
দহ্যতে সর্ব্বতস্তূর্ণং পাবকস্তত্র পার্থিবাঃ
যথোদ্দেশং যথাবাতং শৈলস্য লঘুবিক্রমাঃ ॥ ৫৪
স বায়ুদীপিতো বহ্নিরুৎপপাত সমন্ততঃ
সধূমজ্বালমালাভির্ভাভিঃ খমিব শোভয়ন্ ॥ ৫৫
সোঽনলঃ পবনাসক্তঃ কাষ্ঠসঞ্চয়মূলবান্
দদাহ শৈলং শ্রীমন্তং গোমন্তং কান্তপাদপম্ ॥ ৫৬
স দহ্যমানঃ শৈলেন্দ্রো মুমোচ বিপুলাঃ শিলাঃ
শতশঃ শতধা ভূত্বা মহোল্কাকারদর্শনাঃ ॥ ৫৭
সচিত্রভাগঃ শৈলেন্দ্রো ভাভির্ভানুরিবাম্বুদম্ ।
আলিম্পতীব বিবিধং সংস্তু দক্ষিণকৃতঃ ॥ ৫৮
ধাতুভিঃ পচ্যমানৈশ্চ জ্বলদ্ভিশ্চৈব পাদপৈঃ
উদ্‌ভ্রান্তশ্বাপদো রৌতি তুমুলান ইবাদ্রিরাট্ ॥ ৫৯
প্রতপ্তো দহ্যমানস্তু স শৈলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা
রীতীর্নির্ব্বর্ত্তয়ামাস কাঞ্চনাঞ্জনরাজতীঃ ॥ ৬০
বহ্নিনা চ পি দীপ্তাঙ্গো গিরির্নীলাভিবিরাজতে ।
ধূমান্ধকারোচ্ছ্রিতমূর্দ্ধজ্বলান ইবাম্বুদঃ ॥ ৬১

পরিপূর্ণ পর্ব্বতের স্থান আমাদের কারও জানা নেই। তথা যাহ—ইহারা উভয়ে দেবতুল্য পরাক্রমশালী। ৪৮

নিজেদের বহুবিধ কর্ম্মের দ্বারা ইঁহারা ত' দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে; কারণ, ইঁহারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় বলবান্। যদুকুলের এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ একমতে বহু কর্ম্ম করিয়াছে। ৪৯

অতএব শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া আমরা সকলে এই উত্তম পর্ব্বতকে চারিদিক দিয়া অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত করিব। ইহাতে অচেতন হইয়া সেই দুই শত্রু দগ্ধ হইয়া যাইবে। ৫০

যদি অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে তাহারা দুইজনে আমাদের নিকটে নামিয়া আসে, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক ভূপাতিত করিব। এইভাবে তাহারা দুইজনে জীবন পরিত্যাগ করিবে। ৫১

নৃপগণের হিতকামী চেদিরাজ দমঘোষ যে কথা সেখানে বলিলেন, তাহাই সৈন্য সহ সমস্ত ভূপতিদিগের রুচিকর হইল (ভাল লাগিল)। ৫২

অনন্তর তাঁহারা সকলে বহু কাষ্ঠ, তৃণ, বাঁশ, শুষ্ক শাখাপূর্ণ বৃক্ষ আনিয়া সেই সবের দ্বারা সেই গিরিরাজ গোমন্তে অগ্নি সংযোগ করিলেন। তখন সেই অগ্নির শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত ঐ পর্ব্বত সূর্য্যকিরণাবলিতে আবৃত মেঘের সদৃশ প্রতীত হইতে লাগিল। ৫৩

ইহার পর দ্রুতাসহকারে পাদক্ষেপ করিতে করিতে সেই রাজারা যেখানে যেরূপ বায়ুর গতি ছিল, তদনুসারে শীঘ্র পর্ব্বতের চারিদিকে অগ্নি সংযোজন করিয়া দিলেন। ৫৪

বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি সেখানে চারিদিক দিয়া উপরে উত্থিত হইতে লাগিল এবং ধূমপূর্ণ শিখাসমূহের প্রভায় আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৫৫

শুষ্ক কাষ্ঠরাশিই যাহার মূল ছিল, সেই অগ্নি বায়ুর আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়া কমনীয় বৃক্ষযুক্ত ও শোভাসম্পন্ন গোমন্ত পর্ব্বতকে চারিদিকেই দগ্ধ করিতে লাগিল। ৫৬

এই অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে গিরিরাজ গোমন্ত পর্ব্বত বড় বড় শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল অর্থাৎ অগ্নিতাপে ফাটিয়া গিয়া প্রস্তরসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সব শত শত শিলা শত শত খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পতিত হইবার সময় বড় বড় উল্কার সদৃশ দেখাইতেছিল। ৫৭

উপরের দিকে উত্থিত শিখাযুক্ত সেই অগ্নি পর্ব্বতরাজকে সর্ব্বদিকে প্রভাদ্বারা বিবিধরূপে যেন সেইভাবে লিপ্ত করিতেছিল, যেরূপ সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণাবলির দ্বারা মেঘকে অনুলিপ্ত করিয়া থাকেন। ৫৮

পক্ক ধাতুসমূহ, জ্বলিত বৃক্ষসকল ও উদ্‌ভ্রান্ত হিংস্র জন্তুগণের দ্বারা যুক্ত এই পর্ব্বতরাজ গোমন্ত যেন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ৫৯

অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে অত্যন্ত সন্তপ্ত এই পর্ব্বত স্বর্ণ, রৌপ্য ও কৃষ্ণ বর্ণের ধাতুসমূহের গলিত রসধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। ৬০

যদিও অগ্নিতে ইহার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাহার ঊর্দ্ধভাগ দিয়া ধূমের অন্ধকার আচ্ছন্ন করিয়া

গিরিশৃঙ্গোপলমহত্বাত্তঃ কর্দমাঙ্গারবর্ষণঃ
গিরির্ভাত্যনলোদ্দামৈরক্লাক্টিরিব স্থলঃ
প্রপাতপ্রস্রবোৎক্ষিপ্তো ধূমসংবদ্ধিতোদরঃ
স গিরির্ভয়দাতাঃ সাত্ত্বো যুগান্তাগ্নিহতোপমঃ ॥ ৬৩
বিহ্বলাস্তস্য পার্শ্বস্থাঃ সর্পা বহ্ন্যর্ধদেহিনঃ।
শসন্তঃ পৃথুমূর্ধানো নিষ্ক্রমন্তবিবেক্ষণাঃ ॥ ৬৪
উৎপত্যোৎপত্য গগনাৎ পুনঃ পুনরবাঙ্মুখাঃ
বেণুস্তম্বোপেক্ষিতাঃ সিংহাঃ শার্দূলাস্তানলাবিলাঃ ॥ ৬৫
মুমুচুঃ পাদপাস্তৈব দাহনির্য্যাসজং জলম্ ॥ ৬৬
বহত্যূর্ধ্বগতির্বাতো ভস্মাঙ্গারাতিপিঙ্গলঃ।
ধূমচ্ছায়া চ গগনে দর্শিতাম্ভোদদর্শনা ॥ ৬৭
ধাক্কামানো মহাসাদুবিহগৈঃ শ্বাপদৈরপি।
গিরির্বৈকল্যমায়াতি প্রাগল্ভ্যাৎ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ ॥ ৬৮

রাখিয়াছিল, সেইজন্য এই পর্বতের অধিক শোভা হইতেছিল না। এই পর্বত তখন সমূহে নিৎক্ষ্যমান মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৬১

উহার প্রস্তরসমূহ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিম্নে পতিত হইতেছিল এবং উহা হইতে কর্দম অঙ্গারসকল বর্ষিত হইতে লাগিল। এই সময় এই পর্বত অগ্নি উদ্গিরণ করিতে থাকায় উহা বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল। ৬২

ইহার ঝরণার স্রোত শুকাইয়া যাইল এবং মধ্যভাগে ধূম অতিশয় বর্ধিত হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় সেই পর্বত প্রলয়াগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তপ্তীকৃত হইয়া বিনাশে বসিয়া মনে হইতেছিল। ৬৩

তাহার পার্শ্বভাগসমূহ হইতে বিহ্বল সর্পগণ বাহির হইয়া আসিল, এই সময় সেই সব সর্পের অর্ধ দেহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের চক্ষু ক্রুরতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজেদের বিশাল মস্তকের (ফণার) দ্বারা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দকারে শ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। ৬৪

অগ্নিতে ঝলসিয়া গিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বারংবার ঊর্ধ্বদিকে লাফাইয়া লাফাইয়া অধোমুখে পতিত হইতে লাগিল এবং আর্তনাদ করিতে লাগিল। ৬৫

সেখানে বৃক্ষসকল দগ্ধ হইয়া বাওয়ায় নিজেদের মধ্যস্থিত রসকে জলরূপে প্রবাহিত করিতে লাগিল। ৬৬

উপরে স্থিত বায়ু ভস্ম ও অঙ্গারসমূহে অত্যন্ত পিঙ্গলবর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল এবং আকাশে ধূমের ছায়ায় আচ্ছন্ন

স মুমোচ শিলাঃ শৈলশ্চলোন্নতশিলোচ্চয়ঃ
বজ্রেণ পুরুহূতস্য যথা স্কন্দাদিতস্তথা ॥ ৬৯
আদীপ্তা তং তু শৈলেন্দ্রং কপিলা সুতসংশিতাঃ
অর্দ্ধক্রোশমপক্রান্তাঃ পাবকেনাভিতাপিতাঃ ॥ ৭০
দহ্যমানে নগশ্রেষ্ঠে সীমান্তৈর্মহাদ্রুমৈঃ
ধূমভারৈরনালক্ষ্যো মূলে শিথিলতাং গতে ॥ ৭১
সরোষং তি তদা রামো বচনং কেশিসূদনম্
বভাষে পদ্মপত্রাক্ষঃ স সাক্ষান্মধুসূদনম্ ॥ ৭২
দহ্যতেঽয়ং গিরিস্তাত সমাকৃশিখরদ্রুমঃ
আবয়োঃ কৃষ্ণ বৈরেণ বলিভির্বসুধাধিপৈঃ ॥ ৭৩
পশ্য কৃষ্ণানলোষ্কানাং মধূনামাং সমন্ততঃ
বনানাং বিরসস্তীব নগাভ্যাসে দ্বিপোত্তমাঃ ॥ ৭৪

হইয়া মেঘের বজ্রটার ন্যায় দেখাইতেছিল। ৬৭

পক্ষী ও হিংস্র জন্তুগণ এই পর্বতকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই বিশাল শিখরবিশিষ্ট পর্বত অগ্নির অত্যন্ত বৃদ্ধিতে যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ৬৮

অগ্নি বৃহস্পতির চঞ্চল শিলাবর্ষিযুক্ত এই পর্বত অগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া নিজের শিলাসমূহকে সেইভাবে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যেন ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া সেই সব শিলা পতিত হইতেছে। ৬৯

এই পর্বতরাজ দেহেতে অগ্নি সংযোজন করিয়া বৃহত্তর আকারে প্রজ্বলিত হইয়া অবস্থিত সেই কপিলগণ অগ্নির প্রচণ্ড তাপে সন্তপ্ত হইয়া অর্দ্ধক্রোশ দূরে সরিয়া যাইলেন। ৭০

সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ সোনার বিনষ্টপ্রায় বড় বড় বৃক্ষসমূহের সহিত যখন দগ্ধ হইতেছিল, ধূমের ভারে যখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং তাহার মূলভাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন বলরাম কেশী ও মধু নামক দৈত্য সংহারকারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে রোষসহকারে বলিলেন। ৭১-৭২

তাত! শ্রীকৃষ্ণ! আমাদের সহিত শত্রুতাবশতঃ এই বলবান্ ভূপতিগণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিখর ও বৃক্ষসহ এই পর্বতকে দগ্ধ করিতেছে। ৭৩

শ্রীকৃষ্ণ! দেখ, চারিদিকে অগ্নির দ্বারা সন্তপ্ত এবং ধূম্রপূর্ণ এই বনসকলের নিকটে এই হস্তিশ্রেষ্ঠগণ করুণ ক্রন্দন করিতেছে। ৭৪

অয়ং যদ্ধাবয়োরর্থে গোমন্তস্তাত দহ্যতে
অযশশ্চমিদং লোকে কৌলীনং ভবিষ্যতি ॥ ৭৫
তদস্মাদাবয়োর্হেতোর্হি নগস্য নগসন্নিভ
ক্ষত্রিয়াধিষ্ঠিতস্যাস্য দোর্ভ্যামেব বৃথাঃ বধ ॥ ৭৬
এতে তে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে গিরিমাদীপ্য দংশিতাঃ
রথিনস্তাত দৃশ্যন্তে যথাদেশং যুযুৎসবঃ ॥ ৭৭
এবমুক্ত্বা গিরেঃ শৃঙ্গান্মেরুশৃঙ্গাদিবোড়ুরাট্
নিপপাত বলঃ শ্রীমান্ বনমালাধরো যুবা ॥ ৭৮
কাদম্বরীমদক্ষীবো নীলবাসাঃ সিতাননঃ
স শারদেন্দুসঙ্কাশো বনমালাঙ্কিতোদরঃ ॥ ৭৯
কান্তৈককুণ্ডলধরস্তাম্রমৌলিরবাঙ্মুখঃ
নিপপাত নরেন্দ্রাণাং মধ্যে কেশবপূর্বজঃ ॥ ৮০
অবপ্লুতে ততো রামে কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাম্বুদোপমঃ ।
গোমন্তশিখরাচ্ছ্রীমানাপ্লুতোঽমিতবিক্রমঃ ॥ ৮১

ততস্তং পীড়য়ামাস পদ্ভ্যাং গিরিবরং হরিঃ
স পীড়িতো গিরিস্তেন নির্মমজ্জ সমন্ততঃ ॥ ৮২
জলাকুলোপলতটঃ প্রক্রান্তো দ্বিরদো যথা
স তেন বারিণা বহ্নিস্তৎক্ষণাৎ প্রশমং যযৌ ॥ ৮৩
কল্পান্তে বারিধারাভির্মেঘজালৈরিবাংশুমান্ ।
সিংহাস্ফোটিতনির্ঘোষঃ পীতবাসা ঘনাকৃতিঃ ॥ ৮৪
কিরীটমূর্ধা সৌম্যাক্ষঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সুমুখঃ সংবর্তকসমদ্যুতিঃ ॥ ৮৫
রামাদনন্তরং কৃষ্ণঃ সুতো বৈ বীর্যবাংস্ততঃ ।
তাভ্যামেব সুতাভ্যাঞ্চ চরণৈঃ পীড়িতো গিরিঃ ॥ ৮৬
মুমোচ সলিলোৎপীড়াংস্তীব্রপাবকশান্তয়ে ।
সলিলোৎপীড়নং দৃষ্ট্বা পার্থিবা ভয়মাবিশন্ ॥ ৮৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
গোমন্তদাহো নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

---

তাত। যদি আমাদের জন্য এই গোমন্ত পর্বত দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে এজগতে আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপযশ ও কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? ৭৫

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও যুদ্ধে পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ। এই গোমন্ত পর্বতের বধ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমরা নিজ বাহুবলেই এই ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিব। ৭৬

তাত! এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণই এই পর্বতকে প্রজ্বলিত করিয়া ও কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রথে উপবেশন করত যুদ্ধের জন্য যথাযোগ্য স্থানে অবস্থান করিতেছে—ইহা দেখা যাইতেছে। ৭৭

এই কথা বলিয়া মেরুপর্বতের শিখর হইতে নিচে অবতরণকারী চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ বনমালাধারী নবযুবক বলরাম গোমন্ত পর্বতের শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ৭৮

সেই সময় তিনি কাদম্বরীর ( সুধা বা সুরার ) মদে যেন মত্ত ছিলেন। তাঁহার দেহে নীল বস্ত্র শোভা পাইতেছিল। ইঁহার দেহ গৌরবর্ণ ছিল। ইনি শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিলেন এবং তাঁহার উদরভাগ বনমালার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ৭৯

ইনি এক কর্ণে কমনীয় কুণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মস্তকে মনোহর মুকুট শোভা পাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা বলরাম অধোমুখে নরপতিগণের মধ্যে লম্ফ প্রদান পূর্বক পতিত হইলেন। ৮০

বলরাম লম্ফ প্রদান করিলে পর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কান্তিমান্ ও অমিতপরাক্রমশালী শ্রীমান্ কৃষ্ণও গোমন্ত শিখর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। ৮১

লম্ফ প্রদান করিবার সময় শ্রীহরি সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতকে নিজের দুই চরণের দ্বারা দাবাইয়া দিলেন। তাঁহার এই দাবাইবার ফলে সেই পর্বত যেন চারিদিকে জলমগ্ন হইয়া যাইল। তাহার একটি একটি প্রস্তর জলে আপ্লুত হইয়া উঠিল এবং মদধারা প্রবাহিতকারী হস্তীর সদৃশ জলের স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিল। এই জলের দ্বারা সেখানের সমস্ত অগ্নি তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইল। ইহাতে মনে হইল—প্রলয় কালে মেঘমণ্ডলের দ্বারা বর্ষিত বারিধারায় অংশুমালী সূর্য শান্ত হইয়া গিয়াছে। ৮২-৮৩½

সেই সময় পীতবস্ত্রধারী ঘনাকার-বিগ্রহ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে দিব্য কিরীট শোভা পাইতেছিল এবং নয়ন অতিশয় সৌম্য দেখাইতেছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন সুশোভিত ছিল। মুখ অতিশয় সুন্দর ছিল এবং শ্রীঅঙ্গের কান্তি সংবর্তক মেঘের সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল। বলরামের পর শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ( রাজগণের মধ্যে ) লম্ফ প্রদান পূর্বক পতিত হইলেন। ৮৩-৮৫½

দুই ভ্রাতার লম্ফ প্রদানে তাঁহাদের চরণের চাপে পীড়িত হইয়া সেই পর্বত হইতে জলের স্রোত নির্গত হইতে দেখিয়া ভূপতিগণের মনে ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল। ৮৬-৮৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে গোমন্তপর্বতে দাহবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্জরাসন্ধেন তৎসৈন্যৈশ্চ সহ যুদ্ধম্, রাজ্ঞো দরদস্য মৃত্যুঃ, পরাজিতস্য জরাসন্ধস্য পলায়নম্, চেদিরাজেন দমঘোষেণ সহ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োঃ করবীরপুরে গমনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তৌ নগাদাপ্লুতৌ দৃষ্ট্বা বসুদেবসুতাবুভৌ ।
ক্ষুব্ধং নরবরানীকং সর্বং সম্মূঢ়বাহনম্ ॥ ১

বাহুপ্রহরণৌ তৌ তু চেরতুস্তত্র যাদবৌ ।
মকরাবিব সংরব্ধৌ সমুদ্রক্ষোভণাবুভৌ ॥ ২

তাভ্যাং হ্রদে প্রবিষ্টাভ্যাং যাদবাভ্যাং মতিস্ত্বভূৎ ।
আয়ুধানাং পুরাণানামাদানকৃতলক্ষণা ॥ ৩

ততোঽম্বরতলাদ্ভূয়ঃ পতন্তি স্ম মহাত্মনোঃ ।
মধ্যে রাজসহস্রস্য সমরং প্রতিকাঙ্ক্ষিণোঃ ॥৪

যানি বৈ মাথুরে যুদ্ধে প্রাপ্তান্যাহবশোভিনোঃ ।
তান্যম্বরাৎ পতন্তি স্ম দিব্যান্যাহবসংপ্লবে ॥ ৫

লেলিহানানি দীপ্তানি দীপ্তাগ্নিসদৃশানি বৈ ।
নিক্ষিপ্য যানি তত্রৈব তানি প্রাপ্তৌ স্ম যাদবৌ ॥ ৬

ক্রব্যাদৈরনুগ তানি মূর্তিমন্তি বৃহন্তি চ
তৃষিতান্যাহবে ভোক্তুং নৃপমাংসানি সর্বশঃ ॥ ৭

দিব্যস্রগ্দামধারীণি ত্রাসয়ন্তি চ খেচরান্
প্রভয়া ভাসমানানি দর্শিতানি দিশো দশ ॥ ৮

হলং সাংবর্তকং নাম সৌনন্দং মুষলং তথা
চক্রং সুদর্শনং নাম গদাং কৌমোদকীং তথা ॥ ৯

চত্বার্যেতানি তেজাংসি বিষ্ণুপ্রহরণানি বৈ
তাভ্যাং সমবতীর্ণানি যাদবাভ্যাং মহামৃধে ॥ ১০

জগ্রাহ প্রথমং রামো ললামপ্রতিমং রণে
সর্পন্তমিব সর্পেন্দ্রং দিব্যমালাকুলং হলম্ ॥ ১১

সব্যেন সাত্বতাং শ্রেষ্ঠো জগ্রাহ মুষলোত্তমম্
সৌনন্দং নাম বলবান্নিরানন্দকরং দ্বিষাম্ ॥ ১২

---

## ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জরাসন্ধ এবং তাঁহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ, রাজা দরদের মৃত্যু, পরাজিত হইয়া জরাসন্ধের পলায়ন এবং চেদিরাজ দমঘোষের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের করবীরপুরে গমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! বসুদেবের এই দুই পুত্রকে পর্বত হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক আসিতে দেখিয়া সেই নরপতিগণের সমস্ত সৈন্যবাহিনী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহাদের বাহনসকল মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িল । ১

অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট সেই দুই যদুবংশীয় বীর নিজেদের বাহুকেই অস্ত্র করিয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী মধ্যে সেই ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দুইটি মকর সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে তাহার মধ্যে বিচরণ করে । ২

রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইবার পর সেই দুই যাদববীরের মনে নিজেদের পুরাতন অস্ত্র গ্রহণ করিবার বুদ্ধি উদিত হইল । ৩

তারপর রাজগণের মধ্যে যুদ্ধাভিলাষী ও যুদ্ধে শোভাসম্পন্ন এই দুই মহাত্মার নিকট আকাশ হইতে অস্ত্রসকল পতিত হইতে লাগিল, যে সব অস্ত্র উঁহারা পূর্বে মথুরার যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ৪

সেই যুদ্ধরূপ বিপ্লবের সময়ে এই সব প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী, দীপ্তিমান্, ও সকলদিককে লেহন করিতে (চাটিতে) উদ্যত বহু দিব্যাস্ত্র আকাশ হইতে পতিত হইল । যে সব অস্ত্রকে এই দুই যাদববীর মথুরাতেই (মথুরার আকাশেই) নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন । সেই সব দিব্যাস্ত্র পুনরায় উঁহারা এখানে প্রাপ্ত হইলেন । ৫-৬

অস্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে মাংসভক্ষী ভূত-প্রেতাদিরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিশাল অস্ত্রসকল মূর্তিমান্ হইয়া সেই সমস্ত রাজাদের রক্ত-মাংস উপভোগ করিবার জন্য যেন তৃষিত ছিল । ৭

এই সব অস্ত্র দিব্য পুষ্পসমূহের মালা ধারণ করিয়াছিল । ইহারা নিজ নিজ প্রভায় প্রকাশিত হইয়া দশদিককে উদ্ভাসিত করিতেছিল এবং আকাশচারী প্রাণিগণকেও ভীত করিতেছিল ।৮

সাংবর্তক হল, সৌনন্দ মুষল, সুদর্শন চক্র এবং কৌমোদকী গদা—ভগবান্ বিষ্ণুর এই চার তেজস্বী অস্ত্র সেই মহাসমরে এই যাদববীরের জন্য অবতীর্ণ হইল । ৯-১০

প্রথমে বলরাম রণভূমিতে সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট সর্পরাজতুল্য সর্পণশীল ও দিব্য মাল্যসমূহে অলঙ্কৃত হলকে নিজের দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিলেন । ১১

তারপর এই সাত্বতগণশ্রেষ্ঠ বলবান্ বীর বলরাম নিজের বাম হস্তে সৌনন্দ নামক উত্তম মুষল গ্রহণ করিলেন; যাহা শত্রুগণের নিরানন্দকর ছিল । ১২

দর্শনীয়ঞ্চ লোকেষু চক্রমাদিত্যবর্চসম্
নাম্না সুদর্শনং নাম প্রীতো জগ্রাহ কেশবঃ ॥ ১৩
দর্শনীয়ঞ্চ লোকেষু ধনুর্জলদনিঃস্বনম্
নাম্না শার্ঙ্গমিতি খ্যাতং প্রীতো জগ্রাহ বীর্যবান্ ॥ ১৪
দেবৈর্নিগদিতার্থস্য গদা তস্যাপরে করে
নিষক্তা কুমুদাক্ষস্য নাম্না কৌমোদকীতি সা ॥ ১৫
তৌ সপ্রহরণৌ বীরৌ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুতনূপমৌ
সমরে রামগোবিন্দৌ রিপূংস্তান্ প্রত্যযুধ্যতাম্ ॥ ১৬
আয়ুধপ্রগ্রহৌ বীরৌ তাবন্যোন্যসমাবৃতৌ ।
পূর্বজানুজসংজ্ঞৌ তু রাম-গোবিন্দলক্ষণৌ ॥ ১৭
সমরেষ্বপ্রতিহতৌ তৌ বিষ্ণুরেকো দ্বিধা কৃতঃ ।
দ্বিষৎসু প্রতিযুধ্যন্তৌ পরাক্রান্তৌ যথেশ্বরৌ ॥ ১৮
হলমুদ্যম্য রামস্তু সর্পেন্দ্রমিব কোপনম্
চচার সমরে বীরো দ্বিষতামন্তকোপমঃ ॥ ১৯

বিকর্ষন্ রথবৃন্দানি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্
চকার রোষং সফলং নাগেষু চ হয়েষু চ ॥ ২০
কুঞ্জরান্ হলসংক্ষিপ্তান্ মুষলাক্ষেপতাড়িতান্
রামোঽভিরামঃ সমরে নির্মমন্থ যথাচলান্ ॥ ২১
তে বধ্যমানা রামেণ সমরে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ
জরাসন্ধান্তিকং ভীতা বিরথাঃ প্রতিজগ্মিরে ॥ ২২
তানুবাচ জরাসন্ধঃ ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতঃ
ধিগেতাং ক্ষত্রবৃত্তিং বঃ সমরে কাতরাত্মনাম্ ॥ ২৩
পরাক্রান্তস্য সমরে বিরথস্য পলায়তঃ ।
ভ্রূণহত্যামিবাসহ্যাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৪
পত্তিনো ভুবি চৈকস্য গোপস্যাপ্রবলীয়সঃ
ভীতাঃ কিং বিনিবর্তধ্বং ধিগেতাং ক্ষত্রবৃত্তিতাম্ ॥ ২৫
ক্ষিপ্রং সমভিবর্তধ্বং মম বাক্যেন নোদিতাঃ ।
যাবদেতৌ রণে গোপৌ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ২৬

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লোকসমূহের দর্শনীয় সূর্যতুল্য তেজস্বী সুদর্শননামক চক্র প্রসন্নমনে গ্রহণ করিলেন। ১৩

তাহার পর সর্বলোকেই দর্শনীয় ও মেঘগর্জনতুল্য টঙ্কারধ্বনিকারী শার্ঙ্গনামক বিখ্যাত ধনুও সেই বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ যাঁহাকে নিজেদের প্রয়োজন নিবেদন করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নয়নদ্বয় বিকসিত কুমুদপুষ্পসদৃশ শোভমান, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর হস্তে কৌমোদকীনাম্নী গদা আসিয়া উপস্থিত হইল। সাক্ষাৎ বিষ্ণু বিগ্রহধারী এই দুই বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন অস্ত্রশালী হইলেন, তখন তাঁহারা রণাঙ্গনে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৬

অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থিত এই দুই অগ্রজ ও অনুজ বীর বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ অন্যোন্যসমৃদ্ধ ছিলেন অর্থাৎ একে অপরের আশ্রিত অথবা একে অন্যের স্বরূপ ছিলেন। ১৭

সেই সময়ে রণাঙ্গনে ইঁহাদের তুলনাকারী কেহই ছিল না। ইঁহারা উভয়ে এক বিষ্ণুর দুই স্বরূপ ছিলেন এবং শত্রুদের প্রতীকার করিতে করিতে সর্বসমর্থ ঈশ্বরের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৮

বীর বলরাম ক্রুদ্ধ সর্পরাজের তুল্য সংবর্তক হল হস্তে উত্তোলিত করিয়া সমরাঙ্গনে শত্রুগণের পক্ষে কাল-স্বরূপ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৯

তিনি মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের রথসমূহ পশ্চাদ্ভাগে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে যাইতে হস্তী ও অশ্বগণের উপর নিজের ক্রোধ সফল করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গনে নয়নাভিরাম বলরাম হলের দ্বারা হস্তীদিগকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মুষল নিক্ষেপ পূর্বক তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি পর্বতোপম সমস্ত হস্তিগণকে মথিত করিয়া ফেলিলেন। ২০-২১

সমরাঙ্গনে বলরামের দ্বারা প্রহৃত হইতে হইতে সেই সব শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়-যোদ্ধারা রথহীন হইয়া ভীতচিত্তে জরাসন্ধের নিকট পলাইয়া যাইলেন। ২২

তখন ক্ষত্রিয় ধর্মে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত জরাসন্ধ তাঁহাদের বলিলেন যুদ্ধে আসিয়া কাতরচিত্ত তোমাদের এই ক্ষত্রিয়বৃত্তিকে ধিক্। ২৩

মনীষী পুরুষগণ সমরাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করত রথহীন হইয়া পলায়নকারী যোদ্ধার এই কাতরতাকে ভ্রূণহত্যাসদৃশ অসহ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ২৪

এই গোপ (গোয়ালা) অল্প বলবান্, পদাতি ও পৃথিবীতে একাকী বিদ্যমান আছে। এই অবস্থায় ইহার দ্বারা ভীত হইয়া তোমরা কেন পলায়ন করিতেছ? তোমাদের এই ক্ষত্রিয়বৃত্তিকে ধিক্। ২৫

আমার আদেশে প্রেরিত হইয়া তোমরা সকলে সত্বর এই শত্রুর উপর আক্রমণ কর। ইহার মধ্যে আমি এই দুই গোপকেই বধ করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিতেছি। ২৬

ততস্তে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে জরাসন্ধেন নোদিতাঃ ।
ক্ষিপন্তঃ শরজালানি হৃষ্টা যোদ্ধুমুপস্থিতাঃ ॥ ২৭
তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈ রথৈশ্চেন্দুসমপ্রভৈঃ ।
নাগৈশ্চাম্ভোদসঙ্কাশৈর্মহামাত্রপ্রণোদিতৈঃ ॥ ২৮
সতনুত্রাণনিস্ত্রিংশাঃ সায়ুধাভরণাম্বরাঃ ।
স্বারোপিতধনুষ্মন্তঃ সতূণীরাঃ সসায়কাঃ ॥ ২৯
সচ্ছত্রোৎসেধিনঃ সর্বে চারুচামরবীজিতাঃ ।
রণাবনিগতা রেজুঃ স্যন্দনস্থা মহীক্ষিতঃ ॥ ৩০
তৌ যুদ্ধরঙ্গাপতিতৌ বিধাবন্তৌ মহাভুজৌ
বসুদেবসুতৌ বীরৌ যুযুৎসূ প্রত্যদৃশ্যতাম্ ॥ ৩১
তদ্যুদ্ধমভবত্তত্র তয়োস্তেষাং তু সংযুগে ।
সায়কোৎসর্গবহুলং গদানির্ঘাতদারুণম্ ॥ ৩২
ততঃ শরসহস্রাণি প্রতীচ্ছন্তৌ রণৈষিণৌ
তস্থতুর্যোধমুখ্যৌ তাবভিবৃষ্টৌ যথাচলৌ ॥ ৩৩

গদাভিশ্চৈব গুর্বীভিঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ।
অদ্রিসারৌ মহেষ্বাসৌ মাধবৌ ন চকম্পতুঃ ॥ ৩৪
ততঃ কৃষ্ণোঽদ্ভুতাকারঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজা বাতবৃদ্ধ ইবানলঃ ॥ ৩৫
স চক্রেণার্কতুল্যেন দীপ্যমানেন তেজসা ।
চিচ্ছেদ সমরে বীরো নৃগজাশ্বমহারথান্ ॥ ৩৬
গদানিপাতবিহতা লাঙ্গলেন চ কর্ষিতা
ন শেকুস্তে রণে স্থাতুং পার্থিবা নষ্টচেতসঃ ॥ ৩৭
চক্রক্ষুরনিকৃত্তানি বিচিত্রাণি মহীক্ষিতাম্
রথবৃন্দানি ভগ্নানি ন শেকুশ্চলিতুং রণে ॥ ৩৮
মুষলাক্ষেপভগ্নাশ্চ কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ
ঘনা ইব ঘনাপায়ে ভগ্নদন্তা বিচুক্রুশুঃ ॥ ৩৯
চক্রানলজ্বালহতাঃ সাশ্বিনঃ সপদাতয়ঃ ।
পেতুঃ পরাসবস্তত্র যথা বজ্রহতাস্তথা ॥ ৪০

তখন জরাসন্ধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই সব ক্ষত্রিয়গণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা স্বর্ণের আভরণে বিভূষিত অশ্ব, চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ রথ এবং মাহুতগণ কর্তৃক পরিচালিত মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হস্তিসকলের দ্বারা রণস্থলে আসিলেন। ২৭-২৮

ইঁহাদের সকলের দেহে কবচ বাঁধা ছিল এবং হস্তে খড়্গ ধৃত ছিল। ইঁহারা অন্যান্য অস্ত্র, আভরণ ও বস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত ছিলেন। ইঁহাদের ধনুতে দৃঢ়ভাবে গুণ আরোপিত ছিল এবং সকলেই তূণীরসমূহে সম্পন্ন ছিলেন। ২৯

যে সব নৃপতি রণাঙ্গনে রথে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মস্তকে উচ্চ ছত্র ধৃত ছিল এবং মনোহর চামরের দ্বারা ইঁহাদিগকে বীজন করা হইতেছিল। এইভাবে রণভূমিতে তাঁহারা অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। ৩০

যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে লম্ফপ্রদান পূর্বক উপস্থিত হইয়া সর্বদিকে ধাবিত হইতে হইতে সেই দুই মহাবাহু বীর বসুদেব-পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন। ৩১

সেখানে রণভূমিতে এই দুই ভ্রাতা ও সেই রাজগণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে বহু বাণ বর্ষিত হইয়াছিল এবং গদার বজ্রপাততুল্য আঘাতে এই যুদ্ধ আরও নিদারুণ হইয়া উঠিল। ৩২

তদনন্তর সহস্র বাণসমূহের প্রবল বর্ষণ করিতে করিতে সেই দুই যুদ্ধাভিলাষী মহাযোদ্ধা বর্ষার আঘাত সহকারী দুই পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৩

শত্রুগণের ভারবহুল গদা, ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র ও মুদগরসমূহের আঘাতে পীড়িত হইতে হইতে এই দুই মহাধনুর্ধর মাধববীর কম্পিত হইলেন না। ৩৪

তাহার পর শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী অদ্ভুতাকার মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইলেন। ৩৫

সমরাঙ্গনে এই বীর মধুসূদন তেজে উদ্দীপ্ত ও সূর্যতুল্য তেজস্বী চক্রের দ্বারা মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণকে এবং রথসমূহকে ছেদন করিতে লাগিলেন। ৩৬

গদার আঘাতে আহত ও হলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিনষ্টপ্রায় নৃপতিগণ অচৈতন্য হইয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ৩৭

চক্রের ক্ষুরের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন নৃপতিগণের বিচিত্র রথসমূহ ভগ্ন হইয়া যুদ্ধভূমিতে চলিতে পারিল না। ৩৮

মুষলের নিক্ষেপে ভগ্ন হইয়া ষাট্ বৎসরবয়স্ক হস্তীরা দন্তসকল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্ষাশেষে শরৎকালে জলহীন মেঘের ন্যায় অসমর্থ হইয়া আর্তভাবে চীৎকার করিতে লাগিল। ৩৯

সুদর্শন চক্র হইতে উদ্ভূত অগ্নির জ্বালায় দগ্ধ হইয়া নিহত বহু অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধার রণাঙ্গনে পতিত হইল।

চক্রলাঙ্গলনির্ভিন্নং তৎ সৈন্যং বিদলীকৃতম্
যুগান্তোপগতপ্রখ্যং সর্ব্বং পতিতমাবভৌ ॥ ৪১
তৎক্রীড়ভূমিঃ শিবানামায়ুধানাং বপুষ্মতাম্ ।
বৈষ্ণবানাং নৃপাণাং তু প্রভূমপাবলীয়সঃ ॥ ৪২
কেচিচ্ছিন্নাঃ সমুদ্বিগ্নাঃ কেচিদ্বিহস্তপার্থিবাঃ ।
ভগ্নৈকচক্রাশ্চাপরে বিকীর্ণা ধরণীতলে ॥ ৪৩
তস্মিন্ বিমর্দনে ঘোরে চক্রলাঙ্গলসংশ্রবে ।
দারুণানি প্রবৃত্তানি রক্তস্রোতোৎপাতিকানি চ ॥ ৪৪
আর্ত্তানাং কূজমানানাং পাটিতানাঞ্চ বেণুবৎ ।
অন্তো ন শক্যতেঽন্বেষ্টুং নৃ-নাগ-রথ-বাজিনাম্ ॥ ৪৫
সা পাতিতনরেন্দ্রাণাং রুধিরার্দ্রা রণক্ষিতিঃ
যোষেব চন্দনার্দ্রাঙ্গী ভৈরবা প্রতিভাতি বৈ ॥ ৪৬
নরকেশাস্থিমজ্জাভিঃ পাতিতানাঞ্চ দন্তিনাম্ ।
রুধিরৌঘপ্রবৃত্তৈস্তু চ্ছাদয়ামাস মেদিনীম্ ॥ ৪৭
তস্মিন্মহাভীষণকে নরবাহনসংক্ষয়ে
শিবানামশিবৈঃ শব্দৈর্নাদিতে ঘোরদর্শনে ॥ ৪৮
আর্ত্তস্তনিতসন্নাদে রুধিরাম্বুস্রবাকুলে ।
মনুজাক্রীড়সদৃশে নাগদেহৈঃ সমাবৃতে ॥ ৪৯
অপাতৈর্বাহুভিন্নৈর্দেহৈরস্ত্রৈশ্চ বিদারিতৈঃ ।
ধ্বজৈশ্চ বলগৈশ্চৈব নাদিতৈঃ প্রতিনাদিতে ॥ ৫০
নিপাতে পৃথিবীশানাং মৃত্যুসাধারণে রণে ।
কৃষ্ণঃ শক্রবধং কর্ত্তুং চচারান্তকদর্শনঃ ॥ ৫১
যুগান্তার্কপ্রভং চক্রং কালীমিবায়সীং গদাম্
গৃহ্য সৈন্যাবনিগতো বভাষে কেশবো নৃপান্ ॥ ৫২
কিন্নু যুধ্যত বৈ ভূপা হস্ত্যশ্বরথসংযুতাঃ ।
কিমিদং গম্যতে ভূপাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥
অহং সপূর্ব্বজঃ সংখ্যে পদাতিঃ প্রমুখে স্থিতঃ ॥ ৫৩

ইহারা প্রাণহীন হইয়া সেইভাবে পতিত ছিল যেন তাহারা বজ্রাঘাতে নিহত হইয়াছে। ৪০

চক্র ও হলের দ্বারা নষ্ট হইয়া আপদগ্রস্ত সেই সৈন্য এই ভাবে ধরাতলে পতিত হইল যেন প্রলয়কালে সকলে এক সঙ্গে নিহত হইয়াছে। ৪১

সেখানে মূর্তিমান্ হইয়া প্রকটিত সেই বৈষ্ণব দিব্যাস্ত্রসমূহের ক্রীড়াভূমি রূপ যুদ্ধস্থলের দিকে সেই নৃপগণ দৃষ্টিপাত করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ৪২

কত রথ সেখানে মর্দ্দিত হইয়া যাইল। কত নৃপতি নিহত হইলেন এবং এক একটি চক্র নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অন্য বহু রথ রণভূমিতে ইতস্ততঃ পতিত হইয়া রহিল। ৪৩

চক্র ও হলের দ্বারা যেখানে বিপ্লব উপস্থিত হইল, সেই ঘোর সংগ্রামে রাজসগণের দ্বারা উপস্থাপিত ভয়ঙ্কর উৎপাত-সূচক বহু ঘটনা সংঘটিত হইল। ৪৪

যাহারা আর্ত্তভাবে চীৎকার করিতেছিল এবং যাহাদিগকে বাঁশের ন্যায় বিদারিত করা (চিরিয়া দেওয়া) হইয়াছিল, একপ মনুষ্য, হস্তী, রথারোহী ও অশ্বগণের অন্তিম সংখ্যা কত, ইহা গণনা করিয়া জানা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ৪৫

ধরাতলে পতিত রাজগণের রুধিরে আর্দ্র সেই রণভূমি রক্তচন্দনে লিপ্ত অঙ্গশোভিতা নারীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ৪৬

মনুষ্যগণের কেশ, অস্থি, মজ্জা ও হস্তিসমূহের ছিন্নভিন্ন হস্তিসকলের রক্তের প্রবাহে সেখানের ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। ৪৭

এই রণভূমি অতিশয় ভয়ানক প্রতীত হইতে লাগিল। সেখানে মনুষ্যগণের ও তাহাদের বাহনসকলের বিনাশসাধন হইতে লাগিল। সেস্থলে শিবাগণের অমঙ্গলসূচক শব্দে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল এবং উহা দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া যাইল। ৪৮

আর্ত্ত প্রাণিগণের প্রচণ্ড আর্ত্তনাদে সেস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। রক্তরূপ জলের বহু কুণ্ড উৎপন্ন হইল এবং হস্তিগণের দেহসমূহে আচ্ছাদিত সেই যুদ্ধস্থল যেন কালের ক্রীড়াভূমি সদৃশ হইয়া যাইল। ৪৯

কোনস্থানে যোদ্ধাগণের বাহু ছিন্ন হইয়া পতিত ছিল। কোথাও বহু যোদ্ধা নিহত হইয়া পতিত ছিল এবং কোন স্থলে বিদীর্ণ হইয়া অশ্বগণের দেহসমূহ পড়িয়া ছিল। কঙ্ক, কাক ও পক্ষিগণের কলরবে এই রণাঙ্গন মুখরিত ছিল। ৫০

যেখানে পৃথিবীপতিগণ ধরাশায়ী হইতেছিলেন এবং মৃত্যু যেন এক সাধারণ কথায় পর্য্যবসিত হইয়া উঠিল, সেই রণভূমিতে কালের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শত্রুদিগকে বধ করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৫১

প্রলয়কালের সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত চক্র ও লৌহ নির্ম্মিত কালবর্ণের গদা হস্তে লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যগণের মধ্যভূমিতে অবস্থান করত রাজাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৫২

হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে যুক্ত সৌর্য্যশালী বীরগণ! এখন যুদ্ধ করিতেছ না কেন? অস্ত্রসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ ও যুদ্ধের

অদৃষ্টেনোদ্যমেন রণে ভবন্তো যেন পালিতাঃ
স ইদানীং জরাসন্ধঃ কিমর্থং নাভিবর্ত্ততে ॥ ৫৪
এবমুক্তে তু নৃপতির্দরদো নাম বীর্য্যবান্
রামং হলাগ্রোদ্যতকং প্রত্যয়াৎ সৈন্যসাগরম্ ॥ ৫৫
যথাদ্রিং স তু তাম্র কমুক্তাণমিব সেবনী
প্রেক্ষতি রাম বৃধাম নগা সার্দ্ধমরিন্দম ॥ ৫৬
তদ্যুদ্ধমভবত্তাভ্যাং রামস্য দরদস্য চ
যুদ্ধে যে কবরিষ্ঠাভ্যাং কৃষ্ণতাভ্যামিবোক্ষণা ॥ ৫৭
যোজয়িত্বা ততঃ স্কন্ধে রামো দরদমাহবে ।
হলেন বলিনাং শ্রেষ্ঠো মুসলেনাবপোথয়ৎ ॥ ৫৮
স কায়গতমূর্দ্ধা বৈ মুসলেনাবপোথিতঃ ।
পপাত দরদো ভূমৌ দারিতার্দ্ধ ইবাচলঃ ॥ ৫৯
রামেণ নিহতে তস্মিন্ দরদে রাজসত্তম
জরাসন্ধস্য রাজস্য রামেণাসীৎ সমাগমঃ ॥ ৬০
মহেন্দ্রস্যেব বৃত্রেণ দারুণো লোমহর্ষণঃ
গদে গৃহীত্বা বিক্রান্তাবন্যোন্যমভিধাবতঃ ॥ ৬১
কম্পয়ন্তৌ ভুবং বীরৌ তাবুদ্যতমহাগদৌ
দদৃশাতে মহাত্মানৌ গিরী সশিখরাবিব ॥ ৬২
ব্যাপারমন্য যুদ্ধানি প্রেক্ষ্য তৌ পুরুষর্ষভৌ ।
শাৰ্দ্দূলাবিব ধাবন্তৌ গদাযুদ্ধেষু বিক্রান্তৌ ॥ ৬৩
তাবুভৌ পরমাচার্য্যৌ লোকে খ্যাতৌ মহাবলৌ
মত্তাবিব মহানাগাবন্যোন্যং সমধাবতাম্ ॥ ৬৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ
যক্ষাশ্চাপ্সরসশ্চৈব সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৫
তদ্দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মহর্ষিভিরলঙ্কৃতম্ ।
শুশুভেঽভ্যধিকং রাজন্ ব্যোম জ্যোতির্গণৈরিব ॥ ৬৬
অভিদুদ্রাব রামং তু জরাসন্ধো নরাধিপঃ ।
সব্যং মণ্ডলমাশ্রিত্য বলদেবস্য দক্ষিণম্ ॥ ৬৭

তব যুদ্ধনিন্দাকারী বীরগণ! কেন এইভাবে পলায়ন করিতেছ! আমি ত' যুদ্ধে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পদাতি হইয়া তোমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছি। ৫৩

যুদ্ধে যে দোষ দেখিতে পায় নাই এবং যাহার দ্বারা তোমরা পালিত হইয়াছ, সেই জরাসন্ধ এখন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে না কেন? ৫৪

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর পরাক্রমশালী রাজা দরদ সৈন্যগণের মধ্যভাগে অবস্থিত ও হলের অগ্রভাগের দ্বারা [illegible] যুক্তবিশিষ্ট বলরামের সম্মুখে আসিলেন। ৫৫

যেরূপ বৃষভ বৃষের সহিত কথা বলে, সেইরূপ রাজা দরদ ক্রোধে রক্তচক্ষু (অথবা রক্তবর্ণ নয়নশোভিত) বলরামকে বলিলেন,—মধুসূদন রাম! এস, এস; আমার সহিত যুদ্ধ কর। ৫৬

বলরাম ও দরদ—এই উভয়েই জগতে বীর ছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে তখন বলপূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে লাগিল; ইহাতে মনে হইল—দুইটি হস্তী পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। ৫৭

তখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম যুদ্ধস্থলে দরদের স্কন্ধে হল সংযোজন করিয়া তাঁহাকে মুসলের প্রহারে পোথিত করিয়া দিলেন। ৫৮

মুসলের দ্বারা পোথিত হইয়া দরদের মস্তক তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং তিনি অর্দ্ধভাবে বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ৫৯

রাজশ্রেষ্ঠ সেই দরদ নিহত হইলে পর বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রাজা জরাসন্ধের বলরামের সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ৬০

এই দুই পরাক্রমশালী বীর হস্তে গদা লইয়া পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। দুই বিশাল গদা উত্তোলিত করিয়া সেই দুই মহাত্মা যোদ্ধা শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৬১-৬২

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অন্যান্য যোদ্ধাগণের যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইল। গদাযুদ্ধে বিখ্যাত জরাসন্ধ ও বলরাম যেন অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ৬৩

এই দুই মহাবল বীর জগতে গদাযুদ্ধের পরমাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা উভয়ে মদমত্ত বিশালদেহ দুই হস্তীর ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ৬৪

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি ও যক্ষগণ এবং সহস্র সহস্র অপ্সরা সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬৫

রাজন্! দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের দ্বারা অলঙ্কৃত সেখানে আকাশ নক্ষত্রসমূহে পরিবৃত আকাশের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিল। ৬৬

রাজা জরাসন্ধ বামভাগ দিয়া গদাযুদ্ধের মণ্ডলাকার রীতিতে রামকে এবং বলরাম সেইভাবে দক্ষিণভাগ দিয়া জরাসন্ধকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ৬৭

তাবন্যোন্যং প্রকুর্বাতে গদাযুদ্ধবিশারদৌ ।
দন্তাভ্যামিব নাগেন্দ্রৌ নাদয়ন্তৌ দিশো দশ ॥ ৬৮
গদানিপাতো রামস্য শুশ্রুবেঽশনিনিঃস্বনঃ
জরাসন্ধস্য চ রণে পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ ॥ ৬৯
ন স্ম কম্পয়তে রামং জরাসন্ধকরচ্যুতা
গদা গদাভৃতাং শ্রেষ্ঠং বিন্ধ্যং গিরিমিবানিলঃ ॥ ৭০
রামস্য তু গদাবেগং রাজা স মগধেশ্বরঃ
সেহে ধৈর্য্যেণ মহতা শিক্ষয়া চ ব্যপোহয়ৎ ॥ ৭১
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুস্বরা লোকসাক্ষিণী
"ন ত্বয়া রাম বধ্যোঽয়মলং খেদেন মানদ ॥ ৭২
বিহিতোঽস্য ময়া মৃত্যুস্তস্মাৎ সাধু ব্যুপারম
অচিরেণৈব কালেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি মাগধঃ ॥" ৭৩
জরাসন্ধস্তু তচ্ছ্রুত্বা বিমনাঃ সমপদ্যত
ন প্রাহরত্ততস্তস্মৈ পুনরেব হলায়ুধঃ
তৌ ব্যুপারমতাং যুদ্ধাদ্ বৃষ্ণ্যন্তে চ পার্থিবাঃ ॥ ৭৪
দীর্ঘকালং মহারাজ নিরুদ্ধাবিতরেতরম্
পরাজিতে ব্যপক্রান্তে জরাসন্ধে মহীপতৌ
বিবিক্তমভবৎ সৈন্যং পরাবৃত্তমহারথম্ ॥ ৭৫
তে নৃপাশ্চোদিতৈর্নাগৈঃ স্যন্দনৈস্তুরগৈস্তথা
ভয়প্রভীতমনসো ব্যাঘ্রাঘ্রাতা মৃগা ইব ॥ ৭৬
তদ্বরৈস্তৈঃ পরিত্যক্তং ভগ্নদর্পৈর্নরাধিপৈঃ ।
ঘোরং ক্রব্যাদবহুলং রৌদ্রমায়োধনং বভৌ
দ্রবৎসু রথমুখ্যেষু চেদিরাজো মহাদ্যুতিঃ
যুক্তো যাদবসঙ্ঘেন কৃষ্ণমেবান্ববর্ত্তত ॥ ৭৮
বৃতঃ কারূষসৈন্যেন চেদিসৈন্যেন চানঘ
সম্বন্ধকামো গোবিন্দমিদমাহ স চেদিরাট্ ॥ ৭৯
অহং পিতৃষ্বসুর্ভর্ত্তা তব যাদবনন্দন ।
সবলস্ত্বামুপাবৃত্তস্ত্বং মে দয়িতঃ প্রভো ৮০

গদাযুদ্ধে নিপুণ এই দুই বীর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেরূপ দুইটি মত্ত হস্তী নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ ইঁহারা উভয়ে গদার দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া তুলিলেন। ৬৮

রণাঙ্গনে বলরামের গদার আঘাতের শব্দ বজ্রপাতের ন্যায় শুনা যাইতেছিল এবং জরাসন্ধের গদার আঘাতের শব্দ পর্ব্বত-বিদারণের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৬৯

বায়ু যেরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ জরাসন্ধের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার গদা বলরামকে কম্পিত করিতে পারিল না। ৭০

বলরামের গদার বেগ মগধরাজ জরাসন্ধ অতিশয় ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিতে লাগিলেন এবং নিজের শিক্ষার কৌশলে ইহাকে বিফল করিয়াও দিলেন। ৭১

সেই সময় আকাশে সকল লোকের সমক্ষে সুস্পষ্ট স্বরে দৈববাণী শুনা যাইল—মানদ বলরাম! জরাসন্ধের বধ তোমার দ্বারা হইবে না। অতএব খেদ করিও না। আমি ইঁহার মৃত্যুর বিধান করিয়া রাখিয়াছি, অতএব তুমি এই যুদ্ধ হইতে বিরত হও। অচিরকালেই এই মগধরাজ নিজের প্রাণত্যাগ করিবে। ৭২-৭৩

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধ বিমনা হইয়া গেলেন। সেইহেতু হলধর বলরাম পুনরায় তাঁহার উপর প্রহার করিলেন না। এই দুই বীর তখন যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। মহারাজ! ইহার পূর্ব্বে এই বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধারা ও এই নৃপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া পরস্পরকে প্রহার করিয়াছিলেন। যখন রাজা জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, তখন সেই স্থান হইতে সমস্ত সৈন্য চলিয়া যাওয়ায় শূন্য হইয়া যাইল। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সম্পূর্ণ বিশাল রথবাহিনী ফিরিয়া যাইল। ৭৪-৭৫

সেই নৃপগণ ব্যাঘ্র কর্তৃক আঘ্রাত মৃগদলের ন্যায় মনে মনে ভীত হইয়াছিলেন, অতএব নিজ নিজ হস্তী, অশ্ব ও রথসকল চালনা করিয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। ৭৬

যাঁহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই মহারথ নরপতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই ঘোর যুদ্ধস্থলে অধিক সংখ্যায় মাংসভক্ষী জীব-জন্তুরা রহিয়া যাইল। ইহার দ্বারা সেই রণস্থল অতিভয়ঙ্কর প্রতীত হইতে লাগিল। ৭৭

যখন মুখ্য মুখ্য রথসমূহ পলায়ন করিল, তখন মহাতেজস্বী চেদিরাজ দমঘোষ যাদবগণের সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা স্মরণ করত শ্রীকৃষ্ণেরই অনুসরণ করিলেন। ৭৮

নিষ্পাপ জনমেজয়! করূষ ও চেদিদেশের সেনার দ্বারা পরিবৃত চেদিরাজ দমঘোষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবর্দ্ধনের ইচ্ছায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৭৯

যাদবনন্দন! আমি তোমার পিসিমাতা শ্রুতশ্রবার পতি (পিসেমশাই দমঘোষ) এবং সসৈন্যে তোমার নিকট আসিয়াছি। প্রভো! তুমি আমার অতিশয় প্রিয়। ৮০

উক্তশ্চৈষ ময়া রাজা জরাসন্ধোঽল্পচেতনঃ ।
কৃষ্ণাদ্ বিরম দুর্বুদ্ধে বিগ্রহাদ্ রণকর্ম্মণি ॥ ৮১

তদেষোঽদ্য ময়া ত্যক্তো মম বাক্যস্য দূষকঃ
ভগ্নো যুদ্ধে জরাসন্ধস্ত্বয়া দ্রবতি সানুগঃ ॥ ৮২

নির্বেদো নৈষ সংযাতি স্বপুরং পৃথিবীপতিঃ
ভূয়োঽথ ত্বয়োঽপ্যপরং দর্শয়িষ্যতি কিল্বিষম্ ॥ ৮৩

তদিমাং সন্ত্যজাশু ত্বং মহীং হতনরাকুলাম্ ।
ক্রব্যাদগণসঙ্কীর্ণাং সেবিতব্যামমানুষৈঃ ॥৮৪

করবীরপুরং কৃষ্ণ গচ্ছামঃ সবলানুগাঃ
শৃগালং বাসুদেবং বৈ দ্রষ্টুমানত্র পার্থিবম্ ॥ ৮৫

ইমৌ রথবরোদগ্রৌ যুবয়োঃ কারিতৌ ময়া
যোজিতৌ শীঘ্রতুরগৈঃ শঙ্খচক্রাঙ্ককূবরৌ ॥ ৮৬

শীঘ্রমারুহ তদ্রথং তে বলদেবসহায়বান্ ।
স্বয়ানঃ করবীরস্থং দ্রষ্টুং তং বসুধাধিপম্ ॥ ৮৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পিতৃস্বসৃপতের্বাক্যং শ্রুত্বা চেদিপতেস্তদা ।
বাক্যং হৃষ্টমনাঃ কৃষ্ণো জগাদ জগতো গুরুঃ ॥ ৮৮

অহো বৃদ্ধাভিসন্তপ্তৌ দেশকালোচিতং ত্বয়া ।
বান্ধবপ্রতিরূপেণ সংসিক্তৌ বচনাম্বুনা ॥ ৮৯

দেশকালবিশিষ্টস্য হিতস্য মধুরস্য চ
বাক্যস্য দুর্লভা লোকে বক্তারশ্চেদিসত্তম ॥ ৯০

চেদিনাথ সনাথৌ স্বঃ সংবৃত্তৌ তব দর্শনাৎ ।
নাবয়োঃ কিঞ্চিদপ্রাপ্যং যয়োস্ত্বং বন্ধুরীদৃশঃ ॥ ৯১

জরাসন্ধস্য নিধনং যে চান্যে তৎসমা নৃপাঃ ।
পার্থিবেশ্বো বৎসনাথৌ স্বঃ কর্ত্তুং চেদিকুলোদ্বহ ॥ ৯২

যদূনাং প্রথমো বন্ধুস্ত্বং হি সর্ব্বমহীক্ষিতাম্ ।
অতঃ প্রভৃতি সংগ্রামান্ দ্রক্ষ্যসে চেদিসত্তম ॥ ৯৩

চাক্রং মৌসলমিত্যেবং সংগ্রামং রণবৃত্তয়ঃ ।
কথয়িষ্যন্তি লোকেঽস্মিন্ যে ধরিষ্যন্তি পার্থিবাঃ ॥ ৯৪

---

আমি মন্দমতি রাজা জরাসন্ধকে এই বলিয়াছিলাম যে, দুর্বুদ্ধে! তুমি এই বিগ্রহ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করা থেকে বিরত হও, কিন্তু সে ইহা মানে নাই। ৮১

সে আমার এই কথার নিন্দা করিয়াছে, অতএব এখন আমি ইহাকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছি। যুদ্ধে তোমার দ্বারা পরাজিত হইয়া এই জরাসন্ধ নিজের অনুগামীদের সহিত পলাইয়া যাইতেছে। ৮২

কিন্তু এই রাজা শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া নিজের নগরে ফিরিয়া যাইতেছে না; অতএব এই জরাসন্ধ তোমার প্রতি পুনরায় পাপ-পূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করিবে। ৮৩

সেইজন্য তুমি এখন শীঘ্রই এই ভূমি ত্যাগ কর। এই ভূমি বর্ত্তমানে মৃত মনুষ্যগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বদিকে হিংস্র মাংসভক্ষী প্রাণিবর্গে আবৃত হইয়া উঠিয়াছে। এখন এই স্থান মানবেতর (রাক্ষসাদি) প্রাণিগণের সেবনযোগ্য হইয়াছে। ৮৪

শ্রীকৃষ্ণ। এখন আমরা সৈন্য ও সেবকগণের সহিত করবীর-পুরে গমন করিব। সেখানে শৃগাল নামে বিখ্যাত রাজা বাসুদেব রহিয়াছে। আমরা তাহাকে দর্শন করিব। ৮৫

এই দুই শ্রেষ্ঠ রথ আমি তোমাদের দুইজনের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছি। এই দুই রথে শীঘ্রগামী অশ্বগণ যোজিত আছে। এই রথদ্বয়ের সকল অগ্র, চক্র, অক্ষ ও কূবরাদি সুদৃঢ়। ৮৬

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি বলদেবের সহিত শীঘ্র রথে আরোহণ কর। আমরা করবীরপুরবাসী রাজা শৃগালকে দর্শন করিবার জন্য সত্বর গমন করিব। ৮৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সময় নিজের পিতৃষ্বসার চেদিরাজ দমঘোষের এই বাক্য শ্রবণ করত জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নমনে বলিলেন। ৮৮

অহো! আমরা দুইজনে যুদ্ধে সন্তপ্ত হইয়াছি। এই সময় আপনি এক আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়া দেশকালোচিত বচনরূপী জলের দ্বারা আমাদের সিক্ত করিলেন। ৮৯

চেদিরাজ! এই জগতে দেশ-কালের অনুরূপ হিতকর ও মধুর বাক্যভাষী মানুষ দুর্লভ। ৯০

চেদিনাথ! আপনাকে দর্শন করিয়া আমরা সনাথ হইলাম। যখন আমাদের আপনার ন্যায় এরূপ বন্ধু বর্ত্তমানে উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন আর আমাদের কিছুই অপ্রাপ্য রহিল না। ৯১

চেদিকুলভূষণ! আমরা দুইজনে আপনার দ্বারা সনাথ হইয়া জরাসন্ধ ও তাহার সমান আরও যে সব রাজা আছেন, তাঁহাদের সকলকেই নিধন করিতে সমর্থ হইব। ৯২

চেদিপ্রবর! সমস্ত রাজাদের মধ্যে আপনিই যদুবংশীয়গণের প্রথম বন্ধু। এখন হইতে আপনি বহু সংগ্রাম দর্শন করিতে পাইবেন। ৯৩

যুদ্ধের দ্বারা জীবননির্ব্বাহকারী যে সব রাজা এ জগতে জীবিত থাকিবেন, তাঁহারা সকলে আমাদের এই চাক্র ও মৌসল যুদ্ধের সতত চর্চা করিবেন। ৯৪

রাজ্ঞাং পরাজয়ং দৃষ্ট্বা গোমন্তেঽচলসত্তমে
শ্রবণাচ্চারণাদ্ বাপি স্বর্গলোকং ব্রজন্তি হি ॥ ২৫
তদলঞ্চাত্র মহারাজ করবীরং পুরোত্তমম্
প্রয়াস্যামো হি মার্গেণ চেদিরাজ শিবায় বৈ ॥ ২৬
তে স্যন্দনগতাঃ সর্বে পবনোৎপাতিভির্হয়ৈঃ ।
তেজিতৈর্দীর্ঘমধ্বানং মূর্তিমন্ত ইবাগ্নয়ঃ ॥ ২৭
তে ত্রিরাত্রোষিতাঃ প্রাপ্তাঃ করবীরং পুরোত্তমম্ ।
শিবায় চ শিবে দেশে নিবিষ্টাস্ত্রিদশোপমাঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে খিলভাগে বিষ্ণুপর্বণি
করবীরপুরাভিগমনো ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

পর্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্তের সমীপে যুদ্ধে আমাদের দ্বারা যে এই রাজাদের পরাজয় হইল, ইহার শ্রবণ ও স্মরণ করিলেও মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করিবে। ২৫

মহারাজ চেদিরাজ! অতএব আমরা এখন আপনার কথিত মার্গে নিজেদের কল্যাণের জন্য উত্তম নগর করবীরপুরে গমন করিব। ২৬

তদনন্তর তাঁহারা সকলে তিন দ্যুতিমান্ অগ্নির সদৃশ রথে আরোহণ করত বায়ুতুল্য উড়িয়া গমনকারী অশ্বগণের দ্বারা দীর্ঘ-পথে গমন করিলেন। ২৭

এই দেবোপম বীরগণ পথে তিন রাত্রি বাস করিয়া উত্তম করবীরপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য এক সুন্দর স্থানে নিবাসস্থাপন করিলেন। ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে করবীরপুরে শ্রীকৃষ্ণাদির গমনবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

## চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ শ্রীকৃষ্ণেন সৃগালস্য বিনাশঃ, তৎপুত্রস্য করবীরপুর-রাজ্যে অভিষেকশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তানাগতান্ বিদিত্বাথ সৃগালো যুদ্ধদুর্মদঃ
পুরস্য ধর্ষণং মত্বা নির্জগামেন্দ্রবিক্রমঃ ॥ ১
রথেনাদিত্যবর্ণেন ভাস্বতা রণগামিনা
আয়ুধপ্রতিপূর্ণেন নেমিনির্ঘোষহাসিনা ॥ ২
মন্দরাচলকল্পেন চিত্রাভরণভূষিণা ।
অক্ষয্যসায়কৈস্তূণৈঃ পূর্ণেনার্ণবঘোষিণা ॥ ৩
হর্যশ্বেনাতিগতিনা সংযুক্তেন শিখরেষ্বপি ।
হেমকুবরগর্ভেণ নৃত্যৎকেতুবিশোভিনা ॥ ৪
দৃঢ়কূবরেণ দীপ্তেন পতৎত্রিবরগামিনা ।
খগেন্দ্রেণেব শক্রস্য হর্যশ্বেন রথাঙ্গিনা ॥ ৫
সাবিত্রে নিয়মে পূর্ণে যং দদৌ সবিতা স্বয়ম্
আদিত্যরশ্মিভিরিব রশ্মিভির্যো নিগৃহ্যতে ॥ ৬

## চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সৃগালের বিনাশ ও তাঁহার পুত্রকে করবীর-পুরের রাজ্যে অভিষেক। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! তাঁহাদের সকলের আগমনের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রণদুর্মদ রাজা সৃগাল নিজের পুরীর উপর আক্রমণ হইয়াছে মনে করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ১

তিনি এক শ্রেষ্ঠ রথে বসিয়া গমন করিলেন। তাঁহার এই রথ সূর্যতুল্য তেজঃপুঞ্জে প্রকাশিত হইতেছিল। রণভূমিতে এই রথ ( অপ্রতিহত গতিতে ) যাইতে পারিত। ইহাতে সর্বপ্রকার অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার চক্র হইতে যে ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইত, উহা যেন তাহার অট্টহাস ছিল ( অথবা চক্রের এই ঘর্ঘর ধ্বনির দ্বারা যেন মেঘের গম্ভীর গর্জনকেও উপহাস করিতেছিল। ) ইহার আকার মন্দরপর্বতের ন্যায় বিশাল ছিল। এই রথ বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল। ইহা অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীরসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। সমুদ্রের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় এই রথ শব্দ করিতেছিল। ইহাতে নানাবর্ণের শীঘ্রগামী অশ্বগণ যোজিত ছিল। এই রথ পর্বতের শিখরেও কোথাও অবরুদ্ধ হইত না। ইহার কুবরের ( রথের যে ভাগে যুগ বাঁধা থাকে, তাহাকে কুবর বলে। ) অভ্যন্তরভাগে স্বর্ণ মণ্ডিত ছিল। ইহার অক্ষও দৃঢ় ছিল। এই রথের সেই সময় অগ্নির ন্যায় শোভা হইতেছিল। ইহা সুন্দর রজ্জুসমূহে ভালভাবে বাঁধা ছিল। ইহার দীপ্তি চারিদিকে বিস্ফুরিত হইতেছিল। ইহা পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় তীব্র গতিতে গমন করে এবং ইন্দ্রের হরিতবর্ণের অশ্বযোজিত আকাশগামী পর্বতাকার রথের সমান ছিল। সৃগাল নিয়ম পূর্বক সাবিত্রীমন্ত্র জপ করত সূর্যদেবের আরাধনা করিয়া

তেন স্যন্দনমুখ্যেন দ্বিষৎস্যন্দনঘাতিনা ।
স সৃগালোঽভ্যয়াৎ কৃষ্ণং শলভঃ পাবকং যথা ॥ ৭
চাপপাণিঃ সুতীক্ষ্ণেষুঃ কবচী হেমমালিকঃ ।
সিতপ্রাবরণোষ্ণীষঃ পাবকাকারলোচনঃ ॥ ৮
মুহুর্মুহুর্জ্যাচপলং বিক্ষিপন্ চাঽঽহং ধনুঃ
নির্ধমন্ রোষজং বায়ুং সানলজ্বালনগুলম্ ॥ ৯
ভাভির্ভূষণপঙ্‌ক্তীনাং দীপ্তো মেরুরিবাচলঃ
রথস্থ ইব শৈলেন্দ্রঃ সৃগালঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১০
তস্যারসিতশব্দেন রথনেমিস্বনেন চ ।
শঙ্খস্বনেন চ নানাস্তী চচালোর্বী ভয়াতুরা ॥ ১১
তমাপতন্তং শ্রীমন্তং মূর্তিমন্তমিবাচলম্
সৃগালং লোকপালাভং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো ন বিব্যথে ॥ ১২
সৃগালশ্চাপি সংরব্ধঃ স্যন্দনেনাশুগামিনা ।
সমীপে বাসুদেবস্য মুমুৎসুঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৩

ছিলেন। তাঁহার সেই নিয়ম পূর্ণ হইলে পর সাক্ষাৎ ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে এই রথ প্রদান করিয়াছিলেন। যে রথের সূর্য্যের কিরণাবলিসদৃশ বর্ণময় রশ্মিতে (অশ্ববন্ধনরজ্জু—লাগাম) অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। শত্রুর রথধ্বংসকারী এই শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা রাজা সৃগাল সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইলেন, যেরূপ পতঙ্গ অগ্নির দিকে ধাবিত হয়। ২-৭

তাঁহার হস্তে ধনু ও তীক্ষ্ণ বাণ শোভা পাইতেছিল। তিনি কবচ ধারণ করিয়া স্বর্ণমালো বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার চাদর ও পাগড়ী শ্বেত বর্ণের ছিল এবং তাঁহার নয়নদ্বয় যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল। ৮

তিনি বারংবার নিজের দুঃসহ ধনুটিকে হিলাইতে থাকিয়া তাহার গুণ আকর্ষণ করিতেছিলেন এবং অগ্নির শিখাযুক্ত ক্রোধজনিত উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৯

নিজের আভরণসমূহের প্রভাপুঞ্জে প্রকাশিত হইয়া এই রাজা সৃগাল মেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং রথে থাকিয়া গিরিরাজের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। ১০

তাঁহার গর্জনের ধ্বনি, রথের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খের (দুর্ধর্ষ ভাবের) দ্বারা পৃথিবী ভয়পীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। ১১

লোকপালসদৃশ তেজস্বী ও মূর্তিমান্ পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল-দেহ শ্রীমান্ রাজা সৃগালকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাথিত হইলেন না। ১২

অতদিকে সৃগালও অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া সেই শীঘ্রগামী

বাসুদেবং স্থিতং দৃষ্ট্বা সৃগালো যুদ্ধলালসঃ
অভিদুদ্রাব বেগেন মেঘরাশিরিবাচলম্ ॥ ১৪
বাসুদেবঃ স্থিতং কৃত্বা প্রতিযুদ্ধায় তস্থিবান
তদযুদ্ধমভবত্তাভ্যাং সমরে ঘোরদর্শনম
উভাভ্যামিব মত্তাভ্যাং কুঞ্জরাভ্যাং যথা বনে ॥ ১৫
সৃগালস্ত্বব্রবীৎ কৃষ্ণং সমরে সমুপস্থিতম্
যুদ্ধরাগেণ তেজস্বী মোহাচ্ছাদিতগৌরবঃ ॥ ১৬
গোমন্তে যুদ্ধমার্গেণ যত্ত্বয়া কৃষ্ণ চেষ্টিতম্
অনায়কানাং মূর্খাণাং নৃপাণাং দুর্বলে বলে ॥ ১৭
স মে সুবিদিতঃ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়াণাং পরাজয়ঃ
কৃপণানামসত্ত্বানামযুদ্ধানাং রণোৎসবে ॥ ১৮
তিষ্ঠেদানীং যথাকামং স্থিতোঽহং পালিবে পদে ।
ন যাস্যসি ময়া কৃষ্ণ রণেঽস্মিন্ পরিনির্জিতঃ ॥ ১৯

রথের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ১৩

শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া সৃগাল যুদ্ধের লালসায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। যেরূপ মেঘপুঞ্জ জলবর্ষণ করিয়া পর্ব্বতের উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ তিনি সবেগে শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৪

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থির হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থিত হইলেন। তখন রণাঙ্গনে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। যেরূপ বনে দুইটি মদমত্ত হস্তী পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ ইঁহারাও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

সেই সময় মোহবশতঃ নিজের গৌরব হইতে চ্যুত তেজস্বী সৃগাল সমরাঙ্গনে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধবিষয়ক আসক্তির প্রেরণায় এই কথা বলিলেন। ১৬

কৃষ্ণ। তুমি গোমন্ত পর্ব্বতের নিকটে নায়কহীন মূর্খ নরপতিগণের দুর্ব্বল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের মার্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছ, তৎসমস্তই আমি জ্ঞাত আছি কৃষ্ণ। সেখানে যে ক্ষত্রিয়গণের পরাজয় হইয়াছে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু সেই সব ক্ষত্রিয়গণ কাতর, ধৈর্য্য ও শক্তিহীন এবং উৎসবতুল্য বীরগণের আনন্দপ্রদ যুদ্ধস্থলে কখনও তাঁহারা যুদ্ধ করে নাই। ১৭-১৮

এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান কর আমি এখানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছি। যদি আমি তোমাকে

ন চাহমেকং সবলো যুদ্ধেয়ং যোদ্ধুমাহবে
অহমেকস্ত্বমপ্যেকো যৌ যুধ্যাব রণে স্থিতৌ ॥ ২০
কিং জনেন নিরস্তেন ত্বং বাধক রণে স্থিতঃ
ধর্মযুদ্ধেন নিধনং তয়োরেকতরো রণে ॥ ২১
লোকেঽস্মিন বাসুদেবোঽহং ভবিষ্যামি হতে ত্বয়ি।
হতে ময়ি ত্বমপ্যেকো বাসুদেবো ভবিষ্যসি ॥ ২২
শৃগালস্য বচঃ শ্রুত্বা বাসুদেবঃ ক্ষমাপরঃ
ঈর্ষ্যাস্তং প্রহরস্বেতি তমুক্ত্বা চক্রমাদদে ॥ ২৩
ততঃ সায়কজালানি শৃগালঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
চিক্ষেপ কৃষ্ণে ঘোরাণি যুদ্ধায় লঘুবিক্রমঃ ॥ ২৪
অস্ত্রাণি যানি চাস্ত্রাণি মুসলাস্ত্রাণি সংযুগে।
পাতয়ামাস গোবিন্দে স শৃগালঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৫
শৃগালপ্রহিতৈস্তৈস্তৈঃ পাবকজ্বালমালিভিঃ।
নির্দয়াভিহতঃ কৃষ্ণঃ স্থিতো গিরিরিবাচলঃ ॥ ২৬
সোঽস্ত্রপ্রহারাভিহতঃ কিঞ্চিদ্ রোষসমন্বিতঃ।
চক্রমুদ্যম্য গোবিন্দঃ শৃগালস্য পরিক্ষিপন্ ॥ ২৭
তং রথস্থং প্রমাণস্থং শৃগালং যুদ্ধদুর্মদম্।
জঘান সমরে চক্রং জাতদর্পং মহাবলম্ ॥ ২৮
( নিহতো সমরে পূর্বং শৃগালং যুদ্ধকার্মুকম্ )
ততঃ সুদর্শনং চক্রং পুনরাগাদ্ গুরোঃ করে
চক্রেণোরসি নির্ভিন্নঃ স গতাসুর্গতোৎসবঃ
পপাত ক্ষতজস্রাবী শৃগালোঽদ্রিরিবাহতঃ ॥ ২৯
নিশম্য তং নিপতিতং বজ্রপাতাদিবাচলম্
তস্য সৈন্যান্যপাবৃত্য বিমনাংসি হতে নৃপে ॥ ৩০
কেচিৎ প্রবিশ্য নগরং কন্দমানা ভিহতা ভৃশম্
করুণং শোকসন্তপ্তা ভর্তৃশোকাভিপীড়িতাঃ ॥ ৩১
কেচিত্তত্রৈব শোচন্তঃ স্মরন্তঃ সুকৃতানি চ।
পতিতং নৃপতিং ভূমৌ ন ত্যজন্তি স্ম দুঃখিতাঃ ॥ ৩২

…দিক্ অবরোধ করি, তাহা হইলে তুমি কোথায় যাইবে ; …রণ, তুমি ত' যুদ্ধের নানাবিধ কৌশলে পরিনিষ্ঠিত নিপুণ। ১৮। ১৯

তুমি একাকী, আর আমি সসৈন্যে সুসজ্জিত ; এই অবস্থায় …ঙ্গনে তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার উচিত হইবে না। …দিকে আমি একাকী থাকিব ও অন্য দিকে তুমি একাকী …কিবে, এইভাবে রণাঙ্গনে থাকিয়া আমরা যুদ্ধ করিব। ২০

সাধারণ মানুষকে বধ করিয়া কি লাভ হইবে ? রণাঙ্গনে …স্থিত তুমি বা আমি—এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একজন …য় ধর্মযুদ্ধের দ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হউক। ২১

তুমি নিহত হইলে পর এ জগতে আমি একাকীই বাসুদেব …কিব অথবা আমি নিহত হইলে তুমিও একাকী বাসুদেব …কিবে। ২২

শৃগালের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষমাশীল ভগবান্ বাসুদেব …ই ঈর্ষ্যালু নরপতিকে বলিলেন—প্রথমে তুমি প্রহার কর। …কথা বলিয়াই তিনি হস্তে চক্র গ্রহণ করিলেন। ২৩

তখন যুদ্ধের জন্য লঘুতাপূর্বক পরাক্রমপ্রকাশকারী শৃগাল …বে উন্মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ …য়া দিলেন। ২৪

প্রতাপশালী শৃগাল সেই যুদ্ধে গোবিন্দের উপর মুসলাদি …াত বহু অস্ত্র সকলও নিক্ষেপ করিলেন। ২৫

শৃগাল কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অস্ত্রসকলের দ্বারা নির্দয়তা সহকারে আহত প্রাপ্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ পর্বতসদৃশ অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সব অস্ত্রের প্রহারে আহত হইয়া কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট ভগবান্ গোবিন্দ চক্র উত্তোলিত করিয়া শৃগালের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২৬–২৭

রণদুর্মদ মহাবল শৃগাল সদর্পে রথের উপরেই বসিয়া রহিলেন, স্থান হইতে সরিয়া যাইলেন না। এই সময় ( ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ) চক্র রণাঙ্গনে তাঁহার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিল। ২৮

ইহার পর সুদর্শন চক্র পুনরায় জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে চলিয়া আসিল। এই চক্রের দ্বারা আহত হইয়া শৃগালের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় রক্ত ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে প্রাণহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। তাঁহার জীবনের সমস্ত আনন্দোৎসব সমাপ্ত হইয়া যাইল। ২৯

বজ্রপাতের ফলে পতিত পর্বতের ন্যায় রাজা শৃগালকে ভূতলে পতিত দেখিয়া তাঁহার নিধনে তাঁহার সমস্ত সৈন্যগণ দুর্মনা হইয়া পলায়ন করিলেন। ৩০

কিছু সৈন্য নগরে প্রবেশ করত অত্যন্ত শোকগ্রস্ত, দুঃখে সন্তপ্ত ও রাজার শোকে পীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৩১

কিছু সৈন্য সেখানেই ( যুদ্ধস্থলেই ) শোক করিতে লাগিলেন।

ততো মেঘনিনাদেন স্বরেণারিবিমর্দ্দনঃ।
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষো জনানাশ্বাসয়ং সদৌ ॥ ৩৩

চক্রোচিতেন হস্তেন রাজতাঙ্গুলিপর্ব্বণা।
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যমিতি তানভ্যভাষত ॥ ৩৪

নাস্য পাপস্য দোষেণ নিরাবাধকরং জনম্।
ঘাতয়িষ্যামি সমরে নেদং শূরব্রতং মতম্ ॥ ৩৫

অশ্রুপূর্ণমুখা দীনাঃ ক্রন্দমানা ভৃশং তদা
তে স্ম পশ্যন্তি পতিতং বসুধায়াং বসুধাপতিম্।
চক্রনির্দারিতোরস্কং ভিন্নশৃঙ্গমিবাচলম্ ॥ ৩৭

বিলপন্তি স্ম তে সর্ব্বে সচিবাঃ সপ্রজা ভৃশম্
সাশ্রুপাতেক্ষণা দীনাঃ শোকস্য বশমাগতাঃ ॥ ৩৮

তেষাং রুদিতশব্দেন পৌরাণাং বিস্বরৈঃ স্বরৈঃ।
মহিষ্যস্তস্য নিষ্পেতুঃ সপুত্রা রুদিতাননাঃ ॥ ৩৯

তাস্তং নিপতিতং দৃষ্ট্বা রাজানং ভূমিপতিং পতিম্।
স্তনানাকৃষ্য করৈস্তর্ভার্য্যাঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৪০

উরাংস্যাবধ্য চ স্বৈরেব শিরাংস্যাকুলাস্তপি
নির্দ্দয়ং তাড়য়ন্ত্যো বিস্বরং রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪১

তাস্ত্বারমি দুঃখার্ত্তা রুদিতাঃ স্তিমিতলোচনাঃ
পেতুর্গ্রাহভুজঃ সর্ব্বাশ্ছিন্নমূলা লতা ইব ॥ ৪২

তাসাং বাষ্পাম্বুপূর্ণানি নেত্রাণি রূপশোভিতাম
বারিবিপ্রস্তানীব পঙ্কজানি চকাশিরে ॥ ৪৩

তাঃ পতিং পতিতং ভূমৌ রুদত্যো হৃদি তাড়িতাঃ
লালপ্যমানাঃ করুণং যোষিতঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৪৪

পুত্রং চাস্য পুরস্কৃত্য বালং প্রস্রুতলোচনম্
শক্রদেবং পিতুঃ পার্শ্বে স্থিতং রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৫

অয়ং তে বীর বিক্রান্তো বালঃ পুত্রো ন পণ্ডিতঃ
বুদ্ধিহীনঃ কথময়ং পদে স্থাস্যতি পৈতৃকে ॥ ৪৬

তাঁহারা রাজার উপকারসমূহ স্মরণ করত দুঃখিত হইয়া ভূমিতে পতিত রাজা সৃগালকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন না। ৩২

অনন্তর শত্রুমর্দ্দনকারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ মেঘগর্জ্জনসদৃশ গম্ভীর স্বরে সেই সব মনুষ্যগণকে আশ্বাস দান করিলেন। ৩৩

তিনি অঙ্গুলিপর্ব্ব সুশোভিত ও চক্রধারণ করিবার যোগ্য দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সঙ্কেত করিয়া সেই সব মনুষ্যগণকে বলিলেন—সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না। এই পাপীর অপরাধের জন্য আমি সমরাঙ্গনে নিরপরাধ মনুষ্যদিগকে বধ করিব না; কারণ, ইহা বীরব্রত নহে বলিয়াই আমি মনে করি। ৩৪-৩৫

সেই সৈন্যগণ অত্যন্ত দীনভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই সময় বসুতলে পতিত ভূপতি সৃগালকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় ইঁহাদের সকলের মুখমণ্ডল অশ্রুতে পূর্ণ ছিল। রাজা সৃগালের বক্ষঃস্থল চক্রে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি শৃঙ্গবিহীন পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতে পতিত ছিলেন। ৩৬-৩৭

সেই সমস্ত সচিব ও প্রজাগণ শোকের বশীভূত হইয়া নেত্র হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে অত্যন্ত দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৮

সেই পুরবাসিগণের রোদনের শব্দ ও বিকৃত স্বরে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া রাজা সৃগালের মহিষীরা পুত্রের সহিত রোদন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৯

নিজেদের স্বামী পতি ভূপাল সৃগালকে সেখানে বসুতলে পতিত দেখিয়া সেই রাণীগণ অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া নিজেদের অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা স্তনমণ্ডলকে আঘাত করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৪০

এই স্ত্রীগণ নিজেদের বক্ষঃ, স্তন ও উদর হইয়া চারিদিকে আকুল মস্তককেশসমূহকে নির্দয়তা সহকারে আঘাত করিতে করিতে বিকৃত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৪১

এই সব স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুঃখে পীড়িতা ও রুদিতা হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে মুদিত নেত্র হইয়া মূলচ্ছিন্ন লতাসমূহের ন্যায় রাজার বক্ষে উপর পতিত হইলেন। ৪২

এই সব রাজপত্নীদিগের অশ্রুপূর্ণ নেত্রকমল জলের আঘাতে বিকশিত পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৪৩

বসুতলে পতিত পতিকে দেখিয়া তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বক্ষে আঘাত করিতেছিলেন এবং করুণস্বরে অত্যন্ত বিলাপ করিতে করিতে এই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪৪

সেই রাজার বালক পুত্র অশ্রুপূর্ণনয়ন শক্রদেবকে নিজেদের অগ্রভাগে তাঁর ও পিতার পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া সেই স্ত্রীগণ বিকল বেশে রোদন করিতে থাকিলেন। ৪৫

তাঁহারা তখন বলিলেন—বীর মহারাজ! এই আপনার পরাক্রমশালী পুত্র এখনও বালক, নিজের শিক্ষা ও করিয়া

কথমেকপদে ত্যক্ত্বা গতোঽস্যস্মৎপুরং পরম্ ।
অন্তঃপুরং তব সৌখ্যানাং কিং কুর্ম্মো বিধবা বয়ম্ ॥ ৪৭
তস্য পদ্মাবতী নাম মহিষী প্রমদোত্তমা ।
রুদতী পুত্রমাদায় বাসুদেবমুপস্থিতা ॥ ৪৮
যত্ত্বয়া পাতিতো বীর রণপ্রোক্তেন কর্ম্মণা ।
তস্য প্রেতগতস্যাথ পুত্রোঽয়ং শরণং গতঃ ॥ ৪৯
যদি ত্বাং প্রণমেত্তাসৌ কুর্য্যাদ্ বা শাসনং তব ।
নায়মেকপ্রসাদেন জনস্তপ্যেত দারুণম্ ॥ ৫০
যদি কুর্য্যাদয়ং মৃঢ়স্ত্বয়ি বান্ধবকং বিধিম্
নৈবং পতীতঃ কৃপণঃ সেবেত ধরণীতলম্ ॥ ৫১
অয়মস্য বিপন্নস্য বান্ধবস্য তবানঘ
সন্ততী রক্ষ্যতাং বীর পুত্রঃ পুত্র ইবাত্মজঃ ॥ ৫২
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা মহিষ্যা যদুনন্দনঃ ।
মৃদুপূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৫৩
রাজপত্নি গতো রোষঃ সহানেন দুরাত্মনা ।
প্রকৃতিস্থা বয়ং জাতা দেবি দৈবোঽস্মি বান্ধবঃ ॥ ৫৪
রোষো মে বিগতঃ সাধ্বি তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ।
যোঽয়ং পুত্রঃ সৃগালস্য মমাপ্যেষ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
অভয়ং চাভিষেকঞ্চ প্রদাম্যস্মৈ সুতায় বৈ ।
আহূয়ন্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা ॥ ৫৬
পিতৃপৈতামহে রাজ্যে তব পুত্রোঽভিষিচ্যতাম্ ।
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা ॥ ৫৭
অভিষেকার্থমাজগ্মুর্যত্তো বৈ রাম-কেশবৌ ।
ততঃ সিংহাসনস্থং তু রাজপুত্রং জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৮
অভিষেকেণ দিব্যেন যোজয়ামাস বীর্য্যবান্
অভিষিচ্য সৃগালস্য করবীরপুরে সুতম্
কৃষ্ণস্তদহরেবাশু প্রস্থানমভ্যরোচয়ৎ ॥ ৫৯

জ্ঞান্ হইতে পারে নাই। আপনি ব্যতীত কিভাবে সে নিজের পৈতৃক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? ৪৬

নাথ! আপনি নিজের অন্তঃপুরের রাণীদিগকে সহসা ত্যাগ করিয়া কেন পরলোকে গমন করিলেন? আমরা আপনার সঙ্গ সুখসমূহে এখনও তৃপ্ত হইতে পারি নাই। হায়! আমরা বিধবা হইয়া গেলাম, আমরা এখন কি করিব? ৪৭

রাজা সৃগালের পাটরাণীর নাম ছিল—পদ্মাবতী। তিনি রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পদ্মাবতী রোদন করিতে করিতে নিজের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ভগবান্ বাসুদেবের নিকটে গমন করিলেন। ৪৮

এবং তিনি বলিলেন,—বীর! আপনি যুদ্ধ-কর্মের দ্বারা যাঁহাকে বিনাশ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন, সেই পরলোকগামী নরপতির এই পুত্র আপনার শরণাগত হইয়াছে। ৪৯

যদি এই মহারাজ আপনাকে প্রণাম করিতেন—আপনার সম্মুখে বিনীত ভাবের পরিচয় দিতেন অথবা আপনার আজ্ঞা পালন করিতেন, তাহা হইলে আপনার একটি প্রসাদে ইঁহাকে এই দারুণ সন্তাপভাগী হইতে হইত না। ৫০

যদি এই মূঢ় (বিবেকশূন্য) নরপতি আপনার প্রতি বন্ধুজনোচিত আচরণ করিতেন, তাহা হইলে ইঁহাকে মাংসভক্ষী পক্ষীদের দ্বারা পরিবৃত এই ধরাতলের সেবা করিতে হইত না। ৫১

অনঘ বীর! এই বালক আপনার এই মৃত বান্ধবের সন্ততি; আপনি নিজের পুত্রের ন্যায় এই পুত্রকে রক্ষা করুন। ৫২

পদ্মাবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মৃদু ভাষায় এই কথা বলিলেন। ৫৩

রাজপত্নি! আমার রোষ ত' এই দুরাত্মার নিধনের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে। দেবি! এখন আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় রহিয়াছি। আমি আপনার সে-ই বান্ধব। ৫৪

সাধ্বি! মহারাণী! আপনার এই নির্দোষ বাক্যসমূহে আমার ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে। রাজা সৃগালের যে পুত্র, সে আমারও পুত্রতুল্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৫

আমি ইহার সুখের জন্য ইহাকে অভয়দান সহ ইহার রাজ্যাভিষেক দান করিব। আপনি সমস্ত প্রকৃতি, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণকে আহ্বান করাইয়া লইয়া আসুন, যাহাতে আপনার পুত্রকে তাহার পিতৃপিতামহের রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারি। ৫৬

তদনন্তর সমস্ত প্রকৃতি (প্রজামণ্ডলী), পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ রাজকুমারের অভিষেকের জন্য সেখানে আসিলেন, যেখানে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান আছেন। ৫৭

ইহার পর পরাক্রমশালী ভগবান্ জনার্দ্দন রাজপুত্র শক্রদেবকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিব্যাভিষেক বিধি অনুসারে তাহার রাজ্যাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ৫৮

সৃগালের পুত্র শক্রদেবকে করবীরপুরের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দিনে সেখান হইতে সত্বর প্রস্থান করাকে উচিত বলিয়া মনে করিলেন। ৫৯

রথেন হরিযুক্তেন তেন যুদ্ধাজিতেন বৈ
কেশবঃ প্রস্থিতোঽহ্নায় বৃত্রঘ্ন ত্রিদিবং যথা ॥ ৬০
শক্রদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা সহ মাত্রা পরন্তপঃ
সবালবৃদ্ধযুবতীমুখ্যাঃ প্রকৃতয়স্তথা ॥ ৬১
শিবিকায়াং সমারোপ্য শৃগালং বৃষ্ণিবর্দ্ধনম্
সংস্থিতা পূর্বমার্গেণ পশ্চিমাভিমুখা যযুঃ ॥ ৬২
বৈধনস্থ বিধানেন চক্রুস্তে তস্য সংক্রিয়াম্
সংস্কারং কারয়ামাসুঃ পিতৄণাং পারলৌকিকম্ ॥ ৬৩
উদ্দিশ্যোদ্দিশ্য রাজানঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা সহস্রশঃ ।
ততস্তে সলিলং দত্ত্বা নামগোত্রাদিকীর্ত্তনৈঃ ॥ ৬৪
পিতর্য্যুপরতে ঘোরে শোকসংবিগ্নমানসঃ ।
কৃতোদকং তদা রাজা প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥ ৬৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শৃগালবধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

যেরূপ ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করেন, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধে লব্ধ অশ্বযুক্ত রথের দ্বারা মথুরার পথে গমন করিলেন । ৬০

শত্রুদমনকারী ধর্ম্মাত্মা রাজা শক্রদেবও মাতার সহিত বালক, বৃদ্ধ ও যুবতী প্রভৃতি সমস্ত প্রজাদিগকে সঙ্গে লইয়া বৃষ্ণিবংশীয় শৃগালের শবকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া সকলে সংঘটিত হইয়া নগর হইতে পূর্ব পথে পশ্চিমদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন । ৬১-৬২

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৈদিক বিধি অনুসারে ইঁহারা সকলে শক্রদেবের দ্বারা রাজার দাহ সংস্কার করাইলেন এবং পিতৃগণের জন্য পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করাইলেন । ৬৩

রাজা নৃপদের উদ্দেশে সহস্র প্রকারের বহু শ্রাদ্ধ প্রদান করিয়া তাঁহারা সকলে রাজার উদ্দেশে নাম-গোত্রাদি উচ্চারণ করত তর্পণ করিলেন । এইভাবে পিতার ঘোর মৃত্যু হইলে পর শোকে ব্যাকুলচিত্ত রাজা শক্রদেব তাঁহাকে জলাঞ্জলি দান করত নিজের উত্তম নগরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৬৪-৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শৃগালের বধাত্মক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বলরাম-শ্রীকৃষ্ণয়োর্মথুরাং প্রত্যাগমনম্, তয়োরভ্যর্থনা চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তৌ তু স্বল্পেন কালেন দমঘোষেণ সঙ্গতৌ ।
অধ্বাধ্ববিধিনা তৌ তু পঞ্চরাত্রোষিতৌ পথি ॥ ১
দমঘোষেণ সঙ্গম্য একরাত্রোষিতাবিব
জগ্মতুঃ সহিতৌ বীরৌ মুদা পরময়া যুতৌ ।
নগরীং মথুরাং প্রাপ্তৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ২
ততঃ প্রত্যুদ্গতাঃ সর্ব্বে যাদবা যদুনন্দনৌ ।
সবলা হৃষ্টমনস উগ্রসেনপুরোগমাঃ ॥ ৩
শ্রেণ্যঃ প্রকৃতয়শ্চৈব মন্ত্রিণশ্চ যথোচিতাঃ ।
সবালবৃদ্ধা সা চৈব পুরী সমভিবর্ত্তত ॥ ৪
নন্দিতূর্য্যাণ্যবাদ্যন্ত স্তূয়েতাং পুরুষর্ষভৌ
রথ্যাঃ পতাকামালিন্যো ভান্তি স্ম সমন্ততঃ ॥ ৫

### পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রত্যাগমন এবং তাঁহাদের অভ্যর্থনা । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা চেদিরাজ দমঘোষের সহিত মিলিত হইয়া যাইতে লাগিলেন । পথে বিশ্রামানুসারে যাইতে যাইতে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পাঁচ রাত্রি বাস করিলেন, কিন্তু দমঘোষের সহিত থাকায় তাঁহাদের এরূপ প্রতীত হইল যে, আমরা এক রাত্রি পথে ছিলাম । এইভাবে পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া এই দুই বীর বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অল্প সময়ের মধ্যে মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলেন । ১-২

এই সময় উগ্রসেনাদি সমস্ত যাদবগণ সৈন্য সহ অগ্রসর হইয়া প্রসন্নচিত্তে সেই দুই যদুনন্দন বীরকে স্বাগত জানাইলেন । ৩

অনেক প্রকার শিল্পের দ্বারা জীবননির্ব্বাহকারী নানা জাতির শিল্পী, প্রজাবর্গ, মন্ত্রী ও বালকগণ এবং বৃদ্ধগণ সহ সম্পূর্ণ মথুরাপুরী যথোচিত রীতিতে ইঁহাদের স্বাগত জানাইবার জন্য সমবেত হইয়াছিল । ৪

আনন্দবর্দ্ধক মঙ্গল-বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল । সেই দুই পুরুষপ্রবর বীরের চারিদিকে স্তুতি হইতেছিল । সর্ব্বদিকের পথ পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম শোভা পাইতে লাগিল । ৫

হৃষ্টা প্রমুদিতা সর্বা পুরী পরমশোভিতা ।
ভ্রাত্রোস্তয়োরাগমনে যথৈবেন্দ্রমহে তথা ॥ ৬
মুদিতাস্তত্র গায়ন্তি রাজমার্গেষু গায়কাঃ
স্তবাশীর্বহুলা গাথা যাদবানাং প্রিয়ঙ্করাঃ ॥ ৭
গোবিন্দ-রামৌ সম্প্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ লোকবিশ্রুতৌ ।
স্বে পুরে নির্ভয়াঃ সর্বে ক্রীড়ন্তু যাদবাঃ সুখম্ ॥ ৮
ন তত্র কশ্চিদ্দীনো বা মলিনো বা বিচেতনঃ ।
মথুরায়ামভূৎ কশ্চিদ্ রাম-কৃষ্ণসমাগমে ॥ ৯
বয়াংসি সাধুবাক্যানি প্রহৃষ্টা গো-বৃষ-দ্বিপাঃ
নর-নারীগণাশ্চৈব ভেজিরে মানসং সুখম্ ॥ ১০
শিবাশ্চ প্রববুর্বাতা বিরজস্কা দিশো দশ
দৈবতান্যপি সর্বাণি হৃষ্টান্যায়তনেষু চ ॥ ১১
যানি লিঙ্গানি লোকস্য বৃত্তানীহ কৃতে যুগে
তানি সর্বাণ্যদৃশ্যন্ত তয়োরাগমনে তদা ॥ ১২
ততঃ কালে শিবে পুণ্যে স্যন্দনেনারিমর্দনৌ
হরিযুক্তেন তৌ বীরৌ প্রবিষ্টৌ মথুরাং পুরীম্ ॥ ১৩
প্রবিশন্তং পুরীং রম্যাং গোবিন্দং রামমেব চ ।
অন্বগচ্ছন্ যদুগণাঃ শক্রং দেবগণা ইব ॥ ১৪
বসুদেবস্য ভবনং পিতুস্তৌ যদুনন্দনৌ
প্রবিষ্টৌ হৃষ্টবদনৌ চন্দ্রাদিত্যাবিবাচলম্ ॥ ১৫
তত্রায়ুধানি সন্ন্যস্য গৃহে স্বে স্বৈরচারিণৌ
মুমুদাতে যদুবরৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ১৬
ততস্তু বসুদেবস্য পাদৌ সমভিপীড্য চ ।
উগ্রসেনং রাজানমন্যাংশ্চ যদুপুঙ্গবান্ ॥ ১৭
যথান্যায়ং পূজয়িত্বা তৌ সর্বৈশ্চাভিনন্দিতৌ
জগ্মতুর্হৃষ্টমনসৌ মাতুরেব নিবেশনম্ ॥ ১৮
এবং তাবেকনির্মাণৌ মথুরায়াং জনার্দনৌ
উগ্রসেনানুগৌ ভূত্বা কঞ্চিৎ কালং মুমোদতুঃ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
রামকৃষ্ণয়োর্মথুরাং প্রত্যাগমনে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

সেই দুই ভ্রাতার আগমনে ইন্দ্রোৎসবের ন্যায় সম্পূর্ণা মথুরাপুরী পরম শোভাসম্পন্না হইয়া হর্ষে উল্লসিতা হইয়া উঠিল। ব কিছুই আনন্দময় হইল। ৬

রাজপথসমূহে গায়কগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া যাদবদের প্রিয়কর আশীর্বাদযুক্ত গাথাসকল গান করিতে াগিলেন। ৭

এবং সর্বত্র এই ঘোষণা করাইয়া দেওয়া হইল যে, যাদবগণ। বিখ্যাত বীর দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এখন নিজ নগরে সিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব সকল মানুষ নির্ভয় হইয়া পূর্বক ক্রীড়া করুক। ৮

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে পর সেই মথুরাপুরীতে তখন কেহই দীন, মলিন অথবা উদাসচিত্ত রহিল । ৯

পক্ষীরা সুমধুর রব করিতে লাগিল; গো, অশ্ব ও হস্তিগণও তিশয় হৃষ্ট হইয়া উঠিল এবং নর-নারীগণ সকলেই মনে মনে ম সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। ১০

শীতল ও সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দশদিক [illegible] হইল এবং মন্দিরসমূহে স্থিত সমস্ত দেবতাগণও প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। ১১

সত্যযুগ আসিলে পর এ জগতে যে যে লক্ষণ ও বৃত্তান্ত সংঘটিত হয়, তৎ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের আগমনে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। ১২

তদনন্তর মঙ্গলময় পুণ্য মুহূর্তে সেই দুই শত্রুমর্দনকারী বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অশ্বযুক্ত রথে মথুরাপুরী প্রবিষ্ট হইলেন। ১৩

সেই রমণীয় মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পশ্চাতে পশ্চাতে সমস্ত যাদবগণ সেইভাবে যাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করেন। ১৪

যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য মেরুপর্বতের গুহায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ এই দুই যদুনন্দন বীর পিতা বসুদেবের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় ইহাদের উভয়ের মুখই প্রসন্ন ছিল। ১৫

সেখানে নিজ গৃহে অস্ত্রসমূহ রাখিয়া সেই দুই যদুকুল-তিলক বসুদেবপুত্র স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে করিতে আনন্দমগ্ন হইলেন। ১৬

তদনন্তর বসুদেবের দুই চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করত রাজা উগ্রসেন এবং অন্য প্রধান যদুবংশীয়দিগকে যথোচিত সম্মান করিবার পর তাঁহাদের দ্বারা নিজেরাও অভিনন্দিত হইয়া এই দুই ভ্রাতা প্রসন্নমনে মাতার ভবনে গমন করিলেন। ১৭-১৮

এইরূপে একই তত্ত্বে নির্মিত এবং একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবতীর্ণ এই দুই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাজা উগ্রসেনের অনুগামী হইয়া কিছুকাল সানন্দে বাস করিলেন। ১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রত্যাগমনবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বলরামস্য ব্রজযাত্রা, তেন যমুনায়া আকর্ষণঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স্মৃত্বা গোপেষু সৌহৃদম্
জগামৈকো ব্রজং রামঃ কৃষ্ণস্যানুমতে স্থিতঃ ॥ ১
স গত্বাত্র রম্যাণি দদর্শ বিপুলানি বৈ
কৃতপূর্ব্বাণ্যরণ্যানি সরাংসি সুরভীণি চ ॥ ২
স প্রবিষ্টস্তু বেগেন তং ব্রজং কৃষ্ণপূর্ব্বজঃ ।
বন্যেন রমণীয়েন বেশেনালঙ্কৃতঃ প্রভুঃ ॥ ৩
স তানভাষত প্রীত্যা যথাপূর্ব্বমরিন্দমঃ
গোপাংস্তথৈব বিধিনা যথান্যায়ং যথাবয়ঃ ॥ ৪
তথৈব প্রাহ তান্ সর্ব্বাংস্তথৈব পরিহর্ষয়ন্ ।
তথৈব সহ গোপীভির্যোজয়ন্মধুরাঃ কথাঃ ॥ ৫
তমূচুঃ স্থবিরা গোপাঃ প্রিয়ং মধুরভাষিণঃ ।
রামং রময়তাং শ্রেষ্ঠং প্রবাসাৎ পুনরাগতম্ ॥ ৬

স্বাগতং তে মহাবাহো যদূনাং কুলনন্দন
অদ্য স্ম নির্বৃতাস্তাত যত্ত্বাং পশ্যামহে বয়ম্ ॥ ৭
প্রীতাশ্চৈব বয়ং বীর যত্ত্বং পুনরিহাগতঃ
বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু রামঃ শত্রুভয়ঙ্করঃ ॥ ৮
বর্দ্ধনীয়া বয়ং বীর ত্বয়া যাদবনন্দন
অথবা প্রাণিনস্তাত রমন্তে জন্মভূমিষু ॥ ৯
ত্রিদশানাং বয়ং মান্যা ভবতাম্বুজলোচন ।
যে স্ম দৃষ্টাস্ত্বয়া তাত কাঙ্ক্ষমাণাস্ত্বদাগমম্ ॥ ১০
দিষ্ট্যা তে নিহতা মল্লাঃ কংসশ্চ বিনিপাতিতঃ ।
উগ্রসেনোঽভিষিক্তশ্চ মাহাত্ম্যেন জনেন বৈ ॥ ১১
সমুদ্রে চ শ্রুতোঽস্মাভিস্তিমিনা সহ বিগ্রহঃ
বধঃ পঞ্চজনস্যৈব জরাসন্ধেন বিগ্রহঃ
গোমন্তে চ শ্রুতোঽস্মাভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ বিগ্রহঃ ॥ ১২

## ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

[ বলরামের ব্রজযাত্রা এবং তাঁহার দ্বারা যমুনার আকর্ষণ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! কিছু কালের পর গোপগণের সৌহার্দ্দ স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করত বলরাম একাকীই ব্রজে গমন করিলেন । ১

সেখানে যাইয়া তিনি সুগন্ধপূর্ণ রমণীয় বহুসংখ্যক বিশাল বন ও সরোবর দর্শন করিলেন, যে সমস্ত বন তিনি পূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন । ২

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বজাত বলরাম সবেগে সেই ব্রজমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । সেই সময় এই প্রভাবশালী সর্ব্বদা বনবাসীদিগের যোগ্য রমণীয় বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃত ছিলেন । ৩

শত্রুদমন বলরাম পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতিসহকারে সমবয়স্ক, অল্পবয়স্ক ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে যথাযথভাবে পূর্ব্বাচরিত রীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আপ্যায়ন ও প্রণামাদি করিয়া সকলের সহিত আলাপ করিলেন । ৪

তিনি পূর্ব্ববৎ সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে সেইভাবেই (পূর্ব্ববৎ) কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন এবং গোপীগণের সহিতও পূর্ব্বের ন্যায় মধুর আলোচনা করিলেন । ৫

রমণে আনন্দপ্রদানকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সকলেরই প্রিয় বলরাম প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অতএব মধুরভাষী বৃদ্ধ গোপগণ তাঁহাকে বলিলেন । ৬

যদুকুলের আনন্দপ্রদ মহাবাহু বলরাম ! তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত' ? অথবা তোমাকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি । তাত ! আজ আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি ; কারণ, আমরা দীর্ঘকালের পর তোমাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । ৭

বীর ! তুমি যে পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিয়াছ, ইহাতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি । শত্রুগণের ভয়ঙ্কর রাম ! তুমি তিন লোকে বিখ্যাত । ৮

বীর ! তুমি যাদবগণের আনন্দপ্রদ । এখানে আসিয়া তুমি যে আমাদের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছ, ইহা তোমার উচিত কার্য্যই হইয়াছে । তাত ! অথবা নিজের জন্মভূমিতে সকল প্রাণীর সুখলাভ হয় । ৯

নির্ম্মলবদন ! তুমি যে আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছ, ইহাতে নিশ্চয়ই আমরা দেবগণেরও মাননীয় হইয়া গিয়াছি । তাত ! আমরা প্রতিদিন তোমার শুভাগমন কামনা করিয়া আসিতেছি । ১০

অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, দুই ভ্রাতা তোমাদের দ্বারা মল্লগণ নিহত হইয়াছে, কংস ভূপাতিত হইয়াছে এবং উগ্রসেন রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন । উগ্রসেনের মহানুভবতার জন্যই রাজ্যে তাঁহার অভিষেক হইয়াছে । ১১

আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, সমুদ্রে তিমির ( পঞ্চজন নামক

মগধস্য বধশ্চৈব জরাসন্ধপরাক্রম:
অস্ত্রায়ুধাবতরণং শ্রুতং নঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৩
বধশ্চৈব শৃগালস্য করবীরপুরোত্তমে।
তৎসুতস্যাভিষেকশ্চ নাগরাণাঞ্চ সান্ত্বনম্ ॥ ১৪
মথুরায়াং প্রবেশশ্চ কীর্তনীয়: সুরোত্তমৈ:
প্রতিষ্ঠিতা চ বসুধা পার্থিবাশ্চ বশীকৃতা: ॥ ১৫
তব চাগমনং দৃষ্ট্বা সভাগ্যা: স্ম যথা পুরা।
তেন স্ম পরিতুষ্টা বৈ হর্ষিতাশ্চ সবান্ধবা: ॥ ১৬
প্রত্যুবাচ ততো রাম: সর্বাংস্তানভিত: স্থিতান্
যাদবেষ্বপি সর্বেষু ভবন্তো মম বান্ধবা: ॥ ১৭
ইহাবয়োর্গতং বাল্যমিহ চৈবাবয়ো রতম্।
ভবদ্ভির্বর্ধিতৌ চৈব যাস্যামো বিক্রিয়াং কথম্ ॥ ১৮
গৃহেষু ভবতাং ভুক্তং গাবশ্চ পরিরক্ষিতা:।
অস্মাকং বান্ধবা: সর্বে ভবন্তো বহুসৌহৃদা: ॥ ১৯
ব্রুবতোবং যথাতত্ত্বং গোপমধ্যে হলায়ুধে
সংহৃষ্টবদনা ভূয়ো বভূবুর্ব্রজযোষিত: ॥ ২০
ততো বনান্তরগতো রেমে রামো মহাবল:।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তে রামায় বিদিতাত্মনে ॥ ২১
গোপালৈর্দেশকালজ্ঞৈরুপানীয়ত বারুণী
সোহপিবৎ পাণ্ডুরাভাস্তৎকালং জ্ঞাতিভির্বৃত: ॥ ২২
বনান্তরগতো রাম: পানং মদসমীরণম্।
উপানিন্যুস্ততস্তস্মৈ বন্যানি বিবিধানি চ ॥ ২৩
প্রত্যগ্রস্মরণীয়ানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
মেধ্যাংশ্চ বিবিধান্ গন্ধান্ ভক্ষ্যাংশ্চ হৃদয়ঙ্গমান্ ।
সদ্যো হৃতানি পদ্মানি বিকচান্যুৎপলানি চ ॥ ২৪
শিরসা চারুকেশেন কিঙ্কিণাবৃতমৌলিনা।

(মগধ রাজের) সহিত তোমাদের যুদ্ধ হইয়াছে। উভয়ের পক্ষেই সৈন্য নিহত হইয়াছে। তাহার পর মথুরায় তোমাদের সহিত তোমাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে; আমরা আরও শুনিয়াছি যে, গোমন্ত পর্বতের নিকট ক্ষত্রিয়গণের সহিত তোমাদের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছে। ১২

সেই সংগ্রামে রাজা দরদের বধসাধন হইয়াছে এবং জরাসন্ধের পরাজয় হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি যে, সেই মহাযুদ্ধে তোমাদের জন্য আকাশ হইতে দিব্য অস্ত্রসকলের অবতরণ হইয়াছে। ১৩

উত্তম করবীরপুরে রাজা শৃগালকে বধ করিয়া তাঁহার পুত্র শক্রদেবের সেই রাজ্যে অভিষেক হইয়াছে এবং সেই রাজ্যের নাগরিকগণকে তোমরা সান্ত্বনাদান করিয়াছ। ১৪

পুনরায় তোমাদের যে মথুরায় প্রবেশ হইয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও কীর্তনযোগ্য। তোমরা পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছ এবং সমস্ত ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়াছ। ১৫

তোমার শুভাগমন দর্শন করিয়া আমরা পূর্ববৎ সৌভাগ্যশালী হইয়াছি। আমরা সর্বতোভাবে সন্তোষলাভ করিয়াছি এবং নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়াছি। ১৬

তখন বলরাম নিজের চারিদিকে অবস্থিত সেই সমস্ত গোপগণকে বলিলেন—সকল যাদবগণের মধ্যে আপনারাই আমাদের প্রকৃত বান্ধব। এখানেই আমাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে, এখানে নানা খেলায় রত ছিলাম এবং আপনারাই আমাদের পালন-পোষণ করিয়া বর্ধিত করিয়াছেন, সুতরাং আপনাদের আমরা কি করিয়া বিস্মৃত হইব? ১৭-১৮

আমরা আপনাদের গৃহে ভোজন করিয়াছি এবং গোচারণ করিয়াছি। আপনারা সকলে আমাদের বিশেষ অনুরক্ত উপকারকারী বন্ধু। ১৯

মহাবল বলরাম যখন গোপগণের মধ্যে এইরূপ কথা বলিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার এই সব কথা শুনিয়া ব্রজরমণীদিগের মুখ পুনরায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ২০

অনন্তর মহাবল বলরাম বনের মধ্যে যাইয়া সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার মনোভাব জানিয়া দেশ-কালজ্ঞ অভিজ্ঞ গোপালগণ তাঁহার জন্য বারুণী (সুধা বা সুরা) লইয়া আসিলেন। তাহার পর সেই বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া গৌর-কান্তি বলরাম সেই সময় উহা পান করিলেন। ২১-২২

বনমধ্যে থাকিয়া বলরাম যে মধু পান করিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু মাদকতাপূর্ণ ছিল; উহা পান করিবার পর গোপবালকগণ তাঁহার জন্য বনজাত নানাপ্রকার পুষ্প ও ফল লইয়া আসিলেন, তৎসমস্তই তখন নূতন (তাজা) থাকায় অতিশয় রমণীয় দেখাইতেছিল। ইহার পর গোপগণ তাঁহার জন্য নানাবিধ পবিত্র গন্ধ এবং মনোহর ভক্ষ্য পদার্থ প্রস্তুত করিলেন। সদ্য আনীত বহু বিকশিত পদ্ম ও উৎপল তাঁহাকে উপহার দিলেন। ২৩-২৪

বলরামের মস্তকের কেশরাশি অতিশয় মনোহর ছিল। তাহার উপর খচিত মুকুট উহার মধ্যে ছিল। তাঁহার এক কর্ণে

শ্রবণৈকাবলম্বেন কুণ্ডলেন বিরাজতা ॥ ২৫
চন্দনার্দ্রেণ পীতেন বনমালাবলম্বিনা
বিবভাবুরসা রামঃ কৈলাসেনেব মন্দরঃ ॥ ২৬
নীলে বসানো বসনে প্রভাপ্রচ্ছদপ্রান্তে
ররাজ বপুষা শুভ্রাস্তিমিরোঘে যথা শশী ॥ ২৭
লাঙ্গলেনাবসিক্তেন ভুজগাভোগবর্ত্তিনা
তথা ভুজাগ্রশ্লিষ্টেন মুসলেন চ ভাস্বতা ॥ ২৮
স মত্তো বলিনাং শ্রেষ্ঠো ররাজাঘূর্ণিতাননঃ
শৈশিরীষু ত্রিযামাসু যথা স্বেদালসঃ শশী ॥ ২৯
রামস্তু যমুনামাহ স্নাতুমিচ্ছে মহানদি ।
এহি মামভিগচ্ছ ত্বং রূপিণী সাগরঙ্গমে ॥ ৩০
সংকর্ষণস্য মত্তোক্তাং ভারতীং পরিভূয় সা ।
নাভ্যবর্ত্তত তং দেশং স্ত্রীস্বভাবেন মোহিতা ॥ ৩১
ততঃ ক্রোধং বলবান্ রামো মদসমীরিতঃ ।
চকার স হলং হস্তে কর্ষণাধোমুখং বলী ॥ ৩২
তস্যামুপরি মেদিন্যাং পেতুস্তা মধুসম্রজঃ ।
মুমুচুঃ পুষ্পকোশৈশ্চ বাসরেণুরুণং জলম্ ॥ ৩৩
স হলেনানতাগ্রেণ কূলে গৃহ্য মহানদীম্
চকর্ষ যমুনাং রামো ব্যুত্থিতাং বনিতামিব ॥ ৩৪
সা বিহ্বলজলস্রোতা হ্রদপ্রস্থিতসঞ্চয়া ।
ব্যাবর্ত্তত নদী ভীতা হলমার্গানুসারিণী ॥ ৩৫
লাঙ্গলাদিষ্টবর্ত্মা সা বেগগা বক্রগামিনী
সঙ্কর্ষণভয়ত্রস্তা যোষেবাকুলতাং গতা ॥ ৩৬
পুলিনশ্রোণিবিম্বোষ্ঠী মৃদিতৈস্তোয়তাড়িতৈঃ
ফেনমেখলসূত্রৈশ্চ ছিন্নৈরন্তুপশাসিনী ॥ ৩৭
তরঙ্গবিষমাপীড়া চক্রবাকোন্নতস্তনী ।
বেগগম্ভীরবক্রাঙ্গী ত্রস্তমীনবিভূষণা ॥ ৩৮

কুণ্ডল দুলিতেছিল, বক্ষঃস্থল চন্দনের অনুলেপনে আর্দ্র ও পীতবর্ণ ছিল এবং উহার উপর বনমালা দুলিতেছিল। এরূপ বক্ষের দ্বারা বলরামের সেইরূপ শোভা হইতেছিল, যেরূপ কৈলাস পর্ব্বতের দ্বারা মন্দরাচলের শোভা হইয়া থাকে ।২৫-২৬

ইনি নূতন মেঘতুল্য কান্তিমান্ দুইটি নীল বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং শরীরে তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন ; অতএব অন্ধকাররাশির মধ্যে স্থিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি শোভা পাইতে লাগিলেন । ২৭

তাঁহার এক হস্তে সর্পদেহতুল্য বিশাল হল শোভা পাইতেছিল এবং অন্য হস্তে দেদীপ্যমান মুসল ধৃত ছিল । ২৮

বলবানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম মধুপানে মত্ত ছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল যেন ঘুরিতে ছিল। তিনি তখন শরৎকালের রাত্রিতে স্বেদবিন্দুযুক্ত অলসতাপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন । ২৯

সেই সময় বলরাম যমুনাকে বলিলেন,—মহানদি ! আমি স্নান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি । সাগরগামিনি ! তুমি মূর্ত্তিমতী হইয়া এস এবং আমার সহিত চল । ৩০

সঙ্কর্ষণের এই কথাকে মত্ত ব্যক্তির সাধারণ কথা ভাবিয়া এবং নারীস্বভাবের দ্বারা মোহিতা হইয়া সেই নদী তাঁহাকে অবহেলা করত তাঁহার অভীষ্ট স্থানে যাইলেন না । ৩১

তখন বলবান্ বলরাম মদে প্রেরিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি যমুনাকে কর্ষণ করিবার জন্য স্বীয় হলকে অধোমুখ করিলেন । ৩২

যমুনাকে আকর্ষণ করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে যে পদ্মপুষ্পের মালাসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল, উহারা পুষ্পকোষসকলের দ্বারা সুগন্ধিত পরাগে অরুণবর্ণ জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৩৩

যাহার অগ্রভাগ কিছু বক্র ছিল, সেই হলকে যমুনার তীরে লাগাইয়া স্বেচ্ছাচারিণী বনিতার ন্যায় সেই মহানদী যমুনাকে অভীষ্ট দিকে আকর্ষণ করিয়া তুলিলেন । ৩৪

ইহাতে তাঁহার জলস্রোত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হ্রদমধ্যে যে অগাধ জলরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহা সেখান হইতে নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই নদী তখন ভীতা হইয়া হলকৃত পথে চলিতে লাগিলেন । ৩৫

হলের রেখাই তাঁহার গন্তব্য পথের নির্দেশ করিতেছিল। সরলপথে বেগে গমনকারিণী যমুনা তখন বক্রপথে মন্থর গতিতে যাইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্কর্ষণের ভয়ে ত্রস্তা হইয়া কোনও যুবতীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । ৩৬

দুই তীরই তাঁহার নিতম্ব ছিল, রক্তপদ্মসমূহই তাঁহার অরুণবর্ণের দুই ওষ্ঠ-অধর ছিল। ফেনই ইহার মেখলার সূত্র ছিল, যাহা জলের দ্বারা তাড়িত ও মর্দিত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ; এই নদীরূপিণী যুবতী সমুদ্ররূপী প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছিল । ৩৭

ইহার তরঙ্গরূপী শিরোভূষণ উচ্চ-নীচ ছিল। চক্রবাক-(পক্ষিবিশেষ) রূপী স্তন উপরে উত্থিত ছিল, ইহার গভীর

সিতহংসেক্ষণাপাঙ্গী কাশক্ষৌমোচ্ছ্রিতাম্বরা ।
তীরজোদ্ভূতকেশান্তা জলস্খলিতগামিনী ॥৩৯
লাঙ্গলোল্লিখিতাপাঙ্গী কুপিতা সাগরঙ্গমা
মত্তেব কুটিলা নারী রাজমার্গেণ গচ্ছতী ॥ ৪০
কৃষ্যতে শান্তিবেগেন স্রোতঃস্খলিতগামিনী ।
উন্মার্গানীতমার্গা সা যেন বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ৪১
বৃন্দাবনস্য মধ্যেন সা নীতা যমুনা নদী
রোরূয়মাণেব খগৈরবিতা তোয়বাসিভিঃ ॥ ৪২
সা যদা সমতিক্রান্তা নদী বৃন্দাবনং বনম্ ।
তদা স্ত্রীরূপিণী ভূত্বা যমুনা রামমব্রবীৎ ॥ ৪৩
প্রসীদ নাথ ভীতাস্মি প্রতিলোমেন কর্ম্মণা ।
বিপরীতমিদং রূপং তোয়ঞ্চ মম জায়তে ॥ ৪৪
অসত্যাহং নদীমধ্যে রৌহিণেয় ত্বয়া কৃতা ।
কর্ষণেন মহাবাহো স্বমার্গব্যভিচারিণী ॥ ৪৫
প্রাপ্তাং মাং সাগরে পূর্ব্বং সপত্ন্যো বেগগর্ব্বিতাঃ
ফেনহাসৈর্হসিষ্যন্তি তোয়ব্যাবৃত্তগামিনীম্ ॥ ৪৬
প্রসাদং কুরু মে বীর যাচে ত্বাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ
সুপ্রসন্নমনা নিত্যং ভব ত্বং সুরসত্তম ॥ ৪৭
কর্ষণাদ্ধলকৃষ্টাস্মি রোষোহয়ং বিনিবর্ত্ততাম্
মূর্দ্ধ্না গচ্ছামি চরণৌ তবৈষা লাঙ্গলায়ুধ ।
মার্গমাদিষ্টমিচ্ছামি ক্ব গচ্ছামি মহাভুজ ॥ ৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রণয়াবনতাং দৃষ্ট্বা যমুনাং লাঙ্গলায়ুধঃ
প্রত্যুবাচার্ণববধূং মহাত্মা ইদং বচঃ ॥ ৪৯
লাঙ্গলাদিষ্টমার্গা ত্বমিমং মে প্রিয়দর্শনে ।
দেশমম্বুপ্রদানেন প্লাবয়স্বাখিলং শুভে ॥ ৫০
এষ তে সুভ্রু সন্দেশঃ কথিতঃ সাগরঙ্গমে ।
শান্তিং ব্রজ মহাভাগে গম্যতাঞ্চ যথাসুখম্ ॥ ৫১

---

জলবেগের জন্য বক্র হইয়া গিয়াছিল এবং ইনি ঐ ফেনরূপী আভরণে বিভূষিতা ছিলেন । ৩৮

শ্বেত হংস ইঁহার নেত্র ও অপাঙ্গ ( নেত্রপ্রান্তভাগ ) ছিল, কাশপুষ্প ইঁহার উড্ডীয়মান রেশমী বস্ত্র ছিল । তীরজাত বৃক্ষাদি ইঁহার কেশসমূহ ছিল এবং জলের প্রবাহই ইঁহার স্খলিত গতি ছিল । ৩৯

ইঁহার নেত্রপ্রান্ত যেন হলের আকর্ষণের আঘাতে রেখাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, এই সাগরগামিনী যমুনা তখন কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই কুটিলগামিনী নদী তখন যেন মত্তা রমণীর ন্যায় উন্মুক্ত রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন । ৪০

উচ্চ-নীচ প্রবাহই ইঁহার স্খলিত গতি ছিল । তিনি সেই বিপরীত পথে নীতা হইলেন, যে পথে বৃন্দাবন-বন সুশোভিত ছিল । ৪১

যমুনা নদী বৃন্দাবনের মধ্যভাগ দিয়া নীতা হইলেন । জলচারী পক্ষীরা নানাবিধ কলরব করিতে করিতে তাঁহার সহিত যাইতেছিল, ইহাতে মনে হইল—এই নদী যেন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন । ৪২

এই নদী যখন বৃন্দাবন অতিক্রম করিয়া যাইলেন, তখন তিনি স্ত্রীরূপে প্রকটিতা হইয়া বলরামকে এই কথা বলিলেন । ৪৩

নাথ ! আপনি প্রসন্ন হউন । আমি আপনার এই বিপরীত কর্ম্মের দ্বারা অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছি । আমার এই রূপ এবং জল আজ বিপরীত হইয়া গিয়াছে । ৪৪

রোহিণীনন্দন ! মহাবাহো ! আপনি আমাকে এইভাবে আকর্ষণ করিয়া নদীসকলের মধ্যে আমাকে 'অসতী' করিয়া দিয়াছেন । আপনি আমাকে আমার পথ হইতে ভ্রষ্টা করিয়াছেন । ৪৫

যখন আমি সমুদ্রের নিকট যাইব, সেই সময় আমার সপত্নীরা নিজ নিজ বেগে গর্ব্বিতা হইয়া নিজেদের ফেনরূপী হাস্যের দ্বারা উপহাস করিবে এবং আমাকে জলের দ্বারা বিপরীতগামিনী বলিবে । ৪৬

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীর সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার প্রতি করুণা করুন । আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার উপর সদা প্রসন্নচিত্ত হউন । ৪৭

হলায়ুধ ! আমি আপনার কর্ষণাস্ত্রের ( হলের ) দ্বারা এই রোষকে শান্ত করিয়া লউন । আমি আপনার চরণদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেছি । মহাবাহো ! আমাকে পথ বলিয়া দিন, আমি কোথায় যাইব ? ৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! সমুদ্রপত্নী যমুনাকে প্রেমে নতমস্তক হইতে দেখিয়া মধুপানজনিত মদের দ্বারা ক্লান্ত হইয়া বলরাম এই কথা বলিলেন । ৪৯

শুভে ! প্রিয়দর্শনে ! আমি হলের দ্বারা তোমার যাইবার জন্য পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছি ; তুমি এই সম্পূর্ণ প্রদেশকে নিজের জলের দ্বারা আপ্লাবিত করিয়া দাও । ৫০

সুভ্রু ! সাগরগামিনি ! তোমার জন্য এই সংবাদ আমি তোমাকে বলিলাম । শান্তি ধারণ কর এবং যেখানে তোমার সুবিধা হইবে

যাবৎ স্থাস্যতি লোকোঽয়ং তাবৎ তিষ্ঠতু মে যশঃ
যমুনাকর্ষণং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে তে ব্রজবাসিনঃ ॥ ৫২
সাধু সাধ্বিতি রামায় প্রণামং চক্রিরে তদা
তাং বিসৃজ্য মহাভাগাং তাংশ্চ সর্ব্বান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৫৩
ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা রামঃ প্রহরতাং বরঃ
পুনঃ প্রতিজগামাশু মথুরাং রোহিণীসুতঃ ॥ ৫৪
স গত্বা মথুরাং রামো ভবনে মধুসূদনম্
পরিবর্ত্তমানং দদৃশে পৃথিব্যাঃ সারমব্যয়ম্ ॥ ৫৫
তথৈবাধ্বস্থবেশেন সোপশ্লিষ্টো জনার্দ্দনম্ ।
প্রভাপ্রবনমালেন বক্ষসাভিবিরাজতা ॥ ৫৬
স দৃষ্ট্বা তূর্ণম্ উত্থায় রামং লাঙ্গলধারিণম্ ।
সমপোবায় গোবিন্দো দদাবাসনমুত্তমম্ ॥ ৫৭
উপবিষ্টং তদা রামং পপ্রচ্ছ কুশলং ব্রজে
বান্ধবেষু চ সর্ব্বেষু গোষু চৈব জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৮
প্রত্যুবাচ ততো রামো ভ্রাতরং সাধুভাষিণম্
সর্ব্বত্র কুশলং কৃষ্ণ যেষাং কুশলমিচ্ছসি ॥ ৫৯
ততস্তয়োর্বিচিত্রার্থাঃ পৌরাণাশ্চাভবন্ কথাঃ
বসুদেবাগ্রতঃ পুণ্যা রাম-কেশবয়োস্তদা ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
যমুনাকর্ষণে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

---

চলিয়া যাও। এই জগৎ সংসার যতকাল থাকিবে, ততকাল আমার এই যশ প্রতিষ্ঠিত থাকুক। ৫১;

যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসিগণ সেই সময় 'সাধু সাধু' বলিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত বলরামকে প্রণাম করিলেন। ৫২;

মহাভাগা যমুনা ও সেই সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রহারকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রোহিণীপুত্র বলরাম মনে মনে কিছু চিন্তা করত পুনরায় নগর মথুরা অভিমুখে গমন করিলেন। ৫৩-৫৪

মথুরায় উপস্থিত হইয়া বলরাম পৃথিবীর সারভূত অবিনাশী মধুসূদনকে গৃহমধ্যে শয্যায় উপর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে দেখিলেন। ৫৫

তখন সেই পথিকবেশেই বলরাম সুন্দর বনমালায় বিভূষিত সুন্দর বক্ষঃস্থলের দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দনকে আলিঙ্গন করিলেন। ৫৬

লাঙ্গলধারী বলরামকে শীঘ্রতাপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া গোবিন্দ সহসা উঠিয়া চলিয়া তাঁহাকে উত্তম আসন প্রদান করিলেন। ৫৭

যখন বলরাম উপবিষ্ট হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বান্ধব ও গোধনের বিষয়েও জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৮

তখন বলরাম মধুরভাষী ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে এই উত্তর দিলেন —শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যাহাদের কুশল কামনা করিতেছ, তাহাদের সর্ব্বত্রই কুশল। ৫৯

তদনন্তর বসুদেবের সম্মুখে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিচিত্র অর্থযুক্ত পবিত্র ও পুরাতন কথাসমূহের আলোচনা হইতে লাগিল। ৬০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বলরামকর্তৃক যমুনানদীর আকর্ষণবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদবৈঃ সহ রুক্মিণ্যাঃ স্বয়ংবর-সভায়াং কুণ্ডিনপুরে গমনম্, রাজ্ঞা কৈশিকেন তস্য সমাদরশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা লোকপ্রাবৃত্তিকা নরাঃ।
চক্রায়ুধগৃহং সর্ব্বে লোকপালগৃহোপমম্॥১
তেষাং তাত্ত্বিকশংসীষু লোকপ্রাবৃত্তিকেষ্বিহ।
কৃতসংজ্ঞা যদুশ্রেষ্ঠাঃ সমেতাঃ কৃষ্ণসংসদি॥২
সমাগতেষু সর্ব্বেষু যদুমুখ্যেষু সংসদি
প্রাবৃত্তিকা নরাঃ প্রাহুঃ পার্থিবাত্যয়িকং বচঃ॥৩
জনার্দ্দন নরেন্দ্রাণাং পার্থিবানাং সমাগমঃ।
ভবিষ্যতি ক্ষিতীশানাং সমূঢ়ানামনেকশঃ॥৪
হরিতাস্তত্র গচ্ছন্তি নানাজনপদেশ্বরাঃ।
কুণ্ডিনে পুণ্ডরীকাক্ষ ভোজপুত্রস্য শাসনাৎ॥৫
প্রকাশং স্ম কথাস্তত্র জায়ন্তে মধুচেরিতাঃ
রুক্মিণী কিল নাম্নাস্তি রুক্মিণঃ প্রথমা স্বসা॥৬
ভাবী স্বয়ংবরস্তত্র তস্যাঃ কিল জনার্দ্দন।
ইত্যর্থমেতে সবলা গচ্ছন্তি মনুজাধিপাঃ॥৭
তস্মাত্রৈলোক্যসুন্দর্য্যাস্তৃতীয়েঽহনি মাধব।
রুক্মভূষণভূষিণ্যা ভবিষ্যতি স্বয়ংবরঃ॥৮
রাজ্ঞাং তত্র সমেতানাং হস্ত্যশ্বরথগামিনাম্
দৃশ্যন্তে শতশস্তত্র শিবিরাণি মহাত্মনাম্॥৯
সিংহশার্দ্দূলদৃপ্তানাং মত্তদ্বিরদগামিনাম্।
সদা যুদ্ধপ্রিয়াণাং হি পরস্পরমমর্ষিণাম্॥১০
জয়ায় শীঘ্রং সহিতা বলৌঘেন সমন্বিতাঃ।
নিরুদ্ধাঃ পৃথিবীপালাঃ কিমেকান্তচরা বয়ম্।
নিরুৎসাহা ভবিষ্যামো গচ্ছামো যদুনন্দন॥১১
শ্রুত্বৈতৎ কেশবো বাক্যং হৃদি শল্যমিবার্পিতম্
নির্জ্জগাম যদুশ্রেষ্ঠো যদূনাং সহিতো বলৈঃ॥১২

## সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের যাদবগণের সহিত রুক্মিণীর স্বয়ংবরের সভায় কুণ্ডিনপুরে গমন এবং রাজা কৈশিক কর্ত্তৃক তাঁহার সমাদর ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহার মধ্যে জগতে সংবাদদান প্রভৃতি ও ঘটনাসমূহের সূচনাদায়ক মনুষ্যগণ সমুদায় আসিলেন এবং লোকপালগণের ভবনের ন্যায় সুশোভিত চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের ভবনে সমবেত হইলেন।১

ইঁহারা সকলে বিনাশকারী যুদ্ধের সংবাদ জানাইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। ইঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে পর পরস্পর সংকেত পাইয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সভায় সমবেত হইলেন।২

এই সভায় সমস্ত প্রধান যাদবগণ উপস্থিত হইলে পর সেই সংবাদদাতা মনুষ্যসকল রাজাদের বিনাশের কারণভূত বাক্য ইঁহাদের বলিতে লাগিলেন।৩

জনার্দ্দন! অনেক দেশের বিবাহার্থী পৃথিবীপতিগণ, শাসকবৃন্দ ও নরেন্দ্রসকলের এক সম্মেলন হইবে।৪

কমললোচন কৃষ্ণ! ভোজপুত্র রুক্মীর নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া বহু জনপদের রাজা হর্ষসহকারে সেই কুণ্ডিনপুরে যাইতেছেন।৫

জনার্দ্দন! সেখানে লোক-সকলের মুখ হইতে এই কথা প্রকাশ্যরূপে শুনা যাইতেছে, রুক্মীর যে প্রথমা ভগিনী, যাঁহার নাম রুক্মিণী, তাঁহার সেখানে স্বয়ংবর সভা হইবে। সেইজন্য এই সব নরপতিগণ সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হইতেছেন।৬-৭

যদুনন্দন! আজ হইতে তৃতীয় দিনে সুবর্ণময় আভরণে বিভূষিতা সেই ত্রিলোকসুন্দরী রুক্মিণীর স্বয়ংবর সভা হইবে।৮

হস্তী, অশ্ব ও রথের দ্বারা গমন করিয়া সেখানে সমবেত মহাত্মা নরপতিগণের শত শত শিবির আমরা সেখানে দেখিতে পাইব।৯

যাঁহারা সিংহ ও ব্যাঘ্রতুল্য নিজ নিজ বলের দ্বারা গর্ব্বিত রহিয়াছেন, যাঁহারা মত্ত হস্তীর ন্যায় গমন করেন, যুদ্ধ যাঁহাদের সদা প্রিয় এবং যাঁহারা পরস্পরের প্রতি অমর্ষপরায়ণ, এরূপ নরপতিগণকে জয় করিবার জন্য বহু ভূপতি নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত সংগঠিত হইয়া সেখানে রুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় জড় হইয়া রহিয়াছেন। যদুনন্দন! যদিও আমরা একান্ত নির্জ্জনদেশবাসী, তথাপি এরূপ এক মহাসমারোহ-ব্যাপারে কি উৎসাহহীন হইয়া থাকিব? না, আমরাও যাইব।১০-১১

এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এরূপ অনুভব করিলেন যে, যেন কেহ তাঁহার হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তখন সেই যদুশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ যদুবংশীয় সৈন্যগণের সহিত মথুরাপুরী হইতে নির্গত হইলেন।১২

যাদবাস্তে বলোদগ্রাঃ সর্ব্বে সংগ্রামলালসাঃ
নির্যযুঃ স্যন্দনবরৈর্দ্দিবং ত্রিদশা ইব ॥ ১৩
বলাগ্রেণ নিযুক্তেন হরিরীশানসম্মতঃ
সচক্রস্তূতকরঃ কৃষ্ণো গদাপাণির্বিরেজে চ ॥ ১৪
যাদবাস্তাপরে তত্র বাসুদেবসুখার্থিনঃ
রথৈরাদিত্যসঙ্কাশৈঃ কিঙ্কিণীপ্রতিনাদিতৈঃ ॥ ১৫
উগ্রসেনস্তু যো বিষ্ণুঃ প্রাহ নিশ্চিতদর্শনঃ ।
তিষ্ঠ ত্বং নৃপশার্দ্দূল ভ্রাতা মে সহিতোঽনঘ ॥ ১৬
ক্ষত্রিয়া বিকৃতিপ্রজ্ঞাঃ শাস্ত্রনিশ্চিতদর্শনাঃ
পুরীং শূন্যামিমাং বীর জয়ন্তোঽভিপতন্তি হ ॥ ১৭
অস্মাকং রক্ষিতাঃ সর্ব্বে জরাসন্ধবশানুগাঃ ।
মোদন্তে সুখিনস্তত্র দেবলোকে যথামরাঃ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভোজরাজো মহাযশাঃ ।
কৃষ্ণায়েদং বিকৃতং বভাষে বচনাদ্ভুতম্ ॥ ১৯

যুদ্ধাভিলাষী ও বলশালী সেই সব যাদবগণ শ্রেষ্ঠ রথসমূহের দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ইঁহারা তখন স্বর্গস্থিত দেবগণের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন । ১৩

নিজের আজ্ঞানুসারে মঙ্গলকারী শ্রেষ্ঠ সৈন্যের সহিত যাত্রাকারী ও শিবের অভিন্ন প্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক হস্তে গদা ধারণ করিয়া এবং অন্য হস্তে চক্র উত্তোলন করিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন । ১৪

অন্য যাদবগণ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের নাদে নিনাদিত বহু রথের দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে সেখানে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন । ১৫

সেই সময় নিশ্চিত বুদ্ধিসম্পন্ন ভগবান্ গোবিন্দ রাজা উগ্রসেনকে বলিলেন—অনঘ ! নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত এখানেই অবস্থান করুন । ১৬

কারণ ! ক্ষত্রিয়গণ প্রায়শই ছল-কপটতায় চতুর, তাঁহাদের বুদ্ধিও রাজনীতিতে নিশ্চিত আছে । কখনও যেন এরূপ না হয় যে, আমি চলিয়া যাইবার পর এই মথুরাপুরীকে শূন্য দেখিয়া তাঁহারা আক্রমণ করিতে পারেন । ১৭

আমাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া, তাঁহারা সকলে জরাসন্ধের বশবর্ত্তী হইয়াছেন এবং দেবলোকে নিবাসকারী দেবগণের ন্যায় তাঁহারা জরাসন্ধের নিকট অতিশয় সুখে ও আনন্দে অবস্থান করিতেছেন । ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো যদূনাং নন্দিবর্দ্ধন ।
শ্রূয়তাং যদহং ত্বাং বক্ষ্যামি শত্রুসূদন ॥ ২০
ত্বয়া বিহীনাঃ সর্ব্বে স্ম ন শক্তাঃ সুখমাসিতুম্
পুরেঽস্মিন্ বিষয়ান্তে বা পতিহীনা ইব স্ত্রিয়ঃ ॥ ২১
ত্বন্নাথা বয়ং তাত ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিতাঃ ।
বিভীমো ন নরেন্দ্রাণাং দেবেন্দ্রাণামপি মানদ ॥ ২২
বিজয়ায় যদুশ্রেষ্ঠ যত্র যত্র গমিষ্যসি ।
তত্র ত্বং সহিতোঽস্মাভির্গচ্ছেথা যাদবর্ষভ ॥ ২৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নন্দিতঃ দেবকীসুতঃ ।
যথেষ্টং ভবতামস্তু যথা কর্ত্তাস্ম্যসংশয়ম্ ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু বৈ কৃষ্ণো জগামাশু রথেন বৈ ।
ভীষ্মকস্য পুরং প্রাপ্তো লোহিতায়তি ভাস্করে ॥ ২৫
প্রাপ্তে রাজসমাজে তু শিবিরাকীর্ণভূতলে ।
রঙ্গং সুবিপুলং দৃষ্ট্বা রাজসীং তনুমাবিশৎ ॥ ২৬

শ্রবণ করিয়া মহাযশস্বী ভোজরাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের স্নেহপূর্ণ অদ্ভুত বাক্য বলিলেন । ১৯

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! মহাবাহো ! তুমি যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী । শত্রুসূদন ! এই সময় আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা শ্রবণ কর । ২০

তোমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া আমরা সকলে এই নগরে বা রাজ্যে পতিহীনা স্ত্রীগণের ন্যায় সুখে বাস করিতে সমর্থ হইব না । ২১

মানদাতা তাত ! তোমার দ্বারাই আমরা সনাথ আছি । তোমার বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা নরপতিগণের কথা কি ? ইন্দ্রাদি দেবগণকেও ভয় করি না । ২২

যদুশ্রেষ্ঠ ! যাদবপ্রবর ! তুমি বিজয়লাভের জন্য যে যে স্থানে যাইবে, সেই সেই স্থানে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল । ২৩

রাজা উগ্রসেনের এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন,—মহারাজ ! আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা হইবে, আমি সেরূপই করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! এই কথা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সত্বর রথে করিয়া গমন করিলেন এবং সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইলে রাজা ভীষ্মকের পুরে উপস্থিত হইলেন ।২৫

প্রথমে রাজাদের সমাজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল । তাঁহাদের শিবিরের দ্বারা কুণ্ডিনপুরের পার্শ্ববর্ত্তী সকল ভূভাগ

বিশ্রামনার্থং তুরগানাং প্রকাশার্থং পুরাতনম্ ।
মনসা চিন্তয়ামাস বৈনতেয়ং মহাবলম্ ॥ ২৭
ততশ্চিন্তিতমাত্রস্তু বিদিত্বা বিনতাত্মজঃ ।
সুখদর্শ্যং বপুঃ কৃত্বা নিলিল্যে কেশবান্তিকে ॥ ২৮
তস্য পক্ষনিপাতেন পবনোদ্ভ্রান্তকারিণা ।
কম্পিতা মনুজাঃ সর্ব্বে হ্যাক্রান্তা পতিতা ভুবি ॥ ২৯
গরুড়াভিহতাঃ সর্ব্বে প্রচেষ্টন্তো যথোরগাঃ
তান্ সন্নিপতিতান্ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো গিরিরিবাচলঃ ॥ ৩০
স তদা পক্ষপাতেন বেগেন পতগসত্তম
দদর্শ গরুড়ং প্রাপ্তং দিব্যস্রগনুলেপনম্ ॥ ৩১
পক্ষবাতেন পৃথিবীং চালয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ ।
পৃষ্ঠাসক্তৈঃ প্রবরৈঃ শৈলনিভৈস্তু বিষোরগৈঃ ॥ ৩২
বৈষ্ণবং হস্তসংশ্লেষং মন্যমানমবাঙ্মুখম্ ।
চরণাভ্যাং প্রকর্ষন্তং পাণ্ডুরং ভোগিনাং বরম্ ॥ ৩৩
হেমপত্রৈরুপচিতং ধাতুমন্তমিবাচলম্
অমৃতাস্যাহর্তারং দ্বিজিহ্বেন্দ্রবিনাশনম্ ॥ ৩৪
ত্রাসনং দৈত্যসঙ্ঘানাং বাহনং চক্রলক্ষণম্
তং দৃষ্ট্বা স ধ্বজং প্রাপ্তং সচিবং সাম্পরায়িকম্ ॥ ৩৫
ধৃতিমন্তং গরুত্মন্তং জগাদ মধুসূদনঃ
দৃষ্ট্বা পরমসংহৃষ্টঃ স্থিতং দেবমিবাপরম্
তুল্যসামর্থ্যয়া বাচা গরুত্মন্তমবস্থিতম্ ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

স্বাগতং খেচরশ্রেষ্ঠ সুরসেনারিমর্দ্দন ।
বিনতাহৃদয়ানন্দ স্বাগতং কেশবপ্রিয় ॥ ৩৭
ত্রজ পত্ররথশ্রেষ্ঠ কৈশিকস্য নিবেশনম্ ।
বয়ং তত্রৈব গন্তারঃ প্রতীকাশ স্বয়ংবরম্ ॥ ৩৮

---

পূর্ণ হইয়া রহিল। মহাসর্পের রক্তবর্ণ অতিশয় বিশাল ছিল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজস প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন। ২৬

তিনি রাজাদিগকে ভীত ও নিজের প্রভাবকে প্রকাশিত করিবার জন্য পুরাতন বাহন মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কে মনে মনে চিন্তা করিলেন। ২৭

চিন্তা করিবামাত্রই তাঁহার মনোভাব জানিয়া বিনতানন্দন গরুড় সুখপূর্ব্বক দর্শনযোগ্য সৌম্য শরীর ধারণ করত শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে লুকাইয়া অর্থাৎ আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। ২৮

তাঁহার পক্ষসঞ্চালন বায়ুরও উদ্ভ্রান্তিকারক ছিল। তখন পক্ষবায়ুর স্পর্শে সেখানে সকল মানুষই কম্পিত হইয়া উঠিল এবং আক্রান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ২৯

গরুড়ের বেগে আহত হইয়া ভূতলে পতিত সকল মানুষই তখন সর্পগণের ন্যায় ছটফট করিতে লাগিল। তাহাদের সকলকে পতিত দেখিয়া পর্ব্বততুল্য অবিচলভাবে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় পক্ষবায়ুর দ্বারা অনুমান করিয়া লইলেন যে, পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। (তখন তিনি মনে মনেই তাঁহার সমাদর করিলেন।) ৩০।

তারপর অল্পকাল পরে তিনি দেখিলেন যে, গরুড় উপস্থিত হইয়াছেন। এই গরুড় তখন দিব্য মাল্য ও চন্দনে অলঙ্কৃত ছিলেন এবং নিজের পক্ষসঞ্চালনে উত্থিত বায়ুর দ্বারা পৃথিবীকেও বারংবার চালিত করিতে লাগিলেন। ৩১।

ইঁহার পৃষ্ঠভাগে কিছু দিব্য বায়ুর সংযুক্ত ছিল। ইঁহাতে মনে হইতেছিল, যেন সর্প ইঁহার পৃষ্ঠে সেবন করিতেছিল। তিনি মুখ নিচে করিয়া এই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ভগবান্ বিষ্ণুর বরদ হস্তের স্পর্শ আমার লাভ হইতেছে। ৩২।

গরুড় এই সময় নিজের দুই চরণের দ্বারা এক বিশাল সর্পকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সর্পের বর্ণ শ্বেত ছিল। তিনি সুবর্ণময় পক্ষসমূহে সম্পন্ন থাকায় বিবিধ ধাতুসমূহে সংযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৩৩।

ইনিই সেই গরুড়, যিনি পূর্ব্বে একবার অমৃতকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি সর্পরাজগণের বিনাশকারী ছিলেন, দৈত্যগণের ত্রাসপ্রদ ছিলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্বজচিহ্ন ও বাহন ছিলেন। ৩৪।

নিজের ধ্বজ, সচিব ও সঙ্কটকালের সঙ্গী ধৈর্য্যবান্ গরুড়কে আসিতে দেখিয়া ও অন্য এক দেবতার ন্যায় সেখানে অবস্থিত দেখিয়া ভগবান্ মধুসূদন অত্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সম্মুখে উপস্থিত গরুড়কে নিজ তুল্য শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা বলিলেন। ৩৫-৩৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আকাশচারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড়! তোমাকে স্বাগত জানাই। দেবসৈন্যগণের শত্রুমর্দ্দনকারী কেশবপ্রিয়! তুমি বিনতার হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধনকারী। তোমাকে স্বাগত জানাই। ৩৭

পক্ষী যাহার রথ, সেই পক্ষিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গরুড়! তুমি রাজা কৈশিকের (এই রাজা কৈশিক বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের

রাজ্ঞাং তত্র সমেতানাং হস্ত্যশ্বরথগামিনাম্
প্রকারঃ শতশস্তত্র সমেতানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৯
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্বৈনতেয়ং মহাবলম্
জগামাশু পুরীং কৃষ্ণঃ কৈশিকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪০
বৈনতেয়সখঃ শ্রীমান্ যাদবৈশ্চ মহাবলৈঃ
বিদর্ভনগরীং প্রাপ্তে কৃষ্ণে দেবকিনন্দনে ॥ ৪১
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে নিবাসায়োপচক্রমুঃ
সর্ব্বে সংপ্রহৃষ্টা রাজানো বলশালিনঃ ॥ ৪২

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা নয়বিশারদঃ ।
কৈশিকস্তত্র উত্থায় প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৪৩
অর্ঘ্যমাচমনং দত্ত্বা স রাজা কৈশিকঃ স্বয়ম্
সৎকৃত্য বিধিবৎ কৃষ্ণং স্বপুরং সম্প্রাবেশয়ৎ ॥ ৪৪
পূর্ব্বমেব তু কৃষ্ণস্য কারিতং নিবাসমন্দিরম্
বিবেশ ভবনং শ্রীমান্ কৈলাসং শঙ্করো যথা ॥ ৪৫
খাদ্যপানাদিরত্নৌঘৈরচ্ছিন্নো বাসবানুজঃ ।
সুখেন উষিতঃ কৃষ্ণস্তস্য রাজ্ঞো নিবেশনে ।
পূজিতো বহুমানেন স্নেহপূর্ণেন চেতসা ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রুক্মিণীস্বয়ংবরে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭

পিত ও কন্যার পিতার) ভবনে গমন কর। আমরা আজ সেই স্থানেই থাকিয়া স্বয়ংবরের জন্য প্রতীক্ষা করিব। ৩৮

সেখানে হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের দ্বারা গমনকারী শত শত মহাত্মা রাজা সমবেত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের দর্শন করিব। ৩৯

মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কে এরূপ কথা বলিয়া মহাবাহু শ্রীমান্ কৃষ্ণ গরুড় ও মহাবলী যাদবগণের সহিত মহাত্মা কৈশিকের রাজধানী কুণ্ডিনপুরে গমন করিলেন। ৪০

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইলে পর তাঁহার সহিত সকল মানুষই অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। সকলেই হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সেই সব বলশালী ও অস্ত্রধারী রাজারা সেখানে বাস করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ৪১ ৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময়ে নীতিবিশারদ রাজা কৈশিক উত্থিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অর্ঘ্য, আচমনাদি প্রদান করত বিধিপূর্ব্বক সৎকার (অভ্যর্থনা) করিয়া নিজ নগরে লইয়া আসিলেন। ৪৩-৪৪

তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য পূর্ব্বেই এক নিবাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যেরূপ ভগবান্ শঙ্কর কৈলাসধামে গমন করেন, সেইরূপ শ্রীমান্ কৃষ্ণ নিজের সৈন্য সহ কৈশিকের সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৫

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজভবনে খাদ্য-পানীয়াদির দ্বারা ও রত্নাদির দ্বারা পূজিত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা কৈশিক অতিশয় সম্মানের সহিত স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ৪৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীর স্বয়ংবরবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনেন চিন্তিতানাং রাজ্ঞাং সভায়াং জরাসন্ধস্য সুনীথস্য চ ভাষণদানম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে কৃষ্ণমাগতং দৃষ্ট্বা বৈনতেয়সহাচ্যুতম্ ।
বভূবুশ্চিন্তয়াবিষ্টাঃ সর্ব্বে নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ১
তে সমেতা সভাং রাজন্ রাজানো ভীমবিক্রমাঃ ।
মন্ত্রায় মন্ত্রকুশলা নীতিশাস্ত্রার্থবিত্তমাঃ ॥ ২
ভীষ্মকস্য সভাং গত্বা রম্যাং হেমপরিষ্কৃতাম্ ।
সিংহাসনেষু চিত্রেষু বিচিত্রাস্তরণেষু চ ।
নিষেদুস্তে নৃপবরা দেবা দেবসভামিব ॥ ৩

## অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

[ শ্রীকৃষ্ণের আগমনে চিন্তিত রাজাদের সভায় জরাসন্ধ ও সুনীথের ভাষণ দান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন।—জনমেজয়! বীর মহিমা হইতে অবিচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে গরুড়ের সহিত আসিতে দেখিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ চিন্তামগ্ন হইয়া গেলেন। ১

রাজন্! এই সব রাজারা ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, নীতিশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং মন্ত্রণাকুশল ছিলেন। ইঁহারা পরস্পর মন্ত্রণা করিবার জন্য এক সভায় সমবেত হইলেন। ২

যেরূপ দেবগণ দেবসভায় বিরাজমান হন, সেইরূপ এই সব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ রাজা ভীষ্মকের সুবর্ণখচিত রমণীয় সভায় গমন

তেষাং মধ্যে মহাবাহুর্জরাসন্ধো মহাবলঃ
বভাষে স মহাতেজা দেবান্ দেবেশ্বরো যথা ॥ ৪

জরাসন্ধ উবাচ।

শ্রূয়তাং ভো নৃপশ্রেষ্ঠা ভীষ্মকশ্চ মহামতিঃ
কথ্যমানং ময়া বুদ্ধ্যা বচনং বদতাং বরাঃ ॥ ৫
যোঽসৌ কৃষ্ণ ইতি খ্যাতো বসুদেবসুতো বলী।
বৈনতেয়সহায়েন সম্প্রাপ্তঃ কুণ্ডিনং ত্বিহ ॥ ৬
কন্যাহেতোর্মহাতেজা যাদবৈরভিসংবৃতঃ
অবশ্যং কুরুতে যত্নং কন্যাবাপ্তির্যথা ভবেৎ ॥ ৭
যদত্র কারণং কার্য্যং সুনয়োপেতবুদ্ধিতম্।
কুরুধ্বং নৃপশার্দ্দূলা বিনিশ্চিত্য বলাবলম্ ॥ ৮
পদাতিনৌ মহাবীর্য্যৌ বসুদেবসুতাবুভৌ।
বৈনতেয়ং বিনা তস্মিন্ গোমন্তে পর্ব্বতোত্তমে।
কৃতবন্তৌ মহাঘোরং ভবদ্ভির্বিদিতং হি তৎ ॥ ৯

রত্ন বিচিত্র আস্তরণযুক্ত নানাবিধ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩

তাঁহাদের মধ্যে মহাবল, মহাতেজস্বী ও মহাবাহু জরাসন্ধ সেইভাবে ভাষণ আরম্ভ করিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের ভাষণ দিয়া থাকেন ॥ ৪

জরাসন্ধ বলিলেন,—এই সভায় উপস্থিত বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ ! আমি এখন নিজ বুদ্ধি অনুসারে যাহা কিছু বলিব, তাহা আপনারা এবং পরম বুদ্ধিমান্ রাজা ভীষ্মকও শ্রবণ করুন ॥ ৫

এই যে শ্রীকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত বলবান্ বসুদেব-পুত্র এই কুণ্ডিনপুরে গরুড়ের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি অতিশয় তেজস্বী। এখানকার রাজকন্যাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই তিনি যাদবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। যেভাবে তিনি কন্যাকে লাভ করিতে পারিবেন, সেইরূপ যত্নই তিনি অবশ্যই করিয়া যাইবেন ॥ ৬-৭

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ ! সুতরাং এস্থলে যে সুনীতিযুক্ত ও সদ্বুদ্ধির বস্তুত কারণ ( উপায় ) কার্য্যকর হইবে, তাহাই আপনারা নিজেদের বলাবল বিচার করত স্থির করুন ॥ ৮

বসুদেবের এই দুই পুত্র মহাপরাক্রমশালী। ইঁহারা গরুড়কে সঙ্গে না আনিয়াই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্তপর্ব্বতে পদাতি হইয়া যে দারুণ মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলে বিদিত আছেন ॥ ৯

বৃষ্ণিভির্যাদবৈশ্চৈব ভোজান্ধকমহারথৈঃ
সমেতা যুধ্যমানস্য কীদৃশো বিগ্রহো ভবেৎ ॥ ১০
কন্যার্থে যতমানেন গরুড়স্থেন বিষ্ণুনা।
কঃ স্থাস্যতি রণে তস্মিন্নপি শক্রঃ সুরৈঃ সহ ॥ ১১
যদা চাস্মৈ নাপি সুতা কদাচিৎ সম্প্রদীয়তে
ততো হরং বলাদেনাং নেতুং শক্তঃ সুরৈঃ সহ ॥ ১২
পুরা একার্ণবে ঘোরে প্লবতে মেদিনী ত্বিয়ম্।
পাতালতলসম্মগ্না বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৩
বারাহং রূপমাস্থায় উদ্ধৃতা জগদাদিনা।
হিরণ্যাক্ষশ্চ দৈত্যেন্দ্রো বরাহেণ নিপাতিতঃ ॥ ১৪
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব মহাবলপরাক্রমঃ।
অবধ্যোঽমরদৈত্যানামৃষি-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরৈঃ ॥ ১৫
যক্ষ-রাক্ষস-নাগানাং নাকাশে নাবনিস্থলে।
ন চার্দ্রশুষ্কৈরাস্ত্রৈর্ন শুষ্কেণার্দ্রকেণ চ ॥ ১৬

এই সময় ইঁহারা যখন যদুবংশী, বৃষ্ণিবংশী, ভোজবংশী ও অন্ধকবংশী মহারথী বীরবৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিবেন, তখন ইঁহাদের কিরূপ সংগ্রাম হইবে—( ইহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন ) ॥ ১০

রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ এই গরুড়বাহন বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে দেবগণসহ ইন্দ্রও থাকিতে পারিবেন না ; সুতরাং অন্যে আর কে থাকিতে সমর্থ হইবে ? ১১

যদি কদাচিৎ ইঁহাকে কন্যা দান করা না হয়, তবে ইনি দেবগণের সহিত উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক এই কন্যাকে লইয়া যাইতে সমর্থ ॥ ১২

শুনা যায়, পুরাকালে যখন এই পৃথিবী ভয়ঙ্কর একার্ণবে নিমগ্ন হইয়া রসাতলে চলিয়া গিয়াছিল, তখন জগতের আদি কারণ এই প্রভাবশালী বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধারণ করত ইহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকেও ইনি বরাহ-রূপে বধ করিয়া পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪

মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেবতা ও দৈত্যগণের অবধ্য ছিলেন। ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন না। তিনি না আকাশে বধ-যোগ্য ছিলেন এবং না ভূতলে। না রাত্রিতে, না দিবসে এবং না শুষ্ক অস্ত্রে ও না আর্দ্র অস্ত্রে নিধনযোগ্য ছিলেন ॥ ১৫-১৬

অথবা ত্রিষু লোকেষু দৈত্যস্ত্বপরাজিতঃ
নারসিংহেন রূপেণ নিহতো বিষ্ণুনা পুরা ॥ ১৭
বামনেন তু রূপেণ কশ্যপস্যাত্মজো বলী ।
অদিত্যা গর্ভসম্ভূতো বলির্বদ্ধোঽসুরোত্তমঃ ॥ ১৮
সত্যরজ্জুময়ৈঃ পাশৈঃ কৃতপাতালসংশ্রয়ঃ ।
কার্তবীর্যো মহাবীর্যঃ সহস্রভুজবিগ্রহঃ ॥ ১৯
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন মত্তো রাজ্যমদেন চ
জামদগ্ন্যো মহাতেজা রেণুকাগর্ভসম্ভবঃ ॥ ২০
ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ স সঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
পরশুনা বজ্রকল্পেন সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ
বিষ্ণুনা নিহতো ভৃগূদ্বহরূপেণ হৈহয়ঃ ॥ ২১
ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূতো রামো দাশরথিঃ পুরা ।
ত্রিলোকবিজয়ং বীরঃ রাবণং সম্যপাতয়ৎ ॥ ২২
পুরা কৃতযুগে বিষ্ণুঃ সংগ্রামে তারকাময়ে ।
ষোড়শাষ্টভুজো ভূত্বা গরুড়স্থো হি বীর্যবান্ ॥ ২৩
নিকষানাসুরান্ যুদ্ধে বরদানেন গর্বিতান্ ।
কালনেমিশ্চ দৈত্যেয়ো দেবানাঞ্চ ভয়প্রদঃ ॥ ২৪
সহস্রকিরণাভেন চক্রেণ নিহতো মৃধে ।
মহাযোগবলেনাত্তৌ বিশ্বরূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ২৫
অনেন প্রাপ্তকালান্তে নিহতা বহবোঽসুরাঃ ।
বনে বনচরা দৈত্যা মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ২৬
নিহতা বালভাবেন প্রলম্বারিষ্টধেনুকাঃ ।
শকুনীঃ কেশিনং চৈব যমলার্জুনকাবপি ॥ ২৭
নগং কুবলয়াপীড়ং চাণূরং মুষ্টিকং তথা ।
কংসঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং সগণং দেবকীসুতঃ ॥ ২৮
স্বচ্ছন্দ গোপবেশেন ক্রীড়মানো হি কেশবঃ ।
এবমাদীনি দিব্যানি ছদ্মরূপাণি চক্রিণা ॥ ২৯
কৃতানি দিব্যরূপাণি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
তেনাহং বঃ প্রবক্ষ্যামি ভবতাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩০

তিন লোকে অথবা এই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কাহারও দ্বারা পরাজিত হইবার ছিলেন না। তথাপি পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু নরসিংহরূপ ধারণ করত ইঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। ১৭

তারপর কোনও একসময় ভগবান্ বিষ্ণু মহর্ষি কশ্যপের পুত্ররূপে দেবী অদিতির গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন। সেই সময় তিনি বামন-রূপ ধারণ করত অসুররাজ বলিকে সত্যরূপী রজ্জুর দ্বারা নির্মিত পাশে আবদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে পাতাললোকবাসী করিয়া দেন। ১৮।

কৃতবীর্যের পুত্র মহাপরাক্রমশালী অর্জুনের শরীর দত্তাত্রেয়ের কৃপায় সহস্র বাহুতে সুশোভিত ছিল। এই অর্জুন রাজ্যমদে উন্মত্ত ছিলেন। ১৯।

(ইঁহাকে দমন করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে রেণুকার গর্ভ হইতে জমদগ্নি মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহাতেজস্বী পরশুরাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ২০।

এইভাবে ভৃগুরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু হৈহয়বংশে উৎপন্ন ও সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ রাজা কার্তবীর্যকে পুনরায় বজ্রতুল্য পরশুর দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ২১

তাহার পর ইনি ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথনন্দন শ্রীরামরূপে পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই শ্রীরাম ত্রিলোকবিজয়ী বীর রাবণকে বধ করত ভূপাতিত করিয়াছিলেন। ২২

পুরাকালের ঘটনা—সত্যযুগে যখন তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল, তখন পরাক্রমশালী বিষ্ণু অষ্টবাহু ধারণ করত গরুড়ে উপবিষ্ট হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি বরদানে গর্বিত অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রামে দেবগণের ভয়প্রদ কালনেমি নামক দৈত্যকেও তিনি বধ করিয়াছিলেন। ২৩-২৪

এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু যুদ্ধে মহাযোগবল অবলম্বন পূর্বক সূর্যতুল্য তেজস্বী চক্রের দ্বারা সেই দৈত্যদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। ২৫

এই শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বহু অসুরকে বধ করিয়াছেন, যাঁহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল। বনে বিচরণকারী ও মহাপরাক্রমসম্পন্ন প্রলম্ব, অরিষ্ট ও ধেনুক নামক দৈত্যকে ইনি বাল্যকালেই বনের মধ্যে বধ করিয়াছেন। ২৬।

পূতনা, কেশী, যমলার্জুন, কুবলয়াপীড়, নগ, চাণূর, মুষ্টিক এবং বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কংসকেও দলবলের সহিত এই দেবকীপুত্র কেশব বিনাশ করিয়াছেন। সেই সময় ইনি গোপবেশে ক্রীড়া করিতেছিলেন। ২৭-২৮।

এই প্রভাবশালী চক্রধারী বিষ্ণু এইরূপ দিব্য এবং আরও বহুবিধ দিব্য ছদ্মরূপ সময়ে সময়ে ধারণ করিয়াছেন। ২৯।

সেইজন্য আমি আপনাদের হিত কামনা করিয়া এই কথা বলিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের অধিনায়ক ও অসুরবিনাশক বিষ্ণু। আমি ইঁহাকে এরূপই মনে করি। ৩০।

তং মন্যে কেশবং বিষ্ণুং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
নারায়ণং জগদ্‌যোনিং পুরাণং পুরুষং প্রভুম্ ॥ ৩১
ব্রহ্মাণং সর্বভূতানাং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ।
অধৃষ্যং সর্বলোকানাং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩২
অনাদিনিধনাদিনং অজরমজরমব্যয়ম্ ।
স্বয়ম্ভুবমজং স্বাপূমক্ষেয়ং সচরাচরৈঃ ॥ ৩৩
ত্রিবিক্রমং ত্রিলোকেশং ত্রিদশেন্দ্রারিনাশনম্ ।
ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্যাতোঽহং মথুরামপি ॥ ৩৪
কুলে মহতি বৈ রাজ্ঞাং বিপুলে চক্রবর্তিনাম্
কথমস্য মর্ত্যস্য গরুড়ো বাহনঃ ভবেৎ ॥ ৩৫
বিশেষেণ তু কস্যার্থে বিক্রমস্থে জনার্দনে ।
কঃ স্থাস্যতি পুনাস্য গরুড়স্যাগ্রতো বলী ॥ ৩৬
স্বয়ংবরকৃতেনাসৌ বিষ্ণুঃ স্বয়মিহাগতঃ ।
বিষ্ণোরাগমনে চৈব মহান্ দোষঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৭
ভবদ্ভিরত্র চিন্ত্যেদং ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ।

ইনি জগতের উৎপত্তির কারণ, পুরাণপুরুষ অবিনাশী ভগবান্ নারায়ণ। ইনিই সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টিকারী ও ব্যক্তাব্যক্তরূপ সনাতন পরমাত্মা। সমস্ত লোকসকল একত্রে মিলিত হইয়াও ইঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না। সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার ইঁহাকে প্রণাম করে। ইনি আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অজ ( সর্বভূতময় ), অজর ( বৃদ্ধ ) এবং অবিকারী। ইনিই স্বয়ম্ভু, অজন্মহিত, সদা স্থির এবং চরাচর প্রাণিগণের পক্ষে অজ্ঞেয়। ইঁহাকেই আমি দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রুবিনাশকারী, ত্রিলোকনাথ এবং ত্রিবিক্রমরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াই মনে করি। ৩১-৩৩।

ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। সেই বিষ্ণুই মথুরায় চক্রবর্তী রাজাদের মহান্ ও বিশাল কুলে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং কোনও এক মানুষের বাহন গরুড় কিভাবে হইতে পারেন? ৩৪-৩৫

বিশেষতঃ যখন ভগবান্ জনার্দন রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিবেন, তখন কোন বলবান্ পুরুষ কে আছে যে, যে আজ গরুড়ের সম্মুখীন হইয়া সে অবস্থান করিতে পারিবে? ৩৬

এই স্বয়ংবরের জন্য সাক্ষাৎ বিষ্ণুই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণুর আগমনে আমাদের যে মহান্ দোষ ( বাধা ) উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিয়াছি। এখন আপনারাও ইহার উপর বিচার করিয়া যাহা করণীয়

বৈশম্পায়ন উবাচ
এবং বিক্রমবানেষ তু মগধানাং জনেশ্বরে ॥ ৩৮
সুনীথোঽথ মহাপ্রাজ্ঞো বচনং চেদমব্রবীৎ
সুনীথ উবাচ ।
সম্যগাহ মহাবাহুর্মগধাধিপতির্নৃপঃ । ৩৯
সমক্ষং নরদেবানাং যথাবৃত্তং মহাহবে
গোমন্তে রাম-কৃষ্ণাভ্যাং কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৪০
গজাশ্বরথসম্বাধা পত্তিধ্বজসমাকুলা
নির্দগ্ধা মহতী সেনা চক্রেণ জলবহ্নিনা ॥ ৪১
তেনায়ং মাগধঃ শ্রীমাননাগতমচিন্তয়ৎ ।
ভবতে রাজসেনানামস্মৃত্বা সুদারুণম্ ॥ ৪২
পদাত্যোর্যাতোস্তত্র বল-কেশবয়োর্মৃধি
দুর্নিবার্যাস্তয়োর্ঘোরো দ্রুতবদ্ বাহিনীক্ষয়ঃ ॥ ৪৩
বিদিতঃ বঃ সুপর্ণস্য আগতস্য নৃপোত্তমাঃ ।
পক্ষবাতানিলোদ্ধূতা বভ্রমুর্গগনেচরাঃ ॥ ৪৪

হইবে, তাহাই সম্পাদন করুন। ৩৭।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মগধদেশের রাজা জরাসন্ধ যখন এরূপ ভাষণদান শেষ করিলেন, তখন মহামতি সুনীথ এই কথা বলিলেন। ৩৮।

সুনীথ বলিলেন,—মহাবাহু মগধরাজ সত্য কথা বলিয়াছেন। গোমন্ত পর্বতের নিকটে মহাসমরে যেরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে যে অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করিয়াছেন, তাহা এই সমস্ত নরপতিগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ৩৯-৪০

হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পূর্ণ এবং পদাতি সৈন্যবাহিনী ও ধ্বজসকলে পরিব্যাপ্ত রাজাদের সেই বিশাল সৈন্য চক্র এবং জলরূপী অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ৪১

সেইজন্য এই শ্রীমান্ মগধরাজ জরাসন্ধ আজ অনাগত ( ভাবী ) পরিণামের কথা চিন্তা করিতেছেন। রাজাদের সৈন্যগণের মধ্যে যে অত্যন্ত দারুণ ঘটনা ঘটিত হইয়াছিল, তাহার স্মরণ করত ইনি বর্তমানে পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন। সেখানে যুদ্ধে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পদাতি হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি আমাদের বিশাল বাহিনীর যেরূপ ঘোর সংহার হইয়াছে, তাহাকে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ৪২-৪৩

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! গরুড়ের আগমনের সময় এখানে যে প্রভাব পতিত হইয়াছিল, তাহা আপনারা ভালভাবেই

সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে চচালাদ্রির্মহী তথা।
বয়ং সর্ব্বে সুসংত্রস্তাঃ কিমুৎপাতেতি বিক্রবাঃ ॥ ৪৫
যদা সন্নহ্য রথে তু আরূঢ়ঃ কেশবঃ স্বয়ম্।
কথমস্মদ্বিধঃ শক্তঃ প্রতিস্থাতুং রণ স্থিরে ॥ ৪৬
রাজ্ঞাং স্বয়ংবরো নাম সুমহান্ হর্ষবর্দ্ধনঃ।
কৃতো নরবরৈরাদৌ ধর্ম্ম্যো ধর্ম্মস্য বৈ বিধিঃ ॥ ৪৭
ইদং তু কুণ্ডিনগরমাগম্য মনুজেশ্বরাঃ
পুনরেবৈষ্যতে ক্ষিপ্রং মহাপুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৪৮

যদি সা বরয়েৎকৃষ্ণং রাজ্ঞাং মধ্যে নৃপাত্মজা।
কৃষ্ণস্য ভুজয়োর্বীর্য্যাৎ কঃ পুমান্ প্রসহিষ্যতি ॥ ৪৯
বিজ্ঞাপিতমিদং দেবাঃ স্বয়ংবরমহোৎসবম্।
তদর্থমাগতঃ কৃষ্ণো বয়ং চৈব নরাধিপাঃ ॥ ৫০
কৃষ্ণস্যাগমনং চৈব নৃপাণামভিগর্হিতম্।
কন্যাহেতোর্নরেন্দ্রাণাং কথা বদতি মাগধঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রুক্মিণীস্বয়ংবরে সুনীথবাক্যেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

আসিয়াছেন। তাঁহার পাঞ্চজন্যের যে শব্দ উঠিয়াছিল, তাহার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আকাশচারী সকল প্রাণীই ঘুরিতেছিল। ৬৪

সকল সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ব্বত আন্দোলিত হইয়াছিল এবং পৃথিবী মুহুর্মুহুঃ কাঁপিতেছিল। আমরা সকলে এই সব চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি যে, এ আবার কি উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬৫

যখন কেশব কবচ বাঁধিয়া রথের পৃষ্ঠে আরোহণ করত যুদ্ধ করিবেন, তখন আমাদের মত যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে কিভাবে তাঁহার প্রতিযোদ্ধারূপে থাকিতে সমর্থ হইবে। ৬৬

স্বয়ংবর রাজাদের পক্ষে এক আনন্দদায়ক উৎসব; পূর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ সুখ ও ধর্মের সিদ্ধির জন্য এই বিধি প্রচলিত করিয়াছেন। ৬৭

নরপতিগণ! কিন্তু এই কুণ্ডিনপুরে আসিয়া আমাদের সম্মুখে পুনরায় সেইরূপ এই মহাপুরুষের সহিত সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা আসিতেছে। ৬৮

যদি রাজকন্যা রুক্মিণী রাজাদের মধ্যে কোনও অন্য এক রাজাকে বরণ করেন, তবে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে যে শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? ৬৯

এই স্বয়ংবর-মহোৎসবের এই সংবাদ সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও আমরা সকল নরপতি এই স্বয়ংবরের জন্যই এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ৭০

রাজকন্যার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সকল নরপতি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত সিদ্ধ হইতেছে—যেরূপ মগধরাজ জরাসন্ধ বলিলেন। ৭১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীর স্বয়ংবরপ্রসঙ্গে মগধরাজ জরাসন্ধ ও সুনীথের ভাষণবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

## একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ দন্তবক্রস্য শাল্বস্য চ ভাষণং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাবং বর্ণয়তো ভীষ্মকস্য তং প্রসন্নং কর্ত্তুং নিশ্চয়ঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবমুক্তে বচনে সুনীথেন মহাত্মনা।
করূষাধিপতির্বীরো দন্তবক্রোঽভ্যভাষত ॥ ১

দন্তবক্র উবাচ
যদুক্তং মাগধেনাত্র সুনীথেন নরাধিপাঃ।
যুক্তপূর্ব্বমহং মন্যে তদস্মাকং বচো হিতম্ ॥ ২

### একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ দন্তবক্র ও শাল্বের ভাষণ শ্রবণ করিয়া ভীষ্মক কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিশ্চয়। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাত্মা সুনীথ এই কথা বলিলে পর করূষদেশের বীর রাজা দন্তবক্র ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। ১

দন্তবক্র বলিলেন,—নরপতিগণ! এখানে মগধরাজ ও রাজা সুনীথ যাহা কিছু বলিলেন, তৎ সমস্তই আমি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি; কারণ, ইঁহাদের এই ভাষণ আমাদের সকলের পক্ষেই হিতকর। ২

ন চ বিদ্বেষণেনাহং ন চাহঙ্কারবাদিনা
ন চাত্মবিজিগীষুত্বাদ্ দূষয়ামি বচোঽমৃতম্ ॥ ৩
বাক্যার্ণবং মহাগাধং নীতিশাস্ত্রার্থবৃংহিতম্ ।
ক এষ নিখিলং বক্তুং শক্তো বৈ রাজসংসদি ॥ ৪
কিন্তু স্মরণার্থেঽহং যদ্ ব্রবীমি শৃণুধ্ব মে ।
আগতো বাসুদেবেতি কিমাশ্চর্য্যং নরাধিপাঃ ॥ ৫
যথাগতা বয়ং সর্ব্বে কৃষ্ণো হ্যপি তথাগতঃ ।
কিমত্র দোষো গৌণো বা কস্মাদ্ধেতোঃ সমাগতাঃ ॥ ৬
বয়মাভিঃ সমেতৈস্তু কস্মাৎ কৃতং গোমন্তরোধনম্ ।
তত্র যুদ্ধকৃতং দোষং কথং বৈ বক্তুমর্হথ ॥ ৭
বনবাসে স্থিতৌ বীরৌ কংসব্যায়ামহেতুনা ।
দেবর্ষিবচনাদ্ রাজন্ বৃন্দাবনতটে স্থিতৌ ॥ ৮
তাব দূত বচোর্থেন উভৌ রামজনার্দ্দনৌ
নাগেন্দ্রোদ্দীপিতৌ বীরৌ হত্বা নাগং বিবেশতুঃ ॥ ৯

ততঃ সর্ব্বোদ্যোগাশ্রিত্য নিহতো রঙ্গসাগরে
গতাসুরিব চাসীনো মথুরেশঃ মহাদ্যুগঃ ॥ ১০
কিমত্র বিহিতো দোষো যেনাস্মাভির্ব্বয়োঽধিকৈঃ ।
উপরোধপরা রাজন্ বয়ং সর্ব্বে সমাগতাঃ ॥ ১১
সেনাভিবলমালোক্য বিত্রস্তৌ রামকেশবৌ ।
পুরং বলং সমুৎসৃজ্য গোমন্তে চ গতাবুভৌ ॥ ১২
তত্রাপি গতমস্মাভির্হন্তুং সমরযোধিভিঃ
অপ্রাপ্তযৌবনাভ্যাঞ্চ পদাতিভ্যাং রণাজিরে ॥ ১৩
রথাশ্বনরনাগেন নাস্মাভির্বিগ্রহঃ কৃতঃ ।
কৃতোপরোধঃ শৈলস্য ক্ষত্রধর্ম্মেণ দীপিতঃ ॥ ১৪
দাবাগ্নিমুখমাবিশ্য ত্বক্ষিণীতৌ তপস্বিনৌ
বিনীত ইতি মন্যামঃ সর্ব্বে ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ
প্রতিবুদ্ধ কৃতে দৈবং দৃশ্যতাম জনার্দ্দনম্ ॥ ১৫

---

আমি না বিদ্বেষবশতঃ, না অহঙ্কারবাদী হইয়া এবং না নিজের জয়লাভের অভিলাষী হইয়া আপনাদের উভয়ের অমৃত-ময় বাক্যের দোষ উদ্ঘাটন করিতেছি। ৩

এই রাজসভায় এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি এইরূপ সমুদ্রতুল্য অগাধ ও নীতিশাস্ত্রের অনুকূল সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাক্য বলিতে সমর্থ হইবেন। ৪

কিন্তু আপনাদের এক কর্ত্তব্য স্মরণ করাইবার জন্য আমি যাহা কিছু বলিতেছি, আমার সেই কথা আপনারা শ্রবণ করুন। রাজগণ! যদি বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? ৫

যেরূপ আমরা সকলে এখানে আসিয়াছি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও আসিয়াছেন। ইহাতে দোষ বা গুণের কি আছে? আমাদের সকলের আগমনের একই উদ্দেশ্য—রাজকন্যাকে লাভ করা। ৬

আমরা এক সঙ্গে মিলিত থাকিয়া পরস্পর ঐক্য স্থাপন করত গোমন্ত পর্ব্বতে যে অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেই [illegible] যদি সেখানে যুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে উহাতে দোষের কথা আপনারা কিভাবে বলিতে পারেন। ৭

রাজন্! বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কংসকে যোধিত করিবার জন্য বনবাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের সীমাতে অবস্থান করিতেন; কিন্তু দেবর্ষি নারদের কথায় কংস তাঁহাদের বধ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন এবং কুবলয়াপীড় হাতীর দ্বারা আক্রমণ করাইয়া সেই দুই বীরের ক্রোধকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় বলরাম ও জনার্দ্দন সেই হস্তীকে বধ করিয়া মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত রঙ্গশালায় প্রবিষ্ট হন; তারপর বীর সমস্ত অবলম্বন করত মৃতের ন্যায় উপবিষ্ট মথুরাপতি কংসকে যদি তাঁহার সচিবদের সহিত বধ করিয়া থাকেন, তবে ইহার দ্বারা কি দোষ সম্পাদিত হইয়াছে? রাজন্! এইভাবে কংসকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বয়োধিক নরপতি আমাদের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই অবস্থায় আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলাম, তবে ইহাতেই বা কি দোষ হইয়াছে? ৮-১১

আমাদের সৈন্যদের অসাধারণ বল দেখিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়া পড়েন এবং নিজেদের নগর ও সৈন্য ত্যাগ করিয়া সেই দুই ভ্রাতা গোমন্ত পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। ১২

তাহার পর সেই সমরাঙ্গনে যুদ্ধকারী যোদ্ধারা তাঁহাদের বধ করিবার জন্য সেখানেও ধাবিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা জীবনে তখনও যৌবনপ্রাপ্ত হন নাই এবং রণাঙ্গনে পদাতি হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইজন্য আমরা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীর দ্বারা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করি নাই; কিন্তু ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে গোমন্ত পর্ব্বতকে অবরোধ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করাইয়া দিয়াছিলাম। ১৩-১৪

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ আমরা সকলে ইহা মনে করিয়াছিলাম যে, এই দুই দুর্বিনীত তপস্বী বালক দাবানলের মুখে পতিত হইয়া শিক্ষা পাইবেন অর্থাৎ নিজেদের দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ



যত্র যত্র প্রযাস্যামো বয়ং তত্র ভবেৎ কলিঃ।
প্রীত্যর্থং প্রযতিষ্যামো কৃষ্ণেন সহ ভূমিপাঃ ॥ ১৬
ইদং কুণ্ডিনপুরং কৃষ্ণো নাগতঃ কলিহেতুনা।
কন্যানিমিত্তাগমনে কস্য যুদ্ধং প্রযচ্ছতি ॥ ১৭
মর্ত্যেঽস্মিন্ পুরুষশ্রেষ্ঠোঽসৌ ন কশ্চিৎ প্রাকৃতো নরঃ।
দেবলোকেষু দেবেষু প্রবরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
দেবানামপি কর্ত্তাসৌ লোকানাঞ্চ বিশেষতঃ।
ন চৈব বালিশা বুদ্ধির্ন চের্ষ্যা নাপি মৎসরঃ ॥ ১৯
ন স্তব্ধো ন কৃশো নার্ত্তঃ প্রপন্নার্ত্তিহরঃ সদা
এষ বিষ্ণুঃ প্রভুর্দেবো দেবানামপি দৈবতম্ ॥ ২০
আগতো গরুড়েনেহ স্বরূপপ্রাকাশ্যহেতুনা
নানাস্ত্রসহিতো যাতি কৃষ্ণঃ শত্রুবিনাশনে ॥ ২১
ইমাং যাত্রাং বিজানীধ্বং প্রীত্যর্থং হ্যাগতো হরিঃ।
সহিতো যাদবৈঃ শ্রেষ্ঠৈ ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকৈরিহ ॥ ২২

অর্ঘ্যমাচমনং দত্ত্বা আতিথ্যঞ্চ নরাধিপাঃ।
করিষ্যামো বয়ং সর্ব্বে কেশবায় মহাত্মনে ॥ ২
এবং সৎকারতঃ কৃত্বা কৃষ্ণেন সহিতা বয়ম্।
বসামো বিগতোদ্বেগা নির্ভয়া বিগতজ্বরাঃ ॥ ২৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দন্তবক্ত্রস্য ধীমতঃ।
শাল্বঃ প্রবদতাং শ্রেষ্ঠস্তানুবাচ নরাধিপান্ ॥ ২৫

শাল্ব উবাচ।

কিং ভয়েনাদ্য নঃ সর্ব্বে ত্যক্তশস্ত্রা ভবামহে
সহ নরবরশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণস্য ভয়কম্পিতাঃ ॥ ২৬
পরস্তবেন কিং কার্য্যং বিনিন্দ্য বলমাত্মনঃ।
নৈষ ধর্ম্মো নরেন্দ্রাণাং ক্ষাত্রে ধর্ম্মে চ তিষ্ঠতাম্ ॥ ২৭
মহৎসু রাজবংশেষু সম্ভূতাঃ কুলবর্দ্ধনাঃ।
তেষাং কাপুরুষা বুদ্ধিঃ কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ২৮
অহং জানামি বৈ কৃষ্ণমাদিদেবং সনাতনম্।
প্রভুং সর্ব্বামরেন্দ্রাণাং নারায়ণপরায়ণম্ ॥ ২৯

---

করিবেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে সেই দুই ভ্রাতা যদি প্রতিযোগীকে যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে আমরা অনর্থের এইভাবে দোষ আবিষ্কার করিতেছি কেন? অর্থাৎ তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, ঠিকই করিয়াছেন। ১৫

(শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা হওয়ায়) আমরা যে যে স্থানে যাইব, সেই সেই স্থানেই আমাদের কলহ হইতে পারে। ভূপতিগণ! অতএব আজ হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইব। ১৬

এই কুণ্ডিনপুরে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য আসেন নাই। যদি তিনি রাজকন্যাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করেন, তবে তিনি কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? ১৭

তিনি কোনও প্রাকৃত মানুষ নন। এই মর্ত্যলোকে ইনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, দেবলোকবাসী দেবগণের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। ১৮

ইনি দেবগণেরও কর্ত্তা এবং বিশেষতঃ সম্পূর্ণ লোকসমূহের স্রষ্টাও ইনিই। ইঁহার বুদ্ধিও গ্রাম্য-জনোচিত নহে এবং তাঁহার মনে কোনও ঈর্ষ্যাও নাই ও মাৎসর্য্যও নাই। ১৯

ইনি কঠোর নন, দুর্ব্বল নন এবং রোগ-শোকে পীড়িতও নন। যাঁহারা ইঁহাকে প্রণাম করত ইঁহার শরণাগত হন, তিনি তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু এবং দেবগণেরও দেবতা। ২০

এই সময় তিনি নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করিবার জন্য গরুড়ের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শত্রুগণকে বিনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু ইঁহার এই যাত্রাকে সেরূপ যেন মনে করিবেন না। এই সময় এই শ্রীহরি ভোজ ও অন্ধকাদি যদুশ্রেষ্ঠগণের সহিত এখানে প্রীতি-বর্দ্ধনের জন্য আসিয়াছেন। ২১-২২

নরপতিগণ! অতএব আমরা সকলে এখানে মহাত্মা কেশবকে অর্ঘ্য ও আচমনাদি প্রদান করত তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিব। ২৩

এইভাবে সন্ধিস্থাপন করত আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত উদ্বেগ, ভয় ও চিন্তারহিত হইয়া বাস করিব। ২৪

বুদ্ধিমান্ দন্তবক্ত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই নরপতিগণকে বলিলেন। ২৫

শাল্ব বলিলেন,—যদি এরূপ স্থিরই হয়, তবে কি আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে এখন নিজ নিজ অস্ত্র রাখিয়া দিয়া অস্ত্র-শূন্য হইব! সন্ধিস্থাপনের হেতু ইহাই যে, আমরা সকল নরপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে কম্পিত হইতে থাকিব। ২৬

নিজেদের বলের নিন্দা করিয়া অপরের স্তুতি করিলে কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে স্থিত নরপতিগণের ইহা ধর্ম্ম নহে। ২৭

যাঁহারা মহৎ রাজবংশে উৎপন্ন হইয়া নিজেদের কুলের কীর্ত্তি-বর্দ্ধন করেন, এরূপ রাজগণের বুদ্ধিতে এতদূর কাপুরুষতা কি-ভাবে হইতে পারে? ২৮

আমি জানি, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবশ্রেষ্ঠগণের প্রভু আদিদেব

বৈকুণ্ঠমজয়ং লোকে চরাচরগুরুং হরিম্ ।
সম্ভূতং দেবকীগর্ভে বিষ্ণুং লোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩০
কংসস্যান্তকরার্থায় ভারাবতরণায় চ
অস্মাকঞ্চ বিনাশায় লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩১
অংশাবতরণে কৃৎস্নং জানে বিষ্ণোর্বিচেষ্টিতম্ ।
সংগ্রামমতুলং কৃত্বা বিষ্ণুনা সহ ভূমিপাঃ ॥ ৩২
চক্রানলবিনির্দগ্ধা যাস্যামো যমসাদনম্
তত্ত্বং জানামি রাজেন্দ্রাঃ কালেনায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৩
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ প্রাপ্তে কালে ন জীবতি ।
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা ন কুর্যাৎ কস্যচিদ্ভয়ম্ ॥ ৩৪
স এষ ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যং তপসঃ ক্ষয়ম্ ।
নিহত্য দিতিজেন্দ্রাণাং যথাকালেন যোগবিৎ ॥ ৩৫
বলিং বৈরোচনিং চৈব বদ্ধাবধ্যং মহাবলম্ ।
কৃতবান্ দেবদেবেশঃ পাতালতলবাসিনম্ ॥ ৩৬

এবমাদীনি বৈ বিষ্ণোশ্চেষ্টিতানি চ নরাধিপাঃ ।
তস্মাদযুক্তং ভবতাং বিগ্রহার্থং বিচারণম্ ॥ ৩৭
ন চ সংগ্রামহেতোর্হি কৃষ্ণস্যাগমনং স্থিত ।
যস্য বা কস্য বা কন্যা বরয়িষ্যতি তস্য সা
কিমত্র বিগ্রহো রাজ্ঞাং প্রীতির্ভবতি বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং কথয়মানানাং নৃপাণাং বুদ্ধিশালিনাম্ ।
ন কিঞ্চিদব্রবীদ্ রাজা ভীষ্মকঃ পুত্রকারণাৎ ॥ ৩৯
মহাবীর্যসমোৎসিক্তং ভার্গবাস্ত্রাভিরক্ষিতম্
সর্বপ্রচণ্ডাতিরথং বিচিন্ত্য মনসা সুতম্ ॥ ৪০

ভীষ্মক উবাচ

কৃষ্ণং ন সহতে নিত্যং পুত্রো মে বলদর্পিতঃ
নিত্যাভিমানী চ রণে ন বিভেতি চ কস্যচিৎ ॥ ৪১
কৃষ্ণস্য ভুজবীর্যেণ হ্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ।
ভবিষ্যতি ততো যুদ্ধং মহাপুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৪২

সনাতন পুরুষ। নারায়ণই ইঁহার শ্রীকৃষ্ণের পরম আত্ম-স্বরূপ। ২৯

সমস্ত লোকের অজেয়, বৈকুণ্ঠধামের অধিপতি, চরাচর-গুরু, পাপহারী ও বিশ্ববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণুই পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য, কংসরাজকে বধ করিবার জন্য এবং আমাদের বিনাশ ও সমস্ত লোকসকলকে রক্ষা করিবার জন্য দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। নিজ অংশ-সহ ভগবান্ বিষ্ণুর এই পূর্ণ অবতারে যে যে কার্য অনুষ্ঠিত হইবে, তৎ সমস্তই আমি ভালভাবে জানি। ৩০-৩১।

ভূপতিগণ। অতএব আমরা সকলে এই ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত অনুপম সংগ্রাম করত ইঁহার চক্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যমভবনে গমন করিব। ৩২।

রাজেন্দ্রগণ! আমি এই তত্ত্বকেও জানি যে, কালেরই দ্বারা আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়। যতক্ষণ না কাল আসে, ততক্ষণ কেহ মরে না এবং কাল আসিলেই আর কেহ জীবিত থাকে না। ৩৩।

নিজের মনে এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় রাখিয়া কখনও কাহাকে ভয় করা উচিত নয়। এই যোগবেত্তা ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যরাজগণের তপস্যা ক্ষীণ হইয়া যাইতে দেখিয়া যথাসময়ে তাহাদিগকে সংহার করেন। ৩৪-৩৫

এই দেবদেবেশ্বর বিষ্ণু মহাবল বিরোচন-পুত্র অবধ্য বলিকে অনায়াসে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পাতাল-লোকবাসী করিয়া দিয়াছেন। ৩৬

নরপতিগণ। ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ নানাবিধ চেষ্টা আদি পর্যায় চলিয়া আসিতেছে, অতএব আপনাদের সকলের যুদ্ধের জন্য বিচার করা অনুচিত। ৩৭

শ্রীকৃষ্ণের এখানে সংগ্রামের জন্য আগমন হয় নাই। রাজকন্যা যে কোনও ব্যক্তিকে বরণ করিবেন, তিনি তাঁহারই পত্নী হইবেন। এ বিষয়ে আর বিবাদের কি আছে? রাজাদের পরস্পর অচল প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকুক। ৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। সেই বুদ্ধিমান্ নরপতিগণ পরস্পর এইরূপ কথা বলিলে পর রাজা ভীষ্মক নিজের পুত্র রুক্মীর জন্য কিছু বলিতে পারিলেন না। ৩৯

ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী নিজের মহাবলের গর্বে উন্মত্ত ছিলেন এবং রণাঙ্গনে উচ্চ পরাক্রম প্রকাশকারী অতিরথ বীর ছিলেন। ভীষ্মক মনে মনে নিজের সেই পুত্রকে চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন। ৪০

ভীষ্মক বলিলেন,—আমার পুত্র সদা বলদর্পে গর্বিত ও অভিমানী। সে শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার প্রভাবকে সহ্য করিতে পারে না এবং যুদ্ধে কাহারও নিকট হইতে ভীতও হয় না। ৪১

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের বলে আমার কন্যার অপহরণ হইবে। সেই সময়ে এই মহাপুরুষের সহিত প্রবল বিবাদ ও যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। ৪২

যোদ্ধা চৈবাভিমানী চ কুতো জীবতি মে সুতঃ
জীবিতং নাত্র পশ্যামি মম পুত্রস্য কেশবাৎ ॥ ৪৩
কস্মাদেতোঃ সুতং জ্যেষ্ঠং পিতৄণাং নন্দিবর্দ্ধনম্
কারয়িষ্যে কথং যুদ্ধং পুত্রেণ সহ কেশবম্ ॥ ৪৪
ন চ নারায়ণং দেবং বরমিচ্ছতি রুক্মবান্ ।
মূঢ়ভাবো মদোন্মত্তঃ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তকঃ ।
নিয়তং ভস্মসাদ্ যাতি তূলরাশির্যথানলাৎ ॥ ৪৫
করবীরেশ্বরঃ শূরঃ শৃগালশ্চিত্রযোধিনা
ক্ষণেন ভস্মসান্নীতঃ কেশবেন বলীয়সা ॥৪৬
বৃন্দাবনেঽবসচ্ছ্রীমান্ কেশবো বলিনাং বরঃ
উদ্ধৃত্যৈকেন হস্তেন সপ্তাহং ধৃতবান্ গিরিম্ ॥ ৪৭
দুষ্করং কর্ম্ম সংস্মৃত্য মনঃ সীদতি মে ভৃশম্ ॥ ৪৮
নগেন্দ্রে সহসাগম্য দৈবতৈঃ সহ বৃত্রহা
অভিষিচ্যাব্রবীৎ কৃষ্ণমুপেন্দ্রেতি শচীপতিঃ ॥ ৪৯

এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষপরায়ণ আমার অভিমানী পুত্র রুক্মী কিভাবে জীবিত থাকিবে ? অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে এখানে আমার পুত্রের জীবন রক্ষার কোনও উপায়ই আমি দেখিতে পাইতেছি না । ৪৩

কাজেই আমি পিতৃগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কেশবের সহিত এবং কেশবকে নিজের পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ কিভাবে প্রদান করিব ? ৪৪

রুক্মী মূঢ়ভাবাপন্ন ( অবিবেচক ), মদোন্মত্ত এবং কোনও সংগ্রাম হইতেই সে নিবৃত্ত হয় না, অতএব সে ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীর বররূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষী নয়। যেরূপ অগ্নিসংযোগ হইতে তুলারাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ এই রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে । ৪৫

বিচিত্র প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ অত্যন্ত বলবান্ কেশব করবীরপুরের রাজা বীরবর শৃগালকে ক্ষণকালের মধ্যেই ভস্মসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন । ৪৬

যখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ কেশব বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে তুলিয়া সাত দিন যাবৎ এক হস্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই দুষ্কর কর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া যাইতেছে । ৪৭-৪৮

সেই সময় দেবগণের সহিত বৃত্রাসুরহন্তা শচীপতি ইন্দ্র

যথা বৈ দমিতো নাগঃ কালিয়ো যমুনাহ্রদে
বিষাগ্নিমলিনো ঘোরঃ কালান্তকসমপ্রভঃ ॥ ৫০
কেশী চাপি মহাবীর্য্যো দানবো হয়বিগ্রহঃ
নিহতো বাসুদেবেন দৈবৈরপি দুরাসদঃ ॥ ৫১
সান্দীপনিসুতশ্চৈব চিরনষ্টো হি সাগরে ।
দৈত্যং পঞ্চজনং হত্বা আনীতো যমমন্দিরাৎ ॥ ৫২
গোমন্তে সুমহদ্ যুদ্ধং বহুভির্বৃষ্টিভাবৃতৌ
কৃত্বা বিত্রাসজননং নাগাশ্বরথসঙ্কুলম্ ॥ ৫৩
গজেন গজযূথানি রথেন রথযোধিনঃ
সাদিনশ্চাশ্বযোধেন নরেণ চ পদাতিনঃ
ক্ষয়ভূতৌ মহাবীর্য্যৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ৫৪
ন দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ ।
ন নাগা ন চ দৈত্যেন্দ্রা ন পিশাচা ন গুহ্যকাঃ ॥৫৫

সহসা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ' পদে অভিষিক্ত করত তাঁহাকে 'উপেন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিলেন । ৪৯

যমুনার হ্রদে কালকূট তুল্য কালিয় নাগ নিজের বিষাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া কাল ও অন্তকসদৃশ প্রতীত হইতেছিল, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও যেভাবে দমন করিয়াছেন ( তাহা আমরা জানি । ) । ৫০

মহাপরাক্রমশালী কেশী নামক দানব অশ্বের রূপ ধারণ বিরাজমান ছিল। ইহাকে দেবগণও বধ করিতে সমর্থ ছিলেন না, কিন্তু এই ভগবান্ বাসুদেব তাহাকে বধ করিয়াছেন । ৫১

ইনি সমুদ্রে চিরকালের জন্য বিনষ্ট সান্দীপন মুনির পুত্রকে পঞ্চজন দৈত্যকে বধ করত যমভবন হইতে লইয়া আসিয়াছেন । ৫২

গোমন্ত পর্ব্বতের নিকট যে অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে বহু রাজার দ্বারা এই দুই ভ্রাতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বসুদেবের এই দুই মহাপরাক্রমশালী পুত্র হস্তী, অশ্ব ও রথসকলের সংহাররূপ অত্যন্ত ভয়প্রদ মহাপরাক্রম করিয়া দেখাইয়াছেন। হস্তীর দ্বারা হস্তিগণকে, রথের দ্বারা রথারোহী যোদ্ধাদিগকে, অশ্বারোহী যোদ্ধার দ্বারা অশ্বারোহী যোদ্ধাগণকে এবং পদাতি যোদ্ধার দ্বারা পদাতি যোদ্ধাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ৫৩-৫৪

না দেবতা, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ, না যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ, না নাগসকল, না দৈত্যেন্দ্রগণ, না পিশাচসকল এবং না গুহ্যক-

কৃতবন্তস্তথা ঘোরং গজাশ্বরথসংক্ষয়ম্ ।
তমহং স্মৃত্য সংগ্রামং ভূয়ঃ সীদতি মে মনঃ ॥ ৫৬
ন ময়া শ্রুতপূর্ব্বো বা দৃষ্টপূর্ব্বঃ কৃতোঽপি বা ।
তাদৃশো ভুবি মর্ত্ত্যোঽন্যো বাসুদেবাৎ সুরোত্তমাৎ ॥ ৫৭
সম্যগাহ মহাবাহুর্দন্তবক্ত্রো মহীপতিঃ ।
সান্ত্বয়িত্বা মহাবীর্য্যং সংবিধাস্যাম যৎক্ষমম্ ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বলাবলবিনিশ্চয়ম্ ।
গমনায় মতিং চক্রে প্রসাদয়িতুমচ্যুতম্ ॥ ৫৯
চিন্তয়ানো নরেন্দ্রস্তু বহুভির্মন্ত্রশালিভিঃ ।
সূত-মাগধ-বন্দিভ্যো বোধিতঃ স্তুতিমঙ্গলৈঃ ॥ ৬০
প্রভাতায়াং রজন্যাং তু কৃতপূর্ব্বাহ্ণিকক্রিয়াঃ
উপবিষ্টা নৃপাঃ সর্ব্বে বেশ্ম বিশ্রামবেশ্মসু ॥ ৬১
যে বিসৃষ্টাস্তু রাজানো বিদর্ভায়াং নরাধিপৈঃ ।
তৈরাগম্য স্বভূপেষু রহো গত্বা নিবেদিতম্ ॥ ৬২
শ্রুত্বা কৃষ্ণাভিষেকং তু কেচিদ্ধৃষ্টা নরাধিপাঃ ।
কেচিদ্দীনতরা ভীতা উদাসীনাস্তথা পরে ॥ ৬৩
ত্রিধা প্রভিন্না সা সেনা নরনাগাশ্বশালিনী ।
মহার্ণব ইব ক্ষুব্ধা অভিষেকেণ চালিতা ॥ ৬৪
নৃপাণাং ভেদমালোক্য ভীষ্মকো রাজসত্তমঃ ।
ব্যতিক্রমমচিন্ত্যঞ্চ কৃতং নৃপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৬৫
বিচিন্ত্য মনসা রাজা দহ্যমানেন চেতসা ।
জগাম নরদেবানাং সমাজে প্রতিবোধিতুম্ ॥ ৬৬
এতস্মিন্নন্তরে দূতাঃ সম্প্রাপ্তাঃ ক্রথ-কৈশিকৌ ।
লেখযুক্তা শিরসা বিবিশাতে নৃপার্ণবম্ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রুক্মিণীস্বয়ংবরে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

---

যুদ্ধ কখনও হয় নাই, অশ্ব ও রথসমূহের এরূপ ঘোর সংহার করিয়াছেন। এই সংগ্রাম বারংবার স্মরণ করিয়া আমার মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে ॥ ৫৫-৫৬

আমি পূর্ব্বে কখনও ভূতলে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বাসুদেব ব্যতীত অন্য কোনও এরূপ মানুষের আবির্ভাব হইতে ত' দেখি নাই, এমন কি উহা শ্রবণও করি নাই ॥ ৫৭

মহাবাহু রাজা দন্তবক্র সার কথা বলিয়াছেন। আমরা প্রথমে মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনার দ্বারা শান্ত করত যেরূপ সামর্থ, সেরূপ করিব ( অথবা যাহা উচিত হইবে, তাহাই করিব ) ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ মনে মনে নিজের বলাবল নিশ্চয় করত রাজা ভীষ্মক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইবার স্থির করিলেন ॥ ৫৯

নীতিজ্ঞ বহু মন্ত্রিগণের সহিত চিন্তা পূর্ব্বক বিচার করত রাজা ভীষ্মক রাত্রিতে শয়ন করিলেন। তারপর প্রভাতে সূত, মাগধ ও বন্দিগণের মুখ হইতে স্তুতি এবং মঙ্গল-পাঠ শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইলেন ॥ ৬০

যখন রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া প্রভাতকাল আসিল, তখন সকল নরপতিই পূর্ব্বাহ্ণকালের নিত্য কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ বিশ্রাম-ভবনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬১

যে সব রাজা নিজেদের পক্ষ হইতে যে যে রাজকুমারগণকে বিদর্ভপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহারা সকলে ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিজ রাজার নিকট নির্জ্জনে গমন পূর্ব্বক সেখানের সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিলেন ॥ ৬২

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিছু নরপতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, কিছু রাজা অত্যন্ত দীন হইয়া পড়িলেন, বহু রাজা ভীত হইলেন এবং অন্য রাজারা উদাসীন হইয়া রহিলেন ॥ ৬৩

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে চালিত হইয়া সেই মানুষ, হস্তী ও অশ্বগণে পরিপূর্ণা সেনা তিন ভাগে বিভক্তা হইয়া গেল এবং মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৬৪

রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মক সেই নরপতিগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইতে দেখিয়া এবং নিজে নিজের কৃত অচিন্ত্য অপরাধের কথা ভাবিয়া মনে মনে চিন্তার দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে সেই নরদেবগণের সমাজে তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৬৫-৬৬

ইহার মধ্যে ইন্দ্রের দূতগণ রাজা ক্রথ ও কৈশিকের নিকট গমন করিলেন এবং মস্তক নত করিয়া এক পত্র বাহির করত প্রদান পূর্ব্বক রাজগণের সমুদ্র-সদৃশ সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৬৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীর স্বয়ংবরবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ ক্রথ-কৈশিকাভ্যাং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় স্ব-স্ব-রাজ্যস্য সমর্পণম্, দেবরাজেন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈঃ সর্ব্বৈর্নরপতিভির্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রাজেন্দ্রপদে অভিষেকঃ, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সর্ব্বেভ্য আশ্বাসদানঞ্চ। ]

জনমেজয় উবাচ।

হত্বা কংসং মহাবীর্য্যং দেবৈরপি দুরাসদম্
নাভিষিক্তঃ স্বয়ং রাজ্যে নোপবিষ্টো নৃপাসনে ॥ ১
কস্মার্থে চাগতঃ কৃষ্ণস্তত্রাপি ন কৃতোঽতিথিঃ।
অসামনবতুলং প্রাপ্য ক্ষান্তবান্ কেন হেতুনা ॥ ২
বিনতায়াঃ সুতশ্চৈব মহাবলপরাক্রমঃ।
স চাপি কস্মাৎ ক্ষমী কারণং কিমপেক্ষিতঃ।
এতদাখ্যাহি ভগবন্ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদর্ভনগরীং প্রাপ্তে বৈনতেয়ে সহ চ্যুতে।
মনসা চিন্তয়ামাস বাসুদেবায় কৈশিকঃ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা কর্ম্মাং হি নঃ সর্ব্বান্ রাজ্যস্থান্ প্রবশাম্যহম্
বসুদেবসুতে দৃষ্টে ক্ষয়ং পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫
বিশুদ্ধভাবঃ কৃষ্ণস্য আবাযোর্হ্রদয়স্থিতঃ
অতঃ পাত্রতরঃ কোঽস্তি ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৬
কৃষ্ণাৎ কমলপত্রাক্ষাদ্দেবদেবাজ্জনার্দ্দনাৎ।
তস্মাবাং কিং প্রদাস্যাব আতিথ্যকরণে নৃপ ॥ ৭
পাত্রমাসাদ্য বৈ রাজন্ তথা ধর্ম্মো ন লুপ্যতে
এবমন্যোন্যং সঞ্চিন্ত্য ভ্রাতরৌ ক্রথ-কৈশিকৌ ॥ ৮
স্বং রাজ্যং দাতুকামৌ তু জগ্মতুঃ কেশবান্তিকম্।
দেবমাসাদ্য তৌ বীরৌ বিদর্ভনগরাধিপৌ ॥ ৯
উচতুস্তৌ মহাভাগৌ প্রণম্য শিরসা হরিম্।
অস্মাবাং সফলং জন্ম অস্মাবাং সফলং যশঃ
অস্মাবাং পিতরস্তৃপ্তা দেবে চাবাং গৃহাগতে ॥ ১০

### পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ ক্রথ ও কৈশিক কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ রাজ্য সমর্পণ, দেবরাজ ইন্দ্রের ও দেশে সকল নরপতি কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজেন্দ্র পদে অভিষেক এবং ভগবান্ কর্ত্তৃক সকলকে আশ্বাসদান। ]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! যিনি দেবগণেরও দুর্জ্জয় ছিলেন, সেই মহাশক্তিশালী কংসকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন না এবং রাজাসনেও উপবিষ্ট হইলেন না। ইহার কারণ কি? ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিনপুরে কন্যার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহাকে নিমন্ত্রিত অতিথি করা হয় নাই (নিমন্ত্রিত না হইয়াই তিনি আসিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই পূজিত হইয়াছিলেন।) এরূপ অনুপম অপমান প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ কিজন্য সব ক্ষমা করিয়া দিলেন? ২

বিনতার পুত্র গরুড় ত' মহাশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। ইনিও কি কারণের অপেক্ষায় ক্ষমাভাব ধারণ করিলেন? ভগবন্! ইহা আমাকে আপনি বলুন, ইহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! (ক্রথ ও কৈশিক ভগবানের ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই ভগবান্ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন।) যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিনতানন্দন গরুড়ও বিদর্ভপুরীতে গমন করিলেন, সেই সময় কৈশিক মনে মনেই সেই বাসুদেবের জন্য এরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। ৪

(যদি আমরা দুই ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করি, তবে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যোচিত অভিষেক দেখিয়া আমাদের সকল পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সকলের মনে বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হইবে; অতএব আমি রাজাদিগকে বলিব—বসুদেবপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে পর নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। আমরা দুইজনে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ সাক্ষাৎকার করিয়াছি। তিন লোকের মধ্যে সেই কমলনয়ন দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ সুপাত্র আর কে আছে? ৫-৬½

নৃপ! আমরা দুইজনে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিবার সময় তাঁহাকে এরূপ কোন্ বস্তু উপহাররূপে প্রদান করিব, যাহাতে উত্তমপাত্র প্রাপ্ত হইয়া সমুচিত আদর না করিবার জন্য আমাদের ধর্ম লোপ হইয়া যাইতে না পারে। ৭½

এইরূপে দুই ভ্রাতা ক্রথ ও কৈশিক পরস্পর বিচার করত নিজ নিজ রাজ্য সমর্পিত করিবার ইচ্ছায় ভগবান্ কেশবের নিকট গমন করিলেন। ৮½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদর্ভনগরের অধিপতি সেই দুই মহাভাগ বীর সেই শ্রীহরিকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিবার পর তাঁহাকে বলিলেন। ৯½

ভগবন্! আজ আপনি আমাদের গৃহে আসিয়াছেন, ইহাতে আমাদের দুই জনের জীবন সফল হইয়া গিয়াছে, আমাদের যশও সফল হইয়াছে এবং আমাদের পিতৃগণও তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। ১০

চামরং ব্যজনং ছত্রং ধ্বজং সিংহাসনং বলম্ ।
স্ফীতকোশা পুরী চেয়মাবাভ্যাং সুহিতা তব ॥১১
উপেন্দ্রস্ত্বং মহাবাহো দেবেন্দ্রেণাভিষিক্তবান্ ।
আবামিহ হি রাজ্যে ত্বামভিষিক্তং দদামি তে ॥ ১২
আবয়োরেবং কৃতং কার্য্যং বর্দ্ধিতঃ পার্থিবৈরপি
ন শক্যতেঽন্যথা কর্ত্তুং জরাসন্ধেন বা স্বয়ম্ ॥ ১৩
শক্রস্তে মাগধো রাজা জরাসন্ধো মহাদ্যুতিঃ
কথাং তে শ্রবতে নিত্যং নৃপাণামভয়প্রদঃ ॥১৪
সিংহাসনমনর্হাস্তং পুরং চাস্ত ন বিদ্যতে
কথং রাজসমাজেঽস্মিন্নাস্তে দেবকীসুতঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণোঽপি সুমহাবীর্য্যো হ্যভিমানী মহাদ্যুতিঃ ।
ন চাগমিষ্যতে যাস্মিন্ কন্যার্থে চ স্বয়ংবরে ॥১৬
পার্থিবেষূপবিষ্টেষু যেষু সিংহাসনেষু বৈ ।
কথমাস্থতি নীচেষু আসনেষু মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৭

ইতি সঞ্চোদ্যমানস্তু জরাসন্ধো ভীষ্মকো নৃপঃ
আবয়োঃ সহ সম্মন্ত্র্য বিগ্রহোপশমায় চ ॥ ১৮
তব বিশ্রামহেতোর্হি কারিতেদং গৃহোত্তমম্
দেবানামাদিদেবোঽসি সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ১৯
মানুষ্যে মর্ত্ত্যলোকেঽস্মিন্ রাজেন্দ্র ত্বং সমাচর
সমাজে মনুজেন্দ্রাণাং মা ভূদাসনসঙ্কটম্ ॥ ২০
বিদর্ভনগরে চৈষাং রাজেন্দ্রত্বং বিচেষ্টয়
আস্তামাসনে শুভ্রে শ্বঃ প্রভাতে মহাদ্যুতে ॥ ২১
অধিবাস্তাত্ম চাত্মানং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা
যথা সমিত্যস্তি নৃপাঃ করিষ্যে দেবশাসনাৎ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা সুরশ্রেষ্ঠং প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলী
প্রেষয়ামাসতুর্বীরৌ রজমধ্যে নৃপৈর্বৃতে ॥ ২৩
দেবদূতস্য বচনং যথোক্তং বজ্রপাণিনা ।
লিখিত্বা সুমহাতেজাঃ কৈশিকঃ প্রাহ শাসনম্ ॥ ২৪

এই চামর, ব্যজন, ছত্র, ধ্বজ, সিংহাসন, সৈন্য ও সমৃদ্ধিশালী কোষপরিপূর্ণ এই পুরী এই ভ্রাতা আমাদের সহিত আপনার সেবায় সমর্পণ করিলাম—আমরা সকলে আপনার। ১১

মহাবাহো! আপনি উপেন্দ্র। সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র আপনার অভিষেক করিয়াছেন। আমরাও এই রাজ্যে আপনার অভিষেক করিলাম এবং এই সম্পূর্ণ রাজ্য আপনাকে প্রদান করিলাম। ১২

আমরা উভয়ে যে আপনার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলাম, ইহাকে এই বহুসংখ্যক ভূপতি অথবা স্বয়ং রাজা জরাসন্ধ অন্যথা করিতে পারিবেন না। ১৩

মগধদেশের রাজা মহাতেজস্বী জরাসন্ধ আপনার শত্রু। তিনি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজাদিগকে অভয় দান করিয়াছে। ইনি প্রতিদিন আপনার সমক্ষে এরূপ কথা বলিয়া থাকেন। ১৪

"কোনও সিংহাসনই শ্রীকৃষ্ণের বসিবার যোগ্য নয়; (কারণ, ইহার উপর মূর্দ্ধাভিষিক্ত নরপতিই বসিয়া থাকেন।) ইহার কোনও নগর বা রাজধানী নাই, অতএব দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের এই সমাজে সিংহাসনে কিরূপে বসিবেন ॥১৫

শ্রীকৃষ্ণও মহাপরাক্রমশালী, অভিমানী ও মহাতেজস্বী। তিনি তাই জন্য এই স্বয়ংবরে কদাপি আসিবেন না। ১৬

যখন রাজারা নিজ নিজ সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, তখন সেখানে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ নীচ আসনে কিভাবে উপবেশন করিবেন? ১৭

এইভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়া রাজা ভীষ্মক তাঁহার কথা শ্রবণ করত আমাদের দুই জনের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল এবং কলহের শান্তির জন্য সে আপনার বিশ্রামের নিমিত্ত এই উত্তম ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছে। ১৮।

প্রভো! আপনি দেবগণেরও আদিদেব। সমস্ত লোকই আপনাকে নমস্কার করে। আপনি মর্ত্ত্যলোকে এই মানবজগতের রাজা হউন, রাজেন্দ্র হইয়া বিরাজমান হন, যাহাতে নরপতিগণের সমুদায়ে আসনের সঙ্কট (সিংহাসনে বসিবার প্রশ্ন লইয়া বিবাদ) উপস্থিত না হয়। ১৯-২০

মহাতেজস্বী গোবিন্দ! আপনি বিদর্ভনগরে এই রাজাদের রাজেন্দ্রত্বকে বিচলিত করুন (অথবা রাজেন্দ্র হইয়া রাজেন্দ্রতুল্য আচরণ করুন।) এবং আগামীকাল প্রভাতে রাজভূমিতে এক উজ্জ্বল সিংহাসনে উপবেশন করুন। ২১

আজ আপনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিজেকে নিজে অধিবাসিত (রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বাঙ্গ সংস্কারসম্পন্ন) করুন। তারপর কাল আমি এরূপ চেষ্টা করিব, যাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সকল রাজা আপনার অভিষেকের জন্য এখানে উপস্থিত হন। ২২

এইরূপ কথা বলিয়া বীর ক্রথ ও কৈশিক কৃতাঞ্জলি হইয়া সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং রাজগণপূর্ণ রঙ্গস্থলে দেবরাজ ইন্দ্রের সেই আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন ॥২৩

মহাতেজস্বী কৈশিক বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ বলিয়াছিলেন, দেবদূতের সেই বাক্য যথাযথ লিখিয়া রাজাদিগকে শুনাইলেন এবং ইন্দ্রের আদেশপত্রও পাঠ করিলেন। ২৪

কৈশিক উবাচ।

বিদিতং বো নৃপাঃ সর্ব্বে বৈনতেয়সহায়বান্‌
আগতোঽতিথিরূপেণ বিদর্ভনগরীং হরিঃ ॥ ২৫
প্রাপ্তমালোক্য পাত্রে হ্যস্মিতি মত্বা নৃপতিঃ
প্রণতো বাসুদেবায় স্ব রাজাং দর্শয়ন্ নৃপঃ ॥ ২৬
ইদমাসনমাশ্বেতি প্রাহ তং বৈ চোদিতস্তদা
বাগুক্তা চান্তরীক্ষেণ কেনাপি ব্যোমচারিণা ॥ ২৭

দেবদূত উবাচ।

ন যুক্তমাসনং দাতুং ত্বয়াসীনং নরাধিপ
ইদমস্ত্যাসনং দিব্যং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ২৮
জাম্বূনদময়ং শুভ্রং রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রেষিতং দেবরাজেন সিংহলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ২৯
অত্রোপবিষ্টং দেবেশং চরাচরনমস্কৃতম্
অভিষিঞ্চস্ব রাজেন্দ্রং বহুভিঃ পার্থিবৈঃ সহ ॥ ৩০
আগতাঃ কুণ্ডিনপুরে কন্যাহেতোর্নরাধিপাঃ
নাগমিষ্যতি যঃ কশ্চিৎ সোঽস্য বধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৩১

ইমে চৈবাষ্টকলশা দিব্যাম্বুপরিপূরিতাঃ
অক্ষয্যা রাজরাজস্য ধনেশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩২
দিব্যাঃ কাঞ্চনরত্নাঢ্যা দিব্যাম্বুপরিপূরিতাঃ
রাজেন্দ্রস্যাভিষেকার্থমাগচ্ছন্তি নৃপোত্তমাঃ ॥ ৩৩
এষ শক্রস্য সন্দেশঃ কথিতো বো নরাধিপাঃ
দেবেন্দ্রাদ্য তান্ সর্ব্বানভিষিঞ্চস্ব কেশবম্ ॥ ৩৪

কৈশিক উবাচ।

ইতি সন্দেশ্য তং রাজ্ঞঃ দেবদূতো গতো দিবম্।
বরাসনঞ্চ কৃষ্ণায় দত্তং কনকপ্রভম্ ॥ ৩৫
তেনায়ং যোগনিদ্রাদি ভবদ্ভিশ্চ সমাগতাঃ
অভিষিঞ্চতু গোবিন্দং শক্রস্য শাসনাদিতঃ
সুখাভিবর্ষিণে যুক্তমস্য ভুবি দুর্লভম্
কলশৈরভিষিঞ্চামঃ প্রাণেন সংশয়াৎ
দৃষ্টান্তাদ্ধি নঃ সর্ব্বান প্রবঃ পাপক্ষয়ো ভবেৎ
স্নাপনার্থং কৃষ্ণায় দেবদেবায় বিষ্ণবে ॥ ৩৬

কৈশিক বলিলেন,—নৃপগণ! আপনারা সকলেই ইহা জানেন যে, দ্বীয় মহিমা হইতে অবিচ্যুত ভগবান্‌ শ্রীহরি গরুড়ের সহিত অতিথিরূপে বিদর্ভপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ২৫

তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া 'ইনি উত্তম পাত্র' এরূপ চিন্তা করত রাজা ক্রথ ভগবান্‌কে বলিলেন—প্রভো! এই সিংহাসন আপনার সেবায় সংস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহার উপর উপবেশন করুন। তিনি এই কথা বলিতেই আকাশচারী কোনও এক দিব্য প্রাণী অদৃশ্যদেহে থাকিয়া এই কথা বলিলেন। ২৬-২৭

দেবদূত বলিলেন,—নরপতে! যে আসনের উপর অন্য লোকে বসিয়াছে, এরূপ সিংহাসন তোমার শ্রীকৃষ্ণের জন্য দেওয়া উচিত নয়। ইহার জন্য ত' এই সমস্ত রত্নসমূহে বিভূষিত দিব্য সিংহাসন প্রস্তুত করা হইয়াছে। সিংহের চিহ্নে চিহ্নিত এই সিংহাসন দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। সমস্ত চরাচর প্রাণী যাঁহার চরণে মস্তক নত করে, সেই দেবেশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন তোমরা সকলে বহু রাজার সহিত উপস্থিত থাকিয়া রাজেন্দ্রপদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিবে। ২৮-৩০

এই কুণ্ডিনপুরে রাজকন্যাকে প্রাপ্তির জন্য যে যে নরপতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি এই অভিষেক কার্য্যে না আসে, তবে সে বধযোগ্য হইবে। ৩১

এই আটটি অক্ষয় কলস, যাহা ধনাধিপতি কুবেরের স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সব কলস রাজাধিরাজ মহাত্মা ধনেশ্বরের কুবেরের দিব্য কলস। প্রতি কলসই স্বর্ণ ও রত্নময়। এই সব কলস শ্রীকৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষেক করিবার জন্য নৃপগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ৩২-৩৩

নরপতিগণ! আমি আপনাদিগকে এই ইন্দ্রের সংবাদ বলিয়া শুনাইলাম। অতএব আপনারা সকলে এই বিদিত আজ্ঞা পত্রের দ্বারা সমস্ত রাজাকে আহ্বান করত আনিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য্য পূর্ণ করুন। ৩৪

কৈশিক বলিলেন,—এরূপ দেবদূত সংবাদ করত শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ কান্তিমান্‌ সিংহাসন প্রদান করিয়া সেই আকাশস্থিত দেবদূত স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন। ৩৫

সেইজন্য আমি আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রেরিত করিতেছি যে, আজ আপনারা যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই সাক্ষাৎ ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন ও দুষ্কর। ৩৬

আকাশ হইতে স্বর্গ কলসের দ্বারা যখনই শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক হইবে—এই অদ্ভুত দৃশ্য পৃথিবীতে সর্ব্বথা দুর্লভ। আপনাদেরও এই দর্শনীয় উৎসব অবশ্যই দর্শন করা উচিত। এই অভিষেককালের দৃশ্য দেখিয়া আমাদের সকলেরই পাপ নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়া যাইবে। ৩৭

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! আপনারা দেবাধিদেব বিষ্ণুরূপ শ্রীকৃষ্ণকে

আগচ্ছন্তং নৃপশ্রেষ্ঠা ন ভয়ং কর্ত্তুমর্হথ।
আবয়োঃ কৃতসন্ধানো যুষ্মদর্থে জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৯
সর্ব্বেষাং মনুজেন্দ্রাণামভয়ং কুরুতে হরিঃ।
বিশুদ্ধভাবঃ কৃষ্ণস্য আবয়োর্দৃষ্টিতত্ত্বতঃ ॥ ৪০
নাগতস্য বিশেষেণ ন বৈরং হৃদি দৃশ্যতে
যদত্র কারণং কার্য্যং তদ্বস্তুবিবিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সঞ্চিন্তয়ামাসুর্নৃপাঃ শাপভয়ার্দ্দিতাঃ।
ততঃ শুশ্রুবু রাজেন্দ্রাঃ কেশবায় মহাত্মনে ॥ ৪২
মেঘগম্ভীরনাদেন স্বরেণাপূরয়ন্নভঃ।
বাক্যং বাচাশরীরেণ দেবরাজস্য শাসনাৎ ॥ ৪৩

চিত্রাঙ্গদ উবাচ।

ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শক্রঃ প্রজাপালনহেতুনা।
আজ্ঞাপয়তি যুষ্মাকং নৃপাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৪
ন যুক্তং বসতামন্যোন্যং কৃষ্ণেন সহ বৈরিণা।
বসধ্বং প্রীতিমুৎপাদ্য স্বরাষ্ট্রেষু নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫
প্রণতার্ত্তিহরঃ কৃষ্ণঃ প্রতিদেবান্তকোঽনঘঃ
অনেন সহ সম্প্রীত্যা মোদধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৬
মানুষাণাং নৃপা দেবা নৃপাণাং দেবতাঃ সুরাঃ।
সুরাণাং দেবতা শক্রঃ শক্রস্যাপি জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭
এষ বিষ্ণুঃ প্রভুর্দেবো দেবানামপি দৈবতম্।
জাতোঽয়ং মানুষে লোকে নররূপেণ কেশবঃ ॥ ৪৮
অজেয়ঃ সর্ব্বলোকেষু দেব-দানব-মানবৈঃ
কার্ত্তিকেয়সহায়স্য অপি শূলভৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৯
তস্যৈব দেবাধিদেবায় কেশবায় মহাত্মনে।
অভিষেক্তুং সুরৈঃ সার্দ্ধং কিমিচ্ছেয়মতঃ পরম্ ॥ ৫০
ন চাধিকারো দেবানাং রাজেন্দ্রস্যাভিষেচনে।
তেনাহং নাভিষিঞ্চামি সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৫১
নৃপাণামধিকারোঽয়ং রাজেন্দ্রস্য নিবেশনে।

---

...ন করিবার জন্য আগমন করুন। উঁহাকে ভয় করিবেন না। আমরা উভয়ে আপনাদের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছি। ৩৮-৩৯

শ্রীহরি সমস্ত নরপতিগণকে অভয়দান করিতেছেন। আমরা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যথাযথভাবে দর্শন করিয়াছি ও বুঝিতে পারিয়াছি। আপনাদের সকলের প্রতি ইঁহার ভাব সর্ব্বথা শুদ্ধ। ৪০

বিশেষতঃ সমাগত রাজাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ শত্রুতা নাই, সেইজন্য বর্তমানে যে কার্য্য কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনারা বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করুন। ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব নরপতিগণ শাপের ভয়ে পীড়িত হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় পুনরায় সেই রাজেন্দ্রগণ মহাত্মা কেশবের নিমিত্ত আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ৪২

দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে কোনও অদৃশ্য ব্যক্তি মেঘগর্জ্জন তুল্য ধ্বনিতে আকাশকে পরিপূর্ণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৪৩

চিত্রাঙ্গদ বলিলেন,—ত্রিলোকের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপালনের জন্য সকল রাজা তোমাদের হিতকামনা করিয়া এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ৪৪

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা করিয়া অথবা শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু ভাবিয়া তাহার সহিত বাস করিতেছ, ইহা তোমাদের পক্ষে উচিত হইতেছে না। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা থাকাও উচিত নয়। তোমরা পরস্পর প্রেমভাব উৎপাদন করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে বাস কর। ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ প্রণত হইয়া শরণাগতগণের সকল দুঃখ দূর করিয়া দেন; কিন্তু শত্রুদিগের প্রতি কাল ও অগ্নিতুল্য ভয়ঙ্কর হইয়া যান। তোমরা সকলে ইঁহার সহিত প্রেমভাব রাখিয়া নিশ্চিন্ত হও ও আনন্দ উপভোগ কর। ৪৬

সাধারণ মনুষ্যদিগের পক্ষে নৃপগণই দেবতা, নৃপদের পক্ষে আবার দেবতাই (ইন্দ্রাদি) দেবতা, দেবগণের দেবতা ইন্দ্র এবং সেই ইন্দ্রেরও দেবতা হইলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ৪৭

এই জ্যোতির্ময় ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণেরও দেবতা। তিনিই মনুষ্যলোকে মানব শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৪৮

সমস্ত লোকমধ্যে দেবতা, দানব ও মনুষ্যগণ কেহই ইঁহাকে কখনও জয় করিতে সমর্থ হন না। কার্ত্তিকেয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভগবান্ ত্রিশূলধারী শঙ্করের পক্ষেও ইনি অজেয়। ৪৯

সেই দেবাধিদেব মহাত্মা কেশবের জন্য দেবগণসহ আমার এই ইচ্ছা যে, ইঁহার রাজেন্দ্র পদে অভিষেক হউক। ইহা হইতে অধিক আমার আর কি ইচ্ছা হইতে পারে। ৫০

কিন্তু রাজেন্দ্রপদে কাহাকেও অভিষেক করিবার অধিকার দেবগণেরও নাই; সেইজন্য সর্ব্বলোকবন্দিত শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক আমি স্বয়ং করিতেছি না। ৫১

গত্বা যূয়ং বিদর্ভায়াং ক্রথ কৈশিকয়োঃ সহ ॥ ৫১
সজ্জিতা বিবিধৈষ্টৈব কৃত্যৈঃ নৃপসত্তমাঃ
প্রীতিসন্ধানকালোঽয়মিতি সজ্জিতা যাদবঃ ॥ ৫২
বোধনার্থং বিসৃষ্টোঽহং দূতাঃ নৃপতেশ্বরাঃ
বিদর্ভনগরে কৃষ্ণঃ প্রাবিশত্তোঽস্ত্যাবিবাদনম্ ৫৪
রাজেন্দ্রত্ব ভিষেকার্থং রাজানৌ ক্রথ-কৈশিকৌ
তাভ্যাং সহ নৃপশ্রেষ্ঠাঃ কৃত্বা প্লুনঃপুৎসবম্ ॥ ৫৫
অভিষেকেণ সংকৃত্য প্রতিগৃহ্যাস্য দক্ষিণম্
আগমিষ্যথ সংহৃষ্টাঃ পুনরেব স্বয়ংবরম্ ॥ ৫৬
জরাসন্ধঃ সুনীথশ্চ রুক্মী চৈব মহারথঃ
শাল্বঃ সৌভপতিশ্চৈব চত্বারো রাজসত্তমাঃ ॥ ৫৭
রঙ্গস্থানমৃতেঽভোতি তিষ্ঠন্ত ইহ পার্থিবাঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাজ্ঞাং সুরেশস্য শ্রুত্বা চিত্রাঙ্গদেরিতাম্ ॥ ৫৮
গমনায় মতিং চক্রুঃ সর্ব এব নৃপোত্তমাঃ
অনুজ্ঞাতা নরেন্দ্রেণ জরাসন্ধেন ধীমতা ॥ ৫৯
ভীষ্মকঃ পুরতঃ কৃত্বা প্রযাতাঃ স্বৈর্বলৈর্বৃতাঃ
ভীষ্মকশ্চ মহাবাহুঃ স্ববলেন সমন্বিতঃ ॥ ৬০
জগাম পার্থিবৈঃ সার্দ্ধং সম্ভ্রমাবেন চেতসা
যত্র কৃষ্ণো মহাবাহুঃ কৈশিকস্য নিবেশনে ॥৬১
দুর্বাসেব প্রকাশন্তী পতাকাধ্বজমালিনী
শুভা দেবসভা রম্যা স্থানাদস্তোরিমাগতা ॥ ৬২
দিব্যরত্ন সমাকীর্ণা দিব্যধ্বজসমাকুলা
দিব্যাম্বরপতাকাঢ্যা দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ৬৩
দিব্যস্রগ্দামকলিলা দিব্যগন্ধাধিবাসিতা
বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমন্তাৎ পরিবারিতা ॥ ৬৪
দিব্যাপ্সরোগণৈশ্চৈব বিদ্যাধরগণৈস্তথা
গন্ধর্বা মুনয়শ্চৈব কিন্নরাশ্চ সমন্ততঃ ॥৬৫
উপগায়ন্তি দেবেশমপ্সরোগুরুনাশ্রিতাঃ।

---

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! রাজেন্দ্রপদে কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিবার এই অধিকার কেবল নরপতিগণের আছে। অতএব তোমরা সকলে ক্রথ ও কৌশিকের সহিত বিদর্ভপুরীতে যাইয়া বিশেষভাবে চিত্ত করত শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কর। ৫২

নরপতিগণ! ইহাই তোমাদের সকলের পক্ষে পরস্পর প্রীতি সহকারে সন্ধি স্থাপন করিবার উপযুক্ত সময়—ইহা চিন্তা করিয়াই তোমাদিগকে বুঝাইবার জন্য ইন্দ্র আমি দেবগণের পক্ষ হইতে দূত পাঠাইয়াছি। ৫৩

শ্রেষ্ঠ নরেশগণ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগরে বিরাজমান আছেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অধিবাস (অভিষেকের পূর্বাঙ্গ সংস্কার) করাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ তিনি পূর্বাঙ্গ সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গিয়াছেন। রাজা ক্রথ ও কৈশিক তাঁহাকে রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য সব কিছুই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

তোমরা সকলে এই দুইজনের সহিত মহাসমারোহে মহোৎসব পালন করত রাজ্যাভিষেকের দ্বারা ভগবানের সৎকার ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবার পর পুনরায় অভিনব কুণ্ডিনে স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবে। ৫৪-৫৬

এই রঙ্গভূমি যাহাতে শূন্য না থাকে, সেইজন্য এখানে চার শ্রেষ্ঠ রাজা—জরাসন্ধ, সুনীথ, মহারথী রুক্মী ও সৌভবিমানের অধিপতি রাজা শাল্ব এখানে অবস্থান করুক। ৫৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে চিত্রাঙ্গদকথিত দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা শ্রবণ করত সেই সব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে যাইবার জন্য বুদ্ধি স্থির করলেন। বুদ্ধিমান্ নরপতি জরাসন্ধ ইহাদিগকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ৫৮-৫৯

তারপর সেই নরপতিগণ ভীষ্মককে অগ্রে করিয়া নিজ নিজ সৈন্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গমিত হইলেন। মহাবাহু ভীষ্মকও নিজের সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই নৃপতিগণের সহিত কৈশিকের সেই ভবনে গমন করিলেন, যেখানে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। এই সময় রাজা ভীষ্মকের চিত্ত প্রীত পুত্রের যে যেন জন্য চিন্তাবশীভূত অস্থিরে ব্যস্ত হইতেছিল। ৬০-৬১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্নানের জন্য সুন্দর ও সুরম্য দেবসভা এই ভূতলে নামিয়া আসিয়াছিল, যাহা তখন দূর হইতেই প্রকাশিত হইতেছিল। এই দেবসভা ধ্বজা ও পতাকা সমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ৬২

দিব্যরত্নসমূহের দ্বারা উহা উদ্ভাসিত ছিল, ধ্বজাসকলের দ্বারা উহা পূর্ণ ছিল, দিব্য বস্ত্রসমূহের পতাকাবলি উহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল এবং দিব্য আভরণসমূহে উহা বিভূষিত ছিল। ৬৩

উহাতে স্থানে স্থানে দিব্য পুষ্পমাল্যসমূহ শোভা পাইতেছিল। দিব্য গন্ধের দ্বারা এই দেবসভা সুবাসিত ছিল। বিমানে করিয়া গমনকারী কান্তিমান্ দেবগণের দ্বারা উহা চারিদিকে পরিবেষ্টিত ছিল। ৬৪

দিব্য অপ্সরাগণ, বিদ্যাধরসকল, গন্ধর্বগণ, মুনিগণ ও কিন্নর-সকল আকাশে চারিদিকে বিরাজমান থাকিয়া দেবেশ্বর ভগবান

স্তুবন্তি মুনয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৬৬
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব ব্যনেদুর্বাদনন্‌ দিবি
পঙ্কযোনিসমুত্থানি গন্ধচূর্ণান্যনেকশঃ ॥ ৬৭
সমন্তাৎ পাতয়ামাসুশ্চাকাশস্থৈর্দিবৌকসৈঃ
স্বয়মাগত্য দেবেন্দ্রো দেবৈঃ সহ শচীপতিঃ ॥ ৬৮
বিমানবরমারুহ্য সংপ্রকাশঃ স্থিতো হ্যম্বরে
অষ্টৌ যে লোকপালাস্তে স্বাসু দিক্ষু সমাস্থিতাঃ ॥ ৬৯
উপগায়ন্তি নৃত্যন্তি স্তুবন্তি চ সমন্ততঃ
ক্রমা মুহুর্মুহুঃ নাদং সর্ব এব নরাধিপাঃ ॥ ৭০
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না বিবিশুস্তে সভাং শুভাম্‌ ।
কৈশিকশ্চ মহাবাহুরুপগম্য নরাধিপান্‌ ॥ ৭১
প্রবেশয়ামাস বশী প্রতিপূজ্য যথাবিধি
নিবেদিতে সুরশ্রেষ্ঠে পার্থিবানাং সমাগমে ॥ ৭২
নির্জগাম হরিঃ শ্রীমান সর্বমঙ্গলপূজিতঃ
ততোঽম্বরস্থাস্তে দিব্যাঃ কলসাশ্চৈলকণ্ঠিনঃ ॥ ৭৩

শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করিতেছিলেন এবং মুনি, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন। ৬৩-৬৬।

দেবদুন্দুভি আকাশে বাদ্য ধ্বনিত হইতে লাগিল। আকাশে অবস্থান করত দেবগণ চারিদিক হইতে পঙ্কযোনিজনিত * সুগন্ধচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। ৬৭।

দেবগণের সহিত শচীপতি দেবেন্দ্র স্বয়ং আগমনপূর্বক এক শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করত আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সকল লোকেই তখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৬৮।

যে অষ্ট লোকপাল আছেন, তাঁহারাও নিজ নিজ দিকে অবস্থান করত সর্বদিকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যশোগান, নৃত্য ও স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৬৯।

তাঁহাদের নৃত্য-গীতাদির সম্মিলিত শব্দ শ্রবণ করত সেই সব নৃপতিগণের নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা সকলে তখন সেই মঙ্গলময়ী দিব্য দেবসভায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৭০।

* বিভিন্ন বৃক্ষসমূহের মূল, ত্বক্‌ (ছাল), পত্র, পুষ্প ও ফল—ইহাই পঙ্কযোনি। এই সব মিশ্রিত করিয়া যে গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকেও পঙ্কযোনিজনিত গন্ধচূর্ণ বলা যায়। অথবা মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন নামক যে পঞ্চ দেববৃক্ষ আছে, এই সব হইতে উৎপন্ন দিব্য গন্ধচূর্ণকেও পঙ্কযোনিজনিত বলা হয়।

সহকারসমাযুক্তা বর্ষুর্জলদা ইব
দিব্যাম্বুকনকস্তোমৈর্দিব্যপুষ্পসমন্বিতৈঃ ॥ ৭৪
গন্ধচূর্ণবিমিশ্রৈশ্চ বারিভিস্ত্বভিষেচনে
যথোক্তবিধিপূর্বেণ অভিষিক্তো জনার্দনঃ ॥ ৭৫
দর্শয়িত্বা নরেন্দ্রাণাং দিব্যৈরাভরণৈঃ শুভৈঃ ।
দিব্যাম্বরবিচিত্রৈশ্চ দিব্যমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৭৬
সংস্কৃত্য বিধিবত্তত্র উপবিষ্টো জনার্দনঃ
শুভে দেবসভে রম্যে স্বাসনে জ্যোতিরাসনে ॥ ৭৭
উপাস্যমানো মুনিভির্বিদর্ভৈশ্চ নরাধিপৈঃ
বৈনতেয়শ্চ বলবান্‌ কামরূপী নরাকৃতিঃ ।
দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিত্য আসনস্থো মহাবলঃ
ক্রথ-কৈশিকৌ চ রাজানৌ সপার্শ্বে তদাসনে
উপবিষ্টৌ বরস্থানে দেবস্যাগ্রতো নৃপৌ
তথৈব চ সপার্শ্বে তু বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ ॥ ৮০
সাত্যকিপ্রমুখা রাজা উপবিষ্টা মহাবলাঃ

সেই সময় বলবান্‌ মহাবাহু কৈশিক সমস্ত নৃপতিগণের নিকট গমন করত তাঁহাদের বিধি অনুসারে পূজা করিয়া সকলকে সভামধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ৭১।

যখন সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত রাজগণের শুভাগমনের সংবাদ নিবেদন করা হইল, তখন সর্বপ্রকার মঙ্গলময় দ্রব্যসমূহে পূজিত হইয়া সেই শ্রীমান্‌ হরি ভবন হইতে নির্গত হইলেন। ৭২।

তদনন্তর যাহাদের কণ্ঠে বস্ত্র বাঁধা ছিল এবং যাহারা আম্র-পল্লবে সুশোভিত ছিল, আকাশে স্থিত সেই দিব্য কলসসমূহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের উপর মেঘের ন্যায় জলবর্ষণ করিতে লাগিল। ৭৩।

এই দিব্য কলসসমূহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষেক করিবার সময় দিব্য সুবর্ণ ও রত্নসমূহের যুক্ত, দিব্য পুষ্পসমূহে সুবাসিত ও সুগন্ধচূর্ণ মিশ্রিত জলের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য সম্পন্ন করত তাঁহাকে সুন্দর দিব্য বস্ত্রভূষণের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নরেন্দ্রগণের পক্ষে দর্শনীয় করিয়া দিল। ৭৪-৭৬।

তাহার পর দিব্য বস্ত্র, বিচিত্র দিব্য মালা এবং দিব্য অনুলেপনসমূহের দ্বারা সেখানে সমাগত রাজাদের বিধি অনুসারে সৎকার করিয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ভূতলে উপস্থিত সুন্দর ও রমণীয় দেবসভার মধ্যে (এক উজ্জ্বল দিব্য সিংহাসনে) উপবিষ্ট হইলেন। ৭৫-৭৭

সেই সময় যাদব ও বিদর্ভদেশীয় নৃপতিগণ তাঁহার সেবায়

তাস্বপ্রতিমে দিব্যে দিব্যাস্তরণসংবৃতে
সুখোপবিষ্টঃ শ্রীমান্ দেবৈরিব শতক্রতুঃ
সচিবৈঃ প্রাবিতাঃ সর্বে প্রবিষ্টাস্তে নরাধিপাঃ ॥ ৮১
যথার্হেণ চ সম্পূজ্য রাজানঃ সর্ব এব তে
সুখোপবিষ্টাস্তে বৈ আসনেষু নরাধিপাঃ
কৈশিকস্তু মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রার্থবিত্তমঃ
পূজয়িত্বা যথান্যায়মুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৮৪

কৈশিক উবাচ

অবিজ্ঞাতা নৃপাঃ সর্বে মানুষে হ্যনিতি প্রভো ।
ভবন্তমুপকর্ষন্তো দেব ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৮৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ন মে বৈরং প্রবসতি একাহমপি কৈশিক ।
বিশেষেণ নরেন্দ্রাণাং ক্ষত্রধর্মেঽবতিষ্ঠতাম্ ॥ ৮৬
যোদ্ধব্যমিতি ধর্মেণ অধর্মে তু পরাঙ্মুখে
তেষাং কিং ক্রতুনা কোপঃ কর্তব্যস্তু নরাধিপাঃ ॥৮৭
যদগতাঃ স্তবনিক্রান্তা যে হতাস্তে দিবং গতাঃ
এষ ধর্মো নৃলোকেঽস্মিন্ জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ ॥ ৮৮
তস্মাদশোচ্যাঃ ভবতাং মৃতার্থে চ নরাধিপাঃ ।
ক্ষম্যতাং রোষজশ্চাপি বীতবৈরা ভবন্তু তে ॥ ৮৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা নরেন্দ্রাংস্তানাশ্বাস্য মধুসূদনঃ
কৈশিকস্য মুখং বীক্ষ্য বিররাম মহাদ্যুতিঃ ॥ ৯০
এতস্মিন্নেব কালে তু ভীষ্মকো বাক্যকোবিদঃ
পূজয়িত্বা যথান্যায়মুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
রুক্মিণীস্বয়ংবরে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫০

জন্য পার্শ্বেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী বলবান্ ও মহাপরাক্রমশালী গরুড় মানুষরূপ ধারণ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে গমনপূর্বক এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন । বীর ক্রথ ও কৈশিক—এই দুই মহাত্মা নরপতি ভগবানের অনুমতি পাইয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে এক আসনে উপবেশন করিলেন । এইভাবে বাসুদেব বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথী সাত্যকি প্রভৃতি মহাবল বীরগণও তখন উপবিষ্ট হইলেন । ৭৮-৮০।

সূর্যতুল্য তেজস্বী এবং দিব্য আভরণে সুসজ্জিত দিব্য সিংহাসনে সুখে উপবিষ্ট শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবতাগণের সহিত বিরাজমান ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।৮১।

তদনন্তর মন্ত্রিগণের দ্বারা রাজাজ্ঞা পাইয়া সমস্ত নরপতিগণ সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন । তখন সমস্ত রাজারাই যথাযোগ্য ভাবে ভগবানের পূজা করিলেন, তারপর নিজ নিজ আসনে সুখে উপবিষ্ট হইলেন । ৮২-৮৩

ইহার পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ শাস্ত্রসমূহের মর্মার্থবিৎ ও মহাজ্ঞানী কৈশিক যথাযথভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত এই কথা বলিলেন । ৮৪

কৈশিক বলিলেন,—প্রভো ! দেব ! আজ পর্যন্ত সকল রাজা অজ্ঞানতাবশতঃ আপনার বিষয়ে ইহাই জানিতেন যে, ইনিও মানুষ ; সেইজন্য ইঁহারা সকলে আপনার প্রতি অপরাধ করিয়াছেন । আপনি এই সব অপরাধীদিগকে ক্ষমা করুন । ৮৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কৈশিক ! আমার মনে একদিনও শত্রুতা থাকিতে পারে না । বিশেষতঃ যাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থির আছেন, 'ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা উচিত' এই ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করিয়া যাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং অধর্মে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, এরূপ ক্ষত্রিয়গণের উপর কি হেতু ক্রোধ করিব ? নৃপতিগণ ! যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা গিয়াছে ; যাহারা মৃত হইয়াছে, তাহারা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে । এই মনুষ্যলোকের ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম (নিয়ম) যে, এই লোকে প্রাণীরা জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে । ৮৬-৮৮

নরপতিগণ ! যাহারা মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য আর আপনাদের শোক করা উচিত নয় । ক্ষমা করাই আমার বিশেষ প্রিয়, অতএব এই সব রাজারা আজ হইতে বৈরভাব ত্যাগ করিয়া 'নির্বৈর' হউন । ৮৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! সেই নরপতিগণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাসদান করত মহাতেজস্বী ভগবান্ মধুসূদন কৈশিকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নীরব হইলেন । ৯০

এই সময়েই বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নীতিকুশল রাজা ভীষ্মক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথোচিত পূজা করিয়া বলিলেন । ৯১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে রুক্মিণীর স্বয়ংবরবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

( শ্রীকৃষ্ণ-ভীষ্মকয়োঃ সংবাদঃ, ভীষ্মকেণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনঞ্চ

ভীষ্মক উবাচ

পুত্রো মে বালভাবেন ভগিনীং দাতুমিচ্ছতি
স্বয়ংবরে নরেন্দ্রাণাং ন চাহং দাতুমুৎসহে ॥ ১
অতীব বালভাবত্বাদ্ দাতুমিচ্ছেন্মতিমম
একা চৈকা সমালোক্য বরয়িষ্যতি মে মতিঃ ॥ ২
অতঃ প্রসাদমিচ্ছে ত্বাং পুত্রদুর্নয়হেতুনা
প্রসাদং কুরু দেবেশ ক্ষন্তুমর্হসি মে প্রভো ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

বালভাবেন পুত্রেণ চালিতং নৃপমণ্ডলম্ ।
যদা ভবতি বৈ প্রৌঢ়ঃ কীদৃশোঽবিনয়ো ভবেৎ ॥ ৪
সূর্যেন্দুসদৃশা লোকাস্তপসোপার্জিতশ্রিয়ঃ ।
লোকেঽস্মিন্নরদেবানাং মহাকুলসমুদ্ভবান্ ॥ ৫
একস্যাপি নৃপস্যাগ্রে মোহাদ্ যো বিতথং বদেৎ
ন স তিষ্ঠতি লোকেঽস্মিন্বিন্দ্রিয়েন্দ্রতবহ্নিনা ॥ ৬
এষ ধর্মো নরেন্দ্রাণামিতি তে বিদিতং প্রভো
লোকধর্মাঃ পুরাকৃতা পুরা গীতঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৭
কথং তব সুতস্ত্বেষামগ্রতো মনুজেশ্বর
বক্তুমর্হতি রাজেন্দ্র বিতথং রাজসংসদি ॥ ৮
তাদৃশং রাজসঙ্কুলং কারয়ংস্তনয়স্তব
কথং ত্বয়া অবিজ্ঞাত ইতি মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৯
আগতানাং নরেন্দ্রাণামনলার্কেন্দুবর্চসাম্ ।
যথার্হেণ তু সম্পূজ্য আতিথ্যং কৃতবানসি ॥ ১০
রথাশ্ব-নর-নাগানাং বিমর্দ্দসঙ্কুলং তথা
কথং ন জ্ঞাতবান্ রাজংস্তব পুত্রস্য চেষ্টিতম্ ॥ ১১

## একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

( শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকের সংবাদ, ভীষ্মক কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন । )

ভীষ্মক বলিলেন,—ভগবন্ ! আমার পুত্র রুক্মী নিজের বালচাপল্য বা অবিবেকবশতঃ নিজের ভগিনী রুক্মিণীকে নরপতিগণের সমক্ষে স্বয়ংবরে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাকে স্বয়ংবরে দিতে ইচ্ছুক নই । ১

অত্যন্ত বালকভাববশতঃ বা মূর্খতাবশতঃ সে নিজের ভগিনীকে এইভাবে স্বয়ংবরে দিতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহাই আমার ধারণা । আমার মতে সে একাকিনী কোনও এক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করুক । ২

প্রভো ! অতএব আমার পুত্রের দুর্নীতির নিমিত্ত ( নিজেকে নিজে অপরাধী মানিয়া ) আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি । দেবেশ্বর ! আপনি আমার উপর করুণা করিয়া প্রসন্ন হউন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করুন । ৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্ ! আপনার পুত্র বাল্যকালেই সমস্ত নৃপমণ্ডলে অর্থাৎ নরপতিগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। জানি না, সে যখন প্রৌঢ় হইবে, তখন কিরূপ দুর্বিনীত হইয়া উঠিবে ?৪

এ জগতে যে ব্যক্তি একজন রাজারও নিকটে মিথ্যা কথা বলে, সেই ব্যক্তি রাজাদের প্রাপ্য সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য প্রকাশমান, তপস্যার দ্বারা অর্জিত শ্রীসম্পন্ন এবং নরপতিগণের উচ্চবংশে জন্মলাভ করত মহত্ত্বাদির দ্বারা লব্ধ লোকসকলকে দগ্ধাগ্নিতে ( মনস্তাপনার অগ্নিতে ) দগ্ধ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত লোকসকলের মধ্যে যে এই লোক, ইহাতেও সে থাকিতে পারে না অর্থাৎ কি ইহলোক, কি সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল, তপস্যার দ্বারা প্রাপ্য এবং মহাবংশসম্ভূত মহাপুরুষদের লভ্য পরলোকেও থাকিতে পারে না, তাহার পক্ষে কোনও লোক নাই, মৃত্যুলোকই তার স্থির থাকে । ৫-৬

প্রভাবশালী রাজন্ ! অতএব এই সত্য ভাষণই নরপতিগণের ধর্ম, ইহা আপনিও বিদিত আছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা পুরাকালে লোকধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া এই সত্যের মহত্ত্ব গান করিয়াছেন ।৭

নরপতে ! রাজেন্দ্র ! সুতরাং আপনার পুত্র রাজসভায় রাজাদের সম্মুখে কি করিয়া মিথ্যা কথা বলিবে ? অর্থাৎ যাহাতে আপনার সম্মতি নাই, সেই ঘোষণা সে কি করিয়া করিবে ? ৮

আপনার পুত্র যখন একরূপ অদ্ভুত রাজসভা নির্মাণ করাইতেছিল, তখন আপনি তাহার অন্তর্গত ভাব জানিতে পারেন নাই—এবিষয়ে আমার ঘোরতর সংশয় হইতেছে । ৯

অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন এবং আপনি তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য ভাবে পূজা করিয়া তাঁহাদের আতিথ্যসৎকার করিয়াছেন (তথাপি আপনি কি করিয়া বলিতেছেন, আমি এবিষয়ে কিছু জানি না ) । ১০

রাজন্ ! রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈন্যগণে পরিপূর্ণ এই

বিবাহো ন ভবেদত্র চতুরঙ্গবলান্বিতে
কথং ন জ্ঞায়তে সংপ্রতি মে বুদ্ধিসংশয়ঃ ॥ ১২
সমাগমনদোষেণ প্রাপ্তেন ন হিতং তব
অতো ন কৃতমাতিথ্যমপ্যত্র নরেশ্বর ॥ ১৩
পাত্রেভ্যো দীয়তাং কন্যা সাম্প্রতং নরেশ্বর।
সমাগমনদোষেণ কথং কন্যাং ন দাস্যসে ॥ ১৪
কন্যাবিঘ্নকৃৎ কৃশানৌ নরকে পরিপচ্যতে
ইতি ধর্মবিদৈর্গীতং মন্বাদিভির্মহোত্তমৈঃ ॥ ১৫
অতোঽর্থং ন প্রবিষ্টোঽহং রাজমধ্যে বিশাম্পতে
বিদিত্বা নক্তমাতিথ্যং নরেন্দ্র তবালয়ম্ ॥ ১৬
ক্রিয়াভিভূতো রাজেন্দ্রপার্থিবোঽহং নরাধিপ
বিদর্ভনগরে রাজন্ বলবিশ্রান্তহেতুনা ॥ ১৭
আবাভ্যাং কৃতমাতিথ্যং কৈশিকস্য প্রিয়াতিথিঃ।
উষিতৌ চ যথা স্বর্গে পুরা গরুড়-কেশবৌ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমেব ব্রুবাণং তু কৃষ্ণং বাগ্বজ্রচোদিতম্
স্ববাচাম্বুনাসিচ্য শমিতোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥১৯

ভীষ্মক উবাচ

প্রসীদ দেবলোকেশ পাহি মাং লোকভাবন
অজ্ঞানতমসাবিষ্টং জ্ঞানচক্ষুঃপ্রদো ভব ॥২০
মানুষ্যে মাংসচক্ষুষ্ট্বাদসম্যগ্বিদিতা বয়ম্
ন প্রসিধ্যন্তি কর্মাণি ক্রিয়তামবিচারণাৎ ॥ ২১
ভবন্তং শরণং প্রাপ্য দেবানামপি দৈবতম্
সম্যগ্ভবতু মে দৃষ্টিঃ সম্পদ্যন্তু চ মে ক্রিয়াঃ ॥ ২২
অনিষ্পন্নামপি ক্রিয়াং নয়োপেতাঃ বিচক্ষণাঃ
ফলদাং হি প্রকুর্বন্তি মহাসেনাপতির্যথা ॥ ২৩

---

চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনীর যে অনুপম সংগ্রহ হইয়াছে, তৎসমস্তই যে আপনার পুত্রের কুচেষ্টার ফল, ইহা আপনি কেন জানিতে পারেন নাই? ১১

রাজন্! এখানে যে চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা কখনও কোনও বিবাহের ঘটনা সংঘটিত হইবে না, এই কথা আপনি কেন বুঝিতে পারিলেন না? এ বিষয়ে আমার বুদ্ধি সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িতেছে। ১২

নরনাথ! আমার এখানে আগমনই তাই আপনাদের হিতকর হইবে না; ইহা বুঝিয়াই আপনি আমাকে অপাত্র মনে করত আমার আতিথ্যসৎকার করেন নাই। ১৩

রাজন্! আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনি এই সব মুখ্য রাজাদিগকে কন্যাদান করুন। আমার আগমন-রূপ দোষের জন্য আপনি কেন কন্যা দান করিবেন না? ১৪

কন্যার বিবাহে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মানুষ নরকের অগ্নিতে পাক হইতে থাকে—ইহাই মনু প্রভৃতি ধর্মজ্ঞ নরপতিগণ বলিয়া গিয়াছেন। ১৫

প্রজানাথ! সেইজন্য আমি রাজমধ্যে আসি নাই। নরদেব! আমি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আপনার গৃহ আতিথ্যহীন অর্থাৎ আপনার গৃহে অতিথিসৎকার করা হয় না। ১৬

রাজন্! নরনাথ! আমি বিদর্ভনগরে বিশ্রামের জন্য যে নিজের সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিয়াছি, সেইজন্য রাজেন্দ্রগণের রাজা হইয়াও আমি লজ্জাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি (যদি আমি এ স্থানে বিশ্রাম না করিতাম, তাহা হইলে এরূপ অপমান সহ্য করিতে হইত না)। ১৭

ইহাতেও কিন্তু আমি ও গরুড় এখানে পরিপূর্ণ আতিথ্যসৎকার প্রাপ্ত হইয়াছি; কারণ, রাজা কৈশিক অতিথিপ্রিয়। গরুড় ও কেশব আমরা উভয়ে এই স্থানে সেইভাবে সুখে বাস করিতেছি, যেরূপ পূর্বে বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতেছিলাম। ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া যিনি বাক্যরূপী বজ্রের দ্বারা প্রহার করিলেন এবং যিনি অগ্নিতুল্য তখন জ্বলিতেছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রাজা ভীষ্মক নিজের বাক্যরূপ জলের দ্বারা সিক্ত করিয়া শান্ত করিলেন। ১৯

ভীষ্মক বলিলেন,—দেবলোকেশ্বর! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। লোকপালক পরমেশ্বর! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি অজ্ঞানরূপী অন্ধকারে আবৃত আছি; আপনি আমাকে জ্ঞানরূপী নেত্র প্রদান করুন। ২০

মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাংসপিণ্ডেরই উপর দৃষ্টি রাখার কারণ অথবা কেবল স্থূলদর্শী হওয়ায় আমরা সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি (আমাদের বুদ্ধি বিপরীত হইয়া গিয়াছে), অতএব অবিচার পূর্বক কর্ম করার জন্য আমাদের কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ২১

আপনি দেবতাগণেরও দেবতা, আপনার শরণাগত হইয়া আমার দৃষ্টি উত্তম হউক এবং আমার সমস্ত কর্মই যথার্থরীতিতে সম্পন্ন হউক। ২২

যেরূপ প্রধান সেনাপতি অযোগ্য সৈন্যদিগকেও নীতিপূর্বক সঞ্চালন করিতে পারেন, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অসম্পন্ন কার্যকেও ন্যায়যুক্ত হইলে পর ফলদায়ক করিতে পারেন। ২৩

ভবন্তং শরণং প্রাপ্য ন চ বাধতি মে ভয়ম্
ময়া চিন্তিতং কার্য্যং তদ্ভবান্ শ্রোতুমর্হসি ॥ ২৪
ন দাতুমিচ্ছেৎ কন্যাং বৈ পার্থিবেভ্যঃ স্বয়ংবরে।
প্রসাদং কুরু দেবেশ ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

বচনেন কিমুক্তেন ত্বয়া রাজন মহামতে
স্বকন্যাং দাস্যসে নেতি কোঽত্র নেতা তবানঘ ॥ ২৬
না দেহীতি ন চাথোরং দদস্বেতি ন মে বচঃ।
রুক্মিণ্যা দিব্যমূর্ত্তিরং সম্বন্ধে কারণং মম ॥ ২৭
মেরুকূটে পুরা দেবৈঃ কৃতসংবাদতারণম্।
তদা নিসৃষ্টা শ্রীঃ পূর্ব্বং গচ্ছ ত্বং পতিনা সহ ॥ ২৮
মানুষে কুণ্ডিনপুরে ভীষ্মকস্যাত্মনোদরে।
জায়স্ব বিপুলশ্রোণি প্রত্যবেক্ষ্য চ বাসবম্ ॥ ২৯
তেনাহং বঃ প্রবক্ষ্যামি রাজকৃতকং বচঃ
কৃত্বা স্বয়ং বিনিশ্চিত্য যদ্ যুক্তং তৎ করিষ্যতি ॥ ৩০

রুক্মিণী নাম তে কন্যা ন সা প্রাকৃতমানুষী
শ্রীরেষা তত্ত্বাকোন জাতা কেনাপি হেতুনা
ন চ সা মনুজেন্দ্রাণাং স্বয়ংবরবিধিক্ষমা।
একা চৈকস্য দাতব্যা ইতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩২
ন চ তাং শক্যসে রাজন্ স্বাং দাতুং স্বয়ংবরে।
সদৃশং বরমালোক্য দাতুমর্হসি ধর্ম্মতঃ ॥ ৩৩
অতোঽর্থং বৈনতেয়োঽয়ং বিঘ্নকারণহেতুনা
আগতঃ কুণ্ডিনপুরে দেবরাজেন চোদিতঃ ॥ ৩৪
অহং চৈবাগতো রাজ্ঞাং দ্রষ্টুকামো মহোৎসবম্
তাঞ্চ কন্যাং বরারোহাং পদ্মেন রহিতাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৫
কর্ত্তব্যমিতি যৎ প্রোক্তং ত্বয়া রাজন্ মমাগ্রতঃ
যুক্তিপূর্ব্বমহং মন্যে কলুষায় ন পার্থিব ॥ ৩৬
পূর্ব্বমেব ময়াখ্যাতং যেনাস্মি বিষয়ে তব।
আগতঃ সৌম্যরূপেণ তেনৈব ক্ষান্তবান্ বিভো ॥ ৩৭

আপনার শরণাগত হওয়ায় আমাকে কোনও ভয়ই কষ্ট দিতে পারিতেছে না। আমি যে কার্য্য চিন্তা করিয়াছি, তাহা আপনি কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন। ২৪

দেবেশ্বর! আমি স্বয়ংবরে আগত নৃপতিগণকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, ক্রোধ করিবেন না। ২৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মহামতে রাজন্! এরূপ কথা বলিয়া কি লাভ? অনঘ! আপনি নিজের কন্যা কাহাকে দিবেন না বা দিবেন, এ বিষয়ে আপনাকে প্রেরণাদাতা কে আছে? ২৬

"আপনি অন্যকে কন্যাদান করিবেন না, আমাকেই দান করুন" এই উভয় প্রকারের কথা বলাই আমার উচিত নয়। রুক্মিণী দিব্যরূপধারিণী দেবী, তাহার এই রূপই তাহার সহিত আমার ভাবী সম্বন্ধের কারণ। ২৭

পুরাকালে মেরুপর্ব্বতের শিখরে সমবেত দেবগণ নিজ নিজ অংশকে ভূতলে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। সেই সময় ব্রহ্মা লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন—দেবি! তুমিও নিজ পতির সহিত গমন কর এবং মনুষ্যলোকে কুণ্ডিনপুরে রাজা ভীষ্মকের ভার্য্যার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ কর। বিপুলনিতম্বশোভিতে দেবি! ইন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তুমি এইভাবে অবতীর্ণ হও। ২৮-২৯

রাজন্! সেইজন্য আমি আপনাকে এই স্বাভাবিক কথাই বলিতেছি, ইহাতে কৃত্রিমতা নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার কন্যা রুক্মিণী স্বয়ংই নিজের কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া যাহা উচিত বুঝিবে, তাহা করিবে; কারণ আপনার এই কন্যা সাধারণ স্ত্রী নহে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী এবং কোনও কারণবশতঃ ব্রহ্মার কথায় এখানে আবির্ভূতা হইয়াছে। ৩০-৩১

এই কন্যা নরপতিগণের সম্মুখে স্বয়ংবর বিধি পালন করিবার যোগ্য নহে। এক কন্যাকে একই বরের হস্তে সমর্পণ করা উচিত—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মতসিদ্ধান্তভূত সুস্থির ধর্ম্ম। ৩২

রাজন্! আপনি সেই লক্ষ্মীকে স্বয়ংবরে দান করিতে সমর্থ হইবেন না। কোনও যোগ্য বরকে দেখিয়া ধর্ম্মপূর্ব্বক তাহারই হস্তে এই কন্যাকে সমর্পণ করা আপনার কর্ত্তব্য। ৩৩

সেইজন্য দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই বিনতানন্দন গরুড় এই স্বয়ংবরে বিঘ্নসৃষ্টি করিবার জন্য কুণ্ডিনপুরে উপস্থিত হইয়াছে। ৩৪

আমি রাজাদের এই মহোৎসবকে এবং পদ্মরহিতা এই লক্ষ্মীরূপা পরমসুন্দরী রাজকন্যাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছি। ৩৫

রাজন্! পৃথ্বীনাথ! আপনি যে আমার সম্মুখে এই কথা বলিলেন, আমার অপরাধ ক্ষমা করা উচিত, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি; কারণ, ইহাতে কোনও দুর্ভাব নাই। ৩৬

বিভো! এবিষয়ে ত' আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি আপনার রাজ্যে সৌম্যরূপে আসিয়াছি (বিরোধী শত্রুরূপে নহে)। ইহাতেই আপনার বুঝা উচিত যে, আমি ক্ষমা করিয়াছি। ৩৭

কান্তেষু গণবাহুল্যাৎ দোষাপহরণং ক্ষমা
কথমস্মদ্বিধে রাজন্ কলুষো বসতে হৃদি ॥ ৩৮
কুলজে সত্ত্বসম্পন্নে ধর্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
ত্বদ্বিধেন কথং রাজন্ কলুষো ভুবি বর্ত্ততে ॥ ৩৯
কদাচিদহমিতি মন্তব্যঃ মম সেনাসহাগতম্।
ন চাহং সেনয়া সার্দ্ধং যাস্যামি রিপুবাহিনীম্ ॥ ৪০
অকালমৃত্যুবিনাশায় যাস্যামি বিজয়াহবে।
স্থিতঃ সোমার্কমণ্ডলাস্য দুর্বাণি কবচেষ্বহন্ ॥ ৪১
নাথোঽস্মাকং ত্বয়া রাজন্ বয়সা চ পিতা মম:
পালয়স্ব পুত্রাং সমান্ কৃত্যেষু পিতৃবদ্ বশ ॥ ৪২
কলুষো নাম রাজেন্দ্র বসেৎ কাপুরুষেষু বৈ।
শূরেষু শুদ্ধভাবেষু কলুষো বসতে কথম্ ॥ ৪৩
জানীধ্বমেষা মে বৃত্তিঃ পুত্রেষু পিতৃবদ্ বয়ম্
ইমাবপি চ রাজানৌ নির্জনগণাধিপৌ ॥ ৪৪

রাজন্! কমালীন পুরুষদের মধ্যে দয় গুণ থাকে; কারণ, ক্ষমা সমস্ত দোষকেই হরণ করিয়া থাকে। আর আপনার ন্যায় পুরুষের হৃদয়ে কুভাব কি করিয়া থাকিবে? ৩৮

রাজন্! আপনিও কুলীন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ধর্মজ্ঞ ও সত্যবাদী। এ ভূতলে আপনার ন্যায় পুরুষের হৃদয়ে কুভাব কি করিয়া থাকিবে? ৩৯

আমি সৈন্যসহ আসিয়াছি, সেইজন্য আপনার ইহা মনে করা উচিত যে, ইনি ক্ষমাশীল; কারণ, আমি কখনও শত্রুসৈন্যমধ্যে নিজের সৈন্যসহ প্রবেশ করি না। ৪০

যখন আমি অসহিষ্ণু হইয়া শত্রুদের উপর আক্রমণ করি, তখন আমি শরীরে অবরোহণ করিয়া যাই এবং চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান অস্ত্রসমূহ ধারণ করিয়া থাকি। ৪১

রাজন্। আমার নিকট পিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্য, তিনি বয়সে আপনারই সমান। অতএব আপনিও আমার নিকট পিতারই তুল্য। আপনি নিজের পুত্রকে যথাযথভাবে পালন করুন এবং কর্ত্তব্যগণের মধ্যে পিতার ন্যায় আচরণীয় হইয়া বাস করুন। ৪২

রাজেন্দ্র। কুভাব ত' কাপুরুষগণের মধ্যেই দেখা যায়, বিশুদ্ধ ভাবসম্পন্ন শৌর্য্যশালী বীরগণের মধ্যে কুভাব কিরূপে থাকিবে? ৪৩

আমার এই বৃত্তি (আচরণ) সর্ব্বথা কুভাববর্জিত, ইহা অবগত হউন। আমরা পুত্রগণের উপর পিতৃবৎ স্নেহ করি। এই নির্জনগণের অধিপতি ও ... রাজা ও কৈলিকও একদা মহোৎ-সম্পন্ন। ৪৪

আতিথ্যাকরণেঽস্মাকং স্বরাজ্যাঃ প্রদত্তাবুভৌ।
তেন দানফলেনাস্য ক্ষণ পূর্ব্বা দিবং গতাঃ ॥ ৪৫
ভবিষ্যাশ্চৈব রাজানঃ পুত্র-পৌত্রা দশাবরাঃ।
তেঽপি তত্রৈব যাস্যন্তি দেবলোকং নরাধিপাঃ ॥ ৪৬
অনয়োঃ সুচিরং কালং ভুক্ত্বা রাজ্যমকণ্টকম্।
যদভিলাষো লোকস্য যাস্যেতে নির্বৃতিঃ পুনঃ ॥ ৪৭
নরেন্দ্রৌ মহাভাগৌ দেহত্যাগাচ্চিরমাগতাঃ।
কালেন তেঽপি যাস্যন্তি দেবলোকং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪৮
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি বৈরাজ্যমহাত্মনাং।
নমস্তে সমুপা সমাযাং ... পালিতাম্ ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা তু রাজানং ভীষ্মকং মধুসূদনঃ
রাজ্যপ্রতিষ্ঠামুপাস্থায় বৈদর্ভ ... বিশেষতঃ ॥ ৫০
সম্ভাষিত্বা দেবেশো জগাম গন্ধস্থিতম

ইঁহারা উভয়ে আতিথ্য সৎকার করিবার সময় নিজেদের সম্পূর্ণ রাজ্যই আমাদের প্রদান করিয়াছেন। সেই দানের ফলে ইঁহাদের পূর্ব্বজাত দশ পুরুষ স্বর্গবাসী হইয়া গিয়াছেন। ৪৫

ভবিষ্যতেও দশ পুরুষ পর্য্যন্ত যে সব পুত্র-পৌত্র হইবে, সেই সব নরপতিরাও এই দানের ফলে দেবলোকে গমন করিবে। ৪৬

আর ইঁহারা উভয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিবার পর যখন দেহত্যাগী হইবেন, তখন ইঁহারা সুখস্বরূপ পরমানন্দপদ লাভ করিবেন। ৪৭

এই সব মহাভাগ নরপতিগণ আমাকে অভিষেক করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেও সময়ানুসারে দেবগণের নিবাসভূত স্বর্গলোকে গমন করিবেন। ৪৮

আপনার দেব কল্যাণ হউক। এখন আমি গরুড়ের সহিত বৈকুণ্ঠ এবং উগ্রসেনের দ্বারা পালিত রমণীয় মথুরাপুরীতে গমন করিব। ৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,- জনমেজয়! রাজা ভীষ্মককে এই কথা বলিয়া, বিশেষতঃ সেখানে উপবিষ্ট রাজাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যদুকুলনন্দন দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজ ক্রথ ও কৈশিকের সহিত সভাভবন হইতে নির্গত হইয়া রথের নিকটে গমন করিলেন। ৫০

ততঃ প্রহৃষ্টো রাজর্ষির্ভীষ্মকঃ কিল কেশবম্ ॥ ৫২
তে সর্ব্বে চ মহীপালা বিস্ময়মনাভজন্ ।
আদ্যং স্বায়ম্ভুবং রূপং পুরাণপুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৩
সহস্রপাৎ সহস্রাক্ষং সহস্রভুজবিগ্রহম্ ।
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রমুকুটোজ্জ্বলম্
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্
দিব্যাভরণসংযুক্তং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ৫৪
কৃষ্ণং রক্তারবিন্দাক্ষং চন্দ্রসূর্যাগ্নিলোচনম্
দৃষ্ট্বা স রাজা রাজেন্দ্রঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫
বাঙ্মনঃকায়সংযুক্তঃ স্তোতুমারব্ধবাংস্তদা

ভীষ্মক উবাচ

দেবদেব নমস্তেঽনাদিনিধনায় বৈ ॥ ৫৬
নমস্ত আদিদেবায় নারায়ণ পরায়ণ ।
স্বয়ম্ভুবে চ বিশ্বায় স্থাণবে বেধসে চ ॥ ৫৭
পদ্মনাভায় জটিনে দণ্ডিনে পিঙ্গলায় চ ।
হংসপ্রভায় হংসায় চক্ররূপায় বৈ নমঃ ॥ ৫৮
বৈকুণ্ঠায় নমস্তেঽস্তু অজায় পরমাত্মনে
সদসদ্ভাবযুক্তায় পুরাণপুরুষায় চ ॥ ৫৯
পুরুষোত্তমায় যুক্তায় নির্গুণায় নমোঽস্তু তে
বরদো ভব মে নিত্যং ভক্তায় সুরোত্তম ॥ ৬০
লোকনাথোঽসি নাথ ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং বিদিতাত্মনাম্

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং স্তুত্বা মহাদেবং নৃপাণামগ্রতো নৃপঃ ॥ ৬১
মহার্হমণিমুক্তাভির্বজ্রবৈদূর্য্যহাসিনম্
শাতকুম্ভস্য নিচয়ং কৃষ্ণায় প্রদদৌ নৃপঃ ॥ ৬২
পুনশ্চক্রে নমস্কারং বৈনতেয়ে মহাবলে ।

ভীষ্মক উবাচ

নমস্তেঽস্তু খগেন্দ্রায় নমো মারুতরংহসে ॥ ৬৩
কামরূপায় দিব্যায় কাশ্যপায় চ বৈ নমঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতি সংক্ষেপতঃ স্তুত্বা সংকৃত্য বরভূষণৈঃ ॥ ৬৪
ততো বিসর্জয়ামাস কৃষ্ণং কমললোচনম্ ।
অনুজগ্মুর্নৃপাশ্চৈব প্রস্থিতং বাসবানুজম্ ॥ ৬৫

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গমন করিতে দেখিয়া রাজর্ষি ভীষ্মক অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং সেই সব ভূপতিগণের মুখ বিস্মিত হইয়া উঠিল । ৫২

যিনি সকলের আদিকারণ, স্বয়ম্ভূস্বরূপ, দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা বন্দিত, সহস্রচরণযুক্ত, সহস্রনেত্রবিভূষিত, সহস্রবাহু-শোভিতবিগ্রহ (সর্বব্যাপী,) সহস্রমস্তক সম্পন্ন ও সহস্র মুকুটে প্রকাশমান, যিনি দিব্যমালা ও দিব্য বস্ত্রধারী, দিব্য গন্ধ অনুলেপনে অলঙ্কৃত, দিব্যাভরণে বিভূষিত, যিনি দিব্য অনেক অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া ধারণ করত বিরাজমান থাকেন এবং চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি যাঁহার নেত্র, সেই রক্তকমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাজা ভীষ্মক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। এইরূপে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা প্রণাম করত তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি আরম্ভ করিলেন । ৫২-৫৫

ভীষ্মক বলিলেন,—দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। আপনি আদি ও অন্তরহিত, আপনাকে নমস্কার। নারায়ণ! আপনি সকলের পরম আশ্রয়। আপনি সনাতন আদিদেব, আপনাকে নমস্কার । ৫৬

আপনি স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা), বিশ্বরূপ, স্থাণু (মহাদেব অথবা স্থির প্রাণী), বেধস্ (বিধাতা,) পদ্মনাভ, জটাধারী, পিঙ্গলবর্ণ হংসকান্তি, হংসরূপ ও চক্ররূপ। আপনাকে নমস্কার । ৫৭-৫৮

আপনি বৈকুণ্ঠধামের অধিপতি, অজন্মা এবং পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনিই সদ্ভাব ও অসদ্ভাবযুক্ত, আপনিই পুরাণপুরুষ, আপনাকে নমস্কার । ৫৯

আপনি যোগযুক্ত পুরুষোত্তম ও নির্গুণ পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার ভক্ত। আপনি আমার জন্য সদা বরদায়ক হউন। নাথ! আপনিই সমস্ত লোক-সমূহের নাথ—সংরক্ষক। আত্মজ্ঞানিগণের 'বিষ্ণু'-(সর্বব্যাপী পরমেশ্বর)-ও আপনিই । ৬০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা ভীষ্মক সমস্ত নরপতিগণের সম্মুখে বহুমূল্য মণি ও মুক্তাসমূহের দ্বারা বজ্র এবং বৈদূর্যমণিকেও উপহাসকারী দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণরাশি উপহার প্রদান করিলেন। তাহার পর মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কেও নমস্কার করিলেন । ৬১-৬২

ভীষ্মক বলিলেন,—যাঁহার বেগ বায়ুর সমান, যিনি ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করেন, দিব্যস্বরূপ এবং কশ্যপমুনির পুত্র, সেই পক্ষিরাজ গরুড়কে নমস্কার নমস্কার । ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে সংক্ষেপেই গরুড়ের স্তুতি করত উত্তম আভরণসমূহের দ্বারা সৎকার করিবার পর রাজা ভীষ্মক কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন। ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র প্রস্থান করিলে পর বহু রাজা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন । ৬৪-৬৫

প্রতিগৃহ্য চ সৎকারং নৃপাণামমিতবীর্য্যবান্
জগাম মথুরাং কৃষ্ণো জ্যোতিষ্মানিব দিব্যদশ ॥ ৬৬
বৈনতেয়ং পুরস্কৃত্য সৌবর্ণরূপং খগোত্তমম্
মহতা রথবৃন্দেন পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৬৭
ভেরীপটহনাদেন শঙ্খ-দুন্দুভিনিস্বনৈঃ
বৃংহিতেন চ নাগানাং হয়ানাং হেষিতেন চ ॥ ৬৮
সিংহনাদেন শূরাণাং রথনেমিস্বনেন চ
তুমুলঃ সুমহানাসীচ্ছব্দো মেঘরবোপমঃ ॥ ৬৯

গতে কৃষ্ণে মহাবীর্য্যে আদায় বরমাসনম্
সভাং শক্রঃ সদেবশ্চ প্রযযৌ ত্রিদশালয়ম্ ॥
মহতা চতুরঙ্গেন বলেন পরিবারিতাঃ
ক্রোশমাত্রমনুগত্য অনুজ্ঞাতে জনার্দ্দনে ॥ ৭১
প্রযযুস্তে নৃপাঃ সর্ব্বে পুনরেব স্বয়ংবরম্ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
কৃষ্ণাভিষেকো নামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজাদের এই সৌজন্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে যাইবার অনুমতি দান করত দশদিক্ প্রকাশিত করিতে করিতে সৌবর্ণময় পক্ষিশ্রেষ্ঠ বিনতানন্দন গরুড়কে অগ্রে রাখিয়া মথুরাপুরীতে গমন করিলেন। ৬৬

তিনি নিজের চারিদিকে বিশাল রথসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ভেরী, পটহ, শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের ধ্বনির সহিত প্রস্থিত হইলেন। হস্তিগণের চীৎকার, অশ্বসকলের হ্রেষাধ্বনি, বীরগণের সিংহনাদ ও রথসমূহের ঘর্ঘর শব্দ মিলিত হইয়া সেই সব বাদ্যের এরূপ তুমুল নাদ উত্থিত হইল, যাহা মহামেঘের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৬৭-৬৯

মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর দেবতারা সেই শ্রেষ্ঠ সিংহাসন এবং সভাভবনকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন। ৭০

বিশাল চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া নরপতিগণ একক্রোশ পর্য্যন্ত অনুগমন করিবার পর ভগবান্ জনার্দ্দনের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সকলেই পুনরায় স্বয়ংবর স্থানে গমন করিলেন। ৭১-৭২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকনামক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ শাল্বস্য বাক্যানুসারেণ জরাসন্ধাদি-নরপতিভিঃ শাল্বস্যৈব দূতরূপেণ কালযবনসমীপে প্রেষণম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রয়াতে বসুদেবপুত্রে
নরাধিপা ভূষণভূষিতাঙ্গাঃ
সভাং সমাজগ্মুঃ সুরেন্দ্রকল্পাঃ
প্রবোধনার্থং গমনোৎসবাত্তে ॥ ১
সভাগতান্ সোম-রবিপ্রকাশান্
সুখোপবিষ্টান্ রুচিরাসনেষু ।
সমীক্ষ্য রাজা সুনয়ার্থবাদী
জগাদ বাক্যং নররাজসিংহঃ ॥ ২
স্বয়ংবরকৃতঃ দোষঃ বিদিতো বো নরাধিপাঃ ।
ক্ষম্যতাং মম বৃক্ষস্য দগ্ধস্য ফলাগমম্ ॥ ৩

## দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

( শাল্বের বাক্যানুসারে জরাসন্ধাদি নরপতিগণ কর্তৃক শাল্বকেই দূতরূপে কালযবনের নিকট প্রেরণ। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সেখান হইতে চলিয়া যাইলে পর সকল রাজাই নানাবিধ আভরণে নিজ নিজ অঙ্গ বিভূষিত করত দেবেন্দ্র-সদৃশ সজ্জিত হইয়া রাজা ভীষ্মককে বুঝাইবার জন্য সভায় গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ১

সভামধ্যে আসিয়া সুন্দর সিংহাসনে সুখে উপবেশন করত চন্দ্র ও সূর্য্য-সদৃশ প্রকাশমান রাজাদিগকে দর্শন করিয়া উত্তম নীতির অনুকূল যুক্তিযুক্ত বাক্যভাষী, নরপতিগণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী রাজা ভীষ্মক এই কথা বলিলেন। ২

নরপতিগণ! স্বয়ংবরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিরোধরূপ যে দোষ সম্পাদিত হইতে যাইতেছে, ইহা জানিয়া আমি স্বয়ংবর বন্ধ করিয়া দিলাম। আপনারা সকলে বৃদ্ধ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। যেরূপ দৈবরূপী দাবানলের দ্বারা যে বৃক্ষ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই বৃক্ষ হইতে ফল প্রাপ্তি কিরূপে হইবে? ( যে স্বয়ংবরে ভগবদ্বিরোধের সম্ভাবনা আছে, উহা সফল হইতে পারে না। ) । ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমাভাষ্য তান্ সর্ব্বান্ সৎকৃত্য চ যথাবিধি ।
ততো বিসর্জ্জয়ামাস নৃপাংস্তান্নানাদেশজান্ ॥ ৪
পূর্ব্বপশ্চিমজাংশ্চৈব উত্তরাপথিকানপি ।
তেঽপি সর্ব্বে মহেষাসাঃ প্রহৃষ্টমনসো নরাঃ ॥ ৫
যথার্হেণ চ সম্পূজ্য জগ্মুস্তে নরপুঙ্গবাঃ ।
জরাসন্ধঃ সুনীথশ্চ দন্তবক্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬
শাল্বঃ সৌভপতিশ্চৈব মহাকূর্ম্মশ্চ পার্থিবঃ ।
ক্রথকৈশিকমুখ্যাশ্চ নৃপাঃ প্রবরবংশজাঃ ॥ ৭
বেণুদারিশ্চ রাজর্ষিঃ কাশ্মীরাধিপতিস্তথা ।
এতে চান্যে চ বহবো দক্ষিণাপথিকা নৃপাঃ ॥ ৮
শ্রোতুকামা রহো বাক্যং স্থিতা বৈ ভীষ্মকান্তিকে ।
তান্ বৈ সমীক্ষ্য রাজেন্দ্রঃ স রাজা ভীষ্মকো বলী ॥ ৯
স্নেহপূর্ণেন মনসা স্থিতাংস্তানবনীশ্বরান্ ।
ত্রিবর্গসহিতং শ্লক্ষ্ণং ষড়্গুণালঙ্কৃতং শুভম্ ॥ ১০
উবাচ নয়সম্পন্নং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ।

ভীষ্মক উবাচ ।

ভবতামবনীশানাং সমালোক্য নয়াস্থিতম্ ॥ ১১
বচনং ব্যাহৃতং শ্রুত্বা কৃতবান্ কার্য্যমীদৃশম্ ।
সদ্ভির্ভবদ্ভিঃ ক্ষন্তব্যং বয়ং নিত্যাপরাধিনঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু রাজা স ভীষ্মকো নয়কোবিদঃ ।
উবাচ সুতমুদ্দিশ্য বচনং রাজসংসদি ॥ ১৩

ভীষ্মক উবাচ ।

পুত্রস্য চেষ্টামালোক্য ত্রাসাকুলিতলোচনঃ ।
মন্যে বালানিমাংল্লোকান্ স এষ পুরুষঃ পরঃ ॥১৪
কীর্ত্তিঃ কর্ত্তিমতাং শ্রেষ্ঠো যশশ্চ বিপুলং তথা ।
স্থাপিতং ভুবি মর্ত্ত্যেঽস্মিন্ স্ববাহুবলমূর্জ্জিতম্ ॥১৫
ধন্যা খলু মহাভাগা দেবকী যোষিতাং বরা ।
পুত্রং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং কৃত্বা গর্ভেণ কেশবম্ ॥ ১৬
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং শ্রীপুঞ্জসমরাজিতম্ ।
নেত্রাভ্যাং স্নেহপূর্ণাভ্যাং বীক্ষতে মুখপঙ্কজম্ ॥১৭

---

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! এই কথা বলিয়া ভীষ্মক সেই সব রাজাদিগকে বিধি অনুসারে অভ্যর্থনা করত তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। এই সব রাজাদের মধ্যে কেহ মধ্যদেশের, কেহ পূর্ব্ব দেশের, কেহ পশ্চিম ও উত্তর ভারতের ছিলেন। ৪;

এই সব মহাধনুর্দ্ধর নরপতিগণও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া রাজা ভীষ্মককে যথাযোগ্য সম্মান করত নিজ নিজ রাজ্যে গমন করিলেন। ৫;

জরাসন্ধ, সুনীথ, পরাক্রমশালী দন্তবক্র, সৌভপতি শাল্ব, রাজা মহাকূর্ম্ম, ক্রথ ও কৈশিকাদি শ্রেষ্ঠ কুলের নরপতিরা, রাজর্ষি বেণুদারি ও কাশ্মীররাজ—ইঁহারা এবং অন্য বহুসংখ্যক দাক্ষিণাত্য নরপতি রাজা ভীষ্মকের গোপন কথা শুনিবার ইচ্ছায় তাঁহার পার্শ্বেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬-৮;

তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া বলবান্ রাজাধিরাজ রাজা ভীষ্মক স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে সেখানে অবস্থিত সেই সব ভূপতিদের প্রতি স্নিগ্ধ ও গম্ভীর বাক্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সহিত সমন্বপূর্ণ, মধুর, সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় গুণসম্পন্ন, শুভ এবং নীতিপূর্ণ কথা বলিলেন। ৯-১০;

ভীষ্মক বলিলেন,—নৃপগণ! পৃথিবীপতি আপনাদের সকলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং আপনাদের দ্বারা কথিত নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি এরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনারা সকলেই সৎপুরুষ, অতএব আপনারা আমার এই আচরণকে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। আমি নিজেকে সর্ব্বদা অপরাধী বলিয়া মনে করিতেছি। ১১-১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া নীতিবিশারদ বিদ্বান্ রাজা ভীষ্মক সেই রাজসভায় নিজের পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। ১৩

ভীষ্মক বলিলেন,—নিজের পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া আমার নেত্র ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইহাদিগকে (রুক্মী প্রভৃতিকে) বালক (বিবেকশূন্য) বলিয়াই মনে করি। আমার দৃষ্টিতে এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ। ১৪

ইনি কীর্ত্তিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইনি এই মর্ত্ত্যলোকে ভূতলে নিজের উত্তম কীর্ত্তি ও সুযশ স্থাপনা করিয়াছেন এবং নিজের প্রচণ্ড বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন। ১৫

স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মহাভাগা দেবকীদেবী ধন্যা, যিনি ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৌন্দর্য্যের রাশি, দেবপূজিত, কমললোচন কেশব কৃষ্ণকে পুত্ররূপে গর্ভে ধারণ করিয়া জন্মদানের পর সদা স্নেহপূর্ণ নেত্রে ইঁহার মুখারবিন্দ দর্শন করিয়াছেন। ১৬-১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং লালপ্যমানং তু রাজানং রাজসংসদি
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা শাল্বরাজো মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৮

শাল্ব উবাচ ।

অলং খেদেন রাজেন্দ্র সুতায় রিপুমর্দিনে ।
ক্ষত্রিয়স্য রণে রাজন্ ধ্রুবং জয়-পরাজয়ৌ ॥১৯
নিয়তা গতি মর্ত্যানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ
বল-কেশবয়োরন্যস্তৃতীয়ঃ কঃ পুমানিহ ॥ ১০
রণে যোধয়িতুং শক্তস্তব পুত্রং মহাবলম্
রথাতিরথবৃন্দানামেক এব রণাজিরে ॥ ১১
রিপূন্ বারয়িতুং শক্তো বৃহদ্গৃহ্য মহাভুজঃ ।
ভার্গবাস্ত্রং মহারৌদ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ১১
সৃজতো বাহুবীর্যেণ কঃ পুমান্ প্রসহিষ্যতি ।
অজং তু পুরুষং কৃষ্ণো হ্যনাদিনিধনোঽব্যয়ঃ ॥ ১৩
তং বিজেতা নৃলোকেঽস্মিন্নপি শূলধরঃ স্বয়ম্
তব পুত্রো মহারাজ সর্বশস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ২৪
বিদিত্বা দেবমীশানং ন যোৎস্যতি কেশবম্
অস্য তস্য রণে জেতা যবনাধিপতির্নৃপ ॥১৫
স কালযবনো নাম অবধ্যঃ কেশবস্য চ
তপ্ত্বা সুদারুণং ঘোরং তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥ ১৬
রুদ্রমারাধয়ামাস দ্বাদশাব্দানয়োঽশনঃ
পুত্রকামেন মুনিনা তোষ্য রুদ্রং সুতো বৃতঃ ॥ ১৭
মাথুরাণামবধ্যোঽয়ং ভবেদিতি চ শঙ্করাৎ
এবমস্ত্বিতি রুদ্রোঽপি প্রদদৌ মুনয়ে সুতম্ ॥ ২৮
এবং গার্গ্যস্য তনয়ঃ শ্রীমান্ রুদ্রবরোদ্ভবঃ
মাথুরাণামবধ্যোঽয়ং মথুরায়াং বিশেষতঃ ॥ ১৯
কৃষ্ণোঽপি বলবানেষ মাথুরে জাতবানয়ম্ ।
স জেষ্যতি রণে কৃষ্ণং মথুরায়াং সমাগতঃ ॥ ৩০
মন্তব্যং যদি বা যুক্তং নৃপা বাচং মযেরিতাম্
তত্র দূতং বিসৃজধ্বং যবনেন্দ্রপুরং প্রতি ॥ ৩১

---

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! রাজসভামধ্যে রাজা ভীষ্মককে বারংবার এই কথা বলিতে দেখিয়া মহাতেজস্বী শাল্বরাজ মাধুর্যপূর্ণ মধুর বাক্যে বলিলেন । ১৮

শাল্ব বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! (আপনি খেদ প্রকাশ করিতেছেন কেন ? ) আপনার পুত্র শত্রুমর্দনকারী বীর, সুতরাং তাহার জন্য খেদ করিবেন না (ইহার জন্য ত' আপনার গর্ব প্রকাশ করা উচিত) । রাজন্ ! রণাঙ্গনে ক্ষত্রিয়ের জয় অথবা পরাজয় অবশ্যই লাভ হয় । ১৯

ইহা মনুষ্যগণের নিয়ত গতি। ইহা সনাতন ধর্ম। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এ ভূতলে তৃতীয় পুরুষ এরূপ কে আছে, যে সমরাঙ্গনে আপনার মহাবল পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে ? ২০।

এই মহাবাহু বীর হস্তে ধনু লইয়া একাকীই যুদ্ধক্ষেত্রে রথী ও অতিরথীদিগকে এবং শত্রুগণকে বাধাদান করিতে সমর্থ ।২১।

যে সময় এই বীর স্বীয় বাহুবলে দেবতাগণেরও দুর্জয় মহাভয়ঙ্কর ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করিবে, সেই সময় ইহার আক্রমণ কোন্ পুরুষ সহ্য করিতে পারিবে ? ২২।

এই কৃষ্ণ ত' অনাদি, অনন্ত ও অবিনাশী পুরুষ। এই মরলোকে সাক্ষাৎ ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করও ইঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হন না । ২৩।

মহারাজ ! আপনার পুত্র সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থ ও তত্ত্ব জানে। সে শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ও ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে না । ২৪।

নৃপ ! এখন যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিতে পারেন কেবল যবনরাজ কালযবন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অবধ্য । ২৫।

গার্গ্যমুনি অত্যন্ত ঘোর, ভয়ঙ্কর এবং দুষ্কর তপস্যা করিয়া বার বৎসর যাবৎ পুত্রকামনায় রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি তখন কেবল লৌহচূর্ণ ভোজন করিতেন। এইভাবে রুদ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি তাঁহার নিকট এই পুত্র প্রার্থনা করেন এবং ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে ইহাও প্রার্থনা করেন যে, আমার সেই পুত্র যেন মাথুরগণের (মথুরায় উৎপন্ন মনুষ্যগণের) অবধ্য হয়। তখন রুদ্রদেব 'এবমস্তু' বলিয়া গার্গ্য মুনিকে সেরূপ পুত্র প্রদান করিলেন । ২৬-২৮

এইভাবে গার্গ্যমুনি সেই তেজস্বী পুত্র রুদ্রদেবের বরে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ মাথুরগণের (মথুরায় উৎপন্ন ব্যক্তিগণের) পক্ষে অবধ্য হইয়া গিয়াছেন । ২৯

এই শ্রীকৃষ্ণ বলবান্ হইলেও মথুরায় জন্ম গ্রহণ করায় মাথুরই হইয়াছেন, অতএব মথুরায় উপস্থিত হইয়া কালযবন রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্যই জয় করিবেন । ৩০

নরপতিগণ ! যদি আপনারা আমার দ্বারা কথিত এই বাক্য উচিত বলিয়া মনে করেন, তবে যবনরাজের নিকটে একজন দূত প্রেরণ করুন । ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা সৌভপতের্বাক্যং সর্ব্বে তে নৃপসত্তমাঃ
কুর্য্য ইত্যাক্রুশন্ হৃষ্টা জরাসন্ধং সহ বলম্ ॥ ৩১
স তেষাং বচনং শ্রুত্বা জরাসন্ধো মহীপতিঃ
বভূব বিমনা রাজন্ ব্রহ্মণো বচনং স্মরন্ ॥ ৩২

জরাসন্ধ উবাচ।

মাং সমাশ্রিত্য পূর্ব্বস্মিন্ নৃপা নৃপভয়ার্দ্দিতাঃ
প্রাপ্নুবন্তি সুখং রাজ্যং সভৃত্যবলবাহনম্ ॥ ৩৪
ইহ সংচোদ্যতে ভূপৈঃ পরসংশ্রয়হেতুনা
কন্যেব স্বপতিদ্বেষাদন্যং প্রতিপরায়ণা ॥ ৩৫
অহো সুবলবদ্দৈবমশক্যং বিনিবর্ত্তিতুম্
যদহং কৃষ্ণভীতোঽদ্য সংশ্রয়ামি বলাধিকম্ ॥ ৩৬
নূনং যোগবিহীনোঽহং কারয়িষ্যে পরাশ্রয়ম্।
শ্রেয়ো হি মরণং মহ্যং ন চান্যং সংশ্রয়ে নৃপাঃ ॥ ৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সৌভবিমানের অধিপতি রাজা শাল্বের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ হৃষ্ট হইয়া চীৎকার করত জরাসন্ধকে বলিলেন,—রাজা অবশ্যই এরূপ করিব। ৩১

রাজন্! সেই রাজাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া আকাশবাণীর কথা স্মরণ করত পৃথিবীপতি জরাসন্ধ বিমনা হইয়া উঠিলেন। ৩২

জরাসন্ধ বলিলেন,—আজ হইতে পূর্ব্বে সকল রাজা অন্য রাজাদের ভয়ে পীড়িত হইলে পর আমার শরণাগত হইতেন এবং ভৃত্য, সেনা ও বাহনসহ নিজেদের রাজ্য আমার সংযোগে পুনরায় প্রাপ্ত হইতেন। ৩৪

এই সময় এই রাজারা আমাকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য সেইভাবে প্রেরিত করিতেছেন, যেরূপ রতিলোলুপ নারী নিজের পতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃ অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। ৩৫

অহো! দৈব অতিশয় প্রবল, তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করা যায় না; কারণ, আজ আমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভীত হইয়া অন্য অধিক বলশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিয়াছি। ৩৬

নিশ্চয়ই আমি নিরুপায় হইয়া গিয়াছি, সেইজন্য আমাকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এরূপভাবে জীবিত থাকা অপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়ঃ। নরপতিগণ! আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিব না। ৩৭

কৃষ্ণো বা বলদেবো বা যো বাঽন্যো বা নরাধিপঃ
হন্তারং প্রতিযোৎস্যামি যথা ব্রাহ্মণচোদিতঃ ॥ ৩৮
এষা মে নিশ্চিতা বুদ্ধিরেতৎ সৎপুরুষব্রতম্
অতোঽন্যথা ন শক্তোঽহং কর্ত্তুং পরসমাশ্রয়ম্ ॥ ৩৯
ভবতাং সাধুরক্তানামাবাধং ন করোতি সঃ
তেন দূতং প্রদাস্যামি নৃপাণাং রক্ষণায় বৈ ॥ ৪০
ব্যোমমার্গেণ যাতব্যং যথা কৃষ্ণো ন বাধতে
গচ্ছন্তমচিরেণৈবং প্রেষয়ধ্বং নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪১
অয়ং সৌভপতিঃ শ্রীমানমলার্কেন্দুবিক্রমঃ
রথেনাদিত্যবর্ণেন প্রয়াতি স্বপুরং বলী ॥ ৪২
যবনেন্দ্রো যথাভ্যেতি নরেন্দ্রাণাং সমাগমম্।
বক্তব্যঞ্চ তথা বাগ্ভির্দ্দূতো নঃ কৃষ্ণবিগ্রহে ॥ ৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুনরেবাব্রবীদ্ রাজা সৌভস্থং পতিমূর্জ্জিতম্
গচ্ছ সর্ব্বনরেন্দ্রাণাং সাহায্যং কুরু মানদ ॥ ৪৪

শ্রীকৃষ্ণ হউন, বলরাম হউন অথবা যে কোনও রাজা হউন, যিনি আমাকে বধ করিবেন, আমি তাঁহার সম্মুখে থাকিয়াই যুদ্ধ করিব। আকাশবাণী যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে অন্য কেহই আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। ৩৮

ইহাই আমার বুদ্ধিপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত এবং ইহাই সৎপুরুষগণের ব্রত। ইহার বিপরীত আমি অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিব না। ৩৯

এই কৃষ্ণ সদাচারী নৃপতি আপনাদের যাহাতে কোনও বাধা সৃষ্টি করিতে না পারেন, সেইহেতু আমি নৃপগণের রক্ষার জন্য দূতপ্রেরণ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইব। ৪০

নৃপোত্তমগণ! এই দূতকে আকাশপথেই যাইতে হইবে, যাহাতে এখান হইতে যাইবার সময় সেই শ্রীকৃষ্ণ কোনও বাধাদান করিতে না পারেন। এ বিষয়ে ভালভাবে বিচার করত আপনারা দূত প্রেরণ করুন। ৪১

এই শ্রীমান্ সৌভপতি বলবান্ রাজা শাল্ব অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী। ইনি সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রথের (বিমানের) দ্বারা নিজ নগরে গমন করেন। ৪২

ইনি দূতকর্ম্ম করিবার সময় আমাদের পক্ষ হইতে যেরূপ কথা বলা উচিত, তিনি সেইরূপ কথাই বলিবেন; যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর সেই যবনরাজ কালযবন নরপতিমণ্ডলী আমাদের মধ্যে আসিয়া মিলিত হন। ৪৩

যবনেন্দ্রো যথা যাতি যথা কৃষ্ণঃ বিজেষ্যতি।
যথা বয়ঞ্চ তুষ্টা নস্তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥ ৪৫

এবং সন্দিশ্য সর্ব্বাংস্তান্ ভীষ্মকং পূজ্য ধর্ম্মতঃ।
প্রযযৌ স্বপুরং রাজা স্বেন সৈন্যেন সংবৃতঃ ॥ ৪৬

শাল্বোঽপি নৃপতিশ্রেষ্ঠস্তাভ্যাং সম্পূজ্য ধর্ম্মতঃ।
জগামাকাশমার্গেণ রথেনানিলরংহসা ॥ ৪৭

তেঽপি সর্ব্বে মহীপালা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
অনুব্রজ্য জরাসন্ধং গতাঃ স্বনগরং প্রতি ॥ ৪৮

ভীষ্মকঃ সহ পুত্রেণ তত্ত্বতো চিন্তা দুর্নয়ম্।
স্বে গৃহে স্ববসদ্দীনঃ কৃষ্ণমেবাভিচিন্তয়ন্ ॥ ৪৯

বিদিত্বা রুক্মিণী সাধ্বী স্বয়ংবরনিবর্ত্তনম্।
কৃষ্ণস্যাগমনাদ্ধেতোর্নৃপাণাং রোষদর্শনম্ ॥ ৫০

সখী তু সা সখীমধ্যে উবাচ ব্রীড়িতাননা
ন চান্যেষাং নরেন্দ্রাণাং পত্নী ভবিতুমুৎসহে
কৃষ্ণাৎ কমলপত্রাক্ষাৎ সত্যমেতদ্ বচো মম ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
রুক্মিণীস্বয়ংবরে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

---

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা জরাসন্ধ পুনরায় সৌভবিমানপতি শাল্ব রাজা শাল্বকে বলিলেন—রাজন! আপনি গমন করুন এবং সমস্ত রাজগণকে সাহায্য করুন। ৪৪

আপনি এরূপ নীতি প্রদান করিবেন, যাহাতে যবনরাজ আক্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণকে জয় করেন এবং আমরাও সকলে সন্তোষলাভ করিতে পারি। ৪৫

এইরূপে সকলকে সন্দেশ প্রদান করিয়া এবং ধর্ম্মানুসারে ভীষ্মককেও সম্মান করিয়া রাজা জরাসন্ধ নিজ সৈন্যসহ স্বীয় নগরে গমন করিলেন। ৪৬

নৃপতিশ্রেষ্ঠ শাল্বও সেই সব নরপতিকে ধর্ম্মানুসারে সম্মান করত বায়ুতুল্য বেগগামী বিমানের দ্বারা আকাশপথে গমন করিলেন। ৪৭

দক্ষিণভারতবাসী যে সমস্ত নৃপতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও কিয়দ্দূর জরাসন্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া তারপর নিজ নিজ নগর অভিমুখে গমন করিলেন। ৪৮

রাজা ভীষ্মকও নিজ পুত্র রুক্মীর সহিত সেই দিনে শাল্ব ও জরাসন্ধ এবং তাঁহাদের সকলের দুর্নীতির কথা চিন্তা করত শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্তা করিতে করিতে দীনভাবে নিজ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ৪৯

সতীসাধ্বী রুক্মিণীদেবী যখন ইহা জানিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আগমনহেতু স্বয়ংবর স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং রাজাদের যে রোষবৃত্তি ছিল, তাহাও জানা গিয়াছে, তখন তিনি নিজের সখীগণের মধ্যে যাইয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া বলিলেন,—সখীগণ! আমি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও নরপতির পত্নী হইব না। ইহাই আমার সত্য কথা। ৫০-৫১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীর স্বয়ংবরবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ কালযবনস্য বৈশিষ্ট্যবর্ণনম্, দূতরূপেণ রাজ্ঞঃ শাল্বস্য তস্য সমীপে গমনম্, জরাসন্ধস্য সংবাদকথনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যবনানাং বলোদগ্রঃ স কালযবনো নৃপঃ।
বভূব রাজা ধর্ম্মেণ রক্ষিতা পুরবাসিনাম্ ॥ ১

ত্রিবর্গবিদিতঃ প্রাজ্ঞঃ ষড়্‌গুণ্যানুপজীবকঃ।
সপ্তব্যসনসম্বৃতো গুণেষভিরতঃ সদা ॥ ২

---

## ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ কালযবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণন, দূতরূপে রাজা শাল্বের নিকট গমন এবং জরাসন্ধের সংবাদকথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী কালযবন যবনগণের রাজা ছিলেন এবং তিনি ধর্ম অনুসারে পুরবাসিদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন। ১

তিনি ত্রিবর্গ-( ক্ষয়, স্থান ও বৃদ্ধি কিংবা ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ )-বিষয়ে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, রাজনীতির সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় গুণসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, সপ্তবিধ ( মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীবিষয়ক আসক্তি, মদ্যপান ও বৃথা ভ্রমণ ) ব্যসনে অনভিজ্ঞ এবং সদা সর্ব্বপ্রকার গুণসমূহে আসক্ত ছিলেন। ২

শ্রুতিমান্ ধর্মশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সাংগ্রামিকবিধিজ্ঞশ্চ দুর্গানাং চানুসারকঃ ॥ ৩
শূরোঽপ্রতিবলশ্চৈব মন্ত্রিপ্রবরসেবকঃ ।
সুখাসীনঃ সভাং রম্যাং সচিবৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪
উপাস্যমানো যবনৈরাত্মবিদ্ভির্বিপশ্চিতৈঃ
বিবিধাশ্চ কথা দিব্যাঃ কথয়ানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৫
এতস্মিন্নেব কালে তু দিব্যগন্ধবহোঽনিলঃ ।
প্রববৌ মন্দমাবোধ্য চকার সুখশীতলঃ ॥ ৬
কিমেতদিত্যাকস্মাৎ সভায়াং যে সমাগতাঃ ।
উৎফুল্লনয়নাঃ সর্বে রাজা চৈবাবলোক্য সঃ ॥ ৭
অপশ্যন্ত রথং দিব্যমায়ান্তং ভাস্করোপমম্
শাতকুম্ভময়ৈঃ শুভ্রং রথাঙ্গৈরুপশোভিতম্ ॥ ৮
দিব্যরত্নপ্রভাকীর্ণং দিব্যধ্বজপতাকিনম্ ।
বাহিতং দিব্যতুরগৈর্মনোমারুতরংহসৈঃ ॥ ৯
চন্দ্রভাস্করবিম্বানি কৃত্বা জাম্বূনদেন তম্
রচিতং বৈ বিশ্বকর্মা বৈয়াঘ্রবরভূষিতম্ ॥ ১০
রিপূণাং ত্রাসজননং মিত্রাণাং হর্ষবর্ধনম্ ।
দক্ষিণাদিশমায়াতং রথং পরবলারুজম্ ॥ ১১
তত্রোপবিষ্টং শ্রীমন্তং সৌভস্য পতিমূর্জিতম্ ।
দৃষ্ট্বা পরমসংহৃষ্টোঽর্ঘ্যং পাদ্যেতি চাসকৃৎ ॥ ১২
উবাচ যবনেন্দ্রস্য মন্ত্রী মন্ত্রবিশারদঃ
ততোঽবায় মহাবাহুঃ স্বাসনেব নৃপাসনাৎ ॥ ১৩
প্রত্যুদ্গমার্ঘ্যমাদায় রথাবতরণে স্থিতঃ ।
শাল্বোঽপি চ মহাতেজা দৃষ্ট্বা রাজানমাগতম্ ॥ ১৪
মুদা পরময়া যুক্তঃ শক্রপ্রতিমতেজসম্
অবতীর্য সুবিশ্রব্ধ এক এব রথোত্তমাৎ ॥ ১৫
বিবেশ পরমঃ প্রীতো মিত্রদর্শনলালসঃ ।
দৃষ্টার্ঘ্যমুদ্যতং রাজা শাল্বো রাজর্ষিসত্তমঃ ॥ ১৬

বিদ্যাবান্ (সুশিক্ষিত), ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, যুদ্ধের সর্বপ্রকার বিধানসমূহে বিশেষজ্ঞ এবং দুর্গম স্থানের অনুসরণকারী ছিলেন। ৩

ইঁহার সমান বলবান্ অন্য কেহ ছিল না, ইনি শৌর্যশালী বীর এবং শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণের পরিপোষক ছিলেন। একদিন যখন তিনি স্বীয় মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া নিজের রমণীয় সভায় সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, আত্মজ্ঞানী ও বিদ্বান্ যবনগণ তাঁহার সেবায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে পরস্পর নানাপ্রকার দিব্য কথা-সমূহের আলোচনা হইতেছিল, সেই সময় দিব্য সুগন্ধবহনকারী বায়ু মন্দ মন্দ ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সুখদ ও শীতল বায়ু তাঁহাদের সকলের কামভাব উৎপন্ন করিতে লাগিল। ৪-৬

সেই সময় সভায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে একচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—এ কি? তখন সকলেরই নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া গিয়াছিল। রাজা কাল-যবনও এই অদ্ভুত পরিবেশ দেখিয়া প্রভাবিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ৭

তাঁহারা সকলে তখন আকাশ হইতে এক সূর্যতুল্য তেজস্বী দিব্য বিমানকে নামিতে দেখিলেন, যাহা সুবর্ণময় উজ্জ্বল চক্র-সমূহে শোভা পাইতেছিল, এই রথ (বিমান) দিব্যরত্নসকলের প্রভায় ব্যাপ্ত ছিল। ইহাতে দিব্য ধ্বজ-পতাকাসমূহ উত্তো-

লিত ছিল এবং মন ও বায়ু-সদৃশ বেগশালী দিব্য অশ্বগণ এই রথকে বহন করিয়া আনিতেছিল। ৮-৯

বিশ্বকর্মা চন্দ্র ও সূর্যের বিম্বসমূহ নির্মাণ করিয়া জাম্বূনদ নামক সুবর্ণের দ্বারা এই রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা চারি দিকে উত্তম ব্যাঘ্রচর্মের দ্বারা আবৃত ছিল। ১০

এই রথ শত্রুগণের মনে ত্রাস উৎপন্ন করিত এবং মিত্রবর্গের হর্ষবর্ধন করিত। এই রথ দক্ষিণ হইতে আসিয়াছিল এবং শত্রুদিগের রথসমূহ বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল। ১১

ইহার মধ্যে উপবিষ্ট সৌভপতি তেজস্বী রাজা শ্রীমান্ শাল্বকে দেখিয়া মন্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যবনরাজের মন্ত্রী অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং বারংবার বলিতে লাগিলেন,—অর্ঘ্য আন, পাদ্য আন। ১২১/২

সেই সময় মহাবাহু রাজা কালযবন স্বীয় রাজসিংহাসন হইতে উঠিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করত অগ্রসর হইয়া বিমান হইতে নামিবার স্থানে (সিঁড়ি পর্যন্ত) গমন করত দণ্ডায়মান হইলেন। ১৩১/২

মহাতেজস্বী রাজা শাল্বও ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাজা কালযবনকে অতিশয় আনন্দসহকারে আসিতে দেখিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে একাকীই সেই রথ হইতে নামিলেন এবং মিত্রের দর্শন লালসা মনে পোষণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৪-১৫১/২

নিজের জন্য অর্ঘ্য আনিতে দেখিয়া রাজর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা শাল্ব মধুর বাক্যে বলিলেন—মহাতেজস্বী রাজন্! আমি অর্ঘ্যগ্রহণ করিবার যোগ্য নহি। ১৬১/২

উবাচ প্রশ্রয়া বাচা নার্ঘার্হোঽস্মি মহাদ্যুতে
দূতোঽহং মনুজেন্দ্রাণাং সহ শাল্বেন তেঽন্তিকম্ ॥ ১৭
প্রেষিতো বহুভিঃ সার্দ্ধং জরাসন্ধেন ধীমতা
তেন মন্যে মহারাজ নার্ঘার্হোঽস্মীতি রাজসু ॥ ১৮

কালযবন উবাচ

জানাম্যহং মহাবাহো দৌত্যেন ত্বামিহাগতম্ ।
সাহিত্যে নরদেবানাং প্রেষিতো মাগধেন বৈ ॥ ১৯
তেন ত্বামর্চ্চয়ে রাজন্ বিশেষেণ মহামতে
অর্ঘ্যপাদ্যাদিসংস্কারৈরাসনেন যথাবিধি ॥ ২০
ভবত্যভ্যর্চ্চিতে রাজ্ঞাং সর্ব্বেষামর্চ্চিতং ভবেৎ
আস্যতামাসনে শুভ্রে ময়া সার্দ্ধং জনেশ্বর ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স হস্তালিঙ্গনং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলাময়ম্
সুখোপবিষ্টৌ সহিতৌ শুভে সিংহাসনে স্থিতৌ ॥ ২২

কালযবন উবাচ

যদ্বাহুবলমাশ্রিত্য বয়ং সর্ব্বে নরাধিপাঃ ।
বসামো বিগতোদ্বিগ্না দেবা ইব শচীপতিম্ ॥ ২৩
কিমসাধ্যং ভবেত্তস্য যেনাসি প্রেষিতো ময়ি ।
যদ সত্যং বচস্তস্য কিমাজ্ঞাপয়তি প্রভুঃ ।
করিষ্যে বচনং তস্য অপি কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ২৪

শাল্ব উবাচ ।

যথা বদতি রাজেন্দ্র মগধাধিপতিস্তব
তথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং যবনাধিপ ॥ ২৫

জরাসন্ধ উবাচ ।

জাতোঽয়ং জগতাং বাধী কৃষ্ণঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ
বিদিত্বা তস্য দুর্বৃত্তমহং হন্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৬
পার্থিবৈর্বহুভিঃ সার্দ্ধং সমগ্রবলবাহনৈঃ ।
উপরুধ্য মহাসৈন্যৈর্গোমন্তমচলোত্তমম্ ॥ ২৭
চেদিরাজস্য বচনং মহার্থং শ্রুতবানহম্ ।
যদা ততো বিনাশায় হুতাশনমযোজয়ম্ ॥ ২৮

---

কারণ, আমি নরপতিগণের দূত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আপনার সমীপে আসিয়াছি। বুদ্ধিমান্ জরাসন্ধ ও অন্যান্য নরপতিগণ একত্রে মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। মহারাজ! সেইজন্য আমি মনে করি যে, এই সময় আমি রাজাদের গ্রহণযোগ্য অর্ঘ গ্রহণ করিবার অধিকারী নহি। ১৭-১৮

কালযবন বলিলেন,—মহাবাহো! আমি জানি যে, আপনি দূত হইয়া এখানে আসিয়াছেন এবং নরপতিগণের সহিত মগধরাজ জরাসন্ধ আপনাকে পাঠাইয়াছেন। ১৯

রাজন্! মহামতে! সেইজন্য আপনাকে বিশেষভাবে অর্চনা করিব। অর্ঘ্য, পাদ্যাদি সংস্কারসমূহের দ্বারা ও যথাবিধি আসনদানের দ্বারা যদি আপনার পূজা হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার দ্বারা সমস্ত রাজাদের পূজাও সম্পূর্ণ হইবে। জনেশ্বর। অতএব এখন আমার সহিত উজ্জ্বল সিংহাসনে উপবেশন করুন। ২০-২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কালযবন শাল্বের হস্তে হস্ত মিলাইয়া হস্তমর্দন করত তাঁহার কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর ইঁহারা উভয়ে এক সুন্দর সিংহাসনে এক সঙ্গে উপবেশন করিলেন। ২২

কালযবন বলিলেন,—রাজন্! যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া সকল নরপতি আমরা শচীপতি ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া দেবগণের ন্যায় নিরুদ্বেগে বাস করি, সেই মহারাজ জরাসন্ধের পক্ষে কোন্ কার্য অসাধ্য হইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য তিনি আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন? ২৩

তিনি কি বলিয়াছেন? তাহা সত্য বলুন। সেই প্রভু জরাসন্ধ আমাকে কি আজ্ঞা করিয়াছেন? আমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিব। তাঁহার কথায় আমি অত্যন্ত দুষ্কর কার্যও করিতে পারি। ২৪

শাল্ব বলিলেন,—রাজেন্দ্র! যবনরাজ! মগধরাজ জরাসন্ধ আপনাকে যেরূপ বলিয়াছেন, আমি সেইরূপই বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ২৫

জরাসন্ধ বলিলেন,—এই যে পরম দুর্জয় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সকলের বাধাস্বরূপ হইয়া এই সম্পূর্ণ জগৎকে অতিশয় কষ্টপ্রদান করিতেছেন। তাঁহার দুরাচারের বৃত্তান্ত জানিয়া আমি তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। ২৬

বহু রাজা নিজ নিজ সম্পূর্ণ সৈন্য ও বাহনসকল সহ আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আমি গোমন্ত নামক উত্তম পর্ব্বতকে অবরোধ করিয়াছিলাম, কারণ (সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই গোমন্ত পর্বতে বিদ্যমান ছিলেন)। অবরোধ করিবার পর আমি চেদিরাজ দমঘোষের এক অত্যন্ত অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করি। তখন আমি তাঁহাদের বিনাশের জন্য সেই পর্ব্বতে অগ্নিসংযোগ করাইয়া দিয়াছিলাম। ২৭-২৮

অলাতচক্রবত্তঃ বৃক্ষাঘাতিমহত্তম ।
দৃষ্টো যাদো গিরেঃ কূটাৎপ্লুতো সেনাস্বলুক্ ॥ ২৯
বিনিষ্পত্য মহাদেবঃ বলো নাগপতিপ্রভম্
আকৃষ্য স হলাগ্রেণ নরাশ্বগজপুঙ্গবান্ ॥ ৩০
পর্বতমিব সর্বেশঃ বিকৃষ্যাকৃষ্য লাঙ্গলম্
নরনাগাশ্ববৃন্দানি মুসলেন ব্যপোথয়েৎ
গজেন গজনাশ্ব চ রথেন রথিনং রথম্
হয়েন চ হয়ারোহং পদাতেন পদাতিনম্ ॥ ৩২
সমরে স মহাতেজা নৃপার্কশত্রু কাল
বিচরন্ বিবিধান্ মার্গান্ নিদাঘে ভাস্করো যথা ॥ ৩৩
রামানুজস্তু কৃষ্ণঃ প্রগৃহ্যার্কসমপ্রভম্
চক্রং চক্রভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ দিবি সূর্যগণা যথা ॥ ৩৪
প্রবিবেশ মহাবীর্যঃ পাদবেগেন তং গিরিম্ ।
শত্রুসৈন্যে পপাতোচ্চৈঃ ক্রোধবীরঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৫
প্রনৃত্যদিব শৈলেন্দ্রস্তোয়ধারাভিষেচিতঃ ।
ঘূর্ণমানো বিবেশার্বী বিনিষ্পাত্য হুতাশনম্ ॥ ৩৬
আপীপাদ্যানশিরসো বসুন্ধরা জনার্দনঃ ।
জঘান বাহিনীঃ শত্রোশ্চক্রব্যগ্রেণ পাণিনা ॥ ৩৭
বিক্ষিপ্য বিপুলং চক্রং গদাপাতান্নরন্দরম্
নরনাগাশ্ববৃন্দানি মুসলেন ব্যচূর্ণয়ৎ ॥ ৩৮
ক্রোধাগ্নিনা মুক্তচক্রে লাঙ্গলধারিণা
নির্দগ্ধা মহতী সেনা নরেন্দ্রাণাভিপালিতা ॥ ৩৯
নরনাগাশ্বকলিলং পরিক্ষিপ্তসমাকুলম্
রথানীকং পরাভাভ্যাং কৃতেন বিপন্নীকৃতম্ ॥ ৪০
সেনাঃ প্রচণ্ডমালোক্য চক্রানলভয়ার্দিতাম্
মহতা রথবৃন্দেন পরিবার্য সমন্ততঃ ॥ ৪১
তত্রাহং যুধ্যমানস্তু ভ্রাতাস্য বলবান্ বলী ।
স্থিতো রথাগ্রতঃ শূরো গদাপাণির্দিশাপতিঃ ॥ ৪২

---

সেই অগ্নি তখন শত শত ও শত সহস্র শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যাহা প্রলয়কালের সংবর্তক অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই অগ্নিকে দেখিয়া দুর্ধর্ষ তালধ্বজ ধারণকারী বলরাম পর্বতশিখর হইতে লম্ফপ্রদান করেন এবং সমুদ্রতুল্য প্রতীয়মান সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাঝখানে আসিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যদলকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাকে পরাজিত করা কঠিন হইয়া পড়িল। ২৯-৩০

তিনি পর্বতাকৃতি লাঙ্গল হস্তে ধরে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ হলের দ্বারা কখনও ঠেলিয়া দিয়া ও কখনও টানিয়া আনিয়া বহু মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগকে মুষলের দ্বারা প্রোথিত করিতে লাগিলেন। ৩১

তিনি হস্তীর দ্বারা হস্তীকে, রথের দ্বারা রথী যোদ্ধাকে, অশ্বের দ্বারা অশ্বারোহী যোদ্ধাকে এবং পদাতি সৈন্যের দ্বারা পদাতি সৈন্যকে বিনাশ করিলেন। ৩২

যেরূপ গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্যদেব প্রচণ্ড তেজস্বী হইয়া গমন করেন সেইরূপ শত্রুরূপী সূর্যের ন্যায় সংগ্রামে সেই মহাতেজস্বী বলরাম নানাবিধ যুদ্ধ-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৩

বলরাম হইতে কনিষ্ঠ ও চক্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য-সদৃশ তেজস্বী চক্র হস্তে লইয়া সেই স্থানে শত্রুসৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, যেরূপ সিংহ মৃগ যূথগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ৩৪

মহাপরাক্রমশালী প্রতাপবান্ যদুবীর শ্রীকৃষ্ণ বীর পদবেগে সেই পর্বতকে আন্দোলিত করিয়া যখন উচ্চ শিখর হইতে শত্রুসৈন্য মধ্যে লম্ফপ্রদান পূর্বক পতিত হইলেন, তখন সেই শৈলরাজ গোমন্ত যেন নৃত্য করিতেছিল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই পর্বত তখন নিজের বীর অঙ্গ হইতে নির্গত জলধারায় স্নাত হইয়া উঠিল এবং সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে নির্বাপিত করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কিয়দ্দূর পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল। ৩৫-৩৬

রাজন্। অনন্তর পর্বতের শিখর হইতে লম্ফপ্রদান পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ চক্রযুক্ত হস্তে রাজসৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৩৭

বিশাল চক্র নিক্ষেপ করিয়া তারপর গদার আঘাত করিতে লাগিলেন। এদিকে বলরাম মুষলের দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। ৩৮

ক্রোধরূপী লাঙ্গল দ্বারা প্রজ্বলিত চক্র ও হলরূপী অগ্নির দ্বারা নরপতিগণ সুপালিত সেই বিশাল সেনা দগ্ধ হইয়া যাইল। ৩৯

এই দুই পদাতি বীর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ এবং পদাতি ও অশ্বসমূহের সাথে রথসকলকে অল্পকালের মধ্যেই বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। ৪০

চক্রাগ্নির ভয়ে পীড়িত নিজ সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমি বিশাল রথসমূহের দ্বারা সেই দুই বীরকে পরিবেষ্টন করত যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের

বহ্বীরক্ষৌহিণীর্হত্বা প্রদীপ্ত ইব কেশরী
হলং মৌষলমুৎসৃজ্য গদয়া মামহন্ ভৃশম্ ॥ ৪৩
বজ্রপাতনিভং বেগং পাতয়িত্বা মমোপরি
ভূয়ঃ প্রবর্ত্তকো যো মাং বৈশাখেনাস্থিতো মহীম্ ॥ ৪৪
বৈশাখং স্থানমাস্থায় গুহঃ ক্রৌঞ্চং যথা পুরা
তথা মাং দীর্ঘনেত্রাভ্যামীক্ষতে নির্দ্দহন্নিব ॥ ৪৫
তাদৃগ্রূপং মহাসেনং কো বলদেবং রণাজিরে ।
জীবিতার্থী নৃলোকেঽস্মিন কঃ পুমান স্থাতুমর্হতি ॥ ৪৬
গৃহীত্বা স গদাং ভীমাং কালদণ্ডমিবোদ্যতাম্
কালাঞ্জনেন নির্বৃত্তঃ স্থিত এবাগ্রতো মম ॥ ৪৭
ততো জলদগম্ভীরস্বরেণাপূরয়ন্নভঃ ।
বাগুবাচাশরীরেণ স্বয়ং লোকপিতামহঃ ॥ ৪৮
প্রবর্ত্তব্যো ন রাজেন্দ্রবধ্যোঽয়ং ভবানঘ
কল্পিতোঽস্য বধোঽন্যস্মাদ্ বিরমস্ব হলায়ুধ ॥ ৪৯

শ্রুত্বাহং তেন বাক্যেন চিন্তাবিষ্টো নিবর্ত্তিতঃ ।
সর্ব্বপ্রাণহরং ঘোরং ব্রহ্মণা স্বয়মীরিতম্ ॥ ৫০
তেনাহং বঃ প্রবক্ষ্যামি নৃপাণাং হিতকাম্যয়া
শ্রুত্বা বচেব রাজেন্দ্র কর্ত্তুমর্হসি তদ্বচঃ ॥ ৫১
তপসোগ্রেণ মহতা পুত্রার্থী তোষ্য শঙ্করম্ ।
প্রাপ্তবান্ দেবদেবাত্ত্বামবধ্যং মাথুরৈর্জনৈঃ ॥ ৫২
মহামুনিস্তাম্রচূর্ণ-ভু-
মুপস্থিতো দ্বাদশবার্ষিকং ব্রতম্ ।
তৈঃ সংস্তুতপাদপঙ্কজঃ
স লব্ধবানীপ্সিতকামসম্পদম্ ॥ ৫৩
তপোবলস্যার্যমুনের্মহাত্মনো
বরপ্রভাবাচ্চ কলেন্দুমৌলিনঃ
ভবন্তমাসাদ্য জনার্দ্দনো হিমঃ
বিলীয়তে ভাস্কররশ্মিনা যথা ॥ ৫৪

বলবান্ ভ্রাতা রৌহিণেয় বলরাম হস্তে গদা ও হল ধারণ করত আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১-৪২

তিনি আক্রোশভরে সিংহের ন্যায় কুপিত হইয়া আমার বহু অক্ষৌহিণী সৈন্যকে সংহার করত হল ও মুষল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা লইয়াই আমার উপর আঘাত করিলেন। ৪৩

বজ্রপাতের ন্যায় বেগে আমার উপর গদার প্রহার করিয়া তিনি পুনরায় আমার উপর আঘাত করিবার ইচ্ছায় বৈশাখী (স্থিতি) লইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। ৪৪

যেরূপ পুরাকালে কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপে তিনি আমার মর্ম্মস্থান লক্ষ্য রাখিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছায় নিজের দুই দীর্ঘ নয়নের দ্বারা আমার দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ৪৫

রণাঙ্গনে বলরামের এতাদৃশ রূপ দেখিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক এই মনুষ্যলোকে কোন্ মানুষ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? ৪৬

তারপর কালদণ্ডতুল্য উত্তোলিত ভয়ানক গদা হস্তে লইয়া তিনি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই গদা যেন তখন কালাঞ্জনের দ্বারা (কালাঞ্জনের সদৃশ) শোভিত ছিল। ৪৭

এই সময়ে সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা মেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে আকাশকে পূর্ণ করিতে করিতে অদৃশ্যভাবে বলিলেন,—অনঘ বলরাম! এই রাজার উপর প্রহার করা উচিত নয়, এই রাজা তোমার দ্বারা বধ্য নহে। ইহার মৃত্যু অন্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, হলধারী বলরাম! অতএব তুমি প্রহার হইতে বিরত হও। ৪৮-৪৯

ইহা শ্রবণ করত সেই আকাশবাণীর জন্য আমি চিন্তাবিষ্ট হইলাম এবং যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলাম; কারণ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা এরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য বলিয়াছিলেন, যাহা তখন আমার সম্পূর্ণ প্রাণশক্তি হরণ করিয়া লইয়াছিল। ৫০

রাজেন্দ্র! সেইজন্য আমি তোমাকে সমস্ত নরপতিদিগের হিতকামনায় কিছু কথা বলিব, উহা শ্রবণ করিয়া তুমি আমার সেই কথা অবশ্য পালন করিবে। ৫১

যাঁহার চরণ-কমলের স্তুতি দেবতা ও অসুরগণও করেন, সেই মহামুনি গার্গ্য পূর্ব্বে বার বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবার পর লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করত তপস্যা করিয়াছিলেন। পুত্র কামনা করিয়া মুনি সেই উগ্র ও কঠোর তপস্যার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করত, তাঁহার নিকট হইতে নিজের অভীষ্ট কামনাপ্রাপ্তিরূপে দেবতাতুল্য পুত্র তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি মথুরার উৎপন্ন মনুষ্যগণের পক্ষে অবধ্য। ৫২-৫৩

মহামুনি গার্গ্যের তপোবল ও চন্দ্রশেখর ভগবান্ শঙ্করের বরদানে তোমার জন্ম হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া সেইভাবে নষ্ট হইয়া যাইবেন, যেরূপ সূর্য্য-কিরণে হিম গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ৫৪

যতশ্চ রাজ্ঞাং বচনপ্রচোদিতো
ব্রজস্ব যাত্রাং বিজয়ায় কেশবম্
প্রবিশ্য রাষ্ট্রং মথুরাঞ্চ সেনয়া
নিহত্য কৃষ্ণং প্রথয়ন্ স্বকং
মাথুরো বাসুদেবোঽয়ং বলদেবঃ সবান্ধবঃ
তৌ বিজেষ্যসি সংগ্রামে গত্বা তাং মথুরাং পুরীম্ ॥৫৬

রাজন্! তুমি রাজাদের বাক্যে প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য চেষ্টা কর এবং মথুরা আক্রমণের জন্য যাত্রা কর। নিজের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা মথুরার রাজ্য ও নগরে প্রবেশ করত শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিয়া নিজ যশ বিস্তার কর ॥ ৫৫

বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মাথুরই (মথুরাদেশজাত)। তুমি মথুরাপুরী আক্রমণ করত, সেই দুই জনাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে ॥ ৫৬

শাল্ব উবাচ।
ইত্যেবং নরপতিভাস্করপ্রগীতং
বাক্যং তে কথিতমিদং হিতং নৃপাণাম্
তৎসর্বং সহ সচিবৈর্বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা
যদযুক্তং কুরু মনুজেন্দ্র চাত্মনিষ্ঠম্ ॥৫৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শাল্ববাক্যে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

শাল্ব বলিলেন, নরেন্দ্র! রাজাদের মধ্যে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী জরাসন্ধ এইভাবে সমস্ত নরপতিগণের পক্ষে হিতকারক যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আমি আপনাকে বলিয়া শুনাইলাম। অতঃপর আপনি নিজের মন্ত্রিগণের সহিত এই সমস্ত বাক্যের উপর বুদ্ধিপূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া যাহা নিজের পক্ষে লাভদায়ক ও উচিত বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই সম্পাদন করুন ॥ ৫৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শাল্বের বাক্যবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ রাজ্ঞামনুরোধং স্বীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণং জেতুং কালযবনস্য মথুরাগমনম্ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ
এবং কথ্যমানং তং শাল্বরাজং নৃপাজ্ঞয়া
উবাচ পরমপ্রীতো যবনাধিপতির্নৃপঃ ॥ ১
কালযবন উবাচ
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম
কৃষ্ণনিগ্রহহেতোর্যন্নিযুক্তো বহুভির্নৃপৈঃ ॥ ২
দুর্জয়স্ত্রিষু লোকেষু সুরাসুরগণৈরপি
তস্য নিগ্রহহেতোর্মামবধার্য্য জয়াশিষম্ ॥ ৩
প্রহৃষ্টৈ রাজসিংহৈস্তৈরবধার্য্যো জয়ো মম
তেষাং বাচানুবর্ত্তেন বিজয়ো মে ভবিষ্যতি ॥ ৪
করিষ্যে বচনং তেষাং নৃপসত্তমচোদিতম্
পরাজয়োঽপি রাজেন্দ্র জয়েন সদৃশো মম ॥ ৫
অদ্যৈব তিথিনক্ষত্রং মুহূর্ত্তং করণং শুভম্
যাস্যামি মথুরাং রাজন্ বিজেতুং কেশবং রণে ॥ ৬

### চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ রাজাদের অনুরোধ স্বীকার করত শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য কালযবনের মথুরা গমন ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নরপতিগণের আদেশানুসারে যখন শাল্বরাজ পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলেন, তখন যবনাধিপতি রাজা কালযবন অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১

কালযবন বলিলেন,—বহু নরপতি মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিবার জন্য যে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য হইয়াছি, তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি এবং আমার জীবনও সফল হইয়া গিয়াছে ॥ ২

যিনি ত্রিভুবনে দেবতা ও অসুরগণের পক্ষেও দুর্জয়, তাঁহাকে নিগ্রহ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং বিজয়সূচক আশীর্ব্বাদও আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে সেই সব রাজশ্রেষ্ঠগণ যদি আমার বিজয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাক্যরূপী অনুবর্ত্তনে আমার জয় অবশ্যই হইবে ॥ ৩-৪

রাজেন্দ্র! আমি নৃপশ্রেষ্ঠ জরাসন্ধের বাক্যানুসারে সেই রাজাদের কথা অবশ্যই পালন করিব। এই যুদ্ধে যদি আমার পরাজয়ও হয়, তবে তাহাও আমার পক্ষে জয়েরই সমান হইবে ॥ ৫

রাজন্! আমি আজকেরই তিথি, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও করণকে

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমাভাষ্য রাজানং সৌভস্য পরিমুক্তিতম্

সংকৃত্য চ যথান্যায়ং মহর্ষিসপিতৃমবৈঃ ॥ ৭

ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং সিদ্ধাদেশায় বৈ নৃপঃ।

পুরোহিতায় রাজেন্দ্র প্রদদৌ বহুধা ধনম্ ॥ ৮

হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্ রাজা কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ

প্রস্থানং কৃতবান্ সম্যগ্ জেতুকামো জনার্দ্দনম্ ॥ ৯

শাল্বোঽপি ভরতশ্রেষ্ঠ কৃতার্থো হৃষ্টমানসঃ

যবনেন্দ্রং পরিষ্বজ্য জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি

কালযবনবাক্যে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

---

তত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে জয় করিবার জন্য আকৃষ্ট মথুরা অভিমুখে যাত্রা করিব। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সৌভবিমানের অধিপতি শাল্বরাজ রাজা যাবনকে এই কথা বলিয়া কালযবন মহর্ষিগণ পিতৃগণ আচরণসমূহের দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তাহার পর সেই রাজা কালযবন সিদ্ধিসূচক আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিলেন এবং নিজের পুরোহিতকে বহু প্রকার ধন অর্পণ করিলেন। ৭-৮

তদনন্তর বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতিদান করিয়া যাত্রাকালীন মঙ্গলাচার সম্পন্ন করিবার পর রাজা কালযবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিবার জন্য সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন। ৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! অন্যদিকে রাজা শাল্বও কৃতার্থ এবং হৃষ্টচিত্ত হইয়া যবনরাজ কালযবনকে আলিঙ্গন করত নিজ নগরে চলিয়া গাইলেন। ১০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কালযবনের বাক্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্য নিবাসযোগ্যাং ভূমিং দ্রষ্টুং গরুড়স্য গমনম্, মথুরায়াং রাজেন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাগতসংকারঃ, শ্রীকৃষ্ণেন রাজ্ঞ উগ্রসেনস্য মথুরাবাসিনাঞ্চ সমাদরঃ, গরুড়স্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, কুশস্থলীবিষয়ে নিবেদনঞ্চ। ]

জনমেজয় উবাচ।

বিদর্ভনগরাদ্ যাতে শক্রতুল্যপরাক্রমে।

কিমর্থং গরুড়ো নীতঃ কিঞ্চ কর্ম্ম চকার সঃ ॥ ১

ন চারুরোহ ভগবান্ বৈনতেয়ং মহাবলম্

এতন্মে সংশয়ং ব্রহ্মন্ ব্রূহি তত্ত্বং মহামুনে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণু রাজন্ সুপর্ণেন কৃতং কর্ম্মাতিমানুষম্

বিদর্ভনগরীং গত্বা বৈনতেয়ো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩

অসম্প্রাপ্তে চ নগরীং মথুরাং মধুসূদনে

মনসা চিন্তয়ামাস বৈনতেয়ো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪

যত্তৎকং দেবদেবেন নৃপাণামগ্রতঃ প্রভো

যাস্যামি মথুরাং রম্যাং ভোজরাজেন পালিতাম্ ॥ ৫

ইতি তদ্বচনস্যান্তে গমিষ্যেতি বিচিন্তয়ন্

কৃতাঞ্জলিপুটঃ শ্রীমান্ প্রণিপত্যাব্রবীদিদম্ ॥ ৬

---

### পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসযোগ্য ভূমি দর্শনের জন্য গরুড়ের গমন, মথুরায় রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্বাগতসংকার, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রাজা উগ্রসেন ও মথুরাবাসিগণের সমাদর এবং গরুড়ের প্রত্যাবর্তন ও কুশস্থলীর বিষয়ে নিবেদন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদর্ভনগর হইতে মথুরায় গমন করিলেন, তখন তিনি নিজের সঙ্গে কেন গরুড়কে লইয়া যাইলেন এবং সেখানে যাইয়া গরুড় কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন? ১

মহামুনে! ব্রহ্মন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাবল গরুড়ের উপর কেন আরোহণ করিলেন না? ইহাই আমার সংশয়। আপনি ইহার যথাযথভাবে সমাধান করিয়া প্রকৃত তথ্য বর্ণনা করুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাতেজস্বী বিনতানন্দন গরুড় বিদর্ভনগরে যাইয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহা মানবীয় শক্তিতে হইতে পারে না। ৩

প্রভো! মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগর হইতে যাইয়া পথেই ছিলেন, তখনও মথুরাপুরীতে উপস্থিত হন নাই। এই সময় মহাতেজস্বী গরুড় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—দেবাদিদেব শ্রীহরি সমস্ত রাজাদের সম্মুখে যে বলিয়াছিলেন 'আমি ভোজরাজ উগ্রসেনকর্তৃক পালিত রমণীয় নগরী মথুরাতে গমন করিব।' তখন আমি তাঁহার এই কথার শেষে আমিও 'গমন করিব' এই কথা বলিয়া আমি গমন করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম। ইহা চিন্তা করিতে করিতে গরুড় এক কার্য্যের বিষয় বুঝিতে পারিলেন এবং তেজস্বী পক্ষিরাজ গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত এইরূপ বলিলেন। ৪-৬

গরুড় উবাচ

দেব যাস্যামি নগরীং রৈবতস্য কুশস্থলীম্
রৈবতঞ্চ গিরিং রম্যং নন্দনপ্রতিমং বনম্ ॥ ৭
রুক্মিণোঽথ সিতাঃ রম্যাঃ শৈলোপবিতটাশ্রয়াম্
বৃক্ষগুল্মলতাকীর্ণাং পুষ্পরেণুবিভূষিতাম্ ॥ ৮
গজেন্দ্রভুজগাকীর্ণাং ঋক্ষবানরসেবিতাম্
বরাহমহিষাক্রান্তাং মৃগযূথৈরনেকশঃ ॥ ৯
তাং সমন্তাৎ সমালোক্য যাস্যামি তে ক্ষমাং
যদি স্যাদ্ভবতো রম্যা প্রশস্তা নগরীতি চ
কণ্টকোদ্ধরণং কৃত্বা আগমিষ্যে তবান্তিকম্

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং বিজ্ঞাপ্য দেবেশং প্রণিপত্য জনার্দ্দনম্ ॥ ১১
জগাম পতগেন্দ্রোঽপি পশ্চিমাভিমুখো বলী।
কৃষ্ণোঽপি যদুভিঃ সার্দ্ধং বিবেশ মথুরাং পুরীম্ ॥ ১২
বৈরিণা উগ্রসেনস্য নাগরাজ্ঞৈব সর্বশঃ।
প্রত্যুদ্গম্যার্চ্চিতঃ কৃষ্ণঃ প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্ ॥ ১৩

জনমেজয় উবাচ

ক্রথাভিষিক্তঃ রাজেন্দ্রঃ বহুভির্নৃপতিপৈঃ।
কিং চকার মহাবাহুরুগ্রসেনো মহীপতিঃ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

ক্রথাভিষিক্তঃ রাজেন্দ্রঃ বহুভিঃ পার্থিবোত্তমৈঃ
ইন্দ্রেণ কৃতসন্ধানং দূতঃ চিত্রাঙ্গদঃ কৃতম্ ॥ ১৫
একৈকং নৃপতেস্তাগং শতসাহস্রসম্মিতম্।
রাজেন্দ্রে স্বর্ণপদ্মং দত্তং মানবেষু চ বৈ দশ ॥ ১৬
যে তত্র সমনুপ্রাপ্তা ন নিবর্ত্তন্তে গৃহং গতাঃ
সখ্যো যাদবরূপেণ প্রমদো হরিচিন্তিতম্ ॥ ১৭
এবং নিধিপতিঃ শ্রীমান্ দৈবতৈরনুমোদিতঃ।
ইতি ক্রথাভিষিক্তজনালোকপ্রাবৃত্তিকাদ্বচাৎ ॥ ১৮
চকার মহতীঃ পূজাং দেবতায়তনেষ্বপি
বসুদেবস্য ভবনে তোরণোচ্চপার্শ্বতঃ ॥ ১৯

---

গরুড় বলিলেন,—দেব! আমি রাজা রৈবতের কুশস্থলী নগরীতে যাইব। সেখানে রমণীয় রৈবতগিরি ও নন্দনবনতুল্য মনোহর এক বনও আছে। ৭

তত্রত্য পর্ব্বত ও সমুদ্রের তীর আশ্রয় করিয়া স্থাপিত সেই রমণীয় নগরীকে বাসের অনুপযোগী করিয়া দিয়াছে। সেখানে নানাপ্রকার বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহ বিস্তৃত আছে। পুষ্পসমূহের পরাগ উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ৮

সেখানে হস্তী ও সর্পগণে পূর্ণ ছিল। ভল্লুক ও বানরসকল উহার সেবা করিত। বরাহ, মহিষ ও মৃগগণের বহু দল সেখানে বাস করিত। ৯

সেই ভূমিকে আমি সর্ব্বদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিব যে, উহা আপনার নিবাসের পক্ষে উপযুক্ত কি না? যদি সেখানে আপনার যোগ্য উত্তম ও রমণীয় নগরী হইতে পারে, তাহা হইলে আমি সেখানের কণ্টকসমূহকে (আপনার পথ অবরোধকারী শত্রুদিগকে) উৎপাটিত করিয়া আপনার নিকটে ফিরিয়া আসিব। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ বিজ্ঞ অভিপ্রায় নিবেদন করত দেবেশ্বর জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলবান্ পক্ষিরাজ গরুড় পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। ১১

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণও যদুবংশীয়গণের সহিত মথুরাপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রাজা উগ্রসেন, সর্ব্বকীগণ ও মথুরার নাগরিকগণ সকলে অগ্রসর হইয়া হৃষ্ট-পুষ্ট মনুষ্যগণের সহিত আগত শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্চ্চনা করিলেন। ১২-১৩

জনমেজয় বলিলেন,—বহু নৃপতিগণ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাবাহু রাজা উগ্রসেন কি করিলেন? ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বহু শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ইন্দ্রের অভিপ্রায় নিবেদন করিবার জন্য চিত্রাঙ্গদ দূত হইয়া আসিয়াছিলেন। এক এক রাজাকে এক এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার রূপে প্রদান করা হইয়াছে। যিনি রাজেন্দ্র ছিলেন, তাঁহাকে এক অর্ব্বুদ (দশ কোটি) মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে এবং সাধারণ মনুষ্যগণকেও দশ হাজার করিয়া মুদ্রা প্রদান করা হইয়াছে। যাঁহারা তখন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই। শ্রীমান্ নিধিপতি সখাই যাদবরূপে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ধনদান করিতেছিলেন এবং সমস্ত দেবতাগণ উহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। ১৫-১৭

এই সমাচার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া এবং লোকপ্রবাহ বিজ্ঞাপিতকারী গুপ্তচরের মুখ হইতে জানিয়া দেবমন্দিরসমূহে বিশেষভাবে পূজার ব্যবস্থা করাইলেন। ১৮

বসুদেবের ভবনের দুই পার্শ্বে তোরণ স্থাপন করাইলেন এবং

নটানাং নৃত্যগেয়ানি বাদ্যানি চ সমন্ততঃ
পতাকাধ্বজমালাঢ্যাং কারয়ামাস বৈ নৃপঃ ॥ ২০
কংসরাজস্য চ সভাং বিচিত্রাম্বরভূষিতাম্।
পতাকা বিবিধাকারা ধ্বজানাং তোরণাদিষু ॥ ২১
তোরণং গোপুরং চৈব সুধাপঙ্কানুলেপনম্।
কারয়ামাস রাজেন্দ্রো রাজেন্দ্রস্যাসনালয়ম্ ॥ ২২
নটানাং নৃত্যগেয়ানি বাদ্যানি চ সমন্ততঃ।
পতাকা বনমালাঢ্যাঃ পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৩
রাজমার্গেষু রাজেন্দ্র চন্দনোদকসেচিতম্।
বস্ত্রাস্তরণকং রাজা দাপয়ামাস ভূতলে ॥ ২৪
ধূপং পার্শ্বদ্বয়ে চৈব চন্দনাগুরুগুগ্গুলৈঃ
গুচ্ছং দর্ভসমস্থৈব বধ্নানঃ ততস্ততঃ ॥ ২৫
বৃদ্ধস্ত্রীজনসঙ্ঘেশ্চ গায়দ্ভিঃ স্তুতিমঙ্গলম্
অর্ঘ্যং কৃত্বা প্রতীক্ষন্তে স্বেষু স্থানেষু যোষিতঃ ॥ ২৬

এবং কৃত্বা পুরানন্দমুগ্রসেনো নরাধিপঃ
বসুদেবগৃহং গত্বা প্রিয়াখ্যানং নিবেদ্য চ ॥ ২৭
রামেণ সহ সম্পূজ্য নির্গতো রথমস্তিকম্।
হরিনামবাদ্যকে বাদ্যশঙ্খধ্বনিস্ত্বভূদ্মহান্ ॥ ২৮
পাঞ্চজন্যস্য নিনাদং শ্রুত্বা মথুরবাসিনঃ
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ যুবা মাগধবন্দিনঃ ॥ ২৯
বিনির্যযুর্নিঃস্বনেনা সার্দ্ধং কৃতাগ্রতো নৃপ
অর্ঘ্যাং পাদ্যাং পুরস্কৃত্য উগ্রসেনেন ধীমতা ॥ ৩০
দৃষ্টিপথমনাসাদ্য উগ্রসেনো মহীপতিঃ
অবতীর্য্য রথ হস্তাৎ পাদমার্গেণ চাগ্রতঃ ॥ ৩১
দৃষ্টবানঃ রথে বসো দিব্যবস্ত্রবিভূষিতম্।
অঙ্গেষাভরণং চৈব দিব্যরত্নপ্রভাবৃতম্ ॥ ৩২
বনমালোরসঃ দিব্যা সপ্তমূর্তিব ভাস্বরম্
চামরং ব্যজনং ছত্রং সহেন্দ্রধ্বজমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ৩৩

চতুর্দিকে নর্তকগণের নাচ-গান হইতে লাগিল ও বাদ্যসমূহ বাজিতে লাগিল। ১৯।

রাজা উগ্রসেন কংসরাজের সভাকে বিচিত্র বস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত এবং ধ্বজ-পতাকা ও মালাসমূহে অলঙ্কৃত করাইলেন। ২০।

তোরণাদি উগ্রসেন সর্বদিকে নানাবিধ পতাকাসমূহ উত্তোলিত করাইলেন এবং প্রত্যেক তোরণ ও গোপুরকে সুধা লেপন (চুনকাম) করাইলেন। এইরূপ রাজেন্দ্র উগ্রসেন রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য সিংহাসন ও ভবন নির্মাণ করাইলেন। ২১-২২

রাজেন্দ্র! নগরের চারিদিকে নর্তকগণের নৃত্য-গীত হইতে লাগিল এবং নানাবিধ বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। রাজপথসমূহ চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিক্ত করা হইল এবং জলপূর্ণ কলসসকল স্থাপন করা হইল। এই সব কলসকে পতাকা ও বনমালাসমূহে অলঙ্কৃত করা হইল। ২৩।

রাজা উগ্রসেন ভূতলে পাতনরূপে বস্ত্র বিছাইয়া দিলেন এবং সেখানে পুষ্পসমূহের বহু মাল্য স্থাপিত করিলেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বে চন্দন, অগুরু ও গুগ্গুলের ধূপ জ্বালাইয়া দিলেন। স্থানে স্থানে দর্ভ (কুশ) ও গুচ্ছ জালাইয়া দেওয়া হইল। ২৪-২৫

বৃদ্ধা স্ত্রীগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করত স্তুতি ও মঙ্গলগান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত যুবতীরাও নিজ নিজ গৃহে অর্ঘ্য সজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ২৬

এইভাবে রাজা উগ্রসেন নগরে ও নগরবাসীদের মধ্যে আনন্দের বর্ধন করিয়া বসুদেবের গৃহে গমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও আগমনের প্রিয় সংবাদ নিবেদন করত বলরামের সহিত সমাদরপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের রথের নিকট যাইলেন। ২৭।

রাজন্! নরেশ্বর! ইহার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি শুনা যাইল। পাঞ্চজন্য-শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মথুরাবাসী স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, মাগধ, বন্দীরা মহারাজকে অগ্রে করত বিশাল সৈন্যের সহিত অর্ঘ্য-পাদ্যাদি লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ইঁহাদের সকলের সহিত বুদ্ধিমান রাজা উগ্রসেনও ছিলেন। ২৮-৩০

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথে আসিয়া রাজা উগ্রসেন উত্তম রথ হইতে নামিলেন এবং পদ ব্রজেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৩১

তিনি দেখিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্য বস্ত্রসমূহে বিভূষিত হইয়া এক রমণীয় রথে বিরাজমান আছেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গের আভরণ দিব্য রত্নসমূহের প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভা পাইতেছে। এই দিব্য রূপধারী শ্রীহরি ভাস্বমানকারী সূর্যের ন্যায় প্রতীত হইতে ছিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর ও ব্যজন আন্দোলিত হইতেছিল, মস্তকে শ্বেত ছত্র ছিল এবং তাঁহার রথের উপর উচ্চ গরুড়ধ্বজ উড়িতেছিল। তিনি সমস্ত রাজোচিত লক্ষণসমূহে সম্পন্ন ছিলেন এবং নিকটে দিব্য দুর্গাকুমার দিব্য শোভিতে

রাজলক্ষণসম্পূর্ণমাসনাকমিবোজ্জ্বলম্
শ্রিয়াভিভূতং দেবেশং দুর্নিরীক্ষ্যতরং হরিম্ ॥ ৩৪
দৃষ্ট্বা স রাজা রাজেন্দ্রং হর্ষগদ্গদয়া গিরা ।
বভাষে পুণ্ডরীকাক্ষং রামং বলনিষূদনম্ ॥ ৩৫
রথেন ন ময়া গন্তুং যুক্তপূর্ব্বেতি চিন্তা বৈ
অবতীর্ণো মহাভাগ গচ্ছ ত্বং স্যন্দনেন চ ॥ ৩৬
বিষ্ণুনা ছদ্মরূপেণ গত্বেমাং মথুরাং পুরীম্
অনুপ্রকাশিতাত্মানং দেবেন্দ্রং ন পার্থিবে ॥ ৩৭
ত্বমহং স্তোতুমিচ্ছামি সর্ব্বভাবেন কেশবম্
প্রত্যুবাচ মহাতেজা রাজানং কৃষ্ণপূর্ব্বজঃ ॥ ৩৮
ন যুক্তং নৃপতে স্তোতুং তং কৃষ্ণং দেবসত্তমম্ ।
বিনা স্তোত্রেণ সন্তুষ্টস্তব রাজন্ জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৯
তুষ্টস্য স্তবিনা কিং তে দর্শনেন তব স্তুতিঃ ।
রাজেন্দ্রত্বমনুপ্রাপ্য আগতস্তব বেশ্মনি ॥ ৪০
ন ত্বয়া স্তবতা রাজন্ বিষ্ণোঃ স্তোত্রমমানুষৈঃ ।
এবমাক্রমমাণৌ তৌ সম্প্রাপ্তৌ কেশবান্তিকম্ ॥ ৪১
অর্ঘ্যোপাত্তভুজং দৃষ্ট্বা স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ।
উবাচ যদুতাং শ্রেষ্ঠ উগ্রসেনং নরাধিপম্ ॥ ৪২
যন্ময়া চাভিষিক্তস্ত্বং মথুরেশো ভবস্থিতি
ন যুক্তমন্যথা কর্ত্তুং মথুরাধিপতে স্বয়ম্ ॥ ৪৩
অর্ঘ্যমাচমনীয়ঞ্চ পাদ্যং চাদৈব নিবেদিতম্ ।
ন দাতুমর্হসে রাজন্মেষ মে মনসঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪৪
তবাভিপ্রায়ং বিজ্ঞায় ব্রবীমি নৃপতে বচঃ ।
ত্বমেব মাথুরো রাজা নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৫
স্থানভাগঞ্চ নৃপতে দাস্যামি তব দক্ষিণম্ ।
যথা নৃপাণাং সর্ব্বেষাং তথা তে স্থাপিতোঽগ্রতঃ ॥ ৪৬
শতসাহস্রিকো ভাগো বস্ত্রাভরণবর্জ্জিতঃ ।
আরুহস্ব রথং শুভ্রং চামীকরবিভূষিতম্ ॥ ৪৭
চামরং ব্যজনং ছত্রং ধ্বজঞ্চ মনুজেশ্বর ।
দিব্যাভরণসংযুক্তং মুকুটং ভাস্করপ্রভম্ ॥ ৪৮

---

জাজ্বল্যমান ছিলেন। অদ্ভুত শোভার পরিধায়ক এই দেবেশ্বর শ্রীহরির দিকে তখন দৃষ্টিপাত করাই কঠিন হইয়া পড়িল। ৩২-৩৪

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে দেখিয়া রাজা উগ্রসেন শত্রুনিসূদন কমলনয়ন বলরামকে হর্ষ গদ্গদবাক্যে বলিলেন। ৩৫

"মহাভাগ! আমি পূর্ব্ব হইতেই যুক্তিসহকারে এই চিন্তা করিয়াছি যে, রথে বসিয়া আমার ভগবানের নিকট যাওয়া উচিত নয়; অতএব তুমি রথে করিয়া চল।" এই কথা বলিয়া তিনি রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন। ৩৬

নামিয়া পুনরায় বলিলেন—ভগবান্ বিষ্ণু ছদ্মরূপ ধারণ করত এই মথুরাপুরীতে আসিয়াছিলেন। তিনিই রাজগণের সমক্ষে গমন করত স্বীয় দেবেন্দ্র-রূপ প্রকাশিত করিয়াছেন; অতএব আমি ভগবান্ কেশবকে সর্ব্বতোভাবে স্তুতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ৩৭

তখন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাতেজস্বী বলরাম রাজা উগ্রসেনকে এইভাবে উত্তর দিলেন—নৃপতে! এখানে আগমনকারী দেবপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করা আপনার উচিত নয়। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ত' বিনা স্তুতিতেই আপনার উপর সন্তুষ্ট আছেন। যখন সে সন্তুষ্ট আছে, তখন তাহাকে স্তুতি করিবার আপনার প্রয়োজন কি? আপনার দর্শনমাত্রেই তাহার স্তুতি হইয়া গিয়াছে। ৩৮-৩৯

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ রাজেন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার গৃহে আসিতেছে; সেইজন্য আপনি অমানুষিক দিব্য স্তুতিসমূহের দ্বারা তাহার স্তুতি করুন—ইহা আপনার পক্ষে উচিত হইবে না। ৪০

এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ইঁহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা উগ্রসেনকে হস্তে অর্ঘ লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া যদুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজের উত্তম রথকে থামাইয়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৪১-৪২

মথুরাপতে! আমি এইজন্য আপনাকে মথুরায় অভিষিক্ত করিয়াছিলাম যে, আপনি মথুরারাজ্যের অধিপতি হউন। তাহাকে আপনি স্বয়ংই অন্যথা করুন—ইহা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। ৪৩

রাজন্! আমি আপনাকে অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় নিবেদন করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে সেই বস্তু দান করুন, ইহা আমার মনের প্রিয় নহে। ৪৪

নৃপতে! আপনি আপনার মনোভাব জানিয়া বলিতেছি। আপনি মথুরার রাজা আছেন এবং থাকিবেন, অতএব আপনি ইহাকে অন্যথা করিতে পারেন না। ৪৫

নরনাথ! আমি আপনাকে পুরস্কাররূপে নিয়ত যজ্ঞভাগ অর্পিত করিব, যেরূপ অন্য সব রাজাদিগকে প্রদান করিয়াছি, সেইরূপ আপনার জন্যও সম্মুখে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি। ৪৬

বস্ত্র ও আভরণ ত্যাগ করিয়া কেবল এক লক্ষ স্বর্ণ (দীনার) আপনার ভাগে অর্পিত করিয়াছি, এখন আপনি এই স্বর্ণভূষিত শুভ্র রথে আরোহণ করুন। ৪৭

ধারয়স্ব মহাভাগ পালয়স্ব পুরীমিমাম্ ।
পুত্রপৌত্রৈঃ প্রমুদিতো মথুরাং পরিপালয় ॥ ৪৯
দ্বিজাদিগণসঙ্ঘাংশ্চ ভোজবংশং বিবর্দ্ধয় ।
দেবদেবাত্মনস্তায় শৌরিণে বজ্রপাণিনা ॥ ৫০
প্রেষিতং দেবরাজেন দিব্যাভরণমম্বরম্
মাথুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং ভাগা দীনারকা দশ ॥ ৫১
সূত-মাগধ-বন্দীনামেকৈকস্য সহস্রকম্ ।
বৃষ্ণি-ভোজকসঙ্ঘানাং গণিকানাং শতং শতম্ ॥ ৫২
নৃপেণ সহ তিষ্ঠন্তি বিকদ্রুপ্রমুখাশ্চ যে ।
দশসাহস্রিকো ভাগস্তেষাং দাত্রা প্রকল্পিতঃ ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং সম্পূজ্য রাজানং মাথুরাণাং চমূমুখে ।
কৃত্বা সুমহদানন্দং মথুরাং মধুসূদনঃ ॥ ৫৪
দিব্যাভরণমাল্যৈশ্চ দিব্যাম্বরবিলেপনৈঃ ।
দীপ্যমানাঃ সমস্তাশ্চ দেবা ইব ত্রিবিষ্টপে ॥ ৫৫
ভেরী-পটহনাদেন শঙ্খ-দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ
বৃংহিতেন চ নাগানাং হয়ানাং হেষিতেন চ ॥ ৫৬
সিংহনাদেন নৃণাণাং রথনেমিস্বনেন চ ।
তুমুলঃ সুমহানাসীন্মেঘনাদ ইবাম্বরে ॥ ৫৭
বন্দিভিঃ স্তূয়মানশ্চ নমশ্চক্রুরপি প্রজাঃ
দত্ত্বা দানমসংখ্যঞ্চ ন যযৌ বিস্ময়ং হরিঃ ॥ ৫৮
স্বভাবোন্নতভাবত্বাদ্দৃষ্টপূর্ব্বাদ্যতোঽধিকম্
অনহঙ্কারভাবাচ্চ বিস্ময়ং ন জগাম হ ॥ ৫৯
দীপ্যমানং স্ববপুষা আয়ান্তং ভাস্করপ্রভম্ ।
দৃষ্ট্বা মথুরবাসিন্যো নমশ্চক্রুঃ পদে পদে ॥ ৬০
এষ নারায়ণঃ শ্রীমান্ ক্ষীরার্ণবনিকেতনঃ ।
নাগপর্য্যঙ্কমুৎসৃজ্য প্রাপ্তোঽয়ং মথুরাং পুরীম্ ॥ ৬১
বদ্ধ্বা বলিং মহাবীর্য্যং দুর্জ্জয়ং ত্রিদশৈরপি ।
শক্রায় প্রদদৌ রাজ্যং ত্রৈলোক্যং বজ্রপাণয়ে ॥ ৬২

---

মহাভাগ! মথুরেশ্বর! চামর, ব্যজন, ছত্র, আসন ও দিব্য আভরণসহ সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান মুকুট ধারণ করুন এবং এই মথুরাপুরী পালন করুন ॥ ৪৮।

আপনি পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত আনন্দিত হইয়া মথুরাপুরী পালন করুন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া ভোজবংশকে বর্দ্ধিত করুন ॥ ৪৯।

বজ্রধারী ইন্দ্র শূরসেন-কুলে উৎপন্ন, দেবগণেরও দেবতা, সকলের আদিকারণ, দেবস্বরূপ শৌরির জন্য দিব্য বস্ত্র ও আভরণ প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৫০।

মথুরার সকল নাগরিকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দশ দশ দীনার (এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাকে এক দীনার বলে। দশ দীনার অর্থাৎ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।) স্বর্ণের ভাগ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সূত, মাগধ ও বন্দীজনগণের মধ্যে প্রত্যেককে এক এক হাজার দীনার দেওয়া হইবে। বিকদ্রু প্রভৃতি যে সব প্রধান যাদবগণ রাজা উগ্রসেনের সহিত বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ইন্দ্র দশ দশ হাজার দীনার দান করিতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ॥ ৫১-৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এরূপ মথুরাবাসীদিগের সৈন্যগণের সম্মুখে রাজা উগ্রসেনকে সম্মান করত ভগবান্ মধুসূদন সম্পূর্ণ মথুরাপুরীকে মহানন্দে পরিপূর্ণ করিতে করিতে উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫৪

যেরূপ স্বর্গে দেবগণ শোভা পান, সেইরূপ মথুরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সেখানের নাগরিকবৃন্দ দিব্য আভরণ, দিব্য পুষ্পমালা এবং দিব্য বস্ত্র ও চন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া সর্ব্বদিকে দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ৫৫

ভেরী, পটহ, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যসমূহের ধ্বনির সহিত হস্তিগণের বৃংহণধ্বনি, অশ্বসকলের হ্রেষারব, নৃপতিগণের সিংহনাদ ও রথচক্রসমূহের ঘর্ঘর ধ্বনিতে যে সম্মিলিত তুমুল শব্দ হইতেছিল, তাহা আকাশে মেঘগর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৫৬-৫৭

বন্দী (যাহারা বন্দনাগান করে, তাহাদিগকে বন্দী বলা হয়।) জনগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিলেন। এই সময় অনন্ত ধন দান করিয়াও শ্রীহরির কোনরূপ বিস্ময় বা গর্ব হয় নাই ॥ ৫৮

প্রথমতঃ স্বভাবতই তাঁহার উচ্চ ভাব ছিল, দ্বিতীয়তঃ তিনি পূর্ব্বে ইহা হইতেও অধিক ধনদান দর্শন করিয়াছিলেন, তৃতীয়তঃ স্বাভাবিক ভাবেই অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই; সেইজন্য এই সময় তাঁহার বিস্ময় বা গর্ব উপস্থিত হয় নাই ॥ ৫৯

নিজ শরীরের দ্বারা প্রকাশিত হইতে হইতে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শুভাগমন করিতে দেখিয়া মথুরাবাসিনী স্ত্রীগণ সকলেই পদে পদে তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

(এই সময় মথুরাবাসীরা সকলে পরস্পর এই কথা বলিতেছিলেন) ইনিই ক্ষীরসমুদ্রে বাসকারী শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণ।

হত্বা দৈত্যগণান্ সর্ব্বান্ কংসঞ্চ বলিনাং বরম্ ।
ভোজরাজ্যং মথুরায়াং দত্ত্বা কেশিনিষূদনঃ ॥ ৬৩
নাভিষিক্তঃ স্বয়ং রাজ্যে ন চাসীনো নৃপাসনে
রাজেন্দ্রত্বং সম্প্রাপ্য মধুনাম বিশন্ততঃ ॥ ৬৪
এবমত্যদ্ভুতং শ্রুত্বা পুরবাসিনাম্
বন্দি-মাগধ-সূতানামিদমূচুর্দ্বিজাধিপে ॥ ৬৫
কিং বা শক্যামহে বক্তুং গুণানাং তে গুণোদধে ।
সমুদ্রমেকজিহ্বেন প্রভাবোৎসাহসম্ভবান্ ॥ ৬৬
স তত্র ভোগী নাগেন্দ্রঃ কদাচিদ্ধেব বুদ্ধিমান্ ।
দ্বিসাহস্রেণ জিহ্বেন বাসুকিঃ কথয়িষ্যতি ॥ ৬৭
কিন্ত্বদ্ভুতমিদং লোকে মানবেন্দ্রেষু ভূতলে
ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ শক্রাদাসনমাগতম্ ॥ ৬৮
সভাবতরণং চৈব জলদৈস্তাগতং স্বনে ।
ন শ্রুতং ন চ দৃষ্টং বা তেন মন্যামহেঽদ্ভুতম্ ॥ ৬৯

ধন্যা দেবী মহাভাগা দেবকী যোষিতাং বরা ।
ত্বমস্যাং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ধৃতা গর্ভেণ কেশবম্ ॥ ৭০
কৃষ্ণঃ পদ্মপলাশাক্ষং শ্রীবৎসলক্ষণাঞ্চিতম্ ।
নেত্রাভ্যাং স্নেহপূর্ণাভ্যাং বীক্ষতে মুখপঙ্কজম্ ॥ ৭১
ইতি সংস্তূয়মানানাং শৃণ্বন্তৌ পৃথগীরিতম্ ।
উগ্রসেনং পুরস্কৃত্য ভ্রাতরৌ রাম-কেশবৌ ॥ ৭২
প্রাকারদ্বারি সম্প্রাপ্তাবর্দ্ধমাসাস বৈ তদা ।
অর্ঘ্যমাচমনং দত্ত্বা পাদ্যং পাদ্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ৭৩
উগ্রসেনস্ততো ধীমান্ কেশবস্য রথাগ্রতঃ ।
প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণং গজমারুহ্য বীর্যবান্ ॥ ৭৪
ঘনবত্তোয়ধারেণ ববর্ষ কনকাম্বুভিঃ ।
ঘনৈর্বর্ষমাণস্তু সম্প্রাপ্তঃ পিতৃবেশ্মনি ॥ ৭৫
মথুরাধিপতিঃ শ্রীমানুবাচ মধুসূদনম্ ।

যিনি এই সমস্ত দেব-শত্রু হনন করত মথুরাপুরীতে শুভাগমন করিয়াছেন। ৬১

ইনিই দেবগণেরও দুর্জয় মহাপরাক্রমশালী রাজা বলিকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া (পাতালবাসী করত) মহাবাহু ইন্দ্রকে ত্রিলোকের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। ৬২

এই কেশীহন্তা কেশব সমস্ত দৈত্যগণকে বধ করিয়া বলবান্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কংসকে সংহার করত মথুরার রাজ্য ভোজরাজ উগ্রসেনকে প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হন নাই এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। এই সময় রাজেন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হইয়া এই মথুরায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ৬৩-৬৪

এইভাবে পারস্পরিক কথিত মথুরাবাসীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত, মাগধ ও বন্দীজনগণের প্রধান ব্যক্তিরা এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৬৫

গুণসাগর! আমরা মনুষ্যজনোচিত একটি মাত্র জিহ্বার দ্বারা আপনার গুণসমূহের প্রভাব, উৎসাহ ও আবির্ভাব কিভাবে বলিতে সমর্থ হইব? ৬৬

দেব! পাতাললোকবাসী সর্পশরীরধারী নাগরাজ বুদ্ধিমান্ বাসুকী (দেব) নিজ দুই হাজার জিহ্বার দ্বারা আপনার গুণপ্রভাব কথঞ্চিৎ বলিতে পারেন। ৬৭

এই ভূতলে এ জগতে নরপতিদিগের জন্য কখনও ইন্দ্রলোক হইতে সিংহাসন আসিয়াছে, এই অদ্ভুত ঘটনা কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। (আপনি এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া দেখাইয়াছেন।) ৬৮

স্বর্গ হইতে সভাভবনের অবতরণ এবং আকাশে দিয়া জলদসমূহের মাধ্যমে আগমন ও কাহাকেও অভিষেক করা, ইহা কেহ শ্রবণ করে নাই এবং দর্শনও করে নাই। (কিন্তু ইহাও আপনার জন্য সংঘটিত হইয়াছে।) সেইজন্য আমরা এই ঘটনাকে অদ্ভুত বলিয়াই মনে করি। ৬৯

রমণীগণশ্রেষ্ঠা মহাভাগা দেবকী দেবী ধন্যা, যিনি দেবশ্রেষ্ঠ কেশব আপনাকে গর্ভে ধারণ করিবার মহাসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এখন নিজের দুই স্নেহপূর্ণ নয়নে আপনার শ্যাম-সুন্দর কমলনয়ন শোভাধাম দেবপূজিত মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ৭০-৭১

এইরূপ বাক্যভাষী সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের পৃথক্ পৃথক্ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে দুই ভ্রাতা বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া নগরের প্রাচীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় বুদ্ধিমান্ রাজা উগ্রসেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথের অগ্রভাগে অবস্থান করত বলিলেন, পাদ্য (পাদ ধৌত করিবার জন্য সুবাসিত জল) আন, পাদ্য আন। তারপর স্বয়ংই পাদ্য, অর্ঘ্য (দূর্ব্বা, তুলসী, অক্ষতাদি) ও আচমন (আচমনের জল) প্রদান করত তাঁহার পূজা করিলেন। ৭২-৭৩½

তাহার পর মস্তক অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত পরাক্রমশালী সেই রাজা উগ্রসেন এক হস্তীতে আরোহণ করিয়া যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ সুবর্ণময় জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭৪½

রাজেন্দ্রত্বমনুপ্রাপ্য যুক্তং মে নৃপবেশ্মনি ॥ ৭৬
স্থাপিতুং দেবরাজেন দত্তং সিংহাসনং প্রভো।
নেষ্যামি মথুরেশস্ত্ব সভাং ভুজবলার্জ্জিতাম্ ॥ ৭৭
প্রসাদয়িষ্যে ভগবন্ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি
দেবকী বসুদেবশ্চ রোহিণী চ বিশাম্পতে ॥ ৭৮
ন কিঞ্চিৎকরণে শক্তা হর্ষক্রমবিমোহিতা।
কংসমাতা ততো রাজন্নর্চ্চয়ামাস কেশবম্ ॥ ৭৯
নানাদিগ্দেশজানীতং কংসেনোপার্জ্জিতং ধনম্
দেশকালং সমালোক্য পাদযুগ্মে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮০
উগ্রসেনং সমাহূয় উবাচ মধুরয়া গিরা

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

ন চাহং মথুরাকাঙ্ক্ষী ন ময়া বিত্তকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৮১
ঘাতিতস্তব পুত্রোঽয়ং কালেন নিধনং গতঃ।
যজস্ব বিবিধান্ যজ্ঞান্ দদস্ব বিপুলং ধনম্ ॥ ৮২
জয়স্ব রিপুসৈন্যানি মম বাহুবলাশ্রয়াৎ।
ত্যজস্ব মনসন্তাপং কংসনাশোদ্ভবং ভয়ম্ ॥ ৮৩
নয়স্ব বিত্তনিচয়ং ময়া দত্তং পুনস্তব।
ইতি প্রাশ্বাস্য রাজানং কৃষ্ণস্তু বলিনা সহ ॥ ৮৪
প্রবিবেশ ততঃ শ্রীমান্ মাতাপিত্রোরথান্তিকম্।
আনন্দপরিপূর্ণাভ্যাং হৃদয়াভ্যাং মহাবলৌ ॥ ৮৫
পিতৃমাত্রোস্তু পাদান্ বৈ ননন্দতুরানতৌ।
তস্মিন্মুহূর্ত্তে নগরী মথুরা তু বভূব সা ॥ ৮৬
স্বর্গলোকং পরিত্যজ্যাবতীর্ণেবামরাবতী
বসুদেবস্য ভবনং সমীক্ষ্য পুরবাসিনঃ ॥ ৮৭
মনসা চিন্তয়ামাসুর্দেবলোকং ন ভূতলম্
বিসৃজ্য মথুরেশং তু মহিষীসহিতং তদা ॥ ৮৮
ভবনং বসুদেবস্য প্রবিশ্য বল-কেশবৌ।
ক্ষত্রশস্ত্রাবুভৌ বীরৌ স্বগৃহে স্বৈরচারিণৌ ॥ ৮৯
ততঃ কৃতাহ্নিকৌ ভূত্বা সুখাসীনৌ কথান্তরে।

---

ধনসমূহ অর্পণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পিতৃভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে শ্রীমান্ মথুরাপতি উগ্রসেন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৭৫ ॥

প্রভো! আপনি রাজেন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনার ইহা উচিত, যে আপনি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত সিংহাসন এই রাজভবনে স্থাপিত করুন ॥ ৭৬ ॥

ভগবন্! আপনিই মথুরার পতি, আপনি এখানের রাজসভাকে স্বীয় বাহুবলে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি আপনাকে সেই সভায় লইয়া যাইব এবং নিজের ব্যবহারে আপনাকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিব। আপনি আমার উপর কোপ করিবেন না ॥ ৭৭ ॥

প্রজানাথ! দেবকী, বসুদেব ও রোহিণী—এই তিনজনে হর্ষের উদ্রেকে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন; অতএব ইঁহারা এই সময় কিছুই করিতে পারিলেন না ॥ ৭৮ ॥

রাজন্! তারপর কংসের মাতা পদ্মাবতী ভগবান্ কেশবের পূজা করিলেন এবং কংস বহু দেশ হইতে যে সব ধন জমা করিয়া আনিয়াছিল, সেই সব ধন দেশ-কাল বিচার করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে সমর্পণ করিয়া দিলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনকে আহ্বান করত মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৭৯-৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মহারাজ! আমি মথুরার রাজ্য কামনা করি না। আমি ধনের অভিলাষে আপনার পুত্রকে বধ করি নাই। এই কংস কালেরই দ্বারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮১ ॥

আপনি নানা প্রকার যজ্ঞ করুন, প্রভূত ধন দান করুন এবং আমার বাহুবলের আশ্রয় লইয়া শত্রুসৈন্যদিগকে জয় করুন ॥ ৮২ ॥

আপনি মানসিক সন্তাপ ত্যাগ করুন, কংসবধ-জনিত ভয় মন হইতে অপসারিত করুন এবং আমার প্রদত্ত এই ধনরাশিকে পুনরায় স্বভবনেই লইয়া যান ॥ ৮৩ ॥

এইভাবে রাজা উগ্রসেনকে আশ্বাস দান করত শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত মাতাপিতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৮৪ ॥

সেখানে এই দুই মহাবল বীর আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বিনীত হইয়া মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৫ ॥

সেই মুহূর্ত্তে মথুরা নগরী এরূপ মনে হইতে লাগিল যে, যেন অমরাবতীপুরী স্বর্গলোক পরিত্যাগ করত ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে ॥ ৮৬ ॥

বসুদেবের গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুরবাসী সকলে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইহা ভূলোক নহে, দেবলোক ॥ ৮৭ ॥

সেই সময় রাণী পদ্মাবতীসহ মথুরাপতি উগ্রসেনকে বিদায় দিয়া দুই বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন

এতস্মিন্নেব কালে তু মহোৎপাতো বভূব হ ॥ ৯০
বজ্রমুক্ত ঘনাকাশে চেলুশ্চ ভুবি পর্ব্বতাঃ ।
সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে বিভ্রান্তো ভোগিনাং বরঃ ॥ ৯১
কম্পিতা যাদবাঃ সর্ব্বে মুখাশ্চ পতিতা ভুবি ।
তৌ তান্ নিপতিতান্ দৃষ্ট্বা রাম-কৃষ্ণৌ তু নিশ্চলৌ ॥ ৯২
মহতা পক্ষবাতেন বিজ্ঞাতৌ পতগোত্তমম্
দদর্শ সমনুপ্রাপ্তং দিব্যস্রগনুলেপনম্ ॥ ৯৩
প্রণম্য শিরসা তাভ্যাং সৌম্যরূপী কৃতাসনঃ ।
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং সচিবং সাম্পরায়িকম্ ॥ ৯৪
ধৃতিমন্তং গরুত্মন্তমুবাচ বলিসূদনঃ ।
স্বাগতং খেচরশ্রেষ্ঠ সুরসেনারিমর্দ্দন ॥ ৯৫
বিনতাহৃদয়ানন্দ স্বাগতং কেশবপ্রিয় ।
তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণঃ স্থিতং দেবমিবাপরম্ ॥ ৯৬
তুল্যসামর্থ্যয়া বাচা আসীনং বিনতাত্মজম্ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যাস্যামঃ পতগশ্রেষ্ঠ ভোজস্যান্তঃপুরং মহৎ ॥ ৯৭
তত্র গত্বা সুখাসীনা মন্ত্রয়ামো মনোগতম্ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রবিষ্টৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ বলদেব-জনার্দ্দনৌ ॥ ৯৮
বৈনতেয়তৃতীয়ৌ চ কৃষ্ণঃ মন্ত্রমথ ব্রুবন্
অবধ্যোঽসৌ কৃতোঽস্মাকং সুমহচ্চ রিপোর্বলম্ ॥ ৯৯
বৃতঃ সৈন্যেন মহতা মহদ্ভিশ্চ নরাধিপৈঃ ।
বহুলানি চ সৈন্যানি হন্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ১০০
ন শক্যামঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং জরাসন্ধস্য বাহিনীম্ ।
অতোঽর্থং বৈনতেয় ত্বাং ব্রবীমি মথুরাং পুরীম্ ॥ ১০১
বসতোরাবয়োঃ শ্রেয়ো ন ভবেদিতি মে মতিঃ ।

গরুড় উবাচ ।

দেবদেব নমস্কৃত্য গতোঽহং ভবতোঽন্তিকাৎ ॥ ১০২
বাসার্থমীক্ষিতুং ভূমিং তব দেব কুশস্থলীম্

---

এবং অন্যসকল যাদবও নিজ নিজ গৃহে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ৮৮-৮৯

তদনন্তর নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া যখন সুখে উপবেশন করত বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সেখানে ভয়ঙ্কর উৎপাত হইতে লাগিল । ৯০

আকাশে ঘনমেঘ চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল । পৃথিবীতে পর্ব্বতসকল বিচলিত হইল । সমস্ত সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সর্পগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শেষ নাগ বিভ্রান্ত হইলেন । সমস্ত যাদবগণ কম্পিত হইয়া অধোমুখে ভূতলে পতিত হইলেন । ৯১

ইঁহাদের সকলকে পতিত দেখিয়াও বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হইলেন না । পক্ষবাতের দ্বারা উত্থিত প্রচণ্ড বায়ুতে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, পক্ষিগণশ্রেষ্ঠ গরুড় আসিতেছেন । ৯২

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । এই গরুড় তখন দিব্য পুষ্পহার ও দিব্য চন্দনে ভূষিত ছিলেন । তিনি মস্তক নত করিয়া সেই দুই ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন । তারপর সৌম্যরূপ ধারণ করত এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন । ৯৩

নিজের সমরসচিব ধৈর্য্যবান্ গরুড়কে উপস্থিত দেখিয়া বলিকে পরাভবকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন । ৯৪

পক্ষিগণশ্রেষ্ঠ গরুড় ! তোমাকে স্বাগত জানাই । দেবসৈন্যগণের মর্দ্দনকারী পক্ষিরাজ ! তোমার আগমন সুখকর হইয়াছে ত ? বিনতার হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধনকারী কেশবপ্রিয় গরুড় ! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত ? ৯৫

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপর শরীরতুল্য উপবিষ্ট বিনতানন্দন গরুড়কে নিজের শক্তির অনুরূপ বাক্যের দ্বারা পুনরায় বলিলেন । ৯৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় ! আমরা ভোজরাজ উগ্রসেনের বিশাল অন্তঃপুরে যাইব এবং সেখানে সুখে উপবেশন করত মনোগত বিষয় লইয়া গুপ্ত ভাবে পরামর্শ করিব । ৯৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! ইহার পর পরাক্রমশালী বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় জন গরুড় সহ উক্ত ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গুপ্ত বিষয় লইয়া সেখানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বিনতানন্দন ! জরাসন্ধকে আমাদের পক্ষে অবধ্য করা হইয়াছে ( এই অবধ্য কালযবনের পক্ষেও ) । কিন্তু আমাদের সেই শত্রুর সৈন্যবল ও শারীরিক বল সমধিক । সে বিশাল সৈন্যবাহিনীতে ও মহাত্মা নরপতিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে । তাহার সৈন্যবাহিনী এত অধিক যে, আমরা জরাসন্ধের সেই বিশাল বাহিনীকে শতবর্ষেও সংহার করিতে পারিব না । অতএব আমি তোমাকে বলিতেছি যে, এখন মথুরাপুরীতে থাকা

গত্বাহং খে সমাস্থায় সমন্তাদবলোক্য তাম্ ॥ ১০৩
দৃষ্টাহং বিবুধশ্রেষ্ঠ পুরীং লক্ষণপূজিতাম্
সাগরানূপবিপুলাং প্রাগুদক্প্রবণস্থলাম্ ॥ ১০৪
সর্বতো দবিমধ্যস্থামভেদ্যাং ত্রিদশৈরপি।
সর্বরত্নাকরবতীং সর্বকামফলদ্রুমাম্ ॥ ১০৫
সর্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণাং সর্বতঃ সুমনোহরাম্।
সর্বাশ্রমাধিবাসাঞ্চ সর্বকামগুণৈর্যুতাম্ ॥ ১০৬
নরনারীসমাকীর্ণাং নিত্যামোদবিবর্দ্ধিনীম্।
প্রাকারপরিখোপেতাং গোপুরাট্টালমালিনীম্ ॥ ১০৭
বিচিত্রচত্বরপথাং বিপুলদ্বারতোরণাম্
যন্ত্রার্গলবিচিত্রাঢ্যাং হেমপ্রাকারশোভিতাম্ ॥ ১০৮
নরনাগাশ্বকলিলাং রথসৈন্যসমাকুলাম্।
নানাদিগ্দেশজাকীর্ণাং দিব্যপুষ্পফলদ্রুমাম্ ॥ ১০৯
পতাকাধ্বজমালাঢ্যাং মহাভবনশালিনীম্
ভীষণীং রিপুসঙ্ঘানাং মিত্রাণাং হর্ষবর্দ্ধনীম্ ॥ ১১০
মহেন্দ্রস্যাধিবাসেভ্যো বিশিষ্টাং নগরোত্তমাম্
রৈবতঞ্চ গিরিশ্রেষ্ঠং কুরু দেব সুরালয়ম্ ॥ ১১১
নন্দনপ্রতিমং দিব্যং পুরদ্বারস্য ভূষণম্
কারয়স্বাধিবাসঞ্চ তত্র গত্বা সুরোত্তম ॥ ১১২
কুমারীণাং প্রচারশ্চ সুরম্যো ভবিষ্যতি।
নাম্না দ্বারবতী জ্ঞেয়া ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ১১৩
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শক্রস্যেবামরাবতী।
যদি স্যাৎ সংবৃতাং ভূমিং প্রদাস্যতি মহোদধিঃ ॥ ১১৪
যথেষ্টং বিবিধং কর্ম বিশ্বকর্মা করিষ্যতি।
মণিমুক্তাপ্রবালাভির্বজ্রবৈদূর্যসপ্রভৈঃ ॥ ১১৫
দিব্যৈরভিপ্রায়কৃতৈর্দিব্যারত্নৈস্ত্রিলোকজৈঃ
দিব্যরত্নলতাকীর্ণান্ স্বর্গে দেবসভোপমান্ ॥ ১১৬
জাম্বূনদময়াংস্তান্ সর্বরত্নবিভূষিতান্

আমাদের উভয়ের পক্ষে ভাল হইবে না—ইহাই আমার ধারণা ॥ ৯৮-১০১½

গরুড় বলিলেন,—ভগবন্! আপনি দেবতাগণেরও দেবতা। আপনাকে নমস্কার করিয়া আমি আপনার নিকট হইতে আপনারই বাসযোগ্য নিবাসভূমি নিরীক্ষণ করিবার জন্য কুশস্থলীর দিকে গিয়াছিলাম ॥ ১০২½

সুরশ্রেষ্ঠ! সেখানে যাইয়া আকাশে অবস্থান করত সর্ব্বদিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই নিশ্চয় করিতে পারিয়াছি যে, সেখানে শুভ লক্ষণসম্পন্ন ও সম্মানিত এক নগরী নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে ॥ ১০৩½

কুশস্থলীর বহু প্রদেশ সাগরের নিকটে থাকায় জলপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। সেখানের ভূমি পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে কিছু নিম্ন (ঢালু) ও শীতল। উহা সর্ব্বদিকে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত, সেইজন্য সেখানে স্থাপিত পুরীকে ভেদ করা দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব হইবে ॥ ১০৪½

সেখানে যে পুরী নির্ম্মিত হইবে, তাহা সর্ব্বপ্রকার রত্নের খনিতে পূর্ণ থাকিবে। সেখানের বৃক্ষ সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহকে ফলরূপে প্রদানকারী হইবে। সকল ঋতুতেই বিকশিত পুষ্পসমূহ সেই পুরীর শোভাবর্দ্ধন করিবে। ইহা সর্ব্বদিকেই অত্যন্ত মনোহর হইবে ॥ ১০৫½

সেখানে সকল আশ্রমেরই লোক বাস করিতে পারিবে। এই পুরী সমস্ত কমনীয় গুণসমূহে অলঙ্কৃত হইবে। অসংখ্য নর-নারীতে পূর্ণ থাকিয়া সর্ব্বদাই এই নগরী আমোদ-প্রমোদ বর্দ্ধন করিতে থাকিবে ॥ ১০৬½

এই নগরী প্রাকার, পরিখা, গোপুর ও অট্টালিকাশ্রেণীতে সুশোভিতা হইবে। ইহার চত্বর ও পথসমূহ বিচিত্র শোভা-সম্পন্ন হইবে। এই পুরীর দ্বার ও তোরণ অতিশয় বৃহৎ হইবে। চিত্র-বিচিত্র যন্ত্র ও অর্গল (খিল)-সমূহে ইহার বিশেষ শোভা বর্দ্ধিত হইবে। স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর ইহার শোভা আরও বর্দ্ধন করিবে ॥ ১০৭-১০৮

হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য ও রথসকলের সৈন্যে এই পুরী ব্যাপ্ত থাকিবে। বিভিন্ন দিকের ও দেশের লোকসকলে এবং সেখানে উৎপন্ন পদার্থসমূহে উহা সদা পূর্ণ থাকিবে। দিব্য পুষ্প ও ফলদায়ক দেববৃক্ষসমূহ ইহার শোভা বিস্তার করিবে ॥ ১০৯

এই নগরী ধ্বজ-পতাকাশ্রেণীতে অলঙ্কৃত ও বড় বড় প্রাসাদে সুশোভিত হইবে। এই নগরী শত্রুগণের ভয় ও মিত্র-বর্গের হর্ষবর্দ্ধন করিবে ॥ ১১০

দেব! আজ পর্য্যন্ত নরপতিগণের যত অধিবাস (রাজধানী) আছে, সেই সব হইতেই এই পুরী বিশিষ্ট হইবে। দেবগণের নিবাসস্থান যে গিরিশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত আছে, তাহাকে এবং সেখানের নন্দনবন-সদৃশ দিব্য বনকে আপনি এই নগরদ্বারের ভূষণ করুন। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি সেখানে যাইয়া নিজের বাসস্থান করুন ॥ ১১১-১১২

সেখানে কুমারীগণ অত্যন্ত মনোহর রীতিতে ভ্রমণ করিতে পারিবে। এই পুরীর নাম হইবে দ্বারবতী বা দ্বারকা, যাহা

দিব্যধ্বজপতাকাঢ্যান্ দেবগন্ধর্ব্বপালিতান্ ॥ ১১৭
চন্দ্রসূর্য্যপ্রতীকাশান্ প্রাসাদান্ কারয় প্রভো।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং কৃত্বা তু সম্বন্ধং বৈনতেয়োঽথ কেশবম্ ॥ ১১৮
প্রণম্য শিরসা তাভ্যাং নিষসাদ কৃতাসনঃ।
কৃষ্ণোঽপি রামসহিতো বিচিন্ত্য হিতমীরিতম্ ॥ ১১৯
প্রকাশকর্ত্তুকামৌ তৌ বিসৃজ্য বিনতাত্মজম্
সৎকৃত্য বিবিধৈ রাজন্মহার্হৈবরভূষণৈঃ ॥ ১২০
মোদেতে সুখিনৌ তত্র স্বর্গলোকে যথামরৌ।
তস্য উগ্রসেনঃ শ্রুত্বা ভোজরাজো মহাযশাঃ ॥ ১২১
কৃষ্ণং স্নেহেন বিশ্রব্ধং বভাষে বচনামৃতম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো যদূনাং নন্দিবর্দ্ধন ॥ ১২২
শ্রূয়তাং বচনং ত্বাদ্য বক্ষ্যামি রিপুসূদন।
ত্বয়া বিহীনাঃ সর্ব্বে স্ম ন শক্তাঃ সুখমাসিতুম্ ॥ ১২৩
পুরেঽস্মিন্ বিষয়ান্তো বা পতিহীনা ইব স্ত্রিয়ঃ।
ত্বৎসনাথা বয়ং তাত ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিতাঃ ॥ ১২৪
বিভীমো ন নরেন্দ্রাণাং দেবানামপি মানদ।
বিজয়ায় যদুশ্রেষ্ঠ যত্র যত্র গমিষ্যসি ॥ ১২৫
তত্র ত্বং সহিতোঽস্মাভির্গচ্ছেথা যাদবর্ষভ।
তস্য রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতঃ দেবকীসুতঃ ॥ ১২৬
যথেষ্টং ভবতামস্তু তথা কর্ত্তাস্ম্যসংশয়ম্ ॥ ১২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনমহোৎসবো দ্বারবতীপ্রয়াণসঙ্কেতো
নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫

পরে তিন লোকেই বিখ্যাত হইয়া উঠিবে। এই পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পরম রমণীয় হইবে। ১১৩।

যদি মহাসাগর নিজ জলে আবৃত কিছু ভূমি প্রদান করে, তাহা হইলে সেখানে পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন পুরী নির্ম্মিত হইতে পারিবে। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা উপস্থিত হইয়া সেখানে আপনার ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম করিবেন। ১১৪।

প্রভো! আপনি মণি, মুক্তা, প্রবাল, হীরা, বৈদূর্য্য ও দিব্য ভাবসমূহে যুক্ত ত্রিলোকের অজ্ঞাত দিব্য রত্নসমূহের দ্বারা এরূপ বহু প্রাসাদপূর্ণ অন্তঃপুর ( রাজমহল ) নির্ম্মাণ করান, যাহা স্বর্গলোকের দেবগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিবে। ইহাতে শত দিব্য স্তম্ভ সংযুক্ত থাকিবে। এই রাজমহল স্বর্ণ ইষ্টকে নির্ম্মিত হইবে এবং ইহাকে সর্ব্বপ্রকার রত্নরাজিতে বিভূষিত করা হইবে। এই সব উচ্চ প্রাসাদ দিব্য ধ্বজ ও পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত হইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ প্রতীয়মান এই সব প্রাসাদকে দেবগন্ধর্ব্বগণ রক্ষা করিবেন। ১১৫-১১৭।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া বিনতানন্দন গরুড় মস্তক অবনত করত সেই দুই ভ্রাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। ১১৮।

রাজন্! বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণও গরুড়কথিত হিতকর বাক্য বিচার করত তাহা প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বহুমূল্য সুন্দর আভরণের দ্বারা বিনতানন্দন গরুড়কে বিধি অনুসারে পূজা করত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তারপর দেবলোকে বিহারকারী দুই দেবতার ন্যায় সেই দুই ভ্রাতা মথুরায় সুখে ও আনন্দসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। ১১৯-১২০।

গরুড়ের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশস্বী ভোজরাজ উগ্রসেন স্নেহ ও বিশ্বাসসহকারে অমৃততুল্য মধুর ভাষায় বলিলেন। ১২১।

শ্রীকৃষ্ণ! যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণ! মধুসূদন! আজ আমি তোমাকে যে কথা বলিব, তুমি আমার সেই কথা শ্রবণ কর। ১২২।

যেরূপ পতিহীনা স্ত্রী কোথাও সুখে থাকিতে পারে না, সেইরূপ তোমাকে ত্যাগ করিয়া সমস্ত যাদব আমরা এই নগরে বা রাজ্যে সুখে বাস করিতে পারিব না। ১২৩।

মানদাতা তাত! আমরা তোমার দ্বারা সনাথ হইয়া তোমার বাহুবলের আশ্রয় করত নরেন্দ্রগণের কথা কি! ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণকেও আমরা ভয় করি না। ১২৪।

যদুশ্রেষ্ঠ! যাদবপ্রবর! তুমি বিজয়ের জন্য যে স্থানে যাইবে, সেই সেই স্থানে তুমি আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া চল। ১২৫।

রাজা উগ্রসেনের এই কথা শ্রবণ করত দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে বলিলেন,—রাজন্! এখন আপনার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইরূপই করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১২৬-১২৭

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনমহোৎসব এবং তাঁহার দ্বারকা যাইবার সঙ্কেতনামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

( শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া যাদবানাং দ্বারকাপুরীগমনম্ । )

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সভায়াং তান্ যদূন্ প্রভুঃ ।
উবাচ পুণ্ডরীকাক্ষো হেতুমদ্বাক্যমুত্তমম্ ॥ ১
যাদবানামিয়ং ভূমির্মথুরা রাষ্ট্রমালিনী ।
বয়ং চৈবেহ সম্ভূতা ব্রজে চ পরিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ২
তদিদানীং গতং দুঃখং শত্রবশ্চ পরাজিতাঃ ।
নৃপেষু জনিতং বৈরং জরাসন্ধেন বিগ্রহঃ ॥ ৩
বাহনানি চ নঃ সন্তি পাদাতং চাপ্যনন্তকম্ ।
রত্নানি চ বিচিত্রাণি মিত্রাণি চ বহূনি চ ॥ ৪
ইয়ঞ্চ মাথুরী ভূমিরল্পা গম্যা পরস্য তু ।
বৃদ্ধিশ্চৈব পরাস্মাকং বলতো মিত্রতস্তথা ॥ ৫
কুমারকোট্যো যাশ্চেমাঃ পদাতীনাং গণাশ্চ যে
এষামপীহ বসতাং সম্মর্দমুপলক্ষয়ে ॥ ৬
অত্র নো রোচতে মহ্যং নিবাসো যদুপুঙ্গবাঃ ।
পুরীং নিবেশয়িষ্যামি মম তৎ ক্ষন্তুমর্হথ ॥ ৭
এতদ্ যদুগুণৈঃ বো মমাভিপ্রায়িকং বচঃ ।
তথায় ভবতাং কালে যতন্তঃ যতনামহি ॥ ৮
তমূচুর্যাদবাঃ সর্বে হৃষ্টেন মনসা তদা ।
সাধ্যতাং যদভিপ্রেতং জনস্যাস্য ভবায় বৈ ॥ ৯
ততঃ সম্মন্ত্রয়ামাসুর্বৃষ্ণয়ো মন্ত্রমুত্তমম্
অবধ্যোঽসৌ কৃতোঽস্মাকং সুমহচ্চ বিপে র্বলম্ ॥ ১০
কৃতঃ সৈন্যক্ষয়শ্চাপি মহানিহ নরাধিপৈঃ ।
বহূনি চ সৈন্যানি শক্যং বর্ষশতৈরপি ।
ন শক্যানো হ্যুপতন্তেমানপযানেহ ভবমতিঃ ॥ ১১
তস্মিংশ্চৈবান্তরে রাজা সকালযবনস্তদা ।
সৈন্যেন তদ্বিধেনৈব মথুরামভ্যুপাগমৎ ॥ ১২

---

### ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণের দ্বারকাপুরী গমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর কোনও এক সময় কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সভায় উপস্থিত সমস্ত সভাসদ্গণকে এই প্রয়োজনপূর্ণ উত্তম বাক্য বলিলেন। ১

রাষ্ট্রমালো (সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে মালার ন্যায় ধারণকারিণী রাজধানী) ভূষিতঃ এই মথুরাপুরী যাদবগণের ভূমি (জন্মভূমি)। আমরা এখানে জন্মিয়াছি ও ইহার ব্রজভাগে পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। ২

এই সময় আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া গিয়াছে। আমাদের শত্রুরাও পরাজিত হইয়াছে। নৃপগণের মধ্যে আমাদের শত্রুতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং জরাসন্ধের সহিত দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিয়াছি। ৩

আমাদের পর্য্যাপ্ত বাহন আছে। পদাতির সংখ্যাও অনন্ত, আমাদের ধন গারে বহু বিচিত্র রত্নরাশি রহিয়াছে এবং আমাদের সংখ্যাও বহু। ৪

কিন্তু এই মথুরা-ভূমি প্রয়োজনানুসারে পরিমাণে অল্প এবং শত্রু সহজেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এদিকে আমাদের সৈন্য ও মিত্রগণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ৫

আমাদের নিকট যে এককোটি কুমার (অবিবাহিত) সৈন্য আছে এবং এই যে পদাতি সহ সৈন্যদল রহিয়াছে, ইহারা সকলে এখানে বাস করায় দেখা যাইতেছে, বড় ভিড় হইয়া গিয়াছে। ৬

যদুশ্রেষ্ঠগণ! অতএব এখানে বাস করা আমার আর ভাল লাগিতেছে না; সেইজন্য আমি অন্য এক পুরী স্থাপনা করিব। আপনাদিগকে না জানাইয়া এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। ৭

এই যাদবসভায় আমার অভিপ্রায় অনুসারে আমি যে কথা বলিলাম, তাহা যথাকালে আপনাদের মঙ্গলদায়ক হইবে অথবা সময়ানুসারে আপনাদের উন্নতির জন্য, যদি আপনাদের উহা অনুকূল মনে হয়, তবে তাহা বলুন। ৮

তখন সমস্ত যাদবগণ হৃষ্ট মনে বলিলেন,—প্রভো! এই যাদব-সমাজের অভ্যুদয়ের (বা উন্নতির) জন্য আপনার যাহা অভীষ্ট হইবে, তাহাই সম্পাদন করুন। ৯

তাহার পর সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ মিলিত হইয়া উত্তম মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—এই জরাসন্ধকে (বা কালযবনকে) আমাদের পক্ষে অবধ্য করা হইয়াছে। আমাদের এই শত্রুর সৈন্যবলও অধিক। ১০

আমাদের পক্ষের নরপতিগণ শত্রুর সেই সৈন্যদের যদিও বহু ক্ষয় করিয়া দিয়াছেন, তথাপি এখনও তাহার নিকট বহু সৈন্য রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা শতবর্ষেও বধ করিতে পারিব না। অতএব আমাদের মতে এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই ভাল। ১১

এই সময়ের মধ্যে কালযবনসহ রাজা জরাসন্ধ পুনরায় সেই প্রকার সৈন্যবাহিনীর সহিত মথুরা আক্রমণ করিলেন। ১২

ততো জরাসন্ধবলং দুর্নিবার্যমভূত্তদা
তে কালযবনঞ্চৈব জ্ঞাত্বেদং প্রতিপেদিরে ॥ ১৩
কেশবঃ পুনরেবাহ যাদবান্ সত্যসঙ্গরঃ ।
অদ্যৈব দিবসঃ পুণ্যো নির্যামঃ স্ববলানুগাঃ ॥ ১৪
ততো নিষ্ক্রমুঃ সর্ব্বে যাদবাঃ কৃষ্ণশাসনাৎ ।
ওঘা ইব সমুদ্রস্য বলৌঘপ্রতিনাদিতাঃ ॥ ১৫
সংগৃহ্য তে কলত্রাণি বসুদেবপুরোগমাঃ ।
সুসন্নদ্ধৈর্গজৈর্দিব্যৈ রথৈরশ্বৈশ্চ দংশিতৈঃ ॥ ১৬
আহত্য দুন্দুভীন্ সর্ব্বে স্বজনজ্ঞাতিবান্ধবাঃ ।
নির্যযুর্যাদবাঃ সর্ব্বে মথুরামপহায় বৈ ॥ ১৭
স্যন্দনৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্নাগৈশ্চ বরবারণৈঃ ।
দৃঢ়ৈঃ পুষ্টৈশ্চ তুরগৈঃ কশাপাষ্ণিপ্রণোদিতৈঃ ॥ ১৮
স্থানি স্থানি বলাগ্রাণি যোজয়ন্তঃ প্রকম্পিনঃ ।
প্রতাড়্নুপা যযুর্হৃষ্টা বৃষ্ণয়ো ভরতর্ষভ ॥ ১৯

ততো যুধাত্তমাঃ সর্ব্বে যাদবা রণকোবিদাঃ
অনীকাগ্রাণি কর্ষন্তো বাসুদেবপুরোগমাঃ ॥ ২০
তে স্ম নানালতাচিত্রং নারিকেলবনাবৃতম্ ।
কীর্ণং নাগবলৈঃ কান্তং কেতকীষণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ২১
তালপুন্নাগবকুলদ্রাক্ষাবনঘনং ক্বচিৎ ।
অনূপং সিন্ধুরাজস্য প্রপেদুর্যদুপুঙ্গবাঃ ॥ ২২
তে তত্র রমণীয়েষু বিষয়েষু সুখপ্রিয়াঃ ।
মুমুদুর্যাদবাঃ সর্ব্বে দেবাঃ স্বর্গগতা ইব ॥ ২৩
পুরবাস্তু বিচিন্বন্ স কৃষ্ণস্তু পরবীরহা ।
দদর্শ বিপুলং দেশং সাগরেণোপশোভিতম্ ॥ ২৪
বাহনানাং হিতঞ্চৈব সিকতাতাম্রমৃত্তিকম্ ।
পুরলক্ষণসম্পন্নং কৃতাস্পদমিব শ্রিয়া ॥ ২৫
সাগরানিলসংবীতং সাগরাম্বুনিষেবিতম্ ।
বিষয়ং সিন্ধুরাজস্য শোভিতং পুরলক্ষণৈঃ ॥ ২৬

সেই সময় মথুরার সৈন্যগণের পক্ষে জরাসন্ধের সৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করাই কঠিন ছিল। তারপর ইঁহারা যখন শুনিলেন যে, কালযবনও আসিয়াছে, তখন যাদবগণ সকলে মথুরা হইতে চলিয়া যাওয়াই নিজেদের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিলেন। ১৩

সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে যাদবগণকে পুনরায় বলিলেন— আজই সেই পুণ্যদিবস, যখন নিজ নিজ সৈন্যসহ আমরা এখান হইতে নির্গত হইয়া যাইব। ১৪

ইহা শুনিয়া সমস্ত যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই সময় সৈন্যসমূহের কোলাহলপূর্ণ যাদবগণের দল সমুদ্রের জল-প্রবাহের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। ১৫

বসুদেবাদি সমস্ত যাদবগণ নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া উত্তমরূপে বদ্ধ সজ্জিত হস্তী, রথ ও সুসজ্জিত অশ্বগণের দ্বারা মথুরা ত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। দুন্দুভিবাদ্য করিয়া স্বজন ও জ্ঞাতিবান্ধবগণ সকলে তখন মথুরা হইতে নির্গত হইলেন। ১৬-১৭

ভারতশ্রেষ্ঠ! স্বর্ণভূষিত রথ, সমস্ত গজরাজ ও হস্তে কশা (চাবুক) লইয়া আরোহিগণের দ্বারা প্রেরিত অশ্বগণের দ্বারা নিজ নিজ সৈন্যদিগের শোভাবর্দ্ধন করিতে করিতে ও তাহাদের আকর্ষণ করিয়া সঙ্গে লইয়া সমরকামী বৃষ্ণিবংশীয়গণ অতিশয় আনন্দের সহিত পশ্চিমদিক অভিমুখে গমন করিলেন। ১৮-১৯

তদনন্তর যুদ্ধকুশল শ্রীকৃষ্ণাদি মুখ্য মুখ্য যাদবগণ নিজ সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ২০

তারপর এই যদুশ্রেষ্ঠ বীরগণ নানাপ্রকার লতাসমূহে শোভাসম্পন্ন সিন্ধুরাজের জলপ্রায় দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই দেশ নারিকেলের বহু বনে সুশোভিত ছিল। নাগকেশরসমূহের শ্রেণীতে পূর্ণ থাকায় এ স্থানের কমনীয়তা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। কেতকীবনে এই দেশ অলঙ্কৃত ছিল। কোনও কোনও স্থলে তাল, পুন্নাগ, বকুল ও দ্রাক্ষার বন থাকায় এই স্থান আরও ঘনাকার দেখাইতেছিল। ২১-২২

যাঁহাদের সুখই প্রিয় ছিল, সেই যাদবগণ সেখানের রমণীয় প্রদেশসমূহে স্বর্গস্থিত দেবতাদিগের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ২৩

শত্রুবীরহন্তা শ্রীকৃষ্ণ নগরের বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সমুদ্রের দ্বারা সুশোভিত এক বিশাল প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। ২৪

এই স্থান বালুকার সহিত তাম্রবর্ণযুক্ত মৃত্তিকাপূর্ণ থাকায় বিশেষ শোভা পাইতেছিল। উহা বাহনগণের পক্ষে হিতকর এবং নগরোপযোগী শুভলক্ষণসমূহে সম্পন্ন ছিল। ইহা এমন মনোহর দেখাইতেছিল যে, স্বয়ং লক্ষ্মী যেন সেখানে বাসস্থান করিয়া রহিয়াছেন। ২৫

সিন্ধুরাজের এই প্রদেশ সমুদ্রের বায়ুর দ্বারা বীজিত, সমুদ্রের জলে সেবিত এবং নগরোপযোগী লক্ষণসমূহে সুশোভিত ছিল। ২৬

তত্র রৈবতকো নাম পর্ব্বতো নাতিদূরতঃ
মন্দরোদারশিখরঃ সর্ব্বতোঽভিবিরাজতে ॥ ২৭
তত্রৈকলব্যসংবাসো দ্রোণেনাধ্যুষিতশ্চিরম্
প্রভূতপুরুষোপেতঃ সর্ব্বরত্নসমাকুলঃ ॥ ২৮
বিহারভূমিস্তত্রৈব তস্য রাজ্ঞঃ সুনির্ম্মিতা
নাম্না দ্বারবতী নাম স্বায়তাষ্টাপদোপমা ॥ ২৯
কেশবেন মতিস্তত্র পুর্য্যার্থে বিনিবেশিতা
নিবেশং তত্র সৈন্যানাং রোচয়ন্তি স্ম যাদবাঃ ॥ ৩০
তে রক্তসূর্য্যাদিবসে তত্র যাদবপুঙ্গবাঃ।
সেনাপালাংশ্চ সঞ্চক্রুঃ স্কন্ধাবারনিবেশনম্ ॥ ৩১

ধ্রুবায় তত্র ভবনং কেশবঃ সহ যাদবৈঃ
দেশে পুরনিবেশায় স যদুপ্রবরো বিভুঃ ॥ ৩২
তস্য তু বিধিবন্নাম বাস্তুনি চ গদাগ্রজঃ
নির্ম্মমে পুরুষশ্রেষ্ঠো মনসা যাদবোত্তমঃ ॥ ৩৩
এবং দ্বারবতীঞ্চৈব পুরীং প্রাপ্য সবান্ধবাঃ
সুখিনো ন্যবসন্ রাজন্ স্বর্গে দেবগণা ইব ॥ ৩৪
কৃষ্ণোঽপি কালযবনং জ্ঞাত্বা কেশিনিসূদনঃ
জরাসন্ধভয়াচ্চৈব পুরীং দ্বারবতীং যযৌ ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
দ্বারবতীপ্রয়াণে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

---

সেখানে পার্শ্বেই রৈবতক নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে, যাহার শিখর মন্দরাচলের সমান উচ্চ ও রমণীয়। এই পর্ব্বত সর্ব্বদিকেই অতিশয় শোভান্বিত ছিল। ২৭

এখানে একলব্য বাস করিতেছিলেন। আচার্য্য দ্রোণও এখানে বাস করিয়াছিলেন। বহু মানুষও এখানে যাতায়াত করিতেছিল এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। ২৮

ইহার পার্শ্বেই সেই রাজা রৈবতের বিহারভূমি ছিল, যাহাকে অতিশয় সুন্দর রীতিতে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই ভূমির নাম ছিল দ্বারবতী, যাহা বিশাল ছিল বলিয়া শতরঞ্জি বা গালিচা পাতার ন্যায় চতুষ্কোণাকার (চৌকাকার) ছিল। ২৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নগর স্থাপনের জন্য স্থির করিলেন। যাদবগণও সেখানে সেনানিবাস করিতে অভিলাষ করিলেন। ৩০

দিবাভাগে যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ছিলেন, সেই সময় শ্রেষ্ঠ যাদবগণ সেনানায়ক নিযুক্ত করিলেন এবং সৈন্যদিগের বাসের জন্য শিবির স্থাপন করিলেন। ৩১

যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সহিত সেই প্রদেশে এক সুবিস্তৃত নগর বসাইবার জন্য নিবাস প্রস্তুত করাইলেন। ৩২

গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাদবশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা সেই পুরীর নাম স্থির করিলেন এবং মনে মনেই বিধিপূর্ব্বক সেখানে গৃহসমূহ বিভাগ করিলেন। ৩৩

এইভাবে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যদুবংশীয় সকলেই দ্বারকা-পুরীতে উপস্থিত হইয়া সেইভাবে সুখে বাস করিতে লাগিলেন, যেরূপ স্বর্গে দেবগণ বাস করেন। ৩৪

কেশিহন্তা শ্রীকৃষ্ণও কালযবনের আগমনের সংবাদ জানিয়া তাহার ও জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকাপুরীতে চলিয়া যাইলেন। ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণসহ যাদবগণের দ্বারকাপুরীতে প্রয়াণ-বিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ কালযবন-বধবর্ণনম্

জনমেজয় উবাচ

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহাত্মনঃ
চরিতং বাসুদেবস্য যদুশ্রেষ্ঠস্য ধীমতঃ ॥ ১
কিমর্থঞ্চ পরিত্যজ্য মথুরাং মধুসূদনঃ
মধ্যদেশস্য ককুদং ধাম লক্ষ্ম্যাশ্চ কেবলম্ ।
শৃঙ্গং পৃথিব্যাঃ স্বালক্ষ্যং প্রভূতধনধান্যবৎ
আর্য্যাঢ্যজনভূয়িষ্ঠমধিষ্ঠানবরোত্তমম্ ॥ ২
অযুদ্ধেনৈব দাশার্হস্ত্যক্তবান্ দ্বিজসত্তম ।
স কালযবনশ্চাপি কৃষ্ণে কিং প্রত্যপদ্যত ॥ ৪
দ্বারকাঞ্চ সমাসাদ্য বারিদুর্গাং জনার্দ্দনঃ
কিং চকার মহাবাহুর্মহাযোগী মহাতপাঃ ॥ ৫
কিংবীর্য্যঃ কালযবনঃ কেন জাতশ্চ বীর্য্যবান্ ।
যমসহ্যং সমালক্ষ্য ব্যপযাতো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

বৃষ্ণীনামন্ধকানাঞ্চ গুরুর্গার্গ্যো মহামনাঃ
ব্রহ্মচারী পুরা ভূত্বা ন স্ম দারান্ স বিন্দতি ॥ ৭
তথাহি বর্ত্তমানঃ ঊর্দ্ধরেতসমব্যয়ম্
শ্যালোঽভিশস্তবান্ গার্গ্যমপুমানিতি রাজনি ॥ ৮
সোঽভিশস্তস্তদা রাজন্নগরে বজিতং জয়ে ।
অলিপ্সংস্ত্রিয়ং চৈব তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ৯
ততো দ্বাদশবর্ষাণি সোঽয়শ্চূর্ণমভক্ষয়ৎ
আরাধয়ন্ মহাদেবমচিন্ত্যং শূলপাণিনম্ ॥ ১০
রুদ্রস্তস্মৈ বরং প্রাদাৎ সমর্থং যুধি নিগ্রহে
বৃষ্ণীনামন্ধকানাঞ্চ সর্ব্বতেজোময়ং সুতম্ ॥ ১১
তচ্চ শুশ্রাব তং রাজা যবনাধিপতির্ব্বরম্ ।
পুত্রপ্রসবজং দৈবাদপুত্রঃ পুত্রকামিতা ॥ ১২

## সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ কালযবন-বধবর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্ ! আমি বুদ্ধিমান্ যদুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সবিস্তরে শুনিতে কামনা করি। ১

ভগবান্ মধুসূদন কিজন্য মথুরা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন ? ইহা মধ্যদেশের ককুদ (সর্ব্বোত্তম স্থান), লক্ষ্মীর অদ্বিতীয় ধাম, পৃথিবীর শৃঙ্গ, সুন্দর, দর্শনীয়, প্রভূত ধনধান্যসম্পন্ন, আর্য্যগণের নিবাসস্থান, জনের প্রাচুর্য্যে সুশোভিত এবং সর্ব্ব অধিষ্ঠান হইতে সর্ব্বোত্তম। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দশার্হকুলনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ বিনা যুদ্ধেই ইহাকে ত্যাগ করিলেন কেন ? সেই কালযবনই বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কিরূপ আচরণ করিলেন ? ২-৪

মহাবাহু, মহাযোগী ও মহাতপস্বী ভগবান্ জনার্দ্দন জলরূপী দুর্গে পরিবৃত দ্বারকায় যাইয়া কি করিলেন ? ৫

কালযবনের পরাক্রম কিরূপ ছিল ? কোন্ বলশালী বীর ইহার জন্ম দিয়াছিলেন, যাঁহাকে অসহ্য ভাবিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন ? ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশী যাদবগণের গুরু ( পুরোহিত ) মহামনাঃ গার্গ্যমুনি পূর্ব্বে নিয়ম পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী থাকিয়া কোনও এক সাধনায় নিরত ছিলেন। তিনি সেই সময় স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে ছিলেন। ৭

বিকাররহিত ঊর্দ্ধরেতাঃ ব্রহ্মচারী হইয়া অবস্থিত গার্গ্যমুনির উপর তাঁহার শ্যালক রাজসভায় নপুংসকরূপে কলঙ্কারোপ করেন। ৮

রাজন্ ! যিনি অজিত পরমাত্মাকেও জয় করিয়াছিলেন, তিনি সেই নগরে এইরূপে কলঙ্কিত হইলেও স্ত্রীর কামনা ত' করিলেনই না, বরং ক্রোধপূর্ব্বক অত্যন্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৯

এই গার্গ্যমুনি অচিন্ত্যস্বরূপ শূলপাণি মহাদেবের আরাধনা করিতে করিতে বার বৎসর পর্য্যন্ত কেবল লৌহচূর্ণ ভোজন করিয়া রহিলেন। ১০

তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে বররূপে পূর্ণ তেজস্বী এক পুত্র প্রদান করিলেন, যিনি যুদ্ধে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের বীরগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ ছিলেন। ১১

এই সময় যবনগণের অধিপতি এক রাজা সেই পুত্র প্রদান-কারী বরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তিনি দৈবযোগে পুত্রহীন ছিলেন এবং পুত্রলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ১২

স নৃপস্তমুপানায্য সান্ত্বয়িত্বা দ্বিজোত্তমম্
তং ঘোষমধ্যে যবনো গোপস্ত্রীষু সমাসৃজৎ ॥ ১৩
গোপালী ত্বপ্সরাস্তত্র গোপস্ত্রীবেশধারিণী
ধারয়ামাস গার্গ্যস্য গর্ভং দুর্দ্ধরমচ্যুতম্ ॥ ১৪
মানুষ্যাং গার্গ্যভার্য্যায়াং নিয়োগাচ্ছূলপাণিনঃ
স কালযবনো নাম জজ্ঞে শূরো মহাবলঃ ॥ ১৫
অপুত্রস্যাথ রাজ্ঞস্তু ববৃধেঽন্তঃপুরে শিশুঃ
তস্মিন্নুপরতে রাজন্ স কালযবনো নৃপঃ ॥ ১৬
যুদ্ধাভিকামো নৃপতিঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্দ্বিজোত্তমান্
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং তস্য নারদেন নিবেদিতম্ ॥ ১৭
জ্ঞাত্বা তু বরদানং তন্নারদান্মধুসূদনঃ
উপৈপ্রেক্ষত তেজস্বী বর্দ্ধন্তং যবনেষু তম্ ॥ ১৮
সম্বৃদ্ধো হি যদা রাজা যবনানাং মহাবলঃ
তত এনং নৃপা ম্লেচ্ছাঃ সংশ্রিতাঽনুযযুস্তদা ॥ ১৯

শকাস্তুষারা দরদাঃ পারদাঃ তুঙ্গণাঃ খসাঃ ।
পহ্লবাঃ শতশশ্চান্যে ম্লেচ্ছা হৈমবতাস্তথা ॥ ২০
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা দস্যুভিঃ শলভৈরিব
নানাবেশায়ুধৈর্ভীমৈর্মথুরামভ্যবর্ত্তত ॥ ২১
গজাশ্বখরযোষ্ট্রাণাং নিযুতৈরর্ব্বুদৈরপি
পৃথিবীং কম্পয়ামাস সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ॥ ২২
রেণুনা সূর্য্যমার্গং তু সমবচ্ছাদ্য পার্থিবঃ
মূত্রেণ শকৃতা চৈব সৈন্যেন সস্যজে নদীম্ ॥ ২৩
অশ্বোষ্ট্রশকৃতো রাশের্নিঃসৃতেতি জনাধিপ
ততোঽশ্বশকৃদিত্যেব নাম নদ্যা বভূব হ ॥ ২৪
তৎসৈন্যং মহদায়াদ্ বৈ শ্রুত্বা বৃষ্ণ্যন্ধকাগ্রণীঃ
বসুদেবঃ সমানায্য জ্ঞাতীনিদমুবাচ হ ॥ ২৫
ইদং সমুত্থিতং ঘোরং বৃষ্ণ্যন্ধকভয়ং মহৎ ।
অবধ্যশ্চাপি নঃ শক্রর্বরদানাৎ পিনাকিনঃ ॥ ২৬

---

এই যবন-নৃপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ গার্গ্যকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক নিজের গৃহে আনাইয়া কোনও ঘোষের মধ্যে তাঁহাকে গোপরমণীগণের সংসর্গে রাখিয়া দিলেন । ১৩

সেই ঘোষমধ্যে গোপালী নামে এক অপ্সরা ছিলেন, যিনি গোপরমণীর বেশ ধারণ করত সেখানে অবস্থান করিতে ছিলেন। ইনিই গার্গ্যমুনির সেই দুর্দ্ধর ও অচ্যুত গর্ভকে ধারণ করিয়াছিলেন । ১৪

ভগবান্ শঙ্করের বরের প্রভাবে গার্গ্যমুনির সেই মানবরূপ-ধারিণী অপ্সরারূপা ভার্য্যার গর্ভ হইতে মহাবল শূরবীর কাল-যবনের জন্ম হইয়াছে । ১৫

রাজন্। এই শিশুর সেই পুত্রহীন রাজার অন্তঃপুরে লালন-পালন ও সংবর্দ্ধন হইতে লাগিল। সেই রাজার মৃত্যু হইবার পর এই কালযবনই তাঁহার রাজ্যের অধিপতি হন । ১৬

রাজা কালযবন যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, 'সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর কে এবং তিনি কোথায় থাকেন?' তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের পরিচয় দিয়াছিলেন । ১৭

নারদমুনির নিকট হইতে তাঁহার বরদানের সংবাদ জানিয়াও তেজস্বী মধুসূদন যবনগণের গৃহে পালিত সেই কালযবনকে উপেক্ষা করিলেন । ১৮

যখন যবনগণের রাজা মহাবল কালযবন সমৃদ্ধিশালী হইলেন, তখন অন্য সব ম্লেচ্ছ নরপতি উঁহার শরণগ্রহণ করত তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন । ১৯

শক, তুষার, দরদ, পারদ, তুঙ্গণ, খস, পহ্লব ও অন্যান্য শত শত হিমালয়বাসী ম্লেচ্ছগণ ইঁহার সহিত মিলিত হইলেন । ২০

পতঙ্গদলের ন্যায় সেই অগণিত, নানাপ্রকার ও আয়ুধ (অস্ত্র)-ধারণকারী ভয়ঙ্কর দস্যুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা কাল-যবন মথুরা আক্রমণ করিলেন । ২১

তাঁহার সহিত হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র, হাজার, লক্ষ এবং কোটি সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। তিনি এই বিশাল সৈন্যে পরি-বেষ্টিত হইয়া এই পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। এই নৃপতি কালযবন এই সমস্ত সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিকণাতে সূর্য্যপথকে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন এবং সৈন্যবাহিনীর মল-মূত্রে নূতন নদীর সৃষ্টি হইয়া যাইল

জনেশ্বর। অশ্ব, উষ্ট্রগণের বিষ্ঠা-মূত্রপ্রবাহে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জন্য উহার নাম 'অশ্বশকৃৎ' হয় । ২৪

এই বিশাল সৈন্যের আগমনের সংবাদ শুনিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধককুলের অগ্রগামী নেতা বসুদেব জ্ঞাতিগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া এইকথা বলিলেন । ২৫

বৃষ্ণি এবং অন্ধককুলের পক্ষে এই এক মহৎ ও ঘোরতর সঙ্কট কাল উপস্থিত হইয়াছে। পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্করের বর-দানের প্রভাবে আমাদের এই শত্রু আমাদের পক্ষে অবধ্য হইয়াছে । ২৬

সামাদয়োঽভ্যুপায়াশ্চ বিহিতাস্তস্য সর্ব্বশঃ
মত্তো মদ-বলাভ্যাং তু যুদ্ধমেব চিকীর্ষতি ॥ ২৭
এতাবানিহ বাসশ্চ কথিতো নারদেন মে
এতাবতি চ বক্তব্যং সাম্নৈব পরমং মতম্ ॥ ২৮
জরাসন্ধশ্চ নো রাজা নিত্যমেব ন মৃষ্যতে
তথান্যে পৃথিবীপালা বৃষ্ণিচক্রপ্রতাপিতাঃ ॥ ২৯
কেচিৎ কংসবধাচ্চাপি বিরক্তাস্তদ্গতা নৃপাঃ
সমাশ্রিতা জরাসন্ধমস্মানিচ্ছন্তি বাধিতুম্ ॥ ৩০
বহবো জ্ঞাতয়শ্চৈব যদূনাং নিহতা নৃপৈঃ
বস্তুং নৈব শক্ষ্যাম পুরেঽস্মিন্নিতি কেশবঃ
অপযানে মতিং কৃত্বা দূতং তস্মৈ সসর্জ্জ হ
ততঃ কুম্ভে মহাসর্পং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ৩২
ঘোরমাশীবিষং কৃষ্ণং কৃষ্ণঃ প্রাক্ষেপয়ত্তদা ।
ততস্তং মুদ্রয়িত্বা তু স্বেন ভৃত্যেন হারয়ৎ ॥ ৩৩

নিদর্শনার্থং গোবিন্দো ভীষয়ামাস তং নৃপম্
স দূতঃ কালযবনে দর্শয়ামাস তং ঘটম্ ॥ ৩৪
কালসর্পোপমঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্ত্বা ভরতর্ষভ ।
তৎ কালযবনো বুদ্ধ্বা ত্রাসনং যাদবৈঃ কৃতম্ ॥ ৩৫
পিপীলিকানাং চণ্ডানাং পূরয়ামাস তং ঘটম্
স সর্পো বহুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্ব্বতস্তৈঃ পিপীলিকৈঃ
ভক্ষ্যমাণঃ কিলাঙ্গেষু ভস্মীভূতোঽভবত্তদা ॥ ৩৬
তং মুদ্রয়িত্বা তু ঘটং তথৈব যবনাধিপঃ ।
প্রেষয়ামাস কৃষ্ণায় বাহুল্যমুপবর্ণয়ন্ ॥ ৩৭
বাসুদেবস্তু তং দৃষ্ট্বা যোগং বিহতমাত্মনঃ ।
উৎসৃজ্য মথুরামাশু দ্বারকামভিজগ্মিবান্ ॥ ৩৮
বৈরস্যান্তং বিবিৎসংস্তু বাসুদেবো মহাবলঃ ।
নিবেশ্য দ্বারকাং রাজন্ বৃষ্ণীনাশ্বাস্য চৈব হ ॥ ৩৯
পদাতিঃ পুরুষব্যাঘ্রো বাহুপ্রহরণস্তদা ।
আজগাম মহাবীর্য্যো মথুরাং মধুসূদনঃ ॥ ৪০

---

ইহাকে শান্ত করিবার জন্য আমরা সামাদি উপায়সমূহও সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু সে মদ ও বলে উন্মত্ত হইয়া কেবল যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক হইয়াছে। ২৭

নারদ এই সময় পর্য্যন্তই আমাদের এখানে বাস করিবার কথা বলিয়াছেন। এই শক্তি-সাধনসম্পন্ন শত্রুর প্রতি সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যবলাই সর্ব্বোত্তম বলিয়া কথিত আছে। ২৮

রাজা জরাসন্ধ আমাদিগকে কখনও ক্ষমা করে নাই—আমাদের প্রতি সর্ব্বদা অমর্ষপূর্ণ রহিয়াছে এবং অন্যান্য ভূপতিগণও বৃষ্ণিগণকে সন্তাপিত করিয়াছে; কংসবধের জন্য অন্য নরপতিরা আমাদের উপর বিরক্ত হইয়া জরাসন্ধের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাহারই আশ্রয় লইয়া আমাদিগকে বাধাদানের ইচ্ছা করিতেছে। ২৯-৩০

এই নৃপগণ যদুকুলের বহু জ্ঞাতিদিগকে নিহত করিয়াছে। আমরা এই নগরে থাকিয়া আর বর্দ্ধিত হইতে পারিব না,—এই চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ এখান হইতে চলিয়া যাইবার স্থির করত তাহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়াছিল। ৩১;

শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় কয়লার খনি হইতে কাটিয়া নিষ্কাশিত কয়লাখণ্ডের ন্যায় কাল বর্ণ, ভয়ঙ্কর, বিষধর এক কৃষ্ণ-মহাসর্পকে কলসের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করত নিজের ভৃত্যের দ্বারা তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন। ৩২-৩৩

গোবিন্দ দৃষ্টান্তের জন্য এই সর্প পাঠাইয়া সেই রাজাকে ভীত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই দূত 'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসর্পতুল্য ভয়ঙ্কর' এই কথা বলিয়া তাহাকে সেই কলস দেখাইয়াছিল ৩৪;

ইহাতে কালযবন বুঝিল যে, যাদবগণ আমাকে ভীত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তখন সে সেই কলসের মধ্যে কষ্ট বহু পিপীলিকা পূর্ণ করাইয়া দেয়। ৩৫;

সেই বহু তীক্ষ্ণ পিপীলিকা চারিদিক দিয়া তখন সর্পের দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং ইহাতে সেই সর্প তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত অর্থাৎ নিহত হইল। ৩৬

তারপর সেই কলসকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ করিয়া যবনরাজ কালযবন নিজের সৈন্যের বাহুল্যের কথা জানাইতে জানাইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দেয়। ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই প্রয়োগ বিফল হইয়াছে দেখিয়া অতি সত্বর মথুরা ত্যাগ করত প্রস্থান করিলেন। ৩৮

রাজন্! মহাবলশালী বাসুদেব সেই শত্রুতার অন্ত করিবার ইচ্ছায় দ্বারকাপুরী বসাইয়া বৃষ্ণিবংশীয়গণকে আশ্বাস দান করিলেন (পুনরায় সেখান হইতে মথুরায় গমন করেন)। ৩৯

মহাপরাক্রমশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কেবল বাহুকেই আয়ুধরূপে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে মথুরায় আগমন করিলেন। ৪০

তং দৃষ্ট্বা নির্যযৌ হৃষ্টঃ স কালযবনো রুষা
প্রেক্ষাপূর্ব্বঞ্চ কৃষ্ণোঽপি নিশ্চকর্ষ মহাবলঃ ॥ ৪১
অথান্বগচ্ছদ্‌গোবিন্দং জিঘৃক্ষুর্যবনেশ্বরঃ
ন চৈনমশকদ্‌ রাজা গ্রহীতুং যোগধর্ম্মিণম্ ॥ ৪২
মান্ধাতুস্তু সুতো রাজা মুচুকুন্দো মহাযশাঃ
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে কৃতকর্ম্মা মহাবলঃ ॥ ৪৩
বরেণচ্ছন্দিতো দেবৈর্নিদ্রামেব গৃহীতবান্
শ্রান্তস্য তস্য বাগেষং তদা প্রাদুরভূৎ কিল ॥ ৪৪
প্রসুপ্তং বোধয়েদ্‌ যো মাং তং দহেয়মহং সুরাঃ
চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৫
এবমস্ত্বিতি তং শক্র উবাচ ত্রিদশৈঃ সহ।
স সুরৈরভ্যনুজ্ঞাতো গিরিরাজমুপাগমৎ ॥ ৪৬
স পর্ব্বতগুহাং কাঞ্চিৎ প্রবিশ্য শ্রমকর্ষিতঃ।
সুষাপ কালানেতং বৈ যাবৎ কৃষ্ণস্য দর্শনম্ ॥ ৪৭

তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত কালযবন ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। অন্যদিকে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নিজে দেখাইতে দেখাইতে কালযবনকে নিজের পশ্চাতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ৪১

যবনেশ্বর রাজা কালযবন গোবিন্দকে ধরিবার ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন; কিন্তু যোগধর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ধরিতে সমর্থ হইলেন না। ৪২

পুরাকালে যখন দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই সময় মান্ধাতার পুত্র মহাযশস্বী ও মহাবল রাজা মুচুকুন্দ দেবগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। ৪৩

ইহাতে সন্তুষ্ট দেবগণ তাঁহাকে বরগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলে পর তিনি নিদ্রাকেই বর-রূপে গ্রহণ করেন। যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হওয়ায় সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে এই নিম্নরূপ বাক্য নির্গত হইয়াছিল। ৪৪

"দেবগণ! যে আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবে, তাহাকেই আমি ক্রোধে প্রজ্বলিত দৃষ্টির দ্বারা দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিব।" এরূপ কথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিলেন। ৪৫

তখন দেবগণসহ ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—'এবমস্তু'—এরূপই হউক। এইভাবে দেবগণের নিকট অনুমতি লইয়া তিনি গিরিরাজের নিকট গমন করিলেন ॥ ৪৬

যুদ্ধশ্রমে পরিশ্রান্ত রাজা মুচুকুন্দ সেই পর্ব্বতের কোন এক গুহায় প্রবেশ করত সেই সময় পর্য্যন্ত নিদ্রিত রহিলেন, যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হয় ॥ ৪৭

তৎ সর্ব্বং বাসুদেবায় নারদেন নিবেদিতম্
বরদানঞ্চ দেবেভ্যস্তেজস্তস্য চ ভূপতেঃ ॥ ৪৮
কৃষ্ণোঽনুগম্যমানশ্চ তেন ম্লেচ্ছেন শত্রুণা
তাং গুহাং মুচুকুন্দস্য প্রবিবেশ বিনীতবৎ ॥ ৪৯
শিরঃস্থানে তু রাজর্ষের্মুচুকুন্দস্য কেশবঃ।
সন্দর্শনপথং ত্যক্ত্বা তস্থৌ বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥ ৫০
অনুপ্রবিশ্য যবনো দদর্শ পৃথিবীপতিম্
স তং সুপ্তং কৃতান্তাভমাসসাদ সুদুর্মতিঃ ॥ ৫১
বাসুদেবং তু তং মত্বা ঘট্টয়ামাস পার্থিবম্
পাদেনাত্মবিনাশায় শলভঃ পাবকং যথা ॥ ৫২
মুচুকুন্দস্তু রাজর্ষিঃ পাদস্পর্শপ্রবোধিতঃ
নিদ্রাচ্ছেদেন চুক্রোধ পাদস্পর্শেন তেন চ ॥ ৫৩
সংস্মৃত্য স বরং শক্রাদবৈক্ষত তমগ্রতঃ
স দৃষ্টমাত্রঃ ক্রোধেন সম্প্রজজ্বাল সর্ব্বশঃ ॥ ৫৪

রাজা মুচুকুন্দের তেজ ও দেবগণ হইতে প্রাপ্ত বরলাভের সমস্ত বৃত্তান্ত দেবর্ষি নারদ বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৮

সেই ম্লেচ্ছ শত্রু কালযবন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দের সেই গুহায় এক বিনীত পুরুষের ন্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯

বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রাজর্ষি মুচুকুন্দের মস্তকের দিকে একপাশে তাঁহার দৃষ্টি-পথ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ যেখানে থাকিলে তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে না, এরূপ স্থানে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৫০

তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমনকারী সেই কালযবনও গুহায় প্রবেশ করত নিদ্রিত ভূপতি মুচুকুন্দকে দর্শন করিলেন। তখন অত্যন্ত দুর্মতি কালযবন নিজের পক্ষে কালস্বরূপ সেই নিদ্রিত মুচুকুন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৫১

যেরূপ পতঙ্গ নিজেরই বিনাশের জন্য অগ্নিতে লাফাইয়া পড়ে, সেরূপ কালযবন মুচুকুন্দকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া নিজের বিনাশের জন্য তাঁহাকে পদের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৫২

রাজর্ষি মুচুকুন্দ তাহার পদের আঘাতে জাগরিত হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে পদাঘাত করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি কুপিত হইয়া উঠিলেন। ৫৩

তারপর ইন্দ্র হইতে প্রাপ্ত সেই বরের কথা স্মরণ করিয়া তিনি সম্মুখে অবস্থিত কালযবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

দদাহ পাবকস্তং তু শুষ্কং বৃক্ষমিবাশনিঃ
ক্ষণেন কালযবনং নেত্রতেজোবিনির্গতঃ ॥ ৫৫
তং বাসুদেবঃ শ্রীমন্তং চিরসুপ্তং নরাধিপম্
কৃতকার্য্যোঽব্রবীদ্ধীমানিদং বচনমুত্তমম্ ॥ ৫৬
রাজংশ্চিরপ্রসুপ্তোঽসি কথিতো নারদেন মে
কৃতং মে সুমহৎ কার্য্যং স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥ ৫৭
বাসুদেবমুপালক্ষ্য রাজা হ্রস্বং প্রমাণতঃ।
পরিবৃত্তং যুগং মেনে কালেন মহতা তদা ॥ ৫৮
উবাচ রাজা গোবিন্দং কো ভবান্ কিমিহাগতঃ
কশ্চ কালঃ প্রসুপ্তস্য যদি জানাসি কথ্যতাম্ ॥ ৫৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

সোমবংশোদ্ভবো রাজা যযাতির্নাম নাহুষঃ
তস্য পুত্রো যদুর্জ্যেষ্ঠশ্চত্বারোঽন্যে যবীয়সঃ ॥ ৬০
যদুবংশাৎ সমুৎপন্নঃ বাসুদেবাত্মজঃ বিভো
বাসুদেবং বিজানীহি নৃপতে মামিহাগতম্ ॥ ৬১
ত্রেতাযুগে প্রসুপ্তোঽসি বিদিতো মেঽসি নারদাৎ
ইদং কলিযুগং বিদ্ধি কিমন্যৎ করবাণি তে ॥ ৬২
মম শত্রুস্ত্বয়া দগ্ধো দেবদত্তবরো নৃপ।
অবধ্যো যো ময়া সংখ্যে ভবেদ্ বর্ষশতৈরপি ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু কৃষ্ণেন নির্জগাম গুহামুখাৎ
অন্বীয়মানঃ কৃষ্ণেন কৃতকার্য্যেণ ধীমতা ॥ ৬৪
ততো দদর্শ পৃথিবীমাবৃতাং হ্রস্বকৈর্নরৈঃ
অল্পোৎসাহৈরল্পবলৈরল্পবীর্য্যপরাক্রমৈঃ
পরেণাধিষ্ঠিতং চৈব রাজ্যং কেবলমাত্মনঃ ॥ ৬৫
প্রীতো বিসৃজ্য গোবিন্দং প্রবিবেশ মহদ্ বনম্।
হিমবন্তমগাদ্ রাজা তপসে ধৃতমানসঃ ॥ ৬৬
ততঃ স তপ আস্থায় বিনির্ধূয় কলেবরম্
আরুরোহ দিবং রাজা কর্ম্মভিঃ স্বৈরর্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৬৭

---

ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে দেখিবামাত্রই কালযবন সর্ব্বতোভাবে অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৫৪

যেরূপ বজ্র শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ মুচুকুন্দের নয়নের তেজ হইতে উত্থিত অগ্নি কালযবনকে ক্ষণকালের মধ্যেই দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিল ॥ ৫৫

বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হওয়ায় সেই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিদ্রিত তেজস্বী রাজা মুচুকুন্দকে এই উত্তম বাক্য বলিলেন ॥ ৫৬

রাজন্! আপনি দীর্ঘকাল ধরিয়া এখানে নিদ্রিত আছেন। এই কথা নারদ আমাকে বলিয়াছিলেন। আপনি আমার এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আপনার কল্যাণ হউক। আমি এখন যাইতেছি ॥ ৫৭

রাজা মুচুকুন্দ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আকারে হ্রস্ব দেখিয়া তখন ইহা বুঝিলেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৫৮

রাজা মুচুকুন্দ গোবিন্দকে বলিলেন—আপনি কে? এবং কিজন্য এখানে আসিয়াছেন? আমি নিদ্রিত থাকিবার সময় কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে? ইহা যদি আপনি জানেন, তাহা হইলে আমাকে বলুন ॥ ৫৯

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! চন্দ্রবংশে নহুষের পুত্র রাজা যযাতি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেন যদু। যদুর আরও চারিজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ॥ ৬০

বিভো! নৃপতে! আপনি ইহা জানুন যে, আমি যদুবংশেই উৎপন্ন হইয়াছি। আমি বসুদেবের পুত্র, অতএব সেই বাসুদেব আমি এখানে আসিয়াছি ॥ ৬১

আপনি ত্রেতাযুগে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। আপনার বিষয়ে নারদের নিকট হইতে সব জানিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমানে কাপর ও কলিযুগের সন্ধিকাল বলিয়া জানিবেন। ইহা ব্যতীত আপনার আর কি সেবা করিব? ॥ ৬২

হে নৃপ! আপনি যাহাকে দগ্ধ করিয়াছেন, সেই আমার শত্রু কালযবন দেবদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিল এবং সে যুদ্ধে আমার দ্বারা শতবর্ষেও নিহত হইবার যোগ্য ছিলনা ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর রাজা মুচুকুন্দ গুহার মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন ॥ ৬৪

তারপর তিনি দেখিলেন,—পৃথিবী হ্রস্ব হ্রস্ব মনুষ্যগণে পরিপূর্ণা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সকলেরই উৎসাহ, বল, বীর্য্য ও পরাক্রম অতি অল্প। কেবল নিজের রাজ্যই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে অপরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬৫

তখন রাজা মুচুকুন্দ প্রীতিসহকারে গোবিন্দকে বিদায় দিয়া মনে মনে তপস্যার নিশ্চয় করত হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং গভীর বনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৬৬

সেখানে তপস্যা করত শরীর ত্যাগ করিয়া রাজা মুচুকুন্দ নিজের অর্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মসমূহের দ্বারা স্বর্গে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৭

বাসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা উপায়েন মহামনাঃ
ঘাতয়িত্বাত্মনঃ শত্রুং তৎসৈন্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ৬৮
প্রভূতরথনাগাশ্ববর্ম্মশস্ত্রায়ুধধ্বজম্
আদায়োপযযৌ ধীমান্ স সৈন্যং বিগতজ্বরম্ ॥ ৬৯
নিবেদয়ামাস ততো নরাধিপে
উগ্রসেনে প্রতিপূর্ণমানসঃ
জনার্দ্দনো দ্বারবতীঞ্চ তাং পুরী-
মশোভয়ত্তেন ধনেন ভূরিণা ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি কালযবনবধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

অন্যদিকে মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ বাসুদেবও নিজের শত্রু কালযবনকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নিহত করাইয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে অধিকার করিয়া লইলেন । ৬৮

বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ রথ, হস্তী, অশ্ব, কবচ, অস্ত্র-শস্ত্র ও ধ্বজ-সমূহে যুক্ত এবং যাহাদের জ্বর নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সৈন্য-বাহিনীকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইলেন । ৬৯

তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, সেই জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত সৈন্যকেই রাজা উগ্রসেনের নিকট সমর্পণ করিলেন এবং সেই বিপুল ধনরাশির দ্বারা তিনি দ্বারকাপুরীর শোভা বর্দ্ধন করিলেন । ৭০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কালযবনবধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ দ্বারকাপুর্য্যা নির্ম্মাণম্, নিধিপতি-শঙ্খস্য সুধর্ম্মাসভায়াশ্চ আনয়নম্, শ্রীকৃষ্ণেন সুব্যবস্থাপূর্ব্বকং তত্র যাদবানাং সংস্থাপনম্, রেবত্যা সহ বলরামস্য বিবাহশ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রভাতে বিমলে ভাস্করে উদিতে তদা
কৃতজাপ্যো হৃষীকেশো বনান্তে নিষসাদ চ ॥ ১
পরিচক্রাম তং দেশং দুর্গস্থানদিদৃক্ষয়া
উপতস্থুঃ কুলপ্রাগ্র্যা যাদবা যদুনন্দনম্ ॥ ২
রোহিণ্যামহনি শ্রেষ্ঠে স্বস্তি বাচ্য দ্বিজোত্তমান্
পুণ্যাহঘোষৈর্বিপুলৈর্দুর্গস্যারব্ধবান্ ক্রিয়াম্ ॥ ৩
ততঃ পঙ্কজপত্রাক্ষো যাদবান্ কেশিসূদনঃ
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো দেবান্ শতক্রতুর্যথা ॥ ৪
কল্পিতেয়ং ময়া ভূমিঃ পশ্যধ্বং দেবসদ্মবৎ ।
নাম চাস্যাঃ কৃতং পুর্য্যাঃ খ্যাতিং যদুপযাস্যতি ॥ ৫
ইয়ং দ্বারবতী নাম পৃথিব্যাং নির্ম্মিতা ময়া
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শক্রস্যেবামরাবতী ॥ ৬
তান্যেবাস্যাঃ কারয়িষ্যে চিহ্নান্যায়তনানি চ
চত্বরান্ রাজমার্গাংশ্চ সমাগন্তঃপুরাণি চ ॥ ৭
দেবা ইবাত্র মোদন্তু ভবন্তো বিগতজ্বরাঃ
বাধমানা রিপূনুগ্রানুগ্রসেনপুরোগমাঃ ॥ ৮

### অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ, নিধিপতি শঙ্খ ও সুধর্ম্মাসভা আনয়ন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুব্যবস্থাপূর্ব্বক সেখানে যাদবগণকে সংস্থাপন এবং রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয় ! তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাত-কালে সূর্য্যোদয় হইলে পর ভগবান্ নিত্যকর্ম্ম জপ-স্বাধ্যায়াদি সমাপন করিয়া বনমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন । ১

তাহার পর তিনি দুর্গের জন্য উপযুক্ত স্থান দেখিবার ইচ্ছায় সেই প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় যদুবংশের শ্রেষ্ঠ যাদবগণ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন । ২

শ্রীকৃষ্ণ রোহিণী নক্ষত্রে শ্রেষ্ঠ শনিবারে উত্তম ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া বিপুল পুণ্যাহঘোষের সহিত দুর্গনির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন । ৩

তাহার পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেশিহন্তা কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বৃত্রাসুরের শত্রু ইন্দ্র দেবগণকে কোনও কথা বলিয়া থাকেন, সেইরূপ যাদবদিগকে বলিলেন । ৪

আমি দেবগণের গৃহের ন্যায় এই ভূমিকে নির্ম্মাণ করিয়াছি । আপনারা সকলে ইহাকে দর্শন করুন । আমি ইহার নামও স্থির করিয়াছি, যাহার দ্বারা ইহার খ্যাতি হইবে । ৫

আমার দ্বারা এই পৃথিবীতে নির্ম্মিত এই পুরী দ্বারবতীনামে প্রসিদ্ধা হইবে এবং ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় এই পুরী রমণীয়া হইবে । ৬

আমি এই পুরীর সেই সব চিহ্ন, সেই সব মন্দির, সেইরূপ চত্বরসমূহ, সেইরূপ রাজপথসমূহ ও সেইরূপ উত্তম অন্তঃপুর-সমূহ করাইব, যেরূপ অমরাবতীতে আছে । ৭

যেরূপ দেবগণ অমরাবতীতে আনন্দ ভোগ করেন, সেইরূপ

গৃহ্যন্তাং বেশ্মবাস্তূনি কল্প্যন্তাং ত্রিকচত্বরাঃ
মীয়ন্তাং রাজমার্গাশ্চ প্রাকারস্য চ যা গতিঃ ॥ ৯
প্রেষ্যন্তাং শিল্পিমুখ্যানাং যুক্তা নঃ বেশ্মকর্মণি
নিযুজ্যন্তাঞ্চ দেশেষু প্রেষ্যকর্মকরা জনাঃ ॥ ১০
এবমুক্তে তু যদবো গৃহসংগ্রহতৎপরাঃ
যথানিবেশং সংহৃষ্টাশ্চক্রুর্বাস্তুপরিগ্রহম্ ॥ ১১
সূত্রহস্তাস্ততো মানং চক্রুর্যাদবসত্তমাঃ ।
পুণ্যেঽহনি মহারাজ দ্বিজাতীনভিপূজ্য চ ॥ ১২
বাস্তুদৈবতকর্মাণি বিধিনা কারয়ন্তি চ ।
স্থপতীনথ গোবিন্দস্তত্রোবাচ মহামতিঃ ॥ ১৩
অস্মদর্থে সুবিহিতং ক্রিয়তামত্র মন্দিরম্
বিবিক্তচত্বরপথং সুনিবিষ্টেষ্টদৈবতম্ ॥ ১৪
তে তথেতি মহাবাহুমুক্ত্বা স্থপতয়স্তদা ।

উগ্রসেনাদি আপনারা সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া নিজেদের শত্রুদিগকে পীড়াদান করিতে করিতে এই পুরীতে সানন্দে বাস করুন । ৮

গৃহসকলের নির্মাণের সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনুন। ত্রি-চত্বরসকল কল্পনা করুন। রাজপথসমূহের জন্য ভূমি মাপ করুন এবং রাজভবনে যাইবার যে পথ, তাহার জন্যও ভূমি মাপ করুন । ৯

গৃহনির্মাণকার্যে নিযুক্ত যে সব সুযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী আছে, তাহাদিগকে প্রেরণ করুন এবং স্থানে স্থানে প্রেষ্যকর্মকারী (মজুর) ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করুন । ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কথা বলিলে পর সমস্ত যাদবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া গৃহনির্মাণের উপযোগী সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকল গৃহের জন্য তাঁহাদের স্থিতি অনুসারে শিলান্যাসের নিমিত্ত আবশ্যক বস্তুরাশি সংগ্রহ করিলেন । ১১

মহারাজ! তদনন্তর শ্রেষ্ঠ যাদবগণ এক পবিত্র দিনে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া হস্তে সূত্র গ্রহণ করত ভূমি মাপিতে আরম্ভ করিলেন । ১২

তাঁহারা বাস্তুদেবের পূজাদি কর্মসমূহও বিধি অনুসারে সম্পন্ন করাইলেন। তাহার পর মহামতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে স্থপতিদিগকে বলিলেন । ১৩

তোমরা আমাদের সকলের জন্য সুন্দর পদ্ধতিতে এক মন্দির নির্মাণ কর, যাহাতে আমাদের ইষ্টদেবকে উত্তম বিধি অনুসারে স্থাপিত করা হইবে। এ স্থানের মার্গ ও চত্বর পৃথক্ থাকিবে । ১৪

দুর্গকর্মাণি সংস্কারানুপকল্প্য যথাবিধি ॥ ১৫
যথাস্থানং নিবিষ্টানি দুর্গাণ্যায়তনানি চ
স্থানানি নিদধুশ্চাত্র ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥ ১৬
অপামগ্নেঃ সুরেশস্য দৃষলোলূখলস্য চ
চাতুর্দৈবানি চত্বারি দ্বারাণি নিদধুশ্চ তে ॥ ১৭
শুদ্ধাক্ষমৈন্দ্রং ভল্লাটং পুষ্পদন্তং তথৈব চ ।
তেষু বেশ্মসু যুক্তেষু যাদবেষু মহাত্মসু ॥ ১৮
পুর্য্যাঃ ক্ষিপ্রং নিবেশার্থে চিন্তয়ামাস মাধবঃ ।
তস্য দৈবোত্থিতা বুদ্ধির্বিমলা ক্ষিপ্রকারিণী ॥ ১৯
পুর্য্যাঃ প্রিয়করী সা বৈ যদূনামভিবর্দ্ধিনী ।
শিল্পিমুখ্যস্তু দেবানাং প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ ॥ ২০
বিশ্বকর্ম্মা স্বমত্যা বৈ পুরীং সংস্থাপয়িষ্যতি ।
মনসা সমনুধ্যায় তস্যাগমনকারণম্
ত্রিদশাভিমুখঃ কৃষ্ণো বিবিক্তে সমপদ্যত ॥ ২১

তখন সেই স্থপতিগণ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া বিধিপূর্বক দুর্গ-কর্ম (দুর্গনির্মাণসম্বন্ধী প্রারম্ভিক কার্যাদি) এবং সংস্কার (ভূমিশোধন—কণ্টকনিবারণাদি) করিয়া যথোচিত রীতিতে বিভিন্ন দুর্গ ও মন্দিরসমূহ নির্মাণ করিলেন এবং তাহাতে ক্রমশঃ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের জন্য স্থান প্রস্তুত করিলেন । ১৫-১৬

ইঁহারা জল, অগ্নি, ইন্দ্র ও শিলা-উদূখল—এই চার দেবতার জন্য চারিটি দ্বার নির্মাণ করিলেন (অথবা শুদ্ধাক্ষাদি চার দেবতার জন্য দ্বার প্রস্তুত করিলেন।) । ১৭

সেই স্থপতিগণ শুদ্ধাক্ষ, ঐন্দ্র, ভল্লাট ও পুষ্পদন্ত—এই চার দেবতার মূর্তিও নির্মাণ করিলেন এবং ইঁহাদের জন্য উপযুক্ত স্থানও প্রস্তুত করিলেন। যখন মহাত্মা যাদবগণ সেই ভবন নির্মাণকার্যে রত ছিলেন, তখন মাধব শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিভাবে এই পুরী নির্মিত হইবে ? ১৮।

তখন দৈববশতঃ তাঁহার মধ্যে পুরীর শীঘ্রনির্মাণকারিণী নির্মলা বুদ্ধির উদয় হইল, যাহা যাদবগণের প্রিয় ও অভ্যুদয়কারিণী ছিল । ১৯।

তিনি চিন্তা করিলেন—দেবগণের প্রধান শিল্পী প্রজাপতিপুত্র বিশ্বকর্মা এই কার্যে সমর্থ। তিনিই নিজের বুদ্ধি অনুসারে এই পুরী স্থাপিত করিবেন । ২০।

মনে মনে এই কথা চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একান্ত স্থানে বিশ্বকর্মার আগমনের জন্য দেবগণের দিকে উন্মুখ হইয়া রহিলেন । ২১

তস্মিন্নেব ততঃ কালে শিল্পাচার্য্যো মহামতিঃ ।
বিশ্বকর্ম্মা সুরশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণস্য প্রমুখে স্থিতঃ ॥ ২২

বিশ্বকর্ম্মোবাচ ।

শক্রেণ প্রেষিতঃ ক্ষিপ্রং তব বিষ্ণো ধৃতব্রত ।
কিঙ্করঃ সমনুপ্রাপ্তঃ শাধি মাং কিং করোমি তে ॥ ২৩
যথা মে দেবদেবো মে শঙ্করশ্চ যথাব্যয়ঃ ।
তথা ত্বং দেব মান্যো মে বিশেষো নাস্তি বঃ প্রভো ॥ ২৪
ত্রৈলোক্যস্থাপিকাং বাচমুৎসৃজস্ব মহাভুজ ।
এষোঽস্মি পরিদৃষ্টার্থঃ কিং করোমি প্রশাধি মাম্ ॥ ২৫
শ্রুত্বা বিনীতং বচনং কেশবো বিশ্বকর্ম্মণঃ ।
প্রত্যুবাচ যদুশ্রেষ্ঠঃ কংসারিরতুলং বচঃ ॥ ২৬
শ্রুতার্থো দেবগুহ্যস্য ভবান্ যত্র বয়ং স্থিতাঃ ।
অবশ্যং হি কর্ত্তব্যং সদনং মে সুরোত্তম ॥ ২৭
তদিয়ং পূঃ প্রকাশার্থং নিবেশ্যা ময়ি সুব্রত ।
মৎপ্রভাবানুরূপৈশ্চ গৃহৈশ্চেয়ং সমন্ততঃ ॥ ২৮
উত্তমা চ পৃথিব্যাং বৈ যথা স্বর্গেঽমরাবতী ।
তথেয়ং হি ত্বয়া কার্য্যা শক্তো হ্যসি মহামতে ॥ ২৯
মম স্থানমিদং কার্য্যং যথা বৈ ত্রিদিবে তথা
মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তু মে লক্ষ্মীং পুর্য্যা যদুকুলস্য চ ॥ ৩০
এবমুক্তস্ততঃ প্রাহ বিশ্বকর্ম্মা মতীশ্বরঃ
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং দেবামিত্রবিনাশনম্ ॥ ৩১
সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামি যত্ত্বয়াভিহিতং প্রভো ।
পুরী ত্বিয়ং জনস্যাস্য ন পর্য্যাপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ৩২
ভবিষ্যতি চ বিস্তীর্ণা বৃদ্ধিরস্যাস্তু শোভনা ।
চত্বারঃ সাগরা হ্যস্যাং বিচরিষ্যন্তি রূপিণঃ ॥ ৩৩
যদীচ্ছেৎ সাগরঃ কিঞ্চিদুৎস্রষ্টুমপি তোয়রাট্ ।
ততঃ স্বায়তলক্ষণা পুরী স্যাৎ পুরুষোত্তম ॥ ৩৪

---

এই সময় পরম বুদ্ধিমান্ শিল্পাচার্য্য সুরশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । ২২

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—ব্রতধারী বিষ্ণো ! ইন্দ্র আমাকে শীঘ্র আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন । সেবক আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি । আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব ? ২৩

দেব ! প্রভো ! যেরূপ দেবাধিদেব ব্রহ্মা ও অবিনাশী ভগবান্ শঙ্কর আমার মাননীয়, সেইরূপ আপনিও আমার মাননীয় । আমার ধারণা অনুসারে আপনাদের তিনজনের মধ্যে কোনও ভেদ নাই । ২৪

মহাবাহো ! আপনার বাক্য ত্রিলোকের স্থানপ্রদায়ক (অথবা ত্রিলোককে আশ্রয়দান করিতে সমর্থ) । আপনি আমার প্রতি সেই বাক্য প্রয়োগ করুন । আমি শিল্পকর্ম্মে পারদর্শী, এই আমি আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি । আজ্ঞাদান করুন, কোন্ কার্য্য করিব ? ২৫

বিশ্বকর্ম্মার এই বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কংসনাশী যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনুপম বাক্য বলিলেন । ২৬

সুরশ্রেষ্ঠ ! পূর্ব্বকালে দেবগণের যে গুপ্ত সভা হইয়াছিল, যাহাতে আমরা সকলে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে তুমিও ছিলে ; অতএব দেবগণের যে গূঢ় প্রয়োজন, তাহা তুমিও শুনিয়াছ । সেই কারণে এখানে আমার বাসের জন্য অবশ্যই সুন্দর সদন নির্ম্মাণ করিতে হইবে । ২৭

উত্তম ব্রতধারী দেব ! আমার জন্য নিজের শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তোমাকে এই নগরী স্থাপন করিতে হইবে এবং ইহার ভবনসমূহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে । এই পুরী সর্ব্বদিক্ দিয়া আমার প্রভাবের অনুরূপ গৃহসমূহের দ্বারা সুশোভিত হইবে । ২৮

মহামতে ! যেরূপ স্বর্গে অমরাবতী পুরী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পৃথিবীতে এই পুরী যাহাতে সর্ব্বোত্তম হইতে পারে, তাদৃশ প্রযত্ন করিয়া তুমি এই পুরী নির্ম্মাণ কর ; কারণ, তুমি এই কার্য্যে সমর্থ । ২৯

আমার এই স্থান সেইভাবে নির্ম্মাণ করিবে, যেরূপ বৈকুণ্ঠধাম । যাহাতে এ স্থানের সকল মানুষ আমার, এই পুরীর এবং যদুকুলের বৈভব দেখিতে পায় । ৩০

তিনি এইরূপ কথা বলিলে পর বুদ্ধিপতি বিশ্বকর্ম্মা অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী দেবশত্রুবিনাশক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন । ৩১

প্রভো ! আপনি যাহা কিছু বলিলেন, আমি তৎসমস্তই করিব ; কিন্তু পুরীর জন্য যে ভূমি আছে, তাহা এই বিশাল জনসমুদায়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না । ৩২

পুরুষোত্তম ! আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা বিস্তৃত হইতে পারিবে । আমার ইচ্ছা, ইহার সুন্দর বিস্তার হউক । ইহাতে চার সমুদ্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিচরণ করিবে । যদি জলপতি সমুদ্র কিছু ভূমি দান করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে এই পুরী ভালভাবে বিস্তৃত ও উত্তম লক্ষণসমূহে সম্পন্ন হইতে পারিবে । ৩৩-৩৪

এবমুক্তস্ততঃ কৃষ্ণঃ প্রাগেব কৃতনিশ্চয়ঃ ।
সাগরং সরিতাং নাথমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৩৫
সমুদ্র দশ চ দ্বে চ যোজনানি জলাশয়ে ।
প্রতিসংহ্রিয়তামাত্মা যদ্যস্তি ময়ি মান্যতা ॥ ৩৬
অবকাশে ত্বয়া দত্তে পুরীয়ং মামকং বলম্ ।
পর্য্যাপ্তবিষয়া রম্যা সমগ্রং বিসহিষ্যতি ॥ ৩৭
ততঃ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা নদনদীপতিঃ
স মারুতেন যোগেন উৎসসর্জ্জ জলাশয়ম্ ॥ ৩৮
বিশ্বকর্ম্মা ততঃ প্রীতঃ পুর্য্যাঃ সংলক্ষ্য বাস্তু তৎ ।
গোবিন্দে চৈব সম্মানং কৃতবান্ সাগরস্তদা ॥ ৩৯
বিশ্বকর্ম্মা ততঃ কৃষ্ণমুবাচ যদুনন্দনম্ ।
অদ্যপ্রভৃতি গোবিন্দ সর্ব্বে সমধিরোহত ॥ ৪০
মনসা নির্ম্মিতা চেয়ং ময়া পূঃ প্রবরা বিভো ।
অচিরেণৈব কালেন গৃহসম্বাধমালিনী ॥ ৪১
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা সুদ্বারা প্রাগ্র্যতোরণা
চয়াট্টালককেয়ূরা পৃথিব্যাঃ ককুদোপমা ॥ ৪২
অন্তঃপুরঞ্চ কৃষ্ণস্য পরিচর্য্যাক্ষমং মহৎ ।
চকার তস্যাঃ পুর্য্যাঃ বৈ দেশে ত্রিদশপূজিতে ॥ ৪৩
ততঃ সা নির্ম্মিতা কান্তা পুরী দ্বারাবতী তদা ।
মানসেন প্রযত্নেন বৈষ্ণবী বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪৪
বিধানবিহিতদ্বারা প্রাকারবরশোভিতা ।
পরিখাচয়সংগুপ্তা সাট্টপ্রাকারতোরণা ॥ ৪৫
কান্তনারীনরগণা বণিগ্‌ভিরুপশোভিতা ।
নানাপণ্যগণাকীর্ণা খেচরীব চ গাং গতা ॥ ৪৬
প্রপাবাপীপ্রসন্নোদা উদ্যানৈরুপশোভিতা ।
সমন্ততঃ সংবৃতাঙ্গী বনিতেবায়তেক্ষণা ॥ ৪৭

---

বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ কথা বলিলে পর যিনি পূর্ব্বেই সমুদ্রের নিকট হইতে কিছু ভূমি গ্রহণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেই বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নদীসকলের পতি সমুদ্রকে বলিলেন ॥ ৩৫

সমুদ্র! যদি আমার প্রতি তোমার সমাদরবুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার বাক্যে বার যোজন পর্য্যন্ত জলাশয়ে নিজের স্বরূপকে ( জলকে ) সরাইয়া লও ॥ ৩৬

তুমি স্থান দান করিলে পর এখানে নির্ম্মীয়মাণ পুরীর প্রদেশ পর্য্যাপ্ত বিস্তার প্রাপ্ত হইবে এবং এই রমণীয় পুরী আমার সমস্ত সৈন্যভার সহ্য করিতে পারিবে ॥ ৩৭

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নদ-নদীপতি সমুদ্র মারুতযোগের সাহায্যে নিজের জলাশয়ের জলের উপসংহার করিয়া তত পরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৩৮

পুরীর এই বিশাল বাস্তু দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রীতিলাভ করিলেন। সমুদ্র সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মান করিলেন ॥ ৩৯

তাহার পর বিশ্বকর্ম্মা যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—গোবিন্দ! আপনারা সকলে আজ হইতেই এই পুরীতে বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হউন ॥ ৪০

প্রভো! আমি মনের দ্বারা এই শ্রেষ্ঠ পুরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছি। এখন অল্পকালের মধ্যেই গৃহসমূহের পঙ্‌ক্তিতে সুশোভিত হইয়া রমণীয় পুরীরূপে প্রকটিত হইবে। ইহার দ্বার সুন্দর হইবে এবং তোরণ সর্ব্বোচ্চ ও মনোহর হইবে। চিনা, প্রাচীর ও অট্টালিকাসমূহ এই পুরীর কেয়ূররূপে অলঙ্কৃত থাকিবে। এই পুরী ভূতলে পৃথিবীর ককুদের সমান শোভা পাইবে ॥ ৪১-৪২

বিশ্বকর্ম্মা এই পুরীর দেবপূজিত প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিশাল অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করিলেন, যাহার মধ্যে পরিচর্য্যার ( স্নানাদির ) জন্য পৃথক্ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মিত ছিল ॥ ৪৩

এইরূপে সেই সময় বিশ্বকর্ম্মা মানসিক প্রযত্নের ( সঙ্কল্পের ) দ্বারা সেই কমনীয় বৈষ্ণবী পুরী দ্বারবতীর নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ৪৪

ইহার দ্বার শিল্পশাস্ত্রের বিধি অনুসারে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ প্রাচীর ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। পরিখা ও টিলার দ্বারা এই পুরী সুরক্ষিত ছিল এবং ইহার মধ্যে অট্টালিকা, প্রাচীর ও তোরণ যথাস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল ॥ ৪৫

সুন্দর নর-নারীগণ সেখানে বসবাস করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। নানা প্রকার ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহ ও ক্রয়স্থান ( দোকান ) প্রভৃতির দ্বারা ইহা পূর্ণ ছিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—আকাশে বিচরণকারী সেই পুরী ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে ॥ ৪৬

এই পুরীর পানীয়শালা ও বাপীসমূহ স্বচ্ছ জলে পূর্ণ ছিল এবং নানা প্রকারের উদ্যান ইহাকে সর্ব্বদিক্ দিয়া সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃতা বিশাললোচনা রমণীর ন্যায় এই পুরী প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৭

সমুচ্ছ্রয়বতী বেশ্মোত্তমঘনাচিতা ।
রথ্যাকোটিসহস্রাঢ্যা শুভরাজপথোত্তরা ॥ ৪৮
ভূষয়ন্তী সমুদ্রং সা স্বর্গমিন্দ্রপুরী যথা ।
পৃথিব্যাং সর্বরত্নানামেকা নিচয়শালিনী ॥ ৪৯
সুরাণামপি সুক্ষেত্রা সামন্তক্ষোভকারিণী ।
অভ্রকাশং তদাকাশং প্রাসাদৈরুপকুর্বতী ॥ ৫০
পৃথিব্যাং পৃথুরাষ্ট্রায়াং জনৌঘপ্রতিনাদিতা ।
ওঘৈশ্চ বারিরাজস্য শিশিরীকৃতমারুতা ॥ ৫১
অনূপোপবনৈঃ কান্তৈঃ কান্ত্যা জনমনোহরা ।
সতারকা দ্যৌরিব সা দ্বারকা প্রত্যরাজত ॥ ৫২
প্রাকারেণার্কবর্ণেন শাতকৌম্ভেন সংবৃতা ।
হিরণ্যপ্রতিবর্ণৈশ্চ গৃহৈর্গম্ভীরনিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৩
শুভ্রমেঘপ্রতীকাশৈর্দ্বারৈঃ সৌধৈশ্চ শোভিতা ।
কচিৎ কচিদ্বনপ্রাগ্রৈরুরুপাবৃতমহাপথা ॥ ৫৪
তামাবসৎ পুরীং কৃষ্ণঃ সর্বে যাদবনন্দনাঃ ।
অভিপ্রভূতজনাকীর্ণাং সোমঃ খমিব ভাসয়ন্ ॥ ৫৫
( বিশ্বকর্মকৃতাং দিব্যাং রত্নজালসমাকুলাম্ । )
বিশ্বকর্মা চ তাং কৃত্বা পুরীং শক্রপুরীমিব ।
জগাম ত্রিদিবং দেবো গোবিন্দেনাভিপূজিতঃ ॥ ৫৬
ভূয়শ্চ বুদ্ধিরভবৎ কৃষ্ণস্য বিদিতাত্মনঃ ।
জনানিমান্ ধনৌঘৈশ্চ তর্পয়েয়মহং যদি ॥ ৫৭
স বৈশ্রবণসংস্পৃষ্টং নিধীনামুত্তমং নিধিম্ ।
শঙ্খমাহ্বয়তোপেন্দ্রো নিশি স্বে ভবনে প্রভুঃ ॥ ৫৮
স শঙ্খঃ কেশবাহ্বানং জ্ঞাত্বা হি নিধিরাট্ স্বয়ম্ ।
আজগাম সমীপং বৈ তস্য দ্বারবতীপতেঃ ॥ ৫৯
স শঙ্খঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াদবনিং গতঃ ।
কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়ামাস যথা বৈশ্রবণং তথা ॥ ৬০

ইহার চত্বর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার অত্যুচ্চ ভবনসমূহ মেঘমণ্ডলে ব্যাপ্ত ছিল। এই পুরীতে কোটি সহস্র ক্ষুদ্রপথে (গলিপথে) পূর্ণ ছিল এবং উজ্জ্বল রাজপথের দ্বারা ইহার উৎকৃষ্ট শোভা হইতেছিল। ৪৮

যেরূপ ইন্দ্রপুরী অমরাবতী স্বর্গের শোভা বর্ধন করে, সেইরূপ এই দ্বারবতীপুরী সমুদ্রের শোভা বর্ধন করিতে লাগিল। ইহা পৃথিবীতে সমস্ত রত্নরাশির সঞ্চয়ে সুশোভিতা একমাত্র নগরী ছিল। ৪৯

দ্বারকাপুরী দেবগণের পক্ষেও পুণ্যক্ষেত্র ছিল। সীমান্তবর্তী নরপতিগণের মনে ক্ষোভ উৎপন্নকারিণী এই নগরী নিজের অত্যুচ্চ প্রাসাদসমূহের দ্বারা আকাশকেও আচ্ছাদিত করিয়া ছিল। ৫০

বহু রাজ্যযুক্ত এই পৃথিবীতে স্থাপিতা দ্বারকাপুরী জনসমূহের কোলাহলে মুখরিতা ছিল এবং জলপতি সমুদ্রের প্রবাহ ও উত্তাল তরঙ্গসমূহের সহিত সম্পৃক্ত থাকায় এ স্থানের বায়ু সদা শীতল ছিল। ৫১

সমুদ্রের জলপ্রান্ত তীরে স্থিত কমনীয় উপবনসমূহের দ্বারা মণ্ডিতা স্বীয় অনুপম কান্তিতে এই দ্বারকাপুরী মনুষ্যগণের মনকে মোহিত করিতেছিল এবং নক্ষত্রসকলে পূর্ণ আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৫২

সূর্যতুল্য স্বর্ণবিনির্মিত দুর্ধর্ষ প্রাচীরে আবৃতা এই নগরী গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত স্বর্ণনির্মিত ভবনসমূহ ও শ্বেতমেঘসদৃশ উজ্জ্বল দ্বারসকল এবং অট্টালিকাসমূহের দ্বারা সুশোভিতা ছিল। ৫৩

কোনও কোনও স্থানে বৃহৎ ভবনসমূহের ছায়ায় ইহার বিশাল পথসকল আচ্ছাদিত ছিল। এরূপ দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত যাদবনন্দনগণ বাস করিতে লাগিলেন। এই পুরী অতীব জনসমূহে পূর্ণ ছিল। যেরূপ চন্দ্র আকাশকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পুরীর শোভা বর্ধন করিতেছিলেন। ৫৪-৫৫

ইন্দ্রপুরী অমরাবতীসদৃশ দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিয়া দেব বিশ্বকর্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ৫৬

তাহার পর আত্মজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনে পুনরায় এই বুদ্ধির উদয় হইল যে, এখানের এই জনগণকে যদি আমি ধনের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারি, তবে ভালই হয়। ৫৭

তখন সেই ভগবান্ উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ কুবেরের সম্পর্কে স্থিত নিধিসকলের মধ্যে উত্তমনিধি শঙ্খকে রাত্রিকালে নিজের ভবনে আহ্বান করিলেন। ৫৮

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আহ্বান করিয়াছেন' ইহা জানিয়া নিধিরাজ শঙ্খ স্বয়ংই দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিলেন। ৫৯

তখন সেই শঙ্খ বিনয়সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিলেন এবং কুবেরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৬০

ভগবন্ কিং ময়া কার্য্যং সুরাণাং বিত্তরক্ষিণা ।
নিয়োক্তুমর্হসি মহাবাহো যৎ কার্য্যং যদুনন্দন ॥ ৬১

তমুবাচ হৃষীকেশঃ শঙ্খং গুহ্যকমুত্তমম্
জনাঃ কৃশধনা যেঽস্মিংস্তান্ ধনেনাভিপূরয় ॥ ৬২

নেচ্ছাম্যনশিতং দ্রষ্টুং কৃশং মলিনমেব চ ।
দেহীতি চৈব যাচন্তং নগর্য্যাং নির্ধনং নরম্ ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গৃহীত্বা শাসনং মূর্দ্ধ্না নিধিরাট্ কেশবস্য হ ।
নিধীনাজ্ঞাপয়ামাস দ্বারবত্যাং গৃহে গৃহে ॥ ৬৪

ধনৌঘৈরভিবর্ষধ্বং চক্রুঃ সর্ব্বং যথা চ তে ।
নাধনো বিদ্যতে তত্র ক্ষীণভাগ্যোঽপি বা নরঃ ॥ ৬৫

কৃশো বা মলিনো বাপি দ্বারবত্যাং কথঞ্চন
দ্বারবত্যাং পুরি পুরা কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৬

চকার বায়োরাহ্বানং ভূয়শ্চ পুরুষোত্তমঃ ।
ততশ্চ এব ভগবান্ যাদবানাং প্রিয়ঙ্করঃ ॥ ৬৭

প্রাণযোনিস্তু ভূতানামুপতস্থে গদাধরম্
একমাসীনমেকান্তে দেবগুহ্যধরং প্রভুম্ ॥ ৬৮

কিং ময়া দেব কর্ত্তব্যং সর্ব্বগেনাশুগামিনা
যথৈব দূতো দেবানাং তথৈবাস্মি তবানঘ ॥ ৬৯

তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণো রহস্যং পুরুষো হরিঃ ।
মারুতং জগতঃ প্রাণং রূপিণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৭০

গচ্ছ মারুত দেবেশমনুনাপ্য সহামরৈঃ ।
সভাং সুধর্ম্মামাদায় দেবেভ্যস্ত্বমিহানয় ॥ ৭১

যাদবা ধার্ম্মিকা হ্যেতে বিক্রান্তাশ্চ সহস্রশঃ ।
তস্যাং বিশেয়ুরেতে বৈ ন তু যা কৃত্রিমা ভবেৎ ॥ ৭২

যা হ্যক্ষয়া সভা রম্যা কামগা কামরূপিণী ।
সা যদূন্ ধারয়েৎ সর্ব্বান্ যথৈব ত্রিদশাংস্তথা ॥ ৭৩

সংগৃহ্য বচনং তস্য কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
বায়ুরাত্মোপমগতির্জগাম ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ৭৪

ভগবন্ ! আমি দেবগণের ধনরক্ষক । মহাবাহো যদুনন্দন ! আমাকে কি করিতে হইবে ? যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন । ৬১

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই শঙ্খনামক উত্তম গুহ্যককে বলিলেন— এই নগরে যে সব নির্ধন ও অল্পধন মানুষ আছে, তুমি তাহাদিগকে ধনে পূর্ণ করিয়া দাও । ৬২

আমি এই নগরীতে এরূপ কোনও মানুষকে দেখিতে ইচ্ছা করি না, যে ভোজন না পাইয়া উপবাস করে, যে দুর্ব্বল ও এবং 'দাও' বলিয়া কাহারও সম্মুখে ভিক্ষা করে । ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিধিপতি শঙ্খ সমস্ত নিধিদিগকে আদেশ করিলেন—তোমরা সকলে দ্বারকার প্রতি গৃহে যাইয়া ধনরাশি বর্ষণ কর । তখন সেই নিধিরা তাহাই করিল । । ৬৪

এইভাবে পুরাকালে মহাত্মা কেশবের পুরী দ্বারকায় কোনও মানুষ কোন রূপেই নির্ধন কিংবা ভাগ্যহীন ছিল না । কেহ দুর্ব্বল বা মলিনও ছিল না । ৬৫-৬৬

তাহার পর যাদবগণের প্রিয়কারী পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থান করিয়াই পুনরায় বায়ুদেবকে আহ্বান করিলেন । ৬৭

সমস্ত ভূতগণের প্রাণের যোনিস্বরূপ বায়ুদেব একান্তে একাকী উপবিষ্ট এবং দেবগণের গুপ্ত প্রয়োজনকে যিনি নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন । ৬৮

তিনি বলিলেন,—দেব ! আমি শীঘ্রগামী এবং সর্ব্বগ ( সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ ) । আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে ? অনঘ ! আমি যেরূপ দেবগণের দূত, সেইরূপ আপনারও দূত । ৬৯

জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ুদেব মূর্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া অন্তর্যামী পাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই রহস্যপূর্ণ বাক্য বলিলেন । ৭০

মারুত ! তুমি যাও । দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্রকে সমাদর করত তাঁহার অনুমতি লইয়া দেবগণের নিকট হইতে সুধর্ম্মানামক দেবসভাকে এখানে আনয়ন কর । ৭১

এই সহস্র সহস্র ধর্ম্মাত্মা ও পরাক্রমশালী যাদব সেই সভায় উপবেশন করিবে, যাহা কৃত্রিম ( ক্ষণভঙ্গুর ) নহে । ৭২

যে সভা অক্ষয়, রমণীয়, ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ এবং সভাসদ্গণের ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করে, সেই সুধর্ম্মা সভা নিজের মধ্যে এই সমস্ত যদুবংশীয়গণকে সেইভাবে ধারণ করিবে, যেরূপ সে দেবতাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে । ৭৩

অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণের এই সংবাদ গ্রহণ করিয়া নিজেরই তুল্য গতি অবলম্বন করত বায়ুদেব স্বর্গলোকে গমন করিলেন । ৭৪

সোঽভ্যনুজ্ঞাপ্য তান্ সর্বান্ কৃষ্ণবাক্যং নিবেদ্য চ।
সভাং সুধর্মামাদায় পুনরাগান্মহীতলম্ ॥ ৭৫
সুধর্মাথ সুধর্মাং তাং কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
দেবো দেবসভাং দত্ত্বা বায়ুরন্তরধীয়ত ॥ ৭৬
দ্বারবত্যাস্তু সা মধ্যে কেশবেন নিবেশিতা।
সুধর্মা যজ্ঞমুখ্যানাং দেবানাং ত্রিদিবে যথা ॥ ৭৭
এবং দিব্যৈশ্চ ভৌমৈশ্চ জলজৈশ্চাব্যয়ো হরিঃ
দ্রব্যৈরলঙ্করোতি স্ম পুরীং স্বাং প্রমদামিব ॥ ৭৮
মর্যাদাশ্চৈব সঙ্কল্পে শ্রেণীশ্চ প্রকৃতীস্তথা।
বলাধ্যক্ষাংশ্চ যুক্তাংশ্চ প্রকৃতীশ্চাংস্তথৈব চ ॥ ৭৯
উগ্রসেনং নরপতিং কাশ্যং চাপি পুরোহিতম্।

তিনি সমস্ত দেবগণকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নিবেদন করত তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে সুধর্মা সভাকে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ভূতলে আসিলেন। ৭৫

অনায়াসে মহৎ কর্মকারী শ্রীকৃষ্ণকে সেই সুধর্মা-নামক দেবসভা প্রদান করত বায়ুদেব অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৭৬

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীর মধ্যভাগে সেই সুধর্মা সভাকে স্থাপিত করিলেন। যেরূপ স্বর্গলোকে দেবগণের সভা ছিল, সেইরূপ ভূতলে দ্বারকাপুরীতে যদুশ্রেষ্ঠগণের এই সভা বর্তমানে রহিল। ৭৭

এইভাবে অবিনাশী শ্রীহরি দিব্য ভোগসমূহের দ্বারা এবং সমুদ্রের জলে উৎপন্ন দ্রব্য (রত্ন)-সমূহের দ্বারা নিজের পুরীকে যুবতী স্ত্রীর ন্যায় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৭৮

তিনি সকলেরই জন্য বর্ণের মর্যাদা বাঁধিয়া দিলেন। বণিক্, প্রজাজন, সেনাপতি এবং প্রজাবর্গের শাসকগণের জন্যও সমুচিত মর্যাদা স্থাপিত করিলেন। ৭৯

সেনাপতিমনাধৃষ্টিং বিকদ্রুং মন্ত্রিপুঙ্গবম্ ॥ ৮০
যাদবানাং কুলকরান্ স্থবিরান্ দশ তত্র বৈ।
মতিমান্ স্থাপয়ামাস সর্ব্বকার্যেষ্বনন্তরান্ ॥ ৮১
রথেষ্বতিরথো যন্তা দারুকঃ কেশবস্য বৈ
যোধমুখ্যশ্চ যোধানাং প্রবরঃ সাত্যকিঃ কৃতঃ ॥ ৮২
বিধানমেবং কৃত্বাথ কৃষ্ণঃ পুর্য্যামনিন্দিতঃ।
মুমুদে যদুভিঃ সার্ধং লোকস্রষ্টা মহীতলে ॥ ৮৩
রেবতস্যাথ কন্যাঞ্চ রেবতীং শীলসম্মতাম্
প্রাপ্তবান্ বলদেবস্তু কৃষ্ণস্যানুমতে তদা ॥ ৮৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
দ্বারবতীনির্মাণেঽষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

উগ্রসেনকে দ্বারকার রাজা করিলেন, কাশীর বিদ্বান সান্দীপনি মুনিকে পুরোহিত করিলেন, অনাধৃষ্টিকে সেনাপতি এবং বিকদ্রুকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। ৮০

বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের বংশধর দশ জন বৃদ্ধ পুরুষকে (উদ্ধব, বসুদেব, কঙ্ক, বিপৃথু, শ্বফল্ক, চিত্রক, গদ, সত্যক, বলভদ্র ও পৃথু—এই দশ বৃদ্ধ পুরুষকে) সকল কার্যে পরামর্শদানের জন্য অমাত্যর মন্ত্রীর পদে স্থাপিত করিলেন। ৮১

রথী বীরগণের মধ্যে অতিরথ বীর দারুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সারথি হইলেন। যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকিই সমস্ত যাদবগণের মধ্যে প্রধানরূপে স্থিরীকৃত হইলেন। ৮২

সমস্ত লোকসমূহের স্রষ্টা অনিন্দ্য কীর্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বৈধানিক ব্যবস্থা করিয়া দ্বারকা পুরীতে যাদবগণের সহিত আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ৮৩

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিতে বলদেব রাজা রেবতের সুশীলা কন্যা রেবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ৮৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে দ্বারবতীর নির্মাণবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন রুক্মিণ্যা অপহরণম্, জরাসন্ধ-শিশুপালাদিভিঃ সহ যাদবানাং ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নেব কালে তু জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্।
নৃপান্ সমুদ্যোজয়ামাস চেদিরাজপ্রিয়েপ্সয়া ॥ ১

সুতায়া ভীষ্মকস্যাথ রুক্মিণ্যা রুক্মভূষণঃ
শিশুপালস্য নৃপতেবিবাহো ভবিতা কিল ॥ ২

দন্তবক্রস্য তনয়ং সুবক্তুমমিতৌজসম্
সহস্রাক্ষসমং যুদ্ধে মায়াশতবিশারদম্ ॥ ৩

পৌণ্ড্রস্য বাসুদেবস্য তথা পুত্রং মহাবলম্
সুদেবং বীর্যসম্পন্নং পৃথগক্ষৌহিণীপতিম্ ॥ ৪

একলব্যস্য পুত্রঞ্চ বীর্যবন্তং মহাবলম্।
পুত্রঞ্চ পাণ্ড্যরাজস্য কলিঙ্গাধিপতিং তথা ॥ ৫

কৃতাপ্রিয়শ্চ কৃষ্ণেন বেণুদারিং নরাধিপম্
অংশুমন্তং তথা ক্রাথং শ্রুতধর্মাণমেব চ ॥ ৬

নিবৃত্তশত্রুং কালিঙ্গং গান্ধারাধিপতিং তথা।
প্রসন্তং চ মহাবীর্যং কৌশাম্ব্যধিপমেব চ ॥ ৭

ভগদত্তো মহাসেনঃ শলঃ শাল্বো মহাবলঃ।
ভূরিশ্রবা মহাসেনঃ কুন্তিবীর্যশ্চ বীর্যবান্।
স্বয়ং বরার্থং সম্প্রাপ্তা ভোজরাজনিবেশনে ॥ ৮

জনমেজয় উবাচ

কস্মিন্ দেশে নৃপো জজ্ঞে রুক্মী বেদবিদাং বরঃ
কস্যান্ববায়ে দ্যুতিমান্ সম্ভূতো দ্বিজসত্তম ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

রাজর্ষের্যাদবস্যাসীদ্ বিদর্ভো নাম বৈ সুতঃ।
বিন্ধ্যস্য দক্ষিণে পার্শ্বে বিদর্ভাং যো ন্যবেশয়ৎ ॥ ১০

ক্রথ-কৈশিকমুখ্যাস্তু পুত্রাস্তস্য মহাবলাঃ
বভূবুর্বীর্যসম্পন্নাঃ পৃথগ্ বংশকরা নৃপাঃ ॥ ১১

তস্যান্ববায়ে ভীমস্য জজ্ঞিরে বৃষ্ণয়ো নৃপাঃ।
ক্রথস্য ত্বংশুমান্ বংশে ভীষ্মকঃ কৈশিকস্য তু ॥ ১২

## একোনষষ্টিতম অধ্যায়

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীকে অপহরণ এবং জরাসন্ধ-শিশুপালাদির সহিত যাদবগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময় প্রতাপশালী জরাসন্ধ চেদিরাজ শিশুপালের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় রাজাদিগকে একত্র করিবার উদ্যোগ করিলেন। ১

তিনি সর্বত্র এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী এবং শিশুপালের বিবাহ হইবে। ইহাতে কেবল সুবর্ণই আভূষণরূপে ব্যবহৃত হইবে। ২

দন্তবক্রের পুত্র অমিততেজস্বী সুবক্তু। ইনি শত মায়ায় পারদর্শী ছিলেন এবং যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। (জরাসন্ধ ইঁহাকে আহ্বান করিলেন।)। ৩

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মহাবল ও পরাক্রমসম্পন্ন পুত্র সুদেবকেও জরাসন্ধ আহ্বান করিলেন। এই সুদেব পৃথক্ এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। ৪

একলব্যের মহাবল ও পরাক্রমশালী পুত্রকে, পাণ্ড্যরাজের পুত্রকে, কলিঙ্গদেশের অধিপতিকে, শ্রীকৃষ্ণ যাহার অপ্রিয় করিয়াছিলেন, সেই রাজা বেণুদারিকে, ক্রথপুত্র অংশুমান্ ও শ্রুতধর্মাকে, শত্রুগণকে পরাজিতকারী কলিঙ্গরাজকে এবং মহাপরাক্রমী কৌশাম্বীপতিকে জরাসন্ধ যত্নপূর্বক আহ্বান করিলেন। ৫-৭

বিশাল সৈন্যসহ রাজা ভগদত্ত, শল, মহাবল শাল্ব, বিশাল সৈন্যযুক্ত ভূরিশ্রবা এবং পরাক্রমশালী কুন্তিবীর্য—ইঁহারা সকলে স্বয়ং বর হিসাবে শিশুপালের জন্য ভোজরাজ ভীষ্মকের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কান্তিমান্ রাজা রুক্মী কোন্ দেশে ও কোন্ কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! রাজর্ষি যাদবের বিদর্ভ নামে এক পুত্র ছিল। এই বিদর্ভ বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণ পার্শ্বে বিদর্ভা নগরীতে বাস করিতেন। ১০

বিদর্ভের ক্রথ, কৈশিকাদি বহু মহাবল পুত্র ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরাক্রমসম্পন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ বংশের প্রবর্তক নরপতি ছিলেন। ১১

রাজর্ষি যাদবেরই বংশে ভীম হইতে বৃষ্ণিবংশের রাজাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রথের বংশে এবং কৈশিকের বংশজ পুত্র হইলেন ভীষ্মক। ১২

হিরণ্যরোমেত্যাহুর্যং দাক্ষিণাত্যেশ্বরং নৃপাঃ।
অগস্ত্যগুপ্তামাশাং যঃ কুণ্ডিনস্থোঽন্বশান্নৃপঃ ॥ ১৩
রুক্মী তস্যাভবৎ পুত্রো রুক্মিণী চ বিশাম্পতে।
রুক্মী চাস্ত্রাণি দিব্যানি দ্রুমাৎ প্রাপ মহাবলঃ ॥ ১৪
জামদগ্ন্যাত্তথা রামাদ্ ব্রাহ্মমস্ত্রমবাপ্তবান্।
প্রাস্পর্দ্ধত স কৃষ্ণেন নিত্যমদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ১৫
রুক্মিণী ত্বভবদ্ রাজন্ রূপেণাসদৃশী ভুবি।
চকমে বাসুদেবস্তাং শ্রবাদেব মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৬
স তয়া চাভিলষিতঃ শ্রবাদেব জনার্দ্দনঃ।
তেজোবীর্য্যবলোপেতঃ স মে ভর্ত্তা ভবেদিতি ॥ ১৭
তাং দদৌ ন চ কৃষ্ণায় দ্বেষাদ্ রুক্মী মহাবলঃ।
কংসস্য বধসন্তাপাৎ কৃষ্ণায়ামিততেজসে ॥ ১৮
যাচমানায় কংসস্য দ্বেষ্যোঽয়মিতি চিন্তয়ন্।
চৈদ্যস্যার্থে সুনীথস্য জরাসন্ধস্য ভূমিপঃ।

নৃপগণ ভীষ্মককেই হিরণ্যরোমা ও দাক্ষিণাত্যেশ্বর বলেন। এই নৃপ ভীষ্মক কুণ্ডিনপুরে থাকিয়া অগস্ত্যমুনির দ্বারা সুরক্ষিত দক্ষিণ দিক্ শাসন করেন। ১৩

প্রজানাথ! এই রাজা ভীষ্মকেরই পুত্র রুক্মী এবং কন্যা রুক্মিণী। মহাবল রুক্মী কিম্পুরুষরাজ দ্রুমের নিকট হইতে দিব্যাস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের নিকট হইতে ইনি ব্রহ্মাস্ত্রও লাভ করিয়াছেন। রুক্মী অদ্ভুত কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করেন। ১৪-১৫

রাজন্! ভূতলে রুক্মিণীর সদৃশ রূপবতী রমণী আর কেহ ছিলেন না। মহাতেজস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিচয় শ্রবণ করিয়াই তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন। ১৬

এইরূপ রুক্মিণীও শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা শ্রবণ করিয়াই তাঁহাকে অভিলাষ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তেজ, বীর্য্য ও বলসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণই আমার পতি হউন। ১৭

মহাবল রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষবশতঃ সেই রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন না। কংসের বধ শ্রবণ করিয়া ইনি অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই কৃষ্ণ কংসদ্রোহী, সেইজন্য তিনি যাচ্ঞা করিলেও রুক্মী অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রুক্মিণীকে প্রদান করিলেন না। ১৮]

ভূপতি রাজা জরাসন্ধ চেদিরাজ সুনীথের (দমঘোষের) পুত্র শিশুপালের জন্য ভয়ানক পরাক্রমশালী ভীষ্মকের নিকট হইতে

বরয়ামাস তাং রাজা ভীষ্মকঃ ভীমবিক্রমম্ ॥ ১৯
চেদিরাজস্য তু বসোরাসীৎ পুত্রো বৃহদ্রথঃ
মগধেষু পুরা যেন নির্ম্মিতোঽসৌ গিরিব্রজঃ ॥ ২০
তস্যান্ববায়ে জজ্ঞেঽসৌ জরাসন্ধো মহাবলঃ।
বসোরেব তদা বংশে দমঘোষোঽপি চেদিরাট্ ॥ ২১
দমঘোষস্য পুত্রাস্তু পঞ্চ ভীমপরাক্রমাঃ
ভগিন্যাং বসুদেবস্য শ্রুতশ্রবসি জজ্ঞিরে ॥ ২২
শিশুপালো দশগ্রীবো রৈভ্যোঽথোপদিশো বলী।
সর্ব্বাস্ত্রকুশলা বীরা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ২৩
জাতেঃ সমানবংশস্য সুনীথঃ প্রদদৌ সুতম্।
জরাসন্ধস্য সুতবন্নির্বিশেষং জুগোপ চ ॥ ২৪
জরাসন্ধং পুরস্কৃত্য বৃষ্ণিশত্রুং মহাবলম্
কৃতান্যাগাংসি চৈদ্যেন বৃষ্ণীনাং চাপ্রিয়ৈষিণা ॥ ২৫
জামাতা হ্যভবত্তস্য কংসস্তস্মিন্ হতে যুধি
কৃষ্ণার্থং বৈরমভবজ্জরাসন্ধস্য বৃষ্ণিভিঃ ॥ ২৬

তাঁহার কন্যা রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৯

চেদিরাজ উপরিচর বসুর এক পুত্রের নাম ছিল বৃহদ্রথ। তিনি পুরাকালে মগধদেশের মধ্যে গিরিব্রজনামক নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ২০

তাঁহার বংশে মহাবল জরাসন্ধ জন্মগ্রহণ করেন। উপরিচর বসুরই বংশে সেই সময় দমঘোষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি চেদিদেশের রাজা ছিলেন। ২১

দমঘোষের ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পাঁচ পুত্র হয়। ইঁহারা বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হন। ২২

তাঁহাদের নাম ছিল শিশুপাল, দশগ্রীব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলী। ইঁহারা সকলে সর্ব্বাস্ত্রে নিপুণ, বীর, পরাক্রমশালী ও মহাবল ছিলেন। ২৩

জরাসন্ধ জাতি ছিলেন এবং সমান বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেইজন্য সুনীথ (দমঘোষ) নিজের পুত্র শিশুপালকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ শিশুপালকে জরাসন্ধের সহযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। জরাসন্ধও শিশুপালকে নিজের পুত্রতুল্য মনে করিতেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। ২৪

বৃষ্ণিবংশের শত্রু মহাবল জরাসন্ধকে অগ্রে করিয়া চেদিরাজ শিশুপাল বৃষ্ণিবংশীয়গণের অপ্রিয় কামনা করিতে করিতে তাহাদের অনেক অপরাধ করিয়াছিলেন। ২৫

কংস জরাসন্ধের জামাতা ছিল। যখন সে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতা উৎপন্ন হইল। ২৬

ভীষ্মকং বরয়ামাস সুনীথার্থে চ রুক্মিণীম্
তাং দদৌ ভীষ্মকশ্চাপি শিশুপালায় বীর্য্যবান্ ॥ ২৭
ততশ্চৈদ্যমুপাদায় জরাসন্ধো নরাধিপঃ ।
যযৌ বিদর্ভান্ সহিতো দন্তবক্রেণ যায়িনা ॥ ২৮
অনুজ্ঞাতশ্চ পৌণ্ড্রেণ বাসুদেবেন ধীমতা ।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গানামীশ্বরঃ স মহাবলঃ ॥ ২৯
মানয়িষ্যংশ্চ তান্ রুক্মী প্রত্যুদগম্য নরাধিপান্
বরয়া পূজয়োপেতাংস্তানিনায় পুরীং প্রতি ॥ ৩০
পিতৃষ্বসুঃ প্রিয়ার্থঞ্চ রামকৃষ্ণাবুভাবপি ।
প্রযযুর্বৃষ্ণয়শ্চান্যে রথৈস্তত্র বলান্বিতাঃ ॥ ৩১
ক্রথ-কৈশিকভর্ত্তা তান্ প্রতিগৃহ্য যথাবিধি ।
পূজয়ামাস পূজার্হান্ বহিরেব ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩২
শ্বোভাবিনি বিবাহে চ রুক্মিণী নির্যযৌ বহিঃ ।
চতুর্যুজা রথেনৈন্দ্রে দেবতায়তনে শুভে ॥ ৩৩

ইন্দ্রাণীমর্চ্চয়িষ্যন্তী কৃতকৌতুকমঙ্গলা
দীপ্যমানেন বপুষা বলেন মহতা বৃতা ॥ ৩৪
তাং দদর্শ তদা কৃষ্ণো লক্ষ্মীং সাক্ষাদিব স্থিতাম্ ।
স্বরূপেণাগ্র্যেণ সম্পন্নাং দেবতায়তনান্তিকে ॥ ৩৫
বহ্নেরিব শিখাং দীপ্তাং মায়াং ভূমিগতামিব ।
পৃথিবীমিব গম্ভীরামুত্থিতাং পৃথিবীতলাৎ ॥ ৩৬
মরীচিমিব সোমস্য সৌম্যাং স্ত্রীবিগ্রহাং ভুবি
শ্রীমিবাগ্র্যাং বিনা পদ্মং ভবিষ্যাং শ্রীসহায়িনীম্ ।
কৃষ্ণেন মনসা দৃষ্টাং দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি ॥ ৩৭
শ্যামাবদাতা সা হ্যাসীৎ পৃথুচার্বায়তেক্ষণা
তাম্রোষ্ঠনয়নাপাঙ্গী পীনোরুজঘনস্তনী ॥ ৩৮
বৃহতী চারুসর্ব্বাঙ্গী তন্বী শশিসিতাননা ।
তাম্রতুঙ্গনখী সুভ্রূর্নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা ॥ ৩৯

---

জরাসন্ধ সুনীথপুত্র শিশুপালের জন্য ভীষ্মকের নিকট হইতে রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং পরাক্রমশালী ভীষ্মক শিশুপালের জন্য তাঁহাকে বাগ্‌দানও করিয়াছিলেন । ২৭

তখন রাজা জরাসন্ধ নিজের সহায়ক দন্তবক্ত্রের ( দন্তবক্রের ) সহিত চেদিরাজ শিশুপালকে লইয়া বিদর্ভদেশে গমন করিলেন । ২৮

বুদ্ধিমান্ পৌণ্ড্রক বাসুদেবও এই কার্য্যে জরাসন্ধকে অনুমোদন করিয়াছিলেন । মহাবল জরাসন্ধ অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেরও সম্রাট্ ছিলেন । ২৯

রুক্মী এই নরপতিগণকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিছুদ্ দূর অগ্র গমন করিয়া যাইলেন এবং উত্তম রীতিতে তাঁহাদের স্বাগত-সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ পুরীতে লইয়া আসিলেন । ৩০

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দুই ভ্রাতাও নিজের পিসিমাতার প্রসন্নতার জন্য সেখানে যাইলেন । অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণও রথসমূহের দ্বারা সেখানে উপস্থিত হইলেন । ৩১

ক্রথ-কৈশিকদেশের অধিপতি ভীষ্মক সেই পূজনীয় পুরুষগণের বিধি অনুসারে পূজা করিলেন এবং তাঁহাদিগের জন্য বাহিরেই বাস করিবার ব্যবস্থা করিলেন । ৩২

যখন আগামী কাল বিবাহ হইবে স্থির হইয়া যাইল, তখন রাজকুমারী রুক্মিণী তৎকালোচিত মঙ্গলাচারসম্পন্ন হইয়া নিজের দীপ্তিমান্ শরীরে সুশোভিতা হইতে হইতে সুন্দর দেবালয়ে ইন্দ্রাণীকে পূজা করিবার জন্য চার অশ্ববাহিত রথে উপবেশন করত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে রাজভবন হইতে বাহির হইলেন । সেই সময় তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিতা ছিলেন । ৩৩-৩৪

তাঁহার যাত্রার মধ্যে দেবমন্দিরের নিকট উত্তম রূপসম্পন্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অবস্থিতা রুক্মিণীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলেন । ৩৫

তখন তিনি প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা, স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ দেবমায়া এবং পৃথিবীতল হইতে উত্থিতা গম্ভীর স্বভাবা মূর্ত্তিমতী ভূদেবীর ন্যায় প্রতীত হইয়াছিলেন । ৩৬

তাঁহাকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল, যেন চন্দ্রের সৌম্য কিরণাবলি সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করত পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে, পদ্মরহিতা শ্রেষ্ঠা লক্ষ্মী অথবা ভবিষ্যতে লক্ষ্মীর সহায়িকা কেহ হইবেন । দেবগণের পক্ষেও যাঁহাকে দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, সেই রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় ভরিয়া দর্শন করিলেন । ৩৭

তাঁহার ষোল বৎসর বয়স ছিল । অঙ্গের কান্তি গৌরবর্ণ ছিল । তাঁহার নেত্রদ্বয় অতিশয় মনোহর ও বিশাল ছিল । ওষ্ঠ এবং নয়নের প্রান্তভাগ তাম্রতুল্য রক্তবর্ণ ছিল । জঙ্ঘা, নিতম্ব ও স্তন স্থূল ( মোটা ) এবং মাংসল ছিল । ৩৮

ইনি তন্বী ( পাতলা ) ও বৃহদাকৃতির স্ত্রী ছিলেন । ইঁহার সর্বাঙ্গ অতিশয় মনোহর ছিল । ইঁহার মুখ চন্দ্রসদৃশ গৌর-কান্তিতে সুশোভিত ছিল । নখ রক্তবর্ণ ও উচ্চ ছিল । ভ্রূ সুন্দর এবং মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত ছিল । ৩৯

অত্যর্থং রূপতঃ কান্তা পীনশ্রোণিপয়োধরা।
তীক্ষ্ণশুক্লৈঃ সমৈর্দন্তৈঃ প্রভাবদ্ভিরলঙ্কৃতা ॥ ৪০

অসমা প্রমদা লোকে রূপেণ যশসা শ্রিয়া
রুক্মিণী রূপিণী দেবী পাণ্ডুরকৌষবাসিনী ॥ ৪১

তাং দৃষ্ট্বা বরৃধে কামঃ কৃষ্ণস্য প্রিয়দর্শনাম্।
হবিষেবানলস্যার্চির্নভস্যাঃ সমাপদৎ ॥ ৪২

রামেণ সহ নিশ্চিত্য কেশবস্তু মহাবলঃ।
তৎপ্রমাথেঽকরোদ্ বুদ্ধিং বৃষ্ণিভিঃ প্রবিচার্য চ ॥ ৪৩

কৃতে তু দেবতাকার্যে নিষ্ক্রান্তীং সুরালয়াৎ।
উৎক্ষিপ্য সহসা কৃষ্ণঃ স্বং নিনায় রথোত্তমম্ ॥ ৪৪

বৃক্ষমুৎপাট্য রামোঽপি জঘানাপততঃ পরান্
সমনহ্যন্ত দাশার্হাস্তদাজ্ঞপ্তাশ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৫

তে রথৈর্বিবিধাকারৈঃ সমুচ্ছ্রিতমহাধ্বজৈঃ
বাজিভির্বারণৈশ্চৈব পরিবব্রুর্হলায়ুধম্ ॥ ৪৬

আদায় রুক্মিণীং কৃষ্ণো জগামাশু পুরীং প্রতি।
রামে ভারং সমাসজ্য যুযুধানে চ বীর্যবান্ ॥ ৪৭

অক্রূরে বিপৃথৌ চৈব গদে চ কৃতবর্মণি।
চক্রদেবে সুদেবে চ সারণে চ মহাবলে ॥ ৪৮

নিবৃত্তশত্রৌ বিক্রান্তে ভঙ্গকারে বিদূরথে।
উগ্রসেনাত্মজে কঙ্কে শতদ্যুম্নে চ কেশবঃ ॥ ৪৯

রাজাধিদেবে মৃদরে প্রসেনে চিত্রকে তথা।
অতিদান্তে বৃহদ্দুর্গে শ্বফল্কে সত্যকে পৃথৌ ॥ ৫০

বৃষ্ণ্যন্ধকেষু চান্যেষু মুখ্যেষু মধুসূদনঃ।
গুরুমাসজ্য তং ভারং যযৌ দ্বারবতীং প্রতি ॥ ৫১

দন্তবক্ত্রো জরাসন্ধঃ শিশুপালশ্চ বীর্যবান্।
সন্নদ্ধা নির্যযুঃ ক্রুদ্ধা জিঘাংসন্তো জনার্দনম্ ॥ ৫২

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গৈশ্চ সার্দ্ধং পৌণ্ড্রৈশ্চ বীর্যবান্।
নির্যযৌ চেদিরাজস্তু ভ্রাতৃভিঃ স মহারথৈঃ ॥ ৫৩

---

ইনি রূপের দৃষ্টিতে অত্যন্ত কমনীয়া ছিলেন। ইঁহার নিতম্ব ও স্তন পীন (মোটা ও মাংসল) ছিল। ইনি তীক্ষ্ণ, শুভ্র, সমভাবে উৎপন্ন এবং উদ্দীপ্ত দন্তসমূহে সুশোভিতা ছিলেন। ৬০

রূপ, যশ ও সৌন্দর্যে জগতে ইঁহার সমান অন্য কোনও যুবতী রমণী ছিলেন না। উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্রপরিহিতা রাজকুমারী রুক্মিণী রূপবতী দেবীর ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৪১

যেরূপ ঘৃতাহুতিতে অগ্নির শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ এই প্রিয়দর্শনা রাজকন্যাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে তাঁহাকে লাভ করিবার কামনা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি নিজের মনকে রুক্মিণীর মধ্যে সমাহিত করিয়া ছিলেন। ৬২

তদনন্তর মহাবল শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত পরামর্শ ও বলরামের সহিত কর্তব্য নিশ্চয় করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিবারই স্থির করিলেন। ৪৩

এই সময়ে দেবপূজাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া রুক্মিণী দেবালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নিজের উত্তম রথে লইয়া যাইলেন। ৪৪

অন্যদিকে বলরামও একটি বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া তাহার দ্বারা আক্রমণকারী শত্রুদিগকে সংহার করিলেন। সেই সময় বলরামের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত যদুবংশীয় বীরগণ যুদ্ধের জন্য সর্ব্বতোভাবে কবচধারণ করত সজ্জিত হইলেন। ৪৫

তখন তাঁহারা উচ্চ ও বিশাল ধ্বজযুক্ত নানাবিধ রথ, অশ্ব ও হস্তিসকলের দ্বারা বলরামকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৬

বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সমস্ত ভার বলরাম ও সাত্যকির উপর প্রদান করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ করত সত্বর দ্বারকাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন। ৪৭

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সেই গুরুতর ভার (বলরাম ও সাত্যকি ব্যতীত) অক্রূর, বিপৃথু, গদ, কৃতবর্ম্মা, চক্রদেব, সুদেব, মহাবল সারণ, নিবৃত্তশত্রু, পরাক্রমশালী ভঙ্গকার, বিদূরথ, উগ্রসেনপুত্র কঙ্ক, শতদ্যুম্ন, রাজাধিদেব, মৃদর, প্রসেন, চিত্রক, অতিদান্ত, বৃহদ্দুর্গ, শ্বফল্ক, সত্যক, পৃথু এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের প্রধান বীরগণের উপর সমর্পণ করিয়া দ্বারকাপুরী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ৬৮-৫১

অন্যদিকে দন্তবক্ত্র, জরাসন্ধ ও পরাক্রমশালী শিশুপাল কবচবন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ হইয়া নির্গত হইলেন। ৫২

পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পৌণ্ড্রদেশীয় যোদ্ধাগণ ও নিজের মহারথ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত যুদ্ধের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৫৩

তান্ প্রত্যগৃহ্ণন্ সংরব্ধা বৃষ্ণিবীরা মহারথাঃ
সঙ্কর্ষণং পুরস্কৃত্য বাসবং মরুতো যথা ॥ ৫৪
আপতন্তং হি বেগেন জরাসন্ধং মহাবলম্
ষড়্ভির্বিব্যাধ নারাচৈর্যুযুধানো মহামৃধে
অক্রূরো দন্তবক্রন্তু বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ
তং প্রত্যবিধ্যৎ কারূষো বাণৈর্দশভিরাশুগৈঃ ॥ ৫৬
বিপৃথুঃ শিশুপালস্তু শরৈর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ
অষ্টভিঃ প্রত্যবিধ্যত্তং শিশুপালঃ প্রতাপবান্
গবেষণস্তু চৈদ্যন্তু ষড়্ভির্বিব্যাধ মার্গণৈঃ।
অতিদান্তস্তথাষ্টাভির্বৃহদ্দুর্গস্ত পঞ্চভিঃ ৫৮
প্রতিবিব্যাধ তাংশ্চৈদ্যঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ
জঘানাশ্বাংশ্চ চতুরশ্চতুর্ভির্বিপৃথোঃ শরৈঃ ॥ ৫৯
বৃহদ্দুর্গস্য ভল্লেন শিরশ্চিচ্ছেদ চারিণা
গবেষণস্য সূতঞ্চ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৬০
হতাশ্বন্তু রথং ত্যক্ত্বা বিপৃথুস্তু মহাবলঃ
আরুরোহ রথং শীঘ্রং বৃহদ্দুর্গস্য বীর্যবান্ ॥ ৬১
বিপৃথোঃ সারথিশ্চাপি গবেষণরথং ক্রুতম্।
আরুহ্য জবনানশ্বানিয়ন্তুমুপচক্রমে ॥ ৬২
তে ক্রুদ্ধাঃ শরবর্ষেণ সুনীথং সমবাকিরন্
নৃত্যন্তঃ রথমার্গেষু চাপহস্তাঃ কলাপিনঃ ॥ ৬৩
চক্রদেবো দন্তবক্রং বিভেদৈকেন পত্রিণা
ষড়্রথং পঞ্চভিশ্চৈব বিব্যাধ যুধি মার্গণৈঃ ॥ ৬৪
তাভ্যাং স বিদ্ধো দশভির্বাণৈর্মর্মাতিগৈঃ শিতৈঃ।
ততো বলী চক্রদেবং বিভেদ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৫
পঞ্চভিশ্চাপি বিব্যাধ সোঽপি দূরাদ বিদূরথম্
বিদূরথোঽপি ষড়্ভির্বিব্যাধ তৌ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬৬
ত্রিংশতা প্রত্যবিধ্যত্তং বলী বাণৈর্মহাবলম্
কৃতবর্মা বিভেদাজৌ রাজপুত্রং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৭
হত্বানং সারথিং চাস্য ধ্বজং চিচ্ছেদ সোঽচ্ছিতম্
প্রতিবিব্যাধ তং ক্রুদ্ধঃ পৌণ্ড্রঃ ষড়্ভিঃ শিলীমুখৈঃ ॥৬৮

তখন রোষাবিষ্ট বৃষ্ণিবংশের মহারথী বীরগণ যেরূপ দেবতারা ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া থাকেন, সেইরূপ বলরামকে অগ্রে রাখিয়া সেই সমস্ত শত্রুবর্গের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ৫৪

সেই মহাসমরে সবেগে আক্রমণকারী মহাবল জরাসন্ধকে সাত্যকি ছয়টি নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৫৫

অক্রূর দন্তবক্রকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন করূষরাজ দন্তবক্রও দশটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা অক্রূরকে বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। ৫৬

বিপৃথু সাতটি বাণের দ্বারা শিশুপালকে বিদ্ধ করিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে প্রতাপশালী শিশুপাল আটটি বাণে বিপৃথুকে বিদ্ধ করিলেন। ৫৭

তখন গবেষণ ছয়, অতিদান্ত আট ও বৃহদ্দুর্গ পাঁচ বাণের দ্বারা চেদিরাজ শিশুপালকে বিদ্ধ করিলেন। ৫৮

শিশুপালও ইঁহাদের সকলকে পাঁচটি পাঁচটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন এবং বাণের দ্বারা বিপৃথুর চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন। ৫৯

কেবল ইহাই নহে, শত্রুহন্তা শিশুপাল এক ভল্লের দ্বারা বৃহদ্দুর্গের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং গবেষণের সারথিকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবল ও পরাক্রমশালী বিপৃথু নিজের অশ্বহীন রথকে ত্যাগ করিয়া সত্বর বৃহদ্দুর্গের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন। ৬০-৬১

বিপৃথুর সারথিও দ্রুত গবেষণের রথে যাইয়া উপবিষ্ট হইল এবং তাহার বেগশালী অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ৬২

তারপর তাঁহারা সকলে কুপিত হইয়া ধনু ও বাণ গ্রহণ করত রথ সঞ্চারণের পথসমূহে যেন নৃত্য করিতে করিতে সুনীথ শিশুপালের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬৩

চক্রদেব দন্তবক্রকে এক বাণ নিক্ষেপ করিয়া দন্তবক্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। তারপর পাঁচটি বাণের দ্বারা যুদ্ধে ষড়্রথকে বিদ্ধ করিলেন। ৬৪

তখন দন্তবক্র ও ষড়্রথ উভয়ে মর্মভেদী দশটি বাণের দ্বারা সেই চক্রদেবকে বিদ্ধ করিলেন এবং শিশুপালের ভ্রাতা বলীও চক্রদেবকে দশটি বাণ প্রহার করিলেন। ৬৫

তাহার পর বলী দূর হইতেই পাঁচটি বাণের দ্বারা বিদূরথকে বিদ্ধ করিলেন। তখন বিদূরথও ছয়টি তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে বলীকে আহত করিলেন। ৬৬

ইহাতে বলী প্রতিশোধ লইবার জন্য বিদূরথকে ত্রিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। অন্যদিকে কৃতবর্মা যুদ্ধে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পুত্রকে তিনটি বাণে আহত করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন ও উচ্চ ধ্বজকে ছেদন করিয়াছিলেন। ৬৭

তখন পৌণ্ড্র ক্রুদ্ধ হইয়া ছয়টি বাণে কৃতবর্মাকে বিদ্ধ করত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন এবং ভল্ল প্রহার করিয়া কৃতবর্মার ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৬৮

ধনুশ্চিচ্ছেদ চাপাগ্র্যং ভল্লেন কৃতবর্ম্মণঃ।
নিবৃত্তশত্রুঃ কালিঙ্গং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তোমরেণাংসদেশে তং নিবিভেদ কলিঙ্গরাট্ ॥ ৬৯
গজেনাসাদ্য কঙ্কস্তু গজস্থমঙ্গং বীর্য্যবান্
তোমরেণ বিভেদাঙ্গং বিভেদাঙ্গশ্চ তং শরৈঃ ॥ ৭০
চিত্রকশ্চ বধকশ্চ সতাকশ্চ মহারথঃ।
কলিঙ্গস্য তথানীকং নারাচৈর্ব্বিভিদুঃ শতৈঃ ॥ ৭১
তং নিষ্পত্রবৃক্ষেণাজৌ বঙ্গরাজস্য কুঞ্জরম্
জঘান রামঃ সংক্রুদ্ধো বঙ্গরাজঞ্চ সংযুগে ॥ ৭১
তং হত্বা রথমারুহ্য ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
সঙ্কর্ষণো জঘানোগ্রৈর্নারাচৈঃ কৈশিকান্ বহূন্ ॥ ৭৩
ষড়্‌ভির্নিহত্য কারূষান্ মহেষ্বাসান্ স বীর্য্যবান্।
শতং জঘান সংক্রুদ্ধো মাগধানাং মহাবলে ॥ ৭৪
নিহত্য তান্ মহাবাহুর্জরাসন্ধং ততোঽভ্যয়াৎ
তমাপতন্তং বিব্যাধ নারাচৈর্মাগধস্ত্রিভিঃ ॥ ৭৫

তং বিভেদাষ্টভিঃ ক্রুদ্ধো নারাচৈর্মুষলায়ুধঃ।
চিচ্ছেদ চাস্য ভল্লেন ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৭৬
তদ্যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং তেষাং দেবাসুরোপমম্
সৃজতাং শরবর্ষাণি নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ৭৭
গজৈর্গজা হি সংক্রুদ্ধাঃ সন্নিপেতুঃ সহস্রশঃ।
রথৈ রথাশ্চ সংরব্ধাঃ সাদিনশ্চাপি সাদিভিঃ ॥ ৭৮
পদাতয়ঃ পদাতীংশ্চ শক্তিচর্ম্মাসিপাণয়ঃ।
ছিন্দন্তশ্চোত্তমাঙ্গানি বিচেরুর্যুধি তে পৃথক্ ॥ ৭৯
অসীনাং পাত্যমানানাং কবচেষু মহাত্মনঃ।
শরাণাং পততাং শব্দঃ পক্ষিণামিব শুশ্রুবে ॥ ৮০
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানাং বেণূনাঞ্চ মৃধে ধ্বনিম্
জুগূহ ঘোষঃ শস্ত্রাণাং জ্যাঘোষশ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৮১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
রুক্মিণীহরণং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

---

নিবৃত্তশত্রু বহু তীক্ষ্ণধার বাণ নিক্ষেপ করিয়া কলিঙ্গরাজকে বিদ্ধ করিলেন। তখন কলিঙ্গরাজ একটি তোমর নিক্ষেপ করত তাঁহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন। ৬৯

পরাক্রমশালী কঙ্ক হস্তীর দ্বারা আক্রমণ করত অঙ্গরাজের হস্তীকে ও অঙ্গরাজকেও তোমরের দ্বারা আহত করিলেন। তখন অঙ্গরাজও অনেক বাণ নিক্ষেপ করিয়া কঙ্ককে বিদ্ধ করিলেন। ৭০

অন্যদিকে চিত্রক, বধক ও মহারথী সতাক কলিঙ্গরাজের সৈন্যবাহিনীর উপর শত নারাচ নিক্ষেপ করিয়া বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ৭১

তদনন্তর ক্রুদ্ধ বলরাম এক পত্রহীন বৃক্ষের দ্বারা যুদ্ধস্থলে বঙ্গরাজের হস্তীকে এবং বঙ্গরাজকেও বধ করিলেন। ৭২

বঙ্গরাজকে বধ করিয়া পরাক্রমশালী বলরাম হস্তে ধনু গ্রহণ করত রথে আরোহণ করিয়া ভয়ঙ্কর নারাচসমূহের দ্বারা বহু কৈশিকগণকে সংহার করিলেন। ৭৩

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রমশালী বলরাম ছয়টি বাণের দ্বারা করূষদেশের ছয় মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বধ করিয়া মাগধগণের বিশাল সৈন্যের মধ্যে শত বীরকে সংহার করিলেন। ৭৪

ইঁহাদের সকলকে সংহার করিয়া মহাবাহু বলরাম তারপর জরাসন্ধকে আক্রমণ করিলেন। নিজের দিকে ধাবিত হইয়া আক্রমণকারী বলরামকে মগধরাজ তিনটি নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৭৫

তখন মুষলধারী বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া আটটি নারাচের দ্বারা জরাসন্ধকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন এবং তাহার সুবর্ণভূষিত ধ্বজকে একটি ভল্লের দ্বারা ছেদন করিলেন। ৭৬

বাণসমূহ বর্ষণকারী ও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতকারী এই বীরগণের মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৭৭

অতিশয় ক্রুদ্ধ সহস্র সহস্র হস্তী হস্তিগণের সহিত, রথ সমূহের সহিত এবং ক্রোধাবিষ্ট অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের সহিত মিলিত হইল। ৭৮

হস্তে শক্তি, ঢাল ও তরবারি লইয়া পদাতি যোদ্ধারা পদাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৭৯

কবচসমূহের উপর পাতিত তরবারিসমূহ ও পতিত বাণসমূহের শব্দ পক্ষিগণের শব্দের সমান শুনা যাইতেছিল। ৮০

যুদ্ধস্থলে মহাত্মা বীরগণের গুণাকর্ষণ শব্দ ও অস্ত্রসমূহের আঘাতশব্দ ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও বেণুসকলের ধ্বনিকেও আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিল। ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীহরণ-বিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণেন রুক্মিণঃ পরাজয়ঃ, রুক্মিণীপ্রভৃতিভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য বিবাহঃ, তেষাং সন্তানানাং সমাসেন পরিচয়শ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃষ্ণেন হ্রিয়মাণাং তাং রুক্মী শ্রুত্বা তু রুক্মিণীম্
প্রতিজ্ঞামকরোৎ ক্রুদ্ধঃ সমক্ষং ভীষ্মকস্য চ॥ ১

রুক্ম্যুবাচ

অহত্বা যুধি গোবিন্দমনানীয় চ রুক্মিণীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্॥ ২

আস্থায় স রথং বীরঃ সমুদগ্রায়ুধধ্বজম্।
জবেন প্রযযৌ ক্রুদ্ধো বলেন মহতা বৃতঃ॥ ৩

তমন্বয়ুর্নৃপাশ্চৈব দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
ক্রাথোঽংশুমান্ শ্রুতর্বা চ বেণুদারিশ্চ বীর্য্যবান্॥ ৪

ভীষ্মকস্য সুতাশ্চান্যে রথেন রথিনাং বরাঃ।
ক্রথ-কৈশিকমুখ্যাশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৫

তে গত্বা দূরমধ্বানং সরিতং নর্ম্মদামনু।
গোবিন্দং দদৃশুঃ ক্রুদ্ধাঃ সহৈব প্রিয়য়া স্থিতম্॥ ৬

অবস্থাপ্য চ তৎ সৈন্যং রুক্মী বলমদান্বিতঃ
চিকীর্ষুর্দ্বৈরথং যুদ্ধমভ্যয়ান্মধুসূদনম্॥ ৭

স বিব্যাধ চতুঃষষ্ট্যা গোবিন্দং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তং প্রত্যবিধ্যৎ সপ্তত্যা বাণৈর্যুধি জনার্দ্দনঃ॥ ৮

যতমানস্য চিচ্ছেদ ধ্বজং চাস্য মহাবলঃ।
জহার চ শিরঃ কায়াৎ সারথেস্তস্য বীর্য্যবান্॥ ৯

তং কৃচ্ছ্রগতমাজ্ঞায় পরিবব্রুর্জনার্দ্দনম্
দাক্ষিণাত্যা জিঘাংসন্তো রাজানঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১০

তমংশুমান্ মহাবাহুর্বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
শ্রুতর্ব্বা পঞ্চভিঃ ক্রুদ্ধো বেণুদারিশ্চ সপ্তভিঃ॥ ১১

ততোঽংশুমন্তং গোবিন্দো বিভেদোরসি বীর্য্যবান্।
নিষসাদ রথোপস্থে ব্যথিতঃ স নরাধিপঃ॥ ১২

শ্রুতর্ব্বণো জঘানাশ্বাংশ্চতুর্ভিশ্চতুরঃ শরৈঃ।
বেণুদারের্ধ্বজং ছিত্ত্বা ভুজং বিব্যাধ দক্ষিণম্॥ ১৩

---

## ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মীর পরাজয় এবং রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ও তাঁহাদের সন্তানগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রুক্মী যখন শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা ভীষ্মকের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। ১

রুক্মী বলিলেন— আমি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বধ না করিয়া এবং রুক্মিণীকে ফিরাইয়া না আনিয়া কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিব না, আমি এই সত্য কথা বলিলাম॥ ২

এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্রুদ্ধ বীর রুক্মী প্রচণ্ড অস্ত্রসমূহে ও ধ্বজে সুশোভিত রথে আরোহণ করত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সবেগে প্রস্থিত হইলেন। ৩

তাঁহার পশ্চাতে দক্ষিণ ভারতের বহু নরপতি, ক্রাথপুত্র অংশুমান্, শ্রুতর্বা ও পরাক্রমশালী বেণুদারিও গমন করিলেন। রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্মকের অন্য পুত্রগণও রথে করিয়া রুক্মীর সহিত গমন করিলেন। ৪-৫

তাঁহারা সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদা নদীর তীরে নিজের প্রিয়তমা রুক্মিণীর সহিত রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। ৬

রুক্মীর নিজের বলে অতিশয় গর্ব্ব ছিল। তিনি নিজের সহিত আগত সৈন্যবাহিনীকে এক স্থানে সংস্থাপিত করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্বয়ংই ভগবান্ মধুসূদনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৭

তিনি চৌষট্টি তীক্ষ্ণ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন, তখন জনার্দ্দনও সেই যুদ্ধে সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। ৮

মহাবল ও পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ রুক্মীর ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং তাঁহার সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ৯

সেই রুক্মীকে এইরূপে সঙ্কটাপন্ন জানিতে পারিয়া দক্ষিণদিকের সমস্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ১০

মহাবাহু অংশুমান্ দশ, শ্রুতর্বা পাঁচ এবং ক্রুদ্ধ বেণুদারি সাতটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ১১

তখন পরাক্রমশালী গোবিন্দ একটি বাণে অংশুমানের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। ইহাতে ব্যথিত হইয়া রাজা অংশুমান্ রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ১২

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ চারিটি বাণে শ্রুতর্ব্বার চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন এবং বেণুদারির ধ্বজ ছেদন করত ও তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৩

তথৈব চ ক্রতবর্মাণং শরৈর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
শিক্রিয়ে স ধ্বজং শ্রান্তো ধ্মীশ্চ বাণাদিতঃ ॥ ১৪

মুক্তন্তঃ শরবর্ষাণি বাসুদেবং ততোঽভ্যয়ুঃ।
ক্রথ-কৈশিকমুখ্যাশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ১৫

বাণৈর্বাণাংশ্চ চিচ্ছেদ তেষাং যুধি জনার্দ্দনঃ।
জঘান চৈষাং সংরব্ধঃ পতমানাংশ্চ তাঞ্ছরান্ ॥ ১৬

পুনরন্যাংশ্চতুঃষষ্ট্যা জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ।
কৃষ্ণানাপততো বীরানদ্রিবৎ স মহাবলঃ ॥ ১৭

বিদ্রুতং স্ববলং দৃষ্ট্বা রুক্মী ক্রোধবশঙ্গতঃ।
পঞ্চভির্নিশিতৈর্বাণৈর্বিব্যাধোরসি কেশবম্ ॥ ১৮

সারথিং চাস্য বিব্যাধ সায়কৈর্নিশিতৈস্ত্রিভিঃ।
আজঘান শরেণাস্য ধ্বজঞ্চ নতপর্ব্বণা ॥ ১৯

কেশবস্তরিতঃ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধো বিব্যাধ মার্গণৈঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ চাপাস্য যতমানস্য রুক্মিণঃ ॥ ২০

অথান্যদ্ ধনুরাদায় রুক্মী কৃষ্ণজিঘাংসয়া
প্রাদুশ্চকার চাস্ত্রাণি দিব্যান্যস্ত্রাণি বীর্য্যবান্ ॥ ২১

অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য তস্য কৃষ্ণো মহাবলঃ।
পুনশ্চিচ্ছেদ তচ্চাপং রথেষাঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২২

স ছিন্নধন্বা বিরথঃ খড়্গমাদায় চর্ম্ম চ
উৎপপাত রথাদ্ বীরো গরুত্মানিব বীর্য্যবান্ ॥ ২৩

তস্যাভিপততঃ খড়্গং চিচ্ছেদ যুধি কেশবঃ
নারাচৈশ্চ ত্রিভিঃ ক্রুদ্ধো বিভেদৈনমথোরসি ॥ ২৪

স পপাত মহাবাহুর্বসুধামনুনাদয়ন্।
বিসংজ্ঞো মূর্চ্ছিতো রাজা বজ্রেণেব মহাসুরঃ ॥ ২৫

তাংশ্চ রাজ্ঞঃ শরৈঃ সর্ব্বান্ পুনর্বিব্যাধ মাধবঃ।
রুক্মিণং পতিতং দৃষ্ট্বা ব্যদ্রবন্ত নরাধিপাঃ ॥ ২৬

বিচেষ্টমানং তং ভূমৌ ভ্রাতরং বীক্ষ্য রুক্মিণী
পাদয়োর্ন্যপতদ্ বিষ্ণোর্ভ্রাতুর্জীবিতকাঙ্ক্ষিণী ॥ ২৭

-----

এইরূপে কৃতবর্ম্মাকেও পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মা বাণের পীড়িত হইয়া ধ্বজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রান্তভাবে উপবিষ্ট হইলেন। ১৪

তাহার পর ক্রথ-কৈশিক দেশের সমস্ত মুখ্য মহারথী যোদ্ধারা বাণ বর্ষণ করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। ১৫

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের সমস্ত বাণকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুদের সেই সব পতনোন্মুখ বাণকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ১৬

পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত মহাবলশালী শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় চৌষট্টিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারী শত্রুপক্ষের অন্যান্য বীরগণকে বধ করিলেন। ১৭

নিজের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রুক্মী ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ১৮

তারপর তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। এবং একটি আনতপর্ব বাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজেও আঘাত করিলেন। ১৯

রুক্মীকে ত্বরিত গতিতে বাণ প্রহার করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজের বাণসমূহে রুক্মীকে বিদ্ধ করিলেন এবং আঘাতের জন্য যত্নবান্ রুক্মীর ধনু ছেদন করিয়া দিলেন। ২০

তারপর পরাক্রমশালী রুক্মী অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় বহু দিব্য অস্ত্র প্রকটিত করিলেন। ২১

মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজের অস্ত্রসমূহে তাঁহার সমস্ত অস্ত্রকে নিবারণ করত পুনরায় তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ও রথের ঈষা ( চক্রসংযোগকারী কাষ্ঠবিশেষ ) ছেদন করিলেন। ২২

ধনু ছিন্ন হইলে পর রথহীন পরাক্রমশালী রুক্মী হস্তে ঢাল ও তরবারি লইয়া গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ২৩

যুদ্ধে নিজের সম্মুখভাগে আক্রমণকারী রুক্মীকে আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার তরবারিকে ছেদন করিয়া দিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তিনটি নারাচের দ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। ২৪

তখন সংজ্ঞাহীন হইয়া মহাবাহু রাজা রুক্মী বজ্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত মহাসুরের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ২৫

অনন্তর মাধব পুনরায় নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই সব নরপতিগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রুক্মীকে ধরাতলে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত নরপতিগণ পলায়ন করিলেন। ২৬

নিজের ভ্রাতা রুক্মীকে ভূমিতে পতিত হইয়া ছটফট করিতে দেখিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষিণী রুক্মিণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়ে পতিত হইলেন। ২৭

তামুত্থাপ্য পরিষ্বজ্য সান্ত্বয়ামাস কেশবঃ ।
অভয়ং রুক্মিণে দত্ত্বা প্রযযৌ স্বপুরীং ততঃ ॥ ২৮

বৃষ্ণয়োঽপি জরাসন্ধং ভঙ্‌ক্ত্বা তাংশ্চৈব পার্থিবান্ ।
প্রযযুর্দ্বারকাং হৃষ্টাঃ পুরস্কৃত্য হলায়ুধম্ ॥ ২৯

প্রয়াতে পুণ্ডরীকাক্ষে শ্রুতকর্মাভবৎ সঙ্গরে
রুক্মিণীং রথমারোপ্য প্রযযৌ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ৩০

অনানীয় স্বসারন্তু রুক্মী মানমদান্বিতঃ
হীনপ্রতিজ্ঞো নৈচ্ছৎ স প্রবেষ্টুং কুণ্ডিনং পুরম্ ॥ ৩১

বিদর্ভেষু নিবাসার্থং নির্মমে সুমহৎ পুরং ।
তদ্ভোজকটমিত্যেব বভূব ভুবি বিশ্রুতম্ ॥ ৩২

তত্রৌজসা মহাতেজা দক্ষিণাং দিশমন্বশাৎ ।
ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনে চৈব রাজোবাস মহাভুজঃ ॥ ৩৩

দ্বারকাং চাপি সম্প্রাপ্তে রামে বৃষ্ণিবলান্বিতে ।
রুক্মিণ্যাঃ কেশবঃ পাণিং জগ্রাহ বিধিবৎ প্রভুঃ ॥ ৩৪

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন পূর্বক সান্ত্বনাদান করিলেন। তারপর রুক্মীকে অভয়দান করত তিনি নিজের পুরী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ২৮

বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণও জরাসন্ধ এবং সেই সব ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া বলরামকে অগ্রে লইয়া হৃষ্টচিত্তে দ্বারকাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন। ২৯

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইলে পর কর্তব্য রণভূমিতে আসিলেন এবং কন্যাকে রথে বসাইয়া নিজ পুরী অভিমুখে গমন করিলেন। ৩০

অভিমান ও মদে উন্মত্ত রুক্মী নিজের ভগিনীকে ফিরাইয়া আনিতে না পারায় নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে চ্যুত হইলেন, সেইজন্য তিনি কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৩১

তিনি বিদর্ভদেশে নিজের বাসের জন্য অন্য এক বিশাল নগর নির্মাণ করাইলেন। এই নগর ভূতলে 'ভোজকট' নামে বিখ্যাত হইল। ৩২

সেই মহাতেজস্বী বীর সে স্থানে থাকিয়া বল পূর্বক দক্ষিণদিক্ শাসন করিতে লাগিলেন এবং মহাবাহু রাজা ভীষ্মক কুণ্ডিনপুরে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৩

বৃষ্ণিবংশীয় সৈন্যগণের সহিত যখন বলরাম দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিধি অনুসারে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ৩৪

ততঃ সহ তয়া রেমে প্রিয়য়া শ্রীমাধবঃ ।
সীতয়েব পুরা রামঃ পৌলোম্যেব পুরন্দরঃ ॥ ৩৫

সা হি তস্যাভবজ্জ্যেষ্ঠা পত্নী কৃষ্ণস্য ভামিনী ।
পতিব্রতা গুণোপেতা রূপশীলগুণান্বিতা ॥ ৩৬

তস্যামুৎপাদয়ামাস পুত্রান্ দশ মহারথান্ ।
চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ প্রদ্যুম্নঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৩৭

সুষেণং চারুগুপ্তঞ্চ চারুবাহুঞ্চ বীর্যবান্ ।
চারুবিন্দং সুচারুঞ্চ ভদ্রচারুং তথৈব চ ॥ ৩৮

চারুঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং সুতাং চারুমতীং তথা ।
ধর্মার্থকুশলাস্তে তু কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ৩৯

মহিষীরষ্ট কল্যাণীস্ততোঽন্যা মধুসূদনঃ
উপযেমে মহাবাহুর্গুণোপেতাঃ কুলোদ্ভবাঃ ॥ ৪০

কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্নজিতীমপি ।
সুতাং জাম্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিণীম্ ॥ ৪১

পুরাকালে যেরূপ শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত এবং দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমনন্দিনী শচীর সহিত সানন্দে রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া প্রিয় পত্নী রুক্মিণীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ৩৫

ইনিই শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পত্নী ছিলেন। ভামিনী ( কান্তিমতী অথবা অনুরাগবতী ) রুক্মিণী পতিব্রতা, সদ্‌গুণবতী, রূপবতী, সুশীলা ও অন্যান্য উত্তম গুণসমূহে সম্পন্না ছিলেন। ৩৬

বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর গর্ভে দশ পরাক্রমশালী পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের নাম হইল– চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, মহাবল প্রদ্যুম্ন, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু এবং বলবানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চারু। এই পুত্রগণ ব্যতীত চারুমতী নামে এক কন্যার জন্মদান করেন। এই সকল পুত্রই ধর্ম ও অর্থবিষয়ে নিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামকারী ছিলেন। ৩৭-৩৯

তদনন্তর মহাবাহু মধুসূদন কল্যাণস্বরূপা, সদ্‌গুণবতী ও উত্তম কুলে উৎপন্না অন্য আটটি মহিষীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের নাম হইল যথা—( ১ ) ( সূর্যকন্যা ) কালিন্দী, (২) (শ্রীকৃষ্ণের পিসি-মাতা রাজাধিদেবীর গর্ভে অবন্তীদেশে উৎপন্না ) মিত্রবিন্দা, ( ৩ ) অযোধ্যাপতি নগ্নজিতের কন্যা সত্যা। ( ৪ ) জাম্ববানের পুত্রী জাম্ববতী, ( ৫ ) ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থা রোহিণী ( ইঁহার অপর নাম ছিল ভদ্রা। কেকয়রাজের কন্যা বলিয়া

মদ্ররাজসুতাঞ্চাপি সুশীলাং শুভলোচনাম্ ।
সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষণাং চারুহাসিনীম্ ॥ ৪১

শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসোপমাম্ ।
স্ত্রীসহস্রাণি চান্যানি ষোড়শাতুলবিক্রমঃ ॥ ৪২

উপযেমে হৃষীকেশঃ সর্ব্বা ভেজে স তাঃ সমম্ ।
পরার্দ্ধাবস্ত্রভরণাঃ কামৈঃ সর্ব্বৈঃ সুখোচিতাঃ ॥

রুক্মিণ্যে তাসু পুত্রাংশ্চ তস্য বীরাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪

শাস্ত্রার্থকুশলাঃ সর্ব্বে বলবন্তো মহারথাঃ
যজ্বানঃ পুণ্যকর্ম্মাণো মহাভাগা মহাবলাঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
রুক্মিণীহরণং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

ইঁহাকে কৈকেয়ী বলা হয় এবং ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিসিমাতা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ছিলেন।) (৬) মদ্ররাজের সুশীলা ও শুভলোচনা কন্যা পবিত্র হাস্যময়ী লক্ষণা। (৭) সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা (৮) রাজা শৈব্যের কুমারীপুত্রী গান্ধারী। ইনি রূপে অপ্সরার তুল্যা ছিলেন। ইহা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও ষোল হাজার স্ত্রী ছিলেন। ইঁহাদের সকলের সহিত অতুল পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে তত্তৎসংখ্যক রূপ ধারণ করত বিবাহ করিয়াছিলেন। ৪০-৪৩

ইঁহাদের সকলেরই বস্ত্র ও আভরণ মহামূল্য ছিল। ইঁহারা সকলে সর্বপ্রকার মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহে সম্পন্ন ছিলেন এবং সুখভোগের যোগ্যা ছিলেন। ইঁহাদের সকলের গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র বীর পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৪৪

এই সব পুত্রই শাস্ত্রার্থকুশল, বলবান্, মহারথ, যজ্ঞকর্ত্তা, পুণ্যকর্ম্মা, মহাভাগ্যশালী ও বলবান্ ছিলেন। ৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীহরণনামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ রুক্মিণঃ পুত্র্যা শুভাঙ্গ্যা স্বয়ংবরে প্রদ্যুম্নস্য বরণম্, প্রদ্যুম্নপুত্রস্যানিরুদ্ধস্য রুক্মিপৌত্র্যা রুক্মবত্যা সহ বিবাহঃ, বলরামেণ রুক্মিণো বধশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কালে ব্যতীতে তু রুক্মী মহতি বীর্য্যবান্ ।
দুহিতুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমরিন্দম ॥ ১

তত্রাহূতা হি রাজানো রাজপুত্রাশ্চ রুক্মিণা
সমাজগ্মুর্মহাবীর্য্যা নানাদিগ্‌ভ্যঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥ ২

তত্রাজগাম প্রদ্যুম্নঃ কুমারৈরপরৈর্বৃতঃ ।
সা হি তং চকমে কন্যা স চ তাং শুভলোচনাম্ ॥ ৩

শুভাঙ্গী নাম বৈদর্ভী কান্তিদ্যুতিসমন্বিতা ।
পৃথিব্যামভবৎ খ্যাতা রুক্মিণস্তনয়া তদা ॥ ৪

উপবিষ্টেষু সর্ব্বেষু পার্থিবেষু মহাত্মসু ।
বৈদর্ভী বরয়ামাস প্রদ্যুম্নমরিসূদনম্ ॥ ৫

স হি সর্ব্বাস্ত্রকুশলঃ সিংহসংহননো যুবা
রূপেণাপ্রতিমো লোকে কেশবস্যাত্মজোঽভবৎ ॥ ৬

বয়োরূপগুণোপেতা রাজপুত্রী চ সাভবৎ
নারায়ণীবেন্দ্রসেনা জাতকামা চ তং প্রতি ॥ ৭

### একষষ্টিতম অধ্যায়।

[ রুক্মীর পুত্রী শুভাঙ্গী কর্ত্তৃক স্বয়ংবরে প্রদ্যুম্নকে বরণ, প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধের রুক্মিপৌত্রী রুক্মবতীর সহিত বিবাহ এবং বলরাম কর্ত্তৃক রুক্মিবধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হইলে শত্রুবিমর্দক পরাক্রমী রুক্মী কন্যার স্বয়ংবর-সভা করিয়াছিলেন। ১

সেখানে রুক্মীকর্ত্তৃক আহূত হইয়া নানাদিক্ হইতে পরাক্রমশালী রূপবান্ রাজা এবং রাজপুত্রগণ সমাগত হইয়াছিলেন। ২

সেখানে প্রদ্যুম্ন অপর কুমারগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। রুক্মীর সেই কন্যা তাঁহাকে কামনা করিতেন এবং তিনি (প্রদ্যুম্ন) শুভলোচনা তাঁহাকে কামনা করিতেন। ৩

এই প্রকৃত রূপ-লাবণ্যবতী দিগন্তরাগশোভিতা শুভাঙ্গী নাম্নী রুক্মীর কন্যা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। ৪

স্বয়ংবর-সভায় উপবিষ্ট মহাত্মা রাজসকলের মধ্যে বিদর্ভরাজকন্যা শুভাঙ্গী শত্রুনাশন প্রদ্যুম্নকে বরণ করিয়াছিলেন। ৫

সর্বাস্ত্রে পারদর্শী সিংহদেহতুল্য সুদৃঢ় দেহধারী যুবক, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন পৃথিবীতে রূপলাবণ্যে অতুলনীয় ছিলেন। ৬

নবীন বয়স, অনুপম রূপ এবং উত্তম গুণে সমাযুক্তা সেই রাজকন্যা শুভাঙ্গী যেরূপ নারায়ণী ইন্দ্রসেনা নিজের পতি মহর্ষি মুদ্গলের প্রতি অনুরক্তচিত্তা ছিলেন, সেইরূপ প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। ৭

বৃত্তে স্বয়ংবরে জগ্মু রাজানঃ স্বপুরাণি তে
উপাদায় চ বৈদর্ভীং প্রদ্যুম্নো দ্বারকাং যযৌ ॥ ৮
রেমে সহ তয়া বীরো দময়ন্ত্যা নলো যথা।
স তস্যাং জনয়ামাস দেবগর্ভোপমং সুতম্ ॥ ৯
অনিরুদ্ধমিতি খ্যাতং কর্ম্মণাপ্রতিমং ভুবি।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ নীতিশাস্ত্রে চ পারগম্ ॥ ১০
অভবৎ স যদা রাজন্ননিরুদ্ধো বয়োঽন্বিতঃ
তদাস্য রুক্মিণঃ পৌত্রীং রুক্মিণীং রুক্মসন্নিভাম্।
পত্ন্যর্থে বরয়ামাস নাম্না রুক্মবতীতি সা ॥ ১১
অনিরুদ্ধং গুণৈর্দাতুং কৃতবুদ্ধির্যশস্বতঃ।
প্রীত্যা হি রৌক্মিণেয়স্য রুক্মিণ্যাশ্চাপ্যপগ্রহাৎ ॥ ১২
বিস্পর্দ্ধন্নপি কৃষ্ণেন বৈরং ত্যক্ত্বা মহাযশাঃ।
দদানীত্যব্রবীদ্ রাজা প্রীতিমান্ জনমেজয় ॥ ১৩
কেশবঃ সহ রুক্মিণ্যা পুত্রৈঃ সঙ্কর্ষণেন চ।
অন্যৈশ্চ বৃষ্ণিভিঃ সার্দ্ধং বিদর্ভান্ সবলো যযৌ ॥ ১৪
সংযুক্তা জ্ঞাতয়শ্চৈব রুক্মিণঃ সুহৃদশ্চ যে
আহূতা রুক্মিণা তেঽপি তত্রাজগ্মুর্নরাধিপাঃ ॥ ১৫
শুভে তিথৌ মহারাজ নক্ষত্রে চাভিপূজিতে।
বিবাহঃ সোঽনিরুদ্ধস্য বভূব পরমোৎসবঃ ॥ ১৬
পাণৌ গৃহীতে বৈদর্ভ্যামনিরুদ্ধেন তত্র বৈ
বৈদর্ভযাদবানাঞ্চ বভূব পরমোৎসবঃ ॥ ১৭
রেমিরে বৃষ্ণয়স্তত্র পূজ্যমানা যথামরাঃ।
অথাশ্মকানামধিপো বেণুদারিরুদারধীঃ ॥ ১৮
অংশুঃ ক্রতবর্ম্মা চাণূরঃ ক্রাথশ্চৈবাংশুমানপি।
জয়ৎসেনঃ কলিঙ্গানামধিপশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৯
পাণ্ড্যশ্চ নৃপতিঃ শ্রীমানৃষীকাধিপতিস্তথা।
এতে সমস্তা রাজানো দাক্ষিণাত্যা মহর্দ্ধয়ঃ ॥ ২০
অভিগম্যাব্রুবন্ সর্ব্বে রুক্মিণং রহসি প্রভুম্
ভবানক্ষেষু কুশলো বয়ং চাপি প্রিয়াঃ সদা ॥ ২১
প্রিয়দ্যূতশ্চ রামোঽসাবক্ষেষ্বনিপুণোঽপি চ।

---

স্বয়ংবর-সভা শেষ হইলে পর অপর রাজগণ নিজ নিজ পুরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রদ্যুম্ন বিদর্ভরাজকন্যা তদ্ভামীকে গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ৮

রাজা নল যেরূপ দময়ন্তীর সহিত সুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীর প্রদ্যুম্ন তদ্ভামীর সহিত রমণীয় কাল যাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গর্ভে দেবশিশুতুল্য এক পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। ৯

পৃথিবীতে অনিরুদ্ধ নামে খ্যাত কর্ম্মসম্বন্ধে অতুলনীয় এবং ধনুর্বেদ, বেদ এবং নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুত্রকে জন্মদান করিয়াছিলেন। ১০

হে রাজেন্! যখন সেই অনিরুদ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন রুক্মিণী রুক্মীর সুবর্ণসদৃশ বর্ণযুক্তা পৌত্রীকে তাঁহার ( অনিরুদ্ধের ) পত্নীরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি রুক্মবতী নামে পরিচিত হইলেন। ১১

তখন রাজা রুক্মী অনিরুদ্ধের গুণে মুগ্ধ হইয়া পৌত্রীকে দান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন এবং রুক্মীর প্রতি প্রীতিবশতঃ রুক্মিণী তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২

হে জনমেজয়! তখন মহাযশস্বী রাজা রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্পর্দ্ধাভাব পোষণ করিলেও শত্রুতা ত্যাগ করিয়া 'আমি পৌত্রী রুক্মবতীকে অনিরুদ্ধের জন্য দান করিলাম' এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৩

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পুত্রগণ, বলরাম এবং বৃষ্ণিবংশীয় অন্য যোদ্ধাগণের সহিত সসৈন্যে বিদর্ভদেশে গমন করিলেন। ১৪

রুক্মীর সুহৃদ্ এবং আত্মীয়স্থানীয় যে নৃপতিগণ রুক্মীকর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন। ১৫

হে মহারাজ! শুভ তিথিতে এবং উত্তম নক্ষত্রে অনিরুদ্ধের সেই মহোৎসবময় বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। ১৬

সেখানে অনিরুদ্ধ বিদর্ভরাজকুমারী রুক্মবতীর পাণিগ্রহণ করিলে পর বিদর্ভদেশীয়গণের ও যাদবগণের মধ্যে এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। ১৭

বৈদর্ভদিগের দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয়গণ পূজিত হইয়া দেবগণের ন্যায় আনন্দে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই সময় অশ্মকদেশের অধিপতি উদারবুদ্ধি বেণুদারি, অংশু, ক্রতবর্ম্মা, চাণূর, ক্রাথপুত্র অংশুমান্, কলিঙ্গদেশের রাজা বলবান্ জয়ৎসেন, রাজা পাণ্ড্য এবং শ্রীযুক্ত ঋষীকরাজ, এই সব দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধিশালী রাজারা সকলে নির্জনে প্রভুসম নৃপতি রুক্মীর সমীপে সমাগত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১৮-২০।

আপনি দ্যূতক্রীড়ায় দক্ষ এবং আমরাও দ্যূতক্রীড়াপ্রিয় এবং বলরাম দ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ না হইলেও দ্যূতক্রীড়াপ্রিয়। ২১।

তে ভবন্তঃ পুরস্কৃত্য জেতুমিচ্ছাম তং বয়ম্ ।
ইত্যুক্তো রোচয়ামাস রুক্মী দ্যূতং মহারথঃ ॥ ২২

তে তাং কাঞ্চনস্তম্ভাং কুসুমৈরুপশোভিতাম্
সভামাবিবিশুর্হৃষ্টাঃ সিক্তাং চন্দনবারিণা ॥ ২৩

তাং প্রবিশ্য ততঃ সর্ব্বে শুক্লস্রগনুলেপনাঃ
সৌবর্ণেষ্বাসনেষ্বাসাঞ্চক্রিরে বিজিগীষবঃ ॥ ২৪

আহূতো বলদেবস্তু কিতবৈরক্ষকোবিদৈঃ ।
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টঃ সহ দীব্যাম পণ্যতাম্ ॥ ২৫

নিষ্কৃত্য বিজিগীষন্তো দাক্ষিণাত্যা নরাধিপাঃ
মণিমুক্তাঃ সুবর্ণঞ্চ তত্রানিন্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬

ততঃ প্রাবর্ত্তত দ্যূতং তেষাং প্রীতিবিনাশনম্ ।
কলহস্যাস্পদং ঘোরং ধূর্ত্তানাং ক্ষয়াবহম্ ॥ ২৭

নিষ্কাণাঞ্চ সহস্রাণি সুবর্ণস্য দশাদিতঃ
রুক্মিণা সহ সম্পাতে বলদেবো গ্লহং দদৌ ॥ ২৮

তং জিগায় ততো রুক্মী মত্তনাবং মহাবলম্ ।
তাবদেবাপরং ভূয়ো বলদেবং জিগায় সঃ ॥ ২৯

অথাক্ষকোবিদমানস্তু রুক্মিণা কেশবাগ্রজঃ ।
সুবর্ণকোটীর্জগ্রাহ গ্লহং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩০

জিতমিত্যেব হৃষ্টোঽথ তমাহ্ব্যতিরভাষত
শ্লাঘমানশ্চ চিক্ষেপ প্রহসন মুসলায়ুধম্ ॥ ৩১

অবিদ্বান্ দুর্ব্বলঃ শ্রীমান্ হিরণ্যমজিতং ময়া ।
অক্ষেজ্ঞো বলদেবোঽপ্যনক্ষদ্যূতে পরাজিতঃ ॥ ৩২

কলিঙ্গরাজস্তচ্ছ্রুত্বা প্রজহাস ভৃশং তদা ।
দন্তান্ সন্দর্শয়ন্ হৃষ্টস্ততঃ ক্রুদ্ধো হলায়ুধঃ ॥ ৩৩

রুক্মিণস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা পরাজয়নিমিত্তজম্ ।
নিগৃহ্যমাণস্তীক্ষ্ণাভির্ব্বাগ্‌ভির্ভীষ্মকসূনুনা ॥ ৩৪

রোষমাহারয়ামাস জিতরোষোঽপি ধর্ম্মবিৎ
সংক্রুদ্ধো ধর্ষণাং প্রাপ্য রৌহিণেয়ো মহাবলঃ ॥৩৫

---

সেইহেতু আমরা আপনাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে (বলরামকে) জয় করিতে ইচ্ছা করি। এইভাবে কথিত হইয়া মহারথী রুক্মী দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ২২

তারপর ঐ সকল নৃপতিগণ অত্যন্ত হর্ষের সহিত স্বর্ণস্তম্ভ-বিশিষ্ট, পুষ্পসজ্জিত এবং চন্দন-বারিসিক্ত সভায় প্রবেশ করিলেন। ২৩

তারপর সভায় প্রবেশ করিয়া শুভ্র মালা এবং চন্দনে চর্চিত এবং বিজয় অভিলাষী সকল রাজারা সুবর্ণনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিলেন। ২৪

তারপর দ্যূতক্রীড়ায় দক্ষ ক্রীড়াবিদ্‌গণের দ্বারা আমন্ত্রিত বলদেব হৃষ্টমনে বলিলেন—আচ্ছা, আমি আপনাদের সহিত খেলিব, আপনারা পণ রাখুন। ২৫

ছল পূর্ব্বক জয়ে অভিলাষী দাক্ষিণাত্যের অধিপতিগণ সেখানে সহস্র সহস্র মণিমুক্তা এবং সুবর্ণ আনয়ন করিলেন। ২৬

অনন্তর পারস্পরিক প্রেমবিনাশক, কলহের পরম স্থল এবং ধূর্ত্ত পুরুষগণের সংহারকারক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ২৭

বলদেব রুক্মীর সহিত খেলিবার জন্য দ্যূতক্রীড়ার প্রথমে দশ হাজার মোহর পণ রাখিলেন। ২৮

তারপর রুক্মী মহাবলবান্ প্রবক্তশীল তাঁহাকে (বলদেবকে) জয় করিয়াছিলেন, তৎপরে পুনরায় তিনি বলদেবকে অনুরূপ ভাবে জয় করিলেন। ২৯

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম রুক্মীকর্তৃক বার বার বিজিত হইয়া মহাত্মা রুক্মীর জন্য এক কোটি সুবর্ণমুদ্রা পণ রাখিলেন। ৩০

অনন্তর অতীব কুটিলপ্রকৃতি রুক্মী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—আমি জয়লাভ করিয়াছি। এবং তিনি অপর রাজাগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে মুসলধারী বলরামের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ৩১

শ্রীমান্ বলদেব বিদ্যাহীন এবং দুর্ব্বল ; কারণ, তিনি অজেয় হইলেও আজ তিনি আমার দ্বারা অক্ষক্রীড়ায় প্রকৃত সুবর্ণে পরাজিত হইয়াছেন। ৩২

তখন কলিঙ্গরাজ জয়ৎসেন তাহা শুনিয়া অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। হৃষ্টচিত্তে হাস্য করিবার সময় তিনি দন্তসকল প্রদর্শন করিতে থাকিলে বলরাম কুপিত হইয়া উঠিলেন। ৩৩

ভীষ্মকপুত্র রুক্মীকর্তৃক কঠোর বাক্যের দ্বারা নিপীড়িত হইতে হইতে বলদেবের পরাজয়কে নিমিত্ত করিয়া কথিত রুক্মীর সেই বাক্যসকল শুনিয়া জিতক্রোধ হইয়াও ধর্ম্মজ্ঞ মহাপরাক্রমী রোহিণীকুমার বলরাম মনে পীড়া পাইয়া সবিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৩৪-৩৫

ধৈর্যাত্মনঃ সন্নিধায় ততো বচনমব্রবীৎ
দশকোটিসহস্রাণি গ্লহ একো মমাপরঃ ॥ ৩৬
এবং সম্পরিগৃহ্ণীষ্ব পাতয়াক্ষান্নরাধিপ
কৃষ্ণাক্ষাঁল্লোহিতাক্ষাংশ্চ দেশেঽস্মিংস্ত্ববিপাং
ইত্যেবমাহ্বয়ামাস রুক্মিণং রোহিণীসুতঃ
অনুক্ত্বা বচনং কিঞ্চিদ্বাঢ়মিত্যব্রবীৎ পুনঃ ॥ ৩৮
অক্ষান্ রুক্মী ততো হৃষ্টঃ পাতয়ামাস পার্থিবঃ।
চাতুরক্ষে তু নির্বৃত্তে নির্জিতঃ স নরাধিপঃ ॥ ৩৯
বলদেবেন ধর্মেণ নেত্যুবাচ ততো বলম্
ধৈর্যাত্মনঃ সমাধায় স ন কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ৪০
বলদেবং ততো রুক্মী ময়া জিতমিতি স্ময়ন্
বলদেবস্তু তচ্ছ্রুত্বা জিহ্মং বাক্যং নরাধিপ ॥ ৪১
ভূয়ঃ ক্রোধসমাবিষ্টো নোত্তরং ব্যাজহার হ
ততো গম্ভীরনির্ঘোষা বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৪২
বলদেবস্য তং ক্রোধং বর্ধয়ন্তী মহাত্মনঃ।
সত্যমাহ বলঃ শ্রীমান্ ধর্মেণৈষ পরাজিতঃ ॥ ৪৩

অনুক্ত্বা বচনং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তো ভবতি কর্মণা
মনসা সমনুজ্ঞাতং তৎ স্যাদিত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৪
ইতি শ্রুত্বা বচস্তথ্যমন্তরিক্ষাৎ সুভাষিতম্
সঙ্কর্ষণস্ততোত্থায় সৌবর্ণেনোরুণা বলী ॥
রুক্মিণো ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং নিজঘান মহীতলে ৪৫
বিবাদে কুপিতো রামঃ ক্ষেপ্তারং কিল রুক্মিণম্
জঘানাষ্টাপদেনৈব প্রমথ্য যদুনন্দনঃ ॥ ৪৬
ততোঽপসৃত্য সংক্রুদ্ধঃ কলিঙ্গাধিপতেরপি।
দন্তান্ বভঞ্জ সংরম্ভাদনদচ্চ সিংহবৎ ॥ ৪৭
খড়্গমুদ্যম্য তান্ সর্বাংস্ত্রাসয়ামাস পার্থিবান্
স্তম্ভং সভায়াঃ সৌবর্ণমুৎপাট্য বলিনাং বরঃ ॥
গজেন্দ্র ইব তং স্তম্ভং কর্ষন্ সঙ্কর্ষণস্ততঃ।
নির্জগাম সভাদ্বারাত্ত্রাসয়ামাস কৈশিকান্ ॥ ৪৯
রুক্মিণং নিকৃতিপ্রজ্ঞং স হত্বা যাদবর্ষভঃ
বিত্রাস্য বিবিধঃ সর্বান্ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ৫০

---

তারপর ধৈর্যসহকারে মনকে সংযত করিয়া বলরাম এই কথা বলিলেন, দশ সহস্র কোটি স্বর্ণমুদ্রা আমার অপর এক (পাশার) পণ। ৩৬

হে বিদর্ভরাজ! ইহা গ্রহণ কর, অক্ষ নিক্ষেপ কর। অধিক রক্তোপযুক্ত এবং দেশ ও কালের উপযুক্ত লোহিতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ অক্ষ নিক্ষেপ কর। এইভাবে রুক্মীকে রোহিণীপুত্র বলরাম (পাশাখেলায়) আহ্বান করিলেন। ৩৭।

কিছু বাক্য না বলিয়া 'ঠিক আছে' এইরূপ বলিয়া হৃষ্টচিত্ত রাজা রুক্মী অক্ষগুলি নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮।

তারপর বলদেব ধর্মানুসারে চারিঅক্ষযুক্ত অক্ষ নিক্ষেপ করিলে তদনুসারে বলরাম ধর্মতঃ তাঁহাকে পরাজিত করিলেও রাজা রুক্মী বল পূর্বক না, অর্থাৎ আপনি বিজয়ী নন এই কথা বলিলেন। ৩৯।

তখন পুনরায় তিনি (বলদেব) ধৈর্যসহকারে মনকে স্থির করিয়া কোন কথা বলিলেন না। তখন রুক্মী হাস্যসহকারে বলদেবকে বলিলেন—আমার দ্বারা আপনি পরাজিত হইয়াছেন। ৪০।

রাজা! বলদেব সেই কুটিলতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কোনপ্রকার উত্তর প্রদান করিলেন না। ৪১।

তখন মহাত্মা বলদেবের সেই ক্রোধের বর্ধনকারী গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত আকাশবাণী উচ্চারিত হইল। ৪২।

শ্রীমান্ বলদেব সত্য বাক্য বলিয়াছেন। এই (রাজা রুক্মী) ধর্মতঃ পরাজিত হইয়াছেন। কোন প্রকার বাক্য না বলিলেও ইনি (পূর্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে) কর্মদ্বারা এই (পণের) সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি মনের দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে। ৪৩-৪৪

আকাশবাণীর তথ্যপূর্ণ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া বলবান্ বলদেব উত্থিত হইয়া সুবর্ণনির্মিত অষ্টাপদ (পাশাখেলার ছক) দ্বারা রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মীকে পৃথিবীতে নিধন করিলেন। ৪৫

বিবাদকালে কুপিত হইয়া যদুনন্দন বলরাম উপেক্ষাকারী রুক্মীকে মোহিত করিয়া অষ্টাপদের দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ৪৬

তারপর (মৃত রুক্মীকে) অপসারিত করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বলরাম কলিঙ্গাধিপতির দন্তগুলি ভাঙিয়া দিলেন এবং সিংহের ন্যায় উচ্চ নাদ করিতে লাগিলেন। ৪৭

(তদনন্তর) দ্যূতসভার সুবর্ণনির্মিত স্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম খড়্গ উত্তোলিত করিয়া সেই সকল রাজগণকে ত্রাসযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৮

তারপর শ্রেষ্ঠ গজতুল্য সেই স্তম্ভকে টানিতে টানিতে বলরাম সভার তোরণদ্বার হইতে বাহিরে আনয়ন করিলে কৈশিকবাসীরা ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল। ৪৯

কুটিলশ্রেষ্ঠ রুক্মীকে হত্যা করিয়া যাদবশ্রেষ্ঠ বলরাম, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুগণকে ভীত করে, তদ্রূপ সকল শত্রুকে ভীত করিয়াছিলেন। ৫০

জগাম শিবিরং রামঃ স্বয়মেব জনাবৃতঃ
ন্যবেদয়ৎ স কৃষ্ণায় তত্র সর্বং যথাভবৎ ॥ ৫১

নোবাচ স তদা কৃষ্ণঃ কিঞ্চিদ্রামং মহাদ্যুতিঃ।
নিগৃহ্য চ তদাত্মানং কৃচ্ছ্রাদশ্রূণ্যবর্তয়ৎ ॥ ৫২

ন হতো বাসুদেবেন যঃ পূর্বং পরবীরহা
রুক্মিণ্যা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতাথ রুক্মিণীস্নেহকারণাৎ ॥ ৫৩

স রামকরমুক্তেন নিহতো দ্যূতমণ্ডলে।
অষ্টাপদেন বলবান্ রাজা বজ্রধরোপমঃ ॥ ৫৪

তস্মিন্ হতে মহাবীর্যে নৃপতৌ ভীষ্মকাত্মজে
ক্রমভার্গবতুল্যে বৈ ক্রমভার্গবশিক্ষিতে ॥ ৫৫

কৃতে চ যুদ্ধকুশলে নিত্যযাজিনি পাতিতে।
বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চৈব সর্বে বিমনসোঽভবন্ ॥ ৫৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রুক্মিণী চ মহাভাগা বিলপন্ত্যার্তয়া গিরা।
বিলপন্তীং তথা দৃষ্ট্বা সান্ত্বয়ামাস কেশবঃ ॥ ৫৭

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং রুক্মিণো নিধনং যথা।
বৈরস্য চ সমুত্থানং বৃষ্ণিভির্ভরতর্ষভ ॥ ৫৮

বৃষ্ণয়োঽপি মহারাজ ধনান্যাদায় সর্বশঃ।
রাম-কৃষ্ণৌ সমাশ্রিত্য যযুর্দ্বারবতীং প্রতি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
রুক্মিবধে নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

---

(তখন) জনপরিবৃত বলরাম নিজ শিবিরে গমন করিলেন এবং সেখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন। ৫১

তখন মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে কোন কথা বলিলেন না। তখন নিজেকে কোনপ্রকারে উপশমিত করিয়া কষ্টপূর্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫২

ভগবান্ বাসুদেব রুক্মিণীর প্রতি স্নেহবশতঃ রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রথম হত্যা করেন নি। বজ্রধারী ইন্দ্রের সমান বলবান্ এবং শ্রেষ্ঠ শত্রুবিমর্দক রাজা রুক্মী বলরামের হস্তনিক্ষিপ্ত অষ্টাপদের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। ৫৩-৫৪

মহাপরাক্রমশালী পরশুরামের নিকট অস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া পরশুরামতুল্য শৌর্যশালী, বিদ্বান্, যুদ্ধকুশলী, নিত্য যজ্ঞকারী সেই ভীষ্মকপুত্র রাজা রুক্মী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বৃষ্ণিবংশীয় এবং অন্ধকবংশীয় রাজগণ বিমনা হইয়া গিয়াছিলেন। ৫৫-৫৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাভাগা রুক্মিণীকে আর্ত বাক্যে বিলাপরতা দেখিয়া তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ৫৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! (আমাকর্তৃক) এই সকল বৃত্তান্ত এবং রুক্মীর নিধন যেভাবে ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত বৈরীভাবের সমুত্থান (শুরু) হইতেছে। ৫৮

হে মহারাজ! বৃষ্ণিবংশীয়গণ রাজাদের সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সমাশ্রিত হইয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে রুক্মিবধনামক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ বলরামস্য মাহাত্ম্যকথনম্, তেন হস্তিনাপুরং গঙ্গায়াং নিক্ষেপ্তুমদ্ভুতপ্রযত্নস্য বর্ণনঞ্চ। ]

রাজোবাচ।
ভূয় এব তু বিপ্রর্ষে বলদেবস্য ধীমতঃ।
মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥ ১
অতীব বলদেবং তং তেজোরাশিমনির্জ্জিতম্
কথয়ন্তি মহাত্মানং যে পুরাণবিদো জনাঃ ॥ ২
তস্য কর্ম্মাণ্যহং বিপ্র শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ
অনন্তং যং বিদুর্নাগমাদিদেবং নগেশ্বরম্ ॥ ৩
বৈশম্পায়ন উবাচ
পুরাণে নাগরাজোঽসৌ পঠ্যতে ধরণীধরঃ
শেষস্তেজোনিধিঃ শ্রীমানকম্প্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
যোগাচার্য্যো মহাবীর্য্যো দেবপ্রমুখো বলী।
জরাসন্ধং গদাযুদ্ধে জিতবান্ যো ন চাবধীৎ ॥ ৫
বহবশ্চৈব রাজানঃ প্রথিতাঃ পৃথিবীতলে
অন্বয়ুর্মাগধং সর্ব্বে তে চাপি বিজিতা রণে ॥ ৬
নাগাযুতবলপ্রাণো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
অসকৃদ্বলদেবেন বাহুযুদ্ধে পরাজিতঃ ॥ ৭
দুর্য্যোধনস্য কন্যাং তু হরমাণো স্বগৃহত।
সাম্বো জাম্ববতীপুত্রো নগরে নাগসাহ্বয়ে ॥ ৮
রাজভিঃ সর্ব্বতো রুদ্ধো হরমাণো বলাৎ কিল
তদুপশ্রুত্য সংরুদ্ধম্ আজগাম মহাবলঃ ॥ ৯
রামস্তস্য তু মোক্ষার্থমাগতো নালভচ্চ তম্।
ততশ্চুক্রোধ বলবানদ্ভুতং চাকরোন্মহৎ ॥ ১০
অনিবার্য্যমভেদ্যঞ্চ দিব্যমপ্রতিমং বলে।
লাঙ্গলাস্ত্রং সমুদ্যম্য ব্রহ্মমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ১১
প্রাকারবপ্রে বিন্যস্য পুরস্য চ মহাদ্যুতিঃ।
প্রক্ষেপ্তুমৈচ্ছদ্গঙ্গায়াং নগরং কৌরবস্য তৎ ॥ ১২
তদ্বিঘূর্ণিতমালক্ষ্য পুরং দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
সাম্বং নির্য্যাতয়ামাস সভার্য্যং তস্য ধীমতঃ ॥ ১৩

## দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[ বলরামের মাহাত্ম্যকথন এবং তাঁহার দ্বারা হস্তিনাপুরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার অদ্ভুত প্রযত্ন বর্ণন। ]

রাজা জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! ধরণীধর শেষ-অবতার বুদ্ধিমান্ বলরামের মাহাত্ম্য আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

যাঁহারা পুরাণবিদ্ পুরুষ, তাঁহারা মহাত্মা বলরামকে অত্যন্ত তেজের রাশি ও অপরাজিত বলিয়া বর্ণনা করেন। ২

বিপ্রবর! আমি তাঁহার কর্ম্মসমূহ পুনরায় যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, যাঁহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ মহাবল-পরাক্রমসম্পন্ন ও আদিদেব অনন্ত-নাগরূপে জানেন। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! পুরাণে বলরামকে সাক্ষাৎ নাগরাজ ধরণীধর শেষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি তেজের নিধি, দিব্য শোভাসম্পন্ন, অকম্পনীয় মহাবীর ও পুরুষোত্তম। তিনি যোগের আচার্য্য, মহাপরাক্রমশালী, বলবান্ ও দেবগণের মধ্যে মুখ্য প্রধান এবং বিচারকগণের মধ্যে প্রধান। তিনি গদাযুদ্ধে জরাসন্ধকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বধ করেন নাই। ৪-৫

ভূতলে বিখ্যাত বহু রাজা, যাঁহারা সকলে মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগামী ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে যুদ্ধে বলরাম জয় করিয়াছিলেন। ৬

যাঁহার মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, সেই ভয়ানক পরাক্রমশালী ভীমসেন বাহুযুদ্ধে বলদেব কর্ত্তৃক বহুবার পরাজিত হইয়াছেন। ৭

এক সময় দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে অপহরণকারী জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে হস্তিনাপুরে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এই নগর সর্ব্বদিকে রাজগণের দ্বারা পরিবৃত ছিল। কৌরবেরা বলিয়াছিলেন—সাম্ব বলপূর্ব্বক সেই কন্যাকে লইয়া যাইতেছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। ৮;

সাম্বকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাবল বলরাম তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য হস্তিনাপুরে আসেন; কিন্তু তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মুক্তিদানের কথা বলিলেও সাম্বকে প্রাপ্ত হন নাই। ৯;

তখন বলবান্ বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তিনি এক অদ্ভুত কার্য্য করিলেন। মহাতেজস্বী বলরাম যাহা কাহারও দ্বারা নিবারণ বা ভেদ করিবার যোগ্য ছিল না, সেই অপ্রতিম শক্তিশালী দিব্য হল নামক অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া তাহাকে ব্রহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত কৌরবনগর হস্তিনাপুরের প্রাচীরের দেওয়ালের ভিত্তিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া সম্পূর্ণ নগরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ১০-১২

নিজের নগরকে ঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ আসিয়া বুদ্ধিমান্ বলরামের নিকট পত্নী লক্ষ্মণাসহ সাম্বকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৩

দদৌ শিষ্যং তদাত্মানং রামস্য সুমহাত্মনঃ ।
গদাযুদ্ধে কুরুপতিং শিষ্যং জগ্রাহ তঞ্চ সঃ ॥ ১৪
ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র পুরমেতদ্বিঘূর্ণিতম্ ।
আবর্জিতমিবাভাতি গঙ্গামভিমুখং নৃপ ॥ ১৫
ইদমত্যদ্ভুতং কর্ম রামস্য কথিতং ভুবি ।
ভাণ্ডীরে কথিতং রাজন্ যৎ কৃতং রৌহিণা পুরা ॥ ১৬
প্রলম্বঃ মুষ্টিনৈকেন যজ্ঞ্বান হলায়ুধঃ ।
ধেনুকং তু মহাবীর্য্যং চিক্ষেপ নগমূর্দ্ধনি ।
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দৈত্যো গর্দ্দভরূপধৃক্ ॥ ১৭
লবণজলগমা মহানদী
দ্রুতজলবেগতরঙ্গমালিনী ।
নগরমভিমুখং যদা হৃতা
জলবিদ্রুতা যমুনা যমস্বসা ॥ ১৮
বলদেবস্য মাহাত্ম্যমেতত্তে কথিতং ময়া
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥ ১৯
ইতি পুরুষবরস্য লাঙ্গলে-
র্বচবিংমুত্তমমপ্যদেব চ ।
যদকথিতমিহাদ্য কর্ম্ম তে
তদুপলভস্ব পুরাণবিস্তরাৎ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বলদেবমাহাত্ম্যং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

সেই সময় দুর্য্যোধন নিজেকে মহাত্মা বলরামের সমীপে শিষ্যরূপে সমর্পণ করেন। তখন তিনি কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধের শিক্ষাদানের জন্য নিজের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ১৪

রাজেন্দ্র! সেই সময় হইতে এই নগর (হস্তিনাপুর) ঈষৎ ঘূর্ণিত ও গঙ্গার দিকে যেন অবনত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ১৫

রাজন্! এই ভূতলে বলরামের ইহা এক অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য্য কথিত আছে। পূর্ব্বে ভাণ্ডীরবটের নিকট তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি। ১৬

সেই সময় তিনি প্রলম্বকে এক মুষ্টির আঘাতে বধ করিয়াছিলেন এবং মহাপরাক্রমশালী ধেনুকাসুরকে তালবৃক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই গর্দ্দভরূপধারী দৈত্য সেখানেই প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। ১৭

লবণজলপূর্ণ সমুদ্রে গমনকারিণী, যমভগিনী, প্রবহমান জলের বেগ ও তরঙ্গমালায় অলঙ্কৃতা এবং মহানদী যমুনাকে তিনি হলের দ্বারা নগরের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ১৮

যিনি অনন্ত, অপ্রমেয় ও ধরণীধর শেষের অবতার, সেই বলরামের মাহাত্ম্য আমি তোমাকে বলিলাম। ১৯

এইরূপ পুরুষোত্তম হলধর বলরামের অন্যান্য ও উত্তম চরিত্র রহিয়াছে, তাঁহার যে সব কর্ম্মের আলোচনা এই স্থলে করা হইল না, তৎসমস্তই তুমি অন্য বিস্তৃত পুরাণসকল হইতে জানিয়া লইও। ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বলরামের মাহাত্ম্যবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ নরকাসুরস্য পরিচয়ঃ, দ্বারকায়ামিন্দ্রস্যাগমনম্, নরকাসুরবধায় শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তস্যানুরোধঃ, সত্যভাময়া সহ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমনম্, তেন মুরু-নিসুন্দ-হয়গ্রীব-বিরূপাক্ষ-পঞ্চনাদনামকানামসুরাণাং নরকাসুরস্য চ বধঃ

জনমেজয় উবাচ

প্রত্যেত্য দ্বারকাং বিষ্ণুর্হত্বে রুক্মিণি বীর্য্যবান্।
অকরোদ্ যন্মহাবাহুস্তন্মে বদ মহামুনে ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ পুরীং যাদবনন্দন।
দ্বারকাং ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রত্যবৈক্ষত বীর্য্যবান্ ॥ ২
প্রত্যপদ্যত বস্তূনি বিবিধানি বহূনি চ
যথার্হং পুণ্ডরীকাক্ষো নৈর্ঋতান্ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৩
তত্র বিঘ্নং চরন্তি স্ম দৈতেয়াঃ সহ দানবৈঃ
তান্ জঘান মহাবাহুর্বরদৃপ্তান্ মহাসুরান্ ॥ ৪
বিঘ্নং চাস্যাকরোত্তত্র নরকো নাম দানবঃ।
ত্রাসনঃ সর্ব্বদেবানাং দেবরাজরিপুর্মহান্ ॥ ৫

স ভূমৌ মূর্ত্তিলিঙ্গস্থঃ সর্ব্বদেবাদিবাধিতা।
দেবতানা-(মৃষীণাং-) মুনীনাঞ্চ প্রতীপমকরোত্তদা ॥ ৬
ত্বষ্টুর্দুহিতরং ভৌমঃ কশেরুমগমত্তদা
গজরূপেণ জগ্রাহ রুচিরাঙ্গীং চতুর্দ্দশীম্ ॥ ৭
প্রমথ্য তাং বরারোহাং নরকো বাক্যমব্রবীৎ
নষ্টশোকভয়ো মোহাৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিস্তদা ॥ ৮
যানি দেব-মনুষ্যেষু রত্নানি বিবিধানি চ।
বিভর্ত্তি চ মহী কৃৎস্না সাগরেষু চ যদ্বসু ॥ ৯
অদ্যপ্রভৃতি তানীহ সহিতাঃ সর্ব্বনৈর্ঋতাঃ।
তবৈবোপহরিষ্যন্তি দৈত্যাশ্চ সহ দানবৈঃ ॥ ১০
এবমুত্তমরত্নানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ
স জহার তদা ভৌমস্তচ্চ নাবিচকার সঃ ॥ ১১

---

## ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[ নরকাসুরের পরিচয়, দ্বারকায় ইন্দ্রের আগমন ও শ্রীকৃষ্ণকে নরকাসুর বধের জন্য অনুরোধ, সত্যভামা-সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরে গমন এবং তাঁহার দ্বারা মুরু, নিসুন্দ, হয়গ্রীব, বিরূপাক্ষ, পঞ্চনাদ ও অন্যান্য অসুরগণ এবং নরকাসুর বধ। ]

জনমেজয় বলিলেন,—মহামুনে! রুক্মী নিহত হইলে পর যখন শক্তিশালী মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি কি করিলেন? ইহা আমাকে বলুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীমান্ যাদবনন্দন পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই যাদবগণে পরিবৃত দ্বারকায় যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি সেই দ্বারকাপুরীকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ২

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ যে নানাপ্রকার ধন ও রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমস্তই তিনি দ্বারকায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই সব হরণ করিতে ইচ্ছুক রাক্ষসদিগকে তিনি নিবারণ করত দূর করিয়া দিলেন। ৩

সেখানে দানবগণ সহ দৈত্যেরা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল, কিন্তু মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ বরপ্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বিত সেই সব মহাসুরকে বধ করিলেন। ৪

তাহার পর নরকনামক দানব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। নরকাসুর সমস্ত দেবতাগণের ত্রাসপ্রদ ও দেবরাজ ইন্দ্রের মহাশত্রু ছিল। ৫

সমস্ত দেবতাদিগকে বাধাপ্রদানকারী নরকাসুর ভূমির 'মূর্ত্তিলিঙ্গে' অবস্থান করত দেবতা ও ঋষিগণের প্রতিকূল আচরণ করিতে লাগিল। (এই মূর্ত্তিলিঙ্গ—মূর্ত্তি বা শিবলিঙ্গের আকারের কোন দুর্গের গৃহ, যাহা পৃথিবীর মধ্যে নির্ম্মিত ছিল। শত্রুদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য নরকাসুর এতাদৃশ বাসনির্ম্মাণ করাইয়াছিল)। ৬

ভূমির পুত্র বলিয়া এই নরকাসুর ভৌমাসুর নামেও কথিত হইত। নরকাসুর হস্তীর রূপ ধারণ করত প্রজাপতি ত্বষ্টার কন্যা চৌদ্দ বৎসরবয়স্কা ও সুন্দর অঙ্গশোভিতা কশেরুর নিকট গমন করে। ৭

নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ছিল। তাহার শোক ও ভয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে মোহবশতঃ সুন্দরী কশেরুকে নিজের দুই বাহুর দ্বারা বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া এই কথা বলিল। ৮

দেবি! দেবতা ও মনুষ্যগণের নিকট যে নানাবিধ ধনরত্ন আছে, সমগ্র পৃথিবী যে সব রত্ন ধারণ করে এবং সমুদ্রে যে সব রত্ন সঞ্চিত আছে, সেই সব ধন-রত্নই আজ হইতে সমস্ত রাক্ষস, দৈত্য ও দানবগণ তোমার জন্য হরণ করিয়া আনিবে। ৯-১০

এইরূপে ভৌমাসুর নানাপ্রকার উত্তম রত্নরাজি ও নানাবিধ বস্ত্রাদি সেই সময় অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু সেই সব অধিকার অর্থাৎ উপভোগ করে নাই। ১১

গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যাঃ কন্যা জহার নরকো বলী ।
যাশ্চ দেব-মনুষ্যাণাং সপ্ত চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১২
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি একবিংশচ্ছতানি চ ।
একবেণীধরাঃ সর্ব্বাঃ সতীমার্গমনুব্রতাঃ ॥১৩
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তাসাং পুরবরং ভৌমোঽকারয়ন্মণিপর্ব্বতম্ ।
অলকায়ামদীনাত্মা মুরোঃ স্ববিষয়ং প্রতি ॥ ১৪
তাশ্চ প্রাগ্জ্যোতিষপতিং মুরোশ্চৈব দশাত্মজাঃ ।
নৈর্ঋতাশ্চ যথা মুখ্যাঃ পালয়ন্ত উপাসতে
স এষ তমসঃ পারে বরদত্তো মহাসুরঃ ॥ ১৫
ন চাসুরগণৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ কর্ম্ম তৎ পুরা ।
কৃতপূর্ব্বং তদা ঘোরং যদকার্ষীন্মহাসুরঃ ॥ ১৬
অদিতিং ধর্ষয়ামাস কুণ্ডলার্থে মহাসুরঃ
যং মহী সুষুবে দেবী যস্য প্রাগ্জ্যোতিষং পুরম্ ॥ ১৭

দ্বারপালাশ্চ চত্বারস্তস্যাসন্ যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
হয়গ্রীবো নিশুম্ভশ্চ বীরঃ পঞ্চনদস্তথা ॥ ১৮
মুরুঃ পুত্রসহস্রৈশ্চ বরদত্তোঽসুরো মহান্
আদেবয়ানমাবৃত্য পন্থানং সমুপস্থিতঃ
বিত্রাসনঃ সুকৃতিনাং বিরূপৈ রাক্ষসৈঃ সহ ॥ ১৯
তদ্বধার্থং মহাবাহুঃ শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ
জাতো বৃষ্ণিষু দেবক্যাং বসুদেবাজ্জনার্দ্দনঃ ॥ ২০
তস্যাথ পুরুষেন্দ্রস্য লোকপ্রথিততেজসঃ
নিবাসো দ্বারকা দেবৈরুপায়াদুপপাদিতা ॥ ২১
অতীব হি পুরী রম্যা দ্বারকা বাসবক্ষয়াৎ
মহার্ণবপরিক্ষিপ্তা পঞ্চপর্ব্বতশোভিতা ॥ ২২
তস্যাং দেবপুরাভায়াং সভা কাঞ্চনতোরণা
সা দাশার্হীতি বিখ্যাতা যোজনায়ামবিস্তৃতা ॥ ২৩

গন্ধর্ব্বগণের যে সব কন্যা ছিল, তাহাদিগকেও বলবান্ নরকাসুর হরণ করিয়া আনিল। দেবতা ও মনুষ্যগণের কন্যা-সকলকে এবং অপ্সরাদিগের সপ্ত গণকেও হরণ করিয়া (নিজ পুরীতে) লইয়া আসিল। ১২

এইভাবে ষোল হাজার এক শত সুন্দরী স্ত্রী তাহার গৃহে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু এই সব স্ত্রীই সতীর পথ অবলম্বন করত ব্রত ও নিয়ম পালনে রত থাকিয়া এক বেণী ধারণ করিয়াছিল। ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! উদারচেতা ভৌমাসুর (নরকাসুর) তাহাদের বাস করিবার জন্য মণিপর্ব্বতের উপরে এক শ্রেষ্ঠ নগর নির্ম্মাণ করাইছিল। যে স্থানে এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থান অলকানামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তাহা মুর নামক দৈত্যের অধিকৃত রাজ্যে অবস্থিত ছিল। ১৪

মুর বা মুরুনামক দৈত্যের দশ পুত্র ও প্রধান রাক্ষসগণ সেই কুমারীদিগকে এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভৌমকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার উপাসনা করিতেছিল। এই মহাসুর নরক তপস্যার দ্বারে বরপ্রাপ্ত হইয়া উদ্ধত হইয়া গিয়াছিল। ১৫

পূর্ব্বকালে সমস্ত অসুরগণ একত্রে মিলিত হইয়াও যেরূপ অত্যন্ত ঘোর পাপকর্ম্ম করিতে পারে নাই, তাহা এই মহাসুর নরক একাকীই করিয়াছিল। ১৬

এই মহাসুর কুণ্ডলের জন্য দেবমাতা অদিতিকে তিরস্কার করিয়াছিল। পৃথিবীদেবী যাহাকে জন্মদান করিয়াছিলেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যাহার অধিকারে ছিল, সেই নরকাসুরের চার যুদ্ধোন্মত্ত দৈত্য দ্বারপাল ছিল। ১৭;

তাহাদের নাম ছিল—হয়গ্রীব, নিশুম্ভ, বীর পঞ্চনদ এবং সহস্র পুত্র সহ মহাসুর মুরু। এই মুরু বরদান লাভ করিয়াছিল। ১৮;

এই নরকাসুর সমস্ত দেবযান-মার্গ পরিবৃত করিয়া যেখানে উপস্থিত হইত এবং বিরূপ রূপধারী রাক্ষসগণের সহিত সেখানে অবস্থান করত সেই দিক দিয়া গমনকারী পুণ্যাত্মাগণকে সন্ত্রাসিত করিত। ১৯

তাহার বধের জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ২০

তাঁহার তেজ বিশ্বে বিখ্যাত। এই পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের নিবাস স্থান ছিল দ্বারকা। যাঁহাকে দেবতাগণ উপযুক্ত উপায়ে উপলব্ধ করিয়াছেন। ২১

দ্বারকাপুরী ইন্দ্রের বাসস্থান অমরাবতী পুরী হইতেও রমণীয় ছিল। ইহা সাগরে পরিবেষ্টিত ও পঞ্চ পর্ব্বতের দ্বারা সুশোভিত ছিল। ২২

দেবপুরীর ন্যায় সুশোভিত দ্বারকায় এক সভা ছিল, যাহা স্বর্ণের তোরণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সভা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক যোজন ছিল এবং দাশার্হী সভা নামে বিখ্যাত ছিল। ২৩

তত্র বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ সর্ব্বে রামকৃষ্ণপুরোগমাঃ ।
লোকযাত্রামিমাং কৃৎস্নাং পরিরক্ষন্ত আসতে ॥ ২৪
তত্রাসীনেষু সর্ব্বেষু কদাচিদ্ভরতর্ষভ ।
দিব্যগন্ধো ববৌ বায়ুঃ পুষ্পবর্ষং পপাত চ ॥ ২৫
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রভাজালাভিসংবৃতঃ ।
মুহূর্ত্তমন্তরিক্ষেঽভূত্ততো ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৬
মধ্যে তু তেজসস্তস্য পাণ্ডুরং গজমাস্থিতঃ ।
বৃতো দেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্বাসবঃ সমদৃশ্যত ॥ ২৭
রামকৃষ্ণৌ চ রাজা স বৃষ্ণ্যন্ধকগণৈঃ সহ ।
প্রত্যুদ্যযুর্মহাত্মানঃ পূজয়ন্তঃ সুরেশ্বরম্ ॥ ২৮
সোঽবতীর্য্য গজাত্তূর্ণং পরিষজ্য জনার্দ্দনম্
সস্বজে বলদেবঞ্চ তঞ্চ রাজানমাহুকম্ ॥ ২৯
বৃষ্ণীনন্যান্ সস্বজে চ যথাকালং যথাবয়ঃ ।
পূজিতো রামকৃষ্ণাভ্যামাবিবেশ স তাং সভাম্ ॥ ৩০

এই সভায় বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদি বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশের সকলেই উপবেশন করেন এবং সমস্ত লোকজীবনের রক্ষায় তৎপর ছিলেন । ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ ! একদিনের কথা, সমস্ত যদুবংশীয়গণ সেই সভায় বসিয়াছিলেন, সেই সময় দিব্য সুগন্ধে পূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল । ২৫

তারপর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে আকাশে কিল-কিলাশব্দ হইতে লাগিল এবং তেজোরাশি-পরিবৃত এক দিব্য আকৃতি প্রকটিত হইয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নামিয়া অবস্থিত হইল । ২৬

সেই তেজঃপুঞ্জের মধ্যে শ্বেতবর্ণ হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ইন্দ্র সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন । ২৭

সেই সময় মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বাগত জানাইবার জন্য বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও রাজা উগ্রসেন বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশের অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত উত্থিত হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন । ২৮

ইন্দ্র হস্তী হইতে নামিয়া সত্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলরাম ও রাজা উগ্রসেনকেও আলিঙ্গন করিলেন । ২৯

তাহার পর তিনি বয়সানুসারে যথাকালে অন্য বৃষ্ণিবীরগণকেও আলিঙ্গন করিলেন । ইহার পর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হইয়া তিনি সেই দাশার্হী সভায় গমন করিলেন । ৩০

তত্রাসীনোঽভ্যলঙ্কৃত্য সভাং তামমরেশ্বরঃ ।
অর্ঘ্যাদিসমুদাচারং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যথাবিধি ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথোবাচ মহাতেজা বাসবো বাসবানুজম্ ।
সান্ত্বপূর্ব্বং করেণাস্য সংস্পৃশ্য বদনং শুভম্ ॥ ৩২
দেবকীনন্দন বচঃ শৃণু মে মধুসূদন
যেন ত্বাভিগতোঽস্ম্যদ্য কার্য্যেণামিত্রকর্শন ॥ ৩৩
নৈর্ঋতো নরকো নাম ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলে মোহাজ্জহার দিতিনন্দনঃ ॥ ৩৪
দেবানাং বিপ্রিয়ে নিত্যমৃষীণাঞ্চ স বর্ত্ততে ।
তঞ্চ দেবান্তরঃ প্রেক্ষ্য জহি ত্বং পাপপূরুষম্ ॥ ৩৫
অয়ং ত্বাং গরুড়স্তত্র প্রাপয়িষ্যতি কামগঃ ।
কামবীর্য্যোঽতিতেজস্বী বৈনতেয়োঽন্তরিক্ষগঃ ॥ ৩৬
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ভৌমঃ স নরকোঽসুরঃ ।
নিসূদয়িত্বা তং পাপং ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি ॥ ৩৭

সেখানে উপবিষ্ট হইয়া সেই সভার শোভাবর্দ্ধন করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্র বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ্যাদি পূজার উপচার গ্রহণ করিলেন । ৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! অনন্তর মহাতেজস্বী ইন্দ্র নিজের অনুজ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনাদান করত তাঁহার সুন্দর মুখারবিন্দে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করত বলিলেন ॥ ৩২

দেবকীনন্দন ! মধুসূদন ! শত্রুনাশন ! আজ আমি যে কার্য্যের জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি, সেই বিষয়ে আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ৩৩

নরকনামে এক রাক্ষস আছে, সে ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে । সেই দৈত্য মোহবশতঃ দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥ ৩৪

সে । সে প্রতিদিন দেবগণ ও ঋষিগণের অপ্রিয় করিতেছে, অতএব তুমি সুযোগ বুঝিয়া সেই পাপাত্মা পুরুষকে বধ কর ॥ ৩৫

ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ এই গরুড় তোমাকে সেখানে উপস্থিত করিয়া দিবে ; কারণ, এই বিনতানন্দন গরুড় অন্তরিক্ষচারী ও মহাতেজস্বী ॥ ৩৬

ভূমিপুত্র নরকাসুর সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই অবধ্য, অতএব তুমি সেই পাপীকে সংহার করত শীঘ্র প্রত্যাগমন কর ॥ ৩৭

ইত্যুক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো দেবরাজেন কেশবঃ
প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্নরকস্য নিবর্হণে ॥ ৩৮
ততঃ সহৈব শক্রেণ শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ
প্রতস্থে গরুড়েনাথ সত্যভামাসহায়বান্ ॥ ৩৯
ক্রমেণ সপ্তস্কন্ধান্ স মরুতাং সহবাসবঃ
পশ্যতাং যদুসিংহানামূর্দ্ধমাচক্রমে বলী ॥ ৪০
বারণেন্দ্রগতঃ শক্রো গরুড়স্থো জনার্দনঃ
বিদূরত্বাৎ প্রকাশেতে সূর্যাচন্দ্রমসাবিব ॥ ৪১
অন্তরিক্ষে চ গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ কেশবঃ ।
স্তূয়মানোঽথ শক্রশ্চ ক্রমেণান্তরধীয়ত ॥ ৪২
সমাধায়েতিকর্তব্যং বাসবো বিবুধাধিপঃ ।
স্বমেব ভবনং প্রায়াৎ কৃষ্ণঃ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি ॥ ৪৩
পক্ষানিলহতো বায়ুঃ প্রতিলোমং ববৌ তদা ।
ভ্রান্তা ভীমস্বনা মেঘা বভ্রমুর্গগনেচরাঃ ॥ ৪৪
ক্ষণেন সমনুপ্রাপ্তো দ্বিজেনাকাশগেন বৈ ।
দূরাদেব চ তান্ দৃষ্ট্বা প্রযযৌ যত্র তে স্থিতাঃ ॥ ৪৫
অপশ্যদ্ দ্বারি তত্রস্থাং হস্ত্যশ্বরথবাহিনীম্ ।
ক্ষুরান্তান্ মৌরবান্ পাশান্ ষট্ সহস্রান্ দদর্শ হ ॥ ৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

গরুড়স্যোপরি শ্রীমান্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ
বিভ্রল্লোলাম্বুদাকারঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৪৭
বনমালাকুলোরস্কঃ শ্রীবৎসাঙ্কিতভূষণঃ ।
কিরীটমূর্দ্ধা সূর্যাভঃ সবিদ্যুদিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪৮
জ্যাং বিকৃষ্য মহাশব্দঃ জায়তেঽশনিনিঃস্বনঃ ।
জ্ঞাত্বা চ দানবঃ সর্বং স্বয়ং বিষ্ণুরিহাগতঃ ॥ ৪৯
ক্রোধাদ্বিগুণরক্তাক্ষো মুরুঃ কালান্তকোপমঃ ।
অভ্যধাবত বেগেন শক্তিং গৃহ্য মহাসুরঃ ॥ ৫০

---

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর মহাবাহু কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে নরকাসুরকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥ ৩৮

অনন্তর শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ গরুড়ে উপবেশন করত ইন্দ্রের সহিতই গমন করিলেন ॥ ৩৯

যদুকুলের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীরগণের সাক্ষাতেই ইন্দ্রসহ বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ বায়ুর সপ্ত স্কন্ধ (স্তর) অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪০

গজরাজ ঐরাবতে আরূঢ় ইন্দ্র এবং গরুড়ে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধিক দূর পর্যন্ত চলিয়া যাওয়ায় সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১

অন্তরিক্ষে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের দ্বারা স্তুত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ৪২

নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নিজ ভবনেই গমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৪৩

গরুড়ের পক্ষবায়ুতে আহত হইয়া বায়ু বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তারপর আকাশে বিচরণকারী মেঘসমূহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে সেখানে ঘুরিতে লাগিল ॥ ৪৪

আকাশচারী পক্ষী গরুড় কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকালের মধ্যেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দূর হইতেই সেই রাক্ষসগণকে দেখিয়া যেখানে তাহারা ছিল, সেই স্থানের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের দ্বারে হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের বিশাল সৈন্যবাহিনী অবস্থান করিতেছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মুরুনামক দৈত্যের দ্বারা নির্মিত ছয় হাজার পাশ রহিয়াছে, যাহাদের প্রান্তভাগে ক্ষুর সংযুক্ত আছে ॥ ৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ মেঘের ন্যায় সুন্দর বিগ্রহ ধারণ করত গরুড়ে আরূঢ় ছিলেন. তিনি পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং চার বাহুতে সুশোভিত ছিলেন ॥ ৪৭

তাঁহার বক্ষঃস্থল বনমালায় ব্যাপ্ত ছিল। তিনি শ্রীবৎসচিহ্নে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার মস্তকে কিরীট শোভা পাইতেছিল, যাহার দ্বারা তিনি সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান ও বিদ্যুৎসহ চন্দ্রমণ্ডল শোভায়মান বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ৪৮

তিনি ধনুর গুণ আকর্ষণ করিয়া যখন টঙ্কার ধ্বনি করিলেন, সেই সময় বজ্রপাতের ন্যায় মহাভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইল। তখন দানব মুর ইহা জানিয়া বুঝিতে পারিল যে স্বয়ং বিষ্ণুই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪৯

ইহাতে মুরের ক্রোধ হইল। তাহার চক্ষু তখন ক্রোধে দ্বিগুণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কাল ও অন্তকতুল্য ভয়ঙ্কর মহাসুর মুর হস্তে শক্তি লইয়া সবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥ ৫০

চিক্ষেপ স মহাশক্তিং বজ্রকাঞ্চনভূষিতাম্
আয়ান্তীং শক্তিং তু মহোল্কাং জ্বলিতামিব ॥ ৫১
সমাধত্ত শরং চৈকং ক্ষুরপুঙ্খং জনার্দনঃ
দ্বিধাচ্ছিনৎ ক্ষুরপ্রেণ বাসুদেবঃ স বীর্যবান্ ॥ ৫২
শক্তিং চিচ্ছেদ তত্রাসৌ বিদ্যুৎপুঞ্জ ইব জ্বলন্
পুনশ্চ ক্রোধরক্তাক্ষো মুমোচ মহাগদাম্ ॥ ৫৩
ইন্দ্রাশনিবিনির্মুক্তেন বিসৃষ্ট ইব নিঃস্বনঃ।
আকর্ণমুক্তং চিক্ষেপ অর্ধচন্দ্রং পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৪
মধ্যদেশে তু চিচ্ছেদ গদাং তাং কনকভূষিতাম্।
পুনশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন দানবস্য শিরো রণে ॥ ৫৫
সংছিন্নপাশান্ সর্বাংস্তান্ মুক্ত্বা হত্বা সবান্ধবম্
সোঽগ্র্যান্ রক্ষোগণান্ হত্বা নরকস্য মহাবলান্ ॥ ৫৬
শিলাসঙ্ঘানতিক্রম্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ
অপশ্যদ্দানবং সৈন্যং নিশুম্ভস্য মহাবলম্ ॥ ৫৭
হয়গ্রীবস্য দিতিজং তথান্যাংশ্চিত্রযোধিনঃ
যোদ্ধুমারাম তদ্দর্পাঃ ষট্‌সহস্রেণ মহাবলাঃ ॥ ৫৮
নিশুম্ভো বলিনাং শ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সমাগতম্।
জগ্রাহ কার্মুকং দিব্যং হেমপৃষ্ঠং দুরাসদম্ ॥ ৫৯
বিব্যাধ দশভির্বাণৈর্নিশুম্ভো মধুসূদনম্
কেশবশ্চাপি সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬০
অপ্রাপ্তাংশ্চাশুবিশিখান্ তান্ শরাংশ্চিচ্ছেদ স দ্বিধা
তে সর্বে সৈনিকাঃ কৃষ্ণং সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥ ৬১
শরজালেন মহতা ছাদ্যমানঃ পুরুষোত্তমঃ
দৃষ্ট্বা তান্ দানবান্ সর্বান্ সংক্রুদ্ধো মধুসূদনঃ ॥ ৬২
ততো দিব্যেন চাস্ত্রেণ পার্জন্যেন জনার্দনঃ
মহতা শরবর্ষেণ বারয়ামাস তদ্বলম্ ॥ ৬৩
পঞ্চপঞ্চশরৈস্তেষু একৈকেন চ তান্ বহূন্।
পার্জন্যস্য প্রভাবেণ সর্বান্ মর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ৬৪
চক্রবর্তিসমস্তাস্তে দানবা রণে।
স্বসৈন্যং বিদ্রুতং দৃষ্ট্বা নিশ্চক্রাম পুনর্যুধে ॥ ৬৫

---

সে বজ্রমণি ও সুবর্ণভূষিত সেই মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় সেই শক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া পরাক্রমশালী বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এক সুবর্ণপঙ্খযুক্ত বাণ ধনুতে যোজনা করিলেন। সেই ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা তিনি দূরের শক্তিকে বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। ৫১-৫২

যখন তিনি শক্তিকে ছেদন করিলেন, তখন বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সেখানে অবস্থিত মুর পুনরায় ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত এক বিশাল গদা হস্তে গ্রহণ করিল। ৫৩

এই সময় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অর্ধচন্দ্রনামক বাণ হস্তে ধারণ করিলেন, উহাতে মনে হইল ইন্দ্র বজ্র ধারণ করিলেন। সেই সময় ধনু আকর্ষণ করিলে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্ধচন্দ্র বাণ কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এই বাণে তিনি সেই সুবর্ণভূষিত গদাকে মধ্যভাগে ছেদন করিয়া দিলেন। তারপর এক ভল্লের দ্বারা রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ সেই দানবের শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৫৪-৫৫

মুরুর সমস্ত পাশকে ছেদন করত তাহাকে সবান্ধবে বধ করিয়া নরকাসুরের মহাবল অগ্রগামী রাক্ষসগণকে সংহার করিবার পর শিলাসমূহ অতিক্রম করত ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দানবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে, মহাবল নিশুম্ভ দৈত্য, হয়গ্রীব ও বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধকারী অন্যান্য দৈত্যদিগকেও দর্শন করিলেন। ৫৬-৫৭;

দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল নিশুম্ভ নিজের সৈন্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে রুদ্ধ করিল এবং দ্রুত রণে আরোহণ করিয়া স্বর্ণপৃষ্ঠ দিব্য দুর্জয় ধনু ধারণ করিল। ৫৮-৫৯

উহার পর নিশুম্ভ দশটি বাণে মধুসূদনকে বিদ্ধ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে তীক্ষ্ণ সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬০

সেই দানবের বাণসমূহ নিজের নিকট আসিবার পূর্বে আকাশেই শ্রীকৃষ্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। তখন তাহার সৈন্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে চারিদিক দিয়া পরিবেষ্টিত করিল এবং বিশাল বাণজালের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিতে লাগিল। তখন সেই সব দানবগণকে দেখিয়া ভগবান্ মধুসূদন কুপিত হইয়া উঠিলেন। ৬১-৬২

জনার্দন পার্জন্যনামক দিব্য অস্ত্রের দ্বারা বাণসমূহের প্রচুর বর্ষণে সেই সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ৬৩

সেই পার্জন্য অস্ত্রের প্রভাবে এক এক করিয়া সেই সব বহুসংখ্যক দানবগণের মর্মস্থানসমূহে পাঁচ পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন। ৬৪

তখন সেই সব দানব ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া রণভূমি হইতে পলাইয়া যাইল। নিজের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নিশুম্ভ পুনরায় যুদ্ধের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইল। ৬৫

বিসৃজঞ্ছরবর্ষাণি ছাদয়ামাস কেশবম্ ।
ন বিভাতি রণে সূর্যো নাপি ব্যোম দিশো দশ ॥ ৬৬
শরৈঃ সঞ্ছাদয়ামাস নিশুম্ভো গরুড়ধ্বজম্
সাবিত্রং নাম দিব্যাস্ত্রং জগ্রাহ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৭
তেন বাণেন তান্ বাণাংশ্চিচ্ছেদ সমরে হরিঃ
বাণৈর্বাণাংশ্চ সংক্ষিপ্য তস্য কৃষ্ণো মহাবলঃ ॥ ৬৮
ছত্রমেকেন বাণেন রথেষাঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
পুনশ্চিচ্ছেদ তানশ্বাংশ্চতুর্ভিশ্চতুরঃ শরৈঃ ॥ ৬৯
সারথিং পঞ্চভির্বাণৈর্ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে
শরেণৈকেন বপুঃ কৃষ্ণঃ সুতীক্ষ্ণেন শিতেন বৈ ॥ ৭০
শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন নিশুম্ভস্য সুরোত্তমঃ ।
সঃ সহস্রসমামেকঃ সর্বান্ দেবানযোধয়ৎ ॥ ৭১
নিশুম্ভং পতিতং দৃষ্ট্বা হয়গ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
শিলাং প্রগৃহ্য মহতীং তোলয়ামাস দানবঃ ॥ ৭২
আবিধ্য সহসামুঞ্চচ্ছিলাং শৈলসমাং প্রভুঃ ।
গৃহীত্বা দিব্যপার্জন্যমস্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ৭৩
দিব্যাস্ত্রেণ শিলাং বিষ্ণুঃ সপ্তধাকৃত তেজসা ।
তদ্বিদার্য মহচ্চাশ্ম পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৭৪
ততস্তৈঃ শার্ঙ্গনির্মুক্তৈর্নানাবর্ণৈর্মহাশরৈঃ ।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধমভবত্তদবর্তত ।
নানাপ্রহরণাকীর্ণং তথা ঘোরমবর্তত ॥ ৭৫
ততঃ শার্ঙ্গবিনির্মুক্তৈর্নানাবর্ণৈর্মহাশরৈঃ ।
গরুড়স্থো মহাবাহুর্নিজঘান মহাসুরান্ ॥ ৭৬
মহালাঙ্গলনির্ভিন্নাঃ শঙ্খশক্তিনিপাতিতাঃ ।
বিনেশুর্দানবাঃ সর্বেঃ সমাসাদ্য জনার্দ্দনম্ ॥ ৭৭
কেচিচ্চক্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধা দানবাঃ পেতুরম্বরাৎ
সন্নিকর্ষগতাঃ কেচিদ্গতাসুবিকৃতাননাঃ ॥ ৭৮
অসৃক্‌ক্ষতজবর্ষাণি বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ ।
বিকৃতাঙ্গাসুরাঃ সর্বে কৃষ্ণবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৭৯

---

সে বাণবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করিল। সেই সময় যুদ্ধে না সূর্যের প্রকাশ দেখা যাইল এবং না আকাশ ও না দশদিক্ দেখা যাইতে লাগিল। ৬৬

নিশুম্ভ নিজের বাণসমূহের দ্বারা গরুড়-ধ্বজকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তখন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সাবিত্রনামক দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৬৭

সেই অস্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণে সমরাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ নিশুম্ভের সমস্ত বাণ ছেদন করিলেন। মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাহার সমস্ত বাণকে ছেদন করত অন্য এক বাণে তাহার ছত্র এবং তিন বাণে তাহার রথের ঈষা (রথের চক্রসংযোগকারী কাষ্ঠবিশেষ) ছেদন করিলেন। তারপর পুনরায় চারিটি বাণে তাহার চারিটি অশ্বকে ও পাঁচবাণে তাহার সারথিকে বিনাশ করত এক বাণে তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৬৮-৬৯।

তারপর সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ একটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা তাহার দেহকে এবং এক ভল্লের দ্বারা নিশুম্ভের শিরশ্ছেদন করিলেন। ৭০।

যে একাকীই ক্রমাগত এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই নিশুম্ভকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া প্রতাপশালী হয়গ্রীব এক বিশাল শিলাখণ্ড ধারণ করত উপরে উত্তোলিত করিল। ৭১-৭২

তারপর সহসা ঘুরাইয়া সেই পর্বততুল্য শিলাকে হয়গ্রীব শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল; কিন্তু অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য পার্জন্যাস্ত্র গ্রহণ করত তাহার দ্বারা তীব্র তেজে সেই শিলাকে সাত খণ্ড করিয়া দিলেন। সেই বিশাল শিলাকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ৭৩-৭৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর শার্ঙ্গধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত নানা প্রকার মহাবাণসমূহে দেবাসুর-সংগ্রাম-তুল্য ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সংগ্রামে নানা অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, ইহাতে সেই যুদ্ধস্থল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ৭৫

তাহার পর গরুড়ের উপর উপবিষ্ট মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নানা বর্ণের মহাবাণসমূহের দ্বারা মহাসুরগণকে বধ করিলেন। ৭৬

এই সমস্ত দানব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত মহাহলে বিদীর্ণ এবং তাঁহার শঙ্খের শক্তিতে ধরাশায়ী হইয়া নিহত হইল। ৭৭

কত দানব তাঁহার নিকটে আসিয়া চক্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল। এই সময় তাহারা প্রাণশূন্য হওয়ায় তাহাদের মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ৭৮

এই অসুরগণ বর্ষণরত মেঘের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের উপর বাণবর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ইহাদের সকলের অঙ্গসকল ভগ্ন হইয়া যাইল এবং রক্তে আপ্লুত থাকায় বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় দেখা যাইতে

শোণিতাক্তাঃ স্ম দৃশ্যন্তে পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ
বাণৈস্তু প্রবিতত্তা ভগ্নাস্ত্রাশ্চিত্রযোধিনঃ ॥ ৮০
পুনশ্চ ক্রোধরক্তাক্ষো বায়ুবেগেন দানবঃ ।
দশব্যামোচ্ছ্রিতং বৃক্ষং সমারুহ্য বনস্পতিম্ ॥ ৮১
বৃক্ষমুৎপাট্য বেগেন প্রতিগৃহ্যাভ্যধাবত ।
চিক্ষেপ সুমহাবৃক্ষং শিক্ষয়া সুঘনাকৃতিঃ ॥ ৮২
বৃক্ষবেগানিলোদ্ধূতঃ শুশ্রুবে সুমহাস্বনঃ
ততঃ শরসহস্রেণ যতমানো জনার্দনঃ ॥ ৮৩
নৈকধা তং প্রচিচ্ছেদ চিত্রলিখিতাকৃতিম্ ।
পুনশ্চৈকেন বাণেন হয়গ্রীবস্য চোরসি ॥ ৮৪
বিব্যাধ স্তনয়োর্মধ্যে সায়কো জ্বলনপ্রভঃ ।
বিবেশ সোঽপি বেগেন হৃদয়ং ভিত্ত্বা বিনির্গতঃ ॥ ৮৫
তং জঘান মহাঘোরং হয়গ্রীবং মহাবলম্
অপারতেজা দুর্ধর্ষঃ স বৈ যাদবনন্দনঃ ॥ ৮৬

লাগিল। বিচিত্র রূপে যুদ্ধকারী এই দানবগণ নিজেদের অস্ত্রসমূহ ভগ্ন হইলে বাণের আঘাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। ৭৯-৮০

তখন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দানব হয়গ্রীব পুনরায় বায়ুবেগে আক্রমণ করিল। সে দশ ব্যাম উচ্চ (দুই হাত দুই দিকে বিস্তৃত করিলে এক হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অন্য হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত মাপকে—ব্যাম বলে।) এক বনস্পতিকে উৎপাটিত করিয়া সেই বৃক্ষকে ধারণ করত তীব্র বেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল। ৮১½

কাল মেঘের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়গ্রীব সেই বিশাল বৃক্ষকে শিক্ষার যোগ্যতানুসারে সুকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। সেই বৃক্ষের বেগ হইতে উৎপন্ন বায়ুর দ্বারা উত্থিত অতিশয় প্রচণ্ড শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ৮২½

তখন জয়লাভের জন্য চেষ্টা করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক সহস্র বাণ নিক্ষেপ করত সেই বৃক্ষকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। সেই সময় এই বৃক্ষের আকৃতি চিত্রলিখিত সূর্যের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৮৩½

তারপর তিনি এক বাণে হয়গ্রীবের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। অগ্নিতুল্য প্রভাসম্পন্ন এই বাণ দুই স্তনের মধ্যভাগে প্রচণ্ড আঘাত করিতে করিতে সবেগে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল এবং হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া যাইল। ৮৪-৮৫

এইভাবে অপারতেজস্বী দুর্ধর্ষ বীর যাদবনন্দন ভগবান দেবকীপুত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ লোহিতগঙ্গ-(ইহা নিশ্চয়ই

মধ্যে লোহিতগঙ্গস্য ভগবান দেবকীসুতঃ
ঔদকায়াং বিরূপাক্ষং পাপ্মানং পুরুষোত্তমঃ ॥ ৮৭
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দানবানাং পরন্তপঃ ।
নিহত্য পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রাগ্জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ ॥ ৮৮
হত্বা পঞ্চজনং নাম নরকস্য মহাসুরম্
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষং নাম দীপ্যমানমিব শ্রিয়া ॥ ৮৯
পুরমাসাদয়ামাস যুদ্ধং তত্রাভবন্মহৎ
ততঃ প্রাধ্মাপয়চ্ছঙ্খং পাঞ্চজন্যং মহাবলঃ ॥ ৯০
শুশ্রুবে সুমহাশব্দঃ সংবর্ত্তনিনদো যথা
জায়তে ত্রিষু লোকেষু ভীমগম্ভীরনিঃস্বনঃ
তং শ্রুত্বা নরকশ্চাপি ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৯১
লোহচক্রাষ্টসংযুক্তং ত্রিনল্বপ্রতিমং রথম্ ।
রত্নকাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বেদিকাভোগবিস্তরম্ ॥ ৯২

প্রদেশবিশেষ) নামক প্রদেশের মধ্যভাগে ঔদকায়ে* (বা অলকায়) সমীপে বিকটবদন, মহাভয়ঙ্কর ও মহাবল পাপী হয়গ্রীবকে বধ করিলেন। ৮৬-৮৭

তাহার পর আট লক্ষ দানবকে সংহার করিয়া শত্রুতাপন পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। ৮৮

নরকাসুরের প্রধান যোদ্ধা মহাসুর পঞ্চনদকে (পঞ্চজনকে) বধ করিয়া তিনি সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে নগর শ্রীর শোভায় দেদীপ্যমান ছিল। সেখানে অসুরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। ৮৯½

তারপর মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজেও পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খ বাদ্য করিলেন। এই শঙ্খের অতিশয় প্রচণ্ড শব্দ সেইভাবে শুনা যাইল, যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্তক মেঘের ভয়ানক গম্ভীর গর্জন তিন লোকেই শুনা যায়। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া নরকাসুরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ৯০-৯১

সে তখন এক এরূপ রথে আরোহণ করিল, যাহার মধ্যে লোহের আটটি চক্র সংযোজিত ছিল। ইহা লম্বায় তিন নল্ব (প্রাচীন কালের মাপের পরিমাণ। কাহারও মতে এক নল্ব

* এখানে জলের প্রাচুর্য্য ছিল কিংবা জলপূর্ণ পরিখা ছিল, সেইজন্য এই স্থানের নাম উদকা রাখা হইয়াছিল। মহাভারত সভাপর্বে ইহার বর্ণনা আছে। হরিবংশের এই অধ্যায়ে ১৪০ শ্লোকে ইহার নাম 'অলকা' উল্লেখ করা হইয়াছে।

বজ্রধ্বজেন মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্
হেমদণ্ডপতাকাঢ্যঃ বৈদূর্যমণিকূবরম্
যুক্তোঽশ্বসহস্রেণ রথঃ পররথারুজম্
লোহজালৈশ্চ সম্বৃতঃ চিত্রভক্তিবিরাজিতম্ ॥ ২৪

রথমধ্যগতো বীরঃ সসন্ধ্য ইব ভাস্করঃ
নানা প্রহরণাকীর্ণং রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ২৫

বজ্রং তথোরচ্ছদমগ্নিবর্ণং
　　　ব্যানদ্ধমুক্তানলতুল্যতেজাঃ।
কিরীটমূর্ধার্কহুতাশনাভঃ
　　　কর্ণৌ তথা কুণ্ডলয়োর্জ্বলন্তৌ ॥ ২৬

ধূম্রবর্ণা মহাকায়া রক্তাক্ষা বিকৃতাননাঃ।
নানাকবচিনঃ সর্বে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥ ২৭

খড়্গচর্মধরাঃ কেচিৎ কেচিৎ তূণধনুর্ধৃতঃ।
শক্তিহস্তাস্তথা কেচিচ্ছূলহস্তাস্তথাপরে ॥ ২৮

গৃধ্রবাজিরথৌঘৈশ্চ কালয়ন্তশ্চ মেদিনীম্।
নির্যযুর্নগরাৎ সর্বে সুসন্নদ্ধাঃ প্রহারিণঃ ॥ ২৯

বৃতো দৈত্যগণৈঃ সার্ধং নরকঃ কালসন্নিভঃ।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানাং পণবানাং সহস্রশঃ ॥ ৩০

শুশ্রাব বাদ্যমানানাং জীমূতনিনদোপমম্।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো গত্বা সর্বে তে বিকৃতাননাঃ ॥ ৩১

পরিবার্য গরুত্মন্তং সর্বেঽবস্থায় সঙ্গতাঃ।
মহতা ছাদয়ামাসুঃ শরবর্ষেণ সৈনিকাঃ ॥ ৩২

শক্তি-শূল-গদা-প্রাসাংস্তোমরান্ সায়কান্ বহূন্।
আকাশং ছাদয়ামাসুর্বিমুক্তৈস্তু সহস্রশঃ ॥ ৩৩

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাম্বুদাকারঃ শার্ঙ্গং গৃহ্য মহত্ততঃ
বিস্ফার্য সুমহচ্চাপং বজ্রনির্ঘাতনিস্বনম্ ॥
ববর্ষ শরবর্ষাণি দানবানাং জনার্দনঃ
শরবর্ষেণ তৎসৈন্যং ব্যদ্রবত্ মহাহবাৎ ॥ ৩৪-৩৫

হাত এবং কাহারও মতে চার শত হাতে এক নথ হয়। পরিমাণ ছিল। রত্ন ও সুবর্ণসমূহে সংযুক্ত থাকায় ইহার বিচিত্র শোভা হইয়েছিল। ইহার বসিবার স্থান অতি বিস্তৃত ছিল। এই রথ সুবর্ণনির্মিত ও হীরকভূষিত বিশাল ধ্বজে সুশোভিত ছিল। ইহার পতাকাশ্রেণীতে স্বর্ণের দণ্ড যোজিত ছিল। এই রথের কূবর বৈদূর্য্যমণির দ্বারা নির্মিত ছিল। ইহাতে এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল এবং শত্রুপক্ষের রথকে বিদীর্ণ করিতে ইহা সমর্থ ছিল। এই রথের উপর লৌহ-নির্মিত জালে আচ্ছাদিত ছিল এবং এই রথ বিচিত্র মূর্ত্যাদির আকৃতিতে সুশোভিত ছিল। ১২-২৪

এই রথের মধ্যভাগে উপবিষ্ট বীর নরকাসুর সন্ধ্যাকালযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়েছিল। তাহার এই সুবর্ণভূষিত রথ নানাবিধ অস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। ২৫

তাহার হীরকের দ্বারা নির্মিত বক্ষঃস্থল-আবৃতকারী কবচ জ্যোতির্ময় শ্বেতকান্তিতে প্রকাশিত হইয়েছিল। মুক্তামালা ধারণ করত নরকাসুর অগ্নিতুল্য তেজস্বী প্রতীত হইয়েছিল। মস্তকের উপর দেদীপ্যমান কিরীট ধারণ করিয়া সে সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ প্রভায় প্রকাশিত হইয়েছিল এবং তাহার দুই কর্ণ দুই কুণ্ডলের দ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইয়েছিল। ২৬

তাহার সহিত ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট, বিশালদেহ, রক্তনয়ন ও বিকৃতানযুক্ত যে সমস্ত দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসগণ আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই নানাপ্রকার কবচ ধারণ করিয়াছিল। ২৭

বহু দানব ঢাল ও তরবারি ধারণ করিয়াছিল, কেহ কেহ বাণ ও তূণীর ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। তখন কাহাদের হস্তে শূল ও কাহাদের হস্তে শক্তি ছিল। ২৮

ইহারা সকলে ভালভাবে কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ও প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হইয়া গৃধ্র, অশ্ব ও রথসকলের দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে নগর হইতে বহির্গত হইল। ২৯

দৈত্যগণে পরিবৃত কালসদৃশ নরকাসুর বাদিত শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবাদি সহস্র বাদ্যের মেঘগর্জনতুল্য গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিল। ৩০

এই সব বিকরাল মুখবিশিষ্ট দৈত্যগণ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেখানে গমন করত গরুড়কে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং সকলে সংগঠিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দৈত্যগণ এই সমস্ত প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করিল। ৩১-৩২

তাহারা সহস্র সহস্র শক্তি, শূল, গদা, প্রাস, তোমর ও বহু বাণ বর্ষণ করিয়া আকাশকেও আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ৩৩

কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দরবিগ্রহ জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ মেঘ-গর্জনতুল্য গম্ভীর ধ্বনিকারী শার্ঙ্গনামক সুবিশাল ধনু গ্রহণ করত তাহাকে বিস্ফারিত করিয়া দানবগণের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই বাণবর্ষণে ভীত হইয়া সেই দানবসৈন্যগণ মহাযুদ্ধ হইতে পলায়ন করিল। ৩৪-৩৫

তত্র যুদ্ধমভবদ্ঘোরং ঘোররূপেণ রক্ষসা।
ভগ্নবৃত্তাশ্চ তে সর্বে কৃষ্ণবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ১০৬
কেচিচ্ছিন্নভুজাশ্চৈব ছিন্নগ্রীবাশিরাননাঃ
কেচিচ্চক্রবিধাচ্ছিন্নাঃ কেচিদ্বাণার্দিতোরসঃ ॥ ১০৭
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাঃ শক্ত্যা গজাশ্বরথবাহনাঃ।
কেচিৎ কৌমোদকীভিন্নাঃ কেচিচ্চক্রবিদারিতাঃ ॥ ১০৮
এবং বিমথিতা সর্বা নরাশ্বরথবাহিনী
তত্রাসীন্নরকেণাস্য যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ১০৯
যৎ সমাসেন বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু
ত্রাসনঃ সুরসঙ্ঘানাং নরকঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১১০
যোধয়ামাস তেজস্বী মধুবন্মধুসূদনম্
ক্রোধরক্তান্তনয়নো নরকো ঘনসন্নিভঃ ॥ ১১১
জগ্রাহ কার্মুকং বীরঃ শক্রচাপমিবোচ্ছ্রিতম্।
তথার্ককিরণপ্রখ্যং বাণং জগ্রাহ কেশবঃ ॥ ১১২
দিব্যৈরস্ত্রৈঃ সমরে পূরয়ামাস তং রথম্।
উত্তমাস্ত্রং মহাপাতং মুমোচ নরকো বলী ॥ ১১৩
বজ্রবিস্ফূর্জিতাকারমায়ান্তং বীক্ষ্য কেশবঃ।
চিচ্ছেদাস্ত্রং মহাভাগশ্চক্রেণ মধুসূদনঃ ॥ ১১৪
বাহনং সারথিং চাস্য শরৈরেকেন জনার্দনঃ
স রথং সধ্বজং সাশ্বং জঘান দশভিঃ শরৈঃ ॥ ১১৫
তনুত্রঞ্চৈব চিচ্ছেদ শরেণ মধুসূদনঃ।
ততো বিমুক্তকবচঃ সর্পস্তেব তনুর্যথা ॥ ১১৬
হতাশ্বোঽপি রণে বীরো বিরথশ্চ দানবঃ।
জগ্রাহ বিমলস্থানং লোহভারার্পিতং দৃঢ়ম্ ॥ ১১৭
আবিধ্য সহসা মুক্তং শূলমিন্দ্রাশনিপ্রভম্।
তদাপতৎ স সম্প্রেক্ষ্য শূলং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ১১৮
দ্বিধা ছিন্নং ক্ষুরপ্রেণ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ঘোরং ঘোররূপেণ রক্ষসা ॥ ১১৯

---

এই ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ হইল। সেই সব দানবগণ শ্রীকৃষ্ণের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া নিজেদের সৈন্যব্যূহ ভঙ্গ করত পলাইয়া যাইল। ১০৬

এই সকল কাহারও বাহু ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কাহাদের কণ্ঠ, মস্তক ও মুখ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনেকে চক্রের দ্বারা দুই খণ্ড হইয়াছিল এবং কাহাদের বক্ষঃস্থল বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়াছিল। ১০৭

হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধকারী কত যোদ্ধা শক্তিপ্রহারে দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। কত যোদ্ধা কৌমদকী গদার আঘাতে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং কত যোদ্ধা আবার চক্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছিল। ১০৮

এইভাবে মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণে যুক্ত সেই সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী মথিত হইয়া গিয়াছিল। এখানে নরকাসুরের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত দারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল। ১০৯

এখন আমি সংক্ষেপে যাহা কিছু বলিব, তৎ সমস্তই তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। দেবগণের সন্ত্রাসকারী তেজস্বী নরকাসুর মধুর ন্যায় মধুসূদন ভগবান্ পুরুষোত্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার নেত্রপ্রান্ত ক্রোধে লাল হইয়া গিয়াছিল এবং নরক মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ১১০-১১১

বীরবর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রধনুতুল্য উচ্চ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং সূর্যকিরণসদৃশ তেজস্বী একটি বাণ তুলিয়া লইলেন। ১১২

তিনি দিব্যাস্ত্রে নিজের দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা নরকাসুরের সেই রথকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। এই সময় বলবান্ নরকাসুরও তাঁহাদের আঘাতকারী এক উত্তম অস্ত্র প্রহার করিল। ১১৩

বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে সেই অস্ত্রকে আসিতে দেখিয়া মহাভাগ মধুসূদন কেশব চক্রের দ্বারা সেই অস্ত্রকে ছেদন করিলেন। ১১৪

তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক বাণে তাহার সারথিকে সংহার করিলেন এবং দশ বাণে ধ্বজ ও অশ্বগণ সহ সেই রথকেও বিনষ্ট করিলেন। ১১৫

ইহার পর মধুসূদন একবাণে তাহার কবচ ছিন্ন করিলেন। কবচ ছিন্ন হওয়ায় তাহার দেহ খোলসমুক্ত সর্পের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ১১৬

অশ্বগণ নিহত হইলে ও কবচ ছিন্ন হইলে পরও রণাঙ্গনে অবস্থিত বীর দানব নরক এক নির্মল ফলাযুক্ত, লোহভারসম্পন্ন, সুদৃঢ় ও ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রকাশিত শূল হস্তে গ্রহণ করিল। নরকাসুর এই শূলকে সহসা ঘুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। ১১৭।

সেই সুবর্ণভূষিত শূলকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণ এক ক্ষুরপ্র বাণে সেই শূলকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। ১১৮।

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের ভয়ানক রূপধারী এবং বিশালদেহ রাক্ষস নরকের সহিত অস্ত্রসমূহের সম্পাত ও মহাঘাতযুক্ত ঘোর যুদ্ধ হইল। ১১৯।

শক্ত্যাপাতমহাঘাতং নরকেণ মহাত্মনা
মুহূর্ত্তং যোধয়ামাস নরকং মধুসূদনঃ ॥ ১২০
ততো প্রচণ্ডচক্রেণ প্রদীপ্তেনাকরোদ্দ্বিধা ।
চক্রদ্বিধাকৃতং তস্য শরীরমপতদ্ভুবি ॥ ১২১
বিভক্তং কুলিশেনৈব গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাকৃতম্
কৃষ্ণনাশায় দেবেশং জগামাস্তমিবাংশুমান্ ॥ ১২২
চক্রোৎকৃত্তিতগাত্রোঽসৌ দানবঃ পতিতো রণে ।
বজ্রপ্রহারনির্ভিন্নং যথা গৈরিকপর্ব্বতম্ ॥ ১২৩

ভূমিস্থ পতিতং পুত্রং নিরীক্ষ্যাদায় কুণ্ডলে ।
উপাতিষ্ঠত গোবিন্দং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১২৪
দত্তস্ত্বয়ৈব গোবিন্দ ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ।
যথেচ্ছসি তথা ক্রীড় বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥ ১২৫
ইমে তে কুণ্ডলে দেব প্রজাস্তস্যানুপালয় ॥ ১২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
নরকবধে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

---

উগ্র চক্রধারী মধুসূদন মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া নরকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহার পর প্রজ্বলিত চক্রের দ্বারা তাহার শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিলেন। ১২০।

চক্রের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত নরকাসুরের দেহ ভূতলে পতিত হইল; তাহাতে মনে হইল—কোনও পর্ব্বতশিখর বজ্রের আঘাতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। ১২১।

দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে নিলিপ্ত হইয়া নরকাসুর সূর্য্যের ন্যায় অস্তমিত হইয়া যাইল। চক্রের দ্বারা শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ায় এই দানব রণাঙ্গনে পতিত হইল। সেই সময় এই নরকাসুর বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ১২২-১২৩

নিজের পুত্র নরককে পতিত হইতে দেখিয়া ভূমিসুতা ভূদেবী অদিতির দুই কুণ্ডল গ্রহণ করত গোবিন্দের সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন। ১২৪

গোবিন্দ! আপনিই আমাকে এই পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং আপনিই ইহাকে নিপাত করত ভূপাতিত করিয়াছেন। প্রভো! আপনি নিজের ইচ্ছানুসারে যেরূপ বালক খেলার দ্রব্যের দ্বারা খেলা করে, সেইরূপ লীলাখেলা করেন। দেব! এই সেই দুই কুণ্ডল, আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং নরকাসুরের সন্তানকে পালন করুন। ১২৫-১২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে নরকাসুরবধ-বিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ নরকাসুরস্য ভবনে প্রবেশপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণেন তস্য ধন-বৈভব-ষোড়শসহস্রকুমারীণাং দ্বারকায়াং প্রেরণম্, স্বয়ং দেবলোকং গত্বাদিতয়ে কুণ্ডলদ্বয়ং প্রদায় ততঃ পারিজাতং গৃহীত্বা প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

নিহত্য নরকং ভৌমং বাসবোপমবিক্রমম্ ।
বাসবাবরজো বিষ্ণুর্দদর্শ নরকালয়ম্ ॥ ১
অথার্থগৃহমাসাদ্য নরকস্য জনার্দ্দনঃ
দদর্শ ধনমক্ষয্যং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২
মণিমুক্তাপ্রবালানি বৈদূর্য্যস্য চ সঞ্চয়ান্
মসারগল্লকূটানি তথা বজ্রস্য সঞ্চয়ান্ ॥ ৩
জাম্বূনদময়ান্যস্য শাতকুম্ভময়ানি চ
প্রদীপ্তজ্বলনাভানি শীতরশ্মিনিভানি চ ॥ ৪
শয়নানি মহার্হাণি তথা সিংহাসনানি চ ।
হিরণ্যদণ্ডরুচিরং শীতরশ্মিসমপ্রভম্ ॥ ৫
দদর্শ তত্র চ্ছত্রং বর্ষমাণমিবাম্বুদম্
জাতরূপস্য শুভ্রস্য ধারাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৬
বরুণাদাহৃতং পূর্ব্বং নরকেণেতি নঃ শ্রুতম্ ।
যাবদ্রত্নং গৃহে দৃষ্টং নরকস্য ধনং বহু ॥ ৭
নৈব রাজ্ঞঃ কুবেরস্য ন শক্রস্য যমস্য চ ।
রত্নসঞ্চয়স্তাদৃগ্ দৃষ্টপূর্ব্বো ন চ শ্রুতঃ ॥ ৮
হতে ভৌমে নিসুন্দে চ হয়গ্রীবে চ দানবে
উপানিন্যুস্ততস্তানি রত্নান্যন্তঃপুরাণি চ ॥ ৯
দানবা হতশিষ্টা যে কোষসংরক্ষণশালিনঃ ।
কেশবায় মহার্হাণি যান্যর্হতি জনার্দ্দনঃ ॥ ১০

দৈত্যা ঊচুঃ ।

ইমানি মণিরত্নানি বিবিধানি বহূনি চ
ভীমরূপাশ্চ মাতঙ্গাঃ প্রবালবিকৃতাঃ কুথাঃ ॥ ১১
হেমসূত্রা মহাকক্ষাশ্চাপতোমরশালিনঃ ।
রুচিরাভিঃ পতাকাভিঃ শবলা রুচিরাঙ্কুশাঃ ॥ ১২
তে চ বিংশতিসাহস্রা দ্বিস্তাবন্তাঃ করেণবঃ ।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দেশজাশ্চোত্তমা হয়াঃ ॥ ১৩
গোষু চাপি ভবেৎ কালো যাবত্তব জনার্দ্দন ।
তাবতীঃ প্রাপয়িষ্যামো বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনম্ ॥ ১৪

---

## চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ শ্রীকৃষ্ণের নরকাসুরের ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার ধন বৈভব ও ষোল হাজার কুমারীকে দ্বারকায় প্রেরণ এবং স্বয়ং দেবলোকে যাইয়া অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করত সেখান হইতে পারিজাত লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভবন পরিদর্শন করিলেন । ১

তদনন্তর নরকাসুরের ধনাগারে গমন করত ভগবান্ জনার্দ্দন অক্ষয় ধন ও নানাবিধ রত্ন অবলোকন করিলেন । ২

মণি, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্যমণির পর্ব্বতোপম রাশি ও হীরকের সংগ্রহ দর্শন করিলেন । জাম্বূনদ ও শাতকুম্ভনামক সুবর্ণনির্ম্মিত একরূপ বহু বস্তু সেখানে দেখিলেন, যে সব বস্তু প্রজ্বলিত অগ্নি ও শীতরশ্মি চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল । ৩-৪

বহুমূল্য অনেক শয্যা ও সিংহাসনও তিনি দেখিতে পাইলেন । সেখানে তিনি দিব্য ছত্রও দেখিলেন, যাহা বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল সুবর্ণের লক্ষ লক্ষ ধারা বর্ষণ করিতেছিল, তাহার সুন্দর দণ্ড সুবর্ণনির্ম্মিত ছিল এবং তাহার কান্তি চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ ছিল । ৫-৬

আমরা শুনিয়াছি, এই ছত্র পূর্ব্বে নরকাসুর বরুণের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিল । নরকাসুরের ভবনে যত রত্ন ও অসংখ্য ধন দেখা যাইল, তত রত্নাদি রাজা কুবের, ইন্দ্র ও যমের নিকটও নাই । রত্নসমূহের এরূপ সংগ্রহ কুবেরাদির ভবনেও দেখা যায় নাই এবং শুনাও যায় নাই । ৭-৮

ভৌমাসুর, নিসুন্দ ও দানব হয়গ্রীব নিহত হইলে পর হতাবশিষ্ট যে সব দানব ও কোষরক্ষক ছিল, তাহারা সকলে সেই বহুমূল্য রত্নরাশি এবং অন্তঃপুরের বস্তুসকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া আসিল, যে সকল লাভ করিবার ও রক্ষা করিবার যোগ্যতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই আছে । ৯-১০

দৈত্যগণ বলিল,—জনার্দ্দন ! এই যে নানাপ্রকার অসংখ্য মণি রত্ন আছে, এই যে ভয়ঙ্কররূপধারী গজরাজগণ, যাহাদের উপর পাতিবার জন্য প্রবালবিভূষিত বহু কুথা (হস্তীর পৃষ্ঠে বিছাইবার জন্য আস্তরণবিশেষ) রহিয়াছে, যাহাদিগকে স্বর্ণের সূত্রের দ্বারা বন্ধন করা হয়, যাহাদের কক্ষ অতি বৃহৎ, যাহারা ধনু ও তোমরাদি অস্ত্রসমূহে সুশোভিত আছে, যাহাদের অঙ্কুশ অতিশয় সুন্দর এবং যাহারা নানাপ্রকার সুন্দর পতাকাসমূহে চিত্রিত রহিয়াছে, সেই গজরাজগণের সংখ্যা বিশ হাজার । ইহার দ্বিগুণ হস্তিনী আছে । আট লক্ষ দেশজ অশ্ব রহিয়াছে । ইহা ব্যতীত বহু গো আছে । ইহাদের মধ্যে আপনার যাহার যত পরিমাণ আবশ্যকতা আছে, তৎপরিমাণই আমরা বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় যাদবগণের নিবাস স্থান দ্বারকায় লইয়া যাইব । ১১-১৪

আবিকানি চ সূক্ষ্মাণি শয়নান্যাসনানি চ।
কালব্যাহারিণশ্চৈব পক্ষিণঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ১৫
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানি তথা কালীয়কান্যপি।
বসু যৎ ত্রিষু লোকেষু ধর্ম্মেণাধিগতং তব ॥
প্রাপয়িষ্যাম তৎ সর্ব্বং কৃষ্ণাঙ্ক নিবেশনম্ ॥ ১৬
দেবগন্ধর্ব্বরত্নানি পন্নগানাঞ্চ যদ্বসু।
তানি সর্ব্বাণি দৃশ্যন্তে নরকস্য নিবেশনে ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্চ সর্ব্বং হৃষীকেশঃ পরিগৃহ্য পরীক্ষ্য চ।
সর্ব্বমাহারয়ামাস দানবৈর্দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ১৮
ততস্তদ্ বারুণং ছত্রং স্বয়মুৎক্ষিপ্য মাধবঃ
হিরণ্যবর্ষং বর্ষন্তমারুরোহ বিহঙ্গমম্ ॥ ১৯
গরুড়ং পতগশ্রেষ্ঠঃ মূর্ত্তিমন্তমিবাম্বুদম্।
ততোঽভ্যগাদ্ গিরিশ্রেষ্ঠং ত্রিদশো মণিপর্ব্বতম্ ॥ ২০

তত্র পুণ্যা ববুর্বাতা শুভবংশ্চামলাঃ প্রভাঃ।
মণীনাং হেমবর্ণানামতিভূয় দিবাকরম্ ॥ ২১
তত্র বৈদূর্য্যবর্ণানি দদর্শ মধুসূদনঃ।
সতোরণপতাকানি দ্বারাণি শিখরাণি চ ॥ ২২
বিদ্যুদ্গ্রথিতমেঘাভঃ প্রবভৌ মণিপর্ব্বতঃ।
হেমচিত্রবিতানৈশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতঃ ॥ ২৩
তত্র তা বরহেমাভা দদর্শ মধুসূদনঃ।
গন্ধর্ব্বাসুরমুখ্যানাং প্রিয়া দুহিতরস্তথা ॥ ২৪
দদর্শ পৃথুলশ্রোণীঃ সংরুদ্ধা গিরিকন্দরে।
নরকেণ সমানীতা রক্ষ্যমাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৫
ত্রিবিষ্টপসমে দেশে তিষ্ঠন্ত্যপরাজিতাঃ।
নিবিশন্ত্যো যথা দেবাঃ মুনিস্ত্রঃ কামবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৬
পরিবব্রুর্মহাবাহুমেকবেণীধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্বাঃ কাষায়বাসিন্যঃ সর্ব্বাশ্চ নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২৭

---

প্রভো! মনুষ্য দেবলোক ও নাগলোকের বস্ত্র, অনেক প্রকারের শয্যা, বহু সংখ্যক আসন, ইচ্ছানুসারে কথা কহিতে (বুলি বলিতে) সমর্থ ও প্রিয়দর্শন বহু পক্ষী, চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠ, কাল বর্ণের অগুরু এবং তিন লোকে যে সমস্ত ধন ও রত্ন এখানে সঞ্চিত আছে, সেই সকলেরই উপর আপনার ধর্ম্মতঃ অধিকার আসিয়াছে। আমরা এই সব ধনরাশিকে দ্বারকায় পৌঁছাইয়া দিব। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের নিকট যে সব ধনরত্ন আছে এবং নাগগণের নিকট যে সব বৈভব আছে, সেই সব ধনরাশিই এই নরকাসুরের ভবনে বিদ্যমান আছে ১৫-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সব বৈভবই গ্রহণ করত পরীক্ষা করিয়া তৎসমস্তই দানবগণের দ্বারা দ্বারকাপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮

তদনন্তর মাধব সুবর্ণবর্ষণকারী বরুণের সেই ছত্রকে স্বয়ংই উঠাইয়া গরুড়ের উপর রাখিয়া দিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ মেঘের ন্যায় আকাশগামী পক্ষিপ্রবর গরুড়ের উপর স্বয়ংও উপবেশন করিলেন। তারপর তিনি গিরিশ্রেষ্ঠ মণিপর্ব্বতের সমীপে গমন করিলেন। ১৯-২০

সেখানে তখন অত্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। স্বর্ণময় বর্ণবিশিষ্ট নির্ম্মল প্রভাপুঞ্জ যেন সূর্য্যকে তিরস্কার করিতে করিতে প্রকাশিত হইতেছিল। ২১

সেখানে মধুসূদন বহুসংখ্যক বৈদূর্য্যমণিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট প্রকাশমান বহু তোরণ, পতাকাযুক্ত দ্বার ও গৃহ দর্শন করিলেন। ২২

এই মণিপর্ব্বত (যাহা কন্যাগণের অন্তঃপুর ছিল) বিদ্যুৎ-গ্রথিত মেঘমণ্ডল প্রকাশিত হইতেছিল। যাহাতে স্বর্ণের বিচিত্র চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) সুসজ্জিত ছিল, এরূপ বহু প্রাসাদ এই পর্ব্বতের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ২৩

সেখানে মধুসূদন শ্রেষ্ঠ সুবর্ণসদৃশ কান্তিমতী প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব ও দেবতাগণের প্রিয় কন্যাদিগকে দর্শন করিলেন, যাঁহারা পর্ব্বতের কন্দরে অবরুদ্ধা ছিলেন। এই সব কন্যাগণের নিতম্বভাগ স্থূল ও মাংসল ছিল। নরকাসুর ইহাদিগকে চারিদিক্ হইতে আনিয়া এখানে রক্ষা করিতেছিল। ২৪-২৫

এই প্রদেশ স্বর্গসদৃশ সুখপ্রদ ছিল। এখানে স্থিত এই কুমারীগণ নরকাসুরের দ্বারা পরাজিত হন নাই। ইহারা কামভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দেবীর ন্যায় সেখানে সুখে বাস করিতেছিলেন। ২৬

একবেণীধারিণী ও কাষায় বস্ত্র পরিধানকারিণী এই সমস্ত কুমারীগণ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে চারিদিকে পরিবৃত করিলেন এবং তখন ইহারা সকলেই ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ণতঃ সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ২৭

তপোপবাসতন্বঙ্গ্যঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ কৃষ্ণদর্শনম্
সমেত্য বৃষ্ণিসিংহস্য সর্বাশ্চক্রুঃ স্ত্রিয়োঽঞ্জলীন্ ॥ ২৮
নরকং নিহতং জ্ঞাত্বা মুরঞ্চৈব মহাসুরম্
হয়গ্রীবং নিসুন্দঞ্চ তাঃ কৃষ্ণং পর্যবারয়ন্ ॥ ২৯
যে চ তাসাং রক্ষিণো বৃদ্ধা দানবা যদুনন্দনম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে প্রণিপেতুর্বয়োঽধিকাঃ ॥ ৩০
তাসাং পরমনারীণামৃষভাক্ষং নিরীক্ষ্য তম্ ।
সর্বাসামেব সহসা পতিত্বেনাভবন্মতঃ ॥ ৩১
তস্য চন্দ্রোপমং বক্ত্রং নিরীক্ষ্য মুদিতেন্দ্রিয়াঃ
সম্প্রহৃষ্টা মহাবাহুমিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৩২
সত্যং যৎ পুরা বায়ুরিহাস্মান্ বাক্যমব্রবীৎ
সর্বভূতমতিজ্ঞশ্চ দেবর্ষিরপি নারদঃ ॥ ৩৩
বিষ্ণুর্নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ ।
স ভৌমং নরকং হত্বা ভর্তা চ ভবিতা স বঃ ॥ ৩৪

সুপ্রিয়ং বত পশ্যামশ্চিরকালমরিন্দম্
দর্শনেন কৃতার্থা হি বয়মদ্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৫
ততস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস প্রমদা বাসবানুজঃ
সর্বাঃ কমলপত্রাক্ষীর্দৃষ্ট্বা চোবাচ মাধবঃ ॥ ৩৬
যথার্হতঃ পূজয়িত্বা সমাভাষ্য চ কেশবঃ
যানৈঃ কিঙ্করসংযুক্তৈরুবাহ মধুসূদনঃ ॥ ৩৭
কিঙ্করাণাং সহস্রাণি রক্ষসাং বাতরংহসাম্
শিবিকাং বহতাং তত্র নির্ঘোষঃ সুমহানভূৎ
তস্য পর্বতরাজস্য শৃঙ্গং যৎ পরমার্চিতম্
বিমলার্কেন্দুসঙ্কাশং মণিকাঞ্চনতোরণম্
সপক্ষিগণসংজুষ্টং সমৃগব্যালপাদপম্
শাখামৃগগণাকীর্ণং সুপ্রস্তরশিলাতলম্ ॥ ৪০
ন্যঙ্কুভিশ্চ বরাহৈশ্চ রুরুভিশ্চ নিষেবিতম্
সপ্রপাতং মহাসানুং বিচিত্রশিখরদ্রুমম্ ॥ ৪১

---

ব্রত ও উপবাস করায় ইঁহাদের সর্বাঙ্গ দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কামনা করিতেছিলেন। যদুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া এই সব কুমারীগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ২৮

নরকাসুর, মহাসুর মুর, হয়গ্রীব ও নিসুন্দ নিহত হইয়াছে জানিতে পারিয়া এই সব কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৯

যে সব বৃদ্ধ দানবগণ এই কুমারীদিগের রক্ষক ছিল, তাহাদের সকলেরই বয়স অধিক হইয়াছিল। তাহারাও সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল। ৩০

বৃষতুল্য বিশাল নয়নশোভিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সেই সব সুন্দরীগণের মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার সংকল্প উদিত হইল। ৩১

শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রতুল্য মনোহর বদন দেখিয়াই তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। তাঁহারা তখন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সেই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৩২

ভগবন্! পুরাকালে এখানে বায়ুদেব ও সমস্ত ভূতবর্গের মনোভাবজ্ঞ দেবর্ষি নারদ যে কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আজ তাহা সত্য হইল। ৩৩

তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছিলেন যে—শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী যিনি সর্বব্যাপী নারায়ণদেব, তিনি ভূমিপুত্র নরককে বধ করিয়া তোমাদের সকলের পতি হইবেন। ৩৪

আমরা দীর্ঘকাল হইতে যে শত্রুদমন ভগবানের বিষয়ে বহু কিছু শুনিয়া আসিতেছি, আজ সেই পরম প্রিয়তম প্রভুকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমরা প্রাপ্ত হইলাম। আজ পরমাত্মা আপনার দর্শনে আমরা সকলে কৃতার্থ হইলাম। ৩৫

তখন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সেই সমস্ত কমলনয়না যুবতীগণকে সান্ত্বনা দান করিলেন এবং তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের সহিত বার্তালাপ করিলেন। ৩৬

ইহার পর মধুসূদন কেশব তাঁহাদের যথোচিত সম্মানদান ও তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদিগকে কিঙ্করনামক দানবদের দ্বারা যুক্ত শিবিকাসমূহে আরোহণ করাইলেন। ৩৭

বায়ুসদৃশ বেগগামী কিঙ্করনামক সহস্র সহস্র রাক্ষসগণ সেই সব শিবিকা বহন করিতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের মহাশব্দে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। ৩৮

সেই পর্বতরাজ মণিপর্বতের যে সর্বোত্তম ও প্রশংসিত শিখর ছিল, তাহা নির্মল সূর্য এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ইহাতে মণি ও সুবর্ণের তোরণদ্বার নির্মিত ছিল। ৩৯

সেখানে পক্ষিগণের সমূহ, বহু হস্তী, মৃগ, সর্প ও বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল। বানরগণের দ্বারা এই স্থান পূর্ণ ছিল, এখানের প্রস্তর ও শিলা অতিশয় সুন্দর ছিল। ন্যঙ্কু ( বরাহ-সিংহবিশেষ ), বরাহ ও রুরু মৃগগণ ইহার সেবা করিতেছিল। ইহাতে বহু ঝরনা ছিল। ইহার মধ্যে বহু বড় বড় ( আন্তর ) শিখর ছিল। ইহার চূড়া ( শিখর ) ও বৃক্ষসমূহ বিচিত্র শোভাসম্পন্ন ছিল। মণি-

অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ মৃগবৃন্দবিলোড়িতম্।
জীবঞ্জীবকসঙ্ঘৈশ্চ বহিভিশ্চ নিনাদিতম্ ॥ ৪২
তদপাতিবলো বিষ্ণুর্দোর্ভ্যামুৎপাট্য ভাস্বরম্।
আরোপয়ামাস বলী গরুড়ে পক্ষিণাং বরে ॥ ৪৩
মণিপর্ব্বতশৃঙ্গঞ্চ সভার্য্যঞ্চ জনার্দ্দনম্।
উবাহ লীলয়া পক্ষী গরুড়ঃ পততাং বরঃ ॥ ৪৪
স পক্ষবলবিক্ষেপৈঃশিখরৈঃ শিখরোপমম্।
দিক্ষু সর্ব্বাসু সংহ্রাদং জনয়ামাস পক্ষিরাট্ ॥ ৪৫
আরুজন্ পর্ব্বতাগ্রাণি পাদপাংশ্চ সমুৎক্ষিপন্।
সঞ্জহার মহাভ্রাণি বিজহার চ কানিচিৎ ॥ ৪৬
বিষয়ং সমতিক্রম্য দেবয়োশ্চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
যযৌ বাতজবঃ পক্ষী জনার্দ্দনবশে স্থিতঃ ॥ ৪৭
স মেরুগিরিনাসাদ্য দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতম্।
দেবসদ্মানি সর্ব্বাণি দদর্শ মধুসূদনঃ ॥ ৪৮
বিশ্বেষাং মরুতাং চৈব সাধ্যানাঞ্চ নরাধিপ।
ভ্রাজমানান্যতিক্রামদশ্বিনোশ্চ পরন্তপ ॥ ৪৯
প্রাপ্য পুণ্যতমাল্লোঁকান্ দেবলোকমরিন্দমঃ।
শক্রসদ্ম সমাসাদ্য প্রবিবেশ জনার্দ্দনঃ ॥ ৫০
অবতীর্য্য স তার্ক্ষ্যাত্তু দদর্শ বিবুধাধিপম্।
প্রীতশ্চৈবাভ্যনন্দত্তং দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ৫১
প্রদায় কুণ্ডলে দিব্যে ববন্দে তং তথাচ্যুতঃ।
সভার্য্যো বিবুধশ্রেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠো জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২
অর্চ্চিতো দেবরাজেন রত্নৈশ্চ প্রতিপূজিতঃ।
সত্যভামা চ পৌলোম্যা যথাবদভিনন্দিতা ॥ ৫৩
বাসবো বাসুদেবশ্চ জগ্মতুঃ সহিতৌ তদা।
অদিত্যা ভবনং দিব্যং দেবমাতুর্মহর্দ্ধিমৎ ॥ ৫৪
ততোঽদিতিমুপাসন্তীমপ্সরোভিঃ সমন্ততঃ।
দদর্শাতে মহাত্মানৌ মহাভাগাং তপোঽন্বিতাম্ ॥ ৫৫

পর্ব্বতের এই শিখর অত্যন্ত অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ছিল, আর মৃগের দল এখানে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। চকোরসমূহ ও ময়ূরগণ নিজেদের কলরবে ইহাকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল ৪০ ৪২

অত্যন্ত বলশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুর দ্বারা সেই তেজস্বী পর্ব্বতশিখরকে উৎপাটিত করিয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখিয়া দিলেন। ৪৩

পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড় মণিপর্ব্বতের শিখরকে এবং পত্নীসহ শ্রীকৃষ্ণকেও লীলাসহকারে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ৪৪

তাঁহার দেহ হিমালয়ের শিখরের ন্যায় বিশাল ছিল। সেই পক্ষিরাজ নিজের পক্ষকে বলপূর্ব্বক হিলাইতে হিলাইতে সমস্ত দিক্‌সমূহে প্রচণ্ড কোলাহল উৎপন্ন করিয়া দিলেন। ৪৫

এই সময় গরুড় তাঁহার পক্ষবায়ুর বেগে পর্ব্বত শিখরসমূহকে ভগ্ন করিতে করিতে, বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিতে করিতে, বিশাল মেঘগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে এবং কিছু মেঘকে নিজের সহিত আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ৪৬

চন্দ্রদেব ও সূর্য্যদেবের প্রদেশকে লঙ্ঘন করিয়া বায়ুতুল্য বেগশালী পক্ষিপ্রবর গরুড় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন। ৪৭

দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা সেবিত মেরুপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সেই ভগবান্ মধুসূদন সমস্ত দেবগৃহসমূহ দর্শন করিলেন। ৪৮

মরুতাপন দরেণ। তিনি বিশ্বেদেবগণ, মরুৎ ও সাধ্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রকাশমান ভবনসমূহ অতিক্রম করিয়া পুণ্যতম লোকসমূহে গমন করত দেবলোকে পদার্পণ করিলেন। তাহার পর শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রভবনের নিকট গমন করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৯-৫০

সেখানে গরুড় হইতে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন এবং দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্রও প্রসন্নমনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। ৫১

সেই সময় স্বীয় মহিমা হইতে অবিচ্যুত নরশ্রেষ্ঠ পত্নী সত্যভামাসহ জনার্দ্দন সেই দুই দিব্য কুণ্ডল তাঁহাকে প্রদান করত দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। ৫২

দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র নানাপ্রকার ধন-রত্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আদর-সৎকার করিলেন। এইরূপ পুলোমকন্যা শচীদেবীও সত্যভামাকে যথাযথভাবে অভিনন্দিত করিলেন। ৫৩

তদনন্তর ইন্দ্র ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে এক সঙ্গে দেবমাতা অদিতিদেবীর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দিব্য ভবনে গমন করিলেন। ৫৪

সেখানে এই দুই মহাত্মা ইহাকে সর্ব্বদিক্ দিয়া অপ্সরাগণ উপাসনা (সেবা) করিতেছেন, সেই মহাভাগা তপস্বিনী অদিতি দেবীকে দর্শন করিলেন। ৫৫

ততস্তে কুণ্ডলে দিব্যে প্রাদাদদিতিনন্দনঃ ।
ববন্দে তাং শচীভর্ত্তা মাতরং স্বাং পুরন্দরঃ ॥ ৫৬
জনার্দ্দনং পুরস্কৃত্য কর্ম্ম চৈব শশংস তৎ
অদিতিস্তৌ সুতৌ প্রীতা পরিষ্বজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ৫৭
আশীভিরনুকূলাভিরুভাবপাবদুত্তমা
পৌলোমী সত্যভামা চ প্রীতা পরময়া মুদে ॥ ৫৮
অগৃহ্নীতাং বরার্হায়া দেবমাতুশ্চরণৌ শুভৌ
তে চাপ্যভ্যবদৎ প্রেম্ণা দেবমাতা যশস্বিনী ॥ ৫৯
যথাবদব্রবীচ্চৈব জনার্দ্দনমিদং বচঃ ।
অজয্যঃ সর্ব্বভূতানামবধ্যশ্চ ভবিষ্যসি ॥ ৬০
যথৈব দেবরাজোঽয়মজিতো লোকপূজিতঃ
ভবত্বিয়ং বরারোহা নিত্যঞ্চ প্রিয়দর্শনা ॥ ৬১
সর্ব্বলোকেষু বিখ্যাতা দিব্যগন্ধা মনোরমা ।
সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সুভগা স্থিরযৌবনা ॥ ৬২
জরাং ন যাস্যতি বধূর্যাবত্ত্বং কৃষ্ণ মানুষঃ ।
এবমভ্যর্চ্চিতঃ কৃষ্ণো দেবমাত্রা মহাবলঃ ॥ ৬৩

দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো দৈবৈশ্চ প্রতিপূজিতঃ
বৈনতেয়ং সমারুহ্য সহিতঃ সত্যভাময়া ॥ ৬৪
দেবাক্রীড়ং পরিক্রামন্ পূজ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ ।
স দদর্শ মহাবাহুরাক্রীড়ং বাসবস্য চ ॥ ৬৫
দিব্যমভ্যর্চ্চিতং দেবৈঃ পারিজাতং মহাদ্রুমম্
নিত্যপুষ্পধরং দিব্যং পুণ্যগন্ধমনুত্তমম্ ॥ ৬৬
যমাসাদ্য জনঃ সর্ব্বো জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্
সংরক্ষ্যমাণং দেবৈস্তং প্রসহ্যামিতবিক্রমঃ ॥ ৬৭
উৎপাট্যারোপয়ামাস বিষ্ণুস্তং গরুড়োপরি
সোহপশ্যৎ সত্যভামা চ দিব্যানপ্সরসাং গণম্ ॥ ৬৮
দৃষ্টতঃ সত্যভামা চ দিব্যা যোষাপ্সিবীক্ষিতা ।
প্রায়াৎ ততো দ্বারবতীং বায়ুজুষ্টেন বৈ পথা ॥ ৬৯
শ্রুত্বা বৈ দেবরাজস্তু কর্ম্ম কৃষ্ণস্য তত্তথা ।
অন্বমেনে মহাবাহুঃ কৃতকর্ম্মেতি চাব্রবীৎ ॥ ৭০
স পূজ্যমানস্ত্রিদশৈঃ সপ্তর্ষিগণসংস্তুতঃ
প্রতস্থে দ্বারকাং কৃষ্ণো দেবলোকাদরিন্দমঃ ॥ ৭১

---

সেখানে অদিতিনন্দন শচীপতি পুরন্দর ইন্দ্র সেই দুই কুণ্ডল নিজ মাতাকে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৫৬

ইন্দ্র জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া তাঁহার পরাক্রমের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। অদিতিদেবী নিকটে সেই পুত্রকে প্রসন্নচিত্তে আলিঙ্গন করিয়া ও অভিনন্দিত করিয়া উভয়ের পক্ষেই অনুকূল আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন ॥ ৫৭॥

শচী ও সত্যভামাও অতিশয় আনন্দিত মনে পরম পূজনীয়া অদিতিদেবীর মঙ্গলময় চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। তখন যশস্বিনী দেবমাতা তাঁহাদের উভয়ের সহিতও প্রেম সহকারে বার্ত্তালাপ করিলেন ॥ ৫৮-৫৯

ইহার পর অদিতিদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই যথার্থ কথা বলিলেন,—বৎস! তুমি সমস্ত ভূতগণের পক্ষে অজেয় ও অবধ্য হইবে। যেরূপ এই দেবরাজ ইন্দ্র, সেইরূপ তুমিও অপরাজিত এবং লোকপূজিত হইবে ॥ ৬০॥

এই সুন্দরী সত্যভামা সতত প্রিয়দর্শনা, সমস্ত লোকে বিখ্যাতা, দিব্য গন্ধবতী, মনোরমা, সুস্থির-যৌবনা, সৌভাগ্যবতী এবং স্ত্রীগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তমা হউক। শ্রীকৃষ্ণ! যতকাল তুমি মানব হইয়া মনুষ্যলোকে থাকিবে, ততকাল বধূ সত্যভামা বৃদ্ধা হইবে না ॥ ৬১-৬২॥

দেবমাতা অদিতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থনা লাভ করত দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বারা পূজিত হইয়া মহাবল শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাসহ গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক দেবর্ষিগণের দ্বারা প্রশংসিত দেবতাদিগের ক্রীড়াকানন নন্দনবনে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩-৬৪॥

ইন্দ্রের সেই ক্রীড়াবনে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ পারিজাতনামক দিব্য ও দেবগণের দ্বারা পূজিত বিশাল বৃক্ষ দর্শন করিলেন। এই দিব্য বৃক্ষ সর্ব্বদা পুষ্পধারণকারী, পবিত্র গন্ধে সুবাসিত ও পরম উত্তম ছিল ॥ ৬৫-৬৬

ইহার নিকটে যাইলে সব সকল ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্তের স্মরণ হয়। দেবগণ এই বৃক্ষকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন; কিন্তু অমিতপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখিয়া দিলেন ॥ ৬৭॥

সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা দিব্য অপ্সরাগণের সমূহকে দর্শন করিলেন। এই অপ্সরাগণও সম্মুখভাগ দিয়া দিব্য যুবতী সত্যভামাকে দর্শন করিলেন। তদনন্তর বায়ুসেবিত পথে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৬৮-৬৯

মহাবাহু দেবরাজ যখন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের পারিজাতহরণরূপ কার্য্যের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন এই ভাবিয়া ইন্দ্র অনুমোদন করিলেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণ আমার মহৎ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছে' ॥ ৭০

দেবগণের দ্বারা পূজিত ও সপ্তর্ষিদের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ দেবলোক হইতে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৭১

সোঽভিপত্য মহাবাহুর্দীর্ঘমধ্বানমব্যয়ম্ ।
পূজিতো দেবরাজেন সদৃশে যাদবীং পুরীম্ ॥ ৭১
তথা কর্ম্ম মহৎ কৃত্বা ভগবান্ বাসবানুজঃ ।
উপায়াদ্দ্বারকাং কৃষ্ণঃ শ্রীমান্ গরুড়বাহনঃ ॥ ৭২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্ব্বণি পারিজাত-হরণে দ্বারকাপ্রবেশে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা সম্মানিত হইয়া মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশাল পথ অল্প পথের ন্যায় অতিক্রম করিয়া যাদব-পুরী দ্বারকাকে দেখিতে পাইলেন । ৭১

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গরুড়বাহন শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মহৎ কর্ম্ম করিয়া দ্বারকায় চলিয়া যাইলেন

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাত-হরণ ও দ্বারকায় প্রবেশবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ রৈবতকপর্ব্বতে রুক্মিণ্যা ব্রতোদ্যাপনমহোৎসবঃ, পারিজাতপুষ্পং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণেন রুক্মিণ্যাঃ সম্মাননং, নারদেন রুক্মিণ্যাঃ সর্ব্বাধিক-সৌভাগ্যস্য প্রশংসা, সত্যভামায়াঃ কোপভবনে প্রবেশশ্চ ]

জনমেজয় উবাচ
প্রাদুর্ভাবে মুনিশ্রেষ্ঠ মাথুরে চরিতং শুভম্
শৃণ্বৈবাধিগচ্ছামি তৃপ্তিং কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ১
দ্বারকায়াং নিবসতঃ কৃতদারস্য ষড়্গুণম্
চরিতং ব্রূহি কৃষ্ণস্য সর্ব্বং হি বিদিতং তব ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
জনমেজয় কৃষ্ণস্য কৃতদারস্য ভারত
নিবোধ চরিতং চিত্রং তস্যৈব সদৃশং
প্রাপ্তদারো মহাতেজা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্
রুক্মিণ্যা সহিতো দেব্যা যযৌ রৈবতকং নৃপ ॥ ৪
উপবাসাবসানং হি রুক্মিণ্যাঃ প্রতিপূজয়ন্ ।
তর্পয়িষ্যন্ স্বয়ং বিপ্রান্ জগাম মধুসূদনঃ ॥ ৫
কুমারাঃ প্রযযুস্তত্র পুত্রভ্রাতর এব চ ।
প্রেষিতা বাসুদেবেন নারদস্যাভ্যনুজ্ঞয়া ॥ ৬
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি জগ্মুরেব চ ধীমতঃ
ঋদ্ধ্যা পরময়া রাজন্ বিষ্ণোরেবানুরূপয়া ॥ ৭

### পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

[ রৈবতক-পর্ব্বতে রুক্মিণীর ব্রতোদ্যাপনমহোৎসব, পারিজাতপুষ্প দান করত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীর সম্মান, নারদের দ্বারা রুক্মিণীর সর্ব্বাধিক সৌভাগ্যের প্রশংসা এবং সত্যভামার কোপভবনে প্রবেশ । ]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ ! মথুরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সব মঙ্গলময়ী লীলা করিয়াছেন, তৎসমস্ত শুনিতে শুনিতে আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না । ১

দ্বারকায় বাস করত সপত্নীক হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ যে ষড়্গুণপূর্ণ চরিত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন * তাহা আমাকে বলুন ; কারণ, আপনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই বিদিত আছেন । ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতনন্দন জনমেজয় ! পত্নীপরিগ্রহ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণের যে বিচিত্র চরিত্র হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর । প্রভো ! সেই চরিত্র তাঁহার অনুরূপই ছিল । ৩

নৃপ ! ভার্য্যালাভ করিবার পর এক সময় মহাতেজস্বী ও প্রতাপশালী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মহারাণী রুক্মিণীর সহিত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করেন । ৪

সেই সময় রুক্মিণীদেবীর উপবাস-ব্রতের উদ্যাপন উৎসব ছিল । তাঁহার সমাদর করিতে করিতে ভগবান্ মধুসূদন স্বয়ংই ব্রাহ্মণগণকে ভোজন-দানাদির দ্বারা তৃপ্ত করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন । ৫

দেবর্ষি নারদের অনুমতি অনুসারে ভগবান্ বাসুদেব পাঠাইলে পর যদুকুলের কুমার, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সেখানে গমন করেন । ৬

রাজন্ ! পরম বুদ্ধিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ উত্তম সমৃদ্ধিসম্পন্না ষোল হাজার স্ত্রীও সেই উৎসবে সম্মিলিত হইবার জন্য গমন করিলেন । ৭

* সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য ও সমগ্র ধর্ম্ম—এই ছয় গুণই ( ঐশ্বর্য্যই ) ষড় গুণ । অথবা সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তশক্তিতা ও অনন্তশক্তিতা—পরমেশ্বরের স্বরূপভূত এই ছয় গুণই এস্থলে ষড় গুণ নামে স্মরণ করা হইয়াছে ।

ততস্তত্র দ্বিজাতীনাং কামান্ প্রাদাদধোক্ষজঃ ।
ঋষীণাং ধর্ম্মনিত্যানাং বন্দিনাঞ্চৈব বিনাম্ ॥ ৮
কল্যাণনামগোত্রাণাং মহতাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
যৌনৈঃ শ্রৌতৈশ্চ মৌখৈশ্চ তুষ্টানাং কুরুনন্দন ॥ ৯
তর্পয়িত্বা দ্বিজান্ কামৈরিষ্টৈরিষ্টঃ সতাং গতিঃ
জ্ঞাতীন্ সন্তর্পয়ামাস যথার্হং ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০
উপবাসাবসানেঽথ ভগবান্ স বিশেষতঃ ।
বহু মেনে প্রিয়াং ভার্য্যাং রুক্মিণীং ভীষ্মকাত্মজাম্ ॥ ১১
বসতস্তস্য কৃষ্ণস্য সদারস্যামিতৌজসঃ ।
সহাসীনস্য রুক্মিণ্যা নারদোঽভ্যাযযৌ মুনিঃ ॥ ১২
আগতং চাপ্রমেয়াত্মা মুনিমিন্দ্রানুজস্তদা ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা অর্চ্চয়ামাস কেশবঃ ॥ ১৩
সোঽর্চ্চিতো বাসুদেবেন মুনিরর্চ্চ্যোত্তমঃ সতাম্
পারিজাততরোঃ পুষ্পং দদৌ কৃষ্ণায় ভারত ॥ ১৪
তদ্বৃক্ষরাজকুসুমং রুক্মিণ্যাঃ প্রদদৌ হরিঃ
পার্শ্বস্থা সা হি কৃষ্ণস্য ভোজ্যা নরবরাভবৎ ॥ ১৫

প্রতিগৃহ্য তু তৎপুষ্পং কামারণিরনিন্দিতা ।
শিরস্যনলপত্রাক্ষী দধৌ কৃষ্ণেঙ্গিতানুগা ॥ ১৬
ত্রৈলোক্যরূপসর্ব্বস্বং নারায়ণমনোহরা
শুশুভে দেবপুষ্পেণ দ্বিগুণং ভৈষ্মকী তদা ॥ ১৭
তাং নারদস্তথোবাচ মুনির্ব্রহ্মসুতস্তদা
তবৈবোপয়িকং পুষ্পমেকং দেবি পতিব্রতে ॥ ১৮
অলঙ্কৃতং পুষ্পমেতৎ সংসর্গাত্তব সর্ব্বথা
অত্যর্থং চ মতা মে ত্বমেতৎপুষ্পাক্তব্রতে ॥ ১৯
কল্যাণগুণসম্পন্নে সততং ভর্ত্তৃবৎসলে ।
অম্লানমেতৎ সততং পুষ্পং ভবতি কামিনি ॥ ২০
সংবৎসরপরং কালং কালজ্ঞে গুণসম্মতে ।
ঈপ্সিতানপি গন্ধাংশ্চ দদাতি বদতাং বরে ॥ ২১
শীতোষ্ণে চেপ্সিতে দেবি পুষ্পমেতৎ প্রযচ্ছতি ।
স্রবত্যপি রসান্ দেবি মনসা কাঙ্ক্ষিতান্ বরান্ ॥ ২২
সেবামানস্য সৌভাগ্যং দদাতি বরবর্ণিনি ।
স্রবত্যপি তথা গন্ধানীপ্সিতান্ প্রীতিবর্দ্ধনান্ ॥ ২৩

কুরুনন্দন ! তদনন্তর সেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থী, নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ, বন্দী, প্রিয়বাদী, মাঙ্গলিক নাম-গোত্র-যুক্ত মহাত্মা, পুণ্যকর্মা এবং যোনি, বিদ্যা ও মন্ত্রের সম্বন্ধানুসারে তুষ্ট ব্রাহ্মণগণকে মনোবাঞ্ছিত বহু পদার্থ প্রদান করিলেন । ৮-৯

ব্রাহ্মণগণকে অভীষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা তুষ্ট করিয়া সৎপুরুষগণের প্রিয় আশ্রয় ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের জ্ঞাতিগণকেও যথাযথ ভাবে সন্তুষ্ট করিলেন । ১০

উপবাসের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রিয় পত্নী ভীষ্মকরাজকুমারী রুক্মিণীকে বিশেষরূপে আদর করিলেন । ১১

অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের সহিত সেখানে বাস করত যখন রুক্মিণীদেবীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, তখন নারদমুনি তাঁহার নিকটে আসিলেন । ১২

অপরিমেয়স্বরূপ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় সেখানে উপস্থিত নারদমুনিকে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করিলেন । ১৩

ভরতনন্দন ! ভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক পূজিত হইয়া সৎপুরুষগণের পরমপূজনীয় মুনিবর নারদ সেখানে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে পারিজাত বৃক্ষের একটি পুষ্প প্রদান করিলেন । ১৪

নরশ্রেষ্ঠ ! বৃক্ষরাজ পারিজাতের সেই পুষ্পটিকে শ্রীহরি রুক্মিণীদেবীর হস্তে দিলেন ; কারণ, সেই ভোজকুলনন্দিনী রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন । ১৫

সেই পুষ্প গ্রহণ করত অনিন্দ্যসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে অনুসরণকারিণী ও সতীসাধ্বী কমলনয়না রুক্মিণী নিজের মস্তকে কেশ-গুচ্ছে স্থাপিত করিলেন । ১৬

ত্রিভুবনের সম্পূর্ণ রূপ-সম্পত্তি যাঁহার মধ্যে নিহিত আছে, সেই নারায়ণের মনোহারিণী লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণী সেই দেবপুষ্প ধারণ করায় দ্বিগুণ শোভা পাইতে লাগিলেন । ১৭

সেই সময় ব্রহ্মপুত্র নারদমুনি তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি ! পতিব্রতে ! এই একমাত্র পুষ্প তোমারই যোগ্য । ১৮

ব্রতধারিণী দেবি ! তোমার সংসর্গে এই পুষ্পও সর্ব্বথা অলঙ্কৃত হইয়া গিয়াছে । এই পুষ্প ধারণ করায় তুমি আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পূজনীয়া হইয়াছ । ১৯

কল্যাণময় গুণসমূহে বিভূষিতা পতিবৎসলে ! কামিনি ! এই পুষ্প একবৎসর যাবৎ অম্লান থাকে, কখনও ম্লান হইয়া যায় না । সময়জ্ঞানসম্পন্না, নিজ গুণসমূহে সম্মানলাভকারিণী, বাগ্মিপ্রধানা রুক্মিণী ! এই পুষ্প এক বৎসর পর্যন্ত মনোবাঞ্ছিত বহুপ্রকার গন্ধ প্রদান করে । ২০-২১

দেবি ! যেরূপ শীত ও উষ্ণভাব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইবে, এই পুষ্প সেইরূপ প্রদান করিয়া থাকে এবং মনে যে সব শ্রেষ্ঠ রস লাভ করিবার বাসনা হইবে, সেই সবও এই পুষ্প বর্ষণ করিয়া থাকে । ২২

উত্তম কান্তিমতী দেবি ! এই পুষ্পের সেবা করিলে ইহা সৌভাগ্য প্রদান করে এবং মনের প্রীতিবর্দ্ধক অভীষ্ট সুগন্ধ নিঃসারণ করে । ২৩

যানি যানি চ পুষ্পাণি ত্বং দেব্যভিলষিষ্যসি
কুসুমং বৃক্ষরাজস্য তানি তানি প্রদাস্যতি ॥ ২৪
ঋতুদেবং ভগাধানং বর্ষিষ্ঠং পুত্রদং তথা।
মতিঞ্চ নাশুভে বস্ত্রে ধার্য্যমাণং সদা শুভে ॥ ২৫
যদ্ যদিচ্ছসি বর্ণঞ্চ তৎ সর্ব্বং ধারয়িষ্যতি।
হ্রস্বং বাপ্যথবা স্থূলং ছন্দতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ২৬
অনিষ্টগন্ধশমনমেতৎ সদ্গন্ধবর্দ্ধনম্
প্রদীপকর্ম্ম রাত্রৌ চ করোতি কমলেক্ষণে ॥ ২৭
সন্তানকস্রজো মালাঃ পুষ্পবস্ত্রাণি বাচ্যুতম্
পুষ্পমণ্ডপমুখ্যানি চিন্তিতেন প্রদাস্যতি ॥ ২৮
বুভুক্ষা বা পিপাসা বা গ্লানির্বাপাথ বা জরা
দেববদ্ধারয়ন্ত্যাস্তে স্বচ্ছন্দেন ভবিষ্যতি ॥ ২৯
অনুগীতানি গীতানি বাদ্যতাপি চ চিন্তিতে।
স্বরাদিযুক্তান্ মধুরাংস্তথৈব তব সম্ভান ॥ ৩০

---

দেবি! তুমি যে যে নানাবিধ পুষ্পের অভিলাষ করিবে, বৃক্ষরাজ পারিজাতের এই পুষ্প সেই সেই নানাবিধ পুষ্প প্রদান করিবে। ২৪

ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী শুভে। দেবি! এই পুষ্প ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-কারক ও পুত্রদায়ক। ইহাকে যদি সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখা হয়, তবে এই পুষ্প বুদ্ধিকে অশুভ চিন্তা করিতে দেয় না। ২৫

তুমি এই পুষ্পকে যে যে বর্ণে (রংয়ে) দেখিতে বাসনা করিবে, সে সেই সব বর্ণই ধারণ করিবে। তোমার ইচ্ছানুসারে এই পুষ্প অল্প-বৃহৎ, (হাল্কা-ভারী) কিংবা স্থূল-সূক্ষ্ম হইয়া যাইবে। ২৬

কমললোচনে! এই পুষ্প অপ্রিয় গন্ধকে নিবারণ ও উত্তম গন্ধের বৃদ্ধি করে। রাত্রিকালে এই পুষ্প প্রদীপের কার্য্য করিয়া থাকে। ২৭

চিন্তা করিলেই এই পুষ্প সন্তানকনামক দিব্য বৃক্ষের পুষ্প-হার, মালা, পুষ্প, অথবা বস্ত্রাদি এবং উত্তম উত্তম পুষ্পের মণ্ডপ প্রদান করিবে। ২৮

দেবগণের ন্যায় ইহা ধারণ করিয়া থাকিবার সময় তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি অথবা বার্দ্ধক্য আসিবে না। এ সমস্তই তোমার ইচ্ছাধীন হইয়া যাইবে। ২৯

কেবল ইহাই নহে, চিন্তা করিলে এই পুষ্প তোমার প্রিয়কর সুন্দর বাদ্য ও সমীতশাস্ত্রে অনুকূল গীতসমূহের আনন্দও তোমাকে প্রদান করিবে। ৩০

পূর্ণে সংবৎসরে দেবি পুষ্পমেতত্ত্বদান্তিকাৎ
নির্বর্ত্ত্যাতে তরুবরং সময়েন প্রয়াস্যতি ॥ ৩১
কৃতিরেষা হি ভগবান্ পারিজাতস্য সুব্রতে।
নির্ম্মিতঃ সর্গকৃতা সৎকারার্থং হি সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩২
উমা দেববরশ্রেষ্ঠা হিমালয়সুতা সতী
ধারয়ন্তীশ্বরী নিত্যং পুষ্পমেতানি সুব্রতে
অদিতিশ্চ সপৌলোমী মহেন্দ্রসুতধারিণী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ শ্রীশ্চ সর্ব্বগুণোদিতা ॥ ৩৪
দেবপত্ন্যস্তথৈবান্যা দেবাশ্চ বসুদেবতাঃ
সংবৎসরপরঃ কালঃ সর্ব্বেষাং ন তু সংশয়ঃ ॥ ৩৫
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণাং মধ্যে ত্বং খলু বর্ত্তসে
অভীষ্টা বাসুদেবস্য বেদ্মি ত্বাং লোকনন্দিনি
সপত্ন্যস্তে গুণে যেতে সর্ব্বাঃ সর্ব্বেশ্বরপ্রিয়ে
অবমানাবসেকেন ত্বয়া নিক্ষিপ্তা ভামিনি ॥ ৩৭

---

দেবি! বর্ষ পূর্ণ হইলে পর এই পুষ্প তোমার নিকট হইতে সময়ানুসারে চলিয়া যাইবে এবং বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাতে সংলগ্ন হইবে। ৩১

উত্তম প্রতাবৃদ্ধিতে দেবি! তোমার কল্যাণ হউক। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অসুরদ্রোহী দেবগণের সৎকারের জন্য স্বভাবতঃ পারি-জাতের এরূপ সামর্থ্য রচনা করিয়া দিয়াছেন। ৩২

উৎকৃষ্ট প্রভায় দেদীপ্যমানা দেবি! দেবেশ্বর শিবের প্রিয় পত্নী হিমালয়কন্যা সতীসাধ্বী সুরেশ্বরী উমাদেবী নিত্য এই পুষ্প-সমূহ ধারণ করেন। ৩৩

দেবরাজ ইন্দ্রের মাতা অদিতি, দেবেন্দ্রপত্নী শচী, বেদমাতা সাবিত্রী, সর্ব্বগুণসম্পন্না লক্ষ্মী ও অন্য দেবপত্নীগণ, দেবতাবৃন্দ ও বসুদেবগণ—ইঁহারা সকলেই এই পুষ্প ধারণ করেন। ইঁহাদের সকলের পক্ষেও এই পুষ্প ধারণের অধিক সময় এক বর্ষ পর্য্যন্তই,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৪-৩৫

লোকনন্দিনী দেবি! আজ আমি ইহা জানিতে পারিলাম যে, এই ষোল হাজার স্ত্রীগণের মধ্যে তুমিই ভগবান্ বাসুদেবের অধিক প্রিয়া। ৩৬

সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সদ্গুণবতী ভামিনি! আজ তুমি নিজের সমস্ত সপত্নী (সতীন)-দিগকে অপমানের জলে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছ। ৩৭

প্রকাশমস্তু সৌভাগ্যমনিবার্য্যং যশশ্চ তে ।
মন্দারকুসুমং দত্তং যত্তে মধুনিঘাতিনা ॥ ৩৮
অদ্য সাত্রাজিতী দেবী জ্ঞাস্যতে বরবর্ণিনী ।
সৌভাগ্যাঢ্যাং সদা বেত্তি যাত্মানং সুভগাং সতী ॥ ৩৯
স যস্যাশ্চ চ গান্ধারী ভার্য্যাশ্চান্যা মহাত্মনঃ ।
সৌভাগ্যার্থে কৃতাকাঙ্ক্ষামদ্য মোক্ষ্যন্তি নিঃস্পৃহাঃ ॥ ৪০
সৌভাগ্যৈকরথো হ্যেষ তব দেব্যদ্য নিঃসৃতঃ ।
মনোরথবতাং যঃ সহস্রৈরপি দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৪১
অদ্যাহমবগচ্ছামি সর্ব্বথা সর্ব্বশোভনে ।
আত্মা দ্বিতীয়া কৃষ্ণস্য ত্বমেবেতি ভামিনি ॥ ৪২
ত্রৈলোক্যরত্নসর্ব্বস্বমেতদ্ যদবাচ্যুতাৎ
জীবিতাভ্যধিকং ত্বেন ত্বয়া প্রাপ্তং হরিপ্রিয়ে ॥ ৪৩
নারদেনৈবমুক্তং তু তথ্যং বাক্যং নরাধিপ

তত্রস্থাঃ শুশ্রুবুঃ প্রেষ্যাঃ প্রেষিতাঃ সত্যভাময়া ॥ ৪৪
দেবীনাঞ্চ তথান্যাসাং পত্নীনাঞ্চ বিশাম্পতে ।
দৃষ্ট্বা তাঃ সবিশেষঞ্চ নারদেনাভ্যুদাহৃতম্ ॥ ৪৫
তচ্চ শ্রুত্বা হ্যনিখিলং প্রেষ্যাভিঃ স্ত্রীস্বভাবতঃ ।
প্রকাশীকৃতমেবাসীদ্ বিষ্ণোরন্তঃপুরে তদা ॥ ৪৬
কর্ণাকর্ণি ততো দেব্যঃ কৌলীনমিব সম্বশঃ ।
মন্ত্রয়াঞ্চক্রিরে হৃষ্টা রুক্মিণ্যতিগুণোদয়ম্ ॥ ৪৭
অর্হেতি পুত্রমাতেতি জ্যেষ্ঠেতি চ সমাগতাঃ ।
প্রায়েণ প্রবদন্তি স্ম হৃষ্টা দামোদরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৮
মমৃষে ন সপত্ন্যাস্তু তৎসৌভাগ্যগুণোদয়ম্ ।
সত্যভামা প্রিয়া নিত্যং বিষ্ণোরতুলতেজসঃ ॥ ৪৯
রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা
অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষ্যাবশঙ্গতা ॥ ৫০

---

আজ তোমার অনিবার্য্য সৌভাগ্য ও যশ এক সঙ্গে প্রকাশিত হইয়া যাইল ; কারণ, ভগবান্ মধুসূদন এই মন্দার-পুষ্প কেবল তোমাকেই প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩৮

সত্রাজিতের কন্যা পরমসুন্দরী সতী সত্যভামা যে নিজেকে নিজে সদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালিনী ও সুভগা বলিয়া মনে করে, সে আজ জানিতে পারিবে যে, কাহার সৌভাগ্য অধিক ? ৩৯

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববতী ও গান্ধারী প্রভৃতি যে সব অন্য পত্নীগণ আছে, তাহারা আজ নিঃস্পৃহ হইয়া সৌভাগ্যের জন্য উচিত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া দিবে ॥ ৪০

দেবি ! আজ তোমার সৌভাগ্যের একমাত্র বিজয়শীল রথ নির্গত হইয়াছে, যাহা সহস্র মনোরথবতী রমণীর পক্ষে দুর্জ্জয় ॥ ৪১

সর্ব্বসুন্দরী ভামিনি ! তোমরা সকলে ! আজ আমি সর্ব্বথা এই বিষয় বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় আত্মা তুমি ॥ ৪২

হরিপ্রিয়ে ! ত্রিভুবনের রত্নস্বরূপ এই পারিজাতপুষ্প শ্রীকৃষ্ণ যে তোমাকেই প্রদান করিলেন, ইহাতে তুমি আজ প্রাণ হইতেও অধিক উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছ । ( অথবা তুমি আজ সমস্ত সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট জীবন প্রাপ্ত হইয়াছ ) ॥ ৪৩

নরনাথ ! সত্যভামাপ্রেরিত বহু দাসী সেখানে ছিল ; তাহারা নারদ কর্তৃক কথিত এই যথার্থ বাক্য শ্রবণ করিল ॥ ৪৪

প্রজানাথ ! অন্য দেবীগণ ও পত্নীগণের দাসীরাও সেখানে ছিল ; তাহাদের সকলকে দেখিয়া নারদ পূর্ব্বোক্ত কথা আরও অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেন ॥ ৪৫

সেই সময় এই সব কথা শ্রবণ করত সেই দাসীরা স্ত্রীস্বভাববশতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়া দিল ॥ ৪৬

কর্ণাকর্ণি হইয়া সেই সব জানিয়া অন্য পত্নীগণ দলে দলে একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে রুক্মিণীর অত্যন্ত গুণযুক্ত সৌভাগ্যোদয়ের চর্চা করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহারা কুলের কোনও গুপ্ত রহস্য লইয়া মন্ত্রণা করিতেছিলেন ॥ ৪৭

ভগবান্ দামোদরের এই সব স্ত্রীগণ হৃষ্টচিত্তে প্রায় সকলেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন—রুক্মিণী আমাদের সকলের পূজনীয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্রের ( প্রদ্যুম্নের ) মাতা এবং বয়সেও জ্যেষ্ঠা ॥ ৪৮

কিন্তু অতুলতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়া সত্যভামা নিজের সপত্নীর ( সতীনের ) এই সৌভাগ্য-গুণের উদয় সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৪৯

তিনি রূপবতী ও যৌবনসম্পন্না ছিলেন । তাঁহার নিজের সৌভাগ্যের উপর গর্ব্ব ছিল ; অতএব অভিমানিনী দেবী সত্যভামা সপত্নীর অভ্যুদয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়াই ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ৫০

সমুৎসৃজন্তী বসনং সসূক্ষ্মং
শুচিস্মিতা শুক্লতরৈকমংশুকম্
জগ্রাহ রোষাকুলিতেন চেতসা
বহ্নেস্তদা শ্রীরিব বর্দ্ধিতেন্ধনা ॥ ৫১
দন্দহ্যমানা জ্বলনেন বর্দ্ধিতা
ঈর্ষ্যাসমুত্থেন গতপ্রভেব
ক্রোধং বিতত্য ক্রোধগৃহং বিবিক্তং
বিবেশ তারেব ঘনং সতোয়ম্ ॥ ৫১
বদ্ধ্বা ললাটে হিমচন্দ্রশুভ্রং
দুকূলপট্টং প্রিয়রোষচিহ্নম্ ।
পর্য্যন্তদেশং সরসেন দেবী
বিলিপ্য সা লোহিতচন্দনেন ॥৫৩

সংমৃজ্য সংমৃজ্য শিরঃ সরোষং
প্রকম্পমানা সমুপোপবিষ্টা ।
দীর্ঘোপধানে শয়নেঽপনীয়
বিভূষণান্যেব নিবদ্ধবেণী ॥ ৫৪
অকারণার্থেন বিকত্থনাপা
প্রেষ্যাঙ্গনস্যাভিজনান্বিতাপি ।
বিচূর্ণয়ামাস কুশেশয়ং সা
নিঃশ্বস্য নিঃশ্বস্য নখৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

পবিত্র হাস্যশালিনী সত্যভামা সূক্ষ্মবস্ত্রটি ত্যাগ করিয়া রোষাকুলচিত্তে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিলেন। তিনি সেই সময় অধিক ইন্ধন (কাষ্ঠ) প্রদানে বর্দ্ধিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির দীপ্তিমতী শিখার ন্যায় প্রতীতা হইতেছিলেন ॥ ৫১

তাঁহার মনে ঈর্ষ্যাজনিত অগ্নি বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহার দ্বারা অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া তিনি যেন শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিলেন। যেরূপ নক্ষত্র সজল জলধরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ক্রুদ্ধা সত্যভামা সেখানে একান্তে কোপভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫২

দেবী সত্যভামা ললাটে প্রিয়তমের প্রতি রোষের চিহ্নের জন্য হিম ও চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণের দুকূল পট্টবস্ত্র বাঁধিলেন এবং সেই ললাটের চারি প্রান্তে সরস রক্ত চন্দন লেপন করিলেন ॥ ৫৩

সেই সব কথা স্মরণ করিতে করিতে সেখানে দীর্ঘ বালিশে সুসজ্জিত পালঙ্ক শয্যায় উপবেশন করত দেবী সত্যভামা রোষ সহকারে মস্তক হিলাইতে দুলাইতে থাকিলেন এবং সমস্ত আভরণ উন্মুক্ত করিয়া তিনি নিজের কেশগুচ্ছকে একবেণীরূপে বদ্ধ করিলেন ॥ ৫৪

'আপনি অকারণ ক্রোধ করিতেছেন' এই কথা বলিয়া তাঁহার দাসীরা যখন তাঁহাকে কোপভবন হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছিল, তখন উত্তম কুলে উৎপন্না (অথবা পরিজনগণে পরিবৃতা) হইলেও অত্যন্ত নত করিয়া সত্যভামা রোষবশতঃ বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হস্তস্থিত ক্রীড়াকমলকে নখসমূহে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন ॥৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাতহরণবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীকৃষ্ণেন সত্যভামায়ৈ প্রবোধদানম্, সত্যভাময়া মানসিক-খেদপ্রকাশপূর্ব্বকং তপস্যাং কর্ত্তুমনুমতিদানায় শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে প্রার্থনা চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

উপবিষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা রুক্মিণ্যা সহ কেশবঃ
নিষ্ক্রামাম প্রয়োগাত্মা বাসদেশেন সর্ববিৎ ॥ ১
জগাম ভবিতব্যৈব সত্যভামাগৃহং মহৎ
মধ্যে রৈবতকোদ্দেশে নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২
অভিমানবতীমিষ্টাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্ ।
জানন্ সত্রাজিতীং বিষ্ণুর্বিবেশ শনকৈরিব ॥ ৩
রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সংক্রমন্নিব ।
ভীতভীতঃ স শনকৈর্বিবেশ মধুসূদনঃ ॥ ৪
সেবকং দ্বারদেশে তু তিষ্ঠেত্যুক্ত্বা বিবেশ হ ।
নারদস্যোপচারার্থং প্রদ্যুম্নং বিনিযুজ্য সঃ ॥ ৫
স দদর্শ প্রিয়াং দূরাৎ ক্রোধাগারগতাং তদা ।
প্রেক্ষ্যানিব স্থিতাং কোপান্নিঃশ্বসন্তীং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬
করজাগ্রাবলীভুগ্ন পঙ্কজং মুখপঙ্কজে ।
সংশ্লেষয়িত্বা নিঃশ্বস্য বিহসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
কিঞ্চিদাকুলিতাগ্রেণ চরণেন বসুন্ধরাম্
কৃত্বা পুস্তৈষ্ব বদনং বিহসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮
করপদ্মে পুনঃ সব্যে মুখপদ্মং নিবেশ্য চ
বনিতাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং ধ্যায়ন্তীং কমলেক্ষণাম্ ॥ ৯
সরসং চন্দনং গৃহ্য প্রেষ্যাহস্তাদনিন্দিতাম্
প্রহ্লাদয়িত্বা হৃদয়ং ক্ষিপন্তীং নির্দ্দয়ং পুনঃ ॥ ১০
পুনরুত্থায় শয়নাৎ পতন্তীঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
তাস্তাশ্চেষ্টাঃ প্রিয়ায়াশ্চ তথাভূতা দদর্শ হরিঃ ॥ ১১
অবগুণ্ঠ্য যদা বক্ত্রমুপধানে ন্যবেশয়ৎ ।
ইদমন্তরমিত্যেবং তদা গত্বা জনার্দ্দনঃ ॥ ১২

---

## ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সত্যভামাকে প্রবোধদান এবং সত্যভামা কর্তৃক মানসিক খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে অনুমতি দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা। ]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—জনমেজয়! সর্ব্ববিৎ অন্তর্যামিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত নারদমুনিকে উপবিষ্ট জানিয়া অন্য কার্য্যের ছলে চলিয়া যাইলেন। ১

তিনি অত্যন্ত ভবিতব্যবশতঃ সত্যভামার নিজ ভবনে গমন করিলেন। এই ভবন রৈবতক পর্ব্বতের রমণীয় মধ্যভাগে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২

সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় ও আদরণীয় ছিল এবং স্বভাবেও ছিলেন অভিমানিনী; তাঁহার এই কথা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে ঐ ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৩

মধুসূদন স্নেহবশতঃ দেবী সত্যভামাকে কোপপরায়ণার ন্যায় মনে করিয়া ও ভীতভীত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪

নিজের সহিত আগত সেবককে দ্বারদেশে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া এবং নারদের সৎকারের জন্য প্রদ্যুম্নকে নিযুক্ত করিয়া তিনি ঐ মহলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ৫

তিনি দূর হইতে কোপভবনের মধ্যে স্থিতা প্রিয়া সত্যভামাকে দেখিলেন, যিনি ক্রোধহেতু বারংবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন ও দাসীর ন্যায় সেখানে পতিত ছিলেন। ৬

নিজ মুখপদ্মের উপর নখের অগ্রভাগের দ্বারা খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া একটি পদ্মকে নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি বারংবার শ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন এবং কখনও কখনও হাসিতে ছিলেন। ৭

তাঁহার চরণের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ আকুল এবং চঞ্চল ছিল। ঐ চরণের দ্বারা তিনি পৃথিবীকে লিখনে করিয়া বদনকে বারংবার ঘুরাইতেছিলেন। ৮

বামকরকমলে আপন মুখপদ্মকে রাখিয়া তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন; তাঁহার সকল অঙ্গই ছিল মনোহর, নয়নযুগল ছিল পদ্মতুল্য শোভাজনক এবং তিনি ছিলেন এক সুন্দরী বনিতা। ৯

দাসীর হাত হইতে সরস চন্দন লইয়া সতীসাধ্বী সত্যভামা প্রথমে ঐ চন্দনের লেপন পূর্ব্বক ঐ দাসীর হৃদয়কেও আহ্লাদিত করিতেছেন, কিন্তু পুনরায় নির্দ্দয়তাবশতঃ মধ্যে মধ্যে ক্ষিপ্ত হইয়াও উঠিতেছেন। ১০

শয্যা হইতে বারবার উঠিয়া পুনরায় উহাতেই গড়াইয়া পড়িতেছেন। শ্রীহরি নিজ প্রিয়তমার সেই সেই বহু চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ১১

নিজ মুখকে বস্ত্রে ঢাকিয়া যখন তিনি বালিশে মুখ রাখিলেন, তখন উপযুক্ত সময় ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ১২

প্রেষ্যাজনং স সংজ্ঞায় অনাখ্যেয়োঽপি সংজ্ঞয়া
স লক্ষিতপ্রচারস্তু হরিস্তোঽন্বগমৎ স তাম ॥ ১৩
গ্রহায় ব্যজনঞ্চৈব প্রিয়া স পরিপার্শ্বতঃ।
শনৈরিবাস্যজদ্ বাতং জহাস শনকৈরিব ॥ ১৪
স পারিজাতপুষ্পস্য সংসর্গাদনুবাসিতঃ।
বভার ভগবান্ গন্ধং দিব্যং মানুষদুর্লভম্ ॥ ১৫
অত্যদ্ভুতং সুগন্ধঞ্চ জিঘ্রিত্বা বিস্ময়ান্বিতা।
অপাবৃণোন্মুখং সত্যা কিমেতদিতি চাব্রবীৎ ॥ ১৬
সোপবিষ্টা পৃষ্ঠতো দেবমপশ্যন্তী শুচিস্মিতা।
পর্যপৃচ্ছত্ততো প্রেষ্যা গন্ধস্য প্রভবে তদা ॥ ১৭
তাঃ পৃষ্টাস্ত্বপ্রভাষন্ত্যো জানুভ্যাং ধরণীং গতাঃ।
অধোমুখ্যস্ততস্তস্থুঃ কৃতাঞ্জলিপুটাস্তদা ॥ ১৮
তদপূর্বমদৃষ্টৈব গন্ধঃ মুঞ্চতি মেদিনী।
কথমেকতরস্তস্যা গন্ধোঽয়মিতি তং খলু ॥ ১৯

কিং স্বিদঃ স্যাদিতি চ সা বিবেকন্তী মনস্ততঃ।
দদৃশে কেশবং দেবী সহসা লোকভাবনম্ ॥ ২০
বৃষ্ণ্যন্তীতি ততোবাচ সহসাস্রাবিলেক্ষণা।
অবতিক্তেব রোষেণ বভূব প্রণয়ান্বিতা ॥ ২১
সা প্রস্ফুরিতচার্বোষ্ঠী নিঃশ্বস্যাধোমুখী তদা।
মুহূর্তমসিতাপাঙ্গী তস্থাবন্যমুখী শুভা ॥ ২২
নিবধ্য ভ্রুকুটিং বামাং সম্যগ্ বিক্ষিপ্য লোচনে।
নিবেশ্য বদনং হস্তে শোভসীত্যব্রবীদ্ধরিম্ ॥ ২৩
তস্যাঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং বারি প্রণয়কোপজম্।
কুশেশয়-পলাশাভ্যামবশ্যায়জলং যথা ॥ ২৪
সমুৎপত্য জলং তত্র পতিতং বদনাম্বুজাৎ।
প্রতিজগ্রাহ পদ্মাক্ষঃ করাভ্যামতিমৎসরঃ ॥ ২৫
অধোরসি পতত্তোয়ং শ্রীবৎসাঙ্কোঽম্বুজেক্ষণঃ।
প্রিয়ানয়নজং দেবঃ পরিমৃজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ২৬

---

সেখানে উপস্থিত হইয়া সংকেতে দাসীকে বুঝাইয়া নিজের কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। দাসীর ইঙ্গিতে এদিক্ ওদিক্ যাওয়া বন্ধ হইল, ঐ অবস্থায় অর্থাৎ পিছনে থাকিয়া সত্যভামাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১৩

তিনি পার্শ্বে থাকিয়া হাতে ব্যজন (পাখা) লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে ও হাসিতে লাগিলেন। ১৪

ঐ সময় পারিজাত পুষ্পের সংসর্গে সুবাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এমন এক দিব্য সুগন্ধ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহা মানুষের পক্ষে দুর্লভ। ১৫

ঐ অত্যন্ত অদ্ভুত সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সত্যভামা বড়ই বিস্মিত হইলেন। মুখ হইতে বস্ত্র সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি? ১৬

শুচিস্মিতা (চারুহাসিনী) সত্যভামা উঠিয়া নিজের পিছনে দণ্ডায়মান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সুগন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে? ১৭

স্বামিনীর এই প্রকার জিজ্ঞাসায় দাসী কিছুই বলিল না। ধরণীতে জানু পাতিয়া অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া রহিল। ১৮

গন্ধের আশ্রয়ভূত ভগবানকে না দেখিয়া তিনি অনুমান করিতে লাগিলেন। পৃথিবী কি এই গন্ধ প্রকটিত করিয়া রহিয়াছে? পরন্তু উহার এমন উৎকৃষ্ট গন্ধ কেমন করিয়া সম্ভব? ১৯

'ইহা কি হইতে পারে'—এইরূপ বলিয়া যখন দেবী সত্যভামা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তিনি সহসা বিশ্বভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। ২০

তখন হঠাৎ তাঁহার নয়নদ্বয় জলে পূর্ণ হইল এবং গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন,—আপনার শরীরের এইরূপ সুগন্ধ প্রকটিত হওয়া উপযুক্তই বটে। ভগবানের প্রতি প্রেমভাবে যুক্ত হইয়াও ঐ সময় রোষবশতঃ কিঞ্চিৎ তিক্ত হইলেন। ২১

তাঁহার মনোহর ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি অধোমুখী হইলেন এবং অসিতাপাঙ্গী শুভলক্ষণা দেবী অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ২২

নিজ মুখকে হাতের উপর রাখিয়া ও বামা ভ্রূকুটি নিবদ্ধ করিয়া দৃষ্টিপাত পূর্বক শ্রীহরিকে বলিলেন—আপনি বড়ই শোভা পাইতেছেন।' ২৩

তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে প্রণয়কোপজনিত জলধারা পতিত হইতে লাগিল। মনে হইল, কমলদল হইতে তুষারজল নির্গত হইতেছে। ২৪

তখন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রিয়তমার মুখপদ্ম হইতে পতিত অশ্রুজলকে সত্বর দুই হাতে গ্রহণ করিলেন। ২৫

শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত কমলনয়ন ভগবান্ গোবিন্দ প্রিয়ার নেত্র হইতে পতিত জলধারা লইয়া নিজ বক্ষে লাগাইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন। ২৬

অবশ্যায়শিতপত্রাক্ষি কিমর্থং তব ভামিনি
তোয়ং সুন্দরি নেত্রাভ্যাং পুষ্করাভ্যামিবোদকম্ ॥ ২৭
প্রভাতে পূর্ণচন্দ্রস্য মধ্যাহ্নে পঙ্কজস্য চ ।
বিভর্ত্তি তব কিং বক্ত্রং বপুস্তব মনোহরে ॥ ২৮
কিমর্থং কৌসুম্ভং বাসো মহারাজতনেব চ
নাম্বরস্থাপি সুশ্রোণি শুক্লং বাসোঽম্বরস্থিতে ॥ ২৯
বাসস্তেতে উবাভাষ্টে মহারাজতকৌসুমে ।
দেবাতিগমনাদূৰ্দ্ধং শুক্লং নেষ্টং হি তৎ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৩০
কিঞ্চানাভরণং গাত্রং সুগাত্রি তব কথ্যতাম্ ।
চিত্রকস্থানমাক্রান্তং কস্মাদ্বরবর্ণিনি ॥ ৩১
শ্বেতেন তব পাদেন বাসসা প্রিয়দর্শনে ।
ললাটং সেব্যতে কস্মাচ্চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥ ৩২
সত্যসেনায়তাপাঙ্গি কান্তেন হৃদয়প্রিয়ে ।
প্রত্যোপনর্দ্ধং কেনাপি কারণেনাননস্য চ ।
করোষি মম বাতার্থং মনো প্রাপয়সি প্রিয়ে ॥ ৩৩

প্রসৃতশ্চন্দনরসঃ কপোলপ্রণয়ী তব
পত্রলেখাসপঙ্কত্বং প্রাপ্তো নাতিবিরাজতে ॥ ৩৪
রত্নৈস্তাভরণৈর্মুক্তা তব গ্রীবা ন শোভতে ।
গ্রহনক্ষত্ররহিতা দ্যৌরিবাভ্রকৃশারদী ॥ ৩৫
পূর্ণচন্দ্রসপত্নেন শোভেণাবদ্ধভাষিণা ।
কিম্নু নো ভাষসে মাস্ত মুখেনোৎপলগন্ধিনা ॥ ৩৬
অৰ্দ্ধাক্ষ্ণাপি হি তাবন্মাং কিমর্থং ন নিরীক্ষসে
মুঞ্চস্তেব সনিশ্বাসং তোয়মঞ্জনদূষিতম্ ॥ ৩৭
অলমিন্দীবরশ্যামে রুদিতেন মনস্বিনি ।
জলমঞ্জনকল্মাষং মা মোক্ষীরাননশ্রিয়ম্ ॥ ৩৮
যদীয়োঽহং যদা দেবি খ্যাতো জগতি কিঙ্করঃ ।
নাজ্ঞাপয়সি কিং মাং ত্বং পুরেব বরবর্ণিনি ॥ ৩৯
কিমকার্যমহং দেবি বিপ্রিয়ং তব ভামিনি ।
যেনাতিমাত্রমাত্মানমায়াসয়সি সুন্দরি ॥ ৪০

---

নীলকমলপত্রাক্ষি ভামিনি। সুন্দরি। যেমন কমল হইতে জল ক্ষরিতে থাকে, সেইরূপ তোমার নয়নযুগল হইতে কেন জলধারা নির্গত হইতেছে ? ২৭

মনোহারিণী প্রিয়ে, তোমার মুখ প্রভাতকালের শোভাহীন পূর্ণচন্দ্রের ও মধ্যাহ্নকালের ম্লান পদ্মের স্বরূপ কেন ধারণ করিয়াছে ? ২৮

সুশ্রোণি। কুসুম্ভ ও কুঙ্কুম রঙের শাড়ী কেন পরিধান কর নাই ? শ্বেতবস্ত্র পরিধানে আজ এত অনুরাগ কেন ? ২৯

এই কুসুম্ভ ও কুঙ্কুম রঙের বস্ত্র তোমার অতিশয় প্রিয়, দেবতাগণ তাঁহাদের স্ত্রীর শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা ইচ্ছা করেন না। ৩০

শোভনাঙ্গি। বল, কেন আজ তুমি শরীরকে অলঙ্কৃত কর নাই ? যাহা কি চিত্রকের পত্রভঙ্গ রচনার স্থান, সেই তোমার মুখমণ্ডল আজ অশ্রুজলে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে কেন ? ৩১

প্রিয়দর্শনে, বিশাল নেত্রবিশিষ্টে হৃদয়বল্লভে। তোমার ললাট শ্বেত পদ্ম বস্ত্রের দ্বারা, সরস সুগন্ধি এবং কমনীয় চন্দন দ্বারা সেবিত হইয়া রহিয়াছে কেন ? ৩২

প্রিয়ে। কোন্ কারণে তুমি নিজ মুখের প্রভাকে মর্দিত করিতেছ অর্থাৎ মুখের শোভাকে নিবারণ করিয়া রহিয়াছ অথবা সব কিছু করিয়া কেন আমার মনকে পীড়িত করিতেছ ? ৩৩

যে চন্দনরস কপালের প্রণয়ী, তাহা প্রসৃত হইয়া পত্রলেখার পঙ্কত্বে পরিণত হইয়াছে, (অর্থাৎ যেখানে পত্ররচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেখানে বিরূপ চন্দনরস লিপ্ত আছে।) অতএব ইহাতে তুমি অধিক শোভা পাইতেছ না। ৩৪

গ্রহ-নক্ষত্রাদিহীন শরৎ ঋতুর আকাশ যেমন শোভা পায় না সেইরূপ রত্ন ও আভরণহীন তোমার গ্রীবাও শোভা পাইতেছে না। ৩৫

তোমার মুখ সহাস্য পূর্ণচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ; যখন তুমি কম কথা বল, তখন তোমার মুখ কমলের সুগন্ধ থাকায়, এইরূপ মনোহর মুখের দ্বারা আজ তুমি কেন আমাকে কথা বলিতেছ না ? ৩৬

পূর্ণ নয়নে না হইলেও অর্দ্ধ নয়নের দ্বারা তুমি কেন আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ না ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ও অঞ্জনকে মলিন করিয়া তোমার অশ্রুজল প্রবাহিত হইতেছে কেন ? ৩৭

নীল কমলতুল্য শ্যামকান্তি মনস্বিনি। রোদনের আর প্রয়োজন নাই অর্থাৎ ক্রন্দন বন্ধ কর। অঞ্জনমিশ্রিত এই অশ্রুজল তোমার মুখশোভার শত্রুস্বরূপ, অতএব তুমি আর অশ্রুজল মুক্ত করিও না। ৩৮

দেবি। যখন সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ আছে যে, আমি তোমার কিঙ্কর, তখন হে বরবর্ণিনি। প্রথমে তোমার অভীষ্ট সেবার জন্য আমাকে আজ্ঞা করিতেছ না কেন ? ৩৯

দেবি। ভামিনি, সুন্দরি। আমি তোমার কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আজ নিজেকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছ ? ৪০

মনসা কর্ম্মণা বাচা ন স্মামতিচরাম্যহম্ ।
সর্ব্বথা সর্ব্বচার্ব্বঙ্গি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ৪১

বহুমানোপমান্যাসু স্ত্রীষু সর্ব্বাসু শোভনে ।
স্নেহশ্চ বহুমানশ্চ ত্বয্যতেহন্যাসু নাস্তি মে ॥ ৪২

নৈব ত্বাং মনসো জহ্যাম্মৃতেহপি ময়ি মানদে ।
ইতি মে নিশ্চিতং বিদ্ধি চেতঃ সুরসুতোপমে ॥ ৪৩

ক্ষমাদয়শ্চ মেদিন্যাং শব্দাদ্যাশ্চাম্বরে গুণাঃ
ধ্রুবং পঙ্কজগর্ভাভে ত্বয়ি স্নেহস্তথা মম ॥ ৪৪

রুচিরশ্মৌ যথা নিত্যা প্রভা চৈব দিবাকরে ।
কান্তিশ্চ শাশ্বতী চন্দ্রে স্নেহস্ত্বয়ি তথা মম ॥ ৪৫

এবংবাদিনমাশ্লিষ্টং সত্যভামা জনার্দ্দনম্ ।
শনৈরুবাচ নেত্রাভ্যাং প্রমৃজ্য সুভগা জলম্ ॥ ৪৬

মদীয়স্ত্বমিতি হ্যাসীন্মম নিত্যং মনঃ প্রভো ।
অদ্য সাধারণং স্নেহং ত্বয়ি তাবদ্ গতাম্যহম্ ॥ ৪৭

নাজ্ঞাসিষমহং পূর্ব্বমনিত্যং কালপর্য্যয়ম্ ।
অদ্য লোকগতিং কৃৎস্নামবগচ্ছামি ন ধ্রুবাম্ ॥ ৪৮

অমৃতায়া দ্বিতীয়োহপি জন্মোতি মম সর্ব্বথা ।
কিমত্র বহুনোক্তেন হৃদয়ং বেদ্মি তেহচ্যুত ॥ ৪৯

বাঙ্মাত্রেনেব পশ্যামি মাধুর্য্যং সম্প্রযুজ্যসে ।
যদি স্নেহশ্চ কৃতকস্তবাত্র ন কৃত্রিমঃ ॥ ৫০

ঋজুস্বভাবাং ভক্তাঞ্চ সর্ব্বথা পুরুষোত্তম
অবজানাসি জানন্মাং কৈতবৈঃ কৃত্রিমাশ্রিতঃ ॥ ৫১

এতাবৎ খলু পর্য্যাপ্তং দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমব্যয়ম্
শ্রুতং চাপ্যথ যচ্ছ্রাব্যং দৃষ্টঃ স্নেহফলোদয়ঃ ॥ ৫২

যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যা মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ।
তপশ্চেষ্যেহহং পরং কৃত্বা নিশ্চয়ং পুরুষোত্তম ॥ ৫৩

---

সর্বাঙ্গসুন্দরি ! আমি তোমাকে সর্বথা সত্য বলিতেছি যে, আমি মন, কর্ম ও বচনের দ্বারা কখনই তোমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি না ॥ ৪১

শোভনে ! সকল স্ত্রীর প্রতিই আমি অতিশয় সম্মান ও আদর করি, তথাপি আমার বিশেষ আদর ও স্নেহ তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে নাই ॥ ৪২

দেবকন্যাতুল্য সুন্দরি সত্যভামা ! তোমার প্রতি আমার যে প্রেমভাব প্রগাঢ় রহিয়াছে, তাহা আমার মৃত্যুর পরেও ত্যাগ করা কঠিন—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা এবং এই কথাই ধ্রুব বলিয়া জানিও ॥ ৪৩

পদ্মমধ্যভাগস্থিত প্রভার ন্যায় প্রভাশালিনি ! পৃথিবীর ক্ষমা প্রভৃতি গুণ ও আকাশের শব্দ প্রভৃতি গুণ যেমন নিত্য, সেইরূপ তোমার প্রতি আমার স্নেহও নিত্য বা নিশ্চিত ॥ ৪৪

অগ্নির দীপ্তি, সূর্য্যের দিব্য প্রভা ও চন্দ্রের উজ্জ্বল কান্তি যেমন শাশ্বত, সেইরূপ তোমার প্রতি আমার স্নেহও সর্বদা অবিচল ॥ ৪৫

যখন শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার নিজের অভিলষিত কথা বলিতে ছিলেন, তখন সৌভাগ্যশালিনী সত্যভামা নিজ নয়ন জল মুছিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

প্রভো ! 'তুমি আমার' এই বিশ্বাস আমার মনে সর্বদাই ছিল, কিন্তু আজ জানিতে পারিলাম যে, তোমার মধ্যে আমার জন্য সাধারণ স্নেহ আছে, বিশেষ নাই ॥ ৪৭

সময় ও সব কিছুই অনিত্য—ইহা আমি প্রথমে জানিতাম না; কিন্তু আজ জানিতে পারিলাম যে, সমগ্র লোকগতিই অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর ॥ ৪৮

হে অচ্যুত ! আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তুমি আমার জন্য দ্বিতীয় আত্মা বা জীবনসঙ্গী; এইরূপ তোমার জন্য আমিও দ্বিতীয় আত্মা বা জীবনসঙ্গিনী। এই মনে করিয়া আমি নিজের জীবন ও জন্মকে সফল জ্ঞান করি, কিন্তু এখানে বহু কথা বলার কি প্রয়োজন ? তোমার হৃদয়কে আমি সুষ্ঠুভাবে জানি ॥ ৪৯

আমি দেখিতেছি যে, তুমি বাক্যমাত্রেই অর্থাৎ বচনেই মাধুর্য্য প্রয়োগ করিতেছ। আমার প্রতি তোমার স্নেহ কৃত্রিম, অতএব তাহা কৃত্রিম নহে, স্বাভাবিক ॥ ৫০

হে পুরুষোত্তম ! আমার স্বভাব সরল এবং সর্বথা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণা—এই কথা জানিয়াও তুমি ছলনার আশ্রয় লইয়া আমাকে অবহেলা করিতেছ ॥ ৫১

যাহা কিছু অপরিবর্তনীয় দৃশ্য দেখিবার যোগ্য তাহা সবই দেখিয়াছি, যাহা কিছু শুনিবার যোগ্য, তাহা সবই শুনিয়াছি এবং তোমার স্নেহের ফলোদয় কখন কেমনভাবে হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥ ৫২

হে পুরুষোত্তম ! যদি আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র হই তাহা হইলে আমাকে আজ্ঞা কর, যাহাতে আমি নিশ্চিত হইয়া তপস্যা করিতে পারি ॥ ৫৩

ভর্ত্তৃচ্ছন্দেন নারীণাং তপো বা ব্রতকানি বা ।
নিষ্ফলং খলু যদ্ভর্ত্তৃরচ্ছন্দেন ক্রিয়েত হি ॥ ৫৪
ইতীদমুক্ত্বা পুনরেব শোভনা
মুমোচ তোয়ং নয়নোদ্ভবং সতী ।
প্রহায় পীতং হরিবাসসঃ শুভা
পটান্তমাধায় মুখে শুচিস্মিতা ॥ ৫৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

পতির ইচ্ছায় নারীগণের তপস্যা বা ব্রত আচরণ সফল হয়, কিন্তু পতির ইচ্ছা ব্যতীত যাহা কিছু করা যায়, তাহা অবশ্যই নিষ্ফল হয় ॥ ৫৪

এই কথা বলিয়া পবিত্র হাস্যময়ী সুন্দরী শুভলক্ষণা সতী সত্যভামা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্রের অঞ্চলে নিজের মুখ ঢাকিয়া পুনরায় অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাতহরণবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীকৃষ্ণজিজ্ঞাসিতয়া সত্যভাময়াত্মনো রোষস্য খেদস্য চ কারণবর্ণনম্, তৎকৃতে পারিজাতবৃক্ষানয়নকথামুক্ত্বা তস্যাঃ সন্তোষবিধানম্, শ্রীকৃষ্ণেন সত্যভাময়া চ নারদস্য সৎকারঃ, নারদেন পারিজাতস্যোৎপত্তেস্তথা মাহাত্ম্যস্য বর্ণনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
নারায়ণঃ সত্যভামাং পুনরেবৈষ ভারত ।
প্রোবাচ প্রণয়াৎ কৃষ্ণামভিমানবতীং সতীম্ ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ ।
দহন্তীব মমাঙ্গানি শোকঃ কমললোচনে ।
কিন্নু তৎকারণং যেন ত্বমেবমতিবিক্লবা ॥ ২
শাপিতাসি মম প্রাণৈরাচক্ষ্বানত্যয়ো যদি ।
শ্রোতব্যং যদি শক্যেন ভর্ত্রা সর্ব্বাঙ্গশোভনে ॥ ৩
ততঃ প্রোবাচ ভর্ত্তারং সত্যা সত্যব্রতে স্থিতম্ ।
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা তথৈবাধোমুখী স্থিতা ॥ ৪
ত্বয়ৈব স্থাপিতং পূর্ব্বং সৌভাগ্যং মম মানদ ।
জগত্যমলপত্রাক্ষ যৎ খ্যাতং কেশিনাশন ॥ ৫
শিরো বহামি চেষ্টৈবাত্তবাহং দেব গর্ব্বিতা ।
সর্ব্বসীমন্তিনীমধ্যে স্পৃহণীয়াস্মি সর্ব্বথা ॥ ৬
সাহমদ্যাবহাস্যাস্মি সপত্নীনাং জনস্য চ ।
ইতি প্রেষ্যাভিরাখ্যাতং শ্রুত্বা তথ্যং ততস্ততঃ ॥ ৭
যৎ পারিজাতকুসুমং দত্তবান্নারদস্তব
তৎ কিলেষ্টজনে দত্তং ত্বয়াহং পরিবর্জ্জিতা ॥ ৮

## সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় সত্যভামা কর্ত্তৃক নিজের রোষ ও খেদের কারণ বর্ণন, তাঁহার জন্য পারিজাতবৃক্ষ আনয়নের কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার সন্তোষ বিধান, শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার দ্বারা নারদের সৎকার এবং নারদ কর্ত্তৃক পারিজাতের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত ! নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়হেতু কৃষ্ণা, অভিমানিনী নিজ পত্নী সত্যভামাকে পুনরায় বলিলেন ॥ ১

শ্রীভগবান বলিলেন—কমললোচনে ! তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার যে শোক হইয়াছে, তাহা আমার সমস্ত অঙ্গকে দগ্ধ করিতেছে । কি এমন কারণ আছে, যাহার দ্বারা তুমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছ ? ২

সর্ব্বাঙ্গশোভনে ! আমি নিজ প্রাণের শপথ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি ; যদি তুমি আমার বিনাশ না চাও এবং যদি সেই কথা এক পত্নীভক্ত পতিকে শোনাইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে তুমি উহা আমাকে বল ॥ ৩

তখন সত্যভামা সত্যব্রতপালনে স্থির হইয়া অবস্থিত নিজ স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ অধোমুখে অশ্রুগদ্গদ বাণীতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪

হে কমলনয়ন, কেশিনাশন ! তুমিই প্রথমে আমার সৌভাগ্য স্থাপন করিয়াছিলে, যাহা জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৫

হে দেব ! তোমার প্রিয়তমা হইয়া আমি অতিশয় গর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া চলিতেছিলাম এবং সমস্ত সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের নিকট সর্ব্বথা স্পৃহণীয় হইয়া গিয়াছিলাম ॥ ৬

কিন্তু আজ আমি নিজের ও অন্য জনের দৃষ্টিতে উপহাসের পাত্র হইয়াছি । আমার দাসীগণ নানাস্থান হইতে এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিয়াছে ॥ ৭

দেবর্ষি নারদ তোমার হাতে যে পারিজাত পুষ্প দিয়াছিলেন তাহা তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রিয়জনকে দিয়াছ ॥ ৮

রত্নাতিশয়দানেন তত্রাসম্ভাবিতঃ কিল ।
স্নেহশ্চ বহুমানশ্চ প্রকাশং গমিতস্ত্বয়া ॥ ৯
তামস্তৌষীৎ সমক্ষং তে প্রিয়াং স কিল নারদঃ
ত্বমশ্রৌষীশ্চ হৃষ্টস্তং প্রিয়ায়াঃ সংস্তবং কিল ॥ ১০
স্তোতব্যো যদি তাবৎ স নারদেন তবাগ্রতঃ
দুর্ভগোঽয়ং জনস্তত্র কিমর্থমনুশব্দিতঃ ॥ ১১
প্রণয়স্ত স্বয়ং দত্ত্বা পশ্চাত্তাপঃ প্রভো যদি ।
অনুজ্ঞাং মে প্রযচ্ছস্ব তপঃ কর্তুং প্রসীদ মে ॥ ১২
স্বপ্নেনাপি ন দৃষ্টোঽহং শ্রদ্দধ্যাং পুষ্করেক্ষণ ।
যদস্যাস্তব নির্বৃত্তমশ্রৌষং পশ্যতস্তব ॥ ১৩
কামং কামোঽস্তু তস্যৈব মুনেরতুলতেজসঃ ।
অত্র মন্যুস্তু মে দেব সান্নিধ্যং তব তত্র যৎ ॥ ১৪
মানার্থং জীব্যতে লোকে সদ্ভিরিত্যুক্তবানসি ।
তদেবং সতি নেচ্ছামি জীবিতুং মানবর্জিতা ॥ ১৫

যে বস্তু রত্ন অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্, তাহা দান করিয়া তুমি দেবী রুক্মিণীর প্রতি অধিক স্নেহ ও বিশেষ আদর প্রকাশ করিয়াছ। ৯

শোনা যায়, তোমার সম্মুখে নারদ তোমার ঐ প্রিয়তমার স্তব করিয়াছেন, আর তুমি অত্যন্ত হর্ষের সহিত প্রাণবল্লভার ঐ স্তুতি শুনিয়াছ ॥ ১০

যদি নারদ তোমার সমীপে ঐ মহারাণীর স্তুতি করিলেন তো এই অভাগিনীর নাম কিজন্য সেখানে উল্লিখিত হইল ? ১১

প্রভো ! যদি প্রথমে প্রণয়রস বা প্রেমের আনন্দ দান করিয়া পরে সন্তাপ দিলে, তাহা হইলে আমাকে তপস্যা আচরণ করিতে আজ্ঞা কর ; আমার উপর অবশ্যই এই কৃপা কর। ১২

হে কমলনয়ন ; স্বপ্নে নিজ চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াও যে কথা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহা তোমার সাক্ষাতেই ঘটিয়াছে—আমি ইহাই শুনিয়াছি। আমি এক ভাবিতেছি, আর ঘটিয়া যাইল অন্য এক। ১৩

দেব ! ঐ অতুল তেজস্বী মুনির মনে রুক্মিণীদেবীর স্তুতি করিবার যে কামনা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে ; পরন্তু আমাকে তোমার এই কথা দুঃখ দিতেছে যে, তুমি সেখানে বসিয়া প্রাণবল্লভা মহারাণীর স্তুতি শুনিতেছিলে। ১৪

তুমি বলিয়াছিলে—শ্রেষ্ঠ পুরুষ সংসারে সম্মানের জন্য বাঁচিয়া থাকে ; অতএব এইরূপ অবস্থায় মানহীনা হইয়া আমি আর জীবিত থাকিতে চাহি না। ১৫

মমাভবদ্ যতো রক্ষা ভয়মস্ত ততো মম ।
সর্বতো রক্ষতে যো মাং স মাং নাদ্যাভিরক্ষতি ॥ ১৬
হা গতিং কাং গমিষ্যামি ত্যক্তা দেব ত্বয়া বিভো ।
কুমুদ্বতীগতাং নূনং গতিং যাস্যাম্যসম্মতা ॥ ১৭
কিমকার্ষমহং মোহাদীশ্বরাণাং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ।
প্রিয়া ভূত্বাপ্রিয়া ভূতা যস্মাত্তব মানদ ॥ ১৮
বসন্তকুসুমৈশ্চিত্রং তথা রৈবতকং গিরিম্ ।
প্রিয়া ভূত্বাপ্রিয়া ভূতা কথং দ্রক্ষ্যাম্যহং পুনঃ ॥ ১৯
পরপুষ্টস্বনোন্মিশ্রং পুষ্পগন্ধবহং শুচিম্ ।
কথং নামানিলং সেব্যং সেবেয়ং দুর্ভগা সতী ॥ ২০
জলক্রীড়াং ত্বদঙ্কস্থা দেব কৃত্বা মহোদধৌ ।
কথং দৌর্ভাগ্যমাপন্না পশ্যেয়মপি সাগরম্ ॥ ২১
সত্রাজিতি প্রিয়া নান্যা ত্বত্তো মেঽস্তীতি বিদ্ধি মাম্ ।
যদবোচঃ ক্ব তদ্যাতমথবা কঃ স্মরিষ্যতি ॥ ২২

হায় ! যাহার দ্বারা আমার সর্বদা রক্ষা হইত, আজ তাহা হইতেই আমার ভয় হইতেছে। যিনি সব দিক্ হইতে আমাকে রক্ষা করিতেন, তিনি আজ আমার সংরক্ষণ করেন না। ১৬

হা দেব ! হা প্রভো ! তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হইব ? তোমার সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়া আমার কুমুদ্বতীর ন্যায় অবস্থা হইবে। ১৭

হে মানদ ! আমি মোহবশতঃ দেবতাদের কোন্ প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ম করিয়াছি, যাহাতে আমি তোমার প্রিয় হইয়াও পুনরায় অপ্রিয় হইলাম। ১৮

যখন প্রিয় হইয়াও অপ্রিয় হইয়া গেলাম, তখন বসন্ত-কুসুমে বিচিত্র শোভাধারণকারী রৈবতক পর্বতকে আমি পুনরায় কেমন করিয়া দর্শন করিব ? ১৯

তোমার স্নেহের পাত্র এবং দুর্ভাগ্যে দূষিত হইয়া আমি কোকিলের কাকলী মিশ্রিত পুষ্পগন্ধবহনকারী পবিত্র বায়ু কেমন করিয়া সেবন করিব ? ২০

হে দেব ! তোমার অঙ্কস্থিতা আমি মহাসাগরে জলক্রীড়া করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু দুর্ভাগ্যগ্রস্তা আমি কেমন করিয়া সেই সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিব ? ২১

তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে,—'সত্রাজিৎকুমারী ! তুমিই আমার প্রিয়া, তোমা অপেক্ষা অন্য কোন স্ত্রী আমার প্রিয় নাই—ইহা ঠিক জানিবে।' তোমার সেই কথা কোথায় গেল ? এবং এখন কে-ই বা তাহা স্মরণ করিবে ? ২২

যদাদ্রাক্ষীদ্ধি মাং ত্বদ্বহুমানেন নন্দিনী ।
অবজ্ঞাতাং ত্বয়া রাজ্ঞীং নূনং দৌর্ভাগ্যকর্ষিতাম্ ॥ ২৩
কিং নু গূঢ়েন মে প্রেম্না স্নিগ্ধেনাপি মানদ ।
যৎ সমানাং জনৈরন্যৈর্মাং ন পশ্যসি নিত্যদা ॥ ২৪
নাহং ত্বাং কিতবং ধূর্তমজ্ঞাসিষমরিন্দম ।
অদ্য জ্ঞাতোঽসি তৎপক্ষচপলো জনবঞ্চকঃ ॥ ২৫
স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈর্নিগূঢ়া দেব যত্নতঃ ।
চৌর জ্ঞাতোঽসি তৎপক্ষবাঙ্মাত্রমধুরঃ শঠঃ ॥ ২৬
এবমীর্ষ্যাবশং প্রাপ্তাং দেবীং সত্রাজিতীং হরিঃ ।
অভিমানবতীং দেবঃ সান্ত্বপূর্বমথাব্রবীৎ ॥ ২৭
মৈবং পদ্মপলাশাক্ষি প্রাণেশ্বরি বদ প্রিয়ে ।
কিমত্র বহুনোক্তেন মদীয়মবগচ্ছ মাম্ ॥ ২৮
তৎ পারিজাতকুসুমং তস্যা দেবি মমাগ্রতঃ ।
নারদো মৎপ্রিয়ং কুর্বন্মুনিশ্লিষ্টকর্মকৃৎ ॥ ২৯
দাক্ষিণ্যাদনুরোধাচ্চ দত্তবান্নাত্র সংশয়ঃ ।
প্রসীদৈকাপরাধং মে মর্ষয়স্ব শুচিস্মিতে ॥ ৩০
পারিজাতকপুষ্পাণি যদীচ্ছস্যতিকোপনে ।
তদা দাতাস্মি সুশ্রোণি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩১
স্বর্গাদ্বাদানয়িষ্যে পারিজাতং দ্রুমেশ্বরম্ ।
গৃহে তে স্থাপয়িষ্যামি যাবৎ কালং ত্বমিচ্ছসি ॥ ৩২
এবমুক্তা তু হরিণা প্রোবাচ হরিবল্লভা ।
যদ্যেবং স দ্রুমঃ শক্যস্ত্বিহানয়িতুমচ্যুত ॥ ৩৩
মন্যুরেষ প্রমৃষ্টো হি ভবেদ্ বহুগুণং মম ।
সীমন্তিনীনাং সর্বাসামধিকা স্যামধোক্ষজ ॥ ৩৪
তথাস্তু প্রথমঃ কল্প ইতি তাং মধুসূদনঃ ।
প্রোবাচাপ্রতিমো দেবো জগতঃ প্রভবাপ্যয়ঃ ॥ ৩৫
তথেত্যুক্তেতি কৃষ্ণেন তুতোষ সত্রাজিতজা ।
সত্যভামা সতামিষ্টা কংসনাশনবল্লভা ॥ ৩৬

---

যখন তুমি আমার সম্মান করিতে, তখন আমার আনন্দদায়িনী শ্বশ্রূমাতা আমাকে অতিশয় আদরের সহিত দেখিতেন। এখন তোমার দ্বারা অপমানিতা হইয়া রাণীকে নিশ্চয়ই তিনি দুর্ভাগ্য-হেতু দুর্বলরূপে দেখিবেন। ২৩

হে মানদ! আমার গভীর স্নিগ্ধ প্রেমে কি প্রয়োজন? যখন দেখরূপ তুমি সর্বদা আমাকে অন্য লোকের সমান বলিয়াও জান না? ২৪

হে শত্রুদমন! আমি তোমাকে এইরূপ কপট ও ধূর্ত বলিয়া জানিতাম না। আজ তোমার স্বরূপ জানিলাম। তুমি আমার পক্ষ লইয়া চপল ও আমার সম্বন্ধে অপবাদের প্রবঞ্চক। ২৫

হে দেব! তুমি স্বর, বর্ণ, চেষ্টা এবং আকৃতি দ্বারা যত্নপূর্বক নিজ স্বরূপ গোপন রাখিয়াছ, কিন্তু হে চোর! আজ তুমি জানিতে পারিতেছ যে, তুমি কেবল বাক্যমাত্রেই মধুর এবং সাধারণে বড়ই শঠ। ২৬

এইরূপ ঈর্ষাপরায়ণা সত্রাজিৎকুমারী অভিমানিনী দেবী সত্যভামাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ২৭

হে কমললোচনে, প্রাণেশ্বরি, প্রিয়ে! তুমি এইরূপ বলিও না। এখন এই বিষয়ে বহু কথা বলিয়া কি লাভ? তুমি নিজে আমাকে তোমার বলিয়াই জানিও। ২৮

দেবি! অনায়াসে মহানুকর্মকারী নারদমুনি আমাকে প্রীত করিবার জন্য ঐ পারিজাত পুষ্প রুক্মিণীর সম্মুখে আমার হাতে দিয়াছিলেন। ঐ পুষ্প আমি উদারতাবশতঃ এবং রুক্মিণীর অনুরোধে উঁহারই হাতে দিয়াছিলাম—ইহাতে সংশয় নাই। শুচিস্মিতে! যদি তোমার দৃষ্টিতে ইহা আমার অপরাধ হয়, তাহা হইলে তুমি আমার এই একমাত্র অপরাধকে ক্ষমা কর এবং আমার উপরে প্রসন্ন হও। ২৯-৩০

অতিকোপনস্বভাবে সুশ্রোণি! যদি তুমি পারিজাত পুষ্পই প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে উহা অবশ্যই দিব, তোমাকে সত্য করিয়া ইহা বলিতেছি। ৩১

বৃক্ষরাজ পারিজাতকে স্বর্গ হইতে লইয়া আসিয়া যতকাল তুমি ইচ্ছা করিবে, ততকালই তোমার গৃহে উঁহাকে স্থাপন করিয়া রাখিব। ৩২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে হরিবল্লভা সত্যভামা বলিলেন—হে অচ্যুত! যদি ঐ বৃক্ষকে এখানে আনিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি সব রোষ ত্যাগ করিব এবং বহু গুণে সুখী হইব। অধোক্ষজ! এই অবস্থায় আমি সমস্ত ভাগ্যবতী স্ত্রীগণের মধ্যে গৌরবশালিনী হইয়া থাকিব। ৩৩-৩৪

তখন জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণভূত অনুপম দেবতা ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাকে বলিলেন—'তথাস্তু'; তোমার ক্রোধ দূর করিবার জন্য ইহাই সর্বোত্তম উপায়। ৩৫

হে জনমেজয়! যখন শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া উঁহার প্রার্থনা স্বীকার করিলেন, তখন যদুপুরুষদিগের ইষ্টদেবী এবং কংসনাশক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সত্যভামা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ৩৬

ততঃ স্নাতো জগন্নাথঃ সর্বেশঃ সর্বভাবনঃ
চকারাবশ্যকং সর্বং সর্বকামপ্রদঃ সতাম্ ॥ ৩৭
দধ্যৌ চ নারদং দেবঃ স্নাতো দেবমুনির্নৃপ।
অভ্যাজগাম স্নানান্তে মুনিশ্রেষ্ঠো মহোদধৌ ॥ ৩৮
সমাগতং নরপতে সত্যাং গতিরধোক্ষজঃ
সত্যয়া সহ ধর্মাত্মা যথাবিধি অপূজয়ৎ ॥ ৩৯
পাদৌ প্রক্ষালয়াঞ্চক্রে মুনেঃ সত্রাজিতী স্বয়ম্।
জলং দেবঃ স্বয়ং কৃষ্ণো ভৃঙ্গারেণ দদৌ তথা ॥ ৪০
অথোপকল্পয়ামাস সুখাসীনায় কেশবঃ।
পরমান্নং স মুনয়ে প্রযতাত্মা জগদ্গুরুঃ ॥ ৪১
অন্নোপকর্তা সৎকৃত্য দত্তং মুনিরুদারধীঃ।
বুভুজে বদতাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ৪২
উপস্পৃশ্য ততস্তুষ্টঃ প্রদদৌ চাশিষঃ প্রভো।
তাশ্চ প্রীতেন মনসা প্রতিজগ্রাহ কেশবঃ ॥ ৪৩
ততঃ সত্রাজিতীং দেবীং প্রণতাং নারদোঽব্রবীৎ।
প্রসার্য দক্ষিণং হস্তং মঙ্গলং কমলেক্ষণাম্ ॥ ৪৪
যথেন্দ্রাণী তথৈব ত্বং ভব দেবি পতিব্রতা।
সবিশেষঞ্চ সুভগা ভব সত্যপতো বলাৎ ॥ ৪৫
ইত্যুক্তা মুনিমুখ্যেন সত্যভামা হরিপ্রিয়া।
উত্তস্থৌ সহসা যুক্তা হর্ষেণ তু নরাধিপঃ ॥ ৪৬
স কৃষ্ণোঽপ্যভ্যনুজ্ঞাং তু লব্ধ্বা মুনিবরাত্তদা।
বুভুজে বিধিবদ্ধীমানপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ৪৭
তথাবশ্যকং কৃত্বা সত্যভামাপি ভারত।
অনুজ্ঞয়া তদা ভর্তুর্বিবেশ সুপ্রসন্না মুদা ॥ ৪৮
ততো বিনির্গতা দেবী কৃষ্ণস্যৈবাভ্যনুজ্ঞয়া।
স্থিতা পার্শ্বে চ কৃষ্ণস্য নমস্কৃত্য মহামুনে ॥ ৪৯
ততো মুহূর্তমাসিত্বা নারদঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।
আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি শক্রলোকমধোক্ষজ ॥ ৫০
তত্রাপ্তঃ দেবমীশানং নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
গাস্যন্তি দেবগন্ধর্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫১

অনন্তর সব কিছুর উৎপত্তিকারী, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ এবং সৎপুরুষগণের সকল কামনার প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ স্নান ও অন্যান্য আবশ্যক কার্য সম্পাদন করিলেন। ৩৭

নরেশ্বর! তৎপশ্চাৎ ভগবান্ দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করিলেন। নারদমুনি তখন মহাসাগরে স্নান করিতেছিলেন। স্নানের পর তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে আসিলেন। ৩৮

হে রাজন্! তাঁহাকে (নারদকে) সমাগত দেখিয়া সৎপুরুষগণের আশ্রয়দাতা, ধর্মাত্মা, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ সত্যার সহিত তাঁহাকে যথাবিধি সৎকার বা পূজা করিলেন। ৩৯

তখন সত্রাজিৎ-কন্যা স্বয়ং নারদমুনির পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জল দিলেন। ৪০

যখন তিনি (নারদ) সুখে উপবেশন করিলেন তখন প্রযতাত্মা জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনির জন্য উত্তম অন্ন পরিবেশন করিলেন। ৪১

সেই ভোজ্যবস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত সেই অন্ন বাগ্মিশ্রেষ্ঠ উদার বুদ্ধি নারদ মুনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করিলেন। ৪২

হে প্রভো! অনন্তর হাত মুখ ধুইয়া আচমন পূর্বক তুষ্ট মুনি শ্রীকৃষ্ণকে অনেক আশীর্বাদ করিলেন এবং ভগবান্ কেশবও প্রসন্ন চিত্তে ঐ আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। ৪৩

তারপর নারদ মুনির চরণে প্রণামরতা কমললোচনা সত্রাজিৎ কন্যা সত্যভামা দেবীকে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া নারদমুনি বলিলেন। ৪৪

দেবি! তুমি এখন যেরূপ, সেইরূপ তুমি সর্বদা পতিব্রতা হও এবং আমার তপস্যাবলে তুমি বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী হও। ৪৫

হে নরেশ্বর! মুনিপ্রবর নারদ এইরূপ বলিলে হরিপ্রিয়া সত্যভামা মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ৪৬

তখন মুনিবর নারদের আজ্ঞা লইয়া অমিতবিক্রম বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণও যথাবিধি অন্ন ভোজন করিলেন। ৪৭

হে ভরতনন্দন! তারপর আবশ্যক কর্ম করিয়া সত্যভামাও পতির আজ্ঞায় নিজ ঘরের মধ্যে প্রসন্নতাপূর্বক প্রবেশ করিল। ৪৮

তারপর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সত্যাদেবী ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া মহাত্মা নারদ মুনিকে প্রণামপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে উপবেশন করিল। ৪৯

তারপর মুহূর্ত কয়েক বসিয়া নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে অধোক্ষজ! এখন আমি ইন্দ্রলোকে যাইব; অতএব যাইবার অনুমতি চাহিতেছি। ৫০

সেখানে দেবতা, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ আসিবেন ঈশান ভগবান্ মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসন্নতার জন্য নৃত্য-গীত করিবে। ৫১

মাসি মাস্যুচিতঃ শ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রভবনে প্রভো
পূজার্থং দেবদেবস্য শঙ্করস্য নৃত্যমেব চ ॥ ৫২
অন্তর্হিতো দেবদেবঃ সোমঃ সপ্রবরো বিভুঃ।
পশ্যত্যমরমুখ্যেন কৃতং ভক্ত্যাভিপূজিতা ॥ ৫৩
নিমন্ত্রিতোঽহং পূর্বেদ্যুঃ পুষ্পং দত্তং মহাত্মনে।
পারিজাতস্য ভদ্রং তে তরুরাজো মহামুনে ॥ ৫৪
যদেতদাহৃতং স্বর্গাৎ ত্বদর্থঞ্চ ময়া বিভো
দেবোপভোগায়েতদ্ধি তরুরাজসমুদ্ভবম্ ॥ ৫৫
ইষ্টঃ স বৃক্ষঃ সততং শচ্যাঃ পুষ্করলোচন।
সৌভাগ্যমাবহত্যেষ পূজ্যমানোঽপি নিত্যশঃ ॥ ৫৬
পুণ্যং কর্তুং তদা সৃষ্টঃ পারিজাতো মহাদ্রুমঃ।
অদিত্যা ধর্মনিত্যেন কশ্যপেন মহাত্মনা ॥ ৫৭
পুরাদিত্যা মহাতেজাস্তোষিতঃ কিল কশ্যপঃ
বরেণচ্ছন্দয়ামাস মারীচস্তপসো নিধিঃ ॥ ৫৮
সোবাচ সুভগা যেন ভবেয়ং মুনিসত্তম
অলঙ্কৃতা কামতশ্চ সর্বৈরেব বিভূষণৈঃ ॥ ৫৯
ঈপ্সিতং গীতনৃত্যঞ্চ ভবেদত্র তপোধন
কুমারী নিত্যদা চৈব ভবেয়ং তপসো নিধে ॥ ৬০
বিরজা শোকরহিতা ভবেয়মিতি নিত্যদা
পতিভক্তিমতী চৈব ধর্মশীলা তথৈব চ ॥ ৬১
পারিজাতং ততোঽস্রাক্ষীদদিত্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া।
সর্বকামপ্রদৈঃ পুষ্পৈরাবৃতং নিত্যগন্ধিভিঃ ॥ ৬২
ত্রিশাখং সর্বদা দৃশ্যং সর্বভূতমনোহরম্
সর্বপুষ্পাণি দৃশ্যন্তে তস্মিন্নেব মহাদ্রুমে ॥ ৬৩
উদ্দেশার্থাপি পুষ্পাণি বিভর্ত্যেকাপি রূপিণী।
বহুরূপাণি চাপান্যা পদ্মানি চ ততোঽপরা ॥ ৬৪
মন্দারাদপি বৃক্ষাচ্চ সারভূতং কশ্যপঃ।
তস্মাদেষ তরুশ্রেষ্ঠঃ সর্বেষাং শ্রেষ্ঠতাং গতঃ ॥ ৬৫
ততস্তত্র নিবদ্ধাং কশ্যপং প্রদদৌ তদা।
অদিতির্মাং পুণ্যার্থং সৌভাগ্যার্থং তথৈব চ ॥ ৬৬

প্রভো! দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার জন্য মহেন্দ্রভবনে প্রতিমাসেই নৃত্য-গীতের সমুচিত আয়োজন হইয়া থাকে ॥ ৫২

পর্বতবিহারক দেবেন্দ্র ইন্দ্র কর্তৃক ভক্তিভাবে কৃত ঐ আয়োজন নিজ শ্রেষ্ঠ পার্ষদ এবং দেবী উমাকে সঙ্গে লইয়া দেবাদিদেব মহাদেব অদৃশ্য হইয়া দেখিতে থাকেন ॥ ৫৩

মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক। উক্ত ইন্দ্রের বিলাসকারী বৃক্ষরাজ পারিজাতের পুষ্প দান করিয়া পূর্বদিন আমি ছিলাম এবং নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম ॥ ৫৪

প্রভো! তদ্রূপ পারিজাতের ফুল, যাহা আপনার জন্য স্বর্গ হইতে আনিয়াছিলাম, তাহা দেবতাদিগেরও উপভোগের বস্তু ॥ ৫৫

কমলনয়ন! সেই বৃক্ষ ইন্দ্রপত্নী শচীর সদা প্রিয় এবং প্রতিদিন পূজিত হইয়া তাহা অবশ্যই সৌভাগ্য বহন করিয়া আনিত ॥ ৫৬

ধর্মপরায়ণ মহাত্মা কশ্যপ অদিতি দেবীর পুণ্যকর্ম করিবার জন্য ঐ সময় পারিজাত নামক মহাবৃক্ষটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৫৭

কথা হইয়া থাকে, পুরাকালে অদিতি দেবী নিজ সেবার দ্বারা মহাতেজস্বী কশ্যপকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তপোনিধি মরীচিনন্দন কশ্যপ তখন তাঁহাকে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন ॥ ৫৮

তখন অদিতি দেবী তাঁহাকে বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমাকে সেই বর দিন যাহাতে আমি সদা সৌভাগ্যশালিনী হই, ইচ্ছানুরূপ সমস্ত অলঙ্কারে বিভূষিত হইতে পারি। হে তপোধন। আমি যেন ঈপ্সিত নৃত্য-গীত প্রাপ্ত হই, আমি যেন সদা কুমারী থাকিয়া নির্মল, শোকরহিত, পতি-ভক্তিমতী ও ধর্মশীলা হই ॥ ৫৯ ৬১

তখন মুনিবর কশ্যপ অদিতিকে প্রীত করার জন্য পারিজাত সৃষ্টি করিলেন, যাহা সমস্ত মনোবাঞ্ছিত বস্তু দিতে সমর্থ এবং নিত্য সুগন্ধযুক্ত পুষ্পে পরিপূর্ণ ॥ ৬২

উহা সর্বদা তিন শাখায় দৃশ্যমান এবং নিজ শোভায় সকলের মনোহরণকারী এবং ঐ মহাদ্রুমে সকল প্রকার ফুল দেখা যায় ॥ ৬৩

দেবতাদের রূপবতী স্ত্রী একরূপ ফুল ধারণ করিতেন, দ্বিতীয়তঃ উহার অনেক রূপ ফুল অন্যান্যরা গ্রহণ করিত এবং অপরে ঐ বৃক্ষ হইতে কেবল পদ্মফুলই গ্রহণ করিত ॥ ৬৪

মহর্ষি কশ্যপ মন্দারবৃক্ষ হইতেও সার উদ্ধার করিয়া এই বৃক্ষটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই এই তরুশ্রেষ্ঠ পারিজাত সমস্ত দেববৃক্ষের মধ্যে উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬৫

অনন্তর ভদ্রলক্ষণা দেবী অদিতি পুণ্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য ঐ বৃক্ষটির পার্শ্বে কশ্যপকে বাঁধিয়া আমাকে দান করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৬৬

অদিত্যা কশ্যপো দত্তঃ পুণ্যার্থঞ্চ তথা মম
পুষ্পদাম্না বেষ্টয়িত্বা কণ্ঠে পুণ্যার্থমাত্মবান্ ॥ ৬৭
নিষ্ক্রয়েণ ময়া মুক্তঃ কশ্যপস্তু তপোধনঃ।
ইন্দ্রো দত্তবেষ্ট্রাণ্যা সৌভাগ্যার্থং ততো মম ॥ ৬৮
সোমস্তথাথ রোহিণ্যা ঋদ্ধ্যা চ ধনদস্তথা
এবং সৌভাগ্যদো বৃক্ষঃ পারিজাতো ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯
পরি জাতো বিষ্ণুপত্ন্যাঃ পারিজাতেতিশব্দিতঃ।
মন্দারপুষ্পৈর্দ্দিব্যৈর্যুক্তো মন্দারস্তেন কথ্যতে ॥ ৭০
কোঽয়মারঃ দারুবিত্যাত্তজ্ঞানাত্ত্বা যতো জনাঃ।
কোবিদার ইতি খ্যাতস্ততঃ স মহাতরুঃ ॥ ৭১
মন্দারঃ কোবিদারশ্চ পারিজাতশ্চ নামভিঃ।
স বৃক্ষো জ্ঞায়তে দিব্যো যস্যৈতৎ কুসুমোত্তমম্ ॥ ৭২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৭

অদিতি দেবী পুণ্যের জন্য আমাকে দান করা কশ্যপকে ফুলের মালা গলায় বাঁধিয়া ঐ মনস্বী মুনিকে আমার হাতে দানরূপে দিয়াছিলেন। ঐ দানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুণ্যপ্রাপ্তি ও বৃদ্ধি। ৬৭

তখন মূল্য লইয়া আমি তপোধন কশ্যপকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। এইরূপে ইন্দ্রাণীও সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রকে আমার হাতে দান করিয়া দিলেন। ৬৮

রোহিণী সোমকে এবং ঋদ্ধি ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে ঐ উদ্দেশ্যেই দান করিয়াছিলেন। এই পারিজাত বৃক্ষ এইরূপ সৌভাগ্য প্রদানকারী – ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬৯

বিষ্ণুপত্নী অদিতির উপর প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়া এই বৃক্ষের নাম পারিজাত হইয়াছে। মন্দারফুলের দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া মন্দার নামেও অভিহিত হয়।

যে সকল লোক ইহাকে জানে না তাহারা ইহাকে দেখিয়া বলে, ইহা কোন্ বৃক্ষবিশেষ? এইজন্য এই মহান্ বৃক্ষবিশেষ কোবিদার নামে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ৭১

এই দিব্য বৃক্ষকে মন্দার, কোবিদার ও পারিজাত—এই তিন নামে জানা যায়, যাহার এই উত্তম পুষ্প আমি লইয়াছি। ৭২

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাতহরণবিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণেন পারিজাতবৃক্ষং দাতুং নারদেন ইন্দ্রস্য সমীপে সংবাদপ্রেষণম্, অদানে তস্যোপরি গদাপ্রহারকথা নিবেদনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো জিগমিষুং তত্র নারদং মুনিসত্তমম্।
প্রোবাচ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ১
মহর্ষে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ স্বর্গং গত্বা ত্বয়ানঘ।
দৃষ্ট্বা সমস্তান্ দেবস্য ত্রিপুরঘ্নস্য ধীমতঃ ॥ ২
অনাজ্ঞয়া মদ্বচনাদ্বিজ্ঞাপ্যঃ পাকশাসনঃ।
সদ্ভাবয়িত্বা ভ্রাতৃত্বং পৌরাণং বেৎসি যন্মুনে ॥ ৩
যমস্রাক্ষীন্মুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ কশ্যপস্তরুম্।
পারিজাতং পুরাদিত্যাঃ সুখার্থং ধর্ম্মসত্তমঃ ॥ ৪

### অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত নামক বৃক্ষ দান করিতে নারদের দ্বারা ইন্দ্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ এবং প্রদান না করিলে তাঁহাকে গদা প্রহারের কথা নিবেদন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনন্ত অমিত পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রলোকে যাইতে ইচ্ছুক মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে বলিলেন। ১

হে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ নিষ্পাপ মহর্ষে! আপনি স্বর্গে যাইয়া বুদ্ধিমান্ ত্রিপুরবিনাশক রুদ্রদেবের সকলগণকে দর্শনপূর্ব্বক পাকশাসন ইন্দ্রকে আমার এক প্রার্থনা জানাইবেন। হে মুনে! আমার ও ইন্দ্রের পুরাণ ভ্রাতৃভাব আপনি জানেন। ঐ ভ্রাতৃভাব জানাইয়া এমনভাবে তাঁহাকে বলিবেন যাহাতে আমি আজ্ঞা করিয়াছি ইহা বুঝিতে না পারেন। ২-৩

দেবরাজ পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাত্মাদিগের মধ্যে উত্তম মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কশ্যপ দেবমাতা অদিতির সুখের জন্য যে পারিজাতবৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সকল বৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহা অত্যন্ত পুণ্য ও সৌভাগ্য প্রদানকারী। ৪।

স পুণ্যমতিসৌভাগ্যং দদাতি তরুসত্তমঃ।
তব দত্তঃ পুরা দানং ব্রতেন তরুমুত্তমম্ ॥ ৫
দেবীভির্ধর্মনিত্যাভির্ধর্মার্থমমরোত্তম।
দত্তং প্রত্যাহিকাভক্তি দাতুং পত্ন্যো মম প্রভো ॥ ৬
পুণ্যার্থং দানধর্মার্থং মম প্রীত্যর্থমেব চ
আনায়য়দ্ দ্বারবতীং পারিজাতং মহাদ্রুমম্ ॥ ৭
কৃত্তে দানে পুনঃ স্বর্গং তরুং ত্বং নেতুমর্হসি।
স যাচ্য এবং ভগবান্ বলভিদ্বদতাং বর ॥ ৮
তথা তথা প্রযত্নশ্চ কার্য্যোঽস্মিন্ মুনিসত্তম।
যথা তরুবরং দদ্যাৎ পারিজাতং সুরেশ্বরঃ ॥ ৯
তত্র দৃষ্টগুণং তাবৎ পশ্যামস্তে তপোধন।
সম্ভাব্যা সর্ব্বকার্য্যানাং সম্পত্তি রিতি মে মতা ॥ ১০
এবং নারায়ণেনোক্তো নারদো ভগবানৃষিঃ
প্রহস্যোবাচ কেশিঘ্নমিদং বাক্যং তপোধনঃ ॥ ১১
যাচেদেবং প্রবক্ষ্যামি যদুমুখ্য সুরেশ্বরম্।
ন তু দাস্যতি দেবেন্দ্রঃ পারিজাতং জনার্দন ॥ ১২
মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং দানবৈস্ত্রিদশৈস্তথা
নিক্ষিপ্য ক্ষোভয়দ্ভিঃ পুরা পারিজাতঃ সমাহৃতঃ ॥ ১৩
মন্দরাৎ পর্বতশ্রেষ্ঠাদ্যদিচ্ছুঃ প্রেষিতঃ পুরা।
পারিজাতং হরেণাপি লোককর্ত্রা জনার্দন ॥ ১৪
শক্রং বিজ্ঞাপিতো গত্বা ততঃ শক্রেণ শঙ্করঃ।
আক্রীড়দ্রুম উদ্যানে শচ্যাঃ স্থাস্যতি যাচিতঃ ॥ ১৫
তথাস্ত্বিতি বরো দত্তো মহাদেবেন চানঘ।
ন চ নীতঃ পারিজাতো মন্দরং চিত্রকন্দরম্ ॥ ১৬
ক্রীড়াবৃক্ষঃ স শচ্যেতি বামদেবেন মোক্ষিতঃ।
মহেন্দ্রেণ মহাবাহো পারিজাতস্ততঃ পুরা ॥ ১৭
প্রিয়ার্থমুমায়া সাক্ষাৎ পারিজাতবনং হরঃ।
গব্যূতিশতবিস্তীর্ণং মন্দরস্যৈব কন্দরে ॥ ১৮
ন তত্র সূর্যভাঃ কৃষ্ণ প্রবিশন্তি নরোত্তম
ন চ চন্দ্রপ্রভা শীতা নৈব কৃষ্ণ সদাগতিঃ ॥ ১৯

---

হে অমরশ্রেষ্ঠ ! ধর্মপরায়ণ অদিতি প্রভৃতি দেবীগণ ধর্মের জন্য আপনাকে ঐ উত্তম বৃক্ষটি ব্রতপালন পূর্বক পতি সহিত দান করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তুমিও আমার পত্নীগণও পুণ্য, দানধর্ম এবং আমার প্রীতির জন্য উহা দান করিতে চাহিতেছে। ৫-৬

এইজন্য আপনার এই ভাই ঐ পারিজাত নামক বৃক্ষটি দ্বারকাপুরীতে আনিতে চাহিতেছে। দানের কার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে আপনি পুনরায় ঐ বৃক্ষটিকে স্বর্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন। ৭।

( এখন নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ),—ভগবন্। মুনিশ্রেষ্ঠ। বলনাশক অসুরের বিনাশক ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রকে আমার কথা এইরূপে শোনাইবেন। এই ব্যাপারে আপনি এমনই প্রযত্ন দেখাইবেন যাহাতে ইন্দ্র আমাকে ঐ বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত দেন। ৮-৯

হে তপোধন। বৃক্ষের যেমন যেমন গুণ থাকা দরকার, তাহা সবই আপনার মধ্যে দেখিতেছি। আমি মনে করি, সকল কার্যে সম্যক্‌রূপে সিদ্ধির জন্য নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১০

নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে ভগবান্ নারদমুনি হাসিয়া কেশিনাশক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ১১

হে যদুশ্রেষ্ঠ। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে এই কথা বলিব; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ পারিজাত বৃক্ষ কিছুতেই দেবেন না। ১২

হে জনার্দন। পূর্বকালে দানব ও দেবতাগণ পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরকে ক্ষীরসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া তাহা মন্থনপূর্বক পারিজাত বৃক্ষটি পাইয়াছিলেন। তারপর পূর্বকালে গিরিশ্রেষ্ঠ মন্দর পর্বত হইতে লোককর্তা ভগবান শঙ্কর ঐ পারিজাত লইবার জন্য আমাকে ইন্দ্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১৩-১৪

তখন ইন্দ্র স্বয়ং যাইয়া ভগবান্ মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে ঐ বৃক্ষ শচীর উদ্যানে ক্রীড়াবৃক্ষরূপে থাকুক। ১৫

হে অনঘ। তখন মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া ইন্দ্রকে উহা রাখিবার জন্য বর দিলেন। বিচিত্র কন্দরে সুশোভিত মন্দর পর্বতে ঐ পারিজাত বৃক্ষ নীত হইল না। ১৬

হে মহাবাহো। প্রাচীনকালে মহেন্দ্র কর্তৃক সেই পারিজাত বৃক্ষ শচীর ক্রীড়াবৃক্ষ হইল এবং শঙ্কর তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। ১৭

তখন উমাদেবীর প্রীতির জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ শিব মন্দর পর্বতের শতযোজন বিস্তৃত কন্দর পারিজাতের বনে পরিপূর্ণ করিলেন। ১৮

হে শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতোপরি সূর্যের প্রভা পৌঁছায় না, চন্দ্রের শীতল কিরণও প্রবেশ করে না এবং বায়ুও সেখানে পৌঁছায় না। ১৯

শীতোষ্ণে চ সমস্তত্র শৈলপুত্র্যাঃ ভবন্তি হি
ঋতুপ্রভা বনঃ তদ্ধি মহাদেবস্য তেজসা ॥ ১০
বর্জ্জয়িত্বা মহাদেবৌ সগণৌ যদুনন্দন
মাং চাপ্রতিমন্ পিবাঃ ন প্রযান্তি কথঞ্চন ॥ ১১
প্রবর্ত্তি তত্র বার্ক্ষে পারিজাতাঃ সমন্ততঃ
সর্ব্বরত্নানি মুখ্যানি মনসা কাঙ্ক্ষিতানি বৈ ॥ ১২
গণাস্তাশ্চাপভুঞ্জন্তি প্রবরাঃ মহাত্মনাম্
আজ্ঞয়া দেবদেবস্য লোকনাথস্য কেশব ॥ ১৩
পারিজাতাদ্ বহুগুণং ফলং তেষাং তথা বনম্
অভিমানং প্রভাশ্চৈব পুণ্যা ভূরিগুণোত্তমা ॥ ১৪
মূর্ত্তিমন্তশ্চ তে বৃক্ষাঃ সোমং দেবং কেশবম্ ।
উপতিষ্ঠন্তি সততং প্রবীরৈঃ সহ কেশব ॥ ১৫
রৌদ্রেণ তেজসা সৃষ্টা ভক্তিশীলাঃ সুখাশ্রিতাঃ ।
তরবো মন্দরে যে হি বহিতাঃ শৈলবক্ষসাঃ ॥ ১৬
প্রবিবেশান্ধকো নাম সোঽসুরো মহাবলঃ
দৈতেয়ো বরদানেন দর্পিতঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ২৭

স হতো দেবদেবেন হরেণামিতমাতিনা
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং রুদ্রাজ্ঞগুণঃ বলী ॥ ২৮
এবং শ্রুত্বা ন তে দেব পারিজাতং প্রদাস্যতি ।
পুষ্করাক্ষ মহাবাহো সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ২৯
সততং সন্নিতো দেব্যাঃ সত্যঃ স হি বহুক্রমঃ ।
সর্ব্বকামপ্রদঃ কৃষ্ণ ভক্তেভ্যো মহোত্তমে ॥ ৩০

শ্রীভগবানুবাচ ।

মুনে তত্র মুক্তাতে সাধু মহাদেবেন ধীমতা ।
যঞ্চক্রীড়াবনঃ কৃতা ন নীতঃ স ভবঃ পুরা ॥ ৩১
স জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বভূতানাং লোককৃৎ প্রভবোঽব্যয়ঃ
[illegible] ॥ ৩২
অহং যদীশ [illegible] ।
[illegible]
সর্ব্বথা [illegible]
করোতু যত্নং শ্রীতার্থং [illegible] তপোধন ॥ ৩৪

শিবিরাজ্ঞকিনী [illegible] শীত ও গ্রীষ্ম হইত। মহাদেবের তেজে ঐ বন সর্ব্বদা [illegible] হইয়া থাকিত। ২০

হে যদুনন্দন! [illegible] পার্ব্বতী ও মহাদেব আমাকে বর্জন করিয়া অন্য কোন দিবা বলে কোন প্রকারেই যাইতে পারেন না। ২১

হে বৃষ্ণিনন্দন! সেখানে পারিজাত বৃক্ষসমূহ সর্ব্বদিকে মনোবাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। ২২

হে কেশব! সেখানে দেবাদিদেব বিশ্বনাথের আজ্ঞায় মহাত্মা প্রমথসমূহ ঐ রত্নসমূহ উপভোগ করিতে লাগিল। ২৩

স্বর্গীয় পারিজাত অপেক্ষা এই মন্দরাচলবর্ত্তী পারিজাতের ফল ও বন বহু গুণযুক্ত হইল; উহার অভিমান, প্রভা ও গুণসকল স্বর্গীয় পারিজাত হইতে অধিক হইল। হে কেশব! সেখানে প্রকৃত গুণশালী বৃক্ষসমূহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উমাসহিত ভগবান্ রুদ্রকে প্রমথগণের সহিত উপাসনা করিতে লাগিল। ২৪-২৫

মন্দর পর্ব্বতে সেই পারিজাত বৃক্ষসমূহ ভগবান্ রুদ্রের তেজে যুক্ত, দুঃখরহিত এবং সুখসম্পন্ন হইল; অতএব সেইগুলি শিবিরাজকুমারী উমার বিশেষ প্রিয় হইল। ২৬

(এক সময়) অন্ধক নামে প্রসিদ্ধ, ঘোর, মহাবল পরাক্রান্ত ও পাপনিশ্চয় এক দৈত্য বরদানের দ্বারা মত্ত বা দর্পিত হইয়া ঐ পারিজাত বনে প্রবেশ করিল। ২৭

রুদ্র অপেক্ষা [illegible] এবং সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য সেই দৈত্যকে অমিততেজা দেবাদিদেব হর নিহত করিলেন। ২৮

হে দেব! হে কমলনয়ন! এইরূপ [illegible] সহিত বলিতেছি যে, সত্যই দেবাধারী শিব আপনাকে পারিজাত দিবেন না। আপনাকে আমি এই সত্য বলিতেছি। ২৯

হে শ্রীকৃষ্ণ! সেই শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ [illegible] সন্নিযুক্ত। [illegible] [illegible] ও [illegible] ভক্তের সকল কামনা প্রদানকারী। ৩০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মুনে! পূর্ব্বকালে বুদ্ধিমান্ মহাদেব ক্রীড়ার নিমিত্ত সেই (পারিজাত) বৃক্ষটিকে মন্দর পর্ব্বতে লইয়া যান নাই—তাহা করিয়া তিনি ঠিকই করিয়াছেন। ৩১

তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, লোকস্রষ্টা, জগতের উৎপত্তির কারণ ও অবিনাশী পরমাত্মা। [illegible] জ্যেষ্ঠ-লোকমর্য্যাদার অনুরূপই কার্য্য করিয়াছেন। ইহাই আমার বিশ্বাস। ৩২

পরন্তু হে ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি বলাসুরনিহন্তা দেবেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব অন্যের ন্যায় আমিও তাঁহার পালনীয়। ৩৩

হে তপোধন! আপনি [illegible] উপায়ের দ্বারা এমন ভাবে যত্ন করুন যাহাতে তিনি আমার প্রতি প্রীত হন, আপনিই উহা করিতে সমর্থ। ৩৪

ময়া মুনে প্রতিজ্ঞাতং পুণ্যার্থং সত্যভামরা
স্বর্গাদিহানয়িষ্যামি পারিজাতমিতি প্রভো ॥ ৩৫

ময়া তদনৃতং কর্ত্তুং কথং শক্যং তপোধন ।
নানৃতং হি বচো বিপ্র প্রোক্তং পূর্ব্বং মনাগপি ॥ ৩৬

যদি তৎপ্রতিজ্ঞৈ বৈ লোকানাং বিদ্যা ভবেৎ
যথা হি মুনিশ্রেষ্ঠ লোকধর্ম্মা ব্যবস্থিতাঃ
পরিহার্য্যাঃ স্থিতো মন্যে স কথং হ্যনৃতং বদেৎ ॥ ৩৭

ন দেবগন্ধর্ব্বগণা ন রাক্ষসা
ন চাসুরা নৈব চ যক্ষপন্নগাঃ
মম প্রতিজ্ঞামপহন্তুমুদ্যতা
মুনে সমর্থাঃ খলু তৎসমস্ত তে ॥ ৩৮

স পারিজাতং যদি ন প্রদাস্যতি
প্রযাচ্যমানো ভবতামরেশ্বরঃ ।
ততঃ শচীবাহুবিভাগুলেপনে
গদাং বিমোক্ষ্যামি পুরন্দরোরসি ॥ ৩৯

ইতি প্রবাচ্যো যদি সামপূর্ব্বকং
প্রযাচ্যমানো ন তরুং প্রদাস্যতি ।
সুনিশ্চয়ং মদগদনাৎ সর্ব্বদা
তথাপি কার্য্যঃ খলু তত্র নিশ্চয়ঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

হে মুনে ! হে প্রভো ! আমি সত্যভামা কর্ত্তৃক পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ॥ ৩৫

হে নিষ্পাপ তপোধন ! আমি কি প্রকারে মিথ্যা করিতে সমর্থ হইব কি করিয়া ? আমি পূর্ব্বে কোনও মিথ্যা কথা বলি নাই ॥ ৩৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি জানিলে সকল লোকই মিথ্যা বলিবে । আর এরূপ স্থিতির জন্য উক্ত প্রকার সমস্ত লোকধর্ম্ম পরিহার্য্য, অতএব আমি কেমন করিয়া মিথ্যা বলিব ? ৩৭

হে মুনে ! আপনার কল্যাণ হউক । যদি সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর, যক্ষ ও পন্নগগণও উদ্যত হইয়া আসে তাহা হইলেও আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিতে পারিবে না ॥ ৩৮

যদি আপনার প্রার্থনায় পর অমরেশ্বর ইন্দ্র পারিজাত দান না করে তাহা হইলে আমি তাহার যে বক্ষঃস্থলে, শচীর বাহুদ্বয়ে অনুলেপন মুছিয়াছে, সেই বক্ষঃস্থলে গদার প্রহার করিব ॥ ৩৯

যদি সামপূর্ব্বক প্রার্থিত পারিজাত বৃক্ষ না দেন তাহা হইলে আমি ইন্দ্রলোককে অবশ্যই আক্রমণ করিব, ইহা তাহাকে বলিবেন এবং আপনিও ঐ অবস্থা নিশ্চয় করিবেন ॥ ৪০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে নারদ ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন-বিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ স্বর্গে মহাদেবস্য পরিচর্য্যার্থং নৃত্য-গীতাদ্যুৎসবঃ, নারদেন ইন্দ্রসমীপে শ্রীকৃষ্ণস্য পারিজাতবৃক্ষায় প্রার্থনা-বিষয়কসংবাদকথনম্, বহুবিধকারণং দর্শয়িত্বা ইন্দ্রেণ প্রত্যাখ্যানঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

নারদোঽথ মুনির্গত্বা মহেন্দ্রসদনং প্রতি ।
তাং শক্রিসভাং তত্র দদৃশে চ মহোৎসবম্ ॥ ১

তত্রাদিত্যা মহাত্মানো বসবশ্চ সুরোত্তমাঃ ।
রাজর্ষয়শ্চ বিমানস্থাঃ স্বর্গতাঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ ॥ ২

নানা যক্ষাশ্চ সিদ্ধাশ্চ চারণাশ্চ তপোধনাঃ ।
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ শতশো দেবর্ষিমনুজাস্তথা ॥ ৩

সুপর্ণাশ্চ মহাত্মানো মরুতশ্চ মহাবলাঃ ।
দিবৌকসাং নিকায়াশ্চ শতশোঽথ সমাগতাঃ ॥ ৪

### একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ স্বর্গে মহাদেবের পরিচর্য্যার জন্য নৃত্য-গীতাদি উৎসব, নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পারিজাতের প্রার্থনা-বিষয়ক সংবাদকথন এবং বহু কারণ বলিয়া ইন্দ্রের পারিজাত না দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর নারদমুনি ইন্দ্রের ভবনে গমন করতঃ সেই বাটিতে সেখানে বাস করিলেন এবং এক মহোৎসবও দর্শন করিলেন ॥ ১

সেখানে মহাত্মা আদিত্যগণ, সুরশ্রেষ্ঠ বসুগণ, শুভকর্ম্মসমূহের দ্বারা স্বর্গে গত বিমানস্থ রাজর্ষিগণ এবং নাগ, যক্ষ, সিদ্ধ, চারণ, তপোধন ব্রহ্মর্ষি, শত শত দেবর্ষি ও মনুষ্যগণ, মহাত্মা গরুড়পক্ষী, মহাবল মরুদ্গণ এবং দেবতাদিগের যে অন্য শত শত সমূহ আছে, তাঁহারা সকলেই ঐ উৎসবে সমবেত হইয়াছেন ॥ ১-৪

উপর্য্যুপরি সর্ব্বেষাং দেবো দেবো মহেশ্বরঃ ।
তস্থাবমিতবিক্রান্তঃ স্বৈর্গণৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৫
দেবর্ষিভির্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংবৃতঃ সর্ব্বভাবনঃ ।
কল্পান্তরসহস্রেষু ক্ষয়ো যেষাং ন বিদ্যতে ॥ ৬
যানর্চ্চয়ন্তি সততং দেবা দেবেশ্বরোপমাঃ
আত্মজা নাবলেপাঙ্কা যে চ ধর্ম্মপথি স্থিতাঃ ॥ ৭
কশ্যপশ্চ কাশ্যপা দেবমধ্যাপাদস্তু ভারত ।
ভগশ্চ ভগবানদিতির্গঙ্গা চ সরিতাং বরা ॥ ৮
অঙ্গিরাশ্চ শুক্রশ্চৈব ভার্গবশ্চ ঋষাং বরঃ
নেতারো দেবদেবানামেতে হি তপসান্বিতাঃ ॥ ৯
এতানন্ববিধীয়ন্তে সর্ব্বদেবগণা নৃপ ।
ধর্ম্মনিত্যাস্তপোনিত্যাঃ সত্যং মার্গমুপাশ্রিতাঃ ॥ ১০
যে হি তে মানুষা দেবানর্চ্চয়ন্তি শুভার্থিনঃ ।
তানর্চ্চয়ন্তি হ্যমরাস্তথা সাধুভাবিনঃ ॥ ১১
পিতৃকৃত্যেষু দেবানাং সম্যগ্ধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ।
ধ্যানাধ্যবস্থাঃ কৌরব্য সদা নিয়মচারিণঃ ॥ ১২
গন্ধর্ব্বাধিপতিঃ শ্রীমাংস্তত্র চিত্ররথো নৃপ ।
সপুত্রো বাদয়ামাস দেবগানানি হৃষ্টবৎ ॥ ১৩
ঊর্ণায়ুশ্চিত্রসেনশ্চ হাহা হূহুস্তথৈব চ ।
তুম্বুরুপ্রমুখাশ্চৈব জগতুশ্চ ষড়্গুণান্ ॥ ১৪
ঊর্ব্বশী বিপ্রচিত্তিশ্চ হেমা রম্ভা চ ভারত ।
হেমদন্তা ঘৃতাচী চ সহজন্যা তথৈব চ ॥ ১৫
জুজোষ ভগবান্ দেবস্তৎপশ্যমানমাত্মবান্ ।
বৃত্তেন তুষ্টঃ শঙ্করঃ জগাম জগতাং পতিঃ ॥ ১৬
গতে ভূতপতৌ সর্ব্বে নৃপা জগ্মুর্যথাগতম্ ।
মহেন্দ্রেণার্চ্চিতা দেবাঃ স্বানেব নিলয়ান্ গতাঃ ॥ ১৭
ততঃ সর্ব্বেষু যাতেষু সুখাসীনং পুরন্দরম্ ।
সদস্যৈর্দৈবৈঃ সহাসীনং নারদোঽভিযযৌ মুনিঃ ॥ ১৮

---

সকলের উপরে উঁহাদের মত অমিতপরাক্রমশালী ভগবান্ মহেশ্বর নিজের প্রমথগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৫

এই সর্ব্বভাবন ভগবান্ শিব সেই মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষিবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, যাঁহাদের সহস্র কল্পান্তরেও বিনাশ হয় না ॥ ৬

যাঁহারা অভিমানে বদ্ধ নন এবং যাঁহারা ধর্ম্মপথেই অবস্থান করেন, সেই দেবেশ্বরগণতুল্য প্রভাবশালী আত্মজ দেবগণও সেই দেবর্ষিবৃন্দের সতত আরাধনা করেন ॥ ৭

ভরতনন্দন ! কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র দেবতারা, ভগবান্ ভগ, অদিতিদেবী, নদীসকলের শ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবী এবং অঙ্গিরা, শুক্র ও ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভার্গব—এই তিন মহর্ষি সেখানে মহাদেবের সেবায় তাঁহার পার্শ্বেই অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮

ইঁহারা সকলে তপোবলসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া দেবাদিদেবগণের নেতা ছিলেন। নৃপ জনমেজয় ! যাঁহারা নিত্য নিয়ত ধর্ম্ম ও তপস্যায় সংলগ্ন থাকিয়া সৎপুরুষগণের মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেবগণ এই ঋষিদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

রাজন্ ! এই যে সব মানুষ মঙ্গল কামনা করত এই দেবতাগণের পূজা করেন, এই দেবতারাও সেই শুভার্থী মনুষ্যদিগকে অভীষ্ট ফলদান করত তাঁহাদের সম্মান করিয়া থাকেন ॥ ১১

কুরুনন্দন ! যাঁহারা দেবগণের ও পিতৃগণের কার্য্যে নিরত থাকেন, যাঁহারা সম্যক্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা সতত ধ্যানপরায়ণ ও নিয়মসমূহের পালনে তৎপর থাকেন, তাঁহাদিগকেও অভীষ্ট ফল দান করত এই দেবতারা তাঁহাদের সম্মান করেন ॥ ১২

নৃপ ! এই উৎসবের মধ্যে সেখানে শ্রীমান্ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ পুত্রসহ হৃষ্টচিত্তে দেবগানসমূহ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১৩

ঊর্ণায়ু, চিত্রসেন, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু ও অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ বল্গিত, চিত্র, মধুর, লাস, নিপুণ ও অবিকল—এই ষড়্গুণযুক্ত গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

ভারত ! উর্ব্বশী, বিপ্রচিত্তি, হেমা, রম্ভা, হেমদন্তা, ঘৃতাচী ও সহজন্যা—এই অপ্সরাগণও নিজেদের নৃত্য এবং গীতকলা প্রদর্শন করিতেছিলেন ॥ ১৫

আত্মসংযমশীল জগদ্ধাতা ভগবান্ মহাদেব নিজের আরাধনার সহিত সংযুক্ত এই সব নৃত্য-গীতাদি সন্তুষ্টচিত্তে উপভোগ করিতেছিলেন। ইঁহাদের এই আচরণ ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সেই ভগবান্ শিব পুনরায় নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ১৬

ভূতপতি ভগবান্ শঙ্কর চলিয়া যাইলে পর সমস্ত রাজর্ষিগণ সেখান হইতে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন এবং দেবতারাও দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ ভবনে চলিয়া যাইলেন ॥ ১৭

যখন সকলেই চলিয়া যাইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র সুখে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, সেই সময় নিজের সদস্যবৃন্দের সহিত উপবিষ্ট ইন্দ্রের পাশে নারদমুনি যাইলেন ॥ ১৮

তমিন্দ্রঃ পূজয়ামাস সমুত্থায় তপোধনম্
দিদেশ কুশগর্ভঞ্চ পীঠমাত্মাসনোপমম্ ॥ ১৯
নারদোঽপি মহাতেজা মহেন্দ্রমিদমব্রবীৎ
দূতোঽহমমরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণোরতুলতেজসঃ ॥ ২০
কিঞ্চিৎ কার্য্যং পুরস্কৃত্য প্রেষিতোঽস্মি মহাত্মনা ।
আনর্ত্তাধিপতিস্তেন তস্যৈবামিততেজসঃ ॥ ২১
প্রীতিবাক্যানি ভূয়াংসি প্রযুজ্য মুনয়ে তদা ।
ততঃ প্রপচ্ছ ভগবানব্রবীৎ পাকশাসনঃ ॥ ২২
কিমাহ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ শীঘ্রমাচক্ষ্ব মে মুনে
চিরস্য খলু কৃষ্ণেন সংস্মৃতোঽস্মি মহাত্মনা ॥ ২৩

নারদ উবাচ

মহেন্দ্রাবরজং দ্রষ্টুং গতোঽহং ভ্রাতরং তব
কথঞ্চিৎ দ্বারকাং তত্র কাশ্যপানাং ॥ ২৪
তং তু রৈবতকে শক্র দৃষ্টবানস্মি কেশবম্
রুক্মিণ্যা সহিতং বীরমুময়েব বৃষধ্বজম্ ॥ ২৫

পারিজাততরোঃ পুষ্পং তত্র মহ্যং ন্যবেদয়ৎ ।
বিস্মাপনার্থং দেবেশ পত্নীনামুরুতেজসঃ ॥ ২৬
তদদৃষ্ট্বা তত্র পত্ন্যস্তু বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ।
যদৃচ্ছাপ্রদং পুষ্পং বৃক্ষরাজসমুদ্ভবম্ ॥ ২৭
শ্রাবিতাভ্যাং ময়া খ্যাতং তস্য পুষ্পস্য মানদ ।
সৃষ্টিশ্চ পারিজাতস্য কশ্যপেন মহাত্মনা ॥ ২৮
অদিত্যা কশ্যপো দত্তঃ পুণ্যার্থং যথা মম ।
পুষ্পদাম্না বেষ্টয়িত্বা কণ্ঠে পুণ্যার্থমাত্মবান্ ॥ ২৯
ত্বঞ্চ দত্তো যথা শচ্যা দেবাশ্চান্যে সুরেশ্বর
নিষ্ক্রয়শ্চ যথা দত্তঃ কশ্যপাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥ ৩০
তচ্ছ্রুত্বা তত্র পত্নীনাং সত্যভামেতি বিশ্রুতা
পুণ্যকার্য্যং মনশ্চক্রে পতিনা তে সহানুজঃ ॥ ৩১
তথা চাভাষিতো ভর্ত্তা দেব দেব্যা গণেশ্বরঃ
প্রতিজজ্ঞে স ধর্মার্থং মহাপ্রাজ্ঞস্তব মানদ ॥ ৩২

ইন্দ্র উঠিয়া সেই তপোধনের পূজা করিলেন এবং নিজের আসনের সদৃশ এক কুশপূর্ণ পীঠাসন তাঁহাকে বসিবার জন্য প্রদান করিলেন। ১৯

কিন্তু মহাতেজস্বী নারদও সেই সময়ে দেবেন্দ্রকে বলিলেন,—অমরশ্রেষ্ঠ! আমি বর্তমানে সেই অনুপম তেজস্বী বিষ্ণুর দূত হইয়া আসিয়াছি। ২০

সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কিছু কার্য্য সম্মুখে রাখিয়া আমাকে আনর্ত্তদেশ (দ্বারকাপুরী হইতে এখানে পাঠাইয়াছেন। সেই নির্ম্মল তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট দূর করাই আমার মুখ্য কার্য্য। যাহার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি)। ২১

তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভগবান্ ইন্দ্র দেবর্ষি নারদের প্রতি মনের প্রীতিপ্রদ প্রেমপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। ২২

মুনে! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন, তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন। নিশ্চয়ই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বহুদিন পরে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। ২৩

নারদ বলিলেন,—দেবেন্দ্র! আমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য কোনরূপে দ্বারকায় গিয়াছিলাম, যিনি সেখানে বিরাজমান থাকিয়া কশ্যপপুত্রগণের (দেবগণের) বল বিস্তার করিতেছেন। ২৪

সেই শত্রুদমন বীর সেই সময় (দ্বারকাপুরীর নিকটবর্ত্তী) রৈবতকপর্ব্বতে রুক্মিণী দেবীর সহিত সেইভাবে বিরাজমান ছিলেন, যেরূপ ভগবান্ শঙ্কর উমাদেবীর সহিত (কৈলাস বা মন্দরপর্ব্বতে) বিরাজমান ছিলেন। ২৫

নিষ্পাপ দেবেন্দ্র! সেখানে আমি সেই মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁহার পত্নীদিগকে বিস্মিত করিবার জন্য পারিজাত-বৃক্ষের এক পুষ্প প্রদান করি। ২৬

বৃক্ষরাজ পারিজাতের সেই যথেচ্ছ কামনাপূরণকারী পুষ্প দেখিয়া তাঁহার পত্নীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ২৭

মানদ! সেখানে আমি তাঁহার পত্নীগণকে সেই পুষ্পের গুণের কথা বলি এবং ইহাও বলি যে, মহাত্মা কশ্যপ এই পারিজাতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৮

সুরেশ্বর! তারপর অদিতি দেবী পুণ্য প্রাপ্তির জন্য আত্মজ্ঞানী মহর্ষি কশ্যপের কণ্ঠে পুষ্পমালা বেষ্টন করাইয়া যেভাবে আমাকে পুণ্যের জন্য দান করিয়াছিলেন, শচী যে প্রকারে তোমাকে দান করিয়াছিল, অন্য দেবগণও যেভাবে নিজেদের পত্নীদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিলেন এবং কশ্যপাদি মহর্ষিগণ যেভাবে আমাকে নিজ নিষ্ক্রয় (মূল্য) দিয়াছিলেন (এই সমস্ত প্রসঙ্গ আমি তাহাদের বলি)। ২৯-৩০

ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া সত্যভামা নামে বিখ্যাতা এক তাঁহার পত্নী নিজের মনে এই দানরূপ কার্য্য করিবার জন্য স্থির করেন। ৩১

মানদ দেব! যেরূপ দেবী পার্ব্বতী প্রমথগণের অধিপতি স্বামী ভগবান্ শিবকে কোনও কথা বলিয়া থাকেন, সেইরূপ সত্যভামা নিজের পতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেই পারিজাত বৃক্ষের জন্য প্রার্থনা করে এবং তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ তাহার ধর্মকার্য্য-সিদ্ধির জন্য সেই বৃক্ষ আনিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ৩২

ততো নামুক্তবান্ বীরো বিষ্ণুর্বলনিষূদন: প্রভু:
যথাবৎ সুরমুখ্যেন শ্রুত্বা: শৃণু তাবত: ॥ ৩৩

পালনীয়ো যবীয়াংস্তে প্রণিপত্যাচ্যুতোঽব্রবীৎ।
আনয়েয়ং সুরশ্রেষ্ঠ পারিজাতং বনস্পতিম্ ॥ ৩৪

মনোরথোঽস্য সকলো বধ্যাতেঽসুরসূদন।
ধর্মকৃত্যে বিশেষেণ বধ্যাতে সুরসত্তম ॥ ৩৫

অয়ং দর্শিতকল্যাণো লোকো লোকগণেশ্বর।
পশ্যন্তমরকল্যাণং মৎপ্রভাবাচ্চ মানবা: ॥ ৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বাসুদেববচ: শ্রুত্বা মহেন্দ্র: কুরুনন্দন।
নারদং বদতাং শ্রেষ্ঠমিদং বাক্যমথ ব্রবীৎ ॥ ৩৭

গৃহাণাসনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যুক্তমুক্তং ত্বয়া দ্বিজ
সন্দেশং প্রতিদাস্যামি বিষ্ণোরতুলতেজস: ॥ ৩৮

আসীনে নারদে শক্রো দত্তানুজ্ঞোঽথ নারদাৎ
স্বমাসনং ততো ভেজে তদৈব সদৃশং প্রভো ॥ ৩৯

উপবিষ্ট: সুরপতিরথোবাচ তপোধনম্
নিরীক্ষ্য স্ববল: বীর্য্যং হর্ষং বৃত্রনাশন: ॥ ৪০

শক্র উবাচ

মহর্ষে কুশলং পৃষ্ট্বা বক্তব্যস্তে জনার্দন:।
মচ্ছাসন ধর্মজ্ঞ সর্ব্বভূতসুখাবহ: ॥ ৪১

মদনন্তরমীশস্ত্বং জগতো নাত্র সংশয়:।
ত্বদীয়: পারিজাতশ্চ রত্নান্যন্যানি চাচ্যুত ॥ ৪২

ত্বং তু ভারাবতরণং কর্ত্তুং দেব মহীং গত:।
মানুষ: সর্ব্বরত্নানাং স্থিত: কার্য্যস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৪৩

ত্বয়ি তীর্ণপ্রতিজ্ঞে হি পুন: প্রাপ্তে ত্রিবিষ্টপম্।
পূরয়িষ্যামি বধ্যাস্তে ইষ্টান্ কামানধোক্ষজ ॥ ৪৪

স্বর্গীয়াণি চ রত্নানি ন নেতব্যানি কেশব।
যথার্থে মানুষং লোকমিতি পূর্ব্বকৃতা স্থিতি: ॥ ৪৫

উৎক্রম্য হি স্থিতিং দৈবাং প্রবর্ত্তামি মহাবল।
যন্ময়ি কিং প্রবক্ষ্যন্তি প্রজাপতিগণা: প্রভো ॥ ৪৬

দেবপ্রধান দেবেন্দ্র! যদুনন্দন যদুবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে এই কথা বলিয়াছে, আমি তাহা যথাযথ ভাবে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৩৩

যে তোমার পালন-পালনযোগ্য, সেই তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অচ্যুত তোমাকে প্রণাম করত বলিয়াছে—সুরশ্রেষ্ঠ! আমি উত্তম বৃক্ষ পারিজাতকে এখানে আনয়ন করিব। ৩৪

অসুরসূদন। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনার বধূ সত্যভামার এই যে মনোরথ, যাহা বিশেষভাবে ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহা সফল হউক। ৩৫

লোকগণেশ্বর। এই মনুষ্যলোকও (যাহাতে) সেই কল্যাণময় বৃক্ষ দর্শন করিতে পারে (এরূপ কৃপা কর)। আমার প্রভাবসম্বন্ধ মনুষ্যগণও দেবগণের পক্ষে কল্যাণকর বৃক্ষ পারিজাত দর্শন করিবার সৌভাগ্য পায় (এরূপ সুযোগ প্রদান কর)। ৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুনন্দন! ভগবান্ বাসুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদকে বলিলেন ॥ ৩৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ। প্রথমে আসন গ্রহণ করুন। ব্রহ্মন্! আপনি উচিত কথা বলিয়াছেন। আমি অনুপম তেজস্বী বিষ্ণুর কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। ৩৮

প্রভো! নারদ আসনে উপবেশন করিলে পর নারদের আজ্ঞা গ্রহণ করত ইন্দ্র নিজের সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, যাহা তাঁহার অনুরূপ ছিল। ৩৯

সিংহাসনে উপবেশন করত বৃত্রসূদন দেবরাজ ইন্দ্র নিজের হর্ষদায়ক বল ও পরাক্রমের প্রতি নিরীক্ষণ করত তপোধন নারদকে বলিলেন। ৪০

ইন্দ্র বলিলেন,—মহর্ষে! আপনি আমার পক্ষ হইতে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের সুখদায়ক জনার্দনকে আমারই বাক্যে এই কথা বলিবেন। ৪১

অচ্যুত! আমার পর তুমিই এই জগতের ঈশ্বর, ইহাতে কোন সংশয় নাই। বৃক্ষ পারিজাত ও অন্যান্য রত্নসকল তোমারই। ৪২

দেব! কিন্তু তুমি পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত আচরণ ও ব্যবহারে মানবীয় মর্য্যাদাই গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৩

অধোক্ষজ! যখন তুমি ভূভারহরণের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে আসিবে, সেই সময় আমি তোমার পত্নী সত্যভামার সমস্ত অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিব। ৪৪

কেশব! কোনও অভাব সাধারণ কার্য্যের জন্য স্বর্গীয় রত্নাদিকে ভূতলে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। ইহা পূর্ব্বকালেরই স্থিরীকৃত মর্য্যাদা। ৪৫

মহাবল প্রভো! যদি আমি দেবলোকের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনও নূতন আচরণ করি, তবে প্রজাপতিগণ আমাকে কি বলিবেন? ৪৬

ব্রহ্মণা সহ পুত্রেণ সপৌত্রেণ মহাত্মনা।
নিয়মাঃ সর্বকৃত্যানাং স্থাপিতা জগতো যথাঃ ॥ ৪৭

প্রজাপতিকৃতং মার্গমপাস্য ব্রজতো মম।
অদ্য প্রজাপতির্ধীমান্ শাপমপ্যুৎস্জেৎ প্রভুঃ ॥ ৪৮

অস্মাভির্ভিদ্যমানং হি মর্যাদাসেতুবন্ধনম্।
ভেৎস্যন্ত্যপতিতা দৈত্যা দৈত্যপক্ষাস্তথাপরে ॥ ৪৯

স্ত্রীনিমিত্তমিতো নীতে পারিজাতে জনেশ্বরে।
স্বর্গৌকসো ভবিষ্যন্তি বিমনস্কাস্ত মানদ ॥ ৫০

উপভোগ্যা মনুষ্যাণাং বিহিতা যে স্বয়ম্ভুবা।
তৈস্তু তুষ্যতু মে ভ্রাতা সম্পন্নান্ কৃত্স্নশোভনান্ ॥ ৫১

ইহাপি তাত ত্রিদিবে মম যঃ স্যাৎ পরিগ্রহঃ।
ত্রিদিবস্থোঽপি তং কৃষ্ণঃ সর্বং ভোক্তুমিহার্হতি ॥ ৫২

স্পৃষ্টো হ্যনিবভোজ্যানামভিমানো জনার্দনঃ।
ততো ধর্মঃ সমুৎসৃজ্য পাপাঃ সমনুবর্তত ॥ ৫৩

পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত মহাত্মা ব্রহ্মা জগতের সমস্ত কার্যের জন্য কিছু কঠিন নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ৪৭

যদি আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিয়া গমন করি, তবে উহা গ্রহণ করত ধীমান্ ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে শাপ দান করিবেন। ৪৮

যদি আমরাই প্রাচীন মর্যাদারূপী সেতু-বন্ধন ছিন্ন করি, তাহা হইলে দৈত্য ও দৈত্যপক্ষের অন্যান্য সকলে নিঃশঙ্ক হইয়া সেই মর্যাদা ভেদ করিতে থাকিবে। ৪৯

মানদ! যদি কেবল এক স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বর্গ হইতে সুরদ্রুম পারিজাতকে ভূতলে লইয়া যাওয়া হয়, তবে স্বর্গলোকবাসীদিগের মন উদাস হইয়া যাইবে। ৫০

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা মনুষ্যগণের জন্য যে সব উপভোগের বস্তু সৃজন করিয়াছেন, সমস্তের পরিবর্তন দেখিতে দেখিতে আমার ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই সব বস্তু দ্বারা সন্তোষলাভ করুক। ৫১

তাত! এই স্বর্গলোকে আমার নিকট যে সব ভোগসামগ্রীর সংগ্রহ আছে, সেই সব শ্রীকৃষ্ণ এখানে থাকিয়াও ভোগ করিতে পারিবে। ৫২

মর্ত্যলোকের অধিবাসি ভোগ্য বস্তুসমূহে দৃষ্ট-পূর্ব হওয়ায় জনার্দন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কিছু অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। সেই অভিমানবশতঃই সে ধর্ম ত্যাগ করিয়া পাপেরই অনুসরণ করিতেছে। ৫৩

স্ত্রীবশ্যতা ব্যাপামানা কৃষ্ণস্য হি মহাত্মনঃ।
জগতামশমা যোগং জনয়েদিতি মে মতিঃ ॥ ৫৪

মানুষ্যং মানুষে প্রাপ্তো যদ্যেত মধুসূদনঃ।
কুর্যাদ্বিমর্দনীয়ং যদ্ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন নারদ ॥ ৫৫

স্বর্গারণ্যবিলোপেন ধর্ষণা স্যাদ্যমানব।
জ্ঞাতিতো ধর্ষণা চৈব বিশেষেণৈব গর্হিতা ॥ ৫৬

ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ ক্রমেণ মধুসূদনঃ।
সেবতেষ সতাং ধর্মান্ স্থাপিতান্ পদ্মযোনিনা ॥ ৫৭

মহীতলং পারিজাতমর্পয়িষ্যামি যদি।
পৌলোমীমাদিতঃ কৃত্বা কো নু মাং বহু মংস্যতে ॥ ৫৮

পারিজাতং মহীপৃষ্ঠে দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ মানুষাঃ।
স্বর্গার্থং লোকমিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা স্বর্গফলং স্থিতৌ ॥ ৫৯

পারিজাতফলোপভোক্তা ভূষন্তি যদি নারদ।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং ন বিশেষো ভবিষ্যতি ॥ ৬০

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীর বশীভূত হইয়াছে. এই কথার প্রসিদ্ধি ত' তাহার পক্ষে সংসারে অযশ বা কলঙ্কপ্রাপ্তি করাইবে, ইহাই আমার ধারণা। ৫৪

নারদ! মনুষ্যলোকে মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া মধুসূদন যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সহিত দ্বন্দ্বপূর্ণ ব্যবহার করে, তবে উহা তাহার পক্ষে উচিত হইবে না। ৫৫

নিষ্পাপ দেবর্ষে! স্বর্গীয় বৃক্ষের বিলোপ হইলে—উহার অপহরণ হইলে পর আমার তিরস্কার হইবে এবং নিজের জ্ঞাতি-বন্ধু হইতে তিরস্কার প্রাপ্ত হওয়া ত বিশেষ নিন্দিত। ৫৬

এই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ ধর্ম, অর্থ ও কাম সেবন করুক। ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত সৎপুরুষগণের ধর্মসমূহ আচরণ করুক। ৫৭

যদি আমি পারিজাত ভূতলে প্রেরণ করি, তবে শচী প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া এরূপ কোন্ স্বর্গবাসী আছেন যে, যিনি আমাকে অধিক সমাদর করিবেন। ৫৮

ভূতলে পারিজাতের দর্শন ও স্পর্শ করিয়া মনুষ্যগণ পৃথিবীতেই স্বর্গের ফল প্রাপ্ত হইতে দেখিলে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য আর উদ্যম করিবে না। ৫৯

নারদ! যদি মনুষ্যগণ পারিজাতের ফলসমূহ ( ও তাহা হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ ) সেবন করিতে থাকে, তবে দেবতা ও মনুষ্যদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিবে না। ৬০

তত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম ইহ তদুপভুজ্যতে নরৈঃ ।
স্বর্গার্থং ন যতিষ্যন্তি পারিজাতগুণান্বিতাঃ ॥ ৬১
সর্বরত্নবরঃ স্বর্গে পারিজাতস্তপোধন ।
তুল্যাঃ দেবমনুষ্যৈস্তৈঃ সর্বদৈব জগদ্ ভবেৎ ॥ ৬২
যজ্ঞৈর্যজ্ঞা ন যক্ষ্যন্তি লব্ধস্বর্গফলা ভুবি
ন পূর্তানি প্রদাস্যন্তি তুল্যামমরৈর্গতাঃ ॥ ৬৩
যজ্ঞৈর্দানক্রিয়ৈশ্চৈব নিত্যমাপ্যায়ন্তি নঃ ।
মানুষাঃ স্বর্গমিচ্ছন্তঃ শ্রদ্দধানাস্তপোধন ॥ ৬৪
তৎ সর্বং ন করিষ্যন্তি পারিজাতগুণান্বিতাঃ
নিস্তেজসো ভবিষ্যাম তে সত্তান্তবিহীনতাম্ ॥ ৬৫
ইতঃ সুবৃষ্ট্যা সহৈতে জীবন্তি পুরুষা ভুবি ।
আপ্যায়ন্তস্ততোঽস্মান্ ন দানৈর্যজ্ঞকৈরেব চ ॥ ৬৬
ন বুভুক্ষা পিপাসা বা বাধতে যদি মানবান্
রোগো জরা বা মৃত্যুর্বা ধর্মজ্ঞানরতিরেব চ ॥ ৬৭
দৌর্গত্যং বা সুখো বা ন উভয়ঃ কর্মসম্ভবাঃ ।
কিমুদ্যোগং করিষ্যন্তি পারিজাতগুণান্বিতাঃ ॥ ৬৮
সর্বথা নয়নং তত্র পারিজাতস্য ন ক্ষমম্ ।
ইতি বাচ্যস্ত্বয়া বিপ্র বিষ্ণুরক্লিষ্টকর্মকৃৎ ॥ ৬৯
যথা যথা চ মে ভ্রাতা তুষ্যতে তদ্বিচারয়ন্ ।
তথা তথা ত্বয়া কার্যং কার্যং সংপ্রীতিবিক্লবা ॥ ৭০
হারাশ্চ মণয়শ্চৈব চন্দনাগুরুণি চ ।
বস্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি যথাস্বং দ্বারকাং নয় ॥ ৭১
যোগ্যানি যানি মর্ত্যানাং যাবদিচ্ছতি কেশবঃ
ন স্বর্গপরিমোষস্তু কর্তুমর্হতি সাম্প্রতম্ ॥ ৭২
এতানি সন্তানি যথেপ্সিতান্যথ
রত্নানি চিত্রাণি বিভূষণানি চ ।
ন পারিজাতস্য কথঞ্চন ক্রমঃ
ভুবে প্রবাস্যন্তি দিবৌকসাং প্রিয়ম্ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু বিষ্ণুপর্বণি পারিজাতহরণে ইন্দ্রবাক্যো একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

---

মর্ত্যলোকে মানুষেরা যে সব শুভ কর্ম করে, তৎসমস্তের ফল তাহারা এই স্বর্গে আসিয়া ভোগ করে। যদি তাহারা ভূতলেই পারিজাতের গুণ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা স্বর্গে আসিবার জন্য যত্ন করিবে না। ৬১

তপোধন! স্বর্গে পারিজাত সর্বরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যদি উহা ভূতলেই চলিয়া যায়, তাহা হইলে মানুষেরা দেবতাদিগের সমান হইয়া যাইবে এবং (মনুষ্যপূর্ণ) জগৎ সর্বদাই স্বর্গের তুল্য হইবে। ৬২

পৃথিবীতেই স্বর্গের ফল লাভ করত দেবগণের তুল্য হইয়া মানুষেরা আর যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতাদিগের যজন করিবে না এবং পূর্তকর্মেও ধন বিনিয়োগ করিবে না। ৬৩

তপোধন! শ্রদ্ধাবান্ মানবেরা স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞ, দান ও নিত্য কর্মসমূহের দ্বারা সদা আমাদিগকে তৃপ্ত ও পুষ্ট করে। ৬৪

কিন্তু পারিজাতের গুণ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যগণ আর সেই সব কর্ম করিবে না, সুতরাং সেই যজ্ঞাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া সকল দেবতা আমরা নিস্তেজ হইয়া যাইব। ৬৫

এই স্বর্গ হইতে সুবর্ষণ হইলে পর উহা হইতে জাত শস্যসমূহের দ্বারা ভূতলের মনুষ্যগণ জীবন ধারণ করে এবং তাহারাও দান ও যজ্ঞাদির দ্বারা দেবতা আমাদের সকলকে পোষণ করে। ৬৬

ধর্মজ্ঞ নারদ! পারিজাতের গুণ প্রাপ্ত হইলে পর যদি মনুষ্যগণকে ক্ষুধা পিপাসা পীড়িত করিতে না পারে, রোগ, জরতি ( অসময়োগ বা দুঃখ-শোকাদি ) অথবা মৃত্যুপ্রভৃতি তাহাদের না হয়; তাহাদের মধ্যে যদি দুর্গতি না থাকে এবং কর্মজনিত ভয়ের উৎপত্তি ( অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পক্ষী ও অন্য রাজার আক্রমণ। এই ছয় প্রকার ঈতি। ) তাহাদিগকে পীড়িত না করে, তবে তাহারা স্বর্গের জন্য উদ্যোগ করিবে না। ৬৭-৬৮

বিপ্রবর! পারিজাতকে মর্ত্যলোকে লইয়া যাওয়া সর্বথা অনুচিত। এই কথা আপনি অক্লেশে মহৎ কর্মকারী ভগবান্ বিষ্ণুকে ( শ্রীকৃষ্ণকে ) বলিয়া দিবেন। ৬৯

মুনে! আমার প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি করিয়া আপনি সেখানে এরূপ এরূপ কার্য বা চেষ্টা করিবেন, যাহাতে আমার এই কথার উপর বিচার করিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া যান। ৭০

দেবর্ষে! আপনি যথাসাধ্য মহাত্মার জন্য এখান হইতে হার, মণি, চন্দন, অগুরু ও বিচিত্র বস্ত্রসকল দ্বারকায় লইয়া যান। ৭১

যে যে বস্তুসমূহ মনুষ্যগণের যোগ্য, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের যত ইচ্ছা, ততই লইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু এই সময় স্বর্গলোককে অপহরণ করা অর্থাৎ স্বর্গলোকের রত্নস্বরূপ পারিজাত অপহরণ করিয়া তাহাকে নিঃস্ব ( কাঙাল ) করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে উচিত হইবে না। ৭২

মুনে! আমি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে বহু রত্ন ও আভরণ প্রদান করিতেছি, কিন্তু পারিজাত বৃক্ষকে আমি কোনরূপেই প্রদান করিব না; কারণ, ইহা স্বর্গবাসিগণের অত্যন্ত প্রিয় ( অতএব ইহাকে অন্যত্র লইয়া যাইতে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হইবে না। ) ৭৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের বাক্যবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

( কৃষ্ণেন পারিজাতপ্রদান[illegible] শ্রুত্বা কুপিতেন ইন্দ্রেণ নারদসমীপে [illegible] সমালোচনা, বিনা যুদ্ধেন পারিজাতবৃক্ষদানা[illegible] নিশ্চয়ঃ )

বৈশম্পায়ন উবাচ

দেবরাজবচঃ শ্রুত্বা নারদঃ কুরুনন্দন ।
প্রোবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবিত্তমঃ ॥ ১
অবশ্যমেব বক্তব্যং হিতং বলনিষূদন
ময়া তব মহাবাহো বহুমানোঽস্তি মে ত্বয়ি ॥ ২
উক্তো ময়া বাসুদেবো জানতা ভবতো মতম্ ।
ন দত্তঃ পারিজাতোঽয়ং হরস্যাপি ত্বয়া পুরা ॥ ৩
হেতবশ্চ ময়া তস্য দর্শিতাস্তে সমাসতঃ ।
ন চাবগতবান্ দেবঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪
উপেন্দ্রোঽহং মহেন্দ্রেণ লালনীয়ঃ সদেতি মাম্
উবাচ পুণ্ডরীকাক্ষো মধুসূদন এব চ ॥ ৫
পুনঃ পুনর্ম্ময়া বাক্যং হেতবো দেব দর্শিতাঃ ।
ভূয়ো ন বুদ্ধির্ব্যাবৃত্তা বৃত্রনাশন তস্য বৈ ॥ ৬
অপি চাপ্যুক্তবান্ দেবো বাক্যান্তে মধুসূদনঃ ।
প্রত্যাহ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ সরোষমিব বাসব ॥ ৭
ন দেবগন্ধর্ব্বগণা ন রাক্ষসা
ন চাসুরা নৈব চ যক্ষপন্নগাঃ ।
মম প্রতিজ্ঞামপহন্তুমুদ্যতা
মুনে সমর্থাঃ খলু শক্র সন্তু তে ॥ ৮
স পারিজাতো যদি ন প্রদাস্যতি
প্রযাচমানো ভবতামরেশ্বরঃ ।
ততঃ শচীবাহুবিভাগলেপনে
গদাং বিমোক্ষ্যামি পুরন্দরোরসি ॥ ৯
উপেন্দ্রস্য মহেন্দ্রায় ভ্রাতুস্তে নিশ্চয়ঃ পরঃ
যদত্র সদৃশং প্রাপ্তং সম্প্রধার্য্য কুরুষ্ব তৎ ॥ ১০
তত্ত্বং হিতঞ্চ দেবেশ শ্রূয়তাং বদতো মম
নয়নং পারিজাতস্য দ্বারকাং মম রোচতে ॥ ১১

## সপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পারিজাতের [illegible] শ্রবণ করিয়া কুপিত ইন্দ্রের [illegible] নারদের নিকট [illegible] সমালোচনা এবং বিনা যুদ্ধে পারিজাত না দিবার নিশ্চয় করা ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুনন্দন ! দেবরাজ ইন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাক্যবিৎ ধর্ম্মাত্মা নারদ এই কথা বলিলেন । ১

মহাবাহু বলসূদন ! আমার মনে তোমার প্রতি বহু সমাদর আছে, সেইজন্য আমার তোমাকে অবশ্যই হিতকথা বলা উচিত । ২

আমি তোমার এই মত জানি, কারণ, তুমি পূর্ব্বে মহাদেব কামনা করিলেও এই পারিজাত বৃক্ষ তাঁহাকে প্রদান কর নাই ; সেইজন্য আমি তোমার পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুই বলিয়াছি । ৩

তুমি পারিজাত না দিবার বিষয়ে যে সব কারণ বলিয়াছ, আমি তাহাকে সংক্ষেপে তাঁহাকেই দেখাইয়াছি, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা কিছুই গ্রহণ করে নাই । এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিতেছি । ৪

আমার কথার উত্তরদান করিতে করিতে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ বলিল যে, আমি উপেন্দ্র (ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), অতএব আমাকে সর্ব্বদা মহেন্দ্রের লালন পালন করা উচিত । ৫

বৃত্রাসুরনাশন দেবরাজ ! আমি বারংবার তাঁহাকে কারণ দেখাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয় নাই । ৬

ইন্দ্র ! আমার কথার শেষে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ মধুসূদন কিছু রুষ্ট হইয়া উত্তর দিতে দিতে বলিল । ৭

মুনে ! আপনার কল্যাণ হউক । যদি সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর, যক্ষ ও নাগগণও উদ্যত হইয়া আসেন, তবে আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না । ৮

যদি আপনি যাচ্ঞা করিলেও অমরেশ্বর ইন্দ্র পারিজাত না দেন, তবে যে বক্ষঃস্থলের অনুলেপন শচীদেবীর বাহুযুগলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বক্ষঃস্থলে গদা প্রহার করিব । ৯

মহেন্দ্র ! তোমার ভ্রাতা উপেন্দ্রের এই অটল নিশ্চয় । এখন এ বিষয়ে তুমি যাহা যথোচিত বলিয়া মনে করিবে, তাহা বিচার করত সম্পাদন কর । ১০

দেবেশ্বর ! আমি তোমাকে তত্ত্ব ও হিতের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ; পারিজাত বৃক্ষকে দ্বারকায় লইয়া যাইতে দেওয়াই আমার ভাল বলিয়া মনে হইতেছে । ১১

নারদৈনেবমুক্তস্তু প্রত্যুক্তঃ বলনিষূদনঃ।
রোষ বিষ্টঃ সহস্রাক্ষো দেবেন্দ্রনারদং ॥ ১১
অনাগসি যদি ক্রোধে সোদরে যদি কেশবঃ
এবং প্রবৃত্তঃ কিং শক্যং কর্ত্তুমত্র তপোধন ॥ ১৩
বহুনি প্রতিলোমানি পুরা স কৃতবানপি
কৃষ্ণো নারদ সোঢ়ানি তানি তানি ময়া সদা ॥ ১৪
খাণ্ডবে চার্জুনরথঃ পুরা বাহয়তা সতা।
সদীয়া বারিতা মেঘাঃ শমনে বহ্নিমুক্তম্ ॥ ১৫
গোবর্দ্ধনং ধারয়তা বিপ্রিয়ঞ্চ কৃতং মম
তথা বৃত্রবধে প্রাপ্তে সাহায্যার্থং বৃতো ময়া ॥ ১৬
সমোঽহমিতি সর্ব্বেষাং [illegible] চোক্তবান
যথাবলম প্রিত্য [illegible] নিহতো ময়া ॥ ১৭
দেবাসুরেষু প্রাপ্তেষু সংগ্রামেষু চ নারদ
স্বেচ্ছয়া [illegible] যুদ্ধে [illegible] ॥ ১৮

নরনাথ। নারদ যখন ঐরূপ সুস্পষ্ট কথা বলিলেন, তখন বলাসুরের মেঘনাশক ইন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন। ১১

তপোধন। যদি শ্রীকৃষ্ণ নিজের নিরপরাধ ও সোদর সহোদর আমার প্রতি এরূপ অনুচিত আচরণ করিতে উদ্যত হয়, তবে এখন আর কি করা যাইতে পারে? ১৩

নারদ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেও আমার বহু প্রতিকূল আচরণ করিয়াছে; কিন্তু সে আমার [illegible] এরূপ মনে করিয়া তৎসমস্তই সহ্য করিয়া আছি। ১৪

পূর্ব্বের ঘটনা, সে অর্জুনের রথ চালন করিতেছিল, সেই সময় সেই বনে দাহ করিতে উদ্যত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য আমি যে মেঘগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, আমার সেই সব মেঘকে সে নিবারণ করিয়াছিল। ১৫

এইরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া সে আমার অপ্রিয় করিয়াছিল। যখন বৃত্রাসুরকে বধ করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আমি ইঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে এই কথা বলিয়া আমাকে উত্তর দিয়াছিল যে, আমি ত' সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই সমভাবাপন্ন (কাহারও প্রতি আমার রাগ বা দ্বেষ নাই), তখন আমি নিজ শক্তবলেরই আশ্রয় লইয়া বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলাম। ১৬-১৭

মুনে! নারদ! যখন যখন দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন তখনই কৃষ্ণ নিজের ইচ্ছাতেই যুদ্ধ করে (আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া নহে); যখন যাহা তাহার মনে আসে, তখন তাহাই করে। এই কথা আপনি ভাল ভাবেই জানিয়া থাকেন। ১৮

বহুনাত্র কিমুক্তেন তত্র ক্রিয়া প্রবর্ত্ততাম
জ্ঞাতিভেদো ন নঃ কার্য্যঃ সাক্ষী ত্বং মম নারদ ॥ ১৯
যদ্যেতদপি গদাং মোক্তুমতো যদি কেশবঃ।
অনুপহাত্য পৌলোমীং পুনঃ ক ইহ দৃশ্যতে ॥ ২০
উগ্রবাসগতো ধীমান পিতা নঃ কশ্যপঃ প্রভুঃ।
অদিত্যা সহ যে মাতা তথার্থাবানিমং ভবেৎ ॥ ২১
অজিতাত্মা মম ভ্রাতা কৃষ্ণো [illegible] বৃতঃ।
কামেন চ স্ত্রিয়ো বাক্যান্ [illegible] ॥ ২২
ধিক্ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বথা বিপ্র ধিগ্ [illegible] তথা।
যত্রাধিক্ষিপ্তবান্ বিষ্ণুর্মাং স্ত্রীজিতো বিভু ॥ ২৩
ন দৃষ্টঃ কশ্যপকুলে [illegible]
নৈব [illegible] দৃষ্টঃ [illegible] ॥ ২৪
ন কোঽপি [illegible] নিয়ম।
[illegible] ॥ ২৫

এ বিষয়ে [illegible] যদি প্রাক্তনতঃ দুষ্ট [illegible] নারদ! কিন্তু আপনি আমার পক্ষে এ বিষয়ে সাক্ষী থাকিবেন যে, আমাদের এই জ্ঞাতিগণের মধ্যে [illegible] অভীষ্ট নয়। ১৯

যদি কেশব আমার উপরে গদা [illegible] করিতেই উদ্যত হয়, তবে এখানে পুলোমনন্দিনী শচীর অপহরণ করিয়া এরূপ কথা বলায় কি লাভ দেখিতে পাইল। ২০

আমার বুদ্ধিমান্ পিতা ভগবান কশ্যপ আমার মাতা অদিতিদেবীর সহিত তপস্যা করিবার জন্য তপোবনে গিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে আমার প্রতি এরূপ কথা বলিতে পারেন (কারণ, মাতাপিতার এই অধিকার আছে যে, তাঁহারা পুত্রকে সঠিক পথে চালনা করিবার জন্য এরূপ ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন)। ২১

বিপ্রবর! স্ত্রীলোককে সর্ব্বথা ধিক্কার এবং সেই রাজসভাকেও ধিক্, যেখানে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার উপর এরূপ আক্ষেপ করিয়াছে। ২২-২৩

মহামুনে! মহর্ষি কশ্যপের কুলে অদ্যাপি কোনও বিপরীত ঘটনা দেখা যায় নাই এবং যেখানে আমার মাতার জন্ম হইয়াছে, সেই দক্ষকুলেও এরূপ কোনও ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ২৪

নারদ! কাম ও রাগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ না আমার জ্যেষ্ঠত্বের মর্যাদা রাখিল এবং না আমার দেবরাজ-পদেরও সম্মান করিল। ২৫

পুত্রদারসহস্রৈর্হি ভ্রাতাদয় বিশিষ্যতে
সদ্বৃত্তো জ্ঞানসম্পন্ন ইতি ব্রহ্মা পুরাব্রবীৎ ॥ ২৬
নাস্তি ভ্রাতৃসমো বন্ধুরাহাধা ইতরো জনঃ
ইতি মামব্রবীৎ মাতা পিতা চৈব প্রজাপতিঃ ॥ ২৭
লোকরে তু বিশেষং তু পিতা মে কশ্যপোঽব্রবীৎ
দৃষ্টা ময়া বিরুদ্ধাস্তে দানবাঃ পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ২৮
কাম্যমেতত্ত্ব বক্তব্যং বক্তাস্তবাধিতম্।
প্রাপ্তকালমতো বিপ্র যদিহাদ্যোচ্যতে ময়া ॥ ২৯
যদ্দর্শনায়াং মুনিশ্রেষ্ঠ ছিন্নাদ্যা হি পুরানঘ।
যথৌক্তিমতাপাক যজ্ঞানামগ্রমুনে ॥ ৩০
উৎকৃত্তশিরসো বিষ্ণোঃ পুরা দেবো হৃতো ময়া।
সন্ধিতঞ্চ শিরো যত্নাচ্ছিন্নং সৌষ্ঠেন তেজসা ॥ ৩১

অহং বিশিষ্টো দেবানাং বিষ্ণুঃ পুনরচ্যুতঃ।
বহুমারোপ্য সর্বেষু স্থিতো মাধব কেশবঃ ॥ ৩২
কিং মাং পিতা বা মাতা বক্ষ্যতীতি ময়া মুনে।
মেনেন চ স্থিতঃ বিষ্ণোঃ সখ্যৈর্যং মুনিসত্তম ॥ ৩৩
ঐক্যং বৈষ্ণবমস্থেব মুনে ভাগমহং দদৌ।
যবীয়াংসমহং প্রেম্না কৃষ্ণঃ পশ্যামি নারদ ॥ ৩৪
সংগ্রামেষু প্রহর্তব্যং তেন পূর্বং তপোধন।
রাজা বিনাহং সমরে প্রহর্তাহং প্রভো ধ্রুবম্ ॥ ৩৫
প্রাদুর্ভাবেষু সর্বেষু সর্বলোকনিবাসম্।
যত্নাৎ রক্ষামি বর্মিক্ত কেশবং ভক্তিমান্ প্রিয়ম্ ॥ ৩৬
ইদং ভক্তঃ মদীয়ঞ্চ ভবনং বিষ্ণুনা কৃতম্
উপর্যুপরি লোকানামধিকং ভুবনং মুনে ॥ ৩৭

কিন্নাপ দেবর্ষে। পুরাকালে ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছিলেন যে, সদাচারী ও জ্ঞানবান্ ভ্রাতা সহস্র পুত্র এবং পুত্রবধূ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২৬

আমার মাতা অদিতিদেবী ও আমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, ভ্রাতার সমান বন্ধু (উপকারকারী) আর কেহ নাই; কারণ ভ্রাতা স্বাভাবিক বন্ধু এবং অন্য জন উপকারাদির দ্বারা অস্বাভাবিক বন্ধু। ২৭

আমার পিতা কশ্যপ সকলের সাক্ষাতেই বিশেষ বন্ধুত্বের কথা বলিয়াছেন। যদিও দানবগণও আমার ভ্রাতা, তথাপি তাহারা দুর্বিত্ত ও পাপপূর্ণ নিশ্চয়ক বলিয়া আমি তাহাদের সহিত বিরোধ করি। ২৮

বিপ্রবর! যে কথা নিজের প্রশংসাযুক্ত, সেই কথা বক্তব্য নহে, উচিত নয়, তাহাতে কোনও সংশয় নাই, তথাপি এখনে আমার দ্বারা যাহা কথিত হইল, তাহা বলিবারই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ২৯

মুনিশ্রেষ্ঠ! মহাদেব। পুরাকালে (দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের সময়) যখন ভগবান্ শঙ্করের ধনুর্গুণ পার্ষদগণ বধ্যদের প্রভাবে দেবতাদের বহুর অঙ্গ ছেদন করিয়াছেন এবং যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই সময় আমিই তাঁহার মস্তকহীন দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম এবং ক্রমে ক্রমে ছিন্ন সেই মস্তককে যত্নসহকারে দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ৩০-৩১

নারদ! তাঁহার যখন মস্তক সংযুক্ত হইয়া যাইল, তখন সেই অচ্যুতরূপ কেশব পুনর্বার [illegible] করিয়া দেব-সকলকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, আমি এই দেবগণ হইতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩২

মুনে! ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি সেই সময় এই চিন্তা করিয়াছিলাম যে, আমি যদি ইহাকে রক্ষা না করি, তবে আমার পিতা বা মাতা আমাকে কি বলিবেন? সেইজন্য স্নেহের সহিত আমি বিষ্ণুর দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। ৩৩

মুনে! নারদ! (যজ্ঞকালে যে সকল বা উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়, সেই সবের উপর আমারই আধিপত্য; কারণ, সেই সময় বিষ্ণু নিদ্রিত থাকেন।) সেই ঐক্য-ভাগকেই বৈষ্ণব-ভাগ নিরূপণ করিয়া দিয়া আমি ইহাকে সেই ভাগ প্রদান করিয়াছি। (এই হরিবংশ পর্বের ১৫ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ইহা বর্ণিত আছে —টীকা দ্রষ্টব্য।) এইভাবে আমি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সদা প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতেই অবলোকন করি। ৩৪

তপোধন! সংগ্রামের সময় যদি আসে (যদি কৃষ্ণ আমার সহিত বিরোধ করিতেই উদ্যত হয়), তবে তাঁহাকেই আমার উপর প্রথম প্রহার করিতে হইবে। অন্য যুদ্ধে আমি আগেই প্রথম প্রহার করি; কারণ, আমি রাজা। ৩৫

কিন্নাপ ব্রহ্মর্ষি নারদ! সকল অবতারের সময় আমার প্রতি ভক্তিমান্ কেশবকে আমি নিজের শরীরের সমান যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছি। ৩৬

মুনে! বিষ্ণু আমার এই ভুবনের (স্বর্গলোকের) মর্যাদা ভঙ্গ করিয়া সব লোকের উপরে উপরে নিজের ভুবন (বৈকুণ্ঠধাম) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অন্য সব লোক অপেক্ষা বিশেষ শ্রেষ্ঠ দিয়াছেন। ৩৭

অবমানঃ স চ ময়া পৃষ্ঠতঃ ক্রিয়তে মুনে
লালনীয়ো ময়া বাল ইত্যেবং ভ্রাতৃগৌরবাৎ ॥ ৩৮
বালোঽয়ং মম পুত্রেতি যবীয়ানিতি নারদ ।
পিত্রা মাত্রা চ গোবিন্দো মানী চ পরিভাবিতঃ ॥ ৩৯
ইষ্টস্তত্র জনানাঞ্চ কেশবঃ সুবিশেষতঃ ।
বয়ং দ্বেষ্যা ন সন্দেহস্তত্র স্নেহোঽতিরিচ্যতে ॥ ৪০
সর্বজ্ঞো বলবাঞ্শূরঃ পাত্রং মানয়িতা তথা
কেশবেঽস্ত্যেব চ ভাবং যত্তদ্বিভবতাং গতম্ ॥ ৪১
গচ্ছ নারদ বক্তব্যঃ কেশবো বচনান্মম ।
আহূতো ন নিবর্তেঽহং সমরং প্রতি শত্রুভিঃ ॥ ৪২
যদীচ্ছসি তদাগচ্ছ সত্যং তে যদ্যদিচ্ছসি ।
প্রহরস্ব চ পূর্বং ত্বং ভাগাংক্ষিত যথেচ্ছসি ॥ ৪৩
যথাচ্ছেনাথ শক্তেণ গদয়া নন্দকেন চ
প্রহরাস্মম্ব শকড়ঃ দৃঢ়ো ভূত্বা জনার্দন ॥ ৪৪
প্রহ্বস্তে প্রহরিষ্যামি যথাশক্ত্যা চ কেশব ।
অহো বিস্ যদি মাং যোদ্ধা বিক্রমং ন করিষ্যতি ॥ ৪৫
যাবন্ন সংগ্রামগতো জিতোঽহং চক্রপাণিনা ।
পারিজাতং ন দাস্যামি তাবত্তে মুনিসত্তম ॥ ৪৬
মাং সমাহ্বয়তে জ্যেষ্ঠং যবীয়ান্ স তপোধন ।
অহো ত্বং সর্বমিত্রাণি কিমর্থং স্ত্রীজিতঃ হরিঃ ॥ ৪৭
অত্রৈব গচ্ছ ভগবন্ দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ।
বিবাদে সংস্থিতঃ সোঽহম্ ইতি বাচ্যস্ত্বয়াচ্যুতঃ ॥ ৪৮
পদাপণত্রাঙ্কেঽপি দ্যাভিজো
ন পারিজাতস্য তব প্রদাস্যতি ।
ইতি প্রবাচ্যো মধুসূদনস্ত্বয়া
বচো মদীয়ং ভবতা তপোধন ॥ ৪৯

মুনে। সেই অপমানকে আমি পশ্চাদ্ভাবে করিয়া দিয়াছি অর্থাৎ তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যে গৌরব, তাহা লক্ষ্য রাখিয়া আমি এই চিন্তা করিয়াছিলাম যে, এ বালক; সুতরাং আমার দ্বারা সে লালন-পালনেরই যোগ্য। ৩৮

নারদ। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আমার মনে এই ভাব আছে যে, সে বালক, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব আমার দ্বারা সে পুত্রের ন্যায় লালন-পালনযোগ্য, কিন্তু তাহার বিষয়ে আমার মাতা-পিতাও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোবিন্দ অভিমানী। ৩৯

সেখানের (মধুরালোকের) মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় এবং আমরা সকলে তাহার দ্বেষের পাত্র হইয়া গিয়াছি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ইহাই কারণ যে, শ্রীকৃষ্ণের সেই মধুজনদের প্রতি স্নেহ বর্ধিত হইয়াছে। ৪০

আজ পর্যন্ত আমার এই চিন্তা ছিল যে, কেশব সর্বজ্ঞ, বলবান্, সৌর্যশালী বীর, সুপাত্র এবং অপরকে মানদানকারী, আমার সেই সব চিন্তন বিফল হইয়া গিয়াছে। ৪১

নারদ। আপনি গমন করুন এবং আমার কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বলুন যে, 'আমি শত্রুর আহ্বান করিলে পর কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই না'। ৪২

পত্নীর বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ। যদি তুমি আমার উপর প্রথম প্রহার করিতে ইচ্ছুক হও, তবে আগমন কর। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমার উপর প্রহার করিলে আমি উহা সহ্য করিব। যেরূপ তোমার ইচ্ছা তদনুসারে প্রথমে তুমি প্রহার কর। ৪৩

জনার্দন! তুমি শক্তি ও যেমন কবচ যুক্ত হইয়া আমার উপর সুদর্শন চক্র, শার্ঙ্গ ধনু, কৌমোদকী গদা এবং নন্দক নামক খড়্গের দ্বারা প্রহার কর। কেশব! যদি আত্মীয়ের আমাকে ব্যাকুল করিয়া না দেয়, তবে হইলে তোমার প্রহারের পর আমিও যথাশক্তি তোমার উপর প্রহার করিব। অহো! এরূপ পরিস্থিতিকে ধিক্। ৪৪-৪৫

মুনিশ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ আমি সংগ্রামস্থলে উপস্থিত থাকিয়া চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরাজিত না হইব, সেই পর্যন্ত আমি তাহাকে পারিজাত দিব না। ৪৬

অহো তপোধন। যখন শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে, তখন পত্নীর বশীভূত সেই কেশবের এই আচরণকে আমি কি জন্য সহ্য করিব? ৪৭

ভগবন্। আপনি আজই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে গমন করুন এবং বিবাদের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত সেই অচ্যুতকে এইরূপ আমার উত্তর প্রদান করুন। ৪৮

যতক্ষণ না তুমি পরাজিত করিবে, ততক্ষণ পারিজাতের কথা কি; পারিজাতের অর্ধ পত্রও ইন্দ্র তোমাকে দিবে না। তপোধন। আমার এই কথা স্মরণ রাখিয়া আপনি মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে আমার কথিত বাক্যই বলিবেন। ৪৯

পুনঃ প্রবাচো ভগবংস্ত্বমচ্যুতো
মম প্রিয়ার্থং খলু নিশ্চিতমতিম্
ন মায়য়া কর্তুমিহার্হসি ক্রুধঃ
স্তুতস্তেঽস্তু বিলম্ব ক্ষিপ্রতাম্ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি পারিজাতহরণে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

ভগবন্! আমার প্রিয় করিবার জন্য অচ্যুতকে পুনরায় নিশ্চিত হইয়া আপনি এই কথা বলিবেন যে, মায়ার (জল-কপটতার) দ্বারা পারিজাত বৃক্ষের অপহরণ করা তোমার উচিত হইবে না। যথাযথভাবে স্তুতি হউক। ক্রুদ্ধতাপূর্ণ ব্যবহারকে বিদায় ॥ ৫০

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের বাক্যবিষয়ক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ নারদেন শ্রীকৃষ্ণস্য সন্দেশং প্রতিপাদ্য শ্রুত্বাপি ইন্দ্রেণ তস্মৈ পারিজাতপ্রদানে অনিচ্ছাপ্রকাশঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মহেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা নারদো বদতাং বরঃ
বিবিক্তে দেবরাজানমিদং বচনমব্রবীৎ
কামং প্রিয়াণি বক্তব্যো বক্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ
প্রাপ্তকালং তু বক্তব্যং হিতং প্রিয়মপ্যুত
অনিযুক্তপুরোভাগো ন চাপি বক্তুমুৎসহে
সুলোকগতিতত্ত্বজ্ঞো নাতিপ্রজ্ঞোঽপি [illegible] ॥ ৩
কার্যাকার্যে মনুষ্যং পরিপৃচ্ছতি মাং ভবান
যতস্ততঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুতাং যদি রোচতে ॥ ৪
অযুক্তেনাপি বুদ্ধ্যা বক্তব্যং জানতা হিতম্
আবাদ প্রাপ্তকালঞ্চ পরাভবনিবৃত্তয়ে ॥ ৫
বক্তব্যং সর্বথা সদ্ভিরপ্রিয়ং চাপি যদ্ধিতম্
আনুপূর্ব্যেণ শ্রেয়ঃ সদ্ভিরেবানুসৃতং পুরা ॥ ৬
অশ্রুতে ধর্মভৃত্যে চ ন শুশ্রূষতি চাপ্রিয়ে
ন প্রিয়ং ন হিতং বাচ্যং সদ্ভিরেবেতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৭
সর্বথা দেব বক্তব্যং জানতাং সুহৃদাং বর।
শ্রুত্বা চ কুরু সর্বজ্ঞ মম শ্রেয়স্করং বচঃ ॥ ৮

### একসপ্ততিতম অধ্যায়

[ নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ-প্রতিপাদন শ্রবণ করিয়াও ইন্দ্রের তাঁহাকে পারিজাত প্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবরাজ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ একান্তে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

দেবেন্দ্র! অবশ্যই বান্ধবদের সেইরূপ কথাই বলা উচিত, যাহা তাঁহাদের প্রিয়; ইহাতে কোন সংশয় নাই, তথাপি যাহার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ হিতকর বাক্য অপ্রিয় হইলেও তখন বলা কর্তব্য ॥ ২

যিনি উত্তম লোকগতির তত্ত্ব অবগত আছেন এবং যিনি নীতি-বিজ্ঞানেও কুশল, এরূপ ব্যক্তিও নিযুক্ত না হইয়া কখনও কোনও কার্যের অগ্রগামী হইবেন না—ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন ॥ ৩

কর্তব্যাকর্তব্যের সমস্যা উপস্থিত হইলে পর প্রায়ই তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর এবং আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, সেইজন্য এই সময়েও আমি তোমাকে কিছু বলিব। যদি ভাল লাগে, তবে তাহা গ্রহণ করিও ॥ ৪

যে ব্যক্তি বাক্যের প্রয়োগ কামনা করেন না এবং যাহাতে তাহার হিত হইবে, উহাও যিনি ভালভাবে জানেন—এরূপ সুহৃদের বিনা জিজ্ঞাসাতেও প্রাপ্তকাল ও সময়োচিত হিতকর বাক্য অবশ্যই বলা উচিত ॥ ৫

সৎপুরুষগণের উচিত এই যে, তাঁহারা সর্বদা হিতের কথাই বলিবেন, তাহা যদি অপ্রিয়ও হইয়া থাকে। ইহাই শ্রেয়ের জন্য হইতে যুক্ত হইবার উপায়। ইহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রাচীন কাল হইতেই সমাদর করিয়া আসিতেছেন ॥ ৬

যে অসত্যবাদী, ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী, কাহারও উপদেশ শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক এবং সকলেরই অপ্রিয় (দ্বেষপাত্র), এরূপ ব্যক্তিকে প্রিয় কথা বা হিতকথা বলা উচিত নহে। এই কথা বলিয়া সৎ-পুরুষগণ এই সবের নিন্দা করিয়াছেন ॥ ৭

সুহৃদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ দেব! তোমাকে আমার সর্বদা হিত বাক্য বলাই উচিত। তুমি আমার (সেই হিত) কথা শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া তুমি আমার কল্যাণকারী বাক্য পালন কর ॥ ৮

অন্যোন্যভেদো ভ্রাতৄণাং সুহৃদাং বা বলানুজ।
তথ্যানন্দকৃদ্ দেব বিবুধাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯
হিতানুবন্ধসহিতঃ কার্যঃ জ্ঞেয়ঃ সুরেশ্বর।
বিপরীতস্ত তদ্ বুদ্ধা নিত্যং বুদ্ধিমতাং বর ॥ ১০
যৎ স্যাত্তাপকরং পশ্চাদারব্ধং কার্যমীদৃশম্।
আরম্ভেদৈব তদ্বিদ্বানেব বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥ ১১
বিপাকমস্য কার্যস্য নানুপশ্যামি শোভনম্।
যদত্র কারণং দেব নিবোধ বিবুধাধিপ ॥ ১২
য একো বিশ্বমধ্যাস্তে প্রধানং জগতো হরিঃ।
প্রকৃত্যা যং পরং সর্বে ক্ষেত্রজ্ঞং বৈ বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৩
তস্যাব্যক্তস্য যো ব্যক্তো ভাগঃ সর্বভবোদ্ভবঃ।
তস্যাত্মা পরমো দেবো বিষ্ণুঃ সর্বস্য ধীমতঃ ॥ ১৪
প্রকৃত্যাঃ প্রথমো ভাগ উমা দেবী যশস্বিনী।
ব্যক্তঃ সর্বময়ো বিশ্বঃ স্ত্রীসংজ্ঞো লোকভাবনঃ ॥ ১৫

বলাসুর-বিনাশকারী দেব! ভ্রাতৃ অথবা সুহৃদগণের মধ্যে যদি পরস্পর ভেদ (শত্রুতা) হইয়া যায়, তবে উহা শত্রুগণের আনন্দ বর্ধন করে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯

বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরেশ্বর! নিজের কল্যাণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কার্য জানা আবশ্যক এবং যাহা তাহার বিপরীত, উহাও সর্বথা জানা কর্তব্য। সব কিছু জানিবার পর যে কার্য আরম্ভ করিলে পরে তাহা সন্তাপদায়ক হইবে, এরূপ কার্য বিদ্বান্ পুরুষ কদাপি আরম্ভ করিবেন না,—ইহাই বুদ্ধিমানগণের নীতি। ১০-১১

দেব! অমরেশ্বর! আমি এই কার্যের পরিণাম শুভদায়ক বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে যে কারণ বিদ্যমান আছে, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ১২

যিনি একাকীই কার্যভূত জগৎ এবং তাহার কারণভূত প্রধানেরও (প্রকৃতিরও) অধিষ্ঠাতা (সঞ্চালক), সেই শ্রীহরিই—এই শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত বিদ্বানগণ যাঁহাকে প্রকৃতি হইতে পর চিন্ময় ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানেন। ১৩

সেই অব্যক্ত প্রকৃতির যে ব্যক্তভাব (মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধির অভিমানী চেতন) ব্রহ্মা, তিনিই সমস্ত সংসারের উৎপত্তির কারণ। তাঁহার এবং সম্পূর্ণ চেতন জীবগণের আত্মা সেই পরমদেব শ্রীবিষ্ণু। ১৪

যশস্বিনী উমাদেবী প্রকৃতির মুখ্যভাগ (ব্যক্ত স্বরূপ)। অতএব সর্বময় ব্যক্ত বিশ্ব স্ত্রীসংজ্ঞক (সম্পূর্ণ ভোগ্য বস্তুরূপ), লোকসমাজের সৃষ্টিকারক। ১৫

কপিলাখ্যাঃ স্থিতস্তস্যা ব্যক্তঃ প্রথমো গুণঃ।
অব্যয়া প্রকৃতির্দেবী গুণী দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৬
ন বিশেষোঽস্য কৃৎস্নস্য বিষ্ণোশ্চামরসত্তম।
গুণিনস্তাবয়ঃ শান্তা সদা চ প্রথমো গুণঃ ॥ ১৭
নারায়ণো মহাতেজাঃ সর্বলোকভাবনঃ।
ভোক্তা মহেশ্বরো দেবঃ কর্তা বিষ্ণুরধোক্ষজঃ ॥ ১৮
ব্রহ্মা দেবগণাস্তস্তে পশ্চাৎ সৃষ্টা মহাত্মনা।
মহাদেবেন দেবেশ প্রজাপতিগণাস্তথা ॥ ১৯
এবং পুরাণপুরুষো বিষ্ণুর্দেবেষু পঠ্যতে।
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ গুণেভ্যশ্চ পরস্তথা ॥ ২০
আদিত্যা তপসা বিষ্ণুরারাধিতঃ পুরা।
বরেণ ছন্দিতঃ তেন পরিতুষ্টেন চাদিতিঃ ॥ ২১
অধোক্ষজসমং পুত্রমিচ্ছামীতি সুরোত্তম
প্রণিপত্য চ বিজ্ঞাপ্য নারায়ণমধোক্ষজম্ ॥ ২২

কপিলমুনি প্রকৃতির প্রথম বুদ্ধিরূপ গুণ (ভাব) অর্থাৎ ব্যক্তস্বরূপ। অবিনাশিনী প্রকৃতি উমাদেবী ভগবতী এবং তাঁহার সহিত যুক্ত গুণী পুরুষ মহেশ্বর। ১৬

দেবশ্রেষ্ঠ! এইরূপ সম্পূর্ণ গুণের ... অবিনাশিনী প্রকৃতি এবং বিষ্ণুর ... পুরুষ ... এই ভগবান্ নারায়ণ ও বিষ্ণুর মধ্যে কোন ভেদ নাই ... জগতের যে প্রথম অবিনাশী ... তিনিই মহাতেজস্বী নারায়ণ। তিনিই সকলের স্রষ্টা ও সমস্ত জগতের উৎপাদক। ১৭

দেবেশ্বর! এই সকলের পরমদেব নারায়ণ কর্তৃকই ভোক্তা মহেশ্বরদেব, কর্তা অধোক্ষজ বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অন্য দেবগণ ও প্রজাপতিগণ—ইঁহাদের সকলের সৃষ্টি পরে হইয়াছে। ১৮-১৯

এইরূপ পুরাণ পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের মধ্যে অচিন্ত্য, অপ্রমেয় ও গুণাতীত কথিত হইয়াছেন। ২০

পূর্বকালে দেবমাতা অদিতি তপস্যাদ্বারা পরমাত্মা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুও অদিতিকে ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ২১

সুরশ্রেষ্ঠ! সেই সময় অদিতিদেবী অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়াতীত) ভগবান্ নারায়ণকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—ভগবন্! আমি আপনার তুল্য পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি। ২২

ত্রৈলোক্যে ভুবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষোত্তমঃ
অংশেন তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ বৎসলেষু তে ॥ ২৩
স জাতঃ সর্ব্বকৃদ্দেবো ভ্রাতা তব সুরেশ্বর ।
নারায়ণো মহাতেজা হ্যুপেন্দ্রঃ প্রোচ্যতে ॥ ২৪
উদ্ভূতেব হরির্দেব কাশ্যপাত্মজতাং গতঃ
ত্রৈলোক্যং বৈ বিক্রমতে ভূতভব্যভবাপ্যয়ঃ ॥ ২৫
প্রাদুর্ভাবং গতো দেবো জগতো হিতকাম্যয়া
মাথুরং জগতো নাথঃ কর্ত্তা হর্ত্তা চ কেশবঃ ॥ ২৬
যথা পললপিণ্ডঃ স্যাৎ ব্যাপ্তঃ স্নেহেন সর্ব্বদা
তথা জগদিদং ব্যাপ্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৭
ব্রহ্মণ্যদেবঃ সর্ব্বাত্মা তৈস্তৈর্বৈবিক্রমৈরিতি
ভগবানতিভূতেশো দেবো বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বতো বরঃ ॥ ২৮
অতঃ সমস্তদেবানাং পূজ্য এব চ কেশবঃ ।
পদ্মনাভশ্চ ভগবান্ প্রজাসর্গকরো বিভুঃ ॥ ২৯
অনন্তো ধারণার্থঞ্চ বিভর্ত্তি চ মহদ্ বলম্ ।
যজ্ঞ ইত্যপি সঞ্চিন্ত্য কথ্যতে বেদবাদিভিঃ ॥ ৩০
শ্বেতঃ কৃতযুগে দেবো রক্তস্ত্রেতাযুগে তথা ।
দ্বাপরে চ তথা পীতঃ কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ ॥ ৩১
অবধীৎ স হিরণ্যাক্ষং দিব্যরূপধরো হরিঃ ।
বরাহাত্মা নিমজ্জন্তীমেষ দেবো বসুন্ধরাম্ ॥ ৩২

তখন তিনি বলিলেন—দেবি! সমস্ত ভুবনে আমার সমান অন্য কোনও পুরুষ নাই। অতএব আমিই স্বীয় অংশে তোমার পুত্র হইব। ২৩

সুরেশ্বর! (এই বরদানানুসারে) সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী ভগবান্ নারায়ণ তোমার ভ্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহাকে উপেন্দ্র বলা হয়। ২৪

দেব! ভূত ও ভবিষ্যতের উৎপত্তি এবং সংহারের অধিষ্ঠান-ভূত শ্রীহরি দেবমাতৃ কশ্যপের পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন এবং নিজের ইচ্ছানুসারেই তিনি ত্রিবিক্রম রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ২৫

জগতের সংরক্ষক, স্রষ্টা ও সংহারক ভগবান্ কেশব জগতের হিতকামনাতেই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২৬

মাননীয় দেবরাজ! যেরূপ মাংসপিণ্ড স্নেহের (চর্ব্বী প্রভৃতির) দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ২৭

এই ভগবান্ ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী, সকলের আত্মা এবং জগতে যেরূপ শরীর ধারণ করেন, তদনুসারেই বিভিন্ন ভাবসমূহের (শুভ্র-কৃষ্ণাদি বর্ণসমূহের) দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হন। বস্তুতঃ সকলের উৎপত্তিকারক সেই ভগবান্ বৈকুণ্ঠ গুণাতীত। ২৮

অতএব প্রজাসৃষ্টিকারী সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ পদ্মনাভরূপ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবগণেরও পূজনীয়। ২৯

ইনিই পৃথিবীকে নিজ মস্তকে ধারণ করিবার জন্য অনন্ত (শেষনাগ)-রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ইনি মহৎ বলকে ধারণ করিয়া থাকেন। বেদবাদী সাধু পুরুষগণ ইঁহাকেই 'যজ্ঞ' নামেও প্রতিপাদন করেন। ৩০

এই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ সত্যযুগে শ্বেত, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরে পীত এবং কলিযুগে কৃষ্ণ বর্ণের রূপ ধারণ করেন।* ৩১

সেই শ্রীহরি নিজের দিব্যরূপ ধারণ করত হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি জগতের হিত কামনায় বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলে নিমজ্জমানা পৃথিবীকে উদ্ধার এবং জলের উপরে তাহাকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ৩২

* শ্রুতিতে কথিত আছে,—"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ। উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্।" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত ৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গতি স্থাপন করিয়া মহাভারত টীকাকার আচার্য্য নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—যে মানুষ অবিদ্যারূপী নিদ্রায় অভিভূত অর্থাৎ যে অজ্ঞান মূঢ় পুরুষ, সে-ই কলি। তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য এখানে ভগবান্ শ্রীহরি "কৃষ্ণ" হন। যে মানুষ কিছু কল্যাণের বিষয় জানে বা বুঝিতে পারে, সেই অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে অর্দ্ধ জাগরিত হয়, সেই পুরুষকে দ্বাপর বলে। তাহার জন্য ভগবান্ পীতবর্ণ হন অর্থাৎ সুবর্ণসদৃশ উজ্জ্বল মনোহর কান্তি ধারণ করেন। সেই মানুষ তখন ইঁহার সেই দিব্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া কিছু ভক্তিপরায়ণ হয়। যে মানুষ কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য সদা সজাগ থাকিয়া যত্নবান্ হয়, সেই সাধককে ত্রেতা বলে। তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ রক্তবর্ণ হন অর্থাৎ সাধকের প্রতি অনুরক্ত (বাৎসল্যভাবযুক্ত) হন। যিনি যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ন্যায় ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত, সদা ভক্তি-পথেই অবস্থিত থাকেন, তিনি কৃতকৃত্য হইয়া যাওয়ায় কৃতযুগ বা সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার প্রতি ভগবান্ শুক্লবর্ণ হন অর্থাৎ তাঁহার সমক্ষে এই ভগবান্ নিজের শুদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

বারাহং বপুরাস্থিতা জগতো হিতকাম্যয়া।
জঘ্নে হিরণ্যকশিপুং নারসিংহবপুর্হরিঃ ॥ ৩৩
বিনায় জগতাং চৈব বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্।
বদ্ধশ্চ বলির্দেবঃ শ্রীমান্ পদ্মপলাশৈঃ ॥ ৩৪
দেবদানবসম্ভূতামাক্রামন্নপি শ্রিয়ম্।
ত্বদানন্তঃ পুরা বিষ্ণুঃ কৃপালোঽমিতবিক্রমঃ ॥ ৩৫
যাবদেবং তপো যস্য তাবিশন্তি জনার্দনঃ
অলীকেষ্বপি বর্ত্তন্তঃ ব্রতমেতন্মহাত্মনঃ ॥ ৩৬
জঘ্নে চ দানবান্ মুখ্যান্ দেবানাং যে চ শত্রবঃ
তব প্রিয়ার্থং গোবিন্দো ধর্মনিত্যঃ সতাং গতিঃ ॥ ৩৭
রামত্বমপি চাবাপ্য জঘ্নে রাবণমাহবে
মৃধা কামগুণাংশ্চৈব জঘান বিবুধান্ হরিঃ ॥ ৩৮
হিতায় জগতোঽদ্যাপি লোকে বসতি মানুষে।
উপেন্দ্রো জগতাং নাথঃ সর্বভূতোত্তমোত্তমঃ ॥ ৩৯

সেই শ্রীহরিই নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন। এই বামনরূপধারী শ্রীমান্ ভগবান্ বিষ্ণু এই পৃথিবীকে জয় করিয়াছিলেন এবং বলিকে নাগপাশে বন্ধন করেন। ৩৩–৩৪

যদিও দেবতা ও দানবদের সম্মিলিত সমূহে প্রকটিত রাজলক্ষ্মী উভয়ের পক্ষেই সাধারণ ছিল, তথাপি পুরাকালে অমিত পরাক্রমশালী, উরুক্রম, জনার্দন ভগবান্ বিষ্ণু তোমার জন্য তাহার উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিরাট রূপে তিন লোক আক্রমণ করিয়া ত্রিলোক-লক্ষ্মী তোমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ৩৫

যাঁহার তপস্যা শেষ হইয়াছে, তিনিও যদি অলীক—মায়াময় অর্থাৎ ছল-কপট এবং অহংকারপূর্ণ আচরণ করেন, তবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেও বিনাশ করেন, কারণ দুরাচারিগণের এই বিনাশই হইল মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ব্রত। ৩৬

সদা ধর্মরক্ষায় তৎপর সৎপুরুষগণের আশ্রয়ভূত ভগবান্ গোবিন্দ তোমার প্রিয় করিবার জন্য মুখ্য মুখ্য দানবগণকে এবং যাহারা দেবতাদের শত্রু, তাহাদিগকেও বধ করিয়াছেন। ৩৭

এই সমর্থ প্রভুই শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ধারণ করত রাবণকে বধ করিয়াছেন এবং অন্যান্য অবতার গ্রহণ করিয়া এই শ্রীহরি ইচ্ছা অনুসারে শৌর্যাদি গুণসমূহে যুক্ত অসুরগণকে সেইভাবে সংহার করিয়াছেন, যেরূপ সিংহ হস্তিকে বিনাশ করে। ৩৮

সমস্ত পুরুষগণের মধ্যে যিনি উত্তম, তাঁহা হইতেও উত্তম এই জগতের স্বামী উপেন্দ্র এই সময়েও জগতের হিতের জন্য মনুষ্যরূপে মর্ত্যলোকে বাস করিতেছেন

ভক্তা কৃষ্ণাজিনী দণ্ডী দৃষ্টপূর্বো ময়া হরিঃ।
নৈমিত্তেষু চরন্ দেবস্তপশ্চরণবিধিব্রতঃ ॥ ৪০
একার্ণবমপি গোবিন্দঃ দানবৈকার্ণবং জগৎ
কুর্বাণঃ দানবৈর্হীনং জগতো হিতকাম্যয়া ॥ ৪১
অবশ্যং পারিজাতং তে নয়িষ্যতি জনার্দনঃ।
স্বর্গকাননসংশ্রেষ্ঠং নানৃতং প্রব্রবীম্যহম্ ॥ ৪২
ভ্রাতৃস্নেহাভিভূতস্ত্বং ন কৃষ্ণে প্রহরিষ্যসি।
নাপি কৃষ্ণস্তু জ্যেষ্ঠং প্রহরিষ্যতি বাসব ॥ ৪৩
নৈব চেচ্ছ্রদ্দধাসি ত্বং প্রোক্তং ময়া দেব কথঞ্চন।
পৃচ্ছ ত্বং নয়দর্শিজ্ঞান্ যে হিতাস্তব মন্ত্রিণঃ ॥ ৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নারদেনৈবমুক্তস্তু মহেন্দ্রো জনমেজয়।
ইদমুত্তরমীশোঽথ প্রত্যুবাচ জগদ্গুরুম্ ॥ ৪৫

যেরূপ তৃণসমূহে আবৃত অগ্নি দীপ্তি লাভ করে, সেইরূপ আমি পুরাকালে দৈত্যগণের মধ্যে শ্রীহরিকে দণ্ডী, কৃষ্ণমৃগচর্ম ও পলাশদণ্ডধারী বামন ব্রহ্মচারীর রূপে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। ৪০

যখন সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার দানবরূপী একার্ণবে মগ্ন ছিল, সেই সময়েও জগতের হিত কামনায় এই বিশ্বকে দানবহীন করিতে করিতে বিরাজমান শ্রীগোবিন্দকে আমি দর্শন করিয়াছি। ৪১

অমরশ্রেষ্ঠ! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার পারিজাতকে অবশ্যই দ্বারকা লইয়া যাইবে। ৪২

বাসব! তুমি ভ্রাতৃস্নেহে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রহার করিবে না এবং শ্রীকৃষ্ণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তোমাকে প্রহার করিবে না। ৪৩

দেব! যদি আমার দ্বারা কথিত বাক্য কোনরূপে গ্রহণ না কর, তবে নীতিবিশারদ তোমার যে সব হিতৈষী মন্ত্রী আছে, তুমি তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা কর। ৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নারদ এইরূপ কথা বলিলে পর দেবেন্দ্র ইন্দ্র সেই জগদ্গুরু মুনিকে এইভাবে উত্তর প্রদান করিলেন। ৪৫

এবং বিধপ্রভাবঃ স কৃষ্ণঃ কথিতো যথা বিভো
এবমেতৎ সুব্রত্তঃ শ্রুতং মধু যথা মুনে ॥ ৪৬
যস্তত্ত্বেবংবিধঃ কৃষ্ণস্তেনাহং তস্য বৈ গুরুম্ ।
ন শোভামি দান্তবাঃ সত্যং ধর্মমনুস্মরন্ ॥ ৪৭
মহাপ্রভাবো নারদে কথেদিতি বিচিন্তয়ন্ ।
যাবন্নিত্যোহস্মঃ ততঃ তে মুনে সর্বগুণাদিতি ॥ ৪৮
মহাপ্রভাবাঃ সততং ভবন্তি হি মহিষুবঃ
ক্ষোভাবমেব সততং বৃদ্ধানাং জ্ঞানচক্ষুষাম্ ॥ ৪৯
যদাত্মা কারণে নাস্তে কৃষ্ণো ধর্মভৃতাং বরঃ ।
তাত্রা জ্যেষ্ঠেন সর্বজ্ঞো বিরোধং কর্তুমর্হতি ॥ ৫০
যথৈবঃ মম মাতুঃ স বরং প্রাদাদধোক্ষজঃ ।
তথৈব তস্যাঃ পুত্রাণাং জ্যেষ্ঠানাং ক্ষেপ্তুমর্হতি ॥ ৫১
যথৈবোপেন্দ্রতাং যাতঃ স্বচ্ছন্দেন জনার্দনঃ ।
তথৈব ভ্রাতুরিন্দ্রস্য সম্মানং কর্তুমর্হতি ॥ ৫২
জ্যৈষ্ঠ্যমেবেহ দেবেন নাস্যাঃ কিং পুরাতনে ।
অথেদানীমনীহেহং স জ্যেষ্ঠোহস্ত মধুসূদনঃ ॥ ৫৩
প্রবিনিশ্চিতং বলভিদুদীক্ষ্য নারদো
বিসর্জিতস্ত্রিদশবরেণ ধর্মভূৎ ।
যযৌ পুরীং যদুবরভাতিরক্ষিতাং
কুশস্থলীং দ্যুতিমতিমাংস্তপোধনঃ ॥ ৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু বিষ্ণুপর্বণি পারিজাতহরণে
একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১

---

রুদ্রন্! আপনি যে শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ প্রভাবশালী বলিলেন, তাহা যথার্থই। মুনে! তাঁহার এরূপ প্রভাবের কথা আমি বহুবারই শ্রবণ করিয়াছি। ৪৬

যখন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ মহান্, তখন তিনি সৎ-পুরুষগণের ধর্ম স্মরণ করিতে করিতে নিশ্চয়ই [illegible] পারিজাত বৃক্ষ গ্রহণ করিবেন না। ৪৭

মুনে! আপনি [illegible] যে [illegible] প্রভাবশালী পুরুষ, সে এরূপ এক ক্ষুদ্র [illegible] জন্য [illegible] উপর ক্রুদ্ধ হইবে না, [illegible] চিন্তা করিয়া [illegible] সর্বগুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ হইতে নির্ভয় হইয়া অবস্থিত আছি। ৪৮

মহাপ্রভাবশালী মহাপুরুষগণ সর্বদা সহিষ্ণু হন এবং জ্ঞান-দৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধগণের প্রতি সর্বদা ক্ষমাশীল থাকেন। ৪৯

ধর্মাত্মগণের অগ্রগণ্য সর্বজ্ঞ সেই শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষ কারণে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিবেন না। ৫০

যেমন, অধোক্ষজ ভগবান্ বিষ্ণু আমার মাতাকে এই প্রকার বরদান করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগের অপরাধ সহ্য করিবেন। ৫১

যেমন স্বয়ং ইচ্ছানুসারে ভগবান্ বিষ্ণু উপেন্দ্র ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেইরূপ তিনি ভ্রাতা ইন্দ্রের সম্মানও করিতে পারিবেন। ৫২

পূর্বকালে আমার [illegible] সম্বন্ধে এই বিষ্ণুদেব কি তাহার জ্যেষ্ঠতা স্বীকার করেন নাই? আর এখন যদি মধুসূদন ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনিই জ্যেষ্ঠ হউন। ৫৩

ধৃতি ও বুদ্ধিযুক্ত ধর্মাত্মা তপোধন নারদ বল-বিনাশক ইন্দ্রকে আপন সিদ্ধান্তে অটল দেখিয়া দেবেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষিত কুশস্থলী বা দ্বারকাপুরীতে চলিয়া গেলেন। ৫৪

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাত-হরণবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণের নারদসমীপে অমরাবত্যামাক্রমণস্য নিশ্চয়ং কথয়িত্বা ইন্দ্রসমীপে সন্দেশপ্রেষণম্, ইন্দ্র-বৃহস্পত্যোঃ কথোপকথনম্, বৃহস্পতিনা কশ্যপসমীপে যুদ্ধবিষয়কসংবাদকথনম্, কশ্যপস্য যুদ্ধশান্ত্যর্থং ভগবতঃ শঙ্করস্য স্তুতিঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথৈত্য দ্বারকাং রম্যাং নারদো মুনিসত্তমঃ
দদর্শ পুরুষশ্রেষ্ঠং নারায়ণমরিন্দমম্ ॥ ১
স্ববেশ্মনি সুখাসীনং সহিতং সত্যভাময়া
বিরাজমানং বপুষা সর্বতেজোঽতিগামিনা ॥ ২
তমেবার্থং মহাত্মানং চিন্তয়ন্তং দৃঢ়ব্রতম্ ।
কেবলং বোধয়ন্তং চ বাক্যমাত্রেণ ভামিনীম্ ॥ ৩
দৃষ্ট্বৈব নারদং দেবঃ প্রত্যুত্থায় অধোক্ষজঃ
পূজয়ামাস চ তথা বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৪
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং প্রেক্ষ্য মধুসূদনঃ
বৃত্তান্তং পরিপপ্রচ্ছ পারিজাতকৃতং প্রতি ॥ ৫
অথাচষ্ট মুনিঃ সর্বং বিস্তরেণ তপোধনঃ
ইন্দ্রানুক্তমশেষবাক্যং নিখিলং জনমেজয় ॥ ৬
শ্রুত্বা কৃষ্ণস্তু তৎ সর্বং নারদং বাক্যমব্রবীৎ
অমরাবতীং পুরীং যাস্যে শ্বোঽহং দর্পকৃতাং বরঃ ॥ ৭
ইত্যুক্ত। নারদেনৈব সহিতঃ সাগরং যযৌ ।
সন্দিদেশ ততস্তত্র বিবিক্তে নারদং হরিঃ ॥ ৮
মহেন্দ্রভবনং গত্বা ব্রূহি শক্রং তপোধন ।
অভিবাদ্য মহাত্মানং মদ্বাক্যমনুত্তমম্ ॥ ৯
ন যুদ্ধে প্রমুখে শক্র স্থাতুমর্হসি মে প্রভো ।
পারিজাতস্য নাশে [illegible] মাম ॥ ১০
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন নারদস্ত্রিদিবং গতঃ ।
আচচক্ষে চ কৃৎস্নং তু দেবেন্দ্রস্যামিতৌজসঃ ॥ ১১
ততো বৃহস্পতেঃ শক্রঃ সর্বং [illegible] ।
শ্রুত্বা বৃহস্পতিশ্চেদং [illegible] পুরন্দরম্ ॥ ১২
অহো ধিক্ [illegible] শতক্রতো ।
দুর্নীতমিদং [illegible]
অনাখ্যায় কথং নাম [illegible] ভুবনেশ্বর
মহদেতৎ কৃতং দেব কেনাপি হেতুনা ॥ ১৪

## দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারদের নিকট অমরাবতী আক্রমণ নিশ্চয়করণ ও ইন্দ্রের নিকটে সংবাদ প্রেরণ, ইন্দ্র ও বৃহস্পতির কথোপকথন, বৃহস্পতির কশ্যপ সমীপে যুদ্ধবিষয়ক সংবাদ বর্ণন ও যুদ্ধ-শান্তির জন্য কশ্যপ দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনন্তর রমণীয় দ্বারকাপুরীতে আসিয়া মুনিবর নারদ শত্রুদমনকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে দর্শন করিলেন। ১

সকল তেজ অতিক্রমকারিবিগ্রহ তিনি স্ব-ভবনে সত্যভামার সহিত সুখে উপবিষ্ট ছিলেন। ২

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঐ বিষয় (পারিজাত) চিন্তা করিতেছিলেন এবং কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা সত্যভামাকে সান্ত্বনা দান করিতেছিলেন। ৩

নারদকে দেখিয়া ভগবান্ অধোক্ষজ উত্থান করিলেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। ৪

সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামকারী নারদকে শ্রীমধুসূদন হাসিয়া পারিজাতবৃক্ষ সম্বন্ধে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫

হে জনমেজয়! তখন তপোধন নারদ [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রবাক্যের সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ৬

শ্রীকৃষ্ণ সবিস্তারে সেই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া নারদকে বলিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আগামী কাল অমরাবতী যাত্রা করিব। ৭

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারদের সহিত সাগরতীরে আগমনপূর্বক নির্জনে তাঁহার প্রতি এইরূপ সন্দেশ প্রদান করিলেন। ৮

হে তপোধন! আপনি অমরাবতী ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া প্রণাম পূর্বক সেই দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে আমার বাক্য বলুন—'হে ইন্দ্র! হে প্রভু! আপনি যুদ্ধে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি যে পারিজাত আনয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি—ইহা জানিবেন। ৯-১০

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে নারদ স্বর্গপুরীতে গমন করিলেন এবং অমিততেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বক্তব্য সমস্তই নিবেদন করিলেন। ১১

হে কুরুনন্দন! তখন বলাসুরের বিনাশকারী ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সমস্ত প্রসঙ্গ বলিলেন এবং তাহা শুনিয়া বৃহস্পতি দেবরাজকে বলিলেন। ১২

হা ধিক্! হে শতক্রতু! আমি যখন ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলাম তখন দুর্নীতিবশতঃ কি ভীষণ কলহ এখানে উপস্থিত হইয়াছে? ১৩

ভুবনেশ্বর! হে দেব! কি কারণে তুমি আমাকে না বলিয়া এই কার্য আরম্ভ করিয়াছ? ১৪

অথবা ভবিতব্যেন কর্ম্মণেন প্রবৃত্যতে
কশ্চিদ্ বৃত্রঘ্ন বিধিঃ শক্যঃ সমতিবর্ত্তিতুম্ ॥ ১৫
সহসৈব তু কার্য্যাণামারম্ভো ন প্রশস্যতে ।
তদেতৎ সহসারব্ধং কার্য্যং শাম্যতি নাধবম্ ॥ ১৬
বৃহস্পতির্মহাত্মানং মহেন্দ্রমুক্তবান্ বচঃ ।
এবং গতেঽদ্য যৎ কার্য্যং তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১৭
তমুবাচাথ ধর্ম্মাত্মা গতানাগততত্ত্ববিৎ
অধোমুখশ্চিন্তয়িত্বা বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥ ১৮
যতস্ব সহ পুত্রেণ যোধয়স্ব জনার্দ্দনম্
তথা শক্র করিষ্যামি যথা শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১৯
বৃহস্পতিস্ত্বেবমুক্ত্বা ক্ষীরোদং সাগরং গতঃ ।
আচষ্ট মুনয়ে সর্ব্বং কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ২০
তচ্ছ্রুত্বা কশ্যপঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিমভাষত
অবশ্যং ভাব্যমেতদ্ধি সংশয়ো নাত্র সাম্প্রতম্ ॥ ২১
ঈক্ষিতঃ সদৃশীঃ ভার্য্যাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ ।
অপধ্যানকৃতো দোষঃ পতত্যেব শতক্রতোঃ ॥ ২২
তস্য দোষস্য শান্ত্যর্থমারব্ধন্তু মুনে ময়া ।
উপবাসঃ স দোষশ্চ প্রাপ্ত এব দুরাত্মনঃ ॥ ২৩
তদযাস্যামি সহৈতেন সহাদিত্যা তপোধন ।
উভৌ তৌ বারয়িষ্যামি দৈবং সংবদতে যদি ॥ ২৪
বৃহস্পতিস্তু ধর্ম্মাত্মা মারীচমিদমব্রবীৎ ।
প্রাপ্তকালং ত্বয়া তত্র ভবিতব্যং তপোধন ॥ ২৫
তথেতি কশ্যপস্তোক্ত্বা সম্প্রস্থাপ্য বৃহস্পতিম্ ।
জগামার্চ্চয়িতুং দেবং রুদ্রং ভূতগণেশ্বরম্ ॥ ২৬
তত্র সৌম্যং মহাত্মানমার্চ্চ বৃষভধ্বজম্
বরার্থী কশ্যপো ধীমানদিত্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৭
তুষ্টাব চ তমীশানং মারীচঃ কশ্যপস্তদা
বেদোক্তৈঃ স্বকৃতৈশ্চৈব স্তবৈঃ স্তুত্বা জগদ্গুরুম্ ॥ ২৮

---

বৃত্রাসুরবিনাশন হে ইন্দ্র! অথবা ভবিতব্য কর্ম্মের দ্বারা এই জগৎ প্রেরিত হইতেছে; তাহা অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই ॥ ১৫

সহসা কোন কার্য্য আরম্ভ করা উচিত নহে; তুমি যে সহসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে তোমার কোন মঙ্গল [illegible] দান করিবে ॥ ১৬

তখন মহেন্দ্র মহাত্মা বৃহস্পতিকে বলিলেন—এই পরিস্থিতিতে আমার যাহা কর্তব্য, তাহা বলুন ॥ ১৭

ভূত ও ভবিষ্যতের তত্ত্বজ্ঞ উদারবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা বৃহস্পতি কিছুক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১৮

হে দেবেন্দ্র! এখন তুমি আপন পুত্রের (জয়ন্তের) সহিত যুদ্ধভূমিতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং বিজয়ের জন্য যত্নশীল হও। তখন আমি শান্তিময় পরিণামের জন্য চেষ্টা করিব ॥ ১৯

এই বলিয়া বৃহস্পতি ক্ষীরসমুদ্রের তটে গমন করিলেন এবং সেখানে মহাত্মা কশ্যপ মুনিকে সকল কথা বলিলেন ॥ ২০

তাহা শুনিয়া কশ্যপ কুপিত হইয়া বলিলেন,—যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে—তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২১

মহর্ষি [illegible] পত্নীকে (অদিতিকে) ইন্দ্র পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। (সুতরাং) সেই অনিষ্ট চিন্তার দোষ শতক্রতু ইন্দ্রের উপর পতিত হইতেছে ॥ ২২

হে মুনি! সেই দোষের শান্তির জন্য আমি উপবাস-রূপ তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথাপি সেই দারুণ দোষ উপস্থিত হইতেছে ॥ ২৩

হে তপোধন! অদিতির সহিত আমি যুদ্ধস্থলে উভয়ের মধ্যে যাইব। যদি দৈব অনুকূল হয়, তবে উভয়কে নিবৃত্ত করিব ॥ ২৪

তখন ধর্ম্মাত্মা বৃহস্পতি মরীচিপুত্র কশ্যপকে বলিলেন,—তপোধন! যুদ্ধের কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনার সেখানে উপস্থিত হওয়া উচিত ॥ ২৫

'তাহাই হউক' এই বলিয়া কশ্যপ বৃহস্পতিকে বিদায় দিলেন এবং ভূতগণের অধীশ্বর রুদ্রের আরাধনার জন্য গমন করিলেন ॥ ২৬

সেখানে অদিতির সহিত বুদ্ধিমান্ ভগবান্ কশ্যপ বরপ্রার্থী হইয়া সৌম্যস্বভাব মহাত্মা বৃষভধ্বজের পূজা করিলেন ॥ ২৭

অনন্তর কশ্যপ স্তবের যোগ্য জগদ্‌গুরু ভগবান্ শিবকে বেদোক্ত মন্ত্র এবং স্বরচিত স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করিলেন ॥ ২৮

কশ্যপ উবাচ

উরুক্রমং বিশ্বকর্মাণমীশং
জগৎস্রষ্টারং ধর্মদৃশ্যং বরেণ্যম্ ।
তং সর্বদং ত্বাং স্তুতিমন্তান দিব্যাঃ
বিশ্বেশ্বরং ভগবন্তং নমস্তে ॥ ২৯

যো দেবানামধিপঃ পাপহর্তা,
স্বয়ং বিশ্বং যেন জগদ্ব্যাপ্তবাৎ ।
আপো গর্ভং যস্য শুভা বরিষ্ঠা
বিশ্বেশ্বরং তং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩০

শালাবৃকান্ যো যতিরূপো নিজঘ্নে
শক্রানিদেশেন প্রভুর্যো হিতানাম্
বিরূপাক্ষং সুদর্শনং পুণ্যযোনিং
বিশ্বেশ্বরং শরণং যামি মূর্ধ্না ॥ ৩১

ভুঙ্‌ক্তে য একো বিভুর্জগতো বিশ্বগোপ্তা
ধাম্নাং ধাম সুকৃতিভ্রাজ মুখ্যঃ
পুষ্যাৎ স মাং মহসা শাশ্বতেন
সোমপানাং জ্যোতিপানাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৩২

অথর্বাণং সুনিয়মং ভূতযোনিং
কর্তারং বীরং দানবানাঞ্চ বাধম্ ।
যজ্ঞে হবিঃ যজ্ঞিয়ং সংস্কৃতং বৈ
বিশ্বেশ্বরং শরণং যামি দেবম্ ॥ ৩৩

জগজ্জালং বিততং যত্র বিশ্বং
বিশ্বাত্মানং প্রীতিদেবং সতানাম্ ।
য ঊর্ধ্বগং বৃষমাস্থায় যাতি
বিশ্বেশ্বরঃ স সুমনা মেঽস্তু নিত্যম্ ॥ ৩৪

অন্তশ্চরং রোচনং চারুশাখং
মহাবলং ধর্মনেতারমীড্যম্ ।
সহস্রনেত্রং শতবর্ত্মানমুগ্রং
মহাদেবং বিশ্বসৃজং নমস্তে ॥ ৩৫

শুচিং যোগং সাধনং শান্তপাপং
সর্বং শম্ভুং শঙ্করং ভূতনাথম্ ।
ধুরন্ধরং গোপতিং চন্দ্রচিহ্নং
হৃষীকাণাময়নং যামি মূর্ধ্না ॥ ৩৬

কশ্যপ বলিলেন—যিনি বিক্রমের সহিত বামনাবতারে ত্রিপদে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, এই বিশ্ব যাঁহার কর্ম, যিনি সর্বেশ্বর, জগতের সৃষ্টিকর্তা, ধর্মাচরণের দ্বারা যাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, যিনি সর্ব-স্বরূপ, যিনি দিব্য স্তুতিমান্ যোগিগণের আশ্রয়-স্বরূপ, সেই দিব্যরূপ ভগবান্ বিশ্বেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। ২৯

যিনি দেবতাগণের অধিপতি এবং পাপনাশকারী, যিনি বিশ্বময় হইয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, শুভ জল যাঁহার গর্ভস্বরূপ (অংশভূত চৈতন্য) সেই বিশ্বেশ্বরের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৩০

যিনি যতিরূপী হইয়া এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া শত্রু-ধ্বংস প্রভৃতি হিতৈষী বিপ্রগণের উচ্ছেদক ইন্দ্র-প্রেরিত ইন্দ্রিয়রূপ বৃককে নাশ করিয়াছিলেন, যাঁহার নেত্র বিরূপ, যিনি সুদর্শন এবং পুণ্যের আধার-স্বরূপ, মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্বক সেই বিশ্বেশ্বরের শরণ লইতেছি। ৩১

যিনি বিশ্বের একমাত্র স্বামী এবং শ্রেষ্ঠ, বিশ্বকে যিনি পালন করিতেছেন, যিনি সূর্যাদি জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ, পুণ্যস্বরূপ বলিয়া যিনি সুকৃতির দ্বারা লভ্য, সোমপানকারী এবং চন্দ্র-রশ্মিপানকারী, মহামুনিগণের যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান, সেই বিশ্বেশ্বর তাঁহার সনাতন তেজ দ্বারা আমাকে পোষণ করুন। ৩২

অথর্ববেদ যাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাঁহার পঞ্চ-কোষরূপ পাঁচটি সুন্দর মুখ আছে, যিনি সমস্ত জীবের কারণ-স্বরূপ, যিনি কর্তা, যিনি বীর এবং দানবগণের বাধক, যজ্ঞে যাঁহার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়, যিনি সংস্কারযুক্ত হবিঃ-স্বরূপ; সেই বিশ্বেশ্বরের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৩৩

সমগ্র জগৎরূপ ইন্দ্রজাল যাঁহার উপর বিস্তৃত রহিয়াছে, যিনি সমগ্র বিশ্বের আত্মস্বরূপ, সজ্জনগণের যিনি সুখপ্রীতি-দাতা, যিনি ঊর্ধ্বগামী বৃষে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বেশ্বর সতত আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৪

যিনি অন্তর্যামী আত্মারূপে সকলের অন্তরে বিচরণ করেন, যিনি প্রকাশবান্, বেদরূপ মনোহর শাখায় যিনি প্রকটিত, যিনি মহাবলশালী, ধর্মের প্রবর্তক এবং স্তুতির যোগ্য, যাঁহার সহস্র নেত্র রহিয়াছে এবং যাঁহাকে পাইবার জন্য বহু মার্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে (অথবা যিনি শতপথবিহিত কর্ম-ফলদাতা) সেই উগ্রস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা মহাদেবকে আমি নমস্কার করি। ৩৫

যিনি শুচি, যোগময়, বিভিন্ন যোগের প্রতিপাদক, পাপঘ্ন, সংহারক, সুখের উৎপত্তিস্থান, কল্যাণকারী এবং জীবগণের অধিপতি, বিশ্বের ভার যিনি বহন করিতেছেন, যিনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা এবং চন্দ্রচিহ্ন ধারণ করিতেছেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের আশ্রয়স্বরূপ—সেই (মহাদেবকে) নতশিরে প্রণাম করিয়া শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৩৬

আত্তঃ শিবানাং বৃষভং শ্লোকবাণং
কৃতং ধর্মং বিভবং চাভবেশম্
যজ্ঞশং সমৃদ্ধীকং সমং ত্বাং
বৃষধ্বজং শূলধরং প্রপদ্যে ॥ ৫৭
অনন্তবীর্যং কৃতকর্মাণমাদ্যং
যজ্ঞাধ্যেশং চন্দ্রাকাভিরাজম্
হবির্ভুজং ভুবনানাং সুরেশং
জ্যেষ্ঠং পিতৃং ধর্মভৃতাং প্রপদ্যে ॥ ৫৮
পরং গুণেভ্যঃ পৃথিবীগর্ভস্বরূপং
মনঃসূক্ষ্মং ধ্রুবকং কালরূপম্
ওঙ্কারাস্যং পুরুষং সত্যধাম
সম্বোধনং হুঙ্কারাস্যং নমস্তে ॥ ৫৯
ধৃতোঙ্কারং ধনুষং চারুকর্ণং
দৃঢ়ব্রতং দৃঢ়ধন্বানমাদ্যম্
শূরং বেত্তারং ধনুর্বেদভাগ্‌তিরেকং
পতিং পশূনাং শমনং নমস্তে ॥ ৬০
একো ব্যাপ্তিশ্চৈব ভূতং ভবিষ্যং
সর্বাতিশায়ী হি ভুবতাধিশঃ ।
অগ্নিস্তথাহনুত্তমঃ সংবিভাগী
বিভাজকো মাং ভগবান্ পাতু দেবঃ ॥ ৬১
ন একো ব্যাপ্তি জগতঃ বিশ্বযোনিঃ
ন একোহ্যপ্রাণকর্তাঃ প্রাণদপ্রাণ ।
যেনানুগৃহ্যোপমিতং সাম জুষ্টং
স মাং জুষতাং সুকৃতিপ্রেমসেতুঃ ॥ ৬২
ব্রহ্মাসৃজদ্ যো ভুবনোত্তমোত্তমং
ভূত্বা বিদ্বান্ ঐশ্বর্যং ষড়্গুণস্থ
স্রষ্টা তথা ব্যাপ্তিস্থঃ স্বস্ত্রঃ
স মাং পাত্বাদি কামারাতিবিনাশৈঃ ॥ ৬৩

---

যিনি শীঘ্র ফলদাতা, অনুরাগাদি দোষকে যিনি নাশ করেন, যিনি অভীষ্ট পূরণকারী, যিনি বেদোক্ত কর্মের (যজ্ঞাদির) অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া শীঘ্র সমৃদ্ধি বিধান করেন, কিন্তু নিয়মভাবে তাহা আচরণ করিলে চিরভক্তিপূর্বক পূজাকারী জনকে যিনি রক্ষা করিয়া থাকেন, সর্বাবস্থায় যিনি সমান, যিনি উত্তম ব্রত ধারণ করেন, শূলধারী সেই মহাদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি । ৫৭

আপনার বল ও পরাক্রমের অন্ত নাই, আপনিই সমস্ত কর্মের ধারণকারী সাক্ষী-স্বরূপ, আপনি সকলের আদি কারণ, যজমান কর্তৃক যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত যজ্ঞপুরুষ আপনিই। আপনিই সমস্ত জগতের হবির্ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ এবং ধর্মাত্মা জ্যেষ্ঠ পিতা আপনিই—আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি । ৫৮

আপনি গুণেরও পরে এবং বিষ্ণুস্বরূপ, আপনি মনের ন্যায় ব্যাপক, ধ্রুবের ন্যায় সমগ্র বিশ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সমস্ত প্রাণীর নাম-প্রভাব আপনি সুগঠিত করিয়া থাকেন, আপনার রূপ মনোহর, আপনি বিজ্ঞ আত্মস্বরূপ এবং সত্তাধার-স্বরূপ (বৈকুণ্ঠাদি), আপনি দুষ্টকারী ব্যক্তিগণের দুঃখদাতা, আমি আপনাকে নমস্কার করি । ৫৯

আপনি যোগিগণের নিকট ওঁকারস্বরূপ, আপনার মস্তকস্থ ওঁকারের শির অর্থাৎ অর্ধমাত্রা আপনিই। আপনার কর্ণ হিরণ্ময় বলিয়া মনোহর, আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুদৃঢ় ধনুর্ধারী ও দূর হইতে বাণনিক্ষেপকারী বীর, ধনুর্বেদ-জ্ঞাতা এবং অস্ত্রবিদ্যায় সর্বাপেক্ষা পারদর্শী, পশুগণের পালক এবং জগতের সংহারকর্তা—আমি আপনাকে নমস্কার করি । ৬০

যিনি সকলের একমাত্র পিতা, ভূত এবং ভবিষ্যৎ যাঁহার স্বরূপ, যিনি সকলের অতিরিক্ত অধিরূপে । হবিঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কামাদি শত্রুর বিনাশকারী এবং রাক্ষসাদি শত্রুর পীড়া প্রদানকারী, যাঁহার তুল্য উত্তম আর কেহ নাই, যিনি যজ্ঞে হবির্ভাগ বিভাজন করিয়া থাকেন—সেই ভগবান মহাদেব আমাকে রক্ষা করুন । ৬১

যে জগদীশ্বর এক হইয়াও সমগ্র বিশ্বে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এবং যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ প্রাণধারীদেরও প্রাণ প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি দয়াবান্ হইয়া সকলের সঙ্গে সনাতন মৈত্রী সম্পাদিত করিয়াছেন—সেই শিব উত্তম কার্য এবং কল্যাণের নিমিত্ত আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন । ৬২

যিনি ব্রহ্মা হইয়া সমস্ত ভুবনে উত্তমোত্তম শিবলোক রচনা করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মবেত্তা বিদ্বান্ হইয়া ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বল, শ্রী, বৈরাগ্য, ধর্ম প্রভৃতি ছয়টি গুণে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যিনি ব্যাপ্তিতে স্থিত রস এবং তাহার তিন মাত্রায় উপলক্ষিত সমস্ত প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছেন—বহুরূপধারী তিনি কামাদি শত্রুর নাশ করিয়া আপন অস্ত্রের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন । ৬৩

বাক্যনোঽক্ষজ্ঞানোঽথ বিধান সমগ্রঃ

স্পৃশিঃ শম্ভুঃ প্রাণদঃ কৃত্তিবাসাঃ ।

যশো ব্রহ্ম পবমানস্য ভর্ত্তা

সপত্নীশঃ শঙ্করঃ সাবধাতা ॥ ৪৪

ত্র্যম্বকং পুষ্টিদং যো ব্রুবাণঃ

ধর্ম্মং বিপ্রাণাং বরদং যজ্ঞভাজঃ ।

বরাদ্ বরঃ রণজেতারমীশং

দেবং দেবানাং শরণং যামি রুদ্রম্ ॥ ৪৫

আদ্যং দেবানামগ্রকং হুতভীনাং

ত্রিবৃৎস্তোমং বৃক্ষহং কর্ম্মসাক্ষ্যম্ ।

ভূতাত্মনা ভূতপতিং গুণজ্ঞং

গুণাকরং শরণং যামি রুদ্রম্ ॥ ৪৬

অমূর্ত্তং যজ্ঞকর্ত্তারমস্তুঃ

যথাং চাষ্টা যজ্ঞকৃতাং সামাত্মপদম্ ।

বেদব্রতেষু বহুধা গীতমীশ-

মতিত্রিবিষ্টপং শরণং যামি রুদ্রম্ ॥ ৪৭

যমাজিনং ব্রতিনং মেখলিনং

মৃত্যোদণ্ডং ক্রোধনং বিপাপম্ ।

ভূতং ক্ষেত্রজ্ঞং গুণিনং বা কপর্দিনং

নমোঽস্মীশং বন্দনং বন্দনানাম্ ॥ ৪৮

দেবং দেবানাং পাবনং পাবনানাং

কৃতিং কৃতীনাং মহতো মহান্তম্ ।

শক্তাত্মানং সংস্কৃতং গোপতীনাং

পতিং দেবং শরণং যামি রুদ্রম্ ॥ ৪৯

অন্তশ্চরং পুরুষং স্বপ্নসংজ্ঞং

প্রভাস্বরং প্রণবং বিপ্রদীপম্ ।

হেতুং পরং পরমস্যাক্ষরস্য

ভূতং দেবং গুণিনং সন্নতোঽস্মি ॥ ৫০

প্রকৃতিপুরুষয়োর্ন প্রবৃত্তেশ্চ সূক্ষ্মঃ

পৃথক্ ভূতেভ্যো ন পৃথক্ চৈকভূতঃ

বরদঃ ভূতঃ পাতুঃ মাং সর্বমান্যঃ

প্রভুঃ স্বাস্যঃ সম্যঃ পাতু রুদ্রম্ ॥ ৫১

যিনি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান প্রদানকারী অক্ষয়, বিধান এবং সর্ব-স্বরূপ, ব্যাপক বলিয়া যিনি সকলকে স্পর্শ করিয়া আছেন, কল্যাণকারী এবং প্রাণদাতা, গজচর্মধারী, যিনি যশ-স্বরূপ অর্থাৎ অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ, যিনি বায়ুর নিয়ন্তা, যিনি শত্রু এবং পতি। যজমান এবং সৎপত্নী সার তত্ত্বের ধারণকারী,—( সেই ভগবান্ শঙ্কর আমাকে রক্ষা করুন )। ৪৪

যিনি ত্রিনেত্রধারী এবং সকলের পুষ্টিপ্রদানকারী, যিনি বিপ্রগণকে ( বেদবেত্তাগণকে ) ধর্মোপদেশ দান করেন এবং যজ্ঞকারীর অভীষ্ট বর প্রদান করেন, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সংগ্রামবিজয়ী ঈশ্বর এবং দেবতাগণেরও দেবতা, সেই ভগবান্ রুদ্রের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৪৫

যিনি অগ্নিরূপে দেবতাগণের মুখস্বরূপ, হুতাচারিগণের অগ্রজ, ত্রিবৃৎ আদি স্তোত্রে যুক্ত সোমযাগস্বরূপ, সংসারবৃক্ষের উচ্ছেদকারী, কর্মের সাক্ষী, জীবগণের [illegible], যিনি গুণজ্ঞ এবং গুণাকর, সেই রুদ্রদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৪৬

যিনি প্রবলের অপেক্ষাও প্রবল, যিনি যজ্ঞসম্পাদনকারী যজমানের আদি, মধ্য এবং অন্ত, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা যাঁহার স্বরূপ, যিনি বেদোক্ত ব্রতে ( যজ্ঞে ) নানাপ্রকারে স্তুত হন, ভূতল হইতে স্বর্গ পর্যন্ত ত্রিলোকের যিনি ঈশ্বর, সেই ভগবান্ রুদ্রের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৪৭

যিনি বিশাল মৃগচর্মধারী উত্তম ব্রতধারী, মেখলায় অলংকৃত, অনায়াসে দৃষ্ট, ক্রোধের মধ্যে পাপবিরহিত, নিত্যসিদ্ধ, ক্ষেত্রজ্ঞ, গুণবান্ জটাজুটধারী এবং বন্দনীয়গণেরও বন্দনীয়, সেই ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করি। ৪৮

যিনি দেবতাগণেরও দেবতা, পাবনকারিগণেরও পাবনকর্তা, কৃতিগণের অপেক্ষাও কৃতী, মহানের চেয়েও মহান্, শক্তস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, দেবতাগণের স্তবনীয়, সকলের পালক—সেই রুদ্রদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৪৯

যিনি সকলের অন্তঃকরণে বিচরণকারী অন্তর্যামী, যিনি স্বপ্নস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, ওঙ্কারস্বরূপ, যিনি পরম অক্ষরের ( জীবের ) পরম কারণ, মঙ্গলকারী, ভগবান্ দেবতা—সেই ভগবান্ শঙ্করকে আমি প্রণাম করিতেছি। ৫০

যিনি জগৎ এবং জীব উভয়ের যোনিস্বরূপ, আবার সমস্ত কারণের অতীত বলিয়া কাহারও যোনি নহেন, অতএব দুর্জ্ঞেয় বলিয়া সূক্ষ্ম, সকল জীব হইতে তিনি পৃথক্, আবার সমস্ত কিছু হইতে অভিন্ন বলিয়া পৃথক্ নহেন, যিনি সমগ্র জগদ্রূপে প্রকটিত, আবার সমস্ত কিছুর [illegible], যিনি উত্তম দাতা, দান-স্বরূপ ( রুচি ), হর্ষ এবং রমণীয় রত্নস্বরূপ,—সেই ভগবান্ শিব আমাকে রক্ষা করুন। ৫১

আসন্নঃ সন্ততঃ সাধনানাং
ব্রহ্মাবর্তঃ প্রাক্সৃষ্টিপ্রণেতা
পঙক্তিপূর্ণানাং মহতাং সংকৃতীনাং
পাদ্যাদেবঃ পূরণঃ ষড়্গুণানাম্ ॥ ৫২

অন্তর্বহির্ভিন্নানাং নিহন্তা
যজ্ঞঃ কর্তা ভূতভাবী বিকর্মন্
ভূতাদ্যেঃ মহতীমামুত্তমোক্তাঃ
প্রণুদ্যাদ্যে বৃজিনং দেবদেবঃ ॥ ৫৩

যেনোদ্ধৃতাত্রেঃ পুরা মায়িনো বৈ
দগ্ধা যোগেন বিতথাস্ত্রাঃ শরেণ ।
মহৎকৃত্যস্থো বৃজিনঃ দেবতানা'
জ্যায়ানীশঃ পাতু বিশ্বে প্রধাতা ॥ ৫৪

ভাগীরসাং ভাগবতোঽশুমিচ্ছন্
যস্যো দাক্ষ্যো যেন ক্রতোঽবধাবৎ ।
বিদ্বান্ যজ্ঞস্যাদিরপাস্তু স দেবঃ
পায়াদীশো নঃ পক্ষদক্ষাস্তুরেতুঃ ॥ ৫৫

অগ্র্যো যজ্ঞঃ সংস্থবক্তোতনশ্চ
জগৎ সৃষ্ট্বা যোঽত্তি সর্বাভিগুপ্তঃ ।
স মাং যুগপ্রমুখে পাতু নিত্যং
বিভিন্নানঃ প্রথমঃ ষড়্গুণানাম্ ॥ ৫৬

গুণত্রৈকাল্যং যস্য দেবস্য নিত্যং
সর্বোহ্যেকো যস্য ভাবাৎ প্রভূতঃ ।
গোপ্তা গোপ্তৃণাং সজ্জনা হৃষ্কৃতীনা-
মাদ্যো বিশ্বস্য বাধনানস্য ক্রুদ্ধঃ ॥ ৫৭

যাদ্যো যস্য হরিরগ্রোঽথ বিষ্ণো
ব্রহ্মা পুত্রৈঃ সহিতশ্চ বিভান্ত ।
পরাভূতা ভবনে যস্য যোগে
জুষ্যন্তে প্রেয়সে সাধুগোপ্তা ॥ ৫৮

যস্মাদ্ ভূতানাং ভূতিরগ্রোঽথ মধ্যঃ
ধৃতিঃ স্থিতিশ্চ গুণাপ্রতিষ্ঠা
গুহ্যাভিভূতস্য পুরুষেশ্বরস্য
মহাত্মনঃ সম্ভাবনাস্য তস্য ॥ ৫৯

---

যিনি অন্তর্যামী বলিয়া সকলের সমীপস্থ, সাধনশীল পুরুষের নিকট যিনি সন্তত অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, ব্রহ্মাবর্তবাসীর যিনি প্রথম অনুরূপ সৃষ্টি প্রণয়নকারী, যিনি মহান্ পুণ্যাত্মা ব্রহ্মগণের অধিপতি, সর্বজ্ঞতাদি ছয়টি গুণের যিনি পূরণকর্তা—( সেই শিব ) আমাকে রক্ষা করুন । ৫২

যিনি অন্তরের ও বাহিরের পাপসমূহের বিনাশকারী এবং যজ্ঞ জগতের কর্তা, যিনি পঞ্চভূতের মহাবিষরূপ অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ, ভূতাদ্য যাঁহার পরাক্রম সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং দেবতাগণেরও যিনি দেবতা—সেই পরমেশ্বর শিব আমার পাপ নাশ করুন । ৫৩

দেবতাগণের প্রতি পাপাচরণকারী মায়াবী অসুরকে যিনি পূর্বকালে আপন অস্ত্রের দ্বারা উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, অসুরের যজ্ঞ ব্যর্থ হইলে যিনি ভয়ানক বাণ দ্বারা তিনটি নগরী দগ্ধ করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রধান আশ্রয়স্বরূপ এবং সকলের জ্যেষ্ঠ ( আদি ) শিব আমাকে রক্ষা করুন । ৫৪

যজ্ঞের অধিক ভাগগ্রহণকারী দেবতাগণের ভাগ যিনি বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাঁহার দ্বারা বিচ্ছিন্ন যজ্ঞদক্ষ যজ্ঞেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিয়াছিল, যিনি যজ্ঞের জ্ঞাতা, আদি এবং অন্ত—সেই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী সর্বেশ্বর শিব আমাকে রক্ষা করুন । ৫৫

জড়-জগৎ হইতে যিনি বিলক্ষণ বা ভিন্ন, শমাদি সংস্কার-সম্পন্ন বলিয়া যিনি অগ্র, সর্বাপেক্ষা উত্তম, যিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া রুদ্ররূপে সংহার করেন, যিনি সর্বাপেক্ষা গোপনীয়, যজ্ঞকারী যজমানের পুণ্যরাশি যিনি রক্ষা করেন, ছয় গুণের যিনি মুখ্য আশ্রয়—সেই শিব আমার সন্ততিকে সতত রক্ষা করুন । ৫৬

যে দেবতার গুণ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সৃষ্টি করে অথবা সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করে, যিনি সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু বিষ্ণুরূপে স্থিত, যিনি রক্ষকগণেরও রক্ষাকর্তা, দুরাচারিগণের যিনি বিনাশকারী, বিশ্বের আদিকারণ, জগতের পীড়াপ্রদান-কারিগণের প্রতি যিনি কোপপরায়ণ—( সেই শিব আমাকে রক্ষা করুন । ৫৭

ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহার তেজঃপুঞ্জের মুখ্য ভাগস্বরূপ, বিরাট্রূপ ব্রহ্মা তাঁহার পুত্রগণের ( সনকাদি ) সহিত এবং মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ যাঁহার মধ্যে প্রকটিত, তথাপি পরাভূত হইয়া যাঁহার ভবনে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সৎপুরুষগণের রক্ষাকর্তা সেই মহাদেব আমার কল্যাণের নিমিত্ত প্রসন্ন হউন । ৫৮

যিনি আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং অন্ত, যাঁহার মধ্যে ধৈর্য এবং ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনুগ্রহ উপলব্ধ হয়, গোপনীয় বস্তুর যিনি উপদেশদাতা, যে ব্যক্তি কোন হার্দিক তিরস্কারে পীড়িত হইয়া মহাদেবকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি পুরুষগণের মধ্যে মহাত্মা । ৫৯

ধরিত্রাঙ্কঃ ত্র্যম্বকঃ সর্ব্বযোনে
উমাদিক্যাঙ্কঃ যন্ত্রমা সর্ব্বধাত্রী
নান্যৎ তৃতীয়ং জগতীহাস্তি কিঞ্চিন্
মহাদেবাৎ সর্ব্বসর্ব্বেশ্বরোঽসৌ ॥ ৬০
ইতি সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
ধর্ম্মরাধাস ধর্ম্মাত্মা কশ্যপঃ ধর্ম্মবৎসম্ ॥ ৬১
উবাচ চৈনং দেবেশঃ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা।
যেন সাধ্যোঽসি কার্য্যেণ ত্বং তজ্জানে প্রজাপতেঃ ॥ ৬২
ইন্দ্রোপেন্দ্রৌ মহাত্মানৌ দেবৌ প্রকৃতিমেষ্যতঃ
পারিজাতং তু ধর্ম্মাত্মা নয়িষ্যতি জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৩

সংসারে লিঙ্গাঙ্কিত অর্থাৎ পুংশক্তিচিহ্নযুক্ত যে সমস্ত শরীর, তাহা ত্রিনেত্রধারী ঈশ্বরের স্বরূপ এবং স্ত্রীচিহ্নযুক্ত যে শরীর-সমুদায়, তাহা ভগবতী সর্ব্বজননী উমার প্রতীকমাত্র। জগতে আর তৃতীয় বস্তু কিছু নাই। মহাদেব হইতে ভিন্ন কিছু নাই এবং তিনিই সর্ব্বেশ্বর। (সেই শঙ্কর আমাকে রক্ষা করুন।) ৬০

এইভাবে ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ বৃষভধ্বজ সংস্তুত হইয়া ধর্ম্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ কশ্যপ মুনিকে দর্শন প্রদান করিলেন। ৬১

দেবেশ্বর মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—হে প্রজাপতি! তুমি যে কার্য্যের জন্য স্তুতি করিতেছ, তাহা জানি। ৬২

অপধ্যাতো মহেন্দ্রো হি মুনিনা দেবশর্ম্মণা।
অস্যাকামেৎ পুরা ভার্য্যাং তপোনীরুস্য কশ্যপ ॥ ৬৪
সমাতাং তত্র ধর্ম্মজ্ঞ বাঞ্ছাদ্যা সহ বৎস।
অদিত্যা শক্রসদনং শ্রেয়স্তে পুত্রয়োর্ধ্রুবম্ ॥ ৬৫
ইতি হরিবচনং নিশম্য বিদ্বান্
কমলভবাত্মজসূনুরপ্রমেয়ঃ।
ত্রিদশগণগুরুং প্রণম্য রুদ্রং
মুদিতমনাঃ সুরলোকসং জগাম ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে কশ্যপকৃত-রুদ্রস্তোত্রং নাম
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

ইন্দ্র এবং উপেন্দ্র এই দুই মহাত্মা দেবতা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন এবং ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন পারিজাত বৃক্ষ অবশ্য লইয়া যাইবেন। ৬৩

হে কশ্যপ! পূর্ব্বকালে ইন্দ্র তপস্বার তেজে দীপ্ত মহর্ষির পত্নীকে অভিলাষ করায় মুনি দেবশর্ম্মা মহেন্দ্রের অনিষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন। ৬৪

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি বধূবর্গ অদিতির সহিত ইন্দ্রভবনে গমন কর, তোমার পুত্রদ্বয়ের অবশ্য কল্যাণ হইবে। ৬৫

এই প্রকারে ভগবান্ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র মরীচির পুত্র অপ্রমেয় শক্তিশালী বিদ্বান্ মহর্ষি কশ্যপ দেবগুরু রুদ্রকে প্রণামপূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে দেবলোকে গমন করিলেন। ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাতহরণে কশ্যপকৃত রুদ্রস্তোত্রবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ইন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণয়োঃ, জয়ন্ত-প্রদ্যুম্নয়োঃ, প্রবর-সাত্যক্যোঃ, ঐরাবত-গরুড়য়োশ্চ পরস্পরং যুদ্ধম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা মুহূর্ত্তাদুদিতে রবৌ।
মৃগয়াব্যপদেশেন যযৌ রৈবতকং গিরিম্ ॥ ১
আরোপ্যৈকরথে দেবঃ সাত্যকিং নরপুঙ্গবম্।
প্রদ্যুম্নমনুগচ্ছেতি প্রোক্ত্বা কুরুকুলোদ্বহ ॥ ২
রৈবতকং গিরিং দেবো গত্বা দারুকমব্রবীৎ।
যদীয়ং রথমেনং ত্বং গ্রহায়ৈব দারুক ॥ ৩
প্রতিপালয় মাং সৌম্য দিনার্দ্ধং বারয়ন্ হয়ান্।
রথেনৈব প্রবেষ্টাঽহং দ্বারকাং পুরমুত্তম ॥ ৪

## ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ ইন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের, জয়ন্ত-প্রদ্যুম্নের, প্রবর-সাত্যকির এবং ঐরাবত-গরুড়ের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! অনন্তর সূর্য্য উদিত হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ মৃগয়াব্যপদেশে রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১

কুরুকুলভূষণ! শ্রীকৃষ্ণ এক-রথে নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে স্থাপন পূর্ব্বক প্রদ্যুম্নকে পশ্চাতে পশ্চাতে আগমনের আদেশ প্রদান করিয়া যখন রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন তখন নিজ সারথি দারুককে বলিলেন। ২

হে সৌম্য দারুক! তুমি আমার এই রথ গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ দিন অশ্বগুলিকে সংযমিত করিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা কর। হে সুতকুলশিরোমণি! আমি রথ লইয়াই দ্বারকা-পুরীতে প্রবেশ করিব। ৩-৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবানারুরোহ জনার্দনঃ
তার্ক্ষ্যং সসত্যভামো বামানপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ৫
পৃথগ্রথেন কৌরব্য প্রদ্যুম্নঃ শত্রুসূদনঃ ।
আকাশগামিনা রাজন্ পৃষ্ঠতঃ কৃষ্ণযন্ত্রাৎ ॥ ৬
নিমেষান্তরমাত্রেণ নন্দনং কাননং হরিঃ ।
দেবোদ্যানং যযৌ ধীমান্ পারিজাতজিহীর্ষয়া ॥ ৭
দদর্শ তত্র ভগবান্ দেবযোধান্ দুরাসদান্ ।
নানায়ুধধরান্ বীরানন্তস্থানবেক্ষকঃ ॥ ৮
তেষাং সম্পশ্যতামেব পারিজাতং মহাবলঃ ।
উৎপাট্যারোপয়ামাস পারিজাতং সতাং গতিঃ ॥ ৯
গরুড়ে পক্ষিরাজানবধাস্তৈনেব ভারত
উপস্থিতো বিগ্রহবান্ পারিজাতঃ স কেশবম্ ॥ ১০
সান্ত্বিতো বাসুদেবেন পারিজাতশ্চ ভারত ।
উক্তশ্চ বৃক্ষ মা ভৈষীঃ কেশবেন মহাত্মনা ॥ ১১
তং প্রস্থিতং তরুং দৃষ্ট্বা পারিজাতমধোক্ষজঃ ।
অমরাবত্যাঃ পুর্যাঃ শ্রেষ্ঠাং চক্রে প্রদক্ষিণাম্ ॥ ১২
তে তু নন্দনগোপ্তারঃ পারিজাতস্য জনোত্তমঃ ।
ত্রিবক্তীতি মহেন্দ্রায় গত্বা নৃপ শশংসিরে ॥ ১৩
অথৈরাবতমারুহ্য নির্যযৌ পাকশাসনঃ ।
জয়ন্তেন রথস্থেন পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ প্রভুঃ ॥ ১৪
পূর্বমভ্যাগতং দ্বারং কেশবং শত্রুনাশনম্ ।
দৃষ্ট্বোবাচ প্রবৃত্তং ভোঃ কিমিদং মধুসূদন ॥ ১৫
প্রণম্য গরুড়স্থোঽথ কেশবঃ শক্রমব্রবীৎ ।
বধ্বাস্তে পুণ্যকার্যায় নীয়তেঽয়ং বরক্রমঃ ॥ ১৬
তমুবাচ ততঃ শক্রো না নৈবং পুণ্ডরেক্ষণ ।
অযোধয়িত্বা ন তরুর্নেতব্যোঽয়ং শচ্যাচ্যুত ॥ ১৭
প্রহরস্ব মহাবাহো প্রথমং ময়ি কেশব
প্রতিজ্ঞা সফলা তেঽস্তু মুক্তা কৌমোদকী ময়ি ॥ ১৮
ততঃ কৃষ্ণঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরৈরাবতগজোত্তমম্
বিভেদাশনিসঙ্কাশৈঃ প্রহসন্নিব ভারত ॥ ১৯

---

মনেমনে এইরূপ ভাবনা পূর্বক বিক্রমাভিলাষী পরাক্রমী বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিলেন । ৫

কুরুনন্দন ! রাজন ! শত্রুসূদন প্রদ্যুম্ন এক আকাশগামী পৃথক রথে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিল । ৬

বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত হরণের অভিপ্রায়ে মুহূর্তমধ্যে দেবোদ্যান নন্দনকাননে উপস্থিত হইলেন । ৭

ভগবান অধোক্ষজ সেই নন্দনকাননে উপস্থিত হইয়া দুর্জয় বীর দেবযোদ্ধাগণকে নানা প্রকার অস্ত্রযুক্ত অবস্থায় দেখিলেন । ভরতনন্দন ! সৎপুরুষগণের আশ্রয়দাতা মহাবলশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই যোদ্ধাগণকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিশেষ প্রযত্ন ব্যতীতই পারিজাত উৎপাটিত করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন । ৮-৯

সেই পারিজাত বৃক্ষ মূর্তিমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল । ভারত ! সেই সময় বসুদেবনন্দন মহাত্মা কেশব পারিজাতকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে করিতে বলিলেন— "বৃক্ষ ! তুমি ভীত হইও না । ১০-১১

পারিজাত বৃক্ষকে নিজের সহিত প্রস্থান করিতে দেখিয়া ভগবান অধোক্ষজ শ্রেষ্ঠ অমরাবতীপুরীকে পরিক্রমা করিলেন । ১২

নরেশ্বর ! নন্দনকাননের রক্ষকগণ মহেন্দ্রের নিকটে গমন করত বলিল "দেবরাজ ! শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ পারিজাত অপহৃত হইয়াছে" । ১৩

ইহা শ্রবণ পূর্বক পাকশাসন ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে রথে আরোহণ করিয়া জয়ন্ত গমন করিলেন । ১৪

শত্রুনাশন কেশবকে ইন্দ্রপুরীর পূর্বদ্বারে আগত দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"হে মধুসূদন । ইহা তুমি কি করিলে ?" ১৫

গরুড়স্থ কেশব ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"দেবরাজ ! আপনার বধূর পুণ্যকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এই শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ লইয়া যাইতেছি" ॥ ১৬

অনন্তর ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"কমলনয়ন অচ্যুত ! এইরূপ হইবে না । বিনা যুদ্ধে তুমি এই বৃক্ষ লইয়া যাইতে পারিবে না ॥ ১৭

"মহাবাহু কেশব ! প্রথমে তুমি আমাকে প্রহার কর । আমার উপর কৌমোদকী গদা নিক্ষেপ করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হোক" ॥ ১৮

ভরতনন্দন ! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বিদ্যুৎ-সদৃশ তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা দেবরাজের গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯

বিব্যাধ গরুড়ং বজ্রী শিতৈঃ শরশতৈস্তথা ।
বাণাংশ্চিচ্ছেদ সহসা কেশবস্য তরস্বিনঃ ॥ ২০
যান্ যান্ মুমোচ দেবেন্দ্রস্তাংস্তাংশ্চিচ্ছেদ মাধবঃ
মাধবেন প্রযুক্তাংশ্চ চিচ্ছেদ বলবৃত্রহা ॥ ২১
মহেন্দ্রস্য চ শব্দেন ধনুষঃ কুরুনন্দন ।
শার্ঙ্গস্য চ নিনাদেন মুমুহুঃ স্বর্গবাসিনঃ ॥ ২২
তয়োর্বর্ত্ততি সংগ্রামে গরুড়স্থো মহাবলঃ ।
পারিজাতং জয়ন্তোঽথ হর্তুমভ্যুদ্যতো বলী ॥ ২৩
প্রদ্যুম্নমথ কংসঘ্নো বারয়েতি তদাব্রবীৎ ।
ততস্তং বারয়ামাস রৌক্মিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৪
জয়ন্তো জয়তাং শ্রেষ্ঠো রৌক্মিণেয়মথেষুভিঃ
সর্বগাত্রেষু বিব্যাধ প্রহসন্ রথে স্থিতঃ ॥ ২৫
রথস্থ এব রথিনঃ কামস্য কমলেক্ষণঃ
ঐন্দ্রিমভ্যর্দয়ামাস বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ২৬
স সন্নিপাতস্তুমুলো বভূব কুরুনন্দন
জয়ন্তস্য চ বীরস্য রৌক্মিণেয়স্য চোভয়োঃ ॥ ২৭
কৃতপ্রতিকৃতে যুদ্ধে চক্রতুস্তৌ মহাবলৌ ।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রতনয়ৌ জগত্যপ্রতিমৌ বলে ॥ ২৮
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব সদ্যো বিস্ময়ান্বিতাঃ ।
তং সংগ্রামং মহাঘোরং সিদ্ধাশ্চৈব সচারণাঃ ॥ ২৯
ততস্তু প্রবরো নাম দেবদূতো মহাযশাঃ ।
পারিজাতং পুনর্হর্তুমিয়েষ কুরুনন্দন ॥ ৩০
সখা স দেবরাজস্য মহাস্ত্রবিদরিন্দমঃ ।
অবধ্যো বরদানেন ব্রহ্মণঃ কুরুনন্দন ॥ ৩১
ব্রাহ্মণস্তপসা সিদ্ধো জম্বুদ্বীপাদ্দিবং গতঃ ।
স্বশক্ত্যানুপ সংযাতঃ সখিত্বং বলঘাতিনা ॥ ৩২
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য কৃষ্ণঃ স সাত্যকিমব্রবীৎ ।
অত্রৈব প্রবরঃ সংনিরুধ্যতাং সাত্যকে ॥ ৩৩
ন চাত্র নির্দয়ং বাণা মোক্তব্যাঃ সাত্যকে ত্বয়া
অস্য ব্রাহ্মণচাপল্যং সোঢ়ব্যং খলু সর্বথা ॥ ৩৪

---

বজ্রধারী ইন্দ্রও নিশিত শিত উজ্জ্বল শরের দ্বারা গরুড়কে বিদ্ধ করিলেন এবং বেগশালী কেশবের বাণকে সহসা ছেদন করিলেন ॥ ২০

দেবেন্দ্র যে যে বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা মাধব ছেদন করিতেছিলেন এবং মাধব যে বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা বল-বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র খণ্ডিত করিতেছিলেন ॥ ২১

কুরুনন্দন! ইন্দ্রধনুর ও শার্ঙ্গধনুর উভয়ের শব্দে স্বর্গবাসীরা মোহিত হইয়াছিলেন ॥ ২২

তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকিলে মহাপরাক্রমী এবং বলশালী জয়ন্ত গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থিত পারিজাত হরণ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৩

অনন্তর কংসবিনাশী শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে বলিলেন—"বাধা দাও", আজ্ঞা লাভ করিয়া প্রতাপবান্ রুক্মিণীকুমার জয়ন্তকে বাধা প্রদান করিলেন ॥ ২৪

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জয়ন্ত সেই সময় রথে অবস্থান করত হাসিতে হাসিতে বাণ নিক্ষেপ করিয়া প্রদ্যুম্নের সমস্ত অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিলেন ॥ ২৫

কামাবতার কমলনয়ন প্রদ্যুম্নও রথে অবস্থান করত বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা রথস্থ ইন্দ্রকুমার জয়ন্তকে পীড়িত করিলেন ॥ ২৬

কুরুনন্দন! জয়ন্ত ও বীর রুক্মিণীকুমার এই দুইজনের যুদ্ধ চরমরূপ ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৭

সংসারে অতুলনীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাবলশালী মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের তনয় দুইজন যুদ্ধে একে অপরের অস্ত্র নিবারণ করিতেছিলেন ॥ ২৮

দেবতা, মুনি, সিদ্ধ এবং চারণগণ সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া সেই মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ॥ ২৯

কুরুনন্দন! অনন্তর প্রবর নামক মহাযশস্বী দেবদূত পুনরায় পারিজাত বৃক্ষটি হরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। ৩০

কুরুনন্দন! শত্রুদমনকারী, মহাস্ত্রবিদ্ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সখা সেই প্রবর ব্রহ্মার বরদানে অবধ্য ছিলেন। ৩১

নরেশ্বর! সেই তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জম্বুদ্বীপ হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজ শক্তির প্রভাবে বলঘাতী ইন্দ্রের মিত্র হইয়াছিলেন। ৩২

তাঁহাকে আসতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে বলিলেন—"সাত্যকি! তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া নিজ বাণের দ্বারা প্রবরকে প্রতিরুদ্ধ কর। ৩৩

সাত্যকি! তুমি ইহার উপর নির্দয়তাপূর্বক বাণ নিক্ষেপ করিও না। এই ব্রাহ্মণের চাপল্য সর্বপ্রকারে সহ্য করা উচিত। ৩৪

ততঃ বাষ্ণ্যো রথেনাশু গরুড়স্থঃ বিচক্ষণা

আজঘান মহাবাহো সাত্যকিঃ প্রবরো ভৃশম্ ॥ ৩৫

শিনেনপ্তা বহুত্র ক্ষিপতঃ সায়কান্ নৃপ

চিচ্ছেদ পুরুষব্যাঘ্রো বচনঃ চেদমব্রবীৎ ॥ ৩৬

ব্রাহ্মণো নাভিবধ্যোঽসি তিষ্ঠ স্বধর্মণি

অবধ্যা ব্রাহ্মণানাং হি ব্যপরাদ্ধেঽপি বিপ্রাঃ ॥ ৩৭

প্রহস্য প্রহসন্নেবমুবাচ কুরুনন্দন

অলং কাত্তী নৃণাং শূর যুধা সর্বাত্মনা যুধে ॥ ৩৮

ভার্গবস্য রামস্য শিষ্যোঽহমপি মাধব

নামতঃ প্রবরো নাম সখা শক্রস্য ধীমতঃ ॥ ৩৯

ন দেবা যোদ্ধুমিচ্ছন্তি মহাত্মা মধুসূদনম্

আনৃণ্যং সৌহৃদস্যার্থমিন্দ্রস্যাস্মি মাধব ॥ ৪০

ততস্তয়োস্তদা ঘোরঃ সংগ্রামো বভূবে নৃপঃ

অস্ত্রৈর্দিব্যৈর্মহাবাহো দৈবাসুরবিমর্দনঃ ॥ ৪১

ত্রৈলোক্যং তত্র সংক্ষুব্ধং ত্রাসং চ নভশ্চরাঃ

তস্মিন্ বর্ত্তিত সংগ্রামে তেষামতিমহাত্মনাম্ ॥ ৪২

নাতিশিক্ষ্যে রণে কার্ষ্ণিরৈন্দ্রিমস্ত্রকৃতাং বরম্ ।

ঐন্দ্রিঃ কার্ষ্ণিঃ মহাত্মানঃ মাদ্রিনঃ পুরুসত্তমম্ ॥ ৪৩

গৃহ্ণ গৃহ্ণ প্রতীক্ষেতি তাবুভৌ যোধসত্তমৌ ।

যুযুধাতে নরশ্রেষ্ঠ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥ ৪৪

অথ শাক্রাযুধস্তং শচীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

বিভাস্ত্রাভ্যঞ্জনস্থাকং নির্মোনাস্ত্রেণ সঙ্গঃ ॥ ৪৫

সোঽস্ত্রং তদাতিদীপ্তাস্ত্রমাপতন্তং শিতৈঃ শরৈঃ ।

ততস্তে বাণজালেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪৬

ততস্তদ্ দীপ্যমানস্তু পপাত রণমূর্দ্ধনি ।

রৌক্মিণেয়স্য কৌরব্য যে রথে মানবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৭

তেনাস্ত্রেণ হতো নূনং প্রত্যুগ্রস্য মহাত্মনঃ

নামৃষ্যৎ তং দৃষ্ট্বা তং রৌক্মিণেয়ঃ শরান্বিতম্ ॥ ৪৮

শস্ত্রাগ্নিঃ ন সর্বপ্রিয়ঃ তদা হৃতি নিম্ন স্পৃষ্টে

প্রাদুর্ভূতা শরাসনস্থ রৌক্মিণেয়ঃ প্রচক্রমে ॥ ৪৯

---

মহাবাহু! অনন্তর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দশটি বাণের দ্বারা শক্তধর সাত্যকিকে ভীষণভাবে আঘাত করিলেন। ৩৫

নৃপ! পুরুষসিংহ শিনিবংশীয় সাত্যকি বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের ধনু ও বাণ ছেদন করিয়াছিলেন এবং এই প্রকার বাক্য বলিয়াছিলেন। ৩৬

হে প্রবর! ব্রাহ্মণ আমার হননযোগ্য নহেন, অতএব তুমি আপন মার্গে অবস্থান কর, আপন মার্গে অবস্থান কর। অপরাধকারী ব্রাহ্মণও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের অবধ্য। ৩৭

কুরুনন্দন! প্রবরও হাস্য করিয়া সাত্যকিকে বলিলেন— "মধুসূদনের বীর আপনার যুদ্ধে কাতর হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করুন। ৩৮

যাদববীর! আমিও ভগবান্ পরশুরামের শিষ্য, আমার নাম প্রবর এবং বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রের সখা। ৩৯

মধুবংশীয় বীর! দেবগণের সম্মানিত মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। অত্র ইন্দ্রের সৌহার্দ্যের ঋণ পরিশোধ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। ৪০

মহারাজ! পুরুষসিংহ! তদনন্তর সাত্যকি ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত দিব্য অস্ত্র দ্বারা ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং উহা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৪১

রাজন্! সেই অদ্ভুত মহাত্মা বীরের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইলে আকাশচারী প্রাণী কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। ৪২

রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্ন অস্ত্রধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জয়ন্তের অগ্রবর্তী হইতে পারিতেছিলেন না এবং সেইরূপ ইন্দ্রকুমার জয়ন্তও বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মা প্রদ্যুম্নের অধিক পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। ৪৩

নরশ্রেষ্ঠ! পরস্পর জয়াভিলাষী সেই দুই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা "ওরে, ইহা গ্রহণ কর, প্রত্যাঘাত কর" এইরূপ সংলাপের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৪৪

রাজন্! তদনন্তর প্রতাপশালী শচীপুত্র জয়ন্ত শ্রীকৃষ্ণকুমারকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলেন। ৪৫

কিন্তু অভিমুখে আগত সেই তেজস্বী অস্ত্রকে প্রদ্যুম্ন দিব্য শরের জাল বিস্তার করিয়া রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা। ৪৬

কুরুনন্দন! অনন্তর যুদ্ধের অগ্রভাগে স্থিত রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের রথের উপর দীপ্তিমান্, ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ [illegible] নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৪৭

মহারাজ! সেই অস্ত্রের দ্বারা মহাত্মা প্রদ্যুম্নের [illegible] হইয়াছিল কিন্তু রুক্মিণীকুমার প্রদ্যুম্নকে বধ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৪৮

প্রজানাথ! অতি এইরূপ উদ্যত হইলেও অপর অভিমুখে প্রদ্যুম্নকে বধ করিতে সমর্থ হয় নাই। মহাবাহু রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সেই বধ রথ হইতে নির্গত হইলেন॥ ৪৯

অথ নারায়ণস্তেভ্যো বিশেষ্য বদিনং বরঃ
স্থিতো বদ্ধ্বানাকাশে জয়ন্তমিদমব্রবীৎ ॥ ৫০

মহেন্দ্রপুত্র দিব্যাং ত্বং যদস্ত্রং মুক্তবানসি
নাহমোদৃশরূপাণাং শক্যো হন্তুং শতৈরপি ॥ ৫১

প্রবরং কুরু শিক্ষাণাং যতঃ শ্রেষ্ঠ প্রদর্শয় ।
নাস্তি মত্তোঽধিকঃ কর্তা সংগ্রামেঽমরনন্দন ॥ ৫২

আসীন্মে সাধ্বসং দৃষ্ট্বা ত্বদস্ত্রং ত্বাং ধৃতায়ুধম্ ।
বিভেমি তব নেদানীং যুদ্ধে দৃষ্টবলোঽধমম্ ॥ ৫৩

মনসা স্মর্যতাং চৈব পারিজাতস্তথা ত্বয়া ।
শক্যং ন খলু হস্তাভ্যাং স্প্রষ্টুমেবং স্বয়া ত্বসৌ ॥ ৫৪

যথো নারায়ণো দস্বশো যো মন্ত্রাস্তবশা ।
ঈদৃশানাং সহস্রাণি স্রষ্টুং শক্তোঽস্মি মায়য়া ॥ ৫৫

এবমুক্তো জয়ন্তস্তু মুমোচাস্ত্রং মহাবলঃ
তপসোপচিতং যেন স্বপ্নেনৈব তিরেত্কসা ॥ ৫৬

তৎ প্রদ্যুম্নো মহাবেগঃ শরজালৈরবারয়ৎ
চক্রপাণিরপি দিব্যানি মুমুচে চাস্ত্রাণি সঃ ॥ ৫৭

শিতৃ সর্বাস্ত্রকর্কদুস্তাংস্তত্রাপ চ ভারত ।
রৌক্মিণেয়ঃ মহাস্ত্রান্নস্থিতং চ শরজম্ ॥ ৫৮

মহোল্কাসদৃশান্ বাণানস্ত্রাণাম্যবস্তমঃ ।
মুমোচ যানি বোরাণি প্রদ্যুম্নঃ প্রতি সর্বশঃ ॥ ৫৯

তানি সর্বাণি বাণৌঘৈঃ কাঞ্চনস্তানবারয়ৎ ।
জয়ন্তং চাপরৈর্বাণৈর্দিব্যাং নিশিতৈস্তদা ॥ ৬০

ততো নাদঃ সমুৎপন্নো দুন্দুভেঃ পুণ্যকর্মভিঃ ।
দৃষ্ট্বা বৈর্যাঞ্চ বৈশ্যাঞ্চ প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬১

প্রবরস্যাপি বাণেন শিতেন শিনিপুঙ্গবঃ ।
চিচ্ছেদেষ্বাসনং বাণৈঃ সধ্বজং চ ভারত ॥ ৬২

অতোঽন্যৎ স তু জগ্রাহ মহদিন্দ্রধনুঃসমম্ ।
মহেন্দ্রস্যঃ প্রবরঃ মহাশনিসমস্বনম্ ॥ ৬৩

স তেন বাণো বহুঃ বহুনা বিপ্রচস্বনঃ
শরাদ্যনোঽস বিবিধান্ শত্রুস্তিনিপাতন ॥ ৬৪

অনন্তর বন্ধহীন হইয়া বক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণকুমার প্রদ্যুম্ন আকাশে ধনুক লইয়া অবস্থান করত জয়ন্তকে এই প্রকার বলিলেন ॥ ৫০

মহেন্দ্রকুমার! তুমি আমার উপর যে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছ, সেইরূপ শত দিব্যাস্ত্রও আমাকে হত্যা করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৫১

অমরনন্দন! তুমি নিজ শিক্ষা অনুসারে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এবং আমাকে অস্ত্র সেই প্রকার প্রদর্শন কর। সংগ্রামে আমা অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমপ্রদর্শনকারী আর কেহ নাই ॥ ৫২

প্রথম তোমাকে আয়ুধ-হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম, কিন্তু অধুনা যুদ্ধে তোমার নিকৃষ্ট শক্তি দেখিয়া আর তোমাকে ভয় করি না ॥ ৫৩

তুমি এই পারিজাত বৃক্ষকে কেবল মনে মনে স্মরণ কর, কারণ, দুই হস্তের দ্বারা ইহাকে স্পর্শ করিতে তুমি সমর্থ হইবে না ॥ ৫৪

তুমি অস্ত্রের তেজে যে মায়াময় বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছ, সেইরূপ সহস্র বৃক্ষ আমি মায়ার প্রভাবে সৃষ্টি করিতে পারি ॥ ৫৫

এইরূপ বলিলে মহাবলশালী জয়ন্ত বরং অত্যন্ত তেজস্বী তপস্যার পুষ্ট হইয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৬

সেই মহাবেগবান্ অস্ত্রকে প্রদ্যুম্ন শরজাল বিস্তার করিয়া প্রতিরুদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ংও অপর চারি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৫৭

ভরতনন্দন! সেই রুক্মিণীনন্দন মহাত্মা রুক্মিণীকুমারকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল এবং শরজালবর্তী হইয়া এক শতশরবাণের দ্বারা আকাশে উহার গতি রুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫৮

অমরশ্রেষ্ঠ জয়ন্ত বিশাল উল্কা-সদৃশ যে সকল বাণ এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্র সর্বদা প্রদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সকলকে শ্রীকৃষ্ণকুমার নিজ বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন এবং অপর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা জয়ন্তকে আঘাত করিয়াছিলেন ॥ ৫৯-৬০

সেই সময় মহাত্মা প্রদ্যুম্নের স্থিরতা ও ক্ষিপ্রতা দেখিয়া পুণ্যকর্মা দেবতাগণ উচ্চ স্বরে হর্ষধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ৬১

ভরতনন্দন! শিনিপুঙ্গব বীর সাত্যকি এক তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা প্রবরেরও ধনুক ও পতাকা খণ্ডিত করিয়াছিলেন ॥ ৬২

অনন্তর প্রবর মহান্ মহেন্দ্রের তুল্য উচ্চার সৃষ্টিকারী ইন্দ্রধনুর অপর এক বিশাল ও উচ্চ ধনুক গ্রহণ করিলেন ॥ ৬৩

সেই বীর ব্রাহ্মণশিরোমণি বিশাল ধনুক দ্বারা সূর্যকিরণের তুল্য তেজস্বী নানা প্রকার বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪

চকর্ত্ত চ বহুচ্ছিদ্রং শৈনেয়স্যাভিতো ধনুঃ ।
বিব্যাধ সর্ব্বগাত্রেষু বাণৈরপি চ সাত্যকিম্ ॥ ৬৫
বজ্রপাতায় শৈনেয়স্ততোঽন্যৎ কুরুনন্দন
দৃঢ়ং ভারসহং ধীমান বিব্যাধ প্রবরং রণে ॥ ৬৬
উৎকর্ত্তুমুরসোঽন্যোন্যবর্মণী তৌ শিতৈঃ শরৈঃ ।
গাত্রেভ্যশ্চৈব মাংসানি মর্ম্মভিদ্ভিঃ শরোত্তমৈঃ ॥ ৬৭
অথাষ্টধারবাণেন পুনর্ধন্বাসনং বিভো
চিচ্ছেদ প্রবরো বীরস্ত্রিভিশ্চৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৬৮
অন্যদ্ধন্বাসনং তং তু গ্রহীতুমনসং দ্বিজঃ
গদয়া তাড়য়ামাস ক্ষেপণ্যা লঘুহস্তবান্ ॥ ৬৯
সোঽসিং চর্ম্ম চ জগ্রাহ সাত্যকিঃ প্রহসন্নিব ।
ন জগ্রাহ ধনুর্ধীমান্ গদয়াভিহতো ভৃশম্ ॥ ৭০
ততঃ শতশতান্যেব মুমোচ প্রবরস্তদা
বিহগমিব বিজ্ঞায় সাত্যকিং যদুনন্দনম্ ॥ ৭১
প্রদ্যুম্নোঽস্য দদৌ খড়্গং নির্ম্মলাকাশসন্নিভম্ ।
তঞ্চ চিচ্ছেদ ভল্লেন নিস্ত্রিংশং প্রবরস্তদা ॥ ৭২
তৎসরুদেশেঽপাতয়চ্চ প্রবরঃ প্রহসন্নিব
বামতশ্চ তথা চর্ম্ম চিচ্ছেদৈর্বাণৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৭৩
আজঘান চ শক্ত্যাসৌ পুনর্বিপ্রো ননাদ চ ।
তং বিহ্বলমিব জ্ঞাত্বা পারিজাতজিহীর্ষয়া ।
তার্ক্ষ্যাভ্যাশে রথেনৈব স তস্থৌ প্রবরস্তদা ॥ ৭৪
তং পক্ষপুটবেগেন চিক্ষেপ গরুড়স্তদা ।
গব্যূতিমেকাং সরথঃ স পপাত মুমোহ চ ॥ ৭৫
তং জয়ন্তো নিপত্যাথ পতিতং ব্রাহ্মণং নৃপ ।
সমাশ্বাস্য রথং শীঘ্রং সমারোপিতবাংস্তদা ॥ ৭৬
শৈনেয়মপি মুহ্যন্তং পতন্তঞ্চ মুহুর্মুহুঃ
আশ্বাসয়ানঃ প্রদ্যুম্নঃ পিতৃব্যং পরিষস্বজে ॥ ৭৭
তং হি পস্পর্শ হস্তেন সব্যেন মধুসূদনঃ ।
বিরুজঃ স্পর্শমাত্রেণ সাত্যকিঃ সমপদ্যত ॥ ৭৮

---

তিনি অভিভবকারী সাত্যকির বিচিত্র ধনুক কর্তন করিয়াছিলেন এবং সর্বাঙ্গে বাণদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন ॥ ৬৫

কুরুনন্দন ! অনন্তর বুদ্ধিমান্ সাত্যকি অপর একটি বহনক্ষম দৃঢ় ধনুক গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রবরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

সেই দুইজন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পরস্পরের কবচ ছেদন করিতেছিলেন এবং মর্মভেদী উত্তম শরের দ্বারা একে অপরের গাত্র হইতে মাংস কর্তন করিতেছিলেন ॥ ৬৭

এই সময় বীর প্রবর পুনরায় এক অষ্টধার বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনুককে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন এবং তিন বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৬৮

সাত্যকি অপর একটি ধনুক গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে ক্ষিপ্রহস্ত ব্রাহ্মণ প্রবর নিক্ষেপের যোগ্য গদাদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৬৯

সাত্যকি হাসিতে হাসিতে অসি এবং চর্ম গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধিমান্ বীর গদার আঘাতে অতিশয় আহত হওয়ায় ধনু গ্রহণ করিলেন না ॥ ৭০

অনন্তর যদুনন্দন সাত্যকিকে বিহগের ন্যায় জানিয়া প্রবর শত শত বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭১

সেই সময় প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে নির্মল আকাশ-সদৃশ একটি খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবর এক ভল্লের আঘাতে সেই খড়্গকে ছেদন করিলেন ॥ ৭২

প্রবর হাসিতে হাসিতে সেই খড়্গের মুষ্টিধারণস্থানে কর্তন করিয়া ধরণীতে পাতিত করিলেন এবং সরলগামী তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁহার ( সাত্যকির ) দেহের আবরণকারী চর্ম ছিন্ন করিলেন ॥ ৭৩

সেই বিপ্র শক্তির দ্বারা পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ব্যাকুল জানিয়া পারিজাত-হরণে অভিলাষী প্রবর রথে গরুড়ের নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৭৪

সেই সময় গরুড় নিজ পক্ষপুটের বেগে প্রবরকে দুই ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং রথের সহিত তিনি সেই স্থানে পতিত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭৫

হে নরেশ্বর ! অনন্তর জয়ন্ত সেই স্থানে গমন করত পতিত ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শীঘ্র রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৭৬

প্রদ্যুম্ন ঐ সময় বারংবার মূর্ছিত ও পতিত পিতৃব্য সাত্যকিকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন ॥ ৭৭

শ্রীমধুসূদন স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। সাত্যকি স্পর্শ পাইবামাত্র পীড়াবিহীন হইলেন ॥ ৭৮

প্রদ্যুম্নো দক্ষিণে পার্শ্বে বামে তু শিনিপুঙ্গবঃ
তস্থতুঃ পারিজাতস্য যুদ্ধশৌণ্ডাবুভৌ ॥
জয়ন্তঃ প্রবরশ্চৈব রথেনৈকেন ভারত ।
সম্পতন্তৌ মহেন্দ্রেণ প্রহৃষ্টোক্তৌ মহাত্মনা ॥ ৮০
নাসাদয়িতিগন্তব্যং গরুড়স্য কথঞ্চন ।
বলবানেষ পততাং রাজা চ বিনতাসুতঃ ॥ ৮১
দক্ষিণে চৈব সব্যে চ পার্শ্বে মম যুতাবুভৌ ।
উভৌ স্থিতৌ যুধ্যমানং মামেব হি প্রপশ্যতম্ ॥ ৮২
এবমুক্তৌ স্থিতৌ বীরৌ তৌ তু শক্রস্য পার্শ্বয়োঃ ।
দদৃশাতে যুধ্যমানৌ দেবরাজ-জনার্দ্দনৌ ॥ ৮৩
অথেন্দ্রো গরুড়ং বাণৈর্মহাশনিসমস্বনৈঃ ।
বিব্যাধ সর্ব্বগাত্রেষু মহাস্ত্রপ্রবরৈস্তথা ॥ ৮৪
স তান্ বাণানগণয়ন্ বৈনতেয়ঃ প্রতাপবান্ ।
সসারাভিমুখো বীরঃ শক্রনাগমরিন্দমঃ ॥ ৮৫
উভৌ তৌ সহসা রাজন্ বলিনৌ গজ-পক্ষিণৌ ।
প্রবৃত্তৌ বীর্য্যসম্পন্নৌ মহাপ্রাণৌ দুরাসদৌ ॥ ৮৬
রদনৈঃ পত্রপত্রিপূঃ করেণ শিরসা তদা ।
ঐরাবতো গজপতিরাজঘান মহাবলঃ ॥ ৮৭
তথা নখাগ্রৈশ্চ [illegible] বৈনতেয়ো মহোৎকটঃ ।
তথা পক্ষনিপাতৈশ্চ শক্রনাগং জঘান হ ॥ ৮৮
মুহূর্ত্তং সুমহানাসীৎ সম্পাতো গজপক্ষিণোঃ ।
বিস্মাপনীয়ো জগতঃ প্রেক্ষিতৄণাং ভয়াবহঃ ॥ ৮৯
মূর্দ্ধ্নি নাগেশ্বরস্যাস্য [illegible] ভারত ।
নখাঙ্কুশকরালেন চরণেন মহাবলঃ ॥ ৯০
সম্প্রহারাভিসন্তপ্তো নিপপাত ত্রিবিষ্টপাৎ ।
পারিযাত্রে গিরিশ্রেষ্ঠে বাপেঽস্মিন্ জনমেজয় ॥ ৯১
পতন্তমপি তং শক্রো ন মুমোচ মহাবলঃ ।
কারুণ্যাদথ সৌহার্দ্দাৎ পূর্ব্বাভ্যুপগমাদপি ॥ ৯২
কৃষ্ণোঽপ্যন্বগমচ্চৈনং পৃষ্ঠতঃ প্রভবাপ্যয়ঃ
পারিজাতধরো ধীমান্ গরুড়েন মহাবলঃ ॥ ৯৩
স তস্থৌ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে পারিযাত্রে তু বৃত্রহা ।
ঐরাবতে সমাশ্বস্তে সংগ্রামো ববৃধে পুনঃ ॥ ৯৪
শরৈরাশীবিষপ্রখ্যৈর্বজ্রকৃষ্ণৌ সুতেজিতৈঃ ।
অন্যোন্যং [illegible] ॥ ৯৫

---

তদনন্তর পারিজাতের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদ্যুম্ন এবং বাম পার্শ্বে সাত্যকি—এই যুদ্ধদুর্মদ বীর অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

হে ভরতনন্দন ! ইতিমধ্যে জয়ন্ত এবং প্রবর একটি রথে আরোহণপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে মহাত্মা ইন্দ্র হাস্যপূর্ব্বক এইরূপ বলিলেন । ৮০

তোমরা দুইজন কিছুতেই গরুড়ের নিকট যাইও না । এই পক্ষিরাজ বিনতানন্দন গরুড় অত্যন্ত বলবান্ । ৮১

তোমরা দুইজনে আমার দক্ষিণ ও বাম ভাগে ধনুর্ধারণ করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধরত আমাকেই অবলোকন কর । ৮২

এইরূপ উক্ত হইলে ঐ দুই বীর ইন্দ্রের দুই পার্শ্বে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন । ৮৩

তদনন্তর ইন্দ্র মহান্ বজ্রের ন্যায় শব্দকারী বাণ ও বৃহদাকার অস্ত্রের দ্বারা গরুড়ের সর্ব্বাঙ্গে আঘাত হানিতে লাগিলেন । ৮৪

শত্রুবিজয়ী প্রতাপশালী বিনতানন্দন গরুড় বাণসমূহকে গ্রাহ্য না করিয়া ইন্দ্রের ঐরাবতের দিকে অগ্রসর হইলেন । ৮৫

হে রাজন্ ! পরাক্রমসম্পন্ন মহান্ প্রাণশক্তিতে যুক্ত দুর্জ্জয় এবং বলবান্ হস্তী এবং পক্ষী পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ৮৬

এই সময় গর্জ্জন করিতে করিতে গজরাজ ঐরাবত আপনার শুণ্ড, মস্তক এবং দন্তের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে গরুড়কে আঘাত করিতে লাগিলেন । ৮৭

তখন উৎকট বলশালী বিনতানন্দন গরুড় তীক্ষ্ণ নখরূপ অঙ্কুশ দ্বারা এবং পক্ষনিপাতের দ্বারা ইন্দ্রহস্তীকে আঘাত করিতে লাগিলেন । ৮৮

জগতের বিস্ময়কারক এবং দর্শকগণের ভীতিপ্রদ গজ ও পক্ষীর মহান্ যুদ্ধ দুই দণ্ড কাল চলিল । ৮৯

হে ভারত ! মহাবলী গরুড় নখরূপ ভীষণ অঙ্কুশযুক্ত চরণের দ্বারা ঐরাবতের মস্তকে প্রহার করিলেন । ৯০

হে জনমেজয় ! ঐ প্রহারে পীড়িত হইয়া ঐরাবত স্বর্গের নিম্নে জম্বুদ্বীপে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পারিযাত্রের উপর পতিত হইলেন ॥ ৯১

মহাবল ইন্দ্র পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাহেতু পতনশীল হস্তীকে করুণা এবং সৌহার্দ্দ্যবশতঃ ত্যাগ করেন নাই । ৯২

জগতের উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ অবিনাশী, মহাবল বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণও পারিজাতযুক্ত গরুড়ের দ্বারা ইন্দ্রের পশ্চাদনুসরণ করিয়া চলিলেন । ৯৩

বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পারিযাত্রের উপর উপস্থিত হইলেন এবং ঐরাবত সুস্থ হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! শ্রীকৃষ্ণ এবং ইন্দ্র সুতীক্ষ্ণ সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণ দ্বারা তেজ প্রকাশ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন । ৯৪-৯৫

ততো বজ্রভৃতাং বজ্র-শনিভিঃ পুনঃ পুনঃ
মুমোচ গরুড়ে রাজন্নৈরাবতশিরো নৃপ ॥ ৯৬
বজ্রাশনিনিপাতাংস্তান্ সেহে পতত্রিরাট্ পক্ষিরাট্
অব্যগ্রো বলিনাং শ্রেষ্ঠো নিমর্দেন মহোজসঃ ॥ ৯৭
মুমোচ পত্রমেকৈকং মানয়ন্নশনিং তদা ।
যজ্ঞে দেবরাজোঽথ ভ্রাতুঃ কশ্যপনন্দনঃ ॥ ৯৮
আক্রম্যমাণস্তার্ক্ষ্যেণ স্তবকস্তু পপাত গিরিঃ ।
বিবেশ ধরণীং রাজন্ শীর্যমাণঃ সমন্ততঃ ॥ ৯৯
চুকূজ বধ্যমানেন কৃষ্ণস্য স তু পর্বতঃ
তং চাপ্যাকীর্ণ ততঃ কৃষ্ণঃ কিঞ্চিদ্দৃশ্যমথোজ্জ্বলঃ ॥ ১০০
তং মুক্ত্বা গরুড়েনাথ স্রষ্টা দেবো বিশাম্পতিঃ ।
প্রদ্যুম্নং তমোবাচ সংস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ১০১
ইতো দ্বারবতীং গত্বা ক্রমমাণো মা চিরম্ ।
সদারুকো মহাবাহো রথেনোপবলান্বিতঃ ॥ ১০২
বক্তব্যো বলভদ্রশ্চ রাজা চ কুকুরাধিপঃ ।
শ্বো জিত্বেন্দ্রং গমিষ্যে দ্বারকামিতি মানদ ॥ ১০৩
তথেত্যুক্ত্বা তু ধর্মাত্মা প্রদ্যুম্নঃ পিতরং বিভুম্ ।
গত্বা যথোক্তমুক্ত্বা চ বাসুদেববলাবৃতৌ ॥ ১০৪
নাড়িকামাত্রেণ পুনস্তং দেশমাযযৌ ।
দারুকেণ সমাযুক্তং রথমাস্থায় ভারত ॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি পারিজাতহরণে কৃষ্ণেন্দ্রযুদ্ধে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

হে রাজন্! হে নরেশ্বর! তখন বজ্রধারী ইন্দ্র ঐরাবতস্থ গরুড়ের উপর বারংবার বিদ্যুদ্যুক্ত বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন । ৯৬

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অব্যগ্র পক্ষিরাজ গরুড় ঐ বজ্র ও বিদ্যুতের স্বাভাবিক শক্তি এবং অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন । ৯৭

কশ্যপকুমার গরুড় আপন ভ্রাতা দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের ও অশনির সম্মান রক্ষার জন্য এক একবারে এক একটি পক্ষ ত্যাগ করিয়া দিলেন । ৯৮

হে রাজন্! গরুড়ের আক্রমণে পারিযাত্র পর্বত চতুর্দিকে বিদীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মধ্যে অবনমিত হইয়াছিল । ৯৯

শ্রীকৃষ্ণের গুরুভারে পর্বত যখন আর্তনাদ করিয়া উঠিল, তখন পৃথিবীতে কিছু পরিমাণে অবনমিত পর্বতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন । ১০০

সমস্ত লোকের স্রষ্টা লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ ঐ পর্বত ত্যাগ করিয়া গরুড়ের দ্বারা আকাশে গমনপূর্বক প্রদ্যুম্নকে বলিলেন । ১০১

হে মহাবাহু! এখান হইতে দ্বারকায় গমন করিয়া আমার বল ও তেজের আশ্রয় করত দারুকের সহিত শীঘ্র রথ আনয়ন কর । ১০২

হে মানদ! আমার অগ্রজ বলভদ্রকে এবং কুকুরাধিপ উগ্রসেনকে বলিবে যে, ইন্দ্রকে জয় করিয়া আগামী কাল আমি দ্বারকাপুরীতে যাইব । ১০৩

হে ভারত! তখন আপন পিতাকে "তাহাই হইবে" এইরূপ বলিয়া প্রভাবশালী ধর্মাত্মা প্রদ্যুম্ন দ্বারকায় গমনপূর্বক যাদবরাজ উগ্রসেন ও বলভদ্রকে যথোক্তি সন্দেশ দান করিলেন এবং দারুকের দ্বারা সজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক পুনরায় একনাড়িকা (ঘটিকা) সময়ের মধ্যে সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।১০৪-১০৫

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র-যুদ্ধবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

## চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

( রাত্রৌ যুদ্ধং নিরুধ্য শ্রীকৃষ্ণেন পারিযাত্রপর্বতায় বরপ্রদানম্, গঙ্গায়াঃ স্মরণম্, বিল্ব-তণ্ডুলাম্বুপরি ভগবতো মহাদেবমাবাহ্য তস্য বিল্বোদকেশ্বরস্য পূজা স্তুতিশ্চ, মহাদেবেন তস্মৈ অভীষ্টং বরং প্রদায় দৈত্যানাং বধায় আদেশদানম্, পারিযাত্র-পর্বতে ভগবতো নিবাসঃ, তস্য প্রতিমায়াঃ পূজন-বিধিশ্চ । )

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তমারুহ্য রথং কৃষ্ণঃ পারিযাত্রং গিরিং যযৌ ।
যত্রৈরাবতমাস্থায় স্থিতঃ সুরপতিঃ প্রভুঃ ॥ ১
পারিযাত্রো গিরিশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা যান্তং জনার্দনম্
শাপপাদমনো ভূত্বা প্রবিবেশ বসুন্ধরাম্ ॥ ২
প্রিয়ার্থং বাসুদেবস্য প্রভাবজ্ঞো মহাত্মনঃ
তস্য প্রীতো হৃষীকেশঃ পর্বতস্য জনাধিপ ॥ ৩
ততঃ প্রয়াতঃ যুদ্ধার্থমচ্যুতঃ কুরুনন্দন
সপারিজাতো গরুড়ঃ পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ তদা ॥ ৪
প্রদ্যুম্নঃ সাত্যকিশ্চাপি গরুড়স্থৌ মহাবলৌ
গতাবুভৌ রক্ষণার্থং পারিজাতমরিন্দমৌ ॥ ৫
ততস্ততঃ গতঃ সূর্যঃ প্রবৃত্তা রজনী নৃপ ।
উপস্থিতঃ পুনর্যুদ্ধং শক্র-কেশবয়োরিহ ॥ ৬

ততস্তাবাহতৌ দৃষ্ট্বা বিস্ফুরন্তাবরং গজম্
নাতিকল্পঃ মহাতেজা দেবরাজানমব্রবীৎ ॥ ৭
গরুড়াভিহতঃ পূর্বং নাতিকল্পো গজোত্তমঃ ।
ঐরাবতো মহাবাহো রাত্রিশ্চ সমুপাগতে ॥ ৮
যঃ প্রভাতে যথাকামং প্রবর্ত্স্য সংশকৃসি ।
এবমস্ত্বিতি কৃষ্ণং তু দেবরাজোঽব্রবীৎ প্রভুঃ ॥ ৯
উবাস পুষ্করাভ্যাশে [illegible] পুষ্করঃ
তস্থৌ গিরিময়ং কৃত্বা [illegible] নৃপসত্তম
ব্রহ্মা [illegible] কশ্যপশ্চ মহামুনিঃ
অদিতিশ্চৈব [illegible] এব চ ॥ ১১
সাধ্যা বিশ্বে চ [illegible] তথা ।
আদিত্যাশ্চৈব [illegible] ॥ ১২
[illegible]
[illegible] ॥ ১৩

## চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ রাত্রিতে যুদ্ধ স্থগিত পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পারিযাত্র পর্বতের প্রতি বর প্রদান, গঙ্গা স্মরণ করত বিল্ব ও তণ্ডুলোপরি মহাদেবের আবাহন পূর্বক বিল্বোদকেশ্বরের পূজা ও স্তুতি এবং মহাদেব কর্তৃক তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করত দৈত্যগণের বধের আদেশদান ও পারিযাত্র পর্বতে ভগবানের নিবাস এবং তাঁহার প্রতিমা-পূজনবিধি-কথন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয় ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রথে আরোহণপূর্বক পারিযাত্র পর্বতে গমন করিলেন, যেখানে প্রভু দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন । ১

পর্বতশ্রেষ্ঠ পারিযাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া পক্ষীদের রাশির মত শিথিল হইয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিল । ২

মহারাজ ! বাসুদেবের প্রসন্নতার নিমিত্ত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্বন্ধে পরিচিত সেই পর্বতের এই ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইলেন । ৩

কুরুনন্দন ! তদনন্তর যুদ্ধের নিমিত্ত প্রয়াত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে পারিজাতের সহিত গরুড় গমন করিতে লাগিলেন । ৪

গরুড়ের উপর অবস্থান করিয়া মহাবলশালী, শত্রুদমনকারী দুই বীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি পারিজাত-রক্ষার নিমিত্ত গমন করিলেন । ৫

নরেশ্বর ! অনন্তর সূর্য অস্ত গেলে এবং সন্ধ্যা সমাগত হইলে ইন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল । ৬

মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ ঐরাবত হস্তীকে অত্যন্ত প্রহারে আহত ও অসমর্থ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে এই প্রকার বলিলেন । ৭

হে মহাবাহো ! গরুড়ের দ্বারা পূর্বে আহত হইয়া আপনার উত্তম হস্তী ঐরাবত কিঞ্চিৎ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং রাত্রিও আগতপ্রায়, অতএব আপনি কল্য প্রভাতে যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ যুদ্ধ করিবেন । প্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"তাহাই হউক" । ৮-৯

নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর ধর্মাত্মা দেবরাজ পর্বতময় আবরণ সৃষ্টি করিয়া পুষ্করের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১০

কুরুনন্দন ! নরেশ্বর ! তদনন্তর ব্রহ্মা, মহর্ষি কশ্যপ, অদিতিদেবী, সমস্ত দেবতা, মুনি, সাধ্য, বিশ্বদেব, নাসত্য নামে প্রসিদ্ধ দুই অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, রুদ্র এবং মরুদ্গণ সেই স্থানে গমন করিলেন । ১১-১২

ভারত ! অপরদিকে পুত্র প্রদ্যুম্ন ও ভ্রাতা সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণ সুরম্য পারিযাত্র পর্বতে [illegible] অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১৩

যৎ স পাদপ্রমাণেন কৃষ্ণ ভক্ত্যা সংনতঃ
যস্য প্রাদাৎ ততস্তস্য পর্বতস্য মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৪

পাদপাদ ইতি খ্যাতো ভবিষ্যসি মহাগিরে
পুণ্যোনার্দ্ধেন তুল্যো হি পুণ্যো হিমবতঃ শুভঃ ॥ ১৫

এবমেব চ তুষ্টিৰ্মে তব পর্বতসত্তম
মেরুণা শোভমানো হি বহুচিত্রমৃগৈর্বৃতঃ ।
রমে ত্বাং পশ্যমানোঽহং বহুচিত্রনগাবৃতম্ ॥ ১৬

তথা দত্ত্বা বরং তস্মৈ পর্বতায় তু কেশবঃ
ববন্দে গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৭

অথাগতো বিষ্ণুপদী পূজিতা কৃষ্ণেন ভারত ।
সম্পূজ্য তাং ততঃ কৃষ্ণঃ কৃত্বা স্নানমধোক্ষজঃ ॥ ১৮

উদকঞ্চ গৃহীত্বা বিল্বঞ্চ হরিরব্যয়ঃ
দেবমাবাহয়ামাস রুদ্রং সর্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ১৯

ততঃ প্রাপ্তো মহাদেবঃ সোমঃ সপ্রবরো বিভুঃ
তস্থাবুপরি বিল্বস্য তথা গঙ্গোদকস্য চ ॥ ২০

তং পারিজাতকুসুমৈরর্চয়ামাস কেশবঃ ।
তুষ্টাব বাগ্ভির্গীর্ভিশ্চ সর্বকর্তারমীশ্বরম্ ॥ ২১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

রুদ্রো দেব ত্বং রুদনাদ্ দ্রাবণাচ্চ
রোরুদ্যমানো দ্রাবণাচ্চাপি দেবঃ ।
ভক্তঃ ভক্তানাং বৎসলঃ বৎসলানাং
কীর্ত্যা যুক্তং মাং কুরুষ্বাদ্য শরণ্য ॥ ২২

গ্রাম্যারণ্যানাং ত্বং পতিস্ত্বং পশূনাং
খ্যাতো দেবঃ পশুপতিঃ সর্বকর্তা ।
নাস্ত্যন্যস্তু পরমো দেবদেব
জগৎপতিঃ সুরবীরারিহন্তা ॥ ২৩

যস্মাদীশো মহতামীশ্বরাণাং
ভবানাদ্যঃ প্রীতিদঃ প্রাণদশ্চ ।
তস্মাদ্ধি ত্বামীশ্বরং প্রাহুরীশং
সন্তো বিদ্বাংসঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ ॥ ২৪

---

নরেশ্বর! সেই পর্বত ভক্তিভাবে নম্র হইয়া পাদের আকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহার উপর সদ্ভাববশতঃ মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্বতকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪

মহাগিরি! তুমি পাদপাদ এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে। হিমালয় পর্বতের অর্দ্ধভাগ যেরূপ পরম পবিত্র, সেইরূপ তুমিও শুভ ও পবিত্র হইয়া অবস্থান কর। ১৫

হে পর্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি বহু প্রকার বিচিত্র মৃগযুক্ত ও মেরুর সহিত শোভাযুক্ত হইয়া বিশালতা লাভ কর। তোমাকে অনেক বিচিত্র বৃক্ষে সমাবৃত দেখিয়া আমি আনন্দ লাভ করিব। ১৬

এই প্রকারে সেই পর্বতকে বর প্রদানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া সরিৎসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে বন্দন করিলেন। ১৭

ভারত! শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিতা হইয়া বিষ্ণুপদী গঙ্গা সেই স্থানে গমন করিলেন এবং অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূজা করিয়া সেই জলে স্নান করিলেন। ১৮

পুনরায় অবিনাশী শ্রীহরি গঙ্গাজল ও বিল্ব গ্রহণ করিয়া সর্বেশ্বর রুদ্রদেবকে আবাহন করিলেন। ১৯

অনন্তর পার্বতীসহ মহাদেব প্রমথগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করত গঙ্গাজল ও বিল্বের উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পারিজাত-পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করিলেন এবং সকলের কর্তা ঈশ্বরেশ্বর শিবকে বাণীদ্বারা স্তুতি করিলেন। ২১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দেব! রোদনহেতু, দ্রাবণহেতু, অতিশয় রব এবং দ্রাবণ করার হেতু আপনি রুদ্র নামে অভিহিত। আপনি সকল দেবতাগণের মধ্যে বৃহৎ। হে ঈশ! আপনার ভক্তগণের ভক্ত এবং বৎসলগণের বৎসল আমি আপনার শরণ লইতেছি, আপনি আমাকে বিজয়-কীর্তিতে যুক্ত করুন। ২২

দেবদেব! আপনি গ্রামীণ ও বন্য পশুসমূহের পতি, সেইজন্য আপনি পশুপতি নামে খ্যাত। আপনি সকল কার্য্যের কর্তা। আপনা অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। আপনি জগদীশ্বর এবং দেববীরবৃন্দের শত্রুগণের হত্যাকারী। ২৩

যেহেতু আপনি মহৎ ঈশ্বর-পুরুষগণেরও ঈশ্বর, আপনি আদিপুরুষ, প্রীতিদাতা এবং প্রাণদাতা, সেইহেতু সর্বশাস্ত্রের অর্থতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞ বিদ্বান্ সাধুপুরুষগণ আপনাকে ঈশ্বর এবং ঈশ বলিয়া থাকেন। ২৪

ভূতং যস্মাজ্জগদব্যয় বীর
অব্যোঽব্যক্তাক্ষরাদক্ষরেশ
তস্মাত্ত্বামাহুর্ভব ইত্যেব ভূতং
সর্বেশ্বরাণাং মহতামপ্যনাশম্ ॥ ২৫

যস্মাজ্জিতৈর্দেবতিবিক্তোঽসি সর্বৈ-
র্দেবাসুরৈঃ সর্বভূতৈশ্চ দেব ।
মহেশ্বরং বিশ্বকর্মাণমাহু-
স্ত্বাং বৈ সর্বে তেন দেবাতিদেবম্ ॥ ২৬

পূজ্যো দেবৈঃ পূজ্যসে নিত্যদা বৈ
শশ্বচ্ছ্রেয়ঃকাঙ্ক্ষিভির্বিশ্বমাদ্যবীর্য ।
তস্মাদ্ বিখ্যাতো ভগবান্ দেবদেবঃ
সত্যাভিষ্টঃ সর্বভূতাগ্রভাগী ॥ ২৭

ভূমিস্ত্রয়াণাং দেব যস্মাৎ প্রতিষ্ঠা
ভুবর্লোকং স্বঃ ভাবনায়ৈককালিঃ ।
ত্র্যম্বকেতি প্রথিতং তেন নাম
তব প্রভো ত্রিদশেশৈকনাথ ॥ ২৮

শর্বঃ শত্রূণাং শাসনাৎ প্রসহ্য
তথা ভূয়ঃ শাসনাচ্ছেষবেণ
সর্বব্যাপিত্বাচ্ছঙ্করত্বাচ্চ সদ্ভিঃ
শম্ভুকেশাঃ শ্রীকণ্ঠাক্ষ্যাপ্রমেয়াঃ ॥ ২৯

সংসক্তানাং নিত্যদা ত্বং করোষি
শং প্রাতৃত্বাৎ যদা দৈত্যাঃ সমস্তান্ ।
তস্মাদ্দেবঃ শঙ্করোঽস প্রয়োগঃ
সদ্ভির্ব্যক্তৈঃ কথ্যসে সর্বনাথঃ ॥ ৩০

দত্তঃ প্রণামঃ কুলিশেন পূর্বং
মহেন্দ্রেণ সুরশ্রেষ্ঠাতিবীর্য
কণ্ঠে নৈলং তেন তে যৎ প্রভূতং
তস্মাৎ ত্বং শাশ্বতং নীলকণ্ঠেতি কথ্যঃ ॥ ৩১

যস্মিন্নাস্থঃ সর্বলোকে চরাচরং
সর্বং তেনো ... জঙ্গমঞ্চ ।
প্রাহুর্বিপ্রাস্ত্বাং তথিমাং ত্রিবিষ্টা-
স্তথা দেবীং তিস্রাং লোকধাত্রীম্ ॥ ৩২

---

অতএব (অতিশয়)! বীর বুদ্ধিপ্রেরক! অক্ষরেশ্বর (অবিনাশী জীবগণের)! যেহেতু আপনার অব্যক্ত, অবিনাশী পরমেশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইহেতু মহাপুরুষগণ আপনাকে 'ভব' বলিয়া থাকেন। আপনি প্রকৃতপক্ষে ভূত (নিত্যসিদ্ধ) এবং মহান্ সর্বেশ্বরগণের পতি ঈশ্বর। ২৫

দেব। যেহেতু পরাজিত হইয়া সকল দেবতাগণ, অসুর এবং সকল প্রাণিগণ আপনাকে "মহান্ ঈশ্বর" পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেইহেতু সকল বিদ্বানগণ আপনাকে বিশ্বনির্মাতা-রূপে "মহেশ্বর" ও "দেবাধিদেব" বলিয়া থাকেন। ২৬

হে বীর্যবান্, মঙ্গলময় মহেশ্বর! যেহেতু সর্বদা কল্যাণ-প্রাপ্তির আশায় দেবতাগণ আপনার নিত্য পূজা করিয়া থাকে, সেইজন্য আপনি "দেবদেব" রূপে বিখ্যাত। আপনিই সৎ-পুরুষগণের ইষ্টদেব এবং সমস্ত ভূতগণকে নিজ অংশদ্বারে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। ২৭

ত্রিদশেশনাথ! লোকভাবন! যেহেতু আপনি ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিনটি লোকভূমির আধার, সেইহেতু জগতের আপনার প্রথম নাম ত্র্যম্বক। ২৮

আপনি সংহারকারী হওয়ায় শর্ব নামে কথিত, সমস্ত শত্রুগণকে শাসন করার নিমিত্ত অগ্রণে শক্তিসম্পন্ন এবং পুনরায় ঈশ্বররূপে সমস্ত জগতকে শাসন করার নিমিত্ত আপনি অগ্রণেয়, সর্বব্যাপী ও সৎপুরুষগণের কল্যাণকারী হওয়ায় আপনি শম্ভু। হে শ্রীকণ্ঠনাথ পরমেশ্বর! আপনি সকলসমূহের ঈশ্বর এবং উত্তম দেবগণ দ্বারা অপ্রমেয় শ্রেষ্ঠ। ২৯

আপনি ভক্তগণকে যেমন সুখ ও শান্তি প্রদান করেন এবং শত্রুতাবশত সমস্ত অসুরগণকে দণ্ড দিয়া থাকেন, সেই কারণে আপনি অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন কল্যাণকারী দেবতা শঙ্কর নামে কথিত হন। ধর্মজ্ঞ সৎপুরুষগণ আপনাকে সর্বনাথ বলিয়া থাকেন। ৩০

অত্যন্ত পরাক্রমশালী ঈশান! পূর্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র আপনার কণ্ঠে বজ্রের দ্বারা যে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আপনার কণ্ঠে যে নীল চিহ্নমূর্তি হইয়াছিল, সেইহেতু আপনি 'নীলকণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ হন। ৩১

উমাসহিত মহেশ্বর! যেহেতু সংসারে সকল কিছু স্থির ও উৎপত্তিতে বর্তিত, অতএব এই সকল চরাচর জগৎ আপনাদের উৎপত্তির স্থল। উত্তম ব্রাহ্মণগণ আপনাকে ভগবান্ যোগস্বরূপা লোকজননী অম্বিকাকে বিশ্বস্বরূপা বলিয়া থাকেন। ৩২

বেদৈর্গীতা সা হি তব প্রসূতা
যজ্ঞো দীক্ষাণাং যোগিনাং চাপি যোগঃ।
নান্যাং কুর্বন্ বৎসরং দেব ভূতং
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যাণ নাথ ॥ ৩৩

অহং ব্রহ্মা কপিলো যোহপ্যনন্তঃ
পুত্রাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণশ্চাপি বীরাঃ
ত্বত্তঃ সর্ব্বে দেবদেব প্রসূতা
এবং সর্ব্বেশঃ কারণাত্মা ত্বমীড্যঃ ॥ ৩৪

ইতি সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং নারায়ণমথাব্রবীৎ ॥ ৩৫

মনোভিলাষমখিলং প্রাপ্স্যসে পুরুষর্ষভ
পারিজাতঞ্চ হর্ত্তাসি মা ভূত্তে মনসো ব্যথা ॥ ৩৬

যথা কৈলাসমাশ্রিত্য তপস্তপ্তমিদং ত্বয়া।
তথা মম বরঃ কৃষ্ণ সংপ্রাপ্তো হৈ ভবিষ্যতি ॥ ৩৭

অবধ্যাশ্চ মত্তেষ্বেষ মহাপ্রভবত্ত্বথা
ভবিতাসীত্যমেবাস্য ন ত্বন্যথা ॥ ৩৮

ঋষ্ট ভবেন মাং ভক্ত্যা যোহস্তৌষীৎ মধুসূদন।
যথা কৃতেন কর্ম্মণা কর্ম্মভাক্ সম্ভবিষ্যতি।
সময়ে চ ক্রমাৎ বিপ্রা প্রাপ্য পুণ্যাং গতিমুত্তমাম্ ॥ ৩৯

বিল্বোদকেশ্বরো নাম ভবিতাহমিহানঘ
দেবেশ্বর ত্বমপি দেব সিদ্ধে পদ্মাচলঃ ॥ ৪০

ইহত্ত্বোপোষিতো বিদ্বান্ ভক্তিমানপি কেশব।
ত্রিরাত্রোপোষিতো যো ন স নিষ্কৃতি জনার্দ্দন ॥ ৪১

অবিঘ্না নামদেশোঽস্মিন্ গঙ্গা চৈব ভবিষ্যতি।
গঙ্গাস্নানসমঃ স্নানং যত্রৈব ভবিতা তথা ॥ ৪২

ষট্পুরং নাম নগরং দানবানাং জনার্দ্দন।
অত্রান্তর্ভূমিদেশে তু পরাক্রমা মহাবলাঃ ॥ ৪৩

এতে দৈত্যা দুরাত্মানো জগতো দেব কণ্টকাঃ।
হত্বা বসন্তি গোবিন্দ দানবান্ মহাবলাঃ ॥ ৪৪

অবধ্যা দেবদেবানাং বরেণ ব্রহ্মণোঽনঘ
মানুষাণুপ্রবিষ্টস্ত্বং দেবতান জহি কেশব ॥ ৪৫

এই বেদী অদিকালে বেদে ৩৫ অক্ষর জননী বলা হইয়াছে। আপনিই যজ্ঞ দীক্ষাগ্রহণকারী ভক্তদের মধ্যে এবং যোগিগণের যোগস্বরূপ। আপনি যৌগিকগণের অতিরিক্ত চিন্ময় তপ। হে দেব! আপনার অতীত ভবিষ্যৎ ভূত, বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমানে কেহ হইবে না।

দেবদেব! আমি, ব্রহ্মা, কপিল এবং ব্রহ্মার বীর সকল পুত্রগণ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে আপনি সকলের ঈশ্বর এবং কারণরূপ, অতএব স্তুতির যোগ্য। ৩৪

এইরূপে স্তুত হইয়া ভগবান্ গোবৃষধ্বজ নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নারায়ণকে এই প্রকার বলিলেন। ৩৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি অভীষ্ট মনোরথ লাভ কর। তুমি পারিজাত হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; এ বিষয়ে তোমার মনে যেন ব্যথা না থাকে। ৩৬

হে শ্রীকৃষ্ণ! যেরূপ কৈলাস পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া তুমি তপস্যা করিয়াছিলে, সেইরূপ শীঘ্র আমার বর লাভ করত ধৈর্য্য ধারণ কর। ৩৭

তুমি অবধ্য, অজেয় এবং আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুরুষীর হও, এইরূপ যে বাক্য আমি বলিলাম, তাহা সত্য হইবে—উহার কোন অন্যথা হইবে না। ৩৮

ধর্ম্ম! মধুসূদন! বিষ্ণু! যে ভক্তিভাবে স্তবকরত এই স্তুতি দ্বারা আমাকে তুষ্ট করিবে, সে সংস্তবকেরই বিজয় ও উত্তম সন্তান লাভপূর্ব্বক স্বর্গে প্রাপ্ত হইবে। ৩৯

হে অনঘ! দেবেশ্বর! দেব! তোমার দ্বারা এই স্থানে স্থাপিত হইয়া আমি বিল্বোদকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইব। যে কেহ এখানে কিছু বাঞ্ছা করিবে আমি তাহা সফল করিব। ৪০

কেশব! জনার্দ্দন! যে বিদ্বান্ পুরুষ এইখানে আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিবে, সে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবে। ৪১

এই প্রদেশে অবিঘ্না নামে প্রসিদ্ধ গঙ্গা প্রবাহিত হইবে, উহাতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করিলে গঙ্গাস্নানতুল্য ফলদায়ক হইবে। ৪২

জনার্দ্দন! এইস্থানে ভূমির অভ্যন্তরে দানবগণের ষট্পুর নামক নগরে পরাক্রমপূর্ব্বক মহাবলশালী দানবগণ [illegible] করিতেছে। ৪৩

দেব! এই দুরাত্মা দৈত্যগণ জগতের কণ্টকস্বরূপ, গোবিন্দ! এই মহাপর্ব্বতের সানুদেশে তাহারা গুপ্তভাবে [illegible] করিতেছে। ৪৪

অনঘ! ব্রহ্মার বরপ্রভাবে উহারা দেবদেবগণের অবধ্য; অতএব কেশব! তুমি মনুষ্যদেহের অনুসরণ করতঃ আক্রমণপূর্ব্বক উহাদের হত্যা কর। ৪৫

এবমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত
পরিষ্বজ্য মহাত্মানং বাসুদেবং জনাধিপ ॥ ৪৬
ততো যাতে মহাদেবে প্রভাতায়াং নরাধিপ ।
তস্যাং নিশায়াং গোবিন্দঃ পুনঃ পর্বতমব্রবীৎ ॥ ৪৭
তবাদ্রে পর্বতশ্রেষ্ঠ নিবসন্তি মহাসুরাঃ ।
অবধ্যা দেবদেবানাং বরেণ ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪৮
নির্গমিষ্যন্তি তে নৈব ময়া রুদ্ধা মহাবলাঃ ।
দ্বারে নিরুদ্ধে তত্রৈব বিনঙ্ক্ষ্যন্তি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪৯
ত্বয়ি সন্নিহিতস্ত্বাহং ভবিষ্যামি মহাগিরে ।
অধিষ্ঠায় মহাঘোরান নিবৎস্যামি চ পর্বত ॥ ৫০
আরুহ্য মূর্দ্ধ্নি মদ্রূপং দৃষ্ট্বা পর্বতসত্তম ।
গোসহস্রপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্স্যতি শাশ্বতম্ ॥ ৫১
ত্বত্তোঽশ্মভিশ্চ প্রতিমাং কৃত্বা হি ভক্তিতঃ ।
উপাসয়ন্তি যে নিত্যং মম যাস্যন্তি তে গতিম্ ॥ ৫২
ইতি তং পর্বতং কৃষ্ণো বরেণাহনুগৃহীতবান্ ।
তদাপ্রভৃতি দেবেশস্তত্র সন্নিহিতোঽচ্যুতঃ ॥ ৫৩
পাষাণৈঃ প্রতিমাং তাত কারয়িত্বা চ কৌরব ।
উপাসন্তি কৃতাত্মানো বিষ্ণুলোকাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পারিজাতহরণে শ্রীকৃষ্ণকৃতশিবস্তুতির্নাম
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

---

জনেশ্বর! এইরূপ বলিয়া মহাদেব মহাত্মা বাসুদেবকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৬

নরেশ্বর! মহাদেব অন্তর্হিত হইলে এবং রজনী অপসৃত হইয়া প্রভাতের উদয় হইলে গোবিন্দ পুনরায় সেই পর্বতকে বলিলেন ॥ ৪৭

পর্বতশ্রেষ্ঠ! তোমার অভ্যন্তরে মহাসুরগণ পূর্বকালে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দেবদেবগণের অবধ্য হইয়া বাস করিতেছে ॥ ৪৮

আমি সেই মহাবলশালী দৈত্যগণের দ্বার রুদ্ধ করায় তাহারা নির্গত হইতে সমর্থ হইবে না। আমার আজ্ঞায় দ্বার অবরুদ্ধ হইলে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৯

মহাগিরি! আমি সর্বদা তোমার উপর নিবাস করিব। পর্বত! মহাভয়ঙ্কর অসুরগণকে অবদমন করিয়া এইখানে আমি বাস করিব ॥ ৫০

"মহাগিরি! আমি সর্বদা তোমার উপর নিবাস করিব। পর্বত! যে মহাভয়ঙ্কর অসুরগণকে অবদমন করিয়া আমাকে দর্শন করিবে, সে সহস্র গো-প্রদানের শাশ্বত ফল লাভ করিবে ॥ ৫১

যাহারা তোমার প্রস্তর দ্বারা আমার প্রতিমা নির্মাণ পূর্বক প্রতিদিন ভক্তিসহকারে সেবা করিবে, তাহারা আমার গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২

এইরূপে বরদাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্বতকে অনুগৃহীত করিলেন এবং সেই সময় হইতে দেবেশ্বর অচ্যুত সেইখানে বসবাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

তাত! কুরুনন্দন! শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষ বিষ্ণুলোকের প্রাপ্তি কামনা করিয়া সেই পাষাণের দ্বারা তাঁহার প্রতিমা নির্মাণ পূর্বক সেবা করেন ॥ ৫৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকৃত-শিবস্তুতি নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ ইন্দ্রোপেন্দ্রয়োর্যুদ্ধম্, উৎপাতানামুদ্ভবঃ, ব্রহ্মণ আজ্ঞয়া কশ্যপাদিতিভ্যাং চ উভয়োর্মধ্যভাগে আগত্য যুদ্ধনিবারণম্, সর্ব্বেষাং স্বর্গগমনম্, অদিতেরাজ্ঞয়া শচীদেব্যা উপহারপ্রদানম্, পারিজাতসহিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাগমনম্, পারিজাতং দৃষ্ট্বা দ্বারকাবাসিনামানন্দপ্রকাশঃ পুণ্যকব্রতে সত্যভামায়া দানগ্রহণায় শ্রীকৃষ্ণেন নারদস্য স্মরণঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো রথবরং কৃষ্ণঃ সমারুহ্য মহামনাঃ ।
বিষোমকেশ্বরং দেবং নমস্কৃত্য যযৌ নৃপ ॥ ১
মহেন্দ্রমাহ্বয়ামাস রথস্থো মধুসূদনঃ
সংক্রুদ্ধং পুষ্করাভ্যাসে সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ ॥ ২
ততঃ শক্রো জয়ন্তোঽথ হরিভির্যুক্তমুত্তমম্
আরুরোহ রথং দেবঃ সর্ব্বকামপ্রদঃ সতাম্ ॥ ৩
ততো রথস্থয়োর্যুদ্ধমভবৎ কুরুনন্দন ।
দেবয়োর্দ্দৈবযোগেন পারিজাতকৃতে তদা ॥ ৪
ততোঽহনদ্ রণে বিষ্ণুর্বাণৈঃ শত্রুবলার্দ্দনঃ
সৈন্যানি দেবরাজস্য বাণজালৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৫
উপেন্দ্রং ন মহেন্দ্রোঽথ নৈব বিষ্ণুঃ সুরেশ্বরম্ ।
তাড়য়ামাসতুর্বীরৌ শস্ত্রৈঃ শক্তাবপি প্রভো ॥ ৬
একৈকমথবা দশভির্মহেন্দ্রস্য জনার্দ্দনঃ ।
বিব্যাধ বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্গ্রবুক্তৈর্জনেশ্বর ॥ ৭
শৈব্যাদ্যানপি দেবেন্দ্রঃ শরৈরমরসত্তমঃ ।
তাড়য়ামাস রাজেন্দ্র যৌদ্বৈশ্চত্রাতিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৮
স চ বাণসহস্রেণ কৃষ্ণো গজমবাকিরৎ ।
গরুড়ঞ্চ মহাতেজা বলভিদনিবারণম্ ॥ ৯
ভূমিষ্ঠাভ্যাং রথাভ্যাং তৌ ততঃ শক্রশার্ঙ্গিণৌ ।
যুযুধাতে মহাত্মানৌ [illegible] ॥ ১০
চকম্পে বসুধা কৃৎস্না নৌকেবাম্বুনি ভারত ।
দিশাঃ [illegible] ॥ ১১
চেলুর্গিরিবরাশ্চৈব পেতুশ্চ শতশো দ্রুমাঃ
পেতুশ্চ ধরণীপৃষ্ঠে [illegible] ॥ ১২
নির্ঘাতাঃ শতশশ্চৈব পেতুস্তত্র নরাধিপ
উদ্গচ্ছ সরিতঃ সর্ব্বাঃ প্রতিস্রোতো বিশাম্পতে ॥ ১৩

## পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের যুদ্ধ, উৎপাতসমূহের উদ্ভব, ব্রহ্মার আজ্ঞায় কশ্যপ ও অদিতি দেবীর উভয়ের মধ্যে আসিয়া যুদ্ধনিবারণ, সকলের স্বর্গে গমন, অদিতির আজ্ঞায় শচীর দ্বারা উপহার প্রদান, পারিজাতসহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, পারিজাত দেখিয়া দ্বারকাবাসিগণের আনন্দ প্রকাশ এবং পুণ্যক ব্রতে সত্যভামার দান গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নারদকে স্মরণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! অতঃপর মহামনা শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বোমকেশ্বরকে প্রণাম করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন ॥ ১

রথে উপবিষ্ট থাকিয়াই শ্রীমধুসূদন পুষ্করের নিকট সকল দেবগণের সহিত সক্রোধপূর্ব্বক দণ্ডায়মান দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিলেন ॥ ২

তখন সকল সাধুজনের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী দেবেন্দ্র অশ্বযুক্ত রথে জয়ন্তের সঙ্গে আরোহণ করিলেন ॥ ৩

হে কুরুনন্দন! অতঃপর পারিজাতের জন্য দৈববশে রথস্থ দুই দেবতার যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪

রণভূমিতে শত্রুগণের পীড়নকারী শ্রীকৃষ্ণ সরলগামী নিজের বাণসমূহের দ্বারা দেবরাজের সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫

হে প্রভু! এই দুই বীর শক্তিশালী হইয়াও মহেন্দ্র উপেন্দ্রের উপর বা উপেন্দ্র বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের উপর বাণ প্রহার করেন নাই ॥ ৬

হে জনেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের এক এক অশ্বকে দিব্যাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত দশ দশ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন ॥ ৭

হে রাজেন্দ্র! অমরেশ্বর ইন্দ্রও দিব্যাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শৈব্য প্রভৃতি চারটি অশ্বকে আঘাত করিলেন ॥ ৮

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর উপর সহস্র বাণ বর্ষণ করিলেন এবং মহাতেজস্বী বলনিসূদন ইন্দ্রও তাঁহার বাণ শ্রীহরির বাহন গরুড়ের প্রতি বর্ষণ করিলেন ॥ ৯

শত্রুবিমর্দ্দক মহাত্মা নারায়ণ এবং দেবেন্দ্র ঐ দিন বড় বড় রথের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১০

বারিস্থিত নৌকার মত বসুধা তখন কম্পিত হইতেছিল এবং দিক্‌সমূহ যেন বিদ্যুৎকলিত অগ্নিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১১

বড় বড় পর্ব্বতসমূহ কম্পিত হইতেছিল, শত শত বৃক্ষ পতিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্র বহু সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপারী হইয়াছিল ॥ ১২

হে নরেশ্বর! বহুবার সশব্দে বজ্রপাত হইল। হে প্রজানাথ! নদ-নদীসমূহ আপন প্রবাহের বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩

বিববাতা ববুশ্চৈব পেতুরুল্কাশ্চ নিষ্প্রভাঃ।
মুহুর্মুহুর্ভূতসঙ্ঘা ব্যথনাদেন মোহিতাঃ ॥ ১৪
প্রজজ্বাল জলে চৈব বহ্নির্জনপদেশ্বর।
যুযুধুশ্চ গ্রহৈঃ সার্দ্ধং গ্রহা নভসি সর্বতঃ ॥ ১৫
জ্যোতীংষি শতশঃ পেতুঃ স্বর্গাচ্চ ধরণীতলে।
দিশাং গজাঃ প্রকুপিতা নাগাশ্চ ধরণীতলে ॥ ১৬
গর্দ্দভারুণসংস্থানৈশ্ছিন্নাভ্রৈশ্চাবৃতং নভঃ।
বিনদদ্ভির্মহাঘোরৈরুক্ষশোণিতবর্ষিভিঃ ॥ ১৭
ন ভূর্ন দ্যৌর্ন গগনং নরেন্দ্রপ্রভবাভবন্
সত্ত্বানি সুরবীরৌ তু দৃষ্ট্বা যুদ্ধগতৌ তদা ॥ ১৮
জেপুর্মুনিগণা মন্ত্রান্ জগতো হিতকাম্যয়া।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানো হবিষ্টেষু সত্বরাঃ ॥ ১৯
ততো ব্রহ্মা মহাতেজাঃ কশ্যপং বাক্যমব্রবীৎ।
গচ্ছ বৎস মহাদিত্যা পুত্রৌ বারয় সুব্রত ॥ ২০

উগ্র বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল, নিষ্প্রভ হইয়া উল্কাসমূহ পতিত হইতেছিল, প্রাণিগণ বারংবার যুদ্ধশব্দের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ১৪

হে জনপদেশ্বর! জলেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং আকাশে এক গ্রহ অন্য গ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১৫

স্বর্গ হইতে নক্ষত্রসমূহ ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল এবং দিগ্গজসমূহ ও পাতালনিবাসী নাগসমূহ অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল ॥ ১৬

গর্দভের গাত্র বর্ণের ন্যায় ধূসর এবং অরুণ বর্ণ বিপুল শব্দে গর্জনকারী মেঘে আকাশ আচ্ছাদিত হইয়াছিল, উল্কাপাত হইতেছিল এবং রক্ত বর্ষণ হইতেছিল ॥ ১৭

হে নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ! ঐ সময় দুই দেব-বীরকে যুদ্ধে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভূমিতে, অন্তরীক্ষে এবং আকাশে কোন প্রাণী শান্তিলাভ করিতে পারে নাই ॥ ১৮

মুনিগণ জগতের কল্যাণ কামনায় মন্ত্র জপ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণও সত্বর সেই জপে যোগদান করিয়া দিলেন ॥ ১৯

তখন মহাতেজস্বী ব্রহ্মা কশ্যপকে বলিয়াছিলেন, হে সুব্রত! যাও অদিতির সহিত গমন কর এবং পুত্রদ্বয়কে নিবৃত্ত কর ॥ ২০

স তথেতি তদা দেবমুক্ত্বা পদ্মভবং মুনিঃ।
জগাম প্রথমাস্থায় তস্তৌ নরবরাধিকে ॥ ২১
স্থিতং তু কশ্যপং দৃষ্ট্বা সহাদিত্যা তপস্বিনা।
উভৌ যুধাত্যাং ধরণীমবতীর্ণৌ মহাবলৌ ॥ ২২
কশ্যপাদ্যৌ চ তৌ বীরৌ ববন্দতুররিন্দমৌ।
পিতরৌ ধর্মতত্ত্বজ্ঞৌ সর্বভূতহিতে রতৌ ॥ ২৩
উভৌ গৃহীত্বা হস্তাভ্যামদিতিস্ত্বব্রবীদ্বচঃ।
অসোমপাবিবৈবং কিমন্যোন্যং হন্তুমিচ্ছথঃ ॥ ২৪
অল্পার্থং পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তমতিদারুণম্।
সদৃশং নেতি পশ্যামি সর্বথা মম পুত্রয়োঃ ॥ ২৫
শ্রোতব্যং যদি মাতুশ্চ পিতুশ্চৈব প্রজাপতেঃ।
ত্যজতাস্ত্রৌ স্থিতৌ ভূত্বা কুরুতং বচনং মম ॥ ২৬
তথেত্যুক্ত্বা চ তৌ দেবৌ স্বায়ুধানৌ মহাবলৌ।
গতাঃ জল্পন্তাবথ প্রহৃষ্টৌ পরস্পরম্ ॥ ২৭

হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই মুনি ব্রহ্মার নিকট "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া অদিতির সহিত পুত্রদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২১

অদিতির সহিত কশ্যপকে তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া মহাবল বীরদ্বয় পৃথিবীর উপর (যুদ্ধ হইতে) অবতরণ করিলেন ॥ ২২

শত্রুবিমর্দক বীরদ্বয় অস্ত্রত্যাগ পূর্বক ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও সকল প্রাণীর কল্যাণকারী মাতা-পিতাকে বন্দনা করিলেন ॥ ২৩

তখন অদিতি উভয়কে হস্তে ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন—"তোমরা অসোমপের ন্যায় কেন পরস্পরকে হননের ইচ্ছা করিতেছ?" ২৪

সামান্য বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া অতি দারুণ ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা আমার পুত্রদ্বয়ের যোগ্য নহে ॥ ২৫

যদি তোমরা মাতার এবং পিতা প্রজাপতির বাক্য শুনিতে চাও, তবে অস্ত্রত্যাগ করিয়া শান্তিমান হও এবং আমার বাক্য পালন কর ॥ ২৬

"তাহাই হউক" এই বলিয়া সেই মহাবলশালী দেবতাদ্বয় তাঁদের ইচ্ছায় পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন ॥ ২৭

শক্র উবাচ।

ত্বং প্রভুর্লোককর্তৃং কৃৎস্নস্যাস্যাহং স্থাপিতস্ত্বয়া।
স্থাপয়িত্বা কথং নাম পুনর্মামবমন্যসে ॥ ২৮

আত্মপ্রণয়বৈর জ্যেষ্ঠবঃ চাপ্যাপেয় চ।
কথং কমলপত্রাক্ষ নির্বাণং কর্তুমিচ্ছসি ॥ ২৯

স্নাতৌ তু জাহ্নবীতোয়ে পুনরভ্যাগতৌ নৃপ।
মহাদিতিঃ কশ্যপশ্চ মহাত্মানৌ দৃঢ়ব্রতৌ ॥ ৩০

প্রিয়সঙ্গমনং নাম তং দেশং মুনয়োঽবদন্।
যত্র তৌ সঙ্গতৌ চোভৌ পিতৃভ্যাং কমলেক্ষণৌ ॥ ৩১

ততঃ শক্রস্য কৌরব্য দত্ত্বা বাচাভয়ং তদা।
তত্র দেবগণাঃ সর্বে সমেতা ধর্মচারিণঃ ॥ ৩২

ততো যযুর্বিমানৈস্তু দেবাঃ সর্বে ত্রিবিষ্টপম্।
কৃত্বা প্রণয়া যুক্তাস্তেজসা স্বেন রূপিণঃ ॥ ৩৩

কশ্যপশ্চাদিতিশ্চৈব তথা শক্রজনার্দনৌ
বিমানমেকমারুহ্য গতা নাকং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৩৪

তে শক্রভবনং প্রাপ্য সর্বে সর্বগুণান্বিতম্।
উষুরেকত্র কৌরব্য মুদিতা ধর্মচারিণঃ ॥ ৩৫

শচী তু কশ্যপং গত্বা সহিতঃ ধর্মবৎসলা।
উপাচরন্মহাত্মানং সর্বভূতহিতে রতম্ ॥ ৩৬

ততস্তস্যাং প্রভাতায়াং রজন্যামব্রবীদ্বিভুম্।
অদিতির্ধর্মতত্ত্বজ্ঞা সর্বভূতহিতং বচঃ ॥ ৩৭

উপেন্দ্র দ্বারকাং গচ্ছ পারিজাতং নয়স্ব চ।
যদা সম্প্রাপস্যবেশ পুণ্যকং হৃদয়ে স্থিতম্ ॥ ৩৮

পুণ্যকে সত্যভামা প্রাপ্তে পুনরেব ত্বয়া তরুঃ।
নন্দনে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থাপ্যঃ স্থানে যথোচিতে ॥ ৩৯

এবমস্ত্বিতি কৃষ্ণেন দেবমাতা যশস্বিনী।
উক্তা ধর্মগুণৈর্যুক্তা নারদেন মহাত্মনা ॥ ৪০

ততোঽভিবন্দ্য পিতরং মাতরঞ্চ জনার্দনঃ।
মহেন্দ্রং সহ শচ্যা চ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥ ৪১

দদৌ কৃষ্ণায় পৌলোমী নিয়োগান্ কুরুনন্দন।
সত্যাভামেব কৃষ্ণস্য ভার্যার্থং ধর্মচারিণী ॥ ৪২

---

ইন্দ্র বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা প্রভু। তুমিই ত্রিলোকের মধ্যে ইন্দ্র পদে আমাকে স্থাপিত করিয়াছ এবং স্থাপিত করিয়া পুনরায় কেন আমাকে অপমান করিতেছ? ২৮

হে কমলনয়ন! আত্ম-প্রীতির আধার জ্যেষ্ঠকে বর্জন করিয়া আমার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? ২৯

গঙ্গাজলে স্নান করিয়া দৃঢ়ব্রত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র অদিতি এবং কশ্যপের নিকট পুনরাগমন করিলেন॥ ৩০

যেখানে দুই কমললোচন ইন্দ্র ও উপেন্দ্র মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানকে মুনিগণ প্রিয়সঙ্গমন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ৩১

হে কুরুনন্দন! যেখানে ধর্ম আচরণকারী সমস্ত দেবতাগণ উপস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে অভয়বাণী প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৩২

অনন্তর সকল দেবতা উত্তম মহর্ষিতে যুক্ত হইয়া স্ব স্ব অনুরূপ বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গলোকে গমন করিলেন॥ ৩৩

হে রাজন্! কশ্যপ, অদিতি, ইন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ একই বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন॥ ৩৪

হে কুরুনন্দন! সর্বগুণসম্পন্ন ইন্দ্রভবনে উপস্থিত হইয়া সেই ধর্মাচারিগণ আনন্দে একত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৩৫

ধর্মবৎসলা শচী সর্ব প্রাণীর হিতে রত শচীর সহিত কশ্যপের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন॥ ৩৬

অতঃপর রজনী প্রভাত হইলে ধর্মতত্ত্বজ্ঞা অদিতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব প্রাণীর কল্যাণকর বচন বলিলেন। ৩৭

হে উপেন্দ্র! পারিজাত লইয়া দ্বারকায় গমন কর। হে বীর! মধুর (সত্যভামার) পুণ্যকব্রত পালনের অভিলাষ পূর্ণ কর। ৩৮

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার দ্বারা (সত্যভামার দ্বারা) পুণ্যকব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ণ হইলে পুনরায় নন্দন-কাননের যথোচিত স্থানে ইহা (পারিজাত বৃক্ষ) স্থাপন করিও। ৩৯

তখন ধর্মগুণসম্পন্ন মহাত্মা নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যশস্বিনী দেবমাতা অদিতিকে বলিয়াছিলেন "তাহাই হউক"। ৪০

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মাতা-পিতাকে এবং শচীর সহিত ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। ৪১

হে কুরুনন্দন! তখন ধর্মচারিণী শচী শ্রীকৃষ্ণের সত্যভামার নিমিত্ত অনেক উপহার প্রদান করিলেন॥ ৪২

দিব্যানাং সর্বরত্নানাং বাসসাঞ্চ মনস্বিনী ।
নানারাগবিরক্তানাং সহৈবাভরণৈরপি ॥ ৪৩
ভার্য্যাণাঞ্চ সহস্রাণি যানি ষোড়শ মাধবে ।
প্রতিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥ ৪৪
সম্পূজ্যমানো দ্যুতিমান্ খেচরৈঃ পুণ্যকর্মভিঃ ।
সসাত্যকিঃ সপুত্রশ্চ প্রাপ্তো রৈবতকং গিরিম্ ॥ ৪৫
স তত্র স্থাপয়িত্বা চ পারিজাতং বরদ্রুমম্ ।
সাত্যকিং প্রেষয়ামাস দ্বারকাং দ্বারশালিনীম্ ॥ ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

পারিজাতমিহানীতং মহেন্দ্রসদনান্ময়া ।
নিবেদয় মহাবাহো ভৈমানাং ভৈমবর্দ্ধন ॥ ৪৭
অদ্য দ্বারবতীঞ্চৈব পারিজাতমহং দ্রুমম্ ।
প্রবেশয়িষ্যে নগরে শোভা প্রক্রিয়তাং শুভা ॥ ৪৮
ইত্যুক্তঃ সাত্যকো গত্বা তথোক্ত্বা পুনরাগতঃ ।
কুমারৈর্নাগরৈঃ সার্দ্ধং সাম্বপ্রভৃতিভিঃ প্রভো ॥ ৪৯
ততোঽচ্যুতঃ পারিজাতমারোপ্য গরুড়ে তদা ।
প্রত্যাযৌ দ্বারকাং [illegible] বিবেশ রথিনাং বরঃ ॥ ৫০
দৈবাদিহতবৃক্ষেণ রূপেণাপ্রতিমো হরিঃ ।
তস্যাগ্রপ্রমুখান্ সাত্যকঃ সাম্ব এব চ ॥ ৫১
যে তত্র নৃপ বাক্যৈশ্চ গানৈর্দেবাদিদৈবতথা ।
বভুঃ প্রশংসিতং কর্ম্ম পূজয়ন্তো মহাত্মনঃ ॥ ৫২
সাত্যকাদ্ বিস্তরং শ্রুত্বা যাদবা নাগরাস্তথা ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুরুপেন্দ্রস্য কর্ম্মণা ॥ ৫৩
তং দিব্যকুসুমং বৃক্ষং দৃষ্ট্বানর্ত্তনিবাসিনঃ ।
রাজন্ ন তৃপ্তপুষ্টাঃ পশ্যমানা মহোৎসবম্ ॥ ৫৪
ভ্রমদ্ভ্রমরচিত্রাঞ্চ নরকেলিকলাকুলম্ ।
বৃক্ষোত্তমং পশ্যতাং বৈ হৃষ্টানামগমৎ ক্ষপা ॥ ৫৫
যে যক্ষচক্ষুষঃ সর্ব্বে তে হ্যভবন্ দিব্যচক্ষুষঃ ।
বিরোগা রোগিণশ্চাসন্ ঘ্রাত্বা গন্ধং বনস্পতেঃ ॥ ৫৬
শৃণ্বন্তঃ কোকিলান্ রেতান্ হ্যানর্ত্তনিবাসিনঃ ।
বভূবুর্হৃষ্টমনসো ববন্দুশ্চ জনার্দনম্ ॥ ৫৭

---

মনস্বিনী শচী তাঁর [illegible] নানা প্রকার দিব্য রত্ন, নানা রঙে রঞ্জিত বস্ত্র অলঙ্কার সহস্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত উপহার গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। ৪৩-৪৪

পুণ্যকর্মা আকাশচারিগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও আপন পুত্রের (প্রদ্যুম্নের) সহিত রৈবতক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। ৪৫

শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ পারিজাতকে সেখানে স্থাপন করিয়া তিনি দ্বারশোভিতা দ্বারকায় সাত্যকিকে প্রেরণ করিলেন। ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ভৈমকুলের বর্দ্ধনকারী মহাবাহো! ভীমবংশীয় যাদবগণকে তুমি নিবেদন কর যে, ইন্দ্রভবন হইতে পারিজাত এখানে (দ্বারকায়) আনীত হইয়াছে। ৪৭

আজ দ্বারবতী পুরীতে পারিজাত বৃক্ষ প্রবেশ করাইব, অতএব নগরের সুন্দর শোভাসম্পাদন করা হউক। ৪৮

হে প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে সাত্যকি নগরে গিয়া তাহা বলিলেন এবং সাম্ব প্রভৃতি কুমার ও নাগরিকগণের সহিত পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। ৪৯

অনন্তর বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ প্রভু আপনার অগ্রে গরুড়ের উপর পারিজাত স্থাপন করিয়া রমণীয় দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ৫০

দৈবাদি [illegible] পারিজাতের অনুসরণ করিলেন এবং তাঁহার পর [illegible] সাত্যকি সাম্ব ও [illegible] অনুগমন করিলেন

হে নৃপ! [illegible] বিবিধ বাক্যে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ম প্রশংসা করিতে করিতে অনুগমন করিলেন। ৫২

সাত্যকির নিকট পারিজাত আনয়ন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করিয়া যাদবগণ ও নাগরিকগণ উপেন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের কর্মে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ৫৩

হে রাজন্! [illegible] এই দিব্য কুসুমযুক্ত বৃক্ষটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং বারংবার দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ৫৪

বহু বিহঙ্গের কেলিকলাযুক্ত সেই অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য বৃক্ষ দেখিয়া বৃদ্ধগণের জরা দূরীকৃত হইল। ৫৫

সেই বনস্পতির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অন্ধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিল এবং রোগী নীরোগ হইয়া যাইল। ৫৬

আনর্ত্তদেশের অধিবাসিগণ ঐ বৃক্ষের উপর কোকিলের একস্বরে মধুর গান শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিলেন। ৫৭

নানাবিধানি তূর্য্যাণি গেয়ানি মধুরাণি চ
তস্য বৃক্ষস্য নাতিদূরং গত্বা নরাঃ ॥ ৫৮
যোঽহং সঙ্কল্পয়ামাস গন্ধং শ্রেষ্ঠং নরস্তথা ।
স তত্রৈব তমাজঘ্রে পারিজাতসমুদ্ভবম্ ॥ ৫৯
ততঃ প্রবিশ্য রম্যাস্তু দ্বারকাং যদুনন্দনঃ ।
বসুদেবং মহাত্মানং দদৃশে দেবকীং তথা ॥ ৬০
কুকুরাধিপতিঞ্চৈব বলং ভ্রাতরমেব চ ।
বৃদ্ধাংশ্চ যাদবানাং যে মানার্হানমরোপমান্ ॥ ৬১
বিসৃজ্য তান্ বৈ ভগবাননাদিনিধনোঽচ্যুতঃ ।
সম্পূজ্য চ যথান্যায়ং স্বমেব ভবনং গতঃ ॥ ৬২
স সত্যভাময়া সার্দ্ধং বিবেশ মধুসূদনঃ ।
পারিজাতং তরুশ্রেষ্ঠং প্রগৃহ্য গদপূর্ব্বজঃ ॥ ৬৩
সা দেবী পূজয়ামাস প্রহৃষ্টা বাসবানুজম্ ।
প্রতিজগ্রাহ তং চাপি পারিজাতং মহাদ্রুমম্ ॥ ৬৪

মনীষিতেন স তরুরল্পো ভবতি ভারত
মহাংশ্চ বাসুদেবস্য তদদ্ভুতমভূন্মহৎ ॥ ৬৫
কদাচিদ্ দ্বারকাং সর্ব্বাং প্রচ্ছাদয়তি ভারত ।
কদাচিদ্রত্নিমাত্রস্তু ভবত্যঙ্গুষ্ঠসম্মিতঃ ॥ ৬৬
লব্ধ্বা সত্যা কৌরব্য দেবী প্রাপ্য মনোরথম্ ।
পুণ্যকার্থন্তু সম্ভারান্ সম্ভর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৬৭
যানি দ্রব্যাণি কৌরব্য জম্বুদ্বীপে তু কানিচিৎ ।
যোগ্যানি তানি কৃষ্ণেন সম্ভৃতানি মহাত্মনা ॥ ৬৮
মুনিং তদা সংস্মৃতবান্ স নারদং
জনার্দ্দনঃ সর্ব্বগুণোচিতঃ বশী ।
প্রতিগ্রহার্থং ব্রতকস্য সত্যয়া
যথোপদিষ্টস্য পুরন্দরানুজঃ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতানয়নে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

---

সেই বৃক্ষের সমীপে গমনকারী মনুষ্যগণ নানাপ্রকার বাদ্য ও মধুর গীত শ্রবণ করিয়াছিল। ৫৮

যে মানুষ তাহার হৃদয়ে যে মধুর গন্ধের সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই মানুষ পারিজাত বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন তাহারই ঘ্রাণ পাইয়াছিল। ৫৯

অনন্তর যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রমণীয় দ্বারকা পুরীতে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা বসুদেব এবং মাতা দেবকীকে দর্শন করিলেন। ৬০

কুকুরগণের অধিপতি উগ্রসেন, ভ্রাতা বলরাম এবং যাদবগণের মধ্যে দেবতুল্য মাননীয় বৃদ্ধগণের সঙ্গে তিনি মিলিত হইলেন। ৬১

তাহার পর আদি-অন্তহীন ভগবান অচ্যুত সকলকে যথোচিত পূজা করিয়া বিদায় দিলেন এবং নিজের ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৬২

গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমধুসূদন বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত লইয়া সত্যভামার ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৬৩

সত্যভামা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন এবং সেই মহাবৃক্ষ পারিজাত গ্রহণ করিলেন। ৬৪

হে ভারত! বাসুদেবের ইচ্ছানুযায়ী সেই বৃক্ষ কখনও ক্ষুদ্র এবং কখনও বৃহৎ হইত। ইহা তখন এক অত্যন্ত আশ্চর্য্য বিষয় সংঘটিত হইয়াছিল। ৬৫

কখনও এই বৃক্ষ সমস্ত দ্বারকাকে আচ্ছাদিত করিত এবং কখনও বা হস্তগ্রহণযোগ্য অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইত। ৬৬

হে কুরুনন্দন! দেবী সত্যভামা মনোবাঞ্ছিত এই বৃক্ষ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং উহা লইয়া পুণ্যক-ব্রতের নিমিত্ত তিনি আয়োজন আরম্ভ করিলেন। ৬৭

হে কুরুনন্দন! জম্বুদ্বীপে যে সমস্ত উপযুক্ত দ্রব্য ছিল, তাহা সমস্তই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৬৮

তখন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রিয় জনার্দন সত্যভামার দ্বারা যথোচিত ব্রত আচরণ করাইবার জন্য এবং ব্রতের দান পরিগ্রহের জন্য সর্বগুণসম্পন্ন নারদ মুনিকে স্মরণ করিলেন। ৬৯

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাত আনয়নবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ পুণ্যক-ব্রতে শ্রীকৃষ্ণস্য সত্যভাময়া নারদায় প্রদানম্, নিষ্ক্রয়ং গৃহীত্বা নারদেন শ্রীকৃষ্ণস্য মুক্তিঃ, শ্রীকৃষ্ণেন সুহৃদ্ভ্যঃ পারিজাতং প্রদর্শ্য পুনঃ স্বর্গে প্রেরণঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ কৃষ্ণস্য কৌরব্য স্নাতমাত্রস্তপোধনঃ
আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠো নারদো বদতাং বরঃ ॥ ১
সম্পূজয়িত্বা বিধিবদ্ বাসুদেবো বিশাম্পতে
প্রতিগ্রহার্থং বিধিবৎ শ্রীমান্ ভক্ত্যা ন্যমন্ত্রয়ৎ ॥ ২
ততঃ কালে চ সম্প্রাপ্তে স্নাতং দেবো মহামুনিম্।
সম্পূজ্য মাল্যৈর্গন্ধৈশ্চ ভোজয়ামাস ভারত ॥ ৩
সার্ব্বকামিকমন্নাদ্যং সর্ব্বভূতজনেশ্বরঃ।
সত্যয়া প্রিয়য়া সার্দ্ধং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৪
পুষ্পদামাবসজ্যাথ কণ্ঠে কৃষ্ণস্য ভাবিনী।
ববন্ধ কৃষ্ণং সুভগা পারিজাতে যশস্বিনী ॥ ৫
অদ্ভির্দদৌ নারদায় তদাঽনুজ্ঞাপ্য কেশবম্
দেবী বেণুসহস্রেণ কাঞ্চনেন চ পর্ব্বতম্ ॥ ৬
হিরণ্ময়পারিবেষ্টেণ মণিরত্নযুতেন চ
তিলমিশ্রেণ চ তথা বাক্যেনৈবৈব তস্য চ ॥ ৭
প্রতিগৃহ্য তু তৎসর্ব্বং নারদো মুনিসত্তমঃ।
স সম্প্রহৃষ্টো কৃষ্ণস্য ভূয়ঃ কেশবমব্রবীৎ ॥ ৮
ভোঃ কেশব মহ্যমস্বহিতোহসি সত্যয়া।
স ত্বং মামনুগচ্ছস্ব কুরু যদ্ যদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ৯
প্রথমঃ পক্ষ ইত্যেবমব্রবীন্মধুসূদনঃ
ব্রজন্তমনুবব্রাজ নারদঞ্চ জনার্দ্দনঃ ॥ ১০
পরিহাসং বহুবিধং কৃত্বা মুনিবরস্তদা
তিষ্ঠৈব গচ্ছামীত্যুক্ত্বা পরিহাসবিচক্ষণঃ ॥ ১১
অপনীয় ততঃ কণ্ঠাৎ পুষ্পদামানমব্রবীৎ
কপিলাং গাং সবৎসাং ত্বং নিষ্ক্রয়ার্থং প্রযচ্ছ মে ॥ ১২
কৃষ্ণাজিনং তিলৈঃ পূর্ণং প্রযচ্ছ চ সকাঞ্চনম্
এষোহত্র নিষ্ক্রয়ঃ কৃষ্ণ নির্দিষ্টো মহাক্রতুনা ॥ ১৩

---

## ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[পুণ্যক-ব্রতে শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামা কর্ত্তৃক নারদকে প্রদান, নিষ্ক্রয় গ্রহণ করত শ্রীকৃষ্ণকে নারদের মুক্তিদান, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সকল সুহৃদ্‌গণকে পারিজাত দেখাইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিবামাত্র তপোধন বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১

প্রজানাথ! বাসুদেব বিধিপূর্ব্বক নারদকে পূজা করিয়া ভক্তির সহিত প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত যথাবিধি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ২

ভারত! অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে স্নান সমাপন পূর্ব্বক মহামুনি নারদকে গন্ধ এবং মাল্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া সর্ব্বভূতেশ্বর সর্ব্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়পত্নী সত্যভামার সহিত অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে রুচি অনুসারে ভোজন করাইলেন। ৩-৪

সৌভাগ্যশালিনী ভাবিনী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে পুষ্পের মালা অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধন করিলেন। ৫

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন লইয়া দেবী সত্যভামা নারদকে জলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে এক সহস্র বেণু ও সুবর্ণময় পর্ব্বতের সহিত দান করিয়া দিলেন। মণি এবং রত্নরাজিযুক্ত সেই পর্ব্বতে হিরণ মিশ্রিত ও সর্ব্বপ্রকার ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। সেই কাঞ্চন পর্ব্বতের সহিত স্বর্ণ, এবং রৌপ্যের সংযোগ ছিল। ৬-৭

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ সেই সকল দান গ্রহণপূর্ব্বক অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং প্রেমানন্দে পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৮

"হে কেশব! দেবী সত্যভামা জলের সহিত আপনাকে দান করায় এখন আপনি আমার। অতএব আপনি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আগমন করুন এবং যাহা যাহা আদেশ করিব, তাহা পালন করুন। ৯

"ইহাই প্রথম পক্ষ"—জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া গমনশীল নারদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ১০

অনন্তর পরিহাসবিচক্ষণ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ নানা প্রকার পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"আপনি অবস্থান করুন, আমি প্রস্থান করিতেছি।" এইরূপ বলিয়া কণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আপনার নিষ্ক্রয় (মূল্য) স্বরূপ সবৎসা এই কপিলা গাভীটি আমাকে প্রদান করুন" ১১-১২

"শ্রীকৃষ্ণ! তিলের সহিত কৃষ্ণসার চর্ম্ম ও সুবর্ণও প্রদান করুন। ভগবান মহাক্রতু এইস্থানে এইরূপই নিষ্ক্রয়ের বিধান করিয়াছেন। ১৩

তথেত্যুক্ত্বা হৃষীকেশস্তথা চক্রে জনাধিপ
স উবাচ মুনিশ্রেষ্ঠং হসিত্বা মধুসূদনঃ ॥ ১৪
বরং বরয় ধর্মজ্ঞ যত্তে নারদ কাঙ্ক্ষিতঃ।
ভক্তে দাতাস্মি ধর্মজ্ঞ পরা প্রীতির্হি মে ত্বয়ি ॥ ১৫

নারদ উবাচ।

নিত্যমেবাস্তু মে প্রীতো ভবান্ বিষ্ণো সনাতন।
ত্বৎপ্রসাদাত্তু সালোক্যং ব্রজেয়ং তে মহামতে ॥ ১৬
অযোনিজো ভবেয়ং তে নারায়ণ মতাং সতে।
ভবেয়ং ব্রাহ্মণশ্চৈব পুনর্জাত্যন্তরেষ্বপি ॥ ১৭
এবমস্ত্বিতি তং দেবো বিষ্ণুঃ প্রোবাচ ভারত
তুতোষ চ ততো ধীমান্ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১৮
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মণঃ
নিমন্ত্রিতানি কৌরব্য সভায়াং হরিকারণাৎ ॥ ১৯
তাসাং দদৌ সত্যভামা ত্বেকৈকশো হরিপ্রিয়া।
শচ্যা যো বাসুদেবস্য পুরা দত্তো নরাধিপ ॥ ২০

জনেশ্বর! 'তাহাই হউক' এইরূপ বলিয়া হৃষীকেশ মধুসূদন তাহা করিলেন এবং হাসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে বলিলেন। ১৪

ধর্মজ্ঞ নারদ! আপনি যাহা কামনা করেন, সেই বর প্রার্থনা করুন। আমি আপনার প্রতি প্রীত হওয়ায় বর প্রদান করিব। ১৫

নারদ বলিলেন,—"হে সনাতন বিষ্ণু! মহামতি! আপনি আমার প্রতি সদা প্রসন্ন থাকুন এবং আপনার কৃপায় যেন আপনার সালোক্য লাভ করি। ১৬

সম্পূর্ণ জগতের আশ্রয়ভূত নারায়ণ! আমি আপনার কৃপায় যেন অযোনিজ হইতে পারি এবং জন্মান্তরেও পুনরায় ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করি। ১৭

ভারত! ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন,—"তাহাই হউক" অনন্তর এই বরলাভ করিয়া বুদ্ধিমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ১৮

কুরুনন্দন! শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা অদ্ভুতকর্মা শ্রীহরির ষোল হাজার স্ত্রীকে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১৯

নরেশ্বর! পূর্বে শচীদেবী ভগবান বাসুদেবকে যে সকল সামগ্রী দান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সত্যভামা সেই সকল সামগ্রী একটি একটি করিয়া তাঁহাদের দান করিলেন। ২০

পারিজাতো বসংস্তত্র ততঃ প্রববৃতে তদা
আজ্ঞয়া বাসুদেবস্য নারদেন মহাত্মনা ॥ ২১
নিমন্ত্রিতা গণাঃ সর্বে কেশবেন মহাত্মনা।
বিভূতিং পারিজাতস্য দদৃশুঃ কুরুনন্দন ॥ ২২
পাণ্ডবাংশ্চানয়ামাস সহৈব পৃথয়া হরিঃ।
দ্রৌপদ্যা চ মহাতেজাস্তথৈব চ সুভদ্রয়া ॥ ২৩
শ্রুতশ্রবাং সপুত্রাং চ ভীষ্মকং সসুতং তথা।
অন্যানপি চ কৌরব্য মিত্রসম্বন্ধিবান্ধবান্ ॥ ২৪
রেমে চ সহ পার্থেন ফাল্গুনেন জনার্দনঃ।
সাগ্রঃপুত্রো মহাতেজাঃ পরমপ্রীতমানসঃ ॥ ২৫
সংবৎসরে ততো যাতে কেশিহা পরবীরহা।
পারিজাতং পুনঃ স্বর্গলোকং সম্প্রাপয়ন্ ॥ ২৬
ততোঽদিতিং কশ্যপং চ দৃষ্ট্বা বলবতাং প্রভুঃ
শক্রেণ সহিতো ধীমান্ প্রণনাম জনার্দনঃ ॥ ২৭
তমুবাচাদিতিঃ প্রীতা প্রণতং মধুসূদনম্
সৌভ্রাত্রমস্তু বাং নিত্যং চিরং চামরসত্তম ॥ ২৮

সেইখানে পারিজাত বৃক্ষ অবস্থিত হইয়া নিজ গুণে প্রসিদ্ধ হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লাভ করিয়া মহাত্মা নারদ তাঁহার সকল সুহৃদ্বর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। হে কুরুনন্দন! মহাত্মা কেশবের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা সকলে পারিজাত বৃক্ষের বৈভব নিরীক্ষণ করিলেন। ২১-২২

মহাতেজস্বী শ্রীহরি কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সহিত পাণ্ডবগণকেও আনাইয়াছিলেন। ২৩

কুরুনন্দন! শ্রুতশ্রবা এবং তাঁহার পুত্র শিশুপাল, ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র রুক্মী এবং অন্যান্য মিত্র, সম্বন্ধী ও বন্ধুবান্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। ২৪

নরেশ্বর! মহাতেজস্বী জনার্দন কুন্তীপুত্র অর্জুনের সহিত ক্রীড়াবিনোদন পূর্বক সমৃদ্ধশালী হইয়া পরম আনন্দের সহিত দ্বারকাতে বসবাস করিতে লাগিলেন। ২৫

এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সকল উৎপত্তির কারণ, [illegible] শিরোমণি, কেশিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষটি পুনরায় স্বর্গলোকে আনয়ন করিলেন। ২৬

বলবানের পরাক্রমশালী বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে ইন্দ্রের সহিত পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতিকে দর্শন করিলেন। ২৭

সেই সময় প্রণত মধুসূদনকে মাতা অদিতি বলিলেন—"আত্মজৌ! তোমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রের সহিত অবস্থান কর। জনার্দন! তুমি আমার এই মনোরথ পূর্ণ কর। ২৮

মনোরথঃ মম হ্যেষ পূরয়স্ব জনার্দন

তথেত্যোবাত্রবীৎ কৃষ্ণস্ততো নারদমাত্মবান্ ॥ ২৯

আমন্ত্রয়িত্বা পিতরৌ দেবরাজানমব্রবীৎ ।

বাসুদেবো মহাতেজাঃ কালপ্রাপ্তমিদং বচঃ ॥ ৩০

মহাদেবেন দেবেশ সন্দিষ্টোঽস্মি মহাত্মনা ।

অন্তর্বিতলেঽবধ্যানসুরান্ প্রতি মানদ ॥ ৩১

তানিতো গমনাত্রেণ হন্তাস্ম্যসুরোত্তমান্ ।

তত্রোপবিষ্টান্ স্নাতব্যঃ প্রবরেণ মহাত্মনা ॥ ৩২

জয়ন্তেন চ বীরেণ দানবানাং জিঘাংসয়া ।

একোঽত্র মানুষো দেবো দেবপুত্রস্তথা পরঃ ॥ ৩৩

অবধ্যাঃ কিল তে দৈত্যা দেবৈঃ সর্বৈঃ সবাসবৈঃ

অস্মাভিঃ কিল হন্তব্যা মানুষৈর্দেবপুত্রকৈঃ ॥ ৩৪

তথেতি কৃষ্ণং স হরিঃ প্রীতাত্মা তমথাব্রবীৎ ।

সস্বজাতে ততো দেবাবন্যোন্যং জনমেজয় ॥ ৩৫

দদৌ কিরীটং কৃষ্ণায় শক্রোঽমৃতসমুদ্ভবম্ ।

প্রীতাত্মা কুরুশার্দূল কুণ্ডলদ্বয়মেব চ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি

পারিজাতহরণে স্বর্গে পারিজাতস্থাপনং নাম

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

অনন্তর মনস্বী শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিলেন,—'তাহাই হইবে'। অতঃপর পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহাতেজস্বী বাসুদেব দেবরাজ ইন্দ্রকে সময়োচিত এই বাক্য বলিলেন ।২৯-৩০

হে মানদ দেবেশ! মহাত্মা মহাদেব তুমির অভ্যন্তরে বসবাসকারী অবধ্য অসুরগণকে বধ করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন । ৩১

অতএব আজ হইতে […] তুমির অভ্যন্তরে বসবাসকারী […] দৈত্যগণকে হত্যা করিব । দানবগণের বধের ইচ্ছায় […] প্রবর ও বীর জয়ন্তের সাহচর্য কামনা করি । ৩২

ইহাদের মধ্যে একজন […] এবং অপর জন (জয়ন্ত) দেবপুত্র । […] দৈত্যগণ দেবতাদের অবধ্য; কিন্তু […] আমরা অবশ্যই উহাদের হত্যা করিব । ৩৩-৩৪

হে জনমেজয়! ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তাহাই হউক । তারপর সেই দুই দেবতা পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন । ৩৫

কুরুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে অমৃত হইতে উৎপন্ন কিরীট ও দুইটি কুণ্ডল প্রদান করিলেন । ৩৬

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে স্বর্গে পারিজাত-স্থাপনবিষয়ক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

( পুণ্যক-ব্রতবিধি-বর্ণনোপক্রমঃ । )

জনমেজয় উবাচ ।

পুণ্যকানাং সমোৎপত্তিং কথয়স্ব দ্বিজোত্তম ।

বৈপায়নপ্রসাদেন সর্বং হি বিদিতং তব ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

উময়া পুণ্যকবিধির্নরেন্দ্রোৎপাদিতঃ পুরা ।

শৃণু যেন বিধানেন লোকে ধর্মভৃতাং বর ॥ ২

স্বর্গাদ্গতে পারিজাতে কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা ।

যযৌ দ্বারবতীং ধীমান্নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৩

দেবাসুরে নৃপশ্রেষ্ঠ সংগ্রামে সমুপস্থিতে ।

ষট্পুরস্য বধে ঘোরে মহাদেবাজ্ঞয়ানঘ ॥ ৪

### সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ পুণ্যক-ব্রতবিধি বর্ণনের উপক্রম । ]

জনমেজয় বলিলেন—বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমাকে পুণ্যকসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলুন; কারণ, আপনি বৈপায়ন ব্যাসদেবের প্রসাদে সমস্ত বিদিত আছেন । ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র! পূর্বকালে ভগবতী উমা যে বিধি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা এই পৃথিবীতে যে বিধানের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, উহা শ্রবণ করুন । ২

মহান্ কর্মে ব্রতী শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষটি দ্বারকাতে লইয়া যাইলে, বুদ্ধিমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদও সেইখানে গমন করিয়াছিলেন । ৩

নিষ্পাপ নৃপশ্রেষ্ঠ! যখন মহাদেবের আজ্ঞায় দেবাসুরের

কৃষ্ণেন সহিতঃ বিপ্রঃ নারদং ধর্ম্মবিত্তমম্‌
আসীনং পরিপপ্রচ্ছ রুক্মিণী ভৈষ্মিকী নৃপ ॥ ৫
তত্র জাম্ববতী দেবী সত্যভামা চ ভামিনী।
গান্ধাররাজপুত্রী চ যোগযুক্তা নরাধিপ ॥ ৬
দেব্যশ্চ নৃপ কৃষ্ণস্য বহ্ব্যোঽন্যা বৈ সমাগতাঃ।
কুলশীলগুণোপেতা ধর্ম্মশীলাঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৭

রুক্মিণ্যুবাচ।

মুনে ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞানভৃতাং বর।
উৎপত্তিং পুণ্যকানাং নঃ বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ৮
বিধিঞ্চ ফলযোগঞ্চ দানকালং তথৈব চ।
কৌতূহলং নস্তৎ সিদ্ধিং বদস্ব বদতাং বর ॥ ৯

নারদ উবাচ

শৃণু বৈদর্ভি ধর্ম্মজ্ঞে সপত্নীভিঃ সহানঘে।
পুণ্যকানাং বিধিঃ প্রোক্তো যথা দেবি পুরোময়া ॥ ১০
চচারোমা ব্রতং দেবী পুণ্যকানাং শুচিব্রতা
ব্রতাবসানেঽথ তয়া সখ্যো দেবি নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ১১
অদিত্যাদ্যাঃ সুতাঃ সর্ব্বা দক্ষস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
পৌলোমী চ শচী দেবী-খ্যাতা লোকে পতিব্রতা ॥ ১২
রোহিণী চ মহাভাগা সোমস্য দয়িতা সতী।
ফাল্গুনী চ তথা পূর্ব্বা রেবতী চ বিশাম্পতে ॥ ১৩
তথা শতভিষা চৈব মঘা চ কুরুনন্দন।
এতাশ্চৈব মহাদেবী পূর্ব্বমারাধিতা সতী ॥ ১৪
গঙ্গা সরস্বতী চৈব বেণী গোদা চ নিম্নগা।
তথা বৈতরণী চৈব গণ্ডকী যা চ ভারত ॥ ১৫
অন্যাশ্চ সরিতো রম্যা লোপামুদ্রা চ ভারত।
সত্যাস্তাশ্চ জগদ্দেব্যো ধারয়ন্তি হি তাঃ স্ততাঃ ॥ ১৬
ততাশ্চ গিরিনন্দিন্যো বহ্নিকন্যাশ্চ সুব্রতাঃ।
স্বাহা বহ্নিপ্রিয়া দেবী সাবিত্রী চ যশস্বিনী ॥ ১৭
ঋদ্ধিঃ কুবেরকান্তা চ জলেশমহিষী তথা।
ভার্য্যা পিতৃপতেশ্চৈব বসুপত্ন্যস্তথা চ যাঃ ॥ ১৮
হ্রীঃ শ্রীর্ধৃতিস্তথা কীর্ত্তিরাশা মেধা চ সুব্রতাঃ।
প্রীতির্মতিশ্চ শান্তিশ্চ সন্নতিশ্চ তপোধনাঃ ॥ ১৯

---

সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল এবং ষট্‌পুরবাসী দানবগণের জীবন বধ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময়ের কথা। ৪

নরেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপবিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্র নারদকে সেই সময় ভীষ্মককুমারী রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫

নরেশ্বর! সেই স্থানে রুক্মিণীর সহিত জাম্ববতী দেবী, ভামিনী সত্যভামা, গান্ধাররাজকুমারী যোগযুক্তা শৈব্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অসংখ্য কুলবতী, সুশীলা, গুণবতী, ধর্ম্মশীলা ও পতিব্রতা পত্নীগণও সমাগত হইয়াছিলেন। ৬-৭

রুক্মিণী বলিলেন—ধর্ম্মাত্মা ও জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনে! আপনি পুণ্যকসমূহের উৎপত্তির বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে আমাদের বলুন। ৮

হে বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি! সেই পুণ্যকব্রতের বিধি, ফলযোগ, দানকাল ও উহার সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে অবহিত হইতে কৌতূহলী আমাদিগকে সকল বিষয় বলুন। ৯

নারদ বলিলেন,— ধর্ম্মজ্ঞে, নিষ্পাপা বিদর্ভনন্দিনি! দেবি! পূর্ব্বকালে উমাদেবী পুণ্যকব্রতের যে বিধি উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আপনি সপত্নীগণের সহিত শ্রবণ করুন। ১০

দেবি! শুচিব্রতা উমাদেবী যখন পুণ্যকব্রত পালন করিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রতের অবসানে তিনি নিজ সখীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১১

প্রজানাথ! কুরুনন্দন! সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ কর্ম্মকর্ত্তা প্রজাপতি দক্ষের অদিতি প্রভৃতি কন্যাগণ, লোকবিখ্যাতা পতিব্রতা পুলোমকুমারী শচীদেবী, সোমের দয়িতা সতীসাধ্বী ভার্য্যা মহাভাগা রোহিণী পূর্ব্বা ফাল্গুনী, রেবতী, শতভিষা এবং মঘা ইঁহারা সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বকালে সতী মহাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। ১২-১৪

ভারত! গঙ্গা, সরস্বতী, বেণী, গোদাবরী, বৈতরণী ও গণ্ডকী এবং অন্যান্য অসংখ্য রমণীয়া নদী সেইস্থানে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং লোপামুদ্রা ও নিজ ধর্ম্মে জগৎকে ধারণকারিণী অন্যান্য জগন্মাতা সতী দেবীগণ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫-১৬

সুব্রতা গিরিকন্যাগণ, উত্তম ব্রতপালনকারিণী অগ্নিকন্যাগণ, বহ্নিপ্রিয়া স্বাহাদেবী, যশস্বিনী সাবিত্রীদেবী, কুবের-কান্তা ঋদ্ধি, জলাধিপতি বরুণদেবের মহিষী, যমরাজের ভার্য্যা এবং বসুপত্নীগণও সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১৭-১৮

উত্তম ব্রতধারিণী ও তপোধনা হ্রী, শ্রী, ধৃতি, কীর্ত্তি, আশা, মেধা, প্রীতি, মতি, শান্তি ও সন্নতি এই সকল কন্যাগণও সেই স্থানে একত্রিত হইয়াছিলেন ॥ ১৯

দেবাঃ সত্যাস্তথৈবান্যাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ।
তাসাং ব্রতাবসানে চ পূজাং চক্রেঽম্বিকা তদা ॥ ২০
তিলরত্নময়ং দত্ত্বা পর্বতং সর্বধান্যবৎ ।
বাসোভির্ভূষণৈর্মুখ্যৈর্নানারাগৈঃ সুমধ্যমে ॥ ২১
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং দত্তাং দেব্যা তপোধনাঃ ।
উপবিষ্টাঃ কথাশ্চিত্রাঃ কুর্বন্ত্যো ভর্তৃদেবতাঃ ॥ ২২
পুণ্যকার্থং কথাস্তাসামাসন্ দেবী শশংস যাঃ ।
বিধিঞ্চ পুণ্যকস্যাথ সতীনাং ভর্তৃদেবতে ॥ ২৩
তাসাং মধ্যেন সাধ্বীনাং সর্বাসাং সোমনন্দিনী ।
পর্য্যপৃচ্ছদুমাং দেবীং পুণ্যকানাং বিধিং বরা ॥ ২৪
উমা তাসাং প্রিয়ার্থং তু পুণ্যকান্যব্রবীত্তদা ।
সমক্ষং মম বৈদর্ভি সর্বভূতহিতে রতা ॥ ২৫
যথৈব চোময়া দত্তঃ স তদা রত্নপর্বতঃ ।
প্রতিগৃহ্য ময়া চৈব কৃতো ব্রাহ্মণসাৎ শুভে ॥ ২৬
উমা ত্বরুন্ধতীং সাধ্বীমামন্ত্র্য যদভাষত ।
শৃণু কল্যাণি বক্ষ্যামি সর্বাভিঃ সহিতা শুভে ॥ ২৭
পুণ্যকানাং বিধিং কৃৎস্নং যথাবদনুপূর্বশঃ ।
যথা চৈব ময়া দৃষ্টস্তত্র এষ বিধিঃ শুভে ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পুণ্যকবিধিকথনং নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭

ইহার সেবা এবং সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য সতী দেবীগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অম্বিকা-ব্রত সমাপনান্তে সকলকে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২০

সুমধ্যমে! তিল ও রত্নময় সম্পূর্ণ ধান্যযুক্ত পর্বত প্রদান করিয়া উমাদেবী নানাবিধ রাগে রঞ্জিত উত্তম বস্ত্রসমূহ ও অলঙ্কারের দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২১

উমাদেবীর দ্বারা প্রদত্ত সেই পূজা গ্রহণ করিয়া তপোধনা ও পতিব্রতা রমণীগণ উপবেশন করত বিচিত্র আলাপ করিতেছিলেন ॥ ২২

হে পতিব্রতে! সেই সকল রমণীগণের জিজ্ঞাসা ও আলোচনার বিষয় ছিল পুণ্যকব্রত এবং সেই উমাদেবী সতীগণকে পুণ্যকব্রত এবং তাহার বিধিসমূহে উপদেশ দান করিয়াছিলেন ॥ ২৩

অনন্তর সেই সকল সাধ্বী দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পতিব্রতা সোমনন্দিনী উমাদেবীকে পুণ্যক-ব্রতের বিধি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ২৪

বিদর্ভরাজকুমারি! সমস্ত প্রাণিগণের হিতসাধনে রতা উমাদেবী তাঁহাদের মঙ্গলকামনায় আমার সম্মুখে পুণ্যকব্রতের উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

হে শুভে! সেই সময় উমাদেবী আমাকেও রত্নময় পর্বত দান করিয়াছিলেন এবং আমি উহা গ্রহণপূর্বক ব্রাহ্মণের অধীন করিয়াছিলাম ॥ ২৬

শুভে! কল্যাণি! উমাদেবী সাধ্বী অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, সকলের সহিত শ্রবণ কর ॥ ২৭

হে শুভে! পুণ্যকব্রতের সম্পূর্ণ বিধি আমি যেরূপে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি ও দর্শন করিয়াছি, সেইরূপে আমি ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি ॥ ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পুণ্যকবিধিকথন নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ সতী-স্ত্রীণাং মহত্ত্বং বর্ণয়ন্ত্যোময়া পুণ্যক-ব্রতবিধেরুপদেশঃ । ]

উমোবাচ ।

সর্ব্বজ্ঞাহং যদা ভর্ত্তুঃ প্রসাদেন শুচিস্মিতে ।
তদা পুরা মহাদিষ্টো দৃষ্টঃ পুণ্যবিধিঃ শুভঃ ॥ ১
সনাতনঃ পুণ্যবিধিরিতি বুধ্যাবগম্যতাম্ ।
মহাদেবপ্রসাদেন ময়া দৃষ্টোঽরুন্ধতি ॥ ২
পুণ্যকানি চ সর্ব্বাণি চীর্ণবত্যস্ম্যনিন্দিতে ।
অনুজ্ঞয়া ভগবতো ভর্ত্তুঃ সর্ব্বস্য ধীমতঃ ॥ ৩
সতীত্বং ধর্ম্মচরণং যস্যা নিত্যমখণ্ডিতম্ ।
পুণ্যকানাং বিধিস্তস্যাঃ পুরাণৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪
দানোপবাসপুণ্যানি সুকৃতান্যপ্যরুন্ধতি ।
নিষ্ফলান্যসতীনাং হি পুণ্যকানি তথা শুভে ॥ ৫
যা বঞ্চয়ন্তি ভর্ত্তারং যোনিদুষ্টাশ্চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
যোনিদোষাৎ পুণ্যফলং নাশ্নন্তি নিরয়ঙ্গমাঃ ॥ ৬
সাধ্ব্যো জগদ্ধারয়ন্তি সুশীলাঃ পতিদেবতাঃ ।
অনন্যা ধর্ম্মনিরতাশ্চ সতীপথসমাশ্রিতাঃ ॥ ৭
অবাগ্দুষ্টাঃ শৌচযুক্তা ধৃতিমত্যঃ শুভব্রতাঃ ।
সততং সাধুবাদিন্যো ধারয়ন্তি জগৎ খলু ॥ ৮
ব্যাধিতঃ পতিতো বাপি দীনো বাপি কথঞ্চন ।
ন ত্যক্তব্যঃ স্ত্রিয়া ভর্ত্তা ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ৯
অকার্য্যকারিণং বাপি পতিতং বাপি নির্গুণম্ ।
স্ত্রী পতিং তারয়ত্যেব তথাত্মানং শুভাননে ॥ ১০
যোনিদুষ্টস্ত্রিয়ো নাস্তি প্রায়শ্চিত্তং হতৈব সা ।
বাগ্দুষ্টে বিহিতং সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তং পুরাতনৈঃ ॥ ১১
ভর্ত্তুশ্ছন্দেন কর্ত্তব্যং ব্রতকং সর্ব্বদা স্ত্রিয়া ।
উপবাসোঽপি বা সাধ্ব্যা কাঙ্ক্ষন্ত্যা সুকৃতাং গতিম্ ॥ ১২
জন্মান্তরসহস্রেষু ন স্ত্রী সা লভতে গতিম্
তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রেষু পচ্যতে যোনিবিপ্লবাৎ ॥ ১৩
যদি সা নাম মানুষ্যং স্ত্রী লভেদসতী সতী ।
চণ্ডালযোনৌ দুর্ম্মেধা জায়তে কুক্কুরী খলা ॥ ১৪

## অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ সতী স্ত্রীগণের মহত্ত্ব বর্ণন করিতে করিতে উমা কর্ত্তৃক পুণ্যক-ব্রতবিধির উপদেশ । ]

উমাদেবী বলিলেন—হে শুচিস্মিতে ! যদিও আমি পতিদেবতার অনুগ্রহে সর্বজ্ঞা, তথাপি পূর্বকালে পতিদেবতার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমি পুণ্যকবিধি দর্শন করিয়াছি । ১

অরুন্ধতি ! তুমি নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে ইহা নিশ্চয় করিয়া অবগত হও যে, এই পুণ্যবিধি সনাতন, আমি মহাদেবের অনুগ্রহে ইহাকে দর্শন করিয়াছি । ২

অনিন্দিতে ! আমি নিজ পতি বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শিবের আজ্ঞায় পুণ্যকসমূহের আচরণ করিয়াছি । ৩

যে নারীর সতীত্ব ও ধর্মাচরণ নিত্য অখণ্ডিতরূপে নির্বাহ পায়, তাহার নিমিত্ত পুরাতন মহর্ষিগণ পুণ্যকের বিধি প্রতিপাদন করিয়াছেন । ৪

শুভে ! অরুন্ধতি ! অসতী নারীগণের সুকৃতি, দান ও উপবাসে পুণ্য এবং পুণ্যক ব্রত নিষ্ফল হইয়া যায় । ৫

যে সকল নারী পতিকে প্রবঞ্চনা করে এবং যাহাদের যোনি জারসঙ্গে দূষিত হইয়াছে, তাহাদের ব্যভিচার-হেতু পুণ্যফল বিনষ্ট হয় এবং তাহারা নরকে গমন করে । ৬

যাহারা আচার বিচারে শুদ্ধ, পতিকে আরাধ্যদেবতারূপে স্বীকার করে, তাঁহাতেই অনন্যভাবে অনুরক্ত থাকে, সর্বদা ধর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া সতীগণের পথ অবলম্বন করে, সেই সাধ্বী স্ত্রীসকলই জগৎকে ধারণ করে । ৭

অদুষ্ট বাক্যযুক্তা, শুচিস্মিতা, ধৈর্য্যশালিনী মঙ্গলময় ব্রতে নিরতা এবং সদা সাধুভাষিণী সাধ্বী নারীগণ এই জগৎকে ধারণ করে । ৮

পতি ব্যাধিগ্রস্ত হউন বা পতিত হউন বা দীন হউন, পতিকে ত্যাগ করা কখনও স্ত্রীর উচিত নয় ; ইহাই সনাতন ধর্ম । ৯

শুভাননে ! পতিব্রতা স্ত্রী নিজেকে এবং কর্মহীন বা পতিত বা গুণহীন পতিকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় । ১০

যোনিদুষ্টা স্ত্রীগণের শুদ্ধির নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই, সে ত' হতের ন্যায় । বাক্য-দোষে দূষিতা নারীর প্রায়শ্চিত্ত বেদে সৎপুরুষগণ বিধান করিয়াছেন । ১১

যাহারা সুকৃতগতির অভিলাষ করে, সেই নারীগণের কর্তব্য হইল নিজ পতির আজ্ঞার অধীনে অবস্থান করিয়া ব্রত পালন বা উপবাস করা । ১২

যোনিদূষিতা নারী পশু-পক্ষী প্রভৃতি সহস্র যোনির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্ট ভোগ করে । সেই স্ত্রী সহস্র জন্মান্তরেও সদ্গতি লাভ করে না । ১৩

যদি অসতী হইয়া নারী কোন মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে চণ্ডাল-যোনিতে জন্মলাভ করে এবং দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্না সেই স্ত্রী কুক্কুরের মাংস ভক্ষণ করে । ১৪

ভর্ত্তা দেবঃ সদা স্ত্রীণাং মদ্বিদ্‌ভিস্তপোধনে ।
যস্য হি তুষ্যতে ভর্ত্তা সা সতী ধর্ম্মচারিণী ॥ ১৫
কৌতূহলহতানাং তু স্ত্রীণাং লোকো ন শোভনঃ ।
ভর্ত্তর্য্যেব মনো যাসাং সদ্ভাবেন ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৬
কর্ম্মণা মনসা বাচা পতিং নাতিচরন্তি যাঃ ।
তাসাং পুণ্যফলং সৌম্যে পুণ্যাকৈঃ সমুদাহৃতম্ ॥ ১৭
পুণ্যকানাং বিধিং কৃৎস্নং স্বর্লোকপ্রতিলোভনে ।
নিবোধ সহ সর্ব্বাভির্দৃষ্টো যত্তপসা ময়া ॥ ১৮
স্নাতা স্ত্রী প্রাতরুত্থায় পতিং বিজ্ঞাপয়েৎ সতী ।
উপবাসার্থমথ বা ব্রতকার্য্যং ধৃতব্রতে ॥ ১৯
যতব্রাত্যাশ্চ চরণৌ সততং সতনস্থ চ
প্রোহ্যাম্রোদুম্বরং পাত্রং সকুশং সাক্ষতং তথা ॥ ২০
গোশৃঙ্গং দক্ষিণং সিচা প্রতিগৃহ্নীত তজ্জলম্ ।
ততো ভর্ত্তুঃ সতী দদ্যাৎ স্নাতস্য প্রযতস্য চ ॥ ২১
আত্মনোঽপি নিষেক্তব্যং ততঃ শিরসি তজ্জলম্ ।
ত্রৈলোক্যসর্ব্বতীর্থেষু স্নানমেতদুদাহৃতম্ ॥ ২২
উপবাসেষু কর্ত্তব্যমেতদ্ধি ব্রতকেষু চ ।
স্নানমেতদ্ধি সামান্যং স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ ভামিনি ॥ ২৩
অরুন্ধতি ময়া দৃষ্টং তপসা স্বতেজসা ।
অশল্যবিদ্ধং শয়নমাসনঞ্চ তথাবিধম্ ॥ ২৪
স্বয়া প্রক্ষালনং চাপি পাদয়োস্তু বিবর্জ্জিতম্ ।
অশ্রুপ্রপাতো রোষশ্চ কলহশ্চ কৃতঃ সতি ।
উপবাসাদ্‌ ব্রতাদ্‌ বাপি সদ্যো ভ্রংশয়তি স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫
শুক্লমেব সদা বাসঃ প্রশস্তং চন্দ্রসম্ভবে
অন্তর্বাসোঽপরং চৈব উপবাসে ব্রতে তথা ॥ ২৬
পাদুকার্থং ত্বচঃ কার্য্যাঃ সর্ব্বদা ব্রতকে সতি ।
উপবাসেঽপি চ বিহিতেষ এব প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ২৭
অঞ্জনং রোচনঞ্চাপি গন্ধান্ সুমনসস্তথা
ব্রতকে চোপবাসে চ নিত্যমেব বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮
দন্তকাষ্ঠং শিরঃস্নানমুদ্বর্ত্তনমথাপি বা
বিবর্জ্জিতং মৃদা সর্ব্বং শৌচার্থং তু বিধীয়তে ॥ ২৯

---

তপোধনে ! স্ত্রীগণের পতিই দেবতা, ইহা সৎপুরুষগণ দর্শন করিয়াছেন। যে স্ত্রীর প্রতি পতি সন্তুষ্ট থাকেন, সে সতী এবং ধর্ম্মচারিণী ॥ ১৫

কৌতূহলহতা অর্থাৎ পরপুরুষের সঙ্গ করিয়া নিহতা স্ত্রীগণ কদাপি উত্তম লোক প্রাপ্ত হয় না। যাহাদের অন্তর সদ্ভাবপূর্বক কেবল পতিতেই আসক্ত থাকে, তাহারাই সতী ॥ ১৬

সৌম্যে ! যে নারীগণ কর্মে, মনে ও বাক্যে পতিকে উল্লঙ্ঘন করে না, তাহারা পুণ্যকর্মের দ্বারা পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে—ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১৭

স্বর্গলোকের লোভাবর্জনকারিণী দেবি ! আমি তপস্যার দ্বারা যাহার দর্শন লাভ করিয়াছি, সেই পুণ্যকর্মের সম্পূর্ণবিধি সকলের সহিত নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৮

ব্রতধারণকারিণি ! সতী স্ত্রী প্রাতঃকালে উত্থানপূর্বক স্নান সমাপন করিয়া উপবাস করিবার নিমিত্ত বা ব্রত পালন করিবার নিমিত্ত পতিকে তাহা নিবেদন করিবে ॥ ১৯

ব্রতব্রাত্যশ্রী এবং সাধুপুরুষের চরণে সদা প্রণামপূর্বক কুশ ও অক্ষতযুক্ত তাম্রপাত্র লইয়া গাভীর দক্ষিণ শৃঙ্গ সেচন, করত সেই জল গ্রহণ করিতে হইবে, অনন্তর সতী স্ত্রী স্নান সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই জল পতির মস্তকে প্রদান করিবে এবং নিজের মস্তকেও সেই জল নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাই ত্রিলোকের সম্পূর্ণতীর্থে স্নানরূপে গণ্য করা হইয়াছে ॥ ২০-২২

ভামিনি ! উপবাস ও ব্রতের সময় এই স্নান অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রী ও পুরুষগণের ইহা সামান্য স্নান ॥ ২৩

অরুন্ধতি ! আমি মহাদেবের তেজ ও তপস্যার দ্বারা দর্শন করিয়াছি যে, এই ব্রতে নারীর শয্যা ও আসন এরূপ হইবে, যাহা কণ্টকবিদ্ধ হইবে না ॥ ২৪

এই ব্রতে নিজের পাদদুইটি নিজেই প্রক্ষালনের বিধান আছে। সাধ্বি ! যদি অশ্রুপতিত হয়, রোষ এবং কলহ করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীগণ উপবাস ও ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ২৫

চন্দ্রমুখি ! উপবাস ও ব্রতে সদা শুক্ল বস্ত্র পরিধান প্রশস্ত এবং অন্তর্বাসও (সায়া-সেমিজ) পরিধান করা কর্তব্য ॥ ২৬

সাধ্বি ! ব্রত ধারণ করিলে পর সদা বেত প্রভৃতি তৃণ-দ্বারা পাদুকা নির্মাণ করাইতে হইবে, চর্মপাদুকা ধারণ করা উচিত নয় এবং উপবাসেও এই বিধি প্রচলিত ॥ ২৭

নারীগণ ব্রতে ও উপবাসে নিত্য অঞ্জন, গোরোচন, সুগন্ধি সমূহ ও পুষ্পসমূহ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৮

এই ব্রতে নারীকে দন্তকাষ্ঠ, শিরঃস্নান অথবা অঙ্গে উদ্বর্তন লেপন বর্জন করিতে হইবে। সকল প্রকারের শুচির নিমিত্ত মৃত্তিকা ব্যবহার করিবারই বিধান আছে ॥ ২৯

বিল্বামলককল্কৈশ্চ তিলৈঃ শ্রীফলৈশ্চ সমাচরেৎ ।
প্রক্ষালনং বৈ শিরসঃ সদামৃত্তিকয়া জলৈঃ ॥ ৩০
শিরসোঽভ্যঞ্জনং সৌম্যে নৈব তাবৎ প্রশস্যতে ।
ন পাদয়োর্ন গাত্রস্য লেপনেনেতি স্থিতিঃ স্মৃতা ॥ ৩১
গোযানমুষ্ট্রযানঞ্চ খরযানঞ্চ বর্জিতম্ ।
নগ্নস্নানঞ্চ সততং ব্রতে চাপ্যুপবাসকে ॥ ৩২
নদীজলং প্রস্রবণং প্রশস্তং শোভনস্মিতে ।
ততো তড়াগে বাপ্যাঞ্চ বিস্তীর্ণে জলজাবৃতে ॥ ৩৩
গত্বা স্নানং প্রশস্তং তু সদৈব খলু সর্বথা ।
অলাভে নবকন্যা স্ত্রী ঘটস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৩৪
নবৈশ্চ কুম্ভৈঃ স্নাতব্যং বিধিরেষ পুরাতনঃ ।
স্নানঞ্চ কার্য্যং শিরসা তপঃফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি পারিজাতহরণে পুণ্যকবিধৌ অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

বিল্ব, আমলক ও শ্রীফলের সহিত নিত্য মৃত্তিকামিশ্রিত জলের দ্বারা মস্তক প্রক্ষালন বিধেয় । ৩০

সৌম্যে! এই ব্রতে শিরে অভ্যঞ্জন লেপন শ্রেয় নয়। পদদ্বয়ে বা গাত্রে সেই জাতীয় পদার্থ লেপন নিষিদ্ধ, ইহাই বিধান করা হইয়াছে । ৩১

ব্রতে ও উপবাসে গো, উষ্ট্র ও গর্দভবাহিত শকট বর্জনীয় এবং কদাপি নগ্নস্নান বিধেয় নয় । ৩২

শোভনস্মিতে! নদী ও প্রস্রবণের জল উত্তম। কমলমণ্ডিত, সুন্দর ও বিস্তৃত পুষ্করিণী বা জলাশয় প্রভৃতিতে গমনপূর্বক স্নান করা সর্বদা সর্বপ্রকারে প্রশস্ত । ৩৩

গৃহে অবরুদ্ধা নববধূ জলাশয়াদিতে স্নানের সুযোগ না পাইলে ঘটের জলে স্নান করিবে এবং নূতন কুম্ভের জলে স্নান করা উচিত, ইহাই পুরাতন বিধি। (ব্রত ব্যতীত অন্য সময়ে) মস্তকের উপরে জল ঢালিয়া স্নান করিতে হইবে, তবেই তপস্যার ফললাভ হইবে । ৩৪-৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে পুণ্যকবিধিবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭৮

## একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[পুণ্যকব্রতবৃদ্ধিশ্চ নিয়মানাং দানানাঞ্চ বর্ণনম্, পুত্রাদিলাভহেতোরনুষ্ঠেয়ানামন্যব্রতানাং তথা দানানাং বিধানকথনম্ । ]

উমোবাচ
বিধিনৈতেন কৃৎস্নেন স্ত্রী সদা ভর্তৃদেবতা ।
চরেৎ সংবৎসরং যাবৎ ষণ্মাসান্মাসমেব চ ॥ ১
স্ত্রিয়ো হ্যাবাহয়েৎ সাধ্বীরেকাদশ সমাহিতা ।
স্বয়ং চৈব বিধির্দৃষ্টো ব্রতস্যাস্য ময়া শুভঃ ॥ ২
অর্চয়িত্বা সতীঃ সর্বা যা মূলব্রতিনী ভবেৎ ।
তাসাং তু নিষ্ক্রয়ো দেয়ঃ কালদেশানুরূপতঃ ॥ ৩
ততো মাসান্তশুক্লস্য তিথৌ চ নবমী তথা ।
আরাধয়িত্বা কর্তব্যা ব্রতকল্পাপবর্জনম্ ॥ ৪
উপবাসমহোরাত্রং ব্রতকল্পেঽপি নিশ্চিতম্ ।
আদৌ চান্তে চ কুর্বীত ব্রতকল্পেঽপি সিদ্ধয়ে ॥ ৫
ক্ষৌরকর্ম ততো ভর্তুরাত্মনশ্চৈব কারয়েৎ ।
উৎসাদনঞ্চ স্নানঞ্চ তস্মিন্নহনি সংস্মৃতম্ ॥ ৬

### একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

[ পুণ্যক-ব্রতসম্বন্ধী নিয়ম ও দানসমূহ বর্ণন এবং পুত্রাদি-লাভের হেতু অনুষ্ঠেয় অন্যান্য ব্রত ও দানসমূহের বিধানকথন । ]

উমাদেবী বলিতে লাগিলেন—দেবি! পতিব্রতা স্ত্রী এই সম্পূর্ণ বিধির সহিত এক বর্ষ বা ছয় মাস অথবা এক মাসকাল সদা হইয়া সংযমপূর্বক ব্রত পালন করিবে । ১

ইহাতে একাদশ জন সাধ্বী স্ত্রীলোককে আহ্বান করিতে হইবে। আমি স্বয়ং সমাধি দ্বারা ব্রতের এই শুভ বিধানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি । ২

মূল ব্রতচারিণী প্রধান স্ত্রী আহূত সকল সতীগণকে দান করিবেন এবং দেশ-কালানুসারে তাঁহাদের নিষ্ক্রয় প্রদান করিবেন* । ৩

অনন্তর মাসান্তরে শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে দেবতার আরাধনা করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিতে হইবে । ৪

ব্রতের সিদ্ধির নিমিত্ত আদিতে ও অন্তে নিশ্চিতরূপে অহোরাত্র উপবাস করা কর্তব্য । ৫

তদনন্তর পতির ও নিজের ক্ষৌর-কর্ম সম্পাদন করিয়া সেই দিবসেই স্নান ও ব্রতের উৎসাদন (উদ্যাপন) বিধান করা হইয়াছে । ৬

* এই শ্লোক দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, প্রথমে যে একাদশ (এগার) জন সতী স্ত্রীকে তাঁহাদের পতিগণের অনুমতি অনুসারে আবাহন করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে ব্রতচারিণী স্ত্রী পুনরায় তাঁহাদের পতিগণকেই দান করেন। দেশ-কালানুসারে নিষ্ক্রয় (মূল্য) দিয়া প্রথমে সেই ১১ জন সতী স্ত্রীকে নিজের করিয়া লন, তারপর তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব পতির হস্তেই সমর্পণ করিয়া পুণ্যক-ব্রতপালনকারিণী স্ত্রী সেই দানজনিত পুণ্যভাগিনী হন।

ততো বিবাহবৎ স্নানং বিহিতং পুণ্যকে শুভে ।
মণ্ডনং চৈব বিহিতং মাল্যধারণমেব চ ॥ ৭

কুম্ভেন স্নাপ্যমানেয়ং সাক্ষী মন্ত্রমুদীরয়েৎ ।
ভর্তুঃ পাদৌ নমস্কৃত্য মনসা বাচা বা গিরা ॥ ৮

আপো দেব্যা জনীনাং হি বিশ্বধাত্র্যো
দিব্যা অদন্ত্যো যাঃ পয়সা সর্বধাত্র্যঃ ।
হিরণ্যবর্ণাঃ পাবকাঃ শিবতমেন
রসেন শ্রেয়সো মাং ভুনক্তু ॥ ৯

অপামেব স্মৃতো মন্ত্রঃ সর্বত্রাস্তু মে শৃণু
মন্ত্রাঃ পুরাণবিহিতাঃ স্ত্রীণাং সর্বাঙ্গশোভনে ॥ ১০

শুভাচারা গুণিনী যুক্তধর্মা
ভর্ত্রা সাকং মম সাম্যা বরেণ
মা কর্মণা মনসা বাপি বাচা
ভর্তুর্ভবেয়ং কুমতী স্যাং বশস্যা ॥ ১১

সপত্নীনামপি নিত্যং ভবেয়ং
সপুত্রা স্যাং সুভগা সাঙ্গরূপা ।
সম্পন্নহস্তা গুণবাদিনী চ
সর্বাত্মনা স্যাং না দরিদ্রা ভবেয়ম্ ॥ ১২

পতিশ্চ মে স্যাৎ সুমুখো মৎপ্রতীক্ষো
নিত্যং মদুক্তঃ স্যান্মদ্গতির্মন্মতিশ্চ :
প্রীতিশ্চ নৌ স্যাচ্চক্রবাকাপ্তরূপা
মনোবিয়োগো ন ভবেৎ সাধুবৎ স্যাৎ ॥ ১৩

লোকান্ সাধ্বীনামুত্তমানাং ব্রজেয়ং
যাভিঃ সর্বং ধার্যতে বিশ্বরূপম্ ।
উভে কুলে যাঃ শুভাঃ পাবয়ন্তি
পিতুর্ভর্তুশ্চ পতিভক্ত্যাভিজাতাশ্চ ॥ ১৪

ভূমির্বায়ুর্জলমাকাশমগ্নি-
রন্তঃক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রকৃতির্যো মহাংশ্চ ।
অহঙ্কারশ্চ মম সাক্ষ্যে নিযুক্তাঃ
স্মরেয়ুর্মে নিশ্চয়ং ব্রতঞ্চ ॥ ১৫

যৈরারব্ধো দেহিনাং ভৌতিকো দেহঃ
বিধিঃ সহ ক্ষেত্রভূতৈঃ সবীজৈঃ ।
সন্ত্বেতে মে সাক্ষিণঃ সর্বদৈব
রাত্রৌ চ দিবিমিন্দ্রাণাং চাপি নিত্যম্ ॥ ১৬

---

ভদ্রে! পুণ্যক-ব্রতে বিবাহের ন্যায় স্নানের বিধান আছে এবং মণ্ডন ও মাল্যধারণেরও বিধান আছে। ৭

কুম্ভের জলে স্নান সম্পাদন করত সত্যপরায়ণা সাক্ষী স্ত্রী পতির দুই চরণে মন অথবা বাণীদ্বারা নমস্কার করিয়া এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ৮

জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জনিগণের জননী, সম্পূর্ণ বিশ্বের ধাত্রী, আকাশচারিণী, হর্ষপ্রদানকারিণী, কল্যাণকারিণী, সর্বের পোষণে তৎপরা, হিরণ্যবর্ণা, নির্মলা ও সকলকে পবিত্রকারিণী। তিনি নিজ কল্যাণময় রসের দ্বারা আমাকে শ্রেয়ের ভাগীদার কর। ৯

সর্বাঙ্গশোভনে দেবি! এই জলদেবীর মন্ত্র সর্বত্র স্মৃত হয়। অন্য স্ত্রীগণের স্নানের নিমিত্ত পুরাণবিহিত মন্ত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১০

আমি যেন পতির কল্যাণকারিণী, ধন প্রভৃতিতে আমি দম্ভ-রহিতা, সদ্গুণবতী ও পতির সহিত ধর্মচারিণী হই এবং পতির সহিত থাকিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর সেবা স্বয়ং করি এবং মন, বাক্য ও ক্রিয়াদ্বারা কখনও তাঁহাকে কষ্ট না করি। ১১

সপত্নীগণের মধ্যে আমার স্থান উচ্চে থাকিবে, আমি পুত্রবতী, সৌভাগ্যবতী এবং মনোহর রূপযুক্তা হই। আমি যেন সর্বদা সম্পন্নহস্তা হই অর্থাৎ সর্বদা মুক্তহস্তে দান করিতে পারি এবং সম্পূর্ণ হৃদয়ে গুণবাদিনী হই, কখনও যেন দরিদ্র না হই। ১২

আমার পতি সর্বদা প্রসন্নমুখ হইয়া যেন আমার প্রতীক্ষা করেন, আমার প্রতি অনুরক্ত থাকেন, তাঁহার মতি ও গতি আমার প্রতি থাকে, চক্রবাক ও চক্রবাকীর ন্যায় আমরা দুইজনে প্রীতিযুক্ত থাকিতে পারি। আমাদের যেন কখনও মনোমালিন্য-সৃষ্টি হয় না এবং আমাদের ব্যবহার শ্রেষ্ঠ পুরুষের ন্যায় হয়। ১৩

যে উত্তমলক্ষণা দেবীগণ পতিভক্তির প্রভাবে গরিমাশালিনী হইয়া পিতা ও পতির দুই কুলকে পবিত্র করেন এবং যাঁহারা নিজ ধর্মে এই সম্পূর্ণ বিশ্বকে ধারণ করেন, সেই উত্তম পতিব্রতা দেবীগণের লোকে যেন আমি গমন করি। ১৪

পৃথিবী, বায়ু, জল, আকাশ, অগ্নি, অন্তর্যামী ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার—এই সকলকে আমি সাক্ষী নিযুক্ত করিলাম, ইঁহারা যেন আমার এই নিশ্চয় ও ব্রতকে স্মরণে রাখেন। ১৫

যে সব প্রভৃতি ভূতগণ জীব ও তাহার কর্মবীজে যুক্ত হইয়া দেহধারিগণের এই ভৌতিক দেহ নির্মাণ করিয়াছে, তাহারা এব-

চন্দ্রাদিত্যৌ পুরাসাক্ষী ধনদ,
দিশঃ সর্ব্বা যম চাত্মা চ দেহগম্
সন্ত্বেতে বৈ সাক্ষিণঃ সর্ব্বসংস্থা
ব্রতে চাস্মিন্নিশ্চয়ে চাপি নিত্যো ॥ ১৭
মন্ত্রৈরেতৈঃ পুরাণোক্তৈঃ সর্ব্বভূতাভিমন্ত্রিণম্
ব্রহ্মচর্য্যাৎ প্রভৃতি বৈ পুরাণে সমুদাহৃতম্ ॥ ১৮
যাবাথ বাসসী দদ্যাত্তন্তুঃ কর্ত্তা স্বয়ং ততে ।
অথাস্বকর্ত্তিতঃ ন স্যাদ্ধ্রুতে বিত্তেন কেনচিৎ ॥ ১৯
বাসোযুগমেব দদ্যাচ্চ শ্বেতং সুধাং নবং শুচি ।
স্বকর্ত্তিতঞ্চ সূত্রং তু বাসসা তেন নিশ্রয়েৎ ॥ ২০
ততো দ্বিজং শুচিং দান্তং জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদম্ ।
ভোজয়েচ্চ যথাশক্ত্যা সহ ভর্ত্রা শুনবাসে ॥ ২১
ব্রাহ্মণস্যাপি দাতব্যং বাসোযুগ্মং নবাত্মপে
শয্যাসনং গৃহং যান্তং দাসং দাসী তথৈব চ ॥ ২২
অলঙ্কারঃ শক্তিতশ্চ স্বল্পশক্তত এব চ ।
সর্ব্বধান্যসমুদিতপ্রতিতৈলশ্চ সবিশেষতঃ ॥ ২৩

বাসোভিশ্চ প্রতিচ্ছন্না নানাবর্ণৈরকৃত্রিম
হস্ত্যশ্বাবচয়শ্চৈব দেয়া গৌরেব চ ক্রমম ॥ ২৪
লবণপ্রতিমাং দদ্যান্নবনীতস্য চাপরাম্ ।
গুড়স্য মধুনশ্চৈব সুবর্ণস্য চ শোভনাম্ ॥ ২৫
তথৈব সর্ব্বগন্ধানাং রসানাং পৃথগেব চ ।
তথা সুমনসাং দদ্যাৎ রূপাযৌবনবস্ত্র চ ॥ ২৬
ফলানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং বাসসামপি নন্দিনি
চিত্রপ্রতিকৃতিশ্চৈব কাষ্ঠস্য প্রতিমাং তথা ॥ ২৭
শিলাং প্রতিকৃতিশ্চৈব দদ্যাচ্চ পদ্মসত্তমা ।
সপিষ্টা দুর্ব্বয়া চৈব যা চান্যামপাত্রীপতি ॥ ২৮
কালদেশানুরূপঞ্চ দেয়ং বিভবতঃ সতি ।
অল্পং বা বহুলং বাপি ভর্ত্তুশ্ছন্দেন সর্ব্বদা ॥ ২৯
তিলপাত্রং প্রদাতব্যং ন দেয়ং বস্ত্র শোভনে ।
গৌশ্চৈবস্য প্রদাতব্যা কপিলা কাংস্যনেব চ ॥ ৩০
কৃষ্ণাজিনঞ্চ সুভগে সতিলং বাসসাবৃতম্ ।
আদর্শং চৈব কূর্চ্চঞ্চ তথাজিনসনিশ্চিতে ॥ ৩১

তাঁহাদের অভিমানী দেবতারূপে যিনি সকলের মধ্যে স্থিত, তিনি আমার এই ব্রতে ও নিশ্চয়ে সতত সাক্ষী হউন। ১৬

চন্দ্র, সূর্য, পুণ্যের সাক্ষী যম, দশ দিক এবং আমার এই আত্মা—এই সকল সর্বত্র স্থিত দেবগণ আমার এই ব্রতের ও নিশ্চয়ের সাক্ষী হইয়া অবস্থান করুন। ১৭

ব্রতের আরম্ভ হইতে প্রতিদিন পুরাণোক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে, ইহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে। ১৮

ব্রতে। স্নান সমাপ্ত করত নিজ পতিকে স্বয়ং সূত্র কর্তিত করিয়া দুইটি বস্ত্র সম্প্রদান করিবে। যদি কোন বিঘ্নবশতঃ স্বয়ং কর্তিত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অপর দুইটি শুভ্র, নবীন, উত্তম ও শ্বেত বর্ণের বস্ত্র দান করিতে হইবে। সেই বস্ত্রের সহিত স্বকর্তিত সূত্র মিশ্রিত করিয়া দিবে। ১৯-২০

সুন্দরে। অনন্তর জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদ, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে নিজ পতির সহিত যথাশক্তি ভোজন করাইতে হইবে। ২১

মহান্ তপশ্চারিণী অরুন্ধতি! ব্রাহ্মণকেও যথাসম্ভব এক জোড়া বস্ত্র, শয্যা, আসন, গৃহ, বাহন, দাস-দাসী, আভূষণ, সকল প্রকার ধান্য ও বিশেষতঃ তিল মিশ্রিত ধান্যের পর্বত নানা বর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া সামর্থ্য অনুসারে দান করা কর্তব্য। সম্ভব হইলে হস্তী, অশ্বসমূহ দান করা যাইতে পারে বা একটি গাভীও প্রদান করা যাইতে পারে; যথাশক্তি অবশ্যই দান করিতে হইবে। ২২-২৪

লবণ, মাখন, গুড়, মধু এবং সুবর্ণনির্মিত পৃথক পৃথক সুন্দর প্রতিমাও দান করা কর্তব্য। ২৫

নন্দিনি! সেইরূপ সকল প্রকার সুগন্ধিত পদার্থ, রস, পুষ্প, শোভা, সম্পূর্ণ ফল, বস্ত্র, চিত্র এবং কাষ্ঠনির্মিত প্রতিকৃতিও যথা-সম্ভব পৃথক পৃথক দান করা কর্তব্য। ২৬-২৭

প্রস্তর, পিষ্ট, দধি, দুগ্ধ এবং দূর্বানির্মিত প্রতিমা বা অন্য প্রতিমাও অভিলাষ অনুসারে দান করিতে হয়। ২৮

সম্পদ বর্তমান থাকিলে স্বামীর আজ্ঞা অনুসারে দেশ-কালের অনুরূপ অল্প বা অধিক দান করা অবশ্য কর্তব্য। ২৯

শোভনে! তিলপাত্রও প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু স্বামীর আজ্ঞা বিনা কোন বস্ত্র দান করা উচিত নয়। স্বামীর আজ্ঞা অনুসারে কপিলা গাভী এবং কাংস্য পাত্রও অবশ্য দান করা বিধেয়। ৩০

সুভগে! অনিন্দিতে! কাল মৃগচর্ম, তিল, বস্ত্র, দর্পণ, কুশাসন এবং মৃগচর্মও দান করিতে হয়। বরবর্ণিনি! এই সব বস্তু দান করত নারী সম্পূর্ণ কামনা লাভ করিয়া থাকেন এবং নারীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা, পুত্রবতী, সৌভাগ্যবতী, রূপবতী,

এতদ্ দত্ত্বা সর্ব্বকামানাপ্নোতি বরবর্ণিনি ।
পুত্রাঽর্থিকা পুত্রবতী সুভগা রূপভাগিনী ॥ ৩২
দৃষ্টবত্যো ধনাঢ্যা চ স্ত্রী ভবত্যমলেক্ষণা ।
ইচ্ছয়া লভতে চৈব কন্যা রূপগুণান্বিতাঃ ॥ ৩৩
ভবন্তি সুভগাস্তাসাং তথৈব চ পুত্রাঽর্থিকাঃ ।
পুত্রবত্যো ধনাঢ্যাশ্চ শীলবত্যশ্চ নিত্যদা ॥ ৩৪
অরুন্ধতি কৃতং হ্যেতন্ময়ৈব প্রথমং ব্রতম্ ।
উমাব্রতকমিত্যেব খ্যাতমত্র মহীতলে ॥ ৩৫
এতদেবোত্তমং স্ত্রীণাং ব্রতং তস্মাৎ সমাচরেৎ ।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি দত্ত্বৈবেতদনিন্দিতে ॥ ৩৬
এতদ্ব্রতকরো হ্যেব দেবদেবো বৃষধ্বজঃ ।
পুরাভিষিক্তবান্ সৌম্যে প্রিয়ার্থং মম সর্ব্বকৃৎ ॥ ৩৭
ব্রতকস্যাবসানেঽথ দেয়ং ভোজ্যাঞ্চ নিত্যদা ।
স্ত্রীণাং কামাঃ প্রদেয়াশ্চ সদৃশাঃ কাল-দেশয়োঃ ॥ ৩৮
একৈকস্য প্রদাতব্যং ব্রতকং বরবর্ণিনি ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রাহ্মণানাঞ্চ দেয়মন্নং সদক্ষিণম্ ॥ ৩৯
পায়সং তত্র দাতব্যং ব্রতকে নাস্তদিষ্যতে ।
নাত্র প্রাশিতব্যং কার্য্যাঃ পুরাণে নিয়তা শ্রুতিঃ ॥ ৪০
অথ দ্বিতীয়ং বক্ষ্যামি ব্রতং সোমসমুদ্ভবে ।
মহাদেবপ্রসাদেন দৃষ্টবত্যাস্মি যদ্ধ্রুতে ॥ ৪১
সর্ব্বাঃ পুত্রফলা নার্য্যঃ সদ্ভিরেতদুদাহৃতম্ ।
তস্মাৎ পুত্রার্থিনী দদ্যাৎ সপুত্রককরকান্ শুভে ॥ ৪২
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ৌ শুভৌ মাসৌ পূরয়েৎ বিধিমাচরেৎ ।
অথবা জ্যৈষ্ঠমেবৈকমাষাঢ়ং বা সমাচরেৎ ॥ ৪৩
ততো মাসদ্বয়ে পূর্ণে মাসে বা বরবর্ণিনি ।
সপুত্রককরকান্ দদ্যাৎ কামিতপ্রতিপূরিতান্ ॥ ৪৪
সর্পিষঃ পয়সশ্চৈব দধ্নোঽথ মধুনোঽপ বা ।
জলস্য চ তথা দদ্যাৎ পূর্ণান্ শশিপ্রভে ॥ ৪৫
একস্মৈ জ্ঞানবৃদ্ধায় সুব্রতায় জিতাত্মনে ।
সপুত্রককরকান্ দদ্যাৎ যাবন্তো মনসঃ প্রিয়াঃ ॥ ৪৬

——

তত্ত্বদর্শী, ধনাঢ্য এবং নির্ম্মল নেত্রবিশিষ্টা হন। তিনি ইচ্ছামাত্রেই এরূপ বহু কন্যা প্রাপ্ত হন, যাহারা রূপ-গুণসম্পন্না, সৌভাগ্যশালিনী, ধনাঢ্যা ও সদা সুশীলা। ২১-৩৪

অরুন্ধতি! আমিই প্রথমে এই ব্রতের আচরণ করিয়াছি, সেইজন্য এই পৃথিবীতে ইহা উমাব্রত নামে বিখ্যাত হইবে। ৩৫

স্ত্রীগণের পক্ষে ইহাই সর্ব্বোত্তম ব্রত, অতএব ইহার আচরণ অবশ্য করিবে। অনিন্দিতে! এই ব্রতের পক্ষে বিহিত এই দান প্রদান করিয়া নারী সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৬

সৌম্যে! এই ব্রতের পুণ্যে আমি দেবাদিদেব বৃষধ্বজ শিবকে যেন ক্রয় করিয়া লইয়াছি। সেই সর্ব্বকর্ত্তা মহাদেব আমার প্রিয় করিবার জন্য পূর্ব্বকালে আমাকে পট্টমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ৩৭

তারপর ব্রতের শেষে সদা ভোজ্য-পদার্থসমূহ দান করিতে হয়। স্ত্রীগণের দেশ-কালের অনুরূপ অভীষ্ট বস্তুসকলও দান করা কর্ত্তব্য। ৩৮

বরবর্ণিনি! ব্রতের যে উপকরণ দ্রব্য, তাহা সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদিগকে দক্ষিণাসহ অন্নদান করা কর্ত্তব্য। ৩৯

এই ব্রতে পায়স দান করিতে হয়। অন্য কোনও অন্ন অভীষ্ট নহে। ইহাতে প্রাশিত্র করা কদাপি উচিত নয়। ইহাই পুরাণে নিশ্চিতরূপে কথিত শ্রুতির সিদ্ধান্ত। ৪০

চন্দ্রনন্দিনি! তবে। এখন আমি অন্য ব্রত বর্ণনা করিব, যাহা আমি মহাদেবের কৃপায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। ৪১

শুভে! সৎপুরুষগণের অভিমত হইল যে, সকল স্ত্রীগণই পুত্ররূপ ফলবতী হয় অর্থাৎ পুত্রের জন্মদান করিলেই তাহাদের নারীত্ব সফল হয়; অতএব পুত্রার্থিনী স্ত্রী পুত্রাভিলাষিণী নারীর দ্বারা দানযোগ্য বহু করক (কমণ্ডলু) দান করিবে। ৪২

পূর্ব্বে যে বিধি কথিত হইয়াছে, উহা পুত্রার্থিনী স্ত্রী জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-এই দুই শুভ মাসে পালন করিবে অথবা কেবল জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় একটি মাস ধরিয়া তাহার আচরণ করিবে। ৪৩

বরবর্ণিনি! তারপর ব্রতের দুই মাস কিংবা এক মাস পূর্ণ হইলে পর পুত্রার্থিনী স্ত্রীগণের দ্বারা দানযোগ্য কমণ্ডলুসমূহ দান করিবে। এই সব কমণ্ডলুর মধ্যে মিষ্টদ্রব্য বা চিনির সরবত পূর্ণ থাকিবে। ৪৪

চন্দ্রতুল্য কান্তিমতী নিষ্পাপা অরুন্ধতি! ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও জলের দ্বারাও কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া দান করিতে হইবে। ৪৫

নারীর কর্ত্তব্য হইল যে, উত্তম ব্রতপালনকারী ও মনকে বশীভূতকারী একজনই জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পুত্রার্থিনী স্ত্রীগণের

ইচ্ছেত স্ত্রী হবিতঃ স্ত্রীণাং কামকরং ততঃ।
কিঞ্চিদ্ব্যং সুতাকামাং সুতাং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥৪৭
সৌবর্ণং কাঞ্চনং বাপি দক্ষিণা চৈব শস্যতে।
বিপ্রস্যাচ্ছাদনং দেয়মবস্ত্র শুচিস্মিতে ॥ ৪৮
যজ্ঞোপবীতং ব্রতকে দদ্যান্নারী শুচিব্রতা।
সপুত্রককাপাত্র বিধিকল্পো বিপশ্চিতা ॥ ৪৯
অপত্যাখ্যানযোগেন ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুচিব্রতা।
সংবৎসরং সুসম্পূর্ণং ব্রতধর্মানুপালিনী ॥ ৫০
করকানপি দদ্যাচ্চ পূর্ণে সংবৎসরে শুভে।
অনুজ্ঞয়া সদা ভর্তুঃ সত্যবাদিন্যকল্পতি ॥ ৫১
সুবর্ণসূত্রং বিপ্রায় কৌমুদ্যাং দাতুমর্হতি
যজ্ঞোপবীতং বিপ্রস্য ব্রতং সংস্থাপ্য কামিকম্ ॥ ৫২
যজ্ঞোপবীতং করকং দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্তিতঃ।

যাহা দানযোগ্য তত কমণ্ডলু প্রদান করিবে, যত কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে তাঁহার মনের অভীষ্ট হইবে। ৪৬

যে নারী পুত্রী লাভ করিতে বাসনা করে, সেই নারী পুত্রী-কামনায় ব্রাহ্মণী স্ত্রীগণকে কোনও একপ দ্রব্য দান করিবে, যাহা তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্ণকারী হইবে। এরূপ করিলে তাহার পুত্রী (কন্যা) লাভ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৭

দক্ষিণার জন্য সোনা অথবা সুবর্ণ দান প্রশস্ত। পবিত্র হাস্যবতী দেবি! এই ব্রতে ব্রাহ্মণকে তাঁহার আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্র (চাদরাদি) অবশ্য দিতে হইবে। ৪৮

পতিব্রতাস্বরূপে ব্রতপালনকারিণী নারী ব্রতে যজ্ঞোপবীত দান করিবে। বিদ্বান্ পুরুষ ইহাতে পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীগণের জন্য বিশেষ কমণ্ডলু দানের বিধানও বলিয়াছেন। ৪৯

তবে! নিরন্তর ব্রতধর্ম পালনকারিণী পবিত্র ব্রতধারিণী স্ত্রী অপত্যাখ্যান যোগে অর্থাৎ পুংলিঙ্গ সন্তান (পুত্র) কামনা করিলে পুংলিঙ্গ নক্ষত্রের (পুষ্য, হস্ত ও শ্রবণের) যোগে এবং স্ত্রীলিঙ্গ সন্তান (কন্যা) লাভের ইচ্ছা হইলে পর (রোহিণী প্রভৃতি) স্ত্রীলিঙ্গ নক্ষত্রের যোগে পূর্ণ একবৎসর যাবৎ সদা পতির আজ্ঞানুসারে করক (কমণ্ডলু) দান করিবে। সত্যবাদিনী অকল্পতি! বর্ষ পূর্ণ হইলে পর কার্তিক-পূর্ণিমার দিনে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণসূত্র (যজ্ঞোপবীত) দান করিতে হইবে। কামনাপূর্বক অনুষ্ঠিত ব্রত সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু ও যথাশক্তি দক্ষিণা দান করা উচিত।

প্রযচ্ছতী সতী স্ত্রীণাং সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥ ৫৩
নবং ন ভক্ষয়েৎ কিঞ্চিন্নারী ধান্যমথো ফলম্।
পুষ্পাণি নোপযুঞ্জীত যাবদেবং সমাচরেৎ ॥ ৫৪
একভক্তেন ধর্মজ্ঞে পুণ্যকং কর্তুমর্হতি।
ব্রাহ্মণায় তথা দেয়ং ভর্তুশ্চ তদনন্তরম্ ॥ ৫৫
এবং স বৎসরং কৃত্বা সুভগা রূপশালিনী।
অবন্ধ্যাবিধবা চৈব স্ত্রী ধনস্য চ ভাগিনী ॥ ৫৬
ঘার্তাকানি ন খাদেদ্ যা স্ত্রী পূর্ণং পরিবৎসরম্।
ন সা পুত্রবিনাশং হি পশ্যতীত্যবগম্যতাম্ ॥ ৫৭
গবাকং মৃগমাংসং বা নিত্যমেব বিবর্জয়েৎ।
নাপ্নোতি মরণং নারী প্রাপ্নোতি পতিদেবতাম্ ॥ ৫৮
অলাবুং বর্জয়েন্নারী তথৈবোপোদিকামপি
কলম্বীং কাঞ্চনং চৈব যা ভুঙ্ক্তে সা সুখং বিন্দতি ॥ ৫৯

যে সতী সাধ্বী স্ত্রী ব্রাহ্মণী রমণীগণকে তাঁহাদের রুচির অনুকূল বস্তুসমূহ দান করে, সেই স্ত্রী সমস্ত কাম্য বস্তুসমূহ উপভোগ করে। ৫০-৫৩

নারী যতকাল এইরূপ ব্রত আচরণ করে, তত কাল কোনও নূতন অন্ন বা ফল ভোজন করিবে না এবং নব পুষ্পসমূহেরও উপভোগ (ব্যবহার) করিবে না। ৫৪

ধর্মজ্ঞে! একবার মাত্র এক সময়ে অন্ন ভোজন করিয়া এই পুণ্যক-ব্রত পালন করিতে হয়। প্রথমে ব্রাহ্মণকে ভোজন দান কর্তব্য, তাহার পর পতিকে। ৫৫

এক বৎসর কাল এরূপ ব্রতাচরণ করিবার পর নারী সৌভাগ্যবতী, রূপ সৌন্দর্যশালিনী, অবিধবা ও ধনেশ্বরী হয়। ৫৬

যে স্ত্রী পূর্ণ এক বৎসরকাল বেগুন ভোজন করে না, সে নিজের পুত্রের মৃত্যু—দেখে না। ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও। ৫৭

স্ত্রীর কর্তব্য হইল—সে গরুগোস, মৃগ অথবা অন্য প্রাণীর মাংস চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া দিবে। এরূপ করিলে স্ত্রী অকাল মৃত্যু বা অপমৃত্যু প্রাপ্ত হয় না এবং পাতিব্রত্য ধর্মপালনের অনুভাগিনী হয়। ৫৮

যে স্ত্রী পতির সুখ কামনা করে, সে অলাবু (লাউ) এবং উপোদিকা (পুঁইশাক) ভোজন পরিত্যাগ করিবে। সে কলমী শাক ও কাঞ্চনও (মরিচপ্রভৃতি) ভোজন করিবে না। ৫৯

পূর্ণে সংবৎসরে দদ্যাদেকৈকং শাকমাদৃতা
সদক্ষিণং পুত্রবতী ভবত্যেকা পুরোঽধিকা ॥ ৬০
যস্তু প্রক্ষালয়না স্ত্রী স্বপাদাবেবমাদিতঃ ।
প্রতিষ্ঠাং লভতে নিত্যমুদ্বেগং নাধিগচ্ছতি ॥ ৬১
দিবা যা সূর্য্যপূতেন বর্ত্তয়েৎ স্ত্রী পতিব্রতা ।
একং সংবৎসরং পূর্ণং রাত্রাবন্নং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬২
সা জীবপুত্রা সুভগা ভবত্যমরবর্ণিনি ।
অধিতিষ্ঠতি সর্ব্বাশ্চ সপত্নী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩
পূর্ণে সংবৎসরে দদ্যাৎ সৌবর্ণং সূর্য্যমুত্তমম্ ।
ব্রাহ্মণায়াভিরূপায় দরিদ্রায় যশস্বিনে ॥ ৬৪
ফলানি বাথ পুষ্পাণি ভক্ষ্যাণ্যপি চ সুব্রতা ।
দদ্যাদনস্তমিতকে চরিতব্রতকা তথা ॥ ৬৫
যা ত্বনাস্তমিতে সূর্য্যে ভুঙ্‌ক্তে স্ত্রী নিয়তা সতী ।
চন্দ্র-নক্ষত্রপূতানি ভোজ্যানি বরবর্ণিনি ॥ ৬৬
সা দদ্যাৎ কাঞ্চনং চন্দ্রং নক্ষত্রাণি গ্রহানপি ।
অভিরূপায় বিপ্রায় বাসশ্চ নবমাহিতম্ ॥ ৬৭
চন্দ্রশীতলগাত্রী সা ভবত্যমরবর্ণিনী ।
সুভগা দর্শনীয়া চ পুত্রবত্যপি ভাবিনী ॥ ৬৮
পৌর্ণমাস্যাং তু সততং প্রাপ্তে সোমোদয়েঽঙ্গনা ।
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সুমনসাং সাক্ষতং সকুশং তথা ॥ ৬৯
যাবকঞ্চ বলিং দদ্যাদ্ দধ্না চ সহ সংযুতম্ ।
এবং যা কুরুতে নিত্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০
অদৃষ্ট্বা যা তু নাশ্নাতি সূর্য্যং নারী পতিব্রতা ।
দুর্দ্দিনে বাথবা ব্যভ্রে সেষ্টান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১
কাঞ্চনং শক্তিতো দদ্যাৎ সা বিপ্রায় যশস্বিনী ।
সুভগা দর্শনীয়া চ ভবত্যমরবর্ণিনী ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে ব্রতকথনে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

এইরূপ এক বৎসর পূর্ণ হইলে পর প্রত্যেক শাক দক্ষিণাসহ আদর পূর্ব্বক দান করিবে। এরূপ করিলে স্ত্রী একা (সপত্নী-রহিতা), পুত্রবতী এবং অগ্রগণ্যা হয়। ৬০

যে স্ত্রী এরূপ ব্রতাচরণ করিয়া আরম্ভ হইতেই নিজের পাদ নিজেই ধৌত করে, সে সদা প্রতিষ্ঠা লাভ এবং কখনও উদ্বেগ-প্রাপ্ত হয় না। ৬১

দেবোপম কান্তিমতী দেবি! যে পতিব্রতা নারী পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত দিনে সূর্য্যের দ্বারা পবিত্র অন্নে জীবন নির্ব্বাহ করে এবং রাত্রিতে ভোজন ত্যাগ করিয়া দেয়, সেই স্ত্রী চিরজীবি-পুত্রবতী ও সৌভাগ্যশালিনী হয় এবং সমস্ত সপত্নীগণের উপর অধিকার স্থাপিত (আধিপত্য) করে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৬২-৬৩

একবর্ষ পূর্ণ হইলে পর সে রূপবান্, দরিদ্র ও যশস্বী ব্রাহ্মণকে সূর্য্যের স্বর্ণময়ী উত্তম প্রতিমা দান করিবে। ৬৪

অথবা এই ব্রতের আচরণকারিণী সেই সুব্রতা নারী সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বেই ফল-মূল ও ভক্ষ্য পদার্থ দান করিবে। ৬৫

বরবর্ণিনি! যে সতী স্ত্রী পূর্ব্বোক্ত রূপে ব্রতধারণ করত সূর্য্যাস্ত হইলে পরই চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহে পবিত্র ভোজ্য পদার্থসমূহ ভোজন করে, সেই স্ত্রী বর্ষ পূর্ণ হইলে পর সুশোভন ও রূপবান্ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণময় চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহসকলের প্রতিমা দান করিবে এবং সেই সঙ্গে উত্তম নবসম্পন্ন বস্ত্র প্রদান করিবে। ৬৬-৬৭

সেই স্ত্রী চন্দ্রতুল্য শীতল শরীরসম্পন্ন, দেবোপম কান্তিতে সুশোভিত, সৌভাগ্যবতী, দর্শনীয়া, পুত্রবতী এবং পতির প্রতি অনুরক্তা হয়। ৬৮

সেই কল্যাণময়ী স্ত্রী সদা পূর্ণিমায় চন্দ্রোদয় হইলে পর অক্ষত ও কুশের সহিত দেবগণকে অর্ঘ প্রদান করিবে এবং দধির সহিত যাবকের (যবের পিষ্টক বা পায়েস) নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে। যে স্ত্রী নিত্য নিয়ম সহকারে এইরূপ করে, সেই স্ত্রী সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। ৬৯-৭০

যে পতিব্রতা স্ত্রী আকাশ মেঘজালে আচ্ছাদিত হউক অথবা মেঘরহিত স্বচ্ছ আকাশ হউক, সূর্য্যদেবকে দর্শন না করিয়া ভোজন করে না, সেই স্ত্রী অভীষ্ট সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হয়। ৭১

যে যশস্বিনী সতী স্ত্রী নিজের শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করে, সেই স্ত্রী সৌভাগ্যবতী, দর্শনীয়া ও দেবোপম কান্তিতে সুশোভিতা হয়। ৭২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে ব্রতকথনবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ নানাবিধ-ব্রতানাং বিধানকথনম্। ]

ভগবত্যুবাচ।

নির্ব্বৈধ্যং শরীরং যৈর্ব্রতকৈঃ পুণ্যকৈরপি।
অরুন্ধতি প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বোভির্বরেণ তু ॥ ১
কৃষ্ণাষ্টমীং বা ক্ষিপতি স্যাদ্ বা মূলকলাশিনী।
ব্রাহ্মণায়ৈকমন্নং যৎ দত্ত্বা ভর্ত্তৃদেবতা ॥ ২
শুক্লবস্ত্রা শুভাচারা গুরুদৈবতপূজকা।
এবং সংবৎসরং কৃত্বা ততো দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে ॥ ৩
গোবালরজ্জুরক্তং চামরঞ্চ রুক্মং তথা।
দক্ষিণাপূর্ণমিষ্টান্নং শক্ত্যা বাপি শুচিব্রতে ॥ ৪
উন্মিষতঃ ষরালাগ্রা শ্রোণিদেশাবলম্বিনঃ।
তস্যা ভবন্তি কেশাস্তু কুঞ্চিতা হি ভর্ত্তরি ॥ ৫
শিরো নির্ব্বেষ্টুকামা তু গোময়েন শিরঃ সতী
প্রক্ষালয়েন্মলং ধাত্র্যা বিল্বেন শ্রীফলেন চ ॥ ৬
গোমূত্রেণ সদা প্রাশ্যোক্তিষু স্নানঞ্চ মিশ্রয়েৎ
কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং দ্যেতৎ কর্ত্তব্যং বরবর্ণিনি ॥ ৭
অবৈধব্যং চৈব সুভগা বিধুরা তথা।
শিরোরোগৈর্নৈব চাস্যাঃ শরীরং ভিতপাতে ॥ ৮
দর্শনীয়ং ললাটং যা কাঙ্ক্ষতি স্ত্রী শুচিস্মিতে।
তিথিং প্রতিপদং নিত্যং সা ক্ষিপেদেকভোজনা ॥ ৯
পয়সা চ তথাশ্নীয়াদ্ যাবৎ সংবৎসরো গতঃ।
ব্রাহ্মণায় ততো দদ্যাৎ পটং রূপান্বিতং শুভম্ ॥ ১০
ললাটং রূপসম্পন্নমাপ্নোতি স্ত্রী সুনর্ম্মা।
সততং স্ত্রী দ্বিতীয়ায়াং ভ্রাতারিচ্ছেৎ সুরূপতাম্ ॥ ১১
অনন্তরোপবাসেন শাকভক্ষাশনা সতী।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ব্রাহ্মণঃ স্বস্তি বাচয়েৎ ॥ ১২
কলৈঃ পরিণতৈঃ সৌবর্ণমাষাণাং দক্ষিণান্বিতৈঃ
লবণেন চ তদ্বৎ তে ঘৃতপাত্রেণ চান্বিতে ॥ ১৩

---

## অশীতিতম অধ্যায়।

[ নানাবিধ ব্রতসমূহের বিধান কথন। ]

ভগবতী উমা বলিলেন,—অরুন্ধতি! যে সব ব্রত ও পুণ্যকের দ্বারা এই শরীরকে পরম সুখপ্রাপ্তির যোগ্য করা যায়, সেই সমস্ত এই তিথি ও শ্রেষ্ঠ ফলের সহিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

পবিত্র ব্রতপালনকারিণী দেবি! যে পতিব্রতা নারী কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নিজের এক সময়ের ভোজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বয়ং উপবাস পূর্ব্বক সেই দিন অতিবাহিত করেন, অথবা সেই দিন ফলমূল খাইয়া অবস্থান করেন, শ্বেতবস্ত্র ধারণ করত সদাচার পালন করিয়া গুরুজন ও দেবতাদের পূজা করেন এবং এইভাবে এক বৎসর এই নিয়ম পালন করেন এবং গোপুচ্ছের রজ্জু নির্ম্মিত চামর, স্বর্ণ তথা দক্ষিণাসহিত মিষ্টান্ন যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দান করেন, সেই পতিব্রতা নারীর কেশ কটিপ্রদেশের নিম্নস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উহার অগ্রভাগ কুঞ্চিত হয়। ২-৫

বরবর্ণিনি! যিনি নিজ মস্তকের সুখ কামনা করেন, সেই সতী সাধ্বী স্ত্রী গোময়, বেল ও পাকা বেল (শ্রীফল)—এই সকল একত্র করিয়া তাহার দ্বারা (নিজ) মস্তক ধৌত করিবেন। উহার মল দূর করিবেন। সর্ব্বদা গোমূত্র পান করিবেন এবং মস্তক ধৌত করিবার সময় ঐ জলে গোমূত্র মিশ্রিত করিবেন। প্রতি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই নিয়ম পালন করিতে হইবে। এইরূপ আচারপালনকারিণী স্ত্রী বিধবা হন না এবং সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকেন। তাঁহার জ্বর প্রভৃতি রোগ হয় না এবং শিরোরোগেও কষ্ট হয় না। ৬-৮

শুচিস্মিতে! যে স্ত্রী নিজ ললাটকে দর্শনীয় বা শোভাসম্পন্ন করিতে চাহেন, তিনি এক বৎসর যাবৎ প্রত্যেক প্রতিপদ তিথিতে একবারমাত্র ভোজন করিয়া এবং দুধের সহিত ভাত খাইয়া থাকিবেন। তারপর (বৎসরান্তে) ব্রাহ্মণকে স্বর্ণময় পট্ট দান করিতে হয়। এইরূপ আচরণকারিণী সুন্দর কান্তিদেহযুক্তা স্ত্রী মনোহর রূপ-সৌন্দর্য্য যুক্ত ললাট প্রাপ্ত হন। ৯-১০

নিষ্পাপ অরুন্ধতি! তোমার কল্যাণ হউক। যিনি ভ্রাতাদের সৌন্দর্য ইচ্ছা করেন, সেই সতী সাধ্বী স্ত্রী সকল দ্বিতীয়া তিথিতে একবার উপবাস করিয়া শাক-ভাত খাইয়া থাকিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে সুন্দর পাকা ফল, এক মাষা সুবর্ণ দক্ষিণা এবং লবণ ও ঘৃতে পূর্ণ পাত্র দান করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবেন। ১১-১৩

আত্মনঃ শোভনৌ কর্ণৌ বিচ্ছন্তী স্ত্রী সুমধ্যমা।
নক্ষত্রে শ্রবণে প্রাপ্তে শ্রবঃ ভুঞ্জীত যাবকম্ ॥ ১৪
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে কর্ণৌ দত্ত্বা হিরণ্ময়ৌ
ঘৃতে প্রক্ষিপ্য বিপ্রায় পয়সা সহিতে শুভে ॥ ১৫
নাসামিচ্ছেল্ললাটান্তামব্যঙ্গাং ব্যাধিবর্জিতাম্।
তিলগুচ্ছং সদা সিঞ্চেদ্ যাবৎপুষ্পেতি রক্ষিতঃ ॥ ১৬
অনন্তরোপবাসেন সেক্তব্যঃ সলিলৈঃ সদা।
তস্মাদবাপ্য পুষ্পাণি ঘৃতে প্রক্ষিপ্য দাপয়েৎ ॥ ১৭
নক্তভোজনমিতি যা স্ত্রী কাঙ্ক্ষেতায়তলোচনে।
অনন্তরং বৈ ভুঞ্জানা পয়সাথ ঘৃতেন বা ॥ ১৮
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে পদ্মপত্রাণি দত্ত্বা।
তথৈবোৎপলপত্রাণি ক্ষিপেৎ ক্ষীরে শুচিস্মিতে ॥ ১৯
প্রযতানানি বিপ্রায় ততো দদ্যাৎ সতী সতি।
কৃষ্ণসারসমানাক্ষী তদ্দত্ত্বা ভবতি স্ম বৈ ॥ ২০
ইচ্ছেদোষ্ঠৌ চারুরূপৌ যা স্ত্রী ধর্মগুণান্বিতা

সা দুগ্ধয়েন তু পিবেচ্চৈকং বৎসরং সতী ॥ ২১
অযাচিতেন ভুঞ্জীত নবম্যাং ধর্মভাগিনী।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে বিদ্রুমং দাতুমর্হতি ॥ ২২
তেন বিম্বফলোষ্ঠী স্ত্রী ভবত্যেব শোভনে।
সুভগাথ বপুঃপুত্রধনাঢ্যা গোমতী তথা ॥ ২৩
যা চারুরূপা নিচ্ছেত দন্তানমন্তবর্ণিনি।
শুক্লাষ্টম্যোঃ ন সাঙ্গীয়াত্ কৃষ্ণপক্ষবিনিন্দিতা ॥ ২৪
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে দদ্যাদ্ রৌপ্যময়ান্ সতী।
দন্তান্ প্রক্ষিপ্য ধর্মজ্ঞে পয়ঃঘৃতবিশোধিতে ॥ ২৫
তেন সা জাতিপুষ্পাভান্ দন্তান্ প্রাপ্নোতি সা সতী।
সৌভাগ্যমপি চাপ্নোতি সপুত্রং শুভাননে ॥ ২৬
সর্বাঙ্গেষু মুখং কান্তমিচ্ছেদ্ যা রুচিরাননে।
সা পূর্ণমাস্যাং স্নাত্বা তু প্রাপ্য চন্দ্রোদয়ে শুভে ॥ ২৭
যাবকং পয়সা সিক্তং দত্ত্বা বিপ্রায় ভামিনী।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে চন্দ্রং রূপাময়ং শুভম্ ॥ ২৮

---

যে সুমধ্যমা (সুন্দর কটিদেশবিশিষ্টা) স্ত্রী নিজ কর্ণ দুইটিকে সুন্দর শোভাসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রবণা নক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই যব বা যবক্ষুদ ভোজন করিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে দুইটি সুবর্ণের কর্ণ নির্মাণ করিয়া দুগ্ধ মিশ্রিত ঘৃতমধ্যে রাখিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। ১৪-১৫

যে স্ত্রী ললাটসংলগ্না নাসিকা ইচ্ছা করেন, যাহাতে উহা বিকৃত না হয় বা ব্যাধিহীন হয় এবং সর্বদা সুন্দরভাবে থাকিতে চাহেন, তিনি সদা তিলগুচ্ছ সিঞ্চন করিবেন এবং যতদিন না উহাতে সুরক্ষিত হইয়া ফুল ও ফল জন্মায়, ততদিন সিঞ্চন করিতে হইবে। যেদিন হইতে সিঞ্চন আরম্ভ হইবে সেদিন প্রথমে উপবাস করিতে হইবে এবং পুনরায় জল সিঞ্চন করিতে হইবে। যখন উহাতে ফুল জন্মাইবে, তখন ঐ ফুল লইয়া ঘৃতে নিক্ষেপপূর্বক দান করিতে হইবে। ১৬-১৭

হে আয়তলোচনে! যিনি সুন্দর অক্ষি কামনা করিবেন, তিনি নিরন্তর দুগ্ধ অথবা ঘৃত দ্বারা ভোজন করিবেন। শুচিস্মিতে! এইভাবে একবৎসর পূর্ণ হইলে তিনি যত্ন ও ভূষণে বিভূষিতা হইয়া কমল ও কুমুদের পাতায় দুধ ঢালিবেন এবং তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। হে পতিব্রতে! এইভাবে দান করিয়া নারী কৃষ্ণসার মৃগের সমান নেত্রবিশিষ্টা হইয়া থাকে। ১৮-২০

ধর্মগুণযুক্তা সতী সাধ্বী যে স্ত্রী সুন্দর ওষ্ঠযুগল কামনা করেন, তিনি এক বৎসর দুগ্ধ পান করিবেন এবং ধর্মভাগিনী হইয়া প্রত্যেক নবমী তিথিতে অযাচিতভাবে উপস্থিত অন্ন ভোজন করিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে একটি বিদ্রুম (প্রবাল) দান করিতে হয়। ২১-২২

হে শোভনে! এইরূপ করিলে ঐ স্ত্রীর ওষ্ঠযুগল অবশ্যই বিম্বফলের সমান লাল হয় এবং তিনি সৌভাগ্যবতী, রূপবতী, পুত্রবতী, ধনাঢ্যা ও গোমতী হইয়া থাকেন। ২৩

হে অমন্তবর্ণিনি! যিনি রুচির সুন্দর ও স্বচ্ছ দন্ত কামনা করেন, তিনি শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথির উভয় সময়েই ভোজন করিবেন না। ২৪

হে ধর্মজ্ঞে! এইভাবে একবৎসর পূর্ণ হইয়া যাইলে ঐ সতী নারী রূপার দন্ত নির্মাণ করিয়া উহা উত্তম ঘৃতযুক্ত দুধে ফেলিয়া দিবেন এবং দন্তসহিত ঐ দুধ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। ২৫

হে শুভাননে! এইরূপ করিলে ঐ সতী সাধ্বী স্ত্রী চামেলী পুষ্পতুল্য শ্বেতশুভ্র দন্ত প্রাপ্ত হন এবং পুত্র লাভ করেন। ২৬

হে রুচিরাননে! যে স্ত্রী কান্তিযুক্ত মুখমণ্ডল কামনা করেন, সেই ভামিনী পূর্ণিমায় স্নান করিয়া চন্দ্রোদয় হইলে দুগ্ধ দ্বারা সিক্ত যব বা যবের খাদ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে রূপার চন্দ্রের প্রতিমা নির্মাণ করিয়া উহা

পদ্মে দ্রুমে তু বিন্যস্য ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ।
পূর্ণচন্দ্রমুখী তেন দানেন স্ত্রী শুভা ভবেৎ ॥ ২৯
স্তনাবিচ্ছতি যা নারী তুঙ্গতালফলোপমৌ।
অযাচিতং দশম্যাং সা নিত্যমশ্নীত বাগ্যতা ॥ ৩০
সংবৎসরে ততঃ পূর্ণে দ্বে বিল্বে কাঞ্চনে শুভে।
সদক্ষিণে ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি দৃঢ়াত্মনে ॥ ৩১
সৌভাগ্যং পরমাপ্নোতি বহুপুত্রাংস্তথৈব চ।
সদোন্নতৌ স্তনৌ সা স্ত্রী বিভর্ত্তি বরবর্ণিনি ॥ ৩২
শাতোদরত্বমিচ্ছন্তী ক্ষিপেদেকান্তভোজিনী।
পঞ্চম্যাং তত্র ভোক্তব্যমন্নং ভোজয়েন নিত্যদা ॥ ৩৩
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে যদা চাতিসিতাং শুভে।
কৃত্বা সদক্ষিণাং দদ্যাৎ ব্রাহ্মণায় দৃঢ়াত্মনে ॥ ৩৪
নেত্রাবিচ্ছতি যা নারী রূপযুক্তৌ সুমধ্যমে।
ত্যক্ষীত সা ক্ষিপেদেবং শাকৈঃ সর্ব্বৈরনিন্দিতৈঃ ॥ ৩৫
সংবৎসরে ততঃ প্রাপ্তে রৌপ্যে পদ্মে দদাতু সা।
ব্রাহ্মণায়াভিরূপায় তথা নেত্রে শুভম্ ॥ ৩৬
শ্রোণীঃ বিশালামবিচ্ছেৎ স্ত্রী ক্ষিপেদেব সুব্রতে।
ত্রয়োদশীমেকভক্তমন্নাদেবমযাচিতম্ ॥ ৩৭
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে লবণং সম্প্রযচ্ছতু।
প্রজাপতিমুখাকারং কৃত্বা তত্র বরাননে ॥ ৩৮
কাঞ্চনং চৈব দাতব্যং তদাকারস্য সর্ব্বদা।
অঞ্জনেন চ বর্ত্তিকা নয়নৈরেবচূর্ণয়েৎ ॥ ৩৯
বস্ত্রাণি চৈব পূর্ণানি বাসো রক্তঞ্চ দাপয়েৎ।
তেন শ্রোণীমতিমতাং স্ত্রী সৌম্যে প্রতিপদ্যতে ॥ ৪০
মধুরাং বাচমিচ্ছন্তী বর্জ্জয়েল্লবণং সতী।
সংবৎসরং বা মাসং বা প্রযচ্ছেল্লবণং ততঃ ॥ ৪১
সদক্ষিণং ব্রাহ্মণায় পরং মাধুর্য্যমিচ্ছতী।
শুকবাক্যাদ্ধ্রুতগুণং লভতামরবর্ণিনি ॥ ৪২
গূঢ়গুল্‌ফশিরৌ পাদাবিচ্ছন্ত্যা লোমনন্দিনি।
ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠ্যাং বরারোহে ভোক্তব্যং সলিলোদনম্ ॥ ৪৩

পদ্মপুষ্পের উপর রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক দান করিতে হইবে। ঐ দানফলে স্ত্রী ঐ দানের দ্বারা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখযুক্ত হন। ২৯

যে নারী তুঙ্গতালফলের (তাল-ফল) ন্যায় তুঙ্গ স্তনদ্বয় কামনা করেন, তিনি প্রত্যেক দশমী তিথিতে সংযত মৌন থাকিয়া অযাচিত অন্ন ভোজন করিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে স্বর্ণের দুইটি বেল (বিল্বফল) নির্ম্মাণ করিয়া দক্ষিণা-সহ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। তিনি পরম সৌভাগ্য ও বহু পুত্র প্রাপ্ত হন। হে বরবর্ণিনি! ঐ নারী সদা উন্নত স্তন ধারণ করিতে পারেন। ৩০-৩২

যিনি কৃশোদরী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি একান্তে ভোজন করিবেন এবং সকল পঞ্চমী তিথিতেই তিনি কেবল জলের সহিত অন্ন গ্রহণ করিবেন। ৩৩

হে শুভে! [illegible]! এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে জিতাত্মা ব্রাহ্মণকে পুষ্পসহ চামেলীলতা দক্ষিণা সহিত দান করিতে হইবে। ৩৪

হে সুমধ্যমে! যে নারী সুন্দর চক্ষুযুগল কামনা করেন, তিনি সকল [illegible] তিথিতে সর্ব্ব প্রকার উত্তম শাক দ্বারা আহার করিয়া সময় অতিবাহিত করিবেন। এইভাবে একবৎসর অতীত হইলে তিনি সুবর্ণময় কমলের উপর দুইটি প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প রাখিয়া তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। ৩৫-৩৬

হে সুব্রতে! যে নারী বিশাল নিতম্ব পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ত্রয়োদশী তিথিতে কেবল একবার অযাচিত অন্ন ভোজন করিবেন এবং এইভাবে প্রত্যেক ত্রয়োদশী তিনি অতিবাহিত করিবেন। ৩৭

হে বরাননে! এইভাবে একবৎসর পূর্ণ হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখের আকৃতির ন্যায় আকৃতিযুক্ত করিয়া লবণরাশি দান করিতে হইবে। ৩৮

এইভাবে প্রজাপতির মুখের আকারে সর্ব্বদা সুবর্ণ দান করিতে হইবে। তৎপর বর্ত্তিকা নারী [illegible] অঞ্জনের দ্বারা নয়নের নেত্রে কাজল লাগাইবেন। ৩৯

হে সৌম্যে! পূর্ণ বস্ত্র ও লাল রঙের বস্ত্র দান করিতে হইবে। এইভাবে ঐ নারী নিজ মনের অনুকূল নিতম্ব প্রাপ্ত হইবে। ৪০

যে নারী মধুর বাণী ইচ্ছা করিবেন, তিনি এক বৎসর বা এক মাসব্যাপী লবণ খাওয়া ত্যাগ করিবেন এবং বাণীর মাধুর্য্যের ইচ্ছা রাখিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসহিত লবণ দান করিবেন। হে অমরবর্ণিনি! এইরূপ করিলে শুক-পক্ষীর মধুর বাণী অপেক্ষা অধিক মিষ্ট গুণযুক্ত বাণী লাভ করা যায়। ৪১-৪২

হে লোমনন্দিনি! বরারোহে! যে স্ত্রী গুল্‌ফশিরবিশিষ্ট পাদদ্বয় পাইতে কামনা করেন, তিনি প্রতি ষষ্ঠী তিথিতে কেবল জলের সহিত ভাত খাইবেন। ৪৩

অগ্নির্বা ব্রাহ্মণো বাপি ন স্প্রষ্টব্যঃ পদা সদা
যদা পদা স্পৃশেত্তং বন্দেত্ তপসান্বিতে ॥ ৪৪
পাদেন ন চ বৈ পাদং প্রক্ষালয়িতুমর্হতি ।
এতৈর্নিত্যব্রতৈর্যুক্তা ধর্মজ্ঞা পতিদেবতা ॥ ৪৫
কুর্যাৎ স্বর্ণময়ৌ দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় পতিব্রতে ।
তৌ ধান্য ব্রাহ্মণায় সম্পরিস্রা মৃৎসহনবে ॥ ৪৬
পদ্মে চাধোমুখে কৃত্বা দদ্যাদ্ বিপ্রায় নন্দিনি
বস্ত্রৈর্ধান্যৈর্মিশ্রপিষ্টা কাঞ্চনেনাভ্যলঙ্কৃতে ॥ ৪৭
সর্বমেব তু যা গাত্রমিচ্ছত্যতিমনোহরম্ ।
ত্রিরাত্রং পুণ্যকালে সা কুর্য্যাত্ পতিদেবতা ॥ ৪৮
কৌমুদ্যামথবা মর্ত্যা নাসাং চাশ্বযুজে তথা
মাতরং পিতরং চৈব মন্যতেঽতিথিদৈবতম্ ॥ ৪৯
ঘৃতঞ্চ নিত্যং বিপ্রেভ্যো দদ্যাত্ লবণং তথা ।
সম্মার্জনং গৃহে চৈব কুর্য্যাত্ পতিদেবতা ॥ ৫০
উপলেপনঞ্চ ধর্মজ্ঞে বলিকর্ম চ নন্দিনি ।
বাগদুষ্টা চৈব যা ভবেৎ ভক্ত্যা স্বধর্মপরিতা ॥ ৫১
পর্বাস্বাতু চ যা কিঞ্চিৎ শাকং ব্রতস্বিনি ।
বলিং দত্ত্বা স্বধর্মাঞ্চ পরিত্যজতু ভাবিনি ॥ ৫২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পারিজাতহরণে ব্রতকবিধানে অশীতিতমোঽধ্যায়: ॥ ৮০

হে তপস্বিনি! ব্রত আচরণকারিণী স্ত্রী কখনও পা দ্বারা অগ্নি বা ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবেন না; যদি কখনও স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণাম করা কর্তব্য। ৪৪

পা দ্বারা কখনও পা ধৌত করা উচিত নয়। এইসব নিত্য-ব্রতযুক্তা ধর্মজ্ঞা পতিব্রতা নারী স্বর্ণের বা রৌপ্যের দুইটি পদ্ম নির্মাণ করিবেন। নন্দিনি পতিব্রতে! ঐ পদ্মকে মৃত্তিকা মধ্যে রাখিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। হে নন্দিনি! এই ভাবে দুইটি পদ্মকে অধোমুখে রাখিবার পর উহা শাল বস্ত্র ধান্যাদি দ্রব্যে সংযুক্ত করিয়া ও স্বর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তারপর উহা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। ৪৫-৪৬

যে পতিদেবতা নারী নিজ সম্পূর্ণ শরীরকে অত্যন্ত মনোহর করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুণ্যপর্বের সময় তিনরাত্রি উপবাস করিবেন। ৪৭

তিনি কার্তিক, আষাঢ়, মাঘ এবং আশ্বিনের পূর্ণিমায় মাতা পিতা, অতিথি এবং দেবতাদের অর্চনা-সৎকার এবং পূজা করিবেন। ৪৮

সেই পতিব্রতা স্ত্রী ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন লবণ ও ঘৃত দান করিবেন এবং গৃহে নিত্য সম্মার্জন করিবেন অর্থাৎ ঝাঁট দিবেন। ৪৯

হে ধর্মজ্ঞে! হে নন্দিনি! প্রত্যহ নিজ ধর্মপরায়ণা নারী গৃহে উপলেপন ও দেবতাদিগকে উপহারদানরূপ বলিকর্ম করিবেন এবং তিনি কখনও কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। ৫০-৫১

হে ব্রতস্বিনি! তিনি কোনও একপ্রকার শাকই ভক্ষণ করিবেন, দেবতাদের জন্য উপহার প্রদান করিবেন এবং নিষিদ্ধ আহার ত্যাগ করিবেন। ৫২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে ব্রতসমূহের বিধান বিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ উমাদেব্যা ব্রতকথনসোপসংহারঃ, নারদেন দেবীভিশ্চরিতানাং ব্রতানাং বর্ণনম্, শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীভিশ্চ ব্রতানুষ্ঠানম্, তথা দানস্য কথনঞ্চ। ]

উমোবাচ

ব্রাহ্মণান্ সপ্তপানিচ্ছেদেকভক্তেন নিত্যদা।
সপ্তমীং সপ্তমীং নিত্যং জপেৎ স্ত্রী পতিদেবতা ॥ ১
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে বৃষং দদ্যাদ্ধিরণ্ময়ম্।
সদক্ষিণং ব্রাহ্মণায় ততঃ কুম্ভী ভবেৎ ॥ ২
করকে দীপকং দদ্যাৎ সদা যা প্রমদা ব্রতে।
পূর্ণে সংবৎসরে দদ্যাৎ সৌবর্ণং দীপকং ততঃ ॥ ৩

## একাশীতিতম অধ্যায়।

[ উমাদেবী কর্তৃক ব্রতকথনের উপসংহার, নারদ কর্তৃক দেবীগণাচরিত ব্রতসমূহের বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণপত্নীদিগের ব্রতানুষ্ঠান ও দানকথন। ]

যে পতিব্রতা স্ত্রী ভগবান্ সূর্যকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রত্যেক সপ্তমী তিথিতে একবারমাত্র ভোজন করিয়া কাটাইবেন। ১

তারপর এক বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে একটি স্বর্ণনির্মিত বৃষ দক্ষিণাসহিত দান করিবেন। এইরূপ করিলে তিনি শুভ লক্ষণযুক্ত বহুপুত্রে যুক্ত হইয়া থাকেন। ২

যে নারী সদা উত্তম করক পাত্রের নীচে দীপ দান করেন, এক বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি সুবর্ণের দীপ দান করিবেন। ৩

ঋচ্ছ্যা সা স্ত্রী ভবেদ্ভর্তুরিষ্টা পুত্রবতী তথা ।
সপত্নীনামপি তথা দীপবজ্জ্বলতে শুভে ॥ ৪
যা শেষভোজিনী নিত্যং নৈব চ স্বাদকর্ত্তৃকা ।
ন চ স্যাদ্ বাগ্মনা সৌম্যে নিত্যঞ্চ পতিদেবতা ॥ ৫
শৌচান্বিতা চ সততং ন চ রুক্ষাভিভাষিণী ।
শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োর্নিত্যং শুশ্রূষাভিরতা সতী ॥ ৬
কিং তস্যা ব্রতকৈঃ কার্য্যং কিং বা হ্যুপবাসকৈঃ ।
যা ভর্ত্তৃদেবতা নিত্যং সত্যধর্ম্মগুণান্বিতা ॥ ৭
বিধবা স্ত্রী তু যা হি স্যাদ্দৈবযোগাৎ সতী সতি
তস্যা কল্যাপি যো ধর্ম্মঃ পুরাণোক্তঃ শুভধারে ॥ ৮
পতিং সঙ্কল্পয়িত্বা সা চিত্রস্থং বাথ মৃণ্ময়ম্
তস্য পূজাং সদা কুর্য্যাৎ সতাং ধর্ম্মং স্মরেৎ ॥ ৯
তত এবাভ্যনুজ্ঞাং সা নিত্যং যাচেত সুব্রতা
ব্রতকে চোপবাসে চ ভোজনে চ বিশেষতঃ ॥ ১০
ভর্ত্তৃলোকান্ ব্রজত্যেব ন চেন্ন যাচ্যতে পতিম্
শাণ্ডিল্যা সূর্য্যবদ্ভাতি সততং পতিদেবতা ॥ ১১
যদা প্রভৃতি সর্ব্বেষাং দেবানাং চৈব যোষিতঃ ।
প্রকাশিতু পুণ্যকবিধিঃ পৌরাণো যঃ সনাতনঃ ॥ ১২
মুনিশ্চ নারদঃ কৃৎস্নং পৌরাণং জ্ঞাস্যতে বিধিম্ ।
উপবাসস্য ধর্ম্মাত্মা ব্রতকানাং তথৈব চ ॥ ১৩
অদিতিস্তপসেন্দ্রাণী ত্বঞ্চ সোমসুতে বরে ।
প্রবর্ত্তনে পুণ্যকানাং ব্রতকানাঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ১৪
কীর্ত্তনীয়াঃ সতীনাং হি ভবিষ্যথ গুণান্বিতাঃ ।
উপবাসব্রতবিধিং যথাবদ্ধি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৫
প্রাদুর্ভাবেষু সর্ব্বেষু ভার্য্যা বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ।
জ্ঞাস্যন্তি পুণ্যকবিধিং নিত্যমেব সনাতনম্ ॥ ১৬
সবিশেষশ্চ ধর্ম্মাণাং স্ত্রীধর্ম্মেষু প্রশস্যতে ।
পতিভক্তিস্তুষ্টিরবাগ্দুষ্টতায়েন চ ॥ ১৭

নারদ উবাচ

এবমুক্তাস্তু তাঃ সাধ্ব্যো মহাদেব্যা তপোধনাঃ ।
জগ্মুর্হৃষ্টা মহাদেবীং প্রণিপত্য হরিপ্রিয়াম্ ॥ ১৮

---

হে ভদ্রে ! উহাতে সেই স্ত্রী নিজ স্বামীর দ্বারা পতির প্রাণবল্লভা হন এবং পুত্রবতী হন । তিনি সপত্নীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন এবং দীপের ন্যায় প্রকাশিতা হন । ৪

হে সৌম্যে ! যে স্ত্রী প্রতিদিন সকলের ভোজনের পর শেষে ভোজন করেন, কাহারও স্বাদে আঘাত দেন না, আহার না করে থাকেন না এবং সর্ব্বদা পতিদেবতা হয়ে থাকেন ; সর্ব্বদা শৌচাচার পালন করেন, কখনও রুক্ষ কথা বলেন না, প্রতিদিন শ্বশ্রূ ও শ্বশুর সেবায় তৎপর থাকেন,—এই প্রকার সতী স্ত্রীর ব্রত আচরণেই কি ফল ? অথবা উপবাসেরই বা কি প্রয়োজন ? যিনি সর্ব্বদা পতিকে দেবতারূপে পূজা করেন এবং সত্যধর্ম্ম ও সদ্গুণে সম্পন্না, তাঁহার জীবন সফল হয় । ৫-৭

শুভধারে ! যে সতী সাধ্বী নারী কখনও দৈবযোগে বিধবা হইয়া যান, তাঁহার জন্য পুরাণে যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিব । ৮

তিনি পতির চিত্রে অথবা মৃন্ময় প্রতিমায় পতিকে চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিবেন এবং সৎপুরুষগণের ধর্মকে নিরন্তর স্মরণে রাখিবেন । ৯

হে সুব্রতে ! সেই স্ত্রী প্রতিদিন ঐ চিত্রগত বা প্রতিমাগত পতির নিকট হইতে ব্রত, উপবাস ও বিশেষতঃ ভোজনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবেন । ১০

যিনি নিজ পতিকে উল্লঙ্ঘন করেন না, তিনি পতিলোকে গমন করেন এবং স্বর্গে পতিব্রতা শাণ্ডিলীতুল্য সদা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিতা হইতে থাকেন । ১১

আজ হইতে দেবতাদিগের পত্নীগণ যাহা পুরাণ-প্রতিপাদিত সনাতন পুণ্যকবিধি, তাহা শ্রবণ করিবেন (জানিতে পারিবেন) । ১২

ধর্ম্মাত্মা নারদমুনিও ব্রত-উপবাসের সম্পূর্ণ পৌরাণিক বিধি জানিতে পারিবেন । ১৩

শ্রেষ্ঠ সোমকুমারি ! অদিতি দেবী, ইন্দ্রাণী এবং তুমিও নিজ তপস্যার দ্বারা ঐ বিধি জানিতে পারিবে । পুণ্যক এবং ব্রতসমূহের আরম্ভে সদা সদ্গুণবতী তোমরা সতী নারীগণের দ্বারা কীর্ত্তনীয়া হইবে । ১৪

মহাত্মা বিষ্ণুর সকল অবতারের পত্নীগণ এই উপবাসব্রত ও পুণ্যকের সম্পূর্ণ সনাতন বিধি সর্ব্বদা যথাযথরূপে জানিতে পারিবেন । ১৫-১৬

সকল ধর্মের মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রী-ধর্মে পতিভক্তি, [illegible] অভাব এবং দুষ্টবাক্য বা দুর্বাক্য প্রয়োগ না করা—এই তিনটি বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে । ১৭

নারদ বলিলেন—মহাদেবী পার্ব্বতী এইরূপ বলিলে পর সেই সব সাধ্বী তপোধন দেবীগণ হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া হরিপ্রিয়া পার্ব্বতীকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন । ১৮

অদিতির্ব্রতকং চক্রে পুরা নক্ষত্রচারিণী
উমাব্রতবিধিঃ সর্বঃ পূর্বোদ্দিষ্টস্তয়া কৃতঃ ॥ ১৯
পারিজাতে নিবধ্যাথ মম দত্তস্তু কশ্যপঃ ।
অদিতিব্রতকং নাম তদ্দত্তং সত্যভাময়া ॥ ২০
তদেব ব্রতকং দত্তং সাবিত্র্যা ধর্মনিত্যয়া
তৈরেব বৃক্ষৈঃ সংযুক্তমিদং সত্যাধিকং কৃতম্ ॥ ২১
সন্ধ্যাকালে তু সম্প্রাপ্তে স্থানে স্থানে তথৈব চ ।
পূজনং বা নমস্কারো জপশ্চ বিপুলঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
সাবিত্রীব্রতকং কৃত্বা তথাদিত্যা ব্রতং সতী ।
ভর্তুঃ কুলং পিতৃকুলমাত্মানং চৈব তারয়েৎ ॥ ২৩
ইন্দ্রাণী ব্রতকং চক্রে তদেবোমা যথা বিধি
রক্তপত্রাধিকং বাসো ভোজনং চৈব স বিস্তরম্ ॥ ২৪
চতুর্থে দিবসে বাপি পুণ্যকস্য বিধিঃ পুনঃ
অহোরাত্রোপবাসশ্চ দেয়ং কুম্ভশতং তথা ॥ ২৫
গঙ্গয়া ব্রতকং দত্তং তদেবোমা সমাকৃতি ।
স্নানমত্যধিকং হ্রদে প্রত্যহং সা স্থলে জলে ॥ ২৬
অন্যস্মিন বা জলে স্নাত্বা তত্ত্বপাকে হরিপ্রিয়ে ।
এতদ্ গঙ্গাব্রতং নাম সর্বকামপ্রদং স্মৃতম্ ॥ ২৭
সপ্ত সপ্ত চ সপ্তাথ কুলানি হরিবল্লভে ।
স্ত্রী তারয়তি ধর্মজ্ঞা গঙ্গাব্রতকচারিণী ॥ ২৮
দেয়ং কুম্ভসহস্রং তু গঙ্গায়া ব্রতকে শুভে ।
তারণং পাবনঞ্চৈব তরণঞ্চ সার্বকামিকম্ ॥ ২৯
ধনধান্যং চকারাথ ব্রতং ধান্যবতং শুভম্ ।
হেমন্তে তত্র কর্তব্যং কালে হরিবল্লভে ॥ ৩০
ইমানি চৈব বাক্যানি ক্রমাদাকাশমাস্থিতা
স্নাত্বা শুচিসমাচারা নমস্কৃত্য পতিং শুভে ॥ ৩১
চরাম্যহং ন সহসা হিমং পৃষ্ঠেন ধারয়ে ।
পতিব্রতা জীবপুত্রা ভবেয়ং পুরাহবিকা ॥ ৩২
সপত্নীর্বিবিধৈঃ পশ্যেয়মেব মা যমম্ ।
সভর্তৃপুত্রা জীবেয়ং চিরঞ্চ সুখমেব চ ॥ ৩৩

ধর্মচারিণী অদিতি দেবী যে ব্রত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর; উমাদেবী প্রথমে যে ব্রতের বিধান দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে অদিতি দেবী পালন করিয়াছিলেন। ১৯

মহর্ষি কশ্যপকে পারিজাতে বাঁধিয়া তিনি আমার হস্তে দিয়াছিলেন। উহার নাম অদিতিব্রত। অদিতি যেমন ব্রতসমষ্টি দান করিয়াছিলেন, সত্যভামাও ঐ ব্রত দান করিয়াছিলেন। ২০

নিত্য ধর্মপরায়ণা সাবিত্রী দেবীও এই ব্রত করিয়াছিলেন এবং উহাতে দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই সমুচিত সাধনসমূহে সংযুক্ত হওয়ায় এই সত্যাকাল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ২১

সেইহেতু সন্ধ্যাকাল আসিলে স্থানে স্থানে গিয়া পূজন, নমস্কার ও জপ বিপুল ফলদায়ক বলিয়া কথিত হয়। ২২

সতীনারী সাবিত্রীব্রত ও অদিতিব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পতিকুল, পিতৃকুল তথা নিজেকে উদ্ধারসাধন করিতে পারেন। ২৩

ইন্দ্রাণীও উমাকথিত ব্রত বিধিপূর্বক পালন করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি লাল রঙের বস্ত্র ও ভোজ্যপদার্থে যুক্ত উত্তম ভোজন বিশেষভাবে দিয়াছিলেন। ২৪

চতুর্থ দিবসে পুনরায় পুণ্যকব্রতের জন্য দানের বিধি আছে। অহোরাত্র (অর্থাৎ একদিন রাত) উপবাস করিয়া একশত কুম্ভ বা ঘট দান করিতে হয়। ২৫

বরবর্ণি, হরিপ্রিয়ে রুক্মিণি! গঙ্গাদেবীও উমা কর্তৃক কথিত ব্রতের অনুষ্ঠান ও দান করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে সরোবরের তটদেশে স্থিত জলে অথবা অন্য জলে স্নান করিতেন। এই প্রকার সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহের দাতা বলিয়া কীর্তিত। ২৬-২৭

হে হরিবল্লভে! গঙ্গাব্রতপালনকারিণী ধর্মজ্ঞা নারী পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং পতিকুলের সপ্তসপ্তপুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে। ২৮

হে শুভে! গঙ্গাব্রতে একসহস্র কুম্ভ দান করিতে হয়। এই ব্রত সমস্ত কামনার পূরক, দুঃখসমূহের তারক এবং মনোরথসমূহের পূরণকারী। ২৯

হে হরিবল্লভে! সৎকর্মের পক্ষে ধনধান্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ব্রত হেমন্ত ঋতুতে উন্মুক্ত (খোলা আকাশের নীচে) করিতে হয়। ৩০

হে শুভে! পবিত্র আচরণকারিণী স্ত্রী স্নানের পর পতিকে প্রণাম করিয়া খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করত নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ বলিবেন। ৩১

আমি পৃষ্ঠে হিম বা বরফের আঘাত সহ্য করিয়া এই ধান্যক-ব্রত আচরণ করিতেছি। আমার কামনা এই যে, আমি যেন পতিব্রতা, চিরজীবী পুত্রের মাতা এবং নারীগণের অগ্রগণ্যা হইতে পারি। ৩২

সপত্নীগণের উপর আমার প্রভুত্ব স্থাপিত হউক, আমি যেন কখনও যমের দর্শন না করি এবং আপন পতি ও পুত্রের সহিত চিরকাল যেন সুখে জীবিত থাকি। ৩৩

পতিলোকঞ্চ গচ্ছেয়ং ভবেয়ং নন্দিনী তথা।
সুচৈলা সুব্রতা চ স্বজনেষ্টা গুণান্বিতা ॥ ৩৪
এবং কৃত্বা ততো বিপ্রঃ মধুনা স্বস্তি বাচয়েৎ
তিলৈরপি তথা কৃষ্ণৈঃ পায়সেন তু ভোজয়েৎ ॥ ৩৫
এবং ব্রতানি দেবীভিঃ কৃতান্যম্বরবর্ণিনি।
মহাদেব্যা পুরোক্তানি রুদ্রপত্ন্যা হরিপ্রিয়ে ॥ ৩৬
অহং ব্রবীমি তপসা সর্বাত্মেন সমন্বিতাঃ
সর্বা দ্রক্ষ্যথ ধন্যানি ব্রতকানি তথৈব চ ॥ ৩৭
পৌরাণান্যাময়া দেব্যা যানি দৃষ্টানি বৈ পুরা।
কল্যাণগুণযুক্তানি পাবনানি শুভানি চ ॥ ৩৮
বৈশম্পায়ন উবাচ।
রুক্মিণী ব্রতকং চক্রে দৃষ্ট্বা ব্রতকবিস্তরম্।
উমায়া বরদানেন দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৩৯
উমাব্রতকবৎ সর্বং রত্নদানং তথাধিকম্।
রত্নমালাপ্রদানঞ্চ তথান্নং সার্বকামিকম্ ॥ ৪০
তথা জাম্ববতী চক্রে পুরোমাব্রতকং তথা।
দানাবত্যাধিকং সা তু রত্নকুম্ভং মনোহরম্ ॥ ৪১
সত্যা দদৌ তথৈবাথ পুরোমাব্রতকং যথা।
পীতবস্ত্রাধিকং বাসস্তথা দত্তমুমাব্রতে ॥ ৪২
রোহিণ্যাথ চ ফাল্গুন্যা মদ্রা চ পুরাতনে।
ব্রতানি বহু দত্তানি বহুনি কুলবর্ধন ॥ ৪৩
দদৌ শতভিষা চৈব ব্রতকং পুণ্যলক্ষণম্।
যেন নক্ষত্রমুখ্যত্বং জগাম কুরুনন্দন ॥ ৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পারিজাতহরণে উমাব্রতকথনসমাপ্তৌ পারিজাতহরণ-
কথনসমাপ্তৌ চৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

ভবিষ্যকালে আমি যেন পতিলোকে গমন করি, নিজ কুল ও পরিবারে আনন্দ যেন বর্ধিত করিতে পারি, আমার বস্ত্র ভাল থাকুক, আমার ব্রত শুভ হউক, আমার স্বজনের যেন তুষ্টি করিতে পারি এবং সদ্গুণবতী হই। ৩৪

এইভাবে ব্রত পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণতিল ও মধুমিশ্রিত পায়স ভোজন করাইবে। ৩৫

হে অম্বরবর্ণিনি! হরিপ্রিয়ে! এইরূপ রুদ্রপত্নী মহাদেবী উমা কর্তৃক পূর্বকালে কথিত ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান পরে দেবীগণ করিয়াছিলেন। ৩৬

প্রাচীনকালে উমা কল্যাণগুণযুক্ত, পাবন, শুভজনক ও পুরাতন যে সমস্ত ব্রতের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, আমি বলিতেছি, দেবীগণ! সেই সমস্ত ব্রত তোমরা সকলে আমার তপোবল-সম্পন্না হইয়া দেখিতে পাইবে। ৩৭-৩৮

বৈশম্পায়ন কহিলেন—রাজন্! রুক্মিণী উমার বরদান অনুসারে দিব্যচক্ষুদ্বারা ব্রতের বিস্তার দেখিয়া সকল এক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৩৯

তিনি সমস্ত কিন্তু উমার ব্রতের ন্যায় করিয়াছিলেন, কিন্তু রত্নদান, রত্নমালা দান এবং সকল কামনার পূরক অন্নদান—এইগুলি উমা অপেক্ষা অধিক করিয়াছিলেন। ৪০

জাম্ববতীও সেইরূপ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রথমে উমা যাহা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা তিনি মনোহর রত্নময় কুম্ভদান অধিক করিয়াছিলেন। ৪১

সত্যভামাও পূর্বকালে উমার ব্রতের সমান ব্রত ও দান করিয়াছিলেন, পরন্তু উমাব্রতে তিনি উমার অপেক্ষা পীতবস্ত্রের দান অধিক করিয়াছিলেন। ৪২

হে কুলবর্ধনকারী রাজন্! পুরাকালে রোহিণী, ফাল্গুনী ও মদ্রাও বহু ব্রত ও দান করিয়াছিলেন। ৪৩

হে কুরুনন্দন! শতভিষাও পুণ্যলক্ষণ ব্রতের অনুষ্ঠান ও দান করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি নক্ষত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে উমাব্রত-কথনসমাপ্তিবিষয়ক ও পারিজাতহরণ-কথাসমাপ্তি-বিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ৮১*

* কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই ৮১ সর্গ পর্যন্ত হরিবংশের 'পূর্বার্ধ' বলিয়া কথিত হয় এবং ৮২ সর্গ হইতে হরিবংশের 'উত্তরার্ধ' বলিয়া কথিত হয়।

# দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ বটপুরবাসিনামসুরাণাং সমাসেন পরিচয়ঃ, তেভ্যো ব্রহ্মণো ভগবতঃ শিবস্য চ বরদানঞ্চ। ]

জনমেজয় উবাচ।

বৈশম্পায়ন ধর্মজ্ঞ ব্যাসশিষ্য তপোধন
পারিজাতস্য হরণে বটপুরং পরিকীর্ত্তিতম্‌ ॥ ১
নিবাসোঽসুরমুখ্যানাং দারুণানাং তপোধন।
তেষাং বধং মুনিশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তয়স্ব প্রকাশ্য চ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

ত্রিপুরে নিহতে বীর রুদ্রেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা
তত্র প্রধানা বহবো বহুযুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৩
শত্রাবিনা ন বধ্যন্তে কারণে ত্রিপুরালয়াঃ।
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি ন ন্যূনান্যধিকানি চ ॥ ৪
তে জ্ঞাতিবধসন্তপ্তাশ্চক্রুর্বীর ! পুরা তপঃ
জম্বুমার্গে মহাসিদ্ধে মহর্ষিগণসেবিতে ॥ ৫
আদিত্যাভিমুখা বীরাঃ সহস্রাণাং শতং সমাঃ।
বায়ুভক্ষা নৃপশ্রেষ্ঠ স্তুবন্তঃ পদ্মসম্ভবম্‌ ॥ ৬
তেষামুত্তমরূঃ রাজন্ গণ একঃ সমাশ্রিতঃ।
বৃক্ষং তত্রাবসন্ বীরাস্তে কুরুশ্রেষ্ঠ মহৌজসঃ ॥ ৭
কপিথবৃক্ষমাশ্রিত্য কেচিত্তত্রোষিতাঃ পুরা।
মৃণালবাটীষু পরে চেরুরুগ্রং তথা তপঃ ॥ ৮
বটমূলে তথা চেরুস্তপঃ কৌরবনন্দন।
অধীয়ন্তো পরং ব্রহ্ম বটং পর্য্যুপতাপিতাঃ ॥ ৯
তেষাং তুষ্টঃ প্রজাকর্ত্তা বরদেন পিতামহঃ।
বরং দাতুং নৃপশ্রেষ্ঠঃ প্রাপ্তো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ॥ ১০
বরং বরয়তেত্যুক্তাস্তে পঙ্কজসমুদ্ভবম্।
নেষুস্তরবশেনৈব বিনমুগ্রায়ুকং বিভুম্ ॥ ১১
ইচ্ছন্তোঽপচিতিং শম্ভোস্তে তদা কুরুনন্দন।
তানুবাচ ততো ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞঃ কুরুনন্দন ॥ ১২

---

## দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[ বটপুরবাসী অসুরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মার ও ভগবান্ শিবের বরদান। ]

জনমেজয় বলিলেন—হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসশিষ্য তপোধন বৈশম্পায়ন! আপনি পারিজাত-হরণের প্রসঙ্গে বটপুরের বর্ণনা করিয়াছেন। ১

হে তপোধন! আপনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ নগরে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর অসুরেরা বাস করিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ঐ বটপুরনিবাসী দৈত্য তথা অসুরদের বধ বর্ণনা করুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে বীর জনমেজয়! অনায়াসে মহৎ কার্য্যকারী রুদ্রদেব কর্তৃক যখন দৈত্যদের তিনটি পুরী বিনষ্ট হইল, তখন সেখানে অনেক প্রধান প্রধান অসুরশ্রেষ্ঠ অবশিষ্ট রহিল। তাহারা ত্রিপুরবাসী হইলেও রুদ্রদেবের বাণের আঘাতে বধ হইল না। তাহাদের সংখ্যা অন্যূনকে ষাট্ লক্ষ ছিল। ৩-৪

সেই অসুর বীরগণ পূর্ব্বকালে নিজ জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধবের বধে সন্তপ্ত হইয়া মহর্ষিগণসেবিত ও সংপুরুষগণের প্রিয় জম্বুমার্গে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল। ৫

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই বীর দৈত্যগণ সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক এক লক্ষ বর্ষ (বৎসর) যাবৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মার স্তুতি করিয়াছি। ৬

হে রাজন্! ঐ দৈত্যদের মধ্যে একদল উত্তম বৃক্ষের আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছিল এবং সেই বীরগণ সেখানে কঠোর তপস্যা করিবার জন্য বাস করিতেছিল। ৭

পূর্ব্বকালে ঐ দৈত্যদের মধ্যে কেহ কেহ কপিত্থ (কয়েত) বৃক্ষ আশ্রয় লইয়া সেখানে রহিল এবং অন্যান্যেরা মৃণালনালযুক্ত বৃক্ষ-বাটিকার আশ্রয় করিয়া উগ্র তপস্যা করিতেছিল। ৮

হে কৌরবনন্দন! কেহ কেহ অসুরকুমার বট বৃক্ষের মূলে রহিল এবং ঐ বটবৃক্ষে অবস্থান করিয়া পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে তপস্যা করিতেছিল

হে নরদেব! কিছু কাল পরে ধর্ম্মধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রজাস্রষ্টা দেবদিদেবাদি পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর দান করিতে সেখানে আসিলেন। ১০

হে রাজন্! কমলযোনি ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন—বর প্রার্থনা কর। তখন তাহারা ভগবান্ ত্রিনেত্রধারী রুদ্রের বিদ্বেষবশতঃ বরদান লইতে ইচ্ছা করিল না। ১১

হে কুরুনন্দন! তাহারা রুদ্রদেবের প্রতিশোধ লইয়া তাঁহার দ্বারা বিনষ্ট নিজ জ্ঞাতি বন্ধুদের ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছিল। তখন সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন। ১২

বিশ্বস্য জগতঃ কর্ত্তুঃ সংহর্ত্তুশ্চ মহাত্মনঃ
কঃ শক্তোঽপচিতিং গন্তুং মাস্তু বোঽত্র বৃথা শ্রমঃ ॥ ১৩

অনাদিমধ্যনিধনঃ সোমো দেবো মহেশ্বরঃ।
তস্মাদ্য সুখং স্বর্গে বস্তুমিচ্ছন্তি যে সুরাঃ ॥ ১৪

তে নেচ্ছন্ত কেচিত্ ভবাত্মানো মহাসুরাঃ।
অপেক্ষুরপরে রাজন্নসুরা ভবভাবনাঃ ॥ ১৫

নেচ্ছুর্যে সুদুরাত্মানস্তানুবাচ পিতামহঃ
বরয়ধ্বং বরং বীরা রুদ্রক্রোধাদৃতেঽসুরাঃ ॥ ১৬

ত উচুঃ সর্ব্বদেবানামবধ্যাঃ স্যাম হে বিভো
পুরাণি ষট্ চ নো দেব ভবন্তুর্ব্বীতলে ॥ ১৭

সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থং ষট্পুরং চাস্তু নঃ প্রভো।
বয়ঞ্চ ষট্পুরং গত্বা বসেম চ সুখং বিভো ॥ ১৮

রুদ্রাচ্চপ্রং ভয়ং ন স্যাদ্ যেন নো জ্ঞাতয়ো হতাঃ।
নিহতং ত্রিপুরং দৃষ্ট্বা ভীতাঃ স্ম তপসাং নিধে ॥ ১৯

পিতামহ উবাচ

অসুরা ভবতাবধ্যা দেবানাং শঙ্করস্য চ।
ন বাধিষ্যথ চেদ্ বিপ্রান্ সৎপথস্থান্ সতাং প্রিয়ান্ ॥ ২০

বিপ্রোপঘাতং যোঽত্রোচ্চৈঃ করিষ্যথ কথঞ্চন।
নাশং যাস্যথ বিপ্রা হি জগতঃ পরমা গতিঃ ॥ ২১

নারায়ণাদ্ বিভেতব্যং কৃতপ্রিয়ৈর্ব্রাহ্মণাহিতম্।
সর্ব্বভূতেষু ভগবান্ হিতং ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥ ২২

তে গতা অসুরা রাজন্ ব্রহ্মণাথ বিসর্জ্জিতাঃ।
যেঽপি ভক্তা মহাদেবমসুরা ধর্ম্মচারিণঃ ॥ ২৩

স্বয়ং হি দর্শনং তেষাং দদৌ ত্রিপুরনাশনঃ।
শ্বেতং বৃষভমারুহ্য সোমঃ সগণঃ প্রভুঃ।
উবাচেদঞ্চ ভগবানসুরান্ স সতাং গতিঃ ॥ ২৪

বৈরমুৎসৃজ্য দম্ভঞ্চ হিংসাং চাসুরসত্তমাঃ।
মামেব চাশ্রিতাস্তস্মাদ্ বরং সাধু দদামি বঃ ॥ ২৫

বৈদিকীতাঃ স্থ মুনিভিঃ সংক্রিয়াপরৈর্দ্বিজৈঃ
সহ তৈর্গম্যতাং স্বর্গঃ প্রীতোঽহং বঃ সুকর্ম্মণা ॥ ২৬

---

যিনি সম্পূর্ণ জগতের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা, সেই মহাত্মা ভগবান্ শঙ্করের প্রতিশোধ লইতে কে সমর্থ হইবে? অতএব এই ব্যাপারে তোমাদের বৃথা শ্রম করা উচিত নয়। ১৩

উমাসহিত দেব মহেশ্বর আদি মধ্য ও অন্তরহিত। তাঁহার উপর দ্রোহ রাখিয়া অসুরদিগের মধ্যে যাহারা স্বর্গে সুখপূর্ব্বক বাস করিতে ইচ্ছা করে, সেই মহাত্মা অসুরগণ বর লইতে ইচ্ছা করিল না; পরন্তু হে রাজন্! অপর অসুরগণ যাহারা দুরদর্শী অথবা ভগবান্ মহাদেবের মহিমাকে জানে, তাহারা বর-গ্রহণে অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিল। ১৪-১৫

যে দুরাত্মা অসুরগণ বর লইতে ইচ্ছা করে নাই, তাহাদিগকে পিতামহ ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন,—বীর অসুরগণ! তোমরা ভগবান্ রুদ্রের উপর ক্রোধ প্রকাশ ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর। ১৬

তখন তাহারা বলিল,—হে পিতঃ! আমরা যেন সকল দেবতার অবধ্য হই। হে দেব! পৃথিবীর ভিতর আমাদের ছয়টি পুরী রহিয়াছে। হে প্রভো! আমাদের এই ছয়টি পুরী সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত পদার্থে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। হে ভগবন্! আমরা সেই ষট্পুরে যাইয়া সুখপূর্ব্বক নিবাস করিতে ইচ্ছা করি। ১৭-১৮

হে তপোনিধে! যিনি আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধবদিগকে হত্যা করিয়াছেন, সেই রুদ্রদেব হইতে আমরা যেন ভয়প্রাপ্ত না হই। ত্রিপুরের বিনাশ দেখিয়া আমরা ভয়ে ভীত হইয়াছি। ১৯

পিতামহ বলিলেন,—হে অসুরগণ! তোমরা দেবতাদের ও ভগবান্ শঙ্করের অবধ্য হইবে। কিন্তু এই বর সেই পর্য্যন্ত কার্য্যকর থাকিবে, যতকাল তোমরা সৎপথে অবস্থানকারী ও সৎপুরুষদিগের প্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে বাধা দিবে না। ২০

যদি তোমরা কখনও ব্রাহ্মণকে হত্যা কর, তাহা হইলে তোমরা বিনিষ্ট হইয়া যাইবে; কারণ, ব্রাহ্মণগণই জগতের পরম আশ্রয়। ২১

ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী পুরুষের ভগবান নারায়ণ হইতে ভয় করা কর্ত্তব্য; কারণ, ভগবান্ জনার্দ্দন সর্বভূতের প্রতি হিতবুদ্ধি ধারণ করেন। ২২

হে রাজন্! এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা বিদায় দান করিলে সেই অসুরগণ চলিয়া গেল এবং অন্য অসুরগণ যাহারা ধর্ম্মাচরণে তৎপর ছিল ও মহাদেবের ভক্ত ছিল, তাহাদের নিকট ত্রিপুরবিনাশক ভগবান্ মহাদেব উমার সহিত শ্বেত-বৃষভে আরোহণ করিয়া নিজ পার্ষদগণের সহিত স্বয়ং দর্শন দান করিলেন এবং সৎপুরুষগণের আশ্রয়ভূত ভগবান্ শিব সেই অসুরদিগকে ইহা বলিলেন। ২৩-২৪

হে অসুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা বৈর, দম্ভ ও হিংসা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আশ্রয় করিয়াছ, সেইহেতু আমি তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব। ২৫

হে সৎকর্ম্মপরায়ণ ঋষিদিগণ কর্ত্তৃক তোমরা আমার প্রতি ভক্তিতে দীক্ষিত হইয়াছ, তাঁহাদিগের সহিত তোমরা সকলে স্বর্গলোকে গমন কর; তোমাদের সৎকর্ম্মে আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। ২৬

ইহ যে চৈব বৎস্যন্তি তাপসা ব্রহ্মবাদিনঃ।
অপি কাপিথিকা বৃক্ষে তেষাং লোকা যথা মম ॥ ২৭
ইহ মাসান্তপক্ষান্তে যঃ করিষ্যতি মানবঃ
বানপ্রস্থেন বিধিনা পূজয়ন্মাং তপোধনাঃ ॥ ২৮
বর্ষাণাং স সহস্রং তু তপসঃ প্রাপ্স্যতে ফলম্।
কৃত্বা ত্রিরাত্রং বিধিবৎ প্রাপ্স্যতে চেপ্সিতাং গতিম্ ॥ ২৯
অর্কদ্বীপে নিবসতো দ্বিগুণং তদ্ভবিষ্যতি।
ন বিদেশে চ তত্তুল্যং বো বদাম্যেতদ্দদাম্যহম্ ॥ ৩০
শ্বেতবাহননামানং যশ্চ মাং পূজয়িষ্যতি।
সর্ব্বতোভদ্রচিত্তোঽপি গতিং স তাং যাস্যতি ॥ ৩১

ঔডুম্বরান্ বাটমূলান্ দ্বিজান্ কাপিথিকানপি।
তথা শৃগালবাটীয়ান্ বর্ষাস্থানো দৃঢ়ব্রতান্ ॥ ৩২
মুনীংশ্চ ব্রহ্মবাদীয়ান্ সবিশেষেণ যে নরাঃ।
পূজয়িষ্যন্তি সততং তে যাস্যন্তীপ্সিতাং গতিম্ ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবো ভগবান্ শ্বেতবাহনঃ।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈ রুদ্রলোকং জগাম বৈ ॥ ৩৪
রুদ্রমার্গং গমিষ্যামি রুদ্রমার্গে বসাম্যহম্।
এবং সঙ্কল্পমানোঽপি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
ষট্পুরবধে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২

যে সকল ব্রহ্মবাদী তাপস এই কপিথ বৃক্ষের পার্শ্বে বাস করিবেন, তাঁহারা কাপিথিক হইবেন এবং আমার সমান লোক প্রাপ্ত হইবেন। ২৭

হে তপোধনগণ! যে মনুষ্য অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন বানপ্রস্থবিধি অনুযায়ী পূজা করিতে করিতে এখানে বাস করেন, তিনি সহস্র বৎসরের তপস্যার ফল পাইয়া থাকেন এবং বিধিপূর্ব্বক তিনরাত্রি নিবাস করিলে তিনি ঈপ্সিত গতি প্রাপ্ত হন। ২৮-২৯

অর্কদ্বীপে বাসকারীর ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হইবে। পরন্তু বিদেশে বা দূরদেশে বাস করিলে তোমাদের ভাল হইবে না, এই বর আমি তোমাদিগকে দিলাম। ৩০

যিনি 'শ্বেতবাহন' নামে আমার পূজা করিবেন, তিনি সকল দিক্ হইতে সম্মুক্ত হইলেও আমার গতি প্রাপ্ত হইবেন। ৩১

যে মনুষ্যগণ ঔডুম্বর (যজ্ঞডুম্বুর-ফলাহারী মুনি), বাটমূল (বটবৃক্ষের মূলে নিবাসকারী), কাপিথিক (কয়েত-বেলফলাহারী), শৃগালবাটীয় (শৃগাল নামক বৃক্ষে বাসকারী) মহাত্মা, দৃঢ়ব্রত এবং ব্রহ্মবাদী মুনিদিগকে সকলে বিশেষভাবে পূজা করিবে, তাহারা ঈপ্সিত গতি প্রাপ্ত হইবে। ৩২-৩৩

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্বেতবাহন মহাদেব তাঁহাদের সকলেরই সহিত রুদ্রলোকে চলিয়া গেলেন। ৩৪

আমি রুদ্রমার্গে যাইব, আমি রুদ্রমার্গে নিবাস করিব, এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্পকারী মনুষ্যও রুদ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ষট্পুরবধবিষয়ক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ব্রহ্মদত্তস্য যজ্ঞে বসুদেব-দেবক্যোরাগমনম্, দৈত্যৈর্ব্রহ্মদত্তস্য কন্যানামপহরণম্, প্রদ্যুম্নেন তাসাং রক্ষা, নারদ-বাক্যেন দৈত্যৈঃ সহ ক্ষত্রিয়-নরপতীনাং মিলনম্, শ্রীকৃষ্ণস্য ষট্পুরে আগমনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
একস্মিন্নেব কালে তু চতুর্ব্বেদষড়ঙ্গবিৎ।
ব্রাহ্মণো যাজ্ঞবল্ক্যস্য শিষ্যো সর্ব্বগুণান্বিতঃ ॥ ১
ব্রহ্মদত্তেতি বিখ্যাতো বিপ্রো বাজসনেয়িবান্।
অশ্বমেধঃ কৃতস্তেন বসুদেবস্য ধীমতঃ ॥ ২
স সংবৎসরদীক্ষায়াং দীক্ষিতঃ ষট্পুরালয়ঃ।
আবর্ত্তায়াঃ শুভে তীরে সুমহা মুনিজুষ্টয়া ॥ ৩

### ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[ ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞে বসুদেব-দেবকীর আগমন, দৈত্যগণের দ্বারা ব্রহ্মদত্তের কন্যাদিগকে অপহরণ, প্রদ্যুম্ন কর্তৃক তাহাদের রক্ষা, নারদের কথায় দৈত্যদের সহিত ক্ষত্রিয় নরপতিগণের মিলন এবং শ্রীকৃষ্ণের ষট্পুরে আগমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন — জনমেজয়! এই সময়ে সাঙ্গাদি চার বেদ ও শিক্ষাদি ছয় অঙ্গসমূহে অভিজ্ঞ ব্রহ্মদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ এক বৎসরব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত হন। ব্রহ্মদত্ত যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য, সর্ব্বগুণে গুণবান্ এবং শুক্ল যজুর্বেদ—বাজসনেয় সংহিতার অধ্যেতা ছিলেন। ইঁহার গৃহও ষট্পুরেই ছিল। ইনি কোনও এক সময় বুদ্ধিমান্ বসুদেবকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ইনি মুনিসেবিত আবর্ত্তা নদীর পবিত্র তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১-৩

সখা চ বসুদেবস্য সহাধ্যায়ী দ্বিজোত্তমঃ ।
উপাধ্যায়শ্চ কৌরব্য আত্রেয়ো মহাত্মনঃ ॥ ৪
বসুদেবস্তত্র যাতো দেবক্যা সহিতঃ প্রভো ।
যজমানং ষট্‌পুরস্থং যথা শক্রো বৃহস্পতিম্ ॥ ৫
তৎ সত্রং ব্রহ্মদত্তস্য বহ্বন্নং বহুদক্ষিণম্ ।
উপাসন্তি মুনিশ্রেষ্ঠা মহাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬
ব্যাসোঽহং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ সুমন্তুর্জৈমিনিস্তথা ।
ধৃতিমান্ জাবলিশ্চৈব দেবলাদ্যাশ্চ ভারত ॥ ৭
তস্যানুরূপয়া যুক্তা বসুদেবস্য ধীমতঃ ।
যজ্ঞেপ্সিতান্ দদৌ কামান্ দেবকী ধর্মচারিণী ॥ ৮
বাসুদেবপ্রভাবেণ জগৎস্রষ্টুর্মহীতলে ।
তস্মিন্ সত্রে বর্তমানে দৈত্যাঃ ষট্‌পুরবাসিনঃ ॥ ৯
নিকুম্ভাদ্যাঃ সমাগম্য তমূচুর্বরদর্পিতাঃ ।
কার্যতাং যজ্ঞভাগো নঃ সোমং পাস্যামহে বয়ম্ ।
কন্যাশ্চ ব্রহ্মদত্তো নো যজমানঃ প্রযচ্ছতু ॥ ১০
বয়ং সত্রস্য কন্যাশ্চ রূপবত্যো মহাত্মনঃ
আহুর্ যাঃ প্রদাতব্যাঃ সর্বা এব হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১১
রত্নানি চ ব্রহ্মদত্তো বিশিষ্টানি দদাতু নঃ ।
অন্যথা তু ন যষ্টব্যং বয়মাজ্ঞাপয়ামহে ॥ ১২
এতচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মদত্তস্তানুবাচ মহাসুরান্ ।
যজ্ঞভাগো ন বিহিতঃ পুরাণেষ্বসুরসত্তমাঃ ॥ ১৩
কথং সত্রে সোমপানং শক্যং দাতুং ময়া হি বঃ ।
পৃচ্ছধ্বম্ মুনিশ্রেষ্ঠান্ বেদশাস্ত্রার্থকোবিদান্ ॥ ১৪
কন্যা হি মম যা দেয়াস্তাশ্চ সঙ্কল্পিতা ময়া ।
অন্তর্বেদ্যাং প্রদাতব্যাঃ সদৃশানামসংশয়ম্ ॥ ১৫
রত্নানি তু প্রযচ্ছামি সান্ত্বেনাহং বিভিন্নাতাম্ ।
বলাদ্বৈব প্রদাস্যামি দেবকীপুত্রসংশ্রিতঃ ॥ ১৬

কুরুনন্দন ! দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মদত্ত মহাত্মা বসুদেবের সহপাঠী, সখা, উপাধ্যায় ও আত্রেয় ছিলেন। ৪

প্রভো ! সেই সময় ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির নিকট গমন করেন, সেইরূপ দেবকীসহ বসুদেব সেখানে ষট্‌পুরে যজ্ঞকারী ব্রহ্মদত্তের নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলেন। ৫

ব্রহ্মদত্তের সেই যজ্ঞ বহু অন্ন ও প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন ছিল। দৃঢ়তাপূর্বক উত্তম ব্রতপালনকারী মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠগণ এই যজ্ঞের সেবা করিয়াছিলেন। ৬

হে ভারত ! এই যজ্ঞ বুদ্ধিমান বসুদেবের যজ্ঞের অনুরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল। উহাতে আমি (বৈশম্পায়ন), আমার গুরু ব্যাসদেব, যাজ্ঞবল্ক্যমুনি, সুমন্ত, জৈমিনি, ধৈর্যশীল জাবলি (বা জাবালি) এবং দেবলাদি মহর্ষিগণও উপস্থিত ছিলেন। এই যজ্ঞে ধর্মপরায়ণা দেবকীদেবী জগৎস্রষ্টা ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবে এই পৃথিবীতে সকলকে মনোবাঞ্ছিত পদার্থ দান করিয়াছিলেন। ৭-৮

যখন সেই যজ্ঞ চলিতেছিল, সেই সময় ষট্‌পুরবাসী বরদানের মদে গর্বিত নিকুম্ভাদি দৈত্যগণ সেখানে আসিয়া ব্রহ্মদত্তকে বলিল। ৯

আমাদের জন্যও যজ্ঞভাগের ব্যবস্থা কর, আমরা এই যজ্ঞে সোমরস পান করিব। যজমান ব্রহ্মদত্ত আমাদিগকে স্বীয় কন্যাসকল দান করুক। ১০

আমরা শুনিয়াছি যে, এই মহাত্মার বহু রূপবতী কন্যা আছে। তাহাদের আহ্বান করিয়া আনিয়া সর্বপ্রকারে আমাদের সকলকে প্রদান করুক। ব্রহ্মদত্ত আমাদের উত্তম উত্তম বহু রত্নও প্রদান করুক। তবে যজ্ঞ করিতে পারিবে। অন্যথা সে যজ্ঞ করিতে পারিবে না। আমরা এই আজ্ঞাদান করিতেছি। ১১-১২

ইহা শ্রবণ করত ব্রহ্মদত্ত সেই মহাসুরগণকে বলিলেন,— অসুরশ্রেষ্ঠগণ ! পুরাতন বেদে অসুরদের জন্য যজ্ঞভাগ-দানের ব্যবস্থা নাই ; তাহা হইলে আমি যজ্ঞে আপনাদের সকলকে সোমরস কিভাবে প্রদান করিতে পারি ? এখানে বেদের বিস্তৃত অর্থে বিশেষজ্ঞ বহু শ্রেষ্ঠ মুনি আছেন, ইহাদিগকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন। ১৩-১৪

আমার যে সব কন্যা দানযোগ্যা ছিল, তাহাদের মানসিক সংকল্পের দ্বারা সমর্পণ করিয়া দিয়াছি অর্থাৎ মনে মনে অন্য পুরুষগণের হস্তে তাহাদের সকলকে প্রদান করিয়াছি, এখন অন্তর্বেদীতে যোগ্য বরগণের হস্তে তাহাদের প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৫

এখন রহিল রত্নের কথা, সেই সব রত্ন আমি আপনাদের অবশ্যই প্রদান করিব, যখন আপনারা সান্ত্বনাপূর্বক (শান্তভাবে) কথাবার্তা বলিবেন, এই কথা আপনারা ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করুন। বলপ্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আমি কিছুই প্রদান করিব না, কারণ, আমি ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছি, অতএব তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন। ১৬

নিকুম্ভাচ্চ কৃতিতাঃ স সর্বাঃ ষট্পুরবাসিনঃ ।
ব্রহ্মদত্তস্য বিপুলং তুরগং কন্যাশ্চ তাস্তথা ॥ ১৭

তদ্ দৃষ্ট্বা সম্প্রবৃত্তং তু দধ্যাবানকদুন্দুভিঃ ।
বাসুদেবং মহাত্মানং বলভদ্রং গদং তথা ॥ ১৮

বিদিতার্থস্ততঃ কৃষ্ণঃ প্রদ্যুম্নমিদমব্রবীৎ ।
গচ্ছ কন্যাপরিত্রাণং কুরু পুত্রাশু মায়য়া ॥ ১৯

যাবদ্ যাদবসৈন্যেন ষট্পুরং যাম্যহং প্রভো ।
স যযৌ ষট্পুরং বীরঃ পিতুরাজ্ঞাকরস্তদা ॥ ২০

নিমেষান্তরমাত্রেণ গত্বা কন্যা মহাবলঃ ।
কন্যাস্তা মায়য়া বীরো নানাপচক্রে মহাবলঃ ॥ ২১

মায়াময়ীশ্চ কৃত্বান্যাঃ কন্যকাঃ রুক্মিণীসুতঃ ।
তা বৈতরিতি চ ধর্মাত্মা দেবকীমুক্তবাংস্তদা ॥ ২২

মায়াময়ীস্ততো হৃত্বা সুতাঃ দৈত্য ভূতাশনাঃ
ষট্পুরং বিবিশুর্দৈত্যাঃ পরিতুষ্টা মহাদিশ ॥ ২৩

কর্ম চাসার্যতে তত্র বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ।
যদ্বিশিষ্টং বহুগুণং তৎ কৃতং নরাধিপ ॥ ২৪

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা রাজানস্তত্র ভারত ।
সত্রে নিমন্ত্রিতাঃ পূর্বং ব্রহ্মদত্তেন ধীমতা ॥ ২৫

জরাসন্ধো দন্তবক্রঃ শিশুপালস্তথৈব চ ।
পাণ্ডবা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ মালবাঃ সপদাতয়ঃ ॥ ২৬

রুক্মী চৈবাহুতিশ্চৈব নীলো বা ধর্ম এব চ ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ শল্যঃ শকুনিরেব চ ॥ ২৭

রাজানশ্চাপরে বীরা মহাত্মানো দৃঢ়ায়ুধাঃ ।
আবাসিতা নাতিদূরে ষট্পুরস্য চ ভারত ॥ ২৮

তান্ দৃষ্ট্বা নারদঃ শ্রীমানচিন্তয়দনিন্দিতঃ ।
অত্রাস্য যাদবানাং চ ভবিষ্যতি মহারণঃ ॥ ২৯

অত্র দেবগণঃ যুদ্ধে ভবিষ্যতি প্রমত্তমাবয়ম্
এবং সঞ্চিন্তয়িত্বাথ নিকুম্ভভবনং গতঃ ॥ ৩০

পূজিতঃ স নিকুম্ভেন দানবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ।
উপবিষ্টঃ স ধর্মাত্মা নিকুম্ভমিদমব্রবীৎ ॥ ৩১

---

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া ষট্পুরবাসী নিকুম্ভ প্রভৃতি পাপী অসুরগণ হৃষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা ব্রহ্মদত্তকে লুণ্ঠন করত তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণকে অপহরণ করিল। ১৭

অসুরগণে লুণ্ঠন আরম্ভ হইতে দেখিয়া বসুদেব মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গদকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৮

শ্রীকৃষ্ণ তাহার চিন্তার অর্থ হইতে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি প্রদ্যুম্নকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি শীঘ্র গমন কর এবং মায়া অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণকে রক্ষা কর। প্রভাবশালী প্রদ্যুম্ন! ততক্ষণের মধ্যে আমি যাদবসেনাবাহিনীর সহিত ষট্‌পুরে যাইতেছি। ১৯

মহাবল কামরূপ বীর প্রদ্যুম্ন পিতার আজ্ঞাপালনকারী ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ষট্‌পুরে গমন করিলেন এবং নিমেষ কালের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই মহাবল বুদ্ধিমান্ বীর সেই কন্যাগণকে মায়ার দ্বারা অপহরণ করিয়া আনিলেন। ২০-২১

রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন মায়াময়ী অন্য কন্যাগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে অসুরদিগের নিকট রাখিয়া দিলেন। তারপর তিনি নিজের পিতামহী দেবকীদেবীকে বলিলেন—ঠাকুমা! আপনি ভয় করিবেন না। ২২

নরনাথ! ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণ দৈত্যদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাহারা মায়াময়ী কন্যাগণকেই অপহরণ করত ষট্‌পুরে প্রবেশ করিল এবং নিজেদের এই সাফল্যে সন্তুষ্ট হইল। ২৩

রাজন্! অনন্তরে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সেখানে যজ্ঞকর্ম সম্পাদিত হইতে লাগিল এবং যে বিশিষ্ট ও বহুগুণসম্পন্ন কার্য ছিল, তাহা সম্পন্ন হইল। ২৪

ভারত! ইহার মধ্যে সেখানে বহু রাজা আসিলেন, যাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মদত্ত পূর্বেই যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ২৫

জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, পাণ্ডবগণ ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-সকল, নিজের দল বল সহ মালবরাজ, রুক্মী, আহুতি, নীল, ধর্ম, অবন্তীদেশের রাজপুত্র বিন্দ ও অনুবিন্দ, শল্য, শকুনি, অন্য বীর নরপতিগণ এবং দৃঢ় অস্ত্রধারী অন্য রাজা বীরগণও সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা ষট্‌পুরের অল্প দূরেই আবাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৬-২৮

ইঁহাদের সকলকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সাধু-মহাত্মা শ্রীমান্ নারদ চিন্তা করিতে লাগিলেন :—এখানে যাদব-গণ ও অসুর ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে। ২৯

এই যুদ্ধে আমিই কারণ হইব; অতএব তাহার জন্য এখন হইতে প্রযত্ন আরম্ভ করি। এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিকুম্ভের ভবনে গমন করিলেন। ৩০

নিকুম্ভ ও অন্যান্য দানবগণ সেখানে তাঁহাকে বিশেষ আদর সৎকার করিল। ধর্মাত্মা নারদ সেখানে এক আসনে উপবেশন করত নিকুম্ভকে এই কথা বলিলেন। ৩১

কথং বিরোধং যদুভিঃ কৃত্বা শর্ম্মৈধিষ্যথ
যো ব্রহ্মদত্তঃ স হরিঃ স হি তস্য পিতুঃ সখা ॥ ৩২
শতানি পঞ্চ ভার্য্যাণাং ব্রহ্মদত্তস্য ধীমতঃ।
আনীতা বসুদেবস্য সুতস্য প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৩
শতদ্বয়ং ব্রাহ্মণীনাং রাজন্যানাং শতং তথা।
বৈশ্যানাং শতমেবৈকং শূদ্রাণাং শতমেব চ ॥ ৩৪
তাভিঃ শুশ্রূষিতো ধীমান্ দুর্ব্বাসা ধর্ম্মবিত্তমঃ।
তেন তাসাং বরো দত্তো মুনিনা পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ৩৫
একৈকস্তনয়ো রাজন্নেকৈকা দুহিতা তথা।
রূপেণাপ্সরসাং সর্ব্বা বরদানেন ধীমতঃ ॥ ৩৬
কন্যা ভবন্তি তস্যাস্তু সর্ব্বাঃ পুনঃ পুনঃ
সঙ্গমে সঙ্গমে বীর ভর্তৃভিঃ সহ ... ॥ ৩৭
সর্ব্বপুষ্পময়ং গন্ধং প্রস্রবন্তি বরাঙ্গনাঃ
সর্ব্বদা যৌবনে যুক্তাঃ ... পতিব্রতাঃ ॥ ৩৮
সর্ব্বা গুণৈরপ্সরসাং ...

তোমরা যাদবগণের সহিত বিরোধ করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ? একটি কথা ভাবিয়া দেখ যে, যিনি ব্রহ্মদত্ত, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ; কারণ এই ব্রহ্মদত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের সখা। ৩২

বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মদত্তের পাঁচশত ভার্য্যা আছে; তাঁহাদিগকে তিনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য তাঁহার আবশ্যকমত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৩

তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণ কন্যা, একশত ক্ষত্রিয় কন্যা, একশত বৈশ্য কন্যা এবং একশত শূদ্র কন্যা ছিলেন। ৩৪

ইঁহারা সকলে ধর্ম্মজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ দুর্ব্বাসার সেবা করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রসন্ন হইয়া সেই পুণ্যকর্ম্মা মুনি তাঁহাদের বরদান করেন। ৩৫

রাজন্! সেই বুদ্ধিমান্ মুনির বরদানে ব্রহ্মদত্তের প্রত্যেক স্ত্রীর এক এক পুত্র ও এক এক কন্যা হয়। তাঁহাদের এই সব কন্যা অনুপম রূপবতী। ৩৬

বীর অসুর! তাঁহাদের এই কন্যাগণ পতিদিগের সহিত সঙ্গম করিবার সময় প্রত্যেক সঙ্গম সময়ে কুমারী কন্যা দশকের ন্যায় কমনীয়া হইয়া যায়। ৩৭

এই সব পরমা সুন্দরী কন্যা নিজ নিজ দেহ হইতে সর্ব্বপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ নিঃসারণ করে, সর্ব্বদা যৌবনে স্থিত এবং সকলেই পতিব্রতা। ৩৮

জানন্তি সর্ব্বা দৈবেন বরদানেন ধীমতঃ ॥ ৩৯
পুত্রাশ্চ রূপসম্পন্নাঃ শাস্ত্রার্থকুশলাস্তথা।
যে যে স্থিতা বর্ণধর্ম্মে যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৪০
তাঃ কন্যা দৈত্যমুখ্যানাং দত্তাঃ প্রায়েণ ধীমতা।
অবশেষং শতং চৈকং যদানীতং কিল ত্বয়া ॥ ৪১
তদর্থে যাদবান্ বীর যোৎস্যসি সর্ব্বথা।
সাহায্যার্থং তু রাজানো ক্রিয়ন্তাং হেতুপূর্ব্বকম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মদত্তসুতার্থঞ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
দীয়ন্তাং ভূমিপালানাং সহায়ার্থং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩
আতিথ্যং ক্রিয়তাং চৈব যে সমেষ্যন্তি বৈ নৃপাঃ।
এবমুক্তে তদা চক্রুর্দৈত্যাস্তে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৪৪
লব্ধা পঞ্চশতং কন্যা রত্নানি বিবিধানি চ
যথার্হেণ নরেন্দ্রাস্তা বিভক্তা চক্রুরংশশঃ ॥ ৪৫
ঋতে পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ বারিতা নারদেন তে।
নিবেশ্যাসুরমার্গেণ তত্র গত্বা মহাত্মনা ॥ ৪৬

দৈত্যকুমার! ইঁহারা সকলে অপ্সরাতুল্যা গুণবতী এবং বুদ্ধিমান্ দুর্ব্বাসার বরদানে সঙ্গীত ও নৃত্যকলা-বিদ্যা প্রদর্শন করিতে পারে। ৩৯

তাঁহাদের ব্রহ্মদত্ত পুত্রগণের পুত্রগণ রূপ-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন, শাস্ত্রার্থে কুশল এবং সকলেই যথাযথরূপে নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মে স্থিত আছে। ৪০

বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মদত্ত প্রায় সেই সব কন্যাগণের বিবাহ মুখ্য মুখ্য দৈত্যবংশীয়দিগের সহিত দিয়াছেন। কেবল একশত অবশিষ্ট ছিল, যাহাদের তোমরা অপহরণ করিয়া আনিয়াছ। ৪১

বীর! তাহাদের জন্য তোমাকে যাদবগণের সহিত সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ করিতে হইবে, অতএব তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য এখানে উপস্থিত রাজগণকে যুক্তি সহকারে নিজের পক্ষে আনয়ন কর। ৪২

ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণের জন্য সেই সব মহাত্মা নরপতিদিগের সাহায্য লাভের নিমিত্ত তুমি তাঁহাদের সকলকে নানাপ্রকার রত্ন উপঢৌকনরূপে প্রদান কর। যে নৃপগণ আসিয়াছেন (বা আসিবেন), তাঁহাদের সকলের আতিথ্য-সৎকার কর। ৪৩

নারদ এই কথা বলিলে পর অসুরগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাহাই করিল। সেই চক্রবংশের নরপতিগণ পাঁচশত কন্যা ও নানাবিধ রত্ন প্রাপ্ত হইয়া যথাযথভাবে পরস্পর বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। ৪৪-৪৫

কেবল পঞ্চ পাণ্ডব ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সেই সব রত্ন ও কন্যাগণকে গ্রহণ করিয়া লইলেন। মহাত্মা নারদ নিষেধ

তুষ্টৈস্তৈরস্তদা তাত রাজন্ ভূমিপসত্তমৈঃ ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধৈশ্চৈর্ভবদ্ভিঃ পার্থিবৈঃ স্থিতম্ ॥ ৪৭
অচিন্ত্যাঃ স্ম যথান্যায়ং ক্ষত্রং কিং বঃ প্রযচ্ছতু ।
ক্ষত্রং চার্চ্চিতপূর্ব্বং হি দিব্যৈর্বীরৈর্ভবদ্বিধৈঃ ॥ ৪৮
নিবৃত্তোঽথাব্রবীদ্ হৃষ্টঃ ক্ষত্রং যুগপূজিতম্ ।
অনুবর্ণয়িত্বা ক্ষত্রস্য মাহাত্ম্যং সতাংমেব চ ॥ ৪৯
যুদ্ধং নো রিপুভিঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যতি নৃপোত্তমাঃ ।
সাহায্যং দাতুমিচ্ছামো ভবদ্ভিস্তত্র সর্ব্বথা ॥ ৫০
এবমস্ত্বিতি তানূচুঃ ক্ষত্রিয়াঃ কৌশিকিস্থিতাঃ ।
পাণ্ডবেভ্যো নৃতে বীরান্ শ্রুতার্থা নারদাদ্ বিভো ॥ ৫১
ক্ষত্রিয়াঃ সন্নিবিষ্টাস্তে যুদ্ধার্থং কুরুনন্দন
পশ্চাত্তু ব্রহ্মদত্তস্য যজ্ঞবাটং গতা অপি ॥ ৫২
কৃষ্ণোঽপি সেনয়া সার্দ্ধং প্রযযৌ ষট্পুরং বিভুঃ ।
মহাদেবস্য বচনমুদ্ধরন্ মনসা নৃপ ॥ ৫৩
স্থাপয়িত্বা দ্বারবত্যামাহুকং পার্থিবং তদা ।
স তয়া সেনয়া সার্দ্ধং পৌরাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫৪
যজ্ঞবাটস্যাবিদূরে দেবো নিবিবিশে বিভুঃ ।
দেশে প্রবরকল্যাণে বসুদেবপ্রচোদিতঃ ॥ ৫৫
যথামুখ্যাপ্রতিসরং কৃত্বা তং বিধিবৎ প্রভুঃ ।
প্রদ্যুম্নং চরে শ্রীমান্ রক্ষার্থং বিনিযুজ্য চ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ষট্পুরবধে কৃষ্ণস্য ষট্পুরগমনে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

কালের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইয়া বীর পাণ্ডবগণকে এই সবের ভার গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ৷ ৪৬

রাজন্ ! বর ও অন্ন লাভ হইয়া সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা যদুবংশীদিগকে বলিলেন— আপনারা সকলে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহে সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ থাকিলেও বিচরণকারী, তথাপি আপনারা ন্যায়োচিত রীতিতে আমাদের সৎকার করিলেন ; অতএব বলুন, এই ক্ষত্রিয়সমাজ আপনাদিগকে কি প্রদান করিবে ? আপনাদের ন্যায় দিব্য বীরগণ পূর্ব্বেই এই ক্ষত্রিয়সমাজের পূজা করিয়াছেন ৷ ৪৭-৪৮

ইহা শ্রবণ করিয়া দেবগণ নিবৃত্ত হৃষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়গণের যথার্থ মাহাত্ম্য বারংবার বর্ণনা করত সেই সময় তাঁহাদের এই কথা বলিলেন ৷ ৪৯

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ ! শত্রুদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধ হইবে ৷ ইহাতে আপনারা সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সহায়তা প্রদান করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা ৷ ৫০

প্রভো ! যাঁহাদের পাপ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বীর পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য সকলেই 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা স্বীকার করিয়া লইলেন ৷ পাণ্ডবগণ নারদের নিকট হইতে সব কথাই শুনিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা পৃথক্ রহিলেন ৷ ৫১

কুরুনন্দন ! সেই সব ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া সেখানে সন্নিবেশিত রহিলেন ৷ অন্যদিকে ব্রহ্মদত্তের পত্নীগণ যজ্ঞশালায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং অন্যত্র সেনাসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ ৫২

নৃপ জনমেজয় ! মহাদেবের বাক্য মনে মনে স্মরণ করত দ্বারকায় রাজা উগ্রসেনকে স্থাপিত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিয়াছিলেন ৷ ৫৩

ভগবান্ জনার্দনদেব সেই সৈন্যবাহিনীর সহিত ষট্পুরবাসিগণের হিতকামনায় যজ্ঞমণ্ডপের অল্প দূরে উত্তম কল্যাণময় প্রদেশে বসুদেবের আজ্ঞায় সেনানিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ৷ ৫৪-৫৫

শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বিধি অনুসারে রক্ষক সৈন্যগণের দল নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, যাহার জন্য কোনও অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির সেদিকে আসিবার পথ রহিল না ৷ সেই সঙ্গে তিনি নিজের পুত্র প্রদ্যুম্নকে চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ৷ ৫৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ষট্পুর-বধপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ষট্পুরগমনবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ৷

# চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণেন যাদবসৈন্যানাং যুদ্ধায় নিযুক্তিঃ, দানবানামাক্রমণম্, নিকুম্ভেন কেষাঞ্চিদ্ যাদববীরাণাং গুহায়াং বন্দীকরণম্, শ্রীকৃষ্ণেন দানবসৈন্যানাং সংহারঃ, প্রদ্যুম্নেন রাজসৈন্যানাং গুহাদ্বারবরোধঃ, ব্রহ্মদত্তায় সান্ত্বনাদানঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মুহূর্ত্তাভ্যুদিতে সূর্য্যে জনচক্ষুষি নির্ম্মলে।
রথঃ কৃষ্ণঃ সাত্যকিশ্চ তার্ক্ষ্যাদিরুরুহুস্তদা ॥ ১

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণা দংশিতা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
বিষ্ণোদকেশ্বরং দেবং নমস্কৃত্য পুরোত্তমম্ ॥ ২

আবর্ত্তায়াং জলে স্নাত্বা কৃষ্ণেন বরদত্তয়া।
গঙ্গায়াঃ কুরুশার্দ্দূল কৃষ্ণবাক্যেন পুণ্যয়া ॥ ৩

প্রদ্যুম্নমগ্রে সৈন্যস্য বিহিতে স্থাপ্য মাধবঃ
রক্ষার্থং যজ্ঞবাটস্য পাণ্ডবান্ বিনিযুক্তবান্ ॥ ৪

শেষাং সেনাং গুহাদ্বারি ভগবান্ বিনিযুক্তবান্।
জনত্রয়ং সমাসাদ্য প্রবরস্য মহামতিঃ ॥ ৫

তাবাপেত্য পুরেবাথ দ্বারং চ পঞ্চমং তথা
বিরতো বিনিযুক্তৌ তৌ শক্তৌ ইহ ভারত ॥ ৬

ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাদাহতো রণদুন্দুভিঃ।
জলজা মুরজাশ্চৈব বাদ্যাশ্চৈবাপরাণি চ ॥ ৭

মকরো রচিতো ব্যূহঃ সাম্বেন চ গদেন চ
সারণশ্চোদ্ধবশ্চৈব ভোজো বৈতরণস্তথা ॥ ৮

অনাধৃষ্টিশ্চ ধর্ম্মাত্মা পৃথুর্বিপৃথুরেব চ।
কৃতবর্ম্মা চ সংক্রুদ্ধ নিচক্রুরবিমর্দ্দনঃ ॥ ৯

সনৎকুমারো ধর্ম্মাত্মা চারুদেষ্ণশ্চ ভারত।
অনিরুদ্ধসহায়ৌ তৌ পৃষ্ঠানীকং ররক্ষতুঃ ॥ ১০

শেষা যাদবসেনা তু ব্যূহমধ্যে ব্যবস্থিতা।
রথৈর্নাগৈর্নরৈর্ভীমৈর্নিত্যাকুলা কুলবর্দ্ধন ॥ ১১

ষট্পুরাদপি নিষ্ক্রান্তা দানবা যুদ্ধতৎপরাঃ।
আরুহ্য কেচনাশ্বাংশ্চ গজস্কন্ধানপি হস্তিনঃ ॥ ১২

## চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যাদবসৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য নিযুক্তি, দানবগণের নিষ্ক্রমণ, নিকুম্ভ কর্ত্তৃক কিছু যাদববীরকে গুহায় বন্দীকরণ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা দানবসৈন্যদের সংহার, প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রাজসৈন্যদিগকে গুহায় অবরোধ এবং ব্রহ্মদত্তকে সান্ত্বনাদান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুরুশ্রেষ্ঠ! যখন সূর্য্যোদয় হইয়া মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত হইল এবং লোকসকলের চক্ষু নির্ম্মল (স্পষ্টভাবে দর্শনযোগ্য) হইল সেই সময় বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি—ইঁহারা তিনজনে রথে আরোহণ করিলেন। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ হস্তে গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত হস্তত্রাণ (দস্তানা) ধারণ করিয়াছিলেন এবং কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য উৎসুক ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণদেব যাঁহাকে বরদান করিয়াছিলেন ও তাঁহার বাক্যে যিনি পুণ্যময়ী হইয়া গিয়াছিলেন, সেই আবর্ত্তানাম্নী গঙ্গায় স্নান করত সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণোদকেশ্বরদেব শিবকে নমস্কার করিয়াছিলেন (তাহার পর তাঁহারা যুদ্ধের ব্যবস্থাপনায় রত হইয়াছিলেন)। ১-৩

মাধব এবং সৎপুরুষগণের আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে প্রদ্যুম্নকে সৈন্যের রক্ষার জন্য তাহাদের উপরিভাগ আকাশে স্থাপিত করিলেন। যজ্ঞমণ্ডপের রক্ষার জন্য পাণ্ডবগণকে নিযুক্ত করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যকে গুহার দ্বারে নিযুক্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি জনত্রয় উদ্বুদ্ধ। ও প্রবরকে (ইঁহারা সখা ও পরস্পরের প্রিয় এক প্রকার) স্মরণ করিলেন। ৪-৫

হে ভারত! তখন তাঁহারা উভয়ে সেখানে আসিলেন এবং দ্বারই আসিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়কে পুরের পঞ্চম দ্বারে সেই (উপরিভাগ হইতে সৈন্যের রক্ষার জন্য) নিযুক্ত করিলেন। ৬

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে যুদ্ধের দামামা বাদিত হইতে লাগিল। এইরূপ শঙ্খ, মুরজ ও অন্যান্য বাদ্য-বাদনও আরম্ভ হইল। ৭

সাম্ব ও গদ যাদবসৈন্যদের মকরব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। সারণ, উদ্ধব, ভোজ, বৈতরণ, ধর্ম্মাত্মা অনাধৃষ্টি, পৃথু, বিপৃথু, কৃতবর্ম্মা, শত্রু ও শত্রুমর্দ্দন নিচক্র—ইঁহারা সকলে সেই ব্যূহের অগ্রভাগে রহিলেন। ৮-৯

ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার ও চারুদেষ্ণ—ইঁহারা উভয়ে অনিরুদ্ধের সহিত থাকিয়া সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কুলবর্দ্ধনকারী নরেশ জনমেজয়! রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিগণে পরিপূর্ণ অবশিষ্ট যাদবসেনা ব্যূহের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিল। ১০-১১

তদনন্তর ষট্পুর হইতেও যুদ্ধার্থ দানবগণ নির্গত হইল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন দানব ঘোড়ায় এবং হস্তীর সহকারী অর্থাৎ হস্তীর উপর আরূঢ় ছিল। ১২

মকরান্ শিশুমারাংশ্চ তুরগানপি চ ভারত
মহিষানপি খড়্গাংশ্চ উষ্ট্রানপি চ কচ্ছপান্ ॥ ১৩

এতৈরেব রথৈর্যুক্তা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ।
কিরীটাপীড়মুকুটৈরঙ্গদৈরপি মণ্ডিতাঃ ॥ ১৪

নানৰ্দমানৈর্বিবিধৈস্তূর্যৈর্নেমিস্বনাকুলৈঃ ।
প্রধ্মায়মানৈঃ শঙ্খৈশ্চ মহামেঘসমস্বনৈঃ ॥ ১৫

তাসামসুরসেনানামুদ্যতানাং জনেশ্বর ।
নিকুম্ভো নির্যযাবগ্রে দেবানামিব বাসবঃ ॥ ১৬

ভূমিং খঞ্চ বধিরে দানবাস্তে বলোৎকটাঃ ।
নদন্তো বিবিধান্নাদান্ গর্জন্তশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭

রাজসেনাপি সংযত্তা চেদিরাজপুরোগমা
অসুরাণাং সহায়ার্থং নিষ্ক্রান্তা জনমেজয় ॥ ১৮

দুর্যোধনভ্রাতৃশতং চেদিরাজপুরোগমম্
স্থিতং রথৈর্নগাকারৈঃ সন্নদ্ধৈর্ধ্বজশোভিতৈঃ ॥ ১৯

কঠিনানাদিনো বীর দ্রুপদস্যাত্মজাস্তথা ।
কৃষ্ণৌ চৈবাপ্রতিদ্বন্দ্বৌ তস্থতুর্নিশ্চিতৌ রণে ।
তালবৃক্ষপ্রতীকাশে ধুন্বানৌ ধনুষী শুভে ॥ ২০

শল্যশ্চ শকুনিশ্চৈব ভগদত্তশ্চ পার্থিবঃ ।
জরাসন্ধস্ত্রিগর্তশ্চ বিরাটশ্চ মহোত্তরঃ ॥ ২১

যুদ্ধার্থমুদ্যতা বীরা নিকুম্ভাস্তে জয়ৈষিণঃ ।
যুযুৎসমানা যদুভির্দেবৈরিব মহাসুরাঃ ॥ ২২

ততো নিকুম্ভঃ সমরে শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ।
মমর্দ সমরে সেনাং তৈমানাং ভীমদর্শনাম্ ॥ ২৩

সেনাপতিরনাধৃষ্টির্নামৃষৎ তস্য যাদবঃ
মমর্দ যৌধৈর্বাণৌঘৈশ্চিত্রপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২৪

ন রথোঽদৃশ্যতাস্য হয়া ন চ বাজিনঃ
ন ধ্বজো ন নিকুম্ভশ্চ সংছন্নো বাণজালসংবৃতাঃ ॥ ২৫

স পরীতো হতো বাণৈর্নিকুম্ভো মায়িনাং বরঃ ।
অন্তর্ধানগতিঃ মায়াং চৈবমকরোত্তদা ॥ ২৬

---

জনমেজয়! কত দৈত্য বেগশালী মকর, শিশুমার, মহিষ, গণ্ডার, উষ্ট্র ও কচ্ছপে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইল। ১৩

বহু দৈত্যের পাশে এই সবের দ্বারা যোজিত রথ ছিল। এই সকল রথে সম্পন্ন হইয়া সেই দৈত্যগণ নিজ নিজ হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। ইহারা সকলে কিরীট, মুকুট (বা পাগড়ী) ও অঙ্গদসমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ১৪

ইহাদের সহিত নানাপ্রকার বাদ্য বাদিত হইতেছিল। এই সব বাদ্যের সঙ্গে রথের নেমিসমূহের ঘর্ঘর শব্দ মিলিত হইয়া যাইল। সেখানে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল, যে সব মহামেঘের গর্জনের তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। ১৫

জনেশ্বর! যুদ্ধের জন্য উদ্যত সেই অসুর-সৈন্যদের সর্বাগ্রে নিকুম্ভ নির্গত হইল, ইহাতে মনে হইল—ইন্দ্র দেবগণের অগ্রে গমন করিতেছেন। ১৬

সেই উৎকট বলশালী দানবগণ নানাপ্রকার সিংহনাদ করিতে করিতে, বারংবার গর্জন করিতে করিতে ও আকাশ এবং পৃথিবীকে নিনাদিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৭

জনমেজয়! রাজসেনাও অসুরগণের সহায়তার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া চেদিরাজ শিশুপালের নেতৃত্বে যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত রহিলেন। ১৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা চেদিরাজ শিশুপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ইহারা সকলে পর্বতসদৃশাকার রথসমূহের উপর যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৯

বীর! রাজা দ্রুপদের পুত্রগণ অত্যন্ত কঠোর (ভয়ঙ্কর) শব্দ করিতেছিল। কৃষ্ণদ্বয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইহারা উভয়ে যুদ্ধের জন্য নিশ্চয় করত সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহারা তালবৃক্ষসদৃশ বিশাল নিজেদের সুন্দর ধনু দোলাইতেছিলেন। ২০

শল্য, শকুনি, রাজা ভগদত্ত, জরাসন্ধ, ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও উত্তর সহ রাজা বিরাট—এই বীর নরপতিগণ জয়াভিলাষী হইয়া নিকুম্ভের প্রাকারে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন। যেরূপ মহাসুরগণ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ এই সব নরপতিগণ যাদবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। ২১-২২

তখন নিকুম্ভ সমরাঙ্গনে বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা তৈম (যাদব)-গণের ভীমদর্শন সৈন্যগণকে মর্দন করিতে আরম্ভ করিল। ২৩

যাদব-সেনাপতি অনাধৃষ্টি নিকুম্ভের এই পরাক্রমকে সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি শিলাশাণিত বিচিত্র পক্ষযুক্ত ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা সেই অসুরকে মর্দিত করিলেন। ২৪

তখন সেই অসুর-সেনাপতির না রথ দেখা যাইল, না অশ্ব, না ধ্বজ এবং না স্বয়ং নিকুম্ভকে দেখা যাইল। এই সমস্তই বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। ২৫

এই সময় মায়াবী অসুরগণশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ সর্বদিকে বাণবিদ্ধ

তত্রান্তর্হিতবান্ বীরঃ গুহাং ষট্‌পুরসংস্থিতাম্
রুদ্ধা চাত্মসমং বীরো মায়াবলমুপাশ্রিতঃ ॥ ২৭
পুনরেব নিকুম্ভস্তু কৃতবর্মাণমাহবে
অনাধৃষ্টিং চারুদেষ্ণং ভোজং বৈতরণং তথা ॥ ২৮
সনৎকুমারমুগ্রঞ্চ তথৈব নিশঠোল্মুকৌ ।
সুষ্ঠু চৈবাপরান্ ভোজান্যাদবসমাশ্রিতঃ ॥ ২৯
ন তত্র দদৃশে দেবো মায়াচ্ছন্নো জনেশ্বর ।
নয়তো যাদবান্ যোধান্ গুহাং ষট্‌পুরসংস্থিতাম্ ॥ ৩০
তদ্ দৃষ্ট্বা কদনং ঘোরং ভৈমানাং জনার্দনঃ
চুকোপ ভগবান্ কৃষ্ণো বলঃ সত্যক এব চ ॥ ৩১
সবিশেষং তথা কামঃ সাম্বশ্চ পরবীরহা ।
অনিরুদ্ধশ্চ দুর্ধর্ষো ভৈমাশ্চ বহবোঽপরে ॥ ৩২
ততঃ শার্ঙ্গায়ুধঃ শার্ঙ্গং কৃত্বা সজ্যং নরেশ্বর ।
দানবেষু প্রবৃত্তেষু তৃণেষ্বিব হুতাশনঃ ॥ ৩৩

তং দৃষ্ট্বা দানবা দেবমভিদুদ্রুবুরীশ্বরম্
শলভাঃ কালপাশার্তাঃ প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ৩৪
সমুৎপত্য শতঘ্নীশ্চ পরিঘাংশ্চ সহস্রশঃ ।
শূলানি চাগ্নিতুল্যানি প্রদীপ্তাংশ্চ শরবরান্ ॥ ৩৫
পর্বতাগ্রাণি বৃক্ষাংশ্চ ঘোরাশ্চ বিপুলাঃ শিলাঃ ।
উৎক্ষিপ্য চ গজানশ্বান্ রথানপি হয়ানপি ॥ ৩৬
নারায়ণাশ্রিতান্ সর্বান্ দদাহ প্রহসন্নিব ।
বাণাগ্নিনা মহাতেজা জগদ্ধিতকরো হরিঃ ॥ ৩৭
শারদং বর্ষণং যদ্বৎ সেহে বীরো গবাং পতিঃ ।
তদ্বদ্ যদূত্তমঃ সেহে বাণবর্ষমরিন্দমঃ ॥ ৩৮
ন সেহিরেঽসুরা বাণান্নারায়ণধনুশ্চ্যুতান্ ।
বর্ষং পর্জন্যবিহিতং বালুকাসেতবো যথা ॥ ৩৯
ন শেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং কৃষ্ণস্যাসুরসত্তমাঃ ।
ব্যাদিতাস্যস্য সিংহস্য বৃষভা ইব ভারত ॥ ৪০

ঢুকিয়া নিজের মায়ার দ্বারা [illegible] অন্তর্হিত) অনাধৃষ্টিকে স্তম্ভিত করিয়া দিল । ২৬

স্তম্ভিত করিয়া সে বীর অনাধৃষ্টিকে ষট্‌পুরনামী গুহায় তুলিয়া লইয়া যাইল এবং সেখানে রুদ্ধ করিয়া মায়াবল অবলম্বন পূর্বক বীর নিকুম্ভ পুনরায় যুদ্ধভূমিতে ফিরিয়া আসিল । ২৭

সেই যুদ্ধে পুনরায় মায়াবল আশ্রয় করিয়া নিকুম্ভ কৃতবর্মা, চারুদেষ্ণ, ভোজ, বৈতরণ, সনৎকুমার, অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্র, নিশঠ, উল্মুক এবং অন্যান্য বহু ভোজবংশীয় যোদ্ধাগণকে তুলিয়া লইয়া যাইল । ২৮–২৯

জনেশ্বর ! অসুর বীর যাদব-যোদ্ধাগণকে ষট্‌পুরনামী গুহায় লইয়া যাইবার সময় সেই অসুর নিকুম্ভকে দেখা যাইতেছিল না ; কারণ, সে তখন আসুরী মায়ায় আবৃত ছিল । ৩০

ভীমবংশীয়গণের সেই ঘোরতর পীড়ন দেখিয়া শত্রুদিগের ভয়বর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং সত্যকি কুপিত হইয়া উঠিলেন । ৩১

কামাবতার প্রদ্যুম্নও বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন । শত্রুবীর-সংহারকারী সাম্ব, দুর্ধর্ষ বীর অনিরুদ্ধ এবং অন্যান্য বহু ভীমবংশীয় যাদবগণও ক্রুদ্ধ হইলেন । ৩২

নরেশ্বর ! শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজের ধনুতে গুণ আরোপণ করিয়া অগ্নি যেমন তৃণসমূহে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যুদ্ধরত দানবগণের উপর ধনুর দ্বারা বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন । ৩৩

সেই ভগবান্ গোবিন্দদেবকে সেখানে দেখিয়া সমস্ত দানবেরা কালপাশে আবদ্ধ হইয়া পতঙ্গসকল যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিতে লাফাইয়া পড়ে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ করিল । ৩৪

তাহারা সহস্র সহস্র শতঘ্নী, পরিঘ, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ত্রিশূল এবং প্রদীপ্ত শরও নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৩৫

বহু পর্বতশিখর, বৃক্ষ, ভয়ঙ্কর বৃহদাকার শিলা, অশ্বযুক্ত হস্তী, রথ ও অশ্ব—এই সমস্ত তুলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল । ৩৬

কিন্তু জগতের হিতকারী মহাতেজস্বী ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরি হাস্য করিতে করিতে অগ্নিরূপী হইয়া নিজের বাণময়ী শিখায় সেই সব প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিলেন । ৩৭

যেমন ধৈর্যশালী গোপতি বৃষ নীরবে শরৎকালের বর্ষণকে সহ্য করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুদমনকারী যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যগণের বাণবর্ষণকে ধৈর্য সহকারে সহ্য করিয়া থাকিলেন । ৩৮

কিন্তু যেমন বালুকার দ্বারা নির্মিত সেতু মেঘগণের প্রবল জলবর্ষণের বেগ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ এই অসুরগণ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ সহ্য করিতে পারিল না । ৩৯

ভারত ! যেমন মুখব্যাদানকারী সিংহের সম্মুখে বৃষগণ থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই মহাসুরগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিল না । ৪০

তে বধ্যমানাঃ কৃষ্ণেন বিবশাশ্চক্রমুস্তদা ।
জীবিতাশাং বহন্তস্তু নারায়ণভয়ার্দিতাঃ ॥ ৪১
তানাকাশগতান্নিরীক্ষ্যস্তু প্রবরস্তদা
নিকৃন্তন্ শরৈর্ঘোরৈর্দিবাচ্ছিদনৈঃ প্রভো ॥৪২
নিপেতুরসুরাণাং তু শিরাংসি ধরণীতলে
তৃণরাজফলানীব মুক্তানি শিখরাগ্রতঃ ॥ ৪৩
নিপেতুর্বাহবশ্ছিন্না দৈত্যানাং বসুধাতলে ।
কালেনোপহতা বীরাঃ পঞ্চবক্ত্রা ইবোরগাঃ ॥ ৪৪
রৌক্মিণেয়স্ততঃ সৃষ্টা ঘোরাং মায়াময়ীং গুহাম্
অধৃষ্যবিক্রমঃ বীরঃ কর্তুং প্রক্ষেপ্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪৫
গদেন সহ ধর্মাত্মা সারণেন সুতেন চ
সাম্বেন চাপরৈশ্চাপি পূর্বং যেন প্রবেশিতাঃ ॥ ৪৬
প্রমথ্য তরসা কর্ণং যতন্তং রণমূর্ধনি ।
জগ্রাহ বলবান্ কার্ষ্ণিঃ প্রদ্যুম্নস্তু ততস্ততঃ ॥ ৪৭
বিনষ্ট চ গুহাং বীরো ঘোরাং মায়াময়ীং নৃপ ।
দুর্যোধনঞ্চ রাজানং বিরাটদ্রুপদাবপি ॥ ৪৮
শকুনিং চৈব শল্যঞ্চ নীলং চাপি নদীসুতম্ ।
বিন্দানুবিন্দৌ রাজানৌ জরাসন্ধঞ্চ ভারত ॥ ৪৯
ত্রিগর্তাধিপমালবাংশ্চৈব বাহ্লীকাংশ্চ মহাবলান্ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নাদিকাংশ্চৈব পাঞ্চালান্ যুদ্ধকোবিদান্ ॥ ৫০
তথাহ্বৃতিমুবাচেদং মাতুলং রুক্মিণমেব চ
শিশুপালঞ্চ রাজানং ভগদত্তঞ্চ ভারত ॥ ৫১
সম্বন্ধঞ্চ গুরুত্বঞ্চ মানয়ামি নরাধিপাঃ ।
গুহামিমাং ঘোররূপাং যত্র প্রক্ষেপয়ামি বঃ ॥ ৫২
বিরোদকেশ্বরেণাহমাজ্ঞপ্তঃ শূলপাণিনা
প্রক্ষেপ্তব্যা নরেন্দ্রাস্তে গুহায়ামিতি ধীমতা ॥ ৫৩
আশ্রিতা শম্বরীং মায়াং নিরুদ্ধান্ মহাত্মনা ।
প্রক্ষিপ্তান্ যাদবাংশ্চৈব মোক্ষয়িষ্যামি সর্বথা ॥ ৫৪
ইত্যুক্তো শিশুপালস্থ রাজা সেনাপতিস্তথা ।
শরৈস্ততর্দ তান্ সৈন্যান্ প্রদ্যুম্নঞ্চ বিশেষতঃ ॥৫৫

নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে পীড়িত হইয়া তাঁহার দ্বারা হন্যমান হইতে হইতে সেই অসুরগণ জীবনের আশার ভার বহন করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া যাইল। ৬১

প্রভো! আকাশস্থিত সেই অসুরগণকে তখন কৃষ্ণ ও প্রবর প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা বধ করত ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। ৬২

সেই অসুরগণের ছিন্ন মস্তকসমূহ তালবৃক্ষের শিখর হইতে পতিত তালফলসকলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ৬৩

বীর! দৈত্যগণের ছিন্ন বাহুসকল পৃথিবীতে কাল কর্তৃক নিহত পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্পগণের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। ৬৪

তদনন্তর গদ, সারণ, অনিরুদ্ধ শাম্ব ও যাঁহাদিগকে [illegible] পূর্বে নিজের গুহায় প্রবেশ করায় নাই, সেই সব বীরবৃন্দের সহিত বীর ধর্মাত্মা রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ঘোর মায়াময়ী গুহা সৃষ্টি করিয়া, যাঁহারা সেই গুহা হইতে বাহির হইবার পথ দেখিতে পান নাই, সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়-নরপতিগণের সমুদায়কে সেই গুহায় নিক্ষেপ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ৬৫-৬৬

নরেশ্বর! বলবান্ বীর শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন যুদ্ধের সম্মুখভাগে জয় লাভের জন্য যত্নপরায়ণ কর্ণকে সবেগে ধরিয়া ফেলিলেন। যদিও কর্ণ এই সময় নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাকে ধারণ করত মর্দন করিতে করিতে মায়াময়ী গুহায় নিক্ষেপ করিলেন। ৬৭।

ভারত! এইরূপ রাজা দুর্যোধন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, শল্য, নীল, ভীষ্ম, রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ, জরাসন্ধ, ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা, মালব এবং মহাবল বাহ্লীক রাজাগণকে ও যুদ্ধজ্ঞানে নিপুণ ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাঞ্চাল বীরবৃন্দকেও ধারণ করিলেন। তারপর নিজের মাতুল আহৃতি, রুক্মী, রাজা শিশুপাল ও ভগদত্তকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন। ৬৮-৭১

নরপতিগণ! আমাদের সহিত আপনাদের যে সম্বন্ধ ও গুরুত্ব আছে, তাহাকেই আমি সম্মান করি; তথাপি আপনাদিগকে আমি এই ভয়ঙ্কর গুহায় নিক্ষেপ করিতেছি, তাহার জন্য বুদ্ধিমান্ শূলপাণি ভগবান্ বিরোদকেশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি এই সব রাজাদিগকে গুহায় নিক্ষেপ কর। ৭২-৭৩

মহাত্মা নিরুদ্ধ শাম্বরী (শম্বরদৈত্য উদ্ভাবিত মায়া) মায়া অবলম্বন করত যে সব যাদবগণকে গুহায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদিগকে আমি সর্বথা মুক্ত করিব। ৭৪

তিনি এই কথা বলিলে পর সেনাপতি রাজা শিশুপাল নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই সৈন্য যাদবগণকে এবং বিশেষতঃ প্রদ্যুম্নকে পীড়িত করিলেন। ৭৫

বিদোদকেশ্বরঃ দেবঃ রৌক্মিণেয়ো নমস্য চ
আরভদ্ বধিতুং বন্ধ্যং শিশুপালং মহাবলম্ ॥ ৫৬
ততঃ পানসহস্রাণি পীত্বা প্রবরোত্তমঃ ।
শৈলাদিরব্রবীদ্ বীরঃ রৌক্মিণেয়ং মহাবলম্ ॥ ৫৭
বিদোদকেশ্বরো দেবঃ প্রাহ ত্বাং যদুনন্দন ।
সর্বং কুরু তথা রাত্র্যাং চোক্তস্তে ভো যথা ময়া ॥ ৫৮
কন্যার্থং রত্নলুব্ধাংস্ত বদ্ধা চেমান্নরাধিপান্
পাশৈস্ত্বমেব মোক্তুং চ প্রমাণং যদুনন্দন ॥ ৫৯
অসুরাংস্ত্ব মহাবাহো নিঃশেষান্ কর্তুমর্হসি ।
এবমেব চ বক্তব্যস্ত্বয়া বীর জনার্দনঃ ॥ ৬০
ততঃ স ভগদত্তং চ শিশুপালং চ ভূমিপম্
আহৃতিঞ্চৈব রুক্মিং চ শেষাংশ্চান্যান্নরাধিপান্ ॥ ৬১
ববন্ধ রুদ্রদত্তৈস্তৈঃ পাশৈঃ কুরুজনবীর্যাধিক
মায়াবতীং গুহাং চৈব নানয়ৎ কুরুনন্দন ॥ ৬২

বদ্ধা চ রৌক্মিণেয়োঽথ নিঃশেষান্ বীরোত্তমান্ ।
অনিরুদ্ধং চকারাথ রক্ষিতারং জনাধিপম্ ॥ ৬৩
তেষাং নিরবশেষেণ ববন্ধ যদুনন্দনঃ ।
সেনাপতীন্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ কোশাধ্যক্ষাংশ্চ ভারত ॥ ৬৪
হস্ত্যশ্বরথবৃন্দাংশ্চ চকার চ তথাত্মসাৎ ।
অথাগ্রেত্য ততো হন্তুমসুরানুদ্যতঃ প্রভো ॥ ৬৫
সন্নদ্ধ এব চোবাচ রথদত্তং দ্বিজোত্তমম্ ।
বিপ্রেন্দ্র বর্ততাং কর্ম মা ভৈঃ পশ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৬৬
ন দেবেভ্যো নাসুরেভ্যো নাগেভ্যো দ্বিজসত্তম ।
ভয়ং হি বিদ্যতে তস্য গোপ্তারো যস্য পাণ্ডবাঃ ॥ ৬৭
ন চাসুরৈস্তব সুতাঃ স্পৃষ্টাঃ খল্বপি চেতসা ।
যজ্ঞবাটে নিরীক্ষাস্তাং মায়য়া নিহিতা ময়া ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
ষট্পুরবধে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

তখন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন বিদোদকেশ্বরকে নমস্কার করিয়া মহাবল রাজা শিশুপালকে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৬

তাহার পর রুদ্রদেবের পারিষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন্দী এক সহস্র পান করিয়া মহাবল রুক্মিণীনন্দন বীর প্রদ্যুম্নকে বলিলেন। ৫৭

যদুনন্দন! বিদোদকেশ্বর তোমাকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন যে, আমি তোমাকে যেরূপ বলিয়াছি, তদনুসারে তুমি আজ রাত্রিতেই সকল কার্য সম্পন্ন কর। ৫৮

যদুনন্দন! কন্যা ও রত্নকামী দুষ্ট এই রাজাদিগকে পাশে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় ইহাদিগকে মুক্ত করিবার বিষয়ে তুমিই প্রমাণ অর্থাৎ তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে ইহাদিগকে মুক্তিদান করিতে পার। ৫৯

বীর মহাবাহো! তুমি এই অসুরগণকে নিঃশেষ করিয়া দাও—ইহাদের একজনকেও জীবিত রাখিবে না। তুমি জনার্দন শ্রীকৃষ্ণকেও এই কথা বলিয়া দিবে। ৬০

কুরুনন্দন! তদনন্তর উত্তম বলধারণকারী প্রদ্যুম্ন ভগবান্ রুদ্রপ্রদত্ত পাশসমূহের দ্বারা রাজা ভগদত্ত, শিশুপাল, আহৃতি, রুক্মী ও অন্যান্য নরপতিগণকে বন্ধন করিলেন এবং সেই মায়াবতী গুহায় লইয়া যাইলেন। ৬১-৬২

রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সর্পসদৃশ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকারী সেই রাজাদিগকে বন্ধন করিয়া নিজের পুত্র অনিরুদ্ধকে তাঁহাদের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ৬৩

ভারত! যদুনন্দন প্রদ্যুম্ন রাজাদের মধ্যে কাহাকেও বন্ধন না করিয়া পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহাদের ক্ষত্রিয়-সেনাপতিগণকে, কোষাধ্যক্ষদিগকে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকলকেও নিজের আয়ত্ত করিয়া লইলেন। ৬৪

প্রভো! তাহার পর অগ্রসর হইয়া প্রদ্যুম্ন অসুরগণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন এবং সন্নদ্ধ হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ রথদত্তকে বলিলেন—ব্রহ্মন্! আপনি নির্ভয় হইয়া নিজের যজ্ঞ কর্ম আরম্ভ করুন। দেখুন, অর্জুন আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য অবস্থান করিতেছেন। ৬৫-৬৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ যাঁহার রক্ষক, তাঁহার না দেবগণ হইতে, না অসুরসকল এবং না নাগগণ হইতে ভয় আসিতে পারে। ৬৭

অসুরগণ আপনার কন্যাদিগকে মনের দ্বারাও স্পর্শ করে নাই। আপনি যজ্ঞমণ্ডপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন—আমি মায়া দ্বারা তাঁহাদের এই স্থানে গোপন করিয়া রাখিয়াছি। ৬৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ষট্পুর-বধবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ জয়ন্তেন পরাজিতস্য নিকুম্ভস্য ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ যুদ্ধম্, শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনসমীপে নিকুম্ভচরিত্রকথনম্, আকাশবাণীপ্রেরণয়া সুদর্শন-চক্রেণ নিকুম্ভবধঃ, ব্রহ্মদত্তায় ষট্পুরং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাগমনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হতেষু ভূমিপালেষু দানবেষু বিনাশিতে।
আবিবেশাসুরাংস্ত্রাসঃ কম্পনঃ জনমেজয় ॥ ১
দিশঃ প্রদুদ্রুবুর্বীরা বধ্যমানাঃ সমন্ততঃ।
কৃষ্ণানন্তপ্রভৃতিভির্যদুভির্যুদ্ধদুর্মদৈঃ ॥ ২
নিকুম্ভস্তানথোবাচ কুপিতো দানবোত্তমঃ।
ত্যক্ত্বা প্রতিজ্ঞাং কিং যোধাস্ত্রাসার্তা যাত বিহ্বলাঃ ॥ ৩
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাঁল্লোকান্ প্রয়াস্যথ পলায়িতাঃ।
অপরাপচিতিং যুদ্ধে জ্ঞাতীনাং কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৪
ফলং জিত্বেহ ভোক্তব্যং বিপুলং মনসঃ কর্ষণাৎ।
হতেন চাপি শূরেণ বস্তব্যং ত্রিদিবে সুখম্ ॥ ৫
পলায়িতা গৃহং গত্বা কস্য দ্রক্ষ্যথ বৈ মুখম্
দারান্ বক্ষ্যথ কিং চাপি ধিগ্ধিক্ কিং কিং ন লজ্জথ ॥ ৬
এবমুক্তা নিবৃত্তাস্তে লজ্জমানা নৃপাসুরাঃ।
দ্বিগুণেন চ বেগেন যুযুধুর্বৃষ্ণিভিঃ সহ ॥ ৭
উৎসবে যুক্তযোধানাং নানাভরণবর্ণিনাম্।
যে যান্তি যজ্ঞবাটং তং তান্নিঘ্নন্তি যদূত্তমাঃ ॥ ৮
যমৌ ভীমশ্চ রাজা চ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
খং প্রযাতান্ জঘানৈন্দ্রিঃ প্রবরশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৯
অথাসুরাসৃক্তোয়াঢ্যা কেশশৈবলশাদ্বলা।
চক্রকূর্মরথাবর্তা গজশৈলাসুশোভিনী ॥ ১০
ধ্বজবৃক্ষকচ্ছন্না গর্জিতোৎকৃষ্টনাদিনী
গোবিন্দশৈলপ্রভবা চাকচিত্রপ্রবাহিনী ॥ ১১
অশ্বপত্তিবৃহৎফেনাঢ্যা অসিমৎস্যতরঙ্গিণী।
সুস্রাব শোণিতনদী নদীব জলদাগমে ॥ ১২

## পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[ জয়ন্তের বাণে পরাজিত হইয়া নিকুম্ভের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে নিকুম্ভের চরিত্র কথন, আকাশবাণীর প্রেরণায় সুদর্শন চক্রের দ্বারা নিকুম্ভের বধ এবং ব্রহ্মদত্তকে ষট্পুর দান এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন যদুবংশের সহিত সমস্ত ভূপতিগণকে ওইরূপ বধ করিয়া রাখা হইল, তখন অসুরেরা সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া যাইল। ১

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি ও রণদুর্মদ যাদবগণের দ্বারা সর্বদিক দিয়া আহত হইতে থাকিয়া বীর অসুরসকল চারি দিকে পলায়ন করিল। ২

ইহা দেখিয়া দানবশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ ক্রোধপূর্ণ চিত্তে তাহাদিগকে বলিল—তোমরা যোদ্ধৃগণঃ নিজেদের প্রতিজ্ঞা বিফল করিয়া ভয়ে পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন? ৩

প্রতিজ্ঞাহীন হইয়া পলায়ন করিলে এবং পূর্ব্বে প্রতিশোধ লইবার নিশ্চয় করিয়াও যুদ্ধে নিজেদের জ্ঞাতিগণের বধ পরিশোধ না করিয়া পলাইয়া যাইলে তোমরা কোন্ লোকে গমন করিবে? ৪

রণাঙ্গনে নির্ভয়তা পূর্ব্বক যুদ্ধকারী শত্রুদিগকে জয় করিয়া এই লোকে উত্তম ফল (রাজ্যাদি) ভোগ হইবে এবং যুদ্ধে মৃত্যু হইলে শৌর্য্যশালী সেই বীরের স্বর্গলোকে সুখদায়ক নিবাস সুলভ হইবে। ৫

হে দৈত্যগণ! পলায়ন করিয়া গৃহে গমন করত কাহার মুখ দেখিবে, অথবা কাহাকে মুখ দেখাইবে? ; নিজেদের পত্নীদিগকে কি বলিবে? অতএব তোমাদের ধিক্! ধিক্! কারণ, এইভাবে পলায়ন করিতে তোমাদের লজ্জা হইতেছে না? ৬

নৃপ জনমেজয়! নিকুম্ভ এই কথা বলিলে পর সেই অসুরগণ লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং দ্বিগুণ বেগে যাদবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৭

রাজন্! নানাপ্রকার অলঙ্কারের দ্বারা সুসজ্জিত যোদ্ধগণের সেই সমরোৎসবে যে সব দৈত্যেরা যজ্ঞমণ্ডপের দিকে যাইতেছিল, তাহাদিগকে অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বধ করিতে লাগিলেন। যাহারা আকাশপথে যাইতেছিল, তাহাদিগকে ইন্দ্রপুত্র পার্থ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবর বিনাশ করিতে লাগিলেন। ৮-৯

অনন্তর সেখানে বর্ষায় বর্দ্ধিত নদীর তুল্য এক রক্তের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসুরগণের রক্তই সেই নদীর জল ছিল, তাহাদের মস্তকের কেশরাশিই এই নদীর সেওলা ও তৃণরাজি ছিল, রথচক্রসমূহ ইহাতে কচ্ছপ ও রথসকল আবর্ত্তের ন্যায় ছিল, হস্তিদেহসমূহ এই নদীর ক্ষুদ্র পর্ব্বততুল্য দেখা যাইতেছিল, অশ্ব ও পদাতিসমূহ বৃহৎ ফেনতুল্য আচ্ছাদিত ছিল এবং যোদ্ধাদের গর্জন ও চীৎকারই এই নদীর কলকল নাদ ছিল। এই নদী শ্রীকৃষ্ণরূপী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছিল এবং

তান্ দৃষ্ট্বৈব নিকুম্ভস্তু বহুনানাস্ত্রশস্ত্রবান্
হতান্ সর্বান্ মহাত্মাংশ্চ বীর্যাদেবোৎপপাত হ ॥ ১৩
স বারিতো জয়ন্তেন প্রবরেণ চ ভারত ।
শরৈঃ সুনিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিকুম্ভো রণকর্কশঃ ॥ ১৪
সন্নিবৃত্যাথ দৈত্যেন্দ্রঃ পরিঘেণ দুরাসদঃ ।
প্রবরং তাড়য়ামাস স পপাত মহীতলে ॥ ১৫
ঐন্দ্রিস্তং পতিতং ভূমৌ বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ।
বিদিত্বা চৈব সপ্রাণং বিহায়াসুরমভিদ্রুতঃ ॥ ১৬
অভিদ্রুত্য নিকুম্ভঞ্চ নিস্ত্রিংশেন জঘান চ
পরিঘেণাপি দৈতেয়ো জয়ন্তং সমতাড়য়ৎ ॥ ১৭
ততশ্চ বহুধা গাত্রং নিকুম্ভস্যৈন্দ্রিরাহবে ।
স চিন্তয়ামাস তদা বধ্যমানো মহাসুরঃ ॥ ১৮
কৃষ্ণেন সহ যোদ্ধব্যং বৈরিণা জ্ঞাতিঘাতিনা ।
প্রাপ্স্যামি কিমাস্থানমাহবে শক্রসূনুনা ॥ ১৯

এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
জগাম চৈব যুদ্ধার্থং যত্র কৃষ্ণো মহাবলঃ ॥ ২০
তং দৃষ্ট্বৈরাবতস্কন্ধমাস্থিতো বলসূদনঃ ।
হৃষ্টমত্যাগতো যুদ্ধং দ্রষ্টুং সহ দৈবতৈঃ ॥ ২১
সাধু সাধ্বিতি পুত্রঞ্চ পরিতুষ্টঃ স সস্বজে ।
প্রবরঞ্চাপি ধর্মাত্মা সস্বজে মোহবর্জিতম্ ॥ ২২
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি প্রণেদুর্বাসবাজ্ঞয়া ।
জয়মানং রণে দৃষ্ট্বা জয়ন্তং রণদুর্জয়ম্ ॥ ২৩
দদর্শাথ নিকুম্ভস্তু কেশবং রণদুর্জয়ম্ ।
অর্জুনেন স্থিতং সার্ধং যজ্ঞবাটাবিদূরতঃ ॥ ২৪
স নাদং সুমহান্ কৃত্বা পক্ষিরাজমতাড়য়ৎ ।
পরিঘেণ সুঘোরেণ বলং সাত্যকমেব চ ॥ ২৫
নারায়ণং চার্জুনঞ্চ ভীমং চৈব যুধিষ্ঠিরম্ ।
যমৌ চ বাসুদেবঞ্চ সাম্বং কামঞ্চ বীর্যবান্ ॥ ২৬

---

তীক্ষ্ণ পুরুষগণের হৃদয়ে ভয় উৎপন্ন করিতেছিল। রক্তের দুর্গন্ধই ইহাতে কেন ছিল এবং তরবারিসমূহই মৎস্য ও তরঙ্গমালার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ১০-১২

নিকুম্ভ নিজের সেই অনুচরদিগকে বধিত হইতে দেখিয়াই এবং নিজের সমস্ত মহাসুরগণকে নিহত দেখিয়া বীর্য বলে উপরে উঠিয়া উড়িতে লাগিল। ১৩

ভারত! উপরে উড়িতে রণকর্কশ নিকুম্ভকে জয়ন্ত ও প্রবর নিজেদের বজ্রতুল্য বাণসমূহে নিবারণ করিলেন। তখন দুর্ধর্ষ বীর নিকুম্ভ দ্রুত ঐ দিকে ফিরিয়া আসিল। তারপর প্রবরের উপর সে পরিঘপ্রহার করিল। ইহাতে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। ১৪-১৫

ভূতলে পতিত প্রবরকে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত নিজের দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন এবং যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রবর জীবিত, তখন তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অসুরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৬

তাহার দিকে ধাবিত হইয়া জয়ন্ত নিকুম্ভকে খড়্গের দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন সেই দৈত্যও জয়ন্তকে পরিঘের দ্বারা প্রহার করিলেন। ১৭

ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত যুদ্ধস্থলে নিকুম্ভের শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তাঁহার দ্বারা প্রহৃত হইতে হইতে সেই মহাসুর নিকুম্ভ সেই সময় মনে মনে এই চিন্তা করিল যে, আমাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; কারণ, এই কৃষ্ণই আমার জ্ঞাতিগণের ঘাতক ও শত্রু। আমি এই রণাঙ্গনে ইন্দ্রপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের জন্য কি-ই বা খ্যাতি প্রাপ্ত হইব? ১৮-১৯

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই অসুর সেখানে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং যুদ্ধের জন্য সেই স্থানে গমন করিল, যেখানে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন। ২০

সে সেখানে যাইয়া দেখিল যে, বলাসুরনাশী ইন্দ্র ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করত যুদ্ধ দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়াছেন। সেই সময় তিনি দেবগণের সহিত অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন। ২১

ধর্মাত্মা ইন্দ্র 'সাধু সাধু' বলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিজের পুত্র জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মূর্চ্ছা দূর হইলে পর প্রবরকেও আলিঙ্গন করিলেন। ২২

সেই সময় রণদুর্জয় জয়ন্তকে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দেবদুন্দুভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। ২৩

নিকুম্ভ দেখিল যে, যুদ্ধে যাঁহাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞমণ্ডপ হইতে অল্প দূরে অর্জুনের সহিত অবস্থান করিতেছেন। ২৪

তখন সে সিংহনাদ করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিঘের দ্বারা পক্ষিরাজ গরুড়, বলরাম ও সাত্যকির উপর প্রহার করিল। ২৫

তাহার পর পরাক্রমশালী সেই অসুর শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব এবং প্রদ্যুম্নের উপরেও অস্ত্রপ্রহার করিল। ২৬

যুযুধে মায়য়া দৈত্যঃ শীঘ্রকারী চ ভারত
ন চৈনং দদৃশুঃ সর্ব্বে সর্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ২৭
যদা তু নৈবাপশ্যংস্তং তদা বিঘোদকেশ্বরম্ ।
দধ্যৌ দেবং হৃষীকেশঃ প্রমথানাং গণেশ্বরম্ ॥ ২৮
ততস্তে দদৃশুঃ সর্ব্বে প্রভাবাদমিততেজসঃ ।
বিঘোদকেশ্বরস্যাশু নিকুম্ভং মায়িনাং বরম্ ॥ ২৯
কৈলাসশিখরাকারং গ্রসন্তমিব বিষ্ঠিতম্ ।
আহ্বয়ন্তং রণে কৃষ্ণং বৈরিণং জ্ঞাতিনাশনম্ ॥ ৩০
সজ্যগাণ্ডীবমেবাথ পার্থস্তস্য রণেষুভিঃ ।
পরিঘং চৈব গাত্রেষু বিব্যাধৈনমথাসকৃৎ ॥ ৩১
তে বাণাস্তস্য গাত্রেষু পরিঘে চ ন চাবিশন্ ।
তস্মাঃ শিলাশিতাঃ সর্ব্বে নিপেতুঃ কুণ্ঠিতাঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩২
বিফলানস্ত্রযুক্তাংস্তান্ দৃষ্ট্বা বাণান্ ধনঞ্জয়ঃ
পপ্রচ্ছ কেশবং বীরঃ কিমেতদিতি ভারত ॥ ৩৩
পর্ব্বতানপি ভিন্দন্তি মম বজ্রোপমাঃ শরাঃ ।
কিমিদং দেবকীপুত্র বিস্ময়োঽত্র মহান্মম ॥ ৩৪
তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
মহদ্ভূতং নিকুম্ভোঽয়ং কৌন্তেয় শৃণু বিস্তরাৎ ॥ ৩৫
পুরা গত্বোত্তরকুরূংস্তপশ্চক্রে মহাসুরঃ
লক্ষং বর্ষসহস্রাণাং দেবশত্রুর্দুরাসদঃ ॥ ৩৬
অথৈনং ছন্দয়ামাস বরেণ ভগবান্ হরঃ
স বব্রে ত্রীণি রূপাণি ন বধ্যানি সুরাসুরৈঃ ॥ ৩৭
তমুবাচ মহাদেবো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
মম বা ব্রাহ্মণানাং বা বিষ্ণোর্ব্বা প্রিয়মাচরন্ ॥ ৩৮
ভবিষ্যসি হরের্ব্বধ্যো ন হ্যন্যস্য মহাসুর ।
ব্রহ্মণ্যোঽহঞ্চ বিষ্ণুশ্চ বিপ্রাণাং পরমা গতিঃ ॥ ৩৯
স এষ সর্ব্বশস্ত্রাণামবধ্যঃ পাণ্ডুনন্দন ।
ত্রিদেহোঽতিপ্রমাথী চ বরদত্তশ্চ দানবঃ ॥ ৪০
ভানুমত্যাপহরণে দেহোঽস্যৈকো হতো ময়া ।
অবধ্যঃ ষট্পুরং দেহনিবসস্থ হতাসুরঃ ॥ ৪১

ভারত ! সেই শীঘ্রকারী দৈত্য মায়ার দ্বারা যুদ্ধ করিতেছিল ; সেইজন্য সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এই সব বীরগণ তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না ॥ ২৭

যখন সেই অসুরকে দেখিতে পাইলেন না, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রমথগণের পতি বিঘোদকেশ্বর দেবকে স্মরণ করিলেন ॥ ২৮

তারপর অতিতেজস্বী বিঘোদকেশ্বরের প্রভাবে তাঁহারা সকলে মায়াবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ দেখিতে পাইলেন ॥ ২৯

তাহার শরীর কৈলাস-শিখরের ন্যায় বিশাল ছিল। সে এইভাবে অবস্থান করিতেছিল যেন সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সে নিজের জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধবগণের বিনাশকারী বৈরী শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। সেই সময় যাঁহার গাণ্ডীব ধনুতে গুণ আরোপিত ছিল, সেই অর্জ্জুন মর্ম্মভেদকারী বাণসমূহের দ্বারা তাহার পরিঘ ও অঙ্গসমূহের উপর বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩০-৩১

নরেশ্বর ! অর্জ্জুনের এই সব বাণ শিলাশাণিত ছিল, তথাপি এই সব পরিঘে বাণ ও তাহার অঙ্গসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কুণ্ঠিত এবং ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩২

ভরতনন্দন ! সেই দিব্যাস্ত্রযুক্ত বাণসমূহকে নিষ্ফল হইতে দেখিয়া বীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল ? ৩৩

দেবকীনন্দন ! আমার এই সব বজ্রতুল্য বাণ পর্ব্বতসকলকেও বিদীর্ণ করিতে পারে ( কিন্তু এখানে নিষ্ফল হইয়া যাইল ) ইহা কি ? এবিষয়ে আমার অত্যন্ত বিস্ময় হইতেছে ॥ ৩৪

ভারত ! তখন শ্রীকৃষ্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, —কুন্তীনন্দন ! এই নিকুম্ভ এক মহান্ ভূত ( সিদ্ধ পুরুষ )। ইহার পরিচয় সবিস্তরে শ্রবণ কর ॥ ৩৫

পূর্ব্বে এই দুর্দ্ধর্ষ দেবদ্রোহী মহাসুর উত্তর কুরুতে যাইয়া এক লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিল ॥ ৩৬

তখন ভগবান্ শিব ইহাকে ইচ্ছানুসারে বরপ্রার্থনা করিবার আজ্ঞা করেন। সেই সময় এই মহাসুর মহাদেবের নিকট হইতে তিনটি রূপ প্রার্থনা করে, যাহা দেবতা ও অসুরগণের পক্ষে অবধ্য ছিল ॥ ৩৭

তখন মহাদেব ভগবান্ বৃষধ্বজ শিব ইহাকে বলিলেন,— মহাসুর ! যদি তুমি আমার, ব্রাহ্মণগণের অথবা ভগবান্ বিষ্ণুর অপ্রিয় কর, তাহা হইলে শ্রীহরির হস্তে নিহত হইবে, অন্য কাহারও দ্বারা নহে, কারণ আমি ও বিষ্ণু আমরা উভয়েই ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী এবং তাঁহাদের পরম আশ্রয় ॥ ৩৮-৩৯

পাণ্ডুনন্দন ! এই সেই তিন শরীর ধারণকারী অত্যন্ত প্রমথনশীল দানব, যে বরদান প্রাপ্ত হইয়া মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছে এই দানব সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য ॥ ৪০

ভানুমতীকে অপহরণ করিবার সময় আমি ইহার এক শরীর-

দিতিং তত্রবসতি দেকো দেবোহস্য তপসান্বিতঃ
অন্যস্ত দেহো যোহয়ং হস্ত যেনাবসতি ষট্‌পুরম্ ॥ ৪২
এতত্তু সর্ব্বমাখ্যাতং নিকুম্ভচরিতং ময়া
বধোপায়ে যতে বীর কথা পশ্চাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
তয়োঃ কথয়তোরেবং কৃষ্ণয়োরন্ধুযুক্তয়া
গুহাং ষট্‌পুরমাস্থায় তাং বিবেশ রণদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৪৪
অবিশ্য তস্য ভগবান্ বিবেশ মধুসূদনঃ ।
তাং ষট্‌পুরগুহাং ঘোরাং দুর্ব্বাং কুরুনন্দন ॥ ৪৫
চন্দ্রসূর্য্যপ্রভাহীনাং জলন্তীঃ যেন তেজসা
সুখদুঃখোষ্ণশীতানি প্রযচ্ছন্তীং যথেপ্সিতম্ ॥ ৪৬
তত্র প্রবিশ্য ভগবানপশ্যত জনাধিপান্ ।
যুযুধে সহ ঘোরেণ নিকুম্ভেন জনাধিপ ॥ ৪৭
কৃষ্ণস্যানুপ্রবিষ্টাস্তু বলাদ্যা যাদবাস্তথা ।
প্রবিষ্টাস্ত তথা সর্ব্বে পাণ্ডবাস্তু মহাত্মনঃ ॥ ৪৮

সমেত্যাস্তু প্রবিষ্টাস্তে কৃষ্ণস্যানুমতেন বৈ
যুযুধে স তু কৃষ্ণেন রৌক্মিণেয়প্রচোদিতঃ ।
অনয়দ্ যাদবান্ সর্ব্বান্ বানয়ঃ বদ্ধবান্ পুরা ॥ ৪৯
তে মুক্তা রৌক্মিণেয়েন প্রাপ্তা যত্র জনার্দ্দনঃ ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে নিকুম্ভবধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫০
যাচন্তো বীর মুঞ্চেতি পুনঃ কামং যথাক্রমন্ ।
মুমোচ চাথ তান্ বীরো রৌক্মিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫১
অধোমুখমুখাঃ সর্ব্বে বদ্ধমৌনা নরাধিপাঃ ।
লজ্জয়াভিসুতা বীরাস্তস্থুর্নষ্টশ্রিয়স্তদা ॥ ৫২
নিকুম্ভমপি গোবিন্দঃ প্রধনস্তু' কৃৎ' প্রতি
যোধয়ামাস ভগবান্ যোদ্ধমাত্মদিপুঃ হরিঃ ॥ ৫৩
পরিঘেনাহতঃ কৃষ্ণো নিকুম্ভেন ভুজং দিতেঃ ।
গদয়া চাপি কৃষ্ণেন নিকুম্ভস্তু দিতেঃ ভুজম্ ॥ ৫৪
তাবুভৌ যোধমানৌ প্রহ্লাদ্যৌ তদা
ততঃ প্রবাদিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাশ্চাপি যাদবান্ ॥ ৫৫

কে নষ্ট করিয়া দিয়াছি। এই অন্যথা ষট্‌পুর ইহার দ্বিতীয় শরীর ॥ ৪১

ইহার এক তপস্বী শরীর দিতিদেবীর সেবায় নিরত আছে। যাহার দ্বারা এই অসুর ষট্‌পুরে বাস করিতেছে, তাহা ইহার দ্বিতীয় শরীর ॥ ৪২

বীর। এই সব নিকুম্ভের চরিত্র আমি তোমাকে বলিলাম। এখন তুমি ইহাকে বধ করিবার জন্য যত্ন কর, অন্য কথা পরে হইবে ॥ ৪৩

যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এইভাবে পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলেন, সেই সময় রণদুর্জয় সেই অসুর ষট্‌পুর নামী গুহায় প্রবিষ্ট হইল ॥ ৪৪

কুরুনন্দন। তাহার যাইবার পথ অনুসরণ করিয়া ভগবান্ মধুসূদনও সেই ঘোর দুর্গম ষট্‌পুর গুহায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫

সেখানে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশ ছিল না। এই গুহা নিজেরই তেজে প্রকাশিত হইতেছিল এবং সেখানে সমস্ত লোকের ইচ্ছাকে সুখ-দুঃখ ও শীত-উষ্ণাদি প্রদান করিতেছিল ॥ ৪৬

জনাধিপ। সেই গুহায় প্রবেশ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিকুম্ভের দ্বারা আবদ্ধ যাদবনরপতিগণকে দেখিতে পাইলেন। তারপর সেখানে নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিতে বলরামাদি সমস্ত যাদববীরগণও সেই সময় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং সমস্ত পাণ্ডবগণও একসঙ্গে উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৮

নিকুম্ভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সেই সব যাদবগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাদিগকে নিকুম্ভ পূর্বে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৪৯

প্রদ্যুম্ন কর্তৃক মুক্ত সেই সব যাদববীরগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া নিকুম্ভকে বধ করিবার ইচ্ছায় সে স্থানে যাইলেন, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৫০

এদিকে প্রদ্যুম্ন যে সব রাজাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন সেই সব রাজা কাতরভাবে তাঁহাকে বারবার বলিতে লাগিলেন,—বীর ! তুমি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। তখন প্রতাপশালী বীর রুক্মিণীনন্দন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৫১

সেই সময় সেই সমস্ত বীর নরপতিগণ নিজ নিজ মুখ অধোমুখ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শ্রী তখন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা লজ্জায় আবৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ৫২

পাপহারী ভগবান গোবিন্দ ত্রৈলোক্যের জন্য মঙ্গলদায়ক নিজের ঘোর শত্রু নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

রাজেন্দ্র ! নিকুম্ভ পরিঘের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রচণ্ড আঘাত করিল এবং শ্রীকৃষ্ণও গদার দ্বারা নিকুম্ভকে সবলে আঘাত করিলেন ॥ ৫৪

তখন উভয়েই পরস্পরের দ্বারা উগ্ররূপে অস্ত্রপ্রহারে আহত হইয়া উভয়েই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে পাণ্ডব-

দেবর্ষিগণাস্তত্র কৃষ্ণস্য হিতকাম্যয়া ।
তুষ্টুবুশ্চ মহাত্মানঃ বেদপ্রোক্তৈস্তথা স্তবৈঃ ॥ ৫৬
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণো ভগবান্ কেশবস্তদা ।
দানবশ্চ পুনর্বীরাবুভৌ সমরং প্রতি ॥ ৫৭
বৃষভাবিব নর্দন্তৌ গজাবিব চ ভারত ।
শার্দূলাবিব ক্রুদ্ধৌ প্রহরন্তৌ রণোৎকটৌ ॥ ৫৮
অথ কৃষ্ণং তদোবাচ নৃপ বাগশরীরিণী ।
চক্রেণ শময়স্বৈনং দেবব্রাহ্মণকণ্টকম্ ॥ ৫৯
ইতি হোবাচ ভগবান্ দেবো বিষোদকেশ্বরঃ ।
ধর্মং যশশ্চ বিপুলং প্রাপ্নুহি ত্বং মহাবল ॥ ৬০
তথেত্যুক্ত্বা নমস্কৃত্য লোকনাথঃ সতাং গতিঃ ।
সুদর্শনং মুমোচাথ চক্রং দৈত্যকুলান্তকম্ ॥ ৬১
তন্নিকুম্ভস্য চিচ্ছেদ শিরঃ প্রবরকুণ্ডলম্ ।
নারায়ণকরোৎসৃষ্টং সূর্যমণ্ডলবর্চসম্ ॥ ৬২

গণ ও যাদবগণকে অত্যন্ত ব্যথিত হইতে দেখিয়া সেখানে অবস্থিত মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের হিতকামনায় স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা বেদোক্ত স্তুতির দ্বারা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন । ৫৫-৫৬

তখন ভগবান্ কেশব চৈতন্যলাভ করিলেন, ইহাতে মনে হইল—তাঁহার প্রাণ পুনরায় ফিরিয়া আসিল। অন্যদিকে দানব নিকুম্ভও সংজ্ঞালাভ করিল। তখন উভয়েই পুনরায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন । ৫৭

ভারত ! এই দুই রণোৎকট বীর বৃষের ন্যায় গর্জন, হস্তীর চীৎকার ও মহিষের ন্যায় নিনাদ করিতে করিতে ক্রোধসহকারে পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন । ৫৮

নৃপ জনমেজয় ! সেই সময় আকাশবাণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—জনার্দন ! এই দানব দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ। তুমি তোমার চক্রের দ্বারা ইহাকে শান্ত (বধ) করিয়া দাও । ৫৯

এই কথা স্বয়ং ভগবান্ বিষোদকেশ্বর বলিলেন। পুনরায় বলিলেন,—মহাবল শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি (এই দানবকে বধ করিয়া) মহান্ ধর্ম ও বিপুল যশ লাভ কর । ৬০

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সজ্জনগণের আশ্রয়দাতা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বিষোদকেশ্বরকে নমস্কার করিয়া দৈত্যকুলের বিনাশকারী সুদর্শন চক্রকে নিকুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিলেন । ৬১

উৎপপাত শিরস্তস্য ভূমৌ ললিতকুণ্ডলম্
মেরুমধ্যে গিরেঃ শৃঙ্গাম্বুর ইব ভূতলে ॥ ৬৩
নিকুম্ভে নিহতে তস্মিন্ দেবো বিষোদকেশ্বরঃ ।
তুতোষ চ নরব্যাঘ্র জগন্নাসকরো বিভুঃ ॥ ৬৪
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ শক্রসৃষ্টা নভস্তলাৎ ।
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব প্রণেদুররিনাশনে ॥ ৬৫
ননন্দ চ জগৎ কৃৎস্নং মুনয়শ্চ বিশেষতঃ ।
দৈত্যকন্যাশ্চ ভগবান্ যদুভ্যঃ শতশো দদৌ ॥ ৬৬
ক্ষত্রিয়াংশ্চ ভগবান্ সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।
রত্নানি চ বিচিত্রাণি বাসাংসি প্রবরাণি চ ॥ ৬৭
রথানাং বাজিযুক্তানাং ষট্ সহস্রাণি কেশবঃ ।
অদদাৎ পাণ্ডবেভ্যশ্চ প্রীতাত্মা গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৬৮
তদেব চাথ প্রবরং ষট্পুরং পুরবর্দ্ধনঃ ।
দিদেশ ব্রহ্মদত্তায় দদৌ তার্ক্ষ্যবিবর্দ্ধকঃ ॥ ৬৯

---

নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সূর্যমণ্ডলতুল্য তেজস্বী চক্র উত্তম কুণ্ডলদ্বারা অলংকৃত নিকুম্ভের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন । ৬২

প্রদীপ্ত কুণ্ডলদ্বারা অলংকৃত তাহার সেই মস্তক ভূতলে পতিত হইল ; ইহাতে মনে হইল—কোনও এক ময়ূর মেঘ দর্শনে উড্ডীন হইয়া পর্বতের শিখর হইতে ধরাতলে পতিত হইতেছে । ৬৩

নরশ্রেষ্ঠ ! জগতে সুখবৃদ্ধিকারী সেই নিকুম্ভ নিহত হইলে পর সর্বব্যাপী দেব বিষোদকেশ্বর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । ৬৪

আকাশ হইতে ইন্দ্র কর্তৃক পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং দেবশত্রু নিকুম্ভ নিহত হইলে পর দেবদুন্দুভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল । ৬৫

সম্পূর্ণ জগৎ আনন্দময় হইয়া গেল। ঋষি-মুনিগণ বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদব-বীরগণকে শত শত দৈত্য-কন্যা প্রদান করিলেন । ৬৬

অন্যান্য ক্ষত্রিয়-রাজগণকেও বারংবার সান্ত্বনা দান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিচিত্র রত্ন ও উত্তম বস্ত্রসমূহ প্রদান করিলেন । ৬৭

গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে পাণ্ডবগণকে ছয় হাজার অশ্বযুক্ত রথ উপহাররূপে প্রদান করিলেন । ৬৮

নগরের বৃদ্ধিকারী ভগবান গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ সেই ষট্পুর-নামক শ্রেষ্ঠ নগর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিলেন । ৬৯

মন্ত্রে সমাপ্তে চ তদা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
বিসর্জ্জয়িত্বা তং ক্ষত্রং পাণ্ডবাংশ্চ মহাবলঃ ॥ ৭০
বিবোদকেশ্বরস্যাথ সমাজমকরোৎ প্রভুঃ।
মাংসসূপসমাকীর্ণং বহ্বন্নং পানসঙ্কুলম্ ॥ ৭১
নিযুদ্ধকুশলান্মল্লান্ দেবো মল্লপ্রিয়স্তদা।
যোধয়িত্বা দদৌ ভূরি বিত্তং বস্ত্রাণি চাত্মবান্ ॥ ৭২
মাতাপিতৃভ্যাং সহিতো যদুভিশ্চ মহাবলঃ।
অভিবাদ্য ততস্তঃ যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্ ॥ ৭৩
স বিবেশ পুরীং রম্যাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্।
পুষ্পচিত্রপথাং বীরো বন্দ্যমানো নরৈঃ পথি ॥ ৭৪
ইদং যঃ ষট্‌পুরবধং বিষ্ণোঃ চক্রপাণিনঃ।
শৃণুয়াদ্ বা পঠেদ্ বাপি যুদ্ধে জয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৫
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৭৬
ইদং পুংসবনং প্রোক্তং গর্ভাধানঞ্চ ভারত।
শ্রাদ্ধেষু পঠিতং সম্যগক্ষয্যকরণং শুভম্ ॥ ৭৭
উদয়মসমবলস্য ভারতে
প্রথিতবলস্য জয়ং মহাত্মনঃ।
সততমিহ হি যঃ পঠেন্নরঃ
স্বগতিমিতো ভজতে গতজ্বরঃ ॥ ৭৮
মণিকনকবিচিত্রপাণিপাদো
নিরতিশয়ার্কগুণোঽহরিদাদিনাথঃ।
চতুরুদধিশয়শ্চতুর্বিধাত্মা
জয়তি জগৎপুরুষঃ সহস্রনামা ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
ষট্‌পুরবধে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারী মহাবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ক্ষত্রিয়দিগকে ও পাণ্ডবদিগকে বিদায় দিয়া শ্রীবিবোদকেশ্বরের জন্য এক সামাজিক উৎসব করিলেন। এই উৎসবে মাংস, ডাল ও অন্যান্য নানা ব্যঞ্জন (তরকারী) যুক্ত বহু অন্ন লোকসকলকে ভোজন করান হইয়াছিল। ৭০-৭১

নিজের মনকে বশীভূতকারী মল্লপ্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মল্লবীরগণকে দিয়া যুদ্ধ করাইয়া তাহাদিগকে বহু ধন ও বস্ত্র দান করিলেন। ৭২

তদনন্তর মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাতা-পিতা এবং অন্যান্য যাদবগণের সহিত যজ্ঞস্থলকে প্রণাম করত দ্বারকাপুরী গমন করিলেন। ৭৩

পথে বহু মানুষের দ্বারা বন্দিত হইতে হইতে বীর শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট-পুষ্ট মনুষ্যগণে পরিপূর্ণা ও পুষ্পসমূহে বিচিত্রিত পথযুক্তা রমণীয়া দ্বারকাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৭৪

যে মানুষ চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই ষট্‌পুর-বধরূপ বিজয়সূচক চরিত্র শ্রবণ করিবে অথবা পাঠ করিবে, সেই মানুষ যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। ৭৫

(ইহার শ্রবণ অথবা পঠনে) পুত্রহীনের পুত্র ও নির্ধনের ধন লাভ হয়। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং বন্দী বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ৭৬

ভারত! এই প্রসঙ্গ পুংসবন ও গর্ভাধানে সহায়ক বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ ইহার শ্রবণ পঠনে পত্নীর গর্ভাধান হয় এবং সেই গর্ভ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয়। যদি সকল শ্রাদ্ধেই ইহার যথাবিহিত পাঠ করা হয়, তবে ইহা শ্রাদ্ধের ফলকে অক্ষয় করিয়া দেয় বলিয়া কথিত আছে। ৭৭

ভারতে যাঁহার বল বিখ্যাত এবং যিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই বিজয়গাথা যে মানুষ একমনে সদা পাঠ করে, সেই মানুষ রোগ-শোক মুক্ত হইয়া এই জগৎ হইতে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৭৮

মণি ও সুবর্ণের নানা আভরণ ধারণ করিয়া থাকায় যাঁহার হস্ত-পদের বিচিত্র শোভা হয়, যাঁহার মধ্যে সূর্য্যের তেজ প্রভৃতি গুণ তাঁহা হইতেও বহু অধিক মাত্রায় বিদ্যমান আছে, যিনি সকল-গণের নায়ক, সকলের আদি রক্ষক, চার সমুদ্র যাঁহার শয়নাধার এবং যিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার ব্যূহের রূপে বিরাজমান, সেই জগতের অন্তর্যামী পুরুষ সহস্রনামধারী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য জয়যুক্ত হউন। ৭৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ষট্‌পুর-বধবিবরক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ অন্ধকাসুরস্যোৎপত্তিরনাচারশ্চ বর্ণনম্, তস্য বধায় অদিত্যা বিচারঃ, মন্দারপুষ্পং হৃত্বা নারদস্যান্ধকাসুরভবনে গমনম্, তৎসমীপে মন্দারবনস্য মহত্ত্বকথনঞ্চ ]

জনমেজয় উবাচ

শ্রুতোঽয়ং ষট্‌পুরবধো রম্যো মুনিবরোত্তম

পূর্বোক্তমন্ধকবধং বৈশম্পায়ন কীর্তয় ॥ ১

তাম্রসত্যান্ত হরণং নিকুম্ভস্য বধং তথা

প্রব্রূহি বদতাং শ্রেষ্ঠ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

দিতির্হতেষু পুত্রেষু বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা

তপসারাধয়ামাস মারীচং কশ্যপং পুরা ॥ ৩

তপসা কালযুক্তেন তথা শুশ্রূষয়া মুনেঃ

আনুকূল্যেন চ তথা মাধুর্যেণ চ ভারত ॥ ৪

পরিতুষ্টঃ কশ্যপস্তামুবাচ তপোধনঃ

পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভদ্রে বরং বরয় সুব্রতে ॥ ৫

দিতিরুবাচ

হতপুত্রাস্মি ভগবন্ দেবৈর্ধর্মভৃতাং বর।

অবধ্যং পুত্রমিচ্ছামি দেবৈরমিতবিক্রমম্ ॥ ৬

কশ্যপ উবাচ।

অবধ্যস্তে সুতো দেবি দাক্ষায়ণি ভবেদিতি।

দেবানাং সংশয়ো নাত্র কশ্চিৎ কমললোচনে ॥ ৭

দেবদেবসুতে কশ্চ তস্য ন প্রভবাম্যহম্

আত্মা ত্বয়ৈবে পুত্রেণ রক্ষিতব্যো হি সর্বথা ॥৮

অথালভত তাং দেবীং কশ্যপঃ সত্যবাগথ।

অঙ্গুল্যাগ্রেণ তু সা পুত্রং সুষুবে ততঃ ॥ ৯

সহস্রবাহুঃ কৌরব্য সহস্রশিরসা তথা

দ্বিসহস্রেক্ষণঃ চৈব তাবচ্চরণমেব চ ॥ ১০

স তক্ষত্রান্ধবৎ গচ্ছন্নন্ধোঽপি হি ভারত

তমন্ধকোঽয়ং নামেতি প্রোচুস্তত্র নিবাসিনঃ ॥ ১১

অবধ্যোঽস্মীতি লোকান্ স সর্বান্ বাধতি স্ম ভারত।

হরতাপি চ রত্নানি সর্বেষামন্ধকস্তদা ॥ ১২

---

### ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[অন্ধকাসুরের উৎপত্তি ও অনাচার বর্ণন, তাহার বধের জন্য অদিতির বিচার, মন্দার পুষ্পধারণ করিয়া নারদের অন্ধকাসুরের ভবনে গমন এবং তাহার নিকট মন্দারবনের মহত্ত্ব কথন।

জনমেজয় বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন! আমি ষট্‌পুরবধের রমণীয় প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলাম। পূর্বোক্ত অন্ধকবধের বৃত্তান্ত আমায় বলুন। ১

হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তাম্রসতীর হরণ এবং তদনন্তর নিকুম্ভবধের প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য আমার অতীব কৌতূহল হইতেছে। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! যখন প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক সমস্ত পুত্র নিহত হইয়াছিল, তখন পুরাকালে দেবী দিতি তপস্যা দ্বারা মরীচিনন্দন কশ্যপের আরাধনা করিয়াছিলেন। ৩

হে রাজন! তাঁহার সময়োচিত তপস্যায়, সেবায়, আনুকূল্যে এবং মাধুর্যে সন্তুষ্ট হইয়া তপোধন কশ্যপ বলিলেন—'উত্তম ব্রতপালনকারিণী কল্যাণি! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।' ৪-৫

দিতি বলিলেন—হে ভগবন্! ধর্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ! দেবগণ কর্তৃক আমার সমস্ত পুত্র নিহত হইয়াছে। দেবগণের অবধ্য এক অমিতবিক্রমশালী পুত্র প্রার্থনা করিতেছি। ৬

কশ্যপ বলিলেন—দেবি! দাক্ষায়ণি! কমললোচনে! দেবগণের অবধ্য তোমার এক পুত্র হইবে—ইহাতে সংশয় নাই। ৭

কিন্তু দেবাদিদেব রুদ্র ব্যতীত অন্য দেবতার সে বধ্য হইবে না। (কারণ রুদ্রের উপর) আমার কোন প্রভুত্ব নাই। সুতরাং তোমার পুত্র সর্বপ্রকারে তাঁহার নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে। ৮

এই বলিয়া সত্যবাদী কশ্যপ দিতির উদরদেশ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং তাহাতে তিনি (দিতি) এক পুত্রের জন্ম দান করিলেন। ৯

হে কুরুনন্দন! সেই পুত্রের সহস্র বাহু, সহস্র মস্তক, দুই সহস্র নেত্র এবং তত সংখ্যক অর্থাৎ দুই সহস্র চরণ ছিল। ১০

হে ভারত! অন্ধ না হইয়াও সে অন্ধের মত চলিত; সেই-হেতু সেখানের অধিবাসিগণ তাহাকে অন্ধক নামে অভিহিত করিয়াছিল। ১১

হে ভরতনন্দন! আমি অবধ্য এই মনে করিয়া সে সকলকে পীড়া দান করিত এবং নিজের বল আশ্রয় করিয়া সে জগতের সকল রত্ন হরণ করিয়াছিল। ১২

বালকন্যা স্ববীর্য্যেণ নিগৃহ্যাত্মবশং গতাঃ

স বেদবুদ্ধিবিদ্বেষী সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩

পরদারাপহরণং পরবস্তুবিলোপনম্

চকার সততং যোহন্ধকঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ১৪

ত্রৈলোক্যবিজয়ং কর্ত্তুমুদ্যতঃ স তু ভারত

সহাসুরৈরসুরৈঃ সার্দ্ধং বহুভিঃ সর্ব্ববিদ্বিষৈঃ ॥ ১৫

তচ্ছ্রুত্বা ভগবানিন্দ্রঃ কশ্যপং পিতরং প্রভোঃ

অন্ধকেনেদমারব্ধমীদৃশং মুনিসত্তম ॥ ১৬

আজ্ঞাপয় বিভো কার্য্যমস্মাকং সমনন্তরম্

বধ্যোঽসৌ কথং নাম সোঢ়ব্যঃ শাসনে মম ॥ ১৭

উদ্দিষ্টপুত্রে প্রবর্ত্তব্যং কথং নাম ময়া বিভো

ইমাং ভবতী কুর্য্যাৎ ক্রুধং যদি হতে সুতে ॥ ১৮

দেবেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা কশ্যপোহব্রবীন্মুনিঃ

বারয়িষ্যামি দেবেন্দ্র সর্ব্বথা ভদ্রমস্তু তে ॥ ১৯

অন্ধকং বারয়ামাস দিত্যা সহ তু কশ্যপঃ ।

সর্বলোকের ভয়ঙ্কর এই দৈত্য অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় কন্যাগণকে নিগৃহীত করিয়া আপন গৃহে লইয়া বাস করাইত । ১৩

পাপাচারপরায়ণ এই অন্ধক লোকসকলের সতত পরস্ত্রী এবং পরধন অপহরণ করিত । ১৪

হে ভারত ! একবার সর্বলোকের বিদ্বেষকারী অসুরগণের সাহায্যে অন্ধক ত্রিলোকবিজয়ের জন্য উদ্যত হইয়াছিল । ১৫

এই সমাচার শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ইন্দ্র স্ব-পিতা কশ্যপকে বলিলেন—'হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! অন্ধকাসুর এইরূপ কার্য্য ( কুকার্য্য ) আরম্ভ করিয়াছে ।' । ১৬

হে প্রভু ! আমার কর্তব্য বিষয়ে আপনি আদেশ দান করুন । হে মুনে ! আমি কিরূপে তাহার দুরাচার কি প্রকারে সহ্য করিব ? ১৭

হে প্রভু ! আমি মাতৃসমার ( দিতির ) প্রিয় পুত্রের উপর কি প্রকারে প্রহার করিতে সমর্থ হইব ? আমার দ্বারা পুত্র নিহত হইয়াছে জানিয়া পূজনীয়া মাতৃসমা ( দিতি ) আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন । ১৮

দেবরাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া কশ্যপমুনি বলিলেন —হে দেবেন্দ্র ! আমি সর্বপ্রকারে অন্ধককে নিবারণ করিব ; তোমার কল্যাণ হউক । । ১৯

হে জনমেজয় ! তদনন্তর কশ্যপ দিতির সহিত যাইয়া বহু কষ্টে ত্রিভুবনবিজয়ের উদ্যোগ হইতে অন্ধককে নিবারণ করিলেন । ২০

ত্রৈলোক্যবিজয়াদ্ বীর কশ্যপেনৈব ভারত ।

বারিতোঽপি স দুষ্টাত্মা ন ব্যরমৎ বিরোধকৃৎ ।

দৈতৈয়রুপাদ্রবদ্দুষ্টো প্রমথ্য চ তথামরান্ ॥ ২১

নন্দনে কাননে বৃক্ষানুদ্যানানি চ দুর্ম্মতিঃ

উচ্চৈঃশ্রবঃপ্রভৃতীনশ্বানপ্যানয়দ্দিবঃ ॥ ২২

নাগান্ দিশাগজসুতান্ দিব্যানপি চ ভারত ।

জহারাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠাঃ পরস্তাঃ বরাপিতাঃ ॥ ২৩

দেবানাপ্যায়য়ন্তে তু যে যজ্ঞৈস্তপসা তথা ।

তেষাং চকার বিঘ্নং স দুষ্টাত্মা দেবকণ্টকঃ ॥ ২৪

দেবর্ষিভির্যজ্ঞো বর্ত্তিতেষ্বপি চ তপঃস্বপি

অন্ধকস্য ভয়াদ্ রাজন্ যজ্ঞবিঘ্নং নিকুর্ব্বতঃ ॥ ২৫

তস্যেচ্ছয়া বাতি বায়ুরাদিত্যশ্চ তপত্যুত ।

চন্দ্রমা বা সনক্ষত্রো দৃশ্যতে নৈব বা পুনঃ ॥ ২৬

ন ব্রজন্তি বিমানানি বিহায়সি ভয়াৎ প্রভো

অন্ধকস্যাতিঘোরস্য বলদৃপ্তস্য দুর্ম্মতেঃ ॥ ২৭

তাঁহার দ্বারা নিবারিত হইয়াও সেই দুষ্টাত্মা নানা উপায়ে স্বর্গবাসী দেবতাগণকে অপমানিত করিয়া পীড়া দান করিত । ২১

সেই দুর্মতি নন্দনকাননের বৃক্ষ ও উদ্যান সমূহ উৎপাটিত করিত এবং উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি অশ্বগণকে স্বর্গ হইতে বলপূর্বক আনয়ন করিয়াছিল । ২২

হে ভারত ! বরের দ্বারা গর্বিত সেই দৈত্য দেবতাগণের সম্মুখেই দিগ্‌গজগণের সন্তান দিব্য হস্তিগণকে বল পূর্বক হরণ করিয়াছিল । ২৩

দেবগণের কণ্টকস্বরূপ এই দুষ্টাত্মা দৈত্য তপস্যার দ্বারা অথবা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণের তুষ্টিকারক মনুষ্যগণের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন প্রদান করিত । ২৪

হে রাজন্ ! তিন বর্ণের মনুষ্যগণ যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদনকারী অন্ধকাসুরের ভয়ে যজ্ঞ এবং তপস্যা করা ত্যাগ করিয়াছিল । ২৫

বায়ু তাহার ইচ্ছানুসারে প্রবাহিত হইত, সূর্য তাহার ইচ্ছানুযায়ী তাপ প্রদান করিত ; নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমাও তাহার ইচ্ছানুসারে কখন প্রকাশিত হইত, কখনও বা প্রকাশিত হইত না । ২৬

হে প্রভু ! বলদৃপ্ত, দুর্মতি, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অন্ধকাসুরের ভয়ে আকাশে বিমান চলিতে পারিত না । ২৭

নিরোধাদ্বষট্‌কারঃ স্বধা বীর তথাভবৎ
যজ্ঞকর্মাভিঘোরস্য চান্ধকস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৮
কুরূত্তরোত্তমান্ পাপো প্রাবধ্যাবাস ভারত
ভদ্রাশ্বান্ কেতুমালাংশ্চ জম্বুদ্বীপাংস্তথৈব চ ॥ ২৯
মানয়ন্তি চ তং দেবা দানবাশ্চ তথাসুরাঃ
কুর্বন্তি চ তথাজ্ঞানি সর্বাণ্যপি সর্বশঃ ॥ ৩০
অথয়ো যথামানাস্তু সমেতা ব্রহ্মবাদিনঃ
অচিন্তয়ন্নন্ধকস্য বধং ধর্মভৃতাং বর ॥ ৩১
তেষাং বৃহস্পতির্ধীমান্ ধীমানিদমথাব্রবীৎ
নান্যঃ রুদ্রাদৃতে শক্তো হন্তুমেনং চ কথঞ্চন ॥ ৩২
তথা বরে দীয়মানে কশ্যপেনাপি লক্ষিতঃ
নাহং রুদ্রাৎ পরিত্রাতুং শক্ত ইত্যাহ ধীমতাম্ ॥ ৩৩
তদুপায়ং চিন্তয়ামঃ শক্তো যেন মহাসুরঃ
জানীয়াৎ সর্বভূতানি পীড্যমানানি শঙ্করঃ ॥ ৩৪
বিদিতার্থো হি ভগবানস্য ক্ষমতঃ প্রভুঃ
অত্র প্রমাণ্যহিনঃ দেবঃ কবিষ্যতি সতাং গতিঃ ॥ ৩৫

হে কুরুকুলশিরোমণি বীর! অন্ধক নামক দুরাত্মা অসুরের ভয়ে সমস্ত বষট্‌কার ও স্বধা এবং যজ্ঞকর্ম অর্থাৎ পূজা-হোমাদি যাবতীয় দৈবকর্ম লুপ্ত হইয়াছিল। ২৮

হে ভারত! এই পাপাত্মা উত্তরকুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল এবং জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন প্রদেশকেও উৎপীড়িত করিয়াছিল। ২৯

সুর দেবতা এবং দানবগণ তাহাকে সম্মান করিতেন এবং অন্যান্য শক্তিশালী জীবগণও তাহাকে সমাদর করিতেন। ৩০

হে ধর্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ নৃপ! তাহার দ্বারা অপমানিত এবং উৎপীড়িত ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একত্রিত হইয়া অন্ধকের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩১

তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছিলেন— রুদ্রদেব ব্যতীত কেহ এই অসুরকে বধ করিতে পারিবে না। (দিতিকে) বরপ্রদানের সময় বুদ্ধিমান্ কশ্যপ বলিয়াছিলেন যে—"ভগবান্ রুদ্র হইতে রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই।" ৩২-৩৩

অতএব দুষ্টের সংহারকর্তা সনাতন ভগবান্ শঙ্কর যাহাতে সর্বপ্রাণীর উৎপীড়নকারী অন্ধকাসুরের কথা জানিতে পারেন, আমরা তাহার উপায় চিন্তা করি। ৩৪

জগতের স্বামী এবং সৎপুরুষগণের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ রুদ্রদেব ইহা জ্ঞাত হইলে অবশ্যই সকলের অভীষ্টসাধন করিবেন। ৩৫

ব্রহ্ম হি দেবদেবস্য ভবস্য দয়িতো মুনেঃ
সর্বোপ্যসাধ্যো ঋষিভ্যো ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ৩৬
তে বয়ং নারদং সর্বে প্রার্থয়াম মহৎ বিভুম্।
উপায়ং বেৎস্যতে হ্যত্র বয়স্যো হি ভবস্য সঃ ॥ ৩৭
বৃহস্পতিবচঃ শ্রুত্বা সর্বে তত্র তপোধনাঃ।
তাবদ্দৃষ্টবন্তাকাশে প্রাপ্তং দেবর্ষিসত্তমম্ ॥ ৩৮
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং সৎকৃত্য বিধিবন্মুনিম্
দেবর্ষে গচ্ছ ভদ্রং তে কৈলাসং প্রতি সত্বরম্ ॥ ৩৯
বিজ্ঞাপ্য মহাদেবং দেবমন্ধকবধে প্রভুম্
অপ্যর্থে নারদঃ প্রোক্তঃ স্বস্ত্যস্তু বদতি স ততোঽভ্যগাৎ ॥ ৪০
ঋষিগণ প্রাপ্তে তেষু স্বকার্যায় নারদো মুনিঃ।
বিচার্য মনসা বিপ্রান্নির্গত্য স মুহূর্তবান্ ॥ ৪১
স দেবদেবঃ ভগবান্ দ্রষ্টুং মুনিবরোত্তমঃ
মন্দারবনমধ্যস্থো যত্র নিত্যং বৃষধ্বজঃ ॥ ৪২
স তত্র দেবদেবস্য মুনিঃ মুনিবরঃ
মন্দারপুষ্পং বনে শুভম্ পরিত্যজ্য গৃহীত্বা ॥ ৪৩

সাধুগণকে এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে দুষ্ট হইতে রক্ষা করাই হইতেছে দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্করের ব্রত। ৩৬

অতএব আমরা সকলে বিভব নারদের শরণাপন্ন হইব। তিনি ইহার কোনও উপায় জানিবেন কারণ, তিনি ভগবান্ শঙ্করের মিত্র। ৩৭

বৃহস্পতির বচন শ্রবণ পূর্বক সকল তপোধনগণ আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, দেবর্ষিশিরোমণি—নারদ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ৩৮

তাঁহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে নারদমুনির পূজা ও সৎকার করিয়া বলিলেন—'হে দেবর্ষি! হে ভগবন্ সাধু! আপনি সত্বর কৈলাসপর্বতে গিয়া ভগবান শঙ্করকে অন্ধকবধের নিমিত্ত নিবেদন করুন। ৩৯

জগতের রক্ষার নিমিত্ত প্রযত্নশীল হইবার জন্য ঐ ঋষিগণ নারদকে নিবেদন করিয়াছিলেন এবং তিনিও তাঁহাদের "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন। ৪০

ঋষিগণ চলিয়া গেলে বিদ্বান্ মুনি নারদ মনে মনে সেই কার্যের ইতিকর্তব্যতা বিচার করিলেন। ৪১

যখন ঐ মন্দারবনমধ্যে যেখানে নিত্য ভগবান্ বৃষধ্বজ বিহার করেন, সেখানে নারদমুনি দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শনের জন্য আগমন করিলেন। ৪২

ভগবান্ মুনশ্রেষ্ঠ নারদমুনিও দূর হইতে নারদ এক ব্যক্তি

আজগাম পুনঃ স্বর্গং নন্দাপুষ্পাং বৃষধ্বজঃ
মন্দারপুষ্পৈঃ সুকৃতাং স মালাং বিভ্রত ভারত ॥ ৪৪
গ্রথিতাং সবিশেষাং তাং স শিরস্কে সুশোভমান
সন্তানমালামাবাধ্য দৈত্যেন্দ্র কুসুমৈঃ কৃতাম্ ॥ ৪৫
তথা কণ্ঠে সমাসক্তা মহাগন্ধা নরাধিপ
আযযাবন্ধকো তত্র দৃষ্ট্বা বলদর্পিতঃ ॥ ৪৬
অন্ধকস্তং তু দৃষ্ট্বা গন্ধমাঘ্রায় চোত্তমম্ ।
সন্তানকানাং প্রবালাং মহাগন্ধাং মহামুনে
কুত্রায়ং পুষ্পজাতির্বা কমনীয়া তপোধন ॥ ৪৭
গন্ধান্ বর্ণান্ গুণাংশ্চ ন বিচেঃ পুষ্পাতি মুহুর্মুহুঃ
স্বর্গে সন্তানকুসুমাকৃতিবর্জিতি সর্বথা ॥ ৪৮
কঃ প্রভুস্তস্য বৃক্ষস্য শক্যং বানয়িতুং মুনে
আচক্ষ্ব যদ্যনুগ্রাহ্যো বয়ং তে দেবতাতিথে ॥ ৪৯
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রহসন্নিব ভারত
আধায় দক্ষিণে হস্তং সত্তপসাং নিধিঃ ॥ ৫০

মন্দরে পর্বতশ্রেষ্ঠে বীর কামগমং বনম্
তত্র চৈবংবিধং পুষ্পং দেবঃ সৃষ্টিঃ শূলপাণিনঃ ॥ ৫১
ন তু তত্র বনং কশ্চিচ্ছর্বচ্ছন্দেন মহাসুর
প্রবেষ্টুং শক্যতে রক্ষি রক্ষন্তি প্রবরোত্তমাঃ ॥ ৫২
নানাপ্রহরণা ঘোরা নানাবেশা গুহাশয়াঃ ।
অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং মহাদেবাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৫৩
নিত্যং প্রক্রীড়তে তত্র দেবঃ সপ্রমথো হরঃ ।
মন্দারকুসুমগন্ধেষু সর্বাসু সর্বভাবনঃ ॥ ৫৪
তপোবিশেষৈরারাধ্য হরং ত্রিভুবনেশ্বরম্
শক্যা মন্দারপুষ্পাণি প্রাপ্তুং কল্পশতৈশ্চ ॥ ৫৫
শ্রীরত্ননিরত্নানি যানি চান্যানি চাপ্যথ
কাঙ্ক্ষিতানি ফলন্তি স্ম তে দ্রুমা বহুবর্ণভাঃ ॥ ৫৬
ন তত্র সূর্যঃ সোমো বা তপত্যাদিত্যবিক্রম ।
স্বপ্রভং তদ্বনং তস্মিন্ তাপবিবর্জিতম্ ॥ ৫৭
তত্র গন্ধান্ প্রবহতো নীরাগাস্থ নদ দ্রুমাঃ ।
বাসাংসি বিবিধাকারা পুষ্পাণি মহাবল ॥ ৫৮

---

রমণীয় মন্দারবনে অবস্থান পূর্বক শিবের আজ্ঞা লইয়া পুনরায় স্বর্গলোকে আগমন করিলেন। ৪৪

হে ভরতনন্দন! তিনি নিজ কণ্ঠে সকল বস্তুর শ্রেষ্ঠ গন্ধযুক্ত মন্দারপুষ্পের সুরচিত ও বিশেষ রূপে গ্রথিত মালা ধারণ করিয়াছিলেন। ৪৫

তিনি সন্তানপুষ্পসকলে গ্রথিত মন্দার-মালাসমূহও ধারণ করিয়াছিলেন। হে নরেশ্বর! ঐ সুগন্ধযুক্ত মালাসমূহ কণ্ঠে ধারণ করিয়া তিনি বলদর্পিত দৈত্য অন্ধকাসুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৬

অন্ধকাসুর নারদ মুনিকে দেখিয়া এবং উত্তম সুবাসের ঘ্রাণ পাইয়া মন্দারমালার দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং বলিল—"হে মহামুনি! তপোধন! এই জাতীয় পুষ্প কোথায় পাওয়া যায়?" ৪৭

হে মহামুনি! এই মন্দার পুষ্প সুন্দর বর্ণে এবং মনোহর গন্ধে পরিপূর্ণ। উহা স্বর্গের সন্তানক পুষ্প হইতেও উৎকৃষ্ট। ৪৮

হে মুনি! দেবতাগণের অতিথি! এই বৃক্ষের স্বামী কে? উহা কি সেখান হইতে আনিতে পারা যায়? যদি আমি আপনার অনুগ্রহ-পাত্র হই, তবে কৃপা করিয়া আপনি আমাকে ইহার সন্ধান বলুন। ৪৯

হে ভরতনন্দন! তপোনিধি মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ অন্ধকাসুরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন। ৫০

হে বীর! পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরাচলে ইচ্ছানুসারে গমনকারী এক বন আছে; তাহা শূলপাণি মহাদেবের সৃষ্টি; সেখানে এইরূপ পুষ্প পাওয়া যায়। ৫১

ঐ বনে মহাত্মা শিবের ইচ্ছা বিনা কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার শ্রেষ্ঠ অনুচরগণ এই বন রক্ষা করেন। ৫২

মহাদেবের দ্বারা সুরক্ষিত এই পার্ষদগণ নানা প্রকার অস্ত্র ধারণ করেন, দেখিতে ভয়ঙ্কর, ভূতের দ্বারা অপরাজেয় এবং অবধ্য। ৫৩

সর্বাত্মা সর্বভাবন মহাদেব এই মন্দারকুঞ্জোপশোভিত স্থানটিতে অনুচরগণের সহিত নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ৫৪

হে কমলকুমার! বিশেষ তপস্যা দ্বারা ত্রিলোকের স্বামী শিবের আরাধনা করিয়া এই মন্দার পুষ্প লাভ করিতে হয়। ৫৫

ভগবান্ শঙ্করের প্রিয় এই বৃক্ষগুলি শ্রীযুক্ত, রত্নাদি এবং অন্য যে সকল অভিলষিত পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ফলরূপে প্রদান করে। ৫৬

হে মহাশক্তিশালী দৈত্য! এই মন্দারবনে না সূর্য তাপ প্রদান করে এবং না চন্দ্র প্রকাশিত হয়। স্বপ্রকাশ-বিশিষ্ট এই বন স্বপ্রভায় প্রকাশিত হয়। ৫৭

হে মহাবল অন্ধক! এখানে কোন বৃক্ষ উত্তম সুগন্ধ উৎপন্ন করে, কোন মহাবৃক্ষ জল দান করে, আবার কোন বৃক্ষ সুগন্ধিত বস্ত্র প্রদান করে। ৫৮

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ চোষ্যং লেহ্যং তথৈব চ
তরুভ্যঃ প্রভবতে তেভ্যো বিবিধং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৫৯
পিপাসা বা বুভুক্ষা বা গ্লানিশ্চিন্তাপি বানঘ ।
ন মন্দারবনে বীর ভবতীত্যবধার্য্যতাম্ ॥ ৬০
ন তে বর্ণয়িতুং শক্যা গুণা বর্ষশতৈরপি
গুণা যে তত্র বর্ত্তন্তে স্বর্গাদ্ বহুগুণং স্মৃতাঃ ॥ ৬১
অত্রৈব হি জয়েল্লোকান্ সমহেন্দ্রান্ ন সংশয়ঃ ।
একাহমপি যস্তত্র বসেচ্চ দিতিজোত্তম ॥ ৬২
স্বর্গস্যাপি হি তৎ স্বর্গং সুখানামপি তৎসুখম্ ।
বহুব জগতঃ সর্ব্বমিতি মে ধীয়তে মনঃ ॥ ৬৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
অন্ধকবধে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

সেই সব বৃক্ষ হইতে আবার মনোবাঞ্ছিত ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়, চোষ্য এবং লেহ্য প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়। ৫৯

হে নিষ্পাপ বীর! এই মন্দারবনে বুভুক্ষা, পিপাসা গ্লানি এবং চিন্তা থাকে না—ইহা জানিবে। ৬০

স্বর্গ হইতে বহু উত্তম গুণে বর্দ্ধিত এই স্থানটির গুণ বর্ণনা কেহ শত বৎসরেও করিতে পারে না। হে দৈত্যপ্রধান! যে একদিনও সেখানে বাস করে, সে মহেন্দ্রসহিত সকল লোকের উপর অচিরে বিজয় প্রাপ্ত হয়—তাহাতে কোন সংশয় নাই। ৬১-৬২

স্বর্গেরও উহা স্বর্গস্বরূপ, সুখেরও উহা সুখস্বরূপ;—আমার মনে হয় যে, উহা সর্বজগতের সকল সারস্বরূপ। ৬৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে অন্ধকবধবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায় এবং তাহার অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ মহাদেবেন মন্দরাচলগমনশীলান্ধকাসুরস্য বধঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
অন্ধকো নারদবচঃ শ্রুত্বা তথ্যেন ভারত
মন্দরং পর্ব্বতং গন্তুং মনো দধ্রে মহাসুরঃ ॥ ১
সোঽসুরান্ সুমহাতেজাঃ সমানীয় মহাবলঃ ।
জগাম মন্দরং ক্রুদ্ধো মহাদেবালয়ং তদা ॥ ২
তং মহাদ্রুমপ্রতিচ্ছন্নং মহৌষধিসমাকুলম্ ।
নানাসিদ্ধসমাকীর্ণং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৩
চন্দনাগুরুবৃক্ষাঢ্যং সরলদ্রুমসঙ্কুলম্ ।
কিন্নরোদ্গীতসন্নাদং বননাগকুলাকুলম্ ॥ ৪
বাতোদ্ধূতৈর্বনৈঃ ফুল্লৈর্নৃত্যন্তমিব চ কচিৎ ।
প্রক্রীড়িতৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈর্বিলিপ্তমিব চ কচিৎ ॥ ৫
পক্ষিস্বনৈঃ সুমধুরৈর্নদন্তমিব চ কচিৎ ।
হংসৈঃ শুচিপক্ষৈঃ কীর্ণং সম্পতদ্ভিরিতস্ততঃ ॥ ৬

## সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[ মহাদেব কর্তৃক মন্দরাচলগত অন্ধকাসুরকে বধ। ]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে ভারত! নারদের বাক্য যথার্থভাবে শ্রবণ করিয়া মহাসুর অন্ধক মন্দরাচলে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। ১

সেই মহাতেজস্বী এবং মহাবলশালী দৈত্য কুপিত হইয়া অসুরসকলকে একত্রিত করত মহাদেবের নিবাসস্থান মন্দরপর্বতে গমন করিয়াছিলেন। ২

এই পর্বত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, মহৌষধিসম্পন্ন ছিল, অনেক সিদ্ধগণের দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল এবং মহর্ষিগণের দ্বারা সেবিত ছিল। ৩

এই পর্বত চন্দন ও অগুরু বৃক্ষে শোভিত ছিল এবং সরল বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ ছিল। কিন্নরগণের গীতে তাহা নাদিত হইয়াছিল এবং অনেক নাগসমূহে (হস্তী অথবা সর্পে) পরিব্যাপ্ত ছিল। ৪

প্রফুল্ল কাননসমূহ বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া মনে হইতেছিল যেন নৃত্য করিতেছে এবং নানা প্রকার ধাতু প্রকাশ হওয়ায় মনে হইতেছিল যেন অঙ্গরাগে চর্চিত হইয়াছে। ৫

পক্ষিকুলের সুমধুর শব্দের দ্বারা মনে হইতেছিল যেন পর্বতটি গর্জন করিতেছে এবং ঐ স্থানসমূহে উড্ডীয়মান শুভ্রবর্ণ হংসসমূহের দ্বারা যেন পর্বতটি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। ৬

মহাবলৈশ্চ মহিষৈশ্চক্রস্থিতৈর্ভানবৈঃ।
চন্দ্রাংশুবিমলৈঃ সিংহৈর্ভূষিতং হেমসঙ্কটম্ ॥ ৭

মৃগরাজসমাকীর্ণং মৃগবৃন্দনিষেবিতম্
স মন্দরং গিরিং প্রাহ রূপিণং বলদর্পিতঃ ॥ ৮

বেৎসি ত্বং হি যথাহংবৈ বরদানাদহং পিতুঃ।
মম চৈব বশে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৯

প্রতিযোদ্ধুঃ ন মাং কশ্চিদিচ্ছত্যপি গিরে তস্মাৎ।
পারিজাতবনং চাস্তি তব সানৌ মহাগিরে।
সর্বকামপ্রদৈঃ পুষ্পৈর্ভূষিতং রত্নমুত্তমম্ ॥ ১০

তদাচক্ষোপভোক্ষ্যামি তদ্ বনং তব সানুজম্।
কিং করিষ্যসি ক্রুদ্ধঃ মনো হি ত্বরতে মম ॥ ১১

ত্রাতারং নানুপশ্যামি ময়া ধর্ষিতস্য তে
ইত্যুক্তো মন্দরস্তেন তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১২

ততোঽন্ধকোঽতিরুষিতো বরদানেন দর্পিতঃ
মুমোচ নাদং সুমহদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩

যস্মা বৈ ত্বং মাচানানো যস্মাত্ত্বং মন্যসে।
অহং চূর্ণীকরোমি ত্বাং বলাৎ পর্বত পশ্য মে ॥ ১৪

এবমুক্ত্বা গিরেঃ শৃঙ্গমুৎপাট্য বহসা তদম্।
নিষ্পিপেষ গিরেস্তস্য শৃঙ্গমন্যত্র বীর্যবান্ ॥ ১৫

সহ তৈরসুরৈঃ সর্বৈর্বরদানেন দর্পিতঃ।
তং প্রচ্ছন্ননদীজালঃ বনাবাসঃ মহাগিরিম্ ॥ ১৬

বিদিত্বা ভগবান্ রুদ্রশ্চকারানুগ্রহং গিরেঃ।
সবিশেষতরঃ বীরঃ মহাবিপদগাদুত্তম্ ॥ ১৭

নদীজালৈর্বহুতরৈরাচিতঃ চিত্রকাননম্।
নভশ্চ্যুতৈঃ পুরা যথৎ তথাদেব বিরাজতে ॥ ১৮

অথ দেবপ্রভাবেণ শৃঙ্গাণ্যুৎপাটিতানি তু
ক্ষিপ্তানি চাসুরাণেব ঘ্নন্তি বীর্যাণি চ ৰঙ্গ ॥ ১৯

ক্ষিপ্ত্বা যে প্রপলায়ন্তে শৃঙ্গাণি তু দানবাঃ।
শৃঙ্গৈস্তৈস্তৈঃ স্ব বধ্যন্তি পর্বতস্য জনাধিপ ॥ ২০

যে যথাসুখমাস্তত্র তিষ্ঠন্তি গিরিসানুষু।
শৃঙ্গৈস্তৈ ন স্ব বধ্যন্তে সুমহৎ সহ গিরেঃ ॥ ২১

ততোঽন্ধকস্তদা দৃষ্ট্বা সেনাং তাং নিহতাং তদা।
রুষিতঃ সুমহানাদং নদিত্বৈবং তদাব্রবীৎ ॥ ২২

দৈত্যের বিনাশকারী মহাদেব মহর্ষিগণ বিচরণ করিতেছিলেন এবং স্বর্ণসমূহের আকর ঐ পর্বতটি চন্দ্রকিরণতুল্য কান্তিমান্ সিংহকুলের দ্বারা শোভিত ছিল। ৭

সিংহসমূহে সমাকীর্ণ এবং মৃগবৃন্দের দ্বারা অধ্যুষিত মূর্তিমান্ মন্দর পর্বতকে বলদর্পিত অন্ধকাসুর বলিয়াছিলেন—। ৮

হে মহাগিরি। তুমি জান যে, আমার পিতার বরদানহেতু আমি অবধ্য এবং সচরাচর ত্রিলোক আমার বশীভূত। আমার সহিত ভয়ে কেহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে না। তোমার সানুদেশে সর্বকামনাপ্রদানকারী উৎকৃষ্টরূপ পুষ্পসমূহে সুশোভিত পারিজাতবন রহিয়াছে। ৯-১০

"বল, তাহা কোথায়? তোমার সানুদেশস্থিত সেই বন আমি উপভোগ করিব। তাহা জানিবার জন্য আমার মন চঞ্চল হইয়াছে; তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবে? আমার দ্বারা অবদমিত হইলে তোমার রক্ষাকর্তা কাহাকেও দেখিতেছি না—এইরূপ সেই মন্দরাচলকে বলিলে। ঐ পর্বতের। অধিষ্ঠাতা দেব অন্তর্হিত হইলেন। ১১-১২

অতঃপর বরদানে দর্পিত অন্ধকাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহনাদ করত বলিতে লাগিলেন—"হে পর্বত! যদি আমার বাক্যাতে সম্মান প্রদর্শন না কর, তবে আমি কুপিত হইয়া তোমাকে বিচূর্ণ করিব তুমি আমার শক্তি দেখ"। ১৩-১৪

এই বলিয়া বরদানে দর্পিত শক্তিমান সেই অসুর অন্য অসুরগণের সহিত এক যোজনবিস্তৃত এক শিখরকে উৎপাটিত করিয়া অন্য এক শৃঙ্গকে নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করিলে সেই মহাগিরি তাহার নদীসমূহকে প্রচ্ছন্ন করিল।

ভগবান্ রুদ্র পরিস্থিতি জ্ঞাত হইয়া ঐ পর্বতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। হে বীর! তখন ভগবানের অনুগ্রহে পারিজাত প্রভৃতি বিশেষ বনসমূহে, বহু নদী ও পূর্বে যেমন আকাশ হইতে পতিত বহুসংখ্যক নদীসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র কাননযুক্ত সেই পর্বত পূর্ববৎ বিরাজ করিতে লাগিল। ১৫-১৮

হে চন্দ্রনন্দন! অসুরের দ্বারা উৎপাটিত সেই তীক্ষ্ণ শিখর মহাদেবের প্রভাবে সেই অসুরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের হনন করিতে লাগিল। ১৯

হে জনেশ্বর! পর্বতের শৃঙ্গগুলি উৎপাটিত করিয়া পলায়নপর অসুরগণকে সেই শৃঙ্গগুলিই বধ করিতে লাগিল। ২০

যেসব অসুর সুখভাবে ঐ গিরির সানুদেশে অবস্থান করিতেছিল, মহাগিরি শৃঙ্গের শৃঙ্গসমূহ তাহাদের বধ করে নাই। ২১

তখন অন্ধকাসুর আপন সেনা সমূহ নিহত দেখিয়া রোষপূর্বক সিংহনাদ করত বলিতে লাগিলেন। ২২

আহ্বয়ে যং বলং গত্ব যুদ্ধায়ৈনং পিকিং প্রভু
কিং ময়াদ্যে যুদ্ধেন ত্বয়া চ হতেন বলেন ॥ ১৩

এবমুক্তে বক্তৃবেন বৃষভেণ মহেশ্বরঃ।
সম্প্রাপ্তঃ পুনর্মুখ্যা দেবোঽন্ধকজিঘাংসয়া ॥ ১৪

প্রমথানাং গণৈর্ধীমান্ বৃতো বৈ বহুলোচনঃ
তথা ভূতগণৈশ্চৈব বীরো ভূতগণেশ্বরঃ ॥ ১৫

প্রচকম্পে ততঃ কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং রুদিতে হরে।
সিন্ধবশ্চ প্রতিস্রোতমূহুঃ প্রমথিতোদকাঃ ॥ ১৬

জজ্বলুশ্চাগ্নয়শ্চৈব সর্বে তে হতেজসা।
যুযুধুশ্চ গ্রহাঃ সর্বে বিপরীতা জনাধিপ ॥ ১৭

চেলুশ্চ গিরিয়স্তত্র কালে কুরুকুলোদ্বহ
প্রববর্ষাথ পর্জন্যঃ সধূমান্ শর্করাঃ ॥ ১৮

উষ্ণতাঞ্চন্দ্রমাশ্চ শীতং সূর্যঃ শীতপ্রভস্তথা
ন ব্রহ্ম বিবিক্তস্তত্র মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৯

বড়বাঃ সুষুবুর্নাগান্ গাবো হস্তিনপি চানঘ
দেবতুর্যাশ্চ দেবিশ্যাবভিন্না ভস্মসাৎ কৃতাঃ ॥ ৩০

বাহনে যুগতা গাশ্চ গাবশ্চাসুরতর্দনান্।
রাক্ষসা যাতুধানাশ্চ পিশাচাশ্চাপি সর্বশঃ ॥ ৩১

বিপরীতং জগদ্দৃষ্ট্বা মহাদেবস্তথাগতম্।
মুমোচ ভগবাঞ্শূলং প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ৩২

তৎ পপাত হরোৎসৃষ্টমন্ধকোরসি চর্মবম্।
ভস্মসাচ্চাকরোদ্ দৈত্যমন্ধকং সাধুকণ্টকম্ ॥ ৩৩

ততো দেবগণাঃ সর্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
শঙ্করং তুষ্টুবুশ্চৈব জগচ্ছত্রৌ নিবর্তিতে ॥ ৩৪

দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ।
ত্রৈলোক্যং নির্বৃতং চাসীদ্ভারতেন্দ্র বিগতজ্বরম্ ॥ ৩৫

প্রজগুর্দেব-গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
জেপুশ্চ ব্রাহ্মণা বেদান্ যজ্ঞাংশ্চ ক্রতুভিস্তথা ॥ ৩৬

প্রজাঃ প্রকৃতিমাপেদুস্তস্থুর্নদ্যো যথা পুরা।
ন জজ্বাল জ্বলে বহ্নিরবনাঃ সর্বাঃ প্রসেদিরে ॥ ৩৭

---

হে অচল! তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কি ফল? অন্ধকাসুর রণভূমিতে নিহত হইতেছি। ... যে আমি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি, তিনি ... সম্মুখে উপস্থিত হউন ॥১৩

অন্ধকাসুর এইরূপ বলিলে মহাদেব বৃষের উপর আরোহণপূর্বক সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪

প্রমথগণের ঈশ্বর বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ত্রিলোচন প্রমথগণ ও ভূতগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন ॥ ১৫

মহাদেব রুষ্ট হইলে সমস্ত ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল, নদীসমূহ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল এবং জলে জলপ্রপাত হইতে লাগিল ॥ ১৬

হে জনাধিপ! মহাদেবের তেজের দ্বারা দিক্‌সমূহ অগ্নি-দাহাদিত হইল এবং গ্রহসমূহ বিপরীতগামী—হইয়া পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ করিতে লাগিল ॥ ১৭

হে কুরুকুলোত্তম! ঐ সময় পর্বতসমূহ প্রকম্পিত হইতেছিল এবং মেঘ ধূমযুক্ত অঙ্গার বর্ষণ করিতেছিল ॥ ১৮

চন্দ্রের কিরণ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সূর্য শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৯

হে অনঘ! ঘোটকী গোবৎস প্রসব করিয়াছিল, গাভীগণ অশ্বশাবক প্রসব করিয়াছিল এবং ... না হইয়া বৃক্ষসমূহ ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল ॥ ৩০

বৃষভগণ গোসমূহকে পীড়িত করিতেছিল এবং গাভীগণ বৃষের উপর আরোহণ করিতেছিল। এইরূপে রাক্ষস, যাতুধান এবং পিশাচগণ সকলকে পীড়িত করিতেছিল ॥ ৩১

সংসারের এইরূপ বিপরীত অবস্থা অবলোকন করিয়া ভগবান্ শঙ্কর প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৩২

ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ঐ তেজস্বী শূল অন্ধকাসুরের বক্ষদেশে পতিত হইল এবং সাধুগণের কণ্টকস্বরূপ ঐ অন্ধকাসুরকে ভস্মীভূত করিয়া দিল ॥ ৩৩

তদনন্তর জগতের শত্রু অন্ধকাসুর নিহত হইলে দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণ মহাদেবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৪

হে নরেন্দ্র! দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ত্রিলোকের প্রাণিগণ নিশ্চিন্ত হইয়া সুখী হইল ॥ ৩৫

ঐ সময় গন্ধর্বগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র জপ, যজ্ঞ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৬

প্রজাগণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, নদীগুলি পূর্ববৎ প্রবাহিত হইল, জলে অগ্নির প্রজ্বলন বন্ধ হইতে লাগিল এবং দিক্‌সমূহ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭

মন্দরঃ পর্বতশ্রেষ্ঠঃ পুনরেব নরাধিপ।
ভিত্ত্বা পরমযা যুক্তঃ সর্বতেজঃসমুচ্ছ্রয়ঃ ॥ ৫৮

রেমে গোবিন্দ ভগবান্ পারিজাতবনে হরিঃ।
যথাচারান্ যথান্ কৃত্বা শক্রাদীন্ দৈবতঃ প্রভুঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
অন্ধকবধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরাচল আপনার শরীরের যুক্ত হওয়ার পরম শোভাসম্পন্ন হইয়া পুনরায় পূর্ববৎ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৫৮

সর্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণকে যথানুযায়ী বিচরণযোগ্য করিয়া পারিজাতবনে বিহার করিতে লাগিলেন। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে অন্ধকবধ-বিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ পিণ্ডারক-তীর্থান্তর্গতে সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণস্য তথান্যেষাং যাদবানাং জলবিহারবর্ণনম্ ]

জনমেজয় উবাচ

মুনেঽন্ধকবধঃ শ্রাব্যঃ শ্রুতোঽয়ং খলু ভো ময়া।
শান্তিপ্রাপ্তঃ লোকানাং কৃতা দেবেন ধীমতা ॥ ১

বিষ্ণুনা যত্তঃ দেহঃ দ্বিতীয়ঃ চক্রপাণিনা
যদর্থঞ্চ যথা চৈব তদ্ভবান বক্তুমর্হতি ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রদ্ধধানস্য রাজেন্দ্র শকুনা ভবতোঽনঘ
চরিতং লোকনাথস্য প্রবক্ষ্যাম্যমিতৌজসঃ ॥ ৩

দ্বারবত্যাং নিবসতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
সমুদ্রযাত্রা সম্প্রাপ্তা তীর্থে পিণ্ডারকে নৃপ ॥ ৪

উগ্রসেনো নরপতির্বসুদেবশ্চ ভারত
নিক্ষিপ্তৌ নগরাধ্যক্ষৌ শেষাঃ সর্বে বিনির্গতাঃ ॥ ৫

পৃথগ্বলঃ পৃথগ্ধীমান্ প্রভুলোকনাথো জনার্দনঃ
গোষ্ঠ্যঃ পৃথক্কুমারাণাং যদূনামমিততেজসাম্ ॥ ৬

গণিকানাং সহস্রাণি নিঃসৃতানি নরাধিপ।
কুমারৈঃ সহ বালৈশ্চ রূপবদ্ভিঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৭

দৈত্যাধিবাসং নির্জিত্য শক্তিভিশ্চ বিক্রমৈঃ।
বেশ্যা নিবেশিতাঃ বীর দ্বারবত্যাং সহস্রশঃ ॥ ৮

সামান্যাস্তাঃ কুমারাণাং ক্রীড়ানার্যো মহাত্মনাম্।
ইচ্ছাভোগ্যাঃ গুণৈরেব রাজন্যা বেশযোষিতঃ ॥ ৯

## অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

( পিণ্ডারক-তীর্থের অন্তর্গত সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণের জলবিহার বর্ণনা। )

জনমেজয় বলিলেন—হে মুনে! অন্ধকবধের কাহিনী শ্রবণের যোগ্য। আমি উহা শ্রবণ করিয়াছি। বুদ্ধিমান্ মহাদেব অন্ধকাসুরকে বধপূর্বক ত্রিলোকে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর দ্বিতীয় দেহ কি নিমিত্ত এবং কি প্রকার বধ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি কৃপাপূর্বক বলুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! তুমি শ্রবণের যোগ্য; অতএব তোমার নিকটে অমিততেজস্বী জগন্নাথ শ্রীহরির চরিত বর্ণনা করা উচিত। ৩

নরেশ্বর! দ্বারকাতে বাসকারী অতুলতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ পিণ্ডারক তীর্থে সমুদ্রযাত্রার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। ৪

ভরতনন্দন! রাজা উগ্রসেন ও বসুদেবকে নগরাধ্যক্ষরূপে দ্বারকাপুরীতে স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট সকলে বহির্গত হইলেন। ৫

নরদেব! বলরাম পৃথক্ ছিলেন, জগতের প্রভু বুদ্ধিমান্ জনার্দন পৃথক্ ছিলেন এবং অমিততেজস্বী কুমারগণের গোষ্ঠী পৃথক্ পৃথক্ ছিল। ৬

নরেশ্বর! অলঙ্কৃত এবং রূপ-সৌন্দর্যবিশিষ্ট বালকগণের সহিত সহস্র সহস্র গণিকাও গমন করিয়াছিল। ৭

বীর! মহাপরাক্রমী যাদবগণ দৈত্যগণের বাসস্থান জয় করিয়া দ্বারকাপুরীতে সহস্র সহস্র বারবনিতাকে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ৮

বিবিধ বেশধারিণী সেই যুবতীগণ মহামনা রাজকুমারগণের সাধারণ ক্রীড়ানারীতে পরিণত হইয়াছিল। সেই রাজন্যাগণ (রাজকুমারগণের উপভোগ্যা বলিয়া এই বেশ্যারা 'রাজন্যা' নামে কথিত হইত।) কিন্তু গুণের দ্বারা রাজকুমারগণের ইচ্ছানুসারে উপভোগের পাত্রী হইয়াছিল। ৯

স্থিতিরেষা হি ভৈমানাং কৃতা কৃষ্ণেন ধীমতা।
স্ত্রীনিমিত্তং ভবেদ্ বৈরং মা যদূনামিতি প্রভো ॥ ১০
রেবত্যা চৈকয়া সার্দ্ধং বলো দেবোঽনুকূলয়া।
চক্রবাকানুরাগেণ বলশ্রেষ্ঠঃ প্রতাপবান্ ॥ ১১
কাদম্বরীপানকলো ভূষিতো বনমালয়া।
চিক্রীড় সাগরজলে রেবত্যা সহিতো বলঃ ॥ ১২
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি জলে জলজলোচনঃ
রময়ামাস গোবিন্দো বিশ্বরূপেণ সর্বদৃক্ ॥ ১৩
অহমিষ্টা ময়া সার্দ্ধং জলে রমতি কেশবঃ
ইতি তা মেনিরে সর্বা রাত্রৌ নারায়ণস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪
সর্বাঃ সুরতচিহ্নাঙ্গ্যঃ সর্বাঃ সুরততর্পিতাঃ
মানিন্যস্তাঃ সর্বা গোবিন্দে বহুমানকম্ ॥ ১৫
অহমিষ্টাহমিষ্টেতি প্রিয়ে পরিজনে তদা
নারায়ণস্ত্রিয়ঃ সর্বা পুনা শয্যাবিধে স্তুতাঃ ॥ ১৬
করজক্ষতচিহ্নানি কুচাধরগতানি তাঃ
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা জহৃষিরে দর্পণে কমলেক্ষণাঃ ॥ ১৭
গোত্রমুদ্দিশ্য কৃষ্ণস্য জগিরে কৃষ্ণযোষিতঃ
পিবন্ত্য ইব কৃষ্ণস্য নয়নৈর্বদনামৃতম্ ॥ ১৮
কৃষ্ণার্পিতমনোদৃষ্ট্যঃ কান্তা নারায়ণস্ত্রিয়ঃ।
মনোহরতরা হাবভাবৈকনিশ্চয়াঃ ॥ ১৯
একার্পিতমনোদৃষ্ট্যো নের্ষ্যাং তাশ্চক্রিরেঽঙ্গনাঃ।
নারায়ণেন দেবেন পূর্যমাণমনোরথাঃ ॥ ২০
শিরাংসি গর্বিতান্যাসাং সর্বা নিত্যমশোভত।
বিভ্রত্যঃ কেশবেনৈব বহুমান্যাশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ২১
তাভিস্তু সহ চিক্রীড় সর্বাভির্হরিরাত্মবান্
বিশ্বরূপেণ বিধিনা সমুদ্রে বিমলে জলে ॥ ২২
উবাহ সর্বগন্ধাঢ্যং স্বচ্ছং বারি মহোদধিঃ
তোয়ং বিলবণং মৃষ্টং বাসুদেবস্য শাসনাৎ ॥ ২৩
গুল্ফদঘ্নং জানুদঘ্নমূরুদঘ্নমথাপি বা
নার্যস্তাঃ স্তনদঘ্নং বা জলং সমভিকাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ২৪

প্রভো! বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ ভৈমবংশীয় যাদবগণের নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন, যাহাতে যাদবগণের মধ্যে স্ত্রীনিমিত্ত কোন শত্রুতা সৃষ্টি না হয়। ১০

প্রতাপবান্ বলশ্রেষ্ঠ বলরাম সর্বদা প্রসন্না একমাত্র রেবতী দেবীর সহিত চক্রবাক-চক্রবাকীর ন্যায় পরস্পর অনুরাগপূর্বক রমণ করিতেছিলেন। ১১

কাদম্বরী ( মধু ) পানে নিরত বলরাম বনমালায় বিভূষিত হইয়া রেবতী দেবীর সহিত সাগর-জলে জলকেলি করিতেছিলেন। ১২

সর্বদ্রষ্টা কমললোচন গোবিন্দ বিশ্বরূপ ধারণ পূর্বক জলে ষোড়শ সহস্র স্ত্রীকে আনন্দদান করিতেছিলেন ॥ ১৩

সেই রাত্রিতে নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সকল স্ত্রীগণ এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, যেহেতু কেশব আমার সহিত জলে বিহার করিয়াছেন অতএব আমিই তাঁহার অধিক প্রিয়। ১৪

সুরতচিহ্নিত অঙ্গে সকলে সুরত-সুখ অনুভব করত তৃপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহারা সকলে গোবিন্দের প্রতি বহুমান-জনিত মানের ভাব ধারণ করিতেছিলেন। ১৫

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দরী রমণীগণ মানবে সকলেই আপনার স্নেহ-শীল পরিজনবর্গের নিকট "আমিই কৃষ্ণের অধিক প্রিয়তমা" এইরূপ শ্লাঘা করিয়াছিলেন। ১৬

কমলনয়না সুন্দরীগণ দর্পণে নিজ কুচে শ্রীকৃষ্ণের নখক্ষত এবং অধরে দন্তক্ষতের চিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া হর্ষাপ্লুত হইতেছিলেন। ১৭

শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীগণ তাঁহার গোত্র উদ্দেশ পূর্বক গান গাহিতেছিলেন এবং নয়নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দের রস পান করিতেছিলেন ॥ ১৮

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণে মন ও দৃষ্টি সমর্পণ করিয়া নারায়ণের কমনীয় স্ত্রীসকল অতিশয় মনোহারিণী ও একনিষ্ঠপরা ছিলেন। ১৯

নারায়ণদেবের দ্বারা অঙ্গনাগণের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় তাঁহারা একজনের প্রতি নিজ নিজ মন ও দৃষ্টি সমর্পণ করিয়াও কদাপি ঈর্ষা করেন নাই। ২০

সেই সকল মনোহর দৃষ্টিযুক্তা সুন্দরীগণ কেশবের বহুমতা হইবার বা কেশবকে প্রাণবল্লভরূপে লাভ করিবার সৌভাগ্যে গর্বিতা হইয়া উন্নত মস্তকে অবস্থান করিতেছিলেন। ২১

ভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের নির্মল জলে বিশ্বরূপ বিধি অবলম্বন পূর্বক তাঁহাদের সকলের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ২২

ভগবান্ বাসুদেবের শাসনে সেই সময়ে মহাসমুদ্র সমস্ত সুগন্ধযুক্ত, স্বচ্ছ, লবণরহিত এবং শুদ্ধ স্বাদযুক্ত জল ধারণ করিয়াছিল। ২৩

সমুদ্রের সেই কোথাও গুল্ফ পর্যন্ত, কোথাও বা জানু পর্যন্ত, কোথাও উরু বা কোথাও স্তন অবধি জল নারীগণের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীগণ নদীর মধ্য দ্বারা যেরূপ সমুদ্রে পতিত

সিষিচুঃ কেশবং কাশ্চিৎ যথা দেব মহোদধিম্
সিষেচ তাশ্চ গোবিন্দো মেঘঃ ফুল্ললতা ইব ॥ ২৫
অবলম্ব্য পরাঃ কণ্ঠে হরিং হরিণলোচনাঃ।
উপগূহ্যে মাং বীর পতামীত্যক্রুবন্ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৬
কাশ্চিৎ কাষ্ঠময়ৈরেকঃ প্লবৈঃ সর্বাঙ্গশোভনাঃ।
ক্রৌঞ্চ-বর্হিণ-নাগানামাকারসদৃশৈঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭
মকরাকৃতিভিশ্চান্যা মীনাকৃতিভিরপি চাপরাঃ।
বহুরূপাকৃতিধরৈঃ প্লবৈরুচ্চৈঃ পরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৮
তথা কুম্ভৈস্তথা চৈকঃ কুম্ভৈরিব তথাপরাঃ।
সমুদ্রসলিলে রেমে হর্ষয়ন্তো জনার্দনম্ ॥ ২৯
ররাম সহ রুক্মিণ্যা জলে তস্মিন মুদা যুতঃ
যেনৈব কার্যযোগেন রমতেঽমরসত্তমঃ ॥ ৩০
তত্তদেব হি তাশ্চক্রুর্বা নারায়ণপ্রিয়ঃ
তথুবস্ত্রাবৃতাস্তন্যো লালসপ্রাপ্তকাপরাঃ
চিক্রীড়ুর্বাসুদেবস্য জলে চলচ্চলোচনাঃ ॥ ৩১

২৪. সেইরূপ অন্যান্য নারীরা তাঁহার উপর বারি সেচন করিতেছিলেন এবং ভগবান গোবিন্দও যেরূপ লতার উপর বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁহাদের উপর বারি সেচন করিতেছিলেন। ২৪-২৫

হরিণনয়না রমণী শ্রীহরিকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বীর! আমাকে বক্ষে ধারণ কর, অন্যথা জলে নিমজ্জিত হইতেছি। ২৬

কোন কোন সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী ক্রৌঞ্চ, ময়ূর এবং নাগের সদৃশ কাষ্ঠনির্মিত নৌকা দ্বারা জলে ভাসিতেছিলেন। ২৭

অপর রমণী মকর, মৎস্য এবং অন্যান্য বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা দ্বারা প্লাবিত হইতেছিলেন. কেহ কেহ সমুদ্রের রমণীয় জলে শ্রীকৃষ্ণকে হর্ষ প্রদান করিতে করিতে কুম্ভ-সদৃশ নিজ স্তন-যুগলদ্বারা সন্তরণ করিতেছিলেন। ২৮-২৯

যদুকুলশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ সেই জলে আনন্দের সহিত মহারাণী রুক্মিণীর সহিত রমণ করিতেছিলেন। তিনি যে যে কার্য বা উপায়ে আনন্দ লাভ করিতেছিলেন, তাঁহার প্রিয়গণও প্রশংসাপূর্বক সেই সেই কার্যযোগ করিতেছিলেন। ৩০

সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃতা অপর স্তনী এবং কমলনয়না প্রিয়গণ লীলা করিতে করিতে জলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ৩১

যস্যা যস্যা যো ভাবস্তং তং তেনৈব কেশবঃ।
অনুপ্রবিশ্য ভাবজ্ঞো নিনায় বশ্যতাং বশী ॥ ৩২
হৃষীকেশোঽপি ভগবান্ সর্বাকেশঃ সনাতনঃ।
বভূব দেশকালেন কান্তাবশগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৩
কুলশীলসমোহত্যক্তং মেনিরে মোহময়মিতি মেনিরে।
বংশরূপেণ বর্তমুখজনাস্তা জনার্দনম্ ॥ ৩৪
তথা দাক্ষিণ্যযুক্তং তং বিহারপ্রভৃতিরাবিশন্।
কৃষ্ণঃ ভাবাস্তকমিত্যেকা চ বহু মেনিরে ॥ ৩৫
পৃথগ্গোষ্ঠ্যঃ কুমারাণাং প্রকাশং স্ত্রীগণৈঃ সহ।
অলঙ্কৃতনাং বীরাঃ সাগরস্য গুণাকরাঃ ॥ ৩৬
গীতনৃত্যবিধিজ্ঞানাং তাসাং স্ত্রীণাং জনেশ্বর।
তেজসাপ্যাসতানাং তে দাক্ষিণ্যা হৃষিরে বশে ॥ ৩৭
সুখজন্তাকুগীতানি তথা ধ্বনিগান্যপি।
তূর্যাণ্যুত্তমনারীণাং মুমুদুস্তৎপরস্পরাঃ ॥ ৩৮

প্রাণবল্লভ ও আনন্দে সকল শ্রীকৃষ্ণ যে যে রমণীর মনের যাহা ভাব, তাহারই অনুসারে তাঁহার অন্তরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাদিগকে নিজের বশবর্তী করিয়া লইতেছিলেন। ৩২

ইন্দ্রিয়ের প্রেরক এবং সকলের প্রভু সনাতন ভগবান্ হৃষীকেশও দেশ-কাল অনুসারে নিজ প্রেয়সী পত্নীগণের বশবর্তী হইয়াছিলেন। ৩৩

সেই সকল অঙ্গনাগণ নিজ বাসস্থানের স্থিত জনার্দনকে এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইনি আমাদের কুল ও শীল-সদৃশ হওয়ায় আমাদের যোগ্য। ৩৪

অনন্তর পরিহাসে নিরত এবং দাক্ষিণ্য গুণযুক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পত্নীগণকে স্তুত বারা কামনা করিতে লাগিলেন এবং ভক্তিবশতঃ অতিশয় সম্মান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫

যাদবকুমারগণের পৃথক্ গোষ্ঠীর উত্তম অলঙ্কার ও অলঙ্কারযুক্ত নারীগণ স্ত্রীগণের সহিত সমুদ্রের জলের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। ৩৬

হে জনেশ্বর! এই স্ত্রীসকল গীত ও নৃত্যে পারদর্শিনী ছিলেন। কুমারের তেজে বা তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া কুমারের উদারতায় বশীভূতা ছিলেন। ৩৭

সেই উত্তম নারীগণের মনোহর গীত ও বাদ্য শ্রবণ করিতে করিতে যদুপুরুষগণ হৃষ্ট হইয়া থাকিতেন। ৩৮

পঞ্চচূড়াঃ ততঃ কৃষ্ণঃ কৌবেরান্ত বরাপ্সরাঃ
মাহেন্দ্রীশ্চানয়ামাস বিশ্বরূপেণ হেতুনা ॥ ৩৯
তাঃ প্রোবাচাপ্রমেয়াত্মা সান্ত্বয়িত্বা জগৎ প্রভুঃ।
উত্থাপয়িত্বা প্রণতাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাস্তথা ॥ ৪০
ক্রীড়াস্বেতাসু চৈমানাং প্রবিশধ্বমশঙ্কিতাঃ।
মৎপ্রিয়ার্থং বরারোহা রময়ধ্বঞ্চ যাদবান্ ॥ ৪১
দর্শয়ধ্বং গুণান্ সর্বান্ নৃত্যগীতে তথৈব চ।
তথাভিনয়যোগেষু বাদ্যেষু বিবিধেষু চ ॥ ৪২
এবং কৃতে বিধাস্যামি শ্রেয়ো বো মনসেপ্সিতম্
মচ্ছরীরসমা হ্যেতে সর্বে নিরবশেষতঃ ॥ ৪৩
শিরসাজ্ঞাং তু তাঃ সর্বাঃ প্রতিগৃহ্য হরেস্তদা।
ক্রীড়াস্বেতাসু বিবিশুর্ভৈমানামপ্সরোবরাঃ ॥ ৪৪
তাভিঃ প্রবিষ্টমাত্রাভিস্তোয়ৈঃ স মহার্ণবঃ।
সৌদামিনীভির্নভসি ঘনবৃন্দমিবাবভৌ ॥ ৪৫
তা জলে স্থলবৎ স্থিত্বা কৃত্তগন্ধর্ব বাদ্যেন
চক্রুশ্চাভিনয়ং সম্যক্ স্বর্গবাস ইবাপ্সরাঃ ॥ ৪৬
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ তা দিব্যৈর্বস্ত্রৈশ্চ মনোহরাঃ।
বেশাভিহাস্যভাবৈশ্চ জহ্রুর্ভৈমমনাংসি তাঃ ॥ ৪৭
কটাক্ষৈরিঙ্গিতৈর্হাসৈঃ কেলিরোষৈঃ প্রসাদিতৈঃ।
মনোহরকুলৈর্ভৈমানাং মনাংসি জহ্রুরঙ্গনাঃ তাঃ ॥ ৪৮
উৎক্ষিপ্যোৎক্ষিপ্য চাকাশে যাদবান্ বহুশো তান্।
মদিরাবশগা স্তৈমা মানয়ন্তি বরাপ্সরাঃ ॥ ৪৯
কৃষ্ণোঽপি তেষাং প্রীত্যর্থং বিহর্তুং বিহরতি প্রভুঃ।
সর্বৈঃ ষোড়শভিঃ সার্ধং স্ত্রীসহস্রৈর্মুদান্বিতঃ ॥ ৫০
প্রভাবজ্ঞাস্তু তে বীরাঃ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
ন জগ্মুর্বিস্ময়ং তৈমাঃ গম্ভীরাঃ সমবাস্থিতাঃ ॥ ৫১
কেচিদ্ রৈবতকং গত্বা পুনরাগম্য তু ভারত।
গৃহাণ্যন্যে বনান্যন্যে কাঙ্ক্ষিতে প্রতিবেশিনঃ ॥ ৫২
অপেয়ঃ পেয়সলিলঃ সাগরস্ত চতুর্মুখ
আস্বাদ্যো লোকনাথস্য বিষ্ণোঃ শাসনাৎ প্রভোঃ ॥ ৫৩

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণহেতু পঞ্চচূড়া নামে অপ্সরা এবং কুবেরভবন ও ইন্দ্রভবনের সুন্দরী অপ্সরাগণকে সেই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। ৩৯

অপ্রমেয়স্বরূপ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলিবদ্ধহস্তে তাঁহার চরণে প্রণামনিরতা অপ্সরাগণকে উত্থাপিত করিয়া সান্ত্বনা দান পূর্বক বলিলেন—। ৪০

সুন্দরীগণ! তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়া ভৈমবংশীয় যাদবকুমারগণের ক্রীড়ামধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার প্রিয় করিবার নিমিত্ত এই যাদবগণকে আনন্দিত কর। ৪১

নৃত্য, গীত, অভিনয়যোগ এবং নানাবিধ বাদ্যকলায় যে সকল গুণ আছে, তাহা সকলকে প্রদর্শন করাও। ৪২

এইরূপ অনুষ্ঠান করিবার পর আমি তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত কল্যাণ প্রদান করিব; কারণ, এসকল যাদবগণ আমার শরীর-তুল্য। ৪৩

অনন্তর শ্রীহরির আজ্ঞাকে শিরোধার্য করিয়া সেই সকল অপ্সরাগণ যাদবকুমারদিগের ক্রীড়াসংস্থিতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ৪৪

হে জিতাপ নরেশ! তাঁহারা প্রবেশ করিবামাত্র আকাশের মেঘসমূহ যেরূপ বিদ্যুৎ-প্রভায় প্রকাশিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মহাসাগরও দিব্য প্রভায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ৪৫

সেই দিব্য অঙ্গনাসকলে জলে স্থলের ন্যায় স্থিত, বাদ্য ও সুন্দর অভিনয় করিতেছিলেন। ৪৬

সেই অপ্সরাগণ সুগন্ধি দিব্য গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত হইয়া নিজ বিবিধ হাস্য এবং ভাবযুক্ত অভিনয়ের দ্বারা যাদবকুমারগণের চিত্ত বিমোহন করিতে লাগিলেন। ৪৭

তাঁহারা কটাক্ষ, সঙ্কেত, হাস্য, কৌতুকমিশ্র রোষ এবং প্রসন্নতাসূচক মনের অনুকূল ভাবের দ্বারা ভৈমবংশীয়গণের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। ৪৮

এই অপ্সরাগণ যদুকুমারদিগকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রমত্ত প্রকৃতি অনুসারে লইয়া দিব্য বিহার করিতে লাগিলেন, সৌভাগ্য সমস্ত এবং ভৈমবংশীয় কুমারগণ ঐ অপ্সরাগণকে বিশেষ গৌরব দান করিলেন। ৪৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেই যাদবগণের প্রসন্নতার নিমিত্ত আকাশে স্থিত হইয়া নিজ ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর সহিত প্রসন্নতাপূর্বক বিহার করিতেছিলেন। ৫০

অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের তেজ-প্রভাবে পরিচিত সেই সকল ভৈমবংশীয় বীরগণ বিস্ময়াপন্ন হন নাই, পরন্তু বিশেষ গম্ভীরতার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ৫১

জনার্দন! ভরতনন্দন! কতিপয় যাদব রৈবতক পর্বতে গমন করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপরে গৃহ হইতে এবং কেহ কেহ অভিলষিত বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। ৫২

সেই সময় অতুল-তেজস্বী লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমুদ্রের অপেয় জলও পানযোগ্য হইয়া গিয়াছিল। ৫৩

অধাবন্ স্থলবচ্চাপি জলে জলচরোপমাঃ
পুষ্প হস্তে তথা নার্য্যো মুক্তাস্রক্তথাপি চ ॥ ৫৪
ভক্ষ্যভোজ্যানি পেয়ানি চোষ্যং লেহ্যং তথৈব চ
বহুপ্রকারং মনসা ধ্যাতে তেষাং তদ্ভবত্ ॥ ৫৫
অম্লানমাল্যাবিরিণস্তাঃ স্ত্রিয়স্তানবিন্দিতান্ ।
রমেন্দ্র স্বস্থাস্বচ্ছ স্বর্গে দেবস্তাস্তুগাঃ ॥ ৫৬
নৌভিস্ত্বপ্রকারাভিশ্চিক্রীড়ু স্বপরাজিতাঃ ।
নাতাস্বলিপ্তমুদিতাঃ সাগরেক্ষুরকসুকাঃ ॥ ৫৭
আয়তাশ্চতুরস্রাশ্চ বৃত্তাশ্চ স্বস্তিকাস্তথা ।
প্রাসাদা নৌষু কৌরব্য বিহিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৫৮
কৈলাসমন্দরচ্ছন্দা মেরুচ্ছন্দাস্তথৈব চ ।
তথা নানাবয়শ্ছন্দাস্তথৈবানুগরূপিণঃ ॥ ৫৯
বৈদূর্য্যতোরণৈশ্চিত্রৈশ্চিত্রভিত্তিবিভক্তিভিঃ
মসারগল্বর্কমরকতৈশ্চিত্রভক্তিশতৈরপি ॥ ৬০
আক্রীড়গরুড়চ্ছন্দাশ্চিত্রাঃ কনকরীতিভিঃ

কমললোচনা নারীগণ জলে স্থলের ন্যায় ধাবিত হইতেছিলেন এবং পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মুক্তার ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছিলেন ॥ ৫৪

যাদবগণকে অন্তরে অন্তরে ধ্যান করিলে তাঁহাদের নিমিত্ত নানা প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়, চোষ্য ও লেহ্য পদার্থ প্রস্তুত হইয়া যাইতেছিল ॥ ৫৫

অম্লান মাল্যধারিণী সেই স্ত্রীগণ স্বর্গে স্বর্গে দেবতাগণের সহিত রতিক্রীড়া অনুসরণ করিতে করিতে সেই শ্রেষ্ঠ যাদবকুমারগণকে একান্তে আনন্দ প্রদান করিতেন ॥ ৫৬

অপরাজিত যাদব ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ সাগরে স্নান সমাপন করত অনুলেপন ধারণপূর্ব্বক আনন্দের সহিত সুন্দরভাবে পরিণত হইয়া নৌকা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ৫৭

কুরুনন্দন! বিশ্বকর্ম্মা নৌকার মধ্যে আয়তাকার, বর্গাকার, গোলাকার এবং স্বস্তিকাকার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮

সেই প্রাসাদসমূহ কৈলাস, মন্দরাচল ও মেরুপর্ব্বতের ন্যায় ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার পক্ষী ও পশুগণের রূপ ধারণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ৫৯

প্রাসাদসমূহ বৈদূর্য্যমণির তোরণে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্তমণিতে বিচিত্ররূপে রচিত ছিল। সেই সঙ্গে নানাপ্রকার শত শত আস্তরণ উহার শোভাবৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৬০

ক্রৌঞ্চচ্ছন্দাঃ শুকচ্ছন্দা গজচ্ছন্দাস্তথাপরে ॥ ৬১
কর্ণধারৈর্গৃহীতাস্তা নাবঃ কাঞ্চনভূষণাঃ ।
সলিলং শোভয়ামাসুঃ সাগরস্য মহোর্ম্মিমৎ ॥ ৬২
সমুচ্ছ্রিতৈঃ সিতৈঃ পোতৈর্গানপাত্রৈস্তথৈব চ ।
নৌভিশ্চ বিবিধাভিশ্চ শুশুভে বরুণালয়ঃ ॥ ৬৩
পুরাণ্যাকাশগানীব গন্ধর্ব্বাণামিতস্ততঃ ।
বভ্রমুঃ সাগরজলে তৈর্যানানি সর্ব্বতঃ ॥ ৬৪
নন্দনচ্ছন্দযুক্তেষু যানপাত্রেষু ভারত ।
নন্দনপ্রতিমং সর্ব্বং বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৬৫
উদ্যানানি সভাবৃক্ষা দীর্ঘিকাঃ স্যন্দনানি চ ।
নিবেশিতানি চিত্রাণি তাদৃশানেব সর্ব্বশঃ ॥ ৬৬
স্বর্গচ্ছন্দেষু চান্যেষু সমাসাং স্বর্গসন্নিভাঃ
নারায়ণাজ্ঞয়া সর্বং বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৬৭
বনেষু রুরুবৃন্দস্য মধুরং চৈব পক্ষিণঃ ।
মনোহরতরং চৈব তৈর্নানাবিধৈস্তদা ॥ ৬৮

অপরাপর নৌকাসমূহ ক্রৌঞ্চ, শুক ও গজের আকারে নির্ম্মিত ছিল। সেই বিচিত্র তরণিসমূহ স্বর্ণ দ্বারা শোভা পাইতেছিল। কোনটি ক্রৌঞ্চসদৃশ, কোনটি শুকসদৃশ এবং কোনটি গজসদৃশ আকার ধারণ করিয়াছিল ॥ ৬১

কর্ণধারের নিয়ন্ত্রিত সেই সুবর্ণভূষায় প্রকাশিত নৌকাগুলি উত্তাল তরঙ্গমালাযুক্ত হইয়া সাগরের জলরাশিকে সুশোভিত করিতেছিল ॥ ৬২

কেনিল জলরাশি, যাহার উপযোগী পোতসমূহ, নৌকাসমূহ এবং বহুলাদিবিশিষ্ট বিনাশ ভাবসমূহ সমুদ্রকে শোভিত করিতেছিল ॥ ৬৩

যাদবগণের জলযানগুলি সমুদ্রের চতুর্দিকে এইরূপভাবে ভ্রমণ করিতেছিল যে, গন্ধর্ব্বগণের নগর আকাশে যেরূপ বিচরণ করে, সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছিল ॥ ৬৪

ভারত! নন্দনবনের আকৃতি ও সাদৃশ্যযুক্ত যানপাত্রে বিশ্বকর্ম্মা নন্দনবনের সকল কিছুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ॥ ৬৫

উদ্যান, সভা, বৃক্ষ, সরোবর ও জলধারা প্রভৃতি নিখিল সর্বপ্রকারে উহাতে সমাবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬৬

বীর! স্বর্গসদৃশ অপর জলযানে বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ নারায়ণের আজ্ঞায় স্বর্গের সকল বস্তুই সংক্ষেপে রচনা করিয়াছিলেন ॥ ৬৭

সেই কাননে পক্ষিসকল রুরুদের প্রিয় মধুর স্বরে রব করিতেছিল এবং তাহা অত্যন্ত তেজস্বী যাদবগণের অতিশয় মনোহর ছিল ॥ ৬৮

দেবলোকোদ্ভবাঃ শ্বেতা বিনেদুঃ কোকিলাস্তদা
মধুরাণি বিচিত্রাণি যদূনাং কাঙ্ক্ষিতানি চ ॥ ৬৯
চন্দ্রাংশুসমবর্ণেষু হর্ম্যপৃষ্ঠেষু বর্হিণঃ ।
ননৃতুর্মধুরারাবাঃ শিখণ্ডিগণসংবৃতাঃ ॥ ৭০
পতাকা যানপাত্রাণাং সর্বাঃ পক্ষিগণাবৃতাঃ
ভ্রমরৈরুপগীতাশ্চ স্রগ্দামাসক্তমালিভিঃ ॥ ৭১
নারায়ণাজ্ঞয়া বৃক্ষাঃ পুষ্পাণি মুমুচুর্ভৃশম্ ।
ঋতবস্ত্রাকরূপাণি বিগাহ্যাপি গতাস্তথা ॥ ৭২
ববৌ মনোহরো বাতো রতিখেদহরঃ সুখঃ ।
রজোভিঃ সর্বপুষ্পাণাং যুক্তশ্চন্দনশীতলঃ ॥ ৭৩
শীতোষ্ণমিশ্রকং তত্র বভূব বসুধাপতে
বাসুদেবপ্রসাদেন ভৈমানাং ক্রীড়তাং তদা ॥ ৭৪
ন ক্ষুৎপিপাসা ন গ্লানির্ন চিন্তা শোক এব চ
আবিবেশ তদা ভৈমান্ প্রভাবাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ৭৫

অপ্রমাণমহাতূর্যা গীতনৃত্যোপশোভিতাঃ ।
বভূবুঃ সাগরক্রীড়া ভৈমানামমিতৌজসাম্ ॥ ৭৬
বহুযোজনবিস্তীর্ণঃ সমুদ্রঃ সলিলাশয়ঃ ।
কৃত্বা চিক্রীড়ুরিন্দ্রাভা ভৈমাঃ কৃষ্ণাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭৭
পরিচ্ছদানুরূপং যানপাত্রং মহাত্মনঃ ।
নারায়ণস্য দেবস্য বিহিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ৭৮
রত্নানি যানি ত্রৈলোক্যে বিশিষ্টানি বিশাম্পতে ।
কৃষ্ণস্য তানি সর্বাণি যানপাত্রেষ্বতিতেজসঃ ॥ ৭৯
পৃথক্পৃথঙ্ নিবাসাশ্চ স্ত্রীণাং কৃষ্ণস্য ভারত ।
মণিবৈদূর্যচিত্রাঙ্গাঃ কার্তস্বরবিভূষিতাঃ ॥ ৮০
সর্বর্তুকুসুমাকীর্ণাঃ সর্বগন্ধাধিবাসিতাঃ
যদুসিংহৈরুপেতাশ্চ শকুনৈঃ স্বর্গবাসিভিঃ ॥ ৮১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
ভানুমতীহরণে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

দেবলোক হইতে উৎপন্ন শ্বেত কোকিলগণ সেই সময় যাদবগণের কাঙ্ক্ষিত, বিচিত্র এবং মধুর রবে সে নিনাদ দিল ॥ ৬৯

চন্দ্রকিরণসদৃশ শুভ্র অট্টালিকার পৃষ্ঠদেশে মধুর রবে ময়ূরগণ অপর বহু ময়ূরের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতেছিল ॥ ৭০

জলযানসমূহের সেই সকল পতাকা পক্ষিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং উহার পুষ্পমালায় আসক্ত হইয়া ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতেছিল ॥ ৭১

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বৃক্ষসমূহ এবং ঋতুসমূহ স্ব কালে থাকিয়া মনোহর রূপযুক্ত অধিক পুষ্প বর্ষণ করিতেছিল ॥ ৭২

রতিজনিত খেদ অথবা গ্লানি হরণকারী মনোহর এবং সুখদায়ক বায়ু নানাবিধ পুষ্পের পরাগে সংযুক্ত এবং চন্দনের শীতলতা ধারণপূর্বক প্রবাহিত হইতেছিল ॥ ৭৩

বসুধাপতে! সেই সময় ক্রীড়াতে তৎপর থাকিয়া শীতোষ্ণ-কামনাকারী যাদবগণ বাসুদেবের কৃপায় তাঁহাদের রুচির অনুকূল উহা লাভ করিতেছিলেন ॥ ৭৪

ভগবান্ চক্রপাণির প্রভাবে সেই সময় ভৈমগণের মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, চিন্তা এবং শোক কিছুই প্রবেশ করে নাই ॥ ৭৫

অতঃপর তেজস্বী যাদবগণের সমুদ্র-ক্রীড়া অপ্রমাণ মহাবাদ্য ধ্বনি, গীত এবং নৃত্যে শোভিত হইয়াছিল ॥ ৭৬

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত সেই ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী যাদবগণ বহুযোজন বিস্তৃত সমুদ্রের জলাশয়কে কৃষ্ণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ৭৭

বিশ্বকর্মা মহাত্মা ভগবান নারায়ণের বিমান পরিচ্ছদের অনুরূপ জলযান নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৮

প্রজানাথ! ত্রিলোকের যে সব বিশিষ্ট রত্ন আছে, তৎসমস্ত অতিতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের সেই জলযানে সংযুক্ত ছিল ॥ ৭৯

ভারত! শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীগণের নিমিত্ত সুবর্ণবিভূষিত ও বৈদূর্যমণির দ্বারা বিচিত্র দেহ সৃষ্টিকারী পৃথক্ পৃথক্ নিবাসস্থান ছিল ॥ ৮০

সর্ব ঋতুর কুসুমে সমাকীর্ণ এবং সর্ববিধ উত্তম সুগন্ধযুক্ত গৃহগুলি শ্রেষ্ঠ যাদববীরগণ এবং স্বর্গবাসী পক্ষীরা—ইঁহারা সকলেই উপভোগ করিতেছিলেন ॥ ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ভানুমতীহরণবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ বলরাম শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতীনাং যাদবানাং জলক্রীড়া-গীতাদিবর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

রেমে বলশ্চন্দনপঙ্কদিগ্ধঃ
কাদম্বরীপানকলঃ পৃথুশ্রীঃ
রক্তেক্ষণো রেবতিমাশ্রিতশ্চ
প্রলম্ববাহুর্ললিতং তদাসৌ ॥ ১

নীলাম্বরাভে বসনে বসানঃ
চন্দ্রাংশুগৌরো মদিরাবিলাক্ষঃ
ররাজ রামোঽম্বুদমধ্যগো বা
সম্পূর্ণবিম্বো ভগবানিবেন্দুঃ ॥ ২

বামৈককর্ণামলকুণ্ডলশ্রীঃ
স্মেরঃ মনোজ্ঞাব্জকৃতাবতংসঃ
তির্য্যককটাক্ষং প্রিয়য়া মুখেন
রামঃ সুখং চার্ব্বভিবীক্ষ্যমাণঃ ॥ ৩

অথাজ্ঞয়া কংসনিসূদনস্য
কুমারকাংশ্চাপ্সরসাং গণঃ সঃ।
জগুঃ মুদা রেবতিনাথমগ্রে
বেলালয়ং স্বর্গসমানমৃত্তা ॥ ৪

তাং রেবতীং চাপ্যথ বাপি রামং
সর্ব্বা ননৃতুর্বরাঙ্গাঃ।
যথাঙ্গহারং ননৃতুঃ সুগাত্রাঃ
সমন্ততোঽন্যা জগিরে চ মধ্যাৎ ॥ ৫

চক্রুস্তথৈবাভিনয়েন রঙ্গং
যথা যথেষ্টং প্রিয়মর্থযুক্তম্
শ্রদ্ধানুকূলস্য বলস্য তত্র
তথাপ্সরা রেবতয়া প্রযুক্তাঃ ॥ ৬

চক্রুর্হসন্ত্যশ্চ তথৈব রামং
তজ্জন্মভাষাকৃতিবেশযুক্তাঃ
সহস্ততালং ললিতং সলীলং
মহাত্মনা মঙ্গলসম্মতান্যাঃ ॥ ৭

## একোননবতিতম অধ্যায়।

[ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণের জলক্রীড়া ও গানাদির বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলরাম নিজ অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া বিহার করিতেছিলেন। তিনি কাদম্বরী-নামক মধুপান করিয়া অতিশয় মনোহরশব্দ হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার শোভা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, নয়নদ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ছিল এবং তিনি রেবতীদেবীকে অবলম্বন করিয়া সুললিত গতিতে চলিতেছিলেন। ১

তিনি আকাশের ন্যায় কান্তিমান একটি নীল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি চন্দ্রকিরণতুল্য গৌরবর্ণ ছিল এবং নয়নদ্বয় মদিরাপান নিবন্ধন আবিলতায় আবিষ্ট ছিল। মেঘের মধ্যভাগে আসিয়া ভগবান্ বলরাম সম্পূর্ণ বিম্বযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ২

তাঁহার একমাত্র বাম কর্ণে নির্ম্মল কুণ্ডল শোভা বিস্তার করিতেছিল। তিনি অন্য কর্ণে অর্থাৎ দক্ষিণ কর্ণে মনোহর কমলকেই কর্ণভূষণরূপে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়া রেবতীদেবী ঈষৎ হাস্য সহকারে বক্রিম চক্ষুতে কটাক্ষপাতপূর্ব্বক তাঁহার দিকে সুখে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় বলরাম তাঁহার সহিত আনন্দযুক্ত হইয়া থাকিলেন। ৩

তদনন্তর কংস ও নিকুম্ভের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় উদার এবং সুন্দর রূপবতী অপ্সরোগণ স্বর্গতুল্য মহাবিলাসী সমুদ্রে রেবতী দেবীকে দর্শন করিবার জন্য আনন্দসহকারে তাঁহার নিকট আসিলেন। ৪

এই সব অপ্সরাগণের অঙ্গ যষ্টিতুল্য কৃশ (পাতলা) ও সুন্দর ছিল। এই সব সুন্দরীগণ সেই রেবতীদেবী ও বলরামকে নমস্কার করিয়া গানের তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উচ্চ গীতিতে গান করিতে লাগিলেন। ৫

এই অপ্সরাগণ বলরাম ও রেবতীর আনন্দবর্দ্ধিনী রেবতী দেবীর আজ্ঞানুসারে অভিনয় পূর্ব্বক এরূপ রঙ্গ করিতে লাগিলেন, যাহা সেই যাদবদিগের প্রিয়, সার্থক, মনোহর ও অনুকূল ছিল। ৬

নিজেদের আগে মঙ্গলসূচক পুরাণ-বেশধারণকারিণী এই সুন্দরী অপ্সরাগণ সেই দেশের ভাষা, আকৃতি ও বেশযুক্ত হইয়া হাস্য করিতে করিতে এবং হস্তে তালদান করিতে করিতে লীলা পূর্ব্বক ললিত ভাবে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। ৭

সঙ্কর্ষণাধোক্ষজনন্দনানি
মহাত্মনস্তান্যথ চ মঙ্গলানি
কংসপ্রলম্বাদিবধশ্চ রম্যঃ
চাণূরঘাতশ্চ তথৈব রঙ্গে ॥ ৮
যশোদয়া চ প্রথিতঃ যশোহথ
দামোদরত্বঞ্চ জনার্দ্দনস্য।
বধং তথারিষ্টকধেনুকাভ্যাং
ব্রজে চ বাসঃ শকুনীবধশ্চ ॥ ৯
তথা চ ভগ্নৌ যমলার্জ্জুনৌ তৌ
সৃষ্টিঃ বৃকাণামপি বৎসযুক্তোম্
স কালিয়ো নাগপতির্হ্রদে চ
কৃষ্ণেন দান্তশ্চ যথা দুরাত্মা ॥ ১০
শঙ্খচূড়াহরণঞ্চ বীর
পদ্মোৎপলানাং মধুসূদনেন
গোবর্দ্ধনোদ্ধর্ষে চ গবাং হৃতাহৃদ-
যথা চ কৃষ্ণেন জনার্দ্দনেন ॥ ১১
কুব্জাং যথা গন্ধকপীবিকাশ
কুব্জত্বহীনাং কৃতবাংশ্চ কৃষ্ণঃ।
অথাবনঃ বামনকঞ্চ চক্রে
কৃষ্ণো যথা ভানবতাহপানিন্দ্যঃ ॥ ১২
সৌভপ্রমাথশ্চ তথায়ুধস্য
বধঃ মুরস্যাপাথ দেবশত্রোঃ।
গান্ধারকন্যাবহনে নৃপাণাং
রথে তথা যোজনমুক্তিতানাম্ ॥ ১৩
ততঃ সুভদ্রাহরণে জয়শ্চ
যুদ্ধে চ বালাহক-জম্বুমালে।
রঙ্গপ্রবেশশ্চ যুধাজিতৈবং
সমাহৃতঃ শক্রসমক্ষমাসীৎ ॥ ১৪
এতানি চান্যানি চ চারুরূপা
জগুঃ স্ত্রিয়ঃ প্রীতিকরাণি রাজন্।
সঙ্কর্ষণাধোক্ষজবর্দ্ধনানি
চিত্রাণি চানেককথাশ্রয়াণি ॥ ১৫
কাদম্বরীপানমদোৎকটস্তু
বলঃ সুপুষ্টঃ স চুকূর্দ্দ রামঃ।
সহতালং মধুরং সমঞ্চ
স ভার্য্যয়া রেবতরাজপুত্র্যা ॥ ১৬

বীর। সেই স্থানে ইহারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের আনন্দপ্রদ তাঁহাদের মঙ্গলময় লীলাসমূহ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কংস ও প্রলম্বাদিবধের রমণীয় প্রসঙ্গ, রঙ্গশালায় চাণূরবধের আখ্যান, যশোদা কর্তৃক জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের দামোদর নাম ও যশ বিস্তার করা, সেই উদূখল-বন্ধনলীলা, অরিষ্টাসুর ও ধেনুকাসুর বধ, ব্রজে বাস, পূতনার বিনাশ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, বৃকগণের সৃষ্টি, বৎসাসুর বধ, যমুনার হ্রদে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয়দমন ও উৎপলসকল উৎপাটন, গোগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ, সুগন্ধ অনুলেপন সেবনকারিণী কুব্জার কুব্জত্ব ইঁহার দ্বারা নিবারণাদি লীলা-প্রসঙ্গ যেভাবে যেভাবে হইয়াছিল, তৎ সমস্তই সেই অপ্সরাগণ গান করিতে লাগিলেন। ৮-১১।

রাজন্। অনবদ্য (অনিন্দ্য) ও বামনরূপী শ্রীকৃষ্ণ নিজের অবামন (বিরাট্) রূপকেও যেভাবে বামন করিয়াছিলেন, যেভাবে সৌভ বিমানকে মথিত করিয়াছিলেন এবং কলায়ুধ যেভাবে স্বয়ংরূপী অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে দেবশত্রু মুরকে বধ করিয়াছিলেন, গান্ধাররাজকন্যা শৈব্যার বিবাহে যেভাবে বলশালী রাজগণকে রথে যোজিত বা বদ্ধ করিয়াছিলেন, সুভদ্রাহরণের সময় যেরূপে অর্জ্জুনের জয়লাভ হইয়াছিল, বালাহক ও জম্বুমালের সহিত যুদ্ধে যেভাবে শ্রীকৃষ্ণাদির বিজয় হইয়াছিল, যুধাজিত রাজগণের দ্বারা ইন্দ্রের সাক্ষাতেই যে রত্নাদি সমাহৃত হইয়াছিল, এই সব চরিত্র ও অন্যগণের প্রীতিজনক অন্য চরিত্রও মনোহর রূপবতী সেই অপ্সরাগণ গান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের আনন্দবর্দ্ধনকারী এবং তাঁহাদের লীলা-কথার সহিত সংযুক্ত যে সব বিচিত্র গীত ছিল, তৎ সমস্তই ইঁহারা গান করিলেন। ১২-১৫

অনন্তর কদম্ব-মদ্যপানে মত্ত উৎকট সৌন্দর্য্যশালী বলরাম নিজ পত্নী রেবতরাজকন্যা রেবতীর সহিত *তালে তাল দান করিতে করিতে মধুর স্বরে সমান প্রয়োগ পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। ১৬

* সম হইল সঙ্গীতের সেই স্থান, যেখানে গানকারী ও বাদ্যবাদনকারীর মস্তক বা হস্ত নড়িয়া উঠিয়া যায়। এই স্থান তাল অনুসারে স্থির হয়। যেরূপ ত্রেতালে দ্বিতীয় তালে এবং চৌতালে প্রথম তালে সম হয়। এইরূপ অন্য সব তালেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম হয়। বাদ্যের আরম্ভ এবং গীত ও বাদ্যের অন্ত এই সম অনুসারেই হয়। কিন্তু গান ও বাদ্যের মধ্যে মধ্যেও সম স্বাভাবিক ভাবে আসিতে থাকে।

ততঃ ক্রীড়মানং মধুসূদনঞ্চ
দৃষ্ট্বা মহাত্মা চ মুদান্বিতোऽভূৎ
চক্রীড সত্যাসহিতো মহাত্মা
হর্ষাগমার্থঞ্চ বলস্য ধীমান্ ॥ ১৭
সমুদ্রযাত্রার্থমথাগতশ্চ
চক্রীড পার্থো নরলোকবীরঃ
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং মুদিতশ্চক্রীড
সুভদ্রয়া চৈব বরাঙ্গযষ্ট্যা ॥ ১৮
গদশ্চ ধীমানথ সারণশ্চ
প্রদ্যুম্ন-সাম্বৌ নৃপ সাত্যকিশ্চ
সত্রাজিতীসূনুরুদারবীর্যঃ
সুচারুদেষ্ণশ্চ সুচারুরূপঃ ॥ ১৯
বীরৌ কুমারৌ নিশঠোল্মুকৌ চ
রামাত্মজৌ বীরতমৌ চক্রীডতুঃ
অক্রূরসেনাপতিশঙ্কবশ্চ
তথাপরে ভৈমকুলপ্রধানাঃ ॥ ২০
উদ্যানপাত্রং ববৃধে তদানীং
কৃষ্ণপ্রভাবেণ জনেন্দ্রপুত্র
আপূর্যমাণং পুনরুদারকীর্তে
চক্রীডভির্ন ভৈমমুখ্যৈঃ ॥ ২১
তৈ রাসসক্তৈরতিপীতমত্তৈ-
র্দেবপ্রবীরৈরমরপ্রকাশৈঃ।
হর্ষান্বিতং বীর জগত্তদাসীদ্
দ্রষ্টুশ্চ পাপানি জনেন্দ্রসূনো ॥ ২২
দেবাতিথিস্তত্র চ নারদোऽথ
বিপ্রঃ প্রিয়ার্থং মুরকেশিশত্রোঃ।
চক্রীড মধ্যে যদুসত্তমানাং
জটাকলাপার্পিতৈকদেশঃ ॥ ২৩
রাসপ্রণেতা মুনি রাজপুত্র
স এব তত্রাপ্রতিমপ্রমেয়ঃ।
মধ্যে চ গত্বা স চক্রীড ভূয়ো
দেহাবিকারৈঃ সবিড়ম্বিতাঙ্গৈঃ ॥ ২৪
স সত্যভামাঞ্চ কেশবঞ্চ
পার্থং সুভদ্রাঞ্চ বলঞ্চ দেবম্।
দেবীঞ্চ তথা রেবতরাজপুত্রীং
সংপশ্য সংপশ্য জহাস ধীমান্ ॥ ২৫

তাঁহাকে পান করিতে দেখিয়া মহাত্মা মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তারপর সেই বুদ্ধিমান্ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণও বলরামের হর্ষবর্দ্ধনের জন্য সত্যভামার সহিত পান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭

নরলোকের প্রধান বীর কুন্তীনন্দন অর্জুনও সমুদ্রযাত্রার জন্য সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনিও আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সুন্দরাঙ্গী সুভদ্রার সহিত পানালাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

নৃপ জনমেজয়! তখন বুদ্ধিমান্ গদ, সারণ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, সাত্যকি, উদার পরাক্রমশালী সত্যভামানন্দন ভানু * ও অত্যন্ত মনোহর রূপবান্ সুচারুদেষ্ণ এবং বলরামের অত্যন্ত বীর দুই পুত্র বীর নিশঠ ও উল্মুকও পান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯;

অক্রূর, যাদবসেনাপতি অনাধৃষ্টি, শঙ্কু এবং ভীমকুলের অন্যান্য প্রধান পুরুষগণ সেখানে পান করিতে লাগিলেন। উদারকীর্তি নরেন্দ্রপুত্র! সেই সময় সেই পানপাত্র তাহাতে পীতশেষ সুধা সুধা যাদবগণের দ্বারা বহু বহু পূর্ণ হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে উহা বহু বহু বর্দ্ধিত হইয়া যাইল ॥ ২০-২১

বীর রাজকুমার! রাসে আসক্ত হইয়া অত্যন্ত পীতশেষ সেই দেবোপম যাদবগণের সহিত সভা তখন হর্ষোল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সকলের পাপ-তাপ নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ২২

তখন মুর ও কেশীর শত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় করিবার জন্য দেবগণের অতিথি বিপ্রবর নারদ সেই যাদবশ্রেষ্ঠ সকলের মধ্যভাগে আসিয়া পান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দেহের এক ভাগে বীর জটাসমূহে আচ্ছাদিত ছিল ॥ ২৩

রাজপুত্র! এই অপ্রমেয়স্বরূপ নারদমুনিই সেখানে রাসনৃত্যের প্রণেতা (পরিচালক বা সূত্রধার) হইয়া যাইলেন। তিনি নিজের অনুকরণশীল অঙ্গসমূহের দ্বারা লীলার অনুকরণ করিতে করিতে যাদবগণের মধ্যে গমন করত পান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

এই বুদ্ধিমান্ নারদমুনি সত্যভামা, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, সুভদ্রা,

* শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণানুসারে সত্যভামার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভানু। ইহার কনিষ্ঠ নয় ভ্রাতার নাম এইরূপ—সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু।

তা হাসয়ামাস সুধৈর্যযুক্তা-
স্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ পরিহাসশীলঃ
চেষ্টানুকারৈর্হসিতানুকারৈ-
র্লীলানুকারৈরপরৈশ্চ ধীমান্ ॥ ২৬
আভাষিতং কিঞ্চিদিবোপলক্ষ্য
নাদাভিনাদান্ ভগবান্ মুমোচ।
হসন্ বিলাসাংশ্চ জগাদ গাথা-
স্তাসাং মনে কৃষ্ণবিনোদনার্থম্ ॥ ২৭
কৃষ্ণাজ্ঞয়া সাত্ত্বিকানি তত্র
যথানুরূপাণি দদুর্বরস্ত্রীঃ
রত্নানি বস্ত্রাণি চ রূপবন্তি
জগৎপ্রধানানি মুদেঽব্যয়ানো ॥ ২৮
মাল্যানি চ সর্বসমুদ্ভবানি
সন্তানদামান্যতিমুক্তকানি
সর্বর্তু কাম্যাণ্যনয়স্তদানীং
মহর্ষয়ে নির্জিতকালদণ্ডাঃ ॥ ২৯
রাসাবসানে তু গৃহ্য হস্তে
মহামুনিং নারদমপ্রমেয়ঃ

পপাত কৃষ্ণো ভগবান্ সমুদ্রে
সাত্যকিনা চার্জুনেন চাপি ॥ ৩০
উবাচ চাপ্যপ্রমেয়পরাক্রমোঽচ্যুত
শৈনেয়পার্থপ্রমুখান্ প্রপৌত্রীঃ
দ্বিধা কৃতাশ্চিন্ পততাশু ভূত্বা
ক্রীড়াজলে মোহস্তু সদাজনানাম্ ॥ ৩১
সরেবতীকোঽস্তু বলোঽর্দ্ধনেতা
পুত্রা মদীয়াশ্চ সমাশ্রিতেমঃ।
তৈষামিয়েবাথ বলাস্তুকাশ্চ
সংপক্ষিণঃ সন্তু সমুদ্রতোয়ে ॥ ৩২
আজ্ঞাপয়ামাস ততঃ সমুদ্রং
কৃষ্ণঃ স্মিতং প্রাঞ্জলিনং প্রতীতঃ।
সুগন্ধতোয়ো ভব মৃষ্টতোয়
তথা ভব গ্রাহবিবর্জিতশ্চ ॥ ৩৩
দৃশ্যা চ তে রত্নবিভূষিতা তু
সা বেদিকা ভূতল সংস্থিতা চ
মনোজ্ঞরূপাক জলস্য তত্ত্বং
প্রযচ্ছ বিজ্ঞাংসি সংপ্রভাবাৎ ॥ ৩৪

---

বলদেব ও রেবতীকে দেখিয়া রেবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হাস্য করিতে লাগিলেন। ২৫

পরিহাসশীল বুদ্ধিমান্ নারদ কাহারও চেষ্টা, কাহারও হাস্য ও কাহারও লীলার অনুকরণ করিতে করিতে এবং অন্যবিধ নানা উপায়েও সেই অত্যন্ত ধৈর্যশালিনী দেবীগণকেও হাসাইতে লাগিলেন। ২৬

যখন কেহ কিছু মন্দস্বরে অতি অল্প ও ধীরে ধীরে কথা বলিতেন, তখন ঐশ্বর্যশালী নারদ তাহার উত্তরে অতি উচ্চৈঃস্বরে যেন সিংহনাদ করিতে করিতে কথা বলিতে লাগিলেন এবং হাস্যের সময় হাস্য করিতে করিতে হর্ষাতিশয্যে অট্টহাস্য করিতেছিলেন। এ সমস্তই তিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জনের জন্য করিতে ছিলেন। ২৭

মহর্ষেঃ পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সেখানে স্থিত যুবতীগণ জগতের প্রধান প্রধান রত্নসকল, মুনির অনুরূপ সুন্দর বস্ত্রসমূহ তাঁহাকে অধিক মাত্রায় প্রদান করিলেন। ২৮

শ্রীকৃষ্ণের সংকেত ও সময়ের উপযোগীতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবতী সেই রমণীগণ সেই সময় সর্বঋতুর পুষ্পহার, সন্তান-পুষ্প-মালা, অতিমুক্তক ও সব ঋতুতেই বিকশিত পুষ্পসমূহ ইঁহাকে নারদকে প্রদান করিলেন। ২৯

রাসের শেষে অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদমুনির হস্ত ধরিয়া এবং সাত্যকি ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের উপর লম্ফ প্রদান করিলেন। ৩০

তদনন্তর অপ্রমেয় পরাক্রমশালী ও অতিশয় সৌন্দর্যান্বিত শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত সাত্যকিকে বলিলেন,—তোমরা সকলে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিতই সত্বর এই ক্রীড়াজলে লম্ফপ্রদান কর। এখন আমাদের জলক্রীড়া আরম্ভ হউক। ৩১

আমার সকল পুত্র ও অর্দ্ধ যদুবংশী এই সব মিলিত হইয়া যে অর্দ্ধ দ্বারকাবাসীর দল হইবে, তাহার নেতা রেবতীসহ বলরাম হউন এবং অর্দ্ধ যদুবংশীয়গণের সহিত বলরামের সকল পুত্রগণ—ইহারা আমার পক্ষে থাকুক। এইরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আমরা এখন জলক্রীড়া করিব। ৩২

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ বিনয় হইয়া সেখানে অঞ্জলি বদ্ধ করত ঈষৎ হাস্যসহকারে স্থিত সমুদ্রকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি নিজ জলকে সুবাসিত, স্বচ্ছ ও মিষ্ট কর এবং গ্রাহ (কুম্ভীরাদি জলজন্তু)-রহিত হইয়া যাও। ৩৩

তোমার তীরভূমি রত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া দর্শনীয় হউক, পান্থগণের পক্ষে সুখদায়ক হউক এবং লোকসকলের বাস

ভবন্তু পেয়ানি চ পেয়পেয়া

জলস্য সর্বস্য মনোহরত্বম্:

বৈদূর্যমুক্তামণিহেমচিত্রা

ভবন্তু মৎস্যা অপি সৌম্যরূপাঃ ॥ ৩৫

বিভূষণ চ তে কমলোৎপলানি

সুগন্ধসংস্পর্শরসক্ষমাণি

ষট্পাদজুষ্টানি মনোহরাণি

কীলালবর্ণৈশ্চ সমন্বিতানি ॥ ৩৬

মৈরেয়মাধ্বীকসুরাসবানাং

কুম্ভাংশ্চ পূর্ণান কুরুষ্ব তোয়ে

জাম্বূনদং পাননিমিত্তমেষাং

পাত্রং প্রযুঙ্ক্ষ্ব যদবশ্চ ভৈমাঃ ॥ ৩৭

পুষ্পোচ্চয়ৈর্বাসিতশীততোয়ো

ভবাপ্রমত্তঃ খলু তোয়রাশে

যথা ব্যলীকং ন ভবেদ্ যদূনাং

সস্ত্রীজনানাং কুরু তৎ প্রযত্নম্ ॥ ৩৮

ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ সমুদ্রং

ততঃ প্রচিক্রীড় সহার্জুনেন

সিষেচ পূর্বং নৃপ নারদং তু

সাত্রাজিতী কৃষ্ণমুখাভিযুক্তা ॥ ৩৯

ততো মদাবর্জিতচারুনেত্রঃ

পপাত রামঃ সলিলে সলীলম্ ।

সাকারমালম্ব্য করং করেণ

মনোহরাং রেবতরাজপুত্রীম্ ॥ ৪০

কৃষ্ণানুগা যে চ ভৈমমুখ্যা

রামস্য পশ্চাৎ পতিতাঃ সমুদ্রে ।

বিরাগবস্ত্রাভরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ

ক্রীড়াভিরামা মদিরাবিলাক্ষাঃ ॥ ৪১

শেষাশ্চ ভৈমা হরিমভ্যুপেতাঃ

ক্রীড়াভিরামা নিশঠোল্মুকাদ্যাঃ ।

বিচিত্রবস্ত্রাভরণাশ্চ মত্তাঃ

সন্তানমালাবৃতকণ্ঠদেশাঃ ॥ ৪২

যাহা মনের অনুকূল, তৎসমস্ত তুমি তাহাদিগকে প্রদান কর। আমার প্রভু যে তোমার সকলের পক্ষে অভীষ্ট রসসমূহের আনন্দদাতা হইবে। ৩৪

যদিও তোমার জল পানের অযোগ্য, তথাপি উহা মিষ্ট ও পানের যোগ্য হইবে। তুমি এই সকলের মনের অনুকূল হইয়া যাইবে, তোমার মধ্যে যে সব মৎস্য আছে, তাহারা বৈদূর্য, মুক্তা, মণি ও সুবর্ণে চিত্রিত এবং সৌম্য রূপধারী হইয়া যাইবে। ৩৫

তুমি এরূপ রক্তবর্ণের পদ্ম ও উৎপলসমূহ ধারণ কর, যাহারা উত্তম গন্ধ, সুখদ স্পর্শ ও রুচির রস উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে। উহারা ভ্রমরগণের দ্বারা সেবিত ও দেখিতে মনোহর হইবে। ৩৬

তুমি নিজ জলের উপর মৈরেয়, মাধ্বীক, সুরা ও আসব-নামক মদ্যে পূর্ণ কলসসমূহ স্থাপিত কর এবং উহাদের সহিত পানের জন্য স্বর্ণের পানপাত্র রাখিয়া দাও, যাহাতে এই যাদবগণ মধুপান করিতে পারে। ৩৭

জলনিধে! তুমি নিশ্চয়ই এরূপ হইয়া যাও, যাহাতে তোমার শীতল জল পুষ্পরাশিতে বাসিত হইয়া যায়। ইহার জন্য সতত সাবধানে থাক এবং এরূপ প্রযত্ন কর, যাহার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষগণ সহ যাদবদিগের প্রতি কেহ কোনও বিপরীত আচরণ না করে। ৩৮

সমুদ্রকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নৃপ জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের মুখের সঙ্কেত বুঝিতে সক্ষমা সত্যভামা প্রথমে দেবর্ষি নারদের উপর জলসেচন করিয়া তাঁহাকে ভিজাইয়া দিলেন। ৩৯

তদনন্তর মদের আবেশবশতঃ মনোহর নেত্র বলরাম স্বীয় হস্তে মনোহারিণী রেবতরাজকুমারী রেবতীর হাত ধরিয়া ইচ্ছানুসারে পান করিতে করিতে লীলাসহকারে জলে লাফাইয়া পড়িলেন। ৪০

বলরামের লম্ফ প্রদানের পর শ্রীকৃষ্ণের অনুগত ও ভীমবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নানা প্রকার বর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র এবং আভরণ ধারণ করত হর্ষোল্লাসে পূর্ণ হইয়া সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিলেন। ৪১

অবশিষ্ট যাদবগণ এবং নিশঠ ও উল্মুকাদি বলরাম-পুত্রগণ ক্রীড়ায় অভিরত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন। ইঁহারা বিচিত্র বস্ত্রাভরণে বিভূষিত ও মত্ত ছিলেন এবং ইঁহাদের কণ্ঠদেশ সন্তান পুষ্পের মালায় অলঙ্কৃত ছিল। ৪২

বীর্য্যোপপন্নাঃ কৃতচারুচিহ্না
বিলিপ্তগাত্রা জলপাত্রহস্তাঃ।
গীতানি তদ্বেশমনোহরাণি
বরোপপন্নাস্তথ গায়মানাঃ॥ ৪৩

ততঃ প্রচক্রুর্জলবাদিতানি
নানাস্বরাণি প্রিয়বাদ্যযোধাঃ।
মহাপ্সরোভিস্ত্রিদিবালয়াভিঃ
কৃষ্ণাজ্ঞয়া বেণবধূশতানি॥ ৪৪

আকাশগঙ্গাজলবাদনজ্ঞাঃ
সদা যুবত্যো মদনৈকচিত্তাঃ।
অবাদয়ংস্তা জলদর্দ্দুরাংশ্চ
বাদ্য সুরূপং জগিরে চ হৃষ্টাঃ॥ ৪৫

কুশেশয়াকোশবিশালনেত্রাঃ
কুশেশয়াপীড়বিভূষিতাশ্চ।
কুশেশয়ানাং প্রবিবোধিতানাং
তুল্যশ্রিয়ো জ : পুরচারুমুখাঃ॥ ৪৬

শ্রীবক্ত্রচন্দ্রৈঃ সকলেন্দুকল্পৈ
স্তাসাং রাজকুমারঃ সমুদ্রঃ।
যদৃচ্ছয়া দৈববিধানতো বা
নভো যথা চন্দ্রসহস্রকীর্ণম্॥ ৪৭

সমুদ্রমেঘঃ স বভৌ চ রাজন্
শতহ্রদাস্ত্রীপ্রভয়াভিরামঃ।
সৌদামিনীভিশ্চ ইবাম্বুবাহো
দেদীপ্যমানো নভসীব মেঘঃ॥ ৪৮

নারায়ণশ্চৈব সনারদশ্চ
সিষেচ পক্ষে কৃতচারুচিহ্নঃ।
বলঃ সপক্ষঃ কৃতচারুচিহ্নং
স চৈব পক্ষং মধুসূদনস্য॥ ৪৯

সত্ত্রপ্রযুক্তৈস্তনয়ৈশ্চ
প্রকৃষ্টরূপাঃ সিষিচুস্তথান্যে
রাগোত্তরা বারুণিপানমত্তা
সকর্দমে [illegible]॥ ৫০

আরক্তনেত্রা জলমুক্তিসক্তাঃ
স্ত্রীণাং সমক্ষং পুরুষায়মানাঃ।
তে [illegible] সৃষ্টিরুচ্চৈঃ
নানা [illegible]॥ ৫১

ইঁহারা সকলেই বল-পরাক্রমশালী ও মনোহর বেশভূষায় ভূষিত ছিলেন। ইঁহাদের অঙ্গে চন্দন লিপ্ত ছিল। ইঁহারা হস্তে জলপাত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং বেশের অনুরূপ স্বর-সম্পন্ন মনোহর গীত গান করিতেছিলেন। ৪৩

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় স্বর্গবাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত বাদ্যকুশলা শত শত বেশবধূ নানা স্বরে জলতরঙ্গাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৪৪

অপ্সরাগণ নিত্য যুবতী, একমাত্র কামেই মনঃসংযোগকারিণী ও আকাশগঙ্গার জলে বাদ্যবাদনের জ্ঞানে নিপুণা ছিলেন। ইঁহারা জলদর্দুর [illegible] বাদ্যবিশেষ, যাহা চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে সেই বাদ্যের অনুরূপ গান করিতে লাগিলেন। ৪৫

ইঁহাদের অপ্সরাগণের নয়ন পদ্মের কলিকার ন্যায় বিশাল ছিল। ইঁহারা পদ্মের মুকুটে বিভূষিতা ছিলেন এবং ইঁহাদের বিকসিত পদ্মের শোভা হরণ করিতেছিলেন। ইঁহাদের সকলেরই মুখ বেশপদের ন্যায় মনোহর ছিল। ৪৬

রাজন্! সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনোহর রমণীগণের শত শত মুখচন্দ্রে অলঙ্কৃত হইয়া সমুদ্র সেই আকাশের তুল্য শোভা পাইতে লাগিল, যদৃচ্ছাক্রমে বা দৈবের বিধানানুসারে শত সহস্র চন্দ্রে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৭

রাজন্! বিদ্যুতের ন্যায় কান্তিমতী স্ত্রীগণের প্রভায় অভিরাম মনোহর এই সমুদ্ররূপী মেঘ সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ জলপূর্ণ মেঘ আকাশে বিদ্যুন্মালায় সংযুক্ত হইয়া অত্যন্ত উদ্ভাসিত হইতে থাকে। ৪৮

সুন্দর ও মনোহর বেশভূষাধারণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং নারদ নিজের দলের লোকসকলের সহিত অবস্থান করত সুন্দর বেশভূষাধারী বলরাম ও তাঁহার পক্ষের লোকসকলের উপর জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে বলরামের পক্ষের ব্যক্তিগণও শ্রীকৃষ্ণপক্ষের ব্যক্তিদিগকে জলসিঞ্চন করিয়া ভিজাইয়া দিলেন। ৪৯

সেই সময় স্ত্রীগণের [illegible] হর্ষোল্লাসে পরিপূর্ণ ছিল, সেই অনুসারে [illegible] ও [illegible] বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ ভিন্ন ভিন্ন [illegible] পিচকারী দ্বারা পরস্পরকে জলে সিক্ত করিতে লাগিলেন। ৫০

এই [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible], মদন ও [illegible] ধারণ করত [illegible] নিক্ষেপে [illegible]

অতিপ্রসঙ্গং তু বিচিন্ত্য কৃষ্ণ-
স্তান্ বারয়ামাস রথাঙ্গপাণিঃ
স্বয়ং নিবৃত্তো জলবাদ্যশব্দৈঃ
সনারদঃ পার্থসহায়বাংশ্চ ॥ ৫২

কৃতেঙ্গিতজ্ঞা জলযুদ্ধশৌণ্ড-
স্তৈশ্চা নিবৃত্তা যদুমানিনোঽপি
নিত্যং তথানন্দকরাঃ প্রিয়াণাং
প্রিয়াশ্চ তেষাং ননৃতুঃ প্রতীতাঃ ॥ ৫৩

নৃত্যাবসানে ভগবানুপেন্দ্র-
স্তুত্যাঙ্ক দীনানব ভাগসক্তান
উত্তীর্য তোয়াৎ শুভকুঙ্কুমলেপং
জগ্রাহ সত্যা মুনিসত্তমায় ॥ ৫৪

উৎপত্য তীর্ণমথো দৃষ্ট্বা
তৈনা হি তে তত্যজুরেব তোয়ম্

বিবিক্তমাত্রাস্তৃণ পানভূমিং
কৃষ্ণাজ্ঞয়া তে যদুপ্রবেকাঃ ॥ ৫৫
যথাগ্রপূর্ব্ব্যা চ যথাবয়শ্চ
যথোপবিষ্টোপাশ্চ তদোপবিষ্টাঃ।
অন্নানি বীরা বুভুজুঃ প্রতীতাঃ
পপুশ্চ পেয়ানি যথানুকূলম্ ॥ ৫৬

মাংসানি পক্বানি ফলাম্লকানি
চুক্রোত্তরেণাথ চ দাড়িমেন।
নিষ্টপ্তশূলান্ শকলান্ পশূংশ্চ
তত্রোপজহ্রুঃ শুচয়োঽথ সূদাঃ ॥ ৫৭

সুস্বিন্নশূলানভিষ্যন্দি মহিষান্
শূল্যান্ সুনিষ্টপ্ত মাংসিকান্
শ্যামাগ্রসৌবর্চ্চলচূর্ণপূর্ণান্
পৌরোগবাজ্ঞা উপজহ্রুরেষাম্ ॥ ৫৮

হইলেন এবং স্ত্রীবর্গের সঙ্গে নিজেদের পুরুষার্থ দেখাইতে লাগিলেন। ইহারা বহুকাল ধরিয়া জলক্রীড়া করিয়াও তাহা হইতে বিরত হইলেন না। ৫১

ইহাদের ক্রমবর্দ্ধমান আসক্তির কথা চিন্তা করিয়া চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের সকলকে নিবারণ করিলেন এবং জলবাদ্যের মধুর শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি দেবর্ষি নারদ ও অর্জুনের সহিত স্বয়ং ও জলবিহার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ৫২

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে সমর্থ ইঙ্গিতজ্ঞ যাদবগণ যুদ্ধ অভিমানে যুক্ত হইলেও সেই জলযুদ্ধের প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যাইলেন। তদনন্তর এই প্রিয় পুরুষগণের নিত্য আনন্দদায়িনী প্রিয়া বারবনিতাগণ বিশ্বস্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৫৩

নৃত্যের শেষে বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়ার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি জলের উপরে আসিয়া মুনিবর নারদকে চন্দনের অনুকূল লেপ প্রদান করিয়া স্বয়ংও উহা গ্রহণ করিলেন। ৫৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জল হইতে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া অন্য যাদবগণও জলক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া দিলেন। তারপর অপ্রমেয় শক্তিশালী সেই যাদবগণ তদনন্তর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় পানভূমিতে ( ভোজন-গৃহে ) গমন করিলেন। ৫৫

সেখানে ইঁহারা ক্রমশঃ বয়স ও সম্বন্ধ অনুসারে সেই সমস্ত ভোজনের জন্য উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর সেই প্রখ্যাত বীরগণ নিজ নিজ রুচির অনুকূল অন্ন ভোজন করিলেন এবং পেয় রস পান করিলেন। ৫৬

পক্বমাংস, অম্ল ফল, অধিক অম্ল দাড়িমের সহিত শূলে গ্রথিত করিয়া অগ্নিতে তপ্ত করা (শিক) মাংসখণ্ড বা কাবাব ও অন্যের খণ্ড এবং পোষক ও তপ্ত অন্ন—এই সব পদার্থ পবিত্র পাচকগণ তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিলেন। ৫৭

শূলে গ্রথিত করিয়া পাক করা সিদ্ধ মহিষ, শূলে গ্রথিত করিয়া তপ্ত করা (শিক) অন্যান্য মাংসখণ্ড ঘৃতে মাখাইয়া, নারিকেল, অন্যান্য ঘৃতে ঢাকা খাদ্যপদার্থ, অম্লবেত, কালা লবণ ও কালজিরা মিশাইয়া প্রস্তুত লেহ্যপদার্থ, (চাটনী)—এই সব বস্তু পাকশালাধ্যক্ষের কথায় পাচকগণ এই যাদবদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ৫৮

• প্রশ্ন—"কতমঃ প্রজাপতিঃ?" প্রজাপতি অর্থাৎ প্রজাগণের পালনকারী কে?

উত্তর—"পশুরিতি।" পশুই প্রজাপালক। অতএব ব্রাহ্মণের এই প্রশ্নোত্তর হইতে ইহাই সূচিত হয় যে, যে পদার্থ বা শক্তি প্রজাগণের পোষণকারী, তাহাকেই 'পশু' বলা হয়। "অন্নং ব্রীহিযবঃ পশুঃ"—এই উক্তি অনুসারে মনুষ্যগণের পোষক অন্ন হইল অন্নই।

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—তুচ্ছ বিষয়ানন্দ ব্যতীত অপর ভূমা পরম মহান আনন্দ আছে—যা মানুষ এ দেহেই লাভ করতে পারে এবং এ-যুগে মাত্র নাম-কীর্তনের দ্বারা তা পেতে সমর্থ হয়

( ১ )

আমরা সবাই বিদেশে এসেছি আমাদের একটা আলোকে আনন্দে ভরা স্বদেশ আছে। সে-দেশে যেতে হলে অনুকূল পাথেয় সংগ্রহ করতে হয় সেই আলোর দেশের পাথেয় হল নাম আনন্দ দিয়ে গড়া, যত নাম তত আনন্দ উঠতে বসতে খেতে-শুতে কেবল নাম করবি।

( )

মানব মাত্রেরই জীবন পূর্বজন্মের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরণ কি ভাবে হবে—তাও গাঁথা থাকে এখনও ভাল জ্যোতির্বিদগণ সে কথা বলে দিতে পারেন। অপমৃত্যু হলেও মহাপুরুষগণের আশ্রিত ভক্ত উচ্চগতি লাভ করেন

SRAVAN 1383 B. S.
BHADRA 1383 B. S

Regd. No. W B NC-57

Mahabharata ·99 99

Aryashastra

July.—Sept. 1976



# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

মানুষ কাজ করতেই জগতে আসে। কাজটি চায় — জগতের কল্যাণে। ঠাকুর কাজ করবার শক্তি দিয়েছেন। [illegible] [illegible] নিজেদের [illegible] প্রচার কর তাঁর অনুভবময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুরাগের [illegible] ও [illegible] [illegible]

( ১ )

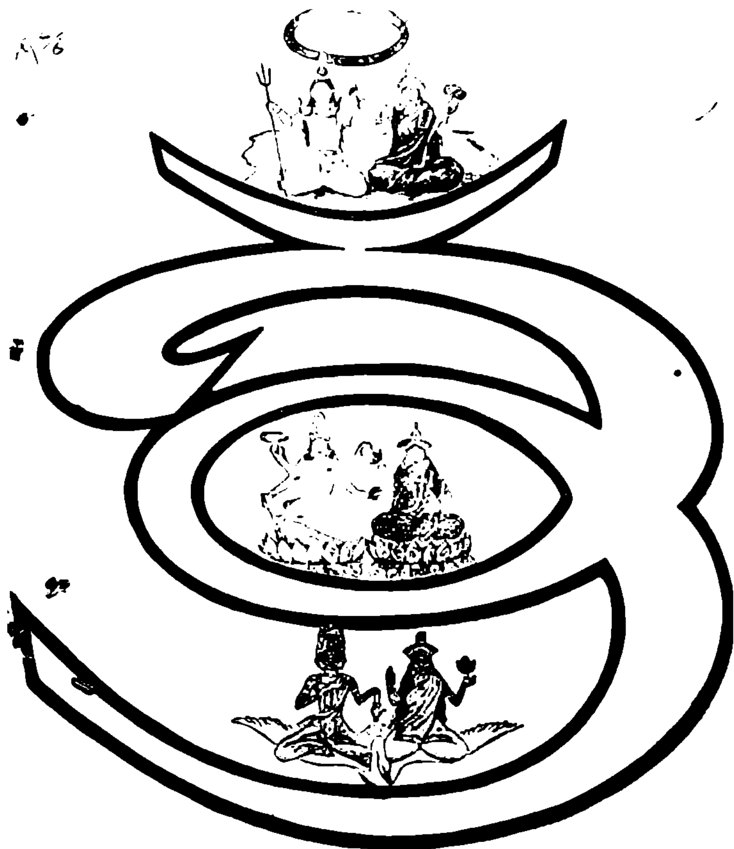
সত্য লাভ করেছি — কলিযুগে নামকীর্তনই ভগবৎ সাক্ষাৎ লাভের একমাত্র পথ — সেই পথ 'অনুসরণ কর কর' বলে [illegible] কেবল [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে সতত নামকীর্তনে রত থাকাই কর্তব্য বলে মনে করি

( ২ )

ঠাকুরের আশীর্বাদ সর্বত্র সমভাবেই বর্ষণ হয়ে থাকে — আধারভেদে তাহা গ্রহণ করে থাকে। ঠাকুরটি যখন গ্রহণ করেছেন তখন আর চিন্তা নাই। চাপা ভগ — সব ঠিক হয়ে যাবে।

—:০:—

শ্রীরামকমল কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি ডব্লিউ ডি রোড কলি ৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

রচিত

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

জগৎ সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতে দুইটি 'বাদ' চলিয়া আসিতেছে — একটি বিবর্ত, অপরটি বিকার। সত্য আধারে মিথ্যাবস্তু আরোপের নাম বিবর্ত; যেমন সত্য অধিষ্ঠান রজ্জুতে মিথ্যা-সর্পজ্ঞান; সত্য শুক্তিতে মিথ্যা রজত ভ্রান্তি; সত্য মরীচিকায় জল ভ্রান্তি। সেইরূপ সত্য অধিষ্ঠান চৈতন্যে (ব্রহ্মে) জগৎ-ভ্রান্তি। যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলে সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ-জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়

( )

দ্বিতীয়-বাদের নাম বিকার বা পরিণাম বাদ। ইহাতে প্রকৃতি জগৎ মিথ্যা নহে সত্য। জড়া-প্রকৃতি চেতন-পুরুষের সান্নিধ্যবশে মহৎ-অহঙ্কার পঞ্চ-তন্মাত্র ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হন। প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন এই বিচারের দ্বারা পুরুষ মুক্ত হন।

( ৩ )

তোরা পেয়েছিস সিদ্ধযোগ। ইহা নিপট; এতে পথের সন্ধান কিছু জানতে হবে না। কেবল মন্ত্রটি ধ্যান করিলে জ্যোতি নাদ বিন্দু—সবই পাওয়া যাইবে হৃদয়ে ধ্যান করিস হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইলে ক্রমধ্যে ও সহস্রারে যেতে পারবি। নাদে ধ্যান লাগাবি চিত্ত গলিয়া যাইবে, খণ্ড-অখণ্ড মিশিয়া যাইবে।

১৫শ বর্ষ, আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৮৩

চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা
পঞ্চম সংখ্যা—ঐশানী যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

# হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য্য ন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

মুখ্য-কর্ম্মাধ্যক্ষ :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ ৭৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩২ ( ফোন : ৫৮-২৭৩১ )
সিটি —৫৮ সি, বিধানসরণী ( বিবেকানন্দ রোডের মোড় ) কলিকাতা-৬ ( ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ )

বার্ষিক মূল্য ১৬·৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলী

১। আর্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন. পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, 'আর্যশাস্ত্র', ৭১২, পি,ডব্লিউ,ডি,রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্রসংহিতা, প্রজাপতি-যতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ যতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭১২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ২৮-২৭৩১। মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭১২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্রলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩, ৪ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২ পি. ডব্লিউ. ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

পৌরোগবোক্ত্যা বিবিধা মৃগাণাং
মাংসানি সিদ্ধানি চ পীবরাণি
নানাপ্রকারাণ্যুপকল্প্য রেখাঃ
মৃষ্টানি শাকানি চ চুক্রকৃতৈঃ ॥ ৫৯
শাকানি চাম্লে শকলানি তত্র
দত্তঃ পশূনাং ঘৃতমুক্ষিতানি
সাম্লচূর্ণৈরবচূর্ণিতানি
চূর্ণেন মৃষ্টেন সমারিচেন ॥ ৬০
সমূলকৈর্দাড়িমমাতুলিঙ্গৈঃ
পর্ণাসহিঙ্গ্বার্দ্রকভূস্তৃণৈশ্চ
অপোপদংশৈঃ সুমুখোত্তরৈস্তে
পানানি হৃষ্টাঃ পপুরপ্রমেয়াঃ ॥ ৬১
কট্বাঙ্গশূলৈরপি পক্ষিভিশ্চ
ঘৃতাম্লসৌবর্চলতৈলসিক্তৈঃ
মৈরেয়মাধ্বীকসুরাসবাংস্তে
পপুঃ প্রিয়াভিঃ পরিবার্যমাণাঃ ॥ ৬২
শ্বেতেন যুক্তানপি শোণিতেন
ভক্ষান্ সুগন্ধান্ লবণান্বিতাংশ্চ।
আর্দ্রান্ কিলাটান্ ঘৃতপূর্ণকাংশ্চ
নানাপ্রকারানপি খণ্ডখাদ্যান্ ॥ ৬৩
অপানপাশ্চোদ্ধবভোজমিশ্রাঃ
শাকৈশ্চ যূষৈশ্চ বহুপ্রকারৈঃ।
পেয়ৈশ্চ দধ্না পয়সা চ বীরাঃ
অন্নানি রাজন্ বুভুজুঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ৬৪
তথাশ্বনালাংশ্চ বহুপ্রকারান্
পপুঃ সুগন্ধানপি পানবীষু
শৃতং পয়ঃ শর্করয়া চ যুক্তং
ফলপ্রকারাংশ্চ বহূংশ্চ খাদন্ ॥ ৬৫
তৃপ্তাঃ প্রহৃষ্টাঃ পুনরেব বীরা-
স্তে হৈমমুখ্যা বনিতাসহায়াঃ।
গীতানি রম্যাণি জগুঃ প্রহৃষ্টাঃ
কান্তাভিনীতানি মনোহরাণি ॥ ৬৬
আজ্ঞাপয়ামাস ততঃ স কৃষ্ণো
নিশি প্রহৃষ্টো ভগবানুপেন্দ্রঃ।
ছালিক্যগেয়ং বহুসন্নিধানং
যদেব গান্ধর্বমুদাহরন্তি ॥ ৬৭

---

শাকশালার অধ্যক্ষের বাক্যানুসারে বিবিধ প্রস্তুত স্থূল (মোটা মোটা) মৃগ মাংস সিদ্ধসমূহ, আমের অম্ল দিয়া প্রস্তুত নানাপ্রকার বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন যাদবগণের জন্য পরিবেশিত হইল ॥ ৫৯

অম্ল পাচকগণ পার্শে রক্ষিত শোষক শাকসমূহকে (অথবা পশুমাংসসমূহকে) খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘৃতে ভাজা হইল এবং উহাতে লবণ ও মরীচের চূর্ণ মিশাইয়া ভোজনকারীদিগকে প্রদান করা হইল ॥ ৬০

মূলক, দাড়িম, লেবু, তুলসী, হিং অথবা ভূস্তৃণনামক শাকবিশেষের সহিত সুন্দর মুখরুচ পানপাত্র লইয়া সেই অপ্রমেয় শক্তিশালী যাদবগণ অতিশয় আনন্দের সহিত পেয়-রস পান করিলেন ॥ ৬১

কট্বাঙ্গ অর্থাৎ কটুক—পটল, শূলাহ্ব ঘৃত ও লবণাম্ল মিশাইয়া ঘৃতে কিংবা তৈলে সিক্ত করিয়া মকুচ বা মাখারের সহিত (এস্থলে পক্ষী শব্দের অর্থ পক্ষক, যাহা মকুচ বা মাখারের বোধক) মৈরেয়, মাধ্বীক ও সুরাসবনামক মধু সেই যাদবগণ নিজ প্রিয়তমাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পান করিলেন ॥ ৬২

শ্বেতবর্ণের খাদ্য পদার্থ মিশ্রী প্রভৃতি ও রক্তবর্ণের ফলের সহিত নানাপ্রকার সুগন্ধিত এবং লবণাক্ত ভোজন ও আর্দ্র (রসাল শাক), কিলাট (মহিষ দুগ্ধ পক্ব ক্ষীরাদি), ঘৃতপূর্ণ পদার্থ (হালুয়া প্রভৃতি ও নানাবিধ খণ্ডখাদ্য (খাজাদি) তাঁহারা ভোজন করিলেন ॥ ৬৩

রাজন্! উদ্ধব, ভোজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যাদব-বীরগণ যাঁহারা মাদক রস পান করেন না তাঁহারা অত্যন্ত হর্ষের সহিত নানা প্রকার শাক, ডাল, পেয় পদার্থ ও দধি-দুগ্ধাদির সহিত উত্তম অন্ন ভোজন করিলেন ॥ ৬৪

উহারা পানবীসমূহে (কূপের ন্যায় পাত্রবিশেষ) অনেক প্রকার সুগন্ধিত আসবান (কাঞ্জিরস) পান করিলেন। চিনি মিশাইয়া গরম গরম দুগ্ধ পান করিলেন এবং নানাবিধ ফলও ভোজন করিলেন ॥ ৬৫

ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার পর এই মুখ্য মুখ্য যদুবংশীয় বীরগণ পুনরায় নিজ নিজ স্ত্রীসকলের সহিত হর্ষসহকারে রমণীয় ও মনোহর গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রেয়সী স্ত্রীগণ নিজ নিজ হাবভাব দ্বারা সেই গানের অর্থ অভিনয় করিতে থাকিলেন ॥ ৬৬

তদনন্তর অত্যন্ত হৃষ্ট ভগবান উপেন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণ) সেই রাত্রিতে বহুসংখ্যক মনুষ্যগণের দ্বারা সম্পাদনীয় সেই ছালিক্য-গানের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যাহাকে গান্ধর্ব বলা হয় ॥ ৬৭

ততোঽগ্রহীদ্ বীণামথ নারদশ্চ
ষড়্গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তাম্
হল্লীসকং তু স্বয়মেব কৃষ্ণঃ
সবংশঘোষং নরদেব পার্থঃ ॥ ৬৮

মৃদঙ্গবাদ্যানপরাংশ্চ বাদ্যান্
বরাপ্সরসো জগৃহুঃ প্রতীতাঃ।
আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা
রম্ভোত্থিতা সাভিনয়ার্থতত্ত্বা ॥ ৬৯

তয়াভিনীতে বরগাত্রযষ্ট্যা
তুতোষ রামশ্চ জনার্দনশ্চ
অথোর্বশী চারুবিশালনেত্রা
হেমা চ রাজন্ মিশ্রকেশী ॥ ৭০

সেই সময় নারদ নিজের বীণা গ্রহণ করিলেন, যে বীণা ষড় (১) গ্রামের উপর আধারিত রাগাদি দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিয়া দিতে সমর্থ ছিল। নরদেব! সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাইয়া হল্লীসক (বহু স্ত্রীর সহিত কৃত নৃত্যকে হল্লীসক বা রাস বলে) নামক নৃত্যের আয়োজন করিলেন। কুন্তীপুত্র অর্জুন মৃদঙ্গ-বাদ্য গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য বাদ্যসমূহ শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ গ্রহণ করিলেন, ইঁহারা সেই বাদ্য বাদন কলায় প্রখ্যাত ছিলেন। আসারিতের • প্রথম আসার নর্তকীর প্রবেশের পর অভিনয়ের অর্থতত্ত্বে বিশেষজ্ঞা রম্ভানাম্নী অপ্সরা উত্থিত হইলেন। ইনি নিজের অভিনয়কলার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ৬৮-৬৯

(১) ক্রমশঃ সপ্ত স্বরের সমূহকে গ্রাম বলে। সঙ্গীতে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম এবং কাহারও কাহারও মতে ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার নামক তিনটি গ্রাম নির্দিষ্ট আছে। ইহাদিগকে ক্রমশঃ নন্দ্যাবর্ত, সুভদ্র ও জীমূত বলা হইয়া থাকে। ইহাদের দেবতা ক্রমশঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। প্রত্যেক গ্রামে সাতটি স্বরে পূর্ণতা হয়। যে স্বর সা (ষড়্জ) হইতে আরম্ভ করিয়া—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা এই সপ্ত স্বর হয়, এই সমূহকে 'ষড়্জ' গ্রাম বলে। এইরূপ 'ম' হইতে আরম্ভ করিয়া ম, পা, ধা, নি, সা, রে, গা—যে সপ্ত স্বর হয়, এই সমূহকে 'মধ্যম' গ্রাম বলে। এইরূপ গা (গান্ধার) বা প (পঞ্চম) হইতে আরম্ভ করিয়া যে সপ্ত স্বর হইবে, এই সমূহকে গান্ধার বা পঞ্চম গ্রাম বলা হয়। এই তিনটি গ্রামের প্রথম দুইটি গ্রামের ব্যবহার এই মনুষ্যলোকে হয়। তৃতীয় গান্ধার বা পঞ্চম গ্রামের ব্যবহার স্বর্গলোকে নারদ করেন। এই স্থলে রাগের ছয় গানকে ছয় গ্রাম বলা হইয়াছে, যাহাদের নাম হইল—যথা, শুদ্ধ, ভিন্ন, গৌড়, মিশ্র ও গীত

তিলোত্তমা চাপ্যথ মেনকা চ
এতাস্তথান্যাশ্চ হরিপ্রিয়ার্থম্।
জগুস্তথৈবাভিনয়ঞ্চ চক্রু-
রিষ্টৈশ্চ কান্তৈর্মনসোঽনুকূলৈঃ ॥ ৭১

তা বাসুদেবেঽপ্যনুরক্তচিত্তাঃ
সঙ্গীতনৃত্তাভিনয়ৈকপাত্রৈঃ।
নরেন্দ্রসূনো পরিতোষিতেন
তাম্বূলযোগাংশ্চ বরাপ্সরোভিঃ ॥ ৭২

তদাগতাভির্বরাঙ্গনাভি-
কৃষ্ণেচ্ছয়া মানমহাত্তথৈব।
ফলানি গন্ধোত্তমবন্তি বীরা-
স্তালিকাগান্ধর্বমথাপ্লুতঞ্চ ॥ ৭৩

তাঁহার অঙ্গযষ্টি অতিশয় সুন্দর ছিল। তিনি অভিনয় করিলে পর বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলেন। রাজন্! অনন্তর মনোহর ও বিশাল নেত্রশোভিতা উর্বশী, হেমা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা এবং মেনকা ইঁহারা ও আরও বহু অপ্সরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় করিবার জন্য মনের অনুকূল প্রিয় কামনাসমূহ অনুসারে গান ও অভিনয় করিতে লাগিলেন। ৭০-৭১

নরেন্দ্রকুমার! এই সব দিব্য অপ্সরাগণ মনে মনেই বসুদেব-নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ গীত, নৃত্য ও উদার অভিনয়ের দ্বারা সকলকে সন্তোষ প্রদান করত প্রসন্ন করিলেন। নরেশ্বর! সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে জলক্রীড়ায় আগত এই সব শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ তাঁহাদের পক্ষে সম্মানস্বরূপ তাম্বূলযোগ (পানের জন্য উপহার) প্রাপ্ত হইলেন। ৭২

নরদেব! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহ

• ভরতমুনি নৃত্যবিধিতে চার প্রকার আসার (চিহ্ন) বা আসারিতের উপদেশ করিয়াছেন। যাহা ক্রমশঃ এইরূপ—প্রথম নর্তকীর প্রবেশ। ইহা প্রথম আসার, অনন্তর আসারিত অর্থের অভিনয় হয়, যাহাকে নাট্য বলা হয়, ইহাই তাহার দ্বিতীয় ভেদ। তাহার পর তালের অনুসরণ করিতে করিতে যে অঙ্গাকর্ষণ অঙ্গবিক্ষেপ (অঙ্গবিলাস ও হস্ত-পদ বিলাস প্রভৃতি), ইহা তৃতীয় আসার। অনন্তর দেবতার চিহ্নরূপে যে নৃত্য করা হয়, উহা চতুর্থ আসার। এস্থলে নর্তকী-প্রবেশ নামক প্রথম আসারের শেষে নাট্যের জন্য অভিনয়রূপণ রম্ভা উত্থিত হইলেন, ইহা দ্বারা দ্বিতীয় আর অর্থের অভিনয় সম্পন্ন হইলে পর শেষ দুই আসারের পূর্তির জন্য উর্বশী প্রভৃতি উত্থিত হন।

কৃতোজ্জ্বলা চ ত্রিদিবাদ্ যেন
অনুগ্রহার্থং ভুবি মানুষাণাম্
দ্বিতীয়ঞ্চ ক্রমাং হরিণোত্তমেন
প্রয়োজয়ামাস স যৌবিনেশঃ ॥ ৭৪
ছালিক্যগান্ধর্বমুদারবুদ্ধি-
স্তেনৈব তাণ্ডুলমথ প্রযুক্তম্
প্রযোজিতা পঞ্চভির্বিপ্রমুখ্যৈ-
শ্ছালিক্যমিষ্টং সততং নরাণাম্ ॥ ৭৫
তন্ত্রাবহং বৃদ্ধিকরং প্রশস্তং
মঙ্গল্যমেবাথ তথা যশস্যম্
পুণ্যঞ্চ পুষ্ট্যভ্যুদয়াবহঞ্চ
নারায়ণস্যেষ্টমুদারকীর্তেঃ ॥ ৭৬
জয়াবহং ধর্মভরাবহং চ
দুঃস্বপ্ননাশং পরিকীর্ত্যমানম্
করোতি পাপঞ্চ তথা বিশল্যং
শৃণ্বন্ সুরাবাসগতো নরেন্দ্রঃ ॥ ৭৭
ছালিক্যগান্ধর্বমুদারকীর্তি-
র্মেনে কিলৈকং দিবসং সহস্রম্ ।
চতুর্যুগানাং নৃপ দেবতোঽথ
ততঃ প্রবৃত্তা চ কুমারজাতিঃ ॥ ৭৮
গান্ধর্বজাতিশ্চ তথাপরাপি
দীপাদ্যথা দীপশতানি রাজন্ ।
বিবেদ কৃষ্ণশ্চ সনারদশ্চ
প্রদ্যুম্নমুখ্যৈর্নৃপ তৈর্মমুখ্যৈঃ ॥ ৭৯
বিজ্ঞানমেতদ্ধি পরং যথাব-
চ্ছন্দেনমাত্রাচ্চ জনাস্তু লোকে ।
জানন্তি ছালিক্যগুণোদয়ানাং
তোয়ং নদীনামিব বা সমুদ্রঃ ॥ ৮০
জ্ঞাতুং সমর্থো হি মহানপি সর্বা
ফলাগ্রতো বা গুণতোঽথ বাপি ।
শক্যং ন ছালিক্যমতো যশোভিঃ
স্থানে বিনা নাভিজবৃষ্ণিনাম্ ॥ ৮১
যত্রগ্রামরাগেষু চ তত্ত্ব কার্যাঃ
উদ্দেশদেশাবয়বেন রাজন্
দেশাভিধানাঃ সুকুমারজাতি-
র্নিষ্ঠাঃ সুখেন নরাঃ প্রয়ান্তি ॥ ৮২

---

করিবার জন্য এই ছালিক্য গান্ধর্ব (বিবিধ সঙ্গীত ও নৃত্যবিশেষ) ভূতলে আনীত হইয়াছিল। এই সঙ্গে উত্তম সম্পূর্ণ দেবতোষ্য গন্ধসকলও এ জগতে আনয়ন করা হইয়াছিল। বীর যাদবগণ এই সবেরই সমাপাদন করিয়াছিলেন। ৭৩।

এই রমণীয় ছালিক্য গান্ধর্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে এই পৃথিবীতে প্রথম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদারবুদ্ধি রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন উক্ত গন্ধর্বকলা প্রয়োগ করিয়া প্রদর্শনও করিয়াছিলেন। তিনিই এই (মঙ্গলসূচক) তাণ্ডুলাদের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ৭৪।

উক্ত পরাক্রমশালী পঞ্চবীর (শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও শাম্ব) এখানে ছালিক্য গান্ধর্বের আয়োজন করিয়াছিলেন, যাহা মনুষ্যগণের সদাই অভীষ্ট ছিল। ইহা তন্ত্রকারক, বৃদ্ধিকারী, প্রশস্ত, মঙ্গলকারী, যশোবর্ধক, পুণ্যদায়ক পুষ্টি ও অভ্যুদয়কারক। উদারকীর্তি ভগবান্ নারায়ণের ইহা পরম প্রিয়। ৭৫-৭৬

ইহার চর্চা করিলে ইহা বিজয়প্রাপ্তি ও ধর্মলাভ করায় এবং দুঃস্বপ্ন নাশ ও পাপকেও ইহা নিবারণ করে। কোনও এক সময়ে দেবলোকে উপস্থিত হইয়া উদারকীর্তি রাজা যেমন ছালিক্য গান্ধর্বকে এরূপ উৎসাহের সহিত শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার চার হাজার যুগ সময়ও একদিনের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজন্! এই ছালিক্য গান্ধর্ব হইতে কুমারজাতি ও অন্যান্য গান্ধর্বজাতির সেইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে, যেরূপ এক দীপ হইতে শত শত দীপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ৭৭-৭৮।

নরনাথ! প্রদ্যুম্নাদি মুখ্য মুখ্য যাদবগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও নারদই ছালিক্য গুণোদয়ের এই বিজ্ঞানকে যথাযথরূপে জানেন। সংসারের অন্য মনুষ্যগণের ইহার জ্ঞান মাত্র মাত্র জানা আছে। যেরূপ নদীসকলের জলকে সমুদ্র অথবা কোনও বিশাল পর্বতই যথার্থরূপে জানিতে পারে, সেইরূপ ভগবানই ছালিক্যের শ্রেষ্ঠ ফল অথবা গুণকে যথাযথভাবে জানেন। তপস্যা ব্যতীত ছালিক্য গান্ধর্বকে ও তাহার মূর্ছনাবিষয়ক বিধানকে জানিতে পারা যায় না। এই কথাই সর্বথা সত্য। ৭৯-৮১

রাজন্! যত গ্রামবিশিষ্ট যে রাগ, উহাতেও ছালিক্যকে উহার একদেশীয় অবয়বের দ্বারা গান করিতে হয়। দেশনামক যে ছালিক্যের সুকুমার জাতি, উহার গায়ক মনুষ্যও

চালিক্যগান্ধর্ব্বগুণোদয়েষু
যে দেব-গন্ধর্ব-মহর্ষিমুখ্যাঃ
নিষ্ঠাং প্রয়াতাস্তাবগচ্ছ বুদ্ধ্যা
চালিক্যমেবং মধুসূদনেন ॥ ৮৩

ত্রৈলোক্যমান্যাঃ নরদেব দত্তং
লোকস্য চাস্যপ্রকাশায়ৈব
গতং প্রতিষ্ঠামমরোপমেয়ঃ
বালা যুবানশ্চ তথৈব বৃদ্ধাঃ ॥ ৮৪

ক্রীড়ন্তি তৈস্তাঃ প্রসবোৎসবেষু
পূর্ব্বং তু বালা সমুদাবহন্তি
বৃদ্ধাস্ত পশ্চাৎ প্রতিমানয়ন্তি
স্থানেষু নিত্যাঃ প্রতিমানয়ন্তি ॥ ৮৫

মর্ত্যেষু মর্ত্যান্ মনোহভিবীরাঃ
স্ববংশবর্ণ্যাঃ সমনুস্মরন্তঃ ।
পুরাতনং ধর্ম্মবিধানতত্ত্বাঃ
প্রীতিঃ প্রধানং ন বয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৮৬

প্রীতিপ্রমাণানি হি সৌহৃদানি
প্রীতিং পুরস্কৃত্য হি তে দশার্হাঃ ।
মুক্তাভকাঃ পুত্রমুখা বভূবু-
বিসর্জিতাঃ কেশিবিনাশনেন ॥ ৮৭

স্বর্গং গতাস্তাপ্সরসাং সমূহাঃ
কৃত্বা প্রণামং মধু-কংসশত্রোঃ ।
প্রহৃষ্টরূপস্ত হৃষ্টরূপা
বভূব হৃষ্টঃ সুরলোকসঙ্ঘঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্ব্বণি ভানুমতীহরণে
চালিক্যক্রীড়ায়ামেকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯

---

কহিয়া থাকে ( অত্যন্ত কষ্টের সহিতই ) উহার সমাপ্তি করিতে পারে। ( সুতরাং সম্পূর্ণ চালিক্যের গান করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে ? ) ৮২

নরদেব ! যে সকল দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের মুখ্যতম আছেন, তাঁহারাই চালিক্য গান্ধর্ব্বের গুণ প্রকাশ করিবার কলায় পারদর্শী হন। এই বিষয়কে তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা এইভাবে জানিয়া লও। এরূপ বুঝিয়াই ভগবান্ মধুসূদন সম্পূর্ণ জগৎকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় যাদবগণকে চালিক্য গান্ধর্ব্বের জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতাগণের দ্বারা প্রীত হইবার যোগ্য এই চালিক্য এইভাবে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালক, যুবক ও বৃদ্ধ মনস্বিগণ উৎসবের সময়ে উক্ত গান্ধর্ব্বের দ্বারা ক্রীড়া বা মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। প্রথমে বালকগণ এই কলাবিদ্যাকে উৎসাহচিত্তে গ্রহণ করিতে থাকে। তাহার পর বৃদ্ধগণও উহার প্রতি আদর ভাব দেখাইতে থাকেন। তারপর সকল লোক সর্ব্বদা সকল স্থানে উহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৮৩-৮৫

ধর্ম্মের বিধানবিৎ অতিশয় বীর যাদবগণ নিজেদের পুরাতন বংশবর্ণ স্মরণ করিতে করিতে মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যদিগকে যে সমস্ত সম্মানদান করেন, উহা ইহারই সূচক যে, প্রেমই প্রধান ও মহত্ত্বের বস্তু ; বয়সের মহত্ত্ব নহে। ৮৬

সৌহার্দ্দের মূল আধার হইল—প্রেম। অতএব এই দশার্হ,বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় যাদবগণ পুত্রদিগের সহিতও মিত্রবৎ আচরণ করিতেন। এই উৎসবের পর ভগবান্ কেশি-বিনাশন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে বিদায় দান করিলেন। ৮৭

তাহারপর সেই সব অপ্সরাগণও মধু এবং কংসের শত্রু আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত নিজেরাও অত্যন্ত হর্ষে মগ্ন হইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন। সেই সময় দেবগণের সমুদায়ও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৮৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ভানুমতী-হরণপ্রসঙ্গে চালিক্যক্রীড়া বর্ণনবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

( নিকুম্ভেন ভানুমত্যা অপহরণম্, অর্জুন-প্রদ্যুম্নাভ্যাং সহ তস্য যুদ্ধম্, গোকর্ণতীর্থে তস্য পতনম্, ভানুমতীং গৃহীত্বা প্রদ্যুম্নস্য দ্বারকাগমনম্, পুনর্নিকুম্ভেন সহ যুদ্ধম্, তস্যাদ্ভুতমায়ায়া বর্ণনম্, শ্রীকৃষ্ণেন নিকুম্ভস্য বিনাশশ্চ )

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং ক্রীড়াপ্রসক্তানাং যদূনাং পুণ্যকর্মণাম্।
হিত্বা শাসাদ্ বলং [illegible] দ্বিষৎ [illegible] শাসনঃ ॥ ১

কন্যাং ভানুমতীং নাম ভানোর্দুহিতরং নৃপ।
জহারাত্মবধাকাঙ্ক্ষী নিকুম্ভো নাম দানবঃ ॥ ২

অন্তর্হিতো মোহয়িত্বা যদূনাং প্রমদাজনম্।
মায়াবী মায়য়া রাজন্ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ৩

ভ্রাতুর্হি বজ্রনাভস্য তস্য কন্যা প্রভাবতী
প্রদ্যুম্নেন হৃতা বীর বজ্রনাভস্তথা হতঃ ॥ ৪

ভানোরেব তথা [illegible] বসন্ত [illegible] হি।
অথাধীনে [illegible] ছিদ্রজ্ঞো দানবাধমঃ ॥ ৫

কন্যাপুরে মহানাদঃ সহসা সমুপস্থিতঃ।
তস্যাং হ্রিয়মাণায়াং কন্যায়াং [illegible] সমিতিঞ্জয় ॥ ৬

বসুদেবাহুকৌ বীরৌ সংশ্রিতৌ নির্গতাবুভৌ।
আর্তনাদমুপশ্রুত্য ভানোঃ কন্যাপুরে তদা ॥ ৭

ন দৃষ্টিগোচরো যৌ তু [illegible] পকারিণম্।
[illegible] সংশ্রিতৌ [illegible] কৃষ্ণো মহাবলঃ ॥ ৮

[illegible] বিমানং [illegible] জনার্দনঃ।
পার্থেন সহিতস্তার্ক্ষ্যং [illegible] ॥ ৯

[illegible] সশিশ্যু [illegible]
[illegible] বীরঃ [illegible] ॥ ১০

[illegible] নিকুম্ভং [illegible]
পার্থ-কৃষ্ণৌ [illegible] ॥ ১১

প্রদ্যুম্নঃ [illegible] নৃপ।
নিকুম্ভস্য [illegible] ॥ ১২

---

## নবতিতম অধ্যায়।

[ নিকুম্ভ কর্তৃক ভানুমতীর অপহরণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাহার যুদ্ধ, গোকর্ণতীর্থে তাহার পতন, ভানুমতীকে লইয়া প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় আগমন, পুনরায় নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ, তাহার অদ্ভুত মায়ার বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিকুম্ভের বিনাশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপ জনমেজয়! যখন পুণ্যকর্মা যদুবংশীয়গণ জলক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, তখন সুযোগ পাইয়া দুর্জয় দেবদ্রোহী দুর্মতি দানব নিকুম্ভ যেন নিজের বধের ইচ্ছাতেই ভানুনামক এক যাদবের কন্যা ভানুমতীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ১-২

রাজন্! অদৃশ্যরূপে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া মায়া দ্বারা যাদবগণের স্ত্রীদিগকে মোহিত করিয়া সেই মায়াবী দানব পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিতে করিতেই ভানুমতীকে অপহরণ করিয়াছিল। ৩

বীর নরেশ! নিকুম্ভের ভ্রাতা বজ্রনাভের প্রভাবতী নামে বিখ্যাত কন্যা ছিল। প্রদ্যুম্ন তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং বজ্রনাভকেও বধ করিয়াছিলেন। ৪

সেই সময় হইতেই এই নীচ দানব সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে ভানুরই উপবনে বাস করিতেছিল। ভানুর কন্যাপুর যদিও দুর্ভেদ্য ছিল, তথাপি সেই সময় কোনও রক্ষকের অধীনে উহা ছিল না। উহার এই ছিদ্র দানবাধম জানিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য নিকুম্ভ কন্যাকে হরণ করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল। ৫

যুদ্ধবীর নরেশ! যখন সেই ভানুকন্যার অপহরণ হইতেছিল, তখন সেই কন্যা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং সহসা তখন সেই কন্যাপুরেও উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। ৬

ভানুর কন্যাপুরে উত্থিত আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া বীর বসুদেব ও উগ্রসেন উভয়েই কবচধারণ করত তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৭

কিন্তু যে পর্যন্ত তাঁহাদের দৃষ্টি যাইল, সেই পর্যন্ত তাঁহারা কোনও অপরাধীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা উভয়েই সেইভাবে কবচ-ধারণ করত সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। ৮

তাঁহাদের নিকট হইতে দ্বারকার সেই সংবাদ-শ্রবণ করিয়াই শত্রুদমনকারী শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় অর্জুনের সহিত নিজের বাহন সর্পভক্ষ গরুড়ে আরোহণ করিলেন। ৯

তারপর বীর শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে এই আদেশ করিলেন যে, তুমি রথে আরোহণ করিয়া আমার সহিত এস এবং কমললোচন গরুড়কে বলিলেন,—তুমি সত্বর গমন কর। ১০

বজ্রনাভের নগরের দিকে গমনকারী দানব নিকুম্ভকে শত্রুদমনকারী মহাত্মা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ পথেই প্রাপ্ত হইলেন। ১১

নৃপ জনমেজয়! [illegible] মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজা

তান্ সর্ব্বান্ মোহয়ামাস নিকুম্ভঃ প্রহসন্নিব
বহুকণ্টকবল্লীভির্নানাভিরনরোপমঃ ॥ ১৩
সব্যোনান্যা হস্তেন কন্যাং ভানুমতীং নৃপ
দক্ষিণেনাথ হস্তেন গদয়া প্রাহরৎ পুনঃ ॥ ১৪
কন্যার্থং ন চ কৃষ্ণো বা কাম্যো বা নৃপসত্তম।
নির্দ্দয়ং প্রহরন্তি স্ম নিকুম্ভে চ মহাসুরে ॥ ১৫
সমর্থাস্তে মহাত্মানঃ শত্রুং হন্তুং ত্বরাসনাঃ।
নিশশ্বসুর্নরপতে কন্যাভারাবপীড়িতাঃ ॥ ১৬
শ্রেষ্ঠো ধনুষ্মতাং পার্থঃ সর্ব্বথা কুশলো যুধি
নাগোষ্ট্রবিধিনা দৈত্যং শরশক্ত্যা জঘান হ ॥ ১৭
তে তু বৈতস্তিকৈর্বাণৈর্বিবিধান দানবান যুধি।
ন কন্যাং বলয়া যুক্তাঃ শিক্ষয়া চ মহীপতে ॥ ১৮
ততঃ স কন্যয়া সার্দ্ধং তত্রৈবান্তরধীয়ত
আসুরীমাশ্রিতো মায়াং ন চ তাং বেত্তি কশ্চন ॥ ১৯
তং কৃষ্ণো বৌভিশ্চৈরশ্চ পৃষ্ঠতোঽনুযযুস্তদা।
ধারিতঃ শকুনো ভূত্বা তস্থাবথ মহাসুরঃ ॥ ২০
তং বাণৈঃ পুনরেবাথ বীরো ভূয়ো ধনঞ্জয়ঃ।
বৈতস্তিকৈর্মর্ম্মভিদ্ভিঃ কন্যাং সন্ততাড়য়ৎ ॥ ২১
স বৈ ভ্রমং পৃথিবীং কৃৎস্নাং সপ্তদ্বীপাং মহাসুরঃ।
বভ্রামানুগতস্তৈব তৈর্বীরৈররিমর্দ্দনঃ ॥ ২২
গোকর্ণস্যোপরিষ্টাত্তু পর্ব্বতস্য মহাসুরঃ।
পপাত বেলাং গঙ্গায়াঃ পুলিনে সহ কন্যয়া ॥ ২৩
ন দেবা নাসুরাশ্চাপি লঙ্ঘয়ন্তি তপোধনাঃ।
গোকর্ণং তেজসা গুপ্তং মহাদেবস্য ভারত ॥ ২৪
এতদন্তরমাসাদ্য প্রদ্যুম্নঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
কন্যাং ভানুমতীং ভৈমো জগ্রাহ রণদুর্জ্জয়ঃ ॥ ২৫

প্রদ্যুম্নও তাহার নিকট হইতে উপস্থিত হইলেন। নিকুম্ভ এই তিনজনকে দেখিয়াই নিজেকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। ১২

তাহার পর দেবোপম বীর নিকুম্ভ বহু কণ্টকে পরিপূর্ণ নানা প্রকার বাণ যেন হাস্য করিতে করিতেই উঁহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৩

নৃপ! বামহস্তে রাজকন্যা ভানুমতীকে ধরিয়া রাখিয়া (তাহাকে ঢালের ন্যায় নিজের সম্মুখে রাখিয়া) নিকুম্ভ দক্ষিণ হস্তে বারংবার গদার প্রহার করিতে লাগিল। ১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন মহাসুর নিকুম্ভের উপর নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিলেন না। ১৫

মহারাজ! এই তিন মহাত্মাগণ সেই শত্রু নিকুম্ভকে বধ করিতে সর্ব্বথা সমর্থ ছিলেন, কিন্তু কন্যার ভারে অবনমিত থাকায় কেবল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১৬

ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যুদ্ধে সর্ব্বদা কুশল ছিলেন; অতএব তিনি নাগোষ্ট্র-বিধি • অবলম্বন করিয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই দৈত্যকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১৭

• নাগোষ্ট্র শব্দের অর্থ—সর্প ও উষ্ট্র। কোনও এক বনে এক উষ্ট্রকে অজগর সর্প বেষ্টন করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া কোন ধনুর্দ্ধর বীর উষ্ট্রটিকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের অস্ত্রনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে এরূপ বাণ প্রহার করিতে লাগিলেন, যাহাতে উষ্ট্র রক্ষা পায়, অথচ অজগর নিহত হয়। এইভাবে তিনি উষ্ট্রটিকে রক্ষা করিয়া অজগরকে বধ করিয়াছিলেন। উহাই হইল,—নাগোষ্ট্র-বিধি।

নৃপাল! এই শ্রীকৃষ্ণাদি বীরগণ বিতস্তি-পরিমিত ফল, যুক্তি ও শিক্ষার প্রভাবে এক এক বৈতস্তিক বাণসমূহের দ্বারা নানাপ্রকার দানবদিগকে সেই যুদ্ধে আহত করিতেছিলেন, কিন্তু সেই কন্যাকে কোনরূপ আঘাত লাগিতে দিলেন না। ১৮

তখন নিকুম্ভ আসুরী মায়া অবলম্বন করিয়া কন্যার সহিত অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই মায়া কোনও ব্যক্তি অথবা (শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন) এই তিন জনের মধ্যে কেহ জানিতেন না। ১৯

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন এই তিনজনেই তৎক্ষণাৎ সেই দানবের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কিছুদূর যাইয়া মহাসুর নিকুম্ভ এক ধাবিত পক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ২০

তখন বীর ধনঞ্জয় পুনর্ব্বার কন্যাকে রক্ষা করিতে করিতে বৈতস্তিকনামক মর্ম্মভেদী বাণসমূহে সেই দৈত্যের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন। ২১

তখন সেই শত্রুমর্দ্দনকারী মহাসুর নিকুম্ভ সপ্তদ্বীপযুক্তা সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন এই তিন বীর তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ২২

তারপর যখন মহাসুর নিকুম্ভ গোকর্ণ-পর্ব্বতের উপর হইতে নির্গত হইতেছিল, তখন কন্যাসহ নিকুম্ভ গঙ্গার তীরবর্ত্তী সমুদ্র-পুলিনে পতিত হইল। ২৩

হে ভারত! গোকর্ণ পর্ব্বত মহাদেবের তেজে সুরক্ষিত। ইহাকে দেবতা, অসুর এবং তপোধন মহর্ষিগণও লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারেন না। ২৪

এইরূপ এক অবসর পাইয়া শীঘ্রপরাক্রম বীর পরাক্রমশালী রণদুর্জ্জয় বীর প্রদ্যুম্ন সেই কন্যা ভানুমতীকে ধরিয়া লইলেন। ২৫

অসুরঃ সোঽর্দ্দিতো রাজন্ কৃষ্ণাভ্যাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ত্যক্ত্বা ঘোরতরং গোকর্ণং নিকুম্ভো দক্ষিণাং দিশম্।
জগাম পৃষ্ঠতো যাতৌ কৃষ্ণৌ তার্ক্ষ্যগতৌ তদা ॥ ২৬
বিবেশ ষট্পুরং চৈব জ্ঞাতীনামালয়ং তদা।
তত্র বীরৌ গুহাদ্বারি কৃষ্ণৌ রাত্রৌ তদোষতুঃ ॥ ২৭
রৌক্মিণেয়োঽপি কৃষ্ণেন সন্দিষ্টো দ্বারকাং পুরীম্।
অনয়দ্ভানুতনয়াং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ২৮
নয়িত্বা চাযযৌ বীরঃ ষট্পুরং দানবাকুলম্।
দদর্শ চ গুহাদ্বারি কৃষ্ণৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥ ২৯
উষতুর্দ্বারমাক্রম্য ষট্পুরস্য মহাবলৌ।
কৃষ্ণৌ প্রদ্যুম্নসহিতৌ নিকুম্ভবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৩০
ততোঽনন্তরমেতস্মাদ্ বিলাদতিবলস্তদা।
নির্জ্জগাম বলী যোদ্ধুং নিকুম্ভো ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩১
তস্য নির্গচ্ছতস্তস্মাদ্ বিলাৎ পার্থো বিশাম্পতে।
রুরোধ সর্ব্বতো মার্গং শরৈর্গাণ্ডীবনিঃসৃতৈঃ ॥ ৩২
সোঽভিদ্রুত্য গদাং ঘোরামুদ্যম্য বহুকণ্টকাম্।
শিরস্যতাড়য়ৎ পার্থং নিকুম্ভো বলিনাং বরঃ ॥ ৩৩
অদৃষ্টেনাহতো বীরঃ শিরস্যথ মুমোহ সঃ।
গদয়াভিহতে পার্থে রক্তং বমতি মুহ্যতি।
হসিত্বা সোঽসুরো দুষ্টো রৌক্মিণেয়মতাড়য়ৎ ॥ ৩৪
তং প্রাঙ্মুখমুখং বীরং মায়াবী মায়িনাং বরম্।
অদৃষ্টেনাহতো বীরঃ শিরস্যথ মুমোহ সঃ ॥ ৩৫
তথাগতৌ তু দৃষ্ট্বা তৌ মুহ্যমানৌ সুতাড়িতৌ।
অভিদুদ্রাব গোবিন্দো নিকুম্ভং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৬
কৌমোদকীং সমুদ্যম্য গদপূর্ব্বোদ্ভবো গদাম্।
তাবক্ষোভ্যৌ দুরাধর্ষৌ গর্জ্জন্তাবভিপেততুঃ ॥ ৩৭
ঐরাবতগতঃ শক্রঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ।
দদর্শ তন্মহাযুদ্ধং ঘোরং দেবাসুরং তদা ॥ ৩৮

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের দ্বারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই অসুর নিকুম্ভ উগ্র গোকর্ণ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিক্ অভিমুখে চলিয়া যাইল। গরুড়ে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও সেই সময় তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইলেন। ২৬

নিকুম্ভ নিজের সজাতীয়গণের নিবাসস্থান ষট্পুরে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয় বীরই সেই রাত্রিতে সেখানে গুহার দ্বারে বসিয়া রহিলেন। ২৭

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন প্রসন্নচিত্তে ভানুকন্যা ভানুমতীকে দ্বারকাপুরীতে লইয়া যাইলেন। ২৮

কন্যাকে দ্বারকাপুরীতে লইয়া দিয়া বীর প্রদ্যুম্ন পুনরায় দানবগণে পরিপূর্ণ ষট্পুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে গুহার দ্বারে ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে দর্শন করিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ২৯

নিকুম্ভকে বধ করিতে ইচ্ছুক মহাবল শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন প্রদ্যুম্নের সহিত ষট্পুরের দ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩০

অনন্তর ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ও অত্যন্ত বলশালী বলী নিকুম্ভ যুদ্ধের জন্য সেই বিল হইতে বহির্গত হইল। ৩১

প্রজানাথ! সেই বিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় নিকুম্ভের পথকে অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা চারিদিক্ দিয়া অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। ৩২

তখন বলবানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ নিকটে আসিয়া বহু কণ্টক পরিপূর্ণ নিজের ভয়ানক গদা উত্তোলিত করিয়া অর্জুনের মস্তকে প্রহার করিল। ৩৩

নিকুম্ভ অদৃশ্যভাবে থাকিয়া এই আঘাত করিয়াছিল। মস্তকে গদার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীর অর্জুন মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অর্জুন যখন রক্ত বমন করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, তখন সেই দুষ্ট ও মায়াবী অসুর হাস্য করিয়া মায়াবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নকে আঘাত করিল। প্রদ্যুম্ন পূর্ব্বমুখ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, সেইজন্য তিনি সেই অসুরকে দেখিতে পান নাই। সেই অদৃশ্য অসুরের দ্বারা মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীর প্রদ্যুম্নও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৩৪-৩৫

গদার আঘাতে পীড়িত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পতিত সেই দুই বীরকে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ তখন কৌমোদকী গদা উত্তোলিত করিয়া নিকুম্ভের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩৬

তখন সেই দুই দুর্দ্ধর্ষ বীর গর্জন করিতে করিতে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত আগমন করত সেই সময় দেব শ্রীকৃষ্ণ ও অসুর নিকুম্ভের সেই ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

দৃষ্ট্বা দেবান্ হৃষীকেশশ্চিত্রৈর্দৈত্যবিক্রমঃ ।
ইয়েষ দানবং হন্তুং দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩৯

স মণ্ডলানি চিত্রাণি দর্শয়ামাস কেশবঃ ।
কৌমোদকীং মহাবাহুর্লালয়ন্ যুদ্ধকোবিদঃ ॥ ৪০

তথৈবাসুরমুখ্যোঽপি গদাং তাং বহুকণ্টকাম্ ।
শিক্ষয়া ভ্রাময়ানোঽথ মণ্ডলানি চচার হ ॥ ৪১

বৃষভাবিব গর্জন্তৌ বৃংহন্তাবিব কুঞ্জরৌ ।
বাসিতার্থমিবাসাদ্য ক্রুদ্ধৌ নাগাবিবাহবে ॥ ৪২

আজঘান নিকুম্ভস্তু গদয়া গদপূর্বজম্
স্পষ্টোৎকণ্টয়া বীর নাদং মুক্ত্বাতিদারুণম্ ॥ ৪৩

তৎকালমেব কৃষ্ণোঽপি ভ্রাময়িত্বা মহাগদাম্
নিকুম্ভমূর্ধনি তদা পাতয়ামাস ভারত ॥ ৪৪

অবষ্টভ্য মুহূর্তং তু হরিঃ কৌমোদকীং গদাম্ ।
ধ্বস্তো জগদ্গুরুর্ধীমান্মোহাৎ স পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ৪৫

দেবতাদিগকে দেখিয়া মধুসূদন হরি শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের হিতকামনায় বিচিত্র যুদ্ধের পর সেই দানবকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ৩৯

যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৌমোদকী গদা লালন করিতে করিতে বিচিত্র মণ্ডল (বা যুদ্ধের কৌশলপূর্ণ পদ্ধতি) দেখাইতে লাগিলেন। ৪০

এইরূপ অসুরশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভও নিজের বহুকণ্টকপূর্ণ গদাকে শিক্ষা অনুসারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অনেক মণ্ডল দেখাইতে লাগিল। ৪১

যেরূপ বাসিতা—মৈথুনকামিনী গাভীকে নিজেদের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া দুইটি বৃষ গর্জন করিতে করিতে পরস্পর সম্মুখে স্থিত হয়; যেরূপ বাসিতা হস্তিনীকে প্রাপ্ত হইয়া দুইটি হস্তী চীৎকার করিতে করিতে যুদ্ধে আসক্ত হয় এবং দুইটি ক্রুদ্ধ কোনও স্ত্রীহস্তীর জন্য পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ ও নিকুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪২

বীর জনমেজয়! নিকুম্ভ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া যাহাতে কাঁটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সেই গদার দ্বারা ভগবান্ গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের উপর আঘাত করিল। ৪৩

হে ভারত! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎই নিজের বিশাল গদা ঘুরাইয়া সেই সময় নিকুম্ভের মস্তকে আঘাত করিলেন। ৪৪

সেই সময় বুদ্ধিমান জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তকাল কৌমোদকী গদাকে ধরিয়া অবস্থান করিলেন। তাহার পর (নিজের ইচ্ছায়) মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৪৫

হাহাভূতং জগৎ সর্বং তৎ কালমভবত্তদা
তথাগতে বাসুদেবে নরদেব মহাত্মনি ॥ ৪৬

আকাশগঙ্গাতোয়েন শীতেন চ সুগন্ধিনা ।
সিষেচামৃতমিশ্রেণ কৃষ্ণং দেবেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৭

নূনমাত্মেচ্ছয়া কৃষ্ণস্তথা চক্রে সুরোত্তমঃ
কো হি শক্তো মহাত্মানং যুদ্ধে মোহয়িতুং হরিম্ ॥ ৪৮

কৃষ্ণঃ প্রত্যাগতপ্রাণশ্চক্রমুদ্যম্য ভারত
প্রতিতিষ্ঠেতি হন্তাস্মীত্যুবাচ রিপুনাশনঃ ॥ ৪৯

নিকুম্ভোঽপ্যতিমায়াবী উৎপপাত হতাসনঃ ।
শরীরং তৎ পরিত্যজ্য ন তু তং বেত্তি কেশবঃ ॥ ৫০

মুমূর্ষতি মৃতো বায়মিতি মত্বা জনার্দনঃ
ররক্ষ স্মরমাণোঽথ বীরো বীরব্রতং স্থিতঃ ॥ ৫১

অথ প্রদ্যুম্ন-কৌন্তেয়াবাগতৌ লব্ধচেতনৌ
স্থিতৌ নারায়ণাভ্যাশে নিকুম্ভবধনিশ্চিতৌ ॥ ৫২

নরদেব! সেই সময় মহাত্মা যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এরূপ অবস্থা হইলে পর তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ জগতে হাহাকার পড়িয়া গেল। ৪৬

স্বয়ং দেবেশ্বর ইন্দ্র অমৃতমিশ্রিত আকাশগঙ্গার শীতল ও সুগন্ধিত জলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সিক্ত করিলেন। ৪৭

নিশ্চয়ই সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ইচ্ছাতেই এরূপ মূর্ছার অভিনয় করিয়াছিলেন; অন্যথায় যুদ্ধে সেই মহাত্মা শ্রীহরিকে কোন্ ব্যক্তি মূর্ছিত করিতে পারে? ৪৮

ভারত! সচেতন হইলে পর শত্রুনাশন শ্রীকৃষ্ণ চক্র উত্তোলিত করিয়া সেই দৈত্যকে বলিলেন—অরে! এখন এই চক্রের আঘাত সহ্য কর। ৪৯

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মায়াবী দুর্জয় বীর নিকুম্ভও নিজের সেই দেহ ত্যাগ করিয়া উপরের দিকে উড়িয়া যাইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই কার্যকলাপকে জানিতে পারিলেন না। ৫০

প্রভো! সে মরিতে ইচ্ছা করিতেছে অথবা মরিয়া গিয়াছে—এরূপ মনে করিয়া বীর-ব্রত স্মরণ করিতে করিতে বীর জনার্দন তাহাকে রক্ষা করিলেন অর্থাৎ পতিত দানবের সেই দেহের উপর নিজের অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। ৫১

তদনন্তর প্রদ্যুম্ন ও অর্জুন উভয়ে চেতনা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়ে তখন নিকুম্ভকে বধ করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। ৫২

প্রদ্যুম্নোঽপ্যথ মায়াবী বিদিত্বা কৃষ্ণমব্রবীৎ
নিকুম্ভোঽত্র নাস্ত্যত্র গতঃ ক্বাপি পুনর্গতিঃ ॥ ৫৩
প্রদ্যুম্নেনৈবমুক্তে তু তস্মিন্নাশ কলেবরম্ ।
প্রজহাসাথ ভগবানর্জুনেন সহ প্রভুঃ ॥ ৫৪
তথাযুতসহস্রাণি নিকুম্ভানাং জনাধিপ ।
দদৃশুস্তে ততো বীরাঃ ক্ষিতৌ দিবি চ সর্বতঃ ॥ ৫৫
সহস্রাণ্যেব কৃষ্ণং তু তথা পার্থমরিন্দম ।
রৌক্মিণেয়ং তথা বীরঃ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫৬
গাণ্ডীবঞ্চ ধনুঃ কেচিৎ কেচিদস্ত্র মহাশরান্ ।
অন্যেঽহস্তৌ জগৃহুস্তত্রাবন্যে পাদৌ মহাসুরাঃ ॥ ৫৭
এবং প্রগৃহ্য তং বীরমসুরাস্তে বিহায়সি ।
পার্থানামপি কোটাস্তু গৃহীতানাং তদাভবন্ ॥ ৫৮
নাস্ত্যং যদর্থং কৃষ্ণস্য কাঙ্ক্ষিত বিপুনাশনৌ ।
বিচ্ছিন্ন তৌ শরৈর্বীরৌ নিকুম্ভঃ পার্থকাঙ্ক্ষিতৌ ॥ ৫৯
একৈকস্য দ্বিধা ছিন্না দ্বেধা ভবতি ভারত ।
দিব্যজ্ঞানস্তদা কৃষ্ণো ভগবানন্বপশ্যত ॥ ৬০
নিকুম্ভং তত্ত্বতশ্চাপি দদর্শ মধুসূদনঃ
স্রষ্টারং সর্বমায়ানাং হর্তারং ফাল্গুনস্য চ ॥ ৬১
স চক্রেণ শিরস্তস্য চকর্তারিনিসূদনঃ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং ভূতভব্যভবো হরিঃ ॥ ৬২
স মুক্তো ফাল্গুনস্তত্র ত্যক্তশিরসি ভারত ।
পপাতাসুরমুখ্যোঽথ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৬৩
অথাকাশগতঃ পার্থং পতমানং বিহায়সঃ
কৃষ্ণবাক্যেন জগ্রাহ কাঙ্ক্ষিতং মানদ ॥ ৬৪
নিকুম্ভে পতিতে ভূমৌ সহ পার্থেন বল্লভম্ ।
জগাম দ্বারকাং দেবঃ পার্থপ্রদ্যুম্নসংবৃতঃ ॥ ৬৫
সমিয়ায় দ্বারকাং চ দ্বারকাং মুদিতো বিভুঃ
নারদঞ্চ মহাত্মানং ববন্দে যদুনন্দনঃ ॥ ৬৬

প্রদ্যুম্নও মায়াবী ছিলেন অতএব তিনি নিকুম্ভের মায়া জানিতে পারিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"নিকুম্ভ এখানে নাই। সেই দুর্মতি কোথাও চলিয়া গিয়াছে। ৫৩

প্রদ্যুম্ন এই কথা বলিতেই নিকুম্ভের সেই দেহ অদৃশ্য হইয়া যাইল। ইহা দেখিয়া অর্জুনের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। ৫৪

জননাথ! এই সময়ে সেই বীরগণ পৃথিবীতে, আকাশে এবং সর্বদিকে সহস্র অযুত (এক কোটি) নিকুম্ভের দেহ দেখিতে পাইলেন। ৫৫

শত্রুদমন নরেশ! তখন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও রুক্মিণীনন্দন বীর প্রদ্যুম্নকেও সহস্র শরীর দেখা দিল। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ৫৬

কেহ কেহ মহাসুর অর্জুনের ধনু গ্রহণ করিল, কেহ কেহ তাঁহার বৃহৎ বৃহৎ বাণসমূহ গ্রহণ করিল, অন্য মহাসুরগণ তাঁহার দুই হস্ত ধারণ করিল এবং বহু মহাসুর তাঁহার দুই পদ ধারণ করিল। ৫৭

এইভাবে বীর অর্জুনকে ধরিয়া সেই সব মহাসুরগণ আকাশে লইয়া যাইল; তারপর সেই অসুরগণের দ্বারা ধৃত অর্জুনের কোটি রূপ হইয়া যাইল। ৫৮

শত্রুনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন এই দুই বীর অর্জুনরহিত হইয়া নিজেদের বাণসমূহে নিকুম্ভকে ছেদন করিলেন, তথাপি তাঁহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না। ৫৯

ভারত! এক এক নিকুম্ভকে দুই খণ্ড করিয়া দিলে সে এক এক খণ্ড হইতে দুই রূপ ধারণ করিতে লাগিল। সেই সময় দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারংবার ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬০

তখন ভগবান মধুসূদন সমস্ত মায়ার স্রষ্টা ও অর্জুনকে অপহরণকারী নিকুম্ভের যথার্থ রূপকে দেখিতে পাইলেন। ৬১

ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উৎপাদনকারী অসুরসূদন শ্রীহরি সমস্ত প্রাণিগণের সাক্ষাতেই নিজের চক্রের দ্বারা নিকুম্ভের মস্তক ছেদন করিলেন। ৬২

রাজন্! ভরতনন্দন! মস্তক ছিন্ন হইলে পর সেই অসুরপ্রধান নিকুম্ভ অর্জুনকে ত্যাগ করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ৬৩

মানদ! সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় প্রদ্যুম্ন আকাশে উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে নিপতনরত অর্জুনকে ধরিয়া ফেলিলেন। ৬৪

নিকুম্ভ ভূতলে পতিত হইলে পর অর্জুনকে আশ্বাসদান করত অর্জুন ও প্রদ্যুম্নের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন। ৬৫

দ্বারকাবাসী যদুকুলনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া দ্বারকায় পদার্পণ করিলেন এবং মহাত্মা নারদকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। ৬৬

নারদোঽথ মহাতেজা ভানুং স বচনমব্রবীৎ
ভানো মা কার্য্যমন্যুঃ বঃ শ্রূয়তাং বৈষ্ণনন্দন ॥৬৭
ক্রীড়ন্ত্যা রৈবতোদ্যানে দুর্ব্বাসাঃ কোপিতোঽনয়া ।
স শশাপ ততো রোষাদুনিস্থিতিতরঃ তব ॥ ৬৮
অতিদুর্ণিতৈঃ কন্যা শত্রুহস্তং গমিষ্যতি ।
সুতার্থে তে মহা সার্দ্ধং মুনিভিঃ স প্রসাদিতঃ ॥ ৬৯
বালাং ব্রতবতীং কন্যামনাগসমিমাং মুনে ।
শপ্তবানসি ধর্ম্মজ্ঞ কথং ধর্ম্মভৃতাং বর ।
অনুগ্রহং বিধৎস্বাস্যা বয়ং বিজ্ঞাপয়ামহে ॥ ৭০
অস্মাভিরেবমুক্তস্তু দুর্ব্বাসা বৈষ্ণনন্দন
উবাচাধোমুখো ভূত্বা মুহূর্তং কৃপয়ান্বিতঃ ॥ ৭১
যদবোচমহং বাক্যং তত্তথা ন তদন্যথা
রিপুহস্তগতা হি গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭২
অদূষিতা তু ধর্ম্মেণ ভর্ত্তারমুপলপ্স্যতি
বহুপুত্রা বহুধনা সুভগা চ ভবিষ্যতি ॥ ৭৩
সুগন্ধগন্ধা চ সদা কুমারী চ পুনঃ পুনঃ ।
ন চ শোকমিমং ঘোরং হৃদয়ে ধারয়িষ্যতি ॥ ৭৪
এবং ভানুমতীং বীর সহদেবায় দীয়তাম্ ।
ভ্রমবান্ স সুতশ্চ ধর্ম্মশীলশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ৭৫
ততো ভানুমতীং ভানুর্দদৌ মাদ্রীসুতায় বৈ ।
সহদেবায় ধর্ম্মাত্মা নারদস্য বচঃ স্মরন্ ॥ ৭৬
আনীতঃ সহদেবশ্চ প্রেষিতশ্চক্রপাণিনা ।
বিবাহে চ তদা বৃত্তে সভার্য্যঃ স পুরীং গতঃ ॥ ৭৭
ইমং কৃষ্ণস্য বিজয়ং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি ।
বিজয়ং সর্ব্বকৃত্যেষু প্রাপ্নুয়াৎ স নরোত্তমঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
ভানুমতীহরণে নিকুম্ভবধো নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

তদনন্তর মহাতেজস্বী নারদ ভানুনামক যাদবকে বলিলেন,—বৈষ্ণনন্দন! ভানো! তুমি উপস্থিত দুঃখের মনে খেদ করিও না, আমার কথা শ্রবণ কর। ৬৭

এই ভানুমতী কোনও দিন রৈবতকের উদ্যানে খেলা করিতেছিল। সেখানে এই কন্যা দুর্ব্বাসামুনির ক্রোধ উৎপন্ন করিয়াছিল। তখন মুনি ক্রোধবশতঃ তোমার কন্যাকে অভিশাপ করিয়াছিলেন। ৬৮

এই কন্যা নিতান্ত দুর্নিবার চেষ্টার দ্বারা শত্রুর হস্তে পতিত হইবে। সেই সময় আমি ও অন্যান্য মুনিগণ তোমার এই কন্যার জন্য দুর্ব্বাসাকে প্রসন্ন করি এবং বলি—মুনে! এই বালিকা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারিণী এক কন্যা। সে আপনার কোনও অপরাধ করে নাই, তবে আপনি কেন তাকে অভিশাপ করিলেন? ধর্ম্মাত্মগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে! আপনি এই কন্যার উপর অনুগ্রহ করুন। ইহার জন্য আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি। ৬৯—৭০

বৈষ্ণনন্দন! আমরা এই কথা বলিলে পর দুর্ব্বাসা মুহূর্ত্তকাল অধোমুখ হইয়া রহিলেন, তারপর দয়াপূর্ব্বক বলিলেন। ৭১

মহর্ষিগণ! আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা সেইরূপেই হইবে, তাহাকে কেহই অন্যথা করিতে পারিবে না। এই কন্যা অবশ্যই শত্রুর হস্তে পতিত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কিন্তু ইহাও নিশ্চিত হয়, সে দূষিত হইবে না এবং ধর্ম্মানুসারে পতিকে লাভ করিবে। ইহার বহু পুত্র হইবে। এই কন্যা বহুধন-সম্পন্না ও সৌভাগ্যবতী হইবে। ৭২-৭৩

ইহার দেহের গন্ধ সদা সুগন্ধে পূর্ণ থাকিবে। এই কন্যা পতি-সমাগমের পর বারংবার কুমারী হইয়াই থাকিবে। এই কুমারী কন্যা নিজের অপহরণজনিত ঘোর শোক স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিবে না। ৭৪

বীর ভানো! তুমি আমার কথা মানিয়া ভানুমতীকে সহদেবের সহিত বিবাহ দাও। কারণ, পাণ্ডুপুত্র সহদেব ভ্রমবান্, সুবীর ও ধর্ম্মশীল। ৭৫

তদনন্তর নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভানু নিজের কন্যা ভানুমতীকে মাদ্রীনন্দন সহদেবের হস্তে প্রদান করিলেন। ৭৬

চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহদেবকে আনাইলেন এবং সেই সময় বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর তাঁহাকে পত্নীর সহিত পাঠাইয়া দিলেন। সহদেবও নিজ পুরীতে গমন করিলেন। ৭৭

যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বিজয়বার্ত্তা পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে, সেই মানব সকল কার্য্যেই বিজয় প্রাপ্ত হইবে। ৭৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ভানুমতীহরণপ্রসঙ্গে নিকুম্ভবধনামক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ বজ্রনাভস্য তপস্যা, বরপ্রাপ্তিশ্চ, তস্য ত্রিভুবনজয়াযোদ্যোগঃ, ইন্দ্র-কৃষ্ণয়োঃ কথালাপঃ, ভদ্রনামকায় নটায় মুনীনাং বরদানম্, ইন্দ্রেণ কর্ত্তব্যমুপদিশ্য হংসানাং বজ্রনাভপুরে প্রেরণঞ্চ ]

জনমেজয় উবাচ।

ভানুমত্যাপহরণং বিজয়ং কেশবস্য চ।
ছালিক্যানয়নঞ্চৈব দেবলোকান্মহামুনে ॥ ১
ক্রীড়াঞ্চ সাগরে দিব্যাং বৃষ্ণীনামমিতৌজসাম্
অশ্রৌষং পরমাশ্চর্য্যাং মুনে বর্ণয়তস্তব ॥ ২
বজ্রনাভবধো যুক্তো নিকুম্ভবধকীর্ত্তনে।
তত্র মে কৌতূহলং শ্রোতুং প্রসাদাদ্ভবতো মুনে ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হন্ত তে বর্ত্তয়িষ্যামি বজ্রনাভবধং নৃপ
বিজয়ং চৈব কামস্য সাম্বস্যৈব চ ভারত ॥ ৪
মেরোঃ সানৌ নরপতে তপশ্চক্রে মহাসুরঃ।
বজ্রনাভ ইতি খ্যাতো নিশ্চিতঃ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ৫
তস্য তুষ্টো মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস তপসা পরিতোষিতঃ ॥ ৬
অবধ্যত্বং স দেবেভ্যো বব্রে দানবসত্তমঃ।
পুরং বজ্রপুরং চাপি সর্ব্বরত্নময়ং শুভম্ ॥ ৭
যদৃচ্ছয়া প্রবেশশ্চ ন বায়োরপি ভারত।
অচিন্তিতেন কামানামুপপত্তির্নরাধিপ ॥ ৮
শাখানগরমুখ্যানাং সংখ্যাতানাং শতানি চ।
নগরস্যাপ্রমেয়স্য সমন্তাজ্জনমেজয় ॥ ৯
তথা তদভবত্তস্য বরদানেন ভারত
উবাস বজ্রনগরে বজ্রনাভো মহাসুরঃ ॥ ১০
কোটিশো বরলব্ধা অসুরাঃ পরিবার্য্য তে।
ঊষুর্বজ্রপুরে রাজন সংবাসেষু তথৈব চ ॥ ১১
শাখানগরমুখ্যেষু রম্যেষু চ নরাধিপ
হৃষ্টপুষ্টপ্রমুদিতা নৃপ দেবস্য শত্রবঃ ॥ ১২
বজ্রনাভোঽথ দুষ্টাত্মা বরদানেন দর্পিতঃ।
পুরস্থশ্চাসুরৈশ্চৈব জগদ্বাধিতুমুদ্যতঃ ॥ ১৩

## একনবতিতম অধ্যায়।

[ বজ্রনাভের তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি, তাঁহার ত্রিভুবন জয়ের জন্য উদ্যোগ, ইন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের কথালাপ, ভদ্রনামক নটকে মুনিগণের বরদান, ইন্দ্র কর্ত্তৃক আবশ্যক কর্ত্তব্য বলিয়া হংসগণকে বজ্রনাভপুরে প্রেরণ। ]

জনমেজয় বলিলেন—হে ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামুনে! ভানুমতীর অপহরণ, শ্রীকৃষ্ণের বিজয়, দেবলোক হইতে ছালিক্য গান্ধর্বের আনয়ন এবং অত্যন্ত তেজস্বী বৃষ্ণিবংশীয়গণের সমুদ্রে দিব্য ক্রীড়া—এই সমস্ত কিছুর আশ্চর্য্যজনক বর্ণনা আমি শুনিয়াছি। ১-২

হে মুনে! নিকুম্ভ-বধবর্ণনায় সময় আপনি বজ্রনাভের বধের কথা বলিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহে তাহা শুনিতে আমার কৌতূহল হইতেছে। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে নরেশ্বর! জনমেজয়! আমি প্রসন্নতাপূর্ব্বক তোমাকে বজ্রনাভের বধ বৃত্তান্ত বলিব এবং প্রদ্যুম্ন ও সাম্বের বিজয়লাভের বর্ণনাও করিব। ৪

হে নরেশ! বজ্রনাভ নামে বিখ্যাত মহাসুর নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়লাভ করিত। এক সময় সে মেরুপর্ব্বতের শিখরে এক কঠিন তপস্যা করিয়াছিল। ৫

তাহার তপস্যায় মহাতেজস্বী লোকপিতামহ ব্রহ্মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ৬

তখন সেই দানবশ্রেষ্ঠ দেবতাগণের অবধ্য হইবার জন্য বর চাহিল এবং একই সাথে তিনি সর্ব্বরত্ননির্মিত এক সুন্দর বজ্রপুরনামক নগর প্রার্থনা করিল। ৭

হে ভারত! ঐ নগরে বায়ুও স্বেচ্ছায় প্রবেশ করিতে পারিত না। হে নরেশ্বর! চিন্তা না করিয়াও সেখানে সকল মনোবাঞ্ছিত ভোগবস্তু পাওয়া যাইত। ৮

হে জনমেজয়! সেই অপ্রমেয় নগরের চতুর্দিকে শাখা-নগরের মুখ্য মুখ্য উদ্যান শোভা পাইত এবং তাহার চতুর্দিক জল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ৯

হে ভারত! বর প্রদানের ফলে সেই নগর সেইরূপই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই বজ্রপুর নগরে মহাসুর বজ্রনাভ বাস করিত। ১০

হে রাজন্! বরপ্রাপ্ত বজ্রনাভকে সর্ব্ব দিক দিয়া বেষ্টন করিয়া কোটি কোটি দেবদ্রোহী অসুর হৃষ্ট, পুষ্ট এবং আনন্দিত হইয়া বজ্রপুরে এবং তাহার শাখা নগরের মুখ্য মুখ্য উদ্যানে বাস করিতে লাগিল। ১১-১২

নিজের ও নিজ নগরের ব্যাপারে প্রাপ্ত বরদানের দ্বারা

মহেন্দ্রমব্রবীদ্দৈত্যো দেবলোকজিগীষয়া ।
অহমীশিতুমিচ্ছামি ত্রৈলোক্যং পাকশাসন ॥ ১৪
অথবা মে প্রযচ্ছস্ব যুদ্ধং দেবগণেশ্বর ।
সামান্যং হি জগৎ কৃৎস্নং কাশ্যপানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৫
স বৃহস্পতিনা সার্দ্ধং মন্ত্রয়িত্বা মহেশ্বরঃ ।
বজ্রনাভং সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ কুরুনন্দন ॥ ১৬
সত্রেষু দীক্ষিতঃ সৌম্য কশ্যপো নঃ পিতা মুনিঃ
তস্মিন্ বৃত্তে যথা ন্যায্যং তথা স হি করিষ্যতি ॥ ১৭
ততঃ স পিতরং গত্বা কশ্যপং দানবোঽব্রবীৎ ।
যথোক্তং দেবরাজেন তমুবাচাথ কশ্যপঃ ॥ ১৮
সত্রে বৃত্তে করিষ্যামি যথা ন্যায্যং ভবিষ্যতি
ত্বং তু বজ্রপুরে পুত্র বস গচ্ছ সমাহিতঃ ॥ ১৯
এবমুক্তো বজ্রনাভঃ স্বমেব নগরং গতঃ ।
মহেন্দ্রোঽপি যযৌ দেবো দ্বারকাং দ্বারমালিনীম্ ॥ ২০

দর্পিত হইয়া দুষ্টাত্মা বজ্রনাভ সমস্ত জগৎকে কষ্ট দিতে উদ্যত হইল ।১৩

হে প্রজানাথ ! একদিন সে দেবলোকে যাইয়া ইন্দ্রকে বলিল—হে পাকশাসন ! আমি ত্রিলোককে শাসন করিতে ইচ্ছা করি ।১৪

হে দেবগণেশ্বর ! আমার জন্য দেবলোক ত্যাগ কর, অথবা আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর, কারণ, সমগ্র জগতে মহাত্মা কশ্যপপুত্রগণের সমান অধিকার আছে ।১৫

হে কুরুনন্দন ! তখন সুরশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া বজ্রনাভকে বলিলেন ।১৬

হে সৌম্য ! আমাদের সকলের পিতা কশ্যপ মুনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন । তাঁহার ঐ যজ্ঞ পূর্ণ হইলে বা শেষ হইলে যাহা উচিত বুঝিবেন, তিনি তাহাই আমাদের জন্য নির্ণয় করিয়া দিবেন ।১৭

তখন সেই দানব নিজ পিতা কশ্যপের নিকট যাইয়া দেবরাজ ইন্দ্র যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই বলিল । তাহার কথা শুনিয়া কশ্যপ মুনি বলিলেন ।১৮

বৎস ! যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যাহা উচিত হইবে তাহাই করিব, অতএব এখন তুমি বজ্রপুরে যাইয়া সাবধানে অবস্থান কর ।১৯

পিতা এইরূপ বলিলে বজ্রনাভ নিজ নগরে চলিয়া

গত্বা চাবেদিতো দেবো বাসুদেবমথাব্রবীৎ
বজ্রনাভস্য বৃত্তান্তং তমুবাচ জনার্দ্দনঃ ॥ ২১
পৌরেরুপস্থিতো দেব বাজিমেধো মহাক্রতুঃ ।
তস্মিন্ বৃত্তে বজ্রনাভং পাতয়িষ্যামি বাসব ॥ ২২
তত্রোপায়ং প্রবেশে তু চিন্তয়ামঃ সতাং গতে ।
নাবিজ্ঞাতা প্রবেষ্টুং হি তত্র বায়োরপি প্রভো ॥ ২৩
ততো গতো দেবরাজো বাসুদেবেন সৎকৃতঃ ।
বাজিমেধে চ সম্প্রাপ্তে বসুদেবস্য ভারত ॥ ২৪
তস্মিন্ যজ্ঞে বর্ত্তমানে প্রবেশার্থং সুরোত্তমৌ ।
চিন্তয়ামাসতুর্বীরৌ দেবরাজাচ্যুতাবুভৌ ॥ ২৫
তত্র যজ্ঞে বর্ত্তমানে সুনাট্যেন নটস্তদা ।
মহর্ষীংস্তোষয়ামাস ভদ্রনামেতি নামতঃ ॥ ২৬
তং বরেণ মুনিশ্রেষ্ঠাশ্ছন্দয়ামাসুরব্যয়ম্
স বব্রে তু নটো ভদ্রো বরং দেবেশ্বরোপমঃ ॥ ২৭

যাইল এবং মহেন্দ্রও সুন্দর দ্বারশোভিত দ্বারকাপুরীতে চলিয়া গেলেন ।২০

সেখানে গমন করত অদৃশ্য থাকিয়া ইন্দ্রদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বজ্রনাভের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া শুনাইলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন ।২১

হে দেব ! হে বাসব ! আমার পিতার অশ্বমেধনামক মহান্ যজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে । তাহা সমাপ্ত হইলে আমি বজ্রনাভকে অবশ্যই বিনষ্ট করিব ।২২

হে সৎপুরুষগণের আশ্রয়ভূত প্রভো ! আমরা দুইজনে ঐ নগরে প্রবেশের উপায় চিন্তা করিব, কারণ, বজ্রনাভের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সেখানে বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে না ।২৩

তারপর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র চলিয়া গেলেন । হে ভারত ! বসুদেবের অশ্বমেধযজ্ঞ প্রাপ্তির সময় আসিলে (দেবরাজ ইন্দ্রও পুনরায় সেখানে আসিলেন) ।২৪

সেই যজ্ঞ চলিতে থাকিলে সুরশ্রেষ্ঠ বীর দেবরাজ ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে বজ্রপুরে প্রবেশ করিবার জন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।২৫

সেই যজ্ঞে ভদ্রনামানামক এক নট উত্তম নাট্যের দ্বারা মহর্ষিগণকে সন্তুষ্ট করিলেন ।২৬

তখন সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে আপন যোগ্য বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । তখন দেবেন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে সরস্বতী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞে প্রবেশ পূর্বক মুনি-

দেবেন্দ্র-কৃষ্ণমুখ্যৈশ্চ সমস্তৈঃ প্রচোদিতঃ
প্রণিপত্য মুনিশ্রেষ্ঠানবাবেদে সমাগতান্ ॥ ২৮

নট উবাচ ।

তোষ্যো দ্বিজানাং সর্বেষাং ভবেয়ং মুনিসত্তমাঃ ।
সপ্তদ্বীপাঞ্চ পৃথিবীং বিচরেয়মিমামহম্ ॥ ২৯
প্রসিদ্ধাকাশগমনঃ শক্তিযুক্তো বিশেষতঃ ।
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং স্থাবরা যে চ জঙ্গমাঃ ॥ ৩০
যত্র যত্র চ বেশেন প্রবিশেয়মহং খলু
মৃতস্য জীবতো বাপি ভাবয়োৎপাদিতস্য বা ॥ ৩১
সদৃশস্তাদৃশঃ স্যাং বৈ জরারোগবিবর্জিতঃ
তুষ্যেয়ুর্মুনয়ো নিত্যমন্যে চ মম সর্বশঃ ॥ ৩২
এবমস্ত্বিতি সম্প্রোক্তো ব্রাহ্মণৈর্মুদিতো নটঃ
সপ্তদ্বীপাং বসুমতীং পর্যটত্যমরোপমঃ ॥ ৩৩
পুরাণি দানবেন্দ্রাণামুত্তরাংশ্চ কুরূংস্তথা
ভদ্রাশ্বান্ কেতুমালাংশ্চ কালাম্রদ্বীপমেব চ ॥ ৩৪

পর্বণীষু তু সর্বাসু দ্বারকাং বহুনন্দিতাম্ ।
আয়াতি বরদত্তঃ স লোকবীরো মহানটঃ ॥ ৩৫
ততো হংসান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ দেবলোকনিবাসিনঃ ।
উবাচ ভগবান্ শক্রঃ সান্ত্বয়িত্বা সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৬
ভবন্তো ভ্রাতরোঽস্মাকং কাশ্যপা দেবপক্ষিণঃ ।
বিমানবাহা দেবানাং সুকৃতীনাং তথৈব চ ॥ ৩৭
দেবানামস্তি কর্তব্যং কার্যং শত্রুবধাশ্রিতম্ ।
তৎ কর্তব্যং ন মন্ত্রশ্চ ভেত্তব্যো বঃ কথঞ্চন ॥ ৩৮
ন কুর্যাতাং দেবতাজ্ঞামুগ্রো দণ্ডঃ পতেদপি
সর্বত্রাপ্রতিসিদ্ধং বো গমনং বিহগোত্তমাঃ ॥ ৩৯
গত্বা প্রবেষ্টুমস্মাকং বজ্রনাভপুরোত্তমম্
ইতোঽন্তঃপুরবাপীষু চরধ্বমুচিতং হি বঃ ॥ ৪০
তস্যাস্তি কন্যারত্নং হি ত্রৈলোক্যাতিশয়ং শুভম্ ।
নাম্না প্রভাবতী নাম চন্দ্রাভেব প্রভাবতী ॥ ৪১

---

মুনিগণকে প্রণাম করিয়া দেবেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের প্রেরিত নট এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলেন। ২৭-২৮

নট বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি সমস্ত দ্বিজগণের যেন তোষণীয় হই অর্থাৎ সমস্ত ব্রাহ্মণগণ যেন আমাকে সাদরে অন্ন ভোজন করান; সপ্তদ্বীপযুক্ত এই সমস্ত পৃথিবীর উপর আমি যেন বিচরণ করিতে পারি, আকাশে গমন করিবার উৎকৃষ্ট শক্তি যেন প্রাপ্ত হই এবং আমি বিশেষ শক্তিশালী থাকিয়া স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীরই যেন অবধ্য হই। ২৯-৩০

মৃত, জীবিত অথবা চরিত্ররূপে উৎপন্ন লোকের নিকট আমি যে যে বেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিব, আমি যেন তাহার সহিত ঠিক সেইভাবে সেখানে প্রবেশ করিতে পারি। জরা ও রোগ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে এবং ঋষি ও মুনিগণ এবং অন্য সকলে যেন সর্বদা আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। ৩১-৩২

হে নরেশ্বর! তখন ব্রাহ্মণগণ 'এইরূপই হউক' বলিয়া নটকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। তখন হইতে সেই দেবসদৃশ শক্তিশালী নট সপ্তদ্বীপবিশিষ্টা পৃথিবীর উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৩

তিনি দানবেন্দ্রগণের নগর ও উত্তর কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল তথা কালাম্র দ্বীপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৪

সেই বর প্রাপ্ত হইয়া লোকবীর মহা নট সকল পর্বকালীন যাদবগণের দ্বারা অলংকৃত দ্বারকাপুরীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ৩৫

তদনন্তর যাহারা ধৃতরাষ্ট্রী ও কশ্যপের সন্তান ছিল, সেই দেবলোকে বাসকারী হংসগণকে দেবরাজ ইন্দ্র সান্ত্বনাদান পূর্বক বলিলেন। ৩৬

হে হংসগণ! তোমরা লোকপিতা কশ্যপের সন্ততি বলিয়া আমাদের ভ্রাতা, দেবপক্ষী তথা দেবতাদের এবং পুণ্যাত্মাদের বিমানবাহক। ৩৭

দেবতাদের সম্মুখে এখন শত্রুবধরূপ কার্য উপস্থিত, যাহা আমাদের সকলের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য। ঐ কর্তব্য তোমরা সম্পাদন কর এবং এই গুপ্ত মন্ত্রণা কোনক্রমেই প্রকাশ করিবে না। ৩৮

দেবতাদের এই আজ্ঞা পালন না করিলে তোমাদের উপর ভয়ানক দণ্ড বা শাস্তি বিধান করা হইবে। শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গগণ! তোমাদের গতি সর্বত্রই অপ্রতিহত। ৩৯

বজ্রনাভের শ্রেষ্ঠ নগরে প্রবেশ করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। তোমরা সেখানে যাইয়া অন্তঃপুরস্থিত বাপীসমূহের বা সরোবরসমূহের মধ্যে বিচরণ কর; কারণ, এই কার্য তোমাদের পক্ষে যোগ্য। ৪০

বজ্রনাভের রত্নরূপা এক কন্যা আছে, সে ত্রিলোকের মধ্যে অতিশয় সুন্দরী। তাহার নাম প্রভাবতী। সে এমনই প্রতীত হয় যে, চন্দ্রের প্রভাই তাহার রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ৪১

বরদানেন সা লব্ধা মাত্রা কিল বরাঙ্গনা
হৈমবত্যা মহাদেব্যাঃ সকাশাদিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৪১
স্ববশেন চ সা কন্যা বন্ধুভিঃ স্থাপিতা সতী।
আত্মেচ্ছয়া পতিং হংসা বরয়িষ্যতি শোভনা ॥ ৪৩
তদেবমিষ্টা বাচ্যাঃ প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।
সদ্ভূতাঃ কুলরূপস্য শীলস্য বয়সস্তথা ॥ ৪৪
যথা সা রক্তভাবা চ বজ্রনাভসুতা সতী।
তস্যাঃ সকাশাৎ সন্দেশো নেতব্যঃ সমাধিনা ॥ ৪৫
প্রদ্যুম্নস্য পুনস্তস্যাঃ সমাদেয়স্তথৈব চ।
বুদ্ধ্যা প্রাপ্তকালঞ্চ সংবিধেয়ং হিতং মম ॥ ৪৬
নেত্রবক্ত্রপ্রসাদশ্চ কর্তব্যস্তত্র সর্বথা ॥ ৪৭
তথা তথা গুণা বাচ্যাঃ প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ
যথা যথা প্রভাবত্যা মনস্তত্র ভবেৎ স্থিতম্ ॥ ৪৮
বৃত্তান্তশ্চানুদিবসং প্রবোধ্যো মম সর্বথা
দ্বারবত্যাঞ্চ কৃষ্ণস্য ভ্রাতুর্মম যবীয়সঃ ॥ ৪৯
তাবদ্ যত্নশ্চ কর্তব্যঃ প্রদ্যুম্নো যাবদাত্মবিৎ
পর্য্যাবর্তেদ্ বরারোহাং বজ্রনাভসুতাং বিভুঃ ॥ ৫০
অবধ্যাস্তে তু দেবানাং ব্রহ্মণো বরদর্পিতাঃ
দেবপুত্রৈর্হি হন্তব্যাঃ প্রদ্যুম্নপ্রমুখৈর্যুধি ॥ ৫১
নটো ভদ্রস্তত্র বেশনাম্না যাদবাঃ।
প্রদ্যুম্নাদ্যা গমিষ্যন্তি বজ্রনাভবিনাশনাঃ ॥ ৫২
এতচ্চ সর্বং কর্তব্যমন্যচ্চ সদৃশং হি।
প্রাপ্তকালং বিধাতব্যমস্মাকং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫৩
প্রবেশস্তত্র দেবানাং নাস্তি হংসাঃ কথঞ্চন।
বজ্রনাভেপ্সিতে তত্র প্রবেশো বঃ সর্বথা ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
বজ্রনাভবধে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

---

তাহার মাতা গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা মহাদেবী উমার বরদানের প্রভাবে এই সুন্দর বর্ণবিশিষ্টা কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইরূপই আমরা শুনিয়াছি। ৪১

হে হংসগণ! নিজ বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া এই সুন্দরী প্রভাবতী স্বয়ংবরা হইয়া নিজ ইচ্ছায় পতিকে বরণ করিবে। ৪৩

অতএব তোমরা প্রভাবতীর সম্মুখে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের উত্তম কুল, সুন্দর রূপ, সৎ শীল-স্বভাব ও নবীন বয়স প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণের বর্ণনা করিবে। ৪৪

বজ্রনাভের সেই সতী-সাধ্বী কন্যা যখন প্রদ্যুম্নের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তখন একাগ্রচিত্ত হইয়া তোমরা তাহার সংবাদ প্রদ্যুম্নের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে; পুনরায় তাহার নিকট হইতে তোমরা উহার উত্তর লইয়া আসিবে এবং নিজ বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া অবসর অনুযায়ী কার্য করিয়া আমার হিতসাধন করিবে। ৪৫-৪৬

তোমরা সেখানে নিজ নিজ নেত্র ও মুখের দ্বারা সকল প্রকার প্রসন্নতা প্রকটিত করিতে চাহিবে। মহাত্মা প্রদ্যুম্নের গুণাবলী এমনভাবে কীর্তন করিবে, যাহাতে প্রভাবতীর মন তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত হইয়া যায়। ৪৭-৪৮

এই সকল বৃত্তান্ত তোমরা প্রতিদিন আমাকে এবং দ্বারকায় আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিবে। ৪৯

যতদিন আত্মজ্ঞানী ঐশ্বর্যশালী প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভের সুন্দরী কন্যা প্রভাবতীকে গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া না আসিবে, ততদিন তোমাদের প্রযত্ন চালু রাখিতে হইবে। ৫০

ব্রহ্মার বরে গর্বিত হওয়া বজ্রনাভ প্রভৃতি দৈত্যগণ দেবতাদের নিকট অবধ্য হইয়াছে। এই যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দেবপুত্রগণের দ্বারা তাহারা নিহত হইবে। ৫১

মুনিগণের নিকট হইতে বরদানপ্রাপ্ত যে ভদ্রনামক নট আছে, তাহার বেশধারণ পূর্বক প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ বজ্রনাভকে বিনাশ করিতে ঐ নগরে যাইবে। ৫২

এই সকল কর্তব্য ও যথাসময়ে প্রাপ্ত অন্যান্য কর্তব্যও তোমরা সকলে আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে পালন করিবে। ৫৩

হে হংসগণ! সেখানে বজ্রনাভের অভীষ্ট প্রদেশে দেবতাগণও কোনও প্রকারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন না; ইহাই সর্বথা নিশ্চিত। ৫৪

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বজ্রনাভবধ-বিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ হংসানাং বজ্রপুরে নিবাসঃ, হংস্যা প্রদ্যুম্নং প্রতি প্রভাবত্যা অনুরাগানয়নম্, প্রদ্যুম্নং প্রাপয়িতুং হংসীং প্রতি প্রভাবত্যা অনুরোধঃ, হংসী-বজ্রনাভয়োরালাপঃ, হংসানাং মুখতঃ সর্ব্বং সংবাদং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণেন প্রদ্যুম্নাদি-যাদবানাং নটবেশেন বজ্রপুরে প্রেরণম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে বাসববচঃ শ্রুত্বা হংসা বজ্রপুরং যযুঃ ।
পূর্ব্বোচিতং হি গমনং তেষাং তত্র জনাধিপ ॥ ১
তে দীর্ঘিকাসু রম্যাসু নিপেতুর্বীরপক্ষিণঃ ।
পদ্মোৎপলৈরাবৃতাসু কাঞ্চনৈঃ স্পর্শনক্ষমৈঃ ॥ ২
তে বৈ বদন্তো মধুরং সংস্কৃতাপূর্ব্বভাষিণঃ ।
পূর্ব্বমপ্যাগতাস্তে তু বিস্ময়ং জনয়ন্তি হি ॥ ৩
অন্তঃপুরোপভোগ্যাসু চেরুর্দীর্ঘিষু তে নৃপ
দৃষ্টাস্তে বজ্রনাভস্য ত্রিবিষ্টপনিবাসিনঃ ॥ ৪
আলপন্তঃ সুমধুরং ধার্ত্তরাষ্ট্রা জনেশ্বর
স তানুবাচ দৈতেন্দ্রো ধার্ত্তরাষ্ট্রানিদং বচঃ ॥ ৫
ত্রিবিষ্টপে নিত্যরতা ভবন্তশ্চারুভাষিণঃ
যদৈবেহোৎসবোঽস্মাকং ভবদ্ভিরবগম্যতে ॥ ৬
আগন্তব্যং জালপাদাঃ স্বমিদং ভবতাং গৃহম্ ।
বিস্রব্ধং প্রবেষ্টব্যং ত্রিবিষ্টপনিবাসিভিঃ ॥ ৭
তে তথোক্তাঃ শকুনয়ো বজ্রনাভেন ভারত ।
তথেত্যুক্ত্বা হি বিবিশুর্দানবেন্দ্রনিবেশনম্ ॥ ৮
চক্রুঃ পরিচয়ং তে চ দেবকার্য্যব্যপেক্ষয়া ।
মানুষালাপিনস্তে তু কথাশ্চক্রুঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৯
বংশজানাং কাশ্যপানাং সর্ব্বকল্যাণভাগিনাম্ ।
স্ত্রিয়ো বেশ্মবিশেষেষু শুশ্রুবুঃ সঙ্গতাঃ কথাঃ ॥ ১০
বিচরন্তস্ততো হংসা দদৃশুশ্চারুহাসিনীম্ ।
প্রভাবতীং বরারোহাং বজ্রনাভসুতাং তদা ॥ ১১
হংসী পরিচিতাং চক্রে তাং চারুহাসিনীম্ ।
সখীং শুচিমুখীং চক্রে হংসীং রাজসুতা তদা ॥ ১২

## দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[ হংসগণের বজ্রপুরে নিবাস, হংসী কর্তৃক প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রভাবতীর অনুরাগ আনয়ন, হংসীর প্রতি প্রদ্যুম্নকে লাভ করাইবার জন্য প্রভাবতীর অনুরোধ, হংসী ও বজ্রনাভের আলাপ, হংসগণের মুখ হইতে সব সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নটবেশে প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণকে বজ্রপুরে প্রেরণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! ইন্দ্রের কথা শুনিয়া সেই হংসগণ বজ্রপুরে চলিয়া গেল। সেখানকার গমনপথ তাহাদের পূর্ব পরিচিত ছিল। ১

হে বীর! সেই পক্ষিগণ সেখানে স্পর্শক্ষম সুবর্ণময় কমলসমূহে আবৃত রমণীয় সরোবরসমূহে যাইয়া বসিল। ২

সেই হংসগণ অপূর্ব সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে লাগিল ও মধুর কলরব করিতে লাগিল। যদিও তাহারা এই নগরে পূর্বে আসিয়াছিল, তথাপি নূতন ভাবে আবার এখানে আসিয়া এখানকার অধিবাসিদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল। ৩

হে নরেশ্বর! সেই হংসগণ অন্তঃপুরের উপভোগ্য সরোবরসমূহে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন স্বর্গবাসী হংসগণের উপর বজ্রনাভের দৃষ্টি পড়িল। ৪

হে জনেশ্বর। সেই হংসগণ অত্যন্ত মধুর কথা বলিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া সেই দৈত্য তাহাদিগকে এই কথা বলিল। ৫

হে হংসগণ! তোমরা স্বর্গে যে সর্বদা নিত্যানন্দে থাক এবং মনোহর মধুর কথাবার্ত্তা বলিয়া থাক। যখন আমার গৃহে উৎসব হইবে এবং তোমরা তাহা জানিবে, তখন তোমরা অবশ্যই আমার গৃহে আসিবে। ইহা তোমাদের নিজের গৃহেরই তুল্য। স্বর্গবাসী হংসগণ এখানে নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। ৬-৭

হে ভারত! বজ্রনাভের এই কথা শুনিয়া সেই পক্ষিগণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার কথা মানিয়া লইল এবং সেই দানবরাজের মহলে প্রবেশ করিল। ৮

তাহারা দেবকার্য্য সিদ্ধি করিবার ইচ্ছায় সেখানে সকলের সহিত পরিচয় করিল। তাহারা মনুষ্য ভাষায় কথা বলিতে লাগিল এবং নানাভাবে মধুর কথা কহিতে লাগিল। ৯

সমস্ত কল্যাণময় পদার্থের উপভোগকারী কশ্যপবংশীয় দানবগণের স্ত্রীগণ নিজ নিজ বাসগৃহে সুসঙ্গত কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত হইল। ১০

তদনন্তর সেই হংসগণ সেখানে বিচরণ করিতে করিতে বজ্রনাভের মনোহর মৃদুস্মিতা সুন্দরী কন্যা প্রভাবতীকে দেখিতে পাইল। ১১

তখন সেই হংসগণ সেই চারুহাসিনী রাজকুমারীর সহিত পরিচয় করিল। রাজকুমারী প্রভাবতীও তখন শুচিমুখী নাম্নী হংসীর সহিত সখিত্ব স্থাপন করিল। ১২

সা তাং কদাচিৎ পপ্রচ্ছ বজ্রনাভসুতা সখীম্
বিস্রম্ভিতাং পৃথক্‌পৃষ্টৈস্তৈস্তৈরাখ্যানকপদৈর্বরাম্ ॥ ১৩
ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বেদ্মি ত্বামহং হি প্রভাবতি ।
রূপশীলগুণৈর্দেবি কিঞ্চিত্ত্বাং বক্তুমুৎসহে ॥ ১৪
ব্যতিক্রামতি তে ভীরু যৌবনং চারুহাসিনি ।
যদতীতং পুনর্নৈতি গতং স্রোত ইবাম্ভসঃ ॥ ১৫
কামোপভোগতুল্যা হি রতির্দেবি ন বিদ্যতে ।
স্ত্রীণাং জগতি কল্যাণি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৬
স্বয়ংবরে চ দত্তা ত্বং পিত্রা সর্বাঙ্গশোভনে ।
ন চ কাংশ্চিদ্ বরয়সে দেবাসুরকুলোদ্ভবান্ ॥ ১৭
ব্রীড়িতা যান্তি সুশ্রোণি প্রত্যাখ্যাতাস্ত্বয়া শুভে
রূপশৌর্যগুণৈস্তুল্যান্ সদৃশাংস্তব কুলস্য হি ॥ ১৮
আগতাংস্তেজসে দেবি সদৃশান্ কুলরূপয়োঃ
ইত্যেবমুক্তা কিমর্থং ত্বাং প্রত্যাহ রুক্মিণীসুতঃ ॥ ১৯
ত্রৈলোক্যে যস্য রূপেণ সদৃশো ন কুলেন বা ।
গুণৈর্বা চারুসর্বাঙ্গি শৌর্যোপপাতি বা শুভে ॥ ২০
দেবেষু দেবঃ সুশ্রোণি দানবেষু চ দানবঃ ।
মানুষেষপি ধর্মাত্মা মনুষ্যঃ স মহাবলঃ ॥ ২১
যং সদা দেবি দৃষ্ট্বা হি দ্রবন্তি জঘনানি হি ।
স্ত্রীণামানীব বেণুনা স্রোতাংসি সরিতামিব ॥ ২২
ন পূর্ণচন্দ্রেণ মুখং নয়নে বা কুশেশয়ৈঃ ।
উৎসহে লোপমাতুং হি মৃগেন্দ্রেণাথ বা গতিম্ ॥ ২৩
জগতঃ সারভূতো পুত্রঃ স বিহিতঃ শুভে
কৃতানঙ্গং বপুঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৪
হরেণ শম্বরো বাল্যে যেন পাপো নিবর্হিতঃ
মায়াশ্চ সর্বাঃ সম্প্রাপ্তা ন চ শীলং বিনাশিতম্ ॥ ২৫
যান্ যান্ গুণান্ পৃথুশ্রোণি মনসা কল্পয়িষ্যসি
এতৈর্যাত্রিষু লোকেষু প্রত্যয় সর্বে এব তে ॥ ২৬
কৃশা বহ্নিপ্রতীকাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ।

কোন এক দিন চতুর্দশী সুন্দর মনোমুগ্ধকর গল্প কথা শুনাইয়া আপন শ্রেষ্ঠ সখী বজ্রনাভকুমারী প্রভাবতীর মনে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিল। অনন্তর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। ১৩

হে প্রভাবতি! আমি তোমাকে ত্রিভুবনের সুন্দরীগণের মধ্যে অদ্বিতীয়া বলিয়া মনে করি। হে দেবি! তুমি রূপ, শীল ও গুণে শ্রেষ্ঠ এইজন্য আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছি। ১৪

হে ভীরু, চারুহাসিনি! তোমার যৌবন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। যেমন প্রবহমান জলস্রোত পুনরায় পশ্চাতে ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ তোমার যে যৌবনাবস্থা চলিয়া যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। ১৫

হে দেবি, কল্যাণি! সংসারে স্ত্রীগণের পক্ষে কামোপভোগের তুল্য অন্য কোন সুখ নাই, ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। ১৬

হে সর্বাঙ্গশোভনে! তোমার পিতা তোমাকে স্বয়ংবরে উপস্থিত করিলে দেবতাদের ও অসুরগণের কুলোৎপন্ন কোন যোগ্য পুরুষকে বরণ করিতে পার নাই—ইহার কারণ কি? ১৭

হে শুভে, সুশ্রোণি! তোমা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পুরুষগণ লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যায়। হে দেবি! যিনি রূপ ও শৌর্যাদি গুণযুক্ত এবং তোমার কুলের অনুরূপ এইরূপ রূপে ও কুলে নিজের সমান আগত পুরুষদিগকে তুমি বরণ করিতে চাহ না—ইহার কারণ কি? ১৮-১৯

রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন তোমাকে গ্রহণ করিতে এখানে কি জন্য আসিবেন? যাঁহার রূপ ও কুলের সদৃশ ত্রিলোকে অন্য কেহ নাই। হে শুভে, সর্বাঙ্গসুন্দরি! তিনি গুণে ও শৌর্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৯-২০

হে সুশ্রোণি! সেই মহাবল প্রদ্যুম্ন দেবতাগণের দেবতা, দানবগণের দানব এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ধর্মাত্মা মনুষ্যরূপে পরিগণিত হন। ২১

হে দেবি! বংশীধ্বনি শ্রবণে গাভীর ন্যায় এবং স্রোতযুক্তা নদীর স্রোতের ন্যায় সেই প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সদাই স্ত্রীগণের জঘন-প্রদেশ আর্দ্র হইয়া যায়। ২২

তাঁহার মুখকে পূর্ণ চন্দ্রের সহিত, নয়নদ্বয়কে নীলকমলের সহিত এবং গতিকে সিংহের গতির তুলনা করিতে আমি উৎসাহ বোধ করি না; কারণ, এই সকল তাঁহার নিকট হীন বলিয়া প্রতীত হয়। ২৩

হে শুভে, সুন্দরি! প্রভাবশালী বিষ্ণু সমগ্র জগতের সার উদ্ধারপূর্বক অনঙ্গকে সাক্ষাৎ করিয়া নিজ পুত্ররূপে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ২৪

বাল্যকালে তাঁহাকে শম্বরাসুর এক অসুর হরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বধ হইয়া সকল মায়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শীলকে তিনি বিনাশ করেন নাই। ২৫

হে পৃথুশ্রোণি! তুমি মনে মনে যে যে উত্তম গুণের কল্পনা

তেজসা সূর্যসদৃশো গাম্ভীর্যেণ মহোদধিঃ
প্রভাবতী শুচিমুখীং ইতি হোবাচ ভামিনী ॥ ২৭

প্রভাবত্যুবাচ।

বিষ্ণুর্মানুষলোকস্থঃ শ্রুতঃ সুবহুশো ময়া
পিতুঃ কথয়তঃ সৌম্যে নারদস্য চ ধীমতঃ ॥ ২৮
শত্রুঃ কিল স দৈত্যানাং বর্জনীয়ঃ সদানঘে
কুলানি কিল দৈত্যানাং তেন দগ্ধানি মানিনি ॥ ২৯
প্রদীপ্তেন রথাঙ্গেন শার্ঙ্গেণ গদয়া তথা
পাখানগরদেশেষু বসন্তি কিল যেঽসুরাঃ ॥ ৩০
ইত্যেতে দানবেন্দ্রেণ সন্দিশ্যন্তে হি তং প্রতি
মনোরথা হি সর্বাসাং স্ত্রীণামেব শুচিস্মিতে ॥ ৩১
ভবেদ্ধি মে পতিকুলং শ্রেষ্ঠং পিতৃকুলাদিতি।
যদি নামাভ্যুপায়ঃ স্যাত্তস্যেহাগমনং প্রতি ॥ ৩২
মহাননুগ্রহো মে স্যাৎ কুলং স্যাৎ পাবিতঞ্চ মে
সমর্থনাং মে পৃষ্টা ত্বং প্রযচ্ছ শুচিলাপিনি ॥ ৩৩
প্রদ্যুম্নঃ স্যাদ্ যথা ভর্তা স মে বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
অত্যন্তবৈরী দৈত্যানামুদ্বেজনকরো হরিঃ ॥ ৩৪
অসুরাণাং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাঃ কথয়ন্ত্যো ময়া শ্রুতাঃ।
প্রদ্যুম্নস্য তথা জন্ম পুরস্তাদপি মে শ্রুতম্ ॥ ৩৫
যথা চ তেন নিহতো বলবান্ কালশম্বরঃ।
হৃদি মে বর্ততে নিত্যং প্রদ্যুম্নঃ খলু সত্তমে ৩৬
হেতুঃ স নাস্তি স্যাত্তেন যথা মম সমাগমঃ।
দাসী তবাহং সখ্যর্থে দূত্যে ত্বাং বিসর্জয়ে ॥ ৩৭
পণ্ডিতাসি বদোপায়ং মম তস্য চ সঙ্গমে।
ততস্তাং সান্ত্বয়িত্বা সা প্রহসন্তীদমব্রবীৎ ॥ ৩৮

শুচিমুখ্যুবাচ

তত্র দূতী গমিষ্যামি তবাহং চারুহাসিনি।
ইমাং ভক্তিং তবোদারাং প্রবক্ষ্যামি শুচিস্মিতে ॥ ৩৯
তথা চৈব করিষ্যামি যথৈষ্যতি তবান্তিকম্।
সাক্ষাৎ কামেন সংযুক্তাপি ভবিতাসি সকামিনী ॥ ৪০

---

করিবে অথবা ত্রিলোকে যে সকল গুণ শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয়, তৎ সমস্তই সম্পূর্ণরূপে প্রদ্যুম্নে বিদ্যমান। ২৬

তিনি কান্তিতে অগ্নির সমান, ক্ষমায় পৃথ্বীর তুল্য, তেজে সূর্য-সদৃশ এবং গম্ভীরতায় সাগরতুল্য—ইহা শুনিয়া ভামিনী প্রভাবতী শুচিমুখীকে এই প্রকার বলিলেন। ২৭

প্রভাবতী বলিলেন,—হে সৌম্যে! আমি বুদ্ধিমান্ নারদ ও নিজ পিতার মুখ হইতে বার বার শুনিয়াছি যে, ভগবান্ বিষ্ণু এখন মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ২৮

হে পাপরহিতে মানিনি! পাখানগর প্রদেশে যে অসুরগণ বাস করে, তাহাদিগকে আমার পিতা দানবরাজ বজ্রনাভ বিষ্ণুর বিষয়ে এই প্রকার সংবাদ দিয়াছেন যে—বিষ্ণু দৈত্যগণের শত্রুরূপে প্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহাকে সর্বদা ত্যাগ করিবে; তিনি আপন তেজস্বী চক্র, শার্ঙ্গ ধনু ও কৌমোদকী গদার দ্বারা দৈত্যগণের বহু কুলকে দগ্ধ করিয়াছেন। ২৯-৩০

হে শুচিস্মিতে! প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই এইরূপ মনোরথ হয় যে, তাহার পতিকুল যেন পিতৃকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। ৩১

যদি তাঁহাকে (প্রদ্যুম্নকে) এখানে আনিবার কোন উপায় করিতে পার, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার মহান্ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইবে এবং আমার কুলও পবিত্র হইয়া যাইবে। ৩২

হে পবিত্র আলাপিনি! আমি তোমাকে কার্যসিদ্ধির উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি আমাকে তাহা প্রদান কর। বৃষ্ণিবংশোদ্ভব প্রদ্যুম্ন যাহাতে আমার পতি হইতে পারে, সেই ব্যাপারে যত্ন কর। ৩৩

আমি অসুরদিগের স্ত্রীদের ও বৃদ্ধগণের মুখে এই কথা শুনিতে পাই যে, ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণের অত্যন্ত বৈরী এবং উদ্বেগজনক। ৩৪

প্রদ্যুম্নের জন্ম বৃত্তান্ত আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। বলবান্ কালশম্বর যেভাবে তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গও আমি শুনিয়াছি। ৩৫

হে সাধ্বীশিরোমণে! প্রদ্যুম্ন সদাই আমার হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু এমন কোন হেতু বা উপায় নাই, যাহার দ্বারা তাঁহার সহিত আমি মিলিত হইতে পারি। ৩৬

হে আদরণীয়া সখি! আমি তোমার দাসী হইব এবং তোমাকে আমার দূতীর কার্যে নিযুক্ত করিব। তুমি বিদুষী, তুমি আমার ও প্রদ্যুম্নের মিলনের কোন উপায় বল। ৩৭

তখন হংসী তাহাকে সান্ত্বনাদান পূর্বক হাসিতে হাসিতে এইরূপ বলিতে লাগিল। ৩৮

শুচিমুখী বলিল—হে চারুহাসিনি! শুচিস্মিতে! আমি সেখানে তোমার দূতী হইয়া যাইব এবং প্রদ্যুম্নের নিকট তোমার এই উদার ভক্তির বর্ণনা করিব। ৩৯

হে সুশ্রোণি! আমি এরূপ চেষ্টাই করিব, যাহাতে তিনি তোমার নিকট আসেন এবং তুমিও সাক্ষাৎ কামের সহিত মিলিত হইয়া নিজ কামনা সকল করিতে পারিবে। ৪০

ইতি মে ভাবিতং নিত্যং স্মরেথাঃ শুচিলোচনে
কথাকুশলতাং পিত্রে কথয়েথাশ্চ শোভনে ॥ ৪১
মম ত্বং তত্র মে দেবি হিতং সম্যক্ প্রপৎস্যসে।
ইত্যুক্তা সা তথা চক্রে বচঃ সা তামথাব্রবীৎ ॥ ৪২
দানবেন্দ্রস্তু তাং হংসীং পপ্রচ্ছান্তঃপুরে তদা
প্রভাবত্যা সমাখ্যাতা কথাকুশলতা তব ॥ ৪৩
তত্ত্বং শুচিমুখি ব্রূহি কথাঃ যোগ্যতয়া বরে।
কিং ত্বয়া দৃষ্টমাশ্চর্যং জগত্যুত্তমপক্ষিণি ॥ ৪৪
অদৃষ্টপূর্বমন্যৈর্বা যোগ্যাযোগ্যানিন্দিতে।
সোবাচ বজ্রনাভন্তু হংসী নরবরোত্তম ॥ ৪৫
শ্রূয়তামভিধাস্যামি দানবেন্দ্র মহাদ্যুতিম্
দৃষ্টা মে শাণ্ডিলী নাম সাধ্বী দানবসত্তম
আশ্চর্যং কর্ম কুর্বন্তী মেরুপার্শ্বে মনস্বিনী ॥ ৪৬
সুমনাশ্চৈব কৌশল্যা সর্বভূতহিতে রতা
কথঞ্চিদ্ বরশাণ্ডিল্যাঃ শৈলপুত্র্যাঃ শুভা সখী ॥ ৪৭

হে শুচিলোচনে রাজকুমারি! বিশালনেত্রে! আমার এই কথা তুমি সর্বদা স্মরণ রাখিবে। তুমি আমার পিতার সম্মুখে আমার কথাকৌশলের চর্চা করিবে ও বলিবে যে, শুচিমুখী কথা বলিতে নিপুণ। হে দেবি! তুমি সেখানে পিতার নিকট সর্বদা আমার হিতসাধনের চিন্তা করিবে। ৪১।

শুচিমুখী এইরূপ বলিলে প্রভাবতী তাহাই করিল। তখন দানবরাজ বজ্রনাভ অন্তঃপুরে সেই হংসীকে জিজ্ঞাসা করিল, হে শুচিমুখি! প্রভাবতীর নিকট জানিলাম যে, তুমি বিশেষ নিপুণভাবে কথা বলিতে পার। অতএব হে উত্তম পক্ষিণি! তুমি কি এমন কথা বল, যাহার যোগ্যতা অনেক বেশী এবং তুমি সংসারে কি এমন আশ্চর্য দেখিয়াছ—তাহা বল। হে অনিন্দিতে! যাহা অন্য কেহ পূর্বে দেখে নাই, এইরূপ কোন যোগ্য বা অযোগ্য (বস্তু) যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহা আমাকে বল। ৪২-৪৪।

হে নরবরশিরোমণে! তখন হংসী মহাতেজস্বী দানবরাজ বজ্রনাভকে সম্বোধন করিয়া কহিল, শুনুন। ৪৫।

হে দানবশ্রেষ্ঠ! আমি মেরুগিরির পার্শ্বদেশে সাধ্বী মনস্বিনী শাণ্ডিলীকে দেখিয়াছি, যিনি সেখানে আশ্চর্যজনক কার্য করেন। ৪৬।

সমস্ত প্রাণিগণের হিতে তৎপরা কৌশল্যা কোন প্রকারে সুমনার দর্শন পাইয়াছিলেন, যিনি শৈলপুত্রী শ্রেষ্ঠ শাণ্ডিলীর পরম সখী। ৪৭।

নটশ্চৈব ময়া দৃষ্টো মুনিদত্তবরঃ শুভঃ।
কামরূপী চ ভোজ্যশ্চ ত্রৈলোক্যে নিত্যসম্মতঃ ॥ ৪৮
কুরূন্ যাত্যুত্তরান্ বীর কালাম্রদ্বীপমেব চ।
ভদ্রাশ্বান্ কেতুমালাংশ্চ দ্বীপানন্যাংস্তথানঘ ॥ ৪৯
দেবগন্ধর্বগেয়ানি নৃত্যানি বিবিধানি চ।
স বেত্তি দেবাংস্তেন বিস্মাপয়তি সর্বথা ॥ ৫০

বজ্রনাভ উবাচ।

শ্রুতমেতন্ময়া হংসি নটস্যাদিব বিস্তরম্।
চারণানাং কথয়তাং সিদ্ধানাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৫১
কুতূহলং মমাপ্যস্তি সর্বথা পক্ষিনন্দিনি।
নটে দত্তবরে তস্মিন্ মৎশ্রুতস্তু ন বিদ্যতে ॥ ৫২

হংস্যুবাচ।

সপ্তদ্বীপান্ বিচরতি নটঃ স দিতিজোত্তম।
গুণবত্তং জনঃ শ্রুত্বা গুণকার্যৈঃ স সর্বথা ॥ ৫৩
তব চেচ্ছ্রূয়াদ্ বীর সদ্ভূতং গুণবিস্তরম্
নটঃ তদাগতং বিদ্ধি পুরং তব মহাসুর ॥ ৫৪

একজন নটকে আমি দেখিয়াছি, যাঁহাকে মুনিগণ অভীষ্ট বরদান করিয়াছেন, সেই শুভলক্ষণবিশিষ্ট 'নট' ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী, ভোজনীয় এবং ত্রিভুবনের সকলের সদা প্রিয়। ৪৮।

হে বীর! তিনি উত্তর কুরুতে গমন করেন ও কালাম্রদ্বীপেও যাত্রা করেন। হে অনঘ! তিনি ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল ও অন্যান্য দ্বীপেও যাতায়াত করেন। তিনি দেবতাগণের ও গন্ধর্বগণের বিবিধ প্রকার নৃত্য ও গীত জানেন এবং নৃত্য দ্বারা দেবগণকে সর্বদা বিস্মিত করেন। ৪৯-৫০।

বজ্রনাভ বলিল,—হে হংসি! দিন কয়েক হইল আমি মহাত্মা, সিদ্ধ ও চারণগণের মুখে এই নট-বিষয়ক সমাচার বিস্তৃতভাবে শুনিয়াছি। ৫১।

হে পক্ষিনন্দিনি! ঐ বরপ্রাপ্ত নটকে দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল হইতেছে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার প্রসিদ্ধি তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। ৫২।

হংসী বলিল,—হে দৈত্যপ্রবর! সেই নট সপ্তদ্বীপে বিচরণ করেন এবং গুণবান্ পুরুষের নাম শুনিয়া তাঁহার পার্শ্বে বা সমীপে গমন করেন। তাঁহার কার্য সর্বদা গুণযুক্ত হইয়া থাকে। হে বীর মহাসুর! যদি তিনি আপনার শ্রেষ্ঠ ও বিস্তৃত গুণের কথা শোনেন, তাহা হইলে তিনি আপনার নগরে আসিবেন, ইহা জানুন। ৫৩-৫৪।

বজ্রনাভ উবাচ

উপায়ঃ সৃজ্যতাং হংসি যেনেহ স নটঃ পুনঃ
আগচ্ছেদিহ তত্রং তে প্রিয়ং পক্ষিনন্দিনি ॥ ৫৫
তে হংসা বজ্রনাভেন কার্য্যহেতোর্বিসর্জ্জিতাঃ ।
দেবেন্দ্রায়াথ কৃষ্ণায় শশংসুঃ সর্ব্বমেব তৎ ॥ ৫৬
অধোক্ষজেন প্রদ্যুম্নো নিযুক্তস্তত্র কর্ম্মণি ।
প্রভাবত্যাশ্চ সংসর্গে বজ্রনাভবধে তথা ॥ ৫৭
দৈবীং মায়াং সমাশ্রিত্য সংবিধায় হরির্নটম্ ।
নটবেশেন ভৈমানাং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫৮
প্রদ্যুম্নং নায়কং কৃত্বা সাম্বং কৃত্বা বিদূষকম্
পারিপার্শ্বে গদং বীরমন্যান্ ভৈমাংস্তথৈব চ ॥ ৫৯
বারমুখ্যা নটীঃ কৃত্বা তস্য গীতানুগাস্তথা
তথৈব তস্য তন্মধ্যে সহায়াংশ্চ তথাবিধান্ ॥ ৬০
প্রদ্যুম্নবিহিতং রম্যং বিমানং তে মহারথাঃ ।
জগ্মুরারুহ্য কার্য্যার্থং দেবানামমিতৌজসাম্ ॥ ৬১
একৈকস্য সমা রূপে পুরুষাঃ পুরুষস্য তে ।
স্ত্রীণাঞ্চ সদৃশাঃ সর্ব্বে তে স্বরূপেণ রূপিণাঃ ॥ ৬২
তে বজ্রনগরস্যাগ্র্যং প্রাধান্যগরসুত্তমম্ ।
জগ্মুর্দানবসঙ্কীর্ণং সুপুরং নাম নামতঃ ॥ ৬৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বজ্রনাভ-প্রদ্যুম্নোস্তরে প্রদ্যুম্নাদিগমনে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

বজ্রনাভ বলিলেন,—হে হংসি ! পক্ষিনন্দিনী হংসি ! তোমার মঙ্গল হউক । তুমি এমন একটি উপায় কর, যাহাতে সেই নট আবার রাজ্যে আসেন । ৫৫

আপন কার্য্যসিদ্ধির জন্য বজ্রনাভ তাহাদিগকে বিদায় দিলে সেই হংসগণ দেবরাজ ইন্দ্র ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া সকল সমাচার বলিল । ৫৬

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন । তাঁহার কার্য্য হইল প্রভাবতীর সহিত মিলিত হওয়া ও বজ্রনাভকে বধ করা । ৫৭

শ্রীহরি দৈবীমায়ার আশ্রয় লইয়া প্রদ্যুম্নকে নটরূপে নির্ম্মাণ করিলেন । হে ভারত ! সেই নটবেশে প্রধান প্রধান যাদবগণকে সেখানে প্রেরণ করিলেন । ৫৮

প্রদ্যুম্নকে নায়ক করিয়া, সাম্বকে বিদূষক করিয়া এবং বীরবর গদকে পার্শ্বচর করিয়া এবং অন্যান্য যাদবগণকে বিভিন্ন ভূমিকায় সাজাইয়া সেখানে পাঠাইলেন । ৫৯

মুখ্য মুখ্য বারবনিতাদিগকে নটী করিয়া তাহাদের নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুরূপ করিয়া পাঠাইলেন । সেইরূপ তাঁর ও তাঁদের সাহায্যকারিগণকে তদনুরূপ বেশে পাঠাইয়া দিলেন । ৬০

সেই মহারথী যাদবগণ প্রদ্যুম্নবিহিত রমণীয় বিমানে আরোহণ করিয়া মহাতেজস্বী দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেখানে চলিয়া গেলেন । ৬১

সেই সকল পুরুষ রূপে এক এক পুরুষের অনুরূপ ছিলেন এবং সেই সকল নটীরা নিজ নিজ রূপ-সৌন্দর্য্যের দ্বারা স্ত্রীগণের সমান রূপসম্পন্ন ছিলেন । ৬২

তাঁহারা সকলে বজ্রপুরের শ্রেষ্ঠ শাখানগর সুপুরে গমন করিলেন, যে সুপুর দানবগণে পরিপূর্ণ ছিল । ৬৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বজ্রনাভ ও প্রদ্যুম্নের প্রধানভাব যুক্তসঙ্গে প্রদ্যুম্নাদির বজ্রপুরে গমনবিষয়ক দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ নটবেশধারিণাং যাদবানাং স্বপুরে বজ্রপুরে চ সকলমভিনয়ং কৃত্বা দানবান্ সন্তোষ্য উপহারলাভঃ, প্রভাবত্যা গৃহে প্রবেশশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ স্বপুরবাসীনামসুরাণাং নরাধিপ ।
দদাবাজ্ঞাং বজ্রনাভো দীয়তাং গৃহমুত্তমম্ ॥
আতিথ্যং ক্রিয়তামেষাং বহুরত্নমুপায়নম্ ।
বাসাংসি চ বিচিত্রাণি সুখায় জনরঞ্জনম্ ॥ ১
তদ্বাক্যাৎ সমানতা তথা চক্রুশ্চ সর্বশঃ
পূর্বশ্রুতো নটঃ প্রাপ্তঃ কৌতূহলকরোঽভবৎ ॥ ৩
নটস্যাথ দদুর্দৈত্যাঃ সৎকারং পরয়া মুদা ।
পর্যাপ্তার্থে দদুশ্চাপি রত্নানি সুবহূন্যথ ॥ ৪
ততঃ স ননৃতে তত্র বজ্রপুরে নটস্তথা ।
স্বপুরে পুরবাসীনাং পরং হর্ষং সমাদধৎ ॥ ৫
রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দিশ্য নাটকীকৃতম্ ।
জন্ম বিষ্ণোরমেয়স্য রাক্ষসেন্দ্রবধেপ্সয়া ॥ ৬
লোমপাদো দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গং মহামুনিম্
শান্তামপ্যানয়ামাস গণিকাভিঃ সহানঘ ॥ ৭
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চৈব ভারত ।
ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ শান্তা চ তথা রূপেণ নটৈঃ কৃতাঃ ॥ ৮
তৎকালজীবিনো বৃদ্ধা দানবা বিস্ময়ং গতাঃ ।
আচচক্ষুশ্চ তেষাং বৈ রূপতুল্যাঽনুরূপতা ॥ ৯
সংস্কারাভিনয়ৌ তেষাং প্রস্তাবানাঞ্চ ধারণম্
দৃষ্ট্বা সর্বে প্রবেশঞ্চ দানবা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ১০
তে রক্তা বিস্ময়ং নেত্রশ্রুতাঃ পরমা মুদা
উত্থায়োত্থায় নাট্যস্য বিস্ময়েষু পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
দদুর্বস্ত্রাণি তুষ্টাশ্চ কৈয়ূরবলয়ানি চ
হারান্মনোহরাংশ্চৈব বৈদূর্যবিভূষিতান্ ॥ ১২

---

## ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

[ নটবেশধারী যাদবগণের স্বপুর ও বজ্রপুরে সকল অভিনয় করিয়া দানবদিগকে সন্তুষ্ট করায় উপহার লাভ এবং প্রদ্যুম্নের প্রভাবতীর গৃহে প্রবেশ ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে নরেশ্বর ! তদনন্তর বজ্রনাভ স্বপুরবাসী অসুরগণকে আজ্ঞা দিল যে, সেই নটকে উত্তম গৃহ প্রদান কর । ১

ইঁহাদের সকলের আতিথ্য-সৎকার কর । ইঁহাদিগকে উপহারস্বরূপ বহু রত্ন, সুন্দর ও বিচিত্র বস্ত্র প্রদান কর এবং ইঁহাদিগকে সুখের জন্য এমন সামগ্রী প্রদান কর, যাহা মনুষ্যমাত্রেরই মনোরঞ্জনকর । ২

প্রভুর আদেশ পাইয়া অসুরগণ সব কিছুই করিল । পূর্বে যাঁহার বিষয় শোনা গিয়াছিল, সেই নট আসিয়াছেন এবং এ-ভাবনা সকলের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল । ৩

দৈত্যগণ আনায়ক নটকে পরম আনন্দের সহিত সৎকার প্রদান করিল এবং প্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে বহু রত্ন দান করিল । ৪

তদনন্তর বজ্রনাভ সেই নট সেই স্বপুরে নৃত্য করিলেন এবং পুরবাসিগণের মনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন । ৫

তিনি রামায়ণ-মহাকাব্যের কথাবস্তু লইয়া সেখানে একটি নাটক করিলেন । সেই নাটকে দেখান হইল যে, রাক্ষসরাজ রাবণকে বধের ইচ্ছায় অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ৬

হে অনঘ ! লোমপাদ মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে গণিকাগণের সহিত নিজ স্থানে আনাইয়াছিলেন এবং পুনরায় মহারাজ দশরথও ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত তাঁহার পত্নী শান্তাকেও নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ৭

হে ভরতনন্দন ! রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং শান্তার বেশ সেই নটগণ ধারণ করিয়াছিলেন । ৮

হে রাজন্ ! যাহারা রামের সময়ে জীবিত ছিল, সেই বৃদ্ধ দানবগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইল এবং বলিতে লাগিল যে, ইঁহাদের রূপ ঠিক সেই ব্যক্তিদের তুল্য । ৯

তাঁহাদের সংস্কার (বেশধারণ), অভিনয়, প্রস্তাব (বা বিষয়-প্রসঙ্গ) ধারণ এবং প্রবেশ (বা পাত্রের প্রথম দর্শন)—এই সব দেখিয়া সমস্ত দানব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল । ১০

সেই নাটকে অনুরক্ত হইয়া অসুরগণ নাট্যবিষয়ে বারংবার উঠিয়া উঠিয়া পরম আনন্দের সহিত আশ্চর্যজনক কোলাহল করিতে লাগিল এবং সন্তুষ্ট হইয়া নটকে বস্ত্র, কর্ণের ভূষণ, কঙ্কণ, মনোহর বৈদূর্য-ভূষিত হার প্রদান করিল । ১১-১২

লোকগণ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র উপহার দিলে সেই নটগণ

পুষ্পদন্তেষু মত্তেষু লোকেষু তুষ্টবৃষ্টিঃ।
অদ্ভুতাঙ্গে মুনীংশ্চৈব গোত্রৈর্গতিঃ ভৈরপি ॥ ১৩

প্রেষিতং ব্রজনাভস্য শাখানগরবাসিভিঃ।
নটস্য দিব্যরূপস্য নরেন্দ্রাগমনং তদা ॥ ১৪

পূর্বা এব তদর্থো দৈত্যেন্দ্রঃ প্রেষয়ামাস ভারত।
আনীয়তাং বজ্রপুরং নটোঽয়মাবিতি হর্ষিতঃ ॥ ১৫

দানবেন্দ্রবচঃ শ্রুত্বা শাখানগরবাসিভিঃ।
নীতা বজ্রপুরং রম্যং নটবেশেন যাদবাঃ ॥ ১৬

আবাসস্তু ততো দত্তঃ সুকৃতো বিশ্বকর্মণা।
এষ্টব্যং যচ্চ তৎ সর্বং দত্তং শতগুণোত্তরম্ ॥ ১৭

অথ কালোৎসবং চক্রে বজ্রনাভো মহাসুরঃ।
কারয়ামাস রম্যঞ্চ [illegible] প্রহৃষ্টবান্ ॥ ১৮

ততস্তান্ পরিবিশ্রান্তান্ প্রেক্ষার্থায় প্রচোদয়ৎ
দত্ত্বা রত্নানি ভূরীণি বজ্রনাভো মহাবলঃ ॥ ১৯

উপবিষ্টস্ততো দ্রষ্টুং সহ জ্ঞাতিভিরাত্মবান্।
ততঃ চান্তঃপুরং তাসাং [illegible] ন্যাবিশৎ ॥ ২০

তৈস্তাপি বহুবেশাখ্যা নটবেশধরাস্তথা।
কাংস্যার্থং ভীমকর্মাণো নৃত্যার্থমুপচক্রমুঃ ॥ ২১

ততো ধনং সমুদ্ভিন্নঃ মৃদঙ্গানকভূষিতম্।
তন্ত্রীস্বরগতৈর্বিদ্যানাতোদ্যান্যবাদয়ন্ ॥ ২২

ততস্তু দেবগান্ধারং ছালিক্যং শ্রবণানুগম্।
তৈস্ত্রিভিঃ প্রজগিরে মনঃশ্রোত্রসুখাবহম্ ॥ ২৩

আগাস্ত [illegible] তথা
বিক্রমাদিভিঃ রম্যং জগিরে স্বরসম্পদা ॥ ২৪

[illegible] শ্রুত্বা [illegible]
অসুরাঃ [illegible] ভারত ॥ ২৫

নান্দিকং [illegible] এব চ
শাম্বস্তু বীর্যসম্পন্নঃ [illegible] নটঃ [illegible] ॥ ২৬

---

অধিক সন্তুষ্ট হইলেন। [illegible] করিয়া সেই অসুরদিগকে [illegible] মুনিদিগকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ১৩

হে নরেন্দ্র! তখন শাখানগরবাসী অসুরগণ বজ্রনাভের নিকট সেই দিব্যরূপধারী নটের আগমন সংবাদ পাঠাইল। ১৪

হে ভারত! দৈত্যরাজ পূর্বেই এই সংবাদ শুনিয়াছিল। তাই তিনি অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া বজ্রপুরে সেই নটকে আনিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল। ১৫

দানবরাজের এই আদেশ শুনিয়া শাখানগরবাসী অসুরগণ নটবেশধারী যাদবগণকে রমণীয় বজ্রপুরে লইয়া যাইল। ১৬

দৈত্যরাজ উঁহাদিগকে বাসের জন্য বিশ্বকর্মনির্মিত সুন্দর ভবন প্রদান করিল এবং যে যে বস্তু প্রয়োজন বলিয়া উঁহারা বলেন, তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বস্তু দান করিল। ১৭

তারপর মহাসুর বজ্রনাভ মহাকালনামক কালদেবের উৎসব আরম্ভ করিল এবং অত্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া রমণীয় [illegible] মনোরঞ্জক স্থান নির্মাণ করিল। ১৮

তারপর যখন সেই নটগণ পূর্ণ বিশ্রাম লাভ সাঙ্গ করিলেন, তখন মহাবল বজ্রনাভ উঁহাদিগকে বহু রত্ন দান করিয়া নাট্যকলা প্রদর্শন করিবার জন্য আদেশ করিল। ১৯

হে নরেশ্বর! অন্তঃপুরের স্ত্রীগণকে পর্দার নিকট বসাইয়া মনস্বী বজ্রনাভ [illegible] কিছু নিরীক্ষণ করিল এবং [illegible] জাতিবর্গের সহিত সেই নটদিগের অভিনয় দেখিবার জন্য উপবিষ্ট হইল। ২০

[illegible] সেই [illegible] নটবেশধারণ করিয়া নৃত্য [illegible] উপক্রম করিলেন। ২১

তারপর সেই নটগণ [illegible], মুরলী বা বৃহতী প্রভৃতি, [illegible] বা ঢোল এবং বীণার স্বরে মিশ্রিত [illegible] বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। ২২

তারপর [illegible] গান করিতে লাগিলেন, যে গান কর্ণে অমৃতের ন্যায় মধুর রূপে প্রতীত হইতেছিল। তাহা শ্রোতৃগণের মন ও কর্ণের সুখ বিধান করিতেছিল। ২৩

আবার [illegible] করিয়া স্থিত হইলে সেই [illegible] কতিপয় [illegible] আদি [illegible] এবং [illegible] মিশ্রিত, [illegible] এবং রমণীয় করিয়া উঁহারা নিজেদের মধুর স্বরসম্পত্তির দ্বারা গান করিতে লাগিলেন। ২৪

হে ভারত! [illegible] ও তালের অনুরূপ সুন্দর [illegible] শুনিয়া প্রদ্যুম্ন, গদ ও শাম্ব এই তিনজন উঠিয়া উঠিয়া অসুরগণকে সন্তোষ প্রদান করিতে লাগিলেন। ২৫

[illegible] নটচার্য [illegible] হইয়া পরাক্রমসম্পন্ন প্রদ্যুম্ন, গদ ও শাম্ব [illegible] বাজাইতে লাগিলেন। ২৬

নান্দ্যন্তে চ তদা শ্লোকং গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্
রৌহিণেয়স্তথোবাচ সম্যক্ সাভিনয়াশ্রিতম্ ॥ ২৭
রম্ভাভিসারং কৌবেরং নাটকং ননৃতুস্ততঃ
শূরো রাবণরূপেণ রম্ভাবেশা মনোবতী ॥ ২৮
নলকূবরস্তু প্রদ্যুম্নঃ সাম্বস্তস্য বিদূষকঃ ।
কৈলাসো রচিতস্তত্রাপি মায়য়া যদুনন্দনৈঃ ॥ ২৯
শাপশ্চ দত্তঃ ক্রুদ্ধেন রাবণস্য দুরাত্মনঃ ।
নলকূবরেণ চ যথা রম্ভা চাপ্যাশ্বাসিতা ॥ ৩০
এতৎ প্রকরণং বীরা যদুভূষণনন্দনাঃ
নারদস্য মুনেঃ কীর্তিঃ সর্বজ্ঞস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩১
পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন তথৈবাভিনয়েন চ
তুষ্টুবুর্দানবা বীরা ভৈমানামতিতেজসাম্ ॥ ৩২
তে সর্বরত্নমুখ্যানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ।
হারাংকেয়ূরনিষ্কাংশ্চ বৈদূর্যমণিভূষিতান্ ॥ ৩৩
বিমানানি বিচিত্রাণি হয়াংশ্চাকাশগামিনঃ ।
গজানাকাশগাংশ্চৈব দিব্যনাগকুলোদ্ভবান্ ॥ ৩৪

চন্দনানি চ দিব্যানি শীতানি সুরভীণি চ ।
অগুরূণ্যগুরুমুখ্যানি গন্ধাঢ্যানি চ ভারত ॥ ৩৫
চিন্তামণীন্দ্রহারাংশ্চ চিন্তিতে সর্বকামদান্ ।
প্রেক্ষান্তে তান্ ববর্ষুস্তু দদতো দানবাস্তথা ॥ ৩৬
ধনরত্নৈর্বিরহিতাঃ কৃতাঃ পুরুষসত্তম ।
স্ত্রিয়ো দানবমুখ্যানাং তথৈব চ জনেশ্বর ॥ ৩৭
ততো হংসী প্রভাবত্যাঃ সখী প্রাহ প্রভাবতীম্ ।
গতাস্মি দ্বারকাং রম্যাং ভৈমগুপ্তামনিন্দিতে ॥ ৩৮
প্রদ্যুম্নশ্চ ময়া দৃষ্টো বিবিক্তে চারুলোচনে ।
ভক্তিশ্চ কথিতা তস্য ময়া তব শুচিস্মিতে ॥ ৩৯
তেন শ্রুত্বৈব কালশ্চ কৃতঃ কমললোচনে ।
অদ্য প্রদোষসময়ে ত্বয়া সহ সমাগমে ॥ ৪০
ভবত্তু রুচিরশ্রোণি তব প্রিয়সমাগমঃ
ন হ্যানৃতমিতি ভাষন্তি মিথ্যা ভৈমকুলোদ্ভবাঃ ॥ ৪১
ততঃ প্রভাবতী হৃষ্টা হংসীং তামিদমব্রবীৎ ।
উষিতাসি ময়া বাসে বপুর্দ্রক্ষ্যসি সুন্দরি ॥ ৪২

---

তখন নান্দী বা মঙ্গলাচরণ শ্লোক পাঠের পর রোহিণীনন্দন গঙ্গাবতরণ সম্পর্কিত শ্লোক উত্তম অভিনয়ের সহিত পাঠ করিলেন ॥ ২৭

তারপর কুবেরের রম্ভাভিসার নামক নাটক অভিনয় করিতে লাগিলেন। শূর নামক যাদব রাবণরূপে উপস্থিত হইলেন। মনোবতী নাম্নী নর্তকী রম্ভার বেশ ধারণ করিলেন ॥ ২৮

প্রদ্যুম্ন নলকূবর সাজিলেন। সাম্ব তাঁহার বিদূষক হইয়া তদনুরূপ কার্য করিতে লাগিলেন। যদুকুমারগণ মায়ার দ্বারা সেখানে কৈলাসের রূপ সৃষ্টি করিয়া দিলেন ॥ ২৯

ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া নলকূবর যেভাবে দুরাত্মা রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন এবং যেভাবে রম্ভাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন, এই প্রকরণটি এবং যাহার দ্বারা সর্বজ্ঞ মহাত্মা নারদমুনির কীর্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সেই বীর যাদবকুমারগণ নাটকের দ্বারা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০-৩১

অতিশয় তেজস্বী ভীমবংশীয়গণের পাদবিক্ষেপ পূর্বক নৃত্য গান এবং অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া দানববীরেরা তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৩২

তাঁহারা উত্তম বহু বস্ত্র, রত্নময় আভরণ, বহুমূল্যবান নিষ্ক খচিত ও বৈদূর্যমণিতে বিভূষিত হার প্রদান করিল ॥ ৩৩

তাঁহাদিগকে বিচিত্র বিমান, আকাশগামী অশ্ব এবং দিব্য নাগকুলোৎপন্ন আকাশচারী হস্তীসমূহ প্রদান করিল ॥ ৩৪

হে জনমেজয়! সেই দানবেরা যদুকুমারগণকে দিব্য শীতল ও সুরভি চন্দন, অগুরু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি দ্রব্য এবং চিন্তামাত্রই সকল কামনার প্রদানকারী উদার চিন্তামণিনামক রত্ন প্রদান করিল ॥ ৩৫-৩৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! নরেশ্বর! সেখানে বহু বার নাটক দেখার অবসরে দানবগণ ও প্রধান প্রধান দানবগণের স্ত্রীগণ এমনই উপহার দিয়াছিল যে, তাঁহাদের সমস্ত ধনসম্পদ ও রত্ন শেষ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৬-৩৭

তখন প্রভাবতীকে তাঁহার সখী হংসী বলিল,—হে অনিন্দিতে! আমি যাদবগণের দ্বারা সুরক্ষিত রমণীয় দ্বারকাপুরীতে গিয়াছিলাম ॥ ৩৮

হে চারুলোচনে! আমি একান্তে সেখানে প্রদ্যুম্নকে দেখিয়াছি। হে শুচিস্মিতে! প্রদ্যুম্নের প্রতি তোমার [illegible] ভক্তির কথা আমি তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছি ॥ ৩৯

হে কমললোচনে! এ সব কথা শুনিয়া তিনি [illegible] প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি আজ প্রদোষকালে তোমার [illegible] মিলনের সময় নিশ্চিত করিয়াছেন ॥ ৪০

অতএব হে সুশ্রোণি! আজ তোমার আপন প্রাণবল্লভের সহিত মিলন হইবে; কারণ, যদুকুলোদ্ভবগণ নিজ প্রণয়িনীদের প্রতি কোন মিথ্যা কথা বলেন না ॥ ৪১

তাহা শুনিয়া প্রভাবতী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হংসীকে এই প্রকার বলিলেন,—হে সুন্দরি! তুমি আজ আমার গৃহে থাক এবং আমার মহলে শয়ন কর ॥ ৪২

ত্বয়াহং সহিতা বাসে দ্রষ্টুমিচ্ছামি কৈশবিম্ ।
নিঃসাধ্বসা ভবিষ্যামি ত্বয়া সহ বিহঙ্গমে ॥ ৪৩
হংসী ভবেত্তি চোবাচ সখীং কমললোচনাম্ ।
আরুরোহ চ তদ্ধর্ম্যং প্রভাবত্যা বিহঙ্গমা ॥ ৪৪
বিশ্বকর্ম্মকৃতে তত্র হর্ম্যপৃষ্ঠে প্রভাবতী ।
সংবিধানং চকারাশু প্রদ্যুম্নাগমনক্ষমম্ ॥ ৪৫
তস্মিন্ কৃতে সংবিধানে কামমানরিপুঃ যযৌ ।
প্রভাবতীমনুজ্ঞাপ্য হংসী বায়ুসমা গতৌ ॥ ৪৬
নটবেশধরং কামং গত্বোবাচ শুচিস্মিতা ।
অদ্য তৃতঃ স ভগবন্ সময়ো বর্ত্ততে নিশি ॥ ৪৭
ভবেত্তি প্রাহ তাং কামঃ সা নিবৃত্তা চ পক্ষিণী ।
অভ্যাগতা চ সা হংসী প্রভাবতিমথাব্রবীৎ ।
অভ্যেতি রৌক্মিণেয়োঽয়মাশ্বসায়তলোচনে ॥ ৪৮
প্রদ্যুম্নো নীয়মানাং তু বসনে মালামাত্মবান্
ভ্রমরৈরাবৃতং বীরঃ শত্রুনিবর্হণঃ ॥ ৪৯

বিলিল্যে তত্র মাল্যে তু ভূত্বা মধুকরস্তদা ।
প্রভাবত্যা নীয়মানে বিদিতার্থঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫০
প্রবেশিতশ্চ তন্মালাঃ স্ত্রীভির্মধুকরাবৃতম্ ।
উপনীতং প্রভাবত্যৈ স্ত্রীভিস্তদ্ ভ্রমরাবৃতম্ ॥ ৫১
অবিদূরে চ বিন্যস্তং প্রভাবত্যা জনাধিপ ।
ভ্রমরাস্তে যযুঃ সৌম্য সন্ধ্যাকালে হ্যুপস্থিতে ॥ ৫২
স তৈমপ্রবরো বীরস্তৈঃ সহায়ৈর্বিহীনিতঃ ।
কর্ণোৎপলে প্রভাবত্যা নিলিল্যে শনকৈরিব ॥ ৫৩
ততঃ প্রভাবতী হংসীমুবাচ বদতাং বরা ।
উদ্যতং পূর্ণচন্দ্রং সা সমীক্ষ্যাতিমনোহরম্ ॥ ৫৪
সখি দহ্যন্তি দেহস্থানি মুখং পরিশুষ্যতি ।
ঔৎসুক্যং স্মৃতি চাতীব কোঽয়ং ব্যাধিরনৌষধঃ ॥ ৫৫
মধ্বিন্দুগলনোৎসুকামামসৌ পূর্ণনিশাকরঃ
নবোদিতঃ শীতরশ্মিঃ সখ্যা দহতি চ প্রিয়ঃ ॥ ৫৬
ন দৃষ্টপূর্ব্বো হি ময়া শ্রুতমাত্রেণ কাঙ্ক্ষিতঃ ।
অহো পুনস্তহ্যানি প্রাণবতাং কিং দিক্ মম ॥ ৫৭

হে বিহঙ্গমে! আজ এই বাসগৃহে তোমার সহিত থাকিয়া আমি কেশবকুমার প্রদ্যুম্নকে দেখিব, তোমার সহিত থাকিলে আমি নির্ভয় হইব। ৪৩

তখন আকাশচারিণী হংসী নিজ কমললোচনা সখী প্রভাবতীকে বলিল—খুব ভাল, আজ আমি এখানেই শয়ন করিব। তখন সে প্রভাবতীর অট্টালিকায় আরোহণ করিল। ৪৪

বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত সেই প্রাসাদপৃষ্ঠে প্রভাবতী শীঘ্রই প্রদ্যুম্নের আগমনযোগ্য সাজসজ্জা করিলেন। ৪৫

সেই সাজসজ্জা রচিত হইলে বেগে বায়ুর ন্যায় তীব্রবেগে গমনকারিণী হংসী প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রদ্যুম্নকে আনিতে গেল। ৪৬

শুচিস্মিতা সেই হংসী প্রদ্যুম্নের নিকট যাইয়া বলিল—ভগবন্! আপনি পূর্বে যে সময় নিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজই সেই রাত্রি আসিয়াছে। ৪৭

তখন প্রদ্যুম্ন তাহাকে বলিলেন—'খুব ভাল', এই উত্তর শুনিয়া পক্ষিণী নিবৃত্ত হইল। মহলে ফিরিয়া হংসী প্রভাবতীকে বলিল—হে বিশাললোচনে! ধৈর্য্য ধারণ কর। সেই রুক্মিণীনন্দন তোমার নিকট আসিতেছেন। ৪৮

শত্রুমর্দন মনস্বী বীর প্রদ্যুম্ন দেখিলেন যে, প্রভাবতীর সেই গৃহে একটি মালা আনয়ন করা হইয়াছে এবং তাহাতে ভ্রমরগণ বসিয়া আছে। ৪৯

সর্বজ্ঞ এবং প্রতাপশালী বীর প্রদ্যুম্ন প্রভাবতীর সেই মালাতে যাইয়া ভ্রমর হইয়া মিশিয়া গেলেন। ৫০

স্ত্রীগণ ভ্রমরগণের সহিত সেই মালাটি প্রভাবতীর মহলে পৌঁছাইয়া দিলেন। পুনরায় সেই স্ত্রীগণ সেই ভ্রমরাবৃত মালাটি প্রভাবতীর হাতে দিলেন। ৫১

হে নরেশ্বর! প্রভাবতী তাহা পাশে রাখিলেন। হে সৌম্য! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সেই ভ্রমরগণ চলিয়া গেল। ৫২

তখন নিজ সহায়কগণকে ছাড়িয়া বীর যদুশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন ধীরে ধীরে প্রভাবতীর কর্ণোৎপলে গিয়া বসিলেন। ৫৩

তখন বক্তৃশ্রেষ্ঠা প্রভাবতী অত্যন্ত মনোহর পূর্ণ চন্দ্রের উদয় দেখিয়া হংসীকে বলিলেন। ৫৪

হে সখি! আমার সমস্ত অঙ্গ জ্বলিতেছে এবং মুখ শুকাইয়া যাইতেছে। হৃদয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহা কোন্ রোগ, যাহার ঔষধ নাই! ৫৫

এই শীতল কিরণবিশিষ্ট নবোদিত পূর্ণচন্দ্র মিলন ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিতেছে। ইহা দেখিতে প্রিয়, কিন্তু ইহা [illegible] অপচয়ন করে। ৫৬

অহো! যাঁহাকে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই, কেবল নাম শুনিয়াই তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, সেই তিনি আমার

কল্পয়ামি যথা বুদ্ধ্যা যদি নাভ্যেতি মে প্রিয়ঃ।
কুমুদ্বতীমতঃ মার্গং হা গমিষ্যাম্যকিঞ্চনা ॥ ৫৮

মদনাগ্নীবিষেণাপি হা হা দষ্টা মনস্বিনী।
শীতবীর্য্যাঃ প্রকৃত্যৈব জগতো হ্লাদনাঃ শুভাঃ।
দহন্তি মম গাত্রাণি কিং নু চন্দ্রগভস্তয়ঃ ॥ ৫৯

প্রকৃত্যা শীতলো বায়ুর্নানাপুষ্পরজোবহঃ।
দাবাগ্নিসদৃশো মেহঙ্গ দহতীতি তথাং তনুম্ ॥ ৬০

ততঃ সঙ্কল্পয়ে এন স্থৈর্য্যং কার্য্যমিবাত্মনঃ।
নাবতিষ্ঠতি নির্বীর্য্যং মনঃ সঙ্কল্পবর্জিতম্ ॥ ৬১

বিমনস্কাপি মুহ্যামি বেপথুর্মে মহান্ হৃদি।
বহতীতি চ মে দৃষ্টির্হা যামি প্রলয়ং কথম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বজ্রনাভপুরে প্রদ্যুম্ন গমনে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩

সমস্ত জগতে আনন্দ দান করিয়া থাকেন। নারীদিগের এই স্বভাবকে ধিক্। ৫৭

আমি যথাবুদ্ধি চিন্তা করিতেছি যে, যদি আমার প্রিয়তম এখানে না আসেন, তাহা হইলে অকিঞ্চনা আমি সেই মার্গে নিশ্চয়ই যাইব, যে মার্গে কুমুদ্বতী গমন করে। ৫৮

হায়! হায়! মনস্বিনী নারী আমাকে কামদেবরূপী বিষধর সর্প দংশন করিয়াছে। অথবা শীতলতা যাহার শক্তি, যাহা স্বভাবতঃই জগতের আহ্লাদ ও সুখ প্রদান করে, সেই চন্দ্রমার কিরণ আমার অঙ্গসমূহকে কেন দগ্ধ করিতেছে? ৫৯

যাহা স্বভাবতঃ শীতল এবং নানাপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধি বহনকারী সেই বায়ু আজ আমার পক্ষে দাবানল তুল্য হইয়া আমার সুন্দর শরীরকে অত্যন্ত দগ্ধ করিতেছে। ৬০

আমি বারংবার সঙ্কল্প করিতেছি আমার নিজ হৃদয়কে স্থির করিবার জন্য, কিন্তু আমার মন কামে ব্যথিত হইয়া অত্যন্ত নির্বল হইয়া যাইতেছে, অতএব স্থির থাকিতেছে না। ৬১

আমি উন্মনা হইয়া পড়িতেছি, মোহযুক্ত হইয়া পড়িতেছি। আমার হৃদয়ে অতিশয় কম্পন হইতেছে, আমার দৃষ্টি বারংবার ঘুরিতেছে। হায়! হায়! আমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যাইব। ৬২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বজ্রনাভপুরে প্রদ্যুম্নের গমনবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ প্রদ্যুম্ন-প্রভাবত্যোর্গান্ধর্ববিবাহঃ সমাগমশ্চ, ততো গদ-চন্দ্রবত্যোস্তথা সাম্ব-গুণবত্যোর্গান্ধর্ববিবাহশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অভিপ্রেয়া মত্বা বালা সর্বধর্মভাবগমা তু
কান্তিস্থিতেন মনসা হংসীমিদমুবাচ হ ॥ ১

দৈত্যেন্দ্রতনয়াঃ প্রাপ্তমবগচ্ছস্ব মামিহ।
ষট্পদৈঃ সহ ষট্পাদো ভূত্বা মাল্যে নিলীয় হি ॥ ২

বিধেয়োঽস্মি প্রভাবত্যা যথেষ্টং ময়ি বর্ত্ততাম্।
ইত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস স্বরূপো রুক্মিণীসুতঃ ॥ ৩

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঙ্গঃ প্রভয়া দ্যোতিতঃ তত্র ধীমতঃ।
অভিভূতা প্রভা চৈব শশাঙ্কস্যাংশুমালিনী তদা ॥ ৪

### চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[ প্রদ্যুম্ন ও প্রভাবতীর গান্ধর্ববিবাহ ও সমাগম, তারপর গদ ও চন্দ্রবতীর এবং সাম্ব ও গুণবতীর গান্ধর্ববিবাহ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন যখন ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, অসুরকন্যা প্রভাবতী সর্বথা আমার উপর অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়াছে, তখন তিনি প্রসন্নমনে হংসীকে এই কথা বলিলেন। ১

আকাশচারিণী হংসি! তুমি ইহা জানিও যে, আমি ভ্রমরগণের সহিত ভ্রমর হইয়া মালার মধ্যে আত্মগোপন করত এখানে দৈত্যরাজকন্যা প্রভাবতীর নিকট আসিয়াছি। (তুমি তাহাকে এই আগমনের সংবাদ তাহাকে জানাইয়া দাও।) এখন আমি প্রভাবতীর বশবর্তী আজ্ঞাপালক, অতএব এই কন্যা আমার প্রতি যেরূপ তাহার ইচ্ছা, সেইরূপই আচরণ করুক। ২-৩

রাজন্! এই কথা বলিয়া সুন্দর রূপবান্ প্রদ্যুম্ন তাহাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইলেন। তখন সেই প্রাসাদপৃষ্ঠ ধীমান্ প্রদ্যুম্নের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কান্তিতে চন্দ্রের কান্তিও ম্লান হইয়া গেল। ৪

প্রভাবত্যাস্তু তং দৃষ্ট্বা বর্দ্ধতে কামসাগরঃ ।
চন্দ্রস্যেবোদয়ে প্রাপ্তে পর্বণ্যাং সরিতাং পতিঃ ॥ ৫
সলজ্জাধোমুখী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎপ্রিয়াবেক্ষিণী ।
প্রভাবতী তদা তস্থৌ নিশ্চলা কমলেক্ষণা ॥ ৬
করেণাধঃপ্রদেশে তাং চারুভূষণভূষিতাম্
স্পৃষ্ট্বোবাচ বরারোহাং রোমাঞ্চিততনূরুহঃ ॥ ৭
মনোরথশতৈর্লব্ধং কিং পূর্ণেন্দুসমপ্রভম্ ।
অধোমুখং মুখং কৃত্বা ন মাং কিঞ্চিৎ প্রভাষসে ॥ ৮
প্রভোপমর্দং মা কার্ষীর্বদনস্য বরাননে
সাধ্বসং ত্যজ্যতাং ভীরু দাসঃ সাধ্বনুগৃহ্যতাম্ ॥ ৯
ন কালমিহ পশ্যামি ভীরু ভীরুত্বমুৎসৃজ ।
যাচাম্যেষোঽঞ্জলিং কৃত্বা প্রাপ্তকালং নিবোধ মে ॥ ১০
গান্ধর্বেণ বিবাহেন কুরুষ্বানুগ্রহং মম
দেশকালানুরূপেণ রূপেণাপ্রতিমা সতী ॥ ১১

উপস্পৃশ্য ততো বীরো জ্বলিতং জাতবেদসম্ ।
জুহাব মন্ত্রবদ্বীরঃ পুষ্পধূপাদিভিস্তদা ॥ ১২
জগ্রাহ চ করং তস্যা যথাভরণভূষিতম্ ।
চক্রে প্রদক্ষিণং চৈব তং জ্বলিতং হুতাশনম্ ॥ ১৩
প্রজজ্বাল স তেজস্বী মানয়ংশ্চাপি তং ক্ষণম্
ভগবান্ জগতঃ সাক্ষী শুভস্যাশুভস্য চ ॥ ১৪
উদ্দিশ্য দক্ষিণাং বীরো বিপ্রাণাং যদুনন্দনঃ ।
উবাচ হংসীং দ্বারস্থাং তিষ্ঠ দ্বারং রক্ষ পক্ষিণি ॥ ১৫
ততঃ প্রণম্য সা যাতা কান্তাং চারুলোচনাম্ ।
গৃহীত্বা দক্ষিণে হস্তে নিনায় শয়নোত্তমম্ ॥ ১৬
উপবেশ্য স্বশয্যায়াং সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।
চুচুম্ব শনকৈর্গণ্ডং বাসয়ন্মুখমারুতৈঃ ॥ ১৭
ততোঽস্যাশ্চ পপৌ বক্ত্রপদ্মং মধুকরো যথা ।
আলিলিঙ্গে চ সুশ্রোণীং ক্রমেণ রতিকোবিদঃ ॥ ১৮

---

প্রদ্যুম্নকে দেখিয়াই প্রভাবতীর কামরূপী সাগর সেইরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, যেরূপ পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের পর্ব আসিলে পর নদীসকলের পতি সমুদ্রে উচ্ছ্বাস (জোয়ার) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৫

প্রভাবতীর মুখ এই সময় যদিও লজ্জায় অধোগামী হইয়াছিল, তথাপি তিনি কিঞ্চিৎ বক্রনয়নে নিজের প্রাণবল্লভের দিকে দেখিতেছিলেন। এই সময় কমললোচনা প্রভাবতী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ৬

মনোহর ভূষণসমূহে বিভূষিতা হইয়া সুন্দরাঙ্গী প্রভাবতীর মুখের অধোভাগে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করত প্রদ্যুম্নের শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রভাবতীকে এই কথা বলিলেন। ৭

সুবদনে! তোমার এই পূর্ণ চন্দ্রের সদৃশ কান্তিমান্ মুখ আমার শত মনোরথের দ্বারা লাভ হইয়াছে। তুমি ইহাকে অধোমুখ করিয়া আমাকে কিছুই বলিতেছ না কেন? তুমি নিজের মুখচন্দ্রের প্রভাকে এইভাবে কলঙ্কিত করিও না। ভীরু! ভয় ত্যাগ কর এবং এই দাসের উপর বিশেষ অনুগ্রহ কর। ৮-৯

ভীরু! তোমার এই সলজ্জ যৌনভাব এই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। ভয় পরিত্যাগ কর, ইহার জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি। সময়োচিত কর্তব্য কি—ইহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১০

সংসারে তোমার রূপের কোন তুলনা নাই। তুমি দেশ-কালের অনুকূল গান্ধর্ববিবাহ করিয়া আমার উপর অনুগ্রহ কর। ১১

তদনন্তর বীর যাদব প্রদ্যুম্ন আচমন করত মূর্ধাকাশে জ্বলিতে অবস্থিত অগ্নিদেবকে প্রকটিত করিলেন এবং সেই সময় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে পুষ্পধূপের দ্বারা সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিলেন। ১২

তাহারপর তিনি প্রভাবতীর সুন্দর আভরণে বিভূষিত হস্তকে নিজের হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং মূর্ধাকাশে জ্বলিতে বিরাজমান অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ১৩

সেই সময় সম্পূর্ণ জগতের শুভাশুভের সাক্ষী তেজস্বী ভগবান্ অগ্নিদেব প্রদ্যুম্নকে সম্মান করিতে করিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১৪

ইহার পর যদুনন্দন প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণাদানের সংকল্প করিয়া দ্বারে অবস্থিতা হংসীকে বলিলেন,—পক্ষিণি! তুমি এই ভবনের বহির্দ্বারে অবস্থান কর এবং আমার স্ত্রীজনকে অন্যের দৃষ্টি হইতে রক্ষা কর। ১৫

ইহা শ্রবণ করত হংসী তাঁহাদের প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইল। তখন প্রদ্যুম্ন সুন্দর নয়নশোভিতা প্রভাবতীকে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া উত্তম শয্যায় লইয়া যাইলেন। ১৬

সেখানে তাঁহাকে নিজের শয্যার উপরেই বসাইয়া তিনি বারংবার সান্ত্বনাদান করত নিজ মুখের সুগন্ধিত বায়ুর দ্বারা গণ্ডস্থল (কপোল) সুবাসিত করিতে করিতে ধীরে ধীরে চুম্বন করিলেন। ১৭

তাহার পর যেরূপ ভ্রমর প্রস্ফুটিত পদ্মের মকরন্দ পান করে সেইরূপ তিনি তাঁহার মুখারবিন্দের—তাঁহার অধররস পান

অতীতরদ্ বহুশোনাং ন চোপেক্ষিতবাংস্তদা
ধনকর্মক রত্যর্থং রতিকার্যবিশারদঃ ।
উবাস স তয়া সার্ধং রমন্ কৃষ্ণসুতঃ প্রভুঃ ॥ ১৯
অরুণোদয়কালে চ যযৌ যত্র নটালয়ম্ ।
অকামযা প্রভাবত্যা কথঞ্চিৎ স বিসর্জিতঃ ॥ ২০
তামেব মনসা কান্তাং কান্তরূপাং সমুদ্বহন্ ।
স উষুর্নটবেশেন কার্যার্থং ভৈমবংশজাঃ ॥ ২১
প্রতীক্ষন্তস্তদা বাক্যমিন্দ্র-কেশবয়োস্তদা ।
উদ্যোগং বজ্রনাভস্য ত্রৈলোক্যবিজয়ং প্রতি ॥ ২২
প্রতীক্ষন্তো মহাত্মানো গুহ্যসংরক্ষণে রতাঃ ।
কশ্যপস্য মুনেঃ সত্রং যাবত্তাবন্নরাধিপ ॥ ২৩
দেবাসুরাণাং সংগ্রামবিরোধো মহাত্মনাম্ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থায় যত্নতঃ কর্মচারিণাম্ ॥ ২৪
এবং কালঃ প্রতীক্ষাণাং কৃন্তাং তত্র দীনতাম্ ।

করিতে লাগিলেন। তারপর তখন রতিকলাকুশল প্রদ্যুম্ন মনোহর নিতম্ববিশিষ্টা প্রভাবতীকে পূর্ণরূপে আলিঙ্গন করিলেন। ১৮

রতিকার্যপারদর্শী ও সামর্থ্যশালী শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন তাঁহার সহিত একান্তে রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে কোন ভাবেই উপেক্ষা করিলেন না, কোনও কৃত্য আচরণ-(বলাৎকারাদি)-ও তিনি তখন করিলেন না। ইহার সহিত রমণ করিতে করিতে তিনি সারারাত্রি সেখানেই বাস করিলেন। ১৯

সূর্যোদয়-কালে তিনি সেখানে চলিয়া যাইলেন, যেখানে নটদলের স্থান ছিল। প্রভাবতী চাহিতেছিলেন না যে, তিনি ক্ষণকালও তাহা হইতে পৃথক্ থাকুন, তথাপি সেই সময় তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ২০

প্রদ্যুম্ন কমনীয় রূপবতীকে মনে মনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ভীমবংশী যাদবকুমারগণ সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশের প্রতীক্ষা করিতে করিতে অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য সেখানে নটবেশেই বাস করিতে লাগিলেন। ২১

এই মহাত্মা বীরগণ নিজেদের গূঢ় উদ্দেশ্য সর্বথা গোপন রাখিতে তৎপর থাকিয়া বজ্রনাভের ত্রৈলোক্য-বিজয়সম্বন্ধী উদ্যোগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ২২

নরনাথ! যতকাল কশ্যপমুনির যজ্ঞ চলিতেছিল, ততকাল ত্রৈলোক্যবিজয়ের জন্য প্রযত্নশীল মহাত্মা সমস্ত কর্ম-

সম্প্রাপ্তঃ প্রাবৃষো রম্যঃ সর্বভূতমনোহরঃ ॥ ২৫
অহর্নিশঞ্চ বৃত্তান্তঃ প্রযচ্ছন্তি মনোজবাঃ
শক্র-কেশবয়োর্হংসাঃ কুমারাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৬
রেমে সহ প্রভাবত্যা প্রদ্যুম্নশ্চারুরূপয়া ।
রাত্রৌ রাত্রৌ মহাতেজা ধার্তরাষ্ট্রাভিরক্ষিতঃ ॥ ২৭
তৈর্হি বজ্রপুরং হংসৈঃ সদ্ভির্নিবাসবাসয়া ।
ব্যাপ্তং নৃপ নটাংস্তাংস্তু ন বিদুঃ কালমোহিতাঃ ॥ ২৮
দিবাপি রৌক্মিণেয়স্তু প্রভাবত্যা নৃপালয়ে ।
তিষ্ঠত্যন্তর্হিতো বীরো হংসসঙ্ঘাভিরক্ষিতঃ ॥ ২৯
মায়য়াস্তু প্রতিচ্ছায়া দৃশ্যতে হি নটালয়ে
সেবমানেন তু কৌরব্য সিষেবেঽসৌ প্রভাবতীম্ ॥ ৩০
সম্প্রীতিং বিনয়ং শীলং লীলাং দাক্ষ্যমথার্জবম্ ।
স্পৃহয়ন্ত্যাসুরা দৃষ্ট্বা বিষয়াণ্ডং মহাত্মনাম্ ॥ ৩১

পরায়ণ দেবতাগণ ও অসুরগণের মধ্যে কোনও বিরোধ হয় নাই। ২৩-২৪

এইভাবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সেখানে নিবাসকারী বুদ্ধিমান যাদবগণের সম্মুখে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহা প্রাণীদিগের পক্ষে রমণীয় ও মনোহর ছিল। ২৫

মনের ন্যায় বেগগামী হংসগণ সেই মহাত্মা যাদবকুমারগণের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রতিদিন ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতে লাগিল। ২৬

প্রতি রাত্রিতেই হংসগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া মহাতেজস্বী প্রদ্যুম্ন নিজের মনের অনুরূপ ভার্যা প্রভাবতীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ২৭

নৃপ জনমেজয়! ইন্দ্রের বজ্রপুরে নিবাসকারী হংসগণের দ্বারা সারা নগর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কালের দ্বারা মোহিত দানবগণ ইহা জানিতে পারিল না যে, বাস্তবে এই হংসগণ ও সেই নট কাঁহারা ছিলেন? ২৮

রাজন্! বীর রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন দিবসেও হংসসমূহের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া গুপ্তরূপে প্রভাবতীর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৯

কুরুনন্দন! মায়ার দ্বারা ইঁহার ছায়ামাত্র নটদলের স্থানে দেখা যাইতেছিল। তিনি নিজের ধর্মপত্নী প্রভাবতীর সেবা করিতেছিলেন। ৩০

সেই মহাত্মা নটগণের বিনয়, প্রণতি, শীল, লীলা, নৈপুণ্য, সরলতা ও বিনয় প্রভৃতি দেখিয়া অসুরেরা সর্বদাই ইঁহাদের কামনা করিতেছিল। ৩১

রূপং বিলাসং গন্ধঞ্চ মঞ্জুভাষামথার্থতাম্ ।
তাসাং যাদবনারীণাং স্পৃহয়ন্ত্যাসুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩২
বজ্রনাভস্য তু ভ্রাতা সুনাভো নাম বিশ্রুতঃ ।
দুহিতৃদ্বয়ঞ্চ নৃপতে তস্য রূপগুণান্বিতম্ ॥ ৩৩
একা চন্দ্রবতী নাম্না গুণবত্যথ চাপরা ।
প্রভাবত্যালয়ং তে তু ব্রজতঃ স্ম নিত্যদা ॥ ৩৪
দদৃশাতে তু তে তত্র রতিসক্তাং প্রভাবতীম্ ।
পরিপপ্রচ্ছতুশ্চৈব বিস্রম্ভোপগতাং সতীম্ ॥ ৩৫
সোবাচ মম বিদ্যাস্তি যাধীতা কাঙ্ক্ষিতং পতিম্ ।
রত্যর্থমানয়ত্যাশু সৌভাগ্যঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৬
দেবং বা দানবং বাপি বিবশং সদ্য এব হি ।
সাহং রমামি কান্তেন দেবপুত্রেণ ধীমতা ॥ ৩৭
দৃশ্যতাং মৎপ্রভাবেণ প্রদ্যুম্নঃ সুপ্রিয়ো মম ।
তে দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং যাতে রূপযৌবনসম্পদম্ ॥ ৩৮
পুনরেবাব্রবীত্তে তু ভগিন্যৌ চারুহাসিনী ।
প্রভাবতী বরারোহা কালপ্রাপ্তমিদং বচঃ ॥ ৩৯
দেবা ধর্মরতা নিত্যং দম্ভশীলা মহাসুরাঃ ।
দেবাস্তপসি রক্তা হি সুখে রক্তা মহাসুরাঃ ॥ ৪০
দেবা সত্যে রতা নিত্যমনৃতে তু মহাসুরাঃ ।
ধর্মস্তপশ্চ সত্যঞ্চ যত্র তত্র জয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৪১
দেবপুত্রৌ বরয়তাং পতিবিদ্যাং দদাম্যহম্ ।
উচিতৌ মৎপ্রভাবেণ যত্র এবোপলপ্স্যথঃ ॥ ৪২
তাং অবেত্যূচতুর্হৃষ্টে ভগিন্যৌ চারুলোচনাম্ ।
পরিপপ্রচ্ছ চৈবঞ্চ কার্য্যং সং পতিযাচিনী ॥ ৪৩
স পিতৃব্যং গদং বীরং সাম্বং চাখ্যাদ্ব্রবীত্তদা ।
রূপান্বিতৌ সুশীলৌ চ শূরৌ চ রণকর্মণি ॥ ৪৪

প্রভাবত্যুবাচ

পতিতুষ্টেন দত্তা মে বিদ্যা দুর্বাসসা পুরা ।
পতিতুষ্টেন সৌভাগ্যং সদা কল্যাণমেব চ ॥ ৪৫

---

সেই অসুরদিগের স্ত্রীগণও যাদব-কুমারগণের সহিত আগত সুন্দরী রমণীসকলের রূপ, বিলাস, সুগন্ধ, মনোহর আলাপ ও শ্রেষ্ঠ স্বভাব সর্ব্বদাই অভিলাষ করিতে লাগিল । ৩২

বজ্রনাভের সুনাভ নামে বিখ্যাত এক ভ্রাতা ছিল । নৃপতে ! তাহার দুই রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিল । ৩৩

ইহাদের মধ্যে একজনের নাম চন্দ্রবতী ও অপর জনের নাম গুণবতী ছিল । তাহারা প্রতিদিন প্রভাবতীর গৃহে যাতায়াত করিত । ৩৪

ইহারা উভয়ে প্রভাবতীকে রতিতে আসক্ত দেখিল । সতী-সাধ্বী প্রভাবতীর নিজের এই দুই ভগিনীর উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল; অতএব এই দুই ভগিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—(ভগিনী ! তুমি কাহার সহিত রতি-ক্রীড়া কর ?) । ৩৫

প্রভাবতী বলিলেন—আমার নিকট এক বিদ্যা আছে, যাহা অধ্যয়ন করিলে পর রতির জন্য শীঘ্রই সেই বিদ্যা মনোবাঞ্ছিত পতিকে লইয়া আসে এবং সৌভাগ্য প্রদান করে । অভিলষিত পুরুষ দেবতা হউন বা দানব হউন, এই বিদ্যা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিবশ করত নিজের পার্শ্বে লইয়া আসে । ৩৬

অতএব আমি সেই বিদ্যার প্রভাবে পরম বুদ্ধিমান্ এক দেব-কুমারকে নিজের প্রাণবল্লভ করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতেছি দেখ, আমার বা আমার বিদ্যার প্রভাবে প্রদ্যুম্ন আমার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া গিয়াছেন । ৩৭

তাঁহার রূপ ও যৌবনের সম্পদ দেখিয়া সেই দুই ভগিনী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল । মনোহর হাস্যের সুন্দরী প্রভাবতী সেই দুই ভগিনী চন্দ্রবতী ও গুণবতীকে পুনরায় এই সময়োচিত কথা বলিলেন । ৩৮-৩৯

দেবগণ সদা ধর্মপরায়ণ হন এবং মহাসুরগণ সদা দাম্ভিক হয়, দেবতারা তপস্যায় অনুরক্ত থাকেন ও মহাসুরগণ সুখে আসক্ত থাকে । ৪০

দেবগণ সদা সত্যে রত থাকেন, কিন্তু মহাসুরগণ সতত অসত্যে রত থাকে । যেখানে ধর্ম, তপ ও সত্য বিদ্যমান, সেখানে জয় নিশ্চিত রূপে হইয়া থাকে । ৪১

অতএব তোমরাও উচিত দুই সুযোগ্য দেবকুমারকে বরণ কর । পতিপ্রাপ্তকারিণী এই বিদ্যা আমি তোমাদের প্রদান করিতেছি । আমার প্রভাবে তোমরা তৎক্ষণাৎ অভীষ্ট পতি প্রাপ্ত হইবে । ৪২

তখন সেই দুই ভগিনী অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সুন্দরনয়না প্রভাবতীকে বলিল— তাহাই হউক । তদনন্তর পতিকে সমাদর-কারিণী প্রভাবতী প্রদ্যুম্নকে সেই কার্য্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৪৩

প্রদ্যুম্ন সেই সময় নিজের পিতৃব্য (কাকা) বীরবর গদ ও ভ্রাতা সাম্বের নাম বলিলেন এবং কহিলেন যে, ইহারা উভয়ে সুন্দর রূপবান, সুশীল ও যুদ্ধকালে যোদ্ধা কার্যকারী বীরবর । ৪৪

প্রভাবতী (নিজের দুই ভগিনীকে) বলিলেন,—পূর্বকালে সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দুর্বাসামুনি আমাকে এই বিদ্যা প্রদান

দেব-দানব-যক্ষাণাং যং ধ্যাস্যসি স তে পতিঃ
ভবিষ্যতি ময়া চৈব বীরোঽয়মভিকাঙ্ক্ষিতঃ ॥ ৪৬
গৃহ্ণীতং ভগিন্যৌ বিদ্যাং সত্যো বাং প্রিয়সঙ্গমঃ ।
ততো জগৃহতুর্হৃষ্টে তাং বিদ্যাং ভগিনীমুখাৎ ॥ ৪৭
যদা তু গদ-সাম্বৌ চ বিদ্যামন্তাস্তে শুভে ।
তৌ প্রদ্যুম্নেন সহিতৌ প্রবিষ্টৌ ভৈমনন্দনৌ ॥ ৪৮
প্রদ্যুম্নো মায়য়া বীরো কাঙ্ক্ষিতা মায়িনা নৃপ ।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন তাবণাবিবলান্বিতৌ ॥ ৪৯
পাণিং জগৃহতুর্বীরৌ মন্ত্রপূর্বং সতাং প্রিয়ৌ ।
চন্দ্রবত্যা গদঃ সাম্বো গুণবত্যা চ কৈশবিঃ ॥ ৫০
রেমিরেঽসুরকন্যাভির্বীরাস্তে যদুপুঙ্গবাঃ ।
মার্গমাণাস্ত্বনুজ্ঞাং তে শক্রকেশবয়োস্তদা ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
প্রভাবতীপাণিগ্রহণে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে অখণ্ড সৌভাগ্য ও কন্যারূপে থাকিবার বরদানও করিয়াছিলেন। ৪৫

তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তুমি দেবতা, দানব ও যক্ষগণের মধ্যে যাঁহাকে চিন্তা করিবে, তিনিই তোমার পতি হইবেন, তাঁহার এই বরদান অনুসারে আমি এই বীর প্রদ্যুম্নকে নিজের পতিরূপে কামনা করিয়াছি। ৪৬

অতএব তোমরা দুইজনে এই বিদ্যা গ্রহণ কর। ইহার দ্বারা তোমাদের অভীষ্ট প্রিয়তমের সমাগম লাভ হইবে। ইহা শুনিয়া হৃষ্ট সেই দুই ভগিনী ভগিনী প্রভাবতীর মুখ হইতে সেই বিদ্যা গ্রহণ করিল। ৪৭

সেই শুভলক্ষণা দুই কন্যা বিদ্যার মধ্যে স্থিত গদ ও সাম্বকে ধ্যান করিল, তখন সেই দুই যাদব-কুমার গদ ও সাম্ব প্রদ্যুম্নের সহিতই সেই অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৮

নৃপ জনমেজয়! মায়াবী প্রদ্যুম্ন নিজের মায়ার দ্বারা সেই দুই বীরকে প্রচ্ছন্ন করিয়া সেখানে উপস্থিত করিয়াছিলেন। শত্রুসেনা সংহারকারী সেই দুই বীরও গান্ধর্ব-বিবাহের বিধি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সেই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই সৎপুরুষগণের প্রিয় ছিলেন। চন্দ্রবতীর সহিত গদ ও গুণবতীর সহিত কেশবকুমার সাম্বের বিবাহ হইল ৪৯-৫০

এইভাবে সেই তিন যদুশ্রেষ্ঠ বীর প্রদ্যুম্ন, গদ ও সাম্ব সেই সময় ইন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সেই অসুরকন্যা প্রভাবতী চন্দ্রবতী ও গুণবতীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ৫১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে প্রভাবতীর পাণিগ্রহণবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ প্রভাবত্যাঃ সমীপে বর্ষাবর্ণনং কুর্বতা প্রদ্যুম্নেন তস্য কুলস্য পরিচয়দানম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ততো নভস্যেঽথ নিরীক্ষ্য মাসি
কামপ্রদং তোয়দবৃন্দকীর্ণম্ ।
প্রভাবতীং চারুবিশালনেত্রা-
মুবাচ পূর্ণেন্দুনিকাশবক্ত্রঃ ॥ ১
তবাননাভো বরগাত্রি চন্দ্রো
ন দৃশ্যতে সুন্দরি চারুবিম্বঃ ।
ত্বৎকেশপাশপ্রতিমৈর্নিরুদ্ধো
বলাহকৈশ্চারুনিতম্ববোরু ॥ ২
সংদৃশ্যতে সুভ্রু তড়িদ্ঘনস্থা
ত্বং হেমচার্ব্বাভরণাচিতেব ।
সৃজন্তি ধারাশ্চ ঘনা নদন্ত-
স্তবাধরশ্রেঃ সদৃশা বরাঙ্গি ॥ ৩

### পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

[ প্রভাবতীর নিকট বর্ষা বর্ণনা করিতে করিতে প্রদ্যুম্ন কর্তৃক নিজের কুলের পরিচয় দান ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পূর্ণচন্দ্রতুল্য মনোহর মুখবিশিষ্ট প্রদ্যুম্ন ভাদ্র মাসে আকাশ মেঘমণ্ডলে আচ্ছন্ন দেখিয়া সেই সময় মনোহর ও বিশাল নয়নশোভিতা প্রভাবতীকে বলিলেন। ১

সুন্দর ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট উরুশোভিতা মনোহরাঙ্গি! সুন্দরি! যাহা তোমার মুখসদৃশ মনোরম বলিয়া প্রতীত হয়, এই সময় সেই সুন্দর বিম্বযুক্ত চন্দ্র দেখা যাইতেছে না। তোমার এই কেশপাশতুল্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘ-মণ্ডল তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছে। ২

সুন্দর ভ্রূযুগশোভিতা মনোহরাঙ্গি! এই যে মেঘ-মণ্ডলের ক্রোড়ে বিদ্যুৎ দেখা যাইতেছে, উহা স্বর্ণের মনোরম আভরণ-

ঘনপ্রদেশেষু বলাকপঙ্‌ক্ত্য-
স্তড়িৎপঙ্‌ক্তিপ্রতিমা বিভান্তি।
নিম্নাপগানি সরিৎসু কৃষ্ণ
ন ভান্তি তোয়ানি যথাকুলানি ॥ ৪
অমী ঘনা বায়ুবশোপযাতা
বলাকমালামলচারুদন্তাঃ।
অন্যোন্যমভ্যাহনিতুং প্রবৃত্তা
বনেষু নাগা ইব তুল্যদন্তাঃ ॥ ৫
ধনুস্ত্রিবর্ণং বরগাত্রি পশ্য
কৃতং তবাপাঙ্গমিবাননস্থম্।
বিভূষয়ত্তং গগনং ঘনাংশ্চ
প্রহর্ষণং কামিজনস্য কান্তে ॥ ৬
ঘনাগমস্থঃ প্রতিনর্দমানান্
নিরীক্ষ্য শৃঙ্গাণি শিখীন্ প্রহৃষ্টান্।
সমাবৃতান্ বৃত্তপিচ্ছভারান্
প্রিয়াভিরামানুপনৃত্যমানান্ ॥ ৭
হর্ম্যেষু চান্যে শশিপাণ্ডুরেষু
রাজন্তি শৃঙ্গাণি ময়ূরসঙ্ঘাঃ
মুহূর্তশোভামতিচারুরূপাং
দধ্যা পতন্তো বলভীপুটেষু ॥ ৮
প্রবৃদ্ধপক্ষান্তকবক্তকেষু,
মুহূর্তচূড়ামণিতাঃ বিভান্তি।
প্রয়াতি ভূমিঃ নবশাদ্বলানা-
মাশঙ্কমানা মৃতচারুদেহাঃ ॥ ৯
প্রবাতি ধারাম্বুরনিঃসৃতশ্চ
সুখোষ্ণনিলশ্চন্দনপঙ্কশীতঃ।
কদম্বসর্জার্জুনপুষ্পযুক্ত-
সমাবহন্ গন্ধমনন্তবন্ধুম্ ॥ ১০
গতিপ্রসঙ্গেন বিনাশিতে চ
ময়োরসাংসাদান্ চ কেতুঃ।
ন মারুতঃ স্যাদ্ যদি চারুগাত্রি
ন মেঘকালো মম সম্মতঃ স্যাৎ ॥ ১১

---

সমূহে বিভূষিত তোমার ন্যায় শোভিত হইতেছে এবং এই হর্ষকারী মেঘ তোমার মৌক্তিক হারসমূহ জলের মত ধারা বর্ষণ করিতেছে ॥ ৩

কৃষ্ণ! আকাশে যে সকল মেঘ আছে, সেই স্থানে বকপঙ্‌ক্তি তোমার দন্তশ্রেণীর ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। নদীসমূহে পথসকল ডুবিয়া গিয়াছে এবং সেই জল বেগে ক্ষুব্ধ রহিয়াছে; অতএব তাহার বিশেষ শোভা হইতেছে না ॥ ৪

এই মেঘগুলি বায়ুর অধীনে হইয়া গিয়াছে। বকপঙ্‌ক্তি তাহার নির্মল ও মনোহর দন্তশ্রেণীতুল্য শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সব মেঘ ওই সদৃশ হস্তিগণের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে ॥ ৫

সুন্দর অঙ্গশোভিতা প্রিয়ে! এই ইন্দ্রধনুর দিকে দৃষ্টিপাত কর, যাহা তোমার মুখতলে স্থিত নেত্রের কোণভাগের ন্যায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত। এই ইন্দ্রধনু আকাশ ও মেঘমণ্ডলের শোভা বর্ধন করিতে করিতে কামিজনের অত্যন্ত হর্ষপ্রদানকারী হইয়া আছে ॥ ৬

নিজেদের রব করিতে করিতে ময়ূরগণ মেঘগুলিকে গর্জন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষে উল্লসিত হইয়া নৃত্য-কলার প্রতি সমাদর-ভাব পোষণ করিতে করিতে পক্ষসমূহের ভার উপরে উত্তোলিত করিয়া নৃত্য করিতেছে। এই অবস্থায় তাহারা অতিশয় প্রিয় ও মনোহর প্রতীত হইতেছে। তুমি উহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর ॥ ৭

সুন্দর নিতম্বশোভিতে! চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ অট্টালিকাসমূহে উপবিষ্ট অত্যন্ত ময়ূরগণ সেখানে মুহূর্তকাল অত্যন্ত মনোহর শোভা প্রদান করত পরক্ষণে (চিলেকোঠার) উপর উড়িতে উড়িতে অতিশয় শোভা পাইতেছে ॥ ৮

মনোহর কেকারবকারী ময়ূরগণ বৃক্ষসকলের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষসমূহ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে এবং মুহূর্তকালের জন্য সেই সব বৃক্ষের চূড়ামণির শোভা সৃষ্টি করত নব নব ঘাসে আবৃত ভূমিতে চলিয়া যাইতেছে। তখন উহাদের মনে এই শঙ্কা হইতেছিল যে, এই সব ঘাস ভূমি হইতে ছিন্ন কিংবা পতিত ॥ ৯

জলধারার সম্পাত হইতে নিঃসৃত হইয়া সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাহা চন্দন-পঙ্কপূর্ণ শীতল বলিয়া মনে হইতেছে। কদম্ব, সর্জ ও অর্জুন পুষ্পসমূহের গন্ধ বহন করিয়া এই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এই সুখদ কামোদ্দীপনে বিশেষ সহায়ক হইতেছে ॥ ১০

সর্বাঙ্গসুন্দরী প্রিয়ে! যদি এই সময় বহির মধ্যে উৎপন্ন বর্ষাপহারী ও নূতন জলধার বহন করিয়া আনিবার সহায়ক

এবংবিধেষু প্রিয়সঙ্গমেষু
প্রভাবমানে যদুপৈতি বায়ুঃ ।
রতিশ্রমস্বেদহরঃ সুগন্ধী
ততঃ পরং কিং সুখমস্তি লোকে ॥ ১২

জলাপ্লুতানীক্ষ্য মহানদীনাং
সুপ্তানি হংসাঃ পুলিনানি দৃষ্ট্বা
গতাঃ স্বয়ং মানসবাসলুব্ধাঃ
সসারসাঃ ক্রৌঞ্চগণানুবিদ্ধাঃ ॥ ১৩

ন ভান্তি নদ্যো ন সরাংসি চৈব
হৃতশ্রিয়ো বাহতচক্রনেত্রে ।
গতেষু হংসেষু সসারসেষু
রথাঙ্গনাম্নাং স্বকুলেষু চৈব ॥ ১৪

তোয়ৈকদেশেন স্তুতং শয়ানং
দ্রুমং জগন্নাথমুপেন্দ্রমীশম্
নিদ্রামুপেতা বরকাঞ্চনাভা
প্রিয়ং প্রণম্যোত্তমচারুরূপাম্ ॥ ১৫

নিদ্রাপ্রয়াণে ভগবত্যুপেন্দ্রে
মেঘাম্বরাক্রান্তনিশাকরোঽয়ম্ ।
পদ্মামলাভঃ কমলায়তাক্ষি
কৃষ্ণস্য বক্ত্রানুকৃতিং করোতি ॥ ১৬

কদম্বনীপার্জুনকেতকানাং
স্রজো ধ্রুবং কৃষ্ণমুপানয়ন্তি ।
পুষ্পাণি চাপ্যন্যতরঃ সমস্তাঃ
কৃষ্ণাৎ প্রসাদানভিকাঙ্ক্ষমাণাঃ ॥ ১৭

নাগান্তরস্থো বিসৃজন্বিবক্ত্রঃ
স্পৃশন্তি পুষ্পাণ্যপি পাদপাঙ্গান্ ।
পেপীয়মানান্ ভ্রমরৈর্বনান্তা
কৌতূহলং মে জনয়ন্ত্যতীব ॥ ১৮

তোয়াভিভারানুগতস্তনেয়
নতঃ পতিষ্যন্নিব তারকাভিঃ ।
নিপানগম্ভীরমভিপ্রবৃষ্টং
মনোহরং চারুমুখস্তনোরু ॥ ১৯

---

এই বায়ু না প্রবাহিত হইত, তবে বর্ষাকাল আমার অধিক প্রিয় হইত না। ১১

যখন এইরূপ প্রিয়জনদের সঙ্গম লাভ হইয়াছে, সেই সুকালে রতিক্রীড়ার শেষে রতিশ্রমজনিত যে ঘর্মবিন্দুহরণকারী সুগন্ধিত বায়ু নিজের নিকট প্রবাহিত হইতেছে, অতএব ইহা হইতে অধিক আর কোন্ সুখ এ-সংসারে আছে? ১২

শোভনাঙ্গি! মহানদীসকলের তীরভূমিকে জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া সারস এবং ক্রৌঞ্চগণের সহিত হংসশ্রেণী মানস-সরোবরে বাস করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া অতিশয় দ্রুতগতিতে সে-স্থানে যাইবার শ্রম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ১৩

বিশাল ও মনোহর নয়নশোভিতা প্রিয়ে! হংস, সারস ও চক্রবাকগণ চলিয়া যাইলে পর নদী ও সরোবরসমূহ শ্রীহীন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই সব সরোবর ও নদী আর পূর্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। ১৪

শ্রেষ্ঠ বর্ষাকাল ও উহাতে শয়নকারী ভগবান্ বিষ্ণুসমক্ষে বিশেষজ্ঞা যোগ-নিদ্রা নিশ্চয়ই লোকোত্তর মনোহর রূপধারিণী শ্রীদেবীকে প্রণাম করিয়া মেঘদেহের একদেশে শয়নকারী মঙ্গলময় ঈশ্বর জগন্নাথ উপেন্দ্রের সমীপে আসিয়াছেন। ১৫

বিকশিত পদ্মসদৃশ বিশাল নয়নযুগলে শোভিত প্রিয়তমে! ভগবান্ উপেন্দ্র যোগনিদ্রা আশ্রয় করিলে পর শ্বেত পদ্মতুল্য নির্মল কান্তি-বিশিষ্ট চন্দ্র এখন মেঘরূপী অম্বরে (বস্ত্রে) আচ্ছাদিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখের অনুকরণ করিতেছে। ১৬

সমস্ত ঋতুসকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রসাদ লাভ করিবার বাসনায় নিশ্চয়ই তাঁহার সেবায় কদম্ব, নীপ, অর্জুন ও কেতক-পুষ্পের মালাসমূহ এবং অন্যান্য বহু পুষ্প লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১৭

যে সব অতিশয় সুকুমার বৃক্ষ ও পুষ্পসমূহের রস ভ্রমরগণ বারংবার পান করে, তাহাদিগকে বিষপূর্ণ মুখবিশিষ্ট সর্পগণ বৃক্ষের বিবরে বিচরণ করিতে করিতে যখন স্পর্শ করে, তখন ইহাদের স্পর্শমাত্রেই সেই সব ম্লান হইয়া যায়। এইভাবে তাহারা সকল মানুষের অত্যন্ত কৌতূহল উৎপন্ন করিতেছে। ১৮

নিপানসদৃশ (কূপাদির নিকট পশুগণের জলপানের জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকুণ্ড নির্মাণ করা হয়, সেই সব জলাধারকে নিপান বলে।) গভীর আকাশকে জলের অতিশয় ভারযুক্ত মেঘমণ্ডলের দ্বারা বর্ষিত করিয়া পতিত হইতে দেখিয়া তোমার মনোহর ও সুন্দর মুখ, স্তন ও উরু কামোদ্রেককারিতা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১৯

বলাকমালাকুলমালাধারা
নিরীক্ষ্য রম্যাঃ ঘনবৃন্দমেতৎ
শস্যানি ভূমাবভিবর্ষমাণং
জগদ্ধিতার্থং বিমলাম্বরস্থে ॥ ২০

জলাবলম্বাম্বুদবৃন্দকর্ষী
ঘনৈর্ঘনান্ যোধয়তীব বায়ুঃ ।
প্রবৃত্তচক্রো নৃপতির্বনস্থান্
গজান্ গজৈঃ স্বৈরিব বীর্যযুক্তান্ ॥ ২১

অতোয়মম্ভো বিসৃজন্তি মেঘাঃ
পূতং পবিত্রং পবনৈঃ সুগন্ধি
হর্ষাবহং চাতকবর্হিণানাং
বরাঙ্গনানাং জলদপ্রিয়াণাম্ ॥ ২২

প্লবঙ্গমঃ ষোড়শপক্ষশায়ী
বিরৌতি গোষ্ঠঃ সহ কামিনীভিঃ
যতো দ্বিজাতিঃ প্রিয়সত্যধর্মা
যথা মুনিস্তৈঃ পরিবারিতানাং ॥ ২৩

গুণো মহাংস্তোয়দকালজোঽয়ং
সবৃক্ষানেবস্বনভীষিতানাম্ ।
পরিষ্কজন্তঃ পরিবর্তয়ন্তি
বিনাপি শয্যাসময়ং প্রিয়াণাম্ ॥ ২৪

যোঽযোঽহমেকং সলিলাগমস্য
মাং প্রত্যুদাধারাবর্ষশীলে ।
ন দৃশ্যতে যত্র বক্ত্রতুল্যো
ঘনাভ্রপ্রচ্ছন্নতনুঃ শশাঙ্কঃ ॥ ২৫

প্রদৃশ্যতে ভীরু যদা শশাঙ্কো
ঘনাম্বুমুক্তো জগতঃ প্রদীপঃ ।
তদাতুপশ্যন্তি জনাঃ প্রহৃষ্টং
বন্ধুং প্রবাসাদিব সন্নিবৃত্তম্ ॥ ২৬

বিলাপসাক্ষী প্রিয়বর্জিতানাং
সংদৃশ্যতে ভীরু যদা শশাঙ্কঃ ।
নেত্রোৎসবঃ প্রোষিতকামুকানাং
দৃষ্টেব কান্তং ভবতীত্যবৈমি ॥ ২৭

নেত্রোৎসবঃ কামসমাগতানাং
দারাধিকৃতাঃ প্রিয়মীলিতানাম্ ।
তেনৈব দেহেন বরাঙ্গনানাং
চন্দ্রোঽপি তাবৎ প্রিয়বিপ্রযুক্তঃ ॥ ২৮

---

নির্মল আকাশস্থিতশোভিত সুন্দরি ! এই যে বকপংক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যেন শ্বেতপুষ্পহারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, সেই রমণীয় মেঘমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত কর ; উহারা যেন জগতের হিতের জন্য পৃথিবীতে শস্য ( জল ) বর্ষণ করিতেছে। ২০

জলের আধারভূত মেঘমণ্ডলকে নিজের সহিত আকর্ষণ করিয়া গমনকারী বায়ু যেন মেঘের সহিত মেঘকে যুদ্ধ করাইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—কোন চক্রবর্তী নরপতি যেন বনের মধ্যে উন্মত্ত বলশালী হস্তিগণকে নিজের হস্তিগণের সহিত সংঘর্ষ করাইতেছেন। ২১

এই সব মেঘ শুভ, পবিত্র ও সুগন্ধি বায়ুর দ্বারা সুবাসিত সেই জল বর্ষণ করিতেছে, যাহা মেঘপ্রিয় চাতক ও ময়ূরাদি শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণের হর্ষের উদ্রেক করিতেছে। ২২

প্লবগণ ( ব্যাঙ্ ) বর্ষার পূর্বে ষোল পক্ষ ( আট মাস) পর্যন্ত বিলে ( গর্তে ) শয়ন করিয়াছিল, সেই প্লবগণ বর্ষার আট পক্ষে ( চার মাসে ) জোরেও ( বা সমূহভাবে ) তার নিজ স্ত্রীগণের সহিত বিশেষ কলরব করিতেছে ; ইহাতে মনে হইতেছে, সত্য ও ধর্মপ্রিয় কোনও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিজের শিষ্যগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বেদমন্ত্রসকল সস্বরে পাঠ করিতেছেন। ২৩

বর্ষাকালের ইহা এক বিশেষ গুণ যে, অজ্ঞাত মেঘগর্জন সহসা শ্রবণ করিয়া ভয়ভীতা প্রিয়তমাকে সেই পুরুষ আলিঙ্গন করত শয়নকাল বিনাও তাহার কামবাসনা বর্ধিত করিয়া দেয়। ২৪

উন্নত বাম, সুন্দর বর্ণ ও উদার নয়নযুক্তা প্রিয়ে ! আমার নিজের জন্য বর্ষ শেষ এই বোধ অনুভূত হইতেছে যে, তোমার মুখতুল্য শোভাসম্পন্ন চন্দ্র মেঘরূপী রাহুর গ্রস্ত হইয়া ( মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হইয়া ) দেখা যাইতেছে না। ২৫

ভীরু ! যখন জগতের শান্তিকারী চন্দ্র মেঘমধ্যে থাকিয়াও দেখা যায়, তখন সকল মানুষ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত প্রেমী বন্ধুর ন্যায় তাহাকে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বারংবার দর্শন করিতে থাকে। ২৬

ভীরু ! প্রিয়বিয়োগিনী বনিতা গণের বিলাপের সাক্ষী চন্দ্র যখন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন যাহাদের পতি প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই সব কামিনীদিগের নেত্রসমূহে নিজের প্রিয়তমকে দর্শন করিয়াই এ সুখ শেষ অনুভব করে—ইহাই আমি মনে করি। ২৭

এই নেত্রোৎসব তাহাদেরই অনুভূত হয়, যাহাদের নিজ প্রিয়তমের সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; প্রিয়বিয়োগিনী অবলাগণের

বিনাপি চন্দ্রেণ পুরে পিতুস্তে
যতঃ প্রভা চন্দ্রগভস্তিগৌরী
গুণাগুণাংস্তত্রমসো ন বেদ্মি
যতস্ততোঽহং প্রশশংস চিত্রো ॥ ২৯

অবাপ যো ব্রাহ্মণরাজনীতো
ভ্রাণমন্ত্রৈঃ স্তুতৈস্তপোভিঃ
গায়ন্তি বিপ্রাঃ পবমানসংজ্ঞং
সমাগতাঃ পর্ব্বণি চাপ্যদায়ম্ ॥ ৩০

পিতা বুধস্যোত্তমবীর্যকর্ম্মা
পুরূরবা যস্য সুতো নৃদেবঃ।
প্রাণাধিরীড্যোঽস্মিন্নশ্বিনজঃ যো
নষ্টঃ শমীগর্ভভবঃ ভবাত্মা ॥ ৩১

তথৈব পশ্চাচ্চ্যবনে মহাত্মা
পুরোর্ব্বশীনন্দনসঃ বরিষ্ঠাম্
পীতঃ পুরা যোঽমৃতসর্ব্বদেহো
মুনিপ্রবীরৈর্ব্বরগাত্রি যোগৈঃ ॥ ৩২

নৃপঃ কৃশাগ্রৈঃ পুনরেব যস্য
ধীমানতোঽস্তিদিবি পূজ্যতে চ।
আয়ুশ্চ বংশে নহুষশ্চ যস্য
যো দেবরাজত্বমবাপ বীরঃ ॥ ৩৩

দেবাতিদেবো ভগবান্ প্রভূতো
বংশে হরির্যত্র জগৎপ্রণেতা
দৈত্যঃ প্রবীরঃ সুরকার্যহেতো-
ঃ সুতঃ যদুস্তু নৃতঃ সুতাভিঃ ॥ ৩৪

যদুশ্চ রাজাথ যদুশ্চ যস্য
বংশে মহাত্মা শশিবংশদীপঃ।
যশ্চক্রবর্ত্তিত্বমবাপ বীরঃ
স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ শত্রুসমপ্রভাবঃ ॥ ৩৫

যদুশ্চ রাজা শশিবংশমুখ্যো
যোঽবাপ সম্রাড়্বিরাজভাবম্
ভোজাঃ কুলে যস্য মহাবিপশ্চ
বীরাঃ প্রভূতাঃ সুরহাতভুল্যাঃ ॥ ৩৬

পক্ষে ত' এই চন্দ্র লাবণ্যিত্বা আনন্দকারী বলিয়া মনে হয়। এইভাবে চন্দ্র আহ্লাদক হইলেও সংযোগ ও বিয়োগ-অবস্থার ভেদে নিজের শরীরের দ্বারা সেই বস্তুগুলের লিঙ্গ এবং অভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ২৮

তোমার পিতার এই নগর ত চন্দ্রকিরণসদৃশ যোগ-প্রকাশে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অতএব এখানে চন্দ্র থাকিলে এবং না থাকিলে যে গুণ ও অবগুণ হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; সেইজন্য বারংবার এই বিষয় আলোচনা করিব। ২৯

যাহা অন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে পুণ্য ও তপস্যার দ্বারাও লাভ করা দুর্লভ, সেই ব্রাহ্মণরাজকে যিনি অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি স্তুতি করিবার যোগ্য, যাঁকে সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণগণ পবমাননামক যে উঁহার স্তোত্রবেদের গুণগান করেন, ইনিই সেই বুধের পিতা, যাঁহার পুত্র হইলেন লোকোত্তর বল ও পরাক্রমশালী পুরূরবা। ইনি প্রাণাধিরূপ এবং স্তুতি করিবার যোগ্য, অগ্নি (ওষধি ও বনস্পতিসকলের পতি বলিয়া) ইনি নষ্ট অগ্নিকে অশ্বত্থের উৎপাদন দ্বারা শমীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। ইনি ভবরূপ। ৩০-৩১

সর্ব্বাঙ্গীসুন্দরী ছিলেন; তাহার পর এই মহাত্মা চন্দ্রদেব পুরাকালে অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উর্ব্বশীকে পুরূরবাক্রমে) লাভ করিয়াছিলেন। উঁহার সর্ব্বশরীরই অমৃতময় ছিল। পূর্ব্বে কোনও এক সময়ে যোগবলে শ্রেষ্ঠ মুনিগণই অমৃতময় চন্দ্রকে পান করিয়াছিলেন। ৩২

উঁহারই বংশে জাত ধূর্ত্তিমান রাজা পুরূরবা, যিনি কুশাগ্রসমূহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। এই পুরূরবাই বংশজাত সন্তান হইলেন আয়ু. উঁহার পুত্র নহুষ। এই বীর নহুষ দেবরাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৩

দেবগণেরও পক্ষে উৎকৃষ্ট দেবতা, জগৎস্রষ্টা ভগবান্ শ্রীহরি দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য সেই চন্দ্রেরই বংশে প্রধান দৈত্যবংশী বীররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; যদু। সেই চন্দ্রকে শতরূপা শতরূপার পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। ৩৪

এই চন্দ্রেরই বংশে শশিকুলদীপক বীর ও মহাত্মা [illegible] উপরিচর বসু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি নিজের [illegible] দ্বারা চক্রবর্ত্তী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাব [illegible] ছিল। ৩৫

চন্দ্রবংশের প্রধান পুরুষ ছিলেন যদু, যিনি এই পৃথিবীতে রাজাধিরাজ পদলাভ করিয়াছিলেন। সেই মহারাজেরই বংশে দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ভোজবংশ বীরগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ৩৬

নকুটিলশ্চ যস্য নৃপোঽস্তি বংশে
ন নাস্তিকো নৈকৃতিকোঽপি বাপি।
অসদ্ধনোঽপ্যথবা কদর্যঃ
সৌহৃদেন বা বাপি কথঞ্চিদ্ধীনঃ ॥ ৩৭

বাণে বধূস্তা কমলায়তাক্ষি
শ্লাঘ্যা গুণানামপি পাত্রভূতা।
কুরু প্রণামং শিরসাপ্রণম্য
তস্য স্বমীশস্য সতাং প্রিয়স্য ॥ ৩৮

নারায়ণায়াম্বুজবাহনায়
লোকাত্মনায় ত্রিদশাত্মনায়।
খগেন্দ্রকেতোঃ পুরুষোত্তমায়
কুরু প্রণামং শ্বশুরায় দেবি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
প্রদ্যুম্নভাবনে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

---

কমললোচনে! যদুকুলে এরূপ কোনও রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি ছল-কপটতার দ্বারা কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এই কুলে না কোনও নাস্তিক, না শঠ এবং না ধনহীন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ না কৃপণ অথবা সৌহৃদ্যহীন পুরুষও উৎপন্ন হইয়াছেন। ৩৭

পদ্মপলাশলোচনে! আমার শ্রেষ্ঠ পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী সুন্দর পদ্মলোচনা মুকন্যা! তুমি সেই চক্রপাণি ও বংশধরেরই বধূ। তুমি সদ্‌গুণসমূহের বিশেষ পাত্র ও প্রশংসনীয়। অতএব তুমি সৎপুরুষগণের প্রিয় জগদীশ্বর শ্রীহরিকে প্রণাম কর। ৩৮

দেবি। যিনি গরুড় ধ্বজার আশ্রয়স্থান, সম্পূর্ণ জগৎ ও দেবগণেরও আধার, সেই পদ্মাক্ষ পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণ তোমার শ্বশুর। তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর। ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে প্রদ্যুম্নের ভাবনবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ কশ্যপেন নিবারিতস্যাপি বজ্রনাভস্য ত্রিলোকজয়ায় প্রস্থানম্, শ্রীকৃষ্ণেনেন্দ্রেণ চ প্রদ্যুম্নসমীপে সন্দেশপ্রেষণম্, দৈত্যৈঃ প্রদ্যুম্নাদীনাং পুত্রাণামবরোধঃ, প্রভাবতীপ্রভৃতিভিরপি প্রদান পূর্ব্বকং পতীনাং যুদ্ধায় প্রেরণম্, ইন্দ্রেণ তেষাং সহায়তাকরণম্, প্রদ্যুম্নস্যাদ্ভুতপরাক্রমবর্ণনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

সত্রাবসানে চ মুনেঃ কশ্যপস্যামিতৌজসঃ
জগ্মুর্দেবাসুরাঃ সর্ব্বে স্থানান্যমিতবিক্রমাঃ ॥ ১

বজ্রনাভোঽপি নির্বৃত্তে সত্রে কশ্যপমভ্যগাৎ
ত্রৈলোক্যবিজয়াকাঙ্ক্ষী তমুবাচাথ কশ্যপঃ ॥ ২

বজ্রনাভ নিবোধ ত্বং শ্রোতব্যং যদি চেন্মম।
বস বজ্রপুরে পুত্র স্বজনেন সমাবৃতঃ ॥ ৩

তপসাভ্যধিকঃ শক্রঃ শক্রকেশব স্তাবন্তঃ
ব্রাহ্মণাশ্চ গুরুশ্চৈব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ ॥ ৪

রাজা কৃৎস্নস্য জগতঃ স প্রভুঃ সতাং গতিঃ।
সম্প্রাপ্তো লোকরাজ্যং স সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৫

নৈব শক্যস্ত্বয়া জেতুং বজ্রনাভ বিহায়সে।
অহিঃ পদা বৃশ্চ্যমন্ বৈ নচিরাদ্ বিনশিষ্যসি ॥ ৬

---

## ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ কশ্যপ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ত্রিলোক বিজয়ের জন্য বজ্রনাভের প্রস্থান, শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের নিকট সংবাদ প্রেরণ, দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নাদির পুত্রগণকে অবরোধ, প্রভাবতীপ্রভৃতি কর্ত্তৃক তরবারি প্রদান পূর্ব্বক পতিদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহাদের সহায়তাকরণ এবং প্রদ্যুম্নের অদ্ভুতপরাক্রম বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অমিত তেজস্বী কশ্যপ মুনির যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর অমিত পরাক্রমশালী দেবগণ ও অসুরগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। ১

যজ্ঞ পূর্ণ হইলে পর বজ্রনাভও ত্রিভুবন জয় করিতে অভিলাষী হইয়া কশ্যপের নিকট গমন করিল। তখন কশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন। ২

পুত্র বজ্রনাভ! যদি আমার কথা শুনিবার ও গ্রহণ করিবার যোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি নিজ স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া বজ্রপুরেই বাস কর। ৩

ইন্দ্র তপস্যায় তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র মহাবলশালী শক্তিশালী এবং ব্রাহ্মণভক্ত, গুরুজন ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও উত্তম গুণসমূহে শ্রেষ্ঠতম। ৪

সে সম্পূর্ণ জগতের রাজা, প্রভু ও সৎপুরুষগণের আশ্রয় এবং তিন লোকের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত আছে। ৫

বজ্রনাভ! তুমি তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। জয় করিবার চেষ্টা করিলে শীঘ্রই নিহত হইবে। সর্পকে চরণের

বজ্রনাভস্ত তদ্বাক্যং নাভিনন্দতি ভারত
কালপাশপরীতাত্মা নষ্টঃ কাম ইবৌষধম্ ॥ ৭

অতিবাহ্য স দুর্বুদ্ধিঃ কশ্যপং লোকভাবনম্ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ারম্ভে মতিং চক্রে দুরাসদঃ ॥ ৮

অভিযোধান্ সমানীয় মিত্রাণি সুহৃদানি চ ।
প্রথমে স্বর্গমেবাগ্রে বিজিগীষন্ বিশাম্পতে ॥ ৯

এতস্মিন্নন্তরে দেবৌ কৃষ্ণেন্দ্রৌ চ মহাবলৌ
প্রেষয়ামাসতুর্হংসান্ বজ্রনাভবধং প্রতি ॥ ১০

সমাগতাস্তু তচ্ছ্রুত্বা যদুমুখ্যা মহাবলাঃ
মন্ত্রয়িত্বা মহাত্মানশ্চিন্তয়ামাসিরে তথা ॥ ১১

বজ্রনাভোঽয়ং হন্তব্যঃ প্রদ্যুম্নেনাত্মসংশয়ম্
তত্রোপস্থিতো ভার্যা ভক্তা তাঃ সর্বভাবনাঃ ॥ ১২

সর্বাঃ সগর্ভাস্তাশ্চৈব কিং তু কার্যমনন্তরম্ ।
প্রাপ্তঃ প্রসবকালশ্চ তাসাং নাতিচিরাদিব

সপ্তর্ষিবৈশ্বদেবৈঃ হংসাশ্চৈব মহাবলাঃ ।
আখ্যাতমর্থবৎ কৃৎস্নং শক্র-কেশবয়োস্তদা ॥১৪

হংসৈর্নিবেদিতা তদাখ্যাতং দেবয়োস্তদ্ যথাতথম্ ।
তাভ্যাং হংসাস্তু সন্দিষ্টা ন চেতব্যমিতি প্রভো ॥ ১৫

উৎপৎস্যন্তি গুণৈঃ শ্লাঘ্যাঃ পুত্রা বঃ কামরূপিণঃ ।
গর্ভস্থাঃ সর্ববেদাংশ্চ সাঙ্গান্ ভেৎস্যন্ত্যনিন্দিতাঃ ॥ ১৬

তথা চানাগতং সর্বমন্যাণি বিবিধানি চ
সদ্য এব যুবানশ্চ ভবিষ্যন্তি সুপণ্ডিতাঃ ॥ ১৭

এবমুক্তা গতা হংসা পুনর্বজ্রপুরং বিভো ।
শশংসুশ্চৈব ভৈমানাং শক্র কেশবভাষিতম্ ॥ ১৮

প্রভাবতী তদা পুত্রং সুষুবে সদৃশং পিতুঃ ।
সদ্যো যৌবনসম্প্রাপ্তং সর্বজ্ঞঞ্চ ভারত ॥ ১৯

মাসমাত্রেণ সুষুবে দেবী চন্দ্রবতী নৃপ
চন্দ্রপ্রভমিতি খ্যাতং তনয়ং সদৃশং পিতুঃ ॥ ২০

---

যাহা আহারপূর্বক অতিক্রান্ত করিবার পর তুমি পীড়ায় নষ্ট হইয়া যাইবে। ৬

ভারত ! বজ্রনাভের সর্বাঙ্গ কালপাশে বদ্ধ ছিল। যেরূপ মুমূর্ষু রোগীর ঔষধ ভাল লাগে না, সেইরূপ বজ্রনাভের কশ্যপের এই উপদেশ বাক্য মনোমধ্যে গ্রহণ করিতে ভাল লাগিল না। ৭

দুর্মতি ও দুর্জয় সেই অসুর লোকস্রষ্টা কশ্যপকে প্রণাম করিয়া ত্রিভুবন-জয়ের কার্য আরম্ভ করিতে বুদ্ধি স্থির করিল। ৮

প্রজানাথ ! সমস্ত বন্ধুগণকে ও অন্য সব মিত্রবর্গকেই যোদ্ধারূপে সঙ্গে লইয়া বজ্রনাভ বিজয়লাভের ইচ্ছায় প্রথমে স্বর্গলোকেই প্রস্থান করিল। ৯

ইহার মধ্যে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয় দেবতা বজ্রনাভকে বধ করিবার জন্য সংবাদ দিয়া হংসদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। ১০

বজ্রপুরে সমাগত মহাবল ও মহাত্মা যদুশ্রেষ্ঠগণ হংসসকলের মুখ হইতে সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরস্পর পরামর্শ করত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১১

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, প্রদ্যুম্ন কর্তৃক বজ্রনাভের বিনাশ অবশ্যই হইবে। কিন্তু বজ্রনাভ ও তাহার ভ্রাতা সুনাভ এই উভয়ের কন্যাগণ ভক্তি সহকারে আমাদের ভার্যা হইয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই সর্বপ্রকারে আমাদের শুভচিন্তা করে। এই সময় প্রভাবতী, চন্দ্রবতী ও গুণবতী এই তিন দানব-কন্যা গর্ভবতী হইয়াছে; অতএব এখন আমাদের কি করা কর্তব্য ? এই তিনজনের প্রসবকালও অনতিবিলম্বেই আসিবে। ১২-১৩

এই বিষয়ে ভালভাবে পরস্পর বিচার-বিবেচনা করিয়া সেই মহাবল যাদবগণ তখন হংসদিগকে বলিলেন—তোমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের নিকট যাইয়া এই সব প্রয়োজনপূর্ণ সমস্ত কথাই তাঁহাদিগকে নিবেদন কর। ১৪

প্রভো ! তখন হংসগণ সেখানে যাইয়া উভয় দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রকে সব বিষয়ই যথাযথভাবে নিবেদন করিল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়ে হংসগণকে এই সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন যে, যাদবগণ ! তোমরা কোনরূপেই ভীত হইও না। তোমাদের সেই সব স্ত্রীর গর্ভ হইতে ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী বহু পুত্র উৎপন্ন হইবে; যাহারা নিজেদের উত্তম গুণসমূহের জন্য সকলেরই স্পৃহণীয় হইয়া উঠিবে। এই উত্তম পুত্রগণ গর্ভে বাস করিবার সময়েই অঙ্গ ( শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ —এই ছয় অঙ্গ ) সহ সম্পূর্ণ বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। ১৫-১৬

এইভাবে তাহাদের নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিষয়েরই যথার্থ জ্ঞানলাভ হইবে। তাহারা জন্মগ্রহণের পর তৎক্ষণাৎই যুবক ও সুপণ্ডিত হইবে। ১৭

প্রভো ! তাঁহারা ( শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র ) এই কথা বলিলে পর সেই হংসগণ পুনরায় বজ্রপুরে গমন করিল। সেখানে তাহারা যাদবদিগকে ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের কথিত সংবাদ নিবেদন করিল। ১৮

সেই সময় প্রভাবতী এক পুত্রের জন্মদান করিলেন, যিনি নিজের পিতা প্রদ্যুম্নেরই সমান সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তারপর তিনি তৎক্ষণাৎ যৌবন প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মধ্যে সর্বজ্ঞতাও বিদ্যমান ছিল। ১৯

নরেশ্বর ! তাহার একমাস পরে চন্দ্রবতী দেবীও এক পুত্র

সম্প্রাপ্তো যৌবনং প্রাপ্তঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ভারত ।
গুণবত্যাপি পুত্রশ্চ গুণবত্তমনিন্দিতা ॥ ২১
যুবানাবথ সম্ভূতৌ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদৌ
ইন্দ্রোপেন্দ্রপ্রসাদেন সংবৃত্তৌ যুদ্ধবর্ধনৌ ॥ ২২
হর্ম্যপৃষ্ঠে বর্তমানা দৃষ্টাস্তে যদুনন্দনাঃ
ইন্দ্রোপেন্দ্রেচ্ছয়া বীর নান্যথেত্যবধার্যতাম্ ॥ ২৩
নিবেদিতাশ্চ সম্রাটৈর্দৈত্যৈরাকাশরক্ষিভিঃ ।
বজ্রনাভায় বীরায় ত্রিবিষ্টপজয়ৈষিণে ॥ ২৪
বধ্যন্তাং সর্বে গৃহ্যন্তাং সর্বৈতে গৃহধর্ষকাঃ ।
ইত্যুবাচাসুরপতির্বজ্রনাভো মহাসুরঃ ॥ ২৫
ততঃ সৈন্যঃ সমাজ্ঞপ্তমসুরেন্দ্রেণ ধীমতা ।
আবারয়ামাস দিশঃ সর্বাঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥ ২৬
গৃহ্যতামাশু বধ্যতামিতি বাচস্ততস্ততঃ ।
উচ্চেরুরসুরেন্দ্রস্য শাসনাৎপুরবাসিনঃ ॥ ২৭
তচ্ছ্রুত্বা বাধিতাস্তেষাং মাতরঃ পুত্রবৎসলাঃ ।
রুরুদুস্তা রুদন্ত্যাশ্চ প্রদ্যুম্নঃ প্রহসন্ ব্রবীৎ ॥ ২৮
মা ভৈষ্ট জীবমানেষু স্থিতেষ্বস্মাসু সর্বথা ।
কিং নো দৈত্যাঃ করিষ্যন্তি সর্বথা ভদ্রমস্তু বঃ ॥ ২৯
প্রভাবতীমথোবাচ প্রদ্যুম্নো বিহসন্ স্থিতাম্ ।
পিতা তব গদাপাণিঃ পিতৃব্যাশ্চ স্থিতাস্তব ॥ ৩০
ভ্রাতরশ্চৈব তে দেবি জ্ঞাতয়শ্চ তথাপরে ।
এতে পূজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ তবার্থে খলু সর্বথা ॥ ৩১
ভগিন্যৌ পৃচ্ছ ভদ্রং তে কালোঽয়ং খলু দারুণঃ ।
মরণং সহমানানাং যুধ্যতাং বিজয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৩২
দানবেন্দ্রানমী হন্তুং যোৎস্যন্তে যদুবংশিনঃ ।
কিমত্র কার্যমস্মাভিঃ সর্বৈশ্চক্রানুরক্ষিতৈঃ ॥ ৩৩

প্রসব করিলেন, যে পুত্র নিজ পিতার সদৃশই রূপে সুন্দর ও শক্তিশালী ছিলেন। ইহার নাম হইল চন্দ্রপ্রভ। ২০

ভারত! ইনিও ক্রমশঃ যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন এবং ইহার মধ্যেও সর্বশাস্ত্রজ্ঞতা ছিল। তাহার পর সাধ্বী গুণবতীও এক গুণবান্ পুত্রের জন্মদান করিলেন। এই উভয় বালকই অকস্মাৎ যুবক ও সম্পূর্ণ শাস্ত্রের পণ্ডিত হইয়া যাইলেন। ইহারা উভয়েই যুদ্ধবর্ধনকারী (অর্থাৎ যুদ্ধে আগে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধকারী) ছিলেন। ইন্দ্রের ও উপেন্দ্রের প্রসাদেই এই দুই বালকে এই সব সদ্গুণ আসিয়াছিল। ২১-২২

বীর! একদিন অট্টালিকার ছাদে পরিভ্রমণকারী এই সব বুদ্ধিশীল যাদবকুমারদিগকে দানবগণ দেখিতে পাইল। ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ইচ্ছাতেই এরূপ হইয়াছিল, অন্যথা নহে। এই কথা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও। ২৩

এই সময় আকাশের দিক হইতে নগরের রক্ষাকারী দৈত্যগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া স্বর্গ জয় করিতে অভিলাষী বীর বজ্রনাভকে সেই বালকদিগের বিষয় নিবেদন করিল। ২৪

ইহা শ্রবণ করত অসুররাজ মহাসুর বজ্রনাভ বলিল—এই সব বালক আমার গৃহকে কলঙ্কিত করিয়াছে। ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য বন্দী কর। ২৫

কুরুকুলতিলক জনমেজয়! তদনন্তর বুদ্ধিমান অসুররাজ বজ্রনাভের আদেশে অসুরসৈন্যবাহিনী সকল দিক দিয়া আসিয়া সেই নগরকে পরিবেষ্টিত করিল। সর্বদিকেই তখন এই কথা শুনা যাইল যে, বন্দী কর, শীঘ্র বধ কর। নগরবাসিদিগকে শাসনকারী অসুররাজ বজ্রনাভের আদেশে সকল দৈত্যরা এই কথাই বলিতেছিল। ২৬-২৭

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বালকগণের পুত্রবৎসলা মাতারা শোকে বাধিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় রোদনপরায়ণা সেই দেবীদিগকে প্রদ্যুম্ন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন। ২৮

দানবকন্যাগণ! তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের সকলের সর্বথা মঙ্গল হউক। যখন আমরা সকলে সর্বথা জীবিত থাকিয়া এখানে অবস্থান করিতেছি, তখন এই দৈত্যগণ আমাদের কি করিবে? ২৯

ইহার পর প্রদ্যুম্ন হাস্যমুখ হইয়া শোকমগ্না প্রভাবতীকে বলিলেন—দেবি! তোমার পিতা ও পিতৃব্যগণ হস্তে গদা ধারণ করত অবস্থান রহিয়াছেন। তোমার ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতিগণও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহারা সকলেই তোমার সম্পর্কবশতঃ সর্বথা আমার পূজ্য ও মান্য। ৩০-৩১

তোমার মঙ্গল হউক। তুমি নিজের দুই ভগিনীকেও জিজ্ঞাসা কর। এই সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যাঁহারা মরণের কষ্ট সহ্য করিয়া যুদ্ধ করেন, তাঁহাদের অবশ্যই জয়লাভ হইয়া থাকে। ৩২

এই দানবরাজ বজ্রনাভ আজ নিজকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিবেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য? আমরা সকলে তোমার আজ্ঞার অধীন। ৩৩

প্রভাবতী রুদন্তী তু প্রদ্যুম্নমিদমব্রবীৎ
শিরস্যঞ্জলিমাধায় পাদয়োঃ পতিতা স্থিতা ॥ ৩৪
গৃহাণ শস্ত্রমাত্মানং রক্ষ শত্রুনিবর্হণ।
জীবন্ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ দ্রষ্টাসি যদুনন্দন ॥ ৩৫
আর্যাং নৃবর বৈদর্ভীমনিরুদ্ধঞ্চ মানদ।
সুবৈস্তবৌক্ষ্যাত্মানং বাসনাৎপরিরক্ষণ ॥ ৩৬
দুর্বাসসা বরো দত্তো মুনিনা মম ধীমতা
বৈধব্যরহিতা স্রষ্টা জীবপুত্রা ভবিষ্যসি ॥ ৩৭
এষ মে হৃদয়াশ্বাসো ভবিতা ন তদন্যথা।
দুর্বাসিতেজসো বাক্যং মুনেরগ্নিসমপ্রভ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বাসিমাদায় দৃপস্পৃষ্টা মনস্বিনী
প্রদদৌ রৌক্মিণেয়ায় জয়েত্যুক্ত্বা বরং বরা ॥ ৩৯
স তং জগ্রাহ ধর্মাত্মা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা
প্রণতা শিরসা দত্তং প্রিয়য়া ভক্তিযুক্তয়া ॥ ৪০

চন্দ্রবত্যাপি নিস্ত্রিংশঃ গদাং প্রাদাৎ সুতা
তথা গুণবতী চৈব সাম্বায়াসিং মহাত্মনে ॥ ৪১
হংসকেতুমথোবাচ প্রদ্যুম্নঃ প্রণতঃ প্রভুঃ
ইহৈব সারথিস্তো মৃধায় সহ সাত্বতৈঃ ॥ ৪২
আকাশে দিক্ষু সর্বাসু যোৎস্যাম্যহমরিন্দম।
ইত্যুক্ত্বা রথং চক্রে মায়য়া মায়িনাং বরঃ ॥ ৪৩
সহস্রশিরসং নাগং কৃত্বা সারথিমাত্মবান্
অনন্তভোগং কৌরব্য সর্বনাগোত্তমোত্তমম্ ॥ ৪৪
স তেন রথমুখ্যেন বর্ধয়ন্ বৈ প্রভাবতীম্।
চচারাসুরসৈন্যেষু ভুগেষিব হুতাশনঃ ॥ ৪৫
শরৈরাশীবিষপ্রখ্যৈরর্ধচন্দ্রাগ্রকারিভিঃ।
তেষাং নৈশাচরৈঃস্তৈব ততর্দ দিতিসম্ভবান্ ॥ ৪৬
অসুরাশ্চ রণে নত্তাঃ কাঙ্ক্ষিঃ প্রস্রবিতস্ততঃ।
জঘ্নুঃ কমলপত্রাক্ষং পরং নিশ্চয়মাস্থিতাঃ ॥ ৪৭

সেই সময় প্রভাবতী রোদন করিতে করিতে দুই পা ধরিয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া প্রদ্যুম্নকে এই কথা বলিলেন। ৩৪

শত্রুসংহারকারী যদুনন্দন! অস্ত্র গ্রহণ কর এবং নিজেকে রক্ষা কর। যদি জীবিত থাক, তবেই পুত্র ও পত্নীদিগকে দেখিতে পাইবে। ৩৫

নরশ্রেষ্ঠ! মানদ! আর্যা রুক্মিণী দেবী ও পুত্র অনিরুদ্ধকেও দর্শন করিতে পাইবে। শত্রুদমন! এই সব স্মরণ করিয়া তুমি নিজেকে বিপদ হইতে মুক্ত কর। ৩৬

বুদ্ধিমান্ দুর্বাসা মুনি আমাকে বর দিয়াছিলেন যে, তুমি বৈধব্যরহিতা, হৃষ্টা ও জীবিত পুত্রগণের মাতা হইবে। ৩৭

হে বীর কলির্দমন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র! (অতএব তোমার বলপরাক্রম অনন্তগুণ।) এই বর আমার হৃদয়কে আশ্বাসদান করিতেছে। সেই সূর্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী দুর্বাসা মুনির বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে, কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। ৩৮

এই কথা বলিয়া শ্রেষ্ঠ মনস্বিনী নারী প্রভাবতী এক তরবারি লইয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিলেন এবং রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নকে তাহা প্রদান করিলেন। তারপর এই বরও প্রদান করিলেন যে, তুমি এই যুদ্ধে জয় লাভ কর। ৩৯

নিজের প্রতি ভক্তিপরায়ণা প্রিয়তমা প্রভাবতী কর্তৃক প্রদত্ত সেই তরবারিকে ধর্মাত্মা প্রদ্যুম্ন মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্বক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে হস্তে গ্রহণ করিলেন। ৪০

এইরূপ চন্দ্রবতীও সেই সময় গদকে আনন্দসহকারে খড়্গ প্রদান করিলেন। তদনন্তর গুণবতীও মহাত্মা সাম্বকে একটি তরবারি প্রদান করিলেন। ৪১

তাহার পর প্রভাবশালী প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে শত্রুদমন নিজ সারথি হংসকেতুকে বলিলেন,—তুমি এইখানে যাদবগণ ও সাম্বের সহিত অবস্থান করত অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ কর। ৪২

শত্রুদমন! আমি আকাশে ও সমস্ত দিকসমূহে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। এই কথা বলিয়া মায়াবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন মায়ার দ্বারা এক রথ নির্মাণ করিলেন। ৪৩

কুরুনন্দন! মনস্বী প্রদ্যুম্ন অনন্ত দেহধারী, সমস্ত নাগগণের মধ্যে সর্বোত্তম ও সহস্র মস্তকবিশিষ্ট এক নাগকে নিজের সারথি করিয়া সেই মুখ্য রথের দ্বারা প্রভাবতীর হর্ষবর্ধন করিতে করিতে অসুরসৈন্যগণের মধ্যে তৃণরাশির মধ্যে অগ্নির ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৪-৪৫

প্রদ্যুম্ন বিষধর সর্পসদৃশ তীক্ষ্ণ, অর্ধচন্দ্রাকার, তেজস (সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত) ও ভল্ল (স্থূল অগ্রভাগবিশিষ্ট) বাণসমূহের দ্বারা দৈত্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৪৬

অসুরগণও দৃঢ় নিশ্চয় অবলম্বন করত নত হইয়া এদিক্ সেদিক্ দিয়া অস্ত্রসমূহের দ্বারা কমলনয়ন প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিতে লাগিল। ৪৭

চিচ্ছেদ বাহূন্ কেষাঞ্চিৎ কেয়ূরবলয়োজ্জ্বলান্
সকুণ্ডলানি কেষাঞ্চিচ্ছিরাংস্যপি চ চিচ্ছিদে ॥ ৪৮

ছিন্নৈঃ শিরোভিস্ত কাশৈস্ত সকলৈরপি
অসুরাণাং মহী কীর্ণা প্রদ্যুম্নেনাতিতেজসা ॥ ৪৯

দেবেশ্বরো দেবগণৈঃ সহিতঃ খস্থিতস্তদা ।
দদর্শ মুদিতো যুদ্ধং দৈত্যানাং [illegible] সহ ॥ ৫০

যে গদং চৈব শাম্বঞ্চ দৈত্যাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ
তে বসুবিক্রমং [illegible] নরোত্তমৌ ॥ ৫১

বিষমং তু তদা যুদ্ধং দৃষ্ট্বা দেবপতির্হরিঃ ।
গদায় প্রেষয়ামাস স্বং রথং হরিবাহনঃ ॥ ৫২

দিদেশ মাতলিসুতং যন্তারঞ্চ সুবর্চসম্
সাম্বায়ৈরাবণং নাগং প্রেষয়ামাস চেশ্বরঃ ॥ ৫৩

জয়ন্তং বৌধিঃ [illegible] বিভুঃ ।
ঐরাবণবিষ্টাতুঃ প্রবরং স নিযুক্তবান্ ॥ ৫৪

দেবপুত্রবিদ্ধৌ বীরাবপ্রমেয়পরাক্রমৌ
অসুরাণাং সুরারাধ্যৌ [illegible] লোকভাবনম্ ॥ ৫৫

তং মাতলিসুতঃ চৈব গজমৈরাবণং তথা
দেবঃ প্রেষিতবাংস্তত্র বিদিত্বা যুদ্ধকর্মসু ॥ ৫৬

ক্ষীণমস্য তপো যাতো প্রদ্যুম্নেন দুর্মতিঃ ।
প্রবিশন্তি তু ভূতানি সর্বত্র তু যথেপ্সিতম্ ॥ ৫৭

প্রদ্যুম্নশ্চ জয়ন্তশ্চ প্রাপ্তৌ দৈত্যং মহাবলৌ
অসুরান্ হত্বা লোকৈর্বিক্রামন্তৌ প্রচক্রতুঃ ॥ ৫৮

গদং কাম্পিত্যবোবাচ দুর্দান্তো [illegible] ।
উপেন্দ্রায়ুজ শক্রেণ রথোঽয়ং প্রেষিতস্তব ॥ ৫৯

হরিযুক্ মাতলিসুতো যন্তা চায়ং মহাবলঃ ।
প্রবরাধিষ্ঠিতশ্চায়ং সাম্বস্যৈরাবণো গজঃ ॥ ৬০

অস্তোপকারে [illegible] মহাবলঃ
ন প্রমাতি [illegible] ॥ ৬১

এই সময় প্রদ্যুম্ন বহু অসুরের দেহ ও গর্দানের কাছিতে দেবৌপাদান বাহুমণ্ডল ছেদন করিলেন এবং বহু অসুরের মস্তকসমূহও ছেদন করিয়া দিলেন। ৪৮

অত্যন্ত তেজস্বী প্রদ্যুম্ন কর্তৃক ছিন্ন অসুরগণের মস্তক, শরীর ও খণ্ড-বিখণ্ড দেহাংশসমূহের দ্বারা সেখানের ভূমি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ৪৯

দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত আকাশে অবস্থান করত আনন্দিত মনে দৈত্য ও যাদবগণের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৫০

যে সব দৈত্য গদ ও শাম্বের উপর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই অর্থাৎ জলপূর্ণ মহাসাগরে নিমগ্ন [illegible] প্রায় হইল। ৫১

সেই সময় যুদ্ধের বিষম পরিস্থিতি দেখিয়া হরিবাহন* দেবরাজ ইন্দ্র গদের জন্য নিজের রথ প্রেরণ করিলেন এবং সেই রথে মাতলির পুত্র সুবর্চাকে সারথি করিয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত দেবেশ্বর ইন্দ্র শাম্বের জন্য নিজের ঐরাবত হস্তীকে পাঠাইয়া দিলেন। ৫২-৫৩

কেবল ইহাই নহে, ভগবান ইন্দ্র নিজের পুত্র জয়ন্তকে প্রদ্যুম্নের সহায়ক করিয়া দিলেন এবং ঐরাবতকে সঞ্চালন করিবার জন্য নিজের সখা প্রবরনামক এক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলেন। ৫৪

দেবপুত্র জয়ন্ত ও ইন্দ্রপুত্র প্রদ্যুম্ন ও [illegible] প্রবর—ইঁহারা উভয়েই অপরিমিত পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। যেই কার্যসমূহে তাঁহার আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে, অর্থাৎ দেবেন্দ্র সুরাধ্যক্ষ লোকভাবন অসংখ্য [illegible] লইয়া জয়ন্ত, প্রবর, মাতলিপুত্র সুবর্চা ও নিজের ঐরাবত হস্তীকে সেই সময় সেখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৫৫-৫৬

তখন সকল প্রাণী সর্বত্র নিজেদের ইচ্ছানুসারে এই কথা বলিতে লাগিল যে, এই বজ্রনাভের তপস্যা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। এই দুর্মতি দৈত্য এখন যাদবগণের হাতে নিহত হইবে। ৫৭

প্রদ্যুম্ন ও জয়ন্ত—এই দুই মহাবল বীর প্রাসাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ৫৮

সেই সময় দুর্বারণীয় বহুদর্শী বীর শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন গদকে বলিলেন,—উপেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতঃ! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার জন্য এই রথ পাঠাইয়া দিয়াছেন। ৫৯

এই রথে হরিৎবর্ণের অশ্বগণ যোজিত আছে এবং মাতলির এই মহাবল পুত্র সুবর্চা এই রথের সারথি আছে। যাঁহার সঞ্চালকরূপে প্রবর আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই ঐরাবত হস্তীও শাম্বের জন্য আসিয়াছে। ৬০

অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতঃ! আজ দ্বারকায় মহাদেবের এক মহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে [illegible] পূর্ণ হইলে পর আমার

* হরিৎ বর্ণের অশ্বগণ ইন্দ্রের রথ বহন করে বলিয়া ইন্দ্রকে হরিবাহন বলা হয়।

তস্মাজ্জয়া বধিষ্যামো বজ্রনাভং সবান্ধবম্ ।
অন্যায়ানুকৃতঃ পাপঃ ত্রিবিষ্টপজয়ং প্রতি ॥ ৬২
করিষ্যামি বিধানঞ্চ নৈব শক্রঃ সুতাধিপম্
বিশেষতোঽপ্রমাদশ্চ কর্তব্য ইতি মে মতিঃ ॥ ৬৩
কলত্ররক্ষণং কার্য্যং সর্বোপায়ৈর্নরৈর্বুধৈঃ ।
কলত্রধর্ষণা লোকে মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬৪
এবং সঞ্চিন্ত্য তৈস্তঃ স পথ-মাত্রে মহাবলঃ ।
প্রদ্যুম্নকোটিঃ সসৃজে মায়য়া দিব্যরূপয়া ॥ ৬৫
ততস্তু নাশয়ামাস দৈত্যান্সর্বান্ দুরাসদম্ ।
জহৃষে দেবরাজস্তু তং দৃষ্ট্বা রিপুনন্দনম্ ॥ ৬৬

সর্বতঃ সর্বভূতানি কার্ষ্ণিং সর্বেষু শত্রুষু ।
অন্তরাত্মনি বর্তন্তং ক্ষেত্রজ্ঞমিব তং বিভুম্ ॥ ৬৭
এবং যাতা তু রজনী রৌক্মিণেয়স্য যুধ্যতঃ ।
অসুরাণাং ত্রিভাগশ্চ নিহতস্তেন তেজসা ॥ ৬৮
যাবদ্ বিযোধয়ামাস কার্ষ্ণির্দৈত্যান্ রণাজিরে ।
সন্ধ্যোপাস্তা জয়ন্তেন তাবদ্ বিষ্ণুপদীজলে ॥ ৬৯
অযোধয়জ্জয়ন্তশ্চ যাবদ্ দৈত্যান্মহাবলঃ ।
তাবদাকাশগঙ্গায়াং তেন সন্ধ্যামুপাস্তবান্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
প্রদ্যুম্নদৈত্যযুদ্ধে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

পূজা দিয়া যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আগামী কাল এখানে আসিবেন ॥ ৬১

তাঁহারই আজ্ঞায় স্বর্গলোক জয় করিতে উদ্যত পাপী বজ্রনাভকে তাহার বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমরা বিনাশ করিব ॥ ৬২

আমি এরূপ এক উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে এই দৈত্য বজ্রনাভ পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিতে না পারে; কিন্তু আমাদের বর্তমানে অতএব প্রমাদ করা উচিত নহে—সদা সাবধানে থাকিতে হইবে; ইহাই আমার সিদ্ধান্ত ॥ ৬৩

বিদ্বান্ পুরুষগণের কর্তব্য হইল—সর্বপ্রকার উপায়ে নিজেদের পত্নীদিগকে রক্ষা করা। যদি পত্নীর পরপুরুষের দ্বারা তিরস্কার প্রাপ্তি হয়, তবে উহা সংসারে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৬৪

মনে মনে এই কথা বলিয়া মহাবল প্রদ্যুম্ন বীর দিব্য মায়ার দ্বারা কোটি প্রদ্যুম্ন সৃষ্টি করিলেন ॥ ৬৫

এই সমস্ত অসুরগণ যে দৈত্যের অহংকার সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রদ্যুম্ন উহাকেও নষ্ট করিয়া দিলেন। শত্রুসূদন প্রদ্যুম্নকে এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ॥ ৬৬

সমস্ত প্রাণিগণ এই সময় সকল শত্রুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে প্রত্যেক অন্তরাত্মায় বিদ্যমান ক্ষেত্রজ্ঞের ন্যায় মনে করিতে লাগিল ॥ ৬৭

এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের সারারাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইল। তিনি নিজের অত্যন্ত তেজে অসুরগণের তিনটি ভাগকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৬৮

শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন রণাঙ্গনে যতক্ষণ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, ততক্ষণের মধ্যে জয়ন্ত গঙ্গাজলে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া লইলেন। তারপর মহাবল জয়ন্ত আসিয়া যে পর্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, সেই সময়ের মধ্যে প্রদ্যুম্নও আকাশগঙ্গার জলে সন্ধ্যোপাসনা সম্পূর্ণ করিলেন ॥ ৬৯-৭০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে প্রদ্যুম্ন ও দৈত্যগণের যুদ্ধবিষয়ক ছিয়ানব্বইতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ প্রদ্যুম্নেন বজ্রনাভস্য বধঃ, প্রদ্যুম্নাদীনাং পুত্রাণাং রাজ্যাভিষেকশ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

জগচ্চক্ষুষি ততো মুহূর্তাভ্যুদিতে রবৌ।
প্রাদুরাসীদ্ধরির্দেবস্তার্ক্ষ্যে ঘোরপরাক্রমঃ ॥ ১

হংসবায়ুমনোভিশ্চ তুল্যস্তুরগঃ খগঃ
তস্থৌ বিয়তি শক্রস্য সমীপে কুরুনন্দন ॥ ২

সমেত্য চ যথান্যায়ং কৃষ্ণো বাসবসন্নিধৌ।
পাঞ্চজন্যং হরির্দধ্মৌ দৈত্যানাং ভয়বর্দ্ধনম্ ॥ ৩

তং শ্রুত্বাভ্যাগতস্তত্র প্রদ্যুম্নঃ পরবীরহা।
বজ্রনাভং জহীত্যুক্তঃ কেশবেন হরেণ চ ॥ ৪

তার্ক্ষ্যমারুহ্য গচ্ছেতি পুনরেব প্রণোদিতঃ।
চকার স তথা বীরঃ প্রণিপত্য সুরোত্তমৌ ॥ ৫

স মনোজবসা বীর তার্ক্ষ্যেণাশু যযৌ নৃপ।
অভ্যাসং বজ্রনাভস্য মহাবলস্য ভারত ॥ ৬

ততস্তার্ক্ষ্যাসনো বীরস্তত্রৈব রণমূর্দ্ধনি।
বজ্রনাভং স্থিরো ভূত্বা সর্ব্বাস্ত্রবিনিশ্চিতঃ ॥ ৭

তেন তার্ক্ষ্যগতেনৈব গদয়া কৃষ্ণসূনুনা।
উরস্যভিহতো বীরো বজ্রনাভো মহাত্মনা ॥ ৮

স তেনাভিহতো বীরো দৈত্যো মোহবশং গতঃ।
চকার চ ভৃশং রক্তং বক্ত্রেণৈব গতাসুবৎ ॥ ৯

আশ্বসেত্যাথ তং কার্ষ্ণিরুবাচ রণদুর্জয়ঃ।
লব্ধসংজ্ঞঃ স বীরস্তু প্রদ্যুম্নমিদমব্রবীৎ ॥ ১০

সাধু যাদব বীর্য্যেণ শ্লাঘ্যো মম রিপুর্ভবান্।
প্রতিপ্রহারকালোঽয়ং স্থিরো ভব মহাবল ॥ ১১

এবমুক্ত্বা মহানাদং মুক্ত্বা মেঘসমোপমম্।
গদাং মুমোচ বেগেন সঘণ্টাং শতকণ্টকাম্ ॥ ১২

## সপ্তনবতিতম অধ্যায়

[ প্রদ্যুম্ন কর্তৃক বজ্রনাভবধ এবং প্রদ্যুম্নাদির পুত্রগণের রাজ্যাভিষেক।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর যখন জগতের নেত্ররূপী ভগবান্ সূর্যদেবের উদয়ের পর মুহূর্তকাল অতিবাহিত হইল, তখন সর্পনাশক গরুড়ে আরূঢ় হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি সেখানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ১

কুরুনন্দন! হংস, বায়ু ও মন হইতেও অত্যন্ত শীঘ্রতর গতিতে গমনকারী আকাশগামী গরুড় আকাশে ইন্দ্রের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২

শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের সমীপে গমন করত যথোচিত রীতিতে মিলিত হইয়া নিজের পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খবাদ্য করিলেন, যে শঙ্খ দৈত্যগণের ভয়বর্দ্ধনকারী ছিল। ৩

শত্রুবীরকুলের সংহারকারী প্রদ্যুম্ন সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতি সত্বর সেখানে আসিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—পুত্র! বজ্রনাভকে বধ কর এবং এই কার্য্য সত্বর পূর্ণ কর। ৪

তাঁহাকে পুনরায় প্রেরণাদান করিয়া বলিলেন,—তুমি গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক গমন কর। বীর প্রদ্যুম্ন সেই দুই শ্রেষ্ঠ দেব শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তাহাই করিলেন। ৫

বীর! ভরতনন্দন! নৃপ জনমেজয়! তখন সেই প্রদ্যুম্ন মনের ন্যায় বেগশালী গরুড়ের দ্বারা অতিশয় ঘোরতর যুদ্ধকারী বজ্রনাভের নিকট গমন করিলেন। ৬

সর্ব্ববিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী সুনিশ্চিত বীর প্রদ্যুম্ন গরুড়ে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া যুদ্ধের অগ্রভাগে বজ্রনাভকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৭

গরুড়ে উপবিষ্ট থাকিয়াই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন বীর বজ্রনাভের বক্ষে গদার দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ৮

তাঁহার দ্বারা আহত হইয়া সেই বীর দৈত্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সে তখন অত্যন্ত রক্ত বমন করিতে লাগিল এবং প্রাণহীনের ন্যায় হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ৯

তখন রণদুর্জয় শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন তাহাকে বলিলেন,—তুমি এখন আশ্বস্ত হও। তারপর সংজ্ঞা লাভ করত সেই বীর বজ্রনাভ প্রদ্যুম্নকে এই কথা বলিল। ১০

যাদব! উত্তম, তুমি শত্রু হইলেও পরাক্রমে আমার পক্ষে শ্লাঘনীয়। এখন আমার দিক্ হইতে তোমার প্রহারের উত্তর দান করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। মহাবল বীর! অতএব তুমি স্থির হও। ১১

এইরূপ বলিয়া সেই বজ্রনাভ শত মেঘসদৃশ প্রচণ্ড গর্জন—সিংহনাদ করিয়া বহু কণ্টকপূর্ণ ও ঘণ্টিকাযুক্ত গদাকে সবেগে ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিল। ১২

তস্য ললাটেঽভিহতঃ প্রদ্যুম্নঃ গদয়া নৃপ
উদ্বমন্ রুধিরং ভূরি মূর্চ্ছার যদুনন্দনঃ ॥ ১৩
তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ পাঞ্চজন্যং জলোদ্ভবম্
দধ্মাবাধাসনকরঃ পুত্রস্য রিপুনাশনঃ ॥ ১৪
তং পাঞ্চজন্যস্বনেন প্রত্যাবৃত্তঃ সংবিদম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতা লোকা বিশেষেণেন্দ্র-কেশবৌ ॥১৫
তস্য চক্রং করে যাতং কৃষ্ণচ্ছন্দেন ভারত ।
ক্ষুরনেমিসহস্রারং দৈত্যসঙ্ঘকুলান্তকম ॥ ১৬
তন্মুমোচাপ্রতিহতস্তস্য নাশায় ভারত
নমস্কৃত্য সুরেন্দ্রায় কৃষ্ণায় চ মহাত্মনে ॥ ১৭
বজ্রনাভস্য তৎ কায়াচ্চকর্ত্ত শিরস্তদা ।
নারায়ণভুজোন্মুক্তং দৈত্যানামসৃগপঞ্চতাম ॥ ১৮
গদঃ সুনাভমবধীৎ যতমানং রণাজিরে ।
হর্ম্যপৃষ্ঠে জিঘাংসন্তং রণদৃপ্তং ভয়ানকম্ ॥ ১৯
সাম্বঃ সমরমধ্যস্থানসুরানরিমর্দ্দনঃ

নৃপ জনমেজয়! সেই সময় গদাঘাতে ললাটে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যদুনন্দন প্রদ্যুম্ন প্রচুর রক্ত বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১৩

তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া শত্রুনাশন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সমুদ্রের জল হইতে উৎপন্ন নিজ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪

পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দে প্রদ্যুম্নকে আশ্বস্ত হইতে দেখিয়া সমস্ত লোকসকলই আনন্দিত হইল। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ১৫

ভারত! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার চক্র প্রদ্যুম্নের হাতে আসিল। এই চক্রে সহস্র অর ছিল এবং তাহার নেমি বা প্রান্তভাগে ক্ষুর সংযোজিত ছিল। এই চক্র দৈত্যসমূহের বংশের বিনাশকারী ছিল। ১৬

ভারত! শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সেই দৈত্য বজ্রনাভকে বিনাশ করিবার জন্য সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ১৭

শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই চক্র তখন সমস্ত দৈত্যগণের সাক্ষাতেই বজ্রনাভের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। ১৮

অন্যদিকে গদ প্রাসাদের ছাদে বধ করিতে ইচ্ছুক, যুদ্ধোন্মত্ত, সমরাঙ্গনে আঘাত করিতে সচেষ্ট ভয়ানক দৈত্য সুনাভকে বধ করিলেন। ১৯

নিনায় নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রেতাধিপপরিগ্রহম ॥ ২০
নিহতেঽপি হতে বীরে বজ্রনাভে মহাসুরে ।
জগাম ষট্পুরং বীরো নারায়ণভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ২১
নিবৃত্তে দেবরিপৌ বজ্রনাভে মহাসুরে ।
অবতীর্ণৌ মহাত্মানৌ শক্রী বজ্রপুরং তদা ॥ ২২
দত্ত্বা প্রশমনঞ্চৈব চক্রতুঃ সুরসত্তমৌ ।
সান্ত্বনামাসতুশ্চৈব বালবৃদ্ধং তদার্দ্দিতম্ ॥ ২৩
ইন্দ্রোপেন্দ্রৌ মহাত্মানৌ মন্ত্রয়িত্বা মহাবলৌ ।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ বৃহস্পতিমতানুগৌ ॥ ২৪
বজ্রনাভস্য তদ্রাজ্যং চতুর্ধা চক্রতুর্নৃপ
বিজয়স্য চতুর্ভাগঃ জয়ন্ততনয়স্য বৈ ॥ ২৫
প্রদ্যুম্নস্য চতুর্ভাগঃ সৌম্বিনেয়সুতস্য চ
চন্দ্রপ্রভস্য সাম্বস্য চতুর্ভাগঃ জনেশ্বর ॥ ২৬
কোটীশ্চতস্রো গ্রামাণামধিকাস্তা বিশাম্পতে ।
শাখাপুরসহস্রঞ্চ স্ফীতং বজ্রপুরোপমম্ ।
চতুর্দ্ধা চক্রতুস্তত্র সংহৃষ্টৌ শক্র-কেশবৌ ॥২৭

শত্রুমর্দ্দনকারী সাম্বও সমরের মধ্যভাগে অবস্থিত অসুরগণকে নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যমরাজের গৃহে প্রেরণ করিলেন।২০

মহাসুর বীর বজ্রনাভ নিহত হইলে পর নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে পীড়িত হইয়া বীর নিকুম্ভও ষট্পুরে চলিয়া যাইল। ২১

যখন দেবদ্রোহী মহাসুর বজ্রনাভ নিহত হইল, তখন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়ে বজ্রপুরে অবতীর্ণ হইলেন। ২২

সেই সময় সেই দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রাণভয় এবং শোককে প্রশমিত করিয়া দিলেন। সেখানে বালকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধগণ পর্যন্ত সকলেই ভয়ে পীড়িত ছিল। তাহাদের সকলকে ইহারা সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ২৩

নৃপ জনমেজয়! সেই সময় মহাবল মহাত্মা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণ) ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করিয়া বৃহস্পতির মত অনুসরণ পূর্বক বজ্রনাভের সেই রাজ্যকে চারভাগে বিভক্ত করিলেন। ২৪

জনেশ্বর! তাঁহারা চার ভাগের একভাগ জয়ন্তপুত্র বিজয়কে প্রদান করিলেন, চার ভাগের এক ভাগ প্রদ্যুম্নের পুত্রকে, অন্য এক ভাগ সাম্বের পুত্রকে এবং চতুর্থ ভাগ গদের পুত্র চন্দ্রপ্রভকে দান করিলেন। ২৫-২৬

প্রজানাথ! বজ্রনাভের অধিকারে চার কোটিরও কিছু অধিক গ্রাম ছিল এবং এক হাজার শাখানগর ছিল। ইহা বজ্রপুরেরই সমান বৈভবশালী ছিল। অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া

কম্বলাজিনবাসাংসি রত্নানি বিবিধানি চ
চতুর্ণাং চক্রতুর্বীরৌ বীর বাসব-কেশবৌ ॥ ২৮
ততোঽভিষিক্তাস্তে বীরা রাজানো বাসবাজ্ঞয়া
দেবদুন্দুভিঘোষেণ নৃপ বিষ্ণুপদীজলৈঃ ॥ ২৯
স্বয়ং শক্রেণ দেবেন কেশবেন চ ধীমতা
অভিষিক্তা মহাত্মানঃ শক্র-মাধবনন্দনাঃ ॥ ৩০
বিজয়স্য প্রসিদ্ধৈব গতির্বিয়তি ধীমতঃ।
মাতুলেন গুণেনাপি মাধবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩১
অভিষিচ্য জয়ন্তং তু বাসবো ভগবান্ ব্রবীৎ।
রক্ষ্যাস্তে বীর সংরক্ষ্যা রাজানঃ সমিতিঞ্জয়াঃ ॥ ৩২
মম বংশকরো হ্যেকঃ কেশবস্য ত্রয়োঽন্বয়
অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং ভবিষ্যন্তি মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৩
গমনাগমনঞ্চৈব দিবি সিদ্ধং ভবিষ্যতি।
ত্রিবিষ্টপং দ্বারকাঞ্চ রম্যাং বৃষ্ণ্যভিরক্ষিতাম্ ॥ ৩৪

দিশাগজসুতান্নাগান্ হয়াংশ্চোচ্চৈঃশ্রবোঽন্বয়ান্।
ইচ্ছয়ৈষাং প্রযচ্ছস্ব রথাংস্ত্বষ্টৃকৃতানপি ॥ ৩৫
গজাবৈরাবণসুতৌ শত্রুঞ্জয়-বিপুলজয়ৌ।
প্রযচ্ছাকাশগৌ বীর সাম্বস্য চ গদস্য চ ॥ ৩৬
আকাশেন পুরীং যাতু দ্বারকাং বৃষ্ণিরক্ষিতাম্।
আগচ্ছতু চ যুবৌ দ্রষ্টুং যথেষ্টং দেবনন্দনৌ ॥ ৩৭
ইতি সন্দিশ্য ভগবান্ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
জগাম ভগবান্ স্বর্গং দ্বারকামপি কেশবঃ ॥ ৩৮
ষণ্মাসানুষিতস্তত্র গদঃ প্রদ্যুম্ন এব চ
সাম্বশ্চ দ্বারকাং যাতা রাজ্যে স্থিতে মহাবলাঃ ॥ ৩৯
অদ্যাপি তানি রাজ্যানি মেরোঃ পার্শ্বে তথোত্তরে।
তিষ্ঠন্তি চ জগদ্ যাবৎ স্থাস্যন্ত্যনুপরক্ষিত ॥ ৪০
নিবৃত্তে যৌষলে যুদ্ধে স্বর্গং যাতেষু বৃষ্ণিষু।
গদ-প্রদ্যুম্ন-সাম্বাস্তে গতা বজ্রপুরং বিভো ॥ ৪১

---

ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানের সমস্ত নগরসমূহকে চার ভাগ করিয়াছিলেন। ২৭

বীর জনমেজয়! বীর ইন্দ্র ও কেশব সেখানে চার কম্বল, মৃগচর্ম, বস্ত্র ও নানাবিধ রত্নসমূহকেও চারভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ২৮

নৃপ জনমেজয়! তদনন্তর ইন্দ্রের আজ্ঞায় সেই চার বীর দেবদুন্দুভিধ্বনির সহিত গঙ্গার জলে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিতকারী সেই চার মহাত্মা রাজকুমারগণকে স্বয়ং ইন্দ্রদেব ও বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ঋষিবৃন্দের নিকট অভিষিক্ত করিলেন। ২৯-৩০

বুদ্ধিমান্ বিজয়ের আকাশে যাতায়াত করিবার শক্তি ত' প্রসিদ্ধই ছিল; মহাত্মা যাদবকুমারগণও বীর মাতুলগুণে নিযুক্ত হইয়া আকাশে গমনাগমনের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ৩১

ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র সেই চার জনকে অভিষিক্ত করিয়া জয়ন্তকে বলিলেন,—বীর! তুমি এই যুদ্ধবিজয়ী রাজাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবে। ৩২

জয়ন্ত! ইহাদের মধ্যে একজন আমার বংশের প্রবর্তক এবং অন্য তিন জন শ্রীকৃষ্ণের বংশবিস্তারকারী। ইহারা সকলে আমার আজ্ঞায় সমস্ত প্রাণিগণেরই অবধ্য হইবে। ৩৩

ইহাদের আকাশে গমনাগমন শক্তি সিদ্ধ হইবে। স্বর্গে এবং যাদবগণের দ্বারা সুরক্ষিত রমণীয় দ্বারকাপুরীতেও ইহারা যাতায়াত করিবে। ৩৪

দিগ্গজগণের পুত্র যে সব হস্তী আছে, উচ্চৈঃশ্রবার কুলে উৎপন্ন যে সব অশ্ব আছে এবং বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত যে সমস্ত রথ আছে, সেই সমস্ত তুমি ইহাদের ইচ্ছানুসারে প্রদান কর। ৩৫

বীর! ঐরাবতের পুত্র শত্রুঞ্জয় ও বিপুলজয় নামে যে দুইটি আকাশগামী হস্তী আছে, সেই দুইটিকে তুমি সাম্ব ও গদকে প্রদান কর; যাহাতে এই দুই শ্রীকৃষ্ণনন্দন বীর যাদবগণের দ্বারা সুরক্ষিত রমণীয় দ্বারকাপুরীতে আকাশপথে আসিতে পারে এবং নিজেদের এই পুত্রকে দেখিবার জন্য এখানেও যখন ইচ্ছা আসিতে পারে। ৩৬-৩৭

এইরূপ সংবাদ প্রদান করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে এবং ভগবান্ কেশব দ্বারকাপুরীতে চলিয়া যাইলেন। ৩৮

গদ, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব—এই তিন মহাবল বীর সেখানে আরও ছয় মাস অবস্থান করিলেন। যখন সেখানের রাজ্য সুদৃঢ় হইল, তখন ইহারা দ্বারকায় গমন করিলেন। ৩৯

দেবোপম বীর জনমেজয়! আজও মেরুপর্বতের উত্তর পার্শ্বে এই রাজ্য বিদ্যমান আছে এবং যতকাল এই জগৎ-সংসার আছে, ততকাল উহা সুস্থির থাকিবে। ৪০

বিভো! যৌষলযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর যখন সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন, তখন গদ, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব বজ্রপুরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ৪১

ততঃ প্রেত্য পুনর্যান্তি স্বর্গং তৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ
প্রসাদেন চ কৃষ্ণস্য লোককর্তুর্জনেশ্বর ॥ ৪১

প্রাদুর্ভাবমেতত্তে নৃদেব কথিতং ময়া
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং শত্রুনাশনমেব চ ॥ ৪৩

পুত্র-পৌত্রা বিবর্ধন্তে আরোগ্যধনসম্পদঃ
যশো বিপুলমাপ্নোতি দ্বৈপায়নবচো যথা ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বজ্রনাভবধো নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৭

জনেশ্বর! সেখানে বাস করিয়া সকল মানুষ লোককর্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে নিজ নিজ শুভ কর্মসমূহের দ্বারা পুনঃ স্বর্গলোকে গমন করেন। ৪২

নরদেব! এই আমি তোমার নিকট প্রাদুর্ভাব বর্ণনা করিলাম। ইহা ধন, যশ ও আয়ু প্রদানকারী। ইহার পাঠে কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণেরও নাশ হইয়া যায় এবং পুত্র-পৌত্রগণের বৃদ্ধি করে। আরোগ্য ও ধন-সম্পত্তি প্রাপ্তি হয় এবং মানুষ বিপুল যশ লাভ করে। যেরূপ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বাক্য অনুসারে পূর্বকথিত ফললাভ হইয়া থাকে। ৪৩-৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বজ্রনাভের বধনামক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

( ইন্দ্রাজ্ঞয়া বিশ্বকর্মণা পুনর্নবরূপেণ নির্মিতায়া দ্বারকাপুর্য্যা বর্ণনম্ )

বৈশম্পায়ন উবাচ

দদর্শাথ পুরীং কৃষ্ণো দ্বারকাং গরুডে স্থিতঃ
দেবসদ্মপ্রতীকাশাং সমুদ্রং প্রতিনাদিতাম্ ॥ ১

মণিপর্বতবৃক্ষাণি তথা ক্রীড়াগৃহাণি চ।
উদ্যানবনমুখ্যানি বলভীচত্বরাণি চ ॥ ২

সম্প্রাপ্তে তু তদা কৃষ্ণে পুরীং দেবকীনন্দনে।
বিশ্বকর্মাণমাহূয় দেবরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩

প্রিয়মিচ্ছসি চেৎ কর্তুং মহ্যং শিল্পবতাং বর
কৃষ্ণপ্রিয়ার্থং ভূয়স্ত্বং কুরুষ্ব নগরোত্তমাম্ ॥ ৪

উদ্যানখণ্ডসম্বাধাং দ্বারকাং স্বর্গসন্নিভাম্।
কুরুষ বিবুধশ্রেষ্ঠ যথা মম পুরী তথা ॥ ৫

যৎকিঞ্চিত্রিষু লোকেষু রত্নভূতং প্রপশ্যসি।
তেন সংযুজ্যতাং ক্ষিপ্রং পুরী দ্বারবতী ত্বয়া ॥ ৬

কৃষ্ণো হি সুরকার্যেষু সর্বেষু সততোত্থিতঃ।
সংগ্রামান্ ঘোররূপাংশ্চ বিগাহতি মহাবলঃ ॥ ৭

তামিন্দ্রবচনাদ্ গত্বা বিশ্বকর্মা পুরীং ততঃ
অলঞ্চক্রে সমন্তাদ্ বৈ যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥ ৮

## অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[ ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মাকর্তৃক পুনরায় নবরূপে নির্মিত দ্বারকা-পুরী বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! গরুড়ের উপর উপবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী দর্শন করিলেন, যাহা তখন দেবলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সেখানে তখন চারিদিকে সমুদ্র-গর্জনের প্রতিধ্বনি ব্যাপ্ত ছিল। ১

সেই পুরীতে বহু রত্ন মণিময় পর্বত ও বৃক্ষসকল সুশোভিত ছিল। বহু ক্রীড়াগৃহ নির্মিত ছিল। অনেক উদ্যান, শ্রেষ্ঠ বন, বলভী (সভাকোঠা) ও চত্বর শোভা পাইতেছিল। (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এ-সমস্তই দর্শন করিলেন।) ২

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাপুরীর সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন। ৩

শিল্পিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মন্! যদি তুমি আমার প্রিয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য পুনরায় দ্বারকা-পুরীকে পূর্ব হইতেও অধিক মনোহর করিয়া দাও। ৪

বিবুধশ্রেষ্ঠ! যেরূপ আমার এই পুরী, সেইরূপ তুমি এই দ্বারকাপুরীকে শত শত উদ্যানে পরিপূর্ণ ও স্বর্গতুল্য মনোহারিণী করিয়া দাও। ৫

তিন লোকের মধ্যে যাহা কিছু রত্নরূপ বলিয়া তোমার মনে হইবে, সেই সমস্তই তুমি দ্বারকাপুরীতে সত্বর সংযুক্ত কর। ৬

কারণ, মহাবল শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবকার্য্যের জন্যই সর্বদা উদ্যোগী হইয়া রহিয়াছে এবং ঘোর হইতেও ঘোরতর সংগ্রামেও প্রবেশ করে। ৭

বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের আদেশে সেই পুরীতে যাইয়া তাহাকে সেইভাবে সর্বদিকে অলঙ্কৃত করিলেন, যেরূপ দেবরাজের অমরাবতীপুরী সুসজ্জিত আছে। ৮

তাং দদর্শ দশার্হাণামীশ্বরঃ পক্ষিবাহনঃ ।
বিশ্বকর্ম্মকৃতৈর্দিব্যৈরভিপ্রায়ৈরলঙ্কৃতাম্ ॥ ৯
তাং তদা দ্বারকাং দৃষ্ট্বা প্রভুর্নারায়ণো বিভুঃ ।
হৃষ্টঃ সর্ব্বার্থসম্পন্নাং প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১০
সোঽপশ্যদ্ বৃক্ষষণ্ডাংশ্চ রম্যান্ দৃষ্টিমনোহরান্ ।
দ্বারকাং প্রতি নানার্হাংশ্চিত্রিতান্ বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১১
পদ্মষণ্ডাকুলাভিশ্চ হংসসেবিতবারিভিঃ ।
গঙ্গাসিন্ধুপ্রকাশাভিঃ পরিখাভির্বৃতাং পুরীম্ ॥ ১২
প্রাকারেণার্কবর্ণেন শাতকৌম্ভেন রাজতা ।
চয়মূর্দ্ধি নিবিষ্টেন দ্যাং যথৈবাভ্রমালিনীম্ ॥ ১৩
কাননৈর্নন্দনপ্রখ্যৈস্তথা চৈত্ররথোপমৈঃ ।
বভৌ চারুপরিক্ষিপ্তা দ্বারকা দ্যৌরিবাম্বুদৈঃ ॥ ১৪
বভৌ রৈবতকঃ শৈলো রম্যসানুগুহাজিরঃ
পূর্ব্বস্যাং দিশি লক্ষ্যাঙ্গো মণিকাঞ্চনতোরণঃ ॥ ১৫
দক্ষিণস্যাং লতাবেষ্টঃ পঞ্চবর্ণো বিরাজতে
ইন্দ্রকেতুপ্রতীকাশঃ পশ্চিমাং দিশমাশ্রিতঃ
সুকক্ষো রাজতঃ শৈলশ্চিত্রপুষ্পমহাবনঃ ॥ ১৬
উত্তরাং দিশমত্যর্থং বিভূষয়তি বেণুমান্
মন্দরাদ্রিপ্রতীকাশঃ পাণ্ডুরঃ পার্থিবর্ষভ ॥ ১৭
চিত্রকং পঞ্চবর্ণঞ্চ পাঞ্চজন্যং বনং মহৎ ।
সর্ব্বর্ত্তুকবনঞ্চৈব ভাতি রৈবতকং প্রতি ॥ ১৮
লতাবেষ্টং সমন্তাত্তু মেরুপ্রভবনং মহৎ ।
ভাতি তালবনঞ্চৈব পুষ্পকঞ্চ মহদ্ বনম্ ॥ ১৯
কদম্বৈর্নীপকৈশ্চৈব মন্দারৈরুপশোভিতম্ ।
শতাবর্ত্তবনঞ্চৈব করবীরাকরং তথা ॥ ২০
ভাতি চৈত্ররথঞ্চৈব নন্দনঞ্চ বনং মহৎ
রমণং ভাবনঞ্চৈব বেণুমন্তং সমন্ততঃ ॥ ২১
বৈদূর্য্যপত্রৈর্জলজৈর্জুষ্টা মন্দাকিনী নদী ।
ভাতি পুষ্করিণী রম্যা পূর্ব্বস্যাং দিশি ভারত ॥ ২২
মানবো ভূমিভাগস্থ কেশবস্য প্রিয়েপ্সুভিঃ ।
বহুভির্দেবগন্ধর্ব্বৈশ্চ নির্ম্মিতো বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৩

যাদবগণের ঈশ্বর গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই পুরীকে বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক নির্ম্মিত দিব্য রত্নসমূহে অলঙ্কৃত দেখিলেন । ৯

সেই সময় সেইভাবে সুসজ্জিতা দ্বারকা দেখিয়া সর্ব্বার্থ-সম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী ভগবান নারায়ণ হৃষ্টচিত্তে তাহাতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন । ১০

বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক বিচিত্র শোভাসম্পন্ন দ্বারকাপুরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহু রমণীয় উদ্যান দেখিলেন, যাহা দৃষ্টি ও মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতেছিল । ১১

এই দ্বারকাপুরী গঙ্গা ও সিন্ধুর ন্যায় সুশোভিতা বিস্তৃতা বহু পরিখা দ্বারা পরিবৃতা ছিল। এই সব পরিখা পদ্মসমূহে পূর্ণা ছিল এবং হংসগণ ইহাদের জল সেবন করিতেছিল । ১২

উচ্চ ভিত্তির উপর নির্ম্মিত সুন্দর সুবর্ণময় ও সূর্য্যপ্রভাপূর্ণ প্রাকারে পরিবৃতা দ্বারকাপুরী মেঘমালায় আবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল । ১৩

নন্দন ও চৈত্ররথনামক বনসমূহের ন্যায় মনোহর কাননসমূহে পরিবেষ্টিতা দ্বারকাপুরী মেঘমণ্ডলে পরিবৃত দ্যুলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল । ১৪

দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদিকে শোভাসম্পন্ন রৈবতকপর্ব্বত অতিশয় মনোহর প্রতীত হইতেছিল। তাহার শিখর, গুহা ও অঙ্গন সবই রমণীয় ছিল। তাহার তোরণসকল মণি ও সুবর্ণে নির্ম্মিত ছিল । ১৫

দ্বারকাপুরীর দক্ষিণভাগে লতাবেষ্টনামক পর্ব্বত শোভা পাইতেছিল, যাহা পঞ্চ বর্ণের ছিল বলিয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। পুরীর পশ্চিমদিকে সুকক্ষনামক রজত-পর্ব্বত ছিল, যাহার উপরে বিচিত্র পুষ্পসমূহে অলঙ্কৃত বিশাল বন সুশোভিত ছিল । ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! মন্দরাচলের ন্যায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বেণুমান্ পর্ব্বত দ্বারকার উত্তর দিকে অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে । ১৭

রৈবতক পর্ব্বতের চারিদিকে চিত্রক, পঞ্চবর্ণ, বিশাল পাঞ্চজন্য ও সর্ব্বর্ত্তুক নামক বন শোভা পাইতেছে । ১৮

লতাবেষ্ট-পর্ব্বতের চারিদিকে মেরুপ্রভনামক বিশাল বন, তালবন এবং পুষ্পকনামক মহাবন শোভা পাইতেছে । ১৯

সুকক্ষ-পর্ব্বতের চারিদিকে কদম্বসমূহে সুশোভিত বন, নীপক বন, মন্দার বৃক্ষসকলে সুশোভিত মন্দারবন, শতাবর্ত্তবন এবং করবীরাকরনামক বন বিশেষ শোভা পাইতেছে। বেণুমান্ পর্ব্বতের চারিদিকে চৈত্ররথবন, নন্দনকনামক মহাবন, রমণবন ও ভাবননামকবন সুশোভিত আছে । ২০ ২১

ভারত! সেখানে বৈদূর্য্যমণিময় পত্রবিশিষ্ট পদ্মসমূহে সুশোভিতা মন্দাকিনী নদী দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদিকে এক রমণীয় পুষ্করিণী রূপে শোভা পাইতেছে । ২২

বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান্ কেশবের প্রিয়কামী

মহানদী দ্বারবতীং পঞ্চাশদ্ভির্মুখৈঃ
প্রবিষ্টা পুণ্যসলিলা ভাবয়ন্তী সমন্ততঃ ॥ ২৪
অপ্রধৃষ্যাং মহোৎসেধাং মহাপরিখাবৃতাম্ ।
প্রাকারবরসম্পন্নাং সুধাপাণ্ডুরলেপনাম্ ॥ ২৫
তীক্ষ্ণযন্ত্রশতঘ্নীভির্হেমজালৈশ্চ ভূষিতাম্ ।
আয়সৈশ্চ মহাচক্রৈর্দদর্শ দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ২৬
অষ্টৌ রথসহস্রাণি নগরে কিঙ্কিণীকিনাম্ ।
সমুচ্ছ্রিতপতাকানি যথা দেবপুরে তথা ॥ ২৭
অষ্টযোজনবিস্তীর্ণামচলাং দ্বাদশায়তাম্ ।
দ্বিগুণোপনিবেশাং চ দদর্শ দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ২৮
অষ্টমার্গমহাকক্ষ্যাং মহাষোড়শচত্বরাম্
একমার্গপরিক্ষিপ্তাং সাক্ষাদুশনসা কৃতাম্ ॥ ২৯
স্ত্রিয়োঽপি যস্যাং যুধ্যেরন্ কিমু বৃষ্ণিমহারথাঃ ।
ব্যূহানামুশনা মার্গঃ সপ্ত চৈব মহাপথাঃ ॥ ৩০
তত্র বৈ বিহিতাঃ সাক্ষাচ্চ নির্মিতা বিশ্বকর্মণা ।
তস্মিন্ পুরবরশ্রেষ্ঠে দাশার্হাণাং যশস্বিনাম্ ॥ ৩১
বেশ্মানি জহৃষে দৃষ্ট্বা ততো দেবকিনন্দনঃ
কাঞ্চনৈর্মণিসোপানৈরুপেতানি সুবর্চসঃ ॥ ৩২
ভীমঘোষমহাঘোষৈঃ প্রাসাদবরচত্বরৈঃ ।
সমুচ্ছ্রিতপতাকানি পারিপ্লবনিভানি চ ॥ ৩৩
কাঞ্চনাগ্রাণি ভাবন্তি প্রাসাদশিখরাণি চ ।
গৃহাণি রমণীয়ানি মেরুকূটনিভানি চ ॥ ৩৪
পাণ্ডুপাণ্ডুরশৃঙ্গৈশ্চ শাতকুম্ভপরিষ্কৃতৈঃ ।
রত্নসানুগুহাশৃঙ্গৈর্বিচিত্রৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥ ৩৫
পঞ্চবর্ণৈঃ সুবর্ণৈশ্চ পুষ্পবৃষ্টিসমপ্রভৈঃ
পর্জন্যতুল্যনির্ঘোষৈর্নানারূপৈরিবাদ্রিভিঃ ॥ ৩৬

বহু দেবদত্ত লোহের পর্ব্বতের শিখরসমূহকে ভূষিত করিতেছিলেন । ২৩

পুণ্যসলিলা মহানদী মন্দাকিনী পঞ্চাশটি বড় বড় স্রোতের দ্বারা দ্বারকাবাসিগণকে প্রসন্ন করিতে করিতে সর্ব্বদিক দিয়া সেই পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । ২৪

দ্বারকাপুরী কত বৃহৎ ছিল, তাহার কোনও পরিমাণ (মাপ) ছিল না । ইহার উচ্চতাও বহু অধিক ছিল । এই পুরী অগাধ জলপূর্ণ পরিখার দ্বারা বেষ্টিত ছিল । সুন্দর প্রাকার ইহার বিশেষ শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল । এই পুরীর দেওয়ালসমূহ চূণ লেপন অর্থাৎ চূণকাম করিয়া শ্বেতবর্ণ করা হইয়াছিল । ২৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীকে তীক্ষ্ণ যন্ত্র, শতঘ্নী ও স্বর্ণের জালে বিভূষিতা দেখিলেন । এই পুরী লৌহনির্ম্মিত বহু বড় বড় চক্রের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল । ২৬

দেবনগরের ন্যায় দ্বারকাপুরীতে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসংযুক্ত আট হাজার রথ ছিল । এই সব রথে উত্তোলিত পতাকাসমূহ শোভা পাইতেছিল । ২৭

এই দ্বারকাপুরীর বিস্তার (চওড়া) আট যোজন ছিল এবং ইহা লম্বায় বার যোজন ছিল অর্থাৎ সর্ব্বসাকুল্যে এই দ্বারকাপুরী ছিয়ানব্বই যোজন বিস্তীর্ণ ছিল । ইহার উপনিবেশ (সমীপস্থ প্রদেশ—উপনগর) দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ এক শত বিরানব্বই যোজন বিস্তীর্ণ ছিল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অবিচল দ্বারকাপুরী দর্শন করিলেন । ২৮

ইহার মধ্যে যাইবার জন্য আটটি মহাপথ (রাজপথ) ছিল ও ষোলটি বড় বড় চত্বর ছিল । এইভাবে বিভিন্ন মার্গসমূহে পরিবৃত দ্বারকাপুরী সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্যের নীতি অনুসারেই নির্ম্মিত হইয়াছিল । ২৯

এই পুরীতে থাকিয়া স্ত্রীগণও যুদ্ধ করিতে পারে ; সেস্থলে বৃষ্ণিবংশী মহারথ বীরগণের কথা আর কি বলিবার আছে ? এই নগরীতে ব্যূহসমূহেরও উত্তম বহু মার্গ ছিল এবং বহু রাজপথ ছিল । ৩০

এই পুরীতে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা এই সব বিবিধ পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন । নগরসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দ্বারকাপুরীতে যশস্বী দাশার্হবংশীয়গণের গৃহসকল (প্রাসাদসকল) দেখিয়া দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট হইলেন । এই সকল গৃহ (প্রাসাদ) মনুষ্যগণের হর্ষবর্দ্ধনকারী ছিল এবং স্বর্ণখচিত মণিময় সোপান (সিঁড়ি)-শ্রেণীতে বিভূষিত ছিল । ৩১-৩২

ভয়ঙ্কর ও সুতীব্র ঘোষ (শব্দ), প্রাসাদ ও সুন্দর প্রাঙ্গন-সমূহে সুশোভিত এই সব মহলের উপর উচ্চ উচ্চ পতাকাবলি উড়িতেছিল । এই সব মহলের মধ্যে স্থাপিত উদ্যানসমূহের বৃক্ষশ্রেণী বায়ুতে দুলিতেছিল । ৩৩

এই সব প্রাসাদের শিখরসমূহ স্বর্ণের কলসে সুশোভিত হইয়া উদ্ভাসিত হইতেছিল । এই সব গগনচুম্বী রমণীয় উচ্চ মেরুপর্ব্বতের শিখরসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল । ৩৪

এই সব ভবনের শিখরসমূহ শ্বেতবর্ণ হইতেও অধিক শ্বেত বর্ণ ছিল । এই সবে স্বর্ণ সংযুক্ত থাকায় অতিশয় পরিষ্কার দেখাইতেছিল । এই সব প্রাসাদে রত্নময় শিখর, গুহা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরসমূহে বিচিত্র পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল । ৩৫

এই সব ভবন পঞ্চ প্রকার বর্ণে রঞ্জিত ছিল ।

নানাধ্বজনিভপ্রখ্যৈর্নির্মিতৈর্বিশ্বকর্মণা ।
আলিখদ্ভিরিবাকাশমতিচন্দ্রার্কভাস্বরৈঃ ॥ ৩৭
বৈদূর্যপাদৈর্মহাতাপৈর্বভাসে তদ্বনক্রমৈঃ ।
বাসুদেবেন্দ্রপর্জন্যৈর্গৃহমেঘৈরলঙ্কৃতা ॥ ৩৮
দদৃশে দ্বারকা চারুমেঘৈর্দ্যৌরিব সংবৃতা ।
সাক্ষাদ্দেবমতো যেন বিহিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ৩৯
দদৃশে বাসুদেবস্য চতুর্যোজনমায়তম্ ।
তাবদেব চ বিস্তীর্ণমপ্রমেয়মহাধনম্ ॥ ৪০
প্রাসাদবরসম্পন্নং যুক্তং জগতি পর্বতৈঃ ।
যচ্চকার মহাভাগস্ত্বষ্টা বাসবনোদিতঃ ॥ ৪১
প্রাসাদং চৈব যেনাত্র সর্বভূতমনোহরম্ ॥ ৪২
মেরোরিব গিরেঃ শৃঙ্গমুচ্ছ্রিতং কাঞ্চনং মহৎ
রুক্মিণ্যাঃ প্রবরং বাসং বিহিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ৪৩
সত্যভামা পুনর্বেশ্ম যদাবসত পাণ্ডুরম্
বিচিত্রমণিসোপানং তং বিদুর্ভোগবানিতি ॥ ৪৪
বিমলাদিত্যবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
ব্যক্তসঞ্চরণোদ্দেশো চতুর্দিক্ষু মহাধ্বজঃ ॥ ৪৫
স চ প্রাসাদমুখ্যোঽত্র জাম্ববত্যা বিভূষিতঃ ।
প্রভয়াভ্যুদয়ৎ সর্বাংস্তানন্যে ভাস্করো যথা ॥ ৪৬
উদ্ধৃতোত্তরবর্ণাভস্তয়োরন্তরমাশ্রিতঃ
বিশ্বকর্মকৃতো দিব্যঃ কৈলাসশিখরোপমঃ ॥ ৪৭
জাম্বূনদ দীপ্তাগ্নিভঃ প্রদীপ্তজ্বলনো যথা
সাগরপ্রতিমশ্চিত্রৈর্মেরুশিখরাদিবিশ্রুতঃ ॥ ৪৮
তস্মিন্ গান্ধাররাজস্য দুহিতা কুলশালিনী
গান্ধারী ভরতশ্রেষ্ঠ কেশবেন নিবেশিতা ॥ ৪৯

বহু ভবন আবার স্বর্ণ খচিতই ছিল। কিন্তু গৃহের কান্তি এরূপ মনে হইতেছিল, যেন সেখানে পুষ্প বর্ষণ হইতেছে। এই সব ভবন হইতেই মেঘধ্বনি-সদৃশ শব্দের ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। এই সব বহু বর্ণের ভবন অনেক রূপবিশিষ্ট পর্বতশ্রেণীর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৩৬

বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত এই সব শ্রেষ্ঠ ভবন নানাবর্ণের প্রজ্বলিত শিখা-সদৃশ শোভমান হইতেছিল। উহাদের দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছিল যে, ইহারা যেন আকাশে স্বর্ণের রেখা অঙ্কিত করিতেছে। এই সব গৃহের প্রকাশ চন্দ্র ও সূর্য হইতেও অধিক ছিল। ৩৭

সেই চিত্রকান্তি বনসমূহের বৃক্ষশ্রেণী ও প্রাসাদশ্রেণী মহাভাগ বীরবৃন্দ এবং গৃহরূপী মেঘসমূহে অলঙ্কৃতা দ্বারকাপুরী অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল ও মনোহর মেঘমালায় পরিবেষ্টিত আকাশের ন্যায় দেখাইতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সেখানে ইন্দ্র ও পর্জন্য-রূপে শোভা পাইতেছিলেন। ৩৮

বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের ভবন চার যোজন দীর্ঘ (লম্বা) চার যোজন বিস্তৃত (চওড়া) ছিল। ইহাতে কত মহাধন সংরক্ষিত ছিল, তাহা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না। ৩৯-৪০

এই বিশাল ভবনের মধ্যে অনেক সুন্দর প্রাসাদ নির্মিত ছিল। এই সব প্রাসাদ জগতের সমস্ত পর্বতীয় সুষমাযুক্ত সং- [illegible] ছিল। অথবা ইহার মধ্যে জগতের সুপ্রসিদ্ধ পর্বতসকল ক্রীড়ার জন্য কৃত্রিম রূপে নির্মাণ করা হইয়াছিল। মহাভাগ বিশ্বকর্মা ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৪১

এই সুবর্ণময় প্রাসাদ সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই মনোহর ছিল। ইহার উচ্চ শিখরে স্বর্ণ সংযুক্ত করা হইয়াছিল, সেইজন্য উহা মেরুপর্বতের উচ্চ শিখরের ন্যায় ধারণ করিয়াছিল। বিশ্বকর্মা এই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদকে মহারাণী রুক্মিণী দেবীর জন্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৪২-৪৩

সত্যভামা যে ভবনে বাস করিতেছিলেন, উহা শ্বেতবর্ণের ছিল। এই ভবন সর্বপ্রকার ভোগসম্পন্ন ছিল বলিয়া সকলে জানিত। নির্মল সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান পতাকাশ্রেণীতে এই মনোরম প্রাসাদ বিভূষিত ছিল। ৪৪

যাহার মধ্যে ও অন্তঃপুর চার প্রান্তে অতিশয় রূপসৌন্দর্যে যুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল এবং যাহার চারিদিকে বড় বড় পতাকা উড়িতেছিল, এই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ জাম্ববতী দেবী কর্তৃক বিভূষিত ছিল। এই প্রাসাদ দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় নিজের প্রভায় অন্য সব প্রাসাদকে যেন তিরস্কার করিতেছিল। ৪৫-৪৬

ইহার কান্তি উদয়কালীন সূর্যের প্রভার ন্যায় ছিল। এই ভবন রুক্মিণী ও সত্যভামার প্রাসাদের মধ্যভাগে নির্মিত হইয়াছিল। বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত এই দিব্য প্রাসাদ কৈলাস শিখরসদৃশ শোভা পাইতেছিল। ৪৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহা কাঞ্চনময় সুবর্ণ ও প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান ছিল, যাহা বিশালতায় সমুদ্র-সদৃশ ছিল এবং যাহা 'মেরু' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই বিশাল প্রাসাদে গান্ধাররাজের কুলীন কন্যা সুন্দরী পত্নী গান্ধারীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাস করাইয়াছিলেন। ৪৮-৪৯

পদ্মকূট ইতি খ্যাতঃ পদ্মবর্ণঃ মহাপ্রভঃ
সুভীমায়া মহাকূটং কেশ্যাতিরুচিরপ্রভম্ ॥ ৫০

সূর্যাপ্রভস্তু প্রাসাদঃ সর্ব্বকামগুণৈর্যুতঃ ।
লক্ষ্মণায়া নৃপশ্রেষ্ঠ নির্দ্দিষ্টঃ শার্ঙ্গধন্বনা ॥ ৫১

বৈদূর্য্যমণিবর্ণাভঃ প্রাসাদো হরিতপ্রভঃ ।
যং বিদুঃ সর্ব্বভূতানি পরমিত্যেব ভারত ॥ ৫২

যাসাং তং মিত্রবিন্দায়া দেবর্ষিগণপূজিতম্ ।
মহিষ্যা বাসুদেবস্য ভূষণং তেষু বেশ্মসু ॥ ৫৩

যস্তু প্রাসাদমুখ্যোঽন্যঃ বিহিতো বিশ্বকর্ম্মণা ।
অতীব রম্যরথোঽসৌ বিহিতঃ পর্ব্বতো যথা ॥ ৫৪

সুদত্তায়া নিবাসঃ সঃ প্রশস্তঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ
মহিষ্যা বাসুদেবস্য কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৫

যস্তু প্রাসাদমুখ্যো বৈ স তত্র বিহিতে বহ্নে
যোজনায়তবিস্তারঃ সর্ব্বরত্নময়ঃ শুভঃ ॥ ৫৬

স শ্রীমান্ বিরজো নাম বাস্তাকস্তত্র সুপ্রভঃ ।
উপস্থানগৃহং যত্র কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৭

তস্মিন্ সুবিহিতাঃ সর্ব্বে কৃতাঃ ক্রীড়াঃ শতাকিনঃ ।
সদনে বাসুদেবস্য মার্গসঞ্চরনক্ষমাঃ ॥ ৫৮

বস্তুজালানি দিব্যানি তত্রৈব চ নিবেশিতাঃ ।
আহৃতা বজ্রসিংহেন বৈজয়ন্তোঽচলো মহান্ ॥ ৫৯

হংসকূটস্য যচ্ছৃঙ্গমিন্দ্রদ্যুম্নসরঃ প্রতি ।
ষষ্টিতালসমুৎসেধমর্দ্ধযোজনমায়তম্ ॥ ৬০

সকিন্নরমহানাগঃ তদপ্যমিতবর্চ্চসা
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানামানীতং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ৬১

আদিত্যপথগঃ যত্তু মেরোঃ শিখরমুত্তমম্ ।
জাম্বূনদময়ং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৬২

তদপ্যুৎপাট্য কৃষ্ণার্থমানীতং বিশ্বকর্ম্মণা ।
ভ্রাজমানমতীবাগ্র্যং সর্ব্বৌষধিসমন্বিতম্ ॥ ৬৩

পদ্মকূট এই নামে বিখ্যাত, পদ্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, অত্যন্ত প্রকাশমান, দীর্ঘ শিখর যুক্ত উচ্চ এবং অতিশয় মনোহর প্রভায় উদ্ভাসিত যে ভবন ছিল, উহা সুভীমাদেবীর নিবাস-স্থান ছিল। ৫০

নৃপশ্রেষ্ঠ! যে প্রাসাদ সমস্ত মনোবাঞ্ছিত গুণসমূহে যুক্ত ছিল এবং সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান ছিল, সেই প্রাসাদকে শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ৫১

ভারত! যাহা হরিতবর্ণ দীপ্তিতে প্রকাশিত ও বৈদূর্য্য মণির প্রভার ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিল, যাহাকে সমস্ত প্রাণীরা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে করিত, সেই প্রাসাদ বাসুদেবের মহিষী মিত্রবিন্দার বাসস্থান ছিল। দেবর্ষিগণও এই প্রাসাদের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন। এই প্রাসাদ সমস্ত ভবনসমূহেরই ভূষণস্বরূপ ছিল। ৫২-৫৩

বাসুদেবের বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ ছিল, যাহা অত্যন্ত রমণীয় হইতেও রমণীয় প্রতীত হইতেছিল, সেই প্রাসাদ শ্রীকৃষ্ণমহিষী সুদত্তার নিবাস-ভবন ছিল। সকল দেবগণও এই ভবনের প্রশংসা করিতেন। এই ভবন 'কেতুমান্' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ৫৪-৫৫

যাহা সমস্ত প্রাসাদের মধ্যে প্রধান ছিল, যাহাকে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে (লম্বা-চওড়ায়) এক এক যোজন ছিল, যাহা সর্ব্বপ্রকার রত্ন-রাজির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং উত্তম প্রভা যুক্ত) ছিল, সেই উত্তম প্রভাযুক্ত ও কান্তিমান প্রাসাদ সেখানে 'বিরজ' নামে খ্যাতি লাভ করিয়া বিরাজমান ছিল। ইহাতেই মহাত্মা কেশবের উপস্থান গৃহ ছিল। ৫৬-৫৭

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই সুন্দর সদনে যে সব পথ জানি-সূচক স্তম্ভ ছিল, সেই সমস্ত স্তম্ভই শুদ্ধ সুবর্ণ নির্ম্মিত ছিল এবং উহাদের উপরে পতাকা উড়িতেছিল। বজ্রের সিংহ-সদৃশ পরাক্রমশালী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দিব্য রত্নসমূহ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বৈজয়ন্তনামক অদ্ভুত পর্ব্বতকে আনিয়া সেখানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৫৮-৫৯

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের পার্শ্বে হংসকূট-পর্ব্বতের যে শিখর ছিল, তাহা ষাইটি তাল বৃক্ষ পরিমাণ উচ্চ ছিল এবং অর্দ্ধযোজন আয়ত (চওড়া) ছিল। ৬০

অমিততেজস্বী বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত প্রাণিগণের সাক্ষাতে ত্রিভুবনবিখ্যাত শৃঙ্গটিকে কিন্নর ও মহানাগগণের সহিত সেখানে আনয়ন করিয়াছিলেন। ৬১

মেরুপর্ব্বতের যে উত্তম শিখর সূর্য্যের পথ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, যাহা সমস্তই জাম্বূনদ সুবর্ণময়, দিব্য ও ত্রিভুবন বিখ্যাত ছিল, উহাকেও বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎপাটিত করিয়া আনিয়াছিলেন। উহা সর্ব্বপ্রকার ওষধিসমূহে পরিপূর্ণ, প্রকাশমান ও অতিশয় উচ্চ ছিল। ৬২-৬৩

তমিন্দ্রবচনাদ্ দৃষ্টা কাঞ্চনেভ্যো মহাবলম্
পারিজাতশ্চ তত্রৈব কেশবেনাহৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৪
নীয়মানে তু তত্রাসীদ্ বৃক্ষমদ্ভুতকর্মণঃ
কৃষ্ণস্য দেবৈঃ সংরম্ভো দেবাঃ পাদপমুত্তমম্ ॥ ৬৫
পুণ্ডরীকশতৈর্যুক্তৈঃ বিমানৈশ্চ হিরণ্ময়ৈঃ ।
বিহিতা বাসুদেবার্থং রত্নপুষ্পফলদ্রুমাঃ ॥ ৬৬
পদ্মষণ্ডজলোপেতা রক্তসৌগন্ধিকোৎপলাঃ ।
মণিহেমময়াকীর্ণাঃ পুষ্করিণ্যঃ সরাংসি চ ॥ ৬৭
তাসাং পদ্মকূলানি শোভয়ন্তি মহাদ্রুমাঃ
শালাস্তালাঃ কদম্বাশ্চ শতশাখাশ্চ রোহিণাঃ ॥ ৬৮
যে চ হৈমবতা বৃক্ষা যে চ মেরুকৃতাশ্রয়াঃ
আহৃতা যদুসিংহার্থং বিহিতা বিশ্বকর্মণা ॥ ৬৯
রক্তপীতারুণশ্যামাঃ শ্বেতপুষ্পাশ্চ পাদপাঃ ।
সর্বর্তুফলসম্পন্নাস্তেষু কাননমিদ্রুম্ ॥ ৭০

সমকূলজলোপেতাঃ শাদ্বলবর্ণবালুকাঃ
তস্মিন্ পুরবরে নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা শুভাঃ ॥ ৭১
পুষ্পাকুলজলোপেতা নানাদ্রুমলতাকুলাঃ ।
অপরাস্তাভবন্নদ্যো হেমশর্করবালুকাঃ ॥ ৭২
মত্তবর্হিণসঙ্ঘৈশ্চ কোকিলৈশ্চ মদোৎকটৈঃ ।
বভূবুঃ পরযোপেতাস্তত্র পুর্যাঞ্চ পাদপাঃ ॥ ৭৩
তত্রৈব গজযূথানি পুরে গোমহিষাস্তথা ।
নিবাসশ্চ কৃতস্তত্র বরাহমৃগপক্ষিভিঃ ॥ ৭৪
পুর্য্যাঃ তস্যাঃ তু রম্যায়াঃ প্রাকারো বৈ হিরণ্ময়ঃ ।
হস্তঃ কিষ্কুশতোৎসেধো বিহিতো বিশ্বকর্মণা ॥ ৭৫
অতীব রম্যঃ সোচ্চপ্রাংশুর্বেষ্টিতঃ পর্বতো যথা ।
যে চ যে চ নগ শৈলাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ ।
পরিক্ষিপ্তানি তেনৈব বনান্যুপবনানি চ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
দ্বারকাবিশেষনির্মাণে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

---

বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের কথায় বিশেষ কাঞ্চনাদির জন্য উহাকে সেখানে আনিয়াছিলেন। এখানেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত-বৃক্ষও আনয়ন করিয়াছিলেন। ৬৪

পারিজাত বৃক্ষ আনিবার সময় অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই দেবগণের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, যাঁহারা সেই উত্তম বৃক্ষকে রক্ষা করিতেছিলেন। ৬৫

এই বৃক্ষ শত শত পদ্মে পূর্ণিত, সুবর্ণময় বিমানসমূহে সেবিত ও সুরক্ষিত ছিল। বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্য রত্নময় পুষ্প ও ফল-প্রদ বৃক্ষসমূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৬৬

ইনি বহু পুষ্করিণী ও সরোবরও খনন করিয়াছিলেন, তাহাদের জল পদ্মসমূহে সুশোভিত ছিল এবং উহাতে রক্তবর্ণ সৌগন্ধিক ও পদ্মও বিকসিত ছিল। মণি ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত বহু সোপানাবলী সেই সব পুষ্করিণী এবং সরোবর চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। ৬৭

এই সব পুষ্করিণীর উভয় তীরসকল বড় বড় বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ছিল। শাল, তাল, কদম্ব ও শত শত শাখাবিশিষ্ট বট বৃক্ষ এবং মেরুপর্বত ও হিমালয়ে উৎপন্ন বহু বৃক্ষও ছিল, এসবই বিশ্বকর্মা সেখানে আনিয়া যদুসিংহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য দ্বারকায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৬৮-৬৯

এই সব বৃক্ষ রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, অরুণবর্ণ ও শ্যামবর্ণের ছিল; কিন্তু ইহাদের ফুল শ্বেতবর্ণের ছিল। এখানে বন-উপবনের সন্নিকটে যে সব বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল, তাহারা সকল ঋতুতেই ফল দান করিত অথবা সকল ঋতুর উপযোগী ফলে সুশোভিত ছিল। ৭০

সেই নগরীতেই পর্বতের যে সব নদী ছিল, তাহাদের তীর সমান ছিল এবং জলও স্বচ্ছনির্মল ছিল। ইহাদের কাঁকর ও বালুকা নীচেতে বসিয়া গিয়াছিল। এখানে যে সব কূপ ছিল, তাহাদের জল অতিশয় স্বচ্ছ ছিল। ৭১

এখানে অন্য আরও যে সব নদী ছিল, তাহাদের বালুকা ও কাঁকর সুবর্ণময় ছিল এবং তাহা পুষ্পবাসিত জলে পরিপূর্ণ ছিল। ইহাদের তীর নানা প্রকার বৃক্ষ এবং লতার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। ৭২

এই দ্বারকাপুরীতে যে সব বৃক্ষ ছিল, তাহারাও মদমত্ত ময়ূর ও মদমত্ত কোকিলকুলে পরম শোভাশালী ছিল। ৭৩

এই দ্বারকাপুরীতেই বহু হস্তীর দল এবং গো ও মহিষেরও দল ছিল। বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণ সেখানে নিজেদের বাস নির্মাণ করিয়াছিল। ৭৪

সেই রমণীয় দ্বারকাপুরীর প্রাকার সম্পূর্ণই স্বর্ণে নির্মিত ছিল। বিশ্বকর্মা এই প্রাকারকে এক শতহাত উঁচু করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৭৫

এই প্রাকার (প্রাচীর) অতিশয় সুন্দর ও রমণীয় ছিল এবং পরিবেষ্টিত পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশ্বকর্মা এই প্রাচীরের দ্বারা পূর্বোক্ত বড় বড় পর্বত, নদী, সরোবর, বন ও উপবনসমূহকেও ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। ৭৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে দ্বারকাকে বিশেষরূপে নির্মাণাত্মক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকায়ামন্তঃপুরে চ প্রবেশঃ, মণিপর্বতস্য পারিজাতবৃক্ষস্য চ যথোচিতস্থানে স্থাপনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমালোকয়ানঃ স স্বকাং পুরীং বৃষভেক্ষণঃ ।
অপশ্যৎ স্বগৃহং কৃষ্ণঃ প্রাসাদবরশোভিতম্ ॥ ১
মণিস্তম্ভসহস্রাণামযুতৈর্বিধৃতং শুভৈঃ
তোরণৈর্জ্বলনপ্রখ্যৈর্মণিবিদ্রুমকাঞ্চনৈঃ ॥ ২
তত্র তত্র প্রভাসদ্ভিশ্চিত্রকাঞ্চনবেদিকৈঃ
প্রাসাদস্তত্র সুমহান্ কৃষ্ণোপস্থানিকোঽভবৎ ॥ ৩
স্ফটিকস্তম্ভবিধৃতো বিস্তীর্ণঃ সর্বকাঞ্চনঃ ।
পদ্মাকুলজলোপেতা রুক্মসৌগন্ধিকোৎপলাঃ ॥ ৪
মণিহেমবিভাচ্চিত্রা রুক্মসোপানভূষিতাঃ
মত্তবর্হিণজুষ্টাশ্চ কোকিলৈশ্চ সমাবৃতাঃ ॥ ৫
বভূবুঃ পদ্মনোপেতা বাপ্যশ্চ বিকচোৎপলাঃ
বিশ্বকর্মকৃতঃ শৈলঃ প্রাকারস্তস্য বেশ্মনঃ ॥ ৬
ব্যক্তকিষ্কুশতোৎসেধঃ পরিখাপরিবেষ্টিতঃ ।
তদ্গৃহং বৃষ্ণিসিংহস্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ৭
মহেন্দ্রসদৃশং বেশ্ম সমন্তাদর্ধযোজনম্
তত্তৎ পাণ্ডুরং শৌরির্মূর্ধ্নি তিষ্ঠন্ গরুত্মতঃ ॥ ৮
প্রীতঃ শঙ্খমুপাধ্মাসীদ্দ্বিষতাং রোমহর্ষণম্ ।
তস্য শঙ্খস্য শব্দেন সাগরশ্চুক্ষুভে ভৃশম্ ।
ররাস চ নভঃ কৃৎস্নং তচ্চিত্রমভবত্তদা ॥ ৯
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং সংশ্রুত্য কুকুরান্ধকাঃ
বিশোকাঃ সমপদ্যন্ত গরুড়স্য চ দর্শনাৎ ॥ ১০
শঙ্খচক্রগদাপাণিং গরুড়োপরি স্থিতম্
দৃষ্ট্বা জহৃষিরে পৌরা ভাস্করোপমতেজসম্ ॥ ১১
ততস্তূর্যপ্রণাদশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনাঃ ।
জজ্ঞিরে সিংহনাদাশ্চ সর্বেষাং পুরবাসিনাম্ ॥ ১২

## নবনবতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা ও অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং মণিপর্বত ও পারিজাত বৃক্ষকে যথোচিত স্থানে স্থাপন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! বৃষভনেত্রসদৃশ বিশাল নেত্রশোভিত শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে দ্বারকাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নিজের আবাস-গৃহ দর্শন করিলেন। ১

ইহাতে মণিনির্মিত লক্ষ-কোটি স্তম্ভ ছিল, যাহাদের প্রভায় সেখানের সব কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। ইহার তোরণ দ্বারসমূহ (বহির্দ্বার) মণি-মুক্তা ও কাঞ্চনের দ্বারা নির্মিত ছিল এবং প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ উদ্ভাসিত হইতেছিল। ২

স্থানে স্থানে প্রকাশিত সেই সব তোরণে স্বর্ণের বিচিত্র বেদী নির্মিত ছিল। এই সবে উদ্ভাসিত সেই বিশাল প্রাসাদ শ্রীকৃষ্ণের উপস্থান-গৃহ ছিল। ৩

ইহাতে স্ফটিক মণির স্তম্ভ বিস্তীর্ণ ছিল, যাহার দ্বারা সেই প্রাসাদ প্রকাশিত হইতেছিল। এখানের সকল বস্তুই স্বর্ণনির্মিত ছিল। এখানের দীর্ঘির জল পদ্মসমূহে আচ্ছাদিত ছিল এবং ইহাতে স্বর্ণবর্ণের সৌগন্ধিক পদ্ম বিকসিত ছিল। ৪

এই সব দীর্ঘি মণি ও সুবর্ণের সমান বিচিত্র শোভাসম্পন্ন ছিল। সুন্দর সোপান (সিঁড়ি) শ্রেণীতে অলঙ্কৃত সমস্ত দীর্ঘিই মত্ত ময়ূর ও মধুর স্বরের কোকিলগণের দ্বারা সেবিত ছিল। বিকসিত পদ্মসমূহে আচ্ছাদিত থাকায় ইহারা বিশেষ শোভা পাইতেছিল। ৫।

শ্রীকৃষ্ণের এই ভবনের প্রাচীর বিশ্বকর্মা পর্বতের দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা শত হস্ত পরিমাণ উচ্চ ছিল এবং পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই ভবনের নির্মাণ বিশ্বকর্মাই করিয়াছিলেন। ৬-৭

সর্বদিকেই অর্ধযোজন বিস্তৃত এই শ্রীকৃষ্ণের ভবন মহেন্দ্রভবন-সদৃশ মনোহর ছিল। তদনন্তর গরুড়ে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইয়া নিজের শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট সেই প্রসিদ্ধ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করিলেন, যাহা শত্রুগণের রোমহর্ষণকর ছিল। এই শঙ্খের শব্দে সমুদ্র অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডল নিনাদিত হইল। সেই সময় ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৮-৯

পাঞ্চজন্যের গভীর শব্দ শ্রবণ করিয়া ও গরুড়কে দর্শন করিয়া কুকুর ও অন্ধকবংশী যাদবগণ শোকরহিত হইয়া যাইলেন। ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তখন শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছিল। তিনি গরুড়ের উপরে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার তেজ সূর্যসদৃশ ছিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুরবাসী সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ১১

তদনন্তর তূরী ও ভেরীসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। ইহাদের গভীর ধ্বনি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং সমস্ত পুরবাসীরাও তখন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ১২

ততস্তে সর্বদাশার্হাঃ সর্বে চ কুকুরান্ধকাঃ
প্রীয়মাণাঃ সমাজগ্মুর্হ্যালোক্য মধুসূদনম্ ॥ ১৩
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য শঙ্খ-তূর্য্যরবৈঃ সহ
উগ্রসেনো যযৌ রাজা বসুদেবনিবেশনম্ ॥ ১৪
আনন্দিনী পর্য্যচরৎ স্বেষু বেশ্মসু দেবকী
রোহিণী চ যশোদা চ আহুকস্য চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫
ততঃ কৃষ্ণঃ সুপর্ণেন স্বং নিবেশনমভ্যগাৎ
চচার চ যথোদ্দেশমীশ্বরানুচরো হরিঃ ॥ ১৬
অবতীর্য্য গৃহদ্বারি কৃষ্ণস্তু যদুনন্দনঃ ।
যথার্হং পূজয়ামাস যাদবান্ যাদবর্ষভঃ ॥ ১৭
রামাহুকগদাক্রূরপ্রদ্যুম্নাদিভিরঞ্চিতঃ ।
প্রবিবেশ গৃহং গোবিন্দোঽথ মণিপর্বতম্ ॥ ১৮
তচ্চ শক্রস্য দয়িতং পারিজাতং মহাদ্রুমম্ ।
প্রবেশয়ামাস গৃহং প্রদ্যুম্নো রুক্মিণীসুতঃ ॥ ১৯
তেঽন্যোন্যং দদৃশুর্বীরা দেহবন্তনানুমান

পারিজাতপ্রভাবেন ততো মুমুদিরে জনাঃ ॥ ২০
তৈঃ স্তূয়মানো গোবিন্দঃ প্রহৃষ্টৈর্যাদবর্ষভৈঃ ।
প্রবিবেশ গৃহং শ্রীমান্ নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ২১
ততোঽন্তঃপুরমধ্যে তং মধ্যমমণিপর্বতম্ ।
প্রবেশয়দমেয়াত্মা বৃষ্ণিভিঃ সহিতোঽচ্যুতঃ ॥ ২২
তচ্চ দিব্যং দ্রুমশ্রেষ্ঠং পারিজাতমথাচ্যুতঃ ।
অর্চ্চাবিচ্ছিতমব্যগ্রমিষ্টে দেশে ন্যবেশয়ৎ ॥ ২৩
অনুজ্ঞাপ্য ততো জ্ঞাতীন্ কেশবঃ পরবীরহা ।
তাঃ স্ত্রিয়ঃ পূজয়ামাস সংপ্রাপ্তা নরকেণ যাঃ ॥ ২৪
বস্ত্রৈরাভরণৈর্দিব্যৈর্দাসীভির্ধনসঞ্চয়ৈঃ ।
হারৈশ্চন্দ্রাংশুসঙ্কাশৈর্মণিভিশ্চ মহাপ্রভৈঃ ॥ ২৫
পূর্ব্বমভ্যর্চ্চিতাশ্চৈব বসুদেবেন তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
দেবক্যা সহ রোহিণ্যা রেবত্যা চাহুকেন চ ॥ ২৬
সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যেনাভবত্তদা ।
কুটুম্বস্যেশ্বরী ত্বাসীদ্ রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা ॥ ২৭

---

তাহার পর সমস্ত দাশার্হবংশীয় যাদবগণ এবং কুকুর ও অন্ধকবংশের সমস্ত লোকগণ ভগবান মধুসূদনকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য সমাগত হইলেন। ১৩

রাজা উগ্রসেন ভগবান্ বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া শঙ্খ ও তূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনির সহিত বসুদেবের গৃহে লইয়া যাইলেন। ১৪

সেখানে আনন্দময়ী দেবকী, রোহিণী, যশোদা ও রাজা উগ্রসেনের যে সব স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সৎকার করিলেন। ১৫

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের দ্বারা নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্যশালী দেবগণ যাঁহার অনুচর, সেই শ্রীহরি নিজ অভীষ্ট স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১৬

ভবনের প্রধান দ্বারে অবতীর্ণ হইয়া (নামিয়া) যাদবশ্রেষ্ঠ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই যাদবগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। ১৭

বলরাম, উগ্রসেন, গদ, অক্রূর ও প্রদ্যুম্নাদির দ্বারা সম্মানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন মণিপর্বত ও ইন্দ্রের প্রিয় মহাবৃক্ষ পারিজাতকে লইয়া ভগবানের গৃহে প্রবেশ করাইলেন। ১৮-১৯

দ্বারকাবাসী বীরগণ সেখানে পারিজাত বৃক্ষের প্রভাবে পরস্পর পরস্পরের দেহসমূহকে দিব্যরূপে দেখিতে পাইলেন, ইহাতে তাঁহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইল। ২০

হর্ষে উল্লসিত সেই যাদবশ্রেষ্ঠগণ সেই ভগবান্ গোবিন্দের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে সেই শ্রীমান গোবিন্দ বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক নির্ম্মিত সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ২১

তদনন্তর অমেয় আত্মস্বরূপ অচ্যুত ভগবান্ অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণকে সঙ্গে লইয়া মণিপর্বতকে অন্তঃপুরে নিবেশিত করিলেন এবং সেই দিব্য [illegible] ও পূজিত বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাতকেও শান্তভাবে অভীষ্ট স্থানে স্থাপিত করিলেন। ২২-২৩

তাহার পর শত্রুবীর সংহারকারী কেশব সমস্ত জ্ঞাতি-বন্ধুগণের অনুমতি লইয়া সেই সব স্ত্রীকে বিশেষ সমাদর করিলেন, যাঁহাদিগকে পূর্বে নরকাসুর হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ২৪

দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভূষণ, দাসীগণ, ধনরাশি, চন্দ্রকিরণসদৃশ শ্বেতবর্ণ হীরকহার এবং অতিশয় প্রভাযুক্ত দেদীপ্যমান মণিসমূহের দ্বারা শ্রীহরি তাঁহাদের সৎকার করিলেন। ২৫

ইহার পূর্বেও বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, রেবতী এবং উগ্রসেনও তাঁহাদের সকলের সমাদর করিয়াছিলেন। ২৬

সেই সময় সৌভাগ্যে সত্যভামা সকল স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের ঈশ্বরী (সর্বেসর্বা) ভীষ্মক-নন্দিনী মহারাণী রুক্মিণী ছিলেন। ২৭

তাসাং যথার্হকর্ম্মাণি প্রাসাদশিখরাণি চ।
আদিদেশ গৃহান্ কৃষ্ণঃ পার্থিবর্ষ্যাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
দ্বারকাপ্রবেশনং নাম ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

শ্রীকৃষ্ণ এই সব রমণীদিগকে যথাযোগ্য গৃহ, প্রাসাদশিখর, ধন ও বহুপরিমাণে অন্যান্য উপভোগ্যদ্রব্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে দ্বারকাপ্রবেশনামক ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ সর্ব্বৈর্যাদবৈঃ সহ সংবেশ্য শ্রীকৃষ্ণেন তান্ সম্মানিতান্ কর্ত্তুং যোগ্যঃ সভায়ামাস্থানম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ সম্পূজ্য গরুড়ং বাসুদেবোঽভ্যনন্দ্য চ ।
সখিবচ্চোপগৃহ্যৈনমভ্যনুজ্ঞে গৃহং প্রতি ॥ ১
সোঽভ্যনুজ্ঞাতো হি সংকৃত্য প্রণম্য চ জনার্দ্দনম্ ।
উর্দ্ধমাচক্রমে পক্ষী যথেষ্টং গগনেচরঃ ॥ ২
স পক্ষবাতসংক্ষুব্ধং সমুদ্রং মকরালয়ম্
কৃত্বা বেগেন মহতা যযৌ পূর্ব্বমহোদধিম্ ॥ ৩
কৃত্যকালে উপস্থাস্য ইত্যুক্ত্বা গরুড়ে গতে ।
কৃষ্ণো দদর্শ পিতরং বৃদ্ধমানকদুন্দুভিম্ ॥ ৪
উগ্রসেনঞ্চ রাজানং বলদেবঞ্চ সাত্যকিম্ ।
কাশ্যং সান্দীপনিঞ্চৈব গর্গাচার্য্যং তথৈব চ ॥ ৫
অন্যাংশ্চ বৃদ্ধান্ কুলীনাংস্তাংশ্চ যোধান্ বলোদ্ধতান্ ।
রত্নপ্রবেকৈর্দাশার্হান্ বীরাংস্তৈস্তৈরপূজয়ৎ ॥ ৬
হতা ব্রহ্মদ্বিষঃ সর্ব্বে ভগ্নাশ্চ নরকাদয়ঃ ।
রণাৎ প্রতিনিবৃত্তোঽয়ং কৃষ্ণো মধুসূদনঃ ॥ ৭
ইতি চত্বরগাস্ত দ্বারবত্যাঃ সুপূজিতঃ ।
চাক্রিকো ঘোষয়ামাস পুরুষো মৃষ্টকুণ্ডলঃ ॥ ৮
ততঃ সান্দীপনিং পূর্ব্বমভিগম্য জনার্দ্দনঃ ।
ববন্দে বৃষ্ণিপতিমাহুকং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৯
হর্ষাশ্রুপরিপূর্ণাক্ষমানন্দাগতচেতসম্
ববন্দে সহ রামেণ পিতরং বাসবানুজঃ ॥ ১০

### সপ্ততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত যাদবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিবার জন্য সভায় আগমন ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! তদনন্তর ভগবান্ বাসুদেব গরুড়ের পূজা করিলেন এবং বিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহাকে এক মিত্রের ন্যায় নিজ গৃহে গমন করিবার অনুমতি করিলেন ॥ ১

আকাশচারী পক্ষী গরুড় সৎকৃত হইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করত ভগবান্ জনার্দ্দনকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ ইচ্ছানুসারে উপরের দিকে উড়িয়া যাইলেন ॥ ২

তিনি নিজ পক্ষপুটের বাত দ্বারা মকরালয় সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করিতে করিতে তীব্র বেগে পূর্ব্বদিকস্থ মহাসাগরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩

'কার্য্যকাল আসিলে আমি পুনরায় উপস্থিত হইব' এই কথা বলিয়া যখন গরুড় চলিয়া যাইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের বৃদ্ধ পিতা আনকদুন্দুভিকে (বসুদেবকে) দর্শন করিলেন ॥ ৪

তাহার পর রাজা উগ্রসেন, ভ্রাতা বলদেব, সাত্যকি, কাশী দেশে (অথবা কাশ্যদেশে) উৎপন্ন গুরু সান্দীপনি ও গর্গাচার্য্যের সহিতও মিলিত হইলেন ॥ ৫

তারপর অন্যান্য বৃদ্ধ কুলীন, যোদ্ধা ও অন্যান্য বলোদ্ধতদের সহিতও সাক্ষাৎকার করিলেন এবং তাঁর পত্নীগণের প্রাপ্ত রত্নসমূহের দ্বারা তিনি সমস্ত যাদবদিগের সৎকার করিলেন ॥ ৬

সমস্ত ব্রহ্মদ্বেষী অসুরগণ নিহত হইয়াছে। নরক ও তৎপক্ষীয় বীরগণের ভগ্নাপাত হইয়াছে এবং এই ভগবান্ মধুসূদন যুদ্ধ হইতে পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৭

নিজ মৃষ্টকুণ্ডলে বিভূষিত ও রাজাজ্ঞা ঘোষণাকারী চাক্রিক পুরুষ বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া দ্বারকাপুরীর চত্বর (চৌরাস্তা) এবং রাজপথসমূহে এইরূপ রাজঘোষণা করিয়াছিলেন ॥ ৮

তাহার পর বিনয়সহকারে ভগবান্ জনার্দ্দন প্রথমে সান্দীপনি মুনির নিকট গমন করত তাঁহার চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক তাহার পর বৃষ্ণিগণের অধিপতি আহুককে (উগ্রসেনকে) প্রণাম করিলেন ॥ ৯ ।

তদনন্তর উদার কীর্ত্তি রাজা শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত যাইয়া পিতা বসুদেবের চরণে প্রণাম করিলেন। এই সময় বসুদেবের নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল এবং চিত্ত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল । ১০

উপগম্য তথা শেষান্ সৎকৃত্য চ যথার্হতঃ।
সর্ব্বেষাং নাম জগ্রাহ দাশার্হাণামধোক্ষজঃ ॥ ১১
ততঃ সর্ব্বাণি দিব্যানি সর্ব্বরত্নময়ানি চ।
আসনাগ্র্যাণি বিবিশুরুপেন্দ্রপ্রমুখাস্তদা ॥ ১২
তত্তদন্নমক্ষয্যং কিঙ্করৈরেবং সমাহৃতম্।
তৎ সভায়ামনায়ান্ত পুরুষাঃ কৃষ্ণশাসনাৎ ॥ ১৩
ততঃ সমানয়ামাস দাশার্হাংশ্চ যদূত্তমঃ।
সর্ব্বান্ রত্নাতিশয়েন পূজয়িত্বা জনার্দ্দনঃ ॥ ১৪
তামাসনবতীং রম্যাং মণিবিক্রমতোরণাম্।
সভাং সর্ব্বদশার্হাস্তে বিবিশুঃ কৃষ্ণশাসনাৎ ॥ ১৫
ততঃ পুষ্পবিশেষৈশ্চ সুরভিঃ সর্ব্বতো বৃতা।
সর্ব্বার্থগুণসম্পন্না সা সভা ভারতর্ষভ।
ভ্রাজতেঽভ্যধিকং তত্র সিংহৈর্গিরিগুহা যথা ॥ ১৬
ভেজে সহ গোবিন্দঃ কাঞ্চনং মহদাসনম্।
উগ্রসেনং পুরস্কৃত্য ভোজবৃষ্ণিপুরস্কৃতঃ ॥ ১৭
তত্রোপবিষ্টাংস্তান্ বীরান্ যথাপ্রীতি যথাবয়ঃ।
সমাভাষ্য মহাতেজাস্তানুবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি সভাপ্রবেশনং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

---

তারপর অবশিষ্ট যাদবগণের নিকট গমন করত তাঁহাদিগকে যথাযোগ্যভাবে সৎকার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দাশার্হবংশীয়গণের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। ১১

তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত যাদবগণ সেই সময় সকলেই সর্ব্বরত্নময় দিব্য ও শ্রেষ্ঠ আসনসমূহে উপবিষ্ট হইলেন। ১২

তদনন্তর কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণ যে সমস্ত অক্ষয় অন্নাদি আহরণ করিয়াছিল, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সেবকগণ সভায় লইয়া আসিল। ১৩

ইহার পর যদুকুলতিলক ভগবান্ জনার্দ্দন সমস্ত দাশার্হবংশীয়গণকে রত্নভূষণাদির দ্বারা পূজা করিতে করিতে তাঁহাদের সকলকে বিশেষ সমাদৃত করিলেন। ১৪

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সেই সব যাদবগণ সেই রমণীয় সভায় প্রবিষ্ট হইলেন, যেখানে যদুগণের বসিবার জন্য আসন সাজান ছিল এবং যাহার পরিসর মণি ও মুক্তার দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। ১৫

ভরতবংশভূষণ! সেই শুভ্র সভা সর্ব্বদিকে পুষ্পশ্রেষ্ঠ যাদবগণের দ্বারা পূর্ণ ছিল এবং সমস্ত আবশ্যক পদার্থ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিল। যেরূপ সিংহগণের দ্বারা পর্ব্বতগুহা শোভা পায় সেইরূপ এই যাদবগণের দ্বারা সেই সভা বিশেষভাবে শোভা পাইতে লাগিল। ১৬

রাজা উগ্রসেন ও বৃষ্ণিগণের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে নিজেদের অগ্রে রাখিয়া তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণনির্ম্মিত বিশাল সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১৭

সেখানে উপবিষ্ট সেই সকল বীরগণকে বয়স ও প্রীতি অনুসারে সম্বোধিত করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে সভাপ্রবেশনাত্মক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণেন যাদবানাং সৎকারঃ, নারদেন যাদবসভায়াং শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাবস্য বর্ণনঞ্চ ]

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভবতাং পুণ্যকীর্ত্তীনাং তপোবলসমাধিভিঃ।
অপধ্যানাচ্চ পাপাত্মা ভৌমঃ স নরকো হতঃ॥ ১
মোক্ষিতং বন্ধনাদ্ গুপ্তং কন্যান্তঃপুরমুত্তমম্।
মণিপর্ব্বতমুৎপাট্য শিখরং চৈতদাহৃতম্॥ ২
অয়ং ধনৌঘঃ সুমহান্ কিঙ্করৈরাহৃতো মম
ঈশা ভবন্তো দ্রব্যস্য তাদৃক্ত্বা বিররাম হ॥ ৩
তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য তোষবৃদ্ধ্যাত্মকং বচঃ।
হৃষ্টতুষ্টরোমাণঃ পূজয়ন্তো জনার্দ্দনম্॥ ৪
উচুস্তেনং নৃবীরাস্তে কৃতাঞ্জলিপুটাস্ততঃ।
নৈতচ্চিত্রং মহাবাহো ত্বয়ি দেবকিনন্দনে॥ ৫
যৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম্ম দেবৈরপি দুরাসদম্।
লালয়েঃ স্বজনান্ ভোগৈ রক্ষ্যেঃ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ॥ ৬

ততঃ সর্ব্বদশার্হাণামাহুকস্য চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ।
শ্রীমত্যঃ সমাজগ্মুর্বাসুদেবদিদৃক্ষয়া॥ ৭
দেবকীপ্রমুখা দেব্যো রোহিণী চ শুভাননা।
দদৃশুঃ কৃষ্ণমাসীনং রামং চৈব মহাভুজম্॥ ৮
তৌ তু পূর্ব্বমতিক্রম্য রোহিণীমভিবাদ্য চ।
অভিবাদয়তাং দেবীং দেবকীং রাম-কেশবৌ॥ ৯
সা তাভ্যামুভাভ্যাং পুত্রাভ্যাং শুশুভেঽম্বিকা।
অদিতির্দেবমাতেব মিত্রেণ বরুণেন চ॥ ১০
ততঃ প্রাপ্তা নরাগ্র্যৌ তু তস্যাঃ সা ছন্দিতা তদা।
একানংশেতি যামাহুর্নরা বৈ কামরূপিণীম্॥ ১১
তথা ক্ষণমুহূর্ত্তাভ্যাং যথা জজ্ঞে পুরেশ্বরঃ
যৎকৃতে সগণঃ কংসঃ জঘান পুরুষোত্তমঃ॥ ১২

## একাধিকশততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাদবগণের সৎকার এবং নারদ কর্তৃক যাদবগণের সভায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বর্ণন। ]

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যাদবগণ! আপনারা সকলে পবিত্র কীর্ত্তিমান্, আপনাদের তপস্যা, বল ও একাগ্রতার এবং আপনাদের কৃত অনিষ্টচিন্তনে ভূমিপুত্র পাপাত্মা নরকাসুর নিহত হইয়াছে। ১

তাহার রাজ্যে সুরক্ষিত। অথবা গুপ্ত। কন্যাগণের যে অন্তঃপুর ছিল, তাহাকে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং মণিপর্ব্বতের এই শিখরকে উৎপাটিত করিয়া আমি এখানে আনিয়াছি। ২

কিঙ্করনামক রাক্ষসগণ যে প্রচুর ধনরাশি আমার জন্যে আনিয়াছিল, তৎসমস্তই এখন আপনাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আপনারা সকলেই এই ধনরাশির অধিকারী। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরত হইলেন। ৩

ভগবান্ বাসুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সকলেই হৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই দেহে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তখন সেই নরবীরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন। ৪

মহাবাহো! দেবকীনন্দন আপনার মধ্যে এরূপ উদারতা থাকা আশ্চর্য্যের কথা নহে। যাহা দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর, এরূপ দুর্লভ কর্ম করিয়া আপনি নিজেই যাহা উপার্জিত ধনরাশি ও ভোগসমূহের দ্বারা এই স্বজনদিগকে পালন করেন। ৫-৬

তদনন্তর সমস্ত দশার্হকুলের স্ত্রীগণ এবং রাজা উগ্রসেনের রাণীরা অতিশয় প্রসন্নতার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন। ৭

বসুদেবের সহদেবা প্রভৃতি সপ্ত দেবী ( সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী—এই সাত জন দেবকের কন্যা ছিলেন এবং ইঁহারা সকলেই পরে বসুদেবের ভার্য্যা হন। ), যাঁহাদের মধ্যে দেবকীদেবী প্রধান ছিলেন, ইঁহারা ও সুমুখী রোহিণীদেবী সেখানে সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাবাহু বলরামকে দর্শন করিলেন। ৮

বলরাম ও কেশব পূর্ব্বপ্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া দুই ভ্রাতাই প্রথমে রোহিণীকে প্রণাম করিলেন, তারপর দেবকীদেবীকে অভিবাদন করিলেন। ৯

মাতা দেবকীদেবী বলদেবপ্রমুখ বিশাল দেহবিশিষ্ট সেই দুই পুত্রের সহিত সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ মিত্র ও বরুণের সহিত দেবমাতা অদিতি দেবী শোভা পাইয়া থাকেন। ১০

এই সময় সেই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের নিকট যশোদা দেবীর সেই কন্যা আসিলেন, যাঁহাকে সকল মানুষ ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারিণী ও 'একানংশা' বলিয়া থাকেন। ১১

যাঁহার প্রসব সময়ে ও মুহূর্ত্ত অনুসারে দেবেশ্বর শ্রীহরি

সা কন্যা ববৃধে তত্র বৃষ্ণিসদ্মনি পূজিতা
পুত্রবৎ পাল্যমানা বৈ বাসুদেবাজ্ঞয়া তদা ॥ ১৩
একানংশেতি যামাহুরুৎপন্নাং মানবা ভুবি।
যোগকন্যাং দুরাধর্ষাং রক্ষার্থং কেশবস্য তু ॥ ১৪
তাং বৈ সর্বে সুমনসঃ পূজয়ন্তি স্ম যাদবাঃ
দেববদ্দিব্যবপুষঃ কৃষ্ণঃ সংরক্ষিতো যয়া ॥ ১৫
তাঞ্চ ভদ্রোপসদ্যাং প্রিয়ামিব সখীং স্বকাম্
দক্ষিণেন করাগ্রেণ পরিজগ্রাহ মাধবঃ ॥ ১৬
তথৈব রামোঽতিবলঃ সম্পরিষ্বজ্য ভাবিনীম্।
মূর্ধ্ন্যাঘ্রায় সব্যেন পরিজগ্রাহ পাণিনা ॥ ১৭
দদৃশুস্তাং স্ত্রিয়ো মধ্যে ভগিনীং রামকৃষ্ণয়োঃ
রুক্মপদ্মব্যগ্রকরাং শ্রিয়ং পদ্মালয়ামিব ॥ ১৮
অথাক্ষতমহাবৃষ্ট্যা পুষ্পৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ
অবকীর্য চ লাজৈস্তাঃ স্ত্রিয়ো জগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ১৯

ততস্তে যাদবাঃ সর্বে পূজয়ন্তো জনার্দনম্,
উপোপবিবিশুঃ প্রীতাঃ প্রশংসন্তোঽদ্ভুতং কৃতম্ ॥ ২০
পূজ্যমানো মহাবাহুঃ পৌরাণাং নন্দিবর্দ্ধনঃ।
বিররাজ মহাকীর্ত্তির্দেবৈরিব স তৈঃ সহ ॥ ২১
সমাসীনেষু সর্বেষু যাদবেষু জনার্দনম্
নিয়োগাদ্দেবদেবস্য নারদোঽভ্যাগমৎ সভাম্ ॥ ২২
সোঽর্চ্চিতঃ সম্পূজিতঃ পূজ্যঃ পূজ্যৈর্যদুপুঙ্গবৈঃ
করং সংস্পৃশ্য স হরেরবিবেশ পরমাসনে ॥ ২৩
সুখোপবিষ্টস্তান্ বৃষ্ণীনুপবিষ্টানুবাচ হ
সম্প্রাপ্তঃ শক্রবচনাজ্জানীধ্বং মাং নরর্ষভাঃ ॥ ২৪
শৃণুধ্বং রাজশার্দূলাঃ কৃষ্ণস্যাস্য পরাক্রমম্।
যানি কর্মাণি কৃতবান্ বাল্যাৎ প্রভৃতি কেশবঃ ॥ ২৫
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সংনিরুধ্য স্ববান্ধবান্।
রাজ্যং জগ্রাহ দুর্বৃত্তির্বদ্ধ্বা পিতরমুগ্রকম্ ॥ ২৬

---

আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যিনি এই জন্য পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ দেবকগণের সহিত কংসকে বধ করিয়াছিলেন । ১২

এই কন্যা বৃষ্ণিবংশীয়গণের গৃহে পূজিতা হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং ভগবান্ বাসুদেবের আদেশে সেই সময় তিনি পুত্রের ন্যায় পালিতা হইতেছিলেন । ১৩

শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য ভূতলে উৎপন্না সেই দুর্দ্ধর্ষ-যোগকন্যাকে মনুষ্যগণ 'একানংশা' বলিয়া থাকেন । ১৪

সমস্ত যাদবগণ প্রসন্নচিত্তে সেই দেবীর পূজা করেন, যিনি দেবতুল্য দিব্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন । ১৫

সেখানে নিজ প্রিয় সখীর ন্যায় নিকটে গমন করত বিনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ দক্ষিণ হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন । ১৬

সেই সময় অত্যন্ত বলশালী বলরাম সেই ভাবিনী ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করত বামহস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন । ১৭

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যভাগে দণ্ডায়মানা তাঁহাদের সেই ভগিনীকে সকল স্ত্রীগণ দর্শন করিলেন। তিনি তখন সুবর্ণময় পদ্ম হস্তে ধারণকারিণী কমলালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ১৮

সেই স্ত্রীগণ প্রচুর অক্ষত বর্ষণ করিয়া নানাপ্রকার মাঙ্গলিক পুষ্পসমূহ ও লাজ (খই)-সমূহ বিকীরণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইলেন । ১৯

অনন্তর সেই সব যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও তাঁহার অদ্ভুত কার্যের প্রশংসা করিতে করিতে প্রসন্নচিত্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন । ২০

মহান্ কীর্তিশালী মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসিগণের প্রেম-বর্দ্ধন করিতে করিতে তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সেই সব পুরবাসীদিগের সহিত বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন । ২১

যখন সমস্ত যাদবগণ উপবিষ্ট হইলেন, সেই সময় ইন্দ্রের আদেশে দেবর্ষি নারদ সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন । ২২

পূজ্য দেবর্ষি নারদ সেই যদুশ্রেষ্ঠ বীরগণের দ্বারা বিশেষ-ভাবে পূজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ পূর্বক এক উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন । ২৩

নারদ সুখে উপবিষ্ট হইলে পর সেখানে উপবিষ্ট সেই বৃষ্ণিবংশীয়গণকে তিনি বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণ! তোমরা ইহা জানিও যে, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছি । ২৪

রাজগণের মধ্যে (অথবা ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে) সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীরগণ! শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত কর্ম করিয়াছেন, তাঁহার সেই পরাক্রমের কথা তোমরা শ্রবণ কর । ২৫

উগ্রসেনের দুর্মতি পুত্র কংস নিজের পিতাকে বন্দী করত সমস্ত বান্ধবগণকে বঞ্চিত করিয়া মথুরার রাজ্য নিজের অধিকারে করিয়া লইয়াছিল । ২৬

সমাশ্রিত্য জরাসন্ধং শ্বশুরং কুলপাংসনঃ ।
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকান্ সর্বানবমেনে চ দুর্মতিঃ ॥ ২৭
জ্ঞাতিকার্যং চিকীর্ষুস্তু বসুদেবঃ প্রতাপবান্
উগ্রসেনস্য রক্ষার্থং স্বপুত্রং পর্যরক্ষত ॥ ২৮
স গোপৈঃ সহ ধর্মাত্মা মথুরোপবনে স্থিতঃ ।
অত্যদ্ভুতানি কর্মাণি কৃতবান্মধুসূদনঃ ॥ ২৯
প্রত্যক্ষং শূরসেনানাং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্ ।
উত্তানেন শয়ানেন শকটান্তশ্চারিণা ॥ ৩০
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেশধারিণী ।
পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা ॥ ৩১
বিষদিগ্ধং স্তনং রৌদ্রং প্রযচ্ছন্তী জনার্দনে
দদৃশুর্নিহতাং তাং তে রাক্ষসীং বনগোচরাঃ ॥ ৩২
পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ

অত্যদ্ভুতমিদং চাসীৎ যৎক্ষিপ্তঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৩
পাদাঙ্গুষ্ঠেন শকটঃ ক্রীড়মানো বালোত্তমঃ ।
দাম্না চোলূখলে বদ্ধো বিচকর্ষন্ কুমারকম্ ॥ ৩৪
যমলার্জুনবৃক্ষৌ যো খ্যাতো দামোদরস্তথা ।
কালিয়শ্চ মহানাগো হ্রদবর্তী মহাবলঃ ॥ ৩৫
ক্রীড়তা বাসুদেবেন নির্জিতো যমুনাহ্রদে ।
অক্রূরস্য সমক্ষং চ যন্নাগভবনে বিভুঃ ॥ ৩৬
পূজ্যমানঃ স্তবৈর্নাগৈর্দিব্যং রূপমদর্শয়ৎ
শীতবাতার্দিতা গাশ্চ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন ধীমতা ॥ ৩৭
ধৃতো গোবর্ধনঃ শৈলঃ সপ্তরাত্রং মহাত্মনা
শিশুনা বাসুদেবেন গবাং ত্রাণার্থমিচ্ছতা ॥ ৩৮
তথারিষ্টোঽতিবলো মহাকায়ো নরান্তকৃৎ ।
গোপতির্বাসুদেবেন হতোঽরিষ্টো মহাসুরঃ ॥ ৩৯

দুর্মতি এই কুলাঙ্গার কংস নিজের শ্বশুর জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের সকল লোককেই অপমান করিতেছিল। ২৭

সেই সময় জ্ঞাতিবর্গের কার্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় ও উগ্রসেনকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপশালী বসুদেব নিজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে কংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ২৮

বসুদেবের সেই পুত্র এই ধর্মাত্মা মধুসূদনই, যিনি মথুরার নিকটবর্তী বনে গোপগণের সহিত ছিলেন এবং সেখানে তিনি বহু অদ্ভুত কর্ম করিয়াছিলেন। ২৯

সেখানে ইঁহার বিষয়ে এক অত্যন্ত অদ্ভুত কথা শুনা যায়, যাহা শূরসেনবাসীর সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ইনি শিশুকালে শকটের নিচে এক খাটে উত্তানভাবে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় সেখানে শকুনীর বেশ ধারণ করিয়া অবস্থিতা এক মহাবলশালিনী, বিশালকায়া, ঘোরাকৃতি ও ভয়ঙ্করী রাক্ষসী পূতনা ইঁহার দ্বারা নিহত হয়। ৩০-৩১

সেই রাক্ষসী জনার্দন শ্রীকৃষ্ণকে বিষলিপ্ত নিজের ভয়ানক স্তন পান করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সেখানে ইঁহার দ্বারা নিহতা সেই রাক্ষসীকে বনবাসী গোপগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিল। ৩২

তখন ইঁহারা বলিয়াছিল যে, এই বালকের পুনর্জন্ম হইয়াছে—এই বালক অক্ষের (শকটের) অধঃ (নীচে) পুনরায় জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের এইরূপ কথায় এই বালকৃষ্ণ 'অধোক্ষজ' নামে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহাও এক অদ্ভুত ঘটনা যে, শৈশবাবস্থায় খেলিতে খেলিতে এই পুরুষোত্তম পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শকটকে পা চালাইয়া উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। ৩৩;

কুমারাবস্থায় লীলা করিতে করিতে বিরাজমান ইঁহাকে একদিন (মাতা যশোদা দেবী) রজ্জুর দ্বারা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় ইনি সেই উদূখলকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে দুইটি অর্জুন বৃক্ষকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই সময় দামের (রজ্জুর) দ্বারা উদরে বন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া ইনি 'দামোদর' নামে বিখ্যাত হন। ৩৪;

যমুনার হ্রদে বিলাসকারী দুর্ধর্ষ এবং মহাবল মহানাগ কালিয়কে এই ভগবান্ বাসুদেব ক্রীড়া করিতে করিতেই পরাজিত করিয়াছিলেন। ৩৫;

এই ভগবান্ শ্রীহরি সেই দিন অক্রূরের সমক্ষে নাগভবনে নাগগণের দ্বারা পূজিত নিজের দিব্য রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৬;

বুদ্ধিমান্ বসুদেবপুত্র মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শীত ও বায়ুতে গোপগণকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া নিজেদের রক্ষা করিতে উদ্যত সেই গোগণের প্রাণরক্ষার জন্য বাল্যাবস্থাতেই ক্রমাগত সাত রাত্রি ধরিয়া গোবর্ধন পর্বতকে হস্তে তুলিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৩৭-৩৮

এইরূপ নরহত্যাকারী, অতিশয় বলবান্, বিশালদেহ, বৃষরূপধারী এবং বৃষগণের মধ্যে অত্যন্ত দুষ্ট মহাসুর অরিষ্টও এই ভগবান্ বাসুদেবের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ৩৯

ধেনুকঃ স মহাকায়ো দানবঃ পুনরাবলঃ ।
নিহতো বাসুদেবেন গবাং ত্রাণায় দুর্মতিঃ ॥ ৪০
পুনাগানমভিপ্রায়ঃ সর্বদৈত্যপুরস্কৃতম্
বৃকৈর্বিদ্রাবয়ামাস প্রহৃষ্টং সমুপস্থিতম্ ॥ ৪১
রৌহিণেয়েন সহসা বনে বিচরতা পুনঃ ।
গোপবেশধরেণৈব কংসস্য ভয়নাশিতম্ ॥ ৪২
তথা ব্রজগতঃ শৌরির্দৃষ্ট্বা বৃষভং বরম্ ।
প্রগ্রহং তোশলাক্ষস্য জঘান পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৩
প্রলম্বশ্চ মহাবাহো রৌহিণেয়েন ধীমতা
দানবো মুষ্টিনৈকেন কংসামাত্যো নিপাতিতঃ ॥ ৪৪
এতৌ হি বসুদেবস্য পুত্রৌ সুরসুতোপমৌ
বর্ধেতে মহাবীর্যৌ ব্রহ্মগার্গ্যেণ সংস্কৃতৌ ॥ ৪৫
জন্মপ্রভৃতি চাপ্যেতৌ গার্গ্যেণ পরমর্ষিণা
যথাতথ্যেন বিজ্ঞাপ্য সংস্কারঃ প্রতিপাদিতৌ ॥ ৪৬

সেই মহাবল ও বিশালদেহ দানব দুর্মতি ধেনুককেও গোধনের পরিত্রাণের জন্য এই বাসুদেব গদাঘাতের দ্বারা বিনাশ করাইয়াছেন। ৪০

শত্রুনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য সমস্ত দৈত্যবাহিনীর সহিত উপস্থিত সুন নামক বৃক (নেকড়ে বাঘ)-গণের দ্বারা বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ৪১

এক সময় রোহিণীনন্দন বলরামের সহিত মিলিত হইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এক মহাবল দৈত্যকে বধ করত কংসকে ভীত করিয়া দিয়াছিলেন। ৪২

ব্রজে বাসকারী বসুদেবনন্দন পুরুষোত্তম শ্রীহরি তোশলাখ্য কংসের পরিচারক যুদ্ধে বলবান্ এক বৃষরূপধারী দৈত্যকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বধ করিয়াছিলেন। ৪৩

বুদ্ধিমান্ রোহিণীনন্দন বলরাম কংসের মন্ত্রী বিশালদেহ দানব প্রলম্বকে এক মুষ্টির আঘাতেই বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছিলেন। ৪৪

ব্রজে বসুদেবের দেবপুত্রতুল্য তেজস্বী এই দুই মহাপরাক্রমশালী পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মগার্গ্যের দ্বারা ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারসমূহে সংস্কৃত হইয়া দিনে দিনে বর্ধিত হইতেছেন। ৪৫

মহর্ষি গার্গ্য জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া এই দুই জনের সমস্ত সংস্কার যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহাই তৎসমস্তই সম্পন্ন করিয়াছেন। ৪৬

যদা বিষ্ণো নরশ্রেষ্ঠৌ স্থিতৌ যৌবনসম্মুখে ।
সিংহশাবাবিবোন্নীতৌ মত্তৌ হৈমবতৌ যথা ॥ ৪৭
ততো মনাংসি গোপীনাং হরন্তৌ মহাবলৌ ।
আস্তাং গোষ্ঠবরৌ বীরৌ দেবপুত্রোপমপ্রভৌ ॥ ৪৮
এতৌ জয়ে বা যুদ্ধে বা ক্রীড়াসু বিবিধাসু চ ।
নন্দগোপস্য গোপালা ন শেকুঃ প্রসমীক্ষিতুম্ ॥ ৪৯
ব্যূঢোরস্কৌ মহাবাহূ শালস্কন্ধাবিবোদ্গতৌ ।
শ্রুত্বাসৌ বাধিতঃ কংসো মন্ত্রিভিঃ সহিতোঽভবৎ ॥ ৫০
নাশকচ্চ যদা কংসো যুক্তাভ্যাং বলকেশবৌ ।
নিগ্রহীতুং ততঃ ক্রোধাদ্ বসুদেবং মহাত্মনম্ ॥ ৫১
সহোগ্রসেনেন তদা চ বদ্ধবাংশ্চৈকতঃ ।
কালং নয়াসুনস্থং কৃচ্ছ্রান্নিকটবন্ধুভিঃ ॥ ৫২
কংসস্তু পিতরং বদ্ধ্বা পূজয়েন্নামমাত্রতঃ ।
জরাসন্ধং সমাশ্রিত্য তদ্বশঃ স্থিতি ভীষ্মকৌ ॥ ৫৩

যখন এই দুই নরোত্তম পুরুষ যৌবনের সম্মুখীন হইলেন, তখন ইঁহারা উভয়ে উন্নত দুইটি সিংহশাবক এবং হিমালয়ের দুই মদমত্ত হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪৭

তদনন্তর দেবপুত্র-সদৃশ কান্তিমান্ এই দুই মহাবল বীর গোপীগণের চিত্ত হরণ করিতে করিতে ব্রজের প্রধান পুরুষ হইয়া গিয়াছেন। ৪৮

বিজয়ে, যুদ্ধে অথবা নানাবিধ ক্রীড়াসমূহে ব্রজের অন্যান্য গোপালগণ নন্দগোপের এই দুই পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও পারিত না (সমানতা করা ত দূরের কথা)। ৪৯

ইঁহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ এবং ইঁহারা শাল-বৃক্ষের স্কন্ধের (গুঁড়ির) ন্যায় মূল (মোটা) ও উচ্চ হইয়াছেন। ইঁহাদের সংবাদ শুনিয়া কংস নিজের মন্ত্রিগণের সহিত বাধিত হইয়া উঠিয়াছিল। ৫০

যখন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে কংস কোনরূপেই বন্দী করিতে পারিল না, তখন ক্রোধবশতঃ সে উগ্রসেন ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বসুদেবকে বন্দী করে এবং চোরের ন্যায় সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে। সেই সময় বসুদেব সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া মহাকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। ৫১-৫২

পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া কংস জরাসন্ধ, আহুতি ও ভীষ্মককে আশ্রয় করত দুর্জনের ন্যায় শাসন করিতে লাগিল। ৫৩

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মথুরায়াং মহোৎসবম্
পিনাকিনঃ সমুদ্দিশ্য চক্রে কংসো নরাধিপঃ ॥ ৫৪
তত্র মল্লাঃ সমাজগ্মুর্নানাদেশ্যা বিশাম্পতে ।
নর্তকা গায়নাশ্চৈব কুশলা নৃত্যকর্মণি ॥ ৫৫
ততঃ কংসো মহাতেজা রঙ্গবাটং মহাধনম্ ।
কুশলৈঃ কারয়ামাস শিল্পিভিঃ সাধুনিষ্ঠিতৈঃ ॥ ৫৬
তত্র মঞ্চসহস্রাণি পৌর-জানপদৈর্জনৈঃ ।
সমাকীর্ণানি দৃশ্যন্তে জ্যোতীংষি গগনে যথা ॥ ৫৭
তোরণাক্তঃ স্থিতো হৃষ্টঃ রঙ্গবাটং মহচ্ছ্রিয়ং ।
আরুরোহ ততঃ কংসো বিমানং সুকৃতী যথা ॥ ৫৮
রঙ্গবাটে গজং মত্তং প্রভূতায়ুধকল্পিতম্ ।
পূরৈরধিষ্ঠিতঃ কংসঃ স্থাপয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ৫৯
যদা হি স মহাতেজা রাম-কৃষ্ণৌ সমাগতৌ
শুশ্রাব পুরুষব্যাঘ্রৌ সূর্যাচন্দ্রমসাবিব ॥ ৬০
তদাপ্রভৃতি যত্নোঽভূদ্ রক্ষাং প্রতি নরাধিপ ।
ন চ নিদ্রে সুখং রাত্রৌ রাম-কৃষ্ণৌ বিচিন্তয়ন্ ॥ ৬১
অথ তু রামঃ কৃষ্ণশ্চ তং সমাজমনুত্তমম্ ।
উভৌ বিবিশতুর্বীরৌ শার্দূলৌ গোব্রজং যথা ॥ ৬২
ততঃ প্রবেশে সংরুদ্ধৌ রক্ষিভিঃ পুরুষর্ষভৌ ।
হত্বা কুবলয়াপীড়ং সমাধিনমরিন্দমৌ
অবধূয় তৃণাবত্তৌ রঙ্গং বিবিশতুস্তদা ॥ ৬৩
চাণূরান্ধ্রৌ বিনিষ্পিষ্য কেশবেন বলেন চ ।
উগ্রসেনিঃ সুদুষ্টাত্মা সানুজো বিনিপাতিতঃ ॥ ৬৪
যৎ কৃতং বৃষ্ণিসিংহেন দেবৈরপি সুদুষ্করম্
কর্ম তৎ কেশবাদন্যঃ কর্তুমর্হতি কঃ পুমান্ ॥ ৬৫
যন্ন নাধিগতং পূর্বৈঃ প্রহ্লাদ-বলি-শম্বরৈঃ
তদিদং প্রাপিতং দিব্যং শৌরিণা ভবতাং কৃতে ॥ ৬৬
এতেন মুরমাক্রম্য দৈত্যং পঞ্চজনং তথা
নিকুম্ভ নৈলমধ্যোত্থাগ্রিপুত্রঃ সমরে হতঃ ॥ ৬৭

কোনও এক সময় মথুরার রাজা কংস পিনাকধারী ভগবান শঙ্করের প্রসন্নতার জন্য এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করে। ৫৪

প্রজানাথ জনমেজয়! সেই উৎসবে বহু দেশের মল্ল, নৃত্যকর্মে নিপুণ নর্তক ও গায়ক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ৫৫

তাহার পর সেই সময় মহাতেজস্বী কংস শিল্পকর্মে বিশেষ নিপুণ উত্তম শিল্পিগণের দ্বারা এক বিশাল রঙ্গশালা নির্মাণ করাইয়াছিল। এই রঙ্গশালায় বহু ধন ব্যয় করা হইয়াছিল। ৫৬

সেখানে হাজার মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই সব মঞ্চ নগর ও জনপদবাসী মনুষ্যসকলের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখাইতেছিল। এই সব তখন আকাশে বিস্তৃত নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ৫৭

তদনন্তর তোরণাঢ্য কংস অনুপম শোভাযুক্ত এক বহুমূল্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিল; ইহাতে মনে হইতেছিল—কোনও পুণ্যাত্মা পুরুষ বিমানে আরোহণ করিয়াছে। ৫৮

পরাক্রমশালী কংস রঙ্গশালার দ্বারে শৌর্যশালী বীর মাহুতগণের দ্বারা অধিষ্ঠিত এক মদমত্ত হস্তীকে রাখিয়া দিল। এই হস্তী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ৫৯

জনমেজয়! মহাতেজস্বী কংস যখন শুনিল যে, সূর্য ও চন্দ্রতুল্য তেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইল। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্তা করিতে করিতে সে রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিল না। ৬০-৬১

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই বীর সেই সর্বোত্তম সমাজের (উৎসবের) সংবাদ শুনিয়া সেই রঙ্গশালায় এইভাবে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দুইটি ব্যাঘ্র গো-সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৬২

উহাতে প্রবেশ করিবার সময় রক্ষকগণ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে রুদ্ধ করিয়া দিল, তখন সেই দুই শত্রুদমন ভ্রাতা আরোহী যোদ্ধাগণসহ কুবলয়াপীড় হস্তীকে বধ করিয়া তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিলেন, তারপর রঙ্গশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৬৩

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম চাণূর ও অন্ধ্রদেশীয় মুষ্টিককে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া উগ্রসেনের দুষ্টাত্মা পুত্র কংসকে অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত বধ করত ভূপাতিত করিলেন। ৬৪

যাহা দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুষ্কর ছিল, এরূপ কর্মও যদুকুলসিংহ শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষই বা তাহা করিতে পারে? ৬৫

পূর্বে প্রহ্লাদ, বলি ও শম্বরাদি অসুরপতিগণ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, এই সেই অমৃত এখন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের জন্য এখানে আনয়ন করিয়াছেন। ৬৬

ইনি মুর ও পঞ্চজননামক দৈত্যকে আক্রমণ করত পর্বতসমূহ পার হইয়া নিকুম্ভনামক দৈত্যকে তাহার অনুচরগণের সহিত বধ করিয়াছেন। ৬৭

নরকশ্চ হতো ভৌমঃ কুণ্ডলে চাহৃতে শুভে
প্রাপ্তঞ্চ দিবি দেবেষু কেশবেন মহদ্ যশঃ ॥ ৬৮
বীতশোকভয়াবাধাঃ কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াঃ।
যজধ্বং বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যাদবা বীতমৎসরাঃ ॥ ৬৯
দেবানাং সুমহৎ কার্য্যং কৃতং কৃষ্ণেন ধীমতা।
প্রিয়মাবেদয়াম্যেষ ভবতাং ভদ্রমস্তু বঃ ॥ ৭০
যদিষ্টং বো যদুশ্রেষ্ঠাঃ কর্ত্তাঽস্মি তদতন্দ্রিতঃ।
ভবতামপি সুহৃচ্চ মম যুষ্মাস্বহং স্থিতঃ ॥ ৭১
ইতি সন্দেশয়ন্ কৃষ্ণঃ প্রাহ পাকশাসনঃ।
স মাং ত্রৈলোক্যং সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রীতমনাস্তথা বরম্ ॥ ৭২
যত্র ধীঃ শ্রীঃ স্থিতা তত্র যত্র শ্রীস্তত্র সন্নতিঃ।
সন্নতির্ধীস্তথা শ্রীশ্চ নিত্যং কৃষ্ণে মহাত্মনি ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
নারদবাক্যং নামৈকাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১

ভূমিপুত্র নরককেও ইনি বিনাশ করিয়াছেন। তাহার গৃহে অদিতিদেবীর যে দুইটি সুন্দর কুণ্ডল ছিল, তাহাও ইনি লইয়া আসিয়াছেন। এইভাবে কেশব দেবলোক ও দেবগণের মধ্যেও মহাযশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬৮

যাদবগণ! এখন তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের আশ্রয় লইয়া শোক, ভয় ও বাধাহীন হইয়া ঈর্ষ্যা-দ্বেষ ত্যাগ করত নানাপ্রকার যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান কর। ৬৯

বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াছেন। আমি তোমাদের সকলকে এই প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিলাম। তোমাদের মঙ্গল হউক। ৭০

যদুশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের যাহা অভীষ্ট হইবে, সেই কার্য্য আমি আলস্যরহিত হইয়া সম্পন্ন করিব। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার সুহৃৎ; আমি তোমাদের মধ্যেই আছি। ৭১

এইভাবে তোমাদের সকলকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বুঝাইতে বুঝাইতে পাকশাসন দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন। সেই সুরশ্রেষ্ঠ প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর দান করিয়াছেন। তাহাতে আমিও সন্তোষলাভ করিয়াছি। ৭২

যেখানে বুদ্ধি থাকে, সেখানেই শ্রী বিদ্যমান থাকে এবং সেখানে সন্নতিও বিরাজ করে। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণে বিনয়, বুদ্ধি ও শ্রী—এই তিনটি নিত্য বিদ্যমান থাকে। ৭৩

মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে নারদের বাক্য-নামক একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

# দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

( নারদেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাদ্ভুত-কর্ম্মণাং বর্ণনম্ )

নারদ উবাচ

সাদিতা মৌরবাঃ পাশা নিশুম্ভ-নরকৌ হতৌ
কৃতঃ ক্ষেম্যঃ পুনঃ পন্থাঃ পুরং প্রাগ্‌জ্যোতিষং প্রতি ॥ ১
শৌরিণা পৃথিবীপালাস্ত্রাসিতাঃ শার্ঙ্গিণা রণে।
ধনুর্বেগ নিনাদেন পাঞ্চজন্যস্বনেন চ ॥ ২
মেঘপ্রখ্যো রথানীকৈর্দাক্ষিণাত্যৈঃ সুরক্ষিতম্
রুক্মিণঃ বুদ্ধিং নির্জিত্য মহাবলপরাক্রমম্।
রুক্মিণীমাজহারাশু কেশবো বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ ॥ ৩
ততঃ পর্জন্যঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চ্চসা।
উবাহ মহিষীং ভোজ্যাং শঙ্খচক্রগদাসিধৃক্ ॥ ৪
জারূথ্যামাহুতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালশ্চ নির্জিতঃ।
বক্রশ্চ সহ সৈন্যেন শতধন্বা চ নির্জিতঃ ॥ ৫

## দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[ নারদ কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্মসমূহের বর্ণনা। ]

নারদ বলিলেন,—যাদবগণ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুর-দৈত্যের পাশসমূহ ছেদন করিয়াছেন, নিশুম্ভ ও নরকাসুরকে বধ করিয়াছেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পথ সকল লোকের পক্ষেই পুনরায় ক্ষেমময়—নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছেন। ১

সুরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজের ধনুর টঙ্কার ধ্বনি ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিতে সেই সব ভূপতিদিগকে আতঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহারা যুদ্ধে তাঁহার সহিত স্পর্দ্ধা করে। ২

মেঘদলের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণদেশীয় রথ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত এবং মহান্ বল ও পরাক্রমশালী রুক্মীকে পরাজিত করিয়া এই বৃষ্ণিকুলতিলক কেশব মেঘসদৃশ গম্ভীর শব্দকারী ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রথের দ্বারা রুক্মিণীকে শীঘ্র হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপ শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী শ্রীকৃষ্ণ ভোজকুলনন্দিনী রুক্মিণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে মহিষী ( পাট-রাণী ) করিয়াছেন। ৩-৪

জারূথী নগরীতে আহুতি, ক্রাথ ও শিশুপালকে ইনি

ইন্দ্রদ্যুম্নো হতঃ কোপাদ্ যবনশ্চ কশেরুমান্
হতঃ সৌভপতিঃ শ্রীমান্ শাল্বশ্চ দৃঢ়ধন্বনা ॥ ৬
পর্বতানাং সহস্রঞ্চ চক্রেণ পুরুষোত্তমঃ
বিকীর্ণা পুণ্ডরীকাক্ষো চ্ছাদয়ন্ বাসবোপমম্ ॥ ৭
মহেন্দ্রশিখরে চৈব নিমেষান্তরচারিণৌ
জগ্রাহ পুরুষব্যাঘ্রো বরুণস্যাভিরক্ষিতৌ ॥ ৮
ইরাবত্যাং মহাভোজাববিস্পৃষ্টোপসৌ ভুবি।
গোপতিস্তালকেতুশ্চ নিহতৌ শার্ঙ্গধন্বনা ॥ ৯
অক্ষপ্রপতনে চৈব ভিত্ত্বা জম্ভশ্চ দানবৌ।
উভৌ তাবপি কৃষ্ণেন সানুগৌ বিনিপাতিতৌ ॥ ১০
দগ্ধা বারাণসী চৈব কেশবেন মহাত্মনা
সরাষ্ট্রঃ সানুবন্ধশ্চ কাশীনামধিপো হতঃ ॥ ১১
বিজিত্য চ যমং সংখ্যে শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ
অথৈন্দ্রসেনিরানীতঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা ॥ ১২

পরাজিত করিয়াছেন এবং দৈত্যশ্রেষ্ঠ নরক ও শতধন্বাকেও ইনি পরাজিত করিয়াছেন। ৫

ইনি ইন্দ্রদ্যুম্ন, কালযবন এবং কশেরুমান্‌কেও ক্রোধ সহকারে বধ করিয়াছেন এবং হস্তে সুদৃঢ় ধনু ধারণ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণ সৌভবিমানপতি শ্রীমান্ রাজা শাল্বকেও বিনাশ করিয়াছেন। ৬

এই কমললোচন পুরুষোত্তম চক্রের দ্বারা সহস্র পর্বতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিকীর্ণ করিয়া [illegible] শোভিত করিয়া দিয়াছিলেন। ৭

যাহারা যুদ্ধে অতি ও দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী ছিল, বরুণদেবের উভয় পার্শ্বে বিচরণ করিত এবং নিমেষকালের মধ্যেই যাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারিত, সেই গোপতি ও তালকেতু নামক দুই মহাভোজকে মহেন্দ্রপর্বতের শিখরে ইনি ধরিয়াছিলেন এবং শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণ ইরাবতী নদীর তীরে তাহাদের দুই জনকে বধ করিয়াছিলেন। ৮-৯

এই শ্রীকৃষ্ণই ভিন্ন ও জম্ভনামক দুই দানবকে অক্ষপ্রপতন-নামক স্থানে অনুগামীদিগের সহিত বধ করত ভূপাতিত করিয়াছিলেন। ১০

মহাত্মা কেশব বারাণসী নগরীকে দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় লোকজন ও জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কাশিরাজকে বিনাশ করিয়াছেন। ১১

এই অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা যমরাজকে জয় করিয়া সেখান হইতে ইন্দ্রসেনের পুত্রকে আনয়ন করিয়াছেন। ১২

সহিতঃ সর্বযাদোভিঃ সাগরেষু মহাবলঃ।
প্রাপ্য লোহিতকূটঞ্চ কৃষ্ণেন বরুণো জিতঃ ॥ ১৩
মহেন্দ্রভবনে যাতো দেবৈর্গুপ্তো মহাত্মভিঃ।
অচিন্ত্যজিত্বা দেবেন্দ্রং পারিজাতদ্রুমো হৃতঃ ॥ ১৪
পাণ্ড্যং পৌণ্ড্রং কলিঙ্গঞ্চ মাৎস্যঞ্চৈব জনার্দনঃ।
জঘান সহিতান্ সর্বান্ বঙ্গরাজং তথৈব চ ॥ ১৫
এষ চৈকশতং হত্বা রণে রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্
গান্ধারীমাবহদ্ বীরো মহিষীং প্রিয়দর্শনাম্ ॥ ১৬
তথা গাণ্ডীবধন্বানং ক্রীড়ন্তং মধুসূদনঃ
জিগায় ভরতশ্রেষ্ঠং কুন্ত্যাঃ প্রমুখতো বিভুঃ ॥ ১৭
দ্রোণং দ্রৌণিং কৃপং কর্ণং ভীষ্মঞ্চৈব সুযোধনম্।
চক্রায়ুধাদ্যৈঃ প্রভুরণে জিগায় পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
বভ্রোশ্চ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ।
সৌবীররাজস্য সুতাং প্রসহ্য হৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৯

এই শ্রীকৃষ্ণ সাগরসমূহে এবং লোহিতশিখরে গমন করত সমস্ত জলজন্তুগণের সহিত মহাবল বরুণকেও জয় করিয়াছেন। ১৩

যে মহেন্দ্রভবনে উৎপন্ন হইয়া সদা মহাত্মা দেবগণের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, সেই পারিজাত বৃক্ষকে এই শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজের কথা চিন্তা না করিয়াই অর্থাৎ তাঁহাকে কোনও কিছুই গণ্য না করিয়া হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ১৪

এই জনার্দন এক সঙ্গে সংগত পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মৎস্য ও বঙ্গ দেশের সমস্ত রাজাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ১৫

এই বীর শ্রীকৃষ্ণ রণাঙ্গনে এক শত মহাত্মা রাজাকে বধ করত নিজের পরমা সুন্দরী মহিষী গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৬

গাণ্ডীব ধনু লইয়া যুদ্ধে ক্রীড়াকারী ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে এই ভগবান মধুসূদন কুন্তীর সম্মুখেই জয় করিয়াছিলেন। ১৭

এই পুরুষোত্তম (অর্জুনের দ্বারা) দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দুর্যোধনকে পরাজিত করিয়াছেন। ১৮

বভ্রুর প্রিয়কামী শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসিধারী ভগবান কেশব সৌবীররাজের কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ১৯

পর্যন্তাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং সাগরাং সবন-কুণ্ডলাম্
বেণুদারিহৃতে যজ্ঞে জিগায় পুরুষোত্তমঃ ॥ ২০
অবাপ্য তপসো বীর্যং বলমোজশ্চ মাধবঃ
পূর্বদেহে জহারাথ বলেস্ত্রিভুবনং হরিঃ ॥ ২১
যজ্ঞাশনিগদাখড়্গৈস্ত্রাসয়দ্ভিশ্চ দানবৈঃ
যশ্চ নাভিভবো মৃত্যুঃ পুরং প্রাগ্‌জ্যোতিষং প্রতি ॥ ২২
অভিভূতশ্চ কৃষ্ণেন সগণঃ সুমহাবলঃ ।
বলেঃ পুত্রো মহাবীর্যো বাণো দ্রবিণবত্তরঃ ॥ ২৩
পীঠং তথা মহাবাহুঃ কংসামাত্যং জনার্দনঃ
পৈঠিকং চাসিলোমানং নিজঘান মহাবলঃ ॥ ২৪
জম্ভমৈরাবণং চাপি বিরূপং চ মহাযশাঃ
জঘান পুরুষব্যাঘ্রো দৈত্যং মানুষরূপিণম্ ॥ ২৫
তথা নাগপতিং তোয়ে কালিয়ং চ মহোরগম্
নির্জিত্য পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রেষয়ামাস সাগরম্ ॥ ২৬
সঞ্জীবয়ামাস মৃতং পুত্রং সান্দীপনেস্তথা

এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বেণুদারির অপহৃত বন ও নদীসহ সাগর পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে যজ্ঞস্থলে জয় করিয়াছিলেন ।২০

এই ভগবান্ মাধব পূর্ব শরীরে বামন হইয়া তপস্যার বল, বীর্য ও তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজা বলির নিকট হইতে ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন । ২১

যজ্ঞ, অশনি, গদা ও খড়্গের দ্বারা যে ত্রাসসৃষ্টিকারী দানবগণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বাস করিতে থাকিলেও ইঁহাকে মৃত্যুর বশীভূত করিতে পারে নাই । ২২

মহাবল, মহাপরাক্রমশালী ও অত্যন্ত বৈভবশালী বলিপুত্র বাণাসুরকেও শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত করিয়াছেন । ২৩

এই মহাবল মহাবাহু জনার্দন কংসের মন্ত্রী পীঠ, পৈঠিক ও অসিলোমাকেও বধ করিয়াছিলেন । ২৪

মহাযশস্বী পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপধারী জম্ভ, ঐরাবণ ও বিরূপনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন । ২৫

এইরূপ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে স্থিত মহাবল নাগরাজ কালিয়কে জয় করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করিয়াছেন । ২৬

এই পুরুষসিংহ শ্রীহরি বৈবস্বত যমকে জয় করিয়া সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে পুনর্বার জীবন দান করিয়াছিলেন । ২৭

নৃপ জনমেজয়! এইরূপ এই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ এই দুরাত্মা-

নির্জিত্য পুরুষব্যাঘ্রো যমং বৈবস্বতং হরিঃ ॥ ২৭
এবমেব মহাবাহুঃ শাস্তা তেষাং দুরাত্মনাম্ ।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাং চৈব যে বিষন্তি সদা নৃপ ॥ ২৮
নিহত্য নরকং ভৌমমাহৃতে মণিকুণ্ডলে ।
দেবমাতুর্যদৌ চৈব প্রীত্যর্থং বজ্রপাণিনঃ ॥ ২৯
এবং সর্বৈব দৈত্যানাং সুরাণাং চ মহাযশাঃ
ভয়াভয়করঃ কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরো বিভুঃ ॥ ৩০
সংস্থাপ্য বর্ণান্ মর্ত্যেষু যজ্ঞৈরিষ্ট্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ।
কৃত্বা দেবার্থমমিতং স্বস্থানং প্রতিপৎস্যতে ॥ ৩১
কৃষ্ণো ভোগবতীং রম্যামৃষিকান্তাং মহাযশাঃ ।
দ্বারকামাত্মসাৎ কৃত্বা সমুদ্রং গময়িষ্যতি ॥ ৩২
বহুরত্নসমাকীর্ণাং চৈত্যযূপশতাঙ্কিতাম্
দ্বারকাং বরুণাবাসং প্রবেক্ষ্যতি সকাননাম্ ॥ ৩৩
তাং সূর্যসদনপ্রখ্যাং মুক্তাং শার্ঙ্গধন্বনা ।
বিসৃষ্টাং বসুদেবেন সাগরঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩৪

গণকে শাসন করিয়াছেন, যাহারা সর্বদা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে হিংসা করিত । ২৮

ইনি বজ্রপাণি ইন্দ্রের প্রসন্নতার জন্য ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করত দেবমাতা অদিতিদেবীকে তাঁহার দুইটি মণিময় কুণ্ডল আনিয়া প্রদান করিয়াছেন । ২৯

এইভাবে সমস্ত লোকসমূহের স্রষ্টা সর্বব্যাপী ও মহাযশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দুরাচারী দৈত্যদিগকে ভয় ও ধর্মাত্মা দেবগণকে অভয় প্রদান করেন । ৩০

ইনি মনুষ্যগণের মধ্যে বর্ণের স্থাপন করিয়া পর্যাপ্ত দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে দেবতাগণের অসংখ্য কার্য সিদ্ধ করিবার পর নিজ পরমধামে গমন করিবেন । ৩১

মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ ভোগ-বৈভবসম্পন্না, রমণীয়া ও ঋষিগণের পক্ষে কমনীয়া দ্বারকাপুরীকে নিজের অধীন করত তাহাকে সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দিবেন । ৩২

বহু রত্নে পরিপূর্ণা, শতশত চৈত্য ( দেবালয় ) ও যূপসমূহে চিহ্নিতা এবং বন-উপবনে সুশোভিতা এই দ্বারকাপুরীকে বরুণালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিবেন । ৩৩

শার্ঙ্গধনুর্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মত জানিয়া সমুদ্র এই বাসুদেব কর্তৃক পরিত্যক্তা সূর্যালোকতুল্যা তেজস্বিনী দ্বারকাকে নিজের জলে বিলীন করিয়া লইবে । ৩৪

দেবাসুরমনুষ্যেষু নাসীন্ন ভবিতা ক্বচিৎ

য ইমামাবসেৎ কশ্চিদন্যো বৈ মধুসূদনাৎ ॥ ৩৫

এবমেষ মহাবাহুর্বিধায় বিধিমুত্তমম্ ।

বিষ্ণুর্নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বাখ্যো ভবিতা স্বয়ম্ ॥ ৩৬

অপ্রমেয়োঽপ্যচিন্ত্যশ্চ যথা কামচরো বশী ।

মোদতেঽথ সদা ভূতৈর্বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥ ৩৭

ন প্রমাতুং মহাবাহুঃ শক্যোঽয়ং মধুসূদনঃ ।

পরং পরমতো হ্যেতদ্ বিশ্বরূপান্ন বিদ্যতে ॥ ৩৮

অনেকোঽয়মনেকশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।

অন্তো হি কর্ম্মণামস্য দৃষ্টপূর্ব্বো ন কেনচিৎ ॥ ৩৯

এবমেতানি কর্ম্মাণি শিশুর্বালগতস্তদা ।

কৃতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বদেবসহায়বান্ ॥ ৪০

উবাচ পুরা ব্যাসস্তপোবীর্য্যেণ চক্ষুষা

মহাযোগী মহাবুদ্ধিঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শিবান্ ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইতি সংস্তূয় গোবিন্দং মহেন্দ্রবচনান্মুনিঃ ।

যযৌ সম্পূজিতঃ সর্ব্বৈর্নারদস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৪২

ততস্তদ্ বসু গোবিন্দো বিদেশান্ধক-বৃষ্ণিষু ।

যথার্হং পুণ্ডরীকাক্ষো বিধিবন্মধুসূদনঃ ॥ ৪৩

যাদবাস্তু ধনং প্রাপ্য বিবিধং ভূরিদক্ষিণৈঃ ।

যজ্ঞৈরিষ্ট্বা মহাত্মানো দ্বারকামাবসন্ পুরীম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি

নারদবাক্যং নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২

---

দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে এই ভগবান্ মধুসূদন ব্যতীত অন্য একপ কেহ হন নাই বা হইবেনও না, যিনি ইহার দ্বারা পরিত্যক্তা এই দ্বারকাপুরীতে বাস করিতে সমর্থ হইবেন। ৩৫

এইরূপ মহাবাহুশালী যাদবগণের জন্য উত্তম বিধির বিধান করিয়া এই সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ দেবই চক্র ও পূর্ব্বরূপে প্রকাশিত হইবেন। ৩৬

ইনি অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী ও সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখেন। যেরূপ বালক ক্রীড়নকের (খেলার দ্রব্যের) দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইনি সমস্ত প্রাণিগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দ উপভোগ করেন। ৩৭

এই মহাবাহু মধুসূদনকে সীমিত প্রমাণসমূহের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। এই পর ও অপর-স্বরূপ অথচ এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। ৩৮

ইনিই শত শত ও লক্ষ লক্ষ বার জাত হইয়াছেন। কেহই পূর্ব্বে কখনও ইহার কর্ম্মসমূহের অন্ত দেখিতে পান নাই। ৩৯

এইরূপ বালকগণের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদেবের সহিত কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ এই সব পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন। ৪০

পুরাকালে মহাযোগী মহামতি ও সব কিছুই প্রত্যক্ষদর্শনকারী ব্যাসদেব নিজ তপোবলসম্পন্ন দৃষ্টির দ্বারা দর্শন করত এই লীলাকথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে ভগবান্ গোবিন্দের স্তুতি করিতে করিতে নারদমুনি সমস্ত যাদবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন। ৪২

তদনন্তর কমললোচন মধুসূদন গোবিন্দ সমস্ত অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে সেই ধন বিধিপূর্ব্বক যথাযথভাবে ভাগ করত প্রদান করিলেন। ৪৩

সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা যাদবগণ প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বারকাপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। ৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে নারদের বাক্যনামক দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্য সন্তানানাং বর্ণনম্, বৃষ্ণিবংশস্যোপসংহারশ্চ ]

জনমেজয় উবাচ।

বহুনাং স্ত্রীসহস্রাণামষ্টৌ ভার্য্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তাসামপত্যান্যষ্টানাং ভগবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অষ্টৌ মহিষ্যঃ পুত্রিণ্য ইতি প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ
সর্ব্বা বীরপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শৃণু ॥ ২
রুক্মিণী সত্যভামা চ দেবী নাগ্নজিতী তথা
সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী ॥ ৩
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাম্ববত্যথ পৌরবী
সুভীমা চ তথা মাদ্রী রুক্মিণীতনয়ান্ শৃণু ॥ ৪
প্রদ্যুম্নঃ প্রথমং জজ্ঞে শম্বরান্তকরঃ প্রভুঃ
দ্বিতীয়শ্চারুদেষ্ণশ্চ বৃষ্ণিসিংহো মহারথঃ ॥ ৫
চারুভদ্রশ্চারুগর্ভঃ সুদেষ্ণো দ্রুম এব চ
সুষেণশ্চারুদেবশ্চ চারুবিন্দশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬
চারুবাহুঃ কনীয়াংশ্চ কন্যা চারুমতী তথা।
জজ্ঞিরে সত্যভামায়াং ভানুর্ভীমরথঃ ক্ষুপঃ ॥ ৭
রোহিতো দীপ্তিমাংশ্চৈব তাম্রজাক্ষো জলান্তকঃ।
ভানুর্ভৌমরিকা চৈব তাম্রপর্ণী জলন্ধমা ॥ ৮
চতস্রো জজ্ঞিরে তেষাং স্বসারো গরুড়ধ্বজাৎ
জাম্ববত্যাঃ সুতো জজ্ঞে সাম্বঃ সমিতিশোভনঃ ॥ ৯
মিত্রবান্মিত্রবিন্দশ্চ মিত্রবত্যপি চাঙ্গনা
মিত্রবাহুঃ সুনীথশ্চ নাগ্নজিত্যাঃ প্রজাঃ শৃণু ॥ ১০
ভদ্রকারো ভদ্রবিন্দঃ কন্যা ভদ্রবতী তথা
সুদত্তায়াং তু শৈব্যায়াং সংগ্রামজিন্মুখাস্তথা ॥ ১১
সত্যজিৎ সেনজিচ্চৈব তথা শূরঃ সপত্নজিৎ
সুভীমায়াঃ সুতো নাম্না বৃকো দেবঃ কেনির্দৃতিঃ ॥ ১২

---

## ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের সন্তানগণের বর্ণন এবং বৃষ্ণিবংশের উপসংহার। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনেক হাজার স্ত্রীর মধ্যে আট জন ভার্য্যাকে প্রধান বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সেই আট জন মহিষীর কত সন্তান ছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! প্রধানতঃ আট জন মহিষী (বহু) পুত্রবতী ছিলেন, উহা কথিত আছে। ইঁহাদের সকল সন্তানই বীর ছিলেন। তাঁহাদের যে সমস্ত সন্তান হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২

১। রুক্মিণী, ২। সত্যভামা, ৩। দেবী নাগ্নজিতী (সত্যা), ৪। শিবিদেশের রাজকন্যা সুদত্তা, ৫। মনোহর হাস্যবতী লক্ষ্মণা, ৬। মিত্রবিন্দা, ৭। কালিন্দী, ৮। জাম্ববতী, ৯। পৌরবী ও ১০। মদ্রদেশের রাজকুমারী সুভীমা—ইঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য মহিষী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী দেবীর পুত্রগণের কথা শ্রবণ কর। ৩-৪

রুক্মিণীদেবীর গর্ভ হইতে প্রথমে শত্রুদমনশালী প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন, যিনি শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন চারুদেষ্ণ, ইনি বৃষ্ণিবংশে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ও মহারথী বীর ছিলেন। ৫

তৃতীয় চারুভদ্র, চতুর্থ চারুগর্ভ, পঞ্চম সুদেষ্ণ, ষষ্ঠ দ্রুম, সপ্তম সুষেণ, অষ্টম চারুগুপ্ত, নবম পরাক্রমশালী চারুবিন্দ ও দশম ছিলেন চারুবাহু। এই চারুবাহু সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। এই পুত্রগণ ব্যতীত রুক্মিণী দেবীর এক কন্যাও ছিলেন, তাঁহার নাম চারুমতী। ৬

সত্যভামার গর্ভ হইতে ভানু, ভীমরথ, ক্ষুপ, রোহিত, দীপ্তিমান্, তাম্রবক্ষ ও জলান্তক—এই আট পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই সত্যভামার গর্ভে ইঁহাদের চার জন ভগিনীও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম হইল—ভানু, ভৌমরিকা, তাম্রপর্ণী ও জলন্ধমা। ৭-৮

জাম্ববতীর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে সাম্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধের শোভাবর্দ্ধনকারী। অথবা যুদ্ধে শোভাসম্পন্ন ছিলেন। ইনি ব্যতীত মিত্রবান্, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও সুনীথ নামে আরও চার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জাম্ববতীর মিত্রবতী নামে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। এখন নাগ্নজিতীর (সত্যার) সন্তানগণের কথা শ্রবণ কর। ৯-১০

নাগ্নজিতীর ভদ্রকার ও ভদ্রবিন্দ নামক দুই জন পুত্র ছিলেন এবং ভদ্রবতী নামে এক কন্যাও তাঁহার হইয়াছিল। শিবিদেশের রাজকন্যা সুদত্তার গর্ভ হইতে সংগ্রামজিৎ, সত্যজিৎ, সেনজিৎ ও শৌর্য্যবান সপত্নজিৎ—এই চার পুত্রের জন্মলাভ হয়। ১১

মদ্রদেশের রাজকুমারী সুভীমার বৃক ও ... বৃকনির্দ্দৃতি

ঘূষারো বৃকলোহিতশ্চ লক্ষণায়াঃ প্রজাঃ শুভ
গাত্রবান্ গাত্রগুপ্তশ্চ গাত্রবিন্দশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৩
জজ্ঞিরে গাত্রবত্যা চ ভগিন্যাপ্যনুজা সহ
অশ্রুতশ্চ সুতো জজ্ঞে কালিন্দ্যাঃ শ্রুতসম্মিতঃ ॥ ১৪
অশ্রুতং শ্রুতসেনায়ৈ প্রদদৌ মধুসূদনঃ।
তং প্রদায় হৃষীকেশস্তাং ভার্যাং মুদিতোঽব্রবীৎ ॥ ১৫
এষ বাসুদেবোরস্ত পাত্রান্ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
বৃহত্যাং তু নরং প্রাহুঃ শৈব্যায়ামঙ্গদং সুতম্ ॥ ১৬
উৎপন্নঃ কুমুদঃ চৈব শ্বেতঃ শ্বেতা তথাঙ্গনা।
অগাবহঃ সুমিত্রশ্চ শুচিশ্চিত্ররথস্তথা ॥ ১৭
চিত্রসেনঃ সুদেবায়াশ্চিত্রা চিত্রবতী তথা
বনস্তম্বশ্চ জজ্ঞাতে সুতঃ স্তম্বধনশ্চ হ ॥ ১৮
নিবাসনোঽবনস্তম্বঃ কন্যা স্তম্ববতী তথা
উপসঙ্গশ্চ শঙ্কুশ্চ বভ্রাঃ শূরঃ ক্ষিপ্র এব চ ॥ ১৯
কৌশিক্যাঃ শ্রুতসোমায়াং যৌধিষ্ঠিয্যাং যুধিষ্ঠিরঃ।
কপালী গরুড়শ্চৈব জজ্ঞাতে চিত্রযোধিনৌ ॥ ২০
এবমাদীনি পুত্রাণাং সহস্রাণি নিবোধ মে।
শতায়ুতং সমাখ্যাতা বাসুদেবস্য তে সুতাঃ ॥ ২১
অযুতানি তথা চাষ্টৌ শূরা রণবিশারদাঃ।
জনার্দনস্য প্রসবঃ কীর্তিতোঽয়ং তথা ময়া ॥ ২২
প্রদ্যুম্নস্য সুতো জজ্ঞে বৈদর্ভ্যাং রাজসত্তম।
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো জজ্ঞে স মৃগকেতনঃ ॥ ২৩
রেবত্যাং বলদেবস্য জজ্ঞাতে নিশঠোল্মুকৌ।
ভ্রাতরৌ দেবসঙ্কাশাবুভৌ পুরুষসত্তমৌ ॥ ২৪
সুতনুশ্চ সুতারা চ পৌরবরাজ্ঞাঃ পরিগ্রহঃ
পৌণ্ড্রকঃ কপিলশ্চৈব বসুদেবস্য তৌ সুতৌ ॥ ২৫
তারায়াং কপিলো জজ্ঞে পৌণ্ড্রশ্চ সুতনোঃ সুতঃ।
তয়োর্নৃপোঽভবৎ পৌণ্ড্রঃ কপিলশ্চ বনং যযৌ ॥ ২৬

---

ঘূষার বৃকলোহিত—এই তিন জন পুত্র ছিলেন। এখন লক্ষণার সন্তানগণের পরিচয় শ্রবণ কর। ১১-১২

গাত্রবান্, গাত্রগুপ্ত ও পর ক্রমশঃ গাত্রবিন্দ—এই তিন পুত্র লক্ষণার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হন। ইঁহাদের এক কনিষ্ঠা ভগিনীও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম গাত্রবতী। ১৩

কালিন্দীর দুই জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—অশ্রুত ও শ্রুতসম্মিত। মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ অশ্রুতনামক পুত্রকে শ্রুতসেনানাম্নী পত্নীকে প্রদান করেন। ১৪

তাঁহাকে প্রদান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং নিজের সেই পত্নী শ্রুতসেনাকে বলেন—এই বালক চিরকাল তোমাদের উৎকৃষ্ট পুত্র হইয়া থাকিবে। ১৫

শ্রীকৃষ্ণের বৃহতী নাম্নী পত্নীর গর্ভ হইতে নরের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া মহাত্মাগণ বলেন। শৈব্যার গর্ভ হইতে অঙ্গদ, কুমুদ ও শ্বেত নামক এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। শৈব্যার শ্বেতা নাম্নী এক কন্যাও হইয়াছিল। ১৬

সুদেবার গর্ভ হইতে অগাবহ, সুমিত্র শুচি, চিত্ররথ ও চিত্রসেন—এই পঞ্চ পুত্র এবং চিত্রা ও চিত্রবতী নামে এই দুই কন্যারও উৎপত্তি হয়। ১৭

বনস্তম্ব, স্তম্বধন, নিবাসন ও অবনস্তম্ব—এই চার পুত্র এবং স্তম্ববতী নাম্নী এক কন্যা—ইঁহাদের জন্ম কৌশিকীর গর্ভ হইতে হইয়াছিল। যৌধিষ্ঠিরীর গর্ভ হইতে যুধিষ্ঠির নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। ইনি ব্যতীত যৌধিষ্ঠিরীর আরও দুই জন পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম কপালী ও গরুড়। ইঁহারা উভয়ে বিচিত্র কীর্তিতে যুক্ত ছিলেন। ১৮-২০

ইঁহারা এবং এইরূপ আরও সহস্র পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ছিল। এই সব বৃত্তান্ত তুমি আমার নিকট হইতে অবগত হও। ভগবান বাসুদেবের সেই সব পুত্রগণের সংখ্যা একলক্ষ আশী হাজার বলিয়া কথিত আছে। ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে পারদর্শী ও শৌর্যশালী বীর ছিলেন। এইভাবে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ভগবান্ জনার্দনের পুত্রগণের বিষয় বর্ণনা করিলাম। ২১-২২

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়। প্রদ্যুম্নের বিদর্ভরাজকুমারী পত্নীর গর্ভ হইতে অনিরুদ্ধ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যুদ্ধে ইঁহাকে কেহই রুদ্ধ করিতে পারিত না। অনিরুদ্ধের ধ্বজে মৃগের চিহ্ন ছিল। ২৩

বলদেবের রেবতীদেবীর গর্ভ হইতে নিশঠ ও উল্মুক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই ভ্রাতা দেবতুল্য তেজস্বী ও পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ২৪

পুরুবংশজাত বসুদেবের আরও দুই জন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম সুতনু ও সুতারা। ইঁহাদের উভয়ের গর্ভ হইতে বসুদেবের দুই পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—পৌণ্ড্রক ও কপিল। ২৫

ইঁহাদের মধ্যে কপিল তারার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পৌণ্ড্রক সতনুর পুত্র ছিলেন। এই দুই জনার মধ্যে পৌণ্ড্রক রাজা হইয়াছিলেন ও কপিল বন গমন করিয়াছিলেন। ২৬

তুর্য্যাং সমভবদ্ বীরো বসুদেবান্মহাবলঃ ।
জরা নাম নিষাদানাং প্রভুঃ সর্ব্বধনুর্ভৃতাম্ ॥ ২৭

কাশ্যা সুপার্শ্বং তনয়ং লেভে সাম্বাত্তরস্বিনম্ ।
সার্দ্ধক্ষেঽনিরুদ্ধস্য বজ্রঃ সানোরজায়ত ॥ ২৮

বজ্রাত্মজো প্রতিরথঃ সুচারুস্তস্য চাত্মজঃ ।
অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্ বৃষ্ণিনন্দনাৎ ॥ ২৯

শিনেস্তু সত্যবাক্ জজ্ঞে সত্যকশ্চ মহারথঃ ।
সত্যকস্যাত্মজঃ শূরো যুযুধানস্ত্বজায়ত ॥ ৩০

অসঙ্গো যুযুধানস্য মণিস্তস্যাভবৎ সুতঃ ।
মণের্যুগন্ধরঃ পুত্র ইতি বংশঃ সমাপ্যতে ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তনে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

বসুদেব হইতে তাঁহার চতুর্থ বর্ণের ভার্য্যার গর্ভে এক মহাবল বীর জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল জরা। সে সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীর নিষাদগণের প্রভু (রাজা) ছিল। ২৭

কাশ্যা সাম্ব হইতে সুপার্শ্বনামক এক পুত্র লাভ করিয়াছিল। এই সুপার্শ্ব বেগশালী বীর ছিল। অনিরুদ্ধের সানু নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই সানু হইতে বজ্র জন্মগ্রহণ করে। ২৮

বজ্র হইতে প্রতিরথ উৎপন্ন হয়। প্রতিরথের পুত্রের নাম ছিল—সুচারু। বৃষ্ণির কনিষ্ঠ পুত্র অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয়। ২৯

এই শিনি হইতে মহারথী বীর ও সত্যবাদী সত্যক উৎপন্ন হয়। এই সত্যকের শৌর্য্যশালী বীর পুত্র যুযুধান (সাত্যকি) জন্মগ্রহণ করে। ৩০

যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ এবং অসঙ্গের মণিনামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মণির পুত্রের নাম ছিল যুগন্ধর। এইভাবে এই স্থানে এই বংশের বর্ণন সমাপ্ত হইল। ৩১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বৃষ্ণিবংশের বর্ণনবিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ প্রদ্যুম্নস্য জন্মকথনম্, শম্বরাসুরেণ সূতিকাগৃহতঃ প্রদ্যুম্নস্যাপহরণম্, প্রদ্যুম্ন-মায়াবত্যোঃ সংলাপঃ, শম্বরাসুরস্য শত-পুত্রৈঃ সহ প্রদ্যুম্নস্য যুদ্ধবর্ণনম্ ]

জনমেজয় উবাচ

য এষ ভবতা পূর্ব্বং শম্বরঘ্নোদাহৃতঃ ।
প্রদ্যুম্নঃ স কথং জঘ্নে শম্বরং তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

রুক্মিণ্যাং বাসুদেবস্য লক্ষ্ম্যাং কামো ধৃতব্রতঃ ।
শম্বরান্তকরো জজ্ঞে প্রদ্যুম্নঃ কামদর্শনঃ ।
সনৎকুমার ইতি যঃ পুরাণে পরিগীয়তে ॥ ২

তং সপ্তরাত্রে সম্পূর্ণে নিশীথে সূতিকাগৃহাৎ ।
জহার কৃষ্ণস্য সুতং শিশুং বৈ কালশম্বরঃ ॥ ৩

বিদিতং তস্য কৃষ্ণস্য দেবমায়ানুবর্ত্তিনঃ ।
ততো ন নিগৃহীতঃ স দানবো যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥ ৪

স মৃত্যুনা পরীতায়ুর্মায়য়া প্রগৃহ্য তম্ ।
দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য নগরং স্বং নিনায় মহাসুরঃ ॥ ৫

### চতুরধিকশততম অধ্যায়

[ প্রদ্যুম্নের জন্ম কথন, শম্বর সুর কর্ত্তৃক সূতিকা গৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে অপহরণ, প্রদ্যুম্ন-মায়াবতী সংবাদ এবং প্রদ্যুম্নের শম্বরাসুরের শতপুত্রের সহিত যুদ্ধ বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! আপনি পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছেন যে, প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, প্রদ্যুম্ন কি প্রকারে শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন? তাহা আমাকে বলুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ বাসুদেবের লক্ষ্মী-স্বরূপা পত্নী রুক্মিণী দেবীর গর্ভ হইতে উত্তম ব্রতধারী কামদেবই প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি কামদেবেরই ন্যায় দেখিতে মনোহর ছিলেন। তিনিই শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে পুরাণে যিনি 'সনৎকুমার' নামে কীর্তিত আছেন, তিনিই প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ২

প্রদ্যুম্নের জন্মগ্রহণের পর সপ্ত রাত্রি অতিবাহিত হইলে কালরূপী শম্বরাসুর শ্রীকৃষ্ণের সেই শিশু পুত্রকে অর্দ্ধ রাত্রির সময় হরণ করিয়া লইয়া যায়। ৩

দেবমায়ার অনুসরণকারী শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যতের সমস্ত বৃত্তান্তই জানা ছিল, সেইজন্য তিনি সেই রণদুর্ম্মদ দানব শম্বরকে তখন বন্দী করেন নাই। ৪

মৃত্যু এই দানবের আয়ুকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল, সেইজন্য এই মহাসুর শম্বর মায়ার সাহায্যে এই বালককে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং দুই হাত উপরে উত্তোলিত করিয়া সে নিজ নগরে প্রদ্যুম্নকে লইয়া যায়। ৫

অনপত্যা তু তস্যাভূদ্যা পত্নী রূপশালিনী
নাম্না মায়াবতী নাম মায়েব শুভদর্শনা ॥ ৬
দদৌ তং বাসুদেবস্য পুত্রং পুত্রমিবাত্মজম্।
তস্যা মহিষ্যা মহিষো দানবঃ কালচোদিতঃ ॥ ৭
মায়াবতী তু তং দৃষ্ট্বা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহা।
হর্ষেণ মহতা যুক্তা পুনঃ পুনরুদৈক্ষত ॥ ৮
অথ তস্যা নিরীক্ষন্ত্যাঃ স্মৃতিঃ প্রাদুর্বভূব হ।
অয়ং স মম কান্তোঽভূৎ পুরৈবং চাপচিন্তয়ৎ ॥ ৯
অয়ং স নাথো ভর্তা মে যস্যার্থেঽহং দিবানিশম্।
চিন্তাশোকার্ণবে মগ্না ন বিন্দামি ধৃতিং ক্বচিৎ ॥ ১০
অয়ং ভগবতা পূর্বং দেবদেবেন শূলিনা
যোজিতেন কৃতোঽনঙ্গো দগ্ধ্বা জাতান্তরে মম ॥ ১১
কথমস্য স্তনং দাস্যে মাতৃভাবেন জানতী
ভর্তৃভার্য্যা স্বয়ং ভূত্বা মাতা বা পুত্র ইত্যুত ॥ ১২

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা ধাত্র্যা তং সা সমর্পয়ৎ
রসায়নপ্রয়োগৈশ্চ শীঘ্রমেব ব্যবর্দ্ধয়ৎ ॥ ১৩
বাল্যাৎ প্রভৃতি স চ তাং শুশ্রূষন্ কৃষ্ণিনন্দনঃ।
মায়াবতীমবিজ্ঞানান্মোহেন মেনে মাতরম্ ॥ ১৪
সা চ তং বর্দ্ধয়ামাস কান্তিং কমললোচনম্
মায়াশ্চাস্মৈ দদৌ সর্বা দানবীঃ কামমোহিতা ॥ ১৫
স যদা যৌবনস্থস্তু প্রদ্যুম্নঃ কামদর্শনঃ।
চিকীর্ষিতজ্ঞো নারীণাং সর্বাস্ত্রবিধিপারগঃ ॥ ১৬
তং সা মায়াবতী কান্তং কময়ামাস কামিনী।
ইঙ্গিতৈশ্চাপি বীক্ষন্তী প্রাণেভ্যস্ত সম্মিতা।
প্রদ্যুম্নস্তু তাং দেবীং বভাষে চারুহাসিনীম্ ॥১৭

প্রদ্যুম্ন উবাচ

মাতৃভাবং ব্যতিক্রম্য কিমেবং বর্তসেঽন্যথা
অহো চঞ্চলভাবাপি স্ত্রীত্বে চপলমানসা ॥ ১৮

তাহার রূপ ও গুণবতী এক ভার্য্যা ছিল এবং তাহার কোনও সন্তান ছিল না। তাহার নাম মায়াবতী। এই মায়াবতী মায়াদেবীরই ন্যায় দেখিতে সুন্দরী ছিল। ৬

সেই কালপ্রেরিত দানব শম্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্রকে নিজেরই পুত্র মনে করিয়া নিজ ভার্য্যা মায়াবতীকে প্রদান করে। ৭

সেই বালককে দেখিয়াই মায়াবতীর শরীরে হর্ষজনিত রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তখন মায়াবতী অতিশয় হর্ষের সহিত বারবার সেই বালককে দেখিতে লাগিল। ৮

বালককে নিরীক্ষণ করিতে করিতে মায়াবতীর অন্তরে পূর্বকালের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। "ইনিই ত, পূর্বকালে আমার প্রিয়তম পতি ছিলেন" ইহা স্মরণ করিয়াই সে এই ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। ৯

ইনিই আমার সেই স্বামী ও ভর্তা, যাঁহার জন্য আমি দিবা রাত্রি চিন্তা ও শোকের সাগরে নিমগ্না থাকিয়া কখনও কোথাও সুখলাভ করিতে পারিতেছি না। ১০

পূর্বকালে ইঁহার দ্বারা দেবপ্রাপ্ত হইয়া দেবাদিদেব ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্কর ইঁহাকে 'অনঙ্গ' করিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ ইঁহার দেহকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। আজ দ্বিতীয় জন্মে ইঁহাকে আমি দর্শন করিলাম। ১১

যখন আমি এই রহস্য জানিতে পারিয়াছি, তখন মাতৃভাবে ইঁহার মুখে আমি কি করিয়া স্তনদান করিব? ইনি আমার পতি, সুতরাং আমি ইঁহাকে পুত্র কিরূপে বলিব? ১২

মনে মনে এইরূপ বিশেষ চিন্তা করিয়া মায়াবতী বালক প্রদ্যুম্নকে এক ধাত্রীর নিকট সমর্পণ করিল এবং রসায়নের প্রয়োগে তাঁহাকে শীঘ্রই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। ১৩

কৃষ্ণিনন্দন প্রদ্যুম্ন বাল্য হইতে মায়াবতীর শুশ্রূষা গ্রহণ করিয়া তাহাকে না জানিয়াই মায়াবতীকে নিজেরই মাতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ১৪

মায়াবতী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ-নন্দনকে যখন বর্দ্ধিত করিল তখন তাঁহার প্রতি কামভাবে মোহিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত দানবী মায়া শিক্ষাদান করিল। ১৫

প্রদ্যুম্ন যখন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি সাক্ষাৎ কামদেবের ন্যায় দেখিতে মনোহর হইয়া উঠিলেন। তিনি স্ত্রীদিগের মনোভাব জানিতে পারিতেন এবং সর্বপ্রকার অস্ত্রের প্রয়োগে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ১৬

সেই সময় মায়াবতী কামবতী নারীর ন্যায় নিজের সেই প্রিয়তম পতিকে কামনা করিতে লাগিল। সে হাসি, হাব ভঙ্গিমায় নিজের হাব-ভাবের দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। সেই মনোহর হাস্যযুক্তা দেবী মায়াবতীকে নিজের প্রতি আসক্তা দেখিয়া প্রদ্যুম্ন তাহাকে এই কথা বলিলেন। ১৭

প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—অয়ে! তুমি মাতৃভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া এইভাবে বিপরীত আচরণ কেন করিতেছ? তুমি দেখিতেছি দুষ্টস্বভাবা এবং তোমার চিত্ত স্ত্রীস্বভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ১৮

সা পুত্রভাবমুৎসৃজ্য যদি মোহাৎ প্রবর্ত্তসে
ন তু তেঽহং সুতঃ সৌম্যে কোঽয়ং শীলবিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৯
তত্ত্বমিচ্ছাম্যহং দেবি কথিতং কো ন্বয়ং বিধিঃ।
বিদ্যুৎসম্পাতচপলঃ স্বভাবঃ খলু যোষিতাম্ ॥ ২০
যা নরেষু প্রসজ্জন্তে নগাগ্রেষু ঘনা ইব।
যদি তেঽহং সুতঃ সৌম্যে যদি বা নাত্মজঃ শুভে ॥ ২১
কথিতং তত্ত্বমিচ্ছামি কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্।
এবমুক্তা তু সা ভীরুঃ কামেন ব্যথিতেন্দ্রিয়া ॥ ২২
প্রিয়ং প্রোবাচ বচনং বিবিক্তে কেশবাত্মজম্।
ন ত্বং মম সুতঃ কান্ত নাপি তে শম্বরঃ পিতা ॥ ২৩
রূপবানসি বিক্রান্তস্ত্বং জাত্যা বৃষ্ণিনন্দন
পুত্রস্ত্বং বাসুদেবস্য রুক্মিণ্যা নন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৪
দিবসে সপ্তমে বালো জাতমাত্রোঽপবাহিতঃ
সূতিকাগারমধ্যাত্ত্বং শিশুরুত্তানশায়িতঃ ॥ ২৫
মম ভর্ত্রা হৃতোঽসি ত্বং বলবীর্য্যপ্রবর্ত্তিনা।
পিতুস্তে বাসুদেবস্য ধর্ষয়িত্বা গৃহং মহৎ ॥ ২৬
পাকশাসনকল্পস্য হৃতস্ত্বং শম্বরেণ হ
সা চ তে করুণং মাতা ত্বাং বালপুত্রা চ শোচতী ॥ ২৭
অত্যর্থং তপ্যতে বীর বিবৎসা সৌরভী যথা।
সোঽপি শক্রাধিকস্তাত পিতা তে গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২৮
ইহ ত্বাং নাভিজানাতি বালমেবাপবাহিতম্।
কান্ত বৃষ্ণিকুমারস্ত্বং ন হি ত্বং শম্বরাত্মজঃ ॥ ২৯
বীর নৈবংবিধান্ পুত্রান্ দানবা জনয়ন্তি হি
অতোঽহং কাময়ামি ত্বাং নহি ত্বং জনিতো ময়া ॥ ৩০
রূপং তে সৌম্য পশ্যন্তী সীদামি হৃদি দুর্ব্বলা।
যথা ব্যবসিতং কান্ত যত্তু মে হৃদি বর্ত্ততে ॥ ৩১

---

যাহার জন্য তুমি আমার প্রতি পুত্রভাব পরিত্যাগ করত কামলোভে প্রেরিত হইয়া এরূপ বিপরীত আচরণ করিতেছ। ইহাতে মনে হইতেছে আমি তোমার পুত্র নহি। সৌম্যে! তোমার শীলস্বভাবে এই বিপর্য্যয় কিভাবে হইল? ১৯

দেবি! আমি এবিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি যথাযথভাবে বল—তোমার এই ব্যবহার কিভাবে উৎপন্ন হইল? নিশ্চয় নারীগণের স্বভাব বিদ্যুৎপাতের ন্যায় চঞ্চল হয়। যেরূপ মেঘমণ্ডল পর্ব্বতশিখরসমূহে সংযুক্ত হয় সেইরূপ কামমোহিতা নারীগণ সকল পুরুষেই আসক্ত হইয়া যায়। ২০।

সৌম্যে! শুভে! যদি আমি তোমার পুত্র হই কিংবা যদি আমি তোমার পুত্র না হই, তবে তাহা যথাযথ ভাবে আমাকে বল। আমি তোমার নিকট হইতে এ-বিষয়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে চাই। তুমি ইহা কি করিতে বাসনা করিয়াছ? ২১।

তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর কামে যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ভীরু মায়াবতী একান্তে নিজের প্রিয়তম কেশবকুমারকে এই কথা বলিল—প্রিয়তম! তুমি আমার পুত্র নও এবং শম্বরাসুরও তোমার পিতা নয়। ২২-২৩

বৃষ্ণিকুলনন্দন! তুমি জন্ম হইতেই রূপবান্ ও পরাক্রমশালী বীর। তুমি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এবং মাতা রুক্মিণীদেবীর আনন্দবর্দ্ধনকারী প্রিয় সন্তান। ২৪

তোমার জন্মের সপ্তম দিনে যখন তুমি বালশিশু-রূপে শয্যায় উত্তানভাবে শায়িত ছিলে, তখন আমার ভরণ-পোষণকারী এবং বল ও পরাক্রম পূর্ব্বক কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত শম্বরাসুর তোমার পিতা ভগবান্ বাসুদেবের বিশাল গৃহকে অতিক্রম করত সূতিকাগৃহের মধ্যভাগ হইতে তোমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। ২৫-২৬

তুমি ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী পিতার পুত্র হইয়াও শম্বরাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছ। বীর! তোমার মাতা রুক্মিণীদেবীও তোমার ন্যায় বালকের জন্য নিরন্তর শোকমগ্ন থাকিয়া করুণ বিলাপ করিতেছেন এবং সেইভাবে সন্তাপ ভোগ করিতেছেন, যেরূপ নিজের বৎস বাছুর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া কোনও গোমাতা বিশেষ সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন। ২৭।

তোমার পিতা গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র হইতেও মহান্ (শ্রেষ্ঠ), কিন্তু তিনিও ইহা জানেন নাই যে, তুমি বাল্যাবস্থাতেই এখানে হরণ করিয়া আনীত হইয়াছ। ২৮।

প্রিয়তম! তুমি বৃষ্ণিকুলের কুমার, শম্বরের পুত্র নও। বীর! দানবগণ তোমার ন্যায় পুত্রদিগকে উৎপাদন করে না (বা করিতে পারে না)। ২৯।

সৌম্য! সেইজন্য আমি তোমাকে কামনা করিতেছি; আমি তোমাকে জন্মদান করি নাই! আমি দুর্ব্বল অবলা, তোমার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া মনে মনেই কামে সন্তপ্তা হইয়া পড়িয়াছি। ৩০।

প্রিয় বৃষ্ণিনন্দন! আমি যাহা কিছু করিতে নিশ্চয় করিয়াছি এবং আমার হৃদয়ে যে ভাব আছে, তদনুসারে তুমি আমার মনোমন্দিরে বাস করত পূর্ণ কর। ৩১।

তন্মে মনসি বাক্যেঽস্য প্রতিপত্তুমর্হসি
এষ তে কথিতঃ সর্বঃ সদ্ভাবস্ত্বয়ি যো মম ॥ ৩২
যথা ন মম পুত্রস্ত্বং ন পুত্রঃ শম্বরস্য চ।
এতচ্চৈবমখিলং সর্বং মায়াবত্যা প্রভাষিতম্ ॥ ৩৩
চক্রায়ুধাত্মজঃ ক্রুদ্ধঃ শম্বরং স সমাহ্বয়ৎ।
সর্বমায়াবিধিজ্ঞোঽসৌ নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ॥ ৩৪
অহো দানবদুষ্টাত্মা কেশবস্যাত্মজং শিশুম্।
হরতে নির্ভয়শ্চৈব তমদ্য ক্ষমাম্যহম্ ॥ ৩৫
কথং বৈ ক্রোধমাগচ্ছেদ্ বধ্যতে বা কথং ময়া
প্রথমং কিং করিষ্যামি যেন কুপ্যতি মন্দধীঃ ॥ ৩৬
অস্তি চাস্য ধ্বজশ্চিত্রঃ সিংহকেতুবিভূষিতম্।
তোরণে গৃহমাসাদ্য উচ্ছ্রিতো মেরুশৃঙ্গবৎ ॥ ৩৭
এতচ্ছিত্ত্বা পাতয়িষ্যে ভল্লেন নিশিতেন বৈ
ধ্বজচ্ছেদং বিদিত্বাথ শম্বরো নিষ্ক্রমিষ্যতি ॥ ৩৮
ততো যুদ্ধেন হত্বৈনং যাস্যামি দ্বারকাং প্রতি
ইত্যুক্ত্বা সজ্যমাধায় বলবচ্চাপমাক্রমৎ ॥ ৩৯
চিচ্ছেদ ধ্বজদণ্ডং তু শম্বরস্য মহাত্মনঃ।
তচ্ছ্রুত্বা তু ধ্বজচ্ছেদং প্রদ্যুম্নেন মহাত্মনা ॥ ৪০
ক্রুদ্ধস্ত্বাজ্ঞাপয়ামাস পুত্রান্ বৈ কালশম্বরঃ।
জিঘাংসধ্বং মহাবীরা রৌক্মিণেয়ং ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৪১
নৈনং বৈ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মম বিপ্রিয়কারকম্।
শ্রুত্বা তু শম্বরাদ্ বাক্যং সুতাস্তে শম্বরস্য হ ॥ ৪২
সন্নদ্ধা নির্যযুস্তে বৈ প্রদ্যুম্নবধকাঙ্ক্ষয়া।
চিত্রসেনোঽতিসেনশ্চ বিষ্বক্সেনো গদস্তথা ॥ ৪৩
শুভসেনঃ সুষেণশ্চ সোমসেনো গদস্তথা।
সেনানী সৈন্যহন্তা চ সেনাহা সৈনিকস্তথা ॥ ৪৪
সেনকোঽতিসেনশ্চ সেনকো জনকঃ সুতঃ
সকালো বিকলঃ শান্তঃ স শান্তাত্মকরোঽজতিঃ ॥ ৪৫
ধূম্রকেতুঃ সুদংষ্ট্রশ্চ কেশিপ্রিয়োত্তমাদয়ঃ।
চক্র-তোমর-শূলানি পট্টিশানি পরশ্বধান্ ॥ ৪৬

তোমার প্রতি আমার হৃদয়ে যে সদ্ভাব আছে। এই সবই আমি তোমাকে বলিলাম। না তুমি আমার পুত্র এবং না শম্বরাসুরের পুত্র। ৩২

মায়াবতী কর্তৃক কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ চক্রপাণির পুত্র প্রদ্যুম্ন কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সমস্ত মায়াসমূহের জ্ঞাতা ছিলেন, তিনি নিজের নাম শুনাইয়া শম্বরাসুরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিবার স্থির করিলেন। ৩৩-৩৪

তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—অহো! এই দুষ্টাত্মা দানব কেশবের শিশু পুত্রকে অপহরণ করিয়াছে, তথাপি সে নির্ভয়ে রহিয়াছে, আর আমি তাহাকে আজ ক্ষমা করিতেছি। ৩৫

এখন এই দানব কিভাবে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবে এবং আমিই বা কি করিয়া ইহাকে বধ করিতে পারিব? আমি প্রথমে কি করিব, যাহাতে এই মন্দবুদ্ধি দানব আমার উপর কুপিত হইবে। ৩৬

ইহার এই যে এক ধ্বজ আছে, যাহা সিংহের চিহ্নযুক্ত পতাকা দ্বারা বিভূষিত রহিয়াছে। এই ধ্বজ বহির্দ্বারে স্থির রূপে রোপিত আছে এবং মেরুপর্বতের শিখরের ন্যায় উচ্চ বলিয়া মনে হইতেছে। ৩৭

আজ আমি এক তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা ইহাকে ছেদন করত পাতিত করিব। নিজের ধ্বজকে ছিন্ন জানিতে পারিয়া শম্বরাসুর যুদ্ধের জন্য নিশ্চয় নির্গত হইবে। ৩৮

তখন আমি যুদ্ধের দ্বারা সংগ্রামে ইহাকে বধ করত দ্বারকাপুরী যাইব। মনে মনে এরূপ বলিয়া প্রদ্যুম্ন বলপূর্বক নিজের ধনুতে জ্যা (গুণ) আরোপণ করিলেন এবং তাহাতে বাণ সংযোজন করিলেন। ৩৯

সেই বাণের দ্বারা মহাবাহু প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরের ধ্বজকে ছেদন করিলেন। তখন প্রদ্যুম্ন কর্তৃক ধ্বজ ছিন্ন হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া কুপিত কালশম্বর নিজ পুত্রগণকে আজ্ঞা করিল—মহাবীরগণ! এই রুক্মিণীপুত্রকে সত্বর বিনাশ করিবার চেষ্টা কর। সে আমার অপ্রিয় করিয়াছে, এখন আমি তাহাকে এইভাবে জীবিত থাকিতে দেখিতে ইচ্ছা করি না। ৪০-৪১

শম্বরাসুরের এই আদেশ শ্রবণ করত তাহার পুত্রগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় [illegible] নিষ্ক্রান্ত হইল। ৪২

চিত্রসেন, অতিসেন, বিষ্বক্সেন, গদ, শুভসেন, সুষেণ, [illegible], সেনানী, সৈন্যহন্তা, সেনাহা, সৈনিক, সেনকত, অতিসেন, সেনক, জনক, সুত, সকাল, বিকল, শান্ত, শান্তাকর, অজতি, ধূম্রকেতু, সুদংষ্ট্র ও কেশি প্রভৃতি তাহাদের নাম ছিল। ৪৩-৪৫

ইহারা সকলেই হর্ষ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া এবং প্রদ্যুম্নের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চক্র, তোমর, শূল, পট্টিশ ও পরশু ধারণ

গৃহীত্বা নির্যযুস্তে বৈ যদূনাং পুরমাপ্লুতাঃ
আহ্বয়ন্তমমিত্রং তৈ তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ৪৭

প্রদ্যুম্নশ্চ মহাবাহুঃ রথমারুহ্য সত্বরম্
নির্যযৌ চাপমাদায় সংগ্রামাভিমুখস্তদা ॥ ৪৮

ততঃ প্রবৃত্তং যুদ্ধং তু তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
শম্বরস্য তু পুত্রাণাং কেশবস্য চ সূনুনা ॥ ৪৯

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সমহোরগ-চারণাঃ
দেবরাজং পুরস্কৃত্য বিমানাগ্রেষু বিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫০

নারদস্তুম্বুরুশ্চৈব হাহা হূহূশ্চ গায়নাঃ ।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতাঃ সর্বে তত্রাবতস্থিরে ॥ ৫১

দেবরাজপ্রতীহারো গন্ধর্বশ্চিত্রমদ্ভুতম্ ।
শশংস দেবরাজায় বজ্রিণে তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ৫২

শম্বরস্য শতং পুত্রা একঃ কৃষ্ণস্য চাত্মজঃ ।
যদূনাং যুধ্যতামেষ কথং বিজয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩

উক্তস্তু ভাষিতং তস্য প্রহস্য বলসূদনঃ ।
উবাচ বচনং চেদং শৃণু যোঽস্য পরাক্রমঃ ॥ ৫৪

কামোঽয়ং পূর্বদেহে তু হরক্রোধাগ্নিনা হতঃ ।
কৃত্বা প্রসাদিতো দেবঃ কামপত্ন্যা ত্রিলোচনঃ ।
পরিতুষ্টেন দেবেন বরস্তস্যাঃ প্রদীয়তে ॥ ৫৫

বিষ্ণুর্মানুষদেহস্তু দ্বারকায়াং ভবিষ্যতি ।
তস্য পুত্রত্বমেবৈষ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬

অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে তু মহাযশাঃ ।
ততোৎপন্নো মহাতেজাঃ শম্বরং ঘাতয়িষ্যতি ॥ ৫৭

সপ্তাহে জাতমাত্রং তু রুক্মিণ্যাঃ ক্রোড়সংস্থিতম্ ।
আদায় শম্বরো নাম্না প্রদ্যুম্নমপনেষ্যতি ॥ ৫৮

তদ্ গচ্ছ শম্বরগৃহং ভার্যা মায়াবতী ভব ।
মায়ারূপপ্রতিচ্ছন্না শম্বরং মোহয়িষ্যসি ॥ ৫৯

তত্র ত্বমাত্মনঃ কান্তং বালরূপং বিবর্ধয়
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু শম্বরং নিহনিষ্যতি ॥ ৬০

---

করত নির্গত হইল এবং নিজেদের সেই শত্রুকে আহ্বান করিতে করিতে যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে অবস্থান করিতে লাগিল। ৪৬-৪৭

এই সময় মহাবাহু প্রদ্যুম্ন সত্বর রথে আরোহণ করত ধনু গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নির্গত হইলেন। ৪৮

অনন্তর শম্বরাসুরের পুত্রগণের কেশব-পুত্রের সহিত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ৪৯

তখন সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, মহানাগ ও চারণগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করত বিমানসমূহের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫০

নারদ, তুম্বুরু, হাহা ও হূহূ—এই সব গানকারী গন্ধর্বগণ অপ্সরাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সকলে সেই সব বিমানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতীহার (বার্তাবহ) গন্ধর্ব বজ্রধারী ইন্দ্রকে প্রদ্যুম্নের বিচিত্র ও অদ্ভুত চেষ্টা (রণোদ্যম) শুনাইতে লাগিলেন। ৫২

একদিকে শম্বরাসুরের শত পুত্র এবং অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র প্রদ্যুম্ন বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ বহু যোদ্ধার সম্মুখে এই একাকী প্রদ্যুম্ন কিভাবে জয়লাভ করিবেন? ৫৩

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলাসুরনাশী ইন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত এই কথা বলিলেন,—প্রদ্যুম্নের যে পরাক্রম আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৪

এই প্রদ্যুম্ন কামদেব, যে পূর্বশরীরে অবস্থান করিবার সময় ভগবান শঙ্করের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। তারপর কামপত্নী রতি মহাদেবকে প্রসন্ন করে। প্রসন্ন হইয়া মহাদেব তাহাকে বরদান করেন। ৫৫

ভগবান বিষ্ণু মানবদেহ ধারণ করিয়া যখন দ্বারকাপুরীতে বাস করিবেন, সেই সময় তোমার পতি কামদেব তাঁহার পুত্র হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৬

এই সময় এই কামদেব তিন লোকে 'অনঙ্গ' নামে বিখ্যাত হইবে এবং দ্বারকায় উৎপন্ন হইলে পর মহান তেজে সম্পন্ন হইয়া শম্বরাসুরকে বধ করিবে। ৫৭

তাহার জন্মের সপ্ত দিন অতিবাহিত হইলে পর রুক্মিণীর ক্রোড়ে স্থিত প্রদ্যুম্নকে মায়া অবলম্বন পূর্বক শম্বরাসুর হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। ৫৮

অতএব তুমি শম্বরাসুরের গৃহে গমন কর এবং তাহার মায়াবতী ভার্যা হও। মায়ার দ্বারা নিজের যথার্থরূপকে গোপন করিয়া তুমি শম্বরাসুরকে মোহগ্রস্ত করিবে। ৫৯

সেখানেই তোমার নিজ প্রিয়তম পতি কামদেবকে বালক-রূপে প্রাপ্ত হইবে। ধাত্রীর দ্বারা তাহাকে পালন-পোষণ করত তুমি তাহাকে বর্ধিত কর। যখন প্রদ্যুম্ন যৌবন দেহ লাভ করিবে, সেই সময় সে শম্বরাসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। ৬০

ততস্ত্বয়া সহানঙ্গো দ্বারকাং বৈ গমিষ্যতি
রমিষ্যতি ত্বয়া সার্দ্ধং শৈলপুত্র্যা যথা হ্যহম্ ॥ ৬১

এবমাদিশ্য দেবেশো জগাম পুরুষোত্তমঃ।
কৈলাসং মেরুসঙ্কাশং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥ ৬২

কামপত্নী প্রণম্যাথ দেবদেবমুমাপতিম্।
জগাম শম্বরগৃহং কালকাঙ্ক্ষা প্রতীক্ষতী ॥ ৬৩

এবমেষ মহাবাহুঃ শম্বরং নিহনিষ্যতি
সহ পুত্রৈঃ প্রদ্যুম্নো হত্বা তস্য তুরাত্মনঃ ॥ ৬৪

ইতি মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শম্বরবধে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

তদনন্তর কামদেব তোমার সহিত দ্বারকায় গমন করিবে এবং যেরূপ আমি পার্ব্বতীর সহিত রমণ করি, সেইরূপ সেই প্রদ্যুম্নও তোমার সহিত সানন্দে বাস করিবে। ৬১

এইরূপ আদেশ দিয়া দেবেশ্বর পুরুষোত্তম শিব সিদ্ধ-চারণ-সেবিত এবং মেরুপর্ব্বততুল্য কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৬২

ইহার পর কামপত্নী রতি দেবাদিদেব উমাপতিকে প্রণাম করিয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে করিতে শম্বরাসুরের গৃহে গমন করিল। ৬৩

এইভাবে এই মহাবাহু প্রদ্যুম্ন পুত্রগণের সহিত শম্বরাসুরকে বধ করিবে; কারণ, এই প্রদ্যুম্নই এই দুরাত্মা শম্বরাসুরের হন্তা। ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শম্বরাসুরের বধবিষয়ক চতুরধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ প্রদ্যুম্নেন শম্বরাসুরস্য সৈন্যানাং মন্ত্রিণাঞ্চ সংহারঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রবৃত্তং যুদ্ধং তু তুমুলং লোমহর্ষণম্।
শম্বরস্য তু পুত্রাণাং রুক্মিণ্যা নন্দনস্য চ ॥ ১

ততঃ ক্রুদ্ধা মহাদৈত্যাঃ শর-শক্তি-পরশ্বধান্
চক্র-তোমর-কুন্তানি ভুশুণ্ডীর্মুষলানি চ ॥ ২

যুগপৎ পাতয়ন্তি স্ম প্রদ্যুম্নোপরি বেগিতঃ
কার্ষ্ণিরপিস্ম সংক্রুদ্ধঃ সর্ব্বাস্ত্রধনুষশ্চ্যুতৈঃ ॥ ৩

একৈকং শরৈঃ ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ রণমূর্দ্ধনি।
পুনরেবাসুরাঃ ক্রুদ্ধাঃ সংখ্যে তে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৪

ববৃষুঃ শরজালানি প্রদ্যুম্নবধকাঙ্ক্ষয়া।
ততঃ প্রকুপিতোঽনঙ্গো বজ্রাখ্যান্ সম্বরঃ ॥ ৫

শম্বরস্য জঘানাশু দশ পুত্রান্ মহৌজসঃ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন কুপিতঃ কেশবাত্মজঃ ॥ ৬

চিচ্ছেদাশু শিরস্তস্য চিত্রসেনস্য বীর্য্যবান্।
হতশেষাস্তু সংহত্য সমযুধ্যন্ত ॥ ৭

শরবর্ষং বিমুঞ্চন্তঃ প্রদ্যুম্নং বধলিপ্সবঃ
ততঃ সর্ব্বাণ্ বাণাংস্তে বিমুঞ্চন্তো রণোৎসুকাঃ ॥ ৮

## পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[ প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক শম্বরাসুরের সৈন্য ও মন্ত্রিগণের সংহার। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তাহার পর শম্বরাসুরের পুত্রগণ ও রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের ঘোর এবং রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইল। ১

এই সময় ক্রুদ্ধ ও বেগশালী মহাদৈত্যগণ একসঙ্গে প্রদ্যুম্নের উপর বাণ, শক্তি, পরশু, চক্র, তোমর, কুন্ত, ভুশুণ্ডী ও মুসলসমূহ পাতিত করিতে লাগিল। ২।

ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজের সর্ব্বাস্ত্রধারী ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা তিনি যুদ্ধের সম্মুখভাগে অস্ত্রগুলির প্রত্যেক অস্ত্রকে ক্রোধসহকারে ছিন্ন করিলেন। ৩।

তখন সেই সব অসুর পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ৪।

ইহাতে অনঙ্গরূপ প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তিনি সত্বর ধনু গ্রহণ করিয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা শম্বরাসুরের সেই দশ মহাতেজস্বী পুত্রকে শীঘ্র বধ করিলেন। ৫।

তাহার পর কুপিত হইয়া পরাক্রমশালী কেশবকুমার অন্য এক ভল্লের দ্বারা অতি সত্বর চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। ৬।

তদনন্তর হতাবশিষ্ট সেই সব অসুরগণ একসঙ্গে সংঘটিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বাণবর্ষণ করিতে করিতে তাহারা প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইল এবং বাণসমূহ ধনুতে সন্ধান পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া সেই সব নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৭-৮

ক্রীড়ন্নিব মহাতেজাঃ শিরাংস্যেষামপাতয়ৎ ।
নিহত্য সমরে সর্বান্ শতমুত্তমধন্বিনাম্ ॥ ৯
প্রহৃষ্টঃ সমরাকাঙ্ক্ষী তস্থৌ সংগ্রামমূর্ধনি
হতং পুত্রশতং শ্রুত্বা শম্বরঃ ক্রোধমাদধে ॥ ১০
সূতং সঞ্চোদয়ামাস রথং মে সম্প্রযোজয় ।
রাজ্ঞো বাক্যং নিশম্যাথ প্রণম্য শিরসা ভুবি ॥ ১১
সসৈন্যং নোদয়ামাস রথং স সুসমাহিতম্ ।
ঋক্ষযুক্তসহস্রেণ সর্পরাজসকেতনম্ ॥ ১২
শার্দূলচর্মসংবীতং কিঙ্কিণীজালমালিনম্
ঈহামৃগগণাকীর্ণং পক্ষিপঙ্ক্তিবিরাজিতম্ ॥ ১৩
তারাচিত্রপিনদ্ধাঙ্গং স্বর্ণকূবরভূষিতম্
সুপতাকমহোচ্ছ্রায়ং মৃগরাজোগ্রকেতনম্ ॥ ১৪
সুবিভক্তবরূথং চ লোহেষাবদ্ধকূবরম্ ।
মন্দরোদগ্রশিখরং চারুচামরভূষিতম্ ॥ ১৫
নক্ষত্রমালাপিহিতং হেমপুষ্পসমাচিতম্
বিরাজমানং শ্রীমন্তমারোহচ্ছম্বরো রথম্ ॥ ১৬
কাঞ্চনং চিত্রসন্নাহং বপুর্গৃহ্য শরাংস্তথা।
প্রস্থিতঃ সমরাকাঙ্ক্ষী মৃত্যুনা পরিচোদিতঃ ॥ ১৭
চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সার্ধং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ।
দুর্জয়ঃ কেতুমালী চ শত্রুহন্তা প্রমর্দনঃ ॥ ১৮
এতৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈর্যুযুৎসুঃ প্রস্থিতো রণে ।
দশনাগসহস্রাণি রথানাং দ্বে শতে তথা ॥ ১৯
হয়ানাং চাষ্টসাহস্রৈঃ প্রযুতৈশ্চ পদাতিনাম্ ।
এতৈঃ পরিবৃতো যোধৈঃ শম্বরঃ প্রযযৌ তদা ॥ ২০
প্রযাতস্য তু সংগ্রামে উৎপাতা বহবোঽভবন ।
গৃধ্রচক্রাকুলং ব্যোম সন্ধ্যাকালাভ্রসন্নিভম্ ॥ ২১
গর্জন্তি পরুষং মেঘা নির্ঘাতশ্চাপতৎ তদা ।
শিবা বিনেদুরশিবং সৈন্যং সন্ত্রাসয়ন্মুহুঃ ॥ ২২

মহাতেজস্বী প্রদ্যুম্ন যেন খেলা করিতে করিতে ইহাদের মস্তক ছেদন করত পাতিত করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গনে যে শত উত্তম ধনুর্ধারী বীর ছিল, তাঁহাদের সকলকে সংহার করত প্রদ্যুম্ন আরও যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯।

নিজের শতপুত্র নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া শম্বরাসুর ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে তখন সারথিকে আদেশ করিল যে, তুমি আমার রথ যোজিত কর। ১০।

রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া সারথি ভূমিতে মস্তক স্পর্শ পূর্বক প্রণাম করত সৈন্যবাহিনীসহ রথকে পূর্ণ সাবধানতার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রেরিত করিল। ১১।

সেই রথে সহস্র ঋক্ষ যোজিত ছিল। সর্পরূপ ধ্বজ দ্বারা সেই রথ শোভিত করা হইয়াছিল। এই রথ ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত ছিল, উহা কিঙ্কিণী-মালায় (ঘুঁঘুরের-মালায়) শোভিত ছিল, উহা কৃত্রিম পশু পক্ষীতে পূর্ণ ছিল এবং দশ চিত্রচামরসমূহে বিভূষিত ছিল। ১২-১৩

এই রথের সর্বাঙ্গ তারকার চিত্রে খচিত ছিল। স্বর্ণের কূবর এই রথের শোভাবর্ধন করিতেছিল। ইহার সর্বোচ্চভাগ সুন্দর পতাকাসমূহে সুশোভিত ছিল। ইহাতে সিংহের চিহ্নযুক্ত উগ্র ধ্বজ উড়িতেছিল। ১৪

এই রথের আবরণ সুন্দরভাবে বিভাগ পূর্বক নির্মিত ছিল। ইহাতে লৌহের ঈষা ও বন্ধনযুক্ত কূবর শোভা পাইতেছিল। ইহার শিখর মন্দরপর্বতের ন্যায় উচ্চ ছিল এবং এই রথ সুন্দর চামরসমূহে বিভূষিত ছিল। ১৫

নক্ষত্রসমূহের মালায় আবৃত এবং সুবর্ণময় পুষ্পে খচিত ভাবে নির্মিত এই যে চাকচিক্যশালী কান্তিমান্ রথে শম্বরাসুর আরোহণ করিল। ১৬

স্বর্ণের বিচিত্র কবচ, ধনু ও বাণসমূহ ধারণ করত কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যুদ্ধের ইচ্ছায় শম্বরাসুর প্রস্থিত হইল। ১৭

ইহার সহিত চারি জন মন্ত্রী ছিল এবং বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা এই অসুর পরিবৃত ছিল। দুর্জয়, কেতুমালী, শত্রুহন্তা ও ও প্রমর্দন—এই চার মন্ত্রীতে পরিবৃত হইয়া শম্বরাসুর যুদ্ধের ইচ্ছায় রণভূমির দিকে প্রস্থিত হইল। ১৮।

দশ হাজার হস্তী, দুই শত রথ, আট হাজার অশ্ব এবং দশ লক্ষ পদাতি সৈন্য; এই সব যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া শম্বরাসুর সেই সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিল। ১৯-২০

যুদ্ধের জন্য গমন করিবার সময় তাঁহার সম্মুখে বহু উৎপাত প্রকটিত হইল। আকাশ তখন শকুনিদলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইল এবং সন্ধ্যাকালের ন্যায় রক্তবর্ণের মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। ২১

মেঘগুলি এই সময় কঠোর শব্দে গর্জন করিতে লাগিল। আকাশ হইতে বিদ্যুৎ পতিত হইল। শিবাগণ অমঙ্গলসূচক রব করিতে লাগিল। ইহাতে সৈন্যবাহিনীর সার্বিক সংহারের সূচনা হইতেছিল। ২২

শকুনির্দেহপতদ্ গৃধ্রঃ কাঙ্ক্ষন্ বৈ দানবাসৃজম্
রথাগ্রে পতিতশ্চাস্য কবন্ধো ভুবি দৃশ্যতে ॥ ২৩
চীচীকূচীতি বাশন্তি শম্বরস্য রথোপরি ।
স্বর্ভানুগ্রস্ত আদিত্যঃ পরিবেষৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৪
স্ফুরতে নয়নং চাস্য সব্যং ভয়নিবেদনম্ ।
বাহুঃ প্রকম্পতে সব্যঃ প্রাস্খলন্ রথবাজিনঃ ॥২৫
ধ্বজো ভূমৌ নিপতিতঃ শম্বরস্য দুরাত্মনঃ ।
ববর্ষ রুধিরং দেবঃ শর্করাঙ্গারমিশ্রিতম্ ॥ ২৬
উল্কাপাতসহস্রাণি নিপেতু রণমূর্ধনি ।
প্রতোদো ন্যপতদ্ধস্তাৎ সারথের্হয়সাদিনঃ ॥ ২৭
এতানচিন্তয়িত্বা তু উৎপাতান্ সমুপস্থিতান্
প্রযযৌ শম্বরঃ ক্রুদ্ধঃ প্রদ্যুম্নবধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২৮
ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং পণবানকদুন্দুভৈঃ
মৃগশৃঙ্গাজনানাদৈঃ পৃথিবী সমকম্পত ॥ ২৯
তেন শব্দেন ত্রস্তা সমুত্তস্থুঃ মৃগপক্ষিণঃ

---

গৃধ্র (শকুনি) দানবগণের রক্তপান করিবার ইচ্ছায় তাহার রথের অগ্রভাগে বাহিরে পতিত হইল অর্থাৎ উড়িয়া আসিয়া বসিল। তাহার রথের অগ্রভাগে কবন্ধ পতিত থাকিতে দেখা যাইল। ২৩

শম্বরাসুরের রথের উপরে বহু পক্ষী 'চীচী কূচী' এইরূপ রব করিতে লাগিল। সূর্যকে রাহু গ্রাস করিল এবং বহু মণ্ডলে সূর্য বেষ্টিত হইয়া যাইল। ২৪

শম্বরাসুরের বামনেত্র স্ফুরিত হইতে লাগিল, যাহা তাহাকে ভয় সূচিত করিতেছিল। বাম বাহু কাঁপিতে লাগিল এবং রথের অশ্বগণ স্খলিত হইয়া পতিত হইতেছিল। ২৫

দেবদ্রোহী শম্বরাসুরের মস্তকে কাক উড়িয়া আসিয়া বসিল। পর্জন্যদেব কাঁকর ও অঙ্গার মিশ্রিত রক্তবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৬

যুদ্ধের অগ্রভাগে সহস্র উল্কাপাত হইল। অশ্ব চালনাকারী সারথির হস্ত হইতে প্রতোদ (চাবুক) পতিত হইল। ২৭

চারিদিক দিয়া উপস্থিত এইসব উৎপাতের কথা চিন্তা না করিয়াই ক্রুদ্ধ শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৮

সেই সময় একই সঙ্গে—ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, আনক ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যসমূহ বাজিতে লাগিল। ইহাদের তুমুল ধ্বনিতে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ২৯

সেই প্রচণ্ড শব্দে পশু-পক্ষিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৩০

সমন্তাদ্ দ্রবৃতে যাসাদ্ বিদ্রবচেতসঃ । ৩০
রণমধ্যে স্থিতঃ কার্ষ্ণিশ্চিন্তয়ন্নিধনং রিপোঃ ।
সৈন্যৈঃ পরিবৃতোহসংখ্যৈর্যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩১
ক্রুদ্ধঃ শরসহস্রেণ প্রদ্যুম্নং সমতাড়য়ৎ ।
অসম্প্রাপ্তাংশ্চৈব তান্ বাণাংশ্চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ ॥ ৩২
প্রদ্যুম্নো ধনুরাদায় শরবর্ষং মুমোচ হ ।
তস্মিন্ সৈন্যে ন কোহপ্যাস্তি যো ন বিদ্ধঃ শরেণ বৈ ॥৩৩
প্রদ্যুম্নশরপাতেন তৎ সৈন্যং বিমুখীকৃতম্ ।
শম্বরস্য তথাভ্যাসে স্থিতং সংহত্য ভীতবৎ ॥ ৩৪
স্ববলং বিদ্রুতং দৃষ্ট্বা শম্বরঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ ।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা সচিবান্ দানবেশ্বরঃ ॥ ৩৫
গচ্ছধ্বং মন্নিয়োগেন প্রহরধ্বং রিপোঃ সুতম্ ।
নোপেক্ষণীয়ঃ শত্রুর্বৈ বধ্যতাং ক্ষিপ্রমেব বৈ । ৩৬
উপেক্ষিত ইব ব্যাধিঃ শরীরং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ।
তদেষ দুর্মতিঃ পাপো বধ্যতাং মৎপ্রিয়েপ্সয়া ॥ ৩৭

---

সেই সময় রণভূমির মধ্যভাগে শত্রুর বধ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন অসংখ্য সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩১

শম্বরাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া এই সময় প্রদ্যুম্নকে এক হাজার বাণের দ্বারা প্রহার করিল, কিন্তু সেই সব বাণ নিজের নিকটে আসিবার পূর্বেই এক সিদ্ধহস্ত যোদ্ধার ন্যায় প্রদ্যুম্ন ছেদন করিয়া দিলেন। ৩২।

তারপর ধনু গ্রহণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই সৈন্যমধ্যে এরূপ কোনও সৈন্য ছিল না, যে তাঁহার বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই। ৩৩

প্রদ্যুম্নের বাণসমূহের প্রহারে সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া যাইল এবং ভীতের ন্যায় শম্বরাসুরের নিকটে যাইয়া একত্রে সমবেত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ৩৪

নিজের সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দানবরাজ শম্বর ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। তখন সে নিজের মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা করিল। ৩৫

তোমরা সকলে যাও এবং আমার আদেশে শত্রুর এই পুত্রের উপর প্রহার কর। এই শত্রুকে তোমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়, ইহাকে শীঘ্রই বধ কর (অথবা বন্দী কর)। ৩৬

যদি ইহাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে সে উপেক্ষিত রোগের ন্যায় নিশ্চয় শরীরকে নাশ করিয়া ফেলিবে; অতএব আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় এই দুর্মতি পাপীকে বধ কর। ৩৭

ততস্তে সচিবাঃ ক্রুদ্ধাঃ শিরসা গৃহ্য শাসনম্ ।
শরবর্ষং বিমুঞ্চন্তস্ত্বরিতা নোদয়ন্ রথান্ ॥ ৩৮
তান্ দৃষ্ট্বা ধাবতঃ সংখ্যে ক্রুদ্ধো মকরকেতনঃ ।
চাপমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থৌ প্রমুখতো বলী ॥ ৩৯
দুর্ধরং পঞ্চবিংশত্যা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
বিভেদ সুমহাতেজাঃ কেতুমালিং ত্রিসপ্ততিভিঃ ॥ ৪০
সপ্তত্যা শত্রুহন্তারং ষষ্ঠ্যা তু প্রমর্দনম্
বিভেদ পরমামর্ষী রুক্মিণ্যানন্দবর্ধনঃ ॥ ৪১
ততস্তে সচিবাঃ ক্রুদ্ধাঃ প্রদ্যুম্নং শরবৃষ্টিভিঃ ।
একৈকশো বিভেদাক্তৌ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ শরৈঃ ॥ ৪২
তানপ্রাপ্তান্ শরান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদ মকরধ্বজঃ ।
ততোঽর্দ্ধচন্দ্রমাদায় দুর্ধরস্য স সারথিম্ ॥ ৪৩
জঘান পশ্যতাং রাজ্ঞাং সর্বেষাং সৈনিকস্য বৈ
চতুর্ভিরশ্বান্ নারাচৈঃ স্বর্ণপুঙ্খৈঃ কলধৌতিভিঃ ॥ ৪৪
জঘান চতুরঃ সোঽশ্বান্ দুর্ধরস্য রথং প্রতি
একেন যোক্ত্রং ছত্রং চ শরেণৈকেন বন্ধুরম্ ॥ ৪৫
ষষ্ঠ্যা চ যুগচক্রাক্ষং চিচ্ছেদ মকরধ্বজঃ ।
অথাপরং শরং গৃহ্য রুক্মপত্রং সুতেজিতম্ ॥ ৪৬
মুমোচ হৃদয়ে তস্য দুর্ধরস্যাশুজীবিনঃ
স গতাসুর্গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতপ্রভঃ ॥ ৪৭
নিপপাত রথোপস্থাৎ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ।
দুর্ধরে নিহতে শূরে দানবো দানবেশ্বরঃ ॥ ৪৮
কেতুমালী শরব্রাতৈরভিচক্রাম কৃষ্ণজম্
প্রদ্যুম্নমথ সংক্রুদ্ধো ভ্রুকুটীভীষণাননঃ ॥ ৪৯
কৃত্বা ভাবাবং সহসা তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ।
সংক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণপুত্রস্তু শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৫০
পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব যথা ঘনঃ ।
স বিদ্ধো দানবামাত্যঃ প্রদ্যুম্নেন মহাত্মনা ॥ ৫১

তখন সেই সব মন্ত্রিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া ক্রোধপূর্বক বাণ বর্ষণ করিতে করিতে দ্রুত সহকারে রথসমূহ সঞ্চালিত করিল। ৩৮

যুদ্ধে তাহাদিগকে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া বলবান্ মকরধ্বজ প্রদ্যুম্নও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বেগে ধনু উত্তোলিত করিয়া শত্রুগণের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৯

রুক্মিণীদেবীর আনন্দবর্ধনকারী মহাতেজস্বী প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত অমর্ষে পূর্ণ হইয়া আনতপর্বযুক্ত পঁচিশটি বাণে দুর্ধরকে, তেয়াত্তরটি বাণে কেতুমালীকে, সত্তরটি বাণে শত্রুহন্তাকে এবং ষাটটি বাণে প্রমর্দনকে বিদ্ধ করিলেন। ৪০-৪১

তদনন্তর সেই মন্ত্রিগণও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নকে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিল। তাহাদের মধ্যে এক এক জন প্রদ্যুম্নকে সাতটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল। ৪২

সেই সব বাণ নিজের নিকটে আসিবার পূর্বেই প্রদ্যুম্ন তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন। তাহার পর এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণ গ্রহণ করত সমস্ত রাজা ও তাহাদের সৈন্যগণের সাক্ষাতেই দুর্ধরের সারথিকে বধ করিলেন। ৪৩

উত্তম পর্বযুক্ত ও স্বর্ণপুঙ্খশোভিত চারিটি তীক্ষ্ণ নারাচের দ্বারা দুর্ধরের রথে যোজিত চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। ৪৪

ইহার পর একবাণে রথের সংযোগকারী রজ্জু, ছত্র ও অন্য এক বাণে রথের বন্ধুরকে (রথের কাষ্ঠবিশেষ) খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তখন ষাটটি বাণে প্রদ্যুম্ন রথের যুগ, চক্র ও অক্ষও ছেদন করিলেন। ৪৫

তদনন্তর প্রদ্যুম্ন স্বর্ণপত্রযুক্ত ও সুতীক্ষ্ণ তেজস্বী (তীক্ষ্ণধার) একটি বাণ লইয়া অন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন নির্বাহকারী দুর্ধরের হৃদয় লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন। ৪৬

তখন সেই দুর্ধর প্রাণহীন এবং তেজঃ ও বলরহিত হইয়া যাইল। তাহার দেহকান্তি বিবর্ণ হইল। এই সময়ে সে ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় রথের আসন হইতে ভূতলে পতিত হইল। ৪৭

বীরবর দুর্ধর নিহত হইলে পর দানবেশ্বর কেতুমালীও কৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্নের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ৪৮

তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কেতুমালী ভ্রুকুটি পূর্বক নিজের মুখকে ভীষণাকৃতি করিয়া সহসা প্রদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল,—অবস্থান কর, অবস্থান কর। ৪৯

ইহা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বহু বাণ বর্ষণ করিয়া কেতুমালীকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৫০

বলবান্ প্রদ্যুম্ন কর্তৃক সেইভাবে বাণবিদ্ধ হইয়া দানব মন্ত্রী কেতুমালী প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় হস্তে চক্র লইয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। ৫১

চক্রধারায় চিক্ষেপ প্রত্যাদিষ্টবকাঙ্ক্ষয়া
তং তু প্রাপ্তং মহত্রাস্ঃ কৃষ্ণচক্রসমপ্রভম্ ॥ ৫২
নিপত্যোৎপত্য সহসা সর্বেষামেব পশ্যতাম্ ।
তেনৈব তত্র চিচ্ছেদ কেতুমালেঃ শিরস্তদা ॥ ৫৩
তদ্দৃষ্ট্বা কর্ম বিপুলং রৌক্মিণেয়স্য দেবরাট্
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তঃ সর্বদেবগণৈঃ সহ ॥ ৫৪
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব পুষ্পবর্ষৈরবাকিরন্ ।
কেতুমালিং হতং দৃষ্ট্বা শক্রহন্তা প্রমর্দনঃ ।
মহাবলসমূহেন প্রদ্যুম্নং ত্বভ্যধাবত ॥ ৫৫
তে গদাঃ মুষলং চক্রং প্রাস-তোমর-সায়কান্ ।
ভিন্দিপালান্ কুঠারাংশ্চ ভাস্বরান্ কূটমুদ্গরান ॥ ৫৬
যুগপৎ সংক্ষিপন্তি স্ম বধার্থং কৃষ্ণনন্দনে
সোঽপি তান্যস্ত্রজালানি শস্ত্রজালৈরনেকধা ॥ ৫৭
চিচ্ছেদ বহুধা বীরো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্

শ্রীকৃষ্ণের চক্রের ন্যায় দেদীপ্যমান সেই মহান তীক্ষ্ণ চক্রকে নিজের নিকটে আসিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন সহসা লম্ফ প্রদান পূর্বক উঠিয়া আসিয়া সেই চক্রকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং সকল লোকের সমক্ষেই সেই চক্রের দ্বারা তখন কেতুমালীর শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৫২-৫৩

রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের সেই মহৎ কার্য দেখিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সেই সময় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহাকে পুষ্পবর্ষণের দ্বারা আবৃত করিলেন ॥ ৫৪

কেতুমালীকে নিহত হইতে দেখিয়া শত্রুহন্তা ও প্রমর্দন বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রদ্যুম্নকে আক্রমণ করিল ॥ ৫৫

তাহারা গদা, মুষল, চক্র, প্রাস, তোমর, সায়ক, ভিন্দিপাল, কুঠার ও প্রদীপ্ত কূট মুদ্গরসমূহকে একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপুত্রকে বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৬

বীর প্রদ্যুম্নও নিজের হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুদের অস্ত্রসকলকে বারংবার বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র হস্তী ও সেই সব হস্তীর উপর আরূঢ় বহু যোদ্ধাকে বিনাশ করিলেন। সারথিগণের সহিত বহু রথ ও বহু অশ্বকেও মর্দিত করিয়া দিলেন। এই সবকে বধ করিতে করিতে নিজের বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় এরূপ কেহই ছিল না,

গজান্ সোঽহতাশ্চৈব ক্রুদ্ধো গজারোহান্ সহস্রশঃ ॥ ৫৮
রথান্ সারথিভিঃ সার্দ্ধং হয়াংশ্চৈব মমর্দ্দ হ ।
শাতয়ংস্তান শরব্রাতৈর্নাবিদ্ধঃ কশ্চিদীক্ষ্যতে ॥ ৫৯
এবং সর্বাণি সৈন্যানি মমর্দ্দ মকরধ্বজঃ ।
নদীং প্রাবর্তয়দ্ ঘোরাং শোণিতাম্বুতরঙ্গিণীম্ ॥ ৬০
মুক্তাহারোর্মিবহুলাং বসামেদোঽস্থিপঙ্কিনীম্ ।
ছত্রদ্বীপসমাবর্তাং হয়ৈঃ পুলিনমণ্ডিতাম্ ॥ ৬১
কেয়ূরকুণ্ডলাকূর্মাং শঙ্খ-মৎস্যবিভূষিতাম্ ।
নাগগ্রাহবতীং রৌদ্রাং অসিনক্রবিভূষিতাম্ ॥ ৬২
কেশশৈবলসংছন্নাং শ্রোণিসূত্রমৃণালিকাম্
নরাননসুপদ্মাঢ্যাং চামরহংসবীজিতাম্ ॥ ৬৩
শিরস্তিমিসমাকীর্ণাং সেনাশিরোধ্বপ্রবর্তিনীম্
নদীং দুস্তরণীং ভীমাং মদনেন প্রবর্তিতাম্ ॥ ৬৪

যে তাঁহার বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই ॥ ৫৮-৫৯

এইভাবে মকরধ্বজ প্রদ্যুম্ন শত্রুর সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় এক ভয়ানক নদী প্রবাহিত হইয়া যাইল, যাহা রক্তরূপ জলের তরঙ্গে শোভা পাইতেছিল ॥ ৬০

মুক্তার হারসমূহ ইহাতে উত্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার ন্যায় দেখাইতেছিল। বসা ও মেদ ইহাতে কর্দমরূপে পরিণত হইয়াছিল। ছত্র, দ্বীপ ও বাণ এই নদীর আবর্ত ( জলঘূর্ণি ) ছিল। অশ্বসমূহই এই নদীর তীর হইয়া ইহাকে সুশোভিত করিতেছিল ॥ ৬১

কেয়ূর ও কুণ্ডলসমূহ ইহার কচ্ছপ ছিল। শঙ্খরূপী মৎস্যগণে এই নদী বিভূষিতা ছিল। হস্তিরূপী গ্রাহগণে পূর্ণ থাকায় এই নদী ভয়ঙ্করী ছিল এবং খড়্গরূপী নক্র ( কুমীর )-গণে ইহা অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ৬২

এই নদী কেশরূপী শৈবালে আবৃত ছিল, কটিসূত্র পদ্মনালের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল, মনুষ্য মুখসমূহ ইহাতে বিকসিত পদ্মশ্রেণী ছিল, দোদুল্যমান চামরসকল হংসগণের পক্ষ-সঞ্চালনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—ইহার দ্বারা সেই নদীকে বাতাস করা হইতেছে ॥ ৬৩

( হস্তী প্রভৃতি পশুগণের ছিন্ন ) মস্তকসমূহ এই নদীতে তিমিমৎস্যের ন্যায় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল। রক্তধারা ইহাতে সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। মকরধ্বজ প্রদ্যুম্ন কর্তৃক

উদ্ভ্রান্তা: দুর্গমা: ঘোরা গজানেকশতাবৃতাম্
শরগ্রাহবতীং ঘোরাং মজ্জরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনাম্ ॥ ৬৫

তত্র রুক্মিসুতঃ শ্রীমান্ বিনোদয়তি ধন্বিনঃ
শক্রহন্তারমাশ্রিত্য শরানস্তাবিরন্ বহূন্ ॥ ৬৬

শক্রহন্তা পুনঃ ক্রুদ্ধো মুমোচ শরমুত্তমম
প্রদ্যুম্নস্ত সমাসাদ্য হৃদয়ে নিপপাত হ ॥ ৬৭

স বিদ্ধস্তেন বাণেন প্রদ্যুম্নো ন বাকম্পত।
শক্তিং জগ্রাহ বলবান্ শক্রহন্তুর্মুমূর্ষবে ॥ ৬৮

সা ক্ষিপ্তা রৌক্মিণেয়েন শক্তির্জ্বালাকুলা তদা।
পপাত হৃদয়ং ভিত্ত্বা শক্রাশনিসমস্বনা ॥ ৬৯

স ভিন্নহৃচ্চ প্রত্যঙ্গো মুক্তমর্ম্মাস্থিবন্ধনঃ
পপাত রুধিরোদ্গারী শক্রহন্তা মহাবলঃ ॥ ৭০

পতিতং শক্রহন্তারং দৃষ্ট্বা তস্থৌ প্রমর্দ্দনঃ।
জগ্রাহ মুসলং ঘোরং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৭১

প্রবাহিতা এই রক্তমতী নদী অত্যন্ত দুস্তর, দুর্গমা, দুর্দ্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর ছিল। তেজোহীন পুরুষগণের পক্ষে ইহা পার হওয়া কঠিন ছিল। অস্থরূপী গ্রাহগণে পরিপূর্ণ এই ঘোর নদী যম-রাজের রাজ্যবৃদ্ধি করিতেছিল। ৬৪-৬৫

এই যুদ্ধে শ্রীমান রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন বহু শরাক্ষেপ করিয়া ধনুর্দ্ধারী বীরকে ব্যথিত করিলেন এবং শক্রহন্তার উপর বহু বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৬৬

তখন শক্রহন্তা পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া এক উত্তম বাণ নিক্ষেপ করিল। সেই বাণ প্রদ্যুম্নের নিকট গমন করত তাঁহার বক্ষে পতিত (প্রবিষ্ট) হইল। ৬৭

এই বাণে বিদ্ধ হইয়া বলবান্ প্রদ্যুম্ন অল্পও বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি মরণাপন্ন শক্রহন্তার জন্য এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। ৬৮

রণাঙ্গনে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সেই অগ্নিশিখাযুক্তা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে সেই শক্তি শক্রহন্তার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ৬৯

হৃদয় বিদীর্ণ হইলে পর তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল, মর্ম্মস্থান ও অস্থিবন্ধনের স্থানসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই অবস্থায় শক্রহন্তা রক্তবমন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইল। ৭০

শক্রহন্তাকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া প্রমর্দ্দন যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল। সে তখন নিজ হস্তে মুসল গ্রহণ

তিষ্ঠ কিং প্র কুতোঽস্মাভিঃ রক্ষিষ্যসি রণপ্রিয়ঃ
নাঃ যোৎস্যস ত্বং যুদ্ধে জীবন্তং ন ভবিষ্যসি ॥ ৭২

বৃষ্ণিবংশকুলে জাতঃ শত্রুরস্মৎপিতা তব
পুত্রঃ তস্যাস্য তব তাতোঽসৌ নিহতো ভবেৎ ॥ ৭৩

মৃতেন তেন যুদ্ধে সর্ব্বদেবক্ষয়ো ভবেৎ
দৈত্যেশ্চ দানবাঃ সর্ব্বে মোদন্তাং হতশত্রবঃ ॥ ৭৪

ত্বত্তে ত্বয়ি মদাস্ত্রেণ হৃৎসমুত্থেন শোণিতৈঃ।
শম্বরস্য তু পুত্রাণাং করে তর্পণসৎক্রিয়াম ॥ ৭৫

অদ্য সা ভীষ্মকসুতা করুণং বিলপিষ্যতি।
নিহতং শ্রুত্বা পুত্রং যৌবনস্থং গতায়ুষম্ ॥ ৭৬

স তে পিতা চক্রধরো নিষ্ফলাশো ভবিষ্যতি।
হতং ত্বাং স বিনিশ্চিত্য প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি মন্দধীঃ ॥ ৭৭

ইত্যুক্ত্বা পরিঘেণাভ তাড়য়ৎ রুক্মিণীসুতম্।
ত ড়িতো বি বলাৎ তত্র রৌক্মিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ৭৮

করিল এবং এই কথা বলিল। ৭১

আরে, অবস্থান কর। যুদ্ধ তোমার অতিশয় প্রিয়। এই সব দানবগণ দৈত্যগণের সহিত তুমি কি লাভ করিবে? যুদ্ধে। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। অতঃপর তুমি আর জীবিত থাকিবে না। অথবা আমার সহিত যুদ্ধ করিলে তোমার আর যুদ্ধ শিক্ষা হইবে না। ৭২

তুমি বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার পিতা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শত্রু; আমি তাহার পুত্রকে বধ করিব, তাহা হইলে সে নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৭৩

যুদ্ধে। এই শ্রীকৃষ্ণ মরিয়া যাইলে সমস্ত দেবগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, এইভাবে নিজেদের শত্রুরা নিহত হইলে পর সকল দৈত্য ও দানবগণ আনন্দভোগ করিবেন। ৭৪

আমার অস্ত্রের দ্বারা তুমি নিহত হইলে পর তোমার দেহ হইতে উদ্গত রক্তে আমি শম্বরাসুরের পুত্রগণের তর্পণ করিব। ৭৫

আজ এই ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী তোমার ন্যায় যুবক পুত্রকে নিহত ও গতায়ু হইয়া যাইতে শুনিয়া নিশ্চয়ই করুণ ভাবে বিলাপ করিতে থাকিবে। ৭৬

তোমার সেই পিতা চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সকল আশা বিফল হইয়া যাইবে। তোমাকে নিহত জানিয়া সেই মন্দ-বুদ্ধি মানব নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ৭৭

এই কথা বলিয়া প্রমর্দ্দন অলঙ্কৃত এক পরিঘের দ্বারা রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিল। ইহার দ্বারা তাড়িত

দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তরসা রথং ... ব্যচূর্ণয়ৎ
সোঽবমুক্তো রথাত্তস্মাৎ পদাতিরবতস্থিবান্ ॥ ৭৯
তাং গদাং গৃহ্য সহসা রৌক্মিণেয়মুপাদ্রবৎ ।
তত্রৈব গদয়া কামঃ প্রমর্দ্দনমপোথয়ৎ ॥ ৮০
হতে প্রমর্দ্দনে দৈত্যো দৃষ্ট্বা সর্ব্বে প্রদুদ্রুবুঃ
ন শেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং সিংহত্রাসাদ্ গজা ইব ॥ ৮১
সারমেয়া যথা দৃষ্ট্বাবিদ্রবো বৈ পলায়তে ।
তথা সেনা বিষীদন্তী প্রদ্যুম্নস্য ভয়ার্দ্দিতা ॥ ৮২

কতকাশ্চিদ্বস্ত্রা বৈ মুক্তকেশা বিমোহিতা
রক্তবস্ত্রেব যুবতিঃ সেনা সমবগৃহ্যতে ॥ ৮৩
মদনশরবিভিন্না সৈনিকানন্তরাগাৎ
যুবতিসদৃশবেশা সাঙ্গসৈঃ পীড্যমানা ।
রতিসমরমশক্তা বীক্ষিতুং সোদ্যশক্তা
স্বগৃহগমনকামা নেচ্ছতে স্থাতুমত্র ॥ ৮৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শম্বরসৈন্যভঙ্গে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫

হইয়া মহাতেজস্বী ও প্রতাপশালী প্রদ্যুম্ন নিজের দুই বাহুর দ্বারা তাহার রথকে উপরে তুলিয়া ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৭৮;

প্রমর্দ্দন তখন সেই রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নামিয়া পদাতি অবস্থাতেই যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল এবং নিজের সেই প্রসিদ্ধ গদাকে হস্তে লইয়া সহসা রুক্মিণী-পুত্র প্রদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাহার নিক্ষিপ্ত গদার দ্বারাই তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া দিলেন। ৭৯-৮০

সেনাপতি প্রমর্দ্দন নিহত হইলে পর সমস্ত অসুরসৈন্যগণ দ্রুত পলাইয়া যাইল। সিংহদর্শনে ভীত হস্তীদিগের ন্যায় তাহারা প্রদ্যুম্নের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিল না। ৮১

যেরূপ শিকারী কুকুরকে দেখিয়া [illegible] পলাইয়া যায়, সেইরূপ প্রদ্যুম্নের ভয়ে পীড়িত দৈত্যসৈন্যগণ বিষাদগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ৮২

তখন সেই সব সৈন্যগণের বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল এবং কেশবন্ধন উন্মুক্ত ছিল। এইভাবে শোভাহীন সেই দৈত্য-সৈন্যগণ রক্তবস্ত্রা যুবতীর ন্যায় কোনভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ৮৩

যুবতীর সমান বেশধারিণী সেই দৈত্যসেনা কামদেবের (প্রদ্যুম্নের) বাণে আহত হইয়া স্ব সৈন্যগণের দিকে গমন করিল। এই সময় সে চতুর্দিকে পীড়িত ছিল। যুদ্ধকামী যুবককে দেখিতেও সমর্থ ছিল না, কেবল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিজ গৃহে চলিয়া যাইবারই ইচ্ছা করিল, সেখানে অবস্থান করিতে নয়। ৮৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শম্বরাসুরের সৈন্যদের পলায়নবিষয়ক পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

( শম্বরাসুরস্য প্রদ্যুম্নস্য চ মায়াময়ং যুদ্ধং, শম্বরস্য চিন্তা, দেবরাজসন্দেশাজ্জ্ঞাত্বা নারদেন প্রদ্যুম্নস্য পূর্ব্ববৃত্তান্ত-কথনম্, তস্মৈ আবশ্যককর্ত্তব্যস্যোপদেশদানঞ্চ । )

বৈশম্পায়ন উবাচ
শম্বরস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ সূতমাহ বিশাম্পতে ।
শত্রুপ্রমুখতো বীর রথং মে বাহয় দ্রুতম্ ॥ ১
যাবদেনং শরৈর্হন্মি মম বিপ্রিয়কারকম্ ।
ততো ভর্ত্তৃবচঃ শ্রুত্বা সূতস্তৎপ্রিয়কারকঃ ॥ ২
রথং সঞ্চোদয়ামাস চামীকরবিভূষিতম্ ।
তং দৃষ্ট্বা রথমায়ান্তং প্রদ্যুম্নঃ ফুল্ললোচনঃ ॥ ৩
সন্দধে চাপমাদায় শরং কনকভূষিতম্ ।
তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধঃ কোপয়ন্ শম্বরং রণে ॥ ৪

### ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[শম্বরাসুর ও প্রদ্যুম্নের মায়াময় যুদ্ধ, শম্বরের চিন্তা, দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় নারদ কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন এবং তাঁহাকে আবশ্যক কর্ত্তব্যের উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রজানাথ! তখন শম্বরাসুর কুপিত হইয়া নিজের সারথিকে বলিল,—বীর! তুমি শত্রুর আমার রথকে শত্রুর সম্মুখে লইয়া চল, যাহাতে নিজের অপ্রিয়কারী এই প্রদ্যুম্নকে আমি তীব্র বাণসমূহে বধ করিতে পারি। ১-২

তখন প্রভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রিয়কারী সূত সেই সুবর্ণভূষিত রথকে প্রেরিত করিল। সেই রথকে আসিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্নের নেত্রদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ২-৩

তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্ন ধনু লইয়া উহাতে সুবর্ণভূষিত একটি বাণ সন্ধান করিলেন এবং উহার দ্বারা শম্বরাসুরের কোপ-বর্দ্ধন করিতে করিতে তাহাকে রণস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ৪

হৃদয়ে তাড়িতস্তেন দেবশত্রুঃ প্রবিহ্বলঃ
ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিত্য তস্থৌ সোঽথ বিচেতনঃ ॥ ৫
স চেতনাং পুনঃ প্রাপ্য বজ্রনাদায় শম্বরঃ ।
বিব্যাধ কার্ষ্ণিং কুপিতঃ সপ্তভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬
তানপ্রাপ্তান্ শরান্ সোঽথ সপ্তভিঃ সপ্তধাচ্ছিনৎ ।
শম্বরঞ্চ জঘানাথ সপ্তভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭
পুনঃ শরসহস্রেণ কঙ্কবর্হিণবাসসা
অবনচ্ছম্বরং ক্রোধাদ্ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥ ৮
প্রদিশো বিদিশশ্চৈব শরজালসমাবৃতাঃ ॥ ৯
অন্ধকারীকৃতং ব্যোম দিনকর্তা ন দৃশ্যতে
ততোঽন্ধকারমুৎসার্য বৈদ্যুতাস্ত্রেণ শম্বরঃ ॥ ১০
প্রদ্যুম্নস্য রথোপস্থে শরবর্ষং মুমোচ হ
তমস্ত্রজালং প্রদ্যুম্নঃ শরেণানতপর্বণা ॥ ১১
চিচ্ছেদ বহুধা রাজন দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্
হতে তস্মিন্ মহাবর্ষে শরৌঘৈঃ কার্ষ্ণিনা তদা ॥ ১২
দ্রুমবর্ষং মুমোচাথ মায়য়া কালশম্বরঃ
দ্রুমবর্ষোক্ষিতং দৃষ্ট্বা প্রদ্যুম্নঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৩
আগ্নেয়াস্ত্রং মুমোচাথ তেন বৃক্ষাননাশয়ৎ ।
ততো দ্রুতে বৃক্ষবর্ষে শিলাসঙ্ঘাতমুৎসৃজৎ ॥ ১৪
প্রদ্যুম্নস্তু বায়ব্যেন প্রোৎসারয়ত সংযুগে ।
ততো মায়াং পরাং চক্রে দেবশত্রুঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৫
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ তরক্ষূনৃক্ষবানরান্ ।
বারণান্ বাজিপ্রখ্যান্ সৃষ্ট্বা ন বিশাম্পতে ॥ ১৬
মুমোচ বজ্রনাভস্য প্রদ্যুম্নস্য রথে পরি
গান্ধর্বাস্ত্রেণ চিচ্ছেদ সর্বাংস্তান্ যদুনন্দনঃ ॥ ১৭
প্রদ্যুম্নেন তু সা মায়া হতা তাং বীক্ষ্য শম্বরঃ ।
অন্যাং মায়াং মুমোচাথ শম্বরঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৮
গজেন্দ্রান্ ভিন্নবদনান্ মহিষান্ নবযৌবনান্
মহামাত্রোত্তমারূঢ়ান্ কল্পিতান্ রণকোবিদান্ ॥ ১৯

এই বাণের দ্বারা হৃদয়ে তাড়িত হইয়া সেই দেবশত্রু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িল এবং ধ্বজযষ্টির আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল । ৫

তারপর পুনরায় চেতনা লাভ করত কুপিত হইয়া শম্বরাসুর হস্তে ধনু গ্রহণ পূর্বক সাতটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিল । ৬

সেই সব বাণ নিজের নিকটে আসিবার পূর্বেই প্রদ্যুম্ন সাতটি বাণের দ্বারা সাত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে শম্বরাসুরকে বিদ্ধ করিলেন । ৭

ইহার পর কঙ্ক ও ময়ূর পক্ষযুক্ত এক হাজার বাণ ক্রোধ সহকারে বর্ষণ করত তিনি পুনরায় শম্বরাসুরকে সেইভাবে আহত করিলেন, যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্বতকে আপ্লাবিত করিয়া দেয় । ৮

সমস্ত দিক্ ও বিদিক্সমূহ বাণধারায় আবৃত হইয়া যাইল । আকাশ অন্ধকার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । দিনকর সূর্যকে তখন আর দেখিতে পাওয়া যাইল না । ৯

তখন শম্বরাসুর বৈদ্যুতাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই অন্ধকারকে অপসারিত করিয়া দিল এবং প্রদ্যুম্নের রথের আসনের উপরে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল । ১০

রাজন্ ! প্রদ্যুম্ন নিজের হস্তের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে করিতে আনতপর্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা শত্রুর সেই অস্ত্রজালকে অনেক খণ্ডে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন । ১১

শ্রীকৃষ্ণকুমার কর্তৃক যখন সেই বাণসমূহের মহাবৃষ্টি শান্ত করিয়া দেওয়া হইল, তখন কালশম্বর মায়ার দ্বারা বৃক্ষসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল । ১২

বৃক্ষসমূহের সেই বর্ষণকে ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন যেন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন । তখন তিনি আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং তাহার দ্বারা সমস্ত বৃক্ষকে নষ্ট করিয়া দিলেন । ১৩

বৃক্ষবর্ষণ নষ্ট হইয়া যাইলে পর শম্বর শিলাসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ; কিন্তু প্রদ্যুম্ন যুদ্ধস্থলে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই শিলাসমূহকে দূরে অপসারিত করিলেন । ১৪

প্রজানাথ ! তখন প্রতাপশালী দেবশত্রু শম্বর অন্য মায়া আবিষ্কার করিল । সে ধনু আকর্ষণ করিয়া প্রদ্যুম্নের রথের উপর সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, তরক্ষু ( নেকড়ে বাঘ ), ভল্লুক, বানর মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্ররূপে বহু বাণ নিক্ষেপ করিল । কিন্তু প্রদ্যুম্ন গান্ধর্বাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই সব বাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন । ১৫-১৭

প্রদ্যুম্ন কর্তৃক সেই মায়া নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত শম্বরাসুর অন্য মায়া প্রয়োগ করিল । ১৮

সেই সময় শম্বর ষাট বৎসর বয়স্ক নবযৌবন সম্পন্ন বহু বহু হাতীকে উৎপন্ন করিল, যাহাদের মস্তক হইতে তখন মদধারা

তামাপতন্তীং মায়াং তু কার্ষ্ণিঃ কমললোচনঃ
সৈংহীং মায়াং সমুৎসৃষ্টুং চক্রে বুদ্ধিং মহামনাঃ ॥ ২০
সা সৃষ্টা সিংহমায়া তু রৌক্মিণেয়েন ধীমতা
মায়া নাশমতো নষ্টা আদিত্যেনেব শর্বরী ॥ ২১
নিহতাং হস্তিমায়াং তু তাং সমীক্ষ্য মহাসুরঃ
অন্যাং সম্মোহিনীং মায়াং সোঽসৃজদ্দানবোত্তমঃ ॥ ২২
তাং দৃষ্ট্বা মোহিনীং নাম মায়াং ময়বিনির্মিতাম্ ।
সংজ্ঞাস্ত্রেণ তু প্রদ্যুম্নো নাশয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ২৩
শম্বরস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো হতয়া মায়য়া তদা ।
সৈংহীং মায়াং মহাতেজাঃ সোঽসৃজদ্দানবেশ্বরঃ ॥ ২৪
সিংহমায়াপতন্তো দৃষ্ট্বা রৌক্মিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ।
অস্ত্রং গান্ধর্বমাদায় শরজালমসৃজত্তদা ॥ ২৫
তেঽষ্টাপদা বলোদগ্রা নখদংষ্ট্রায়ুধা রণে ।
সিংহান্ বিদ্রাবয়ামাসুর্বায়ুর্মেঘানিব ॥ ২৬
সিংহান্ বিদ্রবতো দৃষ্ট্বা মায়য়োৎপাদিতান্ বৈ ।
শম্বরশ্চিন্তয়ামাস কথমেনং নিহন্মি বৈ
অহো মূর্খতয়া মোহঃ ময়া ন হতঃ শিশুঃ ॥ ২৭
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু কৃতাস্ত্রশ্চাপি দুর্মতিঃ ।
তৎ কথং নিহনিষ্যামি শত্রুং সমরদুর্জয়ম্ ॥ ২৮
মায়া সা তিষ্ঠতে ঘোরা পন্নগী নাম ভীষণা ।
দত্তা মে দেবদেবেন হরেণামিততেজসা ॥ ২৯
তাং সৃজামি মহামায়ামাশীবিষসমাকুলাম্ ।
তয়া দষ্টো ধ্রুবং হ্যেষ মায়ামধ্যে মরিষ্যতি ॥ ৩০
সা সৃষ্টা পন্নগী মায়া বিষজ্বালাসমাকুলা ।
তয়া পন্নগমধ্যা তু সরথং সহবাজিনম্ ॥ ৩১
সম্ভূতঃ স হি প্রদ্যুম্নঃ বদ্ধঃ পন্নগবন্ধনৈঃ ।
বধ্যমানং তদা দৃষ্ট্বা আত্মানং রুক্মিণীসুতঃ ॥ ৩২
মায়াং সংক্ষিপ্তয়ামাস সৌপর্ণীং সর্পনাশিনীম্ ।
সা চিন্তিতা মহামায়া প্রদ্যুম্নেন মহাত্মনা ॥ ৩৩

নির্গত হইতেছিল। ইহাদের উপর উঠন মাহুতগণ আরূঢ় ছিল, ঘণ্টা ও মুক্তাজালে অলঙ্কৃত ছিল এবং সকলে যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। ১৯

সেই হস্তীমায়াকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া কমললোচন মহামনাঃ শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন সিংহরূপিণী মায়া প্রয়োগ করিতে বুদ্ধি স্থির করিলেন। ২০

বুদ্ধিমান্ রুক্মিণীনন্দন কর্তৃক যখন সেই সিংহময়ী মায়া প্রযুক্ত হইল, তখন যেরূপ সূর্যোদয়ে অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সেই হস্তিময়ী মায়া বিলীন হইয়া যাইল। ২১

সেই হস্তিময়ী মায়াকে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া মহাসুর দানবশ্রেষ্ঠ শম্বর সম্মোহিনী নামী মায়ার প্রয়োগ করিল। ২২

ময়ের দ্বারা নির্মিত সেই মোহিনী মায়াকে দেখিয়া পরাক্রমশালী প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞাস্ত্রের দ্বারা তাহাকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ২৩

সেই মায়াও যখন নষ্ট হইল, তখন কুপিত হইয়া মহাতেজস্বী দানবরাজ শম্বর সিংহময়ী মায়ার সৃষ্টি করিল। ২৪

সিংহময়ী মায়ার দ্বারা উদ্ভূত বহু সিংহকে নিজের নিকট আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন গান্ধর্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই সময় বহু শরভ সৃষ্টি করিলেন। ২৫

সেই সব শরভ অষ্টপদযুক্ত ও প্রচণ্ড বলশালী ছিল। নখ ও দন্তই তাহাদের অস্ত্র ছিল। যেরূপ বায়ু জলধরকে যেখানে উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই সব শরভ সেই সিংহগণকে বিতাড়িত করিয়া দিল। ২৬

শরভময়ী মায়ার দ্বারা সিংহগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শম্বরাসুর চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি কিভাবে এই প্রদ্যুম্নকে বধ করিব? অহো! আমি মূর্খতাবিশিষ্ট; কারণ, আমি শিশু অবস্থাতেই ইহাকে বধ করি নাই। ২৭

এখন যৌবন দেহ লাভ করিয়া এই দুর্মতি শত্রু অস্ত্রসমূহেও বিশেষ পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যুদ্ধে দুর্জয়ভাবে স্থিত এই শত্রুকে আমি কিরূপে বধ করিব? ২৮

আচ্ছা, এই পন্নগী নামী অত্যন্ত ঘোর ও ভীষণ মায়াও আমার নিকট আছে, যাহাকে অমিততেজা দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ২৯

বিষধর সর্পসমূহে যুক্ত এই মহামায়াকে আমি সৃষ্টি করিব। উহার দ্বারা এই বলবান মায়ামধ্যে দংশিত হইয়া শত্রু অবশ্যই বদ্ধ হইয়া যাইবে। ৩০

এরূপ চিন্তা করিয়া সেই অসুর পন্নগী মায়া সৃষ্টি করিল, যাহা বিষের জ্বালাসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। সেই সর্পময়ী মায়ার দ্বারা রথ অশ্ব ও সারথিসহ প্রদ্যুম্নকে সর্পাকার বাণসমূহের বন্ধনে আবদ্ধ করিল। ৩১-৩২

নিজেকে সর্পবাণে বদ্ধ হইতে দেখিয়া রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন তখন সর্পবিনাশিনী সৌপর্ণী (গরুড়সম্বন্ধিনী) মায়াকে চিন্তা করিলেন। ৩২

মহাত্মা প্রদ্যুম্ন যেই সেই মহামায়াকে চিন্তা করিলেন,

সুপর্ণা বিচরন্তি স্ম সর্পা নষ্টা মহাবিষাঃ
তস্যাং সর্পমায়ায়াং প্রশংসন্তি সুরাসুরাঃ ॥ ৩৪
সাধু বীর মহাবাহো রুক্মিণ্যানন্দবর্ধন
ত্বয়া ধর্ষিতা মায়া তেন স্ম পরিতোষিতাঃ ॥ ৩৫
হতায়াং সর্পমায়ায়াং শম্বরোঽচিন্তয়ৎ পুনঃ
অস্তি মে কালদণ্ডাভো মুদ্গরো হেমভূষিতঃ ॥ ৩৬
অপ্রতিহতো যুদ্ধে দেব-দানব-মানবৈঃ
পুরা যো মম পার্বত্যা দত্তঃ পরমতুষ্টয়া ॥ ৩৭
গৃহাণ শম্বরেমং ত্বং মুদ্গরং হেমভূষিতম্
ময়া সৃষ্টং স্বদেহে বৈ তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ৩৮
মায়ান্তকরণো নাম সর্বাসুরবিনাশনম্
অনেন দানবৌ রৌদ্রৌ বলিনৌ কামরূপিণৌ ॥ ৩৯
তপ্তশ্চৈব নিশুম্ভশ্চ সমরে সূদিতৌ ময়া
প্রাণসংশয়মাপন্নে ত্বয়া মোক্ষ্যঃ স শত্রবে ॥ ৪০

তৎক্ষণাৎ সেখানে বহু গরুড় পক্ষী আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল এবং সেই মহাবিষধর সর্পগণ নষ্ট হইয়া গেল। ৩৩।

সেই সর্পময়ী মায়া নষ্ট হইয়া যাইলে পর দেবতা ও অসুরগণ সকলেই প্রদ্যুম্নের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, রুক্মিণী দেবীর আনন্দবর্ধনকারী মহাবাহু বীর! তুমি উত্তম কার্য করিয়াছ। তোমার দ্বারা যে এই মায়া পরাজিতা হইল, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিয়াছি। ৩৪-৩৫

সেই সর্পময়ী মায়া নষ্ট হইয়া যাইলে শম্বরাসুর পুনরায় চিন্তা করিল, এখন আমার নিকট সুবর্ণভূষিত মুদ্গর রহিয়াছে, যাহা কালদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর। ৩৬

এই মুদ্গর যুদ্ধে দেবতা, দানব ও মানবগণের দ্বারাও কখনও প্রতিহত হয় না; আমি সেই মুদ্গরকে এখন প্রয়োগ করিব। পূর্বকালে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পার্বতীদেবী আমাকে এই মুদ্গর প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৭

শম্বর! তুমি এই সুবর্ণভূষিত মুদ্গর গ্রহণ কর। আমি স্বদেহে অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করিয়া ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছি। ৩৮

ইহা মায়াসমূহের অন্তকারী এবং সমস্ত অসুরগণের বিনাশক। আমি ইহার দ্বারা ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী দুই বলবান্ ও ভয়ঙ্কর দানব তপ্ত এবং নিশুম্ভকে তাহাদের সমস্ত সৈন্যসহ সংহার করিয়াছিলাম। প্রাণসঙ্কটের সময় আসিলে পরই নিজের শত্রুর উপর তুমি এই মুদ্গর প্রয়োগ করিবে। ৩৯-৪০

এই কথা বলিয়া পার্বতীদেবী সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। অতএব আমি সেই শ্রেষ্ঠ মুদ্গরকে এখন নিজের শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিব। ৪১

ইত্যুক্ত্বা পার্বতী দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত
তমহং মুদ্গরং শ্রেষ্ঠং মোক্ষয়িষ্যামি শত্রবে ॥ ৪১
তস্য বিজ্ঞায় চিত্তং তু দেবরাজোঽভ্যভাষত।
গচ্ছ নারদ শীঘ্রং ত্বং প্রদ্যুম্নস্য বধং প্রতি ॥ ৪২
সম্বোধয় মহাবাহুং পূর্বজাতিঞ্চ বোধয়।
বৈষ্ণবাস্ত্রং প্রযচ্ছাস্মৈ বধার্থং শম্বরস্য চ ॥ ৪৩
অভেদ্যং কবচং চাস্য প্রদ্যুম্নস্য [illegible]।
এবমুক্তো মঘবতা নারদঃ প্রযযৌ তদা ॥ ৪৪
আকাশেঽবস্থিতোঽভ্যাহ মকরধ্বজকেতনম্
কুমার পশ্য মাং প্রাপ্তং দেবগন্ধর্বনারদম্
প্রেষিতং দেবরাজেন তব সম্বোধনায় বৈ ॥ ৪৫
স্মর ত্বং পূর্বকং ভাবং কামদেবোঽসি মানদ
হরকোপানলদগ্ধস্ত্বনঙ্গ ইতি চোচ্যসে ॥ ৪৬
ত্বং বৃষ্ণিবংশজাতোঽসি রুক্মিণ্যা গর্ভসম্ভবঃ
জাতোঽসি কেশবেন ত্বং প্রদ্যুম্ন ইতি কীর্তিতঃ ॥ ৪৭

এই সময় শম্বরাসুরের মনোভাব জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে বলিলেন,—নারদ! আপনি সত্বর প্রদ্যুম্নের বধের নিকট গমন করুন এবং সেই মহাবাহু বীরকে প্রবোধদান করুন ও তাঁহাকে তাঁহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিন। তারপর শম্বরাসুরকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে বৈষ্ণবাস্ত্র প্রদান করুন। অসুরসংহার কার্যে নিরত প্রদ্যুম্নকে অভেদ্য কবচও দান করুন। ৪২-৪৩।

ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর নারদ হর্ষসহকারে সেখানে যাইলেন এবং আকাশে বিদ্যমান থাকিয়া মকরধ্বজ কামদেবকে এই কথা বলিলেন। ৪৪।

কুমার! তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি দেবগন্ধর্ব নারদ এখানে আসিয়াছি। তোমাকে প্রবোধদানের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। ৪৫

মানদ! তুমি নিজের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ কর। তুমি সাক্ষাৎ কামদেব। ভগবান্ শঙ্করের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিলে, সেই জন্য তুমি জগতে 'অনঙ্গ' বলিয়া অভিহিত হও। ৪৬

তোমার বর্তমান জন্ম বৃষ্ণিবংশে হইয়াছে। তুমি রুক্মিণী-দেবীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ কেশব

আহৃতা শম্বরেণ ত্বমিহানীতোঽসি মানদ
সপ্তরাত্রে হ্যসম্পূর্ণে সূতিকা গারমধ্যতঃ ॥ ৪৮
বধার্থং শম্বরস্য ত্বং ত্রিদশানাং হ্যুপেক্ষিতঃ ।
কেশবেন মহাবাহো দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৯
যৈষা মায়াবতী নাম ভার্যা বৈ শম্বরস্য তু ।
রতিং তাং বিদ্ধি কল্যাণীং তব ভার্যাং পুরাতনীম্ ॥ ৫০
তব সংরক্ষণার্থায় শম্বরস্য গৃহেঽভবৎ ।
মায়াং শরীরজাং তস্য মোহনার্থং দুরাত্মনঃ ॥ ৫১
রতেঃ সম্পাদনার্থায় প্রেষয়ত্যনিশং তদা ।
এবং প্রদ্যুম্ন বুদ্ধ্যা বৈ তত্র ভার্যা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫২
হত্বা ত্বং শম্বরং বীর বৈষ্ণবাস্ত্রেণ সংযুগে
গৃহ্য মায়াবতীং ভার্যাং দ্বারকাং গন্তুমর্হসি ॥ ৫৩
গৃহাণ বৈষ্ণবং চাস্ত্রং কবচঞ্চ মহাপ্রভম্
শক্রেণ তব সংগৃহ্য প্রেষিতং শত্রুসূদন ॥ ৫৪
শৃণু মে হ্যপরং বাক্যং ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ।
অস্য দেবরিপোস্তাত মুদ্গরো নিত্যমুদ্যতঃ ॥ ৫৫
পার্বত্যাং পরিতুষ্টায়াং দত্তঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।
অমোঘশ্চৈব সংগ্রামে দেব দানব-মানবৈঃ ॥ ৫৬
তদস্ত্রপ্রতিঘাতার্থং দেবীং ত্বং স্মর্তুমর্হসি ।
স্তব্যা চৈব নমস্যা চ মহাদেবী যশোৎসুকৈঃ ॥ ৫৭
অত্র বৈ ক্রিয়তাং যত্নঃ সংগ্রামে নিপুণং সহ ।
ইত্যুক্ত্বা নারদো বাক্যং প্রযযৌ যত্র বাসবঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
নারদবাক্যং নাম ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

---

তোমার জন্মদান করিয়াছেন তুমি [illegible] কহিত ৪৬। ৪৭

মানদ! তোমার জন্মের সাত রাত্রি তখনও পূর্ণ হয় নাই, সেই অবস্থায় শম্বরাসুর তোমাকে সূতিকা গৃহ হইতে অপহরণ করিয়া এই স্থানে লইয়া আসিয়াছে। ৪৮

মহাবাহো! দেবগণের কার্য সিদ্ধ করিবার জন্য এবং শম্বরাসুরকে বধ করিবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার এই অপহরণ উপেক্ষা করিয়াছেন। ৪৯

এই যে মায়াবতী নামে প্রসিদ্ধ শম্বরাসুরের ভার্যা হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাকে তুমি নিজের কল্যাণময়ী পুরাতনী পত্নী 'রতি' বলিয়া জানিবে। ৫০

তোমার দেহকে রক্ষা করিবার জন্যই রতি শম্বরাসুরের গৃহে বাস করিতেছে। এই দুরাত্মা দৈত্যকে মোহিত করিবার জন্যই সে নিজের শরীর হইতে এক মায়াময়ী স্ত্রী উৎপন্ন করিয়া তাহার প্রসন্নতার জন্য সর্ব্বদা তাহাকে প্রেরণা দান করে। ৫১

প্রদ্যুম্ন! এই সব জানিয়াই তোমার পত্নী এখানে স্থিরতা সহকারে বাস করিতেছে। বীর! তুমি বৈষ্ণবাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে শম্বরাসুরকে বধ করত নিজের ভার্যা মায়াবতীকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় যাইবার যোগ্য। ৫২-৫৩

শত্রুসূদন! এই বৈষ্ণবাস্ত্র ও অত্যন্ত কান্তিমান্ কবচ সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্র তোমার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তুমি ইহা গ্রহণ কর। ৫৪

এখন তুমি আমার অন্য এক কথা শ্রবণ কর এবং নিঃশঙ্ক হইয়া তাহা পালন কর। তাত! এই দেবদ্রোহী শম্বরের মুদ্গর নিত্য শক্তিশালী। পার্ব্বতীদেবী প্রসন্ন হইয়া এই শত্রুনাশক মুদ্গর উহাকে প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধে উহা দেবতা, দানব ও মানবগণের পক্ষে অমোঘ। ৫৫-৫৬

এই অস্ত্র প্রতিহত করিবার জন্য তুমি অবশ্যই দেবী পার্ব্বতীকে স্মরণ করিবে। যুদ্ধের জন্য উৎসুক বীরগণের অবশ্যই মহাদেবী পার্ব্বতীর স্তুতি করা ও বন্দনা করা উচিত। ৫৭

শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তুমি পার্ব্বতী দেবীর স্তুতি করিতে বিশেষ যত্ন করিও। এই কথা বলিয়া নারদ যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র বিরাজমান ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। ৫৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শম্বরাসুর-বধপ্রসঙ্গে নারদের বাক্যনামক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

( প্রদ্যুম্নেন শম্বরাসুরস্য বধঃ। )

বৈশম্পায়ন উবাচ

শম্বরস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো মুদ্গরং তং সমাদদে।
মুদ্গরে গৃহ্যমাণে তু দ্বাদশার্কাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ১
পর্ব্বতাশ্চলিতাঃ সর্ব্বে তথৈব বসুধাতলম্‌
উন্মার্গাঃ সাগরা যাতাঃ সংক্ষুব্ধাশ্চাপি দেবতাঃ ॥ ২
ধূম্রচক্রাকুলং ব্যোম উল্কাপাতো বভূব হ।
ববর্ষ রুধিরং দেবঃ পরুষঃ পবনো ববৌ ॥ ৩
এবং দৃষ্ট্বা মহোৎপাতান্ প্রদ্যুম্নঃ স ত্বরান্বিতঃ।
অবতীর্য্য রথাদ্ বীরঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ৪
দেবীং সস্মার মনসা পার্ব্বতীং শঙ্করপ্রিয়াম্‌
প্রণম্য শিরসা দেবীং স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৫

প্রদ্যুম্ন উবাচ

ওঁ নমঃ কাত্যায়ন্যৈ গিরীশায়ৈ নমো নমঃ
নমস্ত্রৈলোক্যমাতায়ৈ কাত্যায়ন্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬
নমঃ শত্রুবিনাশিন্যৈ নমো গৌর্য্যৈ শিবপ্রিয়ে।
নমস্তে শুম্ভমথনীং নিশুম্ভমথনীমপি ॥ ৭
কালরাত্রি নমস্তুভ্যং কৌমার্য্যৈ চ নমো নমঃ।
কান্তারবাসিনীং দেবীং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮
বিন্ধ্যবাসিনীং দুর্গাং রণদুর্গাং রণপ্রিয়াম্।
নমস্যামি মহাদেবীং জয়াঞ্চ বিজয়াং তথা ॥ ৯
অপরাজিতাং নমস্যেহজিতাং শত্রুনাশিনীম্।
ঘণ্টাহস্তাং নমস্যামি ঘণ্টামালাকুলাং তথা ॥ ১০
ত্রিশূলিনীং নমস্যামি মহিষাসুরঘাতিনীম্।
সিংহাননাং নমস্যামি সিংহপ্রবরকেতনাম্ ॥ ১১
একানংশাং নমস্যামি গায়ত্রীং যজ্ঞসংস্কৃতাম্।
সাবিত্রীঞ্চাপি বিপ্রাণাং নমস্যেহহং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২

## সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বরাসুর বধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর ক্রুদ্ধ শম্বরাসুর হাতে সেই মুদ্গর গ্রহণ করিল। সেই মুদ্গর গ্রহণ করিবার সময় (সহসা) দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইল। ১

তখন সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত হইল, পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত সাগর উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত দেবগণও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ২

আকাশ ধূম্রনিচয়ে ব্যাপ্ত হইল, উল্কাপাত হইতে লাগিল, মেঘ রক্তবর্ষণ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৩

বীর প্রদ্যুম্ন এইরূপ মহোৎপাতসমূহ লক্ষ্য করিয়া ত্বরা সহকারে রথ হইতে নামিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। ৪

তিনি মনে মনেই ভগবান্ শঙ্করের প্রিয়া পার্ব্বতী দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মস্তক নত করিয়া দেবীকে প্রণাম করত তাঁহার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫

প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—[illegible] কাত্যায়নী দেবীকে প্রণাম। পর্ব্বতসকলের ঈশ্বরী পার্ব্বতী দেবীকে বারংবার নমস্কার করি। ত্রিলোকের মাতৃস্বরূপা কাত্যায়নী দেবীকে আমি পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করি। ৬

শত্রুবিনাশিনী গৌরী দেবীকে আমার বারংবার নমস্কার। শিবপ্রিয়ে! তুমি শুম্ভদৈত্যকে মথিত করিয়াছিলে এবং নিশুম্ভকেও মথিত করিয়াছিলে। অতএব তোমার করুণায় আমি যেন এই শম্বরাসুরকে বধ করিতে পারি।), তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৭

কালরাত্রি! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি কৌমারী শক্তিরূপা, তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। আমি কান্তারবাসিনী দেবী তোমাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতেছি। ৮

আমি বিন্ধ্যাচলবাসিনী, বিপত্তিনাশিনী, রণচণ্ডী, রণপ্রিয়া, জয়া ও বিজয়া নাম্নী মহাদেবীকে প্রণাম করিতেছি। ৯

আমি কাহারও দ্বারা যিনি কখনও পরাজিতা হন না, সেই শত্রুনাশিনী অজিতা দেবীকে প্রণাম করিতেছি। ঘণ্টামালায় ব্যাপ্তা ও হস্তে ঘণ্টাধারিণী দেবীকে আমি নমস্কার করিতেছি। ১০

আমি মহিষাসুরসংহারকারিণী ত্রিশূলধারিণী দেবীকে নমস্কার করিতেছি। আমি সিংহবাহিনী ও সিংহচিহ্নে অলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ ধ্বজবিশিষ্টা দেবীকে প্রণাম করিতেছি। ১১

আমি 'একানংশা' অর্থাৎ এক—অদ্বিতীয়স্বরূপা ও যাঁহার কোনও অংশ বিভক্ত হয় নাই, সেই অবিভক্তা ব্রহ্মস্বরূপা দেবীকে প্রণাম করিতেছি। যজ্ঞসমূহে বিশেষভাবে পূজিতা

রক্ষ মাং দেবি সততং সংগ্রামে বিজয়ং কুরু ।
ইতি কামবচস্তুষ্টা দুর্গা সম্প্রীতমানসা ॥ ১৩
উবাচ বচনং দেবী সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ।
পশ্য পশ্য মহাবাহো রুক্মিণ্যানন্দবর্দ্ধন ॥ ১৪
বরং বরয় বৎস ত্বমমোঘং দর্শনং মম
দেব্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা রোমাঞ্চোদগতমানসঃ ॥ ১৫
প্রণম্য শিরসা দেবীং বিজ্ঞপ্তুমুপচক্রমে ।
যদি ত্বং দেবি তুষ্টাসি দীয়তাং মে যদীপ্সিতম্ ॥ ১৬
বরদ বরদে যাচে সর্ব্বামিত্রেষু মে জয়ঃ ।
যত্ত্বয়া মুদ্গরো দত্তঃ শম্বরস্যাস্থসম্ভবঃ ॥ ১৭
এষ মে গাত্রমাসাদ্য মালা পদ্মবতী ভবেৎ ।
তথাস্থিতি চ সাপ্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৮
প্রদ্যুম্নস্তু মহাতেজাস্তুষ্টো রথমথারুহৎ
মুদ্গরং তং গৃহীত্বা চ শম্বরঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৯

ভ্রাময়িত্বা স চিক্ষেপ প্রদ্যুম্নোরসি বীর্য্যবান্ ।
স গত্বা মদনাভ্যাসং মালা ভূত্বা তু পৌষ্করী ॥ ২০
প্রদ্যুম্নস্য চ কণ্ঠে তু সমাসক্তা ব্যরাজত ।
নক্ষত্রাণাং তু মালায়াং যথা পরিবৃতা বিধুঃ ॥ ২১
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।
সাধু সাধ্বিতি বাচোচুঃ পূজয়ন্ কেশবাত্মজম্ ॥ ২২
মুদ্গরং পুষ্পভূতং তু দৃষ্ট্বা প্রদ্যুম্নমন্তিকে ।
বৈষ্ণবং পরমাস্ত্রং তু নারদেন সমাস্থিতম্ ॥ ২৩
সন্দধে চাপমানম্য ইদং বচনমব্রবীৎ ।
যদ্যহং রুক্মিণীপুত্রঃ কেশবস্যাত্মজো ধ্রুবম্ ॥ ২৪
তেন সত্যেন বাণেন জহি ত্বং শম্বরং রণে ।
ইত্যুক্ত্বা চাপমাকৃষ্য সজ্যং চ মহামনাঃ ॥ ২৫
চিক্ষেপ শম্বরস্যাথ দৈত্যলোকভয়ঙ্করং যথা
স ক্ষিপ্তো বৃষ্ণিসিংহেন শরঃ ক্রব্যাদমোহনঃ ॥ ২৬

---

পার্ব্বতী দেবীকে আমি নমস্কার করিতেছি। বিপদ্দের উপাস্যা সাবিত্রীদেবীকেও আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিতেছি। দেবি! তুমি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর এবং সংগ্রামে আমাকে বিজয় দান কর ।১২।

কামরূপ প্রদ্যুম্নের এইরূপ প্রার্থনাপূর্ণ বাক্যে দুর্গাদেবী সন্তুষ্টা হইলেন এবং তাঁহার মন প্রসন্ন হইয়া যাইল। তদনন্তর দুর্গাদেবী অত্যন্ত আহ্লাদিত-হৃদয়ে এই কথা বলিলেন ।১৩।

রুক্মিণীর আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাবাহু প্রদ্যুম্ন! আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমাকে দর্শন কর। আমার দর্শন অমোঘ (নিষ্ফল হয় না); অতএব বৎস! তুমি মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর ।১৪।

দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্ন রোমাঞ্চিত হইলেন এবং হর্ষে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি মস্তক নত করিয়া দেবীকে প্রণাম করত তাঁহাকে এইরূপ নিবেদন করিলেন,—দেবি! যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আমি যাহা কামনা করিতেছি, তাহা আমাকে প্রদান করুন ।১৫-১৬

বরদে! আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন সকল শত্রুকেই জয় করিতে পারি এবং আপনার দেহজাত যে মুদ্গর আপনি শম্বরাসুরকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেন আমার দেহ প্রাপ্ত হইয়া পদ্মের মালার ন্যায় হইয়া যায়। তখন দেবী 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেখানেই অন্তর্হিতা হইয়া যাইলেন ।১৭-১৮

তখন মহাতেজা প্রদ্যুম্ন সন্তুষ্ট হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। অন্যদিকে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পরাক্রমশালী শম্বর সেই মুদ্গর হস্তে লইয়া ঘুরাইয়া প্রদ্যুম্নের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল ।১৯।

প্রদ্যুম্নের নিকট যাইয়া সেই মুদ্গর পদ্মের মালা হইয়া যাইল এবং প্রদ্যুম্নের কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। এই সময় প্রদ্যুম্ন নক্ষত্রমালাসমূহে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।২০-২১

তাহার পর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া কেশবকুমার প্রদ্যুম্নের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্নের নিকট যখন সেই মুদ্গর পদ্মপুষ্প হইয়া যাইল, তখন প্রদ্যুম্ন নারদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'বৈষ্ণব' নামক দিব্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং নিজের ধনুকে আনত করিয়া এই কথা বলিলেন ।২২-২৩।

বৈষ্ণবাস্ত্র! যদি আমি রুক্মিণী দেবী ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হই, তবে এই সত্যের প্রভাবে তুমি নিজ বাণের দ্বারা রণাঙ্গনে শম্বরাসুরকে বধ কর ।২৪।

এই কথা বলিয়া মহামনা প্রদ্যুম্ন ধনু আকর্ষণ করিয়া ত্রিলোককে ভয় করিতে করিতে দিব্য সেই বাণকে তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ।২৫।

বৃষ্ণিবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী পুরুষ প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ রাক্ষসগণকে মোহিত করিল এবং শম্বরাসুরের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। ইহাতে সেই

ক্ষণেন শম্বরস্যাথ ছিন্না সর্বশিরাস্তনুঃ
ন চাস্য মাংসং ন স্নায়ুর্নাস্থি ন ত্বঙ্ ন শোণিতম্ ॥ ২৭
সর্বং তদ্ভস্মসাদ্ভূতং বৈষ্ণবস্যাস্য তেজসা।
হতে দৈত্যে মহাকায়ে দানবে শম্বরেঽসুরে ॥ ২৮
জগুর্দেবগন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
উর্বশী মেনকা রম্ভা বিপ্রচিত্তিস্তিলোত্তমা ॥ ২৯
ননৃতুর্হৃষ্টমনসো জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্
দেবরাজস্তু সুপ্রীতঃ সর্বদেবগণৈঃ সহ ॥
প্রদ্যুম্নং পুষ্পবর্ষেণ তমভ্যর্চ্চ্য প্রহৃষ্টবৎ ॥ ৩০

অথ সমরহতে তু দৈত্যনাথে
মধুমথনস্য সুতেন বৈষ্ণবাস্ত্রৈঃ
বিগতবিপুলভয়াঃ সুরাশ্চ জগ্মু-
র্মকরবিভূষণকেতনং স্তুবন্তঃ ॥ ৩১
স চ সমরপরিশ্রমং বহন্ বৈ
নগরমুখং প্রবিবেশ রৌক্মিণেয়ঃ।
প্রিয়তম ইব কান্তয়া প্রহৃষ্ট-
স্ত্বরিতপদং প্রতিদর্শনং চকার ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
শম্বরবধো নাম সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

দৈত্যের না মাংস, না স্নায়ুজাল, না অস্থি (হাড়), না চর্ম এবং না রক্ত কিছুই অবশিষ্ট রহিল। বৈষ্ণবাস্ত্রের তেজে তাহার সব কিছুই ভস্মসাৎ হইয়া যাইল। ২৬-২৭।

সেই বিশালদেহ অধম দানব শম্বরাসুর নিহত হইলে পর দেবতা ও গন্ধর্বগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিপ্রচিত্তি ও তিলোত্তমাদি অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ২৮-২৯

পূর্বোক্ত অপ্সরাগণ যখন প্রমোদিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন এই চরাচর জগৎও হর্ষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্ত দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া পুষ্প-বর্ষণ করত প্রদ্যুম্নকে সৎকৃত করিয়া হর্ষে বিভোর হইয়া উঠিলেন। ৩০

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন কর্তৃক সমরাঙ্গণে বৈষ্ণবাস্ত্রের দ্বারা দৈত্যরাজ শম্বর নিহত হইলে পর সমস্ত দেবগণের শত্রু-সম্বন্ধী ভয় দূর হইয়া যাইল এবং তাঁহারা মকরধ্বজ প্রদ্যুম্নের স্তুতি করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন। ৩১

বীর শরীরে যুদ্ধজনিত শ্রমভার বহন করিতে করিতে রুক্মিণী-পুত্র প্রদ্যুম্ন নগর দ্বারে পৌঁছিলেন। যেরূপ প্রেয়সীর সহিত মিলিত হইয়া প্রিয়তমের প্রসন্নতা হয়, সেইরূপ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া প্রদ্যুম্ন অতি শীঘ্র নিজের পত্নী রতিকে দর্শন করিলেন। ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শম্বরাসুরবধনামক সপ্তাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ মায়াবত্যা সহ প্রদ্যুম্নস্য দ্বারকায়ামাগমনম্, রুক্মিণীদেব্যা ভবনে প্রবেশশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সমাপ্তমায়ো মায়াজ্ঞো বিক্রান্তঃ সমরেঽব্যয়ঃ।
অষ্টম্যাং নিহতো যুদ্ধে মায়াবী কালশম্বরঃ ॥ ১
তন্মেঘবত্তে নগরে নিহত্যাসুরসত্তমম্।
গৃহ্য মায়াবতীং দেবীমাগচ্ছন্নগরং পিতুঃ ॥ ২
সোঽন্তরিক্ষগতো ভূত্বা মায়াবী শীঘ্রবিক্রমঃ।
আজগাম পুরীং রম্যাং রক্ষিতাং তেজসা পিতুঃ ॥ ৩
সোঽন্তরিক্ষান্নিপতিতঃ কেশবান্তঃপুরে পিতুঃ।
মায়াবত্যা সহ তয়া রূপবানিব মন্মথঃ ॥ ৪

## অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[ মায়াবতী সহ প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় আগমন এবং রুক্মিণী-দেবীর ভবনে প্রবেশ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শম্বরাসুর মায়াবিৎ ছিল, কিন্তু তাহার সমস্ত মায়াই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মায়াবী কালশম্বর যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশকারী এবং অবিনাশী ছিল, তথাপি অষ্টমীতে যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ১

মেঘবত্যাখ্য নগরে অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে বধ করিয়া দেবী মায়াবতীকে গ্রহণ করত প্রদ্যুম্ন নিজ পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নগর দ্বারকায় আসিলেন। ২

শীঘ্রতাসহকারে পরাক্রম প্রকাশকারী মায়াবী প্রদ্যুম্ন আকাশে অবস্থান করত নিজ পিতা শ্রীকৃষ্ণের তেজে সুরক্ষিত রমণীয় পুরী দ্বারকায় আগমন করিলেন। ৩

তিনি আকাশ হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে উত্তীর্ণ

তস্মিংস্তত্রাবপতিতে মহিষ্যঃ কেশবস্য যাঃ
বিস্মিতাশ্চৈব হৃষ্টাশ্চ ভীতাশ্চৈবাভবংস্ততঃ ॥ ৫
ততস্তং কামসঙ্কাশং কান্তয়া সহ সঙ্গতম্ ।
প্রেক্ষন্ত্যো হৃষ্টবদনাঃ পিবন্ত্যো নয়নোৎসবম্ ॥ ৬
তং বিনীতমুখং দৃষ্ট্বা লজ্জমানং পদে পদে ।
অভবন্ নিকটসহয়াঃ সর্বাস্তাঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ॥ ৭
রুক্মিণী চৈব তং দৃষ্ট্বা শোকার্তা পুত্রগৃদ্ধিনী ।
সপত্নীজনসঙ্কীর্ণা সবাষ্পা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮
যাদৃক্ স্বপ্নো ময়া দৃষ্টো নিশায়াং যৌবনে গতে ।
কংসারিণা মমানীয় দত্তং সহারপল্লবম্ ॥ ৯
শশিরশ্মিপ্রতীকাশং মুক্তাহারঞ্চ শোভনম্ ।
কেশবেনাবলারোপ্য মম কণ্ঠে প্রবধ্যত ॥ ১০

শ্যামা সুচারুকেশা স্ত্রী শুভ্রাম্বরবিভূষিতা
পদ্মহস্তা নিরীক্ষন্তী প্রবিষ্টা মম বেশ্মনি ॥ ১১
তয়া পুনরহং গৃহ্য স্নাপিতা রুচিরাম্বুনা ।
কুশেশয়ময়ীং মালাং স্ত্রী সংগৃহ্যাথ পাণিনা ॥ ১২
মম মূর্দ্ধন্যথাসাদ্য দত্তা বদ্ধা তথা মম ।
এবং কথান্ কীর্তয়ন্তী রুক্মিণী হৃষ্টমানসা ॥ ১৩
সখীজনবৃতা দেবী কুমারং বীক্ষ্য তং মুহুঃ ।
ধন্যায়াঃ খল্বয়ং পুত্রো দীর্ঘায়ুঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৪
ঈদৃশঃ কামসঙ্কাশো যৌবনে প্রথমে স্থিতঃ ।
জীবপুত্রা বৃতা পুত্র কাসৌ ভাগ্যসমন্বিতা ॥ ১৫
কিমর্থং চাপুরক্যাঃ সভার্যস্ত্বমিহাগতঃ ।
অস্মিন্ বয়সি সুব্যক্তং প্রত্যক্ষো মম পুত্রকঃ ॥১৬

---

হইলেন অর্থাৎ নামিলেন। সেই সময় তিনি সেই মায়াবতীর (রতির) সহিত মূর্তিমান কামদেবের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৪

সেই সময় সেখানে তিনি অবতীর্ণ হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে সব মহিষী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিস্মিতা হইলেন, অনেকে হৃষ্ট হইলেন এবং অনেকে আবার ভীতা হইয়া পড়িলেন। ৫

প্রদ্যুম্ন নিজের প্রিয়তমা মায়াবতীর সহিত মিলিত হইয়া কামদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহিষীগণের মুখ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা নিজ নিজ নয়নে তাঁহার রূপমাধুরী পান করিতেছিলেন এবং এই সময় প্রদ্যুম্ন তাঁহাদের নয়নের উৎসবস্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। ৬

তখন প্রদ্যুম্নের মুখ বিনয়ে নত ছিল। তিনি পদে পদে লজ্জা—সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল মহিষীর হৃদয়ে বাৎসল্য-স্নেহের সঞ্চার হইল। ৭

পুত্রকামিনী রুক্মিণীদেবী তাঁহাকে দেখিয়া শোকে কাতর হইয়া উঠিলেন। তিনি সব সপত্নীতে পরিবৃত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৮

আমি রাত্রিকালের যৌবনাবস্থা শেষ হইলে পর অর্থাৎ রাত্রির শেষপ্রহরে যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, ইহা সেইরূপই। আমার প্রাণনাথ কংসসূদন আমার হস্তে পল্লবযুক্ত আভরণ আনিয়া দিয়াছিলেন। ৯

তারপর শ্রীকেশব আমাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া মুক্তার এক সুন্দর মালা আমার কণ্ঠে বাঁধিয়া দিলেন। সেই মালা চন্দ্রের কিরণসদৃশ প্রকাশমান ছিল। ১০

তারপর এক শ্যামা (ষোলবৎসর বয়স্কা অথবা শ্যামবর্ণা) স্ত্রী আমার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার কেশগুচ্ছ অতিশয় মনোহর ছিল। শ্বেতবস্ত্র তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। তাঁহার হস্তে পদ্ম ছিল। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতেই গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন। ১১

সেই স্ত্রী আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমাকে স্নানাগারে লইয়া গেলেন এবং স্বচ্ছ জলে তিনি আমাকে স্নান করাইলেন। তাহার পর আমার মস্তক আঘ্রাণ করত তিনি নিজ হস্তে এক নির্মল পদ্মপুষ্পের মালা লইয়া আমাকে পরাইয়া দিলেন। ১২

এইভাবে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিতে করিতে রুক্মিণী দেবীর হৃদয় হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সখীগণে পরিবৃতা হইয়া দেবী রুক্মিণী কুমার প্রদ্যুম্নের দিকে বারংবার দেখিয়া বলিলেন। ১৩

নিশ্চয়ই এই বালক কোনও মহাভাগ্যবতী মাতার দীর্ঘায়ু পুত্র, যে দেখিতে অতিশয় প্রিয়। কামদেবসদৃশ সুন্দর এই বালক এই প্রথম যুবাবস্থায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। ১৪

(তারপর তিনি প্রদ্যুম্নকে বলিলেন,—) পুত্র! তোমার এই সৌভাগ্যশালিনী মাতা কে? যিনি তোমার ন্যায় চিরজীবী পুত্রের দ্বারা পুত্রবতী হইয়াছেন? দেবের ন্যায় কামসুন্দর শরীরধারী তুমি নিজের পত্নীর সহিত কিজন্য এখানে আসিয়াছ? ১৫

ভবেদ্ যদি ন নীতঃ স্যাৎ কৃতান্তেন বলীয়সা।
বাক্যং কৃষ্ণকুমারস্য ন মিথ্যা মম তর্কিতম্ ॥ ১৭
বিজ্ঞাতোঽসি ময়া চিহ্নৈর্বিনা চক্রং জনার্দনঃ
মুখং নারায়ণস্যেব কেশাঃ কেশান্ত এব চ ॥ ১৮
ঊরূ বক্ষো ভুজৌ তুল্যৌ হলিনঃ শ্বশুরস্য মে।
কস্ত্বং বৃষ্ণিকুলং সর্বং দ্যোতয়ন্ বপুষা স্থিতঃ ॥ ১৯
অহো নারায়ণস্যেব দিব্যা তে পরমা তনুঃ।
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণঃ সহসা প্রবিবেশ হ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা শম্বরস্য বধং প্রতি ॥ ২০
সোঽপশ্যত্তং সুতং জ্যেষ্ঠং সিদ্ধং লক্ষণলক্ষণৈঃ।
স্নুষাং মায়াবতীং চৈব হৃষ্টচেতা জনার্দনঃ ॥ ২১
সোঽব্রবীৎ সহসা দেবীং রুক্মিণীং দেবতামিব
অয়ং স দেবি সম্প্রাপ্তঃ সুতস্তে পরমস্তব ॥ ২২
অনেন শম্বরং হত্বা মায়াযুদ্ধবিশারদম্
হৃতা মায়াশ্চ তাঃ সর্বা যাভির্দেবানবাধত ॥ ২৩

সতী চেয়ং শুভা সাধ্বী ভার্যা বৈ তনয়স্য তে
মায়াবতীতি বিখ্যাতা শম্বরস্য গৃহোষিতা ॥ ২৪
মা চ তে শম্বরস্যেয়ং পত্নীতি ভবতু ব্যথা।
মন্মথে তু গতে নাশং গতে চানঙ্গতাং পুরা ॥ ২৫
কামপত্নী ন কাম্যৈষা শম্বরস্য রতিঃ প্রিয়া।
মায়ারূপেণ তং দৈত্যং মোহয়ন্ত্যাসকৃত্তা ॥ ২৬
ন চৈষা তস্য কৌমারে বশে তিষ্ঠতি শোভনা।
আত্মমায়াময়ং কৃত্বা রূপং শম্বরমাবিশৎ ॥ ২৭
পত্নীয়ং মম পুত্রস্য স্নুষা তব বরাঙ্গনা।
লোককান্তস্য সাহায্যং করিষ্যতি মনোময়ম্ ॥ ২৮
প্রবেশয়ৈনাং ভবনং পূজ্যাং জ্যেষ্ঠাং স্নুষাং মম।
চিরং প্রনষ্টং সুতং ভজস্ব পুনরাগতম্ ॥ ২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা তু বচনং দেবী কৃষ্ণেনোদাহৃতং তদা।
প্রহর্ষমতুলং লব্ধ্বা রুক্মিণী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০

---

যদি বলবান্ কাল উঠাইয়া না লইয়া যাইত, তাহা হইলে আমার পুত্র প্রদ্যুম্নও এখন অবশ্যই এই তরুণ বয়সেই অবস্থান করিত। ১৬।

অথবা আমার তর্ক করা-চিন্তা পোষণ করা বৃথা হইবে না। তুমি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। আমি লক্ষণসমূহের দ্বারা তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তুমি যেন চক্রহীন জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ) অর্থাৎ তোমার হাতে যদি চক্র থাকিত, তাহা হইলে তোমাতে ও শ্রীকৃষ্ণে কোনও পার্থক্যই বুঝা যাইত না। ১৭।

তোমার মুখ নারায়ণের (শ্রীকৃষ্ণের) সমান। তোমার কেশ ও কেশাগ্রভাগ তাঁহারই সদৃশ। তোমার দুই জানু, বক্ষঃস্থল ও দুই বাহু আমার শ্বশুর হলধরের সদৃশ। ১৮।

তুমি কে? স্বীয় শরীরের কান্তিতে সমস্ত বৃষ্ণিকুলকে প্রকাশিত করিতে করিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছ? অহো! ভগবান্ নারায়ণের সমান তোমার শরীর পরম দিব্য। ১৯।

ইহার মধ্যে শম্বর-বধবিষয়ে নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তঃপুরে আসিলেন। ২০

তিনি কামদেবের লক্ষণসমূহসম্পন্ন নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পুত্রবধূ মায়াবতীকেও দেখিলেন। ইহাতে জনার্দনের চিত্তে হর্ষ হইল। ২১

তিনি তখন সহসা দেবতার ন্যায় দীপ্তিমতী দেবী রুক্মিণীকে বলিলেন,—দেবি! এই কুমার তোমার পুত্র, যে এখন ধনু ধারণ করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছে। ২২

এই কুমার মায়াযুদ্ধবিশারদ শম্বরাসুরকে বধ করিয়া তাহার সমস্ত মায়াও হরণ করিয়াছে, যে সব মায়া আশ্রয় করিয়া সেই অসুর দেবগণকে উৎপীড়িত করিত। ২৩

তোমার পুত্রের এই সতীসাধ্বী শুভলক্ষণা পত্নী; ইহার নাম মায়াবতী। সে বহুকাল শম্বরাসুরের গৃহে ছিল। ২৪

সে শম্বরাসুরের স্ত্রী ছিল, এরূপ চিন্তা করিয়া তুমি যেন মনে মনে বাধিত হইও না। পুরাকালে যখন কামদেবের শরীর (মহাদেবের কোপে) নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং সে 'অনঙ্গ' হইয়াছিল, সেই সময় তাহার প্রিয় পত্নী যে রতি, সে-ই এই মায়াবতী। সে শম্বরাসুরের প্রিয়া কখনও ছিল না। ২৫।

এই শুভলক্ষণা মায়ামূর্তি রূপে সেই দৈত্যকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে কৌমার অবস্থায় কখনও তাহার বশীভূতা হয় নাই। নিজের মায়ার দ্বারাই এক মনোহর নারীর রূপ রচনা করিয়া তাহাকেই শম্বরাসুরের শয়নাগারে প্রবিষ্ট করাইত। ২৬-২৭

এই সুন্দরী আমার পুত্রের পত্নী এবং তোমার বধূ। এই বধূ লোককমনীয় রূপবিশিষ্ট প্রদ্যুম্নকে মনোময় (সঙ্কল্পময়) সাহায্য করিবে। ২৮

এ আমার আদরণীয়া জ্যেষ্ঠা বধূ, তুমি ইহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া চল। দীর্ঘকাল ধরিয়া অদর্শিত তোমার এই পুত্র পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে, তুমি ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ কর। ২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সময় দেবী রুক্মিণী অনুপম হর্ষ লাভ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ৩০

অহো বহুতরা প্রীতিঃ বীরপুত্রসমাগমাৎ
অদ্য মে সফলাঃ কামাঃ পূর্ণো মেঽদ্য মনোরথঃ ॥ ৩১
চিরপ্রনষ্টপুত্রস্য দর্শনং প্রিয়য়া সহ
আগচ্ছ পুত্র ভবনং সভার্য্যঃ প্রবিশেহ চ ॥ ৩২
ততোঽভিবাদ্য চরণৌ গোবিন্দং মাতরঞ্চ তাম্
প্রদ্যুম্নঃ পূজয়ামাস হলিনঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৩৩
উত্থাপ্য তং পরিষ্বজ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় বীর্য্যবান্।
প্রদ্যুম্নং বলিনাং শ্রেষ্ঠং কেশবঃ পরবীরহা ॥ ৩৪
স্নুষাং চোত্থাপ্য তাং দেবীং রুক্মিণী রুক্মভূষণা।
পরিষ্বজ্যোপসংগৃহ্য স্নেহাদগদগদভাষিণী ॥ ৩৫
সমেত্য ভবনং পত্ন্যা শচীন্দ্রমদিতির্যথা।
প্রবেশয়ামাস তদা রুক্মিণী সুতমাগতম্ ॥ ৩৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
প্রদ্যুম্নাগমনে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

অহো! আজ আমার বীর পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসায় আমি অতিশয় হৃষ্ট হইলাম। আজ আমার কামনা সফল হইল এবং আমার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইল। ৩১

বহুকাল ধরিয়া নিরুদ্দিষ্ট আমার পুত্রকে আজ আমি তাহার পত্নীর সহিত দর্শন করিলাম। পুত্র! এস, নিজের পত্নীর সহিত এই গৃহের মধ্যে প্রবেশ কর। ৩২

তদনন্তর প্রদ্যুম্ন নিজের পিতা শ্রীকৃষ্ণ ও মাতা রুক্মিণীদেবীর চরণে প্রণাম করত মহাবল বলরামকেও পূজা করিলেন। ৩৩

শত্রুবীরসংহারকারী শ্রীকৃষ্ণ বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিয়া নিজের স্নেহ জ্ঞাপন করিলেন। ৩৪

স্বর্ণভূষণে বিভূষিতা রুক্মিণীদেবী নিজের সেই পুত্রবধূকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া স্নেহ গদগদ বাক্যে তাঁহাকে নিজের স্নেহ জানাইলেন। ৩৫

যেরূপ দেবমাতা অদিতি শচী ও ইন্দ্রকে দেবভবনে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, সেইরূপ রুক্মিণীদেবী পত্নী সহ আগত পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ ভবনমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ৩৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে প্রদ্যুম্নের আগমন-বিষয়ক অষ্টাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ বলদেবেন প্রদ্যুম্নায়াহ্নিক-স্তোত্রস্যোপদেশদানম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
অত্রাশ্চর্য্যাত্মকং স্তোত্রমাহ্নিকং শৃণুতাং বর
প্রদ্যুম্নে দ্বারকাং প্রাপ্তে হত্বা তং বৈ শম্বরম্ ॥ ১
বলদেবেন রক্ষার্থং প্রোক্তমাহ্নিকমুচ্যতে।
যজ্জপ্ত্বা তু নৃপশ্রেষ্ঠ মানবঃ পূতাত্মতাং ব্রজেৎ ॥ ২
কীর্ত্তিতং বলদেবেন বিষ্ণুনা চৈব কীর্ত্তিতম্।
ধর্ম্মকামৈশ্চ মুনিভির্ঋষিভিশ্চাপি কীর্ত্তিতম্ ॥ ৩
কদাচিদ্ রুক্মিণীপুত্রো হলিনা সংযুতো গৃহে।
উপবিষ্টঃ প্রণম্যাথ তমুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪
প্রদ্যুম্ন উবাচ
কৃষ্ণাগ্রজ মহাভাগ রোহিণীতনয় প্রভো।
কিঞ্চিৎ স্তোত্রং মম ব্রূহি যজ্জপ্ত্বা নির্ভয়োঽভবম্ ॥ ৫

### নবাধিক শততম অধ্যায়।

[ বলদেব কর্তৃক প্রদ্যুম্নকে আহ্নিক-স্তোত্রের উপদেশদান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিভো! নৃপগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনমেজয়! যখন প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে বধ করিয়া দ্বারকাপুরীতে আসিলেন, তখন বলদেব তাঁহার রক্ষার জন্য তাঁহাকে এক স্তোত্রের উপদেশ করিলেন; যাহাকে—"আহ্নিক-স্তোত্র" বলা হয়। নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই আশ্চর্য্যময় আহ্নিক-স্তোত্র বর্ণনা করা হইতেছে; যাহা সায়ংকালে জপ করিলে পর মানুষ পূতাত্মা (পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট) হইয়া যায়। ১-২

এই স্তোত্র বলদেব, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এবং ধর্ম্মাভিলাষী ঋষি ও মুনিগণও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৩

কোনও একদিনের ঘটনা, রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন গৃহে বলরামের সহিত বসিয়া ছিলেন। তখন প্রদ্যুম্ন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলরামকে প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলেন। ৪

প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাভাগ রোহিণীনন্দন! প্রভো! আমাকে কোনও এক স্তোত্রের উপদেশ করুন, যাহা জপ করিলে আমি নির্ভয় হইয়া যাইতে পারিব। ৫

শ্রীবলদেব উবাচ

৫ সুরাসুরগুরুর্ব্রহ্মা পাতু মাং জগতঃ পতিঃ।
ওঙ্কার-বষট্কারৌ সাবিত্রী বিধয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৬
ঋচো যজূংষি সামানি ছন্দাংস্যাথর্ব্বণানি চ
চত্বারশ্চাখিলা বেদাঃ সরহস্যাঃ সবিস্তরাঃ ॥ ৭
পুরাণমিতিহাসশ্চ খিলাশ্চোপখিলানি চ।
অঙ্গান্যুপাঙ্গানি তথা ব্যাখ্যাতানি চ পান্তু মাম্ ॥ ৮
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিস্তথা সত্ত্বং রজস্তমঃ ॥ ৯
ব্যানোদানৌ সমানশ্চ প্রাণোঽপানশ্চ পঞ্চমঃ।
বায়বঃ সপ্ত চৈবান্যে যেষাং তন্ত্রমিদং জগৎ ॥ ১০
মরীচিরঙ্গিরাত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো ভগবান্ পান্তু তে মাং মহর্ষয়ঃ ॥ ১১
কশ্যপাদ্যাশ্চ মুনয়শ্চতুর্দ্দশ দিশো দশ
নর-নারায়ণৌ দেবৌ সর্ব্বদা পান্তু মাং সদা ॥ ১২
রুদ্রাশ্চৈকাদশ প্রোক্তা আদিত্যা দ্বাদশৈব তু।
অষ্টৌ চ বসবো দেবা অশ্বিনৌ যৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ॥ ১৩

শ্রীবলদেব বলিলেন,—দেবতা ও অসুরগণের গুরু জগৎপতি ব্রহ্মা আমাকে রক্ষা করুন। ওঙ্কার, বষট্কার, সাবিত্রী, অপূর্ব্ব-বিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি,—এই তিন প্রকার বিধি; ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, রহস্য ও বিস্তারসহ সম্পূর্ণ চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, খিল, উপখিল, অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং ব্যাখ্যাসমূহ—এই সবের অভিমানী দেবতাগণ আমাকে রক্ষা করুন। ৬-৮

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, পঞ্চম তেজ, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, ব্যান, উদান, সমান, প্রাণ ও পঞ্চম অপান, যাঁহাদের অধীন এই সারা জগৎ, সেই আবহ-প্রবহাদি সপ্ত বায়ু, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও ভগবান্ বশিষ্ঠ—এই মহর্ষিগণ এবং পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতির অভিমানী দেবতারা আমাকে রক্ষা করুন। ৯-১১

কশ্যপাদি চতুর্দ্দশ মুনি, দশদিক্ এবং দিক্পালগণসহ দেব নর ও নারায়ণ ইঁহারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ১২

একাদশ রুদ্রগণ যাঁহারা কথিত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু দেবগণ এবং দুই অশ্বিনীকুমার—ইঁহারা সকলে আমাকে রক্ষা করুন। ১৩

হ্রীঃ শ্রীর্লক্ষ্মীঃ স্বধা মেধা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ।
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব সিংহিকা দৈত্যমাতরঃ ॥ ১৪
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধঃ শ্বেতপর্ব্বতঃ।
ঋষভঃ পারিযাত্রশ্চ বিন্ধ্যো বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ ॥ ১৫
সহ্যোদয়শ্চ মলয়ো মেরুমন্দরদর্দ্দুরাঃ।
ক্রৌঞ্চ-কৈলাস-মৈনাকাঃ পান্তু মাং ধরণীধরাঃ ॥ ১৬
শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব বিশালাক্ষশ্চ তক্ষকঃ।
এলাপত্রঃ শুক্লবর্ণঃ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ ॥ ১৭
হস্তিভদ্রঃ পিটরকঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
তথা পূরণকশ্চৈব নাগশ্চ করবীরকঃ ॥ ১৮
সুমনাখ্যো দধিমুখস্তথা শৃঙ্গারপিণ্ডকঃ।
মণিনাগশ্চ ভগবাংস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ১৯
নাগরাড়্ধৃতিকর্ণশ্চ তথা হারিদ্রকোঽপরঃ
এতে চান্যে চ বহবো যে চান্যে নাগকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২০
ভূধরাঃ সপ্তার্ণবাঃ পান্তু মাং ভুজগেশ্বরাঃ।
সমুদ্রাঃ পান্তু চত্বারো গঙ্গা চ সরিতাং বরা ॥ ২১
সরস্বতী চন্দ্রভাগা শতদ্রুর্দেবিকা শিবা
ইরাবতী বিপাশা চ সরয়ূর্যমুনা তথা ॥ ২২

হ্রী, শ্রী, লক্ষ্মী, স্বধা, পুষ্টি, মেধা, তুষ্টি, স্মৃতি, ধৃতি, দেবমাতা অদিতি এবং দৈত্যমাতৃগণ দিতি, দনু ও সিংহিকাদিগণ আমাকে রক্ষা করুন। ১৪

হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, শ্বেতপর্ব্বত, ঋষভ, পারিযাত্র, বিন্ধ্য, বৈদূর্য্যপর্ব্বত, সহ্য, উদয়গিরি, মলয়, মেরু, মন্দর, দর্দ্দুর, ক্রৌঞ্চ, কৈলাস ও মৈনাকাদি পর্ব্বতসকল আমাকে রক্ষা করুন। ১৫-১৭

শেষ, বাসুকি, বিশালাক্ষ ও তক্ষক, এলাপত্র, শুক্লবর্ণ, কম্বল, অশ্বতর, হস্তিভদ্র, পিটরক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, পূরণক, করবীরক নাগ, সুমনাখ্য, দধিমুখ, শৃঙ্গারপিণ্ডক, তিন লোকে বিখ্যাত ভগবান্ মণিনাগ, নাগরাজ ধৃতিকর্ণ এবং হারিদ্রক ইঁহারা ও অন্যান্য যে সমস্ত বহুনাগগণ আছেন, যাঁহাদের নাম এখানে উল্লিখিত হয় নাই, সেই সব সপ্তার্ণব ও পৃথিবীর ভারবহনকারী নাগরাজগণ আমাকে রক্ষা করুন। ১৮-২০

চার সমুদ্র আমাকে রক্ষা করুন। নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গঙ্গা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, দেবিকা, শিবা, ইরাবতী, বিপাশা, সরযূ, যমুনা, কল্মাষী, রথোষ্মা, বাহুদা, হিরণ্বতী, প্লক্ষ-ইক্ষুমতী, দৃষদ্বতী, ধর্মমতী, বৃষিণা ও চর্মণ্বতী ও পূর্ণসলিলা মধুর

কম্বোজা চ রথোষ্মা চ বাহুদা চ হিরণ্বতী
প্লক্ষা চেক্ষুমতী চৈব ব্রহ্মণী চ বৃহদ্ধ্বনা ॥ ২৩
খ্যাতা চর্মণ্বতী চৈব পুণ্যা চৈব বধূসরা।
এতাশ্চান্যাশ্চ সরিতো যাশ্চান্যা নানুকীর্তিতাঃ ॥ ২৪
উত্তরাপথমাশ্রিত্য সলিলৈঃ স্নপয়ন্তু মাম্।
বেণী গোদাবরী সীতা কাবেরী কৌঙ্কণাবতী ॥ ২৫
কৃষ্ণা বেণা শুক্তিমতী তমসা পুষ্পবাহিনী।
তাম্রপর্ণী জ্যোতিরথা উৎপলোৎপলাবতী ॥২৬
নদী বৈতরণী পুণ্যা বিদর্ভা নর্মদা শুভা।
বিতস্তা ভীমরথা চ ঐলা চৈব মহানদী ॥ ২৭
কালিন্দী গোমতী পুণ্যা নদঃ শোণশ্চ বিশ্রুতঃ।
এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ নদ্যো যাশ্চান্যা ন তু কীর্তিতাঃ ॥২৮
দক্ষিণাপথমাশ্রিত্য সলিলৈঃ স্নপয়ন্তু মাম্
ক্ষিপ্রা চর্মণ্বতী পুণ্যা নদী শুভ্রবতী তথা ॥ ২৯
সিন্ধুর্বেত্রবতী চৈব তোকাদ্যা বননালিকা
পূর্বভদ্রা পরাভদ্রা উর্মিলা চ পরক্রমা ॥ ৩০
খ্যাতা বেত্রবতী চৈব চাপদামীতি বিশ্রুতা
প্রস্থাবতী কুশনদী নদী পুণ্যা সরস্বতী ॥ ৩১
চিত্রাণী চেক্ষুমালা চ তথা মধুমতী নদী।
উমা শুক্রনদী চৈব তাপী চ বিমলোদকা ॥ ৩২
বিমলা বিমলোদা চ মত্তগঙ্গা পয়স্বিনী।
এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ নদ্যো যাশ্চান্যা নানুকীর্তিতাঃ ॥৩৩
তা মাং সমভিষিঞ্চন্তু পশ্চিমামাশ্রিতা দিশম্।
ভাগীরথী পুণ্যজলা প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতা ॥ ৩৪
সা তু দহতু মে পাপং কীর্তিতা শম্ভুনা ধৃতা।
প্রভাসঞ্চ প্রয়াগঞ্চ নৈমিষং পুষ্করাণি চ ॥ ৩৫
গয়াতীর্থং কুরুক্ষেত্রং শ্রীক্ষেত্রং গৌতমাশ্রমম্।
রামহ্রদং বিনশনং রামতীর্থং তথৈব চ ॥ ৩৬
গঙ্গাদ্বারং কনখলং সোমো বৈ যত্র চোত্থিতঃ।
কপালমোচনং তীর্থং ভৃগুমার্গঞ্চ বিশ্রুতম্ ॥৩৭
সুবর্ণবিন্দুঃ বিখ্যাতং তথা কনকপিঙ্গলম্।
দশাশ্বমেধিকং চৈব পুণ্যাশ্রমবিভূষিতম্ ॥ ৩৮
বদরী চৈব বিখ্যাতা নর-নারায়ণাশ্রমঃ
বিখ্যাতং ফল্গুতীর্থঞ্চ তীর্থং ভদ্রবটং তথা ॥ ৩৯
কোকামুখং পুণ্যতমং গঙ্গাসাগরমেব চ।
মগধেষু তপোদশ্চ গঙ্গোদ্ভেদশ্চ বিশ্রুতঃ ॥ ৪০
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি সেবিতানি মহর্ষিভিঃ।
মাং প্লাবয়ন্তু সলিলৈর্যানি মে কীর্তিতানি বৈ ॥৪১

এই সব নদী এবং আরও যে সব বড় নদী আছে, যাহাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল না, উত্তর ভারতে প্রবাহিত, সেই সব নদী নিজ নিজ জলে আমাকে স্নান করান। ২১-২৪।

বেণী, গোদাবরী, সীতা, কাবেরী, কৌঙ্কণাবতী, কৃষ্ণা, বেণা, শুক্তিমতী, তমসা, পুষ্পবাহিনী, তাম্রপর্ণী, জ্যোতিরথা, উৎকলা, উৎপলাবতী, বৈতরণী নদী, পুণ্যসলিলা বিদর্ভা, শুভরূপা নর্মদা, বিতস্তা, ভীমরথা, মহানদী ঐলা, কালিন্দী, পুণ্যসলিলা গোমতী, সুবিখ্যাত নদ শোণভদ্র—ইহারা এবং অন্য আরও যে সব নদী আছে, যাহাদের নাম এখানে উল্লিখিত হয় নাই, সেই সব দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিতা নদী আমাকে নিজ নিজ জলের দ্বারা স্নান করান। ২৫-২৮।

ক্ষিপ্রা, চর্মণ্বতী, পুণ্যসলিলা নদী, শুভ্রবতী, সিন্ধু, বেত্রবতী, তোকাদ্যা, বননালিকা, পূর্বভদ্রা, পরাভদ্রা, উর্মিলা, পরক্রমা, বিখ্যাতা বেত্রবতী, চাপদামী, প্রস্থাবতী, কুশনদী, পুণ্যসলিলা সরস্বতী, চিত্রাণী, ইক্ষুমালা, মধুমতী নদী, উমা, শুক্রনদী, তাপী, বিমলোদকা, বিমলা, বিমলোদা, মত্তগঙ্গা ও পয়স্বিনী—ইহারা এবং অন্য আরও যে সব নদী আছে যাহাদের নাম এখানে কথিত হয় নাই, সেই সব পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া প্রবাহিতা নদীরা আমাকে নিজ নিজ জলে অভিষিক্ত করুন। ২৯-৩৩।

যে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী পূর্বদিক্ আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন এবং যাঁহাকে ভগবান্ শঙ্কর নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি নিজের নাম কীর্তন করিলে পর আমার পাপকে দগ্ধ করিয়া দিন। ৩৪।

প্রভাস, প্রয়াগ, নৈমিষ, পুষ্কর, গয়াতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, গৌতমাশ্রম, পরশুরামহ্রদ, বিনশনতীর্থ, রামতীর্থ, যেখানে সোমের উত্থান হইয়াছিল, সেই সোমোত্থানতীর্থ, কপালমোচনতীর্থ, সুবিখ্যাত ভৃগুমার্গ, সুবর্ণবিন্দু নামে বিখ্যাত তীর্থ, কনকপিঙ্গলতীর্থ, পবিত্র আশ্রমসমূহে বিভূষিত দশাশ্বমেধিকতীর্থ, সুবিখ্যাত বদরীতীর্থ, নর-নারায়ণের আশ্রম, ফল্গুতীর্থ, ভদ্রবটতীর্থ, পরম পবিত্র কোকামুখতীর্থ, গঙ্গাসাগর, মগধদেশে স্থিত তপোদ ও গঙ্গোদ্ভেদ নামে বিখ্যাত তীর্থ মহর্ষিগণসেবিত এই সব পুণ্য তীর্থ, যাহাদের নাম আমি কীর্তন করিলাম, তাঁহারা নিজেরাই আমাকে নিজ নিজ জলে আপ্লাবিত করুন। ৩৫-৪১।

পুষ্করং যোগমার্গশ্চ শ্বেতদ্বীপং তথৈব চ ।
ব্রহ্মতীর্থং রামতীর্থং বাজিমেধশতোপমম্ ॥ ৪১
ধারাসম্পাতসংযুক্তা গঙ্গা কিল্বিষনাশিনী
গঙ্গা বৈকুণ্ঠকেদারং সুকরোদ্ভেদনং পরম্ ।
ভদ্রাপমোচনং তীর্থং পুনন্ত্বেতানি কিল্বিষাৎ ॥ ৪৩
ধর্মার্থকামবিষয়ো যশঃপ্রাপ্তিঃ শমো দমঃ ।
বরুণেশোঽথ ধনদো যমো নিয়ম এব চ ॥ ৪৪
কালো নয়ঃ সন্নতিশ্চ ক্রোধো মোহঃ ক্ষমা ধৃতিঃ ।
বিদ্যাতোঽন্ত্রাণ্যস্যৌষধাঃ প্রমাদোন্মাদবিগ্রহাঃ ॥ ৪৫
যক্ষাঃ পিশাচ-গন্ধর্বাঃ কিন্নরাঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ।
নভশ্চরাঃ খেচরিণো দংষ্ট্রিণঃ প্রিয়বিগ্রহাঃ ॥ ৪৬
দস্যোদরাশ্চ বলিনঃ পিঙ্গাক্ষা বিকৃতাপিনঃ
মরুতঃ সংপর্বস্থাঃ কলাক্রুটিলবাঃ ক্ষণাঃ ॥ ৪৭
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ
মাসাহোরাত্রয়শ্চৈব সূর্যাচন্দ্রমসৌ তথা ॥ ৪৮
আমোদশ্চ প্রমোদশ্চ প্রহর্ষঃ শোক এব চ
রজস্তমস্তপঃ সত্যং শুদ্ধির্বৃদ্ধির্ধৃতিঃ ক্রতিঃ ॥ ৪৯
রুদ্রাণী ভদ্রকালী চ ভদ্রা জ্যেষ্ঠা তু বারুণী ।
ভাসী চ কালিকা চৈব শাণ্ডিলী চেতি বিশ্রুতাঃ ॥৫০

আর্যা কুহূঃ সিনীবালী ভীমা চিত্ররথী রতিঃ ।
একানংশা চ কুষ্মাণ্ডী দেবী কাত্যায়নী চ যা ॥৫১
লোহিত্যা জনমাতা চ দেবকন্যাশ্চ যাঃ স্মৃতাঃ ।
গোনন্দা দেবপত্নী চ মাং রক্ষন্তু সবান্ধবম্ ॥ ৫২
নানাভরণবেশাশ্চ নানারূপাঙ্কিতাননাঃ ।
নানাদেশবিচারিণো নানাশস্ত্রোপশোভিতাঃ ॥ ৫৩
মেদোমজ্জাপ্রিয়াশ্চৈব মত্তমাংসবসাপ্রিয়াঃ ।
মার্জারদ্বীপিবক্ত্রাশ্চ গজসিংহনিভাননাঃ ॥ ৫৪
কঙ্কবায়সগৃধ্রাণাং ক্রৌঞ্চতুল্যাননাস্তথা ।
ব্যালযজ্ঞোপবীতাশ্চ চর্মপ্রাবরণাস্তথা ॥ ৫৫
কক্ষক্রোশিতবক্ত্রাশ্চ গম্ভীরসমস্বনাঃ ।
হংসসাঃ ক্রোধনাশ্চৈব প্রাসাদা রুচিরালয়াঃ ॥ ৫৬
নবোন্মত্তপ্রমত্তাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ ধিষ্ঠিতাঃ ।
পিঙ্গাক্ষাঃ পিঙ্গকেশাশ্চ তথোঽন্যা লূনমূর্ধজাঃ ॥ ৫৭
ঊর্ধ্বকেশাঃ কৃষ্ণকেশাঃ শ্বেতকেশাস্তথাপরাঃ ।
নাগাবৃতগলাশ্চৈব বাসুদেবাস্তথাপরাঃ ॥ ৫৮
একহস্তা একপাদা কোকাঃ পিঙ্গলা নতাঃ ।
বহুপুত্রাল্পপুত্রাশ্চ দ্বিপুত্রাঃ পুত্রমণ্ডিকাঃ ॥ ৫৯

পুষ্করতীর্থ, যোগমার্গ, শ্বেতদ্বীপ, ব্রহ্মতীর্থ, শত অশ্বমেধ-যজ্ঞতুল্য ফলদায়ক রামতীর্থ, ধারারূপে পতিত গঙ্গা, পাপনাশিনী গঙ্গা, বৈকুণ্ঠ-কেদার, উত্তম সুকরোদ্ভেদনতীর্থ এবং সুপ্রসিদ্ধ পাপমোচনতীর্থ—এই সমস্ত তীর্থ আমাকে পাপরহিত ও পবিত্র করুন ॥ ৪২-৪৩

ধর্ম, অর্থ ও কামবিষয়ক শাস্ত্র, যশঃপ্রাপ্তি, শম, দম, বরুণ, ঈশ, কুবের, যম, নিয়ম, কাল, নয়, সন্নতি, ক্রোধ, মোহ, ক্ষমা, ধৃতি, বিদ্যুৎ, বেদ, ওষধিসমূহ, প্রমাদ, উন্মাদ, বিগ্রহ, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ, নিশাচর, খেচর, দংষ্ট্রাযুক্ত প্রিয়-দর্শনগণ, মেঘ, কলা, ক্রুটি, লব, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ, শিশিরাদি ঋতুসকল, মাস, দিন, রাত্রি, সূর্য, চন্দ্র, আমোদ, প্রমোদ, হর্ষ, শোক, রজ, তম, তপ, সত্য, শুদ্ধি, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্রতি, রুদ্রাণী, ভদ্রকালী, ভদ্রা, জ্যেষ্ঠা, বারুণী, ভাসী, কালিকা, শাণ্ডিলী, আর্যা, কুহূ, সিনীবালী, ভীমা, চিত্ররথী, রতি, একানংশা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী দেবী, লোহিত্যা, জনমাতা, দেবকন্যাগণ, গোনন্দা ও দেবপত্নী—ইঁহারা সকলে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৪-৫২ ॥

যাঁহারা নানাপ্রকার আভরণ ও বেশ ধারণ করেন, যাঁহাদের মুখে অনেক প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত আছে, যাঁহারা বিভিন্ন দেশসমূহে বিচরণ করেন ও নানাবিধ অস্ত্রসমূহে সুশোভিত থাকেন, যাঁহাদের মেদ, মজ্জা, মদ্য, মাংস ও বসা প্রিয়, যাঁহাদের মুখ বিড়াল, বাঘ, হাতী, সিংহ, কঙ্ক কাক, শকুনি ও ক্রৌঞ্চের মুখের তুল্য, যাঁহারা সর্পময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন এবং চর্মময় প্রাবরণে (চাদরে) নিজের অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন, যাঁহাদের মুখ রক্তে অভিষিক্ত এবং যাঁহাদের বাণী মেঘের গর্জনের ন্যায় গম্ভীর, যাঁহারা ক্রোধী ও ক্রোধী, প্রাসাদ যাঁহাদের সুন্দর নিবাস, যাঁহারা মত্ত, উন্মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া প্রহার করিতে করিতে সুখে অবস্থান করেন, যাঁহাদের চক্ষু ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ, ইঁহাদের অতিরিক্ত যাঁহাদের কেশ কর্তন করা হইয়াছে, যাঁহাদের মস্তকের কেশ উপরের দিকে উঠিয়া রহিয়াছে, যাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কেশ ধারণ করেন, যাঁহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র, যাঁহাদের মধ্যে দশ হাজার হাতীর বলের সমান বল আছে, যাঁহারা বাসুদেবের অনুগামী, যাঁহাদের একটি পদ, একটি হস্ত ও একটি চক্ষু আছে, যাঁহারা দেখিতে পিঙ্গলবর্ণের বলিয়া মনে হয়, যাঁহাদের বহু ও অতি অল্প পুত্র আছে, যাঁহাদের দুইটি পুত্র আছে, যাঁহারা পুত্রগণের

ধুমন্তী বিড়ালী চ পূতনা গন্ধপূতনা
শীতবাতোষ্ণবেতালী রেবতী প্রবসংস্থিতা: ॥ ৬০
প্রিয়হাস্যা: প্রিয়ক্রোধা: প্রিয়বাসা: প্রিয়ংবদা: ।
সুখপ্রদাস্ত্বানুবদা: সদা বিজনপ্রিয়া: ॥ ৬১
নক্তঞ্চরা: সুখোদর্কা: সদা পর্বণি দারুণা:
মাতরো মাতৃবৎ পুত্রং রক্ষন্তু মম নিত্যশ: ॥ ৬২
পিতামহমুখোদ্ভূতা রৌদ্রা রুদ্রাঙ্গসম্ভবা: ।
কুমারস্বেদজাশ্চৈব যথা বৈ বৈষ্ণবাংশজা: ॥ ৬৩
মহাভীমা মহাবীর্যা দর্পোদ্ধতা মহাবলা: ।
ক্রোধনাক্রোধনা: ক্রূরা: স্বরবিগ্রহকারিণ: ॥ ৬৪
নক্তঞ্চরা: কেশরিণো দংষ্ট্রিণ: প্রিয়বিগ্রহা: ।
লম্বোদরা ক্রথনিন: পিঙ্গাক্ষা বিশ্বরূপিণ: ॥ ৬৫
শক্ত্যৃষ্টিশূলপরিঘপ্রাসচর্মাসিপাণয়:
পিনাকবজ্রমুষল-ব্রহ্মদণ্ডায়ুধপ্রিয়া: ॥ ৬৬
দণ্ডিন: কুণ্ডিন: শূরা জটামুকুটধারিণ: ।
বেদবেদাঙ্গকুশলা নিত্যমুক্তোপবীতিন: ॥ ৬৭

ব্যালাপীড়া: কুণ্ডলিনো বর্মিণ: কেয়ূরধারিণ:
নানাবসনসংবীতাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনা: ॥ ৬৮
গজাশ্বোষ্ট্রর্ক্ষমার্জারসিংহব্যাঘ্রনিভাননা: ।
বরাহোলূকগোমায়ুমৃগাশ্বমহিষাননা: ॥ ৬৯
বামনা বিকটা: কুব্জা: করালা দূনমূর্ধজা:
সংগ্রামতপশ্চাস্থে সততং জটাধারিণ: ॥ ৭০
শ্বেতা: কৈলাসসঙ্কাশা: কেচিদ্দিনকরপ্রভা: ।
কেচিদঞ্জনবর্ণাভা নীলাঞ্জনচয়োপমা: ॥ ৭১
একপাদা দ্বিপাদশ্চ তথা দ্বিশিরসোহপরে ।
নির্মাংসা: শূলকর্ণাশ্চ বাদিত্রাঙ্গা ভয়ঙ্করা: ॥ ৭২
বাপীতড়াগকূপেষু সমুদ্রেষু সরিৎসু চ ।
শ্মশানশৈলবৃক্ষেষু শূন্যাগারনিবাসিন: ॥ ৭৩
এতে প্রযান্ত সততং রক্ষন্তু মম সর্বত: ।
মহাগণপতির্নন্দী মহাকালো মহাবল: ।
মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ ঘণ্টো লোকভয়াবহো ॥ ৭৪

যাহারা কুপিত থাকেন অথবা সুখেদকে কুপিত করেন। ধুমন্তী, বিড়ালী, পূতনা, গন্ধপূতনা, শীতবাতোষ্ণবেতালী ও রেবতী প্রভৃতি নামে যাঁহারা প্রসিদ্ধ, যাঁহাদিগকে সতত সেবা করা হয়, যাঁহাদের হাস্য ও ক্রোধ প্রিয়, যাঁহারা বস্ত্র ও বাসস্থানে বিশেষ অনুরাগিণী, যাঁহারা প্রিয়বাক্য বলেন, যাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রদান করেন, যাঁহারা নির্জনদিগের সদা প্রিয়, যাঁহারা রাত্রিতে বিচরণ করেন, উপাসকদিগকে পরিণামে সুফল প্রদান করেন এবং যাঁহারা পর্বকালে নিজেদের দারুণ স্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন, সেই মাতৃকাগণ মাতা যেরূপ নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাকে প্রতিদিন রক্ষা করুন। ৬০-৬২

যাঁহারা পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা রৌদ্র, যাঁহারা রুদ্রদেবের অঙ্গসমূহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা কুমার কার্তিকেয়ের স্বেদ (ঘর্ম) হইতে জাত হইয়াছেন—এবং বৈষ্ণবাদি অংশসকল; যাঁহারা মহাভয়ঙ্কর, মহাপরাক্রমশালী দর্পযুক্ত ও মহাবল, যাঁহারা ক্রোধপরায়ণ অথবা ক্রোধরহিত, যাঁহাদের স্বভাব ক্রূর, যাঁহারা দেবগণের সমান শরীরধারী, যাঁহারা রাত্রিতে বিচরণ করেন, যাঁহাদের কণ্ঠে কেশর বিদ্যমান আছে, যাঁহাদের দন্ত অতিশয় বৃহৎ, যাঁহাদের যুদ্ধ প্রিয় যাঁহাদের উদর লম্বা, অথবা মুখ (দেঁতো) এবং নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, যাঁহারা বিশ্বরূপধারী, যাঁহাদের হস্তে শক্তি, ঋষ্টি, শূল, পরিঘ, প্রাস, চাল ও তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শোভা পাইতেছে, পিনাক, বজ্র, মুষল ও ব্রহ্মদণ্ডনামক অস্ত্র যাঁহাদের প্রিয়, যাঁহারা দণ্ড ও কুণ্ড ধারণ করেন, বেদ ও বেদাঙ্গ সব বেদাঙ্গে বিশেষ নিপুণ, যাঁহারা নিত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, মস্তকে সর্পের মুকুট ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহাদের কর্ণে কুণ্ডল ও বাহুতে কেয়ূর শোভিত থাকে, যাঁহারা নীল, পীত বা বিচিত্র মালা ও অনুলেপন ধারণ করেন, যাঁহাদের মুখ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, ভল্লুক, বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, উলূক, শৃগাল, মৃগ, অশ্ব ও মহিষের মুখতুল্য, যাঁহারা বামন, বিকটাকার, কুব্জ, বিকরাল ও কর্তিত কেশবিশিষ্ট, ইহা ব্যতীত যাঁহারা সংগ্রাম লক্ষ ও সতত জটা ধারণ করেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৈলাস পর্বত-সদৃশ শ্বেতবর্ণ; কেহ কেহ দিনকর সূর্যতুল্য দীপ্তিমান, কেহ কেহ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং কেহ কেহ অঞ্জনরাশিতুল্য নীলবর্ণ, যাঁহারা এক ও দুই পদযুক্ত, যাঁহারা দুইটি মস্তকবিশিষ্ট, যাঁহারা দেখিতে মাংসরহিত কঙ্কালতুল্য, যাঁহাদের কর্ণ শূল (খোঁটা), যাঁহাদের মুখ বিকৃত থাকায় যাঁহারা ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হন, বাপী, তড়াগ, কূপ, সমুদ্র, নদী, শ্মশানভূমি, পর্বত, বৃক্ষ ও শূন্য গৃহে যাঁহারা বাস করেন, এই সব গ্রহগণ সতত সর্বদিক দিয়া আমাকে রক্ষা করুন। ৬৩-৭৩

মহাগণপতি, নন্দী, মহাবলশালী মহাকাল, লোকভয়ঙ্কর মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব ঘণ্ট, গ্রামণী, গোপাল, ভৃঙ্গরীটি, গণেশ্বর,

গ্রামণীশ্চৈব গোপালো ভৃঙ্গরীটির্গণেশ্বরঃ।
দেবশ্চ বামদেবশ্চ ঘণ্টাকর্ণঃ করন্ধমঃ ॥ ৭৫
শ্বেতমোহঃ কপালী চ জম্ভকঃ শত্রুতাপনঃ।
মজ্জনোন্মজ্জনৌ চোভৌ সন্তাপন-বিলাপনৌ ॥ ৭৬
নিজবাসোঽধমশ্চৈব সুপার্ণঃ প্রমোথনঃ
উল্কামালী ধমধমো জ্বালামালী প্রমর্দনঃ ॥ ৭৭
সঙ্ঘট্টনঃ সঙ্কটনঃ কাষ্ঠভূতঃ শিবঙ্করঃ
কুম্ভাণ্ডঃ কুম্ভমূর্দ্ধা চ রোচনো বৈকৃতো গ্রহঃ ॥ ৭৮
অনিকেতঃ সুরারিঘ্নঃ শিবশ্চাশিব এব চ।
ক্ষেমকঃ পিশিতাশী চ সুরারির্হরিলোচনঃ ॥ ৭৯
ভীষকো গ্রাহকশ্চৈব ভাবিতাগ্রমণো গ্রহঃ
উপগ্রহোঽর্দকশ্চৈব তথা স্কন্দগ্রহোঽপরঃ ॥ ৮০
চপলোঽশনবেতালস্তামসঃ সুমহাকপিঃ
জ্বরোন্মর্দনশ্চৈত্রঃ কুণ্ডাশী কঙ্কণপ্রিয়ঃ ॥ ৮১
হরিশ্মশ্রুর্গরুত্মাংস্তু মনোমারুতরংহসঃ।
পার্বত্যা রোমসম্ভূতাঃ সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৮২
শক্তিমন্তো ধৃতিমন্তো ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যসঙ্গরাঃ
সর্বকামাপহর্তারো বিমতাঞ্চ যুগে যুগে ॥ ৮৩
রাত্রাবহনি দুর্গেষু কীর্তিতাঃ সকলৈর্গণৈঃ।
তেষাং গণানাং পতয়ঃ সগণাঃ পান্তু মাং সদা ॥ ৮৪

দেব, বামদেব, ঘণ্টাকর্ণ, করন্ধম, শ্বেতমোহ, কপালী, জম্ভক, শত্রুতাপন, মজ্জন, উন্মজ্জন, সন্তাপন, বিলাপন, নিজবাস, অধম, সুপার্ণ, প্রমোথন, উল্কামালী, ধমধম, জ্বালামালী, প্রমর্দন, সঙ্ঘট্টন, সঙ্কটন, কাষ্ঠভূত, শিবঙ্কর, কুম্ভাণ্ড, কুম্ভমূর্ধা, রোচন, বৈকৃতগ্রহ, অনিকেত, সুরারিঘ্ন, শিব, অশিব, ক্ষেমক, পিশিতাশী, সুরারি, হরিলোচন, ভীষক, গ্রাহক, অগ্রগ্রহ গ্রহ, উপগ্রহ, অর্দক, স্কন্দগ্রহ, চপল, অশনবেতাল, তামস, সুমহাকপি, জ্বরোন্মর্দন, চৈত্র, কুণ্ডাশী, কঙ্কণপ্রিয়, হরিশ্মশ্রু এবং মন ও বায়ুতুল্য বেগশালী গরুত্মান্ (গরুড়), পার্বতীদেবীর রোম হইতে উৎপন্ন শত শত ও সহস্র সহস্র গণ, যাঁহারা শক্তিমান্, ধৈর্য্যশালী, ব্রাহ্মণভক্ত এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ ও যাঁহারা প্রত্যেক যুগে শত্রুদিগের সম্পূর্ণ কামনাসমূহ নাশ করেন ; ইঁহারা সকলে রাত্রিতে ও দিবসে দুর্গম সঙ্কটের সময় যখন যখন কীর্তিত হইবেন, তখন তখনই এই সব গণপতিগণ নিজেদের গণসমূহে ও সমস্ত গণের সহিত সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ৭৫-৮৪

নারদ, পর্বত, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের গণসমূহ, পিতৃগণ, কারণ, কার্য, আধি-ব্যাধি, অগস্ত্য, গালব, গার্গ্য, শক্তি, ধৌম্য, পরাশর, কৃষ্ণাত্রেয়, ঐশ্বর্যশালী অসিত-দেবল, বল, বৃহস্পতি, উতথ্য, মার্কণ্ডেয়, শ্রুতশ্রবাঃ, বৈপায়ন, বিদর্ভ, জৈমিনি, মাঠর, কঠ, বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, মহামুনি লোমশ, উত্তঙ্ক, রৈভ্য, পৌলোম, দ্বিত, ত্রিত, কালবৃক্ষীয় ঋষি, মুনি মেধাতিথি, সারস্বত, যবক্রীত, কুশিক, গৌতম, সংবর্ত, ঋষ্যশৃঙ্গ, দত্তাত্রেয়, বিভাণ্ডক, ঋচীক, জমদগ্নি, তপোনিধি ঔর্ব, ভরদ্বাজ, স্থূলশিরাঃ, কশ্যপ, পুলহ, ক্রতু, বৃহদশ্বি, হরিশ্মশ্রু, বিজয়, কণ্ব, বৈতণ্ডী, দীর্ঘতাপ, বেদনাথ, অংশুমান্, শিব, অষ্টাবক্র, মরীচি, শ্বেতকেতু, উদ্দালক, কৌশপাণি, সুক্রী, গৌরমুখ, অগ্নিবেশ্য, শমীক, প্রমুচু ও মুমুচু এবং অন্যান্য উত্তম ব্রতপালনকারী বহু ঋষি ও তপস্বী মুনিগণ এবং অন্য যজ্ঞপরায়ণ প্রশংসনীয় ও শান্ত যে সব মহর্ষিদিগের নাম এখানে কীর্তন করা হইল না, ইঁহারা সকলেই সর্বদা আমাকে শান্তি প্রদান করুন। ৮৫-৯৪।

নারদঃ পর্বতশ্চৈব গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
পিতরঃ কারণং কার্য্যমাধয়ো ব্যাধয়স্তথা ॥ ৮৫
অগস্ত্যো গালবো গার্গ্যঃ শক্তির্ধৌম্যঃ পরাশরঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়শ্চ ভগবানসিতো দেবলো বলঃ ॥ ৮৬
বৃহস্পতিরুতথ্যশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রুতশ্রবাঃ।
বৈপায়নো বিদর্ভশ্চ জৈমিনির্মাঠরঃ কঠঃ ॥ ৮৭
বিশ্বামিত্রো বসিষ্ঠশ্চ লোমশশ্চ মহামুনিঃ।
উত্তঙ্কশ্চৈব রৈভ্যশ্চ পৌলোমশ্চ দ্বিতস্ত্রিতঃ ॥ ৮৮
ঋষির্বৈ কালবৃক্ষীয়ো মুনির্মেধাতিথিস্তথা।
সারস্বতো যবক্রীতিঃ কুশিকো গৌতমস্তথা ॥ ৮৯
সংবর্ত ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ দত্তাত্রেয়ো বিভাণ্ডকঃ।
ঋচীকো জমদগ্নিশ্চ ঔর্বস্তপসাং নিধিঃ ॥ ৯০
ভরদ্বাজঃ স্থূলশিরাঃ কশ্যপঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বৃহদশ্বির্হরিশ্মশ্রুর্বিজয়ঃ কণ্ব এব চ ॥ ৯১
বৈতণ্ডী দীর্ঘতপাশ্চ বেদনাথোঽংশুমাঞ্ছিবঃ।
অষ্টাবক্রো মরীচিশ্চ শ্বেতকেতুস্তথৈব চ ॥ ৯২
উদ্দালকঃ কৌশপাণিঃ সুক্রী গৌরমুখস্তথা।
অগ্নিবেশ্যঃ শমীকশ্চ প্রমুচুর্মুমুচুস্তথা ॥ ৯৩
এতে চান্যে চ ঋষয়ো বহবঃ সংশিতব্রতাঃ
মুনয়ঃ শংসিতাত্মানো যে চান্যে নাত্র কীর্তিতাঃ ॥ ৯৪

ক্রতবঃ প্রাশিনঃ শান্তাঃ শান্তিং কুর্বন্তু মে সদা
ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো বেদাস্ত্রৈবিদ্যাঃ কৌস্তুভো মণিঃ ॥ ৯৫
উচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ শ্রীমান্ বৈদ্যো ধন্বন্তরির্হরিঃ ।
অমৃতং গৌঃ সুপর্ণশ্চ দধি গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ ॥৯৬
শুক্লাঃ সুমনসঃ কন্যাঃ শ্বেতচ্ছত্রং যবাক্ষতাঃ
দূর্বা হিরণ্যং শঙ্খশ্চ বালব্যজনমেব চ ॥ ৯৭
তথাপ্রতিহতং চক্রং মহোক্ষশ্চন্দনং বিল্বম্ ।
শ্বেতো বৃষঃ করী মত্তঃ সিংহো ব্যাঘ্রো হয়ো গিরিঃ ॥ ৯৮
পৃথিবী চোদ্ধৃতা লাজা ব্রাহ্মণা মধু পায়সম্ ।
স্বস্তিকো বর্ধমানশ্চ নন্দ্যাবর্তঃ প্রিয়ঙ্গবঃ ।
শ্রীফলং গোময়ং মৎস্যো দুন্দুভিঃ পটহস্বনঃ ॥ ৯৯
ঋষিপত্ন্যশ্চ কন্যাশ্চ শ্রীমদ্ভদ্রাসনং ধনুঃ
রোচনা রুচকশ্চৈব নদীনাং সঙ্গমোদকম্ ॥ ১০০
সুপর্ণাঃ শতপত্রাশ্চ চকোরা জীবজীবকাঃ ।
নন্দীমুখো ময়ূরশ্চ রত্নমুক্তামণিপ্রভাঃ ১০১
আয়ুধানি প্রশস্তানি কার্যসিদ্ধিকরাণি চ
পুণ্যং বৈ বিগতক্লেশং শ্রীমদ্ বৈ মঙ্গলাধিকম্ ॥ ১০২
ব্যাসেনোদাহৃতং পূর্বমায়ুঃ-শ্রী-জয়কাঙ্ক্ষিণা ।
য ইদং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বাংস্তথৈব শৃণুয়ান্নরঃ ॥ ১০৩
মঙ্গলাষ্টশতং স্নাতো শৃণ্বন্ পর্বণি পর্বণি ।
ধনবন্ধপরিক্লেশং ব্যাধিশোকপরাভবম্ ॥ ১০৪
ন চ প্রাপ্নোতি বৈকল্যং পরত্রেহ চ শর্মদম্ ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পবিত্রং বেদসম্মিতম্ ॥১০৫
শ্রীমৎ স্বর্গ্যং সদা পুণ্যমপত্যজননং শিবম্ ।
শুভং ক্ষেমকরং নৃণাং মেধাজননমুত্তমম্ ।
সর্বরোগপ্রশমনং স্বকীর্তিকুলবর্ধনম্ ॥ ১০৬
শ্রদ্দধানো দয়োপেতো যঃ পঠেদাত্মবান্নরঃ
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা লভতে চ শুভাং গতিম্ ॥ ১০৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
বলদেবাহ্নিকং নাম নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয় এই তিন অগ্নি, ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদ, শাস্ত্রবিদ্যা, চতুর্বিদ্যা ও ধনুর্বেদ (দণ্ডনীতি) বিদ্যা (অথবা আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা, দণ্ডনীতি, অর্থবিদ্যা, ও বার্তা) —এই ত্রিবিদ্যাবিদ্গণ, কৌস্তুভমণি, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, শ্রীমান ধন্বন্তরি বৈদ্য, হরি, অমৃত, গো, সুপর্ণ (গরুড়), দধি, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেতপুষ্প, কুমারী কন্যা, শ্বেতছত্র, যব অক্ষত (আতপ চাল), দূর্বা, হিরণ্য, শঙ্খ, বালব্যজন (চামর), অপ্রতিহত সুদর্শন চক্র, বৃষ, চন্দন, বিল্ব, শ্বেত বৃষ, মত্ত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, পর্বত, খনন করিয়া নির্গত মৃত্তিকা, লাজ (খই), ব্রাহ্মণ, মধু, পায়স, স্বস্তিক, বর্ধমান, নন্দ্যাবর্ত, প্রিয়ঙ্গু, শ্রীফল, গোময়, মৎস্য, দুন্দুভি ও পটহের ধ্বনি, ঋষিপত্নীগণ ও কন্যাগণ, সৌন্দর্যশালী ভদ্রাসন, ধনু, গোরোচন, রুচক, নদীসকলের সঙ্গম জল, সুপর্ণ, শতপত্র, চকোর, জীবজীবক, নন্দীমুখ, ময়ূর, যাহাতে মুক্তা ও মণি গাঁথা আছে, এরূপ রত্ন এবং কার্যসিদ্ধিকারী উত্তম অস্ত্রসকল—ইহারা সকলে সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ৯৫-১০১॥

পুরাকালে আয়ু, লক্ষ্মী ও বিজয়কামী ব্যাসদেব এই পবিত্র, ক্লেশহারী, শ্রীসম্পন্ন এবং মঙ্গলময় স্তোত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। ১০২॥

যে বিদ্বান্ মানুষ প্রতি পর্বে স্নান করত শুদ্ধাচারী হইয়া এই অষ্টশত মাঙ্গলিক নামসমূহে যুক্ত এই স্তোত্র শ্রবণ করেন বা শ্রবণ করান, তিনি ধন ও বন্ধনের ক্লেশ, ব্যাধি এবং শোকে প্রাপ্ত পরাভব ও ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হন না। এই স্তোত্র ইহলোক ও পরলোকেও কল্যাণ প্রদান করে। ১০৩-১০৫॥

ইহার দ্বারা ধন, যশ ও আয়ু লাভ হয়। ইহা পবিত্র ও বেদতুল্য আদরণীয়। ইহা শ্রীসম্পন্ন, স্বর্গদায়ক, সদা পুণ্যকারক এবং সন্তানপ্রাপ্তিকারক। এই শুভ, উত্তম ও বুদ্ধিবর্ধক স্তোত্রের সেবনে মনুষ্যগণের কল্যাণ লাভ হয়। কেবল ইহাই নহে, ইহা সমস্ত রোগকেই প্রশমিত করে, নিজের কীর্তি ও বংশের বৃদ্ধি করে। ১০৫-১০৬

যে শ্রদ্ধালু, দয়ালু ও আত্মসংযমী মানুষ এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত শুদ্ধচিত্ত হইয়া শুভ গতি প্রাপ্ত হয়। ১০৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বলদেবাহ্নিকনামক নবাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



# দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

( শাম্বস্যোৎপত্তেরস্ত্রশিক্ষায়াশ্চ বর্ণনম্, দ্বারকায়ামুপস্থিতানাং নৃপাণাং মধ্যে নারদেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরম-বক্তৃতায়াঃ প্রতিপাদনঞ্চ । )

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হৃতো যদৈব প্রদ্যুম্নঃ শম্বরেণাম্বুবাসিনা
মাসেঽস্মিন্নেব সাম্বস্তু জাম্ববত্যামজায়ত ॥ ১

বাল্যাৎ প্রভৃতি রামেণ শস্ত্রেষু বিনিয়োজিতঃ ।
রামাদনন্তরশ্চৈব মানিতঃ সর্ব্ববৃষ্ণিভিঃ ॥ ২

জাতমাত্রে ততঃ কৃষ্ণঃ শুভাং তামবসৎ পুরীম্ ।
নিহতামিত্রসামন্তঃ শক্রোদ্যানং যথামরঃ ॥ ৩

যাদবীঞ্চ শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা স্বাং শ্রিয়ং দ্বেষ্টি বাসবঃ ।
জনার্দ্দনভয়াচ্চৈব ন শান্তিং লেভিরে নৃপাঃ ॥ ৪

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পুরে বারণসাহ্বয়ে ।
দুর্য্যোধনস্য যজ্ঞে বৈ সমীয়ুঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ ॥ ৫

তাং শ্রুত্বা মাধবীং লক্ষ্মীং সপুত্রঞ্চ জনার্দ্দনম্ ।
পুরীং দ্বারবতীঞ্চৈব নিবিষ্টাং সাগরান্তরে ॥ ৬

দূতৈস্তৈঃ কৃতসঙ্কেতাঃ পৃথিব্যাং সর্ব্বপার্থিবাঃ ।
শ্রিয়ং দ্রষ্টুং হৃষীকেশনাগম্য়ুঃ কৃষ্ণমন্দিরম্ ॥ ৭

দুর্য্যোধনমুখাঃ সর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবশানুগাঃ ।
পাণ্ডবপ্রমুখাশ্চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ো নৃপাঃ ॥ ৮

পাণ্ড্যাশ্চোলকলিঙ্গেশা বাহ্লীকা দ্রাবিড়াঃ খশাঃ ।
অক্ষৌহিণীঃ প্রকর্ষন্তো দশ চাষ্টৌ চ ভূমিপাঃ ॥ ৯

আজগ্মুর্যাদবপুরীং গোবিন্দভুজপালিতাম্
তে পর্ব্বতং রৈবতকং পরিবার্য্যাবনীশ্বরাঃ ॥ ১০

বিবিক্তযোজনাখ্যাসু স্বাসু স্বাসু চ ভূমিষু
ততঃ শ্রীমান্ হৃষীকেশঃ সহ যাদবপুঙ্গবৈঃ ॥ ১১

সমীপং মানবেন্দ্রাণাং নির্য্যযৌ কমলেক্ষণঃ ।
স তেষাং নরদেবানাং মধ্যস্থো মধুসূদনঃ ॥ ১২

## দশাধিকশততম অধ্যায়

[ সাম্বের উৎপত্তি ও অস্ত্রশিক্ষা বর্ণন এবং দ্বারকায় উপস্থিত রাজগণের মধ্যে নারদ কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বক্তৃতা প্রতিপাদন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! জলবাসী শম্বরাসুর যখন প্রদ্যুম্নকে অপহরণ করিয়াছিল, সেই মাসেই জাম্ববতীর গর্ভ হইতে সাম্ব জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১

বলরাম সাম্বকে বাল্যকাল হইতেই অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলরামের পর সাম্বই তাঁহার ন্যায় অস্ত্রবিৎ ছিলেন, সেইজন্য সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন ॥ ২

সাম্বের জন্মগ্রহণের পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের শত্রুভূত সামন্তগণকে সংহার করিয়া শুভরূপা দ্বারকাপুরীতে সেইভাবে বাস করিতে লাগিলেন, যেরূপ কোনও দেবতা ইন্দ্রের উদ্যান নন্দন-বনে বাস করেন ॥ ৩

যদুবংশীয়গণের সম্পদ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নিজের রাজলক্ষ্মীকে দ্বেষ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে (তাঁহার শত্রুভূত) নৃপগণ কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪

কোনও এক সময়ে হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধনের যজ্ঞে ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজারা একত্রে সমবেত হন ॥ ৫

সেখানে যদুবংশীয়গণের রাজলক্ষ্মী, পুত্রসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সমুদ্রের মধ্যে স্থাপিত দ্বারকাপুরীর বিষয়ে আলোচনা শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ দূতগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি স্থাপন করত পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিগণ যাদবদিগের রাজলক্ষ্মী দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট তাঁহার নিবাস-মন্দিরে আসিলেন ॥ ৬-৭

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞার অধীনে স্থিত দুর্য্যোধনাদি সমস্ত ভ্রাতারা, পাণ্ডবগণকে অগ্রবর্তী করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নাদি নরপতিগণ, পাণ্ড্য, চোল ও কলিঙ্গদেশের নৃপতিবৃন্দ, বাহ্লীক, দ্রাবিড় ও খশ দেশসমূহের রাজারা আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে সুরক্ষিত যাদবনগরী দ্বারকায় আসিলেন ॥ ৮-৯½

এই নৃপতিগণ রৈবতক পর্ব্বতের চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করিয়া নিজ নিজ বাসস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট এক এক যোজনপরিমিত ভূমিতে নিজ নিজ শিবির স্থাপিত করিলেন ॥ ১০½

তদনন্তর কমললোচন শ্রীমান্ হৃষীকেশ যাদবশ্রেষ্ঠগণের সহিত পুরী হইতে বহির্গত হইয়া সেই সব নরপতিদিগের নিকটে গমন করিলেন ॥ ১১½

সেই সব নরপতিগণের মধ্যভাগে উপবিষ্ট হইয়া মধুসূদন শরৎকালের সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১২½

যথার্হতো যদুশ্রেষ্ঠঃ শক্রৌব দিবাকরঃ

স তত্র সমুদাচারং যথাস্থানং যথাবয়ঃ ॥ ১৩

কৃত্বা সিংহাসনে কৃষ্ণঃ কাঞ্চনে নিষসাদ হ ।

রাজানোঽপি যথাস্থানং নিষেদুর্বিবিধেষু চ ॥ ১৪

সিংহাসনেষু চিত্রেষু পীঠেষু চ নরাধিপাঃ

স যাদবনরেন্দ্রাণাং সমাজঃ শুশুভে তদা ॥ ১৫

সুরাণামসুরাণাঞ্চ সদসি ব্রহ্মণো যথা

তেষাং চিত্রাঃ কথাস্তত্র প্রবৃত্তাস্তৎসমাগমে

যদূনাং পার্থিবানাঞ্চ কেশবস্যোপশৃণ্বতঃ ॥ ১৬

এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্ববৌ মেঘরবোপমঃ

তুমুলং দুর্দিনং চাসীৎ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমৎ ॥ ১৭

তদ্ দুর্দিনতলং ভিত্ত্বা নারদঃ প্রত্যদৃশ্যত

সংবেষ্টিতজটাভারো বীণাসক্তেন বাহুনা ॥ ১৮

স পপাত নরেন্দ্রাণাং মধ্যে সাগরসন্নিভঃ ।

নারদোঽগ্নিশিখাকারঃ শ্রীমান্ শক্রসখো মুনিঃ ॥ ১৯

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নারদে মুনিপুঙ্গবে ।

তদদ্ভুতং মহামেঘং ব্যপাকৃষ্যত দুর্দিনম্ ॥ ২০

সোঽবগাহ্য নরেন্দ্রাণাং মধ্যে সাগরসন্নিভঃ ।

আসনস্থং যদুশ্রেষ্ঠমুবাচ মুনিরব্যয়ম্ ॥ ২১

আশ্চর্যং খলু দেবানামেকস্ত্বং পুরুষোত্তমঃ ।

ধন্যশ্চাসি মহাবাহো লোকে নান্যোঽস্তি কশ্চন ॥ ২২

এবমুক্তঃ স্মিতং কৃত্বা প্রত্যুবাচ মুনিং প্রভুঃ ।

আশ্চর্যশ্চৈব ধন্যশ্চ দক্ষিণাভিঃ সহেত্যহম্ ॥ ২৩

এবমুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রাহ মধ্যে মহীভৃতাম্ ।

কৃষ্ণ পর্যাপ্তবাক্যোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥ ২৪

তং প্রস্থিতমভিপ্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ প্রাহুরীশ্বরম্

গুহ্যং মন্যমানাস্তে বচনং নারদেরিতম্ ॥ ২৫

আশ্চর্যমিত্যভিহিতঃ ধন্যোঽস্মীতি চ মাধব ।

দক্ষিণাভিঃ সহেত্যেবং প্রত্যুক্তোঽপি চ নারদে ॥ ২৬

তথায় স্থান ও বয়স অনুসারে শিষ্টাচার পালন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক স্বর্ণনির্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন । ১৩।

তারপর সেই সব রাজারাও নানাপ্রকার সিংহাসন ও বিচিত্র পীঠসমূহের উপর যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন । ১৪।

সেখানে তখন সেই যাদব-নরপতিগণের সমাজ ব্রহ্মার সভায় সমবেত দেবতা এবং অসুরদিগের সমাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । ১৫।

সেই রাজসভামধ্যে তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিগোচরেই সেই যাদব ও ভূপতিগণের মধ্যে বিচিত্র কথাবার্তা হইতে লাগিল । ১৬

এই সময়ের মধ্যে মেঘগর্জনতুল্য শন্‌শন্ শব্দ করিতে করিতে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন চারিদিকেই ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইল। বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল এবং বজ্রের গর্জন ধ্বনি হইতে লাগিল । ১৭

সেই দুর্দিনতল অর্থাৎ মেঘমণ্ডলের আবরণ ভেদ করিয়া নারদ সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন। তিনি তখন নিজ মস্তকে জটাভারকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এক বাহুতে বীণা ধারণ করিয়াছিলেন । ১৮

সমুদ্রতুল্য গভীর ও অগ্নিশিখা-সদৃশ তেজস্বী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মিত্র শ্রীমান্ নারদ মুনি সেই নরপতিগণের মধ্যে নামিয়া আসিলেন । ১৯

মুনিবর নারদ ভূতলে নামিয়া আসিলে পর সেই মহামেঘমণ্ডলে আবৃত অদ্ভুত দুর্দিন তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইল । ২০

সাগর-সদৃশ গভীর স্বভাববিশিষ্ট নারদ মুনি সেই নরপতিগণের মধ্যভাগে প্রবেশ করত সিংহাসনে উপবিষ্ট অবিনাশী যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন । ২১

মহাবাহো ! আশ্চর্যের কথা দেবগণের মধ্যে একমাত্র আপনি নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম এবং আপনিই ধন্য ( পূর্ণকাম ), জগতে অন্য কেহই এরূপ নহে । ২২

তিনি এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া নারদ মুনিকে বলিলেন—আমি দক্ষিণাসমূহের সহিত আশ্চর্য ও ধন্য । ২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ রাজগণের মধ্যে এই কথা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ! আমি নিজের কথার পূর্ণ উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন আমি যেভাবে আসিয়াছিলাম, সেইভাবে চলিয়া যাইব । ২৪

তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া সেই নারদমুনিকথিত গূঢ়-রহস্যপূর্ণ বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ভূপতিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন । ২৫

মাধব ! নারদমুনি আপনার বিষয়ে "আশ্চর্য ও ধন্য" এই কথা বলিলেন এবং আপনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"দক্ষিণাসমূহের সহিত আমি আশ্চর্য ও ধন্য"। এরূপ আপনাদের উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ হইলেও আমরা কিন্তু

কিমেতদ্যাস্তিকাভীক্ষ্ণো দিব্যং মধুপদং মহৎ
যদি শ্রাব্যমিদং কৃষ্ণ শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥ ২৭
তানুবাচ ততঃ কৃষ্ণঃ সর্বান্ পার্থিবপুঙ্গবান্
শ্রোতব্যো নারদস্যৈব বিভো বঃ কথয়িষ্যতি ॥ ২৮
ব্রূহি নারদ তত্ত্বার্থং শ্রোতুকামা মহীক্ষিতঃ ।
যদস্যাভিহিতং বাক্যং ময়া তু প্রতিভাষিতম্ ॥ ২৯
স পীঠে কাঞ্চনে শুভ্রে ভূষণৈঃ স্বলঙ্কৃতঃ ।
প্রভাবং তস্য নদ্যাস্তু প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৩০

নারদ উবাচ ।

শ্রূয়তাং ভো নৃপশ্রেষ্ঠা যাবন্তঃ স্থ সমাগতাঃ ।
অস্য কৃষ্ণস্য মহতো যথা পারমহং গতঃ ॥ ৩১
অহং কদাচিদ্গঙ্গায়াস্তীরে ত্রিষবণাস্থিতিঃ ।
চরাম্যেকঃ ক্ষপাপায়ে দৃশ্যমানে দিবাকরে ॥ ৩২
অপশ্যং পিণ্ডিকূটাভং কপালদ্বয়াচিতম্ ।
ক্রোশনগুণবিস্তারং সর্বদিক্ষুসমায়তম্ ॥ ৩৩
চতুশ্চরণসুশ্লিষ্টৈঃ স্থিরৈশ্চৈব সমন্বিতম্
মম বীণাকৃতিং কূর্মং গজচর্ম্মচয়োপমম্ ॥ ৩৪
সোঽহং তং পাণিনা স্পৃষ্ট্বা প্রোক্তবান্ জলগামিনম্
ত্বমাশ্চর্য্যশরীরোঽসি কূর্ম ধন্যোঽসি মে মতঃ ॥ ৩৫
যস্ত্বমেবমভেদ্যাভ্যাং কপালাভ্যাং সমাবৃতঃ ।
তোয়ে চরসি নিঃশঙ্কঃ কিঞ্চিদন্যমচিন্তয়ন্ ॥ ৩৬
স মামুবাচাম্বুচরঃ কূর্ম্মো মানুষবৎ স্বয়ম্ ।
কিমাশ্চর্য্যং ময়ি মুনে ধন্যশ্চাহং কথং বিভো ॥ ৩৭
গঙ্গেয়ং নিম্নগা ধন্যা কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্
যত্রাহমিব সত্ত্বানি চরন্ত্যম্বুচরা বিভো ॥ ৩৮
সোঽহং কৌতূহলাবিষ্টো নদীং গঙ্গামুপস্থিতঃ
ধন্যাসি ত্বং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে নিত্যমাশ্চর্য্যভূষিতা ॥ ৩৯

বুঝিতে পারিলাম না যে, ইহা কি ? এই দিব্য ও মহান্ মধু-পদের তাৎপর্য্য কি ? শ্রীকৃষ্ণ ! যদি ইহা আমাদের শুনিবার যোগ্য হয়, তবে আমরা যথার্থরূপে ইহার রহস্য শুনিতে ইচ্ছা করি । ২৬-২৭

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত নৃপতিশ্রেষ্ঠগণকে বলিলেন,—যদি আপনাদের ইহার তাৎপর্য শুনিতে হয়, তবে বিপ্রবর নারদ আপনাদের সম্মুখে ইহার ব্যাখ্যা করিবেন । ২৮

এই কথা বলিয়া তিনি নারদকে বলিলেন,—নারদ ! আপনি যে কথা বলিয়াছেন এবং আমি তাহার যে উত্তর দান করিয়াছি, তাহার প্রকৃত রহস্য এই মহীপতিগণ শুনিতে বাসনা করিতেছেন ; অতএব আপনি তাঁহাদের ইহা বলুন । ২৯

তখন সেই নারদ সুন্দর সুবর্ণময় পীঠে ভালভাবে বসিলেন । এই সময় তিনি সুন্দর অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত ছিলেন । তারপর তিনি সেই নদীর অদ্ভুত প্রভাব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৩০

নারদ বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা যত সংখ্যায় এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রবণ করুন—আমি এই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মহিমার পারে কি ভাবে গমন করিয়াছি । ৩১

কোনও এক সময় আমি গঙ্গার তীরে তিন বেলায় স্নানকারী অতিথিরূপে একাকী বিচরণ করিতেছিলাম । এক-দিন যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল এবং সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হইলেন, তখন আমি পর্ব্বতশিখরতুল্য বিশালদেহ এক কচ্ছপকে দেখিলাম । ইহার শরীর দুইটি কপালের সংযোগে নির্মিত ছিল । ইহার মণ্ডলাকার বিস্তার এক ক্রোশ ছিল এবং সকল দিকে ইহার বিস্তৃত ছিল । এই কচ্ছপের চারিটি পদ ছিল । সে জলে স্থাই (স্থির) ছিল এবং শরীরে স্নিগ্ধ ছিল । তাহার আকৃতি আমার বীণার সদৃশ ছিল । তাহাকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল—যেন গজচর্ম্মরাশি রহিয়াছে । ৩২-৩৪

আমি সেই জলচর কচ্ছপকে হস্তে স্পর্শ করিয়া বলিলাম, কূর্ম ! তোমার শরীর আশ্চর্যজনক । আমার মতে তুমি ধন্য । ৩৫

কারণ, তুমি দুইটি অভেদ্য কপালে আবৃত থাকিয়া কাহাকেও কোনও কিছু গণ্য না করিয়াই এই জলে নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতেছ । ৩৬

তখন সেই জলচর কচ্ছপ স্বয়ংই মনুষ্যবাক্যে আমাকে বলিল,—মুনে ! আমাতে কি আশ্চর্য্য আছে ? প্রভো ! আমি কিরূপে ধন্য ? ৩৭

ব্রহ্মন্ ! ধন্য ত' এই গঙ্গা নদী । ইহা হইতে অধিক আর কি আশ্চর্য্যের বস্তু আছে ? যাহার মধ্যে আমার মত হাজার হাজার জলজন্তু বিচরণ করিতেছে । ৩৮

তখন আমি কৌতূহলবশতঃ গঙ্গা নদীর নিকটে যাইলাম এবং বলিলাম—নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গঙ্গে ! তুমি ধন্যা এবং সদা আশ্চর্য্যে বিভূষিতা আছ । কারণ, এরূপ বিশালদেহ

সা ত্বমেবং মহাদেবৈঃ রূপৈরেকশোভিতা ।
হ্রদিনী সাগরং যাসি রক্ষন্তী তাপসালয়ান্ ॥ ৪০
এবমুক্তা ততো গঙ্গা রূপিণী প্রত্যভাষত ।
নারদং দেবশর্মাণং শক্রস্য দয়িতং দ্বিজম্ ॥ ৪১
মা মৈবং দেবশর্মাণং সংগ্রামকলহপ্রিয় ।
নাহং ধন্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠ নৈবাশ্চর্যোপশোভিতা ॥ ৪২
তব মত্তো নিবিষ্টস্য বাক্যং মাং প্রতিভাষতে ।
সর্বাশ্চর্যাকরো লোকে ধন্যশ্চৈবার্ণবো দ্বিজঃ ॥ ৪৩
যত্রাহমিব বিস্তীর্ণাঃ শতশো যান্তি নিম্নগাঃ ।
সোঽহং ত্রিপথগাবাক্যাঃ ক্ষারার্ণবসমুপস্থিতঃ ॥ ৪৪
আশ্চর্যাং খলু লোকানাং ধন্যশ্চাসি মহার্ণব ।
যেন ধৎসি যোনিস্তনম্ভসাং সলিলেশ্বরঃ ॥ ৪৫
স্থানে ত্বাং যান্তিবাহিন্যঃ সরিতো লোকপাবনাঃ ।
ইমাঃ সমভিগচ্ছন্তি পত্ন্যো লোকনমস্কৃতাঃ ॥ ৪৬
সমুদ্রেণৈবমুক্তস্তু ততো মামব্রবীদ্ বচঃ ।
স্বং জলৌঘজলং ভিত্ত্বা বায়ুবিক্ষুব্ধঃ শব্দবেষ্টিতঃ ॥ ৪৭
মা মৈবং দেবশর্মাণং নাস্ম্যাশ্চর্যো দ্বিজর্ষভ ।
বসুধেয়ং মুনে ধন্যা যত্রাহমুপরি স্থিতঃ ॥ ৪৮
অতো তু পৃথিবীং লোকে কিমাশ্চর্যামতঃ পরম্ ।
সোঽহং সাগরবাক্যেন ক্ষিতিং ক্ষিতিতলে স্থিতঃ ॥ ৪৯
কৌতূহলসমাবিষ্টো ধন্যাঃ জগতো গতিম্ ।
ধরিত্রি দেহিনাং যোনে ধন্যা ধৎসি শোভনে ॥ ৫০
আশ্চর্যাং চাপি ভূতেষু সত্ত্যা ক্ষময়া যুতে ।
যেন ধৎসি ভূতানাং ধরণী সর্বধারিণিঃ ॥ ৫১
ক্ষমা ত্বত্তঃ প্রভূতা চ কর্ম চাম্বরচারিণাম্ ।
ততো ভূঃ স্তুতিবাক্যেন সা ময়োক্তেন তেজিতা ॥ ৫২
বিহায় সহজং ধৈর্যং প্রত্যাহ মামভাষত
দেবশর্মা মা মৈবং সংগ্রামকলহপ্রিয় ॥ ৫৩

তিনজন তাহাদের তোমার সেবাবর্তন করিতেছে। তুমি অনেক দূরে দূরে এবং কত তাপসগণের আশ্রমসমূহ রক্ষা করিতে করিতে সমুদ্র পর্যন্ত গমন করিতেছ। ৩৯ ৪০

আমি এইরূপ বলিলে পর গঙ্গা নিজের দিব্য রূপে প্রকটিতা হইয়া দেবশর্মাকোতন ও ইন্দ্রের প্রিয় নারদনামক ব্রাহ্মণ আমাকে বলিল। ৪১

দেবশর্মা! এরূপ কথা বলিও না। যুদ্ধ ও কলহপ্রিয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ! না আমি ধন্যা এবং না আমি আশ্চর্যে সুশোভিতা। ৪২

সত্যপরায়ণ ঋষি আপনার এই বাক্য আমার প্রতি বাধিত হইতেছে। ব্রহ্মন্! সংসারে পূর্ণরূপে আশ্চর্যকারক ও ধন্য ত' একমাত্র সমুদ্রই; যাহার মধ্যে আমার ন্যায় বিস্তীর্ণ শত শত নদী যাইয়া মিলিত হইতেছে। ৪৩;

গঙ্গার এই কথা শুনিয়া আমি মহাসাগরের তীরে উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে বলিলাম—মহার্ণব! তুমি সমস্ত লোক-সমূহে আশ্চর্যময় এবং ধন্য; কারণ, তুমি জলের যোনি (উৎপত্তিস্থান) এবং জলের পতি। ৪৪-৪৫

জলবাহিনী, লোকপাবনী ও বিশ্ববন্দিতা এই যে সমস্ত নদী পত্নীভাবে তোমার নিকটে যাইতেছে, তাহা উচিতই হইয়াছে। ৪৬

আমি এই কথা বলিলে পর বায়ুপ্রেরিত সমুদ্র নিজের অপার জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল এবং আমাকে এইরূপ বলিল। ৪৭

দেবশর্মা! আপনি এরূপ বলিবেন না। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি এরূপ আশ্চর্যময় নহি। মুনে! ধন্যা ত' এই বসুধা, যাহার উপরে আমি রহিয়াছি। জগতে পৃথিবী ব্যতীত তাহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যের বস্তু আর কি আছে? ৪৮;

সমুদ্রের এই কথায় সেই আমি ভূতলে অবস্থান হইলাম এবং কৌতূহলে আকৃষ্ট হইয়া জগতের আধারস্বরূপা পৃথিবীকে বলিলাম। ৪৯;

ধরিত্রি! তুমি সমস্ত দেহধারীদিগের যোনি; অতএব শোভনে! তুমি নিশ্চয়ই ধন্যা। সহতী ক্ষমাগুণে যুক্ত থাকায় তুমি সম্পূর্ণ ভূতগণের মধ্যে আশ্চর্যরূপা। ৫০;

সেইহেতু নিশ্চয়ই তুমি সমস্ত প্রাণিগণের ধারণকারিণী। মনুষ্যদিগের উৎপত্তি স্থান। তোমা হইতেই ক্ষমাভাব উদিত হইয়াছে। আকাশচারিগণের কর্মও তোমা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৫১;

আমার দ্বারা কথিত প্রশংসাসূচক বাক্যে পৃথিবী তেজ উত্তেজিতা হইয়া উঠিল। তখন নিজের সহজ ধৈর্য ত্যাগ করত আমার প্রত্যক্ষ হইয়া আমাকে বলিল। ৫২;

যুদ্ধ ও কলহপ্রিয় দেবশর্মা! না, এরূপ কথা বলিবেন না। না আমি ধন্যা এবং না আশ্চর্যরূপা। আমার মধ্যে যে ধৈর্য আছে, তাহা আমার নহে, অপরের। ৫৩;

নাস্মি ধন্যা ন চাশ্চর্য্যা পারকোঽয়ং ধৃতির্মম ।
এতে ধন্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতা ধারয়ন্তি মাম্ ॥ ৫৪
আশ্চর্য্যাণি চ দৃশ্যন্তে এতে লোকস্য হেতবঃ ।
সোঽহং ধরণিবাক্যেন পর্ব্বতান্ সমুপস্থিতঃ ॥ ৫৫
ধন্যা ভবন্তো দৃশ্যন্তে বহ্বাশ্চর্য্যাশ্চ ভূধরাঃ ।
কাঞ্চনস্যাগ্র্যরত্নস্য ধাতূনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫৬
তেন যথাকরাঃ সর্ব্বে ভবন্তো ভুবি শাশ্বতাঃ ।
তে মদৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা পর্ব্বতাস্তমুখাং বরাঃ ॥ ৫৭
ঊচুর্মাং সান্ত্বযুক্তানি বচাংসি বনশোভিতাঃ ।
ব্রহ্মর্ষে ন বয়ং ধন্যা নাপ্যাশ্চর্য্যাণি সন্তি নঃ ।
ব্রহ্মা প্রজাপতির্ধন্যঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যঃ সুরেষ্বপি ॥ ৫৮
সোঽহং প্রজাপতিং গত্বা সর্ব্বপ্রভবমব্যয়ম্
তস্য বাক্যস্য পর্য্যায়পর্য্যাপ্তমিব লক্ষয়ে ॥ ৫৯
সোঽহং পিতামহং দেবং লোকযোনিং চতুর্মুখম্
স্তোতুং পশ্চাদুপগতঃ প্রণতোঽবনতাননঃ ॥ ৬০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই পর্ব্বতসকলই ধন্য, যাঁহারা আমাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহারাই আশ্চর্য্যময় এবং ইঁহারাই জগতের স্থিতির হেতু ॥ ৫৪॥

পৃথিবীর এই বাক্যে প্রণোদিত হইয়া আমি পর্ব্বতসকলের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম—ভূধরগণ! তোমরাই ধন্য। তোমাদের মধ্যে বহু আশ্চর্য্য দেখা যায় ॥ ৫৫॥

সুবর্ণশ্রেষ্ঠ রত্ন ও বিশেষতঃ ধাতুসমূহের উৎপত্তির স্থান বলিয়া তোমরা সকলে 'আকর' বলিয়া কথিত হও। এই ভূতলে তোমরা সকলেই অক্ষয়রূপে বিদ্যমান আছ ॥ ৫৬॥

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া যাবৎ পদার্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বনসমূহে সুশোভিত পর্ব্বতসকল আমাকে এই সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্য বলিল ॥ ৫৭॥

ব্রহ্মর্ষে! আমরা ধন্য নহি এবং না আমাদের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক বস্তুসমূহ আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মাই ধন্য দেবগণের মধ্যেও তিনিই সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যময় ॥ ৫৮

তখন আমি সকলের উৎপত্তিস্থান অবিনাশী প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করত তাঁহার মধ্যে পর্ব্বতসকলকথিত বাক্যের পর্য্যাপ্ত সার্থকতা দেখিতে পাই ॥ ৫৯

তারপর সেই আমি সমস্ত লোকসমূহের উৎপত্তিস্থান ও চার মুখবিশিষ্ট পিতামহদেবকে নতমস্তক হইয়া প্রণাম করত তাঁহাকে স্তুতি করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলাম ॥ ৬০

সোঽহং বাক্যসমাপ্ত্যর্থং প্রাবদে পদ্মযোনিজম্
আশ্চর্য্যো ভগবানেকো ধন্যোঽসি জগতো গুরুঃ ॥ ৬১
ন কিঞ্চিত্ত্বৎ পশ্যামি ভূতং যত্ত্বয়া সমম্ ।
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং জাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৬২
সদেব-দানবা মর্ত্ত্যা লোকভূতেন্দ্রিয়াত্মকাঃ ।
ভবন্তি সর্ব্বদেবেশ দৃষ্টা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৬৩
তেন ধন্যসি দেবানাং দেবদেবঃ সনাতনঃ ।
ত্বমেবাসি যৎ স্রষ্টা লোকানামাদিসম্ভবঃ ॥ ৬৪
ততো মাং প্রাহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
ধন্যাশ্চর্য্যাভিধৈর্বাক্যৈঃ কিং মাং নারদ ভাষসে ॥ ৬৫
আশ্চর্য্যাঃ পরমং বেদা ধন্যা বেদাশ্চ নারদ ।
যে লোকান্ ধারয়ন্তি স্ম বেদাস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ ॥ ৬৬
ঋক্-সাম-যজুষাং সত্যমথর্ব্বণি চ যদ্বচঃ ।
তন্ময়ং বিদ্ধি মাং বিপ্র ধৃতোঽহং তৈর্ময়া চ তে ॥ ৬৭

স্তুতির পর নিজের বাক্য সমাপ্ত করিবার জন্য আমি পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে জানাইতে জানাইতে বলিলাম—ভগবন্! একমাত্র আপনিই আশ্চর্য্যময়, জগতের গুরু ও ধন্য ॥ ৬১

আমি অন্য কোনও ভূতকে এরূপ দেখিতে পাইতেছি না, যে আপনার সমান হইতে পারে। এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ আপনার নিকট হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬২

সর্ব্বদেবেশ্বর! সংসারে ভূত ও ইন্দ্রিয়ময় যে দেবতা, দানব এবং মনুষ্যাদি প্রাণী দেখা যায়, তাঁহারা সকলে আপনার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, এই সম্পূর্ণ জগৎ দেখিয়া ইহাই নিশ্চয় হয় ॥ ৬৩

সেইজন্য আপনি অবশ্যই দেবতাগণের সনাতন দেবাধিদেব; কারণ, আপনিই তাঁহাদের স্রষ্টা এবং আপনিই সমস্ত লোকসমূহের আদি কারণ ॥ ৬৪

তখন লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—নারদ! ধন্য ও আশ্চর্য্যবিষয়ের সম্বন্ধযুক্ত বাক্যে আমাকে কি বলিতেছ? ॥ ৬৫

নারদ! বেদসকলই পরম আশ্চর্য্যরূপ এবং এই বেদসকলই ধন্য; কারণ, তত্ত্বার্থদর্শী এই সব বেদই সম্পূর্ণ লোককে ধারণ করেন ॥ ৬৬

বিপ্রবর! ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের যাহা সত্য এবং অথর্ব্ববেদে যাহা সত্য বলিয়া মান্য করা হয়, তাহাকেই আমার

পারমেষ্ঠ্যেন বাক্যেন চোদিতোঽহং স্বয়ম্ভুবা।
বেদোপস্থানিকাং চক্রে মতিসংস্থানবিস্তরাৎ ॥ ৬৮
সোঽহং স্বয়ম্ভুবচনাদ্ বেদান্ বৈ সমুপস্থিতঃ।
অবোচং তাংশ্চ চতুরো মন্ত্রপ্রবচনাধিতান্ ॥ ৬৯
ধন্যা ভবন্তঃ পুণ্যাশ্চ নিত্যমাশ্চর্যভূষিতাঃ।
আধারাশ্চৈব বিপ্রাণামেবমাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৭০
স্বয়ম্ভুবোঽপীহ পরং ভবৎসু প্রশ্নমাগতম্।
যুষ্মৎপরতরং নাস্তি শ্রুত্যা বা তপসাপি বা ॥ ৭১
প্রত্যূচুস্তে ততো বাক্যং বেদা মামভিতঃ স্থিতাঃ।
আশ্চর্যাশ্চৈব ধন্যাশ্চ যজ্ঞাশ্চাস্মৎপরায়ণাঃ ॥ ৭২
যজ্ঞার্থে চ বয়ং সৃষ্টা ধাত্রা যেন স্ম নারদ।
তস্মাকং পরো যজ্ঞো ন বয়ং স্ববশে স্থিতাঃ ॥ ৭৩
স্বয়ম্ভুবঃ পরা বেদা বেদানাং ক্রতবঃ পরাঃ।
ততোঽহমব্রুবং যজ্ঞান্ বেদবাক্যৈঃ পুরস্কৃতান্ ॥ ৭৪
তে যজ্ঞাঃ পরমং তেজো যুষ্মাসু খলু লক্ষ্যতে।
ব্রহ্মণাভিহিতং বাক্যং যচ্চ বেদৈরুদীরিতম্ ॥ ৭৫
আশ্চর্যমস্মাল্লোকেঽস্মিন্ ভবদ্ভ্যো নাভিগম্যতে।
ধন্যাঃ খলু ভবন্তো যে দ্বিজাতীনাং স্বরোপকাঃ ॥ ৭৬
তেঽপি খ্যাততরবৃত্তিঃ মুখাভির্ধাস্মি তর্পিতাঃ।
তাশ্চৈব ত্রিদশাঃ সর্বে নষ্টৈশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ৭৭
অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা মম বাক্যাদনন্তরম্।
প্রত্যূচুর্মাং ততো বাক্যং সর্বে যূপধ্বজাঃ স্থিতাঃ ॥ ৭৮
আশ্চর্যমস্মো নাস্মাসু ধন্যশব্দোঽপি বা মুনে।
আশ্চর্যং পরমং বিষ্ণুঃ স হ্যস্মাকং পরা গতিঃ ॥ ৭৯
যদাজ্যং বয়মগ্নীনাং হুতমগ্নিষু পাবনম্
তৎ সর্বং পুণ্ডরীকাক্ষো লোকমূর্তিঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৮০
সোঽহং বিষ্ণোর্গতিং প্রেপ্সুরিহ সম্পতিতো ভুবি।
দৃষ্টশ্চায়ং ময়া কৃষ্ণো ভবদ্ভিরিহ সংবৃতঃ ॥ ৮১
যদ্যাভিহিতো হ্যেষ হ্যনাশ্চর্যো জনার্দন।
ধন্যশ্চাস্মীতি ভবতাং মধ্যস্থো হত্র পার্থিবাঃ ॥ ৮২

স্বরূপ বলিয়া জানিও। বেদসকল আমাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমি তাঁহাদের ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। ৬৭

তখন স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত তাঁহার স্বরূপের অনুরূপ বাক্যে প্রেরিত হইয়া আমি লক্ষণ-বিস্তার অনুসারে বেদসকলের উপস্থান (উপাসনামূলক স্তুতি) করিতে বুদ্ধি স্থির করিলাম। ৬৮

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার বাক্যে আমি মন্ত্র ও ব্যাখ্যাযুক্ত পূর্বোক্ত চার বেদের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম। ৬৯

আপনারা সকলে ধন্য, পবিত্র ও সর্বদা আশ্চর্যে বিভূষিত আছেন। ব্রাহ্মণদের আধারও আপনারাই, একথাই প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৭০

আপনাদের বিষয়ে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মারও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, আপনারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি ও তপস্যার দ্বারাও আপনাদের অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ৭১

তখন চার বেদ আমার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ উত্তর দান করিলেন,—নারদ। পরমাত্মার উদ্দেশে কৃত যজ্ঞসকলই আশ্চর্য ও ধন্য। ৭২

নারদ। পরমাত্মা যজ্ঞের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব যজ্ঞসকল আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা নিজেদের বশীভূত নহি, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা হইতে উৎকৃষ্ট বেদ। ৭৩

তখন আমি বেদসকলের বাক্যে পুরস্কৃত যজ্ঞসমূহকে বলিলাম—যজ্ঞসকল! আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তেজ দেখিতে পাইতেছি। ৭৪

ব্রহ্মা যে কথা বলিয়াছেন এবং বেদসকলও যেরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদনুসারে আপনারা ব্যতীত অন্য কিছুই আশ্চর্যের বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায় না। ৭৫

আপনারা ধন্য, যে আপনারা দ্বিজাতিগণের স্বরূপজাত। আপনারা অর্পিত হইলে পর গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়—এই ত্রিবিধ অগ্নিও নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ করেন। যজ্ঞসমূহেই সকল দেবতা নিজ নিজ ভাগে ও মহর্ষিগণ মন্ত্রসমূহে তুষ্ট হন। ৭৬-৭৭

আমি এই কথা বলিলে পর যূপরূপী ধ্বজে সুশোভিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসকল দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিলেন। ৭৮

মুনে। এই আশ্চর্য অথবা ধন্য-শব্দ আমাদের পক্ষে উপযুক্ত নহে। ভগবান্ বিষ্ণুই পরম আশ্চর্যময়; কারণ, তিনিই আমাদের পরম গতি। ৭৯

অগ্নিতে হোম করা হইলে পর যে পাবন আজ্য-ভাগ আমরা আস্বাদন করি, তৎ সমস্তই বিশ্বরূপ কমললোচন ভগবান্ বিষ্ণুই আমাদের প্রদান করেন। ৮০

বেদপ্রতিপাদিত যজ্ঞসকলের এই বাক্যানুসারে আমি ভগবান্ বিষ্ণুর গতি প্রাপ্ত করিবার ইচ্ছায় এখানে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। এখানে সকল রাজা আপনাদের দ্বারা পরিবৃত ভগবান্ বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিলাম। ৮১

নৃপতিগণ। আমি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এই কথা বলিয়াছি

প্রত্যুক্তোঽহমনেনাস্য বাক্যস্যাস্য যদুত্তরম্ ।
দক্ষিণাভিঃ সহেত্যেবং পর্য্যাপ্তং বচনং মম ॥ ৮৩
যজ্ঞানাং হি গতির্বিষ্ণুঃ সর্বেষাং সহদক্ষিণঃ ।
দক্ষিণাভিঃ সহেত্যেবং প্রশ্নো মম সমাপ্তবান্ ॥ ৮৪
পূর্ব্বেণাভিহিতং পূর্ব্বং পারম্পর্য্যাদিহাগতম্ ।
সদক্ষিণেঽস্মিন্ পুরুষে তদ্ বাক্যং প্রতিপাদিতম্ ॥ ৮৫
যস্মাৎ ভবন্তঃ পৃচ্ছন্তি বাক্যস্যাস্য বিনির্ণয়ম্ ।
তদেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং মাহাত্ম্যমিহ যথাগতম্ ॥ ৮৬
নারদে তু গতে স্বর্গং সর্ব্বে তে পৃথিবীভুজঃ ।
বিস্মিতাঃ স্বানি রাষ্ট্রাণি জগ্মুঃ সবল-বাহনাঃ ॥ ৮৭
জনার্দ্দনোঽপি সহিতো যদুভিঃ পাবকোপমৈঃ ।
স্বমেব ভবনং বীরো বিবেশ যদুনন্দনঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
হংসোপাখ্যানং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

যে, জনার্দন! আপনি আশ্চর্য্য ও বস্তু। তিনিই এখানে আপনাদের সকলের মধ্যে বর্ত্তমানে বিরাজমান আছেন। ৮২

তিনিই আজ আমার সেই বাক্যের যে উত্তর দিয়াছেন—দক্ষিণাসমূহ সহ আমি বস্তু ও আশ্চর্য্য; ইহাই আমার সেই প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত উত্তর আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ৮৩

কারণ, দক্ষিণাসমূহসহ বিষ্ণুই সকল যজ্ঞের আশ্রয়, সেই জন্য তিনি "দক্ষিণাসমূহ সহ" এই কথা বলিলে পর আমার প্রশ্ন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৮৪

পূর্ব্বে কশ্যপ একথার প্রতিপাদন আরম্ভ করিয়াছিল, তারপর পরম্পরাক্রমে এখানে এই দক্ষিণাসহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে তাহার উপসংহার হইল; অতএব কে বস্তু? এই বাক্যের উত্তর এ স্থলে প্রতিপাদিত হইল। ৮৫

আপনারা আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যে তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয়ে আমি এই সব কিছুই আপনাদের বলিলাম। এখন আমি যেরূপে আসিয়াছিলাম, সেইরূপেই গমন করিতেছি। ৮৬

নারদ স্বর্গলোকে গমন করিলে পর সেই সমস্ত ভূপতিগণ বিস্মিত হইয়া সৈন্য ও বাহনসকল সহ নিজ নিজ রাজ্যে গমন করিলেন। ৮৭

তাহার পর যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন বীর জনার্দনও অগ্নিতুল্য তেজস্বী যদুবংশীয় বীরগণের সহিত নিজেরই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৮৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে হংসোপাখ্যান-নামক দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

## একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমা—ব্রাহ্মণ-বালকং রক্ষিতুং শ্রীকৃষ্ণস্যানুমতিং গৃহীত্বার্জ্জুনস্য গমনম্ ]

জনমেজয় উবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো কৃষ্ণস্য জগতাম্পতেঃ ।
মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি পরমং দ্বিজসত্তম ॥ ১
নহি মে তৃপ্তিরস্তীহ শৃণ্বতস্তস্য ধীমতঃ ।
কর্ম্মণামনুসন্তানং পুরাণস্য মহাত্মনঃ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

নাস্তঃ শক্যঃ প্রভাবস্য বক্তুং বর্ষশতৈরপি ।
গোবিন্দস্য মহারাজ শ্রূয়তামিদমদ্ভুতম্ ॥ ৩
শরতল্পে শয়ানেন ভীষ্মেণ পরিচোদিতঃ ।
গাণ্ডীবধন্বা বীভৎসুর্মাহাত্ম্যং কেশবস্য যৎ ॥ ৪

### একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা,—ব্রাহ্মণ বালককে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লইয়া অর্জ্জুনের গমন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—মহাবাহো! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি পুনরায় জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

সেই পরম বুদ্ধিমান্ মহাত্মা পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসমূহের পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আমার এখানে তৃপ্তিলাভ হইতেছে না (বরং উত্তরোত্তর শ্রবণের ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইতেছে)। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয়! ভগবান্ গোবিন্দের প্রভাবের পূর্ণরূপে বর্ণনা করা—তাহার অন্তকথা বলা শতবর্ষেও সম্ভব হইবে না। অতএব তাঁহার এই এক অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩

মহারাজ কুরুনন্দন! বাণশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্মের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সমস্ত রাজগণের মধ্যে

রাজ্ঞাং মধ্যে মহারাজ জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ।
যুধিষ্ঠিরং জিতামিত্রমিতি তচ্ছৃণু কৌরব ॥ ৫

অর্জ্জুন উবাচ।

পুরাহং দ্বারকাং যাতঃ সম্বন্ধীনবলোককঃ।
ন্যবসং পূজিতস্তত্র ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকোত্তমৈঃ ॥ ৬
ততঃ কদাচিদ্ধর্ম্মাত্মা দীক্ষিতো মধুসূদনঃ।
একাহেন মহাবাহুঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৭
ততো দীক্ষিতমাসীনমভিগম্য দ্বিজোত্তমঃ।
কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়ামাস ত্রাহি ত্রাহীতি চাব্রবীৎ ॥ ৮

ব্রাহ্মণ উবাচ

রক্ষাধিকারো ভবতঃ পরিত্রায়স্ব মাং বিভো।
চতুর্থাংশো হি ধর্ম্মস্য রক্ষিতা লভতে ফলম্ ॥ ৯

বাসুদেব উবাচ

ন ভেতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রক্ষামি ত্বাং কুতো ভয়ম্
ব্রূহি তত্ত্বেন ভদ্রং তে যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥ ১০

ব্রাহ্মণ উবাচ

জাতো জাতো মহাবাহো পুত্রো মে ম্রিয়তেহনঘ।
অতো মৃতাচ্চতুর্থং ত্বং কৃষ্ণ রক্ষিতুমর্হসি ॥ ১১
ব্রাহ্মণ্যাঃ সূতিকালোহয়ং অত্র রক্ষা বিধীয়তাম্।
যথা জীবেদপত্যং মে তথা কুরু জনার্দ্দন ॥ ১২

অর্জ্জুন উবাচ।

ততো মামাহ গোবিন্দো দীক্ষিতোহহং ক্রতাবিতি।
রক্ষা চ ব্রাহ্মণে কার্য্যা সর্ব্বাবস্থাগতৈরপি ॥ ১৩
শ্রুত্বাহমেবং কৃষ্ণস্য বচোহবোচং নরাধিপ।
মাং নিযোজয় গোবিন্দ রক্ষিষ্যেহহং দ্বিজং ভয়াৎ ॥ ১৪
ইত্যুক্তঃ স স্মিতং কৃত্বা মামুবাচ জনার্দ্দনঃ।
শক্যাসীত্যেবমুক্তস্তু ব্রীড়িতোহস্মি নরাধিপ ॥ ১৫
ততো মাং ব্রীড়িতং মত্বা পুনরাহ জনার্দ্দনঃ।
গম্যতাং কৌরবশ্রেষ্ঠ শক্যতে যদি রক্ষিতুম্ ॥ ১৬

---

নিজের শত্রুবিজয়ী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ কেশবের যে মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪-৫

অর্জুন বলিলেন,—পূর্ব্বে একদিন আমি নিজের সম্বন্ধীদিগকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকাপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে উত্তম ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের যাদবগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া আমি কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম। ৬

একদিন ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু মধুসূদন শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে একাহ সাধ্য সোমযাগের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নিজের সঙ্কট নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন—প্রভো! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। ৮

ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিলেন,—প্রভো! রক্ষা করা আপনার অধিকার, আপনি আমাকে রক্ষা করুন; কারণ, যিনি রক্ষা করেন, তিনি রক্ষিত পুরুষের ধর্ম্মের চতুর্থাংশ ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি ভয় করিও না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি যথাযথভাবে বল কোথা হইতে তোমার ভয় আসিয়াছে? যদি তাহা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্যও হয়, তথাপি তাহা বলিতে সঙ্কোচ করিও না। ১০

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহাবাহো! নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! যখনই আমার কোনও পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখনই কাল তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এইভাবে আমার তিন পুত্র কাল কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। এখন আমার চতুর্থ পুত্রের জন্ম আসন্ন, অতএব আপনিই তাহাকে রক্ষা করিবার যোগ্য। ১১

জনার্দন! আজ ব্রাহ্মণীর (আমার পত্নীর) প্রসবের সময়; অতএব সেখানে আপনি রক্ষার বিধান করুন। আমার এই সন্তান যাহাতে জীবিত থাকিতে পারে, সেরূপ উপায় আপনি অবলম্বন করুন। ১২

অর্জুন বলিলেন,—তখন ভগবান্ গোবিন্দ আমাকে বলিলেন,—পার্থ! আমি ত' যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। ১৩

নরেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম—গোবিন্দ! আপনি আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আমি এই ব্রাহ্মণকে ভয় হইতে রক্ষা করিব। ১৪

নরনাথ! আমি এই কথা বলিলে পর জনার্দন ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন,—কি, তুমি রক্ষা করিবে? তিনি এই কথা বলিলে আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। ১৫

তখন আমাকে লজ্জিত জানিয়া জনার্দন পুনরায় বলিলেন—

হংপুরোগাশ্চ যদবস্তু বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ ।
ঋতে রামং মহাবাহুং প্রদ্যুম্নঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১৭
ততোঽহং বৃষ্ণিসৈন্যেন মহতা পরিবারিতঃ ।
তমগ্রতো দ্বিজং কৃত্বা প্রযাতঃ সহ সেনয়া ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাসুদেবমাহাত্ম্যে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

কৌরবশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি রক্ষা করিতে সমর্থ হও, তবে গমন কর ॥ ১৬

মহাবাহু বলরাম ও মহাবল প্রদ্যুম্ন ব্যতীত অন্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের মহারথীরা তোমাকে অগ্রগামী করিয়া গমন করুক এবং এই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুক ॥ ১৭

তখন আমি বৃষ্ণিবীরগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে অগ্রে করত সৈন্যসহ প্রস্থিত হইলাম ॥ ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যবিষয়ক একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ অরক্ষিতে ব্রাহ্মণ-বালকে ব্রাহ্মণেনার্জ্জুনস্য তিরস্কারঃ, শ্রীকৃষ্ণেন সহ তস্যোত্তরস্যাং দিশি গমনঞ্চ ]

অর্জ্জুন উবাচ

মুহূর্ত্তেন বয়ং গ্রামং তং প্রাপ্য ভরতর্ষভ
বিশ্রান্তবাহনাঃ সর্ব্বে নিবাসায়োপসংস্থিতাঃ ॥ ১
ততো গ্রামস্য মধ্যেঽহং নিবিষ্টঃ কুরুনন্দন ।
সমন্তাদ্ বৃষ্ণিসৈন্যেন মহতা পরিবারিতঃ ॥ ২
ততঃ শকুনয়ো দীপ্তা মৃগাশ্চ ক্রুরভাষিণঃ
দীপ্তায়াং দিশি বাশন্তো ভয়মাবেদয়ন্তি মে ॥ ৩
সন্ধ্যারাগো জপাবর্ণো ভানুমাংশ্চৈব নিষ্প্রভঃ ।
পপাত মহতী চোল্কা পৃথিবী চাপ্যকম্পত ॥ ৪
তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতান্ দারুণাল্লোমহর্ষণান্ ।
যোগমাজ্ঞাপয়ংস্তত্র জনস্যোৎসুকচেতসঃ ॥ ৫
প্রদ্যুম্নপুরোগাশ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ
সর্ব্বে যুক্তরথাঃ সজ্জাঃ স্থিতাশ্চাপি তথাভবন্ ॥ ৬
গতেঽর্দ্ধরাত্রসময়ে ব্রাহ্মণো ভয়বিক্লবঃ ।
উপাগম্য ভয়াদস্মানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭
কালোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যাঃ প্রসবস্য মে ।
তথা ভবদ্ভিস্তিষ্ঠদ্ভির্ন ভবেদ্ বঞ্চনং যথা ॥ ৮
মুহূর্ত্তাদেব চাক্রোশং কৃপণং রুদিতস্বনম্ ।
তস্য বিপ্রস্য ভবনে হ্রিয়তে হ্রিয়তেতি চ ॥ ৯

## দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[ ব্রাহ্মণবালক রক্ষিত না হওয়ায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে তিরস্কার এবং শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁহার উত্তর দিকে গমন। ]

অর্জ্জুন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আমরা সকলে সেই ব্রাহ্মণের গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইয়া সেখানে বাসের জন্য ব্যবস্থাপনায় রত হইলাম এবং আমাদের বাহনগণও বিশ্রাম করিতে লাগিল ॥ ১

কুরুনন্দন! ইহার পর আমি চারিদিকে বিশাল বৃষ্ণি-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম ॥ ২

সেই সময় মুখ দিয়া অগ্নিউদ্গিরণকারী বহু পক্ষী এবং ক্রূর শব্দকারী মৃগগণ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দাহযুক্ত দিক্সমূহে অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে আমাকে ভয়ের সূচনা দান করিতে লাগিল ॥ ৩

সন্ধ্যার রাগ (রং) জবাপুষ্পের ন্যায় হইয়া যাইল। সূর্য্যদেব প্রভাহীন (নিস্তেজ) হইয়া যাইলেন। আকাশ হইতে মহা-উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী কাঁপিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪

এই ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী মহোৎপাতসমূহ লক্ষ্য করিয়া সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের মহারথী বীরগণ উদ্বিগ্ন-চিত্ত সকল মানুষকে সজ্জিত হইবার জন্য আজ্ঞাদান করিলেন। সকলেরই রথ যোজিত করা হইল এবং সকলেই তখন সুসজ্জিত হইলেন। আর আমিও সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইলাম ॥ ৫-৬

যখন অর্দ্ধরাত্রি সময় অতিবাহিত হইল, তখন ব্রাহ্মণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাদের নিকট আগমন করত ভীতচিত্তে এই কথা বলিলেন ॥ ৭

আমার ব্রাহ্মণীর প্রসবের এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনারা সেইভাবে প্রস্তুত থাকুন, যাহাতে না বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ৮

তারপর মুহূর্ত্তকালের পরেই ব্রাহ্মণের গৃহের মধ্যে করুণ রোদন শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। তখন সকল লোক বলিতেছিল—হায়! বালককে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ॥ ৯

অথাকাশে পুনর্বাচমশ্রৌষং বালকস্য বৈ
উঁহেতি ম্রিয়মাণস্য ন চ পশ্যামি রাক্ষসম্ ॥ ১০
ততোঽস্মাভিস্তদা তাত শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ।
বিষ্টম্ভিতা দিশঃ সর্বা হৃত এব স বালকঃ ॥ ১১
ব্রাহ্মণোঽহর্ষবরঃ কৃত্বা হৃতে তস্মিন্ কুমারকে ।
বাচঃ স পরুষাস্তীব্রাঃ শ্রাবয়ামাস মাং তদা ॥ ১২
বৃষ্ণয়ো হতসঙ্কল্পাস্তথাহং নষ্টচেতনঃ ।
মামেবং হি বিশেষেণ ব্রাহ্মণঃ প্রত্যভাষত ॥ ১৩
রক্ষিষ্যামীতি চোক্তং তে ন চ রক্ষিতবানসি ।
শৃণু বাক্যমিদং শেষং যত্ত্বমর্হসি দুর্মতে ॥ ১৪
বৃথা ত্বং স্পর্ধসে নিত্যং কৃষ্ণেনামিতবুদ্ধিনা ।
যদি হ্যাসীদিহ গোবিন্দো নৈতদত্যাহিতং ভবেৎ ॥ ১৫
যথা চতুর্থং ধর্মস্য রক্ষিতা লভতে ফলম্
পাপস্যাপি তথা মূঢ় ভাগং প্রাপ্নোত্যরক্ষিতা ॥ ১৬
রক্ষিষ্যামীতি চোক্তং তে ন চ শক্তোঽসি রক্ষিতুম্ ।
মোঘং গাণ্ডীবমেতত্তে মোঘং বীর্যং যশশ্চ তে ॥ ১৭
অকিঞ্চিদুক্ত্বা তং বিপ্রং ততোঽহং প্রস্থিতস্তথা ।
সহ বৃষ্ণ্যন্ধকসুতৈর্যত্র কৃষ্ণো মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৮
ততো দ্বারবতীং গত্বা দৃষ্ট্বা মধুনিঘাতিনম্ ।
ব্রীড়িতঃ শোকসন্তপ্তো গোবিন্দেনোপলক্ষিতঃ ॥ ১৯
স তু মাং ব্রীড়িতং দৃষ্ট্বা বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ ।
মৌঢ্যং পশ্যত মে যোঽহং শ্রদ্দধে ক্লীবকত্থনম্ ॥ ২০
ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ ।
যত্র শক্তাঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তদবনেশ্বরঃ ॥ ২১
ধিগর্জুনং বৃথাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ
দৈবোপসৃষ্টো যো মৌর্খ্যাদাগচ্ছতি চ দুর্মতিঃ ॥ ২২
এবং শপতি বিপ্রর্ষৌ বিদ্যামাস্থায় বৈষ্ণবীম্ ।
যযৌ সংযমনীং বীরো যত্রাস্তে ভগবান্ যমঃ ॥ ২৩ ৮

তারপর আকাশে আমি অপহৃত বালকের 'উঁহ' এই শব্দ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু তাহার অপহরণকারী রাক্ষসকে আমি দেখিতে পাইলাম না। ১০

তাত! তখন আমরা বাণবর্ষণ করত চারিদিক দিয়া সমস্ত দিক্‌কে রুদ্ধ করিলাম বটে, তথাপি সেই বালক অপহৃতই হইল। ১১

সেই কুমার অপহৃত হইলে পর ব্রাহ্মণ আর্তনাদ করিয়া সেই সময় আমাকে তীব্র কর্কশ ভাষায় এই সব কথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। ১২

সেই সময় বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন এবং আমিও যেন চৈতন্য হারাইয়া ফেলিলাম। সেই ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ আমাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ১৩

দুর্মতে! তুমি যে বলিয়াছিলে 'আমি রক্ষা করিব', কিন্তু তুমি রক্ষা করিলে না; অতএব তুমি আমার এই শেষ কথা শ্রবণ কর, তুমি ইহারই পাত্র। ১৪

তুমি অমিতবুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদা বৃথাই স্পর্ধা কর। যদি সেই ভগবান্ গোবিন্দ স্বয়ং এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই দুর্ঘটনা ঘটিত না। ১৫

মূঢ়! যেরূপ রক্ষাকারী ব্যক্তি রক্ষিত পুরুষের ধর্মের চতুর্থাংশ ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রক্ষা না করিলে সেই পুরুষ অরক্ষিত ব্যক্তির পাপেরও ভাগী হইয়া থাকে। ১৬

তুমি ঘোষণা করিয়াছিলে যে, আমি রক্ষা করিব; কিন্তু তুমি রক্ষা করিতে সমর্থ নও। তোমার এই গাণ্ডীব ধনু ব্যর্থ। তোমার পরাক্রম ও যশও ব্যর্থ। ১৭

তখন সেই ব্রাহ্মণকে আমি কিছু না বলিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশের সেই রাজকুমারগণের সহিত প্রস্থিত হইয়া সেই স্থানে আসিলাম, যেখানে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। ১৮

দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া মধুসূদনকে দর্শন করত আমি লজ্জিত ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলাম। শ্রীগোবিন্দ আমার এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিলেন। ১৯

ইহার মধ্যে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে লজ্জিত দর্শন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই এইভাবে নিন্দিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন—অহো! আমার মূর্খতা দেখুন। আমি এই কাতর বা নপুংসকের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ২০

যেস্থলে না প্রদ্যুম্ন, না অনিরুদ্ধ, না বলরাম এবং না শ্রীকৃষ্ণও রক্ষা করিতে সমর্থ, সেস্থলে অন্য কোন্ পুরুষ রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে? ২১

বৃথা বাক্যভাষী এই অর্জুনকে ধিক্। মিথ্যা আত্মপ্রশংসা-কারী এই অর্জুনের ধনুকেও ধিক্। কারণ, এই দুর্মতি পুরুষ স্বয়ংই দৈবের দ্বারা উপহত রহিয়াছে, তথাপি সে মূর্খতাবশতঃ আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিল। ২২

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—) সেই ব্রহ্মর্ষি যখন এইভাবে আক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন বীর অর্জুন বৈষ্ণবী বিদ্যা

বিপ্রাপত্যনিমিত্তঞ্চ ঐন্দ্রীমগাৎ পুরীম্
আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যামুদীচীং বারুণীং তথা ॥১৩
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং বিকাঙ্ক্ষন্নাত্তায়ুধঃ ।
ততোঽশক্তো দ্বিজসুতমনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রবঃ ॥১৫
অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যাস্যেন নিবেদিতঃ ।
দর্শয়ে দ্বিজসূনুং তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা ॥ ১৬
কীর্ত্তিং তু এতে বিপুলাং স্থাপয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।
ইতি সন্ধায্য মাং দেবঃ সমাশ্বাস্য চ মাধবঃ ॥ ১৭
সান্ত্বয়িত্বা তু তং বিপ্রমিদং বচনমব্রবীৎ ।
সুগ্রীবশ্চৈব শৈব্যশ্চ মেঘপুষ্প-বলাহকৌ ॥ ২৮
যোজয়িত্বা হয়ানিতি তদা দারুকঃ প্রত্যভাষত ।
আরোপ্য ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো হ্যবরোপ্য চ দারুকম্ ॥ ২৯
মামুবাচ ততঃ শৌরিঃ সারথ্যং ক্রিয়তামিতি ।
ততঃ সমাস্থায় রথং কৃষ্ণোঽহং ব্রাহ্মণঃ স চ ।
প্রযাতাঃ স্ম দিশং সৌম্যামুদীচীং কৌরবর্ষভ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বাসুদেবমাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণস্যোদীচীগমনে
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

অবলম্বন করত সংযমনপুরীতে গমন করিলেন, যেখানে ভগবান্ যম বিরাজমান ছিলেন। ১৩

সেখানে ব্রাহ্মণের বালককে না দেখিয়া তিনি ক্রমশঃ ইন্দ্র, অগ্নি, নির্ঋতি, সোমের উদীচী এবং বরুণ—ইঁহাদের সকলের পুরীতে গমন করিলেন। ১৪

তারপর তিনি নিজের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রসাতল এবং স্বর্গেও গমন করিলেন। ইহাতেও তিনি সেই ব্রাহ্মণ বালককে না পাইয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিলেন না; অতএব তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও তথায় আসিয়া তাঁহাকে সেরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ বালককে তোমায় দেখাইয়া দিব, তুমি স্বয়ং নিজেকে অবজ্ঞা করিও না। এই সংসারের মনুষ্যগণ তোমার সুবিস্তৃত কীর্ত্তি জগতে স্থাপিত করিবে। ১৫-১৭।

অর্জ্জুন বলিলেন, দেবদেব এইরূপ বাক্য বলিয়া মাধব আমাকে আশ্বাস দান করত এবং সেই ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক সারথি দারুককে এই কথা বলিলেন। ২৮।

দারুক! তুমি সুগ্রীব, শৈব্য, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বগণকে রথে যোজিত কর। সেই সময় তিনি ব্রাহ্মণকে রথে আরোহণ করাইয়া এবং দারুককে রথ হইতে নামাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন,—তুমি সারথির কার্য্য কর। ২৯।

কৌরবশ্রেষ্ঠ! তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, আমি ও সেই ব্রাহ্মণ তিনজনে সেই রথে বসিয়া সোমপালিত উত্তর দিকে গমন করিলাম। ৩০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর দিকে গমনবিষয়ক দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন ব্রাহ্মণ-পুত্রাণামানয়নম্ । ]

অর্জ্জুন উবাচ ।

ততঃ পর্ব্বতজালানি সরিতশ্চ বনানি চ ।
অপশ্যং সমতিক্রম্য সাগরং বরুণালয়ম্ ॥ ১
ততোঽর্ঘ্যমুদধিঃ সাক্ষাদুপনীয় জনার্দ্দনম্ ।
স প্রাঞ্জলিঃ সমুত্থায় কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥২
প্রতিগৃহ্য স তাং পূজাং তমুবাচ জনার্দ্দনঃ ।
রথপন্থানমিচ্ছামি ত্বয়া দত্তং নদীপতে ॥ ৩
অথাব্রবীৎ সমুদ্রস্তু প্রাঞ্জলির্গরুড়ধ্বজম্ ।
প্রসীদ ভগবন্নৈবমন্যোঽপ্যেবং গমিষ্যতি ॥ ৪

### ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় ।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-পুত্রগণকে আনয়ন । ]

অর্জ্জুন বলিলেন,—তদনন্তর বহু পর্ব্বতসমূহ, নদীসকল ও বনসমূহ অতিক্রম করিয়া আমি বরুণালয় সমুদ্রকে দর্শন করিলাম। ১

তারপর সেই সময় সাক্ষাৎ সমুদ্র ভগবান্ জনার্দ্দনকে অর্ঘ্য নিবেদন করত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আমি আপনার কি সেবা করিব? ২

সমুদ্রপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করত ভগবান্ জনার্দ্দন বলিলেন,—নদীপতে! আমি কামনা করি যে, তুমি আমাকে আমার এই রথ যাইবার জন্য পথ প্রদান কর। ৩

তখন সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণকে

ত্বয়ৈব স্থাপিতঃ পূর্ব্বমগাধোঽস্মি জনার্দ্দন।
ত্বয়া প্রবর্ত্তিতে মার্গে যাস্যামি গমনীয়তাম্ ॥ ৫
অন্যেঽপ্যেবং গমিষ্যন্তি রাজানো দর্পমোহিতাঃ।
এবং সঞ্চিন্ত্য গোবিন্দ যৎ ক্ষমং তৎ সমাচর ॥ ৬

বাসুদেব উবাচ।

ব্রাহ্মণার্থং মদর্থঞ্চ কুরু সাগর মদ্বচঃ
মদৃতে ন পুমান্ কশ্চিদন্যস্ত্বাং ধর্ষয়িষ্যতি ॥ ৭
অথাব্রবীৎ সমুদ্রস্তু পুনরেব জনার্দ্দনম্।
অভিশাপভয়াদ্ভীতো বাঢ়মেবং ভবিষ্যতি ॥ ৮
শোষয়াম্যেষ মার্গং তে যেন ত্বং কৃষ্ণ যাস্যসি।
রথেন সহসূতেন সধ্বজেন চ কেশব ॥ ৯

বাসুদেব উবাচ

ময়া দত্তো বরঃ পূর্ব্বং ন শোষং যাস্যসীতি হ
মানুষাস্তে ন জানীয়ুর্বিবিধান্ রত্নসঞ্চয়ান্ ॥ ১০
জলং স্তম্ভয় সাধো ত্বং ততো যাস্যাম্যহং রথী।
ন চ কশ্চিৎ প্রমাণং তে রত্নানাং বেৎস্যতে নরঃ ॥ ১১
সাগরেণ ততস্ত্বাস্তে প্রস্থিতাঃ স্মো জলেন বৈ।
স্তম্ভিতেন পথা ভূমৌ মণিবর্ণেন ভাস্বতা ॥ ১২
ততোঽর্ণবং সমুত্তীর্য্য কুরূনপ্যুত্তরান্ বয়ম্।
ক্ষণেন সমতিক্রান্তা গন্ধমাদনমেব চ ॥ ১৩
ততস্তু পর্ব্বতাঃ সপ্ত কেশবং সমুপস্থিতাঃ।
জয়ন্তো বৈজয়ন্তশ্চ নীলো রজতপর্ব্বতঃ ॥ ১৪
মহামেরুঃ সকৈলাস ইন্দ্রকূটশ্চ নামতঃ।
বিভ্রাণা বর্ণরূপাণি বিবিধান্যদ্ভুতানি চ ॥ ১৫
উপস্থায় চ গোবিন্দং কিং কুর্ম্মেত্যব্রুবংস্তদা।
তাংশ্চৈব প্রতিজগ্রাহ বিধিবন্মধুসূদনঃ ॥ ১৬

---

বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। এইভাবে আমার মধ্য দিয়া পথ নির্ম্মাণ করাইবেন না, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিও এইরূপে যাতায়াত করিবে। ৪

জনার্দন! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি অগাধ। আপনি যদি আমার মধ্য দিয়া গমন-পথ নির্ম্মাণ করান, তাহা হইলে আমি সকলের পক্ষেই গমনীয় (লঙ্ঘন করিয়া যাইবার যোগ্য) হইয়া যাইব। ৫

তখন দর্পে মোহিত অন্য সব রাজারাও আমাকে এইভাবে লঙ্ঘন করিয়া যাইবে। গোবিন্দ! এই কথা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা উচিত বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন। ৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সাগর! তুমি এই ব্রাহ্মণের জন্য আমার এই কথা মানিয়া লও, আমি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবে না। ৭

তখন শাপের ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্র পুনরায় জনার্দনকে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। ৮

শ্রীকৃষ্ণ! কেশব! এই আমি আপনার পথ শুষ্ক করিয়া দিতেছি, যাহাতে আপনি সারথি ও ধ্বজ সহ রথের দ্বারা যাত্রা করিতে পারেন। ৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে তোমাকে বর দিয়াছিলাম যে, তুমি কখনও শুষ্ক হইবে না এবং মনুষ্যগণ তোমার মধ্যে স্থিত নানাপ্রকার রত্নরাশি জানিতে পারিবে না; সেইজন্য তুমি তোমার জলকে কেবল স্তম্ভিত কর। সাধো! এরূপ করিলে আমি রথে উপবিষ্ট থাকিয়া তোমার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিব এবং কোনও মানুষ তোমার রত্নসমূহের প্রমাণও জানিতে পারিবে না। ১০-১১

তখন সমুদ্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর আমরা সকলে স্তম্ভিত জলপথ দিয়া যাইতে লাগিলাম। সেই পথ তখন ভূমিতে স্থিত প্রকাশমান মণিসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ১২

তাহার পর আমরা সমুদ্র পার হইয়া উত্তর কুরুদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তারপর ক্ষণকালের মধ্যেই গন্ধমাদন পর্ব্বতকেও অতিক্রম করিয়া যাইলাম। ১৩

তদনন্তর জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, নীল, রজতপর্ব্বত, মহামেরু, কৈলাস ও ইন্দ্রকূট নামে এই সাতটি পর্ব্বত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা তখন নানা প্রকারের অদ্ভুত রূপ-রঙ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৪-১৫

সেই সময় গোবিন্দের সেবায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলেন,—ভগবন্! আমরা আপনার কি সেবা করিব? তখন মধুসূদন বিধিপূর্ব্বক ইঁহাদের সকলের সৎকার গ্রহণ করিলেন। ১৬

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

সগুণ সমাধি লাভ করিলে প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিবে, সেখানে প্রণব ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র নাই অনধিকার অধিকার সুষুম্নার বাহিরে অধিকার উল্লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে গেলে গমনে বিলম্ব হবে পথে বাধা আসবে, অহঙ্কার হবে মূলকেন্দ্রে পৌঁছিতে বিলম্ব হবে। শুধু চীৎকার ছাড়া আর কিছু হবে না মা আমার দ্বার রুদ্ধ করে নিদ্রা যাবেন

( ১ )

সব আমার মা বস্ত্রে যেমন ওতপ্রোত-ভাবে সূত্র ভিন্ন আর কিছু নাই, সেইরূপ আমার মা ব্যতিরেকে আর কিছু নাই।

( )

মা'র আমার নির্গুণ ও সগুণ—এই দুইটি রূপ। নির্গুণরূপের তিন-পাদ অপ্রকাশ, একপাদে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়াছে

ASWIN 1383 B. S.
KARTIK 1383 B. S.

Regd. No. W B NC-57

# Aryashastra

Mahabharata 100 101

Sept.—Nove. 1976



## শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

মানুষের প্রধান দুঃখ অজ্ঞান, অজ্ঞানের অর্থ বহু-দর্শন। একমাত্র পরম-পুরুষ নানারূপ ধারণ করত বিরাজ করছেন। মানব অজ্ঞানবশে নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি নানারূপ দর্শন করছে। সাধন-ভজন যোগ-যাগ তপস্যা —সবই এই বহু দর্শন দূর করবার জন্য। বাসুদেবঃ সর্বম্—ইহা অনুভব করবার জন্য, এ-জ্ঞান লাভ করলেই জনন মরণ নিবৃত্ত হয়।

( ১ )

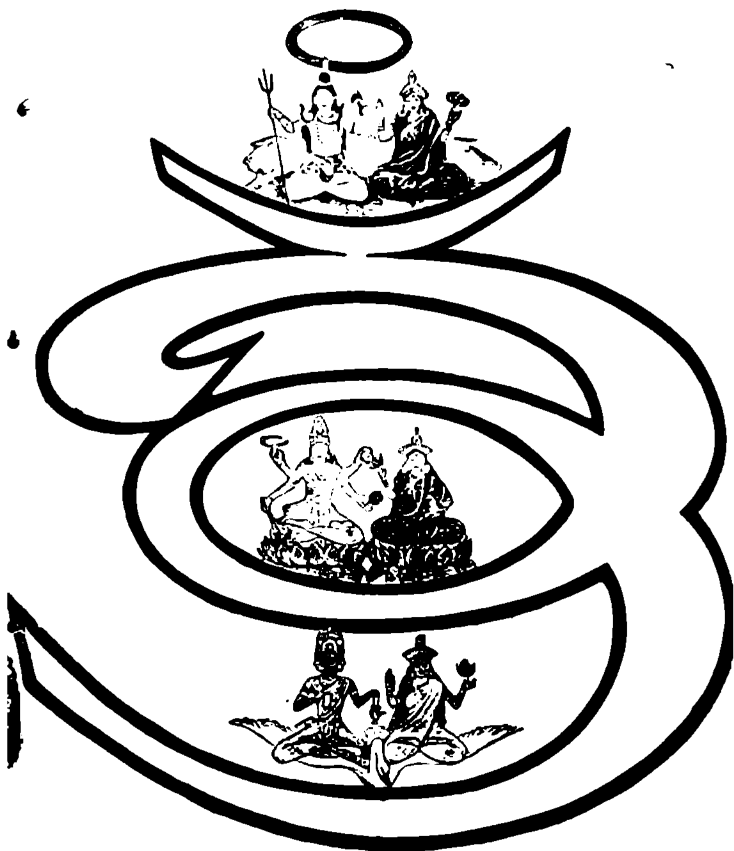
নাম করতে করতে তাঁর কাছে মানুষ যা চায় তাই পায়। ঘটি-বাটি, দুঃখের দুর্দিনে তাঁর কাছে চাওয়া বিষম ঠকা। চাইতে হয় তো তোমাকেই চাই, বাস! এখানকার সেখানকার কোন চিন্তা থাকবে না।

( ২ )

শুধু প্রারব্ধ—প্রথম প্রথম ভক্তকেও চঞ্চল করে, তার কারণ সর্বদা নাম ধরে থাকতে পারেন না। নাম ধরে থাকলে নাম করতে করতে অপকর্ম করা যায় না। নামের সংস্কার দৃঢ় হলে আর কা'রও অন্যায় করবার সামর্থ্য থাকে না।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"তোমার হাত, তোমার পা, তোমার চোখ, তোমার নাক, তোমার রক্ত, তোমার মাংস, তোমার দেহ—সবই তোমার। তুমি তা' হলে তোমার দেহ হতে স্বতন্ত্র? যেমন তোমার বাড়ী তুমি নও, এ সবও তুমি নও,—তোমার দেহাদির অতীত যে 'তুমি' তাহাই আত্মা।"

( ২ )

মা'র প্রত্যক্ষ দর্শন—এই প্রার্থনা থাক্ কায়-মনো-বাক্যে। তিনি অন্তর্যামী সেখানে ফাঁকি চলে না। অন্তের দুঃখমোচনের কথাও ভুলে যাওয়া ভাল — চাই প্রত্যক্ষ দর্শন।

( ৩ )

"তোমার দেখলে যেমন তোমার পিতামহের অনুমান হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় অশ্ব, মন লাগাম এবং বুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত দেহরথ দেখলে, আত্মা-আরোহীর অনুমান কেন না হবে?"

( ৪ )

"—বিশ্বাস দৃঢ় না হইলেও যদি সব সময় তোমাকে মনে পড়ে তাহা হইলে সুখ-দুঃখ অভিভূত করিতে পারে না, "সব তুমি" এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ত' কথাই নাই।"

—:০:—

[illegible]

হরিবংশ—১৩-১৪

১৫শ বর্ষ, পৌষ-মাঘ, ১৩৮৩

ষষ্ঠ সংখ্যা   চাপনীযাত্রা
সপ্তম সংখ্যা— পুষ্যাভিষেকযাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ-

# হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামবদন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
( ওঙ্কার সম্প্রদায় )

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩২ ( ফোন : ৫৮-২৭৩১ )
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী ( বিবেকানন্দ রোডের মোড় ) কলিকাতা-৬ ( ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ )

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলী

১। আর্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রকাশক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ ন. পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, 'আর্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি. রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ. ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

তানুবাচ হৃষীকেশঃ প্রণামাবনতান্ স্থিতান্ ।
বিবরং গচ্ছতো মেঽদ্য রথমার্গঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭

তে কৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রতিগৃহ্য চ পর্বতাঃ
প্রদদুঃ কামতো মার্গং গচ্ছতো ভরতর্ষভ ॥ ১৮

তত্রৈবান্তর্হিতাঃ সর্বে তদাশ্চর্যতরং মম ।
অসঙ্গশ্চ রথো যাতি মেঘজালেষিবাংশুমান্ ॥ ১৯

সপ্ত দ্বীপান্ সসিন্ধূংশ্চ সপ্ত সপ্ত গিরীনথ ।
লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ ॥ ২০

ততঃ কদাচিৎ কৃচ্ছ্রেণ রথবৃহৎস্বরস্ফনাঃ ।
পঙ্কভূতং হি তিমিরং স্পর্শাদ্ বিজ্ঞায় তে নৃপ ॥ ২১

অথ পর্বতভূতং তৎ তিমিরং সমপদ্যত
তদাসাদ্য মহারাজ নিষ্প্রযত্না হয়াঃ স্থিতাঃ ॥ ২২

ততশ্চক্রেণ গোবিন্দঃ পাটয়িত্বা তমস্তদা ।

প্রণাম করত বিনীতভাবে দণ্ডায়মান সেই সব পর্বতকে হৃষীকেশ এই কথা বলিলেন,—পর্বতগণ! আমি আজ এক গূঢ় স্থানে যাইতেছি, তোমরা আমাকে রথের মার্গ (পথ) প্রদান কর। ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করত সেই সব পর্বত যাইবার সময় তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে মার্গ প্রদান করিলেন। ১৮

তারপর সেখানে তাঁহারা সকলেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ইহা তখন আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রথ তখন বিনা বাধায় সেইভাবে যাইতে লাগিল, যেরূপ কিরণমালাপরিবেষ্টিত সূর্য মেঘমণ্ডল দিয়া অনাসক্তভাবে গমন করিয়া থাকে। ১৯

সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র এবং প্রত্যেক দ্বীপের সাতটি করিয়া কুলপর্বত অতিক্রম করিয়া লোকালোক পর্বত লঙ্ঘন করত সেই রথ ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইল। ২০

তখন অশ্বগণ কখনও কখনও অতিশয় কষ্ট সহকারে রথ বহন করিতে লাগিল। নৃপ! সেই অন্ধকার পঙ্কের ন্যায় উপলব্ধ হইতেছিল, যাহা স্পর্শ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়। ২১

তাহার পর সেই অন্ধকার পর্বতস্বরূপে প্রাপ্ত হইলাম। মহারাজ! তাহার নিকটে যাইয়া অশ্বগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ২২

তখন গোবিন্দ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা সেই অন্ধকারকে

আকাশং দর্শয়ামাস রথপন্থানমুত্তমম্ ॥ ২৩

নিষ্ক্রম্য তমসস্তস্মাদাকাশে দর্শিতে তদা ।
ভবিষ্যামীতি সংজ্ঞা মে ভয়ঞ্চ বিগতং মম ॥ ২৪

ততস্তেজঃ প্রজ্বলিতমপশ্যন্তত্তদাশ্রয়ে ।
সর্বলোকং সমাবিশ্য স্থিতং পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ২৫

তং প্রবিষ্টো হৃষীকেশো দীপ্তং তেজোনিধিং তদা ।
রথ এব স্থিতশ্চাহং স চ ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ২৬

স মুহূর্তাত্ততঃ কৃষ্ণো নিশ্চক্রাম তদা প্রভুঃ ।
চতুরো বালকান্ গৃহ্য ব্রাহ্মণস্যাত্মজাংস্তদা ॥ ২৭

প্রদদৌ ব্রাহ্মণায়াথ পুত্রান্ সর্বান্ জনার্দনঃ ।
ত্রয়ঃ পূর্বং হৃতা যে চ সদ্যোজাতশ্চ বালকঃ ॥ ২৮

প্রহৃষ্টো ব্রাহ্মণস্তত্র পুত্রান্ দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রভো ।
অহঞ্চ পরমপ্রীতো বিস্মিতশ্চাভবং তদা ॥ ২৯

বিদীর্ণ করত আকাশ (অবকাশ) দেখাইয়াছেন, যাহা সেই রথের পক্ষে উত্তম মার্গ ছিল। ২৩

সেই অন্ধকার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশ দর্শন করিলে পর আমার এই জ্ঞান হইল যে, এখন আমি জীবিত থাকিব, তারপর আমার সমস্ত ভয় দূর হইয়া যাইল। ২৪

ইহার পর আমি আকাশে এক প্রজ্বলিত তেজ দর্শন করিলাম, যিনি পুরুষাকারে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সমস্ত লোকসমূহ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান ছিলেন; বলিয়া মনে হইতেছিল। ২৫

সেই সময় ভগবান্ হৃষীকেশ সেই প্রজ্বলিত তেজের রাশিতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন; কিন্তু আমি ও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রথেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। ২৬

তাহার পর মুহূর্তকালের মধ্যেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের চার বালককে সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ২৭

ব্রাহ্মণের তিন বালক পূর্বেই অপহৃত হইয়াছিল এবং চতুর্থ সেই নবজাতক বালক ছিল। ভগবান্ জনার্দন সেই সব পুত্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ২৮

প্রভো! সেখানে নিজের পুত্রগণকে পুনরায় দেখিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আমিও পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আমি ত' এই সমস্ত বিষয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ২৯

ততো বয়ং পুনঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণস্য চ তে সুতাঃ।
যথাগতা নিবৃত্তাঃ স্ম তথৈব ভরতর্ষভ ॥ ৩০

ততঃ স্ম দ্বারকাং প্রাপ্তাঃ ক্ষণেন নৃপসত্তম।
অসম্প্রাপ্তেঽর্দ্ধদিবসে বিস্মিতোঽহং পুনঃপুনঃ ॥ ৩১

সপুত্রং ভোজয়িত্বা তু দ্বিজং কৃষ্ণো মহাযশাঃ।
ধনেন বর্দ্ধয়িত্বা চ গৃহং প্রাস্থাপয়ত্তদা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বাসুদেবমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণপুত্রানয়নে ত্রয়োদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমরা সকলে এবং সেই ব্রাহ্মণবালকগণ যেভাবে গিয়াছিলাম, সেইভাবেই ফিরিয়া আসিলাম। ৩০

নৃপশ্রেষ্ঠ! অর্দ্ধদিবস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আমরা সকলে ক্ষণকালের মধ্যে দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি এই সময় বারংবার বিস্মিত হইতে ছিলাম। ৩১

ইহার পর মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণের সহিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহার ধন বর্দ্ধন করিয়া অর্থাৎ প্রচুর ধনদান করিয়া তাঁহাকে সেই সময় গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে আনয়নবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জ্জুনায় স্বস্য যথার্থস্বরূপস্য পরিচয়দানম্ ।]

অর্জ্জুন উবাচ

ততঃ কৃষ্ণো ভোজয়িত্বা শতানি সুবহূনি চ।
বিপ্রাণামৃষিকল্পানাং কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা ॥ ১

ততঃ সহ ময়া ভুক্ত্বা বৃষ্ণিভোজৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
বিচিত্রাশ্চ কথা দিব্যাঃ কথয়ানাস ভারত ॥ ২

ততঃ কথান্তে তত্রাহমভিগম্য জনার্দ্দনম্।
অপৃচ্ছং তম্ যথাবৃত্তং কৃষ্ণং যদ্দৃষ্টবানহম্ ॥ ৩

কথং সমুদ্রঃ স্তম্ভোদঃ কৃতস্তু কমলেক্ষণ।
পর্ব্বতানাঞ্চ বিবরঃ কৃতঃ তৎ কথমচ্যুত ॥ ৪

তমস্তচ্চ কথং ঘোরং ঘনং চক্রেণ পাটিতম্।
তচ্চ যৎ পরমং তেজঃ প্রবিষ্টোঽসি কথঞ্চ তৎ ॥ ৫

কিমর্থং তেন তে বালাস্তদা চাপহৃতাঃ প্রভো।
যচ্চ তে দীর্ঘমধ্বানং সংক্ষিপ্তং তৎ কথং পুনঃ ॥ ৬

কথং চাল্পেন কালেন কৃতং মত্তুগমনাগমম্।
এতৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তমাচক্ষ্ব মম কেশব ॥ ৭

বাসুদেব উবাচ।

মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো নাগচ্ছেদন্যথেতি হ ॥ ৮

## চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জ্জুনকে নিজের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় প্রদান। ]

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় ঋষিতুল্য বহু শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া কৃত-কৃত্য হইলেন। ১

ভারত! তাহার পর আমার এবং বৃষ্ণি ও ভোজবংশের সমস্ত বীরগণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিয়া তিনি নানাবিধ দিব্য ও বিচিত্র কথা বলিতে লাগিলেন। ২

তারপর কথার শেষে জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া আমি যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। ৩

কমলনয়ন অচ্যুত! আপনি কিভাবে সমুদ্রের জলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন? এবং পর্ব্বতসকলের মধ্যে বিবর কিরূপে উৎপন্ন করিলেন? ৪

সেই ঘোর ও ঘন অন্ধকারকে কিভাবে চক্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন এবং সেই যে পরম উৎকৃষ্ট তেজ ছিল, উহাতে আপনি কিরূপে প্রবিষ্ট হইলেন? ৫

প্রভো! সেই পরম তেজঃস্বরূপ পুরুষ সেই সময় ব্রাহ্মণ-বালকগণকে কিজন্য অপহরণ করিয়াছিলেন? এবং সেই যে বিশাল মার্গ ছিল, তাহাকে আপনি এত সংক্ষিপ্ত কি প্রকারে করিয়াছিলেন? ৬

কেশব! এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সেখানে যাতায়াত কিভাবে সম্ভব হইল? এই সব বৃত্তান্ত আপনি যথাযথভাবে আমাকে বলুন। ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জ্জুন! সেই মহাত্মা তেজস্বী

ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্ দৃষ্টবানসি ।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্ ॥ ৯
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী ।
যাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ ॥ ১০
সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্ ।
তৎ পদং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ ॥ ১১
মামেব তদ্ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ।
সমুদ্রঃ স্তম্ভতোয়োঽহমহং স্তম্ভয়িতা জলম্ ॥ ১২
অহং তে পর্ব্বতাঃ সপ্ত যে দৃষ্টা বিবিধাত্মকাঃ ।
পঙ্কভূতং হি তিমিরং দৃষ্টবানসি বিদ্ধি তৎ ॥ ১৩
অহং তমো ঘনীভূতমহমেব চ পাটকঃ ।
অহঞ্চ কালো ভূতানাং ধর্ম্মশ্চাহং সনাতনঃ ॥ ১৪
চন্দ্রাদিত্যৌ মহাশৈলাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ ।
চতস্রশ্চ দিশঃ সর্ব্বা মমৈবাত্মা চতুর্ব্বিধঃ ॥ ১৫

চাতুর্ব্বর্ণ্যং মৎপ্রসূতং চাতুরাশ্রম্যমেব চ ।
চাতুর্ব্বিধ্যস্য কর্ত্তাঽহমিতি বুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৬

অর্জ্জুন উবাচ

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ বেত্তুমিচ্ছামি তে প্রভো ।
পৃচ্ছামি ত্বাং প্রপন্নোঽহং নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১৭

বাসুদেব উবাচ

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব তপঃ সত্যঞ্চ ভারত ।
উগ্রং বৃহত্তমং চৈব মত্তস্তদ্ বিদ্ধি পাণ্ডব ।
প্রিয়স্ত্বেহং মহাবাহো প্রিয়ো মেঽসি ধনঞ্জয়
তেন তে কথয়িষ্যামি নান্যথা বক্তুমুৎসহে ॥১৯
অহং যজূংষি সামানি ঋচশ্চাথর্ব্বণানি চ ।
ঋষয়ো দেবতা যজ্ঞা মত্তেজো ভরতর্ষভ ॥ ২০
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।
চন্দ্রাদিত্যাবহোরাত্রং পক্ষা মাসাস্তথর্ত্তবঃ
মুহূর্ত্তাশ্চ কলাশ্চৈব ক্ষণাঃ সংবৎসরাস্তথা ॥ ২১

---

পুরুষ আমাকে দর্শন করিবার জন্যই সেই ব্রাহ্মণ-বালকগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ব্রাহ্মণের কার্য্যের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, অন্যথা নহে। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যে দিব্য তেজোময় মহৎ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলে, তাহা আমিই। উহাই আমার সনাতন তেজ। ৯

উহা আমার ব্যক্তাব্যক্তরূপা সনাতনী পরা প্রকৃতি, যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যোগজ্ঞগণের মধ্যে উত্তম পুরুষগণ মুক্ত হইয়া যান। ১০

পার্থ! উহা সাংখ্যযোগিগণ, কর্ম্মযোগিগণ ও তপস্বী পুরুষগণের গতি। উহাই পরম ব্রহ্মপদ, যাহা সম্পূর্ণ জগৎকে বিভাগ করে—চেতন হইতে জড়কে পৃথক্ করে। ১১

ভারত! সেই যে ঘনীভূত তেজ ছিল, তাহা আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিও। যাহার জলকে স্তম্ভিত করা হইয়াছিল, সেই সমুদ্রও আমি এবং জলকে স্তম্ভনকারীও আমিই। ১২

তুমি যে বিবিধরূপে সাতটি পর্ব্বতকে দেখিয়াছিলে, সেই সবও আমি এবং পঙ্করূপে যে অন্ধকার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহাও আমিই। ১৩

আমি ঘনীভূত অন্ধকার এবং আমিই তাহাকে বিদীর্ণকারী। আমিই সমস্ত ভূতগণের কাল ও আমি তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম। ১৪

চন্দ্র, সূর্য্য, মহাপর্ব্বতসকল, নদীসকল ও সরোবরসমূহও আমিই। এই যে চারি দিকে দেখিতেছ, তৎসমস্তই আমার চতুর্ব্বিধ রূপ। ১৫

ভারত! ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রম আমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিপ্রকার প্রাণীদিগের সৃষ্টিকারী আমিই, ইহা তুমি জানিও। ১৬

অর্জুন বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ্বর! প্রভো! পুরুষোত্তম! আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার স্বরূপ ভালভাবে জানিতে ইচ্ছা করি; সেইজন্য এই বিষয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং আপনার শরণাগত হইয়াছি। ১৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন ভারত! ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, তপ, সত্য, উগ্র (সংসারবন্ধন) ও বৃহত্তম (কৈবল্য) এই সমস্ত আমা হইতেই প্রকটিত হইয়াছে, ইহা জানিও। ১৮

মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমি তোমার প্রিয় এবং তুমি আমার প্রিয়। সেইজন্য আমি তোমার নিকট এই রহস্য বর্ণনা করিতেছি, অন্যথা কদাপি বলিতে পারিতাম না। ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ। ঋষি, দেবতা এবং যজ্ঞসকল আমারই তেজ। ২০

পার্থ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, চন্দ্র, সূর্য্য, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, মুহূর্ত্ত, কলা, ক্ষণ, সংবৎসর,

মন্ত্রাশ্চ বিবিধাঃ পার্থ যানি শাস্ত্রাণি কানিচিৎ।
বিদ্যাশ্চ বেদিতব্যাশ্চ মত্তঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি ॥ ১১
মন্ময়ং বিদ্ধি কৌন্তেয় জগৎ সৃষ্টিঞ্চ ভারত।
সচ্চাসচ্চ মমৈবাত্মা সদসচ্চৈব যৎ পরম্ ॥ ১৩

অর্জুন উবাচ।

এবমুক্তোঽস্মি কৃষ্ণেন শ্রীমতা যেন বৈ তদা।
তথৈব চ মনো নিত্যানন্দবশে জনার্দনে ॥ ১৪
এতচ্ছ্রুতঞ্চ দৃষ্টঞ্চ মাহাত্ম্যং কেশবস্য মে।
যথাঃ পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র ভূয়াংশ্চাতো জনার্দনঃ ॥ ২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা কুরুশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৬
বিস্মিতশ্চাভবদ্ রাজা সহ সর্ব্বৈঃ সহোদরৈঃ।
রাজভিশ্চ সমাসীনৈর্যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ২৭

ইতি মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাসুদেব-
মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণার্জুনভাষণে চতুর্দ্দশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

নানাবিধ মন্ত্রসকল, যে কোনও শাস্ত্র, বিদ্যা ও বেদিতব্য—এ সমস্তই আমা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ১১-১২

কুন্তীনন্দন! ভারত! সৃষ্টি ও সংসারকেও আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিও। সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং উহা হইতেও বিলক্ষণ যে তত্ত্ব, তৎ সমস্তই আমার আত্মা। ১৩

অর্জুন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! সেই সময় প্রভু এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাকে এইরূপ উপদেশ করিলেন, তদবধি আমার মন সদা সেই জনার্দনেই নিবিষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে আমি ভগবান্ কেশবের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি। আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, ভগবান্ জনার্দন তাহা হইতেও মহান্। ২৪-২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! উহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুরুষোত্তম ভগবান্ গোবিন্দকে পূজা করিলেন। ২৬

সেই সময় যে সমস্ত রাজা উপস্থিত হইয়াছিলেন ও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের এবং নিজের সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ভাষণবিষয়ক চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ সমাসেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরাক্রমবর্ণনম্ ]

জনমেজয় উবাচ।

ত্বমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদুসিংহস্য ধীমতঃ।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১
শ্রূয়ন্তে বিবিধানি স্ম অদ্ভুতানি মহাত্মনঃ।
অসংখ্যেয়ানি দিব্যানি প্রকৃতান্যপি সর্ব্বশঃ ॥ ২
যান্যহং বিবিধান্যস্য শ্রুত্বা প্রীয়ে মহামুনে।
প্রজ্ঞয়াঃ সর্ব্বশস্তানি তানি মে শৃণ্বতোঽনঘ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বহূন্যাশ্চর্য্যভূতানি কেশবস্য মহাত্মনঃ।
কথিতানি মহাবাহো নান্তং শক্যং হি কর্ম্মণাম্ ॥ ৪
শক্যং হি ভরতশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ সমন্ততঃ।
অবশ্যং হি ময়া বাচ্যং লেশমাত্রেণ ভারত ॥ ৫

### পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

[ সংক্ষেপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি পরম বুদ্ধিমান্ যদুসিংহ শ্রীকৃষ্ণের অপরিমেয় কর্ম্মসমূহের যথাযথ বর্ণনা পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

মহাতেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রকার অদ্ভুত, অসংখ্য ও দিব্য চরিত্র শুনা যায়, যাহা সর্ব্বথা তাঁহার দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২

নিষ্পাপ মহামুনে! তাত! আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে নানাবিধ চরিত্রসমূহ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইতে পারিব, তৎসমস্তই আপনি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুন। আমি সেই সব শ্রবণ করিব। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবাহো! মহাত্মা কেশবের আশ্চর্য্যজনক বহু চরিত্র কথিত আছে। সর্ব্বতোভাবে বিস্তারের সহিত বর্ণনা করিলে পর তাঁহার কর্ম্মসমূহের অন্ত

বিক্রোশনিতবীর্য্যস্য প্রবিতোদারকর্ম্মণঃ
আনুপূর্ব্ব্যা প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥ ৬
দ্বারবত্যাং নিবসতা যদুসিংহেন ধীমতা।
রাষ্ট্রাণি নৃপমুখ্যানাং ক্ষোভিতানি মহাত্মনাম্ ॥ ৭
যদূনামন্তরপ্রেপ্সুর্বিচক্রো দানবো হতঃ।
পুরং প্রাগ্জ্যোতিষং গত্বা পুনস্তেন মহাত্মনা ॥ ৮
সমুদ্রমধ্যে দুষ্টাত্মা নরকো দানবো হতঃ।
বাসবঞ্চ রণে জিত্বা পারিজাতো হৃতো বলাৎ ॥ ৯
বরুণশ্চৈব ভগবান্ নির্জ্জিতো লোহিতে হ্রদে।
দন্তবক্রশ্চ কারূষো নিহতো দক্ষিণাপথে ॥ ১০
শিশুপালশ্চ সম্পূর্ণে কিল্বিষৈকশতে হতঃ
গত্বা চ শোণিতপুরং শঙ্করেণাভিরক্ষিতঃ ॥ ১১
বলেঃ সুতো মহাবীর্য্যো বাণো বাহুসহস্রভৃৎ।
মহামৃধে মহারাজ জিত্বা জীবন্ বিসর্জ্জিতঃ ॥ ১২
নির্জ্জিতঃ পাবকশ্চৈব গিরিমধ্যে মহাত্মনা
শাল্বশ্চ বিজিতঃ সংখ্যে সৌভশ্চ বিনিপাতিতঃ ॥ ১৩
বিক্ষোভ্য সাগরং চৈব পাঞ্চজন্যো বশীকৃতঃ।
হয়গ্রীবশ্চ নিহতো নৃপাশ্চান্যে মহাবলাঃ ॥ ১৪
জরাসন্ধস্য নিধনে মোক্ষিতাঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ।
রথেন জিত্বা নৃপতীন্ গান্ধাররাজতনয়া হৃতা ॥ ১৫
রাষ্ট্রেভ্যশ্চ শোকার্ত্তাঃ পাণ্ডবাঃ পরিরক্ষিতাঃ।
দাহিতঞ্চ বনং ঘোরং পুরুহূতস্য খাণ্ডবম্ ॥ ১৬
গাণ্ডীবং চাপি বিজয়ং দত্তমর্জ্জুনায়োপপাদিতম্
যৌত্রাঞ্চ তৎ কৃত্বা ঘোরে বিগ্রহে জনার্দ্দন ॥ ১৭
অনেন যদুমুখ্যেন যদুবংশো বিবর্দ্ধিতঃ
কুন্ত্যাশ্চ প্রমুখে প্রোক্তা প্রতিজ্ঞা পাণ্ডবান্ প্রতি ॥ ১৮

---

পাওয়া অসম্ভব। ভারত! অতএব আমি সংক্ষেপেই তাঁহার সেই সব কর্মের বর্ণনা অবশ্যই করিব। ৪-৫

নৃপ জনমেজয়! অপরিমিত পরাক্রমশালী ও সুবিখ্যাত উদার কর্মকারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চরিত্রসমূহ আমি ক্রমশঃ বর্ণনা করিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৬

দ্বারকায় বাস করিতে করিতে যদুকুলের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী পুরুষ বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ নৃপশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নরপতিগণের রাষ্ট্রসমূহে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিলেন। ৭

সেই সময় বিচক্র নামে এক দানব ছিল, যে সর্ব্বদা যাদবগণের ছিদ্র অন্বেষণ করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। তারপর সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিয়া সমুদ্রের মধ্যে স্থিত দুষ্টাত্মা নরকনামক দানবকে সংহার করেন। ৮

একবার শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক পারিজাত-বৃক্ষ অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপ লোহিত-হ্রদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৯

করূষদেশের রাজা দন্তবক্র দক্ষিণাপথে তাঁহার দ্বারা নিহত হন। এক শত অপরাধ পূর্ণ হইলে পর শিশুপালকেও তিনি বিনাশ করেন। ১০

মহারাজ! বলির মহাপরাক্রমশালী পুত্র বাণ এক সহস্র বাহুধারী ছিলেন এবং ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক তিনি সর্ব্বদা সুরক্ষিত ছিলেন; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুরে যাইয়া মহাসমরে তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ বিনাশ করেন নাই। ১১-১২

এই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতশিখরে অগ্নিদেবকে জয় করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে সৌভবিমানের অধিপতি রাজা শাল্বকে পরাজিত করেন ও সৌভবিমানসহ তাঁহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করেন। ১৩

তিনি সাগরে ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া পঞ্চজন নামক অসুরকে বধ করত পাঞ্চজন্য শঙ্খ অধিকার করেন। হয়গ্রীবকে তিনি বধ করেন এবং মহাবল অন্য বহু নরপতিকে বিনাশ করেন। ১৪

জরাসন্ধকে বিনাশ করাইয়া সমস্ত ভূপতিগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। একমাত্র রথের দ্বারা রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গান্ধাররাজনন্দিনী গান্ধারীকে অপহরণ করিয়া আনেন। ১৫

পাণ্ডবগণ নিজ রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন এবং শোকে পীড়িত ছিলেন, সেই অবস্থায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে রক্ষা করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোর খাণ্ডব বনকে তিনি অর্জ্জুনের দ্বারা দগ্ধ করাইয়াছিলেন। ১৬

জনমেজয়! তিনি অগ্নিপ্রদত্ত গাণ্ডীব-ধনু অর্জ্জুনকে অর্পিত করিয়াছিলেন এবং কৌরব-পাণ্ডবের ঘোর বিগ্রহের সময় পাণ্ডবগণের দূতত্ব করিয়াছিলেন। ১৭

এই যদুবংশপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং কুন্তীর সম্মুখে পাণ্ডবগণের বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারত যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর আমি তোমার নিকট তোমার পুত্রগণকে প্রত্যর্পণ করিব। ১৮

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে প্রতিজ্ঞাঞ্চাপি তৎস্মৃতান্
যোজিতশ্চ মহাতেজা নৃগঃ শাপাৎ সুদারুণাৎ ॥ ১৯
যবনশ্চ হতঃ সংখ্যে কাল ঊর্জ্জিতবিক্রমঃ ।
বানরৌ চ মহাবীর্য্যৌ মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ॥ ২০
বিজিতৌ যুধি দুর্দ্ধর্ষৌ জাম্ববাংশ্চ পরাজিতঃ ।
সান্দীপনেস্তথা পুত্রস্তব চৈব পিতা তথা ॥ ২১
গতৌ বৈবস্বতবশং জীবিতৌ তস্য তেজসা ।
সংগ্রামা বহবঃ প্রাপ্তা ঘোরা নরবরক্ষয়াঃ ॥ ২২
নিহতাশ্চ নৃপাঃ সর্ব্বে কৃত্বা তজ্জন্মমদ্ভুতম্ ।
জনমেজয়াস্ত যুদ্ধেষু যথা তে বর্ণিতা ময়া ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাসুদেব-
মাহাত্ম্যে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাতেজস্বী রাজা নৃগকে অত্যন্ত দারুণ শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি কালযবন নামে বিখ্যাত যবনরাজকে (মুচুকুন্দের দ্বারা) বিনাশ করাইয়াছিলেন ॥ ১৯॥

মহাপরাক্রমশালী দুই দুর্দ্ধর্ষ বানর মৈন্দ ও দ্বিবিদকে এবং ভল্লুকরাজ জাম্ববান্‌কেও ইনি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ২০॥

সান্দীপনি-মুনির পুত্র এবং তোমার পিতা পরীক্ষিৎ—এই দুইজনে যমের বশীভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তেজে (পুনরায়) জীবিত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ২১॥

জনমেজয়! নরপতিগণের বিনাশকর বহু ঘোর সংগ্রাম তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সব সংগ্রামে অদ্ভুত বিক্রম লাভ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে নরপতিদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ॥ ২২-২৩॥

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যবিষয়ক পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভগবতা শঙ্করেণ বাণাসুরস্য স্বস্য দেব্যাঃ পার্ব্বত্যাশ্চ পুত্ররূপেণ স্বীকারঃ, তৎসমীপতো যুদ্ধায় বাণাসুরস্য বরপ্রার্থনা বরলাভশ্চ, যেন বাণমন্ত্রিণঃ কুম্ভাণ্ডস্য চিন্তা চ ।]

জনমেজয় উবাচ
ত্বত্ত এব মহাবাহোর্বৃষ্ণিসিংহস্য ধীমতঃ ।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি শ্রুতানি দ্বিজসত্তম ॥ ১
ভূয়ঃ ক্রতুবতাং শ্রেষ্ঠ বাসুদেবস্য ধীমতঃ ।
যৎ ত্বয়া কথিতং পূর্ব্বং বাণং প্রতি মহাসুরম্ ॥ ২
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধন ।
কথঞ্চ দেবদেবস্য পুত্রত্বমসুরো গতঃ ॥ ৩
যোঽভিগুপ্তঃ স্বয়ং ব্রহ্মন্ শঙ্করেণ মহাত্মনা ।
সহবাসং গতেনৈব সগণেন গুহেন চ ॥ ৪
বলের্বলবতঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃশতস্য যঃ ।
যুক্তো বাহুসহস্রেণ দিব্যাস্ত্রশতধারিণা ॥ ৫
অসংখ্যৈশ্চ মহাকায়ৈর্মহাবলগণৈর্বৃতঃ ।
বাসুদেবেন স কথং বাণঃ সংখ্যে পরাজিতঃ ॥ ৬

## ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক বাণাসুরকে নিজের ও দেবী পার্ব্বতীর পুত্ররূপে স্বীকার, তাঁহার নিকট হইতে যুদ্ধের জন্য বাণাসুরের বর প্রার্থনা ও বর লাভ এবং তাহাতে বাণ-মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের চিন্তা।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম! আমি আপনার নিকট হইতে বুদ্ধিমান্ মহাবাহু বৃষ্ণিগণসিংহ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপরিমেয় কর্ম্মসমূহ পুনরায় শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১॥

তপোধন! আপনি পূর্ব্বে মহাসুর বাণের বিষয়ে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি সবিস্তরে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২॥

ব্রহ্মন্! সেই অসুর দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্রত্ব কিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? যাহার জন্য মহাত্মা ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহবাসে থাকিয়া গণগণের সহিত ভগবান্ স্কন্দও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪॥

বলবান্ বলির পুত্র বাণ নিজের শত ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শত দিব্যাস্ত্রধারী সহস্র বাহুতে যুক্ত ছিলেন ॥ ৫॥

বাণাসুর অসংখ্য বিশালদেহ এবং শত মহাবল অসুরগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন, তথাপি তিনি যখন যুদ্ধের ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ বাসুদেব যুদ্ধে তাঁহাকে কিরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন? এবং কিভাবে তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় ছাড়িয়া দেন? ৬॥

সংযুগে চৈব যুদ্ধার্থী জীবন্মুক্তঃ কথং চ সঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ ॥ ৭

মনুষ্যলোকে বাণেন যথাভূদ্ বিগ্রহো মহান্ ।

বাসুদেবেন যত্রাসৌ রুদ্রস্কন্দসহায়বান্ ॥ ৮

বলিপুত্রো রণশ্লাঘী জিত্বা জীবন্ বিসর্জিতঃ ।

যথা চাস্য বরো দত্তঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৯

নিত্যং সান্নিধ্যতাং চৈব গাণপত্যং তথাক্ষয়ম্

যথা বাণস্য তদ্ যুদ্ধং জীবন্মুক্তো যথা চ সঃ ॥ ১০

যথা চ দেবদেবস্য পুত্রত্বং সোঽসুরো গতঃ

যদর্থং চ মহদ্যুদ্ধং তৎ সর্বমখিলং শৃণু ॥ ১১

দৃষ্ট্বা ততঃ কুমারস্য ক্রীড়তস্তু মহাত্মনঃ ।

বলিপুত্রো মহাবীর্যো বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ১২

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তপশ্চর্তুং সুদুষ্করম্ ।

রুদ্রস্যারাধনার্থায় দেবস্য স্যাং যথা সুতঃ ॥ ১৩

ততোঽসুরপরমাত্মানং তপসা গ্লাপয়ত্ত চ সঃ ।

দেবশ্চ পরমং তোষং জগাম চ [illegible] ॥ ১৪

নীলকণ্ঠঃ পরাং প্রীতিং গত্বা চাসুরমব্রবীৎ ।

বরং বরয় ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ততে ॥ ১৫

অথ বাণোঽব্রবীদ্ বাক্যং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।

দেব্যাঃ পুত্রত্বমিচ্ছামি ত্বয়া দত্তং ত্রিলোচন ॥ ১৬

শঙ্করস্তু তথেত্যুক্ত্বা রুদ্রাণীমিদমব্রবীৎ ।

কনীয়ান্ কার্ত্তিকেয়স্য পুত্রোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৭

যত্রোত্থিতো মহাসেনঃ সোঽগ্নিজো রুধিরে পুরে

তত্রোদ্দেশে পুরং চাস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮

নাম্না তচ্ছোণিতপুরং ভবিষ্যতি পুরোত্তমম্ ।

মযাভিগুপ্তং শ্রীমচ্চ ন কশ্চিৎ প্রধর্ষিষ্যতি ॥ ১৯

ততঃ স নিবসন্ বাণঃ পুরে শোণিতসাহ্বয়ে ।

রাজ্যং প্রশাসতে নিত্যং ক্ষোভয়ন্ সর্বদেবতাঃ ॥ ২০

---

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! এই মনুষ্যলোকে অমিত তেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণাসুরের সহিত যেভাবে মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, (তাহা আমি বলিতেছি,) তুমি সাবধানে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

যে যুদ্ধে রুদ্র ও স্কন্দের সহায়তাসম্পন্ন ও যুদ্ধশ্লাঘী বলিপুত্র বাণাসুরকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জয় করিয়াও জীবিত অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

মহাত্মা শঙ্কর যেভাবে বাণাসুরকে সদা নিজের সমীপে বাস করিবার এবং অক্ষয় ভাবে গণপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বরদান করিয়াছিলেন, যেভাবে বাণাসুরের সেই যুদ্ধ হইয়াছিল, যেরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, যে প্রকারে এই অসুর দেবাধিদেব মহাদেবের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে কারণে সেই মহাযুদ্ধের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ কর ॥ ৯-১১ ॥

এক সময় ক্রীড়ারত মহাত্মা কুমার স্কন্দের সুন্দর শরীর দেখিয়া মহাপরাক্রমশালী বলিপুত্র বাণাসুর অত্যন্ত বিস্মিত হন ॥ ১২ ॥

সেই সময় তাঁহার মনে রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অত্যন্ত [illegible] তপস্যা করিতে বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। সেই তপস্যার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, আমি কিভাবে মহাদেবের পুত্র হইব ? ॥ ১৩ ॥

তদনন্তর সেই বাণাসুর তপস্যার দ্বারা নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে লাগিলেন এবং নিজের সেই তপস্যার উপর গর্বও করিতে লাগিলেন। এই সময় পার্বতীদেবী সহ মহাদেব তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ১৪ ॥

অত্যন্ত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অসুরকে বলিলেন,—বাণ ! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর ॥ ১৫ ॥

তখন বাণ দেবাধিদেব মহেশ্বরকে বলিলেন—ত্রিলোচন ! আমি আপনার প্রদত্ত বররূপে দেবী পার্বতীর পুত্রত্ব কামনা করি ॥ ১৬ ॥

তখন ভগবান্ শঙ্কর 'তথাস্তু' বলিয়া দেবী রুদ্রাণীকে এই কথা বলিলেন,—দেবি ! তুমি ইহাকে পুত্ররূপে স্বীকার কর। এই বাণ কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইবে ॥ ১৭ ॥

যেখানে রুধিরপুরে (শোণিতপুর বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ) অগ্নিকুমার মহাসেনের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেইখানে ইহার রাজধানী হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৮ ॥

সেই উত্তম নগর শোণিতপুর নামে বিখ্যাত হইবে। আমার দ্বারা সুরক্ষিত এই তেজস্বী বাণপুরের বেগ কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর শোণিতপুরে বাস করিতে করিতে বাণ সর্বদা নিজের রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন সমস্ত দেবতাগণকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

অথ বীর্যমদোৎসিক্তো বাণো বাহুসহস্রবান্
অচিন্তয়ন্ দেবগণান্ যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষতে সদা ॥ ২১
তস্মৈ চাস্ত্র দদৌ প্রীতঃ কুমারো হ্যগ্নিতেজসঃ ।
বাহনং চৈব বাণস্য ময়ূরং দীপ্ততেজসম্ ॥ ২২
ন দেবা ন চ গন্ধর্বা ন যক্ষা নাপি পন্নগাঃ
তস্য যুদ্ধে ব্যতিষ্ঠন্ত দেবদেবস্য তেজসা ॥ ২৩
ত্র্যম্বকেণাভিগুপ্তশ্চ দর্পোৎসিক্তো মহাসুরঃ
যুদ্ধং মৃগয়তে যুদ্ধং শূলিনঃ সোঽভ্যগচ্ছত ॥ ২৪
স রুদ্রমভিগম্যাথ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ।
বলিপুত্র ইদং বাক্যং পপ্রচ্ছ বৃষভধ্বজম্ ॥ ২৫
অসকৃন্নির্জিতা দেবাঃ সসাধ্যাঃ সমরুদ্গণাঃ
ময়া মদবলোৎসেকাৎ সদেবেন্দ্রা ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ২৬
ইমং দেশং সমাগম্য বসন্তি হ পুরে সুখম্
তে পরাজয়সন্ত্রস্তা নিরাশা মৎপরাজয়ে ॥ ২৭
নাকপৃষ্ঠমুপাগম্য নিবসন্তি যথাসুখম্ ।
সোঽহং নিরাশো যুদ্ধস্য জীবিতং নাদ্য কাময়ে ॥ ২৮
অযুধ্যতো বৃথা হ্যেষাং বাহূনাং ধারণং মম
তদ্ ব্রূহি মম যুদ্ধস্য কচ্চিদাগমনং ভবেৎ
ন মে যুদ্ধং বিনা দেব রতিরস্তি প্রসীদ মে ॥ ২৯
ততঃ প্রহস্য ভগবানব্রবীদ্ বৃষভধ্বজঃ ।
ভবিতা বাণ যুদ্ধং বৈ যথা তচ্ছৃণু দানব ॥ ৩০
ধ্বজস্যাস্য যদা ভঙ্গস্তব তত্র ভবিষ্যতি ।
স্বস্থানে স্থাপিতস্যাথ তদা যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৩১
ইত্যেবমুক্তঃ প্রহসন্ বাণস্তু বহুশো মুদা
প্রসন্নবদনো ভূত্বা পাদয়োঃ পতিতোঽব্রবীৎ ॥ ৩২
দিষ্ট্যা বাহুসহস্রস্য ন বৃথা ধারণং মম
দিষ্ট্যা সহস্রাক্ষমহং বিজেতা পুনরাহবে ॥ ৩৩

---

ইহার পর সহস্রবাহুধারী বাণাসুর নিজের বল-পরাক্রমের মদে উন্মত্ত হইয়া দেবগণকেও কোনও কিছুই গণ্য না করিয়া সর্বদা সকলের সহিত যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। ২১

এই বাণাসুরের উপর প্রসন্ন হইয়া কুমার কার্তিকেয় তাঁহাকে অগ্নিতুল্য তেজস্বী ধ্বজ এবং উদ্দীপ্ত তেজস্বী ময়ূরকে বাহনরূপে প্রদান করেন। ২২

দেবাদিদেব মহাদেবের তেজে সুরক্ষিত বাণাসুরের সম্মুখে যুদ্ধে না দেবগণ, না গন্ধর্বগণ, না যক্ষগণ এবং না নাগগণ অবস্থান করিতে সমর্থ ছিলেন। ২৩

ত্রিলোচন শিবের দ্বারা সুরক্ষিত এই মহাসুর বাণ বলের গর্বে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার যুদ্ধেরই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করিলেন। ২৪

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্রদেবের নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া বলিপুত্র বাণ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৫

প্রভো! আপনার আশ্রয় লাভ করত সেইজন্য আমি মদ ও বলের দ্বারা উন্মত্ত হইয়া সাধ্য ও মরুদ্গণসহ দেবতাদিগকে বহুবার পরাজিত করিয়াছি। ২৬

তাঁহারা আমাকে পরাজিত করিবার বিষয়ে নিরাশ হইয়া গিয়াছেন এবং আমার দ্বারা পুনরায় পরাজিত হইবার ভয়ে ভীত রহিয়াছেন; অতএব তাঁহারা সকলে এই দেশে আসিয়া এই নগরে বাস করিতেছেন। ২৭

সেই সঙ্গে আমার আদেশ লইয়া তাঁহারা স্বর্গেও গমন করত সুখে বাস করিতেছেন; এইরূপ আমি এই অবস্থায় আমার কোনও প্রতিযোদ্ধা না পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছি, এখন যুদ্ধলাভ করিতে না পাওয়ায় আমি আর জীবিত থাকিতেই কামনা করি না। ২৮

আমি যদি যুদ্ধের সুযোগ না পাই, তবে এই সহস্র বাহুর ভার বহন করা আমার বৃথা হইতেছে। অতএব বলুন, আমার সম্মুখে যুদ্ধের আগমন সম্ভব হইবে কি? দেব! যুদ্ধ বিনা আমার মন অন্য কিছুতেই সানন্দে আসক্ত হয় না, অতএব আমার উপর প্রসন্ন হন। ২৯

ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বৃষভধ্বজ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত এই কথা বলিলেন,—বাণাসুর! যেভাবে তোমার যুদ্ধের সুযোগ লাভ হইবে, তাহা শ্রবণ কর। ৩০

বাণ! নিজ স্থানে স্থাপিত তোমার এই ধ্বজ যখন ভগ্ন হইয়া পতিত হইবে, তখনই তোমার যুদ্ধের অবসর লাভ হইবে। ৩১

তিনি এই কথা বলিলে পর বাণাসুরের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাস্য করত ভগবান্ শিবের পাদপদ্মে পতিত হইয়া এই কথা বলিলেন। ৩২

প্রভো! সৌভাগ্যের কথা যে, আমার পক্ষে এই সহস্র বাহু ধারণ করা ব্যর্থ হইবে না। সৌভাগ্যবশতই আমি পুনরায় যুদ্ধে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে পরাজিত করিব। ৩৩

আনন্দজাশ্রুপূর্ণাভ্যাং নেত্রাভ্যামভিনন্দিনঃ।
পঞ্চাঞ্জলিশতৈর্দেবং পূজয়ন্ পতিতো ভুবি ॥ ৩৪

ঈশ্বর উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বাহূনামাত্মনঃ সদৃশস্য তু।
সদৃশং প্রাপ্স্যসে বীর যুদ্ধপ্রতিমং মহৎ ॥ ৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্ততো বাণস্ত্র্যম্বকেণ মহাত্মনা।
হর্ষেণাত্মাপ্লুতঃ শীঘ্রং ননাম বৃষভধ্বজম্ ॥ ৩৬
শিতিকণ্ঠবিসৃষ্টস্তু বাণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
যযৌ স্বভবনং তত্র যত্র প্রজ্ঞাগৃহং মহৎ ॥ ৩৭
তত্রোপবিষ্টঃ প্রহসন্ কুম্ভাণ্ডমিদমব্রবীৎ
প্রিয়মাবেদয়িষ্যামি ভবতো মন্মনোগতম্ ॥ ৩৮
ইত্যেবমুক্তঃ প্রহসন বাণমপ্রতিমং রণে
প্রোবাচ রাজন্ কিং হ্যেতদ্ বক্তুকামোঽসি মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৩৯
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নঃ প্রহর্ষাদিব ভাষসে।
ত্বত্তঃ শ্রোতুমিচ্ছামি বরং কিং লব্ধবানসি ॥ ৪০
দেবদেবপ্রসাদেন স্কন্দস্য চ মহাত্মনঃ।
ঈপ্সিতং কিং ত্বয়া প্রাপ্তং তন্মে ব্রূহি মহাসুর ॥ ৪১
শিতিকণ্ঠপ্রসাদেন স্কন্দগোপায়নেন চ।
কচ্চিত্ত্রৈলোক্যরাজ্যং তে ব্যাদিষ্টং শূলপাণিনা ॥ ৪২
কচ্চিদিন্দ্রস্তব ভয়াৎ পাতালমুপযাস্যতি।
কচ্চিদ্ বিষ্ণুপরিত্রাসং বিনাক্ষ্যন্তি দিতেঃ সুতাঃ ॥ ৪৩
পাতালবাসমুৎসৃজ্য কচ্চিত্তব বলাশ্রয়াৎ।
বিবুধাবাসনিরতা ভবিষ্যন্তি মহাসুরাঃ ॥ ৪৪
বলির্বিষ্ণুপরাক্রান্তো বদ্ধস্তব পিতা নৃপ।
সলিলৌঘাদ্ বিনিষ্ক্রম্য কচ্চিদ্ রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥ ৪৫
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যস্রগ্গন্ধলেপনম্।
কচ্চিদ্ বৈরোচনিং তাত দ্রক্ষ্যামঃ পিতরং তব ॥ ৪৬

এই কথা বলিয়া শত্রুমর্দন বাণ আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ নেত্রে এবং পাঁচশত অঞ্জলির দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে করিতে পুনরায় ভূতলে তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত হইলেন। ৩৪

তখন মহাদেব বলিলেন, বীর! উঠ, উঠ। তুমি নিজের এই বাহুসকলের এবং কুলের অনুরূপ একরূপ মহাযুদ্ধ প্রাপ্ত হইবে, যাহার কোনও তুলনা নাই। ৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা ত্রিলোচন এই কথা বলিলে পর হর্ষে উৎফুল্ল বাণাসুর ভগবান্ বৃষভধ্বজকে শীঘ্র নমস্কার করিলেন। ৩৬

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া শত্রু-নগরবিজয়ী বাণাসুর নিজ গৃহে গমন করিলেন, যেখানে বিশাল মন্ত্রগৃহ নির্মিত ছিল। ৩৭

সেখানে উপবিষ্ট হইয়া বাণ নিজ মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডকে এই কথা বলিলেন—মন্ত্রিপ্রবর! আমি তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ জানাইব, যাহা তোমার মনের অভীষ্ট। ৩৮

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করত হাস্য করিতে করিতে কুম্ভাণ্ড যুদ্ধে অনুপম বীরত্ব প্রকাশকারী বাণাসুরকে বলিল,—রাজন্! তাহা কি? আপনি আমাকে আমার প্রিয় কি সংবাদ বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ৩৯

আপনার নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি যেন অত্যন্ত হর্ষে প্রেরিত হইয়া কথা বলিতেছেন। আমি এখানে আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপা এবং মহাত্মা স্কন্দের প্রসাদে কোন্ বর লাভ করিয়াছেন? ৪০

মহাসুর! আপনি ভগবান্ নীলকণ্ঠের কৃপাপ্রসাদ ও মহাত্মা স্কন্দের সংরক্ষণে কোন অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। ৪১

ভগবান্ শূলপাণি কি আপনাকে তিন লোকের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন? দেবরাজ ইন্দ্র কি আপনার ভয়ে পাতাল-লোকে চলিয়া গিয়াছেন? ৪২

দিতির পুত্রগণ কি এখন ভগবান্ বিষ্ণুর ভয় পরিত্যাগ করিবেন? আপনার বলের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাসুরগণ কি অতঃপর পাতাল-বাস ত্যাগ করিয়া দেবলোক স্বর্গে বাস করিবেন? ৪৩-৪৪

রাজন্! আপনার পিতা রাজা বলি বিষ্ণুর পরাক্রমে অভিভূত হইয়া পাতালে বদ্ধ আছেন, তিনি কি সমুদ্রের জলরাশি হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন? ৪৫

তাত! আমরা সকলে কি আপনার পিতা বিরোচনপুত্র বলিকে পুনরায় দিব্যমালা, দিব্য বস্ত্র, দিব্য পুষ্পমালা, দিব্য গন্ধ ও দিব্য অনুলেপনধারী অবস্থায় দর্শন করিতে পারিব? ৪৬

কচ্চিত্ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ পূর্ব্বং ক্রান্তাল্লোকানিমান্ প্রভো ।
পুনঃ প্রত্যানয়িষ্যামো জিত্বা সর্ব্বান্ দিবৌকসঃ ॥ ৪৭
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষং শঙ্খস্বনপুরোজবম্ ।
কচ্চিন্নারায়ণং দেবং জেষ্যামঃ সমিতিঞ্জয়ম্ ॥ ৪৮
কচ্চিদ্ বৃষধ্বজস্তাত প্রসাদসুমুখস্তব ।
যথা তে হৃদয়োৎকম্পঃ সাশ্রুবিন্দুঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৯
কচ্চিদীশ্বরতোষেণ কার্ত্তিকেয়মতেন চ
প্রাপ্তবানসি সর্ব্বেষামস্মাকং রাজ্যসম্পদম্ ॥ ৫০
ইতি কুম্ভাণ্ডবচনৈশ্চোদিতঃ সোঽসুরোত্তমঃ ।
বাণো বাণীমসংসক্তাং প্রোবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৫১

বাণ উবাচ

চিরাৎ প্রভৃতি কুম্ভাণ্ড ন যুদ্ধং প্রাপ্যতে ময়া ।
ততো ময়া মুদা পৃষ্টঃ শিতিকণ্ঠঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫২
যুদ্ধাভিলাষঃ সুমহান্ দেব সঞ্জায়তে মম ।
অপি প্রাপ্স্যাম্যহং যুদ্ধং মনসস্তুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫৩
ততোঽহং দেবদেবেন হরেণামিত্রঘাতিনা ।
প্রহস্য সুচিরং কালমুক্তোঽস্মি বচনং প্রিয়ম্ ।
প্রাপ্স্যসে সুমহদ্ যুদ্ধং ত্বং বাণাপ্রতিমং মহৎ ॥ ৫৪
ময়ূরধ্বজভঙ্গস্তে ভবিষ্যতি যদাসুর ।
তদা ত্বং প্রাপ্স্যসে যুদ্ধং সুমহদ্দিতিনন্দন ॥ ৫৫
ততোঽহং পরমপ্রীতো ভগবন্তং বৃষধ্বজম্ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং তবান্তিকমুপাগতঃ ॥ ৫৬
ইত্যেবমুক্তঃ কুম্ভাণ্ডঃ প্রোবাচ নৃপতিং তদা ।
অহো ন শোভনং রাজন্ যদেবং ভাষসে বচঃ ॥ ৫৭
এবং কথয়তোস্তত্র তয়োরন্যোন্যমুক্তিতঃ ।
ধ্বজঃ পপাত বেগেন শক্রাশনিসমাহতঃ ॥ ৫৮
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা সোঽসুরো ধ্বজমুত্তমম্ ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মেনে চাহবমাগতম্ ॥ ৫৯
ততশ্চকম্পে বসুধা শক্রাশনিসমাহতা
ননাদান্তর্হিতো ভূমৌ বৃষদংশো জগর্জ্জ চ ॥ ৬০

প্রভো ! পূর্ব্বে বিষ্ণু তিন পদের পরিক্রমের দ্বারা যাহা হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই তিন লোককে আমরা কি পুনরায় দেবগণকে পরাজিত করিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিব ? ৪৭

যাঁহার বাণীর শব্দ মেঘগর্জ্জনতুল্য স্নিগ্ধ ও গভীর এবং যাঁহার অগ্রে তাঁহার শঙ্খনাদ সবেগে চলিতে থাকে, সেই যুদ্ধজয়ী নারায়ণদেবকে আমরা কি জয় করিতে সমর্থ হইব ? ৪৮

তাত ! ভগবান্ বৃষধ্বজ কি আপনার প্রতি কৃপা করিবার জন্য প্রসন্নবদন হইয়াছেন ? আপনার হৃদয়ে যেরূপ আনন্দাশ্রু নির্গত হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার একথাই অনুমান হইতেছে । ৪৯

ভগবান্ শিবের সন্তোষ ও কার্ত্তিকেয়ের সম্মতিতে আপনি কি আমাদের সকলের জন্য রাজ্য-সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? ৫০

কুম্ভাণ্ডের এইরূপ বাক্যে প্রেরিত হইয়া বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অসুরোত্তম বাণ অনাসক্ত বাক্যে বলিলেন । ৫১

বাণ বলিলেন,—কুম্ভাণ্ড ! আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ প্রাপ্ত হই নাই, সেইজন্য আমি প্রতাপশালী ভগবান্ নীলকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলাম । ৫২

দেব ! আমার মনে অত্যন্ত যুদ্ধাভিলাষ হইতেছে । আমি কি কখনও এরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হইব, যাহা আমার মনের সন্তোষ বৃদ্ধি করিবে ? ৫৩

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া শত্রুঘাতী দেবাধিদেব মহাদেব দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য করত আমাকে এই প্রিয় বাক্য বলিলেন,—বাণাসুর ! তোমার এরূপ মহাযুদ্ধ প্রাপ্তি হইবে, যাহার কোনও তুলনা নাই । ৫৪

দিতিনন্দন অসুর ! যখন তোমার ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হইয়া পতিত হইবে, তখন তুমি সেই মহাযুদ্ধের অবসর লাভ করিবে । ৫৫

তখন আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ বৃষধ্বজ দেবকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত তোমার নিকটে আসিয়াছি । ৫৬

বাণাসুর এই কথা বলিলে পর কুম্ভাণ্ড সেই অসুররাজকে বলিল—অহো রাজন্ ! আপনি যে এরূপ কথা বলিতেছেন, তাহার পরিণাম শুভ হইবে না । ৫৭

তাহারা দুইজনে যখন এইরূপ পরস্পর আলোচনা করিতেছিল, সেই সময়েই বাণাসুরের উচ্চ ধ্বজ ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া সবেগে পতিত হইল । ৫৮

শিবের সেই উত্তম ধ্বজকে ভগ্ন হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া বাণাসুর অনুপম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তখন তিনি মনে করিলেন, অতঃপর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে । ৫৯

তদনন্তর ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে পীড়িত হইয়া পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল । ভূমিতে অন্তর্হিত থাকিয়া বৃষদংশ ( বিড়াল ) আর্ত্তনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল । ৬০

দেবানামপি যো দেবঃ সোঽপ্যবর্ষত বাসবঃ ।
শোণিতং শোণিতপুরে সর্বতঃ পরমং ততঃ ॥ ৬১
সূর্য্যং ভিত্ত্বা মহোল্কা চ পপাত ধরণীতলে ।
স্বপক্ষে চোদিতঃ সূর্য্যো ভরণীঃ সমপীড়য়ৎ ॥ ৬২
চৈত্যবৃক্ষেষু সহসা ধারাঃ শতসহস্রশঃ ।
শোণিতস্য স্রবন্ ঘোরা নিপেতুস্তারকা ভৃশম্ ॥ ৬৩
রাহুগ্রস্তমভূদাদিত্যমপর্ব্বণি বিশাম্পতে ।
লোকক্ষয়করে কালে নির্ঘাতশ্চাপতন্মহান্ ॥ ৬৪
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ধূমকেতুঃ স্থিতোঽভবৎ ।
অনিশং চাপ্যবিচ্ছিন্না ববুর্বাতাঃ সুদারুণাঃ ॥ ৬৫
শ্বেতলোহিতপর্য্যন্তঃ কৃষ্ণগ্রীবস্তড়িদ্দ্যুতিঃ ।
ত্রিবর্ণপরিঘো ভানুঃ সন্ধ্যারাগমথাবৃণোৎ ॥ ৬৬
বক্রমঙ্গারকশ্চক্রে কৃত্তিকাসু ভয়ঙ্করঃ ।
বাণস্য জন্মনক্ষত্রং ভর্ৎসয়ন্নিব সর্ব্বশঃ ॥ ৬৭
অনেকশাখশ্চৈত্যশ্চ নিপপাত মহীতলে ।
অর্চ্চিতঃ সর্ব্বকন্যাভির্দানবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৬৮
এবং বিবিধরূপাণি নিমিত্তানি নিশাময়ন্ ।
বাণো বলমদোন্মত্তো নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছতি ॥ ৬৯
বিচেতাস্ত্বভবৎ প্রাজ্ঞঃ কুম্ভাণ্ডস্তত্ত্বদর্শিবান্ ।
বাণস্য সচিবস্তত্র কীর্ত্তয়ন্ বহু কিল্বিষম্ ॥ ৭০
উৎপাতা হ্যত্র দৃশ্যন্তে কথয়ন্তো ন শোভনম্ ।
তব রাজ্যবিনাশায় ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭১
বয়ং চান্যে চ সচিবা ভৃত্যা যে চ তবানুগাঃ ।
ক্ষয়ং যাস্যন্তি নচিরাৎ সর্ব্বে পার্থিবদুর্নয়াৎ ॥ ৭২
যথা শক্রধ্বজতরোঃ স্বদর্পাৎ পতনং ভবেৎ ।
বলমাকাঙ্ক্ষতো মোহাত্তথা বাণস্য সর্ব্বতঃ ॥ ৭৩
দেবদেবপ্রসাদাত্তু ত্রৈলোক্যবিজয়ং গতঃ ।
উৎসেকাদ্ধ্বংস্যতে বাণো বৃদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষী ননর্দ্দ হ ॥ ৭৪

যিনি দেবতাগণেরও দেবতা, সেই দেবরাজ ইন্দ্র শোণিতপুরে সর্ব্বদিকে অত্যন্ত রক্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬১

আকাশ হইতে সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করত মহোল্কা ধরাতলে পতিত হইল। নিজ পক্ষের দেবগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সূর্য্যদেব ভরণী নক্ষত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৬২

চৈত্য-বৃক্ষসমূহের উপর সহসা লক্ষ লক্ষ ধারায় রক্ত ধারা পতিত হইল। আকাশ হইতে বারংবার তারকাসকল পতিত হইতে লাগিল। ৬৩

প্রজানাথ! রাহু বিনা পর্ব্বকালেই সূর্য্যকে গ্রাস করিল। সেই লোকবিনাশক সময় উপস্থিত হইলে পর প্রচণ্ড শব্দসহকারে বজ্রপাত হইতে লাগিল। ৬৪

ধূমকেতু দক্ষিণ দিকে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে অত্যন্ত দারুণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া চলিল। ৬৫

সূর্য্যের উপর তিন বর্ণের পরিধি (গোলাকার বেড়া) পতিত হইল। পর্য্যন্তে (কিনারায়) শ্বেত ও রক্ত বর্ণের পরিধি ছিল বটে, কিন্তু কণ্ঠভাগে কৃষ্ণ বর্ণের পরিধি ছিল। ইহাতে সূর্য্যের কান্তি বিদ্যুতের ন্যায় দেখাইতেছিল। এই সময় সূর্য্যদেব নিজ দীপ্তিতে সন্ধ্যাকালের রক্তিম বর্ণকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ৬৬

মঙ্গলগ্রহ বক্রগতিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, যাহা ভয়ের সূচনা করিতেছিল। এই গ্রহ সর্ব্বপ্রকারে বাণাসুরের জন্মনক্ষত্র রোহিণীকে যেন ভর্ৎসনা করিতেছিল। ৬৭

বহু শাখাসমূহে যুক্ত এবং মহাত্মা দানবদিগের সমস্ত কন্যাগণের দ্বারা পূজিত চৈত্যবৃক্ষ সহসা ধরাতলে পতিত হইল। ৬৮

এইরূপ নানাবিধ উৎপাতসমূহ দেখিয়া বলমদে উন্মত্ত বাণাসুর কোনও নিশ্চয়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ৬৯

কিন্তু বাণাসুরের বিদ্বান ও তত্ত্বদর্শী মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড নানাপ্রকার দুষ্পরিণাম বর্ণনা করিতে করিতে যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িল। ৭০

সে বলিল—অসুররাজ! এখানে বহু উৎপাত দেখা যাইতেছে, যাহা শুভ পরিণামের সূচক নহে। ইহারা আপনার রাজ্যের বিনাশে সহায়ক হইবে—ইহাতে সংশয় নাই। ৭১

পৃথ্বীনাথ! আপনার দুর্নীতিতে আমরা, অন্য মন্ত্রিগণ এবং আপনার অনুগামী সেবকবর্গ—এই আমরা সকলেই অচিরে নষ্ট হইয়া যাইব। ৭২

আপনার নিজ দর্পেই যেভাবে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রধ্বজস্বরূপ উচ্চ চৈত্যবৃক্ষের পতন হইয়াছে, সেইরূপ বলের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া গর্জনকারী বাণাসুর আপনারও নিজেরই মোহবশতঃ অভিমানে পতন হইবে। ৭৩

দেবাধিদেব মহাদেবের প্রসাদে যিনি তিন লোককে জয় করিয়াছিলেন, সেই অসুররাজের এখন অভিমানবশতঃ বিনাশ

বাণঃ প্রীতমনাস্ত্বেবং পপৌ পানমনুত্তমম্
দৈত্য-দানবনারীভিঃ সার্দ্ধমুত্তমবিক্রমঃ ॥ ৭৫
কুম্ভাণ্ডশ্চিন্তয়াবিষ্টো রাজবেশ্ম ততস্তদা ।
অচিন্তয়চ্চ তত্ত্বার্থং তৈস্তৈরুৎপাতদর্শনৈঃ ॥ ৭৬
রাজা প্রমাদী দুর্বুদ্ধির্জিতকাশী মহাসুরঃ ।
যুদ্ধমেবাভিলষতে ন দোষান্ মনুতে মদাৎ ॥ ৭৭
মহোৎপাতভয়ঞ্চৈব ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ।
অপীদানীং ভবেন্মিথ্যা সর্ব্বমুৎপাতদর্শনম্ ॥ ৭৮
ইহ সাক্ষাৎ ত্রিনয়নঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ বীর্য্যবান্ ।
তেনোৎপাতোঽপি দোষো ন কশ্চিদাপ্নোৎ পরাভবম্ ॥ ৭৯
উৎপন্নদোষপ্রভবঃ ক্ষয়োঽয়ং ভবিতা মহান্ ।
দোষাণাং ন ভবেন্নাশ ইতি মে হীয়তে মতিঃ ॥ ৮০
নিয়তো দোষ এবায়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
দৌরাত্ম্যান্নৃপতেরস্য দোষভূতা হি দানবাঃ ॥ ৮১
দেব-দানবসঙ্ঘানাং যঃ কর্ত্তা ভুবনপ্রভুঃ
ভগবান্ কার্ত্তিকেয়শ্চ কৃতবাংস্তোহিতে পুরে ॥ ৮২
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভবিষ্যতি গুহঃ সদা ।
তথাবিষ্টশ্চ বাণোঽপি শিবস্য সততং প্রিয়ঃ ॥ ৮৩
দর্পোৎসেকাত্তু নাশায় বরং যাচিতবান্ ভবম্ ।
যুদ্ধহেতোঃ স নূনঞ্চ সর্ব্বথা ন ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
যদি বিষ্ণুপুরোগাণামিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্ ।
ভবিত্রী যদবৎপ্রাদুর্ভবহেতোঃ কৃতা ভবেৎ ॥ ৮৫
এতয়োশ্চ হি কো যুদ্ধং কুমার-ভবয়োরিহ ।
শক্তো দাতুং সমাগম্য বাণসাহায্যকাঙ্ক্ষিণোঃ ॥ ৮৬
ন চ দেববচো মিথ্যা ভবিষ্যতি কদাচন ।
ভবিষ্যতি মহদ্ যুদ্ধং সর্ব্বদৈত্যবিনাশনম্ ॥ ৮৭
স এবং চিন্তয়াবিষ্টঃ কুম্ভাণ্ডস্তত্ত্বদর্শিবান্ ।
ধৃতিপ্রণিহিতাং বুদ্ধিং চকার স মহাসুরঃ ॥ ৮৮

দেখা যাইতেছে, তথাপি আপনি যুদ্ধের অভিলাষ রাখিয়া গর্জ্জন করিতেছেন । ৭৪

কিন্তু উত্তম পরাক্রমশালী বাণাসুর এই সবের কোন চিন্তা না করিয়াই প্রসন্নমনে দৈত্য ও দানবগণের স্ত্রীদিগের সহিত উত্তম মধু পান করিতে লাগিলেন । ৭৫

মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড সেই সময় চিন্তিত হইয়া রাজভবনে চলিয়া যাইল এবং সেই সব উৎপাতসমূহ দেখিয়া সে-বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল । ৭৬

সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অসুরগণের এই রাজা মহাসুর বাণ প্রমাদী হইয়া গিয়াছেন। ইঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। ইনি বিজয়শ্রীতে উন্মত্ত হইয়া বারংবার যুদ্ধের অভিলাষ করিতেছেন। মদের মধ্যে উন্মত্ত হইয়া ইহাতে দোষ আছে বলিয়া মনে করিতেছেন না । ৭৭

এই সব মহোৎপাতে যে ভয় সূচিত হইতেছে, তাহা মিথ্যা হইবে না। এরূপ কি কোনও উপায় আছে, যাহাতে এই সমস্ত এই সব উৎপাতদর্শন মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে? ৭৮

এখানে সাক্ষাৎ ত্রিলোচন ভগবান্ শিব বিরাজমান আছেন। পরাক্রমশালী কার্ত্তিকেয়ও এই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। ইহাতে কি আমাদের নিমিত্ত উৎপন্ন এই দোষ শান্ত হইয়া যাইবে না? ৭৯

এই উৎপন্ন উৎপাতরূপী দোষসমূহের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এখানে সর্ব্বাত্মক ধ্বংস সাধিত হইবে। আমার মনে হইতেছে যে, এখন এই দোষসমূহের নাশ হইবে না । ৮০

এই রাজার যে এই দুরাচার, উহাই আমাদের পক্ষে নিয়ত দোষ হইয়া থাকিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কারণ, দানবগণই হইল দোষযুক্ত । ৮১

যিনি দেবতা ও দানবগণের সমুদায়কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত ভুবনের প্রভু, সেই ভগবান্ শিব ও কার্ত্তিকেয় বাণাসুরকে এই শোণিতপুরে স্থাপিত করিয়াছেন । ৮২

স্কন্দ ত' সদা ভগবান্ শিবের প্রাণ অপেক্ষাও সতত অধিক প্রিয় হইবেন এবং তাঁহার সহিত বিদ্যমান থাকিয়া বাণাসুরও নিরন্তর তাঁহার প্রিয় হইয়া থাকিবেন । ৮৩

কিন্তু এই বাণাসুর নিজের বলের দর্পবশতঃ নিজেরই বিনাশের জন্য ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে যুদ্ধের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছেন। যুদ্ধলোলুপতা হেতু এই বাণাসুর সর্ব্বদা নিজের অস্তিত্ব রক্ষিতে পারিবেন না । ৮৪

যদি ভগবান্ বিষ্ণুকে অগ্রে করত ইন্দ্রাদি দেবগণ দেব-মণ্ডলের উদ্ধারের জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, তবে ভগবান্ শঙ্করের হস্তের সহায়তায় তাঁহাদের এই আক্রমণের প্রতীকার হইতে পারে । ৮৫

বাণাসুরকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক এই ভগবান্ শঙ্কর এবং কুমার কার্ত্তিকেয়ের সম্মুখে আসিয়া কোন্ জন ইঁহাদিগকে যুদ্ধের অবসর ( সুযোগ ) দিতে সমর্থ হইবে? ৮৬

কিন্তু মহাদেবের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবে না। ( যখন তিনি মহাযুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, তখন ) সমস্ত দৈত্যগণের বিনাশকারী মহাযুদ্ধ অবশ্যই হইবে । ৮৭

যে হি দেবৈর্বিরুধ্যন্তে পুণ্যকর্মাভিরাহবে।
যথা বলির্নিয়মিতস্তথা তে যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাণযুদ্ধে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১১৬ ॥

এইরূপ চিন্তাযুক্ত হইয়া মহাসুর ভয়শূন্য হইয়াও নিজের বুদ্ধিকে কল্যাণচিন্তায় নিবিষ্ট করিল। ৮৮

যাহারা পুণ্যকর্মা দেবগণের সহিত বিরোধ করে অথবা দেবগণই যাহাদের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহারা যেভাবে রাজা বলি বদ্ধ হইয়াছেন, সেইরূপ যুদ্ধে পতিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ৮৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাণাসুরের যুদ্ধবিষয়ক ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়: ॥

[ শিব-পার্ব্বত্যো: ক্রীড়াবিহার:, পার্ব্বতীকর্তৃকমুষায়ৈ পতিলাভস্য বরদানম্, উষায়া বিরহবাধাবর্ণনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্রীড়াবিহারোপগত: কদাচিদ্ভবদ্ভব:।
দেব্যা সহ নদীতীরে রম্যে শ্রীমতি স প্রভু: ॥ ১
শতানি তত্রাপ্সরসাং চিক্রীডুশ্চ সমন্তত:।
সর্ব্বর্ত্তুকবনে রম্যে গন্ধর্ব্বপতয়স্তথা ॥ ২
কুসুমৈ: পারিজাতস্য পুষ্পৈ: সন্তানকস্য চ।
গন্ধোদ্দামমিবাকাশং নদীতীরস্য সর্ব্বশ: ॥ ৩
বেণু-বীণা-মৃদঙ্গৈশ্চ পণবৈশ্চ সহস্রশ:
বাদ্যনাদৈ: স শুশ্রাব গীতমপ্সরসাং তদা ॥ ৪
সূত-মাগধকৈশ্চৈব স্তুবদ্ভিরপ্সরসাং গণা:
দেবদেবং সুরগুরুং ত্রিদিবং রক্তবাসসম্ ॥ ৫
শ্রীমহেশং দেবদেবমর্চ্চয়ন্তি মনোরমম্।
ততশ্চ দেব্যা রূপেণ চিত্রলেখা বরাপ্সরা: ॥ ৬
ভবং প্রসাদয়ামাস দেবী চ প্রাহসত্তদা।
প্রসাদয়ন্তীমীশানং প্রহসন্ত্যপ্সরোগণা: ॥ ৭
ভবস্য পার্ষদা দিব্যা নানারূপা মহৌজস:
দেব্যা হ্যনুজ্ঞয়া সর্ব্বে ক্রীড়ন্তে তত্র তত্র হ ॥ ৮
অথ তে পার্ষদাস্তত্র একান্তে সুবিপশ্চিত:।
মহাদেবস্য রূপেণ তচ্চিহ্নং রূপমাস্থিতা: ॥ ৯

## সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

[ শিব-পার্ব্বতীর ক্রীড়াবিহার, পার্ব্বতী কর্তৃক ঊষাকে পতিলাভের বরদান এবং ঊষার বিরহ-বাধা বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কোনও এক সময় প্রভাবশালী ভগবান্ শঙ্কর গঙ্গানদীর শোভাসম্পন্ন রমণীয় তীরে দেবী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া-বিহারের জন্য গমন করিয়াছিলেন। ১

সেখানে সমস্ত ঋতুরই শোভায় সুশোভিত সর্ব্বর্ত্তুক-বনে সর্ব্বদিকেই শত শত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বরাজগণ ক্রীড়া করিতেছিলেন। ২

পারিজাত ও সন্তানকনামক কল্পবৃক্ষের পুষ্পসমূহের দ্বারা সেই নদীতীরের সম্পূর্ণ আকাশ উদ্দাম সুগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ৩

বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ ও পণবাদি সহস্র সহস্র বাদ্যসমূহের মধুর ধ্বনির সহিত অপ্সরাগণের মনোহর গীত তিনি শ্রবণ করিলেন। ৪

অপ্সরাদিগের সমূহ সূত ও মাগধগণের ন্যায় ভগবান্ শিবের স্তুতি করিতে লাগিল। সুন্দর শরীরধারী দেবাদিদেব মহাদেব পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছিলেন এবং রক্ত বস্ত্র পরিহিত ছিলেন। এই শ্রীমহেশ্বরের রূপ অতিশয় মনোরম ছিল। সমস্ত অপ্সরাগণ সেখানে সেই দেবাদিদেবের পূজা করিতেছিলেন। ৫।

এই সময় চিত্রলেখানাম্নী এক শ্রেষ্ঠ অপ্সরা দেবী পার্ব্বতীর রূপ ধারণ করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া দেবী পার্ব্বতী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে উদ্যতা সেই চিত্রলেখাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য অপ্সরাগণও হাস্য করিতে লাগিলেন। ৬-৭

ভগবান্ শঙ্করের নানারূপধারী, দিব্য ও মহাতেজা যে সব পার্ষদ ছিলেন, তাঁহারা সকলে দেবী পার্ব্বতীর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৮

অনন্তর সেই সব বিদ্বান্ পার্ষদগণ একান্তে যাইয়া মহাদেবের রূপে তাঁহারই তুল্য জটাদি চিহ্ন ও আকার ধারণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তারপর অপ্সরাগণও মহাদেবী পার্ব্বতীর সমান সুন্দর রূপ, লীলা ও সুখ এবং

ততো দেব্যাঃ স্বরূপেণ লীলয়া বদনেন চ ।
দেবী প্রহাসং মুমুচে তাশ্চৈবাপ্সরসস্তদা ।
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রাদুর্ভূতঃ সমন্ততঃ ॥ ১০
প্রহর্ষমতুলং লেভে ভবঃ প্রীতমনাস্তদা ।
বাণস্য দুহিতা কন্যা অভ্যোষা নাম ভামিনী ॥ ১১
দেবং সাক্রীড়িতং দৃষ্ট্বা দেব্যা সহ নগোত্তমম্ ।
দীপ্যমানং মহাদেবং দ্বাদশাদিত্যতেজসম্ ॥ ১২
নানারূপং বপুঃ কৃত্বা দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
উষা মনোরথং চক্রে পার্বত্যাঃ সন্নিধৌ তদা ॥ ১৩
ধন্যা হি ভর্তৃসহিতা রমত্যেবং সমাগতা
মনসা ধ্য সম্ভ্রমমূঢ়া ভাষিতং তথা ॥ ১৪
বিজ্ঞায় তমভিপ্রায়মুষায়াঃ পর্বতাত্মজা ।
প্রাহ দেবী ততো বাক্যমুষাং গর্বয়ন্তী শনৈঃ ॥ ১৫
উষে ত্বং শীঘ্রমপ্যেবং ভর্ত্রা সহ রমিষ্যসি ।
যথা দেবো ময়া সার্দ্ধং শঙ্করঃ শত্রুনাশনঃ ॥ ১৬

বার্ত্তালাপে যুক্ত হইয়া শিবদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৯

ইহা দেখিয়া সেই সময় দেবী পার্ব্বতী ও সেই অপ্সরাগণ উপহাসচ্ছলে হাস্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে সেখানে চারিদিকে কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ১০

সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহার মন প্রসন্ন হইয়া যাইল। এই সময়ে বাণাসুরের কন্যা ভামিনী উষাও সেখানে ছিলেন। ১১

তিনি দেখিলেন,—দ্বাদশ সূর্যতুল্য তেজস্বী মহাদেব দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া নগোত্তম ভবে দেবী পার্ব্বতীর সহিত মধুর ক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন। ১২

তিনি দেবীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় নানারূপ ধারণ করত ক্রীড়া করিতেছেন। ইহা দেখিয়া উষা পার্ব্বতীদেবীর নিকটেই মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন। ১৩

সেই রমণীই ধন্যা, যিনি পতির সহিত মিলিতা হইয়া এই ভাবে রমণ করেন। নিজের এই মানসিক সঙ্কল্প উষা মনে মনেই বলিতে লাগিলেন। ১৪

উষার এই অভিপ্রায় জানিয়া পার্ব্বতীদেবী তাঁহাকে হর্ষ প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন। ১৫

উষে! তুমিও শীঘ্রই পতির সহিত মিলিত হইয়া সেইভাবে রমণ করিবে, যেরূপ শত্রুনাশন ভগবান্ শঙ্কর আমার সহিত রমণ করিতেছেন। ১৬

পার্ব্বতী দেবী এই কথা বলিলে পর উষার মনঃ সেই

এবমুক্তে তদা দেব্যা বাক্যে চিন্তাবিলক্ষণা ।
উষা ভাবং তদা চক্রে ভর্ত্রা রংস্যে কদা সহ ॥ ১৭
তদা হৈমবতী বাক্যং সম্প্রহস্যেদমব্রবীৎ ।
উষে শৃণু বাক্যং মে যদা সংযোগমেষ্যসি ॥ ১৮
বৈশাখে মাসি দ্বাদশ্যাং যামস্থাং ত্বাং দিনক্ষয়ে ।
রময়িষ্যতি যঃ স্বপ্নে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৯
এবমুক্তা দৈত্যসুতা কন্যাগণসমাবৃতা ।
অপাক্রামত হর্ষেণ রমমাণা যথাসুখম্ ॥ ২০
ততঃ সখীভির্হাস্যন্তী হর্ষেণোৎফুল্ললোচনা ।
তালিকাসন্নিপাতৈশ্চ প্রযোগৈঃ ভৃশং রঞ্জিতাঃ ॥ ২১
কিন্নর্যো যক্ষকন্যাশ্চ নানাদৈত্যেয়কন্যকাঃ ।
অপ্সরোগণকন্যাশ্চ উষায়াঃ সখিতাং গতাঃ ॥ ২২
উক্তা চ তত্র তাভিশ্চ ভর্ত্তুঃ তব বরাননে ।
ভবিষ্যত্যচিরেণৈব দেব্যা বচনকল্পিতঃ ॥ ২৩

চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া নিমীলিত হইয়া যাইল; জানি না, এই সৌভাগ্য কবে লাভ করিব? সেই সময় তিনি মনে মনেই এই অভিলাষ করিলেন যে, আমি কবে পতির সহিত রমণ করিব? ১৭

তখন হিমালয়কন্যা হাস্য করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন —উষে! আমার কথা শ্রবণ কর, তোমার পতির সহিত কবে সংযোগ প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলিতেছি। ১৮

বৈশাখ মাসের দ্বাদশী তিথির প্রদোষকালে (রাত্রিতে) অট্টালিকায় যখন তুমি নিদ্রা যাইবে, তখন তোমার সহিত যে পুরুষ রমণ করিবে, সেই তোমার পতি হইবে। ১৯

দেবী পার্ব্বতী যখন এই কথা বলিলেন, তখন কন্যাগণে পরিবৃত দৈত্যরাজ বাণাসুরকন্যা উষা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইলেন এবং সুখের সহিত এদিক্ ওদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২০

তারপর সখীগণ তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। তখন উষার নয়নদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময় সকলেই উৎসাহিত হইয়া পরস্পর হাততালি দিতে লাগিল। ২১

বহু কিন্নরী, যক্ষকন্যা, নানা দৈত্যে কন্যাগণ এবং অপ্সরাদিগের অনেক কন্যাও উষার সখী হইয়া গিয়াছিল। ২২

তাহারা সকলে সেখানে উষাকে বলিল,—সুমুখি! এখন দেবী পার্ব্বতীদেবীর কথানুসারে তোমার শীঘ্রই পতি লাভ হইবে। ২৩

ন হি দেব্যা বচো মিথ্যা ভবিষ্যতি কদাচন
রূপাভিজনসম্পন্নঃ পতিস্তে কল্পিতস্তয়া ॥ ২৪
উমা সখীনাং তদ্বাক্যং প্রতিপূজ্য যথাবিধি
যত্তন্মনোরথং দেব্যা ভাবয়ন্তী ব্যবস্থিতা ॥ ২৫
ততঃ ক্রীড়াবিহারং তমনুভূয় মহোৎসবম্ ।
গতেঽহনি ততঃ সর্বা নার্যান্তাঃ পরমাদ্ভুতাঃ ॥ ২৬
যযুঃ স্বানালয়ান্ সর্বা দেবী চাদর্শনং গতা ।
কাশ্চিদশ্বৈস্তথা যানৈঃ কেচিদ্ধস্তিভিস্তথা রথৈঃ ॥ ২৭
পুরং প্রবিবিশুস্তাঃ কাশ্চিদাকাশনাশ্রিতাঃ ।
ততঃ প্রভৃতি সা দেবী কামমোহং গতা বিভো ॥ ২৮
দেব্যাস্তু বচনং স্মৃত্বা সংস্মরন্তী পতিং তদা
নিদ্রাং ন লভতে রাত্রৌ ন দিবা ভোজনং তথা ॥ ২৯
স্মরন্তী পতিভাবং সা বিললাপ নৃপাত্মজা
বিলপন্তী শশিনং নাকে দেবর্ষে ন চ চন্দনম্ ॥ ৩০

সা বালা মোহিতা বাঢ়ং কামেন পরিপীড়িতা
উপচর্যামিহ তাং সখ্যো বিস্মরামপি সস্মরান্ ॥ ৩১
তপারে স্বদহঃ তস্যা লেপিতাং চন্দনেন চ ।
কপোলে পাণ্ডিমাচিহ্নং নেত্রে জলসমন্বিতে ॥ ৩২
হৃচ্ছয়ঃ তথা তাপো দেহে তস্যা ব্যবর্ধত ।
পদ্মিনীকন্দচূর্ণানি শীতলানি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৩
ক্ষিপন্তি সখ্যো হৃদয়ে পীড়িতে মন্মথাগ্নিনা ।
ব্যজনানি প্রকুর্বন্তি পৃচ্ছন্তি চ পুনঃ পুনঃ ॥৩৪
কা বাধা কিং শরীরং তে কিমিদং তব ভামিনি ।
কিং তুভ্যং রোচতে দেবি তদাখ্যাহি বরাননে ॥ ৩৫
কস্মাদিদং সমুৎপন্নং দুঃখমাধ্যং মনোরমে ।
ত্বন্মনোঽনুগতং বাক্যং বদন্ত্যেতাস্তু সারিকাঃ ॥ ৩৬
শুকা নীলতমাঃ শুক্ল পক্ষিণশ্চ পুমানিব ।
প্রহ্লাদকজনং বাক্যং কিমর্থং নাত্র ভাষসে ॥ ৩৭

দেবীর বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না। তিনি তোমার জন্য মনোহর রূপ ও উত্তম কুলসম্পন্ন পতিকে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ২৪

উমা সখীগণের এই কথাকে বিধি অনুসারে সমাদর করিয়া দেবী কর্তৃক প্রদত্ত মনোরথের কথা চিন্তা করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৫

তারপর পার্বতী দেবীর সহিত সেই ক্রীড়া বিহারের সুখ অনুভব করত দিন অতিবাহিত হইলে পর সেই সব উত্তম ও অদ্ভুত রূপবিশিষ্টা নারীগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইলেন এবং দেবী পার্বতীও অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ২৬

তাঁহাদের অনেকে অশ্বে, অনেকে যানে (পালকী-প্রভৃতিতে), অনেকে হস্তীতে এবং অনেকে আবার রথে আরোহণ করিয়া আনন্দসহকারে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। বহু অপ্সরাকোটির স্ত্রী আকাশপথে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। ২৭

বিভো! সেই সময় হইতেই সেই উমাদেবী কামজনিত মোহের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। পার্বতী দেবীর কথা স্মরণ করিতে করিতে পতির চিন্তা করিতে থাকিয়া উমা সেই সময় না রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন এবং না দিবসে ভোজন করিতে লাগিলেন। ২৮-২৯

এই রাজকন্যা তখন একান্তে পতিভাবের স্মরণ করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি আকাশে উদিত চন্দ্রকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং নিজ অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন না অর্থাৎ বিরহ দ্বিগুণিত হওয়ায় চন্দ্র ও চন্দনও তাঁহার তাপদায়ক মনে হইতে লাগিল। ৩০

রাজন্! কামে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া এই বালিকা মোহিতা হইয়া পড়িলেন। যদিও তাঁহার তখন কোনও রোগ হয় নাই, তথাপি তাঁহাকে অস্বস্থ ভাবিয়া সখীরা অনুরূপ পরিচর্যা করিতে লাগিল। ৩১

চন্দনে লিপ্ত হইলেও তাঁহার অঙ্গ তাপ অনুভব করিত। তাঁহার কপোলে শ্বেত ও পীতবর্ণের চিহ্ন প্রকটিত হইল এবং নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। ৩২

তাঁহার দেহে হৃচ্ছয় (কামজ্বালা) ও তাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সখীগণ কামাগ্নি পীড়িত তাঁহার হৃদয়ে (বক্ষস্থলে) বারংবার পদ্মের শীতল কন্দচূর্ণ বিকীরণ করিতে লাগিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ পাখার বাতাস করিতে থাকিল এবং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল। ৩৩-৩৪

ভামিনি! তোমার কি বাধা হইতেছে? তোমার শরীর এ কি হইয়া যাইল? তোমার কি হইয়াছে? দেবি! সুমুখি! তোমার কি ভাল লাগিতেছে? এই সব আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ৩৫

মনোরমে! এই দুঃসাধ্য রোগ তোমার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? দেখ, এই সারিকাগণ তোমার মনের অনুকূল কথা বলিতেছে। দেখ! এই অত্যন্ত নীল শুক পক্ষিগণ পুরুষের

তব তাতো মহাবীরো দেবানামপি দুর্জয়ঃ।
তস্যাগ্রে তিষ্ঠতে কোঽপি ন ভূমৌ বরবর্ণিনি ॥ ৩৮
বলেঃ পুত্রো মহাবীরো বাণো হি দৃঢ়বিক্রমঃ।
বিদ্যাধরাবতীকৃত্য নগরং শোণিতাহ্বয়ম্
যত্র সন্তিষ্ঠতে দেবঃ শূলহস্তো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৯
পুত্রোঽয়মিতি জানীহি গিরিজাং সোঽব্রবীত্তদা।
বাণং প্রতি মহাদেবস্তব তাতনুতে শুভে ॥ ৪০
কা ব্যথা তে মুখে চেদং নাসাগ্রে চ বিরাজতে।
নীহারবিন্দবঃ পদ্মে রাজন্তে শরদাগমে ॥ ৪১
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমং মুখং চন্দ্রো যথা ঘনে
ন শোভতে তু বিচ্ছায়ং কিমর্থং কারণং বদ ॥ ৪২
শ্বাসানুৎক্ষিপসি বালে ত্বং ন সুখং যাসি ভাবতঃ
গৃহাণ ভোজনং দিব্যং যত্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪৩

তাম্বূলং রোচতে পূর্বং তৎ কিমর্থং ন গৃহ্যতে।
বিহারান্ যানি বহূনি দুর্লভানীতরৈর্জনৈঃ ॥ ৪৪
গৃহাণ দেবি উত্তিষ্ঠ বদ পীড়াং শরীরজাম্।
ইতি কোলাহলং শ্রুত্বা উষাবেশ্মসমুদ্ভবম্ ॥ ৪৫
দাসীভিঃ কীর্তিতং তত্র মাতুরগ্রে পৃথক্ পৃথক্।
রাজপুত্রী যদা দেবী সমাগতা গৃহে সতী ॥ ৪৬
জলক্রীড়াবিহারাচ্চ মূকেব পরিলক্ষ্যতে।
অতো দাসীজনা দেবি বদামস্ত্বাং বয়ং জনাঃ ॥ ৪৭
কো দোষঃ কিমিদং মৌনং কঃ বাধো প্রাবৃত্তা কথম্।
বিচার্য ক্রিয়তাং দেবি বিষ্ণুস্তু কষ্টশান্তয়ে ॥ ৪৮
শিরীষপুষ্পসদৃশং যচ্ছরীরং সুকোমলম্।
তৎ কথং সহতে দেবি ব্যাধিভারং বরাননে ॥ ৪৯
ইতি শ্রুত্বা তদা দেবী সহসা হংসগামিনী।
প্রাপ্তা যেনাঙ্গনা যত্র কিমিদং কষ্টলক্ষণম্ ॥ ৫০

ন্যায় পাঠ করিতেছে। কেন তুমি ইহাদের প্রতি আহ্লাদ-জনক বাক্য কেন বলিতেছ না? ৩৬-৩৭

উত্তম কান্তিমতি! তোমার পিতা কেমন মহাবীর, তিনি দেবগণেরও দুর্জয়। এই পৃথিবীতে তাঁহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে না। ৩৮

বলির পুত্র বাণ সর্বাধিক উগ্র। এই শোণিতপুর নগর নিজ তেজের অমরাবতীকেও পরাজিত করিয়াছে। যে নগরে সাক্ষাৎ ভগবান্ মহেশ্বর হাতে ত্রিশূল ধারণ করত নিত্য বাস করিতেছেন। ৩৯

উমে! শ্রবণ কর, তোমার পিতা বাণাসুরের জন্য মহাদেব হর পার্বতীদেবীকে বলিয়াছিলেন যে তুমি এই বাণকে নিজের পুত্র বলিয়াই জানিও। ৪০

তোমার কি ব্যথা (কষ্ট) হইতেছে? তোমার মুখে এবং নাসিকার অগ্রভাগে ঘর্মবিন্দু সেইভাবে শোভা পাইতেছে, যেরূপ শরৎকাল আসিলে পর পদ্মের উপরে নীহারকণাসমূহ শোভা পায়। ৪১

পূর্ণচন্দ্রতুল্য তোমার মুখ আজ মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় কান্তিহীন হইয়া আজ আর শোভা পাইতেছে না। কিজন্য এরূপ হইতেছে, তাহার কারণ আমাদিগকে বল। ৪২

বালিকে! তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ, তুমি মনে সুখ পাইতেছ না, ইহার কারণ কি? তোমার মনে যাহা রুচি আছে, তদনুরূপ দিব্য ভোজন গ্রহণ কর। ৪৩

পূর্বে ত' তোমার তাম্বূল (পান) অতিশয় ভাল লাগিত, এখন তাহা গ্রহণ করিতেছ না কেন? দেবি! উঠ এবং অন্য লোকসকলের পক্ষে যাহা দুর্লভ, এরূপ কিছু দ্রব্যসমূহ গ্রহণ কর। এখন বল, তোমার দেহে কি পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে? ৪৪

ঊষার ভবনে উৎপন্ন এই কোলাহল শ্রবণ করিয়া দাসীগণ তাঁহার মাতার অগ্রভাগে পৃথক্ পৃথক্ এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিল। ৪৫

দেবি! সতী সাধ্বী রাজপুত্রী ঊষা জলক্রীড়া ও বিহার করিয়া যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন হইতেই তিনি যেন মৌন হইয়া গিয়াছেন—ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। ৪৬

দেবি (মহারানী)! অতএব দাসীজন আমরা সকলে আপনাকে এই কথা বলিতেছি যে, রাজকুমারীর মধ্যে এ এক কি দোষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? তাঁহার এই মৌন কিজন্য? কি কারণে তিনি নিরন্তর এত তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আছেন? তাঁহার মধ্যে মলিনতা কিরূপে আসিল? দেবি! এই সব কথা বিচার করত তাঁহার এই কষ্টের শান্তির জন্য বৈদ্যগণকে নিযুক্ত করুন। ৪৭-৪৮

দেবি! বরাননে! যে শরীর শিরীষ পুষ্পসদৃশ কোমল, সেই শরীর কিভাবে এই রোগের ভার সহ্য করিবে? ৪৯

ইহা শ্রবণ করিয়া হংসসদৃশ গমনশালিনী দেবী সেই সময় সহসা উত্থিত হইলেন এবং ঊষা যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই কষ্টদায়ক লক্ষণ কিভাবে উৎপন্ন হইল? ৫০

পদ্মবাকৃতিহস্তেন কোমলং তং করং তদা ।
স্পৃষ্ট্বাঙ্গুলীরনায়াসং 'ক্ষোভয়ামাস' ভাবিনী ॥ ৫১
কিমস্তি তব কল্যাণি কা বাধা তব বর্ত্ততে ।
এতে বৈদ্যাঃ সমাগতা পৃচ্ছন্তি ভবতীং চ তৎ ॥ ৫২

বৈদ্যা ঊচুঃ ।

জলক্রীড়াং গতা তত্র রাজপুত্রী সখীগণৈঃ ।
পার্ব্বত্যাঃ ক্রীড়িতং তত্র জাতোঽস্যাঃ শ্রমসম্ভবম্ ॥ ৫৩
শ্রমাদ্ গ্লানিঃ সমুৎপন্না জৃম্ভণঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
স্বাপশ্চ জায়তে তেন মা ভয়ং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৫৪

দেব্যুবাচ

হৃদয়ে নিহিতঃ বৈদ্যাশ্চন্দনঃ হিমসংবৃতম্ ।
অমাত্যাঃ কিমিদং শীঘ্রং কিমিদং বুদ্বুদায়তে ॥ ৫৫
অতিদাহো মহান্ স্বেদঃ পিপাসা নাবুভুক্ষতে
প্রলাপ এব কিং তস্যাঃ শাস্ত্রতো জ্ঞাত নিশ্চিতম্ ॥ ৫৬

বৈদ্যা ঊচুঃ ।

ক্রীড়াবিহারে মিলিতাঃ স্ত্রীজনা দেবসন্নিধৌ ।
রূপেণাপ্রতিমা দেবী রাজপুত্রী চ ভাবিনী ॥ ৫৭
দৃষ্টিপাতঃ কৃতস্তাভিস্তেন পুত্র্যাঃ বাধাভবৎ ।
রক্ষামন্ত্রৈস্তথা পীঠৈঃ সর্ষপৈস্তাং কুমারিকাম্ ॥ ৫৮
পানীয়ৈরভিষেকেণ পরা শান্তির্ভবিষ্যতি ।
ইত্যুক্ত্বা ভিষজঃ সর্ব্বে নির্যযুর্নৃপবেশ্মতঃ ॥ ৫৯
সূচয়ন্তঃ পুনঃ সর্ব্বে কামাভিপ্রায়জাং বাধাম্ ।
মাতৃপৃষ্টা বরারোহা চিরকালাদুবাচ সা ॥ ৬০
লজ্জাবতী মহাভাগা মাতরং রুদতী ভৃশম্ ।
মাতর্ন রোচতে নিদ্রা ভাষণং ন চ ভোজনম্ ॥ ৬১
ন চাপ্যুৎসবকং মাতঃ সন্তাপং হৃদয়ং শৃণু
ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ চাসা নারী বরাননা ॥ ৬২

সেই সময় মহারাণী নিজের পদ্মাকার হস্তে উহার হস্ত স্পর্শ করিয়া অনায়াসেই উহার অঙ্গুলিসকল চটকাইতে লাগিলেন ॥ ৫১

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কল্যাণি! তোমার কি কষ্ট হইতেছে? এই বৈদ্যগণ আসিয়া তোমাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৫২

বৈদ্যগণ বলিলেন,—মহারাণী! আমরা জানি যে, রাজকুমারী নিজ সখীগণের সহিত জলক্রীড়ার জন্য সেই স্থানে গিয়াছিলেন, যেখানে পার্ব্বতীদেবীর ক্রীড়া-বিহার চলিতেছিল। সেখানে যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহাতেই এই কষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে ॥ ৫৩

পরিশ্রম হইতেই গ্লানি উৎপন্ন হইয়াছে, উহাতেই বারংবার জৃম্ভণ (হাই) আসিতেছে এবং সেই পরিশ্রমেই সর্ব্বাঙ্গে শৈথিল্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তিনি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, অতএব আপনি ইহার জন্য কোনরূপ ভয় করিবেন না ॥ ৫৪

মহারাণী বলিলেন,—বৈদ্য ও মন্ত্রিগণ! রাজকুমারীর বক্ষঃস্থলে হিমপূর্ণ চন্দন রাখা হইয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই উহাতে [illegible] বুদ্বুদ উৎপন্ন হইয়া যাইতেছে, ইহা কি? ॥ ৫৫

ইহার শরীরে অতিশয় দাহ হইতেছে, অত্যধিক ঘর্ম্ম হইতেছে, জলপিপাসা হইতেছে, কিন্তু সে কিছুই খাইতে চাহিতেছে না। সে কেবল প্রলাপ করিতেছে, এই সব লক্ষণ ইহার মধ্যে কেন উৎপন্ন হইয়াছে? আপনার শাস্ত্রানুসারে বিচার করত এই সবের কারণ বলুন ॥ ৫৬

বৈদ্যগণ বলিলেন,—ক্রীড়া-বিহারের সময় মহাদেবের সমীপে বহু স্ত্রী একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। আপনাদের সতীসাধ্বী রাজকুমারী উমাদেবী অনুপম রূপবতী, অতএব সেই সব স্ত্রীগণ ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, ইহাতে এই কুমারীর নজর লাগিয়া গিয়াছে, সেইজন্য আপনার কন্যার এই বাধা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব রক্ষামন্ত্র মন্ত্রসমূহ ও পীঠবর্গের সর্ষপসমূহের দ্বারা এই রাজকুমারীকে যদি রক্ষা করা হয় (ইহাকে ঝাড়-ফুঁক করা হয়) এবং অভিমন্ত্রিত জলে যদি ইহাকে অভিষিক্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহার বিশেষ শান্তি লাভ হইবে ॥ ৫৭-৫৮

এই কথা বলিয়া সেই সব বৈদ্যগণ রাজভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা ইহাও সূচিত করিলেন যে, ইহা কামজনিত বাধাও হইতে পারে ॥ ৫৯

অনন্তর মাতা যখন বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লজ্জাশীলা সেই মহাসৌভাগ্যবতী উমা দীর্ঘকাল পরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—মা, শ্রবণ কর। না আমার কিছু বলিতে ভাল লাগিতেছে, না কিছু ভোজন করিতে ভাল লাগিতেছে এবং আমার কোনও উৎসবও ভাল লাগিতেছে না। আমার হৃদয় সন্তপ্ত হইতেছে। এই কথা বলিয়া সুমুখী নারী উমা নীরব হইয়া যাইলেন ॥ ৬০-৬২

সর্ব্বাভিঃ স্ত্রাভিরাশ্চর্য্যমপোক্ষ্য মুখবাক্ষণম্
লজ্জাস্থকারি নারীণাং যৌবনং কিং ভবেদিতি ॥ ৫২
ইয়ঞ্চ রাজকন্যা কিং ভর্ত্তৃযোগ্যা বিমৃচ্যতে।

পিতুঃ প্রসাদাদ্ভুক্ত প্রাপ্নুয়াৎ সদৃশং বরম্ ॥৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাণযুদ্ধে
উষাবিরহো নাম সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

সেই সময় সকল স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিলেন যে, নারীদের যৌবন প্রায়শঃ লজ্জাজনক হইয়া থাকে। এই রাজকন্যাও পতিসমাগমের যোগ্যা হইয়াছে, অতএব ইহার জন্য আর কি বলা যাইবে? এই রাজকুমারী নিজের মাতা ও পিতার কৃপা-প্রসাদে নিজের যোগ্য পতি লাভ করুক। ৫৩-৫৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাণাসুরের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে উষার বিরহনামক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

( উষায়াঃ স্বপ্নে প্রিয়তমেন সহ সমাগমঃ, তেনোষায়াশ্চিন্তা, সখীভিস্তস্যৈ প্রবোধদানম্, কুষ্মাণ্ডকন্যায়া বাক্যো-দ্বোধয়া চিত্রলেখামানীয় তৎসমীপে স্বীয়কষ্টস্য বিজ্ঞাপনম্, চিত্রলেখায়া চিত্রে অঙ্কিতমানিরুদ্ধমোষায়া নিজপ্রিয়তমরূপেণ স্থাপনম্, তদানেতুং চিত্রলেখায়া দ্বারকাগমনঞ্চ )

বৈশম্পায়ন উবাচ
তত্রস্থাঃ পরমা নারীশ্চিত্রেষু পরমাদ্ভুতাঃ
ততো বর্ষে গতে নাম তু বৈশাখে মাসি ভামিনীম্ ॥ ১
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য সখীপরিবৃতাং তদা
যথোক্তঃ পুরুষঃ স্বপ্নে রময়ামাস তাং শুভাম্ ॥ ২
বিচেষ্টমানা রুদতী সেবা বহুনিচোদিতা
সা স্বপ্নে রমিতা তেন স্ত্রীভাবং চাপি লম্ভিতা ॥ ৩
শোণিতাক্তা প্ররুদতী সহসোত্থিতা নিশি।

তাং তথা রুদতীং দৃষ্ট্বা সখী ভয়সমন্বিতা ॥ ৪
চিত্রলেখা বচঃ স্নিগ্ধমুবাচ পরমাদ্ভুতম্
উষে মা ভৈঃ কিমেবং ত্বং রুদতী পরিতপ্যসে
বাণেঃ সুতসুতা চ ত্বং প্রখ্যাতা কিং ভয়াদিতা ॥ ৫
ন ভয়ং বিদ্যতে লোকে তব সুভ্রু বিশেষতঃ।
অভয়ং তব বামোরু পিতা দেবাসুরো রণে ॥ ৬
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে বিষাদং মা কৃথাঃ শুভে।
নৈবংবিধেষু বাসেষু ভয়মস্তি বরাননে ॥ ৭

### অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

[ উষার স্বপ্নে প্রিয়তমের সহিত সমাগম, তাহাতে উষার চিন্তা, সখীগণের তাঁহাকে প্রবোধদান, কুষ্মাণ্ডকুমারীর কথায় উষাকর্তৃক চিত্রলেখাকে আনাইয়া তাহার নিকট নিজের কষ্টের কথা জ্ঞাপন, চিত্রলেখা কর্তৃক চিত্রে অঙ্কিত অনিরুদ্ধকে উষার নিজের প্রিয়তমরূপে স্থাপন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য চিত্রলেখার দ্বারকায় গমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! শোণিতপুরবাসিনী পরমা সুন্দরী স্ত্রীগণ চিত্রনির্ম্মাণকলায় অতিশয় অদ্ভুত যোগ্যতা-সম্পন্না ছিলেন। তদনন্তর বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যখন সখীগণে পরিবৃতা হইয়া মানিনী উষাদেবী নিজের অট্টালিকায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় যথাযথায় পার্ব্বতী-দেবীকথিত বাক্যানুসারে এক পুরুষ আসিয়া সেই শুভলক্ষণা অসুররাজকুমারীর সহিত রমণ করিলেন। ১-২

যদিও তিনি রোদন করিতে করিতে সেই পুরুষের স্পর্শ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তথাপি সেই সময় পার্ব্বতীদেবীর বাক্যে প্রেরিতা হইতেছিলেন। সেই কারণে তাঁহার সহিত স্বপ্নে সেই পুরুষ বলপূর্ব্বক রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজের স্ত্রী করিয়া লইলেন। ৩

সেই সময় সেই রাজকন্যার যোনি রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। তিনি রাত্রিতে সহসা রোদন করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাকে এইভাবে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহার সখী চিত্রলেখা ভয়ভীতা হইয়া অতিশয় অদ্ভুত স্নিগ্ধ বাক্যে বলিল। ৪

উষে! ভয় করিও না। তুমি কেন এইভাবে রোদন করিতেছ এবং সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছ? তুমি ত' মহারাজ বলির পুত্র বাণের কন্যা, নিজের নির্ভীকতার জন্য বিখ্যাত আছ, তবে কিজন্য ভয়ে ভীত হইতেছ? ৫

সুভ্রু! আমাদের সকলের পক্ষে বিশেষতঃ তোমার পক্ষে ত' জগতে কোন ভয় নাই। বামোরু! তোমার কোনও ভয় নাই। তোমার পিতা বাণ সমরাঙ্গণে দেবগণেরও কালস্বরূপ। ৬

শুভে! উঠ, উঠ, তোমার কল্যাণ হউক। তুমি বিষাদ করিও না। সুমুখি! এরূপ (সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত) নিবাস-স্থানে কোনরূপ ভয় থাকে না। ৭

অসকৃদ্দেবধর্ষিতঃ শচীভর্ত্তা সুরেশ্বরঃ ।
অপ্রাপ্ত এব নগরং পিত্রা তে বুধিতো রণে ॥ ৮
অয়ং দেবসমূহস্য ত্রাসনশ্চ পিতা তব ।
মহাসুরবরঃ শ্রীমান্ বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ ॥ ৯
এবং সান্ত্বিতা সখ্যা বাণপুত্রী যশস্বিনী
স্বপ্নে রূপং যথা দৃষ্টং তদ্বেদয়দনিন্দিতা ॥ ১০

উষোবাচ ।

এবং সন্দূষিতা সাধ্বী কথং জীবিতুমুৎসহে ।
পিতরং কিং নু বক্ষ্যামি দেবশত্রুমরিন্দমম্ ॥ ১১
এবং সন্দূষণকরী বংশস্যাস্য মহৌজসঃ
শ্রেয়ো হি মরণং মহ্যং ন মে শ্রেয়োঽদ্য জীবিতম্ ॥ ১২
ঈপ্সিতো বা যথা কোঽপি পুরুষো বিগতো হি মে ।
জাগ্রতীব যথা চাহমবস্থৈবং কৃতা মম ॥ ১৩
নিশায়াং জাগ্রতীবাহং নীতা কেন দশামিমাম্
কথমেবং কৃতা নাম কন্যা জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৪

দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্র দেবগণকে সঙ্গে লইয়া অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই নগর পর্য্যন্ত আসিবার পূর্ব্বেই তোমার পিতা যুদ্ধে তাঁহাকে দমিত করিয়া দিয়াছেন। ৮

তোমার এই পিতা দেবসমূহের ত্রাসজনক, মহাসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাজা বলির মহাবল ও কান্তিমান্ পুত্র। ৯

সখী চিত্রলেখা এরূপ কথা বলিলে পর অনিন্দিতা যশস্বিনী বাণপুত্রী ঊষা স্বপ্নে যেরূপ রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা সখীকে জানাইলেন। ১০

ঊষা পুনরায় বলিলেন—আমি সতী সাধ্বী কুমারী ছিলাম, যখন এইভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, তখন আমি আর কিভাবে জীবিত থাকিতে পারি? শত্রুদমনকারী দেবশত্রু পিতাকেই বা আমি কি বলিব? ১১

এই মহাতেজস্বী বংশের আমি এইভাবে কলঙ্কারোপকারিণী হইয়া গিয়াছি। আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। অতঃপর জীবিত থাকা আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। ১২

আমি স্বপ্নে এরূপ কোনও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, যাঁহাকে অভিলষিত কামনা করিয়াছি। তিনি স্বপ্নেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় আমার এরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ১৩

রাত্রিতে আমার জাগ্রদবস্থাতেই কোন পুরুষ আমাকে এই দশায় উপনীত করিয়া দিয়াছেন? যখন কন্যা হইয়াও আমাকে এরূপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন আমি আর কি করিয়া জীবনধারণ করিব? ১৪

কুলোপক্রোশনকরী কুলাঙ্গারী নিরাশ্রয়া ।
জীবিতুং ন স্পৃহয়ামি সাধ্বীনামগ্রতঃ স্থিতা ॥ ১৫
ইত্যেবং বাষ্পপূর্ণাক্ষী সখীজনবৃতা তদা ।
বিললাপ চিরং কামমুখা কমললোচনা ॥ ১৬
অনাথবত্তাং ক্রন্দতীং সখ্যঃ সর্ব্বা বিচেতসঃ ।
উদ্বিগ্নরূপসীতাক্ষীমূষাং সর্ব্বাঃ সমাগতাঃ ॥ ১৭
দুষ্টেন মনসা দেবি কৃতং বা যদি বাশুভম্ ।
ক্রিয়তে ন চ তে সুভ্রু কিঞ্চিদ্দুষ্টং মনঃ শুভে ॥ ১৮
প্রসহ্য দৈবসংযোগাদ্ যদি ভুক্তাসি ভামিনি ।
স্বপ্নযোগেন কল্যাণি ব্রতলোপো ন বিদ্যতে ॥ ১৯
ব্যভিচারেণ তে দেবি নাস্তি কশ্চিদ্ ব্যতিক্রমঃ ।
ন চ স্বপ্নকৃতো দোষো মর্ত্ত্যলোকেঽস্তি সুন্দরি ॥ ২০
এবং বিপ্রর্ষয়ো দেবি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কথয়ন্তি বৈ ।
মনসা চৈব বাচা চ কর্ম্মণা চ বিশেষতঃ ।
দুষ্টা যা ত্রিভিরেতৈস্তু পাপা সা প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১

যে নারী সতী সাধ্বী রমণীদের অগ্রে থাকিয়া পরে যদি কুলকলঙ্কিনী, কুলাঙ্গারী ও নিরাশ্রয়া হইয়া যায়, তবে সে কিভাবে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিতে পারে? ১৫

এইভাবে সখীগণে পরিবৃতা হইয়া কমললোচনা ঊষা সেই সময় অশ্রুপরিপূর্ণ নয়নে বহুক্ষণ ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৬

তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অনাথের ন্যায় রোদন করিতে দেখিয়া সমস্ত সখীগণ বিভ্রান্ত হইয়া সেখানে সমবেত হইল এবং এই কথা বলিল। ১৭

দেবি! যদি দুষ্ট হৃদয়ে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করা হয়, তবে তাহার কোনও অনিষ্টকারী ফল হইয়া থাকে; কিন্তু সুভ্রু! শুভে! তোমার মনে ত' কিছুই দোষ নাই। ১৮

ভামিনি! কল্যাণি! যদি দৈব-সংযোগে স্বপ্নে কোনও পুরুষ বলাৎকার পূর্ব্বক তোমাকে উপভোগ করিয়া থাকে, তবে ইহাতে তোমার কৌমার-ব্রতের লোপ হয় নাই। ১৯

দেবি! তোমার এই ব্যভিচারে কোনও অপরাধ হয় নাই। সুন্দরি! মর্ত্ত্যলোকে স্বপ্নাবস্থায় কৃত কোনও অশুভ কর্ম্মের দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ২০

দেবি! ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিগণ এরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। যে নারী মন, বাক্য ও বিশেষতঃ ক্রিয়া—এই তিনভাবে দূষিত হয় তাহাকেই বিদ্বান্ পুরুষগণ 'পাপিনী' বলেন। ২১

ন চ তে দৃশ্যতে ভীরু মনঃ প্রচলিতং সদা
কথং ত্বং দোষসংহৃষ্টা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ॥ ২২
যদি যুক্তা সতী সাধ্বী শুদ্ধভাবা মনস্বিনী ।
ইমামবস্থাং প্রাপ্তা ত্বং নৈব ধর্ম্মো বিলুপ্যতে ॥ ২৩
যস্যা ত্বমিহ মন্দ পূর্ব্বৈঃ কর্ম্মণা চোপপাদিতম্ ।
তামাহুরসতীং নাম সতী ত্বমসি ভামিনি ॥ ২৪
কুলজা রূপসম্পন্না নিয়তা ব্রহ্মচারিণী
ইমামবস্থাং নীতাসি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ২৫
ইত্যেবমুক্তাং রূপবতীং বাষ্পোপাবৃতলোচনাম্
কুম্ভাণ্ডদুহিতা বাক্যং পরমং হিতমব্রবীৎ ॥ ২৬
ত্যজ শোকং বিশালাক্ষি অপাপা ত্বং বরাননে ।
শ্রুতং মে যদিদং বাক্যং যথাতথ্যেন তচ্ছৃণু ॥ ২৭
উষে সুপ্তা দেবাসি ভর্ত্তারং ধ্যায়তী তদা
সমীপে দেবদেবস্য স্মর ভামিনি তদ্ বচঃ ॥ ২৮

ভীরু! তোমার মন ত' সর্ব্বদাই স্থির আছে, তাহাকে কখনও চঞ্চল হইতে দেখা যায় নাই। তুমি নিয়ম পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালনে তৎপর থাকিয়াও দোষে কিভাবে দূষিত হইবে? ২২

তোমার ভাব শুদ্ধ, তুমি নিজের মনকে সংযত করিয়া রাখিয়াছ এবং তুমি সতী সাধ্বী। ইহাতেও যদি তুমি অবস্থায় এই দশা প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তাহার দ্বারা তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না। ২৩

যে স্ত্রীর মন প্রথমে দূষিত হয়, তাহার পর সে যদি ক্রিয়া দ্বারা দোষ সম্পাদন করে, তবেই সেই স্ত্রীকে অসতী (কুলটা) বলা হয়; ভামিনি! তুমি ত' সতীই। ২৪

তুমি উত্তম কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি মনোহর রূপসম্পন্না, সত্যবাদি নিয়ম পালনকারিণী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়াও এই অবস্থায় নীতা হইয়াছ; ইহা দেখিয়া এই কথাই বলিতে হয় যে, কাল দুর্লঙ্ঘ্য (কাল যখন যাহাকে যে অবস্থায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সেই অবস্থাতেই লইয়া যান)। ২৫

সখীগণ এই কথা বলিলে পরও ঊষা রোদন করিতেই থাকিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল। তখন কুম্ভাণ্ডের পুত্রী চিত্রলেখা এই উত্তম কথা বলিল। ২৬

বিশাললোচনে! এই শোক পরিত্যাগ কর। বরাননে! তুমি সর্ব্বথা নিষ্পাপ। আমি যে কথা শুনিয়াছি, তাহা যথাযথভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৭

দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য বৈশাখে মাসি যা নিশি ।
হর্ম্ম্যে শয়ানাং রুদতীং স্ত্রীত্বং সমুপনেষ্যতি ॥ ২৯
ভবিতা স হি তে ভর্ত্তা শূরঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।
ইত্যুবাচ বচো হৃষ্টা দেবী তব মনোগতম্ ॥ ৩০
ন হি তদ্ বচনং মিথ্যা পার্ব্বত্যা বচসাস্তুতম্ ।
সা ত্বং কিমিদমত্যর্থং রোদিষীন্দুনিভাননে ॥ ৩১
এবমুক্তা তদা বালা স্মৃত্বা দেবীবচস্তদা ।
অভবদ্বীতশোকা সা বাণপুত্রী শুভেক্ষণা ॥ ৩২

ঊষোবাচ

স্মরামি ভামিনি বচো দেব্যাঃ ক্রীড়াগতে ভবে ।
যথোক্তং সর্ব্বমখিলং প্রাপ্তং হর্ম্ম্যতলে ময়া ॥ ৩৩
ভর্ত্তা তু মম যস্তেষ লোকনাথস্য ভার্য্যয়া
ব্যাদিষ্টঃ স কথং জ্ঞেয়স্তত্র কার্য্যং বিধীয়তাম্ ॥ ৩৪

ঊষে! ভামিনি! দেবাদিদেব মহাদেবের সমীপে সেই দিন যখন তুমি পতির কথা চিন্তা করিতেছিলে, সেই সময় দেবী পার্ব্বতী তোমাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি স্মরণ কর। ২৮

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে তুমি অট্টালিকায় যখন শয়ন করিয়া থাকিবে, তখন তুমি রোদন করিতে থাকিলেও যে পুরুষ স্বপ্নে তোমাকে নিজের স্ত্রী করিয়া লইবে, সেই শত্রুসূদন বীরবর পুরুষই তোমার পতি হইবে। ২৯

হৃষ্টা পার্ব্বতী দেবী তোমার মনের অনুরূপ এই কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। চন্দ্রমুখি! অতএব তুমি এই ঘটনায় কেন অত্যন্ত রোদন করিতেছ? ৩০-৩১

চিত্রলেখা এই কথা বলিলে পর পার্ব্বতী দেবীর বাক্য স্মরণ করত সেই অসুরবালা বাণপুত্রী ঊষা শোকরহিত হইলেন। ৩২

ঊষা বলিলেন,—ভামিনি! যখন মহাদেব ক্রীড়ায় তৎপর ছিলেন, তখন পার্ব্বতীদেবী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার এখন স্মরণ হইতেছে। তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি পূর্ণরূপে এই অট্টালিকামধ্যে অনুভব করিয়াছি। ৩৩

যদি ভগবান্ বিশ্বনাথের ভার্য্যা পার্ব্বতী দেবী এই পুরুষকে আমার পতিরূপে প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পরিচয় কিরূপে জানিতে পারিব? এ বিষয়ে তুমি কোনও উপায় উদ্ভাবন কর। ৩৪

ইত্যেবমুক্তে বচনে কুম্ভাণ্ডদুহিতা পুনঃ
ব্যাজহার যথান্যায়মর্থতত্ত্ববিশারদা ॥ ৩৫
ন হি তস্য কুলং দেবি ন কীর্তির্নাপি পৌরুষম্।
কশ্চিজ্জানাতি তত্ত্বেন কিমিদং ত্বং বিমুহ্যসে ॥ ৩৬
অদৃষ্টশ্চাশ্রুতশ্চৈব দৃষ্টঃ স্বপ্নে চ যঃ শুভে।
কথং জ্ঞেয়ো ভবেদ্ ভীরু সোঽস্মাভী রতিতস্করঃ ॥ ৩৭
যেন ত্বমসিতাপাঙ্গি নস্তকাশিনি বিক্রমাৎ।
রুদতী প্রসভং ভুক্তা প্রবিশ্যান্তঃপুরং সখি ॥ ৩৮
ন হ্যসৌ প্রাকৃতঃ কশ্চিদ্ যঃ প্রবিষ্টঃ প্রসহ্য তে।
নগরং লোকবিখ্যাতমেকঃ শত্রুনিবর্হণঃ ॥ ৩৯
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ মহৌজসৌ।
ন শক্তাঃ শোণিতপুরং প্রবেষ্টুং ভীমবিক্রমাঃ ॥ ৪০
সোঽয়মেভিঃ শতগুণৈর্বিশিষ্টশ্চারিসূদনঃ।
প্রবিষ্টঃ শোণিতপুরং বাণস্য কৃত্বা মূর্ধনি ॥ ৪১
যস্তু নৈবংবিধো ভর্তা ভবেদ যুদ্ধবিশারদঃ।
কস্তস্য জীবিতেনার্থো ভোগৈর্বাপ্যম্বুজেক্ষণে ॥ ৪২
ধন্যাস্ত্বনুগৃহীতাসি যস্যাস্তে পতিরীদৃশঃ।
প্রাপ্তো দেব্যাঃ প্রসাদেন কন্দর্পসমবিক্রমঃ ॥ ৪৩
ইদং তু ত্বং কার্যতত্ত্বং শৃণু যত্তন্ময়েরিতম্।
বিজ্ঞেয়ো যস্য পুত্রো বৈ যন্নামা যৎকুলশ্চ সঃ ॥ ৪৪
ইত্যেবমুক্তে বচনে তদোষা কামমোহিতা।
উবাচ কুম্ভাণ্ডসুতাং কথং জ্ঞাস্যাম্যহং সখি ॥ ৪৫
বদেব চিন্ত্যং সখি নোত্তরং প্রতিভাতি মে
যৎকার্যে মুহ্যতে লোকো যথা জীবং লভাম্যহম্ ॥ ৪৬
উষায়া বচনং শ্রুত্বা বাষ্পব্যাকুলিতং পুনঃ
উবাচ রুদতীং তাং সা কুম্ভাণ্ডদুহিতা সখী ॥ ৪৭
শৃণুষ্ব তে বিশালাক্ষি মদ্বচো মন্ত্রনিশ্চয়ে
অপ্সরা চিত্রলেখা বৈ কিঙ্করী বিজ্ঞাপয়ে সখি ॥ ৪৮

---

উষা এই কথা বলিলে পর অর্থতত্ত্বে জ্ঞানে পারদর্শিনী কুম্ভাণ্ডকুমারী চিত্রলেখা পুনরায় এই ন্যায়োচিত বাক্য বলিল। ৩৫

দেবি! সেই পুরুষের কে বংশ বা কুল, বা তাঁহার কীর্তি ও বা তাঁহার পুরুষার্থের যথাযথ পরিচয় জানে; তবে এই বিষয় লইয়া তুমি মোহিত হইতেছ কেন? ৩৬

শুভে! ভীরু! যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ, যাঁহাকে অন্য কেহ না কখনও দেখিয়াছে এবং না তাঁহার বিষয়ে কেহ কিছু শুনিয়াছে, সুতরাং আমরা কি করিয়া তোমার সেই রতিতস্কর পুরুষকে চিনিতে বা জানিতে পারিব? ৩৭

মত্তের ন্যায় প্রতীয়মানা ও কজ্জলনেত্রশোভিতা সখি! যে পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তুমি রোদন করিতে থাকিলেও বলপূর্বক তোমাকে উপভোগ করিয়াছেন, তিনি কোনও সাধারণ মানুষ নন। যিনি তোমার এই লোকবিখ্যাত নগরে বলপূর্বক একাকীই প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি কোনও শত্রুমর্দনকারী বীর পুরুষই হইবেন। ৩৮–৩৯

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও দুই মহাবল অশ্বিনীকুমার—এই ভয়ানক পরাক্রমশালী দেবগণও শোণিতপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। ৪০

এই সব দেবগণ অপেক্ষা শতগুণবিশিষ্ট এই শত্রুসূদন বীর হইবেন, যিনি বাণাসুরের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া এই শোণিতপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। ৪১

কমললোচনে! যে নারীর পতি এরূপ যুদ্ধবিশারদ বীর না হইবেন, তাহার জীবন ধারণ ও ভোগসমূহে কি লাভ হইবে? ৪২

তুমি ধন্যা, তোমার উপর দেবীর পরম অনুগ্রহ আছে; কারণ, তুমি পার্বতীদেবীর প্রসাদে এরূপ কামদেবতুল্য পরাক্রমশালী পতি প্রাপ্ত হইয়াছ। ৪৩

এই সময় যাহা মুখ্য কর্তব্য হইল, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। সর্বপ্রথমে ইহা জানিতে হইবে যে, তিনি কাহার পুত্র? তাঁহার নাম কি? এবং তিনি কোন্ কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন? ৪৪

চিত্রলেখা এই কথা বলিলে পর সেখানে কামমোহিতা উষা কুম্ভাণ্ডপুত্রী চিত্রলেখাকে বলিলেন,—সখি! এই সব আমি কিভাবে জানিতে পারিব? ৪৫

সখি! তুমি কোনও উপায় চিন্তা কর, আমার ত' ইহার কোনও উত্তর বোধগম্য হইতেছে না, যিনি কার্যে প্রায়শঃ সকল লোকেই মোহিত হইয়া যায়। অতএব তুমি এরূপ কোনও উপায় স্থির কর, যাহাতে আমি নবজীবন লাভ করিতে পারি। ৪৬

উষার এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সখী কুম্ভাণ্ডকুমারী রামা (চিত্রলেখা অপ্সরার অংশে উৎপন্ন হওয়ায় ইহাকে চিত্রলেখাও বলা হয়।) রোদন করিতে করিতে উষাকে পুনরায় এই কথা বলিল। ৪৭

বিশাললোচনে সখি! তুমি এই কথা অতি সত্বর চিত্ত-

অস্যাঃ সর্ব্বমশেষেণ ত্রৈলোক্যং বিদিতং সদা
এবমুক্তা ততো দেবী হর্ষশোকসমন্বিতা ॥ ৪৯
তামপ্সরসমাবাধা চিত্রলেখাং সখীং প্রিয়াম্
কৃতাঞ্জলিপুটা দীনা ঊষা বচনমব্রবীৎ ॥ ৫০
সা ততুক্তা তু বচনমুষায়াঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
আশ্বাসয়ামাস সখী বাণপুত্রীং যশস্বিনীম্ ॥ ৫১
ততঃ সা বিস্ময়াবিষ্টা বচনং প্রাহ দুর্ব্বচম্।
চিত্রলেখামপ্সরসং প্রণয়াৎ তাং সখীমিদম্ ॥ ৫২
শৃণুষ্ব ত্বং মে বাক্যং যত্ত্বাং বক্ষ্যামি ভামিনি।
ভর্ত্তারং যদি নেচ্ছ ত্বং নানয়িষ্যসি মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫৩
কান্তং পদ্মপলাশাক্ষং মত্তমাতঙ্গগামিনম্
ত্যক্ষ্যাম্যহং ততঃ প্রাণান্ চিরাদপ্যনবাপ্য তম্ ॥ ৫৪
চিত্রলেখাব্রবীদ্ বাক্যমুষাং হর্ষয়তী শনৈঃ
নৈবোপলক্ষ্যতে ভর্ত্তা তব সা ভামিনি শ্রূয়তে ॥ ৫৫

লেখা অপ্সরাকে জানাইবার পাত্র; তিনি তোমার এই সন্ধি-বিগ্রহ (মধ্যস্থতা) কার্য্যে সর্ব্বথা সমর্থ ॥ ৪৮

ইঁহার সমস্ত ত্রিলোকের সকল বিষয়ই সর্ব্বদা জানা আছে। সখী এই কথা বলিলে পর ঊষা সেই সময়ে হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৯

তিনি নিজের প্রিয় সখী চিত্রলেখানাম্নী অপ্সরাকে আনাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে নিজের হৃদয়ের কথা নিবেদন করিলেন ॥ ৫০

ঊষা কর্ত্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণ করত সখী চিত্রলেখা সেই যশস্বিনী বাণপুত্রীকে আশ্বাস দান করিলেন ॥ ৫১

তারপর বিস্ময়াবিষ্টা সেই ঊষা নিজের সখী চিত্রলেখা অপ্সরাকে প্রণয়বশতঃ যে কথা বলাই যায় না, সেই কথাও বলিলেন ॥ ৫২

ভামিনি! আমি তোমাকে যে উত্তম কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার প্রিয়তম পতি অতিশয় কমনীয়, তাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় সুন্দর, তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় মন্দগতিতে গমন করেন। তুমি কষ্টভাবপূর্ণোচিতে! যদি আজ তুমি আমার প্রাণনাথকে এখানে আনয়ন না কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৫৩-৫৪

ইহা শুনিয়া চিত্রলেখা ঊষার হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন,—উত্তম ব্রতপালনকারিণী ভামিনি! তোমার এই মনোরথ আমি কোনরূপেই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৫৫

ন কুলেন ন বর্ণেন ন শীলেন ন রূপতঃ
ন দেশতশ্চ বিজ্ঞাতঃ স চিত্তচোরো মতা সখি ॥ ৫৬
কিন্তু কর্ত্তুং যথা শক্যা বুদ্ধিপূর্ব্বং ময়া সখি।
প্রাপ্তকালং তু মে বাক্যং যথা কামমবাপ্স্যসি ॥ ৫৭
দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
যে বিশিষ্টাঃ প্রভাবেণ রূপেণাভিজনেন চ ॥ ৫৮
যথাপ্রভাবং তান্ সর্ব্বানালিখিষ্যাম্যহং সখি।
মনুষ্যলোকে যে চাপি প্রবরা লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৫৯
সপ্তরাত্রেণ তে তাংশ্চ দর্শয়িষ্যামি ভামিনি।
ততো বিজ্ঞায় পাদস্থং ভর্ত্তারং প্রতিপৎস্যসে ॥ ৬০
সা চিত্রলেখয়া প্রোক্তা ঊষা চিত্তচিকীর্ষয়া
ক্রিয়তামেবমিত্যাহ চিত্রলেখাং সখীং প্রিয়াম্ ॥ ৬১
ততঃ কুশলতত্ত্বজ্ঞা চিত্রলেখা সমস্ততঃ
ইত্যুক্ত্বা সপ্তরাত্রেণ তথা লেখ্যগতান্ স্ব তান্ ॥ ৬২

সখি! তোমার এই চিত্তচোরের না কুল, না বর্ণ, না শীল, না রূপ ও না দেশ — কিছুই আমি জ্ঞাত নহি ॥ ৫৬

সখি! তথাপি আমি বুদ্ধি অনুসারে যাহা কিছু করিতে পারি, করিব; এই সময় যাহা কর্ত্তব্য রূপে উপস্থিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে আমার কথা শ্রবণ কর, যাহাতে তুমি নিজের মনোরথ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৭

দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভাব, রূপ ও উচ্চ কুলে বিশিষ্ট, তাঁহাদের সকলের আমি তাঁহাদের প্রভাব অনুসারেই চিত্র প্রস্তুত করিব। সখি! মনুষ্যলোকেও যে সব বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন, তাঁহাদেরও আমি চিত্র অঙ্কিত করিব ॥ ৫৮-৫৯

ভীরু! সাত রাত্রির মধ্যে তাঁহাদের সকলের চিত্র নির্ম্মাণ করিয়া আমি তাঁহাদের সকলকে দেখাইব। অনন্তর তুমি চিনিতে পারিলে পর তুমি মনোনীত পতিকে নিজের পদের উপর পতিত অবস্থাতে লাভ করিবে ॥ ৬০

চিত্রলেখা হিতসাধন করিবার ইচ্ছায় যখন পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন, তখন ঊষা প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে কহিলেন, আচ্ছা, এইরূপই কর ॥ ৬১

তদনু 'তথাস্ত' বলিয়া চিত্রলেখা সর্ব্বদিক্ হইতে যথাযোগ্য চিত্র প্রস্তুত করিলেন; কারণ, এই চিত্রনির্ম্মাণকলায় চিত্রলেখা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সাত রাত্রির মধ্যে সমস্ত প্রধান প্রধান পুরুষগণের চিত্র অঙ্কিত করিলেন। তারপর সেই সুন্দরী

চিত্রপট্টগতান্ মুখ্যানানয়ামাস শোভনা
ততঃ প্রাস্তীর্য্য পট্টং সা চিত্রলেখা স্বয়ং কৃতম্ ॥ ৬৩
উষায়ৈ দর্শয়ামাস সখীনাং তু বিশেষতঃ ।
এতে দেবেষু যে মুখ্যাস্তথা দানববংশজাঃ ॥ ৬৪
কিন্নরোরগযক্ষাণাং রাক্ষসানাং সমন্ততঃ ।
গন্ধর্ব্বাসুরদৈত্যানাং যে চান্যে তোষিণঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৫
মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং যে বিশিষ্টতমা নরাঃ ।
তানেতান্ পশ্য সর্ব্বাংস্ত্বং যথৈব লিখিতা ময়া ॥ ৬৬
যস্তে ভর্ত্তা যথারূপঃ স ময়া লিখিতঃ সখি ।
তং ত্বং প্রত্যভিজানীহি স্বপ্নে যং দৃষ্টবত্যসি ॥ ৬৭
ততঃ ক্রমেণ সর্ব্বাংস্তান্ দৃষ্ট্বা সা মত্তকাশিনী ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরগণানপি
অতীত্য চ যদূন্ সর্ব্বান্ দদর্শ যদুনন্দনম্ ॥ ৬৮
তত্রানিরুদ্ধং দৃষ্ট্বা সা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা
উবাচ চিত্রলেখাং তাময়ং চৌরঃ স বৈ সখি ॥ ৬৯

যেনাহং দূষিতা পূর্ব্বং স্বপ্নে কন্যাগতা সতী ।
সোঽয়ং বিজ্ঞাতরূপো মে কুতোঽয়ং প্রতিতস্করঃ ॥ ৭০
চিত্রলেখে যথৈবং তত্ত্বতো মম শোভনে ।
কুলশীলাভিজনতো নাম কিং চাস্য ভামিনি ।
ততঃ পশ্চাদ্ বিধাস্যামি কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৭১
চিত্রলেখোবাচ ।
অয়ং ত্রৈলোক্যনাথস্য নপ্তা কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ।
ভর্ত্তা তব বিশালাক্ষি প্রাদ্যুম্নির্ভীমবিক্রমঃ ॥ ৭২
ন হ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু সদৃশো হ্যস্য পরাক্রমে ।
উৎপাট্য পর্ব্বতানেষ পর্ব্বতৈরেব শাত্রবং ॥ ৭৩
ধন্যা ত্বমুপগীতাসি মহাদেব্যা মহাপ্রভঃ
প্রাদ্যুম্নিস্তে সমাদিষ্টঃ সদৃশঃ সজ্জনঃ পতিঃ ॥ ৭৪
উষোবাচ
ত্বমেবাত্র বিশালাক্ষি যোগ্যা তং বরানয়ে ।
ন শক্যা হি গতিস্তাম্যা অগত্যা মে গতির্ভব ॥ ৭৫

---

চিত্রপটে স্থাপিত সেই সব পুরুষগণকে সেখানে লইয়া আসিলেন। ৬২।

তদনন্তর চিত্রলেখা স্ব-নির্ম্মিত সেই চিত্রপটকে বিস্তৃত করিয়া উষাকে এবং বিশেষতঃ তাঁহার সব সখীদিগকেও দেখাইলেন। ৬৩।

তিনি বলিলেন,—এই হইল দেবগণের মধ্যে যাঁহারা মুখ্য, তাঁহাদের চিত্র এবং এই দিকে দানববংশের বীরগণকে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহার চারিদিকে কিন্নর, নাগ, যক্ষ ও রাক্ষস দিগের চিত্র; গন্ধর্ব্ব, অসুর, দৈত্য ও অন্যান্য সর্পগণেরও চিত্র ইহাতে রহিয়াছে। ৬৪-৬৫

সমস্ত মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টতম পুরুষ, তাঁহারা এই দিকে অঙ্কিত আছেন। আমি তাঁহাদিগকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, সেই সব চিত্র তুমি দেখ। ৬৬

সখি! যিনি তোমার পতি এবং তাঁহার যেরূপ রূপ, তাহা আমি এই চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছি। তুমি স্বপ্নে যাঁহাকে দেখিয়াছ, তাঁহাকে তুমি এই চিত্রে চিনিয়া লও। ৬৭

তখন মত্তের ন্যায় প্রতীতা উষা ক্রমশঃ সেই সব দেখিয়া দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণকে অতিক্রম করতঃ সমস্ত যদুবংশীয়গণ এবং এবং যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন। ৬৮

সেখানেই অনিরুদ্ধের চিত্র দেখিয়া সেই উষার নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তিনি তখন চিত্রলেখাকে বলিলেন, সখি! এই সেই চোর, যে অট্টালিকায় শয়ন করিয়া থাকিবার সময় স্বপ্নে আসিয়া আমাকে দূষিত করিয়া গিয়াছে। ইহার রূপ তো আমি ভালভাবেই চিনিতে পারিতেছি, কিন্তু এই প্রতিচোর কোথা হইতে আসিয়াছিল? ৬৯-৭০

শোভনে! চিত্রলেখে! তুমি ইহার যথাযথ পরিচয় আমাকে প্রদান কর। ভামিনি! এই চোরশ্রেষ্ঠের কুল, শীল, অভিজন ও নাম কি? এই সব জানিবার পর আমি নিজের এই কর্ত্তব্য স্থির করিব। ৭১

চিত্রলেখা বলিলেন,—বিশাললোচনে! এই তোমার পতি সাক্ষাৎ ত্রিলোকীনাথ বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাতী (পৌত্র) এবং প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইঁহার পরাক্রম অতিশয় ভয়ঙ্কর। ৭২

পরাক্রমে ইঁহার সমানতাকারী ত্রিলোকের মধ্যে অন্য কেহই নাই। ইনি পর্ব্বতসকলকেই উৎপাটিত করিয়া সেই পর্ব্বতসকলের দ্বারাই শত্রুগণকে সংহার করিতে পারেন। ৭৩

উষে! তুমি ধন্য, তোমার উপর পার্ব্বতীদেবীর বিশেষ অনুগ্রহ আছে। সেই ত্রিলোচনপত্নী পার্ব্বতীদেবী তোমার জন্য পরম যোগ্য, সজ্জন ও যদুকুলতিলক অনিরুদ্ধকে পতিরূপে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। ৭৪

উষা বলিলেন,—সুবদনে! বিশাললোচনে! তুমিই এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার যোগ্য হও। তুমি ব্যতীত এই কার্য্যে

অন্তরিক্ষচরা চ ত্বং [illegible] কামরূপিণী
উপায়জ্ঞাস্তু সুধনা ক্ষিপ্রমানয় মে প্রিয়ম্ ॥ ৭৬
উপায়শ্চিন্ত্যতাং ভীরু মৎপ্রজ্ঞা প্রিয়ে সুখম্।
সিদ্ধার্থা সন্নিবর্তস্ব যেনোপায়েন সুন্দরি ॥ ৭৭
অবেলাপৎসু যন্মিত্রং তন্মিত্রং শস্যতে বুধৈঃ।
কামার্তা চাস্মি সুশ্রোণি ত্বং মে প্রাণধারিণী ॥ ৭৮
যদ্যেনং মে বিশালাক্ষি ভর্তারমনয়াপনম্।
অদ্য নানয়সি ক্ষিপ্রং প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যহং শুভে ॥ ৭৯
উষায়া বচনং শ্রুত্বা চিত্রলেখা [illegible]
শ্রোতুমর্হসি কল্যাণি [illegible] ॥ ৮০
যথা বাণস্য নগরী [illegible] দেবি সর্বশঃ
দ্বারকাপি তথা ভীরু [illegible] ॥ ৮১
অসম্যক্প্রতিজ্ঞায়া [illegible] মা পুনঃ
গুপ্তা বৃষ্ণিকুমারৈশ্চ তথা দ্বারকবাসিভিঃ ॥ ৮২

আমাকে আর অন্য কেহই [illegible] করিতে পারিবে না। অতএব এই অবস্থায় তুমিই [illegible] ॥ ৭৬

তুমি আকাশে বিচরণকারিণী ও [illegible] যোগিনীস্বরূপা। বিশেষতঃ এই উপায়ের [illegible] এক মুখ্য কর্ত্রী। তুমি আমার প্রিয়তমকে শীঘ্র আনয়ন কর। ৭৬

ভীরু! সুন্দরি! আমার [illegible] লাভ হইবে, সেই বিষয়ে বিশেষ [illegible] কর, যাহাতে তুমি সফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে পার। ৭৭

যে সর্ববিধ আপৎকালে মিত্র [illegible] হয়, তাহাকেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রশংসা করেন। সুশ্রোণি! আমি কামে পীড়িতা হইতেছি, এই সময়ে তুমি আমার প্রাণরক্ষাকারিণী হও। ৭৮

শুভে! বিশাললোচনে! যদি তুমি আমার এই দেবোপম পতিকে আজ এখানে না আন, তবে আমার প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দিব। ৭৯

উষার এই কথা শ্রবণ করিয়া চিত্রলেখা বলিলেন,—কল্যাণি! পবিত্র হাস্যবতী উষে! প্রথমে আমার কথা শ্রবণ কর। ৮০

দেবি! যেরূপ বাণাসুরের এই শোণিতপুরনগরী সর্বতোভাবে সুরক্ষিত আছে, ভীরু! সেইরূপ দ্বারকাপুরীও। কেহই এই দ্বারকাপুরীকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ৮১

উহা লৌহনির্মিত জালে আবৃত আছে। এই পুরীর প্রবেশদ্বার পূর্বরূপে [illegible] সুরক্ষিত। বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ এবং

প্রাণেষু [illegible] বিহিতা বিশ্বকর্মণা
রক্ষ্যতে পুরুষৈর্ঘোরৈঃ শঙ্খনাভস্য শাসনাৎ ॥ ৮৩
শৈলপ্রাকারপরিখাচর্যমার্গপ্রবেশিনী।
সমুদ্রাকারগুপ্তা পর্বতৈর্যানুমণ্ডিতৈঃ ॥ ৮৪
ন চ শক্যমবিজ্ঞাতৈঃ প্রবেষ্টুং দ্বারকাপুরীম্।
[illegible] বিশেষতঃ ॥ ৮৫

উষোবাচ।

তব যোগপ্রভাবেণ শক্যং তত্র প্রবেশনম্
কিং মে বহুবিলাপেন [illegible] সখি কারণম্ ॥ ৮৬
অনিরুদ্ধস্য বদনং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্
[illegible] ॥ ৮৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৮
যদি [illegible]
ক্ষিপ্রমানয় মে [illegible] ॥ ৮৯

অন্য দ্বারকাবাসীরা এই নগরীকে রক্ষা করেন। ৮২

বিশ্বকর্মা এই পুরীকে নির্মাণ করিয়াছেন। উহার প্রান্তভাগে সমুদ্রের জলরাশিই পরিখারূপে বিদ্যমান আছে। শঙ্খনাভ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভয়ঙ্কর পুরুষগণ উহাকে রক্ষা করিতেছেন। ৮৩

পর্বতই উহার প্রাকার, সমুদ্রই উহার পরিখা এবং দুর্গম পথ দিয়াই উহাতে প্রবেশ করিতে হয়। বানুমণ্ডিত পর্বতসকলের দ্বারা নির্মিত [illegible] প্রাকারে এই পুরী পরিবেষ্টিত আছে। ৮৪

অপরিচিত ব্যক্তিগণ এই দ্বারকাপুরীতে কখনও প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব অনিরুদ্ধকে আনিবার বাসনা (বা হঠকারিতা) ত্যাগ করত তুমি নিজেকে, আমাকে এবং বিশেষতঃ নিজের পিতাকে রক্ষা কর। ৮৫

উষা বলিলেন,—সখি! যোগশক্তির প্রভাবে তোমার এই দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। অধিক প্রলাপ করিয়া কি লাভ হইবে? আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। ৮৬

যদি আমি অনিরুদ্ধের পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কান্তিমান্ সেই মনোজ্ঞ মুখ দেখিতে না পাই, তবে আমি যমলোকে গমন করিব। ৮৭

ভাবিনি! উত্তম দূত পাইলে কার্যের সিদ্ধি অবশ্যই হইয়া থাকে; অতএব তুমি যদি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার দূতী হইয়া দ্বারকাপুরীতে যাও। ৮৮

যদি তুমি আমার সখ্যকে [illegible] জানিয়া থাক এবং প্রেমভরে কথিত আমার বাক্য বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমার

জীবিতস্য হি সন্দেহঃ কন্যা চৈব কুলস্য চ
কামার্তা হি ন পশ্যন্তি কামিন্যো মদবিহ্বলাঃ ॥ ১০
প্রযত্নো বুধ্যতে কার্যেষ্বিতি শাস্ত্রনিদর্শনম্ ।
ত্বং শক্তা বিশালাক্ষি দ্বারকায়াঃ প্রবেশনে ॥ ১১
সংস্তুতাসি ময়া ভীরু কুরু মে প্রিয়দর্শনম্

চিত্রলেখোবাচ

সর্বথা সংস্তুতা তেঽহং বাক্যৈরমৃতসোদরৈঃ ॥ ১২
কারিতা চ সমুদ্যোগং প্রিয়ৈঃ কান্তৈশ্চ ভাষিতৈঃ ।
এষা গচ্ছাম্যহং ভীরু ক্ষিপ্রং বৈ দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ১৩
ভর্তারমানয়াম্যদ্য তব বৃষ্ণিকুলোদ্বহম্
অনিরুদ্ধং মহাবাহুং প্রবিশ্য দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ১৪

সা বচস্তামশিবং দানবানাং ভয়াবহম্ ।
উক্ত্বা চান্তর্হিতা ক্ষিপ্রং চিত্রলেখা মনোজবা ॥ ১৫
সখীভিঃ সহিতা বালা চিন্তয়ন্তী তু সা স্থিতা ।
তৃতীয়ে তু মুহূর্তে সা নষ্টা বাণপুরাৎ তদা ॥ ১৬
সখীপ্রিয়ং চিকীর্ষন্তী পূজয়ন্তী তপোধনান্ ।
ক্ষণেন সমনুপ্রাপ্তা দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ১৭
কৈলাসশিখরাকারৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতাম্ ।
দদর্শ দ্বারকাং রম্যাং দিবি তারামিব স্থিতাম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
উষাহরণে চিত্রলেখায়া দ্বারকাগমনে অষ্টাদশাধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৮

---

প্রিয়তমকে অতিসত্বর এখানে আনয়ন কর। আমি আজ তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৮-৯

যদিও প্রাণের কোনও সংশয় উপস্থিত হয় এবং কুলেরও সংহার হইতে থাকে, তথাপি কামপীড়িতা মদমত্তা কামিনীগণ সেই সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে না। ১০

সমস্ত কার্যের জন্যই বিশেষভাবে যত্ন করা উচিত, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। বিশাললোচনে! তুমি দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ। ভীরু! আমি তোমার বিশেষ স্তুতি করিয়াছি। তুমি আমাকে আমার প্রিয়তমের দর্শন করাইয়া দাও। ১১

চিত্রলেখা বলিলেন,—সখি! তোমার অমৃতোপম বাক্যসমূহের দ্বারা আমি সর্বথা স্তুত হইয়াছি। তোমার এই প্রিয় ও মনোহর বাক্যসমূহ আমাকে এই কার্য সম্পাদন করিবার জন্য বিবশ করিয়া দিয়াছে। ভীরু! এই দেখ, এখন আমি শীঘ্রই দ্বারকাপুরীতে গমন করিতেছি। ১২-১৩

আজ তোমার পতি বৃষ্ণিকুলজাত মহাবাহু অনিরুদ্ধকে আমি দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করত লইয়া আসিব। ১৪

এই বাক্য যদিও মধুর ছিল, কিন্তু ইহা দানবগণের পক্ষে অমঙ্গলকারক ও ভয়াবহ ছিল। এই কথা বলিয়া সেই চিত্রলেখা অপ্সরাগণের তুল্য বেগশালিনী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ১৫

উষা নিজের সখীগণের অভীষ্ট কার্যের চিন্তা করিতে করিতে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিত্রলেখা সেই সময় তৃতীয় মুহূর্তে বাণপুর হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ১৬

সখী উষার প্রিয় করিবার বাসনায় তপস্বী মুনিগণের পূজা করিতে করিতে চিত্রলেখা ক্ষণকালের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুরক্ষিতা দ্বারকাপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১৭

কৈলাস শিখরসদৃশ উচ্চ উচ্চ প্রাসাদসমূহে সুশোভিতা রমণীয়া দ্বারকাপুরীকে সেই চিত্রলেখা আকাশে অবস্থিত তারকার ন্যায় দর্শন করিলেন। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে উষাহরণ-প্রসঙ্গে চিত্রলেখার দ্বারকাগমনবিষয়ক অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ চিত্রলেখায়া নারদস্য চ সংবাদঃ, নারদত্তামসীং বিদ্যাং গৃহীত্বা চিত্রলেখয়ানিরুদ্ধস্য শোণিতপুরমানয়নম্, উষানিরুদ্ধয়োর্গান্ধর্ববিবাহঃ, অনিরুদ্ধস্য বাণাসুর-সৈন্যৈস্তথা বাণাসুরেণ চ সহ যুদ্ধম্, নাগপাশেনানিরুদ্ধস্য বন্ধনম্, নারদস্য দ্বারকাগমনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ দ্বারবতীং প্রাপ্য স্থিতা সা ভবনান্তিকে।
প্রবৃত্তিহরণার্থায় চিত্রলেখা ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ১
অথ চিন্তয়তী সা তু বুদ্ধিবুদ্ধ্যার্থনিশ্চয়ম্।
অপশ্যন্নারদং তত্র ধ্যায়ন্তমুদকে মুনিম্ ॥ ২
তং দৃষ্ট্বা চিত্রলেখা তু হর্ষোৎফুল্ললোচনা
উপসৃত্যাভিবাদ্যাথ তত্রৈবাধোমুখী স্থিতা ॥ ৩
নারদস্ত্বাশিষং দত্ত্বা চিত্রলেখামথাব্রবীৎ।
কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তা শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪
দেবর্ষিমথ তং দিব্যং নারদং লোকপূজিতম্
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা চিত্রলেখা ত্বথাব্রবীৎ ॥ ৫
ভগবন্ শ্রূয়তাং বাক্যং দৌত্যেনাহমিহাগতা।
অনিরুদ্ধং মুনে নেতুং মদর্থং শৃণুষ্ব মে ॥ ৬
নগরে শোণিতপুরে বাণো নাম মহাসুরঃ।
তস্য কন্যা বরারোহা নাম্নোষেতি চ বিশ্রুতা ॥ ৭
ভগবন্ সানুরক্তা চ প্রাদ্যুম্নিং পুরুষোত্তমম্।
দেব্যা বরবিসর্গেণ তস্যা ভর্ত্তা বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৮
তঞ্চ নেতুং সমায়াতা তত্র সিদ্ধিং বিধৎস্ব মে।
ময়া নীতেঽনিরুদ্ধে তু নগরং শোণিতাহ্বয়ম্ ॥ ৯
প্রবৃত্তিঃ পুণ্ডরীকাক্ষে ত্বয়াখ্যেয়া মহামুনে
অবশ্যং ভবিতা চৈব কৃষ্ণেন সহ বিগ্রহঃ।
বাণস্য সুমহান্ সংখ্যে স্থিরো হি স মহাসুরঃ ॥ ১০
ন চ শক্তোঽনিরুদ্ধস্তং যুদ্ধে জেতুং মহাসুরম্।
সহস্রবাহুমায়ান্তং ভবেৎ কৃষ্ণো মহাভুজঃ ॥ ১১
ভগবন্ সন্নিকর্ষং তে মদর্থমহমাগতা।
কথং হি পুণ্ডরীকাক্ষো জ্ঞাপিতস্ত্বিদং ভবেৎ ॥ ১২

## একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ চিত্রলেখা ও নারদের সংবাদ, নারদের নিকট হইতে তামসী বিদ্যাগ্রহণ করত চিত্রলেখার অনিরুদ্ধকে লইয়া শোণিত পুরে গমন, ঊষা ও অনিরুদ্ধের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, অনিরুদ্ধের বাণাসুরের সৈন্যগণ ও বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ, নাগপাশের দ্বারা অনিরুদ্ধের বন্ধন এবং নারদের দ্বারকাগমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর দ্বারকা-পুরীতে উপস্থিত হইয়া চিত্রলেখা এক গৃহের সমীপে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং অনিরুদ্ধের নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য কোনও উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১

বুদ্ধির দ্বারা বোদ্ধব্য বিষয়ের যে নিশ্চয় হয়, সেই বিষয়েই চিন্তা করিতে করিতে চিত্রলেখা সেখানে নারদ মুনিকে দর্শন করিলেন, তিনি তখন সমুদ্রের জলে বসিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ২

তাঁহাকে দেখিয়া চিত্রলেখার নয়ন-দ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি নারদের সমীপে গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেখানে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৩

নারদ আশীর্ব্বাদ করত চিত্রলেখাকে বলিলেন,—এখানে কি জন্য আসিয়াছ; উহা আমি যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ৪

তখন চিত্রলেখা কৃতাঞ্জলিপুটে লোকপূজিত দিব্য দেবর্ষি নারদকে এই কথা বলিলেন। ৫

ভগবন্! আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি দূতী হইয়া এখানে আসিয়াছি। মুনে! আমি অনিরুদ্ধকে যে জন্য লইয়া যাইতে চাই, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। ৬

শোণিতপুরনগরে বাণনামে যে মহাসুর বাস করেন, তাঁহার এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আছে, সে ঊষা নামে বিখ্যাত। ৭

ভগবন্! সে প্রদ্যুম্নপুত্র পুরুষোত্তম অনিরুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত। দেবী পার্ব্বতীর বরদান অনুসারে অনিরুদ্ধই তাহার পতিরূপে নিরূপিত আছেন। ৮

আমি সেই অনিরুদ্ধকেই লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমার উদ্দেশসিদ্ধির কোনও উপায় আপনি করিয়া দিন। মহামুনে! যখন আমি অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরনগরে লইয়া উপস্থিত করাইব, তখন আপনি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে এই সংবাদ জানাইবেন। ৯

অবশ্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণাসুরের মহাসংগ্রাম হইবে। এই মহাসুর সমরাঙ্গণে স্থির শক্তিসম্পন্ন হন। ১০

এই মহাসুর যখন সহস্র বাহুসমন্বিত হইয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন অনিরুদ্ধ তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে জয় করিতে পারিবেন। ১১

ভগবন্! আমি আপনার নিকটে এই অভিপ্রায়ে

যৎপ্রসাদাচ্চ ভগবন্ন মে কৃষ্ণাদ্ভয়ং ভবেৎ ।
স হি তত্ত্বার্থদৃষ্টিশ্চ অনিরুদ্ধঃ কথং হ্রিয়েৎ ॥ ১৩
ক্রুদ্ধো হি স মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যমপি নির্দহেৎ ।
পৌত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শাপেন স দহেত মাম্ ॥ ১৪
অত্রোপায়ঞ্চ ভগবংশ্চিন্তয়িতুং বৈ ত্বমর্হসি ।
যথা হ্যসৌ লভেৎ কান্তং মম চৈবাভয়ং ভবেৎ ॥ ১৫
ইত্যেবমুক্তো ভগবাংশ্চিত্রলেখাং স নারদঃ ।
উবাচ স শুভং বাক্যং মা ভৈষ্মভয়ং শৃণু ॥ ১৬
যদা নীতেঽনিরুদ্ধে তু কন্যাবেশ্মপ্রবেশিতে ।
যদি যুদ্ধং ভবেত্তত্র স্মর্তব্যোঽহং শুচিস্মিতে ॥ ১৭
মমৈষ পরমঃ কামো যুদ্ধং দ্রষ্টুং মনোরমে
তদ্ দৃষ্ট্বা চ মহাপ্রীতিঃ প্রবৃত্তিশ্চ দৃঢ়া ভবেৎ ॥ ১৮
গৃহ্ণতাং তামসী বিদ্যা সর্বলোকপ্রমোহিনী ।
কৃতকৃত্যাস্তু যে দেবি এষ বিদ্যাং দদাম্যহম্ ॥ ১৯
এবমুক্তে তু বচনে নারদেন মহর্ষিণা ।
তথেতি বচনং প্রাহ চিত্রলেখা মনোজবা ॥ ২০
অভিবাদ্য মহাত্মানমৃষীণাং নারদং বরম্ ।
সা জগামানিরুদ্ধস্য গৃহং চৈবান্তরিক্ষগা ॥ ২১
ততো দ্বারবতীমধ্যে কামস্য ভবনং শুভম্ ।
তৎসমীপেঽনিরুদ্ধস্য ভবনং সা বিবেশ হ ॥ ২২
সৌবর্ণবেদিকাস্তম্ভং রুক্মবৈদূর্যতোরণম্
মালাদামাবসক্তঞ্চ পূর্ণকুম্ভোপশোভিতম্ ॥ ২৩
শিখিকণ্ঠনিভগ্রীবৈঃ প্রাসাদৈরেকস্তম্ভকৈঃ
মণিপ্রবালবিস্তীর্ণং দেবগন্ধর্বনাদিতম্ ॥ ২৪
দদর্শ ভবনং যত্র প্রাদ্যুম্নিরবসৎ সুখম্
ততঃ প্রবিশ্য সহসা ভবনং তস্য তন্মতে ॥ ২৫

জানিয়াছি যে, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কি ভাবে জানান যাইতে পারে? ১২

ভগবন্! আপনার কৃপায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমার কোনও ভয় নাই; কারণ, তিনি তত্ত্বার্থদর্শী। কিন্তু অনিরুদ্ধকে কিরূপে অপহরণ করা যায়? ১৩

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ যদি ক্রুদ্ধ হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ ত্রিলোককেই দগ্ধ করিতে পারেন। পৌত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া তিনি নিজ অভিশাপে আমাকেও দগ্ধ করিয়া দিতে পারেন। ১৪

ভগবন্! অতএব আপনিই এ বিষয়ে কোনও এরূপ উপায় উদ্ভাবন করুন, যাহাতে ঊষা নিজের প্রিয়তমকে লাভ করিতে পারে এবং আমারও কোনও ভয় না হয়। ১৫

চিত্রলেখা এই কথা বলিলে পর ঐশ্বর্যশালী নারদমুনি চিত্রলেখাকে এই মঙ্গলকর বাক্য বলিলেন,—চিত্রলেখে! তুমি ভীতা হইও না। আমি ভয়নিবারণের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬

পবিত্র হাস্যময়ি! তুমি অনিরুদ্ধকে লইয়া যাইবার পর এবং তাহাকে কন্যাভবনে প্রবেশ করাইবার পর যদি তুমি দেখ যে, যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে তুমি আমাকে স্মরণ করিবে। ১৭

মনোরমে! যুদ্ধ দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ আছে এবং তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় প্রীতি হয়। সেই সঙ্গে যুদ্ধ করাইবার প্রবৃত্তি আমার আরও দৃঢ় হইয়া যায়। ১৮

তুমি আমার নিকট হইতে তামসী বিদ্যা গ্রহণ কর, যে বিদ্যা সমস্ত লোককেই মোহিত করিয়া থাকে। দেবি! এই বিদ্যার সিদ্ধির জন্য যে পুরশ্চরণাদি কার্য করিতে হয়, তৎসমস্তই আমি করিয়া দিয়াছি। এইভাবে সিদ্ধ বিদ্যা আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। ১৯

মহর্ষি নারদ এই কথা বলিলে পর মনের ন্যায় বেগশালিনী চিত্রলেখা 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। ২০

তাহার পর ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা নারদকে প্রণাম করত সেই চিত্রলেখা আকাশপথে অনিরুদ্ধের গৃহের দিকে গমন করিলেন। ২১

দ্বারকার মধ্যভাগে কামদেবাবতার প্রদ্যুম্নের সুন্দর ভবন ছিল এবং তাহারই সমীপে অনিরুদ্ধের ভবনে সেই চিত্রলেখা প্রবেশ করিলেন। ২২

এই ভবনে স্বর্ণের বেদী নির্মিত ছিল এবং উহাতে স্বর্ণের স্তম্ভ সংযোজিত ছিল। উহার তোরণদ্বার স্বর্ণ ও বৈদূর্যমণিতে নির্মিত হইয়াছিল। এই দ্বার পুষ্পমাল্যসমূহে বেষ্টিত ছিল এবং পূর্ণ কলস উহার শোভাবর্ধন করিতেছিল। একটি বিশাল কাষ্ঠ বা পাষাণের উপর বিনা স্তম্ভে নির্মিত প্রাসাদসমূহে এই ভবন ময়ূরের কণ্ঠদেশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। এই ভবনে মণি ও মুক্তা এরূপভাবে সংযোজিত ছিল, যেন সেই সবেই নির্মিত বিছানা পাতা আছে। সেখানে দেব-গন্ধর্বগণের সঙ্গীতধ্বনি গুঞ্জরিত হইতেছিল। ২৩-২৪

চিত্রলেখা সেই ভবন দর্শন করিলেন, যেখানে প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ সুখে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সেই বিশাল ভবনে

তত্রানিরুদ্ধং সাপশ্যচ্চিত্রলেখা বরাঙ্গনা।
মধ্যে পরমনারীণাং তারাপতিমিবোদিতম্ ॥২৬
ক্রীড়াবিহারে নারীভিঃ সেব্যমানমিতস্ততঃ।
পিবন্তং মধু মাধ্বীকং শ্রিয়া পরময়া বৃতম্ ॥ ২৭
বরাসনগতং তত্র বধা চৈড়বিলং তথা।
বাদ্যতে সমতালঞ্চ গীয়তে মধুরং তথা ॥ ২৮
ন চ তস্য মনস্তত্র তমেবার্থমচিন্তয়ৎ
স্ত্রিয়ঃ সর্বগুণোপেতা নৃত্যন্তে তত্র তত্র বৈ ॥ ২৯
ন চাস্য মনসস্তুষ্টিং চিত্রলেখা প্রপশ্যতি।
ন চাভিরমতে ভোগৈর্ন চাপি মধু সেবতে ॥৩০
বাক্যমস্য হি তৎ স্বপ্নে হৃদয়ে পরিবর্ততে।
ইতি তত্রৈব বুদ্ধ্যা চ নিশ্চিত্য গতসাধ্বসা ॥ ৩১
সা দৃষ্ট্বা পরমস্ত্রীণাং মধ্যে শক্রসমোপমম্
চিন্তয়াবিষ্টহৃদয়া চিত্রলেখা মনস্বিনী ॥ ৩২

কথং কার্যমিদং কার্যং কথং স্বস্তি ভবেদিতি
সান্তর্হিতা চিন্তয়িত্বা চিত্রলেখা মনস্বিনী ॥ ৩৩
তামস্যা ছাদয়ামাস বিদ্যয়া শুভলোচনা।
ততোঽন্তরীক্ষাদেবাশু প্রাসাদোপর্যবস্থিতা ॥ ৩৪
প্রীত্যান্বিতং বচনং প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা।
চক্ষুর্দত্ত্বা তু সা তস্মৈ কৃত্বা চাত্মনিদর্শনম্ ॥ ৩৫
বিবিক্তে সা চ বৈ দেশে তং বাক্যমিদমব্রবীৎ।
অপি তে কুশলং বীর সর্বত্র যদুনন্দন ॥ ৩৬
অহোরাত্রং প্রদোষো বা কচ্চিৎ গচ্ছতি তে সুখম্।
শৃণুষ্ব ত্বং মহাবাহো বিজ্ঞপ্তিং মে রতীসুত ॥ ৩৭
ঊষায়া মম সখ্যাস্তু বাক্যং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।
স্বপ্নে তু যা ত্বয়া দৃষ্টা স্ত্রীভাবং চাপি ভাবিতা ॥ ৩৮
বিভর্তি হৃদয়ে যা ত্বামনুমতা প্রেষিতা ত্বহম্।
রুদতী জৃম্ভতী চৈব নিঃশ্বসন্তী মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৯

---

সহসা প্রবেশ করত শ্রেষ্ঠ অপ্সরা চিত্রলেখা সুন্দরী রমণীগণের মধ্যভাগে অনিরুদ্ধকে দেখিলেন, তখন তিনি মনে করিলেন— তারাসকলের মধ্যভাগে তারাপতি চন্দ্র উদিত হইয়াছেন। ২৫-২৬

ক্রীড়াবিহারের স্থানে এদিক্ ওদিকে বহু সুন্দরী রমণীগণ তাঁহার সেবায় নিরতা ছিলেন। তিনি তখন মধুর মধু পান করিতে করিতে উৎকৃষ্ট শোভায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ২৭

[illegible] কুমারের পুত্র অনিরুদ্ধ এক শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে সমতালে বাদ্য বাদিত হইতেছিল এবং মধুর স্বরে গানও গীত হইতেছিল। ২৮

কিন্তু সেই বাদ্য ও গানে তাঁহার মন নিবিষ্ট ছিল না। তিনি সেই বিষয়ের (ঊষার সমাগমের) চিন্তা করিতেছিলেন। সর্বগুণসম্পন্না সুন্দরী স্ত্রীগণ তখন সেই স্থানে নৃত্য করিতেছিলেন। ২৯

কিন্তু চিত্রলেখা বেশ ভালভাবেই নিরীক্ষণ করিলেন যে, অনিরুদ্ধের মন কোথাও সন্তোষলাভ করিতেছিল না। না তিনি ভোগসমূহে আনন্দলাভ করিতেছেন এবং না তিনি সানন্দে মধুপান করিতেছেন। ৩০

নিশ্চয়ই ইঁহার হৃদয়েও সেই স্বপ্নই পরিভ্রমণ করিতেছে। চিত্রলেখা নিজের বুদ্ধিতে ইহাই নিশ্চয় করিয়া লইলেন এবং তিনি নির্ভয় হইয়া গেলেন। ৩১

শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরী স্ত্রীগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন অনিরুদ্ধকে দেখিয়া মনস্বিনী চিত্রলেখা মনে মনেই এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩২

"এই কার্য কিভাবে করণীয় এবং কিরূপে করিলে কল্যাণকর হইবে"—এইরূপ চিন্তা করত সুলোচনা মনস্বিনী চিত্রলেখা অদৃশ্য হইয়া তামসী বিদ্যার দ্বারা অনিরুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকলকেই আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৩৩

তারপর আকাশ হইতে সত্বর আসিয়াই সেই প্রাসাদের ছাদে অবস্থান করিলেন এবং প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধকে মধুর বাক্যে এই স্নেহপূর্ণ কথা বলিলেন। ৩৪

প্রথমে দিব্যদৃষ্টি দিয়া তিনি অনিরুদ্ধকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। তারপর একান্ত স্থানে তিনি এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫

বীর যদুনন্দন! তোমার সর্বত্র কুশল ত? তোমার দিন ও প্রদোষকাল (রাত্রি) সুখে অতিবাহিত হইতেছে ত? রতিকুমার! আমি তোমার জন্য এক সংবাদ আনিয়াছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৩৬-৩৭

আমি আমার সখী ঊষার কথা যথাযথভাবে বলিব, যাহাকে তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ এবং যাহাকে তুমি নিজের পত্নী করিয়া লইয়াছ। ৩৮

সেই ঊষা তোমাকেই নিজের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং ঊষা পাঠাইলে পর আমি এখানে আসিয়াছি। সেই ঊষা এখন বারংবার রোদন করিতেছে, হাই তুলিতেছে এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। ৩৯

ত্বদ্দর্শনপরা সৌম্য কামিনী পরিতপ্যতে
যদি ত্বং যাস্যসে বীর ধারয়িষ্যতি জীবিতম্ ॥ ৪০
অদর্শনেন মরণং তস্যা নাত্রাস্তি সংশয়ঃ
যদি নারীসহস্রং তে হৃদিস্থং যদুনন্দন ॥ ৪১
স্ত্রিয়াঃ কামযমানায়াঃ কর্তব্যা হ্যবধারণা
পশ্য তস্যা বরোৎসর্গে দত্তো দেব্যা মনোরথঃ ॥ ৪২
চিত্রপট্টে ময়া দত্তঃ ত্বচ্চিত্রং দৃষ্ট্বা জীবতি
সাধ্যতোপায়ো বসুশ্রেষ্ঠ তব তস্যা মনোরথে ॥ ৪৩
ঊষা তে পততে মূর্ধ্না বয়ঞ্চ যদুনন্দন
আয়ত্তাং চোদ্বহস্তস্যাঃ কুলশীলঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥ ৪৪
সংস্থানং প্রকৃতিং চাস্যাঃ পিতরঞ্চ ব্রবীমি তে
বৈরোচনিসুতো বীরো বাণো নাম মহাসুরঃ ॥ ৪৫
স রাজা শোণিতপুরে তস্য কামিন্যথ সুতা ।
মহাবলগতচিত্তা সা ত্বৎকৃতাপি জীবিতম্ ॥ ৪৬
মনোরথকৃতো ভর্তা দেব্যা দত্তো ন সংশয়ঃ ।
যৎসকাশাৎ সা সুশ্রোণী প্রাণান্ ধারয়তে তদা ॥ ৪৭
চিত্রলেখাবচঃ শ্রুত্বা সোঽনিরুদ্ধোঽব্রবীদিদম্ ।
দৃষ্টা স্বপ্নে ময়া সা হি তন্মধ্যে শৃণু শোভনে ॥ ৪৮
রূপং কান্তিং মতিঞ্চৈব সংযোগং রুদিতং তথা
এবং সর্বমনোযাতঃ দৃষ্ট্বাপি পরিচিন্তয়ন্ ॥ ৪৯
যদ্যহং সমনুপ্রাপ্তো যদি সখ্যা করিষ্যসি
নয়স্ব চিত্রলেখে মাং দ্রষ্টুমিচ্ছামিতঃ প্রিয়াম্ ॥ ৫০
কামসন্তাপসন্তপ্তঃ প্রিয়াসঙ্গমকাতরঃ
এষোঽঞ্জলির্ময়া বদ্ধঃ সত্যং স্বপ্নং কুরুষ্ব মে ॥ ৫১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা চিত্রলেখা বরাপ্সরাঃ
সঙ্কল্পোঽস্তু মম ক্লেশঃ সখ্যা মে যৎ প্রভাষিতম্ ॥ ৫২

---

সৌম্য! সে এখন তোমার দর্শনের আশায় অপেক্ষা করিতেছে এবং কামের বশীভূত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছে। বীর! যদি তুমি তাহার নিকট যাও, তাহা হইলে সে নিজের জীবনধারণ করিবে। ৪০

যদি তোমার দর্শন সে না পায়, তবে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যদুনন্দন! যদি তোমার হৃদয়ে সহস্র সহস্র নারী নিজেদের স্থান পায়, তবে তোমাকে কামনা-কারিণী এক অনুরক্তা স্ত্রীর প্রতি তোমার ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য। ৪১

দেবী পার্বতী বরদানকালে তোমাকেই তাহার মনোবাঞ্ছিত পতি প্রদান করিয়াছেন। আমি তাহাকে তোমার চিত্রপট দিয়াছি, উহাতেই তোমার চিত্র অবলোকন করিয়া সে জীবিত আছে। ৪২

বসুশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য দয়ালু হও। যদুনন্দন! ঊষা তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেছে। আমরা সখীগণ সকলেও তোমার চরণে মস্তক নত করিতেছি। ৪৩

তুমি ঊষার উৎপত্তির কথা শ্রবণ কর। তাহার কুল ও শীল যেরূপ, তাহাও শ্রবণ কর। তাহার আকৃতি, স্বভাব ও পিতার পরিচয়ও তোমাকে বলিতেছি। ৪৪

বিরোচনকুমার বলির বীরপুত্র বাণনামক মহাসুর শোণিতপুরের রাজা। তাহারই কন্যা ঊষা তোমাকে পতিতে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তাহার চিত্ত সর্বদা তোমাতেই এরূপ আসক্ত যে, তাহার জীবনও তুমিই। ৪৫-৪৬

দেবী পার্বতী তোমাকেই উহার মনের অনুরূপ পতি দিয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই। সুন্দর কটিশোভিতা শুভ-লক্ষণা ঊষা তোমার সমাগমের আশা লইয়াই প্রাণ ধারণ করিতেছে। ৪৭

চিত্রলেখার কথা শ্রবণ করিয়া অনিরুদ্ধ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—শোভনে! আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাহার পর হইতে আমার কি অবস্থা, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। আমি দিবারাত্র তাহার রূপ, কান্তি, মতি, সংযোগসুখ ও রোদনাদি সকল বিষয়ই এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ৪৮-৪৯

চিত্রলেখে! যদি আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র হই এবং যদি তুমি আমার প্রিয় ইচ্ছা কর, তবে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল। আমি আমার প্রিয়তমা ঊষাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছি। ৫০

আমি কামাগ্নির তাপে সন্তপ্ত, অতএব প্রিয়তমার সঙ্গ-কামনায় আমি তোমার নিকটই সম্মুখে এই অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি, তুমি আমার স্বপ্নকে সত্য করিয়া দেখাও। ৫১

অনিরুদ্ধের এই কথা শ্রবণ করত শ্রেষ্ঠ অপ্সরা চিত্রলেখা মনে মনেই বলিতে লাগিলেন,—আজ আমার কষ্টভোগ করা সার্থক হইয়াছে। আমার সখী যাহা কামনা করিয়াছিল, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ

ঈঙ্গিতং তস্য বিজ্ঞায় অনিরুদ্ধস্য ভামিনী ।
চিত্রলেখা তদ্‌হৃষ্টা তথেতি চ তমব্রবীৎ ॥ ৫৩
ততো দ্বীপসমধ্যস্থং কৃত্বা চাসুহিতং তদা ।
উৎপপাত গৃহীত্বা সা প্রাসাদাৎ বৃষ্ণিবর্ধনম্ ॥ ৫৪
সা তমধ্বানমাগম্য সিদ্ধচারণসেবিতম্ ।
সহসা শোণিতপুরং প্রবিবেশ মনোজবা ॥ ৫৫
অদর্শনং তথানীয় মায়য়া কামরূপিণী
অনিরুদ্ধং মহাভাগা যত্রোষা তত্র গচ্ছতি ॥৫৬
উষায়া দর্শয়ৈত্বৈনং চিত্রাভরণভূষিতম্ ।
চিত্রাম্বরধরং বীরং রূপস্থানবরূপিণম্ ॥ ৫৭
ততোষা বিস্মিতা দৃষ্ট্বা শনৈঃ সখিসন্নিধৌ
প্রবেশয়ামাস চ তং তদা সা স্বগৃহং ততঃ ॥ ৫৮
প্রহর্ষোৎফুল্লনয়না প্রিয়ং দৃষ্ট্বার্থকোবিদা
সা হর্ষাস্থা তমদ্যোগ যাবন্ন সমপূজয়ৎ ॥ ৫৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! অনিরুদ্ধের মনোরথ জানিয়া ভামিনী চিত্রলেখা অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলেন এবং বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই করিব । ৫৩

অট্টালিকার দ্বীপের মধ্যস্থলে স্থিত বৃষ্ণিবংশ প্রতিপালক অনিরুদ্ধকে অদৃশ্য করত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চিত্রলেখা আকাশে উড়িয়া যাইলেন । ৫৪

মনের ন্যায় বেগশালিনী চিত্রলেখা সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত আকাশপথে আসিয়া সহসা শোণিতপুরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৫৫

এই কামরূপিণী অপ্সরা চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে মায়ার দ্বারা অদৃশ্য করত যেখানে মহাভাগা উষা ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন । ৫৬

সেখানে তিনি উষাকে একাকী বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত ও বিচিত্র বস্ত্রপরিহিত দেবতুল্য রূপবিশিষ্ট বীর অনিরুদ্ধকে দর্শন করাইলেন । ৫৭

সেখানে অট্টালিকার সখীগণের নিকট অবস্থিতা উষা অনিরুদ্ধকে দর্শন করত বিস্মিতা হইলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ অনিরুদ্ধকে নিজ গৃহে প্রবেশ করাইলেন । ৫৮

প্রিয়তমকে দর্শন করত উষার নয়নদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । কার্যসাধনে অভিজ্ঞা উষা অট্টালিকায় অবস্থান করত অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া যথাবিধানে অনিরুদ্ধের পূজা করিলেন । ৫৯

চিত্রলেখাং পরিষ্বজ্য প্রিয়াখ্যানৈরতোষয়ৎ ।
ত্বরিতা কামিনী প্রাহ চিত্রলেখাং ভয়াতুরা ॥ ৬০
সখীদং বৈ কথং কার্যং গুহ্যং কার্যবিশারদে ।
গুহ্যে কৃতে ভবেৎ স্বস্তি প্রকাশে জীবিতক্ষয়ঃ ॥ ৬১
[ ইত্যুক্তা ত্বরমাণা সা লজ্জয়াথ বলাকৃতা ।
কান্তেন সহ সংযুক্তা স্থিতা বৈ ভীতভীতবৎ ]
চিত্রলেখাব্রবীদ্ বাক্যং শৃণু ত্বং নিশ্চয়ং সখি ।
কৃতং পুরুষকারেণ দৈবং নাশয়তে ক্ষণাৎ ॥ ৬২
যদি দেব্যাঃ প্রসাদস্তে যদ্‌রূপো ভবিষ্যতি
মম মায়াকৃতং গুহ্যং ন কশ্চিদ্ জ্ঞাস্যতে নরঃ ॥ ৬৩
সখ্যা বৈ এবমুক্তা সা স্থাপয়িত্বা চেতনাং ।
এবমেতদিতি প্রাহ সানিরুদ্ধমিদং বচঃ ॥ ৬৪
নিত্যং মম গতস্তোয়ো দৃশ্যতে সুভগঃ পতিঃ
যৎকৃতে তু বয়ং নিত্যং দুর্মনস্থিতচেতসঃ ॥ ৬৫

তারপর চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয় বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন । ইহার পর কামিনী উষা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সত্বর চিত্রলেখাকে বলিলেন । ৬০

কার্যসাধনে কুশল সখি ! এই কার্যকে কিভাবে গোপন করিয়া রাখা যায় ? কারণ, গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ হইবে । ইহাকে প্রকাশিত করিয়া দিলে পর প্রাণনষ্ট হইতে পারে । ৬১

তখন চিত্রলেখা বলিলেন,—সখি ! এ বিষয়ে আমার নিশ্চয় শ্রবণ কর । পুরুষার্থের দ্বারা কৃতকার্যকে দৈব ক্ষণকালের মধ্যে নষ্ট করিয়া দিতে পারে । ৬২

যদি পার্বতীদেবীর কৃপাপ্রসাদ তোমার অনুকূল হয়, তাহা হইলে আমার মায়ার দ্বারা কৃত গোপন কার্য কোনও মানুষ জানিতে পারিবে না । ৬৩

সখী চিত্রলেখা এই কথা বলিলে পর উষার চিত্তবৃত্তি স্থির হইয়া যাইল । তিনি বলিলেন,—তোমার কথা ঠিক । তারপর তিনি অনিরুদ্ধকে এই কথা বলিলেন । ৬৪

সৌভাগ্যের কথা যে, সত্যে আমরা সেই তোমাকে আজ সুন্দর পতিরূপে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি ; যাঁহার জন্য আমরা সকলে নিত্য চিন্তিত, দর্শন প্রিয়তমের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ আমরা গভীর চিন্তান্বিত ছিলাম । ৬৫

কচ্চিত্ত্বং মহাবাহো কুশলঃ সর্ব্বতোগতম্
হৃদয়ং হি মৃদু স্ত্রীণাং যেন পৃচ্ছে ময়া ত্বম্ । ৬৬
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা ঊষায়াঃ প্রেমপূর্ব্বকম্
সোঽপ্যাহ যদুশার্দ্দূলঃ শুভাক্ষরতরং বচঃ ॥ ৬৭
হর্ষবিস্ফুরনেত্রায়াঃ পাণিনাঙ্গং প্রমৃজ্য চ ।
প্রহস্য সস্মিতং প্রাহ হৃদয়গ্রাহকং বচঃ ॥ ৬৮
কুশলং মে বরারোহে সর্ব্বত্র মিতভাষিণি ।
ত্বৎপ্রসাদেন মে দেবি প্রিয়মাবেদয়ামি তে ॥ ৬৯
অদৃষ্টপূর্ব্বশ্চ ময়া দেশোঽয়ং শুভদর্শনে
নিশি স্বপ্নে যথা দৃষ্টঃ সকৃৎ কন্যাপুরে তথা ॥ ৭০
এবমেবমহং ভীরু ত্বৎপ্রসাদাদিহাগতঃ
ন চ তদ্ রুদ্রপত্ন্যা বৈ মিথ্যা বাক্যং ভবিষ্যতি ॥ ৭১
দেব্যাস্তে প্রীতিমাজ্ঞায় ত্বৎপ্রিয়ার্থঞ্চ ভামিনি
অনুপ্রাপ্তোঽস্মি চাত্রৈব প্রসীদ শরণং গতঃ ॥ ৭২

ইত্যুক্তা রমমাণা সা শুদ্ধদেশে স্বলঙ্কৃতা ।
কান্তেন সহ সংযুক্তা স্থিতা বৈ ভীতভীতবৎ ॥ ৭৩
ততস্তৌ বাহধর্ম্মেণ গান্ধর্ব্বেণ সমীয়তুঃ ।
অন্যোন্যং রমতুস্তৌ তু চক্রবাকৌ যথা দিবা ॥ ৭৪
পতিনা সানিরুদ্ধেন মুমুদে তু বরাঙ্গনা ।
কান্তেন সহ সংযুক্তা দিব্যবস্ত্রানুলেপনা ॥ ৭৫
রমমাণানিরুদ্ধেন অবিজ্ঞাতা সুতা তদা ।
তস্মিন্নেব ক্ষণে প্রাপ্তে যদূনামৃষভো হি সঃ ॥ ৭৬
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যস্রগনুলেপনঃ
ঊষয়া সহ সংযুক্তো বিজ্ঞাতো বাণরক্ষিভিঃ ॥ ৭৭
ততস্তৈরন্তঃপুরুষৈর্বাণস্যাবেদিতং দ্রুতম্ ।
যথা দৃষ্টমশেষেণ কন্যাগারপ্রতিক্রমম্ ॥ ৭৮
ততঃ কিঙ্করসৈন্যং তু ব্যাদিষ্টং ভীমকর্ম্মণা ।
বলেঃ পুত্রেণ বীরেণ বাণেনামিত্রঘাতিনা ॥ ৭৯

---

মহাবাহো! তোমার সর্ব্বত্র কুশল ত? স্ত্রীলোকের হৃদয় স্বভাবতই কোমল, সেইজন্য আমি তোমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৬৬

ঊষার এই সার্থক স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধও সুন্দর অক্ষরসমূহে যুক্ত এই কথা বলিলেন। ৬৭

প্রথমে তিনি নিজ হস্তে ঊষার আনন্দপূর্ণ নয়নযুগ হইতে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া হাস্য করত ঈষৎ হাস্যসহকারে এই হৃদয়গ্রাহী বাক্য বলিলেন। ৬৮

সুন্দরি! তোমার প্রসাদে আমার সর্ব্বত্র কুশল। মিতভাষিণি! দেবি! আমি তোমাকে এই প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিতেছি। ৬৯

শুভদর্শনে! এই দেশ আমি পূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই, কেবল একবার রাত্রিতে স্বপ্নে কন্যাগণের অন্তঃপুরে ইহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজও সেইরূপই দেখিতেছি। ৭০

ভীরু! তোমার প্রসাদেই এইভাবে আমার এখানে আগমন সম্ভব হইয়াছে। রুদ্রপত্নী উমাদেবীর কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। ৭১

ভামিনি! তোমার প্রতি পার্ব্বতী দেবীর প্রীতির কথা জানিয়া তোমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আজ আমি এখানে আসিয়াছি। ৭২

অনিরুদ্ধ এই কথা বলিলে পর সুন্দর অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা ঊষা নিজ প্রিয়তমের সহিত সংযুক্ত হইয়া অতি শুদ্ধ স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তাঁহাকে যেন ভয়ে ভীত দেখাইতেছিল।

তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে গান্ধর্ব্ব-বিবাহের নিয়মানুসারে পরস্পর দাম্পত্যভাব স্বীকার এবং পরস্পর মিলিত হইলেন। যেরূপ চক্রবাক ও চক্রবাকী এই পক্ষী দিবসে পরস্পর বিহার করে, সেইভাবে ইঁহারা উভয়ে পরস্পর রমণ করিতে লাগিলেন। ৭৪

দিব্য বস্ত্র ও অনুলেপন ধারণ করত শ্রেষ্ঠ নারী ঊষা নিজের প্রিয়তম পতি অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। ৭৫

অনিরুদ্ধের সহিত রমণরতা নিজের কন্যার বিষয়ে সেই সময় বাণাসুরের কোনও সংবাদই জানা ছিল না; কিন্তু বাণাসুরের দ্বারা নিযুক্ত যে সব রক্ষী পুরুষ ছিল, তাহারা সেই সময় জানিতে পারিল যে, দিব্য মালা, দিব্য বস্ত্র, দিব্য হার ও দিব্য অনুলেপন ধারণকারী যদুকুলের প্রধান পুরুষ অনিরুদ্ধ ঊষার সহিত সমাগম করিয়াছেন। ৭৬-৭৭

তখন সেই সব অন্তঃপুররক্ষক কন্যার অপরাধ যেরূপ দেখিয়াছিল, তাহা শীঘ্রই আসিয়া বাণাসুরকে সর্ব্বতোভাবে নিবেদন করিল। ৭৮

তখন ভয়ানক কর্ম্মকারী শত্রুঘাতী বলিপুত্র বীর বাণাসুর কিঙ্কর সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। ৭৯

গৃহ্যতাং হন্যতাং সর্বে বধ্যতামেষ দুর্মতিঃ

যেন নঃ কুলচারিত্রং দূষিতং দূষিতাত্মনা ॥ ৮০

উষায়াং ধর্ষিতায়াং হি কুলং নো ধর্ষিতং মহৎ

অসন্ত্রস্তাং যোঽস্মাভিঃ স্বয়ংগ্রাহমবর্জয়ৎ ॥ ৮১

অহো বীর্যমহো ধৈর্যমহো ধার্ষ্ট্যং চ দুর্মতেঃ

যঃ পুরং ভবনং চেদং প্রবিষ্টো নঃ স বালিশঃ ॥ ৮২

এবমুক্ত্বা পুনস্তাংস্তু কিঙ্করাংশ্চোদয়দ্ ভৃশম্ ।

তে তদাজ্ঞামথো গৃহ্য সুসন্নদ্ধা বিনির্যযুঃ ॥ ৮৩

যত্রানিরুদ্ধো বলবাংস্তত্রাগচ্ছন্মহাবলাঃ ॥ ৮৪

নানাপ্রহরণকরা নানারূপা ভয়ঙ্করাঃ

দানবাঃ সমতিক্রুদ্ধাঃ প্রাণান্তিকবধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৮৫

ক্রুদ্ধান্ তান্ বলাদ্ দৃষ্ট্বা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণা

প্রাণপ্রিয়বতী ভীতা সা বাণপুত্রী যশস্বিনী ॥ ৮৬

ততস্তু ক্রুদ্ধতীঃ দৃষ্ট্বা তাদৃশান্ ঘূর্ণলোচনান্ ।

হা হা কান্তেতি বেপন্তী নিরুরোদ চ ভয়াতুরা ॥ ৮৭

অভয়ং তেঽস্তু সুশ্রোণি মা ভৈষীঃ কিং ময়ি স্থিতে

সম্প্রাপ্তো হর্ষকালস্তে নেহাস্তি ভয়কারণম্ ॥ ৮৮

কৃৎস্নোঽপ্যয়ং যদি বাণস্য ভৃত্যবর্গো যশস্বিনি ।

আগচ্ছতি ন মে চিন্তা ভীরু পশ্যাদ্য বিক্রমম্ ॥ ৮৯

তস্য সৈন্যস্য নিনদং শ্রুত্বাভ্যাগচ্ছতস্ততঃ ।

সহসৈবোত্থিতঃ শ্রীমান্ প্রাপ্তাঃ কিমিতি ব্রুবন্ ॥ ৯০

অথ সোঽপশ্যত বলং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ।

স্থিতং সমন্ততস্তত্র পরিবার্য গৃহং মহৎ ॥ ৯১

ততোঽভ্যাগচ্ছৎ পরিঘো যত্র তদ্ বেষ্টিতং বলম্

ক্রুদ্ধঃ স্ববলমাস্থায় অদম্যমরিমর্দনম্ ॥ ৯২

ততো যোদ্ধুমুপেতানাং দানবানাং নিশম্য তু

সা চিত্রলেখাস্মরত নারদং দেবদর্শনম্ ॥ ৯৩

ততো নিমেষমাত্রেণ সম্প্রাপ্তো মুনিপুঙ্গবঃ

স্থিতোঽথ চিত্রলেখায়াঃ পুরঃ শোণিতমাহ্বয়ম্ ॥ ৯৪

---

সৈন্যগণ! তোমরা সকলে একযোগে গ্রহণ কর এবং সেই দুর্মতি মনুষ্যকে সংহার কর যে নিজেকে ত দূষিত করিয়াছে, আবার আমার কুলের সদাচারকেও কলঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। ৮০

উষা ধর্ষিতা হওয়ায় আমাদের মহৎ কুলও কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এই দুষ্ট মানুষ আমি প্রদান না করিলেও বলাৎ উষাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং উষার পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ৮১

অহো! এই দুর্মতি পুরুষের পরাক্রম অদ্ভুত, ধৈর্য এবং ধৃষ্টতাও অদ্ভুত, যে মূর্খ কেবল আমাদের নগরেই নয়; আমাদের এই গৃহেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৮২

এরূপ কথা বলিয়া বাণাসুর পুনরায় কিঙ্করগণকে বিশেষরূপে প্রেরণাদান করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সেই কিঙ্কর-সৈন্যগণ কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল। ইহারা সকলেই অতিশয় বলবান্ ছিল, অতএব তাহারা যেখানে অনিরুদ্ধ ছিলেন, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। ৮৩-৮৪

ইহাদের হস্তে নানাবিধ অস্ত্র উত্তোলিত ছিল। নানারূপধারী ও ভয়ঙ্কর সেই দানবগণ অনিরুদ্ধকে বধ করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ৮৫

কিঙ্করগণের সেই সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া যশস্বিনী বাণপুত্রী উষার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অনিরুদ্ধের তরে ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৮৬

তিনি 'হা প্রিয়তম! হা প্রাণনাথ!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরিণীর নয়নের ন্যায় নয়নশোভিত উষাকে রোদন করিতে দেখিয়া অনিরুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন। ৮৭

সুশ্রোণি! তুমি ভয় করিও না। আমি থাকিতে তুমি ভীত হইও না! এখন ত' তোমার হর্ষ করিবার সময় আসিয়াছে। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই। ৮৮

যশস্বিনি! যদি বাণাসুরের সমস্ত সেবকবর্গও আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কোনও চিন্তার বিষয় হইবে না। ভীরু! তুমি আজ আমার পরাক্রম দর্শন কর। ৮৯

নিজের দিকে আগত সেই সৈন্যবাহিনীর কোলাহল শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্ননন্দন শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ 'ইহা কি' এই কথা বলিতে বলিতে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ৯০

অনন্তর তিনি দেখিলেন যে, সেই বিশাল গৃহকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী অবস্থান করিতেছে। ৯১

তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বলেরই উপর আস্থা স্থাপন করত সেই স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন, যেখানে গৃহকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থিত সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে। সেই সময় তিনি নিজের ওষ্ঠকে দন্তে দংশন করিতেছিলেন। ৯২

তারপর এই সময়েই বাণাসুরের সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেখিয়া চিত্রলেখা দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করিলেন। ৯৩

অন্তরিক্ষে স্থিতস্তত্র সোঽনিরুদ্ধমথাব্রবীৎ
মা ভয়ং অস্তি তে বীর প্রাপ্তোঽস্ম্যহমিহ পুরং তব ॥ ৯৫
ততস্তং নারদং দৃষ্ট্বা সোঽভিবাদ্য মহাবলঃ
প্রহৃষ্টমানসো ভূত্বা যুদ্ধার্থমভ্যবর্তত ॥ ৯৬
ততস্তেষাং ঘনং শ্রুত্বা সর্বেষামেব গর্জতাম্ ।
সহসৈবোত্থিতঃ শূরস্তোত্রাদিত ইব দ্বিপঃ ॥ ৯৭
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য সম্প্রহৃষ্টৈর্মহাভুজম্
প্রাসাদাচ্চাবরোহন্তং তত্রার্তা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৯৮
অন্তঃপুরদ্বারগতং পরিঘং গৃহ্য চাতুলম্ ।
বধায় তেষাং চিক্ষেপ নানাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৯৯
তে সর্বে বাণবর্ষৈশ্চ গদাভির্মুসলৈস্তথা ।
অসিভিঃ শক্তিভিঃ শূলৈর্নিজঘ্নুঃ রণগোচরে ॥ ১০০
স হন্যমানো নারাচৈঃ পরিঘৈশ্চ সমন্ততঃ
দানবৈঃ সমভিক্রুদ্ধৈঃ প্রাসাদ্যৈঃ শস্ত্রকোবিদৈঃ ॥ ১০১
নাকম্পৎ সর্বভূতাত্মা নগশ্রেষ্ঠ ইবোচ্ছ্রিতঃ ।
আবিধ্য পরিঘং ঘোরং তেষাং মধ্যে ব্যতিষ্ঠত ।
সূর্য্যো দিবি চরন্মধ্যে মেঘানামিব সর্বশঃ ॥ ১০২
দণ্ডকৃষ্ণাজিনধরো নারদো হৃষ্টমানসঃ ।
সাধু সাধ্বিতি বৈ তত্র সোঽনিরুদ্ধমভাষত ॥ ১০৩
তে হন্যমানা রৌদ্রেণ পরিঘেণামিতৌজসা ।
প্রাদ্রবন্ত ভয়াৎ সর্বে মেঘা বাতেরিতা যথা ॥ ১০৪
বিদ্রাব্য দানবান্ বীরঃ পরিঘেণ সুবিক্রমঃ ।
অনিরুদ্ধো রণে হৃষ্টঃ সিংহনাদং ননাদ চ ॥ ১০৫
ঘর্মান্তে তোয়দো যোদ্ধা নদন্নিব মহাস্বনঃ ।
তিষ্ঠধ্বমিতি চুক্রোশ দানবান্ যুদ্ধদুর্মদান্ ॥ ১০৬
প্রাহারিষীৎ ততশ্চাপি সর্বান্ শত্রুনিবর্হণঃ
তেন তে সমরে সর্বে হন্যমানা মহাত্মনা ॥ ১০৭
যতো বাণস্ততো ভীতা যযুর্ভগ্নপরাঙ্মুখাঃ ।
ততো বাণসমীপস্থাঃ বমন্তো রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ১০৮

চিত্রলেখা স্মরণ করিলে পর মুনিবর নারদ নিমেষকালের মধ্যেই শোণিতপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯৪

সেখানে আকাশে অবস্থান করত তিনি অনিরুদ্ধকে বলিলেন —বীর! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি ভীত হইও না। আমিও এখন তোমার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ৯৫

তারপর নারদকে দর্শন করত মহাবল অনিরুদ্ধ তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন। ৯৬।

সেই সময় গর্জনকারী সেই সব সৈন্যদের কোলাহল শ্রবণ করত শৌর্যশালী বীরবর অনিরুদ্ধ অঙ্কুশে পীড়িত হস্তীর ন্যায় সহসা উত্থিত হইয়া গমন করিলেন। ৯৭

তাঁকে দর্পের দ্বারা গমন করত প্রাসাদ হইতে নামিতে নামিতে নিজেদের নিকট অনিরুদ্ধকে আসিতে দেখিয়া বহু সৈন্য ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিল। ৯৮

অন্তঃপুরের দ্বারে স্থিত অনুপম পরিঘকে হস্তে ধারণ করত নানাপ্রকার যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী অনিরুদ্ধ সেই সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিলেন। ৯৯

তখন সেই সমস্ত সৈন্যরা রণাঙ্গনে অনিরুদ্ধের উপর বাণ, গদা, মুষল, খড়্গ, শক্তি ও শূলসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। ১০০

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অস্ত্রকুশল দানবগণের দ্বারা চারিদিক হইতে নারাচ ও পরিঘসমূহের প্রহার হইতে থাকিলেও প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ ক্ষুব্ধ হইলেন না। কারণ, তিনি সমস্ত প্রাণীগণের আত্মা। তিনি বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে ও ভয়ঙ্কর পরিঘ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই শত্রুদিগের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে মনে হইল—আকাশে মেঘমণ্ডলের মধ্যে সর্বদিকে বিচরণকারী সূর্যদেব শোভা পাইতেছেন। ১০১-১০২।

সেই সময় দণ্ড ও কৃষ্ণ মৃগচর্ম ধারণকারী নারদ হৃষ্টচিত্তে অনিরুদ্ধকে বলিলেন,— বীর! উত্তম! অতি উত্তম। ১০৩

সেই অমিত ওজঃসম্পন্ন ভয়ঙ্কর পরিঘের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিয়া সেই সমস্ত দানব সৈন্যগণ সেইভাবে পলাইয়া যাইল, যেরূপ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘসকল নানাদিকে উড়িয়া যায়। ১০৪

উত্তম পরাক্রমশালী বীর অনিরুদ্ধ নিজের পরিঘের আঘাতে দানবগণকে তাড়াইয়া দিয়া রণাঙ্গনে অতিশয় হর্ষের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১০৫

যেরূপ গ্রীষ্মশেষে বর্ষাকালে আকাশে আচ্ছাদিত মেঘ প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে, সেইরূপ শত্রুসূদন প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ গর্জন করত সেই রণদুর্মদ দানবগণকে চীৎকার করিয়া বলিলেন,— থাক! তোমরা (রণাঙ্গনে) অবস্থান কর। সেই সঙ্গে তিনি তাহাদের সকলকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০৬।

সেই মহাত্মা বীরের দ্বারা সমরাঙ্গনে আহত হইতে থাকিয়া সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া যাইল এবং ভয়ে ভীত

ন শর্ম লেভিরে দৈত্যা ভয়বিক্লবচেতসঃ
মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট ইতি বাক্যং তে যেন চোদিতাঃ ॥১০৯
আসনমুৎসৃজ্য চৈকস্থা যুযুৎসুঃ দানবর্ষভাঃ ।
তানুবাচ পুনর্বাণো ভয়বিক্লবলোচনান্ ॥ ১১০
কিমিদং লোকবিখ্যাতঃ কুলং উৎসৃজ্য দূরতঃ ।
ভবন্তো যান্তি বৈক্লব্যং ক্লীবা ইব বিচেতসঃ ॥ ১১১
কোঽয়ং যস্য ভয়ত্রস্তা ভবন্তো যান্ত্যনেকশঃ
কুলাপদেশিনঃ সর্ব্বে নানাযুদ্ধবিশারদাঃ ॥১১২
ভবদ্ভির্ন হি মে কার্য্যং যুদ্ধভাগ্যবানগা বৈ
অবরোধং বসতেত্যোবং মৎসমীপাচ্চ গচ্ছত ॥১১৩
অথ তান্ বাগ্ভিরুগ্রাভিস্ত্রাসয়ন্ বহুধা বলী
ব্যাদিদেশ রণে যুদ্ধায়ান্যানপ্যুত্তমান্ পুনঃ ॥ ১১৪
প্রমাথগণভূয়িষ্ঠং ব্যাদিষ্টং তস্য নিগ্রহে
অনীকং সুমহাঘোরং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ॥ ১১৫
অথান্তরিক্ষং বহুধা বিদ্যুদ্বিদ্যোতিতাম্বুদৈঃ ।
বাণানীকৈঃ সমভবৎ ব্যাপ্তং সন্দীপ্তলোচনৈঃ ॥১১৬
কেচিৎ ক্ষিতিস্থাঃ প্রাক্রোশন্ গজা ইব সমন্ততঃ ।
অন্তরিক্ষে ব্যরাজন্ত বর্ষাস্বিব তোয়দাঃ ॥১১৭
ততস্তৎ সুমহৎ সৈন্যং সমেতমভবৎ পুনঃ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ তথা বাচোঽশ্রূয়ন্ত সর্ব্বশঃ ॥ ১১৮
অনিরুদ্ধো রণে বীরঃ স চ তানভ্যবর্ত্তত ।
তদাশ্চর্য্যং সমভবদ্ যদেকস্থ সমাগতঃ ॥ ১১৯
অযুধ্যত মহাবীর্য্যৈর্দানবৈঃ সহ সংযুগে ।
তেষামেব চ জগ্রাহ পরিঘাংস্তোমরানপি ॥ ১২০
তৈরেব চ তথা যুদ্ধে তানকৃন্তন্ মহাবলঃ
পুনঃ পরিঘমুৎসৃজ্য প্রগৃহ্য রণমূর্দ্ধনি ॥১২১

---

হইয়া তাহারা সেইখানে যাইল, যেখানে বাণাসুর বিদ্যমান ছিলেন। ১০৭।

বাণাসুরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই সব দানবগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। তখন তাহাদের সকলের শরীর রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, তবে তাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাহারা কোনরূপেই শান্তি পাইতেছিল না। ১০৮।

তখন রাজা বাণাসুর তাহাদিগকে আদেশ দিয়া বলিলেন,— ভীত হইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া তোমরা একত্রে সমবেত হইয়া যুদ্ধ কর। ১০৯।

তিনি এই কথা বলিবার পরও সেই দৈত্যদের চক্ষু ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রহিল ইহা দেখিয়া বাণাসুর পুনরায় তাহাদের বলিলেন— এ কি কথা ; তোমরা নিজেদের বিশ্ববিখ্যাত বংশকে দূরে ত্যাগ করত কাপুরুষের ন্যায় কেন ব্যাকুল ও অচেতন হইয়া পড়িতেছ ? ১১০-১১১

এ কোন্ পুরুষ যে, যাহার ভয়ে তোমরা দলে দলে পলায়ন করিতেছ ? তোমাদের সকলের কুল বিখ্যাত এবং তোমরা নানাপ্রকার যুদ্ধের কলায় বিশেষ পারদর্শী ( তথাপি তোমাদের মধ্যে এরূপ কাতরতা কি ভাবে আসিল ? ) । ১১২

আচ্ছা, পলাইয়া যাও। এখন তোমাদের দ্বারা আমার যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত নয়, আমার নিকট হইতে তোমরা দূর হইয়া যাও। ১১৩

এইভাবে বলবান্ বাণাসুর নিজের কঠোর বাক্যের দ্বারা তাহাদিগকে বারংবার ভীত করিতে করিতে পুনরায় অন্য সব উত্তম বলবীর যোদ্ধাগণকে যুদ্ধের জন্য আজ্ঞাদান করিলেন। ১১৪

তাহার পর তিনি অনিরুদ্ধকে বন্দী করিবার জন্য এক মহাভয়ানক সৈন্যবাহিনীকে আদেশ করিলেন, যে বাহিনীতে অধিকাংশই প্রমথগণ ছিলেন। এই বাহিনী নানাপ্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। ১১৫

তারপর বিদ্যুৎবিবেষ্টিত মেঘগুলের ন্যায় প্রদীপ্ত লোচনবিশিষ্ট বাণাসুরের সৈন্যগণের দ্বারা আকাশের অধিকাংশ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ১১৬

কিছু সৈনিক পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সর্বদিকে হস্তীদিগের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল এবং কিছু সৈন্য অন্তরীক্ষে বর্ষাকালের মেঘগুলের ন্যায় আকাশেই শোভা পাইতে লাগিল। ১১৭

তারপর সেই বিশাল সৈন্য পুনরায় একত্রে সমবেত হইল। সেই সময় তাহাদের মধ্যে 'অবস্থান কর, অবস্থান কর' এই কথাই সর্বদিকে শুনা যাইতে লাগিল। ১১৮

বীর অনিরুদ্ধ একাকীই এই সব সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। তিনি একাকীই যে সেই বিশাল সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন, ইহা তখন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইল। ১১৯

তিনি রণাঙ্গনে সেই মহাপরাক্রমশালী দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন শত্রুগণেরই পরিঘ ও তোমরসকল গ্রহণ করিলেন। ১২০

স তেন বিচরন্ মার্গানেকঃ শত্রুনিবর্হণঃ
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং প্লুতম্ ॥ ১২২
ইতি প্রকারান্ দ্বাত্রিংশদ্ বিচরন্নাত্মসম্ভবঃ
একঃ সহস্রশস্তত্র দদৃশে রণমূর্ধনি ॥ ১২৩
ক্রীড়ন্তং বহুধা যুদ্ধে ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ।
ততস্তেনাতিসন্তপ্তা রুধিরৌঘপরিপ্লুতাঃ ॥ ১২৪
পুনর্ভগ্নাঃ প্রাদ্রবন্ত যত্র বাণো ব্যবস্থিতঃ ।
গজবাজিরথৌঘৈস্তে চোদ্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ১২৫
কৃত্বা চার্তস্বরং ঘোরং দিশো জগ্মুর্হতৌজসঃ
(এবং তত্রসমুদ্বেগা দানবানাং মহারণে
একৈকস্যোপরি তদা তেঽন্যোন্যং ভয়পীড়িতাঃ ॥) ১২৬
বমন্তঃ শোণিতং জগ্মুর্বিষাদাদ্ বিমুখা রণে
ন বভূব পুরা দেবৈর্যাত্রা তাদৃশং ভয়ম্ ॥ ১২৭

এই মহাবল বীর অনিরুদ্ধ সেই সব পরিঘের দ্বারা যুদ্ধে সেই শত্রুদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি যুদ্ধে অগ্রভাগে বারংবার পরিঘ নিক্ষেপ করিতে ও গ্রহণ করিতে থাকিলেন। ১২১

শত্রুসূদন অনিরুদ্ধ সেই পরিঘের দ্বারা অনেক প্রকার যুদ্ধ-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে একাকীই বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি ভ্রান্ত (১), উদ্ভ্রান্ত (২), আবিদ্ধ (৩), আপ্লুত (৪), বিপ্লুত (৫) ও প্লুত (৬) প্রভৃতি বত্রিশ (৭) প্রকার যুদ্ধ-পদ্ধতিতে বিচরণ করিতে করিতে সকলের দ্বারা দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ১২২;

রণাঙ্গনে যুদ্ধের অগ্রভাগে মুখ বিস্তারকারী কালের ন্যায় অনেক প্রকার পরিঘনিক্ষেপের ক্রীড়াকারী একাকী অনিরুদ্ধকেই শত্রুরা সহস্র সংখ্যায় দেখিতে লাগিল। ১২৩;

সেই সময় তাঁহার দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া রক্তের প্রবাহে পরিপ্লুত দানবগণ পুনরায় নিজেদের ব্যূহ ভঙ্গ করত পলায়ন করিল এবং যেখানে বাণাসুর ছিলেন, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। ১২৪।

হস্তী, অশ্ব ও রথসকল তাহাদিগকে চারিদিকে বহন করিয়া যাইতেছিল। এই হতোদ্যম দানবগণ ঘোর আর্তনাদ করিয়া নানাদিকে পলায়ন করিল। ১২৫;

ইহারা ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবার সময় পরস্পর এক অন্যের উপর যাইয়া পতিত হইয়া (অথবা একে অন্যের উপর আরোহণ করিল) এবং বিষাদবশতঃ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল। ১২৬;

যাদৃশং যুধ্যমানানামনিরুদ্ধেন সংযুগে
কেচিদ্ বমন্তো রুধিরং অপতন্ বসুধাতলে ॥ ১২৮
দানবা নিস্ত্রিংশহস্তা গদাশূলাসিপাণয়ঃ ।
তে বাণমুৎসৃজ্য রণে জগ্মুর্ভয়সমাকুলাঃ ॥ ১২৯
বিশালমাকাশতলং দানবা নির্জিতাস্তদা ।
নিঃশেষভগ্নাং নষ্টাং দৃষ্ট্বা তাং বাহিনীং তদা ॥ ১৩০
বাণঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল সমিদ্ধোঽগ্নিরিবাধ্বরে ।
অন্তরিক্ষচরো ভূত্বা সাধুবাদী সমন্ততঃ ॥ ১৩১
নারদো নৃত্যতি প্রীতো হ্যনিরুদ্ধস্য সংযুগে ।
এতস্মিন্নন্তরে চৈব বাণঃ পরমকোপনঃ ॥ ১৩২
কুম্ভাণ্ডসংগৃহীতস্থ রথমাস্থায় বীর্যবান্
যত্রৌ হ্যনিরুদ্ধো বৈ উদ্যতাসী রণে স্থিতঃ ॥ ১৩৩

পুরাকালে দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়েও দানবদিগের এরূপ ভয় হয় নাই, যেরূপ অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় উহাদের ভয় হইয়াছিল। ১২৭;

পর্বতশিখরসদৃশ বিশালদেহ কত দানব হস্তে খড়্গ, শূল ও তরবারি লইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ১২৮;

সেই সময় রণাঙ্গনে অবশিষ্ট দানবগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বাণাসুরকে সেখানেই ত্যাগ করত বিশাল আকাশতলে চলিয়া যাইল। ১২৯;

যেরূপ যজ্ঞে হবিঃ পাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সেই সময় নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া বাণাসুর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ১৩০;

অন্যদিকে যুদ্ধে অনিরুদ্ধের পরাক্রমে প্রসন্ন হইয়া নারদ আকাশে চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে এবং তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে দিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৩১;

ইহার মধ্যে অত্যন্ত ক্রোধী ও বলবান্ বাণাসুর কুম্ভাণ্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রথে আরোহণ করত সেই রথেই উপবিষ্ট হইয়া সেখানে আসিলেন, যেখানে অনিরুদ্ধ হস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। ১৩২-১৩৩

১। ভ্রান্ত—তরবারি বা পরিঘকে গোলাকারে ঘুরানকে বলে ভ্রান্ত। ইহার দ্বারা শত্রুর প্রহার নিষ্ফল হইয়া যায়।

২। উদ্ভ্রান্ত—হাতকে উঁচে তুলিয়া তরবারি বা পরিঘকে ঘুরানর নাম উদ্ভ্রান্ত। ইহার দ্বারা শত্রুকে প্রহার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় এবং নিজেকে রক্ষা করা যায়।

পট্টিশাসিগদাশূলমুদ্গরাংশ্চ পরশ্বধান্

বভৌ বাহুসহস্রেণ শক্রো জলধরৈরিব ॥ ১৩৪

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রৈস্ত বাহুভিঃ স মহাভুজঃ

নানাপ্রহরণোপেতঃ শুশুভে দানবোত্তমঃ ॥ ১৩৫

সিংহনাদং নদন্ ক্রুদ্ধো বিস্ফারিতমহাধনুঃ ।

অব্রবীত্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩৬

রথং তত্র সংক্রম্য প্রাচারিপরাজিতঃ ।

বাণস্য বদনং সংখ্যে সমুদ্বীক্ষ্য ততোঽহসৎ ॥ ১৩৭

কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষং রক্তস্বর্ণপতাকিনম্ ।

ঋক্ষচর্মাবনদ্ধাঙ্গং দশনল্বং মহারথম্ ॥ ১৩৮

তত্র বাজিসহস্রস্ত রথে যুক্তং মহাত্মনঃ

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হিরণ্যকশিপোরিব ॥ ১৩৯

তমাপতন্তং দদৃশে দানবং যদুপুঙ্গবঃ ।

সম্প্রহৃষ্টস্ততো যুদ্ধে তেজসা চাপ্যপূরিতঃ ॥ ১৪০

অসিচর্মধরো বীরঃ স্বস্থঃ সংগ্রামলালসঃ

নরসিংহো যথা পূর্বমাদিদৈত্যবধোদ্যতঃ ॥ ১৪১

আপতন্তং দদর্শাথ খড়্গচর্মধরং তথা ।

খড়্গচর্মধরং তত্র দৃষ্ট্বা বাণঃ পদাতিনম্ ॥ ১৪২

প্রহর্ষমতুলং লেভে প্রাহ্যারিবধকাঙ্ক্ষয়া ।

তনুত্রেণ বিহীনস্ত খড়্গপাণিস্ত মাধবঃ ॥ ১৪৩

অজেয় ইতি তং মত্বা মৃত্যোরাভিমুখঃ স্থিতঃ ।

অনিরুদ্ধং রণে বাণো জিতকাশী মহাবলঃ ॥ ১৪৪

বাণাসুর নিজের সহস্র বাহুতে পট্টিশ, খড়্গ, গদা, শূল, ও পরশু উত্তোলিত করিয়া শত ধারে যুক্ত মেঘের দ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বাহুদের অঙ্গুলিসমূহে গোধা-চর্মের দস্তানা বাঁধা ছিল, সেই বাহুসকলের দ্বারা নানাপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া মহাবাহু দানবশ্রেষ্ঠ বাণ সুশোভিত ছিলেন। ১৩৪-১৩৫

ক্রোধে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে এবং নিজের বিশাল ধনুকে বিস্ফারিত করিতে করিতে বলিলেন,—অরে! অবস্থান কর, অবস্থান কর! পলাইয়া যাইও না। ১৩৬

বাণাসুরের বাক্য শ্রবণ করত এবং মুখ্যভাবে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত অপরাজিত বীর প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ হাস্য করিতে লাগিলেন। ১৩৭

বাণাসুরের বিশাল রথ দশ নল্ব (চার হাজার হাত)-পরিমিত ছিল। উহাতে শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত ছিল; যাহাদের ধ্বনিতে সর্বদিক্ মুখরিত ছিল। ঐ রথের ধ্বজ ও পতাকা রক্তবর্ণ ছিল এবং ঐ রথের প্রতিটি অবয়বই ভল্লুকের চর্মে আবৃত ছিল। ১৩৮

ঐ বিশালদেহ দানবের রথে এক হাজার অশ্ব সেইরূপে যোজিত ছিল, যেরূপ পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় হিরণ্যকশিপুর রথে অশ্ব যোজিত ছিল। ১৩৯

সংহৃষ্ট অনিরুদ্ধ যখন সেই দানবকে আক্রমণ করিতে দেখিলেন, তখন তিনি যুদ্ধের জন্য হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ এবং তেজে সম্পন্ন হইলেন। ১৪০

যেরূপ পুরাকালে আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য উদ্যত ভগবান্ নরসিংহ শোভা পাইতেছিলেন, সেইরূপ সংগ্রামের লালসায় ঢাল ও তরবারি ধারণ করত স্বচ্ছন্দভাবে দণ্ডায়মান বীর অনিরুদ্ধ শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৪১

সেই সময় বাণাসুর ঢাল ও তরবারি হস্তে লইয়া অনিরুদ্ধকে নিজের সম্মুখে আসিতে দেখিলেন। তাঁহাকে কেবল ঢাল ও তরবারি ধারণ করত পদব্রজে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় বাণাসুর অনুপম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ১৪২

কবচরহিত এবং হস্তে কেবল খড়্গধারী হইলেও যাদব-বীর অনিরুদ্ধ বাণাসুরকে 'ইনি অজেয়' এরূপ মনে করিয়া নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪৩

৩। আবিদ্ধ—তরবারি বা পট্টিশকে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত্রুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়াকে বলে আবিদ্ধ।

৪। চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লাফাইয়া লাফাইয়া পট্টিশ বা তরবারি চালানকে বলে আপ্লুত।

৫। বিপ্লুত—বিশেষ ভাবে পট্টিশ সঞ্চালন করত শত্রুসৈন্যের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করাকে বলে বিপ্লুত

৬। প্লুত—সাধারণভাবে লাফাইয়া লাফাইয়া শত্রুর সম্মুখে তরবারি বা পট্টিশ চালানকে বলে প্লুত।

৭। তরবারি বা পট্টিশ চালাইবার যে বত্রিশ প্রকার পদ্ধতি আছে, তাহাদের নাম—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, প্লুত, সৃত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, মস্তকভ্রামণ, ভুজভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবন্ধ, ভূমি, উদ্ভ্রমণ, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, উত্থানকপ্লুতি, লঘুতা, সৌষ্ঠব, শোভা, স্থৈর্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্যক্ প্রচার ও ঊর্ধ্বপ্রচার।

বাচং প্রোবাচ সংক্রুদ্ধো গৃহ্যতাং বধ্যতামিতি
বাচস্তু তদ্বচস্তস্য শ্রুত্বা প্রাহসদাহবে ॥ ১৪৫
বাণস্য তস্য তঃ ক্রোধাদসমাদোহভ্যবৈক্ষত
উত্থাং তৃণপরিত্রাতা' কুপতীং তত্র ভামিনীম্ ॥ ১৪৬
অনিরুদ্ধঃ প্রহস্যাথ সমাশ্বাস্য চ তাং স্থিতঃ
অথ বাণঃ শরৌঘানাং ক্ষুরকাণাং সমন্ততঃ ॥ ১৪৭
চিক্ষেপ সমরে ক্রুদ্ধো হ্যনিরুদ্ধবধেপ্সয়া
অনিরুদ্ধস্তু চিচ্ছেদ কাঙ্ক্ষংস্তস্য পরাজয়ম্ ॥ ১৪৮
ববর্ষ শরজালানি ক্ষুরকাণাং সমন্ততঃ
বাণোঽনিরুদ্ধশিরসি কাঙ্ক্ষংস্তস্য রণে বধম্ ॥ ১৪৯
ততো বাণসহস্রাণি চর্মণা ব্যবধূয় সঃ
বভৌ প্রমুখতস্তস্য স্থিতঃ সূর্য ইবোদয়ে ॥ ১৫০
সোঽভিভূয় রণে বাণমাস্থিতো মন্থনন্দনঃ
সিংহঃ প্রমুখতো দৃষ্ট্বা গজমেকং যথা বনে ॥ ১৫১

ততো বাণঃ স বাণৌঘৈর্মর্মভেদিভিরাশুগৈঃ ।
বিব্যাধ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রাদ্যুম্নিমপরাজিতম্ ॥ ১৫২
সমাহতস্ততো বাণৈঃ খড়্গচর্মধরোঽপতৎ ।
তমাপতন্তং নিশিতৈরভ্যঘ্নন্ সায়কৈস্তদা ॥ ১৫৩
সোঽভিবিদ্ধো মহাবাহুর্বাণৈঃ মর্মভেদিভিঃ ।
ক্রোধেনাভিপ্রজজ্বাল চিকীর্ষুঃ কর্ম দুষ্করম্ ॥১৫৪
রুধিরৌঘপ্লুতৈর্গাত্রৈর্বাণবর্ষৈঃ সমাহতঃ ।
অভিদ্রুতঃ সুসংক্রুদ্ধো রথং বাণস্য প্রতি ॥ ১৫৫
অসিভির্মুসলৈঃ শূলৈঃ পট্টিশৈস্তোমরৈস্তথা
সোঽভিবিদ্ধঃ শরৌঘৈশ্চ প্রাদ্যুম্নির্ব্যকম্পত ॥ ১৫৬
আপ্লুত্য সহসা ক্রুদ্ধো বাণস্য তস্য সোঽচ্ছিনৎ ।
জঘান চাশ্বান্ সংক্রুদ্ধ বাণস্য পরমাহবে ॥ ১৫৭
তং পুনঃ শরবর্ষেণ পট্টিশৈস্তোমরৈরপি
চকারাস্তমিতং বাণো যুদ্ধমার্গবিশারদঃ ॥ ১৫৮

বিরক্তে সুশোভিত মাধব বাণাসুর কুপিত হইয়া রণাঙ্গনে অনিরুদ্ধকে বলিলেন,—ইহাকে বন্দী কর বধ কর। ১৪৪।

সেই সময়াঙ্গনে এইভাবে বাক্যোচ্চারী বাণাসুরের বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিতে করিতে ক্রোধবশতঃ প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ১৪৫।

সেখানে ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া রোদনপরায়ণা কামিনী উষাকে সান্ত্বনা দান করত তিনি সংগ্রামে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪৬।

অনন্তর সমরাঙ্গনে কুপিত বাণাসুর অনিরুদ্ধকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর চারিদিক দিয়া ক্ষুরক-নামক বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনিরুদ্ধ তাঁহাকে পরাজিত করিবার বাসনায় তাঁহার সেই সব বাণ তরবারির দ্বারা ছেদন করিয়া দিলেন। ১৪৭-১৪৮

তখন বাণাসুর পুনরায় রণাঙ্গনে অনিরুদ্ধকে বধ করিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার মস্তকের উপর সর্বদিকে ক্ষুরকনামক বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪৯

সেই সময় তাঁহার হাজার বাণকে ঢালেরই দ্বারা এদিক ওদিকে চালিত করিয়া দিয়া অনিরুদ্ধ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করত উদয়কালীন সূর্যের শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৫০

রণাঙ্গনে বাণাসুরকে পরাভূত করিয়া মন্থনন্দন অনিরুদ্ধ সেইভাবে নির্ভয় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, যেরূপ বনে সিংহ নিজের সম্মুখে এক হস্তীকে দেখিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করে। ১৫১

অনন্তর বাণাসুর অপরাজিত বীর প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধকে মর্মভেদী, শীঘ্রগামী শাণিত ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫২

সেই সব বাণে বিদ্ধ হইয়াও অনিরুদ্ধ ঢাল ও তরবারি লইয়া বাণাসুরকে আক্রমণ করিলেন। ইঁহাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া সেই অসুর তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে আঘাত করিলেন। ১৫৩

মর্মভেদী বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়াও মহাবাহু অনিরুদ্ধ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দুষ্কর কর্ম করিতে উৎসুক হইলেন। ১৫৪

বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া অনিরুদ্ধের সর্বাঙ্গ রক্তপ্রবাহে আপ্লুত হইয়া যাইল এবং এইভাবে পরাভূত হইয়াও অনিরুদ্ধের ক্রোধ আরও বর্ধিত হইল। তখন তিনি বাণাসুরের রথের দিকে গমন করিলেন। সেই সময় অসি, মুসল, শূল, পট্টিশ, তোমর ও বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়াও প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ কম্পিত হইলেন না। ১৫৫-১৫৬

বাণাসুরের রথের ঈষাদণ্ড কাটিয়া দিলেন ও তরবারির দ্বারা সেই রথের ঘোড়াগুলিকে নিহত করিলেন। ১৫৭

তখন যুদ্ধমার্গবিশারদ বাণাসুর পুনরায় পট্টিশ, তোমর ও বাণবর্ষণ করিয়া অনিরুদ্ধকে ঢাকিয়া দিলেন। ১৫৮

হতোঽয়মিতি বিজ্ঞায় প্রাণদন্দৈত্যদানবাঃ ।
ততোঽবমুক্তা সহসা রথপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৫৯
শক্তিং বাণস্ততঃ ক্রুদ্ধো ঘোররূপাং ভয়ানকাম্ ।
জগ্রাহ জ্বলিতাং ঘোরাং ঘণ্টামালাকুলাং রণে ॥ ১৬০
জ্বলনাদিত্যসঙ্কাশাং যমদণ্ডোগ্রদর্শনাম্ ।
প্রাহিণোত্তামনন্তেন মহোল্কাং জ্বলিতামিব ॥ ১৬১
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য জীবিতান্তকরীং তদা
সোঽভিপ্লুত্য তদা শক্তিং জগ্রাহ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬২
নির্বিভেদ ততো বাণং তয়া শক্ত্যা মহাবলঃ ।
সা ভিত্ত্বা তস্য দেহং বৈ প্রাবিশদ্ধরণীতলম্ ॥ ১৬৩
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ ।
ততো মূর্চ্ছাভিভূতং তং কুম্ভাণ্ডো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৬৪
উপেক্ষসে দানবেন্দ্র কিমেবং শত্রুমুত্তমম্
লব্ধলক্ষ্যো হ্যয়ং বীরো নির্বিকারোঽদ্য দৃশ্যতে ॥ ১৬৫

মায়ামাশ্রিত্য যুধ্যস্ব নায়ং বধ্যোঽন্যথা ভবেৎ ।
আত্মানং মাং চ রক্ষস্ব প্রমাদাৎ কিমুপেক্ষসে ॥ ১৬৬
বধ্যতাময়মদ্যৈব ন নঃ সর্বান্ বিনাশয়েৎ ।
অস্মাংস্তু শতশো হত্বা উষাং নীত্বা ব্রজিষ্যতি ॥ ১৬৭
কুম্ভাণ্ডবচনেনৈবং দানবেন্দ্রঃ প্রচোদিতঃ ।
বাচং রুক্ষামতিক্রুদ্ধঃ প্রোবাচ বদতাং বরঃ ॥ ১৬৮
এষোঽহমস্য বিদধে মৃত্যুং প্রাণহরং রণে ।
আদাস্যাম্যহমেতং বৈ গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥ ১৬৯
ইত্যেবমুক্ত্বা সরথঃ সধ্বজঃ সাশ্বসারথিঃ ।
গন্ধর্বনগরাকারস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৭০
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ ছন্নো মায়াধরো বলী ।
বিজ্ঞায়ান্তর্হিতং বাণং প্রাদ্যুম্নিরপরাজিতঃ ॥ ১৭১
পৌরুষেণ সমাযুক্তঃ সংপ্রৈক্ষত দিশো দশ ।
আস্থায় তামসীং বিদ্যাং তদা ক্রুদ্ধো বলেঃ সুতঃ ॥১৭২

---

তিনি নিহত হইয়াছেন জানিয়া সেই দৈত্যগণ গর্জন করিতে লাগিলেন, এমন সময় সহসা অনিরুদ্ধ লাফ দিয়া উঠিয়া রথের পার্শ্বভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ১৫৯

তখন কুপিত বাণাসুর রণভূমিতে এক ঘোর ও ভয়ানক শক্তি হাতে লইলেন, যাহা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছিল, সেই ঘোর শক্তি ঘণ্টা ও মালায় আবৃত ছিল। তাহার তেজ অগ্নি ও সূর্যের সমান ছিল, তাহা যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ানক দেখাইতেছিল, সেই দৈত্য নির্ভয় হইয়া প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় সেই শক্তি অনিরুদ্ধের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১৬০-১৬১

তখন জীবনের অন্তকারী সেই শক্তিকে নিজের উপর আসিতে দেখিয়া পুরুষপ্রবর মহাবলী অনিরুদ্ধ লম্ফ প্রদান পূর্বক তাহাকে হাতে ধরিয়া লইলেন এবং সেই শক্তি দ্বারা বাণাসুরকে বিদীর্ণ করিলেন। সেই শক্তি তাঁহার শরীরকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। ১৬২-৬৩

সেই শক্তির আঘাতে পীড়িত বাণাসুর ধ্বজদণ্ডের আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে মূর্ছিত দেখিয়া কুম্ভাণ্ড তাঁহাকে বলিলেন ১৬৪

হে দানবরাজ! এই প্রকার উন্নত শত্রুকে কি জন্য উপেক্ষা করিতেছেন? এই বীর নিজের লক্ষ্য পাইয়াছে, অতএব আজ নির্বিকার দেখাইতেছে। ১৬৫

মায়ার আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করুন, অন্যথা ইনি নিহত হইবেন না। আপনি নিজেকে ও আমাকে রক্ষা করুন। প্রমাদবশে কেন উপেক্ষা করিতেছেন? ১৬৬

ইহাকে এখনই বধ করুন, অন্যথায় ইনি আমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। যদি আপনি সাবধান না হন, তাহা হইলে ইনি শত শত বীরকে হত্যা করিয়া ঊষাকে লইয়া চলি যাইবেন। ১৬৭

কুম্ভাণ্ডের বচনে এইভাবে উৎসাহিত হইয়া বক্তাশ্রেষ্ঠ দানবরাজ বাণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া এইরূপ কথা বলিলেন। ১৬৮

আমি এখনই রণ ভূমিতে যাইয়া ইহার মৃত্যু ঘটাইতেছি। ইহার প্রাণহরণ করিতেছি। যেমন গরুড় সর্পদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও ইঁহাকে বিনাশ করিব। ১৬৯

এই বলিয়া রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথির সহিত বাণাসুর গন্ধর্বনগরের সমান সেখানে অন্তর্হিত হইলেন। ১৭০

সেই মায়াধারী বলবান্ দানব বাণ আবৃত থাকিয়া অনিরুদ্ধের উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। বাণাসুর অদৃশ্য হইয়াছেন জানিয়া অপরাজিত বীর অনিরুদ্ধ পৌরুষ-সহকারে দশদিক্ দেখিতে লাগিলেন। ১৭১

তখন ক্রোধে পূর্ণ হইয়া মায়াধারী বলিপুত্র বলবান্ বাণ তামসী বিদ্যার আশ্রয় লইয়া ও আবৃত থাকিয়া তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭২

মুমোচ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণাংস্ত্বরমাণো মায়াধরো বলী
প্রাদ্যুম্নির্বিশিখৈর্বদ্ধঃ সর্পভূতৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৭৩
বেষ্টিতো বহুধা তস্য দেহঃ পন্নগরাশিভিঃ
স তু বেষ্টিতসর্বাঙ্গো বদ্ধঃ প্রাদ্যুম্নিরাহবে ॥ ১৭৪
নিষ্প্রযত্নঃ কৃতস্তস্থৌ মৈনাক ইব পর্বতঃ ।
আশীবিষৈশ্চ দশনৈঃ সর্বতোঽপি বিচেষ্টিতঃ ॥ ১৭৫
অচিন্ত্যঃ পর্বতাকারঃ প্রাদ্যুম্নিরভবদ্ রণে ।
নিষ্প্রযত্নগতিশ্চাপি সর্পবক্ত্রমুখৈঃ শরৈঃ ॥ ১৭৬
ন বিব্যথে স ধৃতাত্মা সর্বতঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
ততস্তং বাগ্‌ভিরুগ্রাভিঃ সংরব্ধঃ সমতর্জয়ৎ ॥ ১৭৭
বাণো বচঃ সমাশ্রিত্য প্রোবাচামর্ষিতো বচঃ
কুম্ভাণ্ড বধ্যতাং শীঘ্রময়ং বৈ কুলপাংসনঃ ॥ ১৭৮
চারিত্রং যেন মে লোকে দূষিতং দূষিতাত্মনা ।
ইত্যেবমুক্তে বচনে কুম্ভাণ্ডো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৭৯

---

তখন প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ সর্পাকার বাণের দ্বারা চারিদিকে বদ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার শরীর সর্পসমূহে বহুভাবে আবেষ্টিত হইয়া গেল। ১৭৩;

যুদ্ধে সমস্ত অঙ্গ সর্পে বেষ্টিত এবং বদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ নিশ্চেষ্ট হইলেন ও মৈনাক পর্বতের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ১৭৪;

যুদ্ধে অতি উগ্রবিষধর সর্পসমূহের শরীর দ্বারা সব দিকে বেষ্টিত এবং চেষ্টাহীন হইয়া অনিরুদ্ধ সেই রণভূমিতে পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিলেন। ১৭৫;

সর্পমুখ বাণদ্বারা সব দিক্ হইতে বেষ্টিত হইয়া আপন প্রযত্ন ও গতি অবরুদ্ধ থাকিলেও ধৃতাত্মা অনিরুদ্ধ মনে ব্যথিত হইলেন না। ১৭৬;

তখন রোষে পূর্ণ হইয়া বাণাসুর কঠোর বচন দ্বারা অনিরুদ্ধকে তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। পুনরায় তিনি অত্যন্ত ত্বরা করিয়া অমর্ষযুক্ত কথা বলিলেন। ১৭৭;

কুম্ভাণ্ড! এই কুলাঙ্গারকে শীঘ্রই বধ কর, যে দূষিত অন্তঃকরণ দুষ্ট সংসারে আমার বংশকে কলঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। ১৭৮;

বাণাসুর এই কথা বলিলে পর মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড বলিলেন— 'রাজন্! এই বিষয়ে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার কথা শুনুন। ১৭৯;

রাজন্ বক্তব্যমস্যাহং কিঞ্চিত্ত্বং শৃণু যদীচ্ছসি ।
অয়ং বিজ্ঞায়তাং কস্য কুতো বাঽয়মিহাগতঃ ॥ ১৮০
কেন বাঽয়মিহানীতঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
ময়াঽয়ং বহুশো রাজন্ দৃষ্টো যুধ্যমানো রণে ॥ ১৮১
ক্রীড়ন্নিব চ যুদ্ধেষু দৃশ্যতে দেবসূনুবৎ ।
বলবান্ সত্ত্বসম্পন্নঃ সর্বশস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৮২
নায়ং বধকৃতং দোষমর্হতে দৈত্যসত্তম ।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন কন্যেয়ং তব সঙ্গতা ॥ ১৮৩
অন্যেন ত্বপ্রতিগ্রাহ্যা অতশ্চিন্ত্য বধং কুরু ।
বিজ্ঞায় চ বধং বাঽস্য পূজাং বাঽথ করিষ্যসি ॥ ১৮৪
বধে হ্যস্য মহান্ দোষো রক্ষণে সুমহান্ গুণঃ ।
অয়ং হি পুরুষোৎকৃষ্টঃ সর্বথা মানমর্হতি ॥ ১৮৫
সর্বতো বেষ্টিততনুর্ন বাধ্যতাম ভোগিভিঃ ।
কুলশৌর্যৈর্বীর্যৈশ্চ সত্ত্বেন চ সমন্বিতঃ ॥ ১৮৬

প্রথমে এই কথা জানুন যে, ইনি কাহার পুত্র, কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন, কেনই বা এখানে তিনি আসিয়াছেন অথবা এই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বীরকে কে এখানে আনিয়াছে? ১৮০

হে রাজন্! আমি এই মানুষকে যুদ্ধ করিবার সময় ইহাকে বারংবার দেখিয়াছি। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ-ক্রীড়া করিতে করিতে দেবকুমারের সমান দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮১;

হে দৈত্যপ্রবর! তিনি বলবান্, ধৈর্যসম্পন্ন, তথা সমস্ত অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ। অতএব বধরূপ দোষের পাত্র নহেন। ১৮২;

আপনার কন্যা গান্ধর্ব বিবাহের দ্বারা ইহার সহিত মিলিতা হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকেও আর অন্য জনকে দেওয়া যাইবে না এবং অন্যের দ্বারা গ্রহণযোগ্যাও হইবেন না; অতএব বিশেষ চিন্তা করিয়া ইহাকে বধ করুন। ১৮৩;

প্রথমে ইহার পরিচয় পাইয়া পরে ইহার বধ অথবা পূজা করিবেন। ইহাকে বধ করিলে মহাদোষ ও রক্ষা করিলে মহান্ গুণ হইবে। ১৮৪;

ইনি পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বথা সম্মানযোগ্য। দেখুন! সর্পগণ সব দিক্ হইতে ইহার শরীর ব্যাপ্ত করিয়াছে, তথাপি ইনি বাধিত হন নাই। নিজ কুলের অভিমান, বল পরাক্রম ও ধৈর্যে তিনি সম্পন্ন। ১৮৫-৮৬

পশ্য রাজন্ মহাবীর্য্যোঽন্বিতঃ পুরুষোত্তমঃ
ন নো গণয়তে সর্ব্বান্ বধং প্রাপ্তোঽপ্যয়ং বলী ॥ ১৮৭
যদি মায়াপ্রভাবেণ নাত্র বদ্ধো ভবেদয়ম্
সর্ব্বান্ সুরগণান্ সংখ্যে যোধয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮৮
সর্ব্বসংগ্রামমার্গজ্ঞো ভবেদ্ বীর্য্যাধিকস্তব
শোণিতৌঘমুখৈর্ঘোরৈর্নাগভোগৈশ্চ বেষ্টিতঃ ॥ ১৮৯
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটিং কৃত্বা ন চিন্তয়তি নঃ স্থিতান্।
ইমামবস্থাং নীতোঽপি ব্যবসায়সমাশ্রিতঃ ॥ ১৯০
ন চিন্তয়তি বাহুস্তম্ভং বাণবাণান্ কোঽপ্যসৌ যুবা
সহস্রবাহোঃ সমরে স্থিরঃ সমবস্থিতঃ
ন চিন্তয়তি তে বীর্য্যমস্য বীর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ১৯১
উচিতং যদি তে রাজন্ শ্রেয়ো বীর্য্যবলান্বিতঃ।
কন্যা চেয়ং ন চাস্য নির্যাত্যো যেন সঙ্গতা ॥ ১৯২
যদি চেষ্টতমঃ কশ্চিদয়ং বাণ মহাত্মনাম্
ততঃ পূজ্যতমঃ বীরঃ প্রাপ্যতে চাপরোত্তম ॥ ১৯৩

রাজন্! দেখুন, মহাবলী সর্পে বদ্ধ হইয়া বধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এই বলবান্ পুরুষোত্তম বীর আমাদের সকলকেই যেন গণনার মধ্যেই আনিতেছেন না। ১৮৭

যদি তিনি মায়ার প্রভাবে বদ্ধ হইয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে রণভূমিতে কেবল অসুর নহে, সমস্ত দেবগণকেও পরাস্ত করিতেন, ইহাতে সংশয় নাই। ১৮৮

তিনি যুদ্ধের সকল মার্গই জানেন এবং তাঁহার বলবীর্য্যও অত্যধিক। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত। সর্প শরীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত, তথাপি তিনি ত্রিশিখা ভ্রূকুটি করিয়া এখানে অবস্থিত আমাদের কথা চিন্তাই করিতেছেন না। ১৮৯।

হে রাজন্! এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়াও তিনি নিজ আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই অন্য কিছু চিন্তা করিতেছেন না। বস্তুতঃ এই যুবক কিরূপ অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীর! ॥ ১৯০।

সহস্র বাহুর সহিত রণভূমিতে তিনি দুই বাহুর বীর উপস্থিত রহিয়াছেন, কিন্তু নিজ বল-পরাক্রমের গর্ব্বে উভয়ও আপনার বল-বীর্য্য ব্যাপারে কিছুই চিন্তা করিতেছেন না। ১৯১।

হে অসুরপ্রবর! আপনার এই কন্যা ইঁহার সহিত সঙ্গ যাপন করিয়াছে, অতএব এখন অন্যের নিকট রাখিতে সক্ষম হইবে না। যদি তিনি কোন মহাত্মা পুরুষের কুলে উৎপন্ন হন, তাহা হইলে আমার পক্ষে পরম অভীষ্ট, এই অবস্থায় সেই

সৎকার্য্যমিতি চোক্ত্বৈব তথাস্থিতি চ তস্থিবান্
এবমুক্তে তু বচনে কুম্ভাণ্ডেন মহাত্মনা ॥ ১৯৪
তথেত্যাহ চ কুম্ভাণ্ডং বাণঃ শত্রুনিষূদনঃ
সংরক্ষিণস্ততো দত্ত্বা অনিরুদ্ধস্য ধীমতঃ ॥ ১৯৫
যযৌ স্বমেব ভবনং বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ।
সংযতং নারদো দৃষ্ট্বা অনিরুদ্ধং মহাবলম্ ॥ ১৯৬
সবীণঃ নারদঃ শ্রেষ্ঠো দিব্যদ্বারবতীং প্রতি।
ততো হ্যাকাশমার্গেণ মুনির্দ্বারবতীং গতঃ ॥ ১৯৭
গতে সবীণে প্রবরে সোঽনিরুদ্ধো ব্যচিন্তয়ৎ।
নষ্টোঽয়ং দানবঃ ক্রুদ্ধো যুদ্ধমেষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ১৯৮
স গত্বা নারদস্তত্র শঙ্খচক্রগদাধরম্।
জ্ঞাপয়িষ্যতি তত্ত্বেন ইমমর্থং ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৯
নাগৈর্বিচেষ্টিতং দৃষ্ট্বা উষা প্রাণাধিমাতৃকা
রুরোদ চ পরুষাক্ষী তামাহ কমলাক্ষঃ পুনঃ ॥ ২০০
কিমিদং রুদ্যতে ভীরু মা ভৈস্ত্বং মৃগলোচনে।
পশ্য সুশ্রোণি সম্প্রাপ্তং মৎকৃতে মধুসূদনম্ ॥ ২০১

বীর আমার পুত্র পাইবে। ১৯২-১৯৩।

অতএব আপনি ইঁহাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া কুম্ভাণ্ড নীরব হইলেন। মহাত্মা কুম্ভাণ্ড এই কথা বলিলে পর শত্রুসূদন বাণাসুরও তাঁহাকে "তথাস্তু" বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ১৯৪।

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ অনিরুদ্ধের জন্য রক্ষী দিয়া মহাবলশালী বলিপুত্র বাণাসুর নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। ১৯৫।

মহাবলী অনিরুদ্ধকে নাগ দ্বারা বদ্ধ দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ আকাশপথে দ্বারকা পুরীর দিকে চলিলেন। ১৯৬-১৯৭

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ চলিয়া গেলে অনিরুদ্ধ মনে মনে চিন্তা করিলেন—এই ক্রুদ্ধ দানব আচ্ছাদিত হইয়া লুকাইয়াছে, পুনরায় যুদ্ধের জন্য আসিবে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৯৮

নারদ সেখানে যাইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সকল সমাচার ঠিক ঠিক বলিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৯

সর্পসমূহে বদ্ধ অনিরুদ্ধকে চেষ্টাহীন দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উষা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং কমলনয়না উষাকে তখন অনিরুদ্ধ বলিলেন— ॥ ২০০

ভীরু! তুমি কেন কাঁদিতেছ? মৃগলোচনে! ভয় করিও না। সুশ্রোণি! দেখ, এখনই মধুসূদন আমার জন্য এখানে

যস্য শঙ্খধ্বনিঃ শ্রুত্বা বাণশব্দঃ বলস্য চ
দানবা নাশমেষ্যন্তি গর্ভাশ্চাসুরযোষিতাম্ ॥ ২০১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তানিরুদ্ধেন উষা বিভ্রমমাগতা।
নৃশংসঃ পিতরঃ চৈব শোচন্তে সা সুমধ্যমা ॥ ২০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাণানিরুদ্ধযুদ্ধে একোনবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৯

আসিয়াছেন। যাঁহার শঙ্খনাদ, বাণশব্দ ও বলের চর্চা শুনিয়া দানব নষ্ট হইয়া যাইবে এবং অসুরগণের স্ত্রীদিগের গর্ভও নষ্ট হইয়া যাইবে। ২০১-২০২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনিরুদ্ধ এইরূপ বলিলে উষা বিভ্রম করিলেন। সেই সুমধ্যমা সুন্দরী তখন আপন নির্দয় পিতার জন্য শোক করিতে লাগিলেন। ২০৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাণাসুর ও অনিরুদ্ধের যুদ্ধবিষয়ক একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

[ অনিরুদ্ধেনার্য্যাদেব্যাঃ স্তুতিঃ, প্রসন্নয়া দেব্যা তস্মৈ বন্ধনকষ্টাত্তো মুক্তিদানঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যদা বাণপুরে বীরঃ সোহনিরুদ্ধঃ সংযতঃ।
সন্নিরুদ্ধো নরেন্দ্রেণ বাণেন বলিসূনুনা ॥ ১
তদা দেবীং কোটবতীং রক্ষার্থং শরণং গতঃ
যদ্গীতমনিরুদ্ধেন দেব্যাঃ স্তোত্রমিদং শৃণু ॥ ২
অনন্তমক্ষয়ং দিব্যমাদিদেবং সনাতনম্
নারায়ণং নমস্কৃত্য প্রবরং জগতঃ প্রভুম্ ॥ ৩
চণ্ডীং কাত্যায়নীং দেবীমার্য্যাং লোকনমস্কৃতাম্।
বরদাং কীর্ত্তয়িষ্যামি নামভির্দিব্যসংস্তবৈঃ ॥ ৪
ঋষিভির্দৈবতৈশ্চৈব বাক্‌পুষ্পৈরর্চ্চিতাঃ শুভাম্।
তাং দেবীং সর্ব্বদেহস্থাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্ ॥ ৫

অনিরুদ্ধ উবাচ
মহেন্দ্রবিষ্ণুভগিনীং নমস্যামি স্থিতায় বৈ।
মনসা ভাবশুদ্ধেন শুচিঃ স্তোষ্যে কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬
গৌতমীং কংসভয়দাং যশোদানন্দবর্দ্ধিনীম্।
মেধ্যাং গোকুলসম্ভূতাং নন্দগোপস্য নন্দিনীম্ ॥ ৭
প্রজ্ঞাং দক্ষাং শিবাং সৌম্যাং শত্রুপুত্রবিনন্দিনীম্।
তাং দেবীং সর্ব্বদেহস্থাং সর্ব্বভূতনমস্কৃতাম্ ॥ ৮
সর্ব্বাণীং পূরণীং মায়াং বহ্নিসূর্য্যশশিপ্রভাম্।
শান্তিং ক্রান্তিং জননীং মোহিনীং শোষণীং তথা ॥ ৯

## বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক আর্য্যাদেবীর স্তুতি এবং প্রসন্না দেবীর তাঁহাকে বন্ধনের কষ্ট হইতে মুক্তিদান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! যখন উষার সহিত বীর অনিরুদ্ধ বলিকুমার রাজা বাণাসুর কর্ত্তৃক বাণপুরে বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য কোটবতী দেবীর শরণ লইলেন। সেই সময় অনিরুদ্ধ যে স্তুতি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার,—শ্রবণ কর। ১-২

যিনি অনন্ত, অক্ষয়, দিব্য, আদিদেব ও সনাতন সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বর নারায়ণদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক বিশ্ববন্দিত বরদায়িনী চণ্ডী, কাত্যায়নী, আর্য্যা দেবীকে আমি দিব্যস্তবশোভিত নামসমূহের দ্বারা কীর্ত্তন করিব। ৩-৪

ঋষিগণ ও দেবতাগণ বাণীরূপ পুষ্পদ্বারা যে মঙ্গলময়ী দেবীর পূজা করেন, যিনি সর্ব্বশরীরে বিরাজমানা এবং সমস্ত দেবগণ যাঁহাকে নমস্কার করেন, সেই আর্য্যাদেবীর গুণগান আমি করিব। ৫

অনিরুদ্ধ বলিলেন—যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও ভগবান্ বিষ্ণুর ভগিনী সেই দেবীকে আমি স্থির চিত্তে নমস্কার করিব এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া পবিত্র ও ভাবশুদ্ধহৃদয়ে তাঁহাকে স্তুতি করিব। ৬

যিনি গৌতমী (গোপবংশ-স্বরূপা), কংসের ভয়-দানকারিণী, যশোদার আনন্দবর্দ্ধনকারিণী, পবিত্র, গোকুলে আবির্ভূত ও নন্দগোপের নন্দিনী, সেই আর্য্যাদেবীকে আমি নমস্কার করিতেছি। ৭

যিনি প্রাজ্ঞা বা বুদ্ধিমতী, দক্ষা, কল্যাণস্বরূপা, সৌম্যা, দানবমর্দ্দিনী, সর্ব্বশরীরে বিদ্যমানা ও সর্ব্বভূতের বন্দিতা, সেই আর্য্যাদেবীকে আমার প্রণাম করিতেছি। ৮

যিনি সর্ব্বাণী (রুদ্রশক্তি), পূরণী (মনোরথ পূরণকারিণী), মায়াস্বরূপা, অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রমার ন্যায় কান্তিযুক্তা, শান্তিময়ী,

সেব্যাং দেবৈঃ ঋষিগণৈঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্
কালীং কাত্যায়নীং দেবীং ভয়দাং ভয়নাশিনীম্ ॥ ১০
কালরাত্রিং কামগমাং ত্রিনেত্রাং ব্রহ্মচারিণীম্ ।
সৌদামিনীং মেঘরবাং বৈতালীং বিপুলাননাম্ ॥ ১১
ভূতধাত্রীং মহাভাগাং শকুনীং রেবতীং তথা ।
তিথীনাং পঞ্চমীং ষষ্ঠীং পূর্ণমাসীং চতুর্দ্দশীম্ ॥ ১২
সপ্তবিংশতি-ঋক্ষাণি নদ্যঃ সর্ব্বা দিশো দশ ।
নগরোপবনোদ্যান-কাট্টালকবাসিনীম্ ॥ ১৩
হ্রীং শ্রীং গঙ্গাঞ্চ গন্ধর্ব্বাং যোগিনীং যোগদাং সতাম্
কীর্ত্তিমাশাং দিশং স্পর্শাং নমস্যামি সরস্বতীম্ ॥ ১৪
বেদানাং মাতরঞ্চৈব সাবিত্রীং ভক্তবৎসলাম্ ।
তপস্বিনীং শান্তিকরীমেকানংশাং সনাতনীম্ ॥ ১৫

...ন্যা, (অবিনাশিনী) সকলের জননী, মোহিনী ও শোষণী, ঋষিগণসহ দেবতাগণ যাঁহার সেবা করেন, সমস্ত দেবতা যাঁহার চরণে মস্তক অবনত করেন, যিনি কালী, কাত্যায়নী দেবী, ভয়দায়িনী ও ভয়নাশিনী—তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ৯-১০

যিনি কালরাত্রি, যিনি ইচ্ছানুরূপ গমন করিতে পারেন, ত্রিনেত্রধারিণী ও ব্রহ্মচারিণী যিনি বিদ্যুৎস্বরূপ, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারিণী, বৈতালী ও বিশালমুখমণ্ডলা, সেই দেবীকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১১

যিনি ভূতের প্রধান ধারক, মহাসৌভাগ্যশালিনী, শকুনি, রেবতী প্রভৃতি গ্রহস্বরূপা তথা তিথির মধ্যে পঞ্চমী, ষষ্ঠী, পূর্ণমাসী ও চতুর্দ্দশীস্বরূপা, সেই দেবীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১২

সাতাশ ( ২৭ ) নক্ষত্র, সমস্ত নদী, দশ দিক্—যাঁহার স্বরূপ, যিনি নগর, উপবন, উদ্যান ও অট্টালিকাসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপে নিবাস করেন, সেই আর্য্যাদেবীকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১৩

যিনি হ্রী ( লজ্জা ), শ্রী ( লক্ষ্মী ), গঙ্গা, গন্ধর্ব্বা ( [illegible] ), যোগিনী তথা সৎপুরুষগণের যোগ-প্রদানকারিণী সেই কীর্ত্তি, আশা, দিশা, স্পর্শা এবং সরস্বতী নাম-বিশিষ্টা দেবীকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১৪

যিনি বেদসমূহের মাতা, ভক্তবৎসলা সাবিত্রী, তপস্বিনী, শান্তিকরী, একানংশা এবং সনাতনস্বরূপা, সেই আর্য্যাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ১৫

যিনি কুটিরবাসিনী, মদিরা, কোপনা, ইলা, মলয়বাসিনী, সর্ব্বভূত-ধারণকারিণী, ভয়ঙ্করী, কুষ্মাণ্ডী ও কুসুমপ্রিয়া, সেই আর্য্যাদেবীকে আমার প্রণাম ॥ ১৬

কৌটীর্য্যাং মদিরাং চণ্ডামিলাং মলয়বাসিনীম্ ।
ভূতধাত্রীং ভয়করীং কুষ্মাণ্ডীং কুসুমপ্রিয়াম্ ॥ ১৬
দারুণীং মদিরাবাসাং বিন্ধ্যকৈলাসবাসিনীম্ ।
বরাজিনাং সিংহরথীং বহুরূপাং বৃষধ্বজাম্ ॥ ১৭
দুর্লভাং দুর্জ্জয়াং দুর্গাং নিশুম্ভদর্পনাশিনীম্ ।
সুরপ্রিয়াং সুরাং দেবীং বজ্রপাশাঙ্কুশাং শিবাম্ ॥ ১৮
কিরাতীং চীরবসনাং চৌরসেনানমস্কৃতাম্ ।
আক্ষাসাং সোমপাং সৌম্যাং সর্ব্বপর্ব্বতবাসিনীম্ ॥ ১৯
নিশুম্ভশুম্ভমথনীং গজকুম্ভোপমস্তনীম্ ।
জননীং সিদ্ধসেনস্য সিদ্ধচারণসেবিতাম্ ॥ ২০
চণ্ডাং কুমারপ্রভবাং পার্ব্বতীং পর্ব্বতাত্মজাম্
পঞ্চাশদ্দেবকন্যানাং পত্নীং দেবগণস্য চ ॥ ২১

যাঁহার স্বভাব দারুণ, মদিরা আবাসস্থানযুক্তা, যিনি বিন্ধ্য ও কৈলাস পর্ব্বতে নিবাস করেন, যিনি শ্রেষ্ঠ অজিনা, সিংহ যাঁহার রথ, বিচিত্ররূপধারণকারিণী ও বৃষভ চিহ্নে চিহ্নিত ধ্বজযুক্তা—সেই দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১৭

যিনি দুর্লভ, দুর্জ্জয়, নিশুম্ভাসুরকে দর্প প্রমর্দ্দনকারিণী, দেবপ্রিয়া, সুরাস্বরূপা ও বজ্রপাশাদি চিহ্নের যুক্তা, সেই কল্যাণময়ী দেবীকে প্রণাম ॥ ১৮

যিনি কিরাত-বেশধারণকারিণী, চীরবস্ত্রধারিণী ও চৌরসেনা কর্ত্তৃক নমস্কৃতা এবং যিনি দ্যুত পালনকারিণী, সোমরস পানকারিণী, সৌম্যস্বরূপা, তথা সমস্ত পর্ব্বতে নিবাসকারিণী—সেই দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১৯

যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের সংহারকারিণী, যাঁহার স্তন হাতীর কুম্ভদ্বয়ের সমান, সিদ্ধ ও চারণগণ যাঁহার সেবায় রত, যিনি কার্ত্তিকেয়ের জননী, যাঁহা হইতে কুমারের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি পর্ব্বতের পুত্রী হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণশীলা, সেই পার্ব্বতী দেবীকে আমি প্রণাম করি ॥ ২০

পঞ্চাশ দেবকন্যাগণের*, যাঁহারা দেবতাদিগের পত্নীগণ, কশ্যপ যে সকল পুত্র—তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের সুন্দরী স্ত্রী,—

* পঞ্চাশ দেবকন্যা এস্থলে দক্ষ প্রজাপতির পঞ্চাশ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চাশ জন কন্যার মধ্যে ২৭ জন সোমকে, ১৩ জন কশ্যপকে এবং ১০ জন ধর্ম্মকে পত্নী-রূপে দক্ষ দান করিয়াছিলেন।

কঙ্কপুত্রসহস্রস্থ পুত্রপৌত্রবরপ্রিয়ঃ
মাতা পিতা জগন্মাতা দিবি দেবাপ্সরোগণৈঃ ॥ ২২
ঋষিপত্নীগণানাঞ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব-যোষিতাম্
বিদ্যাধরাণাং নারীষু সাধ্বীষু মনুজাসু চ ॥ ২৩
এবমেতাসু নারীষু সর্বভূতাশ্রয়া হ্যসি
নমস্কৃতাসি ত্রৈলোক্যে কিন্নরৈ গীতসেবিতে ॥ ২৪
অচিন্ত্যা হ্যপ্রমেয়াসি যাসি সাসি নমোঽস্তু তে
এভির্নামভিরন্যৈশ্চ কীর্তিতা হ্যসি গৌতমি ॥ ২৫
ত্বৎপ্রসাদপ্রবিষ্টেন ক্ষিপ্রং মুচ্যেয় বন্ধনাৎ।
অবেক্ষস্ব বিশালাক্ষি পাদৌ তে শরণং ব্রজে ॥ ২৬
সর্বেষামেব বন্ধানাং মোক্ষণং কর্তুমর্হসি
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রসূর্যাগ্নিমারুতাঃ ॥ ২৭
অশ্বিনৌ বসবশ্চৈব বিশ্বে সাধ্যাস্তথৈব চ
মরুতা সহ পর্জন্যো ধাতা ভূমির্দিশো দশ ॥ ২৮
গাবো নক্ষত্রবংশাশ্চ গ্রহা নদ্যো হ্রদাস্তথা।
সরিতঃ সাগরা চৈব নানাবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ২৯

তথা নাগাঃ সুপর্ণাশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
কৃৎস্নং জগদিদং প্রোক্তং দেব্যা নামানুকীর্তনাৎ ॥ ৩০
দেব্যাঃ স্তবমিমং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
সা তস্মৈ নবমে মাসি বরমগ্র্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৩১
অষ্টাদশভুজা দেবী দিব্যাভরণভূষিতা।
হারশোভিতসর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জ্বলভূষণা ॥ ৩২
কাত্যায়নী স্তূয়সে ত্বং বরমগ্র্যং প্রযচ্ছসি।
অতঃ স্তৌমি ত্বাং দেবীং বরদে বামলোচনে ॥ ৩৩
নমোঽস্তু তে মহাদেবি সুপ্রীতা মে সদা ভব।
প্রযচ্ছ মে বরং হ্যায়ুঃ পুষ্টিঞ্চ ক্ষমাং ধৃতিম্ ॥ ৩৪
বন্ধনস্থো বিমুচ্যেয়ং সত্যমেতদ্ ভবিষ্যতি

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুতা মহাদেবী দুর্গা দুর্গপরাক্রমা ॥ ৩৫
সান্নিধ্যং কল্পয়ামাস অনিরুদ্ধস্য বন্ধনে
অনিরুদ্ধহিতার্থায় দেবী শরণবৎসলা ॥ ৩৬

---

মাতা ও পিতা, স্বর্গের দেবতা ও অপ্সরাগণের সহিত ঋষিপত্নী-গণ, যক্ষ ও গন্ধর্বগণের স্ত্রীগণ, বিদ্যাধরগণের স্ত্রীগণ এবং সতী-সাধ্বী-মানবী স্ত্রীগণ—এই প্রকার উপযুক্ত মহিলাগণের মধ্যে আপনি জগন্মাতারূপে বাস করেন; কারণ, আপনিই সমস্ত ভূতের আশ্রয়। ত্রিলোকে সর্বত্র আপনার চরণে মস্তক অবনত করা হয়। কিন্নরসকল উচ্চৈঃস্বরে গীত গাহিয়া আপনার সেবা করেন। ২১-২৪

আপনি অচিন্ত্যা ও অপ্রমেয়, আপনি যৎস্বরূপা ও তৎস্বরূপা যাহা হউন, আপনাকে প্রণাম করি। হে গৌতমনন্দিনি! এই পূর্বোক্ত নামসমূহ ও অন্য নামসমূহের দ্বারা আপনি কীর্তিতা হন। ২৫

বিশাললোচনে! আমি আপনার কৃপায় সব কিছু বিঘ্ন ও বাধা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইয়া যাইব। আপনি আমার উপর কৃপাদৃষ্টি দান করুন। আমি আপনার চরণের শরণ লইতেছি। আপনিই আমাকে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন। ২৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বসু, বিশ্বদেব, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, পর্জন্য, ধাতা, ভূমি, দশ দিক্, গো, নক্ষত্রসমূহ, গ্রহগণ, নদীসকল, সরোবরসমূহ, সরিৎ-সকল, সমুদ্র, নানা বিদ্যাধর, সর্প, নাগ, গরুড়, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ—এই প্রকারে দেবীর নামের বারংবার কীর্তনের দ্বারাই এই সম্পূর্ণ জগতের কীর্তন হইয়া যায়। ২৭-৩০

যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবীর এই পবিত্র স্তোত্র পাঠ করেন—সেই দেবী নবম মাসে তাঁহাকে উত্তম বর প্রদান করেন। ৩১

দেবীর অষ্টাদশ বাহু, তিনি দিব্য আভরণে ভূষিতা, হারের দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ শোভিত, মুকুটের আভায় তাঁহার আভূষণও চমকিত হয়। ৩২

হে কাত্যায়নি! যখন আপনাকে স্তুতি করা হয়, তখন আপনি উত্তম বরপ্রদান করেন। অতএব হে বরদায়িনি! বামলোচনে! আমি আপনাকে স্তুতি করিতেছি। ৩৩

হে মহাদেবি! আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি সর্বদা আমার উপর প্রসন্ন থাকিয়া আমাকে শ্রেষ্ঠ আয়ু, পুষ্টি, ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদান করুন। আমি বন্ধনদশায় আছি, কিন্তু আমি ইহা হইতে মুক্ত হইয়া যাইব—আমার এই সংকল্প সত্য। ৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! এইভাবে স্তুতা দুর্গম পরাক্রম প্রকটকারিণী মহাদেবী দুর্গা বন্দীগারে অনিরুদ্ধের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। ৩৫

সেই শরণাগতবৎসলা দেবী বাণনগরে বদ্ধ বীর অনি-রুদ্ধের হিতসাধনের জন্য তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া

বদ্ধং বাণপুরে বীরমনিরুদ্ধং বরোরুকং
সান্ত্বয়ামাস তং বীরমনিরুদ্ধমমর্ষণম্ ॥ ৩৭

পূজয়ামাস তাং বীরঃ সোঽনিরুদ্ধঃ প্রতাপবান্ ।
প্রসাদং দর্শয়ামাস অনিরুদ্ধস্য বন্ধনে ॥ ৩৮

নাগপাশেন বদ্ধস্য তস্যোদ্বাষ্পিতচেতসঃ ।
স্ফোটয়িত্বা করাগ্রেণ পঞ্জরং বজ্রসন্নিভম্ ॥ ৩৯

রুদ্ধং বাণপুরে বীরং সানিরুদ্ধমভাষত
সান্ত্বয়ন্তী বচো দেবী প্রসাদাভিমুখী তদা ॥ ৪০

শ্রীদেব্যুবাচ

চক্রায়ুধো মোক্ষয়িতাঽনিরুদ্ধ
ত্বাং বন্ধনাদাশু সহৈব কালম্ ।
ছিত্বা স বাণস্য সহস্রবাহুং
পুরীং নিজাং নেষ্যতি দৈত্যসূদনঃ ॥ ৪১

ততোঽনিরুদ্ধঃ পুনরেব দেবীং
তুষ্টাব হৃষ্টঃ শশিকান্তবক্ত্রঃ ।

অনিরুদ্ধ উবাচ

নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শিবে
নমোঽস্তু তে দেবি সুরারিনাশিনি ॥ ৪২

নমোঽস্তু তে কামচরে সদাশিবে
নমোঽস্তু তে সর্বহিতৈষিণি প্রিয়ে ।
নমোঽস্তু তে ভীতিকরি দ্বিষাং সদা
নমোঽস্তু তে বন্ধনমোক্ষকারিণি ॥ ৪৩

ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যভবে শিবে ।
ত্রাহি মাং সর্বভীতিভ্যো নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৪৪

নমোঽস্তু তে জগন্নাথে প্রিয়ে দান্তে মহাব্রতে ।
ভক্তিপ্রিয়ে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে ॥ ৪৫

ত্রাহি মাং ত্বং বিশালাক্ষি নারায়ণি নমোঽস্তু তে
ত্রায়স্ব সর্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি ॥ ৪৬

রুদ্রপ্রিয়ে মহাভাগে ভক্তানামার্তিনাশিনি ।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনস্থো বিমোক্ষিতঃ ॥ ৪৭

---

দিলেন এবং সেই অমর্ষশীল বীর অনিরুদ্ধকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥ ৩৬-৩৭

তখন প্রতাপবান বীর অনিরুদ্ধ দেবীর পূজা করিলেন। দেবী বন্ধনাবস্থায় অনিরুদ্ধকে নিজ রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলেন ॥ ৩৮

যিনি নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, ও চিন্তা যাঁহার চিত্ত চুরি করিয়া লইয়াছিলেন, সেই অনিরুদ্ধের বজ্রতুল্য পিঞ্জর নিজ হাতের অগ্রভাগ দ্বারা ভাঙিয়া দিয়া দেবী বাণপুরে অবরুদ্ধ বীর অনিরুদ্ধকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং কৃপা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এই প্রকার বলিলেন ॥ ৩৯-৪০

শ্রীদেবী বলিলেন—অনিরুদ্ধ! চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই আসিয়া তোমাকে সম্পূর্ণরূপে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন, ততক্ষণ যাবৎ কিছু সময়ের জন্য এই কষ্ট সহ্য কর। দৈত্যসূদন শ্রীহরি বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন করিয়া তোমাকে নিজ পুরীতে লইয়া যাইবেন ॥ ৪১

তারপর চন্দ্রমার ন্যায় কমনীয় মুখবিশিষ্ট অনিরুদ্ধ প্রসন্ন হইয়া পুনরায় দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪১২

অনিরুদ্ধ বলিলেন—হে কল্যাণস্বরূপে! বরদায়িনি দেবি! দেবশত্রুনাশিনি দেবি! আপনাকে প্রণাম জানাই ॥ ৪২

হে কামচরে সদাশিবে! আপনাকে প্রণাম করি। সর্বজনের হিতাকাঙ্ক্ষিণী সর্বপ্রিয়ে! আপনাকে প্রণাম জানাই। শত্রুদিগের সর্বদা ভয়প্রদর্শনকারিণি দেবি! আপনাকে প্রণাম এবং বন্ধন-মোক্ষকারিণি দেবি! আপনাকে প্রণাম জানাই ॥ ৪৩

হে ব্রহ্মাণি! ইন্দ্রাণি! রুদ্রাণি! ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যস্বরূপে শিবে! সকল প্রকার ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪৪

জগন্নাথে প্রিয় দেবি! আপনাকে প্রণাম জানাই। দান্তে (সংযমপরায়ণে)! মহাব্রতধারিণি ভক্তিপ্রিয়ে! জগন্মাতঃ! গিরিরাজনন্দিনি! বসুন্ধরে! বিশালাক্ষি নারায়ণি! আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। দানবদিগের ভয়প্রদর্শনকারিণি দেবি! সকল প্রকার দুঃখ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৫-৪৬

রুদ্রপ্রিয়ে! ভক্তের পীড়ানাশিনী মহাভাগে! আমি আপনার শ্রীচরণে আমার মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেছি, আপনি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিন ॥ ৪৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
বন্ধনস্থো বিমুচ্যেত সপ্তাহং ব্যাসবচো যথা ॥ ৬৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া এই পবিত্র আর্য্যাস্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং যদি বন্ধনে পতিত থাকেন, তাহা হইলে তাহা হইতেও মুক্ত হইয়া যান; যেমন ব্যাসদেবের ইহা সত্যবচন। ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি আর্য্যাস্তবো নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে অনিরুদ্ধকৃত আর্য্যাস্তব নামক বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[অনিরুদ্ধস্যাপহরণেনান্তঃপুরে শোকঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য যাদবানাঞ্চ চিন্তা, গুপ্তচরাণাং নিয়োগঃ, তেষাং বিফলতা, নারদস্যাগমনম্, অনিরুদ্ধস্য সংবাদকথনম্, শ্রীকৃষ্ণেন গরুড়স্যাহ্বানং স্তুতিশ্চ, গরুড়েন শ্রীকৃষ্ণস্য স্তবঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য শোণিতপুরে প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততোঽনিরুদ্ধস্য গৃহে রুরুদুঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
প্রিয়ং নাথমপশ্যন্ত্যঃ কুরর্য্য ইব সঙ্ঘশঃ ॥ ১
অহো ধিগিদমিহ নাথে নাথে কৃষ্ণে ব্যবস্থিতে।
অনাথা ইব সন্ত্রস্তা রুদিমো ভয়পীড়িতাঃ ॥ ২
যস্যেন্দ্রপ্রমুখা দেবাঃ সাদিত্যাঃ সমরুদ্গণাঃ।
বাহুচ্ছায়ামুপাশ্রিত্য বসন্তি দিবি দেবতাঃ ॥ ৩
তস্যোৎপন্নমিদং লোকে ভয়দস্য মহাভয়ম্।
তস্যানিরুদ্ধঃ পৌত্রস্তু বীরঃ কেনাপি নো হৃতঃ ॥ ৪
অহো নাস্তি ভয়ং নূনং তস্য লোকে সুদুর্ম্মতেঃ।
বাসুদেবস্য যঃ ক্রোধমুৎপাদয়তি দুঃসহম্ ॥ ৫
ব্যাদিতাস্যস্য যো দ্বারে মৃত্যোরত্র পরিবর্ত্ততে।
স বাসুদেবং সমরে মোহাচ্ছত্রুরিবাভ্যেতি রিপুঃ ॥ ৬
ইমামেবংবিধাং কৃত্বা বিপ্রিয়াং মধুসূদনে।
কথং জীবন্ বিমুচ্যেত সাক্ষাদপি শচীপতিঃ ॥ ৭
হৃতনাথাঃ স্ম শোচ্যাঃ স্ম বয়ং নাথং বিনা কৃতাঃ।
বিপ্রয়োগেণ নাথস্য কৃতান্তবশগাঃ কৃতাঃ ॥ ৮
ইত্যেবং তা বদন্ত্যশ্চ ক্রন্দন্ত্যশ্চ পুনঃপুনঃ।
নেত্রজং বারি মুমুচুরশিবং পদ্মলোচনাঃ ॥ ৯

## একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অনিরুদ্ধের অপহরণে অন্তঃপুরে শোক, শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের চিন্তা, গুপ্তচরগণের নিযুক্তি ও তাহাদের বিফলতা, নারদের আগমন, অনিরুদ্ধের সংবাদ কথন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গরুড়ের আহ্বান ও স্তুতি, গরুড়কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং শোণিতপুরে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর অনিরুদ্ধের ভবনে অবস্থিত সমস্ত সুন্দরীগণ আপন প্রিয় স্বামীকে না দেখিয়া দলবদ্ধভাবে কুররীর ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১

আহো! ধিক্! ইহা কি? নাথেরও নাথ শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে আমরা অনাথের ন্যায় সন্ত্রস্ত ও ভয়ে পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছি। ২

যাঁহার ভুজচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়া আদিত্য ও মরুদ্গণ সহিত ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতা স্বর্গে সুখে বাস করেন; লোকে ভয়প্রদর্শনকারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে আজ এই মহাভয় উৎপন্ন হইয়াছে; তাঁহার বীর পৌত্র আমাদের স্বামী অনিরুদ্ধকে আজ কে হরণ করিয়াছে? ৩-৪

আহো! সেই দুর্বুদ্ধির নিশ্চয়ই সংসারে কোন ভয় নাই, যে ভগবান্ বাসুদেবের হৃদয়ে দুঃসহ ক্রোধ উৎপন্ন করিয়াছে। ৫

যে ব্যক্তি মুখব্যাদানকারী মৃত্যুর দ্বারে ঘুরিতেছে, কেবল সেই ব্যক্তিই মোহবশে সমরাঙ্গনে শত্রুভাবে ভগবান্ বাসুদেবের সম্মুখে গমন করে। ৬

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ অপ্রিয় আচরণ করিয়া সাক্ষাৎ শচীপতি ইন্দ্রও কেমন করিয়া জীবিত অবস্থায় মুক্তি লাভ করিবেন? ৭

হায়! আমার প্রভুর অপহরণ জানিয়া আমরা সকলে অনাথ ও শোচনীয় হইয়া গিয়াছি। আপন স্বামীর বিয়োগে আমরা কালের অধীন হইয়া গিয়াছি। ৮

সেই সুন্দরী অঙ্গনাগণ এইভাবে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে নিজেদের চক্ষু হইতে অমঙ্গলসূচক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ৯

তাসাং বাষ্পাম্বুপূর্ণানি নয়নানি চকাশিরে
সলিলেনাপ্লুতানীব পঙ্কজানি জলাগমে ॥ ১০
তাসাং মহাপক্ষ্মাণি রাজরন্তি শুভানি চ
রুধিরেণাপ্লুতানীব নয়নানি চকাশিরে ॥ ১১
তাসাং কর্মজলস্থানাং পূর্ণ আসীৎস্বনঃ।
কুররীণামিবাকাশে ক্রন্দতীনাং সমন্ততঃ ॥ ১২
তে শ্রুত্বা নিনদং ঘোরমপূর্বং ভয়মাগতম্।
উৎপেতুঃ সহসা বেশ্মভ্যো গৃহেভ্যঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১৩
কস্মাদেষোঽনিরুদ্ধস্য শ্রূয়তে সুমহাস্বনঃ
গৃহে কৃষ্ণাভিগুপ্তানাং কুতো নো ভয়মাগতম্ ॥ ১৪
ইত্যেবমুক্তস্তেঽন্যোন্যং বেগবিক্রবগামিনাঃ।
অবধিভা যথা সিংহা গুহাস্থা ইব নিঃসৃতাঃ ॥ ১৫
সভাবত্তৈরী কৃষ্ণস্য অ তথা মহতী তথা
যত্রাঃ সত্তেন তে সর্বে সমাগম্য চ বিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৬

তাঁহাদের অশ্রুজলে পূর্ণ নেত্রসমূহ বর্ষাকালে জলে আপ্লুত পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১০

তাঁহাদের কুটিল পক্ষ্মসমূহযুক্ত সুন্দর ও রক্তিম নয়নসকল যেন রক্তে আপ্লুত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ১১

অট্টালিকাবাসিনী সেই সুন্দরীগণের রোদনধ্বনি সমস্ত দিক্ পূর্ণ করিল এবং সেই আর্তনাদ আকাশে সমস্ত কুররীর ক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। ১২

সেই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শ্রবণ করত কোনও অপূর্ব ভয়ের আগমনের অনুমান করিয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যাদবগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে সত্বরতাপূর্বক বাহির হইয়া আসিলেন। ১৩

তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন—অনিরুদ্ধের গৃহে এই মহা-কোলাহল কেন ও কোথা হইতে জাত হইল? শ্রীকৃষ্ণের সংরক্ষণে থাকা আমাদের গৃহে এই ভয় কোথা হইতে আসিল? ১৪

এইভাবে তাঁহারা একে অন্যকে বলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের কথাবার্তা বেগবশত বিকলতাহেতু অস্পষ্ট হইয়াছিল। কাহারও তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া সিংহ যেমন গুহা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ সেই যাদবগণও নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ১৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে প্রস্তুত হইবার জন্য সূচনাকারী ভিন্নাল ঢাক তখন বাজিয়া উঠিল, যাহার শব্দে সমস্ত যাদবগণ সেখানে একত্রিত হইয়া অবস্থান করিলেন। ১৬

কিমেতদিতি তেঽন্যোন্যং সমপৃচ্ছন্ত যাদবাঃ
অন্যোন্যস্য বিদুস্তে সর্বে যথাবৃত্তমবেদয়ন্ ॥ ১৭
ততস্তে বাষ্পপূর্ণাক্ষাঃ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ।
নিঃশ্বসন্তো ব্যতিষ্ঠন্ত যাদবা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ১৮
তূষ্ণীভূতেষু সর্বেষু বিপৃথুর্বাক্যমব্রবীৎ
কৃষ্ণং প্রবদতাং শ্রেষ্ঠঃ নিঃশ্বসন্‌ স্তুমুহুর্মুহুঃ ॥ ১৯
কিমিদং চিন্তয়াবিষ্টঃ পুরুষেন্দ্র ভবানিহ।
তব বাহুবলপ্রাণাঃ আশ্রিতাঃ সর্বযাদবাঃ ॥ ২০
ভবন্তমাশ্রিতাঃ কৃষ্ণ সংবিভক্তাশ্চ সর্বশঃ।
ত্বয়ৈব বলবান্ শক্রস্থাপিতস্ত্ব জয়াজয়ৌ ॥ ২১
সুখং স্বপিতি নিঃশঙ্কঃ কথং ত্বং চিন্তয়ান্বিতঃ।
শোকসাগরমগ্নাস্তাঃ সর্বে তে জ্ঞাতয়ো গতাঃ ॥ ২২
ত্রায়স্ব মানানেকস্ত্বং সমুদ্রাৎ শোকদুস্তরাৎ।
কিমেবং চিন্তয়াবিষ্টো ন কিঞ্চিদপি ভাষসে ॥ ২৩

'ইহা কি' বলিয়া সেই যাদবগণ পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা একে অন্যকে যথার্থ তথ্য বলিতেছিলেন। ১৭

তখন সেই যুদ্ধদুর্মদ যাদবগণ বাষ্পপূর্ণ নেত্রে রক্তবর্ণ নয়ন-বিশিষ্ট হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮

সমস্ত যাদব সেখানে আসিয়া নীরব রহিলেন। তখন বিপৃথু বারংবার দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে বক্তৃশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বলিলেন। ১৯

হে পুরুষোত্তম! আপনি এখানে চিন্তামগ্ন কেন? সমস্ত যাদব আপনার বাহুবল আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ পূর্বক এখানে সুখে বাস করিতেছেন। ২০

হে শ্রীকৃষ্ণ! ইঁহারা সকলে আপনার শরণাপন্ন এবং আপনিই সকলকে পৃথক্ পৃথক্ সুখ সুবিধা দিয়াছেন। এইভাবে বলবান্ ইন্দ্রও আপনার উপর জয়-পরাজয়ের ভার রাখিয়া অধীনভাবে সুখে বাস করিতেছেন। অতএব আপনি কেন চিন্তা করিতেছেন? আপনার এই সেই সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আপনার এই দশা দেখিয়া শোকের অতলান্ত সমুদ্রে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। ২১-২২

মহাবাহো! আপনি একাই মজ্জমান বন্ধুগণকে উদ্ধার করুন—এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া আপনি কেন কিছু বলিতেছেন না? হে দেব! হে মাধব! আপনি চিন্তা করিবেন না। ২৩

চিন্তাং কর্তুং বৃথা দেব ন ত্বমর্হসি মাধব
ইত্যেবমুক্তঃ কৃষ্ণস্তু নিঃশ্বস্য সুচিরং বহু ॥ ২৪
প্রাহ বাক্যং স বাক্যজ্ঞো বৃহস্পতিরিব স্বয়ম্ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

বিপৃথো চিন্তয়াবিষ্টো হ্যেতৎ কার্যমচিন্তয়ম্ ॥ ২৫
বিচিন্তয়ংশ্চৈবং চাস্য কার্যস্য ন লভে গতিম্ ।
তথাহং ভবতাপ্যুক্তো নোত্তরং বিদধে কচিৎ ॥ ২৬
দাশার্হগণমধ্যেঽহং বদাম্যর্থবতীং গিরম্
শৃণুধ্বং যাদবাঃ সর্বে যথা চিন্তাবিতো হ্যহম্ ॥ ২৭
অনিরুদ্ধে হৃতে বীরে পৃথিব্যাং সর্বপার্থিবাঃ
অশক্তা ইতি মংস্যন্তে সর্বানস্মান্ সবান্ধবান্ ॥ ২৮
আহুকশ্চৈব নো রাজা হৃতঃ শাল্বেন বৈ পুরা
প্রত্যানীতঃ স চাস্মাভির্যুদ্ধং কৃত্বা পুরাক্রমম্ ॥ ২৯
প্রদ্যুম্নশ্চাপি নো বালঃ শম্বরেণ হৃতো হ্যভূৎ ।
স তং নিহত্য সমরে প্রাপ্তো রুক্মিণিনন্দনঃ ॥ ৩০
ঈদৃশং তু সুমহৎ কষ্টং প্রাপ্তাদ্য ক্ব প্রবাসিতঃ ।
এবংবিধমহং দোষং ন স্মরে যদুপুঙ্গবাঃ ॥ ৩১
তথনা গুণিতঃ পাপো যেন মে মূর্ধ্নি পাতিতঃ ।
তস্যাহং সানুবন্ধস্য হরিষ্যে জীবিতং রণে ॥ ৩২
ইত্যেবমুক্তে কৃষ্ণেন সাত্যকির্বাক্যমব্রবীৎ ।
চারাঃ কৃষ্ণ প্রণীয়ন্তামনিরুদ্ধস্য মার্গণে ।
সপর্বতবনোদ্দেশাং মার্গন্তু বসুধামিমাম্ ॥ ৩৩
আহুকং প্রাহ কৃষ্ণস্তু স্মিতং কৃত্বা বচস্তদা ।
( অন্বেষণেঽনিরুদ্ধস্য চারানাজ্ঞাপয় মা চিরম্ ।)
আভ্যন্তরাংশ্চ বাহ্যাংশ্চ ব্যাদিশস্বাশু চরান্ নৃপ ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা আহুকস্ত্বরিতোঽব্রবীৎ ।
অন্বেষণেঽনিরুদ্ধস্য স চারান্ নিষ্টবাংস্তদা ॥ ৩৫
ততশ্চারাস্তু ব্যাদিষ্টাঃ পার্থিবেন যশস্বিনা
হয়া রথাশ্চ ব্যাদিষ্টাঃ পার্থিবেন মহাত্মনা ।
অভ্যন্তরশ্চ মার্গন্তঃ বাহ্যতশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৬

বিপৃথু এইরূপ বলিলে পর বাক্যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় এই কথা বলিলেন ॥ ২৪।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে বিপৃথো! আমি চিন্তামগ্ন হইয়া এই কার্যের বিষয় চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু বহু চিন্তা করিয়াও আমি এই কার্যের কোন নিশ্চিত উপায় লাভ করিতে পারি নাই। সেইজন্য তোমার জিজ্ঞাসার পরও আমি কোন উত্তর দিই নাই। ॥ ২৫-২৬ ॥

আজ সমস্ত দাশার্হগণের মধ্যে আমি এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলিতেছি। হে যাদবগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি কি চিন্তা করিয়াছি। ২৭

বীর অনিরুদ্ধ অপহৃত হইয়াছে জানিলে ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজারা বন্ধুবান্ধব সহিত আমাদের সকলকে শক্তিহীন বলিয়া জানিবে। ২৮

পূর্বকালে শাল্ব আমাদের রাজা উগ্রসেনকে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তখন আমরা দারুণ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলাম। ২৯

আমাদের প্রদ্যুম্নকেও বাল্যাবস্থায় শম্বরাসুর চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সমরাঙ্গনে সেই অসুরকে বধ করিয়া স্বয়ং চলিয়া আসিয়াছিল। ৩০

কিন্তু ইহা অত্যন্ত কষ্টের কথা যে, প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ কোথায় প্রবাসিত হইল। হে নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণ! এইরূপ দোষ কখন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারি না। ৩১

যে ব্যক্তি আমার মস্তকে নিজ চরণের পাদ স্থাপন করিয়াছে, যাবতীয় আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সেই দুরাত্মার প্রাণকে আমি রণভূমিতে অবশ্যই হরণ করিব। ৩২

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিবার পর সাত্যকি বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! অনিরুদ্ধের সন্ধান লইবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করুন এবং পর্বত ও বনস্থলীসহিত এই সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার অনুসন্ধান করুন। ৩৩

তখন শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হাসিয়া রাজা উগ্রসেনকে বলিলেন—হে নরেশ্বর! আজ বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমস্ত চরদিগকে এই কার্যের জন্য নিযুক্ত করুন। ৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া রাজা উগ্রসেন অতিশয় তৎপর হইলেন। সেই অনিরুদ্ধের সন্ধানের জন্য তখন একটি (বাহ্য) ও গুপ্ত (আভ্যন্তর) চর নিযুক্ত করিলেন। ৩৫

যশস্বী ভূপাল মহাত্মা উগ্রসেন গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের জন্য অশ্ব ও রথও দিলেন এবং আদেশ করিলেন তোমরা সকলে ভিতর-বাহির সব দিকে অনিরুদ্ধকে অনুসন্ধান কর। ৩৬

বেণুমন্তং লতাবিষ্টং তথা বৈবতকং গিরিম্
ঋক্ষবন্তং গিরিং চৈব মার্গধ্বং রথিতা হরৈঃ ॥ ৩৭
একৈকং তত্র চোদ্যানং মার্গধ্বং কাননানি চ।
যাতব্যং চাপি নিঃশঙ্কমুদ্যানানি সমন্ততঃ ॥ ৩৮
হয়ানাঞ্চ সহস্রাণি রথানাং চাপ্যনেকশঃ।
আরুহ্য ত্বরিতাঃ সর্বে মার্গধ্বং যদুনন্দনম্ ॥ ৩৯
সেনাপতিরনাধৃষ্টিরিদং বচনমব্রবীৎ
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণমচ্যুতং ভীতভীতবৎ ॥ ৪০
শৃণু কৃষ্ণ বচো মহ্যং রোচতে যদি তে প্রভো
চিরাৎ প্রভৃতি মে বক্তুং ভবন্তং কাঙ্ক্ষতে মতিঃ ॥ ৪১
অসিলোমা পুলোমা চ নিশুম্ভ-নরকৌ হতৌ।
সৌভঃ শাল্বশ্চ নিহতৌ বৈদ্যঃ বিবিদ এব চ ॥ ৪২
হয়গ্রীবশ্চ সুমহান্ সাগরস্থস্ত্বয়া হতঃ
তাদৃশে বিগ্রহে বৃত্তে দেবতোস্তাঃ পুরা রণে ॥ ৪৩
সর্বাণ্যেতানি কর্মাণি বিশেষাণি রণে রণে
কৃতবানসি যৎ কিঞ্চ পারিজাতস্য নাস্তি তে ॥ ৪৪
ইদং কর্ম ত্বয়া কৃষ্ণ সাত্বতঃ মহৎ কৃতম্।
পারিজাতস্য হরণে যৎ কৃতং কর্ম দুষ্করম্ ॥ ৪৫
তত্র শক্রস্ত্বয়া কৃষ্ণ ঐরাবতশিরোগতঃ।
নির্জিতো বাহুবীর্যেণ ত্বয়া যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৪৬
তেন বৈরং ত্বয়া সার্ধং কর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।
বৈরানুবন্ধশ্চ মহাংস্তেন কার্যস্ত্বয়া সহ ॥ ৪৭
তত্রানিরুদ্ধহরণং কৃতং মঘবতা ধ্রুবম্
ন হ্যস্য অন্যশক্তির্দৈত্যনিশাচরৈঃ প্রতি ॥ ৪৮
ইত্যেবমুক্তে সচিবে কৃষ্ণো নাগ ইব শ্বসন্।
উবাচ বচনং ধীমাননাধৃষ্টিং মহাবলম্ ॥ ৪৯
সেনাপতে মা বৈবং ন দেবাঃ কূটকর্মিণঃ
নাকৃতজ্ঞা ন চ ক্লীবা নাপণ্ডিতা ন বালিশাঃ ॥ ৫০
দেবতার্থঞ্চ মে যত্নো মহান্ দানবসংক্ষয়ে
তেষাং প্রিয়ার্থঞ্চ রণে হন্মি দৃপ্তান্ মহাবলান্ ॥ ৫১

রথে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমন পূর্বক বেণুমান্, লতাবিষ্ট, রৈবতক ও ঋক্ষবান্ পর্বতে তাহার অনুসন্ধান কর। ৩৭

সেখানে এক-এক উদ্যান ও বন সমূহ এবং উদ্যানের সব দিকে নির্ভয়ে চলিয়া যাইবে। হাজার অশ্ব ও বহু সংখ্যক রথে আরোহণ পূর্বক তোমরা সকলে শীঘ্র যদুনন্দন অনিরুদ্ধের অনুসন্ধান কর। ৩৮-৩৯

তারপর সেনাপতি অনাধৃষ্টি অনায়াসে মহান্ কর্মকারী অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে ভয়ে ভয়ে এই কথা বলিলেন। ৪০

প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! যদি আপনার রুচি হয়, তাহা হইলে আমার কথা শ্রবণ করুন। বহুদিন হইতে আমার মনে এই কথা রহিয়াছে, তাহা আপনাকে বলিব। ৪১

অসিলোমা ও পুলোমাকে আপনিই নিহত করিয়াছেন। নিশুম্ভ ও নরককেও আপনি হত্যা করিয়াছেন। সৌভ বিমান ও তাঁহার প্রভু রাজা শাল্বকেও নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বৈদ্য-বিবিদকেও মারিয়াছেন। ৪২

মহাসুর হয়গ্রীব সমুদ্রে আপনার হস্তে নিহত হইয়াছেন। দেবতাদের জন্য আপনি চারিদিকে যুদ্ধও করিয়াছেন। হে গোবিন্দ! প্রত্যেক রণক্ষেত্রে আপনি এই সমস্ত কর্ম পূর্বকালে সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু আপনার সমকক্ষকারী কেহই নাই। ৪৩-৪৪

শ্রীকৃষ্ণ! পারিজাতহরণের সময় আপনি যে দুষ্কর কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাপেক্ষা মহান্ ছিল। আপনার দ্বারা কৃত এই পারিজাতহরণরূপ কার্য পরিণামসহিত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ! তখন আপনি নিজ বাহুবলে ঐরাবতপৃষ্ঠে উপবিষ্ট যুদ্ধবিশারদ ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। ৪৬

অতএব ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহিত শত্রুতা করিতে সমর্থ। আপনার সহিত মহান্ শত্রুতা হওয়া অবশ্যই সম্ভব। ৪৭

অতএব অনিরুদ্ধের অপহরণ ইন্দ্রই করিয়াছেন। অন্য কাহারও এরূপ শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার শক্তি নাই। ৪৮

তিনি এইরূপ কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তীর ন্যায় উচ্ছ্বাস লইয়া মহাবলী অনাধৃষ্টিকে এই কথা বলিলেন। ৪৯

তাত! সেনাপতে! এইরূপ কথা বলিও না, বলিও না। দেবতারা এইরূপ নীচ কর্মকারী নহেন, তাঁহারা অকৃতজ্ঞ হন না, ক্লীব কাতরও হন না; পতিতও নহেন, মূর্খও নহেন। ৫০

দেবতাদিগের জন্যই আমার দানবসংহারে মহান্ প্রযত্ন তাঁহাদের প্রিয় করিবার জন্যই আমি রণে অভিমানী মহাবলী অসুরদিগের বধ করি। ৫১

তৎপরস্তন্মনাশ্চাপি তদ্ভক্তস্তৎপ্রিয়ঃ সদা
কথং পাপং করিষ্যন্তি বিজ্ঞাতৈবংবিধং হি মাম্ ॥ ৫২
অদ্ভুতাঃ সত্যবন্তশ্চ নিত্যং ভক্তানুকম্পিনঃ
তেভ্যো ন বিদ্যতে পাপং বালিশত্বাৎ প্রভাষসে ॥ ৫৩
কদাচিদিহ পুংশ্চল্যা অনিরুদ্ধো হৃতো ভবেৎ
দেবেষু সমহেন্দ্রেষু নৈতৎ কর্ম বিধীয়তে ॥ ৫৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং চিন্তয়মানস্য কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্মণঃ
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ততোঽক্রূরোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৫৫
মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সর্ববাক্যবিশারদঃ
যদ্ভক্তস্য প্রভো কার্যং তদস্মাকং বিনিশ্চিতম্ ॥ ৫৬
অস্মাকং চাপি যৎ কার্যং তদ্ধি কার্যং শচীপতেঃ
সংরক্ষ্যামো বয়ং দেবৈরস্মাভিশ্চাপি দেবতাঃ
দেবতার্থং বয়ং চাপি মানুষত্বমুপাগতাঃ ॥ ৫৭

এবমক্রূরবচনৈশ্চোদিতো মধুসূদনঃ
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা পুনঃ কৃষ্ণোঽভ্যভাষত ॥ ৫৮
নায়ং দেবৈর্ন গন্ধর্বৈর্ন যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ।
প্রদ্যুম্নপুত্রোঽপহৃতঃ পুংশ্চল্যা তু মহাযশাঃ ॥ ৫৯
মায়াবিদস্তাঃ পুংশ্চল্যো দৈত্য-দানবযোষিতঃ।
তাভির্হৃতো ন সন্দেহো নাস্ততো বিদ্যতে ভয়ম্ ॥ ৬০

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যেবমুক্তে বচনে কৃষ্ণেন তু মহাত্মনা।
অথাবগম্য ভবনং যত্র বৃত্তং যদুমণ্ডলে।
উদতিষ্ঠন্মহানাদস্তত্র কৃষ্ণঃ প্রশংসয়ন্ ॥ ৬১
হর্ষয়ন্ স তু সর্বেষাং সূত-মাগধ-বন্দিনাম্।
মধুরঃ শ্রূয়তে ঘোষো যাদবস্য নিবেশনে ॥ ৬২
তে চারাঃ সর্বতঃ সর্বে সভাদ্বারমুপাগতাঃ।
শনৈর্গদ্গদয়া বাচা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৬৩
উদ্যানানি গুহাঃ শৈলাঃ সরো নদ্যঃ সরাংসি চ।
একৈকং শতশো রাজন্ মার্গিতং ন চ দৃশ্যতে ॥ ৬৪

---

আমি দেবতাদের হিতসাধনে তৎপর, মনের দ্বারা তাঁহাদের হিত চিন্তা করি। তাঁহাদের প্রতি ভক্তি রাখি, তাঁহাদের প্রিয় করিতে তৎপর থাকি আমাকে এইরূপ জানিয়াও আমার সহিত দুর্ব্যবহার তাঁহারা কেন করিবেন? ৫২

দেবতাগণ ক্রূরতা-রহিত, সত্যবাদী ও ভক্তজনের উপর সদা কৃপাকারী। তাঁহাদের মধ্যে পাপ নাই। তুমি বিবেকশূন্য বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিতেছ। ৫৩

কদাচিৎ ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, কোন পুংশ্চলী স্ত্রী এখানে আসিয়া অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছে। ইন্দ্র সহিত দেবতাদের মধ্যে কেহই এইরূপ কার্য করিতে পারেন না। ৫৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! এইরূপ চিন্তাকারী অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই কথা শুনিয়া সর্ববাক্য বাক্য বলিতে চতুর অক্রূর স্নেহযুক্ত এই বাক্য মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন—হে প্রভো। যাহা ভক্তের কার্য তাহা আমাদের, এইরূপে যাহা আমাদের কার্য তাহাও ইন্দ্রেরই কার্য। ৫৫-৫৬

দেবতাগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন এবং আমরাও দেবতাদিগকে রক্ষা করি। কারণ, আমরা দেবতাদের জন্যই মানব-শরীর ধারণপূর্বক আসিয়াছি। ৫৭

এইভাবে অক্রূরের সেই বচনে প্রেরিত হইয়া মধুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে বলিলেন। ৫৮

হে মহাযশস্বী অক্রূর! প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধকে দেবতাগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ অপহরণ করেন নাই, নিশ্চয়ই কোন পুংশ্চলী স্ত্রী (নারী বিশেষ) তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। ৫৯

দৈত্য ও দানবগণের যে পুংশ্চলী স্ত্রী, সে মায়ায় নিপুণ। তাহা কর্তৃকই অনিরুদ্ধের অপহরণ হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব উহা হইতে ভয় নাই। ৬০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলে পর যদুমণ্ডলে যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহা যথাযথভাবে জানিয়া সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসায় পূর্ণ মহান্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ৬১

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের গৃহে সকলের হর্ষবর্ধনকারী সূত, মাগধ ও বন্দিগণের সেই মধুর শব্দ সকলে শুনিতে পাইল। ৬২

তখন সকল গুপ্তচর সর্ব দিক্ হইতে অন্বেষণ করিয়া সভাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ধীরে ধীরে গদ্গদ বাণীতে এই প্রকার বলিল। ৬৩

হে রাজন্! সমস্ত উদ্যান, গুহা, পর্বত, ধর্মশালা, নদী ও সরোবর—সব কিছুতেই অন্বেষণ করা হইয়াছে। এক এক স্থানে শত শত বার অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু অনিরুদ্ধের দর্শন পাওয়া যায় নাই। ৬৪

অদ্য কৃষ্ণং চরা যাতাঃ শাসনাত্তবাচ্যুত
সর্বে নো বিদিতা দেশাঃ প্রাপ্তাশ্চিন্ন চ দৃশ্যতে ॥ ৬৫
যদত্র সাধিষ্যত্বাং বিধানং যদুনন্দন
তদাজ্ঞাপয় নঃ ক্ষিপ্রমনিরুদ্ধস্য মার্গণে ॥ ৬৬
ততস্তে দীনমনসঃ সর্বে বাষ্পাকুলেক্ষণাঃ
অন্যোন্যমভ্যভাষন্ত কিমতঃ কার্যমুত্তমম্ ॥ ৬৭
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ কেচিৎ কেচিদ্ বাষ্পাকুলেক্ষণাঃ।
কেচিদ্ ভ্রূকুটিমাস্থায় চিন্তয়ন্ত্যর্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬৮
এবং চিন্তয়তাং তেষাং বহুধার্থবিভাবিতম্।
অনিরুদ্ধঃ কুতশ্চেতি সম্ভ্রমঃ সুমহানভূৎ ॥ ৬৯
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তে যাদবা জাতমন্যবঃ
তাং নিশাং বিমনস্কাস্তে গময়েয়ুঃ কথঞ্চন।
অনিরুদ্ধো গতঃ ক্বেতি পুনঃ পুনরবিন্দন ॥ ৭০
এবঞ্চ ব্রুবতাং তেষাং প্রভাতা রজনী তদা
ততস্তূর্যনিনাদৈশ্চ শঙ্খানাঞ্চ মহাস্বনৈঃ
প্রবোধনং মহাবাহোঃ কৃষ্ণস্যাক্রিয়ত স্বনৈঃ ॥ ৭১
ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রাদুর্ভূতে দিবাকরে।
প্রবিবেশ সভামেকো নারদঃ প্রহসন্নিব ॥ ৭২
দৃষ্ট্বা তু যাদবান্ সর্বান্ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গতান্।
ততঃ স জয়শব্দেন মাধবং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৭৩
উগ্রসেনাদয়স্তে চ তমৃষিং প্রত্যপূজয়ন্
অথাভ্যাগত্য বিমনাঃ কৃষ্ণঃ সমিতিমর্দনঃ।
মধুপর্কঞ্চ গাঞ্চৈব নারদায় দদৌ প্রভুঃ ॥ ৭৪
সোপবিষ্টাসনে তত্র সর্বাস্তরণসংবৃতে।
সুখাসীনো যথান্যায়মুবাচেদং বচোঽর্থবৎ ॥ ৭৫

নারদ উবাচ।

কিমেবং চিন্তয়াবিষ্টাঃ নিঃশব্দা গতমানসাঃ
উৎসাহহীনাঃ সর্বে বৈ ক্লীবা ইব সমাসতে ॥ ৭৬
ইত্যেবমুক্তে বচনে নারদেন মহাত্মনা
বাসুদেবোঽব্রবীদ্ বাক্যং শ্রূয়তাং ভগবন্নিদম্ ॥ ৭৭

---

হে রাজন্! অনন্তর চরগণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিল—'প্রভো! আমরা সকল দেশে গিয়াছি, সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাই নাই। ৬৫

হে যদুনন্দন! অনিরুদ্ধের অন্বেষণের জন্য এখন আর যে সমস্ত কার্য করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে আজ্ঞা করুন। ৬৬

চরগণের এই কথা শুনিয়া সকলের মন উদাস হইয়া গেল, সকলের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল এবং সকলে পরস্পরকে বলিতে লাগিল—ইহা অপেক্ষা উত্তম কার্য আর কি করা যায়? ৬৭

কেহ কেহ ক্রোধবশে দাঁতদ্বারা ওষ্ঠ চাপিলেন, কেহ কেহ বাষ্পাকুললোচন হইলেন এবং কেহ কেহ ভ্রূকুটি করিয়া কার্যসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬৮

এইরূপ চিন্তাকারী যাদবগণের মুখ হইতে অনেক অর্থযুক্ত বাক্য বাহির হইল। 'অনিরুদ্ধ কোথায় গেলেন' এই প্রশ্ন লইয়া সকলের হৃদয়ে মহান্ সম্ভ্রম উৎপন্ন হইল। ৬৯

হে জনমেজয় নরেশ! তখন কুপিত ও খিন্ন যাদবগণ একে অপরকে দেখিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধের অপহরণের কথা বারংবার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা উদাসমনে সেই রাত্রি কাটাইয়া ফেলিলেন। ৭০

এইরূপে পরস্পর কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহাদিগের সেই রাত্রি অতীত হইল; শেষে প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণের ভবনে অতিশয় গম্ভীর তূর্যনিনাদ ও শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি নিনাদিত হইতে লাগিল। ৭১

তারপর নির্মল প্রভাতে সূর্যদেব যখন উদিত হইলেন, তখন একাকী মহর্ষি নারদ হাসিতে হাসিতে যাদবগণের সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। ৭২

শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্রিত সমস্ত যাদবগণকে দেখিয়া তিনি "জয় হউক, জয় হউক" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমাদর করিলেন। ৭৩

উগ্রসেন প্রভৃতি সেই মহর্ষি নারদকে পূজা করিলেন। তারপর শত্রুমর্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদাসমনে উঠিয়া নারদকে মধুপর্ক ও একটি গরু দান করিলেন। ৭৪

যাবতীয় সৎকারের পর যখন সর্বাস্তরণযুক্ত আসনে সুখপূর্বক বসিলেন, তখন তিনি যথোচিত রীতিতে এই অর্থযুক্ত কথা বলিলেন। ৭৫

নারদ বলিলেন—আজ সমস্ত যাদবগণ কেন এইরূপ চিন্তামগ্ন, শব্দহীন, অন্যমনা ও উৎসাহহীন হইয়া ক্লীবের ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিয়াছে? ৭৬

মহাত্মা নারদ এই কথা বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'ভগবন্! ইহার কারণ শ্রবণ করুন। ৭৭

অনিরুদ্ধো হৃতো ব্রহ্মন্ কেনাপি নিশি সুব্রত
যস্যার্থং সর্ব্ব এবাস্ম চিন্তয়াবিষ্টচেতসঃ ॥ ৭৮
এষ তে যদি বৃত্তান্তঃ শ্রুতো দৃষ্টোঽপি বা মুনে।
ভগবন্ কথ্যতাং সাধু প্রিয়মেতদ্বমানদ ॥ ৭৯
ইত্যেবমুক্তে বচনে কেশবেন মহাত্মনা।
প্রত্যুক্তবান্ বচঃ প্রাহ শ্রূয়তাং মধুসূদন ॥ ৮০
নির্ব্বৃত্তঃ সুমহান্ যুদ্ধং দেবাসুরসমং মহৎ
অনিরুদ্ধস্য চৈকস্য বাণস্যাপি মহাত্মনঃ ॥ ৮১
উষা নাম সুতা তস্য বাণস্যাপ্রতিমৌজসঃ।
তস্যার্থে চিত্রলেখা বৈ হৃতবত্যনুরাগতঃ ॥ ৮২
উভয়োরপি তত্রাসীদ্‌যুদ্ধং সুদারুণম্।
প্রাদ্যুম্নি-বাণয়োঃ সংখ্যে বলি-বাসবয়োরিব ॥ ৮৩
অদ্যাতিক্রান্তাপি তদ্ যুদ্ধং দৃষ্টং সুমহদদ্ভুতম্।
অনিরুদ্ধো ভয়াত্তেন সংযুগেঽনিবর্ত্তিনা ॥ ৮৪
বাণেন মায়ামাস্থায় বদ্ধো নাগৈর্মহাবলঃ
ব্যাদিষ্টশ্চ বধস্তস্য বাণেন গরুড়ধ্বজ ॥ ৮৫

উক্ত রত্নাপহারী রমণ! কোন্ ব্যক্তি কেহ অনিরুদ্ধকে অপহরণ করিয়াছে। যাহার জন্য আমরা সকলে এখানে চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি। ৭৮

হে নিষ্পাপ মুনে! ভগবন্! যদি এই বৃত্তান্ত আপনি কোথাও শুনিয়া থাকেন বা দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে যথাযথভাবে আমাদিগকে তাহা বলুন—ইহাই আমার প্রিয় বিষয়। ৭৯

মহাত্মা কেশব এইরূপ কথা বলিলে পর নারদ হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—মধুসূদন! শ্রবণ কর। ৮০

এক মহাসমরে একমাত্র অনিরুদ্ধই ছিলেন ও অন্যদিকে সেনাসহিত বাণাসুর ছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে মহান্ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছে। ৮১

অপ্রতিম বলশালী বাণাসুরের উষা নাম্নী এক কন্যা আছে। তাহার জন্য চিত্রলেখা অপ্সরা গোপনতাপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ৮২

সেখানে অনিরুদ্ধ ও বাণাসুর উভয়ের মধ্যে সেইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইল, যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে বলি ও ইন্দ্রের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। ৮৩

আমি সেই ভীষণ ও অদ্ভুত যুদ্ধ নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধ হইতে পশ্চাৎপদ হইতে না চাহিয়া বাণাসুর ভয়ভীত হইয়া

তং নিবারিতবান্ মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডো নাম তস্য চ
কুমারস্যানিরুদ্ধস্য তেনাসক্তেন সংযুগে ॥ ৮৬
বাণেন মায়ামাস্থায় সর্পৈর্নিয়মনং কৃতম্
উত্তিষ্ঠতু ভবান্ শীঘ্রং যশসে বিজয়ায় চ ॥ ৮৭
নায়ং সংরক্ষিতুং কালঃ প্রাণাংস্তাত জয়ৈষিণাম্।
প্রাণৈঃ কিঞ্চিৎপরৈর্বীরো বৈর্য্যানাদস্য তিষ্ঠতি ॥ ৮৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যেবমুক্তে বচনে বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
প্রাযাত্রিকান্ বৈ সম্ভারানাজ্ঞাপয়ত বীর্য্যবান্ ॥ ৮৯
তত্তচ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ লাজৈশ্চৈব সমন্ততঃ।
নির্য্যযৌ স মহাবাহুঃ কীর্য্যমাণো জনার্দ্দনঃ ॥ ৯০

নারদ উবাচ

স্মরণং বৈনতেয়স্য কর্ত্তুমর্হসি মাধব।
নহ্যন্যেন তমধ্বানং শক্যং গন্তুং মহাভুজ ॥ ৯১
আকর্ণয় তমধ্বানং গন্তব্যমতিদুর্জ্জয়ম্।
একাদশসহস্রাণি যোজনানাং জনার্দ্দন ॥ ৯২

মায়া আশ্রয়পূর্ব্বক বাণাসুর সর্পগণ দ্বারা অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়াছে। ৮৪

গরুড়ধ্বজ! তারপর বাণাসুর অনিরুদ্ধকে বধ করিতে আজ্ঞা করিল, কিন্তু তাহার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড তাহাকে উহা করিতে নিবারিত করিল। ৮৫

যুদ্ধে আসক্ত বাণাসুর মায়ার সাহায্যে সর্পময় বাণসমূহ দ্বারা কুমার অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়াছে, অতএব এখন তুমি যশ ও বিজয়ের জন্য শীঘ্র উঠিয়া পড়। ৮৬-৮৭

তাত! জয়াভিলাষী বীরগণের পক্ষে ইহা নিজ প্রাণরক্ষার সময় নহে; বীরপুরুষ প্রাণের সঙ্কট জানিয়াও বৈর্য্যসহকারে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। ৮৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! তিনি এইরূপ বলিলে পরাক্রমী ও প্রতাপবান্ বীর বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার জন্য উপযুক্ত সামগ্রী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। ৮৯

তারপর মহাবাহু জনার্দ্দন যাত্রার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তখন তাঁহার উপর চারিদিক্ হইতে চন্দনচূর্ণ ও লাজ বিকীরণ করা হইল। ৯০

নারদ বলিলেন—হে মাধব! বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ কর। হে মহাবাহো! গরুড় ব্যতীত অন্য কেহ এই পথে চলিতে সমর্থ হইবে না। ৯১

হে জনার্দ্দন! আমার কথা শোন, যে মার্গে তুমি যাইবে,

তদিতঃ শোণিতপুরং প্রাপ্তোঽস্মিতাত সাম্প্রতম্
মনোজবো মহাবীর্যো বৈনতেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯৩
সমাহ্বয়স্ব গোবিন্দ স ত্বাং তত্র নেষ্যতি
একেন মুহূর্তেন বাণং সন্দর্শয়িষ্যতি ॥ ৯৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সস্মার গরুড়ং তদা ।
স কৃষ্ণপার্শ্বমাগম্য প্রাঞ্জলির্গরুড়ঃ স্থিতঃ ॥ ৯৫
প্রণম্যাথ বচঃ প্রাহ বৈনতেয়ো মহাবলঃ
বাসুদেবং মহাত্মানং শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥ ৯৬

গরুড় উবাচ

পদ্মনাভ মহাবাহো কিমর্থং সংস্মৃতো হ্যহম্
কৃত্যং তে যদিহাস্তীতি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৭
কস্য পক্ষপরিক্ষেপৈর্নাশয়ামি পুরীঃ প্রভো ।
প্রভাবাত্তব গোবিন্দ কো ন বিদ্যাদ্ বলং মম ॥ ৯৮
গদাবেগস্য তে বীর চক্রস্যাপি চ মহাভুজ ।
নাববুধ্যতি মূঢ়াত্মা কো মর্ত্যো নাশমেষ্যতি ॥ ৯৯
হলং সিংহমুখং কস্য বনমালী নিপাত্যতি ।
কস্য দেহস্তু নির্ভিন্নো মেদিনীং সংস্থিতি প্রভো ॥ ১০০
কস্য শঙ্খরবৈঃ প্রাণানাহরিষ্যসি মাধব ।
কোঽহয়ং সপরিবারোঽদ্য যাস্যতে যমসাদনম্ ॥ ১০১
এবমুক্তে তু বচনে বৈনতেয়েন ধীমতা
বাসুদেবো বচঃ প্রাহ শৃণু ত্বং বদতাং বর ॥ ১০২
বদ্ধঃ পুত্রেণ বাণেন প্রাদ্যুম্নিরপরাজিতঃ :
ঊষায়াঃ কারণে বদ্ধো নগরে শোণিতাহ্বয়ে ।
অনিরুদ্ধস্তু কামাত্মা বদ্ধো নাগৈর্বিষোল্বণৈঃ ॥ ১০৩
তস্য মোক্ষার্থমাহূতো ময়া ত্বং পতগেশ্বর ।
তব বেগসমো নাস্তি পক্ষিণাং প্রবরো ভবান্ ।
অশক্যশ্চ ত্বদন্যেন গন্তুমধ্বান কাশ্যপ ॥ ১০৪
তত্র প্রাপয় মাং শীঘ্রং যত্র প্রাদ্যুম্নিরাবসৎ ।
বৈদর্ভী তে স্নুষা বীর রুদতী পুত্রগৃদ্ধিনী ॥ ১০৫

তাহা অত্যন্ত দুর্দম। প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ এখন যেখানে বিদ্যমান, সেই শোণিতপুর এখান হইতে একাদশ হাজার যোজন দূরে অবস্থিত। ৯২

হে গোবিন্দ! মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রতাপশালী বিনতানন্দন গরুড় মনের তুল্য বেগশালী। তুমি তাঁহাকে আহ্বান কর। সেই গরুড়ই তোমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিবে। এক মুহূর্তেই তোমাকে বাণাসুরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিবে। ৯৩-৯৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! নারদের সেই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন গরুড়কে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রই গরুড় তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া করজোড় করিয়া দাঁড়াইলেন। ৯৫

মহাত্মা বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া মহাবলী গরুড় তাঁহাকে স্নেহযুক্ত মধুর বাক্যে বলিলেন। ৯৬

গরুড় বলিলেন—হে পদ্মনাভ! মহাবাহো! আপনি কি জন্য আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? এখানে আপনার আমা হইতে কি কার্য্য হইবে, তাহা আমি যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৯৭

হে প্রভো! আজ্ঞা দিন, আমি নিজ পক্ষ প্রহারের দ্বারা কোন্ পুরীকে বিনাশ করিব? হে গোবিন্দ! আপনার প্রভাবে আমার বল কোন্ ব্যক্তি না জানে? ৯৮

হে বীর! মহাবাহো! কোন্ মূঢ়চিত্ত পুরুষ আপনার গদার বেগ ও সুদর্শন চক্রের তেজ জানে না? সেই পুরুষ নিজ দর্পবশতঃ বিনষ্ট হইবে। ৯৯

প্রভো! বনমালাধারী বলরাম সিংহমুখযুক্ত নিজ হলের প্রহার আজ কাহার উপর করিবেন? কাহার শরীর আজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূমিতে ফেলিতে হইবে? ১০০

হে মাধব! আপনি নিজ শঙ্খধ্বনি দ্বারা কাহার প্রাণকে মোহিত করিবেন? সেই ব্যক্তি কে, যে আজ সপরিবারে যমলোকে যাইতে চাহিতেছে? ১০১

বুদ্ধিমান্ বিনতানন্দন গরুড় এইরূপ বলিলে পর বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড়! তুমি শ্রবণ কর। ১০২

বলির পুত্র বাণাসুর অপরাজিত বীর প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধকে ঊষার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিবার জন্য শোণিতপুরে বন্দী করিয়াছে। কামপীড়িত অনিরুদ্ধকে সে প্রচণ্ড বিষযুক্ত সর্পসমূহ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ১০৩

হে পক্ষিরাজ! সেই অনিরুদ্ধের বন্ধনমুক্তির জন্যই আমি তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। বেগে তোমার সমান অন্য কেহ নাই। তুমিই পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে কশ্যপনন্দন! তুমি ছাড়া অন্য কেহ সেই পথে চলিতে সক্ষম হইবে না। ১০৪

যেখানে প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ বাস করিতেছে, সেখানে শীঘ্র আমাকে পৌঁছাইয়া দাও। হে বীর! বিদর্ভরাজ

ত্বৎপ্রসাদাদ্ভবত্বেষা পুত্রেণ সহ ভামিনী
অমৃতং তু হৃতং পূর্বং ত্বয়া পন্নগনাশন ॥ ১০৬
ময়া সহ সমাগম্য তস্মিন্ কালে মহাভুজ ।
অতঃপরে ভক্তকৈব যুক্তোঃ সর্বযুক্তঃ
সখিত্বং মানয়স্বাদ্য ভক্তিঞ্চ পতগেশ্বর ॥ ১০৭
তব বেগসমো নাস্তি পক্ষিণো ন চ তে সমাঃ ।
সুপর্ণ সুকৃতেন ত্বাং শপে পন্নগনাশন ॥ ১০৮
দাসীভাবং গতা মাতা মোক্ষিতৈকাকিনা পুরা ।
পক্ষবিক্ষেপমাত্রেণ হতা যোধাস্ত্বয়া পুরা ॥ ১০৯
ভবান্ সুরগণান্ সর্বান্ পৃষ্ঠমারোপ্য বিক্রমাৎ ।
গচ্ছ মে সুসমান্ দেশান্ বিজয়স্তু ভবাশ্রয়াৎ ॥ ১১০
গুরুত্বান্মেরুতুল্যস্ত্বং লঘুত্বাৎ পবনোপমঃ
ভূতে ভব্যে ভবিষ্যে চ ন তে তুল্যোঽস্তি বিক্রমে ॥ ১১১
সত্যসন্ধ মহাভাগ বৈনতেয় মহামতে ।
অনিরুদ্ধেকদেশেনাস্য সাহায্যমুপকল্পয় ॥ ১১২

গরুড় উবাচ ।

সত্যামৃতমিদং বাক্যং তব কৃষ্ণ মহাভুজ
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ বিজয়ঃ সর্বত্রৈব মহাভুজ ॥ ১১৩
ধন্যোঽহমনুগৃহীতোঽস্মি সংস্তবান্মধুসূদন ।
স্তোতব্যস্তু ময়া কৃষ্ণ স্তৌমি মাং ত্বং মহাভুজ ॥ ১১৪
বেদাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষঃ সর্বকামপ্রদো ভবান্ ।
অমোঘদর্শনশ্চাসি বরার্থিষু বরপ্রদঃ ॥ ১১৫
চতুর্মূর্তিশ্চতুর্বৃত্তিশ্চাতুর্হোত্রপ্রবর্তকঃ ।
চাতুরাশ্রম্যনেতা চ চতুর্বেত্তা মহাকবিঃ ॥ ১১৬
শার্ঙ্গধন্বা চক্রধরো ভবান্ শঙ্খধরো মহান্
ভবান্ পূর্বেষু দেবেষু শাস্তা ভুবি বিদিতঃ প্রভো ॥ ১১৭
লাঙ্গলী মুষলী চক্রী দেবকীনন্দন ভবান্
চাণূরমর্দনশ্চৈব মে প্রিয়ঃ কংসহা ভবান্ ॥ ১১৮

---

রুক্মীর পুত্রী শুভাঙ্গী, তোমার পুত্রবধূ, সে নিজ পুত্রের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করে। তোমার কৃপায় এই ভামিনী নিজ পুত্রের সহিত যাহাতে মিলিত হইতে পারে—এইরূপ প্রযত্ন কর। ১০৫

হে সর্পশত্রো! তুমি পূর্বকালে দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া অমৃতের অপহরণ করিয়াছিলে। হে মহাবাহো! তখন তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়া আমার বাহন হইয়াছিলে। সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ তোমার ভক্ত। হে পক্ষিরাজ! আজ তুমি আমার মৈত্রী ও ভক্তির আদর কর। ১০৬-১০৭

তোমার সমান বেগশালী অন্য কেহ নাই, অন্য পক্ষীরাও তোমার সমান নহে। হে সর্পনাশন গরুড়! আমি পুণ্যের শপথ করিয়া তোমাকে এই কথা বলিতেছি। ১০৮

পূর্বকালে যখন মাতা বিনতা দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন তুমি একাকীই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। নিজ পক্ষ-প্রহারের দ্বারাই তুমি বহু যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়াছিলে। ১০৯

তুমি সমস্ত যাদবগণকে, যাঁহারা দেবতাগণের অংশ হইতে উৎপন্ন তাঁহাদিগকে নিজ পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া লইয়া পরাক্রম-পূর্বক আমার সঙ্গে সেই অসুর দেশে চল। তোমার সাহায্যেই আজ আমার বিজয় হইবে। ১১০

তুমি গুরুতায় মেরুর সমান এবং শীঘ্রতাপূর্বক গমনে বায়ুর সমান। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন কালেই তোমার সমান বিক্রমশালী অপর কেহ নাই। ১১১

হে মহাতেজস্বী, মহাভাগ সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনতানন্দন! আজ অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত করিবার জন্য এই ব্যাপারে তুমি আমাকে সহায়তা কর। ১১২

গরুড় বলিলেন—হে মহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ! আপনার এই বাক্য অতিশয় সত্য। হে মহাবাহো প্রভো! আপনার কৃপাতেই সর্বত্র বিজয়লাভ হয়। ১১৩

হে মধুসূদন! আপনি আমার যে স্তুতি-প্রশংসা করিলেন, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি, অনুগৃহীতও হইয়াছি। হে মহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ! আমা কর্তৃক আপনি স্তোতব্য, কিন্তু তাহার পরিবর্তে আপনিই আমার স্তুতি করিতেছেন। ১১৪

আপনি সমস্ত বেদের অধ্যক্ষ, দেবতাদিগের প্রভু ও সর্ব-কামনাপ্রদাতা; আপনার দর্শন অমোঘ; আপনি বরার্থী পুরুষদিগকে বর দান করেন। ১১৫

আপনি চতুর্মূর্তি: বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারিমূর্তি আপনিই; আপনিই চাতুর্হোত্রযাগের প্রবর্তক, চারি আশ্রমের নেতা এবং চারি পুরুষার্থপ্রাপ্তিকারক ও মহাজ্ঞানী। ১১৬

আপনি শার্ঙ্গধনু, সুদর্শনচক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খধারণকারী বিষ্ণু। হে প্রভো! আপনিই পূর্ব বিজয়সমূহে। পূর্বে, সর্বত্র আদি অবতাররূপে বিখ্যাত। ১১৭

আপনিই হলধর, মুষলধারী আপনি দেবকীর পুত্র, চাণূর সংহারকারী, আমার প্রিয় ও কংসনাশক বটে। ১১৮

গোবর্দ্ধনধরশ্চৈব মন্ত্রাদিনন্দভাবন:
মন্ত্রপ্রিয়ো মহামন্ত্রো মহাপুরুষ উত্তাপি ॥ ১১৯
বিপ্রপ্রিয়ো বিপ্রহিতো বিপ্রজ্ঞো বিপ্রভাবন:
ব্রহ্মণ্যশ্চ বরেণ্যশ্চ ভবান্ দামোদর: স্মৃত: ।
প্রলম্বমথনশ্চৈব কেশিহা দানবান্তক: ॥ ১২০
অসিলোমশ্চ হন্তা চ তথা রাবণনাশন:
বিতীষণস্ত ভগবান্ রাজ্যদো বালিনাশন: ॥ ১২১
সুগ্রীবরাজ্যদাতা ত্বং বলিরাজ্যাপহারক: ।
যজ্ঞহর্তা মহাযজ্ঞ: সমুদ্রোদরসম্ভব: ॥ ১২২
বরুণশ্চ ভবান্ খ্যাতো ভবাংশ্চ সরিতাম্বর:
ভবান্ খড়্গধরো ধন্বী ধনুর্দ্ধরবরো মহান্ ॥ ১২৩
দাশার্হ ইতি বিখ্যাতো ভবান্ বহুপ্রিয়:
গোবিন্দ ইতি বিখ্যাত উৎসিক্ত: সুব্রত ॥ ১২৪
আকাশশ্চ তপশ্চৈব সমুদ্রনন্দনো ভবান্
ভবান্ বর্গী বরুণো ভবান্ বর্ণচরো মহান্ ॥ ১২৫
ক্রমেণ চ মহামেধো বীজনিষ্পত্তিরেব চ ।
ত্রৈলোক্যমথনশ্চ ক্রোধলোভমনোরথ: ॥ ১২৬
ভবান্ কামপ্রদশ্চৈব কাম: সর্ব্বধনুর্দ্ধর: ।
সংহর্ত্তা বর্দ্ধনশ্চৈব প্রলয়ো নিলয়ো মহান্ ॥ ১২৭
হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদন: ।
ঈশশ্চ মহাদেব অসংখ্যেয়গুণান্বিত: ॥ ১২৮
স্তোতুমিচ্ছসি মাং দেব স্তোতব্যস্ত্বং মহত্তম :
চক্ষুষা যে ত্বয়া ঘোরা: প্রাণিনো হি নিরীক্ষিতা: ॥১২৯
হতাস্তে যমদণ্ডেন তির্য্যঙ্‌নিরয়গামিন: ।
যে ত্বনা পরমপ্রীত্যা প্রাণিনো বৈ নিরীক্ষিতা: ॥১৩০
ইহ চ প্রেত্য তে সর্ব্বে সর্ব্বথা স্বর্গগামিন: ।
এষ তেঽহং মহাবাহো বশগ: শাসনে স্থিত: ॥ ১৩১
জয়স্বানং ততঃ কৃত্বা গরুড়: প্রাহ কেশবম্ ।
অহমপি স্থিতো বীর আসন্নস্তব মহাবল ॥ ১৩২

---

আপনিই গোবর্দ্ধনধারী। আপনিই মন্ত্রের পতি, মন্ত্রের পোষক, মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মহামন্ত্রস্বরূপ ও মহাপুরুষ। ১১৯

আপনি ব্রাহ্মণগণের প্রিয়, ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী, ব্রাহ্মণগণের জ্ঞাতা, পালক ও ভক্ত। আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দামোদর। আপনিই বলভদ্ররূপে প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আপনি কেশীর হন্তা ও দানবগণের কাল। ১২০

আপনিই অসিলোমার হন্তা। আপনিই বালি ও রাবণের বিনাশকারী এবং বিভীষণকে রাজ্যদানকারী ভগবান্ শ্রীরাম। ১২১

সুগ্রীবকে রাজ্যপ্রদানকারী আপনিই বামনরূপ ধারণপূর্বক বলির রাজ্য অপহরণকারী। আপনিই কৌস্তভ ও লক্ষ্মীনামক রত্নের প্রাপককারী। আপনিই সমুদ্রের গর্ভ হইতে উৎপন্ন যজ্ঞবিনাশক মহাযজ্ঞ। ১২২

আপনিই বরুণ নামে বিখ্যাত। আপনিই সরিদ্‌গণের উৎপত্তিস্থল শ্রেষ্ঠ। আপনিই নন্দক নামক খড়্গধারণকারী, ধনী ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। ১২৩

আপনিই দাশার্হনামে বিখ্যাত। আপনার বহু বিলাস। আপনি বহুপ্রেমী। হে উত্তম ব্রতধারী শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই গোবিন্দ নামে প্রসিদ্ধ ও আপনিই সমুদ্র। ১২৪

আপনিই আকাশ ও তপ। আপনিই সমুদ্রের নন্দনকারী। অনেক বর্ণে যুক্ত বর্ণ আপনিই। আপনিই বর্ণে বিচরণকারী মহাপুরুষ। ১২৫

আপনিই মহান্ মেধ ... আপনা হইতেই বীজের নিষ্পত্তি হয়। আপনিই ক্রোধ দ্বারা ত্রিভুবন লোককে মথিত করেন। আপনিই ক্রোধ, লোভ ও মনোরথস্বরূপ। ১২৬

আপনিই মহান্ পরমেশ্বর, কামনাসমূহের দাতা ও সমস্ত ধনুর্ধারণকারী কামদেব। আপনিই সংহারক ও উৎপাদক এবং আপনিই প্রলয় ও রক্ষার স্থান কারণের। আপনিই সংহারক ও উৎপাদক এবং আপনিই প্রলয় ও রক্ষার স্থান। ১২৭

হে মহাদেব! আপনিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। আপনিই ভগবান্ মধুসূদন (বিষ্ণু) এবং আপনিই অসংখ্য গুণসম্পন্ন ঈশ্বর শিব। হে মহেশ্বর! দেব! আপনিই স্বয়ং স্তুতির যোগ্য, কিন্তু আপনিই আমাকে স্তুতি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন (ইহা আশ্চর্যজনক)। ১২৮

যে ঘোর প্রাণিগণ আপনার রোষপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহারা যমদণ্ডের দ্বারা হত হয় এবং পশুপক্ষীদিগের যোনি ও নরক প্রাপ্ত হয়। ১২৯

পক্ষান্তরে যে প্রাণিগণ আপনার পরম প্রীতির চোখে দৃষ্ট হন, তাঁহারা সকলে ইহলোক ও পরলোকে সর্বথা স্বর্গলোকে গমনের অধিকারী হন। হে মহাবাহো! এই আমি আপনার আজ্ঞার অধীন হইয়া সর্বপ্রকারে আপনার শাসনে অবস্থিতি করিতেছি। ১৩০-১৩১

তারপর গরুড় জয়গান (প্রণামের মুদ্রা) করিয়া ভগবান্

ততঃ কণ্ঠে পরিষ্বজ্য মাধবো গরুড়ং তদা।
সখে শত্রুবিনাশায় অর্ঘোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১৩৩
দত্ত্বার্ঘ্যং পরয়া প্রীত্যা শঙ্খ-চক্র-গদাসিভৃৎ।
আরুরোহ মহাবাহুঃ সুপর্ণং পুরুষোত্তমঃ ॥১৩৪
কৃষ্ণস্য পার্শ্বমাগম্য হর্ষাদেবাস্থিতোঽভবৎ।
কৃষ্ণকেশঃ প্রবলদো বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চ বর্ণতঃ ॥১৩৫
চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্বাহুশ্চতুর্বেদবিদাংবিৎ।
শ্রীবৎসাঙ্কোঽরবিন্দাক্ষ ঊর্ধ্বরোমা মৃদুত্বচঃ ॥১৩৬
সমাঙ্গুলিঃ সমনখো রক্তাঙ্গুলিনখান্তরঃ
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষো বৃত্তবাহুর্মহাভুজঃ ॥১৩৭
আজানুবাহুস্তাম্রাক্ষঃ সিংহবিস্পষ্টবিক্রমঃ
সহস্রমিব সূর্যাণাং দীপ্যমানঃ প্রকাশতে ॥১৩৮
যঃ প্রভুর্ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতানাং ভাবনো বিভুঃ।
যস্তাষ্টগুণমৈশ্বর্যং দদৌ প্রীতঃ প্রজাপতিঃ ॥১৩৯
প্রজাপতীনাং সাধ্যানাং ত্রিদশানাঞ্চ শাশ্বতঃ।
স্তূয়মানঃ স্তবৈর্দিব্যৈঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ।
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥১৪০
সংবিধানমথারোপ্য দ্বারকায়াং মহাবলঃ।
গমনায় মতিং চক্রে বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥১৪১
আস্থিতো গরুড়ং দেবস্তস্য চাগ্রে হলায়ুধঃ।
পৃষ্ঠতোঽস্য বলস্যাপি প্রদ্যুম্নঃ শত্রুকর্ষণঃ ॥১৪২
জয় বাণং মহাবাহো যে চান্যানুগতা রণে
ন হি তে প্রমুখে স্থাতুং কশ্চিচ্ছক্তো মহামৃধে ॥১৪৩
প্রসাদে তে ধ্রুবা লক্ষ্মীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
বিজেষ্যসি রণে শত্রুং দৈত্যেন্দ্রং সহসৈনিকম্ ॥১৪৪

শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে মহাবল! এই আমি আপনার সেবার রত হইতেছি। আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। ১৩২

তাহা শুনিয়া মাধব গরুড়কে কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'সখে! শত্রুদিগের বিনাশের জন্য এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ১৩৩

এইভাবে পরম প্রসন্নতা পূর্বক অর্ঘ্য দান করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গ ধারণকারী মহাবাহু পুরুষোত্তম শ্রীহরি গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন। ১৩৪

তারপর কৃষ্ণকেশ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া হর্ষ পূর্বক উপবেশন করিলেন। বিষ্ণুরূপ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণেও কৃষ্ণ ছিলেন। তিনি নিজ হস্তে উত্তম খড়্গ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৩৫

তাঁহার মুখে চতুর্দংষ্ট্র শোভিত ছিল, তিনি চার ভুজ ধারণ করিয়াছিলেন। অঙ্গ সহিত চার বেদ তিনি জানেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভা পাইতেছিল। তাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল পদ্মতুল্য ছিল। রোমাবলি ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়াছিল এবং তাঁহার ত্বক্ (চর্ম) অতিশয় কোমল ছিল। ১৩৬

তাঁহার অঙ্গুলিগুলি সমানরূপে সুন্দর ও সুডৌল ছিল। নখগুলিও বরাবর সমান ছিল। আঙুল ও নখের ভিতর ভাগ লাল ছিল। তাঁহার বাণীর ঘোষ স্নিগ্ধ ও গম্ভীর ছিল। বাহু-যুগল গোলাকার ও বিশাল ছিল। ১৩৭

তাঁহার বাহু ছিল আজানুলম্বিত ও তাম্রবর্ণ ছিল তাঁহার মুখ। তাঁহার পরাক্রম স্পষ্টতর সিংহের সমান ছিল। তিনি সহস্র সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইতেছিলেন। ১৩৮

যে সর্বব্যাপী ভূতভাবন প্রভু সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, ইহার পূর্বে বামনাবতারের সময় প্রজাপতি কশ্যপ প্রসন্ন হইয়া অণিমা প্রভৃতি আটটি গুণে যুক্ত ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি প্রজাপতি, সাধ্য ও দেবতাদিগের সনাতন পুরুষ, সেই মহাবলী ও প্রতাপশালী বাসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রক্ষার প্রভৃতির জন্য আজ্ঞা দিয়া শোণিতপুরে যাইবার জন্য চিন্তা করিলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দীজন তথা বেদ-বেদাঙ্গে পারঙ্গম বিদ্বান্ মহাভাগ মহর্ষিগণ দিব্য স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৩৯-১৪১

প্রথমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে হলধর বলরাম এবং বলরামের পশ্চাতে শত্রুসূদন প্রদ্যুম্ন গরুড়ের উপর বসিলেন। ১৪২

(ভগবানের যাত্রার সময় অন্তরিক্ষ হইতে এই বাণী শোনা গেল)—হে মহাবাহো! আপনি বাণাসুর ও তাঁহার অনুযায়ি-গণকে যুদ্ধে রণভূমিতে পরাজিত করুন। মহাসমরে আপনার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না। ১৪৩

আপনার প্রসাদে লক্ষ্মীর অচল নিবাস ও পরাক্রমে বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনি রণভূমিতে শত্রু দৈত্যরাজ বাণকে তাঁহার সেনাসহিত পরাস্ত করিয়া দিবেন। ১৪৪

সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ

শৃণ্বন্ বাচোহস্তরিক্ষে বৈ প্রযযৌ কেশবো রণে ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি কৃষ্ণপ্রয়াণে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২১

এই প্রকার অন্তরিক্ষে সিদ্ধ ও চারণগণের ও সমস্ত মহর্ষিগণের সেই বাক্য শুনিতে শুনিতে ভগবান্ কেশব যুদ্ধের জন্য প্রয়াণ করিলেন ॥ ১৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ( শোণিতপুরে ) প্রস্থানবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

( শ্রীকৃষ্ণস্য, বলভদ্রস্য, প্রদ্যুম্নস্য চ শোণিতপুরে প্রস্থানম্, গরুড়েনাহবনীয়াগ্নেঃ প্রশমনম্, শ্রীকৃষ্ণেনাগ্নীনাং পরাজয়ঃ, বাণাসুরস্য সৈন্যৈঃ সহ শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতীনাং যুদ্ধম্, ত্রিশিরোজ্বরস্যাক্রমণম্, শ্রীকৃষ্ণেন সহ তস্য যুদ্ধঞ্চ। )

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তূর্য্যনিনাদৈশ্চ শঙ্খানাঞ্চ মহাস্বনৈঃ

বন্দি-মাগধ-সূতানাং স্তবৈশ্চাপি সহস্রশঃ ॥ ১

স তুষ্টুবৈর্জয়াশীর্ভিঃ স্তূয়মানো হি মানবৈঃ।

বভার রূপং গোবিন্দঃ সোমার্কাগ্নিপ্রতিমং তদা ॥ ২

অতীব শুশুভে রূপং যোগিভক্ত্যোপস্থিতঃ।

বৈনতেয়স্য তত্রং তে সু হিতঃ হরিকেশবঃ ॥ ৩

অষ্টবাহুঃ কৃষ্ণস্তু শস্ত্রাস্ত্রসমন্বিতঃ

বিবভৌ পুণ্ডরীকাক্ষো বিকাশয়ন্ বাণসংক্ষয়ম্ ॥ ৪

অসি-চক্র-গদা-বাণা দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতাঃ

চর্ম্ম শার্ঙ্গং তথা চাপং শঙ্খং চৈবাস্য বামতঃ ॥ ৫

শীর্ষাণাং বৈ সহস্রং তু বিহিতং শার্ঙ্গধন্বনা।

সহস্রং চৈব কায়ানাং কৃতং মর্ম্মগন্ধিনা ॥ ৬

শ্বেতপ্রবরগোহস্থঃ কৈলাস ইব শৃঙ্গবান্

প্রস্থিতো গরুড়েনাথ উদ্গিব দিবাকরঃ ॥ ৭

সনৎকুমারস্য বপুঃ প্রাংশুর্দীপ্তহুতাশনঃ।

প্রদ্যুম্নস্য মহাবাহোঃ সংগ্রামে বিনিশ্রিতঃ ॥ ৮

স পক্ষবলবিক্ষেপৈর্বিধুন্বন পর্ব্বতান্ বহুন্

জগাম মার্গং বলবান্ বায়োস্তু প্রতিষেধয়ন্ ॥ ৯

অথ বায়োরতিগতিমাস্থায় গরুড়স্তদা

সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং শুভং মার্গমবাস্তবৎ ॥ ১০

## দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র ও প্রদ্যুম্নের শোণিতপুরে গমন, গরুড়কর্ত্তৃক আহবনীয় অগ্নিকে প্রশমন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অগ্নিগণের পরাজয়, বাণাসুরের সৈন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির যুদ্ধ, ত্রিশিরাজ্বরের আক্রমণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার যুদ্ধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! তখনও নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খের গভীর ঘোষের সহিত সূত, মাগধ ও বন্দীগণ উত্তম স্তোত্র দ্বারা ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিলেন। উপর দিকে মুখ করিয়া বর্ত্তমান মনুষ্যগণ তাঁহাকে বিজয়সূচক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সোম, সূর্য্য ও অগ্নির সমান তেজস্বী রূপধারণ করিয়াছিলেন। ১-২

হে রাজন্! তোমার মঙ্গল হউক। আকাশে উড়িতে উড়িতে বিনতানন্দন গরুড়ের রূপ ভগবান্ শ্রীহরির তেজে ব্যাপ্ত হইয়া অধিক শোভা পাইতে লাগিল। ৩

তারপর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অষ্টবাহু ধারণপূর্ব্বক বাণাসুরের বিনাশ কামনা করিয়া পর্ব্বতের সমান বিশালকায় হইয়া অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪

খড়্গ, চক্র, গদা ও বাণ—এই চারিটি আয়ুধ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল; ঢাল, ধনুঃ, শার্ঙ্গ ও শঙ্খ—তাঁহার বামপার্শ্বে ছিল। ৫

তখন শার্ঙ্গধন্বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সহস্র শির ( মস্তক ) করিয়া লইলেন এবং মর্ম্মজ্ঞ সহস্র শরীর ধারণ করিলেন। ৬

শ্বেত আভূষণে যুক্ত অঙ্গের বীর বলরাম শিখরযুক্ত কৈলাসের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তিনি গরুড়ের দ্বারা যাত্রা করিবার সময় উদয়কালে চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ৭

সংগ্রামে পরাক্রম প্রদর্শনকারী মহাবাহু প্রদ্যুম্নের মধ্যে মহাত্মা সনৎকুমারের স্বরূপ প্রকটিত হইয়া যাইল। ৮

বলবান্ গরুড় তাহার পক্ষসমূহকে সবলে সঞ্চালনপূর্ব্বক বহুসংখ্যক পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে করিতে বায়ুর মার্গ প্রতিরোধিত করিয়া চলিলেন। ৯

তারপর বায়ুর তীব্র গতির আশ্রয় লইয়া গরুড় সিদ্ধ ও চারণগণের শুভ মার্গে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০

অথ রামোঽব্রবীদ্ বাক্যং কৃষ্ণমপ্রতিমং রণে ।
কান্তিঃ প্রভাভির্হীনাঃ স্ম কৃষ্ণ কস্মাদপূর্ব্ববৎ ॥ ১১
সর্ব্বে কনকবর্ণাভাঃ সংবৃত্তাঃ স্ম ন সংশয়ঃ ।
কিমিদং ব্রূহি নস্তত্ত্বং কিং মেরোঃ পার্শ্বগা বয়ম্ ॥ ১২

শ্রীভগবানুবাচ ।

মন্যে বাণস্য নগরমভ্যাসস্থমরিন্দম
রক্ষার্থং তস্য নির্য্যাতো বহ্নিরেষ স্থিতো জ্বলন্ ॥ ১৩
অগ্নেরাহবনীয়স্য প্রভয়া স্ম সমাহতাঃ ।
তেন নো বর্ণবৈরূপ্যমিদং প্রাপ্তং হলায়ুধ ॥ ১৪

শ্রীরাম উবাচ

যদি স্ম সন্নিকর্ষস্থা যদি নিষ্প্রভতাং গতাঃ ।
তদ্ বিধৎস্ব স্বয়ং বুদ্ধ্যা যদত্রানন্তরং হিতম্ ॥ ১৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুরুষ বৈনতেয় ত্বং যচ্চ কার্য্যমনন্তরম্
ত্বয়া বিধানে বিহিতে করিষ্যাম্যহমুত্তমম্ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু গরুড়ো বাসুদেবস্য ভাষিতম্ ।
চক্রে মুখসহস্রং হি কামরূপী মহাবলঃ ॥ ১৭
গঙ্গামুপাগমৎ তূর্ণং বৈনতেয়ো মহাবলঃ ।
আপ্লুত্যাকাশগঙ্গায়ামাপীয় সলিলং বহু ॥ ১৮
প্রববর্ষোপরি গত্বা বৈনতেয়ঃ প্রতাপবান্ ।
তেনাগ্নিং শময়ামাস বুদ্ধিমান বিনতাত্মজঃ ॥ ১৯
অগ্নিরাহবনীয়স্তু ততঃ শমমুপাগমৎ
তং দৃষ্ট্বাহবনীয়ং তু শাম্যমানাকাশগঙ্গয়া
পরমং বিস্ময়ং গত্বা সুপর্ণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০
অহো বীর্য্যমপাংশ্রেষ্ঠং যো দহেত যুগসংক্ষয়ে ।
যথেহ বর্ণবৈরূপ্যং চক্রে কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ২১
ত্রয়স্ত্রাণায় লোকানাং পর্য্যাপ্তা ইতি মে মতিঃ ।
কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণশ্চৈব প্রদ্যুম্নশ্চ মহাবলঃ ॥ ২২
ততঃ প্রশান্তে দহনে সম্প্রহৃষ্টঃ স পক্ষিরাট্ ।
স্বপক্ষবলবিক্ষেপং কৃত্বা ঘোরং মহাস্বনম্ ॥ ২৩

---

তখন বলরাম রণভূমিতে অনুপম শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বলিলেন—কৃষ্ণ! আমি এখন স্বাভাবিক কান্তিতে রহিত হইয়া কেমন করিয়া অপূর্ববৎ হইয়া গিয়াছি? ১১

আমাদের সকলের অঙ্গকান্তি সুবর্ণের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; ইহাতে সংশয় নাই। ইহা কি? আমাকে যথাযথভাবে তাহা বল, আমরা কি মেরুপর্বতের পার্শ্বভাগ দিয়া চলিয়াছি? ১২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অরিন্দম! আমি বুঝিয়াছি যে, বাণাসুরের নগর নিকটেই আসিয়াছে তাহার রক্ষার জন্য নির্গত হইয়া অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছেন। ১৩

হলায়ুধ! আমরা আহবনীয় অগ্নির প্রভায় আহত; ইহাতে আমাদের অঙ্গকান্তিতে এই পরিবর্তন আসিয়াছে। ১৪

শ্রীরাম বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ! যদি আমরা শোণিতপুরের নিকটস্থ হই এবং যদি এই অগ্নির প্রভায় আহত হইয়া আমরা নিষ্প্রভ হইয়া যাই, তাহা হইলে তুমি নিজ বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া বল, এখন কি করিলে আমাদের হিত হইবে। ১৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বিনতানন্দন! এখন যাহা কিছু [illegible] কর্তব্য কর্ম, তাহা তুমি কর। তোমার দ্বারা এই অগ্নি নির্বাপণের উপায় করিয়া লইয়া আমি উত্তম পরাক্রম প্রকটিত করিব। ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী মহাবলী গরুড় তখন এক হাজার মুখ সৃষ্টি করিয়া লইলেন। ১৭

তারপর সেই মহাবলী বিনতানন্দন শীঘ্রই গঙ্গার তীরে যাইলেন। সেখানে আকাশগঙ্গায় নামিয়া প্রতাপশালী গরুড় বহু জল পান করিলেন এবং অগ্নিদেবের উপর যাইয়া বর্ষণ করিলেন। সেই উপায়েই বুদ্ধিমান্ বিনতাকুমার পূর্বোক্ত অগ্নিকে শান্ত করিয়া দিলেন। ১৮-১৯

আহবনীয় অগ্নি শান্ত হইয়া গেলেন। আকাশগঙ্গার জলে আহবনীয় অগ্নিকে শান্ত হইতে দেখিয়া গরুড় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন। ২০

অহো, অগ্নির বল অদ্ভুত; কারণ, যিনি মহাপ্রলয়কালে তিন লোককে দগ্ধ করিতে সমর্থ, যেমন এখানে তিনি এই বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রঙ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। ২১

আমি মনে করি যে শ্রীকৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ ও মহাবলী প্রদ্যুম্ন—এই তিন বীর তিন লোকের পালন করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। ২২

তদনন্তর অগ্নি প্রশান্ত হইলে পক্ষিরাজ গরুড় নিজ পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ভয়ঙ্কর ও মহান্ কোলাহল করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৩

তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়স্তত্র কৃষ্ণাশ্রমচরাশ্রয়ঃ ।
আস্থিতা গরুড়ং হ্যেতে নানারূপা তপোধনাঃ ॥ ২৪
কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তাঃ কে বাপীমে জনাস্ত্রয়ঃ ।
নিগ্রহং নাধিগচ্ছন্তি তে গিরিতলবাসিনঃ ॥ ২৫
প্রাবর্তয়ংশ্চ সংগ্রামং ত্রৈস্ত্রিভিঃ সহ যাদবৈঃ ।
তেষাং যুদ্ধপ্রসক্তানাং সন্নাদঃ সুমহানভূৎ ॥ ২৬
তচ্ছ্রুত্বা নদানাদং সিংহানামিব গর্জতাম্ ।
অথাঙ্গিরাঃ স্বপুরুষং প্রেষয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥ ২৭
যত্র তদ্ বর্ততে যুদ্ধং তত্র গচ্ছস্ব মা চিরম্ ।
দৃষ্ট্বা তৎ সর্বমাগচ্ছ ইত্যুক্তঃ প্রস্থিতস্ত্বরন্ ॥ ২৮
তথেত্যুক্ত্বা স তদ্ যুদ্ধং বর্তমানমবৈক্ষত ।
ঋষীণাং বাসুদেবেন সংসক্তানাং মহামৃধে ॥ ২৯
তে জাতবেদসঃ সর্বে কল্মাষঃ কুসুমস্তথা ।
দহনঃ শোষণশ্চৈব তপনশ্চ মহাবলঃ ॥ ৩০
স্বাহাকারস্থ বিষয়ে প্রখ্যাতাঃ পঞ্চ বহ্নয়ঃ

সেখানে তাঁহাকে দেখিয়া রুদ্রের অনুচর ঋষিগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন "এই নানারূপধারী তাপসগণ গরুড়ে আরোহণপূর্বক কিজন্য এখানে আসিয়াছেন এবং এই তিনজন পুরুষ কে? ২৪।

এইপ্রকার পর্বতের উপর বিচরণকারী ঋষিগণ কোনপ্রকারে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না, তখন সেই তিন যাদব বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৫।

যুদ্ধে আসক্ত সেই ঋষিসমূহের মহান্ সিংহনাদ প্রকটিত হইতে লাগিল। সিংহের ন্যায় তাঁহাদের মহানাদ শুনিয়া বুদ্ধিমান্ অঙ্গিরাগণ নিজেদের একজন পুরুষকে সেখানে পাঠাইলেন। ২৬-২৭

তিনি তাঁহাকে বলিলেন—যেখানে সেই যুদ্ধ হইতেছে, সেখানে অতি শীঘ্র যাও এবং সব কিছু দেখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। এই বলিয়া তাঁহাকে সত্বর সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। ২৮

তখন 'তাহাই হইবে' বলিয়া সেই পুরুষ মহাসমরে ভগবান বাসুদেবের সহিত ঋষিগণের সেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ২৯

সেখানে যে সকল জাতবেদা ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের নাম এই প্রকার ছিল—কল্মাষ, কুসুম, দহন, শোষণ এবং মহাবলী তপন। এই পাঁচ ঋষি স্বাহাকারবিষয়ে প্রখ্যাত। ৩০।

অথাপরে মহাভাগাঃ স্বৈরনীকৈঃ সমন্বিতাঃ ॥ ৩১
পিঠরঃ পতগঃ স্বর্ণঃ স্বাগাখ্যো ভ্রাজ এব চ ।
বষট্কারাশ্রয়াঃ পঞ্চ অযুধ্যংস্তেঽপি চাগ্নয়ঃ ॥ ৩২
জ্যোতিষ্টোম-বিভাসৌ চ বষট্কারাশ্রয়ৌ পুনঃ ।
যাবগ্নী সম্প্রযুধ্যেতে মহাত্মানৌ মহৌজসৌ ॥ ৩৩
আগ্নেয়ং রথমাস্থায় শরমুদ্যম্য ভাস্বরম্ ।
তয়োর্মধ্যেঽঙ্গিরাশ্চৈব মহর্ষির্বিবভৌ রণে ॥ ৩৪
তিষ্ঠন্তমঙ্গিরসং দৃষ্ট্বা বিমুঞ্চন্তং শিতান্ শরান্ ।
কৃষ্ণঃ প্রোবাচ সংক্রুদ্ধঃ স্মরন্নিব পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫
তিষ্ঠধ্বমদ্য সর্বে এষ বো বিদধে ভয়ম্ ।
মমাস্ত্রতেজসা দগ্ধা দিশো যাস্যথ বিদ্রুতাঃ ।
অথাঙ্গিরাস্ত্রিশূলেন দীপ্তেন সমধাবত ॥ ৩৬
আদদান ইব ক্রোধাৎ কৃষ্ণপ্রাণান্ মহামৃধে ।
ত্রিশূলং তস্য দীপ্তং তু চিচ্ছেদ পরমেষুভিঃ ।
অর্ধচন্দ্রৈস্তথা তীক্ষ্ণৈর্যমদণ্ডনিভোপমৈঃ ॥ ৩৭

অন্যান্য মহাভাগ ঋষিগণ ও নিজ সৈনিকগণের সহিত যুধ্যমান ছিলেন, যাঁহাদের নাম ছিল—পিঠর, পতগ, স্বর্ণ, স্বাগাখ ও ভ্রাজ। এই পাঁচটি বষট্কার আশ্রয় করিয়া অবস্থানকারী অগ্নি; এই অগ্নিগণও সেখানে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৩১-৩২

বষট্কারাশ্রয়ী জ্যোতিষ্টোম ও বিভাস নামক দুই মহাতেজস্বী ও মহামনস্বী অগ্নি সেখানে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৩৩

এই উভয়ের মধ্যে মহর্ষি অঙ্গিরা আগ্নেয় রথে আরোহণ করিয়া এক তেজস্বী বাণ হাতে লইয়া রণভূমিতে প্রকাশিত হইতেছিলেন। ৩৪

মহর্ষি অঙ্গিরাকে সেখানে অবস্থিত ও বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ক্রোধে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বারংবার আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন। ৩৫

হে ঋষিগণ! তোমরা সকলে অবস্থান কর, আমি তোমাদের জন্য ভয় সৃষ্টি করিব। আমার অস্ত্রের তেজে দগ্ধ হইয়া তোমরা আপনা আপনি বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। ইহা শুনিয়া অঙ্গিরা সেই মহাযুদ্ধে ক্রোধ পূর্বক প্রদীপ্ত ত্রিশূল হাতে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর ধাবিত হইলেন তিনি যেন তাঁহার প্রাণ লইতে উদ্যত হইলেন। ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণ আপন তীক্ষ্ণ অর্ধচন্দ্রাকার উত্তম বাণের দ্বারা, যাহা যমরাজের ন্যায় ক্রূর ও অন্তকের ন্যায় প্রাণহারী ছিল, প্রদীপ্ত ত্রিশূলকে কাটিয়া দিলেন। ৩৭

স্থূণাকর্ণেন বাণেন দীপ্তেন স মহামনাঃ ।
বিব্যাধান্তকতুল্যেন বক্ষস্যঙ্গিরসং ততঃ ॥ ৩৮
রুধিরৌঘস্রুতৈর্গাত্রৈরঙ্গিরা বিহ্বলন্নিব ।
বিভিন্নগাত্রঃ সহসা পপাত ধরণীতলে ॥ ৩৯
শেষাস্ততোঽগ্নয়ঃ সর্ব্বে চত্বারো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
আবাহয়ন্তো শীঘ্রং বাণস্য পুরমন্তিকাৎ ॥৪০
অথাগমত্ততঃ কৃষ্ণো যত্র বাণপুরং ততঃ ।
অথ বাণপুরং দৃষ্ট্বা দূরাৎ প্রোবাচ নারদঃ ॥ ৪১
এতত্তচ্ছোণিতপুরং কৃষ্ণ পশ্য মহাভুজ ।
অত্র রুদ্রো মহাতেজা রুদ্রাণ্যা সহিতোঽবসৎ ॥ ৪২
গুহশ্চ বাণগুপ্ত্যর্থং সততং কেনকারণাৎ ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ সম্প্রহসন ব্রবীৎ ॥ ৪৩
শৃণ্বং চিন্তয়তামত্র শ্রূয়তাঞ্চ মহামুনে
যদি বাবতরেদ্ রুদ্রো বাণসংরক্ষণং প্রতি ॥৪৪
শক্তিতো বয়মপ্যত্র সহ যোৎস্যাম তেন বৈ ।
এবং বিবদতোস্তত্র কৃষ্ণ-নারদয়োস্তদা ॥ ৪৫
প্রাপ্তা নিমেষমাত্রেণ শীঘ্রগা গরুড়েন তে
ততঃ শঙ্খং সমাধায় বদনে পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ৪৬
বায়ুবেগসমুদ্ভূতো মেঘশ্চন্দ্রমিবোদ্গিরন্ ।
ততঃ প্রধ্মাপ্য তং শঙ্খং ভয়মুৎপাদ্য বীর্য্যবান্ ॥ ৪৭
প্রবিবেশ পুরং কৃষ্ণো বাণস্যাদ্ভুতকর্ম্মকঃ ।
ততঃ শঙ্খপ্রণাদেন ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ॥ ৪৮
বাণানীকানি সহসা সন্নদ্ধানি সমন্ততঃ
ততঃ কিঙ্করসৈন্যং তু ব্যাদিষ্টং সমরে জয়াৎ ॥ ৪৯
কোটিশশ্চাপি বহুশো দীপ্তপ্রহরণাস্তদা ।
তদসংখ্যেয়মেকস্থং মহাভ্রঘনসন্নিভম্ ॥ ৫০
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যমপ্রমেয়মথাক্ষয়ন্
দীপ্তপ্রহরণাঃ সর্ব্বে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥ ৫১
প্রমথগণমুখ্যাশ্চ অযুধ্যন্ কৃষ্ণমব্যয়ম্
সর্ব্বতস্তৈঃ প্রদীপ্তাস্ত্রৈঃ সাগ্নিচিহ্নৈরিবাদ্রিভিঃ ॥ ৫২

---

তারপর মহামনা শ্রীহরি স্থূণাকর্ণনামক কালসদৃশ তেজস্বী বাণদ্বারা অঙ্গিরার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ৩৮

অঙ্গিরার সমস্ত শরীর রক্তপ্লুত ও বিহ্বল হইয়া যাইল। তিনি ক্ষতবিক্ষতদেহে সহসা পৃথিবীর উপর পতিত হইলেন। ৩৯

তারপর ব্রহ্মার চারিপুত্র শেষ সকল অগ্নিগণ তখন শীঘ্র তাঁহাকে বাণাসুরের নগরের নিকট উঠাইয়া লইয়া গেলেন। ৪০

তারপর শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বাণাসুরের নগর ছিল, সেখানে গেলেন। বাণপুরকে দূর হইতে দেখিয়া নারদ বলিলেন। ৪১

হে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! দেখ, ইহাই শোণিতপুর। এখানেই মহাতেজস্বী রুদ্রদেব রুদ্রাণীর সহিত বাস করেন। বাণাসুরের রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য কার্ত্তিকেয়ও এখানে সদা বাস করেন।৪২।

নারদের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—মহামুনে! আমার কথা শুনুন এবং অপেক্ষের জন্য চিন্তা করুন। যদি বাণাসুরের রক্ষার জন্য ভগবান্ রুদ্র নামিয়া আসেন, তাহা হইলে আমরা নিজ শক্তি অনুসারে তাঁহার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব। ৪৩-৪৪।

সেখানে এইভাবে নারদ ও শ্রীকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকিলে গরুড়ের দ্বারা শীঘ্র চলিয়া তাঁহারা সেখানে নিমেষমাত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৫।

তখন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খে নিজ মুখ লাগাইয়া বাজাইলেন; তখন ইহাই যে, মনে হইতেছিল যে, কোন মেঘ বায়ুবেগে প্রেরিত হইয়া চন্দ্রকে উদ্গীরণ করিতেছে। ৪৬।

তারপর শঙ্খ বাজাইয়া অসুরদিগের মনে ভয় উৎপন্ন করিয়া পরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত কর্ম্মকারী বাণাসুরের পুরে প্রবেশ করিলেন। ৪৭।

অনন্তর শঙ্খের শব্দ ও ভেরীর গভীর ঘোষে বাণাসুরের সমস্ত সৈন্যগণ সহসা চতুর্দিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৪৮।

তারপর বাণাসুর জয়ের কারণে যুদ্ধের জন্য নিজ কিঙ্করনামক সৈনিককে আদেশ দিলেন। তাহাদের সংখ্যা ছিল অনেক কোটি। তাহাদের নিকট তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ৪৯।

এক স্থানে অবস্থিত সেই অসংখ্য সেনা মহান্ মেঘের স্তূপের ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাহাদের কান্তি নীল অঞ্জনরাশির ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহারা অপ্রমেয় ও অজেয় ছিল। ৫০।

ঐ সেনাগণের মধ্যে যে সকল দানব, দৈত্য ও রাক্ষস ছিল, তাহাদের হাতে তীক্ষ্ণ দীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাইতেছিল। ভগবান্ শিবের প্রমথগণের মধ্যে যে সকল মুখ্য মুখ্য বীর ছিলেন, তাঁহারাও সেখানে আসিয়া অবিনাশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫২।

অভ্যাপেতুস্তদা ভ্রাতৈর্দক-রাক্ষস-কিন্নরৈঃ
পীয়তে রুধিরং তেষাং চতুর্ণামপি সংযুগে ॥ ৫৩
তদ্ বলং তু সমাসাদ্য বলভদ্রো মহাবলঃ
প্রোবাচ বচনং তত্র পন্নগ বলনাশনঃ ॥ ৫৪
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো বিধৎস্বৈষাং মহদ্ভয়ম্ ।
ইতি সংকোদিতঃ কৃষ্ণো বলভদ্রেণ ধীমতা ॥ ৫৫
তেষাং বধার্থমাদত্তে অস্ত্রং পুরুষোত্তমঃ ।
অস্ত্রমন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো যমান্তকসমপ্রভঃ
প্রবিদ্রাব্যসুরগণান্ ক্রব্যাদানস্ত্রতেজসা ॥ ৫৬
প্রযযৌ ত্বরয়া যুক্তো যত্র দৃশ্যেত তদ্ বলম্ ।
শূল-পট্টিশ-শক্ত্যৃষ্টি-পিনাক-পরিঘায়ুধম্ ॥ ৫৭
প্রমাথগণভূয়িষ্ঠং বলং তদভবৎ ক্ষিতৌ
শৈলমেঘপ্রতীকাশৈর্নানারূপৈর্ভয়ানকৈঃ
বাহনৈঃ সর্বশঃ সর্বে যোধাস্তত্রাবতস্থিরে ॥ ৫৮
বাতোদ্ধূতৈরিব ঘনৈরিব প্রকীর্ণৈরিবাচলৈঃ
তস্থুস্তে তত্র বহুলৈর্নীকৈশ্চ বিবিধৈঃ ॥ ৫৯
মুসলৈরসিভিঃ শূলৈর্গদাভিঃ পরিঘৈস্তথা
অবাধা তদসংখ্যেয়ং তস্থুস্তে সর্বতো বলম্ ॥ ৬০
ততঃ সঙ্কর্ষণো দেবমুবাচ মধুসূদনম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো যদেতদ্দৃশ্যতে বলম্ ।
এতৈঃ সহ রণে যোদ্ধুমিচ্ছামি পুরুষোত্তম ॥ ৬১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

মমাপ্যেবৈব সঞ্জাতা বুদ্ধিরিত্যাব্রবীচ্চ তম্ ।
এভিঃ সহ রণে যোদ্ধুমিচ্ছেয়ং যোধসত্তমৈঃ ॥ ৬২
মুখতঃ প্রাঙ্মুখস্যাস্তু সুপর্ণো বৈ মমাগ্রতঃ ।
সব্যপার্শ্বে তু প্রদ্যুম্নস্তথা মে দক্ষিণে ভবান্
রক্ষিতব্যাস্ত্বন্যোন্যমস্মিন্ ঘোরে মহামৃধে ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং ব্রুবন্তস্তেঽন্যোন্যমারূঢ়াঃ খগোত্তমম্ ।
গিরিশৃঙ্গনিভৈস্তে তৈর্গদা-মুসল-লাঙ্গলৈঃ ॥ ৬৪

---

তীক্ষ্ণ দীপ্ত অস্ত্র ধারণ করত বেহু তাঁহারা অগ্নির সমান প্রদীপ্ত হইতেছিলেন। সেই প্রমথ দৈত্য রাক্ষস এবং কিন্নর সব দিক্ হইতে নিকটে আসিয়া যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন ও গরুড়—এই চারিজনের রক্ত পান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৫২-৫৩

শত্রুসেনা বিনাশকারী মহাবলী বলভদ্র বাণাসুরের সেই সেনাদলকে নিকটে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বলিলেন। ৫৪

হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! ইহাদের মধ্যে মহাভয় উৎপাদিত কর। বুদ্ধিমান্ বলভদ্র কর্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সেই শত্রুগণের বধের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র হাতে লইলেন। তখন তাঁহাকে যম ও অন্তকের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল। ৫৫

আপন অস্ত্রতেজে সেই মাংসভক্ষী অসুরগণের বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে সেই শত্রুসেনা দেখা যাইতেছিল। ৫৬

শূল, পট্টিশ, শক্তি, ঋষ্টি, পিনাক ও পরিঘাদি আয়ুধে যুক্ত সেই সেনা, যেখানে প্রমথগণের আধিক্য ছিল, ভূতলে অবস্থিত ছিল। ৫৭

পর্বত ও মেঘের ন্যায় দর্শনীয় নানারূপধারী ভয়ানক বাহনের উপর আরোহণ করিয়া সমস্ত যোদ্ধাগণ সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। ৫৮

বস্তুত ধনুর্ধারণকারী প্রমথবাহন সৈনিকেরা বায়ু দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ও পর্বতের ন্যায় দূরে অবস্থান করিয়া সেই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। ৫৯

সেই অসংখ্য ও অপার সেনা সব দিকে মুসল, খড়্গ, শূল, গদা ও পরিঘাদিতে সুশোভিত ছিল। ৬০

তখন সঙ্কর্ষণ ভগবান মধুসূদনকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! পুরুষোত্তম! এই যে সেনা দেখা যাইতেছে, রণভূমিতে ইহাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। ৬১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার মনেও এই চিন্তা হইতেছে। এই বলিয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—আচ্ছা! রণভূমিতে এই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের সহিত আমিও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। পূর্বাভিমুখ হইয়া যুদ্ধ করিবার সময় আমার অগ্রে অগ্রে গরুড় থাকিবে, বামদিকে প্রদ্যুম্ন এবং দক্ষিণদিকে আপনি থাকুন। এই ঘোর মহাযুদ্ধে আমরা পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিব। ৬২-৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! পরস্পর এইরূপ কথা বলিতে বলিতে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ে আরোহণ করিয়া সেই তিন বীর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্বতের শিখরের ন্যায় ভয়ঙ্কর গদা, মুসল ও হল দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে রোহিণীকুমার বলভদ্রের রূপ তখন এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যাহাতে

নৃত্যতো রৌহিণেয়স্য রৌদ্রং রূপমভূত্তদা।
যুগান্তে সর্বভূতানাং কালস্যেব দিধক্ষতঃ ॥ ৬৫
আকৃষ্য লাঙ্গলাগ্রেণ মুসলেনাবপোথয়ৎ।
চচারাতিবলো রামো যুদ্ধমার্গবিশারদঃ ॥ ৬৬
প্রদ্যুম্নঃ শরজালৈস্তান্ সমন্তাৎ পর্যবারয়ৎ।
দানবান্ পুরুষব্যাঘ্রো যুধ্যমানান্মহাবলঃ ॥ ৬৭
বিভাজনচন্দ্রপ্রখ্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ
প্রধ্মায় বহুশঃ শঙ্খমযুধ্যত জনার্দনঃ ॥ ৬৮
পক্ষপ্রহারনিহতা নখতুণ্ডাগ্রদারিতাঃ।
নীতা বৈবস্বতপুরং বৈনতেয়েন ধীমতা ॥ ৬৯
তৈর্হন্যমানং দৈত্যানামনীকং ভীমবিক্রমম্।
অভজ্যত তদা সংখ্যে বাণবর্ষসমাহতম্ ॥ ৭০
ভজ্যমানেষ্বনীকেষু ত্রা[illegible] সমন্ততঃ।
জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ ॥ ৭১

ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ
নদন্মেঘসহস্রেণ তুল্যো নির্ঘাতনিঃস্বনঃ ॥ ৭২
নিঃশ্বসন্ জৃম্ভমাণশ্চ নিদ্রাবিষ্টতনুর্ভৃশম্।
নেত্রাভ্যামাকুলং বক্ত্রং মুহুঃ কুর্বন্ ভ্রমন্মুহুঃ ॥ ৭৩
সংহৃষ্টরোমা গ্লানাক্ষো ভগ্নচিত্ত ইব শ্বসন্।
হলায়ুধমভিক্রুদ্ধঃ সাক্ষেপমিদমব্রবীৎ ॥ ৭৪
কিমেবং বলমত্তোঽসি ন মাং পশ্যসি সংযুগে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মে জীবন্ মোক্ষ্যসে রণমূর্ধনি ॥ ৭৫
ইত্যেবমুক্ত্বা প্রহসন্ হলায়ুধমুপাদ্রবৎ।
মুষ্টাস্ত্রৈর্বিবিধৈর্ঘোরৈর্হি চিচ্ছেদ জনয়ন্ ভয়ম্ ॥ ৭৬
চরতস্তত্র সংগ্রামে মণ্ডলানি সহস্রশঃ
রৌহিণেয়স্য বীর্যেণ নাবস্থানমদৃশ্যত ॥ ৭৭
তস্য তস্য তদা ক্ষিপ্তং [illegible]
শৈলাদ্ বক্ষো নিপতিতং [illegible] পর্বতোপমে ॥ ৭৮

মনে হইতে লাগিল যে, প্রলয়কালে সম্পূর্ণ জগৎকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় তিনি কালের রূপ ধারণ করিয়াছেন। ৬৪-৬৫

যুদ্ধমার্গে বিশেষজ্ঞ অত্যন্ত বলশালী বলরাম রণভূমির চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি হলের অগ্রভাগ দ্বারা শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিয়া মুসলের দ্বারা পোথিত করিতে লাগিলেন। ৬৬

পুরুষসিংহ মহাবলী প্রদ্যুম্ন বাণজালে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া সেখানে যুদ্ধরত দানবদিগকে চতুর্দিক হইতে আবৃত করিয়া দিলেন। ৬৭

উদীয়মান চন্দ্রমার সমান কান্তিমান্ জনার্দন নিজ হাতে শঙ্খ, চক্র ও গদা লইয়াছিলেন। তিনি বারংবার শঙ্খ বাজাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬৮

বুদ্ধিমান্ বিনতানন্দন গরুড় নিজ চঞ্চুর ( ঠোঁটের ) অগ্রভাগ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ও অনেককে পক্ষদ্বারা প্রহার করিয়া ও হতাহত করিয়া বহু দানবকে যমলোকে পাঠাইয়া দিলেন। ৬৯

তাঁহাদের দ্বারা হতাহত হইয়া অনেক পরাক্রমশালী দৈত্য-সেনারা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা যুদ্ধস্থলে বাণবর্ষণের ফলে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ৭০

দানব সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদের রক্ষার জন্য ত্রিশিরা-বিশিষ্ট জ্বর সামনে আসিলেন। তাঁহার তিন পা, তিন শির, ছয় বাহু ও নয়টি চক্ষু ছিল। ভস্ম ছিল তাঁহার আয়ুধ। তিনি কাল, অন্তক ও যমের সমান ভয়ঙ্কর ছিলেন। তিনি যখন সিংহনাদ করিতেন [illegible] গর্জনের ন্যায় প্রতীত হইত। তাঁহার শব্দ বজ্রের ন্যায় ছিল। ৭১-৭২

তিনি বারংবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেন ও জৃম্ভণ করিতেন। তাঁহার শরীর নিদ্রায় অত্যন্ত আকুল রূপে প্রতীত হইতেছিল। তিনি বারংবার বিচরণ করিতে করিতে নিজ দুই নেত্রে মুখ মুখের বাধায় আকুল হইয়াছিলেন। ৭৩

তাঁহার রোমগুলি খাড়া হইয়া থাকিত, নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গণ গলিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি হতোৎসাহ হইয়া শ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। তিনি ক্রোধে পূর্ণ হইয়া হলধরকে এই আক্ষেপযুক্ত কথা বলিলেন। ৭৪

তুমি কেন এই প্রকার বলে উন্মত্ত হইতেছ ? এই যুদ্ধস্থলে তুমি কি আমাকে দেখিতেছ না ? দাঁড়াও, দাঁড়াও আজ এই যুদ্ধে তুমি আমার হাতে জীবিত থাকিবে না। ৭৫

এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে তিনি হলায়ুধ আয়ুধ ধারণকারী বলরামকে আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভয়ানক ভয় উৎপন্ন করিলেন। ৭৬

রোহিণীকুমার বলভদ্র সেখানে সংগ্রামে সহস্রমণ্ডলে দ্রুততা সহকারে বিচরণ করিতেছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অবস্থান কেউ দেখিতে পাইতেছিল না। ৭৭

তখন সেই অপ্রতিম বলশালী জ্বর অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহার উপর ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন, যাহা তাঁহার পর্বতাকার বিশাল শরীরের বক্ষে গিয়া পড়িল। ৭৮

ততস্তু বক্ষসস্তস্য মেরোঃ শিখরমাগমৎ
প্রদীপ্তঃ পতিতং তত্র গিরিশৃঙ্গং ব্যদারয়ৎ ॥ ৭৯
দেবেন চাপি জজ্বাল ভগবান্ কৃষ্ণপূর্ব্বজঃ ।
নিঃশ্বসন্ বহুশশ্চ নিদ্রাবিষ্টস্তুর্দৃশম্ ॥ ৮০
নেত্রয়োরাকুলত্বঞ্চ মুহুঃ কুর্ব্বন্ ভ্রমংস্তথা ।
সংহৃষ্টরোমা গ্লানাক্ষঃ ক্ষিপ্তচিত্ত ইব শ্বসন্ ॥ ৮১
ততো হলধরো ভ্রান্তঃ কৃষ্ণমাহ বিচেতনঃ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো প্রদীপ্তোঽহমপাভয়ং কুরু ॥ ৮২
দহ্যামি সর্ব্বতস্তাত কথং শান্তির্ভবেন্মম ।
ইত্যেবমুক্তে বচনে বলেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৮৩
প্রহস্য বচনং প্রাহ কৃষ্ণঃ প্রহরতাং বরঃ
ন ভেতব্যমিতীত্যুক্ত্বা পরিষ্বক্তো হলায়ুধঃ ॥ ৮৪
কৃষ্ণেন পরমস্নেহাত্ততো দাহাৎ প্রমুচ্যত
মোক্ষয়িত্বা বলং তত্র দাহাত্তু মধুসূদনঃ ॥ ৮৫
প্রোবাচ পরমক্রুদ্ধো বাসুদেবো জ্বরং তদা

শ্রীভগবানুবাচ
এহ্যেহি জ্বর যুধ্যস্ব যা তে শক্তির্মহামৃধে ॥ ৮৬
যচ্চ তে পৌরুষং সর্ব্বং তদ্দর্শয়তু নো ভবান্ ।
সব্যেতরাভ্যাং বাহুভ্যামেবমুক্তো জ্বরস্তদা ॥ ৮৭
চিক্ষেপৈনং মহচ্ছূলং জ্বালাগর্ভং মহাবলঃ ।
ততঃ প্রদীপ্তগাত্রস্তু মুহূর্ত্তমভবৎ প্রভুঃ ॥ ৮৮
কৃষ্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ শমং চাগ্নিস্ততস্ততঃ ।
ততস্তৈর্ভুজগাকারৈর্বাহুভিস্ত্রিভিস্তদা ॥ ৮৯
জঘান কৃষ্ণং গ্রীবায়াং মুষ্টিনৈকেন চোরসি ।
স সম্প্রহারস্তুমুলস্তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥ ৯০
জ্বরস্য তু মহাযুদ্ধে কৃষ্ণস্য তু মহৌজসঃ ।
পর্ব্বতেষু পতন্তীনামশনীনামিব স্বনঃ ॥ ৯১
কৃষ্ণজ্বরভুজাঘাতৈর্ভীমৈঃ সুদারুণম্ ।
নৈবমেবঃ প্রবর্ত্তমানিতি তত্র মহাস্বনঃ
মুহূর্ত্তমভবদ্ যুদ্ধমন্যোন্যং তু মহাত্মনোঃ ॥ ৯২

---

সেই জ্বর তাঁহার বক্ষ হইতে মেরুপর্ব্বতের শিখরে আসিয়া পড়িল। সেখানে পড়িয়া তাহা জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহা সেই পর্ব্বতশিখরকে বিদীর্ণ করিল। ৭৯

যেহেতু জ্বর তাঁহার বক্ষঃস্থলে অবশিষ্ট রহিল, তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্বলিতে লাগিলেন। তিনি বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ও জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর নিদ্রায় অত্যন্ত অভিভূত হইয়া গেল। ৮০

তাঁহার দুই নেত্র আকুল হইয়া উঠিল এবং তিনি বারংবার নেত্রদ্বয় ঘুরাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তাঁহার নেত্র-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ গ্লানিত হইতে লাগিল। তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া নিঃশ্বাস লইতে লাগিলেন। ৮১

তখন হলধর ভ্রান্তোন্মত্ত ও অচেতন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, মহাবাহো! আমি জ্বলিতেছি, আমার ভয় দূর কর। তাত! আমার শরীরের চতুর্দ্দিকে জ্বলিতেছে, আমাকে কোনরূপে শান্ত কর। ৮২

অক্লিষ্টকর্ম্মা বলদেব এইরূপ বলিলে প্রহারকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! ভয় করিবেন না। ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্নেহের সহিত হলধরকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন তিনি সেই দাহ হইতে মুক্ত হইলেন। ৮৩-৮৪

বলরামকে সেই জ্বরজনিত দাহ হইতে মুক্ত করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বসুদেবনন্দন মধুসূদন তখন জ্বরকে বলিলেন। ৮৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—জ্বর! এস, এস, যুদ্ধ কর। তোমার যত শক্তি ও পুরুষার্থ আছে, তাহা এই যুদ্ধে আমাকে প্রদর্শন কর। ৮৬

তিনি এইরূপ বলিলে সেই মহাবলী জ্বর নিজ দক্ষিণ বাহু দ্বারা তাঁহার উপর সেই শূল নিক্ষেপ করিলেন, যাহার ভিতর জ্বালা ছিল। ৮৭

সেই শূলের দ্বারা প্রহারকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সারা শরীর জ্বলিয়া উঠিল; পরে সেই অগ্নি আপনা আপনিই শান্ত হইল। ৮৮

তখন সেই ত্রিশিরা নিজ সর্পাকার তিন বাহুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে প্রহার করিলেন এবং তাঁহার বক্ষে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। ৮৯

সেই মহাযুদ্ধে জ্বর ও মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ—উভয় পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহার শব্দ পর্ব্বতের উপর যাইয়া পতিত বজ্রের শব্দের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৯০-৯১

শ্রীকৃষ্ণ ও জ্বর—উভয়ের বাহুর আঘাতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। 'এরূপ নহে, এইরূপ প্রহার করিতে চাই' এইরূপ শব্দ সেখানে উচ্চৈঃস্বরে শোনা যাইতেছিল। এইভাবে উভয় বীরের মধ্যে পরস্পর ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৯২

ততো জ্বরং কনকবিচিত্রভূষণং
স্ফুটীকৃতমুকুটেন সংযুগে।
জগৎক্ষয়ং সমুপনয়ন্ জগৎপতি
শরীরধৃগ্ গগনচরং সমাস্থবে ॥ ১৩

ইতি মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
কৃষ্ণ-জ্বরযুদ্ধে দ্বাবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

অনন্তর মানব শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত জগদীশ্বর শ্রীহরি সেই মহাসমরে স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত আকাশচারী সেই জ্বরকে নিজ দুই বাহু দ্বারা ধরিলেন। তখন ইহা বোধ হইতেছিল যে, জগদীশ্বর সমস্ত জগৎ-সংসারকে সংহার করিবেন। ১৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও জ্বরের যুদ্ধবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ শ্রীকৃষ্ণেন পরাজিতস্য জ্বরস্য তস্য শরণগ্রহণম্, ততো জ্বরস্য বরলাভঃ, তস্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় জ্বরস্য রণভূমিতঃ প্রস্থানঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

মুক্তমিত্যভিবিজ্ঞায় জ্বরঃ শক্রনিষূদনঃ
কৃষ্ণো ভুজবলাভ্যাং চ চিক্ষেপাথ মহীতলে ॥ ১
মুক্তমাত্রঃ স বাহুভ্যাং কৃষ্ণদেহং বিবেশ হ
অমুক্ত্বা বিগ্রহং তস্য কৃষ্ণস্যাপ্রতিমৌজসঃ ॥ ২
স হ্যাবিষ্টস্তথা তেন জ্বরেণাপ্রতিমৌজসা।
কৃষ্ণঃ স্খলন্নিব মূঢ়ঃ ক্ষিতৌ গাঢ়ং ব্যবর্ত্তত ॥ ৩
জৃম্ভতে শ্বসতে চৈব হসতে চ পুনঃ পুনঃ।
রোমাঞ্চোচ্ছ্রিতগাত্রশ্চ নিদ্রয়া চাভিভূয়তে ॥ ৪
ততঃ স্থৈর্য্যং সমালম্ব্য কৃষ্ণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
বিকূর্ণতি মহাযোগী জৃম্ভমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫
জ্বরাভিভূতমাত্মানং বিজ্ঞায় পুরুষোত্তমঃ।
সোঽসৃজজ্জ্বরমন্যং তু পূর্বজ্বরবিনাশনম্ ॥ ৬
ঘোরং বৈষ্ণবমত্যুগ্রং সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করম্
সংসৃষ্টবান্ স তেজস্বী তং জ্বরং ভীমবিক্রমম্ ॥ ৭
জ্বরঃ কৃষ্ণবিসৃষ্টেন গৃহীত্বা তং জ্বরং বলাৎ।
কৃষ্ণায় হৃষ্টঃ প্রাযচ্ছত্তং জগ্রাহ ততো হরিঃ ॥ ৮
ততস্তং পরমক্রুদ্ধো বাসুদেবো মহাবলঃ
স্বগাত্রাৎ স্বয়মেবৈব নিষ্ক্রাময়ত বীর্য্যবান্ ॥ ৯

## ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরাজিত জ্বরের তাঁহার শরণ গ্রহণ, তাঁহার নিকট হইতে জ্বরের বরলাভ এবং তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রণভূমি হইতে জ্বরের প্রস্থান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! সেই জ্বর মরিয়াছে জানিয়া শত্রুসূদন শ্রীকৃষ্ণ নিজ বলিষ্ঠ ভুজবলে উঠাইয়া তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। ১

শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বয় হইতে মুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে ছাড়িয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না। ২

সেই অপ্রতিম বলশালী জ্বরকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বারংবার স্খলিত হইয়া পৃথিবীতে বসিয়া গেলেন ও সবেগে লুটাইতে লাগিলেন। ৩

তিনি বারংবার জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন, শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ও উল্লসিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গে রোমাঞ্চ জাগিল এবং তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিলেন। ৪

তারপর কোন রকমে স্থিরতা অবলম্বন করিয়া শত্রুনগরীর উপর বিজয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ বারংবার জৃম্ভণ করিয়া বিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ৫

স্বয়ং জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া পুরুষোত্তম শ্রীহরি অন্য জ্বরের সৃষ্টি করিলেন, যাহা পূর্ব জ্বরের বিনাশক ছিল। ৬

তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ যে ভয়ানক পরাক্রমী জ্বরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ঘোর বৈষ্ণব জ্বর অত্যন্ত উগ্র তথা সমস্ত প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর ছিল। ৭

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রচিত সেই জ্বর পূর্বোক্ত [illegible] জ্বরকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া সহর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পিত করিয়া দিলেন। তখন শ্রীহরি পুনরায় সেই জ্বরকে গ্রহণ করিয়া লইলেন। ৮

তখন অত্যন্ত ক্রোধে পূর্ণ মহাবলী পরাক্রমী ভগবান্ বাসুদেব নিজ জ্বরের [illegible] [illegible] জ্বরকে নিজ শরীর হইতে দূর করিয়া দিলেন। ৯

আবিশ্য ভূতলে চৈনং শতধা কর্ত্তুমুদ্যতঃ।
ব্যাযোধত জ্বরস্তত্র ভো: পরিত্রাতুমর্হসি ॥ ১০

আবিধ্যমানে তস্মিংস্ত কৃষ্ণেনামিততেজসা।
অশরীরা ততো বাণী জ্বরবিক্ষারকারণত ॥ ১১

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো যদূনাং নন্দিবর্দ্ধন।
মা বধীর্জ্বমেনং ত্বং রক্ষণীয়স্ত্বয়ানঘ ॥ ১২

ইত্যেবমুক্তে বচনে তং মুমোচ হরিঃ স্বয়ম্।
ভূতভব্যভবিষ্যস্য জগতঃ পরমো গুরুঃ ॥ ১৩

কৃষ্ণস্য পাদয়োর্মূর্দ্ধা শরণং সোঽগমজ্জ্বরঃ
এবং মুক্তো হৃষীকেশং জ্বরো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১৪

শৃণুষ মম গোবিন্দ বিজ্ঞাপ্যং যদুনন্দন
যো মে মনোরথো দেব তং ত্বং কুরু মহাভুজ ॥ ১৫

অহমেকো জ্বরস্তাত নান্যো লোকে জ্বরো ভবেৎ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি দেবেশ বরমেনং বৃণোম্যহম্ ॥ ১৬

দেব উবাচ।

এবং ভবতু ভদ্রং তে যথা ত্বং জ্বর কাঙ্ক্ষসে।
বরার্থিনাং বরো দেয়ো ভবাংশ্চ শরণং গতঃ ॥ ১৭

এক এব জ্বরো লোকে ভবানস্তু যথা পুরা।
যোঽহমং ময়া জ্বরঃ সৃষ্টো মমৈবৈষ প্রলীয়তাম্ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে জ্বরং প্রতি মহাযশাঃ।
কৃষ্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ পুনর্বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৯

বাসুদেব উবাচ

শৃণুষ জ্বর সন্দেশং যথা লোকে চরিষ্যসি।
সর্ব্বজাতিষু বিশ্রব্ধং যথা স্থাবরজঙ্গমে ॥ ২০

ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং মৎপ্রিয়ং যদি কাঙ্ক্ষসে।
চতুষ্পাদান্ ভজৈকেন দ্বিতীয়েন চ স্থাবরান্ ॥ ২১

তৃতীয়ো যশ্চ তে ভাগো মানুষেষু স পর্য্যয়তে।
ত্রিধাভূতং বপুঃ কৃত্বা পক্ষিষু ত্বং ভব জ্বর ॥ ২২

---

তারপর তিনি সেই জ্বরকে ঘুরাইয়া তাঁহাকে শত ভাগে ভাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দেখা গেল সেই জ্বর বলিলেন—"প্রভো! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ১০

অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই জ্বর ঘূর্ণিত হইতে থাকিলে আকাশ হইতে শরীর-রহিত বাণী এই প্রকার বলিলেন। ১১

হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাবাহো! হে যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি এই জ্বরকে বধ করিবেন না, কিন্তু আপনা কর্ত্তৃক সে রক্ষণীয় হইয়াছে। ১২

এইরূপ কথা বলিলে ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান জগতের পরম গুরু সাক্ষাৎ শ্রীহরি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ১৩

তাঁহার হাত হইতে এইভাবে ছাড়া পাইয়া সেই জ্বর শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণে মস্তক রাখিয়া তাঁহার শরণ লইলেন এবং তিনি ভগবান্ হৃষীকেশকে এইরূপ বলিলেন। ১৪

হে গোবিন্দ! হে যদুনন্দন! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। হে দেব! মহাবাহো! আমার যাহা মনোরথ, তাহা আপনি পূর্ণ করুন। ১৫

হে তাত! হে দেবেশ্বর! সংসারে আমিই এক মাত্র জ্বর হই। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন জ্বর যেন না থাকে। আপনার কৃপায় আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি। ১৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে জ্বর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। আমার পক্ষে সকল বরার্থীকেই বর দেওয়া উচিত, তুমি বরার্থী হইয়া আমার শরণ লইয়াছ, অতএব তুমি বিশেষ কৃপার পাত্র। ১৭

তুমি পূর্বের ন্যায় সংসারে একমাত্র জ্বররূপে অবস্থান কর। আর আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট জ্বর পুনরায় আমার শরীরে লীন হইয়া যাক্। ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! সেই জ্বরের প্রতি এইরূপ কথা বলিলে প্রহারকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন। ১৯

বাসুদেব বলিলেন—হে জ্বর! আমার বার্ত্তা শ্রবণ কর,—যেভাবে তুমি চরাচর জগতে সকল জাতির প্রাণীর মধ্যে বিচরণ করিবে। ২০

যদি তুমি আমার প্রিয় ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি নিজেকে তিনভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগের দ্বারা চতুষ্পাদ প্রাণিগণকে আশ্রয় কর, দ্বিতীয় ভাগের দ্বারা বৃক্ষ-পর্বতাদি স্থাবর বস্তুসমূহকে সেবা কর এবং তৃতীয় যে ভাগ তাহা মনুষ্যগণ-মধ্যে থাকিয়া যোগ্য। হে জ্বর! এইভাবে তুমি নিজ স্বরূপকে তিনভাগে ভাগ করিয়া উপযুক্ত স্থানসমূহে অবস্থান কর এবং তোমার তৃতীয় ভাগের যে এক চতুর্থাংশ তাহা পক্ষিগণের মধ্যে আশ্রয় করিয়া থাকুক এবং তৃতীয় দেবীর যে জ্বর তাহা একদিন

চতুর্থো যস্তৃতীয়স্তু ভবিষ্যতি স তে জ্বরঃ
একান্তরস্তৃতীয়স্তু স বৈ চাতুর্থিকো জ্বরঃ ॥ ২২
মানুষেষ্বভিজ্ঞেনেন মম ত্বং প্রবিভক্তো বৈ ।
জাতিষ্বন্যাস্বশেষাসু নিবস ত্বং শৃণুষ্ব মে ॥ ২৪
বৃক্ষেষু কীটরূপেণ তথা সঙ্কোচপত্রকঃ ।
পাণ্ডুপত্রস্ত বিখ্যাতঃ ফলেষ্বাতুর্যানেব চ ॥ ২৫
অপাং তু নীলিকাং বিদ্ধি শিখোদ্ভেদেন বর্হিণাম্ ।
পদ্মিন্যাদৌ হিমো ভূত্বা পৃথিব্যামপি চোষরঃ ॥ ২৬
গৈরিকঃ পর্ব্বতেষ্বেব মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যসি
গোষ্বপস্মারকো ভূত্বা খোরকস্তু ভবিষ্যসি ॥ ২৭
এবং ত্বং বহুরূপেণ ভবিষ্যসি মহীতলে ।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চাপি প্রাণিনাং বধমেষ্যসি ॥ ২৮
ঋতে দেব-মনুষ্যাণাং নাস্তন্যাং বিসহিষ্যতি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জ্বরো হৃষ্টমনা অভূৎ ॥ ২৯
প্রোবাচ বচনং কিঞ্চিৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ

জ্বর উবাচ ।

সর্ব্বজাতিপ্রভুত্বেন কৃতো ধন্যোঽস্মি মাধব ॥ ৩০
ভূয়স্ত তে বচঃ কর্ত্তুমিচ্ছামি পুরুষর্ষভ ।
তদাজ্ঞাপয় গোবিন্দ কিং করোমি মহাভুজ ॥ ৩১
অসুরসুরকুলপ্রমাথিনা
ত্রিপুরহরেণ হরেণ নির্ম্মিতঃ ।
রণশিরসি বিনির্জ্জিতস্ত্বয়া
প্রভুরসি দেব তবাস্মি কিঙ্করঃ ॥ ৩২
যতোঽহমাত্মগৃহীতোঽস্মি ত্বয়া মৎপ্রিয়ং কৃতম্ ।
আজ্ঞাপয় প্রিয়ং কিং তে চক্রায়ুধ করোম্যহম্ ॥ ৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

জ্বরস্য বচনং শ্রুত্বা বাসুদেবোঽব্রবীদ্ বচঃ ।
অভিসন্ধিং শৃণুষ্বাস্তু যথা বক্ষ্যামি নিশ্চয়াৎ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

মহাহবে তব মম চ যদ্যোঃ ..
পরাক্রমং ভুজবলকেবলাশ্রয়োঃ ।
প্রপন্না মামেকমনাঃ পঠেদ্ য়ঃ
স বৈ ভবেচ্ছ বিগতজ্বরো নরঃ ॥ ৩৫

---

অন্তর দিনে একান্তর, দুই দিন অন্তর দিনে তৃতীয় ও তিনদিন অন্তর দিনে চাতুর্থিক জ্বর বলে । ২২-২৩

ইহার কেবল ও উদ্দেশ্যের সহিত নিজ অংশের বিভাজন করিয়া তুমি মনুষ্যমধ্যে নিবাস কর। অবশিষ্ট জাতিসমূহের মধ্যেও তুমি এইভাবে নিবাস কর। আমার কথা শোন । ২৪

বৃক্ষসমূহে তুমি কীটরূপে নিবাস কর, সেখানে তুমি সংকোচপত্রক ও পাণ্ডুপত্রক নামে বিখ্যাত হইবে এবং বৃক্ষের ফলসমূহে তোমার আতুর্য্য নামে খ্যাতি হইবে । ২৫

জলে নীলিকারূপ জ্বর বলিয়া জানিবে। ময়ূরের মস্তকে যেভাবে শিখা উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপে তাঁহার ভিতরে তুমি বাস করিবে। তুমি কমলিনী প্রভৃতিতে হিম, পৃথ্বীতে ঊষর এবং পর্ব্বতে গৈরিক হইয়া আমার কৃপায় নিবাস করিবে । ২৬

গোসমূহের মধ্যে অপস্মারক (কম্পন) ও খোরক (খুর রোগ) হইয়া থাকিবে। এইভাবে তুমি পৃথিবীতে বহুরূপে প্রকটিত হইবে । ২৭

তুমি নিজ দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ দ্বারা প্রাণিদিগের বধ সাধন করিতে পারিবে। দেবতা ও মনুষ্যগণ ব্যতীত অন্য কেহ তোমার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না । ২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া জ্বরের মন প্রসন্ন হইল। ... হাত জোড় করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কিছু কথা বলিলেন

জ্বর বলিলেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ মাধব! আপনি সকল জাতির প্রাণীসমূহের উপর আমার প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়া আমাকে ধন্য করিয়া দিয়াছেন। হে মহাবাহু গোবিন্দ! আমি এখন পুনরায় আপনার আজ্ঞা পালন করিতে চাই। অতএব আজ্ঞা করুন, আমি এখন আপনার কি করিব ? ৩০-৩১

হে দেব! অসুরকুলনাশক ও ত্রিপুরসংহারক ভগবান্ হর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ যুদ্ধে আপনি আমাকে পরাজিত করিলেন, অতএব আপনিই আমার প্রভু এবং আমি আপনার কিঙ্কর । ৩২

হে চক্রধারী কৃষ্ণ! আপনি আমার প্রিয় করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। আমি আপনারই অনুগ্রহের পাত্র হইয়া গিয়াছি, এখন আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব ? ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! জ্বরের এই কথা শুনিয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে জ্বর! আমি তোমাকে নিশ্চিতরূপে যাহা কিছু অভিপ্রেত বিষয় বলিতেছি, তাহা সম্যক্‌রূপে শোন । ৩৪

শ্রীভগবান বলিলেন—হে জ্বর! এই মহাসমরে তোমার ও

ত্রিপাদ্ ভস্মপ্রহরণস্ত্রিশিরা নবলোচনঃ।
স মে প্রীতঃ সুখং দদ্যাৎ সর্ব্বাময়পতির্জ্বরঃ॥ ৩৬
আদ্যন্তবন্তঃ কবয়ঃ পুরাণাঃ
সূক্ষ্মা বৃহন্তোঽপ্যনুশাসিতারঃ।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ ঘ্নন্তু মমানিরুদ্ধ-
প্রদ্যুম্ন-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবাঃ॥ ৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন জ্বরঃ সাক্ষান্মহাত্মনা।
প্রোবাচ যদুশার্দ্দূলমেবমেতদ্ভবিষ্যতি॥ ৩৮
বরং লব্ধা জ্বরো হৃষ্টঃ কৃষ্ণাচ্চ সময়ং পুনঃ।
প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণমপক্রান্তস্ততো রণাৎ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি জ্বরকৃষ্ণসম্বাদে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১২৩

আমার কেবল বাহবলই অস্ত্র। যে ব্যক্তি আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক একচিত্ত হইয়া আমাদের এই পরাক্রমকে পাঠ করিবে, সেই মনুষ্য অবশ্যই জ্বররহিত হইয়া যাইবে। ৩৫

যিনি ত্রিপাদ, ভস্ম যাঁহার আয়ুধ, তিনটি যাঁহার মস্তক ও নয়টি নেত্র, সেই সমস্ত রোগের অধিপতি জ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাকে সুখ দান করুন। ৩৬

জগতের আদি ও অন্ত যাঁহাদের হস্তে, যাঁহারা জ্ঞানী, পুরাণপুরুষ, সূক্ষ্মস্বরূপ, পরম মহান এবং সব কিছুর অনুশাসক, সেই অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও ভগবান্ বাসুদেব সম্পূর্ণ জ্বরের বিনাশ করুন। ৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! সাক্ষাৎ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে জ্বর সেই যদুশ্রেষ্ঠকে বলিলেন—ইহা এইরূপই হইবে। ৩৮

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া এবং তাঁহার শপথ স্বীকার করিয়া জ্বর বড়ই হৃষ্ট হইলেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক সেই রণক্ষেত্র হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে জ্বর ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ বাণাসুরস্য সৈন্যানাং পলায়নম্, যুদ্ধায় গণৈঃ সহ ভগবতঃ শঙ্করস্যাগমনম্, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রুদ্রস্য চ যুদ্ধম্ যুদ্ধক্ষেত্রে বাণাসুরস্য পদার্পণঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তে ত্বরিতাঃ সর্ব্বে ত্রয়স্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ।
বৈনতেয়মথারুহ্য যুদ্ধায় রণে স্থিতাঃ॥ ১
ততঃ সর্ব্বাণ্যনীকানি বাণবর্ষৈরবাকিরন্।
অর্দ্দয়ন্ বৈনতেয়স্থা নদন্তোঽতিবলাদ্ রণে॥ ২
চক্রলাঙ্গলপাতৈশ্চ বাণবর্ষৈশ্চ পীড়িতম্।
সঙ্কোপ মহানীকং দানবানাং দুরাসদম্॥ ৩
কক্ষেঽগ্নিরিব সংবৃদ্ধঃ শুষ্কেন্ধনসমীরিতঃ।
কৃষ্ণবাণাগ্নিরুদ্ভূতো বিবৃদ্ধিং পরমাং গতঃ॥ ৪
দানবানাং সহস্রাণি তস্মিন্ সমরমূর্দ্ধনি।
যুগান্তাগ্নিরিবাচ্চিষ্মান্ দহমানো ব্যরাজত॥ ৫

## চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ বাণাসুরের সৈন্যের পলায়ন, যুদ্ধের জন্য গণের সহিত ভগবান্ শঙ্করের আগমন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্রের যুদ্ধ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বাণাসুরের পদার্পণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনন্তর তিন অগ্নির ন্যায় সেই তিন বীর অতি সত্বর গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১

গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক (বীরত্রয়) সিংহনাদ করিয়া (বাণাসুরের) সমস্ত সৈন্যগণকে বাণবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং বলপূর্ব্বক যুদ্ধে অত্যন্ত পীড়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ২

চক্র ও হলের আঘাতে এবং বাণবর্ষণে পীড়িত হইয়া দানবগণের দুর্জ্জয় বিশাল সৈন্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল। ৩

শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বায়ুর দ্বারা যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাণসম্ভূত অগ্নি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ৪

প্রলয়াগ্নির ন্যায় দীপ্তিমণ্ডিত সেই অগ্নি যুদ্ধমধ্যে সহস্র দানবগণকে দগ্ধ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ৫

তাং দীর্য্যমাণাং মহতীং নানাপ্রহরণাদ্দিতাম্ ।
সেনাং বাণঃ সমাসাদ্য বারয়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬
দানবাঃ সমুপাগম্য কিমর্থং ভয়বিক্লবাঃ
দৈত্যবংশসমুৎপন্নাঃ পলায়ধ্বং মহাহবাৎ ॥ ৭
কবচাসিগদাপ্রাসখড়্গচর্ম্মপরশ্বধান্
উৎসৃজ্যোৎসৃজ্য গচ্ছন্তি কিং ভবন্তোঽন্তরিক্ষগাঃ ॥ ৮
স্বজাতিং চৈব ভাবঞ্চ হরসংসর্গমেব চ ।
মানয়দ্ভির্ন গন্তব্যমেষো স্থেয়মবস্থিতঃ ॥ ৯
এবমুচ্চরিতং বাক্যং শৃণ্বন্তস্তদচিন্তয়ন্
অপক্রামন্ত তে সর্ব্বে দানবা ভয়মোহিতাঃ ॥ ১০
প্রমাথগণশেষং তু তদনীকমতিষ্ঠত
ভগ্নাবশেষং যুদ্ধায় পুনশ্চক্রে মনস্তদা ॥ ১১
কুম্ভাণ্ডো নাম বাণস্য সখামাত্যশ্চ বীর্য্যবান্ ।
তং তু বলমালোক্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

এষ বাণঃ স্থিতো যুদ্ধে শঙ্করোঽয়ং গুহস্তথা ।
কিমর্থং বলমুৎসৃজ্য ভবন্তো যান্তি মোহিতাঃ ॥ ১৩
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা পলায়ন্ত সর্ব্বে দানবপুঙ্গবাঃ ।
এবং কুম্ভাণ্ডবাক্যং তে শৃণ্বন্তো ভয়বিহ্বলাঃ ।
একান্তে ভয়বিত্রস্তাঃ সর্ব্বে যান্তি দিশো দশ ॥ ১৪
ভগ্নং বলং ততো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামিততেজসা ।
সংরক্তনয়নঃ স্থাণুর্যুদ্ধায় পর্য্যবর্ত্তত ॥ ১৫
বাণসংরক্ষণং কর্ত্তুং রথমাস্থায় সুপ্রভম্ ।
দেবঃ কুমারশ্চ তথা রথেনাগ্নিসমেন বৈ ॥ ১৬
নন্দীশ্বরসমাযুক্তং রথমাস্থায় বীর্য্যবান্ ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটো রুদ্রঃ প্রাধাবত যতো হরিঃ ॥ ১৭
পিবন্নিব তথাকাশং সিংহযুক্তো মহারথঃ ।
রথো ভাতি ভবোপেতঃ পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী ॥ ১৮
ততো গণসহস্রৈস্তু নানারূপৈর্ভয়াবহৈঃ ।
নদদ্ভির্বিবিধান্নাদান্ রথো দেবস্য শোভয়ন্ ॥ ১৯

নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে পীড়িত হইয়া পলায়নপর সৈন্যগণের নিকট আগমন করত নিবারণ করিতে করিতে বাণাসুর এইরূপ বলিলেন ॥ ৬

তোমরা দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ভয়ে ব্যাকুল হইয়া মহাসমর হইতে পলায়ন করত লঘুতা প্রাপ্ত হইতেছ কেন ? ৭

কবচ, অসি, গদা, প্রাস, খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশু ত্যাগ করিয়া আকাশ মার্গে কেন তোমরা পলায়ন করিতেছ ? ৮

জাতি, বীরভাব এবং ভগবান্ শঙ্করের সহিত আমার সম্পর্ক চিন্তা করিয়া তোমাদের যাওয়া উচিত নয়। দেখ; আমি এখানে অবস্থান করিতেছি ॥ ৯

এইরূপ বাক্য বলিতে থাকিলেও তাহা চিন্তা না করিয়া ভয়বিহ্বল দানবগণ ( যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ) চলিয়া গেল ॥ ১০

ঐ সৈন্যগণের মধ্যে কেবল প্রমথগণ অবশিষ্ট ছিল এবং ভগ্নাবশেষ সৈন্যগণ পুনরায় যুদ্ধে মনোযোগ দান করিল ॥ ১১

বাণাসুরের অমাত্য ও সখা শক্তিমান্ কুম্ভাণ্ড নিজেদের সৈন্যগণের ভগ্নোদ্যম লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বাক্য বলিল ॥ ১২

এই বাণাসুর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ শঙ্কর এবং কার্ত্তিকেয়ও এখানে বিরাজ করিতেছেন। আপনারা কেন ভীতচিত্তে সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ? ১৩

কুম্ভাণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের চক্রাদির ভয়ে বিহ্বল দানবপুঙ্গবগণ প্রাণের মোহ ত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪

অনন্তর অমিতবিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দানবসৈন্যদলকে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ক্রোধে আরক্তনয়ন ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

তিনি বাণাসুরের রক্ষার নিমিত্ত উত্তম প্রভাযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন এবং কুমার কার্ত্তিকেয়ও অগ্নির তুল্য কান্তিযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেখানে আগমন করিলেন ॥ ১৬

শক্তিমান্ ভগবান্ রুদ্রদেব নন্দীশ্বরের সঙ্গে রথে আরোহণ পূর্ব্বক ( ক্রোধে ) ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া যেখানে শ্রীহরি বিদ্যমান ছিলেন, সেইদিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৭

যেরূপ পূর্ণিমার চন্দ্রতুল্য উদ্ভাসিত সিংহযুক্ত শঙ্করের শব্দকারী তাঁহার রথ ( তীব্রগতির জন্য ) মনে হইতেছিল যেন আকাশকে পান করিতেছে ॥ ১৮

তাঁহার পশ্চাতে নানারূপধারী ভয়ঙ্কর সহস্র প্রমথগণ নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে রণভূমিতে মহাদেবের রথের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন

কেচিৎ সিংহমুখাস্তত্র তথা ব্যাঘ্রমুখাঃ পরে।
নাগাশ্বোষ্ট্রমুখাস্তত্র প্রবেপুঃ শরপীড়িতাঃ ॥ ২০
ব্যালযজ্ঞোপবীতাশ্চ কেচিত্তত্র মহাবলাঃ
খরোষ্ট্রগজবক্ত্রাশ্চ অশ্বগ্রীবাশ্চ সংস্থিতাঃ ॥ ২১
ছাগমার্জ্জারবক্ত্রাশ্চ মেষবক্ত্রাস্তথা পরে।
চীরিণঃ শিখিনশ্চান্যে জটিলোর্দ্ধশিরোরুহাঃ ॥ ২২
ভগ্নাঃ পরিপতন্তি স্ম শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
কেচিৎ সৌম্যমুখাস্তত্র দিব্যৈঃ শস্ত্রৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৩
নানাপুষ্পকৃতাপীড়া নানাপ্রহরণায়ুধাঃ।
বামনা বিকটাশ্চৈব সিংহব্যাঘ্রপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৪
রুধিরার্দ্রৈর্মহাবক্ত্রৈর্মহাদংষ্ট্রা বলিপ্রিয়াঃ।
দেবং সম্পরিবার্য্যাথ মহাশক্রপ্রমর্দ্দনম্ ॥ ২৫
লীলায়মানাস্তিষ্ঠন্তি সংগ্রামাভিমুখোন্মুখাঃ।
ততো দিব্যং রথং দৃষ্ট্বা রুদ্রস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥ ২৬
কৃষ্ণো গরুড়মারুহ্য যযৌ রুদ্রায় সংযুগে।
বৈনতেয়সমারূঢ়মায়ান্তমগ্রতো হরিম্ ॥ ২৭
বিব্যাধ কুপিতো বাণৈর্নারাচানাং শতেন সঃ।
স শরৈরর্দ্দিতস্তেন রুদ্রেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ২৮
হরিরুগ্রাহ কুপিতো রুদ্রঃ পার্জন্যমুত্তমম্।
প্রচচাল ততো ভূমির্বিষ্ণুরুদ্রপ্রপীড়িতা ॥ ২৯
নাগাশ্চোর্দ্ধমুখাস্তত্র বিনেদুরতিপীড়িতাঃ।
পর্ব্বতাঃ পতিতাস্তত্র জলধারাভিরাপ্লুতাঃ ॥ ৩০
কেচিন্মুমুচিরে তত্র শিখরাণি সমন্ততঃ।
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব দুনিরাকাশমেব চ ॥ ৩১
প্রদীপ্তানীব দৃশ্যন্তে স্থাণুকৃষ্ণসমাগমে।
সমন্তাশ্চ নির্ঘাতাঃ পতন্তি ধরণীতলে ॥ ৩২
শিবাশ্চৈবাশিবান্নাদান্নদন্তে ভীমদর্শনাঃ
বামবন্তানলং ঘোরং রুধিরং চাপ্যবর্ষত ॥ ৩৩

(ভগবান্ শঙ্করের পার্ষদদের) কাহারও মুখ সিংহের মত, কাহারও মুখ ব্যাঘ্রের মত, কাহারও মুখ হস্তী, অশ্ব এবং উষ্ট্রের মত ছিল; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বাণের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কাঁপিতেছিলেন। ২০

মহাবলবান্ তাঁহাদের কেহ কেহ সর্পের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। কাহারও মুখ গর্দ্দভের মত, কাহারও মুখ উষ্ট্র অথবা হস্তীর মত ছিল, কেহ কেহ অশ্বের মত গ্রীবা লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ২১

(শিবের পার্ষদদের) কাহারও মুখ ছাগের ন্যায়, বিড়ালের ন্যায় বা মেষের ন্যায় ছিল। কেহ চীর বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কাহারও মস্তকে ছিল শিখা, কাহারও ছিল জটা, আবার কাহারও মস্তকের কেশ ঊর্দ্ধগামী ছিল। (শ্রীকৃষ্ণের বাণে) তাঁহারা ভগ্ন হইয়াছিলেন এবং শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দে রণভূমিতে পতিত হইতেছিলেন। ২২

তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মুখ সৌম্য ছিল এবং তাঁহারা দিব্য অস্ত্রে সুশোভিত ছিলেন। নানা প্রকার পুষ্পের মুকুট তাঁহারা ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অস্ত্রও ছিল নানাবিধ। ২৩

তাঁহাদের কেহ ছিলেন বামনাকৃতি, আবার কেহ ছিলেন বিকটাকৃতি। সিংহ বা ব্যাঘ্রের পরিচ্ছদ তাঁহারা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশাল মুখ রক্তে আর্দ্র ছিল এবং বড় বড় দন্তযুক্ত ছিল। তাঁহারা ছিলেন বলিপ্রিয়। ২৪

মহাশত্রুমর্দনকারী এই গণসমূহ লীলাপূর্বক মহাদেবকে পরিবৃত করিয়া সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। ২৫

অনন্তর অনায়াসে মহান কর্মকারী রুদ্রদেবের রথ দেখিতে পাইয়া গরুড়ের উপর উপবেশনপূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রুদ্রদেবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলেন। ২৬

গরুড়ের উপর উপবেশনকারী যাদবকুলাগ্রণী শ্রীহরিকে আসিতে দেখিয়া কুপিত মহাদেব তাঁহাকে একশত নারাচ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২৭

অক্লেশে দুষ্কর কর্মকারী রুদ্রদেবের বাণে পীড়িত হইয়াছেন জানিয়া শ্রীহরি কুপিত হইয়া উগ্র পার্জন্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ২৮

তখন বিষ্ণু ও রুদ্রের চাপে পীড়িত ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধমুখী সর্প দিগ্গজ পীড়িত হইয়া বিচলিত [illegible] পড়িল। ২৯

অনেক পর্বত ভূমি মধ্যে অবনমিত হইয়া জলধারায় [illegible] হইয়া যাইল এবং কোন কোন পর্বতের শিখরসমূহ [illegible] বিকীর্ণ হইল। ৩০

ভগবান্ শিব ও শ্রীকৃষ্ণের সংঘর্ষের সময় দিগ্বিদিক্ প্রজ্বলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। পৃথিবীতে চতুর্দিকে বজ্রপাত হইতেছিল। ৩১-৩২

ভয়ঙ্করাকৃতি শৃগালী অমঙ্গলসূচক শব্দ করিতেছিল। [illegible] ভীষণ গর্জন করিয়া রক্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩৩

উল্কা চ বাণসৈন্যস্য পুচ্ছেনাবৃত্য তিষ্ঠতি
প্রববৌ মারুতশ্চাপি তে তীক্ষ্ণাকুলতা বভুঃ ॥ ৩৪
প্রভাহীনাস্তথৌষধ্যো ন চরন্ত্যন্তরিক্ষগাঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩৫
ত্রিপুরান্তকযুদ্ধং তদ্ দ্রষ্টা রুদ্রমুপাগমৎ ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা ॥ ৩৬
সিদ্ধচারণসঙ্ঘাশ্চ পশ্যন্তোঽম্বু দিবি স্থিতাঃ ।
ততঃ পার্জন্যমস্ত্রং তৎ ক্ষিপ্তং কৃষ্ণেন বিষ্ণুনা ॥ ৩৭
যযৌ যত্র রথং তদা যত্তো রুদ্রো হ্যবস্থিতঃ ।
ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥ ৩৮
নিপেতুঃ সর্ব্বতো দিগ্‌ভ্যো যত্র রুদ্ররথঃ স্থিতঃ ।
অথাগ্নেয়ং মহারৌদ্রমস্ত্রমসুরনিসূদনঃ ॥ ৩৯
মুমোচ কুপিতো রুদ্রস্তদ [illegible] ভবৎ
ততো বিশীর্ণদেহাস্তে [illegible] সমন্ততঃ ॥ ৪০
নাদৃশ্যন্ত শরৈশ্ছন্না [illegible]

বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ আবৃত করিয়া উল্কা অবস্থান করিতেছিল। বায়ু প্রবল প্রবাহিত হইতেছিল, বৃক্ষসমূহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ঔষধিসমূহ নিষ্প্রভ হইয়াছিল এবং আকাশচারী প্রাণিসমূহ বিচরণ করিতে পারে নাই। ৩৪

এই সময়ে ত্রিপুরনাশক রুদ্রদেবকে যুদ্ধে উদ্যত জানিয়া দেবতাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা রুদ্রের নিকট আগমন করিলেন। ৩৫

গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারণসমূহ এই যুদ্ধ দেখিবার জন্য আকাশে সমবেত হইলেন। ৩৬

এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রদেবের উপর পার্জন্যাস্ত্র প্রহার করিলেন। এই প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র যেখানে রথের উপর ভগবান্ রুদ্রদেব অবস্থান করিতেছিলেন, সেইদিকে গমন করিল। ৩৭

অনন্তর যেখানে ভগবান্ শঙ্করের রথ অবস্থান করিতেছিল, সেই দিকে শ্রীকৃষ্ণ আনতপর্বযুক্ত লক্ষসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮

তখন অস্ত্রবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ মহাদেব ক্রোধান্বিত হইয়া মহারৌদ্র নামক আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ৩৯

এই সময় তাঁহার চারিদিকে কত বিকৃত দেহ হইয়া এবং বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত ও দগ্ধ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। তাহা দেখিয়া শ্রেষ্ঠ অসুরগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ

সিংহনাদং ততশ্চক্রুঃ [illegible] সুরোত্তমাঃ ॥ ৪১
হতোঽয়মিতি বিজ্ঞায় [illegible] বৈ তদা
ততস্তম্ বিসবিস্মিতৌ [illegible] বরঃ ॥ ৪২
জগ্রাহ বারুণং সোঽস্ত্রং বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
প্রযুক্তে বাসুদেবেন বারুণাস্ত্রেঽতিতেজসি ॥ ৪৩
আগ্নেয়ং প্রশমং যাতমস্ত্রং বারুণতেজসা ।
তস্মিন্ প্রতিহতে অস্ত্রে বাসুদেবেন সংযুগে ॥ ৪৪
পৈশাচং রাক্ষসং রৌদ্রং [illegible] ভবঃ ।
মুমোচাস্ত্রাণি চত্বারি যুগান্ত [illegible] বৈ ॥ ৪৫
বায়ব্যমথ সাবিত্রং [illegible] তথা
অস্ত্রাণাং বারণার্থায় বাসুদেবো বামুক্ত ॥ ৪৬
অস্ত্রৈশ্চতুর্ভিশ্চত্বারি [illegible] মাধবঃ
মুমোচ বৈষ্ণবং সোঽস্ত্রং [illegible] কোপনম্ ॥ ৪৭
বৈষ্ণবাস্ত্রে প্রযুক্তে তু [illegible]
ভূতযক্ষগণাশ্চৈব [illegible] সর্ব্বশঃ ॥ ৪৮

করিল। ৪০-৪১

তাহারা মনে করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে। অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে এই অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিয়া অস্ত্রবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ বাসুদেব বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৪২

বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অত্যন্ত তেজস্বী বারুণাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে ভগবান্ শঙ্করের আগ্নেয়াস্ত্র শান্ত হইয়া যাইল। ৪৩

ঐ যুদ্ধস্থলে ভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র প্রতিহত হইয়াছে জানিয়া ভগবান্ শিব প্রলয়াগ্নির ন্যায় তেজস্বী পৈশাচ, রাক্ষস, রৌদ্র এবং আঙ্গিরস নামক চারিটি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ৪৪-৪৫

তখন ভগবান্ বাসুদেব উক্ত চারি প্রকার অস্ত্র নিবারণের জন্য ক্রমশঃ বায়ব্যাস্ত্র, সাবিত্রাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র এবং মোহনাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ ঐ চারি অস্ত্রের সাহায্যে (শিবের) চারি অস্ত্র নিবারণ করিয়া বাধিত যুগ কালের ন্যায় বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৪৭

বৈষ্ণবাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে সকল অসুরসমূহ ও বাণাসুরের সৈন্যসমূহ ভূত ও যক্ষগণ ভয়ে এবং মোহে ব্যাকুল হইয়া সকল দিকেই পলায়ন করিতে লাগিল। ৪৮

দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রাদ্রবন্ত ভয়মোহেন বিহ্বলাঃ
প্রমথগণভূয়িষ্ঠে দীর্ণে সৈন্যে মহাসুরঃ ॥ ৪৯
নির্জগাম ততো বাণো যুদ্ধায়াভিমুখস্ত্বরন্
ভীমপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্দৈত্যৈশ্চ সুমহাবলৈঃ ।
বৃতো মহারথৈর্বীরৈর্বজ্রীব সুরসত্তমৈঃ ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জপৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ তপোবধীতি-
র্ব্রাহ্মণাঃ স্বস্ত্যয়নং প্রচক্রুঃ
স তত্র রত্নানি শুভাংশ্চ গাবঃ
ফলানি পুষ্পাণি তথৈব নিষ্কান্ ॥ ৫১
বলেঃ সুতো ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্
বিভাত্যতে তেন যথা সুরেশঃ ।
সহস্রসূর্য্যো বহুকিঙ্কিণীকঃ
পরার্দ্ধ্যজাম্বূনদচিত্রিতঃ ॥ ৫২
সহস্রচন্দ্রাবৃততারকশ্চ
রথো মহানগ্নিরিবাবভাতি ।
তথাশ্রিতো দানবসংপ্রতীতো
মহাধ্বজঃ কার্ম্মুকভৃৎ স বাণঃ ॥ ৫৩
উদ্ধোত্থিতৈন্ বহুপুষ্পবানা-
মত্তীব রৌদ্রং স বিভর্ত্তি রূপম্ ।
স মহ্যমানো বীররথৌঘসঙ্কুলো
বিনির্যযৌ তান্ প্রতি দৈত্যসাগরঃ ॥ ৫৪
বাতপ্রবৃদ্ধস্তরঙ্গসঙ্কুলো
যথার্ণবো লোকবিনাশনায় ।
ভীমানি সম্ভ্রাসকরৈর্বপুর্ভি-
স্তাক্ষ্যগ্রাতা ভান্তি বলানি তস্য ॥ ৫৫
মহারথাস্ফালিতকার্ম্মুকাণি
সপর্ব্বতানীব বনানি রাজন্ ।
বিনিঃসৃতঃ সাগরতোয়বাসা
দন্তাঙ্কুশচ্ছায়বপুষ্টকায়ঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি কৃষ্ণবাণযুদ্ধে চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

---

যে বাহিনীতে প্রমথগণের আধিক্য ছিল, তাহারাও পলায়ন করিতেছে জানিতে পারিয়া বাণাসুর যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হইয়া ত্বরিত গতিতে নির্গত হইলেন।৪৯

যেমন ইন্দ্র প্রধান দেবতাগণের দ্বারা পরিবৃত থাকেন, সেইরূপ এই বাণাসুর মহাবলবান্ ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী মহারথী ও বীর ভীষণাকৃতি দৈত্যগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। ৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ জপ, মন্ত্র ও তপস্যা দ্বারা মহামনস্বী বাণাসুরের জন্য স্বস্তিবাচন করিতেছিলেন এবং বলিকুমার বাণ ঐ ব্রাহ্মণগণের জন্য রত্ন, উত্তমোত্তম গাভী, ফল, ফুল ও স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া বলাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ৫১

তাঁহার বিশাল রথে সহস্র সূর্য্যের চিহ্ন চিহ্নিত ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঘণ্টা বাঁধা ছিল। তাহা বহুমূল্য স্বর্ণ ও রত্নে সুসজ্জিত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে সহস্র চন্দ্র ও সহস্র তারকার চিহ্ন চিহ্নিত ছিল। সেই বিশাল রথ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। দানব কুষ্মাণ্ড স্বয়ং ঐ রথের রশ্মি ধারণ করিয়াছিল। তাহার উপর বিশাল ধ্বজা ছিল এবং এই রথের উপর ধনুর্ধারণ করিয়া বাণাসুর উপবেশন করিয়াছিলেন। ৫২-৫৩

বাতবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সাগর যেমন লোক বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাসুর বীরগণকে সংহার করিবার জন্য ক্রোধান্বিত হইয়া ও বীর রথিসকলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া এই দৈত্যসাগর বিনির্গত হইয়াছিলেন। ৫৪।

লোকের মনে ত্রাস সঞ্চারকারী ও শরীর দ্বারা ভয়ঙ্করাকৃতি অনেক সৈন্য তাঁহার আগে আগে গমন করিতেছিল। হে রাজন্! বিশাল রথ ও উন্নত ধনুর্ধারণকারী এই সৈন্যবাহিনী পর্ব্বতযুক্ত বনের ন্যায় মনে হইতেছিল। অত্যন্ত অদ্ভুত রূপধারী বাণাসুর এই যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বিনির্গত হইলেন। ৫৫-৫৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাণ ও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্য জৃম্ভণাস্ত্রেণ ভগবতঃ শঙ্করস্য জৃম্ভণস্য বশীভবনম্, ব্রহ্মণা শিবস্য বিষ্ণুনা সহ তদৈক্যকথায়াঃ স্মৃত্যোবানয়নম্, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসিতেন মার্কণ্ডেয়েন হরি- হরয়োরৈক্যং স্থাপয়তা মাহাত্ম্যেন সহ হরি-হরস্তোত্রস্য বর্ণনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অন্ধকারীকৃতে লোকে প্রনীপ্তে নায়কে তথা
ন নন্দী নাপি চ বৃষো ন রুদ্রঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১
পিণাকং বীরসেনস্তু রোষেণ চ বলেন চ।
ত্রিপুরান্তকরো বাণং জগ্রাহ স চতুর্মুখম্ ॥ ২
সন্দধে কার্ম্মুকৈর্ব ক্ষেপ্তুকামস্ত্রিলোচনঃ
বিজ্ঞাতো বাসুদেবেন চিত্তজ্ঞেন মহাত্মনা ॥ ৩
জৃম্ভণং নাম সোঽপাস্ত্রং জগ্রাহ পুরুষোত্তমঃ।
হরং সংজৃম্ভয়ামাস ক্ষিপ্রকারী মহাবলঃ ॥ ৪
সশরঃ সধনুশ্চৈব হরস্তেনাস্ত্র জৃম্ভিতঃ।
সংজ্ঞাং ন লেভে ভগবান্ বিক্রতাস্ত্রসমন্বিতাৎ ॥ ৫
সশরং সধনুষ্কঞ্চ দৃষ্ট্বাত্মানং বিজৃম্ভিতম্
বলোদ্ধতোঽথ বাণোঽসৌ শর্ব্বং চোদয়তোঽসকৃৎ ॥ ৬
ততো ননাদ ভূতাত্মা স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা।
প্রধ্মাপয়ামাস তদা কৃষ্ণঃ শঙ্খং মহাবলঃ ॥ ৭
পাঞ্চজন্যস্য ঘোষেণ শার্ঙ্গবিস্ফুর্জিতেন চ।
দেবং বিজৃম্ভিতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতানি তত্রসুঃ ॥ ৮
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কৃষ্ণস্য পার্শ্বগা রণে
মায়াযুদ্ধং সমাশ্রিত্য প্রদ্যুম্নঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৯
সর্ব্বাংস্তু নিদ্রাবশগান্ কৃত্বা মকরকেতনান্।
দানবান্নাশয়ত্তত্র শরজালেন বীর্য্যবান্।
প্রমাদগণদুর্দ্ধর্ষাস্তত্র তত্র মহাবলান্ ॥ ১০
ততস্তু জৃম্ভমাণস্য দেবস্য ত্রিপুরার্দ্দনঃ
জ্বালা প্রাদুরভূদ্বক্ত্রাদ্দহন্তীব দিশো দশ ॥ ১১
ততস্তু ধরণী দেবী পীড্যমানা মহাস্ত্রভিঃ
ব্রহ্মাণং বিশ্বধাতারং বেপমানাভ্যুপাগমৎ ॥ ১২

## পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণের জৃম্ভণাস্ত্রে ভগবান্ শঙ্করের জৃম্ভণের বশীভূত হওয়া, ব্রহ্মা কর্তৃক শিবকে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার একতার স্মৃতি আনয়ন এবং ব্রহ্মাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা হরি-হরের একতা স্থাপিত করিতে করিতে মাহাত্ম্যসহ হরি-হরের স্তোত্র বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! (বৈষ্ণবাস্ত্রের প্রভাবে) সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং ভগবান্ শঙ্কর বৈষ্ণবাস্ত্রের তেজে যেন জ্বলিতে ছিলেন। তখন নন্দী, বৃষ এবং মহাদেবকেও দেখা যায় নাই। ১

রোষে এবং পরাক্রমে ত্রিপুরনাশী ভগবান্ শিব পিণাকধারী হইয়া চারটি ফলাযুক্ত বাণ গ্রহণ করিলেন। ২

সেই বাণ ধনুতে যোজন করিয়া তিনি নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলের অন্তর্যামী মহাত্মা বাসুদেব তাহা জানিতে পারিলেন। ৩

ক্ষিপ্রকারী মহাবলবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তখন জৃম্ভণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং মহাদেবকে জৃম্ভণাস্ত্রের দ্বারা অভিভূত করিয়া দিলেন। ৪

শিব ধনুর্ব্বাণের সহ শীঘ্র অভিভূত হইলেন এবং অসুর ও রাক্ষসগণের বিজেতা মহাদেব এই সময় আর সংজ্ঞালাভ করিতে পারিলেন না। ৫

ধনুঃ ও বাণসহ মহাদেবকে জৃম্ভণে অভিভূত দেখিয়া বলোন্মত্ত বাণাসুর তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রেরণা দান করিলেন। ৬

তখন সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ ও গম্ভীর শব্দে সিংহনাদ করিলেন এবং শঙ্খবাদন করিলেন। ৭

পাঞ্চজন্য শঙ্খের গম্ভীর শব্দে, শার্ঙ্গধনুর টঙ্কারে এবং মহাদেবকে জৃম্ভণাস্ত্রে অভিভূত দেখিয়া সমস্ত প্রাণী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ৮

ইতিমধ্যে কৃষ্ণদেবের অনুচরগণ মায়াযুদ্ধের আশ্রয় লইয়া রণক্ষেত্রে প্রদ্যুম্নকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। ৯

তখন মহাপরাক্রমী মকরধ্বজ সকল শত্রুকে নিদ্রাভিভূত করিয়া দিলেন এবং বাণসমূহের দ্বারা যে অংশে দানবগণের মধ্যে প্রমথগণ অধিক ছিলেন, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। ১০

তারপর জৃম্ভণে বশীভূত এবং অনায়াসে মহান্ কর্মকারী মহাদেবের মুখ হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি বহির্গত হইল এবং মনে হইতেছিল যে, তাহা যেন সকল দিক্সমূহকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। ১১

এই সময় মহাস্ত্রগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া ও কম্পিত হইয়া পৃথিবী দেবী বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। ১২

পৃথিব্যুবাচ

দেবদেব মহাবাহো পীড়ামি পরমৌজসা
কৃষ্ণরুদ্রভরাক্রান্তা ভবিষ্যৈকার্ণবা পুনঃ ॥ ১৩
অবিষহ্যমিমং ভারং চিন্তয়স্ব পিতামহ
লঘ্বীভূতা যথা দেব ধারয়েয়ং চরাচরম্ ॥ ১৪
ততস্তু কাশ্যপীং দেবীং প্রত্যুবাচ পিতামহঃ
মুহূর্তং ধারয়াত্মানমাশু লঘ্বী ভবিষ্যসি ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

দৃষ্ট্বা তু ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রং বচনমব্রবীৎ ।
হত্বা মহাসুরবধঃ কিং ভূয়ঃ পরিরক্ষ্যতে ॥ ১৬
ন চ যুদ্ধং মহাবাহো তব কৃষ্ণেন রোচতে
ন চ বুধ্যসি কৃষ্ণং ত্বমাত্মানং তু দ্বিধা কৃতম্ ॥ ১৭
ততঃ শরীরযোগাদ্ধি ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ
প্রবিশ্য পশ্যতে কৃৎস্নাংস্ত্রীঁল্লোকান্ সচরাচরান্ ॥ ১৮
প্রবিশ্য যোগং যোগাত্মা যদাত্মানমচিন্তয়ৎ ।
হারবত্যাং হরঃ কৃষ্ণ ভগবন্মূর্তী সর্বশঃ ।
প্রসাদ নোত্তরং কিঞ্চিদ্বিরতো হ্যভবত্তদা ॥ ১৯
আত্মানং কৃষ্ণযোনিস্থঃ পশ্যত হ্যেকযোনিজম্ ।
ততো নিঃসৃত্য রুদ্রস্তু কুতবঃসোঽভবদ্যে ॥ ২০
ব্রহ্মাণং চাব্রবীদ্ রুদ্রো ন যোৎস্যে ভগবন্নিতি ।
কৃষ্ণেন সহ সংগ্রামে লঘ্বী ভবতু মেদিনী ॥ ২১
ততঃ কৃষ্ণোঽপি রুদ্রশ্চ পরিষ্বজ্য পরস্পরম্ ।
পরাং প্রীতিমুপাগম্য সংগ্রামাদপজগ্মতুঃ ॥ ২২
ন চ তৌ পশ্যতে কেচিদ্ যোগিনৌ যোগমাগতৌ ।
একো ব্রহ্মা তথা কৃত্বা পশ্যল্লোকান্ পিতামহঃ ॥ ২৩
উবাচৈতৎ সমুদ্বিগ্নো মার্কণ্ডেয়ঃ সনারদম্ ।
পার্শ্বস্থং পরিপপ্রচ্ছ জ্ঞাত্বা বৈ দীর্ঘদর্শিনম্ ॥ ২৪

পিতামহ উবাচ ।

মন্দরস্য গিরেঃ পার্শ্বে নলিন্যাং ভব-কেশবৌ ।
রাত্রৌ স্বপ্নান্তরে ব্রহ্মন্ময়া দৃষ্টৌ হরাচ্যুতৌ ॥ ২৫

---

পৃথিবী বলিলেন—"হে মহাবাহো দেবাদিদেব! আমি মহান্ বল ও পরাক্রমে পীড়িত হইয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের ভারে পীড়িত হইয়া মনে হইতেছে যেন পুনঃ একার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যাইব। ১৩

হে পিতামহ! হে দেব! এই ভার আমার নিকট অসহ্য মনে হইতেছে। আপনি কোন উপায় চিন্তা করুন, যাহাতে আমি লঘু হইয়া সমস্ত চরাচর ধারণ করিতে পারি। ১৪

তখন পিতামহ ব্রহ্মা পৃথ্বীদেবীকে এই প্রকার বলিলেন—মুহূর্তকাল নিজেকে ধারণ কর, শীঘ্র লঘু হইয়া যাইবে। ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! তখন ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার বাক্য বলিলেন—আপনি মহাসুরসমূহকে বধ করিয়া পুনরায় কেন তাহাদের রক্ষা করিতেছেন? ১৬

হে মহাবাহো! শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনার যুদ্ধ আমার অনভিপ্রেত। আপনি শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনার রূপই (শ্রীকৃষ্ণ হইয়া) দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ১৭

তখন অবিনাশী ঈশ্বর ভগবান্ শিব শরীরের মধ্যে প্রবেশপূর্বক ধ্যানস্থ হইয়া সচরাচর ত্রিলোক দর্শন করিলেন। ১৮

যোগস্বরূপ ভগবান্ শঙ্কর যোগস্থ হইয়া পূর্বের ঋষিগণের কথা চিন্তা করিয়া এবং হরকার যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কোন উত্তর প্রদান করেন নাই; কিন্তু (যুদ্ধ হইতে) নিবৃত্ত হইলেন। ১৯

আপনার আত্মাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যোনিতে (গর্ভমধ্যে) অবস্থিত দেখিয়া এবং নিজেকে একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ যোনি হইতে উৎপন্ন জানিয়া রুদ্রদেব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নির্গত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাগবিবাদ যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ২০

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মাকে তিনি বলিলেন—"আমি সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিব না, পৃথিবী লঘু হউক"। ২১

তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্র পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। ২২

শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্র এই দুই যোগী যোগস্থ হইয়া [illegible] গমন প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্যে তাহা কিছু বুঝিতে পারিল না। কেবল পিতামহ ব্রহ্মা এই সমস্ত পালন করিয়া লোকসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থিত নারদসহ মার্কণ্ডেয়কে দূরদর্শী জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৩-২৪

পিতামহ বলিলেন—ব্রহ্মন্! রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে মন্দরপর্বতের পার্শ্বে সরোবরের মধ্যে পদ্মে শিব ও কেশবকে একই রূপে দেখিয়াছিলাম। ২৫

হরঞ্চ হরিরূপেণ হরিঞ্চ হররূপিণম্
শঙ্খচক্রগদাপাণিং পীতাম্বরধরং হরম্ ॥ ২৬
ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্মধরং হরিম্ ।
গরুড়স্থং চাপি হরং হরিঞ্চ বৃষভধ্বজম্ ॥ ২৭
বিস্ময়ো মে মহান্ ব্রহ্মন্ দৃষ্ট্বা তং পরমাদ্ভুতম্ ।
এতদাচক্ষ্ব ভগবন্ যথাতথ্যেন সুব্রত ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে
যথান্তরং ন পশ্যামি তেন তৌ দিশতঃ শিবম্ ॥ ২৯
অনাদিমধ্যনিধনমেতদক্ষরমব্যয়ম্
তদেব তে প্রবক্ষ্যামি রূপং হরিহরাত্মকম্ ॥ ৩০
যো বিষ্ণুঃ স তু বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ স পিতামহঃ ।
একা মূর্তিস্ত্রয়ো দেবা রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ ॥ ৩১
বরদা লোককর্তারো লোকনাথাঃ স্বয়ম্ভুবঃ
অর্ধনারীশ্বরাস্তে তু ব্রতং তীব্রং সমাস্থিতাঃ ৩২

আমি হরকে হরিরূপে এবং হরিকে হররূপে অবলোকন করিয়াছি। তখন শঙ্করের হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ছিল এবং পীতাম্বর পরিধান করিয়াছিলেন। ২৬

আর শ্রীহরি ত্রিশূল, পট্টিশ ও ব্যাঘ্রচর্ম ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেব গরুড়ের উপর এবং শ্রীহরি বৃষভবাহন হইয়া পতাকায় বৃষচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। ২৭

হে ব্রহ্মন্! সেই অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আমি পরম বিস্মিত হইয়াছি। উত্তম ব্রতপালনকারী ভগবন্! তাহার যথার্থ রহস্য ব্যক্ত করুন। ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—বিষ্ণুরূপধারী শিব ও শিবরূপধারী বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। আমি ইঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করি না; সেইজন্য উভয়রূপে তাঁহারা আমার কল্যাণ প্রদান করেন। ২৯

আদি, মধ্য ও অন্তরহিত যে অবিনাশী অক্ষর ব্রহ্ম, তাঁহার হরিহরাত্মক স্বরূপের বর্ণনা করিতেছি। ৩০

যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র আবার যিনি রুদ্র তিনিই ব্রহ্মা; তাঁহাদের মূলস্বরূপ একই, কিন্তু কার্যভেদে রুদ্র, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এই তিন দেবতারূপে বলা হইয়া থাকে। ৩১

ইঁহারা সকলে লোকস্রষ্টা, বরদায়ক, জগন্নাথ, স্বয়ম্ভূ, অর্ধনারীশ্বর এবং কঠোরব্রতপালনকারী। ৩২

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং জলমেব তু তদ্ভবেৎ ।
রুদ্রং বিষ্ণুঃ প্রবিষ্টস্তু তথা রুদ্রময়ো ভবেৎ ॥ ৩৩
অগ্নিমগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তু অগ্নিরেব যথা ভবেৎ ।
তথা বিষ্ণুং প্রবিষ্টস্তু রুদ্রো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥ ৩৪
রুদ্রমগ্নিময়ং বিদ্যাদ্ বিষ্ণুঃ সোমাত্মকঃ স্মৃতঃ ।
অগ্নীষোমাত্মকং চৈব জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫
কর্তারৌ চাপহর্তারৌ স্থাবরস্য চরস্য তু ।
জগতঃ শুভকর্তারৌ প্রভবিষ্ণু মহেশ্বরৌ ॥ ৩৬
কর্তৃকারণকর্তারৌ কর্তৃকারণকারকৌ ।
ভূতভব্যভবৌ দেবৌ নারায়ণ-মহেশ্বরৌ ॥ ৩৭
জগতঃ পালকাবেতাবেতৌ সৃষ্টিকরৌ স্মৃতৌ ।
এতে চৈব প্রবর্ষন্তি ভান্তি বান্তি সৃজন্তি চ ।
এতৎ পরতরং গুহ্যং কথিতং তে পিতামহ ॥ ৩৮
যশ্চেদং পঠতে নিত্যং যশ্চেদং শৃণুয়ান্নরঃ ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং বিষ্ণুরুদ্রপ্রসাদজম্ ॥ ৩৯

যেমন জলে জল নিক্ষেপ করিলে তাহা জলই হইয়া যায়, সেইরূপ বিষ্ণু রুদ্রদেবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রুদ্রময় হইয়া যান। ৩৩

যেমন অগ্নি অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নি হইয়া যায়, সেইরূপ রুদ্রদেব বিষ্ণুতে প্রবেশ করত বিষ্ণুময় হইয়া যান। ৩৪

রুদ্রকে অগ্নিস্বরূপ জানিবেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে সোমস্বরূপ জানিবেন। সেইজন্য চরাচর সমস্ত জগৎ অগ্নীষোমাত্মক বলা হয়। ৩৫

এই হরি এবং হর সমস্ত চরাচর জগতের কর্তা; সংহারক, শুভকারক এবং প্রভাবশালী মহেশ্বর। ৩৬

এই নারায়ণ ও মহেশ্বরদেব কর্তা ও কারণেরও কর্তা; আবার কর্তা ও কারণে কার্যকারী। ইঁহারা দুই জনে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানস্বরূপ। ৩৭

(নারায়ণ ও মহেশ্বর) জগতের পালক ও সৃষ্টিকারী। ইঁহারাই মেঘরূপে বর্ষণ করেন, (সূর্যরূপে) প্রকাশিত হন এবং (বায়ুরূপে) গতিশীল হন ও সৃষ্টি করেন। হে পিতামহ! আপনার নিকট এই পরম গোপনীয় রহস্য বর্ণনা করিলাম। ৩৮

যিনি প্রতিদিন এই স্তোত্র পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণু ও রুদ্রের কৃপায় পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৩৯

দেবৌ হরি-হরৌ স্তোষ্যে ব্রহ্মণা সহ সঙ্গতৌ ।
এতৌ চ পরমৌ দেবৌ জগতঃ প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ৪০
রুদ্রস্য পরমো বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ পরমঃ শিবঃ ।
এক এব দ্বিধাভূতো লোকে চরতি নিত্যশঃ ॥ ৪১
ন বিনা শঙ্করং বিষ্ণুর্ন বিনা কেশবং শিবঃ
তস্মাদেকত্বমায়াতৌ রুদ্রোপেন্দ্রৌ তু তৌ পুরা ।
নমো রুদ্রায় কৃষ্ণায় নমঃ সংহতচারিণে ॥ ৪২
নমঃ ষড়র্দ্ধনেত্রায় দ্বিনেত্রায় বৈ নমঃ
নমঃ পিঙ্গলনেত্রায় পদ্মনেত্রায় বৈ নমঃ ॥ ৪৩
নমঃ কুমারগুরবে প্রদ্যুম্নগুরবে নমঃ ।
নমো ধরণীধরায় গঙ্গাধরায় বৈ নমঃ ॥ ৪৪
নমো ময়ূরপিচ্ছায় নমঃ কেয়ূরধারিণে ।
নমঃ কপালমালায় বনমালায় বৈ নমঃ ॥ ৪৫
নমস্ত্রিশূলহস্তায় চক্রহস্তায় বৈ নমঃ
নমঃ কনকদণ্ডায় নমস্তে ব্রহ্মদণ্ডিনে ॥ ৪৬

নমশ্চর্মনিবাসায় নমস্তে পীতবাসসে
নমোঽস্তু লক্ষ্মীপতয়ে উমায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ ৪৭
নমঃ খট্বাঙ্গধরায় নমো মুষলধারিণে ।
নমো ভস্মাঙ্গরাগায় নমঃ কৃষ্ণাঙ্গধারিণে ॥ ৪৮
নমঃ শ্মশানবাসায় নমঃ সাগরবাসিনে ।
নমো বৃষভবাহায় নমো গরুড়বাহিনে ॥ ৪৯
নমস্ত্বনেকরূপায় বহুরূপায় বৈ নমঃ ।
নমঃ প্রলয়কর্ত্রে চ নমস্ত্রৈলোক্যধারিণে ॥ ৫০
নমোঽস্তু সৌম্যরূপায় নমো ভৈরবরূপিণে ।
বিরূপাক্ষায় দেবায় নমঃ সৌম্যেক্ষণায় চ ॥ ৫১
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় বলের্নিয়মনায় চ ।
নমঃ পর্ব্বতবাসায় নমঃ সাগরবাসিনে ॥ ৫২
নমঃ সুররিপুঘ্নায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ ।
নমোঽস্তু নরকঘ্নায় নমঃ কামাঙ্গনাশিনে ॥ ৫৩

---

আমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া হরি ও হরের স্তুতি করিব। এই দুই পরম দেব জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কারণ। ৪০

রুদ্রের পরমদেব বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর পরম দেবতা শিব। একই পরমেশ্বর দুইরূপে থাকিয়া সর্ব্বদা জগতে বিচরণ করিতেছেন। ৪১

ভগবান্ শঙ্কর বিনা বিষ্ণু নাই আবার বিষ্ণু বিনা শিব নাই। পুরাকাল হইতে রুদ্র ও বিষ্ণু একত্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংযুক্ত অথবা একরূপে বিচরণকারী ভগবান্ রুদ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৪২

ত্রিনেত্রধারী শিবকে নমস্কার করি এবং অপর দ্বিনেত্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। পিঙ্গলনেত্রধারী শিবকে নমস্কার করি এবং কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৪৩

কুমার কার্ত্তিকেয়ের পিতা ভগবান্ শিবকে নমস্কার করি, প্রদ্যুম্নের পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। শেষরূপে পৃথিবীধারণকারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি এবং মস্তকে গঙ্গাধারণকারী শিবকে নমস্কার করি। ৪৪

মস্তকে শিখিপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি এবং সর্পের বাহুবন্ধধারী শিবকে নমস্কার করি। বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণকে এবং কপালমালাধারী শিবকে প্রণাম করি। ৪৫

হস্তে ত্রিশূলধারী শ্রীশিবকে নমস্কার করি, এক হস্তে সুদর্শন-চক্রধারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। স্বর্ণদণ্ড ধারণকারী শ্রীহরিকে এবং ব্রহ্মদণ্ড ধারণকারী শিবকে প্রণাম করি। ৪৬

ব্যাঘ্রচর্মধারী শিবকে প্রণাম করি, পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। লক্ষ্মীপতি শ্রীহরিকে এবং উমাপতি মহাদেবকে নমস্কার করি। ৪৭

খট্বাঙ্গধারী শিবকে এবং মুষলধারী বলভদ্র-স্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার। ভস্মরূপ অঙ্গরাগ ধারণকারী শিবকে এবং শ্যামসুন্দর শরীরধারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। ৪৮

শ্মশানবাসী হর এবং সমুদ্রবাসী হরিকে বারংবার প্রণাম করি। বৃষভবাহন হর এবং গরুড়বাহন হরিকে নমস্কার করি। ৪৯

অনেক অবতাররূপধারী শ্রীহরিকে এবং বহুরূপধারী শ্রীহরকে প্রণাম করি। প্রলয়কর্ত্তা রুদ্র এবং ত্রৈলোক্যরক্ষক বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ৫০

সৌম্যরূপধারী শ্রীহরি এবং ভৈরবরূপধারী মহাদেবকে নমস্কার করি। বিরূপাক্ষ মহাদেবকে এবং সৌম্যলোচন শ্রীহরিকে প্রণাম করি। ৫১

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী রুদ্রকে এবং বলিবন্ধনকারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। পর্ব্বতনিবাসী শিবকে এবং সমুদ্রবাসী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। ৫২

দেবদ্রোহীদের বিনাশকারী শ্রীহরিকে এবং ত্রিপুরাসুর-বধকারী মহাদেবকে প্রণাম করি। নরকাসুরকে বধকারী শ্রীবিষ্ণুকে এবং কামদেবকে দগ্ধকারী মহাদেবকে প্রণাম করি। ৫৩

নমোঽন্ধকনাশায় নমঃ কৈটভনাশিনে
নমঃ সহস্রহস্তায় নমোঽসংখ্যেয়বাহবে ॥ ৫৪
নমঃ সহস্রশীর্ষায় বহুশীর্ষায় বৈ নমঃ।
দামোদরায় দেবায় মুঞ্জমেখলিনে নমঃ ॥ ৫৫
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো নমস্তে ভগবন্ শিব।
নমস্তে ভগবন্ দেব নমস্তে দেবপূজিত ॥ ৫৬
নমস্তে সামভির্গীত নমস্তে যজুর্ভিঃ সহ।
নমস্তে সুরশত্রুঘ্ন নমস্তে সুরপূজিত ॥ ৫৭
নমস্তে কর্মণাং কর্ম নমোঽমিতপরাক্রম।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু সর্ব্বকেশ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৮
ইমং স্তবং যো রুদ্রস্য বিষ্ণোশ্চৈব মহাত্মনঃ।
সমেত্য ঋষিভিঃ সর্বৈঃ স্তুতো স্তৌতি মহর্ষিভিঃ ॥ ৫৯
ব্যাসেন বেদবিদুষা নারদেন চ ধীমতা।
ভরদ্বাজেন গর্গেণ বিশ্বামিত্রেণ বৈ তথা ॥ ৬০
অগস্ত্যেন পুলস্ত্যেন ধৌম্যেন তু মহাত্মনা।
য ইদং পঠতে নিত্যং স্তোত্রং হরিহরাত্মকম্ ॥ ৬১
অরোগো বলবাংশ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
শ্রিয়ঞ্চ লভতে নিত্যং ন চ স্বর্গান্নিবর্ততে ॥ ৬২
অপুত্রো লভতে পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্।
গুর্বিণী শৃণুতে যা তু বরং পুত্রং প্রসূয়তে ॥ ৬৩
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ বিঘ্নানি চ বিনায়কাঃ।
ভয়ং তত্র ন কুর্বন্তি যত্রায়ং পঠ্যতে স্তবঃ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
হরি-হরাত্মক-স্তবো নাম
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

---

অন্ধকাসুর বধকারী মহাদেবকে এবং কৈটভ বিনাশকারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। সহস্র হস্তধারী শ্রীবিষ্ণুকে এবং অসংখ্য হস্তধারী শিবকে নমস্কার করি। ৫৪

সহস্র মস্তকধারী শ্রীহরিকে এবং বহু মস্তকধারী ভগবান্ শিবকে নমস্কার করি। দেব দামোদরকে এবং মুঞ্জমেখলাধারী শিবকে প্রণাম করি। ৫৫

ভগবান্ বিষ্ণু! আপনাকে নমস্কার করি। ভগবন্ শিব! আপনাকে প্রণাম করি। ভগবন্! মহাদেব! আপনাকে নমস্কার করি। দেবপূজিত পরমেশ্বর! আপনাকে প্রণাম করি। ৫৬

(হে পরমাত্মন্)! সামবেদ দ্বারা স্তুত এবং যজুর্বেদের সহিত সমন্বিত আপনাকে প্রণাম করি। হে দেবপূজিত! হে দেবশত্রুদিগের বিনাশকারী! আপনাকে নমস্কার করি। হে অমিতবিক্রমশালী! কর্মসমূহের পুরুষগণের কর্মস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার করি। হে স্বর্ণ কেশযুক্ত হৃষীকেশ! আপনাকে প্রণাম করি। ৫৭-৫৮

বেদবেত্তা ব্যাস, ধীমান্ নারদ, ভরদ্বাজ, গর্গ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, এবং মহাত্মা ধৌম্য প্রভৃতি সমস্ত মহর্ষিগণ কর্তৃক স্তুত ভগবান্ রুদ্র এবং বিষ্ণুর এই স্তবের দ্বারা যিনি স্তুতি করেন অথবা নিত্য হরিহরাত্মক এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি জগতে নীরোগ ও বলবান্ হইয়া থাকেন—ইহাতে সংশয় নাই। তাঁহার সর্বদা লক্ষ্মী লাভ হয় এবং স্বর্গ হইতে পুনরাবর্তন হয় না। ৫৯-৬২

এই স্তোত্র পাঠ করিলে অপুত্রকের পুত্র লাভ হয়, কুমারী কন্যা শ্রবণ করিলে উপযুক্ত পতি লাভ করে এবং গর্ভিণী স্ত্রী শ্রবণ করিলে উত্তম পুত্র প্রসব করে। ৬৩

যেখানে এই স্তব পাঠ হয়, সেখানে রাক্ষস, পিশাচ, কোন বিঘ্ন ও বিনায়ক ভয় উপস্থিত করেন না। ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে হরিহরাত্মক-স্তব-নামক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীকৃষ্ণ-কার্ত্তিকেয়য়োর্যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়স্য পরাজয়ঃ, কোটবীদেব্যা কার্ত্তিকেয়স্য রক্ষা, শ্রীকৃষ্ণ-বাণাসুরয়োর্যুদ্ধম্ শ্রীকৃষ্ণেন বাণাসুরস্য সহস্রবাহুচ্ছেদনম্, মহাদেবেন বাণাসুরায় 'মহাকালো ভবিষ্যসীতি' বরদানঞ্চ : ]

জনমেজয় উবাচ

অপযাতে ততো দেবে কৃষ্ণে চৈব মহাত্মনি ।
পুনস্তাসীৎ কথং যুদ্ধং পরেষাং লোমহর্ষণম্ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

কুম্ভাণ্ডসংগৃহীতে তু রথে তিষ্ঠন্ গুহস্তদা ।
অভিদ্রুতাব কৃষ্ণঞ্চ বলং প্রদ্যুম্নমেব চ ॥ ২
ততঃ শরশতৈরুগ্রৈস্তান্ বিব্যাধ রণে গুহঃ ।
অমর্ষরোষসংক্রুদ্ধঃ কুমারঃ প্রবরো নদন ॥ ৩
শরসংবৃতগাত্রাস্তে ত্রয়স্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ
শোণিতৌঘপ্লুতৈর্গাত্রৈঃ প্রাযুধ্যন্ত গুহং ততঃ ॥ ৪
ততস্তে যুদ্ধমার্গজ্ঞাস্ত্রয়স্ত্রিভিরনুত্তমৈঃ
বায়ব্যাগ্নেয়পার্জন্যৈর্বিভিদুর্দীপ্ততেজসঃ ॥ ৫
তানস্ত্রান্ ত্রিভিরেবাস্ত্রৈর্বিনিবার্য্য স পাবকিঃ ।
শৈলবারুণসাবিত্রৈস্তান্ স বিব্যাধ কোপবান্ ॥ ৬
তস্য দীপ্তশরৌঘস্য দীপ্তচাপধরস্য চ ।
শরৌঘানস্ত্রমায়াভির্গ্রসন্তি স্ম মহাত্মনঃ ।
যদা তদা গুহঃ ক্রুদ্ধঃ প্রজ্বলন্নিব তেজসা ॥ ৭
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম কালকল্পং দুরাসদম্ ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ সংখ্যে জগৃহে পাবকিঃ প্রভুঃ ॥ ৮
প্রযুক্তে ব্রহ্মশিরসি সহস্রাংশুসমপ্রভে ।
উগ্রে পরমদুর্দ্ধর্ষে লোকক্ষয়করে তথা ॥ ৯
হাহাভূতেষু সর্বেষু প্রধাবৎসু সমন্ততঃ ।
অস্ত্রতেজঃপ্রমূঢ়ে তু বিশ্বে জগতি প্রভুঃ ।
কেশবঃ কেশিমথনশ্চক্রং জগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥ ১০
সর্বেষামস্ত্রবীর্য্যাণাং বারণং ধারণং তথা
চক্রমপ্রতিচক্রস্য লোকে খ্যাতং মহাত্মনঃ ॥ ১১
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তেন নিষ্প্রভং কৃতমোজসা ।
ঘনৈরিবাতপাপায়ে সবিতুর্মণ্ডলং যথা ॥ ১২

## ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়ের পরাজয়, কোটবীদেবী কর্তৃক কার্ত্তিকেয়কে রক্ষা, শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুরের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন এবং মহাদেব কর্তৃক বাণাসুরকে 'মহাকাল' হইবার বরদান। ]

জনমেজয় বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! যখন মহাদেব ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তখন পুনরায় পক্ষদ্বয়ের রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ কিরূপ হইয়াছিল? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! তখন কার্ত্তিকেয় কুম্ভাণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রথে আরোহণ করিয়া একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও প্রদ্যুম্নের দিকে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হইলেন। ২

অনন্তর অমর্ষপূরিত শ্রেষ্ঠ দেবতা কুমার কার্ত্তিকেয় সিংহনাদ পূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শত উগ্র বাণ দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করিলেন। ৩

তাঁহারা তিন জন সর্বাঙ্গে বাণ দ্বারা আবৃত হইয়া এবং রক্তধারায় সর্বাঙ্গ রঞ্জিত হইয়া কুমার কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪

যুদ্ধমার্গসম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন সেই তিন উদ্দীপ্ত তেজস্বী বীর ক্রমশঃ বায়ব্য, আগ্নেয় এবং পার্জন্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কুমার কার্ত্তিকেয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। ৫

ক্রোধান্বিত অগ্নিনন্দন কার্ত্তিকেয় সেই তিন অস্ত্র যথাক্রমে পর্বত, বরুণ ও সাবিত্র নামক তিন অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করিয়া পুনঃ তিন বাণ দ্বারা ঐ তিন বীরকে আঘাত করিলেন। ৬

দীপ্তিমান্ ধনুর্দ্ধারী ও তেজস্বী বাণ বর্ষণকারী মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের বাণসমূহকে ঐ তিন বীর মায়াস্ত্রের দ্বারা বিনষ্ট করিলে ক্রোধান্বিত গুহ যেন আপন তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ৭

ওষ্ঠ দংশন পূর্বক পাবকনন্দন কার্ত্তিকেয় যুদ্ধক্ষেত্রে কালের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৮

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, উগ্র লোকসংহারকারী ব্রহ্মশির [illegible] অস্ত্র প্রযুক্ত হইলে সর্ব জীব হাহাকার শব্দ করিয়া চতুর্দিকে ধাবিত হইল ও অস্ত্রতেজে মোহিত হইয়া সমস্ত জগৎ [illegible] আচ্ছাদিত হইল। তখন পরম পরাক্রমী কেশিহন্তা ভগবান্ কেশব চক্র গ্রহণ করিলেন। সকল অস্ত্রের নিবারণকারী ও বিনাশকারী এবং যাঁহার সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের সেই চক্র জগতে প্রসিদ্ধ। ৯-১১

যেমন বর্ষাকালে মেঘে আচ্ছন্ন দিনে সূর্য্য প্রভাহীন হইয়া

ততো নিকৃত্ততাং যাতে নষ্টবীর্যো মহৌজসি
তস্মিন্ ব্রহ্মশিরস্যস্ত্রে ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩
গুহঃ প্রজ্বাল্য রণে হবিষেবাগ্নিরুত্থিতঃ ।
শত্রুঘ্নীং জ্বলিতাং দিব্যাং শক্তিং জগ্রাহ কাঞ্চনীম্ ॥ ১৪
অমোঘাং দয়িতাং ঘোরাং সর্বলোকভয়াবহাম্ ।
তাং প্রদীপ্তাং মহোল্কাভাং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভাম্ ।
ঘণ্টামালাকুলাং দিব্যাং চিক্ষেপ কুপিতো গুহঃ ॥ ১৫
ননাদ বলবচ্চাপি নাদং শত্রুভয়ঙ্করম্ ।
সা চ ক্ষিপ্তা তদা তেন ব্রহ্মণ্যেন মহাত্মনা ॥ ১৬
জ্বলমানেব গগনে সম্প্রদীপ্তমুখী তদা ।
অধাবত মহাশক্তিঃ কৃষ্ণস্য বধকাঙ্ক্ষিণী ॥ ১৭
তূষ্ণীং বিষণ্ণঃ শক্রোঽপি সর্বামরগণৈর্বৃতঃ
শক্তিং প্রজ্বলিতাং দৃষ্ট্বা হতঃ কৃষ্ণেতি চাব্রবীৎ ॥ ১৮
তাং সমীপমনুপ্রাপ্তাং মহাশক্তিং মহাদ্যুতে ।
হুঙ্কারেণৈব নির্ভর্ৎস্য পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৯
পাতিতায়াং মহাশক্ত্যাং সাধু সাধ্বিতি সর্বশঃ ।
সিংহনাদং ততশ্চক্রুঃ সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ২০
ততো দেবেষু নর্দৎসু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
পুনশ্চক্রং স জগ্রাহ দৈত্যান্তকরণং রণে ॥ ২১
ব্যাবিধ্যমানে চক্রে তু কৃষ্ণেনাপ্রতিমৌজসা ।
কুমাররক্ষণার্থায় বিভ্রতী সুতনুং তদা ॥ ২২
দিগ্বাসা দেববচনাৎ প্রবিষ্টা তত্র কোটবী ।
লম্বমানা মহাভাগা ভাগা দেব্যাস্তথাষ্টমঃ ।
চিত্রা কনকশক্তিস্তু সা চ নগ্না স্থিতান্তরে ॥ ২৩
অথান্তরাৎ কুমারস্য দেবীং দৃষ্ট্বা হ্যধোক্ষজঃ ।
পরাঙ্মুখস্ততো বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২৪

শ্রীভগবানুবাচ

অপগচ্ছাপগচ্ছ ত্বং ধিক্ ত্বামিতি চোঽব্রবীৎ
কিমেবং কুরুষে বিঘ্নং নিশ্চিতস্য বধং প্রতি ॥ ২৫

---

যায়, সেইরূপ আপন পরাক্রমে ঐ চক্র ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রকে নিস্তেজ করিয়া দিলেন ॥ ১১

ঘৃতাহুতিতে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মহান্ শক্তিশালী ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র রণভূমিতে (চক্রের দ্বারা) নিস্তেজ হইলে কার্তিকেয় ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৩

তারপর কার্তিকেয় অমোঘ, ভয়ঙ্কর, সকলের ভয়োৎপাদনকারী, প্রজ্বলিত, শত্রুসংহারে সমর্থ, উল্কার ন্যায় প্রদীপ্ত, প্রলয়কালের অগ্নিতুল্য, ঘণ্টা ও মালায় অলঙ্কৃত সুবর্ণময়ী দিব্য এবং প্রিয় শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া শত্রুগণের ত্রাসদানকারী সিংহনাদ করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪-১৫

ব্রাহ্মণভক্ত মহাত্মা কার্তিকেয় দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি আকাশে বর্ধিত হইল এবং তাহার মুখভাগ প্রজ্বলিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের বধের ইচ্ছায় সেই মহাশক্তি তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥ ১৬-১৭

সেই প্রজ্বলিত শক্তিকে দেখিয়া সকল দেবগণের দ্বারা পরিবৃত ইন্দ্র অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং বলিয়াছিলেন—"হায়! শ্রীকৃষ্ণ হত হইলেন" ॥ ১৮

পরন্তু ঐ মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিকট আগত মহাশক্তিকে হুঙ্কারের দ্বারাই তিরস্কৃত করিয়া পৃথিবীতে নিপাতিত করিয়া দিলেন ॥ ১৯

সেই মহাশক্তি ধরাশায়িনী হইলে চতুর্দিকে 'সাধু, সাধু' এই ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

দেবতাগণ যখন সিংহনাদ করিতেছিলেন, তখন প্রতাপবান্ বাসুদেব রণভূমিতে দৈত্যবিনাশকারী চক্র পুনর্বার গ্রহণ করিলেন ॥ ২১

অপ্রতিম বলশালী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চক্র ঘূর্ণিত হইলে কুমারের রক্ষণের নিমিত্ত মহাদেবের আজ্ঞায় কোটবী সুন্দর শরীর ধারণপূর্বক দিগ্বসনা অর্থাৎ নগ্ন হইয়া রণভূমিতে প্রবেশ করিলেন। দেবী পার্বতীর অষ্টম ভাগ এই নগ্না কোটবী ও বিচিত্র সুবর্ণময়ী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও কুমারের মধ্যে দৃঢ়প্রদেশে নিরাধার হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২২-২৩

কুমারের ও কুমারের মধ্যে দেবীকে অবস্থান করিতে দেখিয়া মহাবাহু মধুসূদন পরাঙ্মুখ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"অপসৃত হও, অপসৃত হও, তোমাকে ধিক্। শত্রুবধে দৃঢ়নিশ্চয় আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছ" ? ২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমেব বচনঃ তস্য কোটবী তু তদা বিভোঃ
নৈব বাসঃ সমাধত্ত কুমারপরিরক্ষণাৎ ॥ ২৬

শ্রীভগবানুবাচ।

অপবাহ্য গুহং শীঘ্রমপযাহি রণাজিরাৎ।
স্বস্তি ক্ষেমং ভবেদত্র যোৎস্যতো যোৎস্যতা ময়া ॥ ২৭
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা স্থিতাং দেবো হরিঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
সঞ্জহার ততশ্চক্রং ভগবান্ বাসবানুজঃ ॥ ২৮
এবং কৃতে তু কৃষ্ণেন দেবদেবেন ধীমতা।
অপবাহ্য গুহং দেবী স্কন্দসাহিত্যমাগতা ॥ ২৯
এতস্মিন্নন্তরে চৈব বর্তমানে মহাভয়ে।
কুমারে রক্ষিতে দেব্যা বাণস্তং দেশমাযযৌ ॥ ৪০
অপযাতং গুহং দৃষ্ট্বা মুক্তং কৃষ্ণেন সংযুগাৎ।
বাণশ্চিন্তয়তে তত্র অদ্য যোৎস্যামি মাধবম্ ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ

ভূত-যক্ষগণাশ্চৈব বাণানীকঞ্চ সর্বশঃ।
দিশঃ প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে ভয়াদুদ্বিগ্নলোচনাঃ ॥ ৩২
প্রমথগণভূয়িষ্ঠে সৈন্যে দীর্ণে মহাসুরঃ
নির্জগাম ততো বাণো যুদ্ধায়াভিমুখস্তদা ॥ ৩৩
ভীমপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্দৈত্যেন্দ্রৈঃ সুমহারথৈঃ।
মহাবলৈর্মহাবীর্যৈর্বজ্রীব সুরসত্তমৈঃ ॥ ৩৪
পুরোহিতাঃ শক্রবধং বদন্ত-
স্তথৈব চান্যে শ্রুতশীলবৃত্তাঃ।
জপৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ তথৌষধীভি-
র্মহাত্মনঃ স্বস্ত্যয়নং প্রচক্রুঃ ॥ ৩৫
ততস্তূর্যপ্রণাদৈশ্চ ভেরীণাং তু মহাস্বনৈঃ।
সিংহনাদৈশ্চ দৈত্যানাং বাণঃ কৃষ্ণমভিদ্রবৎ ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা বাণং তু নির্যান্তং যুদ্ধায়ৈব ব্যবস্থিতম্।
আরুহ্য গরুড়ং কৃষ্ণো বাণস্যাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৭
আয়ান্তমথ তং দৃষ্ট্বা যদূনামৃষভং রণে
বৈনতেয়সমারূঢ়ং কৃষ্ণমপ্রতিমৌজসম্ ॥ ৩৮

---

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও কুমারের রক্ষণের নিমিত্ত কোটবী অঙ্গে বস্ত্র ধারণ করেন নাই। ২৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন—রণস্থল হইতে কার্তিকেয়কে লইয়া শীঘ্র অপসৃত হও। এইরূপ করিলে আমার সহিত যুদ্ধরত কার্তিকেয়ের আজ কল্যাণ হইবে। ২৭

কোটবীকে যুদ্ধস্থলে বিদ্যমানা দেখিয়া ইন্দ্রের অনুজ ভগবান্ শ্রীহরি আপন চক্রকে নিবর্তিত করিয়া লইলেন। ২৮

দেবাদিদেব বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ করিলে কোটবী কার্তিকেয়কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া মহাদেবের নিকট চলিয়া গেলেন। ২৯

ইতিমধ্যে মহাভয় উপস্থিত হইলে এবং দেবী কোটবী কার্তিকেয়কে রক্ষা করিলে বাণাসুর সেই স্থানে আগমন করিলেন। ৩০

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া কার্তিকেয়কে চলিয়া যাইতে দেখিয়া "আমি মাধবের সহিত যুদ্ধ করিব"—বাণ এইরূপ চিন্তা করিলেন। ৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! তখন ভূত ও যক্ষসমূহ এবং বাণাসুরের সমস্ত সৈন্যগণ ভয়কাতর নেত্রে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৩২

যে সৈন্যবাহিনীতে প্রমথগণের আধিক্য ছিল, তাহারাও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে জানিয়া যুদ্ধের জন্য সম্মুখে বাণাসুর সত্বর বহির্গত হইলেন। ৩৩

বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ শ্রেষ্ঠ দেবগণ দ্বারা পরিবৃত থাকেন, সেইরূপ ভীষণ অস্ত্রধারী, ঘোর, মহাবলী, মহাবীর এবং মহারথী দৈত্যপতিগণ কর্তৃক বাণাসুর পরিবৃত ছিলেন। ৩৪

শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধ পুরোহিতগণ ও অন্য [illegible] শত্রু-বধের আশীর্বাদ দান করিতে করিতে জপ, [illegible] দ্বারা ঐ মহামনা দৈত্যরাজের স্বস্ত্যয়ন করিলেন। ৩৫

অনন্তর বাদ্যধ্বনি, রণভেরীর শব্দ ও দৈত্যগণের সিংহনাদের সহিত বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। ৩৬

যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় বাণাসুরকে বহির্গত দেখিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন। ৩৭

অপ্রতিম বলশালী যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে গরুড়ে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া বাণাসুর তিনি [illegible]

অথ বাণস্তু তং দৃষ্ট্বা প্রমুখে প্রত্যুপস্থিতম্
উবাচ বচনং ক্রুদ্ধো বাসুদেবং তপস্বিনম্ ॥ ৩৯

বাণ উবাচ

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মেঽস্ত ত্বং জীবন্ প্রতিগমিষ্যসি ।
দ্বারকাং দ্বারকাস্থাংশ্চ সুহৃদো দ্রক্ষ্যসে ন চ ॥ ৪০
সুবর্ণবর্ণান্ বৃক্ষাগ্রানদ্য দ্রক্ষ্যসি মাধব
মত্তাভিভূতঃ সমরে মুমূর্ষুঃ কালচোদিতঃ ॥ ৪১
অষ্টবাহুসহস্রেণ কথমষ্টভুজো রণে ।
ময়া সহ সমাগম্য যোৎস্যসে গরুড়ধ্বজ ॥ ৪২
অদ্য ত্বং বৈ ময়া যুদ্ধে নির্জিতঃ সহবান্ধবঃ ।
দ্বারকাং শোণিতপুরে নিহতঃ সংস্মরিষ্যসি ॥ ৪৩
নানাপ্রহরণোপেতং নানাভরণভূষিতম্ ।
অদ্য বাহুসহস্রং মে কোটিভূতং নিশাময় ॥ ৪৪
গর্জতস্তস্য বাক্যৌঘা জলৌঘা ইব নিঃসৃতাঃ
নিশ্চরন্তি মহাঘোরা বাতোদ্ধূতা ইবার্ণবাঃ ॥ ৪৫
রোষপর্যাকুলে চৈব নেত্রে তস্য বভূবতুঃ ।
জগদ্দিধক্ষুরিব যে মহাসূর্যা ইবোদিতৌ ॥ ৪৬
তচ্ছ্রুত্বা নারদস্তস্য বাণস্যাত্যূর্জিতং বচঃ ।
জহাস সুমহাহাসং ভিন্দন্নিব নভস্তলম্ ॥ ৪৭
যোগপট্টমুপাশ্রিত্য তস্থৌ যুদ্ধদিদৃক্ষয়া
কৌতূহলোৎফুল্লদৃশঃ কুর্বন্ পর্যটতে মুনিঃ ॥ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

বাণ কিং গর্জসে মোহাচ্ছূরাণাং নাস্তি গর্জিতম্ ।
এহ্যেহি যুধ্যস্ব রণে কিং বৃথা গর্জিতেন তে ॥ ৪৯
যদি কৃত্যানি বচনৈঃ সিধ্যেয়ুর্দিতিনন্দন ।
ভবানেব জয়েন্নিত্যং বহ্বদ্ধং প্রজল্পতি ॥ ৫০
এহ্যেহি জয় মাং বাণ জিতো বা বসুধাতলে ।
চিরায়াবাঙ্মুখো দীনঃ পতিতঃ শেষ্যসেঽসুরৈঃ ॥ ৫১
ইত্যেবমুক্ত্বা বাণং তু মর্মভেদিভিরাশুগৈঃ ।
নিবিভেদ তদা কৃষ্ণস্তপনীয়ৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৫২
বিনির্ভিন্নস্তু কৃষ্ণেন মার্গণৈর্মর্মভেদিভিঃ
অস্যন্ বাণস্ততঃ কৃষ্ণং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৫৩

---

উপস্থিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া তেজস্বান্ বাসুদেবকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন । ৩৮-৩৯

বাণাসুর বলিলেন—আজ আমার সম্মুখে অবস্থান কর, অবস্থান কর । এখন আর জীবন লইয়া দ্বারকায় যাইতে পারিবে না এবং দ্বারকাস্থিত সুহৃদগণকেও দেখিতে পাইবে না । ৪০

হে মাধব ! আজ সমরাঙ্গনে আমার দ্বারা পরাভূত হইয়া তুমি কালের নিকট প্রেরিত হইবে এবং মুমূর্ষু হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগ স্বর্ণবর্ণ ( হরিদ্বর্ণ ) দেখিবে । ৪১

হে গরুড়ধ্বজ ! তোমার অষ্ট বাহু লইয়া সমরভূমিতে সহস্র-বাহু আমার সহিত কি ভাবে যুদ্ধ করিবে ? ৪২

আজ বন্ধুবর্গের সহিত রণভূমিতে আমার দ্বারা পরাজিত হইবে এবং শোণিতপুরে নিহত হইবে এবং দ্বারকার কথা স্মরণ করিবে । ৪৩

দেখ, নানাবিধ অস্ত্রযুক্ত ও নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত এই আমার সহস্র বাহু আজ কিভাবে কোটি বাহুর সমান হইয়া যাইবে । ৪৪

গর্জনকারী দৈত্যরাজের মুখ হইতে সেই ভয়ঙ্কর বাক্য-সমূহ যেন বায়ুর তাড়নায় সমুদ্র হইতে উত্থিত জলপ্রবাহ ও তরঙ্গমালার ন্যায় নির্গত হইতেছিল । ৪৫

তাহার দুই চক্ষু ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়াছিল । মনে হইতেছিল যেন জগৎকে দগ্ধ করিবার জন্য বিশাল সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়াছে । ৪৬

বাণাসুরের সেই গর্বিত কথা শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ যেন নভস্তল বিদীর্ণ করিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন । ৪৭

মুনিবর যোগপট্ট আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছায় আকাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উৎফুল্ল হইয়া কৌতূহল নেত্রে আকাশে পর্যটন করিতেছিলেন । ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে বাণ ! তুমি মোহবশতঃ গর্জন করিতেছ । বীরগণ এইভাবে গর্জন করেন না । এস ! এস যুদ্ধ কর । বৃথা গর্জনে কি লাভ ? ৪৯

হে দিতিনন্দন ! যদি বাক্যের দ্বারা যুদ্ধে সফলতা লাভ হয়, তবে তুমি বিজয়ী ; কারণ, তুমি অনেক অসংলগ্ন বাক্য বলিয়াছ । ৫০

হে বাণ ! এস, হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর অথবা নিম্নমুখী হইয়া দীনের ন্যায় সমস্ত অসুরগণের সহিত চিরকালের জন্য ধরণীতলে শায়িত হও । ৫১

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রগামী মর্মভেদী অমোঘ মহাবাণ-সমূহের দ্বারা বাণাসুরকে আঘাত করিলেন । ৫২

শ্রীকৃষ্ণের মর্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বাণাসুর হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণজাল বিকীর্ণ করিলেন । ৫৩

অলাতৈরিব সংযুক্তং তস্মিন্ যুদ্ধে সুদারুণে।
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈর্গদা-তোমর-শক্তিভিঃ ॥ ৫৪
মুসলৈঃ পট্টিশৈশ্চৈব চ্ছাদয়ামাস কেশবম্।
স তু বাহুসহস্রেণ গর্বিতো দৈত্যসত্তমঃ ॥ ৫৫
যোধয়ামাস সমরে বিবাহমথ লীলয়া।
বাণবাক্যস্য কৃষ্ণস্য বলিপুত্রঃ ক্রুধান্বিতঃ ॥ ৫৬
ততোঽস্ত্রং পরমং দিব্যং তপসা নির্মিতং মহৎ।
যদপ্রতিহতং যুদ্ধে সর্বামিত্রবিনাশনম্ ॥ ৫৭
ব্রহ্মণা বিহিতং দিব্যং তন্মুমোচ দিতেঃ সুতঃ
তস্মিন্ মুক্তে দিশঃ সর্বাস্তমঃপিহিতমণ্ডলাঃ ॥ ৫৮
প্রাদুরাসন্ সহস্রাণি দুর্ঘোরাণি চ সর্বশঃ।
তমসা সংবৃতে লোকে ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫৯
সাধু সাধ্বিতি বাণং তু পূজয়ন্তি স্ম দানবাঃ।
হা হা ধিগিতি দেবানাং শ্রূয়তে বাগুদীরিতা ॥ ৬০
ততোঽস্ত্রবলবেগেন সাক্ষিপ্তাঃ সুদারুণাঃ
ঘোররূপা মহাঘোরা নিপেতুর্বাণবৃষ্টয়ঃ ॥ ৬১
নৈব বাতাঃ প্রবায়ন্তি ন মেঘাঃ সঞ্চরন্তি চ।
অস্ত্রে বিসৃষ্টে বাণেন দহ্যমানে চ কেশবে ॥ ৬২
ততোঽস্ত্রং সুমহাবেগং জগ্রাহ মধুসূদনঃ।
পার্জন্যং নাম ভগবান্ কালান্তকনিভং রণে ॥ ৬৩
ততো বিতিমিরে লোকে শরাগ্নিঃ প্রশমং গতঃ।
দানবা ঘোরসত্ত্বাঃ সর্বেঽভূবংস্তদা ভৃশম্ ॥ ৬৪
দানবাস্ত্রং প্রশান্তং তু পার্জন্যাস্ত্রেঽভিমন্ত্রিতে।
ততো দেবগণাঃ সর্বে নদন্তি চ হসন্তি চ ॥ ৬৫
হতে শস্ত্রে মহারাজ দৈতেয়ঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ভূয়ঃ স ছাদয়ামাস কেশবং গরুড়ে স্থিতম্ ॥ ৬৬
মুসলৈঃ পট্টিশৈশ্চৈব চ্ছাদয়ামাস কেশবং
তস্য তাং তরসা সর্বাং বাণবৃষ্টিং সমুদ্ধতাম্ ॥ ৬৭
প্রহসন্ বারয়ামাস কেশবঃ শত্রুসূদনঃ।
কেশবস্য তু বাণেন বর্তমানে মহাহবে ॥ ৬৮
তস্য শার্ঙ্গবিনির্মুক্তৈঃ শরৈরশনিসন্নিভৈঃ।
ভিন্নশস্ত্ররথং চক্রে সোঽশ্বধ্বজপতাকিনম্ ॥ ৬৯

সেই অত্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধে প্রজ্বলিত বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বাণাসুর পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে পরিঘ, খড়্গ, গদা, তোমর, শক্তি, মুসল এবং পট্টিশ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। ৫৪।

সেই সহস্র বাহুর দ্বারা গর্বিত দৈত্যরাজ ক্রীড়া পূর্বক বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রণভূমিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫৫।

শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রনৈপুণ্যে বাণাসুর ক্রুদ্ধ হইলেন। তপস্যার দ্বারা নির্মিত এবং পরম দিব্য এক অস্ত্র যাহা ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত এবং যাহা যুদ্ধে অপ্রতিহত ও শত্রুবিনাশকারী, সেই অস্ত্র দিতিসুত বলিপুত্র বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণের উপর বর্ষণ করিলেন। ৫৬-৫৭।

সেই অস্ত্র মুক্ত হইলে সমস্ত দিগ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। সর্বত্র সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর অমঙ্গল চিহ্ন দেখা দিল। ৫৮।

তখন সমস্ত দিক্ আচ্ছাদিত হইলে আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই। সমস্ত দানব 'সাধু, সাধু' বলিয়া বাণাসুরের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং 'হায়, ধিক্' এইরূপ বাণী দেবগণের মধ্যে উত্থিত হইতে শুনা যাইল। ৫৯-৬০

অনন্তর অস্ত্রবলে, বেগে ও তেজে যুক্ত বাণসমূহের ভয়ঙ্কর ভাবে ও মহাবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল। ৬১

বাণাসুরের বাণবর্ষণে কেশব যেন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইল এবং মেঘের সঞ্চরণও স্তব্ধ হইয়া গেল। ৬২

তখন ভগবান্ মধুসূদন রণভূমিতে কালান্তকের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও মহান্ বেগশালী পার্জন্য নামক অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৬৩

এই অস্ত্রের প্রয়োগে জগতের অন্ধকার বিনষ্ট হইল, বাণাসুরের বাণাগ্নি নির্বাপিত হইল এবং দৈত্যগণের সকলের দৃপ্ততা নষ্ট হইয়া যাইল। ৬৪

পার্জন্যাস্ত্র অভিমন্ত্রিত হইলে দানবাস্ত্র শান্ত হইল। তখন দেবতাগণ সিংহনাদ করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ৬৫

হে মহারাজ! নিজের অস্ত্র ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ঐ দৈত্য ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া উঠিল এবং পুনঃ গরুড়ের উপর উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে মুসল ও পট্টিশে আচ্ছাদিত করিল। ৬৬

শত্রুসূদন কেশব ঐ সমস্ত বেগপূর্ণ বাণের বর্ষণ হাসিতে হাসিতে নিবারণ করিয়া দিলেন। ৬৭

ঐ যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গধনু হইতে বিনির্মুক্ত বজ্রতুল্য বাণসমূহের দ্বারা বাণাসুরের অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা সহ রথ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খণ্ডিত হইয়া যাইল। ৬৮-৬৯

ছিচ্ছেদ কবচং কায়াৎ কূটঞ্চ মহাপ্রভম্
কার্ম্মুকঞ্চ মহাতেজা হস্তাবাপঞ্চ কেশবঃ ॥ ৭০
বিব্যাধ চৈনমুরসি নারাচেন স্ময়ন্নিব
স মর্ম্মাভিহতঃ সংখ্যে প্রমুমোহাল্পচেতনঃ ॥ ৭১
তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং বাণং প্রহারপরিপীড়িতম্ ।
প্রাসাদবরশৃঙ্গস্থো নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭২
উত্থায়াপশ্যত তদা কক্ষাস্ফোটনতৎপরঃ
বাদয়ানো নখাংশ্চৈব দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ৭৩
অহো মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
দৃষ্টং মে যদিদং চিত্রং দামোদরপরাক্রমম্ ॥ ৭৪
জহি বাণং মহাবাহো দৈতেয়ং দেবকিল্বিষম্ ।
যদর্থমবতীর্ণোঽসি তৎ কর্ম্ম সফলীকুরু ॥ ৭৫
এবং স্তুবন্ তদা দেবং বাণৈঃ খং দ্যোতয়ন্ শিতৈঃ ।
ইতস্ততঃ সম্পতদ্ভির্নারদো ব্যচরদ্ রণে ॥ ৭৬
কেশবস্য তু বাণেন বর্ত্তমানে মহাভয়ে
প্রবৃত্তাঃ কলহৌ তত্র তাবন্যোন্যমভিদ্রুতৌ ।
যুদ্ধং তদ্বদ্ বাহনয়োরুভয়োর্দেব-দৈত্যয়োঃ ॥ ৭৭
গরুড়স্য চ সংগ্রামো ময়ূরস্য চ ধীমতঃ ।
পক্ষতুণ্ডপ্রহারৈস্তু চরণাঙ্গনখৈস্তথা ॥ ৭৮
অন্যোন্যং জঘ্নতুঃ ক্রুদ্ধৌ ময়ূর-গরুড়াবুভৌ ।
বৈনতেয়স্ততঃ ক্রুদ্ধো ময়ূরং দীপ্ততেজসম্ ॥ ৭৯
জগ্রাহ শিরসি ক্ষিপ্রং তুণ্ডেনাভিপত্য তদা ।
উৎক্ষিপ্য চৈব পক্ষাভ্যাং নিজঘান মহাবলঃ ॥ ৮০
পদ্ভ্যাং পার্শ্বাভিঘাতাভ্যাং কৃত্বা ঘাতাননেকশঃ ।
আকৃষ্য চৈনং তরসা বিকৃষ্য চ মহাবলঃ ॥ ৮১
নিঃসংজ্ঞং পাতয়ামাস গগনাদিব ভাস্করম্ ।
ময়ূরে পতিতে তস্মিন্ পপাতাভিবলো ভুবি ॥ ৮২
বাণঃ সমরসংবিগ্নশ্চিন্তয়ন্ কার্য্যমাত্মনঃ
যথাতিবলবত্তেন ন কৃতং সুহৃদাং বচঃ ॥ ৮৩
পশ্যতাং দেবদৈত্যানাং প্রাপ্তোঽস্ম্যাপদমুত্তমাম্ ।
তং দীনমনসং জ্ঞাত্বা রণে বাণং সুবিক্লবম্ ॥ ৮৪

---

তারপর মহাতেজস্বী কেশব তাঁহার শরীরের কবচ, মস্তকের মহোজ্জ্বল মুকুট, শক্তিমান ধনুঃ এবং হস্তাবরণ কর্ত্তন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বক্ষোদেশ নারাচ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭০॥

যুদ্ধস্থলে মর্ম্মস্থলে আঘাত লাভ করিয়া ও চেতনাহীন হইয়া বাণাসুর মোহ প্রাপ্ত হইলেন। পীড়িত বাণাসুরকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাঁহার প্রাসাদশিখরে স্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ হস্তে তাল দান করিতে করিতে এবং নখবাদ্য করিতে করিতে বলিলেন—"অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য!" ॥ ৭১-৭৩

অহো! আজ আমার জন্ম সফল হইল। জীবনও সফল হইল। যেহেতু আজ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিলাম" ॥ ৭৪

"হে মহাবাহু! আজ আপনি দেবদ্রোহী দৈত্য বাণাসুরকে পরাজিত করুন এবং যে জন্য আপনার এই অবতার, তাহা সফল করুন" ॥ ৭৫

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে ঐ সময় আকাশকে প্রকাশিত করিতে করিতে এদিক ওদিকে পতিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের সহিত নারদ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬

বাণাসুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ভীষণ যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ কখনও কখনও অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিল। কখনও বা দেব ও দৈত্যপক্ষের বাহনের সহিত বাহনের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৭৭

বুদ্ধিমান্ গরুড় ও ময়ূরের মধ্যে পক্ষের দ্বারা, চঞ্চুর সাহায্যে, চরণ ও নখের প্রহার দ্বারা যুদ্ধ চলিতেছিল ॥ ৭৮

ময়ূর ও গরুড় উভয়ে উভয়কে ক্রোধে আঘাত করিতেছিল। অনন্তর গরুড় কোপপূর্ব্বক উড়িয়া আসিয়া চঞ্চু দ্বারা উদ্দীপ্ত তেজস্বী ময়ূরের মস্তক ত্বরিত গতিতে গ্রহণ করিলেন এবং পক্ষের সাহায্যে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আঘাত হানিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৯-৮০

চরণের সাহায্যে উভয় পার্শ্বে মহাবল গরুড় বার বার আঘাত পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আবার দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং যেন আকাশ হইতে সূর্য্য পতিত হইতেছে এইরূপে নিচে ফেলিয়া দিলেন ॥ ৮১

পৃথিবীতলে ময়ূর পতিত হইলে যুদ্ধে কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উদ্বিগ্নচিত্ত বাণাসুরও ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৮২

(বাণাসুর অনুশোচনা করিতে লাগিলেন) "অহো! আমি অভিবলে উন্মত্ত হইয়া সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করি নাই, তাই আজ দেব ও দৈত্যের চক্ষুর সম্মুখে ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছি ॥ ৮৩

চিন্তয়ন্নেব ভগবান্ ক্রুদ্ধো বাণরক্ষণমাতুরঃ ।
ততো নন্দীং মহাদেবঃ প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা ॥ ৮৫

নন্দিকেশ্বর যাহি ত্বং যতো বাণো রণে স্থিতঃ ।
রথেনানেন দিব্যেন সিংহযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৮৬

বাণং সংযোজয়াশু ত্বমনেন যুদ্ধায় ধাবন ।
প্রমথগণমধ্যেঽহং স্থাস্যামি ন হি মে মনঃ ॥ ৮৭

যোদ্ধুং প্রভবতে তস্য বাণঃ সংরক্ষ্য সমাস্তাম্ ।
তথেত্যুক্ত্বা ততো নন্দী রথেন রথিনাংবরঃ ॥ ৮৮

যতো বাণস্ততো গত্বা বাণমাহ শনৈরিদম্ ।
দৈত্যাস্থ্য রথমাতিষ্ঠ শীঘ্রমেহি মহাবল ॥ ৮৯

ততো যুধ্যস্ব কৃষ্ণং বৈ দানবান্তকরং রণে
আরুরোহ রথং বাণো মহাদেবস্য ধীমতঃ ॥ ৯০

আরূঢ়ঃ স তু বাণস্তু তং রথং ব্রহ্মনির্মিতম্ ।
তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় তবস্থানিতাত্তকমঃ ॥ ৯১

প্রাক্ষ্চক্রে মহারৌদ্রমস্ত্রং সর্বাস্ত্রঘাতনম্ ।
দীপ্তং ব্রহ্মশিরো নাম বাণঃ ক্রুদ্ধোঽতিবীর্যবান্ ॥ ৯২

প্রদীপ্তে ব্রহ্মশিরসি লোকঃ ক্ষোভমুপাগমৎ
লোকসংরক্ষণার্থে বৈ তৎ সৃষ্টং ব্রহ্মযোনিনা ॥ ৯৩

তচ্চক্রেণ নিহত্যাস্ত্রং প্রাহ কৃষ্ণস্তরস্বিনম্ ।
লোকে প্রখ্যাতযশসং বাণমপ্রতিমং রণে ॥ ৯৪

কত্থিতানি ক তে তাত বাণ কিং ন বিকত্থসে ।
অয়মস্মি স্থিতো যুদ্ধে যুধ্যস্ব পুরুষো ভব ॥ ৯৫

কার্তবীর্যার্জুনো নাম পূর্বং বাহুসহস্রবান্
মহাবলঃ স রামেণ দ্বিবাহুঃ সমরে কৃতঃ ॥ ৯৬

তথা তবাপি দর্পোঽয়ং বাহুনাং বীর্যসম্ভবঃ ।
এষ তে দর্পশমনং করোমি রণমূর্ধনি ॥ ৯৭

যাবত্তে দর্পশমনং করোম্যত্র স্ববাহুনা ।
তিষ্ঠেদানীং ন মেঽদ্য ত্বং মোক্ষ্যসে রণমূর্ধনি ॥ ৯৮

অথ তদ্ দুর্লভং দৃষ্ট্বা যুদ্ধং পরমদারুণম্
তত্র দেবাসুরসমে যুদ্ধে নৃত্যতি নারদঃ ॥ ৯৯

নির্জিতাশ্চ গণাঃ সর্বে প্রদ্যুম্নেন মহাত্মনা ।
নিক্ষিপ্তবাদা যুদ্ধস্য দেবদেবং গতাঃ পুনঃ ॥ ১০০

---

ভগবান্ রুদ্র বাণাসুরকে যুদ্ধে অত্যন্ত পীড়িত ও আকুল জানিতে পারিয়া আকুলভাবে পূর্বক তাঁহাকে রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৮৫

তারপর মহাদেব গম্ভীর বাক্যে নন্দীকে বলিলেন—"নন্দিকেশ্বর! সিংহযুক্ত এই উজ্জ্বল ও দিব্য রথ লইয়া রণভূমিতে বাণাসুরের নিকট যাও এবং হে নিষ্পাপ! শীঘ্র যুদ্ধের জন্য সর্বাগ্রে এই রথটি বাণাসুরের সঙ্গে সংযুক্ত কর। ৮৬-৮৭

"আমি প্রমথগণের মধ্যে থাকিব, আজ আমার মন যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হইতেছে না। যাও, বাণাসুরকে রক্ষা কর"। ৮৭

'তাহাই হউক'—এই বলিয়া রথিশ্রেষ্ঠ নন্দিকেশ্বর রথের সাহায্যে যে স্থানে বাণাসুর ছিল, সেই স্থানে গমন পূর্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—হে মহাবলী দৈত্য! তুমি শীঘ্র আসিয়া এই রথে আরোহণ পূর্বক দানববিনাশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর। ৮৮-৮৯

নন্দিকেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণাসুর ধীমান্ মহাদেবের রথে আরোহণ করিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত তেজস্বী মহাদেবের রথে উপবেশন পূর্বক অত্যন্ত পরাক্রমী বাণাসুর কোপ প্রকাশ করিলেন এবং সকল অস্ত্রের বিনাশকারী মহাভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৯০-৯২

ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক লোকসংরক্ষণের নিমিত্ত সৃষ্ট এই ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রদীপ্ত দেখিয়া সম্পূর্ণ জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ চক্রের দ্বারা ঐ অস্ত্র বিনষ্ট করিয়া বেগশালী, বিশ্ববিখ্যাত ও যশস্বী এবং রণক্ষেত্রে অনুপম শক্তিশালী বাণাসুরকে বলিতে লাগিলেন। ৯৩-৯৪

"তাত! তোমার আত্মপ্রশংসার কথা কোথায়? কেনই বা তুমি সেই গর্ব বাক্য বলিতেছ না? এই আমি যুদ্ধে অবস্থান করিতেছি, তুমি পুরুষের মত যুদ্ধ কর। ৯৫

কার্তবীর্যার্জুন পূর্বকালে সহস্রবাহুযুক্ত ছিল, কিন্তু পরশুরাম সমরাঙ্গনে সেই মহাবলীকে দ্বিবাহু করিয়া দিয়াছিলেন। ৯৬

সেইরূপ তোমার যে দর্প এবং সহস্রবাহু উৎপন্ন বল-পরাক্রম রণক্ষেত্রে তোমার সেই দর্প চূর্ণ করিব। ৯৭

আমি স্ববাহু দ্বারা যতক্ষণ তোমার দর্প চূর্ণ না করি, ততক্ষণ তুমি অবস্থান কর। আজ রণক্ষেত্রে তোমাকে জীবিত রাখিব না। ৯৮

তদনন্তর দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় সমরাঙ্গনে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুতপূর্ব যুদ্ধ দেখিয়া দেবর্ষি নারদ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯৯

মহাত্মা প্রদ্যুম্ন কর্তৃক সমস্ত রুদ্রগণ পরাজিত হইলেন এবং যুদ্ধে বাদবিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা পুনঃ দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ১০০

স তচ্চক্রং সহস্রারং নবমেব ইবোত্থিতে ।
জগ্রাহ কৃষ্ণস্ত্বরিতো বাণান্তকরণং রণে ॥ ১০১

তেজো যজ্জ্যোতিষাং চৈব তেজো বহ্নানিলেস্তথা ।
সুরেশস্য চ যত্তেজস্তচ্চক্রে পর্যবস্থিতম্ ॥ ১০২

ত্রেতাগ্নেশ্চৈব যত্তেজো যচ্চ বৈ ব্রহ্মচারিণাম্ ।
ঋষীণাঞ্চ তপো জ্ঞানং তচ্চক্রে সমবস্থিতম্ ॥ ১০৩

পতিব্রতানাং যত্তেজঃ প্রাণাশ্চ মৃগপক্ষিণাম্ ।
বলঞ্চ চক্রধরেষ্বেতি তচ্চক্রে সন্নিবেশিতম্ ॥ ১০৪

নাগ-রাক্ষস-যক্ষাণাং গন্ধর্বাপ্সরসামপি ।
ত্রৈলোক্যস্য চ যৎ প্রাণং সর্বং চক্রে ব্যবস্থিতম্ ॥১০৫

তেজসা তেন সংযুক্তং জ্বলন্নিব চ ভাস্করঃ ।
বপুষা তেজ আদত্তে বাণস্য প্রমুখে স্থিতম্ ॥ ১০৬

জ্ঞাত্বাতিতেজসা চক্রং কৃষ্ণেনাত্থাপিতং রণে ।
অপ্রমেয়ং হরিহতঃ রুদ্রাণী চাত্রবীচ্ছিবম্ ॥ ১০৭

অজেয়মেতত্ত্রৈলোক্যে চক্রং কৃষ্ণেন ধার্যতে ।
বাণং ত্রায়স্ব দেব ত্বং যাবচ্চক্রং ন মুঞ্চতি ॥ ১০৮

ততস্তদ্বাক্যং বচঃ শ্রুত্বা দেবীং লম্বামথাব্রবীৎ ।
গচ্ছেহি লম্বে শীঘ্রং ত্বং বাণসংরক্ষণং প্রতি ॥ ১০৯

ততো যোগং সমাধায় অদৃশ্যা হিমবৎসুতা ।
কৃষ্ণস্যৈকস্য তদ্রূপং দর্শন্তী পার্শ্বমাগতা ॥ ১১০

চক্রোদ্যতকরং দৃষ্ট্বা ভগবন্তং রণাজিরে ।
অন্তর্ধানমুপাগম্য ত্যক্ত্বা সা বাসসী পুনঃ ॥১১১

পরিত্রাণায় বাণস্য বিজয়াধিষ্ঠিতা ততঃ ।
প্রমুখে বাসুদেবস্য দিগ্বাসা কোটবী স্থিতা ॥ ১১২

তাং দৃষ্ট্বাথ পুনঃ প্রাপ্তাং দেবীং কৃষ্ণস্য সম্মতাম্ ।
লম্বাং দ্বিতীয়াং তিষ্ঠন্তীং কৃষ্ণো বচনমব্রবীৎ ॥ ১১৩

ভূয়ঃ সাম্প্রতমায়াকী দিগ্বস্ত্রাবস্থিতা রণে ।
বাণসংরক্ষণপরা হন্মি বাণং ন সংশয়ঃ ॥ ১১৪

এবমুক্তা তু কৃষ্ণেন ভূয়ো দেব্যব্রবীদিদম্ ।
জানে ত্বাং সর্বভূতানাং স্রষ্টারং পুরুষোত্তমম্ ।
মহাভাগং মহাদেবমনন্তং নীলবাসসম্ ॥ ১১৫

তারপর শীঘ্রতা পূর্বক বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জন করিয়া বাণাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহস্রার চক্র হস্তে গ্রহণ করিলেন। ১০১

ঐ সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্রের তেজ, বহ্নি ও অনিলের প্রভাব এবং দেবেশ্বর ইন্দ্রের প্রভাব ঐ চক্রে স্থাপিত হইয়াছিল। ১০২

তিন অগ্নি ও ব্রহ্মচারিগণের যে তেজ এবং ঋষিগণের যে জ্ঞান, তাহা ঐ চক্রে স্থিতি লাভ করিয়াছিল।১০৩

পতিব্রতাদিগের যে তেজ, মৃগ ও পক্ষিগণের যে প্রাণ এবং চক্রধারীদিগের যে বল, তাহা ঐ চক্রে সমাবিষ্ট হইয়াছিল। ১০৪

নাগ, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণের ও ত্রিলোকের যে প্রাণশক্তি, তৎসমুদায় ঐ চক্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১০৫

সেই তেজে যুক্ত হইয়া ঐ চক্র জাজ্বল্যমান সূর্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং বাণাসুরের সম্মুখে অবস্থান করিয়া তাহার শরীরের তেজ আপন শরীরে গ্রহণ করিতে লাগিল। ১০৬

রণক্ষেত্রে অতি তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ অপ্রমেয় ও অমোঘ চক্র গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া রুদ্রাণী শিবকে বলিলেন,— ১০৭

হে দেব! যে চক্র শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ত্রিলোকে অজেয়, অতএব যতক্ষণ এই চক্র নিক্ষিপ্ত না হয়, ততক্ষণ বাণাসুরকে রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করুন। ১০৮

পার্বতীর এই বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান ত্রিলোচন দেবী লম্বাকে বলিলেন,— লম্বে! তুমি বাণাসুরের রক্ষার নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। ১০৯

তখন যোগাশ্রয় করিয়া হিমালয়কন্যা উমা অদৃশ্যা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে আগমন করিয়া একাকী শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপ দর্শন করাইলেন। ১১০

সমরাঙ্গণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে চক্রোদ্যত দেখিয়া পুনঃ অদৃশ্য হইয়া বস্ত্র-ত্যাগপূর্বক বাণাসুরের রক্ষার নিমিত্ত বিজয়া-ধিষ্ঠিতা দিগ্বসনা কোটবী লম্বার রূপে বাসুদেবের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান হইলেন। ১১১-১১২

তদনন্তর পার্বতী দেবীকে পুনঃ লম্বার সহিত সম্মুখে অবস্থিতা দেখিয়া কৃষ্ণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন—পুনরায় তুমি অমর্ষে চক্ষু তাম্রবর্ণ করিয়া বাণাসুরের রক্ষার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে নগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছ? পরন্তু বাণাসুরকে আমি বধ করিব, ইহাতে সংশয় নাই। ১১৩-১১৪

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে পুনরায় দেবী এইরূপ বাক্য বলিলেন, হে প্রভু! আমি আপনাকে জানি, আপনি সকল প্রাণীর স্রষ্টা, পুরুষোত্তম মহান সৌভাগ্যশালী, মহাদেব, অনন্ত, নীলবর্ণ অবিনাশী পুরুষ, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ন্তা ও

পদ্মনাভঃ হৃষীকেশঃ লোকানামাদিসম্ভবম্ ।
নার্হসে দেব হন্তুং বৈ বাণমপ্রতিমং রণে ॥ ১১৬
প্রবক্ষ্য ভক্ত্যা বাণে জীবপুত্রীত্বমেব চ
ময়া দত্তবরো হ্যেষ ত্বয়ৈব পরিরক্ষ্যতে ॥ ১১৭
ন মে মিথ্যা সমুদ্যোগঃ কর্ত্তুমর্হসি মাধব
এবমুক্তে তু বচনে দেব্যা পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১১৮
কৃষ্ণঃ প্রোবাচ বাক্যং শৃণু সত্যং তু ভামিনি ।
বাণো বাহুসহস্রেণ নর্দ্দতে দর্পমাশ্রিতঃ ॥ ১১৯
এতেষাং ছেদনং ভদ্রে কর্ত্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ।
দ্বিবাহুনা চ বাণেন জীবপুত্রী ভবিষ্যসি ॥ ১২০
আসুরং দর্পমাশ্রিত্য ন চ মাং সংশ্রয়িষ্যতি
এবমুক্তে তু বচনে কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ১২১
প্রোবাচ দেবী বাণোঽয়ং দেবদত্তো ভবেদিতি ।
অথ তাং কার্ত্তিকেয়স্য মাতরং সোঽভিভাষ্য বৈ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুঃ কৃষ্ণঃ প্রবদতাং বরঃ ॥ ১২২
প্রোবাচ বাণং সমরে বদতাং প্রবরঃ প্রভুঃ
যুধ্যতাং যুধ্যতাং সংখ্যে ভবতাং কোটবী স্থিতা ॥ ১২৩

সম্পূর্ণ জগতের আদি কারণ। হে দেব। এই বাণাসুর রণক্ষেত্রে অপ্রতিম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, অতএব তাহাকে বধ করা উচিত নহে। ১১৫-১১৬

ভগবন্! বাণাসুরকে অভয় দান করুন এবং আমাকে জীবিত পুত্রের জননী করুন। আমি ইহাকে বর প্রদান করিয়াছি। সেইজন্য পুনঃ রক্ষা করিতেছি। মাধব! আমার উদ্যোগ মিথ্যায় পর্য্যবসিত করিও না। ১১৭।

দেবী এইরূপ কথা বলিলে শত্রুনগরবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'ভামিনি! আমার সত্য কথা শ্রবণ কর'। ১১৮

বাণাসুর আপনার সহস্র বাহু থাকায় দর্পান্বিত হইয়া গর্জ্জন করিতেছিল, সুতরাং অদ্য তাহার বাহু ছেদন করা কর্ত্তব্য—ইহাতে সংশয় নাই। দেবি! তুমি দ্বিবাহুযুক্ত বাণাসুর দ্বারা জীবিতপুত্রবতী হও। এই বাণাসুর দর্পান্বিত হইয়া কখনও আমার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। ১১৯-১২০।

অনায়াসে মহান্ কর্মকারী শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী বলিলেন,—"হে প্রভু! এই বাণাসুর মহাদেব কর্তৃক দত্ত আমার দত্তক পুত্র"। ১২১।

কার্ত্তিকের জননীর প্রতি এইরূপ বাক্য বলিয়া বক্তাশ্রেষ্ঠ মহাবাহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া বাণাসুরকে

অশক্তানামিব রণে ধিগ্ বাণ তব পৌরুষম্ ।
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণশ্চক্রং পরমাস্ত্রবান্ ॥ ১২৪
নিমীলিতাক্ষো বাসুদেব বাণং প্রতি মহাবলঃ ।
ক্ষেপণাদ্ যস্য মুহ্যন্তি লোকাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ ১২৫
ক্রব্যাদানি চ ভূতানি তৃপ্তিং যান্তি মহামৃধে ।
তমপ্রতিমকর্ম্মাণং সমানং সূর্য্যবর্চ্চসা ॥ ১২৬
চক্রমুদ্যম্য সমরে কোপদীপ্তো গদাধরঃ ।
স মুষ্ণন্ দানবং তেজঃ সমরে স্বেন তেজসা ॥ ১২৭
চিচ্ছেদ বাহূংশ্চক্রেণ শ্রীধরঃ পুরুষোত্তমঃ।
অলাতচক্রবদ্ ঘূর্ণং ভ্রাম্যমাণং রণাজিরে ॥ ১২৮
ক্ষিপ্তং তু বাসুদেবেন বাণস্য রণমূর্দ্ধনি ।
বিষ্ণুচক্রং ভ্রমত্যাশু শৈঘ্র্যাদ্ রূপং ন দৃশ্যতে ॥ ১২৯
তস্য বাহুসহস্রস্য পর্য্যায়েণ পুনঃ পুনঃ
বাণস্য ছেদনং চক্রে তচ্চক্রং রণমূর্দ্ধনি ॥ ১৩০
কৃত্বা দ্বিবাহুং তং বাণং ছিন্নশাখমিব দ্রুমম্ ।
পুনঃ করাগ্রে কৃষ্ণস্য চক্রং প্রাপ্তং সুদর্শনম্ ॥ ১৩১

এইরূপ বলিলেন। ১২২।

"হে বাণ! এই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর। অসমর্থ পুরুষের ন্যায় তোমাকে রক্ষার নিমিত্ত মাতা কোটবী এই রণভূমিতে দণ্ডায়মান, তোমার পুরুষকারকে ধিক্"। ১২৩।

এই বলিয়া অস্ত্রসম্পন্ন মহাবলী শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুঃ বন্ধ করত (যাহাতে দেবীর প্রতি দৃষ্টি না পড়ে) বাণাসুরের প্রতি সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ১২৪।

মহাসমরে যাহা প্রযুক্ত হইলে চরাচর প্রাণিসহ সমস্ত লোক মোহিত হয় ও মাংসাশী প্রাণিগণ তৃপ্তিলাভ করে, অনুপম কর্মকারী সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই চক্র উদ্যত করিয়া ক্রোধদীপ্ত, তেজস্বী, গদাধারী ভগবান্ শ্রীধর আপনার উৎকৃষ্ট তেজ ও বল দ্বারা বাণাসুরের তেজ অপহরণ পূর্বক তাহার বাহুগুলি কর্ত্তন করিলেন। ১২৫-১২৭।

রণক্ষেত্রে যুদ্ধের মধ্যে বাসুদেব কর্তৃক এই বিষ্ণুচক্র নিক্ষিপ্ত হইলে উহা অলাতচক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল এবং এত শীঘ্র গতিতে ঘুরিতে লাগিল যে তাহার রূপই দৃষ্ট হইতেছিল না। ১২৮-১২৯

সংগ্রামের মধ্যে ঐ চক্র বার বার ঘুরিয়া পর্য্যায়ক্রমে বাণাসুরের সহস্র বাহু কর্ত্তন করিতে লাগিল। ১৩০

ছিন্ন শাখা বৃক্ষের ন্যায় বাণাসুরকে দ্বিবাহুতে পরিণত করিয়া সেই সুদর্শন চক্র পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের করাগ্রে সংলগ্ন হইল। ১৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃতকৃত্যে তু সম্প্রাপ্তে চক্রে দৈত্যনিপাতনে।
স্রবতা তেন কায়েন শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ ॥ ১৩২
অভবৎ পর্ব্বতাকারশ্ছিন্নবাহুর্মহাসুরঃ।
ননদ চ বহুন্ বিবিধান্নাদান্নূর্জন্ ঘনো যথা ॥ ১৩৩
তস্য নাদেন মহতা কেশবো রিপুসূদনঃ।
চক্রং ভূয়ঃ ক্ষেপ্তুকামো বাণনাশার্থমুদ্যতঃ।
তমুপেত্য মহাদেবঃ কুমারসহিতোঽব্রবীৎ ॥ ১৩৪

ঈশ্বর উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্।
মধুকৈটভহন্তারং দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ১৩৫
লোকানাং ত্বং গতির্দেব ত্বৎপ্রসূতমিদং জগৎ
অজেয়স্ত্বং ত্রিভির্লোকৈঃ সসুরাসুরপন্নগৈঃ ॥ ১৩৬
তস্মাৎ সংহর দিব্যং ত্বমিদং চক্রং সমুদ্যতম্
অনিবার্য্যমসংহার্য্যং রণে শত্রুভয়ঙ্করম্ ॥ ১৩৭
বাণস্যাস্যাভয়ং দত্তং ময়া কেশিনিসূদন।
তন্মে ন স্যাদ্ বৃথা বাক্যমতস্ত্বাং ক্ষাময়াম্যহম্ ॥ ১৩৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

জীবতাং দেব বাণোঽয়মেতচ্চক্রং নিবর্ত্তিতম্।
মান্যস্ত্বং দেবদেবানামসুরাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৩৯
নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি যৎ কার্য্যং তে মহেশ্বর।
ন তাবৎ ক্রিয়তে তস্মাদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৪০
এবমুক্ত্বা মহাদেবং কৃষ্ণস্তূর্ণং মহাযশাঃ
জগাম তত্র যত্রাস্তে প্রাদ্যুম্নিঃ সায়কৈশ্চিতঃ ॥ ১৪১
গতে কৃষ্ণে ততো নন্দী বাণমাহ বচঃ শুভম্।
গচ্ছ বাণ প্রসন্নস্য দেবদেবস্য চাগ্রতঃ ॥ ১৪২
তচ্ছ্রুত্বা নন্দিবাক্যং তু বাণো গচ্ছত শীঘ্রগঃ।
ছিন্নবাহুং ততো বাণং দৃষ্ট্বা নন্দী প্রতাপবান্ ॥ ১৪৩
অপবাহ্য রথেনৈনং যত্র দেবস্ততো যযৌ
ততো নন্দী পুনর্বাণং প্রাহ বাচোত্তমং বচঃ ॥ ১৪৪

---

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! দৈত্যনিপাতনে কৃতকৃত্য হইয়া চক্র শ্রীকৃষ্ণের করাগ্রে সমাগত হইলে বাণাসুরের শরীর হইতে রক্তধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। কর্ত্তিতবাহু রক্তাক্ত এই মহান্ অসুরকে পর্ব্বতাকার দেখাইতেছিল এবং রক্তে উন্মত্ত হইয়া সে মেঘের ন্যায় নানা প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। ১৩২-১৩৩

তাহার মহান্ সিংহনাদে কুপিত অরিসূদন কেশব বাণাসুরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া পুনরায় স্বচক্র নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন মহাদেব কার্ত্তিকেয়ের সহিত তাঁহার নিকট আসিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ১৩৪

মহাদেব বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহু! আমি আপনাকে জানি। আপনি মধু ও কৈটভের নিধনকারী সনাতন দেবাধিদেব পুরুষোত্তম শ্রীহরি। ১৩৫

'হে দেব! আপনি সম্পূর্ণ লোকের গতি, আপনা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবতা, অসুর ও নাগ-সহিত এই ত্রিলোকের আপনি অজেয়। ১৩৬

সুতরাং আপনার সমুদ্যত চক্র সংবরণ করুন। রণভূমিতে ইহার নিবারণকারী অথবা সংহারকারী আর কেহ নাই, সুতরাং শত্রুর নিকট ইহা ভয়ঙ্কর। ১৩৭

হে কেশিনিসূদন! আমি এই বাণাসুরকে অভয় দান করিয়াছি। আমার বচন যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তাই আপনার নিকট ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি। ১৩৮

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে দেব! আমি এই চক্র নিবর্ত্তিত করিয়া লইতেছি। বাণাসুর চিরজীবী হউক। আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা ও সকল অসুরগণের মাননীয়। ১৩৯

'হে মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। আমি বাণাসুরের বধরূপ যে কার্য্য করিতেছিলাম, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছি। তাই আপনি আমাকে গমনের জন্য আজ্ঞা দান করুন'। ১৪০

মহাদেবকে এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্বরিতগতিতে প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ যেখানে বাণবেষ্টিত ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। ১৪১

শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে নন্দী বাণাসুরকে মঙ্গলময় বাক্য বলিতে লাগিলেন—"হে বাণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া অবস্থিত দেবাধিদেব মহাদেবের সম্মুখে চল"। ১৪২

নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণাসুর সত্বর চলিতে লাগিল। তাহার বাহু কর্ত্তিত দেখিয়া পরাক্রমী নন্দী তাহাকে রথে বসাইয়া যেখানে মহাদেব আছেন সেখানে গমন করিলেন। ১৪৩

তারপর নন্দী পুনরায় বাণাসুরকে এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন

বাণ বাণ প্রনৃত্যস্ব শ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি
এষ দেবো মহাদেবঃ প্রসাদসুমুখস্তব ॥ ১৪৫
শোণিতৌঘপ্লুতৈর্গাত্রৈর্নন্দিবাক্যপ্রচোদিতঃ ।
জীবিতার্থী ততো বাণঃ প্রমুখে শঙ্করস্য বৈ ॥ ১৪৬
অনৃত্যত্ত্রাসবিত্রস্তো দানবঃ স বিচেতনঃ ।
তং দৃষ্ট্বা চ প্রনৃত্যন্তং ভয়োদ্বিগ্নং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪৭
নন্দিবাক্যপ্রচলিতং ভক্তানুগ্রহকৃদ্ভবঃ ।
করুণাবশমাপন্নো মহাদেবোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৪৮

ঈশ্বর উবাচ

বরং বৃণীষ্ব বাণ ত্বং মনসা যদভীপ্সসি ।
প্রসাদসুমুখস্তেঽহং প্রিয়োঽসি মম দানব ॥ ১৪৯

বাণ উবাচ

অজরশ্চামরশ্চৈব ভবেয়ং সততং বিভো
এষ মে প্রথমো দেব বরোঽস্তু যদি মন্যসে ॥ ১৫০

দেব উবাচ ।

তুল্যোঽসি দৈবতৈর্বাণ ন মৃত্যুস্তব বিদ্যতে
অথাপরং বৃণীষ্বাদ্য অনুগ্রাহ্যোঽসি মে সদা ॥ ১৫১

বাণ উবাচ ।

যথাহং শোণিতৈর্দিগ্ধো ক্ষতার্তো ব্রণপীড়িতঃ ।
ভক্তানাং নৃত্যতাং দেব পুত্রজন্ম ভবেত্তথা ॥ ১৫২

শ্রীহর উবাচ ।

নিরাহারাঃ ক্ষমাযুক্তাঃ সত্যার্জবসমাহিতাঃ ।
মদ্ভক্তা যেঽপি নৃত্যন্তি তেষামেবং ভবিষ্যতি ॥ ১৫৩
তৃতীয়ং বৃণু মত্তো বাণ বরং যত্ত মনোগতম্ ।
ভবিষ্যামি তে পুত্র সকলোঽস্তু ভবানিহ ॥ ১৫৪

বাণ উবাচ

চক্রতাড়নজা ঘোরা রুজা তীব্রা হি মেঽনঘ ।
বরেণানেন তৃতীয়েন শান্তিং গচ্ছতু মে ভব ॥ ১৫৫

শ্রীশম্ভু উবাচ

এবং ভবতু ভদ্রং তে ন রুজা প্রভবিষ্যতি ।
অক্ষতং তব গাত্রং তু স্বস্থানস্থং ভবিষ্যতি ॥ ১৫৬
চতুর্থং তে বরং দদ্মি বৃণীষ্ব যদি কাঙ্ক্ষসি
ন তেঽহং বিমুখস্তাত প্রসাদসুমুখো হ্যহম্ ॥ ১৫৭

---

—হে বাণ! হে বাণ! তুমি মহাদেবের সম্মুখে নৃত্য কর। ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। এই ভগবান্ মহাদেব তোমাকে কৃপা করিবার জন্য প্রসন্নবদন হইয়াছেন। ১৪৪-১৪৫

নন্দীর বাক্য শ্রবণপূর্বক জীবনরক্ষার্থে বাণাসুর ভয়ে ব্যাকুল ও হতচেতন হইয়া রক্তাপ্লুত শরীরে মহাদেবের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৪৬

নন্দীর বাক্যে উত্তেজিত বাণাসুরকে বার বার সবেগে নৃত্য করিতে দেখিয়া করুণায় বশীভূত ভক্তবৎসল মহাদেব বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১৪৭-১৪৮

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে বাণ! তোমার মনের ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি। হে দানব! তুমি আমার প্রিয়। ১৪৯

বাণাসুর বলিলেন—হে সর্বব্যাপী দেব! আপনি যদি মনে করেন তবে "আমি যেন সদা অজর ও অমর থাকি" এই প্রথম বর প্রদান করুন। ১৫০

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে বাণাসুর! তুমি দেবতার তুল্য, তোমার মৃত্যু নাই। তুমি অপর বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার কৃপাপাত্র। ১৫১

বাণাসুর বলিলেন—"হে ভগবন শঙ্কর! আমি আর্ত ও রক্তাপ্লুত হইয়াও আমি যে প্রকারে নৃত্য করিয়াছি, তাহা ভক্তগণের পুত্রজন্মোৎসবের রূপ হউক"। ১৫২

শ্রীমহাদেব বলিলেন—"আমার যে ভক্ত নিরাহারে থাকিয়া ক্ষমাশীল, সত্য ও সরলতায় সংযুক্ত থাকে এবং একাগ্রচিত্তে নৃত্য করে, তাহারা এইরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়।" ১৫৩

"পুত্র বাণাসুর! তুমি মনোবাঞ্ছিত আরও কোন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি পূর্ণ করিব। আমার কৃপায় তুমি সফল-মনোরথ হইবে।" ১৫৪

বাণাসুর বলিলেন—হে নিষ্পাপ মহাদেব! চক্রের আঘাতে আমি ভয়ঙ্কর এবং তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছি। আপনার দেওয়া তৃতীয় বরে তাহা শান্ত হউক। ১৫৫

শ্রীমহাদেব বলিলেন—"বৎস! তাহাই হউক; তোমার শরীরের পীড়া শান্ত হইবে। তুমি অক্ষত শরীরে সুস্থতা লাভ করিবে। ১৫৬

'হে তাত! তুমি যদি চতুর্থ বর চাও, তবে প্রার্থনা কর, আমি দিতেছি। তোমার প্রতি বিমুখ হইব না, তোমার প্রতি আমি সদা প্রসন্ন।' ১৫৭

বাণ উবাচ

প্রমথগণবর্গেষু প্রথমঃ স্যামহং বিভো।
মহাকাল ইতি খ্যাতিং গচ্ছেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যাহ বাণং দেবো মহেশ্বরঃ।
দিব্যরূপোঽক্ষতো গাত্রৈর্নীরুজশ্চ মমাশ্রয়াৎ ॥ ১৫৯
মমাভিসর্গাদ্ বাণ ত্বং ভব চৈবাকুতোভয়ঃ।
তুষ্টস্তে শঙ্করং দদ্মি প্রখ্যাতবলপৌরুষম্
পুনর্বরয় ভদ্রং তে যস্তে মনসি বর্ততে ॥ ১৬০

বাণ উবাচ

বৈরূপ্যমঙ্গং যন্মে মা ভূদ্দেব কদাচন
বিবাহেঽপি মে দেহো ন বিরূপো ভবেদ্ধর ॥ ১৬১

শ্রীরুদ্র উবাচ

ভবিতা সর্বমেতত্তে যৎকাঙ্ক্ষসি মহাসুর
অদেয়ং ন চাদেয়ং ভক্তানাং বিদ্যতে মম ॥ ১৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽব্রবীন্মহাদেবো বাণং স্থিতমথান্তিকে।
এবং ভবিষ্যতে সর্বং যত্ত্বয়া সমুদাহৃতম্ ॥ ১৬৩
এতাবদুক্ত্বা ভগবাংস্ত্রিনেত্রো গণসংবৃতঃ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬৪

**ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি ঊষাহরণে বাণাসুরবরপ্রদানে ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬**

বাণাসুর বলিলেন—'হে শম্ভু! আমি যেন প্রমথগণের মধ্যে মুখ্য হই এবং চিরকালের জন্য আমার 'মহাকাল' এই নামে খ্যাতি হয়'। ১৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'হে রাজন্! তখন মহাদেব বাণাসুরকে বলিলেন—হে বাণ! তাহাই হইবে, তুমি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া শরীরে অক্ষত ও নীরোগ হইয়া থাকিবে এবং তোমার এখন দিব্য রূপ হইবে'। ১৫৯

প্রসিদ্ধ বল ও পৌরুষে যুক্ত হে বাণাসুর! আমার এই বরের প্রভাবে নির্ভয় হইয়া যাইবে, কাহারও নিকট তোমার কোন ভয় থাকিবে না। আমি তোমাকে শঙ্কর বর দিয়েছি, তোমার কল্যাণ হউক; পুনরায় তোমার মনের ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। ১৬০

বাণাসুর বলিলেন—হে দেব! হে শঙ্কর! আমার দেহে যেন বিরূপতা না থাকে। বিবাহের সময়ও যেন আমার দেহের বিরূপতা না থাকে। ১৬১

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে মহাসুর! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, উহা তোমার নিকট সুলভ। ভক্তের জন্য আমার কিছু অদেয় নাই। ১৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন "হে জনমেজয়! তখন মহাদেব আপনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান বাণাসুরকে বলিলেন—বৎস! তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা সকলই পূর্ণ হইবে।" ১৬৩

এই বলিয়া গণসংবৃত ত্রিনেত্রধারী ভগবান্ শিব সমস্ত প্রাণীর চক্ষুর সম্মুখেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ১৬৪

**শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ঊষাহরণপ্রসঙ্গে বাণাসুরকে বরপ্রদানবিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।**

## সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ অনিরুদ্ধস্য নাগপাশতো মুক্তিবর্ণনম্, তেন শ্রীকৃষ্ণাদীনাং বন্দনম্, নারদবাক্যেনানিরুদ্ধস্য বিবাহঃ, ঊষায়া গমনম্, সর্ব্বেষাং দ্বারকায়াং প্রস্থানম্, পথি শ্রীকৃষ্ণেন বরুণদেবস্য পরাজয়ঃ, বরুণেন শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ পূজা চ, শ্রীকৃষ্ণাগমনেন দ্বারকাবাসিনামানন্দঃ, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাদেশেন দেবানাং বন্দনম্, ইন্দ্রেণ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রশংসা, দেবতানামৃষীণাঞ্চ স্বস্থানে গমনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং বরান্ বহূন্ প্রাপ্য বাণঃ প্রীতমনাঽভবৎ ।
জগাম সহ রুদ্রেণ মহাকালত্বমাগতঃ ॥ ১
বাসুদেবোঽপি বহুধা নারদং পর্য্যপৃচ্ছত
ক্বানিরুদ্ধোঽস্তি ভগবন্ সংযতো নাগবন্ধনৈঃ ॥ ২
যোদ্ধুমিচ্ছামি তত্ত্বেন দেবর্ষে হি মে মনঃ
অনিরুদ্ধে হৃতে বীরে ক্ষুভিতা দ্বারকা পুরী ॥ ৩
শীঘ্রং তং মোক্ষয়িষ্যামো যদর্থং বয়মাগতাঃ
অদ্য তং নষ্টশত্রুং বৈ দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৪
স প্রদেশস্তু ভগবন্ বিদিতস্তব সুব্রত
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন নারদঃ প্রত্যভাষত ॥ ৫
কন্যাপুরে কুমারোঽসৌ বদ্ধো নাগৈশ্চ মাধব
এতস্মিন্নন্তরে শীঘ্রং চিত্রলেখা সমুপস্থিতা ॥ ৬
বাণস্যোত্তমমশ্চৈষ দৈত্যেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ
ইদমন্তঃপুরং দেব প্রবিশস্ব যথাসুখম্ ॥ ৭
ততঃ প্রবিষ্টাস্তে সর্ব্বে হ্যনিরুদ্ধস্য মোক্ষণে
বলঃ সুপর্ণঃ কৃষ্ণশ্চ প্রদ্যুম্নো নারদস্তথা ॥ ৮
ততো দৃষ্ট্বৈব গরুড়ং যেঽনিরুদ্ধশরীরগাঃ ।
শররূপা মহাসর্পা বেষ্টয়িত্বা তনুং স্থিতাঃ ॥ ৯
তে সর্ব্বে সহসা দেহাত্তস্য নিঃসৃত্য ভোগিনঃ
ক্ষিতিং সমভিবর্ত্তিত্বা প্রকৃত্যাবস্থিতাঃ শরাঃ ॥ ১০
দৃষ্টঃ স্পৃষ্টশ্চ কৃষ্ণেন সোঽনিরুদ্ধো মহাযশাঃ ।
স্থিতঃ প্রীতমনা ভূত্বা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১

অনিরুদ্ধ উবাচ

দেবদেব সদা যুদ্ধে জেতা ত্বমসি কেশব
ন শক্যঃ প্রমুখে স্থাতুং সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ১২
ততো মহাবলং দেবং বলভদ্রং যশস্বিনম্
অভিবাদয়তে হৃষ্টঃ সোঽনিরুদ্ধো মহামনাঃ ॥ ১৩
মাধবঞ্চ মহাত্মানমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ।
খগোত্তমং মহাবীর্য্যং সুপর্ণমভিবাদ্য চ ॥ ১৪
ততো মকরকেতুঞ্চ চিত্রবাণধরং প্রভুম্
পিতরং সোঽভ্যুপাগম্য প্রণামমভিবাদয়ৎ ॥ ১৫

## সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[ অনিরুদ্ধকে নাগপাশ হইতে মুক্তিদান, তাঁহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাদির বন্দনা, নারদের বাক্যে অনিরুদ্ধের বিবাহ, ঊষার গমন, সকলের দ্বারকায় প্রস্থান, পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বরুণদেবের পরাজয়, বরুণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও পূজা, শ্রীকৃষ্ণের আগমনে দ্বারকাবাসিগণের আনন্দ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দেবগণের বন্দনা, ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা এবং দেবতা ও ঋষিগণের স্ব স্ব স্থানে গমন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয় ! এই প্রকারে বাণাসুর অনেক বর পাইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং মহাকালত্ব প্রাপ্ত হইয়া শিবের সহিত গমন করিলেন । ১

এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ ! নাগপাশের বন্ধনে অনিরুদ্ধ কোথায় আছে ? আমার মন তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে । বীর অনিরুদ্ধের অপহরণে সমস্ত দ্বারকাপুরী ক্ষুব্ধ হইয়াছে । ২-৩

আজ তাহাকে শীঘ্র বন্ধনমুক্ত করিব এবং তাহার জন্যই এখানে আমার আগমন । আজ তাহার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে সুতরাং তাহাকে আমরা দেখিতে চাই । হে সুব্রত নারদ ! অনিরুদ্ধ যেখানে আছে, সেস্থান নিশ্চয়ই আপনার বিদিত । ৪।

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিলে নারদ প্রত্যুত্তর করিলেন—হে মাধব ! কুমার অনিরুদ্ধ কন্যান্তঃপুরে নাগপাশে বাঁধা আছে । ৬

ইতোমধ্যে চিত্রলেখা ত্বরিতপদে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে দেব ! যে বাণাসুর ভগবান্ শঙ্করের একনিষ্ঠ ভক্ত, সেই দৈত্যরাজের অন্তঃপুর এখানেই, আপনি সুখে প্রবেশ করুন । ৬-৭

তখন বলরাম, গরুড়, শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন ও নারদ প্রভৃতি সকলে অনিরুদ্ধকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । ৮

অতঃপর গরুড়কে দেখিয়া অনিরুদ্ধের শরীরে যে বাণরূপী মহাসর্পসকল ছিল ও তাহার শরীর বেষ্টন করিয়াছিল, সেই সর্পগণ সহসা তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া সাধারণ বাণের আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল । ৯-১০

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও স্পর্শ পাইয়া মহাযশস্বী অনিরুদ্ধ অতীব প্রসন্নতা লাভ করিলেন এবং করজোড়ে এইরূপ বলিতে লাগিলেন । ১১

অনিরুদ্ধ বলিলেন—হে দেবাদিদেব কেশব ! আপনি সদা যুদ্ধে বিজয়ী । হে প্রভু ! আপনার সম্মুখে ইন্দ্রেরও অবস্থান করিবার শক্তি নাই । ১২

তদনন্তর মহামনা অনিরুদ্ধ অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহান বলশালী যশস্বী বলভদ্রকে প্রণাম করিলেন । ১৩

পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাত্মা মাধব ও মহাপরাক্রমী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়কে অভিবাদন করিলেন এবং তৎপর বিচিত্র

সখীগণবৃতা চৈব সা চোষা ভবনে স্থিতা ।
বলং চাতিবলং চৈব বাসুদেবং পূজয়ন্ ॥ ১৬
অসংখ্যাতগতিং চৈব সুপর্ণমভিবাদ্য চ
পুষ্পবাণধরং চৈব লজ্জমানাভ্যবাদয়ৎ ॥ ১৭
ততঃ শক্রস্য বচনান্নারদঃ পরমদ্যুতিঃ
বাসুদেবসমীপং স প্রহসন্ পুনরাগতঃ ॥ ১৮
বর্দ্ধাপয়তি তং দেবং গোবিন্দং শত্রুসূদনম্
দিষ্ট্যা বর্দ্ধসি গোবিন্দ অনিরুদ্ধসমাগমাৎ ॥ ১৯
ততোঽনিরুদ্ধসহিতা নারদং প্রণতাঃ স্থিতাঃ ।
আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িত্বা চ দেবর্ষিঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ২০
অনিরুদ্ধস্য বীর্য্যাখ্যো বিবাহঃ ক্রিয়তাং বিভো ।
জম্বুলমালিকাং দ্রষ্টুং শ্রদ্ধা হি মম জায়তে ॥ ২১
ততঃ প্রহসিতাঃ সর্ব্বে নারদস্য বচঃশ্রবাৎ ।
কৃষ্ণঃ প্রোবাচ ভগবন্ ক্রিয়তামাশু মা চিরম্ ॥ ২২
এতস্মিন্নন্তরে তাত কুম্ভাণ্ডঃ সমুপস্থিতঃ
বৈবাহিকাংস্তু সম্ভারান্ গৃহ্য কৃষ্ণং নমস্য তু ॥ ২৩

কুম্ভাণ্ড উবাচ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভব যদুভয়প্রদঃ ।
শরণাগতোঽস্মি দেবেশ প্রসীদেশোঽঞ্জলিস্তব ॥ ২৪
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বঃ প্রাগেব চাচ্যুতঃ ।
অভয়ং যচ্ছতে তস্মৈ কুম্ভাণ্ডায় মহাত্মনে ॥ ২৫
কুম্ভাণ্ড মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠ প্রীতোঽস্মি তব সুব্রত ।
সুকৃতং তে বিজানামি রাষ্ট্রিকোঽস্তু ভবানিহ ॥ ২৬
সজ্ঞাতিপক্ষঃ সসুখী নিবৃত্তোঽস্তু ভবানিহ ।
রাজ্যঞ্চ তে ময়া দত্তং চিরং জীব মমাজ্ঞয়া ॥ ২৭
এবং দত্ত্বা রাজ্যমস্মৈ কুম্ভাণ্ডায় মহাত্মনে ।
বিবাহমকরোত্তত্রানিরুদ্ধস্য জনার্দ্দনঃ ।
ততস্তু ভগবান্ বহ্নিস্তত্র স্বয়মুপস্থিতঃ ॥ ২৮
স বিবাহোঽনিরুদ্ধস্য নক্ষত্রে চ শুভেঽভবৎ ।
ততোঽপ্সরোগণৈশ্চৈব কৌতুকং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৯

বাণধারী সর্বসমর্থ মকরধ্বজ পিতা প্রদ্যুম্নের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ১৪-১৫

অতঃপর ঐ প্রাসাদে অবস্থানকারিণী ঊষা সখীগণের সহিত সেখানে আসিয়া অত্যন্ত বলশালী বলরাম, পরম দুর্জয় বাসুদেব ও অপ্রমেয় গতিশীল গরুড়কে প্রণামপূর্বক পুষ্পবাণধারী প্রদ্যুম্নকেও লজ্জার সহিত অভিবাদন করিলেন। ১৬-১৭

তখন ইন্দ্রের নির্দেশে পরম তেজস্বী নারদ পুনরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইলেন। ১৮

শত্রুসূদন গোবিন্দদেবকে সম্বর্দ্ধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, —হে গোবিন্দ! আজ অতিশয় সৌভাগ্যবশতঃ অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইয়া আপনার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। ১৯

তখন অনিরুদ্ধ সহ সেখানে অবস্থানকারী সকলে নারদের চরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেবর্ষি আশীর্বাদের দ্বারা তাঁহাদের অভ্যুদয় কামনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। ২০

'হে প্রভু! আপনি এই অনিরুদ্ধের "বীর্য্য"[1] নামক বিবাহ প্রদান করুন। "জম্বুল-মালিকা"[2] দেখিবার ও শুনিবার জন্য আমার বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে। ২১

শ্রীনারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন—'ভগবন্! শীঘ্র অনিরুদ্ধ ও ঊষার বিবাহ প্রদান করুন। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ২২

হে তাত! ইতিমধ্যে সেই স্থানে বৈবাহিক-সামগ্রী লইয়া মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন। ২৩

কুম্ভাণ্ড বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহু কৃষ্ণ! আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। হে দেবেশ! আমি আপনার শরণাগত, প্রসন্ন হউন, আমি অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি। ২৪

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই নারদের বাক্যে সকল বিষয় অবগত হওয়ায় মহাত্মা কুম্ভাণ্ডকে অভয় প্রদান করিলেন। (তিনি বলিলেন) 'হে সুব্রত মন্ত্রিপ্রবর কুম্ভাণ্ড! আমি তোমার সৎকর্ম জানি, তুমি এখানে রাষ্ট্রপতি হও। আত্মীয়-স্বজন সহ তুমি পরম সুখে এখানে সন্তুষ্ট থাক। আমি এই রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিলাম, আমার আজ্ঞা লইয়া তুমি চিরজীবী হও' ২৫-২৭

এইভাবে মহাত্মা কুম্ভাণ্ডকে রাজ্য প্রদান করিয়া সেখানে অনিরুদ্ধের বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ অগ্নিদেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৮

অনিরুদ্ধের বিবাহ শুভ নক্ষত্রে সম্পন্ন হইয়াছিল। মাঙ্গলিক কৃত্য করিবার জন্য অপ্সরাগণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৯

পাদটীকাঃ—১। বীর্য্য-বিবাহ—বল ও পরাক্রম দ্বারা [illegible]জিতা কন্যার বিবাহকে বীর্য্য বিবাহ বলে।

২। জম্বুলমালিকা=বর-বধূর বিবাহকালে কন্যাপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের যে প্রেমপূর্ণ কলহ ও হাস্যপরিহাস পরম্পরা তাহাকে জম্বুলমালিকা বলে

স্নাতঃ কৃতমঙ্গলস্তত্র সোঽনিরুদ্ধঃ স্বভার্য্যয়া ।
ততঃ দ্বিজৈঃ স্তবৈর্বাক্যৈর্গন্ধর্ব্বাশ্চ জগুস্তদা ॥ ৩০
নৃত্যন্ত্যপ্সরসশ্চৈব বিবাহমুপশোভয়ন্ ।
ততো নির্ব্বর্ত্তয়িত্বা তু বিবাহং শত্রুসূদনঃ ॥ ৩১
অনিরুদ্ধস্য সুপ্রজ্ঞঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ ।
আমন্ত্র্য বরদং তত্র রুদ্রং দেবনমস্কৃতম্ ॥ ৩২
চকার গমনে বুদ্ধিং কৃষ্ণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
দ্বারকাভিমুখং কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা শত্রুনিষূদনম্ ॥ ৩৩
কুম্ভাণ্ডো বচনং প্রাহ প্রাঞ্জলির্মধুসূদনম্ ।
বাণস্য গাবস্তিষ্ঠন্তি হস্তে তু বরুণস্য বৈ ॥ ৩৪
যাসামমৃতকল্পং বৈ ক্ষীরং ক্ষরতি মাধব
তৎপীত্বাতিবলশ্চৈব নরো ভবতি দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৩৫
কুম্ভাণ্ডেনৈবমাখ্যাতে হরিঃ প্রীতমনাস্তদা
গমনায় মতিং চক্রে গন্তব্যমিতি নিশ্চয়ম্ ॥ ৩৬
ততস্তু ভগবান্ ব্রহ্মা বদ্ধাপা স তু কেশবম্ ।
জগাম ব্রহ্মলোকং স বৃতঃ স্বভবনালয়ৈঃ ॥ ৩৭
ইন্দ্রো মরুদ্গণযুতো দ্বারকাভিমুখো যযৌ ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তি জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৮
বাহনেন ময়ূরেণ সখীভিঃ পরিবারিতা ।
দ্বারকাভিমুখী হৃষ্টা দেব্যা প্রস্থাপিতা যযৌ ॥ ৩৯
ততো বলশ্চ কৃষ্ণশ্চ প্রদ্যুম্নশ্চ মহাবলঃ
আরূঢ়বস্তো গরুড়মনিরুদ্ধশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৪০
প্রস্থিতশ্চ স তেজস্বী গরুড়ঃ পততাং বরঃ ।
উন্মূলয়ংস্তরুগণান্ কম্পয়ংশ্চাপি মেদিনীম্ ॥ ৪১
আকুলাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা রেণুধ্বস্তদিবাকরম্ ।
গরুড়ে সম্প্রয়াতেঽভূদ্বিরশ্মির্দিবাকরঃ ॥ ৪২
ততস্তে দীর্ঘমধ্বানং প্রযযুঃ পুরুষর্ষভাঃ
আরুহ্য গরুড়ং সার্দ্ধং জিত্বা বাণং মহৌজসম্ ॥ ৪৩
ততোঽস্বরতলস্থাস্তে বারুণীং দিশমাস্থিতাঃ ।
অপশ্যন্ত মহাত্মানো গাবো দিব্যাঃ পয়ঃপ্রদাঃ ।
বেলাবনবিচারিণ্যো নানাবর্ণাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪

---

বধূটী-সহ অনিরুদ্ধ স্নান করিয়া মঙ্গলাচার ধারণ করিলেন। তারপর গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলসূচক স্তুতি বচন দ্বারা সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন এবং বিবাহের শোভা বর্দ্ধন পূর্ব্বক অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ৩০;

অনন্তর অনিরুদ্ধের বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করাইয়া দেবগণের দ্বারা পরিবৃত সুধী শত্রুসূদন ও শত্রুনগরবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ দেবনন্দিত বরদায়ক রুদ্রদেবের আজ্ঞা লইয়া দ্বারকায় গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ৩১-৩২;

শত্রুসূদনকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা গমনে উদ্যত হইয়াছেন জানিয়া কুম্ভাণ্ড কৃতাঞ্জলিপুটে মধুসূদনকে বলিতে লাগিলেন। ৩৩;

'হে মাধব! বাণাসুরের যে সকল গাভীর স্তন হইতে অমৃতকল্প দুগ্ধ ক্ষরিত হয় এবং যাহা পান করিলে মনুষ্যগণ অত্যন্ত বলশালী ও দুর্জ্জয় হয়, সেই গাভীগুলি বরুণের হস্তে রহিয়াছে। ৩৪-৩৫

কুম্ভাণ্ড এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ অতীব প্রসন্ন হইলেন এবং যাইতে হইবেই এইরূপ মনে করিয়া গমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ৩৬

তারপর শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণবর্দ্ধক আশীর্ব্বাদ প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকবাসিগণ দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৭

মরুদ্গণের সঙ্গে ইন্দ্র দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যাইতেছিলেন, সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁহার বিজয় কামনা করিয়া অনুগমন করিতেছিলেন। ৩৮

দেবী পার্ব্বতী ঊষাকে বিদায় প্রদান করিলেন এবং সখীগণে পরিবৃতা ঊষা ময়ূরবাহন সংযোজিত রথে দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। ৩৯

তারপর বলভদ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবলী প্রদ্যুম্ন এবং পরাক্রমী অনিরুদ্ধ গরুড়ে আরোহণ করিলেন। ৪০

পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বী গরুড় বৃক্ষরাজি উন্মূলিত করিতে করিতে এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ৪১

গরুড় প্রস্থান করিলে সকল দিক আকুল হইল, আকাশ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সূর্য্যের কিরণ নিষ্প্রভ হইয়া যাইলেন। ৪২

অনন্তর এই পুরুষপ্রবরগণ বলশালী বাণাসুরকে পরাজিত করিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক দীর্ঘ পথ গমন করিতে লাগিলেন। ৪৩

তাঁহারা আকাশপথে পশ্চিম দিক অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময় মহাত্মাগণ দিব্য দুগ্ধ প্রদানকারিণী নানা বর্ণের সহস্র গাভীগণকে সমুদ্রতটবর্ত্তী বনে বিচরণ করিতে দেখিলেন। ৪৪

অবজ্ঞায় তদা রূপং কুম্ভাণ্ডবচনাশ্রয়াৎ
কৃষ্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠস্তত্ত্বতোঽর্থবিশারদঃ ॥ ৪৫
নিশম্য বাণগাবস্তু তাস্তু চক্রে মনস্তদা
আস্থিতো গরুড়ং প্রাহ স তু লোকাদিরব্যয়ঃ ॥ ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

বৈনতেয় প্রয়াহি ত্বং যত্র বাণস্য গোধনম্।
যাসাং পীত্বা কিল ক্ষীরমমৃতত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭
আহ মাং সত্যভামা চ বাণগাবো মহানঘ।
যাসাং পীত্বা কিল ক্ষীরং ন জীর্যন্তি মহাসুরাঃ ॥ ৪৮
বিক্রান্ত জরাং ত্যক্ত্বা ভবন্তি কিল জন্তবঃ।
তা আনয়স্ব ভদ্রং তে যদি ধর্মো ন লুপ্যতে ॥ ৪৯
অথবা কার্যলোপো বৈ নৈব তাসু মনঃ কৃথাঃ।
ইতি মামব্রবীৎ সত্যা তাশ্চৈতা বিদিতা মম ॥ ৫০

গরুড় উবাচ

দৃষ্টবন্তে গাব এতাস্তা দৃষ্ট্বা মাং বরুণালয়ম্
বিশন্তি সহসা সর্বাঃ কার্যমত্র বিধীয়তাম্ ॥ ৫১
ইত্যুক্ত্বা চৈব গরুড়ঃ পক্ষবাতেন সাগরম্।
সহসা ক্ষোভয়িত্বা চ বিবেশ বরুণালয়ম্ ॥ ৫২
দৃষ্ট্বা জবেন গরুড়ং প্রাপ্তং বৈ বরুণালয়ম্।
বারুণাস্তু গণাঃ সর্বে বিভ্রান্তাঃ প্রাচলংস্তদা ॥ ৫৩
ততস্তু বারুণং সৈন্যমভিযাতং সুদুর্জয়ম্।
প্রমুখে বাসুদেবস্য নানাপ্রহরণোদ্যতম্।
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং বারুণৈঃ পন্নগারিণা ॥ ৫৪
তেষামাপততাং সংখ্যে বারুণানাং সহস্রশঃ।
ভগ্নং বলমনাধৃষ্যং কেশবেন মহাত্মনা ॥ ৫৫
ততস্তে প্রদ্রুতা যান্তি তদেব বরুণালয়ম্।
ষষ্টিং রথসহস্রাণি ষষ্টিং রথশতানি চ ॥ ৫৬
বারুণানি চ যুদ্ধানি দীপ্তশস্ত্রাণি সংযুগে।
তদবলং বলিভিঃ শূরৈর্বলদেবজনার্দনৈঃ ॥ ৫৭
প্রদ্যুম্নেনানিরুদ্ধেন গরুড়েন চ সর্বশঃ
শরৌঘৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈর্বধ্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৮

---

কুম্ভাণ্ডের বচন অগ্রাহ্যকরিয়া প্রহারকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অর্থনীতিবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের গাভীগণকে দেখিলেন এবং তাহাদের লইয়া যাইবার মানসে জগতের আদিকারণ অবিনাশী প্রভু গরুড়ে অবস্থান পূর্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৪৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে বিনতানন্দন! যাহাদের দুগ্ধ পান করিলে মনুষ্য অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাণাসুরের সেই গাভীগণ যেখানে রহিয়াছে, সেখানে চল। ৪৭

"সত্যভামা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যাহাদের দুগ্ধ পান করিয়া মহান্ অসুরগণ বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, বাণাসুরের সেই গাভীগণ আমার জন্য লইয়া আসিবেন'। ৪৮

বৃদ্ধ প্রাণিগণ জরা ত্যাগ করিয়া যুবক হইয়া যায়। 'হে নাথ! আপনার কল্যাণ হউক, যদি ধর্মের কোন হানি না হয়, তবে ঐ গাভী লইয়া আসিবেন। আর কার্যে বাধা হইলে তাহাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে না'—এইরূপ সত্যভামা আমাকে বলিয়াছিলেন। ইহা আমার মনে আছে। ৪৯-৫০

গরুড় বলিলেন—'হে প্রভু! এই গাভীগুলি দেখা যাইতেছে গরুড় আমাকে দেখিয়া তাহারা সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে। এখন যাহা করা উচিত আপনি করুন'। ৫১

এইরূপ বলিয়া গরুড় আপনার পাখার বাতাসে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া সহসা বরুণের নিবাস স্থানে প্রবেশ করিলেন। ৫২

সবেগে গরুড় বরুণালয়ে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া বরুণের সৈন্যগণ তৎকালে বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৫৩

অনন্তর বরুণের অত্যন্ত দুর্জয় সৈন্য নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় বরুণের সৈন্যগণের সহিত গরুড়ের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৫৪

যুদ্ধে আক্রমণকারী বরুণের সৈন্যবাহিনীর সহস্র সহস্র অজেয় সৈন্য মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধে প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিলেন।। ৫৫

তখন ভগ্ন সৈন্যগণ দ্রুত বরুণালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং বরুণের ষাট হাজার রথী সৈনিক প্রদীপ্ত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। ৫৬

বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং গরুড়—এই সব বলশালী বীরগণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহের দ্বারা চতুর্দিকে তাঁহাদের আঘাত করিতে করিতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ৫৭-৫৮

ততো তথা বলং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ।
বরুণস্তু সংক্রুদ্ধো নির্যযৌ যত্র কেশবঃ ॥ ৫৯
ঋষিভির্দেবগন্ধর্ব্বৈস্তথৈবাপ্সরসাং গণৈঃ ।
সংস্তূয়মানো বহুধা বরুণঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৬০
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন পাণ্ডুরেণ বপুষ্মতা ।
সলিলস্রাবিণা শ্রেষ্ঠঃ চাপমুত্তমা ধিষ্ঠিতঃ ॥ ৬১
অপাম্পতিরতিক্রুদ্ধঃ পুত্র-পৌত্রবলান্বিতঃ ।
আহ্বয়ন্নিব যুদ্ধায় বিস্ফারিতমহাধনুঃ ॥ ৬২
স তু প্রাধ্মাপয়চ্ছঙ্খং বরুণঃ সমবাবত ।
হরিং হর ইব ক্রুদ্ধো বাণজালৈঃ সমাবৃণোৎ ॥ ৬৩
ততঃ প্রধ্মায় জলজং পাঞ্চজন্যং জনার্দ্দনঃ ।
বাণজালৈর্দিশঃ সর্ব্বাস্তভশ্চক্রে মহাবলঃ ॥ ৬৪
ততঃ শরৌঘৈর্বিমলৈর্বরুণঃ পীড়িতো রণে ।
স্ময়ন্নিব ততঃ কৃষ্ণং বরুণঃ প্রত্যযুধ্যত ॥ ৬৫
ততোঽস্ত্রং বৈষ্ণবং ঘোরমভিসন্ধ্যাহবে স্থিতঃ ।
বাসুদেবোঽব্রবীদ্ বাক্যং প্রমুখে তস্য ধীমতঃ ॥ ৬৬
ইদমস্ত্রং মহাঘোরং বৈষ্ণবং শত্রুসূদনম্ ।
ময়োদ্যতং বধার্থং তে তিষ্ঠেদানীং স্থিরো ভব ॥ ৬৭
ততোঽস্ত্রং বরুণো দেবো হ্যস্ত্রং বৈষ্ণবমুদ্যতঃ ।
বারুণাস্ত্রেণ সংযোজ্য বিননাদ মহাবলঃ ॥ ৬৮
তস্মাদস্ত্রে বিততা হ্যাপো বরুণস্য বিনিঃসৃতাঃ ।
বৈষ্ণবাস্ত্রস্য শমনে বর্ত্তন্তে সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ৬৯
আপস্তু বারুণাস্ত্রস্য ক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্তা জ্বলন্তি বৈ ।
দহ্যন্তে বারুণাস্ত্রস্য ততোঽস্ত্রে জ্বলিতে পুনঃ ॥ ৭০
বৈষ্ণবে তু মহাবীর্য্যে দিশো ভীতা বিদুদ্রুবুঃ ।
তদ্ বলং জ্বলিতং দৃষ্ট্বা বরুণঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ৭১
স্মর স্বপ্রকৃতিং পূর্ব্বামব্যক্তাং ব্যক্তলক্ষণাম্ ।
তমো জহি মহাভাগ তমসা যুজ্যসে কথম্ । ৭২
সত্ত্বস্থো নিত্যমাসীস্ত্বং যোগীশ্বর মহামতে ।
পঞ্চভূতাশ্রয়ান্ দোষানহঙ্কারঞ্চ বর্জ্জয় ॥ ৭৩

তখন অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিজের সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বরুণ নিজ আলয় হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন ।৫৯

ঐ সময় অনেক ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণের দ্বারা বহুভাবে সংস্তুত বরুণ দৃষ্টিগোচর হইলেন । ৬০

তাঁহার মস্তকে শ্বেত বর্ণ এক ছত্র ছিল এবং তাহা হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছিল । তাঁহার হস্তে উত্তম ছিল এক শ্রেষ্ঠ ধনু । ৬১

সলিলপতি বরুণ পুত্র, পৌত্র এবং সৈন্যগণ সহ অতীব কুপিত হইয়া যেন ধনুরাকর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৬২

বরুণ শঙ্খবাদন পূর্ব্বক তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং ভগবান্ রুদ্র যেমন বিষ্ণুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাণজালে শ্রীকৃষ্ণকে আবৃত করিলেন । ৬৩

তখন মহাবলী জনার্দ্দন পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন পূর্ব্বক শরজালে সকল দিক আচ্ছাদিত করিলেন । ৬৪

তখন যুদ্ধক্ষেত্রে উজ্জ্বল শরজালে পীড়িত হইয়াও বরুণ হাসিতে হাসিতেই যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ৬৫

তখন ভীষণ বৈষ্ণবাস্ত্রের অভিসন্ধান করিয়া যুদ্ধস্থলে বুদ্ধিমান্ বরুণের সম্মুখে দণ্ডায়মান ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । ৬৬

'হে বরুণদেব ! আমি তোমার বধের নিমিত্ত শত্রুসংহারকারী এই মহাভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছি । তুমি স্থির হইয়া অবস্থান কর । ৬৭

তখন মহাবলী বরুণদেব বৈষ্ণবাস্ত্রের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং বার বার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন । ৬৮

তখন বরুণের অস্ত্র হইতে বিনিঃসৃত জল চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল এবং যুদ্ধবিজয়ী বরুণ বৈষ্ণবাস্ত্র শান্ত করিতে উদ্যত হইলেন । ৬৯

পরন্তু বরুণাস্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত জল যেখানে যেখানে বৈষ্ণবাস্ত্রে পড়িতে লাগিল, তখন তাহা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া বরুণের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল । এইভাবে মহাশক্তিশালী বৈষ্ণবাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বরুণের সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন । ৭০

আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—হে মহাভাগ ! আপনার যে অব্যক্ত-স্বরূপ, সেই পূর্ব্ব প্রকৃতি স্মরণ করুন । তমোগুণ ত্যাগ করুন, আপনিও কি তমোগুণে মোহিত হইলেন ? ৭১-৭২

'হে যোগীশ্বর ! হে মহামতে ! আপনি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত, অতএব পঞ্চভূতাশ্রিত অবিদ্যা অস্মিতা রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পঞ্চ দোষ ও অহঙ্কার বর্জ্জন করুন । ৭৩

যা যা তে বৈষ্ণবী মূর্তিস্তস্যা জ্যেষ্ঠো ধ্রুবং তব।
জ্যেষ্ঠভাবেন মান্যস্তু কিং মাং ত্বং হন্তুমিচ্ছসি ॥ ৭৪
নাগ্নিবিক্রমতে হন্তো ত্যজ কোপং বৃথাং বর।
যদি ন প্রভবিষ্যামি জগতঃ প্রভবো হ্যসি ॥ ৭৫
পূর্বং হি যা ত্বয়া সৃষ্টা প্রকৃতির্বিকৃতাত্মিকা।
ধর্মিণী বীজভাবেন পূর্বধর্মং সমাশ্রিতা ॥ ৭৬
আগ্নেয়ং বৈষ্ণবং সৌম্যং প্রকৃতাবেবমাদিতঃ।
ত্বয়া সৃষ্টং জগদিদং স কথং ময়ি বর্তসে ॥ ৭৭
অজেয়ঃ শাশ্বতো দেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ।
অজরশ্চ ক্ষরং চৈব ভাবাভাবৌ মহাদ্যুতে ॥ ৭৮
রক্ষ মাং রক্ষণীয়োঽহং ত্বয়ানঘ নমোঽস্তু তে।
আদিকর্তাঽসি লোকানাং ত্বয়ৈতদ্ বহুলীকৃতম্ ॥ ৭৯
বিক্রীড়সি মহাদেব বালক্রীড়নকৈরিব।
ন হ্যহং প্রকৃতিদ্বেষী নাহং প্রকৃতিদূষকঃ ॥ ৮০
প্রকৃতির্যা বিকারেষু বর্ততে পুরুষর্ষভ।
তস্যা বিকারশমনে বর্তসে ত্বং মহাদ্যুতে ॥ ৮১
বিকারো বা বিকারাণাং বিকারায় ন তেঽনঘ।
তানধর্মবিদো মন্দান্ ভগান্ বিক্রমতে সদা ॥ ৮২
ঈদৃং প্রকৃতিজৈর্দোষৈস্তমসা মুহ্যতে যদা।
রজসা বাপি সংস্পৃষ্টং তদা মোহঃ প্রবর্ততে ॥ ৮৩
পরাবরজ্ঞঃ সর্বজ্ঞ ঐশ্বর্যবিধিনান্বিতঃ।
কিং মোহয়সি নঃ সর্বান্ প্রজাপতিরিব স্বয়ম্ ॥ ৮৪

আপনার যাহা যাহা বৈষ্ণব মূর্তি, তাহার মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ হওয়ার জন্য আমি মাননীয়, তবে কেন আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন*। ৭৪

হে যোদ্ধাগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! অগ্নির উপর অগ্নি পরাক্রম প্রকাশ করে না, অতএব ক্রোধ ত্যাগ করুন। আপনার উপর আমার প্রভুত্ব চলে না; কারণ, আপনি জগতের আদি কারণ। ৭৫

পূর্বকালে আপনি যে প্রকৃতি (মায়া) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মহত্তত্ত্বাদি বিকারের রূপে পরিণত হয়, তাই তাহা পরিণামধর্মিণী। এই জগৎ আপনার পূর্বধর্ম (জন্মভাব) আশ্রয় করিয়াই অর্থাৎ আপনারই দ্বারা উৎপন্ন হইয়া জগতের কারণ রূপে বিদ্যমান আছে। ৭৬

উক্ত প্রকৃতি দ্বারা আপনি প্রথমে এই আগ্নেয়, বৈষ্ণব ও সৌম্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আপনার দ্বারাই এই জগৎ বিরচিত; তবে আপনি কেন আমার প্রতি বিরূপ আচরণ করিতেছেন? ৭৭

'হে মহাদ্যুতি! আপনি অজেয়, সনাতন দেবতা, স্বয়ম্ভূ এবং ভূতভাবন, অজর ও ক্ষর ... ভাব ও অভাব আপনারই স্বরূপ'। ৭৮

'হে নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার দ্বারা রক্ষিত হইবার যোগ্য, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমস্ত লোকের আদি কর্তা। এই দৃশ্যমান জগৎ আপনার দ্বারাই বিস্তৃত। ৭৯

'হে মহাদেব! বালক যেমন খেলনা লইয়া খেলা করে, সেইরূপ আপনিও এই জগৎ লইয়া খেলা করিতেছেন। আপনিই এই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণস্বরূপ। আমি আপনার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না এবং আপনাতে দোষারোপণও করিতেছি না'। ৮০

'হে মহাতেজস্বী পুরুষোত্তম! অহঙ্কারাদি বিকার সমূহে যে প্রকৃতি (লোভ, ক্রোধাদি-রূপ পূর্ববাসনা), তাহার বিকারের (চৌর্য,-হিংসাদি দোষের) শান্তির জন্য আপনি দুষ্টের দমনাদি কার্য করিতেছেন। ৮১

'হে অনঘ! অথবা এই ক্রোধ আদি বিকার—বিকারেরও (দুষ্টাদির) বিকারের (বিনাশের) জন্য; আপনার বিকারের জন্য নহে। আপনি সর্বদা অধর্মকারী মূঢ় পুরুষগণকে বিনাশ করিতেছেন (সৎপুরুষগণকে নহে)। ৮২

এই জগৎ যখন প্রাকৃত দোষ অথবা তমোগুণে অন্ধ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়, অথবা রজোগুণে সংযুক্ত হইয়া সংগ্রহ-পরিগ্রহে ব্যস্ত হইয়া উঠে, তখন তাহা মোহাচ্ছন্ন হয়। ৮৩

আপনি স্বয়ং প্রজাপতির ন্যায় কার্য ও কারণের জ্ঞাতা,

*ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু যত অবতার হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মৎস্যাবতারকে প্রথম বলা হয়। এই অবতার জলে হইয়াছিলেন এবং জলের অধিষ্ঠাতা বরুণদেব তাঁহার পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন; অতএব এই বরুণদেব সমস্ত অবতার হইতে জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। আবার বামনাবতারের সময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্র বরুণাদি দেবগণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছিলেন, ইহাতেও বরুণের জ্যেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হয়।

(১) জন্ম, সত্তা, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও নাশ—এই ছয় ভাববিকার প্রাকৃত শরীরের ধর্ম। ইহাদের মধ্যে প্রথম ভাব বা ধর্ম হইল 'জন্ম', সেইজন্য এস্থলে "পূর্বধর্ম" এই পদের অর্থ 'জন্ম' করা হইল। মহামতি টীকাকার নীলকণ্ঠও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বরুণেনৈবমুক্তস্তু কৃষ্ণো লোকপরায়ণঃ
ভাবজ্ঞঃ সর্ব্বকৃদ্ বীরশ্চ প্রীতমনা অভূৎ ॥ ৮৫
ইত্যেবমুক্তঃ কৃষ্ণস্তু প্রহসন্ বাক্যমব্রবীৎ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

গাবঃ প্রযচ্ছ মে বীর শান্ত্যর্থং ভীমবিক্রম ॥ ৮৬
ইত্যেবমুক্তে কৃষ্ণেন বাক্যং বাক্যবিশারদঃ
বরুণো ব্যব্রবীদ্ ভূয়ঃ শৃণু মে মধুসূদন ॥ ৮৭

বরুণ উবাচ।

বাণেন সার্দ্ধং সময়ো ময়া দেব কৃতঃ পুরা।
কথং স সময়ং কৃত্বা কুর্য্যাং বিকলনক্তথা ॥ ৮৮
ত্বমেব দেব সর্ব্বজ্ঞ যথা সময়ভেদকঃ
চারিত্র্যাৎ চ্যবতে তেন ন সদ্ভিঃ প্রশস্যতে ॥ ৮৯
ধর্ম্মত্যাগভিভূতো নিত্যং বর্জ্জ্যতে মধুসূদন।
ন চ লোকানবাপ্নোতি পাপঃ সময়ভেদকঃ ॥ ৯০
প্রসীদ ধর্ম্মলোপস্তু মা ভূন্মে মধুসূদন
ন মাং সময়ভেদেন যোক্তুমর্হসি মাধব ॥ ৯১
জীবমানঃ প্রদাস্যামি গাবো বৈ বৃষভেক্ষণ।
হত্বা নয়স্ব মাং গাব এষ মে সময়ঃ পুরা ॥ ৯২
এতত্তে মে সমাখ্যাতঃ সময়ঃ মধুসূদন।
সত্যমেব মহাবাহো ন মিথ্যা তু সুরেশ্বর ॥ ৯৩
মত্তোবাহমনুগ্রাহ্যো বধ্য মাং মধুসূদন।
অথবা গোষু নির্ব্বন্ধো হত্বা নয় মহাভুজ ॥ ৯৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বরুণেনৈবমুক্তস্তু যদূনাং বংশবর্দ্ধনঃ
অভেদ্যং সময়ং মত্বা জলবাসো গবাং প্রতি ॥ ৯৫
স প্রহস্য ততো বাক্যং বাক্যতাৎপর্য্যকোবিদঃ।
ত্বমামুক্তোঽসি যদ্যেবং বাণেন সময়ঃ কৃতঃ ॥ ৯৬
প্রসন্নৈর্মধুরৈর্বাক্যৈঃ কৌশলৈর্ধর্ম্মভাষিতৈঃ
কথং পাপং করিষ্যামি বরুণ ত্বয্যহং প্রভো ॥ ৯৭
গচ্ছ মুক্তোঽসি বরুণ সত্যসন্ধোঽসি নো ভবান্।

---

সর্বজ্ঞ এবং ঐশ্বর্যবিধির আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছেন। অথচ আমাদের সকলকে মোহিত করিতেছেন কেন। ৮৪

বরুণদেব এইরূপ বলিলে সম্পূর্ণ জগতের আশ্রয়, সাত্ত্বিক ভাবের জ্ঞাতা, সর্বদ্রষ্টা এবং বীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার (বরুণের) পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) হাসিতে হাসিতে এইরূপ বলিলেন। ৮৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে ভীমবিক্রম! এই বিবাদের শান্তির জন্য আমাকে গাভীসমূহ প্রদান কর।' শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে বাক্যশ্রেষ্ঠ বরুণদেব পুনরায় বলিলেন—'হে মধুসূদন! প্রথমে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৮৬-৮৭

বরুণ বলিলেন—'হে দেব! পূর্বকালে বাণাসুরের নিকট আমি এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন কিরূপে তাহার বিপরীত আচরণ করিব?' ৮৮

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে কি হয় তাহার সব কিছু আপনিই তো জানেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে চরিত্র কলঙ্কিত হয় এবং সাধুগণ তাহার প্রশংসা করেন না। ৮৯

হে মধুসূদন! ধর্মাত্মা পুরুষ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী মনুষ্যকে সর্বদা ত্যাগ করেন এবং সেই পাপী উত্তম লোক প্রাপ্ত হয় না। ৯০

হে মধুসূদন! প্রসন্ন হউন! আমার যেন ধর্মলোপ না হয়! হে মাধব! আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ পাপে সংযুক্ত করিবেন না। ৯১

'হে বৃষভেক্ষণ গোবিন্দ! আমি জীবিতাবস্থায় এই গাভীসকল দিতে পারিব না। আপনি আমাকে বধ করিয়া ইহা লইয়া যান। পূর্বকালে আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ৯২

হে মধুসূদন! হে মহাবাহো! আপনাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলিলাম। হে সুরেশ্বর! ইহা সর্বৈব সত্য, মিথ্যা নহে। ৯৩

হে মহাবাহু মধুসূদন! যদি আমি আপনার অনুগ্রহপাত্র হই, তবে আপনি আমাকে বধ করুন। আর যদি গাভী লইয়া যাইবার আপনার আগ্রহ থাকে, তবে আমাকে বধ করিয়া লইয়া যান। ৯৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'হে জনমেজয়! বরুণদেব এই কথা বলিলে যদুবংশের বর্ধনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার (বরুণদেবের) প্রতিজ্ঞা অভেদ্য মনে করিয়া গাভীর জন্য বিবাদ [illegible] করিলেন। ৯৫

বাক্যতাৎপর্যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'যদি আপনি বাণের সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে আপনি এই কলহ হইতে মুক্ত হইলেন। ৯৬

পুনরায় অর্থপূর্ণ ও বিনয়যুক্ত মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে প্রভু! বরুণদেব! আমি কেন আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করিব?' ৯৭

ত্বৎপ্রিয়ার্থং ময়া মুক্তো বাণপাশো ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮
ততস্তূর্যনিনাদৈশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ
অর্ঘ্যমাদায় বরুণঃ কেশবং প্রত্যপূজয়ৎ ।
কেশবোঽপ্যর্ঘ্যং তদা গৃহ্য বরুণাদ্ যদুনন্দনঃ ॥ ৯৯
বলং সম্পূজয়ন্দেবঃ কৃষ্ণেনৈব সমাহিতঃ ।
বরুণায়াভয়ং দত্ত্বা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০০
দ্বারকাং প্রস্থিতঃ শৌরিঃ শচীপতিসহায়বান্ ।
তত্র দেবাঃ সমরুতঃ সসাধ্যাঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ॥ ১০১
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব কিন্নরাশ্চান্তরিক্ষগাঃ
অনুগচ্ছন্তি ভূতেশং সর্বভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১০২
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ যক্ষ-রাক্ষসাঃ ।
বিদ্যাধরগণাশ্চৈব যে চান্যে সিদ্ধচারণাঃ
গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি যশসা বিজয়েন চ ॥ ১০৩
নারদশ্চ মহাভাগঃ প্রস্থিতো দ্বারকাং প্রতি
তুষ্টো বাণজয়ং দৃষ্ট্বা বরুণস্য কৃতপ্রিয়ম্ ॥ ১০৪

কৈলাসশিখরপ্রখ্যৈঃ প্রাসাদৈঃ কনকৈঃ শুভৈঃ ।
দূরাদ্বিশদা মধুরা দ্বারকাং দ্বারশালিনীম্ ॥ ১০৫
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং চক্রে চক্র-গদাধরঃ ।
সংজ্ঞাং প্রযচ্ছতে দেবো দ্বারকাপুরবাসিনাম্ ॥ ১০৬
দেবানুযাননির্ঘোষং পাঞ্চজন্যস্য নিঃস্বনম্ ।
শ্রুত্বা দ্বারবতী সর্বা প্রহর্ষমতুলং গতা ॥ ১০৭
পূর্ণকুম্ভৈশ্চ লাজৈশ্চ বহুবিক্ষিপ্তবিস্তরৈঃ ।
দ্বারোপশোভিতাং কৃত্বা সর্বাং দ্বারবতীং পুরীম্ ॥ ১০৮
সুসিক্তরথ্যাং সশ্রীকাং বহুধ্বজোপশোভিতাম্ ।
বিপ্রাশ্চার্ঘ্যং সমাদায় যথৈব কুলনৈগমাঃ ॥ ১০৯
জয়শব্দৈশ্চ বিবিধৈঃ পূজয়ন্তি স্ম মাধবম্ ।
বৈনতেয়ে সমাসীনং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ১১০
ববন্দিরে তদা কৃষ্ণং শ্রিয়া পরময়া যুতম্
তথানুপূর্ব্যা বর্ণাশ্চ পূজয়ন্তি মহাবলম্ ॥ ১১১

'হে বরুণদেব! যান, এখন আপনি মুক্ত। সত্যপ্রতিজ্ঞা-কারীর সহিত আমার সখ্য আছে। আপনার প্রীতির জন্য বাণাসুরের গাভীসকল আমি ত্যাগ করিলাম—ইহাতে সংশয় নাই। ৯৮

তদনন্তর বাদ্যধ্বনি ও ভেরীর গম্ভীর শব্দের সহিত বরুণদেব অর্ঘ্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন। যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা স্বীকার করিলেন। ৯৯

তারপর বুদ্ধিমান্ পুরুষের ন্যায় বরুণদেব একাগ্রচিত্তে বলদেবের পূজা করিলেন। পুনরায় প্রতাপী শ্রীকৃষ্ণ বরুণদেবকে অভয় প্রদান করিয়া শচীপতি ইন্দ্রের সহিত দ্বারকায় প্রয়াণ করিলেন। ১০০;

সেখানে দেবতা, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং কিন্নরগণ আকাশমার্গে সর্ব জীবের আদিকারণ, অবিনাশী, ভূতনাথ শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ১০১-১০২

আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, ও অন্যান্য সিদ্ধ-চারণগণ যশ ও বিজয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১০৩

মহাভাগ নারদও দ্বারকায় গমন করিতেছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাণাসুর-বিজয় বরুণদেবের প্রিয় কার্য সম্পাদন দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১০৪

তদনন্তর চক্র ও গদাধারী মধুসূদন দ্বারমালা সজ্জিত এবং কৈলাসশিখরের ন্যায় সুবিশাল প্রাসাদ ও সুন্দর কনকে সুশোভিত দ্বারকাপুরী দূর হইতে দেখিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খের গম্ভীর শব্দ করিলেন। এই প্রকারে ভগবান্ বাসুদেব দ্বারকাবাসিগণের নিকট আপনার আগমনের সূচনা প্রদান করিলেন। ১০৫ ১০৬

পশ্চাতে আগমনকারী দেবগণের গম্ভীর শব্দ ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসিগণ অত্যন্ত আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ১০৭

নগরবাসিগণ দ্বারকাপুরীর সকল দ্বারে জলপূর্ণ কলস রাখিয়া দিলেন এবং খুব বিস্তৃতভাবে উন্মুক্ত করিয়া লাজ (খৈ) ছড়াইয়া দিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ নগর এক অভিনব শোভায় শোভিত হইয়া উঠিল। ১০৮

পথগুলি পরিষ্কৃত করিয়া সুসজ্জিত করা হইল এবং পুরীর শোভাবর্ধনের নিমিত্ত বহুসংখ্য পতাকা সজ্জিত করা হইল। ব্রাহ্মণ এবং কুলাচারজ্ঞ পুরোহিতগণ অর্ঘ্য লইয়া জয়ধ্বনিপূর্বক গরুড়ের উপর বিরাজিত নীলাঞ্জনের ন্যায় বর্ণধারী মাধবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০৯-১১০

তখন পরম শোভায় শোভিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করা হইল। সকল বর্ণের মানুষ মহাবলী অনন্ত (বলরাম) এবং কেশিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের ক্রমশঃ পূজা করিলেন। শ্রেষ্ঠী (শেঠ) প্রভৃতি বণিগ্‌গণও তাঁহাদের পূজা করিলেন। ১১১;

অনন্তঃ কেশিহন্তারং শ্রেষ্ঠপুণ্যৈস্ত শ্রেণয়ঃ ।
ঋষিভির্দেবগন্ধর্বৈশ্চারণৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ১১২
স্তূয়তে পুণ্ডরীকাক্ষো দ্বারকোপবনে স্থিতঃ ।
তদাশ্চর্য্যমপশ্যন্ত দাশার্হগণসত্তমাঃ ॥ ১১৩
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তা দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং মহাভুজম্ ।
বাণং জিত্বা মহাদেবমায়াস্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১১৪
দ্বারকাবাসিনাং বাচশ্চরন্তি বহুধা তদা ।
প্রাপ্তে কৃষ্ণে মহাভাগে যাদবানাং মহারথে ॥ ১১৫
গত্বা চ দূরমধ্বানং সুপর্ণো জবমাগতঃ ।
ধন্যাঃ স্মোঽনুগৃহীতাঃ স্মো যেষাং নো জগতঃ পিতা ॥১১৬
রক্ষিতা চৈব গোপ্তা চ দীর্ঘবাহুর্মহাভুজঃ
বৈনতেয়ং সমারুহ্য জিত্বা বাণং সুদুর্জয়ম্ ॥ ১১৭
প্রাপ্তোঽয়ং পুণ্ডরীকাক্ষো মনাংস্যাহ্লাদয়ন্নিব
এবং কথয়তামেব দ্বারকাবাসিনাং তদা ॥ ১১৮
বাসুদেবগৃহং দেবা বিবিশুস্তে মহারথাঃ ।
অবতীর্য্য সুপর্ণাত্তু বাসুদেবো বলস্তথা ॥ ১১৯

প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ গৃহান্ প্রবিবিশুস্তদা
ততো দেববিমানানি সঞ্চরন্তি তদা দিবম্ ॥ ১২০
অবস্থিতানি দৃশ্যন্তে নানারূপাণি সর্বশঃ ।
হংসবৃষভমৃগৈর্নাগৈর্বাজি-সারস-বর্হিণৈঃ ॥ ১২১
ভাস্বন্তি তানি দৃশ্যন্তে বিমানানি সহস্রশঃ ।
অথ কৃষ্ণোঽব্রবীদ্ বাক্যং কুমারাংস্তান্ সমন্ততঃ ।
প্রদ্যুম্নাদীন্ সমস্তাংস্তু প্রভুঃ মধুরয়া গিরা ॥ ১২২
এতে রুদ্রাস্তথাদিত্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি ।
সাধ্যা দেবাস্তথান্যে চ বন্দধ্বং যথাক্রমম্ ॥ ১২৩
সহস্রাক্ষং মহাভাগং দানবানাং ভয়ঙ্করম্
বন্দধ্বং মরুতাং শক্রং সর্বে নাগবাহনম্ ॥ ১২৪
সপ্তর্ষয়ো মহাভাগা তপঃসিদ্ধিসমাশ্রিতাঃ ।
স্থবরশ্চ মহাত্মানো বন্দধ্বং যথাসুখম্ ॥ ১২৫
এতে চক্রধরাশ্চৈব তান্ বন্দধ্বং সর্বশঃ ।
সাগরাশ্চ সুরাশ্চৈব মৎপ্রিয়ার্থমিহাগতাঃ ॥ ১২৬

এই অবসরে দ্বারকার উপবনে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্দিকে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব এবং চারণ প্রভৃতি সকলে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১১২

যদুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ঐ আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়াছিলেন। বাণাসুরকে জয় করিয়া আগত মহান্ দেবতা, মহাবাহু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তাঁহারা অশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। ১১৩-১১৪

যাদব-মহারথী মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পর দ্বারকাবাসিগণের মুখে ঐ সময় নানা প্রকার কথা শোনা যাইতেছিল। ১১৫

গরুড় বহু দূরপথ গমন করিয়া শীঘ্র আগমন করিয়াছেন। আমরা ধন্য এবং শ্রীভগবানের দ্বারা অনুগৃহীত। কারণ, আমাদের রক্ষক ও পালক দীর্ঘবাহু জগৎপিতা মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ। গরুড়ে আরোহণ পূর্বক অতীব দুর্জয় বাণাসুরকে জয় করত কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মনকে আহ্লাদিত করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ১১৬-১১৭

দ্বারকাবাসিগণ যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন মহারথী দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের ভবনে প্রবেশ করিলেন। ১১৮

সেখানে আসিয়া বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তখন গরুড় হইতে অবতরণ পূর্বক স্ব-স্ব-ভবনে গমন করিলেন। ১১৯

তারপর যে নানাপ্রকার দেব-বিমানসকল আকাশে বিচরণ করিতেছিল, ঐ সকল তাহাদের স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল। ১২০

হংস, বৃষভ, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, সারস, ময়ূর প্রভৃতির দ্বারা সংযুক্ত সহস্র সহস্র দীপ্তিমান্ বিমান দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ১২১

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সমস্ত সভায় উপস্থিত প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত যাদবকুমারগণকে মধুর ও স্নিগ্ধ বাক্যে এই কথা বলিলেন। ১২২

"(বৎসগণ!) এখানে রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, সাধ্যগণ এবং যে সকল অন্য দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদের তোমরা যথাক্রমে বন্দনা কর। ১২৩

দানবগণের ভয়প্রদানকারী সহস্রনেত্রধারী মহাভাগ ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ পূর্বক দেবগণ সহ অবস্থান করিতেছেন, তোমরা একত্রে তাঁহারও বন্দনা কর। ১২৪

মহাভাগ সপ্তর্ষিগণ তপ ও তপঃসিদ্ধির সহিত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য মহাত্মা ঋষিগণও আছেন। যথাক্রমে তাঁহাদেরও বন্দনা কর। ১২৫

এই সকল চক্রধারী লোকপাল অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাদের প্রণাম কর। সাগর, সরোবর, দিক্ ও বিদিকে

দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব বন্দধ্বং যথাক্রমম্
বাসুকিপ্রমুখাশ্চৈব নাগা বৈ সুমহাবলাঃ ॥ ১২৭
গারুড়শ্চ মৎপ্রিয়ার্থং বৈ বন্দধ্বং যথাক্রমম্
জ্যোতীংষি সহ নক্ষত্রৈর্যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরৈঃ ॥ ১২৮
আগতা মৎপ্রিয়ার্থং বৈ বন্দধ্বং যথাক্রমম্ ।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা কুমারাঃ প্রণতাঃ স্থিতাঃ ॥ ১২৯
যথাক্রমেণ সর্ব্বেষাং দেবতানাং মহাত্মনাম্
সর্ব্বান্ দিবৌকসো দৃষ্ট্বা পৌরা বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ১৩০
পূজার্থমথ সম্ভারান্ প্রগৃহ্য ত্বরিতাগতাঃ ।
অহো সুমহদাশ্চর্য্যং বাসুদেবস্য সংশ্রয়াৎ ॥ ১৩১
প্রাপ্যতে যদিহাস্মাভিরিতি বাচমুদৈরয়ন্
ততশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ গন্ধপুষ্পৈশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৩২
কিরন্তি পৌরাঃ সর্ব্বাংস্তান্ পূজয়ন্তো দিবৌকসঃ ।
লাজৈঃ প্রণামৈর্ধূপৈশ্চ বাক্যৈরভিমতৈস্তথা ॥ ১৩৩
দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বে পূজয়ন্তি দিবৌকসঃ

আহুকং বাসুদেবঞ্চ সাম্বঞ্চ যদুনন্দনম্ ॥ ১৩৪
সাত্যকিং চোদ্ধবং চৈব বিপৃথুঞ্চ মহাবলম্
অক্রূরঞ্চ মহাভাগং তথা নিশঠমেব চ ॥ ১৩৫
এতান্ পরিষ্বজ্য তদা মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় বাসবঃ ।
অথ শক্রো মহাভাগঃ সমক্ষং যদুমণ্ডলে ॥ ১৩৬
স্তুবন্ কেশিনিহন্তারং তত্রোবাচোত্তরং বচঃ ।
সাত্বতঃ সাত্বতানেব সর্ব্বেষাং যদুনন্দনম্ ॥ ১৩৭
যোধয়িত্বা রণে চৈব যশসা পৌরুষেণ চ ।
মহাদেবস্য মিষতো গুহস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১৩৮
এষ বাণং রণে জিত্বা দ্বারকাং পুনরাগতঃ ।
সহস্রবাহোর্বাহূনাং কৃত্বা বহনকৃন্তনম্ ॥ ১৩৯
স্থাপয়িত্বা দিবাবাহে প্রাপ্তোহয়ং স্বপুরং হরিঃ ।
যদর্থং জন্ম কৃষ্ণস্য মানুষেষু মহাত্মনঃ ॥ ১৪০
তদপাবসিতং কার্য্যং নষ্টশোকা বয়ং কৃতাঃ ।
পিবতাং মধু মার্দ্বীকং ভবতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪১

আমাদের প্রিয় করিবার নিমিত্ত ইঁহারা এখানে আসিয়াছেন। তোমরা ক্রমশঃ ইঁহাদের বন্দনা কর ॥ ১২৬

বাসুকি প্রভৃতি মহাবলী নাগ ও গরুড় আমাদের প্রীতির জন্য এখানে আসিয়াছেন; তোমরা ইঁহাদের ক্রমশঃ বন্দনা কর ॥ ১২৭

নক্ষত্র-সহ গ্রহ ও তারা, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নর—ইঁহারা সকলে আমাদের প্রীতির নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন; তোমরা ক্রমশঃ ইঁহাদেরও বন্দনা কর ॥ ১২৮

ভগবান্ বাসুদেবের বচন শুনিয়া সকল যাদবকুমার ক্রমশঃ সকল দেবতা ও মহাত্মাগণকে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১২৯

সমস্ত দেবতাগণকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত পুরবাসিগণ পূজার সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র সেখানে আগমন করিলেন ॥ ১৩০

তখন তাঁহাদের মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইতেছিল—'অহো! ভগবান্ বাসুদেবের আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা এখানে পরম আশ্চর্য্য অবলোকন করিলাম' ॥ ১৩১

পুরবাসিগণ সকল দেবতার পূজা করিতে করিতে তাঁহাদের প্রতি চন্দনচূর্ণ ও সুগন্ধিত পুষ্প বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩২

লাজ ( খৈ ) বিকীর্ণ করিয়া, বারংবার প্রণাম করিয়া, ধূপ দান, সৎকারে সম্মতি পালন পূর্ব্বক দ্বারকাবাসিগণ দেবতাগণের পূজা করিলেন ॥ ১৩৩

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র রাজা উগ্রসেন, ভগবান্ বাসুদেব, যদুনন্দন সাম্ব, সাত্যকি, উদ্ধব ও বলী বিপৃথু, মহাভাগ অক্রূর ও নিশঠ প্রভৃতি সকলকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তারপর যদুগণের সম্মুখে মহাভাগ ইন্দ্র ভক্তিকারী কেশিহন্তা শ্রীকৃষ্ণকে উত্তর দেওয়ার জন্য এইরূপ বাক্য বলিলেন ॥ ১৩৪-১৩৬

এই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সাত্বতবংশীয় যাদবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্বত। রণভূমিতে যশ ও পৌরুষের সহিত অনিরুদ্ধের বন্ধন মুক্ত করিয়া মহাদেব ও মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের সম্মুখে সংগ্রামে বাণাসুরকে পরাজিত করত পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন ॥ ১৩৭-১৩৮

সহস্র বাহুযুক্ত বাণাসুরকে পরমোত্তম দ্বিবাহুযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাকে দিবাহের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৩৯

যাহার জন্য মনুষ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সেই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইল; দেবতাগণের সমস্ত দুঃখের তিনি বিনাশ করিয়াছেন ॥ ১৪০

এখন মধুর মধু পান করিয়া এবং নিরন্তর মনোবাঞ্ছিত বিষয় ভোগ করিয়া তোমাদের সময় সুখে অতিবাহিত হইবে ॥ ১৪১

কালো যাস্যত্যবিরতঃ বিষয়েষ্বেব সজ্জতাম্ ।
বাহূনাং সংশ্রয়াৎ সর্ব্বে বয়মস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৬১
প্রণষ্টশোকা রংস্যামঃ সর্ব্ব এব যথাসুখম্ ।
এবং স্তুত্বা সহস্রাক্ষঃ কেশবং দানবান্তকম্ ॥ ১৬২
আপৃচ্ছ্য তং মহাভাগঃ সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতঃ ।
ততঃ পুনঃ পরিষ্বজ্য কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্ ।
পুরন্দরো দিবং যাতঃ সহ দেবমরুদ্গণৈঃ ॥ ১৬৪
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো জয়াশীর্ভির্মহৌজসম্ ।
যথাগতং পুনর্যাতা যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরাঃ ॥ ১৬৫

পুরন্দরে দিবং যাতে পদ্মনাভো মহাবলঃ
অপৃচ্ছত মহাভাগঃ সর্ব্বান্ কুশলমব্যয়ম্ ॥ ১৬৬
ততঃ কিলকিলাশব্দং নির্বমন্তঃ সহস্রশঃ ।
গচ্ছন্তি কৌমুদীং দ্রষ্টুং মোহনং প্রীতয়ে সদা ॥ ১৬৭
দ্বারকাং প্রাপ্য কৃষ্ণস্তু রেমে যদুগণৈঃ সহ ।
বিবিধান্ সর্ব্বকামার্থান্ ভুক্ত্বা পরময়া মুদা ॥ ১৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
দ্বারকাপ্রত্যাগমনে সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭

আমরা সকল দেবতা এই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগল আশ্রয় করিয়া সর্বদা শোকহীন হইলাম এবং আমরা সকলে এখন স্বর্গলোকে পরম সুখে বিহার করিব। ১৬২

এই প্রকারে দানববিনাশী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া দেবতাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাভাগ ইন্দ্র তাঁহার নিকট বিদায়ের আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। তারপর বিশ্ববন্দিত শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় আলিঙ্গনপূর্বক দেবতা ও মরুদ্গণের সহিত পুরন্দর স্বর্গে গমন করিলেন। ১৬৩-১৬৪

মহাত্মা ঋষিগণও মহাবলী শ্রীকৃষ্ণকে বিজয়সূচক আশীর্বাদে অভিনন্দিত করিয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে পুনরায় চলিয়া গেলেন। তারপর যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণও আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৬৫

দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করিলে পর মহাবলী মহাভাগ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ সকল যাদবগণের অক্ষয় কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৬৬

তদনন্তর সহস্র সহস্র পুরবাসী কিল কিলা শব্দ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের চন্দ্রিকা দর্শনের জন্য যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ভক্তিতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ১৬৭

দ্বারকায় আগমন পূর্বক ইন্দ্র সম্মানিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকারে মনোবাঞ্ছিত বস্তু ভোগ করিতে করিতে যাদবগণের সহিত আনন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৬৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে দ্বারকাপ্রত্যাগমনবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

( দ্বারকায়াং মহোৎসবপালনম্, উষায়া অন্তঃপুরে প্রবেশঃ সৎকারশ্চ, শ্রীকৃষ্ণস্য তথা বিষ্ণুপর্ব্বণো মহিমকথনম্, বিষ্ণুপর্ব্বণ উপসংহারশ্চ । )

বৈশম্পায়ন উবাচ
অথাহুকো মহাবাহু কৃষ্ণং প্রাহ মহাদ্যুতিঃ ।
হর্ষাদুৎফুল্লনয়নঃ শ্রূয়তাং যদুনন্দন ॥ ১
এবং গতেঽনিরুদ্ধস্য ক্রিয়তাং মহদুৎসবঃ ।
ক্ষেমাৎ প্রত্যাগতং দৃষ্ট্বা সেব্যমানা মহামতে ॥ ২
উষাপি চ মহাভাগা সখীভিঃ পরিবারিতা ।
রমতে পরমা প্রীতা চানিরুদ্ধেন সঙ্গতা ॥ ৩
কুম্ভাণ্ডদুহিতা রামা উষায়াঃ সখিমণ্ডলে ।
প্রবেশ্যতাং মহাভাগা বৈদর্ভী বর্দ্ধয়েৎ পুনঃ ॥ ৪

### অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ দ্বারকায় উৎসবপালন, উষার অন্তঃপুরে প্রবেশ ও সৎকার, শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুপর্বের মহিমাকথন ও বিষ্ণুপর্বের উপসংহার। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবাহু মহাতেজা আহুক হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—যদুনন্দন, শ্রবণ করুন। ১

হে মহামতে! যেহেতু অনিরুদ্ধ কুশল পূর্বক দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখা দিয়াছে, তখন তাঁহাকে লইয়া মহোৎসব করা হউক। মহাভাগা উষা ও সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া এবং অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন। ২-৩

উষার সখীমণ্ডলে কুম্ভাণ্ডকন্যা রামা আছে, তাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করান হউক এবং মহাভাগা বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী নিজ পুত্রবধূরূপে তাহার অভিনন্দন করুন। ৪

সাম্বায় দীয়তাং রাজা কুম্ভাণ্ডদুহিতা শুভা ।
শেষাস্তু কন্যা দত্তন্তাং কুমারাণাং যথাক্রমম্ ॥ ৫
বর্ত্ততে সোৎসবস্তত্র অনিরুদ্ধস্য বেশ্মনি ।
গৃহে শ্রীমদনস্যৈব শুভস্তত্র প্রবর্ত্ততে ॥ ৬
বাদয়ন্তি পুরে তত্র নার্য্যো মদবশং গতাঃ ।
নৃত্যন্তে চাপরাস্তত্র গায়ন্তি চ তথাপরাঃ ॥ ৭
কাশ্চিৎ প্রমুদিতাস্তত্র কাশ্চিদন্যোন্যমব্রুবন্ ।
নানাবর্ণাম্বরধরাঃ ক্রীড়মানাস্ততস্ততঃ ॥ ৮
অভিযান্তি ততোঽন্যোন্যং কাশ্চিন্মদবশাৎ স্বয়ম্ ।
ক্রীড়ন্তি কাশ্চিদন্যৈস্তু হর্ষোৎফুল্ললোচনাঃ ॥ ৯
মায়ূরং রথমারুহ্য সখীভিঃ পরিবারিতা
ঊষা সম্প্রেষিতা দেব্যা রুদ্রাণ্যা প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১০
ইয়ং চৈব কুম্ভাণ্ডস্য নার্য্যেষা সুন্দরী বরা ।
বাণপুত্রী তব বধূঃ প্রতিগৃহ্নীষ্ব ভামিনীম্ ॥ ১১
ততঃ প্রতিগৃহীতা সা স্ত্রীভিরাচারমঙ্গলৈঃ ।
প্রবেশিতা চ সা বেশ্ম অনিরুদ্ধস্য শোভনা ॥ ১২
দেবকী রোহিণী চৈব রুক্মিণ্যথ বিদর্ভজা ।
দৃষ্টানিরুদ্ধং রোদন্ত্যঃ স্নেহহর্ষসমন্বিতাঃ ॥ ১৩
রেবতী রুক্মিণী চৈব গৃহমুষাং প্রবেশয়ৎ ।
বধূর্বদসি দিষ্ট্যা ত্বমনিরুদ্ধস্য দর্শনাৎ ॥ ১৪
ততস্তূর্য্যপ্রণাদৈস্তা বরনার্য্যঃ শুভাননাঃ ।
ক্রিয়ামারেভিরে কর্ত্তুমুষা চ গৃহসংস্থিতা ॥ ১৫
ততো হর্ম্যতলস্থা সা বৃষ্ণিপুঙ্গবসংস্থিতা ।
রমতে সর্ব্বসম্পৃষ্টৈরুপভোগৈর্বরাননা ॥ ১৬
চিত্রলেখা চ সুশ্রোণী অপ্সরারূপধারিণী ।
আপৃচ্ছ্য চ সখীবর্গমুষাঞ্চ ত্রিদিবং গতা ॥ ১৭
গতাসু তাসু সর্ব্বাসু সখীষ্বথ সুন্দরী ।
মায়াবত্যা গৃহং নীতা প্রথমং সা নিমন্ত্রিতা ॥ ১৮
সা তু প্রত্যগ্রগর্ব্বিণী স্নুষাং দৃষ্ট্বা সুমধ্যমা ।
বাসোভিরন্নপানৈশ্চ পূজয়ামাস সুন্দরীম্ ॥ ১৯

কুম্ভাণ্ডের শুভলক্ষণা কন্যা রাজার সাম্বের সহিত বিবাহ দেওয়া হউক এবং অবশিষ্ট অন্যান্য কন্যাগুলির অন্যান্য কুমারগণের সহিত বিবাহ দেওয়া হউক ॥ ৫

(রাজা উগ্রসেন এই কথা বলিলে পর) অনিরুদ্ধ ও শ্রীমদনের ভবনে ঐ শুভ উৎসব আরম্ভ হইল ॥ ৬

ঐ নগরীর নারীগণ মদমত্ত হইয়া বাদ্য বাজাইতে লাগিল এবং অপরাপর নৃত্য করিতে লাগিল। অপরে আবার গান গাহিতে আরম্ভ করিল ॥ ৭

কোন কোন নারী আনন্দে নিমগ্ন হইল; কেহ কেহ নানা রূপ কথা বলিতে লাগিল। বহু নারী নানা প্রকার বর্ণের বস্ত্রধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ৮

কোন কোন স্ত্রী যৌবনমদে মত্ত হইয়া স্বয়ং পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং ক্রীড়ারত হইল এবং আনন্দে উৎফুল্লনেত্র হইল ॥ ৯

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিলেন) দেবি! রুদ্রপত্নী পার্ব্বতীদেবীর সখীদ্বারা পরিবেষ্টিতা ঊষা ময়ূরযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। বাণাসুরের কন্যা কুম্ভাণ্ডনন্দিনী শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ঊষা তোমার বধূ, তুমি এই কন্যাকে সাদরে গ্রহণ কর ॥ ১০-১১

তখন স্ত্রীগণ মঙ্গলাচার পূর্ব্বক সেই সুন্দরী বধূকে গ্রহণ করিলেন এবং অনিরুদ্ধের ভবনে প্রবেশ করাইলেন ॥ ১২

দেবকী, রোহিণী, রুক্মিণী এবং বৈদর্ভী প্রভৃতি স্ত্রীগণ অনিরুদ্ধকে দেখিয়া স্নেহ ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

রেবতী ও রুক্মিণী অনিরুদ্ধের শ্রেষ্ঠ ভবনে প্রবেশ করিয়া প্রদ্যুম্নপত্নী শুভাঙ্গীকে বলিলেন— বধূ, আজ তুমি নিজ পুত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ, ইহা অতীব সৌভাগ্যের কথা ॥ ১৪

অনন্তর শুভাননা সুন্দরী স্ত্রীগণ নানারূপ বাদ্যধ্বনির সহিত কুলাচার সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং ঊষা গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তাহার পর সুমুখী ঊষা অট্টালিকার মধ্যে বৃষ্ণিপুঙ্গব অনিরুদ্ধের সহিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার উপভোগের দ্বারা আনন্দে সময় যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সুন্দর কটিপ্রদেশধারিণী অপ্সরারূপধারিণী চিত্রলেখা ঊষা ও অন্যান্য সখীগণের নিকট বিদায় লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৭

সেই সকল সখী গমন করিলে মায়াবতী অনুপমসুন্দরী ঊষাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ১৮

প্রদ্যুম্নপত্নী সুমধ্যমা মায়াবতী ঐ সুন্দরী পুত্রবধূকে দর্শন করিয়া অন্ন, পান ও বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা সমর্চিত করিলেন ॥ ১৯

ততঃ ক্রমেণ সর্ব্বাস্তা বধূমুখ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ
আচারবত্যস্ততঃ স্বধর্ম্মমনুচক্রিরে ॥ ২০

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া কুরুকুলোদ্বহ।
যথা বাণো জিতঃ সংখ্যে জীবন্মুক্তশ্চ বিষ্ণুনা ॥ ২১
দ্বারকায়াং ততঃ কৃষ্ণো রেমে যদুগণৈর্বৃতঃ
অবশ্যাসন্মহীং কৃৎস্নাং পরয়া সংযুক্তো মুদা ॥ ২২
এবমেষোঽবতীর্ণো বৈ পৃথিবীং পৃথিবীপতে।
বিষ্ণুর্যদুকুলশ্রেষ্ঠো বাসুদেবেতি বিশ্রুতঃ ॥ ২৩
এতৈশ্চ কারণৈঃ শ্রীমান্ বসুদেবকুলে প্রভুঃ।
জাতো বৃষ্ণিষু দেবক্যাং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ২৪
নিবৃত্তে নারদপ্রশ্নে ময়োক্তং সমাসতঃ
কথাস্তে বিস্তরাঃ সর্ব্বে যে পূর্ব্বং জনমেজয় ॥ ২৫
বিজ্ঞোহসি মাথুরে কল্পে যত্র তে সংশয়ো মহান্।
বাসুদেবগতিশ্চৈব সা ময়া সমুদাহৃতা ॥ ২৬
আশ্চর্য্যং চৈব নান্যদ্ বৈ কৃষ্ণশ্চাশ্চর্য্যসন্নিধিঃ।
সর্ব্বেষ্বাশ্চর্য্যকল্পেষু নাস্ত্যাশ্চর্য্যমবৈষ্ণবম্ ॥ ২৭
এষ ধন্যো হি ধন্যানাং ধন্যকৃদ্ধন্যভাবনঃ।
দেবেষু চ স দৈত্যেষু নাস্তি ধন্যতরোঽচ্যুতাৎ ॥ ২৮
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
গগনং ভূর্দিশশ্চৈব সলিলং জ্যোতিরেব চ ॥ ২৯
এষ ধাতা বিধাতা চ সংহর্ত্তা চৈব নিত্যশঃ।
সত্যং ধর্ম্মস্তপশ্চৈব ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ ॥ ৩০
অনন্তশ্চৈব নাগানাং রুদ্রাণাং শঙ্করঃ স্মৃতঃ
জঙ্গমাজঙ্গমশ্চৈব জগন্নারায়ণোদ্ভবম্ ॥ ৩১
এতস্মাচ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রসূতেন্তু জনার্দ্দনাৎ।
জগচ্চ সর্ব্বং দেবেশে তং নমস্কুরু ভারত ॥ ৩২
পূজ্যশ্চ সততং সর্ব্বৈর্দেবৈরেষ সনাতনঃ।
ইত্যুক্তং বাণযুদ্ধং তে মাহাত্ম্যং কেশবস্য তু ॥ ৩৩
বংশপ্রতিষ্ঠামতুলাং শ্রবণাদেব লপ্স্যসে
যে চেদং ধারয়িষ্যন্তি বাণযুদ্ধমনুত্তমম্ ॥ ৩৪

---

অনন্তর যদুবংশীয় সকল স্ত্রী নিজ কুলাচার অনুসারে ক্রমশঃ বধূকে নিজ নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন এবং স্বধর্ম্ম পালন করিলেন ॥ ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে যুদ্ধে বাণাসুরকে জয় করিয়াছিলেন এবং জীবিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আমি বর্ণনা করিলাম ॥ ২১

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণে পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় অবস্থান পূর্ব্বক আনন্দিতচিত্তে সমগ্র ভূমণ্ডল পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২২

পৃথ্বীনাথ! এই প্রকারে ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যদুকুলশিরোমণি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ২৩

এই সকল কারণে শ্রীমান্ ভগবান্ বিষ্ণু বৃষ্ণিবংশের অন্তর্গত বসুদেবকুলে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলে ॥ ২৪

হে জনমেজয়! নারদের প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আমি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছি, সেই সমস্ত কথা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি* ॥ ২৫

ভগবান্ বিষ্ণুর মথুরায় অবতার কল্পে তোমার যাহা সন্দেহ ছিল, তাহার সমাধানের জন্য বাসুদেবের স্বরূপ এবং বাসুদেবই যে পরম গতি এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছি ॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন আশ্চর্য্যবস্তু নাই। শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্য্যের আধার। সকল আশ্চর্য্যময় বস্তুর মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশহীন কোন আশ্চর্য্য বস্তু নাই ॥ ২৭

এই শ্রীকৃষ্ণ ধন্য, তিনি ধন্যগণকে ধন্য করিয়া থাকেন এবং ধন্যভাবন। দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে এই ভগবান্ অচ্যুতের অপেক্ষা কেহ অধিক ধন্য নাই ॥ ২৮

ইনিই আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, আকাশ, ভূমি দিক্, জল ও তেজ ॥ ২৯

ইনি ধাতা, বিধাতা এবং নিত্যসংহারকারী; ইনিই সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, এবং পিতামহ ব্রহ্মা ॥ ৩০

ইনি নাগগণের মধ্যে অনন্ত এবং রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর। ইনি সমস্ত চরাচর জগৎ এবং নারায়ণ হইতে আবির্ভূত ॥ ৩১

এই জনার্দ্দন হইতে সমগ্র জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। হে ভারত, দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে সমগ্র জগৎ বিদ্যমান। তুমি ইহাকে নমস্কার কর ॥ ৩২

এই সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবগণের পূজনীয়। এই প্রকারে আমি বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ এবং কেশবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম ॥ ৩৩

তুমি ইহার শ্রবণমাত্রেই অনুপম বংশপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। যে লোক বাণাসুরের এই অনুত্তম যুদ্ধ-প্রসঙ্গ এবং কেশবের মাহাত্ম্য নিত্য মনে ধারণ করিবে, তাহার নিকট অধর্ম্ম প্রবেশ

---

* এই বিষ্ণুপর্ব্বের ১১০ অধ্যায়ে নারদোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। নারদের সেই বধসূচক প্রশ্নের কথাই এখানে সঙ্কেত করা হইয়াছে।

কেশবস্য চ মাহাত্ম্যং সার্বভৌমান্ ভজিষ্যতি
এষা তে বৈষ্ণবী চর্যা ময়া কার্ৎস্নেন কীর্তিতা ॥ ৩৫
শুশ্রূষতস্তে যত্নেন নিয়তং জনমেজয় ।
আশ্চর্যপর্ব নিখিলং যো হীদং ধারয়েন্নৃপ ॥ ৩৬
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।
কল্যমুত্থায় যো নিত্যং কীর্তয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৩৭
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ
ব্রাহ্মণঃ সর্ববেদী স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৩৮
বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ কামানবাপ্নুয়াৎ ।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ দীর্ঘমায়ুর্লভেত সঃ ॥ ৩৯

সৌতিরুবাচ ।

ইতি পারীক্ষিতো রাজা বৈশম্পায়নভাষিতম্ ।
শ্রুতবানচলো ভূত্বা হরিবংশং দ্বিজোত্তম ॥ ৪০
এবং শৌনক সংক্ষেপাদ্ বিস্তরেণ তথৈব চ ।
প্রোক্তা বৈ সর্ববংশাস্তে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি উষাহরণসমাপ্তৌ অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

---

করিতে পারিবে না। হে তাত জনমেজয়! এই যজ্ঞের সমাপ্তির পর তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি ভগবান্ বিষ্ণুর সম্পূর্ণ লীলা বর্ণনা করিলাম। হে নৃপ! যে এই সম্পূর্ণ আশ্চর্যময় পর্ব ধারণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া একাগ্রচিত্তে ইহা কীর্তন করে, তাহার নিকট ইহলোকে এবং পরলোকে কিছুই দুর্লভ থাকে না। এই প্রসঙ্গ পাঠ বা শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণ সর্ববেত্তা হইয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে জয় লাভ করেন, বৈশ্য ধনবান্ হন এবং শূদ্র সম্পূর্ণ অভিলষিত বস্তু লাভ করেন। তিনি কোন অশুভ লাভ করেন না এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। ৩৭-৩৯

হে বিপ্রবর! এই প্রকারে পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় স্থিরচিত্ত হইয়া বৈশম্পায়ন কর্তৃক কথিত হরিবংশ শ্রবণ করিলেন। ৪০

হে শৌনক! আমি এই প্রকারে সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে সকল বংশের বর্ণনা করিলাম। তুমি অতঃপর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে উষাহরণ সমাপ্তিবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ বিষ্ণুপর্ব সম্পূর্ণ ॥

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যতই বিভীষিকা আসুক না কেন, নাম ছাড়বি না।"

( ২ )

"—দেশ সবই আমি। এ দেশে এসে যে ঘুমিয়ে পড়ে সেই-ই স্বপ্ন দেখে—যন্ত্রণা পায়। তুই জেগে থাক সকলি আমি এ জ্ঞান স্থির থাকবে।"

( ৩ )

'রাম-নাম' মানুষকে কৃতার্থ করে—যে যা চায় 'রাম-নাম' তাকে তাই দান করেন। উঠতে-বসতে কেবল রাম-নাম করবি এ-দেশ তো আমাদের প্রকৃত দেশ নয়। দু'দিনের জন্য এখানে এসেছি সেই আলো আনন্দের দেশে যাবার একমাত্র পাথেয় রাম-নাম

( ৪ )

"শোন শোন—তোমার পরশের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি আর কেমন হ'য়ে যাই। সুখ-দুঃখের বস্তু যা' কিছু ছিল তা'র পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আমার আর হাহাকার থাকে না থাকে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।"

—:•:—

Agrahayan 1383 B. S.
Pous 1383 B. S. :
Regd. No. W B/NC-57
Aryashastra
Mahabbharata - 102/103
Nov.—Jan. 1976-77

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

[ ১ ]

"হাঁ হাঁ ডাক ডাক, খুব ডাক, তোমার ডাক শুনিলে আমি যেন কোথায় চলিয়া যাই, আমি যেন আর একজন হইয়া যাই, আমার যেন কত কথা মনে পড়ে, কত কাজ মনে পড়িয়া যায় চুপ করিও না, ডাক আমিও ডাকি তুমিও ডাক।"

[ ২ ]

তোমার ডাক বড় মিঠি। মনে মনেই ডাক মন খুলেই ডাক তোমার ডাক শুনিলে আমার শরীরটা শিহরিয়া উঠে যেন অবশ হইয়া আসে। আবার ডাক আবার ডাক। তোমার ডাক শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি—বেশ বেশ।"

[ ৩ ]

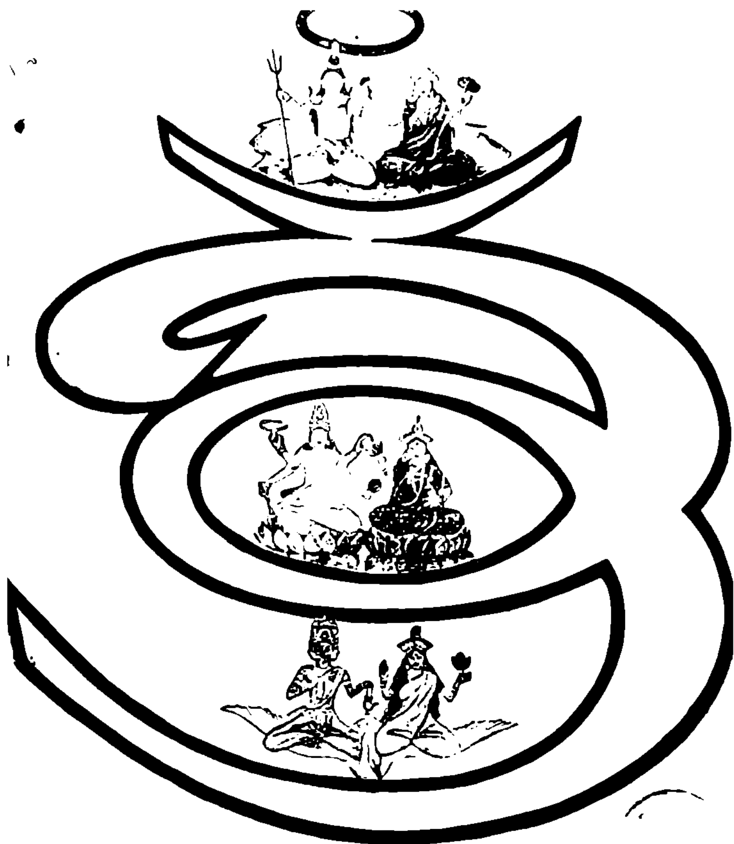
আহা কি মধুর পরশ তোমার! আমাকে নূতন করে তুলল। সুখে দুখে আকুল, সে পুরাণ-আমি আর নই। সব মধুর— সব মধুর।"

[ ৪ ]

"আহা ডুবিয়ে রাখ—তোমার পরশ-মাঝে আমায় ডুবিয়ে রাখ, আমায় ছেড়ে যেও না এ পরশ কেড়ে নিও না। তোমার পরশে সব নূতন হ'য়ে যায়—এক পল পূর্বে যা' দুঃখের ব'লে মনে হচ্ছিল, পরশের সঙ্গে সঙ্গে তা' আর খুঁজে পাই না।"



শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"পূজা ও প্রচার, আলো ও আঁধারের মত পাশাপাশি থাকে। আজ যিনি পূজা কচ্ছেন কাল তিনি প্রচার করবেনই আজ যিনি প্রচার কচ্ছেন কাল তিনি পূজা করবেনই। এই হ'ল সাধারণ নিয়ম। স্থানবিশেষে ব্যতিক্রম হয়। মন অন্তর্মুখ হ'লে কেউ জাগলে যে 'ভাব' সন্তান জন্মায় সেটিকে সাবধানে সংগোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে বর্দ্ধিত করত আপনার কাজ করে যেতে হয়

( ১ )

সাধক মাত্রেরই প্রত্যেকটি লক্ষ্য করা উচিত যে দীক্ষার পর যতদিন পর্য্যন্ত শরীরে আনন্দ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু-নেত্রাদির বিক্রিয়া না হয়, ততদিন বুঝতে হবে মন্ত্রচৈতন্য অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় নাই। শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হ'য়ে যাতে মন্ত্রচৈতন্য হয় তার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি ইষ্টদেবতা তিনি গুরুরূপে আসেন, তিনি মন্ত্ররূপে অধিষ্ঠিত হ'ন।"

( ২ )

অনেকেই খেয়ালের বশে দীক্ষা নেয়; দু' একমাস পরে সব ছেড়ে দেয়। কোন রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে দশবার—নয়ত একশত আটবার জপ করে। এইরূপ শিষ্যের সিদ্ধগুরুই বা কি করতে পারেন। কাজ তো করতে হবে, না কাজ করলে ফল কি ক'রে হবে? আবার অনেক স্থলে অজ্ঞ গুরু মন্ত্র ভুল দেন কাজেই কোন ফল হয় না।"

:০:—

হরিবংশ—১৫-১৬

১৫শ বর্ষ, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৮৩

অষ্টম সংখ্যা শলোদনী যাত্রা
নবম সংখ্যা— দোলযাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

## শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ-

# হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মুখ্য-সম্পাদক
শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য্য ন্যায়তীর্থ এম. এ., ডি. লিট
শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
প্রধান কার্য্যালয় : -মহামিলন মঠ, ৭।১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৭ ( ফোন : ৫৮-২৭৩১ )
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী ( বিবেকানন্দ রোডের মোড় ) কলিকাতা-৬ ( ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ )

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলী

১। আর্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ ন. পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক,-'আর্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি. রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-বিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন।" ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ. ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

# অথ ভবিষ্যপর্ব্ব।

## প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

[ রাজ্ঞো জনমেজয়স্য সন্তানানাং নামানি, পাণ্ডববংশপ্রতিষ্ঠাবর্ণনঞ্চ। ]

( নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ )

শৌনক উবাচ

জনমেজয়স্য কে পুত্রাঃ পঠ্যন্তে লোমহর্ষণে।
কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো বংশঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্॥ ১

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
সূত কথয়তঃ সর্বং বেদ্যাহং তৎ পরিস্ফুটম্॥ ২

সৌতিরুবাচ

পারীক্ষিতস্য কাশ্যায়াং দ্বৌ পুত্রৌ সম্বভূবতুঃ।
চন্দ্রাপীড়শ্চ নৃপতিঃ সূর্যাপীড়শ্চ মোক্ষবিৎ॥ ৩

চন্দ্রাপীড়স্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্
জনমেজয় ইত্যেবং ক্ষাত্রং ভুবি পরিশ্রুতম্॥ ৪

তেষাং শ্রেষ্ঠস্তু রাজাসীৎ পুরে বারণসাহ্বয়ে।
সত্যকর্ণো মহাবাহুর্যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ॥ ৫

সত্যকর্ণস্য দায়াদঃ শ্বেতকর্ণঃ প্রতাপবান্।
অপুত্রঃ স তু ধর্মাত্মা প্রবিবেশ তপোবনম্॥ ৬

তস্মাদ্ বনগতাদ্ গর্ভং যাদবী প্রত্যপদ্যত।
সুচারোর্দুহিতা সুভ্রূর্মালিনী ভ্রাতৃমালিনী॥ ৭

স তু জননি গর্ভস্য শ্বেতকর্ণঃ প্রজেশ্বরঃ।
অন্বগচ্ছদ্ গতং পূর্বৈর্মহাপ্রস্থানমচ্যুতম্॥ ৮

সা দৃষ্ট্বা সম্প্রযান্তং তং মালিনী পৃষ্ঠতোঽন্বিয়াৎ।
পথি সা সুষুবে সুভ্রূর্বনে রাজীবলোচনম্॥ ৯

কুমারং তং পরিত্যজ্য ভর্তারং চান্বগচ্ছত।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদীব পুরা সতী॥ ১০

---

### প্রথম অধ্যায়

[ রাজা জনমেজয়ের সন্তানগণের নাম ও পাণ্ডববংশ প্রতিষ্ঠার বর্ণনা। ]

( অন্তর্যামী নারায়ণ, নর — নরাবতার অর্জুন অথবা আদি জীব হিরণ্যগর্ভ ), নরোত্তম আদিজীব হিরণ্যগর্ভ ( ও অন্তর্যামী ) হইতে শ্রেষ্ঠ চিৎস্বরূপ বিশুদ্ধ আত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের ( নারায়ণ, নর ও নরোত্তমের ) তত্ত্ব প্রকাশের শক্তি জননী সরস্বতী দেবী ও মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া "জয়"—অর্থাৎ জয়াখ্যানক পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য।

শৌনকঋষি কহিলেন—হে লোমহর্ষণপুত্র! রাজা জনমেজয়ের সন্তানগণের নাম কি এবং অবশেষে মহাত্মা পাণ্ডবগণের বংশ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইল? ১

উক্ত বিবরণ শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, আমি আপনার নিকট হইতে ঐ সকল কথা সুস্পষ্টরূপে জানিব। ২

সৌতি কহিলেন—পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয়ের পত্নী কাশীরাজকন্যা বপুষ্টমা। তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র হইয়াছিল। প্রথম পুত্রের নাম চন্দ্রাপীড়। তিনি নৃপতি হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম সূর্যাপীড়। তিনি মোক্ষ-ধর্মজ্ঞ ছিলেন। ৩

রাজা চন্দ্রাপীড়ের একশত পুত্র। তাঁহারা ধনুর্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং 'জনমেজয়' (বা জানমেজয়) এই ক্ষত্রিয়সম্প্রদায় আখ্যায় ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৪

রাজা জনমেজয়ের সেই একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাবাহু সত্যকর্ণ বারণসাহ্বয় পুরে হস্তিনাপুরে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং প্রচুর দক্ষিণাদান করিতেন। ৫

রাজা সত্যকর্ণের পুত্রের নাম শ্বেতকর্ণ। তিনি ধর্মপরায়ণ ও প্রতাপশালী ছিলেন। পুত্র না হওয়ায় সেই রাজা শ্বেতকর্ণ তপোবনে গমন করিয়াছিলেন। ৬

রাজা শ্বেতকর্ণের যদুবংশজা পত্নী মালিনী। তিনি সুন্দরী ও ভ্রাতৃমতী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সুচারু। তপোবনে গত সেই রাজা শ্বেতকর্ণের সাহচর্যে মালিনী গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। ৭

উক্ত গর্ভের উৎপত্তি হইলে—প্রজাপালক সেই রাজা শ্বেতকর্ণ তাঁহার পূর্বপুরুষ পাণ্ডবগণের আচরিত অচ্যুত ( অবিচলিত ) মহাপ্রস্থানের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। ৮

পতিকে মহাপ্রস্থানের পথ অবলম্বন করিতে দেখিয়া মালিনীও পতির অনুগমন করিয়াছিলেন। পথমধ্যে সুন্দরী মালিনীর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সেই নবজাতকের নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় শোভিত ছিল। ৯

পুরাকালে পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী সব ত্যাগ করিয়া যেভাবে মহাপ্রস্থানের পথে গমনরত পঞ্চ পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেইভাবে মালিনীও নবজাত কুমারকে ত্যাগ করিয়া পতির অনুগমন করিয়াছিলেন। ১০

স তু রাজকুমারোঽভৌ গিরিকূটে করোদ হ
ছায়ার্থং তস্য মেঘাস্ত প্রাদুরাসন্ সমন্ততঃ ॥ ১১
অবিষ্ঠায়াস্ত পুত্রৌ যৌ পিঙ্গলাদশ্চ কৌশিকঃ ।
দৃষ্ট্বা কৃপান্বিতৌ গৃহ্য তং প্রাক্ষালয়তাং জলৈঃ ।
নিবৃত্তৌ তস্য তৌ পার্শ্বৌ শিলায়াং রুধিরপ্লুতৌ ॥ ১২
অজস্রাযৌ তু পার্শ্বৌ তাবুভাবপি সমাহিতৌ ;
তথৈব তু সমারূঢ়ৌ অজপার্শ্বস্ততোঽভবৎ ॥ ১৩
ততোঽজপার্শ্ব ইতি তৌ চক্রাতে তস্য নাম হ ।
স তু বেমকশালায়াং দ্বিজাভ্যামভিবর্দ্ধিতঃ ॥ ১৪
বেমকস্য তু ভার্যা তমুদ্বহৎ পুত্রকারণাৎ ।
বেমক্যাঃ স তু পুত্রোঽভূদ্ ব্রাহ্মণৌ সচিবৌ চ তৌ ॥১৫
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যুগপত্তুল্যজীবিনঃ ।
স এব পৌরবো বংশঃ পাণ্ডবানাং প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬
শ্লোকোঽপি চাত্র গীতোঽয়ং নাহুষেণ যযাতিনা ।
জরামসংক্রময়ন্ পূর্বং পুত্রং প্রীতেন ধীমতা ॥ ১৭
আচন্দ্রার্কগ্রহা ভূমির্ভবেদপি ন সংশয়ঃ ।
অপৌরবা ন তু মহী ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পর্বতশৃঙ্গে যখন সেই নবজাত রাজপুত্র রোদন করিতে ছিলেন। সেই সময় তাঁহার উপর ছায়াপাত করিবার জন্য আকাশের চারিদিকে মেঘরাশি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ১১

অবিষ্ঠার পুত্রদ্বয়—পিঙ্গলাদ ও কৌশিক, পর্বতের কূলে ক্রন্দনরত সেই নবজাত কুমারকে দেখিয়া কৃপান্বিত হইলেন এবং তাহাকে লইয়া জলের দ্বারা ধৌত করিলেন। উক্ত কুমারের রুধির-সিক্ত পার্শ্বদ্বয় পরিষ্কার করিবার জন্য পাষাণে ঘর্ষণ করায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে সেই বালক হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পার্শ্বদ্বয় অজের (ছাগলের) ন্যায় কৃষ্ণবর্ণই রহিয়াছিল। এইজন্য ঐ বালক অজপার্শ্ব নামে বিখ্যাত হইল। ১২-১৩

জনসমাজে অজপার্শ্ব নামে বিখ্যাত হওয়ার পর পিঙ্গলাদ ও কৌশিক অজপার্শ্ব বলিয়াই তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন। বেমকনামক ঋষির গৃহে অবস্থিত অজপার্শ্ব উক্ত দ্বিজদ্বয় (পিঙ্গলাদ ও কৌশিক) কর্তৃক লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। ১৪

বেমকঋষির পত্নী পুত্রের জন্য অজপার্শ্বকে বিবাহ করাইয়াছিলেন। তবে জনসমাজে অজপার্শ্ব বেমকপত্নীর পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং পিঙ্গলাদ ও কৌশিক তাঁহার সহায়রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। ১৫

সেই অজপার্শ্ব, পিঙ্গলাদ ও কৌশিকের পুত্র ও পৌত্রগণ সমান-কালব্যাপক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে সেই প্রসিদ্ধ পৌরব (পুরুবংশ) তথা পাণ্ডববংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৬

প্রাচীনকালে—পিতা যযাতির জরা তাঁর পুত্র পুরুর দেহে সংক্রমণ সময়ে পরমপ্রীত নহুষকুমার যযাতি কর্তৃক আশীর্বাদ-স্বরূপ যে শ্লোকবাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল; সেই শ্লোকবাক্য এখানে পুনরায় উচ্চারিত হইল। ১৭

কোনও কালে পৃথিবী—চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের আলোকে বঞ্চিতা হইবেন কিনা এ-বিষয়ে সংশয় হইতেও পারে। কিন্তু কোনও কালে পৃথিবী পৌরবশূন্যা হইবেন না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৮

শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত খিলভাগ হরিবংশের ভবিষ্যপর্বে পাণ্ডবগণের প্রতিষ্ঠা-কথনবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[ রাজ্ঞো জনমেজয়স্যাশ্বমেধযজ্ঞ-কর্তুঃ বিচারঃ, ব্যাসদেবস্যাগমনম্, রাজ্ঞা তস্য সৎকারঃ, ততো ব্যাসদেবং প্রতি রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ,—রাজসূয়যজ্ঞস্য ফলং দুঃখকরম্, ভবান্ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিঃ, তথাপি কথং ভবান্ পাণ্ডবান্ রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে ন নিষিদ্ধবান্ ? তদুত্তরেণ ব্যাসদেবকর্তৃকং কালস্য প্রাবল্যপ্রতিপাদনঞ্চ । ]

শৌনক উবাচ ।

উক্তোঽয়ং হরিবংশস্তে পর্ব্বাণি নিখিলানি চ ।
যথা পুরোক্তানি তথা ব্যাসশিষ্যেণ ধীমতা ॥ ১

তৎ কথ্যমানমমৃতমিতিহাসসমন্বিতম্ ।
প্রীণাত্যাখ্যানমুত্তমং সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ২

সুখশ্রাব্যতয়া বীর মনো হ্লাদয়তীব নঃ
জনমেজয়স্তু নৃপতিঃ শ্রুত্বা চাখ্যানমুত্তমম্
সৌতে কিমকরোৎ পশ্চাৎ সর্পসত্রাদনন্তরম্ ॥ ৩

সৌতিরুবাচ ।

জনমেজয়স্তু স নৃপঃ শ্রুত্বা চাখ্যানমুত্তমম্
যদারভত্তদাখ্যাস্যে সর্পসত্রাদনন্তরম্ ॥ ৪

তস্মিন্ সত্রে সমাপ্তেঽথ রাজা পারীক্ষিতস্তদা
যষ্টুং স বাজিমেধেন সম্ভারানুপচক্রমে ॥ ৫

ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যানাহূয়েদমুবাচ হ ।
যক্ষ্যেঽহং বাজিমেধেন হয়মুৎসৃজ্যতামিতি ॥ ৬

ততোঽস্য বিজ্ঞায় চিকীর্ষিতং তদা
কৃষ্ণো মহাত্মা সহসাজগাম ।
পারীক্ষিতং দ্রষ্টুমদীনসত্ত্বঃ
দ্বৈপায়নঃ সর্ব্বপরাবরজ্ঞঃ ॥ ৭

পারীক্ষিতস্তু নৃপতির্দৃষ্ট্বা তমৃষিমাগতম্
অর্ঘ্যপাদ্যাসনৈঃ দত্ত্বা পূজয়ামাস শাস্ত্রতঃ ॥ ৮

তৌ চোপবিষ্টৌ বৃত্তিতঃ সদস্যাস্তস্য শৌনক ।
কথা বহুবিধাশ্চিত্রাশ্চক্রাতে বেদসংহিতাঃ ॥ ৯

ততঃ কথান্তে নৃপতির্জনমেজয় তং মুনিম্ ।
পিতামহং পাণ্ডবানামাত্মনঃ প্রপিতামহম্ ॥ ১০

মহাভারতমাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্ ।
নিমেষমাত্রমপি মে সুখশ্রাব্যতয়া গতম্ ॥ ১১

## দ্বিতীয় অধ্যায়

( রাজা জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য বিচার, ব্যাসদেবের আগমন ও রাজা কর্তৃক তাঁহার সৎকার, তৎপরে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন— রাজসূয় যজ্ঞের ফল দুঃখকর, আপনি পাণ্ডবগণের পিতামহ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ; তথাপি পাণ্ডবগণকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিলেন না কেন ? তদুত্তরে ব্যাসদেব—কর্তৃক কালের প্রাবল্য প্রতিপাদন । )

শৌনকমুনি কহিলেন—সূতনন্দন ; পূর্ব্বকালে মহর্ষি বেদব্যাসের বুদ্ধিমান্ শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনি এই হরিবংশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তদনুসারে আপনি এই হরিবংশ ও তাহার সমস্ত পর্ব্ব আমাদের নিকট বলিয়াছেন । যে প্রকারে হরিবংশের সকল পর্ব আপনার নিকট বর্ণিত হইয়াছিল, সেই প্রকারে পুরাবৃত্তের সহিত অনুপম, সকল পাপনাশক হরিবংশবৃত্তান্ত আমাদের নিকট বর্ণনা করিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত পরিতৃপ্ত হইব । ১-২

হে বুদ্ধিমান্ সূতনন্দন ! শ্রুতিমধুর হেতু ঐ উপাখ্যান শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের মন আহ্লাদিত হইতেছে । সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর রাজা জনমেজয় কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? ৩

সূতপুত্র ( উগ্রশ্রবা ) কহিলেন—সেই রাজা জনমেজয়, সর্পযজ্ঞের পর এই উত্তম আখ্যান শ্রবণ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন ; তাহার বর্ণনা করিতেছি । ৪

সর্পযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন । ৫

তিনি ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—'আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব, আপনারা অশ্ব উৎসর্গ করুন' । ৬

তৎপরে ত্রিকালদর্শী মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ( বেদব্যাস ) রাজা জনমেজয়ের অভিপ্রায় জানিয়া উদার অন্তঃকরণ পরীক্ষিৎনন্দন জনমেজয়কে দর্শন করিবার জন্য হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৭

পরীক্ষিৎনন্দন রাজা জনমেজয় সমাগত ঋষিবর বেদব্যাসকে দেখিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে—আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন । ৮

হে শৌনক ! তাঁহারা দুইজন ( বেদব্যাস ও জনমেজয় ) পরস্পর পরস্পরের অভিমুখী হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে এবং অন্যান্য সদস্যবর্গ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে পর উভয়ে বেদ, সংহিতা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার বিচিত্র কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন । ৯

উক্ত আলোচনা সমাপ্ত হইলে জনমেজয় পাণ্ডবগণের পিতামহ এবং স্বকীয় প্রপিতামহ মুনিবর বেদব্যাসকে কহিলেন—মহাভারতীয় আখ্যান বহুল অর্থে সমৃদ্ধ । ইহার মধ্যে শ্রুতিসমূহের অর্থ বিস্তৃত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে । ইহা এতই শ্রুতিমধুর যে—মহাভারত শ্রবণে বহুকাল অতিবাহিত হইলেও সেই দীর্ঘকাল আমার ক্ষণকালমাত্র মনে হয় । ১০-১১

বিভূতিবিস্তারকরং সর্বেষাং বৈ মুদাবহম্ ।
ত্বয়া সুবিহিতং ব্রহ্মন্ শব্দে কীর্ণমিবাহিতম্ ॥ ১২

অমৃতেন তু তৃপ্তিঃ স্যাদ্ যথা স্বর্গসুখেন চ ।
তথা তৃপ্তিং ন গচ্ছামি শৃণ্বন্নেতাং ভারতীং কথাম্ ॥ ১৩

অনুমান্য তু সর্বজ্ঞং পৃচ্ছামি ভগবন্নহম্
হেতুঃ কুরূণাং নাশস্য রাজসূয়ো মতো মম ॥ ১৪

ক্ষত্রাণাং যথা ধ্বংসো রাজন্যানামুপপ্লবে ।
রাজসূয়ং তথা মন্যে যুদ্ধার্থমুপকল্পিতম্ ॥ ১৫

রাজসূয়শ্চ সোমেন ক্রতবে পূর্বমাহৃতঃ ।
তস্যান্তে সুমহদ্ যুদ্ধমভবত্তারকাময়ম্ ॥ ১৬

আদিত্যো বরুণেনাথ তস্যান্তে সুমহাক্রতোঃ ।
দেবাসুরং মহাযুদ্ধং সর্বভূতক্ষয়াবহম্ ॥ ১৭

হরিশ্চন্দ্রশ্চ রাজর্ষিঃ ক্রতুমেনমুপাহরৎ
তস্যাপ্যাড়ীবকং নাম যুদ্ধং ক্ষত্রিয়নাশনম্ ॥ ১৮

হে মহাত্মন্ ! সর্বপাপের ধ্বংসের জন্য আপনার রচিত শ্রীমহাভারতীয় পুণ্য আখ্যান ঐশ্বর্যবিস্তারক ও মঙ্গলদ ॥ ১২

অমৃত আস্বাদনে ও স্বর্গসুখ ভোগে যেমন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ পুনরায় অমৃতপান এবং স্বর্গসুখ ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু মহাভারতীয় আখ্যান শ্রবণের পরেও পুনরায় শ্রবণের ইচ্ছা নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ বারংবার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ॥ ১৩

হে ভগবন্ ! আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার অনুমতি গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমার মতে পাণ্ডবগণের অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞই কৌরবগণের বিনাশের হেতু ॥ ১৪

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অনেক রাজন্যবর্গের যে প্রকারে বিনাশ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় রাজসূয়-যজ্ঞ যুদ্ধের নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে ॥ ১৫

কথিত হয়—পুরাকালে সোমদেব রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞের পরে "তারকাময়" নামে সুমহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ১৬

অনন্তর বরুণদেব উক্ত রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তৎপরে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল । সেই যুদ্ধের ফলে সকল প্রাণীই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৭

রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রও উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেখানেও যজ্ঞের পরে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে "আড়ীবক"—নামক

ততোঽনন্তরমারোহৎ পাণ্ডবেনাতিবিস্তরঃ
মহাভারত আরম্ভঃ সম্ভূতোঽয়মিব ক্রতুঃ ॥ ১৯

তস্য মূলং যুদ্ধস্য লোকক্ষয়করস্য তু ।
রাজসূয়ো মহাযজ্ঞঃ কিমর্থং ন নিবারিতঃ ॥ ২০

রাজসূয়ো দুরাধর্ষো যজ্ঞাঙ্গৈশ্চ চরতাকৈঃ ।
বিধ্যা প্রণীতে যজ্ঞেহে প্রজানাং সংক্ষয়ো ধ্রুবঃ ॥ ২১

ভবানপি চ সর্বেষাং পূর্বেষাং নঃ পিতামহঃ ।
অতীতানাগতজ্ঞশ্চ নাথশ্চাধিকৃতশ্চ নঃ ॥ ২২

তে কথং ভবতা নেত্রা বুদ্ধিমন্তশ্চ্যুতা নয়াৎ
অনাথা দুর্ণয়াধ্যাস্তে কুনেতারশ্চ মানবাঃ ॥ ২৩

ব্যাস উবাচ ।

কালেন বিপরীতাস্তে তব পূর্বপিতামহাঃ
ন মাং ভবিষ্যং পৃচ্ছন্তি ন চাপৃষ্টো ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৪

যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে অস্ত্রচালনকারী উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ১৮

তৎপরে—প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় চতুর ও কষ্টসাধ্য রাজসূয় যজ্ঞ আর্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কাল হইতেই ভাবী কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সূচনা হয় ॥ ১৯

এই সকল কারণে রাজসূয় যজ্ঞ লোকক্ষয়কর বলিয়া প্রতিভাত হয় । আপনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি রাজসূয় যজ্ঞ যে যুদ্ধের কারণ, তাহা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন । তথাপি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আমার পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে কেন নিবৃত্ত করিলেন না ? ২০

রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল যজ্ঞের সহিত সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য । যথাশাস্ত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান না হইলে প্রজাবর্গের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী ॥ ২১

( ভগবন্ ! ) আপনি আমার পূর্বপুরুষ পাণ্ডব ও কৌরবগণের পিতামহ । অতীতকালে কি ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি ঘটিবে—তাহা আপনার জ্ঞাত । আমাদের কুলের অধিকর্তা এবং রক্ষকও আপনি ॥ ২২

আপনার ন্যায় নেতা বিদ্যমান থাকিতে বুদ্ধিমান্ পাণ্ডবগণ নীতিভ্রষ্ট হইলেন কেন ? কারণ, যাঁহারা উত্তম নেতৃবিহীন অথবা কুৎসিত নেতার দ্বারা পরিচালিত ; তাঁহারাই ত' অপরাধ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

ব্যাসদেব কহিলেন—হে জনমেজয় , তোমার পূর্ব পিতামহ পাণ্ডবগণ কালের প্রেরণায় বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছিল ।

সামর্থ্যঞ্চ ন পশ্যামি ভবিষ্যস্য নিবর্তনে
পরিহর্তুং ন শক্যা হি কালেন বিহিতা গতিঃ ॥ ২৫
যস্মা ত্বিদমহং পৃষ্টো বক্ষ্যাম্যাগন্তু ভাবি যৎ ।
অতশ্চ বলবান্ কালঃ তথাপি ন করিষ্যসি ॥ ২৬
ন সংস্থাতুং চাবস্থাতুং বৈ শক্ষ্যসি পৌরুষে ।
লেখা হি কাললিখিতাঃ সর্বথা দুরতিক্রমাঃ ॥ ২৭
অশ্বমেধঃ ক্রতুঃ শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াণাং পরিশ্রুতঃ
তেন ভাবেন তে যজ্ঞং বাসবো ধর্ষয়িষ্যতি ॥ ২৮
যদি তচ্ছক্যতে রাজন্ পরিহর্তুং কথঞ্চন ।
দৈবং পুরুষকারেণ মা যজেথাস্তং ক্রতুম্ ॥ ২৯
ন চাপরাধঃ শক্রস্য নোপাধ্যায়গণস্য তে ।
তব বা যজমানস্য কালোঽত্র দুরতিক্রমঃ ॥ ৩০

(কুরুক্ষেত্র) যুদ্ধের পরিণতি কি হইবে—ইহা তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। জিজ্ঞাসা না করিলে আমি কাহাকেও কিছু বলি না ॥ ২৪

ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, (অবশ্যই হইবে) (তাহা যতই দুঃখকর হউক না কেন) তাহার ব্যতিক্রম করার সামর্থ্য আমার নাই। যেহেতু কালকর্তৃক বিহিত গতি (কালের বিধান) পরিহার করা অসম্ভব ॥ ২৫

(রাজন্!) তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। (অতএব) আগামী ভবিষ্যতের কথা আমি তোমাকে বলিব। আমার নিকট হইতে ভবিষ্যতের পরিণতির বিবরণ জানিয়াও (অশুভ পরিণতির কথা অবগত হইয়া ভবিষ্যতে সেই কার্য যদি করিবে না স্থির কর, তথাপিও) বলবান্ কালের প্রভাবে ভবিষ্যতে তাহা করিবে না (অশুভকর কার্য হইতে বিরত হইবে না) ॥ ২৬

দুঃখাবহ পরিণতির কথা অবগত হইয়া পুরুষকার অবলম্বনে বর্তমানে যে কর্তব্য স্থির করিবে,—ভবিষ্যৎকাল সমুপস্থিত হইলে অবশ্যই কেবলমাত্র পুরুষাকার অবলম্বনে স্থিরীকৃত সেই কর্তব্যে অটল থাকিতে পারিবে না। কারণ, কালের বিধান সকল প্রকারেই অপ্রতিরোধ্য ॥ ২৭

ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই যজ্ঞের মহত্ত্বের জন্য (অর্থাৎ যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে যজ্ঞকারী ইন্দ্রতুল্য হন বলিয়া) দেবরাজ ইন্দ্র বিদ্বেষ বশে তোমার যজ্ঞকে (ভবিষ্যতে তুমি যে-অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই যজ্ঞকে) ভ্রষ্ট করিয়া দিবেন ॥ ২৮

হে রাজন্! তুমি যদি কোন প্রকারে পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে পরিহার করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে (সংকল্পিত) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও না ॥ ২৯

তস্য সংস্থাকৃতমিদং কালস্য পরমেষ্ঠিনঃ
যথাদৃষ্টং প্রজাসর্গং গমিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥ ৩১
তথা যজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজাতয়ঃ ।
তৎ প্রশ্নেন নিবোধস্ব ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩২

জনমেজয় উবাচ

নিবৃত্তাবশ্বমেধস্য কিং নিমিত্তং ভবিষ্যতি ।
শ্রুত্বা পরিহরিষ্যামি ভগবন্ যদি মন্যসে ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ

নিমিত্তং ভবিতা তত্র ব্রহ্মকোপকৃতঃ প্রভো ।
যতেথাঃ পরিহর্তুং ত্বমিতোভবভয়স্য তে ॥ ৩৪
যষ্টুং ব্রতং ক্রতুং চৈব ক্ষত্রিয়েভ্যঃ পরন্তপ
ক্ষত্রিয়া নাহরিষ্যন্তি যাবৎ ভূমির্ভবিষ্যতি ॥ ৩৫

যজ্ঞ ভ্রষ্ট করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অপরাধী হইবেন না। তোমার উপাধ্যায়গণ (পুরোহিতগণ) অপরাধী হইবেন না। স্বয়ং তুমি— যজমানেরও অপরাধ হইবে না। কারণ কালপ্রভাবেই ঐ সকল সংঘটিত হইবে। (এ বিষয়ে কালের প্রভাব দুরতিক্রম্য ॥ ৩০

কালরূপী পরমেষ্ঠি দেবের অভিপ্রায়ে কলিযুগে যেরূপে কালপ্রভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের যথাযথ অনুষ্ঠান বন্ধের জন্য উক্তরূপ ইন্দ্রের বিদ্বেষাদি কারণ সমুপস্থিত হইয়াছে। কলিযুগে সকল প্রজা প্রায়শঃ অধর্ম দ্বারা বিনাশই প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রজাগণের মধ্যে যে দৈবীশক্তি আসিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই বিষয় আমি ভাবদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছি ॥ ৩১

সেইরূপে বলবান্ কালের প্রভাবেই দ্বিজাতিগণ যজ্ঞ-ফল বিক্রয় করিবেন এবং চরাচর (জঙ্গম ও স্থাবরাত্মক) ত্রিভুবন সেই কালের প্রভাবেই বিধ্বস্ত হইবে। ঐ সকল বিষয় শ্রবণ কর ॥ ৩২

জনমেজয় কহিলেন—আমি যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠানে কি প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে—মনে করেন? ঐ বিষয় আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত হইব ॥ ৩৩

ব্যাসদেব কহিলেন—হে রাজন্! ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়াই তোমার অনুষ্ঠেয় অশ্বমেধ যজ্ঞ-সমাপ্তির (পক্ষে) নিমিত্ত হইবে। তুমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিত্যাগে যত্নশীল হও। ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে ॥ ৩৪

হে শত্রুপীড়ক রাজন্! কালপ্রভাবে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে যাবৎকাল পৃথিবী বর্তমান থাকিবে তাবৎকাল ক্ষত্রিয়গণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন না ॥ ৩৫

জনমেজয় উবাচ ।

নিবৃত্তাশ্বমেধস্য ব্রহ্মশাপাদ্বিজোত্তম
অহং নিমিত্তমিতি যে ভয়ং তীব্রং তু জায়তে ॥ ৩৬

কথং ত্বকীর্ত্যা যুক্তোহত সুকৃতী ভবিতা জনঃ
লোকানুৎসহতে গন্তুং বঃ অপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥ ৩৭

যথা ধনাগতমিদং দৃষ্টবত্র প্রশাসনম্ ।
যত্তি পুনরাবৃত্তির্যজ্ঞস্যাশ্বাসয়স্ব মাম্ ॥ ৩৮

ব্যাস উবাচ

উপাত্তযজ্ঞো দেবেষু ব্রাহ্মণেষূপপৎস্যতে
তেজসা ধাপ্রভং তেজস্তেজস্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৯

ঔদ্ভিজ্জো ভবিতা কশ্চিৎ সেনানীঃ কাশ্যপো দ্বিজঃ
অশ্বমেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিষ্যতি ॥ ৪০

তদ্যুগে তৎ কুলীনশ্চ রাজসূয়মপি ক্রতুম্
আহরিষ্যতি রাজেন্দ্র শ্বেতগ্রহমিবান্তকঃ ॥ ৪১

যথাবলং মনুষ্যাণাং কর্তৃণাং দাস্যতে ফলম্ ।
যুগান্তদ্বারমৃষিভিঃ সংবৃতং বিচরিষ্যতি ॥ ৪২

তদা প্রভৃতি দাস্যন্তি নৃণাং প্রাণাঃ পুরাকৃতীঃ ।
ন নিবর্ত্তিষ্যতে লোকে বৃত্তান্তাবর্ত্তনেষিহ ॥ ৪৩

তদা সূক্ষ্মো মহোদর্কো দুস্তরো দানমূলবান্ ।
চাতুরাশ্রম্যশিথিলো ধর্মঃ প্রতিচলিষ্যতি ॥ ৪৪

তদা হ্যল্পেন তপসা সিদ্ধিং প্রাপ্স্যন্তি মানবাঃ ।
ধন্যা ধর্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে জনমেজয় ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
জনমেজয়প্রশ্নে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

জনমেজয় কহিলেন—ব্রাহ্মণগণ অগ্নির তেজে আমার অনুষ্ঠেয় অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিবে এবং যজ্ঞলোপের নিমিত্ত আমি হইব, এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। ৩৬

ভগবন্! আমার ন্যায় সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে অপযশে যুক্ত হইবে। পাখহীন পক্ষী যেরূপ মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে উৎসাহ বোধ করে না, সেইরূপ ব্রহ্মশাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া আমিও স্বর্গলোকে উপস্থিত হইতে উৎসাহ বোধ করিব না। ৩৭

হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানদৃষ্টিতে যেরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিনাশ ঘটিবে উপলব্ধি করিয়াছেন সেইরূপ ভবিষ্যতে যদি ঐ যজ্ঞের যথাবিধি পুনরাবৃত্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে, তবে তাহা বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করুন। ৩৮

ব্যাসদেব কহিলেন—অশ্বমেধ যজ্ঞ উক্তরূপে সমাপ্তির পর সেই যজ্ঞ তেজোরূপে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অবস্থান করিবে। কারণ তেজের দ্বারা তেজ বাধিত হয় না; সুতরাং তেজে তেজের অব্যাহত ভাবে অবস্থানের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ তেজোরূপে বেদ ও ব্রহ্মতেজে অব্যাহত থাকিবে। ৩৯

অতঃপর কাশ্যপবংশের সেনানী নামক কোন ব্রাহ্মণ ভূতল ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন। সেই (তেজস্বী) ব্রাহ্মণ পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ৪০

হে রাজেন্দ্র; উক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর সেই ব্রাহ্মণ বংশের অপর যে কোন ব্যক্তি রাজসূয় যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিবেন। আকাশে শ্বেতবর্ণ গ্রহের উদয় যেরূপ প্রলয়সূচক, সেইরূপ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানও প্রলয়ের সূচক হইবে। ৪১

শ্রদ্ধা সহকারে যথাবিধি অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল শুভ হয়। কলিযুগে যজ্ঞকর্তা মনুষ্যগণের দ্রব্য প্রভৃতি যথাযথ না থাকায় যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়। পণ্ড যজ্ঞের ফল অশুভই হইয়া থাকে। দেবতা ও ব্রহ্মতেজে তেজোরূপে অবস্থিত সেই যজ্ঞের পুনঃ প্রসার কলিযুগের অন্তে ঋষিগণ করিয়া থাকেন। ৪২

পূর্বোক্ত রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর হইতে জনগণের ক্ষত্রিয়বর্গ, পুরাতন আচার রাজসূয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকিবে। এইভাবে যুগের আবর্তনে পুরাতন শিষ্টাচারাদির লোকসমাজে প্রচলন থাকিবে। ৪৩

কলিযুগে নানাপ্রকার বিঘ্নের জন্য ধর্ম যোগাদিকর্ম সঙ্কুচিত হইবে। তবে অল্প ধর্মের যথাযথ অনুষ্ঠানের প্রচুর ফল হইবে। দানই তখন প্রধান ধর্ম হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্মের শৈথিল্য-নিবন্ধন ধর্মও পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইবে। ৪৪

হে জনমেজয়! কলিযুগে সামান্য তপস্যাদির আচরণেও মানবগণ সিদ্ধিলাভ করিবেন। সুতরাং ঐ যুগেও যে মানবগণ ধর্মের আচরণ করিবেন, তাঁহারা ধন্য হইবেন। ৪৫

শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত খিল হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে জনমেজয়ের প্রশ্নবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

[ ব্যাসদেবেন কলিযুগস্য স্থিতিবর্ণনম্

জনমেজয় উবাচ

আসন্নঃ বিপ্রকৃষ্টো বা যদি কালঃ ন বিদ্যতে
তস্মাদ্দ্বাপরসংশ্লিষ্টং যুগান্তং শ্রোতুমারভে ॥ ১
প্রাপ্তা বয়ং তু তৎকালমনয়া ধর্মতৃষ্ণয়া
আদদ্যাৎ পরমং ধর্মং সুখমল্পেন কর্মণা ॥ ২

শৌনক উবাচ

প্রজাসমুদ্বেগকরং যুগান্তং সমুপস্থিতম্
প্রনষ্টধর্মং ধর্মজ্ঞ নিমিত্তৈর্বক্তুমর্হসি ॥ ৩

সৌতিরুবাচ।

পৃষ্ট এবং ভবিষ্যস্য গতিং তদ্দেব চিন্তয়ন্।
যুগান্তে সর্বভূতানাং ভগবানব্রবীদ্বচঃ ॥ ৪

ব্যাস উবাচ

অরক্ষিতারো হর্তারো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ
যুগান্তে প্রভবিষ্যন্তি স্বরক্ষণপরায়ণাঃ ॥ ৫
অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ শূদ্রোপজীবিনঃ
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৬
কাণ্ডপৃষ্ঠাঃ শ্রোত্রিয়াশ্চ নিষ্ক্রিয়াণি হবীংষি চ।
একপঙ্ক্ত্যামশিষ্যন্তি যুগান্তে জনমেজয় ॥ ৭
শিষ্টবন্তোঽনৃতপরা নরা মদ্যামিষপ্রিয়াঃ
মিত্রভার্যা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে জনমেজয় ॥ ৮
রাজবৃত্তিস্থিতাশ্চৌরা রাজানশ্চৌরশীলিনঃ।
ভৃত্যাশ্চানির্দিষ্টভুজো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৯
ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাং বৃত্তমপূজিতম্।
অকুৎসনা চ পতিতে ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১০
প্রনষ্টচেষ্টা নষ্টাশ্চ মুক্তকেশা বিচূলিনঃ
ঊনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজাস্যন্তি নরাঃ সদা ॥ ১১

## তৃতীয় অধ্যায়

[ ব্যাসদেব কর্তৃক কলিযুগের স্থিতি বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! আমাদের যেকোন কাল নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী, তাহা আমরা জানি না। অতএব যে দ্বাপর যুগকে অধর্মের আধিক্য দূষিত করিয়া দিয়াছে, সেই যুগান্তের অর্থাৎ কলিযুগের বর্ণন আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

কলিযুগের মানুষ অল্পপ্রয়াসে ক্ষুদ্র সৎকর্মের দ্বারা সুখে মহান্ ধর্মের ফললাভ করিতে পারে, এইরূপ এই ধর্মবিষয়ক লোভে আমরা সেই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ২

শৌনক বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ সূতনন্দন! প্রজাগণের উদ্বেগকর এবং ধর্মকে নষ্টকারী কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভাবী লক্ষণসমূহের সহিত এই কলিযুগের বর্ণনা করুন। ৩

সৌতি (সূতপুত্র উগ্রশ্রবা) বলিলেন,—শৌনক! রাজা জনমেজয়ও এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরে কলিযুগে সমস্ত প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ গতির কথা বিচার করিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব সেই সময় এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! কলিযুগে প্রজাদিগকে রক্ষা না করিয়াই তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণকারী নৃপতিগণ উৎপন্ন হইবে, যাহারা সর্বদা নিজের শরীরমাত্রকেই রক্ষা করিতে তৎপর থাকিবে। ৫

কলিযুগে যাহারা ক্ষত্রিয় নহে এরূপ ব্যক্তিগণও রাজা হইবে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবননির্বাহ করিবেন এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণতুল্য আচার পালন করিতে থাকিবে। ৬

জনমেজয়! কলিযুগে ধনুর্ধারী (ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে জীবিকার্জনকারী) ব্রাহ্মণগণ ও কর্মহীন ব্রাহ্মণগণ উভয়েই এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া সংস্কাররহিত হবিষ্য ভোজন করিবেন। ৭

জনমেজয়! কলিযুগে মনুষ্যগণ শিষ্টকর্মকারী, অসত্যভাষী, মদ্য ও মাংসপ্রিয় এবং পত্নীকেই মিত্র বলিয়া মনে করিবে। ৮

যুগান্তকালে (কলিযুগে) চোরেরা রাজোচিত বৃত্তিতে থাকিবে ও রাজাদের স্বভাব চোরের তুল্য হইবে এবং ভৃত্যগণ সেই সব বস্তু উপভোগ করিবে, যে সব ভোগ করিবার জন্য তাহাদের প্রভুগণ অনুমতি না করিবে। ৯

কলিযুগে ধনই সকলের নিকট স্পৃহণীয় হইবে, সৎপুরুষগণের আচার-ব্যবহারের সম্মান থাকিবে না এবং ধর্ম হইতে পতিত মানুষের প্রতি নিন্দাপ্রকাশকারী মানুষসকলের জন্ম হইবে না। ১০

মনুষ্যগণ ধর্ম ও অধর্ম বিবেকহীন হইবে, বিধবা ও সন্ন্যাসীরা পরস্পর সমাগম করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবে। ষোল বৎসরের কম বয়সের মানুষেরাও সদা সন্তানের জন্মদান করিবে। ১১

অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ
প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১১
সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সর্ব্বে বাজসনেয়িনঃ
শূদ্রা ভোবাদিনশ্চৈব ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১২
তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋতবশ্চ ভবিষ্যন্তি বিপরীতা যুগক্ষয়ে ॥ ১৩
শুক্লদন্তাজিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ
শূদ্রা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি শাক্যবুদ্ধোপজীবিনঃ ॥ ১৪
শ্বাপদপ্রচুরত্বঞ্চ গবাং চৈব পরিক্ষয়ঃ
স্বাদূনাং বিনিবৃত্তিশ্চ বিজ্ঞেয়ন্তগতে যুগে ॥ ১৬
অন্ত্যা মধ্যে নিবৎস্যন্তি মধ্যাশ্চান্তনিবাসিনঃ।
তথা নিম্নাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা গমিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১৭
তথা দ্বিহায়না দম্যাস্তথা লাঙ্গলকর্ষকাঃ
ছিন্নবর্ষী চ পর্জ্জন্যো যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি ॥ ১৮

সর্ব্বে চৌরকুলে জাতাশ্চৌর্য্যযানাঃ পরস্পরম্
অহেতুকা ভবিষ্যন্তি যৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্য দুর্গতাঃ ॥ ১৯
ন তে ধর্ম্মং করিষ্যন্তি মানবা নির্গতে যুগে।
উষরাবহুলা ভূমিঃ পন্থানস্তস্করাবৃতাঃ ॥ ২০
সর্ব্বে বাণিজকাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
পিতৃদত্তানি দেয়ানি বিভজন্তে সুতাস্তদা।
হরণার্থং প্রযত্নেন লোভানৃতবিরোধিতাঃ ॥ ২১
সৌকুমার্য্যে তথা রূপে রত্নে চোপক্ষয়ং গতে।
ভবিষ্যন্তি যুগান্তে চ নার্য্যঃ কেশৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ২২
নির্ব্বিহারস্য ভূতস্য গৃহস্থস্য ভবিষ্যতি
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে নান্যা ভার্য্যাসমা গতিঃ ॥ ২৩
কুশীলানার্য্যভূয়িষ্ঠং বৃথারূপসমন্বিতম্
পুরুষাল্পং বহুস্ত্রীকং তদ্যুগান্তস্য লক্ষণম্ ॥ ২৪

কলিযুগে জনপদের লোকেরা অন্ন বিক্রয় করিবে, ব্রাহ্মণগণ চতুষ্পথে বেদ বিক্রয় করিবে এবং যুবতী স্ত্রীগণ মূল্য লইয়া সতীত্ব বিক্রয় করিবে। ১১

সেই সময় সকল মানুষই মুখে ব্রহ্মবাদী হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মবাদের আশ্রয় লইয়া কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অন্য পক্ষে সমুদয় শূদ্র হইয়া যাইবে, সকলেই নিজেকে বাজসনেয়ী শাখাবলম্বী বলিবে এবং শূদ্রগণ নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মানের জন্য কেবল ভোবাদী হইবে অর্থাৎ 'ভোঃ' এই শব্দ বলিবে, প্রণামাদি করিবে না। ১২

যুগান্তকালে ব্রাহ্মণগণ তপস্যা ও যজ্ঞের ফল বিক্রয়কারী হইবেন। সেই সময় সমস্ত ঋতু বিপরীতধর্ম্মী হইবে। ১৩

শূদ্রগণ শাক্যবংশী বুদ্ধের মত অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ বেদ-দূষক নাস্তিক হইয়া বেদবিরোধী ধর্ম্মের আচরণ করিবে। তাহারা শুভ্র দন্তের মত ধারণ করিবে, চক্ষুতে কাজল সেবন করিবে এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকিবে। ১৪

কলিযুগে (কলিযুগে) কুকুর বাঘাদি হিংস্র প্রাণিগণের আধিক্য হইবে; গোধনের সংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং উত্তম রস-সমূহের অভাব হইবে। ১৬

কলিযুগে অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছজাতির মনুষ্যগণ মধ্যদেশে বাস করিবে, মধ্যদেশের নিবাসী মনুষ্যগণ ম্লেচ্ছদেশে বাস করিতে থাকিবে এবং সমস্ত প্রজারা নীচ পথ অনুসরণ করিবে। ১৭

যুগের সমাপ্তির সময় দুই বৎসরের বৎসকে গাড়ী ও হল চালনা করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত করিবে এবং উহারাই বহন ও নিম্নভূমিকেও কর্ষণ করিবে এবং মেঘ বিচ্ছিন্ন ভাবে জল বর্ষণকারী হইবে অর্থাৎ জলবর্ষণ এরূপ হইবে যে, কোনস্থানে মেঘ এক স্থানে বর্ষার জলে ভিজিবে এবং অন্য স্থান শুষ্ক থাকিবে। ১৮

অধিকাংশ মানুষই চোরের বংশে জন্মিবে এবং পরস্পর পরস্পরের দ্রব্য চুরি করিবে। অল্প ধনেই মানুষেরা ধনী হইবে এবং অতি অল্পেই কষ্ট পাইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে। ১৯

যুগের সমাপ্তির সময় মানবগণ ধর্ম্মাচরণ করিবে না, ভূমি প্রায়ঃ উষর হইয়া যাইবে এবং সকল পথই তস্করে পূর্ণ থাকিবে। ২০

কলিযুগে প্রায় সকল মানুষই বাণিজ্যকারী হইবে, পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেয় বস্তুসমূহও ভ্রাতৃগণাদিও তাহা শাস্ত্রানুসারে বন্টনযোগ্য নহে) পুত্রগণ সেই সময় পরস্পর বন্টন করিয়া লইবে এবং লোভ ও অসত্যে প্রেরিত হইয়া বিরোধিতা করত অপরের সম্পত্তি হরণ করিবার চেষ্টা করিবে। ২১

কলিযুগে সুকুমারতা, রূপ ও সুবর্ণাদি রত্ন ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় নারীগণ নানাবিধ কেশসমূহের দ্বারাই নিজেদের অলঙ্কৃত করিবে। ২২

যুগান্তকাল অর্থাৎ কলিকাল উপস্থিত হইলে পর ধন, চন্দন, বিবা আভরণাদি ভোগসামগ্রী-রহিত গৃহস্থের পক্ষে ভার্য্যার সমান অন্য কেহই গতি হইবে না। ২৩

যখন প্রজাবর্গের মধ্যে নীচ দুরাচারীদিগের সংখ্যা অধিক হইবে, সমস্ত মানুষ বৃথা রূপধারণ করিবে, পুরুষ অল্প হইবে এবং স্ত্রীর সংখ্যা বহু হইবে, তখন ইহাই যুগান্তকালের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। ২৪

যদা যাচনকো লোকো ন দাস্যন্তি পরস্পরম্
অবিচার্য্য গ্রহীষ্যন্তি দানং বর্ণাধমাস্তথা ॥ ২৫
রাজচৌরাগ্নিদণ্ডার্ত্তো জনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতি ।
শস্যনিষ্পত্তিরফলা তরুণা বৃদ্ধশীলিনঃ
ঈহাসুখিনো লোকা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ২৬
বর্ষাসু বাতাঃ পরুষা নীচাঃ শর্করবর্ষিণঃ ।
সন্দিগ্ধঃ পরলোকশ্চ ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥ ২৭
আত্মানঞ্চ দুরাচারা ব্রহ্মদূষণতৎপরাঃ ।
আত্মানং বহু মন্যন্তে মন্যুরেষাং ভয়াদ্বিজান্ ॥ ২৮
বৈশ্যাচারাশ্চ রাজন্যা ধনধান্যোপজীবিনঃ
যুগাপক্রমণে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২৯
অপ্রবৃত্তা প্রণংস্যন্তে সময়াঃ শপথাস্তথা
ঋণং সবিনয়ভ্রংশং যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি ॥ ৩০

ভবিষ্যত্যফলো হর্ষঃ ক্রোধশ্চ সফলো নৃণাম্ ।
অজাশ্চৈবাপরোৎস্যন্তে পয়সোঽর্থে যুগক্ষয়ে ॥ ৩১
অশাস্ত্রবিহিতাঃ পুংসামেবমেব স্বভাবতঃ ।
অপ্রমাণং বদিষ্যন্তি নীতিং পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩২
শাস্ত্রোক্তস্যাপ্রবক্তারো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ।
সর্ব্বে সর্ব্বং হি জানন্তি বৃদ্ধাননুপসেব্য বৈ ॥ ৩৩
ন কশ্চিদকবির্নাম যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
ন ক্ষত্রাণি নিযোক্ষ্যন্তি বিকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ ।
চৌরপ্রায়াশ্চ রাজানো যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৩৪
কুণ্ডাশ্রয়া নৈকৃতিকাঃ সুরাপা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
অশ্বমেধেন যক্ষ্যন্তি যুগান্তে জনমেজয় ॥ ৩৫
অযাজ্যান্ যাজয়িষ্যন্তি তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষিণঃ ।
ব্রাহ্মণা ধনতৃষ্ণার্ত্তা যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৩৬

সেই সময় লোকসকলের মধ্যে যাচকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, সকল মানুষ পরস্পরকে কোনও বস্তুই প্রদান করিবে না এবং সকল মানুষ বিনা বিচারেই অন্য বর্ণের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে ৷ ২৫

রাজা, চোর ও অগ্নিদণ্ডে পীড়িত হইয়া প্রজারা ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে এবং নবযুবকগণের স্বভাব বৃদ্ধের ন্যায় হইবে অর্থাৎ তাহারা উৎসাহ, বল ও পুরুষার্থ-রহিত হইয়া যাইবে। কলিযুগে প্রায় সকল মানুষই তৃষ্ণার জন্য সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে ৷ ২৬

যুগান্তকাল আসিলে পর বর্ষা ঋতুতে বায়ু রুক্ষ, নীচ (দুঃখদায়ক) এবং (রেণু ও) কঙ্করবর্ষী হইবে। পরলোকের বিষয়ে সকল মানুষই সংশয়াপন্ন হইবে ৷ ২৭

সেই সময় দুরাচারী মনুষ্যগণ আত্মা ও ব্রহ্মের নিন্দায় তৎপর হইবে এবং তাহারা নিজেকে নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে ও ব্রাহ্মণগণের উপর ক্রোধপরায়ণ হইবে ৷ ২৮

ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যদিগের আচার পালনকারী হইবে এবং ধন-ধান্যের ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জন করিবে। কলিযুগে বর্ণ-মর্য্যাদার ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় সকল মানুষই দ্বিজ হইবে ৷ ২৯

যুগান্তকালে পরস্পর কৃত প্রতিজ্ঞা ও শপথ পালিত হইবে না, ঋণদাতাই কদাচারে সংযত হইয়া যাইবে এবং বিনয়শীল সজ্জন পুরুষও ঋণশোধ করিতে চাহিবে না, সেখানে দুর্জনগণের কথা আর কি বলিবার আছে? ৩০

কলিযুগে মনুষ্যগণের হর্ষ বিফল হইবে এবং ক্রোধ সফল হইবে। দুধের জন্য গৃহে গো পালিত হইবে না; তাহার পরিবর্তে ছাগলী পালনের নিমিত্ত বাঁধা থাকিবে ৷ ৩১

শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূঢ় মনুষ্যগণের নিজেদের ইচ্ছানুসারে এক-একটি কথা নির্মিত হইবে অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছানুসারে যাহা কিছু বলিবে, তাহাকেই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিবে। নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করত সেই সব মূর্খগণ অপ্রামাণিক কথা বলিবে এবং তাহাকেই নীতির অনুকূল বলিয়া অভিহিত করিবে ৷ ৩২

যুগান্তকালে শাস্ত্রোক্ত কথা বলিবার কেহ থাকিবে না এবং বৃদ্ধ, জ্ঞানিগণের, গুরুগণের সেবা না করিয়াই সকল মানুষ 'সব কিছুই জানি' বলিয়া অভিমান করিবে ৷ ৩৩

যুগান্ত কাল উপস্থিত হইলে পর এরূপ কেহই থাকিবে না যে নিজেকে কবি ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে না করিবে। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র-বিপরীত কর্ম্মে নিরত থাকিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না। সেই সময় রাজারা প্রায় চোর হইবে ৷ ৩৪

জনমেজয়! যুগান্তকালে কুণ্ডাতে (পতি জীবিত থাকিতে জার-পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন কন্যাতে) গর্ভাধানকারী, কপটী ও সুরাপায়ী মনুষ্যগণ ব্রহ্মবাদী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ৷ ৩৫

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে পর ধনের তৃষ্ণায় পীড়িত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে অনধিকারীদিগকেও যজ্ঞ করাইবে এবং অভক্ষ্য বস্তু (মাংস-পেঁয়াজাদি) ভক্ষণ করিবে ৷ ৩৬

ভোজয়িষ্যন্তি ন চ কশ্চিৎ পঠিষ্যতি
একশয্যাসনা নার্য্যো গবেধুকপিনদ্ধকাঃ ॥ ৩৭
নক্ষত্রাণি বিয়োগীনি বিপরীতা দিশস্তথা
সন্ধ্যারাগোঽথ দিগ্দাহো ভবিষ্যত্যবরে যুগে ॥ ৩৮
পিতৄন্ পুত্রা নিযোক্ষ্যন্তি বধ্বঃ শ্বশ্রূশ্চ কর্ম্মসু
বিযোনিষু চরিষ্যন্তি প্রমদাসু নরাস্তথা ॥ ৩৯
বাক্শরৈস্তর্জ্জয়িষ্যন্তি গুরূন্ শিষ্যাস্তথৈব চ ।
যুবেষু চ প্রযোক্ষ্যন্তি প্রমদাশ্চ নরাস্তথা ॥ ৪০

অকৃত্বাগ্রাণি ভোক্ষ্যন্তি নরাশ্চৈবাগ্নিহোত্রিণঃ ।
ভিক্ষাং বলিমদত্ত্বা চ ভোক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ স্বয়ম্ ॥ ৪১
পতীন্ সুপ্তান্ বঞ্চয়িত্বা গমিষ্যন্তি স্ত্রিয়োঽন্যতঃ ।
পুরুষাশ্চ প্রসুপ্তাসু ভার্য্যাসু চ পরস্ত্রিয়ম্ ॥ ৪২
নাব্যাধিতো নাপ্যরুজো জনঃ সর্ব্বোঽভ্যসূয়কঃ ।
ন কৃতপ্রতিকর্ত্তা চ যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কলিযুগবর্ণনে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

সকল মানুষ সকলের উদ্দেশে ভো-শব্দেই ( এই, ওরে, আচ্ছা ইত্যাদি ) উচ্চারণ করিবে, কেহই পড়া শুনা করিবে না। সেই সময় স্ত্রীগণ একমাত্র শয্যাকেই আশ্রয় করিবে এবং তাহারা নিজেদের গবেধুক নামক তৃণবিশেষের দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। ৩৭

অন্তিম যুগে নক্ষত্রসমূহ শাস্ত্রোক্ত গ্রহ-সংযোগাদি-রহিত হইবে, দিক্‌সকল বিপরীত প্রতীত হইবে, সেই সব সন্ধ্যাকালের রাগ লালিমায় আচ্ছন্ন থাকিবে এবং নিরন্তর দাহ-( জ্বলন বা তপন ) পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ৩৮

পুত্র পিতাকে ও বধূ শ্বশ্রূকে আজ্ঞা করিয়া নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত করিবে। মনুষ্যগণ পশু-যোনিতে ও অন্য মর্দের স্ত্রীর সহিত সমাগম করিবে। ৩৯

শিষ্যেরা গুরুগণকে বাক্যবাণের দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ভর্ৎসনা করিবে এবং কামোন্মত্ত পুরুষেরা যুবকেও মৈথুন করিবে। ৪০

অগ্নিহোত্রী মনুষ্যগণও অগ্রাশন দান না করিয়াই ভোজন করিবে, অতিথি প্রভৃতিকে ভিক্ষা ও দেবতাদির জন্য বলি ( ভোজনগ্রাস বা উপহারসামগ্রী ) না দিয়াই সকল মানুষ স্বয়ংই ভোজন করিবে। ৪১

নিদ্রিত পতিকে বঞ্চনা করিয়া স্ত্রীগণ অন্য পুরুষের সহিত চলিয়া যাইবে, এইরূপ পুরুষেরাও ভার্য্যা নিদ্রিতা হইলে পর অন্য পুরুষের স্ত্রীর সহিত সমাগম করিবে। ৪২

সেই সময় কোনও মানুষ এরূপ থাকিবে না, যে শারীরিক রোগ ও মানসিক পীড়ায় গ্রস্ত না হইবে। সকল মানুষই অন্যের দোষ দর্শন করিবে। যুগান্তকালে কেহই উপকারের প্রতিদানকারী হইবে না। ৪৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে কলিযুগবর্ণন-বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

[ কলিযুগবর্ণনম্ । ]

জনমেজয় উবাচ ।

এবং বিলুলিতে লোকে মনুষ্যাঃ কেন পালিতাঃ ।
নিবৎস্যন্তি কিমাচারাঃ কিমাহারবিহারিণঃ ॥ ১
কিংকর্ম্মাণঃ কিমীহন্তঃ কিংপ্রমাণাঃ কিমায়ুষঃ ।
কাং চ কাষ্ঠাং সমাসাদ্য প্রপৎস্যন্তি কৃতং যুগম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ

অত ঊর্দ্ধ্বং চ্যুতে ধর্ম্মে গুণহীনাঃ প্রজাস্ততঃ
শীলব্যসনমাসাদ্য প্রাপ্স্যন্তে হ্রাসমায়ুষঃ ॥ ৩
আয়ুর্হান্যা বলহানির্বলহান্যা বিবর্ণতা ।
বৈবর্ণ্যাদ্ ব্যাধিসম্পীড়া নির্ব্বেদো ব্যাধিপীড়নাৎ ॥ ৪

## চতুর্থ অধ্যায়

[ কলিযুগ বর্ণন । ]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! এইভাবে অনাচারে কলুষিত জগতে মনুষ্যগণ কাহার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বাস করিবে? তাহাদের আচার ও আহার-বিহার কিরূপ হইবে? ১

তাহাদের কর্ম কিরূপ হইবে? কিরূপ চেষ্টা হইবে? তাহাদের শরীরের উচ্চতা কি প্রমাণ হইবে? তাহাদের আয়ু কত বর্ষ হইবে? এবং তাহারা কোন্ সীমা পর্যন্ত যাইয়া সত্যযুগ প্রাপ্ত হইবে? ২

ব্যাসদেব বলিলেন,—জনমেজয়! ইহার পর ধর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে গুণহীন সমস্ত প্রজা নিজেদের শীল ( স্বভাব )-চ্যুত হইয়া অল্পায়ু হইবে। ৩

আয়ু হানি হওয়ায় তাহাদের বল ক্ষীণ হইয়া যাইবে, বল ক্ষীণ হইলে তাহাদের অঙ্গকান্তি বিকৃত হইবে, অঙ্গকান্তির

নির্বেদাদাত্মসংবোধঃ সংবোধাদ্ধর্মশীলতা
এবং গত্বা পরাং কাষ্ঠাং প্রপৎস্যন্তি কৃতং যুগম্ ॥ ৫
উদ্দেশতো ধর্মশীলাঃ কেচিন্মধ্যস্থতাং গতাঃ ।
বিমর্শশীলাঃ কেচিত্তু হেতুবাদকুতূহলাঃ ॥ ৬
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং চেতি নিশ্চিতাঃ ।
প্রমাণৈকং করিষ্যন্তি নেতি পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৭
অপ্রমাণং করিষ্যন্তি বেদোক্তমপরে জনাঃ
তথা মূর্খতমাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি স্ত্রিয়োঽপরাঃ ॥ ৮
নাস্তিক্যপরমাশ্চাপি কেচিদ্ধর্মবিলোপকাঃ
ভবিষ্যন্তি নরা মূঢ়া মন্দাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৯
তদাত্বমাত্রে শ্রদ্ধেয়াঃ শাস্ত্রজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ
দাম্ভিকাস্তে ভবিষ্যন্তি বাদশীলকুতূহলাঃ ॥ ১০
তদা বিচলিতে ধর্মে জনাঃ শেষপুরস্কৃতাঃ ।
শুভান্যেবাচরিষ্যন্তি দানসত্যসমন্বিতাঃ ॥ ১১
সর্বভক্ষো হ্যসংগুপ্তো নির্গুণো নিরপত্রপঃ ।
ভবিষ্যতি তদা লোকস্তৎ কলুষস্য লক্ষণম্ ॥ ১২
বিপ্রাণাং শাশ্বতীং বৃত্তিং যদা বর্ণাবরা জনাঃ ।
প্রতিপৎস্যন্তি বৃত্ত্যর্থং তৎ কলুষস্য লক্ষণম্ ॥ ১৩
কষায়োপপ্লবে লোকে জ্ঞানবিদ্যাপ্রণাশনে ।
সিদ্ধিঃ স্বল্পেন কালেন যাস্যন্তি নিরুপদ্রুতাঃ ॥ ১৪
মহাযুদ্ধং মহাবাতং মহাবর্ষং মহাভয়ম্
ভবিষ্যতি যুগে ক্ষীণে তৎ কলুষস্য লক্ষণম্ ॥ ১৫
বিপ্ররূপাণি রক্ষাংসি রাজানঃ কর্ণবেদিনঃ
পৃথিবীমুপভোক্ষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ১৬
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারা অনেতারোঽভিমানিনঃ ।
বিপ্রাঃ ক্রব্যাদরূপেণ সর্বভক্ষা বৃথাব্রতাঃ ॥ ১৭

---

বিকারে তাহাদের শরীরে রোগজনিত পীড়া হইতে থাকিবে এবং রোগজনিত পীড়ায় তাহাদের মনে নির্বেদ (বৈরাগ্যপূর্ণ বোধ) উৎপন্ন হইবে। ৪

এইভাবে নির্বেদ উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের মধ্যে আত্মবোধ উপস্থিত হইবে, এই বোধের উদয়ে তাহাদের মধ্যে ধর্মশীলতা আসিবে এবং এইরূপ ধর্মশীলতা চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া তাহারা সত্যযুগ প্রাপ্ত হইবে। ৫

(কলিযুগে) কিছু মানুষ লোকমতে ধর্মপালনকারী হইবে, কিছু মানুষ ধর্মের বিষয়ে তটস্থ বা উদাসীন থাকিবে এবং কিছু মানুষ বিবেকশীল হইলেও ধর্মের সমর্থনে উত্তম উত্তম যুক্তি প্রদানেই উৎসুক থাকিবে, তবে সেই ধর্মের আচরণ করিবে না। ৬

কিছু মানুষ দৃঢ়নিশ্চয়ের সহিত কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই প্রমাণ বলিয়া মনে করিবে। (বেদ অথবা শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মনে করিবে না।) কিছু পণ্ডিতমানী মানুষ একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ করিবে, অন্য কোনও প্রমাণকে স্বীকার করিবে না। ৭

অন্য বহু মানুষ বেদোক্ত মতকে প্রামাণিক বলিয়া মানিবে না। কলিযুগে বহু স্ত্রী মূর্খের ন্যায়ই তদের কার্যকারিণী হইবে। ৮

পণ্ডিতমানী মন্দবুদ্ধি মূঢ় বহু মানুষ নাস্তিকতায় প্রবৃত্ত হইয়া ধর্মের লোপকারী হইবে। ৯

তাহারা বর্তমানকালের প্রত্যক্ষ বিষয়কেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিবে, শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ও দাম্ভিক হইবে, ধর্মের চর্চা ও আচরণ—এই উভয়ই তাহাদের পক্ষে [illegible] হইবে। অর্থাৎ তাহারা ধর্মের চর্চাই করিবে না, আচরণের কথা আর কি বলিবার আছে? ১০

সেই সময় ধর্ম বিচলিত হইয়া যাইলে পর সকল মানুষ ভগবৎ-স্মরণাদি অবশিষ্ট ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া দান ও সত্যের দ্বারা সংযুক্ত থাকিয়া শুভকর্মসমূহ আচরণ করিবে। ১১

কলিযুগের প্রায় সকল মানুষ সর্বভক্ষী, অজিতেন্দ্রিয়, গুণহীন ও নির্লজ্জ হইবে,—ইহাই কলিকালজনিত কলুষের লক্ষণ। ১২

যখন ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের মনুষ্যগণ জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণের সনাতন বৃত্তি গ্রহণ করিবে তখন ইহাই কলিকালের কলুষতার সূচক হইবে। ১৩

সংসারে কলিকালের কলুষের উপদ্রব বাড়িয়া যাইলে যখন জ্ঞান (শাস্ত্রীয় বোধ) ও বিদ্যা (আত্মদর্শন) লুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন পরিত্রাণপ্রাপ্ত সকল মানুষ কেবল ভগবন্নামের দ্বারা অল্প সময়েই সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবে। ১৪

কলিকালে মহাযুদ্ধ, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত, প্রবল জলবর্ষণ (অতি-বর্ষণ) এবং ভয়ঙ্কর ভয় উপস্থিত হইবে, ইহাই কলিকালের কলুষের লক্ষণ। ১৫

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে পর জগতে ব্রাহ্মণরূপে রাক্ষসগণ বাস করিবে, রাজারা কর্ণে শ্রুত বিষয়ই যথার্থ বলিয়া মনে করিবে (চক্ষুতে দেখিয়া নহে) এবং খল-পুরুষদের সহিত বাস করিয়া পৃথিবী উপভোগ করিবে। ১৬

ব্রাহ্মণগণ স্বাধ্যায় (যথাবিহিত বেদাদি শাস্ত্রপাঠ) ও বষট্কার শূন্য (কোন যাগাদি কর্ম) শূন্য হইয়া এবং নীতিশূন্য ও অভিমানী

মূর্খাঃ স্বার্থপরা লুব্ধাঃ ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্রপরিচ্ছদাঃ
ব্যবহারোপবৃত্তাশ্চ চ্যুতাঃ ধর্মাচ্চ শাশ্বতাৎ ॥ ১৮
হর্তারঃ পররত্নানাং পরদারাভিমর্শকাঃ।
কামাত্মানো দুরাত্মানঃ সোপধাঃ প্রিয়সাহসাঃ ॥ ১৯
তেষু প্রভবমাণেষু তুল্যশীলেষু সর্বশঃ।
অভাবিনো ভবিষ্যন্তি মুনয়ো বহুরূপিণঃ ॥ ২০
উৎপন্না যে কৃতযুগে প্রধানপুরুষাস্তদা
কথাযোগেন তান্ সর্বান্ পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ২১
শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাপহারিণঃ
ভক্ষ্যভোজ্যাপহারাশ্চ করণ্ডানাং চ হারিণঃ ॥ ২২
চৌরাশ্চৌরস্য হর্তারো হন্তা হন্তুর্ভবিষ্যতি।
চৌরৈশ্চৌরক্ষয়ে চাপি কৃতে ক্ষেমং ভবিষ্যতি ॥ ২৩
নিঃসারে ক্ষুভিতে লোকে নিষ্ক্রিয়ে ব্যন্তরে স্থিতে।
নরাঃ শ্রয়িষ্যন্তি বনং করভারপ্রপীড়িতাঃ ॥ ২৪

---

ইহারা ব্রাহ্মণদের সমান সব কিছুই গ্রহণ করিবে এবং বৃথা পাষণ্ড-সম্পূর্ণ ব্রত পালন করিবে। ১৭

তাহারা মূর্খ, স্বার্থ-পর, লুব্ধ, লোভী ও নীচ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন হইবে; তাহাদের আশ্রিত মনুষ্যগণও ঐরূপই হইবে। তাহারা সনাতন ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল লেনদেনাদি ব্যবহারেরই উপর থাকিবে। ১৮

সেই সময়ের সকল মানুষ পরের বস্তুসমূহ ও পরের স্ত্রীগণকে অপহরণ করিবে। তাহাদের সকলের চিত্ত কামে কলুষিত থাকিবে, তাহারা দুরাত্মা, কপট ও দুঃসাহসপ্রিয় হইবে। ১৯

সমান স্বভাবসম্পন্ন (সমভাবাপন্ন) ও প্রভুত্বসম্পন্ন (প্রভাবশালী) সেই দুষ্ট মনুষ্যগণ যখন সর্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন অনেকরূপধারী ও আচার অভাব প্রতিপাদনকারী (বৈনাশিক মতাবলম্বী) বহু মুনি উৎপন্ন হইবে। ২০

সত্যযুগে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণকারী যে সব ভক্ত মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে কলিযুগের মানুষেরা কথাবার্তা-প্রসঙ্গে পূজা করিবে (তাঁহাদের প্রতি সমাদর করিবে, কিন্তু স্বয়ং তাহাদের আচরণ করিবে না)। ২১

কলিযুগের মানুষ ভবিষ্যতে (ক্ষেতে) উৎপন্ন শস্য চুরি করিবে, অপরের বস্ত্র চুরি করিবে, খাদ্য-পানীয় বস্তুসমূহও চুরি করিবে এবং করণ্ড অর্থাৎ বাঁশের টুকরী প্রভৃতিও চুরি করিবে। ২২

সেই সময়ের চোরেরা চোরের দ্রব্যও চুরি করিবে, হত্যা-কারীরও হত্যাকারী উৎপন্ন হইবে, এইরূপে যখন চোরসকলের দ্বারা চোরেরা বিনষ্ট হইবে, তখন জগতের কল্যাণ হইবে। ২৩

পিতৄনাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি পুত্রাঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
স্নুষা শ্বশ্রূস্তথা চৈব যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ২৫
বাক্শরৈর্দারয়িষ্যন্তি গুরূন্ শিষ্যাঃ সমন্ততঃ।
যজ্ঞকর্মণ্যুপরতে রক্ষাংসি শ্বাপদানি চ।
কীটমূষকসর্পাশ্চ ধর্ষয়িষ্যন্তি মানবান্ ॥ ২৬
ক্ষেমং সুভিক্ষমারোগ্যং সামগ্র্যং বাপি বন্ধুষু।
উদ্দেশতো নরশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥ ২৭
স্বয়ংপালাঃ স্বয়ংচৌরা যুগসম্ভারসম্ভৃতাঃ
মণ্ডলৈঃ প্রচলিষ্যন্তি দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮
স্বদেশেভ্যঃ পরিভ্রষ্টা নিঃসারাঃ সহ বন্ধুভিঃ।
নরাঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি তদা কালপরিক্ষয়াৎ ॥ ২৯
তদা স্কন্ধে সমাধায় কুমারান্ বিদ্রুতা ভয়াৎ
কৌশিকীং প্রতরিষ্যন্তি নরাঃ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ ॥ ৩০

---

যখন সম্পূর্ণ জগৎসংসার নিঃসার, স্বাধ্যায়াদি সৎকর্মহীন এবং ধর্মচ্ছেদ-যুক্ত হইয়া যাইবে, তখন করভারে পীড়িত হইয়া মনুষ্যগণ বনের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ২৪

যুগক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে পর পুত্রগণ নিজ নিজ পিতাকে সর্বপ্রকার কার্য করিবার জন্য আদেশ করিবে। এইরূপ বধূগণ নিজেদের শাশুড়ীকেও আদেশ করিতে থাকিবে। ২৫

সব দিক দিয়া শিষ্যগণ গুরুদিগকে বাক্যবাণে পীড়িত করিবে। যজ্ঞকর্ম বন্ধ হইয়া যাইলে পর রাক্ষস, হিংস্র জন্তু, কীট, মূষিক ও সর্পসকল মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিবে। ২৬

নরশ্রেষ্ঠ! কলিযুগে ক্ষেম, সুভিক্ষ, আরোগ্য এবং জ্ঞাতিগণের পরস্পর সৌহার্দভাব অথবা বন্ধু-বান্ধবগণের পরস্পর প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ কমিয়া যাইবে। ২৭

সেই সময়ের মানুষ স্বয়ং রক্ষক ও স্বয়ং চোর (ভক্ষক) হইবে এবং যুগের আবশ্যকতার অনুরূপ উপকরণসমূহে সম্পন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডল (দল) গঠন করিয়া দেশে বিচরণ করিবে। ২৮

সেই সময় কালবশতঃ নিজেদের অবনতি হওয়ায় সকল মানুষ নিজ নিজ দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া বন্ধুদের সহিত নিঃস্ব (নির্ধন) হইয়া যাইবে। ২৯

সেই সময় ক্ষুধার ভয়ে পীড়িত হইয়া মনুষ্যগণ নিজ সন্তান-দিগকে স্কন্ধে করিয়া আতঙ্কবশতঃ পলায়নপূর্বক কৌশী নদী পার হইয়া চলিয়া যাইবে। ৩০

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ কাশ্মীরানথ মেকলান্
ঋষিকান্তগিরিদ্রোণীঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৩১

কৃৎস্নং বা হিমবৎপার্শ্বং কূলঞ্চ লবণাম্ভসঃ
অরণ্যেষু চ বৎস্যন্তি নরা ম্লেচ্ছগণৈঃ সহ ॥ ৩২

নৈব শূন্যা ন চাপূর্ণা ভবিষ্যন্তি বসুন্ধরা।
গোপ্তারশ্চাপ্যগোপ্তারঃ প্রভবিষ্যন্তি শস্ত্রিণঃ ॥ ৩৩

মৃগৈর্মৎস্যৈর্বিহঙ্গৈশ্চ শ্বাপদৈঃ সর্পকীটকৈঃ
মধুশাকফলৈর্মূলৈর্বর্তয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৩৪

চীরং পর্ণঞ্চ বল্কলং বল্কলান্যজিনানি চ
স্বয়ং কৃতানি বৎস্যন্তি যথা মুনিজনাস্তথা ॥ ৩৫

বীজানামাকৃতিং নিম্নেষীপ্সন্তঃ কাষ্ঠশঙ্কুভিঃ।
অজৈড়কং খরোষ্ট্রঞ্চ পালয়িষ্যন্তি যত্নতঃ ॥ ৩৬

নদীঃ স্রোতাংসি রোৎস্যন্তি তোয়ার্থে কূলমাশ্রিতাঃ
পক্বান্নব্যবহারেণ বিপণন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৭

তনুরুহৈর্যথা জাতৈঃ সমূলমলসংবৃতৈঃ
বহ্বপত্যাঃ প্রজাহীনাঃ কুললক্ষণবর্জিতাঃ ॥ ৩৮

এবং ভবিষ্যন্তি তদা মনুষ্যাঃ কালকারিতাঃ।
হীনাদ্ধীনা তদা ধর্মং প্রজাঃ সমনুবৎস্যতি ॥ ৩৯

আয়ুস্তত্র চ মর্ত্যানাং পরং ত্রিংশদ্ভবিষ্যতি।
দুর্বলা বিষয়গ্লানা জরসা সমভিপ্লুতাঃ ॥ ৪০

ভবিষ্যতি তদা তেষাং রোগৈরিন্দ্রিয়সংক্ষয়ঃ।
আয়ুঃপ্রক্ষয়সংরোধাদ্ বিষাদঃ প্রভবিষ্যতি ॥ ৪১

শুশ্রূষবো ভবিষ্যন্তি সাধূনাং দর্শনে রতাঃ।
সত্যঞ্চ প্রতিপৎস্যন্তি ব্যবহারোপসংক্ষয়াৎ ॥ ৪২

ভবিষ্যন্তি চ কামানামলাভাদ্ধর্মশীলিনঃ।
করিষ্যন্তি চ সঙ্কোচং স্বপক্ষক্ষয়পীড়িতাঃ ॥ ৪৩

এবং শুশ্রূষণে দানে সত্যে প্রাণাভিরক্ষণে
চতুষ্পাদঃ প্রবৃত্তশ্চ ধর্মঃ শ্রেয়োঽভিপৎস্যতে ॥ ৪৪

মনুষ্যগণ জীবিকার জন্য অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, মেকল এবং ঋষিকাদি দেশসমূহের মধ্যে চলিয়া যাইবে ও পর্বতের গুহা প্রভৃতিতে আশ্রয় করিবে। ৩১

সেই সময়ের মানুষেরা ম্লেচ্ছগণের সহিত সমুদয় হিমালয়ের পার্শ্বভাগে, লবণ সমুদ্রের তীরে এবং বনসমূহে বাস করিবে। ৩২

পৃথিবী না মনুষ্যশূন্যা হইবে এবং না মনুষ্যপূর্ণা থাকিবে। হস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া রক্ষা কার্যে নিযুক্ত পুরুষেরা কাহাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। ৩৩

কলিযুগে ধর্মভ্রষ্ট মনুষ্যগণ মৃগ, মৎস্য, পক্ষী, হিংস্র জন্তু, সর্প, কীট, মধু, শাক, ফল ও মূলসমূহের দ্বারা জীবননির্বাহ করিবে। ৩৪

প্রায় সকল মানুষ মুনিজনগণের ন্যায় চীর (বস্ত্রখণ্ড), পত্র, বল্কল, মৃগচর্ম ও নিজেদের দ্বারা প্রস্তুত অন্য বস্ত্রসমূহ পরিধান করিবে। ৩৫

বহু মানুষ পর্বতের কন্দর প্রভৃতি নিম্নস্থানসমূহে থাকিয়া গ্রাম্য ও বন্য বীজসমূহ (আনাজ) প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিয়া কাষ্ঠ-শঙ্কু (খুঁটি) সকলে খনন ও খোঁড়া এবং ছাগল ও ভেঁড়া এবং বাসস্থানবাসী মানুষেরা গাধা ও উট প্রভৃতি বাঁধিয়া যত্নসহকারে তাহাদের পালন করিবে। ৩৬

কলিযুগের মানুষেরা জলের জন্য তীরে আসিয়া নদীর প্রবাহ রুদ্ধ করিবে। তাহারা পরস্পর পক্ব অন্ন আদান-প্রদানরূপ ব্যবসা করিবে। যেরূপ নিজের শরীরজাত সন্তানগণের জন্য মানুষ পরস্পর কলহ করে, সেইরূপ মূলধনের সহিত যুক্তকে গোপন করিবার নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে সকল মানুষ পরস্পর আদান-প্রদানের ব্যবসা করিবে। ৩৭

সেই সময় কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া কিছু মানুষ বহু সন্তান লাভ করিবে এবং অনেক মানুষের একটিও সন্তান হইবে না। এইভাবে প্রায় সকল মানুষ কুলোচিত লক্ষণ বর্জিত হইয়া পড়িবে। ৩৮

সেই সময়ের প্রজাগণ হীন হইতেও হীন ধর্মের অনুসরণ করিবে এবং সেই সময়ে মনুষ্যগণের আয়ু সর্বাধিক ত্রিশ বৎসর হইবে। ৩৯

সকল মানুষ দুর্বল, বিষয় ভোগে রত থাকায় ক্লান্ত এবং বার্ধক্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। সেই সময় রোগের জন্য তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল ক্ষীণ হইয়া যাইবে, আয়ুর ক্ষয় ও নিরোধে তাহাদের মনে বিষাদ উৎপন্ন হইবে। ৪০-৪১

তারপর তাহারা ধর্মোপদেশ শুনিবার বাসনা লইয়া সাধু পুরুষগণের দর্শনে রত থাকিবে এবং ব্যবহার বা ব্যবসায় ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় তাহারা সত্যকে আশ্রয় করিবে। ৪২

কামনাসমূহের প্রাপ্তি না হওয়ায় তাহারা ধর্মশীল হইবে এবং স্বপক্ষের বিনাশে পীড়িত হইয়া দুরাচারকে সঙ্কুচিত করিবে। ৪৩

এইরূপ শুশ্রূষা, দান, সত্য ও প্রাণ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকিলে, তপ, দান (দয়া) ও সত্য এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট ধর্ম শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি করাইবেন। ৪৪

ত্রেতা দ্বাপরনামানঃ কালেষু পরিবর্ত্তনম্
যাতু কিং স্থিতিবিজ্ঞানং ধর্ম্ম এবং ব্রবীমি তে ॥ ৪৫
যথা হানিঃ ক্রমাৎ প্রাপ্তা তথা বৃদ্ধিঃ ক্রমাদ্গতা ।
প্রগৃহীতে যতো ধর্ম্মে প্রশংসন্তি কৃতং যুগম্ ॥ ৪৬
সাধু বৃত্তং কৃতযুগে কস্মাচ্চ নাভিরুচ্যতে ।
এক এব তু কালঃ স হীনবর্ণো যথা শশী ॥ ৪৭
ছন্নো হি তমসা সোমো যথা কলিযুগে তথা
পূর্ণশ্চ তমসা হীনো যথা কৃতযুগে তথা ॥ ৪৮
অর্থবাদঃ পরং ব্রহ্ম বেদার্থ ইতি তং বিদুঃ
অবিনির্ভুক্তবিজ্ঞাতং দায়াদমিব ধার্য্যতে ॥ ৪৯
ইষ্টবাদতপো নাম তপো হি স্থাবরং কৃতম্

এইভাবে যে বেদাধ্যায়ী পুরুষ অনুমানের দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল জানিতে পারিয়াছে এবং শাস্ত্রাদি বিষয়সমূহে রত থাকে, তাহার পক্ষে কোন এক বিশিষ্ট যুগ—বিষয়-সমূহে রমণ বা ধর্ম্মপথে গমন, এই সংশয় প্রকাশ করিয়া শুদ্ধ শিক্ষা করত সৎপুরুষ এই কথা বলেন । ৪৫

যেরূপ ক্রমশঃ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, কারণ, ধর্ম্মকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে মানুষ সত্যযুগ প্রাপ্ত হইবে । ৪৬

সত্যযুগে সকলের আচরণ উন্নত হয় এবং কলিযুগে সদাচারের হানি হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । যেরূপ একই চন্দ্র কখনও কান্তিহীন ও কখনও কান্তিতে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ একই কাল কখনও কৃতযুগ (সত্যযুগ) এবং কখনও কলিযুগরূপে দৃষ্টিগোচর হয় । ৪৭

যেরূপ চন্দ্র অমাবস্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ কলিযুগে ধর্ম্ম কদাচারে বা অধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং যেরূপ পূর্ণিমাতে পরিপূর্ণ চন্দ্র অন্ধকারহীন হয়, সেইরূপ সত্যযুগে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাদবিশিষ্ট ধর্ম্ম পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বথা প্রকাশিত হয় । ৪৮

যিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনিই বৃহদর্থবান সত্যব্রহ্মের রূপে বেদের সত্য অর্থই প্রতিপাদন হইয়াছে ) এবং বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহাকেই বেদের মুখ্য অর্থও মনে করেন । ( যদি তাহাই হয়, তবে সেই সর্ব্বব্যাপী নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মা সকলকে প্রাপ্ত হন নাই কেন ? ইহার উত্তরে বলা যায়— ) যেরূপ পৈতৃক সম্পত্তিরূপে প্রাপ্ত মলিন সুবর্ণও যতক্ষণ না তাহার মল দূর হয়, ততক্ষণ সে তাহার অধিকারী ধারণ করে এবং ভাবুন সুবর্ণ-মত প্রাপ্ত হইয়াও মানুষ নিজেকে দরিদ্র বলিয়াই মনে করে, সেইরূপ অন্তঃকরণ মলিন থাকায় পরমাত্মা তাঁহাকে অজ্ঞাতরূপেই ধারণ করিয়া থাকেন । যখন অন্তঃকরণ জপ-তপস্যাদির দ্বারা শুদ্ধ হয়, তখন উহা স্বীয় আত্মা হইতে অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে এবং তাহার অপ্রাপ্তির ভ্রম দূর হইয়া যায় । ৪৯

গুণৈঃ কর্ম্মাভিনির্বৃত্তিগুণপ্রাপ্তিশ্চ কর্ম্মণা ॥ ৫০
আশীস্তু পুরুষং দৃষ্টা দেশকালানুবর্ত্তিনী ।
যুগে যুগে যথাকালমৃষিভিঃ সমুদাহৃতা ॥ ৫১
ইহ ধর্ম্মার্থকামানাং বেদানাং প্রতিক্রিয়া ।
আশিষশ্চ শুভাঃ পুণ্যাস্তথৈবায়ুর্যুগে যুগে ॥ ৫২
যথা যুগানাং পরিবর্ত্তনানি
চিরং প্রবৃত্তানি বিধিস্বভাবাৎ ।
ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কলিযুগবর্ণনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

তপ ( ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম ) যদ্যপি অভীষ্ট ফলসমূহের প্রতিপাদক, তপ স্থাবর অনাদি অর্থাৎ অক্ষয় ফলের সাধক, একথাই শাস্ত্রে নিশ্চয় করা হইয়াছে । গুণসমূহ ( দেহ ইন্দ্রিয়াদি ) হইতে কর্ম্মের সিদ্ধি হয় এবং যথার্থ কর্ম্ম হইতে গুণসমূহের ( দেহ-ইন্দ্রিয়াদির ) প্রাপ্তি হয় ( অতএব এই শরীর ও কর্ম্ম প্রভৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পরমাত্মারই আরাধনা করা কর্ত্তব্য ) । ৫০

ঋষিগণ পুরুষের যোগ্যতাকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক যুগে যথাসময়ে আশীর্বাদের ( কর্ম্মফলের প্রাপ্তির ) প্রতিপাদন করিয়াছেন ; কারণ, উহা দেশকালের সর্ব্বথা অনুসরণ করিয়া থাকে । ৫১

এই মর্ত্যলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসম্বন্ধী ফল, বেদোক্ত কর্ম্মের ফল, শুভ ও পুণ্য আশীর্বাদসমূহ এবং আয়ু প্রত্যেক যুগে যুগের প্রভাব তারতম্য অনুসারেই হইয়া থাকে । ৫২

যেরূপ বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট স্বভাব অনুসারে চিরকাল হইতে যুগসকলের পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে, সেইরূপ এই জীবজগৎ হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে, কখনও অল্পকালের জন্যও স্থির হইয়া বিদ্যমান নাই । ৫৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কলিযুগের বর্ণনবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায় : অনুবাদ সমাপ্ত ।

# পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

[ ব্যাসাদীনাং গমনম্, জনমেজয়স্যাশ্বমেধ-যজ্ঞে ইন্দ্রস্য বিঘ্নসৃষ্টিঃ, জনমেজয়েনেন্দ্রায়াভিশাপদানম্, ব্রাহ্মণানাং নির্বাসনম্, স্বপত্নীং প্রতি ভর্ৎসনা, বিশ্বাবসুনা জনমেজয়ায় প্রবোধদানঞ্চ । ]

সূত উবাচ

ইত্যেবমাখ্যাতবতো রাজানং জনমেজয়ম্ ।
অতীতানাগতং বাক্যামৃতৈঃ পরিষদা শ্রুতম্ ॥ ১
অমৃতস্যেব সংবাদঃ প্রভা চন্দ্রমসো যথা ।
অতর্পয়ত তচ্ছ্রোত্রং মহর্ষের্ব্যাহৃতো রসঃ ॥ ২
ধর্মকামার্থসংযুক্তং করুণং বীরবর্ধনম্ ।
রমণীয়ং তদাখ্যানং কৃৎস্নং পরিষদা শ্রুতম্ ॥ ৩
কেচিদশ্রূণি মুমুচুঃ শ্রুত্বা দধ্যুস্তথাপরে ।
ইতিহাসং তমৃষিণা পাণাবিব নিদর্শিতম্ ॥ ৪
সদস্যান্ সোঽভ্যনুজ্ঞাপ্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণাম্
পুনর্দ্রক্ষ্যাম ইত্যুক্ত্বা জগাম ভগবানৃষিঃ ॥ ৫
অনুজগ্মুস্তদা সর্বে প্রয়ান্তমৃষিসত্তমম্
লোকে প্রবদতাং শ্রেষ্ঠং যে বিশিষ্টাস্তপোধনাঃ ॥ ৬
যাতে ভগবতি ব্যাসে তদা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ ।
ঋত্বিজঃ পার্থিবাশ্চৈব প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ৭
পন্নগানাং সুঘোরাণাং কৃত্বানাং বৈরযাতনাম্ ।
জগাম রোষমুৎসৃজ্য রাজা বিষমিবোরগঃ ॥ ৮
হোত্রাগ্নিদীপ্তশিরসং পরিত্রায় চ তক্ষকম্
আস্তীকোঽপ্যাশ্রমপদং জগাম স মহামুনিঃ ॥ ৯
রাজাপি হাস্তিনপুরং জগাম স্বজনাবৃতঃ ।
অবশাসচ্চ মুদিতস্তদা প্রমুদিতাঃ প্রজাঃ ॥ ১০
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স রাজা জনমেজয়ঃ ।
দীক্ষিতো বাজিমেধেন বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১১
সংজ্ঞপ্তমশ্বং তত্রাস্য দেবী কাশ্যা বপুষ্টমা
সংবিবেশোপগম্যাথ বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১২

## পঞ্চম অধ্যায় ।

[ ব্যাসাদির গমন, জনমেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞে ইন্দ্রের বিঘ্নসৃষ্টি, জনমেজয় কর্তৃক ইন্দ্রকে অভিশাপদান, ব্রাহ্মণগণের নির্বাসন এবং নিজ পত্নীকে ভর্ৎসনা ও বিশ্বাবসু কর্তৃক জনমেজয়কে প্রবোধ দান । ]

সূত বলিলেন,—শৌনক ! এইরূপে রাজা জনমেজয়কে আখ্যানদানকারী মহর্ষি বেদব্যাসের এই ভূত ও ভবিষ্যদ্বর্তী বাক্য রাজসভায় অবস্থিত সকল সদস্যই শ্রবণ করিলেন । ১

মহর্ষি ব্যাসদেবের এই বাক্যময় রস যেন অমৃতের প্রবাহ ছিল, চন্দ্রের প্রভার ন্যায় আহ্লাদকারক ছিল । ইহা সকলেরই কর্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিল । ২

ধর্ম, কাম ও অর্থসংযুক্ত, করুণাপূর্ণ এবং বীরোচিত উৎসাহবর্দ্ধনকারী এই সম্পূর্ণ রমণীয় উপাখ্যান সেখানে সমস্ত সদস্যগণ শ্রবণ করিলেন । ৩

তখন কিছু মানুষ অশ্রু প্রবাহিত করিতে লাগিলেন, অন্য বহু মানুষ ইহা শ্রবণ করত ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন । মহর্ষি ব্যাসদেব এই ইতিহাসকে হাতে রাখিয়াই যেন সকলকে দর্শন করাইলেন । ৪

তারপর এই মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসদেব সদস্যগণের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের সকলকে প্রদক্ষিণ করত 'আমরা পুনরায় মিলিত হইব' এই কথা বলিয়া সেখান হইতে গমন করিলেন । ৫

সেই সময় সেখানে যে সব শ্রেষ্ঠ তপোধন মুনি ছিলেন, তাঁহারা সকলে জগতে শ্রেষ্ঠ বক্তাগণের মধ্যে মুখ্য মুনিবর ব্যাসদেবকে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন । ৬

ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত ভগবান ব্যাসদেব চলিয়া যাইলে পর সেই সময় যে সব ঋত্বিগ্গণ ও রাজারা ছিলেন, তাঁহারাও যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে ফিরিয়া যাইলেন । ৭

অত্যন্ত ভয়ানক সর্পগণের শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করত রাজা জনমেজয় বিষ ত্যাগকারী সর্পের ন্যায় রোষ পরিত্যাগ করত সেখান হইতে নিজ নগরে গমন করিলেন । ৮

হোমের অগ্নিতে যাঁহার মস্তক প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সেই তক্ষকের প্রাণ রক্ষা করিয়া মহামুনি আস্তীকও নিজ আশ্রমে গমন করিলেন । ৯

রাজা জনমেজয়ও স্বজনগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেখান হইতে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং সানন্দে অবস্থান করত সদা আনন্দিত প্রজাগণের শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন । ১০

কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর যজ্ঞে প্রচুর দক্ষিণাদানকারী রাজা জনমেজয় বিধি অনুসারে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । ১১

সেই যজ্ঞে যে অশ্বকে নিহত করা হইয়াছিল, তাহার নিকট যাইয়া কাশিরাজকন্যা মহারাণী বপুষ্টমা শাস্ত্রীয় বিধিঅনুসারে শয়ন করিলেন । ১২

তাং তু সর্বানবদ্যাঙ্গীং চকমে বাসবস্তদা
সংস্তম্ভমথাবিশ্য তয়া মিশ্রীবভূব সঃ ॥ ১৩
তস্মিন্ বিকারে জনিতে বিদিত্বা তত্ত্বতস্তু তৎ।
অসংজাতোঽশ্বমেধস্তে প্রাংসেত্যধ্বর্যুমব্রবীৎ ॥ ১৪
অধ্বর্যুর্জ্ঞানসম্পন্নস্তদিন্দ্রস্য বিচেষ্টিতম্
কথয়ামাস রাজর্ষেঃ শশাপ স পুরন্দরম্ ॥ ১৫

জনমেজয় উবাচ

যদ্যস্তি মে যজ্ঞফলং তপো বা রক্ষতঃ প্রজাঃ।
ফলেনানেন সর্বেণ ব্রবীমি শ্রূয়তামিদম্ ॥ ১৬
অদ্যপ্রভৃতি দেবেন্দ্রমজিতেন্দ্রিয়মস্থিরম্।
ক্ষত্রিয়া বাজিমেধেন ন যক্ষ্যন্তীতি শৌনক ॥ ১৭
ঋত্বিজস্তাব্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ স রাজা জনমেজয়ঃ
দৌর্বল্যাং ভবতামেতদ্ যন্ময়া ধর্ষিতঃ ক্রতুঃ ॥ ১৮
বিষয়ে মে ন বস্তব্যং গচ্ছধ্বং সহ বান্ধবৈঃ।
ইত্যুক্তাস্তত্যজুর্বিপ্রাস্তং নৃপং জাতমন্যবঃ ॥ ১৯

সেই সময় এই সর্বাঙ্গসুন্দরী রাণীকে দেবরাজ ইন্দ্র লাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন। তিনি সেই নিহত অশ্বে আবিষ্ট হইয়া রাণী বপুষ্টমার সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইলেন। ১৩

সেই অশ্বে বিকার উৎপন্ন হইলে পর যথার্থরূপে সেই বিষয় জানিয়া রাজা জনমেজয় অধ্বর্যুকে বলিলেন—অহো! তোমার জ্ঞান হউক দেখ, তোমার এই অশ্ব এখনও বিনষ্ট হয় নাই। ১৪

অধ্বর্যু বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, তিনি রাজর্ষি জনমেজয়কে ইন্দ্রের তৎকালীন কুচেষ্টার কথা বলিলেন। তখন রাজা ইন্দ্রকে শাপ দিতে গিয়ে বলিলেন। ১৫

জনমেজয় বলিলেন,—যদি আমার কিছু যজ্ঞফল থাকে অথবা প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া আমার কিছু তপোবল সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সেই সবের ফলে আমার কথিত বাক্য সত্য হউক। আমি সেই কথা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ১৬

'আজ হইতে ক্ষত্রিয়গণ এই অজিতেন্দ্রিয় ও চঞ্চল দেবরাজ ইন্দ্রকে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা যজন করিবেন না'। শৌনক! এইভাবে তিনি ইন্দ্রকে শাপপ্রদান করিলেন। ১৭

অনন্তর ক্রুদ্ধ রাজা জনমেজয় ঋত্বিক্‌গণকে বলিলেন,—ইহা আপনাদেরই দুর্বলতা, যাহার জন্য আমার এই যজ্ঞ নষ্ট হইল। ১৮

অমর্ষবশমাসন্নঃ পত্নীশালাগতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজা পরমধর্মজ্ঞস্তামসৌ জনমেজয়ঃ ॥ ২০
অসতীং বপুষ্টমামেতাং নির্বাসয়ত মে গৃহাৎ।
যয়া মে চরণৌ মূর্ধ্নি পাতিতৌ রেণুগুণ্ঠিতৌ ॥ ২১
শৌণ্ডীর্যাৎ মেঽনয়া ভগ্নং যশো মানশ্চ দূষিতঃ।
ন চৈনাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি পরিক্লিষ্টামিব স্রজম্ ॥ ২২
ন স্বাদু সোঽশ্নাতি নরঃ সুখং স্বপিতি বা রহঃ।
অস্যাস্তে যঃ প্রিয়াং ভার্যাং পরেণ মৃদিতামিহ।
পুনর্নৈবোপভুঞ্জিত শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা ॥ ২৩
এবমুচ্চৈঃ প্রভাষন্তং ক্রুদ্ধং পারীক্ষিতং নৃপম্।
গন্ধর্বরাজঃ প্রোবাচ বিশ্বাবসুরিদং বচঃ ॥ ২৪

বিশ্বাবসুরুবাচ

ত্রিযজ্ঞশতযাজানং বাসবস্ত্বাং ন মৃষ্যতে।
অপ্সরাস্তেন পত্নী তে বিহিতেয়ং বপুষ্টমা ॥ ২৫

এখন আপনারা আমার এই রাজ্যে আর বাস করিবেন না, আপনারা নিজ নিজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত চলিয়া যান। এই কথা বলিলে পর সেই ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইলেন এবং রাজাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। ১৯

যদিও এই রাজা জনমেজয় অতিশয় ধর্মজ্ঞ ছিলেন, তথাপি তিনি অমর্ষে বশীভূত হইয়া বপুষ্টমার জন্য পত্নীশালায় অবস্থিত স্ত্রীদিগকে এই আদেশ করিলেন। ২০

এই বপুষ্টমা অসতী (কুলটা), ইহাকে আমার গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও। সে এই কুকৃত্যের দ্বারা আমার মস্তকে নিজের ধূলিধূসরিত দুই চরণ পাতিত করিয়াছে। ২১

এই পাপিনী আমার শৌর্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আমার যশ ও মানকে দূষিত করিয়াছে; অতএব ম্লান পুষ্পমালার ন্যায় অপবিত্র এই নারীকে আর এখন দেখিতেও ইচ্ছা করি না। ২২

যে ব্যক্তি পরপুরুষের দ্বারা ধর্ষিতা নিজের প্রিয়া পত্নীর সহিত বাস করে, সেই ব্যক্তি না স্বাদিষ্ট অন্ন খাইতে পারে এবং না একান্তে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে। তাহার উচিত হইল যে, কুক্কুরের দ্বারা লীঢ় (চাটা) হবিঃর ন্যায় পরপুরুষের সংসর্গে কলুষিত সেই ভার্যাকে কখনও আর উপভোগ না করা। ২৩

এইরূপ ক্রোধ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যভাষী রাজা জনমেজয়কে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এই কথা বলিলেন। ২৪

বিশ্বাবসু বলিলেন,—রাজন্! আপনি তিন শত যজ্ঞ করিয়াছেন, সেইজন্য ইন্দ্র আপনার এই উৎকর্ষ সহ্য করিতে

রম্ভানামাপ্সরা দেবী কাশিরাজসুতা মতা
সৈষা যোষিদ্বরা রাজন্ রত্নভূতাপ্যুপভুজ্যতাম্ ॥ ২৬
যজ্ঞে বিবরমাসাদ্য বিঘ্নমিন্দ্রেণ তে কৃতম্।
যথা ত্বমসি কুরুশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ্যা বাসবোপমঃ ॥ ২৭
বিভেত্যভিভবাচ্ছক্রস্তব ক্রতুফলৈর্নৃপ
তস্মাদাবর্ত্তিতশ্চৈব ক্রতুরিন্দ্রেণ তে বিভো ॥ ২৮
সাঽপ্যেষা বাসবেনৈব প্রযুক্তা বিঘ্নমিচ্ছতা
ক্রতোর্বিবরমাসাদ্য সংজ্ঞপ্তং দৃষ্ট্বা বাজিনম্ ॥ ২৯
রত্নমিন্দ্রেণ রম্ভায়াং মন্যসে যাং বপুষ্টমাম্
অথ তে গুরবঃ শপ্তাস্ত্রিযজ্ঞশতযাজিনঃ ॥ ৩০
ভ্রংশিতশ্চ বিপ্রাশ্চ বলাদিন্দ্রসমাদপি
ত্বত্তশ্চৈব সুদুর্দ্ধর্ষাৎ ত্রিযজ্ঞশতযাজিনঃ ॥ ৩১
বিভেতি হি সদা শক্রো ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি বাসবঃ
এতেন বৈ তদুভয়ং তীর্ণং শক্রেণ মায়য়া ॥ ৩২
স এষ সুমহাতেজা বিজিগীষুঃ পুরন্দরঃ।
কথমক্লেশনাচীর্ণং নপ্তুর্দারানতিক্রমেৎ ॥ ৩৩

বিশ্বাবসুরুবাচ

যথৈব হি পরা বুদ্ধিঃ পরো ধর্মঃ পরো দমঃ।
যথৈব পরমৈশ্বর্যং কীর্ত্তিতং হরিবাহনে।
তথৈব ত্বয়ি দুর্দ্ধর্ষ ত্রিযজ্ঞশতযাজিনি ॥ ৩৪
মা বাসবং মা চ গুরূনাত্মানং বা বপুষ্টমাম্।
গচ্ছ দোষেণ কালো হি সর্বথা দুরতিক্রমঃ ॥ ৩৫
ঐশ্বর্যেণাশ্বমাবিশ্য দেবেন্দ্রেণাপি রোষিতঃ
আনুকূল্যেন দেবস্য বর্ত্তিতব্যং সুখার্থিনা ॥ ৩৬
দুস্তরং প্রতিকূলং হি প্রতিস্রোত ইবাম্ভসঃ।
স্ত্রীরত্নমুপভুঙ্ক্ষ্বেমাং মানপাপাং বিগতজ্বরঃ ॥ ৩৭

---

পারেন নাই; সেইহেতু তিনি এক অপ্সরাকে আপনার এই পত্নী বপুষ্টমার রূপে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। ২৫

যাঁহাকে আপনি কাশিরাজের কন্যা রাণী বপুষ্টমা বলিয়া মনে করেন, তিনি রম্ভানাম্নী অপ্সরা ছিলেন, রাজন্! অতএব নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বপুষ্টমা রমণীরত্ন, আপনি ইঁহাকে উপভোগ করুন। ২৬

এই যজ্ঞে কোনও ছিদ্র পাইয়া ইন্দ্র আপনার বিঘ্নসৃষ্টি করিয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি যজ্ঞকর্ত্তা এবং সমৃদ্ধিতে আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমান। নৃপ! আপনার যজ্ঞফল-সমূহের দ্বারা ইন্দ্রের যাহাতে পরাভব না হয়, এই চিন্তা করিয়া তিনি আপনাকে ভয় করেন। প্রভো! সেইজন্য ইন্দ্র আপনার এই যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৭-২৮

যজ্ঞে কোনও ত্রুটী অথবা ছিদ্র পাওয়ায় বিঘ্নসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ইন্দ্র এই মায়ার প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি অশ্বকে নিহত দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করত রম্ভার সহিত রমণ করিয়াছেন, যাহাকে আপনি বপুষ্টমা বলিয়া মনে করেন। ২৯।

অন্যদিকে আপনি এই গুরুজনদিগকে শাপদান করিয়াছেন, যাঁহারা আপনাকে তিন শত যজ্ঞ করাইয়াছেন। আপনি এবং আপনার এই ব্রাহ্মণগণ এখানে ইন্দ্রের সমান বল হইতে ভ্রংশিত হইয়াছেন। ৩০।

আপনি তিন শত যজ্ঞকারী অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্র আপনার নিকট হইতে ও সেই ব্রাহ্মণগণ হইতেও সদা ভীত হইতেন; অতএব তিনি একাকী মায়ার প্রয়োগ দ্বারা সেই উভয় প্রকার ভয় হইতেই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ৩১-৩২

বিজয় লাভ করিতে ইচ্ছুক সেই মহাতেজস্বী ইন্দ্র যাহা অন্যে কখনও করে নাই, এরূপ পাপকর্ম কিভাবে করিতে পারেন? বিশেষ নপ্তার (ইন্দ্রের পুত্র অর্জুন, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ এবং পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, সেইজন্য ইন্দ্রের নপ্তা হইলেন জনমেজয়।) পত্নীর উপর বলাৎকার করা তাঁহার দ্বারা। ইন্দ্রের দ্বারা) কিভাবে সম্ভব হইতে পারে। ৩৩

হরিবাহন ইন্দ্রে যেরূপ উত্তম বুদ্ধি, উৎকৃষ্ট ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়-সংযম ও পরম ঐশ্বর্য আছে বলিয়া বর্ণিত হয়, সেইরূপ তিন শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী দুর্দ্ধর্ষ বীর আপনার মধ্যেও ঐ সমস্ত রহিয়াছে। ৩৪

অতএব আপনি ইন্দ্রে, গুরু ও পুরোহিতে, নিজের মধ্যে ও রাণী বপুষ্টমাতে দোষদৃষ্টি করিবেন না; কারণ, কাল সর্বথা দুর্লঙ্ঘ্য। ৩৫

দেবেন্দ্র নিজের ঐশ্বর্য-শক্তিতে অশ্বে প্রবেশ করত আপনার হৃদয়ে রোষ উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন, অতএব সুখার্থী মানুষের সদা দেবতার অনুকূল আচরণ করা কর্তব্য। ৩৬

যেরূপ জলের প্রবাহের প্রতিকূলে সন্তরণ করা কঠিন কার্য, সেইরূপ প্রতিকূল দেবতা হইতে উদ্ধার পাওয়া অতিশয় কঠিন। আপনার পত্নী বপুষ্টমা নিষ্পাপ ও রমণীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ, অতএব আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ইঁহাকে উপভোগ করুন। ৩৭

অপাপাস্তাস্তামানা বৈ ত্যজেদ্বৃষলি যোষিতঃ
অদুষ্টাস্ত স্ত্রিয়ো রাজন্ দিব্যাস্ত সবিশেষতঃ ॥ ৩৮
ভানোঃ প্রভা শিখা বহ্নের্বেদী যোক্ত্রে তথাহুতিঃ।
পরামৃষ্টাপ্যসংসক্তা নোপদুষ্যন্তি যোষিতঃ ॥ ৩৯

প্রাহ্যা লালয়িতব্যাশ্চ পূজ্যাশ্চ সততং বুধৈঃ
শীলবত্যো মহাভাগাঃ পূজ্যাঃ স্ত্রিয় ইব স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪০
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বিশ্বাবস্বাক্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

রাজন্! যদি নিরপরাধ দুষ্টগণকে পরিত্যাগ করা হয়, তবে তাঁহারাও নিষ্পাপ পতিদিগকে পরিত্যাগ করিতে থাকিবেন। স্ত্রীগণ প্রায়শঃ অল্প দোষযুক্তা হন, ইঁহারা বিশেষতঃ দিব্যভাব-সম্পন্না হইয়া থাকেন ॥ ৩৮

যেরূপ সূর্যের প্রভা, অগ্নির শিখা, যজ্ঞের বেদী ও হোমের আহুতি অন্যের স্পর্শে দূষিত হয় না, সেইরূপ স্ত্রীগণও যদি পরপুরুষে অনাসক্তা হন, তাঁহাদিগকে বলপূর্বক দুষ্ট স্পর্শে তাঁহারা কলঙ্কিত হন না ॥ ৩৯

শীলবতী স্ত্রীগণ বিদ্বান্ পুরুষদিগের পক্ষেও লক্ষ্মীর সমান গ্রাহ্য, লালন-পালনযোগ্যা, সতত আদরণীয়, বন্দনীয় ও পূজনীয় হন ॥ ৪০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বিশ্বাবসু-বাক্যবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[ সন্তোষং প্রাপ্তবতো জনমেজয়স্য রাজ্যশাসনম্, অস্য গ্রন্থস্য পাঠ-শ্রবণয়োর্মাহাত্ম্যকথনঞ্চ ]

সৌতিরুবাচ

এবং স বিশ্বাবসুনানুনীতঃ
প্রসাদনাগম্য বপুষ্টমায়াঃ।
চকার মিথ্যা বাভিশঙ্কিতাত্মা
শান্তিং পরাং মানবধর্মদৃষ্টাম্ ॥ ১
শ্রমমতিবিনিবর্ত্য মানসং স
সমভিলষজ্জনমেজয়ো যশঃ স্বম্
বিষয়মনুশশাস ধর্মবুদ্ধি-
র্মুদিতমনা রময়ন্ বপুষ্টমাং তাম্ ॥ ২
ন হি বিরমতি বিপ্রপূজনা-
ন্ন চ বিনিবর্ততি যজ্ঞদানশীলাৎ

ন বিষয়পরিরক্ষণাচ্চ্যুতোঽভূ-
ন্ন চ পরিগর্হতি তাং বপুষ্টমাঞ্চ ॥ ৩
বিধিবিহিতমশক্যমন্যথা হি কর্তুং
যদৃষিরচিন্ত্যতপাঃ পুরাব্রবীৎ সঃ।
ইতি স নৃপতিরাত্মবাংস্তদাসৌ
তদনু বিচিন্ত্য বভূব বীতমন্যুঃ ॥ ৪
ইদং মহাকাব্যমৃষের্মহাত্মনঃ
পঠন্নৃণাং পূজ্যতমো ভবেন্নরঃ।
প্রকৃষ্টমায়ুঃ সমবাপ্য দুর্লভং
লভেচ্চ সর্বত্র জয়ঞ্চ কেশবম্ ॥ ৫

## ষষ্ঠ অধ্যায়

[ সন্তুষ্ট হইয়া জনমেজয়ের রাজ্যশাসন এবং এই গ্রন্থের পাঠ ও শ্রবণের মহিমা কথন। ]

সৌতি বলিলেন,—অকারণে যাঁহার মনে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই রাজা জনমেজয়কে যখন বিশ্বাবসু অনুনয়পূর্বক বুঝাইলেন, তখন তিনি রাণী বপুষ্টমার উপর প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি মানব ধর্মের আচরণে দৃষ্ট-পূর্ব পরম শান্তভাব ধারণ করিলেন ॥ ১

এই রাজা জনমেজয় মানসিক শ্রম দূর করিয়া নিজের অত উত্তম যশ অভিলাষ করত ধর্মবুদ্ধিতে রাজ্যশাসন এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া বপুষ্টমার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

তিনি ব্রাহ্মণগণের পূজা ও আদর সৎকার হইতে কখনও বিরত হইতেন না, যজ্ঞ ও দানরূপ শীল হইতে কখনও নিবৃত্ত হইতেন না, রাজ্যরক্ষারূপ কর্ম হইতে চ্যুত হইতেন না এবং নিজের পত্নী বপুষ্টমার কখনও নিন্দা করিতেন না ॥ ৩

'বিধাতার বিধানকে অন্যথা করা সর্বথা অসম্ভব' এই কথা অচিন্তনীয় তপস্বী মহর্ষি ব্যাসদেব যে পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কথার উপর মনস্বী নরপতি বারংবার বিচার করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার রোষ ও খেদ চলিয়া যাইল ॥ ৪

মহাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের এই মহাকাব্য পাঠকারী মানুষ মনুষ্যগণের মধ্যে পরম পূজনীয় হইয়া যান। তিনি অত্যুত্তম দুর্লভ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া সর্বত্র জয় এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন ॥ ৫

শতক্রতোঃ কল্মষবিপ্রমোক্ষণং
পঠন্নিদং মুচ্যতি কল্মষাদ্ বুধঃ ।
তথৈব কামান্ বিবিধান্ সমশ্নুতে
ধ্রুবাংশ্চ কামাংশ্চ চিরায় নন্দতি ॥ ৬

যথা হি পুষ্পপ্রভবং ফলং দ্রুমাঃ
ফলাৎ প্রজায়ন্তি পুনশ্চ পাদপাঃ ।
তথা মহর্ষিপ্রভবা ইমা গিরঃ
প্রবর্তয়ন্তে তমৃষিং প্রবর্তিতাঃ ॥ ৭

পুত্রানপুত্রো লভতে সুবর্চস-
শ্চ্যুতঃ পুনর্বিন্দতি চাত্মনঃ স্থিতিম্ ।
ব্যাধিং ন চাপ্নোতি চিরং স বন্ধনং
ক্রিয়াশ্চ পুণ্যাঃ লভতে গুণান্বিতঃ ॥ ৮

পতিমভিলভতে চ সংশ্রু কন্যা
শ্রবণমুপেতা শুভা মুনেস্তু বাচঃ
জনয়তি চ সুতান্ গুণৈরুপেতান্
রিপুকুলমর্দনবীর্যাশালিনশ্চ ॥ ৯

বিজয়তি বসুধাঞ্চ রাজপুত্রি-
র্ধনমতুলং লভতে বিশক্ষকে ।
বিপুলমপি ধনং লভেচ্চ বৈশ্যঃ
সুগতিমিয়াচ্ছ্রবণাচ্চ শূদ্রজাতিঃ ॥১০

পুরাণমেতচ্চরিতং মহাত্মনা-
মধীত্য বুদ্ধিং লভতে চ নৈষ্ঠিকীম্ ।
বিহায় দুঃখানি বিমুক্তসঙ্গঃ
স বীতরাগো বিচরেদ্ বসুন্ধরাম্ ॥ ১১

ইতোত্তমাখ্যানমুপাকৃতং বৈ
প্রতিস্মরন্তো দ্বিজসত্তমেষু
ধৈর্যেণ বৈর্যেণ পুনঃ স্মরন্তঃ
সুখং ভবন্তো বিচরন্তু লোকম্ ॥ ১২

ইতি চরিতমিদং মহাত্মনা-
মৃষিকৃতমদ্ভুতবীর্যকর্মণাম্
কথিতমিদং হি সমাসবিস্তরৈঃ
কিমপরমিচ্ছসি কিং ব্রবীমি তে ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
ভবিষ্যগ্রন্থার্থপ্রকাশো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

---

ইন্দ্রের পাপমোচনকারী এই কাব্য পাঠ করিয়া মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং নানাপ্রকার মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ উপভোগ করেন ও আত্মকাম হইয়া চিরকাল আনন্দময় থাকেন । ৬

যেরূপ বর্দ্ধিত বৃক্ষসকল নিজেদের পুষ্পসমূহ হইতে ফল উৎপন্ন করে এবং সেই ফল হইতে পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ মহর্ষি ব্যাসদেব হইতে উদ্ভূত তাঁহার এই বাণী সজ্জনগণের দ্বারা বর্দ্ধিত—নানাভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইলে পর সেই মহর্ষির মহত্ত্ব বর্দ্ধিত করিয়া থাকে । ৭

এই গ্রন্থের পাঠ অথবা শ্রবণকারী ভগবান্ পুরুষ যদি পুত্রহীন হন, তবে তিনি পরম তেজস্বী পুত্র লাভ করেন, তিনি যদি ধন, ধর্ম ও মহত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি পুনরায় সেই পূর্বস্থিতি প্রাপ্ত হন, তাঁহার কোনও রোগ হইবে না, তিনি চিরকাল বন্ধনে থাকিবেন না এবং পুণ্য কর্মের ফল লাভ করিবেন । ৮

মহর্ষি ব্যাসদেবের এই মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া কুমারী কন্যা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যে কাঁহাকেও অভীষ্ট পতিরূপে লাভ করেন এবং তিনি উত্তম গুণসম্পন্ন, শত্রুমর্দনকারী ও পরাক্রমে গুণোচিত অনেক পুত্রের জন্মদান করেন । ৯

ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বনকারী মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ও শ্রবণ করিলে পৃথিবীতে জয় করিতে পারিবেন, অতুল ধন-সম্পদ লাভ করিবেন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। বৈশ্য প্রভূত ধনলাভ করিবেন এবং শূদ্রজাতি মানুষ ইহার শ্রবণে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবেন । ১০

মহাত্মা পুরুষগণের চরিত্রপূর্ণ এই পুরাণ অধ্যয়ন করিয়া মানুষ নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি লাভ করেন এবং সর্বপ্রকার দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া তিনি আসক্তিশূন্য ও বীতরাগ হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন । ১১

আমার দ্বারা কথিত এই আখ্যান ব্রাহ্মণগণের সমাজে চিন্তন ও প্রবচন করিতে করিতে আপনারা স্থিরতা ও বীরতা পূর্বক ইহাকে বারংবার স্মরণ করিতে করিতে সংসারে সুখ পূর্বক বিচরণ করুন । ১২

অদ্ভুত বল-পরাক্রমশালী মহাত্মাগণের এই চরিত, যাহা মহর্ষি ব্যাসদেব গ্রন্থাকারে রচনা করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপ ও বিস্তারের সহিত বলিলাম। শৌনক! এখন আপনি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? আমি আপনাকে কি বলিব? ১৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে ভবিষ্যৎ-গ্রন্থের অর্থপ্রকাশ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, বৈশম্পায়নস্যোত্তরদানম্, ভগবতো নারায়ণস্য মহিমপ্রতিপাদনঞ্চ । ]

জনমেজয় উবাচ

প্রভাবঃ পদ্মনাভস্য স্বপতঃ সাগরাম্ভসি
পুষ্করে বৈ যথাভূতা দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা ॥ ১
এতদাখ্যাহি নিখিলং যোগং যোগবিদাম্পতে
শৃণ্বতস্তস্য যে কীর্তিং ন তৃপ্তিরভিজায়তে ॥ ২
কিয়ন্তং চৈব কালং বৈ শয়িতা পুরুষোত্তমঃ ।
কিমর্থঞ্চ তথা শেতে কশ্চ কালস্য সম্ভবঃ ॥ ৩
কিয়তা চৈব কালেন প্রবুধ্যতি সুরাধিপঃ
কথমুত্থায় ভগবানসৃজন্নিখিলং জগৎ ॥ ৪
কে প্রজাপতয়স্তাত আসন্ পূর্বং মহামুনে ।
কথং নির্মিতবাংশ্চৈব চিত্রং লোকং সনাতনঃ ॥ ৫
কথমেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে
নষ্টে দেবাসুরগণে প্রণষ্টোরগরাক্ষসে ॥ ৬
নষ্টানলানিলে লোকে নষ্টাকাশমহীতলে ।
কেবলং গহ্বরীভূতে মহাভূতবিপর্যয়ে ॥ ৭
প্রভুর্মহাভূতপতির্মহাতেজা মহাকৃতিঃ ।
আস্তে সুরশ্রেষ্ঠো বিধিমাস্থায় কাং মুনে ॥ ৮
তন্মে ত্বমুপপন্নায় ব্রহ্মন্নেতদসংশয়ম্
বক্তুমর্হসি ধর্মিষ্ঠ যশো নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৯
প্রাদুর্ভাবান্ পুরস্কৃত্য কৃতং ভবাং মহাত্মনঃ ।
শ্রদ্দধানামুপবিষ্টানাং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

নারায়ণযশোজ্ঞানে যা তবেহভবত স্পৃহা ।
ত্বদ্বংশানব পূতস্য কার্য্যং কুরুকুলর্ষভ ॥ ১১
শৃণুয়াদিপুরাণেভ্যো দেবতাভ্যো যথাশ্রুতি ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বদতাং শ্রুতোঽস্মাভির্মহাত্মনাম্ ॥ ১২

---

## সপ্তম অধ্যায় ।

[ পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন ও বৈশম্পায়নের উত্তরদান এবং ভগবান নারায়ণের মহিমা প্রতিপাদন । ]

জনমেজয় বলিলেন,—যোগবিদ্গণের পতি বৈশম্পায়ন! আপনি সমুদ্রের জলে শয়নকারী ভগবান্ পদ্মনাভের প্রভাব বর্ণনা করুন। এই সঙ্গে ইহাও বলুন যে, পুষ্করে—শ্রীভগবানের নাভিকমলে পূর্বে দেবগণ ও ঋষিগণের উদ্ভব কিভাবে হইয়াছিল? এই সম্পূর্ণ রহস্য আপনি ব্যাখ্যা করিয়া বলুন; কারণ, ভগবান্ শ্রীহরির কীর্তি শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না (উত্তরোত্তর শ্রবণের ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইতেছে)। ১-২

ভগবান্ পুরুষোত্তম কতকাল সময় পর্যন্ত এবং কি নিমিত্ত একার্ণব জলে শয়ন করেন ও কালের উৎপত্তির কারণ কি? ৩

সুরেশ্বর বিষ্ণু কত কাল শায়িত থাকেন এবং সেই যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সেই ভগবান্ কিভাবে সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেন? ৪

তাত! মহামুনে! পূর্বকালে কাঁহারা প্রজাপতি ছিলেন এবং সনাতন শ্রীহরি এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি কিরূপে করিয়াছিলেন? ৫

মুনে! সেই ভয়ানক একার্ণবে, যখন সমস্ত চরাচর প্রাণী নষ্ট হইয়া যায়, দেবতা ও অসুরগণও থাকেন না, নাগ ও রাক্ষস-সকলও কালকবলিত হয়, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও ভূতলেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, মহাভূতগণের মধ্যে মহাবিপর্যয় উপস্থিত হয় এবং জগৎ-সংসার এক গহন গর্তের সমান প্রতীত হয়, তখন মহাভূতগণের অধিপতি, মহান্ কর্মকারী ও মহাতেজস্বী সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারায়ণ কিরূপে ও কোন্ বিধি আশ্রয় করিয়া বিরাজমান থাকেন? ৬-৮

ব্রহ্মন্! ধর্মিষ্ঠ মহর্ষে! আমি শিষ্যরূপে আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমার নিকট ভগবান্ নারায়ণের যশ এইরূপে বর্ণন করুন, যাহাতে আমার সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া যায়। ৯

ভগবন্! আমরা শ্রদ্ধাসহকারে আপনার কথা শুনিবার জন্য উপবিষ্ট রহিয়াছি, আপনি আমাদের সমক্ষে মহাত্মা শ্রীহরির ভূত ও ভবিষ্যতের অবতারসকলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার সুযশ বর্ণন করুন। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নিষ্পাপ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! ভগবান্ নারায়ণের যশের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য যে তোমার স্পৃহা উদিত হইয়াছে, ইহা তোমার কুলেরই অনুরূপ; এরূপ স্পৃহার উদয় হওয়া পুণ্য কর্মেরই ফল। ১১

আমরা পূর্বে পুরাতন দেবগণ ও প্রবচনকারী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে শ্রুতি অনুসারে ভগবান্ পদ্মনাভের প্রভাবের বর্ণনা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১২

যথা চ তপসা দৃষ্টো বৃহস্পতিসমদ্যুতিঃ
পারাশর্য্যাত্মজঃ শ্রীমান্ শুকদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১৩

তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাপ্রজ্ঞং যথাক্রমম্
ন বিজ্ঞাতুং ময়া শক্যামৃষিমাত্রেণ ভারত ॥ ১৪

কঃ সমুৎসহতে জ্ঞাতুং পরং নারায়ণাত্মকম্ ।
বিশ্বাত্মনোঽস্য ব্রহ্মাপি ন বেদয়ন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৫

শ্রুতং মে বিশ্বদেবানাং যদ্রহস্যং মহর্ষিণাম্ ।
যদিদং সর্ব্বদেবানাং তত্ত্বতত্ত্বপ্রবাদিনাম্ ॥ ১৬

তদধ্যাত্মবিদাং চিন্ত্যং কারণং চৈব কর্ম্মিণাম্ ।
অধিদৈবঞ্চ যদ্দৈবং তদেবমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৭

যদ্ভূতমবিভূতঞ্চ যৎ পরঞ্চ মহর্ষিণাম্ ।
যৎ সত্যং বেদদৃষ্টঞ্চ যত্তদ্ বেদবিদো বিদুঃ ॥ ১৮

যঃ কর্ত্তা কারকো বুদ্ধির্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ।
প্রধানং পুরুষঃ শাস্তা একস্তদভিশব্দ্যতে ॥ ১৯

কালঃ কালং বশয়তি দ্রষ্টা স্বাধীন এব চ ।
প্রাণঃ পঞ্চবিধশ্চৈব ধ্রুবমক্ষয় এব চ ॥ ২০

উচ্যতে বিবিধৈর্ভাবৈস্তত্তৈর্দ্ধ্যানৈশ্চ তৎপরৈঃ
স এব ভগবান্ সর্ব্বং করোতি বিকরোতি চ ॥ ২১

যোঽস্মান্ কারয়তে কর্ম্ম তেনাস্ম ব্যাকুলীকৃতাঃ ।
যজামহে তমেবেশং তমেবেচ্ছাম নির্বৃতাঃ ॥ ২২

যো বক্তা যচ্চ বক্তব্যো যশ্চাহং তদ্ ব্রবীমি বঃ ।
ইদং শৃণুতে যচ্ছ্রুতৌ যচ্চান্যৎ পরিগৃহ্যতে ॥ ২৩

যাঃ কথাশ্চৈব বর্ত্তন্তে শ্রুতয়ো যাশ্চ গহ্বরাঃ ।
বিশ্বং বিশ্বপতির্দেবাঃ সর্ব্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥ ২৪

যৎ সত্যং যদনৃতমাদিমধ্যং চৈব
যদ্ভূতং ভবতি বিধস্থ যদ্ভবিষ্যৎ ।
যৎ কিঞ্চিচ্চরমচরাখ্যং ত্রিলোকে
তৎসর্ব্বং পুরুষবরঃ প্রভুর্ব্বরিষ্ঠঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পুষ্করপ্রাদুর্ভাবে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ভারত। যিনি নিজ তপোবলে দর্শন করিয়াছেন, সেই বৃহস্পতিতুল্য তেজস্বী শ্রীমান্ শুকদেব পরাশরনন্দন দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এবিষয়ে যেরূপ আমাকে উপদেশ করিয়াছেন এবং যেরূপ আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা করিতেছি। কেবল ঋষি হওয়ামাত্রই যে তাঁহার কথিত বিষয় তাঁহারাই তার যথাযথভাবে বুঝিতে পারা আমার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। ১৩-১৪

ব্রহ্মাও যাঁহাকে যথাযথভাবে জানিতে পারেন না, সেই বিশ্বাত্মা নারায়ণনামক পরম তত্ত্বকে অন্য কে জানিতে সমর্থ হইবে ? ১৫

যাঁহাদের দৃষ্টিতে সব কিছুই নারায়ণ দেব এবং যাঁহারা তত্ত্বতত্ত্ব পরম তত্ত্বের প্রতিপাদনকারী, সেই বিশ্বদেবগণ ও মহর্ষিগণের নিকট হইতে আমি যে গোপনীয় রহস্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বাস্তবে এই নারায়ণেরই যশ। ১৬

এই নারায়ণ-তত্ত্বই অধ্যাত্মবিদ্ পুরুষগণের চিন্তনীয় বস্তু, তাহাই কর্ম্মপরায়ণ পুরুষদিগের কারণ-তত্ত্ব, তাহাই অধিদৈব ও দৈব এবং তাহাকেই প্রাজ্ঞ বা তাহা নাম দেওয়া হইয়াছে। ১৭

যাহা ভূত ও অবিভূত, যাহা মহর্ষিগণের পরম শ্রেষ্ঠ বস্তু, যাহা সত্য ও যাহাকে বেদের দ্বারা দেখা বা জানা গিয়াছে, সেই পরমাত্ম-তত্ত্বকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বেদবিদ্। ১৮

যিনি কর্ত্তা, কারক, বুদ্ধি, মন, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রধান, পুরুষ ও শাস্তা, যিনি একাকী এই সব শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হন, সেই একমাত্র পরমাত্মাই কথিত হন। ১৯

তিনি কাল হইয়া কালকেও নিয়ন্ত্রিত করেন অর্থাৎ কালেরও কাল তিনি, তিনি সকলের দ্রষ্টা ও সর্ব্বথা স্বতন্ত্র, পঞ্চবিধ প্রাণও তিনিই, তিনি ধ্রুব (চির সত্য) এবং অক্ষর ব্রহ্ম। ২০

অনঘ! তাঁহার উপাসনায় তৎপর সাধক মহাপুরুষগণ বিবিধ ভাবে তাঁহার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সেই ভগবানই সকলকে সৃষ্টি করেন এবং সংহার করেন। ২১

যিনি আমাদের কর্ম্ম করান, তিনিই আমাদিগকে নানা বিধি-নিষেধের বন্ধনে বাঁধিয়া ব্যাকুল করিয়াছেন। আমরা সেই ঈশ্বরকেই যজ্ঞসমূহের দ্বারা যজন করি এবং শান্তভাবে তাঁহাকেই লাভ করিতে ইচ্ছা করি। ২২

যিনি বক্তা (বাণীর প্রবর্ত্তক), যিনি বক্তব্য বিষয় এবং যিনি বক্তৃতার অভিমানকারী জীবাত্মা আমারও রূপে বিদ্যমান, তাঁহার স্বরূপ আমি তোমার সম্মুখে প্রতিপাদন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। যিনি দৃশ্য শ্রোত্র (শ্লোক) এবং তোমরা যাঁহাকে বর্ণাদি অন্য শ্রোত্র রূপে চর্চা কর, যে সমস্ত নানা কথা (আখ্যান) আছে ও যে সব গহন শ্রুতিসমূহ আছে, তৎসমস্তই ভগবান্ নারায়ণেরই স্বরূপ। এই বিশ্ব, এই বিশ্বের পালক এবং দেবগণ সবই নারায়ণ-স্বরূপ। ২৩-২৪

যাহা সত্য, যাহা অসত্য, যাহা কারণ ও কার্য্য, যাহা ভূত, যাহা পরম্পর পরম্পরের জনক বীজ-বৃক্ষাদি, যাহা ভবিষ্য এবং তিন লোকে যাহা কিছু চর-অচর ও তৃতীয় বস্তু আছে, তৎসমস্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ভগবান্ নারায়ণই। ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[ সত্যযুগাদীনাং পরিমাণবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

চত্বার্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তু কৃতং যুগম্ ।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা জনমেজয় ॥ ১
অত্র ধর্মচতুষ্পাদো হ্যধর্মঃ পাদবিগ্রহঃ ।
স্বধর্মনিরতাঃ সন্তো যজন্তে চৈব মানবাঃ ॥ ২
স্থিতা ধর্মপরা বিপ্রা রাজবৃত্তৌ স্থিতা নৃপাঃ ।
কৃষ্যামভিরতা বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষবস্তথা ॥ ৩
সদা সত্যং তপশ্চৈব ধর্মশ্চৈব বিবর্দ্ধতে ।
সদ্ভিরাচরিতং যচ্চ ক্রিয়তে খ্যাপ্যতে চ যৎ ॥ ৪
এবং কৃতযুগে বৃত্তঃ সার্বকালমেব ভারত
প্রাণিনাং ধর্মযুক্তানামপি নীচাভিযোনিনাম্ ॥ ৫
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬
দ্বাভ্যামধর্মঃ পাদাভ্যাং ত্রিভির্ধর্মো ব্যবস্থিতঃ ।
অত্র সত্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ যুগে সর্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ৭
ত্রেতায়াং বিকৃতিং যান্তি বর্ণা লোভেন সংযুতাঃ ।
চাতুর্বর্ণ্যস্য বৈকৃত্যাদ্ যান্তি দৌর্বল্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮
এষ ত্রেতাযুগবিধিবিহিতো দেবনির্মিতঃ ।
দ্বাপরস্যাপি যা চেষ্টা তামপি শ্রোতুমর্হসি ॥ ৯
দ্বাপরং দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং কুরুসত্তম
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১০
তত্রাপ্যর্থপরা বিপ্রা জ্ঞানিনো রজসাবৃতাঃ ।
শঠা নৈকৃতিকাঃ ক্ষুদ্রা জায়ন্তে কুরুনন্দন ॥ ১১
দ্বাভ্যাং ধর্মঃ স্থিতঃ পদ্ভ্যামধর্মস্ত্রিভিরুত্থিতঃ ।
বিপর্য্যাসং শনৈর্যাতি কৃতে যো ধর্মসেতবঃ ॥ ১২

---

## অষ্টম অধ্যায় ।

[ সত্যযুগাদির পরিমাণ বর্ণন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! বিদ্বান্ পুরুষগণ সত্যযুগের আয়ুঃ পরিমাণ চারি হাজার দিব্য বর্ষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার সন্ধ্যাংশ কাল হইল—উহার দ্বিগুণ শত বৎসর অর্থাৎ আট শত বৎসর । ১

এই সত্যযুগে ধর্ম্ম নিজ চারি (তপ, শৌচ, দান ও সত্য অথবা অহিংসা, তপ, দান ও সত্য ; কাহারও মতে তপ, শৌচ, দয়া ও সত্য ) চরণে পূর্ণ থাকেন । অধর্ম্মের সম্পূর্ণ শরীর একটী চরণে স্থিত থাকে । সেই সময় নিজ ধর্ম্মে তৎপর সাধু পুরুষগণ প্রায়শঃ যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভগবানের যজন করেন । ২

ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মপালনে তৎপর থাকেন, ক্ষত্রিয়গণ রাজোচিত বৃত্তিতে অবস্থিত থাকেন, বৈশ্যগণ কৃষি-কর্ম্মে নিরত থাকেন এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবাধর্ম্মে তৎপর থাকেন । ৩

এই যুগে সত্য, তপ ও ধর্ম্মের সর্ব্বদাই বৃদ্ধি হইতে থাকে। সৎপুরুষগণ যাহা আচরণ করেন, তাহাই অন্যকে উপদেশ করিয়া থাকেন । ৪

ভারত ! সত্যযুগে নীচযোনি বা নীচকুলে উৎপন্ন হইলেও সমস্ত ধর্ম্মবুদ্ধি প্রাণিগণেরই এইরূপ আচরণই হয় । ৫

এ জগতে তিন হাজার দিব্য বর্ষপরিমাণ 'ত্রেতাযুগ' বলিয়া কথিত হয় । উহার সন্ধ্যাকাল তাহা হইতে দ্বিগুণ শত বৎসর অর্থাৎ ছয় শত বৎসর বলিয়া অভিহিত হয় । ৬

এই যুগে ধর্ম্ম তিন পাদে এবং অধর্ম্ম দুই পাদে অবস্থিত থাকে। সত্যযুগে সত্য ও সত্ত্বগুণ সব অবিকলরূপে বিদ্যমান থাকে । ৭

কিন্তু ত্রেতাযুগে লোভগ্রস্ত (কর্মফলের স্পৃহায় ) যুক্ত থাকায় সকল বর্ণই বিকার প্রাপ্ত হয় এবং চারি বর্ণে বিকৃতি আসায় সকল লোক দুর্ব্বল হইয়া যায় । ৮

ইহাই ত্রেতাযুগের স্থিতি কথিত হইয়াছে, যাহার নির্ম্মাণ সাক্ষাৎ ভগবান্ই করিয়াছেন। এখন দ্বাপরের যে চেষ্টা, তাহাও তোমার শ্রবণ করা আবশ্যক । ৯

কুরুশ্রেষ্ঠ ! দ্বাপর যুগ দুই হাজার দিব্য বর্ষ হইয়া থাকে এবং তাহার সন্ধ্যা চার শত বৎসর বলিয়া কথিত হয় । ১০

কুরুনন্দন ! সেই যুগেও অর্থপরায়ণ, জ্ঞানী, রজোগুণে আবৃত, শঠ, হঠকারী ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণাদি উৎপন্ন হন । ১১

সেই সময় ধর্ম দুই পদে অবস্থান করে, কিন্তু অধর্ম্ম তিন পদে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ উত্থান প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে ধর্ম্মের যে মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে এই যুগে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় । ১২

ব্রাহ্মণাভাবা নশ্যন্তি তথাস্তিক্যং বিশীর্যতে
ব্রতোপবাসাস্ত্যজ্যন্তে দ্বাপরে যুগপর্যয়ে ॥ ১৩
তথা বর্ষসহস্রং তু বর্ষাণাং দ্বে শতে তথা।
সন্ধ্যায়া সহ সংখ্যাতঃ ক্রূরং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥ ১৪
যত্রাধর্মশ্চতুষ্পাদঃ স্যাদ্ধর্মঃ পাদবিগ্রহঃ।
কামনিষ্ঠতপশ্চ্যুতা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ১৫
নৈবোপবাসকৃৎ কশ্চিন্ন চ সাধুর্ন সত্যবাক্।
আস্তিকো ব্রহ্মবক্তা বা নরো ভবতি বৈ তদা ॥ ১৬
অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ শূদ্রাশ্চাচারলক্ষণাঃ ॥ ১৭
দূষকাশ্চাশ্রমাণাঞ্চ বর্ণানাং চৈব সঙ্করাঃ।
অগম্যাভিগামিনস্তত্র বর্তন্তে বৈ কলৌ যুগে ॥ ১৮
এবং দ্বাদশসাহস্রং ভবেদেকং যুগমুচ্যতে।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ ১৯

ক্ষয়ঃ চৈব ন সন্দেহো যুগান্তে জনমেজয়।
দিব্যং দ্বাদশসাহস্রং যুগং তু কবয়ো বিদুঃ।
এতৎসহস্রপর্যন্তং তদহো ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥ ২০
ততোঽহনি গতে তস্মিন্ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
শরীরনির্বৃতিং দৃষ্ট্বা লোকঃ সংহারবুদ্ধিমান্ ॥ ২১
দেবতানাঞ্চ সর্বেষাং ব্রাহ্মণানাং মহীপতে।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্ ॥ ২২
দেবর্ষীণাং ব্রহ্মর্ষীণাং তথা রাজর্ষিণামপি।
কিন্নরাণামপ্সরসাং ভুজঙ্গানাং তথৈব চ ॥ ২৩
পর্বতানাং নদীনাঞ্চ পশূনাং চৈব ভারত।
তির্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ সত্ত্বানাং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ২৪
মহাভূতপতির্দেবঃ পঞ্চভূতানি ভূতকৃৎ।
জগৎসংহরণার্থায় কুরুতে বৈশসং মহৎ ॥ ২৫

---

ব্রাহ্মণদের ভাব নষ্ট হইয়া যায়, আস্তিকতা ক্ষীণ হইয়া যায়, দ্বাপর-যুগের শেষে কলি-বর্ষের সন্ধিক্ষণ হওয়ায় মনুষ্যগণ ব্রত ও উপবাস পরিত্যাগ করিবে। ১৩

ক্রূর কলিযুগ নিজের দুই শত বর্ষের সন্ধ্যার সহিত এক হাজার দিব্য বর্ষপরিমাণ বলিয়া কথিত হয়। ১৪

এই কলিযুগে অধর্ম নিজের চার পদে অবস্থিত থাকে এবং ধর্ম এক পদে অবস্থান করে। এই যুগের মানুষ প্রায়শঃ কাম-পরায়ণ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়। ১৫

কলিকালে প্রায় কোনও মানুষ উপবাসকারী, সাধু, সত্যবাদী, আস্তিক ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশকারী হইবে না। ১৬

কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারের বশীভূত ও স্নেহবন্ধনশূন্য হইয়া শূদ্রতুল্য আচারপরায়ণ হইবেন এবং শূদ্রগণ সদাচার পালন করিবেন। ১৭

প্রায় সকল মানুষই আশ্রমসমূহকে কলুষিত করিবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া অগম্যা স্ত্রীগণের সহিত গমন করিবে, কলিযুগে প্রায় সকল মানুষেরই এরূপ আচরণ হইবে। ১৮

এইরূপ বার হাজার দিব্য বর্ষে এক চতুর্যুগ কথিত হয়। অনন্তর এইরূপ একাত্তর চতুর্যুগে এক 'মন্বন্তর' হয় বলিয়া অভিহিত হয়। (এই একাত্তর চতুর্যুগের পর এক মনু নষ্ট হইয়া যান।) ১৯

জনমেজয়! যুগান্তে প্রলয় কালে সমস্ত চরাচর জগৎ নষ্ট হইয়া যায়,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তিন বেদেও ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষগণ বার হাজার দিব্য বর্ষে এক চতুর্যুগ হয় বলিয়া মনে করেন। এই চতুর্যুগের যখন এক সহস্র বার আবৃত্তি হইয়া যায়, তখন তাহাকে ব্রহ্মার এক দিন বলা হয়। ২০

ভূপাল! তদনন্তর ব্রহ্মার সেই দিন অতিবাহিত হইলে পর সমস্ত দেহধারীদিগের শারীরিক দুঃখে আসক্তি দেখিয়া সংহার-কুশল ভগবান সমস্ত দেবতা, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, কিন্নর, অপ্সরা, সর্প, পর্বত, নদী, পশু, তির্যক্‌-যোনিজাত প্রাণী, মৃগ ও পক্ষিগণেরও সর্বনাশক সংহার করেন। মহাভূতগণের পতি ও ভূতস্রষ্টা এই ভগবান্ সম্পূর্ণ ভূত ও জগৎকে সংহার করিবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ২১-২৫

নিজের দিনের (এক সহস্র চতুর্যুগের) শেষে কালস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্য হইয়া সমস্ত লোকগণের তেজ (দর্শন শক্তি) হরণ করিয়া থাকেন, বায়ু হইয়া সমস্ত প্রাণিবর্গের প্রাণ অপহরণ করেন, অগ্নি হইয়া সমস্ত লোকসমূহ দগ্ধ করেন এবং

ভূত্বা সূর্য্যস্তথা চান্দ্রমসো
ভূত্বা বায়ুঃ সংহরন্ প্রাণিজাতম্।
ভূত্বা বহ্নির্দহতে সর্ব্বলোকা-
মেকো ভূত্বা ভূয় একার্ণবঞ্চ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে খিলভাগে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পুষ্করপ্রাদুর্ভাবে কৃতাদিযুগপরিমাণবর্ণনে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মেঘ হইয়া পুনরায় প্রবল বর্ষণ করিয়া থাকেন ; যাহাতে সব কিছুই একার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়। ॥ ২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব-প্রসঙ্গে সত্যযুগাদির পরিমাণবর্ণনবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## নবমোঽধ্যায়ঃ ।

[ প্রলয়াৎ পরমেকার্ণব-জলে ভগবতো নারায়ণস্য শয়নম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ভূত্বা নারায়ণো যোগী সপ্তমূর্ত্তির্বিভাবসুঃ।
গভস্তিভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ সংশোষয়তি সাগরান্ ॥ ১
পীত্বার্ণবাংশ্চ সর্ব্বান্ স নদীঃ কূপাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
পর্ব্বতানাঞ্চ সলিলং সর্ব্বং পীত্বা চ রশ্মিভিঃ ॥ ২
ভিত্ত্বা সহস্রশশ্চৈব মহীং নীত্বা রসাতলম্।
রসাতলজলং কৃৎস্নং পিবতে রসমুত্তমম্ ॥ ৩
অণ্ড্ সৃজন্ ক্লেদমক্ষজ্ঞাদি প্রাণিনাং ধ্রুবম্।
তৎসর্ব্বমরবিন্দাক্ষ আদত্তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
বায়ুশ্চ বলবান্ ভূত্বা স বিধূয়াখিলং জগৎ।
প্রাণোপানঃ সমানাঞ্চ বায়ুনা কুরুতে হরিঃ
ততো দেবগণানাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্ ॥ ৫
যে চেন্দ্রিয়গণাঃ সর্ব্বে যে চান্যে চ বভো গুণাঃ।
পূর্ব্বং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ পৃথিবীমাশ্রিতা গুণাঃ ॥ ৬
জিহ্বা রসশ্চ ক্লেদশ্চ সংশ্রিতাঃ সলিলং গুণাঃ
রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ জ্যোতিরেবাশ্রিতা গুণাঃ ॥ ৭
স্পর্শঃ প্রাণশ্চ চেষ্টা চ পবনং সংশ্রিতা গুণাঃ।
পরমেষ্ঠিনঃ বরেণ্যঞ্চ হৃষীকেশং সমাশ্রিতাঃ ॥৮
সতো ভগবতা তত্র রশ্মিভিঃ পরিবারিতাঃ
বায়ুনা ক্রমমাণাশ্চ রূপাণ্যোজ্যসমাশ্রয়াৎ ॥ ৯

### নবম অধ্যায়

[ প্রলয়ের পর একার্ণব-জলে ভগবান নারায়ণের শয়ন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! যোগেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ সাত মূর্ত্তি ( শিখা )-বিশিষ্ট অগ্নিদেবের রূপ ধারণ করত নিজের প্রজ্বলিত কিরণসমূহের দ্বারা সমস্ত সাগরের জল শোষণ করিয়া থাকেন। ১

সমস্ত সমুদ্র, নদী, কূপ ও পর্ব্বতসকলের সম্পূর্ণ জল তীব্র কিরণসমূহের দ্বারা পান করত পৃথিবীকে সহস্র খণ্ড করিয়া তাহাকে রসাতলে লইয়া গমন করত রসাতলেরও উত্তম রস পান করেন। ২-৩

জলে ক্লেদ সৃষ্টি করিতে করিতে তিনি প্রাণিগণকে নিশ্চিত রূপে অণ্ড যাহা কিছু প্রদান করেন, তৎসমস্ত প্রলয়কালে সেই কমললোচন পুরুষোত্তম তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪

এই শ্রীহরি বলবান বায়ু হইয়া সম্পূর্ণ জগৎকে কম্পিত করিতে করিতে সেই বায়ুর দ্বারাই দেবগণের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন। ৫

তদনন্তর দেবগণের ও সমস্ত দেহধারীদিগের যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ এবং যে সব গুণ বিষয় আছে, তাহাদের যেখান হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, উহারা সেই সব কারণ-তত্ত্বে লীন হইয়া যায়। গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর—এই তিনটি গুণ পৃথিবীর আশ্রিত। ৬

জিহ্বা, রস ও ক্লেদ—এই তিনটি জলের আশ্রিত গুণ। রূপ, নেত্র ও পাক—এই তিনটি অগ্নির আশ্রিত গুণ। ৭

স্পর্শ, প্রাণ ও চেষ্টা—এই তিনটি বায়ুর আশ্রিত গুণ ( এবং শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও আকাশ—এই তিনটি শব্দের আশ্রিত গুণ। ) এ সমস্তই পরমেষ্ঠী এবং বরণীয় ভগবান্ হৃষীকেশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। ৮

তারপর ভগবানের প্রেরণায় তাঁহারই কিরণসমূহে আবেষ্টিত হইয়া সেই দেবগণ, ইন্দ্রিয় সমুদায়াদি বায়ুর দ্বারা আকর্ষিত হইতে থাকিয়া পরস্পরের আশ্রিত হওয়ায় পরস্পর সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হয়। ৯

তেষাং সংবর্ত্তকোদ্ভূতঃ পাবকঃ শতধা জ্বলন্
অদহন্নিখিলাল্লোকান্ ক্রুদ্ধঃ সংবর্ত্তকোঽনলঃ ॥ ১০
সপর্ব্বতাংস্তরূন্ গুল্মান্ লতাবল্লীস্তৃণানি চ
বিমানানি চ দিব্যানি পুরাণি বিবিধানি চ ॥ ১১
আশ্রমাংশ্চ তথা পুণ্যান্ দিব্যান্যায়তনানি চ
যানি চাশ্রয়ণীয়ানি তানি সর্ব্বাণি সোঽদহৎ ॥ ১২
ভস্মীভূতাংস্ততঃ সর্ব্বাঁল্লোকাঁল্লোকগুরুর্হরিঃ ।
ভূয়ো নির্ব্বাপয়ামাস জলযুক্তেন কর্ম্মণা ॥ ১৩
সহস্রদৃঙ্ মহাতেজা ভূত্বা কৃষ্ণো নরাধিপঃ ।
দিব্যতোয়েন হবিষা তর্পয়ামাস মেদিনীম্ ॥ ১৪
ততঃ ক্ষীরনিকাশেন স্বাদুনা পরমাম্ভসা ।
শিবেন পুণ্যেন মহী নির্ব্বাণমগমৎ পরম্ ॥ ১৫
তেন নষ্টা জলসংছন্না পয়সঃ সর্ব্বতোধরাঃ
একার্ণবজলা ভূত্বা সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৬
মহাভূতান্যপি চ তং প্রবিষ্টান্যমিতৌজসম্ ।
নষ্টার্কপবনাকাশে সূক্ষ্মে জনবিবর্জ্জিতে ॥ ১৭
সংশোষয়িত্বা পীত্বা চ বসত্যেকঃ সনাতনঃ
পৌরাণং রূপমাস্থায় কিমপ্যমিতবুদ্ধিমান্ ॥ ১৮
একার্ণবজলে হ্যাসীদ্ যোগী যোগমুপাগতঃ ।
অযুতানাং সহস্রাণি গতান্যেকার্ণবেঽম্ভসি ।
ন চৈনং কশ্চিদব্যক্তং ব্যক্তং বেদিতুমর্হতি ॥ ১৯

জনমেজয় উবাচ ।

একার্ণববিধিঃ কোঽয়ং যস্ত্বয়ৈব পরিকীর্ত্তিতঃ
ক এষ পুরুষো নাম কিং যোগঃ কশ্চ যোগবান্ ॥ ২০

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতাবন্তমসৌ কালমেকার্ণববিধিং প্রতি ।
করিষ্যতীমং ভগবানিতি কশ্চিন্ন বুধ্যতে ॥ ২১
ন বৈ মাতা ন চ দ্রষ্টা ন জ্ঞাতা নৈব পার্শ্বগঃ ।
ন ত্বাবজ্ঞায়তে কশ্চিদ্বেত্তি তং দেবমীশ্বরম্ ॥ ২২

---

তাহাদের সংঘর্ষে উৎপন্ন অগ্নি শত শত স্থানে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং মহাভয়ঙ্কর সংবর্ত্তক অগ্নিরূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এই সংবর্ত্তক অগ্নি তখন সম্পূর্ণ লোকসমূহকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করে। ১০

সেই সংবর্ত্তক অগ্নি পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, তৃণ দিব্য বিমান, নানাপ্রকার নগর, পুণ্য আশ্রম, দিব্য দেবায়তন মন্দির ও অন্য যে সমস্ত আশ্রয় গ্রহণযোগ্য স্থান আছে—সেই সমস্তই দগ্ধ করে। ১১-১২

তাহার পর জগদ্গুরু শ্রীহরি ভস্মীভূত সেই সমস্ত লোকসমূহকে পুনরায় জলের সংযোগকারী উপায়ে নির্ব্বাপিত করেন। ১৩

সহস্র নেত্রবিশিষ্ট সেই মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ মহামেঘ-রূপ ধারণ করত জলরূপী হবিদ্বারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করেন। ১৪

দুগ্ধতুল্য স্বাদিষ্ট, উত্তম কল্যাণকারী ও পবিত্র সেই জলের দ্বারা এই প্রজ্বলিতা পৃথিবী পূর্ণরূপে শান্ত হইয়া যায়। ১৫

সেই পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি জলে আচ্ছাদিত হইয়া সর্ব্বদিকে কেবল জলই ধারণ করিয়া থাকে এবং একার্ণব জলে বিলীন হইয়া সর্ব্বপ্রকার প্রাণিশূন্য হইয়া যায়। ১৬

পঞ্চ মহাভূতও সেই অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। যখন সূর্য্য, বায়ু ও আকাশেরও সূক্ষ্ম পরমাণু-রূপে লয় হইয়া যায়, জীব-জগতের সর্ব্বথা অভাব হইয়া যায়, তখন সেই একমাত্র অমিত বুদ্ধিমান সনাতন পুরুষ শ্রীহরি নিজের কোনও এক অনির্ব্বচনীয় পুরাতন রূপের আশ্রয় লইয়া প্রথমে জলকে শোষণ ও পান করত সেই দিব্য একার্ণবের জলে নিবাস করিতে থাকেন। ১৭-১৮

সেই যোগী শ্রীহরি যোগের আশ্রয় লইয়া একার্ণবের জলে অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থান করিতে করিতে তাঁহার সহস্র অযুতবর্ষ ব্যতীত হইয়া যায়। এই অব্যক্ত পরমেশ্বরকে কেহই ব্যক্তরূপে জানিতে সমর্থ হয় না। ১৯

জনমেজয় বলিলেন,—যাহার এখানে বর্ণনা করিলেন, সেই একার্ণবের বিধি (অবধি) কি? অর্থাৎ ভগবান্ এইভাবে কতকাল নিবাস করেন? কে এই পুরুষ? তাঁহার যোগের স্বরূপ কি? এবং যোগবান্ (যোগেশ্বর) কে? ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই ভগবান্ এতকাল পর্য্যন্ত একার্ণব বিধি পালন করিবেন অর্থাৎ এতকাল পর্য্যন্ত একার্ণব-জলে অবস্থান করিবেন, ইহা কেহই জানেন না। ২১

(এই পুরুষ অনির্ব্বচনীয়; সুতরাং) না তিনি প্রমাতা, না দ্রষ্টা, না জ্ঞাতা ও না তটস্থ, পরন্তু তিনি এ সব হইতেই বিলক্ষণ। ইঁহাকে সেই পরমেশ্বরদেব ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে সমর্থ হন না। (সেইজন্য তাঁহার যোগও অনির্ব্বচনীয়)। ২২

নভঃ ক্ষিতিং পবনমথ প্রকাশয়ন্
প্রজাপতিং ভুবনচরঃ সুরেশ্বরম্।
পিতামহং শ্রুতিনিলয়ং মহামুনিঃ
প্রশাস্য তু শয়নমরোচয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পুষ্করপ্রাদুর্ভাবে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

যিনি আকাশ, পৃথিবী ও বায়ুকে প্রকাশিত করিতে করিতে সমস্ত ভুবনসমূহে বিচরণকারী, সুরেশ্বর, প্রজাপতি ও বেদনিষ্ঠ মহামুনি পিতামহ ব্রহ্মাকেও জ্ঞানের উপদেশ করেন, তিনিই সকলের উৎপত্তির কারণভূত ভগবান্ (যোগেশ্বর), তিনিই একার্ণব-জলে শয়ন করা ভালবাসেন। ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাববিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ একার্ণবে ভগবতঃ, মার্কণ্ডেয়স্য চ সংবাদবর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমেকার্ণবীভূতে শেতে লোকে মহাদ্যুতিঃ
প্রচ্ছাদ্য সলিলং সর্ব্বং হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ১
মহতো রজসো মধ্যে মহার্ণবসমস্য বৈ
বিরজস্কো মহাবাহুরক্ষরং ব্রহ্ম যং বিদুঃ ॥ ২
আত্মরূপপ্রকাশেন তপসা সংবৃতঃ প্রভুঃ।
ত্রিকমাচ্ছাদ্য কালং তু ততঃ সুষ্বাপ সোঽব্যয়ঃ ॥ ৩
পুরুষো যজ্ঞ ইত্যেবং যৎপরং পরিকীর্ত্তিতম্
যচ্চান্যৎ পুরুষাখ্যং স্যাৎ সর্ব্বং তৎ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
যে চ যজ্ঞপরা বিপ্রা ঋত্বিজা ইতি সংজ্ঞিতাঃ
আত্মদেহাৎ পুরা ভূতা যজ্ঞেভ্যঃ শ্রূয়তাং তদা ॥ ৫
ব্রহ্মাণং পরমং বক্ত্রাদুদ্গাতারঞ্চ সামগম্।
হোতারমথ চাধ্বর্য্যুং বাহুভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রস্তোতারঞ্চ সর্ব্বশঃ।
তন্মিত্রং বরুণং স্রষ্টা প্রতিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৭
উদরাৎ প্রতিহর্ত্তারং পোতারঞ্চৈব ভারত।
অচ্ছাবাকং তথোরুভ্যাং নেষ্টারঞ্চৈব ভারত ॥ ৮
পাণিভ্যামথ চাগ্নীধ্রং সুব্রহ্মণ্যঞ্চ যজ্ঞিয়ম্
গ্রাবাণমথ বাহুভ্যামুন্নেতারঞ্চ যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৯

## দশম অধ্যায়।

[ একার্ণবে ভগবান্ ও মার্কণ্ডেয়ের সংবাদ বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! আত্মস্বরূপকে প্রকাশিতকারী, তপঃসম্পন্ন, সর্ব্বসমর্থ, রজোগুণরহিত, মহাতেজস্বী, মহাবাহু ও অবিনাশী ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরি এইভাবে সম্পূর্ণ জগৎ একার্ণবময় হইয়া যাইলে পর সম্পূর্ণ জলকে আচ্ছাদিত করিয়া উহাতে শয়ন করেন। ইনিই সেই ভগবান্, যাঁহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ অবিনাশী ব্রহ্মের রূপে জানেন। ইনি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের আবরণ লইয়া সেখানে শয়ন করিয়া থাকেন। ১-৩

যে পরম তত্ত্বকে যজ্ঞপুরুষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ অন্য যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমস্তই পুরুষোত্তম শ্রীহরি। ৪

যজ্ঞপরায়ণ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্ বলিয়া কথিত হন, তাঁহারা পুরাকালে পরমাত্মা শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সেই সময় তিনি কিভাবে ইঁহাদের উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

সেই ভগবান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও সামগানকারী উদ্গাতাকে নিজের মুখ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং হোতা ও অধ্বর্য্যুকে নিজের দুই বাহু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬

স্তোত্রপাঠ করায় ব্রাহ্মণাচ্ছংসী নামবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি প্রস্তোতা ও মৈত্রাবরুণ নামক প্রশাস্তার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপ্রস্থাতাকে সৃজন করেন। ৭

ভারত! সেই ভগবান্ স্বীয় উদর হইতে প্রতিহর্ত্তা ও পোতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভরতবংশধর! তিনি দুই উরু হইতে অচ্ছাবাক্ এবং নেষ্টাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। ৮

তিনি দুই হস্ত হইতে আগ্নীধ্র ও যজ্ঞসম্বন্ধী সুব্রহ্মণ্যকে উৎপন্ন করিয়াছেন। দুই বাহু হইতে গ্রাবস্তোতা এবং যজ্ঞসম্বন্ধী উন্নেতাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। ৯

এবমেবৈষ ভগবান্ সোঽভীশস্তান্ জগৎপতিঃ ।
প্রবক্তৄন্ সর্ব্বযজ্ঞানামৃত্বিজোঽসৃজদুত্তমান্ ॥ ১০
তমেব বৈ বেদময়ঃ পুরুষো যজ্ঞসম্মিতঃ ।
বেদাস্ত তন্ময়াঃ সর্ব্বে সাঙ্গোপনিষদক্রিয়াঃ ॥ ১১
স্বপিত্যেকার্ণবে চৈব যদাশ্চর্য্যমভূৎ তদা
শ্রূয়তে তদ্ যথাবৃত্তং মার্কণ্ডেয়ো যদন্বভূৎ ॥ ১২
জীর্ণো ভগবতস্তস্য কুক্ষাবেব মহামুনিঃ ।
বহুবর্ষসহস্রায়ুস্তস্যৈব বরতেজসা ॥ ১৩
ইতি তীর্থপ্রসঙ্গেন পৃথিবীতীর্থগোচরঃ ।
আশ্রমানপি পুণ্যাংস্তু তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ১৪
দেশান্ রাষ্ট্রাণি চিত্রাণি পুরাণি বিবিধানি চ ।
জপহোমপরঃ শান্তস্তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ ॥ ১৫
মার্কণ্ডেয়স্ততস্তস্য শনৈর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতঃ ।
নিষ্ক্রামন্তং ন চাত্মানং জানীতে দেবমায়য়া ॥ ১৬
নিষ্ক্রান্তস্তস্য বদনাদেকার্ণবমথো গতঃ
সর্ব্বতস্তমসাচ্ছন্নং মার্কণ্ডেয়ো নিরীক্ষতে ॥ ১৭
তস্যোৎপন্নং ভয়ং তীব্রং সংশয়শ্চাত্মজীবিতে ।
দেবদর্শনসংহৃষ্টো বিস্ময়ং চাগমৎ পরম্ ॥ ১৮
সচিন্তয়তি মধ্যেঽপো মার্কণ্ডেয়োঽতিশঙ্কিতঃ ।
কিং স্বিদেবেদিং চিন্তা মোহঃ স্বপ্নোঽনুভূয়তে ॥ ১৯
ব্যক্তমন্যতমো ভাবো হ্যেতেষাং ভবিতা মম
ন হীদৃশমসংক্লিষ্টমযুক্তং সত্যমর্হতি ॥ ২০
নষ্টচন্দ্রার্কপবনে জলপর্ব্বতভূতলে
কতমঃ স্যাদয়ং লোক ইতি চিন্তাব্যবস্থিতঃ ॥ ২১
অপশ্যচ্চাপি পুরুষং শয়ানং পর্ব্বতোপমম্ ।
তোয়াচামিব জীমূতং মধ্যে মগ্নং মহার্ণবে ॥ ২২

---

এইভাবে সেই জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি সম্পূর্ণ যজ্ঞকর্মসমূহের উপদেশকারী যোগ্য জন উত্তম ঋত্বিককে সৃষ্টি করেন । ১০

সেইহেতু ইনিই বেদময় ও যজ্ঞসম্মিত পুরুষ । শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গ, উপনিষৎসমূহ এবং কর্মকাণ্ডসহ সম্পূর্ণ বেদও ইহারই স্বরূপ । ১১

যখন তিনি একার্ণব-জলে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় যে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা মুনিবর মার্কণ্ডেয় যথাযথভাবে অনুভব করিয়াছিলেন—এরূপ কথা শুনা যায় । ১২

মহামুনি মার্কণ্ডেয় সেই ভগবান্ শ্রীহরির উদরেই যুবক হইতে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন । সেই শ্রীভগবানেরই উত্তম তেজে মার্কণ্ডেয়ের অনেক সহস্র বৎসর আয়ু লাভ হইয়াছিল । ১৩

এইভাবে তিনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভগবানের উদরেই ভূমণ্ডলের তীর্থসমূহে বিচরণ করিতেছিলেন । তিনি সেখানে পবিত্র আশ্রম, তীর্থ, দেবালয়, দেশ, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও নানাপ্রকার নগরসমূহ দর্শন করেন । তাহার পর তিনি ঘোর তপস্যার আশ্রয় লইয়া জপ এবং হোমে নিরত থাকিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যান । ১৪-১৫

ইহার পর একদিন মার্কণ্ডেয় ধীরে ধীরে ভগবানের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসেন । দেবমায়ায় মোহিত হইয়া তিনি নিজের এই নির্গমন জানিতে পারেন নাই । ১৬

ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়া মার্কণ্ডেয় একার্ণবের জলে আসিয়া পড়িলেন । তখন তিনি নিজেকে নিজে সর্ব্ব দিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিলেন । ১৭

ইহাতে তাঁহার মনে তীব্র ভয় হইল এবং তাঁহার নিজের জীবনেরও সংশয় উপস্থিত হইল । কিন্তু এই সময়ে ভগবানের দর্শনে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল । তিনি তখন অতিশয় বিস্মিত হইয়া যাইলেন । ১৮

এই মার্কণ্ডেয় মুনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া মনের মধ্যে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—আমার এই চিন্তা কি হইতে পারে ? আমার মধ্যে কি মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বা স্বপ্নের অনুভব হইতেছে ? ১৯

নিশ্চয়ই আমার এই ভাব চিন্তা, মোহ ও স্বপ্নের মধ্যে যাহা কিছু এক হইবে ; কারণ, এরূপ অসম্ভব ও অযুক্ত বিষয় কখনও সত্য হইতে পারে না । ২০

যেখানে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু দেখা যায় না এবং পর্ব্বত ও ভূতল আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, এরূপ ইহা কোন্ লোক ? এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ২১

সেখানে তিনি মহাসাগরের মধ্যে মগ্ন হইয়া শয়নকারী এক পর্ব্বতাকার পুরুষকেও দর্শন করিলেন, যিনি সজল জলধরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন । ২২

তপন্তমিব তেজোভির্ভাস্বন্তমিব বর্চসা।
ক্ষাম্যন্তমিব গাম্ভীর্য্যাজ্জ্বলন্তমিব পন্নগম্ ॥ ২৩
স দেবং প্রষ্টুমারাভি কো ভবানিতি বিস্ময়াৎ
তথৈব চ শনৈর্ভূয়ো মুনিং কুক্ষিং প্রবেশিতঃ ॥ ২৪
স প্রবিষ্টঃ পুনঃ কুক্ষৌ মার্কণ্ডেয়ঃ সুনিশ্চিতঃ।
তথৈব মন্যতে ভূয়ো বিজানন্ স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ২৫
স তথৈব যথাপূর্ব্বং পৃথিবীমটতে পুনঃ।
পুণ্যতীর্থানি পূতানি নিরৈক্ষদ্দিবি ভূতলে ॥ ২৬
ক্রতুভির্যজমানাংশ্চ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
পশ্যতে দেবকুক্ষিস্থান্ যজ্ঞিয়াংস্তপসো দ্বিজান্ ॥ ২৭
সদ্বৃত্তমাশ্রিতাঃ সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণপূর্ব্বকাঃ।
চত্বারশ্চাশ্রমাঃ সম্যগ্ যথোদ্দিষ্টপদানুগাঃ ॥ ২৮
বর্ষাণাং শতসাহস্রং মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
বিচরন্ পৃথিবীং কৃৎস্নাং ন চ কুক্ষ্যন্তমৈক্ষত ॥ ২৯
ততঃ কদাচিদথ বৈ পুনর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
সুপ্তং ন্যগ্রোধশাখায়াং বালমেকং নিরীক্ষতে ॥ ৩০
যথা চৈকার্ণবজলে নীহারেণ বৃতাবৃতে।
অব্যক্তভীষণে লোকে সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিতে ॥ ৩১
স ভূয়ো বিস্ময়াবিষ্টঃ কৌতূহলসমন্বিতঃ।
বালমাদিত্যসঙ্কাশং ন শক্তোঽভ্যাসসর্পিতুম্ ॥ ৩২
সোঽচিন্তয়দথৈকান্তে স্থিত্বা সলিলসন্নিধৌ।
পূর্ব্বদৃষ্টমিদং নেতি শঙ্কিতো দেবমায়য়া ॥ ৩৩
অগাধে সলিলস্তম্ভে মার্কণ্ডেয়ঃ প্লবন্মুনিঃ
ন শান্তিং লভতে তত্র শ্রমাৎ সম্ভ্রমবিক্লবঃ ॥ ৩৪
ততঃ স ভগবান্ হংসো গতো যোগেন বালতাম্।
বভাষে মেঘতুল্যেন স্বরেণ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৫

---

এই পুরুষ যাঁর তেজে যেন তাপিত করিতেছিলেন, নিজ দীপ্তিতে যেন উদ্ভাসিত হইতেছিলেন, গম্ভীরতার জন্য যেন ক্ষমান্বিত হইতেছিলেন এবং সর্পের ন্যায় শ্বাস গ্রহণ করিতেছিলেন। ২৩

সেই মুনি তখন বিস্ময়বশতঃ এই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট আসিলেন যে আপনি কে? সেই সময়েই পুনরায় তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভগবানের উদরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ২৪

তাঁহার উদরে পুনরায় প্রবেশ করিবার পর মার্কণ্ডেয় সুস্থির হইলেন। তিনি একার্ণবের সেই ঘটনাকে স্বপ্ন সম ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৫

তিনি পূর্ব্বেরই ন্যায় পুনরায় পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ভূতল ও স্বর্গের পুণ্য তীর্থসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। ২৬

তিনি শ্রীভগবানের উদরে অবস্থান করত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ এবং উত্তম দক্ষিণার সহিত সমাপনীয় যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানে নিরত যজমানদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ২৭

ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের মনুষ্যগণ সদাচার পালন করিতেছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রম উত্তম রীতিতে শাস্ত্রোক্ত মর্য্যাদার অনুসরণ করিতেছিল। ২৮

মহামুনি মার্কণ্ডেয় এক লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোথাও শ্রীভগবানের উদরের অন্ত দেখিতে পাইলেন না। ২৯

অনন্তর কোনও একদিন তিনি পুনরায় শ্রীভগবানের মুখ দিয়া বহির্গত হইলেন। সেখানে অব্যক্ত, ভীষণ ও সর্ব্ব প্রাণিহীন জগতে, যে জগৎ তখন একার্ণব জলে পূর্ণ ছিল এবং যাহার সর্ব্বভাগ কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই জগতে বটবৃক্ষের শাখায় এক বালককে নিদ্রিত অবস্থায় তিনি দর্শন করিলেন। ৩০-৩১

তখন তিনি পুনরায় বিস্ময়াবিষ্ট ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াও সেই নবোদিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বালকের নিকট যাইতে সমর্থ হইলেন না। ৩২

তিনি জলের নিকট একান্তে অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্ব্বে কখনও এরূপ আশ্চর্য্য বস্তু দেখি নাই। এই চিন্তা আসিতেই তিনি দেবমায়া দ্বারা ভীত হইয়া পড়িলেন। ৩৩

অগাধ ও স্থির জলযুক্ত একার্ণবে সন্তরণ করিতে করিতে মার্কণ্ডেয় মুনি পরিশ্রমবশতঃ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তিনি তখন কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ৩৪

এই সময়েই যোগে বালকরূপধারী হংসস্বরূপ ভগবান্-পুরুষোত্তম মেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে বলিলেন। ৩৫

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈর্বৎস ন ভেতব্যমিহৈবায়াহি চান্তিকম্।
মার্কণ্ডেয় মুনে বীর বালস্ত্বং শ্রমপীড়িতঃ ॥ ৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কো মাং নাম্না কীর্ত্তয়তে তপঃ পরিভবন্মম।
বহুবর্ষসহস্রায়ুর্ধর্ষয়ন্নিব মে বয়ঃ ॥ ৩৭

ন হ্যেষ সমুদাচারো দেবেষ্বপি সমাহিতঃ
মাং ব্রহ্মাপি স বিশ্বেশো দীর্ঘায়ুরিতি ভাষতে ॥ ৩৮

কস্তপো ঘোরশিরসো মমাদ্য ত্যক্তজীবিতঃ।
মার্কণ্ডেয়েতি মাং প্রোক্ত্বা মৃত্যুমীক্ষিতুমিচ্ছতি ॥ ৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাভাষতে ক্রোধান্মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ
অথৈনং ভগবান্ ভূয়ো বভাষে তৎপরায়ণম্ ॥ ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

অহং তে জনকো বৎস হৃষীকেশঃ পিতা গুরুঃ
আয়ুঃপ্রদাতা পৌরাণঃ কিমর্থং নোপসর্পতি ॥ ৪১

মাং পুত্রকামঃ প্রথমং পিতা তে হ্যঙ্গিরা মুনিঃ।
পূর্বমারাধয়ামাস তপস্তীব্রমুপাশ্রিতঃ।
ততস্ত্বাং ঘোরশিরসং দহনোপমতেজসম্।
দত্তবানহমব্যগ্রং মহর্ষিমমিতায়ুষম্ ॥ ৪৩

অন্যো নোৎসহতে চাস্মিন্ যো ন ভূতো মমাত্মকঃ।
দ্রষ্টুমেকার্ণবগতং ক্রীড়ন্তং যোগধর্মিণম্ ॥ ৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রসন্নবদনো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥ ৪৫

নামগোত্রে ততঃ শ্রুত্বা দীর্ঘায়ুর্লোকপূজিতঃ।
অথাকরোন্নমস্কারং প্রণতঃ শিরসা প্রভুম্ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইচ্ছেয়ং তত্ত্বতো মায়ামিমাং জ্ঞাতুং তবানঘ
যদেকার্ণবমধ্যস্থঃ শেষে ত্বং বালরূপবান্ ॥ ৪৭

---

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বৎস! ভীত হইও না। ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই; এখানে আমার নিকটে এস। বীর মুনে মার্কণ্ডেয়! তুমি বালক, সেইজন্য শ্রমে পীড়িত হইতেছ। ৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—আমার তপস্যা ও অনেক সহস্রবর্ষ আয়ুযুক্ত বয়সকে তিরস্কার করিতে করিতে কে আমার নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেছেন? ৩৭

দেবগণের মধ্যেও এই আচার প্রচলিত নাই; সাক্ষাৎ লোকনাথ ব্রহ্মাও আমাকে দীর্ঘায়ু বলেন। (তিনি আমার নাম উল্লেখ করেন না।) ৩৮

কে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঘোর-মস্তক আমার তপস্যাকে তিরস্কার করিতে করিতে আমাকে মার্কণ্ডেয় বলিয়া নিজের মৃত্যু দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন মহামুনি মার্কণ্ডেয় ক্রোধসহকারে এরূপ কথা বলিলেন, তখন শ্রীভগবান্ পুনরায় নিজের শরণাগত ভক্ত মহর্ষিকে এই কথা বলিলেন। ৪০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার জন্মদাতা পিতা ও গুরু হৃষীকেশ। তোমাকে দীর্ঘায়ু প্রদানকারী পুরাতন পুরুষ আমি। তুমি আমার নিকটে কেন আসিতেছ না? ৪১

পুরাকালে পুত্রকামনাকারী তোমার পিতা অঙ্গিরামুনি তীব্র তপস্যা অবলম্বন করত সর্বপ্রথম আমারই আরাধনা করিয়াছিলেন। ৪২

তখন আমি অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অপরিমিত আয়ুর্বিশিষ্ট, নিজের পরম প্রিয়, মহর্ষি ঘোরশিরা তোমাকে পুত্ররূপে তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলাম। ৪৩

অন্যথায় এই পরিস্থিতিতে যে আমা হইতে অভিন্ন নয়, এরূপ অন্য কোন্ ভূত আছেন বলিয়া একার্ণব জলে থাকিয়া ক্রীড়াকারী, যোগধর্মী পরমাত্মা আমাকে দর্শন করিবার সাহস করিতে পারে? ৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহা শ্রবণ করত মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয়ের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, নেত্র বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া যাইল এবং তিনি নিজ মস্তকে হস্তযুগল অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া ধারণ করত প্রণাম করিলেন। ৪৫

সেই লোকপূজিত দীর্ঘায়ু ঋষি শ্রীভগবানের মুখ হইতে নিজের নাম ও গোত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক নত করিলেন এবং সেই প্রভুকে নমস্কার করিলেন। ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনঘ! আপনি এই একার্ণবের মধ্যে যে বালকরূপ ধারণ করত শয়ন করিয়া আছেন, আপনার এই মায়াকে আমি যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ৪৭

কিংসংজ্ঞঃ কশ্চ ভগবাংল্লোকে বিজ্ঞায়সেঽনঘ
তর্কয়ে ত্বাং মহাভূতং ন হ্যন্যস্তিষ্ঠতি ॥ ৪৮

শ্রীভগবানুবাচ

অহং নারায়ণো ব্রহ্মা সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
সর্ব্বভূতোদ্ভবকরঃ সর্ব্বভূতবিনাশনঃ ॥ ৪৯
অহমৈন্দ্রে পদে শক্র ঋতূনামপি বৎসরঃ ।
অহং যুগে যুগাখ্যশ্চ যুগস্থাবর্ত্ত এব চ ॥ ৫০
অহং সর্ব্বাণি সত্ত্বানি দৈবতান্যখিলানি চ ।
ভুজগানামহং শেষস্তার্ক্ষ্যোঽহং সর্ব্বপক্ষিণাম্ ॥ ৫১
অহং সহস্রশীর্ষা চ দেবঃ পাদৈরভিসংবৃতঃ ।
আদিত্যো যজ্ঞপুরুষো দেবো যজ্ঞময়ো মখঃ ।
অহমগ্নির্হব্যবাহো যাদসাং পতিরব্যয়ঃ ॥ ৫২
যং পৃথিব্যাং বিজ্ঞপ্রাণাং তপসা ভাবিতাত্মনাম্
বহুজন্মনিরুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণো যতিরুচ্যতে ॥ ৫৩

নিষ্পাপ পরমেশ্বর ! সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, ধর্ম, যশ ও শ্রীসম্পন্ন আপনি কে ? এবং কোন্ নামে লোকে আপনাকে জানা যায় ? আমি অনুমান করিতেছি যে, আপনি কোনও মহাভূত ; কারণ, কোনও সাধারণ ভূত এখানে থাকিতে পারে না ॥ ৪৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন, বৃত্র ! আমি নারায়ণ সমস্ত দেহধারিগণের উৎপত্তির কারণভূত ব্রহ্মা, সম্পূর্ণ ভূতবর্গের উৎপাদনকারী ও সমস্ত ভূতগণের সংহারকারী রুদ্র ॥ ৪৯

আমি শক্রনামে প্রসিদ্ধ হইয়া ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, আমিই ঋতুসকলের পতি সংবৎসর এবং আমিই প্রত্যেক যুগে যুগাখ্য ও যুগাবর্ত্ত নামে কথিত হই ॥ ৫০

আমিই সকল প্রাণী, সমস্ত দেবতা, সর্পগণের মধ্যে শেষ নাগ ও সম্পূর্ণ পক্ষিসকলের মধ্যে গরুড়ও আমিই ॥ ৫১

আমি সহস্র মস্তকবিশিষ্ট বিরাট্ পুরুষ। আমিই এই আকাশ বা স্বর্গ, যাহা আমার চরণ চিহ্নসমূহে ব্যাপ্ত আছে। আমিই সূর্য্যদেব, যজ্ঞপুরুষ এবং তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞাদি অনেক প্রকার যজ্ঞসমূহে সম্পন্ন মখ ( যজ্ঞ )। আমিই দেবগণের হবিঃপ্রদানকারী অগ্নিদেব এবং জলজন্তুগণের পালনকারী বরুণও আমিই ॥ ৫২

ভূতলে ধর্মানুষ্ঠান-রূপ তপস্যার দ্বারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট পুরুষগণের মধ্যে যে অনেক জন্ম পর্য্যন্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ সাধনাকারী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করেন, সেই ব্রহ্মও আমিই ॥ ৫৩

জ্ঞানবান্ দৃষ্টবিধাত্মা যোগিনাং যোগবিত্তমঃ ।
কৃতান্তঃ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বেষাং কালসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৪
অহং কর্ম্ম ক্রিয়া জীবঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মদর্শনঃ
নিষ্ক্রিয়ঃ সর্ব্বভূতেষু স্বাত্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৫৫
প্রধানং পুরুষো দেবোঽহমাদ্যশ্চাক্ষয়োঽব্যয়ঃ ।
অহং ধর্ম্মস্তপশ্চাহং সর্ব্বাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ৫৬
অহং হয়শিরো দেব ক্ষীরোদে যো মহার্ণবে ।
ঋতং সত্যঞ্চ পরমমহমেকঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৭
অহং সাংখ্যমহং যোগমহং তৎ পরমং পদম্ ।
অহমিজ্যো ভবশ্চাহমহং বিদ্যাধিপঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৮
অহং জ্যোতিরহং বায়ুরহং ভূমিরহং নভঃ ।
অহমাপঃ সমুদ্রাশ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ
অহং বর্ষমহং সোমঃ পর্জ্জন্যোঽহমহং রবিঃ ॥ ৫৯
ক্ষীরোদঃ সাগরশ্চাহং সমুদ্রো বড়বামুখঃ ।
বহ্নিঃ সম্বর্ত্তকো ভূত্বা পিবংস্তোয়ময়ং হবিঃ ॥ ৬০

যিনি বিধাতাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীও আমিই। যোগিগণের মধ্যে পরম যোগবিৎ। আমিই সমস্ত প্রাণিগণের অন্তকারী কৃতান্ত এবং সমস্ত লোকসকলেরই কাল ॥ ৫৪

আমিই কর্ম, ক্রিয়া, জীব ও সকলের ধর্মের স্বরূপ বা তত্ত্বের দর্শনকারী। আমিই সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে স্থিত, নিষ্ক্রিয় ( সাক্ষী ) এবং স্বাত্মজ্যোতিতে প্রকাশিত সনাতন পরমাত্মা ॥ ৫৫

আমিই প্রকৃতি, পুরুষ ও দেবতা। আমিই সকলের আদিকারণ, অক্ষয় ও অব্যয় পরমেশ্বর। আমিই সমস্ত আশ্রমসমূহে নিবাসকারী পুরুষগণের ধর্ম ও তপ ॥ ৫৬

যিনি হয়গ্রীব রূপ ধারণ করিয়া ক্ষীরমহাসাগরে বেদসমূহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ হয়গ্রীব আমিই। ঋত ও পরম সত্যও আমিই। একমাত্র আমিই প্রজাপতি ॥ ৫৭

আমি সাংখ্য, আমি যোগ ও আমিই পরম পদ। আমি পূজনীয়, আমি ভব ( শিব ) ও আমিই বিদ্যাসমূহের অধিপতি ॥ ৫৮

আমি অগ্নি, আমি বায়ু, আমি ভূমি ও আমিই আকাশ। জল, সমুদ্র, নক্ষত্র ও দশ দিকসমূহও আমিই। আমি বর্ষ, আমি সোম, আমি মেঘ ও আমি সূর্য্য ॥ ৫৯

আমি ক্ষীরসাগর সমুদ্র এবং বড়বামুখ অগ্নি আমিই সংবর্ত্তক অগ্নি হইয়া জগতের জলরূপী হবিঃ পান করি ॥ ৬০

অহং পুরাণং পরমং তথৈবেহ পরায়ণম্
অহং ভূতস্য ভব্যস্য বর্তমানস্য সম্ভবঃ ॥ ৬১
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যসে চৈব শৃণোষি চ কিঞ্চন ।
যচ্চানুভবসে লোকে তৎসর্ব্বং মামকং স্মৃতম্ ॥ ৬২
বিশ্বং সৃষ্টং ময়া পূর্ব্বং স্রক্ষ্যে চাদ্য পশ্য মাম্ ।
যুগে যুগে চ স্রক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়াখিলং জগৎ ॥ ৬৩
তদেতদখিলং সর্ব্বং মার্কণ্ডেয়াবধারয় ।
শুশ্রূষুর্মম ধর্ম্মাংশ্চ কুক্ষৌ চর সুখী ভব ॥ ৬৪
মম ব্রহ্মা শরীরস্থো দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ ।
ব্যক্তমব্যক্তযোগং মামবগচ্ছাপরাজিতম্ ॥ ৬৫
অহমেবাক্ষরো মন্ত্রাক্ষরশ্চৈব সর্ব্বশঃ
ত্রিপদশ্চৈব পরমস্ত্রিবর্গার্থনিদর্শনঃ ॥ ৬৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমেতৎ পুরাণেষু বেদান্তে চ মহামুনিঃ ।
বক্তে ব্যাপ্তবানাশু মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্ ।
প্রবেশয়ামাস ততো জঠরং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ৬৭
ততো ভগবতঃ কুক্ষিং প্রবিষ্টো মুনিসত্তমঃ ।
চচার সুখমাসাদ্য শুশ্রূষুর্হংসমব্যয়ম্ ॥ ৬৮
তদক্ষরং বিবিধবপাশ্রিতো বপু-
র্মহার্ণবে ব্যপগতচন্দ্রভাস্করে ।
শনৈশ্চরন্ প্রভুরপি হংসসংজ্ঞিতোঽ-
সৃজজ্জগদ্ বিসৃজতি কালপর্য্যয়ে ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে মার্কণ্ডেয়কর্তৃক ভগবদ্দর্শনে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

---

আমি পরম পুরাতন ব্রহ্ম। আমিই এখানে সকলের পরম আশ্রয়। আমি ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমান জগতের উৎপত্তির কারণ ॥ ৬১

তুমি এই লোকে যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু শুনিতেছ ও যাহা কিছু অনুভব করিতেছ, তৎসমস্তই আমার স্বরূপ বলিয়া স্মৃত হয় ॥ ৬২

পূর্ব্বকালে আমিই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং অদ্যও আমিই সব সৃষ্টি করিব। তুমি আমাকে দর্শন কর। মার্কণ্ডেয়! প্রত্যেক যুগে (কল্পে) সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি আমিই করিব ॥ ৬৩

মার্কণ্ডেয়! এই নিখিল জগৎ সম্পূর্ণরূপে আমারই স্বরূপ—ইহা স্থির জানিও। এখন তুমি ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার ইচ্ছা পোষণ করত আমার ধর্মপ্রাপ্তির জন্য উৎসুক (উন্মুখ) হইয়া আমার উদরে বিচরণ কর এবং সুখী হও ॥ ৬৪

ব্রহ্মা আমারই শরীরে অবস্থান করিতেছেন। ঋষিগণ সহ দেবতারাও আমার শরীরেই বিদ্যমান আছে। তুমি আমাকে ব্যক্ত জগৎস্বরূপ ও অব্যক্ত যোগরূপ পরমাত্মা এবং সকলেরই অপরাজিত বিষ্ণু বলিয়া জানিও ॥ ৬৫

আমি একাক্ষর মন্ত্র অকার, ত্র্যক্ষর মন্ত্র প্রণব ও ত্রিপদ মন্ত্র গায়ত্রী। আমিই ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ প্রাপ্তিকারক (ও মোক্ষপ্রদ) পরমাত্মা ॥ ৬৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে মহামুনি ব্যাসদেব এই বেদান্তপ্রসিদ্ধ পরমতত্ত্ব পুরাণসমূহে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বরূপধারী ভগবান্ বালমুকুন্দ মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে নিজ মুখে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য তাঁহাকে সত্বর নিজ পার্শ্বে আসিতে আহ্বান করিলেন এবং তাহার পর তাঁহাকে নিজ উদরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৬৭

তদনন্তর শ্রীভগবানের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় হংসস্বরূপ অবিনাশী পরমাত্মার আরাধনা করিবার ইচ্ছা করত সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

চন্দ্র ও সূর্য্যরহিত সেই একার্ণব জলে অনেক প্রকার স্বরূপ আশ্রয়কারী, হংসনামধারী অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবান্ ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তারপর সৃষ্টিকাল আসিলে তিনিই জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং বিবিধ ভৌতিক বস্তুসমূহের তিনিই সৃষ্টি করিতে থাকিলেন ॥ ৬৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় কর্তৃক শ্রীভগবদ্দর্শনবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ পরমাত্মনা ভূতানাং সৃষ্টিঃ, ব্রহ্মাণং প্রকটয়িতুং তস্য নাভিতঃ একস্য মহতঃ পদ্মস্য প্রাদুর্ভাবশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

আপবঃ স বিভুর্ভূত্বা কারয়ামাস বৈ তপঃ ।
ছাদয়িত্বাত্মনো দেহমাত্মনা কৃতসম্ভবঃ ॥ ১
ততো মহাত্মাতিবলো মতিং লোকস্য সর্জনে ।
মহতাং পঞ্চভূতানাং বিশ্বভূতো ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ২
তস্য চিন্তয়তস্তত্র তপসা ভাবিতাত্মনঃ ।
নিরাকাশে তোয়ময়ে সূক্ষ্মে জগতি গহ্বরে ॥ ৩
ঈষৎ সংক্ষোভয়ামাস সোঽর্ণবং সলিলে স্থিতঃ
সোঽনন্তরোর্মিণা সূক্ষ্মমথ ছিদ্রমভূৎ তদা ॥ ৪
তত্র শব্দগতির্ভূত্বা মারুতপ্রবসম্ভবঃ ।
স লব্ধান্তরমক্ষোভ্যো ব্যবর্ধত সমীরণঃ ॥ ৫
বিবর্ধতা বলবতা তেন সংক্ষোভিতোঽর্ণবঃ ।
অন্যোন্যবেগাভিহতো মমন্থোর্মিবতো ভৃশম্ ॥ ৬
মহার্ণবস্য ক্ষুব্ধস্য তস্মিন্নম্ভসি মথ্যতি
কৃষ্ণবর্ত্মা সমভবৎ প্রভুর্বৈশ্বানরোঽর্চিমান্ ॥ ৭
ততঃ সংশোষয়ামাস পাবকঃ সলিলং বহু ।
ক্ষয়াজ্জলনিধেশ্ছিদ্রমভবদ্বিস্তৃতং নভঃ ॥ ৮
আত্মতেজোদ্ভবাঃ পুণ্যা আপোঽমৃতরসোপমাঃ ।
আকাশং ছিদ্রসম্ভূতং বায়ুরাকাশসম্ভবঃ ॥ ৯
আভ্যাসঙ্ঘর্ষণোদ্ভূতঃ পাবকশ্চাম্ভসম্ভবম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রীতিমুপাগম্য মহাত্মা ভাবিতাত্মনঃ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা ভূতানি ভগবাঁল্লোকসৃষ্ট্যর্থতৎপরঃ
ব্রহ্মণো জন্ম স চিত্তে বহুরূপো বিচিন্তয়ৎ ॥ ১১

---

## একাদশ অধ্যায়।

[ পরমাত্মা কর্তৃক ভূতগণের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মাকে প্রকটিত করিবার জন্য তাঁহার নাভি হইতে এক মহান্ পদ্মের প্রাদুর্ভাব। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সংসারনায়ক পরমাত্মা ভূতযোনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ হইয়া নিজের ভূতজনিত দেহকে স্বীয় আত্মার (সমষ্টির অভিমানী চেতনের) দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১

সেই সময় সেই অত্যন্ত শক্তিশালী বিশ্বরূপ মহাত্মা ভৌতিক জগৎ এবং তাহার উপাদান ভূত পঞ্চমহাভূতকে সৃষ্টি করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২

আকাশরহিত জলরূপ সূক্ষ্ম গহ্বর জগৎ লীন হইয়া যাইলে পর সেখানে সেই সময় তপস্যার দ্বারা ভাবিত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট এই পরমেশ্বর যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন জলরাশিতে স্থিত তিনি সেই একার্ণবে কিছু ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে সৃষ্টিবিষয়ক যে দ্বিতীয় তরঙ্গ উত্থিত হইল, তাহাতে সেই জলে সূক্ষ্ম ছিদ্র (আকাশ বা অবকাশ) প্রকটিত হইয়া যাইল। ৩-৪

অনন্তর মনের যে পুনরায় তৃতীয় তরঙ্গ উঠিল, উহা হইতে সেই আকাশে শব্দের গতি হইল অর্থাৎ সেই ঈশ্বরই সেখানে শব্দরূপে গতিশীল হইলেন। তাঁহার এই গতিশীল হওয়াতে বায়ুর কোনই কারণ ছিল। যদি বলা হয়, সেই সময় সেখানে বায়ু কোথায় ছিল, তাহা হইলে উহার উত্তর শ্রবণ কর—এই ঈশ্বর সেই ছিদ্র বা অবকাশ পাইয়াই অক্ষোভ্য হইয়াও বহুৎ বায়ুরূপে প্রকটিত হইয়া সেখানে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। (তাৎপর্য এই—আকাশের পর উৎপন্ন বায়ু শব্দ ও গতির অভিব্যক্তিতে বায়ু হইল।) ৫

সেই পরিবর্ধমান প্রবল বায়ুর দ্বারা এই একার্ণবের জল সর্বতোভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ইহাতে বহু তরঙ্গ উত্থিত হইয়া পরস্পরকে সবেগে আঘাত করিতে করিতে সেই মহাসাগরকে মথিত করিতে লাগিল। ৬

সেই ক্ষুব্ধ মহাসাগরের জল যখন এইভাবে মথিত হইতে লাগিল, তখন তাহা হইতে দিব্যস্বরূপে পরিব্যাপ্ত শক্তিশালী কৃষ্ণবর্ত্মা অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। ৭

সেই অগ্নি সেখানে বিস্তারলাভ করত অপার জলরাশিকে শোষণ করিয়া ফেলিল। সেই জলরাশির ক্ষয় হওয়ায় সেখানে শূন্যতার সৃষ্টি হইল এবং আকাশ বিস্তৃত হইয়া আসিল। ৮

অমৃতজলের সদৃশ মধুর ও পবিত্র জল পরমাত্মার তেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই জলে যে ছিদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, উহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এবং আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। ৯

বস্তুতঃ ব্রহ্মরূপ যে জল, উহার পারস্পরিক সংঘর্ষে পৃথিবীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই পৃথিবী বা পার্থিব শরীরে জঠরানল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা পরম্পরাক্রমে জল হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া মহাভূতগণের আদিস্রষ্টা পরমাত্মাদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ১০

লোকসৃষ্টির প্রয়োজন ও তত্ত্বসমূহে বিশেষজ্ঞ অনেক

চতুর্যুগাদিসংখ্যাতে সহস্রযুগপর্যয়ে
যঃ পৃথিব্যাঃ দ্বিজেন্দ্রাণাং তপসা ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১১
বহুজন্মনিরুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণো যতিকল্মষঃ ।
জ্ঞানবান্ দৃষ্টবিদ্যাত্মা যোগিনাং যোগবিত্তমঃ ॥ ১৩
তং যোগবন্তং বিজ্ঞেয়ং সম্পূর্ণৈশ্বর্যবিক্রমম্ ।
বেদো ব্রহ্মণি বিশ্বে চ নিযোজয়তি যোগবিৎ ॥ ১৪
ততস্তস্মিন্ মহাতোয়ে শয়িতো হরিরচ্যুতঃ ।
যপন্ ক্রীড়াংশ্চ বিবিধং মোদতে চৈব পার্থিবঃ ॥ ১৫

পদ্মং নাভ্যুদ্ভবৈকং সমুৎপাদিতবাংস্তদা
সহস্রপত্রং বিরজো ভাস্করাভং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৬
হুতাশনজ্বলিতশিখোজ্জ্বলপ্রভং
সুগন্ধিনং শরদমলার্কতেজসম্ ।
বিরাজতে কমলমুদারবর্চসং
মহাত্মনস্তনুরুহচারুদর্শনম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে মহাপদ্মোৎপত্তৌ একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

---

রূপধারী সেই ভগবান্ প্রত্যেক কল্পে এইভাবে ভূতসমূহের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সৃষ্টিবিস্তারের জন্য চিন্ময় ব্রহ্মার জন্মের চিন্তা করেন অর্থাৎ মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করেন ॥ ১১

এক সহস্র চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হইলে পর ব্রহ্মার একদিন হয় (এবং এই দিনানুসারে তিনি শত বৎসর জীবিত থাকেন।) এই ব্রহ্মা পূর্বকল্পে এই পৃথিবীতে তপস্যায় শুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট দ্বিজেন্দ্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মের উপাসক, মহাশীল, অনেক জন্ম পর্যন্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধকারী, জ্ঞানবান্, বিদ্যাত্মার সাক্ষাৎকারকারী এবং যোগিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগবিৎ হইয়া থাকেন ॥ ১২-১৩

যোগবিৎ বিশ্বেশ্বরদেব এই যোগবান্, সকলেরই উপাস্য এবং সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য ও বিক্রমসম্পন্ন ব্রহ্মাকে বেদ এবং জগতের পরম্পরাকে সৃষ্ট করিয়া রাখিবার কার্যে অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করেন ॥ ১৪

ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিবার পর ভগবান্ শ্রীহরি নিজের স্বরূপভূত সেই মহাজলে (একার্ণবে) জলরূপে অবস্থান করেন এবং সেই নিযুক্ত তৈজস ব্রহ্মা প্রাণিগণের কর্মবশতঃ তাহাদের কর্মসমূহ হইতে উপরত হইলে পর শয়ন করেন ও সকলের কর্মসমূহের উদ্ভব হইলে পর নানাপ্রকারে ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দময় হন ॥ ১৫

সেই সময় যখন কি ব্রহ্মার জন্মের সময় উপস্থিত হইল, ভগবান্ শ্রীহরি তখন নিজ নাভি হইতে এক সহস্রদল কমল প্রকটিত করিলেন, যাহা রজোগুণ বা রজরহিত সূর্যসদৃশ তেজস্বী এবং সুবর্ণময় ছিল ॥ ১৬

মহাত্মা শ্রীহরির শরীর হইতে প্রকটিত হইয়া অত্যন্ত মনোহরদর্শন সেই অতিশয় কান্তিমান্ সুগন্ধিত কমল অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। এই কমল অগ্নির প্রজ্বলিত শিখার সদৃশ নিজের উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার তেজ শরৎকালের নির্মল সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিল ॥ ১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে মহাপদ্মের উৎপত্তিবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ নারায়ণস্য নাভিকমলস্য দলসমূহেষু সর্বেষামেব লোকানাং কল্পনা । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথ যোগবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বভূতমনোময়ম্ ।
স্রষ্টারং সর্বভূতানাং ব্রহ্মাণং সর্বতোমুখম্ ॥ ১
তস্মিন্ হিরণ্ময়ে পদ্মে বহুযোজনবিস্তৃতে ।
সর্বতেজোগুণময়ে পার্থিবৈর্লক্ষণৈর্যুতে ॥ ২
তচ্চ পদ্মং পুরাণজ্ঞাঃ পৃথিবীরূপমুত্তমম্ ।
নারায়ণাঙ্গসম্ভূতং প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ ॥ ৩
যা তু পদ্মাসনা দেবী পৃথিবীং তাং প্রচক্ষতে ।
যে পদ্মসারগুরবস্তান্ দিব্যান্ পর্বতান্ বিদুঃ ॥ ৪
হিমবন্তঞ্চ মেরুঞ্চ নীলং নিষধমেব চ ।
কৈলাসং মুঞ্জবন্তঞ্চ তথান্যং গন্ধমাদনম্ ॥ ৫
পুণ্যং ত্রিশিখরং চৈব কান্তং মন্দরমেব চ ।
উদয়ং কন্দরং চৈব বিন্ধ্যমস্তঞ্চ পর্বতম্ ॥ ৬
এতে দেবগণানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
আশ্রমাঃ পুণ্যশীলানাং সর্বকামযুতাস্তথা ॥ ৭
এতেষামন্তরো দেশো জম্বুদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ ।
জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানং যাজ্ঞিকা যত্র চক্রিরে ॥ ৮
পদ্মাদ্ যৎ স্রবতে তোয়ং দিব্যামৃতরসোপমম্ ।
দিব্যতীর্থশতাগাধাস্তা দিব্যাঃ সরিতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯
যান্যেতানি তু পদ্মস্য কেসরাণি সমন্ততঃ ।
অসংখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তু বিদ্ধি তে ধাতুপর্বতাঃ ॥ ১০
যানি পদ্মস্য পত্রাণি ভূরীণ্যূর্দ্ধং নরাধিপ ।
তে দুর্গমাঃ শৈলচিতা ম্লেচ্ছদেশা বিকল্পিতাঃ ॥ ১১
যান্যধঃ পদ্মপত্রাণি বাসার্থং তানি ভাগশঃ ।
দৈত্যানামুরগাণাঞ্চ পাতালং তন্মহাত্মনাম্ ॥ ১২
তেষামধোগতং যত্তদুদকেত্যভিসংজ্ঞিতম্ ।
মহাপাতককর্মাণো মজ্জন্তে যত্র মানবাঃ ॥ ১৩

## দ্বাদশ অধ্যায়

[ নারায়ণের নাভিকমলের দলসমূহে সমস্ত লোকসকলের কল্পনা । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! অনন্তর আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা অনেক যোজন বিস্তৃত, সম্পূর্ণ তেজোময় গুণসমূহে সম্পন্ন ও পার্থিব লক্ষণসমূহে যুক্ত সেই হিরণ্ময় কমলে যোগবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত ভূতগণের মনে অবস্থিত, সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট এবং সমস্ত প্রাণিগণের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে স্থাপিত করিয়া দিলেন ॥ ১-২

পুরাণবিৎ মহর্ষিগণ পৃথিবী ( শরীর ) হইতে উৎপন্ন সেই উত্তম কমলকে নারায়ণের অঙ্গ ( নাভি ) হইতে সঞ্জাত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ৩

সেই পদ্ম যে দেবীর আসন, তাঁহাকে পৃথিবী বলে এবং সেই পদ্মের মধ্যভাগ পাষাণময় হওয়ায় গুরু ও অঙ্কুরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উত্থিত যে ভাগ, তাহাদিগকে দিব্য পর্বত বলিয়া মহাত্মগণ জানেন ॥ ৪

তাঁহাদের নাম হইল—হিমবান্, মেরু, নীল, নিষধ, কৈলাস, মুঞ্জবান্, গন্ধমাদন, পবিত্র ত্রিকূট, কমনীয় মন্দরাচল, উদয়াচল, কন্দরাচল, বিন্ধ্যাচল ও অস্তাচল ॥ ৫-৬

এই সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহে সম্পন্ন পর্বতসকল দেবতা, সিদ্ধ ও পুণ্যশীল মহাত্মাগণের আশ্রম ॥ ৭

ইঁহাদের মধ্যভাগস্থিত দেশ জম্বুদ্বীপ বলিয়া খ্যাত । যেখানে যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ করিয়াছেন, সেই প্রদেশেরই জম্বুদ্বীপ সংজ্ঞা বা খ্যাতি লাভ হইয়াছে ॥ ৮

সেই কমলের গর্ভ হইতে দেবগণের অমৃতরসের ন্যায় যে জল নির্গত হইতেছে, সেই জল প্রবাহিত্বকারিণীদিগকে দিব্য সরিৎ ( নদী ) বলা হয় । শত দিব্য তীর্থ ইঁহাদের অগাধ ॥ ৯

সেই কমলের চারিদিকে কেশরাশি আছে, তাহারাই ভূতলের সমস্ত ধাতুপর্বত, যাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব ॥ ১০

নরনাথ ! সেই কমলের যে বহুসংখ্যক ঊর্ধ্বগামী পত্র আছে, তাহারাই পর্বতসমূহে পরিপূর্ণ দুর্গম ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১১

সেই কমলের যে সব নিম্নগামী পত্র আছে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই সব মহাত্মা দৈত্য ও সর্পগণের বাসস্থান পাতাল বলিয়া কথিত হয় ॥ ১২

এই পদ্মপত্রসমূহের নীচেতে যে 'উদক'* নামক স্থান, উহাতে মহাপাতক কর্মকারী মানবগণ নিমগ্ন হয় ॥ ১৩

* 'উৎ উৎকৃষ্টম্ অকং দুঃখং যত্র, তৎ উদকম্' অর্থাৎ যেখানে মহাদুঃখ লাভ হয়, সেই স্থানকে উদক বলে । এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে নরককেই উদক বলা হয় ।

পদ্মস্যান্তে পুনঃ সর্বতোদেকার্ণবজলং মহৎ
প্রোক্তান্তে দিক্ষু সন্তানাশ্চত্বারো জলসাগরাঃ ॥ ১৪
অবেনারায়ণস্যায়ং মহাপুষ্করসম্ভবঃ ।
প্রাদুর্ভাবোঽপ্যয়ং তস্মান্নাম্না পুষ্করসম্ভবঃ ॥ ১৫
এতস্মাৎ কারণাত্তজ্জ্ঞৈঃ পুরাণৈঃ পরমর্ষিভিঃ ।
যজ্ঞিয়ৈর্বেদদৃষ্টান্তৈর্যজ্ঞে পদ্মচিতৌ কৃতঃ ॥ ১৬
এবং ভগবতা পদ্মে বিশ্বস্য পরমো বিধিঃ ।
পর্বতানাং নদীনাঞ্চ দেশানাঞ্চ বিনির্মিতঃ ॥ ১৭
বিভুস্তথৈবাপ্রতিমপ্রভাবঃ
প্রভাকরো বৈ ভগবান্মহাত্মা ।
স্বয়ং স্বয়ম্ভূঃ শয়নেঽম্বুজরূপা
জগন্ময়ঃ পদ্মবিধিং মহার্ণবে ॥ ১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে সর্বভূতোৎপত্তৌ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এই পদ্মের অন্তে চারিদিকে যে ভূপ অর্থাৎ জল আছে, তাহাই একার্ণবের অনন্ত জলরাশি। ইহার চারিদিকে যে চার ভাগ জল সঞ্চিত আছে, ইহারাই জলের সাগর বলিয়া কথিত হয়। ১৪

নারায়ণ ঋষির নাভি হইতে এই মহাপদ্ম উদ্ভূত হইয়াছে, সেইজন্য এই প্রাদুর্ভাবকে পুষ্করসম্ভব (পুষ্করপ্রাদুর্ভাব) নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ১৫

এই কারণেই এই পদ্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ, প্রাচীন বেদার্থবিৎ ও পুরাতন মহর্ষিগণ যজ্ঞে পদ্মের আকারে যজ্ঞ-কুণ্ড নির্মাণ করেন। ১৬

এইভাবে ভগবান শ্রীহরি সেই কমলেই বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পর্বত, নদী ও বিভিন্ন দেশসমূহেরও রচনা করিয়াছেন। ১৭

অপ্রতিম প্রভাবশালী, সর্বব্যাপী, প্রভাকর, ঐশ্বর্যসম্পন্ন, মহাত্মা, স্বয়ম্ভু ভগবান্ নারায়ণ সেই মহার্ণবের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিবার সময় স্বয়ংই এই জগন্ময় পদ্মবিধির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভূতগণের উৎপত্তিবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ ব্রহ্মণা সহ মধু-কৈটভয়োঃ সংলাপঃ, ভগবতো বিষ্ণুনা তয়োর্বিনাশশ্চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

চতুর্যুগাদিসম্ভূতে সহস্রযুগপর্যয়ে ।
বিঘ্নতমসি সম্ভূতো মধুর্নাম মহাসুরঃ ॥ ১
তত্রৈব চ সহায়োঽস্যো ভূতো রজসি কৈটভঃ ।
তৌ রজস্তমসাবিষ্টৌ সম্ভূতৌ কামরূপিণৌ ॥ ২
একার্ণবজলং সর্বং ক্ষোভয়ন্তৌ মহাসুরৌ ।
কৃষ্ণরক্তাম্বরধরৌ শ্বেতদীপ্তোগ্রদংষ্ট্রিণৌ ॥ ৩
উভৌ মদকটোদগ্রৌ কেয়ূরবলয়োজ্জ্বলৌ ।
মহাবিবৃততাম্রাক্ষৌ পীনোরস্কৌ মহাভুজৌ ॥ ৪

### ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মার সহিত মধু ও কৈটভের সংলাপ এবং ভগবান বিষ্ণু-কর্তৃক তাহাদের বিনাশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সহস্রযুগের ব্রহ্মার রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর চারযুগের আদি যে সত্যযুগ আসিল, উহাতে ব্রহ্মার সৃষ্টির কার্যে বিঘ্নসৃষ্টিকারী এক মহা অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার নাম মধু। সে তমোগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ১

তাহার সহায়ক এক অপর অসুর উৎপন্ন হইল, যে রজোগুণ হইতে সঞ্জাত হইয়াছিল; তাহার নাম কৈটভ। ইহারা উভয়েই ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী এবং রজোগুণ ও তমোগুণে আবিষ্ট ছিল। ২

এই দুই মহাসুর সম্পূর্ণ একার্ণবজলে ক্ষোভ উৎপন্ন করিতেছিল এবং কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। ইহাদের উভয়েরই ভয়ঙ্কর দন্তসমূহ শ্বেতবর্ণ ও প্রদীপ্ত ছিল। ৩

ইহারা উভয়ে মদে উৎকট (উদ্ধত) এবং উদগ্র ছিল। কেয়ূর ও বলয়—এই দুই বাহুভূষণে ভূষিত থাকায় তাহারা দেদীপ্যমান ছিল। ইহাদের রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় অতিশয় বিস্ফারিত, বক্ষঃস্থল মাংসপূর্ণ এবং বাহুদ্বয় দীর্ঘ ছিল। ৪

মহদ্ভিঃসংহননৈ শৈলাবিব পরিস্থিতৌ।
নীলমেঘাভ্রসঙ্কাশাবাদিত্যপ্রতিমাননৌ ॥ ৫
বিদ্যুদ্দ্যোতনতাম্রাভ্যাং করাভ্যামতিভীষণৌ।
পাদন্যাসবেগাভ্যামুৎক্ষিপন্তাবিবার্ণবম্ ॥ ৬
কম্পয়ন্তাবিব হরিং শয়ানং মধুসূদনম্।
তৌ তত্র বিচরন্তৌ স্ম পুষ্করে বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৭
পদ্মস্থং দীপ্তবপুষং যোগিনাং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
নারায়ণসমাজ্ঞপ্তং সৃজন্তমখিলাঃ প্রজাঃ।
দৈবতানি চ বিশ্বানি মানসাংশ্চ সুতানৃষীন্ ॥ ৮
ততস্তাবূচতুস্তত্র ব্রহ্মাণমসুরোত্তমৌ
দৃপ্তৌ মুমূর্ষবৌ ক্রুদ্ধৌ রোষসংরক্তলোচনৌ ॥ ৯
কস্ত্বং পুষ্করমধ্যস্থঃ সিতোষ্ণীষশ্চতুর্মুখঃ
আবামগণয়ন্মোহাদাসৎসে ত্বং বিগতজ্বরঃ ॥ ১০
এহ্যাবয়োর্বাহুযুদ্ধং প্রযচ্ছ কমলোদ্ভব
আবাভ্যামতিবীরাভ্যাং ন শক্তঃ স্থাতুমাহবে ॥ ১১

কস্ত্বং কস্মাৎ সমুদ্ভূতঃ কেন বা সৃষ্টিচোদিতঃ।
কঃ স্রষ্টা কশ্চ বৈ গোপ্তা কেন নাম্নাভিধীয়সে ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

কঃ ক ইত্যুচ্যতে লোকে অবিজ্ঞাতঃ সহস্রশঃ।
তৎসম্ভবং যোগবন্তং কিং মাং নাভ্যবগচ্ছথঃ ॥ ১৩

মধু-কৈটভাবূচতুঃ।

নাবয়োঃ পরমং লোকে কিঞ্চিদস্তি মহামতে।
আবাভ্যাং ছাদ্যতে বিশ্বং তমসা রজসা তথা ॥ ১৪
রজস্তমোময়াবাবাং যতীনাং দুঃখলক্ষণৌ।
ছলকৌ ধর্মশীলানাং দুস্তরৌ সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৫
আবাভ্যাং মুহ্যতে লোক উক্ষিতাভ্যাং যুগে যুগে।
আবামর্থশ্চ কামশ্চ যজ্ঞাঃ সর্বপরিগ্রহাঃ ॥ ১৬
সুখং যত্র মুদো যত্র যত্র শ্রীঃ সন্নতির্যশঃ।
এষাং যৎ কাঙ্ক্ষিতঞ্চৈব তত্তদাবাং বিচিন্তয় ॥ ১৭

---

ইহাদের মস্তক ও শরীর বিশাল ছিল। ইহারা উভয়ে দুইটি চলমান পর্বতের ন্যায় ছিল। ইহাদের অঙ্গকান্তি নীলবর্ণ মেঘের ন্যায় কালবর্ণ ছিল এবং ইহাদের মুখ সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ছিল। ৫

বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ দুইটি হস্তের দ্বারা উহারা অতিশয় ভীষণ দেখাইতেছিল এবং নিজেদের পদন্যাসের প্রবল বেগে সেই মহাসাগরকে তাহারা যেন উৎক্ষেপ করিতেছিল। ৬

জলে শয়নকারী মধুসূদন শ্রীহরিকে কম্পিত করিতে করিতে সেই দুই অসুর সেখানে বিচরণ করিতেছিল। উহারা চারিদিকে মুখবিশিষ্ট, তেজস্বী শরীরধারী ও যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ব্রহ্মাকে কমলের উপরে দেখিল, যিনি ভগবান্ নারায়ণের আজ্ঞায় সমস্ত প্রজাগণকে, সমস্ত দেবগণকে এবং নিজের মানস-পুত্রগণকে সৃষ্টি করিতেছিলেন। ৭-৮

তখন এই দুই অসুরশ্রেষ্ঠ নিজেদের বলের গর্বে গর্বিত হইয়া এবং যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হইয়া রোষে চক্ষু রক্তবর্ণ করত সেখানে ব্রহ্মাকে বলিল। ৯

অরে! তুমি কে? মোহবশতঃ আমাদের উভয়কে কোনও কিছু গণনা না করিয়া শ্বেতবর্ণের উষ্ণীষ (পাগড়ী) ও চারিটি মুখ ধারণ করত এই কমলের মধ্যভাগে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ? ১০

কমলোদ্ভব পুরুষ! তুমি এস, আমাদিগকে বাহুযুদ্ধ প্রদান কর। আমরা দুইজনে অত্যন্ত বীর। আমাদের সহিত যুদ্ধে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। ১১

তুমি কে? তোমাকে কে উৎপন্ন করিয়াছে? কে তোমাকে এই সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করিয়াছে? তোমার স্রষ্টা কে এবং তোমাকে কে রক্ষা করিতেছে? তুমি কি নামে অভিহিত হও অর্থাৎ তোমার নাম কি? ১২

ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি লোকে জগতে 'ক' নামে কথিত হন, যাঁহাকে সহস্র সহস্র প্রযত্ন করিয়া কেহ পূর্ণরূপে জানিতে পারে না, আমি সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন এবং যোগশক্তি-সম্পন্ন। তোমরা দুইজনে কি আমাকে জানিতে পারিতেছ না? ১৩

মধু ও কৈটভ বলিল,—মহামতে! সংসারে আমাদের দুই জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও বস্তু নাই। (এই বিশ্বকে আচ্ছাদিতকারী রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে আমরা দুইজনে উদ্ভূত হইয়াছি; অতএব) আমরা দুইজনে নিজ স্বরূপভূত তমোগুণ ও রজোগুণের দ্বারা এই বিশ্বকে আচ্ছাদিত করিয়া আছি। ১৪

আমরা দুইজনে ক্রমশঃ রজোময় ও তমোময়। যত্নশীল সাধকগণকে দুঃখদান করা আমাদের কার্য। আমরা ধর্মশীল পুরুষগণকে ছলনা করি। আমাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া সমস্ত দেহধারীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ১৫

আমরা প্রত্যেক যুগে উদ্যত হইয়া সারা সংসারকে মোহগ্রস্ত করি। অর্থ, কাম, যজ্ঞ ও সমস্ত পরিগ্রহ আমরা দুইজনই। ১৬

যেখানে সুখ, আনন্দ, যেখানে শ্রী, সম্পত্তি ও যশ এবং এই সবের দ্বারা যাহা যাহা অভিলষিত বস্তু, সেই সব বস্তুই আমরা দুইজনই। তুমি এরূপ চিন্তা কর। ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

যদ্বৈ যোগবতাং শ্রেষ্ঠং যচ্চ সর্বৈঃ ময়ার্চিতম্।
তং সমাশ্রিত্য গুণবান্ সর্গে চাস্মি প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮
যৎ পরং যোগযুক্তানামক্ষরং সত্যমেব চ
রজস্তমসশ্চৈব যৎ স্রষ্টা জীবসম্ভবঃ ॥ ১৯
যতো ভূতানি জায়ন্তে সাত্ত্বিকানীতরাণি চ।
স এব যুবয়োঃ সমরে বশী বাং শময়িষ্যতি ॥ ২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শয়ানং শ্রীমন্তং বহুযোজনবিস্তৃতম্
পদ্মনাভং হৃষীকেশং প্রণম্যোবাচ তাবুভৌ ॥ ২১
জানীবস্ত্বাং বিশ্বযোনিমেকং পুরুষসত্তমম্
তবোপাসনহেত্বর্থমিদং নৌ বিদ্ধি কারণম্ ॥ ২২
অমোঘদর্শনং সত্যং যতস্ত্বাং বিদ্ম ঈশ্বরম্।
ততস্ত্বামভিতো দেব কাঙ্ক্ষাবঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ২৩
ত্বমিচ্ছাবো বরং দত্তং ত্বয়া হ্যাবামরিন্দম
অমোঘং দর্শনং দেব নমস্তেঽস্ত্বজিতঞ্জয় ॥ ২৪

শ্রীভগবানুবাচ

কাঙ্ক্ষিতো ব্রূতং ব্রূত বরানসুরসত্তমৌ।
দত্তায়ুষৌ ময়া ভূয়ো জীবিতুমিচ্ছথঃ ॥ ২৫
তস্মাদ্ যদেব বাং যুক্তং প্রাপ্নুতং মহাবলৌ।
বরৌ ভবন্তৌ তু হ্যাত্মাং ভাবিতো ব্রবীদ্ধরিঃ।
উভাবপি মহাত্মানাবূচিতৌ কৃতবন্তিতৌ ॥ ২৬

মধু-কৈটভাবূচতুঃ

যস্মিন্ কশ্চিন্ন মৃতবাংস্তস্মিন্ দেশে বিভো বধম্।
ইচ্ছাবঃ পুত্রতাং যাতুং তব চৈব সুরাধিপ ॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ

বাঢ়ং ভূতৌ মে প্রবরৌ ভবিতারৌ কল্পান্তরে
ভবিষ্যথো ন সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বাম্ ॥ ২৮

---

ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি যোগযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহাকে আমি পূর্ব্বে আরাধনা করিয়াছি, সেই পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি গুণবান্,—সৃষ্টির সাধনভূত ত্রিগুণাত্মক বস্তুসমূহ আমার নিকট সংগৃহীত আছে। ১৮

যিনি যোগিগণের পরম তত্ত্ব, অবিনাশী সত্য, রজোগুণ ও তমোগুণের স্রষ্টা এবং জীবগণের উৎপত্তির কারণ, যাঁহা হইতে সাত্ত্বিক ও অসাত্ত্বিক সমস্ত ভূতগণ উৎপন্ন হয়, সেই সকলকে বশীভূতকারী পরমাত্মাই সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়া তোমাদের দুই জনকে শান্ত করিয়া দিবেন। ১৯-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সেখানে অনেক যোজনবিস্তৃত শরীর ধারণ করত শয়ান, সকল ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক শ্রীমান্ ভগবান্ পদ্মনাভকে প্রণাম করিয়া সেই দুই মধু ও কৈটভ তাঁহাকে এইরূপ বলিল। ২১

প্রভো! আমরা আপনাকে জানি, আপনি সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তির একমাত্র স্থান ও পুরুষোত্তম। আমাদের দুইজনের যে এই বুদ্ধি হইয়াছে, ইহাকে আপনি নিজের উপাসনার জন্যই জানিবেন। ২২

দেব! জ্ঞানী পুরুষগণ আপনার দর্শন অমোঘ বলিয়া অভিহিত করেন, আপনাকে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া জানেন, সেইজন্য আমরা দুইজনে নিকটে আসিয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। ২৩

শত্রুদমন! আমরা দুইজনে আপনার প্রদত্ত বরের কামনা করি। যে কাহারও দ্বারা কখনও পরাজিত হয় নাই, তাহাকেও জয়কারী দেব! আপনার দর্শন অমোঘ, আপনাকে নমস্কার। ২৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অসুরশ্রেষ্ঠদ্বয়! সত্বর বল, তোমরা কোন্ কোন্ বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর? অহো! আমি তোমাদের দুইজনকে যে আয়ু প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতেও অধিককাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছ? আশ্চর্য্য! ২৫

অতএব তোমরা উচিত যে এই প্রার্থনা করিয়াছ, তোমরা দুই মহাবল অসুর তাহার ফল লাভ কর। তোমরা দুইজনে আমার বধ্য হও। শ্রীহরি এইভাবে তাহাদের দুইজনকে বলিলেন। তখন সেই দুই আধারহিত মহাবলশালী মহাকায় অসুর তাঁহাকে বলিল। ২৬

মধু ও কৈটভ বলিল,—প্রভো! সুরেশ্বর! যে দেশে এতাবৎকাল কেহ মরে নাই, সেই দেশে আপনি আমাদের বধ করুন, ইহাই আমাদের উভয়ের ইচ্ছা। আর আমরা উভয়ে আপনার পুত্র হইতে বাসনা করি। ২৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তোমরা দুইজনে ভবিষ্যকল্পেও আমার শ্রেষ্ঠ পুত্র হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই সত্য কথা আমি তোমাদের দুইজনকে বলিলাম। ২৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং প্রভাবাৎ মহাপুরাভ্যাং
সনাতনো বিশ্বরোত্তমো বিষ্ণুঃ।
রজস্তমোভ্যাং ভবভাবনোপমৌ
সমস্ত তাবূরুতলে ন্যপাতয়ৎ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি মধুকৈটভবধপ্রধানে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবলোকীদিগের দমনকারী এবং বিশ্বে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বব্যাপী সনাতন পুরুষ নারায়ণদেব রজোগুণ ও তমোগুণের মূর্ত্তিমান্ স্বরূপ সেই দুই মহাসুরকে এরূপ প্রভাব করিবার পর তাহাদিগকে নিজ উরুর উপরে রাখিয়া বধিত করিলেন। এই দুই অসুর বিশ্ববিখ্যাত ব্রহ্মার সবসময়ই শত্রু ছিল। ২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে মধু ও কৈটভকে বধনবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[ ব্রহ্মণস্ত্রয়াণাং পুত্রাণাং পরমপদপ্রাপ্তিঃ, তেন মৈথুনসৃষ্টেবিস্তারঃ, দক্ষকন্যানাং সন্ততিবর্ণনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

স্থিত্বা তস্মিংস্তু কমলে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ
ঊর্দ্ধবাহুর্মহাবাহুস্তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ ॥ ১
জ্বলন্নিব চ তেজস্বী ভাভিঃ স্বাভিস্তমোনুদঃ
বভাসে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সহস্রাংশুরিবাংশুমান্ ॥ ২
অথান্যদ্ রূপমাস্থায় শম্ভুর্নারায়ণোঽব্যয়ঃ
দিব্যং কৃত্বা তদানন্দমচিন্ত্যাত্মা সনাতনঃ ॥ ৩
আজগাম মহাতেজা যোগাচার্য্যো মহাযশাঃ।
সাংখ্যাচার্য্যশ্চ মতিমান্ কপিলো ব্রাহ্মণো বরঃ ॥ ৪
দেবর্ষিভিশ্চ তাবেতৌ ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং বরৌ
উভাবপি মহাত্মানাবুদ্ভূতৌ ক্ষেত্রতৎপরৌ ॥ ৫
তৌ প্রাপ্তাবূচতুস্তত্র ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্
পরাবরবিশেষজ্ঞৌ পূজিতৌ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬
বহবাহ্নচপাদশ্চ বিশ্বাত্মা জগতঃ স্থিতিঃ।
গ্রামণীঃ সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মা লোকগুরুর্বরঃ ॥ ৭
তয়োস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা বিশ্বো বাগ্যতো জপন্।
ত্রীনিমান্ কৃতবাংল্লোকান্ যথাহ ব্রাহ্মণী শ্রুতিঃ ॥ ৮
পুত্রং ভূয়ঃ সৃষ্টবাংশ্চৈব সমুৎপাদিতবান্ প্রভুঃ।
ততোঽগ্রে তদশতত্ত্বেভ্যো ব্রহ্মা মানসমব্যয়ম্ ॥ ৯

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[ ব্রহ্মার তিন পুত্রের পরমপদপ্রাপ্তি, তাঁহার দ্বারা মৈথুনসৃষ্টির বিস্তার এবং দক্ষ-কন্যাগণের সন্ততিবর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময় ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ব্রহ্মা সেই কমলের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করত কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। ১

তখন তিনি নিজ তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন এবং নিজের প্রভাসমূহে অন্ধকার নিবারণ করিতেছিলেন। সর্ব্ব-ধর্ম্মের জ্ঞাতা ব্রহ্মা সেই সময় সহস্র কিরণবিশিষ্ট অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ২

অনন্তর কল্যাণকারী ও অবিনাশী অচিন্ত্যস্বরূপ সনাতনদেব ভগবান্ নারায়ণ অন্য রূপ ধারণ করত নিজেকে নিজে দুই স্বরূপে ব্যক্ত করিয়া মহাতেজস্বী, মহাযশস্বী ও যোগাচার্য্য নারায়ণ এবং পরম বুদ্ধিমান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সাংখ্যাচার্য্য কপিলরূপে সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই দুই মহাত্মা ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী ও ক্ষেত্রের (শরীর বা অধ্যাত্মতত্ত্বের) চিন্তায় তৎপর ছিলেন। দেবর্ষিগণ ইঁহাদের স্তুতি করিতেছিলেন। সেখানে আসিয়া ইঁহারা উভয়ে অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে ব্রহ্মের উপদেশ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই পর ও অবর, পুরুষ ও প্রকৃতি অথবা কারণ ও কার্য্যের বিশেষতা (অন্তর) জানিতেন। মহর্ষিগণ ইঁহাদের পূজা করিলেন। ৩-৬

তাঁহারা এইরূপ বলিলেন,—লোক সব, অতএব সেই সমস্ত লোকসমূহের নেতা ও গুরু ব্রহ্মা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইনিই সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মা ও জগতের প্রতিষ্ঠা। ইঁহার শির, চক্ষু, প্রাণ ও মুখের সাধক পাদ বহু। ৭

এই উভয়ের এই কথা শ্রবণ করত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন ব্যাহৃতি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মা এই তিন লোক সৃষ্টি করিলেন, যেরূপ ব্রহ্ম-প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি বলিয়াছেন। ৮

তাহার পর ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে দশ নামক মানস-পুত্রকে উৎপন্ন করিলেন, যিনি অব্যয় (বিকাররহিত) ছিলেন। তাঁহার মনে এই পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ছিল। ৯

সোঽপৃচ্ছদগ্রে ব্রহ্মাণমুবাচ মানসঃ সুতঃ ।
করোমি কিং তে সাহায্যং ব্রবীতু ভগবানিতি ॥ ১০

ব্রহ্মোবাচ ।

য এষ কপিলো নাম ব্রহ্মা নারায়ণস্তথা
বদতে বদতাং তু তৎকুরুষ্ব মহামতে ॥ ১১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ব্রহ্মণোক্তো তদা ভূতঃ সংশয়ং সমুপস্থিতঃ ।
উভাবপি যুবয়োঃ কিং করোমীতি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২

পরমেশ্বরাবূচতুঃ ।

যৎ সত্যমক্ষরং ব্রহ্ম হ্যষ্টাদশবিধং স্মৃতম্ ।
যৎ সত্যমমৃতং চৈব পরং তৎ সমনুস্মর ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতদ্ বচো নিশম্যাথ স যযৌ দিশমুত্তরাম্
গত্বা চ তত্র ব্রহ্মত্বমগমজ্জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১৪
ততো ব্রহ্মা ভুবর্নাম দ্বিতীয়মসৃজৎ প্রভুঃ ।
সঙ্কল্পয়িত্বা চ পুনর্মনসৈব মহামনাঃ ॥ ১৫
ততঃ সোঽপ্যব্রবীদ্ বাক্যং কিং করোমি পিতামহ ।
পিতামহসমাজ্ঞপ্তো ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মভ্যাং সহিতঃ সোঽথ ভূয়ো ভাগবতীং গতঃ ।
প্রাপ্তশ্চ পরমং স্থানং স তয়োঃ পার্শ্বমাগতঃ ॥ ১৭
তস্মিন্নপি গতে পুত্রং তৃতীয়মসৃজৎ প্রভুঃ ।
যোগোপাসেতি কুশলং ভূর্ভুবর্নাম তং বিভুঃ ॥ ১৮
আসসাদ স তদ্ধর্মং তয়োরেবাগমদ্গতিম্ ।
এবং পুত্রাস্ত্রয়োঽপ্যেতে উক্তাঃ পরমার্থদর্শিনঃ ॥ ১৯
তান্ গৃহীত্বা সুতাংস্তস্য প্রযযৌ স্বাং গতিং তথা
নারায়ণোঽথ ভগবান্ কপিলশ্চ যতীশ্বরঃ ॥ ২০

---

প্রথমে উৎপন্ন সেই মানসিক পুত্র ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! বলুন—আমি আপনার কি সাহায্য করিব? ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহামতে! এই যে কপিলনামক ব্রহ্মা ও বরদায়ক নারায়ণ রহিয়াছেন, ইঁহারা তোমাকে যাহা কিছু বলিবেন, তুমি তাহাই কর। ১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! সেই সময় ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর ভুনামক পুত্রের এই সংশয় হইল যে, আমার পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছেন? তথাপি তিনি তাঁহাদের উভয়ের নিকট যাইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিলেন,—আমি আপনাদের উভয়ের সেবক, বলুন আমি আপনাদের কি সেবা করিব? ১২

সেই দুই পরমেশ্বর বলিলেন,—যিনি সত্য ও অবিনাশী ব্রহ্ম, তাঁহার আঠারটি পাশ* কথিত আছে। (সেই সব পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য) যাহা সৎ এবং অমৃত পরম তত্ত্ব, তাহা তুমি নিরন্তর চিন্তা কর। ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করত ব্রহ্মার সেই ভুনামক মানস পুত্র উত্তর দিকে চলিয়া যাইলেন, সেখানে যাইয়া তিনি জ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলেন। ১৪

তখন মহামনস্বী ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় মনেরই দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া 'ভুবঃ' নামক দ্বিতীয় পুত্রকে সৃষ্টি করিলেন। ১৫

তারপর তিনিও পিতামহ ব্রহ্মাকে সেই কথাই বলিলেন যে, আমি আপনার কি সেবা করিব? তখন ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বোক্ত দুই ব্রহ্মার (কপিল ও নারায়ণের) সেবায় উপস্থিত হইলেন। ১৬

তাঁহাদের উপদেশ পালন করিয়া তিনি পুনরায় দুই ব্রহ্মার সহিতই ভাগবতী গতি পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭

তিনিও চলিয়া যাইলে পর প্রভাবশালী ভগবান্ ব্রহ্মা 'ভূর্ভুবঃ' নামক তৃতীয় পুত্রকে উৎপন্ন করিলেন, যিনি যোগ-সাধনে অত্যন্ত কুশল ছিলেন। ১৮

তিনিও নিজের পূর্বজদেরই ধর্ম প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদেরই গতি লাভ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার তিন মানস-পুত্রকে সেই কল্যাণকারী দুই দেব কপিল ও নারায়ণ উপদেশ (ও মুক্ত) করিয়াছিলেন। ১৯

ব্রহ্মার এই তিন মানস-পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া সেই ভগবান্

---

* এস্থলে সাংখ্যাচার্যগণের মতে আটটি পাশ এবং যোগাচার্যগণের মতে দশটি পাশ একত্রে করিয়া আঠারটি পাশ গণনা করা হইয়াছে। সাংখ্যাচার্যগণের মতে আটটি পাশ যথা—১। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), ২। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা), ৩। অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার), ৪। পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ), ৫। পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান), ৬। কাম, ৭। কর্ম এবং ৮। অবিদ্যা। এই সকলকে পুর্যষ্টকও বলা হয়। যোগাচার্যগণের মতে দশটি পাশ যথা—১। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, ২। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৩। অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, ৪। পঞ্চ প্রাণ, ৫। পঞ্চ মহাভূত, ৬। কাম, ৭। কর্ম, ৮। প্রকৃতি, ৯। পুরুষ এবং ১০। ঈশ্বর। উভয় মতে সর্বসাকুল্যে আঠারটি পাশ।

যং কালং তৌ গতৌ মুক্তিং ব্রহ্মা তৎকালমেব তু
তেপে ঘোরতরং কৃচ্ছ্রং স তপঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ২১
ন ররাম ততো ব্রহ্মা প্রভুরেকস্তপশ্চরন্ ।
শরীরার্দ্ধভবাং ভার্য্যাং সমুৎপাদিতবান্ তাম্ ॥ ২২
তপসা তেজসা চৈব বর্চসা নিয়মেন চ ।
সদৃশীমাত্মনো ভার্য্যাং সমর্থাং লোকসর্জনে ॥ ২৩
তয়া সহ ততস্তত্র রেমে ব্রহ্মা তপোময়ঃ ।
সৃজন্ প্রজাপতীন্ সর্বান্ সাগরান্ সরিতস্তথা ॥ ২৪
ততোঽসৃজৎ বৈ ত্রিপদাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
অকরোচ্চৈব চতুরো বেদান্ গায়ত্রিসম্ভবান্ ॥ ২৫
আত্মার্থে চাসৃজৎ পুত্রান্ লোককর্তৄন্ পিতামহঃ ।
বিশ্বে প্রজানাং পতয়ো যেভ্যো লোকা বিনিঃসৃতাঃ ॥ ২৬
বিশ্বেশং প্রথমং নাম মহাতপসমাত্মজম্
সর্ব্বাশ্রমতমং পুণ্যং নাম্না ধর্ম্মং স সৃষ্টবান্ ॥ ২৭
দক্ষং মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
বশিষ্ঠং গৌতমং চৈব ভৃগুমঙ্গিরসং মনুম্ ॥ ২৮
অথর্ব্বসূতা হ্যেতে তে খ্যাতা ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ।
ত্রয়োদশপ্রসূতানাং তু যে বংশা বৈ মহর্ষিণাম্ ॥ ২৯
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা হ্যনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ ।
প্রবোধা সুরসা ক্রোধা বিনতা কদ্রুরেব চ ॥ ৩০
দক্ষস্যৈতা দুহিতরঃ কন্যা দ্বাদশ ভারত ।
নক্ষত্রাণি চ ভদ্রং তে সপ্তবিংশতিরুক্ষিতাঃ ॥ ৩১
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রস্তপসা নির্ম্মিতঃ প্রভুঃ ।
তস্মৈ কন্যা দ্বাদশেমা দক্ষস্তা অদদত্ত ॥ ৩২
নক্ষত্রাখ্যানি সোমায় বসবে দত্তবানৃষিঃ ।
রোহিণ্যাদীনি সর্ব্বাণি পুণ্যানি জনমেজয় ॥ ৩৩
লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তিস্তথা সাধ্যা বিশ্বা কামানুগা শুভা ।
মেধা মরুত্বতী চৈব ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা ॥ ৩৪

নারায়ণ এবং মহর্ষি কপিল নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত করিয়া ছিলেন। ২০

যে সময় সেই কপিল ও নারায়ণ নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত ও মুক্ত হইলেন, সেই সময় কঠোর ব্রতপালনকারী ব্রহ্মা পুনরায় ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ২১

সেই সময় একাকী তপস্যা করিতে করিতে ভগবান্ ব্রহ্মা যখন রমণ করিতে (আনন্দ লাভ করিতে) পারিলেন না, তখন তিনি এক উত্তম লক্ষণা ভার্য্যাকে উৎপন্ন করিলেন, যিনি তাঁহার শরীরের অর্দ্ধভাগ ছিলেন। ২২

তপ, তেজ, কান্তি ও নিয়মের দৃষ্টিতে তিনি সর্ব্বথা নিজের অনুরূপ ভার্য্যাকে সৃষ্টি করিলেন, যিনি লোকসমূহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ ছিলেন। ২৩

তখন তপোময় জীবন নির্ব্বাহকারী ব্রহ্মা সেখানে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় তিনি সমস্ত প্রজাপতি, সাগর ও সরিৎ (নদী)-সকলকে সৃষ্টি করিলেন। ২৪

তাহার পর ব্রহ্মা বেদমাতা ত্রিপদা গায়ত্রীকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর এই গায়ত্রী হইতে উৎপন্ন চার বেদকে সম্পন্ন করিলেন। ২৫

ইহার পর ব্রহ্মা নিজের জন্য লোককর্তা বহু পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ইহারা সকলেই প্রজাপতি ছিলেন, যাঁহাদের নিকট হইতে সমস্ত লোকসকলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ২৬

ইহাদের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম ছিল বিশ্বেশ। তিনি মহাতপস্বী ছিলেন। তারপর তিনি ধর্ম নামক দ্বিতীয় পুত্রকে সৃষ্টি করিলেন, যিনি সমস্ত আশ্রমসমূহেই শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ছিলেন। ২৭

অনন্তর ব্রহ্মা দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও মনুকে উৎপন্ন করিলেন। ২৮

এই ব্রহ্মর্ষিগণ অথর্ব্ববেদস্বরূপ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ব্রহ্মার এই তের জন পুত্রই মহর্ষি ছিলেন। ইহাদের যে সব বংশ, তাহাদেরই বর্ণনা করিতেছি। ২৯

ভরতবংশধর জনমেজয়! তোমার কল্যাণ হউক। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রবোধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা ও কদ্রু—এই বার জন দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ছিলেন। রোহিণী প্রভৃতি যে সাতাশটি তেজস্বী নক্ষত্র, ইহারাও দক্ষেরই কন্যা ছিলেন। ৩০-৩১

মরীচির প্রজাপালক পুত্র কশ্যপ তপস্যার দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। দক্ষ নিজের পূর্ব্বোক্ত অদিতি প্রভৃতি বার কন্যাকে এই কশ্যপের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ৩২

জনমেজয়! রোহিণী আদি যে সমস্ত পুণ্য নক্ষত্ররূপা কন্যা ছিলেন, তাঁহাদিগকে মহর্ষি দক্ষ সোমনামক বসুকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৩

লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, ইচ্ছানুসারে বিচরণকারিণী শুভলক্ষণা

এতাঃ পঞ্চ বরিষ্ঠা বৈ সুরশ্রেষ্ঠায় ভারত
দত্তা ধর্মায় ভদ্রং তে ব্রহ্মণা দৃষ্টধর্মণা ॥ ৩৫
যা রূপাংশময়ী পত্নী ব্রহ্মণঃ কামরূপিণী ।
সুরভিঃ সা তু গৌর্ভূত্বা ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতা ॥ ৩৬
ততস্তামগমদ্ব্রহ্মা মৈথুনে লোকপূজিতঃ ।
লোকসর্জনহেত্বজ্ঞো গবামর্থায় ভারত ॥ ৩৭
জজ্ঞে চৈকাদশ সুতান্ বিপুলান্ ধর্মসংস্থিতান্ ।
রক্তসন্ধ্যাভ্রসঙ্কাশান্ মহনোপমতেজসঃ ॥ ৩৮
তে রুদন্তো দ্রবন্তশ্চ ভগবন্তং পিতামহম্ ।
রোদনাদ্ দ্রবণাচ্চৈব ততো রুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
নির্ঋতিশ্চৈব সর্পশ্চ তৃতীয়ো হ্যজ একপাৎ
মৃগব্যাধঃ পিনাকী চ দহনোঽথেশ্বরশ্চ বৈ ॥ ৪০
অহির্বুধ্ন্যশ্চ ভগবান্ কপালী চাপরাজিতঃ
সেনানীশ্চ মহাতেজা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৪১
তস্যামেব সুরভ্যাং তু জজ্ঞে গোবৃষভস্তথা ।
আজ্যঞ্চৈব তথা মাষাঃ সিকতাঃ প্রচুরোঽমৃতাঃ ॥ ৪২
অজাশ্চৈবৈকশফাশ্চ তদেবামৃতমুত্তমম্ ।
ওষধ্যঃ প্রবরা যাশ্চ সুরভ্যাং তাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ৪৩
ধর্মাল্লক্ষ্ম্যাং তথা কামঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ।
ভবঞ্চ প্রভবং চৈবমীশানং সুরভী তথা ॥ ৪৪
অরুন্ধত্যারুণী চৈব বিশ্বাবসুবলধ্রুবৌ ।
মহিষশ্চ তনূজশ্চ বিজ্ঞাতমনসাবপি ॥ ৪৫
মৎসরশ্চ বিভূতিশ্চ সর্বাঃ সুরভিসূনবঃ ।
সুপর্ণস্তং বিষং নাগং মায়া লোকনমস্কৃতা ॥ ৪৬
বাসবানুগতা দেবী জনয়ামাস বৈ সুতান্ ।
বসুং বৈ প্রথমং দেবং দ্বিতীয়ং ধ্রুবমব্যয়ম্ ॥ ৪৭
বিশ্বাবসুং তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থং সোমমীশ্বরম্
পঞ্চমং পর্বতং চৈব যোগেন্দ্রং তদনন্তরম্ ॥ ৪৮
সপ্তমঞ্চ ততো বায়ুমষ্টমং নির্ঋতিং বসুম্ ।
ধর্মস্যাপত্যমিত্যেবং সুরভ্যাং সমজায়ত ॥ ৪৯
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ ধর্মাজ্জাতা ইতি শ্রুতিঃ ।
সুধর্মা চ মহাবাহুঃ শঙ্খপাচ্চ মহাবলঃ ॥ ৫০

বিশ্বা ও দেবী মরুত্বতী—এই পঞ্চ কন্যাকে পূর্বকালে ব্রহ্মা (দক্ষপ্রজাপতি) উৎপন্ন করিয়াছিলেন । ৩৪

ভারত ! তোমার কল্যাণ হউক । ধর্মদর্শী ব্রহ্মা (দক্ষ) এই পঞ্চ শ্রেষ্ঠ কন্যাকে সুরশ্রেষ্ঠ ধর্মকে প্রদান করিয়াছিলেন । ৩৫

ব্রহ্মার যে ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারিণী অর্ধাঙ্গস্বরূপা পত্নী ছিলেন, তাঁহার নাম সুরভি । তিনি গাভীর রূপ ধারণ করত ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হন । ৩৬

ভারত ! তখন লোকসৃষ্টির হেতুস্বরূপে অভিজ্ঞ লোকপূজিত ব্রহ্মা গোধনের উৎপত্তির জন্য সুরভির সহিত মৈথুন করিলেন । ৩৭

ইহাতে তাঁহার (সুরভির) গর্ভ হইতে তিনি (ব্রহ্মা) একাদশ পুত্র উৎপন্ন করিলেন, যাঁহারা হৃষ্ট-পুষ্ট, ধর্মপরায়ণ, সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় কান্তিমান্ ও অতিশয় তেজস্বী ছিলেন । ৩৮

ইঁহারা রোদন করিতে করিতে ও দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে যাইলেন । রোদন করিতে ও দৌড়াইতে (বা শব্দ করিতে) থাকায় ইঁহারা 'রুদ্র' বলিয়া অভিহিত হইলেন । ৩৯

তাঁহাদের নাম হইল—নির্ঋতি, সর্প, তৃতীয় অজৈকপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্বুধ্ন্য, ভগবান্ কপালী, অপরাজিত ও মহাতেজস্বী সেনানী । এই একাদশ রুদ্র বলিয়া কথিত হন । ৪০-৪১

এই সুরভির গর্ভ হইতে গোবৃষভের (ষাঁড়ের) জন্ম হয় । কর্ষণ ও রোপণ না করিয়াই উৎপন্ন শস্য (আনাজ), মাষ, সিকতা (দোলাদার আকৃতি শস্যবিশেষ) অশ্ব (ঘোড়া, গাধাদি), ছাগল, মেষ, উত্তম অমৃত এবং শ্রেষ্ঠ ওষধিসমূহ—এই সবের উৎপত্তি সুরভি হইতে হইল । ৪২-৪৩

ধর্ম হইতে লক্ষ্মীর গর্ভে কামের উৎপত্তি হইল । সাধ্যা সাধ্যদেবগণকে জন্মদান করিলেন । ব্রহ্মার পত্নী সুরভী ভব, প্রভব ও ঈশানকে উৎপন্ন করিলেন । অরুন্ধতী, আরুণী, বিশ্ববসু, বলধ্রুব, বিজ্ঞাতমনা মহিষ ও তনুজ, মৎসর এবং বিভূতি—ইঁহারা সকলে সুরভির সন্তান ছিলেন । ৪৪-৪৫।

বিশ্ববন্দিতা দেবী মায়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়া সুপর্ণ, বিষ ও নাগ নামক পুত্রগণকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন । ৪৬।

(ধর্মের এক পত্নীর নাম ছিল সুরভি ।) সেই সুরভি প্রথম বসু, দ্বিতীয় অবিনাশী ধ্রুব, তৃতীয় বিশ্বাবসু, চতুর্থ সোমেশ্বর, পঞ্চম পর্বত, ষষ্ঠ যোগেন্দ্র, সপ্তম বায়ু এবং অষ্টমে নির্ঋতি নামক বসুকে উৎপন্ন করেন । এই ভাবে সুরভি হইতে ধর্মের সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন । ৪৭-৪৯

শুনা যায়, ধর্ম হইতে বিশ্বার গর্ভে বিশ্বেদেবগণ উৎপন্ন

দক্ষশ্চৈব মহাবাহুর্বপুষ্মাংশ্চ তথৈব চ
চাক্ষুষস্য মনোরেতে তথানন্তমহীরথৌ ॥ ৫১
বিশ্বাবসুসুপর্ব্বাণৌ বিষ্টরশ্চ মহাযশাঃ ।
রুরুশ্চ ঋষিপুত্রো বৈ ভাস্করপ্রতিমদ্যুতিঃ ॥ ৫২
বিশ্বেদেবান্ দেবমাতা বিশ্বেশান্ জনয়ৎ সুতান্ ।
মরুত্বতী মরুত্বন্তো দেবানজনয়চ্ছুতান্ ॥ ৫৩
অগ্নিশ্চক্ষূরবির্জ্যোতিঃ সাবিত্রং মিত্রমেব চ ।
অমরং শরবৃষ্টিঞ্চ সংকল্পঞ্চ মহাভুজম্ ॥ ৫৪
বিরজং চৈব শুক্রঞ্চ বিশ্বাবসুবিভাবসূ ।
অশ্বত্থং চিত্ররশ্মিঞ্চ তথা নিষুপিতং নৃপম্ ॥ ৫৫
দ্যুম্নমানঞ্চ দ্যুতিঞ্চ চারিত্রং বড়বপারগম্
বৃহন্তঞ্চ বৃহদ্রূপং তথৈব পরতাপনম্ ॥ ৫৬
মরুত্বত্যাঃ পুরা ধর্ম্মাজ্জজ্ঞে পুত্রশতং শুভম্ ।
অদিত্যাং জজ্ঞিরে রাজন্নাদিত্যাঃ কশ্যপাদথ ।
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্ভগস্ত্বষ্টা বরুণোঽংশোঽর্য্যমা রবিঃ ॥ ৫৭
পূষা মিত্রশ্চ বরদো মনুঃ পর্জ্জন্য এব চ ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা বরিষ্ঠাস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৫৮
আদিত্যস্য সরস্বত্যাং জজ্ঞে পুত্রদ্বয়ং শুভম্ ।
রূপশ্রেষ্ঠং বলশ্রেষ্ঠং ত্রিদিবে রূপিণাং বরম্ ॥ ৫৯
দনুস্তু দানবান্ জজ্ঞে দিতির্দৈত্যান্ ব্যজায়ত ।
কালা তু কালকেয়াংশ্চ অসুরান্ রাক্ষসাংস্তথা ॥ ৬০
দনায়ুষায়াস্তনয়া ব্যাধয়শ্চাবয়স্তথা ।
সিংহিকা গ্রহমাতা চ গন্ধর্ব্বজননী মুনিঃ ॥ ৬১
প্রবোধাপ্সরসাং মাতা সুরসায়াঃ সরীসৃপাঃ ।
ক্রোধায়াঃ সর্ব্বভূতানি পিশাচাশ্চৈব ভারত ॥ ৬২
তথা যক্ষগণাশ্চৈব গুহ্যকাশ্চ বিশাম্পতে ।
চতুষ্পদানি সর্ব্বাণি ঋতে গাবস্তু সৌরভ্যাঃ ॥ ৬৩
অরুণো গরুড়শ্চৈব বিনতায়াং ব্যজায়ত ।
মহীধরান্ সর্পনাগান্ দেবী কদ্রূর্ব্যজায়ত ॥ ৬৪
এবং বিবৃদ্ধিমগমন্ বিশ্বেলোকাঃ পরস্পরম্ ।
তদা পৌষ্করকে রাজন্ প্রাদুর্ভাবে মহাত্মনঃ ॥ ৬৫
পুরাণে পৌষ্করঃ চৈব ময়া দ্বৈপায়নাচ্ছ্রুতম্ ।
কথিতং তেন পূর্ব্বেণ যৎ শ্রুতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬৬

---

হইয়াছিলেন। মহাবাহু সুবর্চা, মহাবল দক্ষপাদ, মহাবাহু দক্ষ, বপুষ্মান্, অনন্ত ও মহীরথ—ইঁহারা চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ইঁহারা বিশ্বেদেব হইয়া উৎপন্ন হন। ৫০-৫১

ইঁহারা ব্যতীত বিশ্বাবসু, সুপর্ব্বা, মহাযশা বিষ্টর ও সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী ঋষিপুত্র রুরুও বিশ্বেদেব হইয়াছিলেন। ৫২

এই সাধ্বীমাতা বিশ্বেদেবগণকে দেবমাতা বিশ্বা পুত্ররূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। মরুত্বতী মরুত্বান্নামক শুভলক্ষণ দেবগণকে জন্মদান করেন। ৫৩

তাঁহাদের নাম—অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমর, শরবৃষ্টি, মহাবাহু সংকল্প, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অশ্বত্থ, চিত্ররশ্মি, রাজা নিষুপিত, দ্যুম্নমান, দ্যুতি, চারিত্র, বড়বপারগ, বৃহত, বৃহদ্রূপ ও পরতাপন। ৫৪-৫৬

পুরাকালে ধর্ম হইতে মরুত্বতীর গর্ভে আরও শতজন পুত্র হইয়াছিলেন। রাজন্! কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হন, যাঁহাদের নাম হইল—ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, বরদায়ক মনু এবং পর্জন্য—এই দ্বাদশ আদিত্য শ্রেষ্ঠ দেবতা। ৫৭-৫৮

আদিত্যের সরস্বতীর গর্ভ হইতে শুভলক্ষণ দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহারা রূপে ও বলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং স্বর্গের রূপবান্ পুরুষগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। ৫৯

দনু দানবগণকে জন্ম দিয়াছিলেন। দিতি দৈত্যদিগকে উৎপন্ন করেন। কালা কালকেয়গণকে, অসুর ও রাক্ষসদিগকে জন্মদান করিয়াছিলেন। ৬০

দনায়ুষার পুত্র ব্যাধি ও ব্যাধিসকল। সিংহিকা গ্রহগণের মাতা এবং মুনি গন্ধর্বগণের জননী ছিলেন। ৬১

ভারত! প্রবোধা অপ্সরাদিগের মাতা। সুরসার গর্ভ হইতে সর্পগণ উৎপন্ন হন। ক্রোধা হইতে সম্পূর্ণ ভূতগণ ও পিশাচগণ উৎপন্ন হন। ৬২

প্রজানাথ! যক্ষগণ, গুহ্যক এবং সমস্ত চতুষ্পদগণও ক্রোধারই পুত্র। কিন্তু সুরভির সন্তান গোগণকে এই ক্রোধার পুত্রদিগের মধ্যে গণনা করা চলিবে না। ৬৩

অরুণ ও গরুড় বিনতার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হন। দেবী কদ্রু পৃথিবীধারণকারী সর্প ও নাগগণকে জন্মদান করেন। ৬৪

রাজন্! মহাত্মা শ্রীহরির সেই পুষ্করপ্রাদুর্ভাবের সময় এই ভাবে সমস্ত লোক পরস্পরের সহযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৬৫

আমি গুরুদেব দ্বৈপায়নের নিকট হইতে পুরাণে এই পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছি। পূর্বে মহর্ষিগণ যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। ৬৬

যশ্চেদমগ্র্যং প্রথমং পুরাণং
সদাপ্রযতঃ পঠতে মহাত্মা।
অবাপ্য কামানিহ বীতশোকঃ
পরত্র স স্বর্গফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌষ্করে সর্ব্বভূতোৎপত্তৌ চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

যে মহাত্মা পুরুষ সাবধান হইয়া এই শ্রেষ্ঠ ও প্রথম পুরাণ সদা পাঠ করেন, তিনি এই জগতে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনা-সমূহ লাভ করত শোকরহিত হইয়া পরলোকে স্বর্গীয় ফল-সমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৬৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তিবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ জনমেজয়েন মহাভারত বর্ণিত-চরিত্রস্য প্রশংসা ]

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতং নঃ পরমং ব্রহ্মন্ স্ববংশচরিতং মহৎ।
দিব্যমত্যুক্তসম্ভূতং নানিতং বহুভির্গুণৈঃ ॥ ১
ছন্দোভির্বৃত্তসম্পাতৈঃ সমাসৈশ্চ সবিস্তরৈঃ।
লঘুভির্মধুরাভাবৈর্গ্রথিতং পদবিগ্রহৈঃ ॥ ২
ত্রিবর্গেণাভিসম্পন্নং ধর্ম্মেণার্থেন ভোগিনাম্।
কামেন বহুরূপেণ শরীরান্তর্গতেন চ ॥ ৩
ব্রাহ্মণানাং প্রভাবৈশ্চ যোধানাঞ্চ পরাক্রমৈঃ
বৈরনির্যাতনৈশ্চৈব প্রতিজ্ঞানাঞ্চ পারগৈঃ ॥ ৪
রিপুত্বমনুসম্পন্নৈর্নাগ্রজঃ প্রচোদিতঃ
বংশয়োর্বিবিনাশায় নৃপেণ বিজবিগ্রহাৎ ॥ ৫
যে চ তস্মিন্মহারৌদ্রে সংগ্রামে নিহতা নৃপাঃ।
তেষাং সর্ব্বাণি রাষ্ট্রাণি পুত্রাঃ সর্ব্বে প্রপেদিরে ॥ ৬
কৌরবঃ প্রথিতো রাজা ভগবচ্ছাসনানুগঃ।
ধর্ম্মশ্চ বহুধা প্রোক্তস্ত্রয়াণাং বর্ণসম্পদাম্।
পুরাণামপি বিখ্যাতঃ স্বর্গহেতুবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৭
অনুগ্রহার্থং ভূতানাং নোৎসেকায় কথঞ্চন।
চতুর্ণাং বর্ণসংজ্ঞানাং পৃথক্ পৃথগনেকধা ॥ ৮
গর্ভবাসং পতন্তশ্চ ভূতানাং সম্প্রবোধিতাঃ
পৃষ্টবন্তো দেবসঞ্চারং ক্ষীণে পুণ্যে চ কর্ম্মণি ॥ ৯

### পঞ্চদশ অধ্যায়।

[ জনমেজয় কর্তৃক মহাভারত-বর্ণিত চরিত্রের প্রশংসা। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি আমাদের বংশের উত্তম, মহান্ ও দিব্য চরিত্রের বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, যাহা আমাদের পূর্ব্বজগণের পরস্পর সহযোগে সম্ভব হইয়াছিল। এই চরিত্র অনেক গুণসমূহে সমন্বিত ॥ ১

এই চরিত্র ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত ছন্দঃসমূহে সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদসকলের দ্বারা মধুর ভাষায় গ্রথিত করা হইয়াছে ॥ ২

ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগী পুরুষগণের শরীরের মধ্যে অনেক-রূপে নিবাসকারী কামনামক ত্রিবর্গেরও বর্ণনা রহিয়াছে ॥ ৩

এই চরিত্রে ব্রাহ্মণগণের প্রভাব, যোদ্ধাদিগের পরাক্রম, বৈর প্রতিশোধের ঘটনা এবং প্রতিজ্ঞার পারগামী পুরুষগণের অনুরূপ প্রসঙ্গসমূহেরও উল্লেখ রহিয়াছে ॥ ৪

ব্রহ্মন্! যাঁহাদের শত্রুভাব শুরু করিয়াছে, এরূপ বীর পুরুষগণের চরিত্রসমূহও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া যে প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে দেন নাই, তাহাই এই উভয় কুলের বিনাশের কারণ হইয়াছে ॥ ৫

সেই মহাভারত সংগ্রামে যে সব রাজা নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সমস্ত রাজ্যই তাঁহাদের পুত্রগণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কুরুবংশের সুবিখ্যাত রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীভগবানের আজ্ঞার অনুকূলে চলিতেন। তিনি তিন বর্ণের জন্য নানাপ্রকার ধর্ম্মের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শৌর্য্যশালী বীরগণকে স্বর্গ-প্রাপ্তি করাইতে প্রধান হেতুরূপে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ৭

তিনি কোনও রূপে অহঙ্কার প্রকাশ করিবার জন্য নহে, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অনেক ধর্ম্ম অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৮

প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা স্বর্গধাম হইতে পতিত হইতেছিল এবং পুণ্যকর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর পুনরায় দেবলোকে প্রবেশ করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছিল, ইহাদের সকলের জন্যই তিনি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৯

দানে যস্যাপি সংযোগঃ স চাপি বহুধা কৃতঃ
তয়োঃ সংযোগবিহিতঃ মধু বাক্চনং তয়োঃ ॥ ১০
ন তচ্ছক্যং মহাখ্যাতুং ভারতাখ্যানেন মহৎ
একাহেন মহান্ ব্রহ্মন্নপি দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ১১
ব্রহ্মণোঽহস্তু বিস্তারং সংক্ষেপঞ্চ সুসংগ্রহম্
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবংস্তৎ কৌতূহলং হি মে ॥ ১২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পুষ্করে জনমেজয়বাক্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দানকার্য্যে যিনি সদা নিরত থাকেন এবং অন্য ব্যক্তিগণকেও যিনি দানকার্য্যে ব্রতী করান, এই সব কার্য্যও তিনি বহু বার করিয়াছেন। যখন পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের সংযোগ হইত, তখন তাঁহাদের মধ্যে অভিনব মধুর বার্ত্তালাপ ( সংলাপ ) আরম্ভ হইয়া যাইত। ১০

মহান্ ব্রাহ্মণদেব! মহাভারতের যে বিশাল আখ্যান, তাহার একদিনে দিব্য-দৃষ্টিতেও সমগ্র বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ১১

ভগবন্! আমি ব্রহ্মার দিনের ( বা কল্পের ) বিস্তার, সংক্ষেপ ও উত্তম সংগ্রহ শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ১২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে জনমেজয়ের বাক্যবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[ সৃষ্টিবিষয়কবর্ণনপ্রসঙ্গেন জ্ঞান-যোগয়োর্বিচারঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
শৃণুষ্বৈকমনা রাজন্ পঞ্চেন্দ্রিয়সমাহিতঃ।
কথাং কথয়তো রাজন্নবিকারেণ চেতসা ॥ ১
ব্রহ্মসম্বন্ধসম্বন্ধঃ কর্ম্মভির্ন্নৃপ
পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম সম্পন্নং ব্রহ্মণো যদ্দক্ষিণম্ ॥ ২
অব্যক্তং কারণং যত্তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
নিষ্কলঃ পুরুষস্তস্মাৎ সম্ভূবাত্মযোনিতঃ ॥ ৩
দিব্যো দিব্যেন বপুষা সর্ব্বভূতপতির্বিভুঃ।
অচিন্ত্যশ্চাব্যয়শ্চৈব ভূতানাং প্রভবোঽব্যয়ঃ ॥ ৪
অভূতশ্চাপাবৃতশ্চ সর্ব্বত্র সমতাং গতঃ।
অব্যক্তাৎ পরমং যত্তন্নারায়ণবিদো বিদুঃ ॥ ৫
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৬
অসতশ্চ সতশ্চৈব বিজ্ঞেয়ং তত্র কারণম্।
অব্যক্তো ব্যক্তরূপস্থশ্চরন্নপি ন দৃশ্যতে ॥ ৭
বিকারপুরুষোঽব্যক্তো হরূপী রূপমাশ্রিতঃ।
চরত্যচিন্ত্যঃ সর্ব্বেষু গূঢ়োঽগ্নিরিব দারুষু ॥ ৮

## ষোড়শ অধ্যায়।

( সৃষ্টিবিষয়ক বর্ণনপ্রসঙ্গে জ্ঞান ও যোগের বিচার। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তুমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এবং মনকে একাগ্র করিয়া নির্বিকার-চিত্তে আমার কথিত বাক্য শ্রবণ কর। ১

নৃপ জনমেজয়! যিনি বেদে সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ বেদমূলক বলিয়া সকলের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তথাপি কোনও কর্ম্মসমূহে বদ্ধ নন, ব্রহ্মা বা ব্রহ্মবিদ্‌গণের পূর্ব্বে হইতেই যিনি সকলের মধ্যে অনুস্যূত ও নিত্যসিদ্ধ, দক্ষিণাপ্রধান যজ্ঞাদি হইতেও উপরে বিদ্যমান, যিনি অব্যক্ত, সকলের কারণ, নিত্য ও সদসৎস্বরূপ, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাই নিষ্কল পুরুষ, তাঁহা হইতেই স্বয়ং ব্রহ্মা প্রকটিত হইয়াছেন। ২-৩

এই ব্রহ্মা স্বয়ং দিব্য এবং দিব্য দেহে সংযুক্ত। ইনি সমস্ত প্রাণিগণের পালক, প্রভু, অচিন্ত্য, নির্বিকার, ভূতসমূহের উৎপত্তির কারণ এবং ইহার ভাব সর্ব্বত্র সমান। যিনি অব্যক্ত হইতেও পরে পরমাত্মস্বরূপ, সেই নারায়ণের স্বরূপ যাঁহারা জানেন, তাঁহার সেই উপাসকগণই তাঁহাকে জানিতে পারেন। ৫

তাঁহার সর্ব্বদিকেই হস্ত ও পদ, সর্ব্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখ এবং তাঁহার সর্ব্বদিকে কর্ণ আছে, তিনি লোকে ( ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ) সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন। ৬

তাঁহার অসৎ ও সতের কারণ জানা আবশ্যক, তিনি অব্যক্ত, ব্যক্তরূপে অবস্থান করত বিচরণ করিলেও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। ( যাঁহাকে তিনি দিব্য দৃষ্টি দান করেন, কেবল সেই ভাগ্যবান্ পুরুষই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। ) ৭

বিকারযুক্ত অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ রূপবান্ হন, অব্যক্ত ও রূপহীন

ভূতভব্যোদ্ভবো নাথঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ
প্রভুঃ সর্ব্বস্য লোকস্য নাম চাস্যেতি তত্ত্বতঃ ॥ ৯
অপবাস্তু পদো জাতস্তস্মান্নারায়ণোঽভবৎ ।
অব্যক্তো ব্যক্তিমাপন্নো ব্রহ্মযোগেন কামতঃ ॥ ১০
ব্রহ্মভাবে চ তং বিদ্ধি সম্ভবং লব্ধবান্ প্রভুঃ
প্রভুঃ সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্যেতরস্য চ ॥ ১১
অহং বিভি স হোবাচ প্রজাঃ স্রক্ষ্যামি ভারত ।
প্রভবঃ সর্ব্বভূতানাং যস্য ত্বস্য প্রিয়াঃ প্রজাঃ ॥ ১২
স্বভাবাজ্জায়তে সর্ব্বং স্বভাবাচ্চ তথাভবৎ ।
অহঙ্কারঃ স্বভাবাচ্চ তথা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৩
সর্ব্বব্যাপী নিরালম্বো হ্যগ্রাহ্যোঽথ জয়ো ধ্রুবঃ ।
এবং ব্রহ্মময়ো জ্যোতির্ব্রহ্মাণ্ডেন শব্দিতঃ ॥ ১৪

অব্যক্তো ব্যক্তিমাপন্নঃ পঞ্চভিঃ সূক্ষ্মকৈঃ
ধারয়ন্ ব্রহ্মণো বাক্যং বিবিধং চিন্তিতং বহন্ ॥ ১৫
অথ সৃষ্টিং সমাধায় স্বভাবাদ্ ব্রহ্মচোদিতঃ ।
সসর্জ্জ সলিলং ব্রহ্মা যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ১৬
বায়ুং পূর্ব্বমথো সৃষ্ট্বা যো ধাতুর্ধাতৃসত্তমঃ ।
ধারণাজ্জগতশ্চ লভতে লোকসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৭
তদেতদ্বায়ুসম্ভূতং কৃৎস্নং জগদভূৎ পুরা ।
এতদেবৈতদিক্রান্তং পূর্ব্বমেব সমস্তি ॥ ১৮
পৃথক্ত্বং গমিতং তোয়ং পৃথিবীশকলীকৃতা ।
ঘনত্বাচ্চ দ্রবত্বাচ্চ বিশিলেষোপলভ্যতে ॥ ১৯
জলত্বাৎ সৌম্যমানাঃ চ সলিলে সলিলোদ্ভবা ।
বাক্ষ্যত্র শুভাং বাণীং সমস্যাং পুনরাধিব ॥ ২০

চিন্ময় পুরুষ পরমাত্মা তাঁহারই রূপ আশ্রয় করেন অর্থাৎ জড় পুরুষের মধ্যেই সেই অক্ষর পরমাত্মা বিরাজমান থাকেন। যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি গূঢ়রূপে অবস্থান করে, সেইরূপ এই অচিন্ত্য পরমাত্মা সমস্ত ভূতসমূহে গূঢ়ভাবে অবস্থান বিচরণ করেন। ৮

তিনিই ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমানের উৎপত্তির কারণ, সকলের প্রভু ও সংরক্ষক, পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ও সর্বলোকপ্রভু ইত্যাদি ইঁহার যথার্থ নাম। ৯

অপদ অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার হইতে পদ অর্থাৎ সগুণ সাকাররূপে প্রকটিত এই পরমাত্মা নার অর্থাৎ জলকে অয়ন অর্থাৎ নিবাসস্থান করায় নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। যিনি প্রথমে অব্যক্ত ছিলেন, তিনিই পুনরায় ব্রহ্মযোগে ইচ্ছানুসারে সত্ত্ব করত ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হন। ১০

তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে স্থিত বলিয়া তুমি জানিও। সেই প্রভুই ব্রহ্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনিই স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমস্ত লোকের প্রভু। ১১

ভারত। তিনি প্রথমে এই সত্ত্ব প্রকাশ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, আমি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিব, অতএব তিনিই সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তির কারণ। এই সকল প্রজাই তাঁহার সন্তান। ১২

স্বভাব হইতেই সকলের উৎপত্তি হয়, স্বভাব হইতেই পরমাত্মা পূর্বোক্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, স্বভাব হইতেই অহঙ্কার এবং সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৩

এই সর্বব্যাপী, আশ্রয়রহিত, ইন্দ্রিয়াতীত, জয়রূপ, অবিনাশী জ্যোতির্ময় ব্রহ্মরূপ পরমাত্মাই ব্রহ্মনামে প্রতিপাদিত হন। ১৪

ইনি স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইলেও সত্ত্ব হইতে প্রকটিত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতরূপ উপাধিসমূহে ব্যক্তভাব (পুরুষ শরীর) প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বেদ হইতে জাত বিবিধ সঙ্কল্পিত জগৎকে হৃদয়ে ধারণ করত উহা সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ১৫

যিনি সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম ও স্বভাব হইতে প্রেরিত হইয়া শরীর ধারণ করত ব্রহ্মা জলের সৃষ্টি করিলেন। ১৬

জলের সৃষ্টির পূর্বে বায়ুকে অবস্থিত দেখিয়া জগদ্ধাতা পরমেশ্বরের অধীনে স্থিত যে মরীচি প্রভৃতি ধাতা, উঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সকলকে ধারণ করিয়া থাকায় লোকপ্রসিদ্ধ ধাতা নাম প্রাপ্ত হইলেন। ১৭

এইরূপে এই সম্পূর্ণ জগৎ পূর্বে বায়ু হইতেই প্রকটিত হয় এবং পূর্ব হইতেই সমুদ্রে অবস্থান করে, যেমন ইহাকে অতিক্রম করিয়া উপরে উথিত হন। ১৮

পৃথিবী শব্দের বাচ্যার্থ ভূমির (তাহার উপর সম্পূর্ণ জগতের স্থিতির জন্য) অভিলাষকারী ব্রহ্মা জলকে তাহা হইতে ভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত করিয়া দিলেন। এক (জল) দ্রব পদার্থ হওয়ায় এবং দ্বিতীয় (পৃথিবী) ঘনীভূত হওয়ায় উভয়ের ভেদ স্পষ্ট হইয়া যাইল। পৃথিবী ও জলের এই পার্থক্যকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ১৯

জল হইতে হইতে উৎপন্ন পৃথিবী ইহার জল-বা কার্যরূপ

উর্দ্ধেঽহং ধাতুমিচ্ছামি সংশোষ্যাম্বুতরং মাম্ ।
গভীরে তোয়বিবরে বুদ্ধিবিংশাতিতাম্বুতম্ ॥ ২১
ততো বুদ্ধিমতী দেবী সর্বভূতপ্রবোধিনী ।
যথাযোগেন সম্ভূতা সর্বত্র বিষয়ৈষিণী ॥ ২২
শ্রুত্বা চ গদিতং তস্যা গিরং তাং সুভাষিতাম্ ।
বরাহরূপমাস্থায় নিপপাত মহার্ণবে ॥ ২৩
উদ্ধৃত্য সোঽবনিং তোয়াৎ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ।
সমাধৌ প্রলয়ং গত্বা প্রলীনো ন চ দৃশ্যতে ॥ ২৪
যত্তদ্ ব্রহ্মময়ং জ্যোতিরাকাশমিতি সংজ্ঞিতম্ ।
তত্র ব্রহ্মা সমুদ্ভূতঃ সর্বভূতপিতামহঃ ॥ ২৫
অদ্যাপি মনসা যাত্রা ধার্যতে সর্বযোনিনা ।
জ্ঞানযোগেন সূক্ষ্মেণ ... চিন্তকাত্মনা ॥ ২৬

ভিত্ত্বা তু পৃথিবীমধ্যামুদ্গাতি সমুত্থিতম্ ।
তপনস্তূর্দ্ধ্বমাতিষ্ঠন্ রশ্মিভিঃ স ধমন্নিব ॥ ২৭
তস্য মণ্ডলমধ্যাত্তু নিঃসৃতং সোমমণ্ডলম্ ।
স সনাতনকো ব্রহ্মা সৌম্যং সোমত্বমগাৎ ॥ ২৮
সোমমণ্ডলপর্যন্তাৎ পবনঃ সমজায়ত ।
তদক্ষয়মজং জ্যোতিস্তেজোভিরভিবর্দ্ধয়ন্ ॥ ২৯
স তু যোগময়াজ্ জ্ঞানাৎ স্বভাবাদ্ ব্রহ্মসম্ভবাৎ ।
সৃজতে পুরুষং দিব্যং ব্রহ্মযোনিং সনাতনম্ ॥ ৩০
দ্রবং যৎ সলিলং তস্য ঘনং যৎ পৃথিবী তথা ।
ছিদ্রং যচ্চ তদাকাশং জ্যোতির্যচ্চক্ষুরেব তৎ ॥ ৩১
বায়ুনা স্পন্দতে চৈনং সংযোগাজ্জ্যোতিসম্ভবঃ ।
পুরুষাৎ পুরুষো ভাবঃ পঞ্চভূতময়ো মহান্ ॥ ৩২

হওয়ায় নিজের কারণভূত জলে মগ্ন নিমজ্জিত ও গলিত হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহার ভক্তিমতী দেবী সর্বদিকে আকাশকে যেন মুখরিত করিতে করিতে এই সুবাক্য বলিলেন। ২০

অহো! জলের এই গভীর গর্ভে আমি নিমজ্জিত হইয়া গলিয়া যাইতেছি। নিজের শরীরে কাঠিন্য বশত বা দৃঢ়তায় আমার অহংকার নষ্ট ও দূর হইয়া উঠিতেছে, অতএব আমি উপরে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কেহ আসিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। ২১

তদনন্তর সমস্ত ভূতগণকে প্রবোধকারিণী পৃথিবীদেবী বুদ্ধিমতী হইয়া প্রকটিত হইলেন এবং নিজের অবস্থানের জন্য স্থান কামনা করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ কাতরে সর্বদিকে মুখ করিয়া নিজের উদ্ধারের জন্য বলিতে লাগিলেন। ২২

তাঁহার মুখ হইতে নির্গত এই সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি বরাহরূপ ধারণ করত সেই মহাসাগরে লম্ফপ্রদান পূর্বক পতিত হইলেন। ২৩

জল হইতে পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত করিয়া এই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করত সেই ভগবান্ সমাধিতে লয়প্রাপ্ত অথবা লীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইলেন—নিজের মূল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইলেন। ২৪

শ্রীহরির এই স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং চিন্ময় প্রকাশরূপ, শ্রুতিতে ইহার 'আকাশ' নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই সম্পূর্ণ ভূতগণের পিতামহ ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ২৫

আজও সকলের উৎপত্তির কারণভূত এই জগদাধার পরমেশ্বর প্রকাশের চিন্তাকারী সূক্ষ্ম জ্ঞানযোগের দ্বারা মনে (শেষ, কূর্মাদিরূপে) এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। ২৬

ঊর্দ্ধে থাকিয়া তাপপ্রদানকর্তা সূর্যদেব নিজের সর্বদিক্-প্রসারী কিরণসমূহের দ্বারা যেন ধমন করিতে করিতে পৃথিবীর মধ্যভাগ ভেদ করত উঁহার উৎপাদক জলের নিকট পর্যন্ত গমন করিয়াছেন। ২৭

এইরূপ অত্যন্ত তাপের জন্য সূর্যমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে সোমমণ্ডলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সনাতন পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন এই সোম-মণ্ডলের অভিমানী চেতন ব্রহ্মা সৌম্যভাব ও সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২৮

উক্ত সোম-মণ্ডলের দূর হইতে যে নিঃশ্বাস বায়ু প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই অক্ষয় তেজরূপ জ্যোতি, যাহা নিজ তাপের প্রকাশের দ্বারা সমস্ত জগতের বৃদ্ধি অথবা বিস্তার করিতে করিতে সমস্ত বস্তুসমূহের সঞ্চালক হইয়াছে। ২৯

সেই ব্রহ্মা পুরুষ যোগময় জ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বভাব হইতে সনাতন ব্রহ্মযোনিরূপ দিব্য পুরুষকে সৃষ্টি করেন। ৩০

সেই পুরুষের যে দ্রব ভাগ, তাহাই জল। তাহার ঘনীভূত অংশই পৃথিবীরূপে পরিণত হয়। তাহার যে ছিদ্র, তাহাই আকাশ এবং যাহা নেত্র, তাহাই তেজ। ৩১

পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত যে পুরুষভাব (জীবাত্মা), তাহাই বায়ুর সংযোগে এই শরীরকে চেষ্টাশীল করে। এইভাবে পঞ্চভূতের সমষ্টিরূপ শরীরকে প্রাপ্ত হইয়া যখন চেতন উহাতে নিবাস করে, তখন সেখানে ইন্দ্রিয়রূপী জ্যোতি ও অন্তঃকরণের প্রাকট্য হয়। পঞ্চভূতগণের মিশ্রিত যে বিরাট্ শরীর, তাহাতেও সেই অন্তর্যামী ভূতাত্মা নিবাস করেন। বিভিন্ন প্রকারের যেই শরীর, তৎ সমস্তই ইহার পক্ষে সম, অতএব এই সনাতন পরমাত্মা

সূর্য্যাত্মা বৈ সমে তস্মিংস্তস্মিন্ দেহে সনাতনঃ
তথাত্মা নিহিতং জ্ঞানং যোগাদ্ যজ্ঞঃ সনাতনঃ ॥৩৩
তপনস্যৈব তদ্রূপং যোঽগ্নির্বসতি দেহিনাম্ ।
শরীরে নিত্যশো যুক্তো ধাতুভিঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৩৪
স্বভাবাৎ কল্পমায়াতি স্বভাবাল্লয়মেতি চ ।
স্বভাবাদ্ বিন্দতে শান্তিং স্বভাবাচ্চ ন বিন্দতি ॥ ৩৫
ইন্দ্রিয়ৈরভিভূতাত্মা মোহিতো ব্রহ্মণঃ পদে ।
সম্ভবং নিধনং চৈব কর্মভিঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৬
যাবত্তদ্ ব্রহ্মবিষয়ং নোপযাতীহ তত্ত্বতঃ ।
তাবৎ সংসারমাপ্নোতি সম্ভবাংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭
ইন্দ্রিয়ৈর্ব্যতিরিক্তো বৈ যদা ভবতি যোগবিৎ ।
তদা ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ প্রশান্ত্যগ্রে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৩৮

প্রতিবিম্বমমুং লোকং ব্রহ্মবান ন প্রপদ্যতে
ন চ রাগবশৈর্যাতি ন চ সজ্জতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৯
আগতিঞ্চ গতিং চৈব নিধনং সম্ভবং তথা ।
ভূতেভ্যো বেত্তি সর্বজ্ঞঃ পরাং সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ৪০
আত্মনো গতয়শ্চৈব তথা বিষয়গোচরম্ ।
পুরস্তাৎ কর্মনির্মুক্তে পদে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪১
চিত্তগ্রাহীস্তু মনসা রুন্ধ্যাৎ পূর্বাংশ্চ বাসনাঃ ।
ভিদ্যমানাঃ প্রলোভেন বায়ুভিন্নমিবার্ণবম্ ॥ ৪২
পচ্যন্তে হৃদয়ে দোষাঃ পরেভ্যো জ্ঞানচক্ষুষা ।
ব্রহ্মপ্রাপ্তমিবাত্মা বৈ বিমুক্তো দেহবন্ধনাৎ ॥ ৪৩
সৃজেদপি পরং লোকং সংহরেদপি বিগ্রহম্ ।
তেজোমূর্তিরিবাদিত্যবিদ্ লোকাংশ্চ সংসৃজেৎ ॥ ৪৪

---

সেই সত্ত্বেরই মধ্যে অনাদিকাল হইতেই বিরাজমান থাকেন। এই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সকলেরই বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত এবং এই সনাতন পরমেশ্বরই যোগবলে নিজের স্বরূপভূত সেই জ্ঞানের সাক্ষাৎকারকারী। ৩১-৩৩

দেহধারিগণের দেহে যে অগ্নির বাস, সেই অগ্নি সূর্য্যেরই স্বরূপ। এইভাবে পঞ্চভূতসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত শরীরে সেই ভূতগণের সহিত মিলিত যে জীবাত্মা, তিনি সেই সনাতন পরমাত্মারই অংশ। ৩৪

এই জীবাত্মা আপনার ধাতুসমূহের সহিত সঙ্গত, অতএব নিজের স্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া সেই দেহযুক্ত স্বভাববশতই জন্ম প্রাপ্ত হন (তিনি নিত্য-মুক্ত হইলেও অজ্ঞ স্বভাববশতঃ দেহের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ মনে করেন।) এই স্বভাববশতই তিনি নিজের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যের নাশের ভয় প্রাপ্ত হন। স্বভাববশতই তিনি শরীরের স্বভাবে শান্তি অনুভব করেন এবং উহার অসহতায় স্বভাবতই তিনি শান্তিলাভ করেন না। ৩৫

ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অভিভূত চিত্ত মানব ব্রহ্মপদ (পরমাত্মার স্বরূপ) সম্বন্ধে মোহিত (জ্ঞানশূন্য) হইয়া যায় এবং কর্মসমূহে বদ্ধ থাকিয়া জন্ম-মরণ লাভ করিতে থাকে। ৩৬

যতকাল না তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেই মানব ব্রহ্মজ্ঞানের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়, ততকাল তাহার সংসার ও তাহার মধ্যে বারংবার জন্ম-মরণ প্রাপ্তি হইতে থাকে। ৩৭

যখন যোগবেত্তা পুরুষ যোগবলে নিজেকে ইন্দ্রিয়গণ হইতে ভিন্ন তাঁহার নিজভাবে বুঝিতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া নিজের স্বরূপভূত আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান। ৩৮

সেই পুরুষ তখন পরলোকেরও সুখ পরিত্যাগ করত ব্রহ্মানন্দসম্পন্ন হইয়া যান। অতঃপর তিনি রাগ দ্বেষাদির কারণ শোকবশ প্রাপ্ত হন না এবং না কখনও কোনও বিষয়ে আসক্ত হন। ৩৯

তিনি সর্বজ্ঞ ও পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ, গমনাগমন বাহ্যান্তর জন্ম-মরণকে জানিতে পারেন; কিন্তু নিজে সেই চক্রে পতিত হন না। ৪০

তখন পুরুষ নিজের পরিত্যক্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপাদানসমূহ এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহও জানিতে পারেন। তারপর কর্মসমূহের দ্বারা অনুষ্ঠানসকল হইতে নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মার পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান। ৪১

অতএব বিবেকী পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি চিত্তকে বন্ধনকারী কামাদি দোষসকল ও প্রবল লোভে অনেক শাখা-সমূহে বিভক্ত সেই পূর্ববাসনাসমূহকেও নিরোধ করিবেন, যাহা বায়ুতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় মনুষ্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। ৪২

এইভাবে বাসনাসমূহের নিরোধকারী পুরুষের কামাদি দোষসমূহে মলিন বুদ্ধি জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শুদ্ধ হইয়া যায়। এই জ্ঞান বেদে কথিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা জীবাত্মা এই শরীরে থাকিয়াও উহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৪৩

তেজোমূর্তি যোগী আদিত্যসদৃশ পুরুষের ন্যায় যোগবিদ্যার প্রভাবে দ্বিতীয় লোকের সৃষ্টি ও সংহারও করিতে পারেন। তিনি বিধাতা প্রকৃতির ন্যায় এই লোককেও পূর্বরূপে সৃজন করিতে পারেন। ৪৪

তির্য্যগ্‌যোনৌ গতাংশ্চৈব কর্ম্মভিনির্য়োগতৈঃ
তানপি প্রতিমুচোত ব্রহ্মযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৪
অকারণ জরা চৈব যোগকর্ম্মাভিবিষ্যতে।
ন জরা বিদ্যতে তত্র যদ্ ব্রহ্ম কর্ম্মভির্জ্জিতম্ ॥ ৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এই যোগী যেরূপ তাঁহার বন্ধনকর কর্ম্মসমূহের দ্বারা পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনিসমূহে পতিত জীবগণকেও ব্রহ্মে সংলগ্ন নিজের চিত্তের সহায়তায়ই মুক্ত করিতে পারেন এবং সেই সব কর্ম্মসমূহের বন্ধনও মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। ৪৫

যোগসাধক সাধনা জরা ও অজর ( ভোগ ও মোক্ষ ) উভয়কে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ যোগীর ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সুলভ হয়। কিন্তু যিনি অবিনাশী ব্রহ্ম, তাঁহাতে কর্ম্মসমূহের দ্বারা উপলক্ষিত জরার ( ক্ষণভঙ্গুর জগৎ ও তাঁহার ভোগের ) সত্তা নাই। ৪৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[ মৈনাকপর্ব্বতস্য স্থিতিঃ, মেরুপৃষ্ঠোপরি পরমাত্মনো ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ, মেরুপর্ব্বতস্য বিশালতা, ব্রহ্মণা সৃষ্টিঃ, ব্রহ্মণো ব্রহ্মণশ্চ স্বরূপবর্ণনম্, গঙ্গায়াঃ প্রাদুর্ভাবঃ, সোমস্যোৎপত্তিঃ, ধর্ম্মস্য পাদঃ, যোগ-সাধনা, ঐশ্বর্য্যাত্তো হানিঃ, বেদানামাবির্ভাবঃ, যজ্ঞপুরুষস্য বর্ণনম্, যোগবিদো মহিমা, চিত্তস্যোপলব্ধৌ কারণম্, মোক্ষসহকৃতকর্ম্মকরণস্য বিধানম্, কর্ম্মফলত্যাগে মুক্তিশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
পৃথিব্যাং যৎ কৃতং ছিদ্রং তপনেন বিবর্ত্ততা
তস্মিন্নাত্তোঽথ মৈনাকঃ স্বভাবনির্ম্মিতোঽচলঃ ॥ ১
পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতস্তস্য লভতে নাম সংস্থিতম্
অচলাদচলস্তস্য স্বভাবাদক্ষয়স্তথা সঃ। ২
তস্য পৃষ্ঠে প্রবিস্তীর্ণে নগস্য সুমহাত্মনঃ
তস্মিংস্তু পুরুষো ব্যক্তো বসতি জ্যোতিসম্ভবঃ
বিহিতশ্চ স্বভাবেন তেনৈব পরমাত্মনা ॥ ৩
যত্তদ্ ব্রহ্মময়ং তেজো নিহিতং শিরসোঽস্থুরে।
তস্য জ্যোতির্ম্ময়ং রূপং দীপ্তং পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৪
বদনাগ্ৰভিনিষ্ক্রান্তং জলমুদির তেজসা
চতুর্ভির্বদনৈর্যুক্তঃ চতুর্ভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ। ৫
বক্ত্রং ব্রহ্মসমুদ্ভূতং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ
তমেব তমসদ্ভূতং পুনর্ভাবত্বমাগতম্ ॥ ৬
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী পুরস্তাৎ সলিলাশয়াৎ।
ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মণঃ স্থানাদলোকো লোকতাং গতঃ ॥ ৭

### সপ্তদশ অধ্যায়।

[ মৈনাক পর্ব্বতের স্থিতি, মেরুপৃষ্ঠের উপর পরমাত্মা হইতে ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব, মেরুপর্ব্বতের বিশালতা, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্টি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার স্বরূপ বর্ণন, গঙ্গার প্রাদুর্ভাব, সোমের উৎপত্তি, ধর্ম্মের পাদ, যোগ সাধনা, ঐশ্বর্য্য হইতে হানি, বেদসমূহের আবির্ভাব, যজ্ঞপুরুষের বর্ণন, যোগবিদের মহিমা, চিত্তের উপলব্ধিতে কারণ মোক্ষসহকৃত কর্ম্ম করিবার বিধান এবং কর্ম্মফল ত্যাগে মুক্তি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পরিবর্ত্তমান সূর্য্য পৃথিবীতে যে ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই স্বভাবতঃ নির্ম্মিত মৈনাক পর্ব্বতকে স্থাপিত করা হয়। ১

ইহার উপর বহু পর্ব্ব ( কামনা পূরক 'চিন্তামণি' কল্পবৃক্ষ ও কামধেনু প্রভৃতি ) আছে, সেইজন্য এই মৈনাক 'পর্ব্বত' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মৈনাক অবিচল হওয়ায় 'অচল' নামেও অভিহিত হয় এবং স্বভাবতই মেরুর সমান অবস্থিত। ২

এই পর্ব্বতের পৃষ্ঠভাগে এক মহান্ সহস্রশিরাশালী, বাক্যকলধারী পুরুষ নিবাস করেন, যিনি জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পরমাত্মা স্বভাবতই এই পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৩

মস্তকস্থিত সহস্রার চক্রে যে ব্রহ্মময় তেজ বিরাজমান আছেন অথবা বেদাতে যে ব্রহ্মময় তেজকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহারই জ্যোতির্ম্ময়রূপ এই পুরুষের রূপে প্রকটিত হইয়া প্রকাশিত হন। ৪

সেই পুরুষের মুখ হইতে চারমুখযুক্ত ও চার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব হয়, যিনি নীজ তেজে যেন উদ্ভাসিত আছেন। ৫

তাঁহার মুখ বেদ, যিনি পরমাত্মার নিঃশ্বাসরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা সেই বেদাধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণশিরোমণি। এইভাবে সেই মহাভূত পুনরায় পুরাতনতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬

যিনি পূর্ব্বকালে মহাসাগরের মধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনিই এই মহাভূত, তিনি ব্রহ্মার স্থান মেরু-

পদমধ্যে ব্রহ্মলোকং শৃঙ্গং মেরোস্তদাভবৎ
উচ্ছ্রিতং যোজনশতং সহস্রশতমেব চ ॥ ৮
এবমেব চ বিস্তারঃ চতুর্ভিস্ত্বধিকং গুণৈঃ ।
অথবা নৈব সংখ্যাতুং শক্যঃ দৃষ্টেন কেনচিৎ ।
সমাঃ সহস্রৈর্বহুভিরপি দিব্যেন তেজসা ॥ ৯
চতুর্ভিঃ পার্শ্ববিস্তারৈঃ শিলাভির্বহুভিঃ সংবৃতৈঃ ।
নগস্য যস্য রাজেন্দ্র বিস্তারৈঃ শতযোজনৈঃ ॥ ১০
কোটিকোটিশতগুণৈস্ত্বধিকং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
যোগযুক্তৈঃ সদা সিদ্ধৈর্নিত্যং ব্রহ্মপরায়ণৈঃ ॥ ১১
মরুদ্ভিঃ সহ দেবেন্দ্রৈ রুদ্রৈর্বসুভিরেব চ ।
আদিত্যৈর্বিশ্বসহিতৈ ররক্ষ বসুধাধিপান্ ॥ ১২
ররক্ষ পৃথিবীং চৈব ভগবান্ বিষ্ণুনা সহ ।
বিবস্বদ্-বরুণাভ্যাঞ্চ সখ্যাতঃ গদিতং নৃপ ॥ ১৩

তেন ব্রাহ্মেণ বপুষা ব্রহ্মপ্রাপ্তেন ভারত ।
যত্তদ্ বিষ্ণুময়ং তেজঃ সর্বত্র সমতাং গতম্ ॥ ১৪
যজ্ঞব্রহ্মেতি বৈ প্রোক্তং ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ।
নিয়মৈর্বহুভিঃ প্রাপ্তৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ১৫
এবমেতে ত্রয়ো লোকা ব্রাহ্মেঽহনি সমাহিতাঃ ।
ভূতানি ব্রহ্ম চাব্যক্তং ব্যক্তং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মণো নিয়তং কর্ম প্রভাবেণ প্রচোদিতম্ ।
প্রবর্তমানং ভাবেন শশ্বদচ্ছলবাদিনাম্ ॥ ১৭
এতদ্ধিতমিতি প্রোক্তং ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ।
যদেকং ব্রহ্মণঃ পাদং দিষ্টং গদিতং পরম্ ॥ ১৮
যস্মাদ্ বিপ্রভাবানাং বিবশঃ প্রযুজ্যতে ।
ব্রাহ্মণৈর্যজ্ঞভাক্ত্বা সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ১৯

পূর্বে যাহারা চতুর্মুখ ব্রহ্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যিনি বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ পুনরায় ব্রহ্মার রূপে দৃষ্টিগোচর হইলেন। ৭

সেই সময় এই ভগবানের দুই চরণের মধ্য স্থানে যে মেরু-পর্বতের শিখর ছিল, উহাই ব্রহ্মলোক হইল। উহার উচ্চতা এক লক্ষ একশত যোজন। এইরূপে উহার বিস্তারও উহা হইতে চতুর্গুণ পরিমিত। ৮

অথবা কোনও প্রাণী কয়েক সহস্র বর্ষে দিব্য জ্ঞানের দ্বারাও উহার বিস্তার গণনা করিতে সমর্থ হন না। ৯

রাজেন্দ্র! তাহার চার পার্শ্বে চার বড় বড় শিলা আছে, যাহাদের দ্বারা উহার বিস্তৃত পার্শ্বভাগ পরিবৃত রহিয়াছে। এই সব শিলার বিস্তার শত যোজন। মেরুপর্বতের বিস্তার এই সব হইতে কোটি কোটি শত গুণ অধিক—এইরূপই সিদ্ধগণ, নিত্যব্রহ্মপরায়ণ, যোগযুক্ত ব্রহ্মবাদী পুরুষগণ নির্দেশ করিয়াছেন। ১০-১১

নৃপ! ভরতনন্দন! শ্রীবিষ্ণু এবং মরুদ্গণ, দেবেন্দ্রগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ, বিবস্বান্ ও বরুণের সহিত থাকিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম শরীরের দ্বারা পৃথিবী ও পৃথিবীপতিগণকে রক্ষা করেন। ১২-১৩।

ব্রহ্মা যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম সর্বত্র ভাবে অবস্থিত এবং বিষ্ণুময় তেজরূপে প্রকাশমান। বহু নিয়মসমূহ যাঁহাদিগকে অনুগত করিয়া লইয়াছিল, যাঁহারা সত্যভাষণ ও ব্রহ্মচর্য-ব্রতপালনে তৎপর, সেই বেদপারগামী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন ও জানিয়াছেন, উনিই সেই ব্রহ্ম। ১৪-১৫

এইরূপ এই তিন লোক ব্রহ্মার দিনে অবস্থান করে। অব্যক্ত ব্রহ্মও সেই দিনে চারভূত পদার্থের মধ্যে জীবাত্মারূপে ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬

পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রভাবে নিয়ামকরূপ বেদের দ্বারা) প্রতিপাদিত যে নিয়ত নিত্য কর্ম, তাহা ছল-কপটহীন বাক্যভাষী পুরুষগণের দ্বারা যদি নিরন্তর শুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা হিতকারক হইয়া থাকে। ১৭

বেদের পারগত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ এইরূপে নিত্যাচ্ছভাবে কৃত কর্মকেই হিতকারক বলিয়াছেন, যে শব্দকে দিষ্ট—প্রারব্ধ বা পূর্বকৃত কর্মের ফল বলা হইয়াছে, সেই দিষ্ট ব্রহ্মের (পরমাত্মার) এক পাদ (লেশমাত্র)•। ১৮

বিশ্বকে যাঁহার এক পাদ বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভূতগণের নিত্যাদি আত্মা। উঁহাকে সকাম কর্মসমূহের দ্বারা লাভ করা যায় না), তথাপি বেদাভ্যাসী বিপ্রগণের ভাবসমূহের বিবিধতার জন্য সত্যব্রতে তৎপর ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণাদি সমস্ত শব্দ যাঁহার মধ্যে বাচকরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই বিষ্ণুকে যজ্ঞসমূহে বিনিয়োগ করেন। । সেই সকাম যজ্ঞসমূহের দ্বারা ইন্দ্রাদি লোকসকলই লাভ হয়, যাহা মোক্ষ বা ভগবৎপ্রাপ্তির

• শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' ইত্যাদি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভূত বা সমস্ত ভৌতিক জগৎ এই পরমাত্মার এক পাদ (চতুর্থ অংশ)।

বিশ্বরূপং মনোরূপং বুদ্ধিরূপঞ্চ মানদম্
এবং স্বয়ং স ভগবান্ প্রথমং মিথুনং সৃজৎ ॥ ২০
স এব ভগবান্ বিশ্বো দেব্যা সহ সনাতনঃ
বিধায় বিপুলান্ ভোগান্ ব্রহ্মা চরতি সানুগঃ ॥ ২১
স এব ভগবান্ ব্রহ্মা নিত্যং ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
নির্ব্বাণপদসন্ন্যাসকিঙ্কণপথৈষিণাম্ ॥ ২২
সোমাৎ সোমঃ সমুৎপন্নো বায়ুসলিলবিগ্রহাৎ।
যয়াভিষিক্তো ভূতানামধিপত্যে মহেশ্বরঃ ॥ ২৩
অভিষিচ্য চ ভূতেশং কৃত্বা কর্ম্ম স্বভাবতঃ।
নদতি স্ম যদা নাদং তেন সা প্রোচ্যতে নদী ॥ ২৪
সা ব্রহ্মলোকং সম্ভাব্য অতিভূয় মহত্তরম্।
গাং গতা গগনাদ্দেবী সম্ভবা প্রসসার চ ॥ ২৫
সহস্রধা চ রাজেন্দ্র বহুধা চ পুনঃ পুনঃ।
ইমং লোকমমুং চৈব ভাবয়ন্ জগদব্যয়ম্ ॥ ২৬
ততো ভূতানি বর্দ্ধন্তি মহাভূতফলানি চ।
ততঃ সর্ব্বে ক্রিয়ারম্ভাঃ প্রবর্ত্তন্তে মনীষিণাম্ ॥ ২৭
চতুর্ভির্বদনৈস্তস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।
তদাক্ষরময়ী সিদ্ধির্দিশঃ সমুপাগতা ॥ ২৮
তস্য জ্ঞানময়ঃ পুণ্যঃ চতুষ্পাদঃ সনাতনম্।
পঠিতো বেদান্তবদ্দেবো ব্রহ্মা চাত্র পিতামহঃ ॥ ২৯
পাদা ধর্ম্মস্য চত্বারো যৈরিদং ধার্য্যতে জগৎ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বাক্যেন গৃহস্থেন চ পাবনে ॥ ৩০

নিকট নিত্যই দুঃখ। অতএব মুমুক্ষু পুরুষগণের নিষ্কাম কর্ম্ম-সমূহের দ্বারাই পরমাত্মার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। ॥ ১৯

বিশ্বরূপ (স্থূল) ও মনোরূপ (সূক্ষ্ম)—এই উভয়ই কেবল বুদ্ধিমাত্ররূপ। এরূপ জানিয়াই সেই ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে স্ত্রী-পুরুষরূপ যুগলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ২০

সেই বিশ্বরূপ সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা স্বীয় শক্তিস্বরূপ দেবীর সহিত বিপুল ভোগসমূহ রচনা করত নিজের অনুগামী জনগণের সহিত সেই সব আচরণ (উপভোগ) করিতে লাগিলেন। ২১

অকিঞ্চন-পথে (সন্ন্যাস-মার্গে) যাইতে ইচ্ছুক যাঁহারা মোক্ষকামী অথবা পথের যাত্রী, সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণের পক্ষে যিনি সদা বরণীয় পরমাত্মা, তিনিই এই ভগবান্ ব্রহ্মা। ২২

অদ্ভুত জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর হইতে ওষধিসমূহের পতি সোম উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই সময় এই লোকের উৎপাদক সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ ঊর্দ্ধ্বলোক হইতে নিঃসৃত জলধারাই ছিল, যাহার দ্বারা ভগবান্ মহেশ্বর ভূতনাথের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ২৩

এই জলধারা সেই সময় স্বাভাবিকভাবে ভূতনাথ মহেশ্বরকে অভিষিক্ত করিয়া সেই মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার পর কলকলনাদ করিতে লাগিলেন, সেইজন্য তিনি 'নদী' নামে কথিত হন। ২৪

ব্রহ্মলোকের মহত্ত্ব বর্দ্ধিত করিয়া পদরোধকারী পর্ব্বত-সকলকে সহস্রধাও খণ্ডিত করিয়া সেই দেবী গগন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অতএব 'গাং গতা' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাঁহার নাম 'গঙ্গা' হইল। তিনি তখন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, বরদা, সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী—এই সব ধারায় বিভক্তা হইয়া সর্ব্বদিকে প্রসারিতা হইলেন। ২৫

রাজেন্দ্র! এই ভগবতী গঙ্গা অনেক নদী ও তীর্থরূপে সহস্র সংখ্যায় বিভক্তা হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ বিভূতিভেদে অনেক রূপ ধারণ করিলেন। এই গঙ্গা হইতেই উৎপন্ন সোমদেব অন্নাদি ওষধিসমূহ বর্দ্ধিত করিয়া এই ভৌতিক লোককে এবং নিজের সুধাময়ী কিরণাবলির দ্বারা পরলোককেও পুষ্টি এবং রক্ষা করিতে লাগিলেন। ২৬

এই লোকের বৃদ্ধি হওয়ায় মনুষ্যাদি প্রাণিগণও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পৃথিবী, জল ও তেজ—এই তিন মহাভূত ও এই মহাভূতত্রয়ের যে ব্রীহি প্রভৃতি ফলসমূহ, তাহারাও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। তারপর এই ব্রীহি প্রভৃতি ফলসমূহ ও মনুষ্যাদি প্রাণিগণের দ্বারা মনীষী পুরুষদিগের সমস্ত ক্রিয়াসকল যজ্ঞ-যোগ আরম্ভ হইল। ২৭

সেই পরমেশ্বরের মুখারবিন্দ হইতে যে চার বেদরূপে অক্ষরময়ী সিদ্ধি প্রকটিতা হইল, তাহাই উপদেশতার প্রাপ্ত হইয়া থাকিল। ২৮

সেই পরমাত্মার যে চিন্ময়, পুণ্যাত্মক, (ঋক্, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু—এই) চার পাদযুক্ত এবং সনাতন (অনাদি)-রূপ আছে, তাঁহার অধিপতিরূপে এখানে পিতামহ ব্রহ্মাই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ২৯

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম ধর্ম্মের চার পাদ। যাহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ধৃত আছে। বাক্যরূপে বাক্‌ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের দ্বারা ধর্ম্মের এক পাদ পুষ্ট হয়। পবিত্র গৃহকে আশ্রয় করিয়া পালিত গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা ধর্ম্মের দ্বিতীয় পাদ পরিপুষ্ট হয়। ৩০

গুরুভাবেন বাক্যেন শুশ্রূষাভিরতাশ্চ যে।
ইত্যেতে ধর্মপাদাঃ স্যুঃ স্বর্গহেতোঃ প্রচোদিতাঃ ॥ ৩১
তান্নাম্বর্মেণ শুক্লেন সোমো বর্দ্ধতি মণ্ডলে
ব্রহ্মণো ব্রহ্মচরণাদ্ বেদা বর্ত্তন্তি শাশ্বতাঃ ॥ ৩২
গৃহস্থানতি বাক্যেন তৃপ্যন্তি পিতরস্তথা
ঋষয়োঽপি চ ধর্মেণ নগস্য শিরসি স্থিতাঃ ॥ ৩৩
নগস্য তস্য সম্পশ্য মেরোঃ শিখরমুত্তমম্।
পদ্ভ্যাং সংপীড্য বৃষণাবৃষিভিস্তৈর্বিচার্যতে ॥ ৩৪
গ্রীবাং নিগৃহ্য পৃষ্ঠঞ্চ বিনাম্য প্রহসন্নিব।
নাভিদেশে করৌ শুক্ল সর্পাশো হস্তানি সংক্ষিপন্ ॥ ৩৫
মূর্দ্ধি ব্রহ্ম সমুৎক্ষিপ্য মনসাপি পিতামহঃ
অসৃজন্মনসা বিষ্ণুঃ যোগাদ্ যোগেশ্বরস্য চ ॥ ৩৬
ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্বিশ্বাদ্ বিশ্বনিবোদ্ভবঃ।
তেজোমূর্ত্তিধরো দেবো নভসীন্দুরিবোদিতঃ ॥ ৩৭
ব্রহ্মা ব্রহ্মযোগেন সংব্রাংশুরিবাপরঃ।
বিরাজমানসো মধ্যে প্রভাভিরতুলং প্রভুঃ ॥ ৩৮
নোপলভ্যতি মূঢ়ানাং প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
ললাটমধ্যে তিষ্ঠন্তং দ্বিধাভূতং ক্রিয়াঃ প্রতি ॥ ৩৯
জ্যোতিশ্চক্ষুষি সম্বদ্ধঃ বিম্বঃ ভাস্কর-সোময়োঃ।
বুদ্ধ্যা পূর্ব্বং তু পশ্যন্তি অধ্যাত্মবিষয়ে রতাঃ ॥ ৪০

তপস্যার দ্বারে গৌরবান্বিত দানপ্রভাবদের দ্বারা ধর্মের তৃতীয় পাদের পুষ্টি হয় এবং আর্জবের প্রতিপাদক ও তৃতীয় ব্রহ্মের প্রাপ্তিকারক 'তত্ত্বমসি' আদি মহাবাক্যের বিচারে যুক্ত সন্ন্যাস-আশ্রমের দ্বারা ধর্মের চতুর্থপাদ পুষ্ট হয়। ইহাই হইল—ধর্মের চার পাদ, যাহা স্বর্গ (নিঃশ্রেয় ও মোক্ষ) প্রাপ্তির জন্য পাদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৩১

শাস্ত্রানুসারে শুক্ল-ধর্মের পালনে সোম (সোমাভিষিক্ত মন) ব্রহ্মমণ্ডলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সে স্থির অভিমান ত্যাগ করিয়া সমষ্টির অভিমানসম্পন্ন হয়। বেদের উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য-ব্রতের পালন ও স্বাধ্যায়ের দ্বারা সনাতন বেদ সদা বর্তমান থাকেন। ৩২

বেদোক্ত ধর্মপালন-রত গৃহস্থগণকে দেখিয়া মেরুপর্বতের শিখরে অবস্থিত পিতৃগণ ও ঋষিগণও তাঁহাদের ধর্মে তৃপ্তিলাভ করেন। ৩৩

সেই মেরু-পর্বতের উত্তম শিখরকে (যাঁহাকে ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে) দর্শন কর—উহার প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন কর। (কিভাবে প্রযত্ন করিবে, তাহা বলিতেছেন—) ঋষিগণ দুই পদের দ্বারা অণ্ডকোষদ্বয়কে চাপ দিয়া সিদ্ধাসনে* অবস্থান করত তাঁহার (ব্রহ্মলোকের) চিন্তা করেন। ৩৪

গ্রীবাকে বৃদ্ধিয়া দুই বাহুর মধ্যভাগের সন্নিকটে যোজিত করিবে এবং পৃষ্ঠকে এইভাবে ভিতরের দিকে নত করিবে, যাহাতে বক্ষঃস্থল কিছু উঠিয়া থাকে। তারপর হাস্যরত পুরুষের ন্যায় মুখ্য করত হস্তসমূহকে পরস্পর স্পর্শ হইতে দিবে না। দুই হস্তকে নাভিদেশে রাখিয়া অঞ্জলি মুদ্রা করিবে অর্থাৎ বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিবে। তারপর সর্বদিক্ হইতে নিজের অন্তঃকরণকে সংযত রাখিয়া ধ্যান করিবে। ৩৫

এইভাবে ধ্যান করিতে করিতে অধিকারী পিতামহ মনঃ-প্রধান প্রাণের দ্বারা ব্রহ্ম অর্থাৎ নিজের জীবাত্মাকে মূর্দ্ধায় (ভ্রূদ্বয় ও নাসিকার মধ্যভাগে) স্থির রাখিয়া মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা বিষ্ণুকে অর্থাৎ বিশ্বরূপকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐরূপে তিনি যোগেশ্বরের যোগ হইতে কৃত। (চিত্তবৃত্তি-নিরোধকে যোগ বলে। ইহা প্রাণবেগ বা প্রাণায়ামের অধীন। অতএব ইনিই যোগেশ্বর।) সেই প্রাণায়ামের যোগ অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা তিনি পূর্বোক্ত রীতিতে জীবকে মূর্দ্ধায় স্থাপিত করত ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ জগতের রচনায় সফল হন। ৩৬

প্রত্যাহারের সাধনায় যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহ হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছিল, সেই যোগী পিতামহ পরিচ্ছিন্নতার বন্ধন হইতে মুক্ত এবং ব্যাপক বিষ্ণুরূপ হইয়া বিশ্ব হইতে প্রকটিত বিশ্বের ন্যায় নিজের স্বরূপ হইতেই তেজোমূর্তিধারী নারায়ণদেবরূপে প্রকটিত হইলেন এবং আকাশে উদিত চন্দ্রের সদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৩৭

তিনি আকাশের মধ্যভাগে নিজের প্রভাসমূহে অনুপম শোভাসম্পন্ন দ্বিতীয় ভগবান্ সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মযোগে (চৈতন্য-জ্যোতির সংযোগে) উদ্ভাসিত হইতে লাগিলেন। ৩৮

মূঢ়চিত্ত পুরুষ প্রত্যেক ক্রিয়ায় নিয়ম্য ও নিয়ামকরূপে দুই স্বরূপে স্থিত এবং ললাটের মধ্যভাগে বিরাজমান সনাতন ব্রহ্মকে (বিষ্ণুকে) সাক্ষাৎকার করিতে পারে না। ৩৯

সূর্য ও চন্দ্র যাহাদের দেবতা, সেই ইড়া ও পিঙ্গলানামক দুই নাড়ীর মধ্যে বিস্তৃত যে চৈতন্য জ্যোতি আছে, তাহার

* অন্যত্র সিদ্ধাসনের লক্ষণ এইরূপ দেখা যায়—"মেঢ্রাদুপরি বিন্যস্য সব্যং গুল্ফং তথোপরি। গুল্ফান্তরঞ্চ বিন্যস্য সিদ্ধাসনমিদং ভবেৎ"। অর্থাৎ বামপদের গুল্ফ (গোড়ালি) লিঙ্গের উপরে রাখিয়া তাহার উপরে দক্ষিণ পদের গুল্ফ রাখিয়া বসিলে 'সিদ্ধাসন' হয়।

ব্রাহ্মণা বেদবিদ্বাংসঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ
নেতরে জাতু পশ্যন্তি অধ্যাত্মং নাববুধ্যতে ॥ ৪১

হিংসাযোগৈরযোগাত্মা সর্বপ্রাণচরৈর্নৃপ।
কুরুতে ভুবি কুত্তেশো মোক্ষপ্রাপ্তেন চেতসা ॥ ৪২

কর্মভিঃ কুৎসিতৈস্তৈস্তৈঃ সর্বপ্রাণিবধৈষিণাম্।
নরাণাং যোগমাধায় বেদ্যু মাত্রেষু ভারত ॥ ৪৩

সমাহিতমনা ভূত্বা মোক্ষপ্রাপ্তেন চেতসা।
চন্দ্রমণ্ডলসংস্থানাজ্জ্যোতিষ্কাণ্ডং মহত্তদা ॥ ৪৪

প্রবিশ হৃদয়ং ক্ষিপ্রং গায়ত্র্যা নয়নান্তরে।
সর্বতঃ সম্ভবো যস্য চতুর্ধা পুরুষাত্মকঃ ॥ ৪৫

ব্রহ্মতেজোময়ো যুক্তঃ শাশ্বতোঽথ ধ্রুবোঽব্যয়ঃ।
ন চেন্দ্রিয়গুণৈর্যুক্তো যুক্তস্তত্তেজসা গুণৈঃ ॥ ৪৬

চন্দ্রাংশুবিমলপ্রখ্যো ভ্রাজিষ্ণুর্বর্ণসংস্থিতঃ।
নেত্রাভ্যাং জনয়ন্দেবো ঋগ্বেদং যজুষা সহ ॥ ৪৭

সামবেদঞ্চ জিহ্বাগ্রাদথর্বাণঞ্চ মূর্ধতঃ
জাতমাত্রাস্তু তে বেদাঃ ক্ষেত্রং বিন্দন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৮

তেন বেদত্বমাপন্না যস্মাদ্ বিন্দন্তি তৎপদম্।
তে সৃজন্তি তদা বেদা ব্রহ্ম পূর্বং সনাতনম্ ॥ ৪৯

পুরুষং দিব্যরূপাভং স্বৈঃ স্বৈর্ভাবৈর্মনোভবৈঃ।
অথর্বণস্তু যো যোগঃ শীর্ষং যজ্ঞস্য তৎ স্মৃতম্ ॥ ৫০

গ্রীবা বাহ্বন্তরং চৈব ঋগ্ভাগঃ স ভবেত্ততঃ।
হৃদয়ং চৈব পার্শ্বঞ্চ সামভাগেন নির্মিতঃ ॥ ৫১

বস্তিশীর্ষং কটীদেশং জঙ্ঘোরুচরণৈঃ সহ।
এবমেষ যজুর্ভাগঃ সম্ভূতো যজ্ঞকল্পিতঃ।
পুরুষো দিব্যরূপাভঃ সম্ভূতো হ্যক্ষরাৎ পদাৎ ॥ ৫২

---

ধারণা করা আবশ্যক। উহ বেদেন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় (উহার দ্বারা বেদে ধ্যানকে প্রকাশিত করিবার শক্তি লাভ হয়।) প্রথমে অধ্যাত্মবিষয়ক চিন্তাশীল সত্যব্রতপরায়ণ বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা উহাকে সাক্ষাৎকার করেন। অন্য ব্যক্তিগণ কদাপি উহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। অন্য ব্যক্তিগণের উহা বোধগম্য হয় না। অর্থাৎ বোধ হ' দূরের কথা। ৪০-৪১

নৃপ জনমেজয়! যিনি ভূতলে যোগজনিত ঐশ্বর্যের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, সেই যোগী যদি নিজের চিত্তকে মোক্ষসাধক যোগে নিরত করিয়া না রাখেন, তবে সেই ঐশ্বর্য তাঁহাকে সমস্ত প্রাণিগণের সংহারকারী হিংসাযোগে ব্যাপৃত রাখিয়া পরাভূত করিয়া দেয়। ৪২

ভরতনন্দন! সেই সব বিভূতি (ঐশ্বর্য) সমস্ত প্রাণিগণের বধকারী মনুষ্যদিগকে নিজেদের ভোগ্য বিষয়ের জন্য নানা কুৎসিত কর্মে আসক্ত রাখিয়া তাহাদিগকে বিনাশের গর্তে পাতিত করে। ৪৩

সেইজন্য মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মার চিন্তায় চিত্তকে পূর্ণরূপে নিরত রাখ। চন্দ্রমণ্ডল অর্থাৎ মনের সংস্থান-(ইন্দ্রিয়বিষয়)-কে পরিত্যাগ করিয়া মহান চন্দ্র জ্যোতিতে, যাহার স্থান হৃদয়, প্রবেশ কর। শীঘ্র নিজ বাসনার আকাঙ্ক্ষায় গায়ত্রী অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের নেত্রের ন্যায় প্রকাশক বিশুদ্ধ তেজের মধ্যে অবস্থান কর, যাহা নিখিল জগতের উৎপত্তিস্থান। তিনি অকার, উকার, মকার ও অর্ধমাত্রারূপে অথবা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়রূপে চার ভেদে বিভক্ত পুরুষস্বরূপ। ৪৪-৪৫

এই পুরুষ ব্রহ্ম তেজোময়, অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অবিষয়, নিত্য, কূটস্থ ও অব্যয় (বিকাররহিত), ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নন তথাপি গুণসমূহরহিত ও তেজোযুক্ত তিনি সদা সর্বরূপে প্রকাশমান এবং শরীরাকারে পরিণত হইয়া লোহিত শুক্ল প্রভৃতি বর্ণসমূহে আবির্ভূত হইয়া অবস্থিত। ৪৬]

সেই প্রকাশমান দেবতা নিজের নেত্রদ্বয় হইতে ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদকে প্রকটিত করিয়াছেন। জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে সামবেদকে এবং মূর্ধা (ললাট প্রান্ত) হইতে অথর্ববেদকে প্রকটিত করিয়াছেন। ৪৭]

এই সব বেদ প্রকটিত হইয়াই নিজ নিজ ক্ষেত্রকে তত্ত্বতঃ বেদন (উপলব্ধি) করিলেন সেইজন্য ইহারা 'বেদ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ইহারা সেই ব্রহ্মপদকে বেদন (লাভ) করেন, সেই জন্যও 'বেদ' বলিয়া ইহারা অভিহিত হন। ৪৮]

সেই সময় এই বেদসকল পূর্বে সনাতন ব্রহ্মকেই নিজ নিজ মানসিক ভাবসমূহানুসারে দিব্যরূপ ও প্রভায় যুক্ত বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় পুরুষ অথবা যজ্ঞপুরুষরূপে প্রকটিত [illegible]

অথর্ববেদের যে যোগ, তাহা যজ্ঞপুরুষের মস্তক [illegible] হয়। যাহা ঋগ্বেদের ভাগ, তাহা ইহার গ্রীবা ও [illegible] মধ্যভাগের অঙ্গ। সামবেদের ভাগের দ্বারা সেই যজ্ঞপুরুষের হৃদয় ও পার্শ্বভাগ নির্মিত হইয়াছে। এইরূপ এই যে যজুর্বেদীয় ভাগ, ইহার দ্বারা যজ্ঞপুরুষের বস্তি (বাদা) ও তাহার উপরভাগ কটি প্রদেশ, ঊরু, জঙ্ঘা এবং চরণের সহিত অবশিষ্ট শরীর কল্পিত হইয়াছে। সেই দিব্য রূপ ও প্রভাযুক্ত পুরুষ অক্ষর—অবিনাশী তুরীয় পদ হইতে প্রকটিত হইয়াছেন। ৫০-৫২

স হি বেদময়ো যজ্ঞঃ সর্ব্বভূতসুখাবহঃ।
উভয়োর্লোকয়োস্তাত হিংসাবর্জ্জঃ সনাতনঃ ॥ ৫৩

যোগারম্ভং কর্ম্মসাধ্যং ব্রহ্মচর্য্যং সনাতনম্।
প্রভবঃ সর্ব্বভূতানাং যো বিন্দতি স বেদবিৎ ॥ ৫৪

স সিদ্ধঃ প্রোচ্যতে লোকে সিদ্ধিরেব ন সংশয়ঃ।
নির্মুক্তৈঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো মুনিভির্বেদপারগৈঃ ॥ ৫৫

বৈষ্ণবং যজ্ঞমিত্যেবং ব্রুবতে বেদপারগাঃ।
ব্রাহ্মণা নিয়মস্থাস্তা বেদোপনিষদে পদে ॥ ৫৬

জনমেজয় উবাচ

চেতসস্তূপলব্ধে হি মনোগ্রাহস্য কারণম্।
কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি যথা ত্বং মন্যসে মুনে ॥ ৫৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ন হ্যস্য কারণং কিঞ্চিদ্ বাহ্যং ভবতি ভারত।
অন্তর্গতং কারণং তু শারীরং মানসং নৃপ ॥ ৫৮

তাত! এই হিংসাবর্জ্জিত সনাতন বেদময় যজ্ঞ ইহলোক ও পরলোক সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই সুখাবহ হইয়া থাকে। ৫৩

যোগের আরম্ভ মনঃসংযমরূপ কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে ইহাই সনাতন ব্রহ্মচর্য্য। যিনি ইহা জানেন, তিনি সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণ এবং বেদবিৎ। ৫৪

সমস্ত কর্ম্মসমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত বেদপারদর্শী মুনিগণ জগতে তাঁহাকে সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার সিদ্ধি লাভ অবশ্যই হইয়া থাকে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৫৫

বেদপারগত যে সব ব্রাহ্মণ এই মনোনিগ্রহরূপ নিয়ম পালন (অভ্যাস) করিতে করিতে প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বেদোপনিষদের (ব্রহ্মবিদ্যার) দ্বারা অধিগত হইবার যোগ্য যাহারা পদ প্রাপ্তির জন্য এইরূপ বৈষ্ণব যজ্ঞের (যোগের) আবশ্যকতা আছে বলিয়া বলিয়াছেন। ৫৬

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! যাহা ইচ্ছানুসারে মনের দ্বারা গ্রাহ্য অর্থাৎ কার্য্য বদ্ধ হইয়া যাইবার পর অচির ভাব যাহা যাহাই যতটা লাভ হইয়া যাইবার যোগ্য, সেই চিত্তের উপলব্ধিতে কি কারণ আছে, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; এবিষয়ে আপনি কি মনে করেন, তাহাই বলুন। ৫৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশধর নৃপ জনমেজয়! ইহার কোনও বাহ্য কারণ নাই। ইহার কারণ নিজের মধ্যেই আছে। শরীরের দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম, ইহাই মনে সংস্কার রূপে থাকিয়া ইহার উদ্বোধক হয় (সেই চিত্তের উপলব্ধিতে কারণ হইয়া থাকে)। ৫৮

যেন বেদ্যং বিচিন্বন্তো ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
অবেদ্যমপি বেদ্যঞ্চ শক্যং বেত্তুং ন কর্ম্মণা ॥ ৫৯

ব্রাহ্মণেন বিনীতেন সদা ব্রহ্মনিষেবিণা।
সদা বিদিততত্ত্বেন সিদ্ধিহেতোর্মহীপতে ॥ ৬০

সদা চৈব শুচির্ভূত্বা নিয়তো ব্রহ্মকর্ম্মণা।
উপতিষ্ঠেত স গুরুং বদ্ধাঞ্জলিপুটো দ্বিজঃ ॥ ৬১

সায়ং প্রাতশ্চ ভগবান্ যোগকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
বিনীতো ব্রহ্মভাবেন সমাহিতমতির্মুনিঃ ॥ ৬২

সম্প্রপশ্যেত মনসা বৈষ্ণবং পদমুত্তমম্।
ধ্যায়েদেব প্রসীদেত সমাহিতমতির্দ্বিজঃ ॥ ৬৩

গচ্ছতে পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারেণ চেতসা।
অপুনর্ভবভাবজ্ঞো নির্মমো ভবনন্দনাৎ ॥ ৬৪

কঠোর ব্রত-পালনকারী ব্রাহ্মণগণ যে চৈতন্যের দ্বারা সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে জানেন তাহা অজ্ঞেয় হওয়ার কথিত আছে, তথাপি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ সহ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার জ্ঞান হয়; কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা কোনরূপে তাঁহাকে জানা যায় না। ৫৯

নৃপতে! বেদাধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইল, তিনি মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বিনয় আচারের পালন করিয়া বিনীতভাবে থাকিবেন সদা ব্রহ্ম-তত্ত্বের সংবাদের সেবা করিবেন এবং প্রতিদিন শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে আত্মা ও অনাত্মাকে জানিবার চেষ্টা করিবেন। ৬০

সদা পবিত্র থাকিয়া যথাবিধানভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে নিয়মপূর্ব্বক শম-দমাদির সাধনে রত থাকিবেন। এইভাবে দ্বিজ হাত জোড় করিয়া শ্রীগুরুর সেবায় উপস্থিত হইবেন। ৬১

গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে যোগ-সম্বন্ধী কর্ম্ম (আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা) করিবেন, তবে যোগপ্রাপ্তির নিমিত্ত গর্ব্ব আসিতে না দিয়া বিনয়শীল থাকিবেন, নিরন্তর ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে মনকে একাগ্র রাখিবেন এবং মৌন থাকিবেন। ৬২

দ্বিজ মনে মনে উত্তম বৈষ্ণব পদের (তত্ত্ব ব্রহ্মের) চিন্তা করিবেন। এইরূপ একাগ্রচিত্ত দ্বিজ ধ্যানপরায়ণ হইয়া প্রসন্ন থাকিবেন। ৬৩

যোগের তত্ত্ববিৎ মমতারহিত এই পুরুষ চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করত বিকারহীন চিত্তে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৬৪

তদেবাক্ষরমিত্যাহুর্বেদব্রহ্ম সনাতনম্
তদ্ধি তৎ কর্ম্মযোগেন বিদ্যাযোগেন দর্শিতম্ ॥ ৬৫
ব্রাহ্মণানাং বিনীতানাং বৈষ্ণবে পদসঞ্চয়ে ।
সর্ব্বদ্রব্যাতিরিক্তানাং কামযোগবিসর্জ্জিনাম্ ॥ ৬৬
অপুনর্ভাবিনাং লোকাঃ কর্ম্মযোগপ্রতিষ্ঠিতাঃ ।
অনাদানেন মনসা ব্রজন্ কর্ম্মাণি কর্ম্মণি ॥ ৬৭
আদানাদ্ বধ্যতে জন্তুর্নিরাদানাৎ প্রমুচ্যতে ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ ক্রিয়াবাপ্তির্জন্তোঃ পূর্ব্বাজনাদপি ॥ ৬৮
মুক্তশ্চেন্দ্রিয়বন্ধেন প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ।
ন ভূয়ঃ পুনরায়াতি মানুষং দেহবিগ্রহম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌষ্করে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

এই যে সনাতন ব্রহ্ম, তাঁহাকে অক্ষর বলে। ইঁহাকে শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা সাক্ষাৎকার করান হইয়াছে। ৬৫

যাঁহারা বৈষ্ণব পদ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করত কাম-যোগের (স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গের) নিন্দা করেন, সেই বিনয়শীল ব্রাহ্মণগণের সেই অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। ৬৬

রাজন্! যাঁহারা প্রত্যেক কর্ম্মে মনের দ্বারা কর্ম্মের ফল গ্রহণ না করিয়া পুনর্জন্মের বন্ধন হইতে উপরে উঠিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের লোক নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রতিষ্ঠিত আছে। ৬৭

নরেশ্বর! কর্ম্মের ফল গ্রহণ করিলে জীব বদ্ধ হয় এবং ফল ত্যাগ করিলে মুক্ত হইয়া যায়। জীবের পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-বশতঃ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ হইতে ক্রিয়াসমূহের প্রাপ্তি হয়। ৬৮

ফল পরিত্যাগকারী পুরুষ ইন্দ্রিয়গণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হন। তিনি পুনরায় এই মানব শরীরে আসেন না। ৬৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর প্রাদুর্ভাব বিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ যোগস্যোপসর্গকথনং, যোগিনঃ বিষ্ণুরূপেণ স্থিতিঃ, কর্ম্মক্ষয়ান্মুক্তিঃ, সকামকর্ম্মিণাং ধূমমার্গেণ গতিঃ পুনরাবৃত্তিশ্চ, যোগিনস্তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ, ব্রহ্মস্বরূপবর্ণনঞ্চ ]

জনমেজয় উবাচ
উপসর্গশ্চ যোগস্য কীদৃশা কৈব সৎ পদম্
সিদ্ধিঃ সিদ্ধিগুণাশ্চৈব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১
বৈশম্পায়ন উবাচ
শৃণু বিস্তরতঃ সর্ব্বং যন্মাং পৃচ্ছসি মেধয়া ।
উপপন্নেন মনসা ব্রহ্মণানামনেকধা ॥ ২
পঞ্চ সিদ্ধিগুণাংস্তাত । পঞ্চতো ব্রহ্মণো নৃপ ।
যোগযুক্তেন মনসা পঞ্চেন্দ্রিয়নিবাসিনঃ ॥ ৩
ব্রহ্মণশ্চিন্তয়ানস্য অক্ষরস্য সনাতনম্ ।
বহুরূপমনৈশ্বর্য্যাৎ প্রবর্ত্ততি বিরোধনম্ ॥ ৪
পঞ্চেন্দ্রিয়স্য প্রাণস্য মনসশ্চ ভারত
কামক্রোধস্য লোভস্য সন্নিরুদ্ধস্য মেধয়া ॥ ৫

### অষ্টাদশ অধ্যায়

[ যোগের উপসর্গ (বিঘ্ন) কথন, যোগীর বিষ্ণুরূপে স্থিতি, কর্ম্মক্ষয়ে মুক্তি, সকাম কর্ম্মিগণের ধূমমার্গে গতি ও পুনরাবৃত্তি, জ্ঞানী এবং যোগীর তত্ত্বসাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মস্বরূপবর্ণন । ]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যোগের বিঘ্ন কি? যোগের স্বরূপ কি? উহাতে যোগ বস্তু কি? কিভাবে যোগ-সাধন করিলে মনুষ্যকে পুনরায় শরীর ধারণ করিতে হয় না? সিদ্ধি কি? উহার গুণসকল কি? আমি এই সব যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ব্রহ্মাদি যোগিগণকে অনেক বার যাহাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, যোগের সেই সব বিঘ্ন ও যোগের স্বরূপবিষয়ে তুমি যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এ সমস্ত তুমি বুদ্ধিযুক্ত মনে বিস্তার সহকারে শ্রবণ কর। ২

নৃপ জনমেজয়! দূর শ্রবণাদি যে পঞ্চ-সিদ্ধি, তাহাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়মধ্যে বাসকারী যে শব্দাদি বিষয়, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদর্শী ব্রাহ্মণ যখন যোগযুক্ত মনে সনাতন অক্ষররূপ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার মধ্যে পর-বৈরাগ্য, বলের অভাব হওয়ায় তাঁহার সমক্ষে অনেক রূপে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে আরম্ভ করে। ৩-৪

ভারত! যাহার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রধানতা, সেই সংস্কার-বিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়-প্রাণসঙ্ঘাতরূপী প্রাণের এবং কাম, ক্রোধ ও লোভের বৃত্তির দ্বারা নিরোধ হইয়া যাইলে পরও যখন যোগী ভ্রূ ও নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপিত তেজ অর্থাৎ নেত্র প্রণি-ধানের দ্বারা চিত্তকে কোনও আধারে সংযুক্ত করিয়া স্থিত (হন), তখন তাঁহার সমক্ষে বিবিধ রূপ উদিত হইতে থাকে। ৫।

তেজসা মূর্ত্তি চাধায় ধূমো বোধূয়তে মহান্
নীললোহিতবর্ণাভৈঃ পীতৈঃ শ্বেতৈশ্চ ধাতুভিঃ ॥ ৬
মাঞ্জিষ্ঠরাগবর্ণাভৈঃ কপোতসদৃশৈস্তথা।
শুক্লবৈদূর্য্যবর্ণাভৈঃ পদ্মরাগসমপ্রভৈঃ ॥ ৭
স্ফাটিকৈর্মণিবর্ণাভৈর্নাগেন্দ্রসদৃশৈস্তথা।।
ইন্দ্রগোপকবর্ণাভৈশ্চন্দ্রাংশুসলিলপ্রভৈঃ ॥ ৮
বহুবর্ণৈঃ সুধূম্রৌঘৈরিন্দ্রায়ুধসমপ্রভৈঃ।
সম্পতদ্ভিশ্চ যুগপন্মেঘৈরিব সমাগমে।
নিরুধ্যন্ত ইবাকাশে পক্ষবদ্ভিরিবাদ্রিভিঃ ॥ ৯
তে ধূম্রবর্ণাঃ সঙ্ঘাতা ঘনাঃ সলিলধারিণঃ
নির্বেমুস্তৈব তোয়ৌঘান্ বিবিশুর্বসুধাতলে ॥ ১০
মূর্দ্ধি চৈবমহানর্চ্চির্মানসো ধূয়তে প্রভুঃ
যুক্তঃ পরমযোগেন শতশোঽর্চ্চিভিরাবৃতঃ ॥ ১১
তস্মাদর্চ্চির্বিস্ফুলিঙ্গানাং সহস্রাণি শতানি চ
বিসৃষ্টাঃ সর্ব্বগাত্রেভ্যো জ্বলদিব যুগাগ্নয়ঃ ॥ ১২
গাত্রেভ্যো সর্ব্বরাগাস্তু ভাবন্তো হ্যর্চ্চিষশ্চ চ।
সমেত্য বারিধারাভিবিপুলে বসুধাতলে ॥ ১৩
বর্ণাভ্যাং যুজ্যমানস্তু বায়ুর্বোধূয়তে মহান্।
দিব্যাদিগুণোদ্ভূতঃ সূক্ষ্মপ্রাণবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪
বেগবান্ ভীমনির্ঘোষো বলবান্ প্রাণগোচরঃ।
তৈরেব চাগ্নিসম্বাতৈর্ধাতুভিঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ১৫
সহস্রশোঽথ শতশো মূর্ত্তিং কৃত্বা পৃথগ্বিধাম্।
অগ্নির্বায়ুর্জলং ভূমির্ধাতবো ব্রহ্মচোদিতাঃ ॥ ১৬
সমবায়ত্বমাপন্না বীজভূতা মহীপতে
সঙ্ঘাতঃ ব্রহ্মযোগেন ধাতবো গমিতা নৃপ ॥ ১৭
যদ্ ব্রহ্ম চক্ষুষোর্মধ্যে স সূক্ষ্মঃ পুরুষো বিরাট্।
তস্মাদ্বক্ষ্যান বহূন্ সূক্ষ্মান্ সসৃজে পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

নীল, লোহিত, লাল ও পীত, শুভ্র ধাতুসকলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট, মঞ্জিষ্ঠারঙের ন্যায় কান্তিমান, কপোত (পায়রা)-সদৃশ ধূসরবর্ণ, শুভ্র বৈদূর্য্যমণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, পদ্মরাগমণির ন্যায় আভাযুক্ত, স্ফটিকমণিতুল্য উজ্জ্বল বর্ণ, সর্পরাজসদৃশ কালবর্ণ, ইন্দ্রগোপকীট (মাকড়শোকা)-তুল্য রক্তবর্ণ, চন্দ্রকিরণ ও জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, বহুরঙের ধূমসমূহ, যাহা ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রতীত হয়, একই সময়ে মেঘদলের ন্যায় একত্র হইয়া সর্ব্বদিকে উঠিতে থাকে, সেই সময় যাহা আকাশ পক্ষধারী পর্ব্বতসমূহের ন্যায় সেই ধূমসমূহে যেন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ৬-৯

তদনন্তর এই ধূম্রবর্ণ সঙ্ঘাতসমূহ জলধারণকারী মেঘরূপে পরিণত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিতে থাকে এবং বসুধাতলে (যোগীর শরীরে) বিলীন হইয়া যায়। ১০

তাঁহার মস্তকেও মন হইতে উৎপন্ন বিশাল অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, উহা দগ্ধ করিতে দিতে সমর্থ, উত্তম যোগশক্তি-সম্পন্ন এবং শত শত শিখায় আবৃত থাকে। ১১

এই শিখা হইতে শত শত, সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে। সেই যোগীর সকল অঙ্গ হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহ নিঃসৃত হইতে থাকে। ১২

বর্ষণের সময় জলের ধারা দ্বারা পতিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, এই অগ্নির শিখাও তেমনই বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তাহারা বিস্তৃত ভূতলে সেই জলধারার সহিত মিলিয়া যায়। ১৩

জল ও অগ্নির বর্ণ শ্বেত এবং লোহিত রঙে সংযুক্ত চিত্ত যখন সদ্য শুদ্ধের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন উহাতে রূপরহিত বায়ুরূপ আকাশ প্রাদুর্ভূত হয়। উহা দিব্য ও অনাদি গুণ—শব্দস্পর্শাদি হইতে উৎপন্ন বিশাল বায়ু (যাহা স্থূল বায়ু হইতে ভিন্ন) প্রবাহিত করিতে থাকে এবং সূক্ষ্ম প্রাণ (সূত্রাত্মা)-কে প্রকাশিত করে। ১৪

অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া সেই পৃথিবী ও জলাত্মক ধাতু-সমূহে সংযুক্ত বায়ু প্রাণগোচর প্রাণশব্দবাচ্য সূত্রাত্মা হইয়া যায়। এই প্রাণ বা সূত্রাত্মা অতিশয় বেগবান্; কারণ, ইহা মনকেও উৎপন্ন করে। ইহা হইতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ধ্বনি প্রকটিত হইতে থাকে, যেহেতু ইহা স্থূল আকাশেরও জনক এবং অত্যন্ত বলবান্; কারণ, ইহার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকেও ভেদ করিবার শক্তি আছে। ১৫

তদনন্তর ব্রহ্ম (যোগী) কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবীনামক ধাতুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ শত শত ও সহস্র সহস্র মূর্ত্তি নির্মাণ করত অবস্থান করে। ১৬

ভূপাল! নৃপ জনমেজয়! ব্রহ্মের যোগে অর্থাৎ চৈতন্য-শক্তির অনুপ্রবেশে সঙ্ঘাত (মূর্ত্তিভাব) প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী-জলাদি ধাতুসকল পরস্পর মিলিত হইয়া বীজভূত হয় অর্থাৎ ভাবী সৃষ্টিরূপ কার্য্যের কারণ হইয়া যায়। ১৭

দুই চক্ষুর মধ্যভাগে ধারণার বিষয়ভূত যে ব্রহ্ম, তিনিই সূক্ষ্ম এবং তিনিই বিরাট্ পুরুষ। এই প্রকারে পুরুষোত্তম যোগী এই সূক্ষ্ম ও বিরাট্ হইতে ভিন্ন এবং তাহারই অন্তর্ভূত বহু পুরুষকে সৃষ্টি করেন। ১৮

স এব ভগবান্ বিষ্ণুরব্যক্তোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ
আধারঃ সর্ব্ববিভানাং প্রলয়ে প্রলয়াত্মকঃ ॥ ১৯
তং মূর্ত্তিং ধাতুভির্নদ্ধং বিশন্তি ব্রহ্মচোদিতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞা পুরুষাঃ সর্ব্বে জ্ঞাতারঃ সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ২০
অথ চেষ্টিতুমারব্ধা মূর্ত্তয়ো ব্রহ্মসম্মিতাঃ ।
ভিত্ত্বা চ ধরণীং দেবীং প্রাপস্ত দিশো দশ ॥ ২১
ইতোঽত্র পার্থিবাঃ সর্ব্বে ভূতয়ো ব্রহ্মনির্ম্মিতাঃ
তত্রৈব প্রলয়ং যান্তি ভূমিরমুপযান্তি চ ॥ ২২
কর্ম্মক্ষয়াদ্ বিমুচ্যন্তে ধাতুভিঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ ।
কর্ম্মক্ষয়াদ্ বিমুক্তস্ত্বিন্দ্রিয়াণাঞ্চ বন্ধনাৎ ॥ ২৩
তামেব প্রকৃতিং যান্তি অজ্ঞানাং কর্ম্মগোচরৈঃ ।
কর্ম্মাদ্ মধুমঃ চৈব অগ্নিহোত্রাপরায়ণাঃ ॥ ২৪

যেন তত্ত্ববিবাদ্যায়ো ভাবাভাবঃ প্রবর্ত্ততে ।
ধূমাদভ্রাণি সম্ভূতা অভ্রতোয়ং সুনির্ম্মলম্ ॥ ২৫
জগতী জলাত্তু সম্ভূতা জগত্যাং চ রসং জলম্ ।
জলাদ্ রসস্ত সম্ভূতো রসাৎ প্রাণস্ত দেহিনাম্ ॥ ২৬
রসস্ত তথ্যতো জ্ঞেয়ো বস্তুব্রহ্ম সনাতনম্ ।
প্রধানং ব্রহ্ম চোক্তৈঃ ষড়ভিঃ কারণাত্মকৈঃ ।
ব্রাহ্মণৈস্তপসি প্রাপ্তৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ২৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তিমাপন্নঃ যেন ভাবেন ভারত ।
অন্তঃস্থং সর্ব্বভূতেষু চরন্তং বিদ্যয়া সহ ॥ ২৮
কর্ম্ম কর্ত্তেতি রাজেন্দ্র বিশ্বরূপমনেকধা
নোপলভ্যেত চক্ষুর্ভ্যাং তপসা মহর্ষিভিঃ ॥ ২৯

এই মূর্ত্তীভূত দেহটী ভগবান বিষ্ণুর রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বিষ্ণুই অব্যক্তাব্যক্তস্বরূপ সনাতন পুরুষ। ইনিই সমস্ত বিষয়সমূহের আধার। প্রলয়কালে ইঁহারই দ্বারা সকলের প্রলয় এবং বিনাশকার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৯

মস্তক অর্থাৎ ব্রহ্ম ও নাসিকার মধ্যভাগে সূক্ষ্মাকারে স্থিত সেই দেহটীতে পরমেশ্বরের প্রেরণায় সুখ ও দুঃখের অনুভাবকারী অন্য সব জীবগণ প্রবেশ করে। ২০

অনন্তর স্থূল দেহ ত্যাগ করত পরমেশ্বরের সমতা প্রাপ্ত হইয়া এই মূর্ত্তিসকল যখন চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা পৃথিবীদেবীকে ভেদ করত দশ দিককে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২১

এইরূপে স্থূল ভূতগণ হইতে উৎপন্ন সমস্ত পার্থিব (ব্যাবহারিক পদার্থ), যাঁহাদের নির্ম্মাণ সেই দেহটীরই দ্বারা হইয়াছে, তাঁহাতেই লীন হইয়া নিজ উপাদান-কারণে সেইভাবে স্থিত হন, যেরূপ মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট ভগ্ন হইয়া নিজের উপাদান কারণ মৃত্তিকাতেই মিশিয়া যায়। ২২

কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হইলে পর জীবগণ কর্ম্মবন্ধনরূপ ধাতুসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। কর্ম্মের ক্ষয়ে ধাতুবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করত তাহারা ইন্দ্রিয়গণের বন্ধন হইতেও মুক্ত হইয়া যায়। ২৩

কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত জীবগণ নিজেদের সেই প্রকৃতিকে (মূলভাব পরমাত্মভাব) প্রাপ্ত হয়, যাহা কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ পুরুষগণের অনুভবের অতীত হয়। যে ব্যক্তি সকাম কর্ম্মসমূহে তৎপর থাকে, সেই ব্যক্তি বাসনাবান্ কর্ম্ম করায় ধূমাদি পথ দিয়া স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হয় (যেখান হইতে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী)। এই সব সকাম কর্ম্মীদের মধ্যেও যাঁহারা এই ধূমমার্গ প্রাপ্ত হন, যাঁহারা শাস্ত্রতঃ অগ্নিহোত্র ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ২৪

যে কর্ম্মের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন জন্ম ও মৃত্যু সমস্যরূপ সংসার প্রাপ্তি হয়, সেই সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী মানুষ ধূমমার্গই প্রাপ্ত হয়। ধূমাদি মার্গে পিতৃলোকে গত জীব কর্ম্মক্ষয়ের পর সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আকাশাদি ক্রমে ধূমভাব লাভ করত ধূম হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে অত্যন্ত নির্ম্মল জলধারারূপে পৃথিবীতে আসিয়া অন্ন ও বীর্য্যের রূপে পরিণত হইয়া পুনরায় জন্মধারণ করে। ২৫

পৃথিবী জলকে প্রাপ্ত হইয়া জলের দ্বারা সংযুক্ত হয়, তাহার ব্রীহি প্রভৃতি ফল পৃথিবীরূপাই। ফল হইতে রস উৎপন্ন হয় এবং রস হইতে দেহধারীদিগের প্রাণের পুষ্টি হয়। ২৬

রস তেজঃস্বরূপ, যাহা চৈতন্যযুক্ত হইয়া প্রকটিত হইয়াছে; যাঁহাকে সনাতন ব্রহ্ম বলা হয়, তিনিই এই চৈতন্য। তপস্যায় রত থাকিয়া কষ্ট সহকারী সত্যব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ষড় অঙ্গ কারণসমূহের (যুক্তিসমূহের) দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মকেই প্রধান বলিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বারাই দেহধারীদিগের মধ্যে চৈতন্য আসে। ২৭

ভারত! এই ব্রহ্ম নিজের সংকল্পেরই দ্বারা অব্যক্ত হইতে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হন। ইনিই সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অন্তর্য্যামী রূপে বিদ্যমান আছেন এবং বিদ্যার দ্বারা প্রকাশিত হন, ইহা জানিও। ২৮

রাজেন্দ্র! কর্ম্ম (দৃশ্য) ও কর্ত্তা (সাক্ষীস্বরূপ অহঙ্কার)—এই দুইটি বিষয়কোটির অন্তর্গত (বিষয়ভোগ চিন্তাকারণে ঘটে)। দৃশ্য অনেকরূপে প্রতিভাত হইলেও মায়ামধ্যবর্ত্তী ভাব থাকিবে যেন

উপলভ্যোত চক্ষুর্ভ্যাং জ্ঞানিভির্জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ

নিষ্পাপস্তু ভবেদর্মাদ্যোগযুক্ত ইহাংশুমান্ ॥ ৩০

চরতি পক্ষিবল্লোকে নির্দ্বন্দ্বৈর্নিষ্পরিগ্রহৈঃ।

যোগধর্ম্মেণ কৌরব্য ব্রহ্মসাদ্ভবতে ফলম্ ॥ ৩১

প্রাদুর্ভাবং করো চৈব ভূতস্য নিধনং তথা

বিধত্তে শতশো ব্রহ্মা সংক্ষয়ে চ ভবেত্তদা ॥ ৩২

কর্ম্মিণঃ কর্ম্ম-যোগস্থো ভুঙক্তে ভো নাত্র সংশয়ঃ।

অবিনাশায় লোকস্য ধর্ম্মস্থাপায়নেন চ ॥ ৩৩

যুগং দ্বাদশসাহস্রং সহস্রযুগসংমিতম্।

এতদ্ ব্রহ্মযুগং নাম যুগানাং প্রথমং যুগম্ ॥ ৩৪

সহস্রযুগযোরন্তে সংহারঃ প্রলয়াত্মকঃ।

সূক্ষ্মং ভবতি লোকানাং নির্ব্বিকারমচেতনম্ ॥ ৩৫

তথা প্রলয়মাপন্নং জগৎ সর্ব্বং সনাতনম্।

ব্রহ্ম সম্পদ্যতে সূক্ষ্মং নিমিত্তঃ কারণৈস্তু তৈঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

---

চক্ষুর দ্বারা উপলব্ধ হয় না, তপস্যার দ্বারা যাঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী পুরুষগণেরই ইহার বাস্তবিক স্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ তাঁহারা ইহা জানিতে পারেন যে, যেরূপ সুবর্ণই কুণ্ডলাদি রূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই কর্ত্তা-কর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ রূপে প্রকাশিত হন। যেরূপ মেঘের আবরণ হইতে মুক্ত হইলেই সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ নেত্র-দ্বয়কে হৃদয়ের মধ্যভাগে সংযোজিত করিয়া ধ্যান করিলে পর এই ব্রহ্ম সেখানে আবির্ভূত হইয়া নয়নগোচর হন। ২৯-৩০

কুরুনন্দন! যে ব্যক্তি জগতে পক্ষীর ন্যায় অসঙ্গ, নির্দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই এই যোগধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মদর্শনরূপ অবিনাশী ফল প্রাপ্ত হন। ৩১

এই ব্রহ্মই পুরুষ সৃষ্টি ও সংহারের সময় শত শত বার সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি, তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান এবং তাহাদের সংহার করেন। ৩২

যোগস্থ পুরুষ প্রাণীদিগকে যোগাদি কর্ম্মের ফল (সুখ) প্রদান করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ধর্ম্মের পোষণ করত জগতের রক্ষার জন্যই এরূপ করেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে,—এই বশীভূত যোগীর প্রীতির জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয় এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া জগৎকে রক্ষা করেন। ৩৩

বার হাজার দিব্যবর্ষে এক চতুর্যুগ হয়। এইরূপ সহস্র চতুর্যুগের যে সময়, তাহার নাম ব্রহ্মযুগ। ইহা যুগসমূহের মধ্যে প্রধান যুগ (কল্প) কথিত হইয়াছে। ৩৪

এক সহস্র যুগের শেষে ব্রহ্মার দিনের সমাপ্তি হয়, যাহাতে সংহার (কল্পের অন্ত) হয় এবং অন্য সহস্র যুগের অন্তে তাঁহার রাত্রির অবসান হয়, যাহা প্রলয়ের অন্ত অর্থাৎ কল্পের আরম্ভকারী। সংহারকালে লোকসমূহের স্বরূপ সূক্ষ্ম, নির্বিকার ও অচেতন হয়। ৩৫

কারণভূত মহাদি তত্ত্বসমূহের দ্বারা নিমিত্ত এই সনাতন সম্পূর্ণ জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হইলে পর সূক্ষ্মরূপ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করে। ৩৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ যোগিনঃ স্থিতিঃ, তৎসমীপে আগমনযোগ্য-বিষয়ৈশ্বর্য্যাণাং বর্ণনঞ্চ ]

জনমেজয় উবাচ।

প্রাধান্যং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহামুনে

আদ্যযোর্দ্বয়োর্মন ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য সর্ব্বশঃ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু বিস্তরশঃ সর্ব্বং যন্মাং পৃচ্ছসি মেধয়া।

উপপন্নেন মনসা দৈবপ্রত্যয়সাধিনা ॥ ২

---

## একোনবিংশ অধ্যায়।

[ যোগীর স্থিতি এবং তাঁহার সমক্ষে আগমনযোগ্য বিষয়রূপ ঐশ্বর্য্যসমূহের বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! মহামুনে! আমি দুই যুগে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মার প্রথমে যে কার্য্যসমষ্টি ছিল, তাহা আমি পূর্ণরূপে বিস্তারের সহিত শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তৎ সমস্তই দিব্য জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনায় রত নিজের যোগযুক্ত মনের দ্বারা সবিস্তরে শ্রবণ কর। ২

ঋদ্ধিঃ প্রাপ্তস্তু ভগবান্ যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ
ভূতানাং সকলস্যৈকো যোগেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৩
স্থিতো ব্রহ্মাসনে ব্রহ্মা বিক্ষিপ্তঃ সহসা প্রভুঃ ।
অচলেনৈব ভাবেন স্বায়ম্ভুবেন ভারত ॥ ৪
সক্তস্য যোগবিষয়ে স চ জ্ঞানময়ে পথে ।
যস্মাৎ শব্দময়াণি প্রভবন্তি ভবন্তি চ ॥ ৫
ব্রহ্মযজ্ঞং তু যজতে যোগাদ্ বেদাত্মকং সদা ।
ব্রহ্মণো বিপুলং জ্ঞানমৈশ্বর্য্যঞ্চ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬
ততঃ প্রথমমৈশ্বর্য্যং যুক্তাত্মেন প্রবর্ত্তিতম্ ।
ব্রহ্মণা ব্রহ্মভূতেন ভূতানাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৭
তদা হ্যাকাশমৈশ্বর্য্যং যুক্তাত্মনঃ প্রবর্ত্ততে
ব্রহ্মণো ব্রহ্মভূতস্য নির্বিকারেণ কর্ম্মণা ॥ ৮
তদান্তরিক্ষং সম্প্রাপ্তঃ নির্ম্মলং ব্রহ্ম চাব্যয়ম্
সংহারঃ সর্ব্বভূতানাং নরাণাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
এবমৈশ্বর্য্যযোগানাং প্রতিপদ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৯
আকাশৈশ্বর্য্যভূতেন সংযুগে ব্রহ্মবাদিনা ।
প্রবর্ত্তমানমৈশ্বর্য্যং বায়ুভূতং করোতি চ ।
বিকারৈর্ব্বহুভিঃ প্রাপ্তৈঃ সম্পত্তিভির্ম্মহাবলৈঃ ॥ ১০
এতৈর্বিকারৈঃ সংবৃতৈর্নিরুদ্ধৈশ্চ সমন্ততঃ ।
ধ্রুবমৈশ্বর্য্যমাপন্নঃ সিদ্ধো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ১১
শরীরাদভিনিষ্ক্রম্য আকাশেন প্রধাবতি ।
নিরালম্বো নিরালম্বানালম্ব্য মনসা ততঃ ॥ ১২
ঐশ্বর্য্যযুক্তো ভূতাত্মা চরন্ দিবি ন দৃশ্যতে ।
চক্ষুর্ভির্ব্বহুভির্লোকৈঃ পুরুষসমৈরপি ॥ ১৩
ওঁকারং যে হৃদীশস্তু মনসা ব্রহ্মসম্মতাঃ ।
বিভক্তাঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যস্তে যং পশ্যন্তি সাধবঃ ॥ ১৪
এতদ্ধি পরমং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং মনীষিণাম্ ।
অপ্রত্যক্ষঞ্চ ভূতানাং বিদ্ধি চেতনয়া সহ ॥ ১৫

---

ভারত! যাঁহার মন যোগে আসক্ত, যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহার করিবার, না করিবার ও অন্যথা করিবার শক্তি বিদ্যমান আছে এবং যিনি অতীব প্রভাবশালী, সেই ভগবান্ ব্রহ্মা যখন সমৃদ্ধি লাভ করত স্বায়ম্ভুব ভাব অবিচলভাবে ব্রহ্মাসনে বিরাজমান ছিলেন, তখন সহসা রজোগুণ তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। অতএব তিনি সৃষ্টিরচনার দ্বারা এখানে ভূতগণের বাহুল্য বিস্তার করিলেন। ৩-৪

তিনি যোগেই যাহার লক্ষ্য, সেই জ্ঞানময় পথে অনুরক্ত ছিলেন, যাহা হইতে সমস্ত শব্দশালী পথ উৎপন্ন হইল। (যেরূপ গৌতম ও কর্দম ঋষি নিজেদের যোগশক্তির প্রভাবে অনেক বস্তু রচনা করিয়াছিলেন।) ৫

ব্রহ্মা যোগযুক্ত হইয়া সদা বেদাত্মক ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন (অথবা বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ যজ্ঞ বিস্তার করিতে লাগিলেন), সেইজন্য সেই যোগ ও যজ্ঞের প্রভাবে তিনি বিপুল জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। ৬

তারপর যোগযুক্ত ও ব্রহ্মভূত ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণিগণের হিত কামনা করিয়া সেই প্রথম প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যকে তাহাদের মঙ্গলের জন্য উপযোগ করিলেন। ৭

সেই নির্বিকার (পরম তত্ত্ব) কর্মের দ্বারা যোগপরায়ণ ব্রহ্মীভূত ব্রহ্মার সেই প্রথম আকাশস্বরূপ (অব্যাকৃত) ঐশ্বর্য্য লাভ হইল। ৮

সেই সময় তাঁহার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ আকাশ নির্মল ও অবিনাশী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইল। এই অবস্থায় সমস্ত জ্ঞানবান্ মনুষ্যই জানিতে পারিলেন যে সকল প্রাণী, মনুষ্য ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মবাদী যোগিগণেরও লয় স্থান তুরীয় ব্রহ্ম। ৯

সেই যোগবলে সংযুক্ত হইয়া আকাশরূপ অথবা অব্যাকৃত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মার রূপে প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া ব্রহ্ম সর্বদিকে আসিয়া প্রাপ্ত বহুসংখ্যক মহাবল বিকারসমূহের সহিত বায়ুরূপ অথবা প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যকে প্রকটিত করেন। ১০

এই প্রাপ্ত সমস্ত বিকারসমূহে সর্বদিকে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে পর সিদ্ধ ব্রাহ্মণ যোগী ধ্রুব ঐশ্বর্য্যকে (তৃতীয় ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১১

এই সিদ্ধ যোগী শরীর হইতে নির্গত হইয়া কোনও অবলম্বন ব্যতীতই আকাশে ধাবিত হন এবং অবলম্বনশূন্য মনঃকল্পিত নিরালম্ব স্থানসমূহ আশ্রয় করত সেখানে বিচরণ করেন। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই ভূতাত্মা যোগীর আকাশে বিচরণ করিবার সময় উত্তমপুরুষ লোকসকলও নিজেদের বহুসংখ্যক নয়নের দ্বারা দেখিতে পায় না। ১২-১৩

যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সাধু মনের দ্বারা ওঁকারকে চিন্তা করেন, তাঁহারাই সমস্ত কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সেই (ব্রহ্মীভূত আকাশচারী) যোগীর দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। ১৪

রাজন্! এই প্রকার প্রণবাত্মক পরব্রহ্ম, যিনি মনীষী পুরুষগণেরই চিন্তনের বিষয়। এই প্রণববাচ্য পরব্রহ্ম পরমাত্মা

এষ শব্দো মহানাদঃ পুরাণো ব্রহ্মসম্ভবঃ ।
বায়ুভূতোঽক্ষরঃ প্রাণো যদন্তরং বিজানতঃ ॥ ১৬
অগ্নী রূপসম্পন্নো ধাতুভিঃ সহ সঙ্গতঃ ।
অন্তশ্চরতি ভূতেষু কামকারকরো বশী ॥ ১৭
এতৎ পূর্ব্বমনুধ্যায় মনসাপূরয়ন্নিব ।
যোগাত্মকং তদা যজ্ঞং চিন্তয়ন্তো মনীষিণঃ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণাঃ শুচয়ো দান্তা যশোযুক্তমৎসরাঃ ।
ব্রহ্মলোকং কাঙ্ক্ষমাণা বৈষ্ণবং পদমুত্তমম্ ॥ ১৯
পদহেতোঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কুর্ব্বন্তি বিগতজ্বরাঃ ।
ন ক্ষেত্রে প্রসবাধানে তদভিকাঙ্ক্ষন্তি ভারত ॥ ২০
ত্রিভির্মাল্যোপহারৈশ্চ প্রণিপাতৈশ্চ বৈ দ্বিজাঃ ।
যজন্তি পরমাত্মানং বিষ্ণুং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ২১
যজনং বিক্রমং চৈব ব্রহ্মপূর্ব্বাঃ প্রচক্রিরে ।
ব্রহ্মাপি বৈষ্ণবং তেজো বেদোক্তৈর্ব্বচনৈর্নৃপ ॥ ২২
ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবিদ্ভিশ্চ ব্রহ্মজ্ঞৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
শুচিভিঃ কর্ম্মনির্মুক্তৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ২৩
ধাতুভির্যোগকালে চ মহাত্মা সম্প্রদৃশ্যতে ।
তদেব পরমং ব্রহ্ম বৈষ্ণবং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৪
রসাত্মকং তদৈশ্বর্য্যং বিকারান্তে প্রদৃশ্যতে ।
ঘোররূপা বিকারাস্তে বাধয়ন্তি মহাত্মনঃ ॥ ২৫
সচ্ছাদ্যতীব তোয়েন ক্লিশ্যমানো বিচেতনঃ ।
ঊর্মিভিশ্চাপ্লুতে চৈব শীতোষ্ণাদিবিকারতঃ ॥ ২৬

সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরে তাহাদের চেতনার সহিত বিচরণ করেন, তুমি ইহা জানিও। ১৫

এই প্রকার সমস্ত শব্দসমূহের অভিব্যঞ্জক প্রণবই মহানাদ, পুরাণ অর্থাৎ নিত্য এবং ইহার অবলম্বনে সাধকের ব্রহ্মের সহিত একতা হইয়া যায়। ইনি বায়ুভূত হইয়া অক্ষরভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন—এইরূপ বিচারশীল ব্রাহ্মণগণ বলেন। ১৬

এই প্রণব রূপরহিত হইয়াও তেজ, জল ও অন্ন—এই তিন ধাতুতে সংযুক্ত হইয়া রূপসম্পন্ন অর্থাৎ বৈখরী বাণীরূপে প্রকটিত হন। ইনি জীবাত্মারূপে সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরে বিচরণ করেন, ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখেন। ১৭

পূর্ব্বকালে এই প্রণবের শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইহার নিরন্তর চিন্তা পূর্ব্বক যোগাত্মক যজ্ঞের (যোগের) ভাবনা করিতে করিতে মনীষী পুরুষগণ নিজেদের মনের দ্বারা সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮

যশঃস্বরূপ ব্রহ্মে যুক্ত ও সেই ব্রহ্ম হইতেই প্রকটিত পবিত্র জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মলোক ও উত্তম বৈষ্ণবপদ আকাঙ্ক্ষা করত সেই পদপ্রাপ্তির জন্যই নিশ্চিন্ত ভাবে সমস্ত ক্রিয়া করেন। ভারত! ইহারা পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য সংসারের আসক্তিতে ইচ্ছা করেন না, বরং জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্যই জন্মগ্রহণ করিতে বাসনা করেন। ১৯-২০

এই দ্বিজগণ (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে) তিন বার মাল্যোপহার সমর্পণ এবং প্রণিপাতের (প্রণামের) দ্বারা সেই সত্যপরাক্রমী পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যজন করেন। ২১

নৃপ জনমেজয়! বেদোক্ত বচনে প্রণব জানিয়া এই ব্রহ্মবিদ্ যোগিগণ যজন (যোগাভ্যাস ও বিক্রম যোগৈশ্বর্য্যলাভ) করিয়াছেন। বেদোক্ত শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মা যোগীও বৈষ্ণব তেজই (ব্রহ্মই)। ২২

যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ), ব্রহ্মবাদী, কর্ম্মসমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত, পবিত্র এবং সত্যব্রত-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই তেজ, জল ও অন্নরূপ ধাতুসমূহের দ্বারা যোগকালে সেই পরমাত্মাস্বরূপ মহাত্মাকে দর্শন লাভ করেন। ২৩*

এই পরমাত্মাই পরব্রহ্ম, তিনিই পরম অদ্ভুত বৈষ্ণব তেজ এবং ইনি রসাত্মক (পরমানন্দস্বরূপ) ঐশ্বর্য্য। পূর্ব্বোক্ত বিকারসমূহের লয় হইয়া যাইলে পরই তাঁহার দর্শনলাভ হয়। ২৪

আবার রূপবিশিষ্ট যে সব তামস বিকার আছে, তাহারা সেই মহাত্মা যোগীকে বাধিত করে। এই বিকারসমূহ তাঁহাকে জলে যেন অত্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া দেয়, তখন তিনি ক্লিষ্ট হন এবং চেতনাহীন হইয়া যান; বহু তরঙ্গমালাও তাঁহাকে আচ্ছাদিত করে, সেই সব তরঙ্গের মধ্যে কিছু শীতল ও কিছু উষ্ণ জল থাকে; এইভাবে তিনি বিকারগ্রস্ত হইয়া যান। ২৫-২৬

* শ্রুতি বলেন,—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্"। অর্থাৎ মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী। ইহা ব্যতীত "মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্" ইত্যাদি শিক্ষাশাস্ত্রের বাক্যে শব্দের উৎপত্তিতে মন ও প্রাণেরও সহযোগ অপেক্ষিত। অতএব তেজ, জল এবং অন্ন—এই তিন ধাতুর সহযোগেই শব্দ উত্থিত হয়।

* "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ব্রহ্মজ্ঞ যোগী ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই সব বাক্যই ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মরূপ হইবার পক্ষে প্রমাণ।

মহার্ণবজলৈশ্চৈব দহ্যতে ন চ দহ্যতে
দহ্যৈশ্চৈব মহানদ্যাঃ সলিলে নৈব সীদতি ॥ ২৭
সীদমানশ্চ সলিলে স নীতে পাতাল্যে বলাৎ ।
আসনাচ্ছাদনাদ্যৈশ্চৈব মুচ্যমানো বিচেতনঃ ॥ ২৮
মধ্যে প্রপতমানশ্চ তোয়েন পরিষিচ্যতে ।
শুক্লবর্ণেন বহুনা তোয়সা বৃষ্টিঃ সর্বশঃ ॥ ২৯
ঊর্ধ্বং জ্যোতিরবেক্ষন্তে শুক্লৈঃ শীতৈশ্চ বাধ্যতে ।
বারিপূর্ণৈঃ সুগম্ভীরৈর্বিদ্যুদ্ভিরিব ভাসিতৈঃ ॥ ৩০
এতৈর্বিকারৈঃ সংযুক্তৈর্নিরুদ্ধৈশ্চৈব সর্বশঃ ।
প্রবৈশ্বর্যমাসাদ্য সিদ্ধো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩১
রসাত্মকং তদৈশ্বর্যং ক্ষিপ্রাত্রাণভিনিঃসৃতম্ ।
সহস্রধারং বিততং যেষাং সমুপাগতম্ ॥ ৩২
রসাংশ্চ বিবিধান্ যোগাৎ সংসিদ্ধঃ সৃজতে প্রভুঃ
যাবর্থং সর্বভূতানাং যোগপ্রাপ্তেন হেতুনা ॥ ৩৩

তেজসো রূপমৈশ্বর্যং বিকারৈঃ সহ বর্ততে ।
আত্মনো বিষজননং মত্তো ব্রাহ্মণকারণে ॥ ৩৪
উগ্ররূপৈর্বিরূপৈশ্চ বধ্যতে দণ্ডপাণিভিঃ ।
ঘোররূপৈঃ সুগম্ভীরৈঃ পিঙ্গাক্ষৈর্নরবিগ্রহৈঃ ॥ ৩৫
নেত্রং সমুদ্ধরন্ ভীমং জিহ্বাগ্রং চাস্য বিধ্যতি ।
নদন্তি যুগপচ্চাপি ক্রুধ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬
পুনরেব তথা স্তুত্বা বহুরূপাস্তথাভবন্
নৃত্যমানাঃ প্রগায়ন্তি তর্পয়ন্তো বিশেষতঃ ॥ ৩৭
স্ত্রীভূতাশ্চ ততঃ সর্বে যুক্তানাম্ভাবলম্বিরে ।
কণ্ঠেহস্য বহুরূপাদ বিদ্বৈশ্চৈব প্রলোভয়ন্ ॥ ৩৮
মধুরৈরভিধানৈশ্চ ব্যাহরন্তি ন ভীতবৎ ।
পতন্তি যুগপৎ সর্বে পাদয়োর্মূর্ধভির্মুদা ॥ ৩৯
প্রসাদং কাঙ্ক্ষমাণাশ্চ যোগস্যান্তরবিঘ্নতঃ
বহুপ্রকারং কথয়ন্ত্যন্তি চ ভবন্তি চ ॥ ৪০

তিনি সেই মহাসাগরে পতিত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকেন, কিন্তু তাহাতে বিনষ্ট হন না। কখনও কখনও মহানদীর জলে নিমগ্ন হইয়া যান, পরন্তু জলের মধ্যে তিনি অধিক কষ্ট পান না এবং কখনও কখনও যখন তিনি জলে কষ্ট পান, তখন তাঁহাকে বলপূর্বক অধিক শীতল জলে পাতিত করিয়া ফেলা হয়। আসন এবং আচ্ছাদন হইতেও বঞ্চিত হইয়া তিনি তখন যেন অচৈতন্য হইয়া যান। ২৭-২৮

কখনও গর্তে পতিত হইয়া জলের দ্বারা সিক্ত হইয়া যান। তাঁহার মস্তকের উপর চারিদিক দিয়া জলের বহু শ্বেতধারা পতিত হইতে থাকে। ২৯

তিনি উপরের দিকে জ্যোতি দর্শন করেন এবং জলে পূর্ণ অত্যন্ত গভীর এবং বিদ্যুতে উদ্ভাসিত শ্বেত ও শুক্লবর্ণের মেঘমণ্ডলের দ্বারা পদে পদে বাধা পাইতে থাকেন। ৩০

বিকারসমূহ প্রাপ্ত হইলে এবং সর্বপ্রকারে উহার নিরোধ হইলে পর অক্ষয় ঐশ্বর্য্য লাভ করত সেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ যোগী) সিদ্ধ হইয়া যান। ৩১

তাঁহার রসাধারে অনেক প্রকার রসাত্মক ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয়, যাহা সহস্র ধারায় বিস্তৃত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া যায়। ৩২

সেই সামর্থ্যশালী সিদ্ধ যোগী যোগের দ্বারা নানাপ্রকার রসসমূহের সৃষ্টি করেন এবং যোগপ্রাপ্ত হেতুর দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের শরীরের উপযোগের জন্য বিবিধ ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি (প্রকট) করেন। ৩৩

ব্রাহ্মণ যোগীর যোগ-সাধনযোগে তাঁহার বহু আত্মার সমক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করিবার জন্য তৈজস ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়া নিজের বিকারসমূহের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৩৪

উগ্র, ঘোর ও বিকরাল রূপবিশিষ্ট শরীর এবং পিঙ্গলনয়ন নরাকার প্রাণীরা হাতে দণ্ড লইয়া সেই যোগীকে প্রহার করিতে থাকে। ৩৫

কোন ভয়ানক পুরুষ তাঁহার নেত্র উৎপাটিত করিতে থাকে, কোনও পুরুষ তাঁহার জিহ্বাকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে এবং বহুভাবে চিৎকারী অনেক পুরুষ বারংবার ক্রুদ্ধ করিতে করিতে একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে থাকে। ৩৬

পুনরায় সেই সময় তাহারা বহু রূপ ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই যোগী পুরুষকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিবার জন্য নৃত্য-গীত করিতে থাকে। ৩৭

তাহার পর তাহারা সকলে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া যোগীর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায় এবং তাঁহার কণ্ঠে ধরিয়া অবলম্বন করিতে থাকে। তাহারা বহু রূপ ধারণ করায় তাঁহাকে নানা বিষয়সমূহের দ্বারা প্রলোভিত করে। ৩৮

ঐ স্ত্রীরূপধারী বিঘ্ন যেন নির্ভয় হইয়া মধুর বাক্য দ্বারা বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকে এবং সকলে একসঙ্গে যোগীর চরণে মস্তকের দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করে। ৩৯

তাহারা যোগে বিঘ্ন আনিবার জন্যই সেই যোগীর কৃপাপ্রসাদ কামনা করিতে থাকে। তাঁহার সহিত বহু প্রকারের কথা বলেন এবং নৃত্য করিতে থাকে। এরূপ করিয়া তাহারা কখনও কখনও যোগীকে জয় করিতেও পারে। ৪০

এতৈর্বিকারৈঃ সংযুক্তৈস্ত্রিভিরিন্দ্রিয়ৈশ্চৈব সর্বশঃ ।
ঞ্চবমৈশ্বর্যমাসাদ্য সিদ্ধো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪১

তদর্চিষ ইবাগ্নেয়া আদিত্যস্যেব রশ্ময়ঃ ।
তেজোরূপকমৈশ্বর্যং জনিতাংস্তেজবিন্দবঃ ॥ ৪২

জ্যোতীংষি চৈব সংযুক্তাঃ আকাশে গুণসংযুতাঃ
চরন্তি লোকে সততং সূর্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্ ॥ ৪৩

চন্দ্রসূর্যাত্মকং দিব্যং জ্যোতিঃ পবনমুত্তমম্ ।
এতদ্ বিভ্রাজতে লোকে কালচক্রং ধ্রুবং বরম্ ॥ ৪৪

অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ ঋতু-সংবৎসরাণাম ।
ক্ষণা লবা মুহূর্তাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠাস্তথৈব চ ॥ ৪৫

অহোরাত্রপ্রমাণঞ্চ নিমিষোন্মেষণং তথা
তারাণাং গতয়শ্চৈব গ্রহাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৬

অথ পার্থিবমৈশ্বর্যং বিকারগ্রহসম্ভবম্ ।
যোগযুক্তো ধৃতিপ্রজ্ঞো মানুষাণ্ডু স্থচলাসনাৎ ॥ ৪৭

অশোভাভিহতস্তে সন্তো বেপমানোঽরুকীর্ত্যতে ।
সীদতে বসুধামধ্যে ভিন্নমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮

ভূতানাং বহুরূপৈশ্চ অচৈশ্চ জলবাসিভিঃ ।
বিষবৈর্দ্যতে ক্ষিপ্রং সংক্ষেপাৎ সমবক্রধ্যতে ॥ ৪৯

ততঃ পার্থিবমৈশ্বর্যং সেবমানশ্চ সর্বতঃ ।
মূর্তিমদ্ভিশ্চ বহুধা ধাতুভিঃ স চ হন্যতে ॥ ৫০

শক্তিতোমরনিস্ত্রিংশৈর্গদাভিশ্চাপ্যনেকধা ।
অসিভিঃ পাত্যতে চৈব ক্ষুরধারৈঃ সন্ততঃ ॥ ৫১

ভিদ্যতে চৈব বাণাগ্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈর্মর্মভেদিভিঃ ।
এভির্বিকারৈর্বিদ্ধৈস্ত্রিভিরিন্দ্রিয়ৈশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৫২

ঞ্চবমৈশ্বর্যমাপন্নঃ সিদ্ধো ভবতি ব্রাহ্মণঃ
ততঃ পার্থিবমৈশ্বর্যং নিষ্ক্রিয়স্য বিকারতঃ ॥ ৫৩

প্রাদুর্ভবতি সদ্যস্তে সমাধৌ প্রলয়ং গতে ।
দিব্যং গন্ধং সমাঘ্রায় দিব্যার্থাংস্তান্ শৃণোতি চ ॥ ৫৪

---

এই সব বিকার প্রাপ্ত হইলে এবং তৎসমস্তই পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইলে পর অক্ষয় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ যোগী সিদ্ধ হইয়া যান। ৪১

তদনন্তর অগ্নির শিখা ও সূর্যের কিরণের সমান তেজস্বী ঐশ্বর্য তাঁহার লাভ হয়। তখন তাঁহার শরীর হইতে তেজোবিন্দু উৎপন্ন হইতে থাকে। ৪২

সত্ত্বাদি গুণসমূহে পরিবৃত এই যোগী আকাশে জ্যোতির স্বরূপ হইয়া লোকে সততই চন্দ্র ও সূর্যের পথে বিচরণ করিতে থাকেন। ৪৩

চন্দ্র-সূর্য স্বরূপ হইয়া যেরূপ পবনের উত্তম দিব্য জ্যোতি কালচক্র এবং শ্রেষ্ঠ ধ্রুবস্থানে বিচরণ করিতে করিতে সেই যোগী তদ্রূপ রূপ ধারণ করত এই লোকে প্রকাশিত হইতে থাকেন। ৪৪

এই যোগীই পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত, কলা, কাষ্ঠা, দিন-রাত্রির প্রমাণ, নিমেষ, উন্মেষ, তারাসমূহ এবং বিশেষতঃ গ্রহসকলের গতি ইত্যাদি সব কিছুই হইয়া যান। ৪৫-৪৬

তদনন্তর বিকারসমূহ স্বীকার করিয়া নশ্বর যোগীর পার্থিব ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং তাহার দ্বারা প্রভু যোগীকে তখন স্থিতির অবিচল সিংহাসন হইতে পাতিত করা হয়। ৪৭

কিন্তু লোভ ত্যাগ করিলে পর এই বিষরূপ ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। বিষের দ্বারা কম্পিত ও ভীত যোগী জগতে নিন্দনীয় হন। তিনি ভূমধ্যে পুনঃ পুনঃ বিষসমূহে আহত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকেন। ৪৮

প্রাণিগণের বহুবিধ রূপ ও জলবাসী অজ বিষসমূহের সহিত তিনি সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং সেই সবের দ্বারা বিক্ষেপে পতিত হইয়া তাঁহার প্রবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। ৪৯

তদনন্তর পার্থিব ঐশ্বর্য ভোগ করিতে করিতে সেই যোগী পুরুষ সর্বদিক দিয়া মূর্তিমান্ পার্থিব ধাতুসমূহের দ্বারা বারংবার হত হইতে থাকেন। ৫০

শক্তি, তোমর, খড়্গ, গদা ও ক্ষুরধার অস্ত্রাদিসমূহের দ্বারা তাঁহাকে সহস্র সহস্র বার পাতিত করা হয়। ৫১

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মর্মভেদী বাণসমূহের অগ্রভাগের দ্বারা বিদীর্ণ হইতে থাকেন। কিন্তু এই সব বিকার প্রাপ্ত হইলেও তাহারা পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইলে পর অক্ষয় ঐশ্বর্য লাভ করত ব্রাহ্মণ (ভাবপ্রাপ্ত) যোগী সিদ্ধ হইয়া যান। ৫২

তাহার পর বিকাররহিত সেই যোগীর সমক্ষে পার্থিব ঐশ্বর্য উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় যখন সমাধি উৎপন্ন হয় এবং বিকারসমূহ লীন হইয়া যায়, তখন তিনি দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করত দিব্য শব্দসমূহের কথাও শুনিতে পান। ৫৩-৫৪

দিব্যাম্বরৈশ্চ পুরুষৈশ্চিহ্নতে ন চ ভিদ্যতে
গচ্ছন্ মুক্তিনাঃ চাত্তঃ প্রধানাত্মা ক্রমিব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

তিনি দেহ থাকা পর্য্যন্ত দিব্য পুরুষগণ হইতে ভিন্ন থাকেন এবং দেহপাত হইলে পর সর্ব্বাতভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি সেই সব হইতে অভিন্ন হইয়া যান। অমূর্ত্তপথে গমনকারী এই যোগী পরিণামপ্রাপ্ত প্রধানের ন্যায় পূর্ব্বোক্তগণের অন্তঃকরণেও প্রবেশ করেন। ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ ব্রহ্মণা যোগধারণাপূর্ব্বক-কৃত-মানসিক-সৃষ্টিবর্ণনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততোঽচিন্ত্যাং ধারণাং গত্বা মনসা স পিতামহঃ
ব্রহ্মকর্ম্মসমারম্ভং নির্মুক্তেনাত্মনাত্মনা ॥ ১

সর্ব্বাঙ্গধারণাং কৃত্বা মনসা প্রশমধিব।
ব্রহ্মযোগেন চ ব্রহ্মা সৃজতে মনসা প্রজাঃ ॥ ২

চক্ষুষা রূপসম্পন্না অপ্সরাঃ সৃজতে প্রভুঃ।
নাসিকাগ্রাচ্চ গন্ধর্ব্বান্ বিচিত্রাম্বরধারিণঃ ॥ ৩

তুম্বুরুপ্রমুখান্ সর্ব্বান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ
নৃত্যবাদিত্রকুশলান্ কুশলান্ স সর্জ্জিতিম্ ॥ ৪

ব্রহ্মযোগেন যোগাত্মা স্বয়মূর্ত্তিধরান্ প্রভুঃ।
চারুনেত্রাং সুকেশান্তাং সুভ্রুং চারুনিতম্বিনীম্ ॥ ৫

পদ্মেন শতপত্রেণ চারুণা সুবিরাজিতাম্
কন্যাং শুচিস্মিতাং দেব্যাং ব্রাহ্মীং মূর্ত্তিমতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৬

সসৃজে মনসা ব্রহ্মা সম্যক্ প্রোক্তেন চেতসা।
ভাবযোগেন ভূতাত্মা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং নৃপ ॥ ৭

চক্ষুর্ভ্যাং রূপসম্পন্নাঃ সৃজন্ সোঽপ্সরসঃ প্রভুঃ
নাসিকাগ্রাচ্চ গন্ধর্ব্বান্ সুবাসান্ সুপ্রসাদিতান্ ॥ ৮

গানপ্রভাবং সমক্রে গন্ধর্ব্বাণামশেষতঃ
অন্যেষাং চৈব বিপ্রাণাং গানং ব্রহ্মপ্রভাবিতম্ ॥ ৯

পদ্ভ্যাং সৃজতি ভূতানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ।
নর-কিন্নর-যক্ষাংশ্চ পিশাচোরগ-রাক্ষসান্ ॥ ১০

## বিংশ অধ্যায়

[ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যোগধারণপূর্ব্বক কৃত মানসিক সৃষ্টির বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর যোগযুক্ত পিতামহ ব্রহ্মা মনের দ্বারা অচিন্ত্য ধারণা প্রাপ্ত হইয়া বিকারমুক্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রতিপাদক কর্ম আরম্ভ করিলেন। ১

ব্রহ্মা মনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ধারণা করত যেন ধ্যান করিতে করিতেই ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা প্রজাগণকে সৃষ্টি করিলেন। ২

এই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা চক্ষু হইতে রূপবতী অপ্সরাদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং নাসিকার অগ্রভাগ হইতে বিচিত্র বস্ত্রধারী গন্ধর্ব্বগণকে সৃজন করিলেন। ৩

তুম্বুরুপ্রমুখ সেই শত শত ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব সকলেই নৃত্য এবং বাদ্যে কুশল ও সামগানে নিপুণ ছিলেন। ৪

তদনন্তর যোগাত্মা ও সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু; ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মযোগের দ্বারা দিব্য নেত্রবিশিষ্ট, পবিত্র (চিহ্নগণের দ্বারা) সেবনীয়া, মূর্ত্তিমতী, দেবতাদিগের লক্ষ্মীকে প্রকটিত করিলেন, যাঁহার দেহ অতিশয় মনোহর, কেশাগ্রভাগ সুন্দর, জঘন মনোহর ও মুখের হাস্য কমনীয় করিতে প্রকাশিত হইতে ছিল এবং হস্তে পরম সুন্দর শতদল পদ্ম ধারণ করিয়া তিনি শোভা পাইতেছিলেন। ৫-৬

নৃপ জনমেজয়! ভূতাত্মা ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণিগণের ভাবযোগ (অন্তঃকরণের বাসনা) অনুসারে ঈশ্বরপ্রেরিত চিত্তের দ্বারা মানসিক সঙ্কল্পেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন। ৭

এই প্রভু চক্ষু হইতে সৌন্দর্য্যশালিনী অপ্সরাগণকে এবং নাসিকার অগ্রভাগ হইতে সুন্দর বস্ত্রধারী ও প্রসন্নমুখ গন্ধর্ব্বদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ৮

তিনি সমস্ত গন্ধর্ব্বগণের জন্য গন্ধর্ব্বশাস্ত্র এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের জন্য সামগানের বিধানে রচনা করিলেন। ৯

স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণিগণকে তিনি নিজের চরণ হইতে উৎপন্ন করিলেন, যাহাদের নাম এইরূপ—মনুষ্য, কিন্নর, যক্ষ, পিশাচ, নাগ, রাক্ষস, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, সহস্র প্রকারের মৃগ (পশু), নানাপ্রকারের পক্ষিজাতি এবং বহু চতুষ্পদ প্রাণি—

গতান্ সিংহাংশ্চ ব্যাঘ্রাংশ্চ মৃগাংশ্চৈব সহস্রশঃ
উপজাতাংশ্চ বহুধা তাবদেতোষ্টভূপবান্ ॥ ১১

যে তু বস্তাভিবাদন্তি কর্মপ্রাণেন হেতুনা।
হস্তেভ্যঃ কর্ম সসৃজে মনুষ্যাং মনসা তথা ॥ ১২

বায়ুবো ন বিসর্গঞ্চ ভূতানাং পৃথগিচ্ছতা।
উপতস্থে ভগবান্ পঞ্চেন্দ্রিয়সমাধিনা ॥ ১৩

হৃদয়াদসৃজদ্ গাবো বাহুভ্যাং পক্ষিণস্তথা।
অন্যানি চৈব সত্ত্বানি তৈস্তৈর্বেদৈঃ পৃথগ্‌বিধৈঃ ॥ ১৪

ঋষিং ভৃগ্বিরসং চৈব মুনিং প্রণিতস্তেজসম্।
ব্রহ্মবংশকরং দিব্যং বাভিসিক্তমতিক্রিয়ম্ ॥ ১৫

ততোঽস্যাপরজনয়দ্ যোগাদ্ যোগেশ্বরঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মবংশকরং দিব্যং ভৃগুং পরমধার্মিকম্ ॥ ১৬

ললাটমধ্যাদসৃজদ্যান্ প্রিয়ংপ্রিয়ম্
সনৎকুমারং মূর্দ্ধশ্চ মহাযোগী পিতামহঃ ॥ ১৭

অভিষিক্তং তু সোমঞ্চ যৌবরাজ্যে পিতামহঃ
ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজানং শাশ্বতং নক্ষত্রাধিপম্ ॥ ১৮

তপসা মহতা যুক্তো গ্রহৈঃ সহ নিশাকরঃ।
চচার নভসো মধ্যে প্রভাভির্ভাসয়ন্ জগৎ ॥ ১৯

স পাটৈশ্চবান্ যোগাত্মনসা সিদ্ধিমাগতঃ।
সসৃজে সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ২০

তত্র স্থানানি ভূতানাং যোগাংশ্চৈব পৃথগ্‌বিধান্
বাবস্থাপতাংশো ব্রহ্মা সর্বভূতপিতামহঃ ॥ ২১

এষ ব্রহ্মময়ো যজ্ঞো যোগঃ সাংখ্যঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বিজ্ঞানঞ্চ স্বভাবশ্চ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ॥ ২২

একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ সম্ভবো নিধনং তথা
কালঃ কালকর্মশ্চৈব জ্ঞেয়ং বিজ্ঞানমেব চ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

---

এই সকলকেই তিনি উহাদের পূর্বকল্পের আন্তরিক বাসনা অনুসারে উৎপন্ন করিলেন। ১০-১১

প্রাণিগণের পূর্বকল্পের কর্মানুসারে প্রাপ্ত কারণের (অদৃষ্টের) বিচার করত ব্রহ্মা পূর্বোক্ত চরাচর জীবসকলকে সৃষ্টি করিলেন এবং এরূপ জীবগণকেও উৎপন্ন করিলেন, যাহারা হস্তে বস্তু লইয়া চলন করে, বিধাতা হস্তসকল হইতে কর্মের এবং মন হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন। ১২

প্রাণিগণের সুখ কামনা করিয়া ব্রহ্মা প্রাণাদি রূপে তাহাদের জন্য প্রাণাদি বিবিধ কার্যের সৃষ্টি করিলেন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিরোধের দ্বারা পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার সামীপ্যপ্রাপ্ত হইলেন। ১৩

তিনি হৃদয় হইতে গোধনকে, বাহুদ্বয় হইতে পক্ষিসকলকে এবং ভিন্ন ভিন্ন বেদসমূহ হইতে অন্যান্য জন্তুদিগকে সৃজন করিলেন। ১৪

প্রজ্বলিত তেজোযুক্ত, মনসহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিজের বশীভূতকারী, ব্রহ্মবংশপ্রবর্তক দিব্য ঋষি মুনিবর অঙ্গিরাকে যোগেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মা যোগবলের দ্বারা নিজের দুই কর্ণ মধ্যভাগ হইতে উৎপন্ন করিলেন। ১৫

ব্রহ্মবংশচালক পরম ধর্মাত্মা দিব্য ঋষি ভৃগুকে তিনি ললাটের মধ্যভাগ হইতে সৃষ্টি করিলেন এবং এই মহাযোগী পিতামহ কলহপ্রিয় নারদ ও সুন্দর শরীরধারী সনৎকুমারকে নিজের মস্তক হইতে উৎপন্ন করিলেন। ১৬-১৭

পিতামহ সেই সোমকেও সৃষ্টি করিলেন, যিনি যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রজনীপতি সোম (চন্দ্র) ব্রাহ্মণগণের সনাতন রাজা। ১৮

মহাতপোযুক্ত চন্দ্র নিজের প্রভাসমূহের দ্বারা জগৎকে প্রকাশিত করিতে করিতে গ্রহগণের সহিত আকাশমণ্ডলে বিচরণ করেন। ১৯

যোগের দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভগবান্ ব্রহ্মা মানসিক সঙ্কল্পে নিজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গসমূহের দ্বারা সমস্ত চরাচর প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। ২০

সমস্ত ভূতগণের পিতামহ ব্রহ্মা এই ভূতবর্গের জন্য বহু স্থান ও তাহাদের যোগক্ষেমের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ২১

ইহা ব্রহ্মময় যজ্ঞ (জ্ঞানযজ্ঞ) বলিয়া কথিত হয়; ইহাই যোগ ও বাস্তবিক সাংখ্য। বিজ্ঞান, স্বভাব, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, একত্ব, নানাত্ব, জন্ম ও মৃত্যু, কাল, যেখানে কালেরও অন্ত হইয়া যায়, সেই জ্ঞান এবং বিজ্ঞান (আত্মানুভব)-ও জানিবার যোগ্য। ২২-২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পৌষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ কৃতযুগস্য প্রসঙ্গেন জ্ঞানসিদ্ধানাং ব্রাহ্মণানাং বর্ণনম্, প্রজাপতি-দক্ষেণ প্রাণিনাং চতুর্ণাং বর্ণানাং সৃষ্টিঃ, তস্য স্বপুত্রেভ্যো যাত্রা অন্তং জ্ঞাতুমাদেশদানঞ্চ। ]

জনমেজয় উবাচ।

কৃতং ব্রহ্মযুগং ব্রহ্মন্ যুগানাং প্রথমং যুগম্।
কথন্তদপি যুগং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো॥১
সসংক্ষেপং সবিস্তারং নিয়মৈর্বহুভিশ্চিতম্।
উপায়জ্ঞৈশ্চ কথিতং ক্রতুভিশ্চৈব শোভিতম্॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতত্তে কথয়িষ্যামি যজ্ঞকর্মভিরর্চিতম্
দানধর্মৈশ্চ বিবিধৈঃ প্রজাভিরুপশোভিতম্॥৩
তেঽপূর্বমাত্রা মুনয় আদত্তাঃ সূর্যরশ্মিভিঃ।
মোক্ষপ্রাপ্তেন বিধিনা নিরাবাধেন কর্মণা॥৪
প্রবৃত্তে চাপ্রবৃত্তে চ নিত্যং ব্রহ্মপরায়ণাঃ
পরায়ণস্য সঙ্গতা ব্রহ্মণস্য মহীপতে॥৫
শ্রীযুতাঃ পাবনাশ্চৈব ব্রাহ্মণাশ্চ মহীপতে।
চরিতব্রহ্মচর্য্যাশ্চ ব্রহ্মজ্ঞানাবিবোধিতাঃ॥৬
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে প্রভাবে প্রলয়ং গতাঃ।
ব্রাহ্মণা বিত্তসম্পন্না জ্ঞানসিদ্ধাঃ সমাহিতাঃ॥৭
ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতির্ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥৮
অক্ষরাদ্ ব্রাহ্মণাঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।
বৈশ্যা বিকারতশ্চৈব শূদ্রা ধূমবিকারতঃ॥৯
শ্বেতলোহিতকৈর্বর্ণৈঃ পীতৈর্নীলৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
অভিনির্বর্ত্তিতা বর্ণাশ্চিন্তয়ানেন বিষ্ণুনা॥১০
ততো বর্ণত্বমাপন্নাঃ প্রজা লোকে চতুর্বিধাঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে॥১১

---

## একবিংশ অধ্যায়

[ কৃতযুগের প্রসঙ্গে জ্ঞানসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের বর্ণন, প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক প্রাণিগণের ও চার বর্ণের সৃষ্টি এবং তাঁহার নিজ পুত্রগণকে পৃথিবীর অন্ত জানিবার জন্য আদেশদান। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি যুগসকলের প্রথম যুগ এবং যাহাকে ব্রহ্মযুগ (বা ব্রাহ্মণযুগ) বলে, তাহার বর্ণন শ্রবণ করিয়াছি। প্রভো! এখন আমি উপায়বিৎ পুরুষগণের দ্বারা কথিত, যজ্ঞসমূহে সুশোভিত এবং বহুসংখ্যক নিয়মসকলে পূর্ণ সেই কৃতযুগের বর্ণন সংক্ষেপে অথচ বিস্তারের সহিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! এই ক্ষত্রিয়-যুগ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব। এই যুগ যজ্ঞকর্মসমূহে পূজিত, নানাবিধ দান-ধর্মসকলে সম্মানিত এবং বহুসংখ্যক প্রজাবর্গে সুশোভিত। ৩

সেই প্রসিদ্ধ অপূর্বমাত্রপ্রধান মুনিগণ, যাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন, নির্বিঘ্ন কর্মের প্রভাবে সূর্যের কিরণাবলির দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত, যাঁহারা সর্বদা প্রবৃত্তি-কর্মে ও সর্বদা নিবৃত্তি-কর্মে তৎপর থাকিয়া নিত্য ব্রহ্মপরায়ণ, হে নৃপতে! যাঁহারা সকলের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া পরমাত্মার প্রসন্নতার উদ্দেশে বেদোক্ত কর্মে সদা রত থাকেন, যাঁহারা ব্রহ্মচর্যপালন করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া শ্রীসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া গিয়াছেন এবং যাঁহারা পূর্ণরূপে সহস্র চতুর্যুগ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে থাকিয়া তাহার অন্তে সেখানে প্রলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই এই ভাবী কল্পে একাগ্রচিত্ত, সদাচারসম্পন্ন ও জ্ঞানসিদ্ধ ব্রাহ্মণ হন। ৪-৭

সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন হইলেন ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি দক্ষ। যিনি ইন্দ্রিয়গণ ও তাঁহাদের বিষয়সমূহ হইতে অসঙ্গ থাকিয়া যোগযুক্ত চিত্তে বহুসংখ্যক প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইনি ভগবান্ বিষ্ণুকে নিজের আত্মা বলিয়া মনে করায় 'বিষ্ণু' বলিয়া কথিত হইতেন। ৮

অক্ষর (শুদ্ধ সত্ত্বময় বিষ্ণুর অর্ধ, যাঁহার বর্ণ সুধার ন্যায় শুভ্র) হইতে সৌম্য স্বভাববিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষর (সত্ত্ব-রজোময় মিশ্র বর্ণ, যাঁহার বর্ণ রক্ত—লাল) হইতে ক্ষত্রিয়-বন্ধুগণের উদ্ভব হইয়াছে। বিকার (রজোময় সকাম বর্ণ, যাঁহার বর্ণ হরিতালের ন্যায় পীত) হইতে বৈশ্যগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ধূম-বিকার (তমোময় বর্ণ, যাঁহার বর্ণ ধূমের ন্যায় কাল) হইতে শূদ্রসকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ৯

এইভাবে সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাশীল বিষ্ণুস্বরূপ প্রজাপতি শ্বেত, রক্ত, পীত ও নীল বর্ণবিশিষ্ট বিভিন্ন বর্ণসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের সৃষ্টি করিলেন। ১০

এইরূপে বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ এই লোকে চার ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল। ভূপতে! এই চার বর্ণের মানুষ ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া অভিহিত হয়। ১১

একলিঙ্গাঃ পৃথগ্বর্ণা দ্বিপদাঃ পরমদ্ভুতাঃ ।
যাতনাপ্রাপ্তিসম্পন্না গতিজ্ঞাঃ সর্বকর্মসু ॥ ১১
ত্রয়াণাং বর্ণজাতানাং বেদপ্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ স্মৃতাঃ ।
তেন ব্রাহ্মণযোগেন বৈষ্ণবেন মহীপতে ॥ ১৩
প্রজ্ঞয়া তেজসা যোগাত্তস্মাৎ প্রাচেতসঃ প্রভুঃ ।
বিষ্ণুরেব মহাযোগী কর্মণামন্তরং গতঃ ॥ ১৪
ততো নির্মাণসম্ভূতাঃ শূদ্রাঃ কর্মবিবর্জিতাঃ ।
তস্মান্নার্হন্তি সংস্কারং ন হ্যত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে ॥ ১৫
যথাগ্নৌ ধূমসম্বাতো হ্যরণ্যা মথ্যমানয়া ।
প্রাদুর্ভূতো বিসর্পন্ বৈ নোপযুঙ্ক্তে কথঞ্চন ॥ ১৬
এবং শূদ্রা বিসর্পন্তো ভুবি কার্ৎস্ন্যেন জন্মনা ।
নাসংস্কৃতেন ধর্মেণ বেদপ্রোক্তেন কর্মণা ॥ ১৭
ততোঽন্যে দক্ষপুত্রাশ্চ সম্ভূতা ব্রহ্মযোনয়ঃ
বলবন্তো মহোৎসাহা মহাবীর্যা মহৌজসঃ ॥ ১৮
পিত্রা প্রোক্তা মহাত্মানো দক্ষিণা যজ্ঞকর্মণা ।
অহমিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ধাত্র্যাঃ পুত্রা বলো হ্যহম্ ॥১৯
ততো বিবাদে তস্মাৎ প্রজানাং বিপুলং বলম্ ।
বিপুলত্বাচ্চ ক্ষেত্রাণাং মমাপি বিপুলাঃ প্রজাঃ ॥ ২০
ন তেষাং দর্শয়দ্দেবী চক্ষুষা রূপমাত্মনঃ ।
প্রজাপতিসুতানাং বৈ বিপুলানামমিচ্ছতাম্ ॥ ২১
আত্মনো ভাবনির্বৃত্তে ভাবে কৃতযুগে তদা ।
জনিত্রী সর্বভূতানাং শুক্লশোণিতজান্তথা ॥ ২২
সংবেদজননী ধাত্রী চৈতি মাত্রা প্রচোদিতা ।
অণ্ডজাং স্তম্ভজাং চৈব জন্তুনাং কর্মভোগিনাম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

---

ইহাদের সকলেরই আকৃতি এক রূপ; কিন্তু বর্ণ পৃথক্ পৃথক্। এই সব দুই পদবিশিষ্ট জীব (মানুষ) অতিশয় অদ্ভুত। কর্মফলের ভোগের জন্য ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের সমস্ত কর্মসমূহের গতির জ্ঞান (তাহাদের শুভাশুভ ফলসমূহের উপর বিশ্বাস) হয়। ১২

রাজন্! ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণে উৎপন্ন মনুষ্যগণেরই সমস্ত ক্রিয়া বেদোক্ত বিধির দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য বলিয়া কথিত হয়। এই কারণে তোমাদের যে তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাদেরই ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপায় বেদাধ্যয়নের অধিকার সুলভ হয়। ১৩

প্রজ্ঞা ও তেজের যোগে যুক্ত এই সামর্থ্যশালী মহাযোগী প্রাচেতস দক্ষনামক বিষ্ণুই 'প্রজাপতি'র অধিকারপ্রাপ্ত কর্মসমূহে (সৃষ্টি আদিতে) তৎপর রহিলেন। ১৪

অতএব দ্বিজবর্ণ ও ত্রৈবর্ণিকগণের সেবা করিবার জন্য উৎপন্ন শূদ্রগণ বৈদিক কর্মের অধিকার-রহিত হইল। সেইজন্য তাহারা উপনয়নাদি সংস্কারের যোগ্য নহে; কারণ, তাহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই। ১৫

যেরূপ অরণী মন্থন করিলে উদ্ভূত অগ্নিতে ধূমরাশি উৎপন্ন হইয়া বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তথাপি অগ্নিহোত্রী (যজ্ঞকারী) দ্বিজ যজ্ঞকর্মে সেই ধূমের উপযোগ করেন না, সেইরূপ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ণরূপে সর্বদিকে বিস্তৃত শূদ্রগণ সংস্কার-হীন হওয়ায় বেদোক্ত ধর্ম-কর্মের উপযোগে আসিবার যোগ্য হয় না। ১৬-১৭

তদনন্তর দক্ষের আরও বহু পুত্র হয়, তাঁহারা বেদের জ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা বলবান্, অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন, মহাপরাক্রমশালী ও মহাতেজস্বী ছিলেন। ১৮

এই সামর্থ্যশালী মহাত্মা পুত্রগণকে যজ্ঞকর্মপরায়ণ পিতা দক্ষ বলিলেন,—পুত্রগণ! আমি তোমাদের নিকট হইতে ধাত্রীর (পৃথিবীর) অন্ত জানিতে ইচ্ছা করি, কারণ, আমি বলবান্ (অতএব ধাত্রীর অন্ত জানি)। ১৯

অতএব পুত্রগণ! তোমাদের নিকট হইতে ধাত্রীর অন্ত শ্রবণ করিয়া তোমাদের বলের জ্ঞান প্রাপ্ত করিলে পর আমি প্রজাগণের জন্য বিপুল বলের সৃষ্টি করিব; কারণ, ক্ষেত্রসমূহের (শরীরসমূহের) বিশালতাহেতু আমার প্রজাগণ অধিক বলশালী হইতে পারিবে। ২০

বিশাল পৃথিবীর অন্ত জানিতে ইচ্ছুক এই প্রজাপতিগণকে পৃথিবীদেবী নিজের আধিদৈবিক রূপের প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলেন না। ২১

তদনন্তর যখন ভাবসিদ্ধ কৃতযুগ (বিশুদ্ধ সত্ত্বের ভাব) আসিল, তখন (সেই প্রজাপতিপুত্রগণের নিজেদের অভিপ্রায়ের সিদ্ধি হইয়া যাইলে পর) প্রমাতা চেতনের (পরমাত্মা বিষ্ণুর) দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধাত্রী স্বীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপের দ্বারা সমস্ত জ্ঞানের জননী এবং সমস্ত প্রাণিগণের জন্মদাত্রিনী হইলেন। তিনি অণ্ডজ ও স্বেদজ প্রাণিগণকেও উৎপন্ন করিলেন এবং তিনি কর্মফলভোগকারী প্রাণিবর্গের শরীরসকলের লঘু, সূক্ষ্ম ও বিশাল রূপ প্রদান করিলেন। ২২-২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাববিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ স্ত্রীভাবাৎ প্রাক্‌রূপধারিণা দক্ষেণ কন্যানামুৎপাদনম্, তাসাং ধর্মায়, কশ্যপায়, সোমায় চ প্রদানম্, দক্ষ-কন্যানাং সন্তানানাং বর্ণনম্, তেষাং দেবলোকে উদ্ভবসামর্থ্যকথনঞ্চ ]

জনমেজয় উবাচ

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্রেতায়াং ব্রহ্মণোত্তম
যজ্জ্ঞাত্বা সর্ব্ববিদ্যানাং পরং পশ্যেয়মব্যয়ম্ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দক্ষস্তু পুনরাদায় স্ত্রীভাবং পুরুষোত্তমঃ ।
যোগাদ্ যোগেশ্বরাত্মানং নিষণ্ণো গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ২
মৃদ্বাঙ্গঃ পীনজঘনা সুভ্রূঃ পদ্মনিভাননা ।
রক্তাম্বুজনয়না কান্তা সর্ব্বভূতমনোরমা ॥ ৩
দক্ষঃ প্রাচেতসস্তস্যাং কন্যাঃ জনয়ৎ প্রভুঃ ।
দেহার্দ্ধযোগবিধিনা কন্যাঃ পদ্মনিভাননাঃ ॥ ৪
দক্ষঃ পুরুষরূপেণ স্ত্রীরূপমপহায় বৈ
দর্শনে সর্ব্বভূতানাং কান্তঃ কান্ততরোঽভবৎ ॥ ৫
তাঃ কন্যাঃ প্রদদৌ দক্ষঃ স্বয়ং প্রাচেতসঃ প্রভুঃ ।
ব্রহ্মদেয়েন বিধিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তেন ভারত ॥ ৬
প্রদদৌ দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
সপ্তবিংশতি সোমায় পত্নীস্তেভ্যঃ সমাহিতঃ ॥ ৭
দক্ষো দত্ত্বা তাঃ কন্যা ব্রহ্মক্ষেত্রং প্রপদ্য চ ।
ব্রহ্মণাধ্যুষিতং পুণ্যং সমাহিতমনা মুনিঃ ॥ ৮
তপ্যমানো মুনৈঃ সার্দ্ধং চচার বসুধাং নৃপ ।
তৃণমূলফলৈর্দ্দেবো বৃদ্ধঞ্চ তপসাগমৎ ॥ ৯
মুদাস্তু তত্র যোগস্থি কন্যঃ যোগস্থি ব্রহ্মণাঃ ।
দীক্ষিতাঃ পুণ্যকর্মাণস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ১০
সংগ্রামকালে কালজ্ঞঃ শরীরাধিপতির্মুনিঃ
কর্মযজ্ঞকৃতাং তত্র সিদ্ধিং পশ্যতি লক্ষণাম্ ॥ ১১

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

[ দক্ষের স্বীয় অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে স্ত্রীরূপ হইয়া বহু কন্যার উৎপাদন এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম, কশ্যপ ও সোমকে প্রদান, দক্ষ-কন্যাদিগের সন্তানগণের বর্ণন এবং তাঁহাদের দেবলোকে উৎপন্ন হইবার যোগ্যতাকথন । ]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তিরূপ (যজ্ঞাদি) ধর্মে যাহা সমীচীন তত্ত্ব, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, যাহা জানিয়া এবং আচরণ করিয়া আমি সমস্ত বিদ্যাসমূহের পরম অবিনাশী ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিতে পারি । ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! পুরুষোত্তম দক্ষ যোগবলে স্ত্রী-দেহ প্রাপ্ত হইলেন । এই স্ত্রী-দেহ সেই যোগেশ্বর দক্ষের নিজেরই স্বরূপ ছিল । সেই স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তিনি এক পর্ব্বতের শিখরে উপবিষ্ট ছিলেন । ২

সেই স্ত্রীর অঙ্গ সুন্দর, জঘনদেশ স্থূল, জঙ্ঘা মনোহর, মুখ প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় কান্তিমান্ এবং দুই নয়নের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ছিল । সমস্ত ভূতগণের মনোমোহিনী এই নারী কমনীয় কান্তিমতী ছিলেন । ৩

ভগবান্ প্রাচেতস দক্ষ দেহার্দ্ধ সংযোগের বিধি অনুসারে সেই অর্দ্ধাঙ্গজনিত নারীর গর্ভ হইতে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্টা বহু কন্যা উৎপন্ন করিলেন । ৪

তাহার পর সেই স্ত্রীরূপ ত্যাগ করত দক্ষ পুনরায় পুরুষরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই সময় তিনি সমস্ত প্রাণিগণের দৃষ্টিতে পরম কান্তিমান্ ও কমনীয় প্রতীত হইতেছিলেন । ৫

ভারত ! অনন্তর স্বয়ং প্রাচেতস ভগবান্ দক্ষ সেই কন্যাদিগকে বেদোক্ত ব্রাহ্মবিধি অনুসারে বিবাহে দান করিলেন । ৬

তিনি একাগ্রচিত্তে ধর্মকে দশ, কশ্যপকে তের এবং সোমকে (চন্দ্রকে) সাতাশ কন্যা এইরূপ দান করিলেন যে, তাঁহারা এই কন্যাগণকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন । ৭

সেই কন্যাদিগকে দান করিবার পর দক্ষমুনি ব্রহ্মার ক্ষেত্র প্রয়াগে আসিলেন, যেখানে ব্রহ্মা পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য যাহা পরম পুণ্যদায়ক তীর্থ হইয়া গিয়াছিল । সেখানে আসিয়া তিনি মনকে একাগ্র করত পরমাত্মার চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৮

নৃপ জনমেজয় ! তদনন্তর দক্ষ তপস্যায় রত হইয়া মুনিগণের সহিত পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তিনি তৃণ ও ফল-মূলের দ্বারাই নিজের শরীরের পোষণ করিতেছিলেন । এইভাবে তাঁহার তপস্যার নিরন্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল । ৯

তাঁহার তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মগণ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল (কারণ, তাঁহার তপস্যার সর্ব্বত্র অহিংসাভাব প্রসারিত হইয়া উঠিল) । যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পুণ্যকর্মকারী ও তপস্যার দ্বারা নিজের পাপসমূহ দগ্ধকারী ব্রাহ্মণ দক্ষ সেই অহিংসাপ্রধান তপস্যার বৈরত্যাগরূপ ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া যাইতেন । ১০

নিজের চিত্তের উপর আক্রমণ করিবার জন্য যে সংগ্রাম (মন-নিগ্রহাত্মক তৎপরতাপূর্ণ সাধন) যোগীকে করিতে হয়, তাহার সময় আসিলে পর কালের গতিবিৎ এবং শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-

দানমানপ্রবীরাশ্চ নিরুদ্বেগা নিরাশিষঃ
মৃগৈঃ সহ তথা যান্তি সপত্নীকাঃ সুপুত্রিণঃ ॥ ১২
ব্রাহ্মণাঃ যোগসংসিদ্ধা ভনিত্রে প্রথমে পদে
ব্রহ্মণাধ্যুষিতত্বাচ্চ ব্রহ্মক্ষেত্রমিহোচ্যতে ॥ ১৩
যতিভিঃ কর্মভির্মুক্তৈর্জিতক্রোধৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ।
চরদ্ভির্বসুধাং বিপ্রৈরকিঞ্চনপরৈর্মিতৈঃ ॥ ১৪
যা প্রজা পূর্বমারূঢ়া মানসী ব্রহ্মচারিণী ।
সৈবৈষা ব্যক্তিমাপন্না স্বভাবস্থপ্রতিক্রমা ॥ ১৫
অব্যক্তা ব্যক্তমাপন্না স্বভাবাদ্ধ্রুবতিক্রমা ।
ব্যক্তাব্যক্তগতিশ্চৈষা কালধর্মাদবাপ্যতে ॥ ১৬
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব স্থূলসূক্ষ্মাশ্চ ভারত
কালযোগেন কালজ্ঞা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৭
এতাশ্চৈতাঃ প্রজাঃ সর্বা দক্ষকন্যাসু জজ্ঞিরে ।
কশ্যপেনাথ যোগেন সংযুক্তাঃ কালধর্মিণা ॥ ১৮
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ ।
নাগাশ্চানেকশিরসঃ সাধ্যা বৈ পন্নগাস্তথা ॥ ১৯
গন্ধর্বাঃ কিন্নরা যক্ষা সুপর্ণাশ্চ তথাপরে ।
গরুত্মান্ সহ দৈত্যৈশ্চ কিন্নরাশ্চ সুবাসসঃ ॥ ২০
গাবঃ পতগৈঃ সার্ধং নরাশ্চ বসুধাধিপ ।
চরাচরাশ্চ বসুধা পর্বতাশ্চ ধরাধরাঃ ॥ ২১
গজাঃ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রাশ্চ হয়া পক্ষধরাস্তথা ।
খড়্গা বিষাণিনশ্চৈব বৃষভাশ্চ মৃগাস্তথা ॥ ২২
চতুর্বিষাণা নাগেন্দ্রা পদ্মাভা সর্বতঃ শুভাঃ
সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ প্রাণিনঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৩
তেষাং রূপৈস্তথা গাত্রৈস্তৈঃ শীলৈস্তৈঃ পরাক্রমৈঃ ।
যুক্তাঃ পুনরুদ্ভূতা বর্ষক্ষেত্রে সনাতনে ॥ ২৪

---

দিগকে শাসনকারী মুনিগণ সকল কর্মজনিত সিদ্ধি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন; কারণ, তাঁহার নিকট সিদ্ধিসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১১

যাঁহারা অপরকে দান ও মান দান করিতে প্রধান বীর, যাঁহাদের উদ্বেগ শান্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা আশীর্বাদ ভোগ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুত্রগণের পিতা, এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ পত্নীর সহিত সেই বনে যাইয়া মৃগদলের সহিত সুখাবস্থা প্রাপ্ত হন ॥ ১২

যোগসাধনে সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সেখানে সকলের উৎপাদক প্রথম পদ—পরব্রহ্ম পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা সেখানে বাস করিয়াছিলেন, সেইজন্য সেখানে প্রাণকে ব্রহ্মক্ষেত্র বলা হয় ( আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মের উপলব্ধির স্থান বলিয়া এই শরীরই ব্রহ্মক্ষেত্র ) ॥ ১৩

যাঁহারা কর্মসকল ( কর্মবন্ধন ) হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ক্রোধকে জয় করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চন ( পরিগ্রহশূন্য ) পথে চলিতে ইচ্ছুক ও পৃথিবীতে বিচরণকারী সেই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণ এই ক্ষেত্রকে ( প্রাণ বা শরীরকে ) ব্রহ্মক্ষেত্র বলেন ॥ ১৪

যে প্রজা ( সন্ততি ) পূর্বকালে চিত্ত সর্বদা ব্রহ্মে আরূঢ় ছিলেন, ব্রহ্মেই বিচরণ করায় ব্রহ্মচারিণী বলিয়া কথিত হইতেন এবং মানসিক সঙ্কল্পে অবস্থান করায় মানসী বলিয়াও কথিত হইতেন, এই সেই তিনিই স্বভাবে ( সংস্কার বা প্রারব্ধে ) পূর্ণজ্ঞা হইয়া অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫

যিনি অব্যক্ত ছিলেন, তিনি স্বভাবে পূর্ণজ্ঞা হইয়া ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। রাজন্! কালধর্মে এই সমস্ত প্রজা ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে পরিণত হইতেছে ॥ ১৬

ভারত! কালযোগে স্থাবর-জঙ্গম, স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল প্রাণী যোগজ্ঞ হয়, আবার যোগজ্ঞ হয়ও না ॥ ১৭

এই সমস্ত প্রজাই মহর্ষি কশ্যপের দ্বারা দক্ষকন্যাগণের গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উঁহারা সকলেই কালরূপ ধর্মবিশিষ্ট কশ্যপ-স্বভাবে সংযুক্ত ॥ ১৮

রাজন্! আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, অনেক মস্তকবিশিষ্ট নাগ, সাধ্য, সর্প, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, সুপর্ণ, গরুড়, সুন্দর বস্ত্রধারী কিন্নর, অন্যান্য পক্ষিগণের সহিত গো, মনুষ্য, চরাচর প্রাণী, পৃথিবীধারণকারী পর্বত, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, পক্ষধারী অশ্ব, গণ্ডার, শৃঙ্গধারী বৃষভ ও মৃগ, চার দন্তযুক্ত ও পদ্মতুল্য কান্তিমান্ শুভলক্ষণ গজরাজ এবং সমস্ত লক্ষণসমূহে সম্পন্ন ও ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী অন্যান্য প্রাণী—এই সকলেরই উৎপত্তি মহর্ষি কশ্যপ ও তাঁহার পত্নী দক্ষকন্যাগণ হইতেই হইয়াছে ॥ ১৯-২৩

ধর্মের সনাতন ক্ষেত্রভূমি ভারতবর্ষে যে সব মুনিগণ পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্বকালের ঋষি-মুনিদের রূপ, শরীর, শীল ও পরাক্রমসম্পন্ন ছিলেন ॥ ২৪

ক্ষেত্রজ্ঞা মানসে লোকে ধর্ম্মিণো বেদগোচরাঃ।
যজ্ঞোভূতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে দিবি লোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ ১৫
যে চান্যে তপসা সিদ্ধা গৃহস্থা মনুজাধিপ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ সংসিদ্ধাঃ পরিচর্য্যা গতা গুরোঃ ॥ ১৬
যে চ যোগগতিঃ প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিবেত্তোর্দ্ধ্বদীপতে।
ক্লেশাধিকৈঃ কর্ম্মভৈক্ষৈর্বৃত্তিঃ লপ্সান্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥২৭
শিলোঞ্ছবৃত্তয়ঃ খ্যাতাঃ সপত্নীকা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সর্ব্বে যেতে দিবিচরা ভবন্তি চরিতব্রতাঃ ॥ ২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

যেখানে পথে গমনকারী ধর্ম্মাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মনিষ্ঠ) পুরুষগণ মানসলোকে (মনঃকল্পিত স্থান বা আত্মার জগতে) দেবতারূপে প্রকটিত হন এবং ইঁহারা সকলে দিব্য লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ২৫

নরপতে! অন্য যে সব গৃহস্থ তপস্যায় সিদ্ধ হন অথবা যে সব ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুর সেবা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন; পৃথ্বীনাথ! যাঁহারা সিদ্ধির জন্য যোগপথ অবলম্বন করিয়াছেন, যে দ্বিজগণ সৎকর্ম্মের জন্য অধিক ক্লেশ সহ্য করত জীবিকা প্রাপ্ত হন, যাঁহারা ক্ষেতে পতিত শস্যাদি সংগ্রহ বা হাটে বাজারে পতিত শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করেন বলিয়া বিখ্যাত এবং পত্নীর সহিত অবস্থান করত দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মপালনে রত থাকেন, ইঁহারা সকলেই উত্তম ব্রতপালনকারী এবং ইঁহারা সকলেই আকাশচারী দেবতা হন। ২৬-২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাব বিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ ব্রাহ্মণো মহাযজ্ঞবর্ণনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পিতামহং পুরস্কৃত্য মেরুপৃষ্ঠে সমাহিতাঃ।
জটাজিনধরা বিপ্রাস্ত্যক্তক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১
পর্ব্বতাম্বরসংসিদ্ধে বহুপাদপসংকুলে
ধাতুসংরঞ্জিতশিলে সমে নিস্তৃণকণ্টকে ॥ ২
ত্রয়াণাং ব্রহ্মবেদানাং পঞ্চস্বরবিরাজিতে
মন্ত্রজপপরা নিত্যং নিত্যং ব্রতহিতে রতাঃ ॥ ৩
একমেবাগ্নিমাধায় সর্ব্বে ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ
বিভিন্নমন্ত্রবিষয়ৈঃ সুসমাহিতমানসাঃ ॥ ৪
ত্রিধা প্রণীতো জ্বলনো মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
অতস্তে ত্রয়মাপন্না যদেকস্ত্রিবিধঃ কৃতঃ ॥৫
একমেব মহানগ্নিস্ত্রিবিধঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
যথাকারেণ ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৬

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[ ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মেরুপর্ব্বতের পৃষ্ঠে (শিখরে) পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করত একাগ্রচিত্ত বহু ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই জটা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, ক্রোধকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিয়াছিলেন। ১

পর্ব্বতের এই শিখর অন্য পর্ব্বতসমূহে পরিবৃত ছিল। সেখানে বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল। এখানে শিলাসমূহ অনেকপ্রকার ধাতুতে রঞ্জিত ছিল। সেই সমতল প্রদেশে তৃণ ও কণ্টক ছিল না। ব্রহ্মের জ্ঞাপক তিন বেদের পঞ্চ (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, একশ্রুতি ও প্রচয়) স্বরে এই পর্ব্বতশিখরের অতিশয় শোভা হইতেছিল। সেই স্থানে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রজপকারী যজ্ঞে সদা তৎপর ছিলেন। ব্রতপালনে ও পরহিতসাধনে সতত ইঁহাদের প্রবৃত্তি ছিল। ২-৩

এই সব ব্রাহ্মণপ্রবরগণ সেখানে একটী অগ্নি স্থাপন করত একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছিলেন। ইঁহারা মন্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই অগ্নিকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিলেন। ৪

বেদপারদর্শী বিদ্বান্ মুনিগণ সেই অগ্নিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্থাপিত করিলেন। (সেই তিন অগ্নির নাম আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ।) ইঁহাদের দ্বারা একই অগ্নির তিন রূপে অভিব্যক্তি হইল, সেইজন্য তাঁহারা ত্রয়ের বোধ প্রাপ্ত হইলেন। ৫

ধর্ম্মজ্ঞ জনমেজয়! একই অগ্নি মন্ত্রোক্ত কার্য্যের সিদ্ধির জন্য যথারূপ ত্রিবিধের সেবনে মহান্ হইয়া সম্যক্রূপে প্রজ্বলিত হইলেন। ৬

যত্র যজ্ঞঃ সংপ্রাপ্তো ভগবান্ ভূতসংস্কৃতঃ ।
ব্রহ্মা ব্রাহ্মণনির্মাতা সর্ব্বভূতপিতামহঃ ॥ ৭
দণ্ডী চর্ম্মী শঙ্খী বল্কী শিখী পদ্মনিভাননঃ ।
অক্ষমাল্যস্তসন্তাপো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮
যজতে পুষ্করে ব্রহ্মা মেধয়া সহ সঙ্গতঃ ।
ইন্দ্রপ্রোক্তানি সামানি গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৯
ঘৃতং ক্ষীরং যবা ব্রীহিঃ সর্ব্বং সন্নদ্ধং হবিঃ ।
বেদপ্রোক্তং মখে দ্রব্যং কল্পিতং ব্রহ্মণঃ পদে ॥ ১০
নির্মথ্যারণিমাশ্রেয়ীং শমীগর্ভসমুত্থিতাম্ ।
স ব্রহ্মা প্রথমং তত্রাগ্নিমগ্নিং প্রবর্ত্তয়ৎ ॥ ১১
ন জুহুং বিহিতং দ্রব্যং যথাবিধ্যুক্তকর্ম্মণি ।
প্রবর্ত্তয়েদ্ বিভাগৈর্ব্বা হুতপ্রাশমন্ত্যং বলম্ ॥ ১২
ফলানি তৈঃ প্রযুক্তানি হবীংষি বিততেঽধ্বরে ।
প্রযুঞ্জতে প্রয়োগজ্ঞা মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৩
যথাযথং চতুরো বেদান্ সম্ভাবে বৃহস্পতিঃ ।
ব্রহ্মণো বিততে যজ্ঞে পরয়া ব্রহ্মসম্পদা ॥ ১৪
শিক্ষাক্ষরসমেতায়া মধুরায়াঃ সমন্ততঃ ।
সাঙ্খ্যবিস্তরমায়াঃ সরস্বত্যাঃ প্রভাবতে ॥ ১৫
যেন ব্রাহ্মণশব্দেন ব্রহ্মপ্রোক্তেন ভারত ।
বিভাতি স মখো বাক্যৈঃ ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ ॥ ১৬
মখো ব্রহ্মমুখোত্তীর্ণো ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদনাদিতৈঃ ।
প্রয়োগৈঃ সম্প্রযুক্তশ্চ ক্রমাদিব বিবর্দ্ধতে ॥ ১৭
সমিদ্ভিঃ সোমকলশৈঃ পাত্রৈশ্চৈব বহিষ্কৃতৈঃ
যবৈর্ব্রীহিভিরাজ্যৈশ্চ পূর্ণৈশ্চ জলভাজনৈঃ ॥ ১৮
কর্মপ্রাবৈশ্চ পশুভিঃ কর্ণিকাভিঃ পরাবৃতৈঃ ।
গোভিঃ পয়স্বিনীভিশ্চ পরিবর্তৈশ্চ কোমলৈঃ ॥ ১৯

---

সমস্ত প্রাণিদিগের দ্বারা সমাশ্রিত যজ্ঞ ভগবান্ দক্ষ সেই ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইলেন, যিনি ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল ভূতের পিতামহ। ৭

তিনি দণ্ড, চর্ম, শঙ্খ ও বল্কলাদি—এই সব অনুধারণ করিয়াছিলেন এবং শিখা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ কমলের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। তিনি সন্তাপ-রহিত, ক্রোধজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। ৮

সেখানে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা মেধার সহিত উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মবাদী বহু মুনি ইন্দ্র-কথিত সামমন্ত্রসমূহ গান করিতে লাগিলেন। ৯

সেই যজ্ঞে ঘৃত, ক্ষীর, যব, তণ্ডুলাদি সব উত্তমোত্তম বেদকথিত হবিঃ ব্রহ্মার নিকটে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১০

শমীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন অগ্নিসম্পর্কযুক্ত অরণী মন্থন করিয়া ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে অন্য এক প্রকার অগ্নিকে প্রকটিত করিলেন। ১১

যেরূপ যজ্ঞকর্মে মন্থন করিয়া উদ্ভূত অগ্নিদেবকে স্থাপিত করিয়া তাঁহাকেই হবনীয় পদার্থসমূহের আহুতি দান করিবার বিধান আছে, সেইরূপ এখানে অন্য দ্রব্য দানের বিধি নাই। যজ্ঞকারী পুরুষের কর্তব্য এই যে, তিনি হুত দ্রব্যের অংশকে বিভাগ পূর্ব্বক প্রকটিত করিবেন। ১২

সেই বিশাল যজ্ঞে যে সব বিহিত হবিদ্রব্যসমূহের উপযোগ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উহার যথাযোগ্য ফলও প্রকাশিত হইয়া থাকে, প্রয়োগবিৎ ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সেই সব হবিষ্যের প্রয়োগ করিতেছিলেন। ১৩

উত্তম ব্রহ্মসম্পদে যুক্ত ব্রহ্মার সেই বিস্তৃত যজ্ঞে দেবগুরু বৃহস্পতি ক্রম অনুসারে চারি বেদের প্রবচন করিয়াছিলেন। ১৪

তিনি উপনিষদ ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা অত্যন্ত রমণীয় এবং শিক্ষার অক্ষরসমূহে যুক্ত মধুর বেদবাণীর সর্ব্বদিকেই প্রবচন করিতেছিলেন। ১৫

ভারত! ব্রাহ্মণ-মন্ত্রসমূহের পাঠ ও বেদের সেই প্রবচনে এই বিশাল যজ্ঞমণ্ডপ দ্বিতীয় অপর ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১৬

ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিত (অথবা ব্রহ্মার প্রধানতায় সম্পাদিত) এই যজ্ঞ অনাময় (অগ্রাংশিকতার আশঙ্কারহিত)। বেদের শব্দ সকল ও কর্ম অনুসারে নিযুক্ত (প্রযুক্ত) মন্ত্রসমূহের দ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আলোচনা করিতে করিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৭

সেই যজ্ঞে সমিধ, সোমরস রাখিবার কলস, স্রুক্, স্রুবা প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র, বাহ্যপাত্র, যব, ব্রীহি, ঘৃত ও জলপূর্ণ যজ্ঞপাত্র সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল, এই সবের দ্বারা সেই যজ্ঞের অতিশয় শোভা হইতেছিল। ১৮

সর্ব্ব দিক্ হইতে প্রাপ্ত মৃগচর্মাদি বস্ত্রসমূহ, পশুপালকে সমর্পণ করিয়া মৃগ উষ্ট্র প্রভৃতি কর্ণসমূহ, দুগ্ধের জন্য আনীত দুগ্ধবতী গাভীগণ এবং তাহাদের কোমল বৎসগণে সুশোভিত সেই যজ্ঞ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯

ব্রহ্মবৃদ্ধো বয়োবৃদ্ধস্তপোবৃদ্ধশ্চ ভারত
ব্রহ্মজ্ঞানময়ো দেবো বিষ্ণুনা সহ সঙ্গতঃ ॥ ২০
মানসৈশ্চ ক্রিয়ামূর্ত্তির্যৈ চ ভূতাঃ স্বয়ং নৃপ ।
ব্রহ্মা জুহোতি তাংস্তত্রানকল্পিতৈঃ সমিত্তথা ॥ ২১
তেজোমূর্ত্তিধরৈ রূপৈশ্চ তৎকর্মণ্যস্পৃশৎ ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বরঃ ॥ ২২
নির্ম্মথ্যারণিমাদ্যোঃ শমীগর্ভসমুদ্ভিতাম্ ।
ক্রতুনা যজতে পূর্ব্বমিষ্টৌ তেন স প্রভুঃ ॥ ২৩
সদৈকৈবং সদো বাক্যং শুশুভে যজ্ঞকর্ম্মণি ।
জয়ন্তি মধুরা বাচঃ সাত্বসারাঃ ক্রিয়াস্তথা ॥ ২৪
কর্ম্মভিশ্চ তপোযুক্তৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ।
সূর্য্যোন্মুসদৃশৈ রাজন্ বিরেজুশ্চ মহাক্রতুঃ ॥ ২৫
ব্রহ্মঘোষেণ মহতা ব্রহ্মাবাস ইবাপরঃ
ঋগ্ধামিব সম্প্রাপ্তৈঃ সদৈশ্বৈব দিবৌকসৈঃ ॥ ২৬
বেদবেদাঙ্গবিদ্ভিশ্চ বিনীতৈস্ত্র্যষাদিভিঃ
সত্যাসক্তৈস্তপঃস্নাতৈঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৭
জলাদিভির বিপ্রৈস্তৈস্ত্রিভিঃবেদাঙ্গৈষিভিঃ ।
ব্রহ্মলোক ইবাভাতি ব্রহ্মণঃ স মহাক্রতুঃ ॥ ২৮
ইন্দ্রপ্রোক্তানি সামানি গায়ন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ।
বচনানি প্রযুক্তানি যজূংষি বিততেঽধ্বরে ॥ ২৯
তপঃশান্তা ব্রহ্মপরাঃ সত্যব্রতসমাহিতাঃ ।
আবর্ত্তুনঃ সর্ব্বে মনোভিঃ শ্রোত্রবাদিভিঃ ॥ ৩০
হোতা চৈবাভবদ্ রাজন্ ব্রহ্মণে চ বৃহস্পতিঃ ।
সর্ব্ববর্ণবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পুরাণো ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৩১
যজমানশ্চ যজ্ঞান্তে বিষ্ণোঃ পূজাং প্রযুজ্য চ ।
অদিত্যাঃ পশ্চিমে গর্ত্তে তপসা সংস্থিতো নৃপ ॥ ৩২

---

ভারত ! বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের বরণ ও ভগবান্ / জানে । বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই ব্রহ্মা এবং যজ্ঞের বিস্তার ( যজ্ঞ কর্ম্মের অঙ্গভূত ক্রিয়াকলাপের উপাসনায় ) তাঁহারা সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন । ২০

নৃপ জনমেজয় ! সেই সময় যজ্ঞে ব্রহ্মা মনুগণের সহিত অবস্থান করত মনঃকল্পিত সমিধাদি উপকরণসমূহে যুক্ত যাহা যাহা তাঁহারাই দ্বারা প্রকটিত ঘৃতাদি যজ্ঞীয় পদার্থসকল ছিল, তৎসমস্তই অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন । ২১

নৃপ ! বেদোক্ত বিধি অনুসারে কৃত ও তেজোময় ( দিব্য ) মূর্ত্তি ধারণকারী ব্রহ্ম-দেবতাদি মানসপুত্রগণসমূহে যুক্ত ব্রহ্মার এই যজ্ঞ সমস্ত প্রাণিগণের কর্ম্মের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকিল অর্থাৎ ব্রহ্মার যজ্ঞ সকল প্রাণিকৃত যজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইল । ২২

এই ভগবান্ ব্রহ্মা শমীগর্ভ অশ্বত্থ হইতে উৎপন্ন অগ্নি সম্পর্কিত অরণী মন্থন করিয়া ( উৎপন্ন অগ্নিতেই ) অগ্নিষ্টোম যাগের দ্বারা পূর্ব্ব বিধির সহিত যজন করিতে লাগিলেন । ২৩

সেই যজ্ঞকর্ম্মের সম্পাদনকালে সদস্যগণে পূর্ণ এই যজ্ঞসভার সকল অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল । সেখানে সকলেই মধুর কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন এবং সাত্বিক কর্ম্মসহ সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন হইতেছিল । ২৪

রাজন্ ! এই মহাযজ্ঞ বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী বিদ্বান্ ও সূর্য্য এবং চন্দ্রতুল্য তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কৃত তপোযুক্ত কর্ম-সমূহের দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতেছিল । ২৫

বেদমন্ত্রের মহান্ ঘোষে এই যজ্ঞস্থান দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল । সেই সময় সমস্ত দেবগণ যেন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ২৬

বেদ-বেদাঙ্গবিদ্, বিনয়শীল, ব্রহ্মবাদী ও তপঃপরিষ্কৃত ঋষিগণকে যাতায়াত করিতে দেখা যাইতেছিল । উহার দ্বারা এই যজ্ঞ এরূপ শোভা পাইতেছিল যেন স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ২৭

ব্রহ্মার এই মহাযজ্ঞ তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ ও যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত ত্রিবিধ অগ্নির দ্বারা ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল । ২৮

এই বিস্তৃত যজ্ঞে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ ইন্দ্রকথিত সামমন্ত্রসমূহের গান করিতেছিলেন এবং যজুর্ব্বেদের বাক্যসমূহ পাঠ করিতেছিলেন । ২৯

সেখানে তপস্যায় শান্ত, ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যব্রতপালনে তৎপর সমস্ত মুনিগণ শ্রুত বাক্যের অনুসরণকারী মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা আসিয়া উপস্থিত হইতেছিলেন । ৩০

রাজন্ ! সেই যজ্ঞে সমস্ত বর্ণজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরার পুত্র পুরাতন ঋষি বৃহস্পতি হোতা ছিলেন এবং তিনিই ব্রহ্মার পদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । ৩১

নৃপ জনমেজয় ! যজ্ঞের শেষে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া যজমান ব্রহ্মা তপস্যায় পুষ্ট অদিতিদেবীর পশ্চিম গর্ত্তে অবস্থিত হইলেন । ৩২

পরং বিষ্ণুপদো ব্রহ্মা নির্বাণং নিষ্পরিগ্রহম্
যতঃ পরমতত্ত্বানি ভবিষ্যন্ত্যাভবন্তি চ ॥
অবস্থাং চাপ্রমেয়স্য ব্যতিরিক্তস্য কর্মভিঃ
আত্মাপি যত্র মুনয়ো গচ্ছন্তি নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ৩৪
পরিগ্রহান্ত বিমলা যোগপ্রাপ্তা মহীপতে
যোগান্ত যুগপৎ সর্বে ভাবয়ন্তি মনো বলাৎ ॥ ৩৫
ইন্দ্রিয়গ্রামবিষয়ে চরন্তো নিষ্পরিগ্রহাঃ ।
পরিগ্রহং তু তং ধর্মমবিজ্ঞানলক্ষণং বিদুঃ ॥ ৩৬
বিজ্ঞানলক্ষণসংযোগাৎ মনস্তু যাত্যতে নৃপ ।
যদি চেন্মুনিগণেন গৃহ্যতে তত্ত্ববাদিভিঃ ॥ ৩৭
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতৈর্বিপ্রৈঃ কৃতমঙ্গল
দিবি লোকাঃ শুভাঃ স্থানং লোকানাং লোক উচ্যতে ॥ ৩৮

যত্র দেবা দ্যাপৃষ্ঠা ন ক্ষণং যান্তি ভারত
যজমানশ্চ যোগৈঃ স্বৈঃ কর্মপ্রাপ্তোপিতে পদে ।
মোদতে সহ পত্নীভির্বিমলো বসুধাধিপ ॥ ৩৯
যজ্ঞাবসানে শৈলেন্দ্রং বিজেতুং প্রমদো প্রভুঃ ।
দয়য়া সর্বভূতানাং নির্মলেনান্তরাত্মনা ॥ ৪০
তং শৈলং সর্বগাত্রাণি পরস্পরবিশেষিণঃ ।
ন শেকুঃ প্রবিভাগার্থং ভেত্তুং সর্বোদ্যমৈরপি ॥ ৪১
ততস্তে ব্রাহ্মণগণা নিমেষার্ধসুখাতলে
শ্রমেণাভিহতাঃ সর্বে বিবর্ণবদনা নৃপ ॥ ৪২
সুপার্শ্বো গিরিমুখ্যস্তু বাগ্ভির্মধুরভাষিতা
অব্রবীৎ প্রণতঃ সর্বান্ শিরসা তান্ দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৪৩
ন হি শক্যো বলাদ্ভেত্তুং যুষ্মাভিরল্পশক্তিভিঃ ।
অপি বর্ষশতৈর্দিব্যৈঃ পরস্পরবিরোধিভিঃ ॥ ৪৪

---

পরম পদ বিষ্ণু। অতএব ব্রহ্মা সেই বিষ্ণুপদাত্মক নির্বাণ ও পরিগ্রহশূন্য পদ প্রাপ্ত হইলেন, যাঁহা হইতে পরম তত্ত্বাদি পদ প্রকটিত হয় এবং প্রকটিত হইবে। ৩৩

এই বিষ্ণুপদ অবস্থা, অর্থাৎ উঁহার প্রাপ্তিতে সমস্ত কর্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। উহা অদৃশ্য অনন্ত। এ কর্মসমূহের অগম্য। পরিগ্রহশূন্য মুনিগণ এই বিষ্ণুপদের আশ্রয় হন। ৩৪

নৃপতে! সর্বান্তঃকরণে যোগারূঢ় অথচ বিষয় বাসনাদি দোষসমূহের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। সমস্ত পূর্বসংস্কারের বলে মনকে আচ্ছাদিত করে। ৩৫

মুনিগণ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহে বিচরণ করিতে করিতেও পরিগ্রহশূন্য হন অর্থাৎ বিষয়সমূহে কখনও আসক্ত হন না। জ্ঞানী পুরুষ বেদবোধিত ধর্মকে তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন, কিন্তু পরিগ্রহকে অবিদ্যার (অজ্ঞানের) লক্ষণ বলিয়া জানেন। ৩৬

নৃপ জনমেজয়! যদি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণ মুনির প্রতিকারক শব্দে ("তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য অথবা প্রণবের উপদেশে) সাধককে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন, তবে (উঁহার মননে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া যান, এই অবস্থায়) বিদ্যার লক্ষণে সংযুক্ত হওয়ায় সাধকের মনকে বাধাদি দোষ আচ্ছাদিত করিতে পারে না। ৩৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মচর্যব্রত পূর্ণ করিয়া [illegible]তে সিদ্ধান্ত হইয়াছেন এবং শৌচ সন্তোষাদি নিয়মসমূহের পালনে তৎপর থাকেন, সেই কর্মনিষ্ঠ পুরুষগণ স্বর্গে সৎপুরুষদিগের যে স্থান, তাঁহাদেরও সেই স্থান (লোক) বলিয়া অভিহিত করেন। ৩৮

ভারত! সেই লোক এইরূপ, যেখানে স্বর্গের পৃষ্ঠে দেবগণ কখনও অন্তর্ধান হন না। নৃপতে! যজ্ঞকারী যজমানও সেখানে কর্মানুসারে প্রাপ্ত ও সেখানের অধিকারিগণের দ্বারা অনুমোদিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের জন্য নির্মিত ভোগসমূহ এবং পত্নীদের সহিত মিলিত হইয়া সুখভোগ করেন এবং আনন্দে মগ্ন থাকেন। ৩৯

যজ্ঞের শেষে সামর্থ্যবান ভগবান ব্রহ্মা নিজের নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়া করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পর্বত বিপ্রগণকে প্রদান করিলেন। ৪০

পরস্পর পরস্পর অপেক্ষা বিশিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বিভাগ করিয়া লইবার জন্য সেই পর্বতের সকল অঙ্গকে ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সর্বপ্রকার উদ্যোগ করিয়াও তাঁহাকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ৪১

নৃপ জনমেজয়! তখন পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সেই সব ব্রাহ্মণগণ বিবর্ণবদনে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। ৪২

তখন পর্বতসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মধুরভাষী সুপার্শ্ব সেই সব দ্বিজোত্তমদিগকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত বলিলেন। ৪৩

ব্রাহ্মণগণ! আপনারা প্রাণে (ইন্দ্রিয়গণে) আসক্ত, অতএব পরস্পরের বিরোধী। আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ শত দিব্য বৎসরকাল ধরিয়া যদিও প্রযত্ন করেন, তাহা হইলেও এই পর্বতকে বলপূর্বক ভেদ করিতে সক্ষম হইবেন না। ৪৪

একীভূতা যদা সর্ব্বে ভবিষ্যথ সমাহিতাঃ
অবিরোধেন যুগপদ্ বিভক্তিশ্চ নিবৃত্তাঃ ॥ ৪৫
তদা হি রাগদ্বেষাভ্যাং বর্জ্জিতে ব্রহ্মসত্তমাঃ ।
বিমুক্তং রাগদোষাভ্যাং ব্রহ্ম বর্ত্ততি শাশ্বতম্ ॥ ৪৬
তদাহং ভেদয়িষ্যামি পর্ব্বতিস্থৈঃ শিলাশতৈঃ ।
ধাতুভিশ্চ বিসর্পদ্ভিঃ শিখরৈশ্চাপ্যপাতিভিঃ ॥ ৪৭

বিশীর্ণৈঃ পার্শ্ববিবরৈর্নাগৈশ্চ পতিতৈর্ভুবি ।
মহতিঃ্যালয়ৈশ্চৈব চোদ্যমানো গুহাশয়ৈঃ ॥ ৪৮
প্রতিগৃহ্য চ তদ্ বাক্যং শৈলেন্দ্রস্য সুভাষিতম্ ।
তূষ্ণীং বভূবুস্তে সর্ব্বে তদা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥ ৪৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

যখন আপনারা সকলে একীভূত ও একাগ্রচিত্ত হইতে পারিবেন এবং পরস্পর বিরোধ ত্যাগ করিয়া একসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন আপনারা সুখের সহিত এই পর্ব্বতকে বিভাগ করিতে সমর্থ হইবেন। ৪৫

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! রাগ ও দ্বেষ হইলেই নাশ হয়; কিন্তু যদি নিজের চিত্ত রাগ ও দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তবে সনাতন ব্রহ্মের প্রতি সাধকের নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। ৪৬

যখন আমি এই পর্ব্বতের গুহায় শয়নকারী বহুসংখ্যক হিংস্রক জন্তু—নাগ, সিংহ ও সর্পাদির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপনাদিগকে এই পর্ব্বত ভেদ করিতে নিযুক্ত করিব, তখনই আপনারা এই পর্ব্বতকে ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই সময় পর্ব্বত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শত শত শিলা বিকীর্ণ হইয়া যাইবে। ক্রমাগত পতিত শিখরসমূহের সহিত বিসর্পিত (সর্পিল গতিতে গড়ানো) ধাতুসকলও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। জীর্ণ-শীর্ণ পার্শ্ববর্ত্তী বিবরসমূহের সহিত তাহাদের মধ্যে স্থিত নাগগণকেও ভূতলে পতিত হইতে দেখা যাইবে। (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহার ব্যাখ্যা হইল—এই সুনাভ পর্ব্বত হইলেন দেহরূপ, যাহাকে ভেদ করিতে হইবে, সেই পর্ব্বত হইল অভিমান; আর এই ব্রাহ্মণগণ হইলেন ধ্যানযোগী সাধক এবং পর্ব্বতের গুহায় শয়নকারী হিংস্রক জন্তুগণ হইল অন্তঃকরণে সঞ্চিত নানা প্রকারের দুষ্ট সংস্কার)। ৪৭-৪৮

পর্ব্বতরাজ সুনাভের কথিত এই উত্তম বাক্য গ্রহণ করিয়া সেই সব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ নীরব হইয়া রহিলেন। ৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ চতুর্ষাশ্রমেষু স্থিতানাং ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মণো যজ্ঞস্থলস্থ পুণ্যপ্রদেশে বাসং কর্ত্তুমিচ্ছাপ্রকাশঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বলিহোমাশ্চ বর্দ্ধন্তে অহন্যহনি ভারত ।
দ্বিজানাং তপসাঢ্যানাং গৃহধর্ম্মেষু তিষ্ঠতাম্ ॥ ১
দেবতার্চ্চাশ্চ পূজ্যন্তে তদা প্রভৃতি ভারত ।
তেষাং ব্রহ্মবিদাং রাজন্ পৃথিব্যাং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২

ততস্তে ব্রহ্মসদনে স্থানে নিষ্পকণ্টকে
প্রাক্ নির্দ্দিষ্টে দেশে পুণ্যে পর্ব্বতরোধসি ॥ ৩
বাসং তত্র প্রকুর্ব্বন্তি দৃষ্ট্বা ভগবতঃ ক্রিয়াম্ ।
তপোধনিনো মহাভাগা ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতাঃ ॥ ৪
গৃহস্থধর্ম্মনিরতা দানপ্রাণেন চেতসা ।
যতয়শ্চাপি কাঙ্ক্ষন্তি বস্তুং দেশে বিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫

### চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ।

[চার আশ্রমে স্থিত ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলের পুণ্য-প্রদেশে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতনন্দন! সেই সময় হইতেই সেই তপোধন ব্রাহ্মণ দ্বিজগণ গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহে প্রতিদিন বলিবৈশ্বদেব ও হোমাদি কর্ম্মসমূহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজন্! সেই সময় হইতেই এই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ ভূতলে দেবপ্রতিমা পূজাও করিতে লাগিলেন। ১-২

ব্রহ্মার নিবাসস্থানরূপ সেই পুণ্যপ্রদেশেই পূর্ব্বোক্ত তৃণ ও কণ্টকহীন পর্ব্বতের সমতল তটে, সেখানে ইন্ধন (কাষ্ঠ) ও খাদ্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, ভগবান্ ব্রহ্মার সেই যজ্ঞকর্ম্ম দেখিয়া তপস্যাভিলাষী মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে তৎপর থাকিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বহু ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাচিত্তে গৃহস্থ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগকারী যতিদিগের মধ্যেও সেখানে স্বর্গাদিবৎ যে বাস করিতে বাসনা হইল। ৩-৫

যৈশ্চ কর্ম্মকৃতৈশ্চৈব বস্তং বানপ্রস্থৈঃ
অগ্নিহোত্ররতৈস্তাত জিতক্রোধৈঃ সমাহিতৈঃ ॥ ৬
দৈববৃত্তেন বা বৃত্তাঃ কর্ম্মণা ব্রহ্মসত্তমাঃ ।
চীরবল্কলসংবীতা নিয়তা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭
চরন্তো ব্রহ্মচর্য্যাঞ্চ ব্রতমাস্থায় দারুণম্ ।
অনেন বিধিনা রাজন্ ক্রমপ্রাপ্তেন সর্ব্বশঃ ॥ ৮
ক্রমাদ্ যে বেদসংস্কারং পুণ্যং প্রাপ্তাঃ সনাতনম্
পূর্ব্বৈরাচরিতঃ রাজন্ মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৯
নাবেদবিদ্যাগচ্ছেত্তাপি বৌচং ব্রতং চরেৎ
ন চ ত্যাগেন গচ্ছেত গৃহধর্ম্মং ন চ ত্যজেৎ ॥ ১০
নৈবং গচ্ছেত ত্যাগসংপ্রাপ্তো বেদসঙ্কমম্
অচ্ছিন্ন সকলঃ পূর্ণঃ সংযমান্নাস্তি ভারত ॥ ১১
যে চাপি পুত্রিণো ন স্যুঃ ব্রাহ্মণা প্রাপ্নুযুঃ ফলম্ ।
ব্রাহ্মণাস্তপসা প্রাপ্তা গুরোশ্চ পরিচর্য্যয়া ॥ ১২
যস্তু নৈব ক্রতুঃ ব্রহ্ম ন গৃহীতঃ বিশাম্পতে ।
কামং তং ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ১৩
অথবা নৈব বিদ্যেত মদ্ব্রহ্ম নাভিবেদিকঃ ।
যাভ্যাং তু শ্রোত্রবিষয়ে মনঃ পূর্ব্বং সমাহিতম্ ॥ ১৪
এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াধ্যান্ বেদপূর্ব্বেণ সমাচরেৎ ।
ব্রাহ্মণো ভূতসম্পন্নো য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ ॥ ১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

যাঁহারা বনজাত-ফল-মূলে জীবননির্ব্বাহ করিতে করিতে বানপ্রস্থোচিত কর্ম্ম করিতেছিলেন, অগ্নিহোত্রের নিয়মে নিরত ছিলেন, ক্রোধকে জয় করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণও সেখানে বাস করিবার বাসনা করিলেন ॥ ৬

যাঁহারা দৈবপ্রাপ্ত ( বিনা প্রার্থনায় সংগৃহীত ) অথবা যাচ্ঞা করিয়া প্রাপ্ত অন্নেই জীবন-নির্ব্বাহ করিতেন, চীর ও বল্কল পরিধান করিতেন এবং নিয়মপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া রাখিতেন, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও সেখানেই বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন। যাঁহারা কঠোর ব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছিলেন, তাঁহারাও সেখানে বাস করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৭-৮

রাজন্ ! এই বিধি অনুসারে ক্রমশঃ প্রাপ্ত আশ্রমধর্ম্ম পূর্ণরূপে পালন করিতে করিতে যে ব্যক্তিগণ প্রাচীন ব্রহ্মবাদী মুনিগণের দ্বারা আচরিত পবিত্র সনাতন বেদ-সংস্কারকে ক্রমশঃ উপলব্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখানে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৮-৯

সম্পূর্ণ বেদের জ্ঞান লাভ না করিয়া মানুষের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রমে আসা উচিত নয়। তিনি কঠোর ব্রত ( বানপ্রস্থোচিত তপ ) করিবেন না। সন্ন্যাস পথও অবলম্বন করিবেন না এবং গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। ( বেদের জ্ঞান লাভের পর বিবেকানুসারে এক আশ্রম ত্যাগ করত অন্য আশ্রম গ্রহণ করিতে হয় ) ॥ ১০

ভারত ! বৈদিক ও সন্ন্যাসের সম্পর্ক না করিয়া যেখানে স্থির থাকা কঠিন, সেই চতুর্থ আশ্রমে থাকাও উচিত নয়। বস্তুতঃ, সাধন ও মহর্ষেদীক্ষাদেরও প্রথমে অঙ্গসমূহের জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য ॥ ১১

যাঁহারা পুত্রবান্ নহেন অথবা যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াও তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। তপস্যা ও শ্রীগুরুসেবার ব্রত স্বীকার করিয়া তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান ব্রাহ্মণগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২

প্রজানাথ ! যে ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বেদ শ্রবণ ও তাহার জ্ঞান গ্রহণ করেন নাই, সেই ব্রাহ্মণকে দিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজা নিজের ইচ্ছানুসারে শূদ্রোচিত কর্ম্ম করাইবেন ॥ ১৩

অথবা যদি দ্বিজ ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদের সম্মান না করেন, তবে তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বই থাকে না। যিনি ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য উভয় অবস্থাতেই শ্রবণযোগ্য ধর্ম্ম এবং বেদে প্রথম হইতেই ( অধ্যয়নাধ্যাপনা সময় হইতেই ) মনকে একাগ্র করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ ( অতএব রাজার তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় ) ॥ ১৪

অতএব যে বৈভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিজের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আরম্ভ করিবার যোগ্য কার্য্যসকল বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক নিষ্পাদন করিবেন ॥ ১৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাববিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ নারদপ্রভৃতিভির্ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মণশ্চ সৎকারঃ, যজ্ঞং কর্ত্তুং কশ্যপায় ব্রহ্মণ আদেশদানম্, দেবদানবানাং যুদ্ধম্, ভগবতা বিষ্ণুনা মধুদৈত্যস্য পরাজয়শ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
তে তু গোত্রাহ্বণা নাগাশ্চন্দ্রাদিত্যপুরস্কৃতাঃ
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ন্ দেবান বহ্নিভির্জ্ঞসম্ভবৈঃ ॥ ১
নারদপ্রমুখাশ্চৈব গন্ধর্ব্বা ঋষয়ো নৃপ
কুর্ব্বন্তি সততং যজ্ঞে ক্রমপ্রাপ্তং পিতামহম্ ॥ ২
বচোভির্মধুরোদারৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়নিবাসিভিঃ।
সর্ব্বভূতপ্রিয়করৈঃ সর্ব্বভূতহিতৈষিভিঃ ॥ ৩
তুষ্যমানস্তু যজ্ঞান্তে পঞ্চেন্দ্রিয়সমাহিতৈঃ।
প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি ভারত ॥ ৪
ততঃ কশ্যপমাভাষ্য প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ
ভবানপি সুতৈঃ সার্দ্ধং যজতাং বসুধাতলে ॥ ৫
ক্রতুভিঃ পরমপ্রাপ্তৈঃ সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ
যজ্ঞাঃ সুরাশ্চ তে সর্ব্বে সদা প্রতিগুণৈঃ প্রভো ॥ ৬
বয়ং যক্ষ্যামহে পূর্ব্বং পূর্ব্বং যক্ষ্যামহে বয়ম্।
এবমন্যোন্যসংরম্ভাদ্ বিচেরুর্বলদর্পিতাঃ ॥ ৭
দৈতেয়াশ্চাপ্যাদিতেয়াঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ।
যুদ্ধায়ৈব প্রতিষ্ঠন্তি প্রগৃহ্য বিপুলৌ ভুজৌ ॥ ৮
নিবার্য্যমাণা ঋষিভিস্তপসা দগ্ধকিল্বিষৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বিপ্রৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ৯
নিবার্য্যমাণা যুধ্যন্তে বৃষভা ইব গোকুলে
প্রযুক্তা যুদ্ধসংক্রান্তাঃ সর্ব্বে প্রাণজয়ৈষিণঃ ॥ ১০
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং মৃত্যোর্বিষয়মাগতাঃ
ততঃ শব্দেন মহতা পরং কৃত্বা মহাবলাঃ ॥ ১১
ক্রন্দন্তি বাহুভিঃ ক্রুদ্ধাঃ সপক্ষা ইব পক্ষিণঃ।
চচাল বসুধা চৈব পাদাক্রান্তা চ যোধিভিঃ ॥ ১২
নৌর্যথা পুরুষাক্রান্তা নিষীদতি মহাজলে।
পর্ব্বতাশ্চ বিশীর্য্যন্তে নর্দমানা গজা ইব ॥ ১৩

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[ নারদ প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মার সৎকার, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কশ্যপকে যজ্ঞ করিবার জন্য আদেশদান, দেব দানব যুদ্ধ এবং ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মধুর পরাজয় ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! চন্দ্র ও সূর্য্যকে অগ্রে করিয়া উপস্থিত নাগ, দেব ও ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞসম্ভূত বহ্নির দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন ॥ ১

নৃপ! সেই যজ্ঞে নারদাদি গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সদা ব্রাহ্মণপূজার ক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মারও পূজা করিলেন ॥ ২

ভারত! যজ্ঞের শেষে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশীভূতকারী, সমস্ত প্রাণিগণের প্রিয়কারী, সমস্ত ভূতগণের হিতকামী ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করত যোগযুক্ত মধুরভাষী ব্রাহ্মণগণের বাক্যে প্রসাদিত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য ॥ ৩-৪

অনন্তর সামর্থ্যশালী ভগবান্ ব্রহ্মা কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তুমিও নিজের পুত্রগণের সহিত ভূতলে পূর্ণ ও উত্তম দক্ষিণাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

প্রভো! সেই সময় যক্ষ ও সমস্ত দেবতারা পরস্পর বিরোধী জনসমূহে প্রেরিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন, প্রথমে আমরা যজ্ঞ করিব, প্রথমে আমরা যজ্ঞ করিব। এইভাবে পরস্পরের প্রতি রোষবশতঃ তাঁহারা বলের দর্পে উন্মত্ত হইয়া যাইলেন ॥ ৬-৭

দৈত্য ও দেবগণ তখন পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় নিজেদের বিশাল বাহু উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধের জন্যই প্রস্থান করিলেন ॥ ৮

তপস্যায় যাঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ঋষিগণ এবং বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শী বিবিধ অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণগণ নিষেধ করিলে পরও তাঁহারা গোশালায় পরস্পর মিলিত বৃষভদিগের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পরস্পরের প্রাণ লইবার জন্য উৎসুক হইলেন ॥ ৯-১০

সকল প্রাণীর সাক্ষাতেই তাঁহারা মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হইলেন। তারপর মহাসিংহনাদ করিয়া সেই মহাবল দেবগণ ও দানবগণ পরস্পর কুপিত হইয়া পক্ষধারী পক্ষীদিগের ন্যায় নিজেদের বাহুর দ্বারা পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১১

তখন যোদ্ধৃপূর্ণ সেই যোদ্ধাগণের পদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। যেরূপ বহুসংখ্যক পুরুষের ভারে আক্রান্ত নৌকা গভীর জলে টলমল করিতে থাকে, সেইরূপ দশা পৃথিবীরও হইল ॥ ১২

চীৎকারকারী হস্তিগণের ন্যায় উচ্চ শব্দের সহিত পর্ব্বত-

চক্রতুণ্ড মহানন্ত্রাড়িতা মাতরিশ্বনা
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং মধোর্বিষ্ণোশ্চ ভারত ॥ ১৪
যুগান্তকরণং ঘোরং সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করম্ ।
প্রমমাথ মধোর্বিষ্ণুঃ সমগ্রং বলপৌরুষম্ ॥ ১৫

যজ্ঞেরিব বলং দীপ্তং শমযত্যমলী যথা
তথা প্রশমিতং তেন প্রভুণা তাপকারিণা ॥ ১৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মধুর তাহার মহানদী-সমূহ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ১৩

ভারত! তখন মধু ও বিষ্ণুর মধ্যে যুগান্তকারী ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই ভয়ঙ্কর ছিল। ১৪

ভগবান্ বিষ্ণু এই সময় মধুর সমস্ত বলপৌরুষকে মথিত করিয়া দিলেন। যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নির তেজস্বী বল জলের দ্বারা শান্ত হইয়া যায়, সেই সকলের উপকারকারী ভগবান বিষ্ণু মধুর বল-পরাক্রমকে শান্ত করিয়া দিলেন। ১৫-১৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাববিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায় মূলের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ মধোর্বিষ্ণোশ্চ ঘোরং যুদ্ধম্, দেবৈর্ঋষিভিশ্চ শ্রীবিষ্ণোঃ স্তুতিঃ হয়গ্রীবরূপধারিণা বিষ্ণুনা মধোর্বধঃ, পৃথিব্যা মেদিনীনামপ্রাপ্তিশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বলবান্ স তু দৈত্যেন্দ্রো মধুর্ভীমপরাক্রমঃ
ববন্ধ পাশৈর্নিশিতৈর্মহেন্দ্রং পর্বতান্তরে ॥ ১
তং বৈ প্রহ্লাদবচনাদ্ বন্ধং কশ্যপজং ভারত ।
ঐশ্বর্যমৈন্দ্রমাকাঙ্ক্ষন্ ভবিষ্যং বুদ্ধিসংক্ষয়াৎ ॥ ২
বদ্ধ্বেন্দ্রং সহসা মধ্যে পাশৈর্নানাবিধৈস্ততঃ
আয়সৈর্বহুভিশ্চিত্রৈর্বলবদ্ভির্বিদারণৈঃ ॥ ৩
বিষ্ণুমেবাগ্রণীঃ কৃত্বা সংযুগে যুদ্ধকোবিদঃ ।
মধো গণানাং সর্বেষাং কালস্থ বশমাগতঃ ॥ ৪
দৈবীভূতাঃ কাশ্যপেয়া মধোর্বধমুপাগতাঃ
যুদ্ধার্থমভ্যধাবন্ত প্রগৃহ্য বিপুলা গদাঃ ॥ ৫
গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চৈব বাদ্যে গীতে চ কোবিদাঃ ।
প্রনৃত্যন্তি প্রগায়ন্তি প্রহসন্তি চ সর্বশঃ ॥ ৬
তন্ত্রীভিঃ সুপ্রযুক্তাভির্মধুরাভিঃ স্বভাবতঃ
মনো মধোর্বিধুন্বন্তি যুদ্ধমানস্য শালিনঃ ॥ ৭
মধোর্বধার্থং মধুনো নিয়োগাৎ পদ্মযোনিনঃ ।
এতান বিকারান কুর্বন্তি গন্ধর্বাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৮
তত্র শক্তো হি গান্ধর্বে ভগিন সক্ত মধুর্মনঃ
দানবাস্তাম্র তৈরেব প্রভাবেঃ শান্তি প্রাপদন্ ॥ ৯

## ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[ মধু ও বিষ্ণুর ঘোর যুদ্ধ, দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি, হয়গ্রীবরূপধারী বিষ্ণু কর্তৃক মধুর বধ এবং পৃথিবীর মেদিনী নাম প্রাপ্তি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বলবান্ মধু দৈত্য প্রহ্লাদের বাক্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্বতের মধ্যে তীক্ষ্ণ পাশসমূহের দ্বারা বন্ধন করিলেন। ভারত! তিনি সমস্ত জানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতে ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন। ১-২

লৌহনির্মিত বহুসংখ্যক বিচিত্র, প্রবল ও বিদীর্ণকারী দুর্ধর্ষ পাশসমূহের দ্বারা ইন্দ্রের কোমরে সহসা বন্ধন করিয়া দৈত্যগণের অগ্রগামী দেব যুদ্ধকুশল ও কালের বশীভূত মধু সংগ্রামের মধ্যে বিষ্ণুকে প্রধান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন। ৩-৪

কশ্যপের পুত্রগণ দৈবভাবে বিভক্ত হইয়া ও মধুর বশীভূত হইয়া বিশাল গদা হস্তে গ্রহণ করত দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। ৫

তখন বাদ্য ও গীতে কুশল গন্ধর্ব এবং কিন্নরগণ সর্বতোভাবে নৃত্য করিতে, গান করিতে ও হাস্য করিতে লাগিলেন। ৬

স্বভাবতঃ মধুর ও সুন্দর রীতিতে বাদিত বীণার তারসমূহের মোহনকর ধ্বনি উৎপন্ন করিয়া তাঁহারা যুদ্ধরত বলশালী মধুর মনকে বিচলিত করিতে লাগিলেন। ৭

মধুর বধের জন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মার আদেশে সত্যবাদী গন্ধর্বগণ এই বিকার উৎপন্ন করিতেছিলেন। ৮

শক্তিশালী মধু সেই সঙ্গীতের প্রতি মনঃসংযোগ করিলেন।

মধোক্ত মন আক্ষিপ্য পশ্যন্ যোগেন চক্ষুষা
সমরং প্রথমে বিষ্ণুর্যোদ্ধুমিচ্ছন্ মহাপ্রভুঃ ॥ ১০
অথয়ো পীতবসনঃ কিঞ্চিৎ বাধিতমানসাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য কমলাত্ত্বন্তরীয়ত ॥ ১১
বিষ্ণুঃ সোহভ্যাগমং ক্রুদ্ধো মধুর্মধুনিষেক্ষণঃ।
মুষ্টিনা শঙ্খদেশাত্তে ন চকম্পে পদাৎ পদম্ ॥ ১২
বিষ্ণুস্তাড্যমানস্তেভ্যঃ করাগ্রেণ স্তনান্তরে।
স পপাত মহীং তূর্ণং জানুভ্যাং রুধিরং বমন্ ॥ ১৩
ন চৈনং পতিতং হন্তি বিষ্ণুর্যুদ্ধবিশারদঃ।
বাহুযুদ্ধে হি সময়ং নত্বাচিন্ত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৪
উত্তস্থৌ বৈরোত্থিতেন জানুভ্যাং স মহীতলাৎ।
মধু রোষপরীতাত্মা নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ১৫
পরুষাভিহতো বাগ্‌ভিরক্রোধমভিগর্জতুঃ।
সমীয়তুর্বাহুযুদ্ধে পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ১৬
উভৌ তৌ বাহুবলিনাবুভৌ সত্যপরাক্রমৌ ॥ ১৭
দৃঢ়প্রহারিণৌ বীরাবাস্ফোটং বিচকর্ষতুঃ
শৈলেন্দ্রাবিব যুধ্যন্তৌ পক্ষৈঃ পাষাণসন্নিভৈঃ ॥ ১৮
বিকর্ষন্তৌ বমন্তৌ চ অন্যোন্যং বসুধাতলে।
গজাবিব বিষাণাগ্রৈর্নখাগ্রৈশ্চ বিচেরতুঃ ॥ ১৯
ততো রুধিরধারাভিঃ সুস্রাব রুধিরং বহু।
গ্রীষ্মান্তে ধাতুসংসৃষ্টং শৈলেভ্য ইব কাঞ্চনম্ ॥ ২০
সংসিক্তৌ রুধিরৌঘৈশ্চ ব্যবস্থিতঃ সমরজিতৌ।
অন্যোন্যতৈঃ পদাগ্রৈশ্চ তৌ বাদারন্তাং মহীম্ ॥ ২১
অভিহত্য তু তৌ বীরৌ পরস্পরমনেকধা।
পতঙ্গাবিব যুধ্যেতাং পক্ষাভ্যাং মাংসগৃধ্নিনৌ ॥ ২২

তখন দানব ও অসুরগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল এবং গর্জন করিতেছিল। ৯

এইভাবে মধুর মনকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করত যোগদৃষ্টিতে দর্শনকারী ভগবান্ বিষ্ণু সহসা মধুদৈত্যের দিকে গমন করিলেন, তাহাতে মনে হইল যেন তিনি তাহাকে আস্ফোটন করিবেন। ১০

সেই সময় ঋষিগণ মনে মনে শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা সত্বর পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করত কমলকোষের মধ্যে সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ১১

এদিকে ক্রুদ্ধ ও মধুর ন্যায় পিঙ্গলনয়ন মধু ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া নিজের হস্ত তাঁহার কর্ণমূলে প্রহার করিলেন; কিন্তু তাহাতে তিনি একপদও বিচলিত হইলেন না। ১২

তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণুও নিজের হস্তের অগ্রভাগের দ্বারা সেই দৈত্যের বক্ষে আঘাত করিলেন। তখন মধু রক্ত বমন করিতে করিতে দুই জানুর (হাঁটুর) দ্বারা সত্বর ভূতলে পতিত হইলেন। ১৩

অচিন্ত্যপরাক্রমী যুদ্ধবিশারদ ভগবান্ বিষ্ণু বাহুযুদ্ধের সময় উপস্থিত জানিয়া পৃথিবীতে পতিত সেই দৈত্যকে আঘাত করিলেন। ১৪

অনন্তর রোষপূর্ণচিত্ত মধু জানুদ্বয়ের সাহায্যে ভূতলের উপর উত্থিত হইলেন। এই সময় তিনি শ্রীবিষ্ণুর দিকে এইভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন নিজের চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দগ্ধ করিবেন। ১৫

তারপর তাঁহারা পরস্পর কঠোর বাক্যের দ্বারা গর্জন করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় বাহুযুদ্ধে মিলিত হইলেন। ইহারা উভয়েই বাহুবলশালী ও যুদ্ধবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। উভয়েই উপযুক্ত প্রকারে সাবধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং উভয়েই যথাযথভাবে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন। ১৬-১৭

দৃঢ়ভাবে প্রহারকারী এই দুই বীর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইল পাষাণসদৃশ পক্ষযুক্ত দুই পর্বতরাজ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। ১৮

যেরূপ দুইটি হস্তী নিজেদের দন্ত ও নখসমূহের অগ্রভাগের দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে করিতে ভূতলে বিচরণ করে, সেইরূপ এই দুই বীর মধু ও শ্রীবিষ্ণু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে ও রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে বিচরণ করিতেছিলেন। ১৯

অনন্তর পরস্পরের প্রহারে যে ক্ষত (ঘা) হইয়া গিয়াছিল, তাহার ছিদ্রসমূহ হইতে বহু রক্ত সেইভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, যেরূপ বর্ষাকালে পর্বতসকল হইতে গৈরিক রঞ্জিত কাঞ্চনরস নির্গত হইয়া থাকে। ২০

ইহারা উভয়ে নির্গত রক্তের প্রবাহে আর্দ্র হইয়া সমানরূপে রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন। তারপর উভয়েই উত্থান-পতনকালে পদসমূহের অগ্রভাগে সেখানের ভূমিকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ২১

পরস্পর পরস্পরকে বারংবার আঘাত করত এই দুই বীর পক্ষসমূহের দ্বারা যুদ্ধকারী দুইটি মাংসলোলুপ পক্ষীর ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২

ওজস্বন্যান্তরিক্ষেহথ সর্বভূতানি পুষ্করে।
সিদ্ধানাং বদনোদ্ভূতাঃ পরয়া বর্ণসম্পদা ॥ ২৩
তস্মো বিষ্ণুসংযুক্তাঃ সত্যাঃ সত্যপরাক্রমে।
শরীরং ধাতুসংযুক্তং সংযুক্তং চেতনেন চ ॥ ২৪
তদ্ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং তেজোভূতং সনাতনম্।
এবং তিষ্ঠতি ভূতাত্মে পুষ্করে প্রলয়ং গতে ॥ ২৫
পুনস্তোদ্ভবতে পুষ্করঃ বহুরূপমনেকধা।
প্রবোধ্য তাবৎ ভূতানাং ত্রিষু লোকেষু কামদঃ ॥ ২৬
স্বরূপো বহুরূপাংস্তাংল্লোকান্ সঞ্চরতে বশী।
মানসীং তনুমাস্থায় বহুভিঃ কারণান্তরৈঃ ॥ ২৭
যোগাত্মা ধারয়ন্ গাং নাগাত্মানং দিবস্তরঃ।
ব্রহ্ম ভূতং পরং চৈব সূক্ষেণাত্মানমীশ্বরঃ ॥ ২৮
ব্রাহ্মেণ বিপ্রান্ বসতি যুক্তোনৈব চ ক্ষত্রিয়ান্।
প্রদানকর্মণা বৈশ্যান্ শূদ্রান্ পরিচরেণ চ ॥ ২৯
গাবঃ ক্ষীরপ্রদানেন ধ্যানান্ যজ্ঞেষু প্রোক্ষণৈঃ।
পিতরস্তোষয়ত্যেবং হবির্ভাগেন দেবতাঃ ॥ ৩০
চতুর্ভির্ধাতিভিরিক্তাস্ত্রিভিরন্যৈশ্চ ধাতুভিঃ।
সপ্তভিঃ পিতৃভির্নিত্যৈস্ত্রীল্লোকান্ পরিরক্ষতি ॥ ৩১
চন্দ্রসূর্যাত্মকং নিত্যং তত্রূপনিত্যাত্মকম্
প্রকাশং চাপ্রকাশঞ্চ নিগূঢ়ং যেন তেজসা ॥ ৩২
ত্রয়স্ত পিতরো নিত্যাং বর্দ্ধয়ন্তি দিবাকরম্।
চতুর্ভিঃ পিতৃভিশ্চৈব চন্দ্রো বর্দ্ধতি মণ্ডলে ॥ ৩৩

এই সময় পুষ্করের আকাশে সমস্ত ভূতগণ ভগবান্ বিষ্ণুর সত্ত্বযুক্ত স্তুতিসমূহ শ্রবণ করিল, যাহা সেই সত্যপরাক্রমী ভগবানে যথার্থরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। সেই স্তুতিসকল সিদ্ধগণের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল এবং উৎকৃষ্ট বর্ণসম্পদে সুশোভিত ছিল। ২৩।

এই শরীর তেজ, জল ও অন্ন—এই তিন ধাতুর অথবা রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতুর সংযোগরূপ। ইহা চেতনে সংযুক্ত। এই চেতন তেজোভূত সনাতন ব্রহ্মই। যাঁহাকে ইন্দ্রিয়বর্গে যুক্ত জীব বলিয়া অভিহিত করা হয়। ২৪।

শরীরের আরম্ভকারী এই মূলভূতগণ প্রলয়ের অধিষ্ঠানভাবে প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম-কারণে নিশ্চয়ই অবস্থান করে। পুনরায় সেই সূক্ষ্মই অনেক রূপ ধারণ করত প্রকটিত হয়। ২৫।

সকলের কামনাপূর্ণকারী ও সকলকে বশীভূতকারী স্বয়ং পরমাত্মা তিন লোকেই ভূতগণকে তাঁহাদের স্বরূপ বোধ করাইয়া স্বয়ং স্থূলরূপ ধারণ করিয়া সেই অনেক রূপবিশিষ্ট লোকসমূহে বিচরণ করেন। ২৬।

যিনি দেবলোককে ধারণ করেন, সেই যোগাত্মা ঈশ্বর সূক্ষ্মরূপে নিজেকে শেষ নাগরূপে প্রকটিত করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিতে করিতে বিচরণ করেন। তিনি দুষ্টনিগ্রহ ও সাধুসংরক্ষণাদি অনেক কারণসমূহে মানসশরীর—মেঘ, সূর্যাদিরূপ ধারণ করত জগৎকে রক্ষা করেন। তিনিই স্বেদ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারি প্রকার প্রাণিবর্গ এবং অন্য ভূতগণকে ধারণ করেন। ২৭-২৮

এই ভগবান্ বেদমন্ত্ররূপে ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় লইয়া অবস্থান করেন, যুদ্ধরূপে ক্ষত্রিয়ে অবস্থান করেন, দানকর্ম অথবা বস্তুসমূহের আদান-প্রদানকারী বাণিজ্য কর্মরূপে বৈশ্যগণে এবং ত্রৈবর্ণিকদিগের সেবারূপে শূদ্রগণকে আশ্রয় করত বাস করেন। ২৯

তিনি গোসকলের আশ্রয় লইয়া দুগ্ধপ্রদানের দ্বারা তোমাদের সকলকে রক্ষা করেন। যজ্ঞসমূহে অশ্বগণকে (যজ্ঞসম্বন্ধী উপকরণসমূহকে) আশ্রয় করিয়া প্রোক্ষণের (জলরূপ অমৃতের অভিষেকের) দ্বারা তোমাদিগকে রক্ষা করেন। পঞ্চ হবিষের উদ্ভাগের অংশের দ্বারা পিতৃগণকে এবং যজ্ঞে হবির্ভাগ অর্পণ করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করেন। ৩০

পৃথক্ পৃথক্ রূপবিশিষ্ট চার ধাতুর (দর্শ, পৌর্ণমাস, পিতৃযজ্ঞ সাধারণ চারপ্রকার যজ্ঞের) দ্বারা এবং অন্য তিন ধাতুর (মন, বাক্ ও প্রাণ)-এর দ্বারা—এইরূপে সাত প্রকারের নিত্য অর্পণ করিবার যোগ্য অন্নের দ্বারা সেই ভগবান্ বিষ্ণু পিতৃগণ-সহ তিন লোককে রক্ষা করেন। অথবা উক্ত আছে এবং কল্পান্তে অনল, যম, সোম, অর্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপ এবং বর্হিষদ্—এই সাত প্রকারের নিত্য তর্পণীয় পিতৃগণের দ্বারা তিনি তিন লোককে রক্ষা করেন।

এই সপ্তসমূহাত্ম চন্দ্র-সূর্যাত্মক অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে তিন সূর্যস্বরূপ এবং চার চন্দ্রস্বরূপ। ইহা সর্বযোগ্য প্রকাশ (ভক্তগণ) এবং অপ্রকাশ দুষ্ট বা অভক্তের জন্য। ইহা কটিদায়ক তেজের শরীরকে সহজে শান্তি করে, এ সবই যাঁর তেজে চিরস্থ প্রকাশে বর্তমান আছে। ৩২

তিন পিতৃগণ সদা সূর্যদেবকে বৃদ্ধি করেন এবং চার পিতৃগণ সহ চন্দ্র নিজ মণ্ডলে বর্ধিত হন

ত্রয়ঃ পিতৃগণা নিত্যাঃ পিতৄন্ পশ্চাদ্ভবন্তি যে
চত্বারোঽন্যে পিতৃগণাঃ সিদ্ধাঃ পঞ্চ ত্ব আসতে ॥ ৩৪
ত্বমেব পঞ্চ তান্ বর্গাংস্ত্বমেবাপঞ্চ তান্ বিভো।
সনাতনময়ো দিব্যঃ শাশ্বতো ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৩৫
তথা ত্বত্তেজ আদত্তে অগ্নির্বায়ুশ্চ সর্ব্বশঃ
অতস্ত্বং কর্ম্মণা যেন আদিত্যঃ সমপদ্যত ॥ ৩৬
যদাত্তং সি জগৎ সর্ব্বং রশ্মিভিঃ প্রদহন্নিব।
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে পরাং সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ৩৭
পক্ষসন্ধ্যামমাবাস্যাং লোকং চরসি মানুষম্
ঋষিভিঃ সহ গূঢ়াত্মা সূর্য্যেন্দুবসুসম্ভবৈঃ ॥ ৩৮
সকলং কর্ম্ম কুর্ব্বাণং যজ্বনাং পুষ্টিবর্দ্ধনঃ
বেত্থুনামবিকারায় মা ভূৎ কর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৯
বনস্পত্যোষধীশ্চৈব যুগপৎ প্রতিপদ্যসে
বালভাবায় বসুধাঃ পক্ষে পক্ষে জনিষ্যথ ॥ ৪০
ভূতানাং ভুবি ভূতেশ ভাবার্থং বসুধাতলে।
যদ্ যদ্ভুবি কিঞ্চিচ্চ সর্ব্বং তত্ত্বমসি বিভো ॥ ৪১
ত্বমেব বিবিধং বর্গং শাশ্বতং বসুধাতলে।
দেবযজ্ঞং মনুষ্যাণাং স্বধাযজ্ঞং সনাতনম্ ॥ ৪২
বিবিধঃ স্বর্গমার্গশ্চ সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চ নির্ম্মলঃ।
চন্দ্রমাঃ পিতৃযানশ্চ দেবযানশ্চ ভাস্করঃ ॥ ৪৩
ত্বমেব বসুধাযুক্তো বিশ্বং চরসি সৌম্যতা।
একীকৃত্য গণান্ সর্ব্বান্ সংক্ষিপ্যাত্র সম্ভবঃ ॥ ৪৪
একত্বমসি সম্ভূতঃ পুরাণপুরুষো বিরাট্
অক্ষয়শ্চাপ্রমেয়শ্চ কর্ম্মকৃৎ সর্ব্বতো বশী ॥ ৪৫
মূর্ত্তিস্ত্বমসি সম্ভূতো বায়ুঃ পততি খেচরঃ
সপ্তভী রূপসংস্থানৈর্নিত্যাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৪৬

---

তিন পিতৃগণ সহ মর্ত্যে যেন পর পিতৃকে (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরকে) সংহার করেন এবং চারি প্রকার পিতৃগণ সিদ্ধরূপ হইয়া পঞ্চবিধাদি হইয়া যান, ইঁহাদিগকে যজমান প্রজাপতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ৩৪

প্রভো! আপনিই সেই পঞ্চ বর্গকে (পঞ্চীকৃত ভূতগণকে) এবং আপনিই অপঞ্চীকৃত ভূতগণকে প্রকটিত করেন। আপনি সনাতনময়, দিব্য, শাশ্বত এবং বেদের আবির্ভাবের স্থান। ৩৫

অগ্নি এবং বায়ুও সর্ব্বতোভাবে আপনারই তেজকে আদান (গ্রহণ) করেন, সেইজন্য এই আদান-রূপ কর্ম্মের দ্বারা আপনি 'আদিত্য' বলিয়া অভিহিত হন। আপনিই সকলের প্রকাশক এবং প্রকাশস্বরূপ। ৩৬

যুগান্তকাল আসিলে পর আপনি স্বীয় কিরণসমূহে সম্পূর্ণ জগৎকে দগ্ধ করিতে করিতেই যেন তাহাকে আদান (গ্রহণ) করেন, সেইজন্যও আপনি 'আদিত্য' বলিয়া অভিহিত হন। আপনি সদা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৭

আপনি আপনার স্বরূপকে আবৃত করিয়া (গোপন করিয়া) সূর্য্য, চন্দ্র ও বসুগণ হইতে উৎপন্ন ঋষিদিগের সহিত পূর্ণিমা ও অমাবস্যাকে (পূর্ণমাস ও দর্শনামক যোগসমূহকে) গ্রহণ করিবার জন্য মনুষ্যলোকে বিচরণ করেন। ৩৮

আপনি সকল কর্ম্মকারী যজমানগণের পুষ্টি (সুখ-সমৃদ্ধি)-বর্দ্ধনকারী। ধর্ম্মসাধনরূপ যে সব কর্ম্ম আছে, উহাতে যেন বিকৃতি না আসে—সেই সব যেন নষ্ট হইয়া না যায় এবং কালক্রমে বর্ণসঙ্করী কৃত্যাদ্যের যাহাতে লোপ না হয়, তৎসমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আপনি মনুষ্যলোকে বিচরণ করেন। ৩৯

আপনিই অমাবস্যার চন্দ্ররূপে একই সঙ্গে বনস্পতি, ওষধি ও মনুষ্যে বাস করেন। পুনরায় বালকরূপে উৎপন্ন হইবার জন্যই আপনি এরূপ করেন। প্রত্যেক পক্ষকে আপনার নূতন জন্ম হয়। ৪০

ভূতেশ্বর বিভো! এই ভূতলে ভূত ও ভবিষ্য প্রাণিদিগের পুষ্টির জন্য যাহা কিছুও ধন সঞ্চিত আছে, তৎসমস্তই আপনার স্বরূপ। ৪১

আপনিই ভূতলে বাস করার সনাতনধর্ম্ম 'সমষ্টি কর্ম্ম' এবং আপনিই দেবযজ্ঞ, স্বধাকার, আচমন ও এই সবের অধিকারী মনুষ্য। ৪২

আপনিই স্বর্গলোকের বিবিধ মার্গ নির্ম্মল সূর্য্য ও চন্দ্র। এই দুই মার্গের মধ্যে চন্দ্র পিতৃযান (ধূমমার্গ) এবং সূর্য্য দেবযান (শুক্লমার্গ)। ৪৩

আপনিই উদ্ভিদাদি সমস্ত গণকে এক করত—দেহধাতুরূপে সংক্ষিপ্ত করত ভূমিবাসী প্রাণিবর্গের রূপে বসুধার দ্বারা সংযুক্ত হইয়া বিশ্বে বিচরণ করেন এবং মর্য্যাদাপূর্ব্বক এখানের বিষয়সমূহ ভোগ করেন। পরলোকেও আপনিই বিবিধ রূপে প্রকটিত হন। ৪৪

একমাত্র পুরাণপুরুষ আপনিই বিরাট্‌রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। আপনি অবিনাশী, অপ্রমেয়, সকলকে বশীভূতকারী এবং নানাপ্রকারের লীলাকর্ত্তা। ৪৫

সাধনে চাপি নির্ব্বাণে সংহারে প্রলয়ে তথা ।
ধাতা ধারণকালে চ বিশশ্চক্ষুর্দি ধারিণি ॥ ৪৭
সেব্যমানো মুনিগণৈর্নিত্যং বিগতকিল্বিষৈঃ ।
কর্ম্মভিঃ সত্যযাপৈশ্চ সনকাদৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৪৮
স্তূয়মানৈশ্চ বিবুধৈঃ সিদ্ধৈর্মুনিবরৈস্তথা
সমার বিপুলং দেহং হরির্হয়শিরো মহান্ ॥ ৪৯
কৃত্বা বেদময়ং রূপং সর্ব্বদেবময়ং বপুঃ
শিরোমধ্যে মহাদেবো ব্রহ্মা তু হৃদয়ে স্থিতঃ ॥ ৫০
আদিত্যা রশ্ময়ো বালাশ্চক্ষুষী শশি-ভাস্করৌ ।
জঙ্ঘে তু বসবঃ সাধ্যাঃ সর্ব্বসন্ধিষু দেবতাঃ ॥ ৫১
জিহ্বা বৈশ্বানরো দেবঃ সত্যা দেবী সরস্বতী ।
মরুতো বরুণশ্চৈব জানুদেশে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫২
এবং কৃত্বা তথা রূপং সুরাণামদ্ভুতং মহৎ ।
অসুরং পীড়য়ামাস ক্রোধাদ্ রক্তান্তলোচনঃ ॥ ৫৩
মধোর্মেদোঽভিপূর্ণা চ পৃথিবী সমপদ্যত ।
প্রমাদেব ধরা চৈব তস্যাং তৎকশিবাসিনী ॥ ৫৪
মেদিনীত্যেব শব্দশ্চ শব্দঃ পুণ্যা নরোত্তম
নামান্তরসহস্রেণ ধরণ্যাং সম্প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

---

আপনিই তেজরূপে 'তপ' নামে প্রকটিত হইয়াছেন। সেই তপ তৈজস দেহের দ্বারা রূপের গ্রহণ হয়। আপনিই বায়ু হইয়া আকাশে সর্ব্বদিকে বিচরণ করেন। জলরূপ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সপ্ত রূপ সংস্থানের দ্বারা আপনি সদা সব কিছুই ধারণ করিয়া আছেন। ৪৬

সাধনকালে জীবরূপে, নির্ব্বাণের (কৈবল্য মোক্ষের) অবস্থায় তত্ত্বরূপে, দৈনিক ও ব্রহ্ম প্রলয়ে রুদ্ররূপে এবং ধারণ (পোষণ)-কালে ধাতা (পালক) বিষ্ণুরূপে আপনিই বিরাজমান আছেন। দিকসমূহ—ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্য্যাদাসকল আপনিই বিধানসমূহধারণকারী নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণে উহাদের অধিষ্ঠান চেতনরূপে অবস্থিত। ৪৭

এইরূপ নিষ্পাপসহিত, জিতেন্দ্রিয়, শক্ত ও ধীরের প্রতি সমাধভাবে বেদমন্ত্র এবং সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা সত্যকে প্রাপ্ত মুনিগণ যখন শ্রীহরির সেবা করিতেছিলেন ও দেবতা এবং মহর্ষিগণ তাঁহার স্তুতি করিতে ছিলেন, সেই সময় মহান্ দেব শ্রীহরি নিজের হয়গ্রীবনামক বিশাল শরীরের ধারণ করিলেন। ৪৮-৪৯

সর্ব্বদেবময় বেদময় রূপ ধারণ করত ভগবান্ শ্রীহরি সেখানে শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে মহাদেব শিব এবং হৃদয়ে ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। ৫০

সূর্য্যের কিরণাবলি তাঁহার কেশরাশি ছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রস্থানে প্রকাশিত হইতেছিলেন। তাঁহার দুই জঙ্ঘায় বসুগণ ও সাধ্যগণ বিরাজমান ছিলেন এবং সমস্ত সন্ধিস্থানে দেবতারা বাস করিতেছিলেন। ৫১

জিহ্বায় অগ্নিদেব ছিলেন। সত্যা (বেদবাণীস্বরূপা) দেবী সরস্বতী তাঁহার বাণী ছিলেন। মরুদ্গণ ও বরুণদেব তাঁহার জানুদেশে ছিলেন। ৫২

এইরূপ সর্ব্বদেবময় মহান্ ও অদ্ভুত রূপ ধারণ করত যাঁহার নয়নের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ছিল, সেই ভগবান হয়গ্রীব ক্রোধপূর্ব্বক সেই অসুর মধুকে সবলে চাপ দিয়া ধরিলেন। ইহাতে মধুর মেদ বাহির হইয়া আসিল। ৫৩

সেই সময় মধুর মেদরাশী জলে আচ্ছাদিত হইয়া এই সম্পূর্ণ পৃথিবী এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল, যেন কোনও হৃষ্ট-পুষ্টা যুবতী শ্বেতবর্ণের শাড়ী পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছে। ৫৪

নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এই মেদের কারণেই পৃথিবীদেবী 'মেদিনী' নাম প্রাপ্ত হইলেন। মধু অসুরের দ্বারা এই নাম ভূতলে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়া থাকিল। ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাববিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ মধোঃ পতনেন সর্বেষাং প্রাণিনাং হর্ষঃ, তত্র সমবেতানাং পর্বতানাং বসন্ত-ঋতোশ্চ বর্ণনম্, মধুবাহিন্যা নদ্যা উৎপত্তিঃ গৌরীশিখরস্য মাহাত্ম্য—কথনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

মধোর্নিপতনং দৃষ্ট্বা সর্বভূতানি পুষ্করে ।
প্রহৃষ্টানি প্রগায়ন্তি প্রনৃত্যন্তি চ সর্বশঃ ॥ ১
সুপার্শ্বো গিরিমুখ্যস্তু কাঞ্চনৈঃ শিখরোত্তমৈঃ ।
বহুধাতুবিচিত্রৈশ্চ খং লিখন্নিব চাবভৌ ॥ ২
গিরয়শ্চাপি শোভন্তে ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ
প্রাংশুভিঃ শিখরাগ্রৈশ্চ সবিদ্যুত ইবাম্বুদাঃ ॥ ৩
পক্ষবাতোদ্ধতো রেণুশ্চূর্ণৈঃ সাঞ্জনবালুকৈঃ ।
ছাদয়ন্ পর্বতাগ্রাণি মহামেঘ ইবাবভৌ ॥ ৪
মেঘসংশ্লিষ্টশিখরাঃ পক্ষবিক্ষিপ্তপাদপাঃ
কাঞ্চনোদ্ভেদবহুলাঃ খে তিষ্ঠন্তীব পর্বতাঃ ॥ ৫
পক্ষবদ্ভিঃ সশিখরা হেমধাতুভিরঞ্চিতাঃ
পবনেন সমুদ্ভূতা ভ্রাময়ন্তি বিহঙ্গমান্ ॥ ৬
কাঞ্চনাঃ পর্বতাঃ সর্বে স্ফাটিকৈর্মণিভিশ্চিতাঃ ।
সূর্যকান্তৈশ্চ বহুভিশ্চন্দ্রকান্তৈশ্চ নির্মলাঃ ॥ ৭
হিমবাংশ্চ মহাশৈলঃ শ্বেতৈর্ধাতুভিরাচিতঃ ।
কাঞ্চনৈঃ শিখরাগ্রৈশ্চ সূর্যপাদপ্রকাশিতৈঃ ॥ ৮
মণিভিশ্চ প্রকাশদ্ভিঃ পক্ষান্তরবিনিঃসৃতৈঃ ।
তাম্রপুষ্পৈশ্চ শিখরৈর্দীপ্যমানৈঃ স্বতেজসা ॥ ৯
মন্দরশ্চোগ্রশিখরঃ স্ফাটিকৈর্মণিভিশ্চিতঃ ।
বজ্রগর্ভো নিরালম্বৈঃ স্বর্গোপম ইবাবভৌ ॥ ১০
মহাশৃঙ্গঃ কৈলাসঃ শিলাধাতুবিভূষিতঃ
তোরণৈশ্চৈব বিবিধৈঃ প্রাংশুভিশ্চৈব পাদপৈঃ ॥ ১১
প্রবালবদ্ভির্গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ প্রগায়িভিঃ ।
দেবকন্যাঙ্গনাভিশ্চ ক্রীড়াগিরিরিবাবভৌ ॥ ১২

## সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

[ মধুর পতনে সমস্ত প্রাণিগণের হর্ষ, সেখানে সমবেত পর্বতসকল ও বসন্ত ঋতুর বর্ণন, মধুবাহিনী নদীর উৎপত্তি এবং গৌরীশিখরের মাহাত্ম্যকথন ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! মধুর পতন হইতে দেখিয়া পুষ্করে সমস্ত প্রাণীরা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১

পর্বতসকলের মধ্যে প্রধান সুপার্শ্ব নিজের সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ শিখরসমূহে আকাশে যেন রেখা অঙ্কন করিতে করিতে প্রতীত হইতেছিলেন । তাঁহার সেই সব শিখর ধাতুসমূহে অতিশয় বিচিত্র দেখাইতেছিল ॥ ২

অন্য বহু পর্বতও নানাপ্রকার ধাতুতে সজ্জিত হইয়া নিজেদের উচ্চ শিখরসমূহে বিদ্যুৎপরিবৃত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৩

পক্ষসমূহের বায়ুর দ্বারা উপরে উত্থিত ধূলিরাশি অঞ্জন (কজ্জলসদৃশ) ও বালুকাময় চূর্ণের সহিত পর্বতসকলের শিখরসমূহকে আবৃত করত মহামেঘমণ্ডলের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৪

ইহাদের সমস্ত শিখরই মেঘে আশ্লিষ্ট ছিল ; ইহারা নিজেদের পক্ষসমূহের বায়ুর দ্বারা বৃক্ষসমূহকে বিক্ষেপ করিতেছিল এবং ইহার মধ্যে স্বর্ণের বহু খনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল । এইভাবে এই পর্বতসকল আকাশেই যেন অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৫

পক্ষ ও শিখরসমূহের দ্বারা সুশোভিত, স্বর্ণময় ধাতুসমূহে বিশেষভাবে রঞ্জিত ও বায়ুর বেগে যেন প্রচালিত হইয়া এই সব পর্বত আকাশচারী পক্ষিগণকে ভীত করিতেছিল ॥ ৬

সেখানে সমস্ত পর্বতই সুবর্ণময় ছিল । স্ফটিক মণির রাশি সজ্জিত ছিল এবং এই সব পর্বতই বহুসংখ্যক সূর্যকান্তমণি ও চন্দ্রকান্তমণির জন্য নির্মল প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল ॥ ৭

মহাপর্বত হিমবান্ শ্বেতবর্ণের ধাতুসমূহে ব্যাপ্ত ছিলেন । তাঁহার শিখরসমূহের অগ্রভাগ সূর্যের কিরণাবলিতে প্রকাশিত হইয়া সুবর্ণময় দেখাইতেছিল । তাঁহার পক্ষসমূহের মধ্যভাগ হইতে উদ্ভূত প্রকাশমান মণিসকল তাঁহার শোভাবর্ধন করিতেছিল ॥ ৮-৯

উন্নত শিখরবিশিষ্ট মন্দরাচল স্ফটিকমণিরাশিতে পরিবৃত ছিল ; উহার মধ্যে বজ্রমণি (হীরক) ছিল । এই পর্বত (মন্দরাচল) নিরালম্ব শিখরসমূহে স্বর্গের সদৃশ সুশোভিত হইতেছিল ॥ ১০

শিলা ও ধাতুসমূহে বিভূষিত মহা শিখরবিশিষ্ট কৈলাস পর্বত তোরণের সমান উচ্চ ও ঘন বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত হইতেছিল ॥ ১১

বিবিধ বাদ্যবাদনকারী গন্ধর্বগণ, মধুর গীতকারী কিন্নরগণ ও দেবকন্যাগণের অঙ্গনাসমূহে সুশোভিত কৈলাস পর্বত ক্রীড়াপর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ১২

মধুরৈর্বাদ্যগীতৈশ্চ নৃত্তৈশ্চাভিনয়োজ্জ্বলৈঃ
শৃঙ্গারৈঃ সাঙ্গহারৈশ্চ কৈলাসো মদনায়তে ॥ ১৩
আদিত্যাভাসিভিঃ শৃঙ্গৈর্ভিন্নাঞ্জনচয়োপমৈঃ ।
বিন্ধ্যো নীলাম্বুদশ্যামো বিভিন্ন ইব তোয়দঃ ॥ ১৪
ধারণার্থং সর্বভূতানাং মেরুপৃষ্ঠে মহাবলে ।
নির্ঝরৈর্বিমলং তোয়ং মেঘজালৈরিবোত্তমৈঃ ॥ ১৫
শিলাভির্বহুচিত্রাভির্ধাতুভির্বহুরূপিভিঃ ।
প্রস্রবদ্ভির্গুহাদ্বারৈঃ সলিলং স্ফটিকপ্রভম্ ॥ ১৬
শ্রীমন্তো বায়ুসংপৃক্তা ঘনা ইব সবিদ্যুতঃ ।
চিত্রৈঃ পুষ্পৈস্তরুগণাঃ শোভন্ত ইব ভূষিতাঃ ॥ ১৭
নাগাঃ কনকসম্বদ্ধৈর্বিচিত্রৈরিব ভূষিতাঃ
বিহঙ্গমাভিলীনাশ্চ লতাবৃক্ষসমাশ্রিতাঃ ॥ ১৮
বিলম্বতাঃ সপুষ্পাশ্চ নৃত্যন্তে বায়ুঘট্টিতাঃ
পবনেন সমুদ্ভূতা মহতা মাধবেঽহনি ॥ ১৯
মুমুচুঃ পুষ্পসঙ্ঘাতং তোয়ং মেঘ ইব বর্ষতি ।
ফলবদ্ভিশ্চ বিপুলৈঃ শাখাস্কন্ধাবরোধিভিঃ
পাদপৈর্বর্ণবহুলৈর্ধ্রিয়তে চ বসুন্ধরা ॥ ২০
মধুপ্রিয়া মধুকরা মধুমত্তা বিহঙ্গমাঃ
ঘোষয়ন্তীব গায়ন্তঃ কামস্যাগমনস্তবম্ ॥ ২১
বিষ্ণুর্যোগবিনিষ্ঠা চ চকার মধুবাহিনীম্ ।
নদীং প্রস্রবনির্ভেদাং সুতীর্থাং বহুলোদকাম্ ॥ ২২
অঙ্গারবর্ণসিকতাং মধুতীর্থাং মনোরমাম্
বিমলৈরম্বুভিঃ পূর্ণাং পুষ্পসঙ্ঘবাহিনীম্ ॥ ২৩
বিবেশ পুষ্করং সা তু ব্রহ্মণো বাক্যচোদিতা ।
ঋষিভিশ্চাপ্যনুচরিতা ব্রহ্মতত্ত্বনিষেবিভিঃ ॥ ২৪
ধাত্রী কপিলরূপেণ গোভূত্বা ক্ষরতে পয়ঃ ।
মধুরং বিততে যজ্ঞে ব্রহ্মণো বাক্যচোদিতা ॥ ২৫
শিরশ্চ পৃথিবীভূতং সরস্তৎ প্রাপ্তবান্বিভুম্ ।
তচ্চ চচক্রে লোকঃ শাশ্বতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৬

---

মধুর বাদ্যযুক্ত গীত, অভিনয়সহ নৃত্য, শৃঙ্গারময়ী ক্রীড়া এবং নৃত্যকালে কৃত অঙ্গবিক্ষেপসমূহের দ্বারা কৈলাস পর্বত মূর্তিমান্ কামদেবের ন্যায় মদের উদ্দীপক হইয়াছিল। ১৩

কর্তিত করিয়া স্তূপীকৃত অঞ্জন (কজ্জল)-রাশিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ ও সূর্যের কিরণাবলিতে প্রকাশিত শিখরযুক্ত বিন্ধ্যপর্বত নীল মেঘের ন্যায় শ্যামকান্তি ধারণ করিয়া খণ্ডিত মেঘের সমান প্রতীত হইতেছিল। ১৪

সমস্ত প্রাণিগণের জীবন ধারণের জন্য এই পর্বত মহাশক্তিশালী মেরুপৃষ্ঠের উপর উত্তম মেঘগুলের সদৃশ নির্মল জলবর্ষণ করিতেছিল। ১৫

বহু বিচিত্র শিলা, অনেক রূপবিশিষ্ট ধাতু ও স্ফটিক মণির সদৃশ নির্মল জলের স্রোত প্রবাহিতকারী গুহাদ্বারসমূহে এই পর্বতের অতিশয় শোভা হইতেছিল। ১৬

বিচিত্র পুষ্পসমূহে বিভূষিত বৃক্ষগণ বর্ষাঋতুতে বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত বিদ্যুৎপরিবৃত মেঘগুলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল অথবা স্বর্ণের বিচিত্র অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত হস্তিগণের তুল্য সুশোভিত হইতেছিল। ১৭

যাহাদের মধ্যে পক্ষীরা বাস করিতেছিল, সেই সব বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বিস্তৃত ও লম্বমান (ঝুলন্ত) পুষ্পিত লতাসমূহ বায়ুর তাড়না পাইয়া যেন নৃত্য করিতেছিল। ১৮

বৈশাখ মাসের দিনে প্রবল বায়ুর দ্বারা কম্পিত হইয়া এই লতাসমূহ সেইভাবে পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল, যেরূপ জলদের আঘাতে সমুদ্রের তটভূমি জলবিন্দু বিকীরণ করে। ১৯

যাহাদের মধ্যে বড় শাখা স্কন্ধ ও অবরোহ (জটা) শোভা পাইতেছিল, এরূপ বহু বর্ণবিশিষ্ট, বিশাল এবং ফলশালী বৃক্ষসকল যেন বসুন্ধরাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ২০

মধু যাহাদের প্রিয়, সেই মধুমত্ত মধুকরগণ (ভ্রমরগণ) ও কোকিলাদি পক্ষীরা কলগান করিতে করিতে কামদেবের আগমনের ঘোষণা করিতেছিল। ২১

মধুদৈত্যের বিনাশক ভগবান বিষ্ণু সেখানে মধুবাহিনী নামে এক নদীর সৃষ্টি করিলেন, যাহার স্রোত ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। উত্তম তীর্থযুক্তা এই নদী প্রচুর (অগাধ) জলে পূর্ণ ছিল। ইহার বালুকা অঙ্গারের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট ছিল। এই মধুতীর্থরূপা নদী মনোরমা ও নির্মল জলে পূর্ণা ছিল এবং রাশি রাশি পুষ্প বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ২২-২৩

ব্রহ্মার বাক্যে প্রেরিতা হইয়া এই নদী পুষ্করে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মতত্ত্বসেবী ঋষিগণ ইহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ২৪

তদনন্তর যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর ব্রহ্মার বাক্যে পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করত মধুর দুগ্ধ প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। ২৫

সেই দুগ্ধে যে সরোবর পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা পৃথিবীস্বরূপ ছিল। এই সরোবর প্রাণিসমূহকে ধারণ করিবার জন্য ভূতলে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নিজের পরম অদ্ভুত ও শাশ্বত স্বরূপও ধারণ করিল। ২৬

সরস্বত্যাঃ সমুদ্ভূতং ব্রহ্মাণ্ডে তপোময়ম্ ।
মঙ্কতীর্থমতিক্রম্য পুষ্করেষু বিসর্পতি ॥ ২৭

সুচারুরূপা বর্ণাঢ্যা স্বর্ণরূপেণ চাদয়ন্ ।
রূপং কনকবর্ণাভং তপোযুক্তেন তেজসা ॥ ২৮

অভ্রসঙ্কুলতোযুক্তঃ সম্ভূতঃ পর্বতো মহান্ ।
গুরুভারগুণপ্রাণঃ শাশ্বতঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥ ২৯

বেদিকাভিঃ সুচিত্রাভিঃ কাঞ্চনাভিবিরাজিতঃ ।
পুষ্করাণি পবিত্রাণি কৃত্বা বিপুলকর্মিণ ॥ ৩০

মহামেরোর্যথা রূপং পঞ্চভির্ধাতুভির্বৃতঃ
চেতনা ধাতিসম্পন্নো স্বরূপেণাদ্ভুতদর্শনঃ ॥ ৩১

করিষ্যামাহমেপোতমনসা ধর্মচারিণম্
রূপং বহুবিধং লোকে পার্থিবৈঃ চেতনাঃ তথা ॥ ৩২

ত্রীংশ্চ লোকান্ প্রপশ্যেঃ পঞ্চভির্ধাতুলক্ষণৈঃ ।
ষষ্ঠেন চ মনশ্চেয়ঃ নরমা ধর্মচারিণীম্ ॥ ৩৩

সঙ্গেষু ভাব মোহাভ্যাং পশ্যন্তি চ সমুৎসুকাঃ
বিমুক্তাঃ সর্বসঙ্গেভ্যো ধারয়ন্তি পরিগ্রহান্ ॥ ৩৪

ন চ বিন্দেত মাং কশ্চিন্মনসা কামরূপিণম্ ।
পঞ্চধাতুনিবদ্ধস্ত নানাভাবিতচোদনঃ ॥ ৩৫

যে চ বিষ্ণুং বীতমন্ত্রে বহুধা কামবিগ্রহৈঃ ।
যে মাং পশ্যন্তি যত্নেন তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ৩৬

যে চ মামভিরোচেযুর্নরা ধর্মপথে স্থিতাঃ ।
তেঽপি স্বর্গজিতঃ সন্তুঃ পশ্যেয়ুর্মাং গতক্লমাঃ ॥ ৩৭

যস্মৈব পর্বতঃ প্রাংশুর্মেরুপৃষ্ঠে ব্যবস্থিতঃ ।
এতমারুহ্য যুক্তেষু প্রাণত্যাগেষু নির্মলাঃ ॥ ৩৮

সরস্বতী হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্ম ও অন্ধকারনাশকারী পুণ্যতীর্থ মঙ্কতীর্থকে অতিক্রম করিয়া উহা ব্রহ্মার দেবকৃত পুষ্করতীর্থে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ২৭

পরম মনোহর রূপবিশিষ্ট বর্ণাঢ্য অজস্র সরস্বতী স্বর্ণরূপে এই তীর্থকে সুবর্ণের দীপ্তিরূপে আচ্ছাদিত করিলেন। তপোযুক্ত (আলোচনাযুক্ত চিত্তের দ্বারাই উহার যথার্থস্বরূপ চিন্তা করিলে সাক্ষাৎকার হয়। ২৮

সেখানে এক বিশাল পর্বত উৎপন্ন হইল, যাহা মেঘাবলিতে পূর্ণ ও উন্নত ছিল। উহা বহু গুণের বিশাল ছিল এবং গুণই তাহার প্রাণ ছিল। (অর্থাৎ ঐ পর্বতরূপী পর্বতে আরোহণ করিবার ভার এবং শক্তি ছিল গুণ তাহার জীবন।) ইহা অনাদি বলিয়া সনাতন এবং ধ্রুব এবং সিদ্ধ পুরুষও ইহার সেবা করেন; সুতরাং মূঢ় ব্যক্তিগণের আর কি বলিবার আছে? ২৯

প্রচুর দক্ষিণাদানকারী জনমেজয়! সুবর্ণময়ী বিচিত্র বেদিকাসমূহের দ্বারা এই পর্বত সুশোভিত আছে। পুষ্করতীর্থ বিচিত্র কর্মের নির্মাণকারী শিল্পী ব্রহ্মার দ্বারা (অথবা পরমেশ্বরের দ্বারা) ব্যাপ্ত আছে। ৩০

যেরূপ মহামেরুগিরির স্বরূপ পঞ্চ ধাতুসমূহের দ্বারা পরিবৃত আছে, সেইরূপ এই পর্বত পঞ্চ ধাতুসমূহের (ভূতগণের) দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। স্বরূপ এই পর্বত অদ্ভুতদর্শন ছিল এবং যাহা সুপ্রসিদ্ধ চেতনা, তাহার দ্বারা ইহা সম্পন্ন মনে হইতেছিল। ৩১

(এখন নিজেকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া 'আমিই সব কিছু করিতেছি' এইভাবে তত্ত্বের নিরূপণ করিতেছেন।) আমিই ধর্মাচরণকারী এই শরীরকে মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা নির্মাণ করিতেছি। লোকে যে নানাপ্রকার রূপ দেখা যায়, তাহারও সৃষ্টি আমিই নিজের দ্বারা করি। এই পার্থিব শরীরে যে চেতনা, তাহাকেও আমিই অভিব্যক্ত করি। ৩২

আমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা তিন লোকের বিষয় জানিতে পারি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা ধর্মচারিণী বুদ্ধিকে সৃষ্টি করি। ৩৩

যে সমুত্তিশালী পুরুষ সঙ্গিসমূহের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে পর ভাব ও মোহের দ্বারা (সঙ্কল্প ও অহঙ্কারে) উহাদিগকে দর্শন করেন এবং সর্বপ্রকার আসক্তিসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া বিষয় সংগ্রহকারী মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন। ৩৪

প্রায় সকল মানুষ পাঞ্চভৌতিক শরীরে বদ্ধ থাকিয়া নানা প্রকার কর্মের প্রবর্তনকারী বেদবাক্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সকাম কর্মসমূহে রত থাকে; অতএব কেহই মনের দ্বারা ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী পরমাত্মা আমাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। ৩৫

যাহারা ইচ্ছানুসারে গৃহীত শ্রীরাম-কৃষ্ণাদি বিগ্রহসমূহে উপলক্ষিত ভগবান্ বিষ্ণুনাম কীর্তনাদির দ্বারা বারংবার স্মরণ করে, এই তপস্যার দ্বারা নিজেদের পাপসমূহকে দগ্ধকারী উপাসকগণ অনায়াসে পরমাত্মা আমাকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে। ৩৬

অপ্সরোভিঃ সমাগম্য বিচরন্তি মনোজবাঃ
নন্দনং বননাক্রম্য কামাকৃষ্ট বনম্ বনম্ ॥ ৩৯
ইমাং বিদ্যাং সমাসাদ্য নক্তক্রাঃ পুষ্করেষ্বিহ ।
শরীরং কর্ষয়িষ্যন্তি ব্রতৈর্বহুবিধৈঃ কৃতৈঃ ॥ ৪০
সিদ্ধিং প্রাপ্য প্রমেষ্যন্তে কামৈর্বহুবিধৈর্নরাঃ ।
ইমং লোকমমুঞ্চৈব সম্পদ্যমুর্দ্ধ্বোত্তমম্ ॥ ৪১
গৌরী সিদ্ধেতি বাখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা
প্রভাবং তপসা দৃষ্টঃ ধর্ম্মবন্তী সমাহিতাঃ ॥ ৪২
যস্যাং জ্ঞানাভিসন্ধীনামভিজ্ঞানাং সসংশ্রয়াঃ
অবেক্ষন্তে নিরাবস্থা বাহ্যনির্মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৪৩
সর্বক্রতুসমাপ্তত্র দত্ত্বা দানফলানিব ।
অভিধানেন বিপ্রাণাং মনঃপূতেন কর্ম্মণা ॥৪৪
সর্ব্বত্রৈবাপ্রমেয়েণ স্বত্যাপুং ফলমাপ্নুয়ুঃ ।
অমুখিন্যে ক্তে ধর্মজ্ঞাঃ সহ সর্ব্বকৃতোৎসবৈঃ ॥ ৪৫
যেষামিহ চ সাক্ষিত্যং গতে ব্রাহ্মণসঙ্কুলে ।
তে ভূয়ো যজমানাস্তু অভিষিচ্য পুনঃ পুনঃ ৪৬
তথা তাং মন্যসে গৌরীং মনসা ধর্মচারিণীম্ ।
অনুগ্রহায় ভূতানাং তপসাপ্তে তপোবনে ॥ ৪৭
সত্যা এব পরোক্ষবিদ্যে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ।
নাফলো বিদ্যতে ধর্ম্মশ্চরিতো ধর্মচারিণা ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

---

যে সব মানুষ ধর্মপথে থাকিয়া উক্ত সাধন-সোপানের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মরূপী স্বর্গ প্রাসাদে আরোহণ করে, সেই সৎপুরুষগণও পাপ-তাপরহিত হইয়া স্বর্গলোক জয় করে এবং আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। ৩৭

যেরূপ পৃষ্ঠে যে উচ্চ পর্ব্বত আছে তাহাতে আরোহণ করত নির্মল অন্তঃকরণবিশিষ্ট পুরুষগণ পাপের (ইন্দ্রিয়গণের) আসক্তি ত্যাগ করিবার জন্য দুষ—সঙ্কর্ষ অর্থাৎ উগ্র সাধনা করিতে থাকে। ৩৮

সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকগণ মনের মত বেশধারী হইয়া নন্দনবন ও বিশাল কামাকবনে উপস্থিত হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হয় এবং তাহাদের সহিত বিহার করে। ৩৯

আমার উক্ত এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে নানাপ্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করত নিজের শরীরকে ক্ষীণ করিবে। ৪০

সেই মনুষ্যগণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ও নানাপ্রকার কামনাসমূহে সম্পন্ন হইয়া ক্রমশ উপরে উঠিতে থাকে এবং আনন্দ-সহকারে ইহলোক এবং পরলোকে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ৪১

যখন একাগ্রচিত্ত যোগীর তপস্যায় প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত প্রভাব দেখেন, তখন বিদ্যার (শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশপ্রাপ্ত জ্ঞানের) দ্বারা সিদ্ধা গৌরীদেবী দর্শনদান করেন; যিনি তিন লোকে 'সিদ্ধা' নামেই বিখ্যাত। ৪২

কর্ণাভ, বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে তত্ত্বদৃষ্টির দুই প্রতীক, বিরাট্, সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামী এই সব মিলিয়া হয় জ্ঞানাভিসন্ধি (সংস্কারের স্থান)। ইহাদের যে সম্পূর্ণরূপে অনুভব, তাহার কামনার অভাব হইয়া যাওয়ায় সাধকগণের অক্ষয় যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়। তাহারা তখন আর কোনও কার্য্য আরম্ভ করে না এবং সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৪৩

যেরূপ কোনও অপরাধী রাজাকে সমস্ত ধন কর দিয়া সেই করদানের ফলে রাজার সম্পূর্ণ কৃপা লাভ করত অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ সর্ব্বত্র অসঙ্কুচিতভাবে ব্রাহ্মণগণের সম্মান ও শুদ্ধভাবে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান এবং দান করত নিজেদের সমস্ত পূর্ব্বজ পুরুষগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া আত্যন্তিক দুঃখের নিবারণকারী অক্ষয় ফল লাভ করিয়া থাকে। ৪৪-৪৫

যে যজমান ও ঋত্বিগ্গণের ব্রাহ্মণগণে পূর্ণ যজ্ঞে সাক্ষিতা হইয়াছে (যজ্ঞাদি দেবতাদিতে চিত্তের একাগ্রতা আসিয়াছে), সেই যজমানাদি পুরুষগণ বারংবার বহু যজ্ঞে অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নান করিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ফললাভ করিয়া থাকে। ৪৬

রাজন্! তুমি দান ও যজ্ঞের সম্পত্তিকে যেরূপ আমার সম্মুখে উপস্থিত মনে কর, তবে এখন হইতে আর সেরূপ মনে করিও না; কারণ, এই গৌরীদেবী সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য নিরন্তর ধর্মের আচরণ করেন (এই বাহ্য সম্পত্তি ত' পরিমিত; কিন্তু তিনি আন্তরিক জ্ঞান সম্পত্তি হওয়ায় অনন্ত)। ৪৭

এই আমার অবাধিত সত্য; কিন্তু বিদ্যারহিত পুরুষ হইতে বহু দূরে থাকেন। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। নিষ্কাম ধর্মের আচরণকারী পুরুষের দ্বারা আচরিত ধর্ম কখনও নিষ্ফল হয় না (অতএব ধর্ম হইতেও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইতে পারে)। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ পুষ্করে শ্রীবিষ্ণু—প্রভৃতীনাং তপস্যা, তস্যাঃ প্রভাববর্ণনঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ

দিব্যং ত্রিশমিমুদিব্যামুত্তমাং সত্যসাধনঃ
তথা স বাতুনিচয়ে পুণ্যে পর্ব্বতরোধসি ॥ ১
বিষ্ণুঃ পরমধর্ম্মাত্মা একপাদেন তিষ্ঠতি।
দশবর্ষসহস্রাণি পুষ্করে পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ২
আত্মন্যাত্মানমাধায় তপসা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
ঘটতে কর্ম্মণোগ্রেণ লোকমুত্থানকারণাৎ ॥ ৩
ভানুরো ভস্মনাচ্ছাদ্য গাত্রাণি বরমাত্মনঃ
অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণি সংক্রান্ত তপোধনঃ ॥ ৪
তেজসা তেন জ্যোতীংষি বিভাব্য ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
তিষ্ঠতে নভসো মধ্যে যোগাত্মা ভাবয়ন জগৎ ॥ ৫
সোমো বিষয়নাক্ষিপ্য মনসা ধারয়ন্ মনঃ।
যুক্তঃ পরমধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মীং সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ৬
সম্প্রদৃশ্যত সর্ব্বত্র দিবি ভূম্যন্তরে তথা।
জ্যোতিষ্কু কর্ম্ম কুর্ব্বাণো বহুরূপঃ স সর্ব্বদা ॥ ৭
মহেশ্বরোঽতিদুর্দ্ধর্ষো বৃষরূপেণ তিষ্ঠতি।
উদ্ধৃত্য দক্ষিণং পাদং বায়ুভক্ষঃ সমাহিতঃ ॥ ৮
অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণি সহস্রশতমেব চ
মহাযোগী মহাদেবো নিয়মাৎ ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৯
অথ বায়ুর্ঘনীভূতো অদ্রু চরতি গোপতেঃ।
ফেনীভূতঃ সমুৎপাতৈঃ পবনঃ নিঃসৃতমুখাৎ ॥ ১০
স নিষ্ক্রান্তস্ততো বক্ত্রাৎ প্রাণেন পরমাত্মবান্
নির্য্যাসভূতঃ পতিতো নৈবার্দ্রো নৈব পার্থিবঃ ॥ ১১

---

## অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[ পুষ্করে শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতির তপস্যা এবং তাহার প্রভাব বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সত্যই যাঁহার সাধন, সেই পরম ধর্মাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু উত্তম দিকে যাইবার জন্য অর্থাৎ সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা লোককে জানাইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। এই কমললোচন শ্রীহরি পুষ্করতীর্থে ধাতুসমূহের খনিতে পরিপূর্ণ এক পর্ব্বতের পবিত্র তটে একপদে দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রহিলেন। ১-২

ব্রহ্মার জন্মদাতা এই ভগবান্ বিষ্ণু নিজের চিত্তকে নিজের আত্মাতে স্থির ভাবে নিবেশন করত উত্থানের (লোকের জন্য) উগ্র কর্ম্ম (ঘোর তপস্যা) করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইয়াও জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য এরূপ করিলেন। ৩

এই প্রকাশবান সোমও ভস্ম দ্বারা নিজের অঙ্গসমূহ অপে আচ্ছাদিত করিয়া আট হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যাকারী হইয়া স্থিরভাবে রহিলেন। ৪

তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত সেই প্রসিদ্ধ তেজে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলকে তিরস্কৃত করিয়া যোগাত্মা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সোম সম্পূর্ণ জগৎকে আহ্লাদিত করিতে করিতে আকাশের মধ্যভাগে প্রকাশিত রহিলেন। ৫

পরম ধর্মাত্মা সোম বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া সমস্ত বিষয়কে অধিকার করত যোগযুক্ত হইয়া তিনি ব্রাহ্মী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ৬

তিনি জ্যোতিষ্কগণের কার্য্য করিতে করিতে স্বর্গ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যভাগ অন্তরীক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং নিজের যোগসম্পদে নানা প্রকার রূপধর বহুরূপ ধারণ করিলেন। ৭

নিজের স্বরূপকে অত্যন্ত গোপনকারী ভগবান্ মহেশ্বর বৃষরূপে তপস্যা করিবার জন্য নিজের দক্ষিণ চরণ উত্তোলিত করিয়া লক্ষ হাজার একশত বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই সময় তিনি কেবল বায়ু আহার করিলেন। তিনি মনকে যোগ বলেতে নিরন্তর একাগ্র করিয়া রাখিলেন। ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান মহাযোগী মহাদেব নিয়মপূর্ব্বক তপস্যায় রত রহিলেন। ৮-৯

অনন্তর একদিন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক ভগবান্ মহেশ্বরের নিকট ঘনীভূত বায়ু বিচরণ করিতে লাগিল। সেই সময় বৃষরূপধারী মহাদেব নিজের উৎপাতসমূহের দ্বারা ফেনরূপে পরিণত সেই বায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ করত পুনরায় মুখ দিয়া বাহিরে নিঃসারিত করিয়া দিলেন। ১০

প্রাণের বায়ুর সহিত তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত বায়ু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষের রসের সমান নিচে পতিত হইল। সেই সময় উহা না আর্দ্র (জলীয়) ছিল এবং না পার্থিব পাষাণাদির ন্যায় শুষ্ক ছিল। ১১

স ফেনো বায়ুনাবিদ্ধ শ্চচার বসুধাতলে
নৈবার্দ্রো নৈব শুষ্কশ্চ বায়ুসংঘাতমাগতঃ ॥ ১১
তৎকালে ফেনমুৎক্ষিপ্য পবনঃ সহ বায়ুনা।
নিরালম্বে নিরালম্বস্তত্রাপি সমপদ্যত ॥ ১৩
তে ক্ষিপন্তি পয়ো ভূমাবাম্বানং যেন বর্তিতাঃ।
নীলমেঘারুণপ্রখ্যা নৈবার্দ্রা নৈব পাংশবাঃ ॥ ১৪
ব্রাহ্মীং মূর্তিং সমাধায় বায়ুঃ সর্বত্রগো বশী।
সমাঃ সহস্রং সম্পূর্ণং চচার বিপুলং তপঃ ॥ ১৫
বহ্নির্বিহঙ্গতী ভূত্বা চীরবল্কলবাসভৃৎ।
তপস্তপ্যন্নরাহারো মৌনমাস্থায় পৌষ্করে ॥ ১৬
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রাণি ত্রীণি চৈকস্ক বহ্নতঃ
তস্মাত্তেজঃসমুদ্ভূতো মহানগ্নিঃ প্রবর্ততে ॥ ১৭

স্বর্গপ্রকাশং কৃত্বা চ স্বর্গবাসী তপোনুদঃ।
দিবি ভূতপ্রকাশাখ্যাত্তপসা ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ১৮
ততমো ভুবি রাজেন্দ্র মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্।
ভাস্করস্তেজঃসংহারস্ততো ভবতি সত্তমঃ ॥ ১৯
মর্ত্যানাং সর্বভূতানাং তেজ আক্ষিপ্য বর্ততে।
ন তু যোগবলে রাজন্ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ॥ ২০
ততমো নাশয়েদ্ রাত্রৌ নাপ্যতো ভবিতাবয়ম্।
পুষ্পমিত্রো মহাতেজা যক্ষঃ সর্বত্রগো বশী।
তপশ্চরতি ধর্মাত্মা পুষ্করেষু সমাহিতঃ ॥ ২১
মহেন্দ্রশিখরাক্রান্তা যাবদস্থা যান্তি মেদিনীম্।
তাবৎ স্বরূপনাস্থায় তিষ্ঠন্তে নিশ্চলাঃ সমাঃ ॥ ২২
জানুভ্যাং পতিতো ভাবী তেজাভির্নতমি পশ্যতি।
সমাঃ সহস্রং নিখিলং তেজোভির্নিভির্সর্জনং ॥ ২৩

বায়ুর সেই বল 'ফেন' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই ফেন জলে আবিষ্ট হইয়া ভূতলের সর্বদিকে অবিরত বিচরণ করিতে লাগিল। উহা না আর্দ্র ছিল না শুষ্ক ছিল। উহা বায়ুরই ঘনীভূত স্বরূপ প্রাপ্ত হইল। ১১

সেই সময় পবন ফেনকে উপরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিরাধার আকাশে নিরাধার রূপে এই সমুদ্র মেঘরূপে পরিণত হইয়া যাইল। ১৩

তাহারা জলের সমান নিজেরই রূপে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া নীল মেঘরূপ ধারণ করত নিজের দ্বারা জলকেই ভূতলে বর্ষণ করিতে লাগিল। সূর্যাদির অরুণের কান্তি পতিত হওয়ায় উহারা তখন রক্তবর্ণেরও দেখাইতেছিল। উহারা না আর্দ্র ছিল এবং না ধূলিকণার ন্যায় শুষ্ক ছিল। ১৪

অনন্তর সর্বত্র বিচরণকারী বায়ুদেব ব্রাহ্ম শরীর ধারণ করত মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত রাখিয়া পূর্ণ এক সহস্র বর্ষ পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করিলেন। ১৫

অগ্নিদেবও বহু জটাধারণ করত চীর ও বল্কল পরিধান পূর্বক অনাহারে থাকিয়া মৌন অবলম্বন করত পুষ্করতীর্থে চার হাজার বৎসর পর্যন্ত দৃঢ়সংকল্পে তপস্যায় রত রহিলেন। ১৬।

এই অগ্নির তেজে অন্য এক মহান্ অগ্নির প্রাদুর্ভাব হইল, তিনি স্বর্গকে প্রকাশিত করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন এবং স্বর্গের অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিলেন। (তিনিই সূর্যাগ্নিরূপে প্রসিদ্ধ। এই ব্রাহ্মণ অগ্নি নিজের তপস্যার প্রভাবে স্বর্গে 'ভূতপ্রকাশ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ১৭-১৮

রাজেন্দ্র! ঐ অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন সেই অন্ধকার তখন ভূতলে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হইল। এখনে অন্ধকার দলের অর্থ দুঃখ এবং উহারই দ্বারা উপলক্ষিত দুঃখ যাহা মর্ত্যলোকবাসী মনুষ্যগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। তেজঃপুঞ্জ সূর্য সেই সূর্য অগ্নি অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। ১৯

রাজন্! যোগবলসম্পন্ন হইলেও সূর্যদেব মর্ত্যলোকে অন্য সমস্ত প্রাণিদের তেজকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন অথবা হরণ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের তেজকে তিনি সংহার করেন না। তাঁহার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন। যিনি সূর্যদেবের উপাসক, তাঁহার দুঃখ বিনাশ তিনি রাত্রিতেও নাশ করিয়া দেন অর্থাৎ সূর্যোপাসকের রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও তাঁহার অন্তি আদি স্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সকাম কর্মসমূহে রত থাকে, তাহার যদি দিনেও মৃত্যু হয়, তবে সেই দিন তাহার অভয় (মোক্ষ) পদ প্রাপ্তিকারক হয় না। ২০

সর্বত্র যাইতে সমর্থ ও জিতেন্দ্রিয় যক্ষ মহাতেজস্বী ধর্মাত্মা পুষ্পমিত্র একাগ্রচিত্ত হইয়া পুষ্করে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২১

মহেন্দ্রপর্বতের শিখর হইতে জলের স্রোত যাবৎ পৃথিবীতে বাস করে, তত বর্ষ নিশ্চল রূপ ধারণ করত তিনি পূর্ণ বৎসর ধরিয়া তপস্যায় রত রহিলেন। ২২

তিনি দুই জানু দ্বারা পতিত হইলেন অর্থাৎ সূর্যদেবকে নমস্কার করিলেন। উহার এই ফল হইল যে, সূর্যমণ্ডলের মধ্যভাগে যে আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হয়, উহাতে তিনি

নেত্রাণি বহুধা তস্য নেত্রাণ্যুত্তরভিনিঃসৃতাঃ
যথাগ্নিনকরে প্রাপ্তে রশ্মিবান্ সর্পবিগ্রহে ॥ ২৪
তে রশ্ময়ঃ প্রভানেত্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
যথাত্র তেজঃসংযোগাদ্ বিধিরিব পাবকঃ ॥ ২৫
স বিস্ফুলিঙ্গৈর্নেত্রাণাং ত্রৈলোক্যমনুবর্ত্ততে ।
কর্ম্মলোহন্তে যুগান্তে বা জগতো বহুরূপিণঃ ॥ ২৬
মহাতাপঃ পুনর্ভূত্বা নিবৃত্তো বসুধাতলে ।
স যো রশ্মিষু সম্পূর্ণং তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ২৭
নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা অপ্সরোভির্নিনায় হ ।
মেরোঃ শিখরমাসাদ্য কায়ং কায়েন নির্ব্বমন্ ॥ ২৮
তপঃকামঃ স যক্ষস্তু কুবেরো নরবাহনঃ ।
বিষ্ণুরেব তপোঽধ্যক্ষস্তপসোঽস্তু বিভূতি ॥ ২৯
নহি কশ্চিৎ পুমানস্তি য এবং তপ আচরেৎ ।
ত্রিষু লোকেষু রাজেন্দ্র ঋতে বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ৩০
বাসুকির্বহুশীর্ষস্তু নাগেন্দ্রো মৌনমাস্থিতঃ ।
তপ আচরতে সম্যক্ নিধায় মনসা মনঃ ॥ ৩১
শেষঃ সত্যধৃতির্নাগো বলবান্ উগ্রসম্ভবঃ ।
বৃক্ষমাক্রম্য ধর্ম্মাত্মা অবাক্‌শীর্ষোঽবলম্বতে ॥ ৩২
জিহ্বাভির্লেলিহানাভির্গাত্রজং বিষমুৎসৃজন্ ।
সমাঃ সহস্রং সম্পূর্ণং নিরাহারস্তপোধনঃ ॥ ৩৩
কালকূটং বিষং তদ্ধি সুমহৎ সমপদ্যত ।
যেন লোকো হবিগ্রস্তো ন সুখং বিন্দতে নৃপ ॥ ৩৪
সর্ব্বত্রানুগতং তীক্ষ্ণং ভূতানেষু মহীপতে ।
জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব সর্ব্বত্রানুগতং বিষম্ ॥ ৩৫
পরস্পরবিরুদ্ধেন হিংসাযুক্তেন ভারত
নাশয়ত্যাত্মনোঽঙ্গানি তেন তীক্ষ্ণেন ভারত ॥ ৩৬

অনিমেষ ধ্যানে তিনি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে পর আশ্চর্য্যভাবে সূর্য্য পরিবেশের। পরিমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হয় এবং মধ্যভাগে যোগ দর্পণের তুল্য দৃষ্ট হয়। যখন পুষ্পমিত্রের মেরুপ্রান্ত সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়, তখন সূর্য্যের প্রভাব যায়, বিভিন্ন নেত্রের সহিত এই সূত্রপিণ্ড সূর্য্যরশ্মিসমূহ দেহ না হইতে নির্গত হইয়া উপর দিয়ে এদিক্ ওদিক্ সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া যায় এবং সূর্য্যের ধারণকারী সেই যক্ষরাজের পক্ষে বহু সংখ্যক—শত শত ও সহস্র সহস্র নেত্র হইয়া যায়। এই সব অনেক তেজে সংযুক্ত হইয়া তিনি এরূপ শোভা পাইতে থাকেন, যেরূপ বিদ্বান্ ঋত্বিগ্গণে পরিবৃত হইয়া অগ্নিদেব সুশোভিত হন ॥ ২৪-২৫

যখন দেবতাদের কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হইয়া যায় অথবা অনেক রূপবিশিষ্ট জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, সেই সময় এই পুষ্পমিত্র অথবা ভাবী কুবের অগ্নির স্ফুলিঙ্গসমূহের ন্যায় প্রকাশিত নেত্রকোণসমূহের দ্বারা সূর্য্যদেবের অনুবর্তন করেন ॥ ২৬

নিজের তপস্যার প্রভাব অধিক বর্দ্ধিত হইলে পর তিনি পৃথিবীতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া পূর্ণ এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পুনরায় অত্যন্ত দারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তারপর মেরুপর্ব্বতের শিখরে গমন করত কায়ের দ্বারাই কায়কে পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনি অপ্সরাগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭-২৮

তপস্যাকামী সেই পুষ্পমিত্র যক্ষই নরবাহন কুবের হইলেন। তাঁহার পরে তপস্যার অধ্যক্ষ ভগবান্ বিষ্ণুই ছিলেন, যিনি তপস্যার দ্বারা বিভূতি প্রাপ্ত হন ॥ ২৯

রাজেন্দ্র! ত্রিভুবনে সনাতন বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ এরূপ নাই, যিনি এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতে পারেন ॥ ৩০

বহু মস্তকবিশিষ্ট নাগরাজ বাসুকিও মৌন অবলম্বন করত বুদ্ধির দ্বারা মনকে সম্যগ্‌ভাবে ব্রহ্মে সংযুক্ত করিয়া তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

সত্যকে ধারণকারী উগ্রসম্ভব কশ্যপনন্দন বলবান্ নাগ ধর্ম্মাত্মা শেষ এক বৃক্ষে আরোহণ করত নীচের দিকে মস্তক করিয়া ঝুলিতে লাগিলেন এবং লেলিহান জিহ্বাসমূহের দ্বারা নিজের শরীরের বিষ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তপোধন শেষ পূর্ণ এক সহস্র বৎসর নিরাহার হইয়া অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩২-৩৩

তাঁহার দ্বারা পরিত্যক্ত বিষই মহান্ কালকূট নামক বিষ হইল। নৃপ জনমেজয়! সেই বিষে গ্রস্ত হইয়া কোনও লোকই সুখলাভ করিতে পারিবে না ॥ ৩৪

মহীপতে! এই তীক্ষ্ণ বিষ সর্পগণের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। এই বিষ স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীর মধ্যেই অনুগত হইল ॥ ৩৫

ভারত! পরস্পরের প্রতি বর্দ্ধিত হিংসাভাবযুক্ত তীব্র ক্রোধরূপে পরিণত তপ তামস হইয়া সাধকের নিজেরই অঙ্গসমূহকে নাশ করিয়া দেয় ॥ ৩৬

অথ ব্রহ্মা মহাভাগো ভূতানাং হিতকাম্যয়া
মন্ত্রং বিসৃষ্টবান্ রাজন্ ব্রহ্মাঙ্গশিরসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৭
গরুত্মান্ বিততৈঃ পক্ষৈর্নখাগ্রৈঃ সলিলং মহীম্

অন্বয়। হিংসক রিপুর উৎপত্তির পর মহাভাগ ব্রহ্মা সম্পূর্ণ ভূতগণের হিত করার ও হিংসানিবারণকারী বিনাশক মন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন, যাহা ব্রহ্মাঙ্গময় (বেদাঙ্গময়) ছিল ॥ ৩৭

গরুড় নিজের বিস্তৃত পক্ষসমূহ, নখাগ্রসমূহ (পঞ্জা) এবং চূলার শিখার অগ্রভাগের দ্বারা জল (জীবন) ও পৃথ্বীকে (শরীরকে) পূর্ণ সহস্র বলের সহিত রক্ষা করেন* ॥ ৩৮

নভঃ সমগ্রং সম্পূর্ণং চূলাগ্রেণ বলম্বিনা ॥ ৩৮
পর্বতাভৈশ্চ বিকটৈর্বিস্তীর্ণৈর্বসুধাতলে।
ব্যাপ্ত বসুধা চৈব পক্ষৈর্বহুবিচিত্রিতৈঃ ॥ ৩৯

এই সকল নিজের বিস্তৃত ও বিকশিত পক্ষসমূহের দ্বারে পৃথিবী এবং আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, এই ভূতলে (এবং শরীরেও অধ্যাত্মিকরূপে) বিরাজমান আছেন; তাঁহার বহুসংখ্যক বিচিত্র পক্ষসমূহে পৃথিবীর অতিশয় শোভা হইতেছে। উহা সকলের ধ্যানযোগ্য ॥ ৩৯

* এখানে মূলে (৩৭ শ্লোকের শেষ চরণে) মন্ত্রের বিশেষণ 'ব্রহ্মাঙ্গশিরসংজ্ঞকম্' আছে। ইহার মধ্যে ব্রহ্মপদে প্রণব (ওঁ) গ্রহণ করা হইয়াছে। 'অঙ্গশিরঃ শব্দ' হইতে অন্তস্থীয় 'ব' গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বীজকে নিয়ামক অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরযুক্ত বলা হয়। ইহার পর 'গরুত্মান' পদ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার উপদেশ যথাবিধি ন্যাসের (অঙ্গন্যাসে) করিতে হয়। যথা—'ওঁ হাঁ গরুত্মান্ হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতের তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা দুই অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিবে। ওঁ গরুত্মান শিরসে স্বাহা তর্জনীভ্যাং—এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা দুই তর্জনী অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। 'ওঁ হূং গরুত্মান্ শিখায়ৈ বষট্ মধ্যমাভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা দুই মধ্যমা অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে 'ওঁ হৈং গরুত্মান্ কবচায় হুম্ অনামিকাভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া পূর্ববৎ দুই অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা দুই অনামিকা অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। 'ওঁ হৌং গরুত্মান্ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ কনিষ্ঠাভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা দুই কনিষ্ঠা অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। 'ওঁ হঃ গরুত্মান্ অস্ত্রায় ফট্ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং' এই মন্ত্র বলিয়া বামকরতলের উপর দক্ষিণ করের পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ করিবে। ইহাই হইল করন্যাস। অঙ্গন্যাসও এই মন্ত্রেই হইবে। যথা ১। ওঁ হাং গরুত্মান্ হৃদয়ায় নমঃ, ২। ওঁ হীং গরুত্মান্ শিরসে স্বাহা, ৩। ওঁ হূং গরুত্মান্ শিখায়ৈ বষট্, ৪। ওঁ হৈং গরুত্মান্ কবচায় হুম্, ৫। ওঁ হৌং গরুত্মান্ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ৬। ওঁ হঃ গরুত্মান্ অস্ত্রায় ফট্। এই অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলিবিধি—অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিকে [illegible] করিয়া সোজা অন্য অঙ্গুলি গুলির দ্বারা হৃদয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিকে ভিতরে রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ করত শিখা স্পর্শ করিবে। (কাহারও মতে কেবল অঙ্গুষ্ঠের দ্বারাই শিখা স্পর্শ করিতে হয়।) কবচন্যাসে—দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির দ্বারা বাম বাহুর মূল স্পর্শ এবং বাম হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির দ্বারা দক্ষিণ বাহুর মূল স্পর্শ করিবে। দুই নেত্র ও ললাটে তৃতীয় নেত্র থাকে। সুতরাং দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলি ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা দুই চক্ষু এবং মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা ললাটস্থিত নেত্রকে এক সঙ্গে এই তিন অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিবে। ৬। অস্ত্রের স্থান হইল অস্ত্র ন্যাস। দক্ষিণ হস্তকে বামদিক দিয়া মস্তকের উপর হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া বাম হস্তের তালির উপর দক্ষিণ অঙ্গুলে তালি করিবে। কাহারও মতে এই অস্ত্রন্যাস হইল দুই চক্রের দুই হাতকে উপরে তুলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা মস্তকের চারিদিকে শব্দ করা।

৩৮ শ্লোকে "সলিলং মহীম্" হইতে আরম্ভ করিয়া "... বলম্বিনা" পর্যন্ত তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূল মন্ত্র বর্ণিত আছে। মহাভারতের ও মহাভারতের অন্তর্গত এই হরিবংশের প্রখ্যাত টীকাকার মহামতি আচার্য নীলকণ্ঠ তাহার উদ্ধার করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের এই রূপ নির্দিষ্ট করিয়াছেন—"ক্ষং ভ্রূং ক্ষং বষট্"। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ এইরূপ "ওঁ অস্য শ্রীগরুড়মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ গরুত্মান্ দেবতা ক্ষং বীজং ভ্রূং শক্তিঃ ক্ষং কীলকং বিষনাশনে বিনিয়োগঃ"। এই মন্ত্রে বিনিয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্যান করিতে হয়।

"পর্বতাভৈশ্চ বিকটৈর্বিস্তীর্ণৈর্বসুধাতলে। ব্যাপ্ত বসুধা চৈব পক্ষৈর্বহুবিচিত্রিতৈঃ।" অর্থাৎ—যিনি বিস্তৃত ও বিকশিত পক্ষসমূহের দ্বারে সম্পূর্ণ পৃথিবী এবং আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, যিনি ভূতলে (শরীরের মধ্যেও অধ্যাত্মিকরূপে) বিরাজমান এবং যাঁহার বহুবিচিত্র পক্ষসমূহে পৃথিবীর অতিশয় শোভা হইতেছে সেই গরুড় দেবকে আমি ধ্যান করিতেছি)। এই মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান করিয়া "ক্ষং ভ্রূং ক্ষং বষট্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পাঁচ লক্ষ জপ করিলে এই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।

যেন বৃত্তেন জীবেয়ুঃ সর্ব্বভূতানি ভারত
ইহলোকে মনুষ্যেন্দ্র দেবলোকে চ ভারত
জ্যোতির্বাচিতনক্ষত্রা মহীতলবিসর্পিতিঃ ॥ ৪০
হিমবান্ হিমসম্পাতে ভবত্তোকচরো বশী
পুষ্করাক্তসি ধর্মাত্মা নবত্যোন্নিখিতমূর্দ্ধজঃ ॥ ৪১
অথ ধবলমাক্রম্য পৃথিবীং প্রাংশুলেহিনীম্।
তপশ্চরতি ধর্মাত্মা বাহুমুদ্যম্য দক্ষিণম্ ॥ ৪২
সাগ্রং বর্ষসহস্রঞ্চ শতমেকঞ্চ সুব্রত।
তপশ্চরতি সংযোগাদ্ বায়ুভক্ষঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৩
সমাধিযোগাৎ সত্যাদ্ বা ব্রহ্মযোগস্ত ভারত
যেনেয়ং পৃথিবী রাজন্ ধার্য্যতে ব্রহ্মযোনিনা ॥ ৪৪
অমাদ্যন্তেন নিত্যেন সর্ব্বত্র বিষয়ৈষিণা।
যেনেয়সৌ বিষ্ণুরগাধাত্মা পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ ॥৪৫
দিনে নিবৃত্তো ভবতি রাত্রৌ ভবতি বৈ স্থিরঃ
সত্যাদকঃ স ধর্মাত্মা কালকারককো ভবেৎ ॥ ৪৬
তস্য যঃ সোদরঃ পার্থ পৃথিব্যাং পৃথিবীসমঃ।
রাত্রৌ স তপনো ভবতি মণ্ডলং বিপুলং মহৎ ॥ ৪৭
স চন্দ্রবিবরঃ রাজন্নাসমানাম কম্পতি।
প্রাণানাং গতয়শ্চৈব তারাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৮
তাং ছায়ামাক্রম্য সোমাৎ প্রবাহর্মণ্ডলেন বৈ।
পৃথিব্যাং দক্ষিণো রাজ্ঞো মহাযোগী মহামনাঃ ॥ ৪৯
সৈষা ছায়া দর্শীভূতা শশিমণ্ডলমাবিশৎ।
অশিরা পৃথিবীশিরাস্ত্রভূতাবকক্ষ্যা দিবি ॥ ৫০
অন্যান্যানুগ্রহৈরেব তপশ্চরতি নিশ্চয়াৎ।
প্রোক্তা পাদৌ তু মহতো পৃথিবী তপসি স্থিতা ॥৫১

এখন মন্ত্রের ব্যাখ্যা বলিতেছেন,— ভারত! নরেন্দ্র শক্তু-মনুজশেষ ইহলোক এবং পরলোকের সকল প্রাণী জীবিত হইতে পারে। নিরলোকে নরকরূপী প্রাণিগণের (ও ইন্দ্রিয়:-দির) সহিত এই পৃথিবী এবং কেহ বিস্তৃতি হইয়া নক্ষত্রসমূহে যাহা আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। ৪০

ধর্মাত্মা হিমবানের হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে পুষ্করের জলে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, সেই সময় সরোবরের বহু মৎস্য তাঁহার মস্তকের কেশগুলিতে আসিয়া বাস করিতে ছিল। তিনি মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া একাকীই সেখানে বিচরণ করিতেছিলেন। ৪১

এই ধর্মাত্মা হিমবান্ বীর বলে উচ্চ মহীতলবিশিষ্ট পৃথিবীকে দাবাইয়া দক্ষিণ বাহুকে উপরে উত্তোলিত করত তপস্যায় রত রহিলেন। ৪২

সুব্রত! কেবল বায়ুভোজী হইয়া একাগ্রচিত্তে উত্তম যোগ অবলম্বন করত হিমবান এগার বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিলেন। ৪৩

ভারত! রাজন্! যিনি ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান, অনাদি, অনন্ত ও নিত্য এবং জীবরূপে সর্ব্বত্র বিষয়ের অনুসন্ধানকারী, যিনি সমাধিযোগ অথবা প্রণবের জপ ও চিন্তনে নিরত হইয়া এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ধারণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু। (ইনিই কূর্মাদিরূপে এই বসুধাকে ধারণ করেন।) ইঁহার স্বরূপ অপার এবং ইনি নিরাকার ব্রহ্ম। ৪৪-৪৫

যিনি দিনে উপবিষ্ট থাকেন অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা প্রাপ্য হন এবং রাত্রিতে দণ্ডায়মান থাকেন অর্থাৎ অবিদ্যার উপরে উদিত হইয়া থাকেন। এই সত্যনিষ্ঠ ধর্মাত্মা শ্রীহরি ইচ্ছানুসারে (লীলাপূর্ব্বক) কার্য্য করেন। ৪৬

এই ভগবান্ বিষ্ণু যে রুদ্র চন্দ্রকে উদয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, তিনিই এই ভূতলে ধর্ম বলিয়া অভিহিত হন। পৃথিবীর ন্যায় এই রুদ্র সকলের ধারণকারী। ইনি রাত্রিতে (অবিদ্যাতে) প্রকাশ (বা বিবেক) প্রদান করেন এবং ইনি বিশাল আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত রয়েন। ৪৭

রাজন্! এই ধর্ম চন্দ্র অর্থাৎ মনকে গমনকারী প্রাণাদি যোগসমূহকে পান করেন এবং সূর্য্য গ্রহ ও তারাসকলের তুল্য যে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল, তাহাদের বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হইবার শক্তিকে রুদ্ধ করেন। ৪৮

পৃথিবীতে শ্রীভগবানের যে দক্ষিণ হস্ত ধর্ম, তিনি চন্দ্র হইতে নির্গত সমস্ত ধারাসমূহ ও চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা অবিদ্যার নাশ করিতে করিতে সাধককে মহাযোগী এবং মহামনাঃ করিয়া থাকেন। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সমাধি সেবন এবং চন্দ্রের ন্যায় ধারণার দ্বারা অবিদ্যার নিবারণ হয় ও ধর্মের আচরণ করিলে জ্ঞান ও যোগশক্তির সহিত যোগস্থ হওয়া যায়।) ৪৯

এই অবিদ্যাময়ী রাত্রিরূপা ছায়া নিবৃত্তিত (প্রাণপুরুষ—বিদ্যা)। ইহা অদ্ভুত পৃথিবীরূপ শরীর ধারণ করত বুদ্ধির একাগ্রতায় দর্শনরূপ হইয়া আকাশস্থ চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করে। বিদ্যা বলিয়া ইহা অমর (স্বচ্ছতার সরোবরের ন্যায় বর্ত্তিত।) ৫০

এই পৃথিবীতলস্থ দুই পদ যোগ করিয়া অর্থাৎ বিবিধ

সূর্য্যাচ্ছিতিঃ পীয়মানাবাক্ষিপাত নভো তলে
মহীমিবাম্বুবসনাং যুগান্তে বিষ্ণুতেজসা ॥ ৫২
ররাজ সূর্য্যরশ্মিভির্ব্যতিমিশ্রা মহানদী।
স্ফাটিকেব ততা সৈষা কাঞ্চনৈর্ধাতুভির্বৃতা ॥ ৫৩
আদিত্যেন সমাদত্তা রশ্মিতেজোঽভিসম্ভবৈঃ।
মণ্ডলান্তর্গতা দেবী চক্ষুষা নোপলভ্যতে ॥ ৫৪
রশ্মিভিঃ পুনরুত্তীর্ণা ততো যোগেন ধাবতি
আকাশগঙ্গা সংবৃত্তা বিপুলৈরম্বুবিগ্রহৈঃ ॥ ৫৫
শীতচ্ছায়ৈশ্চ তরুভির্লতাভিশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
পাদপৈশ্চ বিবিধৈঃ শুশুভে দিব্যগন্ধিভিঃ ॥ ৫৬
কাঞ্চনাপীড়জঘনা স্ফাটিকাম্বরমেখলা।
পদ্মরেণুসিতা পীতা চক্রবাকাবতংসিকা ॥ ৫৭
নীলগর্ভস্বকেশান্তা পুষ্পসংঘসমাকুলা
শোভতে বিপ্রসর্পন্তী প্রমদেব বিভূষিতা ॥ ৫৮
সৈষা গঙ্গা ফলং লেভে পুষ্করেণ সমাহিতা।
সুতপা চন্দ্রবিহিতা লোকানাং ধারণে রতা ॥ ৫৯
সরস্বতী স্বরৈর্বাক্যৈরধীতে ব্রহ্মবাদিনী।
পৃষ্ঠাৎ প্রয়াতা শৈলেন্দ্রে মন্দরে মন্দগামিনী ॥ ৬০
অথর্ব্বাণশ্চতুরো বেদান্ পাদৈশ্চতুর্ভিরাবৃতান্।
যজুর্ভিঃ সামভিশ্চৈব গ্রথিতাংশ্চিক্কণা তথা ॥ ৬১
ঋষিভির্ম্মন্ত্রপ্রবৈস্তপসা দগ্ধকিল্বিষৈঃ।
সুপার্শ্বস্থ গিরেঃ পাদে পরিবারৈঃ সুখাবহৈঃ ॥ ৬২
নিঃস্বনং সর্ব্বভূতানি নিয়তৈশ্চ ন শৃণ্বতে
মন্দরাগ্রে বিসর্পন্তং জগৎ কৃৎস্নমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৬৩

---

তীর্থে স্নান করিয়া সম্পূর্ণ অঙ্গকে সঙ্কুচিত করত অর্থাৎ বিষয়-সমূহ হইতে নিবৃত্ত করত দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘকাল উহাতে স্থির রহিলেন। (এই তপস্যার প্রভাবে জলের স্রোতোবেগ চক্রের আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবী চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন।) । ৫১

তারপর সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা পীত জলের সহিত পৃথিবীও সেইভাবে তাঁহার নিকটে আকৃষ্টা হইয়া যাইলেন, যেরূপ যুগান্তকালে রসাতলের মধ্যে নিমজ্জিতা সলিলবসনা পৃথিবীকে বরাহরূপধারী ভগবান বিষ্ণু তাঁহার তেজে উপরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ৫২

সূর্য্যের কিরণসমূহের সহিত মিশ্রিতা হইয়া পৃথিবী এক মহানদীর রূপে পরিণতা হইলেন। সেই সময় তিনি সুবর্ণময় ধাতুসমূহে পরিবৃত সুন্দর স্ফটিকশিলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৩

সূর্য্যের দ্বারা গৃহীতা হইলে পর কিরণসমূহের তেজে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে স্থিতা পৃথিবীদেবী চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ৫৪

সূর্য্যকিরণসমূহ হইতে পুনরায় উত্তীর্ণ হইয়া অপার জলময় বিগ্রহ ধারণ করত তিনি আকাশগঙ্গা হইয়া যাইলেন এবং সেখান হইতে সবেগে ধাবিত হইলেন। ৫৫

পথে শীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষ, লতা, সুগন্ধিত পুষ্প ও দিব্য গন্ধপূর্ণ বিবিধ পদ্মপুষ্পসমূহের দ্বারা তিনি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৬

এই মহানদী অগ্রগমনরতা বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা যুবতী স্ত্রীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সুবর্ণময় কমল তাঁহার কটিদেশের আভূষণ ছিল, স্ফটিকশিলা মেখলার ন্যায় শোভা পান করিতেছিল, পদ্মসমূহের পরাগ ধারণ করায় তাঁহার কান্তি শ্বেত ও পীত দেখাইতেছিল, চক্রবাকপক্ষী তাঁহার কর্ণের আভরণ ছিল, জলের মধ্যভাগ হইতে উত্থিত নীলকমলদল তাঁহার সুন্দর কেশকলাপ ছিল এবং রাশি রাশি পুষ্পসমূহে তিনি ব্যাপ্ত ছিলেন। ৫৭-৫৮

এই সেই সম্পূর্ণ লোকধারিণী পৃথিবী উগ্র তপস্যা করিয়া প্রথমে চন্দ্ররূপে পরিণত হইলেন, তারপর গঙ্গাভাব প্রাপ্ত হইলেন। উনি পুষ্করতীর্থে সম্যক্‌রূপতঃ সমাহিতার ধ্যানে একচিত্ত হইয়া উৎকৃষ্ট তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯

লোকধাত্রী পৃথিবী গঙ্গাভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং পুনরায় সরস্বতী হইয়া উচ্চ স্বরে বেদপাঠ করিতে করিতে ধারাতে তৎপর রহিলেন। এই সরস্বতী শৈলপৃষ্ঠে মন্দগতিতে চলিতে চলিতে গিরিরাজ মন্দরাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৬০

সেই সময় তিনি ঋষিগণের সহিত শিক্ষার দ্বারা গ্রথিত, চার পাদযুক্ত, অথর্ব্বপ্রধান ও যজুঃ এবং সামসূক্তসমূহে যুক্ত চার বেদ স্পষ্টস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। ৬১

যে ঋষিগণের সহিত সরস্বতী বেদ পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহারা অগ্নিতুল্য তেজস্বী ছিলেন। তপস্যায় তাঁহাদের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সুপার্শ্বপর্ব্বতের চরণ-প্রান্তে বসিয়া শিষ্যগণকে মন্ত্রের উপদেশ করিতেছিলেন এবং অন্য ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ ছিলেন। ৬২

সরস্বতীর এই ব্রহ্মঘোষ (বেদধ্বনি) সমস্ত প্রাণীরা নিয়ম-পূর্ব্বকও শ্রবণ করিতে পারিত না কারণ, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত

বিরামনিয়মে প্রাপ্তে তূষ্ণীম্ভূতা বভূব হ
ন বাচমীরয়েদ্দেবী নিয়মাৎ সত্যবাদিনী ॥ ৬৪
অথ ভূতানি সর্বাণি তূষ্ণীম্ভূতানি সর্বশঃ।
ন শেকুরভিধানার্থং ব্যাহর্তুং বদনৈর্বলাৎ ॥ ৬৫
বিতত্য যোগং মনসা সর্বভূতেষ্বনুগ্রহম্।
সরস্বতী তীব্রযুক্তা ব্যাজহার মহাস্বনম্ ॥ ৬৬
সরস্বত্যা সমাযুক্তাং শিক্ষাং গৃহ্ণন্তি দেহিনঃ।
তস্মিন্নেবাথ তে সর্বে গানং গায়ন্তি শিক্ষয়া ॥ ৬৭
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিভিঃ সহ।
জটিলাশ্চীরবসনা মুঞ্জমেখলধারিণঃ ॥ ৬৮
গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চৈব সনাগাঃ সহ চারণাঃ।
তপশ্চরন্তি সহিতাঃ পুষ্করেষু মনীষিণঃ ॥ ৬৯

অপি কীটপতঙ্গৈশ্চ সহ সর্পৈঃ সরীসৃপৈঃ।
শোষয়ন্তি শরীরাণি তপঃসংশ্রয়ণ যতবঃ ॥ ৭০
বিষ্ণুর্বিষ্ণুত্বমাপন্নো দেহান্তরবিশেষবান্।
সংরক্ষতি মহাযোগী সর্বাংস্তান্ সহচারিণঃ ॥ ৭১
পুষ্করে রমতে বিষ্ণুর্বিষ্ণুরেব দ্বিধা কৃতঃ।
দীপ্যমানঃ স্বতেজোভির্বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ৭২
সোঽগ্নির্মনঃসম্ভূতঃ পৃথিবীং তাপয়ন্নিব
প্রধাবতি সমং তেন সর্বতঃ শতযোজনম্ ॥ ৭৩
বিরজাকাচিত্রিদীপ্তৈঃ পৃষ্ঠতশ্চাবলম্বিভিঃ।
বিকীর্ণপাবিবিতৈর্মধুরৈরিব দীপিতঃ ॥ ৭৪
তস্যাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গানাং ন শেকুর্লঙ্ঘনে সুরাঃ।
বিপ্রকীর্ণস্য বসুধানদ্যানামিব ভাস্করম্ ॥ ৭৫

ছিল। মন্বন্তরের অন্তে বিরামপ্রাপ্ত এই সব সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইহা দৈর্ঘ্যে সকল ছিল, কিন্তু সূক্ষ্ম বলিয়া দুর্গ্রাহ্য ছিল)। ৬৩

বিরামের নিয়ম প্রাপ্ত হইলে পর বাগ্দেবী নীরব হইলেন। এই অবস্থায় সেই সত্যবাদিনী দেবী নিয়মতঃ বাণী উচ্চারণ করিলেন না। (তৃতীয় ব্রহ্মণ নিরূপণ করিবার সময় "যতো বাচো নিবর্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে বাগ্দেবীর মৌন অবলম্বন করা উচিতই হইয়াছিল)। ৬৪

অনন্তর সকল প্রাণী সর্বতোভাবে নীরব হইয়া যাইল। তাহারা নিজ নিজ মুখ দিয়া বলপূর্বক কিছুই বলিতে সমর্থ হইল না ॥৬৫

তখন সমস্ত প্রাণীর উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য মনের দ্বারা যোগ বিস্তারণ করিয়া তীব্রের উপর সত্যাত্মনা সরস্বতীদেবী পুনরায় মহানাদ উচ্চারণ করিলেন। (ইহার তাৎপর্য্য হইল, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইলেও বাগ্দেবী তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার তত্ত্বের নিরূপণ করিতে পারেন)॥৬৬

সরস্বতী কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাকে সব দেহধারীরাও গ্রহণ করে। তাহারা সকলে সেই পদে স্থিত হইয়াই শিক্ষা অনুসারে মন্ত্রসমূহের গান করে। ৬৭

আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ইঁহারা সকলে জটাধারণ, চীরবস্ত্রপরিধান ও মুঞ্জমেখলা ধারণ করত সেই শিক্ষা অনুসারে মন্ত্রসমূহ গান করেন। ৬৮

গন্ধর্ব, কিন্নর ও নাগগণ এবং চারণও সেই শিক্ষা অনুসারে মন্ত্রসমূহ গান করেন। এই সব মনীষী পুরুষগণ একসঙ্গে থাকিয়া পুষ্করে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৬৯

এবং সেই উগ্র তপস্যার দ্বারা যত্নপূর্বক কীট-পতঙ্গ ও সমস্ত সর্প-বিছা প্রভৃতির সহিত নিজেদের শরীরকে শুষ্ক করিতে লাগিলেন। ৭০

পরমাত্মা বিষ্ণু ব্যাপক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও দ্বিতীয় চিন্ময় বিগ্রহে (চতুর্ভুজ-স্বরূপে) যুক্ত হন। এই স্বরূপে সেই মহাযোগী বিষ্ণু সেই সহচারিগণকে (আদিত্যাদি দেবগণকে) সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৭১

পুষ্কর অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্মাদিক জগতে ব্যাপ্ত ভগবান্ বিষ্ণুই নরনারায়ণাদি রূপে এক হইতে দুই হইয়া গিয়াছিলেন এবং ধূমহীন অগ্নির ন্যায় নিজ তেজে দেদীপ্যমান হইয়া তপস্যাদির লীলা করেন। ৭২

এই বিষ্ণুই মনঃকল্পিত পাপপুণ্যাদি রহিত হইয়া পৃথিবীর অভিমানী দেবতাকে তাপ দান করিতে করিতে (তাপ দান করিয়া সুবর্ণের ন্যায় শুদ্ধ করিতে করিতে) তাহার সহিত শত যোজন ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে ধাবিত হন। অর্থাৎ তাহার কর্মসমূহের কল্যাণ করিবার জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করেন)। ৭৩

যিনি দেহাভিমানীর সামর্থ্যকে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই অগ্র-পশ্চাৎ সর্বদিকে বিস্তৃত ও উদ্দীপ্ত শিখাসমূহ অথবা কিরণসমূহে প্রকাশিত হইতে হইতে অগ্নিদেব অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭৪

যেরূপ বিষয়াসক্ত মনুষ্যগণ পৃথিবীর মর্যাদানির্দিষ্ট—উহার পরিচ্ছেদকারী সূর্য্যদেবকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ এই সর্বদিকে প্রসারিত অগ্নিরূপ বিষ্ণুর স্ফুলিঙ্গসমূহের তুল্য যে ব্রহ্মাদিগণ আছেন, তাঁহাদিগকেও কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। ৭৫

সোঽগ্নিদীপ্তো বিভক্তাঙ্গশ্চ বিধূম ইব পাবকঃ
অধিগ্রথ্নমনপ্রখ্যোবিক্রান্তো ইবাম্বরে ॥ ৭৬
সোঽগ্নির্বপুষমত্যত্র ভিষ্ঠত্যে বিপুলঃ তদা
যাবদ্ বিক্রমঃ প্রাপ্তো বিষ্ণুর্ব্রজ সমাপনাং ॥ ৭৭
রক্ষাং কৃত্বা স্থিতঃ বিভান্ বিষ্ণুর্বিষ্ণুপরাক্রমঃ
ভূত্বা শতশীর্ষো বৈ নাগো বালাহকোঽভবৎ ॥ ৭৮
তমগ্নিমাত্মসংস্থং লেলিহানং মহামতিম্
প্রতিপ্রবৃত্তঃ তেজোভির্হুতানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৭৯
বারিণা সুখশীতেন প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনঃ
অভিষিক্তবনো তত্র নাগো বালাহকস্তদা ॥ ৮০
ততঃ সিদ্ধগণৈর্জুষ্টঃ পুরুষে তপসতে তপঃ
সংস্তভ্য মনসাত্মানং মহাযোগী মহাবলঃ ॥ ৮১
পাদপাগ্রাণি সংস্তভ্য মনো বুদ্ধি বিধারয়ন্

অচলং স্থানমাসাদ্য তুষ্ণীম্ভূতো বভূব হ ॥ ৮১
এষ ধর্ম্মো হি ধর্ম্মাণাং লোপদানবিবর্জ্জিতঃ
হিতঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ইহ চামুত্র চোভয়োঃ ॥ ৮৩
অথ দৈত্যা হতাস্তত্র সমাগম্যোদ্যতায়ুধাঃ
মায়াপ্রাপ্তৈর্বহুবিধৈর্নগৈরভিসংবৃতাঃ ॥ ৮৪
অগ্নিঃ দৈত্যাঃ পর্ব্বতাগ্রৈরভিঘ্নন্তি পরন্তপ ।
বলবং বলনপ্রখ্যা মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৮৫
মেঘীভূতাশ্চ মায়াভির্ববর্ষুর্বলদর্পিতাঃ ।
তমগ্নিমেবাভিসম্বাতে সমন্তাৎ মহাবলম্ ॥ ৮৬
তে শৈলাবৃষ্টিনা দত্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
বৃথাস্ত্রে প্রতুষ্যাশিতাঃ প্রভো ইব দিবঙ্গতি ॥ ৮৭
ন সেকুরপি দৈত্যাস্তে মায়াভির্মুখমুদ্ভবম্ ।
আদিত্য ইব দীপ্যন্তে নভঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥ ৮৮

এই অগ্নিদেব উদ্দীপ্ত হইয়া নিজের কিরণসমূহকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া ধূমহীন পাবকরূপে অবস্থান করত অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঋষিগণের দ্বারা যজ্ঞে বিবিধপ্রকারে বিস্তৃত হইয়া যান। (সোমরস বিক্রয়কারী সোমের রূপে ইহার বিক্রয় হইয়া থাকে।) ৭৬

এই বিষ্ণুরূপী ধূমহীন অগ্নিদেব সেই যজ্ঞে যতক্ষণ তাঁহার সমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ স্তব্ধ দেবতাদি বিপুলরূপে প্রকাশিত হন। তারপর এই অগ্নিদেব ক্রমশঃ সেই স্থান পর্যন্ত উপস্থিত হন, যেখানে পর্যন্ত (বামনাবতারে বিরাট রূপধারী) ভগবান্ বিষ্ণু তিন পদ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৭৭

সকলকে রক্ষা করিয়া অবস্থিত সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে তাঁহা উচিত। এই ব্যাপক পরাক্রমশালী ভগবান্ বিষ্ণু (ঐশ্বর্যাযোগে) শত শরীরে প্রকটিত হইয়া বালাহক নাগ (মেঘরূপজলদেনকারী ঐরাবত হস্তী) হইলেন। ৭৮

শরীরের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে স্থিত সেই বিষ্ণুরূপ অগ্নিদেব, যিনি তাঁহার লেলিহান শিখার দ্বারা সকলকে লেহন করিতে সমর্থ, মহামতি (দিব্য জ্ঞানপূর্ণ) এবং সমস্ত ভূতগণের হিতকামনায় তেজস্বী রূপ ধারণ করত প্রবৃত্ত কর্ম্মে হইয়াছিলেন; প্রাণিগণের পুষ্টিকারক বালাহক নাগ সেই সময় সেখানে সুখদ শীতলজলে সেই অগ্নিদেবকে অভিষিক্ত করিল। ৭৯-৮০

অনন্তর সিদ্ধগণের দ্বারা সেবিত এই মহাযোগী মহাশক্তিধর (বা মহাবৈরাগ্যবান্) অগ্নিদেব মনের (বুদ্ধির) দ্বারা মনকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া পুরুষে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৮১

তিনি নীচের অঙ্গসকলকে উপরের অঙ্গসমূহে লয় করিতে করিতে মনকে বুদ্ধিতে (মহত্তত্ত্বে) স্থাপিত করিয়া অবিচল স্থান (ব্রহ্মপদ) লাভ করত মৌনী হইয়া যাইলেন। ৮২

ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের ধর্ম। ইহাতে উপাধিজনিত বিকল্প নাই। ইহা ইহলোক ও পরলোক—উভয় লোকেই সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই হিতকর। ৮৩

অনন্তর যে সব দৈত্যগণ পূর্ব্বে সমরে প্রাপ্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা পুনরায় এবং অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নানাপ্রকার মায়াময় নগসমূহে পরিবৃত ছিল। ৮৪

শত্রুতাপন জনমেজয়! সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মহাকায় ও মহাবল দৈত্যগণ তেজে প্রজ্বলিত অগ্নিদেবকে পর্ব্বতশিখরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। ৮৫

তাহারা এই সময়ে বলদর্পে দর্পিত হইয়া মেঘরূপ ধারণ করত মায়ার দ্বারা মেঘবর্ণ সহিত মহাবল অগ্নিদেবের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। ৮৬

কিন্তু যেরূপ ভগবান্ সূর্য্য প্রলয়কালে সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ সেই অগ্নিদেবের তেজে সেই সময় দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শত শত ও সহস্র সহস্র পর্ব্বতখণ্ড দগ্ধ হইয়া যাইল। ৮৭

যেরূপ মন্দেহা নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যোদয়কালে আকাশকে প্রকাশিতকারী সূর্য্যদেবকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না, সেইরূপ দেবগণের দুঃখরূপ উদ্দীপ্ত সেই অগ্নিদেবকে

বিবিধৈরস্ত্রশস্ত্রৈশ্চ সর্বৈর্দৈত্যা ভগ্নপরাক্রমাঃ
গন্ধমাদনমাসাদ্য নিষণ্ণা নগমূর্ধনি ॥ ৮৯
স চাপ্যৃষিবরৈর্দেবৈঃ কৈর্বিপ্রাদিভিঃ সহ সঙ্গতঃ
অন্তরিক্ষচরান্ দৈত্যান্নিঘ্নন্ ব্যচরদ্ দিবি ॥ ৯০
নাগো বালাহকশ্চৈব দেবসঙ্ঘাত্তমাগতঃ।
মুমোচ সলিলং ভূমৌ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ৯১
বক্ত্রৈঃ সম্প্রেরিতো নাগো দ্বিজেভ্যো হব্যবাহনৈঃ।
মুমোচ তোয়সঙ্ঘাতং যাবচ্ছন্ বিপ্রকং জনম্ ॥ ৯২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

এই দৈত্যেরা নিজ সাহস দ্বারা পরাজিত করিতে পারিল না। ৮৮

নানাপ্রকার উদ্যম করিয়াও সমস্ত দৈত্যগণের পরাক্রম বিফল হইয়া যাইল। তাহারা তখন হতাশ হইয়া গন্ধমাদন পর্বতের শিখরে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। ৮৯

সেই ঋষিদেব দেবগণ ও বিপ্রদের সহিত মিলিত হইয়া অন্তরিক্ষচারী দৈত্যদিগকে বধ করিতে করিতে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৯০

সেই সময় দেবগণের সহিত সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া বালাহক নাগ (ঐরাবত হস্তী), বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় ভূতলে জল বর্ষণ করিতে লাগিল। ৯১

ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে উচ্চারিত মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই নাগ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকে সন্তুষ্ট করিতে করিতে সেই স্থানে জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ৯২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব বিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ তপঃপ্রভাবেণ দেবানামুৎকর্ষবর্ণনম্। ]

জনমেজয় উবাচ
সংযুক্তা তপসা দেবাঃ কিমকুর্বংস্ততঃ পরম্
নহি তদ্ বিদ্যতে লোকে তপসা যন্ন লভ্যতে ॥ ১
বৈশম্পায়ন উবাচ
অথ দীক্ষাং সমাস্থায় সর্বে বিষ্ণুমুখাঃ সুরাঃ।
পুষ্করাদৃষিমুদ্ধৃত্য প্রণীয় চ যথাবিধি ॥ ২
জুহুবুর্বিধিনা ব্রহ্মণা মন্ত্রচোদিতাঃ
হবিষা মন্ত্রপূতেন যথা বৈ বিধিরেব চ ॥ ৩
স চাপ্যৃষিবিবস্তত্র বর্ধতে ব্রহ্মতেজসা।
তেজোভির্বহুলীভূতঃ প্রভুঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৪
ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতো বপুষা নির্দহন্নিব
দিব্যরূপপ্রহরণো হরিচর্মধরস্তথা ॥ ৫
সগদো লাঙ্গলী চক্রী শরী চর্মী পরশ্বধী।
শূলী বজ্রী খড়্গপাণিঃ শক্তিমান্ বরকার্মুকঃ ॥ ৬
বিষ্ণুশ্চক্রধরঃ খড়্গী মুষলী লাঙ্গলায়ুধঃ
রামো লাঙ্গলমাদায় মুষলঞ্চ মহাবলঃ ॥ ৭
বজ্রমিন্দ্রস্তপোযোগাচ্ছতপর্বাণমক্ষিপৎ।
রুদ্রঃ শূলং পিনাকঞ্চ মনসাধারয়দ্বিভুঃ ॥ ৮

## একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[ তপস্যার প্রভাবে দেবগণের উৎকর্ষ বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! তদনন্তর দেবগণ তপস্যা-সংযুক্ত হইয়া কি করিলেন? সংসারে এরূপ কোনও বস্তু নাই, যাহা তপস্যার দ্বারা লাভ করা না যায়। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সমস্ত বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করত পুষ্কর হইতে ঋষিদেবকে উদ্ধার পূর্বক তাঁহাকে বিধি অনুসারে স্থাপিত করিবার পর বেদাজ্ঞায় প্রেরিত হইয়া মন্ত্রোক্ত বিধিতে মন্ত্রপূত হবিষের দ্বারা যেরূপ বিধান আছে, সেই রূপে হোম করিলেন। ২-৩

সেই ঋষিদেব সেখানে ব্রহ্মতেজে সম্পন্ন হইয়া বিধি অনুসারে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। মহাতেজোরাশিতে সংযুক্ত হইয়া সেই প্রভু ঋষিদেব পুরুষরূপে প্রকটিত হইলেন। ৪

সেই সময় তিনি "ব্রহ্মদত্ত" এই নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং নিজের তেজস্বী শরীরে যেন জগৎকে দগ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার স্বরূপ ও আকৃতি সবই দিব্য ছিল। তিনি ঢাল, তরবারি ও ধনু এবং খড়্গ ও খেটক ধারণ করিয়া ছিলেন। ৫

গদা, হল, চক্র, বাণ, চর্ম, পরশু, শূল, বজ্র, খড়্গ, শক্তি, শ্রেষ্ঠ ধনু, মুষল ও লাঙ্গল—এই সব অস্ত্র নারায়ণ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাবল রাম হল ও মুষল গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬-৭

দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যার প্রভাবে শতপর্বা বজ্র প্রাপ্ত

মৃত্যুর্দণ্ডঃ পাশপাশঃ কালঃ শক্তিমগৃহ্নত
জগ্রাহ পরশুং ত্বষ্টা কুবেরশ্চ পরশ্বধম্ ॥ ৯
নির্বিকারৈঃ সমাযুক্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
বিশ্বকর্মা চ ত্বষ্টা চ চক্রাতে হ্যায়ুধং বহু ॥ ১০
ইন্দ্রায়াদিত্যবর্ণাভং প্রাদাৎ সূর্যায় চ প্রতাপিনে ।
পরমাত্মা দদৌ কৃষ্ণো রুদ্রায় চ মহাত্মনে ॥ ১১
মনোভিরেব ত্বষ্টা চ স চকারাথ বাহিনীম্ ।
বিশ্বকর্মা বিমানানি চকার বহুভিঃ ক্রমৈঃ ॥ ১২
শরীরাংশৈঃ সমুদ্ভূতা বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
পুষ্করাৎ পর্ব্বণি বনাৎ সৃষ্টনার্থং প্রবর্ত্তয়ন্ ॥ ১৩
তাভৈশ্চ সর্ব্বলক্ষণানাং বাচা বৈ সমকল্পয়ৎ
যথা স পুত্রঃ সংগ্রামে শত্রুভির্বিজিতো রণে ॥ ১৪
স তং দণ্ডং সমুচ্চিত্য নির্বিকারং সমাহিতম্
ব্রহ্মা জগ্রাহ বিধিনা অন্তর্ধানগতঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
তৈঃ প্রভাবৈশ্চ বিবিধৈঃ সোঽসৃজত্তাং চতুর্বিধম্ ।
ঐন্দ্রমাগ্নেয়বায়ব্যে রৌদ্রং রৌদ্রেণ বর্চসা ॥ ১৬
এভির্বিকারৈঃ সংযুক্তা দিতেঃ পুত্রা মহাবলাঃ ।
তপসা শিক্ষয়া চৈব যাত্রৈঃ প্রভবৈরপি ॥ ১৭
বলেন চতুরঙ্গেণ বীর্য্যেণ সুসমাহিতাঃ ।
অপ্রধৃষ্যা রণে সর্ব্বে সমপদ্যন্ত বৈ তদা ॥ ১৮
তে বিহায় গুহামধ্যে সত্যাগোপস্কারং রণে ।
মন্দরস্য গিরেঃ পার্শ্বে বিচেরুর্বসুধাতলে ॥ ১৯
চতুরঙ্গং বলং সর্ব্বং সংহৃত্য তমসঃ প্রভুঃ ।
বিষ্ণুরেব মহাযোগাংশ্চচার বসুধাতলে ॥ ২০
ভূয়োঽসুরগণ আসেবন্তো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈর্ব্রাহ্মণৈর্নিবাসিভিঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হইয়াছিলেন। তিনি তখন উহার প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কামদেব ভূতলে কেবল ধনু ও শিলা ধারণ করিয়া ছিলেন। ৮

মৃত্যু দণ্ড, বরুণ পাশ এবং কাল শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা পরশু ও কুবের পরশ্বধ (কুঠার) গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯

এইভাবে সকল দেবতাই শত শত ও সহস্র সহস্র নির্বিকার (নির্দোষ) অস্ত্র-শস্ত্রে সম্পন্ন ছিলেন। বিশ্বকর্মা ও ত্বষ্টা ইহারা উভয়েই দেবগণের জন্য বহু অস্ত্র নির্মাণ করিতে লাগিলেন। ১০

পরমাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রকে, প্রতাপশালী সূর্যকে এবং মহাত্মা রুদ্রকে অগ্নিময় রথ প্রদান করিলেন। ১১

ত্বষ্টা কেবলমাত্র মনঃশক্তিতেই বাহিনীকে নির্মাণ করিলেন এবং বিশ্বকর্মা অনেক ক্রমসমূহের দ্বারা বহু বিমান প্রস্তুত করিলেন। ১২

সত্যপরাক্রমী ভগবান্ বিষ্ণু পর্ব্বদিনে পুষ্কর বন হইতে নিজের শরীরেরই অংশ নিঃসারিত করিলেন এবং তাঁহাকে সেনা সৃষ্টি করিবার জন্য প্রেরণাদান করিলেন। ১৩

সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের স্থিতির জন্য ভগবান্ বাক্যের দ্বারা দ্যুলোক রচনা করিলেন। যাহাতে সেই দ্যুলোকে থাকিয়া দেবপূজ্য ইন্দ্র সংগ্রামে নিজের শত্রুদিগকে বিদীর্ণ করিতে পারেন। ১৪

রণাঙ্গনে প্রকটিত ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্র কর্তৃক অসুরগণের উপর নিক্ষিপ্ত সেই দণ্ডকে উচিত ও নির্বিকার অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বিধি অনুসারে গ্রহণ করিলেন এবং সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ১৫

তিনি বিভিন্ন প্রভাবে চারপ্রকার অস্ত্রসমূহের—ঐন্দ্র, আগ্নেয়, বায়ব্য ও তাহার তেজোযুক্ত রৌদ্র অস্ত্র সৃষ্টি করিলেন। ১৬

দিতির মহাবল পুত্রগণও তপস্যা, শিক্ষা এবং নিজেদের অস্ত্র-সমূহে যুক্ত থাকিলেও এই চারটি বিকারসমূহের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭

ইহারাও সকলে সেই সময় চতুরঙ্গিণী সেনা ও পরাক্রমে সংযুক্ত হইয়া রণাঙ্গনে দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮

ইহারা গুহার মধ্যভাগ ত্যাগ করিয়া নানা রকমের সামগ্রীতে পূর্ণ রথে উপবেশন করত মন্দরাচলের উপত্যকায় ভূতলেই বিচরণ করিতে লাগিল। ১৯

তখন তমোগুণের কার্যভূত অসুরগণের সেই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিয়া প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণুই ভূতলে মহাযোগসমূহ আচরণ করিলেন। ২০

তারপর ধর্মতত্ত্ব ও চীরবস্ত্র পরিধানকারী ব্রাহ্মণগণ এবং দেবতাগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে অসুরেরা তপস্যা করিতে লাগিল। ২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর প্রাদুর্ভাববিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ পৃথো রাজ্যাভিষেকঃ, দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ মন্দরাচলং মন্থন-দণ্ডং কৃত্বা তেন সমুদ্রস্য মন্থনম্, সমুদ্রতো নানারত্ন-সহিতস্যামৃতস্যোদ্ভবঃ, রাহোঃ শিরশ্ছেদবর্ণনঞ্চ ]

জনমেজয় উবাচ ।

ব্রহ্মন্ বিশ্বে বর্ত্তমানে নির্ব্যাধে মহাগ্রহে ।
অধিনাশে চ ভূতানাং কথমাসন্ প্রজাস্তদা ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

অভ্যষিক্তঃ পৃথুঃ বৈণ্যঃ পুরা রাজ্যে প্রজাপতিঃ ।
রাজ্যায় ঋষিভিঃ সার্দ্ধং প্রজাধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২
এষ নঃ পরমো রাজা সাধুবাগ্ভিরুদাহৃত
ত্রেতায়াং সম্প্রবৃত্তায়ামেকোক্তমনুজজ্ঞিরে ॥ ৩
এষ নো বৃত্তিদাতা চ বিপ্রাণাঞ্চ প্রবর্ত্তিতা
নির্মাতা সর্ব্বভূতানাং সত্যপ্রাপ্তেন কর্ম্মণা ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে দেবা শক্রেণ সহ সংগতম্
বহুভির্নিয়মৈঃ শ্রান্তা নিষণ্ণা গিরিসানুষু ॥ ৫
অথ শক্রঃ সমাসাদ্য সমস্তাদ্দেবদানবাঃ ।
মারুতে সময়ং প্রাপ্তে তেন গন্ধেন দর্পিতাঃ ॥ ৬
পুষ্পমাত্রস্য যদ্ বীর্য্যং মারুতেন বিসর্পিতম্ ।
মনোগ্রাহি সুখং সর্ব্বং পার্থিবং গন্ধমুত্তমম্ ॥ ৭
তে দৈত্যাস্তেন গন্ধেন কিঞ্চিদ্ বিস্ময়মাগতাঃ ।
প্রসন্নমনসো ভূত্বা পরং সৌখ্যমুপাগতাঃ ॥ ৮
উচুশ্চ সহিতাঃ সর্ব্বে তেন গন্ধেন দর্পিতাঃ ।
পুষ্পমাত্রস্য যদ্ বীর্য্যং কিং তস্য ফলতো ভবেৎ ॥ ৯
অনুমানেন বিজ্ঞেয়া বিবিধাঃ কর্ম্মবৃত্তয়ঃ ।
শুভাশ্চৈবাশুভাশ্চৈব বৃত্তিপ্রাপ্তেন দেহিনাম্ ॥ ১০
তস্মাদ্ বয়ং পয়োমধ্যে ঔষধী নির্ব্বপামহে ।
মন্থয়েম বিশালেন বলিনা কামরূপিণা ॥ ১১

---

## ত্রিংশ অধ্যায় ।

[ পৃথুর রাজ্যাভিষেক, দেবতা ও দৈত্যগণ কর্ত্তৃক মন্দরাচলকে মন্থন দণ্ড করিয়া তাহার দ্বারা সমুদ্র মন্থন, সমুদ্র হইতে অন্য রত্নসমূহের সহিত অমৃতের উদ্ভব এবং রাহুর শিরশ্ছেদ বর্ণন । ]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! যখন লোকের বিশেষ ভার হৃদয়ে বেদনা উৎপাদকারী, মহামোহরূপ মহাগ্রহ (অজ্ঞান) বিদ্যমান ছিল এবং প্রাণিগণের রোগের কোনও নাশকারী ছিল না, সেই সময় সমস্ত প্রজারা কিরূপে ছিল ? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! পূর্ব্বকালে প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মপালনে তৎপর প্রজাপতি ঋষিদিগের সহিত বেণপুত্র পৃথুকে প্রজাগণের রাজ্যে রাজোচিত কর্ম্ম করিবার জন্য অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । ২

সেই সময় সত্যযুগ সমাপ্ত হইয়া ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইয়াছিল । এরূপ সময় পৃথুকে নিজেদের সংরক্ষক পাইয়া সমস্ত প্রজারাই পরস্পর বলিতে লাগিল—ইনিই আমাদের উপর ইঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকায় ইনি আমাদের রাজা হইয়াছেন । আমাদের জীবিকাবৃত্তিদানকারী ইনিই । ইনি অনেক প্রকার শিল্পকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইবেন । নিজের সত্যপ্রাপ্ত (ভগবদর্পিত) কর্ম্মের দ্বারা ইনি সমস্ত প্রাণিগণের জীবন নির্ম্মাতা হইবেন । ৩-৪

এই সময়েই অনেক প্রকার নিয়মসমূহের পালনে পরিশ্রান্ত দেবগণ মহামন্দর পর্ব্বতের শিখরসমূহে উপবিষ্ট ছিলেন । ৫

এই সময় বৈশাখমাস এবং বসন্ত ঋতুর সময় উপস্থিত হইয়াছিল । সে সময়ে উপবিষ্ট দেবতা ও দানবগণ চারিদিক্ হইতে এক দিব্য সুগন্ধ অনুভব করিলেন । তাঁহারা সেই গন্ধে মদমত্ত হইয়া উঠিলেন । ৬

ইহা কোন পুষ্পমাত্রেরই প্রবল গন্ধ ছিল, যাহা বায়ুর দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল । এই গন্ধ মনকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিতেছিল এবং পূর্ণতঃ সুখদায়ক ছিল । ইহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গন্ধ ছিল । ৭

এই সুগন্ধের দ্বারা দৈত্যগণ সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল । ইহাতে তাহাদের মন প্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা বিশেষ সুখ লাভ করিল । ৮

সেই গন্ধে উন্মত্ত হইয়া তাহারা সকলে একসঙ্গে বলিল,—যাহার পুষ্পমাত্রের এরূপ শক্তি, তাহার ফল না জানি কিরূপ হইবে । ৯

কর্ম্মবিপাক বৃত্তি নানাপ্রকার হইয়া থাকে । সেই সব অনুমানের দ্বারাই জানিতে হয় । উহাদের মধ্যে কিছু শুভ (সুখদায়ক) হয় এবং কিছু অশুভ (দুঃখদায়ক) হয় । দেহধারী প্রাণিগণের বৃত্তিলাভানুসারে সেই সব বৃত্তিতে থাকিবে । ১০

অতএব আমরা সমুদ্রের জলের মধ্যে ওষধিসমূহ নিক্ষেপ করিয়া ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী, বিশাল ও বলবান্ মন্দরাচলের দ্বারা উহাকে (সমুদ্রকে) মন্থন করিব । ১১

সমুদ্রমভিসংগম্য মথ্নীমঃ সোমজং জলম্ ।
পীত্বা চ সহিতাঃ সর্ব্বে প্রস্থিতাঃ কামরূপিণঃ ॥ ১২

বিষ্ণুরেষামগ্রণীস্তেষাং ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।
দিবঞ্চ বসুধাঞ্চৈব ভোক্ষ্যামঃ সহ শত্রুভিঃ ১৩

সমূলপত্রশাখাশ্চ সপুষ্পাঃ ফলশালিনঃ ।
সর্ব্বে গ্রাহ্যাশ্চ গৃহ্ণীমঃ দ্রুমাশ্চ বসুধাতলে ॥ ১৪

উদ্ধৃত্য গিরিপাদেভ্যো গন্ধমাদনসানুজান্ ।
প্রভাষ্য বচনং দৈত্যা মন্দরস্য প্রকম্পনে ॥ ১৫

সমুদ্যুক্তাঃ প্রধাবন্তঃ কম্পয়ন্তি স্ম মেদিনীম্ ।
নিশ্চয়েন মহাবীর্য্যা বাহুভিঃ পরিঘাকৃতিভিঃ ॥ ১৬

ন শক্নুতে সমুদ্ধর্তুং শৈলেন্দ্রং দনুবংশজাঃ ।
নিপেতুর্ভগ্নাসুভির্দিষ্টা বিপুলে পর্ব্বতান্তরে ॥ ১৭

সমাধায়াত্মনাত্মানং তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ।
পিতামহং প্রপন্নাস্তে শিরোভিঃ কামরূপিভিঃ ॥ ১৮

জেতাঃ মনোহভিলষিতং ব্রহ্মা সর্ব্বজগো বশী ।
ভাষাং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্বাক্যজ্ঞঃ সরস্বতীম্ ॥ ১৯

অশরীরাং শরীরস্থঃ পরমাং বর্ণসম্পদাম্ ।
সর্ব্বলোকমতির্ব্রহ্মা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২০

আদিত্যৈর্বসুভিশ্চৈব রুদ্রৈশ্চ সমরুদ্গণৈঃ ।
দেবৈর্যক্ষৈঃ সগন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ প্রগায়িভিঃ ॥২১

সমেত্য সহিতৈঃ সর্ব্বৈঃ শক্য উদ্ধরিতুং গিরিঃ ।
অমৃতার্থে মহাতেজা ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ২২

সুরাসুরগণাঃ সর্ব্বে সমুৎপাট্য মহাগিরিম্ ।
হস্তাশ্রয়াঃ প্রপশ্যন্তি শীকরো ভিন্নবদ্রসম্ ॥২৩

এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং সর্ব্বমানন্দিতে তদা
দৈতেয়া বাহুবলিনো মনোভির্বাগভিরেব চ ॥ ২৪

বিক্রীড়ন্তো বহবো বজ্রবর্ণবলান্ততঃ
তত্র পুষ্করবিস্তৃতঃ সরিদ্ভিঃ প্রস্রবণৈঃ ॥ ২৫

---

আমরা সকলে এক সঙ্গে অমৃতপ্রাপ্তির জন্য উদ্যমশীল হইব এবং উদ্যোগ সহকারে সমুদ্রকে মন্থন করিব। উহার দ্বারা আমাদের সোমজ জল অর্থাৎ অমৃত প্রাপ্তি হইবে, যাহা পান করত আমরা ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ (এবং অমর) হইব। ১২

মহাবল বিষ্ণুই সেই দেবগণের অগ্রগামী নেতা হইবেন। আমরা (অমৃত পান করত অমর হইয়া) নিজেদের শত্রুগণের (দেবগণের) সহিত স্বর্গ ও ভূতলে সুখভোগ করিব। ১৩

মূল (পিতা), পত্র (ভার্য্যা), শাখা (ভ্রাতা) ও পুষ্প (সন্তান) প্রভৃতি সমস্ত পরিবারবর্গের সহিত আমরা সকলে অভীষ্ট ফলভাগী হইব। এই ভূতলেই আমরা সুধাপান করিব এবং গ্রহসকলকে (নিজেদের ভোগসমূহকে) গ্রহণ করিব। ১৪

এইরূপে সেই মহাপরাক্রমশালী দৈত্যগণ মন্দরাচলকে উৎপাটিত করিবার কথাবার্ত্তা বলিয়া পার্শ্ববর্তী পর্ব্বতসকল হইতে এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখরসমূহে উৎপন্ন বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিয়া নিজেদের বিশাল বাহুসমূহের দ্বারা মন্দর-পর্ব্বতকে নিশ্চিতরূপে উত্তোলিত করিবার জন্য ধাবিত হইল এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিল। ১৫-১৬

কিন্তু এই দানবগণ কোনরূপেই গিরিরাজ মন্দরকে উৎপাটিত করিতে পারিল না। তাহাদের বাহুসকল ভাঙ্গিয়া যাইল এবং তাহারা সেই বিশাল পর্ব্বতের মধ্যে পতিত হইল। ১৭

তপস্যার দ্বারা উহাদের পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহারা নিজেরাই নিজেদের মনকে সংযত করিয়া নিজেদের শির মস্তক ব্রহ্মার চরণে নত করত উঁহার শরণাগত হইল। ১৮

ব্রহ্মা সর্ব্বত্র গমনকারী ও সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ ছিলেন। উঁহার বুদ্ধি সতত সমস্ত লোকসকলের হিতচিন্তায় রত ছিল। তিনি সেই দৈত্যগণের মনোরথ জানিয়া লোকহিত কামনায় নানা প্রকার বাক্যে ও উত্তম বর্ণ সম্পত্তিযুক্ত বাণীতে এই কথা বলিলেন। অশরীর হইয়াও তিনি তখন অশরীর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ১৯-২০

তিনি বলিলেন,—আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং সঙ্গীতশীল কিন্নরগণ—এই সকলে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যদি অমৃতের জন্য প্রযত্ন করে, তাহা হইলে বিবিধ ধাতুসমূহে রঞ্জিত এই মহাতেজস্বী পর্ব্বতকে উত্তোলিত করিতে পারিবে। সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ সেই মহাপর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া হিমবান্ পর্ব্বতের সারভূত রসকে লতা-বল্লী রূপে নিজেদের হস্তগত বলিয়াই দেখিতে পাইবে। ২১-২৩

সেই সময় সকলের নিকটে অবস্থিত বাহুবলশালী দৈত্যগণ ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া মন ও বাক্যের দ্বারা সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। যেখানে একসঙ্গে দেবতা ও দানবগণের দ্বারা সেই মন্দরও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সরস-সমূহের উঁহারা তখন ক্রীড়াকারী হইয়া যাইলেন। উহার জলের দ্বারা উঁহারা বারংবার আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। ২৬-২৫

সুরাসুরগণাঃ সর্ব্বে সহিতা লবণাম্ভসঃ ।
মন্দরং পুষ্করং কৃত্বা নেত্রং বাসুকিমেব চ ॥ ২৬
মমন্থুঃ সহস্রং দিব্যং জলমোষধিভিঃ সহ
ক্ষীরভূতং সমাযোগাদমৃতং সমপদ্যত ॥ ২৭
তস্মাচ্চ সমুদ্রাৎ পূর্ব্বমাক্রান্তা লোভমগ্নানা ।
ধন্বন্তরিস্তথা মদ্যং শ্রীর্দেবী কৌস্তুভো মণিঃ ॥ ২৮
শশাঙ্কো বিমলশ্চাপি সমুত্তস্থুঃ সমন্ততঃ ।
উচ্চৈঃশ্রবা হয়ো যস্মাৎ পীযূষং তদনন্তরম্ ॥ ২৯

পশ্চাদ্দেবাস্তদাদাতুমুদ্যতা হ্যাহবক্রমন্ ।
ন তু কেচিৎ পিবন্তি স্ম দৈত্যা নৈব চ দানবাঃ ॥ ৩০
চিচ্ছেদাথ হরিঃ সংখ্যে রাহোশ্চক্রেণ কং তদা
অনির্মুক্তঃ পিতৃসঙ্ঘৈর্মুনিভিশ্চ সনাতনৈঃ ॥ ৩১
তদিন্দ্রহস্তাদমৃতং জহার পৃথিবী স্বয়ম্ ।
জগামামরতা দেবী ব্রহ্মবাক্যপ্রচোদিতা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌষ্করে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ একসঙ্গে লবণ-সমুদ্রের জলে মন্দরাচলকে মন্থনদণ্ডরূপে নিক্ষেপ করত বাসুকি নাগকে মন্থন-রজ্জু করিলেন এবং ওষধিসমূহের সহিত সমুদ্রের জলকে এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মন্থন করিলেন। ওষধিসমূহের সংযোগে সেখানের জল দুগ্ধরূপ হইয়া অমৃতে পরিণত হইল। ২৬-২৭

(জলসমূহে স্থিত) সেই অমৃতকে প্রথমে অসুরগণ হরণ করিল; কারণ, ইহারা তখন লোভ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে সর্ব্বদিক্ স্নিগ্ধ সেই সমুদ্রের জল হইতে ধন্বন্তরি, মদ, শ্রীদেবী, কৌস্তুভমণি ও নির্ম্মল চন্দ্র উত্থিত হইলেন। ইহার পর পরম সুন্দর উচ্চৈঃশ্রবানামক অশ্ব উদ্ভূত হইল। তাহার পর অমৃতের প্রাদুর্ভাব হইল। ২৮-২৯

(যখন দৈত্যগণ এই অমৃতকে নিজেদের অধিকারে লইয়া যাইল,) তখন দেবতারা উহা গ্রহণ করিবার জন্য যাহাতে বিবাদে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কোনও দৈত্য ও দানব এখন অমৃত পান করিতেছে না। কিন্তু এই বার তাহা পান করিবার চেষ্টা করিতেছে। ৩০

তখন শ্রীহরি যুদ্ধে নিজের চক্রের দ্বারা তৎকালে রাহুর শিরশ্ছেদন করিলেন। সনাতন মুনিগণ ও পিতৃগণ সেই অমৃতকে তখন ছাড়িয়া দেন নাই। ইহার মধ্যে স্বয়ং পৃথ্বীদেবী ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া ইন্দ্রের হস্ত হইতে সেই অমৃতকে লইয়া যাইলেন। তিনি ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অমৃত গ্রহণের পর তিনি চলিয়া যাইলেন। ৩১-৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাববিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ বলের্যজ্ঞে বামনদেবেন ত্রিলোক্যা রাজ্যগ্রহণম্, সময়ান্তরং প্রাপ্য দেবৈর্বলে রাজ্যাভিষেকশ্চ ]

জনমেজয় উবাচ ।
নিবৃত্তে দৈত্যসঙ্ঘাতে বিষ্ণৌ চাতিপরাক্রমে
দৈতেয়া দানবেয়াশ্চ কিমিচ্ছন্তি পরাক্রমাৎ ॥ ১
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
দানবা রাজ্যমিচ্ছন্তি পরাক্রমা মহাবলাঃ ।
তপ ইচ্ছন্তি সহিতা দেবাঃ সত্যপরাক্রমাঃ ॥ ২
জনমেজয় উবাচ ।
কথং কালস্য মহতো হিরণ্যকশিপুস্তদা ।
যজতে ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রে প্রাগৈশ্বর্য্যঃ স কামদঃ ॥ ৩

### একত্রিংশ অধ্যায়

[ বলির যজ্ঞে বামনদেব কর্ত্তৃক ত্রিলোকের রাজ্য গ্রহণ এবং সময়ান্তরে দেবগণ কর্ত্তৃক বলির রাজ্যাভিষেক। ]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! যখন দৈত্যগণ নিবৃত্ত হইল (নিজেদের প্রয়াসে বিফল হইল) এবং ভগবান্ বিষ্ণু অতিশয় পরাক্রম বিজয়ী (সফল) হইল, তখন দৈত্য ও দানবগণ পরাক্রমের দ্বারা কি পাইতে ইচ্ছা করিল? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাবল দানবগণ পরাক্রম করিয়া (তিন লোকের) রাজ্য পাইতে ইচ্ছা করিল এবং সত্যপরাক্রমী দেবতারা একসঙ্গে তপস্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ২

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই সময় হিরণ্যকশিপু (বংশীয় রাজা বলি ত) ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, সে অত্যধিক যজ্ঞদান করিতে সমর্থ ছিল। এরূপ অবস্থায় সে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঈজে যজ্ঞবরেণেন রাজসূয়েন পার্থিব:
অমুনা দানবশ্রেষ্ঠো বসুধায়াং মহাবল: ॥ ৪
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে যত্রতপ্যদ্ বিপুলং তপ:
সমেয়ুস্তত্র সহিতা যজমানে মহাসুরে ॥ ৫
ব্রাহ্মণা বেদবিদ্বাংসো মহাব্রতপরায়ণা: ।
যতয়স্তাপসা সিদ্ধা যোগধর্মেণ ভারত ॥ ৬
মুনয়ো বালখিল্যাশ্চ ধন্যা ধর্মেণ শোভিতা: ।
যতয়ো হি দ্বিজা মুখ্যা নিত্যধর্মপরায়ণা: ॥ ৭
অবসংস্ত মহাভাগা বিপ্রৈ: পূজ্যা: সহস্রশ: ।
বিপুলৈস্তত্র বিত্তৈস্তৈর্যথাশৈস্ততস্তত: ॥ ৮
শুক্রশ্চ সহ পুত্রেণ দৈত্যং যাজয়তে প্রভু: ।
হিরণ্যকশিপু: মধ্যে গণানাং জ্বলনপ্রভ: ॥ ৯
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব ব্যাজহার সরস্বতীম্ ।
কামাদ্ বরং দদাতীতি তদ্ বৈ সম্প্রতিপদ্যতাম্ ॥১০
বিষ্ণুর্বামনরূপেণ ভিক্ষাং তাং প্রতিগৃহ্নতি ।
হিরণ্যকশিপোর্হস্তাদ্ধে পাদে পদমেব চ ॥ ১১
তত: ক্রমিতুমারেভে বিষ্ণু: সত্যপরাক্রম: ।
ত্রীল্লোঁকান্ মুনিভি: ক্রান্তৈর্দিব্যং বপুরধারয়ন্ ॥১২
হৃতরাজ্যাশ্চ দৈত্যেয়া: পাতালবিবরং যযু: ।
সসৈন্যগণসংবদ্ধা: সপ্রাসা: সাসিতোমরা: ॥ ১৩
সধ্বজদণ্ডাশ্চৈব সপতাকারথধ্বজা: ।
সচর্মবর্মকোষাশ্চ সায়ুধা: সপরশ্বধা: ॥ ১৪
তথেন্দ্রবিষ্ণুসহিতা: সম্ভূতেহভ্যর্থিতা গণা: ।
অভ্যষিঞ্চৎ প্রমুদিতা লোকানামধিপে সুরা: ॥ ১৫
স তান্ স্বধামৃতেনাশু পিতৃন্ সমতর্পয়ৎ ।
ব্রহ্মা তদমৃতং দিব্যং মহেন্দ্রায় প্রযচ্ছতি ।
অক্ষয়ঞ্চাব্যয়ঞ্চৈব সংবৃতস্তেন কর্মণা ॥ ১৬
তত: শঙ্খমুপাধ্মাসীদ্ধিমতাং লোমহর্ষণম্ ।
পিতামহকরোদ্ভূতং জনিতুং প্রথমে পদে ॥ ১৭

বলরাজ ক্ষেত্রে ( প্রয়াগে ) দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন যজ্ঞ করিয়াছিল ? ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাবলশালী দানবশ্রেষ্ঠ রাজা বলি পৃথিবীতে বহু সুবর্ণরাশি দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৪

ভারত! যেখানে তপস্যা করিলে তাহা বহু ভাবে বর্ধিত হয়, সেই গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে যখন মহাসুর বলি যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন সেখানে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, মহাব্রতপরায়ণ যতিগণ এবং যোগধর্মে সিদ্ধ তপস্বী মহাত্মাগণ এক সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৫-৬

ধর্মে সুশোভিত বহু বালখিল্য মুনিগণ, সদা ধর্মপরায়ণ বহু শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ ও ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পূজনীয় সহস্র সহস্র মহাভাগ ঋষিগণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে নানাভাবে উপহাররূপে প্রদত্ত বিপুল বৈভব একত্রে সংগৃহীত হইয়াছিল। ৭-৮

যিনি অগ্নিতুল্য তেজস্বী ছিলেন, সেই প্রভাবশালী মহাত্মা শুক্রাচার্য্য পুত্রের সহিত দৈত্যপতিগণের মধ্যে সেই দৈত্যরাজ বলিকে যজ্ঞ করাইতেছিলেন। ৯

সেই সময় হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ বলি যাচকগণকে এই কথা বলিতেছিল—এই যজমান আপনাদের ইচ্ছানুসারে বর দান করিতেছে, আপনারা ইহা গ্রহণ করুন। ১০

তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে উপস্থিত হইয়া রাজা বলির হস্ত হইতে সেই তিন পদ ভূমির ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১১

তখন সত্যপরাক্রমী ভগবান্ বিষ্ণু নিজের বিক্রমণের দ্বারা ( পাদপরিমাপের দ্বারা ) মুনিগণের প্রার্থনীয় তিন লোককে আক্রান্ত করিতে ( মাপ করিতে ) আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনি বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১২

রাজ্য অপহৃত হইলে পর দৈত্যগণ সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া প্রাস, অসি, তোমর, যন্ত্র, দণ্ড, পতাকা, রথ, ধ্বজ, চাল, কবচ, কোষ, আয়ুধ ও পরশ্বধ—এই সব কিছুই গ্রহণ করত পাতাল-গহ্বরে চলিয়া যাইল। ১৩-১৪

অনন্তর কিছুকাল পরে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সহিত দেবগণ পুনরায় সেখান হইতে শীঘ্রই উদিত হইলেন। সেই সময় দেবগণ আনন্দিত হইয়া বলিকে ত্রিলোকেশ্বর পদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৫

বলি সেই দেবতাদিগকে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে সত্বর স্বধামৃত অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত করিল। ব্রহ্মা সেই দিব্য অক্ষয় ও অবিকারী অমৃত মহেন্দ্রকে প্রদান করিলেন। বলির সেই কর্মের দ্বারা দেবেন্দ্র সুরক্ষিত হইয়া যাইলেন। ১৬

অনন্তর ইন্দ্র ব্রহ্মার হস্ত হইতে উৎপন্ন, প্রথম পদে

তং শ্রুত্বা শঙ্খশব্দং তু ত্রয়ো লোকাঃ সমাহিতাঃ ।
নিবৃত্তিং পরমাং প্রাপ্তা ইন্দ্রং নাথমবাপ্য চ ॥ ১৮
সর্বৈঃ প্রবরনৈশ্চৈব সংযুক্তা বহ্নিসম্ভবৈঃ
মন্দরাগ্রেষু বিহিতৈর্মার্গৈরিব পাবকৈঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি পৌষ্করে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

---

প্রতিষ্ঠিতকারী ও শত্রুগণের রোমহর্ষণকর দিব্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন ॥ ১৭

সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিন লোকের প্রাণিগণের মন একাগ্র হইয়া যাইল। তাহারা ইন্দ্রকে নিজেদের রক্ষক পাইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইল। অগ্নি হইতে উৎপন্ন ও প্রজ্বলিত পাবকসমূহ প্রকাশিত যে সমস্ত অগ্নি মন্দরাচলের শিখরে বিদ্যমান ছিল, তাহাদের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া তিন লোক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল ॥ ১৮-১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্কর প্রাদুর্ভাববিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ রুদ্রগণসংবর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ততো মহতি বৃত্তান্তে স্থিতে বাক্যে মহোদয়ে ।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং সংবাসোঽভবত্তদা ॥ ১
একতঃ সর্বলোকাস্তু সহিতাঃ প্রকুর্বন্তি চ ।
যজ্ঞে ভাগং গৃহ্ণন্তি যজ্ঞকর্মণি ভারত ॥ ২
প্রাচেতসং ততো দক্ষং দীক্ষিত্বা বৈ বৃহস্পতিঃ ।
বাজিমেধায় ভগবানৃষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩
তস্মিন্ নারায়ণে যজ্ঞে দক্ষস্য বিনিবর্তিতে
শামিত্রমকরোদ্ রুদ্রো দক্ষার্থে সহ নন্দিনা ॥ ৪
রুদ্রৈশ্চৈব হি তদ্রূপৈঃ বিরূপৈস্তৈঃ তথৌজসা
জাতঃ পরমধর্মাত্মা নন্দী পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৫
যেন যোগেন প্রাপ্তোঽস্তি মহদ্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
বিহিতঃ সত্যবচনৈস্তেনৈব পরমাত্মনা ॥ ৬
বহুশৈশ্চাপাত্রশৈশ্চ বিরূপাক্ষৈর্ঘটোদরৈঃ ।
ঊর্ধ্বনেত্রৈর্নয়নকাশ্চৈব বিকটৈর্মাংসনিকৃন্তথা ॥ ৭
শিখিভিশ্চটিভিশ্চৈব ত্রাক্ষৈশ্চ দন্তকণিভিঃ ।
চীরভিশ্চর্মিভিশ্চৈব কৃত্তিমুণ্ডধরপাণিভিঃ ॥ ৮
সপ্তচারাভিভিশ্চৈব মুক্তমেখলধারিভিঃ
সহস্রকটৈশ্চৈব স্বর্ণকুণ্ডলধারিভিঃ ॥ ৯

---

### দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[ রুদ্রগণ বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর পূর্বোক্ত মহান্ বৃত্তান্ত সংঘটিত হইলে পর যখন পরম অভ্যুদয়কারী বাক্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন দেবতা ও মনুষ্যগণ পরস্পর একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১

ভারত! এই দেবতা ও মনুষ্যগণ একসঙ্গে ব্যবহার করিতে এবং পরস্পর প্রেমবশতঃ এক সঙ্গে ভোজন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞকর্মে মনুষ্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভাগ দেবতারা স্বয়ং আসিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

সেই সময় প্রাচেতস দক্ষকে অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষা দান করিয়া ভগবান্ বৃহস্পতি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৩

আক্ষ্যানপূর্ণ নারায়ণ দক্ষের সেই যজ্ঞে নন্দীসহ ভগবান্ রুদ্র নিজের হাতের জন্য শামিত্র কর্ম (পশুভূত যজ্ঞের ক্রিয়া কার্য) করিলেন ॥ ৪

নন্দী ভগবান্ রুদ্রেরই দ্বিতীয় রূপ, তিনি তাঁহারই ইচ্ছায় পরম ধর্মাত্মা পুরুষ শরীরে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৫

রাজেন্দ্র! পূর্বোক্ত যোগের প্রভাবে সেই যে প্রসিদ্ধ সনাতন ব্রহ্ম, তাঁহাকেই এই পরমাত্মা রুদ্রই বেদ-বাক্যসমূহের দ্বারা সেই রূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন ॥ ৬

ভগবান্ রুদ্রের গণসমূহের মধ্যে অনেকে রূপবান্ ছিলেন এবং অনেকে আবার রূপহীন ছিলেন। বহুর নেত্র বিকরাল রূপবিশিষ্ট ছিল। অনেকে ঘটোদর (ঘটতুল্য উদরবিশিষ্ট) ছিলেন। বহুগণের নেত্র উপরে (মস্তকে) ছিল। অনেকে বিশালদেহ, অনেকে আবার বামন ছিলেন, অনেকে বিকটাকার ছিলেন। বহুর মস্তকে শিখা ছিল, অনেকে জটাধারণ করিয়াছিলেন, অনেকে ত্রিনয়ন ছিলেন এবং বহুর কর্ণ শঙ্কু (খুঁটার) ন্যায় ছিল। কেহ কেহ চীর (জীর্ণ বস্ত্র) পরিধান করিয়া আছেন, কেহ কেহ চর্ম (ব্যাঘ্রাদির) পরিধান করিয়াছেন। অনেকের হস্তে মুণ্ড ও মুদ্গর শোভা পাইতেছিল।

গড়িণ্ডিমৈঃ সভেরীকৈঃ সমৃদঙ্গৈঃ সবেণুভিঃ।
এতৈঃ পরিবৃতো দেবো মখং তং সমুপাক্রমৎ ॥ ১০
শঙ্খধ্মুরকৈশ্চাপি সম্ভালকলশাদিভিঃ।
উগ্রায়ুধধরো দেবঃ সপিনাক ইবাম্বুদঃ ॥ ১১
বিরাজাচ্ছিণ্ডিণীঘোষৈর্মখে সর্বতঃ শুভঃ।
কালাগ্নিরিব দীপ্তার্চির্ভগবান্ বিরোচনঃ ॥ ১২
নন্দী পিনাকপাণিশ্চ জগ্রসুর্মখমুত্তমম্
যুগান্ত ইব কালাগ্নিঃ ক্ষিপ্রং সর্বং নিরোদ্যতঃ ॥ ১৩
যূপমুৎক্ষিপ্য ধাবন্তি নিশাচরগণাস্তথা।
ত্রাসয়ন্ মুনিসঙ্ঘাংশ্চ চীরচর্মনিবাসিনঃ ॥ ১৪
হবীংষ্যন্যে পিবন্ত্যেব জিহ্বাভিস্তাম্রলোচনাঃ।
ভক্ষয়ন্তি পশূনন্যে গ্রসমানাস্ত্ববশিষ্টিভিঃ ॥ ১৫
যূপচূড়াপরে যূপান্ পতনঃ প্রচরন্তি চ
বহ্নিমধ্যে প্রসিঞ্চন্তি বারিভিঃ প্রশমায় চ ॥ ১৬
সোমমন্যে জহুঃ কেচিন্মন্ত্রস্তোত্রজপোপগৈঃ।
সর্বান্ কেচিদ্ বিলুম্পন্তি হস্তৈঃ পদ্মদলপ্রভৈঃ ॥ ১৭
যজ্ঞিয়াংশ্চ যূপাগ্রান্ কলশাংশ্চাপি চিক্ষিপুঃ।
চিচ্ছিদুঃ কাঞ্চনান্ বৃক্ষান্ শোভার্থমুপকল্পিতান্ ॥ ১৮
বিভিন্নৈশ্চৈব বাণৈস্তু সুবর্ণাংশ্চ তিরস্তদান্
দুদুপুশ্চৈব গাত্রাণি ননৃৎ শকাগ্নীনপি ॥ ১৯
অক্ষতাংশ্চৈব প্রাগ্বংশং লুলুপুশ্চ সমাহিতাঃ।
চখাদিরে পুরোডাশান্ নখাগ্রৈশ্চ চকর্তিরে ॥ ২০

কেহ ঘণ্টা ধারণ করিয়াছিলেন এবং কেহ মৃগচর্ম পরিধান করিয়াছিলেন। মধুর হস্তে কটক ও কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। কেহ ডিণ্ডিম (ঢক্কা) বাদ্য করিতেছিলেন, কেহ ভেরী (ঢাক) বাদ্য করিতেছিলেন। কেহ মৃদঙ্গ ও কেহ বেণু বাজাইতেছিলেন। এরূপ গণসমূহে পরিবৃত হইয়া মহাদেব দক্ষের সেই যজ্ঞকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ৭-১০

অনেকে শঙ্খ ও অনেকে দুন্দুভি বাজাইতেছিলেন। কেহ কেহ হস্তে তালকল ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময় উগ্র অস্ত্রধারী ও পিনাকধারী মহাদেব জলধরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ১১

অগ্নিশিখায় উদ্দীপ্ত সেই যজ্ঞস্থলে দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ রুদ্র সমগ্র জগৎকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত কালাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ১২

নন্দী ও পিনাকধারী মহাদেব ইঁহারা উভয়ে সেই উত্তম যজ্ঞকে গ্রাস করিতেছিলেন। এই সময় ভগবান্ রুদ্র সম্পূর্ণ সংসারকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া যেন অগ্নিদেবতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ১৩

চীর ও চর্ম পরিধানকারী নিশাচরগণ মুনিগণকে ত্রাসিত করিতে করিতে যূপ উৎক্ষেপ করত দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ১৪

তাম্রবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট কত কতগণ নিজেদের জিহ্বাসমূহের দ্বারা হবিষ্পান করিতে লাগিলেন। অন্য অনেকে সেখানে পশুদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই সব পশু ভক্ষণ তাঁহাদের জিহ্বার অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল। ১৫

অন্য কতগণ যূপসকলকে তুলিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অনেকে পশুদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনেকে আবার যজ্ঞস্থলে জল ঢালিতে লাগিলেন, যাহাতে সেখানে প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়। ১৬

কেহ কেহ উগ্র ও জপাপুষ্পতুল্য রক্তবর্ণবিশিষ্ট নয়নে দর্শন করিতে করিতে সোমরসকে নষ্ট করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিকশিত কমলদলতুল্য কান্তিমান হস্তসমূহের দ্বারা সেখানে স্থাপিত বিতান দ্রব্যসকলকে অপসারণ করিতে লাগিলেন। ১৭

কেহ কেহ যূপসকল ভাঙিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কলসসমূহকে তুলিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কিছু গণ সেখানে শোভার জন্য নির্মিত সুবর্ণময় বৃক্ষসমূহকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিলেন। ১৮

কিছু গণ বাণসমূহের দ্বারা সুবর্ণ বৃক্ষসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন এবং সেই সবের উপর পাষাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনেকে যজ্ঞপাত্রসমূহ চূর্ণ করিলেন এবং অনেকে অগ্নীকে মথিত করিলেন। ১৯

অনেকে পত্নীগৃহসমূহকে পীড়িত করিলেন এবং সেখানে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী অপহরণ করিলেন। এই সব কার্য তাঁহারা অভিন্ন সাবধানতার সহিত করিলেন। তাঁহারা পুরোডাশ ভক্ষণ করিলেন এবং পুরোহিত-রক্ষকদিগকে নখাগ্রভাগের দ্বারা ছেদন করিলেন। ২০

এবং দিবা চ রাত্রৌ চ ভিদ্যমানো মহাযশাঃ ।
চুক্রোশ চ মহানাদান্ ভিদ্যমান ইবার্ণবঃ ॥ ২১
ধনুঃ সমরমাদায় পূর্ব্বদত্তং স্বয়ম্ভুবা ।
কৃতং কীচকবেণুভ্যাং সমরে সুমহাযশাঃ ॥ ২২
প্রতিগৃহ্য মহাদেবঃ স শরৈঃ সমযোজয়ৎ ।
ধনুর্বিসৃজ্য বাহুভ্যাং জঘান স মহাক্রতুম্ ॥ ২৩
স বিদ্ধস্তেন বাণেন খং সমুৎপতিতঃ ক্রতুঃ ।
মৃগো ভূত্বা নর্দমানো ব্রহ্মাণমুপধাবতি ॥ ২৪
শরেণাভিহতপ্রাণং ন লেভে প্রশমং ভুবি
শরণার্থী মৃগঃ প্রাপ্তঃ শরেণানুগতেন চ ॥ ২৫
তমুবাচ মৃগং ব্রহ্মা শুভং সান্ত্বনয়ং বচঃ ।
স্বরেণোত্তমবীর্য্যেণ গম্ভীরেণ সুভাষিণা ॥ ২৬
এবং মৃগো নভসি ত্বং ভবিষ্যসি মহামৃগঃ
বিভিন্নস্ত্রিপর্ব্বেণ শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ২৭
তিষ্ঠন্নক্ষত্রশিরসি সহ রুদ্রেণ নিত্যশঃ
সোমেন সহ সংযুক্তো ধ্রুবত্বেনাব্যয়েন চ ॥ ২৮
দিবি নক্ষত্রভূতো বৈ তারাভিঃ সহ সঙ্গতঃ ।
জ্যোতির্ভূতো জ্যোতিষাং ত্বং ধ্রুবশ্চৈব মহাধ্রুবঃ ॥ ২৯
যচ্চৈতদ্ রুধিরং দিব্যং ক্ষতকায়াদভিনিঃসৃতম্ ।
নভস্যুৎপতিতং চৈব প্রবেগেন প্রধাবতঃ ॥ ৩০
ক্ষতজং বহুবর্ণঞ্চ ক্ষেত্রং মণ্ডলসংজ্ঞিতম্ ।
নিমিত্তভূতং ভূতানাং বর্ষে বর্ষপ্রদং তথা ॥ ৩১
সুখং দুঃখঞ্চ ভূতানাং দর্শনে সম্প্রবর্ত্ততে ।
ইন্দ্রিয়শ্রবণাচ্চৈব নভসীন্দ্রায়ুধোঽভবৎ ॥ ৩২
চক্ষুষী মানুষে রাজন্ বিস্ময়াৎ সমবৈক্ষত ।
অদ্ভুতং বহুচিত্রঞ্চ মনসা সম্প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৩
ন তু রাত্রৌ প্রদৃশ্যেত খে সত্যমপি সংজ্ঞিতম্ ।
দিবসৈব সদা হ্যত্র মহৎকার্য্যং প্রদৃশ্যতে ॥ ৩৪
তুষারেব সমুত্তিষ্ঠেদাকাশে তু বিলীয়তে ।
শতশশ্চ সমং সর্ব্বে প্রধাবন্তি প্রচেতসঃ ।

---

এইভাবে যখন দিবসে ও রাত্রিতেও পীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন সেই মহাযশা ভিদ্যমান সমুদ্রের ন্যায় উচ্চ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২১

অন্যদিকে মহাযশা মহাদেব যুদ্ধে অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান হইলেন এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত, কীচক ও বেণু-নামক বংশের দ্বারা নির্ম্মিত ধনুক হস্তে গ্রহণ করত শরসমূহ দ্বারা তাহার উপর বাণক্ষেপণ করিলেন এবং সেই মহাযজ্ঞকে বাণের লক্ষ্য স্থির করিলেন। ২২-২৩

সেই বাণে আহত হইয়া এই যজ্ঞ আকাশে উঠিয়া যাইলেন এবং মৃগ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট ধাবিত হইলেন। ২৪

সেই বাণে আহত হইয়া মহাযজ্ঞ পৃথিবীতে তাঁহার কোনও রক্ষক না পাওয়ায় চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। অতএব তিনি শরণার্থী হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট বাণের সহিতই ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ২৫

ব্রহ্মা সেই মৃগরূপধারী যজ্ঞকে উত্তম স্বরযুক্ত, গম্ভীর ও সুন্দর ভাষাপূর্ণ স্বরে এই শুভ এবং অনুনয়যুক্ত বাক্য বলিলেন। ২৬

মহাযজ্ঞ! তুমি আনতপর্ব্ব ও তিন পর্ব্বযুক্ত বাণে পরাজিত হইয়া এই ভাবে মহান্ মৃগরূপে আকাশেই স্থিত থাকিবে। ২৭

তুমি নক্ষত্রের মস্তকে থাকিয়া 'মৃগশিরা' নামে অভিহিত হইবে এবং রুদ্রের (আর্দ্রার) সহিত তোমার সদা সান্নিধ্য থাকিবে। তুমি অক্ষয় অব্যয় সোমের সহিত সংযুক্ত রহিবে (সোমই তোমার দেবতা হইবে)। ২৮

আকাশে তোমার নক্ষত্র স্থিতি হইবে এবং তারাসমূহের সহিত তুমি মিলিয়া থাকিবে। তুমি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রকাশিত হইবে ও 'ধ্রুব' এবং 'মহাধ্রুব' হইবে। ২৯

তোমার শরীরে যে বাণের আঘাতে ক্ষত (ঘা) হইয়াছে এবং তাহা হইতে এই যে দিব্য রক্ত নিঃসৃত হইয়াছে, সবেগে ধাবিত হইয়া এই যে তোমার আকাশে উজ্জ্বল এবং তুমি যে এই অনেক রঙে পরিণত হইয়া দিয়াছ; অতএব ইহা 'মণ্ডল' নামে প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র হইবে এবং বর্ষা ঋতুতে প্রাণিগণের জন্য নিমিত্ত (বর্ষাসূচক লক্ষণ) হইয়া বৃষ্টি-প্রদানকারী হইবে। ৩০-৩১

ইহার দর্শনে প্রাণিগণের সুখ ও দুঃখ হয়। ইহা দেবেন্দ্রের চিহ্ন বলিয়া শুনা যায়, অতএব ইহা জগতে ইন্দ্রায়ুধ (ইন্দ্রধনু) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ৩২

প্রথমে ইহা যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন মানুষের ন্যায় অভিনব বিস্ময় সহকারে ইহাকে দেখিত। ইহা অদ্ভুত, বিচিত্র ও ব্রহ্মার মনের দ্বারা কল্পিত। ৩৩

ইহা রাত্রিকালে দেখা যায় না। আকাশে যখন সূর্য্যরশ্মি

তস্মাদ্ রুদ্রস্য মহতো ধন্বিনো বাণপাণয়ঃ । ৩৫
নন্দী রুদ্রগণৈঃ সার্দ্ধং পিনাকী সমতিষ্ঠত ।
যুগান্তকালে জ্বলিতো ব্রহ্মদণ্ড ইবোদ্যতঃ ॥ ৩৬
বিষ্ণুঃ শৃঙ্গসমুদ্ভূতং প্রগৃহ্য বিপুলং ধনুঃ ।
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ পাণিনা চক্রমাদধৎ ॥ ৩৭
গদাং সঘণ্টামন্যেন খড়্গমন্যেন পাণিনা ।
প্রগৃহ্য সোঽগ্রতোঽতিষ্ঠদ্ রুদ্রায়োদ্যতপাণয়ে ॥ ৩৮
ততঃ শৃঙ্গাগ্রসম্ভূতং প্রগৃহ্য বিপুলং ধনুঃ
শঙ্খং চাপ্রতিমং লোকে শরাংশ্চানতপর্ব্বণঃ ॥ ৩৯
বিষ্ণুরগ্রস্থিতো ভাতি সবলঃ সংকৃতাঞ্জলিঃ ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ সচন্দ্র ইব তোয়দঃ ॥ ৪০
আদিত্যা বসবশ্চৈব দিব্যৈঃ প্রহরণৈঃ সহ
বিষ্ণুমেবাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি সমরপ্রভাঃ ॥ ৪১

মরুতশ্চৈব বিশ্বে চ রুদ্রমেবাভিপেদিরে
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চৈব নাগা যক্ষাঃ সপন্নগাঃ ॥ ৪২
ঋষয়ো তত্রগতাশ্চ উভয়োঃ পক্ষয়োঃ স্থিতাঃ ।
জপন্তি শান্তয়ে নিত্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৩
রুদ্রঃ শরেণাভ্যহনদ্ বিষ্ণুমেবাগ্রণী রণে ।
হৃদি সর্ব্বাঙ্গসন্ধীষু তীক্ষ্ণাগ্রেণ সুপত্রিণা ॥ ৪৪
ন চকম্পে তদা বিষ্ণুঃ সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ ।
ন চ রোষমনা নিত্যং বৃতঃ সর্ব্বৈঃ ষড়িন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৪৫
বিষ্ণুস্ত ধনুরানম্য শরেণ সমযোজয়ৎ
রুদ্রদেহে মুমোচাশু ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্ ॥ ৪৬
স বিষ্ণোস্তেন বাণেন মহাদেবো ন কম্পতে ।
বজ্রেণ চ মহাসত্ত্বৈর্মন্দরশ্চ ন চাল্যতে ॥ ৪৭
ততঃ প্রসভমাপ্লুত্য রুদ্রং বিষ্ণুঃ সনাতনম্ ।
কণ্ঠে জগ্রাহ ভগবান্নীলকণ্ঠস্ততোঽভবৎ ॥ ৪৮

---

থাকে, ততক্ষণই ইঁহার যুদ্ধ থাকে। এই মহৎ কার্য্য সদা তিনের অগ্রেই ( কেবল দিবসেই। দ্বাত্রিংশোঽধ্যায় ১ম। ৩৪

ইহা ভূতলেই উথিত হয় এবং আকাশেই বিলীন হইয়া যায়। সেই যজ্ঞস্থলে পরম উৎসাহী ও বলবান্ যে সব বীরপুরুষ শত শত সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মহাবুদ্ধি রুদ্রের অগ্রে চারিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ৩৫

প্রলয়কালে প্রজ্বলিত ব্রহ্মদণ্ডতুল্য উদ্যত পিনাকধারী নন্দী সেখানে রুদ্রগণকে সঙ্গে লইয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৬

অন্য দিকে মহাবাহু ভগবান্ বিষ্ণু শৃঙ্গনির্ম্মিত বিশাল শার্ঙ্গ-ধনু ও চক্র হস্তে লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৩৭

তিনি অন্য এক হস্তে ঘণ্টাযুক্ত গদা ও অপর হস্তে খড়্গ লইয়া উদ্যোগিতবাহু রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৮

সেই সময় বিশাল শার্ঙ্গধনু, জগতের অনুপম শঙ্খ, শাণিত শর ও আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসকল লইয়া সংযত অঙ্গুলিযুক্ত শক্তিশালী ভগবান্ বিষ্ণু হস্তে গোধা চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা বাঁধিয়া সংগ্রাম ভূমিতে অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্রসহ মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। ৩৯-৪০

অতিরূপা তেজস্বী আদিত্য ও বসুগণ সকলে দিব্য দিব্য অস্ত্র লইয়া ভগবান্ বিষ্ণুরই পার্শ্বে এই দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১

মরুদ্গণ এবং বিশ্বদেবগণ রুদ্রদেবের পক্ষে থাকিলেন। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, যক্ষ, পন্নগ ও তত্রস্থিত ঋষিগণ—উভয় পক্ষের হিতৈষী ছিলেন, ইঁহারা প্রতিদিন শান্তি ও লোকহিত কামনায় মন্ত্র-জপ করিতে লাগিলেন। ৪২-৪৩

অগ্রগামী রুদ্র রণভূমিতে নিজের বাণের দ্বারা প্রথমে ভগবান্ বিষ্ণুরই বক্ষঃস্থলে ও সমস্ত অঙ্গের সন্ধি-স্থানসমূহে আঘাত করিলেন। এই বাণের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উত্তম পত্রযুক্ত ছিল। ৪৪

কিন্তু ব্রহ্মার জন্মদাতা ও সকলের আত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই আঘাতে কম্পিত হইলেন না এবং মনে মনে অল্পও রুষ্ট হইলেন না এবং ছয় ইন্দ্রিয় তাঁহাকে পরিবৃত রূপে বরণ করিল অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ই তখন তাঁহার বশীভূত রহিল। ৪৫

তাহার পর ভগবান বিষ্ণু নিজের ধনু নত করিয়া উহাতে বাণ সন্ধান করিলেন এবং উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের সদৃশ সেই বাণকে ভগবান্ শিবের কণ্ঠদেশে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন। ৪৬

সেই বাণে বিদ্ধ হইয়াও মহাদেব সেইরূপ বিচলিত হইলেন না, যেরূপ বজ্রের প্রহারে মন্দরাচলের মহাশক্তি চালিত হয় না। ৪৭

তখন সৌন্দর্য্য ভগবান্ বিষ্ণু হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া সনাতনদেব রুদ্রের কণ্ঠ ধারণ করিলেন, ইহাতে মহাদেব 'নীলকণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তারপর বিষ্ণু বলিলেন,—অনাদি অনন্তদেব

অনাদিনিধনো দেবঃ কর্ত্তা হি ভগবান্ ।
সর্ব্বভূতাগমাচার্য্যশ্চলবাশ্চ কর্ম্মণাম্ ॥ ৪৯
কর্ম্মণাং চৈব কর্ত্তা চ বিকর্ত্তা চৈব ভারত ।
অশেষবাংশ্চ ভূতানাং সর্ব্বভূতেষু চোত্তমঃ ॥ ৫০
স্বয়মেব হি যৎ কর্ম্ম বিষয়ে কর্ম্মযোনিষু ।
তয়োঃ উত্তমো রাজন্ স্বয়মেব তথাকরোৎ ॥ ৫১
অন্তরিক্ষাচ্ছ্রুতা বাচঃ আরস্তে পরমাদ্ভুতাঃ ।
সিদ্ধানাং বদনোদ্ভূতাঃ সনাতন নমোঽস্তু তে ॥ ৫২
নন্দী পিনাকমুদ্যম্য বলবান্ রুদ্রসম্ভবঃ
মূর্দ্ধ্নভিজঘানাসৌ বিষ্ণুং ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫৩
ততঃ প্রহসিতো বিষ্ণুর্নন্দিনং দৃষ্ট্বা সুরোত্তমঃ ।
ভর্ত্সয়ামাস ভগবান্ সর্ব্বভূতপতির্হরিঃ ॥ ৫৪
বিষ্ণুর্ব্রহ্মসমো ভূত্বা তেজসা প্রজ্বলন্নিব ।
জনয়া চ সমাযুক্তঃ স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৫৫
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ হ্যক্ষোভ্যশ্চাপরিগ্রহঃ ।
যুগান্তাগ্নিসমো ভূত্বা শান্তাত্মা পরিবর্য্যয়ঃ ॥ ৫৬
প্রসহ্য কম্পয়ামাস ভাগং রুদ্রায় দীয়তে ।
বিষ্ণুর্ধর্ম্মপরো নিত্যং ভক্তকামঃ সুরোত্তমঃ ॥ ৫৭
বিষ্ণুনা চৈব রাজেন্দ্র স যজ্ঞঃ সন্ধিতঃ পুনঃ
যথাপক্ষং তে সর্ব্বে গণাস্তাসন্ মহীপতে ।
তস্মিন্ যুদ্ধে মহাঘোরে বিষ্ণো রুদ্রস্য চৈব হ ॥ ৫৮
যথাপক্ষং তদা যুদ্ধং দক্ষযজ্ঞবিনাশনে ।
বিনাশশ্চৈব যজ্ঞস্য তদা লোকে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৯
সর্ব্বভূতেষু রাজেন্দ্র স্থিতো যজ্ঞঃ সনাতনঃ
দক্ষো যজ্ঞফলঞ্চৈব প্রাপ্তবান্ স প্রজাপতিঃ ॥ ৬০
ইমাং চোদাহৃতাং দিব্যাং কথামিতি স বুদ্ধিমান্ ।
শ্রাবয়েদ্ যস্তু বিপ্রেভ্যঃ শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ৬১
অবাপ্য সর্ব্বযজ্ঞানাং দেবলোকে মহীয়তে ।
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥ ৬২

---

রুদ্র ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন কারণ, আমি ইহা জানিয়াছি যে, আপনি সমস্ত ভূত ও আগমসমূহের আচার্য্য। কর্ম্ম জড়, অতএব উহা চিন্ময় পরমাত্মা আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারে না ॥ ৪৮-৪৯

ভারত ! ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বদা প্রাণিগণের কর্ম্মসমূহের কর্ত্তা ও বিকর্ত্তা। ইনি ভূতবর্গের শেষ ( অন্ত ) নহেন, শেষী এবং সেইরূপ প্রাণিগণের মধ্যে উত্তম ॥ ৫০

রাজন্ ! যাহারা কর্ম্মসমূহের জন্য নানাপ্রকার শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অন্তর্য্যামী রূপে স্থিত হইয়া ইনি স্বয়ংই কর্ম্ম করেন ( কর্ম্মে প্রেরণাদান করেন। ) কর্ত্তা ও প্রয়োজক—এই উভয় হইতে ভিন্ন যে উত্তম ( বিষ্ণু ) পরমাত্মা, তিনিই এরূপ নিয়ম করিয়াছেন ॥ ৫১

তদনন্তর অন্তরিক্ষ হইতে সিদ্ধগণের মুখনিঃসৃত এই পরম অদ্ভুত ও শুভ বাক্য শুনা যাইতে লাগিল—সনাতন পরমেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৫২

এই সময়ে রুদ্র হইতে উৎপন্ন বলবান্ নন্দী ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পিনাক উত্তোলন করত যুদ্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর মস্তকে প্রহার করিলেন ॥ ৫৩

তখন সম্পূর্ণ ভূতগণের পরিপালক সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু হরি নন্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি নন্দীকে ভর্ৎসিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৪

ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মসমান হইয়া তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। তিনি জটাভারে যুক্ত হইয়া স্থাণুর ( ঠুঁঠা কাঠের ) ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, অক্ষোভ্য, আক্রমণ করিতে সমর্থ এবং প্রলয়াগ্নিতুল্য তেজস্বী হইয়াও শান্তিস্বরূপ শ্রীহরি সেই সময় নিজের চিত্তকে শান্ত করিয়া রাখিলেন ॥ ৫৬

সদা কামনাসমূহের পরিত্যাগকারী ধর্ম্মপরায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া সেই যজ্ঞে বুদ্ধিমান্ রুদ্রদেবের জন্য ভাগের কল্পনা ( ব্যবস্থা ) করিলেন ॥ ৫৭

রাজেন্দ্র ! যাহাকে রুদ্রদেব নাশ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞকে পুনরায় ভগবান্ বিষ্ণু বিধি অনুসারে সম্পন্ন করাইলেন। ভূপতে ! সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু ও রুদ্রের ঘোর যুদ্ধে সকল গণ যথাযোগ্য পক্ষে সম্মিলিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৮

দক্ষযজ্ঞ নাশের সময় যাঁহারা যাঁহার পক্ষে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জগতে সেই সময় যজ্ঞের বিনাশই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইল ॥ ৫৯

রাজেন্দ্র ! কিন্তু যজ্ঞ সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে স্থিতশীল ও সনাতন। সেইজন্য প্রজাপতি দক্ষ সেই যজ্ঞের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬০

যে পবিত্র, সংযতচিত্ত ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ এস্থলে কথিত এই দিব্য কথা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সমস্ত [illegible] শাস্ত্র অধ্যয়ন করত দেবলোকে পূজিত হন ॥ ৬১

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যিনি কূপ হ'তে জল তুলে রেখে জলসত্র খুলে বসে জলদান করেন, তাঁর কাছে পিপাসিত হ'য়ে যে ছুটে যায়, সেই জলপান ক'রে কৃতার্থ হয়। পিপাসা দূর হ'য়ে যায়। শান্ত হয়। সেইরূপ সিদ্ধগুরু নিজে সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভের পর করুণাপরবশ হয়ে সংসার তাপদগ্ধ মানবগণকে উদ্ধার করবার জন্য শিষ্যের উপর শক্তি সঞ্চার করেন। শিষ্য সেই শক্তিপ্রভাবে অনায়াসে ঈশ্বরসিদ্ধি লাভ করে।"

( ১ )

"শুদ্ধ আহার, সদাচার, যথাকালে উপাসনা, সংযম করলে মানুষ অবশ্য কৃতার্থ হ'তে পারে। সর্ব্বদা নাম ও লীলাচিন্তা কলির সদুপায়। শেষে লীলাচিন্তাই রূপ আনেনা ভাবের ভিতর দিয়া তাহা দিয়া অন্তরে প্রবেশ ক'রে স্থির করে দেয়।"

( ২ )

"না, শাস্ত্রবাণী কখনও মিথ্যা হ'তে পারেনা। সমুদ্রের বেলাতিক্রম, মেরুর চলন, চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহণের কক্ষত্যাগ কখন সম্ভব হ'তেও পারে কিন্তু শাস্ত্রবাণী মিথ্যা হ'তে পারেনা পারেনা। শাস্ত্রপথ প্রহরীবেষ্টিত নিরাপদ রাজপথ। এ পথ একান্তভাবে যে আশ্রয় করে, সে নির্ভয় হৃদয়ে হাসতে হাসতে সেই অনাম, অরূপ রাজার রাজ্যে পৌঁছে যায়।"

—:o:—

Magh 1383 B.S. Regd No. W B NC-57 ahabharata 104 105
Falgun 1383 B.S.

# Aryashastra

Jan.—Mar. 1977

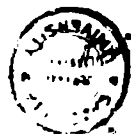
## শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"গঙ্গায় একটি কলসী ডুবিয়ে রেখে দিলে, কলসীর জলে গঙ্গা-জলে কোন ভেদ না থাকলেও যেমন কলসীর ব্যবধানের জন্য, কলসীর জল গঙ্গায় মিলতে পারেনা। কলসী ভেঙ্গে গেলে তবে মেলে. সেইরকম জীব ভগবৎ-সাগরে ডুবে থেকেও দেহ-ঘট উপাধির জন্য পৃথক হ'য়ে থাকে। গুরুকৃপায় যখন বিরজিনী জেগে উঠেন তখন একে একে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এই তিনটা দেহরূপ ঘট ভেঙ্গে তবে তাতে মিলতে পারেন।"

( ১ )

"যতক্ষণ বলবার ভাষা আছে বা মনন করবার মন আছে ততক্ষণ 'আমি তোমার শরণাগত' এই মহামন্ত্রটি ধরে থাকতে হবে বাস—এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে যায়, একটা অন্তঃশীলতা এসে উপস্থিত হয়। সবই আনন্দময় হ'য়ে যায়

—•



শ্রীরাধারমণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২. পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ. পি. ডব্লিউ ডি রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

# আর্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ



# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

আমিকে মারতে হলে 'আমার' শেষ করে দিতে হ'বে। 'সব আমার'—এর মূল হ'ল "আমার দেহ"। নমঃ—ন "মম", নম—একটি মকার লোপ হয়ে গেছে—এ দেহ ন মম আমার নয়। দেহটাকে উৎসর্গ করবার জন্য এতো নমো নমঃ। দেহটাকে তোমার করে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত, এই দেহটাকে নিবেদন করবার জন্যই নমঃ নমঃ করবার কথা শাস্ত্র বলেছেন"।

( ১ )

"কালক্রমে এখনকার বহির্মুখ লোকের বর্ণাশ্রম পালেনি, বর্ণাশ্রমধর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সমতা-উদারতা দেখাতে গিয়ে বেচারাদের দুর্গতি সীমা নাই। রোগে-শোকে অভাবে নানা যন্ত্রণায় পারিবারিক অশান্তিতে মনের উদ্বেগ নিয়ে বেচারারা ছুটে বেড়াচ্ছে। আরে যে শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, তাকে শান্তি দেবে কে—সে শান্তি পেতে পারেনা—পারেনা!"

( ৩ )

"শুদ্ধ আহার, সংযম সন্ধ্যা গায়ত্রী ধরে থাকলেও মূলক্ষেত্রে পৌঁছিতে দেরী হবেনা সকল সাধনার সার ব্রহ্মচর্য্য, সেটি প্রাণপণে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে হবে, রাম রাম রাম রাম।"

—•—

১৫শ বর্ষ, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৮৩।৮৪

দশম সংখ্যা— মঙ্গলচণ্ডিকা যাত্রা
একাদশ সংখ্যা— চান্দনী যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

## শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

# হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

( জয়গুরু সম্প্রদায় )

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ ( ফোন : ৫৮-২৭৩১ )

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী ( বিবেকানন্দ রোডের মোড় ) কলিকাতা-৬ ( ফোন্ নং ৩৪-৪৪০৮ )

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলী



১। আর্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন. পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, 'আর্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে 'সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩' এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্রলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫



পুরাণে পৌষ্করে চৈব ময়া দ্বৈপায়নেরিতঃ
যথাবদনুপূর্ব্বেণ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬৩
যস্ত্বেনমগ্র্যং পুরুষং পুরাণং
সদাপ্রযতঃ শৃণুয়াদ্ যথোক্তম্ ।
অবাপ্য কামানিহ বীতশোকঃ
পরত্র চ স্বর্গফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব-কথিত পরমাত্মার এই পুষ্করনামক প্রাদুর্ভাব আমি এই পুরাণে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে ক্রমশঃ যথাযথরূপে শ্রবণ করাইলাম। মহর্ষিগণ ইহার স্তব করিয়াছেন। ৬১-৬৩

যে পুরুষ সদা সাবধান থাকিয়া এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ যথাযথরূপে শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত কামনাসমূহ প্রাপ্ত করত বীতশোক হইয়া পরলোকেও স্বর্গীয় ফলসমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন। ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বারাহাবতারস্যোপক্রমঃ । ]

জনমেজয় উবাচ

প্রাদুর্ভাবঃ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিততেজসঃ
সতাং কথয়তাং বিপ্র বারাহ ইতি নঃ শ্রুতঃ ॥ ১
ন জানেঽস্য চরিতং ন বিধিং নৈব বিস্তরম্
ন কর্ম্ম গুণসদ্ভাবং ন হেতুং ন মনীষিতম্ ॥ ২
কিমাত্মকো বরাহোঽসৌ কা মূর্ত্তিঃ কাস্য দেবতা
কিমাচারঃ কিম্প্রভাবঃ কিং বা তেন পুরা কৃতম্ ॥ ৩
এতন্মে সংশয়স্যেন বারাহং শ্রুতিবিস্তরম্ ।
যজ্ঞার্থং সমেতানাং দ্বিজাতীনাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতত্তে কথয়িষ্যামি পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরিতম্ ।
মহাবরাহচরিতং কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৫
যথা নারায়ণো রাজন্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ ।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্রস্থামুজ্জহারারিসূদনঃ ॥ ৬
ছান্দসীভিরুদারাভিঃ শ্রুতিভিঃ সমলঙ্কৃতঃ
শুচিঃ প্রযত্নবান্ ভূত্বা নিবোধ জনমেজয় ॥ ৭
ইদং পুরাণং পরমং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্ ।
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং নাস্তিকায় ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৮

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

[ বারাহাবতারের উপক্রম । ]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবর! আমি সৎপুরুষগণের মুখ হইতে পুরাণসমূহে অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর 'বারাহ' নামক অবতারের কথা শুনিয়াছি। ১

অধিকাংশ মানুষই ভগবান্ বরাহের চরিত্র জানে না, তাঁহার বিধি ও বিস্তারও জানে না, তাঁহার কর্ম্ম ও গুণবত্তাও জানে না এবং সেই অবতারের হেতু ও তাঁহার মনোগত বিচারও অনেকে জানে না। ২

সেই বরাহের স্বরূপ কি? তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ? তাঁহার দেবতা কে? তাঁহার আচার ও প্রভাব কিরূপ? অথবা তিনি পূর্ব্বকালে কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন? ৩

ইহাই আমার সংশয়রূপে প্রশ্ন। যজ্ঞের জন্য সমবেত এই মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগেরও বরাহ-অবতারসম্বন্ধী কথা সবিস্তরে শ্রবণ মঙ্গলকর হইবে। অতএব আপনি ইহা বর্ণনা করুন। ) ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণুর এই মহাবরাহচরিত পুরাণকথিত এবং বেদতুল্য আদরণীয়। নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা যুক্ত (অনুমোদিত) এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত। আমি ইহা তোমার নিকট বর্ণনা করিব। ৫

রাজা জনমেজয়! শত্রুসূদন ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করত উদার বৈদিক শ্রুতিসমূহে অলঙ্কৃত, পবিত্র ও প্রযত্নশীল হইয়া যেভাবে একার্ণবের জলে নিমগ্না পৃথিবীকে নিজের এক দন্তের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সব চরিত্র শ্রবণ কর। ৬-৭

এই পরম পবিত্র, পুরাতন, বেদতুল্য প্রামাণিক ও নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা অনুমোদিত চরিত্রের বর্ণনা কোন নাস্তিকের নিকট করিবে না। ৮

পুরাণমেতদখিলং সাংখ্যং যোগং তথৈব চ।
কার্ৎস্ন্যেন বিদিনা প্রোক্তং যোঽস্যার্থং জ্ঞাস্যতে পুমান্ ॥ ৯
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ।
প্রজানাং পতয়শ্চৈব সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ১০
মনসস্তনয়াশ্চৈব পূর্বজাশ্চ মহর্ষয়ঃ।
বসবোঽপ্সরসশ্চৈব গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ১১
দৈত্যাঃ পিশাচা নাগাশ্চ ভূতানি বিবিধানি চ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ম্লেচ্ছাদয়ো ভুবি ॥ ১২
চতুষ্পদানি সর্বাণি তির্যগ্‌যোনিগতানি চ
জঙ্গমানি চ সত্ত্বানি যচ্চান্যজ্জীবসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৩
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে ব্রাহ্মেঽহনি তথাগতে।
নির্বাণে সর্বভূতানাং সর্বোৎপাতসমুদ্ভবে ॥ ১৪
হিরণ্যরেতাস্ত্রিশিখস্ততো ভূত্বা বৃষাকপিঃ।
শিখার্চির্বিবিধৈর্লোকান্ সংশোষয়তি দীপ্তিমান্ ॥ ১৫
দহ্যমানাস্ততস্তস্য তেজোরাশিভিরগ্রতঃ।
বিবর্ণবর্ণা মহাত্মা হতাচ্ছিন্নাঙ্গৈরনেকৈঃ ॥ ১৬
সাঙ্গোপনিষদা বেদা ইতিহাসপুরাণগাঃ।
সর্ববিদ্যাশ্রয়াশ্চৈব সত্ত্বংসম্পদপরায়ণাঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা জগতো শিরসোমুখম্।
সর্বে দেবগণাশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ কোটয়ঃ ॥ ১৮
তস্মিন্নহনি সম্প্রাপ্তে তং তং সহস্রকম্।
প্রবিশন্তি মহাযোগং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৯
তেষাং ভূয়ঃ প্রবৃত্তানাং নিধনোৎপত্তিরুচ্যতে।
যথা সূর্যস্য সততমুদয়াস্তময়াবিহ ॥ ২০
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে।
তস্মিন্ জীবকৃতং সর্বং নিঃশেষমবতিষ্ঠতে ॥ ২১
সংহৃত্য লোকান্ সর্বান্ স সদেবাসুরপন্নগান্।
কৃত্বা গর্ভে ভগবানাস্তে একো জগদ্‌গুরুঃ ॥ ২২
যঃ স্রষ্টা সর্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃ পুনঃ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবস্তস্য সর্বমিদং জগৎ ॥ ২৩

এই সম্পূর্ণ পুরাণ সাংখ্য-যোগময়। যে বিদ্বান্ পুরুষ ইহার অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার জন্য ইহাতে পূর্ণরূপে বিধিপূর্বক সাংখ্য-যোগের বর্ণনা আছে। ৯

বিশ্বেদেব, সাধ্য, রুদ্র ও আদিত্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতি, সপ্ত ঋষি, ব্রহ্মার মানসপুত্রদের দ্বারা উৎপন্ন পূর্বজ মহর্ষিগণ, বসু, অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, নাগ, নানাপ্রকার ভূতগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ভূতলবাসী, ম্লেচ্ছপ্রভৃতিরা, সমস্ত চতুষ্পদ, তির্যগ্‌যোনির জীবগণ, জঙ্গমমাত্র জীবগণ এবং অন্যান্য জীবনামধারী ভূতগণ—ইহারা সকলেই ভগবান্ নারায়ণের (বিষ্ণুর) স্বরূপ। ১০-১৩

এক সহস্র চতুর্যুগ পূর্ণ হইলে পর শেষে যখন ব্রহ্মার দিন সমাপ্ত হয় এবং সর্বপ্রকার উৎপাতসমূহের দ্বারা সকল প্রাণীর সংহার হইতে থাকে, সেই সময় অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপ তিন শিখাবিশিষ্ট প্রলয়ঙ্কর অগ্নিদেব প্রকটিত হন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ। তিনি নিজের শিখাসমূহের দ্বারা বিবিধ লোকসকল ও সমস্ত দেহধারীদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন। ১৪-১৫

এই অগ্নির জ্বালাময় মুখসমূহ ও তেজোরাশির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় শ্রীহীন হইয়া বেদ, উপনিষদ ও ইতিহাসাদি, যাঁহারা সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় এবং সত্ত্বসম্পদপরায়ণ ছিলেন, ইহারা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া উত্তরের দিকে সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট পরমাত্মায় প্রবিষ্ট হইয়া যাইবেন। এই দিন উপস্থিত হইলে পর তেত্রিশ কোটি সংখ্যাবিশিষ্ট সমস্ত দেবতাগণও মহান্, অবিনাশী, হরিস্বরূপ, মহাযোগী ও প্রভু নারায়ণ শ্রীহরিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ১৬-১৯

যেরূপ এই জগতে সর্বদাই সূর্যদেবের উদয় ও অস্ত হইতেই থাকে অর্থাৎ একদেশে বিদ্যমান সূর্য যখন অন্য দেশে দৃষ্ট হন না, তখন সেই দেশের লোকসকল তাঁহাকে অস্তমিত বলিয়া থাকে এবং যখন তিনি দৃষ্ট হইতে থাকেন, তখন তাঁহার উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে করে, সেইরূপ ভগবান্ নারায়ণে বারংবার প্রবিষ্ট জীবগণের সংহার ও উদয় সর্বদাই হইতে থাকে। ইহার তাৎপর্য হইল—ব্রহ্মার দিনের শেষে যখন সারা জগৎ নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তখন উহা প্রলয় হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়; কারণ, প্রলয়বিষয়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় নারায়ণের উদরে পূর্ণ এই জগৎকে দর্শন করিয়াছিলেন। ২০

সহস্র চতুর্যুগ পূর্ণ হইয়া যাইলে পর এক কল্পের সংহার হইয়া যায়। তখন উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই অবস্থায় জীবের কৃত সব কিছুই নষ্ট হইয়া যায়। ২১

দেবতা, অসুর ও নাগগণসহ সম্পূর্ণ লোকসকলকে সংহার করিয়া তাহাদিগকে নিজের উদরের মধ্যে স্থাপিত করত একমাত্র জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীহরিই অবশিষ্ট থাকেন। ২২

যিনি কল্পান্তে বারংবার সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন,

নষ্টার্ককিরণে লোকে চন্দ্ররশ্মিবিবর্জিতে
ত্যক্তধূমাগ্নিপবনে ক্ষীণযজ্ঞবষট্ক্রিয়ে ॥ ২৪
অপক্ষিগণসঞ্চারে সর্বপ্রাণিচরে পথি।
অমর্যাদাকুলে রৌদ্রে সর্বতস্তমসা বৃতে ॥ ২৫
অদৃশ্যে সর্বলোকেঽস্মিন্নভাবে সর্বকর্মণাম্।
প্রশান্তে সর্বসম্পাতে নষ্টে বৈরপরিগ্রহে ॥ ২৬
গতে স্বভাবসংস্থানং লোকে নারায়ণাত্মকে।
পরমেষ্ঠী হৃষীকেশঃ শয়নায়োপচক্রমে ॥ ২৭
পীতবাসা লোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণো জীমূতসন্নিভঃ।
শিখাসহস্রবিকচং জটাভারং সমুদ্বহন্ ॥ ২৮
শ্রীবৎসলক্ষণধরং রক্তচন্দনভূষিতম্।
বক্ষো বিভ্রন্মহাবাহুঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ॥ ২৯
পুণ্ডরীকসহস্রস্য মালয়া শুশুভে তদা।
পত্নী চৈব স্বয়ং লক্ষ্মীর্দেহমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩০

ততঃ স্বপিতি ধর্মাত্মা সর্বলোকপিতামহঃ।
কিমপ্যমিতবিক্রান্তো নিদ্রাযোগমুপাগতঃ ॥ ৩১
ততো বর্ষসহস্রে তু পূর্ণে স পুরুষোত্তমঃ।
স্বয়মেব বিভুর্ভূত্বা বুধ্যতে বিবুধাধিপঃ ॥ ৩২
ততশ্চিন্তয়তে ভূয়ঃ সৃষ্টিং লোকস্য লোককৃৎ।
পিতৃদেবাসুরনরান্ পারমেষ্ঠ্যেন কর্মণা ॥ ৩৩
ততশ্চিন্তয়তঃ কার্যং দেবেষু সমিতিঞ্জয়ঃ
সম্ভবঃ সর্বলোকস্য বিদধাতি স বাক্পতিঃ ॥ ৩৪
কর্তা চৈব বিকর্তা চ সংহর্তা চ প্রজাপতিঃ।
ধাতা বিধাতা চ তথা সংযমো নিয়মো যমঃ ॥ ৩৫
নারায়ণপরা দেবা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ।
নারায়ণপরো যজ্ঞো নারায়ণপরা শ্রুতিঃ ॥ ৩৬
নারায়ণপরো মোক্ষো নারায়ণপরা গতিঃ।
নারায়ণপরো ধর্মো নারায়ণপরঃ ক্রতুঃ ॥ ৩৭

---

তিনিই এই অনন্ত সনাতন দেব শ্রীহরি, তাঁহারই এই সম্পূর্ণ জগৎ। ২৩

যখন জগৎ হইতে সূর্যের কিরণ লোপ হইয়া যায়, চন্দ্রেরও রশ্মি আর থাকে না, অগ্নি ও পবনও পরিত্যক্ত হইয়া যান, যজ্ঞ ও বষট্কারের ক্রিয়াসমূহ সর্বথা ক্ষীণ হইয়া যায়, পক্ষিসকলেরও দল অবশিষ্ট থাকে না, পথে পথে সমস্ত প্রাণিগণের গমনাগমন বন্ধ হইয়া যায়, যখন এই জগৎ মর্যাদারহিত, ভয়ঙ্কর ও সর্বদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যখন ইহাতে সকল লোকই অদৃশ্য হইয়া যায়, সমস্ত কর্মের অভাব হয়, সর্বদিকে শান্তি বিরাজ করে, সকলের অন্ত হইয়া যায়, বৈর-বিরোধ নষ্ট হইয়া যায়, সকল লোক নিজেদের স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয় এবং সারা বিশ্ব নারায়ণস্বরূপ হইয়া যায়, সেই সময় পরমেষ্ঠী ভগবান্ হৃষীকেশ শয়নের জন্য উপক্রম করেন। ২৪-২৭

সেই সময় পীতবস্ত্রধারী তাঁহার নয়ন দিবং রক্তবর্ণ এবং অঙ্গকান্তি মেঘের সমান শ্যামবর্ণ থাকে। তিনি মস্তকে সহস্র শিখায় বিকসিত জটাভার বহন করেন। ২৮

তাঁহার রক্তচন্দনে বিভূষিত পবিত্র বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-শোভায় সংযুক্ত থাকে। এই শোভা ধারণ করিয়া মহাবাহু শ্রীহরি বিদ্যুৎসহ মেঘের সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হন। ২৯

সেই সময় তাঁহার কণ্ঠদেশে সহস্র কমলের মালা শোভা পাইতে থাকে। তাঁহার পত্নী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তাঁহার সম্পূর্ণ শরীরকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করেন। ৩০

তারপর সমস্ত লোকসকলের পিতামহ ও অমিতপরাক্রমী এই ধর্মাত্মা নারায়ণ নিদ্রাযোগ অবলম্বন করত কোনও এক অনির্বচনীয় রীতিতে শয়ন করেন। ৩১

তদনন্তর সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে পর এই সর্বব্যাপী দেবেশ্বর পুরুষোত্তম স্বয়ংই জাগরিত হন। প্রত্যেক কল্পের শেষে তিনি এইভাবে শয়ন করেন এবং জাগরিত হন। ৩২

তাহার পর এই লোককর্তা ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় লোকসৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করেন। ব্রহ্মোচিত কর্মের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যদিগের উৎপত্তির বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। ৩৩

তদনন্তর এই যুদ্ধবিজয়ী ও বাণীর অধিপতি ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিতে এবং সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৩৪

ইনিই ভূতগণের স্রষ্টা ও ভৌতিক বস্তুসমূহকে বিবিধ রূপে উৎপন্নকারী। ইনিই সংহারকারী ও প্রজাপালক। ধাতা, বিধাতা, সংযম, নিয়ম ও যম ইনিই। ৩৫

সমস্ত দেবতাগণ নারায়ণেরই উপাসক। সকল ক্রিয়া নারায়ণকেই প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞের পরম আশ্রয় নারায়ণই এবং শ্রুতিসমূহের পরম প্রতিপাদ্য তত্ত্বও নারায়ণই। ৩৬

মোক্ষের পরাকাষ্ঠা নারায়ণই। সর্বোত্তম গতি নারায়ণ। ধর্মের পরম লক্ষ্য নারায়ণই এবং যজ্ঞও নারায়ণেরই প্রসন্নতার জন্য। ৩৭

নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরং তপঃ
নারায়ণপরং সত্যং নারায়ণপরং পদম্ ।
নারায়ণপরো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৮
যজ্ঞভূরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ব্রহ্মা ভুবনাধিপঃ ।
স বায়ুরিতি বিজ্ঞেয় এষ যজ্ঞঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯
সদসচ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ স যজ্ঞঃ স প্রজাকরঃ ।
যদ্বেদিতব্যং ত্রিদশৈস্তদেষ পরিবিন্দতি ॥ ৪০
যচ্চ বেদ্যং ভগবতো দেবা অপি ন তদ্ বিদুঃ ।
প্রজানাং পতয়ঃ সপ্ত ঋষয়শ্চ সহামরৈঃ ॥ ৪১
নাস্যান্তমধিগচ্ছন্তি ততোঽনন্ত ইতি শ্রুতিঃ ।
যদস্য পরমং রূপং তন্ন পশ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ৪২
প্রাদুর্ভাবেষু সম্ভূতং তদর্চন্তি দেবতাঃ
যন্ন দর্শিতবান্ দেবঃ কস্তমন্বেষ্টুমর্হতি ॥ ৪৩

গ্রামণীঃ সর্বভূতানামগ্নিমারুতয়োর্গতিঃ ।
তেজসস্তপসশ্চৈব নিধানমমৃতস্য চ ॥ ৪৪
চতুরাশ্রমবর্ণেষু চাতুর্হোত্রফলাশনঃ ।
চতুঃসাগরপর্যন্তশ্চতুর্যুগনিবর্তকঃ ॥ ৪৫
তদেষ সংহৃত্য জগৎ কৃত্বা গর্ভস্থমাত্মনঃ
মুমোচাণ্ডং মহাযোগী ধৃতং বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ৪৬
সুরাসুরদ্বিজভুজগাপ্সরোগণৈ-
র্দ্রুমৌষধিক্ষিতিধরযক্ষগুহ্যকৈঃ
প্রজাপতিঃ শ্রুতিভিরনেকশঃ স্তুতঃ
তদাসৃজজ্জগদিদমাত্মনা প্রভুঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বারাহে প্রাদুর্ভাবে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

---

জ্ঞানের উৎকৃষ্ট রূপ নারায়ণ। তপস্যারও পরম প্রাপ্য বস্তু নারায়ণই। সত্যও নারায়ণেরই প্রাপ্তির সাধন এবং পরমপদও নারায়ণই। নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতা হন নাই ও হইবেও না। ৩৮

ইঁহাকে সমস্ত ভুবনের অধিপতি যজ্ঞ ও ব্রহ্মা বলিয়া জানিবে। ইঁহাকে বায়ু বলিয়াও জানিবে এবং ইনিই সনাতন যজ্ঞ। ৩৯

ইঁহাকে সৎ ও অসৎ বলিয়াও জানিবে। ইনিই যজ্ঞ এবং প্রজাবর্গের স্রষ্টা। দেবতাগণের দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্তব্য বস্তু আছে, সেই সবেরই প্রাপ্তি ইনিই করাইয়া থাকেন। ৪০

শ্রীভগবানের যে বেদ্য তত্ত্ব, তাহা দেবগণও জানেন না। দেবগণসহ প্রজাপতি ও সপ্তর্ষিগণও তাঁহার অন্ত জানেন না, সেইজন্য 'অনন্ত' নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। ৪১

ইঁহার যে পরম উৎকৃষ্ট রূপ, তাহা দেবলোকে দেবতারা দর্শন করেন। অবতারসমূহে তাঁহার যে স্বরূপ প্রকটিত হয়, দেবগণ তাঁহার পূজা করেন। যাহাকে স্বয়ং ভগবান্ না দর্শন করান, তাহার অন্বেষণ কে করিতে পারে? ৪২ ৪৩

তিনি সমস্ত প্রাণিগণের নেতা, জঠরানল ও প্রাণের গতি এবং তপ, তেজ ও অমৃতের নিধি। ৪৪

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণে চাতুর্হোত্র যজ্ঞের ফলভোগী এবং সেই ফলের প্রাপ্তিকারক ইনিই। ইনি চার সমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং চার যুগের নিবর্তক অর্থাৎ আবর্তনকারী। ৪৫

এই মহাযোগী শ্রীহরি সম্পূর্ণ জগৎকে সংহার করিয়া তাহাকে নিজ গর্ভে ( উদরে ) স্থাপিত করত সহস্র বর্ষ পর্যন্ত ধারণ করিবার পর অণ্ডের ( ব্রহ্মাণ্ডের ) রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। ৪৬

শ্রুতিগণ স্তব করেন। সেই সময় এই ভগবান্ প্রজাপতি দেবতা, অসুর, দ্বিজ, নাগ, অপ্সরা, বৃক্ষৌষধি, পর্বত, যক্ষ ও গুহ্যকগণের সহিত ব্রাহ্মণসমূহকেও নিজেরই স্বরূপের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৪৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ ভগবতা যজ্ঞবরাহেণ পৃথিব্যা উদ্ধারঃ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জগদণ্ডমিদং পূর্ব্বমাসীৎ সর্ব্বং হিরণ্ময়ম্ ।
প্রজাপতের্মূর্ত্তিময়মিত্যেবং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ১
ততো বর্ষসহস্রান্তে বিভেদোর্দ্ধমুখং বিভুঃ
লোকসঞ্জননার্থায় বিভেদাণ্ডং পুনঃ পুনঃ ॥ ২
ভূয়োঽষ্টধা বিভেদাণ্ডং প্রভুর্বৈ লোকযোনিকৃৎ ।
চকার জগতশ্চাত্র বিভাগং সর্ব্বভাগবিৎ ॥ ৩
যচ্ছিদ্রমূর্দ্ধমাকাশং পরা সুকৃতিনাং গতিঃ
বিহিতং বিশ্বযোগেন যদণ্ডস্য রসাতলম্ ॥ ৪
যদণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং দেবলোকসিসৃক্ষয়া ।
সমন্তাদষ্টধা যানি ছিদ্রাণি কৃতবান্ স সঃ ॥ ৫
বিদিশস্তা দিশঃ সর্ব্বা নবধৈব মহোদধিঃ
নানারাগবিরাগাণি যান্যণ্ডশকলানি বৈ ॥ ৬
বহুবর্ণবিরাজিত্রা বহুবৃত্তে বলাহকাঃ ।
যদণ্ডমধ্যে স্বয়ং তদ্ভূতমাসীৎ সমাহিতম্ ॥ ৭
জাতরূপং তদভবৎ সর্ব্বং পৃথিবীতলে
ততঃ ক্ষেদার্ণবৌঘেন প্রাচ্ছাদ্যত সমন্ততঃ ॥ ৮
পৃথিবী নিখিলা রাজন্ যুগান্তে সাগরৈরিব ॥ ৯
যচ্চাণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং দেবলোকচিকীর্ষয়া ।
তত্র তৎ সলিলং স্কন্নং সোঽভবৎ কাঞ্চনো গিরিঃ ॥ ১০
তেনাম্ভসা প্লুতাঃ সর্ব্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা
অন্তরিক্ষঞ্চ নাকঞ্চ যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদন্তরম্ ॥ ১১
যত্র যত্র জলং স্কন্নং তত্র তত্র স্থিতো গিরিঃ
শৈলৈঃ সমন্তৈর্গহনা বিষমা পৃথিবী ভবৎ ॥ ১২
তৈঃ সপর্ব্বতজালৌঘৈর্বহুযোজনবিস্তৃতৈঃ
পীড়িতা গুরুভির্দেবী পৃথিবী ব্যথিতাভবৎ ॥ ১৩

---

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

[ ভগবান্ যজ্ঞবরাহকর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! বৈদিকী শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন যে, প্রজাপতির মূর্ত্তিস্বরূপ এই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে সুবর্ণময় অণ্ডের রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল । ১

তারপর সহস্র বৎসরের শেষে সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ উক্ত অণ্ডের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া দিলেন । পুনরায় সমস্ত লোকের উৎপত্তির জন্য তিনি সেই অণ্ডে । নিম্নভাগে ) আর একটি ছিদ্র করিলেন । ২

সমস্ত লোকসমূহের জন্মদাতা সর্ব্বজ্ঞানী ভগবান্ পুনরায় সেই অণ্ডে আটটি ছিদ্র করিলেন । সর্ব্ব প্রকার ভাগ-বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি এখানে জগতের বিভাগ করিলেন । ৩

সেই অণ্ডের উপরে যে ভেদ করিয়াছিলেন, তাহা আকাশ হইল, যাহা পুণ্যাত্মা পুরুষদের গতি । এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যাঁহার যোগ, সেই পরমাত্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে নিম্নভাগে ভেদ করিয়াছিলেন, তাহা রসাতল হইল । ৪

দেবলোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় ভগবান্ পূর্ব্বে যে অণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার চতুর্দ্দিকে তিনি যে আটটি ছিদ্র করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই দিক্ ও বিদিক্ হইল । তিনি সমুদ্র দ্বারাই সেই সমস্তকে নয়ভাগে বিভক্ত করিলেন । সেই অণ্ডের যে নানা রঙ-বিরঙের খণ্ডসকল ছিল, তাহারাই বহু বর্ণধারী ও বিচিত্র মেঘসমূহ হইল । ৫-৬

সেই অণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত যে দ্রব পদার্থ ছিল, যাহাকে স্বর্ণ বলা হয়, তাহা সমস্ত দিকে পতিত হইয়া যাইল এবং তাহাই এই পৃথিবীতে জাতরূপ ( স্বর্ণ ) হইল । ৭

রাজন্ ! যেরূপ প্রলয়কালে সমস্ত পৃথিবী সমস্ত সাগরের দ্বারা সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ক্লেদরূপ জলের প্রবাহ ভূতলকে সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত করিল । ৮-৯

ভগবান্ দেবলোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় পূর্ব্বে যে অণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিলেন, উহাতে স্থানে স্থানে সেই জল স্থগিত হইয়া পতিত হইল, উহাই সুবর্ণময় পর্ব্বত হইয়া যাইল । ১০

সেই জল সমস্ত দিক্ ও উপদিক্সমূহকে আপ্লাবিত করিল । অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও ইহাদের উভয়ের মধ্যভাগে অন্য যে সব স্থান ছিল, সেই সবের মধ্যে যে যে স্থানে সেই জল পতিত হইল, সেই সেই স্থানে এক পর্ব্বত হইয়া যাইল । ১১

সেই সমস্ত পর্ব্বতসমূহে অবরুদ্ধ হইয়া এই পৃথিবী গহন ও বিষম হইয়া যাইল । অনেক যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই ভারী পর্ব্বতসমূহে অবনত হইয়া পৃথিবীদেবী পীড়ায় ব্যথিত হইলেন । ১২-১৩

মহীতলে স্থিতং জলং দিব্যং নারায়ণাত্মকম্
হিরণ্ময়ং সমুদ্দিষ্টং তেজো বিমলরূপিণম্ ॥ ১৪
অশক্তা বৈ ধারয়িতুমথ সা প্রবিবেশ হ
পীড্যমানা ভগবতস্তেজসা তেন সা ক্ষিতিঃ ॥ ১৫
পৃথিবীং বিশতীং দৃষ্ট্বা তামথো মধুসূদনঃ
উদ্ধারার্থং মনশ্চক্রে লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

মত্তেজ এব বলবৎ সমাসাদ্য তপস্বিনী।
রসাতলং বিশেদ্দেবী পঙ্কে গৌরিব দুর্বলা ॥ ১৭

পৃথ্ব্যুবাচ

ত্রিবিক্রমায়ামিতবিক্রমায়
মহানৃসিংহায় চতুর্ভুজায়
শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসিগদাধরায়
নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ১৮
ত্বয়াহং ধার্যতে দেব ত্বয়া সংধ্রিয়তে জগৎ
ত্বং চ ধারয়সে ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ ॥ ১৯
যস্ত্বয়া ধার্যতে কিঞ্চিত্তেজসা চ বলেন চ
ততস্তব প্রসাদেন ময়া পশ্চাত্তু ধার্যতে ॥ ২০
ত্বয়া ধৃতং ধারয়ামি নাধৃতং ধারয়াম্যহম্।
ন হি তদ্ বিদ্যতে ভূতং ত্বয়া যন্ন তু ধার্যতে ॥ ২১
ত্বমেব পুরুষো বীর নারায়ণ যুগে যুগে।
মম ভারাবতরণং জগতো হিতকাম্যয়া ॥ ২২
তবৈব তেজসা ক্রান্তাং রসাতলতলং গতাম্।
ত্রায়স্ব মাং সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাম্ ॥ ২৩
দানবৈঃ পীড্যমানাহং রাক্ষসৈশ্চ দুরাত্মভিঃ।
ত্বামেব শরণং নিত্যমুপযামি সনাতনম্ ॥ ২৪
তাবন্মেঽস্তি ভয়ং ভূয়ো যাবন্ন ত্বাং ককুদ্মিনম্।
শরণং যামি মনসা শতশোঽপ্যুপলক্ষয়ে ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈর্ধরণি কল্যাণি শান্তিং ব্রজ সমাহিতা।
এষ ত্বামুচিতং স্থানমানয়ামি মনীষিতম্ ॥ ২৬

---

পৃথিবীর উপর নির্মল তেজোময় সুবর্ণময় যে নারায়ণাত্মক দিব্য জল অধিকমাত্রায় পতিত হইল, উহা ধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া পৃথিবী নিম্নে রসাতল হইতেও আরও নিম্নভাগে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; কারণ তখন সেই তেজে এই পৃথিবী অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিলেন। ১৪-১৫

পৃথিবীকে নিম্নে যাইতে দেখিয়া তখন মধুসূদন সমস্ত লোকসকলের হিত-কামনায় তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য মনস্থির করিলেন। ১৬

শ্রীভগবান্ মনে মনে বলিলেন,—এই তপস্বিনী পৃথিবীদেবী আমার প্রবল তেজের আক্রান্ত হইয়া পঙ্কে প্রবিষ্ট দুর্বল গাভীর ন্যায় রসাতলের নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ মনে হইতেছে। ১৭

(সেই সময় ভগবানের স্তুতি করিতে করিতে) পৃথিবী বলিলেন,—তিন লোককে নিজের তিন চরণের দ্বারা আক্রান্ত করিবার পর যিনি 'ত্রিবিক্রম' নামে অভিহিত হন, যাঁহার পরাক্রমকে কেহই পরিমাপ করিতে পারে না এবং যিনি নিজের চারি হস্তে শার্ঙ্গধনু, সুদর্শন চক্র, নন্দক খড়্গ ও কৌমোদকী গদা ধারণ করেন, সেই মহানৃসিংহ চতুর্ভুজ পুরুষোত্তমকে আমার নমস্কার। ১৮

ভগবন্! আপনিই নিজ শক্তির দ্বারা এই জগৎকে ধারণ করেন এবং আপনারই দ্বারা উহার সংহার হয়। আপনি সমস্ত প্রাণিগণের ভুবনকে ধারণ করেন এবং শেষে বধ করেন। ১৯

আপনি নিজ তেজ ও বলের দ্বারা যাহা কিছু ধারণ করেন, তৎ সমস্তই আমি পরে আপনারই কৃপায় ধারণ করিয়া থাকি। ২০

আপনার দ্বারা ধৃতকেই আমি ধারণ করি। আপনি যাহা ধারণ করেন নাই, এরূপ কোন কিছুই আমি ধারণ করি না। এরূপ কোনও বস্তু নাই, যাহা আপনার দ্বারা ধৃত হয় নাই। ২১

বীর! নারায়ণ! আপনিই জগতের হিত-কামনায় যুগে যুগে (অবতার গ্রহণ করত) আমার ভার অবতরণ করেন। ২২

সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনারই তেজে (আক্রান্ত পর্বতসমূহের দ্বারা) আক্রান্ত হইয়া রসাতল হইতেও নিম্নে চলিয়া আসিয়াছি এবং আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ২৩

দুরাত্মা দানবগণ ও রাক্ষসগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া আমি সদা সনাতন পরমেশ্বর আপনার শরণগ্রহণ করিয়া থাকি। ২৪

আমি শত শত বার ইহা দেখিয়াছি যে, যতক্ষণ না আমি বিনীত হৃদয়ে ককুদ পৃষ্ঠ বৃষচিহ্নিত ভগবান্ আপনার শরণগ্রহণ করি, ততক্ষণই আমার অধিক ভয় প্রাপ্ত হয়। ২৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ধরণি! ভীত হইও না। কল্যাণি! মনকে একাগ্র করিয়া শান্তি লাভ কর। এই আমি এখনই তোমাকে উচিত ও মনোবাঞ্ছিত স্থানে লইয়া আসিতেছি। ২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ ।
কিং নু রূপমহং কৃত্বা উদ্ধরামি বসুন্ধরাম্ ॥ ২৭
জলে নিমগ্নাং ধরণীং যেনাহং বৈ সমুদ্ধরে
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু দেবস্তৎকরণে মতিম্ ॥ ২৮
জলক্রীড়ারুচিত্বাৎ তু বারাহং রূপমস্মরৎ
হরিরুদ্ধরণে যুক্তস্তদা ভূতস্য চিন্তয়ন্ ॥ ২৯
অদৃশ্যং সর্বভূতানাং বাঙ্ময়ং ব্রহ্মসংস্থিতম্
দশযোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং শতযোজনম্ ॥ ৩০
নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্
মহাগিরেঃ সংহননং শ্বেতদীপ্তোগ্রদংষ্ট্রিণম্ ॥ ৩১
বিদ্যুদগ্নিপ্রতীকাশমাদিত্যসমতেজসম্
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং দৃপ্তশার্দূলগামিনম্ ॥ ৩২

পীনোন্নতকটীদেশং বৃষলক্ষণপূজিতম্ ।
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমজিতো হরিঃ ॥ ৩৩
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্ ।
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ ॥ ৩৪
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ ॥ ৩৫
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বরো মহান্
সত্যধর্মময়ঃ শ্রীমান্ ক্রমবিক্রমসৎকৃতঃ ॥ ৩৬
ক্রিয়াসত্রমহাঘোণঃ পশুজানুর্মহাকৃতিঃ
উদ্গাত্রান্ত্রো হোমলিঙ্গো বীজৌষধিমহাফলঃ ॥ ৩৭
বায্বন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগ্ বিক্রমঃ সোমশোণিতঃ ।
বেদীস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্ ॥ ৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া মহাত্মা শ্রীহরি মনে মনেই কোনও দিব্য রূপের বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—আমি কোন রূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব? সেইরূপ একরূপ হওয়া উচিত, যাহার দ্বারা জলে আমি নিমগ্ন পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত করিতে পারি। ২৭।

এরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভগবান্ সেই রূপ ধারণ করিবার বিষয়ে বুদ্ধি স্থির করিলেন। সেই সময় জলে ক্রীড়া করিবার জন্য তাঁহার রুচি হইল; অতএব তিনি বরাহরূপ স্মরণ করিলেন। পৃথিবীকে ধারণকারী শ্রীহরি তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সেই সময় তাঁহার রূপ দশ যোজন বিস্তৃত ও শত যোজন উচ্চ হইল। বেদতুল্য সম্মানিত ভগবানের সেই বাঙ্ময়স্বরূপ সমস্ত প্রাণিগণেরই অজ্ঞেয় ছিল। ২৮-৩০

তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ ছিল। তাঁহার শব্দ মেঘের গভীর শব্দেরই অনুরূপ ছিল (অথবা মেঘের গভীর গর্জনকেও তিরস্কার করিতেছিল)। শ্রীভগবানের এই বিগ্রহ বিশাল পর্বতের আকৃতির সদৃশ ছিল। তাঁহার দন্ত শ্বেত, তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর ছিল। ৩১

তাঁহার তেজ বিদ্যুৎ ও অগ্নির সমান ছিল। তাঁহার প্রভা ছিল সূর্য-সদৃশ। তিনি নিজ স্কন্ধের দর্পে গর্বিত সিংহের ন্যায় গমন করিতেছিলেন। তাঁহার কটিদেশ উচ্চ ও মাংসল ছিল। তিনি বৃষের লক্ষণসমূহে সম্মানিত ছিলেন। এরূপ অজিত ও বিশাল রূপ ধারণ করত শ্রীহরি পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ ভগবান্ যজ্ঞবরাহের চারি চরণ চারি বেদ ছিলেন। যূপ তাঁহার দংষ্ট্রা ছিল। ক্রতু (যজ্ঞ) তাঁহার দন্ত ছিল ও চিতি (ইষ্টকাচয়ন) তাঁহার মুখ ছিল। অগ্নি তাঁহার জিহ্বা, কুশসকল তাঁহার রোমাবলি এবং ব্রহ্ম (বেদ) তাঁহার মস্তক ছিল। তিনি মহাতপস্বী ছিলেন। দিবস ও রাত্রিকে তিনি দুই নয়নরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বেদের ছয় অঙ্গ তাঁহার কর্ণের ভূষণ ছিল। ৩৪-৩৫

ঘৃত তাঁহার নাসিকা, স্রুবা তাঁহার তুণ্ড (থুথুনী) এবং সামবেদের স্বরই তাঁহার ভীষণ গর্জন ছিল। তাঁহার শরীর ছিল বিশাল এবং তাঁহার বিগ্রহ সত্য-ধর্মময় ছিল। তিনি অলৌকিক শোভাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ক্রম (গতি) ও বিক্রম (পরাক্রম) উভয়েই সম্মানিত ছিলেন অথবা বেদের ক্রমপাঠ ও ব্যুৎক্রমপাঠই এস্থলে ক্রম বিক্রম, যাহার দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞবরাহ সৎকৃত ছিলেন। ৩৬

ক্রিয়াসত্র তাঁহার বড় নাসিকা ছিল। পশু তাঁহার জানু ও যজ্ঞই তাঁহার আকৃতি ছিল। উদ্গাতা তাঁহার অন্ত্র (আঁত) এবং হোমরূপ কর্ম তাঁহার লিঙ্গ ছিল। বীজ ও ওষধিসমূহ তাঁহার বড় বড় মহান্ ফল ছিল। ৩৭

বায়ু তাঁহার অন্তরাত্মা ও মন্ত্র নিতম্ব ছিল। তিনি বিক্রমস্বরূপ ছিলেন। সোমরস তাঁহার রক্ত ছিল। যজ্ঞের বেদি তাঁহার স্কন্ধ, হবির সুগন্ধ এবং হব্য-কব্যই তাঁহার অতিশয় বেগ ছিল। ৩৮

প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্ ॥ ৩৯
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ।
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ ॥ ৪০
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ ।
ভূত্বা যজ্ঞবরাহোঽসৌ যুগপৎ প্রাবিশদ্ গুরুঃ ॥ ৪১
অদ্ভিঃ সংছাদিতামূর্ব্বীং স তামার্ত্তং প্রজাপতিঃ ।
রসাতলতলে মগ্নাং পাতালাদুগ্রসংশ্রয়াম্ ॥ ৪২
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রেণোজ্জহার তাম্
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ ॥ ৪৩
মুমোচ পূর্ব্বং সহসা ধারয়িত্বা ধরাধরঃ
ততো জগাম নির্ব্বাণং মেদিনী তস্য ধারণাৎ ॥ ৪৪
চকার চ নমস্কারং তস্মৈ দেবায় শম্ভবে
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা ॥ ৪৫
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
অথোদ্ধৃত্য ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া ॥ ৪৬
পৃথিবীপ্রবিভাগায় মনশ্চক্রেঽম্বুজেক্ষণঃ ।
রসাতলগতামেবং বিচিন্ত্য স পুরোত্তমঃ ॥ ৪৭
ততো বিষ্ণুঃ প্রবরবপুঃস্বরূপম্
রসাকপিঃ সমস্তদৈবেকদংষ্ট্রা ।
সমুজ্জ্বলমণিময়ূখাবিক্রমঃ
মহাযশাঃ সকলহিতার্থমুদ্যতঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে পৃথিব্যুদ্ধরণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

---

প্রাগ্বংশ (পত্নীশালা বা যজমান-গৃহ) তাঁহার শরীর ছিল। তিনি তেজস্বী ও নানাপ্রকার দীক্ষাসমূহে পূর্ণিত ছিলেন। দক্ষিণা তাঁহার হৃদয় ছিল। তিনি মহান (বিরাট), যোগী ও মহাসত্রময় ছিলেন ॥ ৩৯

উপাকর্ম তাঁহার ওষ্ঠের ভূষণ ছিল এবং প্রবর্গ্যকর্ম তাঁহার গ্রীবাকে ভূষিত করিতেছিল। নানাপ্রকার ছন্দ তাঁহার চলিবার মার্গ ছিল এবং গূঢ় উপনিষদ্ তাঁহার আসন ছিল ॥ ৪০

জলে পতিত ছায়া (প্রতিবিম্ব) পত্নীর ন্যায় তাঁহার সহায়িকা ছিল। তিনি মণিময় পর্বতশিখরের ন্যায় উচ্চ ছিলেন। এইরূপ যজ্ঞ বরাহরূপ ধারণ করত সেই জগদ্গুরু ভগবান্ পৃথিবীর রসাতলে গমনের সহিতই যুগপৎ সেখানে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪১

জলে আচ্ছাদিত ও রসাতলে নিমগ্ন হইয়া অতল পাতালে উপস্থিত সেই পৃথিবীর পার্শ্বে সেই ভগবান্ প্রজাপতি বরাহ যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪২

পৃথিবীকে ধারণকারী সেই প্রভু লোকহিতের জন্য নিজের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত করিলেন এবং তাহার পর তাঁহাকে তাঁহার স্থানে আনিয়া স্থাপিত করিলেন ॥ ৪৩

ধরাধারী ভগবান্ বরাহ পূর্বে পৃথিবীকে সহসা ধারণ করিয়া তাঁহাকে সহসা জলের উপর ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার ধারণে পৃথিবী অতিশয় শান্তি লাভ করিলেন। তখন তিনি সেই কল্যাণকারী দেব বরাহকে নমস্কার করিলেন ॥ ৪৪

এইভাবে সমস্ত প্রাণিবর্গের হিতকামী ভগবান্ যজ্ঞ-বরাহ হইয়া লোকসকলের হিতকামনায় পৃথিবীদেবীকে উদ্ধার করিয়া দিলেন ॥ ৪৫

তদনন্তর কমলনয়ন পুরুষোত্তম শ্রীহরি এইভাবে রসাতলগত পৃথিবীর বিষয়ে চিন্তা করিয়া জগৎকে স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে উপরে উত্তোলিত করিলেন এবং তাঁহাকে বিভাগ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন ॥ ৪৬-৪৭

রাজন্! সেই সময় শ্রেষ্ঠ বরাহরূপ ধারণ করত সর্বব্যাপী হরিরূপ অনুপম পরাক্রমশালী মহাযশস্বী অচ্যুত সকলের হিতের জন্য পৃথিবীকে বলপূর্বক এক দন্তের দ্বারা উপরে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিলেন ॥ ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহপ্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে পৃথিবীর উদ্ধারবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ভগবতা নারায়ণেন নানাদিক্ষু পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ সৃষ্টিঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জলোপরি জলৌঘস্থ মহতী নৌরিব স্থিতা ।
বিততত্বাত্তু দেহস্য ন যযৌ সংপ্লবং মহী ॥ ১
ততঃ স চিন্তয়ামাস প্রবিভাগং ক্ষিতের্বিভুঃ ।
সমুচ্ছ্রয়ঞ্চ সর্ব্বেষাং পর্ব্বতানাং নদীষু চ ॥ ২
বিশেষণং প্রমাণঞ্চ গতিং প্রস্রবমেব চ ।
মাহাত্ম্যঞ্চ বিশেষঞ্চ নদীনামপ্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩
চতুরস্রাং ধরাং কৃত্বা তথা চৈব মহার্ণবম্ ।
মধ্যে পৃথিব্যাঃ সৌবর্ণমকরোন্মেরুপর্ব্বতম্ ॥ ৪
প্রাচীং দিশমথো গত্বা চকারোদয়পর্ব্বতম্ ।
শতযোজনবিস্তারং সহস্রঞ্চ সমুচ্ছ্রয়ম্ ॥ ৫
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তরুণাদিত্যসন্নিভৈঃ ।
আবৃতৈর্জ্যোতনৈর্দৈবৈর্বেদিকাভোগকল্পিতম্ ॥ ৬
বিবিধাংশ্চ মহাস্কন্ধান্ কাঞ্চনান্ পুষ্করেক্ষণঃ ।
নিত্যপুষ্পফলান্ বৃক্ষান্ কৃতবাংস্তত্র পর্ব্বতে ॥ ৭
শতযোজনবিস্তারং তত্ত্রিগুণমায়তম্ ।
চকার স মহাদেবঃ পুনঃ সৌমনসং গিরিম্ ॥ ৮
নানারত্নসহস্রাণাং কৃত্বা তত্র সমুচ্চয়ম্ ।
বেদিকাং বহুবর্ণাঞ্চ সন্ধ্যাভ্রাভাং মনোহরাম্ ॥ ৯
সহস্রশৃঙ্গঞ্চ গিরিং নানাধাতুশিলাতলম্ ।
কৃতবান্ বৃক্ষগহনং ষষ্টিযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১০
আসনং তত্র পরমং সর্ব্বভূতনমস্কৃতম্ ।
কৃতবানাত্মনঃ স্থানং বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ॥ ১১
শিশিরঞ্চ মহাশৈলং তুষারচয়সন্নিভম্ ।
চকার দুর্গগহনং কন্দরাগুহমণ্ডিতম্ ॥ ১২

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

[ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক বিভিন্ন দিকে পর্ব্বত ও নদীসকলের সৃষ্টি ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! সেই জলরাশির উপরে বিশাল নৌকার ন্যায় পৃথিবী স্থিত হইলেন। ইহার (পৃথিবীর) আকার বিশাল ছিল বলিয়া পৃথিবী জলে ডুবিয়া যাইলেন না। ১

অনন্তর ভগবান্ পৃথিবীর বিভাগের চিন্তা করিতে লাগিলেন, সমস্ত পর্ব্বতসমূহের উচ্চতা, নদী-সকলের পথসূচিকা রেখা, তাহারা কতদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে—ইহার প্রমাণ, তাহাদের গতি পূর্ব দিকে হইবে বা দক্ষিণ দিকে হইবে ইহার নিশ্চয়, তাহাদের প্রবাহ এবং বিশেষতঃ সেই নদীসমূহের মাহাত্ম্যবিষয়ে তিনি বারংবার চিন্তা করিলেন। ২-৩

চার সমুদ্র যাঁহার অংশ (অথবা যিনি চতুর্দ্দিক পদ্মাকৃতি), সেই পৃথিবীকে এইভাবে স্থাপিত করিয়া তিনি মহাসাগরকেও সৃষ্টি করিলেন। তারপর পৃথিবীর মধ্যভাগে সুবর্ণময় মেরু-পর্ব্বতকে স্থাপিত করিলেন। ৪

ইহার পর পূর্বদিকে যাইয়া তিনি উদয়াচলের সৃষ্টি করিলেন, যাহার বিস্তার শত যোজন এবং উচ্চতা সহস্র যোজন। ৫

এই পর্ব্বত সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত এবং এই সব শিখর প্রাতঃকালে সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী (অথবা রক্তবর্ণের) ছিল। ইহারা নিজেদেরই তেজোময় জলসমূহে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই পর্বতের নির্মাণ এইরূপে হইয়াছিল, যেন কোন বিশাল বেদী নির্মিত হইয়াছে। ৬

কমলনয়ন শ্রীহরি সেই পর্বতের উপরে বড় বড় স্কন্ধবিশিষ্ট নানাপ্রকার সুবর্ণময় বৃক্ষ নির্মাণ করিলেন, যাহারা সতত পুষ্প ও ফলসমূহে সম্পন্ন ছিল। ৭

ইহার পর সেই মহাদেব শ্রীহরি সৌমনস পর্বতকে নির্মাণ করিলেন, যাহার বিস্তারে শত যোজন ও দৈর্ঘ্যে তিন শত যোজন ছিল। ৮

সেখানে নানাপ্রকার সহস্র রত্ন সঞ্চয় করিয়া অনেক রঙের বেদিকা নির্মাণ করিলেন, যাহা সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৯

তাহারপর ভগবান্ সহস্রশৃঙ্গনামক পর্বত সৃষ্টি করিলেন, যে পর্বত নানাপ্রকার ধাতুময়ী শিলাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ঘন বৃক্ষশ্রেণীর বন ইহার শোভাবর্ধন করিতেছিল। এই পর্বত ষাট যোজন উচ্চ ছিল। ১০

সম্পূর্ণ বিশ্বই যাঁহার কর্ম, সেই প্রজাপালক শ্রীহরি সেখানে নিজের জন্য এক স্থান নির্মাণ করিলেন, যাহা সমস্ত প্রাণিদের দ্বারা সম্মানিত তাঁহার উত্তম আসন ছিল। ১১

অনন্তর ভগবান্ হিমরাশিসদৃশ মহাপর্বত হিমালয়কে সৃষ্টি করিলেন, যাহা দুর্গম ও গহন ছিল। ইহা বহু কন্দর (গুহা)-সমূহে অলঙ্কৃত আছে। ১২

শিশিরপ্রভবাঃ চৈব নদীঃ দ্বিজগণাবৃতাম্
চকার পুলিনোপেতাং বসুধারামিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৩
সা নদী নিখিলাং প্রাচীং পুণ্যাং সুবর্ণতৈক্ষিতাম্ ।
শোভয়ত্যমৃতপ্রখ্যৈর্মুক্তাশঙ্খবিভূষিতৈঃ ॥ ১৪
নিত্যপুষ্পফলোপেতৈশ্ছাদয়দ্ভিঃ সুসংবৃতৈঃ
ভূষিতাত্যধিকৈঃ কান্তৈঃ সা নদী তীরজৈর্দ্রুমৈঃ ॥ ১৫
কৃত্বা প্রাচীবিভাগঞ্চ দক্ষিণায়ামথো দিশি
চকার পর্বতং দিব্যং সর্বকাঞ্চনরাজতম্ ॥ ১৬
একতঃ সূর্যসঙ্কাশমেকতঃ শশিসন্নিভম্ ।
স বিভাত্যুভয়েনৈব দ্বৌ বর্ণৌ পর্বতোত্তমঃ ॥ ১৭
তেজসা যুগপদ্ ব্যাপ্তঃ সূর্যাচন্দ্রমসাবিব
বপুষ্মত্তমো তত্র ভাসুমস্তু মহাগিরিম্ ॥ ১৮
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈস্তু শুভৈরামনোরমৈঃ
চকার কুসুমং চৈব কুসুমপ্রতিমাকৃতিম্ ॥ ১৯
সর্বতঃ কাঞ্চনগুহং বহুহাটকবিভূষিতম্
জলদপ্রতিমং চৈব জলদং নাম পর্বতম্ ॥ ২০
হেমকাঞ্চনবৃক্ষাঢ্যং পুষ্পহাসং স সৃষ্টবান্ ।
মহেন্দ্রমেব শৈলেন্দ্রং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২১
কাঞ্চনৈঃ পাদপৈঃ শুভ্রৈঃ সপুষ্পিতমহাদ্রুমম্ ।
যেনাদিত্যং কৃতবান্ দেবঃ প্রতিকাশমিবাচলম্ ॥ ২২
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং সুগন্ধমধুরপ্রভম্
চকার মলয়ং চাদ্রিং চিত্রপুষ্পিতপাদপম্ ॥ ২৩
মৈনাকঞ্চ মহাশৈলং শিলাজালসমাবৃতম্
দক্ষিণস্যাং দিশি শুভ্রং চকার চন্দনায়তম্ ॥ ২৪
সপ্তশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতাকুলম্
নদীঞ্চ বিপুলাবর্তাং পুলিনশ্রোণিভূষিতাম্ ॥ ২৫

---

তিনি হিমালয় হইতে উৎপন্ন এক দিব্য নদীও সৃষ্টি করিলেন, যাঁহার নাম বসুধারা। [illegible] দিয়া উহার সেবা করেন। উহার তট বিশাল। ১৩

এই নদী সম্পূর্ণ পুণ্যময়ী পূর্ব দিককে নিজের শত স্রোতের দ্বারা ব্যাপ্ত করত তাহার শোভা বর্ধন করিতেছে। তাহার এই স্রোত মুক্তা ও শঙ্খসমূহে উজ্জ্বল আভায় অলঙ্কৃত এবং অমৃততুল্য মধুর জলে পরিপূর্ণ থাকে। ১৪

এই নদী নিজের তীরে উৎপন্ন অধিক কমনীয় বৃক্ষসমূহে বিভূষিত থাকে। এই সব বৃক্ষ সদা পুষ্প ও ফলসমূহে সম্পন্ন রহিয়াছে এবং সঘন ও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় শোভিত থাকে। ১৫

এইভাবে পূর্ব দিককে বিভাগ করিয়া তিনি দক্ষিণদিকে এক দিব্য পর্বত সৃষ্টি করিলেন, যাহার সর্বাংশ সুবর্ণময় ও রজতময় বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ১৬

এই পর্বত এক দিকে সূর্যসদৃশ স্বর্ণপ্রভায় প্রকাশিত ও অন্যদিকে চন্দ্রসদৃশ রজতকান্তিতে সুশোভিত। এইরূপে দুই দিকে দুই বর্ণ ধারণ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পর্বত অতিশয় শোভা পাইতেছে। ১৭

এই পর্বত একই সঙ্গে দিব্য তেজে ব্যাপ্ত হইয়া একত্রে সংযুক্ত সূর্য ও চন্দ্রতুল্য প্রতীত হইতেছে। এই মহাপর্বত দীপ্তিমান সূর্যসদৃশ ছিল। উহা মনোবাঞ্ছিত ফলসমূহে যুক্ত, সুন্দর এবং মনোরম বৃক্ষরাশিতে পরিবৃত ছিল। ১৮

উহার পর ভগবান্ পুষ্পসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট এক পর্বত সৃষ্টি করিলেন, উহা বহুযোজন বিস্তৃত ছিল। উহাতে সর্বদিকে সুবর্ণময়ী গুহা শোভা পাইতেছিল। ১৯

তাহার পর তিনি মেঘসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট জলদনামক পর্বত নির্মাণ করিলেন, যাহা সুবর্ণ ও কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে পূর্ণ ছিল। এই সব বৃক্ষে পুষ্প বিকশিত থাকায় এই পর্বত যেন হাস্য করিতেছে। ২০

তদনন্তর ভগবান্ গিরিরাজ মহেন্দ্রকে নির্মাণ করিলেন। এই পর্বতরাজ শত যোজন উচ্চ। সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ছিল। উহার বিশাল বৃক্ষগুলি সুন্দর পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। এই পর্বত পৃথিবীতে সূর্যের প্রতিকোশের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ২১-২২

তদনন্তর শ্রীহরি নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ও সুধা-চন্দ্রসদৃশ কান্তিমান্ মলয়নামক পর্বতকে সৃষ্টি করিলেন, যে পর্বতে বিচিত্র পুষ্পসমূহে পূর্ণ বহু বৃক্ষ আছে। ২৩

উহার পর তিনি দক্ষিণ দিকে এক সুন্দর ও বিস্তৃত পর্বত মহাশৈল মৈনাককে রচনা করিলেন, যাহা শিলাসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। ২৪

তাহার পর নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে ব্যাপ্ত সাত শিখরবিশিষ্ট বিন্ধ্য পর্বতকে সৃষ্টি করিলেন, সেই স্থানে সেখান হইতে উৎপন্ন এক নদীও নির্মাণ করিলেন, যে নদী তটরূপী নিতম্বভাবে বিভূষিত ছিল। উহাতে বড় বড় আবর্ত (ঘূর্ণী) উঠিতেছিল। উহার জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ছিল। এই নদী পয়োধরা (নর্মদা) নামে বিখ্যাত হইল। তবে পূর্বা

ক্ষীরসন্ধাশসলিলাঃ পয়োধরামিতি শ্রুতিঃ
সুরম্যাং তোয়কলিলাং বিদিত্বাঃ দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২৬
দিব্যাং তীর্থশতোপেতাং প্রাবহন্তী তটাশ্রয়া
দিশং যাম্যাং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতীচীং দিশমাগমৎ ॥ ২৭
অকরোত্তত্র শৈলেন্দ্রং শতশো জনমুচ্ছ্রিতম্
শোভিতং শিখরৈশ্চিত্রৈঃ সুবর্ণৈর্বিবিধৈস্তথা ॥ ২৮
কাঞ্চনীভিঃ শিলাভিশ্চ গুহাভিশ্চ বিভূষিতম্
সমাকুলং সূর্যনিভৈঃ শালৈস্তালৈশ্চ ভাস্বরৈঃ ॥ ২৯
তত্রৈব ভাস্করশ্চৈব শ্রীমদ্ভিশ্চিত্রবেদিকৈঃ ।
বহিঃ গিরিসহস্রাণি তত্রাসৌ সমাবেশয়ৎ ॥ ৩০
মেরুপ্রতিমরূপাণি বপুষা প্রভয়া সহ
সহস্রজলধারং পর্বতং মেরুসন্নিভম্ ॥ ৩১
পুণ্যতীর্থগুণোপেতং ভগবান্ সমাবেশয়ৎ
বহিঃযোজনবিস্তারং তাবদেব সমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ৩২
আস্তরণোপমং তত্র বারাহং নাম নামতঃ
নিবেশয়ামাস গিরিং দিব্যং বৈদূর্যপর্বতম্ ॥ ৩৩
রাজতাঃ কাঞ্চনাশ্চৈব যত্র দিব্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ ।
তত্রৈব চক্রসদৃশঃ চক্রবন্তঃ মহাবলম্ ॥ ৩৪
সংপ্রকূটং বিপুলং ভগবান সমাবেশয়ৎ
শঙ্খপ্রতিমরূপঞ্চ রাজতং পর্বতোত্তমম্ ॥ ৩৫
সিতদ্রুমসমাকীর্ণং শঙ্খং নাম ন্যবেশয়ৎ
সুবর্ণং রত্নসম্ভূতং পারিজাতং মহাদ্রুমম্ ॥ ৩৬
মহতঃ পর্বতস্যাগ্রে পুষ্পগন্ধং ন্যবেশয়ৎ
শুভাম্ভবিরসাং চৈব দুগ্ধধারাদিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৭
বরাহঃ সরিতঃ পুণ্যাঃ প্রতীচ্যামকরোৎ প্রভুঃ ।
প্রতীচ্যাং সংবিধিং কৃত্বা পর্বতান কাঞ্চনোজ্জ্বলান ॥ ৩৮
গুণোত্তরাস্তুতস্তস্যাং সমাবেশয়দপ্রভুঃ ।
ততঃ সৌমাগিরিং সৌম্যমন্তরিক্ষপ্রমাণতঃ ॥ ৩৯
রুক্মধাতুপ্রতিচ্ছন্নমকরোচ্চাকাশোপমম্
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে ॥ ৪০

এই দিব্য ও রমণীয় নদী শত শত তীর্থসমূহে সুশোভিত ছিল এবং মঙ্গলকারী জলের দ্বারা দক্ষিণ দিককে পবিত্র এবং আপ্লাবিত করিতেছিল ॥ ২৬-২৭

এইভাবে দক্ষিণ দিককে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবান্ পশ্চিম দিকে চলিয়া আসিলেন। সেখানে তিনি শতযোজন উচ্চ শৈলরাজ অস্তাচলকে নির্মাণ করিলেন, যাহা বহু বর্ণিত ( বহু ) বিচিত্র ও সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ছিল ॥ ২৭-২৮

স্বর্ণ শিলা ও গুহাসকলের দ্বারা ইহা বিভূষিত ছিল। সূর্য-সদৃশ প্রকাশিত শাল ও তাল বৃক্ষসমূহ সেখানে সর্বদিকে বিস্তৃত ছিল ॥ ২৯

শোভাশালী বিচিত্র বেদিকাসমূহে যুক্ত সুবর্ণময় শিখর ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। সেখানে ভগবান্ ষাট হাজার পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহারা নিজেদের শরীর ও কান্তিতে মেরুপর্বতের সমানতা করিতেছিল ॥ ৩০॥

তদনন্তর ভগবান্ জলের সহস্র ধারা প্রবাহিতকারী এক মেরু-সদৃশ পর্বতকে স্থাপিত করিলেন, যাহা পুণ্যতীর্থের গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল, যাঁহার বিস্তার ষাট যোজন ছিল, ইহার উচ্চতাও তত পরিমাণই ছিল ॥ ৩১-৩২

সেখানে তিনি নিজের অঙ্গের সমান বারাহনামক দিব্য পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহা বৈদূর্যমণিতে সম্পন্ন ছিল ॥ ৩৩

সেই পর্বতের উপর রজত ও কাঞ্চনের দিব্য শিলাখণ্ড ছিল সেখানে ভগবান চক্রসদৃশ মহাবল চক্রবান্ গিরিকে স্থাপিত করিলেন, যাহা সহস্র শিখরসমূহে সম্পন্ন ও বিশাল ছিল ॥ ৩৪॥

ইহা ব্যতীত তিনি সেখানে রজতময় শ্রেষ্ঠ পর্বতকে স্থাপিত করিলেন, যাহার রূপ শঙ্খের সমান উজ্জ্বল ছিল সেইজন্য ইহার নাম শঙ্খ রাখিলেন। ইহা শ্বেত বর্ণের বৃক্ষ-সমূহে ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৩৫॥

সেই মহান্ পর্বতের অগ্রভাগে তিনি রত্নময় সুবর্ণ ও পুষ্পময় গন্ধযুক্ত পারিজাত নামক বিশাল বৃক্ষকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৩৬॥

পশ্চিম দিকে ভগবান বরাহ অক্ষয় জলে পরিপূর্ণ এক শুভ ও পুণ্যময়ী নদীরও সৃষ্টি করিলেন, যে নদী দুগ্ধধারা নামে বিখ্যাত হইল ॥ ৩৭॥

এইভাবে পশ্চিম দিকে পর্বতসমূহের বিভাগ করিয়া তিনি উত্তর দিকে সুবর্ণতুল্য কান্তিমান বহু পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহারা গুণসমূহে উৎকৃষ্ট ছিল ॥ ৩৮॥

তাহার পর তিনি সূর্যসদৃশ তেজস্বী ও সুবর্ণময় ধাতুসমূহে আবৃত সৌম্য গিরিকে সৃষ্টি করিলেন, যাহা আকাশের সমান উচ্চ ও সৌম্য ছিল ॥ ৩৯॥

সেই দেশ সূর্যের প্রকাশ না থাকিলেও এই পর্বতের প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই পর্বতের শোভা তপনকারী সূর্যের দ্বারা আরও অধিক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪০॥

তস্য পার্শ্বাধিকং ভাতি তপসা রবিণা যথা।
শুক্লপক্ষবিনির্মুক্তশশীব দিবাকরঃ ॥ ৪১
সহস্রশিখরং চৈব নানাতীর্থসমাকুলম্
চকার রত্নসঙ্কীর্ণং ভূয়োঽস্তং নাম পর্বতম্ ॥ ৪২
মনোহরগুণোপেতং মন্দরং চাচলোত্তমম্
উদ্দামপুষ্পমস্তকং পর্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৩
চকার তস্য শৃঙ্গেষু সুবর্ণরসসম্ভবম্
জম্বূং জাম্বূনদময়ীমনন্তাদ্ভুতদর্শনাম্ ॥ ৪৪
গিরিং ত্রিশিখরং চৈব তথা পুষ্করপর্বতম্
শুভ্রং পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসঞ্চ নগোত্তমম্ ॥ ৪৫
হিমবন্তঞ্চ শৈলেন্দ্রং দিব্যধাতুবিভূষিতম্
নিবেশয়ামাস হরির্বারাহীং তনুমাস্থিতঃ ॥ ৪৬
নদীঃ সর্বগুণোপেতাঃ সুতরস্তাঃ দিশি প্রভুঃ।
মধুবাহাং স কৃতবান্ দিব্যাম্বুবিমলাকুলাম্ ॥ ৪৭
সর্বে চৈব ক্ষিতিধরাঃ সপক্ষাঃ কামরূপিণঃ।
তদা কৃতা ভগবতা বিচিত্রাঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪৮
স কৃত্বা প্রবিভাগং তু পৃথিব্যা লোকভাবনঃ।
দেবাসুরাণামুৎপত্তৌ কৃতবান্ বুদ্ধিমক্ষয়াম্ ॥ ৪৯
সর্বাসু দিক্ষু কৃতলোপমান-
শ্চকার শৈলান্ বিবিধাভিধানান্।
হিতায় লোকস্য স লোকনাথঃ
পুণ্যা নদীশ্চাপি সলিলোপগূঢ়াঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

যেরূপ মধ্যাহ্নকালের সূর্যের সমীপে শ্রীহীন চন্দ্রকে অতিশয় ধূসররূপে দেখা যায়, সেইরূপ এই পর্বতের সম্মুখে তাপদানকারী সূর্যও শ্রীহীন হইয়া ধূসররূপে লক্ষিত হন—এরূপ জানিও। ৪১

ইহার পর তিনি সহস্রশিখরে সুশোভিত ও নানাপ্রকার তীর্থসমূহে ব্যাপ্ত রত্নপূর্ণ অস্তাচল পর্বতকে পুনর্নির্মাণ করিলেন। ৪২

তদনন্তর মনোহর গুণ সমূহে সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মন্দরাচলকে এবং উদ্দাম পুষ্পদ্বারা পূর্ণ গন্ধমাদন পর্বতকে নির্মাণ করিলেন। ৪৩

গন্ধমাদনের শিখরসমূহের উপরে সুবর্ণরস উৎপাদনকারী জম্বুবৃক্ষকে রচনা করিলেন, যাহা জাম্বূনদময় (সুবর্ণময়), অনন্ত ও অদ্ভুত দেখাইতেছিল। ৪৪

ইহার পর তিনি শিখরবিশিষ্ট "ত্রিকূট" পর্বত, 'পুষ্কর' পর্বত এবং শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট গিরিশ্রেষ্ঠ 'কৈলাস' পর্বতকে সৃষ্টি করিলেন। ৪৫

তদনন্তর বারাহরূপধারণকারী শ্রীহরি দিব্য ধাতুসমূহে বিভূষিত গিরিরাজ হিমবানকে স্থাপিত করিলেন। ৪৬

ইহা ব্যতীত সেই ভগবান্ উত্তর দিকে সর্বগুণসম্পন্ন দিব্য নদী মধুবাহাকে সৃষ্টি করিলেন, যাহা বড় বড় ঋষিগণের দ্বারা সেবিত। ৪৭

সেই সময় পরমেষ্ঠী ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত পর্বতকে পক্ষযুক্ত, ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন ও বিচিত্র করিয়া নির্মাণ করিলেন। ৪৮

এইভাবে লোকভাবন ভগবান্ পৃথিবীকে বিভাগ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের উৎপত্তির জন্য নিজের অক্ষয় বুদ্ধি প্রয়োগ করিলেন। ৪৯

রক্তসদৃশ রক্তবর্ণনয়ন লোকনাথ ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত জগতের হিতের জন্য সকল দিকে নানাবিধ নামধারী পর্বতসমূহ ও জলে পরিপূর্ণ পবিত্র নদীসমূহকে সৃষ্টি করিলেন। ৫০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বরাহাবতারবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

## [ জগতঃ সৃষ্টিবর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জগৎ স্রষ্টুমনা দেবশ্চিন্তয়ামাস পূর্ব্বজঃ ।
তস্য চিন্তয়তো বক্ত্রান্নিঃসৃতঃ পুরুষঃ কিল ॥ ১
ততঃ স পুরুষো দেবং কিং করোমীত্যুপস্থিতঃ
প্রত্যুবাচ স্মিতং কৃত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ২
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ ।
অন্তর্হিতস্য দেবস্য সশরীরস্য ভারত ॥ ৩
প্রশান্তস্যেব দীপস্য গতিস্তস্য ন বিদ্যতে ।
ততস্তেনেরিতাং বাণীং সোঽধ্যচিন্তয়ত প্রভুঃ ॥ ৪
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ য এষ ছন্দসি শ্রুতঃ ।
এষ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং ভূতভুবনাধিপঃ ॥ ৫
তদা প্রভৃতি তস্যাস্মৌ যজ্ঞভাগো বিধীয়তে

প্রজাপতিরুবাচ

বিভজাত্মানমিত্যুক্তস্তেনাস্মি সুমহাত্মনা ॥ ৬
কথমাত্মা বিভজ্যঃ স্যাৎ সংশয়ো হ্যত্র মে মহান্ ।
ইতি চিন্তয়তস্তস্য ওমিত্যেবোত্থিতঃ স্বরঃ ॥ ৭
স ভূমাবন্তরিক্ষে চ নাকে চ কৃতবাংস্ততঃ ।
তং চৈবাভ্যসতস্তস্য মনঃসারময়ঃ পুনঃ ॥ ৮
হৃদয়াদ্দেবদেবস্য বষট্কারঃ সমুত্থিতঃ
ভূম্যন্তরিক্ষনাকাশ্চ ভূর্ভুবঃস্বঃস্বরাত্মিকাঃ
মহাস্মৃতিময়াঃ পুণ্যা মহাব্যাহৃতয়োঽভবন্ ॥ ৯
ছন্দসাং প্রবরা দেবী চতুর্বিংশাক্ষরাভবৎ
তৎপদং সংস্মরন্ দিব্যং সাবিত্রীমকরোৎ প্রভুঃ ॥ ১০
ঋক্সামাথর্ব্বযজুষশ্চতুরো ভগবান্ প্রভুঃ ।
চকার নিখিলান্ বেদান্ ব্রহ্মযুক্তেন কর্ম্মণা ॥ ১১

---

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

### জগতের সৃষ্টি বর্ণন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সকলের পূর্ব্বজ ভগবান্ নারায়ণ জগৎকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মনে মনে কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় চিন্তাপরায়ণ তাঁহার মুখ হইতে এক পুরুষ নির্গত হইলেন।

সেই পুরুষ ভগবানের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আমি আপনার কি সেবা করিব? তখন দেবাধিদেব জগদীশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া এইরূপ উত্তরদান করিলেন ॥ ১-২

'তুমি নিজের আত্মাকে বিভাগ কর' এই কথা বলিয়া সেই ভগবান্ সেখানে অন্তর্হিত হইলেন। ভারত! যেরূপ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে সেই দীপে প্রজ্বলিত অগ্নির গতি বুঝা যায় না, সেইরূপ সশরীরে অন্তর্হিত সেই ভগবানের গতি ছিল না অর্থাৎ তাঁহার গতিও বুঝা যাইল না ॥ ৩

তদনন্তর ভগবানের মুখ হইতে আবির্ভূত প্রভাবশালী পুরুষ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, যাঁহার নাম বেদমন্ত্রসমূহে শুনা যায়, শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত পূর্ব্বোক্ত বাণী বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪

সমস্ত ভুবনের অধিপতি এই প্রজাপতি সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব সেই সময় হইতে যজ্ঞের প্রথম ভাগ তাঁহাকেই প্রদান করিবার বিধান আছে ॥ ৫

প্রজাপতি মনে মনে বলিলেন,—সেই পরমাত্মা আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি নিজের আত্মাকে বিভাগ কর; কিন্তু আমাকে নিজের আত্মার বিভাগ কিরূপে করিতে হইবে, এবিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ হইতেছে ॥ ৬

এরূপ চিন্তাপরায়ণ তাঁহার মুখ হইতে 'ওঁ' এই স্বর উচ্চারিত হইল। তিনি সেই স্বরকে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ—এই তিন লোকে উচ্চারণ করিলেন ॥ ৭

ইহার পর 'ওঁ'কার জপকারী সেই দেবাধিদেব প্রজাপতির হৃদয় হইতে পুনরায় তাঁহার মনের সারভূত 'বষট্কার' উত্থিত হইলেন ॥ ৮

ইহার পর ভূমি, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গের সারভূত 'ভূঃ, ভুবঃ' স্বঃ'—এই তিন পবিত্র মহাব্যাহৃতি প্রকটিত হইলেন, যাঁহারা মহাস্মৃতিময়ী ছিলেন ॥ ৯

তদনন্তর বেদসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠদেবী গায়ত্রী প্রাদুর্ভূতা হইলেন, ইনি চব্বিশ অক্ষরযুক্তা ছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পদকে স্মরণ করিয়া দিব্য সাবিত্রী মন্ত্রকে প্রকটিত করিলেন ॥ ১০

তারপর প্রভাবশালী ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা ঋক্, সাম, অথর্ব্ব ও যজুঃ—এই চার বেদকে পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত করিলেন ॥ ১১

ততস্ত্বৈব মনসঃ সনঃ সনক এব চ
সনাতনশ্চ ভগবান্ বরদশ্চ সনন্দনঃ ॥ ১২
সনৎকুমারশ্চ বিভুস্তত্র জজ্ঞে সনাতনঃ ।
মানসাস্ত্বেব পূর্বাস্তা ইত্যেতে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩
ব্রহ্মাণং কপিলং চৈব ষড়েতাংস্ত্বেব যোগিনঃ
যতয়ো যোগতন্ত্রেষু যান্ স্তুবন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪
ততো মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
ভৃগুমঙ্গিরসং চৈব মনুং চৈব প্রজাপতিম্ ॥ ১৫
পিতৄংস্তু সর্বভূতানাং দেবতাসুররক্ষসাং
মহর্ষীনসৃজদ্ ব্রহ্মা দেবাংশ্চ মানসান্ ॥ ১৬
এতে যুগসহস্রান্তে যাশ্চৈবাভবন্ প্রজাঃ
কল্পে নিঃশেষযুক্তে তু ততো গচ্ছন্তি নির্বৃতিম্ ॥ ১৭
ভূয়ো বর্তমকল্পেষু উৎপত্তিস্তু বিধীয়তে
এতেষামেব দেবানাং প্রজাসর্গস্তু বৈ তথা ॥ ১৮
কিং তু কর্মবিশেষেণ দেবতানাং যুগে যুগে
নামরূপবিশেষাশ্চ তথৈব যুগপর্যয়ে ॥ ১৯

অনন্তর উঁহারই মন হইতে সন, সনক, সনাতন, বরদায়ক ভগবান্ সনন্দন, ঐশ্বর্যশালী সনৎকুমার ও (দ্বিতীয়) সনাতন প্রকটিত হইলেন। এই সব মহর্ষি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। ১২-১৩

যোগী ও যতি ব্রাহ্মণগণ যোগতন্ত্রসমূহে ব্রহ্মা, কপিল এবং এই ছয় মহর্ষি সন-সনকাদির স্তুতি করেন। ১৪

তাহার পর কল্যাণকারী ভগবান্ ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা ও প্রজাপতি মনু এই আট মানস পুত্র আদিকে সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারাই সম্পূর্ণ ভূত, দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণেরও পিতা ছিলেন। ১৫-১৬

সহস্র যুগ অতীত হইলে পর ইঁহারা এবং ইঁহাদের যে সব প্রজা (সন্তান) হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে কল্প পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইলে পর নির্বৃতি (পরমানন্দময় মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ১৭

পুনরায় সহস্র সর্গের পর ইঁহাদের দেব-সন্তানগণের সৃষ্টির জন্য উৎপত্তি হয়। ১৮

কিন্তু প্রত্যেক কল্পে যুগের পরিবর্তন হইলে পর কর্ম-বিশেষে এই দেবতাগণের নাম ও রূপে কিছু পার্থক্য আসিয়া যায়। ১৯

অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষ উৎপন্নো ভগবানৃষিঃ ।
তথৈব তু পুনর্ভার্যা বামাঙ্গুষ্ঠাদজায়ত ॥ ২০
তস্য তস্যাভবন্ কন্যা বিশ্রুতা লোকমাতরঃ ।
যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ প্রজাভির্মনুজাধিপ ॥ ২১
অদিতিঞ্চ দিতিং কালামনায়ুং সিংহিকাং মুনিম্ ।
প্রাধাং ক্রোধাঞ্চ সুরভিং বিনতাং সুরসাং তথা ॥ ২২
দনুং কদ্রুঞ্চ দুহিতৄঃ প্রাদাৎ কশ্যপায় তু ।
প্রজাঃ সঙ্কল্প্য মনসা পতিজ্ঞানানুরাগিণা ॥ ২৩
অরুন্ধতীং বসুং যামীং লম্বাং ভানুং মরুত্বতীম্ ।
সঙ্কল্পাঞ্চ মুহূর্তাঞ্চ সাধ্যাং বিশ্বাঞ্চ ভারত ॥ ২৪
মনবে ব্রহ্মপুত্রায় কন্যা দক্ষো দদৌ দশ
ততঃ সর্বানবদ্যাঙ্গীঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ ॥ ২৫
পূর্ণচন্দ্রাননা দিব্যা লক্ষণাঢ্যা মনোরমাঃ
কীর্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং পুষ্টিং বুদ্ধিং মেধাং ক্ষমাং তথা ॥ ২৬
মতিং লজ্জাং বপুঃ চৈব দক্ষো ধর্মায় বৈ দদৌ
আত্রেয়স্তু ততো ভূতস্তু সোমাত্মজঃ শশী ॥ ২৭

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ভগবান্ দক্ষ ঋষি উৎপন্ন হন এবং উঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে পুনরায় দক্ষের পত্নী জন্মলাভ করেন। ২০

নরনাথ! দক্ষের সেই ধর্মপত্নীর গর্ভ হইতে বিখ্যাত বহু কন্যা উৎপন্ন হইলেন, যাঁহারা লোকসকলের জননী ছিলেন। ইঁহাদেরই প্রজাগণের (সন্তান সন্ততিগণের) দ্বারা তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ২১

দক্ষ নিজের কন্যা অদিতি, দিতি, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, ক্রোধা, সুরভি, বিনতা, সুরসা, দনু ও কদ্রু—এই তের জন কন্যার বিবাহ মহর্ষি কশ্যপের সহিত দিয়াছিলেন। ২২

ভারত! তাঁদের পতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ নিজের অনুরাগী মনের দ্বারা প্রজাসর্গের চিন্তা করিয়া দক্ষ অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা—এই দশ কন্যা ব্রহ্মপুত্র মনুকে প্রদান করিলেন। ২৩-২৪

অনন্তর যাঁহাদের সর্বাঙ্গ নির্দোষ, নেত্র কমলদল-সদৃশ প্রফুল্ল এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য আহ্লাদজনক, সেই দিব্য, মনোরম ও উত্তম লক্ষণযুক্ত কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্ষমা, মতি, লজ্জা ও বপু—এই দশ কন্যাকে দক্ষ ধর্মকে প্রদান করিলেন। ২৫-২৬

মহর্ষি অত্রির এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন যাঁহার লক্ষণ

পুত্রো গ্রহাণামধিপঃ সহস্রাংশুস্তমিস্রহা
তস্মৈ নক্ষত্রযোগিন্যঃ সপ্তবিংশতিরুত্তমাঃ ॥ ২৮
রোহিণীপ্রমুখাঃ কন্যা দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ
এতাসাং পুত্রপৌত্রঞ্চ প্রোচ্যমানং ময়া শৃণু ॥ ২৯
কশ্যপস্য মনোশ্চৈব ধর্মস্য শশিনস্তথা
অর্যমা বরুণো মিত্রঃ পূষা ধাতা পুরন্দরঃ ॥ ৩০
ত্বষ্টা ভগোঽংশঃ সবিতা পর্জন্যশ্চেতি বিশ্রুতাঃ ।
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাঃ কশ্যপাল্লোকভাবনাঃ ॥ ৩১
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্ ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীর্যবান্ ।
তাবপ্যমিতবিক্রান্তৌ তপসা কশ্যপোপমৌ ॥ ৩২
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ পঞ্চৈব সুমহাবলাঃ
প্রহ্লাদশ্চৈব সংহ্লাদস্তথানুহ্লাদ এব চ ॥ ৩৩
হ্রদশ্চৈব তু বিক্রান্তঃ পঞ্চমোঽনুহ্রদস্তথা
প্রহ্লাদঃ পূর্বজস্তেষামনুহ্লাদস্তথা পরঃ ॥ ৩৪

প্রহ্লাদস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ ।
বিরোচনশ্চ জম্ভশ্চ সুজম্ভশ্চেতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৩৫
বলির্বিরোচনসুতো বাণ একো বলেঃ সুতঃ
বাণস্য চেন্দ্রদমনঃ পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩৬
দনোঃ পুত্রাস্তু বহবো বংশে খ্যাতা মহাসুরাঃ ।
বিপ্রচিত্তিঃ প্রধানস্তেষাং রাজা বভূব হ ॥ ৩৭
গণঃ প্রজজ্ঞে ক্রোধায়াঃ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ।
রৌদ্রাঃ ক্রোধবশা নাম ক্রূরকর্মাণ এব চ ॥ ৩৮
সিংহিকা সুষুবে রাহুং গ্রহং চন্দ্রার্কমর্দনম্
গ্রস্তারং চৈব চন্দ্রস্য সূর্যস্য চ বিনাশনম্ ॥ ৩৯
কালায়াঃ কালকল্পস্তু গণঃ পরমদারুণঃ ।
অত্যন্তোগ্রঃ সূর্যাভো নীলাঞ্জনসমপ্রভঃ ॥ ৪০
সহস্রশীর্ষা শেষশ্চ বাসুকিস্তক্ষকস্তথা
বহূনাং কদ্রুপুত্রাণামেতে প্রাধান্যমাগতাঃ ॥ ৪১

---

জন্মে ছিল এবং তাঁহার নাম চন্দ্র। এই চন্দ্র গ্রহগণের পতি, সহস্র কিরণে সুশোভিত এবং অন্ধকার বিনাশকারী ছিলেন। ২৭।

প্রাচেতস দক্ষ তাঁহাকে রোহিণী প্রভৃতি উত্তম সাতাশ কন্যা প্রদান করেন, ইঁহারা সকলেই নক্ষত্রচক্র নামে অভিহিত হন। ২৮।

কশ্যপ, মনু, ধর্ম ও চন্দ্রের দ্বারা ইঁহাদের গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্র-পৌত্রগণের নাম আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর। ২৯।

অর্যমা, বরুণ, মিত্র, পূষা, ধাতা, ইন্দ্র, ত্বষ্টা, ভগ, অংশ, সবিতা ও পর্জন্য—এই এগার জন লোকভাবন দেবতা কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হন। ( ইঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য নামে অভিহিত হন। ) ৷ ৩০-৩১

আমরা শুনিয়াছি যে, কশ্যপ কর্তৃক দিতির গর্ভে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। ইঁহারা উভয়েই অমিত পরাক্রমশালী ও তপস্যায় কশ্যপেরই তুল্য ছিলেন। ৩২

হিরণ্যকশিপুর পাঁচ মহাবল পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, পরাক্রমী হ্রাদ ও পঞ্চমে অনুহ্রাদ। ইঁহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ বড় ছিলেন এবং অনুহ্লাদ ছোট ছিলেন। ৩৩-৩৪

প্রহ্লাদের বিরোচন, জম্ভ ও সুজম্ভ—এই তিন পরাক্রমশালী, অতিশয় বলবান ও সুবিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ৩৫

বিরোচনের পুত্র বলি এবং বলির একমাত্র পুত্র বাণাসুর ছিলেন। বাণেরও একই পুত্র হয়, তাঁহার নাম ছিল ইন্দ্রদমন। এই ইন্দ্রদমন শত্রুনগরবিজয়ী বীর ছিলেন। ৩৬

দনুর বহু পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা নিজ বংশের বিখ্যাত মহাসুর ছিলেন। তাঁহাদের সকলের মধ্যে বিপ্রচিত্তি প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই রাজা হন। ৩৭

ক্রোধা হইতে এক গণ (সমূহ) উৎপন্ন হয়, যাঁহার পুত্র-পৌত্রের সংখ্যা অনন্ত। এই গণ ক্রোধবশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ক্রোধবশনামক ভয়ঙ্কর অসুরগণ ক্রূরকর্মকারী ছিল। ৩৮

সিংহিকা চন্দ্র ও সূর্যমর্দনকারী রাহুগ্রহকে জন্মদান করেন। এই গ্রহ গ্রহণের দ্বারা চন্দ্রকে গ্রাস করে এবং সূর্যকেও অদৃশ্য করিয়া থাকে। ৩৯

কালা হইতে কালকল্প অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গণ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে 'কালেয়' বলা হয়। ইঁহাদের মধ্যে সূর্যসদৃশ তেজস্বী ও অঞ্জনাদি নীলবর্ণতুল্য কালবর্ণ। ৪০

কদ্রুর বহু পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে সহস্রফণাযুক্ত শেষ নাগ, বাসুকি ও তক্ষক—ইঁহারা প্রধান বলিয়া কথিত হন। ৪১

ধর্মাত্মানো বেদবিদঃ সদা প্রাণিহিতে রতাঃ ।
লোকতন্ত্রধরাশ্চৈব বরদাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৪২
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ গরুড়শ্চ মহাবলঃ ।
অরুণশ্চারুণিশ্চৈব বিনতায়াঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৩
ইমাশ্চাপ্সরসঃ পুণ্যা বিবিধাঃ পুণ্যলক্ষণাঃ ।
সুষুবেঽগ্র্যৌ মহাভাগা প্রাধা দেবর্ষিপূজিতা ॥ ৪৪
অনবদ্যাং মনুং বংশামনূনামরুণপ্রিয়াম্
অনুগাং সুভগাং ভাসীং স্ত্রিয়ঃ প্রাধা ব্যজায়ত ॥ ৪৫
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা তিলোত্তমা
সুরূপা লক্ষণা ক্ষেমা তথা রম্ভা মনোরমা ॥ ৪৬
অসিতা চ সুবাহুশ্চ সুবৃত্তা সুমুখী তথা ।
সুপ্রিয়া চ সুগন্ধা চ সুরসা চ প্রমাথিনী ॥ ৪৭
কাম্যা শারদ্বতী চৈব লৌকেয়াপ্সরসঃ স্মৃতাঃ
বিশ্বাবসুর্ভরণ্যশ্চ গন্ধর্বাশ্চৈব বিশ্রুতাঃ ॥ ৪৮
মেনকা সহজন্যা চ পর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা
ঘৃতস্থলা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচী চোর্বশী তথা ॥ ৪৯
অনুম্লোচেত্যভিখ্যাতা প্রম্লোচেতি চ তা দশ ।
মনোবতী চাপি তথা দৈবিক্যোঽপ্সরসস্তথা ॥ ৫০
প্রজাপতেস্তু সত্ত্বাৎ সম্ভূতা ভুবনপ্রিয়াঃ ।
অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো রুদ্রাশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৫১
সুরভ্যাপত্যমিত্যেতৎ পুরাণে নিশ্চয়ো মহান্ ।
এতদ্ বৈ কশ্যপাপত্যং মনোর্বংশং নিবোধ মে ॥ ৫২
সংক্ষেপেণৈব তৎ সর্বং কীর্তয়িষ্যামি তেঽনঘ ।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥ ৫৩
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবঃ স্মৃতাঃ ।
ভানোস্তু ভানবস্তাত মুহূর্তাশ্চ মুহূর্তজাঃ ॥ ৫৪
লম্বা ঘোষং বিজজ্ঞেঽথ নাগবীথী চ জামিজা
পৃথিব্যাং বিষয়ং সর্বং মরুত্বত্যামজায়ত ॥ ৫৫
সঙ্কল্পায়াস্তু সর্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব চ ।
ধর্মস্য পুত্রো লক্ষ্ম্যাস্তু কামো জজ্ঞে জগৎপ্রভুঃ ॥ ৫৬
যশো হর্ষশ্চ কামশ্চ রত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং স্মৃতম্ ।
সোমস্য পুত্রো রোহিণ্যাং জজ্ঞে বর্চা মহাপ্রভঃ ॥ ৫৭

ইঁহারা ধর্মাত্মা, বেদবিদ ও প্রাণিগণের হিতে নিরত ছিলেন। ইঁহারা লোকতন্ত্রধারণকারী, বরদ এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ ছিলেন। ৪২

তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, মহাবল গরুড়, অরুণ ও আরুণি—ইঁহারা বিনতার পুত্র বলিয়া অভিহিত হন। ৪৩

দেবর্ষিগণের দ্বারা সম্মানিত মহাভাগা প্রাধা পবিত্র, নানা প্রকার রূপ-বর্ণবিশিষ্টা ও পুণ্যময় লক্ষণযুক্তা মুখ্যা নিম্নলিখিত আট অপ্সরাকে জন্মদান করেন। ৪৪

অনবদ্যা, মনু, বংশা, অনূনা, অরুণপ্রিয়া, অনুগা, সুভগা ও ভাসী—এই আট কন্যাকে (অপ্সরাকে) প্রাধা উৎপন্ন করেন। ৪৫

অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা ও শারদ্বতী—এই অপ্সরাগণ মুনির কন্যা বলিয়া কথিত হন। বিশ্বা, বসু, ভরণ্যাদি গন্ধর্ব এবং সুবিখ্যাত গন্ধর্বগণও মুনিরই সন্তান ছিলেন। ৪৬-৪৮

মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্বশী, অনুম্লোচা ও প্রম্লোচা—এই দশ অপ্সরা মনোবতী এবং অন্য দেবযোনি অপ্সরাগণ প্রজাপতির সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; ইঁহারা সকলেই ভুবনে সকল প্রাণীরই প্রিয় ছিলেন। ৪৯-৫০।

অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো ও রুদ্রগণ—এই চার সুরভির সন্তান। এই সন্তানগণ পুরাণে মহান্ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। এই পর্যন্ত কশ্যপের সন্তানগণের বর্ণনা করা হইল। এখন আমার নিকট হইতে মনুর বংশের বর্ণনা শ্রবণ কর। ৫১-৫২

নিষ্পাপ নরেশ! আমি সংক্ষেপে সেই সব বর্ণনা করিব। বিশ্বেদেবগণ বিশ্বার সন্তান এবং সাধ্যাদেবী 'সাধ্য' নামক দেবগণকে জন্মদান করেন। ৫৩

মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বানগণ উৎপন্ন হন ও বসুর পুত্রগণ 'বসু' নামে অভিহিত হন। তাত! ভানুর পুত্রগণ 'ভানু' এবং মুহূর্তার পুত্রগণ 'মুহূর্ত' বলিয়া কথিত হন। ৫৪

লম্বা ঘোষকে জন্মদান করেন, জামি হইতে নাগবীথী উৎপন্ন হন এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু বিষয় আছে, তৎ সমস্তই মরুত্বতী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ৫৫

কুরুনন্দন! সঙ্কল্পার গর্ভ হইতে সঙ্কল্পনামক পুত্রই জন্ম গ্রহণ করে। ধর্ম ও তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী হইতে কাম নামক পুত্রের জন্ম হয়, যিনি সম্পূর্ণ জগতের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন। ৫৬

কাম ও তাঁহার পত্নী রতি হইতে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়,

উদয়েন্তেব ভগবান্ যষ্ঠেন্দ্রী যেন কল্যতে
পুরুরবাশ্চ ভগবানুর্ব্বশী যেন বুধ্যতে ॥ ৫৮
এবং পুত্রসহস্রাণি স্ত্রীণাঞ্চৈব পরস্পরম্
এতাবত্তু জগন্মূলং যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫৯
প্রজাপতিস্তু ভগবান্ গুণতঃ শ্রেষ্ঠো দেবিনঃ।
আবিশত্তাং বুক্তেষু নিয়োজয়তি যোগবিৎ ॥ ৬০

দিশো দশ ক্ষিতিমুর্ব্যোতপর্ব্বতাগ্রমান্
ক্রমোষধীকরগসবিৎস্বরান্দ্রমান্।
প্রজাপতিস্তূর্ববনস্বতো নভো ভুবঃ
ক্রিয়াঃ যথানয় কৃতবান্ পিতামহঃ ॥ ৬১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে জগৎসর্গে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

তাহাদের নাম—যম ও হর্ষ। সোমের পত্নী রোহিণীর গর্ভে অতিশয় কান্তিমান্ 'বর্চা' নামক পুত্রের জন্ম হয়। ৫৭

এই বর্চা উদিত হইলেই ভগবান্ সোম বর্চস্বী ( তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ ) হইয়া থাকেন। এই বর্চা বা বুধ হইতে ঐশ্বর্য্যশালী পুরূরবার জন্ম হয়, যাঁহার সহিত উর্ব্বশী প্রেমবন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৫৮

এইরূপে স্ত্রী ও পুরুষগণের পরস্পর সংযোগে সহস্র পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে। এই পর্য্যন্তই হইল জগতের মূল, যেখানে সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫৯

যোগবিৎ ভগবান্ প্রজাপতি গুণের দৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেহধারিগণের উপর দৃষ্টিপাত করত তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য প্রদ্বগণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ৬০

এই প্রজাপতি দশদিক্, পৃথিবী, বৃষ্টি, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, ওষধি, সর্প, নদী, দেবতা, অসুর, লোকস্রষ্টা মরীচি প্রভৃতি, আকাশ, ভূর্লোক, ক্রিয়া, যজ্ঞ ও পরম্পরামালা—এই সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বারাহাবতার-প্রসঙ্গে জগতের সৃষ্টিবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ ব্রহ্মণা বিভিন্ন-বর্গাণামধিপতীনাং নিযুক্তিঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ব্রহ্মাণমপি লোকানামাদিত্যানাঞ্চ ভারত।
চকার শক্রং রাজানমাদিত্যসমতেজসম্ ॥ ১
স বজ্রী কবচী বিষ্ণুরদিত্যামভিজজ্ঞিবান্
দ্যুতেঃ সহায়ো দ্যুতিমান্ যথা সোঽহন্তর্য্যতিঃ স্তুতঃ ॥ ২
জাতমাত্রোঽথ ভগবান্ স কুশৈর্ব্রাহ্মণৈর্ধৃতঃ।
তদা প্রভৃতি দেবেশঃ কৌশিকত্বমুপাগতঃ ॥ ৩
অভিষিচ্যাধিরাজ্যে তু সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্।
ব্রহ্মা ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৪
যজ্ঞানাং তপসাং চৈব গ্রহনক্ষত্রযোস্তথা।
দ্বিজানামোষধীনাঞ্চ সোমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৫
দক্ষং প্রজাপতীনাঞ্চ অপ্সুসাং বরুণং পতিম্।
পিতৃণাং সর্ব্বনিধনং কালং বৈবস্বতং প্রভুম্ ॥ ৬

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিভিন্ন বর্গের অধিপতিগণের নিযুক্তি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশধর জনমেজয়! ব্রহ্মা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ইন্দ্রকে তিন লোকের এবং আদিত্যগণের রাজা করিলেন। ১

এই বিক্রমশীল ইন্দ্র অদিতি দেবীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি হস্তে বজ্র এবং অঙ্গে কবচ ধারণ করিয়া থাকেন। ইনি দ্যুতির সহায়ক, কান্তিমান্ ও অহর্য্যতিগণ (...বেদব্যাখ্যাতৃগণ ) কর্ত্তৃক স্তুত। ২

এই ভগবান্ ইন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কুশসমূহের দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই দেবেশ্বর ইন্দ্র 'কৌশিক' বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন। ৩

সহস্রলোচন ইন্দ্রকে ত্রিলোকের সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মা ক্রমশঃ বিভিন্ন বর্গের রাজ্যসমূহকে বিভাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

তিনি যজ্ঞ, তপ, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্বিজ ও ওষধিসকলের রাজ্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। ৫

দক্ষকে প্রজাপতিগণের, বরুণকে জলের এবং সকলকে বিনাশকারী অগ্নিতুল্য তেজস্বী কালকে ( যমরাজকে ) পিতৃগণের অধিপতি করিলেন। ৬

গন্ধানাং চৈব সর্ব্বেষাং ভূতানাঞ্চ শরীরিণাম্ ।
শব্দাকাশবলানাঞ্চ বায়ুরীশস্তথা কৃতঃ ॥ ৭
সর্ব্বভূতপিশাচানাং মৃত্যূনাঞ্চ গবাং তথা ।
উৎপাতগ্রহরোগাণাং ব্যাধীনামীতিনাং তথা ।
ব্রতানাং চৈব সর্ব্বেষাং মহাদেবঃ কৃতঃ প্রভুঃ ॥ ৮
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ গুহ্যকানাং ধনস্য চ ।
রত্নানাং চৈব সর্ব্বেষাং কৃতো বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥ ৯
সর্ব্বেষাং দংষ্ট্রিণাং শেষো নাগানাঞ্চ বাসুকিঃ ।
সরীসৃপাণাং সর্ব্বেষাং প্রভুর্বৈ তক্ষকঃ কৃতঃ ॥ ১০
সাগরাণাং নদীনাঞ্চ মেঘানাং বর্ষণস্য চ ।
আদিত্যানামবরজঃ পর্জ্জন্যোঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১১
গন্ধর্ব্বাণামধিপতিস্তথা চিত্ররথঃ কৃতঃ ।
সর্ব্বাপ্সরোগণানাঞ্চ কামদেবঃ প্রভুঃ কৃতঃ ॥ ১২
চতুষ্পদানাং সর্ব্বেষাং বাহনানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
মহেশ্বরধ্বজঃ শ্রীমান্ গোবৃষোঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১৩
দৈত্যানাঞ্চ মহাতেজা হিরণ্যাক্ষঃ প্রভুঃ কৃতঃ ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব যৌবরাজ্যেঽভিষেচিতঃ ॥ ১৪
গণানাং কালকেয়ানাং মহাকালঃ প্রভুঃ কৃতঃ ।
দনায়ুষায়াঃ পুত্রাণাং বৃত্রো রাজা তদা কৃতঃ ॥ ১৫
সিংহিকাতনয়ো যস্তু রাহুর্নাম মহাসুরঃ ।
উৎপাতানামনেকানামদ্ভুতানাং প্রভুঃ কৃতঃ ॥ ১৬
ঋতূনামথ সর্ব্বেষাং যুগানাং চৈব ভারত ।
পক্ষাণাঞ্চৈব মাসানাং তথৈব তিথিপর্ব্বণাম্ ॥ ১৭
কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তানাং গত্যেরয়নয়োস্তথা ।
কৃতঃ সম্বৎসরো রাজা যোগস্য গণিতস্য চ ॥ ১৮
পক্ষিণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং চক্ষুষাঞ্চ মহাবলঃ ।
সুপর্ণো ভোগিনাঞ্চৈব গরুড়োঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১৯
অরুণো গরুড়ভ্রাতা জপাপুষ্পাচয়প্রভঃ ।
যোগানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং সাধ্যানামধিপঃ কৃতঃ ॥ ২০
পুত্রোঽস্য বিরজো নাম কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ।
রাজা প্রাচ্যাং দিশি তথা বাসবেনাধিপঃ কৃতঃ ॥ ২১
আদিত্যস্য বিভোঃ পুত্রো ধর্ম্মরাজো মহাযশাঃ ।
দক্ষিণস্যাং দিশি যমো মহেন্দ্রেণৈব সংকৃতঃ ॥ ২২

---

সেই সমস্ত সম্পূর্ণ গন্ধ, দেহধারী ভূতগণ, শব্দ, আকাশ এবং বলের রাজারূপে বায়ুদেবকে স্থাপিত করিলেন । ৭

সমস্ত ভূত, পিশাচ, মৃত্যু, গো, উৎপাত, গ্রহ, রোগ, ব্যাধি, ঈতি (অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার ঈতি।) এবং সর্ব্ববিধ ব্রতসমূহের অধিপতিরূপে মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ৮

যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণের এবং ধন ও রত্নসমূহের আধিপত্যে বিশ্রবাপুত্র কুবেরকে স্থাপিত করিলেন । ৯

বড় বড় দন্তধারী সর্পগণের রাজা-রূপে শেষকে, নাগগণের রাজা-রূপে বাসুকিকে এবং সমস্ত সরীসৃপগণের রাজা-রূপে তক্ষককে অভিষিক্ত করিলেন । ১০

আদিত্যগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্জ্জন্যকে তিনি সাগর, নদ-নদী এবং মেঘসমূহের ও বর্ষণের অধিপতি করিলেন । ১১

ব্রহ্মা চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের এবং কামদেবকে সমস্ত অপ্সরাদিগের রাজা করিলেন । ১২

মহাদেবের ধ্বজস্বরূপ যে বৃষরূপধারী শ্রীমান্ নন্দী, তাঁহাকে তিনি সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী ও বাহনসকলের অধিপতি করিলেন । ১৩

মহাতেজস্বী হিরণ্যাক্ষকে দৈত্যগণের রাজা করিলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । ১৪

মহাকালকে কালকেয়নামক গণের পতি করিলেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা দনায়ুর পুত্র ছিল, তাহাদের রাজা তিনি বৃত্রাসুরকে করিলেন । ১৫

সিংহিকার পুত্র রাহুনামক যে মহাসুর ছিল, তাহাকে তিনি অনেক উৎপাত ও অদ্ভুতসমূহের পতি করিলেন । ১৬

ভারত ! সমস্ত ঋতু, যুগ, পক্ষ, মাস, তিথি, পর্ব্ব, কলা কাষ্ঠা ও মুহূর্ত্ত এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের গতির রাজা তিনি সংবৎসরকে করিলেন। এই সংবৎসর যোগ ও গণিতেরও রাজা হইলেন । ১৭-১৮

সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট মহাবল গরুড়কে তিনি সমস্ত পক্ষী, দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ প্রাণী ও বিষধর সর্পগণের অধিপতি করিলেন । ১৯

জবাপুষ্পরাশি-সদৃশ রক্তবর্ণ গরুড়ের ভ্রাতা অরুণকে তিনি সমস্ত যোগ ও সাধ্যগণের অধিপতি করিলেন । ২০

প্রজাপতি কশ্যপের যে বিরজনামক পুত্র ছিলেন, তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের রাজা ও অধিপতি করিলেন । ২১

ভগবান্ আদিত্যের পুত্র মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজ যমকে দক্ষিণ-

কশ্যপস্যৌরসঃ পুত্রঃ সলিলান্তর্গতঃ সদা
অম্বুরাজ ইতি খ্যাতঃ প্রতীচ্যাং দিশি পার্থিবঃ ॥ ২৩
পুলস্ত্যপুত্রো দ্যুতিমান্মহেন্দ্রপ্রতিমঃ প্রভুঃ।
একাক্ষঃ পিঙ্গলো নাম সৌম্যায়াং দিশি পার্থিবঃ ॥ ২৪
এবং বিভজ্য রাজ্যানি স্বয়ম্ভূর্লোকভাবনঃ।
লোকাংস্ত ত্রিদিবে দিব্যানদদৎ স পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫
কস্যচিৎ সূর্য্যসঙ্কাশান্ কস্যচিদ্ বহ্নিসন্নিভান্
কস্যচিৎ বিদ্যুদ্বিদ্যোতান্ কস্যচিচ্চন্দ্রনির্ম্মলান্ ॥ ২৬
নানাবর্ণান্ কামগমাননেকশতশো জনান্
স তান্ সুকৃতিনাং লোকান্ পাপদুষ্কৃতিদুর্লভান্ ॥ ২৭
যেষাং ভাসো বিভান্ত্যগ্রে সৌম্যাস্তারাগণা ইব।
এতে সুকৃতিনাং লোকা যে জাতাঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ ॥ ২৮
যে যজন্তি মখৈঃ পুণ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
স্বদারনিরতাঃ কান্তা ঋজবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২৯
দীনানুগ্রহকর্ত্তারো তৃষ্ণয়া লোভবর্জ্জিতাঃ
সত্যাক্ষররসাঃ সন্তো যান্তি তত্র তপোঽমলাঃ ॥ ৩০
এবং বিসৃজ্য তান্ লোকান্ স্বয়ং লোকপিতামহঃ।
পুত্রঃ ব্রহ্মসদনমাক্রমেত প্রজাপতিঃ ॥ ৩১
সর্ব্বে স্বয়ম্ভুসংস্থেষু পালনেষু দিবৌকসঃ
রেমিরে যেষু লোকেষু মহেন্দ্রেণাভিপালিতাঃ ॥ ৩২
স্বয়ম্ভুবা শক্রপুরঃসরাঃ সুরাঃ
কৃতা যথার্হং প্রতিপালনেষু তে।
যশো দিবঞ্চ প্রতিপেদিরে শুভং
সুখঞ্চ তত্রার্থভাগতোঽখিলম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বারাহেঽধিপতিস্থাপনে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

---

দিকে যমলোকের রাজা করিয়া নরেন্দ্র ইঁহার সৎকার করিয়াছিলেন। ২২

যিনি সদা জলের মধ্যেই বাস করেন এবং অম্বুরাজ নামে যিনি বিখ্যাত, সেই কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র বরুণকে পশ্চিম দিকের রাজা করিলেন। ২৩

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী এবং এক চক্ষুবিশিষ্ট, পুলস্ত্যমুনির সেই তেজস্বী পুত্র পিঙ্গলকে উত্তর দিকের রাজা করিলেন। ২৪

এইরূপে লোকস্রষ্টা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বিভিন্ন রাজ্যসকলকে বিভাগ করিয়া সেই রাজাদের জন্য স্বর্গে পৃথক্ পৃথক্ দিব্য লোকসকল দান করিলেন। ২৫

কাঁহাকেও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী লোক এবং কাঁহাকেও অগ্নিতুল্য তেজস্বী লোক প্রদান করিলেন। কাঁহাকেও বিদ্যুত্তুল্য উজ্জ্বল রূপে প্রকাশমান ও কাঁহাকেও চন্দ্রতুল্য নির্ম্মল কান্তিমান্ লোক প্রদান করিলেন। ২৬

এই সব লোক নানাপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট এবং ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে সমর্থ ছিল। সেই সব স্থানে শত শত ব্যক্তি বাস করিতেছিলেন এবং এই সব স্থান সৎকর্ম্মকারী পুণ্যাত্মাদের লোক ছিল। পাপী ও দুষ্কর্ম্মকারীদিগের পক্ষে এই সব লোক দুর্লভ ছিল। ২৭

এই যে সম্মুখে তারাগণের ন্যায় সৌম্য প্রকাশ দেখা যাইতেছে, এই সমস্ত সেই পুণ্যাত্মাদেরই লোক। পুণ্যকর্ম্মকারী পুরুষগণের জন্যই এই সবের সৃষ্টি হইয়াছে। ২৮

যাঁহারা পর্য্যাপ্ত উত্তম দক্ষিণাযুক্ত পবিত্র (বিহিত) যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন, নিজেদেরই স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকেন এবং যাঁহারা শান্ত, সরল, সত্যবাদী, দীন দুঃখীদিগের প্রতি অনুগ্রহকারী, রাগশূন্য, লোভহীন, ক্রোধরহিত ও নির্ম্মল তপস্যাপরায়ণ, সেই সব সৎপুরুষগণই এই সব লোকে গমন করেন। ২৯-৩০

সাক্ষাৎ লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে নিজের পুত্রগণকে বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ৩১

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত নিজ নিজ পালনীয় লোকসমূহে অবস্থান করত দেবেন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সমস্ত দেবতাগণ সেখানে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ৩২

যজ্ঞভাগভোজনকারী ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যথাযোগ্য পালন-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ইঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে শুভ যশ ও স্বর্গলোক লাভ করিলেন। ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বরাহাবতারপ্রসঙ্গে অধিপতিগণের স্থাপনবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

[ দেবাসুর-সংগ্রামবর্ণনম্, হিরণ্যাক্ষেণ দেবরাজস্যেন্দ্রস্য তর্জনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
কদাচিত্তু সপক্ষাস্তে পর্ব্বতা ধরণীধরাঃ।
প্রস্থিতা ধরণীং ত্যক্ত্বা পুনঃ তত্রৈব মায়য়া ॥ ১
তদাসুরাণাং নিলয়ং হিরণ্যাক্ষেণ পালিতম্
দিশং প্রতীচীমাগম্য হ্রদেষ্বমজ্জন্ যথা গজাঃ ॥ ২
তত্রাসুরেভ্যঃ সংশস্য আধিপত্যং সুরাশ্রয়ম্।
ততস্তু দানবাঃ সর্ব্বে চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্ ॥ ৩
ক্রূরাশ্চ বুদ্ধিমতুলাং পৃথিবীহরণে রতাঃ
আয়ুধানি চ সর্ব্বাণি জগৃহুর্ভীমবিক্রমাঃ ॥ ৪
চক্রাশনীস্তথা খড়্গান্ ভুশুণ্ডীশ্চ ধনূংষি চ
প্রাসান্ পাশাংশ্চ শক্তীশ্চ মুষলানি গদাস্তথা ॥ ৫
কেচিৎ কবচিনঃ সজ্জা মত্তনাগাংস্তথাপরে।
কেচিদশ্বরথান্ যুক্তা অপরেঽশ্বান্ সমাশ্রিতাঃ ॥ ৬
কেচিদুষ্ট্রাংস্তথা খড়্গান্ মহিষান্ গর্দভানপি
অশ্বাংশ্চ বাহনমাস্থায় কেচিচ্চাপি পদাতয়ঃ ॥ ৭
পরিবার্য্য হিরণ্যাক্ষং তদবস্থাঃ কলাপিনঃ।
উদ্যতাস্ত্রা নিশ্চক্রমুর্হৃষ্টাঃ সর্ব্বে যুযুৎসবঃ ॥ ৮
ততো দেবগণাঃ পশ্চাৎ পুরন্দরপুরোগমাঃ।
দৈত্যানাং বিদিতোদ্যোগাশ্চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্ ॥ ৯
সজ্জা চতুরঙ্গেন বলেন সুসমাহিতাঃ
বজ্রগদাশূলিপ্রাণাযুধবন্তঃ সমার্পণাঃ ॥ ১০
উগ্রায়ুধধরা দেবা যোধনীকৈরবস্থিতাঃ
ঐরাবতগতঃ শক্রস্তথাগচ্ছত পৃষ্ঠতঃ ॥ ১১
ততস্তূর্য্যনিনাদেন ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ।
অভ্যদ্রবদ্ধিরণ্যাক্ষো দেবরাজং পুরন্দরম্ ॥ ১২

---

## অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

[ দেবাসুর-সংগ্রামবর্ণন এবং হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের তর্জন ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কোনও এক সময়ের কথা, পক্ষযুক্ত ধরণীধর পর্ব্বতসকল এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের মায়াতেই তাঁহারা এইরূপ করিলেন। ১

সেই সময় হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক পালিত অসুরগণের নিবাসস্থান পশ্চিমদিকে যাইয়া সেখানের বিশাল সরোবরে হস্তিগণের ন্যায় পর্ব্বতসকল নিমজ্জিত হইলেন অর্থাৎ স্নান করিতে লাগিলেন। ২

সেখানে এই পর্ব্বতসকল অসুরগণকে বলিলেন,—দেবতারা তিন লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন (তাঁহারা কবিষ্ঠ তাঁহাও রাজ্যভাগী হইলেন এবং দৈত্যগণ জ্যেষ্ঠ হইয়াও তাহা লাভ করিতে পারিলেন না।) ইহা শ্রবণ করত সেই অসুরগণ যুদ্ধের জন্য উত্তম উদ্যম আরম্ভ করিল। ৩

তাহারা নিজেদের অনুপম ক্রূর বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীকে হরণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর অসুরগণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিল। ৪

চক্র, অশনি, খড়্গ, ভুশুণ্ডি, ধনু, প্রাস, পাশ, শক্তি, মুষল ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণ করিল। ৫

কেহ কেহ কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। অনেকে মত্ত হস্তীদিগের উপর আরোহণ করিল। বহু অসুর অশ্বযুক্ত রথসকলে আরোহণ করিল। অন্য মহাসুরগণ বহু অশ্বের উপর আরূঢ় হইল। ৬

কত অসুর উষ্ট্র, গণ্ডার, মহিষ ও গর্দভ বাহনসকলের উপর আরোহণ করিল। কত অসুর নিজেদের বাহনে আরূঢ় করত পদাতি হইয়াই যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল। ৭

ইহারা সকলেই হৃষ্ট মনে অস্ত্রধারণ করিয়া ও কবচধারণ করিয়া হর্ষচিত্তে যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া এদিক সেদিকে নির্গত হইল এবং হিরণ্যাক্ষকে পরিবৃত করিয়া চলিতে লাগিল। ৮

তাহার পর দৈত্যগণের এই যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগের সংবাদ জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণও যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ৯

এই দেবগণ অতিশয় সাবধানতার সহিত বিশাল চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে লইয়া লৌহ-চর্ম্ম-নির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বাণপূর্ণ তূণীর ধারণ করিলেন, তাহার পর উগ্র অস্ত্র ধারণ করত নিজ নিজ দলে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ঐরাবতে আরূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ১০-১১

তদনন্তর বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ ও ভেরীসমূহের গভীর

তীক্ষ্ণৈঃ পরশুনিস্ত্রিংশৈর্গদাতোমরশক্তিভিঃ।
মুসলৈঃ পট্টিশৈশ্চৈবমাচ্ছাদয়ামাস বাসবম্ ॥ ১৩

ততোঽস্ত্রবলবেগেন মার্জিতাঃ সুদারুণাঃ।
ঘোররূপা মহাবেগা নিপেতুর্বাণবৃষ্টয়ঃ ॥ ১৪

শিষ্টাশ্চ দৈত্যা বলিনঃ শিতধারৈঃ পরশ্বধৈঃ।
পরিঘৈরায়সৈঃ খড়্গৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ১৫

গণ্ডশৈলৈশ্চ বিবিধৈঃ শৈলশৃঙ্গৈশ্চ ভীষণৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ গুর্বীভিঃ শতঘ্নীভিস্তথৈব চ ॥ ১৬

যুগৈর্যন্ত্রৈশ্চ নির্মুক্তৈরর্গলৈশ্চ বিদারণৈঃ
সর্বান্ দেবগণান্ দৈত্যাঃ সমিজঘ্নুঃ সবাসবান্ ॥ ১৭

ধূম্রকেশঃ হরিশ্মশ্রুর্নানাপ্রহরণায়ুধম্
রক্তসন্ধ্যাভ্রসঙ্কাশঃ কিরীটোত্তমধারিণম্ ॥ ১৮

নীলপীতাম্বরধরঃ শিখরাগ্রাঙ্গধারিণম্
আজানুবাহুঃ হর্যক্ষঃ বৈদূর্যাম্বরশোভনম্ ॥ ১৯

সমুদ্যতায়ুধং দৃষ্ট্বা সর্বে দেবগণাস্তদা
যে হিরণ্যাক্ষমসুরং দৈত্যানামগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ২০

যুগান্তসময়ে তীক্ষ্ণঃ স্থিতঃ মৃত্যুরিবাগ্রতঃ
প্রবিব্যথুঃ সুরাঃ সর্বে তদা শক্রপুরোগমাঃ ॥ ২১

দৃষ্ট্বা রাক্ষঃ হিরণ্যাক্ষং মহাদ্রিমিব জঙ্গমম্।
দেবাঃ সংবিগ্নমনসঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
সহস্রাক্ষং পুরস্কৃত্য তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ২২

সা চ দৈত্যচমূ রেজে হিরণ্যকবচোজ্জ্বলা
প্রবৃদ্ধনক্ষত্রগণা শারদী রৌহিণী যথা ॥ ২৩

তেহন্যোন্যমপি সম্পেতুঃ পাতয়ন্তঃ পরস্পরম্
বহুমূর্ধাহুভির্বাহূন্ ছিন্নাঃ যুযুৎসবঃ ॥ ২৪

গদানিপাতৈর্ভগ্নাঙ্গা বাণৈশ্চ বাণিতোরসঃ
বিনিপেতুঃ পৃথক্কেচিচ্ছিন্নাঃ কেচিৎ বিচক্ষিরে ॥ ২৫

ধর্ষণিরে রথান্ কেচিৎ কেচিৎ সম্মর্দিতা রথৈঃ।

শত্রুর সহিত হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন। ১২

তিনি তীক্ষ্ণ পরশু, তরবারি, গদা, তোমর, শক্তি, মুসল ও পট্টিশসমূহের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ১৩

তাহার পর তাঁহার অস্ত্রের বল ও বেগে অগ্নিশিখাযুক্ত, অত্যন্ত দারুণ, ঘোর ও মহাবেগযুক্ত বাণবর্ষণ ইন্দ্রের উপর পতিত হইতে লাগিল। ১৪

অবশিষ্ট দৈত্যগণ তীক্ষ্ণধার কুঠার পরশু, লৌহনির্মিত পরিঘ, তরবারি, ক্ষেপণীয় অস্ত্র, মুদ্গর, তেজোযুক্ত ও পর্বতসদৃশ নানাবিধ পর্বতশিখর, প্রচণ্ড আঘাতকারী ভারী শতঘ্নী, যুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অস্ত্র, নির্মুক্ত যন্ত্র ও বিদীর্ণকারী অর্গলসমূহের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে প্রহার করিতে ও আহত করিতে লাগিল। ১৫-১৭

দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের কেশ ধূম্রবর্ণ ছিল। শ্মশ্রু (গোঁফ ও দাড়ি) হরিদ্বর্ণ ছিল। ইনি নানাপ্রকার প্রহরণশীল অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। ইঁহার অঙ্গকান্তি সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল। ইনি নিজ মস্তকে উত্তম কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার দেহে নীল ও পীত বর্ণের বস্ত্র পরিহিত ছিল। ইঁহার মুখে উপরে উত্থিত তীক্ষ্ণ দন্ত ছিল এবং বাহুদ্বয় জানু পর্যন্ত লম্বা ছিল। ইনি বৈদূর্যমণি-নির্মিত আভরণসমূহে উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। এরূপ হিরণ্যাক্ষকে হস্তে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইতে দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ তৎকালে আতঙ্কিত হইয়া থাকিলেন। ১৮-১৯

দৈত্যগণের অগ্রে অবস্থিত অসুর হিরণ্যাক্ষ এই সময় সম্মুখে অবস্থিত তীক্ষ্ণ মৃত্যুর ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। এই ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সময় তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ২০-২১

গমনকারী মহাপর্বতসদৃশ দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত দেবগণের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাঁহারা হস্তে ধনু গ্রহণ করত সহস্রলোচন ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২২

স্বর্ণনির্মিত কবচের প্রভায় উদ্ভাসিত দৈত্যগণের সেই সৈন্যবাহিনী নক্ষত্রসমূহে পূর্ণ শরৎকালের নির্মল আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ২৩

এই দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পরকে পাতিত করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধাভিলাষী অন্য বীরগণ বিপক্ষের বাহুর দ্বারা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বাহুসমূহ ভাঙিয়া দিতে লাগিলেন। ২৪

বহু যোদ্ধার অঙ্গ গদার আঘাতে ভাঙিয়া যাইল। বাণসমূহের আঘাতে অনেকের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত পীড়া হইতে লাগিল। কত যোদ্ধা যুদ্ধস্থলে পৃথক্‌ভাবে পতিত হইল এবং অন্য যোদ্ধারাও নিহত হইতে লাগিল। ২৫

অনেক সৈন্য রথসকলকে ভাঙিয়া দিল, অনেকে আবার

সন্নাহবন্তে সম্প্রাপ্তা ন শেকুশ্চলিতুং রথাৎ ॥ ২৬
দানবেন্দ্রবলং তত্র দেবানাঞ্চ মহদ্ বলম্
অন্যোন্যাসাদবর্ষে যুদ্ধাভিনন্দিনাবুভৌ ॥ ২৭
হিরণ্যাক্ষস্তু বলবান্ ক্রুদ্ধঃ স দিতিনন্দনঃ
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজাঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥ ২৮
তস্য ক্রুদ্ধস্য সহসা মুখান্নিশ্চেরুরর্চিষঃ ।
সাগ্নিধূমশ্চ পবনো ববৌ তস্য সমীপতঃ ॥ ২৯
শস্ত্রজালৈর্মহাবিদ্ধৈর্দ্রুমৈঃ পরিঘৈরপি ।
সর্ব্বমাকাশমাবব্রে পর্ব্বতৈরুচ্ছ্রিতৈরিব ॥ ৩০
বহুভিঃ শস্ত্রনিস্ত্রিংশৈশ্ছিন্নভিন্নশিরোরসঃ
ন শেকুশ্চলিতুং দেবা হিরণ্যাক্ষার্দিতা যুধি ॥ ৩১
সর্ব্বে বিত্রাসিতা দেবা হিরণ্যাক্ষেণ সংযুগে ।
ন শেকুর্ব্বলবন্তোঽপি যত্নং কর্ত্তুং বিচেতসঃ ॥ ৩২
তেন শক্রঃ সহস্রাক্ষঃ স্তম্ভিতোঽস্ত্রেণ ধীমতা ।
ঐরাবতগতঃ সংখ্যে নাশকচ্চলিতুং ততঃ ॥ ৩৩
সর্ব্বাংস্তু দেবানখিলান্ স পরাজিত্য দানবঃ ।
স্তম্ভয়িত্বা চ দেবেশমাত্মস্থং মন্যতে জগৎ ॥ ৩৪
সতোয়মেঘপ্রতিমোঽপ্রতিঘ্নঃ
প্রতিস্বনাত্তজনিনাদমবিগ্রহম্ ।
বহুবিধূতসমূদ্ধতচ্ছংস
তথাসুরেন্দ্রঃ প্রভুঃ পুনঃ স্থিতঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বারাহে শক্রস্তম্ভনে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

---

দেবগণের রথসমূহের গতি নিশ্চেষ্ট রুদ্ধ হইয়া যাইল। অন্য বহু যোদ্ধা চারিদিকে এরূপভাবে আবৃত হইল যে, তাহারা তখন রথ হইতে চলিতেও পারিল না ॥ ২৬

সেখানে একদিকে দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের সৈন্যদল ছিল এবং অন্যদিকে দেবগণের বিশাল বাহিনী অবস্থান করিতেছিল। উভয় দিক হইতেই পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ হইতেছিল। উহাতে সেই সময় যুদ্ধের এক দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৭

দিতিনন্দন হিরণ্যাক্ষ মহাতেজস্বী ও বলবান্ ছিলেন। তিনি কুপিত হইয়া সেইভাবে বর্দ্ধিত হইলেন, যেরূপ পর্ব্বকালে (পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়) সমুদ্র বর্দ্ধিত হয় ॥ ২৮

ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষের মুখ হইতে তখন সহসা অগ্নির শিখা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার নিকটে অগ্নি ও ধূমযুক্ত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৯

তিনি নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ, বৃক্ষ ও পরিঘসমূহের দ্বারা সেইভাবে আকাশকে আবৃত করিলেন, যেরূপ উচ্চ পর্ব্বতসকলের দ্বারা আকাশ আবৃত হইয়া যায় ॥ ৩০

যুদ্ধে বহু অস্ত্র এবং তরবারিসমূহের দ্বারা দেবতাগণের মস্তক ও বক্ষঃস্থল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইল। তাঁহারা হিরণ্যাক্ষের দ্বারা এরূপ পীড়িত হইয়া যাইলেন যে, তখন যুদ্ধস্থলে চলিতেও সমর্থ রহিলেন না ॥ ৩১

সেই যুদ্ধে হিরণ্যাক্ষ সমস্ত দেবতাগণকে এরূপ ভীত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে অচেতন হইয়া যাইলেন এবং তাঁহারা বলশালী হইলেও কোন যত্ন করিতে পারিলেন না ॥ ৩২

ঐ বুদ্ধিমান্ দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিজের অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধস্থলে ঐরাবতের উপরে স্থিত সহস্রলোচন ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন, যাহাতে তিনি তৎস্থান হইতে পলায়ন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৩

সমস্ত দেবগণকে পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া এবং দেবরাজ ইন্দ্রকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়া ঐ দানব হিরণ্যাক্ষ সারা জগৎকে নিজেরই অধীন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তিনি যখন সজল জলধরের ন্যায় ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর সেই সময় প্রবাহিতকারী হস্তীর তুল্য বিশালমূর্ত্তি মনে হইতেছিল, সেই সময় সেখানে অবস্থিত দেবতাগণ উদার তেজস্বী অসুররাজ হিরণ্যাক্ষকে বারংবার প্রকম্পিত করিতে ও উচ্চ ধ্বনি করিতে দেখিলেন ॥ ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বারাহাবতারপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের স্তম্ভনবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা বারাহেণ হিরণ্যাক্ষ বধঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিস্তব্ধে সুরপক্ষে তু মথিতেষু সুরেষু চ।
হিরণ্যাক্ষবধে বুদ্ধিং চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥ ১
বারাহঃ পর্বতো নাম যঃ পূর্বং সমুদাহৃতঃ।
স এব ভূত্বা ভগবানাজগামাসুরান্তকৃৎ ॥ ২
ততশ্চন্দ্রপ্রতীকাশমগৃহ্ণাচ্ছঙ্খমুত্তমম্।
সহস্রারঞ্চ তচ্চক্রং চক্রপর্বতসন্নিভম্ ॥ ৩
মহাদেবো মহাবুদ্ধির্মহাযোগী মহেশ্বরঃ
পঠ্যতে যোঽমরৈঃ সর্বৈস্তু গুহ্যৈর্নামভিরব্যয়ঃ ॥ ৪
সদসজ্জাত্মনি শ্রেষ্ঠঃ সদ্ভির্যঃ সেব্যতে সদা
ইজ্যতে যঃ পুরাণৈস্তু ত্রিলোকে লোকভাবনঃ ॥ ৫
যো বৈকুণ্ঠঃ সুরেন্দ্রাণামনন্তো ভোগিনামপি
বিষ্ণুর্যো যোগবিদুষাং যো যজ্ঞো যজ্ঞকর্মিণাম্ ॥ ৬
যস্য যস্য প্রসাদেন ভুবনস্থা দিবৌকসঃ।
আজ্যং মহর্ষিভির্দত্তমশ্নন্তি ত্রিধা হুতম্ ॥ ৭
যো গতির্দেবদৈত্যানাং যঃ সুরাণাং পরা গতিঃ।
যঃ পবিত্রং পবিত্রাণাং যো ধ্রুবোঽনাশো বিভুঃ ॥ ৮
যস্য চক্রপ্রবিষ্টানি দানবানাং যুগে যুগে।
কুলান্যাকুলতাং যান্তি যানি দৃষ্টানি বীর্যতঃ ॥ ৯
ততো দৈত্যবধকরং পৌরাণং শঙ্খমুত্তমম্।
ধমন্ বক্ত্রেণ বলবানাক্ষিপদ্দৈত্যজীবিতম্ ॥ ১০
শ্রুত্বা শঙ্খস্বনং ঘোরমসুরাস্তে ভয়াবহম্।
ক্ষুভিতা দানবাঃ সর্বে দিশো দশ ব্যলোকয়ন্ ॥ ১১
ততঃ সংরক্তনয়নো হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ
কোঽয়মিত্যব্রবীদ্ রোষান্নারায়ণমুদৈক্ষত ॥ ১১

## একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ ভগবান বরাহ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যখন দেবগণ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সমস্ত দেবতারা পরাজিত হইলেন, তখন চক্র ও গদাধারী ভগবান বিষ্ণু স্বয়ংই হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার বুদ্ধি করিলেন। ১

পূর্বে যে পর্বতাকার বরাহরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই অসুরবিনাশকারী ভগবান শ্রীহরি এই বরাহ-রূপে প্রকটিত হইয়া সেখানে আসিলেন। ২

অনন্তর তিনি চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল ও উত্তম শঙ্খ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং অন্য হস্তে চক্রপর্বত-সদৃশ বিশাল ও সহস্র অরযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র ধারণ করিলেন। ৩

এই অবিনাশী শ্রীহরিকে সমস্ত দেবতাগণ মহাদেব, মহাবুদ্ধি, মহাযোগী ও মহেশ্বর প্রভৃতি গুহ্য নামসমূহের দ্বারা কীর্তন করেন। ৪

সৎপুরুষগণ সদা নিজেদের হৃদয়ে যে সদসৎরূপ শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে সেবন করেন এবং তিন লোকে যে লোকভাবন পুরাণ পুরুষের পূজা করা হয়। ৫

যিনি দেবেশ্বরগণের নিকট বৈকুণ্ঠ, সর্পগণের নিকট অনন্ত, যিনি যোগবিদ্গণের নিকট বিষ্ণু এবং যিনি যজ্ঞকর্মীদিগের নিকট যজ্ঞ-রূপে পরিচিত আছেন। ৬

যাঁহার কৃপাপ্রসাদে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই দেবগণ মহর্ষিদিগের দ্বারা প্রদত্ত এবং হুত, হূয়মান ও প্রহুত নামক ত্রিবিধ রূপে আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃত ভোজন করেন। ৭

যিনি দেবতা ও দৈত্যগণেরও আশ্রয়, দেবতাদিগের পরম গতি, যিনি পবিত্রসকলকেও পবিত্র করেন, যিনি ধ্রুব, অবিনাশী এবং ব্যাপক। ৮

প্রত্যেক যুগে নিজেদের বলের উপর গর্বপ্রকাশকারী দানবগণের কত কুলসমূহ যাঁহার চক্রাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানে বিলীন হইয়া গিয়াছে (সেই ভগবানই এখানে উপস্থিত হইলেন)। ৯

অনন্তর বলবান ভগবান বরাহ দৈত্যগণের জীবনান্তক নিজের উত্তম ও পুরাতন শঙ্খকে মুখে বাদ্য করিতে করিতে বহু দৈত্যের প্রাণহরণ করিলেন। ১০

অসুরগণের ভয়ানক সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানবগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং দশদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ১১

তারপর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মহাসুর হিরণ্যাক্ষ বলিলেন,—ইনি কে? অনন্তর রোষসহকারে নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন। ১২

বারাহরূপিণং দেবং সংস্থিতং পুরুষোত্তমম্ ।
শঙ্খচক্রোদ্যতকরং দেবানামার্তিনাশনম্ ॥ ১৩

ররাজ শঙ্খচক্রাভ্যাং তাভ্যামসুরসূদনঃ ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মধ্যে যথা নীলপয়োধরঃ ॥ ১৪

ততোঽসুরগণাঃ সর্বে হিরণ্যাক্ষপুরোগমাঃ ।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৃষ্ট্বা দেবমুপাদ্রবন্ ॥ ১৫

পীড্যমানোঽতিবলিভির্দৈত্যৈঃ সর্বায়ুধোদ্যতৈঃ ।
ন চচাল হরির্যুদ্ধেঽকম্প্যমান ইবাচলঃ ॥ ১৬

ততঃ প্রজ্বলিতাং শক্তিং বারাহেঽস্মিন্ দানবঃ
হিরণ্যাক্ষো মহাতেজাঃ পাতয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ১৭

তস্যাঃ শক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ব্রহ্মা বিস্ময়মাগতঃ
সমীপমাগতাং দৃষ্ট্বা মহাশক্তিং মহাবলঃ ॥ ১৮

হুঙ্কারেণৈব নির্ভর্ৎস্য পাতয়ামাস ভূতলে
তস্যাং প্রতিহতায়াং তু ব্রহ্মা সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥ ১৯

স প্রভুঃ সর্বভূতানাং বারাহস্তেন তাড়িতঃ ।
ততো ভগবতা চক্রমাদিত্যাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ২০

পাতিতং দানবেন্দ্রস্য শিরস্যুত্তমকর্মণা ।
ততঃ ছিন্নং তৈব শিরস্তস্য ভূমৌ পপাত হ ।
হিরণ্ময়ং যথোত্তুঙ্গং মেরুশৃঙ্গমিবোত্তমম্ ॥ ২১

হিরণ্যাক্ষে হতে দৈত্যে শেষা যে তত্র দানবাঃ ।
সর্বে তস্য ভয়াত্তা বৈ প্রদুদ্রুবুর্দিশো দশ ॥ ২২

স সর্বলোকাপ্রতিচক্রচক্রো
মহাহবেষ্বপ্রতিমোগ্রচক্রঃ
রেজে বরাহো যুধি চক্রপাণিঃ
কালো যুগান্তেষ্বিব দণ্ডপাণিঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহে প্রাদুর্ভাবে হিরণ্যাক্ষবধে ... ॥ ৩৯ ॥

এই বারাহরূপধারী ভগবান পুরুষোত্তম দেবগণের পীড়ানাশক ছিলেন, অতএব তিনি হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করত সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩

অসুরসূদন শ্রীহরি সেই শঙ্খ-চক্র দ্বারা শোভা পাইতে ছিলেন; যেন নীল মেঘ সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যভাগে সুশোভিত হইয়েছে। ১৪

সেই সময় দানবগণ হিরণ্যাক্ষপ্রভৃতি অসুরগণ নানাবিধ অস্ত্র ও খড়্গ উত্তোলিত করিয়া সেখানে ভগবান বরাহের দিকে ধাবিত হইল। ১৫

সর্বপ্রকার অস্ত্র উদ্যত করিয়া অত্যন্ত বলশালী দৈত্যগণের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলেও ভগবান্ শ্রীহরি সেই যুদ্ধে বিচলিত হইলেন না, তিনি পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ১৬

তারপর মহাতেজস্বী ও শক্তিশালী দানব হিরণ্যাক্ষ ভগবান্ বরাহের প্রতি এক অত্যন্ত প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১৭

সেই শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। সেই মহাশক্তিকে নিকটে আসিতে দেখিয়া মহাবল ভগবান্ বরাহ হুঙ্কারের দ্বারাই তাহাকে তিরস্কৃত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। সেই শক্তি প্রতিহত হইলে পর ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। ১৮-১৯

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রভু ছিলেন সেই ভগবান্ বরাহকে যখন সেই দৈত্য পুনরায় অস্ত্রাঘাত করিলেন, তখন উত্তম কর্মকারী ভগবানও নিজের সূর্যতুল্য তেজস্বী সুদর্শন চক্রকে ঘুরাইয়া দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ২০

তখন সেখানে বজ্রাহত অবস্থাতেই সেই হিরণ্যাক্ষের মস্তক ভূতলে পতিত হইল। উহাতে মনে হইল—মেরুপর্বতের এক সুন্দর ও স্বর্ণময় শিখর যেন খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ২১

দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে পর সেখানে যে সব দানবগণ অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই ভগবানের ভয়ে তৎক্ষণাৎ দশদিকে পলায়ন করিল। ২২

যাঁহার চক্রের আঘাত সমস্ত লোকসমূহে কোথাও প্রতিহত হয় না, যাঁহার অদ্ভুত চক্র মহাযুদ্ধসমূহেও নিজের কোনও তুলনা রাখেন না অর্থাৎ অতুলনীয় হইয়া উঠেন, সেই চক্রপাণি ভগবান্ বরাহ সেই সময় যুদ্ধস্থলে হস্তে দণ্ড লইয়া অবস্থিত প্রলয়কালের যমরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ দেবানাং স্বকীয়-প্রভুত্বপ্রাপ্তিঃ সমস্ত-লোকানামাধিপত্যে দেবরাজস্যেন্দ্রস্য প্রতিষ্ঠা, সদসৎপুরুষাণাং যথোচিত গতিমাদিশ্য শ্রীভগবতোঽন্তর্ধানম্, দেবেন্দ্রেণ সর্বেষাং পালনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিদ্রাব্য তু রণে সর্বানসুরান্ পুরুষোত্তমঃ
মুমোচ তত্র বদ্ধাংস্তান্ পুরন্দরমুখান্ সুরান্ ॥ ১

ততঃ প্রকৃতিমাপন্নাঃ সর্বে দেবগণাস্তদা
পুরন্দরং পুরস্কৃত্য নারায়ণমুপস্থিতাঃ ॥ ২

দেবা ঊচুঃ

ত্বৎপ্রসাদেন ভগবংস্তব বাহুবলেন চ
জীবামোঽদ্য মহাবাহো নিষ্ক্রান্তাস্তু কাননং ॥ ৩

ব্রহ্মাসনাদি ভগবন্ কিং কুর্বন্তু দিতেঃ সুতাঃ
ঈপ্সামঃ পাদশুশ্রূষাং তব কর্তুং সনাতন ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা বচনং তেষাং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ
উবাচ বচনং দেবান্ মুদা যুক্তো হতবিষঃ ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

যো যস্য ভাবতো লোকো ময়ৈব বিহিতঃ পুরা ।
পালয়তাং স তু যত্নেন নিয়োগশ্চ কচিৎ কচিৎ ॥ ৬

ঐশ্বর্যং প্রতিপন্নাঃ স্থ ক্রতুভাগপুরস্কৃতম্ ।
ময়ৈব পূর্বং নির্দিষ্টো নিয়োগঃ প্রতিপাল্যতাম্ ॥ ৭

শক্রং চোবাচ ভগবান্ বচনং শ্রুতিভূষণঃ
ইদং যথাবৎ কর্তব্যং সৎসু চাসৎসু চ ত্বয়া ॥ ৮

গচ্ছন্তু তপসা স্বর্গং মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
তব লোকং পুরস্কৃত্য সর্বকামদুঘং সদা ॥ ৯

যাজকাশ্চ যে কেচিদ্ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ
তেষাং কামদুঘা লোকাঃ স্বর্গাদিমনোরমাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা যাজকাঃ ফলং তে প্রাপ্নুবন্তু চ ॥ ১০

ভাবঃ সদ্ধর্মশীলানামভাবঃ পাপকর্মণাম্
সন্তঃ স্বর্গজিতঃ সন্তু সত্যাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ১১

---

### চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[ দেবতাগণের নিজেদের প্রভুত্ব প্রাপ্তি, সমস্ত লোকসমূহের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, সৎ-অসৎ পুরুষগণের যথোচিত গতির আদেশদান করিয়া শ্রীভগবানের অন্তর্ধান এবং দেবেন্দ্র কর্তৃক সর্বজনের পালন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! রণাঙ্গনে সেই সব অসুরদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম সেখানে বদ্ধ ইন্দ্রাদি দেবগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥১

তদনন্তর প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করত ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন করিলেন ( এবং তাঁহাকে বলিলেন । ) ॥ ২

দেবগণ বলিলেন—ভগবন্ ! মহাবাহো ! আপনার কৃপা ও বাহুবলে আজ আমরা মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিয়াছি এবং আমরা জীবনলাভ করিয়াছি ॥ ৩

ভগবন্ ! আপনার আজ্ঞায় এই অদিতিদেবীর পুত্রগণ এখন কি করিবে ? সনাতন দেব ! আমরা আপনার চরণ সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কমললোচন শ্রীহরি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে, সেই দেবগণকে এ প্রকারে বলিলেন ॥ ৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পূর্ব কালে আমিই ভাবানুসারে যাহার জন্য যে লোক নির্মাণ করিয়া দিয়াছি, সে সেই লোক পালন করুক এবং কখনও কখনও বেদের আজ্ঞানুসারে পালন-বিষয়ে মত দেওয়া আবশ্যক ॥ ৬

এখন তোমাদের যজ্ঞভাগের সহিত নিজেদের ঐশ্বর্যও লাভ হইয়াছে, অতএব এখন তোমাদের সেই দেবলোকও পালন করা কর্তব্য যাহা আমি পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি ॥ ৭

দেবগণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রুতি-মধুর গম্ভীর বাণীতে ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন,—দেবেন্দ্র ! সজ্জন ও অসজ্জনগণের প্রতি এই নিম্নলিখিত আচরণ তোমার অবশ্যই কর্তব্য ॥ ৮

সুরশ্রেষ্ঠ ! উত্তম ব্রতপালনকারী মুনিগণ তপস্যার দ্বারা তোমার সেই স্বর্গলোকে গমন করুন, যাহা সতত সমস্ত কামনাসমূহ প্রদান করে ॥ ৯

যে কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যজ্ঞকারী হইবে, তাহাদের মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ প্রদানকারী স্বর্গাদি মনোহর লোক প্রাপ্ত হউক, যজমানগণ পুরুষগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তোমার দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ করুক ॥ ১০

সদ্ধর্ম আচরণ করা যাহাদের স্বভাব, এরূপ পুরুষগণের

সত্যপূতা বদে পূতা দানপূতাশ্চ যে নরাঃ ।
তে নরাঃ স্বর্গমায়ান্তু সদা যে চানসূয়কাঃ ॥ ১২
অধর্মবাদাঃ পুরুষাঃ কামিনোঽর্থপরাঃ শঠাঃ ।
অব্রহ্মণ্যা নাস্তিকাশ্চ নরকং যান্তু মানবাঃ ॥ ১৩
এতাবৎ ক্রিয়তাং বাক্যং ময়োক্তং ত্রিদশেশ্বরাঃ ।
ততো যদি স্থিতে সর্ব্বান্ বাধিষ্যন্তে ন চারয়ঃ ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষামভবদ্ বিস্ময়ো মহান্ ॥ ১৫
এতদত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা নারায়ণচরিতং সুরাঃ
নমস্কৃত্বা বরাহায় নাকপৃষ্ঠনিবেশং গতাঃ ॥ ১৬
ততঃ স্বাধ্যাধিপত্যানি প্রতিপন্নানি দৈবতৈঃ
সর্ব্বলোকাধিপত্যে চ প্রতিষ্ঠিতঃ বাসবো গতঃ ॥ ১৭
বিমুক্তা দানবগণৈঃ প্রকৃতিং ধরণী গতা
তৈর্বাধ্যেভ্যোর্থপক্ষাস্ত্র জাতা চাপস্তুতা গিরীন্ ॥ ১৮

সংসারে বৃদ্ধি হউক এবং পাপকর্মকারীদিগের অভাব হউক। সমস্ত আশ্রমসমূহে বাসকারী মনুষ্যগণ স্বর্গলোক জয় করুক ॥ ১১

যাহারা সত্য কথা বলিতে ও আচরণ করিতে শৌচসম্পন্ন, যুদ্ধে যাহারা শৌর্য প্রদর্শন করে, দানের শৌচের পবিত্রতা লাভ করে এবং যাহারা অন্যের দোষ কখনও দর্শন করে না, এরূপ মনুষ্যগণ সুখভোগ করুক ॥ ১২

যে সব মনুষ্য অধার্মিক কামী স্বার্থপরায়ণ শঠ, ব্রাহ্মণদ্রোহী ও নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করুক ॥ ১৩

দেবেশ্বরগণ! আমার দ্বারা কথিত এই ব্রত তোমরা পালন কর, তাহা হইলে আমি থাকিতে তোমাদের সকলকে শত্রুগণ বাধাদান করিতে পারিবে না ॥ ১৪

এই কথা বলিয়া শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী ভগবান্ নারায়ণদেব অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ভগবান্ নারায়ণের এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া সেখান হইতে স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন ॥ ১৫-১৬

অনন্তর দেবগণ সকলেই নিজেদের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন এবং সর্ব্বলোকের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১৭

দানবগণের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া পৃথিবী প্রকৃতিস্থ ( স্বস্থ ) হইলেন। পৃথিবীকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত

যেষু স্থানেষু সংস্থাপ্য পক্ষতানাং পুরন্দরঃ ।
চিচ্ছেদ ভগবান্ পক্ষান্ বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥ ১৯
সর্ব্বেষামেব পক্ষা বৈ ছিন্নাঃ শক্রেণ ধীমতা ।
একঃ সপক্ষো মৈনাকঃ সুরৈস্তৎসময়ঃ কৃতঃ ॥ ২০
এষ নারায়ণস্যায়ং প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।
বারাহ ইতি বিপ্রেন্দ্রৈঃ পুরাণে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১
কৃষ্ণদ্বৈপায়নমতঃ নানাশ্রুতিসমাশ্রিতম্ ।
নাশুচের্ন কৃতঘ্নায় ন নৃশংসায় কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২২
ন ক্ষুদ্রায় ন নীচায় ন গুরুদ্বেষকারিণে ।
নাশিষ্যায় তথা বাচ্য কৃতঘ্নায় চৈব হি ॥ ২৩
আয়ুষ্কামৈর্যশঃকামৈর্জয়কামৈশ্চ মানবৈঃ
শ্রৈবিদ্ভিশ্চ শ্রোতব্যো দেবানামেষ বৈ জয়ঃ ॥ ২৪
পুরাণবেদসম্বদ্ধঃ শিবঃ স্বস্ত্যয়নো মহান্
পাবনঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং তৎকালবিজয়প্রদঃ ॥ ২৫

পর্ব্বতসকলকে অপরাধী জানিয়া ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়া শত পর্ব্বযুক্ত বজ্রের দ্বারা তাহাদের সকলের পক্ষ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৮-১৯

বুদ্ধিমান ইন্দ্র সেই সমস্ত পর্ব্বতেরই পক্ষ ছেদন করিলেন, একমাত্র মৈনাক পর্ব্বতই পক্ষধারী রহিল। দেবগণ তাহার সহিত এই শর্ত করিলেন যে, সে যদি সমুদ্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষ ছেদন করা হইবে না ॥ ২০

মহাত্মা নারায়ণের এই বারাহনামক প্রাদুর্ভাব ( অবতার ) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২১

নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা অনুমোদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের এই অভিমত যে, এই বারাহতত্ত্ব অপবিত্র, কৃতঘ্ন ও নৃশংস পুরুষের নিকট বর্ণনা করিবে না ॥ ২২

না ক্ষুদ্র, না নীচ, না গুরুদ্রোহী, না অশিষ্য এবং না কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে এই তত্ত্বের উপদেশ করিবে ॥ ২৩

যে মানবগণ আয়ু, যশ, ভূমি এবং জয়লাভ করিতে অভিলাষী, তাহাদের দেবগণের এই বিজয়-প্রসঙ্গ অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত ॥ ২৪

এই প্রসঙ্গ পুরাণ ও বেদসকলের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, ইহা কল্যাণকারী ও মহান্ মঙ্গলপ্রদ এবং সমস্ত প্রাণিগণের পবিত্রকারক ও তৎকালে বিজয় প্রদানকারী ॥ ২৫

এষ কৌরব্য তত্ত্বেন কথিতস্তত্ত্বপূর্বশ:
বারাহস্তু নৃপশ্রেষ্ঠ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মন: ॥ ১৬
যে যজন্তি মখৈ: পুণ্যৈর্দেবতানি পিতৄনপি
আত্মানমাত্মনা নিত্যং বিষ্ণুমেব যজন্তি তে ॥ ১৭

লোকায়নায় ত্রিদশায়নায়
ব্রহ্মায়নায়াত্মভবায়নায়।
নারায়ণায়াত্মহিতায়নায়
মহাবরাহায় নমস্কুরুষ্ব ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বারাহপ্রাদুর্ভাবে চত্বারিংশোঽধ্যায়: ॥ ৪০ ॥

নৃপশ্রেষ্ঠ! কুরুনন্দন! মহাত্মা বারাহের প্রাদুর্ভাবের এই কথা আমি ক্রমানুসারে ও যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম। ১৬

যাঁহারা পবিত্র যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের যজন করেন এবং প্রতিদিন নিজ মনের দ্বারা আত্মার চিন্তা করেন, তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন। ১৭

রাজন্! যিনি সম্পূর্ণ লোকসমূহের গতি, দেবতাগণের আশ্রয়, বেদসকলের প্রাদুর্ভাব স্থান, আত্মযোনি ব্রহ্মারও আশ্রয় এবং নিজের হিতের স্থান, সেই মহাবারাহরূপধারী ভগবান্‌কে তুমি নমস্কার কর। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একচত্বারিংশোঽধ্যায়: ॥

[ হিরণ্যকশিপোস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তি:, অত্যাচারশ্চ, দেবেভ্যো ব্রহ্মণ আশ্বাসনম্, নরসিংহরূপং ধৃত্বা ভগবতো বিষ্ণোর্হিরণ্যকশিপো: সভায়াং গমনম্, তস্য সভায়া বর্ণনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বারাহ এষ কথিতো নারসিংহমত: শৃণু
যত্র ভূত্বা মৃগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হত: ॥ ১
পুরা কৃতযুগে রাজন্ হিরণ্যকশিপু: প্রভু:
দৈত্যানামাদিপুরুষশ্চকার সুমহত্তপ: ॥ ২
দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ
জলবাসী সমভবৎ স্নানমৌনধৃতব্রত: ॥ ৩
তত: শমদমাভ্যাঞ্চ ব্রহ্মচর্যেণ চৈব হি
ব্রহ্মা প্রীতোঽভবত্তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥ ৪
তত: স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ স্বয়মাগম্য তত্র হ।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৫
আদিত্যৈর্বসুভি: সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্দৈবতৈ: সহ
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈ: ॥ ৬
দিশাভির্বিদিশাভিশ্চ নদীভি: সাগরৈস্তথা
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈ: ॥ ৭
দেবৈর্ব্রহ্মর্ষিভি: সার্দ্ধং সিদ্ধৈ: সপ্তর্ষিভিস্তথা।
রাজর্ষিভি: পুণ্যকৃদ্ভির্গন্ধর্বৈরপ্সরোগণৈ: ॥ ৮
চরাচরগুরু: শ্রীমান্ বৃতো দেবগণৈ: সহ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯

## একচত্বারিংশ অধ্যায়

[ হিরণ্যকশিপুর তপস্যা, বরপ্রাপ্তি ও অত্যাচার, দেবগণকে ব্রহ্মার আশ্বাসদান, নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপুর সভায় গমন এবং তাহার সভার বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই আমি বারাহ অবতারের কথা বলিলাম, এখন নরসিংহ অবতারের চরিত্র শ্রবণ কর, যাহাতে শ্রীভগবান্ (নর ও) সিংহের রূপ ধারণ করত হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। ১

রাজন্! পুরাকালে সত্যযুগের এই বৃত্তান্ত, দৈত্যগণের আদিপুরুষ প্রভাবশালী হিরণ্যকশিপু অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ২

তিনি কাষ্ঠ মৌনব্রত ধারণ করত এগার হাজার পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত জলে বাস করিয়াছিলেন। ৩

অনন্তর তাঁহার শম, মনোনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-সংযম ব্রহ্মচর্য, তপ ও নিয়মে ব্রহ্মা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ৪

সমস্ত চরাচর প্রাণিগণের গুরু, ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীসম্পন্ন, স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্যতুল্য বর্ণবিশিষ্ট হংসযুক্ত তেজস্বী বিমানের দ্বারা আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, দেবতা, বিশ্বসহায়ক রুদ্র, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ, দিক্ ও বিদিক্‌সকল, নদী, সমুদ্র ও নক্ষত্রসকল, মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, আকাশচারী মহাগ্রহসকল, দেব, ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, সপ্তর্ষি, পুণ্যকর্মা রাজর্ষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য দেবমণ্ডলীর সহিত তাঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিলেন। ৫-৯

ব্রহ্মোবাচ

প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ১০
ততো হিরণ্যকশিপুঃ প্রীতাত্মা দানবোত্তমঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ শ্রীমান্ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ন দেবাসুরগন্ধর্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ নিহন্যুর্মাং কথঞ্চন ॥ ১২
ঋষয়ো নৈব মাং ক্রুদ্ধাঃ সর্বলোকপিতামহ
শপেয়ুস্তপসা যুক্তা বর এষ বৃতো ময়া ॥ ১৩
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন চ।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ স্যান্ন চান্যেন মে বধঃ ॥ ১৪
ন স্বর্গেঽথবা পাতালে নাকাশে নাবনিস্থলে
ন চাহ্নি ন রাত্রৌ ন চান্যেন মে বধঃ ॥ ১৫
পাণিপ্রহারেণৈকেন সভৃত্যবলবাহনম্।
যো মাং নাশয়িতুং শক্তঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৬
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হুতাশনঃ।
সলিলং চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ১৭
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ ॥ ১৮
মূর্তিমন্তি চ দিব্যানি মমাস্ত্রাণি মহাহবে।
উপতিষ্ঠন্তু দেবেশ সর্বলোকপিতামহ ॥ ১৯

পিতামহ উবাচ

এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তাস্তবাদ্ভুতাঃ।
সর্বকামপ্রদা বৎস দুর্লভাস্ত্বতিমানুষাঃ ॥
সর্বান্ কামানবাপ্স্যসি প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ২০

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ জগামাকাশমেব চ।
বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ২১
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্বা মুনিভিঃ সহ
বরপ্রদানং শ্রুত্বৈব পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ২২

দেবা ঊচুঃ

বরেণানেন ভগবন বধিষ্যতি স নোঽসুরঃ।
তৎ প্রসীদস্ব ভগবন্ বধোঽপ্যস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ২৩

---

ব্রহ্মা বলিলেন,—উগ্র ব্রতপালনকারী দৈত্যরাজ! তুমি আমার ভক্ত, তোমার এই তপস্যায় আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর এবং মনোবাঞ্ছিত বর লাভ কর। ১০

এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবরাজ শ্রীমান্ হিরণ্যকশিপু হৃদয়ে প্রীতিলাভ করিলেন, তিনি তখন করদ্বয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন। ১১

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,—ভগবন্! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচ—ইহাদের মধ্যে কেহই যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। ১২

সর্বলোকপিতামহ! তপস্বী ঋষিগণ কুপিত হইয়া আমাকে যেন শাপদান করিতে না পারেন, এই বর আমি প্রার্থনা করিলাম। ১৩

না শস্ত্রে, না অস্ত্রে, না পর্বতে, না বৃক্ষে, না শুষ্কে, না আর্দ্রে (সলিল পদার্থে) এবং না কোন অন্য অস্ত্রে যেন আমার মৃত্যু হয়। ১৪

না স্বর্গে, না পাতালে, না আকাশে, না ভূমিতে, না রাত্রিতে, না দিবসে এবং না কোন অন্য নিমিত্তে যেন আমার বধ হয়। ১৫

যিনি ভৃত্য সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত আমাকে এক চড় প্রহারের অর্থাৎ চপেটের দ্বারা [illegible] বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই যেন আমার মৃত্যু-স্বরূপ হন। ১৬

আমিই সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, নক্ষত্র ও দশ দিক্ হইতে পারি। ১৭

আমিই কাম, ক্রোধ, বরুণ, যম, ইন্দ্র, ধনাধ্যক্ষ কুবের, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের অধিপতি হইতে পারি। ১৮

সর্বলোকপিতামহ! দেবেশ্বর! মহাসমরে দিব্য অস্ত্রসমূহ মূর্তিমান্ হইয়া আমার নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হউক। ১৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—তাত! এই সব দিব্য ও অদ্ভুত বর আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। বৎস! সমস্ত কামনাপ্রদানকারী এই সব দুর্লভ বর মানব-লোকের পক্ষে অলভ্য (কিন্তু তপোযোগে তোমার প্রাপ্তি হইল।) অতএব ইহাতেই তুমি সমস্ত কামনা প্রাপ্ত করিতে সমর্থ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আকাশেই ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত নিজ বৈরাজ নামক ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ২১

হিরণ্যকশিপুর বরদান লাভের সংবাদ শুনিয়াই দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব ও মুনিগণ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ২২

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! এই বরের প্রভাবে উক্ত

ভবান্ হি সর্ব্বভূতানামাদিকর্ত্তা মহাপ্রভুঃ ।
স্রষ্টা চ ব্যক্তমানামব্যক্তপ্রকৃতিরূপধৃক্ ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সর্ব্বলোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ
আশ্বাসয়ামাস সুরান্ স শীতৈর্বচনাম্বুভিঃ ॥ ২৫
অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্ ।
তপসোঽন্তে স ভগবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥ ২৬
এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং পঙ্কজজন্মনঃ ।
স্বানি স্থানানি দিব্যানি প্রতিজগ্মুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৭
লব্ধমাত্রে বরে তস্মিন্ সর্ব্বাঃ সোঽবাধত প্রজাঃ
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥ ২৮
আশ্রমেষু মুনীন্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্
সত্যধর্ম্মরতান্ দান্তান্ ধর্ষয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ২৯
দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংশ্চ পরাজিত্য মহাসুরঃ
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ ॥ ৩০
যদা বরমদোন্মত্তশ্চোদিতঃ কালধর্ম্মণা
যজ্ঞিয়ানকরোদ্দৈত্যান্ দৈবতানপ্যযজ্ঞিয়ান্ ॥ ৩১
তদাদিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ বসবস্তথা ।
রুদ্রা দেবগণা যক্ষা দেবদ্বিজমহর্ষয়ঃ ॥ ৩২
শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপতস্থুর্মহাবলম্ ।
দেবং দেবময়ং যজ্ঞং ব্রহ্মদেবং সনাতনম্ ॥ ৩৩
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ প্রভুং লোকনমস্কৃতম্ ।

দেবা ঊচুঃ

নারায়ণ মহাভাগ দেব ত্বাং শরণং গতাঃ ॥ ৩৪
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ ।
ত্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম ॥ ৩৫
ত্বং পদ্মামলপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষভয়াবহ
ক্ষয়ায় দিতিবংশস্য শরণং ত্বং নঃ প্রভো ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণ ইতি দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যকশিপুঃ প্রভো
বিষ্ণুরুবাচ
ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্ ॥ ৩৭
তথৈব ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিপৎস্যথ মা চিরম্
এষ তং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্ ॥ ৩৮
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্ম্যহম্

হইয়া এই অসুর হিরণ্যকশিপু আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্টদান করিবে ; অতএব আমাদের উপর প্রসন্ন হউন এবং তাহার বধের কোন উপায় চিন্তা করুন, কারণ আপনিই সমস্ত ভূতগণের আদিকর্ত্তা, মহা প্রভাবশালী, ব্যক্তাব্যক্তের নির্মাতা এবং অব্যক্ত প্রকৃতি ও অব্যক্তরূপ। ২৩-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! দেবতাগণের এই লোক-হিতকারী বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ প্রজাপতি স্বীয় সুশীতল অমৃতবচনসমূহের দ্বারা সেই সব দেবতাদিগকে আশ্বাসদান করিতে করিতে বলিলেন। ২৫

দেবগণ। সেই অসুরের তপস্যার ফল অবশ্যই লাভ হইবে। তপস্যোভোগের দ্বারা যখন তপস্যা শেষ হইয়া যাইবে, তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বধ করিবেন। ২৬

ভগবান্ নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণকারী ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণ প্রসন্ন হইয়া নিজ নিজ দিব্য স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ২৭

সেই বরলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্য হিরণ্যকশিপু সমস্ত প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বরদানে তাহার দর্প বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। ২৮

এই পরাক্রমী দৈত্য বিভিন্ন আশ্রমসমূহে যাইয়া কঠোর ব্রত-পালনকারী, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ সমস্ত ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ২৯

ত্রিভুবনে বাসকারী সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের রাজ্য নিজের অধিকারে আনিয়া এই মহাসুর দানব স্বর্গ হিরণ্যকশিপু স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন। ৩০

যখন বরের মদে উন্মত্ত হইয়া ও কালধর্মে প্রেরিত হইয়া অসুর হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণকে যজ্ঞভাগের অধিকারী করিয়া দিলেন এবং দেবতাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন, তখন আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, রুদ্র, দেবগণ, যক্ষ, দেবতা, দ্বিজ ও মহর্ষিগণ শরণাগতবৎসল সেই মহাবল ভগবান্ বিষ্ণুর শরণগ্রহণ করিলেন। যিনি দেব, প্রকাশমান দিব্য বিগ্রহধারী, সর্ব্বদেবস্বরূপ, যজ্ঞপুরুষ, সনাতন ব্রহ্মদেব, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যস্বরূপ এবং প্রজাগণের দ্বারা অভিবন্দিত। ৩১-৩৩

দেবগণ বলিলেন,—হে ভাগ নারায়ণদেব ! আমরা আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি। আপনিই আমাদের পরম ধাতা (ধারণ-পোষণকারী) এবং আপনিই আমাদের পরম গুরু। সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনিই ব্রহ্মাদি দেবতা আমাদেরও পরম দেবতা। ৩৪-৩৫

নির্ম্মল পদ্মদল-সদৃশ নয়নবিশিষ্ট নারায়ণ ! আপনি শত্রুপক্ষের ভয়দায়ক। প্রভো ! আপনি দৈত্যবংশের বিনাশ

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদিবৌকসঃ । ৩৯
বধং সঞ্চিন্তয়ামাস হিরণ্যকশিপোঃ প্রভুঃ ।
সোঽচিরেণৈব কালেন হিমবৎপার্শ্বমাগতঃ ॥ ৪০
কিং নু রূপং সমাস্থায় নিহন্মীনং মহাসুরম্ ।
যৎসিদ্ধিকরমাশু স্যাদ্ বধায় বিবুধদ্বিষঃ ॥ ৪১
অভূতপূর্বং ততশ্চক্রে সোঽদ্ভুতাত্মা রূপমাস্থিতঃ ।
নারসিংহমনাধৃষ্যং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ॥ ৪২
সহায়ন্তু মহাবাহুর্প্রাণবোঙ্কারমেব চ
অথোঙ্কারসহায়োঽসৌ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৪৩
হিরণ্যকশিপোঃ স্থানং জগাম প্রভুরীশ্বরঃ
তেজসা ভাস্করাকারঃ কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ৪৪
নরস্য কৃত্বার্দ্ধতনুং সিংহস্যার্দ্ধতনুং বিভুঃ
নারসিংহেন বপুষা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা ॥ ৪৫

ও আমাদের রক্ষার জন্য সত্বর উদ্যত হউন। ভগবন্! আপনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করুন এবং তাহার ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৫।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা ভয় ত্যাগ কর, আমি তোমাদের অভয়দান করিতেছি। দেবগণ! তোমরা পুনরায় শীঘ্র পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গলোকে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ৩৭।

এই আমি বরদানে গর্ব্বিত, দেবেশ্বরগণের অবধ্য ও দানবরাজ সেই হিরণ্যকশিপুকে তাহার সহায়কগণের সহিত বধ করিব। ৩৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া (বিদায় দিয়া) এবং স্বয়ং হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া অল্পকালের মধ্যেই হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে আগমন করিলেন। ৩৯-৪০

সেখানে আসিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—আমি কি রূপ ধারণ করিয়া সেই মহাসুরকে বধ করিব, যাহা এই দেবদ্রোহীর বধের সিদ্ধিকারক হইবে? ৪১

অনন্তর তিনি পূর্ব্বে যাহা উৎপন্ন হয় নাই, এইরূপ অদ্ভুত বিশাল নরসিংহরূপ ধারণ করিলেন। সেই রূপ দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের পক্ষে অজেয় ছিল। ৪২

ইহার পর মহাবাহু শ্রীহরি ওঙ্কারকে নিজের সহায়ক করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। ওঙ্কারসহায় হইয়া এই সর্ব্ব-

ততোঽপশ্যত বিস্তীর্ণাং দিব্যাং রম্যাং মনোরমাম্ ।
সর্ব্বকামযুতাং শুভ্রাং হিরণ্যকশিপোঃ সভাম্ ॥ ৪৬
বিস্তীর্ণাং যোজনশতং শতমধ্যর্দ্ধমায়তাম্ ।
বিহায়সীং কামগমাং পঞ্চযোজনমুচ্ছ্রিতাম্ ॥ ৪৭
জরাশোকক্লমত্যক্তাং নিষ্প্রকম্পাং শিবাং শুভাম্ ।
গৃহাসনবতীং রম্যাং জ্বলন্তীমিব তেজসা ॥ ৪৮
অন্তঃসলিলসংযুক্তাং বিহিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ।
দিব্যরত্নময়ৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্বৃতাম্ ॥ ৪৯
নীলপীতাসিতশ্যামৈঃ সিতৈর্লোহিতকৈরপি ।
অবতানৈস্তথা গুল্মৈর্মঞ্জরীশতধারিভিঃ ॥ ৫০
সিতাভ্রঘনসঙ্কাশা প্লবন্তীবাম্বরে দৃশ্যতে
রত্নাসনবতী রম্যা জ্বলন্তী ইব তেজসা ॥ ৫১
প্রভাবতী ভাস্বরা চ দিব্যগন্ধমনোরমা
ন সুখা ন চ দুঃখা সা ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা ॥ ৫২

সমর্থ অবিনাশী পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর স্থানে গমন করিলেন। তখন তিনি তেজে সূর্য্যের সদৃশ ও কান্তিতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ৪৩-৪৪

এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর অর্দ্ধ শরীর মনুষ্যের এবং অর্দ্ধ শরীর সিংহের সদৃশ করিয়া এক হস্তের দ্বারা অন্য হস্ত স্পর্শ করত (অথবা বক্ষোপরি রাখিয়া) নরসিংহ শরীরে যুক্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর সেই বিস্তৃত, রমণীয়, মনোহর, সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহে যুক্ত ও পরম উজ্জ্বল দিব্য সভা দেখিতে পাইলেন। ৪৫-৪৬

সেই সভা-ভবন লম্বায় দেড় শত যোজন এবং চওড়ায় এক শত যোজন ছিল। ইহার উচ্চতা পাঁচ যোজন ছিল। ইহা আকাশেই স্থিত ছিল এবং সভাসদ্গণের ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমন করিত। ৪৭

ইহার মধ্যে বার্দ্ধক্য, শোক ও ক্লান্তি—এই সব দোষের প্রবেশ ছিল না। ইহা অবিচল, শিব (সুখদ) ও সুন্দর ছিল। ইহার মধ্যে বহু সুন্দর আসন সজ্জিত ছিল। এই রমণীয় সভা নিজ তেজে অগ্নির সমান প্রজ্বলিত হইতেছিল। ৪৮

ইহার মধ্যে জলাশয় নির্ম্মিত ছিল। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা এই সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা ফল-পুষ্পপ্রদাতা দিব্য রত্নময় বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ছিল। ৪৯

ইহার অভ্যন্তরভাগে বিস্তারে চাঁদোয়ার ন্যায় নীল, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্বেত ও রক্তবর্ণের বহু লতাবিতান ছিল এবং উহাতে

ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানিঃ প্রাপ্য তাং প্রাপ্নুবন্তি হি
নানারূপৈরিব কৃতা বিচিত্রৈরতিভাস্বরৈঃ ॥ ৫৩
অত্যৈর্মণিময়ৈর্দিব্যৈঃ ন হৃতা চাক্ষতা চ সা
অতিচন্দ্রার্ক সূর্যাভ পাবকক স্বয়ম্প্রভা ॥ ৫৪
দীপ্যতে নাকপৃষ্ঠস্থা ভর্ৎসয়ন্তীব ভাস্করম্ ।
সর্বে চ কামাঃ প্রচুরা যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ৫৫
রসবন্তঃ প্রভূতাশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যাঃ যথাক্রমম্ ।
পুণ্যগন্ধাঃ স্রজস্তত্র নিত্যপুষ্পফলদ্রুমাঃ ॥ ৫৬
উষ্ণে শীতানি তোয়ানি শীতে চোষ্ণানি সন্তি বৈ
পুষ্পিতাগ্রান্ মহাশাখান্ প্রবালাঙ্কুরধারিণঃ ॥ ৫৭
লতাবিতানসংছন্নান্ নদীষু চ সরঃসু চ
মনোহরাংশ্চ বিবিধান্ দদর্শ স তদা প্রভুঃ ॥ ৫৮
দ্রুমান্ বহুবিধাংস্তত্র মৃগেন্দ্রো দদৃশে দ্রুতম্ ।
গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি রসবন্তি ফলানি চ ॥ ৫৯
তানি শীতানি তোয়ানি তত্র তত্র সরাংসি চ ।
অপশ্যৎ সর্বতীর্থানি সভায়াং সভ্যগো বিভুঃ ॥ ৬০
নলিনৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
রক্তৈঃ কুবলয়ৈর্নীলৈঃ কুমুদৈঃ সংবৃতানি চ ॥ ৬১
সকাদম্বৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈশ্চ রাজহংসৈঃ সুসম্প্রিয়ৈঃ ।
কারণ্ডবৈশ্চক্রবাকৈশ্চ সারসৈঃ কুররৈরপি ॥ ৬২
বিমলস্ফটিকাভানি পাণ্ডুরাচ্ছজলানি চ ।
কলহংসোপগীতানি সারিকাভিরুতানি চ ॥ ৬৩
গন্ধবত্যঃ শুভাস্তত্র পুষ্পমঞ্জরিধারিণীঃ
দৃষ্টবান্ পাদপাগ্রেষু নানাপুষ্পধরা লতাঃ ॥ ৬৪
কেতকাশোকসরলাঃ পুন্নাগতিলকার্জুনাঃ ।
চূতা নীপা নাগপুষ্পাঃ কদম্ববকুলা দ্রুমাঃ ॥ ৬৫

---

জল ( জল ) সুলভ ছিল। উহার নিকট সব সময় সঙ্গীত শ্রবণ ছিল। ৫০

বহুমূল্য আসনসমূহে যুক্ত এবং দেখে যেন প্রজ্বলিত এই সভা আকাশে শ্বেতবর্ণের মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল ও জলে সঞ্চরণকারী বিশাল নৌকার ন্যায় মনে হইতেছিল। ৫১

এই সভা বিশেষ সৌন্দর্যে সুশোভিতা ছিল এবং অতিশয় দীপ্তিতে প্রকাশিতা হইতেছিল, নিজের দিব্য রূপের দ্বারা মনকে মোহিত করিতেছিল। এখানে না সুখ ছিল ও না দুঃখ ছিল এবং এখানে না শীত অনুভব হইত ও না উষ্ণতা / গরম ভাব অধিক দায় বাধিত হইত। ৫২

এই সভায় উপস্থিত হইয়া সজ্জন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও গ্লানির অনুভব করিতেন না। ইহা নানারূপবিশিষ্ট, বিচিত্র, অত্যন্ত প্রকাশমান ও দিব্য মণিময় রত্নসমূহে নির্মিত হইয়াছিল, দীর্ঘকালস্থায়িনী ও সুদৃঢ়া ছিল। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি হইতেও অধিক তেজোরাশিতে যুক্ত ছিল এবং নিজের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ৫৩-৫৪

স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে স্থিত হইয়া এই সভা সূর্যদেবকে যেন তিরস্কৃত করিতে করিতে নিজ দীপ্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল, এবং দিব্য ও মানব সর্বপ্রকার ভোগই সেখানে প্রচুর মাত্রায় [illegible] হইত। ৫৫

রসাল পদার্থ অধিক মাত্রায় সুলভ ছিল। [illegible] ও ভোজ্য পদার্থ সেখানে সদা প্রস্তুত থাকিত। পবিত্র গন্ধযুক্ত পুষ্পহার সেখানে সতত বিদ্যমান থাকিত এবং নিত্য পুষ্প ও ফলপ্রদ বৃক্ষসমূহ সেখানে সদা বিরাজমান ছিল। ৫৬

সেখানে গরমকালে শীতল জল ও শীতকালে গরম জল সদা সুলভ ছিল। সেই সময় ভগবান নৃসিংহ দেখিলেন যে, সেখানে নদী ও সরোবরসমূহের তীরে বিবিধ প্রকার মনোহর বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছে, উহাদের শাখাসমূহের অগ্রভাগ ফলসকলের ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই সব বৃক্ষ বিশাল শাখাসমূহে সুশোভিত ছিল, নব নব পল্লব অঙ্কুরিত ছিল এবং বিস্তৃত লতা-গুল্মের বিতানে আচ্ছাদিত ছিল। উহাদের পুষ্পে মনোহর গন্ধ ও ফলে বাঞ্ছিত রস ছিল। ৫৭-৫৯

এই সভায় ভগবান্ হরি সব সময় শীতল জল, সরোবর এবং সমস্ত তীর্থসকল দর্শন করিলেন। ৬০

এই সব সরোবর নলিন, পুণ্ডরীক ও শতদলনামক সুগন্ধিত পদ্মসমূহে সুশোভিত ছিল, রক্ত ও নীল পদ্ম এবং কুমুদসমূহে এই সব সরোবর পূর্ণ ছিল। ৬১

এই সব সরোবরে নিজ নিজ প্রিয়তমার সহিত ধার্তরাষ্ট্র-নামক বৈচিত্র্য হংস, কাদম্ব, কলহংস, চক্রবাক, সারস ও কুররাদি পক্ষীরা কলরব করিতেছে। ৬২

এই সব সরোবর নির্মল স্ফটিক মণি-সদৃশ জলে পূর্ণ ছিল। এই সবে শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল পদ্ম শোভা পাইতেছে। কলহংসগণের গীত ও সারিকাগণের কলরব সেখানে গুঞ্জরিত হইতেছিল। ৬৩

সেখানে বৃক্ষসকলের শাখাসমূহে ও শীর্ষসমূহে ভগবান্ নানাপ্রকার পুষ্প এবং মঞ্জরীযুক্ত সুন্দর সুগন্ধিত লতা-সমূহ বিস্তৃত থাকিতে দর্শন করিলেন। ৬৪

এই সভাবনে কেতক, অশোক, সরল, পুন্নাগ ( নাগকেশর ), তিলক, অর্জুন, আম, নীপ, নাগপুষ্প, কদম্ব, বকুল, ধব

প্রিয়ঙ্গুপাটলীবৃক্ষাঃ শাল্মলাঃ সহরিদ্রকাঃ ।
শালাস্তালাঃ প্রিয়ালাশ্চ চম্পকাশ্চ মনোরমাঃ ॥৬৬
তথা চান্যে বহবস্তত্র সভায়াং পুষ্পিতা দ্রুমাঃ ।
কৈড়র্যাশ্চ দ্রুমানীকা দাবাগ্নিজ্বলিতপ্রভাঃ ॥ ৬৭
স্কন্ধবন্তঃ সুশাখাশ্চ বহুতালসমুচ্ছ্রয়াঃ ।
অঞ্জনাশোকবর্ণাভা ভান্তি বঞ্জুলকা দ্রুমাঃ ॥ ৬৮
বরণা বৎসনাভাশ্চ পনসাশ্চন্দনৈঃ সহ
নীপাঃ সুমনসশ্চৈব পীতাম্রাশ্বত্থতিন্দুকাঃ ॥ ৬৯
প্রাচীনামলকা লোধ্রা মল্লিকা ভল্লাতকঃ
আম্রাতকাস্তথা জম্বুলকুচাঃ শৈলবালুকাঃ ॥ ৭০
সর্জার্জুনাঃ কদম্বাঃ শতাঙ্গাঃ কুটজাস্তথা
রক্তাঃ কুরবকাশ্চৈব নীপাশ্চাগরুভিঃ সহ ॥ ৭১
কদম্বাশ্চৈব ভব্যাশ্চ দাড়িমীবীজপূরকাঃ
কালীয়কা দুকূলাশ্চ হিঙ্গবস্তৈলপর্ণিকাঃ ॥ ৭২
খর্জুরা নারিকেলাশ্চ পূগবৃক্ষা হরীতকী ।
মধূকাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ বিল্বাঃ পারাবতাস্তথা ॥৭৩
পনসাশ্চ তমালাশ্চ নানাগুল্মলতাবৃতাঃ
লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্রপুষ্পফলোপগাঃ ॥ ৭৪
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র কাননজা দ্রুমাঃ ।
নানাপুষ্পফলোপেতা ব্যরাজন্ত সমন্ততঃ ॥ ৭৫
চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্তকোকিলসারিকাঃ ।
পুষ্পিতান্ ফলিতাগ্রাংশ্চ সম্পতন্তি মহাদ্রুমান্ ॥ ৭৬
রক্তপীতারুণাস্তত্র পাদপাগ্রগতা দ্বিজাঃ
পরস্পরমবেক্ষন্ত প্রহৃষ্টা জীবজীবকাঃ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নরসিংহে হিরণ্যকশিপু সভাবর্ণনে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

---

প্রিয়ঙ্গু, পাটল, শাল্মলী, হরিদ্রক, শাল, তাল, প্রিয়াল, চম্পক ও অন্য মনোহর পুষ্পিত বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছিল ॥ ৬৫-৬৬

বৃক্ষসমূহ নিজেদের অঙ্গ-কান্তিতে এরূপ মনে হইতেছিল, যেন দাবানলের শিখা জ্বলিতেছে। সুন্দর স্কন্ধ ও শাখাবিশিষ্ট বহুসংখ্যক বৃক্ষসকল সেখানে শোভা পাইতেছে। এই সব বৃক্ষের উচ্চতা বহু তাল বৃক্ষের সমান ছিল। উহাদের আভা অঞ্জন ও অশোকের সমান প্রতীত হইতেছিল ॥৬৭-৬৮

বরুণ, বৎসনাভ, কাঁঠাল, চন্দন, নীপ, সুমনা, পীত, আম্র, অশ্বত্থ, তিন্দুক, প্রাচীন আমলক, লোধ্র, মল্লিকা, ভল্লাতক, আম্রাতক ( আমড়া ), জম্বু, লকুচ, শৈলবালুক, সর্জ ( শাল ), অর্জুন, কদম্ব, শতাঙ্গ, কুটজ, রক্ত কুরবক, নীপ, অগরু, কদম্ব, ভব্য, দাড়িম, বীজপূরক ( লেবু ), কালীয়ক, দুকূল, হিঙ্গু, তৈলপর্ণিক, খর্জুর, নারিকেল, সুপারি, হরীতকী, মধুক, সপ্তপর্ণ, বিল্ব, পারাবত, কাঁঠাল, নানাপ্রকার গুল্ম ও লতাসমূহে পরিবৃত তমাল, পত্র, পুষ্প ও ফলসমূহে যুক্ত বিবিধ বল্লরী—এই সব বৃক্ষ এবং আরও নানাবিধ ফল ও পুষ্পসমূহে পূর্ণ নানাপ্রকারের বহু বন্য বৃক্ষ সেখানে সর্বদিকে শোভা পাইতেছে ॥ ৬৯-৭৫

সেখানে পুষ্পিত ও ফলযুক্ত শাখাশোভিত বিশাল বৃক্ষসকলের উপর চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকাদি পক্ষীরা দলে দলে উড়িয়া আসিয়া বসিতেছিল ॥ ৭৬

বৃক্ষসমূহের অগ্রভাগে উপবিষ্ট রক্ত, পীত ও অরুণ বর্ণের পক্ষিগণ এবং জীবজীবক পক্ষিগণ সেখানে হৃষ্টচিত্তে পরস্পরকে দেখিতেছিল ॥ ৭৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে হিরণ্যকশিপুর সভাবর্ণনবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা নরসিংহেন দেব-গন্ধর্ব্বাপ্সরো-দৈত্যৈঃ সেবিতস্য হিরণ্যকশিপোর্নিরীক্ষণম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্যাং সভায়াং দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ
আসীন আসনে দিব্যে নল্বমাত্রে প্রমাণতঃ ॥ ১

দিবাকরনিভে রম্যে দিব্যাস্তরণসংস্কৃতে
ররাজ সুচিরং রাজন্ অনেকাকারকুণ্ডলঃ ॥ ২

তত্র দৈত্যপতের্মন্দং বিচরন্তঃ সমন্ততঃ
দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ ॥ ৩

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং বৃতাঃ
দিব্যতালেন দিব্যানি জগুর্গীতানি গায়নাঃ ॥ ৪

বিশ্বাচী সহজন্যা চ প্রম্লোচেত্যভিবিশ্রুতা
দিব্যা চ সৌরভেয়ী চ সমীচী পুঞ্জিকস্থলা ॥ ৫

মিশ্রকেশী চ রম্ভা চ চিত্রসেনা শুচিস্মিতা
চারুনেত্রা ঘৃতাচী চ মেনকা চোর্ব্বশী তথা ॥ ৬

এতাঃ সহস্রশশ্চান্যা নৃত্যগীতবিশারদাঃ
উপতিষ্ঠন্তি রাজানং হিরণ্যকশিপুং তদা ॥ ৭

হিরণ্যকশিপুস্তত্র বিচিত্রাভরণাম্বরঃ।
স্ত্রীসহস্রৈঃ পরিবৃতস্তস্থৌ জ্বলিতকুণ্ডলঃ ॥ ৮

তত্রাসীনং মহাবাহুং হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্।
উপাসন্তি দিতেঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে লব্ধবরাঃ পুরা ॥ ৯

বলির্বৈরোচনস্তত্র নরকঃ পৃথিবীসুতঃ
প্রহ্লাদো বিপ্রচিত্তিশ্চ গবিষ্ঠশ্চ মহাসুরঃ ॥ ১০

চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা সুমনাঃ সুমতিঃ বরঃ।
ঘটোদরো মহাপার্শ্বঃ ক্রথনঃ পিঠরস্তথা ॥ ১১

বিশ্বরূপশ্চ রূপশ্চ বিরূপশ্চ মহাদ্যুতিঃ
দশগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা মহাবলঃ ॥ ১২

কটাক্ষো বিকটাক্ষশ্চ সংহ্রাদশ্চেন্দ্রতাপনঃ
দৈত্যদানবসঙ্ঘাশ্চ সর্ব্বে জ্বলিতকুণ্ডলাঃ ॥ ১৩

স্রগ্বিণো বাগ্মিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সুচরিতব্রতাঃ।
সর্ব্বে লব্ধবরাঃ শূরাঃ সর্ব্বে বিগতমৃত্যবঃ ॥ ১৪

---

## দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

[ ভগবান্ নরসিংহকর্ত্তৃক দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দৈত্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সভায় প্রভাবশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু চারিহস্ত পরিমিত লম্বা এক দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ১

রাজন্! এই রমণীয় সিংহাসন সূর্য্যসদৃশ দীপ্ত প্রভায় উদ্ভাসিত ছিল এবং দিব্য আস্তরণে আবৃত ছিল। তাহাতে দীর্ঘকাল বসিয়া উপবিষ্ট হিরণ্যকশিপু অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে তখন বর্ণের দুইটি কুণ্ডল নিজ দীপ্তিতে যেন উদ্দীপিত হইতেছিল। ২

দিব্য গন্ধবাহী বায়ু সেখানে সর্ব্বদিক্ দিয়া দৈত্যরাজের সম্মুখে আসিয়া মন্দ বহিতে প্রবাহিত হইতেছিল। তাহাতে অল্পমাত্রও দুর্গন্ধ ছিল না। ৩

সেখানে দেবতা ও অপ্সরাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বগণ গায়কগণে দিব্য তালের সহিত দিব্য গীতসমূহ গান করিতে ছিলেন। ৪

বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, দিব্যা, সৌরভেয়ী, সমীচী, পুঞ্জিকস্থলা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, শুচিস্মিতা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা ও উর্ব্বশী—ইঁহারা এবং নৃত্যগীতে কুশল সহস্র সহস্র অন্য অপ্সরাগণ সেই সময় রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবায় উপস্থিত ছিলেন। ৫-৭

সেই সভায় বিচিত্র বস্ত্রাভরণে বিভূষিত, উজ্জ্বল কুণ্ডলে মণ্ডিত এবং সহস্র স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হিরণ্যকশিপু অবস্থান করিতেছিলেন। ৮

সেখানে উপবিষ্ট প্রভাবশালী মহাবাহু হিরণ্যকশিপুর সেবায় সেই সব দৈত্যগণ উপস্থিত ছিল, যাহারা পূর্ব্বেই বরলাভ করিয়াছিল। ৯

বিরোচনপুত্র বলি, পৃথিবীবিজয়ী নরক, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, মহাসুর গবিষ্ঠ, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, সুমনা, সুমতি, বর, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, রূপ, মহাতেজস্বী বিরূপ, দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসা, মহাবল, কটাক্ষ, বিকটাক্ষ, সংহ্রাদ ও ইন্দ্রতাপনাদি দৈত্যগণ এবং দানবদিগের সেই সমস্ত সমুদায়; যে সব দানব প্রজ্বলিত কান্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলসমূহে অলঙ্কৃত, পুষ্পমালাধারী, উত্তম বক্তা, যাহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিয়াছে, বরপ্রাপ্ত হইয়াছে, শৌর্য্যশালী বীর ছিল এবং যাহারা মৃত্যুভয় নিবারণ করিয়াছিল ইঁহারা ও অন্যান্য

এতে চান্যে চ বহবো হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্ ।
উপাসন্তে মহাত্মানঃ সর্বে দিব্যপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৫
বিমানৈর্বিবিধৈরন্যৈর্ভ্রাজমানৈরিবাগ্নিভিঃ ।
স্রগ্বিণো ভূষণবন্তো যান্তি চায়ান্তি বেলয়া ॥ ১৬
বিচিত্রাম্বরশোভাঢ্যা বিচিত্রবসনাস্তথা ।
বিচিত্রশস্ত্রকবচা বিচিত্রধ্বজবাহনাঃ ॥ ১৭
মহেন্দ্রচাপসঙ্কাশৈর্বিচিত্রৈরম্বরৈর্বরৈঃ
ভূষিতাঙ্গা দিতেঃ পুত্রাস্তমুপাসন্তি নিত্যশঃ ॥ ১৮
তস্যাং সভায়াং দিব্যায়ামসুরাঃ পর্বতোপমাঃ ।
হিরণ্যমুকুটাঃ সর্বে দিবাকরসমপ্রভাঃ ॥ ১৯

কনকমণিবিচিত্রবেদিকায়াং
মণিবিততকুসুমপ্রবীথিকায়াম্ ।
স দদর্শ মৃগাধিপঃ সভায়াং
সুরুচিরদন্তগবাক্ষসংবৃতায়াম্ ॥ ২০
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গং
দিতিতনয়ং স মৃগাধিপো দদর্শ ।
দিনকরকরপ্রভং জ্বলন্ত-
মযুতসহস্রশতৈর্নিষেব্যমাণম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নারসিংহে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

বহু দৈত্য দীর্ঘ দিব্য পরিচ্ছদে যুক্ত হইয়া প্রভাবশালী মহাত্মা হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেছিল । ১৩-১৫

ইহারা নানাপ্রকার শ্রেষ্ঠ ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত বিমান-সমূহের দ্বারা অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেছিল এবং পুষ্পহার ও আভূষণ ধারণ করত সুখে স্থিত ছিল । ১৬

ইহারা বিচিত্র অম্বর ও বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং বিচিত্র শস্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও বাহন সকলে সুশোভিত ছিল । ১৭

দিতিপুত্রগণ বিচিত্র বর্ণযুক্ত শ্রেষ্ঠ অম্বরসমূহে নিজেদের অঙ্গসকল বিভূষিত করিয়া উপস্থিত থাকিয়া প্রতিদিন হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেছিল । ১৮

সেই দিব্য সভায় উপবিষ্ট সেই সব পর্বতাকার অসুরগণ মস্তকে স্বর্ণের মুকুট ধারণ করিয়া সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৯

যেখানে স্বর্ণ ও মণিসমূহের বিচিত্র বহু বেদী নির্মিত ছিল, যাহার প্রতি বীথিকায় (গলি পথে) সমস্ত বহু পুষ্প বিস্তৃত ছিল এবং যাহা অতিশয় রমণীয় দন্তের নির্মিত গবাক্ষ ( জানালা )-সমূহে আবৃত ছিল, এরূপ সভায় ভগবান্ নরসিংহদেব যাঁহার অঙ্গ স্বর্ণের নির্মল হারে বিভূষিত ছিল, যাঁহার প্রভা সূর্যকিরণ-তুল্য উদ্ভাসিত হইতেছিল, যাঁহাকে প্রজ্বলিত বলিয়া মনে হইতেছিল এবং যাঁহাকে সহস্র অযুতগণ সেবা করিতেছিল, সেই দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে [illegible]কশিপুকে নিরীক্ষণ করিলেন । ২০-২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতার প্রসঙ্গে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ নরসিংহবিগ্রহে প্রহ্লাদেন সম্পূর্ণত্রিলোক্যা দর্শনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততো দৃষ্ট্বা মহাবাহুঃ কালচক্রমিবাগতম্ ।
নারসিংহবপুশ্ছন্নং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥ ১
বিভূষিতসটং তস্য নারসিংহস্য ভারত ।
রূপোদার্যং বপুস্তত্র সহস্রাংশুসমন্বিতম্ ॥ ২
অহো রূপমিদং চিত্রং শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্ ।
অব্রুবন্ দানবাঃ সর্বে হিরণ্যকশিপুশ্চ সঃ ॥ ৩
এবং হি ব্রুবতাং তেষাং নির্দিষ্টানাং মহাত্মনাম্ ।
নারসিংহেন চক্ষুর্ভ্যাং চোদিতঃ কালপর্যয়া ॥ ৪

### ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

[ নরসিংহ-বিগ্রহে প্রহ্লাদ কর্তৃক সম্পূর্ণ ত্রিলোকের দর্শন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় নরসিংহ শরীরে আচ্ছাদিত মহাবাহু ভগবান্ বিষ্ণুকে সেখানে কালচক্রের ন্যায় উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত দানবগণ ও হিরণ্যকশিপু পরস্পর বলিতে লাগিলেন অহো ! শঙ্খ, কুন্দ ও চন্দ্রসদৃশ বিচিত্র এবং মনোহর এই রূপ দেখা যাইতেছে । ভারত । ভগবান্ নরসিংহের মুখের ও কণ্ঠের রোমাবলি বিশেষভাবে ভূষিত ছিল । ইহার রূপ সৌন্দর্য সহস্র সূর্যতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল । ১-৩

ভগবান্ নরসিংহরূপী মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত ও তাঁহার নেত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে সেই দিব্যাকার দানবগণ

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো নাম বীর্য্যবান্
দিব্যেন চক্ষুষা সিংহমপশ্যদ্দেবমাগতম্ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা রুক্মশৈলাভমপূর্ব্বাং তনুমাস্থিতম্
বিস্মিতা দানবাঃ সর্ব্বে হিরণ্যকশিপুশ্চ সঃ ॥ ৬

প্রহ্লাদ উবাচ

মহারাজ মহাবাহো দৈত্যানামাদিসম্ভব
ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টঞ্চ নারসিংহমিদং বপুঃ ॥ ৭
অব্যক্তপ্রভবং দিব্যং কিমিদং রূপমাগতম্ ।
দৈত্যান্তকরণং ঘোরং শংসতীব মনাংসি নঃ ॥ ৮
অস্য দেবাঃ শরীরস্থাঃ সাগরাঃ সরিতস্তথা
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ যে চান্যে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৯
চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈরাদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ তথা
ধনদো বরুণশ্চৈব যমঃ শক্রঃ শচীপতিঃ ॥ ১০
মরুতো দেবগন্ধর্ব্বা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।
নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১১
ব্রহ্মদেবঃ পশুপতির্ললাটস্থা বিভান্তি বৈ
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥ ১২
ভবাংশ্চ সহিতোঽস্মাভিঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যগণৈর্বৃতঃ ।
বিমানশতসঙ্কীর্ণা তথা ভাসুরকী সভা ॥ ১৩
সর্ব্বং ত্রিভুবনং রাজন্ লোকধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ।
দৃশ্যন্তে নারসিংহেঽস্মিন্ যথেন্দৌ বিমলং জগৎ ॥ ১৪
প্রজাপতিশ্চাত্র মনুর্মহাত্মা
গ্রহাশ্চ যোগাশ্চ মহী নভশ্চ ।
উৎপাতকালশ্চ ধৃতিঃ স্মৃতিশ্চ
রজশ্চ সত্ত্বঞ্চ তপো দমশ্চ ॥ ১৫
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
বিশ্বে চ দেবা ঋষয়শ্চ সর্ব্বে
ক্রোধশ্চ কামশ্চ তথৈব হর্ষো
ধর্ম্মশ্চ মোহঃ পিতরশ্চ সর্ব্বে ॥ ১৬
ইত্যেবমুক্ত্বা স চ দৈত্যরাজং
হিরণ্যনামানমরিন্দমেন ।
দধ্যৌ চ দৈত্যেশ্বরপুত্র উগ্রঃ
মহামতিঃ কিঞ্চিদধোমুখঃ প্রাক্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
প্রহ্লাদবাক্যে নারসিংহে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

---

যখন নরসিংহ পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদনামক মহাপরাক্রমশালী দৈত্য সেখানে উপস্থিত নরসিংহভগবান্‌কে দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন ॥ ৪-৫

স্বর্ণের পর্ব্বতের ন্যায় অপূর্ব্ব দেহধারী ভগবান্ নরসিংহকে দর্শন করিয়া সমস্ত দানবগণ ও হিরণ্যকশিপু বিস্মিত হইলেন ॥ ৬

সেই সময় প্রহ্লাদ বলিলেন,—মহারাজ! মহাবাহো! দৈত্যগণের আদিসম্ভব (পূর্ব্বপুরুষ)! আমি এরূপ নরসিংহ রূপ কখনও দেখি নাই এবং শুনি নাই ॥ ৭

যাহার উৎপত্তির কারণ অব্যক্ত, এতাদৃশ এই দিব্য অদ্ভুত রূপ কি? আমার মন যেন এরূপ বলিতেছে, ইনি দৈত্যগণের বিনাশকারী কোনও ভয়ঙ্কর ভূত হইবেন ॥ ৮

ইঁহার শরীরে সমস্ত দেবতা, সমুদ্র ও নদীসকলকে দেখা যাইতেছে এবং হিমবান্, পারিযাত্র ও অন্যান্য যে সব কুল পর্ব্বত আছে, এসমস্তও ইঁহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥ ৯

নক্ষত্রসমূহের সহিত চন্দ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের, বরুণ, যম, শচীপতি ইন্দ্র, মরুদ্গণ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, তপোধন মুনি, নাগ, যক্ষ, পিশাচ ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ, ব্রহ্মা এবং ভগবান্ পশুপতি (শিব)—ইঁহারা সকলে ইঁহার ললাটে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখা যাইতেছে ॥ ১০-১১

স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণ, সমস্ত দৈত্যদিগের দ্বারা পরিবৃত আমাদের সহিত আপনি, শত শত বিমানে পরিপূর্ণ আমাদের এই আসুরিক সভা, সমস্ত ত্রিভুবন এবং সনাতন লোকধর্ম—এ সমস্তই এই নরসিংহ-বিগ্রহে সেই ভাবে দেখা যাইতেছে, যেরূপ মহান্ দর্পণের মধ্যে নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে এই সম্পূর্ণ জগৎ দৃষ্টিগোচর হয় ॥ ১২-১৪

এই নরসিংহ-বিগ্রহে প্রজাপতি, মহাত্মা মনু, গ্রহ, যোগ, পৃথিবী, আকাশ, উৎপাতকাল, ধৃতি, স্মৃতি, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ, তপ এবং ইন্দ্রিয়সংযম—এ সমস্তই দেখা যাইতেছে ॥ ১৫

মহানুভব সনৎকুমার, বিশ্বে দেবগণ, সমস্ত ঋষিগণ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ধর্ম, মোহ ও সমস্ত পিতৃগণও ইঁহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন ॥ ১৬

দৈত্যরাজের পুত্র পরম বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ কোনরূপ বিস্মিত না হইয়াই সেই উগ্র দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিয়া নিজের মুখ কিছু অবনত করত পূর্ব্বদিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদের বাক্যবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ দৈত্যৈর্হিরণ্যকশিপুনা চ ভগবতো নরসিংহস্যোপরি নানাবিধানামস্ত্রাণাং নিক্ষেপঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রহ্লাদস্য চ তচ্ছ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুর্বচঃ
উবাচ দানবান্ সর্ব্বান্ সগণাংশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১
মৃগেন্দ্রো গৃহ্যতাং শীঘ্রমপূর্ব্বাং তনুমাস্থিতঃ
যদি বা সংশয়ঃ কশ্চিদ্বধ্যতাং বনগোচরঃ ॥ ২
তচ্ছ্রুত্বা দানবাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্রং ভীমবিক্রমম্
পরিক্ষিপন্তো মুদিতাস্ত্রাসয়ামাসুরোজসা ॥ ৩
সিংহনাদং নদিত্বা তু পুনঃ সিংহো মহাবলঃ ।
বভঞ্জ তাং সভাং সর্ব্বাং ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৪
সভায়াং ভজ্যমানায়াং হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্
চিক্ষেপাস্ত্রাণি সিংহস্য রোষব্যাকুললোচনঃ ॥ ৫
সর্ব্বাস্ত্রাণামথ শ্রেষ্ঠং দণ্ডমস্ত্রং সুভৈরবম্
কালচক্রং তথাত্যুগ্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ ॥ ৬
ধর্ম্মচক্রং মহচ্চক্রমজিতং নাম নামতঃ
চক্রমৈন্দ্রং তথা ঘোরমৃষিচক্রং তথৈব চ ॥ ৭
পৈতামহং তথা চক্রং ত্রৈলোক্যমহিতম্মহৎ ।
বিচিত্রামশনীং চৈব শুষ্কার্দ্রং চাশনিদ্বয়ম্ ॥ ৮
রৌদ্রং তথোগ্রং শূলঞ্চ কঙ্কালং মুষলং তথা ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ব্রাহ্মমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ৯
ঐষীকমস্ত্রমৈন্দ্রঞ্চ আগ্নেয়ং শৈশিরং তথা ।
বায়ব্যং মথনং নাম কাপালমথ কিঙ্করম্ ॥ ১০
তথা চাপ্রতিমাং শক্তিং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ।
অস্ত্রং হয়শিরশ্চৈব সৌম্যমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ১১
পৈশাচমস্ত্রমজিতং সার্পমস্ত্রং তথাদ্ভুতম্
মোহনং শোষণং চৈব সন্তাপনবিলাপনে ॥ ১২
জৃম্ভণং প্রাপণং চৈব ত্বাষ্ট্রং চৈব সুদারুণম্
কালমুদ্গরমক্ষোভ্যং ক্ষোভণং তু মহাবলম্ ॥ ১৩
সংবর্ত্তনং মোহনঞ্চ তথা মায়াধরং পরম্ ।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং দয়িতমসিরত্নঞ্চ নন্দকম্ ॥ ১৪
প্রস্বাপনং প্রমথনং বারুণং চাস্ত্রমুত্তমম্
অস্ত্রং পাশুপতং চৈব যস্যাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ১৫

---

## চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ দৈত্যগণ ও হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক ভগবান নরসিংহের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! প্রহ্লাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণের অধিপতি হিরণ্যকশিপু গণসমূহের সহিত সমস্ত দানবগণকে এই কথা বলিলেন। ১

দৈত্যগণ! অপূর্ব্ব শরীর ধারণ করিয়া উপস্থিত এই বনচারী মৃগেন্দ্র (সিংহ)-কে শীঘ্র তোমরা ধর অথবা যদি কোনও সংশয় (প্রাণসঙ্কট) উপস্থিত হয়, তবে ইহাকে বধ কর। ২

এই আদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত সেই সমস্ত দানবগণ সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মৃগেন্দ্রের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সন্ত্রাসিত করিতে লাগিল। ৩

তখন সেই মহাবল সিংহ মুখবিস্তারকারী কালের ন্যায় বারংবার সিংহনাদ করত সেই বৃহৎ সভাভবনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ৪

সভাভবন ভগ্ন হইতে থাকিলে হিরণ্যকশিপুর নয়ন রোষে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অতএব তিনি স্বয়ংও সেই অলৌকিক সিংহের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৫

সমস্ত অস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দণ্ডাস্ত্র, তাহাও নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি অত্যন্ত উগ্র কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ধর্ম্মচক্র, মহাচক্র, অজিতচক্র ঘোর ঐন্দ্রচক্র, ঋষিচক্র, ব্রহ্মচক্র, যাহার খ্যাতি সব তিন লোকেই ভূরি ভূরি প্রশংসিত, সেই, বিচিত্র অশনি, শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি, ভয়ানক রৌদ্রাস্ত্র—শূল, কঙ্কাল, মুষল, ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ঐষীকাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শৈশিরাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, মথনাস্ত্র, কপালাস্ত্র, কিঙ্করাস্ত্র, অপ্রতিম শক্তি, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শীর্ষাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, অনুপম পৈশাচাস্ত্র, অদ্ভুত সর্পাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, প্রাপণাস্ত্র, অত্যন্ত দারুণ ত্বাষ্ট্রাস্ত্র, অক্ষোভ্য কালমুদ্গর, মহাবল ক্ষোভণাস্ত্র, সংবর্ত্তনাস্ত্র, সম্মোহনাস্ত্র, মায়াধরাস্ত্র, প্রিয় গান্ধর্ব্বাস্ত্র, খড়্গরত্ন নন্দক, প্রস্বাপনাস্ত্র, প্রমথনাস্ত্র, উত্তম বারুণাস্ত্র এবং যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এরূপ পাশুপতাস্ত্র—এই সব অস্ত্র সেই সময় হিরণ্যকশিপু ভগবান নরসিংহের উপর

এতান্যস্ত্রাণি সর্বাণি হিরণ্যকশিপুস্তদা
চিক্ষেপ নারসিংহস্য দীপ্তস্যাগ্নেরিবাহুতিঃ ॥ ১৬
অস্ত্রৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ সিংহমাবৃণোদসুরাধিপঃ ।
বিবস্বান্ ঘর্মসময়ে হিমবন্তমিবাংশুভিঃ ॥ ১৭
স হ্যমর্ষানিলোদ্ভূতো দৈত্যানাং সৈন্যসাগরঃ
ক্ষণেন প্লাবয়ন্ সিংহং মৈনাকমিব সাগরঃ ॥ ১৮
প্রাসৈঃ পাশৈস্তথা খড়্গৈর্গদাভির্মুসলৈস্তথা
বজ্রৈরশনিকল্পৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাদ্রুমৈঃ ॥ ১৯
মুদ্গরৈঃ কূটপাশৈশ্চ মুসলোলূখলপর্বতৈঃ ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ ॥ ২০
পরিবার্য সমন্তাত্তু নিঘ্নদ্ভির্দৈতিজৈস্তদা
ন্যগ্রপাত্য ন কৃচ্ছ্রং স্থিতস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১
তে দানবাঃ পাশগৃহীতহস্তা
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগাঃ
সমন্ততোঽভ্যুদ্যতবাহুশস্ত্রাঃ
স্থিতাস্ত্রিশীর্ষা ইব পন্নগেন্দ্রাঃ ॥ ২২

সুবর্ণমালাকুলভূষিতাঙ্গা
নানাংশুদামোপনিবদ্ধগাত্রাঃ ।
মুক্তাবলীদামবিভূষিতাস্তা
হংসা ইবাভান্তি বিশালপক্ষাঃ ॥ ২৩
তেষাং তু বায়ুপ্রতিমৌজসাং বৈ
কেয়ূরমালাবলয়োৎকটানি
তান্যুত্তমাঙ্গান্যভিতো বিভান্তি
প্রভাতসূর্যাংশুসমপ্রভাণি ॥ ২৪
তৈঃ প্রক্ষিপদ্ভির্জ্বলিতানলোপমৈ-
র্মহাস্ত্রপূগৈঃ স সমাবৃতো বভৌ ।
গিরির্যথা সন্ততবর্ষিভির্ঘনৈঃ
কৃতান্ধকারান্তরকন্দরদ্রুমঃ ॥ ২৫
তৈর্হন্যমানোঽপি মহাস্ত্রজালৈঃ
মহাবলৈর্দৈত্যগণৈঃ সমেতৈঃ
নাকম্পতাজৌ ভগবান্ প্রতাপবান্
স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ ॥ ২৬

পর্যায়ক্রমে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাকে মনে হইল—তিনি যেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান করিতেছেন। ৮-১৬

অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপু সেকে প্রজ্বলিত অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেইভাবে ভগবান্ নরসিংহকে আচ্ছাদিত করিলেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালে ভগবান্ সূর্যদেব নিজ কিরণসমূহে হিমালয়কে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। ১৭

দৈত্যগণের সৈন্যরূপী সমুদ্র ক্রোধরূপী বায়ুর বেগে উদ্বেলিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই ভগবান্ নরসিংহকে সেইভাবে আপ্লাবিত করিয়া দিল, যেরূপ সাগর মৈনাকপর্বতকে নিজ জলে আপ্লাবিত করিয়া থাকে। ১৮

প্রাস, পাশ, খড়্গ, গদা, মুসল, বজ্র, অশনি, শিলা, বড় বড় বৃক্ষ, মুদ্গর, কূটপাশ, মুসল, উদূখল, পর্বত, প্রজ্বলিত শতঘ্নী ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দণ্ডাদি অস্ত্রসমূহের দ্বারা দৈত্যগণ তাঁহাকে সর্বদিকে পরিবৃত করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় সেই শ্রেষ্ঠ মহাত্মা নরসিংহের শরীরের অতি অল্পমাত্রও ক্ষত-বিক্ষত হইল না। ১৯-২১

সেই দানবগণ নিজেদের হাতে পাশ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের সকলের বেগ ইন্দ্রের বজ্র ও অশনির তুল্য ছিল। ইহারা সকলে চারিদিকে অস্ত্র ধারণ করত তিন মাথাযুক্ত সর্পরাজের ন্যায় উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছিল, সেইজন্য ইহারা তিনটি ফণাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সর্পদের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২২

ইহাদের অঙ্গ স্বর্ণমালাসমূহে বিভূষিত ছিল, নানাপ্রকারের অংশুদাদি আভরণসকল ইহাদের বিভিন্ন অঙ্গে সজ্জিত ছিল এবং মুক্তাবলিমালা ইহাদের সমস্ত অঙ্গের শোভাবর্ধন করিতেছিল। এজন্য সমরাঙ্গনে এই দৈত্যগণ বিশাল পক্ষযুক্ত হংসদলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ২৩

বায়ুতুল্য বলশালী এই সব দৈত্যগণের উত্তম অঙ্গ কেয়ূর, হার ও বলয়াদি নানা আভরণে অলঙ্কৃত থাকিয়া প্রভাতকালের সূর্যের কিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ ও শোভাসম্পন্ন হইতেছিল। ২৪

যেরূপ নিরন্তর বর্ষণশীল ঘন মেঘগুলের দ্বারা পর্বত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তাহার গুহা ও বৃক্ষসকল আবৃত রূপ ধারণ করে, সেইরূপ নিজের উপর নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য শ্রেষ্ঠ মহাস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া ভগবান্ নরসিংহ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আবৃত প্রতীত হইতে হইতে লাগিলেন। ২৫

সেই সময় সমস্ত দৈত্যগণ একত্র হইয়া মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার উপর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু এই প্রতাপশালী ভগবান্ নরসিংহ তথাপি সেই যুদ্ধস্থলে কম্পিত হইলেন না। তিনি স্বভাবতই হিমালয় পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দৃঢ় হইয়া রহিলেন। ২৬

সন্তাপিতাস্তে নরসিংহরূপিণা
দিতেঃ সুতাঃ শ বকদীপ্ততেজসা।
তস্মাদ্ বিচেলুঃ পবনোদ্ধতা যথা
মহার্ণবাঃ সাগরবারিসম্ভবাঃ ॥ ১৭

নৃসিংহতপস্যাতে ভগবানের তেজ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল, তাঁহার দ্বারা সন্তাপিত দৈত্যগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তাহাতে মনে হইল—যেন বায়ুর উত্তোলনে মহাসাগরের জলে বড় বড় তরঙ্গসকল উঠিতেছে। ১৭

পক্ষৈর্বৃতাঃ সুমহাভিবেগা
যুগান্তকালপ্রতিমাস্তরৌখান্।
প্রকাশয়ন্তঃ সুমুচুর্নৃসিংহে
মহাসুরাঃ ক্রোধবিদীপিতাঙ্গাঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি নারসিংহে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

এই মহাসুরগণ অত্যন্ত বেগশালী ছিল, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে যেন জ্বলিতেছিল, অতএব তাহারা পক্ষযুক্ত প্রলয় যুগে একস্থানে সঞ্চরমান মেঘের ন্যায় সেই নৃসিংহদেবের উপর অন্তকালের অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহপ্রাদুর্ভাববিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

দৈত্যৈঃ কৃতাস্ত্রপ্রহারস্য প্রভু-নারসিংহস্য নিষ্ফলতাবর্ণনম্

বৈশম্পায়ন উবাচ

খরাঃ খরমুখাশ্চৈব মকরাশীবিষাননাঃ
ঈহামৃগমুখাশ্চান্যে বরাহমুখাননাঃ ॥ ১
বালসূর্য্যমুখাশ্চৈব ধূমকেতুমুখাস্তথা
চন্দ্রার্দ্ধচন্দ্রবক্ত্রাশ্চ প্রদীপ্তাগ্নিমুখাস্তথা ॥ ২
হংসকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ
পতাকা লেলিহানাশ্চ কাকগৃধ্রমুখাস্তথা ॥ ৩
বিহাদ্বিহ্বাস্ত্রিশীর্ষাশ্চ তথোল্কামুখিভাননাঃ
মহাগ্রাহনিভাশ্চান্যে দানবা বলদর্পিতাঃ ॥ ৪
কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশ্য শরীরে শরবৃষ্টিভিঃ
অবধ্যস্য মৃগেন্দ্রস্য ন ব্যথাং চক্রুরাহবে ॥ ৫
এবং ভূয়োঽপরান্ ঘোরানসৃজন্ দানবাঃ শরান্।
মৃগেন্দ্রস্যোরসি ক্রুদ্ধা নিঃশ্বসন্ত ইবোরগাঃ ॥ ৬
তে দানবশরা ঘোরা মৃগেন্দ্রার সমীরিতাঃ।
বিলয়ং জগ্মুরাকাশে খদ্যোতা ইব পর্ব্বতে ॥ ৭

### পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

দৈত্যগণের অস্ত্র-শস্ত্র প্রহারে ও প্রভু নরসিংহের নিষ্ফলতা বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দানবগণের মধ্যে কিছু দানব মূর্তিমান্ গর্দ্দভ ছিল এবং কিছু দানবের মুখ গর্দ্দভের মুখের তুল্য ছিল। কিছু দানবের মুখ মকর ও কিছু দানবের মুখ বিষধর সর্পসদৃশ ছিল। কিছু দানবের মুখ বৃক এবং কিছু দানবের মুখ শূকরতুল্য ছিল। ১

কিছু দানবের মুখ প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় অরুণ কান্তিতে সুশোভিত ছিল। কিছু দানব ধূমকেতুর সদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। কিছু দানবের মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য, কিছু দানবের মুখ অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য এবং কিছু দানবের মুখ অগ্নিতুল্য ছিল। ২

কাহারও মুখ হংসসদৃশ ও কাহারও মুখ কুক্কুটসদৃশ ছিল। বহু দৈত্যের মুখ ব্যাদিত (বিস্তারিত) ছিল বলিয়া ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল। কাহারও মুখ পাঁচটি ছিল। বহু দৈত্য নিজেদের লকলকে জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় চাটিতেছিল এবং বহু দৈত্যের মুখ কাক ও শকুনির মুখের ন্যায় ছিল। ৩

কাহারও জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইতেছিল। কাহারও তিনটি মস্তক ছিল। কাহারা উল্কার ন্যায় মুখবিশিষ্ট ছিল এবং বলদর্পে বহু দানব মহাগ্রাহ (বিশাল হিংস্র জন্তু) তুল্য ছিল অথবা মহাগ্রাহসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। ৪

ভগবান্ নরসিংহের শ্রীবিগ্রহ কৈলাসপর্ব্বতের সদৃশ উজ্জ্বল ছিল। তিনি সর্ব্বদা অবধ্য ছিলেন, অতএব তাঁহার দেহে দৈত্যগণকর্তৃক বাণবর্ষণ অল্পমাত্রও পীড়া উৎপন্ন করিতে পারিত না। ৫

এইভাবে নিঃশ্বাসত্যাগকারী সর্পগণের ন্যায় ক্রুদ্ধ দানবেরা ভগবান্ নরসিংহের বক্ষে পুনরায় অন্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৬

ভগবান্ নরসিংহের উপর নিক্ষিপ্ত দানবগণের সেই সব ভয়ঙ্কর বাণসমূহ পর্ব্বতে অনুগমনকারী জোনাকী পোকাসকলের ন্যায় আকাশেই বিলীন হইয়া যাইল। ৭

ততশ্চক্রাণি দিব্যানি দৈত্যাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ।
মৃগেন্দ্রায়াক্ষিপংস্তাত্র প্রদীপ্তানীব সর্বশঃ॥ ৮
তৈরাসীদ্ গগনং চক্রৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমাবৃতম্।
যুগান্তে সম্প্রকাশদ্ভিশ্চন্দ্রসূর্যগ্রহৈরিব॥ ৯
তানি চক্রাণি বদনং প্রবিশন্তি বিভান্তি বৈ
মেঘোদরদরীং ঘোরাং চন্দ্রসূর্যগ্রহা ইব॥ ১০
তানি চক্রাণি সর্বাণি মৃগেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
নির্গীর্ণানি প্রদীপ্তানি পাবকার্চিঃসমানি বৈ॥ ১১
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো ভূয়ঃ প্রাস্যদূর্জিতাম্।
শক্তিং প্রজ্বলিতাং ঘোরাং হুতাশনসমপ্রভাম্॥ ১২
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য মৃগেন্দ্রঃ শক্তিমুত্তমাম্
হুঙ্কারেণৈব রৌদ্রেণ বভঞ্জ ভগবাংস্তদা॥ ১৩
ররাজ ভগ্না সা শক্তির্মৃগেন্দ্রেণ মহীতলে
সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব নভশ্চ্যুতা॥ ১৪

নারাচপঙ্‌ক্তিঃ সিংহস্য প্রাপ্তা রেজে বিদূরতঃ।
নীলোৎপলপলাশানাং মালেবোজ্জ্বলদর্শনা॥ ১৫
গর্জিত্বা তু যথাকামং বিক্রম্য চ যথাসুখম্।
তৎ সৈন্যমুৎসারিতবাংস্তৃণাগ্রাণীব মারুতঃ॥ ১৬
ততোঽশ্মবর্ষং দৈত্যেন্দ্রা ব্যসৃজন্ত নভোগতাঃ।
নগমাত্রৈঃ শিলাখণ্ডৈর্গিরিকূটৈর্মহাপ্রভৈঃ॥ ১৭
তদশ্মবর্ষং সিংহস্য গাত্রে নিপতিতং বহু
দিশো দশ প্রকীর্ণং হি খদ্যোতপ্রকরো যথা॥ ১৮
তদশ্মৌঘৈর্দিতিসুতাস্তদা সিংহনরিন্দমম্।
প্রাচ্ছাদয়ন্ যথা মেঘা ধারাভিরিব পর্বতম্॥ ১৯
ন চ তং চালয়ামাসুর্দৈত্যৌঘা দেবসত্তমম্
ভীমবেগো বলশ্রেষ্ঠং সমুদ্র ইব পর্বতম্॥ ২০
ততোঽশ্মবর্ষে বিহতে জলবর্ষমনন্তরম্
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ॥ ২১

---

তখন ক্রোধসহকারে দৈত্যগণ সেই নরসিংহদেবের উপর অতিশয় দিব্য চক্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে সব চক্র তখন সর্বদিকেই প্রজ্বলিত ছিল। ৮

নিক্ষিপ্ত সেই সব চক্রের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আকাশ প্রলয়কালে প্রকাশিত বহু চন্দ্র ও সূর্যাদিগ্রহসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৯

সেই চক্রসকল ভগবান্ নরসিংহের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং সেই সময় মেঘমণ্ডলের উদররূপ ভয়ঙ্কর গুহায় প্রবিষ্ট চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় বিশেষভাবে শোভা পাইতে লাগিল। ১০

মহাত্মা নরসিংহ তারপর অগ্নিশিখাসদৃশ প্রজ্বলিত সেই সব চক্রকে গিলিয়া ফেলিলেন। ১১

তখন দৈত্য হিরণ্যকশিপু পুনরায় প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য প্রভাযুক্ত এক প্রবল ও ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১২

সেই উত্তম শক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ নরসিংহ ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দ্বারাই তাহাকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ১৩

ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত শক্তি আকাশ হইতে পতিত স্ফুলিঙ্গের সহিত প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৪

নরসিংহদেবকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে নিক্ষিপ্ত নারাচ বাণগুলির পঙ্‌ক্তি নীলপদ্মদলের উজ্জ্বল মালার সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। ১৫

তখন ভগবান্ নরসিংহ ইচ্ছানুসারে গর্জন করিয়া ও সুখের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া দৈত্যগণের সেই সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে উৎসারিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ বায়ু তৃণসমূহের অগ্রভাগকে উড়াইয়া লইয়া যায়। ১৬

তখন আকাশে স্থিত সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ পাষাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাদের এক একটি শিলাখণ্ড বৃক্ষপরিমাণ ছিল। তাহারা উত্তম প্রভাবিশিষ্ট পর্বত-শিখরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতেছিল। ১৭

ভগবান্ নরসিংহের শরীরে পতিত প্রস্তরসমূহের সেই প্রচুর বর্ষণ জোনাকীপোকাগণের ন্যায় দশদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ১৮

যেরূপ মেঘমণ্ডল নিজের জলধারায় পর্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ এই দৈত্যগণ প্রস্তরসমূহের বর্ষণের দ্বারা শত্রুদমন নরসিংহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ১৯

যেরূপ ভয়ঙ্কর বেগশালী সমুদ্র নিজের বলে বলশ্রেষ্ঠ পর্বতকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ এই দৈত্যগণ সেখানে দণ্ডায়মান নরসিংহদেবকে বিচলিত করিতে পারিল না। ২০

তদনন্তর প্রস্তরবর্ষণ বর্ষণ নষ্ট হইয়া যাইলে পর জলবর্ষণ আরম্ভ হইল, চারিদিকে অক্ষপরিমাণ মোটা ধারার সহিত ঘোর জল বর্ষণ হইতে লাগিল। ২১

নভসঃ প্রচ্যুতা ধারাস্তিগ্মবেগাঃ সহস্রশঃ
আবৃণ্বন্ সর্ব্বতো ব্যোম দিশশ্চোপদিশস্তথা ॥ ২২
ধারাণাং সন্নিপাতেন বায়োর্বিস্ফূর্জিতেন চ
বর্ষতা চৈব বর্ষেণ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ২৩
ধারা দিবি চ সংসক্তা বসুধায়াঞ্চ সর্ব্বশঃ
ন স্পৃশন্তি স্ম তা তত্র নিপতন্ত্যোঽনিশং ভুবি ॥ ২৪
বাহ্যতো ববৃষে বর্ষং নোপস্পৃষ্টাস্তু তোয়দঃ
মৃগেন্দ্রপ্রতিরূপস্য স্থিতস্য ভুবি মায়য়া ॥ ২৫
ততোঽশ্মবর্ষে তুমুলে জলবর্ষে চ শোষিতে ।
সসৃজুর্দানবা মায়ামগ্নিং বায়ুঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২৬
নভসঃ প্রচ্যুতশ্চৈব দিগ্দাহঃ সমন্ততঃ
জ্বালামালী মহারৌদ্রো দীপ্ততেজাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৭
স সৃষ্টঃ পাবকস্তেন দৈত্যেন্দ্রেণ মহাত্মনা ।
ন শশাক মহাতেজা দগ্ধুমপ্রতিমৌজসম্ ॥ ২৮
অমিততোয়দৈঃ সার্দ্ধং সহস্রাক্ষোঽমিতদ্যুতিঃ
মহতা তোয়বর্ষেণ শময়ামাস পাবকম্ ॥ ২৯
তস্যাং প্রতিহতায়াং তু মায়ায়াং যুধি দানবাঃ
সসৃজুর্ঘোরসঙ্কাশং তমস্তীব্রং সমন্ততঃ ॥ ৩০
তমসা সংবৃতে লোকে দৈত্যেষ্বাত্তায়ুধেষু বৈ ।
স্বতেজসা পরিবৃতো দিবাকর ইবাবভৌ ॥ ৩১
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং চাস্য দদৃশুর্দানবা রণে ।
ললাটস্থাং ত্রিকূটস্থাং গঙ্গাং ত্রিপথগামিব ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

---

আকাশ হইতে প্রচণ্ড বেগশালী শত শত জলধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহারা আকাশ, দিক্ ও বিদিক্‌সমূহও সর্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ২২

জলের ধারাসমূহের পতনে, প্রচণ্ড বায়ুর বেগের ফলে এবং বর্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে তখন কোনও কিছুই দেখা যাইল না ॥ ২৩

জলের ধারা আকাশ হইতে বসুধাতল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে পতিত হইতেছিল এবং তাহা সর্বদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভূতলে নিরন্তর জলধারা পতিত হইতে থাকিলেও সেই সব ধারা সেখানে নৃসিংহদেবকে স্পর্শ করিতে পারিল না ॥ ২৪

সেই মৃগেন্দ্ররূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু নিজের মায়ার দ্বারা ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাহ্যতঃ জলবর্ষণ হইতে থাকিলেও মেঘ তাঁহার উপর জল বর্ষণ করিতেছিল না ॥ ২৫

তখন ভয়ঙ্কর প্রস্তরবর্ষণ ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং জলবর্ষণও শুষ্ক হইয়া যাইল, তখন দানবগণ সর্বদিকে মায়াময় অগ্নি এবং বায়ু সৃষ্টি করিল ॥ ২৬

আকাশ হইতে চারিদিকে প্রচণ্ড বেগশালী, জ্বালামালাযুক্ত, মহারৌদ্র ও প্রদীপ্ত তেজোযুক্ত অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ২৭

সেই মহাত্মা দৈত্যরাজ কর্তৃক উৎপন্ন কিন্তু সেই মহাতেজা পাবক (অগ্নি) অনুপম শক্তিশালী নৃসিংহদেবকে দগ্ধ করিতে পারিল না ॥ ২৮

অমিততেজা সহস্রাক্ষ (ইন্দ্র) মেঘগণের সহিত আসিয়া বিপুল জলবর্ষণ করত সেই অগ্নিকে নির্বাপিত করিয়া দিলেন ॥ ২৯

সেই অগ্নিময়ী মায়া প্রতিহত হইয়া যাইলে পর দানবগণ যুদ্ধস্থলে চারিদিকে ঘোর ও তীব্র অন্ধকার সৃষ্টি করিল ॥ ৩০

যখন সম্পূর্ণ জগৎ সেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং দৈত্যগণ হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল; তখন ভগবান্ নৃসিংহ নিজ তেজে সূর্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩১

সেই সময় দানবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ নৃসিংহদেবের ললাটে তিন শিখাযুক্ত ভ্রুকুটী দর্শন করিতে লাগিল, যাহা ত্রিকূট পর্বতের উপর স্থিত ত্রিপথগা গঙ্গার ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নৃসিংহাবতারবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ দৈত্যানাং বিনাশসূচক-মহোৎপাতানাং বর্ণনম্, গদাং ধৃত্বা হিরণ্যকশিপোর্ধাবনম্, তস্য পাদভারেণ পৃথিব্যাঃ পর্ব্বতানাম্, নদীনাম্, দেশানাঞ্চ কম্পনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু হতাসু দিতিনন্দনাঃ
হিরণ্যকশিপুং সর্ব্বে বিষণ্ণাঃ শরণং গতাঃ ॥ ১

ততঃ প্রজ্বলিতঃ ক্রোধাৎ প্রদহন্নিব তেজসা
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যশ্চালয়ামাস মেদিনীম্ ॥ ২

ততঃ প্রক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে সাগরাঃ সলিলাকরাঃ
চলিতা গিরয়ঃ সর্ব্বে সকাননবনদ্রুমাঃ ॥ ৩

তস্মিন্ ক্রুদ্ধে তু দৈত্যেন্দ্রে তমোভূতমভূজ্জগৎ
তমসা সমভিপ্লুতং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৪

আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহশ্চ সমীরণঃ।
পরাবহঃ সংবহশ্চ উদ্বহশ্চ মহাবলঃ ॥ ৫

তথা পরিবহঃ শ্রীমানুৎপাতভয়শংসিনঃ।
ইত্যেতে ক্ষুভিতাঃ সপ্ত মারুতা গগনেচরাঃ ॥ ৬

যে গ্রহাঃ সর্ব্বলোকস্য ক্ষয়ে প্রাদুর্ভবন্তি বৈ।
তে গ্রহা গগনে হৃষ্টা বিচরন্তি যথাসুখম্ ॥ ৭

অযোগতশ্চাপ্যচরদ্ যোগং দিবি নিশাকরঃ
সগ্রহং সনক্ষত্রং প্রজজ্বাল নভো নৃপ ॥ ৮

বিবর্ণশ্চ ভগবান্ গতো দিবি দিবাকরঃ।
কৃষ্ণং কবন্ধঞ্চ মহাঁল্লক্ষ্যতে চ নভস্তলে ॥ ৯

অমুঞ্চ্যাসিতাং সূর্য্যো ধূমবর্ত্তিং ভয়াবহাম্।
গগনস্থশ্চ ভগবানভীক্ষ্ণং পরিতপ্যতে ॥ ১০

সপ্তধূমনিভা ঘোরাঃ সূর্য্যা দিবি সমুত্থিতাঃ।
সোমস্য গগনস্থস্য গ্রহাস্তিষ্ঠন্তি শৃঙ্গগাঃ ॥ ১১

বামে চ দক্ষিণে চৈব স্থিতৌ শুক্রবৃহস্পতী।
শনৈশ্চরো লোহিতাঙ্গো লোহিতার্কসমদ্যুতিঃ ॥ ১২

শনৈঃ সমভিরোহন্তি শৃঙ্গাণি গগনেচরাঃ
শৃঙ্গাণি কনকৈর্ঘোরা যুগান্তাবর্ত্তকা গ্রহাঃ ॥ ১৩

## ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

( দৈত্যগণের বিনাশসূচক মহোৎপাতসমূহের বর্ণন, গদা লইয়া হিরণ্যকশিপুর ধাবন এবং তাঁহার পাদভারে পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী ও দেশসকলের কম্পন। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন দৈত্যগণের সমস্ত মায়া নষ্ট হইয়া যাইল, তখন তাহারা সকলে বিষণ্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুর শরণাপন্ন হইল। ১

তারপর দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীকে তেজে যেন দগ্ধ করিতে করিতে তাহাকে কম্পিত করিলেন। ২

তাহার পর সমস্ত সাগর ও অন্যান্য জলাশয়সমূহ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বন, কানন ও বৃক্ষসকলের সহিত সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত হইল। ৩

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইলে পর সারা জগৎ অন্ধকারময় হইয়া যাইল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় তখন কোনও কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ৪

আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, সংবহ, মহাবল উদ্বহ ও শ্রীমান্ পরিবহ—এই সপ্তবিধ আকাশচারী বায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া ভয়ের সূচনাদান করিতে লাগিল। ৫-৬

যে সব গ্রহ সম্পূর্ণ জগতের ক্ষয়ের সময় প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারাই সেই সময় আকাশে উদিত হইয়া অভিনব হর্ষে সুখের সহিত বিচরণ করিতে লাগিল। ৭

চন্দ্র আকাশে নির্দ্দিষ্ট যোগ ব্যতীতই অভিচারগতিতে দূরবর্ত্তী নক্ষত্রসকলের সহিতও সংযুক্ত হইতে লাগিল। নৃপ জনমেজয়! গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের সহিত আকাশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ৮

ভগবান্ সূর্য্যদেব আকাশে বিবর্ণ (শ্রীহীন) হইয়া যাইলেন। ব্যোমমণ্ডলে কালবর্ণের এক বিশাল কবন্ধ দেখা যাইতে লাগিল। ৯

সূর্য্যদেব কালবর্ণের ভয়ঙ্কর ধূমবর্ত্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং আকাশে থাকিয়াই ভগবান্ সূর্য্য অধিক তপ্ত হইতে ও তাপদান করিতে লাগিলেন। ১০

ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট সাত ভয়ঙ্কর সূর্য্য আকাশে উদিত হইল এবং ব্যোমমণ্ডলে স্থিত সোমের শৃঙ্গের উপর সাত গ্রহ অবস্থান করিতে লাগিল। ১১

সোমের বামভাগে শুক্র ও দক্ষিণ ভাগে বৃহস্পতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। শনৈশ্চর এবং প্রাতঃকালের অরুণবর্ণবিশিষ্ট সূর্য্যের সমান কান্তিমান্ মঙ্গলও ক্রমশঃ বামভাগে এবং দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হইল। ১২

প্রলয়কালের আবৃত্তিকারী ভয়ঙ্কর আকাশচারী গ্রহসকল

চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈগ্রহৈঃ সপ্তর্ষিভিরাবৃতঃ
চরাচরবিনাশার্থং রোহিণীং নাভ্যনন্দত ॥ ১৪
গৃহীতো রাহুণা চন্দ্র উল্কাভিরভিহন্যতে।
উল্কাঃ প্রজ্বলিতাশ্চন্দ্রে প্রচেলুর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ১৫
দেবানামপি যো দেবঃ সোঽপ্যবর্ষত শোণিতম্।
অপতন্ গগনাদুল্কা বিদ্যুদ্রূপাঃ সনিস্বনাঃ ॥ ১৬
অকালে পাদপাঃ সর্বে পুষ্পন্তি চ ফলন্তি চ।
লতাশ্চ সফলাঃ সর্বা যাঃ প্রাহুর্দৈত্যনাশনম্ ॥ ১৭
ফলে ফলান্যজায়ন্ত পুষ্পে পুষ্পং তথৈব চ।
উন্মীলন্তি নিমীলন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ১৮
বিক্রোশন্তি চ গম্ভীরং ধূমযন্তি জ্বলন্তি চ।
প্রতিমাঃ সর্বদেবানাং কথয়ন্তি যুগক্ষয়ম্ ॥ ১৯
আরণ্যৈঃ সহ সংসৃষ্টা গ্রাম্যাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ
চুক্রুশুর্ভৈরবং তত্র যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ২০
নদ্যশ্চ প্রতিলোমা হি বহন্তি কলুষোদকাঃ।
অপরাহ্ণগতে সূর্যে লোকানাং ক্ষয়কারকে ॥ ২১
ন প্রকাশন্তি চ দিশো রক্তরেণুসমাকুলাঃ।
বানস্পত্যা ন পূজ্যন্তে পূজনার্হাঃ কথঞ্চন ॥ ২২
বায়ুবেগেন হন্যন্তে ভিদ্যন্তে প্রণমন্তি চ।
যদা চ সর্বভূতানাং ছায়া ন পরিবর্ততে ॥ ২৩
অপরাহ্ণগতে সূর্যে লোকানাঞ্চ যুগক্ষয়ে।
তদা হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্যোপরি বেশ্মনঃ ॥ ২৪
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারে নিবিষ্টমভবন্মধু
তথৈব চায়ুধাগারে ধূমঃ স্থিরপুঞ্জত ॥ ২৫
স চ দৃষ্ট্বা মহোৎপাতান্ হিরণ্যকশিপুস্তদা।
পুরোহিতং তদা শুক্রং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৬
কিমর্থং ভগবন্নেতে মহোৎপাতাঃ সমুত্থিতাঃ
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২৭

মেরুপর্বতের সুবর্ণনির্মিত শৃঙ্গ শিখরসমূহের উপর একসঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিল। ১৩

নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত চন্দ্র সাত গ্রহের দ্বারা আবৃত হইয়া চরাচর প্রাণিগণের বিনাশের জন্য রোহিণীকে আর অভিনন্দন করিলেন না। ১৪

রাহুর দ্বারা গ্রস্ত হইয়া চন্দ্র উল্কাসমূহে আহত হইতে লাগিলেন। দেখিতে ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ চন্দ্রমণ্ডলের দিকে যাইতে লাগিল। ১৫

যিনি দেবগণেরও দেবতা সেই ইন্দ্র রক্ত বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। আকাশ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত বিদ্যুতের মত উল্কা পতিত হইতে লাগিল। ১৬

সমস্ত বৃক্ষই অসময়ে পুষ্প ও ফলশালী হইয়া উঠিল। সমস্ত লতাসমূহও ফলযুক্ত হইল, যাহারা দৈত্যগণের বিনাশের সূচনা করিতেছিল। ১৭

ফলে বহু ফল এবং পুষ্পে পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল। সমস্ত দেবতাগণের প্রতিমাসকল চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন করিতে লাগিলেন, হাস্য ও রোদন করিতে লাগিলেন, গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, কখনও ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিলেন এবং কখনও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন,—এইভাবে তাঁহারা প্রলয়ের সূচনা করিতেছিলেন। ১৮-১৯

গ্রামীণ পশু-পক্ষীরা বনজাত পশু-পক্ষিগণের সহিত সংসর্গ মৈথুন করিতে লাগিল। [illegible] উপস্থিতি হইলে পর সেই সব পশু-পক্ষীরা ভৈরবস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল। ২০

নদীসকল বিপরীত (উল্টা) দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের জল কলুষপূর্ণ (ঘোলাটে) হইয়া যাইল। সেই সময় লোকসমূহের বিনাশের সূচনা করিতে করিতে সূর্যদেব অপরাহ্ণকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২১

দিকসমূহ রক্তবর্ণের ধূলিতে পূর্ণ হওয়া যাওয়ায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। পূজনীয় বনস্পতিসকলকে (চৈত্যবৃক্ষসকলকে) কোনরূপেই কেহ পূজা করিতেছিল না। ২২

এই সব চৈত্যবৃক্ষ বায়ুর বেগে ছিন্ন-ভিন্ন ও কম্পিত হইতেছিল। সেই সময় সূর্যদেব অপরাহ্ণকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং লোকসকলের যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় সূর্যের প্রভা হীন হইয়া যাওয়ায় সমস্ত প্রাণিগণের ছায়া পড়িতেছিল না। ২৩

হিরণ্যকশিপুদৈত্যের প্রাসাদের উপর ও তাঁহার ভাণ্ডারগৃহে এবং অস্ত্রাগারে মধুমক্ষিকারা (মৌমাছিরা) মধুর ছাতা (মৌচাক) নির্মাণ করিতে লাগিল। ২৪

সেইভাবে তাঁহার অস্ত্রাগারে ধূমশ্রেণী উঠিতে দেখা যাইল। হিরণ্যকশিপু সেই সময় এই সব উৎপাত দেখিয়া নিজের পুরোহিত শুক্রাচার্যকে এই কথা বলিলেন। ২৫-২৬

ভগবন্! এই সব মহোৎপাত কিজন্য উত্থিত হইতেছে? আমি ইহার কারণ যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি এবং ইহার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ২৭

শুক্র উবাচ

শৃণু রাজন্নবহিতো বচনং মে মহাসুর।
যদর্থমিহ দৃশ্যন্তে মহোৎপাতা মহাভয়াঃ ॥ ২৮
যস্মৈতে সম্প্রদৃশ্যন্তে রাজ্ঞো রাষ্ট্রে মহাসুর।
দেশো বা ম্রিয়তে তত্র রাজা বা বধমর্হতি ॥ ২৯
অতো বুদ্ধ্যা সমীক্ষস্ব যথা সর্বং প্রশাম্যতি।
মহদ্ভয়ং হি নচিরাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
এতাবদুক্ত্বা শুক্রস্তু হিরণ্যকশিপুং তদা।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা তু দৈত্যেন্দ্রং জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥ ৩১
তস্মিন্ গতে স দৈত্যেন্দ্রো ধ্যানবান্ সুচিরং তদা
আসাঞ্চক্রে সুদীনাত্মা ব্রহ্মবাক্যমনুস্মরন্ ॥ ৩২
অসুরাণাং বিনাশায় সুরাণাং বিজয়ায় চ।
দৃশ্যন্তে বিবিধোৎপাতা ঘোরা ঘোরনিদর্শনাঃ ॥ ৩৩
এতে চান্যে চ বহবো ঘোরা উৎপাতদর্শনাঃ।
দৈত্যেন্দ্রাণাং বিনাশায় দৃশ্যন্তে কালনির্মিতাঃ ॥ ৩৪
ততো হিরণ্যকশিপুর্দানবানাং সত্তমঃ
অত্যুগ্রেণ বেগেন ধরণীমন্বকম্পয়ৎ ॥ ৩৫
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো যদা সংস্পৃষ্টবান্ মহীম্।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ ক্রোধাদ্ বরাহ ইব পূর্বজঃ ॥ ৩৬
মেদিন্যাং কম্প্যমানায়াং দৈত্যেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
মহীধরেভ্যো নাগেন্দ্রা নিপেতুর্ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৩৭
বিষজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈর্বিমুঞ্চন্তো হুতাশনম্।
চতুঃশীর্ষাঃ পঞ্চশীর্ষাঃ সপ্তশীর্ষাশ্চ পন্নগাঃ ॥ ৩৮
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ
এলাপত্রশ্চ কালীয়ো মহাপদ্মশ্চ বীর্যবান্।
সহস্রশীর্ষো নাগো হেমতালধ্বজঃ প্রভুঃ ॥ ৩৯
শেষোঽনন্তো মহাভাগো দুষ্প্রকম্প্যঃ প্রকম্পিতঃ।
দীপ্তান্যন্তর্জলস্থানি পৃথিবীধরণানি চ ॥ ৪০

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! মহাসুর! তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর। মহাভয়সূচক এই সব মহোৎপাত এখানে যে জন্য দেখা যাইতেছে, তাহা বলিতেছি ॥ ২৮

মহাসুর! যে রাজার রাজ্যে এই সব উৎপাত দেখা যায়, সেই রাজ্যের রাজা অচিরে হত হয় অথবা সেই রাজ্যই ধ্বংস হইয়া থাকে ॥ ২৯

অতএব তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা উত্তমভাবে বিচার কর, যাহাতে এই সব উৎপাত নষ্ট হইয়া যায়। অন্যথায় শীঘ্রই মহাভয় প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩০

সেই সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া শুক্রাচার্য্য 'তোমার কল্যাণ হউক' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ গৃহে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩১

তিনি চলিয়া যাইলে পর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বহুকাল ধরিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে মনে মনে অত্যন্ত খিন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন ॥ ৩২

অসুরগণের বিনাশ ও দেবতাদিগের বিজয়ের জন্য যে সব নানাপ্রকার উৎপাত দেখা যাইতেছিল, সেই সব উৎপাত ভয়ঙ্কর ও দেখিতেও ভয়ানক ছিল ॥ ৩৩

এই সব উৎপাত এবং অন্যান্য আরও বহু উৎপাত যাহারা সাক্ষাৎ কালেরই দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, দৈত্যরাজগণের বিনাশের জন্য দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩৪

তদনন্তর হিরণ্যকশিপু অতি উগ্র বেগে পদ দ্বারা পৃথিবীকে বারংবার কম্পিত করিতে করিতে তীব্র বেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

দৈত্য হিরণ্যকশিপু ক্রোধবশতঃ দন্তের দ্বারা ওষ্ঠকে দংশন পূর্ব্বক ভগবান আদি বরাহ দেবের ন্যায় নিজ পদে যখন পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেন। (তখন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিলেন) ॥ ৩৬

সেই মহাকায় দৈত্যরাজের দ্বারা যখন বারংবার পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিলেন, তখন ভয়ে ব্যাকুল বহু নাগরাজ পর্ব্বতসমূহ হইতে পতিত হইলেন ॥ ৩৭

তাঁহারা বিষের জ্বালায় ব্যাকুল মুখসমূহ দিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের চার, অনেকের পাঁচ ও অনেকের সাতটি ফণা ছিল ॥ ৩৮

বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এলাপত্র, কালিয়, পরাক্রমশালী মহাপদ্ম এবং সহস্র ফণাধারী, সুবর্ণময় তালধ্বজে সুশোভিত, সর্ব্বসমর্থ, পৃথিবীপালক ভগবান্ অনন্ত শেষ নাগও যাঁহাকে কম্পিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, তিনিও কম্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৯

জলের মধ্যে অবস্থিত যে সব তেজস্বী ভূধর বিদ্যমান ছিল, তাহাদিগকেও সেই সময় ক্রুদ্ধ দৈত্য হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদিকে কম্পিত করিলেন ॥ ৪০

তথা কৃতেন দৈত্যেন কল্পিতানি সমন্ততঃ
পাতালতলচারিণো নাগস্তেজোধরাঃ শিবাঃ ॥ ৪১
আপশ্চ সহসা কৃত্বা চন্দ্রকম্পারসাঃ শুভাঃ ।
নদী ভাগীরথী চৈব সরয়ূঃ কৌশিকী তথা ॥ ৪২
যমুনা চৈব কাবেরী কৃষ্ণা বেণা তথৈব চ
সুবেণা চ মহাভাগা নদী গোদাবরী তথা ॥ ৪৩
চর্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ তথা নদনদীপতিঃ
মেকলপ্রভবশ্চৈব শোণো মণিনিভোদকঃ ॥ ৪৪
সুস্রোতা নর্মদা চৈব তথা বেত্রবতী নদী ।
গোমতী গোকুলাকীর্ণা তথা পূর্ণা সরস্বতী ॥ ৪৫
মহী কালমহী চৈব তমসা পুষ্পবাহিনী
সীতা চেক্ষুমতী চৈব বেদিকা চ মহানদী ॥ ৪৬
জম্বুদ্বীপং রত্নবন্তং সর্বরত্নোপশোভিতম্ ।
সুবর্ণকূটকং চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্ ॥ ৪৭
মহানদশ্চ লৌহিত্যঃ শৈলকাননশোভিতঃ
পত্তনং কৌশিকারণ্যঃ দ্রবিড়ঃ রত্নাকরম্ ॥ ৪৮

পাতালতলে বিচরণকারী, নাগগণের তেজকে ধারণকারী এবং কল্যাণকর সুন্দর সুস্বাদু জল, যাহাকে কল্পিত করা কঠিন, সেই জলও সহসা সৃষ্ট হইয়া উঠিল ॥ ৪১

ভাগীরথী নদী, সরযূ, কৌশিকী (কোশী), যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণা, বেণা, মহাভাগা, সুবেণা, গোদাবরী নদী, চর্মণ্বতী, সিন্ধু, নদ নদীপতি সমুদ্র, মেকল পর্বত হইতে উৎপন্ন ও মণিসদৃশ স্বচ্ছ জলপূর্ণ শোণনদ, সুন্দর স্রোতোযুক্তা নর্মদা নদী, গোধনে ব্যাপ্ত গোমতী নদী, বেত্রবতী নদী, পূর্ণ জলযুক্তা সরস্বতী নদী, মহী কালমহী, পবিত্র জলবাহিনী তমসা, সীতা, ইক্ষুমতী, বেদিকা এবং মহানদী—এই সকলকেও সেই দৈত্য হিরণ্যকশিপু বিক্ষুব্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৪২-৪৬

সর্বপ্রকার রত্নে সুশোভিত রত্নবান্ জম্বুদ্বীপকে এবং স্বর্ণের খনিযুক্ত স্বর্ণকূটক দেশকেও হিরণ্যকশিপু কল্পিত করিলেন ॥ ৪৭

পর্বত ও কাননসমূহে সুশোভিত লৌহিত্য নামক মহানদ, কৌশিকারণ্য নামক পত্তন (নগর বা গ্রাম), রত্নখনিযুক্ত দ্রবিড় দেশ, বড় বড় গ্রামে পূর্ণ মগধ দেশ, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, মল্ল, বিদেহ, মালব, কাশী ও কোশল দেশকে এবং যাহাকে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন ও যাহা কৈলাস পর্বতের শিখরের ন্যায় সুন্দর ছিল, গরুড়ের সেই সুবর্ণনির্মিত ভবনকেও দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কল্পিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮-৫০

মাগধাংশ্চ মহাগ্রামানঙ্গান্ বঙ্গাংস্তথৈব চ
সুহ্মান্ মল্লান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্ ॥ ৪৯
ভবনং বৈনতেয়স্য সুবর্ণস্য চ কল্পিতম্ ।
কৈলাসশিখরাকারং যৎকৃতং বিশ্বকর্মণা ॥ ৫০
রক্ততোয়ো ভীমবেগো লৌহিত্যো নাম সাগরঃ ।
তথা পাণ্ডুরমেঘাভঃ ক্ষীরোদশ্চৈব সাগরঃ ॥ ৫১
উদয়শ্চৈব রাজেন্দ্র উচ্ছ্রিতঃ শতযোজনম্
সুবর্ণবেদিকঃ শ্রীমান্ মেঘপঙ্‌ক্তিনিষেবিতঃ ॥ ৫২
ভ্রাজমানোঽর্কসদৃশৈর্জাতরূপময়ৈর্দ্রুমৈঃ ।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ॥ ৫৩
অয়োমুখশ্চ বিপুলঃ সর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ ।
তমালবনগন্ধশ্চ পর্বতো মলয়ঃ শুভঃ ॥ ৫৪
সুরাষ্ট্রাশ্চ সুবাহ্লীকাঃ শূরাভীরাস্তথৈব চ ।
ভোজাঃ পাণ্ড্যাশ্চ বঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ৫৫
তথৈবোড্রাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বামচূড়াঃ সকেরলাঃ
ক্ষোভিতাস্তেন দৈত্যেন সদেবাঃ সাপ্সরোগণাঃ ॥ ৫৬

যাহার জল রক্তবর্ণ ও বেগ ভয়ঙ্কর ছিল, সেই লৌহিত্য-নামক সাগরকে এবং শ্বেতবর্ণের মেঘের ন্যায় সুন্দর ও স্বচ্ছ ক্ষীর সাগরকেও তিনি বিচলিত করিলেন ॥ ৫১

রাজেন্দ্র ! উদয়গিরি শত যোজন উচ্চ ও সুবর্ণনির্মিত বেদিসমূহে ভূষিত ছিল, এই শোভাশালী পর্বত মেঘদল এবং পক্ষিগণের দ্বারা সেবিত। সূর্যসদৃশ তেজস্বী স্বর্ণময় বৃক্ষ শাল, তাল ও তমালাদি সদা পুষ্পভারে অবনত ছিল, ইহারা সেই উদয়গিরির শোভা বর্ধন করিতেছিল। কর্ণিকারসমূহ সেই পর্বতের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল (এরূপ উদয়গিরিকেও দৈত্যরাজ কম্পিত করিয়া দিলেন) ॥ ৫২-৫৩

সর্বদিকে ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত বিশাল অয়োমুখ পর্বত এবং তমাল বন ও চন্দনের সুবাসে পরিপূর্ণ সুন্দর মলয়গিরিও সেই সময় বিচলিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৪

সুরাষ্ট্র, সুবাহ্লীক, শূর, আভীর, ভোজ, পাণ্ড্য, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, পৌণ্ড্র, বামচূড় ও কেরলনামক দেশসমূহকে এবং সেখানের দেবগণ ও অপ্সরাদিগকেও দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন ॥ ৫৫-৫৬

জগতিভূষণং চৈব যদগম্যং পুরা কৃতম্ ।
সিদ্ধচারণসঙ্ঘৈশ্চ সেবিতং সুমনোহরম্ ॥ ৫৭
বিচিত্রনাগবিহগং সুপুষ্পিতলতাদ্রুমম্ ।
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈরপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ৫৮
গিরিঃ পুষ্পিতকশ্চৈব লক্ষ্মীবান্ প্রিয়দর্শনঃ ।
উত্থিতঃ সাগরং ভিত্বা বহতস্তত্র সূর্যয়োঃ ॥ ৫৯
ররাজ সুমহাশৃঙ্গৈর্গগনং বিলিখন্নিব ।
সূর্যাচন্দ্রাংশুসঙ্কাশৈঃ সাগরাম্বুসমাবৃতঃ ॥ ৬০
বিদ্যুত্বান্ পর্বতঃ শ্রীমানায়তঃ শতযোজনম্ ।
বিদ্যুতাং যত্র সম্পাতা নিপাত্যন্তে নগোত্তমে ॥ ৬১
ঋষভঃ পর্বতশ্চৈব শ্রীমানৃষভসংস্থিতঃ ।
কুঞ্জরঃ পর্বতশ্চৈব যত্র গুহাগৃহং মহৎ ॥ ৬২
বিশালাক্ষ্যা দুর্ধর্ষা সর্পাণামালয়া পুরী ।
তথা ভোগবতী চাপি দৈত্যাস্ত্রেণাভিকল্পিতা ॥ ৬৩
মহামেঘগিরিশ্চৈব পারিযাত্রশ্চ পর্বতঃ ।
চক্রবাংশ্চ গিরিঃ শ্রেষ্ঠো বারাহশ্চৈব পর্বতঃ ॥ ৬৪
প্রাগ্জ্যোতিষপুরং চৈব জাতরূপময়ং শুভম্ ।
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥ ৬৫
মেরুশ্চ পর্বতশ্রেষ্ঠো মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ ।
ষষ্টিং তত্র সহস্রাণি পর্বতানাং বিভাগশঃ ॥ ৬৬
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো মহেন্দ্রশ্চ মহাগিরিঃ ।
দেবাবাসঃ শুভঃ পুণ্যো গিরিরাজো দিবং গতঃ ॥ ৬৭
হেমশৃঙ্গো মহাশৈলস্তথা মেঘসখো গিরিঃ ।
কৈলাসশ্চাপি দুষ্কম্পো দানবেন্দ্রেণ কল্পিতঃ ॥ ৬৮
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বৈর্নিত্যং সেবিতকন্দরঃ
শ্রীমান্মনোহরশ্চৈব নিত্যং পুষ্পিতপাদপঃ ॥ ৬৯
হেমপুষ্করসংছন্নং তেন বৈখানসং সরঃ
কল্পিতং মানসং চৈব রাজহংসনিষেবিতম্ ॥ ৭০
ত্রিশৃঙ্গঃ পর্বতশ্চৈব কুমারী চ সরিদ্বরা
তুষারচয়সঙ্কাশো মন্দরশ্চৈব পর্বতঃ ॥ ৭১

সিদ্ধ ও চারণগণের সমূহের দ্বারা সেবিত যাহা জগতের নিবাসভূত 'জগতিভূষণ' নামক পর্বত পূর্বকালে অন্যের অগম্য করিয়া নির্মিত হইয়াছিল এবং অতিশয় মনোহর ছিল। এখানের নাগ ও পক্ষীরা বিচিত্র ছিল। লতা ও বৃক্ষসকল পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। ইহা স্বর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ও অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত ছিল। এই পর্বতকেও হিরণ্যকশিপু কল্পিত করিলেন। ॥ ৫৭-৫৮

পুষ্পিতকনামক পর্বত উত্তম শোভাসম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন ছিল। এই পর্বত সমুদ্রকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে এবং নিজের শিখরের উপর চন্দ্র ও সূর্যকে বিশ্রাম দান করে বলিয়া ইহাদের উভয়ের প্রিয় সখা। সূর্য ও চন্দ্রের কিরণসমূহে উদ্ভাসিত নিজের বড় বড় শিখরের দ্বারা এই পর্বত আকাশে যেন রেখা অঙ্কিত করিয়া সুশোভিত হইতেছে। ইহার নিম্নভাগ সর্বদিকেই সমুদ্রের জলে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই পর্বতও হিরণ্যকশিপুর দ্বারা কল্পিত হইয়া উঠিল। ॥ ৫৯-৬০

শোভাশালী বিদ্যুত্বান্নামক পর্বত শত যোজন লম্বা। এই শ্রেষ্ঠ পর্বতের উপর সদা বিদ্যুৎপাত হইতে থাকে। ইহা ব্যতীত বৃষভাকারে স্থিত ঋষভ পর্বত, যেখানে অনেক গুহার বিশাল ভবন আছে, সেই কুঞ্জর পর্বত, সর্পগণের নিবাস স্থান দুর্জয় বিশালাক্ষ্যা নাম্নী পুরী ও ভোগবতী পুরীকেও দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কল্পিত করিয়া দিলেন। ॥ ৬১-৬৩

মহামেঘগিরি, পারিযাত্র পর্বত, শ্রেষ্ঠ চক্রবান গিরি, বারাহ পর্বত, যাহাতে নরকনামক দুষ্টাত্মা দানব বাস করে, সেই স্বর্ণময় সুন্দর প্রাগ্জ্যোতিষপুর নগর এবং মেঘের গম্ভীর গর্জনযুক্ত পর্বতশ্রেষ্ঠ মেরু, যে পর্বতে ষাট হাজার অন্য পর্বতের নিবাস, এই মেরুপর্বতকেও দৈত্যরাজ কল্পিত করিলেন। ॥ ৬৪-৬৬

যাহা দেবগণের সুন্দর নিবাসস্থান, বালসূর্যসদৃশ অরুণকান্তিতে প্রকাশিত সেই মহাগিরি, গিরিরাজ ও পবিত্র মহেন্দ্র স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাকেও হিরণ্যকশিপু বিচলিত করিলেন। ॥ ৬৭

মহাশৈল হেমশৃঙ্গ, মেঘসখনামক পর্বত ও যাহাকে কম্পিত করা কঠিন, সেই কৈলাস পর্বতকেও দানবরাজ কল্পিত করিলেন। ॥ ৬৮

এই কৈলাস পর্বতের কন্দরসমূহকে সদা যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ সতত সেবা করেন। ইহার বৃক্ষসকল সদা পুষ্পপরিপূর্ণ থাকে এবং এই পর্বত সুন্দর শোভাসম্পন্ন ও মনোহর। ॥ ৬৯

স্বর্ণময় পদ্মসমূহে আচ্ছাদিত বৈখানস সরোবর এবং রাজহংসগণের দ্বারা সেবিত মানস সরোবরকেও হিরণ্যকশিপু কল্পিত করিয়া দিলেন। ॥ ৭০

ত্রিশৃঙ্গ পর্বত, নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুমারী নদী, তুষারপুঞ্জ সদৃশ শ্বেতবর্ণের মন্দর পর্বত, গিরিরাজ

উশীরবীজশ্চ গিরী রুদ্রোপস্তুতথাক্ষিরাট্
প্রজাপতেশ্চ নিলয়স্তথা পুষ্করপর্বতঃ ॥ ৭১
দেবাবৃৎ পর্বতশ্চৈব তথা বৈ বালুকো গিরিঃ
ক্রৌঞ্চঃ সপ্তর্ষিশৈলশ্চ ধূম্রবর্ণশ্চ পর্বতঃ ॥ ৭৩
এতে চান্যে চ গিরয়ো দেশা জনপদাস্তথা
নদ্যশ্চ সাগরাশ্চৈব দানবেন্দ্রেণ কম্পিতাঃ ॥ ৭৪

কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ।
খেচরাশ্চ নিশাপুত্রাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ৭৫
গণাস্তথাপরে রৌদ্রা মেঘনাদাঙ্কুশায়ুধাঃ।
ঊর্দ্ধগো ভীমবেগশ্চ সর্বে এবাতিকম্পিতাঃ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নারসিংহে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

রুদ্রোপস্থ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার নিবাসস্থান পুষ্কর পর্বত—এই সকলকেও দৈত্যরাজ কম্পিত করিলেন। ৭১-৭২

দেবাবৃৎ পর্বত, বালুকগিরি, ক্রৌঞ্চগিরি, সপ্তর্ষিশৈল এবং ধূম্রবর্ণ পর্বত—এই সব এবং আরও যে সব পর্বত, দেশ, জনপদ, নদী ও সমুদ্র ছিল, সেই সমস্তই দানবরাজ হিরণ্যকশিপু কম্পিত করিলেন। ৭৩-৭৪

কেবল ইহাই নহে, আকাশে বিচরণ করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন পাতালনিবাসী যে সব নিশাচরপুত্র ছিল, সেই মহীপুত্র কপিল, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন ও অন্য ভয়ঙ্কর অসুরগণ—মেঘনাদ, অঙ্কুশায়ুধ, ঊর্দ্ধগ এবং ভীমবেগাদি—ইহারা সকলেই তখন কম্পিত হইয়া উঠিল। ৭৫-৭৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ দেবানামনুরোধেন ভগবতা নরসিংহেন হিরণ্যকশিপোর্বধঃ, দেবৈর্ব্রহ্মণা চ তস্য স্তুতিশ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো দিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতস্তথা
রুদ্রা দেবা মহাত্মানো বসবশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১
আগম্য তে মৃগেন্দ্রস্য সকাশং সূর্যবর্চসঃ
ঊচুঃ সন্ত্রস্তমনসো দেবা লোকক্ষয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ২
জহি দেব দিতেঃ পুত্রং দানবং লোকনাশনম্।
সর্বেষামসদাচারং সহ সর্বৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৩
ত্বং দেবাধমকর্মাণো দৈত্যানাং দৈত্যনাশন।

উত্থাপয় হিতার্থায় লোকানাং স্বস্তি বৈ কুরু ॥ ৪
ত্বং গুরুঃ সর্বলোকানাং ত্বমিন্দ্রস্ত্বং পিতামহঃ।
ত্বত্তে হ্যন্যস্ত্রাতা ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেবো দেবানামাদিসম্ভবঃ।
ননাদ সুমহানাদমতিগম্ভীরনিঃস্বনম্ ॥ ৬
পাটিতাঙ্গসুরেন্দ্রাণাং মৃগেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
সিংহনাদেন মহতা হৃদয়ানি মনাংসি চ ॥ ৭
গণঃ ক্রোধবশো নাম কালকেয়স্তথা পরঃ।
যেসশ্চ বৈসলেয়শ্চ সৈংহিকেয়শ্চ বীর্যবান্ ॥ ৮

## সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

[ দেবগণের অনুরোধে ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপু বধ এবং দেবগণ ও ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহার স্তুতি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! লোকসংহারের আশঙ্কায় পীড়িত ও ভয়চকিত সূর্যতুল্য তেজস্বী দেবতাগণ—আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বদেব ও মরুদ্গণ, মহাত্মা রুদ্রগণ এবং মহাবল বসুগণ সেখানে ভগবান্ নরসিংহের নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন। ১-২

দেব! আপনি সম্পূর্ণ জগতের বিনাশকারী, দুর্বৃত্ত ও দুরাচার দানব দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুকে সমস্ত মহাসুরগণের সহিত বিনাশ করুন। ৩

দৈত্যনাশন! আপনিই এই দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, অন্য কেহ নহে। অতএব আপনি লোকসকলের হিতের জন্য এই দৈত্যগণের নাশ ও সকল লোকের কল্যাণ করুন। ৪

আপনিই সমস্ত লোকসকলের গুরু, আপনি ইন্দ্র ও আপনি পিতামহ, আপনি ব্যতীত অন্য আর কেহ না এই জগতের পরিত্রাতা হইয়াছে এবং না ভবিষ্যতে হইবে। ৫

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের আদিকারণ ভগবান্ নরসিংহ অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে প্রচণ্ড সিংহনাদ করিলেন। ৬

এই মহাত্মা মৃগেন্দ্র নিজের মহাসিংহনাদে সমস্ত অসুরেন্দ্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং মনে ক্ষোভ উৎপন্ন করিলেন। ৭

দৈত্যদিগের ক্রোধবশনামক গণ, অন্য কালকেয়নামক গণ,

সংহ্রাদীয়ো মহানাদো মহাবেগস্তথা পরঃ
কপিলশ্চ মহীপুত্রো বাষ্কলঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৯
মেঘাশ্চ নিশাপুত্রাঃ পাতালতলচারিণঃ
শতবাণপরো রৌদ্রো মেঘনাদোঽশ্মপাতুকঃ ॥ ১০
ঊর্ধ্বগো ভীমবেগশ্চ ভীমকর্মার্কলোচনঃ ।
বজ্রী শূলী করালশ্চ হিরণ্যকশিপুস্ততঃ ॥ ১১
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূত ইতি বেগবান্ ।
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূতসদৃশদ্যুতিঃ ॥ ১২
দেবারিদিতিজো দৃপ্তো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৩
সমুৎপত্য ততস্তীক্ষ্ণৈর্মৃগেন্দ্রেণ মহানখৈঃ
তদোঙ্কারসহায়েন বিদার্য নিহতো যুধি ॥ ১৪
মহী চ লোকশ্চ শশী নভশ্চ
গ্রহাশ্চ সূর্যাশ্চ দিশশ্চ সর্বাঃ ।
নদ্যশ্চ শৈলাশ্চ মহার্ণবাশ্চ
গতাঃ প্রকাশং দিতিপুত্রনাশাৎ ॥ ১৫
ততঃ প্রমুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ
ঈড়ুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরাদিদেবং সনাতনম্ ॥ ১৬

দেবা ঊচুঃ

যত্ত্বয়া বিহিতং দেব নারসিংহমিদং বপুঃ ।
এতদেবার্চয়িষ্যন্তি পরাবরবিদো জনাঃ ॥ ১৭
মৃগেন্দ্রশ্চ লোকেষু সর্বসত্ত্বেষু বা বিভো ।
গাস্যন্তি চাপি মুনয়ো মৃগেন্দ্র ইতি নিত্যশঃ ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ বয়ং স্থানং প্রতিপন্নাঃ স্ম বৈ বিভো ॥ ১৮
এবমুক্তো দেবগণৈর্নরসিংহো মহামনাঃ ।
ব্রহ্মা চ পরমপ্রীতো বিষ্ণোঃ স্তোত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ

ত্বমক্ষরমনাদ্যন্তমচিন্ত্যং গুহ্যমুত্তমম্
কূটস্থমকৃতং কর্তৃ সনাতনমনাময়ম্ ॥ ২০
সাংখ্যযোগে চ যা বুদ্ধিস্তত্ত্বার্থপরিনিষ্ঠিতা ।
তাং ভবান্ দেব বিত্ত ত্বং পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ॥ ২১
ত্বং ব্যক্তশ্চ তথাব্যক্তস্ত্বত্তঃ সর্বমিদং জগৎ ।
ভবদ্গা বয়ং দেব ভবানাত্মা ভবান্ প্রভুঃ ॥ ২২

বেগ, বৈশ্বানর, শরভ-নামা দৈত্যকে ( সিংহিকাপুত্র রাহু ), সংহ্রাদীয়, মহানাদ, মহাবেগ, মহীপুত্র কপিল, বাষ্কল, ক্ষিতিকম্পনাদি আকাশ ও পাতালে বিচরণকারী নিশাচরগণসকল এবং অন্য ভয়ঙ্কর দৈত্যগণ—মেঘনাদ, অশ্মপুত্র, ঊর্ধ্বগ, ভীমবেগ, ভীমকর্মা, অর্কলোচন, বজ্রী, শূলী ও করাল—ইহাদের সকলের সহিত মেঘতুল্য রূপবান্, মেঘসদৃশ বেগবান্, মেঘের সমান গর্জনকারী এবং মেঘেরই সদৃশ কান্তিমান্ বলাভিমানী দেবদ্রোহী দৈত্য হিরণ্যকশিপু ভগবান্ নরসিংহের উপর আক্রমণ করিলেন। ৮-১৩

তখন মৃগেন্দ্র ওঁকারসহিত ভগবান্ নরসিংহ উঠিয়া গিয়া নিজের তীক্ষ্ণ ও বড় বড় নখসমূহের দ্বারা সেই অসুর হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত তাহাকে বধ করিলেন। ১৪

সেই দৈত্যের বিনাশে পৃথিবী, লোক, চন্দ্র, আকাশ, গ্রহ, সূর্য্য, সমস্ত দিক্, নদী, পর্বত ও মহাসাগর—এই সবই প্রকাশিত ( উদ্ভাসিত ) হইয়া উঠিল। ১৫

তখন অত্যন্ত আনন্দিত দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ নানা প্রকার স্তোত্রের দ্বারা সনাতন আদিদেব ভগবান্ নরসিংহের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৬

দেবগণ বলিলেন,—দেব! আপনি যে এই নরসিংহ-রূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনার এই স্বরূপের কার্য্য ও কারণ অথবা ভূত ও বর্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান পুরুষগণ আরাধনা করিবেন। ১৭

প্রভো! সমস্ত লোকসমূহে অথবা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে আপনার এই মৃগেন্দ্র রূপ বিখ্যাত হইবে। মুনিগণও সদা 'মৃগেন্দ্র' বলিয়া আপনার গুণগান করিবেন। প্রভো! আপনার কৃপায় আমরা সকলে নিজেদের অপহৃত স্থান পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। ১৮

দেবগণের এই কথা বলিলে পর মহামনস্বী নরসিংহ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাহার পর ব্রহ্মাও অতিশয় হর্ষের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি করিলেন। ১৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবন্! আপনি অবিনাশী, অনাদি, অচিন্ত্য, গোপনীয় পরম তত্ত্ব ও কূটস্থ। আপনার কেহ কর্তা নাই। আপনি স্বয়ংই সকলের কর্তা। আপনিই রোগ-শোক-রহিত সনাতন ব্রহ্ম। ২০

সাংখ্যযোগে যে তত্ত্বার্থনিষ্ঠ বুদ্ধি, তাহাকে আপনি জানেন। আপনি জ্ঞানস্বরূপ অন্তর্যামী সনাতন এবং ধ্রুব পরমাত্মা। ২১

আপনিই ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত কারণ। আপনার স্বরূপ হইতেই এই সম্পূর্ণ জগতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দেব! আমরা

চতুর্ব্বিভক্তমূর্ত্তিস্ত্বং সর্ব্বলোকবিভুর্গুরুঃ ।
চতুর্ম্মুখসহস্রেণ সর্ব্বলোকান্তকারকঃ ॥ ২৩
প্রতিষ্ঠা সর্ব্বভূতানামনন্তবলপৌরুষঃ ।
কপিলপ্রভৃতীনাঞ্চ যতীনাং পরমা গতিঃ ॥ ২৪
অনাদিমধ্যনিধনঃ সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।
স্রষ্টা ত্বং ত্বঞ্চ সংহর্ত্তা ত্বমেকো লোকভাবনঃ ॥ ২৫
ত্বমেব ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ মহেন্দ্রো বরুণো যমঃ ।
ত্বমেব কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ লোকানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৬
পরাঞ্চ সিদ্ধিং পরমঞ্চ দেবং
পরঞ্চ মন্ত্রং পরমং মনশ্চ
পরঞ্চ ধর্ম্মং পরমং যশশ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৭
পরঞ্চ সত্যং পরমং হবিশ্চ
পরং পবিত্রং পরমঞ্চ মার্গম্ ।
পরঞ্চ হোত্রং পরমঞ্চ যজ্ঞং
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৮
পরং শরীরং পরমঞ্চ ধাম
পরঞ্চ যোগং পরমাঞ্চ বাণীম্
পরং রহস্যং পরমাং গতিঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৯
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ যৎ পরং
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ দেবম্ ।
পরং পরস্যাপি পরং প্রভুঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩০
পরং পরস্যাপি পরং প্রধানং
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ তত্ত্বম্ ।
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ ধাতা
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩১
পরং পরস্যাপি পরং রহস্যং
পরং পরস্যাপি পরং পরং যৎ ।
পরং পরস্যাপি পরং তপো যৎ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩২
পরং পরস্যাপি পরং পরায়ণং
পরঞ্চ শুদ্ধং পরঞ্চ ধাম
পরঞ্চ যোগং পরমং প্রভুঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩৩

---

আপনারই রূপ। আপনিই আমাদের সকলের আত্মা এবং আপনিই আমাদের সকলের প্রভু। ২১

আপনার মূর্ত্তি বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়—এই চার ভেদে বিভক্ত। আপনি সমস্ত জগতে ব্যাপক ও সকলের গুরু। এক সহস্র চতুর্মুখ ব্যতীত হইলে পর আপনিই সমস্ত লোকসকলের অন্তকারী প্রলয়কারী কাল হইয়া যান। ২৩

আপনিই সমস্ত ভূতগণের প্রতিষ্ঠা (আধার)। আপনার বল ও পৌরুষ অনন্ত। কপিলাদি যতিগণের (সাংখ্য যোগিগণের) পরম গতি আপনিই। ২৪

আপনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তম। একমাত্র আপনিই সৃষ্টি, সংহার এবং জগতের পালনকারী। ২৫

আপনিই ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্র, বরুণ ও যম। আপনিই কর্ত্তা ও বিকর্ত্তা (সংহর্ত্তা)। সমস্ত লোকসকলের প্রভুও আপনিই। ২৬

বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই পরম সিদ্ধি, পরম দেবতা, পরম মন্ত্র, পরম মন, পরম ধর্ম, পরম যশ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ২৭

জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই পরম সত্য, উৎকৃষ্ট হবিঃ, পরম পবিত্র সর্ব্বোত্তম মার্গ (অথবা পথ), উত্তম অগ্নিহোত্র, পরম যজ্ঞ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ২৮

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন—আপনিই উত্তম শরীর, পরম ধাম, পরম যোগ, সর্ব্বোত্তম বাণী, পরম রহস্য, পরম গতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ। ২৯

পর হইতেও পর যে পরাৎপর তত্ত্ব, পর হইতেও যে পরম দেবতা এবং পর হইতেও যে পরম প্রভু, তাহা আপনিই। জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলেন। ৩০

পর হইতেও পর যে পরম প্রধান, পর হইতেও পর যে পরম তত্ত্ব এবং পর হইতেও পর যে পরম ধাতা, তাহা আপনিই। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩১

পর হইতেও পর যে পরম রহস্য, পর হইতেও পর যে পর শেষ তত্ত্ব এবং পর হইতেও পর যে পরম তপ, তাহা আপনিই। আপনাকেই ঋষি-মুনিগণ শ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ [illegible] অভিহিত করেন। ৩২

পর হইতেও পর যে পরম পরায়ণ (উৎকৃষ্ট আশ্রয়দাতা), তাহা আপনিই। জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই পরম শুদ্ধ,

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
স্তুত্বা নারায়ণং দেবং ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
ততো নদৎসু তূর্য্যেষু নৃত্যন্তীষ্বপ্সরঃসু চ।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং জগাম প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৫
নারসিংহীং তনুং ত্যক্ত্বা স্থাপয়িত্বা চ তদ্বপুঃ।
পৌরাণং রূপমাস্থায় যযৌ স গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬
অষ্টচক্রেণ যানেন ভূতিযুক্তেন শোভিনা।
অব্যক্তপ্রকৃতির্দেবঃ স্বস্থানমগমৎ প্রভুঃ ॥ ৩৭
এবং মহাত্মনা তেন নৃসিংহবপুষা তথা।
দেবেন নিহতঃ পূর্ব্বং হিরণ্যকশিপুস্তু সঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহপ্রাদুর্ভাবে হিরণ্যকশিপুবধকথনে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

---

পরম ধাম, পরম যোগ, পরম প্রভু এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ বলিয়া ও নারায়ণদেবের স্তুতি করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৪

অনন্তর যখন বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন সকলের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে চলিয়া যাইলেন। ৩৫

নরসিংহ-রূপ ত্যাগ করত তাঁহার প্রতিমা স্থাপিত করিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ পুরাণপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ-রূপ অবলম্বন করত নিজ ধামে গমন করিলেন। ৩৬

সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ শ্রীহরি অব্যক্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট। তিনি শক্তিনির্মিত অথবা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অষ্ট চক্রসংযুক্ত ও শোভাশালী রথের দ্বারা নিজের স্থানে গমন করিলেন। ৩৭

এইরূপে সেই সময় নরসিংহরূপধারী সেই পরমাত্মা ভগবান বিষ্ণু পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে হিরণ্যকশিপুর বধবর্ণনবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ বামনাবতারপ্রসঙ্গোপক্রমঃ, বলেরভিষেকঃ, ত্রৈলোক্যজয়ায় বলিং প্রতি দৈত্যানামনুরোধশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নৃসিংহ এষ কথিতো ভূয়োঽয়ং বামনোঽপরঃ।
যত্র বামনমাস্থায় রূপং রূপবিদাং বরঃ ॥ ১
বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা।
বিক্রমৈস্ত্রিভিরাক্রম্য ত্রৈলোক্যমখিলং হৃতম্ ॥ ২
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী নানানগবিভূষিতা।
হৃতা দত্তা সুরেন্দ্রায় শক্রায় প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩

জনমেজয় উবাচ।

অত্র মে সংশয়ো ব্রহ্মন্নত্র কৌতূহলং মহৎ।
কথং নারায়ণো দেবো বামনত্বমুপাগতঃ ॥ ৪
যঃ পুরাণে পুরাণাত্মা শ্রুতো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
পদ্মনাভো মহাবাহুর্লোকানাং প্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥ ৫

---

## অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ বামনাবতারের উপক্রম, বলির অভিষেক এবং ত্রৈলোক্য-বিজয়ের জন্য বলির প্রতি দৈত্যগণের অনুরোধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই নৃসিংহাবতারের কথা তোমাকে বলিলাম। এখন অন্য বামনাবতারের কথা বর্ণনা করিব। এই অবতারে রূপবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীহরি বামন রূপ ধারণ করত দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন। ১

পুরাকালে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণু (বামন-রূপ ধারণ করত) বলবান্ বলির যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নিজের তিন পদের বিক্রমে। যথাযথ পদের পরিমাণানুসারে মাপ করত বামনের) দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। ২

প্রভাবশালী শ্রীহরি নানাপ্রকার পর্ব্বতসমূহে বিভূষিত ও সমুদ্ররূপী বস্ত্রে আচ্ছাদিত পৃথিবীকে বলির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এবিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ হইতেছে, সেরূপ অত্যন্ত কৌতূহলও হইতেছে। ভগবান্ নারায়ণদেব কেন বামন-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন? ৪

যাঁহাকে পুরাণে পুরাণাত্মা (পুরাতন পুরুষ ও অন্তর্য্যামী)

অনাদিমধ্যনিধনস্ত্রৈলোক্যাদিঃ সনাতনঃ
দেবদেবঃ সুরাধ্যক্ষঃ কৃষ্ণো লোকনমস্কৃতঃ ॥ ৬
হব্যকব্যবহঃ শ্রীমান্ হব্যকব্যভুগব্যয়ঃ
অদিত্যা দেবমাতুশ্চ কথং গর্ভেঽভবৎ প্রভুঃ ।
স্রষ্টা যো বাসবস্যাপি স কথং বাসবানুজঃ ॥ ৭
প্রসূতো দেবদেবেশো বিষ্ণুঃ প্রাণবান্ কথম্ ।
এতদাচক্ষ্ব মে বিপ্র প্রাদুর্ভাবং মহাত্মনঃ ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যামর্চিতামৃষিপুঙ্গবৈঃ ।
পুরাণৈঃ কবিভিঃ প্রোক্তাং ব্রহ্মোক্তাং ব্রাহ্মণৈর্বৃতাম্ ॥ ৯
মারীচস্য সুরেশস্য কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ।
অদিতির্দিতিশ্চৈব ভার্যে ভগিন্যৌ জনমেজয় ॥ ১০
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাঃ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ ।
ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণাংশো ভগস্তথা ॥ ১১
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যো দশমস্তথা ।
ততৈকাদশমস্ত্বষ্টা বামনো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ১২
দিত্যাং জাতো হি বলবান্ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ ।
তস্যানুজশ্চ দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ ঘোরপরাক্রমাঃ ।
প্রহ্রাদশ্চৈব সংহ্রাদস্তথানুহ্রাদ এব চ ।
হ্রদশ্চৈব তু বিক্রান্তঃ পঞ্চমোঽনুহ্রদস্তথা ॥ ১৪
বিরোচনশ্চ প্রাহ্রাদিস্তস্য পুত্রো বলিঃ স্মৃতঃ ।
পুত্র-পৌত্রশ্চ বলবাংস্তেষামিক্ষ্বাকুনন্দন ॥ ১৫
তেজস্বিনাং সুরারীণাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মনস্বিনাম্ ।
গণাঃ সুবহবো রাজন্ দেশে দেশে সংস্থিতাঃ ॥ ১৬
তে দৃষ্ট্বা নারসিংহেন হিরণ্যকশিপুং হতম্ ।
দৈত্যা দেববধার্থায় বলিং ভূপং প্রচক্রিরে ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা ধর্মপরং নিত্যং সত্যবাক্যং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।
শৌর্যবাহনসম্পন্নং সর্বজ্ঞানবিশারদম্ ॥ ১৮

আত্মা) বলা হইয়াছে। যিনি সর্বসংহার হইতে এক ঊর্ধ্ব জলে নারায়ণরূপে শয়ন করেন, যাঁহার নাভি হইতে ব্রহ্মাণ্ড-কমল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি সমস্ত লোকসকলের প্রকৃতি (উপাদান কারণ), যিনি ধ্রুব (নিত্য), যিনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, যিনি ত্রিলোকের আদি কারণ, সনাতন, দেবাধিদেব, সুরাধ্যক্ষ, সর্বলোকনমস্কৃত, বিশ্ববন্দিত হব্য ও কব্যবহনকারী, শ্রীসম্পন্ন, যজ্ঞ ও দানের ভোক্তা এবং অবিনাশী পরমাত্মা, সেই সর্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু দেবমাতা অদিতির গর্ভে কেন আসিলেন? যিনি ইন্দ্রেরও স্রষ্টা, তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেন হইলেন? যদি সেই দেবদেবেশ্বর অদিতির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তবে সেই বামনদেবের বিষ্ণুত্ব (বামনত্ব) কিরূপে লাভ হইল? আমার এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে করিতে আপনি পরমাত্মা নারায়ণদেবের বামনাবতারের কথা আমাকে বলুন। ৫-৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই দিব্য কথা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের দ্বারা পূজিত, পুরাণসকল ও ত্রিকালদর্শী বিদ্বান্‌গণের দ্বারা বর্ণিত, বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কথিত। তুমি ইহা (সাবধানে) শ্রবণ কর। ৯

জনমেজয়! মরীচিপুত্র দেবেশ্বর প্রজাপতি কশ্যপের ভার্য্যাগণের মধ্যে দুই জন প্রধান ছিলেন—অদিতি ও দিতি। তাঁহারা উভয়ে সহোদরা ভগিনী ছিলেন। ১০

মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্ পূষা, দশমে পর্জন্য, একাদশে ত্বষ্টা ও দ্বাদশে বিষ্ণু বলিয়া কথিত হন। ১১-১২

(কশ্যপের ঔরসে) দিতির গর্ভ হইতে বলবান্ ও সামর্থ্যশালী হিরণ্যকশিপু এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ১৩

হিরণ্যকশিপুর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পাঁচ পুত্র হয়। তাহাদের নাম—প্রহ্রাদ, অনুহ্রাদ, সংহ্রাদ, পরাক্রমশালী হ্রদ ও পঞ্চমে অনুহ্রদ। ১৪

প্রহ্রাদের পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র বলি। ইহাদের সকলের পুত্র-পৌত্রগণ অত্যন্ত বলবান, অজেয় ও অভিমানী পরম্পরাবিশিষ্ট ছিল। ১৫

রাজন্! এই তেজস্বী ও মনস্বী দেবদ্রোহী দৈত্যরাজগণের সমূহ সকল সমুদ্রের দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৬

ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপুকে নিহত হইতে দেখিয়া দৈত্যগণ দেবতাদিগকে বধ করিবার জন্য রাজা বলিকে নিজেদের ইন্দ্র করিল। ১৭

বলি সদা ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শৌর্যশালী, বাহ্যাড়ম্বরসম্পন্ন, সর্বজ্ঞানবিশারদ, পরাধর ক্ষেত্র জাতা, তপস্বী, অভিমানী, তেজস্বী ও হিরণ্যকশিপুরই তুল্য শক্তিশালী দৈত্য

পরাবরগুরুর্ভার্গব উশনাঃ কবিঃ
তেজস্বিনঃ সুররিপুঃ হিরণ্যকশিপুঃ যথা ॥ ১৯
অভিষেকেণ দিব্যেন বলিং বৈরোচনিং তথা
দৈত্যাধিপত্যে দিতিজাস্তদা সর্বেঽভ্যপূজয়ন্ ॥ ২০
অভিষিক্তস্তদা দৈত্যৈর্বলির্বলবতাং বরঃ
ব্রহ্মণা চৈব তুষ্টেন হিরণ্যকশিপোঃ পদে ॥ ২১
অভিষিক্তোঽসুরগণৈর্বলির্বৈরোচনিস্তদা ।
কাঞ্চনৈঃ কলসৈঃ শুভ্রৈঃ সর্বতীর্থাম্বুসংভৃতৈঃ ॥ ২২
জয়শব্দঃ তদাচক্রুরভিষিক্তস্য দানবাঃ ।
বলেরতুলবীর্যস্য সিংহাসনগতস্য বৈ ॥ ২৩
কৃতাঞ্জলিঃ দানবাঃ সর্বে বলিং বলবতাং বরম্
তপো বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ শিরোভিঃ পতিতাঃ ক্ষিতৌ ॥ ২৪

দৈত্যা ঊচুঃ
বিদিতঃ তব দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপোর্যথা ।
ত্রৈলোক্যমাসীদখিলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৫
পিতামহং তু হত্বা তে সুরেশ্বরনিসূদন ।
হৃতং তদৈব ত্রৈলোক্যং শক্রশ্চৈবাভিষেচিতঃ ॥ ২৬
তৎ পিতামহরাজ্যং ত্বং প্রত্যাহর্তুমিহার্হসি
অস্মাভিঃ সহিতো নাথ ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ২৭
প্রত্যানয়স্ব তচ্চঃ তে রাজ্যং পৈতামহং প্রভো ॥ ২৮
অসুরগণসহস্রসংবৃতস্ত্বং
জয় দিবি দেবগণান্ মহানুভাবান্
অমিতবলপরাক্রমোঽসি রাজ-
ন্নতিশয়সে স্বগুণৈঃ পিতামহং স্বম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনে বলেরভিষেকো নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ছিলেন, তাঁহার এই সব গুণ দেখিয়া সেই সময় সমস্ত দৈত্যগণ বিরোচন-পুত্র বলিকে দিব্য অভিষেকের দ্বারা দৈত্যেন্দ্র-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিল। ১৮-২০

দৈত্যগণের দ্বারা বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি অভিষিক্ত হইলে পর সন্তুষ্ট ব্রহ্মাও অসুরগণের সহিত সমস্ত তীর্থের জলে পূর্ণ স্বর্ণের শুভ্র শুভ্র কলসের দ্বারা বিরোচনকুমার বলিকে হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ২১-২২

অভিষিক্ত হইয়া যখন অতুলনীয় পরাক্রমশালী বলি সিংহাসনে আসীন হইলেন, তখন সমস্ত দানবগণ তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। ২৩

বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিকে উদ্দেশ করিয়া সমস্ত দানবগণ ভূতলে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং এইরূপ নিজেদের অভিপ্রায় নিবেদন করিল। ২৪

দৈত্যগণ বলিল,—দৈত্যেন্দ্র! আপনার ইহা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, পূর্বে চরাচর প্রাণিগণের সহিত এই সারা ত্রিভুবন হিরণ্যকশিপুর অধিকারে ছিল। ২৫

সুরেশ্বরনিসূদন! দেবতাগণ আপনার পিতামহ (প্রপিতামহ) হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া সেই সময়েই তিন লোকের রাজ্য হরণ করে এবং ইন্দ্রকে তাহার রাজপদে অভিষিক্ত করে। ২৬

নাথ! অতএব এখন আপনি আমাদের সহিত যাইয়া নিজের পিতামহের রাজ্য যাহা অবিনাশী, সেই ত্রিভুবনকে ফিরাইয়া আনুন। প্রভো! আপনার কল্যাণ হউক; আপনি নিজের পিতামহের রাজ্যকে পুনরায় অধিকার করুন। ২৭-২৮

রাজন্! আপনি অনন্ত বল-পরাক্রমসম্পন্ন এবং নিজের গুণসমূহে পিতামহ হিরণ্যকশিপু হইতেও শ্রেষ্ঠ; অতএব সহস্র সহস্র অসুরগণে পরিবৃত হইয়া আপনি দেবলোকে গমন করত মহানুভাব দেবতাদিগকে জয় করুন। ২৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে বলির অভিষেকনামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ দেবৈঃ সহ যুদ্ধং কর্ত্তুং দৈত্যানামুদ্যোগঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নিশম্য তেষাং বচনং মহামতি-
র্বলিস্তদা প্রীতমনা মহাবলঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস স দৈত্যকোটিঃ
ত্রৈলোক্যনাশৈব জয়াম সর্ব্বম্ ॥ ১

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলের্বৈরোচনস্য তু।
উদ্যোগং পরমং চক্রুর্দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ২

মহাশয়ো নিকুম্ভশ্চ বৃত্রবর্ণশ্চ বীর্য্যবান্।
কাঞ্চনাক্ষঃ কপিস্কন্ধো মৈনাকঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৩

শিতকেশোঽবিকুম্ভশ্চ বজ্রনাভঃ শিখী জটী।
সহস্রবাহুবিকটৌ তাম্রাক্ষস্ত্রিমর্দ্দনঃ ॥ ৪

একাক্ষ একপাদ্বৃত্তো বিদ্যাক্ষশ্চতুর্ভুজঃ
গজোদরো গজশিরা গজস্কন্ধো গজেক্ষণঃ ॥ ৫

অট্টদংষ্ট্রশ্চতুর্বক্ত্রো দেবনাদী জলন্ধরঃ
করালো ব্যালজিহ্বাক্ষঃ শতাক্ষঃ শতলোচনঃ ॥ ৬

সহস্রপাদঃ সুমুখঃ কুক্ষশ্চৈব মহাসুরঃ।
বলোৎকটো দানপতিঃ শৈলকম্পী কুলাকুলিঃ ॥ ৭

সমুদ্রো বজ্রশ্চণ্ডো বৃত্রশ্চৈব মহাসুরঃ।
গোরজো গোমুখো রৌদ্রো গোপতিঃ খর্ব্বিকো জ্বরঃ ॥ ৮

মাংসলো মাংসভক্ষশ্চ বেগবান্ কেতুমাঞ্ছিবিঃ।
পঞ্চশিখশরীরশ্চ বৃহৎকীর্ত্তির্মহাতনুঃ ॥ ৯

সমপ্রভো বিকৃতাঙ্গো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।
শ্বেতশীর্ষশ্চন্দ্রহন্তা চন্দ্রহা চন্দ্রতাপনঃ ॥ ১০

বিকরো দীর্ঘবাহুশ্চ মহাপো নাকতাপনঃ।
তালজঙ্ঘো মহাভাগঃ সরভঃ শলভঃ ক্রথঃ ॥ ১১

সমুদ্রমথনো নাদী বিততশ্চ মহাবলঃ
প্রলম্বো নরকো বাতাপী ধেনুকঃ কাললোচনঃ ॥ ১২

বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ দীর্ঘলোমা তথা বিধুঃ।
ছত্রসাদঃ কিরীটী চ সূচীবক্ত্রো মহাসুরঃ ॥ ১৩

সুবাহুঃ কলবাহুশ্চ করণঃ কলশোদরঃ।
সোমপো দেবযাজী চ প্রবরো বীরমর্দ্দনঃ ॥ ১৪

সুদংশঃ খণ্ডমুক্তিশ্চ শিখিনেত্রঃ শিখিধ্বজঃ।
যথাস্মৃতি ময়া প্রোক্তা মরীচেঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৫

এতে চান্যে চ বহবো নানাভূষণভূষিতাঃ
মহোর্বৈর্বহুশস্ত্রৈর্দ্ধৃতোরস্কা মহিম্নয়াঃ ॥ ১৬

---

## একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দৈত্যদিগের উদ্যোগ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দৈত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল ও মহামতি বলি সেই সময় মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি কোটি দৈত্যকে আজ্ঞা করিলেন—তোমরা সকলে ত্রৈলোক্যজয়ের উদ্যোগ কর। ১

বিরোচন-পুত্র বলির এই উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য শ্রবণ করিয়া রণদুর্ম্মদ দানবগণ বিশেষভাবে উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিল। ২

মহাশয়, নিকুম্ভ, পরাক্রমশালী বৃত্রবর্ণ, কাঞ্চনাক্ষ, মৈনাক, ক্ষিতিকম্পন, শিতকেশ, উৎবক্ত্র, বজ্রনাভ, শিখী, জটী, সহস্রবাহু, বিকট, তাম্রাক্ষ, ত্রিমর্দ্দন, একাক্ষ, একপাদ, বৃত্ত, বিদ্যাক্ষ, চতুর্ভুজ, গজোদর, গজশিরা, গজস্কন্ধ, গজেক্ষণ, অট্টদংষ্ট্র, চতুর্বক্ত্র, দেবনাদী, জলন্ধর, করাল, ব্যালজিহ্বাক্ষ, শতাক্ষ, শতলোচন, সহস্রপাদ, সুমুখ, মহাসুর কুক্ষ, বলোৎকট, দানপতি, শৈলকম্পী, কুলাকুলি, সমুদ্র, বজ্র, চণ্ড, মহাসুর বৃত্র, গোরজ, গোমুখ, রৌদ্র, গোপত, খর্ব্বিক, জ্বর, মাংসল, মাংসভক্ষ, বেগবান্, কেতুমান, শিবি, শিখশিখশরীর, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাতনু, সমপ্রভ, বিকৃতাঙ্গ, বিরূপাক্ষ, মহোদর, শ্বেতশীর্ষ, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্রহা, চন্দ্রতাপন, বিকর, দীর্ঘবাহু, মহাপ, নাকতাপন, তালজঙ্ঘ, মহাভাগ সরভ, শলভ, ক্রথ, সমুদ্রমথন, নাদী, মহাবল বিতত, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, ধেনুক, কাললোচন, বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, দীর্ঘলোমা, বিধু, ছত্রসাদ, কিরীটী, মহাসুর সূচীবক্ত্র, সুবাহু, কলবাহু, করণ কলশোদর, সোমপ, দেবযাজী, প্রবর, বীরমর্দ্দন, সুদংশ, খণ্ডমুক্তি, শিখিনেত্র ও শিখিধ্বজ—এই মরীচির কুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধক দৈত্যগণ আমি নিজের স্মরণশক্তি অনুসারে এখানে বলিলাম। ইহারা এবং আরও বহুসংখ্যক শত্রুমর্দ্দনকারী দৈত্যবীরগণ নানাবিধ আভরণে বিভূষিত হইয়া কবচ মহাস্ত্র শস্ত্রসমূহের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৩-১৬

দিব্যাম্বরধরা দৈত্যা দিব্যমাল্যানুলেপনাঃ
দিব্যৈশ্চ কবচৈর্বদ্ধা দিব্যৈশ্চৈবোষ্ণিষৈস্তথা ॥ ১৭
দিব্যাস্ত্রধরা দৈত্যা গর্জমানা যথাম্বুদাঃ।
বৃহন্তো বলবন্তশ্চ চালয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৮
মহাবলা দিব্যবলাস্ত্রধারিণো
ভুজঙ্গভোগপ্রতিমৈর্মহাভুজৈঃ।
সুবর্ণভা দৈত্যবরাঃ সুবাসসো
বিচিত্রিতা লোহিতলোহিতেক্ষণাঃ ॥ ১৯
তে চন্দ্রসূর্যানলতুল্যতেজসো
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগাঃ
বিবৃত্তদংষ্ট্রা হরিধূম্রকেশা
বিবর্ধমানাঃ শরদীব মেঘাঃ ॥ ২০
সহস্রবাহুর্বাণশ্চ বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ
যথাগ্নিরথকোটী বৈ সন্নদ্ধস্ত মহাবলঃ ॥ ২১

সমস্ত দৈত্যগণই দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, দিব্য মাল্য ও অনুলেপনে বিভূষিত ছিল, দিব্য কবচসমূহ অঙ্গে বন্ধন করিয়াছিল এবং তাহাদের দিব্য উষ্ণীষ দ্বারা মস্তক শোভিতেছিল ॥ ১৭

সমস্ত দৈত্যগণই দিব্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, মেঘের মতন গর্জন করিতেছিল এবং বলশালীদের শরীর সহ পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥ ১৮

এই মহাবল দৈত্যগণ দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এবং সর্প-শরীরতুল্য মাংসল (মোটা) ও বিশাল বাহুসমূহের দ্বারা অত্যন্ত দুর্জয় ছিল। দেবশত্রু এই দৈত্যশ্রেষ্ঠ বীরগণ বিচিত্র চিত্র পূর্ণ ছিল। ইহাদের সকলেরই নেত্র লোহিত হইতেও যে বিবর্ণ (রক্তবর্ণ) ছিল ॥ ১৯

ইহারা সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্রের মতন পরাক্রমশালী ছিল। ইন্দ্রের বজ্র ও অশনিতুল্য ইহাদের বেগ ছিল। ইহারা নিজেদের দন্তসমূহ সদা উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাদের কেশরাশি হরিত ও ধূম্রবর্ণ ছিল। ইহারা শরৎকালের মেঘের সমান নিরন্তর বর্ধিত হইতেছিল ॥ ২০

বলির মহাবল পুত্র সহস্রবাহু বাণাসুর কোটি রথী ও অগ্নির ন্যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করত প্রস্তুত হইল ॥ ২১

সকল দৈত্যই মায়া ধারণকারী (মায়াবী) ছিল। সকলেই দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম ছিল। সকলেই বলের

সর্বে মায়াধরা দৈত্যাঃ সর্বে দিব্যাস্ত্রযোধিনঃ
সর্বে মদবলোৎসিক্তাঃ সর্বে শক্রসমাঃ পুরা ॥ ২২
সর্বে কাঞ্চনশৈলাভাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ
কিরীটৈর্বজ্রমুকুটা দিব্যভূষণভূষিতাঃ ॥ ২৩
হিরণ্যকবচাঃ সর্বে হিরণ্যধ্বজকেতবঃ
স্যন্দনস্থা যথাভানু পাবকা ইব তে প্রভাঃ ॥ ২৪
তাপনীয়ৈর্বরৈর্নিষ্কৈরনলপ্রতিমপ্রভৈঃ।
হেমপর্বতশৃঙ্গস্থাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥ ২৫
তেষাং মধ্যগতো বাণঃ প্রাংশুরীয়োপবিষ্টো রথঃ
স্থিতঃ শক্তিপতাকাভিশ্চিত্রিতে প্রথিতে রথে ॥ ২৬
বিচিত্রাশ্বধ্বজযুগে চিত্রকিঙ্কিণিকান্বিতে
রথঃপরিকরসম্পূর্ণে হেমকিঙ্কিণিমণ্ডিতে ॥ ২৭
অষ্টারচক্রো দিব্যৈশ্চ শোভিতো দিব্যভূষণৈঃ
নানাপ্রহরণোপেতৈর্দৈত্যৈশ্চানুগতো রথঃ ॥ ২৮

মদে উন্মত্ত ছিল এবং সকলেই পূর্বে বহু কার্য করিয়াছিল ॥ ২২

সকলের শরীর স্বর্ণের পর্বত সদৃশ ছিল। সকলেই রেশমী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। সকলের মস্তকের উপর কিরীট, পাগড়ী ও মুকুট শোভা পাইতেছিল এবং সকলেই দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ২৩

সকলের কবচ ও ধ্বজ পতাকাসমূহ স্বর্ণময় ছিল। রথের উপর উপবিষ্ট হইয়া এই দৈত্য বীরগণ শরৎকালের আকাশে প্রকাশমান গ্রহসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৪

ইহাদের কণ্ঠে স্বর্ণনির্মিত সুন্দর পদকসমূহ অগ্নির জ্বালার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই সব পদকে ভূষিত সেই রথী বীরগণ স্বর্ণময় পর্বতের শিখরে স্থিত পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৫

ইহাদের সকলের মধ্যভাগে বাণাসুর স্বর্ণকোষে উদিত (পরিপূর্ণ) মেঘের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এই বাণাসুর বার হাত লম্বা রথে উপবিষ্ট ছিল এবং তাহার রথে শক্তি ও ধ্বজা শোভা পাইতেছিল ॥ ২৬

তাহার রথে যে সব অশ্ব, ধ্বজ ও যুগ ছিল তৎসমস্তই বিচিত্র শোভাসম্পন্ন ছিল। এই রথ বিভিন্ন প্রকারের চিত্রসমূহে সুশোভিত ছিল এবং এই রথ ঘণ্টা ও পরিখাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল এবং স্বর্ণজালে বিভূষিত ছিল ॥ ২৭

যেরূপ সূর্যদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে বালখিল্য মুনিগণ গমন করেন, সেইরূপ সকল দৈত্যও বাণাসুরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। এই দৈত্যগণ — নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত

পঞ্চ তত্র মহাবীর্যা দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
রক্ষন্তু রথমব্যগ্রা ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ ॥ ২৯
সুবাহুর্বেগবাংশ্চ ভীমগর্জশ্চ বীর্যবান্।
তথা কনকমূর্ধা চ বেগবান্ কেতুমানিতি ॥ ৩০
কনকরজতভক্তিচিত্রপার্শ্বে
শতদশভক্তিপ্রতিমে রথে স্থিতোঽভূৎ।
জলধরনিনদতুল্যনেমিঘোষে
সুরগণসৈন্যবধায় দানবেন্দ্রঃ ॥ ৩১
বলাসুরোদ্ভবঃ পুত্রস্তু বলো নাম মহাসুরঃ।
যুক্তঃ শতসহস্রেণ রথানাং ভীমবর্চসাম্ ॥ ৩২
ঋক্ষ্যঋক্ষসহস্রেণ রথমারুহ্য বীর্যবান্
নীলাম্বরধরঃ ঘোরঃ বাহুমাঢ্যঃ সুদুর্জয়ম্ ॥ ৩৩
নীলাম্বরধরঃ শ্রীমান্ বৈদূর্যাচলসন্নিভঃ।
নষ্টো রথবেগেন প্রয়যৌ দানবস্তদা ॥ ৩৪

ছত্রর ছিল এবং তীক্ষ্ণ দশমূল সর্পদের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২৮

মহাপরাক্রমশালী পাঁচ জন রণদুর্মদ দানব সাবধান হইয়া দানবসুরের রথ রক্ষা করিতেছিল। এই পাঁচ দানব মুখ ব্যাদিত করিয়া থাকায় অতিশয় ভয়ানক প্রতীত হইতেছিল। ২৯

এই পাঁচ দানবের নাম ছিল—সুবাহু, বেগবান, মহাপরাক্রমশালী ভীমগর্জ, কনকমূর্ধা ও বেগশালী কেতুমান্। ৩০

দেবগণের সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য দানবরাজ বলি যে রথের উপর বসিয়াছিলেন, তাহা শতিকার শতদলের সমান ছিল। উহার পার্শ্বভাগে বিভাগ পূর্বক স্বর্ণ ও রজতের চিত্র অঙ্কিত ছিল এবং এই রথের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ মেঘের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় শুনা যাইতেছিল। ৩১

বলাসুরের পুত্র বল নামক মহাসুর ভয়ঙ্কর তেজস্বী এক লক্ষ রথী সৈন্যে পরিবৃত ছিল। ৩২

এই পরাক্রমশালী দৈত্য এক সহস্র ভল্লুক-যোজিত রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য নির্গত হইয়াছিল। কাল লৌহনির্মিত তাহার এই ভয়ঙ্কর রথ অত্যন্ত দুর্জয় ছিল। উহার উপর কাকচিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতেছিল। ৩৩

এই কান্তিমান্ দানব নীল বস্ত্রধারণ করিয়া বৈদূর্যাচলের পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। উহার রথের বেগ অতিশয় তীব্র ছিল এবং এরূপ বেগে করিয়াই বলাসুর যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিল। ৩৪

তত্রৈকার্ণবসঙ্কাশে সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
প্রভাতসময়ে শ্রীমান্ সমুদ্রস্য ইবাংশুমান্ ॥ ৩৫
সুরপুঙ্গবানুদ্ধতুল্যবর্চসা
নিশাকরাকারভক্তিচিত্রশোভিতঃ।
কিরীটমুখ্যেন বিভাতি শোভিনা
যথা গিরিঃ শৃঙ্গবরেণ ভাস্বতা ॥ ৩৬
যষ্টি রথসহস্রাণি সমুচ্ছ্রিতধ্বজানি বৈ।
ঘণ্টাযুক্তানি সর্বাণি মেঘতুল্যস্বনানি চ ॥ ৩৭
নানাপ্রহরণাঃ সর্বে সর্বে তে চিত্রযোধিনঃ।
মহাদ্রবনসঙ্কাশা বেগবন্তো মহাবলাঃ ॥ ৩৮
রথো ব্যাঘ্রসহস্রেণ যুক্তঃ শতসহস্রশঃ
সমুচ্ছ্রিতসুরেন্দ্রস্য সর্বরত্নবিভূষিতঃ ॥ ৩৯
শার্দূলচিহ্নঃ ... কেতুবিরাজিতঃ
রথমধ্যে সুরেন্দ্রস্য ... ॥ ৪০

উহার সৈন্যের মধ্যভাগ একার্ণব সমান মনে হইতেছিল, এরূপ সৈন্যদলে সেই বলিপুত্র দানব প্রভাতকালে সমুদ্রের মধ্যভাগে স্থিত সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৩৫

উহার সেই কিরীট অতিশয় শুভ্র কান্তিময় নামক সুবর্ণের সদৃশ উজ্জ্বল ছিল এবং এই দানব স্বয়ং চন্দ্রের সমান আকার ও বিভাবের সমান প্রকাশিত ভক্তসমূহে সম্পন্ন ছিল। সেই শোভাশালী কিরীটের দ্বারা উহার সেইরূপই শোভা হইতেছিল, যেরূপ কোনও পর্বতের শিখরের দেদীপ্যমান সুন্দর শিখরের দ্বারা শোভা পাইতে থাকে। ৩৬

মহাচিনায়ক অসুরের অধিক যে ষাট হাজার রথ ছিল। সেই সব রথে ধ্বজা যোজিত ছিল এবং সকল রথই মেঘের তুল্য গম্ভীর শব্দ করিতেছিল। ৩৭

সেই সব রথ ও রথী নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং তাহারা বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল। ইহারা দেখিতে মহামেঘের সদৃশের ন্যায় ছিল এবং ইহারা বেগবান্ ও মহাবলশালী ছিল। ৩৮

অসুররাজ সমুচির রথ অত্যন্ত বেগশালী ছিল এবং ইহাতে এক হাজার ব্যাঘ্র যোজিত ছিল। এই রথ সর্বপ্রকার রত্নসমূহে বিভূষিত ছিল। ৩৯

উহার ধ্বজে ব্যাঘ্রের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, উহার দ্বারা সেই রথমধ্যে অতিশয় শোভা পাইতেছিল। অসুরেন্দ্র সমুচির রথে এই ধ্বজ মহাকালের মূর্তির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৪০

স ভীমবেগশ্চ মহাবলশ্চ
প্রগৃহ্য চাপং হিমবানিব স্থিতঃ
নীলাম্বরঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো
শিলাগতো বদ্ধতলত্রকক্ষঃ ॥ ৪১
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং তপনীয়বিভূষিতম্ ।
সপতাকধ্বজোপেতং সসন্ধ্যামিব তোয়দম্ ॥ ৪২
চক্রৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তমষ্টনল্বায়তান্তরম্
হেমজালাকুলং দীপ্তং কালচক্রমিবোদিতম্ ॥ ৪৩
নানায়ুধধরং ঘোরং ব্যাঘ্রচর্মপরিষ্কৃতম্ ।
ঈহামৃগগণাকীর্ণং চিত্রভক্তিবিরাজিতম্ ॥ ৪৪
তূণীশরসম্পূর্ণং শক্তিতোমরসঙ্কুলম্ ।
গদামুদ্গরসম্বাধং চাপখড়্গবিভূষিতম্ ॥ ৪৫
মুক্তামুক্তসমূহেন লম্বকেশরবর্চসা
ধ্বজেন বিকীর্ণেন শোভিতঃ সিংহকেতুনা ॥ ৪৬
স তেন শুশুভে দৈত্যো ময়ো মায়াবিশারদঃ ।
রথরত্নে স্থিতঃ শ্রীমান্ সূর্যরথ ইবাংশুমান্ ॥ ৪৭
বিমলরক্তবিন্দুশোভিতাঙ্গঃ
মণিকনকোজ্জ্বলচারুভক্তিচিত্রম্ ।
অনুগতশতসংপ্রযুক্তিভারং
নয়নগুণাতি তদা মহাজনানাম্ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে ময়স্য যুদ্ধাভিগমনে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

মহাসুরের বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। নীল বস্ত্র পরিধানকারী এই মহাবল দৈত্য স্বর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া ও হস্তে ধনু গ্রহণ করিয়া হিমবান পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতেছিল। ইহাতে মনে হইতে লাগিল—যেন কোন বিদ্যুৎ বজ্রের দ্বারা যুক্ত মেঘ অবস্থিত রহিয়াছে। ৪১

মহাসুরের রথ স্বর্ণে বিভূষিত ছিল। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহে যুক্ত জাল সংলগ্ন ছিল এবং তাহা হইতে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। ধ্বজ-পতাকাসমূহে যুক্ত এই রথ সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৪২

ইহাতে চারিটি চক্র সংযুক্ত ছিল। ইহার অভ্যন্তরভাগ অষ্টশত হাত বিস্তৃত ছিল। এই রথের উপর স্বর্ণের জাল লাগান ছিল। এই দীপ্তিমান্ রথ উদিত কালচক্রের সমান শোভিত ছিল। ৪৩

নানাপ্রকার অস্ত্রপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর রথ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত ছিল। ইহার মধ্যে ক্রীড়ার জন্য কৃত্রিম মৃগগণকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকারের চিত্র অঙ্কিত থাকিয়া ইহার শোভা বর্ধন করিতেছিল। ৪৪

এই রথ বাণ ও তূণীরে পূর্ণ ছিল, শক্তি ও তোমরসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, গদা ও মুদ্গরসমূহে ইহার স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং ধনু ও খড়্গের দ্বারা ইহা বিভূষিত ছিল। ৪৫

লম্বা কেশরের কান্তিযুক্ত এক সিংহ চিহ্নক এই রথে শোভিত ছিল। সিংহের চিহ্নযুক্ত ও উত্তোলিত রক্তবর্ণ ধ্বজের দ্বারা এই রথের অতিশয় শোভা হইতেছিল। ৪৬

মায়াবিস্তারকারী এই রথের ও এই রথরত্নে উপবিষ্ট ময়দৈত্য উদয়াচলের শিখরে স্থিত তেজস্বী সূর্যদেবের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ৪৭

মহাসুরের প্রত্যেক অঙ্গ নির্মল রক্তবিন্দুসমূহে শোভিত ছিল। ইহাতে মণি ও স্বর্ণের সংযোগে উজ্জ্বল এবং মনোহর চিত্রকারী রচিত হইয়াছিল। সেই সময় এক অর্বুদ তেজস্বী মহারথী বীর মহাদানবের অনুগমন করিতে লাগিল। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে মহাসুরের যুদ্ধে প্রস্থানবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ পুলোমা, হয়গ্রীবঃ, প্রহ্লাদঃ, শম্বরাসুরশ্চেত্যেতেষাং যুদ্ধায়োদ্যোগঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পুলোমা তু মহাদৈত্যস্তিমিরাকারসন্নিভম্
আরুরোহাদ্ভুতং ঘোরং রথং শত্রুবধক্ষমম্ ॥ ১

উৎকীর্ণপর্ব্বতাকারং ঘোরজালানুনাদিতম্
নেমিঘোষেণ মহতা ক্ষুভ্নন্তমিব সাগরম্ ॥ ২

গদাপরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ সতোমরপরশ্বধৈঃ
শক্তিমুদ্গরসঙ্কীর্ণং সতোয়মিব তোয়দম্ ॥ ৩

উষ্ট্রমুখ্যসহস্রেণ সংযুক্তং বায়ুবেগিনা
পুলোমাকৃষ্য যুদ্ধায় প্রস্থিতো যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥ ৪

ষষ্টিং রথসহস্রাণি পুলোম্নস্তং মহারথম্।
অন্বযুঃ সূর্য্যবর্ণানি প্রদীপ্তানীব তেজসা ॥ ৫

স্বর্ণাঙ্কেন মহতা তপ্তকাঞ্চনবর্চ্চসা
ভ্রাজতে রথমধ্যস্থঃ পর্ব্বতস্থ ইবাংশুমান্ ॥ ৬

সুচারুচামীকরপট্টনদ্ধাং
মহাগদাং কালনিভাং স বিভ্রৎ।
প্রগৃহ্য বজ্রাভ স শত্রুমধ্যে
কার্ত্তান্তিকী কেতুরিবাভিতোর্ণাম্ ॥ ৭

হয়গ্রীবস্তু বলবান্ হয়গ্রীবৈর্ম্মহাসুরৈঃ।
যুক্তঃ শতসহস্রেণ রথানাং রথিসত্তমঃ ॥ ৮

ধরাধরনিভাকারং সপত্নানীকমর্দ্দনম্
স্যন্দনং ভীমমাস্থায় যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৯

শ্বেতশৈলপ্রতীকাশঃ শ্বেতকুণ্ডলভূষণঃ
শুশুভে রথমধ্যস্থঃ শ্বেতসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ১০

মহতা সপ্তশীর্ষেণ শোভিতো নাগকেতুনা
বৈদূর্য্যমণিচিত্রেণ প্রবালাঙ্কুরশোভিনা ॥ ১১

---

## পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ পুলোমা, হয়গ্রীব, প্রহ্লাদ ও শম্বরাসুরের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! পুলোমানামক মহাদৈত্য রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় সর্ববিশিষ্ট ঘোরনির্ম্মিত ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিল। এই রথ শত্রুগণের রথসকলকে নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ ছিল। ১

খণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত পর্ব্বতের ন্যায় ইহার বিশাল আকার ছিল। ইহার অত্যন্ত ভাগ ঘোরজালে আবৃত ছিল এবং নিজের চক্রসকলের প্রচণ্ড শব্দে সমুদ্রেও ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া দিত। ২

গদা, পরিঘ, খড়্গ, তোমর, পরশু, শক্তি ও মুদ্গরাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ থাকায় এই রথ সজল জলধরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৩

ইহাতে বায়ুতুল্য বেগশালী এক সহস্র উষ্ট্র যোজিত ছিল। রণদুর্ম্মদ পুলোমা এরূপ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। ৪

স্বীয় তেজে সূর্য্যের সদৃশ উদ্ভাসিত ষাট হাজার রথ রথী বীরগণ, মহারথী পুলোমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। ৫

পুলোমার রথ তপ্ত সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ ধ্বজচিহ্নযুক্ত বিশাল অঙ্কে সুশোভিত ছিল। এই রথের মধ্যে উপবিষ্ট পুলোমা উদয়গিরিতে স্থিত অংশুমালী সূর্য্যের তুল্য প্রতীত হইতেছিল। ৬

এই মহাবল যোদ্ধা সেখানে শত্রুগণের মধ্যে কাললৌহ-নির্ম্মিতা ও সাক্ষাৎ কালসদৃশী এক বিশাল গদা হাতে লইয়া পৃথিবীতে উত্থাপিত ধ্বজের সমান শোভা পাইতেছিল। তাহার এই গদা সুন্দর সুবর্ণের পাতে মণ্ডিত ছিল। ৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ হয়গ্রীব অশ্বতুল্য গ্রীবা-বিশিষ্ট মহাসুরগণের সহিত একলক্ষ রথী বীর যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। ৮

ইহার রথের আকার পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল ছিল এবং এই রথ শত্রুসৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে সমর্থ ছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিয়া হয়গ্রীব যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ৯

এই হয়গ্রীব শ্বেতপর্ব্বত-সদৃশ কান্তিমান্ ও শ্বেত কুণ্ডলে বিভূষিত হইয়া রথের মধ্যে উপবেশন করত পর্ব্বতশিখর বিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১০

সাতটী ফণাযুক্ত সর্পচিহ্নিত ও বৈদূর্য্যমণি খচিত থাকায় বিচিত্ররূপবিশিষ্ট ধ্বজের দ্বারা এবং নব নব পল্লবের অঙ্কুর-সমূহের শোভার দ্বারা হয়গ্রীবের রথ শোভিত ছিল। ১১

অমিতবলপরাক্রমাকৃতীনাং
বহুবিধনামযুতং দুর্জয়ানাম্ ।
অসুরগণশতাভিগম্যমানঃ
ত্রিদশগণা ইব বাসবঃ প্রযাতু ॥ ১২
প্রহ্লাদস্তু মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
সর্বমায়াধরঃ শ্রীমান্ যষ্টা ক্রতুশতৈরপি ॥ ১৩
সমরজ্ঞস্তু তেজস্বী পাবকার্চিঃসমপ্রভঃ ।
রথানীকেন মহতা দুন্দুভিনাদনাদিনা ॥ ১৪
সুরেশামিতবীর্য্যেণ দেবকুণ্ডলধারিণা
বৃতো দৈত্যসহস্রেণ দেবৈরিব পিতামহঃ ॥ ১৫
স্ববীর্য্যাদগ্রবীর্য্যো মত্তবারণবিক্রমঃ ।
মুখ্যসৈন্যস্য সর্বস্য প্রতিস্রোত ইব স্থিতঃ ॥ ১৬
স্ববীর্য্যোপোদয়েজ্জ্বলঃ প্রদীপ্তাগ্নিরিব জ্বলন্ ।
তেজসা ভাস্করাকারঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ১৭
তালধ্বজেন দীপ্তেন রথেনাতিবিরাজতা ।
তং যান্তমনুযান্তি স্ম দানবাঃ শতসঙ্ঘশঃ ॥ ১৮
সর্বে হিরণ্যকবচাঃ সর্বে রত্নবিভূষিতাঃ
দিব্যাম্বরাপাস্তরণাঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥ ১৯
জাম্বূনদবিচিত্রাঙ্গা বৈদূর্য্যবিকৃতাঙ্গদাঃ ।
দিব্যাস্যন্দনমধ্যস্থা যক্ষা ইব মহাগ্রহাঃ ॥ ২০
আচারবাংশ্চৈব জিতেন্দ্রিয়শ্চ
ধর্মে রতঃ সত্যপরোঽপ্যনসূয়ঃ ।
স্থিতোঽস্থিতো বায়ুসমায়ুধোদ্যে
স্থাণুর্যথা সর্বগুরুঃ কৃতাস্ত্রঃ ॥ ২১
শম্বরস্তু মহানাদো রথযূথপযূথপঃ
আরুরোহ রথং দিব্যং সর্বযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ২২
লোহিতাক্ষো মহাবাহুঃ প্রতপ্তোত্তমকুণ্ডলঃ
জীমূতঘনসঙ্কাশো দিব্যস্রগনুলেপনঃ ॥ ২৩
বিদ্যুজ্জ্যোতির্নিকাশেন মুকুটেনার্কবর্চসা ।
মণিরত্নবিচিত্রেণ বৈদূর্য্যসমশোভিনা ॥ ২৪

যেরূপ গমন করিবার সময় ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে দেবগণ গমন করেন, সেইরূপ যুদ্ধের জন্য গমনকারী হয়গ্রীবের পশ্চাতে পশ্চাতে অমিত বল পরাক্রমশালী সর্ববীর তেজস্বী শ্রেষ্ঠ রথী বীর অসুরগণ শত শত সংখ্যায় গমন করিতে লাগিল ॥ ১২

মহামতি ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীমান প্রহ্লাদ সমস্ত মায়াধারী ছিলেন এবং শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন ॥ ১৩

ইহার কান্তি অগ্নির জ্বালার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই তেজস্বী প্রহ্লাদ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জনকারী বিশাল রথ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন ॥ ১৪

দেবগণের দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় এই প্রহ্লাদ দিব্যকুণ্ডলধারী, অমিত পরাক্রমশালী ও বীর দৈত্যগণে পরিবৃত ছিলেন ॥ ১৫

নিজের পরাক্রমে প্রহ্লাদ সকলের অগ্রগামী নেতা ছিলেন এবং নিজের বলে তাঁহার অভিমান গর্ব ছিল। তিনি মত্তহস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। সমস্ত দেবসৈন্যের সম্মুখে প্রহ্লাদ মূর্তিমান্ স্রোতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

নিজের অপার বলে প্রহ্লাদ সমুজ্জ্বল ছিলেন, কান্তিতে প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিলেন, তেজে সূর্যের সমান ছিল এবং ক্ষমায় পৃথিবীর সমকক্ষ ছিলেন ॥ ১৭

দীপ্তিমান্ তালধ্বজে অত্যন্ত সুশোভিত রথের দ্বারা গমনকারী প্রহ্লাদের পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত সঙ্ঘবদ্ধ দানবগণও যাইতে লাগিল ॥ ১৮

ইহারা সকলেই সুবর্ণময় কবচে যুক্ত এবং রত্নসমূহের আভরণে বিভূষিত ছিল। ইহাদের অম্বর ও আস্তরণ দিব্য ছিল এবং ইহারা সর্বপ্রকার যুদ্ধ হইতে কখনও নিবৃত্ত হইত না ॥ ১৯

জাম্বূনদ নামক সুবর্ণে ইহাদের অঙ্গসমূহের বিচিত্র শোভা হইতেছিল। ইহারা বৈদূর্য্যবিনির্মিত অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিল এবং দিব্য রথের মধ্যে উপবেশন করায় ইহারা আকাশে স্থিত মহাগ্রহসকলের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২০

প্রহ্লাদ আচারবান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মরত, সত্যপরায়ণ ও দোষদৃষ্টিরহিত ছিলেন এবং অগ্নি, জল, মেঘ ও বায়ুর সমান শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মূর্তিমান্ সর্বসংহারকারী কালের ন্যায় সেখানে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহামায়াবী শম্বর রথযূথপতিদিগেরও যূথপতি ছিল এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধেই বিশেষ পারদর্শী ছিল। সেও দিব্য রথে আরোহণ করিল ॥ ২২

তাহার নয়ন রক্তবর্ণ ছিল, বাহু বিশাল ছিল, কর্ণদ্বয়ে সন্তপ্ত স্বর্ণের উত্তম কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। তাহার কান্তি মেঘের ন্যায় ঘন শ্যামবর্ণ ছিল এবং সে দিব্য মালা ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৩

তাহার মস্তকে বিদ্যুতের জ্যোতি ও সূর্যের তেজের ন্যায় প্রকাশমান মুকুট ছিল, ইহা স্বর্ণ এবং মণি ও রত্নসমূহে

তপনীয়েন মহতা কবচেন বিরাজতা
সন্ধ্যাভ্রেণেব সংছন্নঃ শ্রীমানস্তশিলোচ্চয়ঃ ॥ ২৫
ত্রিংশচ্ছতসহস্রাণি দৈত্যানাং চিত্রযোধিনাম্
বলিনাং কালকল্পানামন্বযুঃ শম্বরং তদা ॥ ২৬
যুক্তং হয়সহস্রেণ শুক্লবর্ণেন বাজিতা ।
ক্রৌঞ্চকেন দীপ্তেন রথেনাম্বরশোভিনা ॥ ২৭

ব্যামক্তবৈদূর্য্যসুবর্ণজাল-
নানাবিধৈশ্চাপি ভক্তিচিত্রম্ ।
বিদ্যুৎপ্রভং তোয়দবৎ সুবেগং
রথং সমারুহ্য ররাজ দৈত্যঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে শম্বরাদিদৈত্যাগমনে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

অতীব সুন্দর বৈদূর্য্যমণির দ্বারা সুশোভিত এবং সুবর্ণনির্ম্মিত সোনালী বিমান ধারণ করিয়ে শম্বরাসুর সন্ধ্যাকালের রক্তবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত শ্রীমান্ অস্তাচলের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

সেই সময় বিচিত্র যোদ্ধা বলবান্ ও কালতুল্য বলবান্ ত্রিশ লক্ষ দৈত্য শম্বরাসুরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥ ২৬

ইহার রথে শ্বেতবর্ণের এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল। দূরে সোনালী এই রথ ক্রৌঞ্চের চিহ্নযুক্ত বিমান দ্বারা সুশোভিত ছিল। এরূপ রথে চড়িয়া শম্বরাসুর যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইল ॥ ২৭

এই রথে বৈদূর্য্যমণি ও সুবর্ণের জাল ছিল, নানাপ্রকার শক্তির পৃথক্ পৃথক্ চিত্র অঙ্কিত ছিল, এই রথ বিদ্যুতের সমান কান্তিমান্ ছিল এবং মেঘের শব্দ করিতেছিল। এই অতিশয় বেগশালী রথে আরোহণ করিয়া দৈত্য শম্বর অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে শম্বরাদিদৈত্যগণের যুদ্ধের প্রস্তুতিবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ অনুহ্রাদঃ, বিরোচনঃ, কুজম্ভঃ, অসিলোমা, বৃত্রঃ, একচক্রঃ, বৃত্রভ্রাতা, রাহুঃ, বিপ্রচিত্তিঃ, কেশী, বৃষপর্ব্বা, বলিশ্চেত্যেতেষাং যুদ্ধায় সন্নাহপ্রসঙ্গঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
অনুহ্রাদশ্চ তত্রৈব দৈত্যঃ পরমদুর্জয়ঃ ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্রাদস্য সহানুজঃ ॥ ১
চতুশ্চক্রেণ যানেন ত্রিনল্বপ্রমিতেন তু
যুক্তেনাষ্টৈর্বলীবর্দ্দৈঃ সিংহবক্ত্রৈর্মহাজবৈঃ ॥ ২
ভীমজ্যাতলনাদেন নেমিঘোষেণ বীর্য্যবান্
চালয়ন্ বসুধাং সর্ব্বাং সশৈলবনকাননাম্ ॥ ৩
বিনর্দ্দমানো দৈত্যৌঘৈ অনুহ্রাদো যযৌ ততঃ
শতং শতসহস্রাণাং রথানাং হেমমালিনাম্ ॥ ৪
পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ পাশৈঃ পরশ্বধৈঃ ।
বিবিধায়ুধহস্তাস্তে শূলমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৫

### একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ অনুহ্রাদ, বিরোচন, কুজম্ভ, অসিলোমা, বৃত্র, একচক্র, বৃত্রভ্রাতা, রাহু, বিপ্রচিত্তি, কেশী, বৃষপর্ব্বা ও বলির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম দুর্জ্জয় অনুহ্রাদও দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার লালসায় উপস্থিত হইল ॥ ১

যে রথে চড়িয়া সে গমন করিল, সেই রথের চারটি চক্র ছিল, তাহার উচ্চতা ছিল ব ব হাত এবং এই রথে সিংহমুখ-সদৃশ মুখযুক্ত ও মহাবেগশালী বৃষ যোজিত ছিল ॥ ২

এই রথের চক্রসকলের শব্দ অতিশয় গভীর ও ভয়ঙ্কর ছিল। পরাক্রমশালী অনুহ্রাদ এই রথের দ্বারা পর্ব্বত, বন ও কাননময় সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ৩

অনুহ্রাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সমস্ত দৈত্যসমূহও গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। সুবর্ণমাল্যে অলঙ্কৃত এক কোটি রথী বীর ইহার সহিত ছিল ॥ ৪

তাহাদের হস্তে পট্টিশ, ভিন্দিপাল, তোমর, পাশ, পরশু প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র ছিল। তাহারা হস্তে শূল ও মুদ্গরও ধারণ করিয়াছিল ॥ ৫

সুবর্ণজালনির্মুক্তৈর্বর্মভিশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ
রথৈশ্চিত্রৈশ্চ কবচৈঃ সজ্জমানা মহাসুরাঃ ॥ ৬
তদা বিশালোচ্ছ্রিতশৈলরূপে
বভৌ রথে কাঞ্চনচিত্রিতাঙ্গে
দৈত্যাধিপঃ সত্ত্ববলানুরূপে
সমাশ্রিতস্বপ্রতিমে সুরূপে ॥ ৭
বিরোচনশ্চ বলবান্ বৈশ্বানরসমদ্যুতিঃ
মহৌজা রথবংশেন সর্বাস্ত্রকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৮
ব্যূহানাং বিনিয়োগজ্ঞো জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ ।
বলেঃ পিতাসুরবরঃ সুরাণামিব বাসবঃ ॥ ৯
সর্বায়ুধসমোপেতং কিঙ্কিণীজালভূষিতম্
মুক্তানাং বাজিমুখ্যানাং সহস্রেণাভিগামিনাম্ ॥ ১০
রথমারুহ্য দৈত্যেন্দ্রো বভৌ মেরুরিবাপরঃ
কিঙ্কিণীজালপর্যন্তং গজেন্দ্রধ্বজশোভিতম্
মহাভ্রসমবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১১

প্রবালজাম্বূনদভক্তিচিত্রং
মালাদিমুক্তাফলবিভূষিতঞ্চ ।
রথং সমারুহ্য কিরীটমালী
যযৌ স যুদ্ধায় মহাসুরেন্দ্রঃ ॥ ১২
বিরোচনানুজশ্চৈব কুম্ভো নাম দানবঃ ।
স্যন্দনৈর্বহুসাহস্রৈর্মণিকাঞ্চনভূষিতৈঃ ॥ ১৩
বৃতো মহাবলোৎসিক্তৈর্দৈত্যৈর্বিবিধবিক্রমৈঃ
প্রাস-পাশ-গদা-হস্তৈর্দানবৈর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥১৪
স পর্বতনিভাকারো ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভঃ
মহতা ভ্রাজমানেন কিরীটেন সুবর্চসা ॥ ১৫
সর্বরত্নবিচিত্রেণ কবচেন চ সংবৃতঃ
মহতা দীপ্তবপুষা রথেনেন্দুরিবাংশুমান্ ॥ ১৬
শাতকৌম্ভেন মহতা তালবৃক্ষেণ কেতুনা
ররাজ রথমাস্থায় মেরুস্থ ইব ভাস্করঃ ॥ ১৭

এই মহাসুরগণ স্বর্ণজালযুক্ত বর্মসমূহে মণিসমূহে (হীরকে) অলঙ্কৃত ছিল। বিচিত্র রথ ও কবচ ইহাদের শোভাবর্ধন করিয়াছিল। ৬

সেই সময় যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবর্ণে চিত্রিত ছিল, যাহা বিশাল ও উচ্চ পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং যাহা নিজের সত্ত্ব ও বলের অনুরূপ ছিল, সেই অনুপম ও সুন্দর রথে উপবিষ্ট হইয়া দৈত্যরাজ অত্যধিক শোভা পাইতে লাগিল। ৭

অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও বলবান্ বিরোচনও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া সেখানে আসিল। তাহার সহিত বিশাল রথসৈন্য ছিল। বিরোচন সর্বপ্রকার অস্ত্রের প্রয়োগে কুশল ছিল এবং তাহার হৃদয় শুদ্ধ ছিল। ৮

কোন্ ব্যূহ কোথায় প্রয়োগ করিতে হইবে, এবিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিষয়েও তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বলির পিতা বিরোচন দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র যেরূপ শ্রেষ্ঠ হয়েন, সেইরূপ অসুরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। ৯

ইহার রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জালে (ঝালরে) সুশোভিত ছিল। ইহার মধ্যে সর্বপ্রকার অস্ত্র সংরক্ষিত ছিল এবং এই রথ এক হাজার দ্রুতগামী অশ্বে যোজিত ছিল। ১০

এই রথের উপর পর্যায়ে (ধারে ধারে—কিনারায় কিনারায়) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জাল সংযোজিত ছিল। গজরাজের চিহ্নযুক্ত ধ্বজে এই রথ শোভিত ছিল এবং মহাকালীন মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বহু পতাকায় ইহা অলঙ্কৃত ছিল। ১১

এই মহাসুরগণের পতি বিরোচন প্রবাল ও স্বর্ণের চিত্রবিচিত্রসমূহে সুশোভিত ও সর্বদিকে মুক্তার মালাসমূহে বিভূষিত রথে আরোহণ পূর্বক মস্তকে কিরীট ধারণ করত যুদ্ধের জন্য গমন করিল। ১২

বিরোচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুম্ভনামক দানব কয়েক সহস্র মণি ও স্বর্ণে বিভূষিত রথসমূহে পরিবৃত ছিল। বলের অভিমানে মত্ত দেবদ্রোহী দৈত্যগণ ইহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছিল। এই সব দৈত্যগণের হস্তে প্রাস, পাশ ও গদাদি অস্ত্রসকল ধৃত ছিল এবং এই সব দানবই যুদ্ধের অভিলাষী ছিল। ইহাদের দ্বারা পরিবৃত কুম্ভ শত্রুদিগকে দমন করিতে সমর্থ ছিল। ১৩-১৪

ইহার আকার পর্বতের সমান বিশাল ছিল, খনি হইতে কাটিয়া আনিয়া রাশিকৃত কজ্জলের সমান ইহার বর্ণ কাল ছিল, ইহার মস্তকে অত্যন্ত তেজস্বী ও কান্তিমান্ বিশাল মুকুট শোভা পাইতেছিল, এই মুকুটে ও সর্বরত্নময় বিচিত্র কবচে আচ্ছাদিত হইয়া কুম্ভ নিজের মহাতেজস্বী রথের দ্বারা রশ্মিকিরণাবলির দ্বারা শোভিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৫-১৬

তালবৃক্ষ চিহ্নযুক্ত স্বর্ণনির্মিত বিশাল ধ্বজের দ্বারা উপলক্ষিত রথের মধ্যে উপবিষ্ট এই দৈত্য মেরুপর্বতের শিখরে বিরাজমান সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১৭

রণপটুরতিবীর্য্যসত্ত্বযুক্তঃ
সুরসমরাভিমুখঃ প্রযাতি তূর্ণম্
অসুরগণসমাবৃতঃ কৃতঘ্ন-
ত্রিদশগণৈরিব বৃত্রনামধেয়ঃ ॥ ১৮
অসিলোমা চ তত্রৈব দানবঃ পর্ব্বতায়ুধঃ
দারুণং বপুরাস্থায় দারুণো দারুণাননঃ ॥ ১৯
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাকায়ো মহাবলঃ
কৃষ্ণবাসা মহাদংষ্ট্রঃ কিরীটী লোহিতাননঃ ॥ ২০
বৃতো দৈত্যসহস্রৌঘৈর্গিরিশিলাধরোদ্যতৈঃ
নানারূপধরৈর্ঘোরৈর্দৈত্যৈস্ত্রিদশশত্রুভিঃ ॥ ২১
তে শূলহস্তা গগনে চরন্ত
ইতস্ততোঽম্বরসমস্তুলাঃ।
খং ছাদয়ন্তস্তপনীয়নিকা
যথোন্নতাঃ প্রাবৃষি কালমেঘাঃ ॥ ২২
দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু রক্তো নাম মহাসুরঃ।
দেবশত্রুর্মহাকায়স্তাম্রাক্ষো নির্নতোদরঃ ॥ ২৩
দীর্ঘজিহ্বো হরিশ্মশ্রুরূর্দ্ধরোমা মহাহনুঃ
নীলাক্ষো লোহিতমুখঃ কিরীটী লোহিতাম্বরঃ ॥ ২৪
আজানুবাহুবিকৃতঃ শ্বেতদংষ্ট্রো বিভীষণঃ।
মহামায়াধরো ভীমো হেমকেয়ূরভূষণঃ ॥ ২৫
মহতা মণিচিত্রেণ কবচেন তু সংবৃতঃ।
হেমমালাধরো রৌপ্যচক্রকেতুরমর্ষণঃ ॥ ২৬
কিঙ্কিণীশতসঙ্ঘুষ্টং তপনীয়বিভূষিতম্।
যুক্তং হয়সহস্রেণ রক্তধ্বজপতাকিনম্ ॥ ২৭
রথানীকেন মহতা যুদ্ধায়াভিমুখো যযৌ
দিব্যং স্যন্দনমাস্থায় দৈত্যানাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৮
তপিতকনকবিন্দুপিঙ্গলাক্ষো
নিশিতনখোঽসুরসৈন্যযূথনেতা।
বিকসিতকমলাভচারুচক্ষুঃ
সিতদশনঃ শুশুভে রথাসনস্থঃ ॥ ২৯

---

যেরূপ বৃত্রাসুর পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া গমন করেন, সেইরূপ যুদ্ধকুশল, অতিশয় বীর্য্য, বল ও বুদ্ধিযুক্ত কৃতঘ্ন অসুরগণে পরিবৃত হইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সত্বর প্রস্থিত হইল। ১৮

সেখানেই অসিলোমানামক দানবও উপস্থিত ছিল, সে পর্ব্বতকেই উৎপাটিত করিয়া অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। এই দারুণস্বভাব দানব দারুণ শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছিল এবং উহার মুখও অতিশয় দারুণ ছিল। ১৯

এই বিশালদেহ মহাবল দানব দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। উহার চক্ষু গাড়ীর চাকার সমান গোলাকার ও বিশাল ছিল। কালবস্ত্রধারী এই দানবের দন্তগুলি বড় বড় ছিল, মস্তকে কিরীট ছিল এবং মুখ রক্তবর্ণ ছিল। ২০

পর্ব্বত ও বৃক্ষ লইয়া যুদ্ধকারী, নানারূপধারী, বলাভিমানী ও দেবদ্রোহী সহস্র দৈত্য উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। ২১

এই সব দৈত্য হস্তে ত্রিশূল লইয়া মেঘশ্রেণীপূর্ণ আকাশে চারিদিকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। উহাদের কণ্ঠে স্বর্ণের পদক প্রকাশিত হইতেছিল; অতএব বর্ষাকালে উদিত (বিদ্যুৎসহ) কৃষ্ণবর্ণের মেঘগুলের ন্যায় উহারা আকাশকে আচ্ছাদিত করিল। ২২

দনায়ুষার পুত্র রক্তনামক মহাসুরও সেখানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ছিল। এই বিশালদেহ দেবদ্রোহী দৈত্যের মুখ তামার ন্যায় লাল ছিল এবং পেট ভিতরের দিকে নত ছিল। ২৩

উহার জিহ্বা অতিশয় লম্বা ছিল, শ্মশ্রু (দাড়ী-গোঁফ) পীতবর্ণ ছিল, মুখ রক্তবর্ণ ছিল, বস্ত্রও রক্তবর্ণ ছিল, মস্তকে কিরীট ছিল, বাহু দুইটি জানু পর্য্যন্ত লম্বা ছিল, দন্তগুলি শ্বেতবর্ণ ছিল এবং আকৃতি ছিল অত্যন্ত ভীষণ। এই ভয়ঙ্কর দানব মহামায়াবী ছিল এবং স্বর্ণের কেয়ূরে ভূষিত ছিল। ২৪-২৫

মণিচিত্রিত বিশাল কবচে আচ্ছাদিত ও অসহিষ্ণু এই ভয়ঙ্কর দৈত্য কণ্ঠে স্বর্ণের মালা ধারণ করিয়াছিল এবং উহার ধ্বজে চক্রের চিহ্ন ছিল। ২৬

উহার রথে যে শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত ছিল, সেই সব হইতে মধুর শব্দ উত্থিত হইতেছিল। এই রথ সুবর্ণে ভূষিত ছিল, রক্তবর্ণের ধ্বজ ও পতাকাসমূহে উহা অলঙ্কৃত ছিল এবং উহাতে এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল। ২৭

দৈত্যগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী রক্ত সেই দিব্য রথে আরোহণ করত বিশাল রথসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য সম্মুখভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৮

উহার নয়ন তপ্ত সুবর্ণের বিন্দুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল। এই রক্ত অসুরসৈন্যদের যুদ্ধের নেতা ছিল। উহার নেত্র প্রফুল্ল পদ্মপত্রের ন্যায় মনোহর ছিল। উহার দন্ত শুভ্র ছিল। রথের

একচক্রস্তু তত্রৈব পূর্ণচন্দ্র ইবোদিতঃ ।
কালচক্রসমো রৌদ্রশ্চক্রায়ুধ ইবোদ্যতঃ ॥ ৩০

সর্বায়সময়ং দিব্যং রথমাস্থায় ভাস্বরম্ ।
বৃতো দৈত্যসৈন্যৈ রৌদ্রৈঃ কালায়সশিলায়ুধৈঃ ॥ ৩১

অষ্টাশীতিসহস্রাণি রথিনাং চিত্রযোধিনাম্ ।
সর্বে কালান্তকপ্রখ্যা রুধিরাক্ষা মহাবলাঃ ।
আয়সৈঃ কাঞ্চনৈশ্চৈব সন্নদ্ধা বরবর্মিণঃ ॥ ৩২

ব্যোমজ্ঞাতবিকম্পা নীলা ইব পয়োধরাঃ ।
সর্বে কালান্তকপ্রখ্যা বীরাঃ সমরদুর্জয়াঃ ॥ ৩৩

সাগরোদরগম্ভীরা নীলবক্ত্রা ছত্রামলাঃ
রেজুর্দৈত্যেশ্বরবরা বেলাতীতা ইবার্ণবাঃ ॥ ৩৪

তে ভীমবাহাঃ সুমহাকায়াঃ
কিরীটিনঃ কাঞ্চনভূষিতাঙ্গাঃ ।
বভুস্তদা বাহুদীপ্তহস্তা
নভঃ সপক্ষা ইব পর্বতেন্দ্রাঃ ॥ ৩৫

সন্দিষ্টো বলিপুত্রেণ বৃত্রভ্রাতা মহাসুরঃ
বধায় সুরসৈন্যস্য সন্নদ্ধোঽতিবীর্যবান্ ॥ ৩৬

হেমমালী মহাদংষ্ট্রঃ স্রগ্বী রুচিরকুণ্ডলঃ
রক্তমাল্যাম্বরধরশ্চণ্ডঃ সমরদুর্জয়ঃ ॥ ৩৭

সুমহাদ্ভুতনয়নঃ স কিরীটী ধনুর্ধরঃ ।
প্রভিন্ন ইব মাতঙ্গঃ শার্দূলসমবিক্রমঃ ॥ ৩৮

মহাতালনিভং চাপং তথা রুচিরসায়কম্
বিস্ফারয়ন্ মহাবেগঃ বজ্রনিষ্পেষনিঃস্বনম্ ॥ ৩৯

রথেন খরযুক্তেন ধ্বজেন ভুজগেন চ
শুশুভে দানবস্তত্র স সন্ধ্যাগত ইবাংশুমান্ ॥ ৪০

---

আসনে বসিয়া এই দিগ্বিজয়ী অসুরের শোভা পাইতে লাগিল । ২৯

একচক্র নামক দৈত্যও সেখানে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উপস্থিত ছিল। সে কালচক্রের সমান ভয়ঙ্কর এবং চক্রধারী শ্রীহরির ন্যায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত ছিল । ৩০

সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত দিব্য ও তেজস্বী রথে আরোহণ করত এই দৈত্য লৌহ এবং শিলাখণ্ডকে অস্ত্ররূপে ধারণ করত বলাভিমানী দৈত্যগণে পরিবৃত ছিল । ৩১

ইহার সহিত বিচিত্র যুদ্ধকারী আটাশী হাজার রথী যোদ্ধা ছিল। ইহারা সকলেই কাল ও অন্তকের সমান প্রভাবশালী এবং মহাবল ছিল। ইহাদের নেত্র লাল ছিল, ইহারা লৌহ ও স্বর্ণনির্মিত কবচসমূহে সুসজ্জিত ছিল এবং দেখিতে সুন্দর ছিল । ৩২

আকাশে স্থিত সেই দৈত্যগণ নীল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ইহারা সকলে কাল ও অন্তকের সমান ভয়ঙ্কর, বীর ও রণদুর্জয় ছিল । ৩৩

ইহারা সমুদ্রের উদরের সমান গম্ভীর ছিল। ইহাদের মধ্যে নীল ছত্র ছিল এবং ইহাদিগকে জয় করা দুঃসাধ্য ছিল। এই শ্রেষ্ঠ অসুরগণ যুদ্ধের জন্য গমন করিবার সময় তীর তটভূমি বা সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমনকারী সমুদ্রসকলের তুল্য ভীষণ গর্জন করিতেছিল । ৩৪

ইহাদের কায়া ভয়ঙ্কর ছিল ও দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল। ইহাদের মস্তকে কিরীট ছিল এবং সর্বাঙ্গ স্বর্ণের নানা আভরণে ভূষিত ছিল। ইহাদের হস্ত নিজ নিজ অস্ত্রসমূহে যেন প্রদীপ্ত ছিল। এই সব দৈত্যগণ তখন পক্ষধারী পর্বতশ্রেষ্ঠসকলের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইতে লাগিল । ৩৫

বলিপুত্র বাণাসুর বৃত্রাসুরের এক ভ্রাতা মহাসুরকে এই সংবাদ জানাইল যে, তুমি দেবসৈন্যকে বধ করিবার জন্য কবচ ধারণ কর। এই সংবাদ পাইয়া সেই পরাক্রমশালী দৈত্য স্বর্ণের মালা, পুষ্পের মালা ও রত্নের কুণ্ডলে বিভূষিত হইল। ইহার দন্ত বড় বড় ছিল, সে রক্তবর্ণ পুষ্পের মালা এবং রক্তবর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। সে স্বভাবে ক্রোধী ছিল ও যুদ্ধে দুর্জয় ছিল (ইহার নাম সম্ভবতঃ বীর বা বিজয় ছিল) । ৩৬-৩৭

ইহার নেত্র অতিশয় বড় ও গোলাকার ছিল। সে মস্তকে মুকুট ও হস্তে ধনুর্ধারণ করিয়াছিল এবং দেখিতে মদস্রাবী মদমত্ত হস্তীর তুল্য ছিল ও তাহার পরাক্রম সিংহের সমান ছিল । ৩৮

সে অতিশয় লম্বা তালবৃক্ষের ন্যায় বিশাল ছিল এবং মহাবেগশালী সুন্দর বাণযুক্ত ধনুকে বারংবার বিস্ফারিত করিতেছিল। ইহাতে তাহার ধনু হইতে যে টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, তাহার বজ্রের শব্দ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল । ৩৯

ইহার রথে গাধা যোজিত ছিল এবং সেই রথের উপর সর্প চিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতেছিল। এই রথে বসিয়া সেই দানব সন্ধ্যা কালের সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । ৪০

রথৈশ্চ বহুসাহস্রৈর্হেমপট্টবিভূষিতৈঃ।
স দৈত্যোঽভ্যতিচক্রাম তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে ॥ ৪১

পবনসমগতিবিশালবক্ষা
বিকসিতপঙ্কজচারুগর্ভগৌরঃ।
প্রবররথগতো বভৌ স তূর্ণং
ত্রিদশগণৈরভিলক্ষিতপ্রভাবঃ ॥ ৪২

সিংহিকাতনয়শ্চৈব রাহুর্নাম মহাসুরঃ।
বিকটঃ পর্বতাকারঃ শতশীর্ষা শতোদরঃ ॥ ৪৩

পীতমাল্যাম্বরধরো কাঞ্চনৈর্বিভূষিতঃ
স্নিগ্ধবৈদূর্যসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ ॥ ৪৪

সর্বকাঞ্চনসংযুক্তঃ মণিজালপরিষ্কৃতম্
পতাকাশতসঙ্কীর্ণং যুক্তং পন্নগবাজিভিঃ ॥ ৪৫

আরুরোহ রথং দিব্যং দৈত্যঃ পরমবীর্যবান্
ননাদ চ মহানাদং কম্পয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ৪৬

সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর সেই দৈত্যরাজ স্বর্ণপট্টে বিভূষিত এবং শূল ও মুদ্গরে যুক্ত কয়েক সহস্র রথের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সব রথ তখন অপূর্ব মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৪১

বায়ুর সদৃশ তাহার গতি ছিল, বক্ষঃস্থল বিশাল ছিল এবং প্রফুল্ল কমলের মনোহর অভ্যন্তরের সমান তাহার গৌর কান্তি ছিল, দৈত্যরাজ সেই শ্রেষ্ঠ রথে বসিয়া সত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। দেবগণ ইহার প্রভাব অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪২

সিংহিকার পুত্র রাহুনামক মহাসুরও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইল। ইহার আকৃতি ছিল বিকট, আকারে পর্বততুল্য বিশাল, ইহার মস্তক ছিল শত ও উদরও ছিল শতসংখ্যক। ৪৩

এই মহাসুর পীতবর্ণের পুষ্পমালা ও পীতবর্ণের বস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং কাঞ্চনময় বর্ণের আভরণে বিভূষিত ছিল। স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণির সদৃশ তাহার শ্যামকান্তি ছিল ও কমলদলতুল্য সুন্দর নেত্র ছিল। ৪৪

ইহার রথ পূর্ণতঃ সুবর্ণে যুক্ত ছিল। মণিময় জালে (ঝালরে) ইহা সজ্জিত ছিল। ইহা শত পতাকায় ব্যাপ্ত ছিল এবং উত্তম অশ্বগণ ইহাতে যোজিত ছিল। ৪৫

সেই পরম পরাক্রমশালী দৈত্য এই দিব্য রথে আরোহণ করিল এবং পৃথিবীতলকে কম্পিত করিতে করিতে অতিশয় গর্জন করিতে লাগিল। ৪৬

ময়েন বিহিতো দিব্যশ্চ কেতুহির্ময়ঃ।
ময়ূরপক্ষসঙ্কাশং কবচং চায়সং মহৎ ॥ ৪৭

ভীমবেগবরৈশ্চাশ্বৈ রথৈর্দিব্যৈঃ সুভাস্বরৈঃ।
নানাপ্রহরণাকীর্ণৈঃ সেব্যমানো মহাবলঃ ॥ ৪৮

অসুরগণপতির্মহেন্দ্রগামী
অভিরভসপতির্মহাসুরাণাম্।
অরিগণমথিতো বিভুঃ প্রয়াতো
গিরিবরমস্তমিবাংশুমান্ সুদীপ্তঃ ॥ ৪৯

বিপ্রচিত্তিস্তু তত্রৈব দানবাংশবিবর্ধনঃ
কম্বুপক্ষাসুতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মণস্তেজসা সমঃ ॥ ৫০

যষ্টা ক্রতুসহস্রাণাং বেদবিদ্যাপরাহিতঃ
অবধ্যো মহতাং দেবানবধ্যশ্চ মহাসুরঃ
ঈশিত্বং মহত্বং বশিত্বং মহাত্মনঃ ॥ ৫১

ঐশ্বর্যগুণসম্পন্নো ব্রহ্মেব সমুপস্থিতঃ
সার্ধং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সন্নদ্ধশ্চ মহাবলঃ ॥ ৫২

ময়াসুর তাহার জন্য দিব্য সুবর্ণময় ধ্বজ নির্মাণ করিয়াছিল এবং ময়ূরপক্ষসদৃশ বিচিত্র ও বিশাল লৌহময় এক কবচও নির্মাণ করিয়াছিল। ৪৭

এই মহাবল দানবের সেবার জন্য ভীষণ বেগ ও শক্তিযুক্ত অশ্ব বহু দিব্য এবং তেজস্বী রথও উপস্থিত ছিল, যে সব রথ নানা-প্রকার অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল। ৪৮

অসুরগণের পতি রাহু দেবরাজের ন্যায় বীর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ গতিতে গমন করিত। সেই মহাসুরগণের পতি অতিশয় তেজস্বী ছিল। এই প্রভাবশালী বীর শত্রুগণের দিকে সেইভাবে যাইত, যেরূপ অত্যন্ত দীপ্তিমান্ সূর্য অস্তাচলের সমীপে গমন করেন। ৪৯

দানববংশের বৃদ্ধিকারী বিপ্রচিত্তিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কান্তিমান্ দানব মাতা কম্বুপক্ষার পুত্র ও ব্রহ্মার সদৃশ তেজস্বী ছিল। ৫০

এই দানব সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, বেদজ্ঞ ও তপস্বী ছিল। ব্রহ্মা ইহাকে বরদান করিয়াছিলেন এবং এই দানব স্বয়ং অন্যকে বরদান করিতে সমর্থ ছিল। এই মহাতেজস্বী বিপ্রচিত্তির ঈশিত্ব, মহত্ব (মহিমা) ও বশিত্বাদি সিদ্ধিসমূহের উপলব্ধি হইয়াছিল। ৫১

এই দানব স্বয়ং ব্রহ্মার তুল্য ঐশ্বর্যগুণসম্পন্ন ও তেজস্বী ছিল। এই মহাবল দানব নিজের পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত কবচধারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৫২

সর্ব্বে মায়াধরাঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা রণদুর্জ্জয়াঃ
সর্ব্বে কমলবর্ণাভা হেমকূটোচ্ছ্রয়োচ্ছ্রয়াঃ ॥ ৫৩
সর্ব্বে রজতসঙ্কাশাঃ কৈলাসশিখরোপমাঃ
যত্নেন নির্ম্মিতাস্তেষাং সর্ব্বে মায়াময়া রথাঃ ॥৫৪
বিচরন্তো বভাসন্তে শারদা ইব তোয়দাঃ ।
সর্ব্বে হংসধ্বজাঃ শ্বেতা শ্বেতদণ্ডসমুচ্ছ্রয়াঃ ॥ ৫৫
শ্বেতাম্বরধরা দৈত্যাঃ শ্বেতমাল্যবিভূষিতাঃ
শ্বেতাতপত্রাঃ সর্ব্বে তে শ্বেতকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৫৬
মুক্তাহারবৃতোরস্কা ভান্তি নাকেশ্বরা ইব
মহাভ্রঘননিভাকারাঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণাঃ ॥৫৭
রক্তচিত্রাম্বরধরাশ্চিত্রাভরণভূষিতাঃ
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম রথমাস্থায় বীর্য্যবান্
কৈলাসশিখরাকারমষ্টনল্বায়তাস্তৃতম্ ॥ ৫৮

ইহারা সকলে মায়াবী, শৌর্য্যশালী বীর, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে দুর্জ্জয় ছিল। ইহাদের সকলের কান্তি কমলের ন্যায় মনোহর ছিল এবং ইহারা হেমকূট পর্ব্বতের শিখরের সমান উচ্চ ছিল ॥ ৫৩

ইহারা সকলেই রজতপুঞ্জ ও বেতকুসুমের ন্যায় রজততুল্য শ্বেতবর্ণ ছিল এবং কৈলাসপর্ব্বতের শিখরের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। যত্নসহকারে ইহাদের সকলের জন্য মায়াময় রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিল ॥ ৫৪

ইহাদের সকলের রথের উপর হংসচিহ্নিত শ্বেত ধ্বজ উড়িতেছিল এবং এই উন্নত শ্বেত দণ্ডের জন্য ইহাদের রথের উচ্চতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সব রথ শরৎকালীন শ্বেত মেঘের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৫

এই দৈত্যগণ শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং শ্বেত পুষ্পের মাল্যে বিভূষিত ছিল। ইহাদের সকলের ছত্র শ্বেতবর্ণ ছিল ও ইহাদের কর্ণে শ্বেতকুণ্ডল শোভিত ছিল ॥ ৫৬

ইহাদের বক্ষঃস্থল মুক্তার হারে অলঙ্কৃত ছিল। ইহারা যেন স্বর্গলোকের অধীশ্বর ছিল। ইহাদের আকার মহামেঘের ন্যায় তেজস্বী ছিল এবং শত্রুগণের লোমহর্ষণকারী ছিল ॥ ৫৭

ইহাদের মধ্যে বহু দানব আবার রক্তবর্ণের বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল ও বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল। পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তি 'ত্রৈলোক্যবিজয়' নামক রথে বসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথের আকার কৈলাসশিখরসদৃশ উচ্চ ও

যুক্তং বাজিসহস্রেণ সিতেন সিতবর্চ্চসা
পতাকাশতসংছন্নং নানাপুষ্পবিকল্পিতম্ ॥ ৫৯
হিমাংশুকুন্দপ্রতিমং বিশালং
সিতাতপত্রং বহুকেতনস্য ।
বিভাতি তস্যোপরি দানবানাং
শ্বেতাভ্রমূর্দ্ধোপগতঃ শশাঙ্কঃ ॥ ৬০
কেশী দানবমুখ্যস্তু ভিন্নাঞ্জনদর্শনঃ ।
নীলমেঘসমপ্রখ্যঃ কালঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৬১
মহাভ্রঘননিভাকারঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণঃ ।
চিত্রমাল্যাম্বরধরো রক্তভূষণভূষিতঃ ॥ ৬২
শতাক্ষঃ শতবাহুশ্চ হরিশ্মশ্রুর্মহাবলঃ
শঙ্কুকর্ণো মহানাদো বপুষা ঘোরদর্শনঃ ॥ ৬৩
যুক্তং মণিময়ৈশ্চিত্রৈর্বাজিভিঃ কোটিমুক্তবনম্
মহারথিরথং কামগমং তস্য সমুদ্যতম্ ॥ ৬৪

বিশাল ছিল। ইহার অষ্টশত নল্ব পরিমিত হাত লম্বা ছিল ॥ ৫৮

এই রথে শ্বেতকান্তিযুক্ত এক হাজার শ্বেত অশ্ব যোজিত ছিল। ইহা শত শত পতাকায় আচ্ছাদিত এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রকার পুষ্প দ্বারা খচিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ॥ ৫৯

এই দানবগণের বিপ্রচিত্তির উপর চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বিশাল শ্বেতছত্র শ্বেতমেঘের শিখরের উপর উদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৬০

দানবপ্রধান কেশী অত্যন্ত কুটিল ছিল। তাহার বর্ণ অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছিল। ইহার কান্তি মেঘদলের ন্যায় নীলবর্ণ ছিল। এই দানব পুরুষাকারে কাল ছিল ॥ ৬১

ইহার আকৃতি মহামেঘের ন্যায় বিশাল ছিল এবং শত্রুগণের লোমহর্ষণকারী ছিল। সে বিচিত্র মালা ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং রক্তবর্ণের আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ৬২

ইহার শত চক্ষু, শত বাহু, (শঙ্কুর ন্যায় মুখ), কাল বা নীলবর্ণ শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁফ), শঙ্কুর (খুঁটার) ন্যায় কর্ণ ও শরীর দেখিতে ভয়ঙ্কর ছিল। এই মহাবল দানব উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতেছিল ॥ ৬৩

ইহার উত্তম রথের আকার মহামেঘের ন্যায় ছিল। ইহাতে কোটি ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার ধ্বনিতে মুখরিত ছিল এবং এই দিব্য রথে অশ্ব যোজিত ছিল। কেশী এই রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল ॥ ৬৪

ধ্বজেনোচ্ছ্রিত মহতা নীলকেসরবর্চসা।
নানারাগবিচিত্রাভিঃ পতাকাভির্বিভূষিতম্ ॥ ৬৫
বিপক্ষাশংসমেতানি রথানামুগ্রবর্চসাম্।
যযুস্তান্যসুরেন্দ্রস্য প্রযাতস্য সুরান্ প্রতি ॥ ৬৬
তানি তিগ্মাংশুনিভাঃ প্রেতস্য মহামুখাঃ
দংষ্ট্রার্ধচন্দ্রবদনা সবলাকা ইবাম্বুদাঃ ॥ ৬৭
তস্য বৈদূর্যসুবর্ণচিত্রং
বিদ্যুৎপ্রভং ভাস্করদীপ্তিতুল্যম্
কিরীটমাভাভাসুরোত্তমম্
দদাহ দিশো বিবরং হ্যচক্রঃ ॥ ৬৮
রথপর্বতাসুরকেশী শ্রীমান্ পুরন্দরঃ
আরুরোহ রথং দিব্যং মেরুশৃঙ্গমিবাংশুমান্ ॥ ৬৯
প্রবলচামরচিহ্নধ্বজ
রথবর্য কিঙ্কিণীজাল দ্বিপাইম্
বলয়ঃ রাজতহেমকুণ্ডল
গতিভিশ্চক্রদ্বারচিত্রিতাঙ্গঃ ॥ ৭০

কেয়ূরমুক্তাজালবদ্ধবাহঃ
সহস্রধারেণ চ চর্মণা সঃ
সাংগ্রামিকৈরায়ুধবৈশ্চ চিত্রৈ-
র্যথাঙ্কপূর্ণা প্রতিমা বভূব ॥ ৭১
মহাবলো বজ্রবলানুলিপ্তো
মনোরমঃ কিংশুকলোহিতাক্ষঃ।
প্রগৃহ্য চামীকরচারুচিত্রং
চাপং স্থিতো রত্নবিশালনেত্রঃ ॥ ৭২
মহাসুরেন্দ্রস্য মহাসুরেন্দ্রো
বলিশ্চ মা সুন্দরমাকরোত ।
বৈদূর্যহেমোপচিতং বিমানং
বিদ্যুৎপ্রভং সোড়শনল্বমাত্রম্ ॥ ৭৩
মুক্তাঃ সহস্রেণ সিতৈঃ সুতারাঃ
গবাক্ষজালৈঃ বিকৃতাক্ষকীর্ণম্
চামীকরোদারসুপুষ্পচিত্রং
প্রবর্ষিতাঃ প্রাপুরিমে চ তুষ্টাঃ ॥ ৭৪

এই রথ নীল কেশরসদৃশ কান্তিমান্ ও উচ্চচিহ্নিত বিশাল ধ্বজে এবং নানারঙে বেশিতে বিচিত্র পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ৬৫

দেবগণের দিকে অগ্রসর হইলে ঐ অসুরেন্দ্রের কেশীর সহিত সহস্র হাজার ভয়ঙ্কর তেজস্বী রথী যোদ্ধারাও যাইতে লাগিল। ৬৬

যুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় যেমন অন্ধকার করাল কালিমাযুক্ত অন্ধকার সদৃশ কাল ও মেঘসমূহের মত অর্ধচন্দ্রাকারে প্রতীত এই সব মহাকায় দানবগণের মুখ বকপংক্তিযুক্ত মেঘগুলের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৬৭

অসুরশ্রেষ্ঠ কেশীর কিরীট বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণের সংযোগে বিচিত্র শোভা পাইতেছিল, বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং সূর্যের কিরণসমূহের সদৃশ দেদীপ্যমান হইতেছিল। ইহার দ্বারা কেশীর মস্তক দাবানলে প্রদীপ্ত পর্বতশিখরতুল্য প্রতীত হইতে লাগিল। ৬৮

দেবসৈন্যবিনাশকারী তেজস্বী অসুর রথপর্বত শিখরের দিব্য রথে সেইভাবে আরোহণ করিল, যেরূপ অংশুমালী সূর্যদেব মেরুপর্বতের শিখরে আরোহণ করেন। ৬৯

ইহার বিশাল রথের কুবর (চক্রের সহিত সংযোজককাষ্ঠ: রথের কাষ্ঠবিশেষ) মুক্তা এবং সুবর্ণ সংযুক্ত থাকায় বিচিত্র শোভা পাইতেছিল। এই বহুমূল্য রথ তার মত করিতে সক্ষম ছিল। ইহার চক্রের নেমিভাগ (কিনারা) রজতে সংযুক্ত (মোড়া) ছিল। এই রথ উচ্চতাপূর্ণ সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহা সূর্যের কিরণ, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। রথপর্বত নিজ বাহুতে কেয়ূরযুক্ত অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিল। সে সমস্ত তারকাচিহ্নযুক্ত ঢাল এবং যুদ্ধোপযোগী বিচিত্র আয়ুধসমূহে বিভূষিত হইয়া মধ্যাহ্নকালের সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল। ৭০-৭১

এই মহাবল দৈত্য নিজের দুই হাতে বজ্রসদৃশ বলম ধারণ করিয়াছিল এবং নিজ বলে যেন উদ্ধত ছিল। ইহার চক্ষু পলাশপুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ ছিল। সুবর্ণমণ্ডিত থাকায় মনোহর ও চিত্র ধনু ধারণ করিয়া শোভাকার এবং বিশাল নেত্রসম্পন্ন এই দৈত্য অবস্থান করিতে লাগিল। ৭২

অনন্তর মহাসুরগণে পরিবৃত হইয়া মহাসুররাজ বলি রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার এই বিশাল রথ বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণে মণ্ডিত ছিল, বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং ইহা সর্বত্র ষোলটি হাত ছিল। ৭৩

এই রথে শুভ্রবর্ণা সুনিমিষ্ট ও বিকটাকৃতি এক হাজার দৈত্য যোজিত ছিল। ইহাদের সকলের বক্ষঃস্থল সুবর্ণে বিভূষিত ছিল এবং ইহারা বর্ষাকালের মেঘের সদৃশ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ৭৪

মহারথং মেঘরথপ্রকাশং
সহস্রমাত্রেণ ময়েন সৃষ্টম্
ঈহামৃগাক্রীড়িতভক্তিচিত্রং
দিব্যং রথং দিব্যরথাশ্বযুক্তম্ ॥ ৭৫
সকিঙ্কিণীকং বিমলং সুবিস্তৃতং
হিরণ্ময়ৈঃ পদ্মশতৈরলঙ্কৃতম্ ।
অভ্যাদদে বৈজয়ন্তীং তথাস্য
স্রজং বলির্হেমবিচিত্রপুষ্পাম্ ॥ ৭৬
আবধ্য মালাং প্রভয়া বিচিত্রাং
বলিস্তদা ভাতি তুরঙ্গবিশালৈঃ
রথাশ্চ তৈঃ সর্বসমৃদ্ধিযুক্তৈ-
র্যথাচ্ছিন্না সূর্য্য ইবাম্বরস্থঃ ॥ ৭৭
স্রজং তদা বধ্নাতি চাস্য দুর্গা
সর্বাসুরাণামিব হারভূতাম্
বৈরোচনিঃ সর্বশ্রিয়াভিজুষ্টো
বিভ্রাজতেঽহংসো শশীব চন্দ্রঃ ॥ ৭৮
মেরোস্তটে বা জ্বলনপ্রকাশে
স্থাপিতাম্বরবৃকনিবোত্তমানম্
প্রাসাশ্চ পাশাশ্চ ত্রিশূলবজ্রা
বর্মাণি খড়্গাশ্চ পরশ্বধাশ্চ ॥ ৭৯
ধনূংষি বজ্রায়ুধসপ্রভাণি
দিব্যা গদা বজ্রমুখাশ্চ শক্ত্যঃ ।
দিব্যাশ্চ খড়্গা বিশিখাশ্চ দীপ্তা
নানাচপূর্ণা বিবিধাশ্চ তূণাঃ ॥ ৮০
যুক্তা রথে দৈত্যবরস্য তস্য
চক্রাশ্রিরে প্রজ্বলিতা যথাগ্নাঃ
তং চামরাপীড়ধরাঃ সুবস্ত্রাঃ
সুবর্ণমুক্তামণিহেমচিত্রাঃ ॥ ৮১
বীজন্তি বালব্যজনৈর্বিনীতা
মহাসুরাঃ স্যন্দনবেদিকাস্থাঃ ।
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা হয়াস্যঃ
শিবির্মতঙ্গো বিশিরাঃ শতাক্ষঃ ॥ ৮২
অয়ো নিকুম্ভঃ কুম্ভশ্চ দানবো
ররক্ষিরে তে রথ দানবাধিপম্ ।
পুরস্তথান্যে সহস্রশোঽসুরাঃ
পদাতয়ো বজ্রধরাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৮৩

এই মহারথ মেঘরথের (বিমানের) ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। সহস্রমাত্রবিৎ ময়াসুর এই দিব্য রথ নির্মাণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যভাগে ক্রীড়ামৃগ ও ক্রীড়াবৃক্ষের মধ্যে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত ছিল, তাহাতে এই দিব্য রথের অভিনব শোভা হইতেছিল। এই রথের পশ্চাতে পশ্চাতে বহু অশ্ব দিব্য রথও যাইতেছিল ॥ ৭৫

এই মহারথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত ছিল। এই নির্মল ও সুবিস্তৃত রথ সুবর্ণময় কমলে অলঙ্কৃত ছিল। তাহাতে আরোহণ করিয়া বলি বিজয়ের জন্য বৈজয়ন্তীমালা গ্রহণ করিলেন, যে মাল্যে স্বর্ণময় পুষ্প গ্রথিত ছিল ॥ ৭৬

সেই সময় রাজা বলি দিব্য প্রভাযুক্ত মালা ধারণ করত সর্বসমৃদ্ধিযুক্ত বিজয়ের বিশাল বাহনের দ্বারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে স্থিত সূর্যদেব নীজ মহাপ্রভায় অত্যন্ত উদ্ভাসিত হইতে থাকেন ॥ ৭৭

সেই সময় সাক্ষাৎ দুর্গাদেবী সমস্ত অসুরগণের পক্ষে হারস্বরূপ এই পুষ্পমালা বলির কণ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই হার ধারণ করত সর্বপ্রকার শোভাসম্পদসেবিত বিরোচনপুত্র বলি শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৮

অথবা অগ্নিসদৃশ প্রকাশমান মেরুপর্বতের তটভাগে সূর্য-সংযুক্ত মেঘমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভাই এই সময় রাজা বলির হইয়াছিল। এই দৈত্যবর বলির রথে বহু প্রাস, সুবর্ণখচিত পাশ, কবচ, খড়্গ, পরশু, বজ্রতুল্য প্রকাশিত ধনু, দিব্য গদা, বজ্রমুখী শক্তি, দিব্য খড়্গ, প্রজ্বলিত বাণ এবং বাণে পরিপূর্ণ নানাপ্রকার তূণীর রাখা ছিল, এই সব অস্ত্র প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৭৯-৮০॥

হস্তে চামর ও মস্তকে পাগড়ী ধারণ করত স্বর্ণ, মুক্তা মণি ও হেমনির্মিত বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত, সুন্দর বস্ত্রযুক্ত এবং বিনয়শীল মহাসুরগণ সেই রথের বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বালব্যজনের (চামরের) দ্বারা রাজা বলিকে বাতাস করিতে লাগিল ॥ ৮১॥

অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, হয়াস্য, শিবি, মতঙ্গ, বিশিরা, শতাক্ষ, অয়ঃ, নিকুম্ভ ও কুম্ভ—এই সব দানবগণ দানবরাজ বলিকে রক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৮২॥

দানবরাজ বলির রক্ষাকার্যে নিযুক্ত হাজার হাজার পদাতিক অসুর তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইহারা সকলে

শতঘ্নিচক্রাশনিশক্তিপাশৈঃ
প্রকল্প্য রত্নেষ্বনিলতুল্যবেগিনঃ
ঘণ্টাঃ সুবর্ণাঃ কণনীয়রম্যা
আড়ম্বরা গর্গরডিণ্ডিমাশ্চ ॥ ৮৩

মহারথা দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ
রথপ্রয়াণে দিতিজেশ্বরস্য
অশোভিতঃ কাঞ্চনবেদিকাঢ্যো
বিরাজিতো দিব্যমহাপতাকঃ ॥ ৮৪

মহাধ্বজো বৈ তপনীয়দণ্ডো
নরাক্ত বীরস্য যথা বিবস্বান্
সমুচ্ছ্রিতঃ কাঞ্চনমাল্যপত্রৈঃ
প্রভাকরো বহ্নিরিব চাস্য ভাতি ॥ ৮৬

সমন্ততশ্চাপ্যসুরাশ্চরন্তি
দৈত্যার্থিতঃ প্রাঞ্জলয়ো জয়ন্তি
পুরোহিতাঃ শত্রুবধে সমাহিতা
ভবেদ চাপে ক্রতুশীলদক্ষাঃ ॥ ৮৭

ভূপেন্দ্র মন্ত্রৈশ্চ তপোধরিষ্টৈ-
র্হুতাগ্নয়ঃ স্বস্ত্যয়নং প্রচক্রুঃ ।
স তত্র বস্ত্রাণি শুভাশ্চ গাবঃ
ফলানি পুষ্পাণি চ হৈম নিষ্কান্ ॥ ৮৮

বলির্বিজেতা প্রযযৌ প্রযচ্ছন্
বিরাজতেঽতীব যথা ধনেশঃ
সহস্রসূর্যো বহুকিঙ্কিণীকঃ
পতাকাজাম্বুনদহেমচিত্রঃ ॥ ৮৯

সংবাহচক্রামৃতভারকণ্ঠ
রথো রসেন্দ্রৈরিব ভাতি ।
তমাস্থিতো দানবসংগৃহীত
মহাবলঃ কার্মুকধৃক্ সবাণঃ ॥ ৯০

উদগ্রবিদ্যুৎপ্রিয়মেঘসেনা-
মধ্যস্থিতো রৌদ্রঃ স বিভাতি রূপম্ ।
স বেগবান্ বীররথোঘযুক্তঃ
প্রযাতি দেবান্ প্রতি দৈত্যনাথঃ ॥ ৯১

---

শতঘ্নী, চক্র, অশনি ও শক্তি প্রভৃতি লইয়া বায়ুতুল্য বেগে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল ।৮২।

দৈত্যরাজ বলির রথ যখন প্রস্তুত হইল, সেই সময় সুবর্ণজড়িত ঘণ্টাসকল মধুর শব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভেরী, পণব (প্রাচীনকালের বাদ্যবিশেষ), ডিণ্ডিম ও মহানককারী দুন্দুভি সকলেরও সুমধুর ধ্বনি হইতে লাগিল ।৮৩।

বীর রাজা বলির সুবর্ণখচিত ও দিব্যরত্ন স্বর্ণেরই নির্মিত বিমান তুল্য উপরে উত্থিত ছিল, উহার দিব্য পতাকা অতিশয় বৃহৎ ও সুবর্ণময় শোভাতে সংযুক্ত ছিল। এই বিমান তুল্য সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়েছিল ।৮৫।

রাজা বলির উপর স্বর্ণের উচ্চ দণ্ড বিস্তৃত ছিল এবং তাহার বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময়ী মালা শোভা পাইতেছিল। উহার চারিদিকে বহু অসুর বিচরণ করিতেছিল এবং দৈত্য ও দানব (অথবা দৈত্যসেনাপতি দানব) কৃতাঞ্জলি হইয়া উহার স্তবগান করিতেছিল ।৮৬।

রাজা বলির পুরোহিত এবং বেদ ও নীতিতে পরিপক্কবুদ্ধি অন্য ব্রাহ্মণগণ রাজার শত্রুদিগের বধের উদ্দেশে একত্রিত হইয়া মন্ত্রজপ, বেদপাঠ এবং অথর্বমন্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা এই মহান দৈত্যরাজের জয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।৮৭।

রাজা বলি নিজের মনকে সংযত রাখিয়া সেখানে ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, সুন্দর গো, ফল-পুষ্প ও পদক প্রচুর পরিমাণে দান করিতে করিতে ধনাধ্যক্ষ কুবেরের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ।৮৮।

বলির রথ সহস্র সূর্যের চিত্রে শোভিত ছিল, উহাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ঝুলান ছিল, বহুমূল্য জাম্বুনদ নামক স্বর্ণ ও অন্যান্য স্বর্ণখচিত ছিল—উহাতে তাহার বিচিত্র শোভা হইতেছিল। সহস্র চক্র ও শত হাজার তারকাখচিত বলির এই রথ অগ্নির সদৃশ উদ্ভাসিত হইয়েছিল ।৮৯।

এই রথের রশ্মি এক দানব গ্রহণ করিয়াছিল। মহাবল বলি এই রথে আরোহণ করত ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল, যদি একাকীই দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যদিগকে সংহার করিবেন ।৯০।

বীর রথী যোদ্ধাগণের প্রবাহে ব্যাপ্ত এই বেগশালী দৈত্যনাথ দেবগণের দিকে সেইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল, যেরূপ প্রলয়কালে জলের প্রবাহ ও উত্তাল তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত মহাসাগর সমস্ত ত্রিভুবনকে নিমজ্জিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে ।৯১।

মহার্ণবো বীচিতরঙ্গসঙ্কুলো
যথা জলৌঘৈর্গগনং করে তথা
ত্রৈলোক্যবিত্রাসকরৈর্বপুর্ভি-
স্তান্তপ্রাপ্তো বালি বলে রথস্থঃ ॥ ১২

মহাবলাস্তাড়িতকার্ত্তকালি
সপর্বতানীব বনানি রাজন্ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বলেরুদ্যোগো নামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

রাজন্! বলির রথের আগে আগে তাঁহার প্রধান দৈত্যগণ বপু উত্তোলন করত ত্রিলোকের ত্রাসক শরীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। উহারা সেই সময় পর্ব্বতময় বনসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ১২-১৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে বলির যুদ্ধোদ্যোগবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্রাদিদেবানাং লোকপালানাঞ্চ যুদ্ধায়োদ্যোজনম্, প্রস্থানঞ্চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
শ্রুতস্তে দৈত্যসৈন্যস্য বিস্তরো জনমেজয়
ভূয়স্ত্রিদশসৈন্যস্য শৃণু বিস্তরমাদিতঃ ॥ ১
সুরাধিপস্তু ভগবানাজ্ঞাপয়ত বৈ সুরান্
মরুদ্গণাংস্তথাদিত্যান্ বিশ্বান্ দেবাংশ্চ বাসবঃ ॥ ২
বসূনষ্টৌ তুগণং সর্ব্বান্ যক্ষরক্ষোমহোরগান্ ।
বিদ্যাধরগণান্ সর্ব্বান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চ মহাবলান্ ॥ ৩
মহার্ণবাংশ্চ শৈলাংশ্চ তথা কল্পদ্রুমোত্তমঃ ।
যম-বৈশ্রবণৌ চোভৌ বরুণঞ্চ জলাধিপম্ ॥ ৪
যে তু সিদ্ধা মহাত্মানঃ পিতরশ্চ মনস্বিনঃ
রাজর্ষয়শ্চ শতশো যোগসিদ্ধাস্তথৈব চ ॥ ৫
ত্রিদশানাজ্ঞাপকঃ শক্র আজ্ঞাপয়তি বীর্য্যবান্
ভবতো দৈত্যনাশায় সন্নহ্যধ্বমিতি প্রভুঃ ॥ ৬
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা ততঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ।
সন্নদ্ধাস্তু মহাত্মানঃ শক্রস্য সমবিক্রমাঃ ॥ ৭
নানাকবচিনঃ সর্ব্বে বিচিত্রকবচধ্বজাঃ ।
নানাযুদ্ধোদ্যতকরা মত্তা ইব মহাগজাঃ ॥ ৮
কেচিদারুরুহুর্ব্যাঘ্রান্ কেচিদারুরুহুর্গজান্ ।
কেচিদারুরুহুর্নাগান্ কেচিদারুরুহুর্হয়ান্ ॥ ৯
হরিনেত্রো হরিশ্মশ্রুর্হরিভির্হরিবাহনঃ ।
রথো হরিভির্যুক্তঃ স প্রায়াৎ সংযুগং প্রতি ॥ ১০

### দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ ইন্দ্রাদি দেবগণের ও লোকপালগণের যুদ্ধের জন্য আয়োজন ও প্রস্থান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তুমি দৈত্যসৈন্যের সবিস্তরে বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব পুনরায় দেবসৈন্যের বিস্তার আদি হইতে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১

দেবগণের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্র সমস্ত দেবতা, মরুদ্গণ, আদিত্য, বিশ্বদেব, অষ্টবসু, যক্ষ, রাক্ষস, মহানাগ এবং সমস্ত বিদ্যাধরগণ, মহাবল গন্ধর্ব্বগণ, মহাসাগর, পর্ব্বত, মহাতেজস্বী যম, বরুণ, কুবের এবং রাজা বরুণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞাদান করিলেন। ২-৫

তাঁহার আদেশের ঘোষণা এইরূপ ছিল—যাঁহারা সিদ্ধ মহাত্মা মনস্বী পিতৃগণ, রাজর্ষিগণ, শত শত যোগসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, এই সকলকে সর্ব্বসমর্থ, দেবনায়ক, পরাক্রমশালী ইন্দ্র আজ্ঞা করিতেছেন যে, আপনারা সকলে দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য কবচবন্ধন করত প্রস্তুত হউন। ৫-৬

দেবগণ ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারই তুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত মহাত্মা সর্ব্বাঙ্গে কবচ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ৭

তাঁহারা সকলে নানাপ্রকার কবচ ধারণ করিলেন। ইঁহাদের কবচ ও ধ্বজ বিচিত্র ছিল। ইঁহারা নিজ নিজ হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মত্ত গজরাজের ন্যায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন। ৮

ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্যাঘ্রের উপর আরোহণ করিলেন, অনেকে হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন, কেহ কেহ নাগের উপর আরোহণ করিলেন ও কাঁহারা আবার অশ্বসকলের উপর আরোহণ করিলেন। ৯

ইন্দ্রের নয়ন পিঙ্গলের নয়নসদৃশ পীতাভাব ছিল, তাঁহার শ্মশ্রু (দাড়ি) নীলাভ ছিল, ইঁহার ধ্বজ ঐরাবত হস্তীর চিহ্নে চিহ্নিত, ইঁহার রথে হরিতবর্ণের অশ্বগণ যোজিত আছে। তিনি এরূপ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের দিকে প্রস্থিত হইলেন। ১০

আদিত্যবর্ণঃ বিরজঃ সুধৌতঃ
ত্বষ্ট্রা স্বয়ং নির্মিতমীশ্বরার্থম্
জাতৈশ্চ জাম্বূনদভক্তিচিত্রৈ-
রলঙ্কৃতঃ কাঞ্চনদামভিশ্চ ॥ ১১
সকুবরোপস্করবন্ধুরেষঃ
বিদ্যুৎপ্রভাভিঃ কৃতমাভিতাম্রম্ ।
কৈলাসশৃঙ্গোপমনিস্বনানঃ
সুচারুচারু প্রথিতচক্রচক্রম্ ॥ ১২
তারাসহস্রৈঃ খচিতং জ্বলদ্ভি-
র্দেবার্হমালাচিতসর্বদেহম্
সমুচ্ছ্রিতশ্রীধ্বজমণ্ডনাঙ্কঃ
প্রধাব্যমানঃ পুরুষোত্তমেন ॥ ১৩
আস্থায় তং ভাস্বরমাশুবেগং
শচীপতির্লোকপতিঃ সুরেশঃ
যযৌ স ভর্তা ভুবনস্য গোপ্তা
যুদ্ধে মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্রঃ ॥ ১৪
আমুচ্য বর্মাথ সহস্রতারং
হুতাশনাদিত্যসমপ্রভাবম্
সূর্যপ্রভং চামুমুচে কিরীটং
মালাং চ জাম্বূনদবৈজয়ন্তীম্ ॥ ১৫
ত্বষ্ট্রা কৃতং ভাস্করসন্নিকাশং
সুতীক্ষ্ণধারামলতীব্রধারম্ ।
মহাসুরাণাং রুধিরার্দ্রমুগ্রং
প্রগৃহ্য বজ্রং শতপর্ব ভীমম্ ॥ ১৬
মহাশনী যে চ মহাপ্রভাবে
দীপ্তামমোঘাং চ স শক্তিমুগ্রাম্ ।
চক্রং স্বতেজঃ সুমহৎপ্রতাপঃ
প্রগৃহ্য শক্রঃ প্রযযৌ রণায় ॥ ১৭
সহস্রদৃক্ ভূতপতিঃ সনাতনঃ
সনাতনানামপি যঃ সনাতনঃ
স্বয়ং চ দেবাধিপতির্মহাত্মা
বৈয়াঘ্রমাদায় চ চর্ম চিত্রম্ ॥ ১৮
ক্ষীরোদবিক্ষোভসমুত্থিতানি
পুরামৃতাচ্ছন্নবিভূষণানি ।
দেবাসুরাণাং শ্রমনির্জিতানি
সোমার্কনক্ষত্রতড়িৎপ্রভাণি ॥ ১৯

---

এই রথের কান্তি সূর্যের সমান ছিল। ইহা নির্মল ও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত ছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্মা দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য ইহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্বর্ণের জাল (ঝালর) ও জাম্বুনদময় স্বর্ণের চিত্রকারী এবং স্বর্ণরজ্জু-সমূহে ইহা অলঙ্কৃত ছিল ॥ ১১

কুবর, অন্য উপকরণ ও মনোহর ধ্বজাদণ্ডসহ এই রথ বিদ্যুৎ-প্রভায় তাম্রবর্ণের হইয়া গিয়াছিল। এই বিমান কৈলাস-শিখরের সমান দেখাইতেছিল এবং মনোহর হইতেও মনোহর ও চক্রশ্রেণীর ধারণকারী ছিল ॥ ১২

ইহাতে সহস্র প্রকাশমান তারকা খচিত ছিল। এই রথের সম্পূর্ণ অঙ্গ দেবোচিত মালাসমূহে পূর্ণিত ছিল। ইহার উপর শোভাময়ী উচ্চ ধ্বজ উড়িতেছিল। ইহার অশ্ব (ঘোড়া) কখনও ক্ষীণ হইত না। পুরুষোত্তম ইন্দ্রের কান্তিতে এই রথ আরও উদ্ভাসিত হইতেছিল ॥ ১৩

তীব্রবেগে গমনকারী এই তেজস্বী রথে আরোহণ করত ত্রিলোকের অধিপতি দেবরাজ, ভুবনরক্ষক, শচীপতি ও মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্র যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ১৪

তিনি অগ্নি ও সূর্যসদৃশ প্রভাপুঞ্জে পরিপূর্ণ সহস্র তারকা-বিশিষ্ট কবচ ধারণ করত মস্তকে সূর্যতুল্য তেজস্বী মুকুট ধারণ করিলেন এবং কণ্ঠে (পাদপর্যন্ত বিস্তৃত) জাম্বুনদস্বর্ণনির্মিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন ॥ ১৫

ইহার পর শত পর্বযুক্ত ভয়ঙ্কর সেই বজ্র গ্রহণ করিলেন, যাহা মহাসুরগণের রক্তে আর্দ্র (ভিজা) ছিল। সূর্যসদৃশ উদ্দীপ্ত এই উগ্র বজ্রকে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঘোর, নির্মল ও তীব্র ছিল ॥ ১৬

মহাপ্রভাসম্পন্ন প্রভাযুক্ত দুইটি অশনি, প্রজ্জ্বলিত ও অমোঘ উগ্রশক্তি এবং মহাপ্রতাপশালী তেজঃ-চক্র হস্তে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৭

সহস্র নেত্রধারী ইন্দ্র সমস্ত ভূতগণের সনাতন পতি (পালক) ছিলেন। ইনি সনাতনগণেরও সনাতন, দেবতাদিগেরও অধিপতি ও মহাত্মা ছিলেন। ইনি সেই সময় ব্যাঘ্রচর্মনির্মিত বিচিত্র ঢাল ও একটি তরবারি লইয়া রণভূমিতে গমন করিলেন ॥ ১৮

পুরাকালে ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়া যাহাদের উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহারা অমৃত হইতে নির্গত হইয়াছিল এবং দেবতা ও অসুরগণ উভয়েই পরিশ্রমে উপলব্ধ হইয়াছিল, যাহাদের প্রভা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের সমান ছিল এবং যাহাদিগকে

শতাঙ্গদিব্যা মণিকুণ্ডলানি
　　যুদ্ধে প্রয়াতস্য সুরেশ্বরস্য
বৈদূর্যচিত্রো ভাতি সহস্রচক্ষু-
　　রুদ্যোতয়ন্ বৈ বিদিশো দিশশ্চ ॥২০
হরিঃ প্রভুর্নেত্রসহস্রচিত্রো
　　বিভাতি যুদ্ধাভিমুখঃ সুরেন্দ্রঃ
যথা সিতং শারদমভ্রকল্পং
　　নভস্তলং তারকসংপ্রচিত্রম্ ॥ ২১
স্তুবন্তি যান্তং বিপুলৈর্বচোভি-
　　র্জয়াশিষা চোর্জিতসত্ত্ববীর্যম্ ।
অত্রির্বসিষ্ঠো জমদগ্নিরুর্বঃ
　　বৃহস্পতির্নারদ-পর্বতৌ চ ॥২২
তমন্বযুর্দৈবগণা মহেন্দ্রং
　　প্রয়ান্তমাদিত্যসমানবর্চসম্
বিশ্বে চ দেবা মরুতস্তথৈব
　　সাধ্যাস্তথাদিত্যগণাশ্চ সর্বে ॥ ২৩
যে দেবরাজস্য পুরঃসরস্তু
　　হয়াশ্চ যে মাতলিসংগৃহীতাঃ
প্রয়ান্তি দেবেশ্বরমুদ্বহন্তো
　　নভস্তলং পক্ষিরিবাক্ষিপন্তঃ ॥ ২৪
গন্ধর্বযক্ষৈশ্চ মহর্ষিভিশ্চ
　　রাজর্ষিভিশ্চাপ্যমরপুণ্যলোকাঃ ।
সর্বেঽনুজগ্মুঃ সহসা জ্বলন্তঃ
　　তেজোঽধিকং শত্রুনভিপ্রসাহম্ ॥ ২৫
প্রগৃহ্য শূলাংশ্চ পরশ্বধাংশ্চ
　　পীতানি চাপান্যশনীর্বিচিত্রাঃ ।
বর্মাণি চামূনি হিরণ্ময়ানি
　　প্রভান্তি সূর্যাংশুসমপ্রভাণি ॥ ২৬
তথা কুবেরোঽশ্বসহস্রযুক্তং
　　শ্রেষ্ঠং রথং সর্বসহং মহার্হম্
দিব্যং সমারুহ্য জগাম যান্তং
　　ধনেশ্বরো দীপ্তধ্বজাগ্রকেতুঃ ॥ ২৭
নিশাচরাঃ পাবকধূমকায়া
　　রক্ষোবৃতাঃ ক্রমশস্তু তস্য
বিশালনানায়ুধদীপ্তহস্তা
　　যান্ত্যগ্রতো বৈশ্রবণস্য রাজ্ঞঃ ॥২৮

---

সর্বোত্তম ভূষণ বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই মণিময় কুণ্ডল-সকল (কুণ্ডলদ্বয়) অদিতিদেবী যুদ্ধের জন্য গমিত দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ইহাদের দ্বারা ভূষিত হইয়া সহস্র-লোচন ইন্দ্র দিক্ ও বিদিকসমূহ প্রকাশিত করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৯ ২০

সর্বসমর্থ দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধাভিমুখী হইয়া সহস্র নয়নের দ্বারা বিচিত্র শোভা ধারণ করত সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ শরৎকালের মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশ সহস্র নক্ষত্রে চিত্রিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে। ২১

বর্দ্ধিত বর্চ ও বলপরাক্রমসম্পন্ন ইন্দ্র যখন যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছিলেন, তখন অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, ঊর্ব, বৃহস্পতি, নারদ ও পর্বত—এই ঋষিগণ নিজেদের সর্বোত্তম বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে জয়লাভের জন্য আশীর্বাদ দান করিতে করিতে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ২২

সূর্যসদৃশ তেজস্বী মহেন্দ্রকে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, সাধ্য ও আদিত্যগণ এবং অন্যান্য দেবতারাও গমন করিতে লাগিলেন। ২৩

যাহাদের রশ্মি মাতলি ধারণ করিয়া ছিলেন, সেই দেবরাজ ইন্দ্রের অশ্বগণ দেবেশ্বরকে বহন করিতে করিতে আকাশকে নিজেদের পদসমূহে যেন তিরস্কার করিতে করিতে তীব্র গতিতে যাইতে লাগিল। ২৪

অমর পুণ্যলোকসমূহে বাসকারী গন্ধর্ব, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ—ইঁহারা সকলে সহসা তেজে প্রজ্বলিত ও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ (অথবা শত্রুগণের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ) তেজস্বী ইন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ২৫

ইঁহারা হস্তে শূল, পরশু, উজ্জ্বল ধনু ও বিচিত্র অশনি লইয়া সূর্যসদৃশ তেজস্বী স্বর্ণময় কবচ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন। ২৬

এইরূপ ধনেশ্বর কুবের সহস্র অশ্বযোজিত, সব কিছুই সহ্য করিতে সমর্থ, বহুমূল্য ও দিব্য রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। তখন তাঁহার রথের অগ্রভাগে প্রদীপ্ত ধ্বজা শোভা পাইতেছিল। ২৭

বিশ্রবার পুত্র ও কুবের ধনাধিপ রাজা কুবেরের অগ্রে অগ্রে নানাপ্রকার বিশাল অস্ত্রসমূহে উদ্দীপ্ত হস্তযুক্ত বহু নিশাচর রাক্ষসসৈন্যগণ যাইতে লাগিল। ইহাদের সকলের শরীরের কান্তি অগ্নি ও ধূমবর্ণ ছিল। ২৮

তে লোহিতাক্ষাঃ পরিবার্য দেবং
ব্রজন্তি তিগ্মাঞ্জনচূর্ণবর্ণাঃ।
ধনেশ্বরা যক্ষপতিং ধনেশং
রক্ষন্তি বৈ পাশগদাসিহস্তাঃ ॥ ২৯

পুণ্যঃ প্রভুঃ প্রাণপতির্জিতাত্মা
বৈবস্বতো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
তড়িদ্গণাভৈঃ শতবাজিযুক্তং
রথং সমারোহত সূর্যাকল্পম্ ॥ ৩০

তং লোকপালং পিতরোঽনুজগ্মু-
র্বিবিধরূপা জ্বলিতাগ্নিতেজসঃ
সর্বে চ ভূতা ভুবনপ্রধানা
নানাম্বিধাস্ত্রপ্রকরাঃ সুভীমাঃ ॥ ৩১

দণ্ডং মহাস্ত্রং পরিগৃহ্য দেবো
লোকাঙ্কুশং নিগ্রহনিশ্চিতার্থম্।
হিরণ্ময়ানাং কমলোৎপলানাং
মালাং মনোজ্ঞামবসজ্য কণ্ঠে ॥ ৩২

স্থিতোঽক্ষিতিমেঘাভিমানে হিতার্থং
সর্বাসুরাণাং নিধনং বিরূপম্।
তেজোময়ঃ সুন্দরমুগ্রভাসং
বিভর্তি মাণিক্যশুভং কিরীটং ॥ ৩৩

সমন্বিতো ব্যাধিশতৈরনেকৈ-
র্যযৌ হরিশ্চন্দ্রকলাস্তমন্তঃ।
মহাসুরাণাং নিধনায় বুদ্ধিং
চক্রে তথা ব্যাধিপতিঃ কৃতাত্মা ॥ ৩৪

ততস্ত্রিশীর্ষৈর্ভুজগৈর্যুক্তং
যুক্তং রথং হেমচিত্রং মহাত্মা।
আস্থায় কুম্ভেন্দুনিভঃ জলেশো
যযৌ রণায়াসুরদর্পহন্তা ॥ ৩৫

বৈদূর্যমুক্তামণিভূষিতাঙ্গ-
স্তেজোময়ঃ পাশগৃহীতহস্তঃ।
মহাসুরাণাং নিধনায় দেবঃ
প্রযাতি রূপাঞ্জনবর্ণবাহঃ ॥ ৩৬

অপীডমানো জলদৈস্তথাভি-
র্নিষেব্যমাণো জলজৈশ্চ সর্বৈঃ।
সংস্তূয়মানশ্চ মহর্ষিসঙ্ঘৈঃ
সম্পূজ্যমানশ্চ মহোরগৈস্তৈঃ ॥ ৩৭

তাহাদের শরীরের কান্তি মর্দন করিয়া একত্র রাশিকৃত কজ্জলের চূর্ণের ন্যায় কালবর্ণ ছিল সেই রক্তবর্ণনয়নযুক্ত শ্রেষ্ঠ বীর যক্ষগণ হস্তে পাশ, গদা ও তরবারি লইয়া যক্ষরাজ ধনেশ্বর কুবেরকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। ২৯

জিতেন্দ্রিয় মনকে বশীভূতকারী, প্রাণিমাত্রেরই প্রাণের অধিপতি, ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যাত্মা প্রভু সূর্যাপুত্র যম শত অশ্বযোজিত, বিদ্যুতের প্রকাশিত এবং সূর্যাসদৃশ তেজস্বী রথে আরোহণ করিলেন। ৩০

জলন্ত প্রজ্বলিত ও নানাবিধ পিতৃগণ এই লোকপাল যমের অনুগমন করিলেন। তিন লোকে প্রধান প্রধান যে সব ভয়ঙ্কর ভূত ছিল, তাহারা সকলে হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। ৩১

লোকসমূহকে যে নিশ্চিতরূপে নিগ্রহ করিতে পারিত এবং সমস্ত জগতের উপর নিজের অঙ্কুশ (নিয়ন্ত্রণ) রাখিতে যে সমর্থ ছিল, সেই দণ্ডনামক মহাস্ত্রকে হস্তে গ্রহণ করিয়া যমরাজ নিজ কণ্ঠে সুবর্ণময় কমল ও উৎপলের মনোহর মালা ধারণ করিলেন। ৩২

ইঁহার নেত্র অরুণ ও ধূম্রবর্ণের ছিল। তিনি রথে বসিয়া নিজের সেই তেজোময় সুন্দর ও বিরূপ মুকুট ধারণ করিয়া রহিলেন, যে মুকুট সমস্ত অসুরগণের পক্ষে কালস্বরূপ ছিল এবং তাহাদেরই মেদ, মাংস, অস্থি ও রক্তে আর্দ্র ছিল। ৩৩

ইঁহার বাহন (হাতি) কালবর্ণ (বা নীলবর্ণ) ছিল এবং অন্তঃকরণ উদার ছিল। রোগ-ব্যাধিসমূহের পতি সেই যমরাজ নানা প্রকারের শত শত ব্যাধিকে সঙ্গে লইয়া মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন। ৩৪

অনন্তর অসুরগণের দর্পহারী জলপতি মহাত্মা বরুণ কুম্ভপুষ্প ও চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল, সুবর্ণখচিত এবং তিন মস্তকযুক্ত বিশালকায় সর্পগণযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। ৩৫

ইঁহার অঙ্গ বৈদূর্য, মুক্তা ও মণিসমূহে বিভূষিত ছিল। ইঁহার বাহনের রূপাঞ্জিত অঞ্জন সদৃশ ছিল এবং ইনি হস্তে পাশ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই তেজস্বী বরুণদেব মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন। ৩৬

সেই সময় জলাধিষ্ঠিত দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। জলজাত সব প্রাণিগণ ইঁহার সেবা করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ ইঁহার স্তবগান করিতেছিলেন এবং মহানাগগণ ইঁহার পূজা করিতেছিলেন। ৩৭

কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমোঽপ্রমেয়ঃ
সমুদ্রনাথোঽমৃতপো মহাত্মা
মহোরগৈঃ বৈত্তনয়ৈঃ সুগুপ্তো
যযৌ রথেনার্কসমপ্রভেণ ॥ ৩৮
সূর্য্যার্চিতং যান্তমদীনসত্ত্বং
নভস্তলে চন্দ্রদিবাকরাভম্
পশ্যন্তি ভূতানি মহানুভাবং
সংহৃষ্টরোমাণি কৃতাঞ্জলীনি ॥ ৩৯
ধাতার্য্যমাংশোঽথ ভগো বিবস্বান্
পর্জ্জন্য-মিত্রৌ চ শশী চ দেবঃ
ত্বষ্টা ততৈবোর্জ্জিতবিশ্বকর্ম্মা
পূষা চ সাক্ষাদ্দিবি দেবরাজঃ ॥ ৪০
সোপস্করৈঃ সধ্বজকিঙ্কিণীকৈ-
র্বৈদূর্য্যনির্ঘোষিতহেমকণ্ঠৈঃ
রথৈর্বরৈঃ শক্ররথপ্রকাশৈ-
র্যুক্তান্ বলাঢ্যাঃ কবচৈঃ সুরাস্তে ॥ ৪১
দিবাকরাকারনিভানি কেচি-
দ্ধুতাশনার্চ্চিঃপ্রতিমানি কেচিৎ।
নিশাকরাংশুপ্রতিমানি কেচিৎ
তড়িদ্ঘনোদ্দ্যোতনিভানি কেচিৎ ॥ ৪২
নীলাংশুমেঘপ্রতিমানি কেচিৎ
কাকাণ্ডপদ্মাকারনিভানি কেচিৎ।
বর্ম্মাণি দিব্যানি মহাপ্রভাণি
ত্বষ্টা কৃতান্যাস্তমতানুষক্তি ॥ ৪৩
আমুচ্য মালাশ্চ সুবর্ণপুষ্পাঃ
প্রয়ান্তি তোয়ানিলতুল্যবেগাঃ।
যাবশ্বিনৌ চৈব মহানুভাবৌ
রূপোত্তমৌ বর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠৌ ॥ ৪৪
রথং সমারুহ্য সুবর্ণচিত্রং
রণং গতৌ কাঞ্চনতুল্যবর্ণৌ
মনোঃ সুতা বৈ বসবশ্চ সর্ব্বে
বলোৎকটা দৈত্যবধায় দেবাঃ ॥ ৪৫
রথাংশ্চ নাগাংশ্চ মহাপ্রমাণা-
নাস্থায় কল্প্যাঃ সুভগানুরক্তাঃ
কণ্ঠাশ্চ সর্ব্বেঽরুণধূম্রবর্ণাঃ
যে তৈর্যুতৈর্দ্দর্পিতশক্তিভির্হৃষ্টাঃ ॥ ৪৬

সমুদ্রপতি অমৃতপায়ী মহাত্মা বরুণ কৈলাসশিখরসদৃশ গৌরবর্ণ ছিলেন। ইঁহার অপ্রমেয় শক্তি ছিল। ইঁহার নিজ পুত্রগণ ও মহানাগগণ ইঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রথে করিয়া তিনি গমন করিলেন। ৩৮

চন্দ্রতুল্য অত্যন্ত কান্তিমান্ এবং উদারহৃদয় মহানুভাব বরুণ যখন যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছিলেন, সেই সময় আকাশে সমস্ত প্রাণীরা পুলকিত-শরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ৩৯

ধাতা, অর্য্যমা, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পর্জ্জন্য, মিত্র, চন্দ্রদেব, ত্বষ্টা, তেজস্বী বিশ্বকর্ম্মা, পূষা ও সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র—এই সব দেবগণ আকাশে উত্তম অশ্বগণে যোজিত রথে আরূঢ় ছিলেন। সেই সব অশ্ব জগৎকে আহ্লাদিতকারী কবচে যুক্ত ছিল। উহাদের কণ্ঠে বৈদূর্য্যমণির শব্দ ও স্বর্ণের হার শোভা পাইতেছিল। এই অশ্বগণ ধ্বজ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকায় যুক্ত ছিল। এই সব অশ্বের বর্ণ সেরূপ ছিল, যেরূপ ইন্দ্রের রথে যোজিত অশ্বগণের বর্ণ ছিল। (ইন্দ্রের রথে হরিতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল।) ৪০-৪১

কিছু দেবতা সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ, অনেকে অগ্নিজ্বালাতুল্য, অনেকে চন্দ্রকিরণসদৃশ, কিছু দেবতা বিদ্যুতের প্রভার সমান, কিছু দেবতা কালমেঘসদৃশ মহাপ্রভাপুঞ্জযুক্ত এবং কিছু দেবতা উত্তম কিরণে উদ্ভাসিত দিব্য কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কবচই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যাহাদের মধ্যে সুবর্ণময় পুষ্প-গ্রথিত করা ছিল, এরূপ মালাসমূহ ধারণ করিয়া জল ও বায়ুতুল্য তীব্র বেগশালী এই দেবগণ রণভূমির দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৪২-৪৩।

উত্তম রূপবান্ ও বর্ম্মধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহানুভাব দুই অশ্বিনীকুমারও সুবর্ণ-খচিত রথে আরোহণ করিয়া রণভূমিতে যাইলেন। ইঁহাদের উভয়ের শরীরের কান্তি সুবর্ণতুল্য ছিল। ৪৪।

মনুর পুত্রগণ ও সমস্ত বসুদেবতারা উৎকটবলশালী ছিলেন। ইঁহারাও হস্তে উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া বড় বড় রথ ও হস্তীতে আরোহণ করত দৈত্যদিগকে বধ করিবার জন্য গমন করিলেন। ৪৫।

অরুণ ও ধূম্রবর্ণ, মহাবল, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, দীপ্তিমান্ শরীরধারী এবং নিজ প্রভায় প্রজ্বলিত সমস্ত রুদ্রগণ দেবতার্থ বিমানে

মহৌজসঃ সর্ব্বগুণোপপন্না
দীপ্তাস্যা অগ্নয় ইব জ্বলন্তঃ ।
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈস্তে-
লোকান্ সমস্তানিব নির্দ্দহন্তঃ ॥৪৭
বভুঃ সসৈন্যাস্তপনীয়বর্ম্মাঃ
সবিদ্যুতস্তোয়ধরা ইবৈব
দিবে চ দেবাস্তপসা জ্বলন্তো
বীর্য্যোত্তমাঃ সূর্য্যানলার্চিবর্ণাঃ ॥ ৪৮
বভুঃ সসৈন্যা যুধি দুর্নিবার্য্যা
বলোৎকটাঃ পদ্মদলায়তাক্ষাঃ ।
রথৈঃ সুযুক্তৈস্তপনীয়বর্ণৈ-
র্বৈদূর্য্যমুক্তামণিহেমচিত্রৈঃ ॥ ৪৯
নানাবিধাকারসমাকুলৈস্তু
পুরৈরিবৈন্দ্রৈরিব দিব্যরূপৈঃ
তেজোময়ৈঃ কাঞ্চনচারুচিত্রৈঃ
সুনির্ম্মিতৈঃ পাবকসন্নিভাস্তে ॥৫০

গোরক্ষকৈঃ সজ্জকিঙ্কিণীকৈ-
র্ব্যৈন্দ্রৈ বাহৈঃ সমবেগবাহৈঃ ।
দিশাং গজৈরৈশ্চৈব মহাবলৈস্তৈঃ
কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমৈর্ম্মহদ্ভিঃ ॥ ৫১
প্রচণ্ড রুগ্রায়ুধচাপহস্তা-
শ্চতুর্গুণাস্তে জ্বলিতা ইবৈধাঃ
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সুমহাপ্রভাবাঃ
মহোন্নতৈঃ প্রতিপীনবক্ষাঃ ॥৫২
প্রবালজাম্বূনদভূষিতাঙ্গা
গাত্রৈর্ঘনাভৈর্গদসৈর্বিশালৈঃ
বিদ্যোতয়ন্তো বিদিশো দিশশ্চ
মহাবলাস্তে ভুজগা বরিষ্ঠাঃ ॥ ৫৩
বসিষ্ঠপুত্রাস্তু ভৃশং সুরূপা
বৈশ্বানরার্কপ্রতিমপ্রভাবাঃ
তে ব্রহ্মবিদ্ভিস্তু নমস্যমানাঃ
সম্পূজ্যমানাশ্চ সুরৈঃ সমন্তাৎ ॥ ৫৪

---

দেবগণের দ্বারা যুদ্ধভূমিতে যাইলেন। ইঁহারা হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করিয়া যাহা করে যেন সমস্ত লোকসকলকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৪৬-৪৭

সুবর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া যখন ইঁহারা সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন বিদ্যুৎবিশিষ্ট মেঘগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্, উত্তম বলশালী এবং তপস্যার তেজে দেদীপ্যমান বিশ্বেদেবগণ সৈন্যের সহিত গমন করিলেন। যুদ্ধে ইঁহাদের বেগ সহজে নিবারণ করিতে পারে না; ইঁহারা উৎকট বলশালী ও পদ্মের মত আয়তলোচনে বিভূষিত ছিলেন। ৪৮;

স্বর্ণসদৃশ কান্তিমান্ এবং বৈদূর্য্য, মুক্তা ও মণিসমূহের দ্বারা (খচিত) বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এবং উত্তমরূপে যোজিত রথসমূহে ইঁহারা সকলে রণভূমির দিকে গমন করিলেন। ইঁহারা নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। ইঁহাদের উপরে সুবর্ণনির্ম্মিত, মনোহর, বিচিত্র, অত্যন্ত নির্ম্মল, তেজস্বী এবং সর্ব্বদিকে সুসজ্জিত শোভা বহু প্রকার বিস্তৃত ছিল। এই সব রথের দ্বারা তাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ৪৯-৫০

কবচ, খড়্গ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা যুক্ত, সুন্দর বায়ুতুল্য বেগশালী অশ্বগণ এবং কৈলাসশিখর সদৃশ উন্নত, বিশালকায় এবং মহাবল দিগ্‌গজগণের দ্বারা ইঁহারা যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের হস্তে ভয়ঙ্কর ধনু ছিল, ইঁহারা চারিটি উগ্র আয়ুধে যুগান্তকালে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৫১;

মহাপ্রভাবশালী সাধ্য দেবগণ সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের অধীনে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের বুক বিশাল ও উন্নত ছিল। নিজেদের অঙ্গে জাম্বূনদ স্বর্ণনির্ম্মিত আভরণে বিভূষিত ছিলেন। ইঁহাদের সহিত গঙ্গার জলপ্রবাহ ও আকাশের সমান অনন্ত এবং অসংখ্য সৈন্য ছিল। বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মহাবল সাধ্যগণ নিজেদের তেজে সমস্ত দিক্ ও বিদিকসমূহকে প্রকাশিত করিতেছিলেন। ৫২-৫৩

ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও পুষ্ট আটটি করিয়া বাহু ছিল। অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী এই সাধ্যদেবগণ অতি ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ ইঁহাদের নমস্কার করিতেছিলেন এবং সমস্ত দেবতাগণ ইঁহাদের পূজা করিতেছিলেন। অসুরপতিদিগকে বধ করিবার জন্য গমনকারী এই সাধ্যগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গন্ধর্ব্বসমূহও যাইতে লাগিলেন। ৫৪

গন্ধর্ব্বসৈন্যৈরনুগম্যমানা
যযায় তেষামসুরাধিপানাম্
বৈদূর্য্যবজ্রস্ফটিকাপ্রচিত্রৈ-
র্ব্বর্ম্মৈঃ সুবর্ণৈশ্চ পরিষ্কৃতানাম্ ॥ ৫৫
রূপং বভৌ চোৎকটভূষণানাং
দৈত্যোগ্রনাশায় বিভূষিতানাম্
আত্মপ্রভাভিশ্চ রণোৎকটাভি-
র্বর্ম্মপ্রভাভিশ্চ তমোনুদাভিঃ ॥ ৫৬
অস্ত্রোত্তমাভিঃ স্বশরীরভাভি-
র্মহাপ্রভাভিশ্চ মহোজ্জ্বলাভিঃ
বিভান্তি তে দেববরাঃ সমাধাঃ
প্রশান্তসন্ধ্যাঘনবিস্বনাদাঃ ॥ ৫৭
মহারথস্থাস্ত্রিদিবৌকসস্তে
মহাবলাঃ শত্রুবলং প্রয়াতি
মহাস্ত্রবন্তো বহুরূপকায়া
মহাসুরাণাং নিধনায় দেবাঃ ॥ ৫৮

তথৈব সর্ব্বে মরুতোঽতিবীর্য্যা
বলোৎকটাস্তে সমরং প্রতীতাঃ ।
বপুর্মহামেঘসমানবর্ণা-
শ্চক্রায়ুধাস্তোয়দনাদনাদাঃ ॥ ৫৯
মহেন্দ্রকেতুপ্রতিমা মহাবলাঃ
প্রগৃহ্য সর্ব্বাস্ত্রসূদনাঃ গদাম্ ।
রণোৎকটা লোহিতচন্দনাক্তাঃ
সহেমমালাম্বরভূষিতাঙ্গাঃ ॥ ৬০
তে যুদ্ধশৌণ্ডাঃ সুকৃতাস্ত্রবীর্য্যা
বলে স্বকীয়ে ক্রোধবিলোহিতাক্ষাঃ ।
বপুঃ সকাঞ্চনপদ্মমালা
সংহৃষ্টনানাবিধকামরূপাঃ ॥ ৬১
বজ্রপ্রভাস্ত্রামলিতাংসপীঠৈঃ
পুরন্দরং বৈ পরিবার্য্য দেবাঃ
বৈদূর্য্যচামীকরচারুরূপা-
ণ্যাবধ্য গাত্রেষু মহাপ্রভাণি ॥ ৬২

---

বৈদূর্য্য, হীরক ও স্ফটিকমণিখচিত থাকায় বিচিত্র শোভা-সম্পন্ন বর্ম এবং স্বর্ণময় অলঙ্কারসমূহে যাঁহাদের সুন্দর শোভা হইয়াছিল, যাঁহারা উৎকট ভূষণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা দৈত্যপতিদিগকে বিনাশ করিবার জন্য নিজেদের বিভূষিত করিয়াছিলেন, সেই সকল দেবগণের রূপ অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিল । ৫৫ ।

যুদ্ধের জন্য উৎকট দীপ্তিধারী নিজেদের শরীরের প্রভা, অন্ধকারনাশকারী কবচসমূহের প্রভা, অস্ত্র হইতে উত্থিত প্রভা এবং নিজেদের বাণসমূহ হইতে উদ্গত অধিক প্রভা—এই সব প্রভার সংযোগে প্রকাশিত অত্যুজ্জ্বল মহাপ্রভাপুঞ্জের দ্বারা এই সাবধানদক্ষ শ্রেষ্ঠ দেবতারাও অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সব মহাবল দেবগণ নিজ নিজ বিমান রথে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের হস্তে মহাস্ত্র ছিল। ইঁহাদের শরীর অনেক প্রকার দেখাইতেছিল। এই দেবগণ মহাসুরদিগকে বধ করিবার জন্য গমন করিলেন । ৫৬-৫৮

এইরূপ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, উৎকট বলশালী, মহামেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ ও চক্রধারী মরুদ্গণ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে জয়-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া সমর অভিমুখে গমন করিলেন । ৫৯

ইঁহারা ইন্দ্রের ধ্বজদণ্ড ঐরাবত হস্তীর ন্যায় মহাবলবান্ ছিলেন এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করেন। ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চিত ছিল এবং স্বর্ণহার ও দিব্য বস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত ছিল। ইঁহারা সমস্ত অস্ত্রগণের সংহারকারিণী গদা লইয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন । ৬০

ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। ইঁহাদের বাহুবল ও অস্ত্রবল উভয় বলই ছিল। ইঁহারা উৎকট বলশালী ছিলেন এবং ক্রোধে ইঁহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সব দেবগণ স্বর্ণ ও কমলের মালা ধারণ করিয়া ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করত দেবরাজ ইন্দ্রকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রণভূমির দিকে যাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের বক্ষ ও পৃষ্ঠ অস্ত্রের প্রভায় যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল । ৬১ ।

শত্রুদের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ এই দেবগণ নিজেদের অঙ্গে বৈদূর্য্য ও স্বর্ণখচিত থাকায় মনোহর রূপবিশিষ্ট, অন্ধকারাভিবান্ এবং দৈত্যদের অস্ত্র নিবারণকারী কবচ বন্ধন করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিতে লাগিলেন । ৬২ ।

বর্ম্মাণি দৈত্যাস্ত্রনিবারণানি
প্রভান্তি সূর্য্যায় সপত্নসাহাঃ।
তৈরুক্ষিতৈঃ কাঞ্চনবেদিকাঢ্যৈ-
র্বিমানকৈর্ভাস্কররশ্মিবর্ণৈঃ ॥ ৬৩
যযৌ সুরাণাং পৃতনোগ্রভাসা
সমুদ্যতা দ্যুবি সিংহনাদান্।
দৈত্যৈবমুক্তং ত্রিদিবেশ্বরস্য
সৈন্যং তদাসীৎ সুমহৎপ্রভাবম্ ॥ ৬৪
যুদ্ধায় প্রয়াতঞ্চ জয়াবহঞ্চ
বধায় ভোগিমন্মরাধিপানাম্ ॥ ৬৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫২

স্বর্ণবেদিকাযুক্ত, সূর্য্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ ও উর্দ্ধদিকে উত্থিত ধ্বজসমূহে উপলক্ষিত দেবগণের এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥ ৬৩

এইরূপে সেই অসুরপতিগণের বধের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে প্রস্থিত বিজয়শীল দেবেশ্বর ইন্দ্রের এই সৈন্যবাহিনী অতিশয় প্রভাবশালী ছিল। যাহার বর্ণনা এইভাবে করা হইল ॥ ৬৪-৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ॥ ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ দেবানামসুরাণাঞ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধম্, ভীষণোৎপাতানাং বর্ণনম্, যুদ্ধদর্শনায় ব্রহ্মণস্তথা সনকাদিযোগেশ্বরাণামাগমনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ততঃ প্রবৃত্তোঽসুরদেববিগ্রহ-
স্তদদ্ভুতো ভাতি সুরাসুরাকুলঃ
বেলামতিক্রম্য যুগান্তকালে
মহার্ণবানামিব সন্নিপাতঃ ॥ ১
নানাযুধোদ্যোতবিদীপিতাঙ্গা
মহাবলা ব্যাত্তকার্ম্মুকাস্তে
রণোৎসুকা বারণমত্তহস্তাঃ
সুহৃষ্টরূপাস্তোয়দনাদনাদাঃ ॥ ২
বিস্ফারয়ন্তঃ সহসা ধনূংষি
চক্রাণি চাদিত্যসমপ্রভাণি।
সমুৎক্ষিপন্তো হ্যশনীশ্চ ঘোরান্
খড়্গাংশ্চ তে বজ্রমুখাশ্চ শক্তীঃ ॥ ৩
মহাগদাঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধা-
স্তথাঽয়সান্ কার্ম্মুকমুদ্গরাংশ্চ।
শূলাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ বিগৃহ্য দীপ্তা-
ন্নদন্তি শূরাঃ শতশো রণস্থাঃ ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরাবস্ত্যোক্তনতিনিষ্ঠুরাম্।
দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্ত্তত দেবানাং দানবৈঃ সহ ॥ ৫

### ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ দেবগণ ও অসুরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ভীষণ উৎপাত সমূহের বর্ণন এবং যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মা ও সনকাদি যোগেশ্বরগণের আগমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর দেবতা ও অসুরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকায় ইহার অদ্ভুত শোভা হইতেছিল। যেরূপ প্রলয়কালে চারিদিকে মহাসাগর নিজ নিজ সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর মিলিত হয়, (সেইরূপ দেবতা ও দৈত্যগণ এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া যাইলেন।) ॥ ১

এই মহাবল যোদ্ধাগণ ধনুসকল বিস্ফারিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইঁহাদের অঙ্গ নানাপ্রকার অস্ত্রের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ইঁহাদের হস্ত হস্তিশুণ্ডতুল্য (মোটা) ছিল। ইঁহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন এবং ইঁহাদের গর্জ্জন মেঘ-গর্জ্জন-তুল্য গম্ভীর ছিল ॥ ২

ইঁহারা সহসা ধনু বিস্ফারিত করিয়া টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী চক্র, ভয়ঙ্কর অশনি, খড়্গ ও বজ্রমুখী শক্তিসমূহ যুগপৎ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

রণাঙ্গনে অবস্থিত শত শত শৌর্য্যশালী বীর যোদ্ধা সুবর্ণ-পট্টমণ্ডিত বিশাল গদা, লৌহনির্ম্মিত ধনু, মুদ্গর, প্রদীপ্ত ত্রিশূল ও বৃক্ষসকল হস্তে লইয়া সেখানে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

এই সময়ে পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে সেই সৈন্যগণের মধ্যে দেবতাদিগের দানবগণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫

মরুতাং পঞ্চমো যস্তু স বাণেনাভ্যযুধ্যত।
মহাবলঃ সুরবরঃ সাবিত্র ইতি যঃ স্থিতঃ ॥ ৬
দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বলো নাম মহাসুরঃ
সোঽযুধ্যত রণেঽত্যুগ্রো ধ্রুবেণ বসুনা সহ ॥ ৭
নমুচিশ্চাসুরশ্রেষ্ঠো বরেণ সহ যুধ্যত।
প্রবরৌ বিশ্বকর্মাণৌ খ্যাতৌ দেবাসুরেশ্বরৌ ॥ ৮
পুলোমা তু মহাদৈত্যো বায়ুনা সহ যুধ্যত।
সশৈলঃ পর্ব্বতাকারো রণেঽযুধ্যত সংশিতঃ ॥ ৯
হয়গ্রীবস্তু দিতিজঃ সহ পূষ্ণা হ্যযুধ্যত
সুরেণামিতবীর্য্যেণ ভাস্করাকারবর্চ্চসা ॥ ১০
শম্বরস্তু মহাদৈত্যো মহামায়ো মহাসুরঃ
ভগেনাযুধ্যত তদা সহিতো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ১১
শরভঃ শলভশ্চৈব দৈত্যানাং চন্দ্র-ভাস্করৌ।
প্রযুক্তৌ সহ সোমেন শৈশিরাস্ত্রেণ ধীমতা ॥ ১২
বিরোচনস্তু বলবান্ বলের্বলবতঃ পিতা।
বিশ্বক্সেনেন সাধ্যেন দেবেন চ স যুধ্যত ॥ ১৩

মরুদ্গণের মধ্যে যিনি পঞ্চম ছিলেন এবং যাঁহাকে মহাবল সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র নামে সকলে জানিতেন, সেই সাবিত্র বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

দনায়ুষার অত্যন্ত উগ্র বলনামক পুত্র রণাঙ্গনে ধ্রুবনামক বসুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৭

অসুরশ্রেষ্ঠ নমুচি বরনামক বসুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যাঁহারা দুই জনে শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা বলে বিখ্যাত, সেই দেবগণের স্রষ্টা ও অসুরদের যম পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মহাদৈত্য পুলোমা বায়ুদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই পর্ব্বতাকার দৈত্য কবচ ধারণ করত তীক্ষ্ণ শৈলবাহিনীর সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৯

হয়গ্রীবনামক দৈত্য সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অমিত পরাক্রমশালী বীরবর পূষার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ১০

মহামায়াবী মহাসুর রণদুর্মদ মহাদৈত্য শম্বর ভগনামক দেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১১

শরভ ও শলভ এই দুই বীর দৈত্যগণের মধ্যে সূর্য্য এবং চন্দ্র-তুল্য তেজস্বী ছিল। ইহারা উভয়ে শৈশিরাস্ত্রধারী বুদ্ধিমান্ সোমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১২

বলবান্ বলির পিতা বলশালী বিরোচন বিশ্বক্সেন নামক সাধ্য দেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

কুম্ভস্তু মহাতেজা হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
অংশেনাযুধ্যত তদা গ্রামপ্রহরণেন বৈ ॥ ১৪
অসিলোমা তু বলিনা মারুতেন সমং স্থিতো।
তদাযুধ্যত দীপ্তাস্যো বিকৃতঃ পর্ব্বতায়ুধঃ ॥ ১৫
দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বৃত্রো নাম মহাসুরঃ।
অশ্বিভ্যাং দেববৈদ্যাভ্যাং সহাযুধ্যত সংযুগে ॥ ১৬
একচক্রস্তু দিতিজশ্চক্রহস্তো দুরাসদঃ
সহাযুধ্যত দেবেন সাধ্যেন দিতিজারিণা ॥ ১৭
বলস্তু মধুপিঙ্গাক্ষো বৃত্রভ্রাতা মহাসুরঃ।
মৃগব্যাধেন রুদ্রেণ সহাযুধ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ১৮
রাহুস্তু বিকৃতাকারঃ শতশীর্ষা মহোদরঃ।
অজৈকপাদেন রণে সহাযুধ্যত সংশিতঃ ॥ ১৯
কেশী তু দানবশ্রেষ্ঠঃ প্রাবৃট্কালাম্বুদপ্রভঃ।
ধনেশ্বরেণ ভীমেন সহাযুধ্যত সংযুগে ॥ ২
বৃষপর্ব্বা তু বলিনা নিরৃতেন মহারণে।
বিশ্বদেবেন বিশেশঃ সহাযুধ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ২১

হিরণ্যকশিপুর পৌত্র (হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র কুম্ভ, বিরোচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মহাতেজস্বী কুম্ভ সেই সময় গ্রামধারী অংশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১৪

প্রদীপ্তমুখ বিকৃতাঙ্গ দৈত্য অসিলোমা পর্ব্বতস্বরূপী অস্ত্র লইয়া সেই সময় বলবান্ মারুতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৫

দনায়ুষার পুত্র মহাসুর বৃত্র যুদ্ধস্থলে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১৬

হস্তে চক্র লইয়া একচক্র নামক দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য দৈত্যগণের শত্রু সাধ্যদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭

বৃত্রাসুরের ভ্রাতা, মধুসদৃশ পিঙ্গলনয়ন ও পরাক্রমশালী মহাসুর বল মৃগব্যাধনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধরত হইল ॥ ১৮

শতমস্তকবিশিষ্ট, বিশাল উদরযুক্ত ও বিকৃতাকার দৈত্য রাহু কবচ ধারণ করত রণাঙ্গনে অজৈকপাদনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১৯

বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় কালবর্ণ দানবশ্রেষ্ঠ কেশী যুদ্ধস্থলে ধনেশ্বর ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২০

পরাক্রমশালী ও বলবত্তর নামক বৃষপর্ব্বা সেই মহাসমরে পাবন নামক বলবান্ বিশ্বদেবের সহিত যুদ্ধরত হইল ॥ ২১

প্রহ্লাদস্তু মহাবীর্য্যো বীরৈঃ দৈত্যগণৈর্বৃতঃ
যুযুধে সহ কালেন রণে কাল ইবাপরঃ ॥ ২২
অনুহ্রাদঃ কুবেরেণ ধনদেন মহারণে ।
গদাহস্তেন যুযুধে ক্ষোভয়ন্ রিপুবাহিনীম্ ॥ ২৩
বিপ্রচিত্তিস্তু দৈতেয়ো বরুণেন মহাত্মনা ।
প্রবৃত্তো বৈ রণং কর্ত্তুং দৈত্যানাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৪
বলিস্তু সহ শক্রেণ সংরব্ধেন মহাত্মনা
যুযুধে দেবরাজেন বলিনা বলবান্ রণে ॥ ২৫
তথা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ চক্রুঃ সংগ্রামমাহবে
বিনর্দ্দন্তো মহানাদান্ প্রাসমিশ্রকশক্তিভিঃ ॥ ২৬
অদৃশ্যন্ত মহোৎপাতা যে প্রোক্তা জগতঃ ক্ষয়ে
মারুতাঃ সপ্ত তে ক্রুদ্ধা বান্তি তীব্রা মহীধরাঃ ॥ ২৭
সপ্ত চৈবোত্থিতাঃ সূর্য্যাঃ শোষয়ন্তো মহার্ণবান্
বড়বাভিস্তু হতা বায়ুনা নদিতা যথা ॥ ২৮
ধাবিতাশ্চ মহামেঘাঃ শক্রচাপান্বিতা দিবা
প্রদেহুঃ সর্ব্বভূতানি সপ্তাঃ সন্দীপিতা দিশঃ ॥ ২৯

দেবানামশুভো ঘোরো দৃশ্যতে কালনির্ম্মিতঃ ।
ঘোরোৎপাতঃ সমুদ্ভূতো যুগান্তসময়ে যথা ॥ ৩০
নান্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমি-
র্ন ভাস্করোঽদৃশ্যত রেণুজালৈঃ ।
বভুশ্চ বাতাহতমূলাঃ দ্রুমা
দিশশ্চ সর্ব্বাস্তিমিরোপগূঢ়াঃ ॥ ৩১
এতে চান্যে চ বহবো দৃশ্যন্তে দেবনির্ম্মিতাঃ
ভূমৌ তথান্তরিক্ষে চ মহোৎপাতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩২
তদ্ যুদ্ধং দেবদৈত্যানাং ভীমানাং ভীমদর্শনম্ ।
অপশ্যত গুরুর্ব্রহ্মা সর্ব্বৈরেব সুরৈঃ সহ ॥ ৩৩
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সাঙ্গৈশ্চ বিদ্যাভিশ্চ সনাতনঃ ।
পদ্মযোনির্বৃতঃ শ্রীমান্ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৩৪
নানামণিস্তম্ভসংবিচিত্র-
মারুহ্য যানং দদৃশে স্বয়ম্ভূঃ
মুক্তাম্বরং ভূতসহস্রযুক্তং
প্রদীপয়ানং বপুষা বরেণ ॥ ৩৫

---

নিজের বীর পুরুষে পরিবৃত হইয়া মহাপরাক্রমশালী প্রহ্লাদ রণাঙ্গনে দ্বিতীয় কালস্বরূপ হইয়া কালের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ২২

অনুহ্লাদ শত্রুসৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে সেই মহাসমরে গদাধারী ধনদ অর্থাৎ কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৩

দৈত্যগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী বিপ্রচিত্তিনামক দৈত্য মহাত্মা বরুণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইল ॥ ২৪

সেই রণাঙ্গনে বলবান্ দৈত্যরাজ বলি মহাবল দেবরাজ সুরেশ্বর মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

অবশিষ্ট দেবতা ও দৈত্যগণ যুদ্ধস্থলে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে প্রাস, মুষল, বাণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

সেই সময় এরূপ মহোৎপাতসমূহ দেখা যাইতে লাগিল, যাহারা প্রলয়কালেই প্রকটিত হয় বলিয়া কথিত আছে। প্রবহাদি সপ্তবিধ বায়ু সেই সময় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পর্বতসকল সবই দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল ॥ ২৭

মহাসাগরসকলকে শোষণ করিতে করিতে সপ্ত সূর্য্য উদিত হইলেন। প্রচণ্ড বায়ু এই পৃথিবীকে সেইভাবে বিদীর্ণ করিল, যেন এই পৃথিবীকে তখন মথিত করা হইয়াছে ॥ ২৮

আকাশে মহামেঘগুলি চারিদিকেই প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাদের মধ্যভাগে তখন ইন্দ্রধনু অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত প্রাণিগণ আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং দিকসমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ॥ ২৯

কালের প্রেরণায় দেবগণের ঘোর পরাজয় দেখা যাইতে লাগিল। যেরূপ প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩০

সেই সময় না অন্তরিক্ষ, না দিক্, না ভূমি এবং না সূর্য্য দেখা গেল। সব কিছু ধূলিজালে আবৃত হইয়া গেল। ধূলপূর্ণ ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিকসমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ॥ ৩১

এই সব এবং আরও বহু দেবনির্মিত মহোৎপাতসমূহ পৃথিবী ও আকাশে সর্বদিকে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩২

ভীষণ দেবতা ও দৈত্যগণের এই যুদ্ধ দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। লোকগুরু ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণের সহিতই এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

শিক্ষাদি ছয় অঙ্গসহ চার বেদ এবং চার বিদ্যায় পরিবৃত সনাতন পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩৪

নানাপ্রকারের মণিময় স্তম্ভসমূহে বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এবং সহস্র ভূতগণে শোভিত শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা নিজ শ্রেষ্ঠ শরীরে দেদীপ্যমান দেখাইতেছিলেন ॥ ৩৫

মুক্তাদামপ্রলম্বভক্তিচিত্রং
মানসতেজোময়সম্প্রভাসম্ ।
নক্ষত্রচন্দ্রাংশুকিরণোত্তমৈঃ
বৈদূর্যসোমার্কবিভূষিতাঙ্গম্ ॥ ৩৬

তমাস্থিতা বৈ পুলহঃ পুলস্ত্য-
স্তথা মরীচিঃ ক্রতুরঙ্গিরাশ্চ ।
ঋক্সামযজুঃ সম্যগভিষ্টুবন্তঃ
সেবন্তি দেবং বরদং বিমানে ॥ ৩৭

তং পাবকা লোকগুরুং স্বয়ম্ভুং
সাধ্যাশ্চ দেবা মরুদেবতাশ্চ
সেবন্তি দেবং ভুবনেশ্বরেশং
ভূতানি চান্যানি মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৮

এতে বহুবৃন্দা মহর্ষিসঙ্ঘা
বৈশ্বানরাঃ পাবকযোনয়শ্চ ।
সর্বে যজুর্বেদপুরোহিতাশ্চ
যুদ্ধোৎসুকাঃ সমসুরাসুরাণাম্ ॥ ৩৯

যোগেশ্বরাঃ ষট্ চ নিরাকুলাশ্চ
বিভূষিতৈর্ভূষিতসর্বদেহাঃ ।
অন্তর্হিতা বৈ দদৃশুর্মহাত্মা
নারায়ণশ্চৈব হরশ্চ দেবাঃ ॥ ৪০

বক্ত্রৈঃ শতচন্দ্রসমৈশ্চ শুভ্রৈঃ
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমৈঃ সুকান্তৈঃ ।
সর্বা দিশো নিস্তিমিরাশ্চকার
নবোদিতঃ শারদীব চন্দ্রঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
দেবাসুরযুদ্ধে সনকাদিদর্শনং নাম
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ইহার বিমানতল সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত বিবিধ চিত্র মূর্তিতে সুশোভিত ছিল। ইহাতে সহস্র দেবীগণের আনন্দদায়ক শব্দ উত্থিত হইতেছিল। নক্ষত্র ও সূর্যের তেজোময়ী মূর্তির ন্যায় ইহা কিরণসমূহের প্রভায় পরিপূর্ণ ছিল। বৈদূর্যমণি এবং চন্দ্রকান্ত ও সূর্যকান্ত মণিসমূহে এই বিমানের প্রত্যেক অঙ্গ বিভূষিত ছিল। ৩৬

সেই সময় বিমানে উপবিষ্ট বরদায়ক দেবতা ব্রহ্মাকে তাঁহার পুত্রগণ—পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচি, ক্রতু ও অঙ্গিরা ঋষি ঋক্-বেদ এবং সামবেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার সেবায় তৎপর ছিলেন। ৩৭

এই লোকগুরু, মহাপ্রভাব, ভুবনেশ্বরেশ্বর দেবতা ব্রহ্মার সেবায় অগ্নিগণ, সাধ্য দেবগণ, মরুদ্দেবতাগণ এবং অন্যান্য ভূতগণও নিরত ছিলেন। ৩৮

মহর্ষিগণের সমুদায়, বৈশ্বানরগণ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ঋত্বিক্ ও দেবতাদিগের পুরোহিতগণ—ইঁহারা সকলে দেবতা ও অসুরদিগের সেই যুদ্ধ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ৩৯

যাঁহারা সর্বাঙ্গসুন্দর যোগী ছিলেন এবং যাঁহাদের সর্বাঙ্গ উত্তম আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল, সেই ছয় যোগেশ্বর (সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, কপিল ও জৈগীষব্য,) অদৃশ্যভাবে আকাশে থাকিয়া এই যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ, হর ও কপিল অন্য দেবতাও অদৃশ্যভাবে অবস্থান করত এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৪০

শরৎকালের নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় তথা পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ পরম মনোহর কান্তিযুক্ত ও চারু বেশধারণকারী নিজ চার মুখের দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহকে অন্ধকার রহিত করিয়া দিলেন। ৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে দেবাসুরযুদ্ধে সনকাদির আগমননামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ॥ চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ দেবাসুরাণাং যুদ্ধে যজ্ঞরূপেণ বর্ণনম্, উভয়সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, এবঞ্চ পরাক্রমশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ তুমুলো যুদ্ধমবর্তত
নাদেন মহাশব্দেন ত্রৈলোক্যমিদমাবৃতম্ ॥ ১

গোমুখাড়ম্বরাণাঞ্চ ভেরীণাং মুরজৈঃ সহ
ঝর্ঝরীডিণ্ডিমানাঞ্চ নাদাস্তত্র মহাস্বনাঃ ॥ ২

প্রবৃত্তো যুদ্ধযজ্ঞস্তু তুমুলো লোমহর্ষণঃ
রণযজ্ঞো মহানাদঃ দর্পোঢ়ঃ পূর্বসংস্কৃতঃ ॥ ৩

যুদ্ধযজ্ঞস্য নেতাভূৎ প্রহ্লাদো দৈত্যসত্তমঃ ।
বিরোচনস্তথাধ্বর্যুর্যুদ্ধযজ্ঞপ্রবর্তকঃ ॥ ৪

হোতা চৈবাত্র নমুচির্বৃত্রঃ স্তোত্রোপশংসকঃ
ময়ো দৈত্যঃ সমধ্যাতা যজ্ঞকর্মাণি তত্র বৈ ॥ ৫

অসুরাশ্চ পিতৃবনিকো বা পরাক্রমৈঃ
যষ্টা তত্রাভবদ্ বাণঃ সংযুগে সোমদীক্ষিতে ॥ ৬

ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং সুপার্শ্বং তক্ষকং তথা
মন্ত্রাস্তত্রাভবংস্তু সংগ্রামে দীক্ষিতাঃ ॥ ৭

উদ্গাতা চ মহঃ শ্রীমান্ স্থিতঃ শক্রতপঃক্ষয়ঃ ।
বিনদন্ বিবিধৈর্ঘোরৈর্দেবানীকং বাধাক্ষয়ৎ ॥ ৮

বলিস্তু রাজা ছাগিমান্ স্বয়ং তত্র মহাসুরঃ ।
ভাগৈধরৈ দৈত্যসংযুক্তো যজ্ঞমকরোৎ প্রভুঃ ॥ ৯

চণ্ডাগ্নির্জ্বলিতো ঘোরো বৈরেন্ধনসমীরিতঃ ।
হুয়তে যত্র দৈত্যৈশ্চ দেবো বিষ্ণুঃ সুরৈঃ সহ ॥ ১০

শঙ্খশব্দৈঃ মৃদঙ্গৈর্ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ।
উদ্ঘুষ্টং বিমলং চৈব যুদ্ধযজ্ঞং প্রবৃত্তবান্ ॥ ১১

বলশ্চ বলকশ্চৈব পুলোমা চ মহাসুরঃ
প্রশস্তকং সমং কৃত্বা মন্ত্রং সমাক্ প্রচক্রিরে ॥ ১২

কল্পারম্ভো বিমলা বিপুলা স্বপশুক্রতুঃ
যূপাশ্চ সমকল্পন্ত যুদ্ধযজ্ঞে মহাকালে ॥ ১৩

ঋষ্টিনালীকনারাচা বৎসদন্তোপদংশিকাঃ
তোমরাঃ সোমকলশা বিচিত্রাণি ধনূংষি চ ॥ ১৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধকে যজ্ঞরূপে বর্ণন, উভয় সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ এবং দানব ও দেবের পরাক্রম । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুনরায় উভয় সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গোমুখ আড়ম্বর, ভেরী, মুরজ, ঝাঁঝ ও বাদ্যযন্ত্র—এই সব বাদ্যের মহাশব্দ শুনা যাইল। এই সব বাদ্য নিজেদের তুমুল ধ্বনিতে তিন লোককে যেন বিচলিত করিতেছিল । ১-২

সেখানে লোমহর্ষণকর ভাবে যুদ্ধযজ্ঞ চলিতে লাগিল, যাহা দর্পরূপী যজ্ঞপ্রাপ্তিকারক ছিল। এই সংগ্রামে শৌর্যশালী বীরগণের অতিশয় হর্ষনিনাদ এবং আর্তনাদ হইতে লাগিল । ৩

এই যুদ্ধযজ্ঞের নেতা হইলেন দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ। তাঁহার পুত্র বিরোচন এই যুদ্ধ-যজ্ঞের প্রবর্তক অধ্বর্যু হইল । ৪

ইহাতে নমুচি হোতা ও বৃত্রাসুর স্তোতা হইল। এই যুদ্ধ-যজ্ঞে দৈত্যশ্রেষ্ঠ ময় যজ্ঞকর্ম করিয়া সমধ্যাতা হইল । ৫

যে বিদের পরাক্রমের দ্বারা পিতৃগণিকে অনুসরণ করিতেছিল অথবা পিতৃগণ হইতে অপেক্ষাও অধিক পরাক্রমশালী ছিল, সেই বাণাসুর এই যুদ্ধযজ্ঞের যষ্টা হইল এবং যুদ্ধস্থলে সব সময় উপস্থিত রহিল । ৬

অসুরদের দ্বারা উচ্চারণে শস্ত্র ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও অন্যান্য সুপার্শ্ব নামক অস্ত্রসকল এখানে মন্ত্র ছিল । ৭

অসুরদের ভয়ঙ্কর শ্রীমান্ মহাসুর সেখানে উদ্গাতা হইয়া অবস্থান করিতেছিল। এই দৈত্যশ্রেষ্ঠ বীর মহা নিনাদ করিতে করিতে দেবসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল । ৮

সার্বভৌম তেজস্বী মহাসুর রাজা বলি স্বয়ংই সেখানে অসুরদের সহিত যুক্ত হইয়া যজ্ঞের কার্য করিতে লাগিলেন । ৯

বৈরকাষ্ঠ ইন্ধনে ও বায়ুতে উদ্দীপ্ত হইয়া সেখানে ঘোর অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। অসুরগণ দেবতাদিগের সহিত আসিয়া সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিতে লাগিল। এই আহুতি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তির জন্য করা হইতেছিল । ১০

শঙ্খকলের ধ্বনিসকল ও ভেরীসমূহের গভীর শব্দের দ্বারা সেখানে 'যুদ্ধযজ্ঞ'—উচ্চ বিমল উদ্ঘোষ হইতেছিল । ১১

বল, বলক ও পুলোমানামক এই তিন মহাসুর সেখানে প্রশস্ত ও সম কর্ম করিয়া সম্যক্‌রূপে মন্ত্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল । ১২

এই মহাকালনামক যুদ্ধযজ্ঞে বিচিত্র উচ্চাবচশোভিত, নির্মল ও বিশাল রথশ্রেণী যূপসমূহের রূপে কল্পিত হইল । ১৩

ঋষ্টি, নালীক নারাচ, বৎসদন্ত, উপদংশিকা, তোমর ও বিচিত্র ধনু—এই সবই সেই যজ্ঞে সোমকলস ছিল । ১৪

অস্থীন্যত্র কপালানি পুরোডাশাঃ শিরাংসি চ
আজ্যঞ্চ রৌদ্রং রুধিরং তস্মিন্ যজ্ঞেঽভিহূয়তে ॥১৫
ঈষাঃ পরিধয়স্তত্র প্রভাসা বিপুলা গদাঃ
হয়গ্রীবোঽগ্নিলোমা চ রাহুঃ কেশী চ দানবঃ ॥ ১৬
বিরোচনশ্চ জম্ভশ্চ বৃত্রশ্চ মহাবলঃ
সদস্যাস্তত্র তু মখে বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৭
ঈষবশ্চ ক্রতোস্তত্র যথাকল্পং গতাঃ
বহুকোট্যো বহুর্দ্ধাশ্চ ক্রতবস্তত্র মহামখে ॥ ১৮
প্রতিপ্রস্থানিকং কর্ম বৃষপর্বাকরোদিহ ।
দীক্ষিতস্তত্র তু বলিস্তস্য পত্নী মহাচমূঃ ॥১৯
শস্ত্রস্তত্র শামিত্রমকরোদ্ দ্বিবিদানবঃ ।
অভিচারে মহাবাহুর্বিততে যজ্ঞকর্মণি ॥ ২০
দক্ষিণাস্তস্য যজ্ঞস্য কালনেমির্মহাসুরঃ
দৈত্যানাং কর্মণি বিজ্ঞো যঃ খ্যাতো হব্যবাড়িব ॥ ২১
ক্রিয়মাণাঃ তু দৈত্যৈশ্চ শরীরৈর্বক্ষ্যৌবিতৈঃ ।
তস্মিন্ যজ্ঞে তু সবনং বর্ত্ততে দৈত্যনির্মিতম্ ॥২২
দেবানাং রুধিরং সংখ্যে পশুরূপা হিতেঃ সুতাঃ ।
বর্দ্ধমানাঃ প্রমুদিতা সোমপানং রণাজিরে ॥ ২৩
যদা বলির্মহাদৈত্যো বিজেতা সমরে সুরান্ ।
তদা ক্রতুফলো যজ্ঞে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
মহাসুরেন্দ্রপতয়ো যথান্যো ভূরিদক্ষিণাঃ ।
দেববন্তো বৃত্রবধঃ পূর্বাঃ সর্ব্বে তনুত্যজঃ ॥২৫
ত্রৈলোক্যহরণে দৃষ্টা যুদ্ধযজ্ঞায় দীক্ষিতাঃ ।
বদ্ধকক্ষাঃ জিনাঃ সর্ব্বে ব্রতিনো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৬
একনিশ্চয়কার্য্যাশ্চ ত্রৈলোক্যজয়কাঙ্ক্ষিণঃ ।
সুরদানবদৈত্যানাং শব্দঃ সমভবন্মহান্ ॥ ২৭
নানায়ুধবিহস্তানাং গর্জ্জমানাং প্রধাবতাম্
ক্ষেড়িতৈ কুষ্টনির্নাদৈর্ঘোষাক্রমিতনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৮
রথনেমিস্বনৈর্ঘোরৈঃ সৈন্যানাং সর্ব্বতোঽভবৎ ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্হ্রাদৈর্গর্জ্জিতনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৯

অস্থিসমূহ কপাল, মস্তকসকল পুরোডাশ এবং রৌদ্র রুধিরই ঘৃত ছিল ও এই সব সেই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইতেছিল ॥ ১৫

শরশক্তি, ঈষ ও বিশাল গদা পরিধি ছিল। হয়গ্রীব, অগ্নিলোমা, রাহু, দানব কেশী বিরোচন, জম্ভ, মহাবল বৃত্র এবং পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তি—ইঁহারা সকলে যজ্ঞে সদস্য ছিল ॥ ১৬-১৭

যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ ধনু ও সুন্দর বাণসমূহ এই যজ্ঞে কুশ ছিল। বহুর কোটি ও বহুর অগ্নিসমূহ সেই মহাযজ্ঞে ক্রতু ছিল ॥ ১৮

বৃষপর্বা এই যজ্ঞে প্রতিপ্রস্থাতার কার্য্য করিতে লাগিল। রাজা বলি এই যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণকারী যজমান ছিলেন এবং তাঁহার বিশাল দৈত্যবাহিনীই তাঁহার পত্নী ছিল ॥১৯

মহাবাহু দ্বিবিদদানব সেখানে প্রচলিত সেই অভিচার-নামক যজ্ঞকর্মে শামিত্র কর্ম করিতে লাগিল ॥ ২০

সেই যজ্ঞের দক্ষিণারূপে মহাসুর কালনেমি উপস্থিত ছিল, যে নিজের শক্তি বলির যজ্ঞকর্মে অগ্নির সমান বিখ্যাত ছিল ॥ ২১

দেবগণের দৈত্যবাহিনীর নিক্ষিপ্ত শরীরসমূহের দ্বারা সেই যজ্ঞে দৈত্যগণ কর্তৃক কৃত সবনকর্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ২২

এই যুদ্ধযজ্ঞে যে সব তরুণ দৈত্য দেবগণের রক্তপান করিতেছিল, উহাই তাহাদের সোমপান ছিল। তাহারা আনন্দিত চিত্তে-গর্জন করিতে করিতে এরূপ সোমপান করিতেছিল ॥ ২৩

যখন মহাদৈত্য বলি সমরে দেবগণকে জয় করিবেন, তখন এই যজ্ঞের সমাপ্তি ও ক্রতুফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪

মহাসুরেন্দ্রগণ পূর্বে দক্ষিণাদাতা, যজ্ঞকর্তা, দেবজ্ঞ, মহাত্মা ও দুর্ধর্ষ ছিল এবং ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে দেহের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ২৫

ইঁহারা সকলে ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিতে উদ্যত হইয়া সেই যুদ্ধরূপী যজ্ঞের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। সকলে নিজেদের শরীরে কবচ বাঁধিয়াছিল এবং সকলে যুদ্ধ-বেদনা ধারণ করত ব্রতপালনে তৎপর ছিল ॥ ২৬

একই নিশ্চিত উদ্দেশ্য লইয়া ইঁহারা সকলে যুদ্ধরূপী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। সকলের মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্তিতে আমাদের জয় হউক। নানাপ্রকার অস্ত্র হাতে লইয়া যুদ্ধস্থলের দিকে তীব্রগতিতে ধাবিত হইতে হইতে দেবতা, দানব ও দৈত্যগণের এখানে প্রচণ্ড কোলাহল হইতে লাগিল ॥২৭

যোদ্ধাগণের সিংহনাদ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, গর্জন, হস্তিগণের বৃংহণ ধ্বনি এবং রথের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ—এই সবের ঘোর কোলাহলে সেখানে চারিদিকে তুমুল নিনাদ হইতে লাগিল ॥ ২৮

শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের গভীর শব্দ, অশ্বগণের হ্রেষারব হ্রেষারবকারী অশ্বগণ ও গর্জনকারী দানবগণের সিংহনাদে

হয়ানাং দেবদানানাং দানবানাঞ্চ গর্জিতাম্।
হেষিতোৎকৃষ্টনিনদৈঃ পাদিপাদরবৈস্তথা ॥ ৩০

দানবানাং সুরেষাঞ্চ শস্ত্রবৃষ্টি মহাস্তি চ।
সমরে তীক্ষ্ণবর্ণানি সৈন্যানি প্রচকাশিরে ॥ ৩১

ততো নানা রথাশ্চৈব কাঞ্চনবিভূষিতাঃ
ভ্রাজমানা যথাকাশে মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥ ৩২

শক্তিখড়্গগদাতীক্ষ্ণাঃ শূলশক্তিপরশ্বধাঃ
চারু বিভ্রাজিরে তত্র সেনানীকেষু ভাস্বরাঃ ॥ ৩৩

রথা বহুবিধাকারাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
হেমপ্রচ্ছন্নশিখরা ভ্রমন্ত ইব পাবকাঃ
দানবানাং সুরাণাঞ্চ দদৃশোকাশ সৈনিকাঃ
কাঞ্চনৈঃ কবচৈঃ সর্বে জ্বলিতার্কসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৫

সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত জ্যোতীংষি গগনে যথা
উচ্চৈস্তরাশ্রুতৈর্ধ্বস্তৈরুচ্ছ্রিতৈশ্চ পতাকিনঃ ॥ ৩৬

ধ্বজাকাঃ সুরদানবধ্বজা বভুঃ

পর্বতে ও চৈতকেতে এবং তাহাদের রথ ও পদের আঘাতজনিত শব্দেও সেখানে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। ৩০

দানব ও দেবতাদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনে চতুর্দিকে বর্ষণ করিতে করিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৩১

সেই সময় সেখানে সুবর্ণে বিভূষিত রথ ও হস্তিসকল বিদ্যুতের মেঘদলের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৩২

এই সৈন্যদের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি, খড়্গ, গদা, তীক্ষ্ণ শূল, শক্তি ও পরশু অস্ত্রসকল দেদীপ্যমান হইতেছিল, যাহা তখন অত্যন্ত মনোহর দেখাইতেছিল। ৩৩

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট, উপরিভাগে স্বর্ণময় আচ্ছাদিত শত শত ও সহস্র সহস্র রথ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৩৪

দীপ্তিমান্ সূর্যসদৃশ প্রকাশিত সুবর্ণের কবচসমূহে সুসজ্জিত দানব ও দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যগণ আকাশে তারা-মণ্ডলের ন্যায় দেখাইতেছিল। ৩৫।

রথে ধ্বজাসকল ঐ দিন ও পূর্বে তুণীর ধারণ করিয়া যুদ্ধোন্মুখ-ধ্বজা বৃহৎ বৃহৎ রত্নশোভিত দেবগণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে আসিয়া উপরে উত্থাপিত বিচিত্র অস্ত্রসমূহের দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৬।

ন নারর্ণাঃ পতাকাশ্চ গজমালাশ্চ সাম্যুগে ॥ ৩৭

বৃংহতাং রথঘোষানামাযুধানাম মারুতঃ।
বলানকাঙ্গরাণি কবচানি চ রশ্মিভিঃ ॥ ৩৮

তামসানাম সর্বাণি রশ্মিবর্ণানি রশ্মিবান্।
সর্বেষামপ্রমেয়াণাং বলানাং পাদচারিণাম্ ॥ ৩৯

রজঃ প্রজ্ঞাদয়ামাস পরোর্ণঃ পাতুরা দিশঃ।
দিব্যাম্বরধরাঃ সর্বে দীপ্তাভরণবিগ্রহাঃ ॥ ৪০

প্রভিত্তভিত্তিরেহন্যোন্যমনীকং প্রত্যনীকতঃ।
নিবিড়ৈশ্চ ক্রুদ্ধাঃ সর্বে তদা তে দেবদানবাঃ ॥ ৪১

অন্যোন্যমভিনিঘ্নন্তো মঙ্গলশক্তিভিরাবিনঃ।
বাণৈঃ সুরুচিরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরশ্বধৈশ্চ তোমরৈঃ ৪২

মুষলৈর্মুদ্গরৈঃ শূলৈঃ খড়্গৈশ্চ সুশর্মভিঃ
বক্রৈরশনিকল্পৈশ্চ শক্তিকাম্পিতৈস্তথা ॥ ৪৩

তথা প্রবর্তিতে তেষাং বিস্ফোরিতসুতবিক্রমম্
সারথিশ্চ বধং প্রেষ্য তাপে কল্পাং কার্মুকম্ ॥ ৪৪

সমরাঙ্গনে সুবর্ণ রথনিচয় যোদ্ধাগণের রথ সর্বত্র পতাকা-সমূহ ও অশ্বরেণুকে বায়ু কম্পিত করিতে লাগিল। ৩৭।

সৈন্যদের ধ্বজ, কাঞ্চন, রথ ও কবচসমূহ—এই সমস্ত বস্তুকেই সূর্যদেব নিজের কিরণরশ্মির দ্বারা তাহাদেরই সমান কান্তিমান্ করত প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ৩৮।

উভয় পক্ষের অসংখ্য সমস্ত পদাতিসৈন্যগণের পাদ-সঞ্চারণে উত্থিত ঘোর রেণুরাশি বহুবর্ণ ধূলি সমস্ত দিক্‌সমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ৩৯।

সকলে দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং সকলেরই অস্ত্র ও অস্ত্রাভরণাদি প্রদীপ্ত (উজ্জ্বল) ছিল। ইহারা পরস্পর এক পক্ষের সৈন্যগণ অন্য পক্ষের সৈন্যদিগকে অস্থির করিয়া দিতে লাগিল অর্থাৎ তাহাদের অগ্রসর হইতে দিল না। ৪০।

সর্বতোভিন্নসদৃশ উচ্চ গর্জনকারী সেই সমস্ত দেবতা ও দানবগণ সেই সময় রণাঙ্গনে অবস্থান করত পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪১।

শস্ত্রসমূহে বেগযুক্ত হইয়া দুর্জয়, তীক্ষ্ণ ও পরম সুন্দর বাণ, মুদ্গর, মুষল, শূল, পরশু (লৌহমুখ), উল্মুক, অশনিতুল্য বজ্র, খড়্গ এবং কুন্তাদির দ্বারা অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে সেই যোদ্ধাগণের মধ্যে যখন ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় সারথিকে বধ করিবার জন্য ধনুর্ধর ধনু গ্রহণ করিল। ৪২-৪৪

শরজালেন দিব্যেন চ্ছাদয়ানঃ সুরোত্তমম্
মহেন্দ্র ইবাভিম্বান্ সম্প্রজ্বলন্ তেজসা ॥ ৪৫
সাগরান্তাং মহাসেনঃ দেবানাং দৈত্যপুঙ্গবঃ
সংশোষয়তি বাণৌঘৈরর্কাংশুভিরিবার্ণবম্ ॥ ৪৬
মারুতঃ সুমহাবেগঃ সাবিত্রঃ শক্তিমুত্তমাম্ ।
চিক্ষেপ বলিপুত্রায় শক্রোঽশনিমিবাহবে ॥ ৪৭
আপতন্তী চ সা শক্তির্বেগেন জ্বলিতা ইব
দ্বিধা ছিন্না ক্ষুরপ্রেণ বাণেনামুতকর্মণা ॥ ৪৮
হতায়ামিব শক্ত্যাং তু সাবিত্রো দেবসত্তমঃ
বিশ্বকর্মকৃতং দিব্যং সুতীক্ষ্ণং দানবার্দনম্ ॥ ৪৯
সুপীনধারং বিমলং বিপুলং চণ্ডবেগম্ ।
অপ্রতিনির্জিতং ষড়ঙ্গমাশীবিষমিবোরগম্ ॥ ৫০
তং গৃহীত্বা রণমুখে প্রজ্বলন্তং মহাপ্রভম্
বাণাভ্যাসে মহাতেজাঃ খড়্গপাণিরবস্থিতঃ ॥ ৫১

নিজের দিব্য শরসমূহের দ্বারা সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্রকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে বাণাসুর অস্ত্রসমূহের দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিদেবের ন্যায় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ৪৫

দেবতাদের বিনাশে দৈত্যদিগের সমুদ্রের ন্যায় ছিল। দৈত্যশ্রেষ্ঠ বাণাসুর নিজের বাণসমূহের দ্বারা সূর্যদেব যেরূপ নিজের কিরণাবলির দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাহাদিগকে শুষ্ক করিতে লাগিল। ৪৬

তখন মহাবেগশালী সাবিত্রনামক মরুৎ ইন্দ্র যেরূপ পর্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ বলিপুত্র বাণাসুরের উপর উত্তম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৪৭

কিন্তু অদ্ভুত কর্মকারী বাণাসুর নিজের দিকে প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় আগত সেই শক্তিকে এক ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিল। ৪৮

সেই শক্তি খণ্ডিত হইয়া যাইলে পর দেবশ্রেষ্ঠ সাবিত্র বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত, বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর এবং দানবদলনকারী এক দিব্য খড়্গ গ্রহণ করিলেন। উহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল ও পুষ্ট ছিল। এই নির্মল এবং বিশাল খড়্গ তেজস্বী আকাশ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল। ৪৯-৫০

যুদ্ধের সম্মুখভাগে সেই প্রজ্বলিত মহাপ্রভাযুক্ত খড়্গকে হস্তে লইয়া মহাতেজস্বী সাবিত্র বাণাসুরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

স তং স্থিতমথালক্ষ্য সাবিত্রং বলিনন্দনঃ ।
লোহিতাক্ষং মহাকায়ং চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ৫২
ততোঽর্ককিরণাকারানশনিপ্রতিমাঞ্ছরান্ ।
সসর্জ চাশু বাণৌঘানাশীবিষশিলীমুখান্ ॥ ৫৩
রুক্মপুঙ্খান্ প্রদীপ্তাগ্রানুগ্রবেগানলপ্রভান্ ।
আকর্ণপূর্ণাংশ্চিক্ষেপ শরানুগ্রান্ সমন্ততঃ ॥ ৫৪
দৃঢ়চাপপ্রযুক্তাস্তে শরা বৈশ্বানরপ্রভাঃ ।
সাবিত্রং ছাদয়ামাসুঃ কৈলাসমিব তোয়দাঃ ॥ ৫৫
সংছাদ্যমানঃ শস্ত্রৌঘৈর্বাণেন বলিসূনুনা ।
শরাতুরঃ সুরবরঃ প্রযাতঃ সরথধ্বজঃ ॥ ৫৬
পরাজিত্য স সাবিত্রং বাণঃ পরমহর্ষিতঃ ।
প্রগৃহ্য কার্মুকং ঘোরং গতঃ শক্ররথং প্রতি ॥ ৫৭
বলস্থাপাসুরশ্রেষ্ঠঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্
জগাম বসবে মুষ্টিং রৌদ্রাং চিক্ষেপ দানবঃ ॥ ৫৮

সাবিত্রদেবের চক্ষু তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং দেহও বিশাল ছিল। তাঁহাকে এইভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া বাণাসুর তাঁহাকে আক্ষেপ—তিরস্কার করিতে লাগিল ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৫২

তারপর বাণাসুর সূর্যকিরণতুল্য তেজস্বী, অশনিতুল্য তীক্ষ্ণ এবং বিষধর সর্পের ন্যায় বিষাক্ত বাণসমূহ সত্বর সন্ধান—ধনুতে যোজনা করিল। ৫৩

এই সব বাণের পক্ষ স্বর্ণের ছিল। উহাদের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত ছিল। উহারা ভয়ঙ্কর বেগশালী ও অগ্নিতুল্য ছিল। বাণাসুর এই সব উগ্র বাণকে ধনুতে যোজিত করিয়া কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত চারিদিকে নিক্ষেপ করিল। ৫৪

এই সব অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণ সুদৃঢ় ধনুর দ্বারা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তাহারা সাবিত্রকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিল, যেরূপ মেঘগণ কৈলাসপর্বতকে জলবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৫৫

বলিপুত্র বাণাসুরের অস্ত্রসমূহের দ্বারা এইভাবে আচ্ছাদিত হইতে হইতে সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া রথ ও ধ্বজসহ সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন। ৫৬

সাবিত্রকে পরাজিত করিয়া সেই বাণাসুর অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের রথের দিকে গমন করিল। ৫৭

অন্যদিকে অসুরশ্রেষ্ঠ বলনামক দানব বিশাল ও ভয়ঙ্কর গদা

তস্য নির্ভিন্নতঃ কায়ে হেমচিত্রক বর্ম বৈ।
গদাবেগেন ভীমেন ক্রান্তং সমরে তদা ॥ ৫৯
দেবাশ্চ বহবঃ সর্ব্বে দিব্যাস্ত্রৈর্ঘোরদর্শনৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়ন্ রণে দৈত্যং দিবাকরমিব তোয়দাঃ ॥ ৬০
ততঃ সমাদিতো বাণৈর্দৈত্যো দানবসত্তমঃ।
অবাতরদ্ রথাত্তস্মাদ্ গতক্লমো বেগবান্ ॥ ৬১
পাতয়ামাস শত্রূণাং সমাবিধ্য মহাসুরঃ
দিশঃ প্রাদ্রাবয়ৎ সর্ব্বান্ নিঘ্নতী সা মহাগদা ॥ ৬২
ইন্দ্রাশনিবিনির্ঘোষেণ প্রবৃদ্ধা সুমহাস্বনা।
তস্যাঃ সবিস্ময়াদেব বায়োস্তেন শব্দেন বেপিতাঃ ॥ ৬৩
যাতবন্ত পরিত্রস্তা রথেভ্যো রথিনস্তদা।
তদ্দীর্ণং রথানীকং দৃষ্ট্বা তু দেবনিঃস্বনম্ ॥ ৬৪
দেবানাং শতশঃ স্রাভিঃ সমন্তাদভ্যবর্ত্তত।
ক্ষুরপ্রৈর্বিবিধৈশ্চৈব বৈতস্তৈঃ সন্নতৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ৬৫
সুবর্ণবর্ম্মা তেজস্বী প্রত্যবিধ্যত দানবঃ।
বলাকশ্চ গদাপাণির্বিভাতি দিতান্ত ইবান্তকঃ ॥ ৬৬
তড়িদ্গণার্কসদৃশো বৈশ্বানর ইবাপরঃ।
পিবন্নিব শরৌঘাংস্তান্ দেবচাপসমুজ্ঝিতান্ ॥ ৬৭
অভ্যদ্রবত দৈত্যেন্দ্রো মহার্ণব ইবাপরঃ।
অবপূর্য্য দিশঃ সর্ব্বাঃ যেন বীর্য্যেণ দানবঃ ॥ ৬৮
অরুণৎ ত্রিদশান্ দৈত্যঃ সিন্ধুবেগানগা ইব।
সমুদ্রতরসা দেবান্ বায়ুর্জলানিবৌজসা ॥ ৬৯
দময়ংশ্চ মহেষ্বাসান্ বসুভ্যাং সমসজ্জত
আপশ্চৈবানিলশ্চৈব ববর্ষতুররিন্দমৌ ॥ ৭০
শরবর্ষাণি দীপ্তানি মেঘাবিব পতঙ্গপৌ।
ক্ষিপ্তাংস্তান্ বিশিখান্ দীপ্তানন্তরিক্ষে স চিচ্ছিদে ॥ ৭১

---

হাতে লইয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৮

সেই সময় সংগ্রামে সেই গদার ভয়ঙ্কর বেগে প্রবল ভাবে উপরিস্থিত সুবর্ণখচিত বিচিত্র কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ॥ ৫৯

তখন অবশিষ্ট সমস্ত দেবগণ ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে সেই দৈত্য বলকে সেইরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘগণ সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৬০

তারপর সেই সব বাণে বিদ্ধ হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বল গদা উত্তোলন করত নিজের সেই রথ হইতে সবেগে নামিয়া আসিল ॥ ৬১

সেই মহাসুর বল গদাকে ঘুরাইয়া নিজের শত্রুদের উপর পাতিত করিল। তখন সেই বিশাল গদা সমস্ত দেবগণকে সেই সময় দশদিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিল অথবা চারিদিকে বিতাড়িত করিল ॥ ৬২

যেরূপ ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তাঁহার অশনি তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ এই গদাও বলাসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন করিতে লাগিল। বিদ্যুতের ন্যায় শব্দ উৎপন্নকারী এই গদার শব্দে কম্পিত হইয়া সেই সময় দেবসৈন্যের রথী যোদ্ধারা নিজেদের রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৬৩

তখন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও মেঘতুল্য গর্জনকারী দেবসৈন্যদের সেই প্রচণ্ড রথ-সৈন্যগণের উপর বলাসুর চারিদিকে বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৪

এই মহাতেজস্বী মহাসুর বল দেবগণকে ক্ষুরপ্র, বিবিধ, ভল্ল, বৎসদন্ত ও শিলীমুখনামক বাণসমূহের দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫

বলাক নামক দৈত্য হাতে গদা লইয়া যুগবিধ্বংসকারী কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সে বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের সমান তেজস্বী ছিল এবং দ্বিতীয় বৈশ্বানরের (অগ্নির) ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৬৬

এই দৈত্যরাজ দেবগণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে যেন পান করিতে করিতেই তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। তখন সে দ্বিতীয় মহাসাগরের ন্যায় বেগশালী বলিয়া মনে হইতে ছিল ॥ ৬৭

যেরূপ পর্ব্বত সমুদ্রের বেগকে প্রতিহত করিয়া দেয়, সেইরূপ দানব দৈত্য বলাক নিজের গর্জনের দ্বারা সমস্ত দিক্সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নিজের বল-পরাক্রমে সমস্ত দেবতাদিগের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিল ॥ ৬৮

বায়ু যেরূপ নিজের বলে জলরাশিকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদ্রনামক দৈত্য নিজ বেগে মহাধনুর্ধর দেবতাদিগকে দমন করিতে করিতে আপ ও অনিল নামে দুই বসুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৯

শত্রুদমনকারী সেই আপ ও অনিল এই দুই বসু দুই মেঘের ন্যায় তেজস্বী বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দৈত্য উহাদের নিক্ষিপ্ত তেজস্বী বাণসমূহকে আকাশেই ছেদন করিয়া দিল ॥ ৭০-৭১

অমৃষ্যমাণস্তৎ কর্ম জয়স্তমভিদুদ্রুবে
তৌ পৃথক্ শরবর্ষাভ্যামন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ৭২
উভাবভিজনৌ শূরৌ দেবদৈত্যৌ বলান্বিতৌ ।
তৌ নখৈরিব শার্দূলৌ দন্তৈরিব মহাদ্বিপৌ ॥ ৭৩
রথশক্তিভিরন্যোন্যং বিশিখৈশ্চাপ্যকৃন্ততাম্ ।
নির্ভিন্দন্তৌ চ গাত্রাণি বিলিখন্তৌ চ সায়কৈঃ ॥ ৭৪
উত্তরন্তৌ চ বলিনৌ প্রতুদন্তৌ স্থিতৌ রণে ।
চরন্তৌ বিবিধান্মার্গান্মণ্ডলানি চ ভাগশঃ ॥ ৭৫
মুদ্গরৈর্জঘ্নতুঃ ক্রুদ্ধাবন্যোন্যমভিমানিনৌ ।
অসিভ্যাং চর্মণী দিব্যে বিপুলে চ শরাসনে ॥ ৭৬
নিকৃত্যাচলসঙ্কাশৌ বাহুযুদ্ধং প্রচক্রতুঃ
ব্যূঢোরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ ॥ ৭৭
বাহুভিঃ সমসক্তৈস্তৈরায়সৈঃ পরিঘৈরিব
তয়োরাসীদ্ভুজাঘাতৈর্নিগ্রহঃ প্রগ্রহস্তথা ॥ ৭৮
অতীব ভীমঃ সংহ্রাদো বজ্রপর্বতয়োরিব ।
দ্বিপাবিব বিষাণাগ্রৈঃ শৃঙ্গৈরিব মহাবৃষৌ ॥ ৭৯
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ মুহূর্তং পর্যকর্ষতাম্ ॥ ৮০
ততঃ পরাজিতো দেবো বলাকেন তদা জয়ঃ ।
রথং ত্যক্ত্বা ভয়াত্তস্য প্রনষ্টঃ প্রাঙ্মুখো যযৌ ॥ ৮১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরযুদ্ধে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

---

এই কর্মকে জয় সহ্য করিতে পারিলেন না; অতএব তিনি সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন এই দুই বীর পৃথক্ পৃথক্ বাণ বর্ষণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৭২

এই দেব জয় এবং দৈত্য বলাক উভয়ে শূরবীর, উত্তম কুলে উৎপন্ন এবং বলশালী ছিলেন। যেরূপ দুইটি ব্যাঘ্র নখসমূহের দ্বারা এবং দুইটি মহাহস্তী দন্তসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ এই দুই বীর রথ-শক্তি ও বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা প্রতিপক্ষের অঙ্গকে বিদীর্ণ ও আহত করিতে থাকিলেন ॥ ৭৩-৭৪

উভয়েই বলবান্ ছিলেন, অতএব উভয়েই রণভূমিতে থাকিয়া পরস্পরকে অগ্রগমন হইতে প্রতিরোধ করিতে করিতে ও পীড়িত করিতে করিতে যুদ্ধের বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলগতি দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৭৫

ইহার পর দুই অভিমানী বীর কুপিত হইয়া পরস্পরকে মুদ্গরের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই তরবারির দ্বারা উভয়ের দিব্য ঢাল ও বিশাল ধনুক কাটিয়া দিয়া পর্বতের সমান অবস্থান করত পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬

উভয়েরই বক্ষ বিশাল ও বাহু দীর্ঘ ছিল। উভয়ে মল্লযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন, অতএব লৌহনির্মিত পরিঘের সমান স্থূল (মোটা) ও বলিষ্ঠ দুই বাহুর দ্বারা ইঁহারা একে অন্যের দ্বারা গ্রথিত হইয়া যাইলেন ॥ ৭৭

এই উভয়ের মধ্যে তখন বাহুর আঘাতে নিগ্রহ ও প্রগ্রহরূপ কৌশল প্রদর্শন চলিতে লাগিল। সেই সময় বজ্র ও পর্বতের আঘাতের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৭৮

যেরূপ দুইটি হস্তী নিজেদের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা এবং দুইটি বড় বড় বৃষ নিজেদের শৃঙ্গের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করে, সেইরূপ এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রোধসহকারে মুহূর্তকাল ধরিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে এবং ধাক্কা দিতে লাগিলেন ॥ ৭৯-৮০

অনন্তর যুদ্ধে জয় বলাকনামক দৈত্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া ভয়ে রথ ত্যাগ করত পূর্বদিকে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ নমুচিনা বরুণস্য বধোঃ, ময়াসুরেণ ত্বষ্টুঃ, বাসুদেবেন পুলোম্নঃ, হয়গ্রীবেণ পূষ্ণঃ, শম্বরাসুরেণ ভগস্য, চন্দ্রদেবেন চ সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং পরাজয়ঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পুনরেব তু তত্রাসীৎ সংগ্রামঃ সুদারুণম্
ক্রুদ্ধস্য নমুচেশ্চৈব বরুণস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১

সংরব্ধৌ চ মহাবাহূ অন্যোন্যমভিজগ্মতুঃ।
পরস্পরমুদৈক্ষেতাং দহন্তাবিব লোচনৈঃ ॥ ২

বিস্ফার্য চ মহাচাপং হেমপৃষ্ঠং দুরাসদম্
সংধায় স বরুণস্তত্র প্রাণানমুখান্ ॥ ৩

স সায়কবরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নির্মলৈর্দৈত্যবধ্য প্রতি
চাপমুক্তৈঃ শিলাধৌতৈর্বাণৈঃ প্রাচ্ছাদয়ৎ প্রভুম্ ॥ ৪

ততঃ প্রহস্য নমুচির্দৈত্যশ্চ শিলাশিতান্
অস্যন্ সায়কান্ দীপ্তান্ তীক্ষ্ণবেগান্ দুরাসদান্ ॥ ৫

মহাতেজা মহাবাহুর্মহাবেগো মহাবলঃ
বিব্যাধাতিবলো দৈত্যো নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬

স তোত্ত্রৈরিব মাতঙ্গো বাধ্যমানঃ পতৎত্রিভিঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো নমুচিং বরুণস্তদা ॥ ৭

তমাপতন্তং বেগেন সংরব্ধং নমুচী রণে
দৈত্যঃ প্রত্যুদ্যযৌ মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৮

ততঃ প্রাগ্ভারপক্ষস্য ভেরীশঙ্খনিনাদিতম্
বিক্ষোভ্য তদ্ বলং হর্ষাৎ সমুদ্রার্ণবসপ্রভম্ ॥ ৯

অমানুষসবর্ণাভান্ হংসবর্ণৈঃ পতত্রিভিঃ
চিত্রয়ন্ সমরে দৈত্যো বরুণং প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ ॥ ১০

সমাশ্লিষ্টাবথান্যোন্যং বরুণদানবয়ো রথৌ
দৃষ্ট্বা প্রাকম্পত মুহুস্ত্রিদশানাং মহদ্ বলম্ ॥ ১১

ক্রোধসংরক্তনেত্রাক্ষৌ প্রেক্ষমাণৌ মুহুর্মুহুঃ।
গর্জন্তাবিব শার্দূলৌ প্রভিন্নাবিব বারণৌ ॥ ১২

---

## পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ নমুচির দ্বারা বরুণের পরাজয়, ময়াসুরের দ্বারা ত্বষ্টার, বাসুদেবের দ্বারা পুলোমার, হয়গ্রীবের দ্বারা পূষার, শম্বরাসুরের দ্বারা ভগের এবং চন্দ্রদেবের দ্বারা সমস্ত দৈত্য-দৈত্যগণের পরাজয়। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেখানে পুনরায় ক্রুদ্ধ নমুচি ও মহাত্মা বরুণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১

উভয়েই মহাবাহু, মহাক্রুদ্ধ ও সংরব্ধ বীর ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন নয়ন দ্বারাই দগ্ধ করিয়া দিবেন। ২

বরুণও যে ধনুকের পৃষ্ঠভাগে স্বর্ণ মণ্ডিত আছে, সেই দুর্ধর্ষ ও বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া এবং প্রাণের দ্বারা ত্যাগ করিয়া ক্রোধবশতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩

বরুণ শিলাশাণিত তেজস্বী বাণসমূহের জাল পাতিত করিয়া দৈত্য নমুচির রথকে এবং সূর্যের প্রকাশকেও আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৪

তখন নমুচি হাসিয়া বরুণের উপরও ভয়ঙ্কর বেগশালী দুর্ধর্ষ বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। এই সব বাণ শিলা-শাণিত ও তেজস্বী ছিল। ৫

মহাতেজস্বী, মহাবেগশালী, মহাবলী ও অত্যন্ত বলশালী মহাবাহু দৈত্য নমুচি নয়টি তীক্ষ্ণবাণে বরুণকে বিদ্ধ করিল। ৬

যেরূপ অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীর গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত বরুণদেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া নমুচির দিকে ধাবিত হইলেন। ৭

তাঁহাকে ক্রোধসহকারে সবেগে আসিতে দেখিয়া রণাঙ্গনে দৈত্য নমুচি যেরূপ এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীর দিকে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হয়, সেইরূপ বরুণের রথের দিকে অগ্রসর হইল। ৮

তদনন্তর দৈত্য নমুচি শত ভেরীর ন্যায় গভীর শব্দকারী নিজের শঙ্খ বাজাইল। সে হর্ষবশতঃ সমুদ্রতুল্য বিশাল দেবসৈন্যদিগকে বিক্ষোভিত করিয়া নিজ মহাতেজস্বী স্বর্ণবিভূষিত অশ্বদিগকে বরুণের হংসতুল্য স্বর্ণবিভূষিত অশ্বগণের সহিত মিলিত করিতে করিতে সমরাঙ্গনে বাণসমূহের দ্বারা বরুণ রথকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ৯-১০

বরুণ ও দানব নমুচির রথদ্বয়কে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যাইতে দেখিয়া দেবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী কম্পিত হইতে লাগিল। ১১

ইঁহাদের উভয়েরই চক্ষু তখন ক্রোধে তাম্রবর্ণ ( লাল ) হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা উভয়ে দুইটি ব্যাঘ্র ও মদস্রাবী দুইটি হস্তীর ন্যায় পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। ১২

ধনস্যাগ্রোপমং ঘৌরুমামোদাভোধনং তয়োঃ
রথাধবরসমবায়ং মত্তবারণসঙ্কুলম্ ॥ ১৩

সমাজমিব তং দৃষ্ট্বা প্রেক্ষমাণা মহারথাঃ
আশাংসন্তো জয়ং তাভ্যাং যোধা নৈকক্রমসংশ্রয়াঃ ॥ ১৪

তয়োঃ ত্রৈলোক্য সংরম্ভং সন্নিকৃষ্টং মহাত্মনোঃ
সিদ্ধসঙ্ঘর্ষিমুনয়ো দেবদানবয়োস্তদা ॥ ১৫

তৌ মহাদম্ভাবক্ষোভ্যং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
শরজালাবৃতং ব্যোম চক্রতুশ্চ মহাবলৌ ॥ ১৬

তাবন্যোন্যং জিঘাংসন্তৌ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহারথৌ
প্রেক্ষণীয়তমাবাস্তাং বৃষ্টিমন্তাবিব দ্রুমৌ ॥ ১৭

সুবর্ণবিকৃতান্ বাণান্ প্রমুঞ্চন্তাবরিন্দমৌ ।
ভাস্বরাস্তং তদাকাশমুল্কাভিরিব চক্রতুঃ ॥ ১৮

ততো শরাঃ প্রকাশন্তে দেবদানবয়োস্তদা
শতক্রতোঃ শরবৃষ্টিঃ সর্বসানি বিবাসরে ॥ ১৯

ত্রিদশাঃ দানবানাং হি শরৌর্ঘৈর্গতজীবিতৈঃ ।
ক্ষণেন সংবৃতা ভূমিস্তৈর্বৈরিব নভস্তলম্ ॥ ২০

ততঃ সুধারং জ্বলিতং সূর্যমণ্ডলসন্নিভম্
বধায় নমুচে সুক্ৰং চক্ৰং সমুচিনা রণে ॥ ২১

পততা যেন চক্রেণ বধশ্চ দানবোত্তমঃ ।
সঞ্চক্রঃ সাধুঃ সাধো শতাক্ষর্কিরণপ্রভঃ ॥ ২২

স তাভ্যাং দুষ্করং দেবঃ প্রবীতুঃ চক্রতেজসা ।
তস্যাত্তস্যানুগ্রস্তস্য শতঃ বজ্রনুচ্ছ্রম্ ॥ ২৩

পরাজিত্য পুরং দৈত্যো নমুচির্বলদর্পিতঃ ।
প্রযাতঃ যেন দৈত্যেন তদঃ সুরচমূং প্রতি ॥ ২৪

যৌ তৌ মহেন্দ্র দ্বষ্টা চ দেবৈস্তয়োর্বিক্রান্তৌ ।
প্রবরৌ বিশ্বকর্মা যশো সংশয়বিশ যুগৌ ॥ ২৫

যোদ্ধস্তয়োঃ সম্প্রহারঃ প্রাবর্ত্তত সুদারুণঃ ।
আক্ষ্যাকম্প তিরোহিত চিরং প্রবৃত্তি সংযুগে ॥ ২৬

দ্বষ্টা তু নিশিতৈর্দীপ্তৈর্বাণৈস্তু বলদর্পিতম্

ইহাদের উভয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রতীত হইতে ছিল। সেই যুদ্ধস্থল রথ, অশ্ব এবং মনুষ্যগণে পূর্ণ ও মত্ত হস্তিগণে ব্যাপ্ত ছিল। ১৩

ইহাদের উভয়ের যুদ্ধ সমাজের (জনসমাজে অনুষ্ঠিত ক্রীড়ার) ন্যায় দর্শনীয় হইয়া উঠিল। ইহা দেখিতে থাকিয়া উভয় পক্ষের মহারথী যোদ্ধারা ইহাদের উভয়ের মধ্যে একের জয় কামনা করিতে লাগিলেন। দেবতারা ত্বষ্টার এবং দৈত্যগণ দৈত্য নমুচির জয় কামনা করিতে ছিলেন। ১৪

সেই মহাত্মাদ্বয় দেব ও দানব উভয়েরই নিকটে ত্রৈলোক্য সহিত যে দৃঢ় সংগ্রাম সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং মুনিগণ দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৫

এই দুই মহাবল যোদ্ধা সমরাঙ্গণে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে আকাশকে বাণজালে আবৃত করিয়া দিলেন। ১৬

তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পরস্পরকে বধ করিতে উন্মুখ এই দুই মহারথী বীর জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন। ১৭

সুবর্ণনির্মিত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এই দুই শত্রুদমন বীর সেই সময় আকাশকে সূর্যের সমান প্রকাশমান এবং উল্কাসমূহে যেন পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলেন। ১৮

দেবগণের বধ ও দানব নমুচি এই উভয়ের বাণসমূহে সেই সময় আকাশে এইরূপ শোভিত হইতেছিল যেন শরৎকালে মত্ত সারসশ্রেণী উড়িয়া যাইতেছে। ১৯

যেরূপ মেঘ আকাশকে আবৃত করে, সেইরূপ দেবতাগণের অশ্ব ও হস্তিগণের নির্জীব শরীরসমূহে সেখানে ভূমি ক্ষণকালের মধ্যে আবৃত হইয়া উঠিল। ২০

তদনন্তর রণভূমে নমুচি সূর্যমণ্ডলতুল্য প্রজ্বলিত ও তীক্ষ্ণধার একটি চক্রকে ধারণ করিয়া নমুচিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। ২১

পতিত হইবার সময় সেই চক্র প্রবল সূর্যকিরণসদৃশ প্রকাশমান উত্তম রথকে অশ্ব, ধ্বজ ও অনুচরগণের সহিত প্রজ্বলিত করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিল। ২২

চক্রের তেজে প্রজ্বলিত সেই রথকে ত্যাগ করিয়া অসুরেন্দ্র অসুরেশ্বর নমুচি ভয়ে নিজের উত্তম পুরে পলায়ন করিলেন। ২৩

এইভাবে অসুরেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া বলগর্বিত দৈত্য নমুচি পুনরায় দৈত্যবাহিনীর সহিত দেবসৈন্যদিগের দিকে গমন করিল। ২৪

দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে বিখ্যাত ময় ও ত্বষ্টা এই উভয়েই প্রধান বিশ্বকর্মা ছিলেন। ইহারা উভয়েই শত শত মায়াসমূহে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইহাদের উভয়ের মধ্যে সেখানে অত্যন্ত দারুণ ও ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করিলেন। ২৫-২৬

পরাক্রান্তং পরাক্রম্য বিব্যাধ ত্রিংশতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৭
ষষ্ট্যা প্রতিবিব্যাধ ষষ্ঠ্যাঃ নিশিতৈঃ শরৈঃ
সুবাজৈঃ স্বপ্রসন্নাগ্রৈঃ শাতকুম্ভবিভূষিতৈঃ
নরাণ দিতিজশ্রেষ্ঠো কৃষ্ণঃ শরৈর্নতঃ ॥ ২৮
সংক্রুদ্ধো দৈত্যদেহস্থ বিচিন্বন্নিব জীবিতম্
শক্তিং কনকবৈদূর্যচিত্রদণ্ডাং মহাপ্রভাম্ ॥ ২৯
বেগো গৃহীত্বা সমরে দৈত্যেন্দ্রঃ সমপাতয়ৎ
তীক্ষ্ণাং সর্বায়সীং দৃষ্ট্বা পুরন্দর ইবাশনিম্ ॥ ৩০
তাং বহ্নিতুল্যনির্মুক্তামর্কবৈশ্বানরপ্রভাম্
মহাচিচ্ছেদ তীক্ষ্ণাগ্রৈরর্দ্ধচন্দ্রৈঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥৩১
ততঃ কৃষ্ণমিব প্রাণান্ স্বষ্টুঃ কোপাদগান্বয়ঃ
প্রেষয়ামাস সংরব্ধঃ শরান্ বহ্নিসমপ্রভান্ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ বাণান্ দৃষ্ট্বা তান্ সলিলৈর্নতপর্বভিঃ
দৈত্যস্য সুবহুবেগৈঃ সুবর্ণবিকৃতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৩

ততো বৃষাবিব নর্দন্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে ।
শার্দূলাবিব চান্যোন্যং প্রসক্তাবতিকোপনৌ ॥৩৪
অন্যোন্যং প্রতিমুঞ্চন্তাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ ক্রুদ্ধাবাশীবিষাবিব ॥ ৩৫
মহাগজাবিবাসাদ্য বিষাণাগ্রৈঃ পরস্পরম্
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥৩৬
ততঃ সুবিপুলাং দীপ্তাং মহো কৃষ্ণ জগো গদাম্
সর্বৈরি প্রাহিণোৎ ক্রুদ্ধঃ সর্বপ্রাণহরাং রণে ॥ ৩৭
তয়া জ্বালাভিতপ্তবপুঃ কৃত্বা কাঞ্চনবাজিনঃ
গদয়া দানবঃ ক্রুদ্ধো বজ্রেণেন্দ্র ইবাচলান্ ॥৩৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদৈত্যঃ ক্ষুরাভ্যামথ সংযুগে ।
পূর্বাভ্যাং শরাভ্যাং তু নিশিতাভ্যাং মহাবলে ॥৩৯
ততঃ বহুধা ছিত্ত্বা সূতং নিন্যে যমক্ষয়ম্ ।
মহাবল মহাবেগান্ হত্বান্ গদয়া হৃতবান্ ॥ ৪০

কৃষ্ণ বলশালী পরাক্রমশালী দৈত্য নরককে পরাক্রম পূর্বক ত্রিশটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । ২৭

তখন নরকও কৃষ্ণকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। নরকাসুরের সেই সব বাণ উত্তমরূপে আঘাতকারী ও স্বর্ণের দ্বারা বিভূষিত ছিল। উহাদের অগ্রভাগ বক্র ও প্রদীপ্ত ছিল। পুনরায় কৃষ্ণ ঐ বাণসমূহে আবার দৈত্যশ্রেষ্ঠ নরককে বিদ্ধ করিতে লাগিল । ২৮

ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দৈত্যগণের প্রাণকে যেন আহরণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বর্ণ ও বৈদূর্যমণিতে খচিত বিচিত্র শতবিন্দুবিশিষ্ট, অত্যন্ত তেজোময় পরিপূর্ণ শক্তি গ্রহণ করত তাহা সমরাঙ্গনে দৈত্যরাজ নরকের উপর নিক্ষেপ করিলেন । ২৯।

এই তাহার শক্তি সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত ছিল। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ কৃষ্ণের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সূর্য ও অগ্নিতুল্য তেজোময় সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া মহাসুর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত সাতটি অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা অতি সত্বর তাহাকে ছেদন করিয়া দিল ॥ ৩০-৩১

তারপর কোপবশতঃ মহাসুর যেন কৃষ্ণের প্রাণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার উপর রোষান্ধভাবে অগ্নিতুল্য বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৩২

কিন্তু কৃষ্ণ স্বর্ণনির্মিত, আনতপর্বযুক্ত, প্রজ্বলিত ও মহাবেগশালী বাণসমূহের দ্বারা দৈত্যের সেই বাণকে ছেদন করিয়া দিলেন । ৩৩

এই দুই বলবান্ বীর বৃষকামিনী গাভীর জন্য পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী ও গর্জনকারী দুইটি বৃষের ন্যায় এবং পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত দুইটি বাঘের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন । ৩৪

উঁহারা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে ছিলেন এবং ক্রুদ্ধ দুইটি বিষধর সর্পের ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে ছিলেন । ৩৫

যেরূপ দুইটি বিশাল হস্তী পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া নিজ নিজ দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ এই দুই বীর ধনুকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন । ৩৬

তারপর স্বর্ণনির্মিত অঙ্গদধারী মহাসুর কুপিত হইয়া রণাঙ্গনে সকলের প্রাণহরণকারিণী এক বিশালাকৃতি ও দীপ্তিময়ী গদা কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল । ৩৭

ক্রুদ্ধ অতিবলী বীর নরক সেই গদার দ্বারা ইন্দ্র যেরূপ বজ্রের দ্বারা পর্বতসকলকে পাতিত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণের উত্তম অশ্বগণকে বধ করত পাতিত করিলেন । ৩৮

ইহার পর কুপিত হইয়া সেই মহাদৈত্য নরক মহাসমরে পুনরায় দুইটি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরনামক বাণের দ্বারা কৃষ্ণের ধনু ছেদন করত তাঁহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিল এবং তাঁহার মহাবল ও মহাবেগশালী উত্তম অশ্বগণকে ত' পূর্বেই গদার দ্বারা বিনাশ করিয়াছিল । ৩৯-৪০

দৃষ্ট্বা ত্বষ্টা হতং সূতমশ্বাংশ্চ বিনিপাতিতান্
হতোথং রথমুৎসৃজ্য সূতঞ্চ পতিতং ভুবি ॥ ৪১
বিস্ফারয়ন্মহাচাপং স্থিত্বা ভূমাবিবাচলঃ
হতাশ্বসূতং বিরথং দৃষ্ট্বা ত্রিপুরবাহিতম্ ॥ ৪২
জয়শ্রিয়া সেব্যমানো দীপ্যমান ইবানলঃ
মহঃ কালান্তকপ্রখ্যশ্চাপপাণিরদৃশ্যত ॥ ৪৩
প্রাদহদ্দেবসৈন্যানি দাবাগ্নিরিব কাননম্ ।
ত্বষ্টুঃ সোঽক্ষিপতাত্যুগ্রান্নারাচাংস্তিগ্মতেজসঃ ॥ ৪৪
চতুর্দ্দশ শিলাধৌতান্ সায়কান্ বিবিধাকৃতীন্ ।
তে পপুস্তস্য সৈন্যস্য শোণিতং রুক্মভূষণাঃ ॥ ৪৫
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গাঃ কালচোদিতাঃ
তে ক্ষিতিং সমবর্ত্তন্ত শোভন্তে রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ৪৬
অর্দ্ধপ্রবিষ্টাঃ সংরব্ধা বিলানীব মহোরগাঃ ।
তং প্রত্যবিধ্যৎ ত্বষ্টা তু জাম্বূনদবিভূষিতৈঃ ॥ ৪৭
চতুর্দ্দশভিরত্যুগ্রৈর্নারাচৈর্দৈত্যসত্তম
তে তস্য দৈত্যস্য ভুজঙ্গ সমাঃ বিভিদ্য পত্রিণঃ ॥ ৪৮
বিদার্য্য বিবিশুর্ভূমিং পন্নগা ইব বেগতঃ ।
তে প্রকাশন্ত নারাচাঃ প্রবিশন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৪৯
অস্তং গচ্ছন্মহাদিত্যাঃ প্রবিশন্ত ইবাংশবঃ ।
মহাত্রিভিরথানর্দ্দৎ ত্বষ্টারং তু শতৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৫০
সুপর্ণবেগবিক্রান্তৈর্ঘর্শিদিঃ প্রাণনাশনৈঃ ।
ত্বষ্টাপ মহানির্ম্মুক্তৈঃ সায়কৈরর্দ্দিতঃ প্রভুঃ ॥ ৫১
অপযাতো রণং হিত্বা ব্রীড়য়াভিসমন্বিতঃ ।
তং তত্র হতসূতঞ্চ ভুজঙ্গ ইব নিঃশ্বসন্ ॥ ৫২
ত্বষ্টারং বিরথং কৃত্বা হৃষিতঃ স তু দানবঃ ।
বিস্ফার্য্যমানো রুচিরং চাপং রুক্মাঙ্গদং দৃঢ়ম্ ॥ ৫৩
রণে ব্যতিষ্ঠদ্দৈত্যোঽসৌ জ্বলন্নিব হুতাশনঃ ।
পুলোমা তু বলশ্লাঘী যুযুধে দানবোত্তমঃ ॥ ৫৪

---

সারথিকে নিহত ও অশ্বগণকে ভূপাতিত হইতে দেখিয়া ত্বষ্টা সেই অশ্বহীন রথ এবং ভূতলে পতিত সারথিকে সেখানে ত্যাগ করিয়া নিজের বিশাল ধনুকে বিস্ফারিত করিতে করিতে রণভূমিতে অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১।

অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইলে পর রথহীন শত্রুকে রণভূমিতে অবস্থান করিতে দেখিয়া বিজয়লক্ষ্মীতে সেবিত ও অগ্নির সমান দীপ্তিমান মহাসুর হস্তে ধনু গ্রহণ করত কাল ও অন্তকের সদৃশ সেখানে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪২-৪৩

যেরূপ দাবানল বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ ঐ দেবসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিল এবং ত্বষ্টার উপর অতিশয় উগ্র নারাচসমূহ নিক্ষেপ করিল। তারপর শিলাশাণিত ও বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট চোদ্দটি বাণ নিক্ষেপ করিল। ৪৪।

যেরূপ কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিষধর সর্পগণ কাহারও রক্ত পান করে, সেইরূপ সেই সব স্বর্ণভূষিত বাণ তাঁহার (ত্বষ্টার) সৈন্যদের রক্ত পান করিতে লাগিল। ৪৫।

রক্তলিপ্ত সেই সব বাণ ভূতলে পতিত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং গর্তের মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ও রোষপূর্ণ মহাসর্পগণের সমান শোভা পাইতে লাগিল। ৪৬।

তখন ত্বষ্টা স্বর্ণভূষিত ও অত্যন্ত উগ্র চোদ্দটি নারাচের দ্বারা মহাসুরকে বিদীর্ণ করিতে করিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। ৪৭।

এই সব নারাচ সেই দৈত্যের দেহ ভেদ করিয়া বিদীর্ণ করত সর্পগণের মত বেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। ৪৮।

ভূতলে প্রবিষ্ট হইতে হইতে এই সব নারাচ অস্তাচলে গমনকারী সূর্য্যদেবের প্রবিষ্ট কিরণসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৯।

তদনন্তর ঐ শত্রুসূদন দেবশত্রু বিকরাল, প্রকাশমান ও প্রাণনাশক তিনটি বাণের দ্বারা ত্বষ্টাকে বিদ্ধ করিয়া পীড়িত করিল। ৫০।

মহানির্ম্মুক্ত সেই সব বাণে পীড়িত হইয়া প্রভাবশালী ত্বষ্টা অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ৫১।

ত্বষ্টার সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে রথহীন ও বিতাড়িত সর্পের ন্যায় পরিভূত করিয়া দিয়া দানব অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ৫২।

স্বর্ণের দ্বারা বিভূষিত, সুদৃঢ় ও সুন্দর ধনু বিস্ফারিত করিতে করিতে সেই দৈত্য রণাঙ্গনে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান অবস্থান করিতে লাগিল। ৫৩।

অন্যদিকে নিজের বলের প্রশংসাকারী গর্বিত দানবশ্রেষ্ঠ পুলোমা রথে উপবিষ্ট শ্বেত অশ্ববিশিষ্ট বায়ুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ৫৪।

যথৈ বেতসয়েনেব সার্দ্ধং যুধ্যতি বায়ুনা।
সর্বেষামেব ভূতানাং যঃ প্রাণঃ কথ্যতে বিভৈঃ ॥ ৫৫
বলিনা কালকল্পেন বায়ুনা সহ সঙ্গতঃ।
পুলোমতত্র পবনঃ শ্রুত্বা তাডননিঃস্বনম্ ॥ ৫৬
নামৃষ্যত যথা মত্তো গজঃ প্রতিগজস্বনম্
দৈত্যচাপচ্যুতৈর্বাণৈঃ প্রাচ্ছাদ্যত দিশো দশ ॥ ৫৭
রশ্মিজালৈরিবার্কস্য বিততঃ সাম্বরং জগৎ
স তাম্রনয়নঃ ক্রুদ্ধঃ শ্বসন্নিব মহোরগঃ ॥ ৫৮
বৃতো দৈত্যবাণৈর্বায়ুঃ রশ্মিবানিব ভাস্করঃ
দৈত্যচাপচ্যুতাৎসৃষ্টাঃ শরা বহ্নিশিখাসমাঃ ॥ ৫৯
কনকপুঙ্খাঃ প্রকাশন্তে হংসাঃ শ্রেণীকৃতা ইব।
চাপমণ্ডলপর্যন্তাঃ শরা দীপ্তমুখান্ততাঃ ॥ ৬০
প্রপতন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে দৈত্যাঙ্গাৎপতিতাঃ শরাঃ।
এবং সুতীক্ষ্ণান্ খগরাজভাগানিব পাবকে ॥ ৬১
সুবর্ণবিকৃতান্ চিত্রান্ মুমোচ দিতিজঃ শরান্।
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধমাপতন্তং স মারুতঃ ॥ ৬২
তাভ্যাং প্রাণানতিক্রম্য বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ।
তস্য বেগমসংহার্যং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ সনাতনঃ ॥ ৬৩
উত্তমং জবমাস্থায় বাণৌঘং সায়কব্রজান্।
তেজো বিধম্য বলবান্ শরজালানি মারুতঃ ॥ ৬৪
বিব্যাধ দৈত্যং বিংশত্যা বিশিখৈর্নতপর্বভিঃ।
মরুদ্গণানাং প্রবরা দশ দিব্যা মহৌজসঃ ॥ ৬৫
সাধু সাধ্বিতি বেগেন সিংহনাদং প্রচক্রিরে।
তস্মিন্ সমুত্থিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে ॥ ৬৬
অভ্যাধাবন্ত দিতিজাঃ পৌলোমাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
তে সমাসাদ্য পবনং সমাবৃণ্বন্ শরোত্তমৈঃ ॥ ৬৭
পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকাঃ।
তে পীড়য়ন্তঃ পবনং ক্রুদ্ধাঃ সর্বে মহারথাঃ ॥ ৬৮

বিদ্বানগণ যাঁহাকে সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ বলিয়া থাকেন, সেই মহাবল কালসদৃশ বায়ুদেবের সহিত পুলোমা যুদ্ধে মিলিত হইল ॥ ৫৫ ॥

বায়ুদেব সেখানে পুলোমার ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা কোনরূপে সহ্য করিতে পারিলেন না, যেরূপ মদমত্ত হস্তী বিপক্ষ বিরোধী হস্তীর গর্জন সহ্য করিতে পারে না ॥ ৫৬ ॥

যেরূপ সূর্য্যের কিরণজালে আকাশসহ বিস্তৃত জগৎ আবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুলোমা দৈত্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা দশদিক্ আচ্ছাদিত হইয়া গেল ॥ ৫৭ ॥

ইহাতে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গর্জনকারী মহাসর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ বায়ুদেবের নেত্র তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন সেই দৈত্যের পরিবৃত হইয়া রশ্মিশালী সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

দৈত্যের ধনু হইতে বাহুবলে নিক্ষিপ্ত, স্বর্ণ-পক্ষযুক্ত ও অগ্নিতুল্য বাণসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হংসগণের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

সেই আক্রমণকারী দৈত্যের ধনু, অঙ্গ ও পতাকাসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত মুখবিশিষ্ট অস্ত্র এবং বাণসমূহ সর্বদিকে পতিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

এইরূপে দৈত্য অগ্নিতে পতিত পতঙ্গ (পক্ষী)-গণের ন্যায় অতিশয় তীক্ষ্ণ, সুবর্ণনির্মিত, বিচিত্র এবং আকাশে বিচরণকারী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিল ॥ ৬১ ॥

ক্রুদ্ধ যমরাজের সদৃশ ঐ দৈত্যকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া বায়ুদেব প্রাণের মোহ ত্যাগ করত তাহাকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬২ ॥

পুলোমার বেগকে অনিবার্য দেখিয়া সনাতন বায়ুদেব উত্তম বেগ অবলম্বন করত তাহার সমস্ত বাণশ্রেণীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ৬৩ ॥

তাহার তেজ ও বাণসমূহকে নষ্ট করিয়া দিয়া বলবান্ বায়ুদেব সেই দৈত্য পুলোমাকে আনতপর্বযুক্ত বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইহা দেখিয়া মরুদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে দশ জন দিব্য মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাঁহারা 'সাধু সাধু' বলিয়া সবেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

সেই রোমাঞ্চকারী তুমুল সিংহনাদ উত্থিত হইতে থাকিলে পৌলোমনামক দৈত্যগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ধাবিত হইল ॥ ৬৬ ॥

তাহারা বায়ুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজেদের উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে আবৃত করিল, যেরূপ বর্ষা-ঋতুতে মেঘগণ তীব্র জলধারাবর্ষণে পর্বতকে আচ্ছাদিত করিতে থাকে ॥ ৬৭ ॥

ক্রুদ্ধ সেই পৌলোম-মহারথী বীরগণ বায়ুদেবকে সেইরূপ পীড়িত করিতে লাগিল, যেরূপ সংহারকালে সমস্ত গ্রহ লোককে পীড়িত করিয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

প্রভামংহরণে ঘোরাঃ সোমং সপ্ত গ্রহা ইব
ততো দক্ষিণহস্তেন তাং নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ৬৯

করং গজকরাকারমুদ্যম্য ভুবি মারুতঃ
তেষাং মূর্দ্ধসু দৈত্যানাং পাতয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৭০

নিহতা বায়ুবেগেন তেন সপ্ত মহাসুরাঃ
তান্ দৃষ্ট্বা প্রাণান্ পুলোমা তু বিসসর্জ ভয়ার্দ্দিতঃ শরৈঃ ॥৭১

প্রদর্শিতমসংহার্য্যং দৃষ্ট্বা বায়ুং সনাতনম্
অসঞ্চিন্ত্য সুরৌঘাংস্তান্ ঘনিতাংশ্চ পুলোমতঃ ॥ ৭১

তেষাং বিদার্য্য দেহাংসি দানবানাং মহাত্মনাম্
শোণিতস্রাবমুক্তা শৈলিকাক্তা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৭৩

তে ভিন্নবর্ম্মাস্থিভুজাঃ পতন্তো ভান্তি দানবাঃ
মাতঙ্গপুষ্পসংছন্নাঃ পুষ্পিতা ইব পাদপাঃ ॥ ৭৪

তেষাং বিদারিতৈর্দেহৈর্দানবানাং মহাত্মনাম্
ততঃ প্রাবর্ত্তত নদী শোণিতৌঘা তরঙ্গিণী ॥ ৭৫

তখন বলপরাক্রমসম্পন্ন বায়ুদেব অক্রোধে, নানাপ্রকার রত্নসমূহে বিভূষিত ও হস্তিশুণ্ডতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট নিজের দক্ষিণ হস্তকে উপরে তুলিয়া তাহারই দ্বারা ভূতলে সেই সপ্ত পৌলোমের মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই বায়ুতুল্য বেগশালী হস্ত-প্রহারে সেই সপ্ত মহাসুর নিহত হইল। ৬৯-৭০।

তখন পুলোমা সনাতন বায়ুদেবকে অত্যন্ত দর্পিত ও অজেয় দেখিয়া প্রাণের মোহ ত্যাগ করত নয়টি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। ৭১।

পুলোমার বিদ্ধ হইতে আগত সেই সব দানবসমূহকে চিন্তা না করিয়াই সেই মহাকায় দানবগণের দেহ (মস্তক) বিদীর্ণ করিয়া বায়ুদেব তাহাদের মুকুটসমূহকে রক্তে সিক্ত করিয়া দিলেন। সেই সময় এই দৈত্যগণ গৈরিকরাগে রঞ্জিত পর্ব্বতসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৭২-৭৩

কবচ, অস্থি ও বাহুসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বাতাসে ভূতলে পতিত হইতে হইতে এই দানবগণ পুষ্পিত বিশাল পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসকলের ন্যায় শোভিত হইল। ৭৪

এই মহাকায় দানবগণকে বিদারিত করিয়া তাহাদের দেহসমূহের রক্তের এক ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইল, যাহার জল অতিশয় তরঙ্গিত ছিল। ৭৫

এই নদী রণভূমিতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিতে করিতে শোক

প্রবহন্তী রণে রক্তং ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধিনী
দেবদৈত্যগজাশ্বানাং রুধিরৌঘপরিপ্লুতা
রণভূমিরভূৎ রৌদ্রা তত্র তত্র সহস্রশঃ ॥৭৬

সন্তৃতা গজসঙ্ঘৈশ্চ যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ
সাশ্বৈঃ সপত্তিকৈশ্চ সোপাসঙ্গধ্বজৈরপি ॥ ৭৭

শীর্ণকুম্ভৈস্তথা নাগৈশ্চক্রৈশ্চাপি বিচূর্ণিতৈঃ।
সুবর্ণপুঙ্খৈশ্চ শিতৈর্নারাচৈস্তিগ্মতেজসৈঃ ॥ ৭৮

দেবদানবনির্মুক্তৈঃ সর্পৈরিব মহোরগৈঃ
প্রাসতোমরনারাচৈঃ শক্তিপট্টিশমুদ্গরৈঃ ॥ ৭৯

সুবর্ণবিকৃতৈশ্চাপি গদামুষলপট্টিশৈঃ
কনককেয়ূরৈর্মণিভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ ॥ ৮০

তনুত্রৈঃ সধ্বজৈশ্চ হারৈর্নিষ্কৈশ্চ শোভনৈঃ
ছত্রৈশ্চ শিবিকৈশ্চৈব সমুদ্গকবর্জিতৈঃ ॥ ৮১

পতিতৈরপি বিদ্ধৈশ্চ সহস্রশঃ সংযুগে
নিপাতিতমহাকায়ো রথবাজিরথদ্বিপঃ ॥ ৮২

ভীরুগণের মনে ভয়বৃদ্ধি করিতেছিল। দেব ও দৈত্যগণের হস্তী এবং অশ্বদিগের রক্তের প্রবাহে বহু স্থলে সহস্র সহস্র ভাবে নিমজ্জিত হইয়া সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ৭৬

নিহত যক্ষ, রাক্ষস ও দেবগণের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ ছিল। ইহাদের সেবক, অশ্ব, পতাকা, উপাসঙ্গ এবং ধ্বজসকলের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৭৭

হস্তীর বিচূর্ণিত গণ্ডস্থল মহানাগ হইয়াছিল, তাহাদের কুম্ভস্থল তখন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত, প্রচণ্ড তেজস্বী ও প্রজ্বলিত বাণসমূহ দেবতা ও দানবগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া বিষাক্ত সর্পসকলের ন্যায় সেখানে পতিত ছিল। ৭৮।

প্রাস, তোমর, নারাচ, শক্তি, পরশু, সুবর্ণনির্ম্মিত গদা, মুষল, পট্টিশ, স্বর্ণ বলয়, কেয়ূর, মণি, কুণ্ডল, কবচ, পতাকা, হার, সুন্দর পদক, অস্ত্র ও রথহীন হইয়া মৃত দৈত্যগণ এবং আহত হইয়া পতিত শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যগণের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৭৯-৮১।

যেখানে বহু অশ্ব ও রথ পাতিত করা হইয়াছিল, অশ্ব, হস্তী ও রথী বীরগণকে নিহত করা হইয়াছিল, সেই দেবতা ও দানবদিগের বিমর্দ (সংগ্রাম) তাঁহাদের কর্মের অনুরূপই প্রতীত হইতে ছিল। ৮২।

বিমর্দ্দো দেবদৈত্যানাং সদৃশঃ কর্ম্মণা বভৌ
অথ দৈত্যসহস্রেণ পৌলোমেন মহাসুরঃ ॥ ৮৩
সংবৃতঃ পবনঃ শ্রীমান্ গদামুষলপাণিনা ॥ ৮৪
তে বভ্রুঃ শতসাহস্রাঃ পবনং দানবোত্তমাঃ
তৈর্বধ্যমানঃ স বভৌ সমন্তাদর্পিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৫
হত্বাথো তত্র যোধানাং শতানি পবনঃ প্রভুঃ ।
কৃত্বা মার্গং সুরশ্রেষ্ঠো ননাদ সুমহাস্বনঃ ॥ ৮৬
অদ্যাপি চ সুবিস্তীর্ণঃ পন্থাঃ সংদৃশ্যতে দিবি
নাম্না বায়ুরথো নাম সিদ্ধাঃ পশ্যন্তি তং দিবি ॥ ৮৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হয়গ্রীবস্তু দিতিজঃ পূষাণং প্রতি বীর্য্যবান্
ননাদ সুমহানাদং সিংহনাদং মহাস্বনঃ ॥ ৮৮
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং হেমজালবিভূষিতম্ ।
পূষাণং দিতিজোঽপশ্যৎ ক্রুদ্ধো ঘোরেণ চক্ষুষা ॥ ৮৯
ভুজাভ্যামাদদানস্য সন্দধানস্য বৈ শরান্
মুঞ্চতঃ কর্ষতো বাপি দদৃশুস্তত্র নান্তরম্ ॥ ৯০

অনন্তর হস্তে গদা ও মুষল লইয়া পৌলোমনামক হাজার হাজার দৈত্য শ্রীমান্ মহারথী পবনদেবকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। ৮৩-৮৪

সেই লক্ষ শ্রেষ্ঠ দানবগণ পবনদেবকে বহু প্রহার করিতে লাগিল। ইহারা চারিদিক্ দিয়া বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। তখন শরীরে প্রবিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা পবনদেব অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮৫

প্রভাবশালী, মহারথী ও সুরশ্রেষ্ঠ পবনদেব সেখানে আটশত পৌলোম যোদ্ধাকে বধ করত নিজের জন্য পথ করিয়া লইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৮৬

অদ্যাপি আকাশে এই সুবিস্তৃত পথ দেখা যায়, যাহা বায়ুর নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধ পুরুষগণ দ্যুলোকে ইহাকে দর্শন করেন। ৮৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হয়গ্রীবনামক পরাক্রমশালী ও মহারথী দৈত্য পূষাকে আক্রমণ করত অতিশয় প্রচণ্ডস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৮৮

ক্রুদ্ধ এই দৈত্য স্বর্ণজালে বিভূষিত বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া পূষার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। ৮৯

তারপর সেই দৈত্য দুই হাতে কখন বাণ গ্রহণ করিল, কখন আকর্ষণ করিল এবং সেই বাণ নিক্ষেপ করিল, ইহার অন্তর তখন কেহই দেখিতে পাইল না। ৯০

অগ্নিচক্রোপমং দীপ্তং মণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকম্
তস্যাসীদ্দানবেন্দ্রস্য সন্ধানক্ষিপ্রহস্ততঃ । ৯১
রুক্মপুঙ্খৈস্ততস্তস্য চাপমুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
প্রাচ্ছাদয়ৎ শিলাধৌতৈর্দিশঃ সূর্য্যস্য চ প্রভাঃ ॥ ৯২
ততঃ কনকপুঙ্খানাং শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ।
নভশ্চরাণাং নভসি দৃশ্যন্তে বহবো ব্রজাঃ ॥ ৯৩
গিরিকূটনিভাচ্চাপাৎ প্রভবন্তঃ শরোত্তমাঃ
শ্রেণীভূতাঃ প্রকাশন্তে যান্তঃ শ্যেনা ইবাম্বরে ॥ ৯৪
গৃধ্রপত্রান্ শিলাধৌতান্ কার্ত্তস্বরবিভূষিতান্
মহাবেগান্ প্রসন্নাগ্রান্ মুমোচ দিতিজঃ শরান্ ॥ ৯৫
ততশ্চাপবলোদ্ভূতাঃ শাতকুম্ভবিভূষিতাঃ
পেতুঃ সহস্রকোটীশঃ পূষ্ণঃ সন্নিহিতাঃ শরাঃ ॥ ৯৬
তে ব্যোম্নি রুক্মবিকৃতাঃ সম্প্রকাশন্ত সর্ব্বশঃ ।
খদ্যোতা ইব বর্ষাসু খে চরন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ৯৭
শিলাধৌতাঃ প্রসন্নাগ্রাঃ পূষাণং সিষিচুঃ শরাঃ ।

ধরিতে হাতে বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে এই দানবরাজের দীপ্তিমান্ ধনু মণ্ডলাকার হইয়া অগ্নিচক্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৯১

তারপর তাহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ, স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত ও শিলাশাণিত বাণসমূহ সমস্ত দিক্‌কে এবং সূর্য্যের প্রভাকে আচ্ছাদিত করিল। ৯২

অনন্তর আনতপর্ব্বযুক্ত ও সুবর্ণপুঙ্খভূষিত আকাশচারী বাণসমূহের বহু শ্রেণী অন্তরিক্ষে দেখা যাইতে লাগিল। ৯৩

পর্ব্বতশিখরসদৃশ তাহার বিশাল ধনু হইতে উৎপন্ন উত্তম বাণসমূহ আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড্ডীয়মান বাজপক্ষিগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৯৪

এই দৈত্য গৃধ্রপক্ষযুক্ত, শিলাশাণিত, সুবর্ণবিভূষিত, মহাবেগশালী ও প্রসন্ন অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৯৫

অনন্তর ধনু হইতে সবলে উত্থিত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ পূষার শরীরে পতিত হইতে ও প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ৯৬

যেরূপ বর্ষা ঋতুতে জোনাকীপোকাসকল আকাশে সর্ব্বদিকে বিচরণ করে, সেইরূপ এই সব সুবর্ণনির্ম্মিত বাণ ব্যোমমণ্ডলে সর্ব্বদিকে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৯৭

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘমণ্ডল জলধারায় পর্ব্বতকে সেচন করে সেইরূপ শিলাশাণিত ও স্বচ্ছ অগ্রভাগবিশিষ্ট সেই সব বাণ যেন পূষাকে সিঞ্চন করিতে লাগিল। ৯৮

পর্বতং বারিধারাভির্মেঘো প্রাবৃষি তোয়দাঃ ॥ ৯৮
ততঃ প্রচ্ছাদয়ামাস পূষাণং শরবৃষ্টিভিঃ
পর্বতং বারিধারাভিশ্ছাদয়ন্নিব তোয়দঃ ॥ ৯৯
ততঃ সম্প্রেক্ষ্য দেবাস্তু বলং বীর্য্যং পরাক্রমম্
ব্যবসায়ঞ্চ সত্ত্বঞ্চ পশ্যন্তি ত্রিদশাদ্ভুতম্ ॥ ১০০
তাং সমুত্থাপিতোদ্ভূতাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্ ।
নাচিন্তয়ত্তদা পূষা দৈত্যং চাভ্যদ্রবদ্ রণে ॥ ১০১
হেমপৃষ্ঠং মহানাদং পূষ্ণ আসীন্মহাধনুঃ
বিকৃষ্টং মণ্ডলীভূতং শক্রাশনিনিভাপরম্ ॥ ১০২
ততঃ শরাঃ প্রাদুরাসন্ পূরয়ন্ত ইবাম্বরম্ ॥ ১০৩
সুবর্ণপুঙ্খাঃ পূষ্ণস্তে প্রভবন্তঃ শরাসনাৎ ।
খাদেব রুক্মপুঙ্খানাং বিততা ব্যোম্নি পত্রিণাম্ ॥ ১০৪
প্রাদুরাসীন্মহাঘোরা বৃষ্টী পূষকার্মুকাৎ ।
ততো ব্যোম্নি বিতস্তানি শরজালানি সর্বশঃ ॥ ১০৫
আহতানি ব্যশীর্য্যন্ত শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
ততঃ কনকপুঙ্খানাং ছিন্নানাং কঙ্কবাসসাম্ ॥ ১০৬
পততাং পাত্যমানানাং খমাসীচ্ছাদিতং রণে ।
পূষা প্রাবৃণুত বাণৈর্হয়গ্রীবং শিলাশিতৈঃ ॥ ১০৭
নানাবৈরর্কসদৃশৈর্দিব্যৈর্হেমপরিষ্কৃতৈঃ
ততো ব্যসৃজদুগ্রাণি শরজালানি দানবঃ ১০৮
অমর্ষী বলবান্ ক্রুদ্ধো দিধক্ষন্নিব পাবকঃ ।
পূষ্ণস্তাতো ধ্বজং চৈব পতাকাং ধনুরেব চ ॥ ১০৯
রশ্মীন্ যোক্ত্রাণি চাশ্বানাং হয়গ্রীবো রণেঽচ্ছিনৎ ।
অথাপ্যশ্বান্ পুনর্হত্বা চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ১১০
সারথিং সুমহাতেজা রথোপস্থাদপাতয়ৎ
কৃতস্তু বিরথঃ পূষা হয়গ্রীবেণ সংযুগে ॥ ১১১
পূষা তস্য রথাভ্যাশাৎ স যযৌ তেন বৈ জিতঃ ।
গতঃ শক্ররথাভ্যাশং মুক্তো মৃত্যুমুখাদিব ॥ ১১২
তত্রাদ্ভুতমিদং ভূয়ো যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ।
কৃতপ্রতিকৃতং ঘোরং শম্বরস্য ভগস্য চ ॥ ১১৩

তাহার পর নিজের জলধারাসমূহে পর্বতকে আচ্ছাদিতকারী মেঘের ন্যায় হয়গ্রীব নিজের বাণসমূহের বর্ষণে পূষাকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। ৯৯

সেই সময় সমস্ত দেবগণ পূষার সহিত সেই দৈত্যের বল, বীর্য্য, পরাক্রম, ব্যবসায় ও ধৈর্য্যকে অদ্ভুতরূপে দেখিতে লাগিলেন। ১০০

তদনন্তর সমুদ্র হইতে উত্থিত জলবর্ষণের ন্যায় সেই বাণবর্ষণকে পূষা কোনরূপ চিন্তাই করিলেন না। সেই সময় তিনি রণাঙ্গনে সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ১০১

পূষার বিশাল ধনু প্রচণ্ড টঙ্কার ধ্বনি করে, ইহার পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণে মণ্ডিত ছিল এবং আকর্ষণ করিলে পর মণ্ডলাকার হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র-বজ্রের ন্যায় ইহা প্রতীত হইত। ১০২

তাহার পর পূষার ধনু হইতে সুবর্ণপঙ্খযুক্ত বাণসমূহ আকাশকে পূর্ণ করিতে করিতে প্রকটিত হইতে লাগিল। সেই সময় পূষার শরাসন (ধনু) হইতে আকাশে স্বর্ণ-পঙ্খভূষিত বাণসমূহ মহাঘোর, বিস্তৃত ও বিশাল মালার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ১০৩-১০৪

তারপর আনত পর্বযুক্ত বাণসমূহে আহত হইয়া সেই দৈত্যের বাণজাল আকাশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সর্বদিকে পতিত হইতে লাগিল। ১০৫

তদনন্তর স্বর্ণপঙ্খ ও কঙ্কপক্ষীর পক্ষযুক্ত বাণসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে এবং পাতিত হইতে লাগিল। এই সব বাণের দ্বারা রণভূমির সম্পূর্ণ আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। ১০৬

পূষা স্বীয় নামে চিহ্নিত, সূর্যতুল্য তেজস্বী, দিব্য স্বর্ণে বিভূষিত ও শিলাশাণিত বাণসমূহের দ্বারা হয়গ্রীবকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ১০৭

তখন অমর্ষশীল, বলবান্ এবং দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক অগ্নির সদৃশ তেজস্বী দানব সেখানে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ১০৮

হয়গ্রীব রণাঙ্গনে পূষার ধ্বজ, পতাকা, ধনু, রশ্মি (বাগডোর) ও যোক্ত্র (অশ্বদের জোয়াল) ছেদন করিয়া দিল। ১০৯

তারপর চারটি উত্তম বাণে তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া সেই মহাতেজস্বী দৈত্য পূষার সারথিকেও রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিল। ১১০

সেই যুদ্ধস্থলে হয়গ্রীব পূষাকে রথহীন করিয়া দিল। পূষা এইভাবে তাহার দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহার রথের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইলেন। তিনি যেন মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রের রথের নিকটে গমন করিলেন। ১১১-১১২

তদনন্তর সেখানে পুনরায় শম্বরাসুর ও ভগদেবের এই অদ্ভুত, ঘোর ও দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যে যুদ্ধে উভয়ের দিক হইতে অস্ত্রপ্রহার ও তাহার প্রতীকার করা হইতেছিল। ১১৩

শতকিঙ্কিণীজালাঢ্যং বাদয়ানশ্চিত্রকার্মুকম্
চাপং চাপনির্ঘোষং দৃঢ়জ্যং ভারসাধনম্ ॥ ১১৪
বিক্ষিপন্নক্ষসদৃশান্ বাণাংশ্চ সায়কান্ বহূন্
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ শম্বরঃ সর্বযোধবিৎ ॥ ১১৫
তেন বিত্রাস্যমানানি দেবসৈন্যানি সর্বশঃ
সমকম্পন্ত ভীতানি সিন্ধোরিব মহোর্ময়ঃ ॥ ১১৬
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য বিরূপাক্ষং বিভীষণম্
ভবঃ প্রফুল্লনয়নোঽভিদ্রবমাণো মহারথঃ ॥ ১১৭
ততো ভবো মহেষ্বাসো দিব্যং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ
অবাকিরদ্ দৈত্যগণাঞ্ছরজালেন ভাস্বতা ॥ ১১৮
তমভ্যাগাত্ততো দৈত্যঃ তূর্ণমম্বুদবন্নদন্
মাতঙ্গমিব মাতঙ্গো দৃপ্তং প্রতি দৃপ্তো যথা ॥ ১১৯
তৌ প্রবৃদ্ধ মহাবেগৌ ধন্বিনৌ ভীমসাধনে
প্রাচ্ছাদয়েতামন্যোন্যং তক্ষমাণৌ রণে শরৈঃ ॥ ১২০

সর্বপ্রকারের যোধ (বা যোদ্ধা) বিষয়ে অভিজ্ঞ শম্বরাসুরের চক্ষু তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার ধনু লম্বায় বার অরত্নি এবং চওড়ায় [illegible] কিছু (সে যে তিন হাত) পরিমাণ ছিল। ইহা হইতে মেঘের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় টঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইত। ইহার গুণ অতিশয় দৃঢ় ছিল এবং এই ধনু ভারবহ (গুরুতর) কার্য সিদ্ধ করিতে পারিত। শম্বরাসুর এই ধনু আকর্ষণ করিয়া অক্ষসদৃশ মোটা মোটা বহু বাণ নিক্ষেপ করিল। ১১৩-১১৫

শম্বরাসুরের দ্বারা আতঙ্কিত হইয়া সমস্ত দেবসৈন্যগণ ভীতচিত্তে মহাসাগরের বড় বড় তরঙ্গমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। ১১৬

বিকৃত নয়নযুক্ত সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া ভবের চক্ষু প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ানকভাবে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেই অসুরকে বিদীর্ণ করিলেন। ১১৭

অনন্তর মহাধনুর্ধর ভব নিজের ধনু বিস্ফারিত করিয়া দৈত্যদিগকে বাণজালে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাহাদের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১১৮

তখন বাণবর্ষণকারী সেই দৈত্যের নিকটে ভবদেব সত্বর সেইভাবে উপস্থিত হইলেন, যেরূপ এক হস্তী অন্য হস্তীর নিকট এবং এক দৃপ্ত বৃষ অন্য বৃষের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ১১৯

এই দুই মহাবেগশালী বীর ভীষণ রণে সমস্ত ধনু হাতে লইয়া রণাঙ্গনে বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে করিতে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। ১২০

তয়োঃ সুতুমুলং যুদ্ধমাসীদ্ ঘোরং মহারণে ।
ভব-শম্বরয়োর্ভীমমপ্রমেয়ং মহাত্মনোঃ ॥ ১২১
অথ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
বাণৈরন্যোন্যমন্যোন্যং কায়ে নিহিতচর্মণী ॥ ১২২
তৌ তু বিক্রমসম্পন্নৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ
সম্প্রেক্ষমাণৌ রথিনাবুভৌ পরমদুর্জয়ৌ
তক্ষমাণৌ শিতৈর্বাণৈর্ন কিঞ্চিদবপশ্যতাম্ ॥ ১২৩
অথ বিব্যাধ সংক্রুদ্ধঃ শম্বরোঽসুরো ভবম্
নারাচৈঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥ ১২৪
গরুত্মানিব চাকাশে পোথয়ানো মহোরগম্ ।
নারাচাঃ প্রাপতন্ দেহে তূর্ণং শম্বরচোদিতাঃ ॥ ১২৫
তানপ্রাপ্তান্ নারাচান্ ভবশ্চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ ।
জ্বলদুল্কানলপ্রেক্ষ্যান্ বৈশ্বানরসমপ্রভান্ ॥ ১২৬

এই মহাসমরে মহাত্মা ভব ও শম্বরাসুরের মধ্যে অনুপম, ভীষণ, তুমুল ও ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১২১

ইহারা পূর্ণভাবে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত আনত-পর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরের দেহনিহিত ঢাল দুইটিকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। ১২২

ইহাদের সর্বাঙ্গ বিক্রম ও রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি এই দুই রথী বীর পরম দুর্জয় (যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত) দেখাইতেছিলেন। ইহারা উভয়ে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিলেন এবং উভয়ে তখন উভয়কে দেখিতে সমর্থ ছিলেন না। ১২৩

তদনন্তর শম্বরাসুরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কাল, অন্তক ও যমের সমান বিকরাল হইয়া গেল। এই শম্বর অতিশয় সমরাঙ্গণে বহু নারাচের দ্বারা ভবদেবকে বিদ্ধ করিল। ১২৪

যেরূপ গরুড় আকাশে বিশালদেহ সর্পকে নিজের অধীনে করিয়া পীড়িত করেন, সেইরূপ শম্বরাসুর ভবদেবকে পীড়িত করিল। শম্বরাসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নারাচসমূহ ভবের শরীরে তীব্রবেগে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু ভব অতিবেগেই নিজের বাণসকলের দ্বারা সেই সমস্ত নারাচকে ছেদন করিয়া দিলেন। ১২৫

তখন অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বর অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও সর্বতোমুখ স্থিরভাবে স্থিত প্রকাশমান ভবদেবকে মহাবেগশালী দুর্ধর্ষ-

ততো রুষা চতুঃষষ্ট্যা বিব্যাধাসুরসত্তমঃ
শিলীমুখৈর্মহাবেগৈঃ কালানলবিচুম্বিতৈঃ ॥ ১২৭
তদা তৎ সুচিরং কালং যুদ্ধং সমভিবাভবৎ ।
শম্বরস্য চ মায়াভির্নাদৃশ্যত ততোঽম্বরম্ ॥ ১২৮
দোর্ভ্যাং চিক্ষিপতশ্চাপং রণে বিদ্ধ্বা স্থিতস্ততঃ
আরব্ধেঃ বভুবুঃ শব্দো নির্ঘাতমিবাশনেঃ ॥ ১২৯
স তস্য হয়ান্ হত্বা সারথিঞ্চ মহাহবে ।
অভ্যবর্ষচ্ছরৈরেনং পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ১৩০
ন তস্যাসীদনির্ভিন্নং গাত্রে দ্ব্যঙ্গুলমন্তরম্ ।
ভগদেবস্য দৈত্যেন শম্বরেণাস্ত্রঘাতিনা ॥ ১৩১
দেবস্য চাদ্ভুতং দিব্যমস্ত্রমস্ত্রেণ বারয়ন্
মায়াযুদ্ধেন মায়াবী শম্বরস্তমযোধয়ৎ ॥ ১৩২
অবঞ্চয়দ্রণে দৈত্যো মায়াভির্লাঘবেন চ ।
ভগবাংস্তু রথং মায়াং শরজালৈরবাকিরৎ ॥ ১৩৩
সহস্রমায়ো মায়াবী দেবসেনাং নিসূদয়ন্ ।
অদৃশ্যত শরৈশ্ছন্নঃ শম্বরঃ শতশো রণে ॥ ১৩৪
অদৃশ্যং পতিতো ভূমৌ গতচেতা ইবাসুরঃ ।
অথ স দৃশ্যতে ভূয়ঃ শতধা শৈলসন্নিভঃ ॥ ১৩৫
দিশাং গজেন্দ্রমারূঢ়ো দৃশ্যতে স পুনর্বলী
প্রাদেশমাত্রশ্চ পুনঃ পুনর্ভাতি শৈলবৎ ॥ ১৩৬
মহামেঘ ইব শ্রীমান্ দিশাপূর্ণশ্চ সোঽভবৎ ।
পুনঃ কৃত্বা বিরূপাণি বিকৃতানি চ সর্বশঃ ॥ ১৩৭
সর্বাঃ ভীষয়তে সেনাঃ দেবানাং ভীমদর্শনঃ ।
তে ভীতাঃ প্রপলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা যথা ॥ ১৩৮
ততঃ সোঽসুরো বলী দেহং কৃত্বা প্রাংশুতরং পুনঃ ।
গগনস্থোঽগর্জতি ঘোরো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ১৩৯
নভস্তলগতশ্চাপি বর্ষতে দারুণো যথা ।
সংবর্তকাম্বুদপ্রখ্যঃ পূরয়ন্ পৃথিবীতলম্ ॥ ১৪০
সংবর্তকাহনলৈশ্চৈব [illegible] ।

ভূষিত চৌষট্টি বাণে বিদ্ধ করিল ॥ ১২৬-১২৭

সেই সময় উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যেন সমভাবেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই সময় শম্বরাসুরের মায়াসমূহে আকাশকে আর দেখা যাইল না ॥ ১২৮

রথাসনে ধনু দৃঢ়ভাবে ধারণ করত অবস্থিত এবং দুই হস্তে বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে শম্বরাসুরের ধনুর শব্দ বজ্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১২৯

শম্বরাসুর সেই মহাসমরে রথের অশ্বগণকে এবং সারথিকে বধ করিয়া অর্থাৎ উহার উপর জল বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৩০

ভগদেবের শরীরে দুই অঙ্গুলিও এরূপ স্থান ছিল না, যাহা অস্ত্রঘাতী দৈত্য শম্বর বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করে নাই ॥ ১৩১

মায়াবী শম্বরাসুর ভগদেবের অদ্ভুত দিব্যাস্ত্রকে নিজের অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করিতে করিতে মায়াময় যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৩২

এই দৈত্য নিজের মায়া ও নৈপুণ্যে ভগদেবকে বঞ্চিত করিল এবং ভগদেবও তাহার অদ্ভুত রথকে বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ১৩৩

সহস্র মায়াবিৎ তেজস্বী শম্বরাসুর দেবসৈন্যকে সংহার করিতে করিতে বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে শত শত সংখ্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১৩৪

এই অসুরকে কখন ভূমিতে যেন অচেতন হইয়া পতিত থাকিতে দেখা যাইল, এবং পুনর্বার শত পর্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া সে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৩৫

পুনরায় এই বলবান্ দিগ্‌গজের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। কখনও সে প্রাদেশমাত্র হইয়া যাইল, আবার কখনও সে পর্বততুল্য রূপ ধারণ করিল ॥ ১৩৬

এই তেজস্বী দৈত্য মহামেঘের ন্যায় কখনও উপরে এবং কখনও এদিক ওদিকে ঘনঘটায় ছাইয়া যাইল। পুনর্বার বিকৃত ও বিকরাল রূপ ধারণ করত সেই ভয়ানক অসুর সর্বদিকে দেবসৈন্যদিগকে ভীত করিতে লাগিল। যেরূপ সিংহকে দেখিয়া মৃগদল পলাইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে দেখিয়া দেবগণের সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া পলাইয়া যাইল ॥ ১৩৭-১৩৮

তারপর এই ঘোর দৈত্য পুনর্বার বিস্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ও অতিশয় উচ্চ শরীর ধারণ করত উপরের দিকে চলিয়া যাইল, এবং সেখান হইতেঃ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া দিকসমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ১৩৯

আকাশে উপস্থিত হইয়া সংবর্তকনামক মেঘের সমান রূপ ধারণ করত পৃথিবীতলকে পূর্ণ করিতে করিতে উল্কার ন্যায় জল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৪০

শতবক্ত্রা শতশিরো ময়াহং চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪১
মুহূর্তাচ্চ মহাশৈলঃ শতশীর্ষঃ শতোদরঃ
অদৃশ্যত দিবস্পৃক্ শতশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ১৪২
যেঽন্যে দৈত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ যে চ বিশ্বে চ দেবতাঃ ।
ক্ষিপন্ত্যস্ত্রাণি দিব্যানি তানি সোঽগ্রসদাসুরঃ ॥ ১৪৩
যুধ্যমানস্তু সমরে সরথঃ সোঽসুরোত্তমঃ ।
গন্ধর্বনগরাকারস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৪৪
যে ভীতাঃ সমুদৈক্ষন্ত ত্রিদশা ভীমবিক্রমাঃ
সহস্রমায়ং সমরে শম্বরং চিত্রযোধিনম্ ॥ ১৪৫
স তথা ভয়সন্ত্রস্তো দানবেন্দ্রস্য সংযুগে ।
রথং ত্যক্ত্বা মহাভাগো দেবেন্দ্রঃ শরণং গতঃ ॥ ১৪৬
পরাজিত্য তু তান্ দেবান্ দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।
গতো যত্র মহাতেজা হ্যনিরুদ্ধো মহাপ্রভঃ ॥ ১৪৭

স বহ্নিঃ বাগ্‌ভিরুগ্রাভিঃ ক্রুদ্ধস্তর্জয়তে বলী
ভবাম্যেষ হি তে মৃত্যুরিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ১৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নন্তরে কৃত্বা ব্রাহ্মণেন্দ্রো মহাবলঃ ।
জঘান সোমঃ শীতাস্ত্রো দানবানাং চমূং রণে ॥ ১৪৯
কৈলাসশিখরাকারো প্রাভিনচ্ছিশিরৈস্ততঃ ।
অবধীদ্দানবান্ দৃষ্ট্বা দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ১৫০
পোথয়ন্ রথবৃন্দানি বাজিবৃন্দানি বৈ প্রভুঃ ।
দৈত্যেষু বিচরন্ শ্রীমান্ যুগান্তে কালবদ্ বলী ॥ ১৫১
সোঽদহদ্ রথজালানি উগ্রবেগেন চন্দ্রমাঃ
দদাহ দানবান্ সর্বান্ দাবাগ্নিরিব চোদিতঃ ॥ ১৫২
মৃদ্নন্ রথেভ্যো রথিনো গজেভ্যো গজযোধিনঃ
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতিনঃ ॥ ১৫৩

---

পুনরায় এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দৈত্য শত্রুমর্দক অদ্ভুতরূপ ধারণ করত শত শিরোবিশিষ্ট হইয়া শত পদ অবলম্বন পূর্বক দেবগণকে বারংবার বধ করিতে লাগিল ॥ ১৪১

আবার মুহূর্ত কালের মধ্যে মহাপর্বতের রূপ ধারণ করিয়া সে শত মস্তক ও শত উদরযুক্ত হইয়া যাইল (অথবা মহাপর্বতের রূপ ধারণ করিয়া শত শিখর ও শত কন্দরসম্পন্ন হইয়া যাইল)। সেই সময় দৈত্য শতশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় স্বর্গলোকের যেন স্পর্শরূপে দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ১৪২

যে সব অন্য দেবতা, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ তাঁহার উপর অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, তাঁহাদের সেই সব অস্ত্রকে এই অসুর গ্রাস করিতে লাগিল ॥ ১৪৩

সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে এই অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বর নিজের রথের সহিত গন্ধর্বনগরের ন্যায় সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইল ॥ ১৪৪

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী সেই দেবগণ সমরাঙ্গনে বিচিত্ররূপে যুদ্ধকারী ও সমস্ত মায়াধারী শম্বরাসুরকে ভীত হইয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৪৫

সেই যুদ্ধস্থলে দানবরাজ শম্বরাসুরের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া মহাভাগ ইন্দ্রদেব নিজের রথ ত্যাগ করত দেবরাজ উপেন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪৬

দেবগণকে পরাজিত করিয়া প্রতাপশালী দানবরাজ শম্বর সেই স্থানে গমন করিল, যেখানে মহাতেজস্বী ও মহাপ্রতাপযুক্ত পরিপূর্ণ ভগবান্। সর্বজ্ঞ অনিরুদ্ধদেব বিরাজমান ছিলেন ॥ ১৪৭

সেই বলবান্ দৈত্য কুপিত হইয়া নিজের কঠোর বাক্যসমূহে তর্জন-গর্জন করিতে করিতে অনিরুদ্ধকে বলিল—এই আমি তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইতেছি। এই কথা বলিয়া শম্বর অন্তর্হিত হইয়া যাইল ॥ ১৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণদের রাজা মহাবল সোম রণাঙ্গনে শীতাস্ত্র লইয়া দানবদিগের সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৯

ইহার আকৃতি কৈলাস শিখরতুল্য গৌরবর্ণ ছিল এবং ইনি তেজস্বী বস্ত্রসমূহে পরিবৃত ছিলেন। এই চন্দ্রদেব দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় দানবগণকে দেখিয়া দেখিয়া বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫০

সামর্থ্যশালী ও কান্তিমান্ চন্দ্রদেব প্রলয়কালে প্রাদুর্ভূত কালের ন্যায় দৈত্যগণের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাহাদের রথসমূহ এবং অশ্বসমূহকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন ॥ ১৫১

চন্দ্রদেব অশেষতঃ উগ্রবেগে সমস্ত দানবগণকে ও তাহাদের রথসমূহকে সেইভাবে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ বনে উদ্ভূত দাবানল বনের সব কিছুই দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ১৫২

তিনি রথসমূহ হইতে রথীদিগকে, হস্তিগণ হইতে গজারোহী যোদ্ধাগণকে এবং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ও পদাতি সৈন্যদিগকেও ভূতলে পাতিত করিয়া মর্দিত করিয়াছিলেন ॥ ১৫৩

# শ্রীঠাকুরের বাণী

"দুধ থেকে মাখন তুলে নিলে যেমন মাখন আর দুধে মিশেনা, পরশ পাথর ঠেকে লোহা সোনা হলে তাকে ঠাকুরঘরে, আঁস্তাকুড়ে, ছাদের মাথায়, অগ্নিকুণ্ডে, জলের ভিতরে যেখানেই কেন রাখ না, সে যেমন আর লোহা হয় না সোনাই থাকে, যতক্ষণ না ধোয়া হয় ততক্ষণ গায়ে হয়ত একটু কাদা লেগে থাকে, কিন্তু সে আর লোহা হয় না তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে আর তার পতনের আশঙ্কা থাকেনা

( ২ )

"যেমন মাছ আর জল এক নয়, যেরূপ ঘট আর ঘটাকাশ আলাদা, যেমন মশারি আর মশা পৃথক্ যে প্রকার মানুষ আর তার কাপড় স্বতন্ত্র, তদ্রূপ এ খাঁচা আর আমি।"

( ৩ )

"মা তোদের পৃথক্ ব্রত তপস্যা কিছু নেই, মাত্র স্বামীসেবা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা—রাম রাম সীতারাম। সতীগণের পাদপদ্মের ধূলিতে পৃথিবী সদা পবিত্রা হন, রাম রাম। যে গৃহে সতী নারী অবস্থান করেন সে গৃহে রোগ শোক অভাব জ্বালা যন্ত্রণা প্রভাব দেখাতে পারে না রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।"

Chaitra 1383 B. S. Regd. No. W B/NC-57 Mahabharata 106/107
Baisakh 1384 B. S.

# Aryashastra

Mar.—May. 1977

## শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

১

সৌভরী মুনি সঙ্গত্যাগ করে জলে বসে তপস্যা করতে করতে মাছের সংসার করা দেখে তাঁর সংসার করতে ইচ্ছা হ'ল। রাজা ভরত ধন, জন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বনে গিয়ে এক হরিণকে ভালবেসে হরিণ হয়ে গেলেন। অনেক কাক, শিয়াল, কাঠবেড়ালী, ময়ূর, হরিণ আছে। শুধু মানুষের সঙ্গ নয় কেবল, রাম রাম সীতারাম, হরিণ, ময়ূর, গাছের সঙ্গ করেও মানুষ পশুত্বপ্রাপ্ত হয়ে যায়।"

২

"এমন মানব জন্ম যেন ব্যর্থ না হয় আরো ভোগ। কুকুরজন্মে, শূকরজন্মেও ভোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মন মিলেনা—মন পেয়েছ মননাৎ ত্রায়তে। মনন করলেই ত্রাণ। শেষ করে ফেল মন শেষ হ'লেই দেখবে তুমি আর সে তুমি যাতে ছিলে খাঁচার, রোগে শোকে, পাপে-তাপে আকুল আপন ভোলা পাখী নও, তুমি সমুদ্রের মত গম্ভীর, আকাশের মত মহান হয়ে গেছ।"



শ্রীআর্য্যরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত

# আর্য্যশাস্ত্র



শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

আমিকে ধরতে হলে 'আমার' শেষ করে দিতে হবে। 'সব আমার'—এর মূল হ'ল "আমার দেহ"। নমঃ—ন "মম", মম—একটি মকার লোপ হয়ে গেছে—এ দেহ ন মম আমার নয়। দেহটাকে উৎসর্গ করবার জন্য এতো নমো নমঃ। দেহটাকে তোমার করে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত, এই দেহটাকে নিবেদন করবার জন্যই নমঃ নমঃ করবার কথা শাস্ত্র বলেছেন"।

( ২ )

"কালক্রমে এখনকার বহির্মুখ লোকের বর্ণাশ্রম মানেনি. বর্ণাশ্রমধর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সমতা-উদারতা দেখাতে গিয়ে বেচারাদের দুর্গতির সীমা নাই। রোগে-শোকে অভাবে জ্বালা যন্ত্রণায় পারিবারিক অশান্তিতে মনের উদ্বেগ নিয়ে বেচারারা ছুটে বেড়াচ্ছে। আরে যে শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, তাকে শান্তি দেবে কে সে শান্তি পেতে পারেনা পারেনা!"

( ৩ )

"শুদ্ধ আহার, সংযম সন্ধ্যা, গায়ত্রী ধরে থাকলেও মূলকেন্দ্রে পৌঁছিতে দেরী হবেনা সকল সাধনার সার ব্রহ্মচর্য্য সেটি প্রাণপণে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে হবে, রাম রাম রাম রাম।"

—•—

১৫শ বর্ষ, চৈত্র—বৈশাখ, ১৩৮৩।৮৪

দশম সংখ্যা— নরনর্ত্তকা যাত্রা
একাদশ সংখ্যা— চান্দনী যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

## হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যারত্ন
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

মুদ্র-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ ৭।৭, সি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-২৫ ( ফোন : ৫৮-২৭৩১ )
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী ( বিবেকানন্দ রোডের মোড় ) কলিকাতা-৬ ( ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ )

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলী

১। আর্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ ন. প.; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, 'আর্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি. রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, সংবাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-বিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলি ৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮ ২৭৩১। মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্রলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ, ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

পুরাণে পৌষ্করে চৈব ময়া দ্বৈপায়নেরিতঃ
যথাবদনুপূর্ব্বেণ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬৩
যন্তেনমগ্র্যং পুরুষং পুরাণং
সদাপ্রমত্তঃ শৃণুয়াদ্ যথোক্তম্ ।
অবাপ্য কামানিহ বীতশোকঃ
পরত্র চ স্বর্গফলানি ভুঙ্ক্তে ॥ ৬৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব-কথিত পদ্মনাভের এই পুষ্করনামক প্রাদুর্ভাব আমি এই পুরাণে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে ক্রমশঃ যথাযথরূপে শ্রবণ করাইলাম। মহর্ষিগণ ইঁহার স্তব করিয়াছেন ॥ ৬২-৬৩

যে পুরুষ সদা সাবধান থাকিয়া এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ যথাযথরূপে শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করত বীতশোক হইয়া পরলোকে কেবল স্বর্গীয় ফলসমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ বারাহাবতারস্যোপক্রমঃ । ]

জনমেজয় উবাচ

প্রাদুর্ভাবঃ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিততেজসঃ
সতাং কথয়তাং বিপ্র বারাহ ইতি নঃ শ্রুতঃ ॥ ১
ন জানেঽস্য চরিতং ন বিধিং নৈব বিস্তরম্
ন কর্ম্ম গুণসদ্ভাবং ন হেতুং ন মনীষিতম্ ॥ ২
কিমাত্মকো বরাহঃ সঃ কা মূর্ত্তিঃ কাস্য দেবতা ।
কিমাচারঃ কিম্প্রভাবঃ কিং বা তেন পুরা কৃতম্ ॥ ৩
এতন্মে সংশয়েন বারাহং শ্রুতিবিস্তরম্ ।
যজ্ঞার্থে সমেতানাং দ্বিজাতীনাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতত্তে কথয়িষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্ ।
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরিতম্ ।
মহাবরাহচরিতং কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৫
যথা নারায়ণো রাজন্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ ।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্রস্থামুজ্জহারারিসূদনঃ ॥ ৬
ছান্দসীভিরুদারাভিঃ শ্রুতিভিঃ সমলঙ্কৃতঃ
শুচিঃ প্রয়ত্নবান্ ভূত্বা নিবোধ জনমেজয় ॥ ৭
ইদং পুরাণং পরমং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্ ।
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং নাস্তিকায় ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৮

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ বারাহাবতারের উপক্রম। ]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবর! আমি সৎপুরুষগণের মুখ হইতে পুরাণসমূহে অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর 'বারাহ' নামক অবতারের কথা শুনিয়াছি ॥ ১

অধিকাংশ মানুষই ভগবান্ বরাহের চরিত্র জানে না, তাঁহার বিধি ও বিস্তারও জানে না, তাঁহার কর্ম্ম ও গুণবত্তাও জানে না এবং সেই অবতারের হেতু ও তাঁহার মনোগত বিচারও অনেকে জানে না ॥ ২

সেই বরাহের স্বরূপ কি? তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ? তাঁহার দেবতা কে? তাঁহার আচার ও প্রভাব কিরূপ? অথবা তিনি পুরাকালে কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন? ৩

ইহাই আমার সংশয়রূপে প্রশ্ন। যজ্ঞের জন্য সমবেত এই মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগেরও বরাহ-অবতারসম্বন্ধী কথা সবিস্তরে শ্রবণ মঙ্গলকর হইবে। অতএব আপনি ইহা বর্ণনা করুন ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণুর এই মহাবরাহচরিত পুরাণকথিত এবং বেদতুল্য আদরণীয়। নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা যুক্ত (অনুমোদিত) এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত। আমি ইহা তোমার নিকট বর্ণনা করিব ॥ ৫

রাজা জনমেজয়! শত্রুসূদন ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করত উদার বৈদিক শ্রুতিসমূহে অলঙ্কৃত, পবিত্র ও প্রযত্নশীল হইয়া যেভাবে একার্ণবের জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে নিজের এক দন্তের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সব চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ৬-৭

এই পরম পবিত্র, পুরাতন, বেদতুল্য প্রামাণিক ও নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা অনুমোদিত চরিত্রের বর্ণনা কোন নাস্তিকের নিকট করিবে না ॥ ৮

পুরাণমেতদখিলং সাংখ্যং যোগং তথৈব চ।
কার্ৎস্ন্যেন বিধিনা প্রোক্তং যোঽস্যার্থং জানতে পুমান্ ॥ ৯

বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ।
প্রজানাং পতয়শ্চৈব সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ১০

মনঃসম্ভবজাশ্চৈব পূর্ব্বজাশ্চ মহর্ষয়ঃ।
বসবোঽপ্সরসশ্চৈব গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ১১

দৈত্যাঃ পিশাচা নাগাশ্চ ভূতানি বিবিধানি চ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ম্লেচ্ছাদয়ো ভুবি ॥ ১২

চতুষ্পদানি সর্ব্বাণি তির্য্যগ্যোনিগতানি চ
জঙ্গমানি চ সত্ত্বানি যচ্চান্যজ্জীবসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৩

পূর্ণে যুগসহস্রান্তে ত্রাহ্মেঽহনি তথাগতে।
নির্ব্বাণে সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বোৎপাতসমুদ্ভবে ॥ ১৪

হিরণ্যরেতাস্ত্রিশিখস্ততো ভূত্বা বৃষাকপিঃ।
শিখাভির্বিবিধাল্লোঁকান্ সন্দহত্যতি দেহিনঃ ॥ ১৫

দহ্যমানাস্ততস্তস্য তেজোরাশিভিরগ্রতঃ।
বিবর্ণবর্ণা দহ্যন্তে জ্যোতির্ভিরিব সর্ব্বতঃ ॥ ১৬

সাঙ্গোপনিষদা বেদা ইতিহাসপুরাণগাঃ।
সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়াশ্চৈব সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা হন্যতো বিশ্বতোমুখম্।
সর্ব্বে দেবগণাশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ কোটয়ঃ ॥ ১৮

তস্মিন্নহনি সম্প্রাপ্তে তং হংসং মহদক্ষরম্।
প্রবিশন্তি মহাযোগং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৯

তেষাং ভূয়ঃ প্রবিষ্টানাং নিধনোৎপত্তিরুচ্যতে।
যথা সূর্য্যস্য সততমুদয়াস্তময়াবিহ ॥ ২০

পূর্ণে যুগসহস্রান্তে কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে।
তস্মিন্ জীবকৃতং সর্ব্বং নিঃশেষমবতিষ্ঠতে ॥ ২১

সংহৃত্য লোকান্ সর্ব্বান্ স সদেবাসুরপন্নগান্।
কৃত্বাত্মগর্ভে ভগবানাস্তে একো জগদ্গুরুঃ ॥ ২২

যঃ স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃ পুনঃ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ২৩

---

এই সম্পূর্ণ পুরাণ সাংখ্য যোগময়। যে বিদ্বান্ পুরুষ ইহার অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন, ইঁহার মতেই ইহাতে পূর্ণরূপে বিধিপূর্ব্বক সাংখ্য যোগের বর্ণনা আছে ॥ ৯

বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র ও আদিত্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতি, সপ্ত ঋষি, ব্রহ্মার মানসপুত্রের দ্বারা উৎপন্ন পূর্ব্বজ মহর্ষিগণ, বসু, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, নাগ, নানাপ্রকার ভূতগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ভূতলবাসী, ম্লেচ্ছপ্রভৃতিরা, সমস্ত চতুষ্পদ, তির্য্যগ্যোনির জীবগণ, জঙ্গমমাত্র জীবগণ এবং অন্যান্য জীবনামধারী ভূতগণ—ইঁহারা সকলেই ভগবান্ নারায়ণের (বিষ্ণুর) রূপ ॥ ১০-১৩

এক সহস্র চতুর্যুগ পূর্ণ হইলে পর শেষে যখন ব্রহ্মার দিন সমাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার উৎপাতসমূহের দ্বারা সকল প্রাণীর সংহার হইতে থাকে, সেই সময় অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যরূপ তিন শিখাবিশিষ্ট এবংরূপ অগ্নিদেব প্রকটিত হন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ। তিনি নিজের শিখাসমূহের দ্বারা বিবিধ লোকসকল ও সমস্ত দেহধারীদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪-১৫

এই অগ্নির জ্বালাময় রূপসমূহ ও তেজোরাশির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যাঁহারা শ্রীহীন হইয়া বেদ, উপনিষদ ও ইতিহাসাদি, যাঁহারা সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, ইঁহারা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া উহাদের ইচ্ছায় সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট পরমাত্মায় প্রবিষ্ট হইয়া যাইতেন। এই দিন উপস্থিত হইলে পর তেত্রিশ কোটি সংখ্যাবিশিষ্ট সমস্ত দেবতাগণও মহান্, অবিনাশী, হংসরূপ, মহাযোগী ও প্রভু নারায়ণ শ্রীহরিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ১৬-১৯

যেরূপ এই জগতে সর্ব্বদাই সূর্য্যদেবের উদয় ও অস্ত হইতেই থাকে অর্থাৎ একদেশে বিদ্যমান সূর্য্য যখন অন্য দেশে দৃষ্ট হন না, তখন সেই দেশের লোকসকল তাঁহাকে অস্তমিত বলিয়া থাকে এবং যখন তিনি দৃষ্ট হইতে থাকেন তখন তাঁহার উদয় হইয়াছে বলিয়া বলে, সেইরূপ ভগবান্ নারায়ণে বারংবার প্রবিষ্ট জীবগণের সংহার ও জন্ম সর্ব্বদাই হইতে থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মার দিনের শেষে যখন সারা জগৎ নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তখন উহা প্রলয় হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়; কারণ, প্রলয়াবস্থায় মহামুনি মার্কণ্ডেয় নারায়ণের উদরে সমস্ত জগৎকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২০

সহস্র চতুর্যুগ পূর্ণ হইয়া যাইলে পর এক কল্পের সংহার হইয়া যায়। তখন উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই অবস্থায় জীবের কৃত সব কিছুই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২১

দেবতা, অসুর ও নাগগণসহ সম্পূর্ণ লোকসকলকে সংহার করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের উদরের মধ্যে স্থাপিত করত একমাত্র জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীহরি অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২২

যিনি কল্পান্তে বারংবার সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন,

নষ্টার্ককিরণে লোকে চন্দ্ররশ্মিবিবর্জিতে
ত্যক্তহুতাশিপবনে ক্ষীণযজ্ঞবষট্‌ক্রিয়ে ॥ ২৪
অপক্ষিগণসঙ্ঘাতে সর্বপ্রাণ্যচরে পথি ।
অমর্যাদাকুলে রৌদ্রে সর্বতস্তমসা বৃতে ॥ ২৫
অদৃশ্যে সর্বলোকেঽস্মিন্নভাবে সর্বকর্মণাম্ ।
প্রশান্তে সর্বসম্পাতে নষ্টে বৈরপরিগ্রহে ॥ ২৬
গতে স্বভাবসংস্থানং লোকে নারায়ণাত্মকে ।
পরমেষ্ঠী হৃষীকেশঃ শয়নায়োপচক্রমে ॥ ২৭
পীতবাসা লোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণো জীমূতসন্নিভঃ ।
শিখাসহস্রবিকচং জটাভারং সমুদ্বহন্ ॥ ২৮
শ্রীবৎসলক্ষণং পুণ্যং রক্তচন্দনভূষিতম্ ।
বক্ষো বিভ্রন্মহাবাহুঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ॥ ২৯
পুণ্ডরীকসহস্রস্য মালয়া শুশুভে তদা ।
পত্নী চৈব স্বয়ং লক্ষ্মীর্দেহমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩০
ততঃ স্বপিতি ধর্মাত্মা সর্বলোকপিতামহঃ ।
কিমপ্যমিতবিক্রান্তো নিদ্রাযোগমুপাগতঃ ॥ ৩১
ততো বর্ষসহস্রে তু পূর্ণে স পুরুষোত্তমঃ ।
স্বয়মেব বিভুর্বুদ্ধ্যা বুধ্যতে বিবুধাধিপঃ ॥ ৩২
ততশ্চিন্তয়তে ভূয়ঃ সৃষ্টিং লোকস্য লোককৃৎ ।
পিতৃদেবাসুরনরান্ পারমেষ্ঠ্যেন কর্মণা ॥ ৩৩
ততশ্চিন্তয়তঃ কার্যং দেবেষু সমিতিঞ্জয়ঃ
সম্ভবঃ সর্বলোকস্য বিদধাতি স বাক্পতিঃ ॥ ৩৪
কর্তা চৈব বিকর্তা চ সংহর্তা চ প্রজাপতিঃ ।
ধাতা বিধাতা চ তথা সংযমো নিয়মো যমঃ ॥ ৩৫
নারায়ণপরা দেবা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ ।
নারায়ণপরো যজ্ঞো নারায়ণপরা শ্রুতিঃ ॥ ৩৬
নারায়ণপরো মোক্ষো নারায়ণপরা গতিঃ ।
নারায়ণপরো ধর্মো নারায়ণপরঃ ক্রতুঃ ॥ ৩৭

---

তিনিই এই অব্যক্ত সনাতন দেব শ্রীহরি, তাঁহারই এই সম্পূর্ণ জগৎ। ২৩

যখন জগৎ হইতে সূর্যের কিরণ লোপ হইয়া যায়, চন্দ্রেরও রশ্মি আর থাকে না, অগ্নি ও পবনও পরিত্যক্ত হইয়া যান, যজ্ঞ ও বষট্‌কারের ক্রিয়াসমূহ সর্বাংশে ক্ষীণ হইয়া যায়, পক্ষিসকলেরও দল অবশিষ্ট থাকে না, পথে পথে সমস্ত প্রাণিদিগের গমনাগমন বন্ধ হইয়া যায়, যখন এই জগৎ মর্যাদারহিত, ভয়ঙ্কর ও সর্বদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যখন ইহাতে সকল লোকই অদৃশ্য হইয়া যায়, সমস্ত কর্মের অভাব হয়, সর্বদিকে শান্তি বিরাজ করে, সকলের অন্ত হইয়া যায়, বৈর-বিরোধ নষ্ট হইয়া যায়, সকল লোক নিজেদের স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয় এবং সারা বিশ্ব নারায়ণস্বরূপ হইয়া যায়, সেই সময় পরমেষ্ঠী ভগবান্ হৃষীকেশ শয়নের জন্য উপক্রম করেন। ২৪-২৭

সেই সময় পীতবস্ত্রধারী তাঁহার নয়ন ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং অঙ্গকান্তি মেঘের সমান শ্যামবর্ণ থাকে। তিনি মস্তকে সহস্র শিখায় বিকসিত জটাভার বহন করেন। ২৮

তাঁহার রক্তচন্দনে বিভূষিত পবিত্র বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-শোভায় সমৃদ্ধ থাকে। এই শোভা ধারণ করিয়া মহাবাহু শ্রীহরি বিদ্যুৎযুক্ত মেঘের সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হন। ২৯

সেই সময় তাঁহার গলদেশে সহস্র কমলের মালা শোভা পাইতে থাকে। তাঁহার পত্নী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তাঁহার সম্পূর্ণ শরীরকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করেন। ৩০

তারপর সমস্ত লোকসকলের পিতামহ ও অমিতপরাক্রমী এই ধর্মাত্মা নারায়ণ নিদ্রাযোগ অবলম্বন করত কোনও এক অনির্বচনীয় রীতিতে শয়ন করেন। ৩১

অনন্তর সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে পর এই সর্বব্যাপী দেবেশ্বর পুরুষোত্তম স্বয়ংই জাগরিত হন। প্রত্যেক কল্পের শেষে তিনি এইভাবে শয়ন করেন এবং জাগরিত হন। ৩২

তাহার পর এই লোককর্তা ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় লোক-সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করেন। ব্রহ্মোচিত কর্মের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যদিগের উৎপত্তির বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। ৩৩

অনন্তর এই যুদ্ধবিজয়ী ও বাণীর অধিপতি ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিতে এবং সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৩৪

ইনিই ভূতগণের স্রষ্টা ও লৌকিক পদার্থসমূহকে বিভিন্ন রূপে উৎপন্নকারী। ইনিই সংহারকারী ও প্রজাপালক। ধাতা, বিধাতা, সংযম, নিয়ম ও যম ইনিই। ৩৫

সমস্ত দেবতাগণ নারায়ণেরই উপাসক। সকল ক্রিয়া নারায়ণকেই প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞের পরম আশ্রয় নারায়ণই এবং শ্রুতিসমূহের পরম প্রতিপাদ্য তত্ত্বও নারায়ণই। ৩৬

মোক্ষের পরাকাষ্ঠা নারায়ণই। সর্বোত্তম গতি নারায়ণ। ধর্মের পরম লক্ষ্য নারায়ণই এবং যজ্ঞও নারায়ণেরই প্রসন্নতার জন্য। ৩৭

নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং সত্যং নারায়ণপরং পদম্।
নারায়ণপরো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৮
স্বয়ম্ভূরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ব্রহ্মা ভুবনাধিপঃ।
স বায়ুরিতি বিজ্ঞেয় এষ যজ্ঞঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯
সদসচ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ স যজ্ঞঃ স প্রজাকরঃ।
যদ্বেদিতব্যং ত্রিদশৈস্তদেষ পরিবিন্দতি ॥ ৪০
যচ্চ বেদ্যং ভগবতো দেবা অপি ন তদ্ বিদুঃ।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্বে ঋষয়শ্চ সহামরৈঃ ॥ ৪১
নান্তমস্যাভিগচ্ছন্তি ততোঽনন্ত ইতি শ্রুতিঃ।
যদস্য পরমং রূপং তন্ন পশ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ৪২
প্রাদুর্ভাবেষু যদ্রূপং তদর্চন্তি দেবতাঃ
যন্ন দর্শিতবান্ দেবঃ কস্তদন্বেষ্টুমর্হতি ॥ ৪৩
গ্রামণীঃ সর্বভূতানামগ্নিমারুতয়োর্গতিঃ।
তেজসস্তপসশ্চৈব নিধানমমৃতস্য চ ॥ ৪৪
চতুরাশ্রমধর্মেষু চাতুর্হোত্রফলাশনঃ।
চতুঃসাগরপর্যন্তশ্চতুর্যুগনিবর্তকঃ ॥ ৪৫
তদেব সংহৃত্য জগৎ কৃত্বা গর্ভস্থমাত্মনঃ।
মুমোচাণ্ডং মহাযোগী ধৃতং বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ৪৬
সুরাসুরদ্বিজভুজগাপ্সরোগণৈ-
র্দ্রুমৌষধিক্ষিতিধরযক্ষগুহ্যকৈঃ।
প্রজাপতিঃ শ্রুতিধর রক্ষসাং কুলং
তদাসৃজজ্জগদিদমাত্মনা প্রভুঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বারাহে প্রাদুর্ভাবে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানের উৎকৃষ্ট রূপ নারায়ণ। তপস্যার পরম প্রাপ্য বস্তু নারায়ণই। সত্যও নারায়ণেরই প্রাপ্তির সাধন এবং পরমপদও নারায়ণই। নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতা হন নাই ও হইবেও না। ৩৮

ইহাকে সমস্ত ভুবনের অধিপতি স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বলিয়া জানিবে। ইহাকে বায়ু বলিয়াও জানিবে এবং ইনিই সনাতন যজ্ঞ। ৩৯

ইহাকে সৎ ও অসৎ বলিয়াও জানিবে। ইনিই যজ্ঞ এবং প্রজাবর্গের স্রষ্টা। দেবতাগণের যাহা যাহা কিছু প্রাপ্তব্য বস্তু আছে, সেই সবেরই প্রাপ্তি ইনিই করাইয়া থাকেন। ৪০

শ্রীভগবানের যে বেদ্য তত্ত্ব, তাহা দেবগণও জানেন না। দেবগণসহ প্রজাপতি ও ঋষিগণও তাঁহার অন্ত জানেন না, সেইজন্য 'অনন্ত' নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। ৪১

ইহার যে পরম উৎকৃষ্ট রূপ, তাহা দেবলোকে দেবতারা দর্শন করেন। অবতারসমূহে তাঁহার যে স্বরূপ প্রকটিত হয়, দেবগণ তাঁহার পূজা করেন। যাহাকে স্বয়ং ভগবান্ না দর্শন করান, তাহার অন্বেষণ কে করিতে পারে? ৪২ ৪৩

তিনি সমস্ত প্রাণিগণের নেতা, জঠরানল ও প্রাণের গতি এবং তপ, তেজ ও অমৃতের নিধি। ৪৪

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণে চাতুর্হোত্র যজ্ঞের ফলভাগী এবং সেই যজ্ঞের প্রাপ্তিকারক ইনিই। ইনি চার সমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং চার যুগের নিবর্তক অর্থাৎ আবর্তনকারী। ৪৫

এই মহাযোগী শ্রীহরি সম্পূর্ণ জগৎকে সংহার করিয়া তাহাকে নিজ গর্ভে ( উদরে ) স্থাপিত করত সহস্র বর্ষ পর্যন্ত ধারণ করিবার পর অণ্ডরে ( ব্রহ্মাণ্ডের ) রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। ৪৬

শ্রুতিধর অনন্তেশ্বর। সেই সময় এই ভগবান্ প্রজাপতি দেবতা, অসুর, দ্বিজ, নাগ, অপ্সরা, মহৌষধি, পর্বত, যক্ষ ও গুহ্যকদের সহিত রাক্ষসকুলকেও নিজেই সংকল্পের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৪৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা যজ্ঞবরাহেণ পৃথিব্যা উদ্ধারঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জগদণ্ডমিদং পূর্ব্বমাসীৎ সর্ব্বং হিরণ্ময়ম্।
প্রজাপতের্মূর্ত্তিময়মিত্যেবং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ১
ততো বর্ষসহস্রান্তে বিভেদোর্দ্ধমুখং বিভুঃ
লোকসঞ্জননার্থায় বিভেদাণ্ডং পুনঃ পুনঃ ॥ ২
ভূয়োঽষ্টধা বিভেদাণ্ডং প্রভুর্বৈ লোকযোনিকৃৎ।
চকার জগতশ্চাত্র বিভাগং সর্ব্বভাগবিৎ ॥ ৩
যচ্ছিদ্রমূর্দ্ধমাকাশং পরা সুকৃতিনাং গতিঃ
বিহিতং বিশ্বযোগেন যদণ্ডস্য রসাতলম্ ॥ ৪
যদণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং দেবো লোকসিসৃক্ষয়া
সমন্তাদষ্টধা যানি ছিদ্রাণি কৃতবাংস্তু সঃ ॥ ৫
বিদিশস্তা দিশঃ সর্ব্বা বভূবুস্তেন কারণাৎ
নানারাগবিরাগাণি যান্যণ্ডশকলানি বৈ ॥ ৬
বহুবর্ণাস্ততশ্চিত্রা বভূবুস্তে বলাহকাঃ।
যদণ্ডমধ্যে স্তম্ভং তদ্ভূতমাসীৎ সমাহিতম্ ॥ ৭
জাতরূপং তদভবত্তৎ সর্ব্বং পৃথিবীতলে
তস্য মেদার্ণবৌঘেন প্রাচ্ছাদ্যত সমন্ততঃ ॥ ৮
পৃথিবী নিখিলা রাজন্ যুগান্তে সাগরৈরিব ॥ ৯
যচ্চাণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং দেবো লোকচিকীর্ষয়া
তত্র তৎ সলিলং স্কন্নং সোঽভবৎ কাঞ্চনো গিরিঃ ॥ ১০
তেনাম্ভসা প্লুতাঃ সর্ব্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা
অন্তরিক্ষং নাকঞ্চ যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদন্তরম্ ॥ ১১
যত্র যত্র জলং স্কন্নং তত্র তত্র স্থিতো গিরিঃ।
শৈলৈঃ সমন্তদুর্গৈশ্চ বিষমা মেদিনী ভবৎ ॥ ১২
তৈঃ সপর্ব্বতজালৈশ্চ বহুযোজনবিস্তৃতৈঃ
পীড়িতা গুরুভির্দেবী পৃথিবী ব্যথিতা ভবৎ ॥ ১৩

---

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ ভগবান্ যজ্ঞবরাহকর্ত্তৃক পৃথিবীকে উদ্ধার। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বৈদিকী শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন যে, প্রজাপতির মূর্ত্তিস্বরূপ এই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে সুবর্ণময় অণ্ডের রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১

তারপর সহস্র বৎসরের শেষে সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ উক্ত অণ্ডের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া দিলেন। পুনরায় সমস্ত লোকের উৎপত্তির জন্য তিনি সেই অণ্ডে (নিম্নভাগে) আর একটি ছিদ্র করিলেন। ২

সমস্ত লোকসমূহের জন্মদাতা সর্ব্বজ্ঞানী ভগবান্ পুনরায় সেই অণ্ডে আটটি ছিদ্র করিলেন। সর্ব্ব প্রকার ভাগ-বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীহরি এখানে জগতের বিভাগ করিলেন। ৩

সেই অণ্ডের উপরে যে ভেদ করিয়াছিলেন, তাহা আকাশ হইল, যাহা পুণ্যাত্মা পুরুষগণের গতি। এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যাঁহার যোগ, সেই পরমাত্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে নিম্নভাগে ভেদ করিয়াছিলেন, তাহা রসাতল হইল। ৪

দেবলোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় ভগবান্ পূর্ব্বে যে অণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার চারিদিকে তিনি যে আটটি ছিদ্র করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই দিক্ ও বিদিক্ হইল। তিনি অণ্ডের দ্বারাই সেই সমস্তকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই অণ্ডের যে নানা বর্ণ-বিরাগের খণ্ডসকল ছিল, তাহারাই বহু বর্ণধারী ও বিচিত্র মেঘসমূহ হইল। ৫-৭।

সেই অণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত যে স্থূল পদার্থ ছিল, যাহাকে স্তম্ভ বলা হয়, তাহা নানাভাবে বাধিত হইয়া যাইল এবং তাহাই এই পৃথিবীতে জাতরূপ (স্বর্ণ) হইল। ৭।

রাজন্! যেরূপ প্রলয়কালে সমস্ত পৃথিবী সমস্ত সাগরের দ্বারা সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ সেই মেদরূপ জলের প্রবাহ ভূতলকে সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত করিল। ৮-৯

ভগবান্ দেবলোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় পূর্ব্বে যে অণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিলেন, উহাতে স্থানে স্থানে সেই জল স্খলিত হইয়া পতিত হইল, উহাই সুবর্ণময় পর্ব্বত হইয়া যাইল। ১০

সেই জল সমস্ত দিক্ ও উপদিক্সমূহকে আপ্লাবিত করিল। অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও ইহাদের উভয়ের মধ্যভাগে অন্য যে সব স্থান ছিল, সেই সবের মধ্যে যে যে স্থানে সেই জল পতিত হইল, সেই সেই স্থানে এক পর্ব্বত হইয়া যাইল। ১১

সেই সমস্ত পর্ব্বতসমূহে অবরুদ্ধ হইয়া এই পৃথিবী দুর্গম ও বিষম হইয়া যাইল। অনেক যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই ভারী পর্ব্বতসমূহে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীদেবী পীড়ায় ব্যথিত হইলেন। ১২-১৩

মহীতলে স্থিতং জলং বিনা নাগ মহাস্থকম্
বিস্ময়ং সমুদ্ভিন্নঃ তেজো বিনষ্টাপিতম্ ॥ ১৪
অশক্তা বৈ ধারয়িতুমথঃ সা প্রবিবেশ হ
পীড্যমানা ভগবতস্তেজসা তেন সা ক্ষিতিঃ ॥ ১৫
পৃথিবীং বিশতীং দৃষ্ট্বা ভগবান্ মধুসূদনঃ
উদ্ধারার্থং মনশ্চক্রে লোকানাং হিতকাম্যয়া ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

মত্তেজ এব বলবৎ সমাসাদ্য তপস্বিনী।
রসাতলং বিশেদেষা পঙ্কে গৌরিব দুর্বলা ॥ ১৭

পৃথ্ব্যুবাচ

ত্রিবিক্রমায়ামিতবিক্রমায়
মহানৃসিংহায় চতুর্ভুজায়
শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসিগদাধরায়
নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ১৮
ত্বয়া ধৃতা ধার্যতে বৈ ত্বয়া সংভৃতিং জগৎ
ত্বং ধারয়সি ভূতানাং ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ ॥ ১৯

যদ্ধৃতা ধার্যতে কিঞ্চিত্তেজসা চ বলেন চ
ততস্তব প্রসাদেন ময়া পশ্চাত্তু ধার্যতে ॥ ২০
ত্বয়া ধৃতং ধারয়ামি নাধৃতং ধারয়াম্যহম্।
ন হি তদ্ বিদ্যতে ভূতং যত্ত্বয়া ন তু ধার্যতে ॥ ২১
ত্বমেব পুরুষো বীর নারায়ণ যুগে যুগে।
মম ভারাবতরণং জগতো হিতকাম্যয়া ॥ ২২
তবৈব তেজসা ক্রান্তাং রসাতলতলং গতাম্।
ত্রায়স্ব মাং সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাম্ ॥ ২৩
দানবৈঃ পীড্যমানা চ রাক্ষসৈশ্চ দুরাত্মভিঃ।
ত্বামেব শরণং নিত্যমুপগামি সনাতনম্ ॥ ২৪
তাবন্মেঽস্তি ভয়ং ভূয়ো যাবন্ন ত্বাং ককুদ্মিনম্।
শরণং যামি মনসা শতশোঽপ্যুপলক্ষয়ে ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ

মা ভৈর্ধরণি কল্যাণি শান্তিং ব্রজ সমাহিতা
এষ ত্বামুচিতং স্থানমানয়ামি মনীষিতম্ ॥ ২৬

পৃথিবীর উপর নির্গত তেজস্বরূপ মধুসূদন যে নারায়ণাত্মক বিশ্ব জল অধিকমাত্র পরিপূর্ণ হইল, উহা ধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া পৃথিবী নিচে নামিতে লাগিলেন এবং নিম্নভাগে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; কারণ ভগবানের সেই তেজে এই পৃথিবী অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিলেন। ১৪-১৫

পৃথিবীকে নিচে যাইতে দেখিয়া ভগবান মধুসূদন সমস্ত লোকসকলের হিত-কামনায় তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য মনস্থির করিলেন। ১৬

শ্রীভগবান্ মনে মনে বলিলেন,—এই তপস্বিনী পৃথিবীদেবী আমার প্রবল তেজের চাপগ্রস্ত হইয়া পঙ্কে প্রবিষ্ট দুর্বল গাভীর ন্যায় রসাতলের দিকে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ মনে হইতেছে। ১৭

(সেই সময় ভগবানের স্তুতি করিতে করিতে) পৃথিবী বলিলেন,—তিন লোককে নিজের তিন চরণের দ্বারা আক্রান্ত করিবার পর যিনি 'ত্রিবিক্রম' নামে অভিহিত হন, যাঁহার পরাক্রমকে কেহই পরিমাপ করিতে পারে না এবং যিনি নিজের চারি হস্তে শার্ঙ্গধনু, সুদর্শন চক্র, নন্দক খড়্গ ও কৌমোদকী গদা ধারণ করেন, সেই মহানৃসিংহ, চতুর্ভুজধারী পুরুষোত্তমকে আমার নমস্কার। ১৮

ভগবন্! আপনিই নিজ শক্তির দ্বারা এই জগৎকে ধারণ করেন এবং আপনারই দ্বারা উহার সংভরণ হয়। আপনি সমস্ত প্রাণিগণের ভুবনকে ধারণ করেন এবং পোষণ করেন। ১৯

আপনি নিজ তেজ ও বলের দ্বারা যাহা কিছু ধারণ করেন, তৎ সমস্তই আমি পরে আপনারই কৃপায় ধারণ করিয়া থাকি। ২০

আপনার দ্বারা ধৃতকেই আমি ধারণ করি। আপনি যাহা ধারণ করেন নাই, এরূপ কোন কিছুই আমি ধারণ করি না। এরূপ কোনও ভূত নাই, যাহা আপনার দ্বারা ধৃত হয় নাই। ২১

বীর! নারায়ণ! আপনিই জগতের হিত-কামনায় যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করত আমার ভার অবতরণ করেন। ২২

সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনারই তেজে (এবং উক্ত পর্বতসমূহের দ্বারা) আক্রান্ত হইয়া রসাতল হইতেও নিচে চলিয়া আসিয়াছি এবং আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ২৩

দুরাত্মা দানবগণ ও রাক্ষসগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া আমি সদা সনাতন পরমেশ্বর আপনার শরণগ্রহণ করিয়া থাকি। ২৪

আমি শত শত বার ইহা দেখিয়াছি যে, যতক্ষণ না আমি বিনাশ ভয়ের হেতু মনে দৃঢ় বদ্ধনিশ্চিন্ত ভগবান্ আপনার শরণগ্রহণ করি, ততক্ষণই আমার অধিক ভয় প্রাপ্ত হয়। ২৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ধরণি! ভীত হইও না। কল্যাণি! মনকে একাগ্র করিয়া শান্তি লাভ কর। এই আমি এখনই তোমাকে উচিত ও মনোবাঞ্ছিত স্থানে লইয়া আসিতেছি। ২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ ।
কিং নু রূপমহং কৃত্বা উদ্ধরামি বসুন্ধরাম্ ॥ ২৭
জলে নিমগ্নাং ধরণীং যেনাহং বৈ সমুদ্ধরে ।
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু দেবস্তৎকরণে মতিম্ ॥ ২৮
জলক্রীড়ারুচিস্তস্মাদ্ বারাহং রূপমস্মরৎ
ধরিত্র্যুদ্ধরণে যুক্তস্তদাভূদস্তু ভূমিভৃৎ ॥ ২৯
অদৃশ্যং সর্বভূতানাং বাঙ্ময়ং ব্রহ্মসম্মিতম্
দশযোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং শতযোজনম্ ॥ ৩০
নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্
মহাগিরেঃ সংহননং শ্বেতদীপ্তাগ্রদংষ্ট্রিণম্ ॥ ৩১
বিদ্যুদগ্নিপ্রতীকাশমাদিত্যসমতেজসম্
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং দৃপ্তশার্দূলগামিনম্ ॥ ৩২
পীনোন্নতকটীদেশং বৃষলক্ষণপূজিতম্ ।
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমজিতো হরিঃ ॥ ৩৩
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্ ।
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ ॥ ৩৪
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ।
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ ॥ ৩৫
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্ ।
সত্যধর্মময়ঃ শ্রীমান্ ক্রমবিক্রমসৎকৃতঃ ॥ ৩৬
ক্রিয়াসত্রমহাঘোণঃ পশুজানুর্মহাকৃতিঃ
উদ্গাত্রান্ত্রো হোমলিঙ্গো বীজৌষধিমহাফলঃ ॥ ৩৭
বাদ্যন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগ্ বিকৃতঃ সোমশোণিতঃ ।
বেদীস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্ ॥ ৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! এই কথা বলিয়া মহাত্মা শ্রীহরি মনে মনেই কোনও দিব্য রূপের বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—আমি কোন রূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব? সেইরূপ কোন্‌রূপ হওয়া উচিত, যাহার দ্বারা জলে আমি নিমগ্ন পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত করিতে পারি। ২৭

এরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভগবান্ সেই রূপ ধারণ করিবার বিষয়ে বুদ্ধি স্থির করিলেন। সেই সময় জলে ক্রীড়া করিবার জন্য তাঁহার রুচি হইল; অতএব তিনি বরাহ-রূপ স্মরণ করিলেন। পৃথিবীকে ধারণকারী শ্রীহরি উহাকে উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সেই সময় তাঁহার রূপ দশ যোজন বিস্তৃত ও শত যোজন উচ্চ হইল। বেদতুল্য সম্মানিত ভগবানের সেই বাঙ্ময়-স্বরূপ সমস্ত প্রাণিদেরই অদৃশ্য ছিল। ২৮–৩০

তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ ছিল। তাঁহার শব্দ মেঘের গম্ভীর গর্জনেরই অনুরূপ ছিল (অথবা মেঘের গম্ভীর গর্জনকেও তিরস্কার করিতেছিল)। শ্রীভগবানের এই বিগ্রহ বিশাল পর্বতের আকৃতির সদৃশ ছিল। তাঁহার দন্ত শ্বেত, তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ছিল। ৩১

তাঁহার তেজ বিদ্যুৎ ও অগ্নির সমান ছিল। তাঁহার প্রভা ছিল সূর্য-সদৃশ। তিনি নিজ স্কন্ধের মধ্যে দর্পিত সিংহের ন্যায় গমন করিতেছিলেন। তাঁহার কটিদেশ উচ্চ ও মাংসল ছিল। তিনি বৃষের লক্ষণসমূহে সমন্বিত ছিলেন। এরূপ অজিত ও বিশাল রূপ ধারণ করিয়া শ্রীহরি পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন।

এই ভগবান্ বরাহ চারিবেদরূপ চরণযুক্ত ছিলেন। যূপ তাঁহার দংষ্ট্রা ছিল। ক্রতু (যজ্ঞ) তাঁহার দন্ত ছিল ও চিতি (ইষ্টকচয়ন) তাঁহার মুখ ছিল। অগ্নি তাঁহার জিহ্বা, কুশসকল তাঁহার রোমাবলি এবং ব্রহ্ম (বেদ) তাঁহার মস্তক ছিল। তিনি মহাতপস্বী ছিলেন। দিবস ও রাত্রিকে তিনি দুই নয়নরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বেদের ছয় অঙ্গ তাঁহার কর্ণের কুণ্ডল ছিল। ৩৪–৩৫

ঘৃত তাঁহার নাসিকা, স্রুবা তাঁহার তুণ্ড (থুথনী)। এবং সামবেদের স্বরই তাঁহার ভীষণ গর্জন ছিল। তাঁহার শরীর ছিল বিশাল এবং তাঁহার বিগ্রহ সত্য-ধর্মময় ছিল। তিনি অলৌকিক শোভাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ক্রম (গতি) ও বিক্রম (পরাক্রম) উভয়েই সম্মানিত ছিলেন অথবা বেদের ক্রমপাঠ ও বিক্রমপাঠই এস্থলে ক্রম বিক্রম, যাহার দ্বারা ভগবান্ বরাহ সৎকৃত ছিলেন। ৩৬

ক্রিয়াময় সত্র তাঁহার বড় নাসিকা ছিল। পশু তাঁহার জানু ও যজ্ঞই তাঁহার আকৃতি ছিল। উদ্গাতা তাঁহার অন্ত্র (আঁত) এবং হোমরূপ কর্ম তাঁহার লিঙ্গ ছিল। বীজ ও ওষধিসমূহ তাঁহার বৃহৎ মহান্ ফল ছিল। ৩৭

বায়ু তাঁহার অন্তরাত্মা ও মন্ত্র নিতম্ব ছিল। তিনি বিকৃতস্বরূপ ছিলেন। সোমরস তাঁহার রক্ত ছিল। যজ্ঞের বেদি তাঁহার স্কন্ধ, হবিষ্য গন্ধ এবং হব্য-কব্যই তাঁহার অতিশয় বেগ ছিল। ৩৮

প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরর্চ্চিতঃ
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্ ॥ ৩৯
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ।
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ ॥ ৪০
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ ।
ভূত্বা যজ্ঞবরাহোঽসৌ যুগপৎ প্রাবিশদ্ গুরুঃ ॥ ৪১
অদ্ভিঃ সংছাদিতামুর্ব্বীং স তামার্চ্ছৎ প্রজাপতিঃ ।
রসাতলতলে মগ্নাং পাতালান্তরসংশ্রয়াম্ ॥ ৪২
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রেণোজ্জহার গাম্
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ ॥ ৪৩
মুমোচ পূর্ব্বং মনসা ধারয়িত্বা ধরাধরঃ
ততো জগাম নির্ব্বাণং মেদিনী তস্য ধারণাৎ ॥ ৪৪
চকার চ নমস্কারং তস্মৈ দেবায় শম্ভবে
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা ॥ ৪৫
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
অথোদ্ধৃত্য ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া ॥ ৪৬
পৃথিবীপ্রবিভাগায় মনশ্চক্রেঽম্বুজেক্ষণঃ
রসাতলগতামেবং বিচিন্ত্য স সুরোত্তমঃ ॥ ৪৭
ততো বিষ্ণুঃ প্রবরবরাহরূপধৃগ্
বৃষাকপিঃ প্রসভমথৈকদংষ্ট্রয়া ।
সমুদ্ধরদবনিমতুল্যবিক্রমঃ
মহাযশাঃ সকলহিতার্থমচ্যুতঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে পৃথিব্যুদ্ধরণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রাগ্বংশ (পত্নীশালা ও যজমান-গৃহ) তাঁহার শরীর ছিল। তিনি তেজস্বী ও নানাপ্রকার দীক্ষাসমূহে পূজিত ছিলেন। দক্ষিণা তাঁহার হৃদয় ছিল। তিনি মহান্ (বিরাট্), যোগী ও মহাসত্রময় ছিলেন। ৩৯

উপাকর্ম তাঁহার ওষ্ঠের ভূষণ ছিল এবং প্রবর্গ্যকর্ম তাঁহার নাভিকে ভূষিত করিয়াছিল। নানাপ্রকার ছন্দ তাঁহার চলিবার মার্গ ছিল এবং গূঢ় উপনিষদ্ তাঁহার আসন ছিল। ৪০

তাঁহার পত্নী ছায়া (দক্ষিণা) পত্নীর ন্যায় তাঁহার সহায়িকা ছিল। তিনি মণিময় পর্ব্বতশিখরের মত উচ্চ ছিলেন। এইরূপ যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করত সেই জগদ্গুরু ভগবান্ পৃথিবীর রসাতলে গমনের সহিতই জলে ও সেখানে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪১

জলে আচ্ছাদিত ও রসাতলে নিমগ্ন হইয়া অন্য পাতালে উপস্থিত সেই পৃথিবীর পার্শ্বে সেই ভগবান্ প্রজাপতি যজ্ঞও যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৪২

পৃথিবীকে ধারণকারী সেই প্রভু লোকহিতের জন্য নিজের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে উপরে উত্থাপিত করিলেন এবং তাহার পর উঁহাকে নিজের স্থানে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। ৪৩

ধরাধারী ভগবান্ বরাহ পূর্ব্বে পৃথিবীকে মনে ধারণ করিয়া তাঁহাকে সহসা জলের উপর ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার ধারণে পৃথিবী অতিশয় শান্তি লাভ করিলেন। তখন তিনি সেই কল্যাণকারী দেব যজ্ঞ বরাহকে নমস্কার করিলেন। ৪৪½

এইভাবে সমস্ত প্রাণিগণের হিতকারী ভগবান্ যজ্ঞ-বরাহ হইয়া লোকসকলের হিতকামনায় পৃথিবীদেবীকে উদ্ধার করিয়া দিলেন। ৪৫½

তদনন্তর কমলনয়ন পুরুষোত্তম উক্তি ঐভাবে রসাতলগত পৃথিবীর বিষয়ে চিন্তা করিয়া জগতের স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে উপরে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে বিভাগ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন। ৪৬-৪৭

রাজন্! সেই সময় শ্রেষ্ঠ বরাহরূপ ধারণ করত সর্ব্বব্যাপী হরিস্বরূপ অনুপম পরাক্রমশালী মহাযশস্বী অচ্যুত সকলের হিতের জন্য পৃথিবীকে বলপূর্ব্বক এক দন্তের দ্বারা উপরে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিলেন। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বারাহবতারপ্রসঙ্গে পৃথিবীর উদ্ধারবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভগবতা বারাহেণ নানাদিক্ষু পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ সৃষ্টিঃ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা ।
বিততত্বাত্তু দেহস্য ন যযৌ সংপ্লবং মহী ॥ ১
ততঃ স চিন্তয়ামাস প্রবিভাগং ক্ষিতের্বিভুঃ ।
সমুদ্রাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং পর্ব্বতানাং নদীষু চ ॥ ২
বিশেষতঃ প্রমাণঞ্চ গতিং প্রস্রবমেব চ ।
মাহাত্ম্যঞ্চ বিশেষঞ্চ নদীনামপ্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩
চতুরস্রাং ধরাং কৃত্বা তথা চৈব মহার্ণবম্ ।
মধ্যে পৃথিব্যাঃ সৌবর্ণমকরোন্মেরুপর্ব্বতম্ ॥ ৪
প্রাচীং দিশমথো গত্বা চকারোদয়পর্ব্বতম্ ।
শতযোজনবিস্তারং সহস্রঞ্চ সমুচ্ছ্রয়ম্ ॥ ৫
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তরুণাদিত্যসন্নিভৈঃ ।
আত্মতেজোগুণময়ৈর্বেদিকাভোগকল্পিতম্ ॥ ৬
বিবিধাংশ্চ মহাস্কন্ধান্ কাঞ্চনান্ পুষ্করেক্ষণঃ ।
নিত্যপুষ্পফলান্ বৃক্ষান্ কৃতবাংস্তত্র পর্ব্বতে ॥ ৭
শতযোজনবিস্তারং তৎত্রিগুণমথায়তম্ ।
চকার স মহাদেবঃ পুনঃ সৌমনসং গিরিম্ ॥ ৮
নানারত্নসহস্রাণাং কৃত্বা তত্র সুসঞ্চয়ম্ ।
বেদিকাং বহুবর্ণাঞ্চ সন্ধ্যাভ্রাভানকল্পয়ৎ ॥ ৯
সহস্রশৃঙ্গঞ্চ গিরিং নানামণিশিলাতলম্ ।
কৃতবান্ বৃক্ষগহনং ষষ্টিযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১০
আসনং তত্র শয়নং সর্ব্বভূতনমস্কৃতম্ ।
কৃতবানাত্মনঃ স্থানং বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ॥ ১১
শিশিরঞ্চ মহাশৈলং তুষারচয়সংস্থিতম্ ।
চকার দুর্গগহনং কন্দরাসুরনন্দিতম্ ॥ ১২

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

[ ভগবান্ বারাহ কর্ত্তৃক বিভিন্ন দিকে পর্ব্বত ও নদীসকলের সৃষ্টি । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! সেই জলরাশির উপরে বিশাল নৌকার ন্যায় পৃথিবী স্থিত হইলেন। ইঁহার (পৃথিবীর) আকার বিশাল ছিল বলিয়া পৃথিবী জলে ডুবিয়া যাইলেন না। ১

তদনন্তর ভগবান্ পৃথিবীর বিভাগের চিন্তা করিতে লাগিলেন, সমস্ত পর্ব্বতসমূহের উচ্চতা, নদী-সকলের পথসূচিকা রেখা, তাহারা কতদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে—ইহার প্রমাণ, তাহাদের গতি পূর্ব্ব দিকে হইবে বা পশ্চিম দিকে হইবে ইহার নিশ্চয়, তাহাদের প্রবাহ এবং বিশেষতঃ সেই নদীসমূহের মাহাত্ম্যবিষয়ে তিনি বারংবার চিন্তা করিলেন। ২-৩

চার সমুদ্র যাঁহার অন্তে ( অথবা যিনি চতুষ্কোণ পদ্মাকৃতি ), সেই পৃথিবীকে এইভাবে স্থাপিত করিয়া তিনি মহাসাগরকেও সৃষ্টি করিলেন। তারপর পৃথিবীর মধ্যভাগে সুবর্ণময় মেরু-পর্ব্বতকে স্থাপিত করিলেন। ৪

ইহার পর পূর্ব্বদিকে যাইয়া তিনি উদয়াচলের সৃষ্টি করিলেন, যাহার বিস্তার শত যোজন এবং উচ্চতা সহস্র যোজন। ৫

এই পর্ব্বত সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত এবং এই সব শিখর প্রাতঃকালে সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী ( অথবা রক্তবর্ণাভ ) ছিল। ইহারা নিজেদেরই তেজোময় গুণসমূহে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই পর্ব্বতের নির্ম্মাণ এইরূপে হইয়াছিল, যেন কোন বিশাল বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। ৬

কমলনয়ন শ্রীহরি সেই পর্ব্বতের উপরে বড় বড় স্কন্ধবিশিষ্ট নানাপ্রকার সুবর্ণময় বৃক্ষ নির্ম্মাণ করিলেন, যাহারা সতত পুষ্প ও ফলসমূহে সম্পন্ন ছিল। ৭

ইহার পর সেই মহাদেব শ্রীহরি সৌমনস পর্ব্বতকে নির্ম্মাণ করিলেন, যাহার বিস্তারে শত যোজন ও দৈর্ঘ্য তিন শত যোজন ছিল। ৮

সেখানে নানাপ্রকার সহস্র রত্ন সঞ্চয় করিয়া অনেক রঙের বেদিকা নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৯

তাহারপর ভগবান্ সহস্রশৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন, যে পর্ব্বত নানাপ্রকার মণিময়ী শিলাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ঘন বৃক্ষ-শ্রেণীর বন ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। এই পর্ব্বত ষাট যোজন উচ্চ ছিল। ১০

সম্পূর্ণ বিশ্বই যাঁহার কর্ম, সেই প্রজাপালক শ্রীহরি সেখানে নিজের জন্য এক স্থান নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা সম্মানিত ঠাঁহার উত্তম আসন ছিল। ১১

তদনন্তর ভগবান্ হিমরাশিসম্পন্ন মহাপর্ব্বত হিমালয়কে সৃষ্টি করিলেন, যাহা দুর্গম ও গহন ছিল। ইহা বহু কন্দর ( গুহা )-সমূহে অলঙ্কৃত আছে। ১২

শিশিরপ্রভবাং চৈব নদীং দ্বিজগণাবৃতাম্
চকার পুলিনোপেতাং বসুধারামিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৩
সা নদী নিখিলাং প্রাচীং পুণ্যাং সুবর্ণতৈশ্চিতাম্।
স্রোতস্যান্তপ্রবাহৈর্মুক্তামণিবিভূষিতৈঃ ॥ ১৪
নিত্যপুষ্পফলোপেতৈশ্ছায়াদবদ্ভিঃ সুসংবৃতৈঃ
ভূষিতান্যবিকৈঃ কান্তৈঃ সা নদী তীরবৈস্তরৈঃ ॥১৫
কৃত্বা প্রাচীবিভাগঞ্চ দক্ষিণায়ামথো দিশি
চকার পর্ব্বতং দিব্যং সর্ব্বকাঞ্চনরাজতম্ ॥ ১৬
একতঃ সূর্য্যসঙ্কাশমেকতঃ শশিসন্নিভম্।
স বিভ্রদ্ রুক্মহেমাভৌ বর্ণৌ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥ ১৭
তেজসা যুগপদ্ ব্যাপ্তঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব
বপুষ্মন্নথো তত্র তাম্রবর্ণং মহাগিরিম্ ॥ ১৮
সর্ব্বকামফলৈর্বৃক্ষৈর্যুতং রত্নৈর্মনোহরৈঃ
চকার কুমুদং চৈব কুমুদপ্রতিমাকৃতিম্ ॥ ১৯
সর্ব্বতঃ কাঞ্চনশুভ্রং বহুযোজনবিস্তৃতম্।
ঋষভপ্রতিমং চৈব ঋষভং নাম পর্ব্বতম্ ॥ ২০
হেমকাঞ্চনবৃক্ষাঢ্যং পুষ্পাঢ্যং স সৃষ্টবান্।
মহেন্দ্রঞ্চ শৈলেন্দ্রং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২১
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সপুষ্পিতমহাদ্রুমম্।
যেনিজ্যাং কৃতবান দেবঃ প্রতিকোটমিবাচলম্ ॥ ২২
নানারত্নসমাকীর্ণং সূর্য্যেন্দুসদৃশপ্রভম্
চকার মলয়ং চাদ্রিং চিত্রপুষ্পিতপাদপম্ ॥ ২৩
মৈনাকঞ্চ মহাশৈলং শিলাজালসমাবৃতম্
দক্ষিণস্যাং দিশি শুভ্রং চকারাচলনায়কম্ ॥ ২৪
সস্ত্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতাবৃতম্।
নদীঞ্চ বিপুলাবর্ত্তাং পুলিনশ্রোণিভূষিতাম্ ॥ ২৫

তিনি হিমালয় হইতে উৎপন্ন এক দিব্য নদীও সৃষ্টি করিলেন, যাঁহার নাম বসুধারা (গঙ্গা)। অসংখ্য দ্বিজ ইঁহার সেবা করেন। ইঁহার তট বিশাল। ১৩

এই নদী সম্পূর্ণ পুণ্যময়ী পূর্ব দিক্‌কে নিজের শত স্রোতের দ্বারা ব্যাপ্ত করত তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাহার এই স্রোত মুক্তা ও মণিসদৃশ উজ্জ্বল জলের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং অমৃততুল্য মধুর জলে পরিপূর্ণ আছে। ১৪

এই নদী নিজের তীরে উৎপন্ন অধিক কমনীয় বৃক্ষসমূহে বিভূষিত আছে। এই সব বৃক্ষ সদা পুষ্প ও ফলসমূহে সম্পন্ন রহিয়াছে এবং সঘন ও দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত শাখায় শোভিত আছে। ১৫

এইভাবে পূর্ব্ব দিক্‌কে বিভাগ করিয়া তিনি দক্ষিণদিকে এক দিব্য পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন, যাহার সর্ব্বাংশ সুবর্ণময় ও রজতময় বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ১৬

এই পর্ব্বত এক দিকে সূর্য্যসদৃশ স্বর্ণপ্রভায় প্রকাশিত ও অন্যদিকে চন্দ্রসদৃশ রজতকান্তিতে সুশোভিত। এইরূপে দুই দিকে দুই বর্ণ ধারণ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত অতিশয় শোভা পাইতেছে। ১৭

এই পর্ব্বত একই সঙ্গে দিব্য তেজে ব্যাপ্ত হইয়া একত্রে সমুদিত সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য প্রতীত হইতেছে। এই মহাপর্ব্বত পৃথিবীর সূর্য্যসদৃশ ছিল। ইহা মনোরম দিব্য ফলসমূহে যুক্ত, রমণীয় এবং মনোহর বৃক্ষশ্রেণীতে পরিবৃত ছিল। ১৮

ইহার পর ভগবান্ কুমুদতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট এক পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন, ইহ বহুযোজন বিস্তৃত ছিল। ইহাতে সর্ব্ব দিকে সুবর্ণময়ী শুভ্র শোভা পাইতেছিল। ১৯

তাহার পর তিনি বৃষভসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ঋষভনামক পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা স্বর্ণ ও কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে পূর্ণ ছিল। এই সব বৃক্ষে পুষ্প বিকশিত থাকায় এই পর্ব্বত যেন হাস্য করিতেছে। ২০

তদনন্তর ভগবান্ গিরিরাজ মহেন্দ্রকে নির্ম্মাণ করিলেন। এই পর্ব্বতরাজ শত যোজন উচ্চ ও সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ছিল। ইহার বিশাল বৃক্ষশ্রেণী সুন্দর পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। এই পর্ব্বত পৃথিবীতে দ্বিতীয় প্রতিকোটের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ২১-২২

অনন্তর তিনি নানাপ্রকার রত্নসমূহে ব্যাপ্ত ও সূর্য্য-চন্দ্রসদৃশ কান্তিমান্ মলয়নামক পর্ব্বতকে সৃষ্টি করিলেন, যে পর্ব্বতে বিচিত্র পুষ্পসমূহে পূর্ণ বহু বৃক্ষ আছে। ২৩

ইহার পর তিনি দক্ষিণ দিকে এক সুন্দর ও বিস্তৃত পর্ব্বত মহাশৈল মৈনাককে রচনা করিলেন, যাহা শিলাসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। ২৪

তাহার পর নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে ব্যাপ্ত সহস্র শিখরবিশিষ্ট বিন্ধ্য পর্ব্বতকে সৃষ্টি করিলেন, সেই সঙ্গে সেখান হইতে উৎপন্ন এক নদীও নির্ম্মাণ করিলেন, যে নদী তটশ্রেণী নিতম্বরূপে বিভূষিত ছিল। উহাতে বড় বড় আবর্ত্ত (ঘূর্ণী) উঠিতেছিল। ইহার জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ছিল। এই নদী পয়োধর (নর্মদা) নামে বিখ্যাত হইল। ফলে পূর্ণা

ক্ষীরসঙ্কাশসলিলাঃ পয়োধরামিতি শ্রুতিঃ
সুরম্যাং তোয়কলিলাং বিহিতাং দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২৬
দিব্যাং তীর্থশতোপেতাং প্রাবর্তন্ত শুভাম্ভসা
দিশং যাম্যাং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতীচীং দিশমাগমৎ ॥ ২৭
অকরোত্তত্র শৈলেন্দ্রং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্
শোভিতং শিখরৈশ্চিত্রৈঃ সুপ্রবৃদ্ধৈর্হিরণ্ময়ৈঃ ॥ ২৮
কাঞ্চনীভিঃ শিলাভিশ্চ গুহাভিশ্চ বিভূষিতম্
সমাকুলং সূর্যনিভৈঃ শালৈস্তালৈশ্চ ভাস্বরৈঃ ॥ ২৯
শুশুভে ভাস্বরশ্চৈব শ্রীমদ্ভিশ্চিত্রবেদিকৈঃ ।
ষষ্টিঃ গিরিসহস্রাণি তত্রাসৌ সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩০
মেরুপ্রতিমরূপাণি বপুষা প্রভয়া সহ
সহস্রজলধারশ্চ পর্বতঃ মেরুসন্নিভঃ ॥ ৩১
পুণ্যতীর্থগুণোপেতো ভগবান্ সন্ন্যবেশয়ৎ ।
ষষ্টিযোজনবিস্তারং তাবদেব সমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ৩২
আত্মরূপোপমঃ তত্র বারাহং নাম নামতঃ ।
নিবেশয়ামাস গিরিং দিব্যং বৈদূর্যপর্বতম্ ॥ ৩৩
রাজতাঃ কাঞ্চনাশ্চৈব যত্র দিব্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ ।
তত্রৈব চক্রসদৃশঃ চক্রবন্তং মহাবলম্ ॥ ৩৪
সংপ্রকৃষ্টং বিপুলং ভগবান্ সন্ন্যবেশয়ৎ
শঙ্খপ্রতিমরূপঞ্চ রাজতঃ পর্বতোত্তমম্ ॥ ৩৫
সিদ্ধদ্রুমসমাকীর্ণং শঙ্খং নাম ন্যবেশয়ৎ
সুবর্ণং রত্নসম্ভূতং পারিজাতং মহাদ্রুমম্ ॥ ৩৬
মহতঃ পর্বতস্যাগ্রে পুষ্পহাসং ন্যবেশয়ৎ
শুভামতিরসাং চৈব ঘৃতধারামিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৭
বরাহঃ সরিতং পুণ্যাং প্রতীচ্যামকরোৎ প্রভুঃ ।
প্রতীচ্যাং সংবিধিং কৃত্বা পর্বতান্ কাঞ্চনোজ্জ্বলান্ ॥ ৩৮
গুণোত্তরানুত্তরস্যাং সন্ন্যবেশয়দগ্রতঃ ।
ততঃ সৌম্যগিরিং সৌম্যমন্তরিক্ষপ্রমাণতঃ ॥ ৩৯
কৃষ্ণধাতুপ্রতিচ্ছন্নকরং হ্যম্বরোপমম্
স তু দেশো বিসূর্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে ॥ ৪০

---

এই দিব্য ও রমণীয় দক্ষিণ দিক শত শত তীর্থসমূহে সুশোভিত ছিল এবং মঙ্গলকারী জলের দ্বারা দক্ষিণ দিককে পবিত্র এবং আপ্লাবিত করিতেছিল। ২৬-২৭।

এইভাবে দক্ষিণ দিককে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবান্ পশ্চিম দিকে চলিয়া আসিলেন। সেখানে তিনি শতযোজন উচ্চ শৈলরাজ অচলকে নির্মাণ করিলেন, যাহা বহু বর্ধিত (বড়) বিচিত্র ও সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ছিল। ২৭-২৮

স্বর্ণ শিলা ও গুহাসকলের দ্বারা ইহা বিভূষিত ছিল। সূর্য-সদৃশ প্রকাশিত শাল ও তাল বৃক্ষসমূহ সেখানে সর্বদিকে বিস্তৃত ছিল। ২৯

শোভাশালী বিচিত্র বেদিকাসমূহে যুক্ত সুবর্ণময় শিখর ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। সেখানে ভগবান্ ষাট হাজার পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহারা নিজেদের শরীর ও কান্তিতে মেরুপর্বতের সমানতা করিতেছিল। ৩০।

তদনন্তর ভগবান্ জলের সহস্র ধারা প্রবাহিতকারী এক মেরু-সদৃশ পর্বতকে স্থাপিত করিলেন, যাহা পুণ্যতীর্থের গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল, যাঁহার বিস্তার ষাট যোজন ছিল, ইহার উচ্চতাও তত পরিমাণই ছিল। ৩১-৩২

সেখানে তিনি নিজের রূপের সমান বারাহনামক দিব্য পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহা বৈদূর্যমণিতে সম্পন্ন ছিল। ৩৩

সেই পর্বতের উপর স্বর্ণ ও রজতের দিব্য শিলাখণ্ড ছিল, সেখানে ভগবান্ চক্রসদৃশ মহাবল চক্রবান্ গিরিকে স্থাপিত করিলেন, যাহা সহস্র শিখরসমূহে সম্পন্ন ও বিশাল ছিল। ৩৪।

ইহা ব্যতীত তিনি সেখানে এক রজতময় শ্রেষ্ঠ পর্বতকে স্থাপিত করিলেন, যাহার রূপ শঙ্খের সমান উজ্জ্বল ছিল সেইজন্য ইহার নাম শঙ্খ রাখিলেন। ইহা শ্রেষ্ঠ বর্ণের বৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। ৩৫।

সেই মহান্ পর্বতের অগ্রভাগে তিনি রত্নজাত সুবর্ণ ও পুষ্পময় হাস্যসুশোভিত পারিজাত নামক বিশাল বৃক্ষকে স্থাপিত করিলেন। ৩৬।

পশ্চিম দিকে ভগবান্ বরাহ অত্যন্ত জলে পরিপূর্ণ এক শুভ ও পুণ্যময়ী নদীরও সৃষ্টি করিলেন, যে নদী ঘৃতধারা নামে বিখ্যাত হইল। ৩৭।

এইভাবে পশ্চিম দিকে পর্বতসমূহের বিভাগ করিয়া তিনি উত্তর দিকে সুবর্ণতুল্য কান্তিমান বহু পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহারা গুণসমূহে উৎকৃষ্ট ছিল। ৩৮।

তাহার পর তিনি সূর্যসদৃশ তেজস্বী ও সুবর্ণময় ধাতুসমূহে আবৃত সৌম্য গিরিকে সৃষ্টি করিলেন, যাহা আকাশের সমান উচ্চ ও সৌম্য ছিল। ৩৯।

সেই দেশ সূর্যের প্রকাশ না থাকিলেও এই পর্বতের প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই পর্বতের শোভা তাপপ্রকারী সূর্যের দ্বারা আরও অধিক উচ্চ হইয়া উঠিল। ৪০।

তত্র সন্ধ্যাধিকং ভাতি তপসা রবিণা যথা।
পুষ্পালঙ্কারবিক্ষেপস্তপতীব দিবাকরঃ ॥ ৪১
সহস্রশিখরং চৈব নানাতীর্থসমাকুলম্
চকার রত্নসঙ্কীর্ণং ভূয়োঽঞ্জনং নাম পর্ব্বতম্ ॥ ৪২
মনোহরগুণোপেতং নন্দনং চাচলোত্তমম্।
উদ্দামপুষ্পগন্ধঞ্চ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৩
চকার তত্র শৃঙ্গেষু সুবর্ণরসসম্ভবম্
জম্বুং জাম্বূনদময়ীমনন্তাদ্ভুতদর্শনাম্ ॥ ৪৪
গিরিং ত্রিশিখরং চৈব তথা পুষ্করপর্ব্বতম্
শুভ্রং পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসঞ্চ নগোত্তমম্ ॥ ৪৫
হিমবন্তঞ্চ শৈলেন্দ্রং দিব্যধাতুবিভূষিতম্
নিবেশয়ামাস হরির্যাম্যাং তদুদগাশ্রিতঃ ॥ ৪৬

নদীঃ সর্ব্বগুণোপেতামৃতরসাঃ দিশি প্রভুঃ
মধুধারাং স কৃতবান্ দিব্যামৃষিশতাকুলাম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বে চৈব ক্ষিতিধরাঃ সপক্ষাঃ কামরূপিণঃ।
তদা কৃতা ভগবতা বিচিত্রাঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪৮
স কৃত্বা প্রবিভাগং তু পৃথিব্যা লোকভাবনঃ।
দেবাসুরাণামুৎপত্তৌ কৃতবান্ বৃষ্টিসঞ্চয়ম্ ॥ ৪৯
সর্ব্বাস্তু দিক্ষু কৃতকোপমাশ্চ-
চকার শৈলান্ বিবিধাভিধানান্।
হিতায় লোকস্য স লোকনাথঃ
পুণ্যা নদীশ্চাপি সলিলোপগূঢ়াঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

যেরূপ মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের সংযোগে ঐ‌ীন চন্দ্রকে অতিশয় সুন্দররূপে দেখা যায়, সেইরূপ এই পর্ব্বতের সম্মুখে তাপদান-কারী সূর্য্যও শ্রীহীন হইয়া সুন্দরভাবে লক্ষিত হন—এরূপ জানিও ॥ ৪১

ইহার পর তিনি সহস্র শৃঙ্গে সুশোভিত ও নানাপ্রকার তীর্থ-সমূহে ব্যাপ্ত রত্নপূর্ণ অঞ্জন পর্ব্বতকে পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪২

তদনন্তর মনোহর গুণ সমূহে সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ নন্দনাচলকে এবং উদ্দাম পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গন্ধমাদন পর্ব্বতকে নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৩

গন্ধমাদনের শিখরসমূহের উপরে সুবর্ণরস উৎপাদনকারী জম্বুবৃক্ষকে রচনা করিলেন, যাহা জাম্বূনদময় (সুবর্ণময়), অনন্ত ও অদ্ভুত দেখাইতেছিল ॥ ৪৪

ইহার পর তিন শিখরবিশিষ্ট "ত্রিকূট" পর্ব্বত, 'পুষ্কর' পর্ব্বত এবং শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট গিরিশ্রেষ্ঠ 'কৈলাস' পর্ব্বতকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৫

তদনন্তর ধাতুসকলধারণকারী শ্রীহরি দিব্য ধাতুসমূহে বিভূষিত গিরিরাজ হিমবানকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪৬

ইহা ব্যতীত সেই ভগবান্ উত্তর দিকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন দিব্য নদী মধুধারাকে সৃষ্টি করিলেন, যাহা শত শত ঋষিগণের দ্বারা সেবিত ॥ ৪৭

সেই সময় পরমেষ্ঠী ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত পর্ব্বতকে পক্ষযুক্ত, ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন ও বিচিত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৮

এইরূপে লোকভাবন ভগবান্ পৃথিবীকে বিভাগ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের উৎপত্তির জন্য নিশ্চয় সঞ্চয় বৃষ্টি প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৯

তৎপরে লোকনাথ ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত জগতের হিতের জন্য সকল দিকে নানাবিধ নামধারী পর্ব্বতসমূহ ও জলে পরিপূর্ণ পবিত্র নদীসমূহকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বরাহাবতারবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ জগতঃ সৃষ্টিবর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

জগৎ স্রষ্টুমনা দেবশ্চিন্তয়ামাস পূর্ব্বজঃ।
তস্য চিন্তয়তো বক্ত্রান্নিঃসৃতঃ পুরুষঃ কিল॥ ১
ততঃ স পুরুষো দেবং কিং করোমীত্যুপস্থিতঃ
প্রত্যুবাচ স্মিতং কৃত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ॥ ২
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ।
অন্তর্হিতস্য দেবস্য সশরীরস্য ভারত॥ ৩
প্রশান্তস্যেব দীপস্য গতিস্তস্য ন বিদ্যতে।
ততস্তেনেরিতাং বাণীং সোঽন্বচিন্তয়ত প্রভুঃ॥ ৪
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ য এষ ছন্দসি শ্রুতঃ।
এষ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং ভূতভুবনাধিপঃ॥ ৫
তদা প্রভৃতি তস্যাতো যজ্ঞভাগো বিধীয়তে

প্রজাপতিরুবাচ

বিভজাত্মানমিত্যুক্তস্তেনাস্মি পরমাত্মনা॥ ৬
কথমাত্মা বিভক্তঃ স্যাৎ সংশয়ো হ্যত্র মে মহান্।
ইতি চিন্তয়তস্তস্য ওমিত্যেবোত্থিতঃ স্বরঃ॥ ৭
স ভূমাবন্তরিক্ষে চ নাকে চ কৃতবাংস্ততঃ।
তং চৈবাভ্যসতস্তস্য মনঃসারময়ঃ পুনঃ॥ ৮
হৃদয়াদ্দেবদেবস্য বষট্কারঃ সমুত্থিতঃ
ভূম্যন্তরিক্ষনাকস্য ভূর্ভুবঃস্বঃস্বরাত্মিকাঃ
মহাস্মৃতিময়াঃ পুণ্যা মহাব্যাহৃতয়োঽভবন্॥ ৯
ছন্দসাং প্রবরা দেবী চতুর্বিংশাক্ষরাভবৎ
তৎপদং সংস্মরন্ দিব্যাং সাবিত্রীমকরোৎ প্রভুঃ॥ ১০
ঋক্সামাথর্ব্বযজুষশ্চতুরো ভগবান্ প্রভুঃ
চকার নিখিলান্ বেদান্ ব্রহ্মযুক্তেন কর্ম্মণা॥ ১১

---

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

জগতের সৃষ্টি বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সকলের পূর্ব্বজ ভগবান্ নারায়ণ জগৎকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মনে মনে কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় চিন্তাপরায়ণ তাঁহার মুখ হইতে এক পুরুষ নির্গত হইলেন।

সেই পুরুষ ভগবানের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আমি আপনার কি সেবা করিব? তখন দেবাদিদেব জগদীশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া এইরূপ উত্তরদান করিলেন। ১-২

'তুমি নিজের স্বরূপকে বিভাগ কর' এই কথা বলিয়া সেই ভগবান্ সেখানে অন্তর্হিত হইলেন। ভারত! যেরূপ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে সেই দীপে প্রজ্বলিত অগ্নির গতি বুঝা যায় না, সেইরূপ সশরীরে অন্তর্হিত সেই ভগবানের গতি জানা গেল না অর্থাৎ তাঁহার গতিও বুঝা যাইল না। ৩।

তদনন্তর ভগবানের মুখ হইতে আবির্ভূত প্রভাবশালী পুরুষ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, যাঁহার নাম বেদমন্ত্রসমূহে শুনা যায়, শ্রীভগবান্ কর্তৃক কথিত পূর্ব্বোক্ত বাণী বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪।

সমস্ত ভুবনের অধিপতি এই প্রজাপতি সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব সেই সময় হইতে যজ্ঞের প্রথম ভাগ তাঁহাকেই প্রদান করিবার বিধান চলিতেছে। ৫।

প্রজাপতি মনে মনে বলিলেন, সেই পরমাত্মা আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি নিজের স্বরূপকে বিভাগ কর; কিন্তু আমাকে নিজের স্বরূপের বিভাগ কিরূপে করিতে হইবে, এবিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ হইতেছে। ৬।

এরূপ চিন্তাপরায়ণ তাঁহার মুখ হইতে 'ওঁ' এই স্বর উচ্চারিত হইল। তিনি সেই স্বরকে পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ—এই তিন লোকে উচ্চারণ করিলেন।

তাহার পর 'ওঁ'কার জপকারী সেই দেবাদিদেব প্রজাপতির হৃদয় হইতে পুনর্ব্বার তাঁহার মনের সারভূত 'বষট্কার' উত্থিত হইলেন। ৮।

তাহার পর ভূমি, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গের সারভূত 'ভূঃ, ভুবঃ' স্বঃ'—এই তিন পবিত্র মহাব্যাহৃতি প্রকটিত হইলেন, যাঁহারা মহাস্মৃতিময়ী ছিলেন। ৯

তদনন্তর বেদসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা দেবী গায়ত্রী প্রাদুর্ভূত হইলেন, ইনি চব্বিশ অক্ষরযুক্তা ছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পদকে স্মরণ করিয়া দিব্য সাবিত্রী মন্ত্রকে প্রকটিত করিলেন। ১০

তাহার পর প্রভাবশালী ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা ঋক্, সাম, অথর্ব্ব ও যজুঃ—এই চার বেদকে পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত করিলেন। ১১

ততস্তৈব সনকঃ সনঃ সনক এব চ
সনাতনশ্চ ভগবান্ ঋভুশ্চ সনন্দনঃ ॥ ১১
সনৎকুমারশ্চ বিভুস্তত্র জজ্ঞে সনাতনঃ ।
মানসাশ্চৈব পূর্বাত্মা ইহ জাতে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩
ব্রহ্মাণা কপিলঃ চৈব ষড়েতাংশ্চৈব যোগিনঃ
যতন্তো যোগতন্ত্রেষু যান্ স্তুবন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৪
ততো মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
ভৃগুমঙ্গিরসং চৈব মনুং চৈব প্রজাপতিম্ ॥ ১৫
পিতৄংশ্চ সর্বভূতানাং দেবতাসুররক্ষসাং
মহর্ষীনসৃজদ্ ... ॥ ১৬
এতে যুগসহস্রান্তে যাশ্চৈষামভবন্ প্রজাঃ
কল্পে নিঃশেষযুক্তে তু যতো গচ্ছন্তি নির্বৃতিম্ ॥ ১৭
ভূয়ো যুগসহস্রান্তে উৎপত্তিস্তু বিধীয়তে
এতেষামেব দেবানাং প্রজাসর্গেষু বৈ তদা ॥ ১৮
কিং তু কল্পবিশেষেণ দেবতানাং যুগে যুগে
নামরূপবিশেষাশ্চ তথৈব সুরসত্তমে ॥ ১৯

অনন্তর তাঁহারই মন হইতে সন, সনক, সনাতন, ঋভু, ভগবান্ সনন্দন, ঐশ্বর্যশালী সনৎকুমার ও (দ্বিতীয়) সনাতন প্রকটিত হইলেন। এই ছয় ঋষি সর্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। ১১-১৩

যোগী ও যতি ব্রাহ্মণগণ যোগশাস্ত্রসমূহে ব্রহ্মা, কপিল এবং এই ছয় ঋষি সন-সনকাদির স্তুতি করেন। ১৪

তাহার পর কমলযোনি ভগবান ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা ও প্রজাপতি মনু এই আট মানস পুত্র ঋষিকে সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারাই সম্পূর্ণ ভূত, দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণেরও পিতা ছিলেন। ১৫-১৬

সহস্র যুগ অতীত হইলে পর ইঁহারা এবং ইঁহাদের যে সব প্রজা (সন্তান) হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে কল্প পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইলে পর নির্বৃতি (পরমাত্মস্বরূপ মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ১৭

পুনরায় সহস্র যুগের পর ইঁহাদের দেব-সন্তানগণের সৃষ্টির জন্য উৎপত্তি হয়। ১৮

কিন্তু প্রত্যেক কল্পে যুগের পরিবর্তন হইলে পর কল্প-বিশেষে এই দেবতাগণের নাম ও রূপে কিছু পার্থক্য আসিয়া যায়। ১৯

অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষ উৎপন্নো ভগবানৃষিঃ ।
তস্যৈব তু পূর্বভার্যা বামাঙ্গুষ্ঠাদজায়ত ॥ ২০
তত্র তস্যাজনন্ কন্যা বিখ্যাতা লোকমাতরঃ ।
যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ প্রজাভির্মনুজাধিপ ॥ ২১
অদিতিঞ্চ দিতিং কালামনায়ুং সিংহিকাং মুনিম্ ।
প্রাধাং ক্রোধাঞ্চ সুরভিং বিনতাং সুরসাং তথা ॥ ২২
দনুং কদ্রুঞ্চ দুহিতৄঃ প্রাদাৎ কশ্যপায় তু ।
প্রজাঃ সক্তিয়া নবমা গতিজ্ঞো নাত্মসাক্ষিণা ॥ ২৩
অরুন্ধতীং বসুং যামীং লম্বাং ভানুং মরুত্বতীম্ ।
সঙ্কল্পাঞ্চ মুহূর্তাঞ্চ সাধ্যাং বিশ্বাঞ্চ ভারত ॥ ২৪
মনবে ব্রহ্মপুত্রায় কন্যা দক্ষো দদৌ দশ
ততঃ সর্বানবদ্যাঙ্গাঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ ॥ ২৫
পূর্ণচন্দ্রাননা দিব্যা গন্ধবত্যো মনোরমাঃ ।
কীর্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং পুষ্টিং তুষ্টিং মেধাং ক্রিয়াং তথা ॥ ২৬
মতিং লজ্জাং বপুং চৈব দক্ষো ধর্মায় বৈ দদৌ
আত্রেয়স্তু ততো ... ॥ ২৭

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ভগবান্ দক্ষ ঋষি উৎপন্ন হন এবং তাঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে পুনরায় দক্ষের পত্নী জন্মলাভ করেন। ২০

নরনাথ! দক্ষের সেই ধর্মপত্নীর গর্ভ হইতে বিখ্যাত বহু কন্যা উৎপন্ন হইলেন। ইঁহারা লোকসমূহের জননী ছিলেন। ইঁহাদেরই প্রজাগণের সন্তান সন্ততিগণের দ্বারা তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ২১

দক্ষ নিজের কন্যা অদিতি, দিতি, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, ক্রোধা, সুরভি, বিনতা, সুরসা, দনু ও কদ্রু—এই তের জন কন্যার বিবাহ মহর্ষি কশ্যপের সহিত দিয়াছিলেন। ২২

ভারত! কালের গতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ নিজের আত্মাকে এবং মনের দ্বারা প্রজাসর্গের চিন্তা করিয়া দক্ষ অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা—এই দশ কন্যা ব্রহ্মপুত্র মনুকে প্রদান করিলেন। ২৩-২৪

অনন্তর তাঁহাদের সর্বাঙ্গ নির্দোষ, নেত্র কমলদল-সদৃশ প্রফুল্ল এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, সেই দিব্য, মনোরম ও উত্তম গন্ধযুক্ত কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, মতি, লজ্জা ও বপু—এই দশ কন্যাকে দক্ষ ধর্মকে প্রদান করিলেন। ২৫-২৬

মহর্ষি অত্রির এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার স্বরূপ

পুত্রো প্রাণাধিপঃ সহস্রাংশুভিস্তথা
ভার্যা নক্ষত্রযোগিন্যঃ সপ্তবিংশতিকস্তথাঃ ॥ ২৮
রোহিণীপ্রমুখাঃ কন্যা দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ
এতাসাং পুত্রপৌত্রঞ্চ প্রোচ্যমানং ময়া শৃণু ॥ ২৯
কশ্যপস্য মনোশ্চৈব ধর্মস্য শশিনস্তথা
অর্যমা বরুণো মিত্রঃ পূষা ধাতা পুরন্দরঃ ॥ ৩০
ত্বষ্টা ভগোংশুঃ সবিতা পর্জন্যশ্চেতি বিশ্রুতাঃ
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাঃ কশ্যপাল্লোকভাবনাঃ ॥ ৩১
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্ ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীর্যবান্ ।
তাবপ্যমিতবিক্রান্তৌ তপসা কশ্যপোপমৌ ॥ ৩২
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ পঞ্চৈব সুমহাবলাঃ
প্রহ্লাদশ্চৈব সংহ্রাদস্ত্বনুহ্রাদ এব চ ॥ ৩৩
হ্রদশ্চৈব তু বিক্রান্তঃ পঞ্চমোহনুহ্রদস্তথা
প্রহ্লাদঃ পূর্বজস্তেষামনুহ্রাদস্তথা পরঃ ॥ ৩৪

প্রহ্লাদস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ ।
বিরোচনশ্চ জম্ভশ্চ সুজম্ভশ্চেতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৩৫
বলির্বিরোচনসুতো বাণ একো বলেঃ সুতঃ
বাণস্য চেন্দ্রদমনঃ পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩৬
দনোঃ পুত্রাস্তু বহবো বংশে খ্যাতা মহাসুরাঃ ।
বিপ্রচিত্তিঃ প্রধানস্তেষাং রাজা বভূব হ ॥ ৩৭
গণঃ প্রজজ্ঞে ক্রোধায়াঃ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ।
খ্যাতাঃ ক্রোধবশা নাম ক্রূরকর্মাণ এব চ ॥ ৩৮
সিংহিকা সুষুবে রাহুং গ্রহং চন্দ্রার্কমর্দনম্ ।
গ্রস্তারং চৈব চন্দ্রস্য সূর্যস্য চ বিনাশনম্ ॥ ৩৯
কালায়াঃ কালকেয়স্তু গণঃ পরমদারুণঃ
অত্যন্তদীপ্তসূর্যাভো নীলাঞ্জনসমপ্রভঃ ॥ ৪০
সহস্রশীর্ষা শেষশ্চ বাসুকিস্তক্ষকস্তথা
বহূনাং কদ্রুপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠা প্রাধান্যমাগতাঃ ॥ ৪১

---

জলময় ছিল এবং তাঁহার নাম চন্দ্র। এই চন্দ্র গ্রহগণের পতি, সহস্র কিরণে সুশোভিত এবং অন্ধকার বিনাশকারী ছিলেন। ২৭।

প্রাচেতস দক্ষ তাঁহাকে রোহিণী প্রভৃতি সাতাশ কন্যা প্রদান করেন, ইঁহারা সকলেই নক্ষত্রচক্র নামে অভিহিত হন। ২৮।

কশ্যপ, মনু, ধর্ম ও চন্দ্রের দ্বারা যাঁহাদের গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্র-পৌত্রগণের নাম আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২৯।

অর্যমা, বরুণ, মিত্র, পূষা, ধাতা, ইন্দ্র, ত্বষ্টা, ভগ, অংশু, সবিতা ও পর্জন্য—এই এগার জন লোকভাবন দেবতা কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হন। (ইঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য নামে অভিহিত হন।) ৩০-৩১

আমরা শুনিয়াছি যে, কশ্যপ কর্তৃক দিতির গর্ভে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। ইঁহারা উভয়েই অমিত পরাক্রমশালী ও তপস্যায় কশ্যপেরই তুল্য ছিলেন। ৩২

হিরণ্যকশিপুর পাঁচ মহাবল পুত্র হয়। তাহাদের নাম—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, পরাক্রমী হ্লাদ ও পঞ্চমে অনুহ্লাদ। ইঁহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ বড় ছিলেন এবং অনুহ্লাদ ছোট ছিলেন। ৩৩-৩৪

প্রহ্লাদের বিরোচন, জম্ভ ও সুজম্ভ—এই তিন পরাক্রমশালী, অতিশয় বলবান্ ও সুবিখ্যাত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ৩৫

বিরোচনের পুত্র বলি এবং বলির একমাত্র পুত্র বাণাসুর ছিলেন। বাণেরও একটি পুত্র হয়, তাঁহার নাম ছিল ইন্দ্রদমন। এই ইন্দ্রদমন শত্রুনগরবিজয়ী বীর ছিলেন। ৩৬

দনুর বহু পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা নিজ বংশের বিখ্যাত মহাসুর ছিলেন। তাঁহাদের সকলের মধ্যে বিপ্রচিত্তি প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই রাজা হন। ৩৭

ক্রোধা হইতে এক গণ (সমূহ) উৎপন্ন হয়, যাহার পুত্র-পৌত্রের সংখ্যা অনন্ত। এই গণ ক্রোধবশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ক্রোধবশনামক ভয়ঙ্কর অসুরগণ ক্রূরকর্মকারী ছিল। ৩৮

সিংহিকা চন্দ্র ও সূর্যমর্দনকারী রাহুগ্রহকে জন্মদান করেন। এই গ্রহ গ্রহণের দ্বারা চন্দ্রকে গ্রাস করে এবং সূর্যকেও অদৃশ্য করিয়া থাকে। ৩৯

কালা হইতে কালদারুণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গণ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে 'কালেয়' বলা হয়। ইঁহাদের মধ্যে সূর্যসদৃশ তেজস্বী ও অঞ্জনকান্তি নীলমেঘতুল্য কালবর্ণ। ৪০

কদ্রুর বহু পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে সহস্রফণাযুক্ত শেষ নাগ, বাসুকি ও তক্ষক—ইঁহারা প্রধান বলিয়া কথিত হন। ৪১

ধর্মাত্মানো বেদবিদঃ সর্বে প্রাণিহিতে রতাঃ
লোকতন্ত্রধরাশ্চৈব বরদাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৪২
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ গরুড়শ্চ মহাবলঃ।
অরুণিশ্চারুণিশ্চৈব বিনতায়াঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ ॥৪৩
ইমাস্ত্বপ্সরসঃ পুণ্যা বিবিধাঃ পুণ্যলক্ষণাঃ।
সুরবেশ্যা মহাভাগা প্রাধা দেবর্ষিপূজিতা ॥ ৪৪
অনবদ্যাং মনুং বংশামনূনামরুণপ্রিয়াম্
অনূপাং সুভগাং ভাসীং স্ত্রিয়ঃ প্রাধা ব্যজায়ত ॥ ৪৫
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা তিলোত্তমা
সুরূপা লক্ষণা ক্ষেমা তথা রম্ভা মনোরমা ॥ ৪৬
অসিতা চ সুবাহুশ্চ সুবৃত্তা সুমুখী তথা।
সুপ্রিয়া চ সুগন্ধা চ সুরসা চ প্রমাথিনী ॥ ৪৭
কাম্যা শারদ্বতী চৈব লোকেঽপ্সরসঃ স্মৃতাঃ
বিশ্বাবসুর্ভরণ্যশ্চ গন্ধর্বাশ্চৈব বিশ্রুতাঃ ॥ ৪৮
মেনকা সহজন্যা চ পর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা
ঘৃতস্থলা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচী চোর্বশী তথা ॥ ৪৯
অনুম্লোচেত্যভিখ্যাতা প্রম্লোচেতি চ তা দশ।
মনোবতী চাপি তথা বৈদিক্যোঽপ্সরসস্তথা ॥ ৫০
প্রজাপতেস্তু মহতঃ সম্ভূতা ভুবনপ্রিয়াঃ।
অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো রুদ্রাশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৫১
সুরভ্যপত্যমিত্যেতৎ পুরাণে নিশ্চয়ো মহান্।
এতদ্ বৈ কশ্যপাপত্যং মনোর্বংশং নিবোধ মে ॥ ৫২
সংক্ষেপেণৈব তৎ সর্বং কীর্তয়িষ্যামি তেঽনঘ।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥ ৫৩
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবঃ স্মৃতাঃ।
ভানোস্তু ভানবস্তাত মুহূর্তাশ্চ মুহূর্তজাঃ ॥ ৫৪
লম্বা ঘোষং বিজজ্ঞেঽথ নাগবীথী চ জামিজা
পৃথিব্যাং বিষয়ং সর্বমরুন্ধত্যামজায়ত ॥ ৫৫
সঙ্কল্পায়াস্তু সর্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব চ।
ধর্মস্য পুত্রো লক্ষ্ম্যাস্তু কামো জজ্ঞে জগৎপ্রভুঃ ॥ ৫৬
যশো হর্ষশ্চ কামস্য রত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং স্মৃতম্।
সোমস্য পুত্রো রোহিণ্যাং জজ্ঞে বর্চা মহাপ্রভঃ ॥ ৫৭

---

ইঁহারা ধর্মাত্মা, বেদবিদ্ ও প্রাণিগণের হিতে নিরত ছিলেন। ইঁহারা লোকতন্ত্রধারণকারী, বরদায়ক ও ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ ছিলেন। ৪২

তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, মহাবল গরুড়, অরুণ ও আরুণি—ইঁহারা বিনতার পুত্র বলিয়া অভিহিত হন। ৪৩

দেবর্ষিগণের দ্বারা সম্মানিত মহাভাগা প্রাধা পবিত্র, নানা প্রকার রূপ-বর্ণবিশিষ্ট ও পুণ্যময় লক্ষণসমূহে যুক্ত নিম্নলিখিত আট অপ্সরাকে জন্মদান করেন। ৪৪

অনবদ্যা, মনু, বংশা, অনূনা, অরুণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা ও ভাসী—এই আট কন্যাকে (অপ্সরাকে) প্রাধা উৎপন্ন করেন। ৪৫

অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা ও শারদ্বতী—এই অপ্সরাগণ মুনির কন্যা বলিয়া কথিত হন। বিশ্বা, বসু, তরণীনামক ভ্রাতাগণ এবং সুবিখ্যাত গন্ধর্বগণও মুনিরই সন্তান ছিলেন। ৪৬-৪৮

মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্বশী, অনুম্লোচা ও প্রম্লোচা—এই দশ অপ্সরা মনোবতী এবং অন্য বেদোক্ত অপ্সরাগণ প্রজাপতির মহত্ত্ব হইতে উৎপন্না হইয়াছেন; ইঁহারা সকলেই ভুবনে সকল প্রাণীরই প্রিয় ছিলেন। ৪৯-৫০

অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো ও রুদ্রগণ—এই চার সুরভির সন্তান। এই সন্তানগণ পুরাণে মহান্ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। এই পর্যন্ত কশ্যপের সন্তানগণের বর্ণনা করা হইল। এখন আমার নিকট হইতে মনুর বংশের বর্ণনা শ্রবণ কর। ৫১-৫২

নিষ্পাপ রাজন্! আমি সংক্ষেপে সেই সব বর্ণনা করিব। বিশ্বেদেবগণ বিশ্বার সন্তান এবং সাধ্যাদেবী 'সাধ্য' নামক দেবগণকে জন্মদান করেন। ৫৩

মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বানগণ উৎপন্ন হন ও বসুর পুত্রগণ 'বসু' নামে অভিহিত হন। তাত! ভানুর পুত্রগণ 'ভানু' এবং মুহূর্তার পুত্রগণ 'মুহূর্ত' বলিয়া কথিত হন। ৫৪

লম্বা ঘোষকে জন্মদান করেন, জামি হইতে নাগবীথী উৎপন্ন হন এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু বিষয় আছে, তৎ সমস্তই অরুন্ধতী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ৫৫

কুরুনন্দন! সঙ্কল্পার গর্ভ হইতে সঙ্কল্পনামক পুত্রটি জন্ম গ্রহণ করে। ধর্ম ও তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী হইতে কাম নামক পুত্রের জন্ম হয়, যিনি সম্পূর্ণ জগতের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন। ৫৬

কাম ও তাঁহার পত্নী রতি হইতে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়,

উদয়স্যেব ভগবান্ বর্চস্বী যেন জায়তে
পুরূরবাস্ত ভগবাঞ্ছ্রদ্ধবী যেন যুজ্যতে ॥ ৫৮
এবং পুত্রসহস্রাণি স্ত্রীপুংসৈরপরস্পরম্
এতাবত্তু জগন্মূলং যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫৯
প্রজাপতিস্তু ভগবান্ ততঃ প্রেক্ষ্য দেবতাঃ ।
আধিপত্যেষু মুখ্যেষু নিয়োজয়তি যোগবিৎ ॥ ৬০
দিশো নগ ক্ষিতিমুদধ্যোঽর্ণবাপগান্
দ্রুমৌষধীরুরগসরিৎসুরাসুরান্ ।
প্রজাপতির্ব্বনস্পতো নভো ভুবঃ
ক্রিয়াঃ মখানব কৃতবান্ পিতামহঃ সঃ ॥ ৬১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে জগৎসর্গে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

তাঁহাদের নাম—যশ ও হর্ষ। সোমের পত্নী রোহিণীর গর্ভে অতিশয় কান্তিমান্ 'বর্চা' নামক পুত্রের জন্ম হয় ॥ ৫৭

এই বর্চা উদিত হইলেই ভগবান্ সোম বর্চস্বী (তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ) হইয়া যান। এই বর্চা বা বুধ হইতে ঐশ্বর্য্যশালী পুরূরবার জন্ম হয়, যাঁহার সহিত উর্বশী প্রেমসম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৫৮

এইরূপে স্ত্রী ও পুরুষগণের পরস্পর সংযোগে সহস্র পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে। এই পর্যন্তই হইল জগতের মূল, যেখানে সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৫৯

যোগবিৎ ভগবান্ প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেবতাদিগের উপর দৃষ্টিপাত করত তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য প্রভুত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ॥ ৬০

এই প্রজাপতি দশদিক্, পৃথিবী, ঋষি, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ, ওষধি, সর্প, নদী, দেবতা, অসুর, লোকশ্রেষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি, আকাশ, দ্যুলোক, ক্রিয়া, যজ্ঞ ও পঞ্চতন্মাত্রা—এই সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বরাহাবতার-প্রসঙ্গে জগতের সৃষ্টিবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ ব্রহ্মণা বিভিন্ন-বর্গাণামধিপতীনাং নিযুক্তিঃ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
অন্নাদানামপি লোকানামাদিত্যানাঞ্চ ভারত ।
চকার শক্রং রাজানমদিত্যাসহৈতেজসম্ ॥ ১
স বজ্রী কবচী বিক্রমদিত্যামভিজজ্ঞিবান্
দ্যুতেঃ সহায়ো দ্যুতিমান্ যথা সোঽধ্বর্য্যুভিঃ স্তুতঃ ॥ ২
জাতমাত্রোঽথ ভগবান্ স কুশৈর্ব্রাহ্মণৈর্বৃতঃ
তদা প্রভৃতি দেবেশঃ কৌশিকত্বমুপাগতঃ ॥ ৩
অভিষিচ্যাধিরাজ্যে তু সম্রাজং পুরন্দরম্ ।
ব্রহ্মা ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৪
যজ্ঞানাং তপসাং চৈব গ্রহনক্ষত্রয়োস্তথা ।
দ্বিজানামোষধীনাঞ্চ সোমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৫
দক্ষং প্রজাপতীনাঞ্চ অপাং বরুণং পতিম্
পিতৄণাং সর্ব্বনিধনং কালং বৈবস্বতং প্রভুম্ ॥ ৬

### সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[ ব্রহ্মা কর্তৃক বিভিন্ন বর্গের অধিপতিগণের নিযুক্তি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশের অলঙ্কার। ব্রহ্মা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ইন্দ্রকে তিন লোকের এবং আদিত্যগণের রাজা করিলেন ॥ ১

এই বিক্রমশীল ইন্দ্র অদিতি দেবীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি হস্তে বজ্র এবং অঙ্গে কবচ ধারণ করিয়া থাকেন। ইনি দ্যুতির সহায়ক, কান্তিমান্ ও অধ্বর্য্যুগণ (যজুর্বেদাধ্যায়িগণ) কর্তৃক স্তুত ॥ ২

এই ভগবান্ ইন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কুশসমূহের দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতেই দেবেশ্বর ইন্দ্র 'কৌশিক' বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩

সহস্রলোচন ইন্দ্রকে ত্রিলোকের সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মা ক্রমশঃ বিভিন্ন বর্গের রাজ্যসমূহকে বিভাগ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

তিনি যজ্ঞ, তপ, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্বিজ ও ওষধিসকলের রাজ্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫

দক্ষকে প্রজাপতিদিগের, বরুণকে জলের এবং সকলকে বিনাশকারী অতিমুক্তা তেজস্বী কালকে (যমরাজকে) পিতৃগণের অধিপতি করিলেন ॥ ৬

গন্ধানাং চৈব সর্ব্বেষাং ভূতানাঞ্চ শরীরিণাম্ ।
শব্দাকাশবলানাঞ্চ বায়ুরীশস্তথা কৃতঃ ॥ ৭
সর্ব্বভূতপিশাচানাং মৃত্যূনাঞ্চ গবাং তথা ।
উৎপাতগ্রহরোগাণাং ব্যাধীনামীতানাং তথা ।
ব্রতানাং চৈব সর্ব্বেষাং মহাদেবঃ কৃতঃ প্রভুঃ ॥ ৮
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ গুহ্যকানাং ধনস্য চ ।
রত্নানাং চৈব সর্ব্বেষাং কৃতো বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥ ৯
সর্ব্বেষাং দংষ্ট্রিণাং শেষো নাগানামথ বাসুকিঃ
সরীসৃপাণাং সর্ব্বেষাং প্রভুর্বৈ তক্ষকঃ কৃতঃ ॥ ১০
সাগরাণাং নদীনাঞ্চ মেঘানাং বর্ষণস্য চ
আদিত্যানামবরজঃ পর্জ্জন্যোঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১১
গন্ধর্ব্বাণামধিপতিস্তথা চিত্ররথঃ কৃতঃ
সর্ব্বাপ্সরোগণানাঞ্চ কামদেবঃ প্রভুঃ কৃতঃ ॥ ১২
চতুষ্পদানাং সর্ব্বেষাং বাহনানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
মহেশ্বরশ্চ শ্রীমান্ গোবৃষোঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১৩
দৈত্যানাঞ্চ মহাতেজা হিরণ্যাক্ষঃ প্রভুঃ কৃতঃ ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব যৌবরাজ্যেঽভিষেচিতঃ ॥ ১৪
গণানাং কালকেয়ানাং মহাকালঃ প্রভুঃ কৃতঃ ।
দনায়ুষায়াঃ পুত্রাণাং বৃত্রো রাজা তথা কৃতঃ ॥ ১৫
সিংহিকাতনয়ো যশ্চ রাহুর্নাম মহাসুরঃ ।
উৎপাতানামনেকানামশুভানাং প্রভুঃ কৃতঃ ॥ ১৬
ঋতূনামথ সর্ব্বেষাং যুগানাং চৈব ভারত ।
পক্ষাণাঞ্চৈব মাসানাং তথৈব তিথিপর্ব্বণাম্ ॥ ১৭
কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তানাং গত্যেরয়নয়োস্তথা ।
কৃতঃ সংবৎসরো রাজা যোগস্য গণিতস্য চ ॥ ১৮
পক্ষিণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং চক্ষুষাঞ্চ মহাবলঃ ।
সুপর্ণো ভোগিনাঞ্চৈব গরুড়োঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১৯
অরুণো গরুড়ভ্রাতা জপাপুষ্পাচয়প্রভঃ
যোগানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং সাধ্যানামধিপঃ কৃতঃ ॥ ২০
পুত্রোঽস্য বিরজো নাম কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ।
রাজা প্রাচ্যাং দিশি তথা বাসবেনাধিপঃ কৃতঃ ॥ ২১
আদিত্যস্য বিভোঃ পুত্রো ধর্ম্মরাজো মহাযশাঃ ।
দক্ষিণস্যাং দিশি যমো মহেন্দ্রেণৈব সংকৃতঃ ॥ ২২

---

সেই সমস্ত সম্পূর্ণ গন্ধ, দেহধারী ভূতগণ, শব্দ, আকাশ এবং বলের রাজারূপে বায়ুদেবকে স্থাপিত করিলেন। ৭

সমস্ত ভূত, পিশাচ, মৃত্যু, গো, উৎপাত, গ্রহ, রোগ, ব্যাধি, ঈতি (অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার ঈতি।) এবং সর্ব্ববিধ ব্রতসমূহের অধিপতিরূপে মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৮

যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণের এবং ধন ও রত্নসমূহের আধিপত্যে বিশ্রবাপুত্র কুবেরকে স্থাপিত করিলেন। ৯

বড় বড় দন্তধারী সর্পগণের রাজা-রূপে শেষকে, নাগগণের রাজা-রূপে বাসুকিকে এবং সমস্ত সরীসৃপগণের রাজা-রূপে তক্ষককে অভিষিক্ত করিলেন। ১০

আদিত্যগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্জ্জন্যকে তিনি সাগর, নদ-নদী এবং মেঘসমূহের ও বর্ষারও অধিপতি করিলেন। ১১

ব্রহ্মা চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের এবং কামদেবকে সমস্ত অপ্সরাদিগের রাজা করিলেন। ১২

মহাদেবের অনুচর যে বৃষভরূপধারী শ্রীমান্ নন্দী, তাঁহাকে তিনি সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী ও বাহনসকলের অধিপতি করিলেন। ১৩

মহাতেজস্বী হিরণ্যাক্ষকে দৈত্যগণের রাজা করিলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৪

মহাকালকে কালকেয়নামক গণের পতি করিলেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা দনায়ুষার পুত্র ছিল, তাহাদের রাজা তিনি বৃত্রাসুরকে করিলেন। ১৫

সিংহিকার পুত্র রাহুনামক যে মহাসুর ছিল, তাহাকে তিনি অনেক উৎপাত ও অশুভসমূহের পতি করিলেন। ১৬

ভারত। সমস্ত ঋতু, যুগ, পক্ষ, মাস, তিথি, পর্ব্ব, কলা কাষ্ঠা ও মুহূর্ত্ত এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের গতির রাজা তিনি সংবৎসরকে করিলেন। এই সংবৎসর যোগ ও গণিতেরও রাজা হইলেন। ১৭-১৮

সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট মহাবল গরুড়কে তিনি সমস্ত পক্ষী, দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ প্রাণী ও বিশালদেহ সর্পগণের অধিপতি করিলেন। ১৯

জবাপুষ্পরাশি-সদৃশ রক্তবর্ণ গরুড়ের ভ্রাতা অরুণকে তিনি সমস্ত যোগ ও সাধ্যগণের অধিপতি করিলেন। ২০

প্রজাপতি কশ্যপের যে বিরজনামক পুত্র ছিলেন, তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের রাজা ও অধিপতি করিলেন। ২১

ভগবান্ আদিত্যের পুত্র মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজ যমকে দক্ষিণ-

কশ্যপস্যৌরসঃ পুত্রঃ সলিলান্তর্গতঃ সদা।
অম্বুরাজ ইতি খ্যাতঃ প্রতীচ্যাং দিশি পার্থিবঃ ॥ ২৩
পুলস্ত্যপুত্রো দ্যুতিমান্ মহেন্দ্রপ্রতিমঃ প্রভুঃ
একাক্ষঃ পিঙ্গলো নাম সৌম্যায়াং দিশি পার্থিবঃ ॥ ২৪
এবং বিভজ্য রাজ্যানি স্বয়ম্ভুর্লোকভাবনঃ।
লোকাংস্ত ত্রিদিবে দিব্যানদদৎ স পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫
কাংশ্চিৎ সূর্যাসমাভাসান্ কাংশ্চিদ্ বহ্নিসমপ্রভান্
কাংশ্চিৎ সুবিদ্যোতান্ কাংশ্চিচ্চন্দ্রনির্মলান্ ॥ ২৬
নানাবর্ণান্ কামগমাননেকশতশো ভবান্
স তান্ সুকৃতিনাং লোকান পাপকৃদ্ভির্দুরাসদান্ ॥ ২৭
যেষাং ভাসো বিভাস্ত্যগ্রে সৌম্যাস্তারাগণা ইব।
এতে সুকৃতিনাং লোকা যে জাতাঃ পুণ্যকর্মিণঃ ॥ ২৮
যে যজন্তি মখৈঃ পুণ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
স্বদারনিরতাঃ কান্তা ঋজবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২৯
দীনানুগ্রহকর্তারো ব্রহ্মণ্যা লোভবর্জিতাঃ
সন্তস্তেজসঃ সন্তো যান্তি তত্র তপোঽমলাঃ ॥ ৩০
এবং বিযুজ্য তনয়ান্ স্বয়ং লোকপিতামহঃ।
পুষ্করং ব্রহ্মসদনমারুরোহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩১
সর্বে স্বয়ম্ভুদত্তেষু পালনেষু দিবৌকসঃ
রেমিরে যেষু লোকেষু মহেন্দ্রেণাভিপালিতাঃ ॥ ৩২
স্বয়ম্ভুবা শক্রপুরঃসরাঃ সুরাঃ
কৃতা যথার্হং প্রতিপালনেষু যে।
যশো দিবঞ্চ প্রতিপেদিরে শুভং
সুখঞ্চ সর্বং স্বভাগসেবিনঃ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহে দিক্পতিস্থাপনে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

---

দিকে যমলোকের রাজা করিয়া মহেন্দ্রই তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন। ২২

যিনি সদা জলের মধ্যেই বাস করেন এবং অম্বুরাজ নামে যিনি বিখ্যাত, সেই কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র বরুণকে পশ্চিম দিকের রাজা করিলেন। ২৩

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য প্রভু প্রভাবশালী এবং এক চক্ষুবিশিষ্ট, পুলস্ত্যমুনির সেই তেজস্বী পুত্র পিঙ্গলকে উত্তর দিকের রাজা করিলেন। ২৪

এইরূপে লোকস্রষ্টা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বিভিন্ন রাজ্যসকলকে বিভাগ করিয়া সেই রাজাদের জন্য স্বর্গেও পৃথক্ পৃথক্ দিব্য লোকসকল দান করিলেন। ২৫

কাঁহাকেও সূর্যতুল্য তেজস্বী লোক এবং কাঁহাকেও অগ্নিতুল্য তেজস্বী লোক প্রদান করিলেন। কাঁহাকেও বিদ্যুতের তুল্য উত্তম রূপে প্রকাশমান ও কাঁহাকেও চন্দ্রতুল্য নির্মল কান্তিমান্ লোক প্রদান করিলেন। ২৬

এই সব লোক নানাপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট এবং ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে সমর্থ ছিল। সেই সব স্থানে শত শত ব্যক্তি বাস করিতেছিলেন এবং এই সব স্থান সৎকর্মকারী পুণ্যাত্মাদের লোক ছিল। পাপী ও দুষ্কর্মকারীদিগের পক্ষে এই সব লোক দুর্লভ ছিল। ২৭

এই যে সম্মুখে তারাদের ন্যায় সৌম্য প্রকাশ দেখা যাইতেছে, এই সবই সেই পুণ্যবানদেরই লোক। পুণ্যকর্মকারী পুরুষদের জন্যই এই সবের সৃষ্টি হইয়াছে। ২৮

যাঁহারা পর্যাপ্ত উত্তম দক্ষিণাযুক্ত পবিত্র ( নিষ্পাপ ) যজ্ঞসমূহের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করেন, নিজেরই স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকেন এবং যাঁহারা শান্ত, সরল, সত্যবাদী, দীন দুঃখীদিগের প্রতি অনুগ্রহকারী, ব্রাহ্মণভক্ত, লোভহীন তেজোদ্দীপ্ত ও নির্মল তপস্যাপরায়ণ সেই সব সৎপুরুষগণই এই সব লোকে গমন করেন। ২৯-৩০

সাক্ষাৎ লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে নিজের পুত্রগণকে বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া পুষ্করনামক ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ৩১

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত নিজ নিজ পালনীয় লোকসমূহে অবস্থান করত দেবেন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সমস্ত দেবতাগণ সেখানে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ৩২

স্বভাগসেবনকারী ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকর্তৃক যথাযোগ্য পালন-কর্মে নিযুক্ত হইয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ইঁহারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন কার্যতে করিতে শুভ যশ ও স্বর্গলোক লাভ করিলেন। ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারপ্রসঙ্গে দিক্পতিগণের স্থাপনবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ দেবাসুর-সংগ্রামবর্ণনম্, হিরণ্যাক্ষেণ দেবরাজস্যেন্দ্রস্য স্তম্ভনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কদাচিত্তু মহাকায়ে পর্বতা বসুধাধরাঃ ।
প্রস্থিতা ধরণীং ত্যক্ত্বা নূনং তস্যৈব মায়য়া ॥ ১

তদাসুরাণাং নিলয়ঃ হিরণ্যাক্ষেণ পালিতম্
দিশং প্রতীচীমাগম্য হ্রদেষ্বমজ্জন্ যথা গজাঃ ॥ ২

তত্রাসুরেভ্যঃ শংসন্ত আধিপত্যং সুরাশ্রয়ম্ ।
শ্রুত্বা তদাসুরাঃ সর্বে চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্ ॥ ৩

ক্রূরাঞ্চ বুদ্ধিমতুলাং পৃথিবীহরণে রতাঃ
আয়ুধানি চ সর্বাণি জগৃহুর্ভীমবিক্রমাঃ ॥ ৪

চক্রাণ্যশনীংস্তথা খড়্গান্ ভুশুণ্ডীশ্চ ধনূংষি চ ।
প্রাসান্ পাশাংশ্চ শক্তীশ্চ মুষলানি গদাস্তথা ॥ ৫

কেচিৎ করভিনঃ মত্তা মত্তনাগাংস্তথাপরে ।
কেচিদশ্বরথান্ যুক্তা অপরেঽশ্বান্ মহাসুরাঃ ॥ ৬

কেচিদুষ্ট্রাংস্তথা খড়্গান্ মহিষান্ গর্দভানপি
স্ববাহনমাস্থায় কেচিচ্চাপি পদাতয়ঃ ॥ ৭

পরিবার্য হিরণ্যাক্ষং তলবন্তঃ কলাপিনঃ ।
ইতশ্চেতশ্চ নিশ্চেরুস্তাঃ সর্বে যুযুৎসবঃ ॥ ৮

ততো দেবগণাঃ পশ্চাৎ পুরন্দরপুরোগমাঃ ।
দৈত্যানাং বিদিত্বোদ্যোগাংশ্চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্ ॥ ৯

মহতা চতুরঙ্গেণ বলেন সুসমাহিতাঃ
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাস্তূণবন্তঃ সমার্গণাঃ ॥ ১০

উগ্রায়ুধধরা দেবাঃ দেবানীকেষবস্থিতাঃ ।
ঐরাবতগতঃ শক্রঃ স্বগজস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ১১

ততস্তূর্যনিনাদেন ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ।
অভ্যদ্রবদ্ধিরণ্যাক্ষো দেবরাজং পুরন্দরম্ ॥ ১২

## অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

[ দেবাসুর-সংগ্রামবর্ণন এবং হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের স্তম্ভন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কোনও এক সময়ের কথা, পক্ষযুক্ত ধরণীধর পর্বতসকল এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। নিশ্চয়ই ইন্দ্রদেবের মায়াতেই তাঁহারা এইরূপ করিলেন। ১

সেই সময় হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক পালিত অসুরগণের নিবাসস্থান পশ্চিমদিকে যাইয়া সেখানের বিশাল সরোবরে হস্তিগণের ন্যায় পর্বতসকল নিমজ্জিত হইলেন অর্থাৎ স্নান করিতে লাগিলেন। ২

সেখানে এই পর্বতসকল অসুরগণকে বলিলেন,—দেবতারা তিন লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন (তাঁহারা কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যভাগী হইলেন এবং দৈত্যগণ জ্যেষ্ঠ হইয়াও তাহা লাভ করিতে পারিলেন না।) ইহা শ্রবণ করত সেই অসুরগণ যুদ্ধের জন্য উত্তম উদ্যম আরম্ভ করিল। ৩

তাহারা নিজেদের অনুপম ক্রূর বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীকে হরণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। এই ভীষণ অসুরগণ সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিল। ৪

চক্র, অশনি, খড়্গ, ভুশুণ্ডি, ধনু, প্রাস, পাশ, শক্তি, মুষল ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণ করিল। ৫

কেহ কেহ করভারোহণ করত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। অনেকে মত্ত হস্তীদের উপর আরোহণ করিল। বহু অসুর অশ্বযুক্ত রথসকলে আরোহণ করিল। অন্য মহাসুরগণ বহু অশ্বের উপর আরূঢ় হইল। ৬

কত অসুর উট, গণ্ডার, মহিষ ও গর্দভসকলের উপর আরোহণ করিল। কত অসুর নিজেদের বাহনে আরূঢ়, কত পদাতি হইয়াই যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল। ৭

ইহারা সকলেই হস্তে দস্তানা ধারণ করিয়া ও কবচধারণ করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া এদিক্ সেদিকে নির্গত হইল এবং হিরণ্যাক্ষকে পরিবৃত করিয়া চলিতে লাগিল। ৮

তাহার পর দৈত্যগণের এই যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগের সংবাদ জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণও যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ৯

এই দেবগণ অতিশয় সাবধানতার সহিত বিশাল চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে লইয়া গোধাচর্ম-নির্মিত দস্তানা পরিধান পূর্বক বাণপূর্ণ তূণীর ধারণ করিলেন. উগ্র অস্ত্রধারণ করত নিজ নিজ দলে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ঐরাবতে আরূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ১০-১১

তদনন্তর বাদ্যসমূহের প্রচণ্ড শব্দ ও ভেরীসমূহের গভীর

তীক্ষ্ণৈঃ পরশ্বধনিস্ত্রিংশৈর্গদাতোমরশক্তিভিঃ।
মুসলৈঃ পট্টিশৈশ্চৈবাচ্ছাদয়ামাস বাসবম্ ॥ ১৩
ততোঽশ্ববলবেগেন সাক্ষিপ্তাঃ সুদারুণাঃ।
ঘোররূপা মহাবেগা নিপেতুর্বাণবৃষ্টয়ঃ ॥ ১৪
পিষ্টাশ্চ দৈত্যা বলিনঃ শিতধারৈঃ পরশ্বধৈঃ।
পরিঘৈরায়সৈঃ খড়্গৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ১৫
গণ্ডশৈলৈশ্চ বিবিধৈ রশ্মিভিশ্চাগ্নিসন্নিভৈঃ।
ঘাতনীভিশ্চ গুর্বীভিঃ শতঘ্নীভিস্তথৈব চ ॥ ১৬
যুগৈর্যন্ত্রৈশ্চ নির্মুক্তৈরর্গলৈশ্চ বিদারণৈঃ
সর্বান্ দেবগণান্ দৈত্যাঃ সন্নিজঘ্নুঃ সবাসবান্ ॥ ১৭
ধূম্রঃকেশঃ হরিশ্মশ্রুর্নানাপ্রহরণোদ্ধুর
রক্তসন্ধ্যাভ্রসঙ্কাশঃ কিরীটোত্তমধারিণম্ ॥ ১৮
নীলপীতাম্বরধরঃ শি[illegible]ধারিণম্
আজানুবাহুঃ [illegible] বৈদূর্যাভরণোজ্জ্বলম্ ॥ ১৯

সমুদ্যতাম্বুদং দৃষ্ট্বা সর্বে দেবগণাস্তদা
তে হিরণ্যাক্ষমসুরং দৈত্যানামগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ২০
যুগান্তসময়ে ভীমং স্থিতং মৃত্যুমিবাগ্রতঃ
প্রবিব্যথুঃ সুরাঃ সর্বে তদা শক্রপুরোগমাঃ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা সম্রাড়্ হিরণ্যাক্ষং মহাদ্রিমিব জঙ্গমম্।
দেবাঃ সংবিগ্নমনসঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
মহেন্দ্রং পুরস্কৃত্য তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ২২
সা চ দৈত্যচমূর্ঘোরা হিরণ্যাক্ষবলোজ্জ্বলা।
প্রবৃত্তনক্ষত্রগণা শারদী দ্যৌরিবামলা ॥ ২৩
তেঽন্যোন্যমপি সম্পেতুঃ পাতয়ন্তঃ পরস্পরম্।
বভঞ্জুর্বাহুভির্বাহূন্ দ্বন্দ্বমন্যে যুযুৎসবঃ ॥ ২৪
গদানিপাতৈর্ভগ্নাঙ্গা বাণৈশ্চ ব্যথিতোরসঃ
বিনিপেতুঃ পৃথক্‌ কেচিৎ [illegible]পি বিক্ষরিতে ॥ ২৫
বভঞ্জিরে তথান্ কেচিৎ কেচিৎ সম্মূর্ছিতা রণে

সৈন্যের সহিত হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন। ১২

তিনি তীক্ষ্ণ পরশু, তরবারি, গদা, তোমর, শক্তি, মুসল ও পট্টিশসমূহের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ১৩

তাহার পর তাঁহার অশ্বের বল ও বেগে অভিনিক্ষিপ্ত, অত্যন্ত দারুণ, ঘোর ও মহাবেগযুক্ত বাণবর্ষণ ইন্দ্রের উপর পতিত হইতে লাগিল। ১৪

অবশিষ্ট দৈত্যগণ দেবগণকে ধারাল পরশু, লৌহনির্মিত পরিঘ, তরবারি, ক্ষেপণীয় অস্ত্র, মুদ্গর, তেজোযুক্ত ও পর্বত-সদৃশ নানাবিধ পর্বতশিখর, প্রচণ্ড আঘাতকারী ভারী শতঘ্নী, যুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অস্ত্র, নির্মুক্ত যন্ত্র ও বিদীর্ণকারী অর্গলসমূহের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে প্রহার করিতে ও আহত করিতে লাগিল। ১৫-১৭

দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের কেশ ধূম্রবর্ণ ছিল। শ্মশ্রু (গোঁফ ও দাড়ি) হরিদ্বর্ণ ছিল। ইনি নানাপ্রকার প্রহরণোদ্যত অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। ইঁহার অঙ্গকান্তি সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল। ইনি নিজ মস্তকে উত্তম কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার দেহে নীল ও পীত বর্ণের বস্ত্র পরিহিত ছিল। ইঁহার মুখে উপরে উত্থিত তীক্ষ্ণ দন্ত ছিল এবং বাহুদ্বয় জানু পর্যন্ত লম্বা ছিল। ইনি বৈদূর্যমণি-নির্মিত আভরণ-সমূহে উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। এরূপ হিরণ্যাক্ষকে রণে অগ্র লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইতে দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ তৎকালে আতঙ্কিত হইয়া গেলেন। ১৮-১৯

দৈত্যগণের অগ্রে অবস্থিত অসুর হিরণ্যাক্ষ এই সময় সম্মুখে অবস্থিত প্রলয়ের মৃত্যুর ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। এই ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সময় তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ২০-২১

গমনকারী মহাপর্বতসদৃশ দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত দেবগণের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাঁহারা হস্তে ধনু গ্রহণ করত মহেন্দ্রকে ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২২

স্বর্ণনির্মিত কবচের প্রভায় উদ্ভাসিত দৈত্যগণের সেই সৈন্যবাহিনী নক্ষত্রসমূহে পূর্ণ শরৎকালের নির্মল আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ২৩

এই দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পরকে পাতিত করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধাভিলাষী অন্য বীরগণ নিজেদের বাহুর দ্বারা অপরপক্ষের সেনাদের বাহুকে ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন। ২৪

বহু যোদ্ধার অঙ্গ গদার আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইল। বাণ-সমূহের আঘাতে অনেকের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত পীড়া হইতে লাগিল। কত যোদ্ধা যুদ্ধস্থলে পৃথক্‌ভাবে পতিত হইল এবং অন্য যোদ্ধারাও নিহত হইতে লাগিল। ২৫

অনেক সৈন্য বধকার্যে লিপ্ত ছিল, অনেকে আবার

সম্বাধমধ্যে সম্প্রাপ্তা ন শেকুশ্চলিতুং রথাৎ ॥ ২৬
দানবেন্দ্রবলং তত্র দেবানাঞ্চ মহদ্ বলম্
অন্যোন্যবাণবর্ষেণ যুদ্ধচ্ছিন্নমাবভৌ ॥ ২৭
হিরণ্যাক্ষস্তু বলবান্ ক্রুদ্ধঃ স দিতিনন্দনঃ
ববর্দ্ধ মহাতেজাঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥ ২৮
তস্য ক্রুদ্ধস্য সহসা মুখান্নিশ্চেরুরর্চ্চিষঃ।
সাগ্নিধূমস্ত পবনো ববৌ তস্য সমীপতঃ ॥ ২৯
শস্ত্রজালৈর্বিবিধৈর্ভুশুণ্ডিভিঃ পরিঘৈরপি।
সর্ব্বমাকাশমাবব্রে পর্ব্বতৈরুচ্ছ্রিতৈরিব ॥ ৩০
বহুভিঃ শস্ত্রনিস্ত্রিংশৈশ্ছিন্নভিন্নশিরোরসঃ
ন শেকুশ্চলিতুং দেবা হিরণ্যাক্ষার্দ্দিতা যুধি ॥ ৩১
সর্ব্বে বিত্রাসিতা দেবা হিরণ্যাক্ষেণ সংযুগে
ন শেকুর্যত্নবন্তোঽপি যত্নং কর্ত্তুং বিচেতসঃ ॥ ৩২
তেন শক্রঃ সহস্রাক্ষঃ স্তম্ভিতোঽস্ত্রেণ ধীমতা।
ঐরাবতগতঃ সংখ্যে নাশকচ্চলিতুং তদা ॥ ৩৩
সর্ব্বাংস্তু দেবানখিলান্ স পরাজিত্য দানবঃ।
স্তম্ভয়িত্বা চ দেবেশমাত্মস্থং মন্যতে জগৎ ॥ ৩৪
সতোয়মেঘপ্রতিমোগ্রনিঃস্বনঃ
প্রভিন্নমাতঙ্গবিলাসবিগ্রহঃ।
বভূব বিধূমবহ্নুণাবচ স
তথাসুরেন্দ্রং দদৃশুঃ সুরাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বারাহে শক্রস্তম্ভনে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

---

পক্ষগণের রথসমূহের এরূপ ভিড়েরই সৃষ্টি হইয়া থাকিল। রথ বহু যোদ্ধা চারিদিকে এমনভাবে আবৃত হইল যে, তাহারা তখন রথ হইতে চলিতেও পারিল না। ২৬

সেখানে একদিকে দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের সৈন্যবাহিনী ছিল এবং অন্যদিকে দেবতাগণের বিশাল বাহিনী অবস্থান করিতেছিল। উভয় দিক হইতেই পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ হইতেছিল। তাহাতে সেই সময় যুদ্ধের এক দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৭

দিতিনন্দন হিরণ্যাক্ষ মহাতেজস্বী ও বলবান্ ছিলেন। তিনি কুপিত হইয়া সেইভাবে বর্দ্ধিত হইলেন, যেরূপ পর্ব্বকালে (পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়) সমুদ্র বর্দ্ধিত হয়। ২৮

ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষের মুখ হইতে তখন সহসা অগ্নির শিখা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার নিকটে অগ্নি ও ধূমযুক্ত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ২৯

তিনি নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ, ধনু ও পরিঘসমূহের দ্বারা সেইভাবে আকাশকে আবৃত করিলেন, যেরূপ উচ্চ পর্ব্বতসমূহের দ্বারা আকাশ আবৃত হইয়া যায়। ৩০

যুদ্ধে বহু অস্ত্র এবং তরবারিসমূহের দ্বারা দেবতাগণের মস্তক ও বক্ষঃস্থল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইল। তাঁহারা হিরণ্যাক্ষের দ্বারা এরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন যে, তখন দেবগণ চলিতেও সমর্থ রহিলেন না। ৩১

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে হিরণ্যাক্ষ সমস্ত দেবতাগণকে এরূপ ভীত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে অচেতন হইয়া যাইলেন এবং তাঁহারা যত্নশীল হইলেও কোন যত্ন করিতে পারিলেন না। ৩২

এই বুদ্ধিমান্ দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিজের অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ঐরাবতের উপরে স্থিত সহস্রলোচন ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন, যাহাতে তিনি তখনও পলায়ন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ৩৩

সমস্ত দেবগণকে পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া এবং দেবরাজ ইন্দ্রকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়া এই দানব হিরণ্যাক্ষ সারা জগৎকে নিজেরই অধীন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ৩৪

তিনি সজল জলধরের ন্যায় ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর দেখিয়া প্রবাহিতধারা হস্তীর তুল্য বিলাসযুক্ত মনে হইতেছিল, সেই সময় সেখানে অবস্থিত দেবতাগণ উঁহার তেজস্বী অসুররাজ হিরণ্যাক্ষকে বারংবার ধনু কম্পিত করিতে ও উহার ধ্বনি করিতে দেখিলেন। ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বারাহাবতারপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের স্তম্ভনবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ ভগবতা বারাহেণ হিরণ্যাক্ষস্য বধঃ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

নিস্ত্রাণেষু সুরগণেষু ধর্ষিতেষু সুরেষু চ ।
হিরণ্যাক্ষবধে বুদ্ধিং চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥ ১

বারাহঃ পর্ব্বতো নাম যঃ পূর্ব্বং সমুদাহৃতঃ ।
স এব কৃত্বা ভগবানাজগামাসুরান্তকৃৎ ॥ ২

ততস্তত্র প্রতীকাশমগৃহ্ণাচ্ছঙ্খমুত্তমম্ ।
সহস্রারঞ্চ তচ্চক্রং চক্রপর্ব্বতসন্নিভম্ ॥ ৩

মহাদেবো মহাবুদ্ধির্মহাযোগী মহেশ্বরঃ ।
পঠ্যতে যোঽমরৈঃ সর্ব্বৈর্গুহ্যৈর্নামভিরব্যয়ঃ ॥ ৪

সদসচ্চাত্মনি শ্রেষ্ঠঃ সদ্ভির্যঃ সেব্যতে সদা
ইজ্যতে যঃ পুরাণৈশ্চ ত্রিলোকে লোকভাবনঃ ॥ ৫

যো বৈকুণ্ঠঃ সুরেন্দ্রাণামনন্তো ভোগিনামপি
বিষ্ণুর্যো যোগবিদুষাং যো যজ্ঞো যজ্ঞকর্ম্মিণাম্ ॥ ৬

যস্য যস্য প্রসাদেন ভুবনস্থা দিবৌকসঃ ।
আজ্যং মহর্ষিভির্দত্তমশ্নন্তি ত্রিদশা হুতম্ ॥ ৭

যো গতির্দেবদৈত্যানাং যঃ সুরাণাং পরা গতিঃ ।
যঃ পবিত্রং পবিত্রাণাং যত্সুদুরব্যয়ো বিভুঃ ॥ ৮

যস্য চক্রপ্রবিষ্টানি দানবানাং যুগে যুগে ।
কুলান্যাকুলতাং যান্তি যানি দৃষ্টানি বীর্য্যতঃ ॥ ৯

ততো দৈত্যক্ষয়করং পৌরাণং শঙ্খমুত্তমম্ ।
ধমন্ বক্ত্রেণ বলবানাক্ষিপদ্দৈত্যজীবিতম্ ॥ ১০

শ্রুত্বা শঙ্খস্বনং ঘোরমসুরাণাং ভয়াবহম্ ।
কুপিতা দানবাঃ সর্ব্বে দিশো দশ ব্যলোকয়ন্ ॥ ১১

ততঃ সংরক্তনয়নো হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ
কোঽয়মিত্যব্রবীদ্ রোষান্নারায়ণমুদৈক্ষত ॥ ১২

---

## একোনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[ ভগবান্ বারাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যখন দেবগণ উক্ত নিস্তেজ ও সমস্ত দেবতারা পরাজিত হইলেন, তখন চক্র ও গদাধারী ভগবান্ বিষ্ণু তখনই হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার বুদ্ধি করিলেন । ১

পূর্ব্বে যে পর্ব্বতাকার বরাহরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই অসুরবিনাশকারী ভগবান্ শ্রীহরি এই বারাহ-রূপে প্রকটিত হইয়া সেখানে আসিলেন । ২

অনন্তর তিনি চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল ও উত্তম শঙ্খ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং অন্য হস্তে চক্রপর্ব্বত-সদৃশ বিশাল ও সহস্র অরযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র ধারণ করিলেন । ৩

এই অবিনাশী শ্রীহরিকে সমস্ত দেবতাগণ মহাদেব, মহাবুদ্ধি, মহাযোগী ও মহেশ্বর প্রভৃতি গুহ্য নামসমূহের দ্বারা কীর্ত্তন করেন । ৪

সৎপুরুষগণ সদা নিজেদের হৃদয়ে যে সদসৎস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে সেবন করেন এবং তিন লোকে যে লোকভাবন পুরাণ পুরুষের পূজা করা হয় । ৫

যিনি দেবেন্দ্রগণের নিকট বৈকুণ্ঠ, সর্পগণের নিকট অনন্ত, যিনি যোগবিদ্‌গণের নিকট বিষ্ণু এবং যিনি যজ্ঞকর্ম্মকারিগণের নিকট যজ্ঞ-স্বরূপ বলিয়া পরিচিত আছেন । ৬

যাঁহার কৃপাপ্রসাদে নিজ নিজ ভুবনে থাকিয়াই দেবগণ মহর্ষিদিগের দ্বারা প্রদত্ত এবং হুত, সুরমান ও প্রহৃত নামক ত্রিবিধ হোমে আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃত ভোজন করেন । ৭

যিনি দেবতা ও দৈত্যগণেরও আশ্রয়, দেবতাদিগের পরম গতি, যিনি পবিত্রসকলকেও পবিত্র করেন, যিনি অজন্মা, অবিনাশী এবং ব্যাপক । ৮

প্রত্যেক যুগে নিজেদের বলের উপর গর্ব্ব প্রকাশকারী দানবগণের কত কুলসমূহ যাঁহার চক্রাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানে বিলীন হইয়া গিয়াছে সেই ভগবান্‌ই এখানে উপস্থিত হইলেন ) । ৯

অনন্তর বলবান্ ভগবান্ বারাহ দৈত্যগণের সংহারক নিজের উত্তম ও পুরাতন শঙ্খকে মুখে বাদ্য করিতে করিতে বহু দৈত্যের প্রাণহরণ করিলেন । ১০

অসুরগণের ভয়াবহ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং দশদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল । ১১

তারপর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মহাসুর হিরণ্যাক্ষ বলিলেন,—ইনি কে ? অনন্তর রোষসহকারে নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন । ১২



বারাহরূপিণং দেবং সংস্থিতং পুরুষোত্তমম্ ।
শঙ্খচক্রোদ্যতকরং দেবানামার্তিনাশনম্ ॥ ১৩

বরাহ শঙ্খচক্রাভ্যাং তাভ্যামমুৎসূদনঃ ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মধ্যে যথা নীলপয়োধরঃ ॥ ১৪

ততোঽসুরগণাঃ সর্ব্বে হিরণ্যাক্ষপুরোগমাঃ
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৃষ্ট্বা দেবমুপাদ্রবন্ ॥ ১৫

পীড্যমানোঽতিবলিভির্দৈত্যৈঃ সর্ব্বায়ুধোদ্যতৈঃ ।
ন চচাল হরির্যুদ্ধেঽকম্পমান ইবাচলঃ ॥ ১৬

ততঃ প্রজ্বলিতাং শক্তিং বারাহেঽরসি দানবঃ
হিরণ্যাক্ষো মহাতেজাঃ পাতয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ১৭

তস্যাঃ শক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ব্রহ্মা বিস্ময়মাগতঃ
সমীপমাগতাং দৃষ্ট্বা মহাশক্তিং মহাবলঃ ॥ ১৮

হুঙ্কারেণৈব নির্ভর্ৎস্য পাতয়ামাস ভূতলে
তস্যাং প্রতিহতায়াং তু ব্রহ্মা সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥ ১৯

যঃ প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং বারাহস্তেন তাড়িতঃ
ততো ভগবতা চক্রমাবিধ্যাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ২০

পাতিতং দানবেন্দ্রস্য শিরস্ত্বত্তমকর্ম্মণা ।
ততঃ শিরস্তৈব শিরস্তস্য ভূমৌ পপাত হ ।
হিরণ্ময়ং যথা শৃঙ্গং মেরুপর্ব্বতসত্তমম্ ॥ ২১

হিরণ্যাক্ষে হতে দৈত্যে শেষা যে তত্র দানবাঃ ।
সর্ব্বে তস্য ভয়ত্রস্তা জগ্মুস্তাস্ত দিশো দশ ॥ ২২

স সর্ব্বলোকাপ্রতিহতচক্রো
মহাবেগাপ্রতিমোগ্রচক্রঃ
বভৌ বরাহো যুধি চক্রপাণিঃ
কালো যুগান্তেষিব দণ্ডপাণিঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

এই বারাহরূপধারী ভগবান্ পুরুষোত্তম দেবতাগণের পীড়ানাশক ছিলেন, অতএব তিনি হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করত সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩

অমুরসূদন শ্রীহরি সেই শঙ্খ-চক্রে এরূপ শোভা পাইতে ছিলেন; যেন নীল মেঘ সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যভাগে সুশোভিত হইয়াছে। ১৪

সেই সময় বলগর্ব্বিত হিরণ্যাক্ষপ্রভৃতি অসুরগণ নানাবিধ অস্ত্র ও খড়্গ উত্তোলিত করিয়া সেখানে ভগবান্ বারাহের দিকে ধাবিত হইল। ১৫

সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র উদ্যত করিয়া অত্যন্ত বলশালী দৈত্যগণের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলেও ভগবান্ শ্রীহরি সেই যুদ্ধে বিচলিত হইলেন না, তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ১৬

তাহার পর মহাতেজস্বী ও শক্তিশালী দানব হিরণ্যাক্ষ ভগবান্ বারাহের বক্ষে এক অত্যন্ত প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১৭

সেই শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। সেই মহাশক্তিকে নিকটে আসিতে দেখিয়া মহাবল ভগবান্ বারাহ হুঙ্কারের দ্বারাই তাহাকে তিরস্কৃত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। সেই শক্তি প্রতিহত হইলে পর ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। ১৮-১৯

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রভু ছিলেন সেই ভগবান্ বারাহকে যখন সেই দৈত্য পুনরায় আঘাত করিলেন, তখন উত্তম কর্ম্মকারী ভগবান্ও নিজের সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সুদর্শন চক্রকে ঘুরাইয়া দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ২০

তখন সেখানে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সেই হিরণ্যাক্ষের মস্তক ভূতলে পতিত হইল; তাহাতে মনে হইল—মেরুপর্ব্বতের এক সুন্দর ও স্বর্ণময় শিখর যেন আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। ২১

দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে পর সেখানে যে সব দানবগণ অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই ভগবানের ভয়ে ভয়ত্রস্ত দশদিকে পলায়ন করিল। ২২

যাঁহার চক্রের আঘাত সমস্ত লোকসমূহে কোথাও প্রতিহত হয় না, যাঁহার ভয়ঙ্কর চক্র মহাবেগসমূহেও নিজের কোনও তুলনা রাখেন না অর্থাৎ অতুলনীয় হইয়া উঠেন, সেই চক্রপাণি ভগবান্ বারাহ সেই সময় যুদ্ধস্থলে হস্তে দণ্ড লইয়া অবস্থিত প্রলয়কালের মহাকালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বারাহাবতারবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ দেবানাং স্বকীয়-প্রভুত্বপ্রাপ্তিঃ সমস্ত-লোকানামাধিপত্যে দেবরাজস্যেন্দ্রস্য প্রতিষ্ঠা, সদসৎপুরুষাণাং যথোচিত গতিমাদিশ্য শ্রীভগবতোঽন্তর্দ্ধানম্, দেবেন্দ্রেণ পর্ব্বতানাং পক্ষচ্ছেদনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিজিত্য তু রণে সর্ব্বানসুরান পুরুষোত্তমঃ।
মুমোচ তত্র বদ্ধাংস্তান্ পুরন্দরমুখান্ সুরান ॥ ১

ততঃ প্রকৃতিমাপন্নাঃ সর্ব্বে দেবগণাস্তদা
পুরন্দরং পুরস্কৃত্য নারায়ণমুপস্থিতাঃ ॥ ২

দেবা ঊচুঃ

ত্বৎপ্রসাদেন ভগবংস্তব বাহুবলেন চ।
জীবামোঽদ্য মহাবাহো নিস্ক্রান্তাঃ স্মোঽন্তকাননাৎ ॥ ৩

ব্রহ্মাসনাদি ভগবন্ কিং কুর্ব্বন্তিত্রিদশাঃ সুরাঃ।
ইচ্ছামঃ পাদশুশ্রূষাং তব কর্ত্তুং সনাতন ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা বচনং দেবানাং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ
উবাচ বচনং দেবান্ মুদা যুক্তো হতদ্বিষঃ ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ।

যো যস্য ভাবতো লোকো মযৈব বিহিতঃ পুরা।
পালয়ত্বং স তু যত্নেন নিয়োগাচ্চ কচিৎ কচিৎ ॥ ৬

ঐশ্বর্য্যং প্রতিপন্নাঃ স্থ ক্রতুভাগপুরস্কৃতম্।
মযৈব পূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টো নিয়োগঃ প্রতিপাল্যতাম্ ॥ ৭

শক্রং চোবাচ ভগবান্ বচনং চন্দ্রাভস্বনঃ।
ইদং যথাবৎ কর্ত্তব্যং সৎসু চাসৎসু চ ত্বয়া ॥ ৮

গচ্ছন্তু তপসা স্বর্গং মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
তব লোকং সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামদুঘং সদা ॥ ৯

যাবজ্জুকাশ্চ যে কেচিদ্ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ।
তেষাং কামদুঘা লোকাঃ স্বর্গাদিবিমনোহরাঃ।
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা যাবজুকাঃ ফলং তে প্রাপ্নুবন্তু চ ॥ ১০

তাবঃ সদ্ধর্ম্মশীলানামসতাং পাপকর্ম্মণাম্
সন্তঃ স্বর্গজিতঃ সন্তু সদাপ্রলনিবাসিনঃ ॥ ১১

---

### চত্বারিংশ অধ্যায়।

( দেবতাগণের নিজেদের প্রভুত্ব প্রাপ্তি, সমস্ত লোকসমূহের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, সৎ-অসৎ পুরুষগণের যথোচিত গতির আদেশদান করিয়া শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধান এবং দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক পর্ব্বতসকলের পক্ষচ্ছেদন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রণাঙ্গনে সেই সব অসুরদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম সেখানে বদ্ধ ইন্দ্রাদি দেবগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ১

অনন্তর প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করত ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন করিলেন ( এবং তাঁহাকে বলিলেন। ) ॥ ২

দেবগণ বলিলেন—ভগবন্! মহাবাহো! আপনার কৃপা ও বাহুবলে আজ আমরা মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিয়াছি এবং আমরা জীবনলাভ করিয়াছি ॥ ৩

ভগবন্! আপনার আজ্ঞায় এই অদিতিদেবীর পুত্রগণ এখন কি করিবে? সনাতন দেব! আমরা আপনার চরণ সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কমললোচন শ্রীহরি যাঁহাদের শত্রু নিহত হইয়াছে, সেই দেবগণকে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন ॥ ৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পূর্ব্বকালে আমি যে ভাবানুসারে যাহার জন্য যে লোক নিয়ত করিয়া দিয়াছি, সে সেই লোক পালন করুক এবং কখনও কখনও বেদের আজ্ঞানুসারে পালন-বিষয়ে যত্ন চেষ্টা আবশ্যক ॥ ৬

এখন তোমাদের যজ্ঞভাগের সহিত নিজেদের ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে, অতএব এখন তোমাদের সেই বেদাজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য যাহা আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি ॥ ৭

দেবগণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ দুন্দুভি-সদৃশ গম্ভীর বাণীতে ইন্দ্রকে এই রূপ বলিলেন,—দেবেন্দ্র! সজ্জন ও অসজ্জনগণের প্রতি এই নিয়মিত আচরণ তোমার অবশ্যই কর্ত্তব্য ॥ ৮

সুরশ্রেষ্ঠ! উত্তম ব্রতপালনকারী মুনিগণ তপস্যার দ্বারা তোমার সেই স্বর্গলোকে গমন করুন, যাহা সতত সমস্ত কামনাসমূহ প্রদান করে ॥ ৯

যে কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যজ্ঞকারী হইবে, তাহাদের মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ প্রদানকারী স্বর্গাদি মনোহর লোক প্রাপ্ত হউক, যজ্ঞপরায়ণ পুরুষগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তোমার দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ করুক ॥ ১০

সদ্ধর্ম আচরণ করা যাহাদের স্বভাব, এরূপ পুরুষগণের

সত্যশূরা রণে শূরা দানশূরাশ্চ যে নরাঃ
তে নরাঃ স্বর্গমায়ান্তু সদা যে চানসূয়কাঃ ॥ ১১
অনৃতবাদাঃ পুরুষাঃ কামিনোঽথর্বশরাঃ শঠাঃ।
অব্রহ্মণ্যা নাস্তিকাশ্চ নরকং যান্তু মানবাঃ ॥ ১৩
এতাবৎ ক্রিয়তাং বাক্যং মহোক্তং ত্রিদশেশ্বরাঃ।
ততো ময়ি স্থিতে সর্ব্বান্ বাধিষ্যন্তে ন চাহবাঃ ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষামভবদ্ বিস্ময়ো মহান্ ॥ ১৫
এতদদ্ভুতং দৃষ্ট্বা বারাহচরিতং সুরাঃ
নমস্কৃত্বা বরাহায় নাকপৃষ্ঠমিতো গতাঃ ॥ ১৬
ততঃ স্বান্যাধিপত্যানি প্রতিপন্নানি দৈবতৈঃ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যে চ প্রতিষ্ঠাং বাসবো গতঃ ॥ ১৭
বিমুক্তা দানবগণৈঃ প্রকৃতিং স্বেনী গতা
স্থৈর্য্যার্থমেতোর্দ্ধিণ্যাস্তু স্থানে চাপকুভান গিরীন্ ॥ ১৮

যেষু স্থানেষু সংস্থাপ্য পর্ব্বতানাং পুরন্দরঃ।
চিচ্ছেদ ভগবান পক্ষান্ বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥ ১৯
সর্ব্বেষামেব পক্ষা বৈ ছিন্নাঃ শক্রেণ ধীমতা।
একঃ সপক্ষো মৈনাকঃ সুরেন্দ্রৎসময়ঃ কৃতঃ ॥২০
এষ নারায়ণস্যায়ং প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
বারাহ ইতি বিপ্রেন্দ্রৈঃ পুরাণে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১
কৃষ্ণদ্বৈপায়নমতং নানাশ্রুতিসমাহিতম্।
নাশুচের্ন কৃতঘ্নায় ন নৃশংসায় কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২২
ন ক্ষুদ্রায় ন নীচায় ন গুরুদ্বেষকারিণে।
নাশিষ্যায় তথা নাস্ত্র কৃতঘ্নায় চৈব হি ॥ ২৩
আয়ুষ্কামৈর্যশস্কামৈর্বশীকামৈশ্চ মানবৈঃ
শ্রদ্ধৈবিভিশ্চ শ্রোতব্যো দেবানামেষ বৈ জয়ঃ ॥ ২৪
পুরাণবেদসম্বদ্ধঃ শিবঃ স্বস্ত্যয়নো মহান্
পাবনঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং তৎকালবিজয়প্রদঃ ॥ ২৫

---

সংসারে বৃদ্ধি হউক এবং পাপকর্মকারীদিগের অভাব হউক। সমস্ত আশ্রমসমূহে শোভাকারী মনুষ্যগণ স্বর্গলোক জয় করুক। ১১

যাহারা সত্য কথা বলিতে ও আচরণ করিতে শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধেও যাহারা বীরত্ব প্রদর্শন করে, দানেও শৌর্য্যের পরিচয় দান করে এবং যাহারা অন্যের দোষ কখনও দর্শন করে না, এরূপ মনুষ্যগণ সুখভোগ করুক। ১২

যে সব মনুষ্য ব্রহ্মহীন কামী, ধর্ম্মশরায়ণ, শঠ, ব্রাহ্মণদ্রোহী ও নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করুক। ১৩

দেবেশ্বরগণ! আমার দ্বারা কথিত এই মত তোমরা পালন কর, তাহা হইলে আমি থাকিতে তোমাদের সকলকে শত্রুগণ বাধাপ্রাপ্ত করিতে পারিবে না। ১৪

এই কথা বলিয়া শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী ভগবান্ নারায়ণদেব অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ভগবান্ বরাহের এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভগবান্ বরাহকে নমস্কার করিয়া সেখান হইতে স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন। ১৫-১৬

অনন্তর দেবগণ সকলেই নিজেদের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন এবং সর্ব্বলোকের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৭

দানবগণের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া পৃথিবী প্রকৃতিস্থ (স্বস্থ) হইলেন। পৃথিবীকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত পর্ব্বতসকলকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়া শত পর্ব্বযুক্ত বজ্রের দ্বারা তাহাদের সকলের পক্ষ ছেদন করিয়া দিলেন। ১৮-১৯

বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র সেই সময় সমস্ত পর্ব্বতেরই পক্ষ ছেদন করিলেন, একমাত্র মৈনাক পর্ব্বতই পক্ষধারী রহিল। দেবগণ তাহার সহিত এই শর্ত্ত করিলেন যে, সে যদি সমুদ্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষ ছেদন করা হইবে না। ২০

মহাত্মা নারায়ণের এই বারাহনামক প্রাদুর্ভাব (অবতার) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ২১

নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা অনুমোদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের এই অভিমত যে, এই বারাহতত্ত্ব অপবিত্র, কৃতঘ্ন ও নৃশংস পুরুষের নিকট বর্ণনা করিবে না। ২২

না ক্ষুদ্র, না নীচ, না গুরুদ্রোহী, না অশিষ্য এবং না কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে এই তত্ত্বের উপদেশ করিবে। ২৩

যে মানবগণ আয়ু, যশ, তুষ্টি এবং জয়লাভ করিতে অভিলাষী, তাহাদের দেবগণের এই বিজয়-প্রসঙ্গ অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। ২৪

এই প্রসঙ্গ পুরাণ ও বেদসকলের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, ইহা কল্যাণকারী ও মহান্ মঙ্গলপ্রদ এবং সমস্ত প্রাণিগণের পবিত্রকারক ও তৎকালে বিজয় প্রদানকারী। ২৫

এবং কৌরব্য তত্ত্বেন কথিতস্তবপূর্বক:
বারাহস্তু নৃপশ্রেষ্ঠ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মন: ॥ ২৬
যে যজন্তি মখৈ: পুণ্যৈর্দেবতানি পিতৄনপি
আত্মানমাত্মনা নিত্যং বিষ্ণুমেব যজন্তি তে ॥ ২৭

লোকাত্মনায় ত্রিদশাত্মনায়
ব্রহ্মাদ্যমায়াত্মভবাসনায়।
নারায়ণায়াত্মচিন্তাত্মনায়
মহাবরাহায় নমস্কুরুধ্বম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহপ্রাদুর্ভাবে চত্বারিংশোঽধ্যায়: ॥ ৪০ ॥

নৃপশ্রেষ্ঠ! কুরুনন্দন! মহাত্মা বরাহের প্রাদুর্ভাবের এই কথা আমি ক্রমানুসারে ও যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম। ২৬

যাঁহারা পবিত্র যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের যজন করেন এবং প্রতিদিন নিজ মনের দ্বারা আত্মার চিন্তা করেন, তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন। ২৭

রাজন! যিনি সম্পূর্ণ লোকসমূহের পতি, দেবতাদের আত্মা, দেবসকলের প্রাদুর্ভাব স্থান, আত্মযোনি ব্রহ্মারও আশ্রয় এবং নিজের চিত্তের স্থান, সেই মহাবরাহরূপধারী ভগবানকে তুমি নমস্কার কর। ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একচত্বারিংশোঽধ্যায়: ॥

[ হিরণ্যকশিপোস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তি:, অত্যাচারশ্চ, দেবেভ্যো ব্রহ্মণ আশ্বাসদানম্, নরসিংহরূপং ধৃত্বা ভগবতো বিষ্ণোর্হিরণ্যকশিপো: সভায়াং গমনম্, তস্য সভায়া বর্ণনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
বারাহ এষ কথিতো নারসিংহমত: শৃণু
যত্র ভূত্বা মৃগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হত: ॥ ১
পুরা কৃতযুগে রাজন্ হিরণ্যকশিপু: প্রভু:
দৈত্যানামাদিপুরুষশ্চকার সুমহত্তপ: ॥ ২
দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ
জলবাসী সমভবৎ স্থানমৌনব্রতস্থিত: ॥ ৩
তত: শমদমাভ্যাঞ্চ ব্রহ্মচর্যেণ চৈব হি
ব্রহ্মা প্রীতোঽভবত্তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥ ৪
তত: স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ স্বয়মাগম্য তত্র হ
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৫
আদিত্যৈর্বসুভি: সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্দৈবতৈ: সহ
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈ: ॥ ৬
দিগ্ভিশ্চৈব বিদিগ্ভিশ্চ নদীভি: সাগরৈস্তথা
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈ: ॥ ৭
দেবৈর্ব্রহ্মর্ষিভি: সার্ধং সিদ্ধৈ: সপ্তর্ষিভিস্তথা।
রাজর্ষিভি: পুণ্যকৃদ্ভির্গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈ: ॥ ৮
চরাচরগুরু: শ্রীমান্ বৃতো দেবগণৈ: সহ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯

### একচত্বারিংশ অধ্যায়

( হিরণ্যকশিপুর তপস্যা, বরপ্রাপ্তি ও অত্যাচার, দেবগণকে ব্রহ্মার আশ্বাসদান, নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপুর সভায় গমন এবং তাহার সভার বর্ণন। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই আমি বারাহ অবতারের কথা বলিলাম, এখন নরসিংহ অবতারের চরিত্র শ্রবণ কর, যাহাতে শ্রীভগবান্ ( নর ও ) সিংহের রূপ ধারণ করত হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। ১

রাজন! পুরাকালে সত্যযুগের এই বৃত্তান্ত, দৈত্যগণের আদিপুরুষ প্রভাবশালী হিরণ্যকশিপু অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ২

তিনি স্থাণু মৌনব্রত ধারণ করত এগার হাজার পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত জলে বাস করিয়াছিলেন। ৩

অনন্তর তাঁহার শম ( মনোনিগ্রহ ), দম ( ইন্দ্রিয়-সংযম ), ব্রহ্মচর্য, তপ ও নিয়মে ব্রহ্মা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ৪

সমস্ত চরাচর প্রাণিগণের গুরু, ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীসম্পন্ন, স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্যতুল্য দীপ্তিবিশিষ্ট হংসযুক্ত তেজস্বী বিমানের দ্বারা আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, দেবতা, বিশ্বসহায়ক রুদ্র, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ, দিক্ ও বিদিক্‌সকল, নদী, সমুদ্র ও নক্ষত্রসকল, মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, আকাশচারী মহাগ্রহসকল, দেব, ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, সপ্তর্ষি, পুণ্যকর্মা রাজর্ষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য দেবমণ্ডলীর সহিত তাঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিলেন। ৫-৯

ব্রহ্মোবাচ

প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ১০
ততো হিরণ্যকশিপুঃ প্রীতাত্মা দানবোত্তমঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ শ্রীমান্ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ন দেবাসুরগন্ধর্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ ।
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ নিহন্যুর্মাং কথঞ্চন ॥১২
ঋষয়ো নৈব মাং ক্রুদ্ধাঃ সর্বলোকপিতামহ
শপেয়ুস্তপসা যুক্তা বর এষ বৃতো ময়া ॥ ১৩
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন চ ।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ স্যান্ন চান্যেন মে বধঃ ॥ ১৪
ন স্বর্গেঽপ্যথ পাতালে নাকাশে নাবনিস্থলে
ন চাভ্যন্তরবাহ্যেষ্ণোর্ন চান্যেন মে বধঃ ॥ ১৫
পাণিপ্রহারেণৈকেন সভৃত্যবলবাহনম্
যো মাং নাশয়িতুং শক্তঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৬
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হুতাশনঃ ।
সলিলং চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ১৭
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ ॥ ১৮
মূর্তিমন্তি চ দিব্যানি মমাস্ত্রাণি মহাহবে ।
উপতিষ্ঠন্তু দেবেশ সর্বলোকপিতামহ ॥ ১৯

পিতামহ উবাচ

এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তাস্তবাদ্ভুতাঃ ।
সর্বকামপ্রদা বৎস দুর্লভাস্ত্বিমান্তবাঃ ।
সর্বান্ কামানিমাংস্তাবৎ প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ জগামাকাশমেব চ ।
বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ২১
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্বা মুনিভিঃ সহ ।
বরপ্রদানং শ্রুত্বৈব পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ২২

দেবা ঊচুঃ

বরেণানেন ভগবন্ বধিষ্যতি স নোঽসুরঃ
তৎ প্রসীদস্ব ভগবন্ বধোঽপ্যস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ২৩

---

ব্রহ্মা বলিলেন,—হিরণ্যকশিপু! তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর এবং মনোবাঞ্ছিত বর লাভ কর। ১০

এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবরাজ শ্রীমান্ হিরণ্যকশিপু হৃদয়ে প্রীতিলাভ করিলেন, তিনি তখন করজোড়ে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন। ১১

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,—ভগবন্! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচ—ইঁহাদের মধ্যে কেহই যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। ১২

সর্বলোকপিতামহ! তপস্বী ঋষিগণ কুপিত হইয়া আমাকে যেন অভিশাপ দিতে না পারেন, এই বর আমি প্রার্থনা করিলাম। ১৩

না শস্ত্রে, না অস্ত্রে, না পর্বতে, না বৃক্ষে, না শুষ্কে, না আর্দ্রে (কঠিন পদার্থে) এবং না কোন অন্য অস্ত্রে যেন আমার মৃত্যু হয়। ১৪

না স্বর্গে, না পাতালে, না আকাশে, না ভূমিতে, না রাত্রিতে, না দিবসে এবং না কোন অন্য নিমিত্তে যেন আমার বধ হয়। ১৫

যিনি ভৃত্য সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত আমাকে এক চড় প্রহারের দ্বারা নাশ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই যেন আমার মৃত্যুস্বরূপ হন। ১৬

আমিই সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, নক্ষত্র ও দশ দিক্ হইতে পারি। ১৭

আমিই কাম, ক্রোধ, বরুণ, যম, ইন্দ্র, ধনাধ্যক্ষ কুবের, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের অধিপতি হইতে পারি। ১৮

সর্বলোকপিতামহ! দেবেশ্বর! মহাসমরে দিব্য অস্ত্রসমূহ মূর্তিমান্ হইয়া আমার নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হউক। ১৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—তাত! এই সব দিব্য ও অদ্ভুত বর আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। বৎস! সমস্ত কামনাপ্রদানকারী এই সব দুর্লভ বর মানব-লোকের পক্ষে অলভ্য (কিন্তু তপোবলে তোমার প্রাপ্তি হইল।) অত ইহাতেই তুমি সমস্ত কামনা লাভ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আকাশেই ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত স্বীয় বৈরাজ নামক ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ২১

হিরণ্যকশিপুর বরদান লাভের সংবাদ শুনিয়াই দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব ও মুনিগণ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ২২

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! এই বরের প্রভাবে উক্ত

তস্মাদ্ হি সর্বভূতানামাদিকর্তা স্বয়ম্প্রভুঃ ।
ব্রহ্মা চ ব্যক্তব্যানামব্যক্তপ্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সর্বলোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ
আশ্বাসয়ামাস সুরান্ স শীতৈর্বচনাম্বুভিঃ ॥ ২৫
অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্ ।
তপসোঽন্তে স ভগবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥ ২৬
এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সর্বে বাক্যং পঙ্কজজন্মনঃ ।
স্বানি স্থানানি দিব্যানি প্রতিজগ্মুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৭
লব্ধমাত্রে বরে তস্মিন্ সর্বাঃ সোঽবাধত প্রজাঃ
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥ ২৮
আশ্রমেষু মুনীন্ সর্বান্ ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্
সত্যধর্মরতান্ দান্তান্ ধর্ষয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ২৯
দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংশ্চ পরাজিত্য মহাসুরঃ
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ ॥ ৩০
যদা বরমদোৎসিক্তো চোদিতঃ কালধর্মণা
যজ্ঞিয়ানকরোদ্দৈত্যান্ দেবতানপ্যযজ্ঞিয়ান্ ॥ ৩১
তদাদিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ বসবস্তথা ।
রুদ্রা দেবগণা যক্ষা দেবদ্বিজমহর্ষয়ঃ ॥ ৩২
শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপতস্থুর্মহাবলম্
দেবং দেবময়ং যজ্ঞং ব্রহ্মদেবং সনাতনম্ ॥ ৩৩
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ প্রভুং লোকনমস্কৃতম্ ।

দেবা ঊচুঃ

নারায়ণ মহাভাগ দেব ত্বাং শরণং গতাঃ ॥ ৩৪
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ
ত্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম ॥৩৫
ত্বং পদ্মদলপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষভয়াবহ
ক্ষয়ায় দিতিবংশস্য শরণং ভব নঃ প্রভো ॥ ৩৬
ত্রায়স্ব জহি দৈত্যেন্দ্রং হিরণ্যকশিপুং প্রভো

বিষ্ণুরুবাচ

ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্ ॥ ৩৭
তথৈব ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিপৎস্যথ মা চিরম্
এষ তং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্ ॥ ৩৮
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্ম্যহম্

হইয়া এই অসুর হিরণ্যকশিপু আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্টদান করিবে; অতএব আমাদের উপর প্রসন্ন হউন এবং তাহার বধের কোন উপায় চিন্তা করুন; কারণ, আপনিই সমস্ত ভূতগণের আদিকর্তা, স্বয়ং প্রভাবশালী, ব্যক্ত-অব্যক্তের নির্দেষ্টা এবং অব্যক্ত প্রকৃতি ও অব্যয়স্বরূপ। ২৩-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবতাগণের এই লোকহিতকারী বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ প্রজাপতি স্বীয় সুশীতল বাক্যজলসমূহের দ্বারা সেই সব দেবতাদিগকে আশ্বাসদান করিতে করিতে বলিলেন। ২৫

দেবগণ! সেই অসুরের তপস্যার ফল অবশ্যই লাভ হইবে। ফলভোগের দ্বারা যখন তপস্যা শেষ হইয়া যাইবে, তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বধ করিবেন। ২৬

ভগবান্ নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণকারী ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণ প্রসন্ন হইয়া নিজ নিজ দিব্য স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ২৭

সেই বরলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্য হিরণ্যকশিপু সমস্ত প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বরদানে তাহার দর্প বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। ২৮

এই পরাক্রমী দৈত্য বিভিন্ন আশ্রমসমূহে বাসী কঠোর ব্রত-পালনকারী, জিতেন্দ্রিয় ও সত্য ধর্মের বশ সমস্ত ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভয়ঙ্কর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ২৯

ত্রিভুবনে বাসকারী সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের রাজ্য নিজের অধিকারে আনিয়া এই মহাসুর দানবরাজ হিরণ্যকশিপু স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন। ৩০

যখন বরের মদে উন্মত্ত হইয়া ও কালধর্মে প্রেরিত হইয়া অসুর হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণকে যজ্ঞ-ভাগের অধিকারী করিয়া দিলেন এবং দেবতাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন, তখন আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, রুদ্র, দেবগণ, যক্ষ, দেবতা, দ্বিজ ও মহর্ষিগণ সকলে শরণদাতা সেই মহাবল ভগবান্ বিষ্ণুর শরণগ্রহণ করিলেন। যিনি দেব (প্রকাশমান দিব্য বিগ্রহধারী) সর্বদেবস্বরূপ, যজ্ঞপুরুষ, সনাতন ব্রহ্মদেব, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎস্বরূপ এবং প্রজাগণের দ্বারা অভিবন্দিত। ৩১-৩৩।

দেবগণ বলিলেন,—মহাভাগ নারায়ণদেব! আমরা আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি। আপনিই আমাদের পরম ধাতা (ধারণ-পোষণকারী) এবং আপনিই আমাদের পরম গুরু। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনিই ব্রহ্মাদি দেবতা আমাদেরও পরম দেবতা। ৩৪-৩৫

নির্মল পদ্মদল-সদৃশ নয়নবিশিষ্ট নারায়ণ! আপনি শত্রুপক্ষের ভয়দায়ক প্রভো! আপনি দৈত্যবংশের বিনা-

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদিবৌকসঃ । ৩৯
বধং সঙ্কল্পয়িত্বা তু হিরণ্যকশিপোঃ প্রভুঃ ।
সোঽচিরেণৈব কালেন হিমবৎপার্শ্বমাগতঃ ॥ ৪০
কিং নু রূপং সমাস্থায় নিহন্মোনং মহাসুরম্ ।
যৎসিদ্ধিকরমাশু স্যাদ্ বধায় বিবুধদ্বিষঃ ॥ ৪১
অভূতপূর্ব্বং তদ্দ্রক্ষ্যে সোঽত্যন্তং রূপমাস্থিতঃ ।
নারসিংহমনাধৃষ্যং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ॥ ৪২
সহায়স্তু মহাবাহুরোঙ্কারোঽস্যৈব চ
অথোঙ্কারসহায়োঽসৌ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৪৩
হিরণ্যকশিপোঃ স্থানং জগাম প্রভুরীশ্বরঃ
তেজসা ভাস্করাকারঃ কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ৪৪
নরস্য কৃত্বার্দ্ধতনুং সিংহস্যার্দ্ধতনুং বিভুঃ ।
নারসিংহেন বপুষা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা ॥ ৪৫
ততোঽপশ্যত বিস্তীর্ণাং দিব্যাং রম্যাং মনোরমাম্ ।
সর্ব্বকামযুতাং শুভ্রাং হিরণ্যকশিপোঃ সভাম্ ॥ ৪৬
বিস্তীর্ণাং যোজনশতং শতমধ্যর্দ্ধমায়তাম্ ।
বিহায়সীং কামগমাং পঞ্চযোজনমুচ্ছ্রিতাম্ ॥ ৪৭
জরাশোকক্লমত্যক্তাং নিষ্প্রকম্পাং শিবাং শুভাম্ ।
শুভাসনবতীং রম্যাং জ্বলন্তীমিব তেজসা ॥ ৪৮
অন্তঃসলিলসংযুক্তাং বিহিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ।
দিব্যরত্নময়ৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্যুতাম্ ॥ ৪৯
নীলপীতাসিতশ্যামৈঃ সিতৈর্লোহিতকৈরপি ।
অবতানৈস্তথা গুল্মৈর্মঞ্জরীশতধারিভিঃ ॥ ৫০
সিতাভ্রঘনসঙ্কাশা প্লবন্তীবাপ্সু দৃশ্যতে
রত্নাসনবতী রম্যা জ্বলন্তী ইব তেজসা ॥ ৫১
প্রভাবতী ভাস্বরা চ দিব্যগন্ধমনোরমা
ন সুখা ন চ দুঃখা সা ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা ॥ ৫২

ও আমাদের রক্ষার জন্য সচেষ্ট উদ্যত হউন। ভগবন্! আপনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করুন এবং তাহার ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৬

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা ভয় ত্যাগ কর, আমি তোমাদের অভয়দান করিতেছি। দেবগণ! তোমরা পুনরায় শীঘ্রই পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গলোকে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ৩৭

এই আমি বরদানে গর্ব্বিত, দেবেন্দ্রগণের অবধ্য ও দানবরাজ সেই হিরণ্যকশিপুকে তাহার সহায়কগণের সহিত বধ করিব। ৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া (বিদায় দিয়া) এবং স্বয়ং হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া অল্পকালের মধ্যেই হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে আগমন করিলেন। ৩৯-৪০

সেখানে আসিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—আমি কি রূপ ধারণ করিয়া সেই মহাসুরকে বধ করিব, যাহা এই দেবদ্রোহীর বধের সিদ্ধিকারক হইবে? ৪১

তদনন্তর তিনি পূর্ব্বে যাহা উৎপন্ন হয় নাই, এরূপ অদ্ভুত বিশাল নরসিংহরূপ ধারণ করিলেন। এই রূপ দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের পক্ষে অজেয় ছিল। ৪২

ইহার পর মহাবাহু শ্রীহরি ওঙ্কারকে নিজের সহায়ক করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। ওঙ্কারসহায় হইয়া এই সর্ব্বসমর্থ অবিনাশী পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর স্থানে গমন করিলেন। তখন তিনি তেজে সূর্য্যের সদৃশ ও কান্তিতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ৪৩-৪৪

এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর অর্দ্ধ শরীর মনুষ্যের এবং অর্দ্ধ শরীর সিংহের সদৃশ করিয়া এক হস্তের দ্বারা অন্য হস্ত স্পর্শ করত (অথবা করতালিতে থাকিয়া) নরসিংহ শরীরে যুক্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর সেই বিস্তৃত, রমণীয়, মনোরম, সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহে যুক্ত ও পরম উজ্জ্বল দিব্য সভা দেখিতে পাইলেন। ৪৫-৪৬

সেই সভা-ভবন লম্বায় দেড় শত যোজন এবং চওড়ায় এক শত যোজন ছিল। ইহার উচ্চতা পাঁচ যোজন ছিল। ইহা আকাশেই স্থিত ছিল এবং সভাসদগণের ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমন করিত। ৪৭

ইহার মধ্যে বার্দ্ধক্য, শোক ও ক্লান্তি—এই সব দোষের প্রবেশ ছিল না। ইহা অবিচল, শিব (সুখদ) ও সুন্দর ছিল। ইহার মধ্যে বহু সুন্দর আসন সজ্জিত ছিল। এই রমণীয় সভা নিজ তেজে অগ্নির সমান প্রজ্বলিত হইতেছিল। ৪৮

ইহার মধ্যে জলাশয় নির্ম্মিত ছিল। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা এই সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা ফল-পুষ্পপ্রদাতা দিব্য রত্নময় বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ছিল। ৪৯

ইহার অভ্যন্তরভাগে বিতানে (চাঁদোয়ায়) নীল, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্বেত ও রক্তবর্ণের কাপড় লাগান ছিল এবং উহাতে

ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানিঃ প্রাপ্য তাং প্রাপ্নুবন্তি হি ।
নানারূপৈরিবরচিতা বিচিত্রৈরতিভাস্বরৈঃ ॥ ৫৩
স্তম্ভৈর্মণিময়ৈর্দিব্যৈঃ শাশ্বতী চাক্ষতা চ সা ।
অতিচন্দ্রঞ্চ সূর্যঞ্চ পাবকঞ্চ স্বয়ম্প্রভা ॥ ৫৪
দীপ্যতে নাকপৃষ্ঠস্থা ভর্ৎসয়ন্তীব ভাস্করম্ ।
সর্বে চ কামাঃ প্রচুরা যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ৫৫
রসবন্তঃ প্রভূতাশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যাঃ তথাক্ষয়ম্ ।
পুণ্যগন্ধাঃ স্রজস্তত্র নিত্যপুষ্পফলদ্রুমাঃ ॥ ৫৬
উষ্ণে শীতানি তোয়ানি শীতে চোষ্ণানি সন্তি বৈ ।
পুষ্পিতাগ্রান্ মহাশাখান্ প্রবালাঙ্কুরধারিণঃ ॥ ৫৭
লতাবিতানসংছন্নান্ সরিৎসু চ সরঃসু চ ।
মনোহরাংশ্চ বিবিধান্ দদর্শ স তদা প্রভুঃ ॥ ৫৮
দ্রুমান্ বহুবিধাংস্তত্র মৃগেন্দ্রো দদৃশে দ্রুমম্

জল ( জল ) সুলভ ছিল । ইহার সহিত সব সময় মজুত অক্ষয় ছিল । ৫০

বহুমূল্য আসনসমূহে যুক্ত এবং তেজে যেন প্রজ্বলিত এই সভা আকাশে শ্বেতবর্ণের মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল ও জলে সন্তরণকারী বিশাল নৌকার ন্যায় মনে হইতেছিল । ৫১

এই সভা বিশেষ সৌন্দর্যে সুশোভিতা ছিল এবং অতিশয় দীপ্তিতে প্রকাশিতা হইতেছিল, নিজের দিব্য সুগন্ধে মনকে মোহিত করিতেছিল । এখানে না সুখ ছিল ও না দুঃখ ছিল এবং এখানে না শীত অনুভব হইত ও না উষ্ণতা । সর্বদা তাহা জনিত ভাব রহিত হইত । ৫২

এই সভায় উপস্থিত হইয়া সজ্জনগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও গ্লানির অনুভব করিতেন না । ইহা নানারূপবিশিষ্ট, বিচিত্র, অত্যন্ত প্রকাশমান ও দিব্য মণিময় স্তম্ভসমূহে নির্মিত হইয়াছিল, দীর্ঘকালস্থায়িনী ও সুদৃঢ় ছিল । চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি হইতেও অধিক তেজোরাশিতে যুক্ত ছিল এবং নিজের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল । ৫৩-৫৪

স্বর্গের পৃষ্ঠভাগে স্থিত হইয়া এই সভা সূর্যদেবকে যেন তিরস্কৃত করিতে করিতে স্বীয় দীপ্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল, এবং দিব্য ও মানব সর্বপ্রকার ভোগই সেখানে প্রচুর মাত্রায় সুলভ হইত । ৫৫

রসাল পদার্থ অধিক মাত্রায় সুলভ ছিল । অক্ষয় ভক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থ সেখানে সদা প্রস্তুত থাকিত । পবিত্র গন্ধযুক্ত পুষ্পহার সেখানে সর্বত্র বিদ্যমান থাকিত এবং নিত্য পুষ্প ও ফলপ্রদ বৃক্ষসমূহ সেখানে সদা বিরাজমান ছিল । ৫৬

গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি রসবন্তি ফলানি চ ॥ ৫৯
তানি শীতানি তোয়ানি তত্র তত্র সরাংসি চ ।
অপশ্যৎ সর্বতীর্থানি সভায়াং শতশো বিভুঃ ॥ ৬০
নলিনৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
রক্তৈঃ কুবলয়ৈর্নীলৈঃ কুমুদৈঃ সংবৃতানি চ ॥ ৬১
সকাদম্বৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈশ্চ রাজহংসৈঃ সুরপ্রিয়ৈঃ ।
কারণ্ডবৈশ্চক্রবাকৈশ্চ সারসৈঃ কুররৈরপি ॥ ৬২
বিমলস্ফটিকাভানি পাণ্ডুরাচ্ছজলানি চ ।
কলহংসোপগীতানি সারিকাভিরুতানি চ ॥ ৬৩
সম্ভবাঃ তত্র তত্র পুষ্পস্তবকধারিণীঃ
দৃষ্টবান্ পাদপাগ্রেষু নানাপুষ্পধরা লতাঃ ॥ ৬৪
কেতকাশোকসরলাঃ পুন্নাগতিলকার্জুনাঃ ।
চূতা নীপা নাগপুষ্পাঃ কদম্ববকুলা ধবাঃ ॥ ৬৫

সেখানে গ্রীষ্মকালে শীতল জল ও শীতকালে গরম জল সদা সুলভ ছিল । সেই সময় ভগবান নৃসিংহ দেখিলেন যে, সেখানে নদী ও সরোবরসমূহের তীরে বিভিন্ন প্রকার মনোহর বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছে, উহাদের শাখাসমূহের অগ্রভাগ ফুলসকলের ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে । এই সব বৃক্ষ বিশাল শাখাসমূহে সুশোভিত ছিল, নব নব পল্লব অঙ্কুরিত ছিল এবং বিস্তৃত লতা-বল্লীর বিতানে আচ্ছাদিত ছিল । উহাদের পুষ্পে মনোহর গন্ধ ও ফলে স্বাদিষ্ট রস ছিল । ৫৭-৫৯

এই সভায় ভগবান্ যত্র তত্র সব শীতল জল, সরোবর এবং সমস্ত তীর্থসকল দর্শন করিলেন । ৬০

এই সব সরোবর নলিন, পুণ্ডরীক ও শতদলযুক্ত সুগন্ধিত পদ্মসমূহে সুশোভিত ছিল, রক্ত ও নীল পদ্ম এবং কুমুদসমূহে এই সব সরোবর পূর্ণ ছিল । ৬১

এই সব সরোবরে নিজ নিজ প্রিয়তমার সহিত ধার্তরাষ্ট্র-নামক দেবপ্রিয় হংস, কাদম্ব, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস ও কুররাদি পক্ষীরা কলরব করিতেছে । ৬২

এই সব সরোবর নির্মল স্ফটিক মণি-সদৃশ জলে পূর্ণ ছিল । এই সবে শ্বেতবর্ণ অর্কমল পদ্ম শোভা পাইতেছে । কলহংসগণের গীত ও সারিকাদের কলরব সেখানে গুঞ্জরিত হইতেছিল । ৬৩

সেখানে বৃক্ষসকলের শাখাসমূহে ও শীর্ষসমূহে ভগবান্ নানাপ্রকার পুষ্প এবং মঞ্জরীযুক্ত সুন্দর সুগন্ধিত লতাসমূহ বিস্তৃত থাকিতে দর্শন করিলেন । ৬৪

এই সভাবনে কেতক, অশোক, সরল, পুন্নাগ, নাগকেশর তিলক, অর্জুন, আম, নীপ, নাগপুষ্প, কদম্ব, বকুল, ধব

প্রিয়ঙ্গুপাটলীবৃক্ষাঃ শাল্মল্যঃ সহরিদ্রকাঃ।
সালাস্তালাঃ প্রিয়ালাশ্চ চম্পকাশ্চ মনোরমাঃ ॥৬৬
তথা চান্যে ব্যরাজন্ত সভায়াং পুষ্পিতা দ্রুমাঃ।
বৈদূর্যাঙ্কুরসঙ্কাশা নানাবিহগসেবিতাঃ ॥ ৬৭
স্তবকৈঃ পুষ্পিতাশ্চৈব বহুভাসসমুজ্জ্বলাঃ।
অশোকাঃ কর্ণিকারাশ্চ তাম্রবর্ণা বকুলকা দ্রুমাঃ ॥ ৬৮
বরণা বৎসনাভাশ্চ পনসাশ্চন্দনৈঃ সহ
নীপাঃ সুমনসশ্চৈব পীতাম্রাঃ সহতিন্দুকাঃ ॥ ৬৯
প্রাচীনামলকা লোধ্রা মল্লিকা ভদ্রদারবঃ
আম্রাতকাস্তথা জম্বুলকুচাঃ শৈলবালুকাঃ ॥ ৭০
সর্জার্জুনাঃ কদম্বাঃ সরলাঃ কুটজাস্তথা
রক্তাঃ কুরবকাশ্চৈব নীপাশ্চাগরুভিঃ সহ ॥ ৭১
কদম্বাশ্চৈব ভব্যাশ্চ দাড়িমীবীজপূরকাঃ
কালীয়কা দুকূলাশ্চ হিঙ্গবস্তৈলপর্ণিকাঃ ॥ ৭২
খর্জুরা নারিকেলাশ্চ পূগবৃক্ষা হরীতকী।
মধুকাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ বিল্বাঃ পারাবতাস্তথা ॥৭৩
পনসাশ্চ তমালাশ্চ নানাগুল্মলতাবৃতাঃ
লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্রপুষ্পফলোপগাঃ ॥ ৭৪
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র কাননজা দ্রুমাঃ।
নানাপুষ্পফলোপেতা ব্যরাজন্ত সমন্ততঃ ॥ ৭৫
চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্তকোকিলসারিকাঃ।
পুষ্পিতান্ ফলিতাগ্রাংশ্চ সম্পতন্তি মহাদ্রুমান্ ॥ ৭৬
রক্তপীতারুণাস্তত্র পাদপাগ্রগতা দ্বিজাঃ
পরস্পরমবেক্ষন্ত প্রহৃষ্টা জীবজীবকাঃ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নরসিংহে। হিরণ্যকশিপু—সভাবর্ণনে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

---

প্রিয়ঙ্গু, পাটল, শাল্মলী, হরিদ্রক, শাল, তাল, প্রিয়াল, চম্পক ও অন্য মনোরম পুষ্পিত বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছিল। ৬৩-৬৬।

বৃক্ষের বৃক্ষস্তূপ বিদূর্যের অঙ্কুর-কান্তিতে এরূপ বোধ হইতেছিল, যেন নানাবর্ণের শিখা জ্বলিতেছে। সুন্দর স্তবক ও নানাবিশিষ্ট বহুলবর্ণ বৃক্ষসকল সেখানে শোভা পাইতেছে। এই সব বৃক্ষের উচ্চতা বহু তাল বৃক্ষের সমান ছিল। ইহাদের আভা অরুণ ও অশোকের সমান প্রভাব হইতেছিল।৬৭-৬৮

বরুণ, বৎসনাভ, কাঁঠাল, চন্দন, নীপ, সুমন, পীত, আম্র তিন্দুক, প্রাচীন আমলক, লোধ্র, মল্লিকা, ভদ্রদারু, আম্রাতক (আমড়া), জম্বু, লকুচ, শৈলবালুক, সর্জ (শাল), অর্জুন, কদম্ব, সরল, কুটজ, রক্ত কুরবক, নীপ, অগরু, কদম্ব, ভব্য, দাড়িম, বীজপূরক (লেবু), কালীয়ক, দুকূল, হিঙ্গু, তৈলপর্ণিক, খর্জুর, নারিকেল, সুপারী, হরীতকী, মধুক, সপ্তপর্ণ, বিল্ব, পারাবত, কাঁঠাল নানাবিধ গুল্ম ও লতা সমূহে পরিবৃত তমাল, পত্র, পুষ্প ও ফলসমূহে যুক্ত বিবিধ লতা—এই সব বৃক্ষ এবং আরও নানাবিধ ফল ও পুষ্পসমূহে পূর্ণ নানাপ্রকারের বহু বনজ বৃক্ষ সেখানে সর্বদিকে শোভা পাইতেছে। ৬৯-৭৫

সেখানে পুষ্পিত ও ফলযুক্ত শাখাশোভিত বিশাল বৃক্ষসকলের উপর চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকাদি পক্ষীরা দলে দলে উড়িয়া আসিয়া বসিতেছিল। ৭৬

বৃক্ষসমূহের অগ্রভাগে উপবিষ্ট রক্ত, পীত ও অরুণ বর্ণের পক্ষিগণ এবং জীবজীবক পক্ষিগণ সেখানে হৃষ্টচিত্তে পরস্পরকে দেখিতেছিল। ৭৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে হিরণ্যকশিপুর সভাবর্ণনবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

( ভগবতা নরসিংহেন দেব-গন্ধর্বাপ্সরো-দৈত্যৈঃ সেবিতস্য হিরণ্যকশিপোর্নিরীক্ষণম্ । )

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্যাং সভায়াং দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ
আসীন আসনে দিব্যে নল্বমাত্রে প্রমাণতঃ ॥ ১
দিবাকরনিভে রম্যে দিব্যাস্তরণসংবৃতে
রত্নাঢ্যে সুচিরং রাজন্ জ্বলৎকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ॥ ২
তত্র দৈত্যপতের্মন্দং বিরজস্কঃ সমন্ততঃ ।
দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ ॥ ৩
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা গণৈরপ্সরসাং বৃতাঃ
দিব্যতানেন দিব্যানি জগুর্গীতানি গায়নাঃ ॥ ৪
বিশ্বাচী সহজন্যা চ প্রম্লোচেত্যভিবিশ্রুতা ।
দিব্যা চ সৌরভেয়ী চ সমীচী পুঞ্জিকস্থলা ॥ ৫
মিশ্রকেশী চ রম্ভা চ চিত্রসেনা শুচিস্মিতা
চারুনেত্রা ঘৃতাচী চ মেনকা চোর্বশী তথা ॥ ৬
এতাঃ সহস্রশশ্চান্যা নৃত্যগীতবিশারদাঃ
উপতিষ্ঠন্তি রাজানং হিরণ্যকশিপুং তদা ॥ ৭
হিরণ্যকশিপুস্তত্র বিচিত্রাভরণাম্বরঃ ।
স্ত্রীসহস্রৈঃ পরিবৃতস্তস্থৌ জ্বলিতকুণ্ডলঃ ॥ ৮
তত্রাসীনং মহাবাহুং হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্ ।
উপাসন্তি দিতেঃ পুত্রাঃ সর্বে লব্ধবরাঃ পুরা ॥ ৯
বলির্বৈরোচনস্তত্র নরকঃ পৃথিবীজয়ঃ
প্রহ্লাদো বিপ্রচিত্তিশ্চ গবিষ্ঠশ্চ মহাসুরঃ ॥ ১০
চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা সুমনাঃ সুমতির্ঘনঃ ।
ঘটোদরো মহাপার্শ্বঃ ক্রথনঃ পিঠরস্তথা ॥ ১১
বিশ্বরূপশ্চ রূপশ্চ বিরূপশ্চ মহাদ্যুতিঃ
দশগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা মহারবঃ ॥ ১২
কটাভো বিকটাভশ্চ সংহ্রাদশ্চেন্দ্রতাপনঃ
দৈত্যদানবসঙ্ঘাশ্চ সর্বে জ্বলিতকুণ্ডলাঃ ॥ ১৩
স্রগ্বিণো বাগ্মিনঃ সর্বে সর্বে সুচরিতব্রতাঃ ।
সর্বে লব্ধবরাঃ শূরাঃ সর্বে বিগতমৃত্যবঃ ॥ ১৪

---

## দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

( ভগবান নরসিংহকর্তৃক দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও দৈত্যগণ কর্তৃক সেবিত হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ । )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! সেই সভায় প্রভাবশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু চারহাত পরিমিত লম্বা এক দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । ১

রাজন্ ! এই রমণীয় সিংহাসন সূর্যসদৃশ দীপ্ত প্রভায় উদ্ভাসিত ছিল এবং দিব্য আস্তরণে আবৃত ছিল। উহাতে দীর্ঘকাল বসিয়া উপবিষ্ট হিরণ্যকশিপু অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে স্বর্ণের দুইটি কুণ্ডল নিজ দীপ্তিতে যেন উদ্দীপিত হইতেছিল । ২

দিব্য গন্ধবাহী বায়ু সেখানে সর্বদিক দিয়া দৈত্যরাজের সম্মুখে আসিয়া মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহাতে অণুমাত্রও ধূলিকণা ছিল না । ৩

সেখানে দেবতা ও অপ্সরাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ গায়করূপে দিব্য তানের সহিত দিব্য গীতসমূহ গান করিতে ছিলেন । ৪

বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, দিব্যা, সৌরভেয়ী, সমীচী, পুঞ্জিকস্থলা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, শুচিস্মিতা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা ও উর্বশী – ইঁহারা এবং নৃত্য-গীতে কুশল সহস্র সহস্র অন্য অপ্সরাগণ সেই সময় রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবায় উপস্থিত ছিলেন । ৫-৭

সেই সভায় বিচিত্র বস্ত্রাভরণে বিভূষিত, উজ্জ্বল কুণ্ডলে মণ্ডিত এবং সহস্র স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হিরণ্যকশিপু অবস্থান করিতেছিলেন । ৮

সেখানে উপবিষ্ট প্রভাবশালী মহাবাহু হিরণ্যকশিপুর সেবায় সেই সব দৈত্যগণ উপস্থিত ছিল, যাহারা পূর্বেই বরলাভ করিয়াছিল । ৯

বিরোচনপুত্র বলি, পৃথিবীবিজয়ী নরক, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, মহাসুর গবিষ্ঠ, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, সুমনা, সুমতি, ঘন, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, রূপ, মহাতেজস্বী বিরূপ, দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসা, মহারব, কটাভ, বিকটাভ, সংহ্রাদ ও ইন্দ্রতাপনাদি দৈত্যগণ এবং দানবদিগের সেই সমস্ত সমুদায় ; যে সব দানব প্রজ্বলিত কান্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলসমূহে অলঙ্কৃত, পুষ্পমালাধারী, উত্তম বক্তা, যাহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন করিয়াছে, বরপ্রাপ্ত হইয়াছে, সৌভাগ্যশালী বীর ছিল এবং যাহারা মৃত্যুভয় নিবারণ করিয়াছিল ইহারা ও অন্যান্য

এতে চান্যে চ বহবো হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্ ।
উপাসন্তে মহাত্মানঃ সর্ব্বে দিব্যপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৫
বিমানৈর্বিবিধৈরগ্র্যৈর্ভ্রাজমানৈরিবাগ্নিভিঃ ।
স্রগ্বিণো ভূষণধরা যে হি চায়ান্তি লীলয়া ॥ ১৬
বিচিত্রাভরণোপেতা বিচিত্রবসনাস্তথা ।
বিচিত্রশস্ত্রকবচা বিচিত্রধ্বজবাহনাঃ ॥ ১৭
মহেন্দ্রচাপসঙ্কাশৈর্বিচিত্রৈরঙ্গদৈর্বরৈঃ
ভূষিতাঙ্গা দিতেঃ পুত্রাস্তমুপাসন্ত নিত্যশঃ ॥ ১৮
তস্যাং সভায়াং দিব্যায়ামসুরাঃ পর্ব্বতোপমাঃ ।
হিরণ্যমুকুটাঃ সর্ব্বে দিবাকরসমপ্রভাঃ ॥ ১৯

কনকমণিবিচিত্রবেদিকায়াং
মণিচিত্ররত্নমণ্ডপবীথিকায়াম্ ।
স দদর্শ মৃগাধিপঃ সভায়াং
সুরুচিরপত্রগবাক্ষসংবৃতায়াম্ ॥ ২০
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গং
দিতিতনয়ং স মৃগাধিপো দদর্শ ।
দিনকরকরপ্রভং জ্বলন্ত-
মযুতসহস্রগণৈর্নিষেব্যমাণম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

বহু দৈত্য বীরগণ দিব্য পরিচ্ছদে যুক্ত হইয়া প্রভাবশালী মহাত্মা হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেছিল ॥ ১৩-১৫

ইহারা নানাপ্রকার শ্রেষ্ঠ ও অগ্নির তুল্য প্রকাশিত বিমানসমূহের দ্বারা অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেছিল এবং পুষ্পহার ও আভূষণ ধারণ করত সুন্দর দেখাইতেছিল ॥ ১৬

ইহারা বিচিত্র অলঙ্কার ও বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং বিচিত্র অস্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও বাহন সকলে সুশোভিত ছিল ॥ ১৭

ইন্দ্রধনুতুল্য বিচিত্র শ্রেষ্ঠ অঙ্গদ দ্বারা অঙ্গসমূহ বিভূষিত করিয়া দৈত্যগণ প্রতিদিন হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেছিল ॥ ১৮

সেই দিব্য সভায় উপবিষ্ট সেই সব পর্ব্বতাকার অসুরগণ মস্তকে স্বর্ণের মুকুট ধারণ করিয়া সূর্য্যের সমান প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১৯

যেখানে স্বর্ণ ও মণিসমূহের বিচিত্র বহু বেদী নির্ম্মিত ছিল, যাহার প্রতি বীথিকায় (অলি-গলিতে) সরস রত্ন সজ্জিত ছিল এবং যাহা অতিশয় রমণীয় ছিদ্রযুক্ত বিশিষ্ট গবাক্ষ (জানালা) সমূহে আবৃত ছিল, এরূপ সভায় ভগবান্ নরসিংহদেব যাঁহার অঙ্গ স্বর্ণের নির্ম্মল হারে বিভূষিত ছিল, যাঁহার প্রভা সূর্য্যকিরণতুল্য উদ্ভাসিত হইতেছিল, যাঁহাকে প্রজ্বলিত বলিয়া মনে হইতেছিল এবং যাঁহাকে সহস্র অযুতজন সেবা করিতেছিল, সেই দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ কশিপুকে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ২০-২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতার প্রসঙ্গে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ নরসিংহবিগ্রহে প্রহ্লাদেন সম্পূর্ণত্রিলোক্যা দর্শনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততো দৃষ্ট্বা মহাবাহুঃ কালচক্রমিবাগতম্ ।
নারসিংহবপুশ্ছন্নং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥ ১
বিভূষিতসটং তত্র নারসিংহস্য ভারত ।
রূপৌপার্থ্যং ততো তত্র সংপ্রশশিসন্নিভম্ ॥ ২
অহো রূপমিদং চিত্রং শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্ ।
অব্রুবন্ দানবাঃ সর্ব্বে হিরণ্যকশিপুশ্চ সঃ ॥ ৩
এবং হি ভবতাং তেষাং নির্দ্দিষ্টানাং মহাত্মনাম্ ।
নারসিংহেন চক্ষুর্ভ্যাং চোদিতঃ কালধর্ম্মণা ॥ ৪

### ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় :

[ নরসিংহ-বিগ্রহে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ত্রিলোকের দর্শন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত ! তদনন্তর ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় নরসিংহ শরীরে আচ্ছাদিত মহাবাহু ভগবান্ বিষ্ণুকে সেখানে কালচক্রের সদৃশ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত দানবগণ ও হিরণ্যকশিপু পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—অহো ! শঙ্খ, কুন্দ ও চন্দ্রসদৃশ বিচিত্র এবং মনোহর এক রূপ দেখা যাইতেছে । ভারত ! ভগবান্ নরসিংহের মুখের ও কণ্ঠের রোমাবলি বিশেষভাবে ভূষিত ছিল । ইহার রূপ সৌন্দর্য্য মধ্যে চন্দ্রতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১-৩

ভগবান্ নরসিংহরূপী মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত ও তাঁহার নেত্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে সেই বিশালকায় দানবগণ

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো নাম বীর্য্যবান্
দিব্যেন চক্ষুষা সিংহমপশ্যদ্দেবমাগতম্ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা রুক্মশৈলাভমপূর্ব্বাং তনুমাশ্রিতম্
বিস্মিতা দানবাঃ সর্ব্বে হিরণ্যকশিপুশ্চ সঃ ॥ ৬

প্রহ্লাদ উবাচ

মহারাজ মহাবাহো দৈত্যানামাদিসম্ভব ।
ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টঞ্চ নারসিংহমিদং বপুঃ ॥ ৭
অব্যক্তপ্রভবং দিব্যং কিমিদং রূপমাগতম্ ।
দৈত্যান্তকরণং ঘোরং শংসতীব মনাংসি নঃ ॥ ৮
অস্য দেবাঃ শরীরস্থাঃ সাগরাঃ সরিতস্তথা
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ যে চান্যে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৯
চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈরাদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ তথা
ধনদো বরুণশ্চৈব যমঃ শক্রঃ শচীপতিঃ ॥ ১০
মরুতো দেবগন্ধর্ব্বা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।
নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১১
ব্রহ্মদেবঃ পশুপতির্ললাটস্থা বিভান্তি বৈ ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥ ১২
ভবাংশ্চ সহিতোঽস্মাভিঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যগণৈর্বৃতঃ ।
বিমানশতসঙ্কীর্ণা তথা ভাস্বতী সভা ॥ ১৩
সর্ব্বং ত্রিভুবনং রাজন্ লোকধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ।
দৃশ্যন্তে নারসিংহেঽস্মিন্ যথেন্দৌ বিমলং জগৎ ॥ ১৪
প্রজাপতিশ্চাত্র মনুর্মহাত্মা
গ্রহাশ্চ যোগাশ্চ মহী নভশ্চ ।
উৎপাতকালশ্চ ধৃতিঃ স্মৃতিশ্চ
রজশ্চ সত্ত্বঞ্চ তপো দমশ্চ ॥ ১৫
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
বিশ্বে চ দেবাপ্সরসশ্চ সর্ব্বাঃ ।
ক্রোধশ্চ কামশ্চ তথৈব হর্ষো
ধর্ম্মশ্চ মোহঃ পিতরশ্চ সর্ব্বে ॥ ১৬
ইত্যেবমুক্ত্বা স চ দৈত্যনাথং
হিরণ্যনামানমবিস্ময়েন ।
দধ্যৌ চ দৈত্যেশ্বরপুত্র উগ্রং
মহামতিঃ কিঞ্চিদধোমুখঃ প্রাক্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
প্রহ্লাদবাক্যে নারসিংহে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

---

যখন পরস্পর পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতেছিল, সেই সময় হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদনামক পরাক্রমশালী দৈত্য সেখানে উপস্থিত নরসিংহভগবানকে দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন। ৪-৫

স্বর্ণের পর্ব্বতের ন্যায় অপূর্ব্ব শরীর ধারণকারী ভগবান্ নরসিংহকে দর্শন করিয়া সমস্ত দানবগণ ও হিরণ্যকশিপু বিস্মিত হইলেন। ৬

সেই সময় প্রহ্লাদ বলিলেন,—মহারাজ! মহাবাহো! দৈত্যগণের আদিসম্ভব (পূর্ব্বপুরুষ)! আমি এরূপ নরসিংহরূপ কখনও দেখি নাই এবং শুনি নাই। ৭

যাহার উৎপত্তির কারণ অব্যক্ত, এতাদৃশ এই দিব্য অদ্ভুত রূপ কি? আমার মন যেন এরূপ বলিতেছে, ইনি দৈত্যগণের বিনাশকারী কোনও ভয়ঙ্কর ভূত হইবেন। ৮

ইঁহার শরীরে সমস্ত দেবতা, সমুদ্র ও নদীসকলকে দেখা যাইতেছে এবং হিমবান্, পারিযাত্র ও অন্যান্য যে সব কুল পর্ব্বত আছে, এসবও ইঁহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ৯

নক্ষত্রসমূহের সহিত চন্দ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের, বরুণ, যম, শচীপতি ইন্দ্র, মরুদ্গণ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, তপোধন মুনি, নাগ, যক্ষ, পিশাচ ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ, ব্রহ্মা এবং ভগবান্ পশুপতি (শিব)—ইঁহারা সকলে ইঁহার ললাটে অবস্থান করিতেছেন ইহা দেখা যাইতেছে। ১০-১১

স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণ, সমস্ত দৈত্যদিগের দ্বারা পরিবৃত আমাদের সহিত আপনি, শত শত বিমানে পরিপূর্ণ আমাদের এই আন্তরিক সভা, সমস্ত ত্রিভুবন এবং সনাতন লোক ধর্ম—এ সমুদয় এই নরসিংহ-বিগ্রহে সেই ভাবে দেখা যাইতেছে, যেরূপ মহান্ দর্পণের মধ্যে নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে এই সম্পূর্ণ জগৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ১২-১৪

এই নরসিংহ-বিগ্রহে প্রজাপতি, মহাত্মা মনু, গ্রহ, যোগ, পৃথিবী, আকাশ, উৎপাতকাল, ধৃতি, স্মৃতি, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ এবং ইন্দ্রিয়সংযম—এ সকলই দেখা যাইতেছে। ১৫

মহানুভব সনৎকুমার, বিশ্বে দেবগণ, সমস্ত অপ্সরাগণ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ধর্ম, মোহ ও সমস্ত পিতৃগণও ইঁহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ১৬

দৈত্যরাজের পুত্র পরম বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ কোনরূপ বিস্মিত না হইয়াই সেই উগ্র দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিয়া নিজের মুখ কিছু অধোভাগী করত পূর্ব্বদিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদের বাক্যবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ দৈত্যৈর্হিরণ্যকশিপুনা চ ভগবতো নরসিংহস্যোপরি নানাবিধানামস্ত্রাণাং নিক্ষেপঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রহ্লাদস্য চ তচ্ছ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুর্বচঃ
উবাচ দানবান্ সর্ব্বান্ সগণাংশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১
মৃগেন্দ্রো গৃহ্যতাং শীঘ্রমপূর্ব্বাং তনুমাস্থিতঃ।
যদি বা সংশয়ঃ কশ্চিদ্বধ্যতাং বনগোচরঃ ॥ ২
তচ্ছ্রুত্বা দানবাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্রং ভীমবিক্রমম্।
পরিক্ষিপন্তো মুদিতাস্ত্রাসয়ামাসুরোজসা ॥ ৩
সিংহনাদং বিনদ্য তু পুনঃ সিংহো মহাবলঃ।
বভঞ্জ তাং সভাং রম্যাং ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৪
সভায়াং ভজ্যমানায়াং হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্
চিক্ষেপাস্ত্রাণি সিংহস্য রোষব্যাকুললোচনঃ ॥ ৫
সর্ব্বাস্ত্রাণাঞ্চ শ্রেষ্ঠং দণ্ডমস্ত্রং সুভৈরবম্
কালচক্রং তথাত্যুগ্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ ॥ ৬
ধর্মচক্রং মহচ্চক্রমজিতং নাম নামতঃ
চক্রমৈন্দ্রং তথা ঘোরমৃষিচক্রং তথৈব চ ॥ ৭
পৈতামহং তথা চক্রং ত্রৈলোক্যমহিতং মহৎ।
বিচিত্রামশনীং চৈব শুষ্কার্দ্রং চাশনিদ্বয়ম্ ॥ ৮
রৌদ্রং তথোগ্রং শূলঞ্চ কঙ্কালং মুষলং তথা।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ব্রাহ্মমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ৯
ঐষীকমস্ত্রমৈন্দ্রঞ্চ আগ্নেয়ং শৈশিরং তথা।
বায়ব্যং মথনং নাম কাপালমথ কিঙ্করম্ ॥ ১০
তথা চাপ্রতিমাং শক্তিং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ।
অস্ত্রং হয়শিরশ্চৈব সৌম্যমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ১১
পৈশাচমস্ত্রমজিতং সার্পমস্ত্রং তথাদ্ভুতম্।
মোহনং শোষণং চৈব সন্তাপনবিলাপনে ॥ ১২
জৃম্ভণং প্লাপনং চৈব ত্বাষ্ট্রং চৈব সুদারুণম্।
কালমুদ্গরমক্ষোভ্যং ক্ষোভণং তু মহাবলম্ ॥ ১৩
সংবর্ত্তনং মোহনঞ্চ তথা মায়াধরং পরম্।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং দয়িতমসিরত্নঞ্চ নন্দকম্ ॥ ১৪
প্রস্বাপনং প্রমথনং বারুণং চাস্ত্রমুত্তমম্
অস্ত্রং পাশুপতং চৈব যস্যাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ১৫

## চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ দৈত্যগণ ও হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক ভগবান নরসিংহের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! প্রহ্লাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণের অধিপতি হিরণ্যকশিপু গণসমূহের সহিত সমস্ত দানবগণকে এই কথা বলিলেন। ১

দৈত্যগণ! অপূর্ব্ব শরীর ধারণ করিয়া উপস্থিত এই বনচারী মৃগেন্দ্র (সিংহ)-কে শীঘ্র তোমরা ধর অথবা যদি কোনও সংশয় (প্রাণসঙ্কট) উপস্থিত হয়, তবে ইহাকে বধ কর। ২

এই আদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত সেই সমস্ত দানবগণ সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মৃগেন্দ্রের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সন্ত্রাসিত করিতে লাগিল। ৩

তখন সেই মহাবল সিংহ মুখবিস্তারকারী কালের ন্যায় বারংবার সিংহনাদ করত সেই রমণীয় সভাভবনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ৪

সভাভবন ভগ্ন হইতে থাকিলে হিরণ্যকশিপুর নয়ন রোষে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অতএব তিনি স্বয়ংও সেই অলৌকিক সিংহের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৫

সমস্ত অস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দণ্ডাস্ত্র, তাহাও নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি অত্যন্ত উগ্র কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ধর্মচক্র, মহাচক্র, অজিতচক্র ঘোর ঐন্দ্রচক্র, ঋষিচক্র, ব্রহ্মচক্র, যাহার মহিমা সব তিন লোকেই ভূরি ভূরি প্রশংসিত, সেই, বিচিত্র অশনি, শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি, ভয়ানক রৌদ্রাস্ত্র—শূল, কঙ্কাল, মুষল, ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ঐষীকাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শৈশিরাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, মথনাস্ত্র, কপালাস্ত্র, কিঙ্করাস্ত্র, অপ্রতিম শক্তি, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শীর্ষাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, অনুপম পৈশাচাস্ত্র, অদ্ভুত সর্পাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, প্লাপনাস্ত্র, অত্যন্ত দারুণ ত্বাষ্ট্রাস্ত্র, অক্ষোভ্য কালমুদ্গর, মহাবল ক্ষোভণাস্ত্র, সংবর্ত্তনাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, মায়াধরাস্ত্র, প্রিয় গান্ধর্ব্বাস্ত্র, খড়্গরত্ন নন্দক, প্রস্বাপনাস্ত্র, প্রমথনাস্ত্র, উত্তম বারুণাস্ত্র এবং যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এরূপ পাশুপতাস্ত্র—এই সব অস্ত্র সেই সময় হিরণ্যকশিপু ভগবান নরসিংহের উপর

এতান্যস্ত্রাণি শস্ত্রাণি হিরণ্যকশিপুস্তদা।
চিক্ষেপ নারসিংহস্য দীপ্তস্যাগ্নের্যথাহুতিঃ ॥ ১৬

অস্ত্রৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ সিংহমাবৃণোদসুরাধিপঃ।
বিবস্বান্ ঘর্মসময়ে হিমবন্তমিবাংশুভিঃ ॥ ১৭

স হ্যমর্ষানিলোদ্ধূতো দৈত্যানাং সৈন্যসাগরঃ
ক্ষণেন প্লাবয়ন্ সিংহং মৈনাকমিব সাগরঃ ॥ ১৮

প্রাসৈঃ পাশৈস্তথা শূলৈর্গদাভির্মুসলৈস্তথা
বজ্রৈরশনিকল্পৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাদ্রুমৈঃ ॥ ১৯

মুদ্গরৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলোলূখলপর্বতৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ ॥ ২০

পরিবার্য্য সমন্তাত্তু নিঘ্নন্তৈর্দৈত্যৈস্তদা
ব্রহ্মণ্যাস্ত্র ন কম্পং হি তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১

তে দানবাঃ পাশগৃহীতহস্তা
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগাঃ।
সমন্ততোঽভ্যুদ্যতবাহুশস্ত্রাঃ
স্থিতাস্ত্রিশীর্ষা ইব পন্নগেন্দ্রাঃ ॥ ২২

সুবর্ণমালাকুলভূষিতাঙ্গা
নানাঙ্গদাভোগপিনদ্ধগাত্রাঃ।
মুক্তাবলীদামবিভূষিতাঙ্গা
হংসা ইবাভান্তি বিশালপক্ষাঃ ॥ ২৩

তেষাং তু বায়ুপ্রতিমৌজসাং বৈ
কেয়ূরমালাবলয়োৎকটানি
তান্যুত্তমাঙ্গান্যভিতো বিভান্তি
প্রভাতসূর্যাংশুসমপ্রভাণি ॥ ২৪

তৈঃ প্রক্ষিপদ্ভির্জ্বলিতানলোপমৈ-
র্মহাস্ত্রপূগৈঃ স সমাবৃতো বভৌ
গিরির্যথা সন্ততবর্ষিভির্ঘনৈঃ
কৃতান্ধকারোঽদ্ভুতকন্দরদ্রুমঃ ॥ ২৫

তৈর্হন্যমানোঽপি মহাস্ত্রজালৈ-
র্মহাবলৈর্দৈত্যগণৈঃ সমেতৈঃ।
নাকম্পতাজৌ ভগবান্ প্রতাপবান্
স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ ॥ ২৬

---

শরাধারূপে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে মনে হইল—তিনি যেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান করিতেছেন। ৮-১৬

অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপু প্রজ্বলিত অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেইভাবে ভগবান্ নরসিংহকে আচ্ছাদিত করিলেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালে ভগবান্ সূর্যদেব নিজ কিরণসমূহে হিমালয়কে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। ১৭

দৈত্যগণের সৈন্যরূপী সমুদ্র রোষরূপী বায়ুবেগে উদ্বেলিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই ভগবান্ নরসিংহকে সেইভাবে আপ্লাবিত করিয়া দিল, যেরূপ সাগর মৈনাকপর্বতকে নিজ জলে আপ্লাবিত করিয়া থাকে। ১৮

প্রাস, পাশ, শূল, গদা, মুষল, বজ্র, অশনি, শিলা, বড় বড় বৃক্ষ, মুদ্গর, কূটপাশ, শূল, উদূখল, পর্বত, প্রজ্বলিত শতঘ্নী ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দণ্ডাদি অস্ত্রসমূহের দ্বারা দৈত্যগণ তাঁহাকে সর্বদিকে পরিবৃত করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় সেই তেজস্বী মহাত্মা নরসিংহের শরীরের অতি অল্পমাত্রও ক্ষত-বিক্ষত হইল না। ১৯-২১

সেই দানবগণ নিজেদের হাতে পাশ ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাদের সকলের বেগ ইন্দ্রের বজ্র ও অশনির তুল্য ছিল। ইহারা সকলে চারিদিকে অস্ত্র ধারণ করত ঐ বাহুকে উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছিল, সেইরূপ ইহারা তিনটি ফণাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সর্পগণের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২২

ইহাদের অঙ্গ স্বর্ণমালাসমূহে বিভূষিত ছিল, নানাপ্রকারের অঙ্গদাদি আভরণসকল ইহাদের বিভিন্ন অঙ্গে সজ্জিত ছিল এবং মুক্তাবলিমালা ইহাদের সমস্ত অঙ্গের শোভাবর্ধন করিতেছিল। এজন্য অসুর ঐ দৈত্যগণ বিশাল পক্ষযুক্ত হংসদলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ২৩

বায়ুতুল্য বলশালী ঐ সব দৈত্যগণের উত্তম অঙ্গ কেয়ূর, হার ও বলয়াদি নানা আভরণে অলঙ্কৃত থাকিয়া প্রভাতকালের সূর্যের কিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ ও শোভাসম্পন্ন হইতেছিল। ২৪

যেরূপ নিরন্তর বর্ষণশীল ঘন মেঘগুলির দ্বারা পর্বত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তাহার গুহা ও বৃক্ষসকল অদ্ভুত রূপ ধারণ করে, সেইরূপ নিজের উপর নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী মহাস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া ভগবান্ নরসিংহ অন্ধকারাবৃত ও অদ্ভুত প্রতীত হইতে হইতে লাগিলেন। ২৫

সেই সময় সমস্ত দৈত্যগণ একত্র হইয়া মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার উপর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ প্রতাপশালী ভগবান্ নরসিংহ তথাপি সেই যুদ্ধস্থলে কম্পিত হইলেন না। তিনি স্বভাবতই হিমালয় পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ২৬

সন্তাপিতাস্তে নরসিংহরূপিণা
দিতেঃ সুতাঃ পাবকতুল্যতেজসা ।
তস্মাদ্ বিনেশুঃ পবনোদ্ধতা যথা
মহোর্ম্ময়ঃ সাগরবারিসম্ভবাঃ ॥ ২৭

শতৈর্ব্বর্গুভিঃ সুমহাদ্ভিরেব
মৃগাধিপং প্রতিমাহবেঽথান্ ।
একাগ্রমনসা মুমুচুর্দ্দিতেঃ সুতা
মহাসুরাঃ ক্রোধবিদীপিতাক্ষাঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি নারসিংহে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

নৃসিংহরূপধারী ভগবানের তেজ অগ্নির তুল্য প্রজ্বলিত হইতেছিল, তাঁহার দ্বারা সন্তাপিত দৈত্যগণ পরে ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তাহাতে মনে হইল—যেন পবনের দ্বারা সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিয়াছে ॥ ২৭

এই মহাসুরগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ছিল, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে যেন জ্বলিতেছিল, অতএব তাহারা শত শত বৃহৎপ্রমাণ বৃহৎ একাগ্রে মনোযোগ দিয়া সেই নৃসিংহদেবের উপর অনবরত অতিশয় তেজস্বী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নারসিংহোপাখ্যানবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

দৈত্যৈঃ কৃতশস্ত্রপাতস্য প্রযুক্ত-মায়ায়াশ্চ নিষ্ফলতাবর্ণনম্

বৈশম্পায়ন উবাচ
খরাঃ খরমুখাশ্চৈব মকরাশীবিষাননাঃ ।
ঈহামৃগমুখাশ্চান্যে বরাহসদৃশাননাঃ ॥ ১
বালসূর্য্যমুখাশ্চৈব ধূমকেতুমুখাস্তথা ।
চন্দ্রার্দ্ধচন্দ্রবক্ত্রাশ্চ অগ্নিদীপ্তমুখাস্তথা ॥ ২
হংসকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ ।
পঞ্চাস্যা লেলিহানাশ্চ কাকগৃধ্রমুখাস্তথা ॥ ৩
দ্বিজিহ্বাস্ত্রিশীর্ষাশ্চ তথোল্কামুখসংস্থিতাঃ ।
মহাগ্রাহমুখাশ্চান্যে দানবা বলদর্পিতাঃ ॥ ৪
কৈলাসসংস্থিতস্যাস্য শরীরে শরবৃষ্টয়ঃ ।
অবধ্যস্য মৃগেন্দ্রস্য ন ব্যথাং চক্রুরাহবে ॥ ৫
এবং ভূয়োঽপরান্ ঘোরানসৃজন্ দানবাঃ শরান্ ।
মৃগেন্দ্রস্যোরসি ক্রুদ্ধা নিঃশ্বসন্ত ইবোরগাঃ ॥ ৬
তে দানবশরা ঘোরা মৃগেন্দ্রেণ সমীরিতাঃ ।
বিলয়ং জগ্মুরাকাশে খদ্যোতা ইব পর্ব্বতে ॥ ৭

## পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দৈত্যগণের দ্বারা কৃত অস্ত্রপাতের ও প্রযুক্ত মায়ার নিষ্ফলতা বর্ণন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দানবগণের মধ্যে কিছু দানব মূর্ত্তিমান্ খর- ছিল এবং কিছু দানবের মুখ গর্দ্দভের মুখের তুল্য ছিল। কিছু দানবের মুখ মকর ও কিছু দানবের মুখ বিষধর সর্পসদৃশ ছিল। কিছু দানবের মুখ বৃক এবং কিছু দানবের মুখ শূকরতুল্য ছিল ॥ ১

কিছু দানবের মুখ প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় অরুণ কান্তিতে সুশোভিত ছিল। কিছু দানব ধূমকেতুর সদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। কিছু দানবের মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য কিছু দানবের মুখ অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য এবং কিছু দানবের মুখ অগ্নিতুল্য ছিল ॥ ২

কাহারও মুখ হংসসদৃশ ও কাহারও মুখ কুক্কুটসদৃশ ছিল। বহু দৈত্যের মুখ ব্যাদিত (বিস্ফারিত) ছিল এবং তাহারা ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল। কাহারও পাঁচটি মুখ ছিল বহু দৈত্য নিজেদের লকলকে জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠাধর চাটিতেছিল এবং বহু দৈত্যের মুখ কাক ও শকুনির মুখের ন্যায় ছিল ॥ ৩

কাহারও দ্বিজিহ্ব বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইতেছিল। কাহারও তিনটি মস্তক ছিল। কাহারা উল্কার ন্যায় মুখবিশিষ্ট ছিল এবং বলদর্পে মত্ত দানব মহাগ্রাহ (বিশাল হিংস্র জন্তু) তুল্য ছিল অথবা মহাগ্রাহসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল ॥ ৪

ভগবান্ নরসিংহের শ্রীবিগ্রহ কৈলাসপর্ব্বতের সদৃশ উজ্জ্বল ছিল। তিনি সর্ব্বথা অবধ্য ছিলেন, অতএব তাঁহার দেহে দৈত্যগণকর্ত্তৃক বাণবর্ষণ অল্পমাত্রও পীড়া উৎপন্ন করিতে পারিল না ॥ ৫

এইভাবে বারংবার ফোঁস ফোঁস করিয়া সর্পগণের ন্যায় ক্রুদ্ধ দানবেরা ভগবান্ নরসিংহের বক্ষে পুনরায় অন্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৬

ভগবান্ নরসিংহের উপর নিক্ষিপ্ত দানবগণের সেই সব ভয়ঙ্কর বাণসমূহ পর্ব্বতে অবস্থিত জোনাকী পোকাসকলের ন্যায় আকাশেই বিলীন হইয়া যাইল

ততশ্চক্রাণি দিব্যানি দৈত্যাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ
মৃগেন্দ্রায়াক্ষিপংস্তাত প্রজ্বলন্তীব সর্বশঃ ॥ ৮
তৈরাসীদ্ গগনং চক্রৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমাবৃতম্
যুগান্তে সম্প্রকাশদ্ভিশ্চন্দ্রসূর্যগ্রহৈরিব ॥ ৯
তানি চক্রাণি বদনং প্রবিশন্তি বিভান্তি বৈ
মেঘোদরদরীঃ ঘোরাঃ চন্দ্রসূর্যগ্রহা ইব ॥ ১০
তানি চক্রাণি সর্বাণি মৃগেন্দ্রেণ মহাত্মনা ।
নিগীর্ণানি প্রদীপ্তানি পাবকার্চিঃসমানি বৈ ॥ ১১
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো ভূয়ঃ প্রাস্যদূর্জিতাম্ ।
শক্তিং প্রজ্বলিতাং ঘোরাং হুতাশনসমপ্রভাম্ ॥ ১২
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য মৃগেন্দ্রঃ শক্তিমুত্তমাম্
হুঙ্কারেণৈব রৌদ্রেণ বভঞ্জ ভগবাংস্তদা ॥ ১৩
ররাজ ভগ্না সা শক্তির্মৃগেন্দ্রেণ মহীতলে
সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব নভশ্চ্যুতা ॥ ১৪
নারাচপঙ্ক্তিঃ সিংহস্য প্রাপ্তা রেজে বিদূরতঃ ।
নীলোৎপলপলাশানাং মালেবোজ্জ্বলদর্শনা ॥ ১৫
গর্জিত্বা তু যথাকামং বিক্রম্য চ যথাসুখম্ ।
তৎ সৈন্যমুৎসারিতবাংস্তৃণাগ্রাণীব মারুতঃ ॥ ১৬
ততোঽশ্মবর্ষং দৈত্যেন্দ্রা ব্যসৃজন্ত নভোগতাঃ ।
নগমাত্রৈঃ শিলাখণ্ডৈর্গিরিশৃঙ্গৈর্মহাপ্রভৈঃ ॥ ১৭
তদশ্মবর্ষং সিংহস্য গাত্রে নিপতিতং বহু
দিশো দশ প্রকীর্ণং বৈ খদ্যোতপ্রকরো যথা ॥ ১৮
তদশ্মৌঘৈর্দিতিসুতাস্তদা সিংহমরিন্দমম্
প্রাচ্ছাদয়ন্ যথা মেঘা ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥ ১৯
ন চ তং চালয়ামাসুর্দৈত্যৌঘা দেবসত্তমম্
ভীমবেগো বলশ্রেষ্ঠঃ সমুদ্র ইব পর্বতম্ ॥ ২০
ততোঽশ্মবর্ষে নিহতে জলবর্ষমনন্তরম্
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ ॥ ২১

তখন ক্রোধসহকারে দৈত্যগণ সেই নরসিংহদেবের উপর অভিমুখে দিব্য চক্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে সব চক্র তখন সর্বদিকেই প্রজ্বলিত ছিল । ৮

নিক্ষিপ্ত সেই সব চক্রের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আকাশ প্রলয়কালে প্রকাশিত বহু চন্দ্র ও সূর্যাদিগ্রহসমূহের ন্যায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল । ৯

সেই চক্রসকল ভগবান্ নরসিংহের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং সেই সময় মেঘমণ্ডলের উদরস্থ গহ্বরে প্রবিষ্ট চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় বিশেষভাবে শোভা পাইতে লাগিল । ১০

মহাত্মা নরসিংহ তারপর অগ্নিশিখাসদৃশ প্রজ্বলিত সেই সব চক্রকে গিলিয়া ফেলিলেন । ১১

তখন দৈত্য হিরণ্যকশিপু পুনরায় প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য প্রভাযুক্তা এক প্রবল ও ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । ১২

সেই উত্তম শক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ নরসিংহ ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দ্বারাই তাহাকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন । ১৩

ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত শক্তি আকাশ হইতে পতিত স্ফুলিঙ্গের সহিত প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । ১৪

নরসিংহদেবকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে নিক্ষিপ্ত নারাচ বাণবিশেষের শ্রেণী নীলপদ্মদলের উজ্জ্বল মালার সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল । ১৫

তখন ভগবান্ নরসিংহ ইচ্ছানুসারে গর্জন করিয়া ও সুখের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দৈত্যগণের সেই সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে উৎসারিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ বায়ু তৃণসমূহের অগ্রভাগকে উড়াইয়া লইয়া যায় । ১৬

তখন আকাশে স্থিত সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ পর্বতবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাদের এক একটি শিলাখণ্ড পর্বতপরিমাণ ছিল। তাহারা উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট পর্বতশিখরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতেছিল । ১৭

ভগবান্ নরসিংহের শরীরে পতিত প্রস্তরসমূহের সেই প্রভূত বর্ষণ জোনাকীপোকাদলের ন্যায় দশদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল । ১৮

যেরূপ মেঘদল নিজের জলধারায় পর্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ ঐ দৈত্যগণ প্রস্তরসমূহের বর্ষণের দ্বারা শত্রুদমন নরসিংহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল । ১৯

যেরূপ ভয়ঙ্কর বেগশালী সমুদ্র নিজের বলে শ্রেষ্ঠ পর্বতকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ দৈত্যগণ দেবোত্তম নরসিংহদেবকে বিচলিত করিতে পারিল না । ২০

তদনন্তর প্রস্তরবর্ষণ বন্ধ হইয়া যাইলে পর জলবর্ষণ আরম্ভ হইল, চারিদিকে অক্ষপরিমাণ মোটা ধারার সহিত ঘোর জল বর্ষণ হইতে লাগিল । ২১

নভসঃ প্রচ্যুতা ধারাস্তিগ্মবেগাঃ সহস্রশঃ
আবৃণ্বন্ সর্ব্বতো ব্যোম দিশশ্চোপদিশস্তথা ॥ ২২
ধারাণাং সন্নিপাতেন বাতোবিস্ফূর্জ্জিতেন চ।
বর্ত্ততা চৈব বর্ষেণ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ২৩
ধারা দিবি চ সংসক্তা বসুধায়াঞ্চ সর্ব্বশঃ
ন স্পৃশন্তি স্ম তং তত্র নিপতন্ত্যোঽনিশং ভুবি ॥ ২৪
বাহ্যতো ববৃষে বর্ষং নোপরিষ্টাত্তু তোয়দঃ
মৃগেন্দ্রপ্রতিরূপস্য স্থিতস্য ভুবি মায়য়া ॥ ২৫
হতেঽশ্মবর্ষে তুমুলে জলবর্ষে চ শোষিতে।
সোঽসৃজদ্দানবো মায়ামগ্নিং বায়ুঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২৬
নভসঃ প্রচ্যুতশ্চৈব তিগ্মবেগঃ সমন্ততঃ
জ্বালামালী মহারৌদ্রো দীপ্ততেজাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৭

স দৃষ্টঃ পাবকস্তেন দৈত্যোগ্রেণ মহাত্মনা।
ন শশাক মহাতেজা দগ্ধুমপ্রতিমৌজসম্ ॥ ২৮
তমিন্দ্রস্তোয়দৈঃ সার্দ্ধং সহস্রাক্ষোঽমিতদ্যুতিঃ।
মহতা তোয়বর্ষেণ শময়ামাস পাবকম্ ॥ ২৯
তস্যাং প্রতিহতায়াং তু মায়ায়াং যুধি দানবাঃ
সসৃজুর্ঘোরসঙ্কাশং তমস্তীব্রং সমন্ততঃ ॥ ৩০
তমসা সংবৃতে লোকে দৈত্যেষ্বাত্তায়ুধেষু বৈ।
স্বতেজসা পরিবৃতো দিবাকর ইবাবভৌ ॥ ৩১
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং চাস্য দদৃশুর্দানবা রণে।
ললাটস্থাং ত্রিকূটস্থাং গঙ্গাং ত্রিপথগামিব ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

আকাশ হইতে প্রচণ্ড বেগশালী সহস্র সহস্র জলধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহারা আকাশ, দিক্ ও বিদিক্‌সমূহও সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিল। ২২

জলের ধারাসমূহের বর্ষণে, প্রচণ্ড বায়ুর সবেগে বহনে এবং বর্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে তখন কোনও কিছুই বুঝা যাইল না। ২৩

জলের ধারা আকাশ হইতে ভূমিতল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হইতেছিল এবং তাহা সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভূতলে নিরন্তর জলধারা পতিত হইতে থাকিলেও সেই সব ধারা সেখানে নৃসিংহদেবকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ২৪

সেই মৃগেন্দ্ররূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু নিজের মায়ার দ্বারা ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাহ্যতঃ জলবর্ষণ হইতে থাকিলেও মেঘ তাঁহার উপর জল বর্ষণ করিতেছিল না। ২৫

যখন ভয়ঙ্কর প্রস্তরবর্ষণ ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং জলবর্ষণও শুষ্ক হইয়া যাইল, তখন দানবগণ সর্ব্বদিকে মায়াময় অগ্নি এবং বায়ু সৃষ্টি করিল। ২৬

আকাশ হইতে চারিদিকে প্রচণ্ড বেগশালী, জ্বালামালাযুক্ত, মহাভয়ঙ্কর ও উজ্জ্বল তেজোযুক্ত অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। ২৭

সেই মহাত্মা দৈত্যরাজ কর্তৃক উৎপন্ন দৃষ্ট সেই মহাতেজস্বী পাবক (অগ্নি) অনুপম শক্তিশালী নরসিংহদেবকে দগ্ধ করিতে পারিল না। ২৮

অমিততেজস্বী সহস্রলোচন ইন্দ্র মেঘগণের সহিত আসিয়া বিপুল জলবর্ষণ করত সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। ২৯

সেই অগ্নিময়ী মায়া প্রতিহত হইয়া যাইলে পর দানবগণ যুদ্ধস্থলে চারিদিকে ঘোর ও তীব্র অন্ধকার সৃষ্টি করিল। ৩০

যখন সম্পূর্ণ জগৎ সেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং দৈত্যগণ হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল; তখন ভগবান্ নরসিংহ নিজ তেজে সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া উঠিলেন। ৩১

সেই সময় দানবগণ রণক্ষেত্রে ভগবান্ নরসিংহদেবের ললাটে তিন শিখাযুক্ত ভ্রূকুটি দর্শন করিতে লাগিল, যাহা ত্রিকূট পর্ব্বতের উপর স্থিত ত্রিপথগা গঙ্গার ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ দৈত্যানাং বিনাশসূচক-মহোৎপাতানাং বর্ণনম্, দলং কৃত্বা হিরণ্যকশিপোর্ধাবনম্, তস্য পাদভারেণ পৃথিব্যাঃ পর্ব্বতানাম্, নদীনাম্, দেশানাঞ্চ কম্পনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু হতাসু দিতিনন্দনাঃ ।
হিরণ্যকশিপুং সর্ব্বে বিষণ্ণাঃ শরণং গতাঃ ॥ ১

ততঃ প্রজ্বলিতঃ ক্রোধাৎ প্রদহন্নিব তেজসা ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যশ্চালয়ামাস মেদিনীম্ ॥ ২

ততঃ প্রক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে সাগরাঃ সলিলাকরাঃ ।
চলিতা গিরয়ঃ সর্ব্বে সকাননবনদ্রুমাঃ ॥ ৩

তস্মিন্ ক্রুদ্ধে তু দৈত্যেন্দ্রে তমোভূতমভূজ্জগৎ ।
তমসা সমভিচ্ছন্নং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৪

আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহশ্চ সমীরণঃ ।
পরাবহঃ সংবহশ্চ উদ্বহশ্চ মহাবলঃ ॥ ৫

তথা পরিবহঃ শ্রীমান্ ব্যাকৃতা ভয়শংসিনঃ ।
ইত্যেতে ক্ষুভিতাঃ সপ্ত মারুতা গগনেচরাঃ ॥ ৬

যে গ্রহাঃ সর্ব্বলোকস্য ক্ষয়ে প্রাদুর্ভবন্তি বৈ ।
তে গ্রহা গগনে হৃষ্টা বিচরন্তি যথাসুখম্ ॥ ৭

অযোগতশ্চাপ্যচরদ্ যোগং দিবি নিশাকরঃ ।
সগ্রহং সনক্ষত্রং প্রজজ্বাল নভো নৃপ ॥ ৮

বিবর্ণশ্চ ভগবান্ গতো দিবি দিবাকরঃ ।
কৃষ্ণঃ কবন্ধশ্চ মহাঁল্লক্ষ্যতে চ নভস্তলে ॥ ৯

অমুঞ্চচ্চাসিতাঃ সূর্য্যো ধূমবর্ত্তীর্ভয়াবহাম্ ।
গগনস্থশ্চ ভগবানভীক্ষ্ণং পরিতপ্যতে ॥ ১০

সপ্তধূমনিভা ঘোরাঃ সূর্য্যা দিবি সমুত্থিতাঃ ।
সোমস্য গগনস্থস্য গ্রহাস্তিষ্ঠন্তি শৃঙ্গগাঃ ॥ ১১

বামে চ দক্ষিণে চৈব স্থিতৌ শুক্রবৃহস্পতী ।
শনৈশ্চরো লোহিতাঙ্গো লোহিতার্কসমদ্যুতিঃ ॥ ১২

সমং সমভিরোহন্তি দুর্গাণি গগনেচরাঃ ।
শৃঙ্গাণি কনকৈর্ঘোরা যুগান্তাবর্ত্তকা গ্রহাঃ ॥ ১৩

## ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[ দৈত্যগণের বিনাশসূচক মহোৎপাতসমূহের বর্ণন, দল লইয়া হিরণ্যকশিপুর ধাবন এবং তাঁহার পাদভারে পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী ও দেশসকলের কম্পন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! যখন দৈত্যগণের সমস্ত মায়া নষ্ট হইয়া যাইল, তখন তাহারা সকলে বিষণ্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুর শরণাগত হইল ॥ ১

তারপর দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীকে যেন তেজে দগ্ধ করিতে করিতে তাহাকে কম্পিত করিলেন ॥ ২

তাহার পর সমস্ত সাগর ও অন্যান্য জলাশয়সমূহ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল । বন, কানন ও বৃক্ষসকলের সহিত সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত হইল ॥ ৩

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইলে পর সারা জগৎ অন্ধকারময় হইয়া যাইল । অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় তখন কোনও কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৪

আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, সংবহ, মহাবল উদ্বহ ও শ্রীমান্ পরিবহ—এই সপ্তবিধ আকাশচারী বায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া ভয়ের সূচনাদান করিতে লাগিল ॥ ৫-৬

যে সব গ্রহ সম্পূর্ণ জগতের ক্ষয়ের সময় প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারাই সেই সময় আকাশে উদিত হইয়া অতিশয় হর্ষ ও সুখের সহিত বিচরণ করিতে লাগিল ।

চন্দ্র আকাশে নির্দিষ্ট যোগ কালেতেই অতিচারবশতঃ বুধবর্ত্তী নক্ষত্রসকলের সহিত সংযুক্ত হইতে লাগিল । নৃপ জনমেজয় ! গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের সহিত আকাশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৮

ভগবান্ সূর্য্যদেব আকাশে বিবর্ণ ( শ্রীহীন ) হইয়া যাইলেন । ব্যোমমণ্ডলে কালবর্ণের এক বিশাল কবন্ধ দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৯

সূর্য্যদেব কালবর্ণের ভয়ঙ্কর ধূমবর্ত্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং আকাশে থাকিয়াই ভগবান্ সূর্য্য অধিক তপ্ত হইতে ও তাপদান করিতে লাগিলেন ॥ ১০

ধূমবর্ণবিশিষ্ট সাত ভয়ঙ্কর সূর্য্য আকাশে উদিত হইল এবং ব্যোমমণ্ডলে স্থিত সোমের শৃঙ্গের উপর সাত গ্রহ অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১১

সোমের বামভাগে শুক্র ও দক্ষিণ ভাগে বৃহস্পতি অবস্থান করিতে লাগিলেন । শনৈশ্চর এবং প্রাতঃকালের অরুণবর্ণবিশিষ্ট সূর্য্যের সমান কান্তিমান্ মঙ্গলও ক্রমশঃ বামভাগে এবং দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হইল ॥ ১২

প্রলয়কালের আবৃত্তিকারী ভয়ঙ্কর আকাশচারী গ্রহসকল

চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈস্ত তৈঃ সপ্তভিরাবৃতঃ
চরাচরবিনাশার্থং রোহিণীং নাভ্যনন্দত ॥ ১৪
গৃহীতো রাহুণা চন্দ্র উল্কাভিরভিহন্যতে।
উল্কাঃ প্রজ্বলিতাশ্চন্দ্রে প্রচেলুর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ১৫
দেবানামপি যো দেবঃ সোঽপ্যবর্ষত শোণিতম্।
অপতন্ গগনাদুল্কা বিদ্যুদ্রূপাঃ সনিঃস্বনাঃ ॥ ১৬
অকালে পাদপাঃ সর্ব্বে পুষ্পন্তি চ ফলন্তি চ।
লতাশ্চ সফলাঃ সর্ব্বা যাঃ প্রাহুর্দৈত্যনাশনম্ ॥ ১৭
ফলে ফলান্যজায়ন্ত পুষ্পে পুষ্পং তথৈব চ।
উন্মীলন্তি নিমীলন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ১৮
বিক্রোশন্তি চ গম্ভীরং ধূময়ন্তি জ্বলন্তি চ।
প্রতিমাঃ সর্ব্বদেবানাং কথয়ন্তি মহদ্ভয়ম্ ॥ ১৯
আরণ্যৈঃ সহ সংসৃষ্টা গ্রাম্যাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ
চক্রুর্ভৈরবং তত্র যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ২০
নদ্যশ্চ প্রতিলোমা হি বহন্তি কলুষোদকাঃ।
অপরাহ্ণগতে সূর্য্যে লোকানাং ক্ষয়কারকে ॥ ২১
ন প্রকাশন্তি চ দিশো রক্তরেণুসমাকুলাঃ।
বানস্পত্যা ন পূজ্যন্তে পূজনার্হাঃ কথঞ্চন ॥ ২২
বায়ুবেগেন কম্পন্তে ভিদ্যন্তে প্রপতন্তি চ।
তদা চ সর্ব্বভূতানাং ছায়া ন পরিবর্ত্ততে ॥ ২৩
অপরাহ্ণগতে সূর্য্যে লোকানাঞ্চ যুগক্ষয়ে।
তদা হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্যোপরি বেশ্মনঃ ॥ ২৪
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারে নিবিষ্টমভবন্মধু
তথৈব চায়ুধাগারে ধূমরাজিরদৃশ্যত ॥ ২৫
স চ দৃষ্ট্বা মহোৎপাতান্ হিরণ্যকশিপুস্তদা।
পুরোহিতং তদা শুক্রং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৬
কিমর্থং ভগবন্নেতে মহোৎপাতাঃ সমুত্থিতাঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২৭

মেরুপর্ব্বতের সুবর্ণনির্ম্মিত [illegible] শিখরসমূহের উপর একসঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিল। ১৩

নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্র সাত গ্রহের দ্বারা আবৃত হইয়া চরাচর প্রাণিগণের বিনাশের জন্য রোহিণীকে আর অভিনন্দন করিলেন না। ১৪

রাহুর দ্বারা গ্রস্ত হইয়া চন্দ্র উল্কাসমূহে আহত হইতে লাগিলেন। দেখিতে ভয়ঙ্কর জ্বলিত উল্কাসমূহ চন্দ্রমণ্ডলের দিকে যাইতে লাগিল। ১৫

যিনি দেবগণেরও দেবতা, সেই ইন্দ্র রক্ত বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। আকাশ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত বিদ্যুতের মত উল্কা পতিত হইতে লাগিল। ১৬

সমস্ত বৃক্ষই অসময়ে পুষ্প ও ফলশালী হইয়া উঠিল। সমস্ত লতাসমূহও ফলযুক্ত হইল, যাহারা দৈত্যগণের বিনাশের সূচনা করিতেছিল। ১৭

ফলে বহু ফল এবং পুষ্পে পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল। সমস্ত দেবতাগণের প্রতিমাসকল চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন করিতে লাগিলেন, হাস্য ও রোদন করিতে লাগিলেন, গভীর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, কখনও ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিলেন এবং কখনও জ্বলিত হইয়া উঠিলেন,—এইভাবে তাঁহারা প্রলয়ের সূচনা করিতেছিলেন। ১৮-১৯

গ্রামীণ পশু-পক্ষীরা বন্যপ্রাণী পশু-পক্ষিগণের সহিত সংসর্গ (মিলন) করিতে লাগিল। সেই যে প্রলয়ের সময় উপস্থিত হইলে পর সেই সব পশু-পক্ষীরা ভৈরবস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ২০

নদীসকল বিপরীত (উল্টা) দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের জল কলুষপূর্ণ (ঘোলাটে) হইয়া যাইল। সেই সময় লোকসমূহের বিনাশের সূচনা প্রদান করিতে করিতে সূর্য্যদেব অপরাহ্ণকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২১

দিকসমূহ রক্তবর্ণের ধূলিতে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। পূজনীয় বনস্পতিসকলকে (চৈত্যবৃক্ষসকলকে) কোনরূপেই কেহ পূজা করিতেছিল না। ২২

এই সব চৈত্যবৃক্ষ বায়ুর বেগে ছিন্ন-ভিন্ন ও কম্পিত হইতেছিল। সেই সময় সূর্য্যদেব অপরাহ্ণকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং লোকসকলের যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় সূর্য্যের প্রভা হীন হইয়া যাওয়ায় সমস্ত প্রাণিগণের ছায়া পড়িতেছিল না। ২৩

হিরণ্যকশিপুদৈত্যের প্রাসাদের উপর ও তাঁহার ভাণ্ডারগৃহ এবং অস্ত্রাগারে মধুমক্ষিকারা (মৌমাছিরা) মধুর চাক (মৌচাক) নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। ২৪

সেইভাবে তাঁহার অস্ত্রাগারে ধূমশ্রেণী উঠিতে দেখা যাইল। হিরণ্যকশিপু সেই সময় এই সব উৎপাত দেখিয়া নিজের পুরোহিত শুক্রাচার্য্যকে এই কথা বলিলেন। ২৫-২৬

ভগবন্! এই সব মহোৎপাত কিজন্য উত্থিত হইতেছে? আমি ইহার কারণ যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি এবং ইহার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ২৭

শুক্র উবাচ

শৃণু রাজন্ বহিতো বচনং মে মহাসুর
যথাবিহ দৃশ্যন্তে মহোৎপাতা মহাত্মনাঃ ॥ ২৮
যদৈতে সম্প্রদৃশ্যন্তে রাজ্যো রাষ্ট্রে মহাসুর
দেশো বা ম্রিয়তে তস্য রাজা বা বধমর্হতি ॥ ২৯
অতো বুদ্ধ্যা সমীক্ষস্ব যথা সর্বঃ প্রশাম্যতি।
ধ্রুবমেবং হি নচিরাদবিভূতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
এতাবদুক্ত্বা শুক্রস্তু হিরণ্যকশিপুং তদা
স্বস্ত্যস্তু তে দৈত্যেন্দ্র' জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥ ৩১
তস্মিন্ গতে স দৈত্যেন্দ্রো ধ্যাত্বান সুচিরং তদা
আসাদ্যস্তে মুনীনাং হ্রা ব্রহ্মবাক্যমনুস্মরন্ ॥ ৩২
অসুরাণাং বিনাশায় সুরাণাং বিজয়ায় চ।
দৃশ্যন্তে বিবিধোৎপাতা ঘোরা ঘোরনিদর্শনাঃ ॥ ৩৩
এতে চান্যে চ বহবো ঘোরা হ্যুৎপাতদর্শনাঃ।
দৈত্যেন্দ্রাণাং বিনাশায় দৃশ্যন্তে কালনির্মিতাঃ ॥ ৩৪
ততো হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যানামাতঃ সত্বরম্
অত্যাজবত বেগেন ধরণীমভ্যকম্পয়ন্ ॥ ৩৫
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো পদা সংস্পৃষ্টবান্মহীম্।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ ক্রোধাদ্ বরাহ ইব পূর্বজঃ ॥ ৩৬
মেদিন্যাং কম্পমানায়াং দৈত্যেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
মহীধরেভ্যো নাগেন্দ্রা নিপেতুর্ভয়বিক্লবাঃ ॥ ৩৭
বিষজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈ বিমুঞ্চন্তো হুতাশনম্।
চতুঃশীর্ষাঃ পঞ্চশীর্ষাঃ সপ্তশীর্ষাশ্চ পন্নগাঃ ॥ ৩৮
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ
এলাপত্রশ্চ কালীয়ো মহাপদ্মশ্চ বীর্যবান্।
সহস্রশীর্ষো নাগো হেমতালধ্বজঃ প্রভুঃ ॥ ৩৯
শেষোঽনন্তো মহীপালো দুষ্প্রকম্প্যঃ প্রকম্পিতঃ।
দীপ্তান্যন্তর্জলস্থানি পৃথিবীধরণানি চ ॥ ৪০

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—রাজন মহাসুর! তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর। মহাভয়ানক এই সব মহোৎপাত এখানে যে রূপ দেখা যাইতেছে, তাহা বলিতেছি। ২৮

মহাসুর! যে রাজার রাজ্যে এই সব উৎপাত দেখা যায়, সেই রাজার রাজ্য অবসন্ন হয় অথবা সেই রাজাই বধ্য হইয়া থাকে। ২৯

অতএব তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা উহা ভালভাবে বিচার কর, যাহাতে এই সব উৎপাত নষ্ট হইয়া যায়। অন্যথায় শীঘ্রই মহাভয় প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩০

সেই সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া শুক্রাচার্য্য 'তোমার কল্যাণ হউক' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ গৃহে চলিয়া যাইলেন। ৩১

তিনি চলিয়া যাইলে পর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বহুকাল ধরিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে মনে মনে অত্যন্ত খিন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। ৩২

অসুরগণের বিনাশ ও দেবতাদিগের বিজয়ের জন্য যে সব নানাপ্রকার উৎপাত দেখা যাইতেছিল, সেই সব উৎপাত ভয়ঙ্কর ও দেখিতেও ভয়ানক ছিল। ৩৩

এই সব উৎপাত এবং অন্যান্য অনেক বহু উৎপাত যাহারা সাক্ষাৎ কালেরই দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, দৈত্যরাজগণের বিনাশের জন্য দেখা যাইতে লাগিল। ৩৪

অনন্তর হিরণ্যকশিপু অতি সত্বর রূপে পদ দ্বারা পৃথিবীকে বারংবার কম্পিত করিতে করিতে তীব্র বেগে ধাবিত হইলেন। ৩৫

দৈত্য হিরণ্যকশিপু যে প্রকার: পূর্বের বরাহ ওষ্ঠকে দংশন পূর্ব্বক ক্রোধে আদি বরাহের ন্যায় নিজ পদে যখন পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেন, (তখন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিলেন)। ৩৬

সেই মহাত্মা দৈত্যরাজের দ্বারা যখন বারংবার পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিলেন, তখন ভয়ে ব্যাকুল বহু নাগরাজ পর্ব্বতসমূহ হইতে পতিত হইলেন। ৩৭

তাঁহারা বিষের জ্বালায় ব্যাকুল মুখসমূহ দিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের চার, অনেকের পাঁচ ও অনেকের সাতটি ফণা ছিল। ৩৮

বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এলাপত্র, কালিয়, পরাক্রমশালী মহাপদ্ম এবং সহস্র ফণাধারী, সুবর্ণময় তালধ্বজে সুশোভিত, সর্ব্বসমর্থ, পৃথিবীপালক ভগবান্ অনন্ত শেষ নাগও যাঁহাকে কম্পিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, তিনিও কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ৩৯

জলের মধ্যে অবস্থিত যে সব তেজস্বী দুর্গম (কিম্বা অদ্রি) ছিল, তাহাদিগকেও সেই সময় ক্রুদ্ধ দৈত্য হিরণ্যকশিপু সর্বদিকে কম্পিত করিলেন। ৪০

তথা ক্রুদ্ধেন দৈত্যেন কম্পিতানি সমন্ততঃ

পাতালতলচারিণো নাগতেজোধরাঃ শিবাঃ ॥ ৪১

আপশ্চ সহসা ক্রুদ্ধা দুষ্প্রকম্পারসাঃ ততাঃ

নদী ভাগীরথী চৈব সরযূঃ কৌশিকী তথা ॥ ৪২

যমুনা চৈব কাবেরী কৃষ্ণা বেণা তথৈব চ

সুবেণা চ মহাভাগা নদী গোদাবরী তথা ॥ ৪৩

চর্ম্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ তথা নদনদীপতিঃ

মেকলপ্রভবশ্চৈব শোণো মণিনিভোদকঃ ॥ ৪৪

সুস্রোতা নর্ম্মদা চৈব তথা বেত্রবতী নদী ।

গোমতী গোকুলাকীর্ণা তথা পূর্ণা সরস্বতী ॥ ৪৫

মহী কালমহী চৈব তমসা পুষ্পবাহিনী ।

সীতা চেক্ষুমতী চৈব দেবিকা চ মহানদী ॥ ৪৬

জম্বুদ্বীপং রত্নবন্তং সর্ব্বরত্নোপশোভিতম্ ।

সুবর্ণকূটকং চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্ ॥ ৪৭

মহানদশ্চ লৌহিত্যঃ শৈলকাননশোভিতঃ

পত্তনং কৌশিকারণ্যং দ্রবিড়ং রত্নাকরম্ ॥ ৪৮

মাগধাংশ্চ মহাগ্রামানঙ্গান্ বঙ্গাংস্তথৈব চ

সুহ্মান্মল্লান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্ ॥ ৪৯

ভুবনং বৈনতেয়স্য সুবর্ণস্য চ কম্পিতম্ ।

কৈলাসশিখরাকারং যৎকৃতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৫০

রক্ততোয়ো ভীমবেগো লৌহিত্যো নাম সাগরঃ ।

তথা পাণ্ডুরমেঘাভঃ ক্ষীরোদশ্চৈব সাগরঃ ॥ ৫১

উদয়শ্চৈব রাজেন্দ্র উচ্ছ্রিতঃ শতযোজনম্ ।

সুবর্ণবেদিকঃ শ্রীমান্নাগপক্ষিনিষেবিতঃ ॥ ৫২

ভ্রাজমানোঽর্কসদৃশৈর্জাতরূপময়ৈর্দ্রুমৈঃ ।

শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ॥ ৫৩

অয়োমুখশ্চ বিপুলঃ সর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ

তমালবনগন্ধশ্চ পর্ব্বতো মলয়ঃ শুভঃ ॥ ৫৪

সুরাষ্ট্রাশ্চ সুবাহ্লীকাঃ শূরাভীরাস্তথৈব চ ।

ভোজাঃ পাণ্ড্যাশ্চ বঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ৫৫

তথৈবোড্রাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বামচূড়াঃ সকেরলাঃ

ক্ষোভিতাস্তেন দৈত্যেন সদেবাঃ সাপ্সরোগণাঃ ॥ ৫৬

---

পাতালতলে বিচরণকারী, নাগগণের তেজকে ধারণকারী এবং কল্যাণকর সুন্দর সুধাময় জল, যাহাকে কম্পিত করা কঠিন, সেই জলও সহসা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪১

ভাগীরথী নদী, সরযূ, কৌশিকী (কোশী), যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণা, বেণা, মহাভাগা, সুবেণা গোদাবরী নদী, চর্ম্মণ্বতী, সিন্ধু, নদ-নদীপতি সমুদ্র, মেকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ও মণিসদৃশ স্বচ্ছ জলপূর্ণ শোণনদ, সুন্দর স্রোতোযুক্তা নর্ম্মদা নদী, গোসমূহে ব্যাপ্ত গোমতী নদী, বেত্রবতী নদী, জলপূর্ণ জলযুক্তা সরস্বতী নদী, মহী কালমহী, পবিত্র জলবাহিনী তমসা, সীতা, ইক্ষুমতী, দেবিকা এবং মহানদী—এই সবকেও সেই দৈত্য হিরণ্যকশিপু বিক্ষুব্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৪২-৪৬

সর্ব্বপ্রকার রত্নে সুশোভিত রত্নবান্ জম্বুদ্বীপকে এবং স্বর্ণের খনিযুক্ত স্বর্ণকূটক দেশকেও হিরণ্যকশিপু কম্পিত করিলেন ॥ ৪৭

পর্ব্বত ও কাননসমূহে সুশোভিত লৌহিত্য নামক মহানদ, কৌশিকারণ্য নামক পত্তন (নগর বা গ্রাম), রত্নখনিযুক্ত দ্রবিড় দেশ, বড় বড় গ্রামে পূর্ণ মগধ দেশ, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, মল্ল, বিদেহ, মালব, কাশী ও কোশল দেশকে এবং যাহাকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও যাহা কৈলাস পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় সুশোভিত ছিল, গরুড়ের সেই সুবর্ণনির্ম্মিত ভবনকেও দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কম্পিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮-৫০

যাহার জল রক্তবর্ণ ও বেগ ভয়ঙ্কর ছিল, সেই লৌহিত্য-নামক সাগরকে এবং শ্বেতবর্ণের মেঘতুল্য সুন্দর ও স্বচ্ছ ক্ষীর সাগরকেও তিনি বিচলিত করিলেন ॥ ৫১

রাজেন্দ্র! উদয়গিরি শত যোজন উচ্চ ও সুবর্ণনির্ম্মিত বেদিসমূহে ভূষিত ছিল, এই শোভাশালী পর্ব্বত নাগগণ এবং পক্ষিগণের দ্বারা সেবিত। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী স্বর্ণময় বৃক্ষ শাল, তাল ও তমালাদি সদা পুষ্পভারে অবনত ছিল, ইহারা সেই উদয়গিরির শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। কর্ণিকাসমূহ সেই পর্ব্বতের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। এরূপ উদয়গিরিকেও দৈত্যরাজ কম্পিত করিয়া দিলেন ) ॥ ৫২-৫৩

সর্ব্বদিকে ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত বিশাল অয়োমুখ পর্ব্বত এবং তমাল বন ও চন্দনের সুগন্ধে পরিপূর্ণ সুন্দর মলয়গিরিও সেই সময় বিচলিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৪

সুরাষ্ট্র, সুবাহ্লীক, শূর, আভীর, ভোজ, পাণ্ড্য, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, ওড্র পৌণ্ড্র, বামচূড় ও কেরলনামক দেশসমূহকে এবং সেখানের দেবগণ ও অপ্সরাদিগকেও দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন ॥ ৫৫-৫৬

অগস্তিভুবনং চৈব যদগম্যং পুরা কৃতম্
সিদ্ধচারণসঙ্ঘৈশ্চ সেবিতং সুমনোহরম্ ॥ ৫৭
বিচিত্রনাগবিহগং সুপুষ্পিতলতাদ্রুমম্ ।
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈরপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ৫৮
গিরিঃ পুষ্পিতকশ্চৈব লক্ষ্মীবান্ প্রিয়দর্শনঃ ।
উত্থিতঃ সাগরং ভিত্বা বয়স্যশ্চন্দ্রসূর্যয়োঃ ॥ ৫৯
যত্রাক্ষ সুমহাশৃঙ্গৈর্গগনং বিলিখন্নিব ।
সূর্যাচন্দ্রমসাং তুঙ্গসঙ্কাশৈঃ সাগরাম্বুসমাবৃতঃ ॥ ৬০
বিদ্যুত্বান্ পর্বতঃ শ্রীমানায়তঃ শতযোজনম্ ।
বিদ্যুতাং যত্র সম্পাতা নিপাত্যন্তে নগোত্তমে ॥ ৬১
ঋষভঃ পর্বতশ্চৈব শ্রীমানৃষভসংস্থিতঃ ।
কুঞ্জরঃ পর্বতশ্চৈব যত্র গস্ত্যগৃহং মহৎ ॥ ৬২
বিশাখরথ্যা দুর্ধর্ষা সর্পাণামালয়া পুরী ।
তথা ভোগবতী চাপি দৈত্যাস্ত্রেণাভিকল্পিতা ॥ ৬৩
মহামেঘগিরিশ্চৈব পারিযাত্রশ্চ পর্বতঃ ।
চক্রবাংশ্চ গিরিঃ শ্রেষ্ঠো বারাহশ্চৈব পর্বতঃ ॥ ৬৪
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং চৈব জাতরূপময়ং শুভম্ ।
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥ ৬৫
মেঘশ্চ পর্বতশ্রেষ্ঠো মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ ।
ষষ্টিং তত্র সহস্রাণি পর্বতানাং বিশাম্পতে ॥ ৬৬
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো মহেন্দ্রশ্চ মহাগিরিঃ ।
দেবাবাসঃ শুভঃ পুণ্যো গিরিরাজো দিবং গতঃ ॥ ৬৭
হেমশৃঙ্গো মহাশৈলস্তথা মেঘসখো গিরিঃ
কৈলাসশ্চাপি দুর্ধর্ষো দানবেন্দ্রেণ কল্পিতঃ ॥ ৬৮
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বৈর্নিত্যং সেবিতকন্দরঃ
শ্রীমান্মনোহরশ্চৈব নিত্যং পুষ্পিতপাদপঃ ॥ ৬৯
হেমপুষ্করসঞ্ছন্নং তেন বৈখানসং সরঃ
কল্পিতং মানসং চৈব রাজহংসনিষেবিতম্ ॥ ৭০
বিশৃঙ্গঃ পর্বতশ্চৈব কুমারী চ সরিদ্বরা
তুষারচয়সঙ্কাশো মন্দরশ্চৈব পর্বতঃ ॥ ৭১

সিদ্ধ ও চারণগণের সমূহ দ্বারা সেবিত মহর্ষি অগস্ত্যের নিবাসভূত 'অগস্তিভুবন' নামক পর্বত পূর্বকালে অন্যের অগম্য করিয়া নির্মিত হইয়াছিল এবং অতিশয় মনোহর ছিল। এখানের নাগ ও পক্ষীরা বিচিত্র ছিল। লতা ও বৃক্ষসকল পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। ইহা স্বর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ও অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত ছিল। এই পর্বতকেও হিরণ্যকশিপু বিকল্পিত করিলেন ॥ ৫৭-৫৮

পুষ্পিতকনামক পর্বত উত্তম শোভাসম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন ছিল। এই পর্বত সমুদ্রকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে এবং নিজের শিখরের উপর চন্দ্র ও সূর্যকে বিশ্রাম দান করে বলিয়া ইহাদের উভয়ের প্রিয় সখা। সূর্য ও চন্দ্রের কিরণসমূহে উদ্ভাসিত নিজের বড় বড় শিখরের দ্বারা এই পর্বত আকাশে যেন রেখা অঙ্কিত করিয়া সুশোভিত হইতেছে। ইহার নিম্নভাগ সর্বদিকেই সমুদ্রের জলে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। (এই পর্বতও হিরণ্যকশিপুর দ্বারা কল্পিত হইয়া উঠিল)। ॥ ৫৯-৬০

শোভাশালী বিদ্যুত্বান্‌নামক পর্বত শত যোজন লম্বা। এই শ্রেষ্ঠ পর্বতের উপর সদা বিদ্যুৎপাত হইতে থাকে। উচ্চ বাতীত বৃষভাকারে স্থিত ঋষভ পর্বত, যেখানে অগস্ত্যমুনির বিশাল ভবন আছে, সেই কুঞ্জর পর্বত, সর্পগণের নিবাস স্থান দুর্ধর্ষ বিশাখরথ্যা নামী পুরী ও ভোগবতী পুরীকেও দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কল্পিত করিয়া দিলেন ॥ ৬১-৬৩

মহামেঘগিরি, পারিযাত্র পর্বত, শ্রেষ্ঠ চক্রবান গিরি, বারাহ পর্বত, যাহাতে নরকনামক দুষ্টাত্মা দানব বাস করে, সেই স্বর্ণময় সুন্দর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নগর এবং মেঘের গম্ভীর গর্জনযুক্ত পর্বতশ্রেষ্ঠ মেঘ, যে পর্বতে ষাট হাজার অন্য পর্বতের নিবাস, এই মেঘপর্বতকেও দৈত্যরাজ কল্পিত করিলেন ॥ ৬৪-৬৬

যাহা দেবগণের সুন্দর নিবাসস্থান, বালসূর্যসদৃশ অরুণ-কান্তিতে প্রকাশিত সেই মহাগিরি, গিরিরাজ ও পবিত্র মহেন্দ্র স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাকেও হিরণ্যকশিপু বিচলিত করিলেন ॥ ৬৭

মহাশৈল হেমশৃঙ্গ, মেঘসখনামক পর্বত ও যাহাকে কম্পিত করা কঠিন, সেই কৈলাস পর্বতকেও দানবরাজ কম্পিত করিলেন ॥ ৬৮

এই কৈলাস পর্বতের কন্দরসমূহকে সদা যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ সতত সেবা করেন। ইহার বৃক্ষসকল সদা পুষ্পপরিপূর্ণ থাকে এবং এই পর্বত সুন্দর শোভাসম্পন্ন ও মনোহর ॥ ৬৯

স্বর্ণময় পদ্মসমূহে আচ্ছাদিত বৈখানস সরোবর এবং রাজহংসগণের দ্বারা সেবিত মানস সরোবরকেও হিরণ্যকশিপু কম্পিত করিয়া দিলেন ॥ ৭০

বিশৃঙ্গ পর্বত, নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুমারী নদী, তুষাররাশিসদৃশ শ্বেতবর্ণ মন্দরনামক পর্বত, শিখর ও

উশীরবীজশ্চ গিরী রুদ্রোপনবতনাভিস্তথা
প্রজাপতেশ্চ গিরস্তথা পুষ্করপর্বতঃ ॥ ৭১
দেবাবৃৎ পর্বতশ্চৈব তথা বৈ বালুকো গিরিঃ
ক্রৌঞ্চঃ সপ্তর্ষিশৈলশ্চ ধূম্রবর্ণশ্চ পর্বতঃ ॥ ৭৩
এতে চান্যে চ গিরয়ো দেশা জনপদাস্তথা
নদ্যশ্চ সাগরাশ্চৈব দানবেন্দ্রেণ কম্পিতাঃ ॥ ৭৪

কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ।
খেচরাশ্চ নিশাপুত্রাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ৭৫
গণাস্তথাপরে রৌদ্রা মেঘনাদাঙ্কুশায়ুধাঃ ।
ঊর্দ্ধগো ভীমবেগশ্চ সর্ব্বে এবাতিকম্পিতাঃ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

রুদ্রোপম এবং প্রজাপতি প্রভৃতি গিরিসকল পুষ্কর পর্বত—এই সকলকেও দৈত্যরাজ কম্পিত করিলেন। ৭১-৭২

দেবাবৃৎ পর্বত, বালুকগিরি, ক্রৌঞ্চগিরি, সপ্তর্ষিশৈল এবং ধূম্রবর্ণ পর্বত—এই সব এবং আরও যে সব পর্বত, দেশ, জনপদ, নদী ও সমুদ্র ছিল, সেই সমস্তই দানবরাজ হিরণ্যকশিপু কম্পিত করিলেন। ৭৩-৭৪

কেবল ইহাই নহে, আকাশে বিচরণ করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন পাতালনিবাসী যে সব নিশাচরপুত্র ছিল, সেই মহীপুত্র কপিল, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন ও অন্য রুদ্র অসুরগণ—মেঘনাদ, অঙ্কুশায়ুধ, ঊর্দ্ধগ এবং ভীমবেগাদি—ইহারা সকলেই তখন কম্পিত হইয়া উঠিল। ৭৫-৭৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ দেবানামনুরোধেন ভগবতা নরসিংহেন হিরণ্যকশিপোর্বধঃ, দেবৈর্ব্রহ্মণা চ তস্য স্তুতিশ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততাদিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতস্তথা
কৃত্বা দেবা মহাত্মানো বসবশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১
আগম্য তে মৃগেন্দ্রস্য সকাশং পূর্ণবর্চসঃ
ঊচুঃ সন্তপ্তমনসো দেবা লোককরাঞ্জিতাঃ ॥ ২
জহি দেব দিতেঃ পুত্রং দানবং লোকনাশনম্ ।
দুর্জ্জয়মনাচারং সহ সর্ব্বৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৩
ত্বং হেতুস্ত্বং জগতো দৈত্যানাং দৈত্যনাশন ।
ত্রাণায় হিতার্থায় লোকানাং স্বস্তি বৈ কুরু ॥ ৪
ত্বং গুরুঃ সর্ব্বলোকানাং ত্বমিন্দ্রস্ত্বং পিতামহঃ ।
ত্বত্তঃ পরতরঃ কশ্চিন্ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৫
শ্রুত্বা বচনং দেবো দেবানামমিতদ্যুতিঃ
ননাদ সুমহানাদমতিগম্ভীরনিঃস্বনম্ ॥ ৬
পাতিতাশ্চাসুরেন্দ্রাণাং মৃগেন্দ্রেণ মহাত্মনা ।
সিংহনাদেন মহতা হৃদয়ানি মনাংসি চ ॥ ৭
গণঃ ক্রোধবশো নাম কালকেয়স্তথা পরঃ ।
কেয়শ্চ বৈমলেয়শ্চ সৌহিকেয়শ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৮

### সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ দেবগণের অনুরোধে ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপু বধ এবং দেবগণ ও ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহার স্তুতি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! লোকসংহারের আশঙ্কায় পীড়িত ও ভয়ভীতচিত্ত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দেবতাগণ—আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বদেব ও মরুদ্গণ, মহাত্মা রুদ্রগণ এবং মহাবল বসুগণ সেখানে ভগবান্ নরসিংহের নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন। ১-২

দেব! আপনি সম্পূর্ণ জগতের বিনাশকারী, দুর্দ্ধর্ষ ও দুরাচার দানব দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুকে সমস্ত মহাসুরগণের সহিত বিনাশ করুন। ৩

দৈত্যনাশন! আপনিই এই দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, অন্য কেহ নহে। অতএব আপনি লোকসকলের হিতের জন্য এই দৈত্যগণের নাশ ও সকল লোকের কল্যাণ করুন। ৪

আপনিই সমস্ত লোকসকলের গুরু, আপনি ইন্দ্র ও আপনি পিতামহ, আপনি ব্যতীত অন্য আর কেহ না এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হইয়াছে এবং না ভবিষ্যতে হইবে। ৫

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের অমিততেজা ভগবান্ নরসিংহ অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে প্রচণ্ড সিংহনাদ করিলেন। ৬

এই মহাত্মা মৃগেন্দ্র নিজের মহাসিংহনাদে সমস্ত অসুরেন্দ্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং মনে ক্ষোভ উৎপন্ন করিলেন। ৭

দৈত্যদিগের ক্রোধবশনামক গণ, অন্য কালকেয়নামক গণ,

সংহ্রাদীয়ো মহানাদো মহাবেগস্তথা পরঃ
কপিলশ্চ মহীপুত্রো বাষ্কলঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৯
যে চান্যে দিতিপুত্রাঃ পাতালতলচারিণঃ ।
গগনাবাপগো রৌদ্রো মেঘনাদোঽম্বুশাবুকঃ ॥ ১০
ঊর্দ্ধগো ভীমবেগশ্চ ভীমকর্ম্মার্কলোচনঃ ।
বহ্নী শূলী করালশ্চ হিরণ্যকশিপুস্ততঃ ॥ ১১
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূত ইতি বেগবান্ ।
জীমূতঘনসন্নাদো জীমূতসদৃশদ্যুতিঃ ॥১২
দেবারিদিতিজো দৃপ্তো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৩
সমুৎপত্য ততস্তীক্ষ্ণৈর্মৃগেন্দ্রেণ মহানখৈঃ
তদোঙ্কারসহায়েন বিদার্য্য নিহতো যুধি ॥ ১৪
মহী চ লোকশ্চ শশী নভশ্চ
　　গ্রহাশ্চ সূর্য্যাশ্চ দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ।
নদ্যশ্চ শৈলাশ্চ মহার্ণবাশ্চ
　　গতাঃ প্রকাশং দিতিপুত্রনাশাৎ ॥ ১৫
ততঃ প্রমুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ
তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরাদিদেবং সনাতনম্ ॥ ১৬

দেবা ঊচুঃ

যত্ত্বয়া বিহিতং দেব নারসিংহমিদং বপুঃ ।
এতদেবার্চ্চয়িষ্যন্তি পরাবরবিদো জনাঃ ॥ ১৭
মৃগেন্দ্রশ্চৈব লোকেষু সর্ব্বসত্ত্বেষু বা বিভো ।
গাস্যন্তি ত্বাং মুনয়ো মৃগেন্দ্র ইতি নিত্যশঃ ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ স্বকং স্থানং প্রতিপন্নাঃ স্ম বৈ বিভো ॥১৮
এবমুক্তো দেবসঙ্ঘৈর্নরসিংহো মহামনাঃ ।
ব্রহ্মা চ পরমপ্রীতো বিষ্ণোঃ স্তোত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ

ভবানক্ষরমব্যক্তমচিন্ত্যং গুহ্যমুত্তমম্
কূটস্থমকৃতং কর্তৃ সনাতনমনাময়ম্ ॥ ২০
সাংখ্যযোগে চ যা বুদ্ধিস্তত্ত্বার্থপরিনিষ্ঠিতা
তাং ভবান্ দেব বিশ্বাত্মা পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ॥ ২১
ত্বং ব্যক্তশ্চ তথাব্যক্তস্ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ।
ভবন্মাত্রং বদং দেব ভবানাত্মা সনাতন প্রভুঃ ॥ ২২

---

দেব, দৈত্যদের, পরাক্রমশালী সৈংহিকেয় ( সিংহিকাপুত্র রাহু ), সংহ্রাদীয়, মহানাদ, মহাবেগ, মহীপুত্র কপিল, বাষ্কল, ক্ষিতিকম্পনাদি আকাশ ও পাতালে বিচরণকারী দিতিতনয়গণ এবং অন্য ভয়ঙ্কর দৈত্যগণ—মেঘনাদ, অম্বুশাবুক, ঊর্দ্ধগ, ভীমবেগ, ভীমকর্মা, অর্কলোচন, বহ্নী, শূলী ও করাল—ইঁহাদের সকলের সহিত মেঘতুল্য রূপবান্, মেঘতুল্য বেগবান্, মেঘের সমান গর্জনকারী এবং মেঘেরই সদৃশ কান্তিমান্ মহাভিমানী দেবদ্রোহী দৈত্য হিরণ্যকশিপু ভগবান্ নরসিংহের উপর আক্রমণ করিলেন । ৮-১৩

তখন মৃগেন্দ্ররূপে ওঁকারসহিত ভগবান্ নরসিংহ উঠিয়া গিয়া নিজের তীক্ষ্ণ ও বড় বড় নখসমূহের দ্বারা সেই অসুর হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত তাহাকে বধ করিলেন । ১৪

সেই দৈত্যের বিনাশে পৃথিবী, লোক, চন্দ্র, আকাশ, গ্রহ, সূর্য্য, সমস্ত দিক্, নদী, পর্ব্বত ও মহাসাগর—এই সবই প্রকাশিত ( উদ্ভাসিত ) হইয়া উঠিল । ১৫

তখন অত্যন্ত আনন্দিত দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ নানা প্রকার স্তোত্রের দ্বারা সনাতন আদিদেব ভগবান্ নরসিংহের স্তুতি করিতে লাগিলেন । ১৬

দেবগণ বলিলেন,—দেব ! আপনি যে এই নরসিংহ-রূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনার এই রূপের কার্য্য ও কারণ অথবা ভূত ও বর্ত্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ আরাধনা করিবেন । ১৭

প্রভো ! সমস্ত লোকসমূহে অথবা সমস্ত প্রাণিবর্গের মধ্যে আপনার এই মৃগেন্দ্র রূপ বিখ্যাত হইবে। মুনিগণও সদা 'মৃগেন্দ্র' বলিয়া আপনার গুণগান করিবেন। প্রভো ! আপনার কৃপায় আমরা সকলে নিজেদের অপহৃত স্থান পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম । ১৮

দেবসমূহের এই কথা বলিলে পর মহামনস্বী নরসিংহ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাহার পর ব্রহ্মাও অতিশয় হর্ষের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি করিলেন । ১৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবন্ ! আপনি অবিনাশী, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, গোপনীয় পরম তত্ত্ব ও কূটস্থ। আপনার কেহ কর্তা নাই। আপনি স্বয়ংই সকলের কর্তা। আপনিই রোগ-শোক-রহিত সনাতন ব্রহ্ম । ২০

সাংখ্যযোগে যে তত্ত্বার্থনিষ্ঠ বুদ্ধি, তাহাকে আপনি জানেন। আপনি আত্মরূপ অন্তর্য্যামী সনাতন এবং ধ্রুব পরমাত্মা । ২১

আপনিই ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত কারণ। আপনার স্বরূপ হইতেই এই সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। দেব ! আমরা

চতুর্বিভক্তমূর্তিস্ত্বং সর্বলোকবিভুর্গুরুঃ
চতুর্মুখসহস্রেণ সর্বলোকান্তকান্তকঃ ॥ ২৩
প্রতিষ্ঠা সর্বভূতানামনন্তবলপৌরুষঃ।
কপিলপ্রভৃতীনাঞ্চ যতীনাং পরমা গতিঃ ॥ ২৪
অনাদিমধ্যনিধনঃ সর্বাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
স্রষ্টা ত্বং ত্বঞ্চ সংহর্তা ত্বমেকো লোকভাবনঃ ॥ ২৫
ত্বমান্ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ মহেন্দ্রো বরুণো যমঃ।
ত্বমান্ কর্তা বিকর্তা চ লোকানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৬
পরাঞ্চ সিদ্ধিং পরমঞ্চ দেবং
পরঞ্চ মন্ত্রং পরমং মনশ্চ।
পরঞ্চ ধর্মং পরমং যশশ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৭
পরঞ্চ সত্যং পরমং হবিশ্চ
পরং পবিত্রং পরমঞ্চ মার্গম্।
পরঞ্চ হোত্রং পরমঞ্চ যজ্ঞং
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৮
পরং শরীরং পরমঞ্চ ধাম
পরঞ্চ যোগং পরমঞ্চ বাণীম্।
পরং রহস্যং পরমাং গতিঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৯
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ যৎ পরং
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ দেবম্।
পরং পরস্যাপি পরং প্রভুঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩০
পরং পরস্যাপি পরং প্রধানং
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ তত্ত্বম্
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ ধাতা
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩১
পরং পরস্যাপি পরং রহস্যং
পরং পরস্যাপি পরং পরং যৎ।
পরং পরস্যাপি পরং তপো যৎ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩২
পরং পরস্যাপি পরং পরায়ণং
পরঞ্চ শুদ্ধঞ্চ পরঞ্চ ধাম
পরঞ্চ যোগং পরমং প্রভুঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩৩

---

আপনারই স্বরূপ। আপনিই আমাদের সকলের আত্মা এবং আপনিই আমাদের সকলের প্রভু। ২২

আপনার মূর্তি বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়—এই চার ভেদে বিভক্ত। আপনি সমস্ত জগতে ব্যাপক ও সকলের গুরু। এক সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে পর আপনিই সমস্ত লোক-সকলের অন্তকারী অন্তকারী কাল হইয়া যান। ২৩

আপনিই সমস্ত ভূতগণের প্রতিষ্ঠা (আধার)। আপনার বল ও পৌরুষ অনন্ত। কপিলাদি যতিগণের (সাংখ্য যোগিগণের) পরম গতি আপনিই। ২৪

আপনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত সর্বাত্মা পুরুষোত্তম। একমাত্র আপনিই সৃষ্টি, সংহার এবং জগতের পালনকারী। ২৫

আপনিই ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্র, বরুণ ও যম। আপনিই কর্তা ও বিকর্তা (সংহর্তা)। সমস্ত লোকসকলের প্রভুও আপনিই। ২৬

বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই পরম সিদ্ধি, পরম দেবতা, পরম মন্ত্র, পরম মন, পরম ধর্ম, পরম যশ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ২৭

জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই পরম সত্য, উৎকৃষ্ট হবিঃ, পরম পবিত্র সর্বোত্তম মার্গ (অথবা পথ), উত্তম অগ্নিহোত্র, পরম যজ্ঞ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ২৮

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন—আপনিই উত্তম শরীর, পরম ধাম, পরম যোগ, সর্বোত্তম বাণী, পরম রহস্য, পরম গতি ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ। ২৯

পর হইতেও পর যে পরাৎপর তত্ত্ব, পর হইতেও যে পরম দেবতা এবং পর হইতেও যে পরম প্রভু, তাহা আপনিই। জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলেন। ৩০

পর হইতেও পর যে পরম প্রধান, পর হইতেও পর যে পরম তত্ত্ব এবং পর হইতেও পর যে পরম ধাতা, তাহা আপনিই। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩১

পর হইতেও পর যে পরম রহস্য, পর হইতেও পর যে পরাৎপর তত্ত্ব এবং পর হইতেও পর যে পরম তপ, তাহা আপনিই। আপনাকেই ঋষি-মুনিগণ শ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। ৩২

পর হইতেও পর যে পরম পরায়ণ (উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থান), তাহা আপনিই। জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই পরম শুদ্ধ,

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহঃ
স্তুত্বা নারায়ণং দেবং ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
ততো নদৎসু তূর্য্যেষু নৃত্যন্তীষ্বপ্সরঃসু চ ।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং জগাম প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৫
নারসিংহীং তনুং ত্যক্ত্বা স্থাপয়িত্বা চ তদ্বপুঃ ।
পৌরাণং রূপমাস্থায় প্রযযৌ স গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬
অষ্টচক্রেণ যানেন ভূতিযুক্তেন শোভিনা ।
অব্যক্তপ্রকৃতির্দেবঃ স্বস্থানমগমৎ প্রভুঃ ॥ ৩৭
এবং মহাত্মনা তেন নৃসিংহবপুষা তথা ।
দেবেন নিহতঃ পূর্ব্বং হিরণ্যকশিপুস্তু সঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহপ্রাদুর্ভাবে হিরণ্যকশিপুবধকথনে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

পরম ধাম, পরম যোগ, পরম প্রভু এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ বলিয়া ও নারায়ণদেবের স্তুতি করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৪

অনন্তর যখন বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন সকলের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে চলিয়া যাইলেন। ৩৫

নরসিংহ-রূপ ত্যাগ করত তাঁহার প্রতিমা স্থাপিত করিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ পুরাণপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ-রূপ অবলম্বন করত নিজ ধামে গমন করিলেন। ৩৬

সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ শ্রীহরি অব্যক্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট। তিনি সম্পদ্বিশিষ্ট অথবা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অষ্ট চক্রসংযুক্ত ও শোভাশালী যানের দ্বারা নিজের স্থানে গমন করিলেন। ৩৭

এইরূপে সেই সময় নরসিংহরূপধারী সেই পরমাত্মা ভগবান বিষ্ণু পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে হিরণ্যকশিপুর বধবর্ণনবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ বামনাবতারসংক্ষেপোপক্রমঃ, বলেরভিষেকঃ, ত্রৈলোক্যজয়ায় বলিং প্রতি দৈত্যানামনুরোধশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নৃসিংহ এষ কথিতো ভূয়োঽয়ং বামনোঽপরঃ ।
যত্র বামনমাস্থায় রূপং রূপবিদাং বরঃ ॥ ১
বলের্ব্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা
বিক্রমৈস্ত্রিভিরাক্রম্য ত্রৈলোক্যমখিলং হৃতম্ ॥ ২
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী নানানগবিভূষিতা
হৃত্বা দত্তা সুরেন্দ্রায় শক্রায় প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩

জনমেজয় উবাচ ।

অত্র মে সংশয়ো ব্রহ্মংস্তত্র কৌতূহলং মহৎ ।
কথং নারায়ণো দেবো বামনত্বমুপাগতঃ ॥ ৪
যঃ পুরাণে পুরাণাত্মা ভূত্বা নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
পদ্মনাভো মহাবাহুর্লোকানাং প্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥ ৫

### অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

( বামনাবতারের উপক্রম, বলির অভিষেক এবং ত্রৈলোক্যবিজয়ের জন্য বলির প্রতি দৈত্যগণের অনুরোধ। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই নৃসিংহাবতারের কথা তোমাকে বলিলাম। এখন অন্য বামনাবতারের কথা বর্ণনা করিব। এই অবতারে রূপবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীহরি বামন রূপ ধারণ করত দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন। ১

পুরাকালে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণু ( বামন-রূপ ধারণ করত ) বলবান্ বলির যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নিজের তিন পদের বিক্রমের ( যথাযথ পদের পরিমাণ অনুসারে মাপ করত স্থাপনের ) দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। ২

প্রভাবশালী শ্রীহরি নানাপ্রকার পর্ব্বতসমূহে বিভূষিত ও সমুদ্ররূপী বস্ত্রে আচ্ছাদিত পৃথিবীকে বলির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এবিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ হইতেছে, সেরূপ অত্যন্ত কৌতূহলও হইতেছে। ভগবান্ নারায়ণদেব কেন বামন-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন? ৪

যাঁহাকে পুরাণে পুরাণাত্মা ( পুরাতন পুরুষ ও অন্তর্যামী

অনাদিমধ্যনিধনস্ত্রৈলোক্যাদিঃ সনাতনঃ
দেবদেবঃ পুরাণাক্ষঃ কৃষ্ণো লোকনমস্কৃতঃ ॥ ৬

যোগধ্যেয়ঃ শ্রীমান্ হব্যকব্যভুগব্যয়ঃ
অদিত্যা দেবমাতুশ্চ কথং গর্ভেঽভবৎ প্রভুঃ।
স্রষ্টা যো বামনস্থাপি স কথং বামনাত্মকঃ ॥ ৭

প্রসূতো দেবদেবেভ্যো বিষ্ণুঃ প্রাগুবান্ কথম্।
এতদাচক্ষ মে বিপ্র প্র ছুর্ত বং মহাত্মনঃ ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যাং মহর্ষিভির্দ্বিজপুঙ্গবৈঃ।
পুরাণৈঃ কবিভিঃ প্রোক্তাং ব্রহ্মোক্তাং ব্রাহ্মণৈর্বিতাম্ ॥ ৯

মরীচেস্তু সুরেশস্য কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ
অদিতির্দিতিশ্চ ভার্য্যে দ্বে বিখ্যাতে ভবতঃ শুভে ॥ ১০

অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাঃ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা ॥ ১১

ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যো দশমস্তথা।
ততস্ত্বষ্টা তথা বিষ্ণুর্দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ১২

দিত্যাং জাতো হি বলবান্ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।
তস্যানুজশ্চ দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ ঘোরপরাক্রমাঃ।
প্রহ্লাদশ্চৈব সংহ্লাদস্তথানুহ্লাদ এব চ।
হ্লদশ্চৈব তু বিক্রান্তঃ পঞ্চমোঽনুহ্লদস্তথা ॥ ১৪

বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদিস্তস্য পুত্রো বলিঃ স্মৃতঃ।
পুত্র-পৌত্রক বলবান্ বহুধা বিক্রমোঽব্যয়ম্ ॥ ১৫

তেজস্বিনাং সুরারীণাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মনস্বিনাম্
গণাঃ সুবহবো রাজন্ দেশে দেশে সংস্থিতাঃ ॥ ১৬

তে দৃষ্ট্বা নারসিংহেন হিরণ্যকশিপুং হতম্
দৈত্যা দেববধার্থায় বলিমিন্দ্রং প্রচক্রিরে ॥ ১৭

দৃষ্ট্বা ধর্মপরং নিত্যং সত্যবাক্যং জিতেন্দ্রিয়ম্।
শৌর্য্যাধ্যয়নসম্পন্নং সর্ব্বজ্ঞানবিশারদম্ ॥ ১৮

---

আত্মা) যাঁহা হইতে, যিনি সর্বব্যাপী হইয়াও একার্ণবের জলে নারায়ণরূপে শয়ন করেন, যাঁহার নাভি হইতে ব্রহ্মাণ্ড-কমল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি সকল লোকসকলের প্রকৃতি (উপাদান কারণ), যিনি ধ্রুব (নিত্য), যিনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, যিনি ত্রিলোকের আদি কারণ, সনাতন, দেবাদিদেব, পুরাণাক্ষ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, বিশ্বনিয়ন্তা এবং ও কল্যাণকারী, শ্রীসম্পন্ন, যজ্ঞ ও প্রাণের ভোক্তা এবং অবিনাশী পরমাত্মা, সেই সর্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু দেবমাতা অদিতির গর্ভে কেন আসিলেন? যিনি ইন্দ্রের স্রষ্টা, তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেন হইলেন? যদি সেই দেবদেবেশ্বর অদিতির গর্ভ হইতে উৎপন্নই হইয়া থাকেন, তবে সেই বামনদেবের বিষ্ণুত্ব (ব্যাপকত্ব) কিভাবে প্রাপ্ত হইল? আমার এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে করিতে আপনি পরমাত্মা নারায়ণদেবের বামনাবতারের কথা আমাকে বলুন। ৫-৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই দিব্য কথা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের দ্বারা পূজিত, পুরাণসকল ও ত্রিকালদর্শী বিদ্বান্গণের দ্বারা বর্ণিত, বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কথিত। তুমি ইহা (সাবধানে) শ্রবণ কর। ৯

জনমেজয়! মরীচিপুত্র দেবেশ্বর প্রজাপতি কশ্যপের ভার্য্যাগণের মধ্যে দুই জন প্রধান ছিলেন—অদিতি ও দিতি। তাঁহারা উভয়ে সর্বোৎকৃষ্টা ভগিনী ছিলেন। ১০

মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্ পূষা, দশমে পর্জন্য, একাদশে ত্বষ্টা ও দ্বাদশে বিষ্ণু বলিয়া কথিত হন। ১১-১২

(কশ্যপের ঔরসে) দিতির গর্ভ হইতে বলবান্ ও সামর্থ্যশালী হিরণ্যকশিপু এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ১৩

হিরণ্যকশিপুর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পাঁচ পুত্র হয়। তাহাদের নাম—প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, পরাক্রমশালী হ্লদ ও পঞ্চমে অনুহ্লদ। ১৪

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র বলি। ইহাদের সকলের পুত্র-পৌত্রগণ অত্যন্ত বলবান্, অজর ও অবিনাশী পরম্পরাবিশিষ্ট ছিল। ১৫

রাজন্! এই তেজস্বী ও মনস্বী দেবদ্রোহী দৈত্যরাজগণের বহু বহু সমূহ দেশে দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৬

ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপুকে নিহত হইতে দেখিয়া দৈত্যগণ দেবতাদিগকে বধ করিবার জন্য রাজা বলিকে নিজেদের ইন্দ্র করিল। ১৭

বলি সদা ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শৌর্য্যাধ্যয়নসম্পন্ন, সর্বজ্ঞানবিশারদ, পরাৎপর তত্ত্বের জ্ঞাতা, তত্ত্বজ্ঞানী, অবিনাশী, তেজস্বী ও হিরণ্যকশিপুরই তুল্য শক্তিশালী দৈত্য

পরাবরজ্ঞস্তীতার্থঃ তত্ত্বদর্শিনরব্যয়ম্
তেজস্বিনঃ সুরবিপুং হিরণ্যকশিপুং যথা ॥ ১৯
অভিষেকেণ দিব্যেন বলিং বৈরোচনিং তথা
দৈত্যাধিপত্যে দিতিজাস্তদা সর্ব্বেঽভ্যপূজয়ন্ ॥ ২০
অভিষিক্তস্তদা দৈত্যৈর্বলির্বলবতাং বরঃ ।
ব্রহ্মণা চৈব তুষ্টেন হিরণ্যকশিপোঃ পদে ॥ ২১
অভিষিক্তোঽসুরগণৈর্বলির্বৈরোচনিস্তদা ।
কাঞ্চনৈঃ কলসৈঃ পূতৈঃ সর্ব্বতীর্থাম্বুসংবৃতৈঃ ॥ ২২
জয়শব্দং তদাচক্রুরভিষিক্তস্য দানবাঃ ।
বলেরতুলবীর্য্যস্য সিংহাসনগতস্য বৈ ॥ ২৩
কৃতেন্দ্রং দানবাঃ সর্ব্বে বলিং বলবতাং বরম্
তপো বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ শিরোভিঃ পতিতাঃ ক্ষিতৌ ॥ ২৪

দৈত্যা ঊচুঃ
বিদিতা তব দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপোর্যথা ।
ত্রৈলোক্যমাসীদখিলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৫
পিতামহং তু হত্বা তে সুরেশ্বরনিসূদন ।
কৃতং তথৈব ত্রৈলোক্যং শক্রশ্চৈবাভিষেচিতঃ ॥ ২৬
তৎ পিতামহরাজ্যং ত্বং প্রত্যাহর্তুমিহার্হসি
অস্মাভিঃ সহিতো নাথ ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ২৭
প্রত্যানয়স্ব ভদ্রং তে রাজ্যং পৈতামহং প্রভো ॥ ২৮
অসুরগণসহস্রসংবৃতস্ত্বং
জয় দিবি দেবগণান্ মহানুভাবান্
অমিতবলপরাক্রমোঽসি রাজ-
ন্নভিভবসে স্বগুণৈঃ পিতামহং স্বম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনে বলেরভিষেকো নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ছিলেন, তাঁহার এই সব গুণ দেখিয়া সেই সময় সমস্ত দৈত্যগণ বিরোচন-পুত্র বলিকে দিব্য অভিষেকের দ্বারা দৈত্যেন্দ্র-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিল । ১৮-২০

দৈত্যগণের দ্বারা বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি অভিষিক্ত হইলে পর সন্তুষ্ট ব্রহ্মাও অসুরগণের সহিত সমস্ত তীর্থের জলে পূর্ণ স্বর্ণের শত শত কলসের দ্বারা বিরোচনকুমার বলিকে হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ২১-২২

অভিষিক্ত হইয়া যখন অতুল পরাক্রমশালী বলি সিংহাসনে আসীন হইলেন, তখন সমস্ত দানবগণ তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল । ২৩

বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিকে ইন্দ্র করিয়া সমস্ত দানবগণ ভূতলে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং এইরূপ নিজেদের অভিপ্রায় নিবেদন করিল । ২৪

দৈত্যগণ বলিল,—দৈত্যেন্দ্র ! আপনার ইহা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, পূর্ব্বে চরাচর প্রাণিগণের সহিত এই সারা ত্রিভুবন হিরণ্যকশিপুর অধিকারে ছিল । ২৫

সুরেশ্বরনিসূদন ! দেবতাগণ আপনার পিতামহ (প্রপিতামহ) হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া সেই সময়েই তিন লোকের রাজ্য হরণ করে এবং ইন্দ্রকে তাহার রাজপদে অভিষিক্ত করে । ২৬

নাথ ! অতএব এখন আপনি আমাদের সহিত যাইয়া নিজের পিতামহের রাজ্য- যাহা পরম্পরাক্রমে সদা অক্ষয় সেই ত্রিভুবনকে ফিরাইয়া আনুন । প্রভো ! আপনার কল্যাণ হউক ; আপনি নিজের পিতামহের রাজ্যকে পুনরায় অধিকার করুন । ২৭-২৮

রাজন্ ! আপনি অনন্ত বল-পরাক্রমসম্পন্ন এবং নিজের গুণসমূহে পিতামহ হিরণ্যকশিপু হইতেও শ্রেষ্ঠ ; অতএব সহস্র সহস্র অসুরগণে পরিবৃত হইয়া আপনি দেবলোকে গমন করত মহানুভাব দেবতাদিগকে জয় করুন । ২৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে বলির অভিষেকনামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ দেবৈঃ সহ যুদ্ধং কর্তুং দৈত্যানামুদ্যোগঃ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নিশম্য তেষাং বচনং মহামতি-
র্বলিস্তদা প্রীতমনা মহাবলঃ
আজ্ঞাপয়ামাস স দৈত্যকোটিং
ত্রৈলোক্যমদ্যৈব জয়াম সর্ব্বম্ ॥ ১

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলের্বৈরোচনস্য তু ।
উদ্যোগং পরমং চক্রুর্দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ২

মহাপদ্মো বিকুক্ষশ্চ কুম্ভকর্ণশ্চ বীর্য্যবান্ ।
কাঞ্চনাক্ষঃ কপিস্কন্ধো মৈনাকঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৩

শিতকেশোঽর্দ্ধবক্ত্রশ্চ বজ্রনাভঃ শিখী জটী ।
সহস্রবাহুর্বিকটো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ত্রিদর্শনঃ ॥ ৪

একাক্ষ একপাদ্বৃত্তো বিদ্যাক্ষশ্চতুর্ভুজঃ
গজোদরো গজশিরা গজস্কন্ধো গজেক্ষণঃ ॥ ৫

অষ্টদংষ্ট্রশ্চতুর্ব্বক্ত্রো মেঘনাদী জলন্ধরঃ
করালো বালজিহ্বাস্যঃ শতাস্যঃ শতলোচনঃ ॥ ৬

সহস্রপাদঃ সুমুখঃ কুম্ভশ্চৈব মহাসুরঃ ।
হ্রদোৎকটো দানপতিঃ শৈলকম্পী কুলাকুলিঃ ॥ ৭

মধুরো বজ্রসঙ্ঘাতো বৃত্রশ্চৈব মহাসুরঃ
গোত্রজো গোক্ষুরো রৌদ্রো গোদন্তঃ ক্ষত্রিকো ক্রথঃ ॥ ৮

মাংসদো মাংসভক্ষশ্চ বেগবান্ কেতুমানিতিঃ ।
পঞ্চদিগ্দশশীরশ্চ বৃহৎকীর্ত্তির্মহাতনুঃ ॥ ৯

সমগ্রতো বিকৃতাঙ্গো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ ।
শ্বেতশীর্ষশ্চন্দ্রহন্তা চন্দ্রতাপনঃ ॥ ১০

বিকচো দীর্ঘবাহুশ্চ মণ্ডপো মারুতাশনঃ ।
তালজঙ্ঘো মহাভাগঃ সরভঃ শলভঃ ক্রথঃ ॥ ১১

সমুদ্রমথনো নাদী বিততশ্চ মহাবলঃ
প্রলম্বো নরকো বাণী বেণুকঃ কাললোচনঃ ॥ ১২

বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ দ্রুমলোমা তথা বিধুঃ ।
ছত্রসাদঃ কিরীটী চ সূচীবক্ত্রো মহাসুরঃ ॥ ১৩

সুবাহুঃ কম্ববাহুশ্চ করণঃ কলশোদরঃ ।
সোমপো দেবযাজী চ প্রবরো বীরমর্দ্দনঃ ॥ ১৪

সুপথঃ খণ্ডমুক্তিশ্চ শিখিনেত্রঃ শিখিধ্বজঃ ।
যথাস্মৃতি ময়া প্রোক্তা মরীচেঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৫

এতে চান্যে চ বহবো নানাভূষণভূষিতাঃ ।
রথৌঘৈর্বহুসাহস্রৈর্যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ১৬

---

## একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দৈত্যাদিগের উদ্যোগ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দৈত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল ও মহামতি বলি সেই সময় মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি কোটি দৈত্যকে আজ্ঞা করিলেন—আজই সমগ্র ত্রৈলোক্যজয়ের উদ্যোগ কর। ১

বিরোচন-পুত্র বলির এই উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য শ্রবণ করিয়া রণদুর্ম্মদ দানবগণ বিশেষভাবে উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিল। ২

মহাপদ্ম, বিকুক্ষ, পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণ, কাঞ্চনাক্ষ, মৈনাক, ক্ষিতিকম্পন, শিতকেশ, অর্দ্ধবক্ত্র, বজ্রনাভ, শিখী, জটী, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ত্রিদর্শন, একাক্ষ, একপাদ, বৃত্ত, বিদ্যাক্ষ, চতুর্ভুজ, গজোদর, গজশিরা, গজস্কন্ধ, গজেক্ষণ, অষ্টদংষ্ট্র, চতুর্ব্বক্ত্র, মেঘনাদী, জলন্ধর, করাল, বালজিহ্বাস্য, শতাস্য, শতলোচন, সহস্রপাদ, সুমুখ, মহাসুর কুম্ভ, হ্রদোৎকট, দানপতি, শৈলকম্পী, কুলাকুলি, মধুর, বজ্রসঙ্ঘাত, মহাসুর বৃত্র, গোত্রজ, গোক্ষুর, রৌদ্র, গোদন্ত, ক্ষত্রিক, ক্রথ, মাংসদ, মাংসভক্ষ, বেগবান্, কেতুমান্, নিবি, পঞ্চদিগ্দশশীর, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাতনু, সমগ্রত, বিকৃতাঙ্গ, বিরূপাক্ষ, মহোদর, শ্বেতশীর্ষ, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্রতাপন, বিকচ, দীর্ঘবাহু, মণ্ডপ, মারুতাশন, তালজঙ্ঘ, মহাভাগ সরভ, শলভ, ক্রথ, সমুদ্রমথন, নাদী, মহাবল বিতত, প্রলম্ব, নরক, বাণী, বেণুক, কাললোচন, বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, দ্রুমলোমা, বিধু, ছত্রসাদ, কিরীটী, মহাসুর সূচীবক্ত্র, সুবাহু, কম্ববাহু, করণ, কলশোদর, সোমপ, দেবযাজী, প্রবর, বীরমর্দ্দন, সুপথ, খণ্ডমুক্তি, শিখিনেত্র ও শিখিধ্বজ—এই মরীচির কুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধক দৈত্যগণ আমি নিজের স্মরণশক্তি অনুসারে এখানে বলিলাম। ইহারা এবং আরও বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী দৈত্যবীরগণ নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া অনেক সহস্র রথসমূহের সহিত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইল। ৩–১৬

দিব্যাম্বরধরা দৈত্যা দিব্যমাল্যানুলেপনাঃ
দিব্যোক্ত কবচৈশ্চান্যে দিব্যোষ্ণীষোজ্জ্বলৈরপি ॥১৭
দিব্যাম্বুধরা দৈত্যা গর্জমানা যথাম্বুদাঃ।
বৃষভৌ রণযোধৈশ্চ চালয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৮
মহাবলা দিব্যবলাস্ত্রধারিণো
ভুজঙ্গভোগপ্রতিমৈর্মহাভুজৈঃ।
সুবর্ণবর্ণা দৈত্যবরাঃ সুদারুণা
বিচিত্রিতা লোহিতলোহিতেক্ষণাঃ ॥১৯
যে জাম্বুনদবর্ণলতাপ্রবীণা
নভশ্চরাঃ শনিতুল্যবেগাঃ
বিবৃত্তদংষ্ট্রা হরিধূম্রকর্ণা
বিবর্ধমানাঃ শশিনীব মেঘাঃ ॥ ২০
সহস্রবাহুর্বলিনস্তু বালঃ পুত্রো মহাবলঃ
রথাতিরথপংক্তৌ বৈ সন্নদ্ধঃ সমাহবঃ ॥ ২১

সর্ব্বে মায়াধরা দৈত্যাঃ সর্ব্বে দিব্যাস্ত্রযোধিনঃ
সর্ব্বে যমবলোৎসিক্তাঃ সর্ব্বে লব্ধবরাঃ পুরা ॥ ২২
সর্ব্বে কাঞ্চনশৈলাভাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ
কিরীটৈঃ কৌস্তুভৈঃ দিব্যাভূষণভূষিতাঃ ॥ ২৩
হিরণ্যকবচাঃ সর্ব্বে হিরণ্যধ্বজকেতবঃ
জ্বলন্তো যথাকাশে শারদা ইব যে গ্রহাঃ ॥ ২৪
তাপনীয়ৈর্বিচিত্রৈশ্চ জ্বলদগ্নিপ্রভৈঃ।
হেমপর্বতশৃঙ্গস্থাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥ ২৫
ধ্বজাঃ মহাগজো বাণঃ প্রাংশুঃ [illegible] ঘনঃ
স্থিতঃ [illegible] প্রতিমঃ রথে ॥ ২৬
বিচিত্রাঃ [illegible] চিত্রপক্ষি [illegible]
[illegible] ॥ ২৭
মহীয়সান্যে [illegible]
নানা [illegible] ॥ ২৮

সমস্ত দৈত্যগণই দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, দিব্য মালা ও অনুলেপনে বিভূষিত ছিল, দিব্য কবচসমূহ অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের দিব্য ছত্র ও উষ্ণীষ শোভা পাইতেছিল ॥ ১৭

সমস্ত দৈত্যগণই দিব্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, মেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছিল এবং বৃষসকলের গভীর শব্দে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥ ১৮

এই মহাবল দৈত্যগণ দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এবং সর্প-শরীরতুল্য মাংসল (মোটা) ও বিশাল বাহুসমূহের দ্বারা অত্যন্ত দুর্জয় ছিল। দেবগণ এই দৈত্যশ্রেষ্ঠ বাণের বিচিত্র চিত্র স্তুত ছিল। ইহাদের সকলেরই নেত্র লোহিত হইলেও দেহ বিবর্ণ (রক্তবর্ণ) ছিল ॥ ১৯

ইহারা সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিল। চন্দ্রের ন্যায় ও অগ্নিতুল্য ইহাদের বেগ ছিল। ইহারা নিজেদের দন্তসমূহ সদা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাদের কেশরাশি হরিৎ ও ধূম্রবর্ণ ছিল। ইহারা শরৎকালের মেঘের সমান নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল ॥ ২০

বলির মহাবল পুত্র সহস্রবাহু বাণাসুর কোটি রথী ও অতিরথ বীর বিশাল দৈত্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করত প্রস্তুত হইল ॥ ২১

সকল দৈত্যই মায়াধারক বা (মায়াবী) ছিল। সকলেই দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম ছিল। সকলেই যমের মত উদ্ধত ছিল এবং সকলেই পূর্ব্বে বর লাভ করিয়াছিল ॥ ২২

সকলের শরীর স্বর্ণের পর্ব্বতের ন্যায় ছিল। সকলেই রেশমী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। সকলের মস্তকের উপর কিরীট, পাগড়ী ও মুকুট শোভা পাইতেছিল এবং সকলেই দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ২৩

সকলের কবচ ও ধ্বজ পতাকা স্বর্ণময় ছিল। রথের উপর উপবিষ্ট হইয়া এই দৈত্য বাহিনী শরৎকালের আকাশে প্রকাশমান গ্রহসকলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ২৪

উহাদের কণ্ঠে স্বর্ণনির্ম্মিত মুক্তা পদকসমূহ অগ্নির আভার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই সব পদকে ভূষিত সেই বহু যোদ্ধা স্বর্ণময় পর্ব্বতের শিখরে স্থিত পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৫

ইহাদের সকলের মধ্যভাগে বাণাসুর বর্ষাকালে উদিত (পরিপূর্ণ) মেঘের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এই বাণাসুর যার হাত লম্বা রথে উপবিষ্ট ছিল এবং তাহার রথে শক্তি ও গদা শোভা পাইতেছিল ॥ ২৬

তাহার রথে যে সব ধ্বজ, অস্ত্র ও ধনু ছিল তাহাও বিচিত্র শোভাসম্পন্ন ছিল। এই সব বিভিন্ন প্রকারের চিত্রসমূহে সুশোভিত ছিল এবং এই সব গদা ও পরিঘাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল এবং সর্ব্বকালে বিভূষিত ছিল ॥ ২৭

যেরূপ সূর্য্যদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে গ্রহরাশি ভ্রমণ গমন করেন, সেইরূপ সকল দৈত্যই বাণাসুরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। এই দৈত্যগণ নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত

পঞ্চ তত্র মহাবীর্যা দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ররক্ষু রথমব্যগ্রা ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ ॥ ২৯
সুবাহুর্মেঘনাদশ্চ ভীমগর্ভশ্চ বীর্যবান্
তথা কনকমূর্দ্ধা চ বেগবান্ কেতুমানিতি ॥ ৩০
কনকরজতভক্তিচিত্রপার্শ্বে
শতশতভক্তিপ্রথিতে রথে স্থিতোঽভূৎ।
জলধনিনদতুল্যনেমিঘোষে
সুরগণসৈন্যবধায় দানবেন্দ্রঃ ॥ ৩১
দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বলো নাম মহাসুরঃ।
বৃতঃ শতসহস্রেণ রথানাং ভীমবর্চ্চসাম্ ॥ ৩২
যুক্তমুষ্কসহস্রেণ স্যন্দনারূঢ় বীর্যবান্।
নীলাভ্রসদৃশং ঘোরং বায়সাঙ্কং সুদুর্জয়ম্ ॥ ৩৩
নীলাম্বরধরঃ শ্রীমান্ বৈদূর্যাচলসন্নিভঃ।
সহসা রথবেগেন প্রযযৌ দানবস্তদা ॥ ৩৪

উজ্জ্বল ছিল এবং উক্ত সমুদ্র সর্পগণের ন্যায় রথে [illegible] হইয়াছিল। ২৮

মহাপরাক্রমশালী পাঁচ জন যুদ্ধদুর্মদ দানব ব্যাদিতমুখ হইয়া [illegible] রথ রক্ষা করিতেছিল। এই পাঁচ দানব মুখ ব্যাদিত করিয়া থাকায় অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল। ২৯

এই পাঁচ দানবের নাম হইল—সুবাহু, মেঘনাদ, মহাপরাক্রমশালী ভীমগর্ভ, কনকমূর্দ্ধা ও বেগশালী কেতুমান্। ৩০

দেবগণের সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য দানবরাজ বলি যে রথের উপর বসিয়াছিলেন, তাহা শতকিরাত [illegible] সমান ছিল। ইহার পার্শ্বভাগে বিভাগ পূর্ব্বক স্বর্ণ ও রজতের চিত্র অঙ্কিত ছিল এবং এই রথের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ মেঘের গভীর গর্জনের ন্যায় শুনা যাইতেছিল। ৩১

দনায়ুষার পুত্র বল নামক মহাসুর ভয়ঙ্কর তেজস্বী এক লক্ষ রথী সৈন্যে পরিবৃত ছিল। ৩২

এই পরাক্রমশালী দৈত্য এক সহস্র মুষ্ক-যোজিত রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য নির্গত হইয়াছিল। কাল লৌহনির্মিত তাহার এই ভয়ঙ্কর রথ অত্যন্ত দুর্জয় ছিল। ইহার উপর কাকচিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতেছিল। ৩৩

এই কান্তিমান্ দানব নীল বস্ত্র ধারণ করিয়া বৈদূর্য্যমণির পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ইহার রথের বেগ অতিশয় তীব্র ছিল এবং এরূপ রথে করিয়াই বলাসুর যুদ্ধের জন্য প্রয়াণ করিল। ৩৪

তত্রৈবার্ণবসঙ্কাশে সৈন্যমধ্যে ব্যরাজত
প্রভাতসময়ে শ্রীমান্ সমুদ্যন্ ইবাংশুমান্ ॥ ৩৫
সুবর্ণরূপানলতুল্যবর্চ্চসা
নিশাকরাকারতড়িৎপ্রভাকরঃ।
কিরীটমুখ্যেন বিভাতি শোভিনা
যথা গিরিঃ সূর্যরথেন ভাস্বতা ॥ ৩৬
ষষ্টিঃ রথসহস্রাণি নমুচেরনুগাস্তু বৈ।
ঘনমুক্তানি সর্ব্বাণি মেঘতুল্যস্বনানি চ ॥ ৩৭
নানাপ্রহরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে তে চিত্রযোধিনঃ
মহাভুজগসঙ্কাশা বেগবন্তো মহাবলাঃ ॥ ৩৮
রথো ব্যাঘ্রসহস্রেণ যুক্তঃ পরমবেগবান্
নমুচেরসুরেন্দ্রস্য সর্ব্বরত্নবিভূষিতঃ ॥ ৩৯
শার্দ্দূলচিহ্নঃ ভ্রাজতে তস্য কেতুর্হিরণ্ময়ঃ
রথমধ্যেঽসুরেন্দ্রস্য মহাগ্নিসদৃশপ্রভঃ ॥ ৪০

ইহার সৈন্যের মধ্যভাগে এক বীরের সমান মনে হইতেছিল, একপ সৈন্যমধ্যে সেই কান্তিমান দানব প্রভাতকালে সমুদ্রের মধ্যভাগে স্থিত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৩৫

ইহার শ্রেষ্ঠ কিরীট অতিশয় উজ্জ্বল অগ্নি নামক সুবর্ণের সদৃশ উজ্জ্বল ছিল এবং এই দানব স্বয়ং চন্দ্রের সমান আকার ও বিদ্যুতের সমান প্রকাশাদি গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল। সেই শোভাশালী কিরীটের দ্বারা তাহার সেইরূপই শোভা হইতেছিল, যেরূপ কোনও পর্ব্বত নিজের দেদীপ্যমান সুন্দর শিখরের দ্বারা শোভা পাইয়া থাকে। ৩৬

নমুচিনামক অসুরের অধিকারে ষাট হাজার রথ ছিল। সেই সব রথে ঘোড়া যোজিত ছিল এবং সকল রথই মেঘের তুল্য গভীর শব্দ করিতেছিল। ৩৭

সেই সব রথ ও রথী নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং তাহারা বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল। ইহারা দেখিতে মহাসর্পের আকৃতির ন্যায় ছিল এবং ইহারা বেগবান্ ও মহাবলশালী ছিল। ৩৮

অসুররাজ নমুচির রথ অত্যন্ত বেগশালী ছিল এবং ইহাতে এক হাজার ব্যাঘ্র যোজিত ছিল। এই রথ সর্ব্বপ্রকার রত্নসমূহে বিভূষিত ছিল। ৩৯

ইহার ধ্বজে ব্যাঘ্রের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, ইহার দ্বারা সেই স্বর্ণময় ধ্বজ অতিশয় শোভা পাইতেছিল। অসুরেশ্বর নমুচির রথে এই ধ্বজ মহাগ্নিশিখার সদৃশ ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৪০

স ভীমবেগশ্চ মহাবলশ্চ
প্রগৃহ্য চাপং হিমবানিব স্থিতঃ
নীলাম্বরঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো
দিশাগজো নগসম্পাতকক্ষঃ ॥ ৪১
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং তপনীয়বিভূষিতম্ ।
সপতাকধ্বজোপেতং সসূর্যমিব তোয়দম্ ॥ ৪২
চক্রৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তমষ্টনেমারতান্বয়ম্
হেমজালাকুলং দীপ্তং কালচক্রমিবোদিতম্ ॥ ৪৩
নানাযুধধরং ঘোরং ব্যাঘ্রচর্মপরিষ্কৃতম্ ।
ঈহামৃগগণাকীর্ণং চিত্রভক্তিবিরাজিতম্ ॥ ৪৪
তূণীরশরসম্পূর্ণং শক্তিতোমরসঙ্কুলম্
গদামুসলসম্বাধং চাপরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪৫
যুক্তমৃক্ষসহস্রেণ লম্বকেশরবর্চসা
রাজতেন বিকীর্ণেন শোভিতং সিংহকেতুনা ॥ ৪৬
স তেন শুশুভে দৈত্যো রথো মায়াবিসর্পিণা ।
রথস্থে স্থিতঃ শ্রীমানুদয়স্থ ইবাংশুমান্ ॥ ৪৭
বিমলরক্তবিন্দুশোভিতাঙ্গঃ
মণিকনকোজ্জ্বলচারুভক্তিচিত্রম্ ।
অমৃতমথনসংপ্রবৃদ্ধিতানাং
মদমনুযাতি তদা মহারথানাম্ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে বলেঃ যুদ্ধাভিগমনে একোন-
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

নমুচির বেশ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। নীল বস্ত্র পরিধানকারী এই মহাবল দৈত্য স্বর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া ও হস্তে ধনু গ্রহণ করিয়া হিমবান্ পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতেছিল। ইহাতে মনে হইতে লাগিল—যেন কোন দিগ্‌গজ বক্ষের দ্বারা বৃক্ষভঙ্গেই নষ্ট হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪১

মহাসুরের রথ স্বর্ণে বিভূষিত ছিল। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহে যুক্ত জাল বিদ্যমান ছিল এবং তাহা হইতে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। ধ্বজ-পতাকাসমূহে যুক্ত এই রথ সূর্যাকাশের মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৪২

ইহাতে চারিটি চক্র সংযুক্ত ছিল। ইহার অষ্টচক্রতাপ বক্রিম হাল বিস্তৃত ছিল। এই রথের উপর স্বর্ণের জাল লাগান ছিল। এই দীপ্তিমান্ রথ উদিত কালচক্রের সমান শোভিত ছিল ॥ ৪৩

নানাপ্রকার অস্ত্রপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর রথ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত ছিল। ইহার মধ্যে ক্রীড়ার জন্য কৃত্রিম মৃগগণকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকারের চিত্র অঙ্কিত থাকিয়া ইহার শোভা বর্ধন করিতেছিল ॥ ৪৪

এই রথ বাণ ও তূণীরে পূর্ণ ছিল, শক্তি ও তোমরসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, গদা ও মুষলসমূহের দ্বারা স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং রত্ন ধনুর্দ্বয়ের দ্বারা ইহা বিভূষিত ছিল ॥ ৪৫

লম্ব কেশরের কান্তিযুক্ত এক সহস্র ভল্লুক এই রথে যোজিত ছিল। সিংহের চিহ্নযুক্ত ও উচ্চভাবে স্থাপিত রজতময় ধ্বজের দ্বারা এই রথের অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ৪৬

মায়াবিস্তারকারী এই রথের দ্বারা ও এই রথরূপ রথে উপবিষ্ট মহাদৈত্য উদয়াচলের শিখরে স্থিত তেজস্বী সূর্যদেবের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ৪৭

মহাসুরের প্রত্যেক অঙ্গ নির্মল রক্তবিন্দুসমূহে শোভিত ছিল। উহাতে মণি ও স্বর্ণের সংযোগে উজ্জ্বল এবং মনোহর চিত্রকারী রচিত হইয়াছিল। সেই সময় এক অর্বুদ তেজস্বী মহারথী বীর মহাদানবের অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে মহাসুরের যুদ্ধে প্রস্থানবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ পুলোমা, হয়গ্রীবঃ, প্রহ্লাদঃ, শম্বরাসুরশ্চৈতেভ্যোহেষাং যুদ্ধায়োদ্যোগঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুলোমা তু মহাদৈত্যস্তিমিরাকারসন্নিভম্
আরুরোহায়সং ঘোরং রথং পররথারুজম্ ॥ ১

উৎকীর্ণপর্বতাকারং লোহজালাবৃতাবৃতম্
নেমিঘোষেণ মহতা কুর্বাণমিব সাগরম্ ॥ ২

গদাপরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ সতোমরপরশ্বধৈঃ
শক্তিমুদ্গরসঙ্কীর্ণং সতোয়মিব তোয়দম্ ॥ ৩

রথধুর্যসহস্রেণ সংযুক্তং বায়ুবেগিনা
পুলোমাস্থায় যুদ্ধায় প্রস্থিতো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ৪

যষ্টি রথসহস্রাণি পুলোমানং মহারথম্
অন্বযুঃ পূর্ণবর্ণানি প্রদীপ্তানীব তেজসা ॥ ৫

বজ্রাঙ্কুশেন মহতা সুবর্ণকৃতবর্চসা
ভাজতে রথবর্যস্তু পর্বতস্থ ইবাংশুমান্ ॥ ৬

সুচারুচামীকরপট্টনদ্ধাং
মহাগদাং কালনিভাং মহাবলঃ।
প্রগৃহ্য বভ্রাজ স শত্রুমধ্যে
কার্তান্তিকীং কেতুবিবাস্তিতোর্ব্যাম্ ॥ ৭

হয়গ্রীবস্তু বলবান্ হয়গ্রীবৈর্মহাসুরৈঃ।
বৃতঃ শতসহস্রেণ রথানাং রথিসত্তমঃ ॥ ৮

মহাবহনিভাকারং সপত্নানীকমর্দনম্
স্যন্দনং ভীমমাস্থায় যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৯

শ্বেতশৈলপ্রতীকাশঃ শ্বেতকুণ্ডলভূষণঃ
শুশুভে রথবর্যস্থঃ শ্বেতশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ১০

মহতা সপ্তশীর্ষেণ শোভিতো নাগকেতুনা
বৈদূর্যমণিচিত্রেণ প্রবালাঙ্কুরশোভিনা ॥ ১১

---

## পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ পুলোমা, হয়গ্রীব, প্রহ্লাদ ও শম্বরাসুরের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পুলোমানামক মহাদৈত্য অন্ধকারের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট লৌহনির্মিত ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিল। এই রথ শত্রুগণের রথসকলকে নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ ছিল। ১

খচিত হইয়া ভূতলে পতিত পর্বতের ন্যায় উহার বিশাল আকার ছিল। উহার অভ্যন্তর ভাগ লৌহজালে আবৃত ছিল এবং নিজের চক্রসকলের প্রচণ্ড শব্দে সমুদ্রের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া দিত। ২

গদা, পরিঘ, খড়্গ, তোমর, পরশু, শক্তি ও মুদ্গরাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ থাকায় এই রথ সজল জলধরের সমান প্রতীত হইতেছিল। ৩

উহাতে বায়ুতুল্য বেগশালী এক সহস্র ঘোটক যোজিত ছিল। রণদুর্মদ পুলোমা এরূপ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। ৪

নিজ তেজে সূর্য্যের সদৃশ উদ্ভাসিত ষাটি হাজার রথ (রথী বীরগণ) মহারথী পুলোমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। ৫

পুলোমার রথ স্বর্ণসদৃশ কান্তিমান বজ্রাঙ্কুশযুক্ত বিশাল ধ্বজে সুশোভিত ছিল। ঐ রথের মধ্যে উপবিষ্ট পুলোমা উদয়গিরিতে স্থিত অংশুমালী সূর্য্যের তুল্য প্রতীত হইতেছিল। ৬

ঐ মহাবল যোদ্ধা সেখানে শত্রুগণের মধ্যে কালদেবনির্মিতা ও সাক্ষাৎ কালসদৃশ এক বিশাল গদা হাতে লইয়া পৃথিবীতে উত্থাপিত ধ্বজের সমান শোভা পাইতেছিল। তাহার ঐ গদা সুন্দর সুবর্ণের পাতে মণ্ডিত ছিল। ৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ হয়গ্রীব অশ্বতুল্য গ্রীবাবিশিষ্ট মহাসুরগণের সহিত একলক্ষ রথী বীর যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। ৮

উহার রথের আকার পর্বতের ন্যায় বিশাল ছিল এবং ঐ রথ শত্রুসৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে সমর্থ ছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিয়া হয়গ্রীব যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ৯

ঐ হয়গ্রীব শ্বেতপর্বত-সদৃশ কান্তিমান্ ও শ্বেত কুণ্ডলে বিভূষিত হইয়া রথের মধ্যে উপবেশন করত শ্বেতশিখরবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১০

সাতটি ফণাযুক্ত সর্পচিহ্নিত ও বৈদূর্য্যমণি চিত্রিত থাকায় বিচিত্ররূপবিশিষ্ট ধ্বজের দ্বারা এবং নব নব পল্লবের অঙ্কুরসমূহের শোভার দ্বারা হয়গ্রীবের রথ শোভিত ছিল। ১১

অমিতবলপরাক্রমাকৃতীনাং
রথরথিনামনুকল্পসজ্জিতানাম্
অসুরগণশতাভিগচ্ছমানঃ
ত্রিদশগণা ইব বাসবং প্রযান্তম্ ॥ ১২
প্রহ্লাদস্তু মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
সর্বমায়াধরঃ শ্রীমান্ যষ্টা ক্রতুশতৈরপি ॥ ১৩
সমনন্তু তেজস্বী পাবকার্চিঃসমপ্রভঃ
রথানীকেন মহতা হ্রাদিনাম্ভোদনাদিনা ॥ ১৪
সুরেণামিতবীর্যেণ হেমকুণ্ডলধারিণা।
বৃতো দৈত্যসহস্রেণ দেবৈরিব পিতামহঃ ॥ ১৫
স্ববীর্যাদপ্রধৃষ্যো মত্তবারণবিক্রমঃ।
সুরসৈন্যস্য সর্বস্য প্রতিস্রোত ইব স্থিতঃ ॥ ১৬
স্ববীর্যোপোদবেলায়াঃ প্রদীপ্তাগ্নিরিব জ্বলন্।
তেজসা ভাস্করাকারঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ১৭
তালধ্বজেন দীপ্তেন রথেনাতিবিরাজতা
তং যান্তমনুযান্তি স্ম দানবাঃ শতসঙ্ঘশঃ ॥ ১৮
সর্বে হিরণ্যকবচাঃ সর্বে রত্নবিভূষিতাঃ
দিব্যাম্বরাগাভরণাঃ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ ॥ ১৯
জাম্বূনদবিচিত্রাঙ্গা বৈদূর্যাবিকৃতাঙ্গদাঃ।
দিব্যস্রগম্বরধরাঃ খস্থা ইব মহাগ্রহাঃ ॥ ২০
আচারবাংশ্চৈব জিতেন্দ্রিয়শ্চ
ধর্মে রতঃ সত্যপরোঽনসূয়ঃ।
স্থিতোঽগ্নিতোয়াম্বুদবায়ুকল্পো
স্থাণুর্যথা সর্বহরঃ কৃতান্তঃ ॥ ২১
শম্বরস্তু মহামায়ো রথযূথপযূথপঃ
আরুরোহ রথং দিব্যং সর্বযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ২২
লোহিতাক্ষো মহাবাহুঃ প্রতপ্তাসনকুণ্ডলঃ
জীমূতঘনসঙ্কাশো দিব্যস্রগনুলেপনঃ ॥ ২৩
বিদ্যুজ্জ্যোতির্নিকাশেন মুকুটেনার্কবর্চসা
মণিরত্নবিচিত্রেণ বৈদূর্যবরশোভিনা ॥ ২৪

যেরূপ গমন করিবার সময় ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে দেবগণ গমন করেন, সেইরূপ যুদ্ধের জন্য গমনকারী হয়গ্রীবের পশ্চাতে পশ্চাতে অনন্ত বল-পরাক্রমসম্পন্ন সর্বত্রগামী তেজস্বী শ্রেষ্ঠ রথী বীর অসুরগণ শত শত সংখ্যায় গমন করিতে লাগিল ॥ ১২

মহামতি ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীমান্ প্রহ্লাদ সমস্ত মায়াধারী ছিলেন এবং শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন ॥১৩

ইঁহার কান্তি অগ্নির শিখার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই তেজস্বী প্রহ্লাদ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জনকারী বিশাল রথ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন ॥১৪

দেবগণের দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় এই প্রহ্লাদ স্বর্ণকুণ্ডলধারী, অমিত পরাক্রমশালী ও বীর দৈত্যগণে পরিবৃত ছিলেন ॥ ১৫

নিজের পরাক্রমে প্রহ্লাদ সকলের অগ্রগামী নেতা ছিলেন এবং নিজের বলে তাঁহার অভিমান গর্ব ছিল। তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। সমস্ত দেবসৈন্যের সম্মুখে প্রহ্লাদ মূর্তিমান্ স্রোতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৬

নিজের অপার বলে প্রহ্লাদ সমুদ্রতুল্য ছিলেন, কান্তিতে প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিলেন, তেজে সূর্যের সমান ছিল এবং ক্ষমায় পৃথিবীর সমকক্ষ ছিলেন ॥১৭

দীপ্তিমান্ তালধ্বজে অত্যন্ত সুশোভিত রথের দ্বারা গমনকারী প্রহ্লাদের পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত সঙ্ঘবদ্ধ দানবগণও যাইতে লাগিল ॥ ১৮

ইঁহারা সকলেই সুবর্ণময় কবচে যুক্ত এবং রত্নসমূহের আভরণে বিভূষিত ছিল। ইঁহাদের অম্বর ও আভরণ দিব্য ছিল এবং ইঁহারা সর্বপ্রকার যুদ্ধ হইতে কখনও নিবৃত্ত হইত না ॥ ১৯

জাম্বূনদ নামক সুবর্ণে ইঁহাদের অঙ্গসমূহের বিচিত্র শোভা হইতেছিল। ইঁহারা বৈদূর্যমণিনির্মিত অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিল এবং দিব্য রথের মধ্যে উপবেশন করত ইঁহারা আকাশে স্থিত মহাগ্রহসকলের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২০

প্রহ্লাদ আচারবান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মরত, সত্যপরায়ণ ও দোষদৃষ্টিরহিত ছিলেন এবং অগ্নি, জল, মেঘ ও বায়ুর সমান শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মূর্তিমান্ সর্বসংহারকারী কালের ন্যায় সেখানে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহামায়াবী শম্বর রথযূথপতিদেরও যূথপতি ছিল এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধেই বিশেষ পারদর্শী ছিল। সেও দিব্য রথে আরোহণ করিল ॥ ২২

তাহার নয়ন রক্তবর্ণ ছিল, বাহু বিশাল ছিল, কর্ণদ্বয়ে সন্তপ্ত স্বর্ণের উত্তম কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। তাহার কান্তি মেঘের ন্যায় ঘন শ্যামবর্ণ ছিল এবং সে দিব্য মালা ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৩

তাহার মস্তকে বিদ্যুতের জ্যোতি ও সূর্যের তেজের ন্যায় প্রকাশমান মুকুট ছিল, ইহার দ্বারা এবং মণি ও রত্নসমূহে

তপনীয়েন মহতা কবচেন বিরাজতা
মহারজতেন সংবৃতঃ শ্রীমানভূদিন্দ্রোপমঃ ॥ ২৫

ত্রিশোদ্ধকসহস্রাণি দৈত্যানাং চিত্রযোধিনাম্ ।
বলিনাং কালকল্পানামন্বযুঃ শম্বরং তদা ॥ ২৬

সুরঙ্গ হয়সহস্রেণ শুক্লবর্ণেন রাজতা ।
ক্রোশমাত্রেণ দীপ্তেন রথেনাম্বরশোভিনা ॥ ২৭

ব্যাসক্তবৈদূর্য্যসুবর্ণজাল-
নানাবিহঙ্গৈরপি ভক্তিচিত্রম্ ।
বিদ্যুৎপ্রভং ভীমরবং সুবেগং
রথং সমারুহ্য ররাজ দৈত্যঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে শম্বরাদিদৈত্যসন্নহনে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

অতীব সুন্দর বৈদূর্য্যমণির দ্বারা সুশোভিত এবং সুবর্ণবিনির্ম্মিত শোভাশালী বিশাল কবচে আবৃত শম্বরাসুর মহাকালের বক্ষ-স্থল মেঘে আচ্ছাদিত ইন্দ্রের মত উচ্চদেশের সমান প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

সেই সময় বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী ও কালতুল্য বলবান্ ত্রিশ লক্ষ দৈত্য শম্বরাসুরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥ ২৬

ইহার রথে শ্বেতবর্ণের এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল। যুদ্ধে শোভাশালী এই রথ ক্রোশের বিস্তৃত বিশাল আকাশে সুশোভিত ছিল। এরূপ রথে করিয়া শম্বরাসুর যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইল ॥ ২৭

এই রথে বৈদূর্য্যমণি ও সুবর্ণের জালসমূহ ছিল, নানা-প্রকার পক্ষীর পৃথক্ পৃথক্ চিত্র অঙ্কিত ছিল, এই রথ বিদ্যুতের সমান কান্তিমান্ ছিল এবং ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছিল। এই অতিশয় বেগশালী রথে আরোহণ করিয়া দৈত্য শম্বর অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে শম্বরাদিদৈত্যগণের যুদ্ধের প্রস্তুতিবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ অনুহ্রাদঃ, বিরোচনঃ, কুজম্ভঃ, অসিলোমা, বৃত্রঃ, একচক্রঃ, বৃত্রভ্রাতা, রাহুঃ, বিপ্রচিত্তিঃ, কেশী, বৃষপর্ব্বা, বলিশ্চেতোদ্যেষাং যুদ্ধায় সন্নাহক্রমঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অনুহ্রাদশ্চ তত্রৈব দৈত্যঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রযযৌ যুদ্ধলালসঃ ॥ ১

চতুশ্চক্রেণ যানেন ত্রিনল্বপ্রমিতেন তু
যুক্তেনাশ্বৈর্মহাবীর্য্যৈঃ সিংহবক্ত্রৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ২

ভীমগম্ভীরনাদেন নেমিঘোষেণ বীর্য্যবান্
চালয়ন বসুধাং সর্ব্বাং সশৈলবনকাননাম্ ॥ ৩

বিনর্দ্দমানা দৈত্যৌঘা অনুহ্রাদং যযুঃ শুভাঃ
শতং শতসহস্রাণাং রথানাং হেমমালিনাম্ ॥ ৪

পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ ভল্লৈঃ পাশৈঃ পরশ্বধৈঃ ।
বিবিধাযুধহস্তাস্তে শূলমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৫

## একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ অনুহ্রাদ, বিরোচন, কুজম্ভ, অসিলোমা, বৃত্র, একচক্র, বৃত্রভ্রাতা, রাহু, বিপ্রচিত্তি, কেশী, বৃষপর্ব্বা ও বলির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম দুর্জ্জয় অনুহ্রাদও দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার লালসায় প্রস্থিত হইল ॥ ১

যে রথে চড়িয়া সে গমন করিল, সেই রথের চারটি চক্র ছিল, তাহার উচ্চতা ছিল বার হাত এবং এই রথে সিংহমুখ-সদৃশ মুখযুক্ত ও মহাবলশালী অশ্বগণ যোজিত ছিল ॥ ২

এই রথের চক্রসমূহের শব্দ অতিশয় গভীর ও ভয়ঙ্কর ছিল। পরাক্রমশালী অনুহ্রাদ এই রথের দ্বারা পর্ব্বত, বন ও কাননসহ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ৩

অনুহ্রাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সুন্দর দৈত্যসমূহরা গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। সুবর্ণমাল্যে অলঙ্কৃত এক কোটি রথী বীর ইহার সহিত ছিল ॥ ৪

তাহাদের হস্তে পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ, পরশু প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র ছিল। তাহারা হস্তে শূল ও মুদ্গরও ধারণ করিয়াছিল ॥ ৫

সুবর্ণজালনির্মুক্তৈর্বজ্রৈশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ
রথৈশ্চিত্রৈশ্চ কবচৈঃ সজ্জমানা মহাসুরাঃ ॥ ৬
তদা বিশালোচ্ছ্রিতশৈলরূপে
রথে রথে কাঞ্চনচিত্রিতাঙ্গে
দৈত্যাধিপঃ সত্ত্ববলানুরূপে
সমাশ্রিতস্ত্বপ্রতিমে স্বরূপে ॥ ৭
বিরোচনশ্চ বলবান্ বৈশ্বানরসমদ্যুতিঃ
মহতা রথবাহেন সর্বাস্ত্রকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৮
ব্যূহানাং বিনিয়োগজ্ঞো জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ ।
বলেঃ পিতাসুরবরঃ সুরাণামিব বাসবঃ ॥ ৯
সর্বায়ুধসমোপেতং কিঙ্কিণীজালভূষিতম্
যুক্তানাং বাজিমুখ্যানাং সহস্রেণাশুগামিনাম্ ॥ ১০
রথমারুহ্য দৈত্যেন্দ্রো বভৌ মেরুরিবাপরঃ
কিঙ্কিণীজালপর্যন্তং গজেন্দ্রধ্বজশোভিতম্
সন্ধ্যাভ্রসমবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১১

প্রবালজাম্বূনদচক্রচিত্রং
বালার্কমুক্তাফলবিভূষিতঞ্চ ।
রথং সমারুহ্য কিরীটমালী
যযৌ স যুদ্ধায় মহাসুরেন্দ্রঃ ॥ ১২
বিরোচনানুজশ্চৈব কুজম্ভো নাম দানবঃ ।
রুক্মবৈর্বহুসাহস্রৈর্মণিকাঞ্চনভূষিতৈঃ ॥ ১৩
বৃতো মদবলোৎসিক্তৈরেব বিভিন্নবিক্রমৈঃ
প্রাস-পাশ-গদাহস্তৈর্দানবৈর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১৪
স পর্বতনিভাকারো ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভঃ ।
মহতা ভ্রাজমানেন কিরীটেন সুবর্চসা ॥ ১৫
সর্বরত্নবিচিত্রেণ কবচেন চ সংবৃতঃ
মহতা দীপ্তবপুষা রথেনেন্দুরিবাভবান ॥ ১৬
শাতকৌম্ভেন মহতা তালবৃক্ষেণ কেতুনা
বভৌ চ রথমধ্যস্থো মেরুশৃঙ্গ ইব ভাস্করঃ ॥ ১৭

---

এই মহাসুরগণ স্বর্ণজালযুক্ত গজনাদক মণিসমূহে ( হীরকে ) অলঙ্কৃত ছিল। বিচিত্র রথ ও কবচ ইহাদের শোভাবর্ধন করিতেছিল। ৬

সেই সময় যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবর্ণে চিত্রিত ছিল, যাহা বিশাল ও উচ্চ পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং যাহা নিজের সত্ত্ব ও বলের অনুরূপ ছিল, সেই অনুপম ও সুন্দর রথে উপবিষ্ট হইয়া দৈত্যরাজ অদ্ভুত অভিনব শোভা পাইতে লাগিল। ৭

অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও বলবান্ বিরোচনও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া সেখানে আসিল। তাহার সহিত বিশাল রথসৈন্য ছিল। বিরোচন সর্বপ্রকার অস্ত্রের প্রয়োগে কুশল ছিল এবং তাহার স্বভাব শুদ্ধ ছিল। ৮

কোন্ ব্যূহ কোথায় প্রয়োগ করিতে হইবে, এবিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিষয়েও তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বলির পিতা বিরোচন দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র যেরূপ শ্রেষ্ঠ হয়েন, সেইরূপ অসুরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। ৯

ইহার রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জালে ( ঝালরে ) সুশোভিত ছিল। ইহার মধ্যে সর্বপ্রকার অস্ত্র সংরক্ষিত ছিল এবং এই রথ এক হাজার দ্রুতগামী অশ্বে যোজিত ছিল। ১০

এই রথের উপর পর্যন্ত থাকে থাকে—(কিনারায় কিনারায়) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জাল সংযোজিত ছিল। গজরাজের চিহ্নযুক্ত ধ্বজে এই রথ শোভিত ছিল এবং সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বহু পতাকায় ইহা অলঙ্কৃত ছিল। ১১

এই মহাসুরগণের পতি বিরোচন প্রবাল ও সুবর্ণের চিত্রযুক্ত-সমূহে সুশোভিত ও সর্বদিকে কুন্দন মুক্তার মালাসমূহে বিভূষিত রথে আরোহণ পূর্বক মস্তকে কিরীট ধারণ করত যুদ্ধের জন্য গমন করিল। ১২

বিরোচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুজম্ভনামক দানব অনেক সহস্র মণি ও সুবর্ণে বিভূষিত রথসমূহে পরিবৃত ছিল। বলের অভিমানে মত্ত রথারোহী দৈত্যগণ ইহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছিল। এই সব দৈত্যগণের হস্তে প্রাস, পাশ ও গদাদি অস্ত্রসকল যুক্ত ছিল এবং এই সব দানবই যুদ্ধের অভিলাষী ছিল। ইহাদের দ্বারা পরিবৃত কুজম্ভ শত্রুদিগকে দমন করিতে সমর্থ ছিল। ১৩-১৪

ইহার আকার পর্বতের সমান বিশাল ছিল, খনি হইতে কাটিয়া আনিয়া রাশিকৃত কজ্জলের সমান ইহার বর্ণ কাল ছিল, ইহার মস্তকে অত্যন্ত তেজস্বী ও কান্তিমান্ বিশাল মুকুট শোভা পাইতেছিল, এই মুকুটে ও সর্বরত্নময় বিচিত্র কবচে আচ্ছাদিত হইয়া কুজম্ভ নিজের মহাতেজস্বী রথের দ্বারা যেরূপ কিরণাবলির দ্বারা শোভিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৫-১৬

তালবৃক্ষ চিহ্নযুক্ত স্বর্ণনির্মিত বিশাল ধ্বজের দ্বারা উপলক্ষিত রথের মধ্যে উপবিষ্ট এই দৈত্য মেরুপর্বতের শিখরে বিরাজমান সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১৭

রণপটুরতিবীর্য্যসত্ত্বযুক্তঃ
সুরসমরাভিমুখঃ প্রয়াতি তূর্ণম্
অসুরগণসমাবৃতঃ সুভক্ত-
ত্রিদশগণৈরিব বৃত্রহামরেন্দ্রঃ ॥ ১৮
অসিলোমা চ তত্রৈব দানবঃ পর্ব্বতায়ুধঃ
দারুণং বপুরাস্থায় দারুণো দারুণাননঃ ॥ ১৯
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাকায়ো মহাবলঃ ।
কৃষ্ণবাসা মহাদংষ্ট্রঃ কিরীটী লোহিতাননঃ ॥ ২০
বৃতো দৈত্যসহস্রৈর্বৈগিরিবিশালপাদপাণিভিঃ
নানারূপধরৈর্ঘোরৈর্দৈত্যৈস্ত্রিশক্তিভিঃ ॥ ২১
তে শূলহস্তা গগনে চরন্তু
উত্তপ্তবজ্রোদ্যদদন্তভূল্যাঃ ।
খং ছাদয়ন্তস্তপনীয়নিষ্কা
যথোন্নতাঃ প্রাবৃষি কালমেঘাঃ ॥ ২২
দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বৃত্রো নাম মহাসুরঃ
দেবশক্রমহাকায়স্তত্রাগ্রতো নিরন্তোদরঃ ॥ ২৩
দীর্ঘজিহ্বো হরিশ্মশ্রুর্হিরণ্যরোমা মহাহনুঃ
নীলাক্ষো লোহিতমুখঃ কিরীটী লোহিতাম্বরঃ ॥ ২৪
আজানুবাহুর্বিকৃতঃ শ্বেতদংষ্ট্রো বিভীষণঃ ।
মহামায়াধরো ভীমো হেমকেয়ূরভূষণঃ ॥ ২৫
মহতা মণিচিত্রেণ কবচেন তু সংবৃতঃ ।
হেমমালাধরো রৌদ্রশ্চক্রকেতুর্নমর্দ্দনঃ ॥ ২৬
কিঙ্কিণীশতসংযুক্তৈঃ তপনীয়বিভূষিতম্ ।
যুক্তং হয়সহস্রেণ রক্তধ্বজপতাকিনম্ ॥ ২৭
রথানীকেন মহতা যুদ্ধায়াভিমুখো যযৌ
দিব্যং স্যন্দনমাস্থায় দৈত্যানাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৮
তপিতকনকবিন্দুপিঙ্গলাঙ্গো
বিভিতনয়োহম্বুদসেকসুষ্ঠুনেত্রা ।
বিকসিতকমলাভচারুচক্ষুঃ
সিতদশনঃ শুশুভে রথাসনস্থঃ ॥ ২৯

---

যেরূপ বৃত্রাসুরনাশে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া গমন করেন, সেইরূপ যুদ্ধকুশল, অতিশয় বীর্য্য, সত্ত্ব ও বুদ্ধিযুক্ত কৃতজ্ঞ অসুরগণে পরিবৃত হইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সত্বর প্রস্থিত হইল ॥ ১৮

সেখানেই অসিলোমানামক দানবও উপস্থিত ছিল, সে পর্ব্বতকেই উৎপাটিত করিয়া অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। এই দারুণাচার দানব দারুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছিল এবং ইহার মুখও অতিশয় দারুণ ছিল ॥ ১৯

এই বিশালদেহ মহাবল দানব দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। ইহার চক্ষু গাড়ীর চাকার ন্যায় গোলাকার ও বিশাল ছিল। কালবস্ত্রধারী এই দানবের দন্তগুলি খুব বড় ছিল, মস্তকে কিরীট ছিল এবং মুখ রক্তবর্ণ ছিল ॥ ২০

পর্ব্বত ও বৃক্ষ লইয়া যুদ্ধকারী, নানারূপধারী, মহাভিমানী ও ও দেবদ্রোহী সহস্র দৈত্য ইহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল ॥ ২১

এই সব দৈত্য হস্তে ত্রিশূল লইয়া মেঘশ্রেণীপূর্ণ আকাশে চারিদিকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। ইহাদের কণ্ঠে স্বর্ণের পদক প্রকাশিত হইতেছিল; অতএব বর্ষাকালে উদিত (বিদ্যুৎযুক্ত) কৃষ্ণবর্ণের মেঘগুলের ন্যায় ইহারা আকাশকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ২২

দনায়ুষার পুত্র বৃত্রনামক মহাসুরও সেখানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ছিল। এই বিশালদেহ দেবদ্রোহী দৈত্যের মুখ তামার ন্যায় লাল ছিল এবং পেট ভিতরের দিকে নত ছিল ॥ ২৩

ইহার জিহ্বা অতিশয় লম্বা ছিল, শ্মশ্রু (দাড়ী-গোঁফ) পীতবর্ণ ছিল, মুখ রক্তবর্ণ ছিল, বস্ত্রও রক্তবর্ণ ছিল, মস্তকে কিরীট ছিল, বাহু দুইটি জানু পর্য্যন্ত লম্বা ছিল, দন্তগুলি শ্বেতবর্ণ ছিল এবং আকৃতি ছিল অত্যন্ত ভীষণ। এই ভয়ঙ্কর দানব মহামায়াবী ছিল এবং স্বর্ণের কেয়ূরে ভূষিত ছিল ॥ ২৪-২৫

মণিচিত্রিত বিশাল কবচে আচ্ছাদিত ও অমর্ষশীল এই ভয়ঙ্কর দৈত্য কণ্ঠে স্বর্ণের মালা ধারণ করিয়াছিল এবং ইহার ধ্বজে চক্রের চিহ্ন ছিল ॥ ২৬

ইহার রথে যে শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত ছিল, সেই সব হইতে মধুর শব্দ উত্থিত হইতেছিল। এই রথ সুবর্ণে ভূষিত ছিল, রক্তবর্ণের ধ্বজ ও পতাকাসমূহে ইহা অলঙ্কৃত ছিল এবং ইহাতে এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল ॥ ২৭

দৈত্যগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী বৃত্র সেই দিব্য রথে আরোহণ করত বিশাল রথসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য সম্মুখভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ২৮

ইহার শরীর তপ্ত সুবর্ণের বিন্দুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল। এই বৃত্র অসুরসৈন্যগণের যুদ্ধের নেতা ছিল। ইহার নেত্র প্রফুল্ল পদ্মপত্রের ন্যায় মনোহর ছিল। ইহার দন্ত শুভ্র ছিল। রথের

একচক্রস্তু তত্রৈব সূর্যচক্র ইবোদিত:
কালচক্রসমো রৌদ্রশ্চক্রায়ুধ ইবোদ্যত: ॥ ৩০

সর্বায়সময়ং দিব্যং রথমাস্থায় ভাস্বরম্।
বৃতো দৈত্যগণৈর্ঘোরৈ: কালায়সশিলায়ুধৈ: ॥ ৩১

তস্যাশীতিসহস্রাণি রথিনাং চিত্রযোধিনাম্।
সর্বে কালান্তকপ্রখ্যা রুধিরাক্ষা মহাবলা:।
আয়সৈ: কাঞ্চনৈশ্চৈব সন্নদ্ধা বরবর্মিন: ॥ ৩২

ব্যায়াজত্রাত্রবিকস্থা নীলা ইব পয়োধরা:
সর্বে কালান্তকপ্রখ্যা বীরা: সমরদুর্জয়া: ॥ ৩৩

সাগরোদরগম্ভীরা নীলবক্ত্রা ভুবাসদা:
রেজুর্ধারোত্থিতাম্বুধরা বেলাতীতা ইবার্ণবা: ॥ ৩৪

তে ভীমবাহা: শুভমুক্তকায়া:
কিরীটিন: কাঞ্চনভূষিতাঙ্গা:।
বধূতদা স্বায়ুধপীড়হস্তা
নভ: সপক্ষা ইব পর্বতেন্দ্রা: ॥ ৩৫

সন্দিষ্টো বলিপুত্রেণ কুম্ভাণ্ডো মহাসুর:
বধায় সুরসৈন্যস্য সন্নহ্যেতি বীর্যবান্ ॥ ৩৬
হেমমালী মহাদংষ্ট্র: স্রগ্বী রুচিরকুণ্ডল:
রক্তমাল্যাম্বরধরস্তথা সমরদুর্জয়: ॥ ৩৭
সুবর্ণরত্নবসন: স কিরীটী ধনুর্ধর:।
প্রভিন্ন ইব মাতঙ্গ: শার্দূলসমবিক্রম: ॥ ৩৮
মহাতালনিভং চাপং তথা কড়িসমাযকম্
বিস্ফারয়ন্ মহাবেগ: বজ্রনিষ্পেষনি:স্বনম্ ॥ ৩৯
রথেন খরযুক্তেন ক্ষেপেন চ ভুজগেন চ
শুশুভে স্যন্দনস্থ: স সন্ধ্যাগত ইবাংশুমান্ ॥ ৪০

---

আসনে বসিয়া এই বিচিত্রদর্শন রথিশ্রেষ্ঠ শোভা পাইতে লাগিল। ২৯

একচক্র নামক দৈত্য সেখানে উদিত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় উপস্থিত ছিল। সে কালচক্রের সমান ভয়ঙ্কর এবং চক্রধারী শ্রীহরির ন্যায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত ছিল। ৩০

সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত দিব্য ও উজ্জ্বল রথে আরোহণ করত এই দৈত্য লৌহ এবং শিলাখণ্ডকে অস্ত্ররূপে ধারণ করত ঘনান্ধকারী দৈত্যগণে পরিবৃত ছিল। ৩১

ইহার সহিত বিচিত্র যুদ্ধকারী আশী হাজার রথী যোদ্ধা ছিল। ইহারা সকলেই কাল ও অন্তকের সমান প্রভাবশালী এবং মহাবল ছিল। ইহাদের নেত্র লাল ছিল, ইহারা লৌহ ও স্বর্ণনির্মিত কবচসমূহে সুসজ্জিত ছিল এবং দেখিতে সুন্দর ছিল। ৩২

আকাশে স্থিত সেই দৈত্যগণ নীল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ইহারা সকলে কাল ও অন্তকের সমান ভয়ঙ্কর, বীর ও রণদুর্জয় ছিল। ৩৩

ইহারা সমুদ্রের উদরের সমান গম্ভীর ছিল। ইহাদের হস্তে নীল চক্র ছিল এবং ইহাদিগকে জয় করা দুঃসাধ্য ছিল। এই শ্রেষ্ঠ অসুরগণ যুদ্ধের জন্য গমন করিবার সময় তীর ভূমি বা সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমনকারী সমুদ্রসকলের তুল্য ভীষণ গর্জন করিতেছিল। ৩৪

ইহাদের বাহু ভয়ঙ্কর ছিল ও দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল। ইহাদের মস্তকে কিরীট ছিল এবং সর্বাঙ্গ স্বর্ণের নানা আভরণে ভূষিত ছিল। ইহাদের হস্ত নিজ নিজ অস্ত্রে যেন পীড়িত ছিল। এই সব দৈত্যগণ তখন পক্ষধারী পর্বতসকলের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইতে লাগিল। ৩৫

বলিপুত্র বাণাসুর কুম্ভাণ্ড নামক মহাসুরকে এই সংবাদ জানাইল যে, তুমি দেবসৈন্যকে বধ করিবার জন্য কবচ ধারণ কর। এই সংবাদ পাইয়া সেই পরাক্রমশালী দৈত্য সুবর্ণের মালা, পুষ্পের মালা ও সুন্দর কুণ্ডলে বিভূষিত হইল। ইহার দন্ত বড় বড় ছিল, সে রক্তবর্ণ পুষ্পের মালা এবং রক্তবর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। সে অসাধারণ যোদ্ধা ছিল ও যুদ্ধে দুর্জয় ছিল। (ইহার নাম সম্ভবতঃ ধীর বা বিকট ছিল)। ৩৬-৩৭

ইহার নেত্র অতিশয় বড় ও গোলাকার ছিল। সে মস্তকে মুকুট ও হস্তে ধনুর্ধারণ করিয়াছিল এবং দেখিতে মদধারাবর্ষী মদমত্ত হস্তীর তুল্য ছিল ও তাহার পরাক্রম সিংহের সমান ছিল। ৩৮

সে অতিশয় লম্বা তালবৃক্ষের ন্যায় বিশাল ছিল এবং মহাবেগশালী সুন্দর বাণযুক্ত ধনুকে বারংবার বিস্ফারিত করিতেছিল। ইহাতে তাহার ধনু হইতে যে টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, তাহার বজ্রের শব্দ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল। ৩৯

ইহার রথে গাধা যোজিত ছিল এবং সেই রথের উপর সর্পচিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতেছিল। এই রথে বসিয়া সেই দানব সন্ধ্যাকালের সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪০

রথেন বহুসাহস্রৈর্হেমপট্টবিভূষিতৈঃ
স দৈত্যোঽভ্যুজ্জিগাম তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে ॥ ৪১

পবনসমগতিবিশালচক্রো
বিকসিতপঙ্কজচারুগর্ভগৌরঃ।
প্রবরহয়গতো রথো স তূর্ণং
ত্রিদশগণৈরভিলক্ষিতপ্রভাবঃ ॥ ৪২

নিশুম্ভোত্তরকন্চৈব হ্রাহ্বর্নাম মহাসুরঃ
বিকটঃ পর্ব্বতকায়ঃ শতশীর্ষা শতোদরঃ ॥ ৪৩

পীতমাল্যাম্বরধরো জাম্বুনদবিভূষিতঃ
স্নিগ্ধবৈদূর্য্যসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ ॥ ৪৪

সর্ব্বকাঞ্চনসংযুক্তঃ মণিজালপরিচ্ছদঃ
পতাকাশতসঙ্কীর্ণঃ যুক্তঃ পরমবাজিভিঃ ॥ ৪৫

আরুরোহ রথং দিব্যং দৈত্যঃ পরমবীর্য্যবান্
ননাদ চ মহানাদং কম্পয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ৪৬

ময়েন বিহিতো দিব্যস্তথা কেতুবিভূষণঃ
ময়ূরপক্ষসঙ্কাশং কবচং চাভবৎ মহৎ ॥ ৪৭

তীক্ষ্ণবেগৈরবৈশ্চান্যৈ রথৈর্দিব্যৈঃ শুভাম্বরৈঃ।
নানাপ্রহরণাকীর্ণৈঃ সেব্যমানো মহাবলঃ ॥ ৪৮

অসুরগণগতির্নিকেতগামী
অভিরতসগতির্মহাসুরাণাম্।
অরিগণমথিতো বিভুঃ প্রযাতো
গিরিবরমত্তশিরাংশুমান্ সুদীপ্তঃ ॥ ৪৯

বিপ্রচিত্তিশ্চ তত্রৈব দানবাধিপতির্বলঃ
কম্বুপত্রাম্বুজঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মণস্তপসা সমঃ ॥ ৫০

যষ্টা ক্রতুসহস্রাণাং বেদবিৎ তপসান্বিতঃ
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরো বরদশ্চ মহাসুরঃ
ঈশিত্বঞ্চ মহত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৫১

ঐশ্বর্য্যগুণসম্পন্নো ব্রহ্মেব বাগ্বিভূষিতঃ।
সার্দ্ধং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সন্নদ্ধো মহাবলঃ ॥ ৫২

সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর সেই দৈত্যরাজ স্বর্ণপট্টে বিভূষিত এবং পুষ্প ও মুক্তাতে যুক্ত করেক সহস্র রথের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সব রথ তখন অপূর্ব্ব মেঘগুচ্ছের ন্যায় প্রতীত হইয়েছিল। ৪০

বায়ুর সদৃশ তাহার গতি ছিল, চক্রগুলি বিশাল ছিল এবং প্রফুল্ল কমলের মনোহর অভ্যন্তরের সমান তাহার গৌর কান্তি ছিল, দৈত্যরাজ সেই শ্রেষ্ঠ রথে বসিয়া সত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। দেবগণ ইহার প্রভাব অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪২

নিশুম্ভের পুত্র হ্রাহ্বর্নামক মহাসুরও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইল। ইহার আকৃতি ছিল বিকট, আকারে পর্ব্বততুল্য বিশাল, ইহার মস্তক ছিল শত ও উদরও ছিল শতসংখ্যক। ৪৩

এই মহাসুর পীতবর্ণের পুষ্পমালা ও পীতবর্ণের বস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং জাম্বুনদনামক স্বর্ণের আভরণে বিভূষিত ছিল। স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যমণির সদৃশ তাহার অঙ্গকান্তি ছিল ও কমলদলতুল্য সুন্দর নেত্র ছিল। ৪৪

ইহার রথ সর্ব্বতঃ সুবর্ণে যুক্ত ছিল। মণিময় জালে (বাসরে) ইহা সজ্জিত ছিল। ইহা শত পতাকায় ব্যাপ্ত ছিল এবং উত্তম অশ্বগণ ইহাতে যোজিত ছিল। ৪৫

সেই পরম পরাক্রমশালী দৈত্য এই দিব্য রথে আরোহণ করিল এবং পৃথিবীতলকে কম্পিত করিতে করিতে অতিশয় গর্জ্জন করিতে লাগিল। ৪৬

মহাসুর তাহার জন্য দিব্য সুবর্ণের ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং ময়ূরপক্ষসদৃশ বিচিত্র ও বিশাল লৌহময় এক কবচও নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ৪৭

এই মহাবল দানবের সেনায় উত্তম বেগ ও অস্ত্রযুক্ত অন্য বহু দিব্য এবং তেজস্বী রথও উপস্থিত ছিল, যে সব রথ নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল। ৪৮

অসুরগণের পতি রাহু শত্রুদের ন্যায় বীর ও বাহুবীর্য্যপূর্ণ গতিতে গমন করিত। সেই মহাসুরগণের পতি অতিশয় তেজস্বী ছিল। এই প্রভাবশালী যোদ্ধা শত্রুগণের দিকে দৌড়াইয়ে যাইত, যেরূপ অত্যন্ত দীপ্তিমান্ সূর্য্য অস্তাচলের সমীপে গমন করেন। ৪৯

দানবগণের মুখিয়াতী বিপ্রচিত্তিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কান্তিমান্ দানব শঙ্খ ও কমলের পুত্র ও ব্রহ্মার সদৃশ তেজস্বী ছিল। ৫০

এই দানব সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, বেদজ্ঞ ও তপস্বী ছিল। ব্রহ্মা ইহাকে বরদান করিয়াছিলেন এবং এই দানব স্বয়ং ব্রহ্মাকে বরদান করিতে সমর্থ ছিল। এই মহাতেজস্বী বিপ্রচিত্তির ঈশিত্ব, মহত্ব (মহিমা) ও বশিত্বাদি সিদ্ধিসমূহের উপলব্ধি হইয়াছিল। ৫১

এই দানব বাক্যে ব্রহ্মার তুল্য ঐশ্বর্য্যগুণসম্পন্ন ও বক্তা ছিল। এই মহাবল দানব নিজের পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত কবচবদ্ধ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৫২

সর্ব্বে মায়াধরাঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ
সর্ব্বে কমলবর্ণাভা হেমকূটোচ্চয়োচ্ছ্রয়াঃ ॥ ৫৩
সর্ব্বে রজতসঙ্কাশাঃ কৈলাসশিখরোপমাঃ
ময়েন নির্ম্মিতাস্তেষাং সর্ব্বে মায়াময়া রথাঃ ॥ ৫৪
বিচরন্তো ব্যরাজন্ত শারদা ইব তোয়দাঃ।
সর্ব্বে হংসধ্বজাঃ শ্বেতা শ্বেতদণ্ডসমুচ্ছ্রিতাঃ ॥ ৫৫
শ্বেতাম্বরধরা দৈত্যাঃ শ্বেতমাল্যবিভূষিতাঃ
শ্বেতাতপত্রাঃ সর্ব্বে তে শ্বেতকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৫৬
মুক্তাহারবৃতোরস্কা ভান্তি নাকেশ্বরা ইব
মহাগ্রহনিভাকারাঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণাঃ ॥ ৫৭
রক্তচিত্রাম্বরধরাশ্চিত্রাভরণভূষিতাঃ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম রথমাস্থায় বীর্য্যবান্
কৈলাসশিখরাকারমষ্টচক্রং নলায়তম্ ॥ ৫৮

যুক্তং বাজিসহস্রেণ সিতেন সিতবর্চ্চসা
পতাকাধ্বজসংছন্নং নানাপুষ্পবিভূষিতম্ ॥ ৫৯
বিমানশুক্লপ্রতিমঃ বিশালং
সিতাতপত্রঃ ধ্বজকেতুরম্যম্ ।
বিভাতি তস্যোপরি দানবানাং
শ্বেতাদ্রিশৃঙ্গোপগতঃ শশাঙ্কঃ ॥ ৬০
কেশী দানবমুখ্যস্তু জিহ্মস্তু প্রিয়দর্শনঃ
নীলমেঘচয়প্রখ্যঃ কালঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৬১
মহাগ্রহনিভাকারঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণঃ
চিত্রমাল্যাম্বরধরো রক্তাভরণভূষিতঃ ॥ ৬২
শতাক্ষঃ শতবাহুশ্চ হরিশ্মশ্রুর্মহাবলঃ
শঙ্কুকর্ণো মহানাদো বপুষা ঘোরদর্শনঃ ॥ ৬৩
যুক্তং মণিসহস্রৈর্বি ঘণ্টাকোটিকৃতস্বনম্
মহাবাজিরথাকারমাস্থায় রথমুত্তমম্ ॥ ৬৪

ইহারা সকলে মায়াবী, শৌর্য্যশালী বীর, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ ছিল। ইহাদের সকলের কান্তি কমলের ন্যায় মনোহর ছিল এবং ইহারা হেমকূট পর্ব্বতের শিখরের সমান উচ্চ ছিল। ৫৩

ইহারা সকলেই রূপ-রঙে ও বেশভূষায় রজততুল্য শ্বেতবর্ণ ছিল এবং কৈলাসপর্ব্বতের শিখরের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। ময়দানব ইহাদের সকলের জন্য মায়াময় রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ৫৪

ইহাদের সকলের রথের উপর হংসচিহ্নিত শ্বেত ধ্বজ উড়িতেছিল এবং এই উচ্চ শ্বেত দণ্ডের জন্য ইহাদের রথের উচ্চতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সব রথ শরৎকালের শ্বেত মেঘের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। ৫৫

এই দৈত্যগণ শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং শ্বেত পুষ্পের মাল্যে বিভূষিত ছিল। ইহাদের সকলের ছত্র শ্বেতবর্ণ ছিল ও ইহাদের কর্ণে শ্বেতকুণ্ডল শোভিত ছিল। ৫৬

ইহাদের বক্ষঃস্থল মুক্তার হারে অলঙ্কৃত ছিল। ইহারা যেন স্বর্গলোকের অধীশ্বর ছিল। ইহাদের আকার মহাগ্রহের ন্যায় তেজস্বী ছিল এবং শত্রুগণের লোমহর্ষণকারী ছিল। ৫৭

ইহাদের মধ্যে বহু দানব আবার রক্তবর্ণের বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল ও বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল। পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তি 'ত্রৈলোক্যবিজয়' নামক রথে বসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথের আকার কৈলাসশিখরসদৃশ উচ্চ ও বিশাল ছিল। ইহা অষ্টচক্রযুক্ত ও বত্রিশ হাত লম্বা ছিল। ৫৮

এই রথে শ্বেতকান্তিযুক্ত এক হাজার শ্বেত অশ্ব যোজিত ছিল। ইহা শত পতাকায় আচ্ছাদিত এবং ইহার মধ্যভাগে নানাপ্রকার পুষ্প ও নানা অস্ত্র সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ৫৯

এই দানবরাজ বিপ্রচিত্তির উপর শুভ্র ছত্র ও ধ্বজপুষ্পাদিসমূহ সর্ববিশিষ্ট বিশাল শ্বেতচ্ছত্র শ্বেতাচলের শিখরের উপর উদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৬০

দানবপ্রধান কেশী অত্যন্ত কুটিল ছিল। তাহার বদন তামের ন্যায় রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। ইহার কান্তি মেঘগুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণ ছিল। এই দানব পুরুষাকারে কাল ছিল। ৬১

ইহার আকৃতি মহাগ্রহের ন্যায় বিশাল ছিল এবং শত্রুগণের লোমহর্ষণকারী ছিল। সে বিচিত্র মাল্য ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং রক্তবর্ণের আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল। ৬২

ইহার শত চক্ষু, শত বাহু, (পঞ্চাশ মুখ), কাল বা নীলবর্ণ শ্মশ্রু (দাড়ি-গোঁফ), শঙ্কুর (খুঁটার) ন্যায় কর্ণ ও শরীর দেখিতে ভয়ঙ্কর ছিল। এই মহাবল দানব উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতেছিল। ৬৩

ইহার উত্তম রথের আকার মহাপর্ব্বতের ন্যায় ছিল। ইহাতে কোটি ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার ধ্বনিতে মুখরিত ছিল এবং এই দিব্য রথে মণি শোভিত ছিল। কেশী এই রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল। ৬৪

ধ্বজেনোচ্ছ্রিতেন মহতা নীলকেসরবর্চসা
নানারাগবিচিত্রাভিঃ পতাকাভির্বিভূষিতম্ ॥ ৬৫
তিগ্মাংশুসহস্রাণি রথানামুগ্রবর্চসাম্।
যযুস্তান্যসুরেন্দ্রস্য প্রযান্তস্য সুরান্ প্রতি ॥ ৬৬
ভান্তি তিগ্মাংশুনিভাঃ প্রযান্তো মহাস্বনাঃ
কাঞ্চনচন্দ্রবদনা সবলাকা ইবাম্বুদাঃ ॥ ৬৭
তস্য বৈদূর্যসুবর্ণচিত্রঃ
বিদ্যুৎপ্রভঃ ভাস্কররশ্মিতুল্যম্
কিরীটমাভাভাসুরোত্তমস্য
নানাবিধৈঃ শিখরৈ যথাদ্রেঃ ॥ ৬৮
স্বর্ভানবীয়সুরৈশ্চৈব শ্রীমাংশ্চ সুসম্পন্নঃ
আরুরোহ রথং দিব্যং মেরুশৃঙ্গমিবাংশুমান্ ॥ ৬৯
প্রবালভূষণচিত্রকূবরং
নব রথং ভাস্করস্য সমাহিতম্
বলদ্ভিঃ রাজতহেমমুক্তৈঃ
গর্ভস্থিতকনকাঙ্গুলিকাবলম্ ॥ ৭০

এই রথ নীল কেশরসদৃশ কান্তিমান্ ও উচ্চচিহ্নিত বিশাল ধ্বজে এবং নানারঙে বেষ্টিত বিচিত্র পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ৬৫

দেবগণের দিকে অগ্রসর হইলে এই অসুরেন্দ্রর কেশীর সহিত যাহার হাজার ভাস্বর তেজস্বী রথী যোদ্ধারাও যাইতে লাগিল। ৬৬

যুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় যেমন করে একত্রে বলাকাযুক্ত জলদের সদৃশ কাল ও বলসমূহের জন্য অর্ধচন্দ্রাকারে প্রতীত এই সব মহাকায় দানবগণের মুখ বকপংক্তিযুক্ত মেঘদলের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৬৭

অসুরশ্রেষ্ঠ কেশীর কিরীট বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণের সংযোগে বিচিত্র শোভা পাইতেছিল, বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং সূর্যের কিরণসমূহের সদৃশ দেদীপ্যমান হইতেছিল। ইহার দ্বারা কেশীর মস্তক নানাধরনে প্রদীপ্ত পর্বতশিখরতুল্য প্রতীত হইতে লাগিল। ৬৮

দেবগণসংহারকারী তেজস্বী অসুর স্বর্ভানবী নিজের দিব্য রথে সেইভাবে আরোহণ করিল, যেরূপ অংশুমালী সূর্যদেব মেরুপর্বতের শিখরে আরোহণ করেন। ৬৯

ইহার বিশাল রথের কূবর (চক্রের সহিত সংযোগরক্ষাকারী রথের কাষ্ঠবিশেষ) মুক্তা এবং সুবর্ণ সংযুক্ত থাকায় বিচিত্র শোভা পাইতেছিল। এই বহুমূল্য রথ ভার সহ্য করিতে সমর্থ

কেয়ূরমুক্তোজ্জ্বলবাহুঃ
সংক্রুদ্ধঃ চ চর্মণা সঃ
সাংগ্রামিকৈর্বাণবরৈশ্চ চিত্রৈ
র্যথাংশুপূর্ণঃ প্রভিয়ো বভূব ॥ ৭১
মহাবলো বজ্রতলাঙ্গুলিত্রো
বলোৎকটঃ কিংশুকলোহিতাক্ষঃ।
প্রগৃহ্য চামীকরচারুচিত্রং
চাপং স্থিতো বৃত্তবিশালনেত্রঃ ॥ ৭২
মহাসুরেন্দ্রস্য মহাসুরেন্দ্রো
বলিস্তদা স্যন্দনমারুরোহ।
বৈদূর্যহেমোপচিতঃ বিশালং
বিদ্যুৎপ্রভং সোত্তমশ্বযুক্তম্ ॥ ৭৩
দ্যুতং সহস্রেণ দিব্যৈঃ সুতানাং
গজাশ্বনানাং বিকৃতাকৃতীনাম্।
চামীকরোগ্রঃস্বলঙ্কৃতানাং
প্রনর্দতাং প্রাংশুসি চামূনানাম্ ॥ ৭৪

ছিল। ইহার চক্রের নেমিভাগ (কিনারা) রজতে সংযুক্ত (মোড়া) ছিল। এই রথ উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহা সূর্যের কিরণ, অগ্নি ও বিদ্যুতের সমান প্রকাশিত হইতেছিল স্বর্ভানবী নিজ বাহুতে কেয়ূরযুক্ত অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিল। সে সময় তারকাচিহ্নযুক্ত ঢাল এবং যুদ্ধোপযোগী বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া মধ্যাহ্নকালের সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল। ৭০-৭১

এই মহাবল দৈত্য নিজের দুই হাতে দস্তানা ধারণ করিয়াছিল এবং নিজ বলে বেশ উদ্ধত ছিল। ইহার চক্ষু পলাশপুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ ছিল। সুবর্ণখচিত থাকায় মনোহর ও চিত্র ধনু ধারণ করিয়া যোদ্ধাকার এবং বিশাল নেত্রসম্পন্ন এই দৈত্য অবস্থান করিতে লাগিল। ৭২

তদনন্তর মহাসুরগণে পরিবৃত হইয়া মহাসুররাজ বলি রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার এই বিশাল রথ বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণে খচিত ছিল, বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং ইহা অশ্বের জোড়া দ্বারা যুক্ত ছিল। ৭৩

এই রথে হস্তিমুখতুল্য দুর্দমনীয় ও বিকটাকৃতি এক হাজার দৈত্য যোজিত ছিল। ইহাদের সকলের বক্ষঃস্থল সুবর্ণে বিভূষিত ছিল এবং ইহারা বর্ষাকালের মেঘের সদৃশ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ৭৪

মহারথং দেবরথপ্রকাশং
সহস্রমায়েন ময়েন সৃষ্টম্
ঈহামৃগাক্রীড়িতভক্তিচিত্রং
দিব্যং রথং দিব্যরথাধ্যুষিতম্ ॥ ৭৫
সকিঙ্কিণীকং বিমলং সুবিস্তৃতং
হিরণ্ময়ৈঃ পদ্মশতৈরলঙ্কৃতম্
অভ্যাবহে বৈজয়ন্তীং জয়ায়
স্রজং বলির্হেমবিচিত্রপুষ্পাম্ ॥ ৭৬
আবধ্য মালাং প্রভয়া বিচিত্রাং
বলিস্তদা ভাতি ভুজৈর্বিশালৈঃ
যথাংশুভিঃ সর্বসমৃদ্ধিযুক্তৈ-
র্মহাচ্চিরা পূর্ণা উদয়স্থঃ ॥ ৭৭
স্রজং তদা বধ্নাতি চাস্য দুর্গা
সর্বাসুরাণামিব চারুভূতাম্ ।
বৈরোচনিঃ সর্বক্রিয়াভিজুষ্টো
বিভ্রাজতেঽত্যংশুঃ শরদীব চন্দ্রঃ ॥ ৭৮
মেরোস্তটে বা জ্বলনপ্রকাশে
আদিত্যাংশুরুক্মিবাভপ্রকাশম্

প্রাসাশ্চ পাশাশ্চ হিরণ্যবদ্ধা
বর্মাণি খড়্গাশ্চ পরশ্বধাশ্চ ॥ ৭৯
ধনূংষি বজ্রাঙ্কুশপ্রভাণি
দিব্যা গদা বজ্রমুখাশ্চ শক্ত্যঃ ।
দিব্যাশ্চ খড়্গা বিশিখাশ্চ দীপ্তা
নারাচপূর্ণা বিবিধাশ্চ তূণাঃ ॥ ৮০
ধৃতা রথে দৈত্যবরস্য তস্য
চকাশিরে প্রজ্বলিতা যথোল্কাঃ ।
তং চামরাপীড়ধরাঃ সুদংষ্ট্রাঃ
সুবর্ণমুক্তামণিহেমচিত্রাঃ ॥ ৮১
বীজন্তি বালব্যজনৈর্বিনীতা
মহাসুরাঃ স্যন্দনবেদিকাস্থাঃ ।
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা হয়াস্যঃ
শিবির্বিরূপো বিশিরাঃ শতাক্ষঃ ॥ ৮২
অয়ো নিকুম্ভঃ কুম্ভশ্চ দানবো
ররক্ষিরে তে দশ দানবাধিপম্ ।
পুরস্তরাশ্চৈব সহস্রশোঽসুরাঃ
পদাতয়ো দানবরাজরক্ষিণঃ ॥ ৮৩

---

এই মহারথ দেবরথের ( বিমানের ) ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। সহস্রমায়াবিৎ ময়াসুর এই বিশাল রথ নির্মাণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যভাগে ক্রীড়ামৃগ ও কাকাতুয়ের মধ্যে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত ছিল, ইহাতে এই দিব্য রথের অতিশয় শোভা হইতেছিল। এই রথের পশ্চাতে পশ্চাতে বহু অন্য দিব্য রথও যাইতেছিল। ৭৫

এই মহারথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত ছিল। এই নির্মল ও সুবিস্তৃত রথ সুবর্ণময় কমলে অলঙ্কৃত ছিল। ইহাতে আরোহণ করিয়া বলি বিজয়ের জন্য বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিলেন, যে মালায় স্বর্ণময় পুষ্প গ্রথিত ছিল। ৭৬

সেই সময় রাজা বলি দিব্য প্রভাযুক্ত মালা ধারণ করত সর্বসমৃদ্ধিযুক্ত নিজের বিশাল বাহুদ্বয়ের দ্বারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে স্থিত সূর্যদেব নিজ মহাপ্রভায় অত্যন্ত উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ৭৭

সেই সময় সাক্ষাৎ দুর্গাদেবী সমস্ত অসুরগণের পক্ষে হারস্বরূপ এই পুষ্পমালা বলির কণ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই হার ধারণ করত সর্বপ্রকার শোভাসম্পদসেবিত বিরোচনপুত্র বলি শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। ৭৮

অথবা অগ্নিতুল্য প্রকাশমান মেরুপর্বতের তটপ্রান্তে সূর্যসংযুক্ত মেঘমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভাই এই সময় রাজা বলির হইতেছিল। এই দৈত্যশ্রেষ্ঠ বলির রথে বহু প্রাস, সুবর্ণখচিত পাশ, কবচ, খড়্গ, পরশু, বজ্রতুল্য প্রকাশিত ধনু, দিব্য গদা, বজ্রমুখী শক্তি, দিব্য খড়্গ, প্রজ্বলিত বাণ এবং বাণে পরিপূর্ণ নানাপ্রকার তূণীর রাখা ছিল, এই সব অস্ত্র প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৭৯-৮০;

হস্তে চামর ও মস্তকে পাগড়ী ধারণ করত দর্প, মুক্তা মণি ও হেমনির্মিত বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত, সুন্দর দন্তযুক্ত এবং বিনয়শীল মহাসুরগণ সেই রথের বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বালব্যজনের ( চামরের ) দ্বারা রাজা বলিকে বাতাস করিতে লাগিল। ৮১;

অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, হয়াস্য, শিবি, বিরূপ, বিশিরা, শতাক্ষ, অয়ঃ, নিকুম্ভ ও কুম্ভ—এই দশ দানবগণ দানবরাজ বলিকে রক্ষা করিতে লাগিল। ৮২;

দানবরাজ বলির রক্ষাকার্যে নিযুক্ত হাজার হাজার পদাতিক অসুর তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইহারা সকলে

শতঘ্নিচক্রাশনিশক্তিপাশৈঃ
প্রকম্প্য সংগ্রহনিলতুল্যবেগিনঃ
ঘণ্টাঃ সুবর্ণরাজতময়বদ্ধা
আভূষয়া গর্জ্জতি তিগ্মনাদঃ ॥ ৮৪

এতাবতা চন্দ্রতমস্ত কেতু
রথপ্রধানে বিহিতেঽস্বরস্য
তপ্তোষিতঃ কাঞ্চনবেদিকাঢ্যো
হিরণ্ময়ো দিব্যমহাপতাকঃ ॥ ৮৫

মহাধ্বজো বৈ তপনীয়দণ্ডো
বভাস বীরস্য যথা বিবস্বান্
সমুচ্ছ্রিতঃ কাঞ্চনমাতপত্রং
প্রভাকরো বক্ষসি চাস্য ভাতি ॥ ৮৬

সমন্ততশ্চাপ্যসুরাশ্চরন্তি
দৈত্যার্ণবাঃ প্রাঞ্জলয়ো জয়ন্তি ।
পুরোহিতাঃ শক্রবধে সমাহিতা
স্তথৈব চাস্মে ক্রতুশীলবৃদ্ধাঃ ॥ ৮৭

কটৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ তপোবিধি-
র্মহাত্মনঃ স্বস্ত্যয়নং প্রচক্রুঃ ।
স তত্র বস্ত্রাণি শুভাংশ্চ গাবঃ
ফলানি পুষ্পাণি তথৈব নিষ্কান্ ॥ ৮৮

বলির্দ্বিজেভ্যঃ প্রযতঃ প্রযচ্ছন্
বিরাজতেঽতীব যথা ধনেশঃ
সহস্রসূর্য্যো বহুকিঙ্কিণীকঃ
পরার্দ্ধ্যজাম্বূনদহেমচিত্রঃ ॥ ৮৯

সংযচক্রাযুতভারকশ্চ
রথো বলেরগ্নিরিবাবভাতি ।
তমাস্থিতো দানবসংগৃহীতঃ
মহাবলঃ কার্ম্মুকধৃক্ সবাণঃ ॥ ৯০

উদ্বর্ত্তয়িষ্যংস্ত্রিদশেন্দ্রসেনা-
মতীব রৌদ্রং স বিভর্ত্তি রূপম্ ।
স বেগবান্ বীররথৌঘমধ্যগঃ
প্রয়াতি দেবান্ প্রতি দৈত্যনাথঃ ॥ ৯১

---

শতঘ্নী, চক্র, অশনি ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র সহ রথটি বায়ুতুল্য বেগে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ৮৩।

দৈত্যরাজ বলির রথ যখন চলিতে থাকিল, সেই সময় সুবর্ণখচিত ঘণ্টাসকল মধুর নাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তূরী, পণব প্রভৃতি প্রাচীনকালের বাদ্যসকলের, নাগাড় ও তোমরকারী দুন্দুভি সকলেরও তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। ৮৪।

বীর রাজা বলির সুবর্ণখচিত ও বিশেষতঃ স্বর্ণেই নির্ম্মিত বিমানের উপরে উত্থিত ছিল, উহার দিব্য পতাকা অতিশয় সুন্দর ও সুবর্ণময় বেদীতে সংযুক্ত ছিল। এই বিমানের উপর সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৮৫।

রাজা বলির উপর স্বর্ণের উচ্চ ছত্র বিস্তৃত ছিল এবং তাহার বক্ষস্থলে সুবর্ণময়ী মালা শোভা পাইতেছিল। উহার চারিদিকে বহু অসুর বিচরণ করিতেছিল এবং দৈত্য ও দানবগণ (অথবা দৈত্যসাগরের দানবগণ) কৃতাঞ্জলি হইয়া উহার জয়গান করিতেছিল। ৮৬।

রাজা বলির পুরোহিত এবং বেদ ও শীলে পরিণতবুদ্ধি অন্য ব্রাহ্মণগণ রাজার শত্রুদিগের বধের উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হইয়া যজ্ঞ, বেদপাঠ এবং ওষধিসমূহের প্রয়োগের দ্বারা এই মহাত্মা দৈত্যরাজের জন্য স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন। ৮৭।

রাজা বলি নিজের মনকে সংযত রাখিয়া সেখানে ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, সুন্দর গো, ফল-পুষ্প ও স্বর্ণ প্রচুর পরিমাণে দান করিতে করিতে ধনাধ্যক্ষ কুবেরের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮৮।

বলির রথ সহস্র সূর্য্যের চিত্রে শোভিত ছিল, উহাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ঝুলান ছিল, বহুমূল্য জাম্বূনদ নামক স্বর্ণ ও অন্যবিধ সুবর্ণখচিত ছিল—উহাতে তাহার বিচিত্র শোভা হইতেছিল। সহস্র চক্র ও দশ হাজার ভারবাহী বলির এই রথ অগ্নির ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ৮৯।

এই রথের রশ্মি এক দানব গ্রহণ করিয়াছিল। মহাবল বলি এই রথে আরোহণ করত ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল, বলি একাকীই দেবরাজ ইন্দ্রের সৈন্যদিগকে সংহার করিবেন। ৯০।

বীর রথী যোদ্ধাগণের প্রবাহে ব্যাপ্ত এই বেগশালী দৈত্যনাথ দেবগণের দিকে সেইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল, যেরূপ প্রলয়কালে জলের প্রবাহ ও উত্তাল তরঙ্গমালার পরিব্যাপ্ত মহাসাগর সমস্ত ত্রিভুবনকে নিমজ্জিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। ৯১।

মহার্ণবো বীচিতরঙ্গসঙ্কুলো
যথা জলৌঘৈর্গগনং ক্ষয়ে তথা
ত্রৈলোক্যবিত্রাসকরৈর্বপুর্ভি-
স্তাস্তত্রাসৌ বাতি বলে বলস্য ॥ ১২

মহাবলাস্তাম্রিরকার্য্যকারি
সপর্ব্বতানীব বনানি রাজন্ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বলেরুদ্যোগো নামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

রাজন্! বলির রথের অগ্রে অগ্রে তাহার প্রধান সৈন্যগণ ধনু উত্তোলন করত ত্রিলোকের ত্রাসজনক শরীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা সেই সময় পর্ব্বতসহ বনসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ১১-১৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে বলির যুদ্ধোদ্যোগবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

( ইন্দ্রাদিদেবানাং লোকপালানাঞ্চ যুদ্ধায়োদ্যোগঃ, প্রস্থানঞ্চ )

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুতস্তে দৈত্যসৈন্যস্য বিস্তরো জনমেজয়
সুরাণামপি সৈন্যস্য শৃণু বিস্তরমাদিতঃ ॥ ১
সুরাধিপস্তু ভগবানাজ্ঞাপয়ত বৈ সুরান্
মরুদ্গণাংস্তথাদিত্যান্ বিশ্বান্ দেবাংশ্চ বাসবঃ ॥ ২
বসূনষ্টৌ ভূশং সর্ব্বান্ যক্ষরক্ষোমহোরগান্।
বিদ্যাধরগণান্ সর্ব্বান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চ মহাবলান্ ॥ ৩
মহার্ণবাংশ্চ শৈলাংশ্চ তথা রুদ্রাংস্তথৌজসঃ।
যম-বৈশ্রবণৌ চোভৌ বরুণঞ্চ জলাধিপম্ ॥ ৪
যে তু সিদ্ধা মহাত্মানঃ পিতরশ্চ মনস্বিনঃ
ব্রাহ্মর্ষয়শ্চ শতশো যোগসিদ্ধাস্তথৈব চ ॥ ৫
ত্রিদশাজ্ঞাপকঃ শক্র আজ্ঞাপয়তি বীর্য্যবান্
ভবতো দৈত্যনাশায় সন্নহ্যধ্বমিতি প্রভুঃ ॥ ৬
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা ততঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
সন্নদ্ধাস্তু মহাত্মানঃ শক্রস্য সমবিক্রমাঃ ॥ ৭
নানাকবচিনঃ সর্ব্বে বিচিত্রকবচধ্বজাঃ
নানায়ুধোদ্যতকরা মত্তা ইব মহাগজাঃ ॥ ৮
কেচিদারুরুহুর্ব্যাঘ্রান্ কেচিদারুরুহুর্গজান্।
কেচিদারুরুহুর্নাগান্ কেচিদারুরুহুর্বৃষান্ ॥ ৯
হরিনেত্রো হরিশ্মশ্রুর্হরিদ্বৈরাবতধ্বজঃ।
রথং হরিহয়ৈর্যুক্তং স প্রায়াৎ সমরং প্রতি ॥ ১০

### দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

( ইন্দ্রাদি দেবগণের ও লোকপালগণের যুদ্ধের জন্য আয়োজন ও প্রস্থান। )

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তুমি দৈত্যসৈন্যের সবিস্তরে বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব পুনরায় দেবসৈন্যের বিস্তার আদি হইতে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১

দেবগণের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্র সমস্ত দেবতা, মরুদ্গণ, আদিত্য, বিশ্বদেব, অষ্টবসু, যক্ষ, রাক্ষস, মহানাগ এবং সমস্ত বিদ্যাধরগণ, মহাবল গন্ধর্ব্বগণ, মহাসাগর, পর্ব্বত, মহাতেজস্বী রুদ্র, যম, কুবের এবং বরুণ সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞাদান করিলেন ॥ ২-৪

তাঁহার আদেশের ঘোষণা এইরূপ ছিল—যাঁহারা সিদ্ধ মহাত্মা মনস্বী পিতৃগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, শত শত যোগসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, এই সকলকে সর্ব্বসমর্থ, দেবনায়ক, পরাক্রমশালী ইন্দ্র আজ্ঞা করিতেছেন যে, আপনারা সকলে দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য কবচধারণ করত প্রস্তুত হউন ॥ ৫-৬

দেবগণ ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারই তুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত মহাত্মা স্বর্গবাসী দেবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ॥ ৭

তাঁহারা সকলে নানাপ্রকার কবচ ধারণ করিলেন। ইহাদের কবচ ও ধ্বজ বিচিত্র ছিল। ইহারা নিজ নিজ হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মত্ত গজরাজের ন্যায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৮

ইহাদের মধ্যে অনেকে ব্যাঘ্রের উপর আরোহণ করিলেন, অনেকে হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন, কেহ কেহ নাগের উপর আরোহণ করিলেন ও কাহারা আবার বৃষসকলের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৯

ইন্দ্রের নয়ন সিংহের নয়নের ন্যায় পীতাভ ছিল, তাঁহার শ্মশ্রু (দাড়ি) পীতাভ ছিল, ইহার ধ্বজ ঐরাবত হস্তীর চিহ্নে চিহ্নিত, ইহার রথে হরিদ্বর্ণের অশ্বগণ যোজিত আছে। তিনি এরূপ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের দিকে গমন করিলেন ॥ ১০

আদিত্যবর্ণং বিরজং সুধৌতং
ত্বষ্ট্রা স্বয়ং নির্মিতমীশ্বরার্থম্
জালৈশ্চ জাম্বূনদভক্তিচিত্রৈ-
রলঙ্কৃতং কাঞ্চনদামভিশ্চ ॥ ১১
মনুষ্যলোকান্তরবন্ধুরেখং
বিদ্যুৎপ্রভাভিঃ কৃতমাভিতাম্রম্ ।
কৈলাসশৃঙ্গোপমমিন্দ্রযানং
সুচারুচারু প্রতিচক্রচক্রম্ ॥ ১২
তারাসহস্রৈঃ খচিতং অনন্ত-
দেবার্হমাল্যাচিতসর্বদেশম্
সমুচ্ছ্রিতশ্রীধ্বজমণ্ডলাঙ্কং
প্রভাসমানং পুরুষোত্তমেন ॥ ১৩
আরুহ্য তং ভাস্করমাশুবেগং
শচীপতির্লোকপতিঃ সুরেশঃ
বজ্রস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা
যযৌ মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্রঃ ॥ ১৪
আমুচ্য বর্মাথ সহস্রতারং
হুতাশনাদিত্যসমপ্রভাবম্
সূর্যপ্রভং চামুমুচে কিরীটং
মালাঞ্চ জাম্বূনদবৈজয়ন্তীম্ ॥ ১৫
ত্বষ্ট্রা কৃতং ভাস্কররশ্মিদীপ্তং
সুতীক্ষ্ণধারামলতীব্রধারম্ ।
মহাসুরাণাং রুধিরার্দ্রপূর্ণং
প্রগৃহ্য বজ্রং শতপর্ব ভীমম্ ॥ ১৬
মহাশনী যে চ মহাপ্রভাবে
দীপ্তামমোঘাঞ্চ স শক্তিমুগ্রাম্
চক্রং তথৈন্দ্রং সুমহৎপ্রতাপং
প্রগৃহ্য শক্রঃ প্রযযৌ রণায় ॥ ১৭
সহস্রদৃগ্ ভূতপতিঃ সনাতনঃ
সনাতনানামপি যঃ সনাতনঃ ।
খড়্গঞ্চ দেবাধিপতির্মহাত্মা
বৈয়াঘ্রমাদায় চ চর্ম চিত্রম্ ॥ ১৮
ক্ষীরোদধিক্ষোভসমুত্থিতানি
পুরামৃতোৎপত্তিসুভূষণানি ।
দেবাসুরাণাং শ্রমনিঃসৃতানি
সোমার্কনক্ষত্রদ্যুতিং দধানি ॥ ১৯

এই রথের কান্তি সূর্যের সমান ছিল। ইহা নির্মল ও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত ছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্মা দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য ইহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্বর্ণের জাল (ঝালর) ও জাম্বুনদনামক সুবর্ণের চিত্রশ্রী এবং স্বর্ণবস্তুসমূহে ইহা অলঙ্কৃত ছিল। ১১

ধূসর, স্বল্প উপকরণ ও মনোহর চিহ্ন সমেত এই রথ বিদ্যুৎপ্রভায় তাম্রবর্ণের হইয়া গিয়াছিল। এই ইন্দ্রযান কৈলাসশিখরের সমান দেখাইতেছিল এবং মনোহর হইতেও মনোহর ও চক্রমণ্ডলীর শোভাকারী ছিল। ১২

ইহাতে সহস্র প্রকাশমান তারকা খচিত ছিল। এই রথের সম্পূর্ণ স্থান দেবোচিত মাল্যসমূহে পূর্ণিত ছিল। ইহার উপর শোভান্বিত উচ্চধ্বজ উড়িতেছিল। ইহার অশ্ব (ঘোড়া) কখনও ক্ষীণ হইত না। পুরুষোত্তম ইন্দ্রের কান্তিতে এই রথ আরও উদ্ভাসিত হইতেছিল। ১৩

তীব্রবেগে গমনকারী এই তেজস্বী রথে আরোহণ করত ত্রিলোকের অধিপতি দেবরাজ, ভুবনরক্ষক, শচীপতি ও মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্র যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। ১৪

তিনি অগ্নি ও সূর্যসদৃশ প্রভাপুঞ্জে পরিপূর্ণ সহস্র তারকা-বিশিষ্ট কবচ ধারণ করত মস্তকে সূর্যতুল্য তেজস্বী মুকুট ধারণ করিলেন এবং কণ্ঠে (শাস্ত্রীয় বিধান) জাম্বুনদস্বর্ণনির্মিতা বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন। ১৫

ইহার পর শত পর্বযুক্ত ভয়ঙ্কর সেই বজ্র গ্রহণ করিলেন, যাহা মহাসুরগণের রক্তে আর্দ্র হইয়া ছিল। সূর্যরশ্মিসদৃশ উদ্দীপ্ত এই উগ্র বজ্রকে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঘোর, নির্মল ও তীব্র ছিল। ১৬

মহাপ্রভসদৃশ প্রভাযুক্ত দুইটি অশনি, প্রজ্বলিত ও অমোঘ উগ্রশক্তি এবং মহাপ্রতাপশালী ঐন্দ্র-চক্র হস্তে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন। ১৭

সহস্র নেত্রধারী ইন্দ্র সমস্ত ভূতগণের সনাতন পতি (পালক) ছিলেন। ইনি সনাতনগণেরও সনাতন, দেবতাদিগেরও অধিপতি ও মহাত্মা ছিলেন। ইনি সেই সময় ব্যাঘ্রচর্মনির্মিত বিচিত্র ঢাল ও একটি তরবারি লইয়া রণভূমিতে গমন করিলেন। ১৮

পূর্বকালে ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়া যাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, যাহারা অমৃত হইতে নির্গত হইয়াছিল এবং দেবতা ও অসুরগণ উভয়েরই পরিশ্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহাদের প্রভা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের সমান ছিল এবং যাহাদিগকে

দত্তান্যদিত্যা মণিকুণ্ডলানি
যুদ্ধে প্রযাতস্য সুরেশ্বরস্য
তৈস্তু বিভো ভাতি সংপ্রচণ্ড-
কল্পোত্তমঃ বৈ বিদিশো দিশশ্চ ॥১০
হরিঃ প্রভূর্নেত্রসহস্রচিত্রা
বিভ তি বৃত্রাভিমুখঃ সুরেন্দ্রঃ
যথা দিবং শারদমভ্রকল্পং
নভস্তলং জ্যোতিঃসংপ্রদীপ্তম্ ॥ ১১
স্তুবন্তি যান্তং বিবুধৈর্বরিষ্ঠৈ-
র্জয়াশিষা চোদ্দিতসর্ববীর্যাম্ ।
অত্রির্বসিষ্ঠো জমদগ্নিরর্কঃ
বৃহস্পতির্নারদ-পর্বতৌ চ ॥১১
অমরগুর্দেবগণা মহেন্দ্রং
প্রয়ান্তমাদিত্যসমানবর্চসম্
বিশ্বে চ দেবা মরুতস্তথৈব
সাধ্যাস্তথাদিত্যগণাশ্চ সর্বে ॥ ১৩
যে দেবরাজস্য পুরঃসরাস্তু
যয়াশ্চ যে সাত্তিসংবৃতাস্তাঃ
প্রযান্তি দেবেশ্বরমূর্ধতো
নভস্তলং পক্ষিরিবাক্ষিপন্তঃ ॥ ২৪
ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব মহর্ষয়শ্চ
রাজর্ষয়শ্চাক্ষয়পুণ্যলোকাঃ
সর্বেঽহপুত্রাঃ সহসা জ্বলন্তঃ
তেজোঽধিকং শত্রুনিত্রাসায় ॥ ২৫
প্রগৃহ্য শূলাংশ্চ পরশ্বধাংশ্চ
দীপ্তানি চাপান্যসিশক্তয়শ্চ
বর্মাণি চাপূর্বাণি বিচিত্রাণি
প্রযান্তি সূর্যাংশুসমপ্রভাণি ॥ ১৬
তথা কুবেরোঽপ্যসহস্রযুক্তঃ
শ্রেষ্ঠং রথং ... মহার্হম্
দিব্যং সমারুহ্য রণায় যাতো
... ॥ ১৭
নিশাচরাঃ পাবকধূমকায়া
... তথা
বিমানমালাযুধদীপ্তহস্তা
যান্ত্যগ্রতো বৈশ্রবণস্য রাজ্ঞঃ ॥১৮

---

সর্বোত্তম কুণ্ডল বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই মণিময় কুণ্ডল-সকল (কুণ্ডলদ্বয়) অদিতিদেবী যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। উহ দেব তাহা ধারিত হইয়া সহস্র-লোচন ইন্দ্র দিক্‌ ও বিদিকসমূহ প্রকাশিত করিতে করিতে অভিনব শোভা পাইতে লাগিলেন। ১১ ২০

সর্বসমর্থ দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাভিমুখী হইয়া সহস্র নয়নের দ্বারা বিচিত্র শোভা ধারণ করত সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ শরৎকালের মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশ সহস্র নক্ষত্রে চিত্রিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে। ২১

বর্ধিত বর্চ ও অক্ষয়পরাক্রমসম্পন্ন ইন্দ্র যখন যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছিলেন, তখন অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, ঊর্ব, বৃহস্পতি, নারদ ও পর্বত—এই ঋষিগণ নিজেদের সর্বোত্তম বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে জয়লাভের জন্য আশীর্বাদ দান করিতে করিতে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ২২

সূর্যসদৃশ তেজস্বী মহেন্দ্রকে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, সাধ্য ও আদিত্যগণ এবং অন্যান্য দেবতারাও গমন করিতে লাগিলেন। ২৩

যাহাদের রশ্মি মণ্ডলি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেবরাজ ইন্দ্রের অগ্রগণ দেবেশ্বরকে বহন করিতে করিতে আকাশকে নিজেদের পক্ষসমূহে যেন বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে তীব্র গতিতে যাইতে লাগিল। ২৪

অক্ষয় পুণ্যলোকসমূহের অধিকারী ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ—ইঁহারা সকলে সহসা তেজে জ্বলিত ও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ (অথবা শত্রুগণের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ) তেজস্বী ইন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ২৫

ইঁহারা হস্তে শূল, পরশু, প্রদীপ্ত ধনু ও বিচিত্র অসনি লইয়া সূর্যসদৃশ তেজস্বী সুবর্ণময় কবচ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন। ২৬

এইরূপ ধনেশ্বর কুবের সহস্র অশ্বযোজিত, সব কিছুই সহ্য করিতে সমর্থ, বহুমূল্য ও দিব্য রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। তখন তাঁহার রথের অগ্রভাগে প্রদীপ্ত ধ্বজা শোভা পাইতেছিল। ২৭

বিশ্রবার পুত্র ও কুবের সখা রাজা কুবেরের অগ্রে অগ্রে নানাপ্রকার বিমান অস্ত্রসমূহে প্রদীপ্ত হস্তযুক্ত বহু নিশাচারী রাক্ষসরাজগণ যাইতে লাগিল। উহ দেব সকলের শরীরের কান্তি অগ্নি ও ধূমবর্ণ ছিল। ২৮

যে লোহিতাক্ষাঃ পরিবার্য দেবং
ব্রজন্তি তিগ্মাঞ্জনচূর্ণবর্ণাঃ
মহোত্তমা বজ্রপতিং গণেশং
রক্ষন্তি বৈ পাশগদাসিহস্তাঃ ॥ ২৯
পুণ্যঃ প্রভুঃ প্রাণপতির্জিতাত্মা
বৈবস্বতো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ
তপ্তাঙ্গনাভঃ শতবাজিযুক্তং
রথং সমারোহত সূর্যকল্পম্ ॥ ৩০
তং লোকপালং পিতরোঽনুজগ্মু-
র্বিবিক্তপাপা মলিনাংশুপোভিঃ
সর্বে চ ভূতা ভুবনপ্রধানা
নানাবিধবাহপ্রকরাঃ পৃতীমাঃ ॥ ৩১
যঃ মহাত্মঃ পরিগৃহ্য দেবো
লোকাংশুনং বিগ্রহনিশ্চিতার্থম্
হিরণ্ময়ানাং কমলোৎপলানাং
মালাং মনোজ্ঞামবসক্তা কণ্ঠে ॥ ৩২
শ্বিতোঽহিতাংস্তমদাশিষাণে শিতার্থং
সর্বাম্বুপানাং নিবনং দিক্পম্ ।

যাহাদের শরীরের কান্তি অঞ্জন করিয়া একত্রে রাখিকৃত কজ্জলের চূর্ণের ন্যায় কালবর্ণ ছিল, সেই রক্তবর্ণ নয়নযুক্ত শ্রেষ্ঠ বীর অনুচরগণ হস্তে পাশ, গদা ও তরবারি লইয়া বজ্রপাণি গণেশ্বর কুবেরকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥২৯

নিজের মনকে বশীভূতকারী, প্রাণিমাত্রেরই প্রাণের অধিপতি, ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যাত্মা প্রভু সূর্যপুত্র যম শত অশ্বযোজিত, বিশুদ্ধতেজে প্রকাশিত এবং সূর্যসদৃশ তেজস্বী রথে আরোহণ করিলেন । ৩০

তপস্যায় প্রকাশিত ও পাপরহিত পিতৃগণ এই লোকপাল যমের অনুগমন করিলেন । তিন লোকে প্রধান প্রধান যে সব আত্মা ভূত ছিল, তাহারা সকলে হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র লইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে থাকিল । ৩১

জলদেবতা যে নিশ্চিতরূপে যুদ্ধ করিতে পারিত এবং সমস্ত জগতের উপর নিজের প্রভুত্ব (বিস্তার) স্থাপিতে যে সমর্থ ছিল, সেই দণ্ডনায়ক যমরাজকে হস্তে গ্রহণ করিয়া যমরাজ নিজ কণ্ঠে সুবর্ণের কমল ও উৎপলের মনোহর মালা ধারণ করিলেন । ৩২

ইঁহার নেত্র অরুণ ও ধূম্রবর্ণের ছিল । তিনি রথে বসিয়া নিজের সেই তেজোময়, অক্ষয় ও বিকট ধনুষ ধারণ করিয়া

তেজোময়ং দুর্ধরমুগ্রশক্তং
বিকর্ষমাণোঽরুণধূম্রনেত্রঃ ॥ ৩৩
সমন্বিতো যাদিগণৈস্তথানেকৈ-
র্বরো হরিদ্রঙ্গবরৈস্তপোধনঃ ।
মহাসুরাণাং নিধনায় বুদ্ধিং
চক্রে তদা যাদিপতিঃ প্রতাপঃ ॥ ৩৪
ততস্ত্রিশীর্ষৈর্বৃতকৈর্গণৈর্হরি-
র্যুক্তং রথং হেমচিত্রং মহাত্মা ।
আস্থায় কুন্দেন্দুনিভঃ প্রচেতা
যযৌ দানবান্ সুরপর্বতস্থঃ ॥ ৩৫
বৈদূর্যমুক্তামণিভূষিতাঙ্গ-
স্তেজোময়ঃ পাশধৃতোজ্জ্বলশ্চ
মহাসুরাণাং নিধনায় দেবঃ
প্রয়াতি রূপাভিদবক্ষবাহঃ ॥ ৩৬
অশ্বাটমানো জলদেবতাভি-
র্নিষেব্যমাণো জলকৈশ্চ সর্বৈঃ ।
সংস্তূয়মানশ্চ মহর্ষিসঙ্ঘৈঃ
সম্পূজ্যমানশ্চ মহাভুজঙ্গৈঃ ॥ ৩৭

রহিলেন, যে ধনুষ সমস্ত অসুরগণের পক্ষে কালস্বরূপ ছিল এবং তাহাদেরই মেদ, মাংস, অস্থি ও রক্তে আর্দ্র ছিল । ৩৩

ইঁহার অঙ্গ (কান্তি) কান্তবর্ণ (বা নীলবর্ণ) ছিল এবং অন্তঃকরণ উদার ছিল । যোধ-যাদিগণের পতি সেই বরুণ নানা প্রকারের শত শত যাদিকে সঙ্গে লইয়া মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন । ৩৪

অনন্তর অসুরগণের সংহর্তা জলপতি মহাত্মা বরুণ কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল, সুবর্ণখচিত এবং তিন মস্তকযুক্ত বিষধরগণযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন । ৩৫

ইঁহার অঙ্গ বৈদূর্য, মুক্তা ও মণিসমূহে বিভূষিত ছিল । ইঁহার বাহুদ্বয়ে রূপানির্মিত অঙ্গদ বদ্ধ ছিল এবং ইনি হস্তে পাশ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন । এইরূপে সেই তেজস্বী বরুণদেব মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন । ৩৬

সেই সময় জলাধিষ্ঠিত দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন । জলজাত সমস্ত প্রাণিগণ ইঁহার সেবা করিতে লাগিল । মহর্ষিগণ ইঁহার স্তব করিতেছিলেন এবং মহাসর্পগণ ইঁহার পূজা করিতেছিলেন । ৩৭

কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমোঽপ্রমেয়ঃ
সমুদ্রনাথোঽম্বুতপো মহাত্মা
মনোরমৈঃ কৈতনকৈঃ সুগুপ্তো
যযৌ রথেনার্কসমপ্রভেণ ॥ ৩৮

দৃষ্ট্বা তং যাতমদীনসত্ত্বং
নভস্তলে চন্দ্রমিবাভিকান্তম্।
পশ্যন্তি ভূতানি মহানুভাবং
সংহৃষ্টরোমাণি কৃতাঞ্জলীনি ॥ ৩৯

ধাতার্যমাংশোঽথ ভগো বিবস্বান্
পর্জন্য-মিত্রৌ চ শচী চ দেবঃ
ত্বষ্টা ততৈবোদিতবিশ্বকর্মা
পূষা চ সাক্ষাদ্দিবি দেবরাজঃ ॥ ৪০

সোপস্করৈঃ সধ্বজকিঙ্কিণীকৈ-
র্বৈদূর্যনিক্ষেপিতহেমকণ্ঠৈঃ
রথৈর্বিতৈঃ শক্রধনুঃপ্রকাশৈ-
র্যুক্তান্ যথানাকচরঃ সুরাস্তে ॥ ৪১

দিবাকরাকারনিভানি কেচি-
দ্ধুতাশনার্চিঃপ্রতিমানি কেচিৎ।
নিশাকরাংশুপ্রতিমানি কেচি-
ত্তড়িৎপ্রণোদ্যুতিভানি কেচিৎ ॥৪২

নীলাংশুমেঘপ্রতিমানি কেচিৎ
কাঞ্চনপ্রমাকারনিভানি কেচিৎ।
বর্মাণি দিব্যানি মহাপ্রভাণি
ত্বষ্টা কৃতান্যাত্মনভানুমন্তি ॥ ৪৩

আমুচ্য মালাশ্চ সুবর্ণপুষ্পাঃ
প্রয়ান্তি যোধানিলতুল্যবেগাঃ।
যাবশ্বিনৌ চৈব মহানুভাবৌ
রূপোত্তমৌ স্বর্ণকৃতাং যদিষ্টৌ ॥৪৪

রথং সমারুহ্য সুবর্ণচিত্রং
রথং গতৌ কাঞ্চনতুল্যবর্ণৌ
মরোঃ সুতা বৈ বসবশ্চ সর্বে
মহাবলৈঃ দৈত্যবধায় দেবাঃ ॥ ৪৫

রথাংশ্চ নাগাংশ্চ মহাপ্রমাণা-
নাস্থায় জগ্মুঃ সুতভানুরক্তাঃ
কৃতাশ্চ সর্বেঽম্বুজবণ্ডবর্ণাঃ
যেতৈর্বৈদূর্যপতিভিন্নশক্তিঃ ॥ ৪৬

---

সমুদ্রপতি অম্বুতপাঃ মহাত্মা বরুণ কৈলাসশিখরসদৃশ গৌরবর্ণ ছিলেন। ইঁহার অপ্রমেয় শক্তি ছিল। ইঁহার নিজ পুত্রগণ ও মহানাগগণ ইঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সূর্যসদৃশ তেজস্বী রথে করিয়া তিনি গমন করিলেন। ৩৮

চন্দ্রতুল্য অত্যন্ত কান্তিমান্ এবং উদারহৃদয় মহানুভব বরুণ যখন যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছিলেন, সেই সময় আকাশে সমস্ত প্রাণীরা পুলকিত-শরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ৩৯

ধাতা, অর্যমা, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পর্জন্য, মিত্র, শচীদেব, ত্বষ্টা, তেজস্বী বিশ্বকর্মা, পূষা ও সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র—এই সব দেবগণ আকাশে উত্তম অশ্বগণে যোজিত রথে আরূঢ় ছিলেন। সেই সব রথ অশ্বকে আচ্ছাদিতকারী কবচে যুক্ত ছিল। ইহাদের কণ্ঠে বৈদূর্যমণির শলাক ও স্বর্ণের হার শোভা পাইতেছিল। এই অশ্বগণ ধ্বজ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকায় যুক্ত ছিল। এই সব অশ্বের বর্ণ সেরূপ ছিল, যেরূপ ইন্দ্রের রথে যোজিত অশ্বগণের বর্ণ ছিল। (ইন্দ্রের রথে হরিতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল।) ৪০-৪১

কিছু দেবতা সূর্যসমকান্তিসদৃশ, অনেকে অগ্নিশিখাতুল্য, অনেকে চন্দ্রকিরণসদৃশ, কিছু দেবতা বিদ্যুতের প্রভার সমান, কিছু দেবতা কালমেঘসদৃশ মহাপ্রভাপুঞ্জযুক্ত এবং কিছু দেবতা উত্তম কিরণে উদ্ভাসিত দিব্য কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কবচই বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন। যাহাদের মধ্যে সুবর্ণময় পুষ্প-গ্রথিত করা ছিল, এরূপ মালাসমূহ ধারণ করিয়া জল ও বায়ুতুল্য তীব্র বেগশালী এই দেবগণ রণভূমির দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৪২-৪৩।

উত্তম রূপবান্ ও বর্মধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহানুভাব দুই অশ্বিনীকুমারও সুবর্ণ-খচিত রথে আরোহণ করিয়া রণভূমিতে যাইলেন। ইঁহাদের উভয়ের শরীরের কান্তি সুবর্ণতুল্য ছিল। ৪৪।

মরুৎ পুত্রগণ ও সমস্ত বসুদেবতারা উৎকৃষ্টবলশালী ছিলেন। ইঁহারাও হস্তে উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া বড় বড় রথ ও হস্তীতে আরোহণ করত দৈত্যদিগকে বধ করিবার জন্য গমন করিলেন ।৪৫।

অরুণ ও ধূম্রবর্ণ, মহাবল, সর্বগুণসম্পন্ন, দীপ্তিমান্ শরীরধারী এবং নিজ প্রভায় প্রজ্বলিত সমস্ত রুদ্রগণ বৈদূর্য বিমান

মহৌজসঃ সর্বশস্ত্রোপপন্না
পীতাম্বরা ভাস্করা ইব জ্বলন্তঃ ।
নানাস্ত্রপ্রকরৈশ্চিত্রিতৈস্তে-
র্লোকান্ সমস্তানিব নির্দহন্তঃ ॥৪৭
বভুঃ সসৈন্যাস্তপনীয়বর্ণাঃ
সবিদ্যুতস্তোয়ধরা যথৈব
দিবে চ দেবাস্তপসা জ্বলন্তো
বীর্যোত্তমাঃ সূর্যানলার্চিষঃ ॥ ৪৮
বভুঃ সসৈন্যা ভুবি দুর্নিবার্যা
বলোৎকটাঃ পদ্মসহস্রমালাঃ ।
রথৈঃ সুযুক্তৈস্তপনীয়বর্ণৈ-
র্বৈদূর্যমুক্তামণিহেমচিত্রৈঃ ॥ ৪৯
নানাবিধাকারসমাকুলাস্তে
পতাকিভিশ্চৈব সিতাতপত্রৈঃ ।
তেজোময়ৈঃ কাঞ্চনচারুচিত্রৈঃ
সুনির্মিতৈঃ পাবকসন্নিভাস্তে ॥৫০
যোধমুখ্যৈঃ সমরজিগীষুভিশ্চ
ধ্বজৈশ্চ বায়োঃ সমবেগবদ্ভিঃ ।
দিশাং গজৈশ্চৈব মহাবলৈস্তৈঃ
কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমৈর্বৃংহিতৈঃ ॥ ৫১
প্রবৃদ্ধকুম্ভাগ্রসমুচ্ছ্রিতাগ্রা-
শ্চতুর্দশান্তে বলিতা ইবোক্তাঃ ।
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সুমহাপ্রভাবাঃ
শার্দূলচর্মৈঃ প্রতিমীয়মানাঃ ॥৫২
প্রয়াতি তত্রানুসৃতিশ্চ …
… ।
বিদ্যাধরাশ্চ বিবিধাশ্চ …
মহাবলাস্তে … বরিষ্ঠাঃ ॥ ৫৩
বরিষ্ঠপৃষ্ঠোষ্ঠমুখাঃ সুদৃপ্তা
বৈশ্বানরার্কপ্রতিমপ্রভাবাঃ ।
যে ব্রহ্মবিদ্ভিশ্চ নমস্যমানাঃ
সম্পূজ্যমানাশ্চ সুরৈঃ সমস্তৈঃ ॥ ৫৪

---

মুষলের দ্বারা যুদ্ধভূমিতে যাইলেন। ইঁহারা হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করিয়া যেন সমস্ত লোকসকলকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৪৬-৪৭

সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ ধারণ করিয়া যখন ইঁহারা সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন বিদ্যুৎবিশিষ্ট মেঘসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সূর্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্, উত্তম বলশালী এবং তপস্যার তেজে দেদীপ্যমান দিক্‌পালগণ সৈন্যের সহিত গমন করিলেন। যুদ্ধে ইঁহাদের কেহ গতিরোধ নিবারণ করিতে পারে না; ইঁহারা উৎকট বলশালী ও সহস্র কমলমালায় বিভূষিত ছিলেন। ৪৮।

স্বর্ণসদৃশ কান্তিমান্ এবং বৈদূর্য, মুক্তা ও মণিসমূহের দ্বারে (অদ্ভুত) বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এবং উত্তমরূপে যোজিত রথসমূহে ইঁহারা সকলে রণভূমির দিকে গমন করিলেন। ইঁহারা নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। ইঁহাদের উপরে সুবর্ণ-নির্মিত, মনোহর, বিচিত্র, অত্যন্ত নির্মল, তেজস্বী এবং অগ্নিসদৃশ পতাকার শোভা বহু শ্বেতচ্ছত্র বিস্তৃত ছিল। এই সব রথের দ্বারা তাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ৪৯-৫০

অনন্ত, অগ্র ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘণ্টিকা (ঘুঁঘুর) যুক্ত বায়ুতুল্য বেগশালী অশ্বগণ এবং কৈলাসশিখর সদৃশ উন্নত, বিশালকায় এবং মহাবল দিগ্‌গজগণের দ্বারা ইঁহারা যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের হস্তে ভয়ঙ্কর ধনু ছিল, ইঁহার দ্বারা ইঁহারা ধূমকেতুর প্রজ্বলিত উল্কার সমান প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৫১।

মহাপ্রভাবশালী সাধ্য দেবগণ সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের অধীনে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের মুখ দিয়া পীতবর্ণ উদ্দীপ্ত হইতেছিল। নিজেদের অঙ্গে শার্দূলের চর্মনির্মিত আবরণে বিভূষিত ছিলেন। ইঁহাদের সহিত গঙ্গার জলপ্রবাহ ও আকাশের সমান অনন্ত এবং অসংখ্য সৈন্য ছিল। বিদ্যাধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মহাবল সাধ্যগণ নিজেদের তেজে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করিতেছিলেন। ৫২-৫৩

ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও পৃষ্ঠ আচ্ছাদিত করিয়া রাখা ছিল। ইঁহারা অত্যন্ত গর্বিত এই সাধ্যদেবগণ অগ্নি ও সূর্যসদৃশ প্রভাবশালী ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ ইঁহাদের নমস্কার করিতেছিলেন। ইঁহাদের সমস্ত দেবতাগণ ইঁহাদের পূজা করিতেছিলেন। দৈত্যপতিদিগকে বধ করিবার জন্য দেবতাগণ এই সাধ্যগণের পশ্চাতে পশ্চাতে যুদ্ধভূমিতে যাইতে লাগিলেন। ৫৪।

গন্ধর্বসৈন্যৈরনুগম্যমানাঃ
ধ্বজাস্তু তেষামসুরাধিপানাম্
বৈদূর্যবজ্রস্ফটিকাগ্রচিত্রৈ-
র্ধ্বজৈঃ সুবর্ণৈশ্চ পরিষ্কৃতানাম্ ॥ ৫৫

রূপাণি বভৌ চোৎকটভূষণানাং
দৈত্যেন্দ্রনাশায় বিভূষিতানাম্
সূর্যপ্রভাভিশ্চ যশোৎকটাভি-
র্বর্ণপ্রভাভিশ্চ তমোনুদাভিঃ ॥ ৫৬

অত্যোত্তমাভিঃ স্বশরীরভাভি-
র্ধ্বজপ্রভাভিশ্চ মহোজ্জ্বলাভিঃ
বিভান্তি তে দেববরাঃ সসাধ্যাঃ
প্রেঙ্খাত্তশঙ্খধ্বনসিংহনাদাঃ ॥ ৫৭

মহারথস্থাস্ত্রিদিবৌকসস্তে
মহাবলাঃ শত্রুবলং প্রয়ান্তি ।
মহাব্রতা বহুপ্রকারা
মহাসুরাণাং নিধনায় দেবাঃ ॥ ৫৮

তথৈব সর্বে মরুতোঽতিবীর্যা
বলোৎকটাস্তু সমরে প্রতীতাঃ ।
বপুর্মহামেঘসমানবর্ণা-
শ্চক্রায়ুধাস্তোয়দনাদনাদাঃ ॥ ৫৯

মহেন্দ্রকেতুপ্রতিমা মহাবলাঃ
প্রগৃহ্য সর্বাসুরসূদনাঃ গদাম্ ।
বলোৎকটা লোহিতচন্দনাক্তাঃ
সহেমমাল্যাম্বরভূষিতাঙ্গাঃ ॥ ৬০

তে যুদ্ধশৌণ্ডাঃ স্বভুজাগ্রবীর্যা
বলোৎকটাঃ ক্রোধবিলোহিতাক্ষাঃ ।
যযুঃ সভাপুষ্পপটংমালা
যথেষ্টনানাবিধকামরূপাঃ ॥ ৬১

শঙ্খপ্রভাভাসমলিতাংসপীঠাঃ
পুরন্দরং বৈ পরিবার্য দেবাঃ ।
বৈদূর্যচামীকরচারুরূপা-
ণ্যাবধ্য গাত্রেষু মহাপ্রভাণি ॥ ৬২

বৈদূর্য, হীরক ও স্ফটিকমণিখচিত পতাকায় বিচিত্র শোভা-সম্পন্ন ধ্বজ এবং সুবর্ণময় আভরণসমূহে যাঁহাদের সুন্দর শোভা হইয়াছিল, যাঁহারা উৎকট ভূষণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা দৈত্যপতিদিগকে বিনাশ করিবার জন্য নিজেদের বিভূষিত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেবগণের রূপ অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিল। ৫৫।

যুদ্ধের জন্য উৎকট দীপ্তিশালী নিজেদের শরীরের প্রভা, অন্ধকার নাশকারী কবচসমূহের প্রভা, ধ্বজ হইতে উত্থিত প্রভা এবং নিজেদের বাহনসমূহ হইতে উদ্গত অধিক প্রভা—এই সব প্রভার সংযোগে প্রকাশিত অত্যুজ্জ্বল মহাপ্রভাপুঞ্জের দ্বারা এই সাধ্যগণসহ শ্রেষ্ঠ দেবতারাও অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সব মহাবল দেবগণ নিজ নিজ বিমান রথে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের ব্রত মহান্ ছিল। ইঁহাদের স্বরূপ অনেক প্রকার দেখাইতেছিল। এই দেবগণ মহাসুরদিগকে বধ করিবার জন্য গমন করিলেন। ৫৬-৫৮

এইরূপ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, উৎকট বলশালী, মহামেঘ-সদৃশ শ্যামবর্ণ ও চক্রধারী মরুদ্গণ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে জয়-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া সমর অভিমুখে গমন করিলেন। ৫৯

ইঁহারা ইন্দ্রের ধ্বজদণ্ড ঐরাবত হস্তীর ন্যায় মহাবলবান্ ছিলেন এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করেন। ইঁহাদের সর্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চিত ছিল এবং স্বর্ণহার ও দিব্য বস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত ছিল। ইঁহারা সমস্ত অসুরগণের সংহারকারিণী গদা লইয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। ৬০

ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। ইঁহাদের বাহুবল ও অস্ত্রবল উভয় সমান ছিল। ইঁহারা উৎকট বলশালী ছিলেন এবং ক্রোধে ইঁহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সব দেবগণ সুবর্ণ ও কমলের মালা ধারণ করিয়া ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করত দেবরাজ ইন্দ্রকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রণভূমির দিকে যাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ শঙ্খের প্রভায় যেন শ্যামল হইয়া গিয়াছিল ৬১।

শত্রুদের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ এই দেবগণ নিজেদের অঙ্গে বৈদূর্য ও সুবর্ণখচিত থাকায় মনোহর রূপবিশিষ্ট, প্রভাকান্তি-মান্ এবং দৈত্যদের অস্ত্র নিবারণকারী কবচ বন্ধন করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিতে লাগিলেন। ৬২।

বর্ম্মাণি দৈত্যাস্ত্রনিবারণানি
প্রয়ান্তি যুদ্ধায় সপত্নসাধাঃ।
তৈরুত্থিতৈঃ কাঞ্চনবেদিকাঢ্যৈ-
র্বজ্রৈকৈর্ভাস্বরশ্মিবর্ণৈঃ ॥ ৬৩
যযৌ সুরাণাং পৃতনোগ্রভাসা
সমুদ্যতা যুধি সিংহনাদান্।
ইত্যেবমুক্তং ত্রিদিবেশ্বরস্য
সৈন্যং তদাসীৎ সুমহৎপ্রভাবম্ ॥ ৬৪
যুদ্ধং প্রয়াতস্য তথাঽঽহবেষু
বধায় তেষামসুরাধিপানাম্ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫২

স্বর্ণবেদিকাযুক্ত, সূর্য্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ ও ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত বজ্রসমূহে উপলক্ষিত দেবগণের এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥ ৬৩।

এইরূপে সেই অসুরপতিগণের বধের জন্য যুদ্ধস্থলের দিকে প্রস্থিত বিজয়শীল দেবেন্দ্র ইন্দ্রের এই সৈন্যবাহিনী অতিশয় প্রভাবশালী ছিল। যাহার বর্ণনা এইভাবে করা হইল ॥ ৬৪-৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ॥ ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ দেবানামসুরাণাঞ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধম্, ভীষণোৎপাতানাং বর্ণনম্, যুদ্ধদর্শনায় ব্রহ্মণস্তথা সনকাদিযোগেশ্বরাণামাগমনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ততঃ প্রবৃত্তোঽসুরদেববিগ্রহ-
স্তদদ্ভুতো ভাতি সুরাসুরাকুলঃ।
বেলামতিক্রম্য যুগান্তকালে
মহার্ণবাম্ভোঽনিলবাতযুক্তঃ ॥ ১
নানায়ুধোদ্যোতবিদীপিতাঙ্গা
মহাবলা বারণকার্ম্মুকাস্তে।
রণোৎসুকা বারণহস্তহস্তাঃ
সুদুর্জয়াস্তোয়দনাদনাদাঃ ॥ ২
বিস্ফারয়ন্তঃ সহসা ধনূংষি
চক্রাণি চাদিত্যসমপ্রভাণি।
সমুৎক্ষিপন্তো দ্রুতমীক্ষ্য যোধান্
খড়্গাংশ্চ তে বজ্রমুখাশ্চ শক্তীঃ ॥ ৩
মহাগদাঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধা-
স্তথায়সান্ কার্ম্মুকমুদ্গরাংশ্চ।
শূলাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ বিগৃহ্য দীপ্তা-
ন্নদন্তি শূরাঃ শতশো রণস্থাঃ ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে তেষামন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্।
দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্ত্তত দেবানাং দানবৈঃ সহ ॥ ৫

### ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ দেবগণ ও অসুরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ভীষণ উৎপাত সমূহের বর্ণন এবং যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মা ও সনকাদি যোগেশ্বরগণের আগমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর দেবতা ও অসুরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকায় উহার অদ্ভুত শোভা হইয়াছিল। যেরূপ প্রলয়কালে চারিদিকে মহাসাগর নিজ নিজ সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর মিলিত হয়, (সেইরূপ দেবতা ও দৈত্যগণ এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া যাইলেন।) ॥ ১

এই মহাবল যোদ্ধাগণ ধনুসকল বিস্ফারিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইঁহাদের অঙ্গ নানাপ্রকার অস্ত্রের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ইঁহাদের হস্ত হস্তিশুণ্ডতুল্য (মোটা) ছিল। ইঁহারা অত্যন্ত দুর্জয় বীর ছিলেন এবং ইঁহাদের গর্জন মেঘ-গর্জন-তুল্য গভীর ছিল ॥ ২

ইঁহারা সহসা ধনু বিস্ফারিত করিয়া টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী চক্র, তরবারি অশনি, খড়্গ ও বজ্রমুখী শক্তিসমূহ যুগপৎ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

রণাঙ্গনে অবস্থিত শত শত শৌর্য্যশালী বীর যোদ্ধা সুবর্ণপত্রমণ্ডিত বিশাল গদা, লৌহনির্ম্মিত ধনু, মুদ্গর, প্রদীপ্ত ত্রিশূল ও বৃক্ষসকল হাতে লইয়া সেখানে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

এই সময়ে পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে সেই সৈন্যগণের মধ্যে দেবতাদিগের দানবগণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫

মরুতাং পঞ্চমো যস্তু স বাণেনাভ্যযুধ্যত ।
মহাবলঃ সুরবরঃ সাবিত্র ইতি যঃ বিভুঃ ॥ ৬
দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বলো নাম মহাসুরঃ ।
সোঽযুধ্যত রণে হৃষ্টো জ্বরেণ বসুনা সহ ॥ ৭
নমুচিশ্চাসুরশ্রেষ্ঠো ধরেণ সহ যুধ্যত ।
প্রবরৌ বিশ্বকর্মাণৌ খ্যাতৌ দেবাসুরেশ্বরৌ ॥ ৮
পুলোমা তু মহাদৈত্যো বায়ুনা সহ যুধ্যত ।
সসৈন্যঃ পর্ব্বতাকারো রণে যুধ্যত দংশিতঃ ॥ ৯
হয়গ্রীবস্তু দিতিজঃ সহ পূষ্ণা ব্যযুধ্যত
সুরেণামিতবীর্য্যেণ ভাস্বরাকারবর্চসা ॥ ১০
শম্বরস্তু মহাদৈত্যো মহামায়ো মহাসুরঃ
ভগেনাযুধ্যত তদা সহিতো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ১১
শরভঃ শলভশ্চৈব দৈত্যানাং চন্দ্র-ভাস্করৌ ।
প্রযুদ্ধৌ সহ সোমেন শৈশিরাস্ত্রেণ ধীমতা ॥ ১২
বিরোচনস্তু বলবান্ বলের্বলবতঃ পিতা ।
বিশ্বক্সেনেন সাধ্যেন দেবেন চ স যুধ্যত ॥ ১৩

কুজম্ভস্তু মহাতেজা হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ ।
অংশেনাযুধ্যত তদা প্রাসপ্রহরণেন বৈ ॥ ১৪
অসিলোমা তু বলিনা মারুতেন সমং বিভো ।
অযুধ্যত দীপ্তাক্ষো বিকৃতঃ পর্ব্বতায়ুধঃ ॥ ১৫
দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বৃত্রো নাম মহাসুরঃ ।
অশ্বিভ্যাং দেববৈদ্যাভ্যাং সমাযুধ্যত সংযুগে ॥ ১৬
একচক্রস্তু দিতিজশ্চক্রহস্তো মহাযশাঃ
সমাযুধ্যত দেবেন সাধ্যেন দিতিজারিণা ॥ ১৭
বলস্তু মধুপিঙ্গাক্ষো বৃত্রভ্রাতা মহাসুরঃ ।
মৃগব্যাধেন রুদ্রেণ সমাযুধ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ১৮
রাহুস্তু বিকৃতাকারঃ শতশীর্ষো মহোদরঃ ।
অজৈকপাদেন রণে সমাযুধ্যত দংশিতঃ ॥ ১৯
কেশী তু দানবশ্রেষ্ঠঃ প্রাবৃট্কালাম্বুদপ্রভঃ ।
ধনেশ্বরেণ ভীমেন সমাযুধ্যত সংযুগে ॥ ২০
বৃষপর্ব্বা তু বলিনা নিকুম্ভেন মহারণে ।
বিশ্বদেবেন বিশ্বেশঃ সমাযুধ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ২১

---

মরুদ্গণের মধ্যে যিনি পঞ্চম ছিলেন এবং যাঁহাকে মহাবল সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র নামে সকলে জানিতেন, সেই সাবিত্র বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

দনায়ুষার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলনামক পুত্র রণাঙ্গনে জ্বরনামক বসুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৭

অসুরশ্রেষ্ঠ নমুচি ধরনামক বসুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যাঁহারা দুই জনে শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা রূপে বিখ্যাত, সেই দেবেশ্বর ত্বষ্টা ও অসুরেশ্বর ময় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মহাদৈত্য পুলোমা বায়ুদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই পর্ব্বতাকার দৈত্য কবচ ধারণ করত নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৯

হয়গ্রীবনামক দৈত্য সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অমিত পরাক্রমশালী বীরবর পূষার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ১০

মহামায়াবী মহাসুর যুদ্ধদুর্মদ মহাদৈত্য শম্বর ভগনামক দেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১১

শরভ ও শলভ এই দুই বীর দৈত্যগণের মধ্যে সূর্য্য এবং চন্দ্র-তুল্য তেজস্বী ছিল। ইহারা উভয়ে শৈশিরাস্ত্রধারী বুদ্ধিমান্ সোমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১২

বলবান্ বলির পিতা বলশালী বিরোচন বিশ্বক্সেন নামক সাধ্য দেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

হিরণ্যকশিপুর পৌত্র (হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র কুজম্ভ, বিরোচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মহাতেজস্বী কুজম্ভ সেই সময় প্রাসধারী অংশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১৪

প্রভো! প্রদীপ্তমুখ বিকৃতাঙ্গ দৈত্য অসিলোমা পর্ব্বতখণ্ড-রূপী অস্ত্র লইয়া সেই সময় বলবান্ মারুতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৫

দনায়ুষার পুত্র মহাসুর বৃত্র যুদ্ধস্থলে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১৬

হস্তে চক্র লইয়া একচক্র নামক দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য দৈত্যগণের শত্রু সাধ্যদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭

বৃত্রাসুরের ভ্রাতা, মধুসদৃশ পিঙ্গলনয়ন ও পরাক্রমশালী মহাসুর বল মৃগব্যাধনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধরত হইল ॥ ১৮

শতমস্তকবিশিষ্ট, বিশাল উদরযুক্ত ও বিকৃতাকার দৈত্য রাহু কবচ ধারণ করত রণাঙ্গনে অজৈকপাদনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১৯

বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় কালবর্ণ দানবশ্রেষ্ঠ কেশী যুদ্ধস্থলে ধনেশ্বর ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২০

পরাক্রমশালী ও জগতের শাসক বৃষপর্ব্বা সেই মহাসমরে পাবন নামক বলবান্ বিশ্বদেবের সহিত যুদ্ধরত হইল ॥ ২১

প্রহ্লাদশ্চ মহাবীর্যো বীরৈঃ দৈত্যসুতৈর্বৃতঃ
যুযুধে সহ কালেন রণে কাল ইবাপরঃ ॥ ২২
অনুহ্রাদঃ কুবেরেণ ধনদেন মহারণে
গদাহস্তেন যুযুধে ক্ষোভয়ন্ রিপুবাহিনীম্ ॥ ২৩
বিপ্রচিত্তিশ্চ দৈত্যেন্দ্রো বরুণেন মহাত্মনা ।
প্রবৃত্তো বৈ রণং কর্তুং দৈত্যানাং নন্দিবর্ধনঃ ॥ ২৪
বলিশ্চ সহ শক্রেণ সুরেশেন মহাত্মনা
যুযুধে দেবরাজেন বলিনা বলবান্ রণে ॥ ২৫
শেষা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধমথাহবে
বিনর্দন্তো মহানাদান্ প্রাসনিস্ত্রিংশশক্তিভিঃ ॥ ২৬
অদ্ভুতাশ্চ মহোৎপাতা যে প্রোক্তা জগতঃ ক্ষয়ে ।
মারুতাঃ সপ্ত তে ক্ষুব্ধা বান্তীর্যস্তু মহীরুহাঃ ॥ ২৭
সপ্ত চৈবোত্থিতাঃ সূর্যাঃ শোষয়ন্তো মহার্ণবান্ ।
যেনাভিহত ধরা বায়ুনা মথিতা যথা ॥ ২৮
বৃষিতাশ্চ মহামেঘাঃ শক্রচাপাঙ্কিতোদরাঃ
প্রণেদুঃ সর্বভূতানি সত্ত্বাঃ সতিমিরা দিশঃ ॥ ২৯

দেবানামজয়ো ঘোরো দৃশ্যতে কালনির্মিতঃ ।
ঘোরোৎপাতঃ সমুদ্ভূতো যুগান্তসময়ে যথা ॥ ৩০
ন চান্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমি-
র্ন ভাস্করো দৃশ্যত রেণুজালৈঃ ।
ববুশ্চ বাতাস্তুমুলাঃ সুধূম্রা
দিশশ্চ সর্বাস্তিমিরোপগূঢ়াঃ ॥ ৩১
এতে চান্যে চ বহবো দৃশ্যন্তে দেবনির্মিতাঃ ।
ভূমৌ তথান্তরিক্ষে চ মহোৎপাতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩২
তদ্ যুদ্ধং দেবদৈত্যানাং ভীমানাং ভীমদর্শনম্ ।
অপশ্যত গুরুর্ব্রহ্মা সর্বৈর্দেবৈঃ সুরৈঃ সহ ॥ ৩৩
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সাঙ্গৈশ্চ বিদ্যাভিশ্চ সনাতনঃ ।
পদ্মযোনির্বৃতঃ শ্রীমান্ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৩৪
নানামণিস্তম্ভসহস্রচিত্র-
মারুহ্য যানং দদৃশে স্বয়ম্ভূঃ ।
মুক্তাম্বরং ভূতসহস্রযুক্তং
প্রদীপ্যমানং বপুষা বরেণ ॥ ৩৫

---

নিজের বীর পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া মহাপরাক্রমশালী প্রহ্লাদ রণাঙ্গনে দ্বিতীয় কালরূপ হইয়া কালের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ২২

অনুহ্রাদ শত্রুসৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে সেই মহাসমরে গদাধারী ধনদাতা কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৩

দৈত্যগণের আনন্দবর্ধনকারী বিপ্রচিত্তিনামক দৈত্য মহাত্মা বরুণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৪

সেই রণাঙ্গনে বলবান্ দৈত্যরাজ বলি মহাবল দেবরাজ সুরেশ্বর মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

অবশিষ্ট দেবতা ও দৈত্যগণ যুদ্ধস্থলে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে প্রাস, খড়্গ, বাণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

সেই সময় এরূপ মহোৎপাতসমূহ দেখা যাইতে লাগিল, যাহারা প্রলয়কালেই প্রকটিত হয় বলিয়া কথিত আছে। প্রবাহিত সপ্তবিধ বায়ু সেই সময় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পর্বতসকল সবই দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল ॥ ২৭

মহাসাগরসকলকে শোষণ করিতে করিতে সপ্ত সূর্য উদিত হইলেন। প্রচণ্ড বায়ু এই পৃথিবীকে সেইভাবে বিদীর্ণ করিল, যেন এই পৃথিবীকে তখন মথিত করা হইয়াছে ॥ ২৮

আকাশে মহামেঘমণ্ডল চারিদিকে প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাদের মধ্যভাগে তখন ইন্দ্রধনু অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত প্রাণিগণ আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং দিকসমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ॥ ২৯

কালের প্রেরণায় দেবগণের ঘোর পরাজয় দেখা যাইতে লাগিল। যেরূপ প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩০

সেই সময় না অন্তরিক্ষ, না দিক্, না ভূমি এবং না সূর্য দেখা গেল। সব কিছু ধূলিজালে আবৃত হইয়া গেল। ধূমপূর্ণ ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিকসমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ॥ ৩১

এই সব এবং আরও বহু দেবনির্মিত মহোৎপাতসমূহ পৃথিবী ও আকাশে সর্বদিকে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩২

ভীষণ দেবতা ও দৈত্যগণের এই যুদ্ধ দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। লোকগুরু ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণের সহিতই এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

শিক্ষাদি ছয় অঙ্গসহ চার বেদ এবং চার বিদ্যায় পরিবৃত সনাতন পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩৪

নানাপ্রকারের সহস্র মণিময় স্তম্ভসমূহে বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এবং সহস্র ভূতগণে সেবিত তেজস্বী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা নিজ শ্রেষ্ঠ শরীরে দেদীপ্যমান দেখাইতেছিলেন ॥ ৩৫

মুক্তাজালাবনদ্ধবিচিত্রং
　　মানন্দতেজোমণ্ডসম্প্রপাদম্
নক্ষত্রচন্দ্রাংশুভিরংশুমদ্ভিঃ
　　বৈদূর্য্যসোমার্কবিভূষিতাঙ্গম্ ॥ ৩৬
তস্মাত্মজা বৈ পুলহঃ পুলস্ত্য-
　　স্তথা মরীচির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ ।
ঋক্সামভিঃ সম্যগভিষ্টুবন্তঃ
　　সেবন্তি দেবং বরদং বিমানে ॥ ৩৭
তং পাবকা লোকগুরুং স্বয়ম্ভুবং
　　সাঙ্গাশ্চ বেদা মখদেবতাশ্চ
সেবন্তি দেবং ভুবনেশ্বরেশং
　　ভূতানি চান্যানি মহানুভাবম্ ॥ ৩৮

ইহার বিমান স্বচ্ছ সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত বিচিত্র চিত্র মূর্ত্তিতে সুশোভিত ছিল। ইহাতে সমস্ত দেবীগণের আনন্দদায়ক সভা উদিত হইয়াছিল। নক্ষত্র ও সূর্য্যের তেজোময়ী মূর্ত্তির অংশ ইহা কিরণসমূহের প্রভায় পরিপূর্ণ ছিল। বৈদূর্য্যমণি এবং চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণিসমূহে এই বিমানের প্রত্যেক অঙ্গ বিভূষিত ছিল। ৩৬

সেই সময় বিমানে উপবিষ্ট বরদায়ক দেবতা ব্রহ্মাকে তাঁহার পুত্রগণ—পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচি, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষি ঋগ্‌-বেদ এবং সামবেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার সেবায় তৎপর ছিলেন। ৩৭

এই লোকগুরু, মহানুভাব, ভুবনেশ্বরেশ্বর দেবতা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার সেবায় অগ্নিগণ, সাঙ্গ বেদসকল, যজ্ঞদেবতাগণ এবং অন্যান্য ভূতগণও নিরত ছিলেন। ৩৮

মহর্ষিগণের সমূহ, বৈশ্বানরগণ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ঋত্বিক্‌গণ

এতে বহ্নয়শ্চ মহর্ষিসঙ্ঘা
　　বৈশ্বানরঃ পাবকযোনয়শ্চ ।
সর্ব্বে যদূর্ধ্বপুরোহিতাশ্চ
　　যুদ্ধোৎসুকাঃ সর্বসুরাসুরাণাম্ ॥ ৩৯
যোগেশ্বরাঃ ষট্ চ দিবাকরাভা
　　বিদ্যুদ্বিভূতির্বিচরন্তি দেশাঃ ।
অন্তর্হিতো বৈ সহ তত্র ভাস্বা
　　নারায়ণোঽন্যে নরশ্চ দেবাঃ ॥ ৪০
বক্ত্রৈশ্চতুর্ব্বেদধরৈশ্চ ভূভিঃ
　　সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমৈঃ সুকান্তৈঃ
সন্ধ্যা দিশো দিগ্বিদিশশ্চ তত্র
　　ঘনোদিতো ভাতি শরদীব চন্দ্রঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
দেবাসুরযুদ্ধে সনকাদিসমাগমনং নাম
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

ও দেবতাদিগের পুরোহিতগণ ইঁহারা সকলে দেবতা ও অসুরদিগের সেই যুদ্ধ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ৩৯

যাঁহারা সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ছিলেন এবং যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ উত্তম আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল, সেই ছয় যোগেশ্বর (সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, কপিল ও [illegible],) অদৃশ্যভাবে আকাশে থাকিয়া এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ, নর ও কপিলের অন্য দেবতাও অদৃশ্যভাবে অবস্থান করত এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৪০

শরৎকালের মেঘোদিত চন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মা পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ পরম মনোহর কান্তিযুক্ত ও চার বেদধারণকারী নিজ চার মুখের দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহকে অন্ধকার রহিত করিয়া দিলেন। ৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে সনকাদির আগমননামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## । চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ দেবাসুরাণাং যুদ্ধস্য যজ্ঞরূপেণ বর্ণনম্, উভয়-সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, অসুরস্য পরাজয়শ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ তুমুলো যুদ্ধমবর্ত্তত ।
নাদেন মহতা ব্যাপ্তাঃ ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ১

গোমুখাডম্বরাণাঞ্চ ভেরীণাং মুরজৈঃ সহ
ঝর্ঝরীডিণ্ডিমানাঞ্চ বাদ্যন্তে মহাত্মনাঃ ॥ ২

প্রবৃত্তো যুদ্ধযজ্ঞস্তু তুমুলো লোমহর্ষণঃ
রণবরো মহানাদঃ স্বর্গীয়ঃ শুভসম্মতঃ ॥ ৩

যুদ্ধযজ্ঞস্য নেতাভূৎ প্রহ্লাদো দৈত্যসত্তমঃ ।
বিরোচনস্তথা তস্য যুদ্ধযজ্ঞপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪

হোতা চৈবাত্র নমুচির্ব্ব্রতঃ স্তোত্রোপকল্পকঃ
মন্ত্রা দৈত্যাঃ সমখ্যাতা যজ্ঞকর্ম্মাণি তত্র বৈ ॥ ৫

অসুরাশ্চ পিতামহবিদ্যো যা পরাক্রমৈঃ
বাণো হ্যত্রাভবদ্ বাণঃ সংগ্রাম উপস্থিতে ॥ ৬

ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং সুপার্শ্বঃ সমুদৈরয়ৎ
মন্ত্রাস্তত্রাভবংস্তু সংযুগে মহোক্ষিতাঃ ।

উদ্গাতা চ ময়ঃ শ্রীমান্ স্থিতঃ শক্রজয়ঃ ।
বিনদন্ দিতিজশ্রেষ্ঠো দেবানীকং ব্যগাহত ॥ ৮

বলিস্তু রাজা দ্যুতিমান্ স্বয়ং তত্র মহাসুরঃ ।
জাতৈশ্বর্য্যৈশ্চ সংযুক্তো ব্রহ্মত্বমকরোৎ প্রভুঃ ॥ ৯

যথাবিধি স্থিতো ঘোরো বৈরেন্ধনসমীরিতঃ ।
হূয়তে যস্তু বৈ তত্র দেবো বিষ্ণুঃ সুরৈঃ সহ ॥ ১০

শঙ্খশব্দৈঃ মৃদঙ্গৈর্ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ।
উদ্ঘুষ্টৈঃ বিমলৈ চৈব স্রগ্ভক্ষণং প্রযুজ্যতে ॥ ১১

বলশ্চ বলকশ্চৈব পুলোমা চ মহাসুরঃ
প্রশস্তশ্চ সদঃ কৃত্বা সত্রং সমাক্ প্রচক্রিরে ॥ ১২

কল্পায়দণ্ডা বিমলা বিপুলা রথপঙ্ক্তয়ঃ
যূপাশ্চ সমকল্পন্ত যুদ্ধযজ্ঞে মহাকালে ॥ ১৩

ঋষ্টিনালীকনারাচা বৎসদন্তোপবৃংহিকাঃ
তোমরাঃ সোমকলসা বিচিত্রাণি ধনূংষি চ ॥ ১৪

---

### চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধকে যজ্ঞরূপে বর্ণন, উভয় সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ এবং অসুর-সৈন্যের পরাজয় । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পূর্বকালে উভয় সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গোমুখ, আড়ম্বর, ভেরী, মুরজ, ঝাঁঝর ও ডিণ্ডিম—এই সব বাদ্যের মহাশব্দ হইতে লাগিল। এই সব বাদ্য নিজেদের তুমুল ধ্বনিতে তিন লোককে যেন বিচলিত করিয়াছিল । ১-২

সেখানে লোমহর্ষণকর ভয়ঙ্কর যুদ্ধযজ্ঞ চলিতে লাগিল, যাহা স্বর্গলাভী ফলপ্রাপ্তিকারক ছিল। এই সংগ্রামে স্বর্গকামী বীরগণের অতিশয় মহানিনাদ এবং আর্তনাদ হইতে লাগিল । ৩

এই যুদ্ধযজ্ঞের নেতা হইলেন দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ। তাঁহার পুত্র বিরোচন এই যুদ্ধ-যজ্ঞের প্রবর্তক অধ্বর্যু হইল । ৪

ইহাতে নমুচি হোতা ও বৃত্রাসুর স্তোতা হইল। এই যুদ্ধ-যজ্ঞে দৈত্যগণই মন্ত্র বলিয়া কথিত হইল । ৫

যে বিক্রম পরাক্রমের দ্বারা পিতা বলিকে অনুসরণ করিতেছিল অথবা পিতা বলি অপেক্ষাও অধিক পরাক্রমশালী ছিল, সেই বাণাসুর এই যুদ্ধযজ্ঞের সহায় হইল এবং যুদ্ধকালে সব সময় উপস্থিত রহিল । ৬

অসুরগণের দ্বারা উচ্চারিত ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও অন্যান্য যাঁহা সুপার্শ্ব নামক অসুরগণ এখানে মন্ত্র ছিল । ৭

অসুরগণের উদ্গাতা শ্রীমান্ ময়াসুর সেখানে উদ্গাতা হইয়া অবস্থান করিতেছিল। এই দৈত্যশ্রেষ্ঠ গর্জন করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে দেবসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল । ৮

সার্বভৌমশালী তেজস্বী মহাসুর রাজা বলি স্বয়ংই সেখানে ঐশ্বর্যাদিতে যুক্ত হইয়া ব্রহ্মার কার্য করিতে লাগিলেন । ৯

বৈরকারী ইন্ধনে (কাষ্ঠে) উদ্দীপ্ত হইয়া সেখানে ঘোর অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। অসুরগণ দেবতাদিগের সহিত আসিয়া সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিতে লাগিল। এই আহুতি ভগবান্ বিষ্ণু ছাড়ির জন্য করা হইয়াছিল । ১০

শঙ্খধ্বনি, মৃদঙ্গধ্বনি ও ভেরীসমূহের গভীর শব্দের দ্বারা সেখানে 'স্রুগ্ভক্ষণ'—ইহার বিমল উদ্ঘোষ হইয়াছিল । ১১

বল, বলক ও পুলোমা নামক এই তিন মহাসুর সেখানে প্রশস্ত ও সদ গঠন করিয়া সম্যক্‌রূপে সত্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল । ১২

এই মহাকালরূপ যুদ্ধযজ্ঞে বিচিত্র লৌহদণ্ডশোভিত, নির্মল ও বিশাল রথশ্রেণী যূপসমূহের রূপে কল্পিত হইল । ১৩

ঋষ্টি, নালীক, নারাচ, বৎসদন্ত, উপবৃংহিকা, তোমর ও বিচিত্র ধনু—এই সবই সেই যজ্ঞে সোমকলস ছিল । ১৪

অস্থীন্যত্র কপালানি পুরোডাশাঃ শিরাংসি চ
আজ্যঞ্চ রৌদ্রং রুধিরং তস্মিন্ যজ্ঞেঽভিসংস্কৃতে ॥১৫
ইধ্মাঃ পবিত্রস্তত্র প্রস্তারা বিপুলা গদাঃ
হয়গ্রীবোঽসিলোমা চ রাহুঃ কেশী চ দানবঃ ॥ ১৬
বিরোচনশ্চ জম্ভশ্চ কুজম্ভশ্চ মহাবলঃ ।
সদস্যাস্তত্র তু মখে বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৭
ইষবশ্চ রথাস্তত্র ধ্বজাক্ষসদৃশাঃ শুভাঃ
ধনুষ্কোটৌ ধনুর্জ্যাশ্চ স্রুবস্তত্র মহামখে ॥ ১৮
প্রতিপ্রস্থানিকং কর্ম্ম বৃষপর্ব্বাকরোদিহ ।
দীক্ষিতস্তত্র তু বলিস্তস্য পত্নী মহাচমূঃ ॥১৯
শময়স্তত্র শামিত্রমকরোদ্দিতিনন্দনঃ ।
অতিরাত্রে মহাবাহুর্বিততে যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ২০
দক্ষিণাস্থশ্চ যজ্ঞস্য কালনেমির্মহাসুরঃ
দৈত্যানাং কর্ম্মণি স্থিতো যঃ খ্যাতো হব্যবাড়িব ॥ ২১
ত্রিদশানাং তু সৈন্যস্য শরীরৈর্গতজীবিতৈঃ ।
তস্মিন্ যজ্ঞে তু সবনং বর্দ্ধিতং দৈত্যনির্ম্মিতম্ ॥২২
দেবানাং রুধিরং মধ্যে পপুঃ ক্রুদ্ধা দিতেঃ সুতাঃ ।
নর্দ্দমানাঃ প্রমুদিতা সোমপানং যথাধ্বরে ॥ ২৩
যদা বলির্মহাদৈত্যো বিজেতা সমরে সুরান্ ।
তদা সুবক্ত্রো যজ্ঞো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
মহাসুরাস্তপস্তপ্তা মহাবলা ভূরিদক্ষিণাঃ ।
বেদবন্তো ব্রতবন্তঃ শূরাঃ সর্ব্বে তনুত্যজঃ ॥২৫
ত্রৈলোক্যাহরণে সৃষ্টা যুদ্ধযজ্ঞায় দীক্ষিতাঃ ।
বদ্ধকক্ষাঙ্গুলিত্রাঃ সর্ব্বে এষিতো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৬
একনিশ্চয়কার্য্যাশ্চ ত্রৈলোক্যাকাঙ্ক্ষিণঃ ।
সুরদানবদৈত্যানাং শব্দঃ সমভবত্তদা ॥ ২৭
নানায়ুধবিষক্তানাং হরিতানাং প্রধাবতাম্
ক্ষ্বেড়িতোৎকৃষ্টনির্ঘোষৈর্গজবৃংহিতনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৮
রথনেমিস্বনৈর্ঘোরৈর্নৈরন্তর্য্যঃ সর্ব্বতোঽভবৎ ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্মেঘসিংহনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৯

অস্থিসমূহ কপাল, মস্তকসকল পুরোডাশ এবং ভয়ঙ্কর রুধিরই ঘৃত ছিল ; এই সব সেই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইতেছিল ॥ ১৫

শরপংক্তি, ইধ্ম ও বিশাল গদা পবিত্র ছিল। হয়গ্রীব, অসিলোমা, রাহু, দানব কেশী, বিরোচন, জম্ভ, মহাবল কুজম্ভ এবং পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তি—ইহারা সকলে যজ্ঞে সদস্য ছিল ॥ ১৬-১৭

রথের অক্ষসদৃশ ধূম ও সুন্দর বাণসমূহ এই যজ্ঞে কুশ ছিল। ধনুর কোটি ও ধনুর গুণসমূহ সেই মহাযজ্ঞে স্রুব ছিল ॥ ১৮

বৃষপর্ব্বা এই যজ্ঞে প্রতিপ্রস্থাতার কার্য্য করিতে লাগিল। রাজা বলি এই যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণকারী যজমান ছিলেন এবং তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীই তাঁহার পত্নী ছিল ॥ ১৯

মহাবাহু দিতিনন্দন শময় সেখানে প্রচলিত সেই অতিরাত্র-নামক যজ্ঞকর্ম্মে শামিত্র কর্ম করিতে লাগিল ॥ ২০

সেই যজ্ঞের দক্ষিণাংশে মহাসুর কালনেমি উপস্থিত ছিল, যে দৈত্যের পতি বলির যজ্ঞকর্ম্মে অগ্নির সমান বিখ্যাত ছিল ॥ ২১

দেবগণের সৈন্যবাহিনীর নিষ্প্রাণ শরীরসমূহের দ্বারা সেই যজ্ঞে দৈত্যগণ কর্তৃক কৃত সবনকর্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ২২

এই যুদ্ধযজ্ঞে যে সব ক্রুদ্ধ দৈত্য দেবগণের রক্তপান করিতেছিল, উহাই তাহাদের সোমপান ছিল। তাহারা আনন্দিত চিত্তে গর্জ্জন করিতে করিতে এরূপ সোমপান করিতে লাগিল ॥ ২৩

যখন মহাদৈত্য বলি সমরে দেবগণকে জয় করিবেন, তখন এই যজ্ঞের সমাপ্তির অবভৃথ স্নান হইবে—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪

মহাসুরগণ তপস্বী, দক্ষিণাদাতা, যজ্ঞকর্ত্তা, বেদজ্ঞ, সদাচারী ও শূরবীর ছিল এবং ইহারা সকলেই যুদ্ধে দেহের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৫

ইহারা সকলে ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিতে উদ্যত হইয়া সেই যুদ্ধরূপী যজ্ঞের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। সকলে নিজেদের শরীরে কবচ বাঁধিয়াছিল এবং সকলে যুদ্ধ-এষণায় বাহুর কবচ ধারণে তৎপর ছিল ॥ ২৬

একই নিশ্চিত উদ্দেশ্য লইয়া ইহারা সকলে যুদ্ধরূপী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। সকলের মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্তিতে আমাদের জয় হউক। নানাপ্রকার অস্ত্র হাতে লইয়া দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতে হইতে দেবতা, দানব ও দৈত্যগণের এখানে প্রচণ্ড কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৭

যোদ্ধাগণের সিংহনাদ, উচ্চস্বরে চীৎকার, গর্জন, হস্তিসমূহের বৃংহণ ধ্বনি এবং রথের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ—এই সবের ঘোর কোলাহলে সেখানে চারিদিকে তুমুল নিনাদ হইতে লাগিল ॥ ২৮

শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের গম্ভীর শব্দ, অশ্বগণের হ্রেষারব, হ্রেষারবকারী অশ্বগণ ও গর্জনকারী মাতঙ্গগণের চিৎকারে

যানানাং দেবমানানাং দানবানাঞ্চ সর্ব্বতাম্
কেতবোৎকৃষ্টনিবহৈঃ পাদপামরবৈস্তথা ॥ ৩০
দানবানাং পরেষাঞ্চ শস্ত্রবস্তি মহান্তি চ
সমরে ভীমকর্ম্মাণি সৈন্যানি প্রচকাশিরে ॥ ৩১
ততো নাগা যথাস্মৈব জাম্বূনদবিভূষিতাঃ
ভ্রাজমানা বাবাচন্দ্র মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥ ৩২
শুচিবক্ষাগদাতোমাঃ শূলশক্তিপরশ্বধাঃ
চারু বিভ্রাজিরে তত্র দেবদানবযোধিনাম্ ॥ ৩৩
তথা বহুবিধাকারাঃ শরাসনধরাঃ সংযুগে
হেমপ্রভূষণিধরা ভ্রমন্ত ইব পাবকাঃ
দানবানাং সুরাণাঞ্চ সমুন্নতাঃ স্যন্দনিকাঃ
কাঞ্চনৈঃ কবচৈঃ সর্ব্বে খচিতাস্তস্য প্রদীপ্তয়ঃ ॥ ৩৬
সমন্তাঃ সমন্তাস্ত্র জ্যোতীংষি গগনে যথা
উত্তমৈর্মাল্যৈর্দিব্যৈরুত্তমবস্ত্রৈঃ সমাশ্রিতাঃ
ধ্বজাগ্রাঃ সুরগণ সমুদ্ভবাঃ বহু-

বর্ষিত ও চৈত্রক রথ এবং তাহাদের রথ ও পতাকার আবরণনিচয় সকলেও সেখানে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ৩০

দানব ও দেবতাদিগের বিশাল সৈন্যশ্রেণী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনে ভয়ঙ্কর কর্ম করিতে করিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৩১

সেই সময় সেখানে সুবর্ণ বিভূষিত হস্তী ও রথসকল বিদ্যুতের মেঘগণের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া হইতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৩২

এই সৈন্যগণের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি, খড়্গ, গদা, তীক্ষ্ণ শূল, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রসকল দেদীপ্যমান হইতেছিল, যাহা তখন অত্যন্ত মনোহর দেখাইতেছিল। ৩৩

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট, উপবিষ্টদের অর্পণে আচ্ছন্ন শত শত ও সহস্র সহস্র রথ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল। ৩৪

দীপ্তিমান্ সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত সুবর্ণময় কবচসমূহে সুসজ্জিত দানব ও দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যগণ আকাশে তারা-গণের ন্যায় দেখাইতেছিল। ৩৫।

রথে পতাকা ধারণ করিয়া ও পৃষ্ঠে তূণীর ধারণ করিয়া সুবর্ণালঙ্কৃতা বৃহৎ বৃহৎ নয়নশোভিত দেবগণ সৈন্যের সম্মুখভাগে আসিয়া উপরে উত্থাপিত বিচিত্র অস্ত্রসমূহের দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৬।

নানাবর্ণাঃ পতাকাশ্চ ধ্বজমালাশ্চ সংযুগে ॥ ৩৭
দূরাত্তাঃ রণশৌণ্ডানামীরয়ামাস মারুতঃ
বজ্রানলাভবস্ত্রাণি কবচানি চ রশ্মিভিঃ ॥ ৩৮
ভাসয়ামাস সর্ব্বাণি রশ্মিবর্ণানি রশ্মিবান্।
সর্ব্বেষামপ্রমেয়ানাং বলানাং পাদচারিণাম্ ॥ ৩৯
ততঃ প্রচ্ছাদয়ামাস সহস্রাংশুঃ পাণ্ডুরঃ দিশঃ
দিব্যাম্বুধরাঃ সর্ব্বে দীপ্তাম্বরশক্তিভৃতাঃ ॥ ৪০
প্রতিগুপ্তিশোভাঃ মাল্যাম্বরৈঃ প্রভাবীকৃতাঃ
শিরিসূর্য্যচ্ছত্রাঃ সর্ব্বে তথা তে দেবদানবাঃ ॥ ৪১
অন্যোন্যমভিনিঘ্নন্তো রণস্থানমিত্রাণোঃ বিন:
বাণৈঃ সুবর্ণচিত্রৈর্দীপ্তৈঃ শরবর্ষৈর্ভাসবৈঃ ॥ ৪২
মুদ্গরৈর্মুষলৈঃ শূলৈঃ স্বস্তিকৈশূলৈঃ
বজ্রৈর্শক্তিভিঃ খড়্গৈঃ গিরিভিস্তথা ॥ ৪৩
তথা প্রবর্ত্তিতে তেষাং বিনাশনিচ্ছুভিঃ ক্রমে
সংবিগ্রহ যঃ দেবদানবানাং প্রাদুর্ভাব কার্ত্তিকম্ ॥ ৪৪

সমরাঙ্গনে সুবর্ণ খচিত রণশৌণ্ড যোদ্ধাদিগের বহু বর্ণের পতাকা-সমূহ ও ধ্বজদণ্ডকে বায়ু কম্পিত করিতে লাগিল। ৩৭।

সৈন্যগণের অস্ত্র, আবরণ, বস্ত্র ও কবচসমূহ—এই সমস্ত বস্তুকেই সূর্য্যদেব নিজের কিরণ দ্বারা তাহাদেরই সমান কান্তিমান্ করত প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ৩৮।

উভয় পক্ষের অসংখ্য সমস্ত পদাতিসৈন্যগণের পাদ-সঞ্চারণে উত্থিত ঘোর রেণুরাশি মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধূলি সমস্ত দিক্‌সমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ৩৯।

সকলে দিব্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং সকলেরই অস্ত্র ও মাল্যাদি প্রদীপ্ত (অত্যুজ্জ্বল) ছিল। ইহারা পরস্পর এক পক্ষের সৈন্যগণ অন্য পক্ষের সৈন্যদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে লাগিল অর্থাৎ তাহাদের অগ্রসর হইতে দিল না। ৪০।

পর্ব্বতশিখরসদৃশ উচ্চ শরীরধারী সেই সমস্ত দেবতা ও দানবগণ সেই সময় রণাঙ্গনে অবস্থান করত পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪১।

শত্রুসমূহে বেগযুক্ত হইয়া দুর্জয়, তীক্ষ্ণ ও সরল সুন্দর বাণ, মুদ্গর, মুষল, শূল, প্রাস (লৌহমুখ), উদ্যত, অলঙ্কৃত বজ্র, খড়্গ এবং বৃক্ষাদির দ্বারা অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে সেই যোদ্ধাগণের মধ্যে যখন ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় সাবিত্রকে বধ করিবার জন্য বাণাসুর ধনু গ্রহণ করিল। ৪২-৪৪

শরজালেন দিব্যেন চ্ছাদয়ানঃ সুরোত্তমম্।
সত্রেষু চ বৈবাচ্চিন্ত্য সম্প্রক্ষ্যান্ দেবমী ॥৪৫

সাগরাভাং মহাসেনাং দেবানাং দৈত্যপুঙ্গবঃ
সংশোষয়তি বাণৌঘৈরর্কাংশুভিরিবার্ণবম্ ॥ ৪৬

মারুতঃ সুমহাবেগঃ সাবিত্রঃ শক্তিমুত্তমাম্।
চিক্ষেপ বলিপুত্রায় শক্রোঽশনিমিবাচলে ॥ ৪৭

আপতন্তী চ সা শক্তির্মহোল্কা জ্বলিতা যথা
দ্বিধা ছিন্না ক্ষুরপ্রেণ বাণেনাদ্ভুতকর্মণা ॥৪৮

হতায়ামথ শক্ত্যাং তু সাবিত্রো দেবসত্তমঃ
বিশ্বকর্মকৃতং দিব্যং সুতীক্ষ্ণং দানবার্দনম্ ॥ ৪৯

সুনীলধারং বিমলং বিপুলং চোগ্ৰবর্চসম্।
অগৃহ্ণাদসিতং খড়্গমাশীবিষমিবোরগম্ ॥ ৫০

তং গৃহীত্বা রণমুখে প্রদীপ্তমিব পাবকম্
বাণাভ্যাশে মহাতেজাঃ খড়্গপাণিরবস্থিতঃ ॥ ৫১

স তং স্থিতমথালক্ষ্য সাবিত্রং বলিনন্দনঃ
লোহিতাক্ষঃ মহাবাহুঃ চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ৫২

ততো হৃষ্টকিরণাকারানগ্নিপ্রতিমাঞ্ছরান্।
সমরে চাশু বাণৌঘানাশীবিষশিখোপমান্ ॥ ৫৩

কঙ্কপুঙ্খান্ প্রদীপ্তাগ্রান্ শুদ্ধহেমানলপ্রভান্।
আকর্ণপূর্ণান্ চিক্ষেপ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫৪

দৃঢ়চাপপ্রযুক্তাস্তে শরা দৈত্যেন্দ্রচোদিতাঃ।
সাবিত্রং ছাদয়ামাসুঃ কৈলাসমিব তোয়দাঃ ॥ ৫৫

সংছাদ্যমানঃ শস্ত্রৌঘৈর্দৈত্যেন বলিসূনুনা।
শরক্ষুব্ধঃ সুরবরঃ প্রযাতঃ সংযুগাৎ ॥ ৫৬

পরাজিত্য স সাবিত্রং বাণঃ পরমহর্ষিতঃ।
প্রগৃহ্য কার্মুকং ঘোরং শরৈঃ শক্রবধং প্রতি ॥ ৫৭

বলস্তাপাপুরশ্রেষ্ঠঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
জগাম রণে দৃষ্টি রৌদ্রাং চিক্ষেপ দানবঃ ॥ ৫৮

---

নিজের দিব্য বাণসমূহের দ্বারা সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্রকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে বাণাসুর অস্ত্রসমূহের দ্বারা দুর্ভাবিত পাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিদেবের ন্যায় বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ৪৫

দেবতাগণের বিশাল সৈন্যরাশিকে সমুদ্রের ন্যায় ছিল দৈত্যশ্রেষ্ঠ বাণাসুর নিজের বাণসমূহের দ্বারা সূর্যদেব যেরূপ নিজের কিরণাবলির দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাহাদিগকে শুষ্ক করিতে লাগিল। ৪৬

তখন মহাবেগশালী সাবিত্রনামক মারুত ইন্দ্র যেরূপ পর্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ বলিপুত্র বাণাসুরের উপর উত্তম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৪৭

কিন্তু অদ্ভুত কর্মকারী বাণাসুর নিজের দিকে প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় আগত সেই শক্তিকে এক ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা দুই খণ্ড খণ্ডিত করিয়া দিল। ৪৮

সেই শক্তি খণ্ডিত হইয়া যাইলে পর দেবশ্রেষ্ঠ সাবিত্র বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত, বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর এবং দানবদলনকারী এক দিব্য খড়্গ গ্রহণ করিলেন। উহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল ও সুনীল ছিল। এই নির্মল এবং বিশাল খড়্গ তেজস্বী ধারার প্রভায় ভাস্বর কান্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল। ৪৯-৫০

যুদ্ধের সম্মুখভাগে সেই প্রজ্বলিত মহাঅগ্নিতুল্য খড়্গকে হস্তে লইয়া মহাতেজস্বী সাবিত্র বাণাসুরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

সাবিত্রদেবের চক্ষু যখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং দেহও বিশাল ছিল। তাঁহাকে এইভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া বাণাসুর তাঁহাকে আক্রমণ—বিরতার করিতে লাগিল ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৫২

তারপর বাণাসুর সূর্যকিরণতুল্য তেজস্বী, অগ্নিতুল্য তীক্ষ্ণ এবং বিষধর সর্পের সমান বিষাক্ত বাণসমূহ সত্বর সংগ্রামে—যুদ্ধে যোজনা করিল। ৫৩

এই সব বাণের পক্ষ স্বর্ণের ছিল। উহাদের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত ছিল। উহা বা তাহার বেগশালী ও অলঙ্কৃত ছিল। বাণাসুর এই সব উগ্র বাণকে ধনুতে যোজিত করিয়া কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত চারিদিকে নিক্ষেপ করিল। ৫৪

এই সব অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণ সুদৃঢ় ধনুর দ্বারা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তাহারা সাবিত্রকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিল, যেরূপ মেঘসকল কৈলাসপর্বতকে জলবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৫৫

বলিপুত্র বাণাসুরের অস্ত্রসমূহের দ্বারা এইভাবে আচ্ছাদিত হইতে হইতে সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া রথ ও অশ্ব সহ সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন। ৫৬

সাবিত্রকে পরাজিত করিয়া সেই বাণাসুর অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের বধের দিকে গমন করিল। ৫৭

অতঃপর অসুরশ্রেষ্ঠ বলনামক দানব বিশাল ও ভয়ঙ্কর গদা

ততঃ নির্ভৎসিতঃ স্কন্দে বেগচিত্রক বর্ম বৈ
গদাবেগেন ভীমেন ক্রান্ত সমরে তদা ॥ ৫৯
শেষাশ্চ বসবঃ সর্ব্বে দিব্যাস্ত্রৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ।
প্রাচ্ছাদয়ন্ রণে দৈত্যম্ দিবাম্বিব তোয়দাঃ ॥ ৬০
ততঃ সম্মর্দ্দিতো বাণৈর্বসো দানবসত্তমঃ ।
অবাতরদ্ রথাত্তস্মাদ্ গদাহস্তো বেগবান্ ॥ ৬১
পাতয়ামাস শত্রূণাং সমাবিধ্য মহাসুরঃ
দিশঃ প্রাদ্রাবয়ৎ সর্ব্বাংস্ত্রিদশান্ সা মহাগদা ॥ ৬২
ইন্দ্রাশনিবিনির্ঘোষেণ প্রবৃদ্ধা পুনঃ পুনঃ ।
তস্যাঃ সবিদ্যাদ্রবে যথা মেঘেন শব্দেন বেপিতাঃ ॥ ৬৩
যানবন্ত পরিভ্রষ্টা রথেভ্যো রথিনস্তদা ।
তপ্তশীর্ণঃ রথানীকং সুধাপুষ্টং দেবনিঃস্বনম্ ॥ ৬৪
দেবানাং শরবর্ষাভিঃ সমন্তাদভ্যবর্ষত ।
ক্ষুরপ্রৈর্বিবিধৈশ্চৈব বৎসদন্তৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ৬৫
মুহুর্মুহুর্মহাতেজাঃ প্রত্যবিধ্যদ্ মহাসুরঃ ।
বলাকস্য গদাপাণির্ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৬৬
তড়িদ্গণার্কসদৃশো বৈশ্বানর ইবাপরঃ ।
পিবন্নিব শরৌঘাংস্তান্ দেবচাপসমুদ্গতান্ ॥ ৬৭
অভ্যদ্রবত দৈত্যেন্দ্রো মহার্ণব ইবাপরঃ ।
অবপূর্য্য দিশঃ সর্ব্বাঃ স্বেন বীর্য্যেণ দানবঃ ॥ ৬৮
অকম্পয়ৎ ত্রিদশান্ দৈত্যঃ সিন্ধুবেগান্ নগা ইব ।
সমুদ্রস্তরসা দেবান্ বায়ুর্বানিবৌজসা ॥ ৬৯
মমর্দ্দাংশ্চ মহেষ্বাসান্ বসুভ্যাং সমসজ্জত
আপশ্চৈবানিলশ্চৈব ববর্ষতুররিন্দমৌ ॥ ৭০
শরবর্ষাণি দীপ্তানি মেঘাবিব পয়স্বিনৌ ।
ছিন্নাংস্তান্ বিশিখান্ দীপ্তানম্বরে স চিচ্ছিদে ॥ ৭১

হাতে লইয়া তাহাকে অসহনীয় বসুর রথের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৮

সেই সময় সংগ্রামে সেই গদার ভয়ঙ্কর বেগে স্কন্দের অশ্বের উপরস্থিত সুবর্ণখচিত বিচিত্র কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল ॥ ৫৯

তখন অবশিষ্ট সমস্ত বসুগণ ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে সেই দৈত্য বসুকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৬০

তারপর সেই সব বাণে বিমর্দিত হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বসু গদা উত্তোলন করত নিজের সেই রথ হইতে সবেগে নামিয়া আসিল ॥ ৬১

সেই মহাসুর বসু গদাকে ঘুরাইয়া নিজের শত্রুদের উপর পাতিত করিল। তখন সেই বিশাল গদা সমস্ত দেবগণকে সেই সময় নানাদিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিল অথবা চারিদিকে বিতাড়িত করিল ॥ ৬২

যেরূপ ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তাঁহার অশনি তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ এই গদাও মহাসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন করিতে লাগিল। বিদ্যুতের ন্যায় শব্দ উৎপন্নকারী এই গদার শব্দে কম্পিত হইয়া সেই সময় দেবসৈন্যের রথী যোদ্ধারা নিজেদের রথ হইতে লক্ষপ্রদান করত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৬৩

তখন সুধাপুষ্ট তেজস্বী ও মেঘতুল্য গর্জনকারী দেবসৈন্যদের সেই প্রচণ্ড রথ-সৈন্যদের উপর বলাসুর চারিদিকে বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৪

এই মহাতেজস্বী মহাসুর বল দেবগণকে ক্ষুরপ্র, বিবিধ, বৎস, দন্ত ও শিলীমুখনামক বাণসমূহের দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫

বলাক নামক দৈত্য হাতে গদা লইয়া মুখবিস্তারকারী কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সে বিদ্যুৎ ও সূর্যের সমান তেজস্বী ছিল এবং দ্বিতীয় বৈশ্বানরের (অগ্নির) ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৬৬

এই দৈত্যরাজ দেবগণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে যেন পান করিতে করিতেই তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। তখন সে দ্বিতীয় মহাসাগরের ন্যায় বেগশালী বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৬৭

যেরূপ পর্বত সমুদ্রের বেগকে প্রতিহত করিয়া দেয়, সেইরূপ দানব দৈত্য বলাক নিজের গর্জনের দ্বারা সমস্ত দিকসমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নিজের বল-পরাক্রমে সমস্ত দেবতাদিগের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিল ॥ ৬৮

বায়ু যেরূপ নিজের বলে বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদ্রনামক দৈত্য নিজ বেগে মহাধনুর্ধর দেবতাদিগকে দমন করিতে করিতে আপ ও অনিল নামে দুই বসুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৯

শত্রুদমনকারী শরবর্ষণকারী আপ ও অনিল এই দুই বসু দুই জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় তেজস্বী বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দৈত্য ইঁহাদের নিক্ষিপ্ত তেজস্বী বাণসমূহকে আকাশেই ছেদন করিয়া দিল ॥ ৭০-৭১

অমৃষ্যমাণস্তং বর্ষং ধ্রুবস্তমভিদুদ্রুবে
তৌ পৃথক্ শরবর্ষাভ্যামন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ৭২
উভাবভিজনৌ শূরৌ দেবদৈত্যৌ যশস্করৌ
তৌ নর্দেরিব শার্দূলৌ দর্পেরিব মহাদ্বিপৌ ॥ ৭৩
রথশক্তিভিরন্যোন্যং বিশিখৈশ্চাপ্যকৃন্ততাম্ ।
নিভিন্দন্তৌ চ গাত্রাণি বিলিখন্তৌ চ সায়কৈঃ ॥ ৭৪
অন্তরন্তৌ চ বলিনৌ প্রভুদন্তৌ স্থিতৌ রণে ।
চরন্তৌ বিবিধান্মার্গান্মণ্ডলানি চ ভাগশঃ ॥ ৭৫
মুষলৈর্জঘ্নতুঃ ক্রুদ্ধাবন্যোন্যমভিমানিনৌ ।
অশিতাঃ চর্মণী দিব্যে বিপুলে চ শরাসনে ॥ ৭৬
নিকৃত্তাচলসঙ্কাশৌ বাহুযুদ্ধং প্রচক্রতুঃ ।
ব্যূঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ ॥ ৭৭
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামায়সৈঃ পরিঘৈরিব
তয়োরাসীদ্ভুজাঘাতনিগ্রহঃ প্রগ্রহস্তথা ॥ ৭৮
অতীব ভীমঃ সংহ্রাদো বজ্রপর্বতয়োরিব
দ্বিপাবিব বিষাণাগ্রৈঃ শৃঙ্গৈরিব মহাবৃষৌ ॥ ৭৯
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ মুহূর্তং পর্যকর্ষতাম্ ॥ ৮০
ততঃ পরাজিতো দেবো ধনাকেন তথা ধ্রুবঃ ।
রথং ত্যক্ত্বা ভয়াত্তস্য প্রনষ্টঃ প্রাঙ্মুখো যযৌ ॥ ৮১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরযুদ্ধে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

এই বর্ষকে ধ্রুব সহ্য করিতে পারিলেন না ; অতএব তিনি সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন এই দুই বীর পৃথক্ পৃথক্ বাণ বর্ষণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৭২

এই দেব ধ্রুব এবং দৈত্য বর্ষ উভয়ে শূরবীর, উত্তম কুলে উৎপন্ন এবং যশস্বী ছিলেন। যেরূপ দুইটি ব্যাঘ্র নখসমূহের দ্বারা এবং দুইটি মহাহস্তী দন্তসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ এই দুই বীর রথ-শক্তি ও বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা প্রতিপক্ষের অঙ্গকে বিদীর্ণ ও আহত করিতে থাকিলেন। ৭৩-৭৪

উভয়েই বলবান্ ছিলেন, অতএব উভয়েই রণভূমিতে থাকিয়া পরস্পরকে অগ্রগমন হইতে প্রতিরোধ করিতে করিতে ও পীড়িত করিতে করিতে যুদ্ধের বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধপদ্ধতি দেখাইতে লাগিলেন। ৭৫

ইহার পর দুই অভিমানী বীর কুপিত হইয়া পরস্পরকে মুষলের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই তরবারির দ্বারা উভয়ের দিব্য ঢাল ও বিশাল ধনু কাটিয়া দিয়া পর্বতের সমান অবস্থান করত পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭৬।

উভয়েরই বক্ষ বিশাল ও বাহু দীর্ঘ ছিল। উভয়ে মল্লযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন, অতএব লৌহনির্মিত পরিঘের সমান স্থূল (মোটা) ও বলিষ্ঠ দুই বাহুর দ্বারা ইঁহারা একে অন্যের দ্বারা গ্রথিত হইয়া যাইলেন। ৭৭।

এই উভয়ের মধ্যে তখন বাহুর আঘাতে নিগ্রহ ও প্রগ্রহরূপ কৌশল প্রদর্শন চলিতে লাগিল। সেই সময় বজ্র ও পর্বতের আঘাতের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। ৭৮।

যেরূপ দুইটি হস্তী নিজেদের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা এবং দুইটি বড় বড় বৃষ নিজেদের শৃঙ্গের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করে, সেইরূপ এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রোধসহকারে মুহূর্তকাল ধরিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে এবং ধাক্কা দিতে লাগিলেন। ৭৯-৮০

তদনন্তর বসুদেব ধ্রুব ধনাকনামক দৈত্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া ভয়ে রথ ত্যাগ করত পূর্বদিকে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ নমুচিনা বসুনা বসোঃ, মহাসুরেণ রুদ্রঃ, বাসুদেবেন পুলোমাঃ, হয়গ্রীবেণ পূষঃ, শম্বরাসুরেণ ভগস্য, চন্দ্রদেবেন চ সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং পরাজয়ঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পুনরেব তু তত্রাসীৎসংযুদ্ধং সুদারুণম্
ক্রুদ্ধস্য নমুচেশ্চৈব বসোশ্চ চ মহাত্মনঃ ॥ ১
সত্তমৌ চ মহাবাহূ মহেষ্বাসাবরিন্দমৌ ।
পরস্পরমুদৈক্ষেতাং দহন্তাবিব লোচনৈঃ ॥ ২
বিস্ফার্য চ মহাচাপে হেমপৃষ্ঠে দুরাসদে
সংযত্তৌ তৌ মহাবীর্যৌ প্রাণানপি বিহায় তু ॥ ৩
স সায়কবরৈস্তীক্ষ্ণৈর্দৈত্যেন্দ্রঃ প্রতি
তাম্রপক্ষৈঃ শিলাধৌতৈর্বসোঃ প্রাচ্ছাদয়ৎ প্রভাম্ ॥ ৪
ততঃ প্রহস্য নমুচির্বসুং চ শিলাশিতৈঃ ।
অদৃশ্যং সায়কানীকৈশ্চক্রে দানবসত্তমঃ ॥ ৫
মহাতেজা মহাবাহুর্মহাবেগো মহাবলঃ
বিব্যাধাশীবিষাকারৈর্দৈত্যো নবভিরাশুগৈঃ ॥ ৬

স তোত্ত্রৈরিব মাতঙ্গো বাধ্যমানঃ শরৈস্ত্রিভিঃ ।
অত্যর্থমতি সংক্রুদ্ধো নমুচিং বসুসত্তমঃ ॥ ৭
তমাপতন্তং বেগেন সংরম্ভাদসুরো রণে
দৈত্যঃ প্রত্যাসসাদৈবং মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৮
ততঃ প্রাগ্ভারসম্পন্নং তৈলধৌতনিবাদিতম্
বিক্ষোভ্য তদ্বলং হর্ষাদ্দৈত্যেন্দ্রোঽর্ণবসপ্রভম্ ॥ ৯
অথানুকর্ষসর্বাঙ্গান্ হংসবর্ণৈঃ সুবাজিভিঃ ।
নিঘ্নন্ সমরে দৈত্যো বসুং প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ ॥ ১০
সমাশ্লিষ্টাবিব ক্রোধাদ্ বসুদানবয়ো রথৌ
দৃষ্ট্বা প্রাকম্পত সুরাসুরগণা মহদ্ বলম্ ॥ ১১
ক্রোধসংরক্তনয়নৌ প্রেক্ষমাণৌ মুহুর্মুহুঃ ।
গর্জন্তাবিব শার্দূলৌ প্রভিন্নাবিব বারণৌ ॥ ১২

---

## পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

নমুচির দ্বারা বসুর দমন, মহাসুরের দ্বারা রুদ্রের, বাসুদেবের দ্বারা পুলোমার, হয়গ্রীবের দ্বারা পূষার, শম্বরাসুরের দ্বারা ভগের এবং চন্দ্রদেবের দ্বারা সমস্ত দৈত্য-সৈন্যের পরাজয় । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! সেখানে পুনরায় ক্রুদ্ধ নমুচি ও মহাত্মা বসুর মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।১

উভয়েই মহাবাহু, মহাধনুর্দ্ধর ও শত্রুদমন বীর ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন নয়ন দ্বারাই দগ্ধ করিয়া দিবেন ।২

উভয়ে যাহার পৃষ্ঠভাগে স্বর্ণ মণ্ডিত আছে, সেই দুর্জয় ও বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ক্রোধবশতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।৩

এই শিলাশাণিত তেজস্বী বাণসমূহের তাম্র পাখিত করিয়া দৈত্য নমুচির বসুকে এবং সূর্য্যের প্রভাকেও আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ।৪

তখন নমুচি হাস্য করত বসুর উপরও তাঁহার বেগশালী দুর্জয় বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। এই সব বাণ শিলা-শাণিত ও তেজস্বী ছিল ।৫

মহাতেজস্বী, মহাবেগশালী, মহাবলী ও অত্যন্ত বলশালী মহাবাহু দৈত্য নমুচি নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে বসুকে বিদ্ধ করিল ।৬

যেরূপ অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীর গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ বাণসমূহের দ্বারা রুদ্ধ বসুশ্রেষ্ঠ বসু অত্যন্ত কুপিত হইয়া নমুচির দিকে ধাবিত হইলেন ।৭

তাঁহাকে ক্রোধসহকারে সবেগে আসিতে দেখিয়া রণাঙ্গনে দৈত্য নমুচি যেরূপ এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীর দিকে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হয়, সেইরূপ বসুদের রথের দিকে অগ্রসর হইল ।৮

তদনন্তর দৈত্য নমুচি শত তেজোর ন্যায় পর্বত সদৃশকারী শিঙের শব্দ বাজাইল। সে হর্ষবশতঃ সমুদ্রতুল্য বিশাল দেবসৈন্য-বিশালকে বিক্ষোভিত করিয়া নীল মেঘসদৃশ স্বর্ণবিভূষিত হস্তিসমূহকে এবং হংসতুল্য স্বর্ণবিভূষিত অশ্বগণের সহিত বিচিত্র রথসমূহকে বধ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে বাণসমূহের দ্বারা বসু বসুকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল ।৯-১০

বসু ও দানব নমুচির রথদ্বয়কে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যাইতে দেখিয়া দেবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল ।১১

তাঁহাদের উভয়েরই চক্ষু তখন ক্রোধে তাম্রবর্ণ ( লাল ) হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে দুইটি ব্যাঘ্র ও মদমত্ত দুইটি হস্তীর ন্যায় পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন ।১২

মময়াদ্রৌপমং রৌদ্রমাসীদ্যোধনং তয়োঃ
যথাখরসংবাহং মহাবারণসঙ্কুলম্ ॥ ১৩
দধাজমিব তং দৃষ্ট্বা প্রেক্ষমাণা মহারথাঃ
আশংসন্তো জয়ং তাভ্যাং যোধা নৈকত্রসংশ্রয়াঃ ॥ ১৪
তয়োঃ দৈত্যেন্দ্র সংরম্ভঃ সন্নিকৃষ্টঃ মহাত্মনোঃ
সিতসম্ভর্মিতুনয়ো দেবদানবয়োস্তদা ॥ ১৫
তৌ মহাবলমহাবল্যোধ্য সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ।
শরজালাবৃতং ব্যোম চক্রতুস্ত মহাবলৌ ॥ ১৬
তাবন্যোন্যং জিঘাংসন্তৌ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাবলৌ
প্রেক্ষণীয়তমাবাস্তাং বৃষ্টিমন্তাবিব দ্রুমৌ ॥ ১৭
সুবর্ণবিকৃতান বাণান প্রমুক্ষন্তাবরিন্দমৌ।
তাবগ্রাস্তং তমাকাশমুক্ত জ্যোতিরিব চক্রতুঃ ॥ ১৮
তয়ো শরাঃ প্রকাশন্তে দেবদানবযোধযোঃ
পঞ্চ ত্যাঃ মরবি ... সংরম্ভ ... ॥ ১৯

ত্রিদশাধিপতাভ্যাং বি শরৌকৈর্দীপ্তজীবিতৈঃ
রণেন সংবৃতা ভূমির্মেঘৈরিব নভস্তলম্ ॥ ২০
ততঃ সুবাহুং অসিতঃ সুপান্দুবশমরিন্দম্
বরায় রণবে মুক্তং চক্রং মধুচিনা রণে ॥ ২১
পতন্তী তেন চক্রেণ ধরণ্য সুপর্বাণস্তনঃ।
সকাশঃ সাদুবঃ সাধো ... কিরণপ্রভঃ ॥ ২২
স তাড্যা স্বজনঃ দেবঃ প্রাংশুঃ চক্রস্তদা।
ততাস্তরাপ্যহস্রান্ গতঃ মধুসূদনঃ ॥ ২৩
পরাজিত্য পুনঃ দৈত্যো নমুচির্নগর্জিতঃ।
প্রয়াতঃ যেন দৈত্যেন ... প্রতি ॥ ২৪
যৌ তৌ ... বিক্রান্তৌ।
প্রবরৌ বিশ্বকর্মা ... ॥ ২৫
যোধয়োঃ সম্প্রয়াতে ...।
অশ্যাহ ... ভূরি সংযুগে ॥ ২৬
হষ্টা তু নিশিতৈর্বাণৈঃ ... নবমিত্রম্

ইহাদের উভয়ের যুদ্ধ ... সমাগত হইতে ছিল। সেই যুদ্ধ বধ, ... এবং ... পূর্ণ ও ... হইয়াছিল। ১৩

ইহাদের উভয়ের যুদ্ধ ... (বজ্রপাণি অনুষ্ঠিত ক্রীড়ার) ন্যায় দর্শনীয় হইয়া উঠিল। ... দেখিতে থাকিয়া উভয় পক্ষের মহারথী যোদ্ধারা ইহাদের উভয়ের মধ্যে একের জয় কামনা করিতে লাগিলেন (দেবতারা ... এবং দৈত্যগণ দৈত্য নমুচির জয় কামনা করিতে ছিলেন)। ১৪

সেই মহাত্মা দেব ও দানব উভয়েরই নিকটে ক্রোধ সহকারে যুদ্ধ সংগ্রাম দিক, পর্বত এবং মুনিগণ দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৫

এই দুই মহাবল যোদ্ধা সমরাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে আকাশকে বাণজালে আবৃত করিয়া দিলেন। ১৬

তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যুক্ত এই দুই মহারথী বীর জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন। ১৭

সুবর্ণনির্মিত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এই দুই শত্রুদমন বীর সেই সময় আকাশকে সূর্যের সমান প্রকাশমান এবং উল্কাসমূহে যেন পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলেন। ১৮

দেবতা ও দানব নমুচি এই উভয়ের বাণসমূহ সেই সময় আকাশে এইরূপ প্রকাশিত হইতেছিল যেন বর্ষাকালে মেঘ ... উড়িয়া যাইতেছে।

যেরূপ মেঘ আকাশকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ দেবতাগণের ও দৈত্যগণের তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা সেখানে ভূমি অল্পকালের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

তদনন্তর রণস্থলে নমুচি সূর্যের তুল্য প্রকাশিত ও তীক্ষ্ণধার একটি চক্রকে ধরণ ... লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। ২১

পতিত হইবার সময় সেই চক্র ... সূর্যকিরণসমূহ প্রকাশমান উত্তম রথকে অশ্ব, ধ্বজ ও অশ্বারোহীর সহিত প্রজ্বলিত করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিল। ২২

চক্রের তেজে প্রজ্বলিত সেই রথকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে ... নমুচির ভয়ে নিজের উত্তম পুরে পলায়ন করিলেন। ২৩

এইভাবে ... পরাজিত করিয়া দানবগণে দৈত্য নমুচি পুনরায় নিজ দৈত্যবাহিনীর সহিত দেবসৈন্যদিগের দিকে গমন করিল। ২৪

দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে বিখ্যাত ময় ও ত্বষ্টা এই উভয়েই প্রধান বিশ্বকর্মা ছিলেন। ইহারা উভয়েই শত শত মায়াসমূহে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইহাদের উভয়ের মধ্যে সেখানে অত্যন্ত দারুণ ও ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি প্রহার করিতে লাগিল। ২৫-২৬

পরাক্রান্তঃ পরাক্রম্য বিব্যাধ ত্রিংশতৈঃ শরৈঃ। ২৭
ময়শ্চ প্রতিবিব্যাধ ষষ্ঠীং নিশিতৈঃ শরৈঃ
সুবর্ণৈঃ স্বপ্রভাবৈশ্চ শাতকুম্ভবিভূষিতৈঃ
ববাষ দিতিজশ্রেষ্ঠো বহুভিঃ শরৈর্ঘনৈঃ ॥ ২৮
সংক্রুদ্ধো দৈত্যদৈত্যস্য বিচিচ্ছেদেব জীবিতম্
শক্তিং কনকবৈদূর্য্যচিত্রদণ্ডাং মহাপ্রভাম্ ॥ ২৯
দেবো গৃহীত্বা সমরে দৈত্যোরঃ সমপাতয়ৎ
তীক্ষ্ণাং সর্ব্বায়সীং দৃষ্ট্বা পুরন্দর ইবাশনিম্ ॥ ৩০
তাং বহ্নিজ্বালনির্মুক্তামর্কবৈশ্বানরপ্রভাম্
মহচ্ছিচ্ছেদ তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ সপ্তভিঃ শতৈঃ ॥ ৩১
ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রাণসম্বট্টঃ কোপান্বিতঃ
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শরান্ বহিশবাসমঃ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ বাণাংস্তান্ ষষ্ঠী তান্ সলিতৈর্বর্জভস্মভিঃ
দৈত্যস্য সুমহাবীর্য্যঃ সুবর্ণবিকৃতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৩

ততো বৃষাবিব নর্দ্দন্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে
শার্দ্দূলাবিব চান্যোন্যং প্রমত্তাবতিভৈরবৌ ॥ ৩৪
অন্যোন্যং প্রতিযুধ্যন্তাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ ক্রুদ্ধাব শীবিষাবিব ॥ ৩৫
যথাগজাবিবাসাদ্য বিষাণাগ্রৈঃ পরস্পরম্
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ৩৬
ততঃ সুবিপুলাং ঘোরাং নগো কৃষ্ণ সমো গদাম্
ষষ্ঠীং প্রাহিণোৎ ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বপ্রাণহরাং রণে ॥ ৩৭
তদা গদাবাভিন্নবক্ষঃ ক্রুদ্ধঃ বাজিনঃ।
গদয়া দানবঃ ক্রুদ্ধো বজ্রেণেন্দ্র ইবাচলান্ ॥ ৩৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদৈত্যঃ ক্ষুরাভ্যামথ সংযুগে।
পূর্ণায়তাভ্যাং শরাভ্যাং তু নিশিতাভ্যাং মহারণে ॥ ৩৯
ধ্বজং বহুধা চ্ছিত্ত্বা সূতং শিরো মহাক্রম
মহাবলঃ মহাবেগান্ সন্দধান্ শরাংস্তথাং ॥ ৪০

ষষ্ঠী রণস্থিত পরাক্রমশালী দৈত্য ময়কে পরাক্রম পূর্ব্বক ত্রিশটী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২৭

তখন ময়ও ষষ্ঠীকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। মহাসুরের সেই সব বাণ উজ্জ্বলরূপে আঘাতকারী ও স্বর্ণের দ্বারা বিভূষিত ছিল। তাহাদের অগ্রভাগ বক্র ও প্রদীপ্ত ছিল। পুনরায় ষষ্ঠী ও বাণসমূহে আচ্ছ দৈত্যকেই বধ নিঃশেষ করিতে লাগিল। ২৮

ইহা দেখিয়া ষষ্ঠী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দৈত্যগণের প্রাণকে যেন আহরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সুবর্ণ ও বৈদূর্য্যমণিতে খচিত বিচিত্র দণ্ডবিশিষ্ট, অত্যন্ত তেজঃপরিপূর্ণ শক্তি গ্রহণ করত তাহা সমরাঙ্গনে দৈত্যরাজ ময়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২৯

এই তেজস্বী শক্তি সম্পূর্ণ লৌহনির্ম্মিত ছিল। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ ষষ্ঠীর হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য প্রভাবশালী সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া মহাসুর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত সাতটি শতপর্ব্ব বাণের দ্বারা অতি সত্বর তাহাকে ছেদন করিয়া দিল। ৩০-৩১

তারপর ক্রোধবশতঃ মহাসুর ময় যেন ষষ্ঠীর প্রাণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার উপর বেগসহকারে সুবর্ণপুঙ্খযুক্ত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩২

কিন্তু ষষ্ঠী সুবর্ণনির্ম্মিত বাণসমূহযুক্ত, প্রজ্বলিত ও মহাবেগশালী বাণসমূহের দ্বারা দৈত্যের সেই বাণকে ছেদন করিয়া দিলেন। ৩৩

এই দুই বলবান্ বীর দৈত্যপুরবাসিনী নারীর জন্য পরস্পর গর্জ্জনকারী ও মর্দ্দনকারী দুইটি বৃষের ন্যায় এবং পরস্পর সমর্থ দিংহ দুইটি ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৩৪

ইঁহারা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে ছিলেন এবং ক্রুদ্ধ দুইটি বিষধর সর্পের ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে ছিলেন। ৩৫

যেরূপ দুইটি বিশাল হস্তী পরস্পর সমক্ষে মিলিত হইয়া নিজ নিজ দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ এই দুই বীর ধনুকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৩৬

তারপর স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারধারী মহাসুর কুপিত হইয়া রণাঙ্গনে সকলের প্রাণহরণকারিণী এক বিশালাকৃতি ও ভীতিপ্রদ গদা ষষ্ঠীর উপর নিক্ষেপ করিল। ৩৭

ক্রুদ্ধ অতিরথী বীর দানব ময় সেই গদার দ্বারা ইন্দ্র যেরূপ বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতসকলকে পাতিত করেন, সেইরূপ ষষ্ঠীর উত্তম অশ্বগণকে বধ করত পাতিত করিলেন। ৩৮

ইহার পর কুপিত হইয়া সেই মহাদৈত্য ময় মহাসমরে পূর্ণরূপে দুইটি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরাকার বাণের দ্বারা ষষ্ঠীর ধ্বজ ছেদন করত তাঁহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। তাঁহার মহাবল ও মহাবেগশালী উত্তম অশ্বগণকে ও পূর্ব্বেই সে গদার দ্বারা বিনাশ করিয়াছিল। ৩৯-৪০

দৃষ্ট্বা ত্বষ্টা হতং দুর্জয়ং চ বিনিপাতিতম্
হতাশ্বং রথমুৎসৃজ্য দূরতঃ পতিতঃ ভুবি ॥ ৪২
বিস্ফারয়ন্ মহাচাপং স্থিতো ভূমাবিবাচলঃ
হতাশ্বসূতং বিরথং দৃষ্ট্বা রিপুমবস্থিতম্ ॥ ৪২
অক্রূরিয়া সেনামানো দীপ্যমান ইবানলঃ
ময়ঃ কালান্তকপ্রখ্যাস্তাপপাণিরদৃশ্যত ॥ ৪৩
প্রাদহৎ তৎসৈন্যানি দাবাগ্নিরিব কাননম্ ।
ববৃষুঃ সোহক্ষিপত্তাস্ত্রাণ্যনারাচাংস্তিগ্মতেজসঃ ॥৪৪
চতুর্দশ শিলাধৌতান্ সায়কান্ বিবিধাকৃতীন্ ।
তে পপুস্তস্য সৈন্যস্য শোণিতং রুক্মভূষণাঃ ॥ ৪৫
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধা ভুজগাঃ কালচোদিতাঃ
তে ক্ষিতিং সমবর্তন্ত শোভন্তে রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ৪৬
অর্ধপ্রবিষ্টাঃ সংরব্ধা বিলানীব মহোরগাঃ
তাং প্রভাবিষ্যাং ত্বষ্টা তু চাপমদনিষূদিতৈঃ ॥ ৪৭

চতুর্দশভিরত্যুগ্রৈর্নারাচৈরভিসংযুতম্
তে তস্য দৈত্যস্য ভুজং সদা নির্ভিদ্য পত্রিণঃ ॥ ৪৮
বিদার্য বিবিশুর্ভূমিং পন্নগা ইব বেগতঃ ।
তে প্রকাশন্ত নারাচাঃ প্রবিশন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৪৯
অন্তঃ পঙ্কনবাদিতাঃ প্রবিশন্ত ইবাংশবঃ ।
ময়স্ত্রিভিরথানর্চৎ ত্বষ্টারং তু শতৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৫০
সুপর্ণবেগবিক্রান্তৈর্মার্গৈঃ প্রাণনাশনৈঃ ।
ত্বষ্টাপ মত্তনির্মুক্তৈঃ সায়কৈরর্দিতঃ প্রভুঃ ॥ ৫১
অপযাতো রণং হিত্বা ব্রীড়য়াভিসমন্বিতঃ ।
তং তত্র চতুর্দংষ্ট্রং ভুজগ ইব নির্বিষম্ ॥ ৫২
ত্বষ্টারং বিরথং কৃত্বা হৃষিতঃ স তু দানবঃ ।
বিস্ফারয়ানো রুচিরং চাপং কনকভূষণম্ ॥ ৫৩
রণে বাহিনীং দীপ্যমানো জ্বলন্নিব হুতাশনঃ ।
পুলোমা তু বলপ্রাণী দৃপ্তো দানবসত্তমঃ ॥ ৫৪

সাত্যকিকে নিহত ও অক্রূরকে ভূপাতিত হইতে দেখিয়া ত্বষ্টা সেই অশ্বহীন রথ এবং ভূতলে পতিত সারথিকে সেখানে ত্যাগ করিয়া নিজের বিশাল ধনুকে বিস্ফারিত করিতে করিতে ধরণীতে অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১।

অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইলে পর রথহীন শত্রুকে রণভূমিতে অবস্থান করিতে দেখিয়া সিদ্ধলক্ষ্মীতে দেদীপ্যমান ও অগ্নির সমান দীপ্তিমান্ মহাসুর ময় হস্তে ধনু গ্রহণ করত কাল ও অন্তকের সদৃশ সেখানে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪২-৪৩

যেরূপ দাবানল বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ ময় সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল এবং ত্বষ্টার উপর অতিশয় উগ্র নারাচসমূহ নিক্ষেপ করিল। তারপর শিলাশাণিত ও বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট চোদ্দটি বাণ নিক্ষেপ করিল। ৪৪।

যেরূপ কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিষধর সর্পসকল কাহারও রক্ত পান করে, সেইরূপ সেই সব সুবর্ণভূষিত বাণ তাঁহার (ত্বষ্টার) সৈন্যদের রক্ত পান করিতে লাগিল। ৪৫।

রক্তসিক্ত সেই সব বাণ ভূতলে পতিত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং গর্তের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট ও রোষপূর্ণ মহাসর্পদের সমান শোভা পাইতে লাগিল। ৪৬।

তখন ত্বষ্টা সুবর্ণভূষিত ও অত্যন্ত উগ্র চোদ্দটি নারাচের দ্বারা মহাসুরকে বিদীর্ণ করিতে করিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া

প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। ৪৭।

এই সব পক্ষযুক্ত বাণ সেই দৈত্যের বাম বাহু বিদীর্ণ করত সর্পদের ন্যায় সবেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। ৪৮।

ভূতলে প্রবিষ্ট হইতে হইতে এই সব নারাচ অস্তাচলে গমনকারী সূর্যদেবের প্রবিষ্ট কিরণসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৯।

তদনন্তর ময় গরুড়সদৃশ বেগশালী বিক্রমশালী, প্রকাশমান ও প্রাণনাশক তিনটি বাণের দ্বারা ত্বষ্টাকে বিদ্ধ করিয়া পীড়িত করিল। ৫০।

ময়নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণে পীড়িত হইয়া প্রভাবশালী ত্বষ্টা অত্যন্ত লজ্জান্বিতঃ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ৫১।

ত্বষ্টার সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে রথহীন ও বিষরহিত সর্পের ন্যায় শক্তিশূন্য করিয়া সেই দানব ময় অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ৫২।

স্বর্ণের অলঙ্কারে বিভূষিত, সদৃঢ় ও সুন্দর ধনু বিস্ফারিত করিতে করিতে সেই দৈত্যরাজ ময় রণাঙ্গনে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান অবস্থান করিতে লাগিল। ৫৩।

অন্যদিকে নিজের বলের প্রশংসাকারী গর্বিত দানবশ্রেষ্ঠ পুলোমা রথে উপবিষ্ট শ্বেত অশ্বনিশিষ্ট বায়ুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ৫৪।

রণে দৈত্যবরেণৈব সার্দ্ধং যুধ্যতি বায়ুনা ।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং যঃ প্রাণঃ কথ্যতে বিভৈঃ ॥ ৫৫
বলিনা কালকল্পেন বায়ুনা সহ সঙ্গতঃ ।
পুলোমস্তত্র পবনঃ শ্রুত্বা জ্যাতলনিঃস্বনম্ ॥ ৫৬
নামৃষ্যত যথা মত্তো গজঃ প্রতিগজস্বনম্
দৈত্যচাপচ্যুতৈর্ব্বাণৈঃ প্রাচ্ছাদ্যত দিশো দশ ॥ ৫৭
রশ্মিজালৈরিবার্কস্য বিততং ভাস্বরং জগৎ
স তাম্রনয়নঃ ক্রুদ্ধঃ শ্বসন্নিব মহোরগঃ ॥ ৫৮
ততো দৈত্যশরৈর্বায়ু রশ্মিবানিব ভাস্করঃ
দৈত্যচাপচ্যুতোৎসৃষ্টৈঃ শরৈর্বর্হিণবাসসঃ ॥ ৫৯
কঙ্কপুঙ্খাঃ প্রকাশন্তে হংসাঃ শ্রেণীকৃতা ইব ।
চাপধ্বজপতাকাভ্যঃ শস্ত্রা দীপ্তমুখাশ্চ্যুতাঃ ॥ ৬০
প্রপতন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে দৈত্যাস্ত্রোপহতাঃ শরাঃ ।
এবং সুতীক্ষ্ণান্ খচরাঞ্ছলভানিব পাবকে ॥ ৬১

বিজ্ঞগণ যাঁহাকে সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ বলিয়া থাকেন, সেই মহাবল কালসদৃশ বায়ুদেবের সহিত পুলোমা যুদ্ধে মিলিত হইল ।৫৫।

বায়ুদেব সেখানে পুলোমার ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা সেইরূপে সহ্য করিতে পারিলেন না, যেরূপ মদমত্ত হস্তী নিজের বিরোধী হস্তীর গর্জন সহ্য করিতে পারে না ।৫৬।

যেরূপ সূর্য্যের কিরণজালে আকাশময় বিস্তৃত জগৎ আবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুলোমাদৈত্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা দশদিক্ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ।৫৭।

ইহাতে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গর্জনকারী মহাসর্পের ন্যায় কুপিত বায়ুদেবের নেত্র তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি তখন শত শত দৈত্যের শরবিদ্ধ হইয়া অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ।৫৮।

দৈত্যের ধনু হইতে বাহুবলে নিক্ষিপ্ত, ময়ূর-পক্ষভূষিত ও স্বর্ণপক্ষ বাণসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হংসগণের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল ।৫৯।

সেই আক্রমণকারী দৈত্যের ধনু, ধ্বজ ও পতাকাসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত মুখবিশিষ্ট অস্ত্র এবং বাণসমূহ সর্বদিকে পতিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল ।৬০।

এইরূপে দৈত্য অগ্নিতে পতিত শলভ ( পতঙ্গ )-গণের ন্যায় অতিশয় তীক্ষ্ণ, স্বর্ণনির্ম্মিত, বিচিত্র এবং আকাশে বিচরণকারী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিল ।৬১।

সুবর্ণবিকৃতাংশ্চিত্রান্মুমোচ দিতিজঃ শরান্ ।
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধমাপতন্তং স মারুতঃ ॥ ৬২
ত্যক্ত্বা প্রাণানতিক্রম্য বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ।
তস্য বেগমসংহার্য্যং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ সনাতনঃ ॥ ৬৩
উত্তমং জবমাস্থায় বাধবৎ সায়কত্রজান্ ।
তেজো বিহত্য বলবাংস্তজ্জালানি মারুতঃ ॥ ৬৪
বিব্যাধ দৈত্যং বিংশত্যা বিশিখৈর্নতপর্ব্বভিঃ ।
মরুদ্গণানাং প্রবরা দশ দিব্যা মহৌজসঃ ॥ ৬৫
সাধু সাধ্বিতি বেগেন সিংহনাদং প্রচক্রিরে ।
তস্মিন্ সমুত্থিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে ॥ ৬৬
অভ্যধাবন্ত দিতিজাঃ পৌলোমাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ।
তে সমাসাদ্য পবনং সমাবৃণ্বন্ শরোত্তমৈঃ ॥ ৬৭
পর্ব্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকাঃ ।
তে পীড়য়ন্তঃ পবনং ক্রুদ্ধাঃ সপ্ত মহারথাঃ ॥ ৬৮

ক্রুদ্ধ যমরাজের সদৃশ এই দৈত্যকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া বায়ুদেব প্রাণের দ্বেষ ত্যাগ করত তাহাকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ।৬২।

পুলোমার বেগকে অনিবার্য্য দেখিয়া সনাতন বায়ুদেব উত্তম বেগ অবলম্বন করত তাহার সমস্ত বাণশ্রেণীকে বিনষ্ট করিয়া দিলেন ।৬৩।

তাহার তেজ ও বাণসমূহকে নষ্ট করিয়া দিয়া বলবান্ বায়ুদেব সেই দৈত্য পুলোমাকে আনতপর্ব্বযুক্ত বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ।৬৪।

ইহা দেখিয়া মরুদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে দশ জন দিব্য মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাঁহারা 'সাধু সাধু' বলিয়া সবেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।৬৫।

সেই রোমাঞ্চকারী তুমুল সিংহনাদ উত্থিত হইতে থাকিলে পৌলোমনামক দৈত্যগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ধাবিত হইল ।৬৬।

তাহারা বায়ুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজেদের উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে আবৃত করিল, যেরূপ বর্ষা-ঋতুতে মেঘগণ তীব্র জলধারাবর্ষণে পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ।৬৭।

ক্রুদ্ধ সপ্ত পৌলোম-মহারথী বীরগণ বায়ুদেবকে সেইরূপ পীড়িত করিতে লাগিল, যেরূপ সংহারকালে সপ্ত ভাস্কর এই লোককে পীড়িত করিয়া থাকে ।৬৮।

প্রকাশমম্বরে ঘোরাঃ সোমং সপ্ত গ্রহা ইব
ততো দক্ষিণহস্তোত্থাং নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ৬৯
কম্বুং শঙ্খকরাকারমুদ্যম্য যুধি মারুতঃ
তেষাং মূর্ধ্নি দৈত্যানাং পাতয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ৭০
নিহতা বায়ুবেগেন তেন সপ্ত মহারথাঃ
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ পুলোমা তু বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৭১
প্রদর্শিতমসংহার্যাং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ সনাতনম্
অসংক্ষিপ্য সুরৌঘাংস্তান্ ক্ষণিতাংশ্চ পুলোমতঃ ॥ ৭২
তেষাং বিদার্য তেজাংসি দানবানাং মহাত্মনাম্
শোণিতক্লিন্নমুকুটা গৈরিকাক্তা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৭৩
তে ভিন্নবর্মাস্থিভুজাঃ পতন্তো ভান্তি দানবাঃ ।
মাতঙ্গপুষ্পসংছন্নাঃ পুষ্পিতা ইব পাদপাঃ ॥ ৭৪
তেষাং বিদারিতৈর্দেহৈর্দানবানাং মহাত্মনাম্
ততঃ প্রাবর্তত নদী রৌদ্ররূপা ভয়াবহা ॥ ৭৫

তখন মহাপরাক্রমসম্পন্ন বায়ুদেব অক্ষোভ্য, নানাপ্রকার রত্নসমূহে বিভূষিত ও দক্ষিণহস্তে আকৃতিবিশিষ্ট নিজের দক্ষিণ হস্তকে উপরে তুলিয়া তাহারই দ্বারা যুদ্ধস্থলে সেই সপ্ত যোদ্ধার মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই বায়ুদেব বেগশালী বজ্র-প্রহারে সেই সপ্ত মহারথী নিহত হইল। ৬৯-৭০।

তখন পুলোমা সনাতন বায়ুদেবকে অত্যন্ত দর্পিত ও অজেয় দেখিয়া প্রাণের মোহ ত্যাগ করত নয়টি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। ৭১।

পুলোমার দিক্ হইতে আগত সেই সব দানবসমূহকে চিন্তা না করিয়াই সেই মহাকায় দানবগণের তেজ (মস্তক) বিদীর্ণ করিয়া বায়ুদেব তাহাদের মুকুটসমূহকে রক্তে ভিজাইয়া দিলেন। সেই সময় এই দৈত্যগণ গেরুমাটিতে রঞ্জিত পর্বতসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৭২-৭৩

কবচ, অস্থি ও বাহুসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় ভূতলে পতিত হইতে হইতে এই দানবগণ রক্তিমাভ বিকশিত পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসকলের ন্যায় শোভিত হইল। ৭৪

এই মহাকায় দানবগণকে বিদারিত করিয়া তাহাদের দেহসমূহের রক্তের এক ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইল, যাহার রূপ অতিশয় ভীষণ ছিল। ৭৫

এই নদী রণভূমিতে রক্তের স্রোত বহন করিতে করিতে ভীরু

প্রস্রবন্তী রণে রক্তং ভীরূণাং ভয়বর্ধিনী
দেবদৈত্যগজাশ্বানাং রুধিরৌঘপরিপ্লুতা
রণভূমিরভূদ্ রৌদ্রা তত্র তত্র সহস্রশঃ ॥৭৬
সন্তৃতা শতশশ্চৈব যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ ।
সাশ্বৈঃ সপতাকৈশ্চ সোপাসঙ্গরথধ্বজৈঃ ॥ ৭৭
শীর্ণকূবরৈস্তথা নাগৈর্ঘণ্টাভিশ্চ বিভূষিতৈঃ ।
সুবর্ণপুঙ্খৈর্নিশিতৈর্নারাচৈস্তিগ্মতেজসৈঃ ॥ ৭৮
দেবদানবনির্মুক্তৈঃ সবিশেষকরৈরপি
প্রাসতোমরনারাচৈঃ শক্তিখড়্গপরশ্বধৈঃ ॥ ৭৯
সুবর্ণবিকৃতৈশ্চাপি গদামুষলপট্টিশৈঃ
কনকাঙ্গদকেয়ূরৈর্মণিভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ ॥ ৮০
তনুত্রৈঃ সতলত্রৈশ্চ হারৈর্নিষ্কৈশ্চ শোভনৈঃ ।
ছত্রৈশ্চ বিবিধৈস্তত্র শতশঃ সহস্রশঃ ॥ ৮১
পতিতৈরপি বিদ্ধৈশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নিপাতিতধ্বজরথো হতবাজিরথদ্বিপঃ ॥ ৮২

পুরুষগণের মনে ভয়বৃদ্ধি করিতেছিল। দেব ও দৈত্যগণের হস্তী এবং অশ্বদিগের রক্তের প্রবাহে যত্র তত্র সহস্র সহস্র ভাবে বিপর্যস্ত হইয়া সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ৭৬

বিভিন্ন যক্ষ, রাক্ষস ও দেবগণের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ ছিল। ইহাদের দেহ, অশ্ব, পতাকা, উপাসঙ্গ এবং রথসকলের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৭৭

ঘণ্টায় বিভূষিত গজগণের কুবরগুলি ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাদের কুবরগুলি তখন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত, প্রচণ্ড তেজস্বী ও প্রজ্বলিত বাণসমূহ দেবতা ও দানবগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া বিষাক্ত সর্পসকলের ন্যায় সেখানে পতিত ছিল। ৭৮।

প্রাস, তোমর, নারাচ, শক্তি, খড়্গ, সুবর্ণনির্মিত গদা, মুষল, পট্টিশ, স্বর্ণ অঙ্গদ, কেয়ূর, মণি, কুণ্ডল, কবচ, তলত্রাণ, হার, সুন্দর নিষ্ক, ছত্র ও রথহীন হইয়া মৃত দৈত্যগণ এবং আহত হইয়া পতিত শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যগণের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৭৯-৮১।

যেখানে বহু ধ্বজ ও রথ পাতিত করা হইয়াছিল, অশ্ব, হস্তী ও রথী বীরগণকে নিহত করা হইয়াছিল, সেই দেবতা ও দানবদিগের বিমর্দ (সংগ্রাম) তাঁহাদের কর্মের অনুরূপই প্রতীত হইতে ছিল। ৮২।

বিমর্দো দেবদৈত্যানাং সদৃশঃ কর্ম্মণা বভৌ
অথ দৈত্যসহস্রেণ পৌলোমেন মহাসুরঃ ॥ ৮৩
সংবৃতঃ পবনঃ শ্রীমান্ গদামুষলপাণিনা ॥ ৮৪
তে তমূচুঃ শতসাহস্রাঃ পবনং দানবোত্তমাঃ
বৈর্বধ্যমানঃ স বভৌ সমন্তাদর্পিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৫
ধরাত্রৌ তত্র যোধানাং শতানি পবনঃ প্রভুঃ
কৃত্বা মার্গং সুরশ্রেষ্ঠো ননাদ সুমহাস্বনঃ ॥ ৮৬
অদ্যাপি চ সুবিস্তীর্ণঃ পন্থাঃ সংদৃশ্যতে দিবি
নাম্না বায়ুপথো নাম সিদ্ধাঃ পশ্যন্তি তং দিবি ॥ ৮৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

হয়গ্রীবস্তু দিতিজঃ পূষাণং প্রতি বীর্য্যবান্
ননাদ সুমহানাদঃ সিংহনাদং মহাস্বনঃ ॥ ৮৮
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং হেমজালবিভূষিতম্ ।
পূষাণং দিতিজোঽপশ্যৎ ক্রুদ্ধো ঘোরেণ চক্ষুষা ॥ ৮৯
সুবর্ণাভ্যামাদদানস্য সন্দধানস্য বৈ শরান্
মুঞ্চতঃ কর্ষতো বাপি দদৃশুস্তস্য নান্তরম্ ॥ ৯০

অনন্তর হস্তে গদা ও মুষল লইয়া পৌলোমনামক হাজার হাজার দৈত্য শ্রীমান্ মহাবলী পবনদেবকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৮৩-৮৪

সেই লক্ষ শ্রেষ্ঠ দানবগণ পবনদেবকে অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা চারিদিক দিয়া বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। তখন শরীরে প্রবিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা পবনদেব অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮৫

প্রভাবশালী, মহাবলী ও সুরশ্রেষ্ঠ পবনদেব সেখানে আটশত পৌলোম যোদ্ধাকে বধ করত নিজের জন্য পথ করিয়া লইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬

অদ্যাপি আকাশে এই সুবিস্তৃত পথ দেখা যায়, যাহা বায়ুপথ নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধপুরুষগণ স্বর্গলোকে ইহাকে দর্শন করেন ॥ ৮৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হয়গ্রীবনামক পরাক্রমশালী ও মহাবলী দৈত্য পূষাকে আক্রমণ করত অতিশয় প্রচণ্ডস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ৮৮

ক্রুদ্ধ এই দৈত্য স্বর্ণজালে বিভূষিত বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া পূষার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল ॥ ৮৯

তারপর সেই দৈত্য দুই হাতে কখন বাণ গ্রহণ করিল, কখন আকর্ষণ করিল এবং সেই বাণ নিক্ষেপ করিল, ইহার অন্তর তখন কেহই দেখিতে পাইল না ॥ ৯০

অগ্নিচক্রোপমং দৈত্যং মণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকম্
তদাসীদ্দানবেন্দ্রস্য মহাদ্যুতিসমন্বিতঃ ॥ ৯১
রুক্মপুঙ্খৈস্ততস্তস্য চাপমুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
প্রাচ্ছাদ্যন্ত শিলাধৌতৈর্দিশঃ সূর্য্যস্য চ প্রভাঃ ॥ ৯২
ততঃ কনকপুঙ্খানাং শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ।
নভশ্চরাণাং নভসি দৃশ্যন্তে বহবো ব্রজাঃ ॥ ৯৩
গিরিকূটনিভাৎ কায়াৎ প্রভবন্তঃ শরোত্তমাঃ ।
শ্রেণীভূতাঃ প্রকাশন্তে যান্তঃ শ্যেনা ইবাম্বরে ॥ ৯৪
গৃধ্রপত্রাঞ্ছিলাধৌতান্ কার্ত্তস্বরবিভূষিতান্
মহাবেগান্ প্রশস্তাগ্রান্মুমোচ দিতিজঃ শরান্ ॥ ৯৫
ততস্তাপবলোদ্ধূতাঃ শাতকুম্ভবিভূষিতাঃ
দেহে সমবকীর্য্যন্ত পূষ্ণঃ সন্নিশিতাঃ শরাঃ ॥ ৯৬
তে ব্যোম্নি রুক্মবিকৃতাঃ সম্প্রকাশন্ত সর্ব্বশঃ ।
খদ্যোতা ইব বর্ষান্তে খে চরন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ৯৭
শিলাধৌতাঃ প্রসন্নাগ্রাঃ পূষাণং সিষিচুঃ শরাঃ ।

দক্ষিণে বামে বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে এই দানবরাজের দীপ্তিমান্ ধনু মণ্ডলাকার হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৯১

তারপর তাহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ, স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত ও শিলাশাণিত বাণসমূহ সমস্ত দিককে এবং সূর্য্যের প্রভাকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ৯২

অনন্তর আনতপর্ব্বযুক্ত সুবর্ণপুঙ্খভূষিত আকাশচারী বাণসমূহের বহু শ্রেণী অন্তরিক্ষে যেন যাইতে লাগিল ॥ ৯৩

পর্ব্বতশিখরসদৃশ তাহার বিশাল ধনু হইতে উৎপন্ন উত্তম বাণসমূহ আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড্ডীয়মান বাজপক্ষিগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯৪

এই দৈত্য গৃধ্রপক্ষযুক্ত, শিলাশাণিত, সুবর্ণবিভূষিত, মহাবেগশালী ও প্রশস্ত অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৯৫

তখন ধনু হইতে সবলে উত্থিত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ পূষার শরীরে পতিত হইতে ও প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৯৬

যেরূপ বর্ষা ঋতুতে জোনাকীপোকাসকল আকাশে সর্ব্বদিকে বিচরণ করে, সেইরূপ এই সব সুবর্ণনির্ম্মিত বাণ ব্যোমমণ্ডলে সর্ব্বদিকে প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৯৭

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘগুলি জলধারায় পর্ব্বতকে সেচন করে, সেইরূপ শিলাশাণিত ও স্বচ্ছ অগ্রভাগবিশিষ্ট সেই সব বাণ যেন পূষাকে সিক্ত করিতে লাগিল ॥ ৯৮

পর্বতং বারিধারাভির্যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ ॥ ৯৮
ততঃ প্রচ্ছাদয়ামাস পূষাণং শরবৃষ্টিভিঃ
পর্বতং বারিধারাভিশ্ছাদয়ন্নিব তোয়দঃ ॥ ৯৯
ততঃ সপুত্রোঽদেবস্তু বলং বীর্যং পরাক্রমম্
ব্যবসায়ঞ্চ সত্ত্বঞ্চ পশ্যন্তি ত্রিদশাদ্ভুতম্ ॥ ১০০
তাং সমুদ্রাদিবোদ্ভূতাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্
নাচিন্তয়ত্তদা পূষা দৈত্যং চাভ্যদ্রবদ্ রণে ॥ ১০১
হেমপৃষ্ঠং মহানাদং পূষ্ণ আসীন্মহাধনুঃ
বিকৃষ্টং মণ্ডলীভূতং শক্রাশনিরিবাপরা ॥ ১০২
ততঃ শরাঃ প্রাদুরাসন্ পূরয়ন্ত ইবাম্বরম্ ॥ ১০৩
সুবর্ণপুঙ্খাঃ পূষ্ণস্তে প্রভবন্তঃ শরাসনাৎ ।
মালেব রুক্মপুঙ্খানাং বিততা ব্যোম্নি পঙ্ক্তিশঃ ॥ ১০৪
প্রাদুরাসীদ্দশাখ্যোরা বৃত্তৌ পূষকার্মুকাৎ ।
ততো ব্যোম্নি বিভক্তানি শরজালানি সর্বশঃ ॥ ১০৫
আহতানি বাণীধ্বস্তু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।

ততঃ কনকপুঙ্খানাং ছিন্নানাং কঙ্কবাসসাম্ ॥ ১০৬
পততাং পাত্যমানানাং খমাসীচ্ছাদিতং রণে ।
পূষা প্রাপূরয়দ্ বাণৈর্হয়গ্রীবং শিলাশিতৈঃ ॥ ১০৭
নানারত্নৈরর্কসদৃশৈর্দিব্যাভরণপরিষ্কৃতৈঃ
ততো বাণসহস্রাণি শরজালানি দানবঃ ১০৮
অমর্ষী বলবান্ ক্রুদ্ধো দিধক্ষন্নিব পাবকঃ ।
পূষ্ণস্তো ধ্বজং চৈব পতাকাং ধনুরেব চ ॥ ১০৯
রশ্মীন্ যোক্ত্রাণি চাশ্বানাং হয়গ্রীবো রণেঽচ্ছিনৎ ।
অশ্বাপাতয়ান্ পুনর্ঘোরৈ চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ১১০
সারথিং সুমহাতেজাঃ রথোপস্থাদপাতয়ৎ ।
কৃতস্তু বিরথঃ পূষা হয়গ্রীবেণ সংযুগে ॥ ১১১
পূষা তস্য রথাভ্যাশাৎ স যযৌ তেন বৈ জিতঃ ।
গতঃ শক্ররথাভ্যাশং মুক্তো মৃত্যুমুখাদিব ॥ ১১২
ততোঽদ্ভুতমিদং ভূয়ো যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ।
কৃতপ্রতিকৃতং ঘোরং শম্বরস্য ভগস্য চ ॥ ১১৩

তাহার পর নিজের জলধারাসমূহে পর্বতকে আচ্ছাদিতকারী মেঘের ন্যায় হয়গ্রীব নিজের বাণসমূহের বর্ষণে পূষাকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল । ৯৯

সেই সময় সমস্ত দেবগণ পূষার সহিত সেই দৈত্যের বল, বীর্য, পরাক্রম, ব্যবসায় ও ধৈর্যকে অদ্ভুতরূপে দেখিতে লাগিলেন । ১০০

অনন্তর সমুদ্র হইতে উত্থিত জলবর্ষণের ন্যায় সেই বাণবর্ষণকে পূষা কোনরূপ চিন্তাই করিলেন না। সেই সময় তিনি রণাঙ্গনে সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন । ১০১

পূষার বিশাল ধনু প্রচণ্ড উচ্চ ধ্বনি করে, উহার পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণে খচিত ছিল এবং আকর্ষণ করিলে পর মণ্ডলাকার হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র-বজ্রের ন্যায় উহা প্রতীত হইত । ১০২

তাহার পর পূষার ধনু হইতে সুবর্ণপক্ষযুক্ত বাণসমূহ আকাশকে পূর্ণ করিতে করিতে প্রকটিত হইতে লাগিল। সেই সময় পূষার শরাসন (ধনু) হইতে আকাশে স্বর্ণ-পক্ষভূষিত বাণসমূহ মনোহর, বিস্তৃত ও বিশাল মালার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল । ১০৩-১০৪॥

অতঃপর আনত পর্বযুক্ত বাণসমূহে আহত হইয়া সেই দৈত্যের বাণজাল আকাশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সর্বদিকে পতিত হইতে লাগিল । ১০৫॥

অনন্তর স্বর্ণপক্ষ ও কঙ্কপক্ষের পক্ষযুক্ত বাণসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে এবং পাতিত হইতে লাগিল। এই সব বাণের দ্বারা রণভূমির সম্পূর্ণ আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল । ১০৬॥

পূষা তীক্ষ্ণ বাণে চিহ্নিত, সূর্যতুল্য তেজস্বী, দিব্য স্বর্ণে বিভূষিত ও শিলাশানিত বাণসমূহের দ্বারা হয়গ্রীবকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন । ১০৭॥

তখন অমর্ষশীল, বলবান্ এবং দগ্ধ করিতে উদ্যুক্ত অগ্নির সদৃশ তেজস্বী দানব সেখানে হাজার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল । ১০৮॥

হয়গ্রীব রণাঙ্গনে পূষার ধ্বজ, পতাকা, ধনু, রশ্মি (বাগডোর) ও যোক্ত্র (অশ্বগণের জোয়াল) ছেদন করিয়া দিল । ১০৯॥

তারপর চারটি উত্তম বাণে উঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া সেই মহাতেজস্বী দৈত্য পূষার সারথিকেও রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিল । ১১০॥

সেই যুদ্ধস্থলে হয়গ্রীব পূষাকে রথহীন করিয়া দিল। পূষা এইভাবে তাহার দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহার রথের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইলেন। তিনি যেন মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রের রথের নিকটে গমন করিলেন । ১১১-১১২

অনন্তর সেখানে পুনরায় শম্বরাসুর ও ভগদেবের এই অদ্ভুত, ঘোর ও দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যে যুদ্ধে উভয়ের দিক্ হইতে অস্ত্রপ্রহার ও তাহার প্রতীকার করা হইতেছিল । ১১৩

সপ্তবিতস্তিপরীণাহঃ হস্তানাং সপ্তকার্দ্ধকম্
চাপঃ চাপনিনির্ঘোষঃ দৃঢ়জ্যঃ ভারসাধনম্ ॥ ১১৪
বিক্ষিপন্নক্ষসদৃশান্ শাণকং সায়কান্ বহূন্
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ শম্বরঃ সর্ব্বযোগবিৎ ॥ ১১৫
তেন বিত্রাস্যমানানি দেবসৈন্যানি সর্ব্বশঃ
সমকম্পন্ত ভীতানি সিন্ধোরিব মহোর্ম্ময়ঃ ॥ ১১৬
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুপাকঃ বিভীষণম্
ভগঃ প্রত্যুদ্যযৌ বর্ষমাণো বাণাশ্রয়ং ॥ ১১৭
ততো ভগো মহাবাহো দিব্যং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ
অবাকিরদ্ দৈত্যগণাঞ্ছরজালেন ছাদয়ন্ ॥ ১১৮
তমভ্যাগাদ্রণে দৈত্যঃ তূর্ণমস্ত্রমহাস্ত্রিকাৎ
নাগরাজমিব মাতঙ্গো বৃষং প্রতি বৃষো যথা ॥ ১১৯
তৌ প্রবৃত্ত মহাবেগৌ ধন্বিনৌ ভারসাধনে
প্রাচ্ছাদয়েতামন্যোন্যং তক্ষমাণৌ রণে শরৈঃ ॥ ১২০

সর্ব্বপ্রকারের যোগ (বা প্রয়োগ) বিষয়ে অভিজ্ঞ শম্বরাসুরের চক্ষু তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। উহার ধনু সাত বিতস্তি এবং চওড়া সাত কিছু (সে যে তিন হাত) পরিমাণ ছিল। ইহা হইতে বজ্রের মত শব্দের ন্যায় শব্দ উচ্চারিত হইত। উহার গুণ অতিশয় দৃঢ় ছিল এবং এই ধনু ভারবহ (অত্যন্ত) কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিত। শম্বরাসুর এই ধনু আকর্ষণ করিয়া অক্ষসদৃশ মোটা মোটা বহু বাণ নিক্ষেপ করিল। ১১৪-১১৫

শম্বরাসুরের দ্বারা আতঙ্কিত হইয়া সমস্ত দেবসৈন্যগণ চীৎকার করিয়া মহাসাগরের বড় বড় তরঙ্গমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। ১১৬

বিকৃত মায়াযুক্ত সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া ভগের ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। তিনি বর্ষাসহকারে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেই অসুরকে বিদীর্ণ করিলেন। ১১৭

অনন্তর মহামূর্ত্তি ভগ নিজের ধনু বিস্ফারিত করিয়া দৈত্যগণকে বাণজালে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাহাদের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১১৮

ক্রমশঃ বাণবর্ষণকারী সেই দৈত্যের নিকটে ভগদেব সত্বর সেইভাবে উপস্থিত হইলেন, যেরূপ এক হস্তী অন্য হস্তীর নিকট এবং এক বৃষ অন্য বৃষের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ১১৯

এই দুই মহাবেগশালী বীর ভারসাধনে সমর্থ ধনু হস্তে লইয়া রণাঙ্গনে বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে

তয়োঃ সুতুমুলং যুদ্ধমাসীদ্ ঘোরং মহারণে ।
ভগ-শম্বরয়োর্ভীমমপ্রমেয়ং মহাত্মনোঃ ॥ ১২১
অথ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ।
বাণাবয়েতামন্যোন্যং কার্ষ্ণে নিশিত চর্ম্মণী ॥ ১২২
তৌ তু বিক্ষতসর্ব্বাঙ্গৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ
সংপ্রেক্ষমাণৌ বলিনাবুভৌ পরমহর্ষিতৌ
তক্ষমাণৌ নিতৈর্ব্বাণৈর্ন শেকতুমশক্নুতাম্ ॥ ১২৩
অথ বিষাদ সময়ে বর্ষমাণোঽসুরো ভগম্
নারাচৈঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥ ১২৪
গরুত্মানিব চাকাশে পোথয়ানো মহোরগম্
নারাচা ক্ষপতন্ দেহে তূর্ণং শম্বরচোদিতাঃ ॥ ১২৫
তানপ্রাপ্তিকে নারাচান্ ভগশ্চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ ।
অলক্ষ্যমচলপ্রেক্ষ্যং বৈশ্বানরসমপ্রভম্ ॥ ১২৬

করিতে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। ১২০

এই মহাসমরে মহাত্মা ভগ ও শম্বরাসুরের মধ্যে অনুপম, ভীষণ, তুমুল ও ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১২১

ইহারা পূর্ণভাবে ধনু পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত আনত-পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরের লৌহনির্ম্মিত ঢাল দুইটিকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। ১২২

ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত ও রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি এই দুই বলী বীর পরম হর্ষে (যুদ্ধের জন্য উৎসুক) দেখাইতেছিলেন। ইহারা উভয়ে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিলেন এবং উভয়ে তখন উভয়কে মারিতে সমর্থ হইলেন না। ১২৩

অনন্তর শম্বরাসুরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কাল, অন্তক ও যমের সমান বিকরাল হইয়া যাইল। এই শম্বর অতিসত্বর সম্বাহনে বহু নারাচের দ্বারা ভগদেবকে বিদ্ধ করিল। ১২৪

যেরূপ গরুড় আকাশে বিশালদেহ সর্পকে নিজের অধীনে করিয়া পীড়িত করেন সেইরূপ শম্বরাসুর ভগদেবকে পীড়িত করিল। শম্বরাসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নারাচসমূহ ভগের শরীরে তীব্রবেগে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু ভগ অতিশীঘ্র নিজের বাণসকলের দ্বারা সেই সমস্ত নারাচকে ছেদন করিয়া দিলেন। ১২৫

তখন অসুরের শম্বর অগ্নিসদৃশ তেজস্বী ও পর্ব্বততুল্য স্থিরভাবে স্থিত প্রকাশমান ভগদেবকে মহাবেগশালী সুবর্ণ-

ততো তস্য চতুর্বাহো বিবাধাসুরসত্তমঃ ।
শিলীমুখৈর্মহাবেগৈর্জাম্বূনদবিভূষিতৈঃ ॥ ১২৭
তদা তৎ সুচিরং কালং যুদ্ধং সমমিবাভবৎ ।
শম্বরস্য চ মায়াভির্নাদৃশ্যত ততোঽম্বরম্ ॥ ১২৮
গোর্ভ্যাং চিক্ষিপতস্তাপং রণে বিষ্টভ্য তিষ্ঠতঃ
আয়তোঃ ধনুষঃ শব্দো বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ ॥ ১২৯
স তস্য হয়ান্ হত্বা সারথিঞ্চ মহাহবে ।
অভ্যবর্ষচ্ছরৈর্দেবং পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ১৩০
ন তস্যাসীদনির্ভিন্নং গাত্রে হ্যঙ্গুলমন্তরম্ ।
তদ্দেবস্য দৈত্যেন শম্বরেণাস্ত্রঘাতিনা ॥ ১৩১
দেবস্য চাদ্ভুতং দিব্যমস্ত্রমস্ত্রেণ বারয়ন্
মায়াযুদ্ধেন মায়াবী শম্বরস্তমযোধয়ৎ ॥ ১৩২
অনেকরূপো দৈত্যো স প্রাদুর্ভাবেন চ ।
ভগবন্তং রথং সাশ্বং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১৩৩
মহাবাহো ভাতিমান্ দেবসৈন্যং বিমুঞ্চন্
অদৃশ্যত শরৈশ্ছন্নঃ শম্বরঃ শতশো রণে ॥ ১৩৪
অদৃশ্যং পতিতো ভূমৌ গতচেতা ইবাসুরঃ
অথ স বুধ্যতে ভূয়ঃ শম্বরঃ শৈলসন্নিভঃ ॥ ১৩৫
দিশাং গজেন্দ্রমারূঢ়ো দৃশ্যতে স পুনর্বলী
প্রাদেশমাত্রশ্চ পুনঃ পুনর্ভবতি শৈলবৎ ॥ ১৩৬
মহামেঘ ইব শ্রীমান্ দিগ্ভ্রমংশ্চ সোঽভবৎ ।
পুনঃ কৃত্বা বিরূপাণি বিকৃতানি চ সর্বশঃ ॥ ১৩৭
সর্বাং ভীষয়তে সেনাং দেবানাং ভীমদর্শনঃ ।
তে ভীতাঃ প্রপলায়ন্ত সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা যথা ॥ ১৩৮
ততঃ সোঽসুরো বরং দেহং কৃত্বা প্রাংশুতরং পুনঃ ।
গজত্বমাপ্য গতি ঘোরো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ১৩৯
নভস্তলগতশ্চাপি বর্ষতে বাসবো যথা ।
সংবর্তকাম্বুদপ্রখ্যঃ পূরয়ন্ পৃথিবীতলম্ ॥ ১৪০
সংবর্তকোঽম্বুদশ্চৈব ভূত্বা ভীমপরাক্রমঃ ।

ভূষিত তোমরগুলি বাণে বিদ্ধ করিল । ১২৬-১২৭

সেই সময় উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যেন সমভাবেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই সময় শম্বরাসুরের মায়াসমূহে আকাশকে আর দেখা যাইল না । ১২৮

ভগবানের ধনু দৃঢ়ভাবে ধারণ করত অবস্থিত এবং দুই হাতে বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে শম্বরাসুরের ধনুর শব্দ বজ্রের গর্জন শব্দের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল । ১২৯

শম্বরাসুর সেই মহাসমরে ভগবানের অশ্বগণকে এবং সারথিকে বধ করিয়া তাঁহার উপর জল বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল । ১৩০

ভগবানের শরীরে দুই অঙ্গুলিও এরূপ স্থান ছিল না, যাহা অস্ত্রঘাতী দৈত্য শম্বর বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করে নাই । ১৩১

মায়াবী শম্বরাসুর ভগবানের অদ্ভুত দিব্যাস্ত্রকে নিজের অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করিতে করিতে মায়াময় যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৩২

এই দৈত্য নিজের মায়া ও নৈপুণ্যে ভগবানকে বঞ্চিত করিল এবং ভগবানও তাহার অশ্বসহ রথকে বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন । ১৩৩

মহান মায়াবিৎ তেজস্বী শম্বরাসুর দেবসৈন্যকে সংহার করিতে করিতে বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শত শত সংখ্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । ১৩৪

এই অসুরকে কখন ভূমিতে যেন অচৈতন্য হইয়া পতিত থাকিতে দেখা যাইল, এবং পুনরায় সেই পর্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া সে যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৩৫

পুনরায় এই বলবান্ দৈত্য দিগ্গজের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। কখনও সে প্রাদেশমাত্র হইয়া যাইল, আবার কখনও সে পর্বততুল্য রূপ ধারণ করিল । ১৩৬

এই তেজস্বী দৈত্য মহামেঘের ন্যায় কখনও উপরে এবং কখনও এদিক ওদিকে দশদিকে ঘুরিতে লাগিল। পুনরায় বিকৃত ও বিকরাল রূপ ধারণ করত সেই ভয়ানক অসুর সর্বদিকে দেবসৈন্যদিগকে ভীত করিতে লাগিল। যেরূপ সিংহকে দেখিয়া মৃগগণ পলাইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে দেখিয়া দেবগণের সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া পলাইয়া যাইল । ১৩৭-১৩৮

তারপর এই ঘোর দৈত্য পুনরায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর উচ্চ শরীর ধারণ করত উপরের দিকে চলিয়া যাইল, এবং সেখান হইতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া দিকসমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল । ১৩৯

আকাশে উপস্থিত হইয়া সংবর্তকনামক মেঘের সমান রূপ ধারণ করত পৃথিবীতলকে পূর্ণ করিতে করিতে ইন্দ্রের ন্যায় জল বর্ষণ করিতে লাগিল । ১৪০

শতবর্ষা শতশিখো বভৌ স পুনঃ পুরান্ ॥ ১৪১
মুহূর্তাচ্চ মহাশৈলঃ শতশীর্ষা শতোদরঃ
অনুষ্টুভ বিবভক্তঃ শতশৃঙ্গ ইবাচল ॥ ১৪২
যেষ্বথে দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চ যে চ বিষে চ দেবতাঃ।
ক্ষিপন্তাস্রাণি দিব্যানি তানি সোঽগ্রসতাশুগঃ ॥ ১৪৩
মুখোনাশ্চ সমরে সর্বঃ সোঽন্তুরোচনঃ।
শতশিনসহাকারস্তৈত্রৈবান্তর্ধীয়ত ॥ ১৪৪
তে ভীতাঃ শত্রুণাঞ্চ ত্রিদশা ভীমবিক্রমাঃ
সপ্তবাহঃ সমরে শত্রবঃ চিত্রযোধিনম্ ॥ ১৪৫
স ভগো ভয়সন্ত্রস্তো দানবেন্দ্রস্য সংযুগে।
রথঃ তাক্ষ্ণী মহাভাগো মহেন্দ্রঃ শরণং গতঃ ॥ ১৪৬
পরাজিতা হি তং দেবা দানবেন্দ্রঃ স্বস্থপদান্
সতো যত্র মহাদৈত্যা স্ত তুষ্টমা মহাস্থনঃ ॥ ১৪৭

পুনর্বার এই চতুর শতকোশালী দৈত্য শতবর্ষক অতিকণ শাসন করত শত শিরাবিশিষ্ট হইয়া শত পথ অবলম্বন পূর্বক দেবগণকে বারংবার নষ্ট করিতে লাগিল। ১৪১

আবার মুহূর্ত কালের মধ্যে মহাপর্বতের রূপ ধারণ করিয়া সে শত মস্তক ও শত উদরযুক্ত হইয়া থাকিল (অথবা মহাপর্বতের রূপ ধারণ করিয়া শত শিখর ও শত কন্দরসম্পন্ন হইয়া থাকিল)। সেই সময় দৈত্য শতশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় দর্শকের যেন ভয়রূপে দৃষ্টিগোচর হইল। ১৪২

যে সব অস্ত্র দেবতা, দানবগণ ও বিদ্যাধরগণ তাঁহার উপর অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, তাঁহাদের সেই সব অস্ত্রকে এই অসুর গ্রাস করিতে লাগিল। ১৪৩

সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে করিতে এই অসুরশ্রেষ্ঠ সমস্ত নিজের সৈন্যের সহিত পর্বতশ্রেণীর ন্যায় সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইল। ১৪৪

তাহার পর ভয়ঙ্করদর্শনশালী সেই দেবগণ সমরাঙ্গণে বিচিত্ররূপে যুদ্ধকারী ও সমস্ত মায়াধারী শত্রুগণকে ভীত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ১৪৫

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দানবরাজ শত্রুদের ভয়ে ব্যস্ত হইয়া মহাভাগ ভগদেব নিজের রথ ত্যাগ করত দেবরাজ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলেন। ১৪৬

ভগদেবকে পরাজিত করিয়া প্রতাপশালী দানবরাজ ময়ূর সেই স্থানে গমন করিল, যেখানে মহাতেজস্বী ও মহাপ্রতাপযুক্ত পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় (সর্বস্ত) অগ্নিদেব বিরাজমান ছিলেন। ১৪৭

স বহ্নিং বাগ্ভিরুগ্রাভিঃ কুৎস্নশস্তর্জয়তে বলী
ভবামেষ হি তে মৃত্যুরিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ১৪৮
বৈশম্পায়ন উবাচ
এতস্মিন্নন্তরে কৃত্বা বাক্যশেষো মহাবলঃ।
জঘান সোমঃ শীতাস্ত্রো দানবানাং চমূং রণে ॥ ১৪৯
কৈলাসশিখরাকারো হ্রাতিমন্দ্রিপটৈর্বৃতঃ।
অবধীদ্দানবান্ দৃষ্ট্বা দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ১৫০
পোথয়ন্ রথবৃন্দানি বাজিবৃন্দানি বৈ প্রভুঃ।
দৈত্যেষু বিচরন্ শ্রীমান্ মৃগেষ্বিব কালবৎ বলী ॥ ১৫১
সোঽমর্ষাদ্ রথজালানি উত্তারবেণেন চক্রমাঃ
দদাহ দানবান্ সর্বান্ দাবাগ্নিরিব তেজসা ॥ ১৫২
মুঞ্চন্ রথেভ্যো রথিনো গজেভ্যো গজযোধিনঃ
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চ পি পদাতিনঃ ॥ ১৫৩

সেই বলবান্ দৈত্য কুপিত হইয়া নিজের কঠোর বাক্যসমূহে তর্জন-গর্জন করিতে করিতে অগ্নিদেবকে বলিল—এই আমি তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইতেছি। এই কথা বলিয়া ময়ূর অন্তর্হিত হইয়া যাইল। ১৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ইহার মধ্যে মহাবলবান রাজা মহাবল সোম রণাঙ্গনে শীতাস্ত্র লইয়া দানবদিগের সৈন্য-বাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন। ১৪৯

ইহার আকৃতি কৈলাস শিখরতুল্য শ্বেতবর্ণ ছিল এবং ইনি তেজস্বী গজগণে পরিবৃত ছিলেন। এই চন্দ্রদেব দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় দানবগণকে দেখিয়া দেখিয়া বধ করিতে লাগিলেন। ১৫০

সামর্থ্যশালী ও কান্তিমান্ চন্দ্রদেব প্রলয়কালে প্রাদুর্ভূত কালের ন্যায় দৈত্যগণের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাহাদের রথসমূহ এবং অশ্বসমূহকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ১৫১

চন্দ্রদেব অমর্ষবশতঃ প্রচণ্ডবেগে সমস্ত দানবগণকে ও তাহাদের রথসমূহকে সেইভাবে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ বনে উদ্ভূত দাবানল বনের সব কিছুই দগ্ধ করিয়া থাকে। ১৫২

তিনি রথসমূহ হইতে রথীদিগকে, হস্তিগণ হইতে গজারোহী যোদ্ধাগণকে এবং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ও পদাতি সৈন্যদিগকেও ভূতলে পাতিত করিয়া মর্দিত করিয়াছিলেন। ১৫৩

শীতেন বাধ্যতে সর্ব্বান্ বায়ুর্ব্বৃক্ষানিবৌজসা ।
চন্দ্রমাঃ সুমহাতেজা দানবানাং মহাচমূম্ ॥১৫৪
তদস্ত্রমভবত্তস্য প্রদিগ্ধং শত্রুশোণিতৈঃ ।
পিনাকমিব রুদ্রস্য ক্রুদ্ধস্যাভিঘ্নতঃ পশূন্ ॥ ১৫৫
যুগান্তকোপমঃ শ্রীমান্ দৈত্যেষু ব্যচরদ্ বলী ।
আবার্য্য মহতীঃ সেনাঃ প্রাক্রমন্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৫৬
চন্দ্রং মৃত্যুমিবায়ান্তং দৃষ্ট্বা যোধা বিসিস্মিয়ুঃ ।
যতো যতঃ প্রক্ষিপতি শিশিরাস্ত্রং তমোনুদঃ ॥ ১৫৭
ততস্ততো ব্যশীর্য্যন্ত দৈত্যসৈন্যানি সংযুগে ।
ব্যদারয়ৎ স সৈন্যানি স্ববলেনাভিসংবৃতঃ ॥ ১৫৮
গ্রসমানমনীকানি ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ।
তং তথা ভীমকর্ম্মাণং গৃহীতাস্ত্রং মহাহবে ॥ ১৫৯
দৃষ্ট্বা শশাঙ্কমায়ান্তং দৈত্যাভং চন্দ্র-ভাস্করৌ
তালমাত্রাণি চাপানি কর্ষমাণৌ মহাবলৌ ॥ ১৬০

---

যেরূপ বায়ুদেব স্বীয় বলে বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করেন, সেইরূপ মহাতেজস্বী চন্দ্র সমস্ত দানবগণকে ও তাহাদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে নিজের শীতাস্ত্রে নষ্টপ্রায় করিয়া দিলেন ॥১৫৪

তাঁহার এই অস্ত্র ক্রোধপূর্ব্বক পশুগণকে সংহারকারী রুদ্রদেবের পিনাকের ন্যায় শত্রুগণের রক্তে আপ্লুত হইয়া যাইল ॥ ১৫৫

এই বলশালী ও কান্তিমান্ চন্দ্রদেব যুগান্তকারী কালের ন্যায় দৈত্যগণের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রুতবেগে পলায়মান বিশাল দৈত্য-সৈন্যদিগকে বারংবার প্রতিরোধ করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৬

চন্দ্রকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় আসিতে দেখিয়া সমস্ত যোদ্ধারা বিস্মিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারনাশী চন্দ্রদেব যুদ্ধস্থলে যে যে দিকে শীতাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছিলেন, সেই সেই দিকের সম্পূর্ণ দৈত্যসৈন্যগণ শীতে অভিভূত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় বলে সুরক্ষিত হইয়া দৈত্যসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৫৭-১৫৮

সেই মহাসমরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী চন্দ্রকে এইভাবে মুখ-ব্যাদানকারী যমরাজের সদৃশ দৈত্যসৈন্যদিগকে গ্রাস করিতে এবং দৈত্যের ন্যায় নিজেদের দিকে আসিতে দেখিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যনামধারী দুই মহাবল দৈত্য ধনু আকর্ষণ করত জলবর্ষণকারী দুই খণ্ড মেঘের তুল্য নিজেদের বাণসমূহের বর্ষণে সেই চন্দ্রদেবকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ১৫৯-১৬০॥

ছাদয়েতাং শরৈশ্চন্দ্রং বৃষ্টিমন্তাবিবাম্বুদৌ ।
অথ বিস্ফার্য্যমাণানাং কার্ম্মুকাণাং সুরাসুরৈঃ ॥১৬১
অভবৎ সুমহাশব্দো দিশঃ সংনাদয়ন্নিব ।
বিনদদ্ভির্মহানাগৈস্তুর্য্যনাদৈশ্চ বাজিভিঃ ॥ ১৬২
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ তুমুলঃ সর্ব্বতোঽভবৎ
যুযুৎসবস্তে সংরব্ধা জয়গৃধ্না যশস্বিনঃ ॥ ১৬৩
অন্যোন্যমভিগর্জ্জন্তো গোষ্ঠেষ্বিব মহাবৃষাঃ
শিরসাং পাত্যমানানাং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১
অশ্মবৃষ্টিরিবাকাশে হ্যভবৎ সেনয়োস্তদা ।
কুণ্ডলোষ্ণীষধারীণি জাতরূপপ্রভাংসি চ ॥ ১৬৫
পতিতানি স্ম দৃশ্যন্তে শিরাংসি রণমূর্দ্ধনি ।
বিশিখৈর্ম্মথিতৈর্গাত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকার্ম্মুকৈঃ ॥ ১৬৬
সহস্তাভরণৈশ্চান্যৈর্বিচ্ছিন্নৈ রুধিরোক্ষিতৈঃ ।
কবচৈরাবৃতৈর্গাত্রৈরুরুভিশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥১৬৭

তখনকার দেবতা ও অসুরগণ সকলেই নিজ নিজ ধনু বিস্ফারিত করিতে থাকিলে সেই সব ধনুর অতিশয় প্রচণ্ড টঙ্কার ধ্বনি যেন সমস্ত দিক্সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ১৬১॥

উচ্চ নিনাদকারী বড় বড় হস্তিসকল ও হ্রেষারবকারী অশ্বগণের শব্দে এবং শঙ্খ ও ভেরীসকলের শব্দে সেখানে সর্ব্বদিকে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১৬২॥

জয়াভিলাষী ও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক যশস্বী যোদ্ধারা গোষ্ঠে গর্জনকারী বিশালদেহ বৃষগণের ন্যায় পরস্পর গর্জন করিতে লাগিল ॥ ১৬৩॥

সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পাতিত যোদ্ধাগণের মস্তকের পতন এরূপ মনে হইতেছিল, যেন আকাশ হইতে প্রস্তর বৃষ্টি হইতেছে ॥ ১৬৪॥

যুদ্ধের অগ্রভাগে কুণ্ডল, পাগড়ী ও স্বর্ণহারধারী যোদ্ধাগণের মস্তকসমূহ ভূতলে পতিত থাকিতে দেখা যাইল ॥ ১৬৫॥

সেখানে সর্ব্বদিকে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সমগ্র রণভূমি যোদ্ধাগণের বাণসমূহে মথিত শরীর, ধনুসহ ছিন্ন বাহু, হস্তভূষণসহ হস্ত, অন্যান্য রক্তরঞ্জিত ছিন্ন অঙ্গ, কবচাবৃত দেহ, চন্দনচর্চিত বহু অবয়ব, তপ্ত সুবর্ণের কুণ্ডলাদি ভূষণসমূহে ভূষিত চন্দ্রোপম মুখ এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের মৃতদেহসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ১৬৬-১৬৮॥

মুখৈশ্চ চন্দ্রসঙ্কাশৈস্তগুরুণ্ডলভূষণৈঃ
গজবাজিমনুষ্যাণাং সর্ব্বগাত্রৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৬৮
আসীৎ সর্ব্বা সমাকীর্ণা মুহূর্ত্তেন বসুন্ধরা।
চাপমেঘাশ্চ বিপুলাঃ শস্ত্রবিদ্যুৎপ্রকাশিনঃ।
বাহনানাঞ্চ নির্ঘোষঃ স্তনয়িত্নুসমোঽভবৎ ॥ ১৬৯

সেখানে বিশাল ধনুসমূহ মেঘের ন্যায় অস্ত্ররূপী বিদ্যুতে প্রকাশিত হইতেছিল। অশ্ব-রথাদি বাহনসকলের উচ্চ শব্দ মেঘগর্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ১৬৯

স সম্প্রহারস্তুমুলঃ কটুকঃ শোণিতোদকঃ।
প্রাবর্ত্তত সুরাণাঞ্চ দানবানাঞ্চ সংযুগে ॥ ১৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরযুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

যুদ্ধস্থলে দেবতা ও দানবগণের এই ঘোর সংগ্রাম রক্তরূপী জলের ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে অতিশয় উগ্ররূপ ধারণ করিয়া চলিতেছিল। ১৭০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ দেব-দানবানাং ঘোর-সংগ্রামে বিষ্বক্‌সেনেন সহ বিরোচনস্য তথাংশদেবেন সহ কুজম্ভস্য যুদ্ধে ভয়ঙ্কর-পরাক্রম-প্রদর্শনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ মহাহবে রৌদ্রে তুমুলে লোমহর্ষণে।
ববর্ষুঃ শরবর্ষাণি সংরব্ধা দেবদানবাঃ ॥ ১
ব্যাক্রোশন্ত গজাস্তত্র শরঘাতপ্রপীড়িতাঃ।
অশ্বাশ্চ পর্য্যধাবন্ত হতারোহা দিশো দশ ॥ ২
উৎপত্য নিপতন্ত্যন্যে শরবর্ষপ্রপীড়িতাঃ
দেবানাং দানবানাঞ্চ গজাশ্বরথিনাঃ রণে ॥ ৩
সমরে তত্র শূরাণামন্যোন্যমভিধাবতাম্।
ধনুষাং তলশব্দেন ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৪

### ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ দেবতা ও দানবগণের ঘোর সংগ্রামে বিষ্বক্‌সেনের সহিত বিরোচনের এবং অংশদেবতার সহিত কুজম্ভের যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রদর্শন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই মহাযুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর, তুমুল ও রোমাঞ্চকারী ছিল। ইহাতে দেবতা এবং দানব উভয় পক্ষেরই যোদ্ধারা অত্যন্ত রোষসহকারে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১

সেখানে বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া হস্তিগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল এবং যাহাদের আরোহী যোদ্ধা নিহত হইয়াছে, সেই অশ্বগণ দশদিকে সবেগে ধাবিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ২

অন্য বহু অশ্ব বাণবর্ষণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উপর দিকে লাফ দিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। দেবতা ও দানব-

শরশক্তিগদাভিস্তে খড়্গৈশ্চামিততেজসঃ।
নিজঘ্নুর্বলবতীঃ সেনামন্যোন্যস্য পরন্তপ ॥ ৫
বাহূনামুত্তমাঙ্গানাং কার্ম্মুকাণাঞ্চ সংযুগে।
রাশয়স্তত্র দৃশ্যন্তে দেবদৈত্যসমাগমে ॥ ৬
অশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ রথানাঞ্চ বরূথিনাম্
নান্তং সমধিগচ্ছন্তি নিহতানাং সুরাসুরৈঃ ॥ ৭
গদাভিরসিভিঃ প্রাসৈর্ভল্লৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
ঘোরৈস্তত্রাভ্যহন্যন্ত হস্ত্যশ্বং চামিতং বহু ॥ ৮

গণের গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী বীর যোদ্ধাগণ পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ইঁহাদের ধনুসকলের গুণের শব্দে এরূপ কোলাহল হইতেছিল যে, অন্য কোনও কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ৩-৪

শত্রুতাপন রাজন্! এই সব অমিততেজস্বী যোদ্ধা বাণ, শক্তি, গদা ও খড়্গের দ্বারা পরস্পরের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৫

দেবতা ও দানবগণের এই সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে ছিন্ন বাহু, মস্তক ও ধনুসকলের বহু রাশি দেখা যাইতে লাগিল। ৬

সেখানে দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা নিহত অশ্ব, হস্তী, আবরণযুক্ত রথ ও রথী যোদ্ধাদিগের কোনও অন্ত জানা যাইল না। ৭

এই যুদ্ধে গদা, তরবারি, প্রাস ও আনতপর্ব্বযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা বহু যোদ্ধা ও অসংখ্য হস্তী অশ্ব নিহত হইয়াছিল। ৮

প্রাবর্ত্তত নদী ঘোরা শোণিতৌঘা তরঙ্গিণী
তদা মধ্যে তু সৈন্যানাং কেশশৈবলশাদ্বলা ॥ ৯
হাহাকারো মহাশব্দো যোধানামভবত্তদা
দানবৈর্হন্যমানানাং ত্রিদশানাং মহারণে ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেষাং তদভবদ্ যুদ্ধং দেবানামসুরৈঃ সহ
বিভীষণং মহারৌদ্রং বিকৃতং ভীমদর্শনম্ ॥ ১১
বিরোচনস্তু তত্রৈব বিষক্সেনং মহাহবে
জঘান রুধিরাতাক্ষং সাধ্যং পরনগদ্বিনম্ ॥ ১২
তমাপতন্তমভিপ্রেক্ষ্য বিষক্সেনঃ সুরৈর্বৃতঃ ।
অমেয়াত্মা সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥ ১৩
সাধ্যস্য বাণাভিহতস্তোত্রাপিত ইব দ্বিপঃ ।
বিরোচনঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেনাগ্নিরিবাধ্বরে ॥ ১
স কার্ম্মুকবিনির্মুক্তৈঃ শরৈর্দানবসত্তমঃ ।
বিষক্সেনং বিভেদাজৌ দীপ্তৈঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥ ১৫

সেই সময় উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে রক্তের ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইল। যাহাতে রক্তের স্রোত এবং তরঙ্গ দেখা যাইতেছিল। যোদ্ধাগণের কেশরাশি ইহাতে শৈবাল (শেওলা) ও ঘাসের সমান প্রতীত হইতেছিল। ৯

সেই মহাযুদ্ধে দানবগণের দ্বারা হন্যমান দেবযোদ্ধাদিগের মহাহাহাকার শব্দ সেই সময় সর্ব্বদিক্ হইতে উত্থিত হইতেছিল। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবগণের অসুরদিগের সহিত অতিশয় ভয়ানক, মহাভয়ঙ্কর, বিকরাল এবং দেখিতেও ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১১

সেখানেই এই মহাসমরে বিরোচন রক্তবর্ণাক্ত নেত্রবিশিষ্ট উত্তম ধনুর্দ্ধর সাধ্যদেব বিষক্সেনকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। ১২

দেবগণে পরিবৃত অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সুরশ্রেষ্ঠ বিষক্সেন বিরোচনকে আসিতে দেখিয়া তাহার বক্ষে বাণসমূহের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ১৩

সাধ্যদেব বিষক্সেনের বাণে আহত বিরোচন অঙ্কুশের প্রহারে ক্রুদ্ধ হস্তীর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইল। সে যজ্ঞশালায় প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ সেই রণাঙ্গনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৪

এই দানবশ্রেষ্ঠ বিরোচন নিজের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সাতটি তেজস্বী ও শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা যুদ্ধস্থলে বিষক্সেনকে বিদ্ধ করিল। ১৫

সোঽতিবিদ্ধো বলবতা দানবেন সুরোত্তমঃ ।
মূর্চ্ছাভিভিক্তগাত্রস্তু রুক্তঃ চাপাশ্রয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১৬
ততঃ স পুনরাশ্বস্য সাধ্যো যুদ্ধে মনো দধে
বিস্ফার্য্য চ মহাচাপং দৈত্যানাং মধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৭
বিরোচনস্তু বলবানভ্যদ্রবত সর্ব্বশঃ ।
ক্ষোভয়ন্ সুরসৈন্যানি সমন্তাৎ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৮
ততস্তস্যাসুরেন্দ্রস্য যুধ্যমানস্য সংযুগে
জায়তে তুমুলঃ শব্দো জীমূতস্যেব গর্জ্জতঃ ॥ ১
স গর্জ্জ চ মহাঘোরো বিনিঘ্নন্ দেববাহিনীম্ ।
চণ্ডবেগাম্বুবর্ষী চ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্ ॥ ২০
দিশো বিদ্রাবয়ামাস শরবর্ষেণ দানবঃ ।
সর্ব্বসৈন্যানি দেবানামুদ্যতাস্ত্রো মহাহবে ॥ ২১
তে প্রাদ্রবন্ত বিত্রস্তা রথেভ্যো রথিনস্তদা ।
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতয়ঃ ॥ ২২

সেই বলবান্ দানবের দ্বারা গুরুতর আঘাত পাইয়া প্রভাবশালী সুরশ্রেষ্ঠ বিষক্সেন সত্বর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ধনুকে আশ্রয় করিয়া কোনরূপে অবস্থিত হইয়া রহিলেন। ১৬

তদনন্তর পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া দৈত্যগণের মধ্যে অবস্থান করত সাধ্যদেব বিষক্সেন নিজের বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া যুদ্ধে মনঃসংযোগ করিলেন। ১৭

অন্যদিকে বলবান্ বিরোচন নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে দেবসৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে সকলের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৮

যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে সেই অসুরশ্রেষ্ঠ বিরোচনের গর্জনকারী মেঘের সদৃশ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শুনা যাইতে লাগিল। ১৯

সেই মহাসিংহনাদকারী দৈত্য প্রচণ্ডবেগে প্রভূত বর্ষণকারী বিদ্যুৎসহ মেঘের ন্যায় দেবসৈন্য সংহার করিতে করিতে গর্জন করিতে লাগিল। ২০

সেই মহাযুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত করিয়া দানব বিরোচন নিজের বাণসমূহের বর্ষণে দেবতাদের সমস্ত সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিল। ২১

সেই দেবসৈন্যদের মধ্যে রথীরা রথসমূহ হইতে এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। ভূমিতে যে সব পদাতি সৈন্য ছিলেন, তাঁহারাও পলায়ন করিলেন। ২২

ক্রত্বা কার্মুকনির্ঘোষং বিস্ফুর্জিতমিবাশনেঃ
সর্বদৈত্যানি ভীতানি নিবালীয়ন্ত সংযুগে ॥ ২৩
বিরোচনস্ততস্তস্মাদ্ রথেভ্যো রথিনস্তথা ।
পদাতীনাং বভৌ মধ্যে যত্র দেবঃ শচীপতিঃ ॥ ২৪
বিষ্বক্সেনস্য সামন্তা সর্বতঃ সুমহাবলাঃ
পদঃ রক্ষঃসহস্রাণি নিজঘান চতুর্দশ ॥ ২৫
অশ্ববৃন্দেষু নাগেষু রথানীকেষু চাভিতঃ ।
পদাতীনাঞ্চ সঙ্ঘেষু বিনিঘ্নন্ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৬
বিতত্য শ্যেনবৎ পক্ষৌ সর্বতঃ স বরূথিনীম্ ।
ভিত্ত্বা ছিত্ত্বা মহাবাহুঃ শিরাংস্যাজৌ চকৃন্তত ॥ ২৭
সাদিনশ্চ পদাতাশ্চ হস্তপোষা রথাস্তথা ।
বিষ্বক্সেনেন সহিতা বিরোচনমথাদ্রবন্ ॥ ২৮
তেঽসিচর্মগদাশক্তিপরিঘপ্রাসতোমরৈঃ ।
তমেকমভ্যধাবন্ত সিংহনাদং প্রচক্রিরে ॥ ২৯

ততঃ সোঽসিং সমুদ্যম্য জবমাস্থায় দানবঃ ।
চকর্ত রথিনামাজৌ শিরাংসি চ ধনূংষি চ ॥ ৩০
গজনাগাশ্ববৃন্দেষু বলবানরিসূদনঃ
বিরোচনশ্চরন্মার্গান্ প্রকারানেকবিংশতিম্ ॥ ৩১
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং প্লুতম্ ।
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শয়ামাস দানবঃ ॥ ৩২
কেচিদ্ খড়্গাসিনা কৃত্তা দানবেন মহাত্মনা ।
বিনেদুশ্ছিন্নবর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ ॥ ৩৩
ছিন্নপৃষ্ঠা হতারোহা দানবেন মহাত্মনা ।
বিক্রুতাঃ স্বাজনীকানি জঘ্নুস্ত্রিদশবারণাঃ ॥ ৩৪
নিপেতুরুর্ব্যামাকাশে নিকৃত্তা দৃঢ়ধন্বিনা ।
বিবিধাস্তোমরাশ্চাপা মহামাত্রশিরাংসি চ ॥ ৩৫
প্রতীপমাহবমাগানশ্বাংশ্চ দৃঢ়বিক্রমান্ ।
চকর্ত রথিনঃ কাংশ্চিৎ পরামৃশ্য মহাবলঃ ।

---

বজ্রের ঘর্ষর শব্দের ন্যায় তাঁহার ধনুর টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবসৈন্য ভীত হইয়া যুদ্ধস্থলে লুকাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

বিরোচনের ভয়ে ভীত হইয়া রথীরা রথসমূহ হইতে নামিয়া পদাতি সৈন্যদের সহিত সমবেত হইয়া সে স্থানে চলিয়া যাইলেন, যেখানে শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র বিরাজমান ছিলেন ॥ ২৪

সামন্ত বিষ্বক্সেনের চারিদিকে যে চৌদ্দহাজার রাক্ষস (ইহারা কুবেরের সৈন্য ছিল এবং দেবপক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল) ছিল, ইহাদের সকলকেই মহাবল বিরোচন পাদপ্রহারেই বধ করিল ॥ ২৫

শত্রুদিগকে পরাজিতকারী বিরোচনকে দেবতাদের অশ্ব, হস্তী ও রথ সৈন্যদল এবং পদাতি সৈন্যদলের মধ্যেও সংহার সৃষ্টি করিতে করিতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ২৬

এই মহাবাহু বীর পক্ষ বিস্তার করিয়া আক্রমণকারী বাজপক্ষীর ন্যায় দেবসৈন্যবাহিনীকে সর্বদিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যুদ্ধে যোদ্ধাগণের মস্তকসকল ছেদন করিতে লাগিল ॥ ২৭

হস্তাবশিষ্ট অশ্বারোহী, পদাতি ও রথী সৈন্যগণ বিষ্বক্সেনের সহিত বিরোচনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮

ইঁহারা ঢাল, তরবারি, গদা, শক্তি, পরিঘ, প্রাস ও তোমর লইয়া সেই একাকী বিরোচনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

কিন্তু সেই দানব বিরোচন উত্তম বেগ অবলম্বন করিয়া তরবারি উত্তোলন করত যুদ্ধস্থলে শত্রুপক্ষের রথী যোদ্ধাদের মস্তক ও ধনু ছেদন করিতে লাগিল ॥ ৩০

বলবান্ শত্রুসূদন বিরোচন রথ, হস্তী ও অশ্বগণের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণাদি একুশ প্রকার অসিযুদ্ধের কৌশল দেখাইতে লাগিল। (বিষ্ণুপর্বের ১১৯ অধ্যায়ের ১২২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ভ্রান্ত প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।) ॥ ৩১-৩২

এই মহাত্মা দানব বিরোচন কত সৈন্যকে নিজের উত্তম অসির দ্বারা আঘাত করিল, তাহাদের কবচও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল, সেইজন্য তাহারা আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৩

এই মহাত্মা (বা বিশালদেহ) দৈত্য বিরোচন দেবতাদের হস্তিগণের পৃষ্ঠভাগ ছেদন করিল এবং তাহাদের আরোহী যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিল, তখন সেই সব হস্তী পলায়ন করিতে করিতে নিজেদেরই সৈন্যগণকে মর্দিত করিয়া দিল ॥ ৩৪

সুদৃঢ় ধনু ধারণকারী সেই দানব বীর নানাপ্রকার তোমর ও ধনুসকল এবং মাহুতগণের মস্তকসমূহ আকাশেই ছেদন করিল। সেই সব ছিন্ন তোমরাদি ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৫

মহাবল দানব বিরোচন দৃঢ় পরাক্রমশালী হস্তী ও অশ্বগণকে-

পৃষ্ঠাংশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন রথানপি চ দানবঃ ॥ ৩৬
মুহুরুৎপততো দিক্ষু ধাবতশ্চ মনস্বিনঃ ।
মার্গাংশ্চরতি বৈ চিত্রান্ খায়যুদ্ধতত্তোঽদ্ভুতাঃ ॥ ৩৭
নিঘ্নমান পদা কাংশ্চিৎ ক্ষিপ্যাঙ্গানপোথয়ৎ ।
খড়্গেন চান্যাংশ্চিচ্ছেদ নাদেনান্যাংশ্চ ভীষণম্ ॥ ৩৮
উরুস্তম্ভগৃহীতাশ্চ নিপতন্ত্যপরে ভুবি ।
অপরে দৈত্যমালোক্য ত্যজুঃ প্রাণানবাঙ্মুখম্ ॥ ৩৯
তস্মিংস্তথা বর্তমানে যুদ্ধে মহতি দারুণে
রথেভগজপত্তীনাং সুরাণাঞ্চ মহাক্ষয়ে ॥ ৪০
কুজম্ভো দানবশ্রেষ্ঠো গৃহ্যমাদিত্যমাহবে ।
যোধয়ামাস সমরে বৃষঃ প্রতিবৃষং যথা ॥ ৪১
তথানাচলসঙ্কাশো মত্তবারণবিক্রমঃ
সুবর্ণনির্মিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বহুভির্গদা[illegible] ॥ ৪২

দেবসৈন্যসহস্রাণি সরথানি মহাহবে
তস্য বাণপথং প্রাপ্য নাভাবর্তন্ত সর্বশঃ ॥ ৪৩
প্রণেশুঃ সর্বভূতানি বহুবৃত্তিনিরা দিশঃ ।
দেবানামভবৎ ক্রুরঃ প্রত্যপদ্যত দারুণঃ ॥ ৪৪
অংশস্তু দানবেন্দ্রস্য জম্ভাদ্বোদ্বলবিক্রমঃ ।
অনীকং দশসাহস্রং কুজম্ভানাং ততর্দিবান ॥ ৪৫
আপাতন্তং গজানীকং কুজম্ভো বীক্ষ্য দানবঃ
গদাপাণিরবারোহৎ রথোপস্থাদরিন্দমঃ ॥ ৪৬
অদিসারময়ীং গুর্বীং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্
আত্মাঽঙ্গানগজানীকং বাদিতাক্ষ উবাচকঃ ॥ ৪৭
স গজান্ গদয়া নিঘ্নন্ ব্যচরৎ সমরে বলী
কুজম্ভো দানবশ্রেষ্ঠো গদাপাণির্বলাধিকঃ ॥ ৪৮
বিশীর্ণদন্তাংশ্চ গজান্ ভিন্নকুম্ভাংশ্চ দারুণান্
অকরোদ্দানবশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্যাদ্ভিদ্য তান্ বলী ॥ ৪৯

ও পিছনের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কত রথী যোদ্ধাকে ধরিয়া তরবারি দ্বারা ছেদন করিল এবং সারথি ও রথসকলকেও খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিল। ৩৬

মহত দিকসমূহে বারংবার লম্ফপ্রদান করিতে করিতে অথবা (উড়িয়া যাইতে যাইতে) এবং ধাবিত হইতে হইতে যুদ্ধকারী মনস্বী বীরগণকেও এই দৈত্য নিজের তরবারির দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। সে এরূপ বিচিত্র মার্গে চলিতেছিল অর্থাৎ এরূপ বিচিত্র পদ্ধতিতে অসিযুদ্ধের নৈপুণ্য দেখাইতেছিল যে, তাহাতে অমরগণও বিস্ময়াভিভূত হইয়া যাইল। ৩৭

এই দৈত্য বিরোচন কত যোদ্ধাকে নিজের পদাঘাতেই বধ করিল, অন্য বহু যোদ্ধাকে উপরে উত্তোলন করত ঘুরাইয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করত পোথিত করিয়া দিল, অন্য কত যোদ্ধাকে খড়্গের দ্বারা ছেদন করিল এবং অন্য বহু যোদ্ধাকে আবার নিজের ভীষণ সিংহনাদে ভীত করিয়া তুলিল। ৩৮

কত যোদ্ধার জঙ্ঘা স্তম্ভিত হইয়া যাইল এবং তাহারা ভূতলে পতিত হইল। অন্য বহু যোদ্ধা আবার এই দৈত্য বিরোচনকে দেখিয়াই ভয়ে প্রাণত্যাগ করিল। ৩৯

রথসমূহ, হস্তী ও পদাতি যোদ্ধাগণের এবং দেবগণের বিনাশ-কর এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন দানব কুজম্ভ যুদ্ধস্থলে আসিয়া অংশনামক আদিত্যের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, যেরূপ এক বৃষ নিজের বিরোধী বৃষের সহিত সংঘর্ষ করিতে থাকে। ৪০-৪১

পর্বত-সদৃশ বিশালদেহ ও মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী কুজম্ভ প্রদীপ্ত, শাণিত, বহুসংখ্যক স্বর্ণনির্মিত ও তীক্ষ্ণ নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই মহাসমরে দেবসেনাদের সহস্র যোদ্ধাকে রথসহ সংহার করিল। ৪২-৪৩

তাহার বাণের পথ প্রাপ্ত হইয়া কেহই অবস্থান করিতে পারিল না। সকল প্রাণীই আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং দিক্-সমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল। এই সময় দেবগণ অতিশয় কঠোর ও দারুণ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। ৪৩-৪৪

উগ্র পরাক্রমশালী অংশ দানবরাজ কুজম্ভের দশ হাজার বেগশালী হস্তিগণের সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিলেন। ৪৫

দেবগণের গজসৈন্যকে নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া শত্রুদমনকারী দানব কুজম্ভ হস্তে গদা লইয়া রথের আসন হইতে নামিয়া পড়িল। ৪৬

পর্বতের সারভূত লৌহের দ্বারা নির্মিত, ভারী ও বিশাল গদা হস্তে লইয়া কুজম্ভ মুখব্যাদানকারী কালের ন্যায় দেবগণের গজসৈন্যের দিকে ধাবিত হইল। ৪৭

দানবশ্রেষ্ঠ কুজম্ভ অধিক বলশালী ছিল। এই গদাধারী বলবান্ বীর গদার আঘাতে হস্তীদিগকে বধ করিতে করিতে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিল। ৪৮

বলবান্ দানবশ্রেষ্ঠ কুজম্ভ উদ্দেশ্য করিয়া করিয়া (লক্ষ্য লইয়া লইয়া) বহু ভয়ঙ্কর গজরাজগণের দন্ত উৎপাটিত করিল এবং কুম্ভস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিল। ৪৯

বিশীর্ণদন্তা বহবো ভিন্নকুম্ভাস্তথাপরে
কুজম্ভেনার্দিতা নাগা বভ্রমুস্তু দিশো দশ ॥ ৫০
কুজম্ভস্য চ যেঽমাত্যা দানবা ঘোরবিক্রমাঃ।
নানাচৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈর্নারাচৈস্তদ্গজযোধিনঃ ॥ ৫১
ক্ষুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্ভল্লৈশ্চ পাতৈরঞ্জলিকৈঃ শিতৈঃ
চিচ্ছেদ চোত্তমাঙ্গানি কুজম্ভো দানবোত্তমঃ ॥ ৫২
শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিস্তু গহনং প্রত্যপূর্য্যত
অশ্মবৃষ্টিরিবাকাশে বাহুভিশ্চ মহাকুশৈঃ ॥ ৫৩
কৃত্তোত্তমাঙ্গাঃ স্কন্ধেষু গজানাং গজযোধিনঃ
অদৃশ্যন্ত মহারাজ তালা বিশিরসো যথা ॥ ৫৪
আপতন্তং মহানাগমংশস্তাগ্রসমপ্রভম্ ।
শরেণৈকেন তং ক্রুদ্ধস্ততঃ স বিমুখোঽভবৎ ॥ ৫৫
বিগাহ্যৈবং গজানীকং কুজম্ভো দানবোত্তমঃ ।
বিনিঘ্নন্ প্রবরান্ মৈন্যান্ গদয়া বলিনাং বরঃ ॥ ৫৬

একপ্রহারাভিহতান্ কুজম্ভেন মহাগজান্ ।
অপশ্যন্ত সুরাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতানিব পাতিতান্ ॥ ৫৭
কুজম্ভস্য চ মার্গেষু বিশীর্ণাস্তে মহাগজাঃ ।
বজ্রাহতা ইবেন্দ্রেণ বিশীর্ণা ইব পর্ব্বতাঃ ॥ ৫৮
অপশ্যংস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মূর্ত্তিমন্তমিবান্তকম্ ।
গজা তথা প্রাদ্রবন্ত সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ ॥ ৫৯
স বভৌ তাং গদাং বিভ্রৎ প্রোক্ষিতাং গজশোণিতৈঃ ।
ব্যাদিতাস্যোঽনদৎ ক্রুদ্ধো রৌদ্ররূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬০
যথা হি ভগবান্ রুদ্রঃ প্রজানাং সংক্ষয়ে পুরা ।
বিক্রীড়মানো গদয়া রণমধ্যে মহাসুরঃ ॥ ৬১
গোপাল ইব দণ্ডেন কালয়ন্ স মহাগজান্ ।
রুদ্রঃ কালমিবাকালে দণ্ডমুদ্যম্য দানবম্ ।
অপশ্যন্ত সুরাঃ সর্ব্বে কুজম্ভং ভীমবিক্রমম্ ॥ ৬২
হস্ত্যারোহাস্তু তত্রান্যে প্রভিন্না বারণোত্তমাঃ ।
তে হন্যমানা গদয়া বাণৈশ্চ ভৃশবিক্ষতাঃ ॥ ৬৩

কুজম্ভের দ্বারা পীড়িত হইয়া ভগ্নদন্ত ও বিদীর্ণ কুম্ভস্থলবিশিষ্ট অন্য বহু হস্তী দশদিকে পলায়ন করিল। ৫০

কুজম্ভের যে সব মন্ত্রী ছিল, সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দানবগণ নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ নারাচসমূহের দ্বারা গজারোহী যোদ্ধাদিগকে বধ্যমান করিয়া দিল। ৫১

দানবরাজ কুজম্ভ ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল, পাত ও তীক্ষ্ণ অঞ্জলিক-নামক বাণসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের হস্তিগণের মস্তকসকল ছেদন করিল। ৫২

অঙ্কুশসহ হস্তিগণের বহুসংখ্যক মস্তক পতিত হইলে পর সারা আকাশ পূর্ণ হইয়া যাইল। সেই সময় এরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন আকাশে প্রস্তরবৃষ্টি হইতেছে। ৫৩

মহারাজ জনমেজয়! হস্তিগণের স্কন্ধে উপবিষ্ট গজারোহী যোদ্ধাদের মস্তক ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাহারা মস্তকরহিত তাল-বৃক্ষসকলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ৫৪

অস্ত্রের এক বিশাল গজরাজকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ কুজম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া একটি বাণ প্রহার করিল, ইহাতে সেই গজরাজ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া যাইল। ৫৫

এইভাবে হস্তিগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানবপ্রবর কুজম্ভ গদার দ্বারা সেই সৈন্যের প্রধান প্রধান গজরাজদিগকে বধ করিতে করিতে সেখানে বিচরণ করিতে লাগিল। ৫৬

কুজম্ভের মাত্র এক প্রহারেই নিহত হইয়া গজরাজগণকে সমস্ত দেবতারা পাতিত পর্ব্বতসকলের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ৫৭

কুজম্ভের নানাপ্রকার যুদ্ধপথে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত গজরাজগণ বজ্রের দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ পর্ব্বতসকলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ৫৮

সমস্ত দেবগণ এই সময় কুজম্ভকে মূর্ত্তিমান্ কালের সদৃশ দেখিতে (মনে করিতে) লাগিলেন। যেরূপ সিংহের ভয়ে ভীত হইয়া বনের অন্য পশুগণ পলাইয়া যায়, সেইরূপ কুজম্ভকে দেখিয়া গজসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। ৫৯

হস্তিগণের রক্তে রঞ্জিত সেই গদাকে ধারণ করিয়া উগ্ররূপধারী ভয়ানক দৈত্য কুজম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ বিস্তার করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৬০

যেরূপ পুরাকালে প্রজাগণের সংহারের সময় কুপিত হইয়া ভগবান্ রুদ্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে মহাসুর কুজম্ভ গদার দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিল। ৬১

যেরূপ গোচারণকারী গোপালেরা দণ্ডের দ্বারা গোগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই কুজম্ভ গদার দ্বারা গজরাজ-গণকে তাড়াইয়া দিল। সেই সময় সমস্ত দেবগণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দানব কুজম্ভকে অসময়ে কুপিত হইয়া কালদণ্ড উত্তোলনকারী কালের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ৬২

যাহাদের আরোহী যোদ্ধা নিহত হইয়াছিল, সেইরূপ অন্য বহু মদস্রাবী গজরাজ কুজম্ভের গদার আঘাতে আহত ও বাণ-সমূহে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। ৬৩

সমবস্তঃ কুজম্ভস্য গদাবেগং মহাহবে ।
ব্যাঘ্রনীকানি সুদৃষ্টঃ প্রাদ্রবন্ত মহাগজাঃ ॥ ৬৪
মহাবাত ইবাভ্রাণি বিধমন্ গদয়া গজান্

অতিষ্ঠৎ সমরে দৈত্যঃ কালঃ সংবর্ত্তকো যথা ॥ ৬৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কুজম্ভোৎকর্ষবর্ণনে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

এই মহাযুদ্ধে কুজম্ভের গদার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গজারোহণ নিজেদেরই সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে দ্রুত বেগে পলাইয়া যাইল ॥ ৬৪

যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ গদার আঘাতে গজারোহণগণকে বিদীর্ণ করিতে করিতে এই দৈত্য কুজম্ভ সমরাঙ্গনে সংহারকারী কালের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে দেবাসুরসংগ্রামে কুজম্ভের উৎকর্ষবর্ণন-বিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ দেবাসুরসংগ্রামে কুজম্ভস্য, অসিলোম্নঃ, বৃত্রাসুরস্য চোৎকর্ষবর্ণনম্ তথা হরেরশ্বিনীকুমারয়োস্চ পরাজয়কথনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ সর্ব্বাণি সৈন্যানি দেবরাজস্য শাসনাৎ ।
অভ্যদ্রবন্ত দিতিজাস্তদস্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ১
তৎ বলৌঘসমুদ্ভূতং দেবানাং সুদুরাসদম্ ।
রথনাগাশ্বকলিলং শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনম্ ॥ ২
আপতত্তৎ সুদুষ্পারং রজসা সর্ব্বতো বৃতম্ ।
সৈন্যসাগরমক্ষোভ্যং বেলেব মকরালয়ম্ ॥ ৩
তদাপতন্তমসুরা অশ্রদ্ধেয়মিবাদ্ভুতম্ ।
উদীর্ণাঃ পৃতনাঃ সর্ব্বাঃ সাধ্বাঃ সমবরুন্ধত ॥ ৪
আবার্য্য সমরেঽতিষ্ঠৎ কুজম্ভস্তরসা বলী ।
সৈন্যার্ণবং দেবতানাং গিরির্মেরুরিবাচলঃ ॥৫
অক্ষৌহিণীঃ কুজম্ভস্তু গদয়া স ন্যবারয়ৎ ।
সা তথা বারিতা সেনা বিহ্বলাভূদ্বিরূপা ॥ ৬
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে সম্প্রহারে সুদারুণে ।
অসিলোমা তু বলবান্ দানবো দানবাধিপঃ ॥ ৭
দেবসৈন্যস্য সর্ব্বস্য ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ
তপতার্ক ইবানোঘঃ সুরসৈন্যানি সংযুগে ॥ ৮

## সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ দেবাসুর-সংগ্রামে কুজম্ভ, অসিলোমা ও বৃত্রাসুরের উৎকর্ষ বর্ণন এবং হরি ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের পরাজয়কথন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় সমস্ত দেবসৈন্যগণ ভৈরব রবে গর্জন করিতে করিতে দৈত্যদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

দেবতাদের এই সৈন্যসমুদায় অনন্ত এবং অত্যন্ত দুর্জয় ছিল । এই বাহিনীতে রথ, হস্তী ও অশ্ব পূর্ণ ছিল । শঙ্খ ও দুন্দুভি-সমূহের গম্ভীর শব্দ দেবতাদিগকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল । ইহা দুরতিক্রমণীয় ছিল । ইহা ধূলিতে সর্ব্বদিকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল । এই অক্ষোভ্য সৈন্যসাগর আশ্চর্য্যের, অবিশ্বসনীয় ও অদ্ভুত প্রতীত হইতেছিল । দৈত্যগণ আক্রমণকারী এই সৈন্যদিগকে দেখিল এবং যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে, সেইরূপ উহাদিগকে রুদ্ধ করিল ॥ ২-৩;

অশ্ব, রথ ও হস্তিগণের সহিত অগ্রসরমান সেই সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে সবেগে রুদ্ধ করিয়া বলবান্ কুজম্ভ সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিল । দেবতাদের সৈন্যসমূহকে রুদ্ধ করিবার জন্য সে মেরুপর্ব্বতের সমান অবিচলভাবে দণ্ডায়মান ছিল ॥ ৪-৫

কুজম্ভ নিজের গদার দ্বারা এই সৈন্যবাহিনীকে নিবারণ করিল । এইভাবে নিবারিত হইয়া সেই সৈন্যবাহিনী বিহ্বল ও উৎসাহশূন্য হইয়া যাইল ॥ ৬

এই অতি নিদারুণ সংগ্রাম যখন এইরূপে চলিতেছিল, তখন শত্রুকুলনাশন বলবান্ দানবরাজ অসিলোমা সমস্ত দেব-সৈন্যের পক্ষে ধূমকেতুনামক উৎপাতগ্রহের সমান উত্থিত হইল । যেরূপ অমোঘ সূর্য্য সকলকে তাপদান করেন, সেইরূপ এই অসিলোমা যুদ্ধস্থলে দেবসৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিল ॥ ৭-৮

সহস্ররশ্মিপ্রতিমো দানবস্য রথোত্তমঃ ।
শরৈর্মেঘ ইবাবর্ষদ্দেবানীকং প্রতাপবান্ ॥ ৯
শরৌঘরশ্মিভির্দীপ্তৈঃ প্রতপ্তো ঘোরবিক্রমঃ ।
রৌদ্রঃ ক্রূরো দুরাধর্ষো দুরাপো অজিনীমুখে ॥ ১০
যুধ্যতে দৈবতৈঃ সার্দ্ধং গ্রসমান ইব প্রভুঃ ।
উগ্রেষুরুগ্রবদনঃ সমারূঢ় মহাগজম্ ॥ ১১
সুরাণামুত্তমাঙ্গানি প্রচিনোতি মহাবলঃ ।
গ্রসন্ দৈবতসৈন্যানি শরসংঘৈঃ প্রতাপবান্ ॥ ১২
অসিজিহ্বশ্চক্রদংষ্ট্রশ্চাপব্যাত্তাননোঽদ্ভুতঃ
শরম্বনখঃ শ্রীমান মৃদঙ্গাপূরিতধ্বনিঃ ॥ ১৩
তিষ্ঠতে দানবশ্রেষ্ঠঃ সংযুগে ব্যাঘ্রবদ্ বলী ।
মৌর্ব্বীঘোষস্তনয়িত্নুঃ পৃষৎকঃ প্রথিতো মহান ॥ ১৪

এই দানবের উত্তম রথ সূর্য্যের সমান তেজস্বী ছিল। এই প্রতাপশালী দৈত্য জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় দেবসৈন্যদের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৯

এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দানব বাণসমূহরূপী প্রদীপ্ত কিরণাবলির দ্বারা সন্তাপিত করিতে লাগিল। এই দানব রৌদ্র (ভয়ঙ্কর), ক্রূর, দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্জয় ছিল। সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে অবস্থান হইয়া এই প্রভাবশালী দৈত্য দেবগণের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, যেন সে সকলকেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে ॥ ১০।

ইহার বাণ ভয়ঙ্কর ছিল এবং ইহার মুখও অতিশয় উগ্র ছিল। এই মহাবল দানব এক বিশাল গজরাজের উপর আরোহণ করত দেবগণের মস্তকসমূহ চয়ন (কর্তন) করিতেছিল ॥ ১১।

দেবসৈন্যদিগকে গ্রাস করিতে করিতে অবস্থিত এই প্রতাপশালী দৈত্যের বাণই ছিল দন্ত। তরবারি তাহার জিহ্বা, চক্র তাহার দন্ত ধনু তাহার ব্যাদানকারী মুখ, শরসমূহ (ফলকা) নখ এবং মৃদঙ্গাদি বাদ্যসমূহের ধ্বনি তাহার গর্জন ছিল। এইরূপ এই বলবান্ দানবশ্রেষ্ঠ অসিলোমা সেই যুদ্ধস্থলে ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১২-১৩।

এই দানব দ্বিতীয় মহামেঘের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ধনুর গুণের টঙ্কার ধ্বনি ইহার গর্জন ছিল। সুশিক্ষিত বাণসমূহই তাহার দ্বারা বর্ষিত হইয়া জলের বিশাল বিন্দুস্বরূপ হইয়াছিল। ইহার ধনুই ইন্দ্রধনু এবং বিদ্যুৎসমূহযুক্ত ছিল ॥ ১৪।

বহুবিদ্যুদ্গণশ্চাপো মহামেঘ ইবাপরঃ ।
ইষুগ্রসাগরো ঘোরো বাহুগ্রাহো দুরাসদঃ ॥ ১৫
কার্ম্মুকোম্মিতরঙ্গৌঘো বাণাবর্ত্তমহাদ্রুমঃ ।
গদাসিমকরা রৌদ্রো জ্যাবেলঃ শিক্ষয়োদ্ধতঃ ॥ ১৬
পদাতিমীনঃ সুমহান্ গজিভোৎক্রুষ্টঘোষবান্ ।
হয়ান্ গজান্ পদাতীংশ্চ রথাংশ্চ সহসা বহূন্ ॥ ১৭
ন্যমজ্জয়ত সমরে পরবীরান্মহারথান্ ।
আপ্লাবয়ৎ স দেবৌঘান্ দারুণো দানবেশ্বরঃ ॥ ১৮
প্রাবর্ত্তত যুধি শ্রীমান্ যুধি শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ
অপশ্যংস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে শুষ্কাদনপ্রভম্ ॥
সন্নদ্ধং তত্র যুধ্যন্তং জ্বলন্তমিব পাবকম্
মধ্যন্দিনগতং সূর্য্যং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥ ২০

যাহার মধ্যে বাণাদি অস্ত্রসকলের প্রয়োগ হইতেছিল, এই সংগ্রাম এক ভয়ঙ্কর সমুদ্রের সমান হইয়া যাইল। বাহুসমূহ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) ছিল। ইহা দুরতিক্রমণীয় ছিল। ধনুসকলই এই সাগরের ছোট বড় তরঙ্গসমূহ ছিল। বাণসমূহের যে আবর্তন, ইহাই সেখানে ঘূর্ণীপূর্ণ মহাদ্রুম-স্বরূপ হইয়াছিল। গদা ও তরবারিসমূহ ইহার মকর ছিল। ইহা দেখিতে অতিশয় রৌদ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ধনুর গুণই এই সমুদ্রের বেলা (তীরভূমি) ছিল। শিক্ষারূপী বায়ুর বেগে ইহাতে যেন জোয়ার উঠিতেছিল। এই অতি বিশাল রণসাগর যোদ্ধাগণের গর্জন ও চীৎকারে কোলাহলে সর্বদা মুখর ছিল ॥ ১৫-১৬।

এই দারুণ দানবরাজ অসিলোমা শত্রুপক্ষের মহারথী বীরগণকে এবং হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও বহুসংখ্যক রথসকলকে এবং বহু দেবতাকেও সহসা সেই সমরসাগরে নিমজ্জিত ও আপ্লাবিত করিয়া দিল ॥ ১৭-১৮

এই তেজস্বী দানব অসিলোমা যুদ্ধে স্থির এবং যুদ্ধস্থলে এক শ্রেষ্ঠ বীর ছিল। সে নিরন্তর যুদ্ধ করিতেছিল। সমস্ত দেবগণ দেখিলেন যে, ইহার অস্ত্রাদি শুষ্ক সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে এবং কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিবার সময় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১৯।

এই দানব বীর তেজে দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল। তখন সমস্ত প্রাণীই ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না ॥ ২০।

ন শেকুঃ সর্ব্বভূতানি দানবং প্রসমীক্ষিতুম্ ।
যথা প্রবৃদ্ধং ঘর্ম্মান্তে দহেৎ কক্ষং হুতাশনঃ ॥ ২১

তথা সুরবরান্ দৈত্যো দহতি স্ম স্বতেজসা ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ বলং নর্দ্দতি দারুণম্ ॥ ২২

বিপ্রাদ্রবদ্বলং সর্ব্বমাকুলঞ্চ সমন্ততঃ ।
শূরাশ্চ তে বলোদগ্রা হস্ত্যশ্বরথধূর্গতাঃ ॥ ২৩

আর্য্যাং বুদ্ধিং সমাস্থায় ন ত্যজন্তি মহারণম্ ।
তদ্বৎপিচ্ছলকং যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্ ॥ ২৪

দেব-দানবয়োঃ মধ্যে রুধিরস্রাবকর্দ্দমম্
ন দিশঃ প্রত্যজানন্ত ভয়গ্রাহনিপীড়িতাঃ ।
শস্ত্রপাতাংশ্চ বিবিধান্ দানবানাং মহারণে ॥ ২৫

অন্যোন্যং মূঢ়চিত্তাস্তে নিজঘ্নুর্ব্যাকুলীকৃতাঃ
স্বান্ পরান্নাভিজানন্তি বিমূঢ়াঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ২৬

শিরোরুহেষু সংগৃহ্য কশ্চিচ্ছূরস্য সংযুগে ।
শূরশ্ছিনত্তি মূর্দ্ধানং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাননম্ ॥ ২৭
বাহুভির্মুষ্টিভিশ্চৈব বজ্রকীলৈঃ সুরাকুলৈঃ
প্রহরন্তি রণে বীরা আত্তশস্ত্রাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৮
যোধপ্রাণহরে রৌদ্রে ধর্ষণারেহনপাবৃতে ।
সঙ্কুলে তুমুলে যুদ্ধে বর্ত্তমানে মহাভয়ে ॥ ২৯
হয়ো হয়ং গজো নাগং যোধো বীরং মহাহবে ।
অভ্যদ্রবজ্জিঘাংসন্তো হ্যসমঞ্জসমাহবে ॥ ৩০
অসুরাশ্চ সুরাশ্চৈব বিক্রমাঢ্যা মহারথাঃ
জুহুবুঃ সমরে প্রাণান্ বিজঘ্নুরিতরেতরম্ ॥ ৩১
মুক্তকেশা বিকবচা বিরথাশ্ছিন্নকার্ম্মুকাঃ
হস্তৈঃ পাদৈশ্চ যুধ্যন্তে দানবাস্ত্রিদশৈঃ সহ ॥ ৩২
হরিস্তু নিশিতং ভল্লং প্রেষয়ামাস সংযুগে
স তস্য ধনুষঃ কোটিং ছিত্ত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥ ৩৩

যেরূপ গ্রীষ্মকালে বর্দ্ধিত ও শুষ্ক তৃণগুচ্ছকে অগ্নি সত্বর দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দৈত্য নিজ তেজে শ্রেষ্ঠ দেবগণকেও দগ্ধ করিতে লাগিল। ২১

দেবতা ও দানবদিগের সৈন্যবাহিনী অতিশয় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। এই সব সৈন্য পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য যেন পরস্পরের উপর আরূঢ় হইয়া যাইল এবং ইহাতে পরস্পর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ২২

এই সব সৈন্যগণ প্রচণ্ড বলশালী ও শৌর্য্যশালী বীর ছিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের উপর উপবিষ্ট এই উভয় পক্ষের বীরগণ উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সেই মহাসমর ত্যাগ করিয়া যাইল না। ২৩

দেব ও দানব-জাতির এই যুদ্ধ মর্য্যাদাহীন ও রোমাঞ্চকারী ছিল। এই যুদ্ধস্থলে অধিক রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় চারিদিক্ কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। ২৪

এই মহাসমরে ভয়ঙ্করী গ্রাহে পীড়িত হইয়া দেবসৈন্যগণ না দিক্‌সমূহ জানিতে পারিতেছিলেন এবং দানবগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহের গতিও না বুঝিতে পারিতেছিলেন। ২৫

ইঁহাদের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া যাইল। ইঁহারা হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করত ব্যাকুল হইয়া নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা তখন এরূপ বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপক্ষ ও পরপক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুই জ্ঞান ছিল না। ২৬

কোন শূরবীর যুদ্ধস্থলে অন্য বীর যোদ্ধার কেশগুচ্ছ ধারণ করত তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। সেই যোদ্ধার মুখ তখন দন্তসমূহের দ্বারা ওষ্ঠ দংশিত ছিল। ২৭

অস্ত্রধারী বীরগণ রণাঙ্গনে পরস্পরকে বাহুর দ্বারা ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বজ্রতুল্য মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। ২৮

এই বর্ত্তমান মহাভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ উভয়পক্ষের যোদ্ধাগণের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। এই মহাভয়ানক যুদ্ধ যোদ্ধাগণের প্রাণ হরণকারী ছিল এবং তাঁহাদের পক্ষে ধর্ষণার উন্মুক্ত ছিল। এই মহাযুদ্ধে অশ্ব অশ্বকে (অশ্বারোহী অশ্বারোহীকে), হস্তী হস্তীকে (হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীকে) এবং পদাতি বীর পদাতি বীর যোদ্ধাকে আক্রমণ করিল। ইঁহারা সকলে পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মর্য্যাদাহীনভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ২৯-৩০

বল-পরাক্রমশালী মহারথী দেবতা অসুরগণ পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন এবং সমরাগ্নিতে প্রাণকে আহুতি দিতে লাগিলেন। ৩১

যাহাদের রথ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ও ধনু ছিন্ন হইয়াছিল, সেই কবচ-রহিত দানবগণ উন্মুক্তকেশে সেখানে দেবতাদিগের সহিত কেবল হস্ত ও পদের দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩২

এই সময় হরি (দেববিশেষ, বিষ্ণু নন) যুদ্ধস্থলে অসিলোমার উপর এক তীক্ষ্ণধার ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। এই ভল্ল

পুনশ্চাপি পৃষৎকানাং শতানি নতপর্ব্বণাম্
প্রাবিশৎ সহসা তস্য দানবেন্দ্রস্য সংযুগে ॥ ৩৪
তস্য দেহে বিমুক্তাস্তে মারুতেন সমীরিতাঃ
মগ্নার্দ্ধকায়া বিবিশুঃ পন্নগা ইব পর্ব্বতে ॥ ৩৫
স তৈর্নিপতিতৈর্গাত্রৈঃ ক্ষরদ্ভিরসৃগাবলীঃ ।
বভৌ দৈত্যো মহাবাণৈর্ব্বেরুর্দ্ধাতূনিবোৎসৃজন্
পুনশ্চাপি পৃষৎকানাং শতানি নতপর্ব্বণাম্ ॥ ৩৬
ততোঽসিলোমা সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্যান্যন্মহাধনুঃ ।
রুক্মপুঙ্খাংশ্চ নিশিতান্ প্রেষয়ামাস সায়কান্ ॥ ৩৭
তৈস্তু মর্ম্মসু বিব্যাধ সর্পানলবিষোপমৈঃ ।
গাত্রং সংছাদয়ামাস মহাভ্রৈরিব পর্ব্বতম্ ॥ ৩৮
ভূয়ঃ সন্ধায় চ শরং সুমোচাত্মকসন্নিভম্ ।
সুপুঙ্খং সূর্য্যসঙ্কাশং বাণমপ্রতিমং রণে ॥ ৩৯
তেন বাণপ্রহারেণ সংযুগে ভীমকর্ম্মণা
মুমোহ সহসা দেবো ভূমৌ চাপি পপাত হ ॥ ৪০
ততো হাহাকৃতাঃ সর্ব্বে দেবে ভূতলমাশ্রিতে
জগৎ সদেবমাবিগ্নং যথার্কপতনং তথা ॥ ৪১
পরিবারং তু সমরে তস্য হত্বা মহাসুরঃ
একত্রিংশৎসহস্রাণি যোধানাং দানবোত্তমঃ ॥ ৪২
জয়শ্রিয়া সেব্যমানো দীপ্যমান ইবাচলঃ
প্রগৃহ্য কার্ম্মুকং ঘোরং গতঃ শক্ররথং প্রতি ॥ ৪৩
তস্মিন্নেব তু মহাযুদ্ধে দৈত্যৈস্তাবশ্বিনাবুভৌ ।
প্রবৃত্তৌ সহ বৃত্রেণ বলিনা দেবতারিণা ॥ ৪৪
বাণখড়্গধনুষ্পাণিঃ সমরে ত্যক্তজীবিতঃ ।
আসাদ্য সোঽশ্বিনৌ দৈত্যঃ স্থিতো গিরিরিবাচলঃ ॥ ৪৫
ততঃ শঙ্খমুপাধ্মায় বিষক্তং লোমহর্ষণম্ ।
জ্যাঘোষতলশব্দৈশ্চ সর্ব্বভূতান্যবেপয়ৎ ॥ ৪৬

---

অসিলোমার ধনুর কোটিদেশ ছেদন করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল। ৩৩

তারপর তিনি পুনরায় রণাঙ্গনে সেই দানবরাজ অসিলোমাকে লক্ষ্য করিয়া সহসা আনতপর্ব্বযুক্ত একশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৩৪

তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই দানবের দেহে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ কোনও পর্বতে সর্পগণ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই সব বাণের অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল। ৩৫

এই সব বাণের আঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় এই মহাবাহু দৈত্য যেরূপ ধাতুধারা প্রবাহিতকারী মেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদনন্তর পুনরায় তাহার উপর আনতপর্ব্বযুক্ত শত বাণ আসিয়া পতিত হইল। ৩৬

তখন অসিলোমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং অন্য এক বিশাল ধনু লইয়া হরিদেবের উপর স্বর্ণপঙ্খযুক্ত তীক্ষ্ণধার বহু বাণ নিক্ষেপ করিল। ৩৭

এই সব বাণ সর্প, অগ্নি ও বিষের সমান প্রাণনাশক ছিল। ইহাদের দ্বারা অসিলোমা হরির মর্ম্মস্থানসমূহকে আঘাত করিল এবং মহামেঘমণ্ডল যেরূপ পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ নিজের বাণসমূহে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ৩৮

ইহার পর অসিলোমা পুনরায় রণাঙ্গনে সুন্দর পঙ্খযুক্ত, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, অনুপম ও কালসর্প তুল্য এক বাণ সন্ধান করত হরির উপর নিক্ষেপ করিল। ৩৯

ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী এই দানবের এই বাণপ্রহারে যুদ্ধস্থলে হরিদেব সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ভূতলে পতিত হইলেন। ৪০

হরিদেব ভূতলশায়ী হইলে পর সমস্ত দেবসৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। দেবগণসহ সম্পূর্ণ জগৎ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন সাক্ষাৎ সূর্য্যদেব আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছেন। ৪১

হরিদেবকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া যে সব দেবসৈন্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে বধ করিয়া দানবরাজ অসিলোমা সমরাঙ্গণে দেবপক্ষের একত্রিশ হাজার যোদ্ধাকে সংহার করিল। ৪২

বিজয়শ্রীতে সেবিত হইয়া দীপ্তিমান্ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান অসিলোমা ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করত ইন্দ্রের রথের দিকে চলিয়া যাইল। ৪৩

এইরূপে সেই মহাযুদ্ধে দৈত্যগণ দুই অশ্বিনীকুমার বলবান্ দেবদ্রোহী বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন। ৪৪

বৃত্রাসুরের হস্তে বাণ, খড়্গ ও ধনু ছিল। সে জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া সমরাঙ্গণে আসিয়াছিল। এই দৈত্য দুই অশ্বিনীকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ৪৫

তাহারপর সকলের রোমাঞ্চকর শঙ্খ বাদ্য করিয়া বৃত্রাসুর নিজের ধনুর গুণের টঙ্কার ধ্বনিতে সমস্ত প্রাণিগণকে কম্পিত করিয়া দিল। ৪৬

ততঃ সংহৃষ্টরোমাণঃ শঙ্খশব্দং বিশুশ্রুবুঃ
যক্ষরাক্ষসদেবৌঘা বৃত্রস্যাপি চ নিঃস্বনম্ ॥ ৪৭
গদাতোমরনিস্ত্রিংশশূলশক্তিপরশ্বধাঃ
প্রগৃহীতা বারাজন্ত যক্ষরাক্ষসবাহুভিঃ ॥ ৪৮
তৈঃ প্রযুক্তান্মহাকায়ৈঃ শূলশক্তিপরশ্বধান্ ।
ভল্লৈর্বৃত্রঃ প্রচিচ্ছেদ ভীমবেগশরৈস্তথা ॥ ৪৯
অন্তরিক্ষচরাণাঞ্চ ভূমিষ্ঠানাঞ্চ গর্জ্জতাম্ ।
শরৈর্বিব্যাধ গাত্রাণি দেবানাং ত্রিদশশিনাম্ ॥ ৫০
বৃত্রাসুরভুজোৎসৃষ্টৈর্বিশিখৈ যক্ষ-রক্ষসাম্
নিকৃত্তান্যেব দৃশ্যন্তে শরীরাণি শিরাংসি চ ॥ ৫১
অথ রক্তমহাবৃষ্টিরভ্যবর্ষত মেদিনীম্ ।
গদাপরিঘভিন্নানাং দেবানাং গাত্রসম্ভবা ॥ ৫২
প্রচ্ছাদয়ন্তং বাণৌঘৈর্বৃত্রং ভীমপরাক্রমম্ ।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি ভানুমন্তমিবাংশুভিঃ ॥ ৫৩

সেই সময় যক্ষ, রাক্ষস ও দেবসমূদায় রোমাঞ্চিত শরীরে শঙ্খধ্বনি এবং বৃত্রাসুরের গর্জন শ্রবণ করিলেন। ৪৭

এই সময়ে যক্ষ ও রাক্ষসগণের হস্তসমূহে ধৃত হইয়া গদা, তোমর, খড়্গ, শূল, শক্তি ও পরশ্বধ (কুড়ুল) শোভা পাইতে লাগিল। ৪৮

এই সব বিশালদেহ যক্ষাদির দ্বারা নিক্ষিপ্ত শূল, শক্তি ও পরশ্বধসমূহকে বৃত্রাসুর ভয়ঙ্কর বেগ ও শব্দযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা ছেদন করিয়া দিল। ৪৯

অন্তরিক্ষে বিচরণকারী এবং ভূতলে অবস্থান করত গর্জন-কারী ত্রিদর্পী দেবগণের শরীরে বাণসমূহের দ্বারা বৃত্রাসুর বিদ্ধ করিল। ৫০

বৃত্রাসুরের বাহুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই সব অস্ত্রসমূহে রাক্ষস ও যক্ষগণের শরীর ও মস্তক বহুবার ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখা যাইল। ৫১

তদনন্তর পৃথিবীতে রক্তের প্রবল বর্ষণ হইতে লাগিল। গদা ও পরিঘের আঘাতে দেবগণের শরীর হইতে এই রক্তবর্ষণ হইতেছিল। ৫২

নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে যুধ্যত ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বৃত্রাসুরকে সমস্ত প্রাণিগণ নিজের কিরণজালে সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃতকারী সূর্য্যদেবের ন্যায় দেখিতে লাগিল। ৫৩

তীক্ষ্ণরশ্মিরিবাদিত্যঃ প্রতপন্ সর্ব্বদেবতাঃ ।
অবিধ্যদ্ বলবান্ ক্রুদ্ধঃ সায়কৈর্মর্মভেদিভিঃ ॥ ৫৪
নদন্তো বিবিধান্নাদানর্দ্দিতস্যাপি সায়কৈঃ
ন মোহমসুরেন্দ্রস্য দদৃশুস্ত্রিদশা রণে ॥ ৫৫
তেঽসিচর্ম্মগদাভিশ্চ পরিঘপ্রাসতোমরৈঃ ।
পরশ্বধৈশ্চ শূলৈশ্চ প্রববর্ষুর্মহারথাঃ ॥ ৫৬
ততো বৃত্রঃ সুসংক্রুদ্ধস্তৈস্তদাভার্দ্দিতো বলী ।
অভ্যবর্ষচ্ছিতৈর্বাণৈস্তান্ সর্ব্বান্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৫৭
তেন বিত্রাসিতা দেবা বিপ্রকীর্ণমহায়ুধাঃ
ঘোরমার্ত্তস্বরং চক্রুর্বৃত্রাসুরভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৫৮
উৎসৃজ্য তে গদাশক্তিশূলর্ষ্টিপরিঘাশনীন্ ।
উত্তরাং দিশমাজগ্মুস্ত্রাসিতা বৃত্রবহ্নিনা ॥ ৫৯
শূলশক্তিগদাপাণির্বৃত্রোঽসৌ মহাভুজঃ
প্রাবর্ত্তত রণে বৃত্রস্ত্রাসয়ানশ্চরাচরান্ ॥ ৬০

প্রচণ্ড কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যদেবের ন্যায় সমস্ত দেবতাদিগকে তাপিত করিতে করিতে সেই বলবান্ দৈত্য বৃত্র কুপিত হইয়া মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা শত্রুযোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিল। ৫৪

দেবতাদিগের বাণসমূহে পীড়িত হইতে থাকিলেও বৃত্রাসুর নানাপ্রকার সিংহনাদ করিতে লাগিল। রণাঙ্গনে দেবগণ অসুররাজ বৃত্রকে কখনও মোহগ্রস্ত হইতে দেখিলেন না। ৫৫

সেই মহারথী দেবগণ তাহার উপর ঢাল, তরবারি, গদা, পরিঘ, প্রাস, তোমর, পরশ্বধ ও শূলসমূহ বর্ষণ করিয়া যাইলেন। ৫৬

তাহার পর এইভাবে পীড়িত হইতে থাকিলেও সেই সমস্ত বলবান্ ও সত্যপরাক্রমী বৃত্রাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন বৃত্রাসুর তাঁহাদের সকলের উপর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ৫৭

ইহার দ্বারা আতঙ্কিত হইয়া দেবগণের মহাস্ত্রসমূহ হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল। বৃত্রাসুরের ভয়ে পীড়িত হইয়া সেই দেবগণ ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ৫৮

দুষ্ট বসুধারণকারী এই বৃত্রাসুরের দ্বারা সন্ত্রাসিত হইয়া সেই দেবগণ গদা, শক্তি, শূল, পরিঘ ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহ ত্যাগ করত উত্তর দিকে চলিয়া আসিলেন। ৫৯

বিশাল বক্ষশোভিত মহাবাহু বৃত্রাসুর শূল, শক্তি ও গদা হস্তে লইয়া চরাচর প্রাণীদিগকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে যুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল। ৬০

ততস্ত্রেকস্তু মহাবাহুরসিশূলধরঃ প্রভুঃ
অভ্যধাবত দৈত্যোগ্রং বৃত্রমপ্রতিমং রণে ॥ ৬১

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য নিভিন্নমিব বারণম্ ।
বৎসদন্তৈস্ত্রিভিঃ পার্শ্বে বিব্যাধ সুরসত্তমম্ ॥ ৬২

সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ শরৈরমিতবিক্রমঃ ।
গদাং জগ্রাহ বলবান্ গদাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৬৩

তাং প্রগৃহ্য মহাভীমামশ্মসারময়ীং দৃঢ়াম্ ।
অশ্বিনং সহসাগম্য তাড়য়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৬৪

দীপ্যমানঃ ততঃ শূলমশ্বী সুবিপুলং দৃঢ়ম্ ।
প্রাস্কন্দ্ বৃত্রদৈত্যায় সহসা রোমহর্ষণম্ ॥ ৬৫

ভঙ্ক্ত্বা শূলং গদাগ্রেণ গদাযুদ্ধবিশারদঃ ।
অশ্বিনং সহসাভ্যর্চ্ছৎ গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥ ৬৬

সোঽন্তরিক্ষাৎ সমুৎপত্য বিধূয় মহতীং গদাম্ ।
নাসত্যোপরি চিক্ষেপ গিরিশৃঙ্গোপমাং বলী ॥৬৭

গদয়াভিহতঃ সোঽশ্বী ত্যক্ত্বা শূলমনুত্তমম্ ।
প্রযাতঃ সহসা তত্র যত্র যুধ্যতি বাসবঃ ॥ ৬৮

পরাজিত্য তু সংগ্রামে অশ্বিনং ভীমবিক্রমম্ ।
জয়শ্রিয়া সেব্যমানো বৃত্রো যুদ্ধে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বৃত্রাসুরোৎকর্ষবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

তখন ঐ অশ্বিনীকুমারের মধ্যে একজন সামর্থ্যশালী মহাবাহু নাসত্য তরবারি ও ত্রিশূল লইয়া রণক্ষেত্রে অনুপম বীরত্ব প্রকাশকারী দৈত্যরাজ বৃত্রাসুরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬১

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় সুরশ্রেষ্ঠ নাসত্যকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া বৃত্রাসুর তাঁহার পার্শ্বভাগে তিনটি বৎসদন্ত নামক বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল ॥ ৬২

তখন নাসত্যও বৃত্রাসুরকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া অমিত পরাক্রমশালী, মহাধনুর্দ্ধর, গদাযুদ্ধবিশারদ ও বলবান্ বৃত্রাসুর হস্তে গদা গ্রহণ করিল ॥ ৬৩

লৌহের সারাংশের দ্বারা নির্ম্মিত, সুদৃঢ় ও ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করত সেই পরাক্রমশালী দৈত্য অশ্বিনীকুমার নাসত্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে গদার প্রহার করিল ॥ ৬৪

তখন অশ্বী (নাসত্য) অত্যন্ত বিশাল, সুদৃঢ়, দীপ্তিমান্ ও রোমহর্ষকারী শূল লইয়া সহসা বৃত্রাসুরের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৫

গদাযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ বৃত্রাসুর গদার অগ্রভাগের দ্বারা সেই শূলকে ভগ্ন করত সহসা অশ্বিনীকুমারের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল; ইহাতে মনে হইল যেন গরুড় সর্পের নিকটে আসিয়াছেন ॥ ৬৬

সেই বলবান্ বীর অন্তরিক্ষ হইতে উড়িয়া আসিয়া পর্ব্বত-শিখরতুল্য বিশাল গদাকে ঘুরাইয়া নাসত্যের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৬৭

সেই গদার আঘাতে আহত হইয়া অশ্বী (নাসত্য) নিজের অনুত্তম শূল ত্যাগ করত সেখানে চলিয়া যাইলেন, যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৬৮

ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী অশ্বীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয়-লক্ষ্মীতে সেবিত বৃত্রাসুর সেই সমরাঙ্গনে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৬৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবাসুরযুদ্ধে বৃত্রাসুরের উৎকর্ষ বর্ণনবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ বলাজেরেকচক্রস্য চ, মৃগব্যাধস্য বলাসুরস্য চ, অজৈকপাদস্য রাহোশ্চ তথা সূর্য্যাক্ষস্য কেশিদৈত্যস্য চ যুদ্ধবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত্রৈব তু মহাযুদ্ধে বলাজির্দেবসত্তমঃ
যুধাতে সহ দৈত্যেন একচক্রেণ ধীমতা ॥ ১

প্রচ্ছাদ্য রথপন্থানমুৎক্রোশংশ্চ মহাবলঃ
একচক্রস্য সৈন্যং তচ্ছরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ২

মহাসুরা মহাবীর্য্যা মহাপট্টিশযোধিনঃ ।
শূলানি চ ভূশুণ্ডীশ্চ ক্ষিপন্তি স্ম মহারণে ॥ ৩

তচ্ছূলবর্ষং সুমহদ্গদাশক্তিসমাকুলম্ ।
অবিশদ্দিতিজৈর্মুক্তং দুর্নিবার্য্যং চরাচরৈঃ ॥ ৪

অন্যোন্যমভিবর্ত্তন্তে দেবাসুরগণা যুধি ।
মহাদ্রিশিখরাকারা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ৫

তুরঙ্গমাণাং তু শতং যুক্তং তস্য মহারথে
মহাসুরবরস্যেব হিরণ্যকশিপোর্যু ধি ॥ ৬

তেষাং চরণপাতেন চক্রনেমিস্বনেন চ ।
তস্য বাণনিপাতৈশ্চ হতা বৈ শতশঃ সুরাঃ ॥ ৭

ততঃ স লঘুভিশ্চিত্রৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ
সায়ুধানচ্ছিনৎ ক্রুদ্ধঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮

বধ্যমানাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈ রণস্থিরদবাজিনঃ ।
গমিতাঃ প্রক্ষয়ং কেচিত্রিদশৈর্দানবা রণে ॥ ৯

ততঃ প্রক্ষীয়মাণাংস্তানুপপ্রেক্ষ্য দিতেঃ সুতাঃ ।
ত্যক্ত্বা বাণান্যবর্ত্তন্ত প্রগৃহীতবরায়ুধাঃ ॥ ১০

তে দিশো বিদিশশ্চৈব প্রতিমুক্ষপ্রহারিণঃ
অভ্যাহন্নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্দেবান্ দিতিসুতা রণে ॥ ১১

বলাজির্জ্বলিতং ঘোরং পরমং তিগ্মতেজসম্
মুমোচাস্ত্রং মহাবাহুর্মথনং নাম সংযুগে ॥ ১২

## অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ বলাজি ও একচক্রের, মৃগব্যাধ ও বলাসুরের, অজৈকপাদ ও রাহুর এবং সূর্য্যাক্ষ ও কেশী দৈত্যের যুদ্ধবর্ণন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! সেই মহাযুদ্ধেই দেবশ্রেষ্ঠ বলাজিনামক সাধ্যদেব বুদ্ধিমান্ দৈত্য একচক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১

মহাবল বলাজি রথের পথকে আচ্ছাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে একচক্রের সৈন্যবাহিনীকে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিলেন । ২

মহাপরাক্রমশালী ও মহাপট্টিশসমূহের দ্বারা যুদ্ধকারী সেই মহাসুরগণ সেই মহারণে শূল এবং ভূশুণ্ডিসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৩

দৈত্যগণের দ্বারা কৃত গদা ও শক্তিসমূহের সহিত শূলসকলের বিপুল বর্ষণ দেবসেনামধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল ; ইহা চরাচর প্রাণিবর্গের পক্ষে নিবারণ করা কঠিন ছিল । ৪

এই যুদ্ধস্থলে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পরের সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলেন । ইঁহাদের আকার পর্ব্বতশিখরতুল্য বিশাল ছিল এবং ইঁহারা সকলেই অতিশয় বলবান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন । ৫

মহাসুরশ্রেষ্ঠ একচক্র যুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর সমান ছিল । ইহার বিশাল রথে শত অশ্ব যোজিত ছিল । ৬

সেই অশ্বের চরণপাতের আঘাতে, রথের চক্র ও নেমির শব্দে এবং একচক্রের বাণসমূহের নিপাতে শত শত দেবতা ( দেবসৈন্য ) নিহত হইলেন । ৭

অতঃপর বলাজিও ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত ও শীঘ্রগামী বিচিত্র বাণসমূহের দ্বারা অস্ত্রসকল সহ শত শত এবং সহস্র সহস্র দৈত্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন । ৮

দেবগণ নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে করিতে রথ, হস্তী ও অশ্বসকল সহ কত দানবদিগকে রণাঙ্গনে সংহার করিলেন । ৯

সেই দানবগণের এইরূপ বিনাশ হইতে দেখিয়া দিতিপুত্রগণ হস্তে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করত প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সেখানে ফিরিয়া আসিল । ১০

যুদ্ধে শত্রুদিগের সম্মুখে থাকিয়া শত্রুসেনার উপর প্রহারকারী এই দৈত্যগণ রণাঙ্গনে নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিক্ ও বিদিক্সমূহে অবস্থিত দেবতাদিগকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল । ১১

ইহা দেখিয়া মহাবাহু বলাজি প্রচণ্ড তেজস্বী ও অত্যন্ত ঘোর মথননামক প্রজ্বলিত অস্ত্রকে সেই যুদ্ধস্থলে প্রয়োগ করিলেন । ১২

ততঃ শস্ত্রাণি শূলানি নির্গতানি সহস্রশঃ
অতিবীর্যেণ মহতা দিতিজঃ সম্প্রচিচ্ছিদে ॥ ১৩

ছিত্ত্বা শূলেন তান্ সর্বানেকচক্রো মহাসুরঃ ।
অভ্যবিধ্যত তং সাধ্যং দশভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪

অস্ত্রবেগং নিহত্যৈব সোঽপ্যস্ত্রৈস্তস্যানুসৈনিকান্ ।
জ্বলিতৈরগ্রপর্ণৈঃ শীঘ্রৈস্তর্পনবিব্যাধ সহস্রশঃ ॥ ১৫

তেষাং ছিন্নানি গাত্রাণি বিসস্রুস্তু স্ম শোণিতম্
প্রাবৃষীবাম্বুবৃষ্টীনি শৃঙ্গাণি ধরণীভৃতাম্ ॥ ১৬

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈর্নিশিতস্থিরজিহ্মগৈঃ ।
নিপীড্যমানাস্তে বিত্রেসুঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১৭

একচক্রো রথে তিষ্ঠন্নপশ্যদ্ গজযূথপান্
বরাভরণনির্ঘোষান্ সমুচ্ছ্বসননিঃস্বনান্ ॥ ১৮

মত্তান্ সুবিহিতান্ দৃপ্তান্ মহামাত্রৈরধিষ্ঠিতান্ ।
কুলীনান্ বীর্যসম্পন্নান্ প্রতিদ্বিরদঘাতিনঃ ॥ ১৯

শিক্ষিতান্ গজশিক্ষায়ামৈরাবতসমান্ যুধি ।
জঘান সুরসৈন্যস্থ গজান্ গজ ইবাসুরঃ ॥ ২০

বিক্ষরন্তো মদাসারান্ ভীমবেগাস্ত্রিধা মদম্ ।
মেঘস্তনিতনির্ঘোষান্ মহাদ্রীনিব রোষিতান্ ॥ ২১

সহস্রসম্মিতান্ দিব্যান্ জাম্বূনদপরিষ্কৃতান্
স্বর্ণজালৈর্বিততাংস্তরুণাদিত্যবর্চসঃ

একচক্রো গদাপাণির্বলবান্ গদিনাং বরঃ
উন্মাথয়ামাস গজান্ মহাভ্রাণীব মারুতঃ ॥ ২৩

নিহত্য গদয়া সর্বাংস্তান্ গজান্ গজমর্দনঃ ।
ভূয়োঽশ্বসঙ্ঘান্ স বলী নিরৈক্ষত মহাসুরঃ ॥ ২৪

শুকবর্ণান্ মৃগবর্ণান্ ময়ূরসদৃশাংস্তথা ।
পারাবতসবর্ণাংশ্চ হংসবর্ণাংস্তথৈব চ ॥ ২৫

তদনন্তর তাহা হইতে নির্গত সহস্র সহস্র শূলাদি অস্ত্রসকলকে দৈত্য একচক্র নিজের উত্তম অস্ত্রবলে ছেদন করিয়া দিল। ১৩

এই মহাসুর একচক্র শূলের দ্বারা সেই সব অস্ত্রকে ছেদন করত সাধ্যদেব রথাজিকে দশটি তীক্ষ্ণধার বাণে বিদ্ধ করিল। ১৪

সেই দৈত্য একচক্র নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা সাধ্যদেব রথাজির অস্ত্রবেগকে এইভাবে নিবারণ করিয়া তাঁহার অনুগামী সহস্র সহস্র সৈন্যকে অতি শীঘ্রগামী প্রজ্বলিত অস্ত্রসকলের দ্বারা বিদ্ধ করিল। ১৫

সেই সব সৈন্যের ছিন্ন অঙ্গসমূহ বর্ষাকালে জলবর্ষণকারী পর্বতসকলের শিখরসমূহের ন্যায় রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিল। ১৬

যাহাদের স্পর্শ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দুঃসহ ছিল, সেই সরলগামী বাণসমূহের প্রভাবে দৈত্যদিগের দ্বারা পীড়িত হইতে হইতে সেই শ্রেষ্ঠ দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। ১৭

একচক্র রথে উপবিষ্ট থাকিয়া দেখিল যে, দেবতাদের গজ-যূথপতিগণ আসিতেছে, তাহাদের শরীরের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার-সমূহের বহুবিধ ধ্বনি শুনা যাইতেছে। ইহাদের গর্জন সমুদ্রের গর্জন-সদৃশ ছিল। এই সব মদমত্ত ও বলাভিমানী গজরাজগণ উত্তমরূপে সজ্জিত ছিল এবং ইহাদের উপর মাহুত উপবিষ্ট ছিল। ইহারা উত্তম কুলে উৎপন্ন, বল-পরাক্রমশালী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তিগণকে বধ করিতে সমর্থ ছিল। ইহারা গজ-শিক্ষায় উত্তমরূপে শিক্ষিত এবং যুদ্ধে ঐরাবত-সদৃশ পরাক্রমী ছিল। কিন্তু একচক্র অসুরের ন্যায় দেবসেনার এই হস্তিগণকে বধ করিল। ১৮-২০

এই সব বিশালকায় হাতী কণ্ঠ, গণ্ড ও কুম্ভস্থল—এই তিন স্থান হইতে মদধারা প্রবাহিত করিতেছিল এবং ইহাদের বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। ইহারা মেঘের গর্জনের ন্যায় গর্জন করিতেছিল ও উচ্চ বিশাল পর্বতসকলের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। ২১

এই সব দিব্য হস্তীর সংখ্যা ছিল এক হাজার। ইহারা সকলে সুবর্ণের অলঙ্কারসমূহে বিভূষিত ছিল এবং ইহাদের উপর স্বর্ণের জালযুক্ত বস্ত্র ঝুলিতেছিল। ইহাদিগকে প্রাতঃকালের সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ দেখাইতেছিল। ২২

হস্তে গদা লইয়া গদাধারী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ একচক্র সেই সব গজরাজগণকে সেইভাবে সংহার করিল, যেরূপ প্রবল বায়ু মহামেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করত উড়াইয়া লইয়া যায়। ২৩

গজমর্দনকারী সেই বলবান্ মহাসুর একচক্র নিজের গদার দ্বারা সেই সব গজকে বধ করিয়া পুনরায় অশ্বদের উপর দৃষ্টিপাত করিল। ২৪

সেই অশ্বগণের মধ্যে কিছু অশ্বের বর্ণ শুকপক্ষীর ন্যায় ছিল, কিছু অশ্বের বর্ণ মৃগের সদৃশ ছিল, কিছু অশ্বের বর্ণ ময়ূর পক্ষীর সমান ছিল, কিছু অশ্বের বর্ণ পায়রার তুল্য ছিল এবং বহু অশ্বের বর্ণ হংসের ন্যায় ছিল। ২৫

মল্লিকাক্ষান্ বিরূপাক্ষান্ ক্রৌঞ্চবর্ণান্মনোজবান্ ।
অশ্বসৈন্যং মহাবাহুস্তব প্রতিমপৌরুষঃ ।
নিসূদয়ামাস বলী গদয়া ভীমবিক্রমঃ ॥ ২৬
রথাক্রির্বাস্তু সমরে সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা সুরদ্বিপঃ
অচিন্ত্যবিক্রমঃ শ্রীমান্ স যুদ্ধাদ্ বিররাম হ ॥ ২৭
গদাযুদ্ধেষু কুশলো রথেন রথযূথপঃ ।
নষ্টসৈন্যো মহাবাহুঃ প্রস্থিতঃ শত্রুসন্নিধৌ ॥ ২৮
ত্রিংশচ্ছতসহস্রাণি রথানাং বিনিহত্য সঃ
রণেঽতিষ্ঠত সৈন্যাগ্রে বিধূম ইব পাবকঃ ॥২৯
তস্মিন্নেব তু সংগ্রামে বলপুত্রো মহাসুরঃ ।
মৃগব্যাধং মহাত্মানং ঘোররূপমজিতং রণে ॥ ৩০
মৃগব্যাধস্তু রুদ্রস্য মহাপারিষদাস্তথা ।
সমুৎপেতুর্বলং দৃষ্ট্বা হতাগ্নিসমতেজসঃ ॥ ৩১

সহ অশ্বের চক্ষু মল্লিকার তুল্য ছিল, তাহাদের চক্ষু আবার বিরূপ ছিল। কিন্তু অশ্বের বর্ণ ক্রৌঞ্চ পক্ষীর সদৃশ ছিল। ইহারা সকলেই মনের ন্যায় বেগশালী ছিল। অতুলনপৌরুষশালী ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমযুক্ত বলবান্ মহাবাহু একচক্র সেই সব অশ্বসৈন্যদিগকে নিজের গদার আঘাতে নষ্ট করিয়া দিল। ২৬

অচিন্ত্য পরাক্রমশালী শ্রীমান রথাদি সেই সমরাঙ্গনে সমস্ত দেবদ্রোহীদিগকে উপস্থিত দেখিয়া তাহাদের সকলকে ত্যাগ করত যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। ২৭

যাঁহার সমস্ত সৈন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই গদাযুদ্ধে নিপুণ, রথযূথপতি ও মহাবাহু রথাদি রথে করিয়া উহাদের নিকটে চলিয়া যাইলেন। ২৮

দৈত্যরাজ একচক্র সেখানে ত্রিশ লক্ষ রথসৈন্য নিহত করিয়া রণভূমিতে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। ২৯

সেই যুদ্ধে বলপুত্র মহাসুর বল অপরাজিত মহাত্মা মৃগব্যাধনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩০

মৃগব্যাধনামক রুদ্রদেবের মহাপার্ষদগণ যুদ্ধাহুতি পাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা বলাসুরকে দেখিয়াই সে স্থানে লক্ষ প্রদান পূর্ব্বক উড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩১

কিছু পার্ষদ মত্তহস্তি ভক্তিগণের ন্যায়, কিছু পার্ষদ দিব্য রূপসমূহের ন্যায় এবং কিছু পার্ষদ মহাবেগশালী অশ্বগণের

গজৈরশ্বৈস্তু রথৈর্দিব্যৈর্বাজিভিশ্চ মহাজবৈঃ ।
অত্রোক্ত নিশিতৈর্বাণৈঃ শরৈশ্চানলসন্নিভৈঃ ॥ ৩২
দদৃশুস্তে ততো বীরা দীপ্যমানং মহাসুরম্ ।
রশ্মিবন্তমিবোদ্যন্তং সূর্যং তেজোরশ্মিমালিনম্ ॥ ৩৩
সংগ্রামস্থং মহাবেগং মহাসত্ত্বং মহাবলম্ ।
মহামতিং মহোৎসাহং মহাকায়ং মহারথম্ ॥ ৩৪
সমীক্ষ্য তং মহাযোধং দিক্ষু সর্বাস্ববস্থিতম্ ।
ততঃ প্রমথৈর্নানাবিধৈরস্ত্রৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
তস্য মর্মাণ্যসাদ্যৈষ্যঃ শরাঃ শীতমুখাঃ শিতাঃ ।
শিরস্ত্রিপ্রতীকাশে মৃগব্যাধেন পাতিতাঃ ॥ ৩৬
তৈস্তু সপ্তভিরাবিষ্টাঃ শরৈঃ শিরসি চার্পিতৈঃ ।
উৎপপাত তদা ব্যোম্নি সিংহো দশ বিনাদয়ন্ ॥ ৩৭
ততস্তু ত্রিদশো বীরঃ সশরঃ সজ্যকার্মুকঃ ।

ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা সকলেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী, তীক্ষ্ণঅস্ত্র ও বাণসমূহে সম্পন্ন ছিলেন। ৩২

তাহার পর এই সব বীরগণ সেই মহাসুর বলকে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়ী কিরণমালায় অলঙ্কৃত ও দেদীপ্যমান দেখিলেন। ৩৩

যুদ্ধস্থলে অবস্থিত সেই মহাবেগশালী, মহাসত্ত্বে পূর্ণ, মহাবলবান্, উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, অতিশয় উৎসাহশালী, বিশাল দেহধারী, মহারথী ও মহাযোদ্ধা বলাসুরকে সমস্ত দিক্‌সমূহে অবস্থিত দেখিয়া এই রুদ্রপার্ষদগণ চারিদিক নানাবিধ অস্ত্র লইয়া চারিদিক্ দিয়া তাহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৪-৩৫

মৃগব্যাধ ইহার সর্ব্বাঙ্গসদৃশ মস্তকের উপর সর্ব্বাঙ্গে লৌহনির্ম্মিত, নিশিত ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। এই সব বাণের মুখ (অগ্রভাগ) শীতবর্ণ ছিল অথবা এই সব বাণের মুখ (ধার) জল দিয়া ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ করা হইয়াছিল। ৩৬

মৃগব্যাধের সেই সাতটি বাণ বলের মস্তকে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সব বাণে আবিষ্ট হইয়া মহাসুর বল নিজের চীৎকারে দশ দিক্ নিনাদিত করিতে করিতে সেই সময় আকাশে উড়িয়া যাইল। ৩৭

তখন সেই দেববীর মহাবল মৃগব্যাধ রথ ও ধনুসহ অতিশয় দ্রুতগতিতে সেই সময় আকাশে এই দানবের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ৩৮

অনুবত্তাঙ্গ সংসৃষ্টঃ খে তদা স মহাবলঃ ॥ ৩৮
অসুরং ছাদয়ামাস তং ব্যোম্নি শরবৃষ্টিভিঃ ।
বৃষ্টিমানিব জীমূতো নিদাঘান্তে ধরাধরম্ ॥ ৩৯
অর্দ্দ্যমানস্ততস্তেন মৃগব্যাধেন দানবঃ
চকার নিনদং ঘোরমম্বরে জলদো যথা ॥ ৪০
স বৃক্ষং সহসোৎপত্য মৃগব্যাধরথং প্রতি
নিপপাত মহাবেগঃ পক্ষবাস্তৈগিরির্যথা ॥ ৪১
বভঞ্জ চ ততো দৈত্যো ভগ্নেষাকূবরং রথম্
মৃগব্যাধঃ পরিত্যজ্য স্থিতো ভূমৌ মহাবলঃ ॥ ৪২
বিরথং প্রেক্ষ্য রুদ্রং তু তস্য পারিষদাঃ শুভাঃ ।
উৎপিত্য ঘোররক্তাক্ষা ব্যোম্নি মুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৪৩
স তু তৈঃ সহসোত্থায় বেষ্টিতো বিমলেঽম্বরে ।
মুদ্গরৈরর্দ্দিতো ভীমৈর্বৃক্ষঃ পরশুভির্যথা ॥ ৪৪
তেষাং বেগবতাং বেগং নিহত্য স মহারথঃ ।
নিপপাত পুনর্ভূমৌ সুপর্ণসমবিক্রমঃ ॥ ৪৫
স শালবৃক্ষমুৎপাট্য মহাশাখং মহাবলঃ ।
সর্ব্বান্ পারিষদান্ সংখ্যে সূদয়ামাস দানবঃ ॥ ৪৬
স তৈর্বিক্ষতদেহস্তু রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ ।
শুশুভে দানবশ্রেষ্ঠো বালসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৪৭
অথোৎপাট্য গিরেঃ শৃঙ্গং সমৃগব্যালপাদপম্ ।
জঘান তান্ পারিষদান্ সমরে দানবেশ্বরঃ ॥ ৪৮
ততস্তেষু চ ভগ্নেষু মহাপারিষদেষু বৈ ।
বলঃ তরস্বী শেষস্তু নাশয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৪৯
অশ্বৈরশ্বান্ গজৈর্নাগান্ যোধান্ যোধৈ রথান্ রথৈঃ
দানবঃ সূদয়ামাস যুগান্তেঽন্তকবৎ প্রজাঃ ॥ ৫০
হতৈরশ্বৈশ্চ নাগৈশ্চ ভগ্নৈশ্চৈব মহারথৈঃ
ত্রিদশৈশ্চাভবদ্ ভূমৌ রুদ্ধমার্গা সমন্ততঃ ॥ ৫১

---

যেরূপ বর্ষাকালে জলবর্ষণের জন্য উদিত মেঘ নিজের জলধারায় পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ মৃগব্যাধ আকাশে নিজের বাণসমূহের বর্ষণে সেই অসুরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৯

মৃগব্যাধের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিয়া সেই দানব আকাশেই মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪০

তদনন্তর এই মহাবেগশালী দানব সহসা বহু দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়া মৃগব্যাধের রথের উপর পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় লাফাইয়া পড়িল ॥ ৪১

এরূপ করিয়া সেই দৈত্য রথের ঈষাদণ্ড ও কূবরকে ভাঙ্গিয়া দিল এবং রথকেও ভগ্ন করিল। তখন মহাবল মৃগব্যাধ সেই রথ ত্যাগ করত ভূতলে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

রুদ্র মৃগব্যাধকে রথহীন হইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার শুভকারী পার্ষদগণ হস্তে মুদ্গর গ্রহণ করত আকাশে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ইঁহাদের ভয়ঙ্কর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪৩

ইঁহারা সকলে সহসা উপরে উঠিয়া আকাশে বলাসুরকে পরিবেষ্টিত করিলেন এবং যেরূপ কুঠারের দ্বারা বৃক্ষকে ছেদন করা হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর মুদ্গরসমূহের দ্বারা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

কিন্তু এই মহারথী বল গরুড়ের সমান পরাক্রমশালী ছিল। সে এই বেগবান্ যোদ্ধাগণের বেগকে নষ্ট করিয়া দিয়া পুনরায় পৃথিবীতে লাফাইয়া পড়িল ॥ ৪৫

সেখানে বিশাল শাখাযুক্ত এক শাল বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া সেই মহাবল দানব যুদ্ধস্থলে সেই সব পার্ষদগণের উপর তাহার দ্বারা প্রহার করিল ॥ ৪৬

সেই পার্ষদগণ বলের দেহকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য রক্তধারায় পরিপ্লুত হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বল উদিত বালসূর্য্য (প্রাতঃকালে উদীয়মান সূর্য্য)-সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৭

তদনন্তর মৃগ, সর্প ও বৃক্ষসকলের সহিত এক পর্ব্বতশিখরকে উৎপাটিত করিয়া দানবরাজ বল সমরাঙ্গণে সেই পার্ষদগণের উপর আঘাত করিল ॥ ৪৮

তাহার পর সেই মহাপার্ষদগণের বৃহ ভগ্ন হইলে পর পরাক্রমশালী বলাসুর অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বিনাশ করিল ॥ ৪৯

যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্ত্তক যম সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করেন, সেইরূপ এই দানব অশ্বগণের দ্বারা অশ্বগণকে, হস্তিগণের দ্বারা হস্তিগণকে, পদাতি যোদ্ধাদিগের দ্বারা পদাতি যোদ্ধাদিগকে এবং রথসমূহের দ্বারা রথসকলকে নষ্ট করিয়া দিল ॥ ৫০

সেখানে নিহত অশ্ব ও হস্তিগণের দ্বারা, ভগ্ন অক্ষবিশিষ্ট বিশাল রথসমূহের দ্বারা এবং দেবতাদিগের দ্বারা সেখানের ভূমির মার্গ সর্ব্বদিকে অবরুদ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৫১

এবং বলঃ স দৈত্যেন্দ্রো যুগব্যাঘ্রশ্চ বীর্য্যবান্
যুধি প্রবৃদ্ধৌ বলিনৌ প্রভিন্নাবিব বারণৌ ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্রৈব যুধ্যতে রুদ্রো দ্বিতীয়ো রাহুণা সহ।
বিক্রান্তস্ত্রিষু লোকেষু ক্রোধাত্মা হ্যজ একপাৎ ॥ ৫৩
তদ্‌যথা সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
আসীৎ প্রতিভয়ং রৌদ্রং বীরাণাং জয়মিচ্ছতাম্ ॥ ৫৪
দেবদানবদেহেভ্যস্তত্রস্রা ফেনশাদ্বলা।
শরীরসঙ্ঘাতবহা প্রসৃতা লোহিতাপগা ॥ ৫৫
আজঘানাথ সংক্রুদ্ধো রুদ্রো রৌদ্রাকৃতিঃ প্রভুঃ।
রাহুং শতমুখং যুদ্ধে শক্রসৈন্যনিবারণম্ ॥ ৫৬
তস্য কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং রথং সাশ্বং সসারথিম্
জঘান সমরে শ্রীমান্ রুদ্রো দৈত্যস্য সায়কৈঃ ॥ ৫৭
তস্য পারিষদস্ত্বেকঃ শরশক্ত্যা মহাবলঃ।
বিভেদ সমরে হৃষ্টো দানবং তং স্তনান্তরে ॥ ৫৮
স ভিন্নগাত্রো রুদ্রেণ তথা পারিষদৈরপি।
রুদ্রস্য রথমায়ান্তং স রাহুর্দানবোত্তমঃ ॥ ৫৯
প্রমমাথ তলেনাশু সহসা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ
ভিন্নাগঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মেরুং সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥ ৬০
হতৈর্দানবমুখ্যৈস্তু রুদ্রেণামিততেজসা
রুদ্রপারিষদান্ সর্বান্ নিজঘান মহাসুরঃ ॥ ৬১
সৃজন্তং শরবর্ষাণি দানবং ঘোরদর্শনম্।
বিভেদ সমরে রুদ্রো বাণৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৬২
বর্ত্তমানে মহাঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
রুধিরৌঘা মহাবেগা নদ্যস্তত্র প্রসুস্রুবুঃ ॥ ৬৩
দানবং সমরে রুদ্রো নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
বিব্যাধ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মেরুং সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥ ৬৪
হতৈর্দানবমুখ্যৈশ্চ শক্তিশূলপরশ্বধৈঃ।
পতিতৈঃ পর্ব্বতাভৈশ্চ দানবৈঃ কামরূপিভিঃ ॥ ৬৫
বর্ত্তমানে মহাঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে
বিরেজুস্তে তদা দৈত্যাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৬৬
মহাভেরীমৃদঙ্গানাং পণবানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।

এইরূপ দৈত্যরাজ বল এবং পরাক্রমশালী যুগব্যাঘ উভয় বলবান্ বীরই মদধারাবাহী দুইটি হস্তীর ন্যায় যুদ্ধে অতিশয় প্রবীণ ছিলেন। ৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেখানে তিন লোকে বিখ্যাত ক্রোধাত্মা অজৈকপাৎ নামক দ্বিতীয় রুদ্র রাহুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৫৩

জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক বীরগণের এই মহাযুদ্ধ তুমুল, রোমাঞ্চকারী, ভয়ানক ও রৌদ্ররূপ ছিল। ৫৪

দেবতা ও দানবগণের দেহসমূহ হইতে প্রবাহিত রক্তের এক সুন্দর নদী সেখানে বহিয়া চলিল। এই নদী শরীরসমূহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। যোদ্ধাগণের ফেনারাশি এই নদীর ঘাস ও শেওলা ছিল। ৫৫

প্রভাবশালী রুদ্রদেবের আকৃতি অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। তিনি কুপিত হইয়া যুদ্ধে শত্রুসৈন্য নিবারণকারী শতমুখ রাহুর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ৫৬

ক্রুদ্ধ শ্রীমান রুদ্রদেব সমরাঙ্গনে নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই দৈত্যের সুবর্ণময় বিচিত্র অঙ্গশোভিত রথকে অশ্বগণ ও সারথিসহ নষ্ট করিয়া দিলেন। ৫৭

তাঁহার হৃষ্ট এক মহাবল পার্ষদ সমরে বাণশক্তির দ্বারা সেই দানবের বক্ষোবিদ্ধ করিলেন। ৫৮

রুদ্র এবং তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইলে পর দানবশ্রেষ্ঠ রাহু সহসা ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া উঠিল এবং রুদ্রদেবের রথকে আসিতে দেখিয়া সত্বর চপেটাঘাত প্রহার করিয়া সেই রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। সূর্য্য যেরূপ নিজের তীক্ষ্ণ কিরণসমূহে মেরুপর্ব্বতকে সন্তাপিত করেন, সেইরূপ এই দানব ক্ষতদেহ রুদ্রদেবকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিল। ৫৯-৬০

যখন অমিততেজস্বী রুদ্রদেবের দ্বারা মুখ্য মুখ্য দানবগণ নিহত হইল, তখন মহাসুর রাহু রুদ্রদেবের সমস্ত পার্ষদগণকে বধ করিতে লাগিল। ৬১

বাণবর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধরত সেই ঘোরদর্শন দানবকে রুদ্রদেব যুদ্ধস্থলে নতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। ৬২

সেই রোমাঞ্চকারী মহাঘোর সংগ্রাম চলিবার সময় সেখানে রক্তের প্রবাহযুক্তা ও মহাবেগবতী বহুনদীসকল প্রবাহিত হইল। ৬৩

রুদ্রদেব সমরাঙ্গণে কাল কজ্জলরাশিতুল্য কান্তিমান্ দানব রাহুকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব নিজের প্রখর কিরণসমূহে মেরুপর্ব্বতকে সন্তাপিত করেন। ৬৪

শক্তি, শূল ও পরশুর আঘাতে যখন ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী পর্ব্বতাকার মুখ্য মুখ্য দানবগণ নিহত হইয়া ধরাশায়ী

শঙ্খবেণুস্বনোন্মিশ্রঃ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ ॥ ৬৭
হতানাং স্বনতাং তত্র দৈত্যানাং চাপি নিঃস্বনঃ
দেবানাঞ্চ তথা তত্র শুশ্রুবে দারুণো মহান্ ॥ ৬৮
তুরঙ্গমখুরোৎকীর্ণং রথনেমিসমুত্থিতম্
রুরোধ মার্গং যোধানাং চক্ষূংষি চ হয়োরজঃ ॥ ৬৯
শস্ত্রপুষ্পোপহারা সা তত্রাসীদ্ যুদ্ধমেদিনী
দুর্দর্শা দুর্বিগাহ্যা চ মাংসশোণিতকর্দমা ॥ ৭০
ভগ্নৈঃ খড়্গৈর্গদাভিশ্চ শক্তিতোমরপট্টিশৈঃ ।
অপবিদ্ধৈশ্চ ভগ্নৈশ্চ রথৈঃ সাংগ্রামিকৈর্হতৈঃ ॥ ৭১
নিকৃত্তৈঃ কুঞ্জরৈশ্চৈব তথা ত্রিদশদানবৈঃ
চক্রাক্ষযুগভগ্নৈশ্চ ভগ্নৈরবনিপাতিতৈঃ ॥ ৭২
বভূবায়োধনং ঘোরং পিশিতাশনসঙ্কুলম্
উৎপেতুশ্চ কবন্ধানি দিক্ষু সর্ব্বাসু সংযুগে ॥ ৭৩
অন্যোন্যস্পর্দ্ধবৈরাণাং দৈত্যানাং জয়গৃদ্ধিনাম্ ।
সম্প্রহারস্তথা যুদ্ধে বর্দ্ধতেঽতিভয়ঙ্করঃ ॥ ৭৪
দৈত্যানাং সম্প্রযুদ্ধানাং সুরাণামনিবর্ত্তিনাম্
অজস্য চৈকপাদস্য রাহোশ্চৈব মহাত্মনঃ ৭৫
তেষাং তু তত্র পততাং ক্রুদ্ধানামতিনিঃস্বনঃ
উৎস্বর্ত ইব ভূতানাং সমুদ্রাণাং তু শুশ্রুবে ॥ ৭৬
তত্রৈকস্তু মধুপ্রাক্ষঃ শ্রীমান্ রুদ্রো মুনীশ্বরঃ
বিভেদ কেশিনং শক্ত্যা গদাপরিঘশূলভৃৎ ॥ ৭৭
নানাপ্রহরণা ঘোরা ভীমাক্ষা ভীমবিক্রমাঃ ।
নিপেতু রুদ্রদয়িতা মহাপারিষদাস্তথা ॥ ৭৮
রথমাস্থায় চ শ্রীমাংস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ।
দানবৈঃ সংবৃতঃ কেশী যুযোধে যুদ্ধদুর্জ্জয়ৈঃ ॥৭৯
তস্য সংগ্রামশৌণ্ডস্য সংগ্রামেষু মুহুর্মুহুঃ ।
নিপেতুরুগ্রবীর্য্যস্য জ্বালা হি প্রসৃতা মুখাৎ ॥ ৮০
স তু সিংহর্ষভস্কন্ধঃ শার্দ্দূলসমবিক্রমঃ ।

---

হইল এবং সেই রোমাঞ্চকারী সংগ্রাম চলিতেই লাগিল, তখন সেই সংগ্রামমধ্যে আহত দৈত্যগণ পুষ্পপূর্ণ পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৬৩-৬৬

সেই সময় মহাভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব বাদ্যসমূহের গম্ভীর নাদ যখন শঙ্খ এবং বেণুর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যাইল, তখন এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হইল। ৬৭

সেখানে আহত হইয়া আর্তনাদকারী দৈত্য ও দেবতাদিগের অত্যন্ত দারুণ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ৬৮

অশ্বগণের খুরসমূহে উৎকীর্ণ ও রথের চক্রসমূহের দ্বারা উত্থিত পৃথিবীর ধূলি সেখানে যুদ্ধরত যোদ্ধাদিগের পথ এবং নেত্রসকলকে অবরুদ্ধ করিয়া দিল। ৬৯

সেখানে রণভূমিকে অস্ত্ররূপী পুষ্প উপহার প্রদান করা হইতেছিল। এই রণভূমিতে মাংস ও শোণিতের দ্বারা এরূপ কর্দম উৎপন্ন হইয়াছিল যে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল এবং তাহার মধ্যে প্রবেশ করা ও গমনাগমন করাও দুষ্কর ছিল। ৭০

ভগ্ন খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর ও পট্টিশসমূহে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাওয়ায় নিষ্ক্রিয় রথসকলে, বিধ্বস্ত যুদ্ধোপযোগী সামগ্রীসমূহে, নিহত মদমত্ত হস্তী, দেবতা ও দানবগণে এবং খণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত চক্র, অক্ষ, যুগ ও অস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র মাংসাহারী জন্তুগণে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। এই সময় রণে চারিদিকে কবন্ধসকল (মস্তকহীন ধড়সকল) উত্থিত উত্থিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। ৭১-৭৩

জয়কামী দেবতা ও দানবগণ পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন। সেই যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি কৃত প্রহার অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। ৭৪

সেই যুদ্ধে সম্মিলিত সুরবীর দৈত্যগণ কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। মহাত্মা রুদ্রদেব অজৈকপাদ ও বিশালদেহ দানব রাহুরও অবস্থা এরূপ ছিল। ইঁহারা যখন ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানে পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় ইঁহাদের ঘোর কোলাহল প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভীষণ আর্তনাদ ও সমুদ্রসকলের মহাগর্জনের সমান শুনা যাইতেছিল। ৭৫-৭৬

সেখানে এক তেজস্বী রুদ্র মধুপ্রাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ ও মুনীশ্বর ছিলেন। তিনি শক্তির সহিত গদা, পরিঘ ও শূল ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি শক্তির দ্বারা কেশীদৈত্যকে আঘাত করিলেন। ৭৭

সেই সময় নানাবিধ অস্ত্রধারী, ভয়ানক নেত্রবিশিষ্ট, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ও রুদ্রদেবের প্রিয় ঘোর মহাপার্ষদগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৮

কেশীদৈত্য তপ্ত সুবর্ণনির্মিত কুণ্ডলে অলঙ্কৃত ও উত্তম শোভা-সম্পন্ন ছিল। সে রণদুর্জ্জয় দানবগণে পরিবৃত হইয়া রথে আরোহণ করত যুদ্ধ করিতেছিল। ৭৯

সে সংগ্রামে বিশেষ নিপুণ এবং উগ্রবল পরাক্রমসম্পন্ন ছিল

মহাজলদসঙ্কাশো মৃদঙ্গধ্বনিনিঃস্বনঃ ॥ ৮১
তস্য নিষ্পতমানস্য দানবৈঃ সংবৃতস্য চ ।
বভূব সুমহানাদঃ ক্ষোভয়ংস্ত্রিদিবং যথা ॥ ৮২
তেন শব্দেন বিত্রস্তা ত্রিদশানাং মহাচমূঃ
দ্রুমশৈলপ্রহরণা যোদ্ধুমেবাভ্যবর্ত্তত ॥ ৮৩
তেষাঞ্চ দেবদৈত্যানাং যুযুৎসূনাং পরস্পরম্ ।
সন্নিপাতঃ সুতুমুলো রৌদ্রো লোকভয়াবহঃ ॥ ৮৪
তেষাং যুদ্ধং মহাঘোরং সঞ্জজ্ঞে লোমহর্ষণম্ ।
দেবদানবমুখ্যানাং প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা মহাহবে ॥ ৮৫
সর্ব্বে দ্রুতিবলাঃ শূরাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতসন্নিভাঃ ।
সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বাংসঃ সর্ব্বে সর্ব্বায়ুধোদ্যতাঃ ।
ত্রিদশা দানবাশ্চৈব পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ৮৬
তেষাং বৈ নদতাং শব্দঃ সংযুগে মেঘনিঃস্বনঃ ।
শুশ্রুবেঽতিমহাঘোরশ্চরস্থাবরকম্পনঃ ॥ ৮৭

রেণুশ্চারুণসঙ্কাশো ভৌমঃ স সমপদ্যত ।
উদ্ধূতো দেবদৈত্যৌঘৈঃ সংরুরোধ দিশো দশ ॥ ৮৮
অন্যোন্যং রজসা তেন কৌষেয়ারুণপাণ্ডুনা
সংবৃতা বহুরূপেণ দদৃশুর্ন চ কিঞ্চন ॥ ৮৯
ন ধ্বজো ন পতাকাশ্চ ন বর্ম্ম তুরগোঽপি বা
আয়ুধং স্যন্দনো বাপি দৃশ্যতে নৈব সারথিঃ ॥ ৯০
স শব্দস্তুমুলস্তেষামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ।
শ্রূয়তে তুমুলঃ শব্দো ন রূপাণি চকাশিরে ॥ ৯১
দানবাস্তত্র সংক্রুদ্ধা দানবানেব জঘ্নিরে ।
ত্রিদশাস্ত্রিদশাংশ্চৈব নিজঘ্নুস্তুমুলে তদা ॥ ৯২
তে পরাংশ্চ বিনিঘ্নন্তঃ স্বাংশ্চ যুদ্ধে মহাসুরান্ ।
রুধিরার্দ্রাং তথা চক্রুর্মেদিনীমসুরাঃ সুরাঃ ॥ ৯৩
ততস্তু রুধিরৌঘেণ সংসিক্তমুদিতং রজঃ
শরীরশতসঙ্কীর্ণং বভূব ধরণীতলম্ ॥ ৯৪

---

যে সময় সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখ হইতে জ্বালা ( অগ্নিশিখা ) নির্গত হইতে লাগিল । ৮০

তাহার স্কন্ধ সিংহ এবং বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল ও বলিষ্ঠ ছিল । তাহার পরাক্রমও সিংহসদৃশ ছিল । তাহার সিংহনাদ মহামেঘের গম্ভীর গর্জন ও মৃদঙ্গের ধ্বনির ন্যায় ছিল । ৮১

দানবগণে পরিবৃত হইয়া সেই দৈত্য যখন যুদ্ধ-ভূমিতে নিপতিত হইল, তখন সে যে মহাসিংহনাদ করিয়াছিল, তাহা স্বর্গলোককেও যেন ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল । ৮২

তাহার সেই গর্জনে দেবগণের বিশাল সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেও তাঁহারা বৃক্ষ ও পর্ব্বত-খণ্ড প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার জন্যই সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৮৩

পরস্পর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক দেবতা ও দৈত্যগণের এই তুমুল যুদ্ধ অতিশয় ভয়ানক এবং জগতের ত্রাসদায়ক হইয়া উঠিল । ৮৪

দেবতা ও দানবগণের এই মহাঘোর যুদ্ধ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিতেছিল, এই মহাসমরে সেই যুদ্ধের এই দৃশ্য রোমাঞ্চকারী ছিল । ৮৫

ইঁহারা সকলে দ্রুতবীর, অত্যন্ত বলশালী ও পর্ব্বতসদৃশ বিশালকায় ছিলেন । সকলেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রেই বিদ্বান ছিলেন এবং সকলেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিলেন । এই দেবতা ও দানবগণ পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন । ৮৬

যুদ্ধস্থলে গর্জন করিতে করিতে সেই সমস্ত যোদ্ধাগণের শব্দ মহামেঘের গর্জনের সমান শুনা যাইতেছিল । এই মহাঘোর শব্দ স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণিগণকে কম্পিত করিয়া তুলিল । ৮৭

দেবতা ও দানবগণের সমূহের দ্বারা উদ্ধূত রক্তবর্ণের ভৌম ধূলি সেখানে সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া যাইল এবং দশ দিককে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল । ৮৮

পীত, রক্ত ও শুভ্র বহুবর্ণের ধূলিতে পরস্পর আচ্ছাদিত হইয়া সৈন্যগণ তখন কোন কিছুই দেখিতে পাইল না । ৮৯

সেই সময় না ধ্বজ, না পতাকা, না কবচ এবং না অশ্বসকল দেখা যাইতেছিল । এইরূপ না অস্ত্র বা রথ এবং না সারথিকে দেখা যাইতেছিল । ৯০

পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত সেই যোদ্ধাগণের শব্দ সর্ব্বদিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল । তাহাদের এই তুমুল শব্দ শুনা যাইতেছিল বটে, কিন্তু ধূলিজালে আচ্ছন্ন থাকায় কাহারও রূপ দেখা যাইতেছিল না । ৯১

সেখানে এই তুমুল যুদ্ধে অতিশয় ক্রুদ্ধ দানবগণ দানবদিগকেই প্রহার করিতে লাগিল এবং দেবগণ দেবতাদিগকে আহত করিতে লাগিলেন । ৯২

সেই দেবতা ও অসুরগণ এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এবং নিজ পক্ষেরও মহাযোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন । এই উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই তখন রণভূমিকে রক্তে আপ্লুত করিয়া দিলেন । ৯৩

শূলশক্তিগদাখড়্গপরিঘপ্রাসতোমরৈঃ
ত্রিদশা দানবাশ্চৈব জঘ্নুরন্যোন্যমাহবে ॥ ৯৫
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈর্নিঘ্নতঃ পরিঘৈস্তথা ।
রুদ্রপারিষদান্ সর্বান্ সূদয়ন্তি স্ম দানবাঃ ॥ ৯৬
রুদ্রপারিষদাশ্চৈব মহাদ্রুমমহাশ্মভিঃ
ব্যদারয়ন্তভিক্রমা শত্রুন্কাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ৯৭
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধঃ কেশী দানবসত্তমঃ ।
সংগ্রামমর্দঘোরঃ সন্ স্বান্যনীকানি হর্ষয়ন্ ।
তেষাং পরমসংক্রুদ্ধো বজ্রমস্ত্রমুদীরয়ৎ ॥ ৯৮

বজ্রেণাস্ত্রেণ দিব্যেন শস্ত্রেণ চ মহাত্মনা ।
মহাপারিষদাঃ সর্বে নিহতা যুধি দুর্জয়াঃ ॥ ৯৯
বজ্রাস্ত্রপীড়িতা ভ্রান্ত্বা রুদ্রপারিষদা যুধি ।
বিপ্রকীর্ণক্রমাঃ পেতুঃ শৈলা বজ্রহতা ইব ॥ ১০০
এবং সুতুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ।
কেশিনঃ সহ রুদ্রেণ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১০১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে ভবিষ্যপর্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে
দেবাসুরযুদ্ধে কেশি-রুদ্রযুদ্ধকথনে
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৫৫৮

তদনন্তর সেই উত্থিত ধূলি রক্তের প্রবাহে সিক্ত হইয়া বসিয়া যাইল এবং সে স্থানের ধরাতল শত শত মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া যাইল । ৯৪

দেবতা ও দানবগণ পরস্পরকে শূল, শক্তি, গদা, খড়্গ, পরিঘ, প্রাস ও তোমারসকলের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন । ৯৫

পরিঘতুল্য বাহুবিশিষ্ট এবং পরিঘের দ্বারা প্রহারকারী সমস্ত রুদ্রগণের উপর দানবেরাও নানাঅস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল । ৯৬

রুদ্রের পার্ষদগণও বড় বড় বৃক্ষ, বিশাল প্রস্তরখণ্ড ও সূর্যতুল্য তেজস্বী অস্ত্রসকলের দ্বারা অগ্রসর হইয়া দানবদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন । ৯৭

ইহার মধ্যে কুপিত হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ কেশী সংগ্রামে অমর্ষবশতঃ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। নিজের সৈন্যগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রুদ্রপার্ষদগণের উপর বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিল । ৯৮

এই বিশালদেহ দৈত্য কেশী দিব্যশস্ত্র বজ্রাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে দুর্জয় রুদ্রদেবের সমস্ত মহাপার্ষদগণকে নিহত করিল । ৯৯

সেই যুদ্ধস্থলে বজ্রাস্ত্রে পীড়িত হইয়া রুদ্রপার্ষদগণ ঘুরিতে ঘুরিতে সেইভাবে ধরাতলে পতিত হইলেন, যেরূপ যাহাদের বৃক্ষসমূহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পতিত হইয়াছে, সেই পর্বতসকল বজ্রাঘাতে পতিত হয় । ১০০

এইভাবে কেশীর রুদ্রের সহিত যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতেছিল, তাহা তখন যেন অদ্ভুত বলিয়াই প্রতীত হইতে লাগিল । ১০১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবাসুরসংগ্রামের মধ্যে কেশী ও রুদ্রের যুদ্ধ বর্ণন-বিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ বৃষপর্বণো নিকুম্ভনামক-বিশ্বেদেবস্য চ প্রহ্লাদস্য কালস্য চ ঘোর-যুদ্ধবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
বৃষপর্বা তু দৈত্যেন্দ্রো বিষমদ্ভুতদর্শনম্ ।
নিকুম্ভং যোধয়ামাস লোহিতার্কসমদ্যুতিম্ ॥ ১
ক্রোধমূর্চ্ছিতবক্ত্রস্তু ধুন্বন্ পরমকার্মুকম্ ।
ধনূংসি প্রেক্ষ্য শত্রূণাং সারথিং ত্বরিতোঽব্রবীৎ ॥ ২
অত্রৈব তাবৎ ত্বরিতং নয় মে সারথে রথম্ ।
এতে দেবাশ্চ সহিতা ঘ্নন্তি নঃ সমরে বলম্ ॥ ৩

## একোনষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ বৃষপর্বা ও নিকুম্ভনামক বিশ্বেদেবের এবং প্রহ্লাদ ও কালের ঘোর যুদ্ধ বর্ণন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দৈত্যরাজ বৃষপর্বা অরুণ সূর্যসদৃশ কান্তিমান্ এবং অদ্ভুতদর্শন নিকুম্ভনামক বিশ্বেদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১

তাহার মুখাকৃতি ক্রোধে ব্যাপ্ত ছিল। সে নিজের উত্তম ধনুকে বারংবার কম্পিত করিতে লাগিল এবং শত্রুদের ধনুসমূহ দেখিয়া অতি সত্বর সারথিকে বলিল । ২

সারথে! এই দেবগণ একসঙ্গে সকলে মিলিত হইয়া সমরাঙ্গণে আমাদের সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে, অতএব তুমি আমার রথকে অতিক্রুত সেখানে লইয়া চল । ৩

এতানিহন্তুমিচ্ছামি সমরশ্লাঘিনো রণে ।
এতৈর্হি দানবানীকং কৃতচ্ছিদ্রমিদং মহৎ ॥ ৪
ততঃ প্রজবিতাশ্বেন রথেন রথিনাং বরঃ ।
অভীনভ্যাহনৎ ক্রুদ্ধঃ শরজালৈর্মহাসুরঃ ॥ ৫
ন স্থাতুং দেবতাঃ শক্তাঃ কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে
বৃষপর্ব্বেষুনির্ভিন্নাঃ সর্ব্ব এবাভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৬
তান্ মৃত্যুবশমাপন্নান্ বৈবস্বতবশং গতান্
সমীক্ষ্য নিহতান্ জ্ঞাতীনবতস্থে মহাসুরঃ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা তং তত্র নিকুম্ভং সর্ব্বে তে ত্রিদশোত্তমাঃ ।
সমেত্য সহিতাঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধং তং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৮
ব্যবস্থিতং তু নিকুম্ভং দৃষ্ট্বা ত্রিদশসত্তমম্ ।
বভূবুর্বলবন্তো বৈ তস্মাদ্বলতেজসা ॥ ৯
বৃষপর্ব্বা তু শৈলাভং নিকুম্ভং সমরে স্থিতম্ ।
মহেন্দ্র ইব ধারাভিঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১০

যুদ্ধে নিজেদের বল পরাক্রমের প্রশংসাকারী এই দেবতা-দিগকে সংগ্রামে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ, ইহারা দানবসেনামধ্যে এই বিশাল ছিদ্র উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে । ৪

তাহার পর বেগশালী অশ্বগণে যুক্ত রথের দ্বারা সেখানে উপস্থিত হইয়া রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাসুর বৃষপর্ব্বা ক্রোধসহকারে শত্রুগণের উপর বাণসমূহের দ্বারা প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল । ৫

তখন দেবগণ সেই যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে পারিলেন না ; সুতরাং যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে ? বৃষপর্ব্বার বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া তাঁহারা সকলে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন । ৬

সেখানে মৃত্যুকবলিত হইয়া যমরাজের বশীভূত নিজের জ্ঞাতিদিগকে দেখিয়া মহাসুর বৃষপর্ব্বা সেখানেই অবস্থান করিতে লাগিল । ৭

নিকুম্ভনামক বিশ্বদেবকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ মিলিত হইয়া একসঙ্গে তথায় আসিলেন এবং ক্রুদ্ধ তাঁহাকে সকলে পরিবেষ্টিত করিলেন । ৮

দেবশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভকে সেখানে বিশেষভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার আত্মবল ও তেজে সমস্ত দেবগণ সবল হইয়া উঠিলেন । ৯

পর্ব্বতাকার নিকুম্ভকে সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে দেখিয়া বৃষপর্ব্বা তাঁহার উপর সেইভাবে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন । ১০

অচিন্তয়িত্বা তু শরান্ শরীরে পতিতান্ বহূন্
স্থিতশ্চ প্রমুখে শ্রীমান্ সসৈন্যঃ স মহাবলঃ ॥ ১১
সম্প্রহস্য মহাতেজা বৃষপর্ব্বাণমাহবে
অভিদুদ্রাব বেগেন কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ১২
তস্য ধাবমানস্য দীপ্যমানস্য তেজসা ।
বভূব রূপং দুর্দ্ধর্ষং দীপ্তস্যেব বিভাবসোঃ ॥ ১৩
রথং ত্যক্ত্বা মহাতেজাঃ সক্রোধঃ সমপদ্যত ।
বৃক্ষমুৎপাটয়ামাস মহাতালং নগোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ১৪
ততশ্চিক্ষেপ তং বৃক্ষং নিকুম্ভো বৃষপর্ব্বণঃ
তং গৃহীত্বা মহাবৃক্ষং পাণিনৈকেন দানবঃ
বিনদ্য সুমহানাদং ভ্রাময়িত্বা চ বীর্য্যবান্
সগজান্ সগজারোহান্ সরথান্ রথিনস্তথা ॥ ১৬
জঘান দানবস্তেন শাখিনা ত্রিদশাংস্তদা ।
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং সমরে প্রাণহারিণম্ ॥ ১৭

নিজের শরীরের উপর পতিত সেই বহুসংখ্যক বাণের বিষয়ে কোনও চিন্তা না করিয়া মহাবল শ্রীমান্ নিকুম্ভ যুদ্ধের সম্মুখভাগে সসৈন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১১

এই মহাতেজস্বী বিশ্বদেব যুদ্ধক্ষেত্রে হাস্য করিয়া পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তীব্রবেগে বৃষপর্ব্বার উপর আক্রমণ করিলেন । ধাবিত হইবার সময় তিনি তীব্র তেজে দেদীপ্যমান ছিলেন । সেই সময় তাঁহার রূপ প্রজ্বলিত অগ্নির সমান দুর্দ্ধর্ষ হইয়া যাইল । ১২-১৩

এই মহাতেজস্বী নিকুম্ভ রথকে ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং অতিশয় উচ্চ এক বিশাল তাল বৃক্ষ উৎপাটিত করিলেন । ১৪

তারপর নিকুম্ভ সেই বৃক্ষকে বৃষপর্ব্বার উপর নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু সেই পরাক্রমশালী দানব এক হাতে সেই বিশাল বৃক্ষকে ধরিয়া ফেলিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং উহাকে ঘুরাইয়া উহার দ্বারা আরোহী সহ হস্তী ও রথসহ রথী যোদ্ধাদিগকে এবং বহু দেবতাকে দানব বৃষপর্ব্বা বধ করিল । ১৫-১৬।

সমরাঙ্গণে কুপিত প্রাণহারী কালের ন্যায় বৃষপর্ব্বাকে যুদ্ধে সম্মুখে পাইয়া সমস্ত দেবগণ পলায়ন করিলেন । ১৭।

বৃষপর্ব্বাণমাসাদ্য ত্রিদশা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ।
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং ত্রিদশানাং ভয়াবহম্ ॥ ১৮
আলোক্য ধন্বী নিকুম্ভশ্চ ক্রোধ চ ননাদ চ
স তত্র নিশিতৈর্ব্বাণৈস্ত্রিংশদ্ভির্মর্ম্মভেদিভিঃ
নির্ব্বিভেদ মহাবীর্য্যো নিকুম্ভো দানবাধিপম্ ।
শরশক্তিভিরুগ্রাভির্দৈত্যানামধিপোঽপ্যমুম্ । ২০
বিদ্ধঃ স রণমধ্যস্থো রুধিরং প্রাস্রবদ্ বহু ।
উদ্বিগ্না মুক্তকেশাস্তে ভগ্নদর্পাঃ পরাজিতাঃ
শ্বসন্তো দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে ভয়াদ্ বৈ বৃষপর্ব্বণঃ ।
অন্যোন্যং প্রমমর্দ্দুস্তে ত্রাসিতা বৃষপর্ব্বণা ॥ ২২
পৃষ্ঠবক্ত্রাঃ সুসংবিগ্নাঃ প্রেক্ষমাণা মুহুর্মুহুঃ ।
ত্যক্তপ্রহরণাঃ সর্ব্বে কৃতাস্তে বৃষপর্ব্বণা ॥ ২৩
সংগ্রামে বৃক্ষোদ্যতেন তদা নিকুম্ভসৈনিকাঃ ।
তত্রৈব তু মহাবীর্য্যঃ প্রহ্লাদঃ কালমাহবে ॥ ২৪

যোধয়ামাস রক্তাক্ষো হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ
তস্য দানববীরস্য যুদ্ধকালে জয়ক্রিয়াঃ ॥ ২৫
চকার পরয়া যুক্তো ভার্গবো বিজয়াবহাঃ ।
হুতাশনং তর্পয়তো ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতঃ ॥ ২৬
আজ্যগন্ধপ্রতিবহো মারুতঃ সুরভির্ববৌ
স্রজশ্চ বিবিধাশ্চিত্রা জয়ার্থমভিমন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭
প্রহ্লাদস্য শুভে মূর্দ্ধ্যাববধ্নাদুশনাঃ স্বয়ম্
কালেন সহ সংগ্রামে প্রবৃত্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৮
প্রহ্লাদস্যাতিবীর্য্যস্য শান্তিং চক্রে স ভার্গবঃ ।
দশ শিষ্যসহস্রাণি ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৯
যানি দানববীরাণাং জেপুঃ শান্তিমনুত্তমাম্ ।
অথর্ব্বাণমথো দিব্যং ব্রহ্মসংস্তবচোদিতম্ ॥ ৩০
রণপ্রবেশসদৃশং কর্ম্ম বৈজয়িকং কৃতম্ ।
ততঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদুষঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥ ৩১

দেবগণের ভয়প্রদ ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই দানব বৃষপর্ব্বাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া নিকুম্ভ কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং ধনু গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । ১৮।

সেই মহাপরাক্রমশালী নিকুম্ভ ত্রিশটি তীক্ষ্ণধার ও মর্ম্মভেদী বাণের দ্বারা দানবরাজ বৃষপর্ব্বাকে বিশেষভাবে বিদ্ধ করিলেন । ১৯।

তখন দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বাও ভয়ঙ্কর বাণসমূহ ও শক্তিসমূহের দ্বারা নিকুম্ভকে বিদ্ধ করিল । বিদ্ধ হইয়া নিকুম্ভ যুদ্ধস্থলের মধ্যেই অবস্থান করত প্রচুর রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন । ২০।

তখন বৃষপর্ব্বার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া দর্পহীন ও পরাজিত দেবগণ মুক্তকেশে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন । ২১।

বৃষপর্ব্বার দ্বারা সন্ত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিবার সময় দেবগণ পরস্পরকে মর্দ্দিত করিলেন এবং ভীত হইয়া পিছনের দিকে মুখ করত বারংবার দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন । যুদ্ধকুশল বৃষপর্ব্বা সেই সময় সংগ্রামে নিকুম্ভের সৈন্যদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল । ২২-২৩।

সেই যুদ্ধেই রক্তবর্ণ নেত্রশোভিত হিরণ্যকশিপুর পুত্র মহাপরাক্রমশালী প্রহ্লাদ কালের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ২৪।

এই দানববীর প্রহ্লাদের জন্য যুদ্ধকালে বিজয়প্রদ ক্রিয়াসমূহ শুক্রাচার্য্য অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন । ২৫।

তিনি অগ্নিকে ঘৃতাহুতির দ্বারা তৃপ্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিলেন । সেই সময় তাঁহার হোমে আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতের সুগন্ধ লইয়া মন্দ সুগন্ধিত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল । ২৬।

স্বয়ং শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের সুন্দর মস্তকে বিজয়ের জন্য অভিমন্ত্রিত করিয়া নানাপ্রকারের বিচিত্র পুষ্পহার বাঁধিয়া দিলেন । ২৭।

যুদ্ধপরায়ণ, অতিশয় পরাক্রমশালী মহাত্মা প্রহ্লাদের কালের সহিত সম্ভাব্য যুদ্ধে ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য শান্তি কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন । ২৮।

মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের দশ হাজার শিষ্য ছিলেন, যাঁহারা দানববীরগণের জন্য সর্ব্বোত্তম সুখ-শান্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত জপ করিতেছিলেন । ২৯।

ইঁহারা দানব বীরগণের জন্য অথর্ববেদানুসারে পরমোদার স্তুতিযুক্ত ও রণপ্রবেশের অনুরূপ বিজয়সাধক দিব্য কর্ম্মও সম্পাদন করিলেন । ৩০।

তাহার পর সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত, বিদ্বান্, তপস্বী, স্বস্তিবাচনাদি মাঙ্গলিক কৃত্যসম্পন্ন,

বিতত্য তপসা যুক্তাঃ কৃতস্বস্ত্যয়নক্রিয়াঃ।
বদ্ধহস্তাঃ কবচিনো বেগেনাভ্যেত্য দানবাঃ।
বলিমভ্যর্চ্চ্য রাজানং প্রহ্লাদং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩১
আস্থায় পরমং দিব্যং রথং পরবলারুজম্
নানাপ্রহরণাকীর্ণং সবজ্রমিব পর্ব্বতম্ ॥ ৩৩
তদ্ বভূব মুহূর্ত্তেন ক্ষেড়িতাস্ফোটিতাকুলম্
মেরোঃ শিখরসংকীর্ণং জ্যোতিরিবাম্বুদাগমে ॥ ৩৪
ততঃ পত্রপলাশানানাম্রা সুবিভূষিতাঃ
দানবান্ সম্পরিত্যজ্য নিপতন্তি স্বর্ণপ্রিয়াঃ ॥ ৩৫
মহাধনুর্ধরঃ শ্রীমান্ শুভকর্ম্মধরঃ প্রভুঃ
সতনুত্রশিরস্ত্রাণো রথী পরমদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৩৬
সিংহশার্দ্দূলদর্পাণাং গদতাং কিঙ্কিণীকিনাম্
দৈত্যানাঞ্চ সহস্রাণি প্রয়ান্ত্যগ্রে মহারণে ॥ ৩৭
দৈত্যপক্ষহিতাস্তত্র রথাঃ পরমদুর্জ্জয়াঃ।
সপ্তভিস্তৈঃ সহস্রাণি গজানাং তাবদেব চ ॥ ৩৮
মধ্যে ব্যূহোদরস্যাস্য কালনেমির্মহাসুরঃ
বহুবিস্ফারয়ামাস ননাদ প্রজহাস চ ॥ ৩৯
তস্মিন্ শতসহস্রাণি পুরো যান্তি মহাত্মনঃ
দানবানাং বলবতাং শক্রপ্রতিমতেজসাম্ ॥ ৪০
স সমং বর্দ্ধমানস্তু পক্ষাভ্যাং বিস্তৃতো মহান্
অভবদ্দানবব্যূহো দুর্ভেদ্যঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥ ৪১
ষষ্টী রথসহস্রাণি দানবানাং দুরুর্ত্তাম্।
নানাপ্রহরণানাঞ্চ পরিমাণং ন বিদ্যতে ॥ ৪২
গদাপরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ শূলমুদ্গরপট্টিশৈঃ
প্রগৃহীতৈর্ব্যরাজন্ত দানবাঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥ ৪৩
গর্জ্জন্তো বিনদন্তশ্চ বিক্রোশন্তঃ পুনঃ পুনঃ
আবৃধান্ মহাবীর্য্যাঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৪
তত্র তূর্য্যসহস্রাণি ভেরীশঙ্খরবাণি চ
হয়ানাঞ্চ গজানাঞ্চ গর্জ্জিতান্যভিবেগিনাম্ ॥ ৪৫

---

ধনুর্ধর ও কবচধারী দানবগণ সবেগে দক্ষপ্রদান করত রাজা বলিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রহ্লাদকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিল। ৩১-৩২

শত্রুবলকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ, নানাবিধ অস্ত্রে পরিপূর্ণ এবং বজ্রযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান এক উত্তম দিব্য রথে প্রহ্লাদ আরোহণ করিলেন। ৩৩

যেরূপ বর্ষাকালে আকাশ মেঘের ঘনঘটায় আবৃত হইয়া যায়, সেইরূপ মেরুপর্ব্বতের এই শিখর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে দৈত্যগণের ভীষণ গর্জ্জন ও শাহুর আস্ফালন শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ৩৪

স্বর্ণপ্রিয় দৈত্যগণ পদ্মফলের মালা ধারণ করত মহাত্মরূপে বিশেষভাবে ভূষিত হইয়া দানবগণকে ত্যাগ করিয়া সেখানে পতিত হইতে লাগিল। ৩৫

মহাধনুর্ধারী এবং সুন্দর চাল, কবচ ও শিরস্ত্রাণ ধারণকারী প্রভাবশালী শ্রীমান্ প্রহ্লাদ ধনু গ্রহণ করিয়া শত্রুগণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্জয় হইয়া উঠিলেন। ৩৬

উঁহার অগ্রে সেই মহাসমরে সিংহ ও শার্দ্দূলগণ দর্পাভিমানী এবং কোমরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত করধনীবন্ধনকারী সহস্র সহস্র দৈত্য গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। ৩৭

ইঁহার সৈন্যবাহিনীতে অত্যন্ত দুর্জয় সত্তর হাজার রথ (রথী বীর) ছিল এবং গজারোহীদের সংখ্যাও সেইরূপই (সত্তর হাজার) ছিল। ৩৮

সেনার মধ্যভাগে ব্যূহের যে উদর ছিল, সেখানে অবস্থান করত কালনেমিনামক মহাসুর নিজের ভয়ঙ্কর ধনু বিস্ফারিত করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং অট্টহাস্য করিতে লাগিল। ৩৯

সেই দৈত্যব্যূহে মহাতেজস্বী কালনেমির অগ্রে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী এক লক্ষ বলবান্ দানব যাইতে লাগিল। ৪০

সমভাবে বিদ্যমান ও উভয় পক্ষে বিশালভাবে বিস্তৃত এই দানবসৈন্যব্যূহ সমস্ত দেবগণের পক্ষে দুর্ভেদ্য ছিল। ৪১

দুর্দ্ধর্ষ দানবগণের ষাট হাজার রথ সেখানে যোদ্ধা পাইতে ছিল। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের কোনও পরিমাণই সেখানে ছিল না অর্থাৎ অপরিমিত অস্ত্রে এই দানববাহিনী সুসজ্জিত ছিল। ৪২

পর্ব্বতাকার দানবগণ নিজেদের হাতে গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, মুদ্গর ও পট্টিশ লইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিল। ৪৩

উহারা পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন, সিংহনাদ ও চীৎকার করিতেছিল। সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত এই মহাপরাক্রমশালী দানবগণ তখন যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। ৪৪

সেখানে সহস্র-তূরী বাদিত হইতে লাগিল এবং ভেরী ও শঙ্খ-সমূহেরও ধ্বনি হইতে লাগিল। অত্যন্ত বেগশালী অশ্ব ও হস্তিগণের গর্জ্জন শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। এই সব ধ্বনির

দুন্দুভীনাঞ্চ নির্ঘোষঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ ।
শুশ্রুবে শঙ্খশব্দশ্চ পটহানাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥ ৪৬

তেন শঙ্খনিনাদেন ভেরীতূর্য্যরবেণ চ
নির্ঘোষেণ রথানাঞ্চ ক্রোশতীব নভস্তলম্ ॥ ৪৭

সাগরপ্রতিমৌঘেন বলেন মহতা বৃতঃ ।
প্রহ্লাদোঽভ্যুদ্যত রণে কালান্তকযমোপমঃ ॥ ৪৮

তস্য নাদেন রৌদ্রেণ ঘোরেণাপ্রতিমৌজসঃ ।
বিনেদুঃ সর্ব্বভূতানি ত্রৈলোক্যানিকৃন্তৈঃ স্বনৈঃ ॥ ৪৯

অন্তরিক্ষাৎ পরং ত্যক্ত্বা বায়ুশ্চ পরুষো ববৌ
যমস্তাঃ পাবকং ঘোরং শিবাশ্চৈব ববাশিরে ॥ ৫০

প্রহ্লাদস্তু মহাবীর্য্যঃ প্রহসন্ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ।
উবাচ বচনং শ্রীমাংস্তৎকালসদৃশমুত্তমম্ ॥ ৫১

অদ্যাহং দর্শয়িষ্যামি স্ববাহুবলমূর্জ্জিতম্ ।
অদ্য মদ্বাণনিহতান্ দেবান্ দ্রক্ষ্যথ সংযুগে ॥ ৫২

বান্ধবা নিহতা যেষাং ত্রিদশৈরিহ সংযুগে
অদ্য নির্ব্বর্তয়িষ্যন্তি শত্রুমাংসানি দানবাঃ ॥ ৫৩

ইমমদ্য সমুদ্ভূতং রেণুং সমরমূর্দ্ধনি ।
অহং তু শময়িষ্যামি শত্রুশোণিতবিস্রবৈঃ ॥ ৫৪

তিমিরৌঘহতার্কং তু সৈন্যরেণুরুণীকৃতম্
আকাশং সম্পতিষ্যন্তি খদ্যোতা ইব মে শরাঃ ॥ ৫৫

হৃষ্টাঃ সম্পরিমোদধ্বং দেবেভ্যস্ত্যজ্যতাং ভয়ঃ ।
অদ্যাহং নিহনিষ্যামি কালেন্দ্রং দহ্যমা রণে ॥ ৫৬

তোষয়িষ্যামি রাজানং বলিং বলবতাং রণে ।
ত্রিদশান্ সগণান্ হত্বা রণে চান্তকমন্তিকাৎ ॥ ৫৭

অক্ষয়াঃ সন্তি মে তূণাঃ শরাশ্চাশীবিষোপমাঃ ।
স্থাতুং মে পুরতঃ শক্তাঃ কে রণে জীবিতেপ্সবঃ ॥ ৫৮

হত্বা রিপুগণাংস্তুষ্টিরস্মাকঞ্চ রাজসু ।
হতস্য ত্রিদিবে বাসো নাস্তি যুদ্ধসমা গতিঃ ॥ ৫৯

---

সহিত দুন্দুভিসকলের গম্ভীর শব্দ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর হইতে লাগিল। শঙ্খনাদ ও পটহসমূহের ধ্বনি বিশেষরূপে শুনা যাইতে লাগিল। ৪৫-৪৬

সেই শঙ্খনাদে, ভেরী ও তূর্য্যনিনাদে এবং রথসমূহের ঘর্ঘর শব্দে সেখানের আকাশ যেন প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। ৪৭

রণভূমিতে সেই সমুদ্রতুল্য বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া প্রহ্লাদ কাল, অন্তক ও যমের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৮

অনুপমতেজস্বী প্রহ্লাদের ঘোর ও ভয়ঙ্কর নাদে এবং ত্রিলোককে তিরস্কৃতকারী গর্জনে ভীত হইয়া সমস্ত প্রাণী আর্তনাদ করিতে লাগিল। ৪৯

অন্তরিক্ষ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং শিবাগণ ভয়ঙ্কর অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল। ৫০

মহাপরাক্রমশালী রণদুর্ম্মদ শ্রীমান্ প্রহ্লাদ সেখানে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে সেই সময়ের যোগ্য এই উত্তম বাক্য বলিলেন। ৫১

বীরগণ! আজ আমি নিজের পরিবর্দ্ধিত বাহুবল প্রদর্শন করিব। আজ যুদ্ধে তোমরা সকলে আমার বাণসমূহে দেবগণকে নিহত হইতে দেখিবে। ৫২

দেবগণ রণাঙ্গনে যাহাদের বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিহত করিয়াছেন, সেই দানবেরা আজ সেই নিহত বন্ধুবর্গের উদ্দেশে শত্রুগণের মাংস অর্পিত করিবে। ৫৩

যুদ্ধের সম্মুখভাগে এই যে ধূলি উড়িতেছে, ইহাকে আমি আজ শত্রুগণের রক্তের স্রোত বহাইয়া শান্ত করিয়া দিব। ৫৪

যেখানে অন্ধকারবশতঃ সূর্য্যকে দেখা যাইতেছে না, সৈন্যবাহিনীর ধূলিতে যাহা অরুণবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই আকাশে আজ আমার প্রদীপ্ত বাণসমূহ জোনাকী পোকা-দিগের ন্যায় উড়িতে থাকিবে। ৫৫

এখন তোমরা হর্ষসহকারে আনন্দভোগ কর এবং দেবগণ হইতে উদ্ভূত ভয় পরিত্যাগ কর। আজ আমি রণাঙ্গনে বসুর দ্বারা কালপতি যমরাজকে বধ করিব। ৫৬

সমরাঙ্গণে সেবকবর্গের সহিত দেবগণকে এবং নিকট হইতে যমরাজকেও বধ করত আজ আমি বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা বলিকে সন্তুষ্ট করিব। ৫৭

আমার অক্ষয় তূণসকল আছে এবং আমার বাণসমূহ বিষ-ধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর। যাহারা নিজেদের জীবিত রাখিতে ইচ্ছুক, এরূপ কোন্ যোদ্ধা রণাঙ্গনে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে? ৫৮

শত্রুগণকে বধ করিয়া মনের সন্তোষ হইবে, রাজদের মধ্যে অনুরাগ উৎপন্ন হইবে এবং যদি যুদ্ধে বীর পুরুষ স্বয়ং নিহত হয়, তবে তাহার স্বর্গলোকে বাস হইবে; অতএব যুদ্ধের সমান অন্য কোনও গতি নাই। ৫৯

তদ্ ভয়ং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা রণে দানবসত্তমাঃ
নিহত্যেমানরীন্ সর্ব্বান্মোদধ্বং নন্দনে বনে ॥ ৬০
এবমুক্ত্বা মহৎ সৈন্যং প্রহ্লাদো দানবোত্তমঃ ।
কালসৈন্যং মহারৌদ্রং তরসামর্দ্দতাসুরঃ ॥ ৬১
সর্ব্বাস্ত্রবিধান্ বীরশ্চ নিত্যং চাপাপরাজিতঃ ।
যুদ্ধে হ্যভিমুখো নিত্যং স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥ ৬২
ষষ্টিঃ রথসহস্রাণি বিবিধায়ুধধারিণাম্ ।
প্রহ্লাদস্যাভিতোঽধস্তু তে তস্য তনয়া নিজাঃ ॥ ৬৩
ঈজুশ্চ ক্রতুশতৈরিষ্টং বিপুলৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ ।
ক্ষান্তা ধর্ম্মপরা নিত্যং সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৬৪
দাতারঃ প্রিয়বক্তারো বক্তারঃ শাস্ত্রবস্তুষু ।
স্বদারনিরতা দান্তা ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যসঙ্গরাঃ ॥ ৬৫
যষ্টারঃ ক্রতুভিনিত্যং নিত্যং চাধ্যয়নে রতাঃ ।
ইষ্বস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বে বহুশো দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥ ৬৬

মত্তবারণবিক্রান্তাঃ শত্রুসৈন্যপ্রমর্দ্দকাঃ
বারয়ন্তঃ পদাক্ষেপৈঃ সুঘোরান্ বাতরেচকান্ ॥ ৬৭
যুদ্ধোৎসুকধিয়ো নিত্যং ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটা দৈত্যা বিনেদুর্ভীমবিক্রমাঃ ।
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতরবৈরন্যোন্যং সমহর্ষয়ন্ ॥ ৬৮
বেণুশঙ্খরবৈশ্চৈব সিংহনাদৈশ্চ পুষ্কলৈঃ ।
আদ্রুত্যাদ্রুত্য সহসা রণে বক্ত্ররনেকশঃ ॥ ৬৯
তালমাত্রাণি চাপানি বিকৃষ্য সুমহাবলাঃ ।
অযুধ্যমানাঃ সহসা দানবাশ্চাপপাণয়ঃ ॥ ৭০
সুরাসুরৈরপাজিতং যোধয়ন্তি রণেঽন্তকম্ ।
প্রতপ্তহেমাভরণাঃ সর্ব্বে তে শ্বেতবাসসঃ ॥ ৭১
দানবা মানিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে স্বর্গাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ।
সর্ব্বে জয়ৈষিণো বীরাঃ সর্ব্বে শত্রুবধোদ্যতাঃ ॥ ৭২

---

দানবশ্রেষ্ঠগণ! অতএব ভয়কে পিছনে করিয়া রণাঙ্গনে এই সমস্ত শত্রুদিগকে বধ করত স্বর্গের নন্দন বনে আনন্দ ভোগ কর। ৬০

দানবোত্তম অসুর প্রহ্লাদ নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে এই কথা বলিয়া কালের মহাভয়ঙ্কর সৈন্যদিগকে সবেগে মর্দিত করিতে লাগিলেন। ৬১

ইনি সর্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, বীর ও নিত্যবিজয়ী ছিলেন। ইঁহার নিজের বাহুবলের উপর গর্ব ছিল, অতএব সদা যুদ্ধের সম্মুখভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬২

নানাপ্রকার অস্ত্রধারী ষাট হাজার রথী এবং অতিশয় শক্তিশালী প্রহ্লাদের সেই পুত্রগণ এই যুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল। ৬৩

ইহারা সকলে পর্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত শত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। সকলেই ক্ষমাশীল, ধর্মপরায়ণ ও সত্যব্রত-পালনে তৎপর ছিল। ৬৪

ইহারা দাতা, প্রিয়ভাষী, শাস্ত্রীয় বিষয়সমূহের বক্তা, নিজের স্ত্রীতে অনুরাগী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিল। ৬৫

ইহারা প্রতিদিন যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিত এবং প্রতিদিন বেদপাঠের ব্যাপারে নিরত ছিল। সকলেই ধনুর্বেদে কুশল ও বহুবার নিজেদের সুদৃঢ় পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছে। ৬৬

মদমত্ত হাতীর ন্যায় ইঁহাদের পরাক্রম ছিল। ইঁহারা শত্রু-সৈন্যমর্দনকারী ছিল এবং নিজেদের পদের আঘাতে ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাদিকেও বিদীর্ণ করিতে পারিত। ৬৭

ইঁহাদের চিত্তবৃত্তি সদা যুদ্ধের জন্য উৎসুক ছিল, সেইজন্য ক্রোধে ইঁহাদের চক্ষু লাল হইয়া গিয়াছিল। নিজেদের ওষ্ঠকে দন্তের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া সেই সব ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দৈত্যগণ সেখানে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জন ও বাহুর আস্ফোটন শব্দে পরস্পরের হর্ষবর্ধন করিতে লাগিল। ৬৮

বেণু ও শঙ্খের ধ্বনি এবং অত্যুচ্চ সিংহনাদের সহিত যুদ্ধস্থলে সহসা দৌড় প্রদান করিতে করিতে আসিয়া সেই বহুসংখ্যক দৈত্য নিজেদের অস্ত্র গ্রহণ করিল অথবা যুদ্ধে রত হইল। ৬৯

এই মহাবল দানবগণ হস্তে ধনু লইয়া সহসা অমর্ষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা তালপ্রমাণ লম্বা ধনু আকর্ষণ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা অপরাজিত কালের সহিত সমরাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। ৭০½

সমস্ত দানবই তপ্ত সুবর্ণের আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল ও শ্বেতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। সকলে মানী ছিল এবং স্বর্গলোকে গমন করিতে অভিলাষী ছিল। শত্রুদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া এই সব বীরগণ নিজ পক্ষের বিজয়কামনা করিতেছিল। ৭১-৭২

ততস্তে সা চমূর্দীপ্তা পতাকাধ্বজমালিনী
গজাশ্বরথসম্বাধা স্বর্গমার্গাভিকাঙ্ক্ষিণী ॥ ৭৩
ততঃ কালঃ সুনির্ঘাতো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
নিনদন্ সুমহাকায়ো ব্যাধিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৭৪
দদর্শ মহতীং সেনাং দানবানাং বলীয়সাম্ ।
অতিসন্নাহদর্পাণাং কালঃ সমভিগর্জতাম্ ॥ ৭৫
তদায়ান্তং তদানীকং দানবানাং তরস্বিনাম্
প্রতিলোমং চকারাশু ব্যাধিভিঃ সহিতোঽন্তকঃ ॥ ৭৬
প্রবিশ্য ধ্বজিনীং চৈষাং পাতয়ামাস দানবান্ ।
কালো রুধিররক্তাক্ষঃ সেনানীকেন সংবৃতঃ ॥ ৭৭
প্রহ্লাদবলমত্যুগ্রং প্রহ্লাদঞ্চ মহাবলম্
আজঘান রণে কালো দণ্ডমুদ্গরপট্টিশৈঃ ॥ ৭৮
শরশক্ত্যৃষ্টিখড়্গাংশ্চ শূলানি মুষলানি চ ।
গদাশ্চ পরিঘাংশ্চৈব বিচিত্রাংশ্চ পরশ্বধাঃ ॥ ৭৯
ধনূংষি চ বিচিত্রাণি শতঘ্নীশ্চ শিলায়সীঃ
পাতয়ন্তে ব্যাধিভির্যুক্তে দানবানাং চমূমুখে ॥ ৮০
বহবো ব্যাধয়ো যুদ্ধে বহূনসুরপুঙ্গবান্ ।
ব্যাধীনপি চ দৈত্যৌঘা নিজঘ্নুর্বহবো বহূন্ ॥ ৮১
শূলৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ ।
পরিঘৈরাহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ পরমায়ুধৈঃ ॥ ৮২
কেচিদ্দ্বিধা কৃতাঃ খড়্গৈঃ স্ফুরন্তঃ পতিতা ভুবি ।
ব্যাধয়ো দানবৈরেব নানাশস্ত্রৈর্বিদারিতাঃ ॥ ৮৩
তে চাপি ব্যাধিভিঃ সর্ব্বে বিবিধৈরায়ুধোত্তমৈঃ ।
খড়্গৈশ্চ মুষলৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রাসতোমরমুদ্গরৈঃ ।
ভিন্নাশ্চ দানবাঃ সর্ব্বে নিকৃত্তাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৮৪
মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈশ্চৈব ব্যাধিভিশ্চ মহাবলৈঃ ।
কৃত্বা শস্ত্রৈরনেকৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ হতা ভৃশম্ ॥ ৮৫
বেমুঃ শোণিতমত্যুগ্রং বিকীর্ণদশনেক্ষণাঃ ।
আর্ত্তস্বরঞ্চ নদতাং সিংহনাদঞ্চ গর্জ্জতাম্ ॥ ৮৬

ধ্বজ-পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব ও রথসকলে পূর্ণ, স্বর্গলোকে গমন করিতে ইচ্ছুক ও দীপ্তিমান্ এই দৈত্যসৈন্যগণ তখন অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল । ৭৩

তদনন্তর ভীষণ পরাক্রমশালী ভয়ঙ্কর কালদেব বহুসংখ্যক ব্যাধিতে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন । তাঁহার দেহ অতিশয় বিশাল ছিল এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতেছিলেন । ৭৪

তিনি নিজের সম্মুখে গর্জনকারী ও অভিমানে পূর্ণ মহাবল দানবগণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দর্শন করিতেছিলেন । ৭৫

বেগশালী দানবগণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া ব্যাধিগণের সহিত কাল সত্বর তাহাদিগকে প্রতিকূল অবস্থায় লইয়া যাইলেন । ৭৬

তারপর নিজের সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া শোণিত-সদৃশ রক্তবর্ণ নেত্রশোভিত কাল দানবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে পাতিত করিতে লাগিলেন । ৭৭

এই যুদ্ধে কাল দণ্ড, মুদ্গর ও পট্টিশাদি অস্ত্রসমূহের দ্বারা মহাবল প্রহ্লাদ এবং তাঁহার অতিশয় ভয়ঙ্কর সৈন্যদের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন । ৭৮

কালের সৈন্য ব্যাধিগণ রণাঙ্গনে বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, বিচিত্র পরশ্বধ, নানাবিধ ধনু এবং লৌহনির্মিত দুর্দ্ধর্ষ শতঘ্নী প্রভৃতি বহুসংখ্যক অস্ত্র দানব-সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৭৯-৮০

এই যুদ্ধে বহু ব্যাধি বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ অসুরগণকে বধ করিল এবং বহু দৈত্যও বহুসংখ্যক ব্যাধিকে বিনাশ করিল । ৮১

কত যোদ্ধা শূলসমূহে মথিত হইয়া যাইল । কত যোদ্ধা পরশ্বধসমূহের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল । কাহারা পরিঘসমূহে আহত হইল এবং অনেক আবার অন্য উত্তম অস্ত্রসমূহে আহত হইল । ৮২

কাহারা খড়্গসমূহে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইল এবং অনেকে ভূতলে পতিত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল । দানবগণই নানাবিধ অস্ত্রের দ্বারা ব্যাধিসকলকে বিদীর্ণ করিয়া দিল । ৮৩

ব্যাধিসকলও নানাপ্রকার উত্তম অস্ত্র খড়্গ, তীক্ষ্ণ মুষল, প্রাস, তোমর, মুদ্গর ও পরশ্বধসমূহের দ্বারা দানবগণকে ছিন্ন-ভিন্ন, করিয়া দিল । ৮৪

মহাবল ব্যাধিগণ মুদ্গর, পট্টিশ ও অনেক প্রকার অস্ত্রের দ্বারা দৈত্যগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া বহু দৈত্যকে মুষ্টির আঘাতে বধ করিল । ৮৫

পরস্পর দন্তসমূহ উৎপাটিত করিয়া দিলে ও চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলে অনেক যোদ্ধা মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল । এই রোমাঞ্চকারী যুদ্ধে আর্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ও সিংহনাদ পূর্ব্বক গর্জন করিতে করিতে অবস্থিত এই যোদ্ধাদের শব্দ অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল । ৮৬

বভূব তুমুল: শব্দ: সংগ্রামে লোমহর্ষণে
মুষ্টিভিশ্চোত্তমাঙ্গানি ভল্লৈর্গাত্রাণি চাসকৃৎ ॥ ৮৭
সাদিতানি মহী: জগ্মু স্তিষ্ঠতামেব সংযুগে।
শত্রফেনা শক্তাবর্তা ছিন্নবাহুমহোরগা ॥ ৮৮
শূলশক্তিমহামৎস্যা চাপগ্রাহসমাকুলা।
রথোপোপলসংঘট্টা ধ্বজক্রমলতাবৃতা ॥ ৮৯
সশব্দঘোষনির্ঘোষা লোহিতোদাভবন্নদী।
ধনু:শক্রধ্বজৌ কাঞ্চনাঙ্গদবিগ্রহৌ ॥ ৯০
তৌ দৈত্যাবালকালাদ্যৌ শরধারা বামুঞ্চতাম্।
তৌ মহামেঘসঙ্কাশৌ রথনাগগতৌ তদা ॥ ৯১
বহুবর্ষভিক্রুদ্ধৌ সাযুধাবিবায়ুধৌ।
তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশৌ দিব্যাহারবিভূষিতৌ ॥ ৯২
তৌ বিরেজতুরায়স্তৌ সূর্যবৈশ্বানরোপমৌ।
তৌ মহাবলসঙ্কাশাবন্যোন্যস্য চমূমুখে ॥ ৯৩
শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্বাণৈর্জঘ্নতুরাহবে।
পরস্পর: সমাসাদ্য তয়োর্যুধি দুরাসদম্ ॥ ৯৪
নাশ:নষ্ট তদা যোধা জীবিতান্যপি সংযুগে।
শরৈর্বিভিন্নসর্বাঙ্গা যুধি প্রক্ষীণবান্ধবা:
নিপেতুর্ধরণ্যাং তু রুধিরোক্ষিতবক্ষস: ॥ ৯৫
পতিতৈর্নিপতদ্ভিশ্চ পাতিতানৈশ্চ সংযুগে
বভূব ভূ: সমাকীর্ণা যোধৈরুদ্যতকার্মুকৈ: ॥ ৯৬
সংপ্রযুক্তো: শরান্ ঘোরান্ চ সন্দধতোস্তয়ো:
অন্তর: দদৃশে কশ্চিৎ প্রযত্নাদপি সংযুগে ॥ ৯৭
লঘুহস্ত মহাবাহূ যুদ্ধশৌণ্ডৌ মহাবলৌ
মণ্ডলীভূতধনুষৌ সর্বদেব বভূবতু: ॥ ৯৮
প্রহ্লাদশ্চ চ বাণৌর্দৈ্য তাবাস্ত্রকবাহিনী
উদ্যমানং বলবতা বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্ ॥ ৯৯
হতদর্প: তু বিজ্ঞায় প্রহ্লাদ: কালমাহবে
অপযাতক সমরে বিমনা: সম্প্রতর্কা তম্ ॥ ১০০
মহা বলগত: চৈব প্রহ্লাদো যুদ্ধদুর্মদ:।
ততোঽব্যান্যা: চমূং ভূয়: সমমর্দ্দ মহাসুর: ॥ ১০১

যুদ্ধস্থলে অবস্থানকারী যোদ্ধাগণের মস্তক এবং অন্যান্য অঙ্গসমূহ বারংবার মুষ্টি ও হস্ত ভল্লের আঘাতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ৮৭।

সেই সময় সেখানে তীব্র কোলাহলের সহিত রক্তের বিস্তৃত নদী বহিয়া যাইল। অস্ত্র এই নদীর ফেনা ছিল। এইরূপ অস্ত্র আবর্ত (জলভ্রমি), ছিন্ন বাহুসকল মহাসর্প এবং শূল ও শক্তিনামক অস্ত্রসকল বড় বড় মৎস্য ছিল। ধনুগুলি প্রায় পূর্ণ, রথের উপলখণ্ড প্রস্তরখণ্ড ন্যায় এবং ধ্বজরূপ বৃক্ষ ও লতাসমূহে এই নদী আবৃত ছিল। ৮৮-৮৯।

দৈত্য প্রহ্লাদ ও কালনেমি উভয়েই মেঘের সদৃশ হইয়া বাণরূপী জলধারা বর্ষণ করিতেছিল। উভয়েই নিজ নিজ ধনুকে ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রতীতি করাইতেছিলেন এবং ইঁহাদের বাহুতে স্বর্ণনির্মিত যে অঙ্গদ ছিল, তাহা বিদ্যুতের সমান প্রকাশিত হইতেছিল। ৯০।

ক্রমশ: রথ ও হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া এই দুই যোদ্ধা মহামেঘের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ইঁহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং সজল জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ৯১।

তপ্ত স্বর্ণময় কবচ ও দিব্য হারে বিভূষিত হইয়া এই দুই অস্ত্রধারী অত্যন্ত বলশালী যোদ্ধা সূর্য এবং অগ্নির সমান শোভা পাইতে লাগিলেন। ৯২।

মহাপর্বতের তুল্য বিশালদেহ এই দুই বীর সৈন্যের সম্মুখে যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দু:সহ বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। ৯৩।

এই উভয়ের দুর্জয় যুদ্ধে পরস্পর মিলিত যোদ্ধাগণ সমরাঙ্গণে নিজেদের জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিয়াছিল। ৯৪

তাহাদের সর্বাঙ্গ বাণে ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের বন্ধু-বান্ধবগণের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল এবং সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের বক্ষ রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় তাহারা ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। ৯৫

যুদ্ধস্থলে পতিত, পতনোন্মুখ ও পাতিত প্রাণহীন যোদ্ধাদিগের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ৯৬

সেই যুদ্ধস্থলে এই দুই বীর প্রহ্লাদ ও কাল কখন বাণসমূহ গ্রহণ করিতেছিলেন এবং কখন ধনুতে সংযোজন করিতেছিলেন—ইহার অন্তর বিশেষ যত্ন করিয়াও তখন দেখা যাইতেছিল না। ৯৭

এই দুই মহাবল মহাবাহু বীর যুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ নৈপুণ্যবশত: একই সঙ্গে ধনু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে মণ্ডলাকার করিয়া রাখিলেন। ৯৮

প্রহ্লাদের বাণসমূহে আহত হইয়া কালের সৈন্যবাহিনী সেইভাবে পলাইয়া যাইল, যেরূপ প্রবল বায়ুর দ্বারা বাহিত মেঘমণ্ডল খণ্ড-খণ্ড হইয়া যায়। ৯৯

সেই সময়াঙ্গণে কালের দর্প চূর্ণ হইয়াছে জানিয়া এবং নিজের সেই শত্রুকে যুদ্ধ হইতে পলায়িত স্থির করিয়া রণদুর্মদ মহাসুর তাঁহাকে পরাজিত মনে করত অন্য দেবসেনাকে মর্দন করিতে লাগিলেন। ১০০-১০১

কামপ্রহ্লাদয়োর্যুদ্ধমভবদ্ যাদৃশং পুরা।
তাদৃশং সর্ব্বলোকেষু ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১০১
এবমদ্ভুতবীর্য্যৌজা মহারণকৃতশ্রমঃ।

পূর্ব্বকালে প্রহ্লাদ ও কালের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেরূপ যুদ্ধ সর্ব্বলোকে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ১০২
এইরূপ অদ্ভুত বল-পরাক্রম ও তেজঃসম্পন্ন এবং মহাসমরে

প্রহ্লাদশ্চ যুদ্ধেঽত্র কালরূপস্ততো রণাৎ ॥ ১০৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে ভবিষ্যপর্ব্বণি কালপ্রহ্লাদযুদ্ধে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

আহত প্রহ্লাদ সেই যুদ্ধে বঞ্চিত হইলেন অর্থাৎ বিজয়ী হইলেন এবং কালদেব যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১০৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবাসুর-সংগ্রামে কাল ও প্রহ্লাদের যুদ্ধবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ কুবেরানুহ্রাদয়োর্ভয়ঙ্করযুদ্ধবর্ণনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধনাধ্যক্ষমনুহ্রাদঃ প্রহ্লাদস্যানুজো বলী
সসৈন্যং যোধয়ামাস ক্ষোভয়ন্ যক্ষবাহিনীম্ ॥ ১
মহতা চ বলৌঘেন অনুহ্রাদোঽসুরোত্তমঃ
অর্দ্দয়ামাস সংক্রুদ্ধো ধনাধ্যক্ষং প্রতাপবান্ ॥ ২
অনুহ্রাদস্ত্রিদশানাঞ্চাস্ত্রানুদ্যতান্ ।
চকার কদনং ঘোরং বপুষ্মান্নির্ভয়াসুরঃ ॥ ৩
আবর্ত্ত ইব সংজজ্ঞে বলস্য মহতো মহান্ ।
ক্ষুভিতস্যাপ্রমেয়স্য সাগরস্যেব সম্প্লবে ॥ ৪

ত্রিদশানাং শরীরৈস্তু দানবানাঞ্চ মেদিনী ।
বভূব নিচিতা ঘোরৈঃ পর্ব্বতৈরিব সংপ্লবে ॥ ৫
মেরুপৃষ্ঠং তু রক্তেন রঞ্জিতং সম্প্রকাশতে ।
সর্ব্বতো মাধবে মাসি পুষ্পিতৈরিব কিংশুকৈঃ ॥ ৬
হতৈর্বীরৈর্গজৈরশ্বৈঃ প্রাবর্ত্তত মহানদী ।
শোণিতৌঘা মহাঘোরা যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধিনী ॥ ৭
শরকেশোমহাপঙ্কা সম্প্রকীর্ণাস্ত্রশৈবলা ।
ছিন্নকায়শিরোমীনা অঙ্গাবয়বশাদ্বলা ॥ ৮

---

## ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ কুবের ও অনুহ্রাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধবর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! প্রহ্লাদের বলবান্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুহ্রাদ যক্ষসৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে সৈন্যসহ ধনাধ্যক্ষ কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১

অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী অনুহ্রাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বিশাল সৈন্যসমূহের দ্বারা কুবেরকে পীড়িত করিল ॥ ২

এই মহাসুর অনুহ্রাদ যুদ্ধস্থলে দেবগণকে অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সে নিজের বিশাল বপু হস্তে লইয়া তাঁহাদিগকে প্রচণ্ড পীড়াদান করিতে লাগিল ॥ ৩

যেরূপ প্রলয়কালে ক্ষুব্ধ অপার মহাসাগরে আবর্ত্ত ( ঘূর্ণী ) উঠিতে থাকে, সেইরূপ এই ক্ষুব্ধ বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যেন আবর্ত্ত ( মন্থন ) হইতে লাগিল ॥ ৪

দেবতা ও দানবগণের মৃতদেহসমূহে সেখানের ভূমি সেইভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, যেরূপ প্রলয়কালে বড় ভয়ঙ্কর পর্ব্বতসমূহের দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া যায় ॥ ৫

মেরুপর্ব্বতের এই শিখর ( যুদ্ধক্ষেত্র ) রক্তে রঞ্জিত হইয়া বৈশাখ মাসে সর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ পুষ্পসমূহে পূর্ণ পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬

নিহত বীর, হস্তী ও অশ্বগণের দ্বারা সেখানে রক্তের এক মহানদী প্রবাহিত হইয়া যাইল, যে মহানদীতে জলের স্থলে রক্তেরই স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। এই মহাভয়ঙ্করী নদী যমরাজের রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৭

এই নদীতে বিদ্ধ ও কেশ-( চুল )-রাশি দুর্গম পঙ্করূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত অস্ত্র-( শস্ত্র )। সমূহ এই নদীর শৈবাল ( সেওলা ) বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ছিন্ন মস্তক ও দেহসমূহ এই নদীর মৎস্য ছিল এবং অঙ্গের অন্যান্য অবয়বসমূহই ঘাসরূপে প্রতিভাত হইতেছিল ॥ ৮

শুভ্রহংসসমাকীর্ণা কেকিনাদসনাদিতা।
ঘনাফেনসমাকীর্ণা প্রোৎক্রুষ্টস্তনিতস্বরা ॥ ৯
তাং কাপুরুষদুস্তারাং যুদ্ধভূমৌ মহানদীম্।
নদীমিবাতপাপায়ে হংসসন্ধ্যোপশোভিতাম্ ॥১০
ত্রিদশা দানবাশ্চৈব তেরুস্তে দুস্তরাং নদীম্।
যথা পদ্মরজোধ্বস্তাং নলিনীং গজযূথপাঃ ॥ ১১
ততঃ স্যন্দনস্থং বাণৌঘাননুহ্রাদং রণে স্থিতম্।
দদর্শ তরসা দেবো নিঘ্নন্তং যক্ষবাহিনীম্ ॥ ১২
ক্রুদ্ধস্ততো দৈত্যবলং সূদয়ামাস বিত্তপঃ
বিক্ষিপন্নিব খে বায়ুর্মহাভ্রপটলং বলাৎ ॥ ১৩
সমীক্ষ্য তুমুলং যুদ্ধমনুহ্রাদস্তু বীর্যবান্।
রথেনাদিত্যবর্ণেন কুবেরমভিদুদ্রুবে ॥ ১৪
স ধনুর্ধারিণাং শ্রেষ্ঠো বিকৃষ্য স্বমূর্দ্ধনি।
উৎসসর্জ শিতান্ বাণান্ বিত্তেশস্য মহাসুরঃ ॥ ১৫
কুবেরং প্রাপ্য তে বাণা নির্ভিদ্য সুসমাহিতাঃ
অপতন্ পৃষ্ঠতো ভূম্যাসক্তান্ যক্ষরাক্ষসান্ ॥ ১৬
দেবঃ শরৈরভিহতো নিশিতৈর্মর্মলোপনৈঃ
অনুহ্রাদঃ প্রত্যবিধ্যৎ সংক্রুদ্ধঃ শরমাচরে ॥ ১৭
ততো বৈশ্রবণো রাজা ক্রুদ্ধো যক্ষগণৈঃ সহ
ববর্ষ শরবর্ষাণি দানবং প্রতি বীর্যবান্ ॥ ১৮
তদ্ যথা শারদং বর্ষং গোবৃষঃ শীঘ্রমাগতম্
অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রতিগৃহ্ণন্নিমীলিতঃ ॥ ১৯
এবমেব কুবেরস্য শরবর্ষং মহাসুরঃ।
নিমীলিতাক্ষঃ সহসা দৈত্যঃ সহতি দারুণম্ ॥ ২০
রোষিতঃ শরবর্ষেণ ধনদেন মহাসুরঃ।
ইন্দ্রকেতুপ্রতীকাশমভিতোঽপশ্যত দ্রুমম্ ॥ ২১
প্রবৃদ্ধশাখাবিটপং তরুণাঙ্কুরপল্লবম্।
উৎপাট্য কুপিতো দৈত্যস্তরুং ফলসমন্বিতম্ ॥ ২২
নিজঘান হয়ান্ শ্রেষ্ঠান্ কুবেরস্য মহাত্মনঃ
তচ্চ কর্ম মহাঘোরং দৃষ্ট্বা সর্বে মহাসুরাঃ ॥ ২৩

শুভ্র (শকুনি)-রূপী হংসদলে এই নদী আবৃত ছিল। ময়ূর ও সারসগণের কলরবে ইহা মুখরিত ছিল। ঘনারূপী ফেনরাশিতে ইহা ব্যাপ্ত ছিল এবং চারিদিকে নানা চীৎকারই ইহার নাদ ছিল। ৯

যুদ্ধভূমিতে প্রবাহিত এই মহানদী কাপুরুষগণের পক্ষে পার হওয়া সেইরূপ কঠিন ছিল, যেরূপ বর্ষাকালে জলরাশিতে বর্দ্ধিত নদী পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে। হংসদলে এই নদী শোভিত ছিল। ১০

দেবতা ও দানবগণ এই দুস্তর নদীকে সেইভাবে পার হইয়া যাইতেন, যেরূপ পদ্মসমূহের পরাগে ধূসরবর্ণবিশিষ্ট পুষ্করিণীকে গজযূথপতিগণ অনায়াসেই পার হইয়া যায়। ১১

তারপর কুবেরদেব দেখিলেন যে, রথে উপবেশন করত অনুহ্রাদ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া যক্ষসৈন্যবাহিনীকে সবেগে বিনাশ করিতেছে। ১২

তখন যেরূপ বায়ু আকাশে মহামেঘমণ্ডলকে নিজের বলে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনপতি কুবের দৈত্য-সৈন্যদিগকে সংহার করিলেন। ১৩

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিয়া পরাক্রমশালী অনুহ্রাদ সূর্য্যের সমান তেজস্বী রথের দ্বারা কুবেরের দিকে ধাবিত হইল। ১৪

ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দৈত্যবীর মুখের সম্মুখভাগে নিজের ধনু আকর্ষণ করিয়া মহাত্মা ধনপতি কুবেরের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ১৫

সেই বাণসমূহ কুবেরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরীর ভেদ করত পৃষ্ঠভাগ দিয়া বহির্গত হইয়া পৃষ্ঠস্থ অন্যান্য যক্ষ ও রাক্ষসগণকেও স্থির লক্ষ্যে বিদ্ধ করিল। ১৬

অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আহত হইয়া কুবেরদেব সেই মহাসমরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনুহ্রাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৭

তারপর ক্রুদ্ধ পরাক্রমশালী রাজা কুবের যক্ষগণের সহিত সেই দানবের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৮

যেরূপ কোনও বৃষ শীঘ্র উপস্থিত শরৎকালের বৃষ্টিকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া চক্ষু বন্ধ করত সেই বৃষ্টির আঘাত নীরবে গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাসুর দৈত্য অনুহ্রাদ কুবেরের দ্বারা সহসা নিক্ষিপ্ত সেই ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে চক্ষু বন্ধ করিয়া নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। ১৯-২০

কুবেরের বাণবর্ষণে ক্রোধাবিষ্ট সেই মহাসুর অনুহ্রাদ আরও ভীত না হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় বিশাল এক বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই বৃক্ষ শাখা-প্রশাখায় বৃহদাকার ছিল, নব নব অঙ্কুর ও পল্লবশালী ছিল এবং ফলে পূর্ণ ছিল। কুপিত দৈত্য এই বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া তাহার দ্বারা মহাত্মা কুবেরের শ্রেষ্ঠ অশ্বগণকে বিনাশ করিল। ২১-২২।

তাহার এই মহাঘোর কর্ম দেখিয়া সমস্ত মহাসুরগণ অনু-

সিংহনাদং নদন্তি স্ম অসুরাস্তপ্রহর্ষিতাঃ
তয়োস্তু তুমুলং যুদ্ধং সংজজ্ঞে দেবদৈত্যয়োঃ ॥ ২৪
ততস্তৌ ক্রোধরক্তাক্ষাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ
অন্যোন্যং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্ঘোরৈর্জঘ্নতুরাহবে ॥ ২৫
ত্রিদশা দানবান্ সর্ব্বে মথিত্বা প্রাণসংস্তদা
দানবৈস্ত্রিদশাশ্চাপি ক্রুদ্ধৈর্ভুবি নিপাতিতাঃ ॥ ২৬
দানবাশ্চ সংক্রুদ্ধাস্ত্রিদশান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
বিব্যাধুর্বজ্রসঙ্কাশৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ২৭
বিদার্য্যমাণা দৈত্যৌঘৈস্ত্রিদশাস্তু মহাবলাঃ ।
অমর্ষিতত্তরাশ্চক্রুর্যুদ্ধকর্ম্মাণ্যভীতবৎ ॥ ২৮
তৈর্গদাভিঃ সুতীক্ষ্ণাভিঃ পট্টিশৈঃ শূলমুদ্গরৈঃ ।
পরিঘৈশ্চ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈর্দানবাঃ পীড়িতাঃ শরৈঃ ॥ ২৯
শরনির্ভিন্নগাত্রাশ্চ খড়্গবিচ্ছিন্নবক্ষসঃ ।
জগৃহুস্তে শিলাশ্চৈব ক্রমাংশ্চাম্বুদসন্নিভাঃ ॥ ৩০

ত্রাসের দ্বারা অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ।২৩।

এই দেব ( কুবের ) ও দৈত্যের ( অনুহ্লাদের ) মধ্যে তখন তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল । উভয়েরই চক্ষু এই সময় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল । উভয়েই এই যুদ্ধে পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন । ২৪-২৫

সমস্ত দেবগণ এই সময় দানবযোদ্ধাদিগকে মথিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । এইরূপ দানবেরাও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিল । ২৬

দানবগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রতুল্য তেজস্বী ও কঙ্কপত্রশোভিত সরলগামী তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা দেবতাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল । ২৭

দৈত্যসমূহের দ্বারা বিদারিত হইতে থাকিয়া মহাবল দেবগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভয়ে নানাবিধ যুদ্ধকর্ম্ম করিয়া যাইলেন । ২৮

ইঁহারা ভয়ঙ্কর গদা, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর, পরিঘ এবং অতিশয় তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা দানবগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন । ২৯

সেই অসুরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের অঙ্গ বাণসমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইল এবং ইঁহাদের বক্ষ খড়্গের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল ; কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহারা বড় বড় প্রস্তর খণ্ড ও বৃক্ষ হস্তে গ্রহণ করিল । ৩০

সেই ভয়ঙ্কর বেগশালী শত শত ও সহস্র সহস্র দৈত্য বারংবার

তে তীব্রবেগা দিতিজা নর্দমানাঃ পুনঃ পুনঃ ।
মমর্দুস্ত্রিদশান্ বীর্য্যাচ্ছতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৩১
ততস্তু তুমুলং যুদ্ধং তেষাং সমভিবর্ত্তত ।
শিলাভির্বিপুলাভিশ্চ শতশশ্চৈব পাদপৈঃ ॥ ৩২
পরিঘৈঃ পট্টিশৈর্ভল্লৈর্ভিন্দিপালৈঃ পরশ্বধৈঃ
কেচিন্নিকৃত্তশিরসঃ কেচিচ্চ বিদলীকৃতাঃ ॥ ৩৩
কেচিদ্ বিনিহতা ভূমৌ রুধিরার্দ্রাঃ সুরাসুরাঃ ।
কেচিদ্ রণাজিরাদ্ভ্রষ্টাঃ পরস্পরবধার্দ্দিতাঃ ॥ ৩৪
বিভিন্নস্কন্ধাঃ কেচিচ্ছিন্নপাদাশ্চ শেরতে ।
বিদারিতাস্ত্রিশূলৈশ্চ কেচিত্তত্র গতাসবঃ ॥ ৩৫
তৎ সুভীমং মহদ্ যুদ্ধং দেবদানবসঙ্কুলম্
বভূব তুমুলং যুদ্ধং শিলাপাদপসঙ্কুলম্ ॥ ৩৬
ধনুর্জ্যাতন্ত্রিমধুরং হিক্কাতালসমন্বিতম্
আর্ত্তস্তনিতঘোষাঢ্যং যুদ্ধং গান্ধর্ব্বমাবভৌ ॥ ৩৭

গর্জ্জন করিতে করিতে নিজেদের বল-পরাক্রমে দেবগণকে মর্দ্দন করিয়া ফেলিল । ৩১

তদনন্তর তাঁহাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল । তাঁহারা বড় বড় শিলাখণ্ড, শত শত বৃক্ষ, পরিঘ, পট্টিশ, ভল্ল, ভিন্দিপাল ও পরশ্বধসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন । ৩২।

এই সবের আঘাতে কাহারও মস্তক উড়িয়া যাইল, কাহারা বিদীর্ণ হইল এবং কাহারা ভূতলে পতিত হইয়া নিহত হইল । এইভাবে সমস্ত দেবতা ও দানবগণ রক্তে আপ্লুত হইয়া যাইলেন । ৩৩।

পরস্পরের প্রহারে পীড়িত হইয়া কত যোদ্ধা যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া যাইল । কাহাদের স্কন্ধ বিদীর্ণ হইয়া যাইল । বহু যোদ্ধা পদ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিল এবং অনেকে ত্রিশূলসমূহের দ্বারা বিদারিত হইয়া প্রাণহীন হইল । ৩৪-৩৫

দেবতা ও দানবগণের দ্বারা পরিপূর্ণ এই মহাযুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল এবং শিলা ও বৃক্ষসমূহের প্রহারে ব্যাপ্ত থাকায় এই যুদ্ধ আরও তুমুলাকার ধারণ করিল । ৩৬

সেস্থানে ধনুর গুণরূপী বীণার মধুর ঝঙ্কার উত্থিত হইতেছিল । যোদ্ধাগণের মধ্যে যে হিক্কা হইতেছিল, তাহাই তখন তালরূপে পরিণত হইয়াছিল । পীড়িতগণের আর্ত্তনাদই মৃদঙ্গাদি বাদ্য-সমূহের ধ্বনিরূপে পূর্ণ ছিল । এইভাবে এই যুদ্ধ গান্ধর্ব্ব-মহোৎসবের ( সঙ্গীত-সমারোহের ) ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল । ৩৭

কুবেরঃ স ধনুষ্পাণির্বিধমন্ বাণবৃষ্টিভিঃ।
দিশো বিদ্রাবয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৮
কুবেরেণার্দিতং সৈন্যং বিক্রান্তং প্রেক্ষ্য দানবঃ।
অভ্যদ্রবদনুহ্রাদঃ প্রগৃহ্য মহতীং শিলাম্ ॥ ৩৯
ক্রোধাদ্ বিস্তৃতরক্তাক্ষঃ পিতৃতুল্যপরাক্রমঃ।
শিলাং তাং পাতয়ামাস কুবেরস্য রথোত্তমে ॥ ৪০
আপতন্তীং শিলাং দৃষ্ট্বা গদাপাণির্ধনাধিপঃ।
রথাদাপ্লুত্য বেগেন বসুধায়াং ব্যতিষ্ঠত ॥ ৪১
সচক্রকুবরহয়ং সধ্বজং সশরাসনম্।
ভঙ্‌ক্ত্বা রথোত্তমং তস্য নিপপাত শিলা ভুবি ॥ ৪২
বিমথ্য তু কুবেরস্য প্রহ্রাদস্যানুজো রথম্।
দৃধাণাঃ কদনং চক্রে সকণ্টকবিটপৈশ্চ তৈঃ ॥ ৪৩
নির্ভিন্নশিরসো ভগ্নাস্ত্রিদশাঃ শোণিতোক্ষিতাঃ।
ক্রমপ্রব্যথিতাঙ্গাশ্চ নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৪৪

সেই সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কুবের হস্তে ধনু লইয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে বাণবর্ষণের দ্বারা দানবগণকে নানাদিকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ৩৮

নিজের সৈন্যগণকে কুবেরের দ্বারা পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া দানব অনুহ্রাদ এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লইয়া কুবেরের দিকে ধাবিত হইল। ৩৯

সেই সময় ইহার চক্ষু ক্রোধে বিস্তৃত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এই অনুহ্রাদ নিজের পিতা হিরণ্যকশিপুর তুল্য পরাক্রমশালী ছিল। সে তখন সেই শিলাখণ্ডকে কুবেরের উত্তম রথের উপর নিক্ষেপ করিয়া দিল। ৪০

সেই শিলাকে আসিতে দেখিয়া হস্তে গদা গ্রহণ করত কুবের নিজের রথ হইতে সবেগে লম্ফপ্রদান করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১

সেই শিলা কুবেরের উত্তম রথকে চক্র, কুবর, অশ্ব, ধ্বজ ও ধনুসহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া ভূতলে পতিত হইল। ৪২

কুবেরের রথকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া প্রহ্রাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুহ্রাদ স্কন্ধ ও শাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা দেবগণের বীরগণকে পীড়িত করিতে লাগিল। ৪৩

ইহাতে দেবগণের মস্তক ভাঙিয়া যাইল, অস্ত্র ভগ্ন হইল এবং তাঁহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন। বৃক্ষের প্রহারে তাঁহাদের

বিদ্রাব্য বিপুলং সৈন্যমনুহ্রাদো মহাসুরঃ।
গিরিশৃঙ্গং গৃহীত্বা তু কুবেরমভিদুদ্রুবে ॥ ৪৫
তমাপতন্তং ধনদো গদামুদ্যম্য বীর্যবান্।
নিনদিত্বাহ্বয়ামাস দানবেন্দ্রং মহাবলম্ ॥ ৪৬
তস্য দৈত্যস্য সংক্রুদ্ধো গদাং তাং বহুকণ্টকাম্।
ক্ষেপাতয়ত্ বিস্রেমে দানবস্যোরসি প্রভো ॥ ৪৭
দৈত্যঃ স ক্রোধতাম্রাক্ষস্তং প্রহারমচিন্তয়ন্
বিক্ষেপস্যোপরি তদা গিরিশৃঙ্গমপাতয়ৎ ॥ ৪৮
স বিহ্বলিতসর্বাঙ্গো গিরিশৃঙ্গেণ তাড়িতঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ বিশীর্ণ ইব পর্বতঃ ॥ ৪৯
বিশ্রবসং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা সর্বে তে যক্ষরাক্ষসাঃ।
পরিবার্য রক্ষন্ত্যেনং রক্ষকৃভীমবিক্রমাঃ ॥ ৫০
মুহূর্তং বিহ্বলো ভূত্বা পুনর্বিশ্রবসঃ সুতঃ
উপতস্থে চ সহসা ধনদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫১

সর্বাঙ্গ বাধিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা ভূতলে পতিত হইলেন। ৪৪

মহাসুর অনুহ্রাদ দেবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া এক পর্বতশিখর গ্রহণ করত কুবেরের দিকে ধাবিত হইল। ৪৫

তাহাকে আসিতে দেখিয়া পরাক্রমশালী কুবের গদা উত্তোলিত করিয়া গর্জন করত সেই মহাবল দানবরাজকে আহ্বান করিলেন। ৪৬

হে প্রভো! জনমেজয়! ধনপতি কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দিতিবংশজাত দানব অনুহ্রাদের বক্ষে বহু কণ্টকে পূর্ণ গদার দ্বারা আঘাত করিলেন। ৪৭

কিন্তু ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত দৈত্য তাঁহার সেই প্রহারের কথা চিন্তা না করিয়াই ধনপতি কুবেরের উপর সেই পর্বতশিখর নিক্ষেপ করিল। ৪৮

এই পর্বতশিখরের দ্বারা তাড়িত হইয়া কুবেরের সর্বাঙ্গ বিহ্বল ব্যাকুল হইয়া যাইল এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ পর্বতের ন্যায় সহসা তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। ৪৯

মহাত্মা ধনেশ্বরকে বিহ্বল হইয়া যাইতে দেখিয়া সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী সমস্ত যক্ষ ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৫০

মুহূর্তকাল বিহ্বল থাকিবার পর বিশ্রবার পুত্র ধনদাতা কুবের

স নাদেন মহানাদং ত্রৈলোক্যমতিনাদয়ন্ ।
জগর্জ্জেব নির্ঘোষং বিধমন্নিব পর্ব্বতান্ ॥ ৫২
উদযন্তং বিজ্ঞায় নিহন্তুং পুনরুত্থিতম্ ।
প্রেক্ষ্য সিংহাকৃতমায়ান্তং দানবা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৫৩
তাংস্তু বিদ্রবতো দৃষ্ট্বানুহ্রাদো হ্যসুরোঽব্রবীৎ ।
কালনেমিং দানবস্য বীর্য্যদর্পসমন্বিতম্ ॥ ৫৪
আত্মানঞ্চৈব বীর্য্যঞ্চ বিস্মৃত্যাভিজনং তথা ।
ক গচ্ছথ ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা ইব দানবাঃ ॥ ৫৫
নিবর্ত্তধ্বং মহাবীর্য্যাঃ কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ ।
যাদৃশং যুদ্ধায় যস্যেহ মহতীয়ং বিভীষিকা ॥ ৫৬
এতাং বিভীষিকামদ্য দানবানাং সমুত্থিতাম্
বিক্রমৈর্বিধমিষ্যামি নিবর্ত্তধ্বং মহাসুরাঃ ॥ ৫৭
তেঽসুরাঃ সন্নিবৃত্তাশ্চ সমদা ইব কুঞ্জরাঃ
নিজঘ্নুঃ পরমক্রুদ্ধা দেবসৈন্যং মহাসুরাঃ ॥ ৫৮
ক্ষীণপ্রহরণাঃ কেচিন্মহামেঘনিভস্বনাঃ
দর্পোৎকটা ভুজৈরেব সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ৫৯
প্রাংশুভিশ্চৈব কাষ্ঠৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাবলাঃ ।
বাহুভিশ্চ তথান্যোন্যমাক্ষিপন্তি স্ম বেগিতাঃ ॥ ৬০
মুষ্টিভিশ্চ তলৈশ্চৈব নখপাতৈর্মহাবলাঃ ।
পাদপৈশ্চ মহাশাখৈর্যুযুধুস্ত রণাজিরে ॥ ৬১
অনুহ্রাদস্তু সংক্রুদ্ধো দেবতানাং মহাচমূম্ ।
মমর্দ্দ পরমায়স্তো বনাগ্নিরিব বোধিতঃ ॥ ৬২
রুধিরার্দ্রাস্তু বহবঃ শেরতে যোধসত্তমাঃ
বিকৃতাঃ পতিতা ভূমৌ তাম্রপুষ্পা ইব দ্রুমাঃ ॥ ৬৩
অনুহ্রাদস্য বিক্রান্তো দেবাংস্ত্রাসীবিষোপমান্ ।
দৃষ্ট্বামানস্য সমরে বাণজালমশিক্ষিতান্ ॥ ৬৪
ধনাধিপেন বিদ্ধস্য অনুহ্রাদস্য সংযুগে ।
অঙ্গারমিশ্রাঃ ক্রুদ্ধস্য মুখান্নিশ্চেরুরর্চ্চিষঃ ॥ ৬৫
অথ বাণসহস্রেণ বিশ্বেশং দানবোত্তমঃ ।
বিব্যাধ স শরৈঃ ক্রুদ্ধো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ৬৬

---

পুনরায় সহসা উত্থিত হইলেন এবং ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া তিন লোককে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সিংহনাদ মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ উৎপন্ন করিতে ও পর্ব্বতসকলকেও যেন বিদারিত করিতে লাগিল। ৫১-৫২

সিংহনাদন কুবের অবধ্য এবং দানবগণকে বধ করিবার জন্য পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সমস্ত দানবেরা পলাইয়া যাইল। ৫৩

তাহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অসুর অনুহ্রাদ বলিল,—মহাপরাক্রমশালী দানবগণ! তোমরা বলশালী ও দর্পিত কালনেমিকে, নিজেকে ও নিজেদের পরাক্রম এবং কুলকে ভুলিয়া নিম্নশ্রেণীর মনুষ্যদিগের তুল্য ভয়ে ভীত হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? ফিরিয়া এস। নিজেদের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছ কেন? এই যক্ষ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, তাহার এই গর্জ্জন মহতী বিভীষিকামাত্র। ৫৪-৫৬

মহাসুরগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও—ফিরিয়া এস। দানবগণের জন্য যাহা উত্থিত হইয়াছে, যক্ষরাজের সেই বিভীষিকাকে আমি পরাক্রমপূর্ব্বক নষ্ট করিয়া দিব। ৫৭

ইহা শুনিয়া মদমত্ত হস্তিগণের ন্যায় সেই অসুরগণ ফিরিয়া আসিল এবং মহাসুরেরা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল। ৫৮

কত দৈত্য নিজেদের অস্ত্রসমূহ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কেবল মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছিল। কত দৈত্য আবার নিজের বলদর্পে উদ্ধত হইয়া বাহুসমূহের দ্বারাই প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৫৯

এই মহাবলশালী বেগবান্ যোদ্ধারা উচ্চ উচ্চ কাষ্ঠ, শিলা ও বাহুযুগলের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। ৬০

মহাবল সৈন্যগণ এই রণাঙ্গনে মুষ্টি, তল (চড়-চাপড়) নখাঘাত ও বড় বড় শাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতেছিল। ৬১

অতিশয় ক্রুদ্ধ অনুহ্রাদ অগ্নিদেবের মত বিশেষ সচেষ্ট হইয়া দেবগণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে মথিত করিল, যেরূপ প্রজ্বলিত দাবানল বনকে দগ্ধ করিয়া থাকে। ৬২

বহু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা রক্তে ভিজিয়া গিয়া বিকৃত অবস্থায় রণভূমিতে পতিত হইয়া শুইয়াছিল। তাহারা তখন রক্তবর্ণ পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৬৩

পরাক্রমশালী কুবেরদেব সমরাঙ্গনে যুদ্ধরত অনুহ্রাদের উপর বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিলেন। ৬৪

যুদ্ধে ধনাধ্যক্ষ কুবেরের দ্বারা বাণবিদ্ধ হইয়া অনুহ্রাদের মুখ হইতে ক্রোধবশতঃ অঙ্গারযুক্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। ৬৫

তখন কুপিত হইয়া দণ্ডধারী যমের ন্যায় দানবশ্রেষ্ঠ অনুহ্রাদ ধনপতি কুবেরকে নিজের সহস্র বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল। ৬৬

কুবেরস্তু শরৈস্তিগ্মৈঃ সমন্তাৎ ক্ষতজোক্ষিতঃ ।
রুধিরং পরিসুস্রাব গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥ ৬৭
লব্ধ্বা স তু পুনঃ সংজ্ঞাং রোষরক্তেক্ষণঃ প্রভুঃ ।
গদামথ সমাসাদ্য ভীমাং ভীমপরাক্রমঃ ।
চিক্ষেপ দৈত্যমুদ্দিশ্য বলাৎ ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৬৮
অপ্রাপ্তামন্তরে সোঽথ তাং গদাং গদয়াসুরঃ ।
বভঞ্জ বিনদন্ ক্রুদ্ধস্তদাশ্চর্য্যমভূত্তদা ॥ ৬৯
প্রগৃহ্য তু গদাং ভূয়ো হ্যভিদুদ্রাব দানবম্ ।
তমাপতন্তং দৃষ্ট্বৈব অনুহ্রাদো মহাবলঃ ॥ ৭০
গিরিশৃঙ্গমথোৎপাট্য কৈলাসাচলসন্নিভম্ ।
ধনাধিপং প্রদুদ্রাব ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৭১
তমন্তকমিবায়ান্তমক্ষোভ্যং সকলৈঃ সুরৈঃ ।
গ্রসন্তমিব তং দৈত্যং ত্রৈলোক্যমখিলং রুষা ॥ ৭২
সমালোক্য তথাভূতং ধনাধ্যক্ষো রণং ভয়াৎ ।
অপহায় যযৌ তত্র যত্র শক্রঃ সুরাধিপঃ ॥ ৭৩
তস্য চাপি মহৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বা বিত্তপতিস্তদা ।
জগাম ভয়সন্ত্রস্তো যত্র দেবঃ শচীপতিঃ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরসংগ্রামে অনুহ্রাদকুবেরযুদ্ধে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

সর্ব্বদিকে বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া কুবের রক্তে স্নাত হইয়া যাইলেন এবং যেরূপ ঝরণাসমূহে যুক্ত পর্ব্বত জলধারা প্রবাহিত করে, সেইরূপ নিজ অঙ্গ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন (ও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন) ॥ ৬৭

পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত রোষবশতঃ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভয়ানক পরাক্রমশালী দেব কুবের ভয়ঙ্কর গদা হস্তে গ্রহণ করত ক্রোধে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া সেই দৈত্যকে লক্ষ্য করিয়া উহা সবলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৮

কিন্তু ক্রুদ্ধ অসুর অনুহ্রাদ সেই গদা নিজের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সিংহনাদ করত নিজ গদার দ্বারা উহাকে মধ্যপথে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন ইহা যেন এক আশ্চর্য্যকর ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ৬৯

কুবের পুনরায় অন্য একগদা লইয়া সেই দানবের দিকে ধাবিত হইলেন। মহাবল অনুহ্রাদ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া কৈলাস পর্ব্বতস্বরূপ এক বিশাল পর্ব্বতশিখরকে উৎপাটিত করিয়া মুখ বিস্তারকারী কালের ন্যায় ধনপতি কুবেরের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৭০ ৭১

এই দৈত্য সমস্ত দেবগণের পক্ষেই অজেয় ছিল এবং যমরাজের সমান রোষবশতঃ সম্পূর্ণ ত্রিলোককেই যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তাহাকে সেইরূপে আসিতে দেখিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের ভয়বশতঃ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া সেখানে চলিয়া যাইলেন, যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৭২-৭৩

তাহার এই মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া ধনপতি কুবের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং যেখানে শচীপতি ইন্দ্র ছিলেন, তথায় চলিয়া যাইলেন ॥ ৭৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার প্রসঙ্গে দেবাসুরসংগ্রামে অনুহ্রাদ ও কুবেরের যুদ্ধবর্ণনবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ বিপ্রচিত্তিনা সহ বরুণস্য যুদ্ধং পরাজয়শ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিপ্রচিত্তিস্তু বরুণং দৈত্যানামাদিরব্যয়ম্
জঘানেষুগণৈঃ ক্রুদ্ধো দীপ্তৈরিব মহোরগৈঃ ॥ ১
স দহ্যমানো দৈত্যেন দীপ্তৈঃ শরগভস্তিভিঃ।
নাভ্যজানত কর্ত্তব্যং সংগ্রামে স জলেশ্বরঃ ॥ ২
সর্ব্বলোকেশ্বরস্যেব পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ
ন শক্তোঽভ্যগ্রতঃ স্থাতুং বিপ্রচিত্তের্জলাধিপঃ ॥ ৩
বজ্রো নাম মহাব্যূহো নির্ভয়ঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
সংব্যূহ্য প্রত্যযুধ্যন্ত দানবা দেববাহিনীম্ ॥ ৪
বহ্নিজ্বালাসমং তত্র রবিমণ্ডলসন্নিভম্।
মুখমাভাতি দৈত্যস্য বিপ্রচিত্তের্মহাত্মনঃ ॥ ৫
বরুণস্তু মহাতেজা বিপ্রচিত্তিং মহাসুরম্।
প্রদহন্নিব তেজোভির্জিগীষুঃ প্রত্যবৈক্ষত ॥ ৬
স্রগ্দামমালাভরণঃ কেয়ূরাঙ্গদভূষণঃ।
জগ্রাহ পরিঘং দৈত্যঃ কৈলাসশিখরোপমম্ ॥ ৭
পিনদ্ধং কাঞ্চনৈঃ পট্টৈর্হৈমমালিনমায়সম্
যমদণ্ডোপমং ঘোরং দৈত্যানাং ভয়নাশনম্ ॥ ৮
ভ্রাময়ামাস সংক্রুদ্ধো মহাশক্রধ্বজোপমম্।
বিননাদ বিবৃত্তাস্যো বিপ্রচিত্তির্মহাসুরঃ ॥ ৯
স কণ্ঠস্থেন নিষ্কেণ স্ফুরদ্ভিরপি চাঙ্গদৈঃ।
কুণ্ডলাভ্যাং বিচিত্রাভ্যাং ভ্রাজতে কাঞ্চনস্রজা ॥ ১০
দানবো ভূষণৈর্ভাতি পরিঘেণায়সেন চ।
যথেন্দ্রধনুষা মেঘঃ সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুমান্ ॥ ১১
প্রক্ষুভন্ পরিঘাগ্রেণ বাতস্কন্ধমহাঘনঃ।
জজ্বাল চ সধূমার্চ্চিঃ সাম্বর্ত্তক ইবানলঃ ॥ ১২

---

## একষষ্টিতম অধ্যায়।

[ বিপ্রচিত্তির সহিত বরুণের যুদ্ধ ও পরাজয়। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দৈত্যগণের আদি-পুরুষ বিপ্রচিত্তি অবিনাশী দেব বরুণকে ক্রোধসহকারে নিজের মহাসর্পসম তুল্য অতিশয় তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা আহত করিল। ১

এই দৈত্য যখন বাণরূপ প্রদীপ্ত কিরণসমূহের দ্বারা বরুণকে দগ্ধ করিতেছিল, তখন যুদ্ধস্থলে অবস্থিত জলপতি বরুণ ইহা বুঝিতে পারিলেন না যে, এখন আমার কি কর্ত্তব্য। ২

যেরূপ সর্ব্বলোকেশ্বর পরমাত্মার সমক্ষে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী অবস্থান করিতে পারেন না, সেইরূপ দানবরাজ বিপ্রচিত্তির অগ্রে জলপতি বরুণ অবস্থান করিতে পারিলেন না। ৩

বজ্র নামক মহাব্যূহের মুখ সর্ব্বদিকেই থাকে, ইহাতে কোনরূপ ভয় থাকে না। এই ব্যূহ অবলম্বন করিয়া দানবগণ দেববাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৪

মহাত্মা (অথবা বিশালদেহ) বিপ্রচিত্তি নামক দৈত্যের মুখ সেখানে অগ্নিশিখা ও সূর্য্যমণ্ডলের সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল। ৫

মহাতেজস্বী বরুণ জয়লাভ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া বিপ্রচিত্তি নামক মহাসুরের দিকে এইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যেন তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ৬

দৈত্য বিপ্রচিত্তি পুষ্পহার এবং সুবর্ণাদির মালাসমূহে বিভূষিত ছিল। তাহার বাহুদ্বয়ে কেয়ূর ও অঙ্গদ ভূষিত ছিল। এই দৈত্য তখন কৈলাস-শিখরসদৃশ এক পরিঘ হস্তে গ্রহণ করিল। ৭

এই পরিঘের উপর স্বর্ণের পাত জড়ান ছিল। লৌহনির্ম্মিত এই পরিঘ স্বর্ণের মালায় বিভূষিত ছিল। ইহা দেখিতে যম-দণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইলেও দৈত্যগণের ভয় নাশ করিতেছিল। ৮

মহাসুর বিপ্রচিত্তি অত্যন্ত কুপিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজসদৃশ বিশাল সেই পরিঘকে ঘুরাইল এবং মুখ বিস্তার করত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৯

এই দানব তখন কণ্ঠস্থিত সুবর্ণময় পদক, বাহুস্থিত অঙ্গদসমূহ, কর্ণদ্বয়ে বিচিত্র কুণ্ডলযুগল এবং বক্ষঃস্থলে স্বর্ণের হারে দেদীপ্যমান হইতেছিল। ১০

লৌহের পরিঘ এবং স্বর্ণের আভরণসমূহে যুক্ত এই দানব বিপ্রচিত্তি ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১১

পরিঘনামক অস্ত্রের দ্বারা বায়ুসমূহকে সঞ্চালিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদকারী এই দৈত্য বিপ্রচিত্তি ধূম ও শিখাসহ প্রলয়কালীন অগ্নির সমান প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১২

বিদ্যাধরগণৈঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বনগরৈরপি
সহ চৈবামরাবত্যা সিদ্ধলোকৈস্তথা সহ ॥ ১৩

গ্রহনক্ষত্ররচিতং সার্কচন্দ্রবিভূষিতম্
দৈত্যোগ্রপরিঘোদ্ধূতং ভ্রমতীব নভস্তলম্ ॥ ১৪

দুরাসদঃ সুমহাংশ্চ পরিঘাস্তররক্ষণঃ।
সুরেন্দ্রনোঽসুরেন্দ্রাণির্গাম্ভীর্য্যপ্রিরিবোধিতঃ ॥ ১৫

ত্রিদশা বরুণশ্চৈব ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ভয়াৎ।
তত্রাসীন্নির্ভয়স্ত্বেকঃ কৌশিকো বাসবঃ প্রভুঃ ॥১৬

ভাস্করপ্রতিমং ঘোরং পরিঘং রৌদ্রদর্শনম্।
পাতয়ামাস সেনায়াং জলেশস্য স দানবঃ। ॥ ১৭

পততা তেন সংগ্রামে জলেশস্য মহাত্মনঃ।
ভূতানাং শতসাহস্রং পরিঘেণ সমাহতম্।

তেষাং গাত্রাণি চাসাদ্য বাশীর্য্যন্ত সহস্রশঃ ॥ ১৮
বিশীর্যমাণং বিবভাবুল্কাশতমিবাম্বরে।

ভূয়শ্চৈনং তদা ভ্রামা বরুণায় ব্যপাতয়ৎ ॥ ১৯

বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বনগরসমূহ, অমরাবতীপুরী এবং সিদ্ধলোকসকলের সহিত ও গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলী সহ সূর্য্য এবং চন্দ্রে বিভূষিত আকাশ এই দৈত্যরাজের পরিঘে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যেন ঘুরিতে লাগিল। ১৩-১৪

পরিঘাস্ত্র ধারণ করিতে ও সর্ব্বদিকে ঘুরাইতে সমর্থ এই দৈত্য তখন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া যাইল। অগ্নিতুল্য তেজস্বী এই অসুররাজ বিপ্রচিত্তি প্রলয়কালের অগ্নির সমান উত্থিত হইল এবং দেবগণ ইহার তাপে ইন্ধনের (কাঠের) ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ১৫

দেবগণ ও বরুণ ইহার ভয়ে স্পন্দিত হইতেও পারিলেন না। এস্থানে একমাত্র সামর্থ্যশালী কৌশিক ইন্দ্রই নির্ভয় ছিলেন। ১৬

এই দানব বিপ্রচিত্তি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর পরিঘকে জলেশ্বর বরুণের সৈন্যের উপর পাতিত করিল। ১৭

সংগ্রাম ভূমিতে পতিত হইতে হইতে সেই পরিঘ মহাত্মা বরুণের এক লক্ষ ভূতকে হতাহত করিল। এই পরিঘের আঘাতে তাহাদের শরীর সহস্র সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া যাইল। ১৮

দীর্ণ বিদীর্ণ হইতে হইতে বরুণের সৈন্যগণ আকাশে শত উল্কার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তদনন্তর বিপ্রচিত্তি পুনরায় সেই পরিঘকে ঘুরাইয়া বরুণের উপর নিক্ষেপ করিল। ১৯

পাত্যমানে তদা তস্মিন্নুরসীতে বারুণে তদা
স ভিন্নঃ পরিঘো ঘোরো দেবগাত্রে বাশীর্য্যত ॥ ২০

শীর্যমাণস্য চূর্ণানি খদ্যোতা ইব চাম্বরে
স তু তেন প্রহারেণ ন চচাল জলাধিপঃ ॥ ২১

পরিঘেণ হতঃ সংখ্যে যথা বজ্রহতোঽচলঃ।
স্বসৈন্যেষ্বপি ভগ্নেষু ভিন্নদেহেষু চাহবে ॥ ২২

মুহূর্ত্তমভবৎ ক্রোধনঃ শ্লাতিমর্দ্দনঃ।
সোঽমর্ষঞ্চ সমাপন্নো বরুণোঽমিতবিক্রমঃ ॥ ২৩

সর্ব্বসংহারমকরোৎ স্বপক্ষস্যাভিবর্দ্ধনঃ
স সাগরৈশ্চতুর্ভিশ্চ বৃতো দীপ্তৈশ্চ পন্নগৈঃ ॥ ২৪

শঙ্খমুক্তামণিচিতো বিভ্রত্তোয়ময়ং বপুঃ।
পাণ্ডুরোদ্ধূতবসনো নানারত্নবিভূষিতঃ ॥ ২৫

বরুণঃ পাশধৃক্ শ্রীমান্ কূর্ম্মমীনসমাকুলঃ।
বরুণস্তু তদা ক্রুদ্ধস্তামিরীক্ষ্য স্বসৈনিকান্ ॥ ২৬

বরুণের শরীরে পতিত হইতেই সেই পরিঘ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইল। এই ভয়ঙ্কর পরিঘ বরুণদেবের শরীরে আঘাত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। ২০

খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পতিত হইবার সময় সেই পরিঘের চূর্ণসমূহ আকাশে জোনাকীপোকাসকলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। উহার প্রহারে জলেশ্বর বরুণ বিচলিত হইলেন না। পরিঘের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও তিনি যুদ্ধে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

যুদ্ধস্থলে নিজের সৈন্যগণ ভগ্ন ও আহত হইয়া পড়িলেও অমর্ষপরায়ণ জলেশ্বর বরুণ মুহূর্ত্তকাল ক্ষুব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর অমিত পরাক্রমশালী বরুণদেব আরও অমর্ষপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। ২২-২৩

তাহার পর জলাধিপ বরুণ নিজপক্ষের সমস্ত সৈন্যদিগকে পূর্ণরূপে সংগঠিত করিলেন। তিনি জলময় শরীর ধারণ করত শঙ্খ ও মুক্তামণিসমূহে বিভূষিত হইলেন। এই সময় চার সমুদ্র ইহাকে পরিবেষ্টিত করিল এবং তেজস্বী সর্পগণও ইহার সহিত অবস্থান করিতে লাগিল। ইহার শ্বেত বস্ত্র বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং ইনি নানাবিধ রত্নসমূহে বিভূষিত ছিলেন। ২৪-২৫

কচ্ছপ ও মৎস্যসকলে পরিব্যাপ্ত, পাশধারী শ্রীমান্ বরুণদেব কুপিত হইয়া নিজের সৈন্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং

উবাচ দৃষ্ট্বা বৃন্দারকঃ দানবানাং জিঘাংসয়া
অহমেনং হনিষ্যামি ভয়ং মুঞ্চত যুধ্যত ॥ ২৭
ততস্তে পন্নগাঃ সর্ব্বে মহার্ণবজলাশ্রয়াঃ।
জঘ্নুর্দৈত্যান্ রণমুখে নদন্তো জয়গৃদ্ধিনঃ ॥ ২৮
তে তু নালীকনারাচৈর্গদাভির্মুসলৈস্তথা
অভ্যঘ্নন্ দানবান্ হৃষ্টা মুদিতা বরুণানুগাঃ ॥ ২৯
বিপ্রচিত্তিস্তু সংক্রুদ্ধো মহাবলপরাক্রমঃ
পন্নগানাং শরীরাণি ব্যধমদ্ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥ ৩০
গরুড়েনাপি চাক্রেণ পন্নগান্ দানবোত্তমঃ
সমরে ঘাতয়ামাস গরুড়ৈঃ পন্নগাশনৈঃ ॥ ৩১
স শরৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ শাতকুম্ভবিভূষিতৈঃ।
পন্নগান্ সমরে বীরঃ প্রমমাথ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৩২
সমরে ছিন্নগাত্রাস্তে পন্নগাঃ শরপীড়িতাঃ
পেতুর্মথিতসর্ব্বাঙ্গা গজা ইব মহাগজৈঃ ॥ ৩৩
তপন্তং জলিবাদিত্যং দীপ্তৈর্বাণগভস্তিভিঃ
অভ্যাধাবত সংক্রুদ্ধঃ সমরে বরুণঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
ততস্তু দানবাস্তত্র ছিন্নদেহাঃ সহস্রশঃ
ব্যথিতা বিপ্রবস্তু স্ম দিশো দশ বিচেতসঃ ॥ ৩৫
ইন্দ্রস্যার্থে পরাক্রম্য বরুণস্ত্যক্তজীবিতঃ
বিনর্দ্দমানো যুযুধে সমরে পাশভৃদ্‌বরঃ ॥ ৩৬
বরুণঃ পন্নগাশ্চৈব মুষ্টিভিঃ সমরোৎকটাঃ
অভ্যাবর্ত্তন্ত সমরে বিপ্রচিত্তিং মহাসুরম্ ॥ ৩৭
ততোঽস্ত্রৈশ্চ শিলাভিশ্চ প্রাহরৎ স রণোৎকটঃ।
বাণৌঘৈশ্চ মহাতেজা বিপ্রচিত্তির্মহাসুরঃ ॥ ৩৮
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈঃ স মুক্তৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ।
বরুণস্য মহাবেগান্ বিভেদ সমরে হয়ান্ ॥ ৩৯
কার্ম্মুকং তেন মহতা বিপ্রচিত্তের্মহাত্মনঃ।
অগ্নেরাজ্যাহুতস্যেব তেজঃ সমভিবর্দ্ধত ॥ ৪০
স শরৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ সুমুক্তৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ।
দারুণীং তাং মহাসেনাং নির্দ্দমন্ মহাবলঃ ॥ ৪১

বলিলেন,—বীরগণ! তোমরা দানবদিগকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ কর। আমি এই দানব বিপ্রচিত্তিকে বধ করিব। তোমরা ভয় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাক। ২৬-২৭

তারপর মহাসাগরের জলে নিবাসকারী সমস্ত সর্পগণ জয়াভিলাষী হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধের সম্মুখভাগে দৈত্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ২৮

বরুণের অনুগামী হৃষ্ট ও উল্লসিত সর্পগণ নালীক, নারাচ, গদা ও মুসলসমূহের দ্বারা দানবদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ২৯

তখন মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী রণদুর্ম্মদ বিপ্রচিত্তি অত্যন্ত কুপিত হইয়া সর্পগণের শরীরসমূহ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। ৩০

দানবশ্রেষ্ঠ বিপ্রচিত্তি গরুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সর্পভোজী গরুড়গণের দ্বারা সমরাঙ্গণে সর্পদিগকে বধ করাইল। ৩১

সমরাঙ্গণে বীর বিপ্রচিত্তি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা অত্যন্ত দুর্জ্জয় সর্পগণকে মথিত করিল। ৩২

রণস্থলে বাণসমূহে পীড়িত ও ক্ষত-বিক্ষত দেহ সেই সর্পগণ সেই সময় মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ গজরাজদিগের দ্বারা মথিত হইয়া যেমন, সেই সব হস্তীর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। ৩৩

সেই সময় সমরাঙ্গণে বাণরূপী দীপ্তিমান্ কিরণসমূহের দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তাপদানকারী সেই দৈত্য বিপ্রচিত্তির দিকে প্রভাবশালী বরুণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইলেন। ৩৪

তখন ইঁহার দ্বারা শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বাণজালে সেখানে পীড়িত সহস্র সহস্র দানব যেন অচেতন হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৩৫

পাশধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বরুণদেব জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া পরাক্রম পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৬

বরুণ এবং সর্পগণ যুদ্ধে উৎকটবলশালী ছিলেন, ইঁহারা মুষ্টির দ্বারা শত্রুদিগকে প্রহার করিতে করিতে মহাসুর বিপ্রচিত্তিকে যুদ্ধস্থলে আক্রমণ করিলেন। ৩৮

তাহার পর উৎকট বলশালী মহাতেজস্বী মহাসুর বিপ্রচিত্তি অস্ত্র ও শিলাসমূহের দ্বারা প্রহার করিল এবং শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিল। ৩৮

তারপর নিজের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী এবং শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা বরুণের মহাবেগশালী অশ্বগণকে সমরাঙ্গণে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। ৩৯

যেরূপ ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে পর অগ্নির তেজ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই মহৎকর্ম্মের দ্বারা মহাত্মা বিপ্রচিত্তির তেজ এবং প্রতাপ আরও বর্দ্ধিত হইল। ৪০

সেই মহাবল দানব তখন উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত শীঘ্রগামী ও

ক্ষীণায়াং মায়কাক্রান্তাং শরজালেন মোহিতাম্ ।
শূলশক্ত্যৃষ্টিভিন্নাঙ্গ চকার রুধিরোক্ষিতাম্ ॥ ৪২

স শরৈর্বহ্নিসঙ্কাশৈঃ সুমুক্তৈর্নতপর্ব্বভিঃ ।
বরুণস্য মহাবেগান্ বিদ্ধান্ সমরে হয়ান্ ॥ ৪৩

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা বরুণদেবের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিল। ৪১

এই দানব বরুণের সৈন্যবাহিনীর অশ্বসকলকে নষ্ট করিয়া দিল, তাঁহাদিগকে বাণসমূহে আক্রান্ত করিল ও নিজ বাণজালে মোহিত করিল। বিপ্রচিত্তি ইঁহাদের সকলকে শূল, শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া রক্তে আপ্লুত করিয়া দিল। ৪২

অভিক্রান্তোঽথ দৈত্যেন সনৈন্যঃ সলিলাধিপঃ ।
মহেন্দ্রং শরণং প্রাপ্তো বিপ্রচিত্তের্ভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনে বিপ্রচিত্তিযুদ্ধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

এই দানব উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত নতপর্ব্বযুক্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গনে বরুণদেবের মহাবেগশালী অশ্বগণকে আহত করিল। ৪৩

এই দৈত্য জলপতি বরুণকে সৈন্যসহ পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিল। সেই বরুণ তখন বিপ্রচিত্তির ভয়ে পীড়িত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইলেন। ৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে বরুণ ও বিপ্রচিত্তির যুদ্ধবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ অগ্নিদেবেন দৈত্যানাং পরাজয়ঃ, বৃহস্পতিনাগ্নিদেবস্য স্তুতিশ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
পরাজয়ং তু দেবানাং দৃষ্ট্বাগ্নির্দেবসত্তমঃ ।
চকার বুদ্ধিং দৈত্যানাং বধে তস্মর্ষিভিঃ স্তুতঃ ॥ ১

স্বয়ম্প্রভায়াঃ শাণ্ডিল্যা যঃ পুত্রো হব্যবাহনঃ ।
হিরণ্যরেতাঃ পিঙ্গাক্ষো দেবদূতো হুতাশনঃ ॥ ২

রোহিতো লোহিতগ্রীবো হর্ত্তা দাতা হবিঃ কবিঃ ।
পাবকো বিশ্বভুগ্ দেবঃ সর্ব্বদেবাননঃ প্রভুঃ ॥ ৩

### দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ অগ্নিদেবের দ্বারা দৈত্যগণের পরাজয় এবং বৃহস্পতি কর্তৃক অগ্নিদেবের স্তুতি । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবগণের এই পরাজয় দেখিয়া ঋষিগণের দ্বারা স্তুত দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি দৈত্যদিগকে বধ করিতে বুদ্ধি স্থির করিলেন। ১

যিনি স্বয়ম্প্রভা শাণ্ডিলীর পুত্র, অগ্নিতে আহুত হবিঃ বহন করেন, সুবর্ণ যাঁহার রেতঃ (বীর্য্য), যাঁহার নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, দেবগণ যাঁহার আবাহন করেন, যিনি আহুতিতে প্রাপ্ত হবিঃ ভক্ষণ করেন, যাঁহার বর্ণ রক্ত, যাঁহার গ্রীবাও রক্তবর্ণ, যিনি সমস্ত দোষ হরণ করেন, যিনি হব্য-কব্যস্বরূপ, যিনি সকলকে পবিত্র করেন, যিনি বিশ্বভোক্তা অর্থাৎ সর্ব্বভুক্, যিনি সর্ব্বদা

সুব্রহ্মাত্মা সুবর্চ্চস্কঃ সহস্রার্চ্চির্বিভাবসুঃ ।
কৃষ্ণবর্ত্মা চিত্রভানুর্দেবানামপি দেবরাট্ ॥ ৪

লোকসাক্ষী দ্বিজহুতঃ সদক্ষিণ্যান্ বষট্কৃতঃ ।
হব্যভক্ষঃ শমীগর্ভস্বযোনিঃ সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ ॥ ৫

পাবনঃ সর্ব্বভূতানাং ত্রিদশানাং তপোনিধিঃ ।
শমনঃ সর্ব্বপাপানাং লেলিহানস্তপোময়ঃ ॥ ৬

দেবগণের মুখ, যিনি সমস্ত দেবগণেরই মুখ, যিনি সব কিছুই করিতে সমর্থ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদ যাঁহার স্বরূপ, যিনি উত্তম তেজস্বী, যাঁহা হইতে সহস্র শিখা উত্থিত হয়, বিভাবসু (উৎকৃষ্ট প্রভাই) যাঁহার বসু (ধন), যাঁহার মার্গ কৃষ্ণবর্ণ, যিনি বিচিত্র কিরণসমূহে প্রকাশিত হন, যিনি দেবগণেরও দেবরাজ, যিনি লোকসকলের সাক্ষী, দ্বিজগণ যাঁহাকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করেন, যিনি উত্তম দক্ষিণাসমূহে সম্পন্ন, যিনি বষট্কারস্বরূপ, যিনি হবিঃ ভক্ষণ করেন, শমীগর্ভ—অশ্বত্থই যাঁহার আবির্ভাবের যোনি কারণ, যিনি সর্ব্বপ্রকার বৈদিক কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করেন, সমস্ত ভূতগণকে যিনি পবিত্র করেন, দেবতাগণের মধ্যে যিনি তপোনিধি (অথবা যিনি দেবগণেরও তপস্যার আশ্রয়স্বরূপ), সর্ব্ববিধ পাপকে যিনি শান্ত করেন,

প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখঃ শুচিরোমা মহাকৃতিঃ
হবিভুগ্ ভূতভবেশো যজ্ঞভাগহরো হবিঃ ॥ ৭
সোমপঃ সুরসংস্তেতা ভূতেশঃ সুরতাপনঃ ।
অব্যয়ঃ পাবকো ভূতির্ভূতাত্মা বৈ স্বধাধিপঃ ॥ ৮
স্বাহাপতিঃ সামগীতঃ সোমপূতাশনোঽদ্রিভুক্ ।
দেবদেবো মহাক্রোধো রুদ্রাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৯
লোহিতাশ্বঃ বায়ুচক্রং রথমাস্থায় ভূতভুক্ ।
ধূমকেতুর্ধূমশিখো নীলবাসা সুরোত্তমঃ ॥ ১০
উত্তস্থৌ দিব্যমাস্থায় শত্রু দেবো রথে মহান্
দানবানাং মহাস্ত্রাণি প্রত্যাখ্যাস্যন্ মহানি চ ॥ ১১
দদাহ ভগবান্ বহ্নিঃ সংক্রুদ্ধঃ প্রলয়ে যথা
প্রাণো যঃ সর্ব্বভূতানাং দেহে তিষ্ঠতি পঞ্চধা ॥ ১২
যষ্টা যস্য হুতাশস্য সখা চ প্রভুরীশ্বর ।
প্রভঞ্জনো যো লোকানাং যুগান্তে সর্ব্বনাশনঃ ॥ ১৩
সপ্তস্বরগতা যস্য যোনির্গীতিরুদীর্য্যতে
যো হ্যাকাশময়ো দেবো দূরগঃ সর্ব্বসম্ভবঃ ॥ ১৪
যশ্চ কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ গতির্গতিমতাং প্রভুঃ
বেদকর্ত্তা সমো লোকে ব্রহ্মণা যঃ সনাতনঃ ॥ ১৫
অমূর্ত্তিমন্তং যঃ প্রাহুর্মহাভূতং মহত্তরম্
সোঽগ্নিঃ সমীরয়ামাস শমীগর্ভঃ সমীরণঃ ॥ ১৬
ত্রিদিবারোহিভির্দিব্যৈর্জ্বলনো দিশো দশ ।
দানবানামভাবায় যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১৭
মেদোমজ্জামহাপঙ্কাং কেশশৈবলশালিনীম্
যোধশীর্ষোপলবতীং মৃতদ্বিপতটীসংকটাম্ ॥ ১৮
শোণিতোদাং রণে দৃষ্ট্বা সংগ্রামসরিতং বিভুঃ ।
বহ্নিঃ প্রস্কন্দয়ামাস দৈত্যানাং ভয়বর্দ্ধনঃ ॥ ১৯
ততোঽগ্নির্নিশিতান্ সর্ব্বান্ প্রহারপ্রমুখাংস্তথা
শরাক্ষেপান্ স বিভুঃ ক্রোধনানাং মহারণে ॥ ২০

যিনি নিজের জ্বালাময়ী শিখাকে সর্ব্বদা লপলপ করিতে থাকেন, যিনি শুচিরোমা, যাঁহার শিখা দক্ষিণদিকে ঘুরিতে থাকে, যাঁহার ধূম পবিত্র, যজ্ঞ যাঁহার স্বরূপ, যিনি হবিঃ ভোজন করেন, যিনি অতীত ও অনাগত কালের পতি, যিনি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন (যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক দেবতার নিকট উপস্থাপিত করেন), যিনি শ্রীহরিরই স্বরূপ, যিনি সোমপান করেন, যিনি অতিশয় মহাতেজস্বী, যিনি ভূতগণের (নিত্য সিদ্ধগণের অথবা প্রাণিগণের) পতি, যিনি মহাতপস্বী, অক্ষয় পাবক, ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, সমস্ত ভূতগণের আত্মা এবং স্বধার পতি, সামবেদসমূহের দ্বারা যাঁহার মহিমা গান করা হইয়াছে, যিনি স্বাহাদেবীর পতি, যিনি সোমযাগের দ্বারা পবিত্র সোমরস পান করেন, যাঁহার জন্য সোমরস নিঃসারণ করিবার নিমিত্ত শিলাখণ্ড (নোড়া) ধারণ করা হয়, যিনি দেবগণেরও দেবতা, যিনি অত্যন্ত ক্রোধী, যিনি রুদ্রস্বরূপ এবং যিনি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই সমস্ত ভূতগণের ধারক, ধূমরূপী ধ্বজ ও শিখা-বিশিষ্ট, নীলবস্ত্রধারী, সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব ভগবান্ অগ্নি লোহিত-বর্ণের অশ্বযোজিত ও বায়ুরূপী চক্রযুক্ত রথে আরোহণ করত রণাঙ্গনে দিব্য আয়োজনে উদ্যত করিয়া এবং প্রলয়কালের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্ত্বর, লক্ষ ও অর্ব্বুদ সংখ্যক দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭-১১ ॥

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের শরীরে পঞ্চ প্রাণরূপে নিবাস করেন, যিনি অগ্নিদেবের সারথি ও সখা, যিনি প্রভাবশালী ও ঈশ্বর, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত লোকসকলকে ভঞ্জন (বিনাশ) করেন, যিনি সর্ব্বসংহারকারী, যাঁহার উৎপত্তির কারণভূত আকাশ প্রভৃতি-সমূহের দ্বারা সপ্তস্বরের সংস্থানকে প্রাপ্ত হয় বলিয়া কথিত আছে, যিনি আকাশময় দেবতা, যিনি দূরগামী অর্থাৎ বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিবার শক্তি যাঁহার আছে, যিনি সকলের উৎপত্তির কারণ, যিনি কর্ত্তা (স্রষ্টা) ও বিকর্ত্তা (সংহারক), যিনি গতিশীল প্রাণিগণের গতি ও প্রভু, যিনি পরমাত্মার নিঃশ্বাসরূপে বেদসমূহের প্রকাশকারী, যিনি জগতে ব্রহ্মার ন্যায় সনাতন পুরুষ এবং যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ অমূর্ত্ত মহাভূত বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সর্ব্বপ্রেরক বায়ুদেব শমী গর্ভ হইতে উৎপন্ন অগ্নিদেবকে প্রেরণাদান করিয়া সমন করিলেন ॥ ১২-১৬

তখন অগ্নিদেব স্বর্গলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত নিজের জ্বালা-(শিখা)সমূহের দ্বারা দশ দিকে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন এবং দানবগণকে বিনাশ করিবার জন্য প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় তখন উত্থিত হইলেন ॥ ১৭

মেদ ও মজ্জা যাহার মধ্যে মহাপঙ্করূপে পরিণত হইয়াছিল, যাহা কেশরূপী শৈবাল (শেওলা)-সমূহে সুশোভিত, যোদ্ধা-গণের ছিন্ন মস্তকসমূহ যাহার মধ্যে প্রস্তরখণ্ডসকলের সমান প্রতীত হইতেছিল, রণভূমিতে সেই সংগ্রাম-নদীকে দেখিয়া দৈত্যগণের ভয়বর্দ্ধনকারী ভগবান অগ্নিদেব সেই নদীকে আরও তীব্র গতিতে প্রবাহিত করিলেন ॥ ১৮-১৯

তদনন্তর সেই মহাসমরে গর্জ্জন করিতে করিতে ব্যাপক

কেচিৎ প্রদীপ্তৈর্মুকুটৈঃ কেচিদ্দীপ্তৈঃ শিরোরুহৈঃ
কেচিৎ প্রদীপ্তবসনৈঃ কেচিদ্দীপ্তৈর্ধ্বজাননৈঃ ॥ ২১
কেচিৎ প্রদীপ্তৈরুরুভিঃ কেচিজ্জ্বালোর্ধ্বকৈঃ রথৈঃ
অসুরাস্তত্র দৃশ্যন্তে প্রদীপ্তেনাগ্নিনা বৃতাঃ ॥ ২২
তান্যায়ুধানি সর্ব্বাণি সধ্বজাংশ্চ রথোত্তমান্ ।
প্রহায় সমরে ভীতাঃ পাবকেন পরাজিতাঃ ॥ ২৩
ন চ পশ্যন্তি তে বহ্নিং প্রদীপ্তং বহ্নিনীমুখে ।
দিশঃ খড়্গাংশ্চ মেঘাংশ্চ দীপ্তান্ পশ্যন্তি দানবাঃ ॥২৪
ধ্রুবং স্বয়ম্ভুবা সৃষ্টো যুগান্তস্তোয়যোনিনা ।
ইত্যেবং দানবাঃ সর্ব্বে মেনিরে ত্রস্তচেতসঃ ॥ ২৫
ময়শ্চ শম্বরশ্চৈব মহামায়াধরৌ তদা ।
পার্জ্জন্যবারুণী মায়ে সৃজতাং বারিবিক্ষরে ॥২৬
তাভ্যাং বহ্নিঃ স মায়াভ্যাং সিচ্যমানঃ সমন্ততঃ ।
তোয়ৌঘৈঃ পর্ব্বতনিভৈর্বহ্নিরভবদ্রণে ॥ ২৭

শম্যমানে তু সমরে পাবকে দৈত্যনাশিনি ।
বৃহৎকীর্ত্তির্মহাতেজা বহ্নিমাহ বৃহস্পতিঃ ॥ ২৮

গুরুরুবাচ ।

হিরণ্যরেতঃ সুমুখ জ্বলনাম্নায় সর্ব্বভুক্
সপ্তজিহ্বানন ক্ষাম লেলিহান মহাবল ॥ ২৯
আত্মা বায়ুস্তব বিভো শরীরং সর্ব্ববীরুধঃ
যোনিরাপশ্চ তে প্রোক্তা যোনিস্ত্বমসি চাম্ভসঃ ॥ ৩০
ঊর্দ্ধং চাধশ্চ গচ্ছন্তি সর্পন্তি চ পার্শ্বতঃ ।
অর্চ্চিষস্তে মহাভাগ সর্ব্বতঃ প্রভবন্তি চ ॥ ৩১
ত্বমেবাগ্নে সর্ব্বমসি ত্বয়ি সর্ব্বমিদং জগৎ
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ ॥ ৩২
ত্বমগ্নে হব্যবাড়েকস্ত্বমেব পরমং হবিঃ
যজন্তি চ সদা সন্তস্ত্বামেব পরমাধ্বরে ॥ ৩৩

---

অগ্নিদেব তৎক্ষণাৎ সমস্ত দৈত্যদিগকে পরাজিত করিতে লাগিলেন । ২০

তখন কাহারও মুকুট জ্বলিতে লাগিল, কাহারও মস্তকের কেশসমূহ জ্বলিয়া উঠিল । সেখানে সমস্ত অসুরগণকে প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা আবৃত হইয়া থাকিতে দেখা যাইল । ২১-২২

সেই অগ্নিদেবের দ্বারা পরাজিত ও ভীত হইয়া সমস্ত দানবগণ সমরভূমিতে নিজের সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র এবং ধ্বজসহ উত্তম রথসমূহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইল । ২৩

এই দানবগণ দৈত্যদের সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না । তাহারা সমস্ত দিক্‌কে, খড়্গ ও মেঘসকলকেও জ্বলিতে দেখিল । ২৪

সেই ভীতচিত্ত সমস্ত দানবগণ ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই জলশায়ী ভগবান্ নারায়ণ অথবা জলের কারণভূত অগ্নিদেব প্রলয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন । ২৫

ময় ও শম্বর—এই দুই দানব সেই সময় অতিশয় মায়াবী ছিল । ইহারা উভয়ে সেখানে পার্জ্জন্য ও বারুণাস্ত্ররূপিণী মায়া সৃষ্টি করিল । এই দুই অস্ত্র তখন জলবর্ষণ করিতে লাগিল । ২৬

সেই দুই মায়া অর্থাৎ পার্জ্জন্য ও বারুণাস্ত্র যখন পর্ব্বত-সদৃশ জলপ্রবাহসমূহে অগ্নিদেবকে সর্ব্বদিকে সিঞ্চন আরম্ভ করিল, তখন সেই রণভূমিতে অগ্নির জ্বালা কিছু মন্দ হইয়া যাইল । ২৭

সমরাঙ্গনে দৈত্যনাশন অগ্নিদেব শান্ত হইলে পর মহাযশস্বী বৃহস্পতি সেই অগ্নিদেবকে বলিলেন । ২৮

দেবগুরু বৃহস্পতি বলিলেন,—অগ্নিদেব ! সুবর্ণ আপনার বীর্য্য এবং আপনার মুখ সুন্দর । আপনি জ্বলন নামে বিখ্যাত ও সর্ব্বভুক্ । আপনার মুখে সাতটি জিহ্বা আছে । আপনি সকলকে ক্ষীণ (ধ্বংস)-কারী । লপ্ লপকারী জিহ্বার দ্বারা আপনি সব কিছুই লেহন করেন অর্থাৎ চাটিয়া থাকেন এবং আপনি মহাবলশালী । আপনার জয় হউক । ২৯

বিভো (ব্যাপক)! বায়ু আপনার আত্মা । সর্ব্বপ্রকারের বৃক্ষ বনস্পতি আপনার শরীর । জলকে আপনার যোনি বলা হইয়াছে ; কিন্তু আপনিও সেই জলের যোনি । ৩০

মহাভাগ ! আপনার জ্বালাসমূহ ঊর্দ্ধ ও নিম্নদিকেও গমন করে এবং পার্শ্বভাগেও সঞ্চরণ করে । আপনার জ্বালাসমূহের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বদিক্ হইতেই হইয়া থাকে । ৩১

অগ্নে ! আপনিই সব কিছুই হইয়া থাকেন অর্থাৎ আপনিই সর্ব্বস্বরূপ এবং এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে । আপনি সমস্ত ভূতগণকে এবং সকল ভুবনকে ধারণ-পোষণ করেন । ৩২

অগ্নে ! একমাত্র আপনিই দেবগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাগের হবিষ্য উপস্থিত করিয়া থাকেন । আপনিই উত্তম হবিঃ । সৎপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে সদা আপনারই যজন করেন । ৩৩

ত্বমত্তঃ প্রাণিনাং ভুক্তং জগৎত্রাতাসি ত্বং প্রভো।
ত্বয়ি প্রবৃত্তো বিজয়স্ত্বয়ি লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৪
সর্ব্বান্ লোকাংস্ত্রীনিমান্ হব্যবাহ
প্রাপ্তে কালে ত্বং পচস্যেব দীপ্তঃ।
ত্বমেবৈকস্তপসে জাতবেদো
নান্যস্ত্বত্তো বিদ্যতে গোষু দেব ॥ ৩৫
বৃষাকপিঃ সিন্ধুপতিস্ত্বমগ্নে
মহানখেষগ্রাহতস্ত্বমেব।
বিশ্বস্য ভূমস্ত্বমসি প্রসূতি-
স্তত্র প্রতিষ্ঠা ভগবন্ প্রজানাম্ ॥ ৩৬
শুক্রস্বরূপো রশ্মিভির্জাতবেদ-
স্ত্বমোষধীরোষধীনাং রসাংশ্চ।
বিশ্বং সমাদায় যুগান্তকালে
স্রষ্টা ভবস্যানল সর্গকালে ॥ ৩৭
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানাং যোনির্বেদেষু গীয়সে।
ত্বয়া দেবহিতার্থায় নিহতা দানবা রণে ॥ ৩৮
অপো যোনিস্তে মহাতেজস্তোয়ং মন্ত্রশতাচ্চিতম্
তাং স্বযোনিং সমাসাদ্য কিং বিষীদসি পাবক ॥ ৩৯
ত্রায়স্ব সমরে দেবান্ দৈত্যেভ্যঃ সুরসত্তম।
পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ত্মন্ হুতাশন ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনেঽগ্নিস্তবে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

---

প্রভো! আপনি সমস্ত প্রাণিগণের অন্ন ভোজন করেন এবং আপনিই সম্পূর্ণ জগৎকে রক্ষা করেন। আপনার মধ্যেই বিজয়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং আপনার মধ্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। ৩৪

হব্যবহনকারী দেব! প্রলয়কাল আসিলে পর আপনি প্রজ্বলিত হইয়া এই সম্পূর্ণ ত্রিলোককে পাক করেন অর্থাৎ দগ্ধ করেন। অগ্নিদেব! একমাত্র আপনিই সূর্য্যরূপে তাপদান করেন। আপনি ব্যতীত অন্য কেহই সেই কিরণসমূহে তাপদায়ক হন না। ৩৫

অগ্নে! আপনিই সূর্য্যরূপে জলকে বর্ষণ করেন ও শুষ্ক করেন। আপনিই সিন্ধুপতি এবং মহানদসমূহে আপনিই অগ্রভাগের অধিকারী। ভগবন্! আপনি এই বিরাট বিশ্বের প্রসবস্থান এবং আপনিই সমস্ত প্রজাগণের আধার। ৩৬

অগ্নিদেব! আপনি নিজের কিরণসমূহের দ্বারা জলের সৃষ্টি করেন। আপনিই ওষধি ও তাহাদের রসসমূহের উৎপাদক। অনল! আপনি যুগান্তকালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে লইয়া নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া থাকেন এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় জগৎ-সংসারের স্রষ্টা হন। ৩৭

অগ্নিদেব! সকল বেদে আপনিই সমস্ত প্রাণিগণের যোনি বলিয়া বর্ণিত হন। দেব! আপনিই দেবগণের হিতের জন্য রণভূমিতে দানবদিগকে বধ করিয়াছেন। ৩৮

শত মন্ত্রসমূহের দ্বারা পূজিত মহাতেজস্বী পাবক! জল আপনার নিজ যোনি। সেই নিজ যোনিকে প্রাপ্ত হইয়া আপনি কেন বিষাদ করিতেছেন? ৩৯

সুরশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণবর্ত্মন্! পিঙ্গলনয়ন! লোহিতগ্রীব! হুতাশন! আপনি সমরাঙ্গণে দৈত্যদের নিকট হইতে দেবগণকে রক্ষা করুন। ৪০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে অগ্নিদেবের স্তুতিবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ রাজানং বলিং প্রতি প্রহ্লাদস্য বাক্যম্, দেবসৈন্যানামুপরি বলেরাক্রমণঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৃহস্পতেস্তু বচনং শ্রুত্বা সত্যং সমীরিতম্।
ভূয়ঃ প্রজজ্বাল রণে হবিষেব মহামখে ॥ ১
হতাস্তু মায়া দৈত্যানাং প্রদীপ্তেনাগ্নিনা রণে।
হতমায়া হতবলা বলিং তে সমুপস্থিতাঃ ॥ ২
পরাজিতেষু দৈত্যেষু বহ্নিনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
প্রহ্লাদস্ত্বিদং বাক্যমাহ দৈত্যপতিং বলিম্ ॥ ৩
ভবানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ ভাস্করঃ সলিলং শশী।
নক্ষত্রাণি দিশো ব্যোম ভূমিশ্চ দানবসত্তম ॥ ৪
ভবিষ্যং চৈব ভূতঞ্চ ভবচ্চাসুরসত্তম।
দত্তং চৈতদ্ভগবতা বরদেন স্বয়ম্ভুবা ॥ ৫
ঐন্দ্রত্বং চামরত্বঞ্চ যুদ্ধে চাপ্যপরাজয়ঃ
ঐশ্বর্য্যঞ্চ বশিত্বঞ্চ বলং চৈবামিতং শুভম্ ॥ ৬
সর্ব্বভূতেশ্বরত্বঞ্চ দৈত্যরাজ সদা তব।
মহাযোগীশ্বরত্বঞ্চ শূরত্বঞ্চ মহামৃধে ॥ ৭
অণিমা লঘিমা চৈব যে চান্যে সাত্ত্বিকা গুণাঃ।
ত্বং পরাজিত্য দৈত্যেন্দ্র দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ সাধয়ান্ ॥ ৮
যথোক্তং ব্রহ্মণা রাজংস্তত্তথা ন তদন্যথা।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
বলিঃ পরমসংহৃষ্টঃ প্রায়াচ্ছক্ররথং প্রতি ॥ ৯
ততঃ প্রয়ান্তং ত্রিদশেন্দ্রসন্নিধৌ
মহাসুরেন্দ্রং বলিমুত্তমশ্রিয়ম্।
তমঞ্জসা জগ্মুরভিপ্রদক্ষিণং
দ্বিজাশ্চ পুণ্যাঃ শকুনাশ্চ সত্তমাঃ ॥ ১০
মহাজটাভারধরাস্তপস্বিন-
স্তদা তমাহুর্বিবিধৈশ্চ মঙ্গলৈঃ।
অভিষ্টুবন্তঃ কবচং স্বলঙ্কৃতং
বলিং প্রয়ান্তং রণমূর্দ্ধনি স্থিতাঃ ॥ ১১
প্রতপ্তজাম্বূনদচিত্রভূষণৈ-
র্দিব্যৈশ্চ রত্নৈর্বিবিধৈরলঙ্কৃতাঃ।
বিরাজমানঃ পরমেণ বর্চ্চসা
রণে বিভাত্যগ্নিশিখেব দানবঃ ॥ ১২

---

## ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

[ রাজা বলির প্রতি প্রহ্লাদের বাক্য এবং দেবসৈন্যগণের উপর বলির আক্রমণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বৃহস্পতির কথিত এই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিদেব সেই রণাঙ্গনে পুনরায় মহাযজ্ঞে ঘৃতাহুতি পাইয়া প্রজ্বলনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১

রণক্ষেত্রে প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা দৈত্যগণের সমস্ত মায়া নষ্ট হইয়া যাইল। মায়া ও বল নষ্ট হইয়া যাইলে পর সেই দৈত্যগণ বলির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। ২

অদ্ভুত কর্ম্মকারী অগ্নিদেবের দ্বারা সমস্ত দৈত্যগণ পরাজিত হইলে পর প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ বলিকে এই উত্তম বাক্য বলিলেন। ৩

দানবশ্রেষ্ঠ! অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, জল, চন্দ্র, নক্ষত্র ও দিক্‌সমূহ এবং আকাশ ও পৃথিবী—এই সব কিছুই তুমি। ৪

অসুরশ্রেষ্ঠ! ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তুমিই। দৈত্যরাজ! বরদায়ক ভগবান্ ব্রহ্মা তোমাকে এই বর দিয়াছেন যে, তুমি ইন্দ্রত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে, যুদ্ধে তোমার পরাজয় হইবে না। ঐশ্বর্য্য, বশিত্ব, অপরিমিত শুভ বল এবং সম্পূর্ণ ভূতগণের অধীশ্বরত্ব তোমার সদালাভ হইবে। তুমি মহাযোগীশ্বর হইবে এবং মহাসমরে শৌর্য্য প্রাপ্ত হইবে। অণিমা, লঘিমা ও অন্য যে সব সাত্ত্বিকগুণ আছে, তৎসমস্তই তোমার সুলভ হইবে। দৈত্যরাজ! অতএব তুমি দেবতাদিগের সহিত সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া সেই সব লাভ কর। রাজন্! ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা সেইরূপেই সত্য হইবে; তাহা কোনরূপেই অন্যথা হইবে না। ৫-৮।

মহাত্মা প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলি অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তিনি উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রের রথের দিকে গমন করিলেন। ৯

দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গমনকারী উত্তম শোভাসম্পন্ন মহাসুরেন্দ্র বলিকে সেই সময় পবিত্র পক্ষী ও শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণ অনায়াসেই প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিল। ১০

সেই সময় যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থিত, বিশাল জটাভারধারী ও বিদ্বান্ তপস্বিগণ যুদ্ধোপযোগী বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া যুদ্ধযাত্রাকারী রাজা বলির বিধিপূর্ব্বক মঙ্গলময় মন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১১

তপ্ত সুবর্ণের বিচিত্র আভরণসমূহে এবং নানাপ্রকার দিব্য

স বৈ তদা শক্রবলাভিভূতং বলং
বলির্দদর্শাত্মসমৃদ্ধবীর্যবান্ ।
জলাগমে শীতদিবাভ্রমণ্ডলং
বিকীর্যমাণং নভসীব বায়ুনা ॥ ১৩
ততো দদর্শাথ বলানি সর্বতো
রণে প্রভগ্নানি হুতাশনেন বৈ ।
সমুচ্ছ্রিতান্যগ্রতরাণি তত্র বৈ
সমুদ্রবেগানিব পর্বসন্ধিষু ॥ ১৪
সশূলশক্ত্যৃষ্টিগদাসিসায়কান্
ক্ষিপন্ রিপূণাং সমরে মহাত্মনাম্
ননাদ সিংহর্ষভমত্তনাগবৎ
জলাগমে তোয়দবচ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৫
পিতাস্ত্রধূমঃ সুতুষ্টোত্তমবায়ু-
র্মহাবলঃ পৌরুষবিক্রমেন্ধনঃ
প্রজা দিধক্ষন্নিব কালবহ্নিঃ
সুঘোররূপো বিবভৌ রণে বলিঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

অগ্নিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম তেজে প্রকাশমান দানবরাজ বলি রণভূমিতে অগ্নিশিখার সমান উদ্ভাসিত হইতে লাগিলেন। ১২

সেই সময় উত্তম সত্ত্ব ও বল-পরাক্রমসম্পন্ন রাজা বলি দেখিলেন যে, শত্রুসৈন্যগণ আমার সৈন্যদিগকে পীড়িত করিয়া দিয়াছে। যেরূপ বর্ষাকালে শোভাসম্পন্ন মেঘগুলিকে বায়ু আকাশে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ দৈত্য-সৈন্যগণ শত্রুসৈন্যদের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। ১৩

তদনন্তর তিনি আরও দেখিলেন যে, শত্রুসৈন্যগণ রণভূমিতে অগ্নির দ্বারা সর্বদিকে সুরক্ষিত রহিয়াছে। তাহারা নিরন্তর উৎকর্ষ লাভ করত ক্রমশঃ উন্নততর হইয়া উঠিতেছে। পর্বসন্ধি-বেলায় (পূর্ণিমায়) সমুদ্রের বেগ বর্ধিত হয়, সেইরূপ শত্রুসৈন্যদের প্রগতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। ১৪

তখন এই পরাক্রমশালী রাজা বলি সমরাঙ্গনে মহাত্মা শত্রুগণের উপর শূল, শক্তি, ঋষ্টি, গদা, খড়্গ ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সিংহ, বৃষ, মদমত্ত হস্তী ও বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১৫

সেই রণভূমিতে মহাবলবান্ রাজা বলি সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক প্রলয়ের অগ্নির সমান অত্যন্ত ঘোররূপে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। বিষ্ণুই এই অগ্নিস্বরূপ বলির ধূম ছিল। উত্তম বায়ুই তাঁহাকে উত্তেজিতকারী তাঁহার বায়ু ছিল এবং পুরুষার্থ ও পরাক্রমই সেই অগ্নির উদ্দীপক ইন্ধন (কাষ্ঠ) ছিল। ১৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ বলেরিন্দ্রস্য চ যুদ্ধম্, ইন্দ্রস্য রণভূমিতঃ পলায়নঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
বলিনা তু সুরাঃ সর্বে বর্জয়িত্বা সুরাধিপম্ ।
রণে শরশতৈর্ভিন্নাঃ সসৈন্যা বৈ পরাজিতাঃ ॥ ১
বিমুখা যান্তি দৈত্যেন্দ্রৈর্বধ্যমানা মহাচমূঃ ।
জিতাস্তু বলিনা দেবাঃ শক্রমাহুর্মহাবলম্ ॥ ২
দেবা ঊচুঃ ।
ত্বমিন্দ্রশ্চ ধাতা চ লোকানাং প্রভুরব্যয়ঃ ।
ত্বমপ্রতিমকর্মা চ তথৈবানুপমদ্যুতিঃ ॥ ৩

## চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[ বলি ও ইন্দ্রের যুদ্ধ এবং ইন্দ্রের রণভূমি হইতে পলায়ন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা বলি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত দেবগণকে সৈন্যসহ পরাজিত করিলেন। তখন সব দেবতারাই রণাঙ্গনে তাঁহার শত শত বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিলেন। ১

দৈত্যশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সৈন্য-বাহিনী রণভূমি হইতে বিমুখ হইয়া পলাইয়া যাইল। বলির দ্বারা পরাজিত দেবগণ মহাবল ইন্দ্রের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিলেন। ২

দেবগণ বলিলেন,—দেবরাজ! আপনিই ইন্দ্র অর্থাৎ মহা-ঐশ্বর্যশালী, আপনিই সম্পূর্ণ লোকসমূহের ধারণপোষণকারী অবিনাশী প্রভু, আপনার বীরোচিত কর্মসমূহের কোনও উপমা নাই এবং আপনি অনুপম তেজসম্পন্ন। ৩

বিক্রতানীহ সৈন্যানি সহাস্মাভিঃ সুরেশ্বর
রথচক্রধ্বজাক্ষাণি বিভিন্নানি মহাসুরৈঃ ॥ ৭
রথগজাশ্বযোধাশ্চ পদাতাশ্চ সহস্রশঃ
ভিন্নচ্ছিন্নাশ্চ শতশো গদামুষলপট্টিশৈঃ ॥ ৫
মহাভৈরবরূপং কিং দৈত্যোন্দ্রেণ কৃতং রণে।
কিমুপেক্ষসি দৈত্যেন্দ্রৈর্হন্যমানাং মহাচমূম্ ॥ ৬
ত্রায়স্ব ত্রিদশশ্রেষ্ঠ শরণাঃ শরণাগতান্
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং দেবানামমরাধিপঃ ॥ ৭
সংবর্ত্তাগ্নিসমক্রুদ্ধঃ সর্ব্বান্ দহতি দানবান্।
দিবাকরকরাকারং কিরীটং ধারয়ন্ প্রভুঃ ॥ ৮
বৈদূর্য্যবর্ণসঙ্কাশো নানারত্নচিত্রাঙ্গদঃ।
মধুপিঙ্গলরোমা রক্তাক্ষঃ শতবাহুঃ সহস্রদৃক্ ॥ ৯
হরিরোমা হরিশ্মশ্রুর্নানাকেতুর্মহাবলঃ
বজ্রপ্রহরণঃ শ্রীমান্ যোগী শতশিরোধরঃ ॥ ১০

সুরেশ্বর! মহাসুরগণ আমাদের সহিত সমস্ত দেবসৈন্যদিগকে এখানে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের রথসকলের চক্র, ধ্বজ ও অক্ষসমূহকে ভাঙিয়া দিয়াছে ॥ ৪

শত শত রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং সহস্র সহস্র পদাতি সৈন্য গদা, মুষল ও পট্টিশসমূহের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ৫

দৈত্যরাজ বলি রণাঙ্গনে মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা হন্যমান বিশাল দেবসৈন্যবাহিনীকে আপনি কি জন্য উপেক্ষা করিতেছেন? দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি শরণাগত-বৎসল, অতএব শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৬

সেই দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সংবর্তক অগ্নির সমান ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত দানবদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

এই প্রভাবশালী দেবরাজ সূর্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ বৈদূর্যমণির সমান উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার বাহুভূষণ অঙ্গদে নানাপ্রকারের রত্ন খচিত ছিল। তাঁহার রোমাবলি মধুরসদৃশ ছিল এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ছিল। ইনি শত বাহু ও সহস্র নয়নে সুশোভিত ছিলেন ॥ ৮-৯

এই ইন্দ্র অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। ইঁহার শ্মশ্রু (দাড়ি-গোঁফ) হরিতবর্ণের ছিল। ইঁহার রথের উপর নানাপ্রকারের ধ্বজ-পতাকা উড়িতেছিল। এই মহাবল ইন্দ্রের বজ্রই অস্ত্র ছিল এবং শত মস্তকধারী এই ইন্দ্র তেজস্বী যোগী ছিলেন ॥ ১০

সধনুর্বদ্ধসন্নাহঃ শতাদিত্যসমপ্রভঃ
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষৌঘৈরনুযাতঃ সহস্রশঃ ॥ ১১
সামগৈশ্চ দ্বিজৈশ্চাপি স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ
শতপর্ব্বং মহারৌদ্রং শ্লোকৈঃ সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১২
প্রগৃহ্য রুচিরং বজ্রং দীপ্তং রৌদ্রাট্টহাসিনম্
দৈত্যানযোধয়ৎ সর্ব্বান্ মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ॥ ১৩
অদিত্যাঃ সর্ব্বভূতানামদিত্যা দয়িতঃ সুতঃ।
ততঃ প্রবৃত্তঃ সংগ্রামো বলি-বাসবয়োস্তদা ॥ ১৪
উভাভ্যাং দেবদৈত্যাভ্যামচিন্ত্যাশ্চর্য্যসম্ভূতঃ।
অতিবীর্য্যবলোদগ্রস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ ॥ ১৫
প্রহ্লাদেন স্তুতিশতৈঃ কর্ম্মভির্বিক্রমসম্ভবৈঃ
প্রবোধিতো দৈত্যপতির্জ্বলিত ইবানলঃ ॥ ১৬
সুরাসুরেন্দ্রয়োর্দৃষ্ট্বা সংগ্রামং লোমহর্ষণম্।
দেবানাং দানবানাঞ্চ ভূয়ো যুদ্ধমভূত্তদা ॥ ১৭

কবচ ধারণ করিয়া হস্তে ধনু ধারণ করত দেবরাজ ইন্দ্র শত সূর্যের ন্যায় দিব্য প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। সহস্র সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব ও যক্ষগণের সমুদায় তাঁহার অনুগমন করিতেছিল ॥ ১১

সামগানকারী মহর্ষিগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই পাকশাসন (পাক-সুরনাশী) ইন্দ্র শীর্ষ-বিদীর্ণকারী, মহাভয়ঙ্কর, সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট ও রৌদ্র অট্টহাস্যকারী, শত পর্বযুক্ত, দীপ্তিমান্ ও মনোহর বজ্র হস্তে লইয়া সমস্ত দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অদিতির প্রিয় পুত্র এই দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে অজেয় ছিলেন ॥ ১২-১৩

তদনন্তর দৈত্যরাজ বলি ও ইন্দ্রের মধ্যে অতিশয় অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল। ইঁহাদের মধ্যে একদিকে দেব (ইন্দ্র) ছিলেন এবং অন্যদিকে দৈত্য (বলি) ছিলেন। এই উভয়ের সংগ্রাম অত্যন্ত বল-পরাক্রমে সম্পন্ন, ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী ছিল ॥ ১৪-১৫

প্রহ্লাদ শত স্তুতি ও বিক্রমের জন্য অনুমোদিত কর্মসমূহের বর্ণনা করিয়া দৈত্যরাজ বলির শৌর্য এবং উৎসাহকে জাগরিত করিলেন, ইহাতে সেই বলি প্রজ্বলিত অগ্নির সমান প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৬

দেবেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রের এই রোমাঞ্চকারী সংগ্রাম দেখিয়া

তত্তোঽবিধ্যন্মহেন্দ্রস্তু বলিমস্ত্রৈর্মহাবলম্।
তান্যস্ত্রাণি মহাবাহুশ্ছিচ্ছেদ শতধা রণে॥ ১৮
ততঃ ক্রুদ্ধঃ পুনস্তত্র নিজঘ্নে দানবং মহৎ।
আগ্নেয়মথ শক্রস্তু চিক্ষেপেন্দ্রো মহাবলঃ॥ ১৯
তদ্ দৃষ্ট্বা খে সমাগচ্ছৎ প্রলয়ানলসন্নিভম্
শাময়ামাস তচ্ছেন্দ্রং বারুণাস্ত্রেণ দানবঃ॥ ২০
সংক্রুদ্ধো মঘবা বজ্রমগৃহ্ণাৎ পর্বতোপমম্।
হন্তুকামো রণশ্লাঘী বলিং দৈত্যাধিপং রণে॥ ২১
ততঃ শুশ্রাব দেবেন্দ্রঃ কৌশিকো হরিবাহনঃ
অশরীরাং শুভাং বাণীং তস্মিন্মহতি বৈশসে॥ ২২
নিবর্তস্ব মহাবাহো সুরাণাং নন্দিবর্ধন।
পুরন্দর সুরশ্রেষ্ঠ ন জেষ্যসি রণে বলিম্॥ ২৩
তপসাত্যুত্তমো দৈত্যো বরদানেন চাধিকঃ।

সেই সময় দেবতা ও দানবগণের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭

মহেন্দ্র মহাবলবান্ বলিকে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু বলি রণভূমিতে ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেইসব অস্ত্রকে শত খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন। ১৮

তারপর মহাবল ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সেখানে বিশাল দানবগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি তখন শত্রুনাশক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ১৯

প্রলয়াগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে আকাশপথে আসিতে দেখিয়া দানব বলি বারুণাস্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্রকে শান্ত করিলেন। ২০

তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রণশ্লাঘী ইন্দ্র রণাঙ্গনে দৈত্যরাজ বলিকে বধ করিবার জন্য পর্বতাকার বজ্রকে হাতে গ্রহণ করিলেন। ২১

অনন্তর এই সময় হরিবাহন ( হরিতবর্ণের বাহনবিশিষ্ট ) কৌশিক দেবেন্দ্র সেই মহাসংগ্রামের মধ্যে এই শুভ আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ২২

মহাবাহো! তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। দেবগণের আনন্দবর্ধনকারী সুরশ্রেষ্ঠ পুরন্দর! তুমি বলিকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না। ২৩

বাসব! দিতিনন্দন বলি তপস্যায় অতিশয় উত্তম এবং বরদানের দ্বারাও তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া

স্বয়ম্ভূপরিতোষাচ্চ সত্যধর্মাচ্চ বাসব॥ ২৪
নৈষ শক্যস্ত্বয়া জেতুং ত্রিদশৈর্বা সুরেশ্বর।
যো হ্যস্য জেতা ভগবাংস্তং শৃণুষ্ব সমাহিতঃ॥ ২৫
ব্রহ্মণঃ স হি সর্বস্বং দেবানাং চৈব সা গতিঃ।
পরং রহস্যং ধর্মস্য পরস্য চ পরা গতিঃ॥ ২৬
পরাৎপরতরঃ শ্রীমান্ পরাবরগতিঃ প্রভুঃ
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥ ২৭
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসাঃ সুরারিহা।
জেতাজেয়ো জয়ঃ শ্রীমান্ সোঽস্য জেতা ভবিষ্যতি॥২৮
শ্রুত্বা দিব্যাস্তু মধুরাং বাণীং তামশরীরিণীম্।
অপযাতো রণাচ্ছক্রঃ সার্ধং সর্বৈঃ সুরোত্তমৈঃ॥ ২৯
অপযাতে তু দেবেন্দ্রে কৌশিকে হরিবাহনে।
সিংহনাদো মহানাসীদ্দানবানাং মহামৃধে॥ ৩০
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতস্বনঃ।

গিয়াছে; ব্রহ্মার সন্তোষে ও সত্যধর্ম পালনেও ইহার শক্তি বর্ধিত হইয়াছে। ২৪

সুরেশ্বর! তুমি অথবা অন্য দেবগণও ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। যে ভগবান্ ইহাকে জয় করিবেন, তাঁহার কথা বলিতেছি, সাবধানে তাহা শ্রবণ কর। ২৫

তিনি ব্রহ্মার সর্বস্ব, দেবগণেরও গতি, ধর্মের পরম রহস্য এবং উৎকৃষ্ট পুরুষেরও পরম গতি। ২৬

এই ভগবান্ পর হইতেও পরতর অর্থাৎ উত্তম হইতেও পরম উত্তম, লক্ষ্মীসম্পন্ন এবং ইনিই কারণ ও কার্য অথবা ভূত ও ভবিষ্যেরও গতি। ইনি সকলের অন্তর্যামী আত্মা। ইনি সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন ও সহস্র পদে বিভূষিত। ২৭

ইঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছে। ইনি পীত বস্ত্রধারী ও দেবদ্রোহীদিগের দলনকারী। এই ঐশ্বর্যশালী ভগবান্ সকলকেই জয় করেন, কিন্তু ইনি সকলেরই অজেয়; কারণ, ইনিই জয়স্বরূপ। এই ভগবান্ই বলিকে জয় করিবেন। ২৮

এই দিব্য মধুর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া চলিয়া যাইলেন। ২৯

হরিবাহন দেবরাজ ইন্দ্র চলিয়া যাইলে পর সেই মহাসমরে দানবগণের মহান্ সিংহনাদ হইতে লাগিল। ৩০

শঙ্খানাং নিনদস্তত্র যোধানাং বল্গিতস্বনঃ ॥ ৩১
বাদিত্রাণাঞ্চ নির্ঘোষস্তুমুলস্তত্রবত্তদা ।
জয়শব্দরবাশ্চৈব দেবানান্তু পরাজয়ে ॥ ৩২
সসৈন্যো দৈত্যরাজস্তু স্তূয়মানঃ সুহৃদ্গণৈঃ ।
বলীন্দ্রো বিবভৌ দৈত্যো হিরণ্যকশিপুর্যথা ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনে
দেবাসুরসংগ্রামে শক্রাপযানে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

তাহার পর আনন্দদায়ক কিলকিলাশব্দ হইতে লাগিল, গর্জ্জন ও বাহুর আস্ফোটন শব্দ হইতে লাগিল, শঙ্খসমূহের ধ্বনি ও যোদ্ধাগণের সানন্দে লম্ফন উল্লম্ফনাদি শব্দও হইতে লাগিল ॥ ৩১

সেই সময় দেবগণের পরাজয় হইলে পর দৈত্যগণের মধ্যে নানাপ্রকার বাদ্যের তুমুল শব্দ এবং জয়-জয়কার শব্দও চারিদিকে হইতে লাগিল ॥ ৩২

সুহৃদ্গণ সেই সময় সৈন্যসহ দৈত্যরাজ বলির স্তব করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজা বলি দৈত্যশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবাসুরসংগ্রামে ইন্দ্রের পলায়নবিষয়ক
চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ বিজয়িনো বলেঃ সমীপে রাজলক্ষ্মীপ্রভৃতীনামাগমনবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
নিষ্প্রভেষু দেবেষু ত্রৈলোক্যে দৈত্যপালিতে
জয়ে বলের্বলবতো ময়-শম্বরয়োস্তথা ॥ ১
স্বস্থাসু দিক্ষু সর্ব্বাসু প্রবৃত্তে ধর্ম্মকর্ম্মণি ।
অপাবৃতে চন্দ্রমসি অয়নস্থে দিবাকরে ॥ ২
প্রহ্রাদশম্বরময়ৈরনুহ্রাদেন চৈব হি
দিক্ষু সর্ব্বাসু গুপ্তাসু গগনে দৈত্যপালিতে ॥ ৩
দৈত্যেষু মখভোক্তৃষু স্বর্গার্থং দর্শিতেষু চ ।
প্রকৃতিস্থে তদা লোকে বর্ত্তমানে চ সৎপথে ॥ ৪
অভাবে সর্ব্বপাপানাং ভাবে চৈব তথা স্থিতে
ভাবে তপসি সিদ্ধানাং সর্ব্বত্রাশ্রমরক্ষিষু ॥ ৫
চতুষ্পাদে স্থিতে ধর্ম্মে অধর্ম্মে পাদবিগ্রহে ।
প্রজাপালনযুক্তেষু ভ্রাজমানেষু রাজসু ॥ ৬
স্বধর্ম্মসম্প্রযুক্তেষু সর্ব্বাশ্রমনিবাসিষু
অভিষিক্তোঽসুরৈঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৭
হৃষ্টেষ্বসুরসঙ্ঘেষু নদৎসু মুদিতেষু চ
অথাভ্যুপগতা লক্ষ্মীর্বলিং পদ্মাসনে স্থিতা ॥ ৮

## পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

[ বিজয়ী বলির নিকট রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির আগমনবর্ণন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর দেবগণ জয়-লাভের প্রবৃত্তি ত্যাগ করিলে পর ত্রিভুবনের রাজ্য দৈত্যরাজ বলির দ্বারা পালিত হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে বলবান্ বলি, ময়াসুর ও শম্বরাসুরের জয়লাভও হইল ॥ ১

সমস্ত দিক্‌সমূহ সুস্থতম হইয়া উঠিল। ধর্ম্মকর্ম্মসমূহ পালিত হইতে লাগিল। চন্দ্রপথ উন্মুক্ত হইয়া যাইল এবং সূর্য্যদেব নিজ অয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২

প্রহ্লাদ, শম্বরাসুর, ময়াসুর ও অনুহ্রাদের দ্বারা সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ সুরক্ষিত হইল। আকাশকেও দৈত্যগণ পালন করিতে লাগিলেন। স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছায় দৈত্যগণ যজ্ঞভোক্তা দর্শন করাইতে লাগিলেন। সেই সময় সমস্ত জনসমূহ প্রকৃতিস্থ হইয়া সৎপথে চলিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার পাপ কর্ম্মের অভাব হইল। পুণ্য কর্ম্মের ব্যাপক সত্তা দেখা যাইল। সিদ্ধ পুরুষগণ তপস্যায় নিরত রহিলেন। সর্ব্বত্র আশ্রমসমূহ সুরক্ষিত হইল। ধর্ম্ম নিজের চার পাদে ( অহিংসা, তপ, দয়া ( দান ) ও সত্য—ধর্ম্মের এই চার পাদ ) পূর্ণভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অধর্ম্ম একপদে অবস্থিত হইল। তেজস্বী রাজারা প্রজাপালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বপ্রকার আশ্রমবাসীরা নিজ নিজ ধর্ম্মে অবস্থান করত ধর্ম্মপালন করিতে লাগিলেন। এরূপ শুভ সময়ে সমস্ত অসুরগণ দৈত্যরাজ বলিকে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিল ॥ ৩-৭

সেই সময় অসুরসঙ্ঘ হৃষ্ট হইল এবং আনন্দিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর পদ্মাসনে বিরাজমানা রাজলক্ষ্মী রাজা বলির নিকটে আসিলেন। দেবমোহিনী এই বরনারী

পদ্মোদ্যতকরা দেবী বরদা সুরমোহিনী ।

শ্রীরুবাচ ।

বলে বলবতাং শ্রেষ্ঠ মহারাজ মহাদ্যুতে ॥ ৯

প্রীতাস্মি তব ভদ্রং তে দেবতানাং পরাজয়ে ।

যত্ত্বয়া যুধি বিক্রম্য দেবরাজঃ পরাজিতঃ ॥ ১০

দৃষ্ট্বা তে পরমং সত্ত্বং ততোঽহং স্বয়মাগতা ।

নাশ্চর্যং দানবশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপোঃ কুলে ॥ ১১

প্রসূতস্যাসুরেন্দ্রস্য তব কর্মেদমীদৃশম্ ।

বিশেষিতস্ত্বয়া রাজন্ দৈত্যেন্দ্রঃ প্রপিতামহঃ ॥ ১২

যেন ভুক্তং হি নিখিলং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ।

বিশেষিতস্তথ বিভো সর্বে ধর্মপথে স্থিতাঃ ॥ ১৩

ত্বেন ত্রৈলোক্যমুখ্যেন ভোক্তাস্যমিতবিক্রম

এবমুক্ত্বা তু সা দেবী লক্ষ্মীর্দৈত্যপতিং বলিম্ ॥ ১৪

প্রবিষ্টা বরদা সৌম্যা সর্বভূতমনোরমা

শিষ্টাশ্চ দেব্যঃ প্রবরা হ্রীঃ কীর্তির্দ্যুতিরেব চ ॥ ১৫

প্রভা ধৃতিঃ ক্ষমা ভূতির্নীতির্বিদ্যা দয়া স্মৃতিঃ ।

কৃতির্লজ্জা তথা মেধা লক্ষ্মীরীহা গতিস্তথা ॥ ১৬

শ্রুতিঃ প্রীতিরিলা কীর্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়াস্তথা ।

সর্বাশ্চাপ্সরসো দিব্যা নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ১৭

পতিং প্রাপ্তাঃ সুদৈতেয়ং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।

প্রাপ্তমৈশ্বর্যমমিতং বলিনা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামন-প্রাদুর্ভাবে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

---

দেবী এই সময় হস্ত হতে একটি পদ্মপুষ্প ধারণ করিয়াছিলেন। ৮।

লক্ষ্মী বলিলেন,—বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী মহারাজ বলি! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি যে দেবগণকে পরাজিত করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। ৯।

তুমি যুদ্ধে যে পরাক্রম করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছ, তোমার সেই উত্তম সত্ত্ব (ধৈর্য ও বল-পরাক্রম) দেখিয়া আমি স্বয়ংই তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ১০।

দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তোমার এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করা আশ্চর্যের কথা নয়। ১১।

রাজন্! তুমি নিজের প্রপিতামহ সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর যশ বর্ধিত করিয়াছ, যে প্রভাবশালী চিরস্থায়ী এই সমস্ত ত্রিভুবনের রাজ্য উপভোগ করিয়াছে। ১২।

প্রভো! সর্বাপেক্ষা বিশেষ কথা এই যে, তোমার এই রাজ্যে সকল লোকই ধর্মপথে অবস্থান করিতেছে। অমিত-পরাক্রমী দৈত্যরাজ! এই ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ বস্তু ধর্মের সহিত থাকিয়া তুমি রাজ্য উপভোগ করিবে। ১৩।

এই কথা বলিয়া সকল প্রাণীরই মনোরমা সৌম্যরূপা বরদায়িনী লক্ষ্মীদেবী রাজা বলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেন। ১৪।

অবশিষ্ট যে সব শ্রেষ্ঠ দেবী ছিলেন, সেই কীর্তি, দ্যুতি, প্রভা, ধৃতি, ক্ষমা, ভূতি, নীতি, বিদ্যা, দয়া, স্মৃতি, কৃতি, লজ্জা, মেধা, লক্ষ্মী, ঈহা, গতি, শ্রুতি, প্রীতি, ইলা (বেদক্রিয়া), কান্তি, শান্তি, পুষ্টি ও ক্রিয়া প্রভৃতি এবং নৃত্য-গীতবিশারদ সমস্ত দিব্য অপ্সরাগণ উত্তম দৈত্যকুমার রাজা বলিকে পতি (পালক) রূপে প্রাপ্ত হইলেন। তখন ব্রহ্মবাদী বলি চরাচর প্রাণিবর্গের সহিত সমস্ত ত্রিভুবনের অসীম ঐশ্বর্য লাভ করিলেন। ১৫-১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ অদিত্যা কশ্যপেন চ সহ দেবানাং ব্রহ্মলোকে গমনম্ ]

জনমেজয় উবাচ ।

পরাজিতাঃ সুরা দৈত্যৈঃ কিমকুর্ব্বত বৈ মুনে
কথঞ্চ ত্রিদিবং লব্ধং ভূয়ো দেবৈর্দ্বিজোত্তম ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা বাণীং তু তাং দিব্যাং সহ দেবৈঃ সুরাধিপঃ
প্রাগ্দিশং প্রস্থিতঃ শ্রীমানদিত্যালয়মুত্তমম্ ॥ ২
প্রাপ্যাদিত্যালয়ং শক্রঃ কথয়ামাস তাং গিরম্ ।
অদিত্যাং সা যথা যুদ্ধে তেন বাণী পুরা শ্রুতা ॥৩

অদিতিরুবাচ ।

যদ্যেবং পুত্র যুষ্মাভির্ন শক্যো হন্তুমাহবে ।
বলির্বিরোচনসুতঃ সর্ব্বৈরেব মরুদ্গণৈঃ ॥ ৪
সহস্রশিরসা চৈব কেবলং শক্যতেঽসুরঃ ।
তেনৈকেন সহস্রাক্ষ ন স্বন্যেন শতক্রতো ॥ ৫
তদ্ বঃ পৃচ্ছাব পিতরং কশ্যপং সত্যবাদিনম্ ।
পরাজয়ার্থং দৈত্যস্য বলেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬
ততোঽদিত্যা সহ সুরাঃ সম্প্রাপ্তাঃ কশ্যপান্তিকম্ ।
অপশ্যন্ কশ্যপং তত্র মুনিং দিব্যতপোনিধিম্ ॥ ৭
আদ্যং দেবং গুরুং দিব্যং দীপ্তং ত্রিষবণাপ্লুতিঃ ।
তেজসা ভাস্করাকারং গৌরমগ্নিশিখাপ্রভম্ ॥ ৮
ন্যস্তদণ্ডং তপোযুক্তং বদ্ধকৃষ্ণাজিনোত্তরম্
বল্কলাজিনসংবীতং প্রদীপ্তং ব্রহ্মবর্চ্চসা ॥ ৯
হুতাশনমিব দীপ্যন্তমাজ্যধূমপুরস্কৃতম্ ।
স্বাধ্যায়নিরতং শান্তং বপুষ্মন্তমিবানলম্ ॥ ১০
তং ব্রহ্মবাদিনাং শ্রেষ্ঠং সুরাসুরগুরুং প্রভুম্ ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মারীচং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১১
যঃ স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং প্রজানাং পতিরুত্তমঃ ।
আত্মভাববিশেষেণ তৃতীয়ো যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১

## ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ অদিতি ও কশ্যপের সহিত দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন । ]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে ! দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দৈত্যদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া দেবগণ কি করিলেন ? পুনরায় তাঁহারা স্বর্গরাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত হইলেন ? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! দেবগণের সহিত শ্রীমান্ দেবরাজ ইন্দ্র সেই দিব্য আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বদিকে অদিতিদেবীর উত্তম ভবনে গমন করিলেন । ২

অদিতিদেবীর ভবনে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র যুদ্ধকালে পূর্ব্বে যে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা সেখানে মাতা অদিতি দেবীকে বলিলেন । ৩

তখন অদিতিদেবী বলিলেন,—পুত্র ! সহস্রলোচন ! শতক্রতো ! যদি একথা হয়, যদি তোমরা ও সমস্ত মরুদ্গণও রণক্ষেত্রে বিরোচনকুমার বলিকে বধ করিতে না পার, যদি এই অসুর সেই কেবল একমাত্র সহস্রমস্তক ভগবানের দ্বারাই নিহত হয়, অন্য কাহারও দ্বারা নহে, তাহা হইলে তুমি নিজের সত্যবাদী পিতা কশ্যপকে জিজ্ঞাসা কর যে, দিতিনন্দন মহাত্মা সেই বলির পরাজয়ের জন্য কি উপায় আছে ? ৪-৬

তখন সমস্ত দেবগণ অদিতিদেবীর সহিত পিতা কশ্যপের নিকট গমন করিলেন । সেখানে তাঁহারা দিব্য তপোনিধি মুনিবর কশ্যপকে দর্শন করিলেন । ৭

ইনি আদিদেব ও দিব্য গুরু । তিন বেলায় তিনবার স্নান করায় তাঁহার শরীর জলে আর্দ্র হইয়া ( ভিজিয়া ) রহিয়াছে । ইনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ছিলেন এবং তাঁহার গৌরবর্ণ অগ্নিশিখার সমান প্রকাশিত হইতেছিল । ৮

তিনি দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তপস্যায় নিরত ছিলেন । ইঁহার অঙ্গের উপরিভাগে চাদররূপে কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম বদ্ধ ছিল । ইনি বল্কল ও মৃগচর্ম্মের দ্বারা নিজের দেহকে ( দেহের অধোভাগকে ) আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন । স্বীয় ব্রহ্মতেজে ইনি প্রদীপ্ত ছিলেন । ৯

মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতের আহুতি দানে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান তিনি সদা দেদীপ্যমান হইতেছিলেন । ইনি সদা স্বাধ্যায়ে আসক্ত ও শান্ত ছিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ অগ্নিদেবের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন । ১০

ইনি ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবতা ও অসুরগণের পিতা এবং প্রভাবশালী ছিলেন । তাপদানকারী সূর্য্যের ন্যায় ইঁহার তেজ সদা উদ্দীপ্ত ছিল । এই মরীচিনন্দন কশ্যপকে দেবগণ দর্শন করিলেন । ১১

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের স্রষ্টা উত্তম প্রজাপতি ব্রহ্মা, তাঁহার

ততঃ প্রণম্য তে বীরাঃ সহাদিত্যা সুবর্চসঃ ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে ব্রহ্মাণমিব মানসাঃ ॥ ১৩
তচ্ছ্রুতং যদি শব্দেন সরস্বত্যা সমীরিতম্
অজেয়স্ত্রিদশৈঃ সর্বৈর্বলির্দানবসত্তমঃ ॥ ১৪
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং পুত্রাণাং কশ্যপস্তদা ।
চকার গমনে বুদ্ধিং ব্রহ্মলোকায় লোককৃৎ ॥ ১৫

কশ্যপ উবাচ

গচ্ছাম ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্
যথাশ্রুতঞ্চ তত্রৈব ব্রহ্মণে বদতানঘাঃ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোঽদিত্যা সহ সুরা যান্তং কশ্যপমন্বয়ুঃ ।
প্রস্থিতং ব্রহ্মসদনং দেবর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ১৭
তে মুহূর্তেন সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মলোকং দিবৌকসঃ ।
দিব্যৈঃ কামগমৈর্যানৈর্মহার্হৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ১৮
দিদৃক্ষবস্তে ব্রহ্মাণং তপসো রাশিমব্যয়ম্ ।
অধ্যাগচ্ছন্ত বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মণঃ পরমাং সভাম্ ॥ ১৯
ষট্পদোদ্গীতনিনদাং সামগীতবিমিশ্রিতাম্ ।
শ্রেয়স্করীমমিত্রঘ্নীং দৃষ্ট্বা সংজহৃষুস্তদা ॥ ২০
ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ।
ঋচো বহ্বৃচমুখ্যৈশ্চ শিক্ষাবিদ্ভিস্তথা দ্বিজৈঃ ॥ ২১
শব্দনির্বচনার্থজ্ঞ প্রের্যমাণপদাক্ষরাঃ
শুশ্রুবুস্তে মহাত্মানো বিততেষু চ কর্মসু ॥ ২২
যজ্ঞবেদাঙ্গবিদ্বাংসঃ পদক্রমবিদস্তথা ।
ঘোষেণ পরমর্ষীণাং সা বভূব নিনাদিতা ॥ ২৩
যজ্ঞসংস্তরবিদ্ভিশ্চ শিক্ষাবিদ্ভিস্তথা দ্বিজৈঃ ।
শব্দনির্বচনার্থজ্ঞৈঃ সর্ববিদ্যাবিশারদৈঃ ॥ ২৪
মীমাংসাহেতুবাক্যজ্ঞৈঃ সর্ববাদবিশারদৈঃ ।
হৃষ্টপুষ্টবরৈস্তত্র দ্বিজেন্দ্রৈর্বহুবাগ্মিভিঃ ।
নাদিতং ব্রহ্মসদনং প্রবরং দেবসদ্মবৎ ॥ ২৫

---

আপনাদের বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হওয়ায় কশ্যপ ( মরীচি অপেক্ষা ) তৃতীয় প্রজাপতি ছিলেন ॥ ১১

অদিতিদেবীর সহিত এই সব বীর ও শ্রেষ্ঠ দেবগণ কশ্যপকে প্রণাম করত সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেভাবে ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ ব্রহ্মাকে নিজেদের কথা নিবেদন করেন ॥ ১৩

দূরবাসে ইন্দ্র আকাশবাণী কর্তৃক কথিত যে বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন—এই দানবশ্রেষ্ঠ বলি সমস্ত দেবগণেরই অজেয়, তাহা পিতা কশ্যপকে নিবেদন করিলেন ॥ ১৪

সেই সময় নিজের সেই পুত্রগণের এই বাক্য শ্রবণ করত লোকস্রষ্টা কশ্যপ ব্রহ্মলোকে গমন করিবার বুদ্ধি করিলেন ॥ ১৫

কশ্যপ বলিলেন,—নিষ্পাপ দেবগণ! আমরা বেদমন্ত্রসমূহের সস্বর গীতধ্বনিতে মুখরিত ব্রহ্মলোকে গমন করিব। সেখানেই এই কথা, যেরূপ তোমরা শ্রবণ করিয়াছ, সেইরূপেই ব্রহ্মাকে সব বলিবে ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন অদিতিদেবীর সহিত সমস্ত দেবগণ দেবর্ষিগণের দ্বারা সেবিত ব্রহ্মলোকের দিকে প্রস্থিত কশ্যপের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

সেইসব দেবগণ ইচ্ছানুসারে গমনকারী পরম মনোহর বহুমূল্য দিব্য বিমানসমূহের দ্বারা মুহূর্তকালের মধ্যেই ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

তাঁহারা তপস্যার অক্ষয় রাশিস্বরূপ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার ব্রহ্মার বিস্তৃত উত্তম সভায় গমন করিলেন ॥ ১৯

সেখানে তখন ভ্রমরগণের গুঞ্জনে মুখরিত ছিল এবং ইহার সহিত সামগানের ধ্বনিও মিশ্রিত হইয়াছিল। এই সভা সকলের কল্যাণকারিণী ও শত্রুনাশিনী ছিল। এরূপ সভা দর্শন করিয়া সেই দেবগণ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২০

বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী বিদ্বান্ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ, ঋগ্বেদবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ এবং শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দ্বিজগণ ঋক্সমূহ পাঠ করিতেছিলেন ॥ ২১

সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ আয়োজিত যজ্ঞকর্মসমূহে শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যাহাদের এক এক পদ ও অক্ষরসমূহের উচ্চারণ হইতেছিল, সেই ঋক্সমূহসকল শ্রবণ করিলেন ॥ ২২

যজ্ঞ, বেদ ও বেদাঙ্গসমূহের বিদ্বান্ এবং পদপাঠ ও ক্রমপাঠ-বিষয়ে অভিজ্ঞ মহর্ষিগণের বৈদিক শব্দধ্বনিতে এই ব্রহ্মার সভা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ॥ ২৩

যাঁহারা যজ্ঞসমূহে করণীয় স্তুতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, শিক্ষাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থবিৎ, সর্ববিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, মীমাংসাশাস্ত্রের অনুকূল বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্যবিৎ, সর্ববাদবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, হৃষ্টপুষ্ট ( তত্ত্ব-গভীর অথচ ভক্তিপূর্ণ ) বাক্যযুক্ত এবং মধুরভাষী ছিলেন, সেই সব দ্বিজগণের দ্বারা কৃত বেদধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসদন দেবসভার ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২৪-২৫

তে তত্র সমনুপ্রাপ্য শুশ্রুবুস্তে বৈ ধ্বনিং শুভাঃ
পূতাস্তাঃ স্বশরীরাণি মেনিরে তু ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
তূষ্ণীম্ভূতা একচিত্তা ব্রহ্মণ্যগতমানসাঃ ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না নিরীক্ষন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১৭
ননম্রুর্মনসি চ পুনর্গুরুং লোকগুরুং প্রভুম্ ।
মনসৈব সুরশ্রেষ্ঠাঃ পুরস্কৃত্য তু কশ্যপম্ ॥ ১৮
পুনঃ সম্পূজ্য পরমং বেদোচ্চারণনিঃস্বনম্
গম্ভীরোদারমধুরং স্বরবং হংসনাদনাদম্ ॥ ২৯
ঐকানানাত্বসংযোগসমবায়বিশারদৈঃ
লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ শুশ্রুবুঃ স্বনমীরিতম্ ॥ ৩০
তত্র তত্র চ বিপ্রেন্দ্রান্নিয়তান্ সংশিতব্রতান্
জপহোমপরান্মুখ্যান্ দদৃশুঃ কশ্যপাত্মজাঃ ॥ ৩১
তস্যাং সভায়ামাস্তে স্ম ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
সুরাসুরগুরুঃ শ্রীমান্ বিধিবদ্দেবমায়য়া ॥ ৩২
উপাসতে চ তত্রৈনং প্রজানাং পতয়ঃ প্রভুম্ ।
দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহো মরীচিশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৩
ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ গৌতমো নারদস্তথা
মনুর্দ্যৌরন্তরিক্ষং বায়ুস্তেজো জলং মহী
শব্দস্পর্শৌ চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ
প্রকৃতিশ্চ বিকারাশ্চ যচ্চান্যৎ কারণং মহৎ ॥ ৩৫
সাঙ্গোপাঙ্গাশ্চতুর্বেদাঃ সরহস্যপদক্রমাঃ
ক্রিয়াশ্চ ক্রতবশ্চৈব সঙ্কল্পঃ প্রাণ এব চ ॥ ৩৬
এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ম্ভুবমুপস্থিতাঃ ।
অর্থো ধর্মশ্চ কামশ্চ দ্বেষো হর্ষশ্চ নিত্যদা ॥ ৩৭
শক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব সংবর্তো বুধ এব চ
শনৈশ্চরোঽথ রাহুশ্চ গ্রহাঃ সর্বে ছন্দশেষতঃ ॥ ৩৮
মরুতো বিশ্বকর্মা চ নক্ষত্রাণি চ ভারত
দিবাকরশ্চ সোমশ্চ ব্রহ্মাণং সমুপাসতে ॥ ৩৯
সাবিত্রী দুর্গতরণী বাণী সপ্তবিধা তথা
সর্বাণি কবিতাস্ত্রাণি গাথাশ্চ নিয়মাস্তথা ॥ ৪০
ভাষ্যাণি সর্বশাস্ত্রাণি দেহবন্তি বিশাম্পতে ।
কলা লবা মুহূর্তাশ্চ দিবা রাত্রিশ্চ ভারত ॥ ৪১

---

সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে এই দেবগণ নিঃসন্দেহে নিজেদের দেহসমূহকে পবিত্র হইয়া যাইল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন । ২৬

সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ মৌন ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মার মনোনিবেশ করত বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে কশ্যপকে অগ্রে করিয়া মনে মনে লোকগুরু ভগবান্ ব্রহ্মাকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন । ২৭-২৮

গম্ভীর, উদার, মধুর, উত্তম স্বরযুক্ত ও হংসের ন্যায় মধুর বাণীতে উচ্চারিত বেদপাঠের সেই উত্তম ধ্বনিকে বারংবার প্রশংসা করত একত্ববাদ ( জীব ও ঈশ্বরের একতা প্রতিপাদনকারী ), নানাত্ববাদ ( জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি—এই তিন অনাদি তত্ত্বসমূহের প্রতিপাদনকারী ), সংযোগবাদ ( প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির প্রতিপাদনকারী ) এবং সমবায়বাদে প্রবীণ পুরুষগণ ও লোকায়তিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মুখ্য মুখ্য বিদ্বানগণের দ্বারা উচ্চারিত শব্দও সেই দেবগণ শ্রবণ করিলেন । ২৯-৩০

কশ্যপের এই পুত্রগণ তথায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কঠোর ব্রত-পালনকারী এবং নিয়মপূর্বক জপ ও হোমপরায়ণ বহু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন । ৩১

সেই সভায় দেবতা ও অসুরগণের গুরু শ্রীমান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবমায়ার সহিত বিধিপূর্বক নিবাস করিতেছিলেন । ৩২

সেইস্থানে এই ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা সমস্ত প্রজাপতিগণ করিতেছিলেন। দক্ষ, প্রচেতা ( বরুণ ), পুলহ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ, মনু, দ্যৌ, অন্তরিক্ষ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি ও তাহার বিকারসকল, অন্যান্য মহৎ কারণ, অঙ্গ ও উপাঙ্গসহ চার বেদ, রহস্য, পদ, ক্রম, ক্রিয়া, ক্রতু, সঙ্কল্প এবং প্রাণ—ইহারা ও অন্যান্য বহু ভাব-পদার্থসমূহ সেখানে ব্রহ্মার সেবায় ( শরীর ধারণকরত ) উপস্থিত ছিলেন । ৩৩-৩৭

ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত, বুধ, শনৈশ্চর ও রাহু প্রভৃতি সমস্ত গ্রহগণ সেখানে বিদ্যমান ছিলেন । ৩৮

ভারত ! মরুদ্গণ, বিশ্বকর্মা, নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রও সেখানে ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছিলেন । ৩৯

প্রজানাথ ! সাবিত্রী, দুর্গম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণকারিণী ভগবতী দুর্গা, সপ্ত স্বরভেদে সপ্তবিধ বাণী, সমস্ত কবিতার ( বৈদিক সাহিত্য ), গাথা, নিয়ম, ভাষ্য ও সমস্ত শাস্ত্র—ইহারা দেহ ধারণ করত ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত ছিলেন । ৪০½

অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ ঋতবঃ ষট্ তথৈব চ।
সংবৎসরাশ্চতুর্যুগং মাসা রাত্রিশ্চতুর্বিধা ॥ ৪২
কালচক্রঞ্চ যদ্দিব্যমনিত্যং ধ্রুবমব্যয়ম্।
এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ম্ভুবমুপস্থিতাঃ ॥ ৪৩
তে প্রবিষ্টাঃ সভাং দিব্যাং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকামদাম্।
কশ্যপস্ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং পুত্রৈর্ধর্মবিশারদৈঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বতেজোময়ীং দিব্যাং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতাম্।
ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানমচিন্ত্যং বিগতক্লমম্ ॥ ৪৫

ব্রহ্মাণং বীক্ষ্য তে সর্ব্বে আসীনং পরমাসনে
জগৃহুর্মূর্দ্ধা শুভৌ পাদৌ ব্রহ্মণস্তে দিবৌকসঃ ॥ ৪৬
শিরোভিঃ স্পৃষ্ট্বা চরণৌ তস্য তে পরমেষ্ঠিনঃ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শান্তা বিগতকল্মষাঃ ॥ ৪৭
দৃষ্ট্বা তু তান্ সুরান্ সর্ব্বান্ কশ্যপেন সমাগতান্।
আহ ব্রহ্মা মহাতেজা দেবানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে ব্রহ্মলোকগমনে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

ভারত! ক্ষণ, লব, মুহূর্ত, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয় ঋতু, সংবৎসর, চার যুগ, দিবা মাস, চার প্রকার রাত্রি, দিবা, অনিত্য, ধ্রুব এবং অব্যয় কালচক্র—ইঁহারা ও অন্য বহু পদার্থ শরীর ধারণ করত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত ছিলেন। ৩১-৪৩

সেই সব আগন্তুক দেবগণ ব্রহ্মার সমস্ত কামনাপ্রদানকারিণী ও দিব্য সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। ধর্মবিশারদ নিজের পুত্রগণের সহিত কশ্যপ সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। ৪৪

সম্পূর্ণ তেজোময়ী এই দিব্য সভা ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা সেবিত ছিল। ইহার মধ্যে এক উত্তম আসনে অচিন্তনীয়, ক্লেশহীন ও ব্রাহ্মী শোভায় দেদীপ্যমান ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সমস্ত দেবগণ সেই ব্রহ্মার মঙ্গলময় চরণদ্বয়ে মস্তক স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিলেন। ৪৫-৪৬

এই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার চরণদ্বয় নিজেদের মস্তকসমূহে স্পর্শ করিয়া সেই সব দেবগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত, শান্ত ও সন্তাপরহিত হইয়া যাইলেন। ৪৭

কশ্যপের সহিত আগত সেই সব দেবগণকে দেখিয়া মহাতেজস্বী দেবেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমনবিষয়ক
ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণ আজ্ঞয়া কশ্যপেনাদিতিদেব্যা চ সহ দেবানাং ক্ষীরসাগরস্যোত্তরতীরে গমনং তপস্যারম্ভশ্চ।]

ব্রহ্মোবাচ

যদর্থমিহ সম্প্রাপ্তা ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি।
বিজ্ঞানামাহমব্যগ্র এতৎ সর্ব্বং মহাবলাঃ ॥ ১
ভবিষ্যতি চ বঃ সোঽর্থঃ কাঙ্ক্ষিতো যঃ সুরোত্তমাঃ।
বলের্দানবমুখ্যস্য যো বিজেতা ভবিষ্যতি ॥ ২

ন কেবলং সুরস্থানামেকো জেতা স বিশ্বকৃৎ।
ত্রৈলোক্যস্যাপি জেতাসৌ দেবানামপি চোত্তমঃ ॥ ৩
ধাতা চৈব হি লোকানাং বিশ্বযোনিঃ সনাতনঃ।
পূর্ব্বদেবঃ সদা প্রাহুর্হেমগর্ভনিদর্শনম্ ॥ ৪

## সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার আজ্ঞায় কশ্যপ ও অদিতিদেবীর সহিত দেবগণের ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে গমন ও তপস্যা আরম্ভ।]

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাবল দেবগণ! তোমরা সকলেই যে উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছ, তৎসমস্তই আমি ব্যগ্রতারহিত হইয়া জানিতে পারিয়াছি। ১

সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ, তোমাদের সেই মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। দানবরাজ বলিকে যিনি জয় করিবেন, সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ শীঘ্রই প্রকটিত হইবেন। ২

এই বিশ্বস্রষ্টা পরমাত্মা কেবল অসুরগণকেই জয় করিবেন তাহা নহে, ত্রিভুবনের রাজ্যও জয় করিবেন। তিনি সমস্ত দেবগণ অপেক্ষাও উত্তম। ৩

তিনিই লোকসকলের ধাতা (ধারণ-পোষণকারী), সম্পূর্ণ বিশ্বের যোনি (উৎপত্তিস্থান) এবং সনাতন পুরুষ। বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকেই সদা আদিদেব বলেন। হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) আমি তাঁহারই নিদর্শন (প্রতিবিম্ব অথবা পুত্র)। ৪

আস্থা যেনৈব বিষ্ণুনা কৃতোঽয়ঞ্চৈব মহাত্মনা।
সংশয়স্থমশ্বাস্য বিশ্বস্য ভগবাংস্তথা ॥ ৫
প্রভবঃ স হি সর্ব্বেষামস্মাকমপি পূর্ব্বজঃ।
অচিন্ত্যঃ স হি বিশ্বাত্মা যোগযুক্তঃ পরন্তপঃ ॥ ৬
তং দেবাপি মহাত্মানং ন বিদুঃ কোঽপ্যসাবিতি।
বেদাত্মানঞ্চ বিশ্বঞ্চ স দেবঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭
তস্যৈব তু প্রসাদেন প্রবক্ষ্যেঽহং পরাং গতিম্।
যত্র যোগং সমাস্থায় তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ৮
ক্ষীরোদস্যোত্তরে কূলে উদীচ্যাং দিশি দেবতাঃ।
অমৃতং নাম পরমং স্থানমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৯
ভবন্তস্তত্র বৈ গত্বা তপসা সংশিতব্রতাঃ।
অমৃতং স্থানমাসাদ্য তপশ্চরত দুশ্চরম্ ॥ ১০
তত্র শ্রোষ্যথ বিস্পষ্টাং স্নিগ্ধগম্ভীরনিঃস্বনাম্।
উষ্ণগে তোয়পূর্ণস্য তোয়দস্য সমস্বনাম্ ॥ ১১
যুক্তাক্ষরপদস্নিগ্ধাং রম্যামভয়দাং শিবাম্।
বাণীং পরমসংস্কারাং বরদাং ব্রহ্মবাদিনীম্ ॥ ১২

দিব্যাং সরস্বতীং সত্যাং সর্ব্বকিল্বিষনাশিনীম্।
সর্ব্বদেবাধিদেবস্য ভাষিতাং ভাবিতাত্মনঃ ॥ ১৩
তস্য ব্রতসমাপ্তৌ তু যাবদ্ ব্রতবিসর্জ্জনম্
অমোঘস্য তু দেবস্য বিশ্বেদেবা মহাত্মনঃ ॥ ১৪
স্বাগতং বঃ সুরশ্রেষ্ঠা মৎসকাশে ব্যবস্থিতাঃ।
কস্য কিং বা বরং দেবা দদামি বরদঃ স্থিতঃ ॥ ১৫
তং কশ্যপোঽদিতিশ্চৈব বরং গৃহ্নীত বৈ ততঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ তস্মৈ যোগাত্মনে তদা ॥ ১৬
ভবানেব চ নঃ পুত্রো ভবত্বিতি ন সংশয়ঃ।
উক্তশ্চ পরয়া ভক্ত্যা তথাস্থিতি স বক্ষ্যতি ॥ ১৭
দেবা ব্রুবন্তু তং সর্ব্বে ভ্রাতা নস্ত্বং ভবেতি হ।
তথাস্ত্বিতি চ স শ্রীমান্ বক্ষ্যতে সর্ব্বলোককৃৎ ॥ ১৮
তস্মাদেবং গৃহীত্বা তু বরং ত্রিদশসত্তমাঃ।
কৃতকৃত্যাঃ পুনঃ সর্ব্বে গচ্ছধ্বং স্বং স্বমালয়ম্ ॥ ১৯
তথাস্ত্বিতি সুরাঃ সর্ব্বে কশ্যপোঽদিতিরেব চ।
বন্দিত্বা ব্রহ্মচরণৌ গতাঃ সৌম্যাং দিশং প্রতি ॥ ২০

সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাদেবই অদ্বয়শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বলিকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনিই সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তির কারণ এবং সকল দেবতা আমাদেরও পূর্ব্বজ। পরন্তপন এই যোগযুক্ত বিশ্বাত্মা অচিন্ত্য ( মন ও বুদ্ধির অগোচর ) ॥ ৫-৬

দেবগণও সেই পরমাত্মার বিষয়ে ইহা জানেন না যে, তিনি কে? কিন্তু এই পুরুষোত্তমদেব নিজকে এবং সম্পূর্ণ বিশ্বকেও জানেন ॥ ৭

তাঁহারই কৃপাপ্রসাদে আমি তাঁহার পরাগতির ( উৎকৃষ্ট আশ্রয়ের ) পরিচয়ের কথা বলিব, যেখানে যোগ অবলম্বন করিয়া তিনি দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন ॥ ৮

দেবগণ! মনীষী পুরুষগণ বলেন যে উত্তরদিকে ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে অমৃত নামক উৎকৃষ্ট স্থান ( পরমপদ ) আছে ॥ ৯

তোমরা সেখানে যাইয়া তপস্যাপূর্ব্বক কঠোর ব্রত পালন কর। সেই অমৃতস্থানে উপস্থিত হইয়া দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ কর ॥ ১০

সর্ব্বদেবগণ! সেখানে ব্রত সমাপ্তি হইলে পর ব্রতবিসর্জ্জনের পূর্ব্বেই তোমরা বর্ষাকালের সজল জলধরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে সেই অমোঘ পরমাত্মার সুস্পষ্ট বাণী শুনিতে পাইবে; যে বাণী উপযুক্ত অক্ষর ও পদসমূহে যুক্তা, স্নেহপূর্ণা, রমণীয়া, অভয়দায়িনী, মঙ্গলকারিণী, উত্তম সংস্কারসম্পন্না, বরদায়িকা ও ব্রহ্মবাদিনী হইবে। সেই শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট সর্ব্বাধিদেব ভগবানের কথিত সেই দিব্য সত্য বাণী সমস্ত কল্মষনাশকারিণী হইবে। তিনি বলিবেন,—আমার নিকটে অবস্থিত সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের স্বাগত হউক অর্থাৎ তোমাদের এখানে আগমন সুখময় হউক। এই আমি বরদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। বল, কাহাকে কোন্ বর প্রদান করিব? সেই সময় কশ্যপ, অদিতি ও তোমরা সকলে তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিবে। কশ্যপ ও অদিতি সেই যোগাত্মা শ্রীহরির চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণামকরত নিঃসংশয়ে এই কথা বলিবে যে, আপনিই আমাদের পুত্র হইয়া আবির্ভূত হউন ॥ ১১-১৬

পরম ভক্তিসহকারে এই কথা বলিলে পর সেই ভগবান্ 'তথাস্তু' অর্থাৎ তাহাই হইবে, এই কথা বলিবেন। তখন সমস্ত দেবগণও এই কথা বলিবে যে, আপনি আমাদের ভ্রাতা হউন। ইহাতে সেই সর্ব্বলোকস্রষ্টা শ্রীমান্ ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া তোমাদের প্রার্থনা স্বীকার করিয়া লইবেন ॥ ১৭-১৮

শ্রেষ্ঠ দেবগণ! এইভাবে তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ করত কৃতকৃত্য হইয়া পুনরায় তোমরা সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইবে ॥ ১৯

তখন সমস্ত দেবগণ, কশ্যপ ও অদিতিদেবী 'তাহাই হউক'

তেঽচিরেণৈব সম্প্রাপ্তাঃ ক্ষীরোদস্যোত্তরং তটম্ ।
যথোদ্দিষ্টং ভগবতা ব্রহ্মণা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২১
তেঽতীত্য সাগরান্ সর্বান্ পর্বতাংশ্চ বহূন্ ক্ষণাৎ ।
নদীশ্চ বিবিধা দিব্যাঃ পৃথিব্যাঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ ২২
পশ্যন্তি চ মহাঘোরাং বৈ সর্বসত্ত্ববিবর্জিতাম্ ।
অভাস্করামমর্যাদাং তমসা সংবৃতাং দিশম্ ॥ ২৩
অমৃতং স্থানমাসাদ্য কশ্যপেন সুরাঃ সহ ।
দীক্ষিতাঃ কামদং দিব্যং ব্রতং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ২৪

প্রসাদার্থং সুরেশায় তস্মৈ যোগায় ধীমতে
নারায়ণায় দেবায় সহস্রাক্ষায় ধীমতে ॥ ২৫
ব্রহ্মচর্যেণ মৌনেন স্থানবীরাসনেন চ
দমেন চ সুরাঃ সর্বে তপো চক্রুঃ সমাশ্রিতাঃ ॥ ২৬
কশ্যপস্তত্র ভগবান্ প্রসাদার্থং মহাত্মনঃ
উদীরয়তি বেদোক্তং যমাহুঃ পরমং স্তবম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ । ৬৭

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করত উত্তর দিক্ অভিমুখে গমন করিলেন। ২০

ব্রহ্মবাদী ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা শীঘ্রই ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। ২১

সেই শ্রেষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত সাগর, বহু সংখ্যক পর্বত ও নানাপ্রকার দিব্য নদীসমূহ অতিক্রম করিয়া যখন ভূতলে অবস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সর্বপ্রকার প্রাণিহীন, সূর্যপ্রকাশরহিত, সীমাহীন ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন দিক্ দেখিতে পাইলেন। ২২-২৩

কশ্যপের সহিত অমৃতের স্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দেবগণ সেই বেদস্বরূপ, বুদ্ধিমান্, দেবেশ্বর ও সহস্র লোচনধারী নারায়ণদেবের প্রসন্নতার জন্য এক সহস্র বর্ষব্যাপী দিব্য কামদ-ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ২৪-২৫

সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মচর্যপালন, মৌনধারণ, বীরাসনগ্রহণ এবং দম ও ইন্দ্রিয়বর্গের সংযমের দ্বারা দৃঢ় তপস্যায় নিরত হইলেন। ২৬

সেখানে সেই পরমাত্মার প্রসন্নতার জন্য ভগবান্ কশ্যপ এক বেদোক্ত স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, যাহাকে 'পরম-স্তব' বলিয়া মহাত্মগণ অভিহিত করেন। ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-বিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ কশ্যপেন পরমপুরুষস্য পরমাত্মনঃ স্তবঃ । ]

কশ্যপ উবাচ ।

নমোঽস্তু দেবদেবেশ একশৃঙ্গ বরাহ বৃষার্চিষ বৃষসিন্ধো বৃষাকপে সুরবৃষভ সুরনিষ্মিত অনিষ্মিত ভূরিকপিল বিষ্বক্সেন ধ্রুব ধর্ম ধর্মরাজ বৈকুণ্ঠ বৃষাবর্ত অনাদিমধ্যনিধন ধনঞ্জয় শুচিশ্রবঃ অগ্নিজ বৃষ্ণিজ অজ অজেয়াদ্ভুতেশয় সনাতন বিধাতস্ত্রিকাম ত্রিধাম ত্রিককুৎ ককুদ্মিন্ চন্দ্রচ্যুতে সনাভ লোকনাভ পদ্মনাভ বিরিঞ্চে বরিষ্ঠ বহুরূপ বিরূপ বিশ্বরূপাক্ষ্যাক্ষর সত্যাক্ষর হংসাক্ষর হব্যভুক্ খণ্ডপরশো শুক্র মুঞ্জকেশ হংস মহাহংস মহদক্ষর হৃষীকেশ সূক্ষ্ম পরসূক্ষ্ম ভূরিবাড় বিশ্বমূর্তে সুরাগ্রজ নীল নিত্যযো

### অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[ কশ্যপ কর্তৃক পরমপুরুষ পরমাত্মার স্তব। ]

কশ্যপ বলিলেন,—দেবদেবেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি এক শৃঙ্গধারী মৎস্য ও বরাহরূপী। আপনি ধর্মের কিরণসমূহে প্রকাশিত, ধর্মের সাগর এবং জলবর্ষণকারী ও জলশোষণকারী সূর্য। আপনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দেবগণের স্রষ্টা। আপনি অন্য কাহারও দ্বারা নির্মিত হন নাই অর্থাৎ আপনি নিত্যসিদ্ধ। আপনি কল্যাণময় কপিল-স্বরূপ, বিষ্বক্সেন অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবামাত্রই শত্রুসৈন্যদিগকে আপনি চারিদিকে বিস্তৃত করত বিতাড়িত করিয়া থাকেন। আপনি ধ্রুব—চিরন্তন, ধর্ম, ধর্মরাজ ও বৈকুণ্ঠধামের অধিপতি। আপনি গার্হপত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির আবর্তক, আপনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত। আপনি ধনঞ্জয় অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপ, পবিত্র কীর্তিমান্, অগ্নিজ ( কার্তিকেয় ), বৃষ্ণিজ ( শ্রীকৃষ্ণ ), অজন্মা, অজয় ( অপরাজিত ), অম্বুতেশয় অর্থাৎ জলশায়ী নারায়ণ এবং সনাতন পরমপুরুষ। আপনিই বিধাতা, ত্রিকাম ( ত্রিভুবনে কামনার বিষয় অথবা তিন বেদের ঋত্বিক্‌সমূহের পক্ষে কমনীয় ), ত্রিধাম ( ত্রিলোকের আশ্রয় ), ত্রিককুদ্ ( স্বর্গ, আদি

বিশ্বতমোরজঃসত্ত্বধাম সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠ শিপিবিষ্ট সুতপ-স্তপোগ্র অগ্র্য অগ্রজ ধর্ম্মনাভ গভস্তিনাভ ধর্ম্মনেমে সত্যধাম সত্যাক্ষর গভস্তিনেমে বিশাপাপুন্ চক্ররূপ ত্বমেব সমুদ্রবাসাঃ অজৈকপাৎ সহস্রশীর্ষ সহস্রসম্মিত মহাশীর্ষ সহস্রভুজ সহস্রপাৎ অধোমুখ মহামুখ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম সহস্রবাহো সহস্রমূর্ত্তে সহস্রাস্য সহস্রাক্ষ সহস্রভুজ সহস্র-ভব সহস্রশস্ত্বামাহুর্বেদাঃ ॥ ১

বিশ্বেদেব বিশ্বসম্ভব সর্ব্বেষামেব দেবানাং সৌভগ আদৌ গতিঃ বিশ্বং ভূতাপায়নঃ বিশ্বঃ স্বাহাঃ পুষ্পহাস পরমবরদস্ত্বমেব বৌষট্ ওঙ্কারবষট্কারঃ ত্বামেকমাহুরগ্র্যং মখভাগপ্রাশিনম্ ॥ ২

শতধার সহস্রধার ভূর্ ভুবর্ স্বর্ ভূর্ভুবঃস্বর্ ত্বমেব ভূত্বা ভুবনং ত্বং ধাতা ত্বমেব ব্রহ্মসখ ব্রহ্মময় ব্রহ্মাদি-ত্বমেব ॥ ৩

দ্যৌরসি পৃথিব্যসি পূষাসি মাতরিশ্বাসি ধর্ম্মোঽসি মঘবাসি হোতা পোতা নেতা হন্তা মন্তা হোমাহোতা পরাৎপরস্ত্বং হোমাস্ত্বমেব ॥ ৪

আপোঽসি বিশ্বধাক্ ধাতা পরমেণ ধাম্নাস্ত্বমেব দিগ্ভ্যঃ ত্বক্ ত্বম্ভাণ্ডঃ গণ ইষ্টোঽসি ঈজ্যোঽসি ঈড্যোঽসি ঘষ্টা ত্বমসি সবিত্বমেব গতির্গতিমতাংসি মোক্ষোঽসি যোগোঽসি গুহ্যোঽসি সিদ্ধোঽসি যজ্ঞোঽসি ধাতাসি পরমোঽসি যজ্ঞোঽসি সোমোঽসি যূপোঽসি দক্ষিণাসি দীক্ষাসি বিশ্বমসি ॥ ৫

ও বৈরাগ্যরূপ তিন অক্ষরবিশিষ্ট), কুকুদ্মী (বিশাল ককুদ্‌যুক্ত), দুন্দুভি (বিজয়বাদ্যসূচক বাদ্যবিশেষ), মহানাভ (বিশাল নাভিযুক্ত), লোকনাভ (যাঁর নাভিকমল হইতে সমস্ত লোককে প্রকাশিতকারী, পদ্মনাভ, বিভিক্তি (ব্রহ্মস্বরূপ), বরিষ্ঠ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), বহুরূপধারী), বিরূপ (বিবিধ রূপধারণকারী অথবা রূপহীন পরব্রহ্মস্বরূপ), বিশ্বরূপ, অক্ষয়, অক্ষর (অবিনাশী), সত্যাক্ষর (সত্য ও অবিনাশী অথবা সত্য অক্ষরবিশিষ্ট বেদস্বরূপ), হংসাক্ষর (অজপা মন্ত্ররূপ), হব্যভোক্তা (অগ্নি), খণ্ডপরশু (শিব), শুক্র (বল-বীর্য্যরূপী), মুঞ্জকেশ (মুঞ্জতৃণতুল্য কেশশোভিত), হংস (সারগ্রাহী) ও মহাহংস। আপনি মহান্ অক্ষর প্রণব, ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক, দৃশ্য, পরমসূক্ষ্ম, ঈশ, বিশ্বরূপ, দেবগণের অগ্রজ, নীলবর্ণ, তমোগুণ ও রজোগুণ-রহিত এবং সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের আশ্রয়। আপনি সর্ব্বলোকেই প্রতিষ্ঠিত, শিপিবিষ্ট (সূর্য্যকিরণে অবস্থানকারী) উত্তম তপস্যাযুক্ত, শ্রেষ্ঠ তপোরূপ, অগ্র (সকলের আদি অগ্রজ (সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত), ধর্ম্মনাভ (ধর্ম্মরূপ নাভিবিশিষ্ট), গভস্তিনাভ (কিরণময় নাভিবিশিষ্ট), ধর্ম্মনেমি (ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক), সত্যধাম (বৈকুণ্ঠস্বরূপ), সত্যাক্ষর (বেদস্বরূপ), গভস্তিনেমি (রশ্মিমণ্ডল হইতে প্রকাশিত), পাপরহিত এবং চক্ররূপী (সমষ্টি মনরূপী) রথে আরূঢ়। আপনিই সমুদ্রবাসা (সমুদ্ররূপী বস্ত্র পরিধানকারী), অজৈকপাদ্ (একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন অথবা পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র), সহস্র মস্তকধারী, সহস্রসম্মিত (আপনার সব কিছুই সহস্রপরিমিত অর্থাৎ সংখ্যার অতীত), মহামস্তক, সহস্রনেত্র, সহস্রচরণ, অধোমুখ, মহামুখ, মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম, সহস্রবাহু, সহস্র মূর্ত্তি, সহস্রমুখ, সহস্রলোচন, সহস্রভুজ ও সহস্ররূপে প্রকটিত। বেদ আপনাকে সহস্র সহস্র বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ১

আপনিই বিশ্বেদেবস্বরূপ, বিশ্বকে উৎপন্নকারী, সমস্ত দেবতাগণের সৌভাগ্যস্বরূপ এবং গতিস্বরূপ। আপনিই সম্পূর্ণ বিশ্বকে পুষ্ট ও তুষ্টকারী। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই বিশ্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। আপনার হাস্য পুষ্পবিকাশের ন্যায় সুশোভিত হয়। আপনিই সর্ব্বোত্তম বরদায়ক দেবতা, আপনিই বৌষট্, ওঙ্কার ও বষট্কার। একমাত্র আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞভাগের ভোক্তা বলিয়া কথিত হন ॥ ২

আপনিই শতধার ও সহস্রধার (শত সহস্র ধারায় সুধাবর্ষণ-কারী) মেঘ। আপনিই ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক-প্রদানকারী। আপনি উক্ত তিন লোককে একসঙ্গে ধারণ করায় ভূর্ভুবঃস্বর্ অর্থাৎ ত্রিলোকরূপ বলিয়া অভিহিত হন। আপনি ভূত ও ভুবন। আপনিই ধাতা (পিতৃস্বরূপ) আপনিই ব্রহ্মসখ (ব্রহ্মার সখা) ও ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্মার আদিকারণও আপনিই ॥ ৩

আপনিই দ্যুলোক, পৃথ্বী, পুষানামক আদিত্য, মাতরিশ্বা (বায়ু), ধর্ম্ম, ইন্দ্র, হোতা (হবনকর্ত্তা), পোতা (এক ঋত্বিক্), নেতা (নায়ক অথবা অগ্রগামী), হন্তা (দুষ্টগণের বিনাশক-কর্ত্তা), মন্তা (মন্ত্রদাতা), হবনীয় পদার্থসমূহের হোমকারী, পরাৎপর পরমাত্মা এবং হবনীয় পদার্থস্বরূপ ॥ ৪

আপনিই জল এবং সম্পূর্ণ বিশ্বের ধাতা। বিধাতা উত্তম যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্নির ত্রিবিধ অঙ্গ বিন্দুসমূহ হইতে যে রূপের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারই স্বরূপ। ত্বক্‌ভাণ্ড (ত্বক্ প্রভৃতি ধাতুসংগ্রাহী) আপনিই। আপনিই গণ (ঋত্বিক্‌দিগের

স্থবিষ্ঠ স্থবির বিশ্ব ভুবাষাড়্ হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যনাভ হিরণ্যনারায়ণ নারায়ণাত্মন্ বৃন্দায়ন আদিত্যবর্ণ আদিত্যতেজঃ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম আদিদেব পদ্মনাভ পদ্মেশয় পদ্মাক্ষ পদ্মগর্ভ হিরণ্যাগ্রকেশ শুক্ল বিশ্বদেব বিশ্বতোমুখ বিশ্বাক্ষ বিশ্বসম্ভব বিশ্বভুক্ত্বমেব ॥ ৬

ত্রিবিক্রম চক্রক্রম ত্রিভুবন সুবিক্রম স্ববিক্রম বক্রঃ সুবিভুঃ প্রভাকরঃ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুঃ ভূতাদির্ভূতাত্মন্ মহাভূত বিশ্বভুক্ ত্বমেব বিশ্বগোপ্তাসি বিশ্বস্য পবিত্রমসি হবির্বিশাম্পতে হবিঃকর্ত্তা অমৃতেক্ষণ সুরাসুরগুরো মহাদিদেব নৃদেব উর্দ্ধকর্ম্মন্ পূতাত্মন্ অমৃতেশ দিবস্পৃক্ বিশ্বস্য পতে ঘৃতাচ্যসি অনন্তকর্ম্মন্ ব্রহ্মবংশ স্ববংশ বিশ্বপাশ্চ ত্বমেব বিশ্বং বিভর্ষি বরার্থিনো নস্ত্রায়স্বেতি ॥ ৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে মহাপুরুষস্তবে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

সমুদায়)। আপনাকেই যজ্ঞসমূহের দ্বারা যজন করা হইয়াছে, আপনিই ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) ও প্রজ্বলিত অগ্নি। আপনি জগৎ প্রাণিগণের গতি, লোক, যোগ, ঋক্, সিদ্ধ, যজ্ঞ, যাজ্য, পরম (উৎকৃষ্ট) যজ্ঞ, সোম, যূপ, দক্ষিণা, দীক্ষা এবং বিশ্ব অর্থাৎ সব কিছুই আপনি। ৫

আপনি ইন্দ্র ও হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা)। আপনার নাভিতে হিরণ্য আছে, সেইজন্য আপনি হিরণ্যনাভ বলিয়া অভিহিত হন। আপনি অন্তর্যামী নারায়ণ এবং নরগণের আশ্রয় (আত্মা)। আপনার বর্ণ আদিত্যের ন্যায় কান্তিমান্ এবং আপনার তেজও আদিত্যের (সূর্য্যের) ন্যায়। আপনিই মহাপুরুষ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আদিদেব ও পদ্মনাভ। আপনি পদ্মে শয়নকারী ও পদ্মলোচন! পদ্মকে গর্ভ হইতে প্রকটিত করেন বলিয়া আপনি পদ্মগর্ভ। আপনার কেশাগ্রভাগ স্বর্ণবর্ণ অথবা আপনার কেশ স্বর্ণতুল্য সুন্দর। আপনার অঙ্গকান্তি শুভ্র শুক্ল। আপনি সমস্ত দেবগণ-স্বরূপ। আপনার সর্ব্বদিকেই মুখ ও সর্ব্বদিকেই নেত্র। আপনিই এই বিশ্বের উৎপাদক ও বিশ্বের ভোক্তা (রক্ষক ও সংহারক)। ৬

আপনি প্রভূত পরাক্রমশালী এবং চক্রের (সুদর্শনের অথবা কালচক্রের) সঞ্চালনকারী। এই তিন ভুবন আপনারই স্বরূপ। আপনার বিক্রম উত্তম ও বিক্রম আপনার স্বরূপ। আপনি স্বর্গলোকের অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। আপনি বক্র (অতি বিস্তৃতরূপী), সুবিভু (ব্যাপক), প্রভাকর, (সূর্য্যরূপী) শম্ভু (কল্যাণময় শিব), স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), ভূতাদি (মহত্তত্ত্ব অথবা অথবা সমস্ত ভূতগণের আদি কারণ)। ভূতাত্মা (প্রাণিগণের আত্মা), মহাভূত (পরমাত্মা অথবা পঞ্চ মহাভূত-স্বরূপ), বিশ্বভোক্তা ও বিশ্বপালক। হে বিশ্বেশ্বর! আপনি পবিত্র, হবির্ভক্ষ-সংস্থাসমূহে বিশেষজ্ঞ, হবিদ্রব্যকে হোম-কর্ম্মে প্রয়োগকারী এবং অমৃত (ঘৃত)-রূপী হবির প্রজ্বলিত অগ্নি। সুরাসুরগুরো, মহাদিদেব। নরদেব। আপনার কর্ম্ম উর্দ্ধগতি প্রদান করে। পূতাত্মন্! আপনি অমৃতগণের পতি ও দ্যুলোকস্পর্শকারী। বিশ্বপতে। আপনি ঘৃতাচী (ঘৃতকে আহুতিদানকারিণী স্রুবা) আপনার কর্ম্ম অনন্ত। ব্রহ্মা আপনার বংশজ সন্তান। আপনি স্ববংশ (স্বয়ম্ভু)। আপনিই বিশ্বের পালক এবং আপনিই বিশ্বের ধারণ পোষণকারী। বরপ্রার্থী হইয়া আপনার নিকটে আগত আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন। ৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে মহাপুরুষের স্তববিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ কশ্যপাদিভ্যো দেবেভ্যশ্চ ভগবতো বিষ্ণোর্বরদানম্, অদিতিদেব্যা গর্ভত আবির্ভাবশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নারায়ণস্তু ভগবান্ শ্রুত্বৈতৎ পরমং স্তবম্।
ব্রহ্মজ্ঞেন দ্বিজেন্দ্রেণ কশ্যপেন সমীরিতম্॥ ১
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষজীমূতস্বননিঃস্বনম্।
মনসা প্রীতিযুক্তেন বিবুধানাং মহাত্মনাম্॥ ২
উবাচ বচনং সম্যগ্ হৃষ্টপুষ্টপদাক্ষরম্।
আকাশাচ্ছ্রূয়তে শব্দো দর্শনং নোপলভ্যতে।
শ্রীমান্ প্রীতমনা দেবঃ প্রোবাচ প্রভুরীশ্বরঃ॥ ৩

বিষ্ণুরুবাচ

প্রীতোঽস্মি বঃ সুরশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ বিনিশ্চয়ম্।
বরং বৃণুত ভদ্রং বো বরদোঽস্মি সুরোত্তমাঃ॥ ৪

কশ্যপ উবাচ।

যদৈব ভগবান্ প্রীতঃ সর্ব্বেষামমরোত্তমঃ
তদৈব কৃতকৃত্যাঃ স্ম ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ॥ ৫
যদি প্রসন্নো ভগবান্ দাতব্যো বা বরো যদি।
বাসবস্যানুজো ভ্রাতা জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্দ্ধনঃ।
অদিত্যাং বামনঃ শ্রীমান্ ভগবানস্তু বৈ সুতঃ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অদিতির্দেবমাতা চ এতমেবার্থমুত্তমম্।
পুত্রার্থে বরদং প্রাহ ভগবন্তং বরার্থিনী॥ ৭

অদিতিরুবাচ।

যাচে ত্বাং পুত্রকামা বৈ ভবান্ পুত্রো ভবত্বিতি।
নিঃশ্রেয়সায় সর্ব্বেষাং দেবানাং হি মহাত্মনাম্॥ ৮

দেবা ঊচুঃ।

ত্রাতা ভর্ত্তা চ দাতা চ শরণঞ্চ ভবস্ব নঃ।
অদিত্যাঃ পুত্রতাং যাতে ত্বয়ি দেবাঃ সবাসবাঃ
দেবশব্দং বহিষ্যন্তি কশ্যপস্যাত্মজো ভব॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তানব্রবীদ্ বিষ্ণুর্দেবান্ কশ্যপমেব চ।
এবং ভবতু ভদ্রং বো যথেষ্টং কামনাপ্লুত॥ ১০
সর্ব্বেষামেব যুষ্মাকং যে ভবিষ্যন্তি শত্রবঃ।

---

## একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ কশ্যপ, অদিতি ও দেবগণকে ভগবান বিষ্ণুর বরদান এবং অদিতিদেবীর গর্ভ হইতে আবির্ভাব। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ব্রহ্মজ্ঞ বিপ্রবর কশ্যপ-কর্তৃক কৃত পরম স্তব শ্রবণ করত ভগবান্ নারায়ণের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি সেই মহাত্মা দেবগণকে মেঘগর্জন-সদৃশ স্নিগ্ধ গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে হৃষ্ট-পুষ্ট পদ ও অক্ষরযুক্ত উত্তম বাক্যে বলিলেন; সেই সময় আকাশ হইতে কেবল তাঁহার শব্দমাত্র শুনা যাইল, তাঁহার দর্শন লাভ হইল না। সর্ব্বসমর্থ এই শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণদেব এই কথা বলিলেন। ১-৩

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তোমরা সকলে আমার নিকট হইতে সুনিশ্চিত বর প্রার্থনা কর। সুরোত্তমগণ! আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিব। ৪

কশ্যপ বলিলেন,—প্রভো! আপনি দেবগণের মধ্যে উত্তম; আপনি যখন আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমরা কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছি; কারণ, আপনিই আমাদের পরম গতি। ৫

যদি ভগবান্ আমাদের উপর প্রসন্ন হন অথবা যদি আমাদিগকে আপনি বরদান করা উচিত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আপনি অদিতির গর্ভ হইতে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া শ্রীমান্ ভগবান্ 'বামন' নামে বিখ্যাত হউন এবং ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া জ্ঞাতিগণের (দেবগণের) আনন্দবর্দ্ধন করুন। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বরলাভ করিতে ইচ্ছুক দেবমাতা অদিতি-দেবীও বরদায়ক ভগবান্‌কে পুত্রের জন্যই এই উত্তম মনোরথ প্রকাশ করত বলিলেন। ৭

অদিতিদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আমি পুত্র কামনা করিয়া এই প্রার্থনা আপনার নিকট করিতেছি যে, আপনি সমস্ত মহাত্মা দেবগণের কল্যাণের জন্যই আমার পুত্র হউন। ৮

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাদের ত্রাতা, ভর্ত্তা (ভরণ-পোষণকারী), দাতা ও আশ্রয়। আপনি যখন অদিতিদেবীর পুত্র হইবেন, তখন ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ দেব-শব্দের (দেবপদবীর) ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন; অতএব আপনি কশ্যপের পুত্র হউন্। ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন ভগবান্ বিষ্ণু

মুহূর্তমপি তে সর্ব্বে ন স্থাস্যন্তি মমাগ্রতঃ ॥ ১১
হত্বাসুরগণান্ সর্ব্বান্ যে চান্যে দেবকণ্টকাঃ
করিষ্যে দেবতাঃ সর্ব্বা যজ্ঞভাগাগ্রভোজিনঃ ॥ ১২
হব্যাদাংশ্চ সুরান্ সর্ব্বান্ কব্যাদাংশ্চ পিতৄনপি।
করিষ্যে বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ পারমেষ্ঠ্যেন কর্ম্মণা ॥ ১৩
যথাগতেন মার্গেণ নিবর্ত্তধ্বং সুরোত্তমাঃ।
দেবমাতুস্তথাদিত্যাঃ কশ্যপস্যামিতাত্মনঃ।
যথামনীষিতঃ কর্ত্তা গচ্ছধ্বং স্বং স্বমালয়ম্ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দেবাঃ প্রহৃষ্টমনসঃ পূজয়ন্তি স্ম সর্ব্বশঃ ॥ ১৫
বিশ্বে দেবা মহাত্মানঃ কশ্যপোঽদিতিরেব চ।
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব শক্রশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ১৬
নমস্কৃত্য সুরেশায় তস্মৈ দেবায় রংহসে
প্রয়াতা প্রাগ্দিশং দিব্যং বিপুলং কশ্যপাশ্রমম্ ॥ ১৭
গত্বা তে আশ্রমং তত্র ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্।
চেরুঃ স্বাধ্যায়নিরতা অদিত্যা গর্ভদীপবঃ
অদিতির্দেবমাতা চ গর্ভং দধেঽতিতেজসম্
ভূতাত্মানং মহাত্মানং দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রসূতা গর্ভমুত্তমম্।
সুরাণাং শরণং দেবমসুরাণাং বিনাশনম্ ॥ ২০
গর্ভস্থেন তু দেবেন পরিত্রাতাঃ সুরাস্তদা।
আদদানেন তেজাংসি ত্রৈলোক্যস্য মহাত্মনা ॥ ২১
তস্মিন্ জাতে তু দেবেশে ত্রৈলোক্যস্য সুখাবহে।
ভয়দে দৈত্যসঙ্ঘানাং সুরাণাং নন্দিবর্দ্ধনে ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

দেবগণকেও বলিলেন,—একথা হউক। তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা নিজেদের অভীষ্ট মনোরথ প্রাপ্ত হও ॥ ১০

তোমাদের সকলের যাহারা শত্রু হইবে, তাহারা সকলে আমার সম্মুখে মুহূর্ত্তকালও অবস্থান করিতে পারিবে না ॥ ১১

সমস্ত অসুরগণকে এবং অন্যান্য দেবদ্রোহীকে বধ করিয়া আমি সকল দেবগণকেই যজ্ঞভাগের অগ্রভোজী করিব ॥ ১২

দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি নিজের পরমেষ্ঠোচিত কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে হবির্ভোক্তা এবং পিতৃগণকেও কব্যভোজী (আদ্যভোজী) করিব ॥ ১৩

সুরোত্তমগণ! তোমরা যে পথে আসিয়াছ, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন কর। আমি দেবমাতা অদিতি ও মহাত্মা কশ্যপের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিব। তোমরা সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন কর ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! প্রভাবশালী বিষ্ণু এইরূপ কথা বলিলে পর দেবগণের মন অতিশয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের পূজা করিলেন ॥ ১৫

মহাত্মা বিশ্বেদেবগণ, কশ্যপ, অদিতি, সাধ্য এবং মরুদ্গণ ও মহাবল ইন্দ্র—ইঁহারা সকলে বেগশালী বিষ্ণুরূপ দেবেশ্বরকে নমস্কার করত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কশ্যপের দিব্য ও বিশাল আশ্রমে অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৬-১৭

ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা সেবিত সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই দেবগণ সেখানে নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায়ে নিরত হইয়া অদিতিদেবীর গর্ভের প্রতীক্ষা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তারপর দেবমাতা অদিতিদেবী অত্যন্ত তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। যে গর্ভে সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা পরমাত্মা শ্রীহরি বিরাজমান ছিলেন। দেবমাতা এক সহস্র দিব্য বর্ষ পর্য্যন্ত সেই গর্ভ ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ১৯

সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পর দেবী অদিতি দেবগণের শরণদাতা এবং অসুরগণের বিনাশক নারায়ণদেবকে নিজের উত্তম গর্ভ (শিশু)-রূপে জন্মদান করিলেন ॥ ২০

গর্ভে অবস্থান করত তিন লোকের তেজোরাশিকে গ্রহণ করিতে করিতে মহাত্মা নারায়ণদেব সমস্ত দেবগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ত্রিভুবনের সুখদায়ক, দৈত্যগণের ভয়দাতা এবং দেবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী দেবেশ্বর শ্রীহরি অদিতিদেবীর গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলে পর সর্ব্বত্র আনন্দের মহাপ্লাবন আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-বিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ঋষিভিবিবিধৈর্দেবৈশ্চ বামনদেবস্য নমস্কারঃ, গন্ধর্বাণামপ্সরসাঞ্চ নৃত্য-গীতম্, ভগবতো বৈশিষ্ট্যবর্ণনম্, দেবগণসমীপতস্তেষাং মনোরথং পৃষ্টা বৃহস্পতিনা সহ শ্রীভগবতো বলের্যজ্ঞে গমনম্, তত্র স্বীয়-বাক্‌পাটবেন সর্বেষাং বিস্ময়োৎপাদনম্, রাজ্ঞা বলিনা তস্য পরিচয়স্য তথাগমনকারণস্য জিজ্ঞাসা চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
প্রজানাং পতয়ঃ সপ্ত সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ।
তস্য দেবস্য জাতস্য নমস্কারং প্রচক্রিরে ॥ ১
ভরদ্বাজঃ কশ্যপো গৌতমশ্চ
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বসিষ্ঠঃ।
যশ্চোদিতো ভাস্করে সম্প্রনষ্টে
সোঽপ্যত্রাত্রির্ভগবানাজগাম ॥ ২
মরীচিরঙ্গিরাশ্চৈব পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
দক্ষপ্রজাপতিশ্চৈব নমস্কারং প্রচক্রিরে ॥ ৩
ঔর্বো বসিষ্ঠপুত্রশ্চ স্তম্বঃ কাশ্যপ এব চ।
কপীবানকপীবাংশ্চ দত্তো নিশ্চ্যবনস্তথা ॥ ৪
বশিষ্ঠপুত্রাঃ সপ্তাসন্ বাসিষ্ঠা ইতি বিশ্রুতাঃ।
হিরণ্যগর্ভস্য সুতাঃ পূর্বজাতাঃ সুতেজসঃ ॥ ৫
গার্গ্যঃ পৃথুস্তথৈবাগ্র্যো জন্যো বামন এব চ।
দেববাহুর্যদুধ্রশ্চ পর্জন্যশ্চৈব সোমজঃ ॥ ৬
হিরণ্যরোমা বেদশিরাঃ সপ্তনেত্রস্তথৈব চ।
বিশোঽতিবিশশ্চ্যবনঃ সুধামা বিরজাস্তথা ॥ ৭
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ নমস্কারমকুর্বত।
উদ্‌দ্যোতমানা বপুষা সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ৮
উপনৃত্যন্তি দেবেশং বিষ্ণুমপ্সরসাং বরাঃ।
ততো গন্ধর্বতূর্যেষু প্রণদৎসু বিহায়সি ॥ ৯
বহুভিঃ সহ গন্ধর্বৈঃ প্রাগায়ত চ তুম্বুরুঃ।
মহাশ্রুতিশ্চিত্রশিরা ঊর্ণায়ুরনঘস্তথা ॥ ১০
গোমায়ুঃ সূর্যবর্চাশ্চ সোমবর্চাশ্চ সপ্তমঃ।
যুগপস্তৃণপঃ কার্ষ্ণির্নন্দিশ্চ চিত্রশিরাস্তথা ॥ ১১
ত্রয়োদশঃ শালিশিরাঃ পর্জন্যশ্চ চতুর্দশঃ।
কলিঃ পঞ্চদশশ্চাত্র তত্রৈব তু মহীপতে ॥ ১২
দশ পঞ্চ দ্বিষে প্রোক্তা নারদশ্চৈব ষোড়শঃ।
হাহা হূহূশ্চ গন্ধর্বৌ হংসশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৩

---

## সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ঋষি ও বিবিধ দেবগণের বামনদেবকে নমস্কার, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের নৃত্য-গীত, ভগবানের বৈশিষ্ট্য বর্ণন, দেবগণের নিকট হইতে তাঁহাদের মনোরথ জিজ্ঞাসা করিয়া বৃহস্পতির সহিত শ্রীভগবানের বলির যজ্ঞে গমন, সেখানে নিজের বাক্‌পটুতায় সকলের বিস্ময়োৎপাদন এবং রাজা বলি কর্তৃক তাঁহার পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেখানে আবির্ভূত সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে সপ্ত প্রজাপতি ও সপ্ত মহর্ষিগণ নমস্কার করিলেন ॥ ১

ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ এবং সূর্যদেব নষ্ট (স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট) হইয়া যাইলে পর যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ অত্রি ও শ্রীহরিকে প্রণাম করিবার জন্য এখানে আগমন করিলেন ॥ ২

মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও দক্ষ প্রজাপতি—এই প্রজাপতিগণও সেখানে আসিয়া ভগবানকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩

ঔর্ব, বসিষ্ঠপুত্র শক্তি, স্তম্ব, কাশ্যপ, কপীবান্, অকপীবান্, দত্তাত্রেয়, নিশ্চ্যবন ও বসিষ্ঠনামে বিখ্যাত বসিষ্ঠের এই সাত পুত্র, যাঁহারা পূর্বে হিরণ্যগর্ভের পরম তেজস্বী পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন (ইঁহারাও ভগবানকে প্রণাম করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন।) ॥ ৪-৫

গার্গ্য, পৃথু, জন্য, বামন, দেববাহু, যদুধ্র, সোমবংশী পর্জন্য, হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, সপ্তনেত্র, বিশ, অতিবিশ, চ্যবন, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু—ইঁহারা সকলে সেখানে আসিয়া ভগবানকে নমস্কার করিলেন ॥ ৬-৭

নিজেদের শরীরে উদ্দীপিত হইয়া সর্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ দেবেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তদনন্তর আকাশে গন্ধর্বগণের বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। সেই সময় বহুসংখ্যক গন্ধর্বের সহিত তুম্বুরু গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

নৃপতে! ইঁহারা ব্যতীত মহাশ্রুতি, চিত্রশিরা, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোমায়ু, সূর্যবর্চা, সপ্তমে সোমবর্চা, যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি, নন্দি, চিত্রশিরা, ত্রয়োদশে শালিশিরা, চতুর্দশে পর্জন্য এবং পঞ্চদশে কলি—ইঁহারা সকলেও সেখানে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১২

এই পঞ্চদশ (পনের জন) গন্ধর্ব কথিত হইয়াছেন।

সর্ব্বে তে দেবগন্ধর্ব্বা উপগায়ন্তি কেশবম্ ।
তথৈবাপ্সরসো হৃষ্টাঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ১৪
বপুষন্তঃ সুভগনাঃ সর্ব্বাঙ্গশুভদর্শনাঃ
নন্বতুশ্চ মহাভাগা তত্তন্ত্যায়তলোচনাঃ ॥ ১৫
সুমধ্যাশ্চারুমধ্যাশ্চ প্রিয়মুখা বরাননঃ ।
অনূকাথ তথা কামী মিশ্রকেশী স্বলম্বুষা ॥ ১৬
মরীচিঃ শুচিকা চৈব বিদ্যুৎপূর্ণা তিলোত্তমা ।
অদ্রিকা লক্ষণা চৈব রম্ভা শুভমনোরমা ॥ ১৭
অসিতা চ সুবাহুশ্চ সুপ্রিয়া সুভগা তথা ।
উর্ব্বশী চিত্রলেখা চ সুগ্রীবা চ সুলোচনা ॥ ১৮
পুণ্ডরীকা সুগন্ধা চ সুরথা চ প্রমাথিনী ।
নন্দা সারস্বতী চৈব তথান্যাস্তত্র সঙ্ঘশঃ ॥ ১৯
মেনকা সহজন্যা চ পর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা ।
এতাশ্চান্যাশ্চাপ্সরসোহন্যাশ্চ প্রনৃত্যন্তি সহস্রশঃ ॥ ২০
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা ।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা ॥ ২১
পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা জ্বলন্তঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ ॥ ২২
চক্রুস্তস্য সুরেশস্য নমস্কারং মহাত্মনঃ ।
মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নির্ঋতিশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৩
অজৈকপাদহির্বুধ্নঃ পিনাকী চাপরাজিতঃ ।
দহনোঽথেশ্বরশ্চৈব কপালী চ বিশাম্পতে ॥ ২৪
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রাস্তত্রাবতস্থিরে ।
অশ্বিনৌ বসবশ্চাষ্টৌ মরুতশ্চ মহাবলাঃ ॥ ২৫
বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ তস্থ প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ।
শেষাসুক্তা মহাভাগা বাসুকিপ্রমুখাস্তথা ॥ ২৬
কচ্ছপশ্চাপগর্ব্বো চ তক্ষকশ্চ মহাবলঃ ।
অভূষ্টাস্তেজসা যুক্তা মহাক্রোধা মহাবলাঃ ॥ ২৭
এতে নাগা মহাত্মানস্তস্থৈব প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ।
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ গরুড়শ্চ মহাবলঃ ॥ ২৮
অরুণশ্চারুণিশ্চৈব বৈনতেয়া হ্যপস্থিতাঃ ।
পিতামহশ্চ ভগবান্ স্বয়মাগম্য লোককৃৎ ।
প্রাহ চৈবং গুরুঃ শ্রীমান্ সহ সর্ব্বৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ২৯

ইঁহাদের সহিত যোজনে সামন্ত এবং হাহা ও হূহূ নামক দুই গন্ধর্ব এবং মহাতেজস্বী তুম্বুরু ছিলেন। ১৩

এই সব দেবগন্ধর্বগণ ভগবান্ কেশবের নিকটে গান করিতে লাগিলেন। এইভাবে হৃষ্টচিত্তা মহাভাগা অপ্সরাগণ সর্বপ্রকার আভরণে বিভূষিতা হইয়া সেখানে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সকলের শরীর সুন্দর ছিল। ইঁহাদের ভ্রূনপ্রদেশ অতিশয় মনোহর ছিল। ইঁহারা সকলেই দেখিতে সর্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন এবং ইঁহাদের নয়ন বিস্তৃত ছিল। ইঁহাদের শরীরের মধ্যভাগ সুন্দর ও মনোরম ছিল। এই সুমুখী অপ্সরাগণের মুখ সকলেরই প্রিয়দায়ক ছিল। ১৪-১৫॥

ইঁহাদের নাম—অনূকা, কামী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপূর্ণা, তিলোত্তমা, অদ্রিকা, লক্ষণা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুভগা, উর্বশী, চিত্রলেখা, সুগ্রীবা, সুলোচনা, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরথা, প্রমাথিনী, নন্দা, সরস্বতী, মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিকা ও পুঞ্জিকস্থলা—ইঁহারা এবং আরও অন্যান্য শত শত অপ্সরা সেখানে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৬-২০

ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা ও বিষ্ণু—ইঁহারা কশ্যপপুত্রগণের সমুদায়। ইঁহারা সূর্যতুল্য তেজস্বী ও অগ্নিসদৃশ এক সমান দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া কথিত হন। ইঁহারা সকলে আসিয়া সেই দেবেশ্বর মহাত্মা বাসুদেবকে নমস্কার করিলেন। ২১-২২॥

প্রজানাথ। মৃগব্যাধ, সর্প, মহাবল নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, অপরাজিত, দহন, ঈশ্বর, কপালী ও ভগবান্ স্থাণু বা ভর্গ—এই একাদশ রুদ্রও সেখানে উপস্থিত হইলেন। ২৩-২৪॥

দুই অশ্বিনীকুমার (নাসত্য ও দস্র), অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ এবং সাধ্যগণ সেই ভগবানের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন। ২৫॥

শেষনাগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাভাগ বাসুকিপ্রভৃতি, কচ্ছপ, অপগর্ব্ব ও মহাবল তক্ষক—এই সব মহাকায় নাগগণ অপরাজিত, তেজস্বী, মহাক্রোধী ও মহাবলবান্ ছিলেন। ইঁহারা সকলে সেখানে ভগবানের প্রণামের জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৬-২৭॥

তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, মহাবল গরুড়, অরুণ ও আরুণি—এই সব বিনতার পুত্রগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২৮॥

এই সব মহাত্মাগণের সহিত লোকস্রষ্টা জগদ্গুরু শ্রীমান্ ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া এই কথা বলিলেন। ২৯

ব্রহ্মোবাচ।

যস্মাৎ প্রসূয়তে লোকঃ প্রভবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
তস্মাল্লোকেশ্বরঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুরেব ভবত্বয়ম্ ॥ ৩০
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ সার্দ্ধং দেবর্ষিভিঃ প্রভুঃ।
নমস্কৃত্বা সুরেশায় জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৩১
স তু জাতঃ সুরেশানঃ কৃষ্ণপক্ষ্মাক্ষকঃ প্রভুঃ।
নবচন্দ্রিনমেঘাভো রক্তাক্ষো বামনাকৃতিঃ ॥ ৩২
শ্রীবৎসেনোরসি শ্রীমান্ রোমজাতেন রাজতা।
উৎফুল্ললোচনাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যন্ত্যপ্সরসস্তদা ॥ ৩৩
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
সুরর্ষিপ্রতিমঃ শ্রীমান্ সূর্য্যবর্চ্চস্তথাননঃ।
শুচিরোমা মহাস্কন্ধঃ সর্ব্বতেজোময়ঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫
যা গতিঃ পুণ্যকীর্ত্তীনামগতিঃ পাপকর্ম্মণাম্।
যোগসিদ্ধা মহাত্মানো যং বিদুর্যোগমুত্তমম্ ॥ ৩৬
যস্মাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যমাহুর্দেবসত্তমম্
যং প্রাপ্য শাশ্বতং বিপ্রা নিয়তা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৭
জন্মনো মরণাচ্চৈব মুচ্যন্তে ভবভীরবঃ।
যদেতত্তপ ইত্যাহুঃ সর্ব্বাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৩৮
সেবন্তে যং যতাহারা হৃদ্গতং ব্রতমাস্থিতাঃ।
যোঽনন্ত ইতি নাগেষু সেব্যতে সর্ব্বভোগিভিঃ ॥ ৩৯
সহস্রমূর্দ্ধা রক্তাক্ষঃ শেষাদিভিরনুত্তমৈঃ
যো: যজ্ঞ ইতি বিপ্রেন্দ্রৈরিজ্যতে স্বর্গলিপ্সুভিঃ ॥ ৪০
নানাস্থানগতঃ শ্রীমানেকঃ কবিরনুত্তমঃ।
যং বেদা যান্তি বেত্তারং যজ্ঞভাগপ্রদায়িনম্ ॥ ৪১
বৃষাক্ষিশ্চন্দ্রসূর্য্যাক্ষং দেবমাকাশবিগ্রহম্।
স প্রাহ ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ বাচা বৈ পরয়া বিভুঃ। ৪২
জানন্নপি মহাতেজা গতো যোগেন বালতাম্
কিং করোমি সুরশ্রেষ্ঠাঃ কং বরঞ্চ দদামি বঃ। ৪৩

---

ব্রহ্মা বলিলেন,—যেহেতু ইহা হইতেই সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইহেতু এই প্রভাবশালী সনাতন পুরুষ শ্রীমান্ বিষ্ণুই লোকেশ্বর হউন অর্থাৎ ইঁহাকে লোকেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হউক। ৩০

এরূপ বলিয়া দেবর্ষিগণের সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দেবেশ্বরকে প্রণাম করত পুনরায় স্বধামে গমন করিলেন। ৩১

সেখানে আবির্ভূত কমলনয়ন দেবেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ বামন ছিল। তিনি বর্ষাকালের নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামকান্তিতে সুশোভিত ছিলেন। ইঁহার নয়ন ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল। ৩২

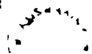
ইঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসনামক রোমরাজি সুশোভিত ছিল, ইহাতে তিনি বিশেষ শোভা পাইতেছিলেন। সেই সময় সমস্ত অপ্সরাগণ প্রফুল্লনয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতেছিলেন। ৩৩

যদি আকাশে এক হাজার সূর্য্যের প্রভা একসঙ্গে উদিত হয়, তাহা হইলে উহা এই মহাত্মা শ্রীহরির প্রভার সমান হইতে পারে। ৩৪

দেবর্ষিগণের তুল্য তেজস্বী শ্রীমান্ ভগবান্ বামন স্বর্লোক ও ভূর্লোকাদির সমস্ত প্রাণিগণের উৎপাদক ও সংরক্ষক ছিলেন। ইঁহার রোমাবলি পবিত্র ও স্কন্ধ বিশাল ছিল। এই প্রভু সর্ব্বতেজোময় ছিলেন। ৩৫

যিনি পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষগণের গতি, পাপকর্ম্মকারী পুরুষগণ যাঁহার নিকট গমন করিতে পারে না, যোগসিদ্ধ মহাত্মা পুরুষগণ যাঁহাকে উত্তম যোগরূপে জানেন, যাঁহার মধ্যে অণিমাদি অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য সদা বিরাজমান আছে, যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দেবগণের মধ্যেও দেবোত্তম বলা হয়, যে সনাতন দেবকে প্রাপ্ত হইয়া নিয়মপরায়ণ, মোক্ষাভিলাষী ও ভববন্ধন হইতে ভীত ব্রাহ্মণগণ জন্ম-মরণের চক্র হইতে মুক্ত হন, যাঁহাকে সমস্ত আশ্রমবাসী পুরুষগণ 'তপ' বলিয়া থাকেন, আহার সংযমপূর্ব্বক দৃঢ় ব্রত অবলম্বনকারী সাধকগণ যাঁহার উপাসনা করেন, শেষাদি সমস্ত উত্তম সর্পরাজগণ এবং অন্যান্য সর্পগণ যাঁহাকে নাগসকলের মধ্যে 'অনন্ত' নামে জানিয়া তাঁহার আরাধনা করেন, যাঁহার মস্তক সহস্র এবং রক্তবর্ণ, স্বর্গাভিলাষী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ পুরুষরূপে যাঁহার যজন করেন, যিনি শ্রীসম্পন্ন, অদ্বিতীয় ও সর্ব্বোত্তম জ্ঞানী এবং একাকীই নানাস্থানে থাকেন, যাঁহাকে জ্ঞানী, যজ্ঞভাগপ্রদাতা, ধর্ম্মরূপ তেজে যুক্ত, চন্দ্র ও সূর্য্যরূপী নেত্রে সুশোভিত এবং অনন্ত আকাশরূপ শরীরসম্পন্ন মানিয়া বেদগণ তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা নিজ উত্তম বাক্যের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে বলিলেন। ৩৬-৪২

যোগশক্তির দ্বারা বালকভাব প্রাপ্ত সেই মহাতেজস্বী শ্রীহরি সব কিছু জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবশ্রেষ্ঠগণ! বল, আমি তোমাদের কোন্ কার্য্য সিদ্ধ করিব? তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব? তোমাদের সকলের যাহা ইচ্ছা, তাহা প্রসন্নতাসহকারে বল। ৪৩



যৎ কাঙ্ক্ষিতং বৈ সর্ব্বেষাং তদ্ বৈ ত্রাত মৃধা হৃতাঃ ।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বামনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৪

সর্ব্বে তে হৃষ্টমনসো দেবাঃ কশ্যপনন্দনম্ ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিষ্ণুং সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৪৫

ব্রহ্মণো বরদানেন দৃপ্তং নো নিখিলং জগৎ
তপসা মহতা চৈব বিক্রমেণ দমেন চ ॥ ৪৬

বলিনা দৈত্যমুখ্যেন সর্ব্বজ্ঞেন মহাত্মনা ।
অবধ্যঃ কিল সোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং দেবসত্তম ॥ ৪৭

ভবান্ প্রভবতে তস্য নান্যঃ কশ্চন সুব্রত ।
যৎ প্রপন্নাস্মহে সর্ব্বে ভবন্তং শরণার্থিনঃ ।
শরণ্যং বরদং দেবং সর্ব্বদেবভয়াপহম্ ॥ ৪৮

ঋষীণাঞ্চ হিতার্থায় লোকানাঞ্চ সুরেশ্বর ।
প্রিয়ার্থঞ্চ তথাদিত্যাঃ কশ্যপস্য তথৈব চ ॥ ৪৯

কব্যং পিতৄণামুচিতং সুরাণাং হব্যমুত্তমম্ ।
প্রবর্ত্তেত মহাবাহো যথাপূর্ব্বং সুরোত্তম ॥ ৫০

আনৃণ্যার্থং সুরেশস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ ।
প্রত্যানয় মহেন্দ্রস্য ত্রৈলোক্যমিদমব্যয় ॥ ৫১

ক্রতুনা বাজিমেধেন যজতে স হি দানবঃ ।
যৎ প্রত্যানয়নে যুক্তং লোকানাং তদ্ বিচিন্তয় ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তদা দেবৈর্বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্
প্রহর্ষয়ন্ বাচাথ সর্ব্বান্ দেবানিদং বচঃ ॥ ৫৩

বিষ্ণুরুবাচ ।

তস্য যজ্ঞসকাশং মাং মহর্ষির্বেদপারগঃ
বৃহস্পতির্মহাতেজা নয়ত্বঙ্গিরসঃ সুতঃ ॥ ৫৪

ততোঽহং সমনুপ্রাপ্তো যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ ।
বিচরিষ্যে যথাযুক্তং ত্রৈলোক্যাহরণায় বৈ ॥ ৫৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো বৃহস্পতির্ধীমানানয়দ্ বামনং প্রভুম্ ।
যজ্ঞবাটং মহাতেজা দানবেন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥ ৫৬

মৌঞ্জী যজ্ঞোপবীতী চ ছত্রী দণ্ডী জটী তথা ।
বামনো ধূম্রতাম্রাক্ষো ভগবান্ বালরূপধৃক্ ॥ ৫৭

---

মহাত্মা বামনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া সেই কশ্যপনন্দন ভগবান্ বিষ্ণুকে কৃতাঞ্জলিসহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৪-৪৫

দেবপ্রবর! সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মা দৈত্যরাজ বলি উত্তম তপস্যা, অদ্ভুত বিক্রম, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ব্রহ্মার প্রদত্ত বরদানের প্রভাবে আমাদের সম্পূর্ণ জগৎ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। বরপ্রভাবে সে আমাদের পক্ষে অবধ্য হইয়া পড়িয়াছে। উত্তম ব্রত-পালনকারী প্রভো! কেবল আপনিই তাহাকে জয় করিতে পারেন, অন্য কেহই নহে; সেইজন্য আমরা সকলে শরণার্থী হইয়া সর্ব্বদেবভয়হারী, শরণাগতবৎসল ও বরদায়ক দেব আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৪৬-৪৮

মহাবাহু সুরশ্রেষ্ঠ সুরেশ্বর! আপনি ঋষিগণের ও লোকসকলের হিতের জন্য, মাতা অদিতিদেবী ও পিতা কশ্যপের প্রিয় করিবার জন্য, পিতৃগণের নিমিত্ত উচিত কব্য ও দেবগণের জন্য উত্তম হব্য যেভাবে পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার জন্য এবং নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেশ্বর মহাত্মা ইন্দ্রের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই ত্রিভুবনের অক্ষয় রাজ্য বলির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আপনি পুনরায় মহেন্দ্রকে প্রত্যার্পণ করুন ॥ ৪৯-৫১

এই সময় দানবরাজ বলি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার নিকট হইতে ত্রিলোকের রাজ্য প্রত্যানয়ন করিতে যাহা উচিত উপায় হইবে, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করুন ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবগণ এরূপ বলিলে পর বামনরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত দেবতাবৃন্দের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৩

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—দেবগণ! বেদপারদর্শী বিদ্বান্ অঙ্গিরানন্দন মহাতেজস্বী মহর্ষি বৃহস্পতি আমাকে বলির সমীপে লইয়া চলুন ॥ ৫৪

সুরশ্রেষ্ঠগণ! তাহার যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া আমি ত্রিলোকের রাজ্য গ্রহণ করিবার পক্ষে যথোচিত উপায় বিচার করিব ॥ ৫৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তখন মহাতেজস্বী বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি ভগবান্ বামনকে জ্ঞানী দানবরাজ বলির যজ্ঞশালায় লইয়া যাইলেন ॥ ৫৬

এই সময় বালকরূপধারী ভগবান্ বামন মুঞ্জ-মেখলা, যজ্ঞোপবীত, ছত্র, দণ্ড ও জটা ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় তখন ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ ছিল ॥ ৫৭

তং গত্বা যজ্ঞবাটঞ্চ ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কুলম্ ।
আত্মনা চৈব ভগবান্ বর্ণয়ামাস তং ক্রতুম্ ॥ ৫৮
লোকেশ্বরেশ্বরঃ শ্রীমান্ সুরৈর্ব্রহ্মপুরোগমৈঃ ।
অধ্যাস্যমানো ভগবানদৃশ্যোঽপ্যথ বৃদ্ধবৎ ॥ ৫৯
দানবাধিপতেস্তস্য বলের্বৈরোচনস্য চ
যজ্ঞবাটনচিন্ত্যাত্মা জগাম সুরসত্তমঃ ॥ ৬০
পালিতোঽপি হি দৈত্যোয়ঃ সাংগ্রামিকপরিচ্ছদৈঃ
ধাত্রে দানবসম্বাধে সহসৈব বিবেশ হ ॥ ৬১
ঋষিভিশ্চৈব মন্ত্রাদ্যৈঃ সর্বতঃ পরিবারিতম্
দৈত্যদানবরাজেন্দ্রমুপতস্থে বলিং বলী ॥ ৬২
বর্ণয়িত্বা যথান্যায়ং যজ্ঞং যজ্ঞঃ সনাতনঃ ।
বিস্তরেণ নরশ্রেষ্ঠ প্রয়োগৈর্বিবিধৈস্তথা ॥ ৬৩
শুক্রাদীনৃত্বিজশ্চাপি যজ্ঞকর্মবিচক্ষণান্ ।
সর্বানেব নিজগ্রাহ চকার চ নিরুত্তরান্ ॥ ৬৪
আরাধ্য বলেস্তস্য ঋত্বিক্‌সমিতিস্তথা ।
যজ্ঞনাম্নানেবাসৌ হেতুভিঃ কারণং বিভুঃ ॥ ৬৫
বৈদিকৈরপ্রকাশৈশ্চ পুনরপ্যথ ভারত ।
প্রত্যক্ষ্যমিসত্ত্বানাং বর্ণয়ামাস চিত্রবঃ ॥ ৬৬
ততো নিরুত্তরান্ দৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়ানৃবীংশ্চ তান্
অদ্যাহ্নেনাপি বৃদ্ধাংস্তান্ বামনেন মহৌজসা ॥ ৬৭
অদ্ভুতং চাপি মেনে স বিরোচনসুতো বলী ।
মূর্ধ্না কৃতাঞ্জলিঃ শ্চেদমব্রবীদ্ বিস্মিতো বচঃ ॥ ৬৮
কুতস্ত্বং কোঽসি কস্যাসি কিং চেহাস্তি প্রয়োজনম্ ।
নৈবংবিধঃ পরিজ্ঞাতো দৃষ্টপূর্বো ময়া দ্বিজঃ ॥ ৬৯
বালো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদঃ ।
শিষ্টবাগ্ রূপসম্পন্নো মনোজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৭০
নেদৃশাঃ সন্তি দেবানামৃষীণামপি সূনবঃ
ন নাগানাং ন যক্ষাণাং নাসুরাণাং ন রক্ষসাম্ ॥ ৭১
ন পিতৄণাং ন সিদ্ধানাং গন্ধর্বাণাং তথৈব চ ।
যোঽসি সোঽসি নমস্তেঽস্তু ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ৭২

বৈশম্পায়ন উবাচ

উক্ত এবং হৃদিস্থ্যাত্মা বলিনা বামনস্তদা ।
প্রোবাচোপায়তত্ত্বজ্ঞঃ স্মিতপূর্বমিদং বচঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

ব্রহ্মর্ষিগণে পরিপূর্ণ সেই যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ স্বয়ংই সেই যজ্ঞের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ৫৮

লোকেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীমান্ ভগবান্ বামন যদিও অদৃশ্য (বামন) ছিলেন, তথাপি ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার সেবায় উপস্থিত ছিলেন। ৫৯

যাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য, সেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বামন দানবরাজ বিরোচনপুত্র বলির যজ্ঞমণ্ডপে গমন করিলেন। ৬০

যদিও দৈত্যরাজ বলি যুদ্ধোপযোগী বেশভূষাধারী রক্ষিগণে সুরক্ষিত ছিলেন, (অতএব তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া কঠিন ছিল,) তথাপি দানবগণে পরিপূর্ণ সেই মণ্ডপের দ্বারের মধ্যে সহসা তিনি প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন। ৬১

ঋষিগণ মন্ত্রাদির দ্বারা সর্বদিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বলবান্ ভগবান্ বামন দৈত্য-দানবরাজ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। ৬২

নরশ্রেষ্ঠ। এই সনাতন যজ্ঞপুরুষ সেই যজ্ঞের নানাপ্রকার প্রয়োগ-সমূহের দ্বারা সবিস্তারে যথোচিত বর্ণনা করিয়া যজ্ঞকর্মে বিশেষ নিপুণ শুক্রাচার্যাদি সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে নিগৃহীত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিলেন। ৬৩-৬৪

ভরতবংশধর জনমেজয়! বিচিত্র বাক্যবিশিষ্ট এই সর্বব্যাপী ভগবান্ বলির সমীপে, ঋত্বিক্‌গণের নিকটে এবং ঋষিবৃন্দের সমক্ষে নিজেরই স্বরূপভূত কারণাত্মা যজ্ঞের অপ্রকাশিত বৈদিক যুক্তিসমূহের দ্বারা বারংবার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ৬৫-৬৬

মহাতেজস্বী বালক বামনের দ্বারা উপাধ্যায়গণ সহ সেই বৃদ্ধ মহর্ষিদিগকেও নিরুত্তর হইতে দেখিয়া বিরোচনপুত্র বলবান্ বলি উহাকে অদ্ভুত চমৎকার মনে করিলেন। তারপর তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত বিস্মিতচিত্তে এই কথা বলিলেন। ৬৭-৬৮

বিপ্রবর! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি কে? কাহার পুত্র? আপনার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? আপনার ন্যায় দ্বিজকে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই এবং জানিতেও পারি নাই। ৬৯

আপনি বালক হইয়াও বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রবীণ। আপনার বাক্য শিষ্টতাপূর্ণ, আপনি রূপবান্ ও মনোহর। আপনি দেখিতেও সকলের প্রিয়। ৭০

দেবতা ও ঋষিগণের পুত্রগণও এতাদৃশ দৃষ্ট হন না। এরূপ না নাগ, না যক্ষ, না অসুর, না রাক্ষস, না পিতৃগণ, না সিদ্ধ এবং না গন্ধর্বদিগের পুত্রগণ আছেন। আপনি যাহা হউন, তাহা হউন, আপনাকে নমস্কার। বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিব। ৭১-৭২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলি এই কথা বলিলে পর যিনি কার্যসিদ্ধির বিষয়ে প্রকৃত উপায় জানেন, সেই অচিন্ত্য-স্বরূপ ভগবান্ বামন ঈষৎহাস্যে সহকারে এই কথা বলিলেন। ৭৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-বিষয়ক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[বামনদেবেন বলের্যজ্ঞস্য প্রশংসা, বলিনা প্রার্থয়িতুং চোদিতেন বামনদেবেন ত্রিপদপরিমিতায়া ভূম্যাঃ প্রার্থনা, শুক্রাচার্য্য-প্রহ্লাদয়োর্দানকার্য্যাত্তো বলিং নিবারয়িতুং চেষ্টা, বলিনা দানস্য সমর্থনম্, দানপ্রাপ্তস্য বামনস্য বিরাড়্-রূপধারণঞ্চ ।]

বিষ্ণুরুবাচ ।

অহো যজ্ঞোঽসুরেন্দ্রস্য বহুভক্ষ্যঃ সুসংস্কৃতঃ ।
পিতামহস্যেব পুরা যজতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১

সুরেশস্য চ শক্রস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
বিশেষিতস্ত্বয়া যজ্ঞো দানবেন্দ্র মহাবল ॥ ২

যজতা বাজিমেধেন ক্রতূনাং প্রবরেণ তু ।
সর্ব্বপাপবিনাশায় ত্বয়া স্বর্গপ্রদর্শিনা ॥ ৩

সর্ব্বকামময়ো হ্যেষ সম্মতো ব্রহ্মবাদিনাম্
ক্রতূনাং প্রবরঃ শ্রীমানশ্বমেধ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৪

সুবর্ণশৃঙ্গো হি মহানুভাবো
লোহক্ষুরো বায়ুজবো মহাত্মা ।
স্বর্গেক্ষণঃ কাঞ্চনগর্ভগৌরঃ
স বিশ্বযোনিঃ পরমো হি মেধ্যঃ ॥ ৫

আস্থায় বৈ বাজিনমশ্বমেধ-
মিষ্ট্বা নরা হ্যুত্তমমুত্তরন্তি ।
আহুশ্চ যং বেদবিদো দ্বিজেন্দ্রা
বৈশ্বানরং বাজিনমশ্বমেধম্ ॥ ৬

যথাশ্রমাণাং প্রবরো গৃহাশ্রমো
যথা নরাণাং প্রবরা দ্বিজাতয়ঃ ।
যথাসুরাণাং প্রবরো ভবানিহ
তথা ক্রতূনাং প্রবরোঽশ্বমেধঃ ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বামনেন সমীরিতম্ ।
মুদা পরময়া যুক্তঃ প্রাহ দৈত্যপতির্বলিঃ ॥ ৮

বলিরুবাচ ।

কস্যাসি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কিমিচ্ছসি দদামি তে ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ৯

## একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[বামনদেব কর্ত্তৃক বলির যজ্ঞের প্রশংসা, বলিকর্ত্তৃক প্রার্থনা করিতে প্রেরিত হইয়া বামনদেবের তিন পদ ভূমি প্রার্থনা, শুক্রাচার্য্য ও প্রহ্লাদের বলিকে দান কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা, বলিকর্ত্তৃক দানের সমর্থন এবং দানপ্রাপ্ত হইয়াই বামনের বিরাট্ রূপ ধারণ ।]

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—অহো ! অসুরেশ্বর বলির এই যজ্ঞ অদ্ভুত । ইহাতে ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থসমূহের বহুলতা আছে এবং এই যজ্ঞ সুন্দর সংস্কারে সম্পন্ন । পুরাকালে যজ্ঞপরায়ণ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই যজ্ঞও সেইরূপ । ১

মহাবল দানবরাজ ! পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণের যে যজ্ঞ হইয়াছিল, তুমি তাহা হইতেও বিশিষ্ট এই যজ্ঞ করিতেছ । ২

স্বর্গলোকের প্রদর্শনকারী ও সমস্ত ক্রতু (যজ্ঞ)-সমূহের মধ্যে প্রধান এই অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্ব্ববিধ পাপসকলের বিনাশের কারণ । তুমি ইহার দ্বারা যজন করিয়া নিজের এই যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিয়াছ । ৩

ক্রতুসমূহের মধ্যে প্রধান শ্রীমান্ অশ্বমেধ সর্ব্বকামময় ; ইহা ব্রহ্মবাদিগণেরও মান্য, ইহাই শ্রুতির অভিমত । ৪

বিশ্বের কারণভূত এই উত্তম যজ্ঞ পরম পবিত্র, সেই অশ্বরূপধারী যজ্ঞের শৃঙ্গ (মস্তক) সুবর্ণময়, ইহার প্রভাব মহান্, ইহার ক্ষুর লৌহতুল্য কঠিন, বেগ বায়ুর সমান তীব্র, শরীর বিশাল, ইহার স্বর্গলোক চক্ষু (অথবা স্বর্গলোক অভিমুখে ইহার দৃষ্টি) এবং ইহার কান্তি সুবর্ণমিশ্রিত গৌরবর্ণ । ৫

এই অশ্বমেধরূপী অশ্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করিবার পর মনুষ্যগণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । বেদবিদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অশ্বমেধ যজ্ঞগামী অশ্বকে বৈশ্বানর (অগ্নিরূপ) বলিয়া থাকেন । ৬

যেরূপ গৃহস্থ আশ্রম সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেরূপ ব্রাহ্মণগণ সমস্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যেরূপ তুমি এস্থানে অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ যজ্ঞসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! বামনদেব কর্ত্তৃক কথিত এই সব বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ বলি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন । ৮

বলি বলিলেন,—বিপ্রবর ! আপনি কাঁহার পুত্র এবং কি কামনা করেন ? আমি আপনাকে কাম্য বস্তু দান করিব । আপনার কল্যাণ হউক । আপনি বর প্রার্থনা করুন এবং নিজের অভীষ্ট মনোরথ প্রাপ্ত হউন । ৯

বামন উবাচ

ন রাজ্যং ন চ যানানি ন রত্নানি ন চ স্ত্রিয়ঃ
কাময়ে যদি তুষ্টোঽসি ধর্মে চ যদি তে মতিঃ ॥ ১০
গুর্ব্বর্থং মে প্রযচ্ছস্ব পদানি ত্রীণি দানব
ত্বমগ্নিশরণার্থায় এষ মে প্রবরো বরঃ ।
বামনস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রাহ দৈত্যপতির্বলিঃ ॥ ১১

বলিরুবাচ ।

ত্রিভিঃ কিং তব বিপ্রেন্দ্র পদৈঃ প্রবদতাং বর ।
শতং শতসহস্রাণাং পদানাং মার্গতাং ভবান্ ॥ ১২

শুক্র উবাচ

মা দদস্ব মহাবাহো ন ত্বং বেৎসি মহাসুর ।
এষ মায়াপ্রতিচ্ছন্নো ভগবান্ প্রবরো হরিঃ ॥ ১৩
বামনং রূপমাস্থায় শক্রপ্রিয়হিতেপ্সয়া ।
ত্বাং বঞ্চয়িতুমায়াতো বহুরূপধরো বিষ্ণুঃ ॥ ১৪

বামনদেব বলিলেন,—দনুনন্দন ! আমি না রাজ্য কামনা করি এবং না যানসকল ( বাহনসকল )। এইরূপ আমি না রত্নসমূহ কামনা করি এবং না স্ত্রীগণ। যদি তুমি প্রসন্ন হও ও যদি তোমার ধর্মে মতি থাকে, তবে আমার গুরুর জন্য অগ্নিশালা নির্মাণ করিবার নিমিত্ত আমাকে তিন পদ পরিমাণ ভূমি দান কর এবং ইহাই আমার নিকট সর্ব্বোত্তম বর। বামনদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ বলি কহিলেন ॥ ১০-১১

বলি বলিলেন,—বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর ! তিন পদ পরিমাণ ভূমিতে আপনার কি হইবে ? আপনি লক্ষ কোটি পদ পরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করুন ॥ ১২

( ইহা শুনিয়া ) শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—মহাবাহো ! তুমি ইহাকে কিছু দিবে না। মহাসুর ! তুমি ইঁহাকে জান না। ইনি দেবপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি মায়ার দ্বারা নিজের রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া এখানে আসিয়াছেন ॥ ১৩

বহুরূপধারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের প্রিয় ও হিত করিবার ইচ্ছায় বামনরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ॥ ১৪

শুক্রাচার্য্য এরূপ বলিলে পর বলি দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করত অতিশয় হর্ষের সহিত বলিলেন,—ইঁহা অপেক্ষা উত্তম পাত্র আর কোন্ জন হইবেন ? ১৫

এই কথা বলিয়া বলি তৎকালে নিজ হস্তে সুবর্ণনির্ম্মিত ভৃঙ্গার গ্রহণ করিলেন।

এবমুক্তঃ স শুক্রেণ চিরং সঞ্চিন্ত্য বৈ বলিঃ ।
প্রহর্ষেণ সমাযুক্তঃ কিমতঃ পাত্রমিষ্যতে ॥ ১৫
প্রগৃহ্য হস্তে ভৃঙ্গারং কনকোদ্ভবম্

বলিরুবাচ ।

বিপ্রেন্দ্র প্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠ স্থিতোঽস্মি কমলেক্ষণ ॥ ১৬
প্রতীচ্ছ দেহি কিং ভূমিঃ কা মাত্রা ভোঃ পদত্রয়ম্
দত্তং পাতয় জলং নৈব মিথ্যা ভবেদ্ গুরুঃ ॥ ১৭

শুক্র উবাচ ।

ভো ন দেয়ং কুতো দৈত্য বিজ্ঞাতোঽয়ং ময়া ধ্রুবম্
কোঽয়ং বিষ্ণুরহো প্রীতির্বঞ্চিতস্ত্বং ন বঞ্চিতঃ ॥ ১৮

বলিরুবাচ ।

কথং সদাশোঽয়ং বিষ্ণুর্যজ্ঞে স্বয়মুপস্থিতঃ
দাস্যামি দেবদেবায় যদ্যদিচ্ছত্যয়ং বিভুঃ ॥ ১৯

বলি বলিলেন,—বিপ্রবর। আপনি পূর্ব্বমুখ হইয়া অবস্থান করুন। ( বামনদেব বলিলেন,—) এই আমি অবস্থিত হইয়াছি। ( বলি কহিলেন,—) কমলনয়ন ! এই দান গ্রহণ করুন। ( বামনদেব বলিলেন,—) আচ্ছা, দাও। ( বলি কহিলেন,—) কি দান করিব ? ( বামন বলিলেন,—) ভূমি। ( বলি কহিলেন,—) ব্রাহ্মণ ! সেই ভূমির মাত্রা ( পরিমাণ ) কত ? ( বামনদেব বলিলেন,—) তিন পদ। ( বলি কহিলেন,—) আচ্ছা, প্রদান করিলাম। ( বামনদেব বলিলেন,—) তুমি সঙ্কল্প করিয়া জল পাতিত কর, যাহাতে আমার গুরু মিথ্যাপ্রতী না হন। ১৬-১৭

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—আরে ! এই দান দিবে না। ( বলি কহিলেন,—) কেন ? ( শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—) আমি সুনিশ্চিত ভাবে ইঁহাকে জানিতে পারিয়াছি। ( বলি কহিলেন,—) ইনি কে ? (শুক্রাচার্য্য বলিলেন—) অহো ! ইনি বিষ্ণু। (বলি কহিলেন—তবে ত' ) আনন্দের কথা। ( শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—) তাহা হইলে তুমি বঞ্চিত হইবে। ( বলি কহিলেন,—) না, আমি বঞ্চিত হই নাই ॥ ১৮

বলি বলিলেন,—এই ভগবান্ বিষ্ণু ত' সর্বদা সকাম ( কৃতকৃত্য ), তবে ইনি যাচ্ঞা করিবার জন্য যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন কেন ? যদি উপস্থিতই হইয়াছেন, তাহা হইলে ইনি যাহা যাহা চাহিবেন, তৎসমস্তই আমি এই দেবদেব বিষ্ণুকে প্রদান করিব। ১৯

কো যাস্যঃ পাত্রভূতোঽস্মাদ্ বিষ্ণোঃ পরতরো ভবেৎ।
এবমুক্ত্বা বলিঃ শীঘ্রং পাতয়ামাস বৈ জলম্ ॥ ২০

বামন উবাচ।

পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র পর্য্যাপ্তানি মমানঘ
ময়া পূর্ব্বমুক্তং হি তত্তথা ন তদন্যথা। ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা বামনস্য মহৌজসঃ
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ঃ স কৃত্বা বৈরোচনিস্তদা ॥ ২২
এবমস্ত্বিতি দৈত্যেশো বাক্যমুক্ত্বারিসূদনঃ
ততো বারিময়াপূর্ণং ভৃঙ্গারং স পরামৃশৎ ॥ ২৩
বামনো হ্যসুরেন্দ্রস্য চিকীর্ষুঃ কদনং মহৎ
ক্ষিপ্রং প্রসারয়ামাস দৈত্যান্তকরং করম্ ॥ ২৪
প্রাঙ্মুখশ্চাপি দৈত্যোহসৌ তস্মৈ সুমনসা জলম্।
দাতুকামঃ করে যাবত্তাবত্তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥ ২৫
তস্য তদ্ রূপমালোক্য হ্যচিন্ত্যঞ্চ মহাত্মনঃ
অভূতপূর্ব্বঞ্চ হরের্জিষ্ণোর্দৈতেঃ প্রিয়মাম্ব্রবীদ ॥ ২৬
ইঙ্গিতজ্ঞোঽগ্রতঃ স্থিত্বা প্রহ্লাদস্ত্বব্রবীদ্ বচঃ ॥ ২৭

প্রহ্লাদ উবাচ।

মা দদস্ব জলং হস্তে বটোর্বামনরূপিণঃ।
স হ্যসৌ যেন তে পূর্ব্বং নিহতঃ প্রপিতামহঃ।
বিষ্ণুরেষ মহাপ্রাজ্ঞস্ত্বাং বঞ্চয়িতুমাগতঃ ॥ ২৮

বলিরুবাচ।

হন্ত তস্মৈ প্রদাস্যামি দেবায়েমং প্রতিগ্রহম্।
অনুগ্রহকরঃ দেবমীদৃশং জগতঃ প্রভুম্। ২৯
ব্রহ্মণোঽপি গরীয়াংসং পাত্রং লপ্স্যামহে বয়ম্।
অবশ্যং চাসুরশ্রেষ্ঠ দাতব্যং দীক্ষিতেন বৈ ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বাসুরসঙ্ঘানাং মধ্যে বৈরোচনিস্তদা
দেবায় প্রদদৌ তস্মৈ পদানি ত্রীণি বিষ্ণবে ॥ ৩১

প্রহ্লাদ উবাচ।

দানবেশ্বর মা দাস্যং বিপ্রায়াস্মৈ প্রতিগ্রহম্।
নেমং বিপ্রশিশুং মন্যে নেদৃশো ভবতি দ্বিজঃ ॥ ৩২

এই বিষ্ণু অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর পাত্র হইবেন? এরূপ বলিয়া বলি শীঘ্রই জল পাতিত করিলেন। ২০

বামনদেব বলিলেন,—নিষ্পাপ দৈত্যরাজ! আমার পক্ষে তিন পদই পর্য্যাপ্ত। আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা যথার্থ; কোনরূপেই তাহা অন্যথা হইতে পারে না। ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাতেজস্বী বামনদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া শত্রুসূদন বিরোচন-পুত্র দৈত্যরাজ বলি সেই সময় কৃষ্ণ মৃগচর্মের উত্তরীয় ধারণ করিয়া কহিলেন—(এবমস্তু) এইরূপই হউক। এই কথা বলিয়া তারপর তিনি জলপূর্ণ ভৃঙ্গার গ্রহণ করিলেন। ২২-২৩

বামনদেব অসুররাজ বলির বিশেষ হানি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; অতএব তিনি নিজের দৈত্যবিনাশক হস্তকে সত্বর প্রসারিত করিলেন। ২৪

দৈত্যেশ্বর বলি পূর্বাভিমুখ হইয়া শুভহৃদয়ে বামনদেবের হস্তে যেই জলদানের জন্য উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে প্রহ্লাদ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ২৫

অসুরগণের সম্পদকে হরণ করিতে ইচ্ছুক সেই পরমাত্মা শ্রীহরির সেই অভূতপূর্ব ও অচিন্ত্য রূপ দর্শন করত তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলির সম্মুখে অবস্থান করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২৬।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—দৈত্যরাজ! তুমি এই বামন রূপধারী ব্রহ্মচারীর হস্তে জল দিও না। ইনি সেই পুরুষ, যিনি পূর্বে তোমার প্রপিতামহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। সেই মহামতি বিষ্ণুই তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আসিয়াছেন। ২৭-২৮

বলি কহিলেন,—অসুরশ্রেষ্ঠ! যদি ইহাই হয়, তবে ত' অতিশয় আনন্দের কথা। আমি এই নারায়ণদেবকে অবশ্যই প্রতিগ্রহ প্রদান করিব। যিনি ব্রহ্মা অপেক্ষা অধিক গৌরবশালী ও অনুগ্রহকারী, সেই জগদীশ্বরদেবকে আমরা দানপাত্ররূপে প্রাপ্ত হইব। (ইহা অপেক্ষা অধিক আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে?) অতএব যজ্ঞে দীক্ষিত যজমান আমার পক্ষে এই বামনদেবকে অবশ্যই দান দেওয়া উচিত। ২৯-৩০

অসুরসঙ্ঘের মধ্যে এই কথা বলিয়া বিরোচন-পুত্র বলি সেই সময় সেই বিষ্ণুদেবকে তিন পদ ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন। ৩১

তখন প্রহ্লাদ পুনরায় বলিলেন,—দানবেশ্বর! তুমি এই ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ দিবে না। আমি এই ব্রাহ্মণকে বালক বলিয়া মনে করি না; কারণ, ব্রাহ্মণের বালক এরূপ হয় না। ৩২

রূপেণানেন দৈত্যেন্দ্র সত্যমেবং ব্রবীমি তে।
নারসিংহমহং মন্যে তমেব পুনরাগতম্ ॥ ৩৩
এবমুক্তস্তদা তেন প্রহ্লাদেনামিতৌজসা।
প্রহ্লাদমব্রবীদ্ বাক্যমিদং নির্ভর্ৎসয়ন্নিব ॥ ৩৪

বলিরুবাচ।

দেহীতি যাচতে যো হি প্রত্যাখ্যাতি চ যোঽসুর।
উভয়োরপ্যলক্ষ্মী বৈ ভাগস্তং বিশতে নরম্ ॥ ৩৫
প্রতিজ্ঞায় তু যো বিপ্রে ন দদাতি প্রতিগ্রহম্।
স যাতি নরকং পাপী মিত্রগোত্রসমন্বিতঃ ॥ ৩৬
অলক্ষ্মীভয়ভীতোঽহং দদাম্যস্মৈ বসুন্ধরাম্।
প্রতিগ্রহীতা চাপ্যস্তঃ কশ্চিদস্মাদ্ দ্বিজোঽথ বৈ ॥ ৩৭
নাধিকো বিদ্যতে যস্মাৎ তদ্দদামি বসুন্ধরাম্
হৃদয়স্য চ মে তুষ্টিঃ পরা ভবতি দানব ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা বামনরূপেণ যাচন্তং দ্বিজপুঙ্গবম্।
এষ তস্মাৎ প্রদাস্যামি ন স্থাস্যামি নিবারিতঃ ॥ ৩৯

তুরন্ত প্রাব্রবীদেবং বামনং বিপ্ররূপিণম্
পদৈঃ স্বল্পতে কিং তে পদৈস্ত্রিভিররিন্দম
কৃৎস্নাং দদামি তে বিপ্র পৃথিবীং সাগরৈর্বৃতাম্ ॥ ৪০

বামন উবাচ।

ন পৃথ্বীং কাময়ে কৃৎস্নাং সন্তুষ্টোঽস্মি পদৈস্ত্রিভিঃ।
এষ এব রুচিরো মে বরো দানবসত্তম ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথাস্ত্বিতি বলিঃ প্রোচ্য স্পর্শয়ামাস দানবঃ।
পদানি ত্রীণি দেবায় বিষ্ণবেঽমিততেজসে ॥ ৪২
তোয়ে তু পতিতে হস্তে বামনোঽভূদবামনঃ।
সর্ব্বদেবময়ং রূপং দর্শয়ামাস বৈ বিভুঃ ॥ ৪৩
ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরশ্চাস্য চন্দ্রাদিত্যৌ চ চক্ষুষী।
পাদাঙ্গুল্যঃ পিশাচাশ্চ হস্তাঙ্গুল্যশ্চ গুহ্যকাঃ ॥ ৪৪
বিশ্বে দেবাশ্চ জানুস্থা জঙ্ঘে সাধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ।
যক্ষা নখেষু সম্ভূতা রেখাশ্চাপ্সরসস্তথা ॥ ৪৫

---

দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি। ইঁহার এই রূপের দ্বারা আমার এই অনুমান হইতেছে যে, পুনরায় সেই নরসিংহদেবই এখানে আসিয়াছেন। ৩৩

অমিততেজস্বী প্রহ্লাদ এই কথা বলিলে পর সেই সময় বলি প্রহ্লাদকে যেন ভর্ৎসনা করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৩৪

বলি কহিলেন,—অসুরপ্রবর! যিনি (দেহি) 'দিন' এই কথা বলিয়া যাচ্ঞা করেন এবং যিনি সেই যাচককে প্রত্যাখ্যান করেন, সেই মানুষকে সেই যাচক ও সেই প্রত্যাখ্যানকারী—এই উভয়েরই দরিদ্রতার ভাগী হইতে হয়। ৩৫

যে প্রতিজ্ঞা করিয়াও ব্রাহ্মণকে দান দেয় না, সেই পাপী মিত্র এবং জ্ঞাতিগণের সহিত নরকে গমন করে। ৩৬

আমি সেই অলক্ষ্মীর (দরিদ্রতার) ভয়ে ভীত হইয়া ইঁহাকে ভূমি দান করিতেছি। অন্য কোনও দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণ ইঁহা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ হইবেন না, সেইজন্য ইঁহাকে ভূমি প্রদান করিতেছি। দানবরাজ! এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে বামনরূপে যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অতিশয় সন্তোষ লাভ হইতেছে; সেইহেতু আমি ইঁহাকে অবশ্যই প্রার্থিত বস্তু দান করিব; আপনি নিবারণ করিলেও আমি নিবারিত হইয়া থাকিব না। ৩৭-৩৯

তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণরূপধারী বামনদেবকে এই কথা বলিলেন,—অতি অল্পমতি ব্রাহ্মণ! আপনার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন পদের দ্বারা কি আর পরম উত্তম ভূভাগ প্রাপ্ত হইবেন? আমি আপনাকে সাগরসমূহে আবৃত সমস্ত পৃথিবীই দান করিতেছি। ৪০

বামনদেব বলিলেন,—দানবশ্রেষ্ঠ! আমি সমস্ত পৃথিবীকে কামনা করি না। তিন পদ পরিমিত ভূমিতেই আমি সন্তুষ্ট হইব। ইহাই আমার রুচির অনুকূল বর। ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন দানবরাজ বলি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই মহাতেজস্বী বিষ্ণুকে তিন পদ ভূমি দান করিলেন। ৪২

হস্তে দানের সঙ্কল্প জল পতিত হইলেই সেই বামনদেব বিরাট্ হইয়া যাইলেন। এই ভগবান্ সেখানে নিজের সর্বদেবময় রূপ দর্শন করাইলেন। ৪৩

ভূলোক তাঁহার দুই পদ এবং স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক ছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রযুগল ছিলেন। পিশাচগণ তাঁহার পদদ্বয়ের অঙ্গুলিসকল এবং গুহ্যকগণ তাঁহার হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি-সকল ছিলেন। ৪৪

বিশ্বেদেবগণ তাঁহার জানুদ্বয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রেষ্ঠ দেবগণ এবং সাধ্যগণ তাঁহার দুই জঙ্ঘায় বিদ্যমান ছিলেন।

তড়িদ্ দৃষ্টিঃ সুবিপুলা কেশাঃ সূর্য্যাংশবস্তথা।
তারকা রোমকূপাণি রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৬
বাহবো বিদিশশ্চাস্য দিশঃ শ্রোত্রে তথৈব চ।
অশ্বিনৌ শ্রবণৌ চাস্য নাসা বায়ুর্মহাবলঃ ॥ ৪৭
প্রসাদশ্চন্দ্রমাশ্চৈব মনো ধর্ম্মস্তথৈব চ।
সত্যমস্যাভবদ্ বাণী জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥ ৪৮
গ্রীবা দিতির্মহাদেবী তালুঃ সূর্য্যশ্চ দীপ্তিমান্।
দ্বারং স্বর্গস্য নাভির্বৈ মিত্রত্বষ্টা চ বৈ ভ্রুবৌ ॥ ৪৯
মুখং বৈশ্বানরশ্চাস্য বৃষণৌ তু প্রজাপতিঃ।
হৃদয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা পুংস্ত্বং বৈ কশ্যপো মুনিঃ ॥ ৫০
পৃষ্ঠেঽস্য বসবো দেবা মরুতঃ পাদসন্ধিষু।
সর্ব্বচ্ছন্দাংসি দশনা জ্যোতীংষি বিমলাঃ প্রভাঃ ॥ ৫১
উরূ রুদ্রো মহাদেবো ধৈর্য্যং চাস্য মহার্ণবঃ।
উদরে চাস্য গন্ধর্ব্বা ভুজগাশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৫২
লক্ষ্মীর্মেধা ধৃতিঃ কান্তিঃ সর্ব্ববিদ্যা চ বৈ কটিঃ।
ললাটমস্য পরমস্থানকং পরমাত্মনঃ ॥ ৫৩
সর্ব্বজ্যোতীংষি যানীহ তপঃ শক্রশ্চ দেবরাট্।
তস্য দেবাধিদেবস্য তেজো হ্যাহুর্মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
স্তনৌ কক্ষৌ চ বেদাশ্চ ওষ্ঠৌ চাস্য মখাঃ স্থিতাঃ।
ইষ্টয়ঃ পশুবন্ধাশ্চ দ্বিজানাং চেষ্টিতানি চ ॥ ৫৫
তস্য দেবময়ং রূপং দৃষ্ট্বা বিষ্ণোর্মহাসুরাঃ।
অভ্যসর্পন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে বিশ্বরূপপ্রকাশে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

---

দক্ষ, দেবনায়ক দেবতা ও অপ্সরোগণ তাঁহার নখসমূহে স্থিত ছিলেন ॥ ৪৫

বিদ্যুৎ তাঁহার বিশাল দৃষ্টি ছিল। সূর্য্যের কিরণসমূহ তাঁহার কেশবিন্যাস ছিল। তারাসকল তাঁহার রোমকূপ এবং মহর্ষিগণ তাঁহার রোমাবলি ছিলেন ॥ ৪৬

দিক্সমূহ দুই কর্ণ ও বিদিক্সমূহ তাঁহার বাহুসমূহ ছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার কর্ণদ্বয় এবং মহাবল বায়ু তাঁহার নাসিকা ছিলেন ॥ ৪৭

চন্দ্র তাঁহার প্রসাদ, ধর্ম্ম মন, সত্য বাণী এবং দেবী সরস্বতী তাঁহার জিহ্বা ছিলেন ॥ ৪৮

মহাদেবী দিতি গ্রীবা, দীপ্তিমান্ সূর্য্য তালু, স্বর্গদ্বার নাভি এবং মিত্র ও ত্বষ্টা দুই ভ্রূ ছিলেন ॥ ৪৯

অগ্নি মুখ, প্রজাপতি অণ্ডকোষ, ভগবান্ ব্রহ্মা হৃদয় এবং কশ্যপমুনি জননেন্দ্রিয় স্থানে ছিলেন ॥ ৫০

তাঁহার পৃষ্ঠভাগে বসুদেবগণ এবং পদসন্ধিসমূহে মরুদ্গণ ছিলেন। সমস্ত ছন্দ দন্তসমূহ ও গ্রহ-নক্ষত্রসকল নির্ম্মল প্রভা ছিল ॥ ৫১

তাঁহার দুই ঊরুতে মহাদেব রুদ্র ছিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য স্থানে মহার্ণব ছিল। উদরে গন্ধর্ব্বগণ ও মহাবল সর্পগণ ছিলেন ॥ ৫২

লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি, কান্তি ও সর্ববিদ্যা তাঁহার কটি দেশে ছিলেন। এই পরমাত্মার পরমধামই তাঁহার ললাট ছিল ॥ ৫৩

সমস্ত জ্যোতির্গণ, তপ ও দেবরাজ ইন্দ্র—ইঁহারা সকলে সেই দেবাদিদেব পরমাত্মার তেজ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৪

চার বেদ তাঁহার দুই স্তন ও কক্ষ ছিলেন। যজ্ঞসকল দুই ওষ্ঠ-অধর স্থানে ছিলেন। ইষ্টিসমূহ পশুবন্ধ ও দ্বিজগণের সমস্ত চেষ্টা তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ ছিল ॥ ৫৫

ভগবান বিষ্ণুর এই দেবময় রূপ দর্শন করিয়া সমস্ত মহাসুরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেইভাবে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল, যেরূপ পতঙ্গগণ অগ্নির দিকে ধাবিত হয় ॥ ৫৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে বিশ্বরূপের প্রকাশবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ বিরাড্রূপধারিণো বামনদেবস্যোপরি আক্রমণকারিণাং দৈত্যানাং নাম-রূপাস্ত্রাণাং পরিচয়ঃ, ভগবতা ত্রিভিঃ পদৈঃ ত্রীন্ লোকানাক্রম্য বিভাজনম্, বলয়ে পাতাল-রাজ্যং দত্ত্বা মর্য্যাদানির্দ্ধারণপূর্ব্বকং তত্র প্রেষণম্, জীবিকায়া ব্যবস্থাকরণম্, নারদেন বলয়ে মোক্ষবিষয়কস্তোত্রস্যোপদেশদানম্, তৎপ্রভাবেণ বলের্বন্ধনতো মুক্তিলাভঃ, স্তোত্রস্য মহিমবর্ণনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণু নামানি সর্ব্বেষাং রূপাণ্যভিজ্ঞানানি চ
আয়ুধানি চ মুখ্যানি দানবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১
বিপ্রচিত্তিঃ শিবিঃ শঙ্কুরয়ঃশঙ্কুস্তথৈব চ
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা হয়গ্রীবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২
বেগবান্ কেতুমানুগ্রঃ সোগ্রব্যগ্রো মহাসুরঃ
পুষ্করঃ পুষ্কলশ্চৈব সাশ্বোঽশ্বপতিরেব চ ॥ ৩
প্রহ্লাদোঽশ্বশিরাঃ কুম্ভঃ সংহ্রাদো গগনপ্রিয়ঃ
অনুহ্রাদো হরিহরৌ বারাহঃ সংহরো রুজঃ ॥ ৪
বৃষপর্ব্বা বিরূপাক্ষো অতিচন্দ্রঃ সুলোচনঃ।
নিষ্প্রভঃ সুপ্রভঃ শ্রীমাংস্তথৈব চ নিরূদরঃ ॥ ৫
একবক্ত্রো মহাবক্ত্রো দ্বিবক্ত্রঃ কালসন্নিভঃ।
শরভঃ শলভশ্চৈব কুপথঃ কুলপঃ ক্রথঃ ॥ ৬
বৃহৎকীর্ত্তির্মহাগর্ভঃ শঙ্কুকর্ণো মহাধ্বনিঃ।
দীর্ঘজিহ্বোঽর্কনয়নো মৃদুবাহুর্মৃদুপ্রিয়ঃ ॥ ৭
বায়ুর্গরিষ্ঠো নমুচিঃ শম্বরো বিক্ষরো মহান্।
চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা ক্রোধবর্দ্ধন এব চ ॥ ৮
কালকঃ কালকোপশ্চ বৃত্রঃ ক্রোধো বিমোক্ষণঃ।
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ প্রলম্বো নরকঃ পৃথুঃ ॥ ৯
চন্দ্রতাপনবাতাপী কেতুমান্ বলদর্পিতঃ।
অসিলোমা পুলোমা চ বাস্কলঃ প্রমদো মদঃ ॥ ১০
সৃগালবদনশ্চৈব করালঃ কেশিরেব চ
একাক্ষশ্চৈকবাহুশ্চ তুহুণ্ডঃ সৃমলঃ সৃপঃ ॥ ১১
এতে চান্যে চ বহবঃ ক্রমমাণং ত্রিবিক্রমম্।
উপতস্থুর্মহাত্মানং বিষ্ণুং দৈত্যগণাস্তদা ॥ ১২
প্রাসোদ্যতকরাঃ কেচিদ্ ব্যাদিতাস্যাঃ খরস্বনাঃ।
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ বজ্রহস্তাস্তথাপরে ॥ ১৩
খড্গপট্টিশহস্তাশ্চ পরশ্বধধরাঃ পরে।
প্রাসমুদ্গরহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়ঃ ॥ ১৪

## দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

[ বিরাট্রূপধারী বামনদেবের উপর আক্রমণকারী দৈত্যগণের নাম, রূপ ও অস্ত্রসমূহের পরিচয়, ভগবান্ কর্তৃক তিনপদের দ্বারা তিন লোক মাপ করত রাজ্য বিভাজন, বলিকে পাতালের রাজ্য প্রদান করিয়া মর্য্যাদা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ, জীবিকার ব্যবস্থাকরণ, নারদ কর্তৃক বলিকে মোক্ষবিষয়ক স্তোত্রের উপদেশ দান, তাহার প্রভাবে বলির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ এবং স্তোত্রের মহিমাবর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এখন তুমি সমস্ত মহাত্মা দানবগণের নাম, রূপ, চিহ্ন ও মুখ্য মুখ্য অস্ত্রসকলের বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ১

বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কুরয়, শঙ্কু, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, পরাক্রমশালী হয়গ্রীব, বেগবান্, কেতুমান্, মহাসুর উগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, পুষ্কল, অশ্ব,অশ্বপতি, প্রহ্লাদ,অশ্বশিরা (দ্বিতীয়),কুম্ভ, সংহ্রাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্রাদ, হরি,হর, বারাহ, সংহর, রুজ, বৃষপর্ব্বা, বিরূপাক্ষ, অতিচন্দ্র, সুলোচন, নিষ্প্রভ, সুপ্রভ, শ্রীমান্, নিরূদর, একবক্ত্র, মহাবক্ত্র, দ্বিবক্ত্র, কালসন্নিভ, শরভ, শলভ, কুপথ, কুলপ, ক্রথ, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাগর্ভ, শঙ্কুকর্ণ, মহাধ্বনি, দীর্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুবাহু, মৃদুপ্রিয়, বায়ু, গরিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, মহাসুর বিক্ষর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকোপ, বৃত্র, ক্রোধ, বিমোক্ষণ, গরিষ্ঠ (দ্বিতীয়), বরিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, পৃথু, চন্দ্রতাপন, বাতাপি, বলাভিমানী কেতুমান্ (দ্বিতীয়), অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, সৃগালবদন, করাল, কেশী, একাক্ষ, একবাহু, তুহুণ্ড, সৃমল ও সৃপ—ইহারা এবং আরও বহু দৈত্যগণ সেই সময় যাঁহার পদত্রয়ের দ্বারা তিন লোক পরিমাপকারী মহাত্মা ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ২-১২

কত দৈত্য এই সময় নিজেদের হস্তে প্রাস উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা তখন মুখ ব্যাদিত করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিতেছিল। কত দৈত্য নিজেদের হস্তে শতঘ্নী ও চক্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং অপরে অনেকে হস্তে বজ্র ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৩

অনেকের হস্তে খড়্গ ও পট্টিশ ছিল। অনেকে আবার পরশ্বধ ধারণ করিয়াছিল। কত দৈত্য নিজ নিজ হস্তে প্রাস, মুদ্গর ও পরিঘ গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ১৪

মহাশনিবাগ্রকরা মৌসলাস্ত্র মহাবলাঃ
মহাবৃক্ষোদ্ধৃতকরাস্তথৈব চ ধনুর্দ্ধরাঃ ॥ ১৫
গদাভূশুণ্ডিহস্তাশ্চ বজ্রহস্তাস্তথাপরে।
মহাপট্টিশহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়ঃ ॥ ১৬
অসিকম্পনহস্তাশ্চ দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
নানাপ্রহরণা ঘোরা নানাবেশা মহাবলাঃ ॥ ১৭
কূর্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ হস্তিবক্ত্রাস্তথাপরে।
খরোষ্ট্রবদনাশ্চৈব বরাহবদনাস্তথা ॥ ১৮
ভীমা মকরবক্ত্রাশ্চ শিশুমারমুখাস্তথা।
মার্জ্জারশুকবক্ত্রাশ্চ বকবক্ত্রাশ্চ দানবাঃ ॥ ১৯
গরুড়াননাঃ খড়্গমুখা ময়ূরবদনাস্তথা।
অশ্ববক্ত্রা বক্রবক্ত্রা ঘোরা মৃগমুখাস্তথা ॥ ২০
উষ্ট্রশল্যকবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ দানবাঃ।

কাহাদের হস্ত বিশাল অশনি ধারণ করিয়া ব্যগ্র ছিল। অন্য মহাবল অসুরগণ মুষল ধারণ করিয়াছিল। কত দৈত্য বিশাল বিশাল বৃক্ষ উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং অনেকে আবার ধনু ধারণ করিয়াছিল। ১৫

অপর অনেক দৈত্য হস্তে গদা, ভুশুণ্ডি, বজ্র, মহাপট্টিশ ও পরিঘ গ্রহণ করিয়াছিল। ১৬

বহু রণদুর্মদ দানব হস্তে খড়্গ এবং কম্পন ধারণ করিয়াছিল। নানাপ্রকার অস্ত্র লইয়া ও নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া মহাবল ভয়ঙ্কর দৈত্যগণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭

কাহাদের মুখ কচ্ছপসদৃশ ছিল এবং কাহাদের মুখ কুক্কুট-মুখতুল্য ছিল। কাহারা হস্তিসদৃশ মুখবিশিষ্ট এবং কাহারা আবার গর্দভ, উষ্ট্র ও শূকরতুল্য মুখবিশিষ্ট ছিল। ১৮

কত ভয়ঙ্কর দৈত্য মকর, শিশুমার ও বিড়ালের মুখসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। অনেক দৈত্যের মুখ আবার অতিশয় বিশাল ছিল। ১৯

কিছু ঘোর দৈত্য গরুড়, গণ্ডার ও ময়ূরসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। অনেকের মুখ আবার অশ্ব, নকুল ও মৃগের সমান ছিল। ২০

বহু দানব উষ্ট্র ও শল্যক-মুখতুল্য মুখবিশিষ্ট ছিল। অনেকের মুখ লম্বা ছিল। কাহাদের মুখ নকুল ও পায়রার সদৃশ ছিল। ২১

নকুলাশ্চৈনবক্ত্রাশ্চ পারাবতমুখাস্তথা ॥ ২১
চক্রবাকমুখাশ্চৈব গোধবক্ত্রাস্তথাপরে
তথা মৃগাননাঃ শূরা গোছাগমহিষাননাঃ ॥ ২২
ঋক্ষলাঙ্গমুখাশ্চৈব ব্যাঘ্রবক্ত্রাস্তথাপরে
ঋক্ষশার্দ্দূলবক্ত্রাশ্চ সিংহবক্ত্রাস্তথাপরে ॥ ২৩
গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ তথা ফলকবাসসঃ ॥ ২৪
উষ্ণীষিণো মুকুটিনস্তথা কুণ্ডলিনোঽসুরাঃ।
কিরীটিনো লম্বশিখাঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চ্চসঃ ॥ ২৫
নানাবেশধরা দৈত্যা নানামাল্যানুলেপনাঃ
স্বান্যায়ুধানি দীপ্তানি প্রগৃহ্যাসুরসত্তমাঃ ॥ ২৬
ক্রমমাণং হৃষীকেশমুপাতিষ্ঠন্ত দানবাঃ।
প্রমথ্য সর্ব্বান্ দৈতেয়ান্ পাদহস্ততলৈঃ প্রভুঃ ॥ ২৭

কাহাদের মুখ চক্রবাকতুল্য ছিল। অনেকে আবার গোসাপ-মুখসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। বহু শূর বীর দানবের মৃগ, গো, ছাগল ও মহিষতুল্য মুখ ছিল। ২২

অন্য অনেক দৈত্য গিরগিট ও বাঘের সমান মুখধারী ছিল। কত দানবের মুখ আবার ভল্লুক, বাঘ ও সিংহের মুখের ন্যায় ছিল। ২৩

বহু দৈত্য হস্তিচর্ম্মকে বস্ত্ররূপে এবং অনেকে আবার কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মকে বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছিল। বহুর অঙ্গে চীরবস্ত্র (নানা রঙীন খণ্ড খণ্ড ছেঁড়া কাপড়) আবৃত ছিল। বহু দৈত্য পত্রনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। ২৪

সব অসুর পাগড়ী, মুকুট, কুণ্ডল ও কিরীটে অলঙ্কৃত ছিল। ইহাদের শিখা লম্বা ও গ্রীবা শঙ্খের সমান ছিল। ইহারা উত্তম তেজস্বী ছিল। ২৫

নানাপ্রকারের বেশ, মালা ও অনুলেপন ধারণকারী দৈত্য, অসুরশ্রেষ্ঠ এবং দানবগণ নিজ নিজ প্রদীপ্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তিন লোককে বীর তিন পদের দ্বারা পরিমাপকারী ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট উপস্থিত হইল। ২৬

কিন্তু এই সময় ভগবান্ পদতল ও হস্ততল প্রহারের দ্বারা সেই সব দৈত্যদিগকে মথিত করিয়া বিশালকায় রূপ ধারণ করত পৃথিবীকে তৎক্ষণাৎ হরণ (সবলে গ্রহণ) করিলেন। ২৭

রূপং কৃত্বা মহাকায়ং জহারাশু স মেদিনীম্
ত্রৈলোক্যং ক্রমমাণস্য ভাতিরাদিত্যসন্নিভা ॥ ২৮
তস্য বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে ।
নভঃ প্রক্রমমাণস্য সক্থিদেশে ব্যবস্থিতৌ ॥ ২৯
পরং প্রক্রমমাণস্য জানুদেশে ব্যবস্থিতৌ
বিষ্ণোরমিতবীর্যস্য বদন্ত্যেবং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০
জিত্বা লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হত্বা চাসুরপুঙ্গবান্ ।
দদৌ শক্রায় বসুধাং হরির্লোকনমস্কৃতঃ ॥ ৩১
সুতলং নাম পাতালমধস্তাদ্ বসুধাতলে ।
বলের্দত্তং ভগবতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩২
তদবাপ্যাসুরশ্রেষ্ঠশ্চকার মতিমুত্তমাম্ ।
রসাতলতলে বাসমকরোদসুরাধিপঃ ॥ ৩৩
তত্রস্থশ্চ মহাতেজা ধ্যানং পরমমাস্থিতঃ
উবাচ বচনং ধীমান্ বিষ্ণুং লোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩৪
কিং ময়া দেব কর্তব্যং ব্রূহি সর্বমশেষতঃ ।
ততো দৈত্যাধিপং প্রাহ দেবো বিষ্ণুঃ সুরোত্তমঃ ॥ ৩৫

বিষ্ণুরুবাচ ।

দদামি তে মহাভাগ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽসুর
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ৩৬
মা চ শক্রস্য বচনং প্রতিকূলীঃ কথঞ্চন ।
অহমাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রেয়স্তেবমবাপ্স্যসি ॥ ৩৭
অথ দৈত্যাধিপঃ প্রাহ বিষ্ণুর্বাবিপাহুকঃ ।
বাচা পরময়া দেবো বরেণ্যঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৮
বস্মৃয়া সলিলং দত্তং গৃহীতং পাণিনা ময়া ।
তস্মাত্তে দৈত্য দেবেভ্যো নাস্তি জাতু ভয়ং ক্বচিৎ ॥ ৩৯
সুতলং নাম পাতালং তত্র ত্বং সানুগো বস ।
সর্বদৈত্যগণৈঃ সার্দ্ধং মৎপ্রসাদান্মহাসুর ॥ ৪০
ন চ তে দেবদেবস্য শক্রস্যামিততেজসঃ
শাসনং প্রতিহন্তব্যং শ্রদ্ধয়া শাসনং মম ॥ ৪১

---

তিন লোককে মাপ করিবার সময় ভগবানের কান্তি সূর্যের প্রভার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তিনি যখন ভূমিকে মাপ করিয়া অতিক্রান্ত হইলেন, তখন চন্দ্র ও সূর্য তাঁহার স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে ছিলেন। তারপর যখন তিনি আকাশকে মাপ করিতেছিলেন, তখন এই চন্দ্র ও সূর্য তাঁহার সক্থিদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৮-২৯

এই আকাশেরও উপরিভাগ স্বর্গলোক মাপ করিবার সময় এই দুই চন্দ্র ও সূর্য ভগবানের জানুদেশে অবস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ অমিতপরাক্রমশালী ভগবান্ বিষ্ণুর এই বিরাট রূপের এরূপই বর্ণনা করেন। ৩০

সেই সময় বিশ্ববন্দিত শ্রীহরি সম্পূর্ণ তিন লোককে জয় করিয়া ও মুখ্য মুখ্য অসুরগণকে বধ করিয়া বসুধার রাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ৩১

সেই সময় প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীর নীচে সুতল-নামক যে পাতাল লোক আছে, তাহা বলিকে প্রদান করিলেন। ৩২

তাহা প্রাপ্ত হইয়া অসুরশ্রেষ্ঠ অসুররাজ বলি উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন করিলেন এবং সেই রসাতলতলে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৩

সেখানে অবস্থান করত মহাতেজস্বী বুদ্ধিমান্ বলি উত্তম ধ্যান অবলম্বন করিয়া সেই বিশ্ববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণুকে এই কথা বলিলেন। ৩৪

দেব! আমাকে কি করিতে হইবে? তৎসমস্তই আপনি আমাকে পূর্ণরূপে বলুন। তখন সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুদেব দৈত্যরাজ বলিকে বলিলেন। ৩৫

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—মহাভাগ অসুর! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাকে বরদান করিতেছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর এবং মনোবাঞ্ছিত কামনা প্রাপ্ত হও। ৩৬

তুমি নিজের গুরু শুক্রাচার্যের আজ্ঞা কোনরূপে উল্লঙ্ঘন করিবে না, ইহার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, কারণ, ইহার পালনে তোমার কল্যাণ লাভ হইবে। ৩৭

তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরণীয় দেব ও সর্ব-সমর্থ ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণু দৈত্যরাজ বলিকে উত্তম বাক্যে বলিলেন। ৩৮

দৈত্য! তুমি যে আমার হস্তে সঙ্কল্পের জল প্রদান করিয়াছ এবং আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার প্রভাবে তোমার দেবগণ হইতে কোনরূপ ভয় প্রাপ্তি হইবে না। ৩৯

মহাসুর! এই যে সুতলনামক যে পাতাল লোক, ইহাতে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত দৈত্যগণ ও সেবকগণের সহিত বাস কর। ৪০

আমার শাসন (আজ্ঞা) স্মরণ করিতে করিতে তুমি অমিততেজস্বী দেবাধিদেব ইন্দ্রের শাসনের কখনও বিরোধিতা করিবে না। ৪১

দেবতাশ্চাপি তে সর্ব্বাঃ পূজ্যা এব মহাসুর
ভোগাংশ্চ বিবিধান্ সম্যগ্ যজ্ঞাংশ্চ সদক্ষিণান্ ॥ ৪২
প্রাপ্স্যসে চ মহাভাগ দিব্যান্ কামান্ যথেপ্সিতান্ ।
ইহ চামুত্র চাকল্প্যান্ বিবিধাংশ্চ পরিচ্ছদান্ ॥ ৪৩
দৈত্যাধিপত্যঞ্চ সদা মৎপ্রসাদাদবাপ্স্যসি
যদা চ ত্বং ময়া প্রোক্তাং মর্য্যাদাং চালয়িষ্যসি ॥ ৪৪
বধিষ্যন্তি তদা হি ত্বাং নাগপাশৈর্মহাবলাঃ
নমস্কার্য্যাস্ত তে নিত্যং মহেন্দ্রাদ্যা দিবৌকসঃ ॥ ৪৫
মম জ্যেষ্ঠঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ শাসনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।

বলিরুবাচ ।

দেবদেব মহাভাগ শঙ্খচক্রগদাধর ॥ ৪৬
সুরাসুরগুরো শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকমহেশ্বর ।
তত্রাসতো মে পাতালে ভাগঃ ব্রূহি সুরোত্তম ॥ ৪৭
যমাহমশনং দেব প্রাণনার্থমরিন্দম ।
তদ্ বদস্ব সুরশ্রেষ্ঠ তৃপ্তির্যেন মমাক্ষয়া ॥ ৪৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধমধীতমব্রত-
মদক্ষিণং যজ্ঞমনৃত্বিজা হুতম্
অশ্রদ্ধয়া দত্তমসংস্কৃতং হবি-
রেতে প্রদত্তাস্তব দৈত্য ভাগাঃ ॥ ৪৯
পুণ্যং মদ্দ্বেষিণাং যচ্চ মদ্ভক্তদ্বেষিণাং তথা
ক্রয়বিক্রয়সক্তানাং পুণ্যং যচ্চাগ্নিহোত্রিণাম্ ॥ ৫০
অশ্রদ্ধয়া চ যদ্দানং দদতাং যজতাং তথা ।
তৎ সর্ব্বং তব দৈত্যেন্দ্র মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৫১

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বলির্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ।
এবমস্ত্বিতি তং প্রোক্ত্বা পাতালমসুরোত্তমঃ
প্রবিবেশ মহানাদো দেবাজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্ ॥ ৫২
এতস্মিন্নন্তরে চাপি বিষ্ণুস্ত্রিদশপূজিতঃ ।
ভগবানপি রাজ্যানাং প্রবিভাগাংশ্চকার হ ॥ ৫৩
দদৌ পূর্ব্বাং দিশং চৈন্দ্রীং শক্রায়ামিততেজসে ।
যাম্যাং যমায় দেবায় পিতৃরাজ্যে মহাত্মনে ॥ ৫৪

---

মহাসুর! সমস্ত দেবতাগণই তোমার পূজনীয়। মহাভাগ! তুমি এখানে থাকিয়া নানাপ্রকারের ভোগ, দক্ষিণা-সহ নানাবিধ উত্তম যজ্ঞ, মনোবাঞ্ছিত দিব্য কাম (মনোরথ)-সমূহ এবং ইহলোক ও পরলোকে বিবিধ অক্ষয় ভোগসামগ্রী-সমূহ প্রাপ্ত হইবে। ৪২-৪৩

এখানে আমার কৃপায় তুমি সর্ব্বদাই দৈত্যগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইবে। যখন তুমি আমার কথিত এই মর্য্যাদা ভঙ্গ করিবে, তখন মহাবল দেবগণ তোমাকে নাগপাশে বদ্ধ করিবেন। ৪৪

তুমি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকে নিত্য প্রণাম করিবে। সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব তাঁহার শাসন তুমি স্বীকার করিয়া লইবে। ৪৫

বলি কহিলেন,—শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী মহাভাগ দেবদেব! সুরাসুরগুরো! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বলোকমহেশ্বর! সুরোত্তম! এখানে পাতালে বাস করিবার সময় আমার জীবননির্ব্বাহের জন্য কোন্ ভাগ আমার প্রাপ্য, তাহা আমাকে বলুন। ৪৬-৪৭

শত্রুদমন দেব! সুরশ্রেষ্ঠ! আমার অন্ন—আমার ভোজনের জন্য ভোজ্য পদার্থ কি হইবে? তাহা আমাকে বলুন। যাহার দ্বারা আমার অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হইবে। ৪৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ, ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া কৃত অধ্যয়ন, দক্ষিণা না দিয়া কৃত যজ্ঞ, যে হোম ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে না, সেই হোম, অশ্রদ্ধা সহকারে প্রদত্ত দান এবং সংস্কারহীন হবিঃ—এই সমস্তই তোমাকে তোমার ভাগরূপে প্রদত্ত হইল। ৪৯

দৈত্যরাজ! আমাকে যাহারা দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণকে যাহারা দ্বেষ করে, তাহাদের সকলের যে পুণ্য, ক্রয়-বিক্রয়ে আসক্ত অগ্নিহোত্রীদিগের যে পুণ্য এবং অশ্রদ্ধাসহকারে দান ও যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের যে সৎকর্ম্ম, এই সবই তুমি আমার কৃপায় প্রাপ্ত হইবে। ৫০-৫১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুররাজ বলি 'এরূপ হইবে' এই কথা বলিয়া ভগবানের আজ্ঞা পালন করিতে করিতে মহাগর্জ্জনের সহিত পাতাললোকে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫২

এই সময়ের মধ্যে দেবপূজিত ভগবান্ বিষ্ণুও সমস্ত রাজ্যকে নানাভাগে বিভাগ করিলেন। ৫৩

তিনি অমিততেজস্বী ইন্দ্রকে ঐন্দ্রী অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের রাজ্য প্রদান করিলেন। পিতৃগণের রাজা মহাত্মা যমদেবকে যাম্য অর্থাৎ দক্ষিণদিকের রাজ্য প্রদান করিলেন। ৫৪

পশ্চিমাং তু দিশং প্রাদাদ্ বরুণায় মহাত্মনে ।
উত্তরাঞ্চ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে দিশম্ ॥ ৫৫

অধস্তাং নাগরাজায় শেষায়োর্ধ্বাং দিশং দদৌ ।
এবং বিভজ্য ত্রৈলোক্যং বিষ্ণুর্বলবতাং বরঃ ॥ ৫৬

জগাম ত্রিদিবং দেবঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ
বামনঃ সর্বভূতেশঃ প্রতিষ্ঠাপ্য চ বাসবম্ ॥ ৫৭

তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্ধর্ষে বামনেঽমিততেজসি ।
সর্বে মুমুদিরে দেবাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্ ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

গতে তু ত্রিদিবং কৃষ্ণে বদ্ধ্বা বৈরোচনিং বলিম্ ।
নাগৈঃ সপ্তশিরোভিশ্চ কম্বলাশ্বতরাদিভিঃ ॥ ৫৯

নাগবন্ধনদুঃখার্তং বলিং বৈরোচনিং ততঃ
যদৃচ্ছয়াগতো দেবর্ষির্নারদঃ প্রত্যপদ্যত ॥ ৬০

স তং কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ ।
উবাচ দানবশ্রেষ্ঠং মোক্ষোপায়ং বদামি তে ॥ ৬১

স্তবঃ দেবাদিদেবস্য বাসুদেবস্য ধীমতঃ ।
অনাদিনিধনস্যাস্য অব্যক্তস্যাব্যয়স্য চ ॥ ৬২

তমধীষ্ব দৈত্যেন্দ্র বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ।
তদগতস্তন্মনা ভূত্বা ততঃ মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ৬৩

ততো বিরোচনসুতঃ প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ ।
মোক্ষবিংশকমধ্যগ্র্যো নারদাৎ সমধীতবান্ ॥ ৬৪

তমধীত্য স্তবং দিব্যং নারদেন সমীরিতম্ ।
পৃথিবী চোদ্ধৃতা যেন তং জজাপ মহাসুরঃ ॥ ৬৫

ওঁ নমো হ্যনন্তপতয়ে অক্ষয়ায় মহাত্মনে
জলেশয়ায় দেবায় পদ্মনাভায় বিষ্ণবে ॥ ৬৬

সপ্তসূর্যবপুঃ কৃত্বা ত্রীঁল্লোকান্ ক্রান্তবানসি
ভগবন্ কালকালস্ত্বং তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৬৭

---

মহাত্মা বরুণদেবকে পশ্চিমদিকের রাজ্য এবং যক্ষরাজ কুবেরকে উত্তর দিকের রাজ্য সমর্পণ করিলেন। ৫৫

নাগরাজ অনন্তকে অধোদিকের রাজ্য এবং সোমকে ঊর্ধ্ব দিকের রাজ্য প্রদান করিলেন। এইভাবে ত্রিলোকের রাজ্য বিভাগ করিয়া বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু মহর্ষিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ৫৬

সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বভূতেশ্বর ভগবান্ বামনদেব নিজ ধামে চলিয়া যাইলেন। সেই অমিত তেজস্বী দুর্ধর্ষ বামনদেব চলিয়া যাইলে পর সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে করত আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন। ৫৭ ৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সপ্ত মস্তকবিশিষ্ট কম্বল ও অশ্বতরাদি নাগগণের দ্বারা বিরোচন-পুত্র বলিকে বন্ধন করিয়া যখন ভগবান্ বিষ্ণু স্বর্গলোকে গমন করিলেন, তখন নাগবন্ধনের দুঃখে পীড়িত বিরোচননন্দন বলির নিকটে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে করিতে অকস্মাৎ দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫৯-৬০

বলিকে কষ্টে পতিত হইতে দেখিয়া দয়ায় দ্রবিতচিত্ত দেবর্ষি নারদ সেই দানবশ্রেষ্ঠ বলিকে বলিলেন,—আমি তোমাকে এই কষ্ট হইতে মুক্তিলাভের উপায় প্রদান করিতেছি। ৬১

যিনি আদি ও অন্তরহিত, অক্ষয়, অবিনাশী, বুদ্ধিমান্ ও দেবাদিদেব ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহার স্তবই হইল সেই উপায়। ৬২

দৈত্যরাজ! তুমি বিশুদ্ধচিত্তে সেই ভগবানে মনোনিবেশ করত এই স্তোত্র পাঠ কর। এইরূপ করিলে তুমি অতি সত্বর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ৬৩

তৎপর বিরোচনপুত্র বলি মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত রাখিয়া কৃতাঞ্জলি এবং পবিত্র হইয়া শান্তভাবে 'মোক্ষ-বিংশক' নামক স্তোত্র নারদের নিকটে অধ্যয়ন করিলেন। ৬৪

নারদ কর্তৃক কথিত সেই দিব্য স্তব অধ্যয়ন করিয়া মহাসুর বলি যিনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক স্তব জপ (পাঠ) করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৫

(বলি কহিলেন,— যিনি অনন্ত নাগের পতি (পরিপালনকারী), অবিনাশী, মহাত্মা, জলে শয়নকারী, দিব্যস্বরূপ এবং নিজের নাভি হইতে পদ্মকে প্রকটিত করিয়াছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার। ৬৬

ভগবন্! আপনি কালেরও কাল, আপনি সপ্ত সূর্যসদৃশ তেজস্বী শরীর ধারণ করিয়া তিন লোককে নিজের তিন পদের দ্বারা পরিমাপ করিয়াছেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। ৬৭

মহাপ্রলয়ের সময় যখন চন্দ্র, সূর্য এবং আকাশও লয় হইয়া যায়, যজ্ঞ ও তপস্বী কর্ম ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন আপনি

নষ্টচন্দ্রার্কগগনে ক্ষীণদহনতপঃক্রিয়ে।
পুনশ্চিন্তয়সে লোকাংস্তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৬৮
ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবায়্বগ্নিসরিদ্ভুজগপর্ব্বতাঃ।
ত্বৎস্থা দৃষ্টা বিজেন্দ্রেণ তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৬৯
মার্কণ্ডেন পুরা কল্পে প্রবিশ্য জঠরং তব।
চরাচরগতং দৃষ্টং তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭০
একো বিশ্বাসশায়ী ত্বং যোগী যোগমুপাগতঃ।
পুনস্ত্রৈলোক্যমুৎসৃজ্য তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭১
জলশয্যামুপাসীনো যোগনিদ্রামুপাগতঃ।
লোকাংশ্চিন্তয়সে ভূয়স্তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭২
বারাহং রূপমাস্থায় বেদযজ্ঞপুরস্কৃতম্।
ধরা জলোদ্ধৃতা যেন তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭৩

উদ্ধৃত্য দংষ্ট্রয়া যজ্ঞাংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্ কৃতবানসি।
ত্বং পিতৄণামপি হরে তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭৪
প্রচক্রন্দুঃ সুরাঃ সর্ব্বে হিরণ্যাক্ষভয়াদ্দিতাঃ।
পরিত্রাতাস্ত্বয়া দেব তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭৫
দীর্ঘবক্ত্রেণ রূপেণ হিরণ্যাক্ষস্য সংযুগে।
শিরো হৃতং চক্রেণ তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭৬
ভগ্নমূর্দ্ধাস্থিমস্তিষ্কো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা
হুঙ্কারেণ হতো দৈত্যস্তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭৭
দানবাভ্যাং হৃতা বেদা ব্রহ্মণঃ পশ্যতঃ পুরা।
পরিত্রাতাস্ত্বয়া দেব তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭৮
কৃত্বা হয়শিরোরূপং হত্বা তু মধুকৈটভৌ
ব্রহ্মণে তেঽর্পিতা বেদাস্তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৭৯

পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে সমস্ত লোকসকলের চিন্তা করেন এবং নিজের সঙ্কল্পমাত্রেই সব কিছুই প্রকটিত করেন), এই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন-মুক্ত করুন। ৬৮

প্রলয়কালে বিপ্রবর মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, নদী, সর্প ও পর্ব্বতাদি আপনার মধ্যে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই কষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া দিন। ৬৯

পুরাকালে মার্কণ্ডেয় আপনার উদরে প্রবেশ করত সেখানে চর ও অচর প্রাণিগণে ব্যাপ্ত জগৎকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। ৭০

আপনি যোগী এবং যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত একমাত্র আপনি বিশ্বের (যোগমায়ার) সহায়তায় পুনরায় ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়া উহাতে অন্তর্যামী রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিন। ৭১

আপনি যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করত জলের শয্যায় শয়ন করিয়া পুনরায় লোকসকলকে চিন্তা করেন অর্থাৎ চিন্তামাত্রেই সেই সব সৃষ্টি করেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন। ৭২

আপনি বেদ ও যজ্ঞময় বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে মুক্ত করুন। ৭৩

হরে! আপনি স্বীয় দংষ্ট্রার দ্বারা যজ্ঞসমূহকে উদ্ধার করত পিতৃগণের জন্য তিনটি পিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিন। ৭৪

দেব! সমস্ত দেবগণ যখন হিরণ্যাক্ষের ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় আপনিই উঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন-মুক্ত করুন। ৭৫

দীর্ঘমুখবিশিষ্ট বরাহরূপ ধারণ করত আপনি যুদ্ধে চক্রের দ্বারা হিরণ্যাক্ষের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। ৭৬

পুরাকালে আপনি হুঙ্কারমাত্রেই হিরণ্যকশিপুনামক দৈত্যের মস্তকের অস্থিসমূহ ও মস্তিষ্ককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে নাগপাশের বন্ধন-কষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া দিন। ৭৭

দেব! পুরাকালে ব্রহ্মার সাক্ষাতেই মধু ও কৈটভ নামক দুই দানব সম্পূর্ণ বেদকে হরণ করিয়াছিল, আপনি সেই সব বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন-মুক্ত করুন। ৭৮

হয়গ্রীবরূপ ধারণ করত মধু কৈটভ নামক দুই দানবকে বধ করিয়া আপনি সম্পূর্ণ বেদকে ব্রহ্মার নিকটে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই বন্ধনের সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন। ৭৯

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ ও মহানাগগণও আপনার অন্ত দেখিতে পান না। সেই সত্যবলে আপনি আমাকে মুক্ত করুন। ৮০

দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষসিদ্ধমহোরগাঃ ।
অন্তং তব ন পশ্যন্তি তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮০

অপান্তরতমা নাম জাতো দেবস্য বৈ সুতঃ ।
কৃতাশ্চ তেন বেদার্থাস্তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮১

বেদযজ্ঞাগ্নিহোত্রাণি পিতৃযজ্ঞহবীংষি চ
রহস্যং তব দেবস্য তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮২

ঋষির্দীর্ঘতমা নাম জাত্যন্ধো গুরুশাপতঃ
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ চক্ষুষ্মাংস্তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮৩

গ্রাহগ্রস্তঃ গজেন্দ্রশ্চ দীনং মৃত্যুবশং গতম্ ।
ভক্তং মোক্ষিতবাংস্ত্বং হি তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮৪

অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চ ত্বং ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।
উজ্জিতানাং নিয়ন্তাসি তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮৫

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং শার্ঙ্গং গরুড়মেব চ
প্রসাদয়ামি শিরসা তে বন্ধান্মোক্ষয়ন্তু মাম্ ॥ ৮৬

শঙ্খঃ চক্রঃ গদা পদ্মং শার্ঙ্গঞ্চ গরুড়াদয়ঃ ।
হরিং প্রসাদয়ামাসুর্বলিং মোক্ষয় বন্ধনাৎ ॥ ৮৭

ততঃ প্রসন্নো ভগবানাদিদেশ খগেশ্বরম্ ।
গরুড়ং নাগবন্ধাচ্চ বলিং মোক্ষয় বন্ধনাৎ ॥ ৮৮

ততো বিক্ষিপ্য গরুড়ঃ পক্ষাবতুলবিক্রমঃ ।
জগাম বসুধামূলং যত্রাস্তে সংযতো বলিঃ ॥ ৮৯

আগমং তস্য বিজ্ঞায় নাগা মুক্ত্বা মহাসুরম্
যযুঃ পুরীং ভোগবতীং বৈনতেয়ভয়ান্বিতাঃ ॥ ৯০

মুক্তং কৃষ্ণপ্রসাদেন চিন্তয়ানমধোমুখম্
তমুবাচ প্রিয়মিদং গরুত্মান্ পন্নগাশনঃ ॥ ৯১

গরুড় উবাচ ।

দানবেন্দ্র মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্বামব্রবীৎ প্রভুঃ ।
মুক্তো নিবস পাতালে সপুত্রজনবান্ধবঃ ॥ ৯২

অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত আপনার যে পুত্র হইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ বেদের অর্থ ( বিস্তৃত ব্যাখ্যা ) করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন। ৮১

বেদ, যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, পিতৃযজ্ঞ ও হবির্যজ্ঞ—এই সবই আপনার রহস্য অর্থাৎ এই সবের মধ্যে আপনি গূঢ়ভাবে বিরাজমান আছেন। এই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই সঙ্কট হইতে মুক্তিদান করুন। ৮২

দীর্ঘতমানামক ঋষি নিজের গুরু বা পিতার শাপে জন্মান্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার করুণায় তিনি চক্ষুষ্মান্ হন অর্থাৎ চক্ষু লাভ করেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন। ৮৩

গ্রাহের দ্বারা গ্রস্ত গজেন্দ্র দীন হইয়া মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছিল, কিন্তু আপনি সেই ভক্তকে সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সত্যবলে আপনি আজ আমাকে সেইভাবে সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন। ৮৪

আপনি অক্ষয়, অবিনাশী, ব্রাহ্মণভক্ত ও ভক্তবৎসল এবং উচ্ছৃঙ্খল পুরুষগণের দমনকারী। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন। ৮৫

আমি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু ও গরুড়কেও মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত প্রসন্ন হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। ৮৬

তখন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু ও গরুড়াদি শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিলেন এবং বলিলেন,—আপনি বলিকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। ৮৭

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ নাগশত্রু পক্ষিরাজ গরুড়কে আদেশ করিলেন,—তুমি বলিকে নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্ত কর। ৮৮

তখন অতুল পরাক্রমশালী গরুড় নিজের পক্ষদ্বয়কে হিলাইতে হিলাইতে বসুধার মূলপ্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে রাজা বলি নাগপাশে বদ্ধ ছিলেন। ৮৯

তাঁহার আগমন জানিয়া এবং সেই বিনতানন্দন গরুড়ের ভয়ে পীড়িত হইয়া নাগগণ মহাসুর বলিকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া ভোগবতী পুরীতে চলিয়া যাইলেন। ১০

রাজা বলি ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপাপ্রসাদে বন্ধনমুক্ত হইয়াও রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় অধোমুখ হইয়া চিন্তা করিতে থাকিলে সেই সময় সর্পভোজী গরুড় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১১

গরুড় বলিলেন,—মহাবাহু দানবরাজ। ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, তুমি বন্ধনমুক্ত হইয়া পুত্র, স্বজন ও বান্ধবগণের সহিত পাতাললোকে নিবাস কর। ১২

দানব। তুমি এস্থান হইতে দূই ক্রোশও বাহিরে যাইবে না। যদি এই মর্যাদা ভঙ্গ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ১৩

ইতস্ত্বয়া ন গন্তব্যং গব্যূতিমপি দানব ।
সময়ং যদি ভিন্দ্যাস্ত্বং মূর্দ্ধা তে শতধা ভবেৎ ॥ ৯৩
পক্ষীন্দ্রবচনং শ্রুত্বা দানবেন্দ্রোঽব্রবীদিদম্ ।
স্থিতোঽস্মি সময়ে তস্য অনন্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৯৪
জীবোপায়ং তু ভগবানস্য কিঞ্চিৎ করোতু সঃ ।
ইহস্থোঽহং সুখাসীনো যেনাপ্যায়ে খগেশ্বর ॥ ৯৫
বলেস্তু বচনং শ্রুত্বা গরুত্মানিদমব্রবীৎ ।
পূর্ব্বমেব কৃতস্তেন জীবোপায়ো মহাত্মনা ॥ ৯৬
বর্ত্তয়িষ্যন্তি যে যজ্ঞান্ বিধিহীনানশ্বিজঃ
প্রায়শ্চিত্তমজানন্তো যজ্ঞভাগস্তবৈব ॥ ৯৭
ন তেষাং যজ্ঞভাগং বৈ প্রতিগৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ।
অনেনাপ্যায়িতবলঃ সুখমাত্রং নিবৎস্যসি ॥ ৯৮
সন্দেশমেতং ভগবান্ দত্তবান্ কমলাত্মজঃ ।
দানবেন্দ্র মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যভাবনঃ ॥ ৯৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ইদং স্তবমনন্তস্য সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ।
যঃ পঠেত নরো ভক্ত্যা তস্য নশ্যতি কিল্বিষম্ ॥ ১০০
গোহত্যায়াঃ প্রমুচ্যেত ব্রহ্মঘ্নো ব্রহ্মহত্যয়া ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং কন্যা চৈবেপ্সিতং পতিম্ ॥ ১০১
সংস্থা গর্ভাৎ প্রমুচ্যেত গর্ভিণী জনয়েৎ সুতম্ ।
যে চ মোক্ষৈষিণো লোকে
যোগিনঃ সাঙ্খ্যকাপিলাঃ ॥ ১০২
স্তবেনানেন গচ্ছন্তি শ্বেতদ্বীপমকল্মষাঃ
সর্ব্বকামপ্রদো হ্যেষ স্তবোঽনন্তস্য কীর্ত্ত্যতে ॥ ১০৩
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪
এষ বৈ বামনো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।
বেদবিদ্ভির্দ্বিজৈরেব পঠ্যতে বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ১০৫

পক্ষিরাজ গরুড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবেন্দ্র বলি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—খগেশ্বর। আমি সেই মহাত্মা অনন্তের নির্দিষ্ট মর্য্যাদায় অবস্থান করিতেছি; কিন্তু সেই ভগবান্ আমার জন্য জীবিকানির্ব্বাহের কোনও উপায় স্থির করিয়া দিন, যাহার দ্বারা আমি এস্থানে সুখ পূর্ব্বক অবস্থান করত সর্ব্বদা তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করিতে পারি। ৯৪-৯৫

বলির এই কথা শ্রবণ করিয়া গরুড় বলিলেন,—সেই মহাত্মা পূর্ব্বেই তোমার জন্য জীবিকার উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ৯৬

যে সব ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের কথা না জানিয়া অর্থাৎ যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা বিধিহীন যজ্ঞসকল করিবে, তাহাদের সেই সমস্ত যজ্ঞের সম্পূর্ণ ভাগ তোমারই হইবে। ৯৭

তাহাদের সেই সব যজ্ঞের ভাগ দেবতারা গ্রহণ করিবেন না। ইহার দ্বারা তোমার বলের পুষ্টি হইবে এবং তুমি সদা সুখেই থাকিবে। ৯৮

মহাবাহু দানবরাজ! ত্রিভুবনপালক কমলনয়ন বামনরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে এই সন্দেশ (সংবাদ) প্রদান করিয়াছেন। ৯৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(এই কথা বলিয়া গরুড় চলিয়া যাইলেন।) যে মানুষ ভগবান্ অনন্তের এই সর্ব্বপাপহারী স্তব ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে। ১০০

যদি কোনও মানুষ গোহত্যা ও ব্রাহ্মণবধরূপ পাপও করে, তবে সেই মানুষ এই স্তবের পাঠে সেই গোহত্যা এবং ব্রাহ্মণবধপাপ হইতেও মুক্ত হইয়া যাইবে। এই স্তোত্রের প্রভাবে পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কুমারী কন্যাগণের অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হইবে। ১০১

গর্ভবতী স্ত্রী এই স্তবপাঠে তৎক্ষণাৎ গর্ভের বেদনা হইতে মুক্তি লাভ করে এবং পুত্র প্রসব করে। যে সব যোগী ও কপিলসাংখ্যাবলম্বী পুরুষগণ জগতে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভের বাসনা করিবেন, তাঁহারা এই স্তবের পাঠে পাপ-তাপরহিত হইয়া (শ্রীভগবানের পরমধাম) শ্বেতদ্বীপে গমন করেন। ১০২

ভগবান্ অনন্তের এই স্তব সর্ব্বকামনাপ্রদানকারী বলিয়া কথিত আছে। যে মানব প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ এবং সংযত-চিত্ত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই মানব সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১০৩-১০৪

এই পরমাত্মা শ্রীহরির বামনাবতারের কথা বর্ণনা করা হইল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এইভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর যশ পাঠ করেন। ১০৫

যে রাজা দৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর এই দিব্য বামনাবতারের কথা সদা প্রতি পর্ব্বে ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, সেই রাজা মহাবল বিষ্ণুর ন্যায় নিজের সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকেন, নির্ম্মল যশোভাগী হন এবং বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করেন। ১০৬-১০৭

অস্মিন্ বামনঃ দিব্যঃ প্রাদুর্ভাবঃ মহাত্মনঃ
শৃণুয়ান্নিয়তো ভক্ত্যা সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু ॥ ১০৬
পরান্ বিজয়তে রাজা যথা বিষ্ণুর্মহাবলঃ
যশো বিমলমাপ্নোতি বিপুলং চাপ্যতো বসু । ১০৭
প্রিয়ো ভবতি ভূতানাং সর্ব্বেষাং বামনো যথা
পুত্রপৌত্রাশ্চ বর্দ্ধন্তে আরোগ্যং গুণসম্পদঃ ॥ ১০৮
প্রীয়তে পঠতশ্চাস্য দেবদেবো জনার্দ্দনঃ
সর্ব্বকামসমৃদ্ধশ্চৈব কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১০৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

তিনি ভগবান্ বামনেরই ন্যায় সমস্ত প্রাণিগণের প্রিয় হন এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্র, আরোগ্য ও গুণসম্পদ বর্দ্ধিত হয় । ১০৮

এই শ্রবণপাঠকারী মানুষের উপর দেবাদিদেব ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন হন এবং সেই মানুষ সমস্ত কামনাসমূহে সম্পন্ন হন —এই কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিয়াছেন ।১০৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে রুক্মিণীদেব্যাঃ পুত্রপ্রার্থনা, তস্যৈ আশ্বাসদানং কুর্ব্বতঃ শ্রীভগবতঃ কৈলাসগমনাভিপ্রায়প্রকাশশ্চ ।

জনমেজয় উবাচ ।
কিমর্থং ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ।
গতঃ কৈলাসশিখরমালয়ং শঙ্করস্য চ ॥ ১
নারদাদ্যৈস্তপোবৃদ্ধৈর্মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
তত্র দৃষ্টো মহাদেবঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ ॥ ২
কেশবেন পুরা বিপ্র কুর্ব্বতা তপ উত্তমম্ ।
অর্চ্চিতো দেবদেবেন শঙ্করশ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩
দেবৌ তত্র জগন্নাথৌ দৃষ্টবন্তৌ পুরাতনৌ ।
অর্চ্চয়াঞ্চক্রিরে দেবা ইন্দ্রাদ্যাঃ শঙ্করং হরিম্ ॥ ৪
তৌ হি দেবৌ মহাদেবাবেকীভূতৌ দ্বিধা কৃতৌ ।
একাত্মানৌ জগদ্ধাতৌ সৃষ্টি-সংহারকারকৌ ॥ ৫
পরস্পরসমাবেশাজ্জগতঃ পালনে স্থিতৌ ।
তয়োস্তত্র যথাবৃত্তং কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে ॥ ৬
ঋষয়ঃ কিমচেষ্টন্ত দৃষ্ট্বা তৌ পুরুষোত্তমৌ ।
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ বক্তুমর্হসি সত্তম ॥ ৭
যথা গতো হরির্বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো জিষ্ণুঃ পুরাতনঃ ।
যথা চ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ স্তুতবান্ নাগভূষণঃ ।
এতৎ সর্ব্বং বিপ্রবর ব্রূহি তত্ত্বেন যত্নতঃ ॥ ৮

### ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীদেবীর পুত্র প্রার্থনা এবং তাঁহাকে আশ্বাসদান করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৈলাস-গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ । ]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে । দেবতাদিগেরও দেবতা সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ জনার্দ্দন কি জন্য শঙ্করের নিবাসস্থান কৈলাস-শিখরে গমন করিয়াছিলেন ? ১

তপোবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শী নারদাদি মুনিগণ সেখানে নীললোহিত বর্ণবিশিষ্ট মঙ্গলকারী মহাদেবকে দর্শন করিয়াছেন । ২

বিপ্রবর । আমরা ইহা শুনিয়াছি যে পূর্ব্বে উত্তম তপস্যা করিতে করিতে দেবাদিদেব কেশব সেখানে শঙ্করের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন । ৩

সেখানে পুরাতন দেব জগন্নাথ শ্রীহরি ও হর পরস্পরকে দর্শন করিয়াছিলেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ সেখানে আসিয়া ভগবান্ শঙ্কর ও শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন । ৪

কথিত আছে যে, এই দুই মহাদেব একই, কিন্তু দুই স্বরূপে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন । ইঁহাদের যদিও আত্মা ( স্বরূপ ) একই, তথাপি কার্য্যভেদে এই দুই দেব ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়াছেন । উভয়েই জগতের উৎপত্তির কারণ এবং উভয়েই সৃষ্টি, পালন ও সংহারকারী । ৫

ইঁহারা পরস্পর সমাবিষ্ট হইয়া জগতের পালন-কার্য্যে স্থিত আছেন । উত্তম পর্ব্বত কৈলাসে একত্রে সমবেত ইঁহাদের উভয়ের যেরূপ বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বলুন । ৬

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই দুই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া ঋষিগণ কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন ? এই সব বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে কৃপা করিয়া বলুন । ৭

বিপ্রবর । সর্ব্বব্যাপী, পাপহারী, পুরাতন পুরুষ ও বিজয়শীল সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়াছিলেন এবং সর্পময় ভূষণে বিভূষিত ভগবান্ শঙ্কর

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ যথা কৃষ্ণো গতো নগম্
যথা চ দৃষ্টো দেবেশঃ শঙ্করো বৃষবাহনঃ ॥ ৯
যথা চচার স তপো যথা তে মুনয়ো গতাঃ।
এবং তয়োর্যথা বৃত্তং তথা শৃণু নরোত্তম ॥ ১০
দ্বৈপায়নোঽস্য ভগবান্ যথা প্রোবাচ মাং তথা
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি কেশবং খগবাহনম্ ॥ ১১
যথাশক্তি যথাপ্রজ্ঞং শৃণু যত্নেন সুব্রত।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং নৃশংসায়াতপস্বিনে ॥ ১২
নানধীতায় বক্তব্যং পুণ্যং পুণ্যবতা সদা।
স্বর্গ্যং যশস্যং কল্যাণং বুদ্ধিশুদ্ধিকরং সদা ॥ ১৩
যোগঃ পুণ্যাত্মনাং নিত্যমিদং বেদার্থনিশ্চিতম্।
অনেকারণ্যসংযুক্তং সেবন্তে নিত্যমীদৃশম্ ॥ ১৪
মুনয়ো বেদনিরতা নারদাদ্যাস্তপোধনাঃ।
অত্যদ্ভুতং মহাপুণ্যং বৃত্তং কৈলাসপর্ব্বতে ॥ ১৫

যেরূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমাকে যত্নসহকারে যথাযথভাবে বলুন। ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে কৈলাসপর্ব্বতে গিয়াছিলেন, যেরূপে তিনি দেবেশ্বর বৃষভবাহন ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিয়াছিলেন, যেভাবে তপস্যার আচরণ করিয়াছিলেন, যেভাবে মুনিগণ সেখানে গমন করিয়াছিলেন এবং যেরূপে সেই দুই দেবের বৃত্তান্ত সেখানে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ৯-১০

ভগবান্ বেদব্যাস এই প্রসঙ্গ যেরূপ আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি গরুড়বাহন ভগবান্ কেশবকে নমস্কার করত নিজের বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে সেইরূপে তোমাকে বলিব। ব্রতপালনকারী নরেশ! তুমি যত্নসহকারে তাহা শ্রবণ কর। ১১।

যাহার মধ্যে সেবা করিবার ভাব নাই, তাহাকে এই কথা বলিবে না। এইরূপ যে ব্যক্তি নৃশংস, যে তপস্যা করে না এবং যে কোনও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, এরূপ ব্যক্তিকেও পুণ্যাত্মা বিদ্বান্ পুরুষ এই পবিত্র প্রসঙ্গ উপদেশ করিবে না। ১২।

এই বিষয় স্বর্গপ্রদ, যশোবর্দ্ধক, কল্যাণপ্রাপ্তিকারক এবং সদাই বুদ্ধির শুদ্ধিকারক। ইহা (ভগবান্ বিষ্ণু ও শিবের একতা) বেদার্থের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং পুণ্যাত্মা পুরুষগণের পক্ষে সদা চিন্তা করিবার যোগ্য। ১৩।

শিবয়োর্দেবয়োস্তত্র হরেশ্চৈব শুভস্য চ।
হতেষ্বসুরসঙ্ঘেষু নরকাদিষু ভূমিপ ॥ ১৬
হতেষ্বথ নৃপেন্দ্রেষু কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শত্রুষু
শাসতি স্ম সদা বিষ্ণুঃ পৃথিবীং পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৭
দ্বারবত্যাং জগন্নাথো বসন্ বৃষ্ণিভিরীশ্বরঃ
রুক্মিণ্যা সঙ্গতো দেবো বসংস্তত্র পুরে হরিঃ ॥ ১৮
কদাচিচ্চ তয়া সার্দ্ধং শেতে রাত্রৌ জগৎপতিঃ
বিহৃত্য চ যথাযোগং প্রীতঃ প্রীতিযুক্তা তয়া ॥ ১৯
অথোবাচ তদা দেবী রুক্মিণী রুক্মভূষণা।
পুত্রমিচ্ছামি দেবেশ ত্বত্তো মাধব নন্দনম্ ॥ ২০
বলিনং রূপসম্পন্নং ত্বয়ৈব সদৃশং প্রভো।
বৃষ্ণীনামপি নেতারং বীর্য্যবন্তং তপোনিধিম্ ॥ ২১
সর্ব্বশাস্ত্রার্থকুশলং রাজবিদ্যাপুরস্কৃতম্।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তং দাতুমর্হসি সত্তম ॥ ২২

অনেক আরণ্যক (উপনিষদ্) এর ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। বেদপরায়ণ নারদাদি তপোধন মুনিগণ নিত্য ইহার সেবন (চিন্তন) করেন। ১৪।

ভগবান্ বিষ্ণু ও শিব—এই দুই কল্যাণকারী দেবের কৈলাস পর্ব্বতে একত্র হইবার এই অত্যন্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত পরম পুণ্যময়। ১৫।

রাজন্! নরকাদি অসুরগণ এবং অন্যান্য নৃপগণ নিহত হইলে পর যখন অল্প কিছু সংখ্যক শত্রু অবশিষ্ট রহিল, তখন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত দ্বারকাপুরীতে বাস করিয়া সর্ব্বসমর্থ জগন্নাথ পুরুষোত্তম শ্রীহরি সদা পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর দ্বারা সংযুক্ত সেই নগরে নিবাস করিতেছিলেন। ১৬-১৮

একদিনের ঘটনা, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিযুক্তা রুক্মিণীদেবীর সহিত রাত্রিতে যথোচিত বিহার করিতে করিতে প্রসন্নচিত্তে শয়ন করিয়া আছেন। ১৯

সেই সময় সুবর্ণময় আভরণে বিভূষিতা রুক্মিণীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—দেবেশ্বর! মাধব! আমি আপনার নিকট হইতে আনন্দদায়ক পুত্রলাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি। ২০

প্রভো! এই পুত্র আপনারই সমান রূপবান্, বলবান্, পরাক্রমশালী, তপোনিধি ও বৃষ্ণিকুলের নেতা হইবে। ২১

এই পুত্র সকল শাস্ত্রের অর্থজ্ঞানে নিপুণ এবং রাজবিদ্যা-(ব্রহ্মবিদ্যা) বিদ্গণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবে। সৎপুরুষদিগের

ত্বয়ি সর্বস্য দাতৃত্বং নিত্যমেব প্রতিষ্ঠিতম্
ত্বং হি সর্বস্য কর্তা চ দাতা ভোক্তা জগৎপতিঃ ॥ ২৩
বিশেষতস্তু ভৃত্যানাং শুশ্রূষানিরতাত্মনাম্
বক্তব্যং কিমু দেবেশ যদি ভক্তাস্মি কেশব ॥ ২৪
অনুগ্রাহ্যা যদি স্যামে দেবদেব জগৎপতে ।
দাতুমর্হসি পুত্রং মে বীর্যবন্তং জনার্দন ॥ ২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তো দেবদেবেশঃ প্রিয়য়া প্রীয়মাণয়া ।
তয়া মহিষ্যা রুক্মিণ্যা রুক্মিশত্রুর্যদূদ্বহঃ ॥ ২৬
প্রোবাচ বচনং কালে রুক্মিণীং যাদবেশ্বরঃ ।
দাতাস্মি তাদৃশং পুত্রং যং ত্বমিচ্ছসি ভামিনি ॥ ২৭
নিত্যং ভক্তাসি মে দেবি নাত্র কার্যা বিচারণা
অবশ্যং তব দাস্যামি পুত্রং শত্রুনিবর্হণম্ ॥ ২৮

পুত্রেণ লোকান্ জয়তি সন্তঃ কাময়তা হি যে ।
নরকং পুদিতি খ্যাতং দুঃখঞ্চ নরকং বিদুঃ ॥ ২৯
পুংস্ত্রাণাত্ততঃ পুত্রানিচ্ছন্তি পরত্র চ
অনন্তাঃ পুত্রিণো লোকাঃ পুরুষস্য প্রিয়ে শুভাঃ ॥ ৩০
পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বা স মাতরম্
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে ॥ ৩১
পুত্রবন্তং বিভেতীন্দ্রঃ কিন্নু ভোক্ষ্যত্যয়ং ভবম্ ।
নাপুত্রো বিন্দতে লোকান্ কুপুত্রাদ্ বন্ধ্যতা বরা ॥৩২
কুপুত্রো নরকে যস্মাৎ সুপুত্রাৎ স্বর্গ এব হি
তস্মাদ্ বিনীতং সৎপুত্রং শ্রুতবন্তং দয়াপরম্ ॥৩৩
বিদ্যয়া বিনয়ো যস্মাদ্ বিদ্যাযুক্তং সুধার্মিকম্
ইচ্ছেৎ পুত্রং পুত্রকামঃ পুরুষো বুদ্ধিমান্ বুধঃ ॥ ৩৪
তস্মাদ্দাস্যামি তে পুত্রং বিদ্যাবন্তং সুধার্মিকম্ ।
এষ গচ্ছামি পুত্রার্থং কৈলাসং পর্বতোত্তমম্ ॥ ৩৫

---

মধ্যে শ্রেষ্ঠ পতিদেব! আপনি আমাকে এইরূপ গুণসমূহে সম্পন্ন পুত্র প্রদান করুন ॥ ২২

আপনার মধ্যে সদাই সব কিছু প্রদান করিবার শক্তি বিদ্যমান আছে; কারণ, আপনি সকলের কর্তা, দাতা, ভোক্তা ও জগদীশ্বর ॥ ২৩

দেবেশ্বর! কেশব! বিশেষতঃ যাঁহারা আপনার ভৃত্য এবং সদা নিয়মপূর্বক আপনার সেবায় মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি অভীষ্ট বর প্রদান করিবেন, ইহার জন্য আর বলিবার কি আছে? দেবদেব! জগৎপতে! জনার্দন! যদি আমি আপনার ভক্ত হই এবং যদি আপনার আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তবে আপনি আমাকে এক পরাক্রমশালী পুত্র প্রদান করুন ॥২৪-২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের প্রসন্নচিত্তা প্রিয়া মহিষী রুক্মিণীদেবী এই কথা বলিলে পর রুক্মীর শত্রু, যদুকুলতিলক, দেবদেবেশ্বর এবং যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন,—ভামিনি! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, সেরূপ পুত্রই আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ২৬-২৭

দেবি! তুমি সদাই আমার ভক্ত, এবিষয়ে বিচার করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে অবশ্যই শত্রুনাশক পুত্র প্রদান করিব ॥ ২৮

সুহৃৎ পুরুষ পুত্রের দ্বারা সেই সব লোককে জয় করে, যে সব লোক পুরুষগণের ইচ্ছানুসারে ফল দান করিয়া থাকে। নরক 'পুৎ' এই নামে বিখ্যাত এবং দুঃখকেও নরক বলিয়াই মহাপুরুষগণ জানেন ॥ ২৯

সেই 'পুৎ' নামক নরক বা দুঃখ হইতে পিতা-মাতাকে পরিত্রাণ করে বলিয়া কি ইহলোক কি পরলোকে সকলেই পুত্রের কামনা করে। প্রিয়ে! পুত্রবান্ পুরুষের অনন্ত শুভ লোক বিদ্যমান আছে ॥ ৩০

পতিই গর্ভ হইয়া পত্নীর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই গর্ভের তিনিই মাতা হন। তাঁহার গর্ভে নূতন শরীর ধারণ করত তিনি (পতি) পুনরায় দশম মাসে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩১

পুত্রবান্‌কে দেখিয়া ইন্দ্রও ভীত হন। তিনি চিন্তা করেন, জানি না—এই ব্যক্তি আমার কোন্ দৈবত উপভোগ করিবে? পুত্রহীন মানুষ পুণ্য লোকসমূহ প্রাপ্ত হয় না; তবে কুপুত্রের জন্মগ্রহণ অপেক্ষা বন্ধ্যা হইয়া থাকা বরং ভাল ॥ ৩২

যেহেতু কুপুত্র নরকে পাতিত করে এবং সুপুত্র হইতে স্বর্গও সুলভ হয়, সেইহেতু বিনয়শীল, বিদ্বান্ ও দয়ালু সৎপুত্রের কামনা করা উচিত ॥ ৩৩

বিদ্যার দ্বারা যেহেতু বিনয় প্রাপ্তি হয়, সেইহেতু পুত্রকামী প্রজ্ঞাশীল বিদ্বান্ পুরুষ বিদ্যাযুক্ত পরম ধার্মিক পুত্রলাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন ॥ ৩৪

অতএব আমি তোমাকে বিদ্বান্ ও পরম ধর্মাত্মা পুত্র প্রদান করিব। পুত্র প্রাপ্তির জন্য এখন আমি উত্তম পর্বত কৈলাসে গমন করিব ॥ ৩৫

তত্রোপাস্য মহাদেবং শঙ্করং নীললোহিতম্
ততো লপ্স্যামি পুত্রং তে তথাভূতমিতি স্থিতাং ॥ ৩৬
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ তথং শঙ্করমব্যয়ম্
তোষয়িত্বা বিরূপাক্ষমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ৩৭
গমিষ্যামাত্মনৈব দ্রষ্টুং শঙ্করমব্যয়ম্
স চ মে দাস্যতে পুত্রং তোষিতস্তপসা ময়া ॥ ৩৮
তত্র গত্বা মহাদেবং নমস্কৃত্য সহোময়া।
প্রবিশ্য বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীম্ ॥ ৩৯
অগ্নিহোত্রাকুলাং দিব্যাং গঙ্গাম্বুপ্লাবিতাং সদা
মৃগপক্ষিসমাযুক্তাং সিংহব্যাঘ্রশতাকুলাম্ ॥ ৪০
বদরীফলসম্পূর্ণাং বানরক্ষোভিতদ্রুমাম্।
বেত্রাক্রান্তমহাবৃক্ষাং কদলীখণ্ডমণ্ডিতাম্ ॥ ৪১
মুনিভির্বেদতত্ত্বার্থবিচারনিপুণৈঃ সদা
বেদনিশ্চিততত্ত্বার্থৈঃ প্রমাণকুশলৈর্বৃতাম্ ॥ ৪২
ইদমেকমিদং তত্ত্বমিতি নিশ্চিতমানসৈঃ
উপাস্যমানামত্যন্ত সিদ্ধৈঃ সিদ্ধার্থতৎপরৈঃ ॥ ৪৩
ইতিহাসপুরাণজ্ঞৈঃ সেব্যমানাং মহর্ষিভিঃ।
গচ্ছদ্ভিঃ স্বর্গনিলয়ং পরিত্যজ্য কলেবরম্ ॥ ৪৪
প্রসিদ্ধাং মহতীং দেবীং যাস্যামি শুক্লতালয়াম্।
ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

---

সেখানে নীললোহিতবর্ণবিশিষ্ট মহাদেব শঙ্করের উপাসনা করিয়া প্রাণিগণের হিতে নিরত ভগবান্ শিবের নিকট হইতে তোমার জন্য পুত্রলাভ করিব অর্থাৎ পুত্রবর প্রার্থনা করিব ॥ ৩৬

তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা সকলের উৎপাদক অবিনাশী অজন্মা সর্বব্যাপী আদিদেব বিরূপাক্ষ ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করত আমি তাঁহার নিকট হইতে পুত্রবর প্রার্থনা করিব ॥ ৩৭

আমি আজই অবিনাশী ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব। আমার দ্বারা কৃত তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাকে পুত্র প্রদান করিবেন ॥ ৩৮

সেখানে যাইয়া আমি উমাসহ মহাদেবকে নমস্কার করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্বে আমি মুনিগণের দ্বারা সেবিতা তপোময়ী পুণ্যভূমি বদরীতে (বদরিকাশ্রমে) প্রবেশ করিব, যেখানে অগ্নিহোত্রের ধূমে পরিব্যাপ্ত আছে। সেই দিব্য ভূমি সদা গঙ্গার জলে প্লাবিত রহিয়াছে। সেখানে পশু ও পক্ষিগণের সমূহ সর্বদিকে বিচরণ করে এবং শত শত সিংহ ও ব্যাঘ্রও সেখানে রহিয়াছে ॥ ৩৯-৪০

সেইস্থান বদরীর ফলসমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বানরগণ সেখানের বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করে। সেখানের বড় বড় বৃক্ষের উপর বেত্রলতাসমূহ উত্থিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে যত্র তত্র কদলীর উপবন শোভিত আছে ॥ ৪১

বেদের তাত্ত্বিক অর্থ বিচার করিতে নিপুণ, বেদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের জ্ঞাতা ও প্রমাণকুশল মুনিগণ সদা সেখানে বাস করেন ॥ ৪২

ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ত্ব ও ইহা পরমার্থ—এইভাবে মনের দ্বারা নিশ্চয়কারী সিদ্ধার্থপরায়ণ সিদ্ধগণ যত্র তত্র সেই ভূমির উপাসনা করেন ॥ ৪৩

যাঁহারা শরীর ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, সেই ইতিহাস পুরাণবিৎ মহর্ষিগণ সেই ভূমির সেবা করেন ॥ ৪৪

এইরূপে সেই প্রসিদ্ধ পুণ্যময়ী দিব্য ও বিশাল বদরীতীর্থে গমন করিব। এই কথা বলিয়া দেবাদিদেব ভগবান্ জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ নীরব হইলেন ॥ ৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে কৈলাস-যাত্রাবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদবসভায়াং স্বীয়-কৈলাসযাত্রায়া অভিপ্রায়ং প্রকাশয়তো নগররক্ষণায় যাদবেভ্যঃ সাবধানেনাবস্থাতুমুপদেশদানম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং সন্ধ্যামেত্য জনার্দ্দনঃ।
হুতাগ্নিঃ কৃতকল্যাণঃ সদাপুণ্যপ্রদক্ষিণঃ॥ ১
দত্ত্বা দানং দ্বিজেন্দ্রেভ্যো নমস্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্।
আস্থানমণ্ডপং কৃষ্ণঃ প্রবিবেশ জগৎপতিঃ॥ ২
আসনং মহদাস্থায় বৃষ্ণীন হুয় সর্ব্বশঃ
বলভদ্রং শিনেঃ পুত্রং হার্দ্দিক্যং শুকসারণৌ॥ ৩
উগ্রসেনং মহাবুদ্ধিমুদ্ধবং নীতিমত্তরম্।
যথা বুদ্ধিং সমাশ্রিত্য জীবন্তে যাদবাঃ সুখম্॥ ৪
নেতা চ যদুবৃষ্ণীনাং স তু ধর্ম্মপরঃ সদা।
যথা বিভাতি দেবাস্ত নীতেস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ৫
যথা বুদ্ধিবলাদ্ বিষ্ণুঃ শশাস পৃথিবীং সদা।
তঞ্চ বৃষ্ণিবরং বীরমুদ্ধবং দেবগুরুপ্রভম্॥ ৬

অন্যানপি যদূন্ সর্ব্বানুবাচ ভগবান্ হরিঃ
শৃণ্বন্তু মম বাক্যানি যাদবাঃ সর্ব্ব এব হি
শৃণু চাপি বচো মহ্যং পিতুরুদ্ধব মে সখে॥ ৭
বাল্যাৎ প্রভৃতি যো যত্নো মম দুষ্টনিবর্হণে
প্রত্যক্ষং ভবতা দৃষ্টঃ পূতনানিধনং নৃপ॥ ৮
কেশী চ নিহতো বাল্যে ময়া বালেন যাদবাঃ
গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ শৈলো গাবশ্চ পরিপালিতাঃ॥ ৯
অভিষিক্তোঽস্মি শক্রেণ দেবানামগ্রতঃ স্থিতঃ
কংসোঽপি নিধনং নীতো ময়া চাণূর-মুষ্টিকৌ॥ ১০
উগ্রসেনোঽভিষিক্তশ্চ কৃতা দ্বারবতী ময়া।
অন্যে চাপি নৃপা রাজন্ বলিনো নিহতা ময়া॥ ১১
যোঽপি বীরো জরাসন্ধো নিগৃহীতো বলান্ময়া
ভীমেন বলিনা রাজন্যেন মম যাদবাঃ॥ ১২

## চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাদবসভায় নিজের কৈলাসযাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে করিতে নগর রক্ষার জন্য যাদবগণকে সাবধানে থাকিবার উপদেশ দান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাত হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিহোত্র কর্ম করিয়া মঙ্গলাচারের পর ব্রাহ্মণগণকে উত্তম দক্ষিণা দান করত তাঁহাদিগকে বহু ধেনু দান করিয়া এবং সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ আস্থানমণ্ডপে (সভা-ভবনে) প্রবেশ করিলেন। ১-২

সেখানে মহাসিংহাসনে উপবেশন করত তিনি সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণকে আহ্বান করিলেন। বলভদ্র, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, শুক, সারণ, রাজা উগ্রসেন এবং সেই মহাবুদ্ধিমান্ ও নীতিশাস্ত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ উদ্ধবকেও আহ্বান করিলেন, যাঁহার বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সমস্ত যাদবগণ সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। ৩-৪

এই উদ্ধব সদা ধর্মপরায়ণ ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণের নেতা ছিলেন। এই মহাত্মার নীতিকে দেবগণও সদা ভয় করেন। ৫

যাঁহার বুদ্ধিবলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদা পৃথিবী শাসন করেন। যিনি দেবগণের সমান কান্তিমান্ এবং বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর ছিলেন, সেই উদ্ধবকে ও অন্যান্য যাদবগণকে আহ্বান করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের সকলকে বলিলেন। ৬

সমস্ত যাদবগণই আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার পিতার মিত্র উদ্ধব! আপনিও আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৭

নৃপ উগ্রসেন! বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমি দুষ্টগণকে সংহার করিবার জন্য যে প্রযত্ন করিয়াছি, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। যাদবগণ! বাল্যাবস্থায় বালকরূপে আমি পূতনাকে সংহার করিয়াছি, কেশীকে বিনাশ করিয়াছি, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছি এবং গোধনকে রক্ষা করিয়াছি। ৮-৯

আমাকে দেবগণের অগ্রে রাখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমি কংসকেও নিহত করিয়াছি এবং চাণূর ও মুষ্টিককেও সংহার করিয়াছি। ১০

মহারাজ উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিয়াছি ও দ্বারকাপুরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছি। রাজন্! অন্যান্য বলবান্ নরপতিগণও আমার দ্বারা নিহত হইয়াছেন। ১১

যাদবগণ ও রাজন্ উগ্রসেন! যে বীর রাজা জরাসন্ধ ছিল, তাহাকেও আমি বলশালী ভীমসেনের দ্বারা বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছি। আমারই নীতি অনুসারে জরাসন্ধের বিনাশ হইয়াছে। ১২

শৃগালো নিহতঃ সংখ্যে গোমন্তাদ্ গচ্ছতা ময়া।
যোঽপি বীরো দুরাত্মাসৌ দানবো নরকো হতঃ ॥ ১৩
নিষ্কণ্টকমিমং লোকং কৃতবান্ রাজসত্তমাঃ।
কিন্তু বীরো নৃপো জজ্ঞে সখা ভৌমস্য বান্ধবাঃ ॥ ১৪
পৌণ্ড্রো বীর্যবতাং নেতা শ্রেষ্ঠো চাসৌ সদা মম।
শিষ্যো দ্রোণস্য রাজেন্দ্রো বলী ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ কৃতী ॥ ১৫
শাস্ত্রজ্ঞো নীতিমান্ সাক্ষান্নেতা সর্বস্য যত্নবান্।
যোদ্ধা যুদ্ধপ্রিয়ো রাজা জামদগ্ন্য ইবাপরঃ ॥ ১৬
একান্তশত্রুরস্মাকং ছিদ্রান্বেষী সদা মম
বাধিষ্যতে পুরীং যোদ্ধুং ছিদ্রং যদি লভেত সঃ ॥ ১৭
ন হ্যল্পসাধ্যো বলবান্ পুণ্ড্রকো নৃপোত্তমাঃ।
যত্তা ভবদ্ভিস্তিষ্ঠধ্বং প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥ ১৮
যথা ন বাধতে রাজা পুরীং যদুকুলাশ্রয়াম্
অহং তু যাস্যে কৈলাসং কস্মিংশ্চিৎ কারণান্নৃপাঃ ॥ ১৯
শঙ্করং দ্রষ্টুকামোঽস্মি ভূতভাবনভাবনম্।
যাবদাগমনং মহ্যং তাবদ্ যত্তা ভবিষ্যথ ॥ ২০
ময়া বিরহিতাং চেমাং যদি জানাতি পুণ্ড্রকঃ
আগমিষ্যতি রাজেন্দ্রো যোৎস্যতে চ পুরীমিমাম্ ॥ ২১
ইমাং নিরুধ্য নগরীং কর্ত্তুং শক্নোতীতি চ মে মতিঃ
যত্তা ভবত রাজেন্দ্রাঃ শস্ত্রৈঃ পানৈঃ পরিচ্ছদৈঃ ॥ ২২
পাষাণৈঃ কর্ষণীয়ৈশ্চ সন্নদ্ধা ভবত যন্ত্রকৈঃ।
পিধায় চ কপাটানি মহাদ্বারাণি যত্নতঃ ॥ ২৩
এক এব মহাদ্বারো গমনাগমনে সদা।
মুদ্রয়া সহ গচ্ছন্তু রাজ্ঞো যে গন্তুমীপ্সবঃ ॥ ২৪
ন চামুদ্রঃ প্রবেষ্টব্যো দ্বারপালস্য পশ্যতঃ
যাবদাগমনং মহ্যং তাবদেবং ভবিষ্যতি ॥ ২৫
মৃগয়া নাত্র কর্ত্তব্যা ন চ ক্রীড়া বহিঃ পুরাৎ।
স্নাতব্যাশ্চ পরে যে চ গমনাগমনে সদা ॥ ২৬

গোমন্ত পর্বত হইতে আসিবার সময় আমি যুদ্ধে রাজা শৃগালকে বধ করিয়াছি এবং যে দুরাত্মা বীর দানব নরকাসুর ছিল, তাহাকেও আমি নিহত করিয়াছি ॥ ১৩

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজগণ! এইভাবে আমি এই লোককে নিষ্কণ্টক (শত্রুহীন) করিয়াছি। কিন্তু যে নরকাসুরের সখা, সেই বীর রাজা পৌণ্ড্রক এখনও জীবিত আছে। সে বলবান্ নৃপগণের নেতা এবং আমাকে সর্বদা দ্বেষ করে ॥ ১৪

রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রক দ্রোণাচার্যের শিষ্য, বলবান্, ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, রণকর্মকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিমান্, সকলের সাক্ষাৎ নেতা, যত্নশীল, যোদ্ধা ও দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় রাজা ॥ ১৫-১৬

সে আমার একান্ত শত্রু এবং সর্বদা আমার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে। যদি সে অল্পও ছিদ্র পায়, তবে সে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া দ্বারকাপুরীকে আক্রমণ করিবে ॥ ১৭

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! পুণ্ড্রদেশের বলবান্ রাজা পৌণ্ড্রক অল্প সাধনের দ্বারা বশীভূত হইবার নহে। অতএব আপনারা সকলে সদা ধনুর্ধারণ করিয়া থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, যাহাতে যদুকুলের নিবাসভূমি দ্বারকাপুরীকে সেই রাজা পৌণ্ড্রক কোনরূপ বাধা দিতে না পারে ॥ ১৮

নরপতিগণ! আমি কোনও কারণবশতঃ কৈলাসপর্বতে গমন করিব। সেখানে যাইয়া সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি ও পালনকারী ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যতকাল না আমি ফিরিয়া আসি, ততকাল আপনারা সকলে এখানে নগরের রক্ষার জন্য সতত সাবধান হইয়া থাকিবেন ॥ ১৯-২০

যদি রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রক ইহা জানিতে পারে যে, আমি দ্বারকাপুরীতে নাই, তাহা হইলে সে অবশ্যই আক্রমণ করিবে এবং এই নগরীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবে ॥ ২১

রাজেন্দ্রগণ! আমি এরূপ মনে করি যে, অসাবধানতার সুযোগ পাইলে পৌণ্ড্রক এই নগরীকে বাধাযুক্ত করিতে পারে; অতএব আপনারা সকলে অস্ত্র, পান ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন ॥ ২২

পাষাণ ও আকর্ষণকারী যন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্বদা আপনারা সজ্জিত হইয়া থাকিবেন। বড় বড় তোরণের দ্বারসমূহের কপাটগুলি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যত্নসহকারে পুরীকে রক্ষা করিবেন ॥ ২৩

নগর হইতে বাহিরে যাতায়াতের জন্য সর্বদা একটি তোরণ-দ্বারই ব্যবহার করিবেন। যাহারা বাহিরে যাইতে চাহিবে, তাহারা রাজার মুদ্রা (পাস) লইয়া গমন করিবে ॥ ২৪

যাহার নিকটে রাজার মুদ্রা থাকিবে না, সে দ্বারপালের সাক্ষাতে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যতকাল না আমি ফিরিয়া আসি, ততকাল এইরূপ ব্যবস্থা চালু থাকিবে ॥ ২৫

ইহার মধ্যে মৃগয়া করা চলিবে না এবং নগরের বাহিরে

এবমাদিক্রিয়া কার্য্যা যাবদাগমনং মম।
ইত্যুক্ত্বা যাদবান্ সর্ব্বান্ সাত্যকিং পুনরাহ চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

বাহিরে ভ্রমণ করা চলিবে না। পরমাগমনের সময় সর্ব্বদা নিজেদের ও পরের বিষয়ে পরিচয় গ্রহণ করিবে। ২৬

আমার যতকাল না আগমন হয়, ততকাল এই সব কার্য্য চলিতে থাকিবে। সমস্ত যাদবগণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সাত্যকিকে বলিলেন। ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রা-বিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নগররক্ষাবিষয়ে সাত্যকিনোদ্ধবেন চ সহালোচনা, বলরামাদি-যাদবানামুপরি নগররক্ষায়া ভারং সমর্প্য কৈলাসযাত্রায়াঃ প্রস্তুতিশ্চ। ]

শ্রীভগবানুবাচ।

সাত্যকে শৃণু মদ্ বাক্যং যত্তো ভব যুধাং বর।
ত্বং তু খড়্গী গদী ভূত্বা চাপপাণিস্তনুত্রবান্ ॥ ১
তিষ্ঠ যত্তেন রক্ষস্ব পুরীং বহুনৃপাশ্রয়াম্।
ন চ নিদ্রা ত্বয়া কার্য্যা রাত্রৌ যদুকুলপ্রভো ॥ ২
ন চ ব্যাখ্যা ত্বয়া কার্য্যা শাস্ত্রাণাং শাস্ত্রতৎপর।
ন চ বাদস্ত্বয়া কার্য্যো বাদিভিঃ সহ বৃষ্ণিপ ॥ ৩
ত্বং হি যোদ্ধা বলী জ্ঞাতা ধনুর্বেদার্থবেদবিৎ।
তথা কুরু যথা বীর নোপহাস্যা ভবেদিয়ম্ ॥ ৪

সাত্যকিরুবাচ।

করিষ্যামি বচস্তুভ্যং যথাশক্তি জনার্দ্দন।
আজ্ঞা তব জগন্নাথ ধার্য্যা মূর্দ্ধ্নি মে সদা ॥ ৫
ভৃত্যবৎ প্রচরিষ্যামি কামপালস্য মাধব।
যাবদাগমনং তুভ্যং তাবৎ স্থাস্যামি যত্নতঃ ॥ ৬
প্রসাদস্তব গোবিন্দ যদি স্যান্ময়ি মাধব।
কিং নাম মে চ দুঃসাধ্যং শত্রূণাং নিগ্রহে রণে ॥ ৭
যদি শক্রং যমং বাপি কুবেরমপি পাশিনম্।
সর্ব্বানেতান্ বিজেষ্যামি কিমু পৌণ্ড্রং নৃপোত্তমম্ ॥ ৮
গচ্ছ কার্য্যং কুরুষ্বেদং যত্তোঽহং সততং হরে।
উদ্ধবং পুনরাহেদং কৃষ্ণঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ ॥ ৯

### পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নগররক্ষাবিষয়ে সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত আলোচনা এবং বলরামাদি যাদবগণের উপর নগররক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া কৈলাসযাত্রার প্রস্তুতি।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকে! আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি বর্ম কবচ ধারণ করিয়া হস্তে তরবারি, গদা ও ধনু গ্রহণ করত নগরীর রক্ষার জন্য প্রযত্নশীল হও। ১

যদুকুলতিলক প্রভাবশালী বীর! দ্বারকাপুরী বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়গণের নিবাস ভূমি। তুমি যত্নসহকারে অবস্থান কর এবং ইহাকে রক্ষা কর। তুমি সারারাত্রি নিদ্রা যাইবে না। ২

শাস্ত্রপরায়ণ সাত্যকে! আজ হইতে তুমি শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা কার্য্যে নিরত থাকিবে না। বৃষ্ণিবংশপালনকারী বীর! এখন তুমি বাদিগণের সহিত কোনও বাদ লইয়া আলোচনাও করিবে না। ৩

বীর! তুমি যোদ্ধা, বলবান্, জ্ঞানী ও ধনুর্বেদনামক উপবেদেও বিদ্বান্। অতএব তুমি এরূপ প্রযত্ন করিবে, যাহাতে এই পুরী উপহাসের পাত্র না হইতে পারে। ৪

সাত্যকি বলিলেন,—জনার্দ্দন! আমি যথাশক্তি আপনার এই সব বাক্য পালন করিব। জগন্নাথ! আমার সম্বন্ধে সদাই আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য এবং কর্ত্তব্য। ৫

মাধব! আমি ভৃত্যের ন্যায় বলরামের আজ্ঞার অনুসরণ করিব। যতকাল না আপনার আগমন হয়, ততকাল আমি যত্নসহকারে এই পুরীর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিব। ৬

গোবিন্দ! মাধব! যদি আপনার কৃপা আমার উপর থাকে, তবে রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে দমন করা এমন কি কার্য্য, যাহা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইতে পারে। ৭

যদি ইন্দ্র, যম, কুবের ও পাশধারী বরুণও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন, তবে আপনার কৃপায় আমি এই সবকেও জয় করিব; সুতরাং নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রককে পরাজিত করা আর এমন কি কার্য্য। হরে! আপনি গমন করুন এবং আপনার অভীষ্ট এই কার্য্য সম্পাদন করুন। আমি সতত সাবধানে থাকিব। ৮৷৯

তাহার পর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উদ্ধবকে এই কথা

শৃণুষ্ব ত্বং বাক্যং মে কুর্য্যাশ্চৈতৎ প্রযত্নবান্ ।
রক্ষ্যা নয়েন রাজেন্দ্র পুরী দ্বারবতী ত্বয়া ॥ ১০

যত্তো ভব সদা তাত কুরু সাহায্যমত্র নঃ ।
লব্ধঃ মম সমুৎপন্না বদতস্তব সাম্প্রতম্ ॥ ১১

ত্বং হি নেতা সমস্তস্য বিদ্যাপারস্য সর্ব্বতঃ
কো নু শক্নোতি মেধাবী বক্তুং বিদ্যাবতঃ পুরঃ ॥ ১২

যৎ কার্য্যং ভবান্ বেত্তি হ্যকার্য্যং বাপি সর্ব্বতঃ ।
অতোঽহং বিরমে তাত বক্তুং সম্প্রতি বৃষ্ণিপ ॥ ১৩

উদ্ধব উবাচ ।

কিমিদং তব গোবিন্দ বর্ত্ততে মাং প্রতি প্রভো ।
অহো প্রসন্নতা মহ্যং কিন্তু প্রীতিরিয়ং তব ॥ ১৪

জানাম্যহং জগন্নাথ প্রসাদস্যৈব বিস্তরঃ ।
যস্য প্রসন্নো ভবতি তস্য কিং নাস্তি কেশব ॥ ১৫

ত্বং হি সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তা ধর্ত্তা প্রধানতঃ ।
প্রভবঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং বক্তা শ্রোতা প্রমাণবিৎ ॥ ১৬

ধ্যাতা ধ্যানময়ো ধ্যেয় ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ।
জেতা দেবরিপূণাঞ্চ গোপ্তা নাকসদাং ভবান্ ॥ ১৭

ত্বমাধ্য বয়মেবেতি জীবামো নিবৃতদ্বিষঃ ।
ইয়ং নীতিরহং মন্যে নেতা নীতেস্ত্বং ভবান্ ॥ ১৮

কো নু নাম নয়ো বেদ ত্বাং বিনা সাম্প্রতং বদ
নীতিস্ত্বং সর্ব্বকার্য্যাণামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৯

দুর্গাঢ়ো নয়মার্গোঽয়মিত্যাহুস্তদ্বিদো জনাঃ
চতুর্দ্ধা প্রোচ্যতে নীতিঃ সামদানে জনার্দ্দন ॥ ২০

দণ্ডো ভেদো মনুষ্যাণাং নিগ্রহাবগ্রহে সদা ।
দণ্ড্যেষু দণ্ডমিচ্ছন্তি সামান্তং তু নয়ে হরে ॥ ২১

বলবৎস্বথ দানং তু ন্যায়্যাণামগ্যগোচরে
প্রয়োক্তব্যো মহাভেদ ইতি নীতিমতাং মতম্ ॥ ২২

তেষু তেষ্বথ সর্ব্বেষু প্রমাণং ত্বাং বিদুর্ব্বুধাঃ ।
কিমত্র বহুনোক্তেন সর্ব্বং ত্বয়ি সমর্পিতম্ ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব উদ্ধবো নীতিমত্তরঃ ।
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুরেবমেব নৃপোত্তম ॥ ২৪

---

বলিলেন,—উদ্ধব। আমার বাক্য শ্রবণ করুন এবং যত্নসহকারে তাহা পালন করুন। ১০

রাজেন্দ্র! আপনি নিজের নীতির দ্বারা এই দ্বারকাপুরীকে রক্ষা করিবেন। তাত! আপনি সদা সাবধানে থাকিবেন এবং এই বিষয়ে আপনি আমাদের সহায়তা করুন। এই সময় এখানে সব কথা বলিতে আমার মনে চেষ্টা হইতেছে। ১০-১১

যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহাদের সকলের আপনিই নেতা। কোন্ মেধাবী পুরুষ আপনার ন্যায় বিদ্বানের সমক্ষে কোনও কথা বলিতে সমর্থ হইবে? ১২

যাহা করণীয় কার্য্য, তাহা আপনি জানেন। যাহা সর্ব্বথা অকরণীয়, তাহাও আপনার অজ্ঞাত নাই; অতএব বৃষ্ণিবংশ-পালনকারী তাত! আমি এখন কোনও কিছু বলা হইতে বিরত হইলাম। ১৩

উদ্ধব বলিলেন,—গোবিন্দ! প্রভো! আমার প্রতি আপনার মুখ হইতে এখন এরূপ কি সব কথা নির্গত হইতেছে? অহো! ইহা অবশ্য আমার পক্ষে প্রসন্নতারই বিষয়; কিন্তু ইহা আপনার প্রেমই এইরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ১৪

জগন্নাথ! আমি বুঝিতেছি যে, ইহা আমার উপর আপনার কৃপার বিস্তারই ব্যক্ত হইতেছে। কেশব! যাহার উপর আপনি প্রসন্ন হন, তাহার মধ্যে কিনা বৈশিষ্ট্য আছে? ১৫

আপনিই সমস্ত জগতের প্রধানতঃ স্রষ্টা ও সংহারক। আপনিই সমস্ত কার্য্যের কারণ, বক্তা, শ্রোতা ও প্রমাণবিদ্। ১৬

ব্রহ্মজ্ঞানী মুনিগণ আপনাকেই ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়রূপে জানেন। আপনি দেবদ্রোহীদিগের জেতা ও স্বর্গবাসিগণের রক্ষক। ১৭

আমাদের ত' আপনিই স্বামী ও সংরক্ষক, সেইজন্যই আমরা জীবিত আছি এবং আমাদের শত্রুরা নিহত হইয়াছে। ইহাই আমার নীতি ও ইহাকেই আমি মান্য করি; কারণ, আপনিই সকল নীতির নেতা। ১৮

বেদস্বরূপ পরমাত্মন্! বলুন, এই সময় আপনি ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ নীতিমার্গের দ্রষ্টা আছেন? আমার ত' এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, আপনিই সমস্ত কার্য্যের নীতি। ১৯

এই নীতিমার্গে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন, এরূপই নীতিজ্ঞ পুরুষগণ বলেন। জনার্দ্দন! চার প্রকারের নীতি কথিত আছে—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ। মনুষ্যগণের নিগ্রহ (অপরের দ্বারা নিজের অবরোধ) এবং অবগ্রহ (নিজের দ্বারা অপরের অবরোধ) হইলে পরই সদা এই চার নীতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। হরে! যাহারা দণ্ডনীয় (দুর্বল), সেই লোকদের

কামপালং মহাবাহুমুবাচ যদুসংসদি
উগ্রসেনং নৃপং রাজংস্তথা হার্দ্দিক্যমেব চ ॥ ২৫
কামপালং পুনর্বিষ্ণুরিদং প্রোবাচ তত্ত্ববিৎ
ন প্রমাদস্ত্বয়া কার্য্যঃ সর্ব্বদা বলবান্ ভব ॥ ২৬
স্থিতে ত্বয়ি মহাবাহো কা পীড়া জগতো ভবেৎ ।
গদী ভব সদা কার্য্যা ন ক্রীড়া সর্ব্বদা ভবেৎ ॥ ২৭
রক্ষ ত্বং সর্ব্বদা যত্নাৎ পুরীং দ্বারবতীং প্রভো ।
নোপহাস্যা যথা স্যাম তথা কুরু গদী ভব ॥ ২৮
উৎসাহঃ সর্ব্বদা কার্য্যো নিরুৎসাহো ন যত্নতঃ ।
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ রামঃ কৃষ্ণং বৃষ্ণিকুলোদ্বহম্ ॥ ২৯
বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্ব এবৈতে স্বং স্বং সদ্ম সমাযযুঃ ।
গন্তুমৈচ্ছজ্জগন্নাথঃ কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাস-যাত্রায়াং পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

---

প্রতি নীতিজ্ঞ পুরুষেরা দণ্ড-নীতিরই প্রয়োগের ইচ্ছা করেন এবং নীতির সমতা হইলে পর অর্থাৎ শত্রু নিজের সমান বলশালী হইলে পর তাহার প্রতি সাম নীতিরই প্রয়োগ অভীষ্ট বলিয়া মানা হয় ॥ ২০-২১

শত্রুরা যদি বলশালী হয়, তবে তাহাদের প্রতি দান-নীতির প্রয়োগ করা উচিত (অর্থাৎ তাহাদিগকে নানা উপহারসামগ্রী দিয়া শান্ত করা আবশ্যক)। যেখানে সাম, দান ও দণ্ড—এই তিন নীতির প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকিবে না অর্থাৎ এই তিন নীতি কার্য্যকরী হইবে না, কেবল সেই স্থানেই 'ভেদ' নীতির প্রয়োগ করা উচিত, ইহাই নীতিজ্ঞ পুরুষগণের অভিমত ॥ ২২

সেই সেই সব নীতিসমূহে বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই প্রমাণ বলিয়া জানেন (অর্থাৎ আপনি যে সময়ে যেরূপ নীতির প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে সেই নীতিরই প্রয়োগ উচিত ছিল, এরূপ নীতিজ্ঞ পুরুষগণ মনে করেন।) এখানে আর বহু কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? সমস্ত জ্ঞান আপনাতেই সমর্পিত হইয়া আছে ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া অতিশয় নীতিমান্ উদ্ধব নীরব হইলেন। রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে যাদব-সভায় মহাবাহু বলরাম, মহারাজ উগ্রসেন এবং কৃতবর্ম্মাকেও পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলরামকে বলিলেন,—তাত! আপনি প্রমাদ করিবেন না। আপনি সর্ব্বদা নগরীর রক্ষার জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকিবেন ॥ ২৪-২৬

মহাবাহো! আপনি যদি রক্ষাকার্য্যে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জগৎকে কে পীড়া দিতে সমর্থ হইবে? আর্য্য! এখন সদা গদা ধারণ করুন, সর্ব্বদা ক্রীড়া ও মনোরঞ্জনের সময় এখন নয় ॥ ২৭

প্রভো! আপনি সদা যত্নপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীকে রক্ষা করুন। যাহাতে আমরা উপহাসের যোগ্য না হই, এরূপ প্রযত্ন করিবেন এবং গদা ধারণ করত সদা উদ্যোগী হইয়া থাকিবেন ॥ ২৮

আপনি সর্ব্বদা উৎসাহসম্পন্ন থাকিবেন এবং কখনও উৎসাহের অভাব না হয়, এরূপ যত্ন করিয়া যাইবেন। তখন বলরাম বৃষ্ণিবংশধর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে ॥ ২৯

তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। তারপর জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতোত্তম কৈলাসে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৩০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

( গরুড়ারূঢ়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য বদরিকাশ্রমে গমনম্, পথি দেব-মুনিভিস্তস্য স্তুতিশ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সচিন্তয়ামাস গরুড়ং পক্ষিপুঙ্গবম্
আগচ্ছ ত্বরিতং তার্ক্ষ্য ইতি বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ ॥ ১
ততঃ স ভগবাংস্তার্ক্ষ্যো বেদরাশিরিতি স্মৃতঃ
বলবান্ বিক্রমী যোগী শাস্ত্রনেতা কুরূদ্বহ ॥ ২
যজ্ঞমূর্ত্তিঃ পুরাণাত্মা সামমূর্দ্ধা চ পাবনঃ
ঋগ্বেদপক্ষবান্ পক্ষী পিঙ্গলো জটিলাকৃতিঃ ॥ ৩
তাম্রতুণ্ডঃ সোমহরঃ শত্রুজেতা মহাশিরাঃ।
পন্নগারিঃ পদ্মনেত্রঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিবাপরঃ ॥ ৪
বাহনং দেবদেবস্য দানবীগর্ভকৃন্তনঃ।
রাক্ষসাসুরসঙ্ঘানাং জেতা পক্ষবলেন যঃ ॥ ৫
প্রাদুরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কেশবস্যাগ্রতস্তদা
জানুভ্যামপতদ্ভূমৌ নমো বিষ্ণো জগৎপতে ॥ ৬
নমস্তে দেবদেবেশ হরে স্বামিন্নিতি ব্রুবন্
পস্পর্শ পাণিনা কৃষ্ণঃ স্বাগতং তার্ক্ষ্যপুঙ্গবম্ ॥ ৭
ইত্যুবাচ তদা তার্ক্ষ্যং যাস্যে কৈলাসপর্ব্বতম্।
শূলিনং দ্রষ্টুমিচ্ছামি শঙ্করং শাশ্বতং শিবম্ ॥ ৮
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ তার্ক্ষ্য আরুহ্যৈনং জনার্দ্দনঃ
তিষ্ঠধ্বমিতি চোবাচ যাদবান্ পার্শ্ববর্ত্তিনঃ ॥ ৯
ততো যযৌ জগন্নাথো দিশং প্রাগুত্তরাং হরিঃ।
রবেণ মহতা তার্ক্ষ্যস্ত্রৈলোক্যং সমকম্পয়ৎ ॥ ১০
সাগরং ক্ষোভয়ামাস পদ্ভ্যাং পক্ষী ব্রজংস্তদা।
পক্ষেণ পর্ব্বতান্ সর্ব্বান্ বহন্ দেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ১১
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা আকাশেঽধিষ্ঠিতাস্তদা।
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং বাগ্‌ভিরিষ্টাভিরীশ্বরম্ ॥ ১২

## ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

[ গরুড়ে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদরিকাশ্রমে গমন এবং পথে দেব-মুনিগণ কর্তৃক তাঁহার স্তুতি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে পক্ষিরাজ গরুড়কে চিন্তা করিলেন এবং বলিলেন,—তার্ক্ষ্য! শীঘ্র আগমন কর ॥ ১

কুরুশ্রেষ্ঠ! যাঁহাকে 'বেদরাশি' বলা হয়, সেই ভগবান্ গরুড় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলবান্, পরাক্রমশালী, যোগী ও শাস্ত্রনেতা ছিলেন ॥ ২

যজ্ঞই তাঁহার স্বরূপ, তিনি পুরাণাত্মা ও পাবন, সামবেদ তাঁহার মস্তক এবং ঋগ্বেদ তাঁহার পক্ষ ছিল। পক্ষধারী গরুড় পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার আকৃতি জটিল ছিল ॥ ৩

তাঁহার চঞ্চু তাম্র বর্ণ ছিল। তিনি অমৃতহারী ও যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিতকারী ছিলেন। তাঁহার মস্তক বিশাল ছিল। তিনি সর্পগণের শত্রু এবং সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় কমল-তুল্য নয়নে সুশোভিত ছিলেন ॥ ৪

ইনি দেবাদিদেব ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন এবং দানবপত্নীদিগের গর্ভের উচ্ছেদকারী ছিলেন। ইনি নিজ পক্ষসমূহের বলে রাক্ষস ও অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন বা জয় করেন ॥ ৫

সেই সময় মহাপরাক্রমশালী গরুড় ভগবান্ কেশবের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং জানুদ্বয়ের দ্বারা ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—জগৎপতে! বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। দেবদেবেশ! হরে! স্বামিন্! আপনাকে নমস্কার ॥ ৬।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়-পক্ষিগণের মধ্যে প্রধান গরুড়কে নিজ হস্তে স্বাগতপূর্ব্বক স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে সেই সময় বলিলেন,—আমি কৈলাস পর্ব্বতে যাইব। সনাতনদেব কল্যাণস্বরূপ ভগবান্ শঙ্করকে আমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৭-৮

তখন 'আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। গরুড়ে আরোহণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্ববর্ত্তী যাদবগণকে বলিলেন—তোমরা সকলে সাবধানে থাকিবে ॥ ৯

তদনন্তর জগন্নাথ শ্রীহরি পূর্ব্বোত্তরদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন। এই সময় গরুড় নিজের মহারবে ত্রিলোককে কম্পিত করিতে লাগিলেন ॥ ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভার বহন করিতে করিতে গমনকারী পক্ষী গরুড় নিজের পদদ্বয়ের দ্বারা সাগরকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন এবং পক্ষের বায়ুতে সমস্ত পর্ব্বতকে কম্পিত করিয়া দিলেন ॥ ১১

সেই সময় গন্ধর্ব্বদিগের সহিত দেবগণ আকাশে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রিয় বাক্যসমূহের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ১২

জয় দেব জগন্নাথ জয় বিষ্ণো জগৎপতে
জয়াচ্যুত নমো দেব ভূতভাবনভাবন ॥ ১৩
নমঃ পরমসিংহায় দৈত্যদানবনাশন।
জয়াচ্যুত হরে দেব যোগিনাং পরাগতে ॥ ১৪
নারায়ণ নমো দেব কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
আদিকর্ত্তঃ পুরাণাত্মন্ ব্রহ্মযোনে সনাতন ॥ ১৫
নমস্তে সকলেশায় নির্গুণায় গুণাত্মনে
ভক্তিপ্রিয়ায় ভক্তায় নমো দানবনাশন ॥ ১৬
অচিন্ত্যমূর্ত্তয়ে তুভ্যং নমস্তে সকলেশ্বর
ইত্যাদিভিস্তদা দেবং বাগ্‌ভিরীশং নমস্যয়ন্ ॥ ১৭
তুষ্টুবুর্দেবগন্ধর্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ
স্তুবন্নেবং জগন্নাথঃ স্তুতিসংকথানি তানি চ ॥ ১৮
যযৌ সার্দ্ধং সুরগণৈর্মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
যত্র পূর্ব্বং স্বয়ং বিষ্ণুস্তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১৯
লোকবৃদ্ধিকরঃ শ্রীমাঁল্লোকানাং হিতকাম্যয়া।
বর্ষাযুতং তপস্তেপে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
যত্র বিষ্ণুর্জগন্নাথস্তপস্তপ্ত্বা স্বয়ংকৃতঃ
দ্বিধাকৃতোঽভূৎ স্বমাত্মানং নর-নারায়ণাখ্যয়া
গঙ্গা যত্র সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নদী বহতি পাবনী।
যত্র শক্রঃ স্বয়ং হত্বা বৃত্রং দেবার্থতৎপরম্
ব্রহ্মহত্যাবিনাশার্থং তপো বর্ষাযুতং চরৎ
যত্র সিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাঃ স্বারাধ্য দেবং জনার্দ্দনম্। ২৩
যত্র হত্বা রণে রামো রাবণং লোকরাবণম্।
এতচ্ছাসনমিচ্ছংশ্চ তপো ঘোরমতপ্যত। ২৪
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব সিদ্ধিং যান্তি ধৃতব্রতাঃ
যত্র নিত্যং জগন্নাথঃ সাক্ষাদ্ বসতি কেশবঃ ॥ ২৫
যত্র যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে নিত্যং মুনিগণৈঃ সহ।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ নরঃ স্বর্গং সমিচ্ছতি ॥ ২৬

---

তাঁহারা বলিলেন,—দেব! জগন্নাথ! আপনার জয় হউক। বিষ্ণো! জগৎপতে! আপনার জয় হউক। অচ্যুত পরমেশ্বর! আপনার জয় হউক। দেব! ভূতভাবনভাবন (ভূতস্রষ্টা ব্রহ্মারও স্রষ্টা)! আপনাকে নমস্কার। ১৩

উত্তম নরসিংহরূপধারী আপনাকে নমস্কার। আপনি দৈত্য ও দানবগণের বিনাশকারী। অচ্যুত হরে! আপনার জয় হউক। দেব! আপনি যোগিগণের শ্রেষ্ঠ ও পরম গতি স্বরূপ। ১৪

নারায়ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরে! হরে! আপনি আদি কর্ত্তা। পুরাণস্বরূপ! আপনি ব্রহ্মার (অথবা বেদের) যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান। সনাতন দেব! আপনাকে নমস্কার। ১৫

সর্বেশ্বর! আপনাকে নমস্কার! আপনি নির্গুণ ও গুণস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভক্তিপ্রিয় ও ভক্তস্বরূপ। দানবনাশন! আপনাকে নমস্কার। ১৬

সর্বেশ্বর! আপনার স্বরূপ অচিন্তনীয়, আপনাকে নমস্কার। এইরূপ নানাবাক্যের দ্বারা দেব, গন্ধর্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ অবিনাশী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন। ১৭।

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে বেদপারদর্শী বিদ্বান্ মুনিগণ ও দেবগণের সহিত সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে পূর্বকালে লোকবৃদ্ধিকারী সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু লোকহিতকামনায় অত্যন্ত কঠোর তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। ১৮-১৯।

প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু দশ হাজার বৎসর পর্যন্ত যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর বিষ্ণু অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতে করিতে যেখানে নিজেকে নিজে নর ও নারায়ণ নামে দুই বিখ্যাত স্বরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। ২০-২১

সেই ক্ষেত্রের মধ্যেই নিত্য নদীসকলের শ্রেষ্ঠ পাবনী গঙ্গা প্রবল গতিতে প্রবাহিত হইতেছেন। যেখানে ইন্দ্র দেবার্থতৎপর স্বয়ং বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া পরে ব্রহ্মহত্যাপাপ খালনের জন্য দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ২২।

যেখানে ভগবান্ জনার্দনের ধ্যান করিলে পরই সিদ্ধ পুরুষগণের সিদ্ধিলাভ হয়। রণাঙ্গনে লোকরাবণ রাবণকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীরাম ইন্দ্রের দ্বারা পালিত সাম্রাজ্য পালন করিবার ইচ্ছায় যেখানে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ২৩-২৪

দেবগণ ও উত্তম ব্রতপালনকারী মুনিগণ যেখানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং যেখানে জগদীশ্বর কেশব সাক্ষাৎরূপে নিত্য বাস করেন। ২৫

যেখানে মুনিগণের সহিত নিত্যই নানাবিধ যজ্ঞ চলিতেছে। যাঁহার স্মরণমাত্রেই মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে। ২৬

নৃপোত্তম জনমেজয়! মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে পুণ্যভূমিকে স্বর্গের সোপান (সিঁড়ি) মনে করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। যাঁহাকে পুণ্যশীল উত্তম ধর্মাত্মা মনুষ্যগণের স্থান বলা

স্বর্গসোপানমিচ্ছন্তি যাং পুণ্যাং মুনিসত্তমাঃ ।
যত্রস্থো নিত্যতাং যাতি যত্র নিত্যং নৃপোত্তম ॥ ২৭
যামাহুঃ পুণ্যশীলানাং স্থানমুত্তমধর্ম্মিণাম্ ।
যত্র বিষ্ণুং সমারাধ্য দেবাঃ স্বর্গং সমাযযুঃ ॥ ২৮
সিদ্ধক্ষেত্রমিদং প্রাহুর্যস্যা নীতমৎসরাঃ ।
বিশালাং বদরীং বিষ্ণুস্তাং দ্রষ্টুং সকলেশ্বরঃ ॥ ২৯
সায়াহ্নে চামরগণৈর্মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
প্রবিবেশ মহাপুণ্যামৃষিজুষ্টং তপোবনম্ ॥ ৩০
অগ্নিহোত্রাকুলে কালে পক্ষিব্যাহারসঙ্কুলে ।
নীড়স্থেষু বিহঙ্গেষু দুহ্যমানাসু গোষু চ ॥ ৩১
অগ্নিষপাস্য তিষ্ঠৎসু মুনিবীরেষু সর্ব্বতঃ ।
সমাধিস্থেষু সিদ্ধেষু চিন্তয়ৎসু জনার্দ্দনম্ ॥ ৩২
অগ্নিভিস্তেষু হবিঃষু আপ্যায়মানেষু চাগ্নিষু ।
হূয়মানেষু তত্রৈব পাবকেষু সমন্ততঃ ॥ ৩৩
অতিথৌ পূজ্যমানে চ সন্ধ্যাবিষ্টে জগন্ময়ে ।
স তস্মামথ বেলায়াং দেবৈঃ সহ জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৪
বিবেশ বদরীং বিষ্ণুর্মুনিজুষ্টাং তপোময়ীম্ ।
আশ্রমস্থাথ মধ্যং তু প্রবিশ্য হরিরীশ্বরঃ ॥ ৩৫
গরুড়াদবরুহ্যাথ দীপিকাদীপিতে তদা ।
প্রদেশে পুণ্ডরীকাক্ষঃ স্থিতবান্ সহামরৈঃ । ৩৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

হইয়াছে। যেখানে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া দেবগণ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২৭-২৮

মাৎসর্য্যরহিত ঋষি-মুনিগণ যাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষদিগের ক্ষেত্র বলেন, সেই বিশালা বদরীকে দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালে তত্ত্বদর্শী মুনি ও দেবগণের সহিত সেখানের পরম পবিত্র ঋষি-মুনিসেবিত তপোবনে প্রবেশ করিলেন। ২৯-৩০

যে সময় সর্ব্বদিকে অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, পক্ষিগণের কলরবে তপোবন মুখরিত ছিল, নানা পক্ষীরা নিজ নিজ নীড়ে (বাসায়) অবস্থান করিতেছিল, গোসকল দোহন করা হইতেছিল, মুনিগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহী ঋষি মহর্ষিগণ সর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সিদ্ধপুরুষগণ সমাধিস্থ হইয়া ভগবান্ জনার্দ্দনের ধ্যান করিতেছিলেন, হবনীয় ঘৃত অগ্নিতে আহুতি দান করা হইতেছিল, সর্ব্বদিকে অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল এবং সেই সব অগ্নিতে সর্ব্বদিকে আহুতি দান করা হইতেছিল, অতিথিগণের সৎকার (আপ্যায়ন) করা হইতেছিল এবং জগৎকে প্রকাশিতকারী সূর্য্যদেব সন্ধ্যাকালে অস্তমিত হইতেছিলেন, সেই সময় দেবগণের সহিত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিসেবিতা তপোময়ী বদরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩১-৩৫

বদরিকাশ্রমের মধ্যভাগে প্রবেশ করত কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীপকসমূহে প্রকাশিত প্রদেশে গরুড় হইতে নামিয়া দেবগণের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন। ৩৫-৩৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাবিষয়ক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ দেবৈঃ সহ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বদরিকাশ্রমে ঋষিবৃন্দদ্বারাতিথ্যসৎকারঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো মুনিগণা দৃষ্ট্বা দেবদেবমুপস্থিতম্।
সমাপ্য চাগ্নিহোত্রাণি সম্পূজ্যাতিথিসত্তমান্ ॥ ১

মুনয়ো দীর্ঘতপসঃ সমাধৌ কৃতনিশ্চয়াঃ।
জটিনো মুণ্ডিনঃ কেচিচ্ছিরাধমনিসন্ততাঃ ॥ ২

নির্মাংসা নীরসাঃ কেচিদ্ বেতালা ইব কেচন।
অশ্মকুট্টাশনপরাঃ পর্ণভক্ষাস্তথাপরে ॥ ৩

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতা নিরাহারা মহাতপাঃ
স্মরন্তঃ সর্বদা বিষ্ণুং তদ্ধ্যানাস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৪

আসন্নমুক্তয়ঃ কেচিৎ কেচিদ্ধ্যানৈকতৎপরাঃ।
ধ্যানেন মনসা বিষ্ণুং দৃষ্টবন্তস্তপোধনাঃ ॥ ৫

সংবৎসরাশিনঃ কেচিৎ কেচিজ্জলবিচারিণঃ।
শক্রস্য তপদাতারঃ শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণাঃ ॥ ৬

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ রৈভ্যো ধূম্রস্তথৈব চ।
জাবালিঃ কশ্যপঃ কণ্বো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ ॥ ৭

অত্রিরঙ্গিরা শুক্রঃ শঙ্খঃ শঙ্খনিধিঃ কৃণিঃ।
পারাশর্যঃ পবিত্রাক্ষো যাজ্ঞবল্ক্যো মহামনাঃ ॥ ৮

কক্ষীবানঙ্গিরাশ্চৈব মুনির্দীপ্ততপাস্তথা।
অসিতো দেবলশ্চৈব বাল্মীকিশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৯

এতে চান্যে চ মুনয়ো দ্রষ্টুমীশ্বরমব্যয়ম্।
আদায়ার্ঘ্যং যথাযোগ্যমুটজাৎ স্বাৎ সমাযযুঃ ॥ ১০

তে চ গত্বা হরিং কৃষ্ণং বিষ্ণুমীশং জনার্দনম্।
ভক্তিনম্রাস্তদা দেবং প্রণেমুর্ভক্তবৎসলম্ ॥ ১১

নমোঽস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি দেবদেবেতি কেশবম্।
প্রণবাত্মন্ জগন্নাথ নতাঃ স্ম শিরসা হরে ॥ ১২

কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ কেশবেতি চ সর্বদা।
প্রণামপ্রবণা বিপ্রাঃ প্রাহুরিত্থং জগৎপতিম্ ॥ ১৩

---

## সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ দেবগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বদরিকাশ্রমে ঋষিবৃন্দের দ্বারা আতিথ্যসৎকার। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর মুনিগণ দেবাদিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া অগ্নিহোত্রের কার্য্যসমূহ সমাপন করত তাঁহার নিকট আসিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠতম অতিথিদিগকে যথাবিধি পূজা করিলেন। ১

এই মুনিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছেন এবং দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত সমাধিতে আসক্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কাঁহাদের মস্তকে জটা ছিল এবং কাঁহাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল। অনেকে এরূপ কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সম্পূর্ণ শরীর কেবল নাড়ী-ধমনিতেই ব্যাপ্ত দেখাইতেছিল (তাঁহাদের শরীরে রক্ত ও মাংসের আবরণ ছিল না)। ২

কাঁহারা রক্ত ও মাংসহীন ছিলেন। কাঁহারা আবার বেতালগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। অনেকে প্রস্তরে কুটিয়া খাদ্যপদার্থ ভক্ষণ করিতেন এবং অন্য অনেকে কেবল পত্র ভক্ষণ করিতেন। ৩

বহু মুনি বেদবিদ্যার ব্রত পূর্ণ করিয়া স্নাতক হইয়াছিলেন। অনেকে নিরাহারে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলে ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন এবং সর্বদা তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারই ধ্যান-চিন্তনে তৎপর ছিলেন। ৪

তাঁহাদের মুক্তি সন্নিকট ছিল। কাঁহারা একমাত্র ধ্যানেই নিমগ্ন ছিলেন। ঐ সকল তপোধন ধ্যানমগ্ন-চিত্তে ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিতেছিলেন। ৫

অনেকে বৎসরে একবার আহার করিতেন। বহু মুনি জলের মধ্যেই বাস করিতেন। অনেকে শ্রৌত-স্মার্ত শুভ কর্মসমূহে তৎপর থাকিয়া ইন্দ্রেরও তাপপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৬

তাঁহারা: বসিষ্ঠ, বামদেব, রৈভ্য, ধূম্র, জাবালি, কশ্যপ, কণ্ব, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, অঙ্গিরা, শুক্র, শঙ্খ, শঙ্খনিধি, কৃণি, পারাশর্য্য, পবিত্রাক্ষ, মহামনা যাজ্ঞবল্ক্য, কক্ষীবান্, অঙ্গিরামুনি, দীপ্ততপা, অসিত, দেবল ও মহাতপস্বী বাল্মীকি—ইঁহারা এবং অন্যান্য মুনিগণ অবিনাশী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য যথাযোগ্য অর্ঘ্য লইয়া নিজ নিজ কুটির হইতে আসিলেন। ৭-১০

ইঁহারা সেখানে যাইয়া সেই সময় ভক্তিভাবে বিনম্র হইয়া পাপহারী সর্বব্যাপী ঈশ্বর ভক্তবৎসল জনার্দনদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। ১১

শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার। দেবদেব! কৃষ্ণ! কেশব! প্রণবস্বরূপ! জগন্নাথ! হরে! আমরা আপনার শ্রীচরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিতেছি। ১২

যেদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং বিষ্টরমেব চ।
কৃতার্থাঃ সর্ব্বদা দেব প্রসন্নো নো জগৎপতিঃ ॥ ১৪
কিং কুর্ম্মঃ কিং নু নঃ কৃত্যং কশ্চিদ্দোষঃ প্রভো ন তে।
ইতি প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে প্রাহুর্দেবস্য পশ্যতঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণোঽপি তদ্ যথাযোগমুপযুজ্য সহামরৈঃ।
কৃতং সর্ব্বং মুনিবরা বর্দ্ধতাং তপ উত্তমম্ ॥ ১৬
ইতি ব্রুবন্ পুরাণাত্মা প্রীতস্তেন গরুত্মতা।
আসনং লম্ভয়ামাস রাত্রৌ দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৭
কুশলং পৃষ্টবান্ ভূয়ো মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
অগ্নিহোত্রেষু তপসি তথা ভৃত্যেষু সর্ব্বতঃ ॥ ১৮
এবমাদি জগন্নাথঃ পৃষ্টবানীশ্বরস্তদা।
সর্ব্বত্র কুশলং তেঽত্র জগুঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বতঃ ॥ ১৯
আতিথ্যং চক্রিরে তে তু নীবারৈঃ ফলমূলকৈঃ।
দেবানাঞ্চ সর্ব্বেষাং বিষ্ণোঃ কৃষ্ণস্য সত্ততঃ
আতিথ্যমুপযুজ্যাসৌ প্রীতোঽভূদ্ভগবদ্ধরিঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

---

কৃষ্ণ! বিষ্ণো! হৃষীকেশ! কেশব! আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার। এইভাবে সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে করিতে তাপসগণ পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। ১৩

তারপর তাঁহারা সকলে বলিলেন,—এই আপনার জন্য অর্ঘ্য, এই পাদ্য ও এই আসন। দেব! আপনার দর্শনে আমরা সকলে চিরকালের জন্য কৃতার্থ হইয়া যাইলাম। জগদীশ্বর আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৪

আমরা আপনার কি সেবা করিব? আমাদের এখন কি করা কর্তব্য? প্রভো! হরে! আমাদের কোনও অপরাধ হয় নাই ত'? এইরূপে তখন তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের সাক্ষাতে বিনীতভাবে এই সব কথা বলিলেন। ১৫

দেবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্যাদি যথাযোগ্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মুনিবরগণ! আপনারা আমাদের পূর্ণ সৎকার করিয়াছেন। আপনাদের উত্তম তপস্যা বর্দ্ধিত হউক। ১৬

এইরূপ বলিতে বলিতে পুরাণপুরুষ জনার্দ্দনদেব শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের সহিত প্রসন্নতা পূর্ব্বক রাত্রিতে আসন গ্রহণ করিলেন। ১৭

তারপর তিনি পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুনিগণের অগ্নিহোত্র, তপ ও ভৃত্যাদিগের ভরণ-পোষণাদি সমস্ত কার্য্যবিষয়ে পু কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮

এই ভাবে জগন্নাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,- প্রভো! আপনার কৃপায় আমাদের সর্ব্বত্র কুশল। ১৯

তাহার পর সেই ঋষিগণ নীবার ( তৃণধান্য ) ও ফল-মূলাদির দ্বারা সমস্ত দেবগণের এবং বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যথাযথভাবে আতিথ্যসৎকার করিলেন। তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাস-যাত্রাবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



# অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সমাধিঃ, মহান্ নিনাদঃ, তস্য সমীপে পলায়মানানাং মৃগাদীনামাগমনঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্বিজ্ঞেয়গতিঃ প্রভুঃ ।
যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তুমনাস্থনা যাদবেশ্বরঃ ॥ ১
গঙ্গায়াশ্চোত্তরে তীরে দেশং তত্রৈব পাগতঃ ।
স্বয়মেব হরিঃ সাক্ষাৎ প্রবিবেশ তপোবনম্ ॥ ২
প্রবিশ্য সুচিরং দেশং দদর্শ চ মনোরমম্ ।
নিষসাদ ততস্তস্মিন্নাশ্রমে পুণ্যবর্দ্ধনঃ ॥ ৩
সমাধৌ যোজয়ামাস মনঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ ।
কিমপোষ জগন্নাথো ধ্যাত্বা দেবেশ্বরঃ স্থিতঃ ॥ ৪
স্থিতে দেবগুরৌ তত্র সমাধৌ দীপবন্তরৌ ।
তত্র শব্দো মহাঘোরঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ ॥ ৫
খাদ খাদত মোদেত যাত যাত মৃগানিমান্ ।
প্রেষয়েহ পুনঃ সর্ব্বান্ প্রসাদাচ্ছার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৬
এষ বিষ্ণুর্হরিঃ কৃষ্ণো হরিরীশ ইতোঽচ্যুতঃ ।
নমোঽস্তু বিষ্ণো দেবেশ স্বামিন্মাধব কেশব ॥ ৭
ইত্যাদিশব্দঃ সুমহানাবিরাসীত্তদা নিশি ।
ততশ্চ সুমহানাদঃ সিংহানাং মৃগবিদ্বিষাম্ ॥ ৮
যাবতাঞ্চ শুনাং রাজন্ মৃগানন্থ বিনর্দ্দতাম্ ।
মৃগাণাং ভীতিযুক্তানামুক্ষাণাং দ্বীপিনাং তথা ॥ ৯
গজানাং নদতাং রাজন্ বৃংহিতঞ্চ ততস্ততঃ ।
মহাবাতসমুদ্ধূতক্ষুভিতস্যেব বারিধেঃ ॥ ১০
নাদস্ত্রৈলোক্যবিত্রাসঃ প্রাদুরাসীত্তদা নিশি ।
শ্রুত্বা শব্দং হরির্দেবস্তাদৃশং তত্র বিষ্ঠিতঃ ॥ ১১
সমাধিস্তোঽভমাসাদ্য বিষ্মশ্চ জগৎপতিঃ ।
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস কোঽয়মেষ মহাস্বনঃ ॥ ১২
কস্মাদয়মীদৃশঃ শব্দঃ স্তুতিযুক্তো মম স্থিতি ।
অহোঽস্মিন্ মৃগয়াশব্দঃ শুনাং সঞ্চরতাং বনে ॥ ১৩

---

## অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমাধি, মহান্ কোলাহল ও তাঁহার নিকট পলায়মান মৃগাদির আগমন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর যাঁহার গতির জ্ঞান লাভ করা অতিশয় কঠিন, সেই সর্ব্বসমর্থ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গার উত্তর তীরে সেই স্থান দর্শন করিবার জন্য যাইলেন, যেখানে তিনি পূর্ব্বকালে স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই শ্রীহরি স্বয়ংই সেই সাক্ষাৎ তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১-২

তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সেই পরম সুন্দর ও মনোরম দেশ দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুণ্যবৃদ্ধিকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই আশ্রমে উপবেশন করিলেন ॥ ৩

উপবিষ্ট হইবার পর সেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনকে সমাধিতে নিবিষ্ট করিলেন। এই দেবেশ্বর জগন্নাথ কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের চিন্তা করিতে করিতে সেই সমাধিতে দৃঢ়ভাবে স্থিত হইলেন ॥ ৪

বায়ুশূন্য স্থানে নিষ্কম্পভাবে প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় যখন এই দেবগুরু শ্রীহরি সমাধিতে অবিচলভাবে স্থিত হইলেন, তখন সেখানে চারিদিকে অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫

খাও ! খাও ! আনন্দ কর ! যাও ! যাও এই মৃগগণের পশ্চাতে। ভগবান্ শ্রীহরির প্রসাদে এই সকলকে পুনরায় এখানে লইয়া এস ॥ ৬

হরি ভগবান্ বিষ্ণু ! হরি শ্রীকৃষ্ণ ! এই ঈশ্বর অচ্যুত হরি এখানে উপবিষ্ট আছেন। বিষ্ণো দেবেশ্বর ! স্বামিন্ ! মাধব ! কেশব ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৭

ইত্যাদি রব সেই রাত্রিতে সেখানে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল। তদনন্তর মৃগদ্রোহী সিংহগণ প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৮

রাজন্ ! মৃগগণের পশ্চাতে ধাবমান ও ঘেউ ঘেউ শব্দকারী কুকুরগণ, ভয়ভীত মৃগবৃন্দ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও চীৎকারকারী হস্তি-গণের গর্জনে চারিদিক্ এইভাবে মুখরিত হইয়া উঠিল, যেন প্রচণ্ড বায়ুর বেগে কম্পিত ও ক্ষুব্ধ মহাসাগরের গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে ॥ ৯-১০

সেই সময় রাত্রিতে তিন লোককে ভয়ভীতকারী সেই মহানাদ উত্থিত হইল। এতাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়া সেখানে উপবিষ্ট সম্পূর্ণ জগতের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কেন এই মহা কোলাহল হইতেছে ? ১১-১২

এই কাহার এরূপ শব্দ শুনা যাইতেছে, যাহা আমার স্তুতির

মৃগাণামথ সর্ব্বেষাং নাদশ্চ সুমহানভূৎ
ব্যামিশ্রস্তুতিযুক্তাভির্বাগ্‌ভির্মম সমন্ততঃ ॥ ১৪
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দিশো বিপ্রেক্ষ্য সর্ব্বতঃ
তত্র আস্তে হরিস্তত্র জ্ঞাতুং তস্য সমুদ্ভবম্ ॥ ১৫
ততো মৃগাঃ সমাধাবন্ যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ
তাংশ্চৈবাম্বেচরো রাজন্ শ্বগণঃ সমপদ্যত ॥ ১৬
অথ বৈ দীপিকা রাজংস্তমোহথ সহস্রশঃ
তত্ততমোঽপি ব্যনশদ্দিবেব সমপদ্যত ॥ ১৭
ততোঽত্র ভূতসঙ্ঘাশ্চ সমদৃশ্যন্ত তত্র হ।
পিশাচাশ্চ মহাঘোরা নদন্তো বহু বিস্বনম্ ॥ ১৮
ভক্ষয়ন্তোঽথ পিশিতং পিবন্তো রুধিরং বহু।
প্রাদুরাসন্ মহাঘোরাঃ পিশাচা বিকৃতাননাঃ ॥ ১৯
হন্যমানা হতা রাজন্ পতন্তঃ পতিতা মৃগাঃ।
ইতস্ততশ্চ ধাবন্তো বাণৈর্বিদ্ধা মৃগা দ্বিপাঃ ॥ ২০
ততো মৃগশতস্রাণি সমূদীর্ণানি ভারত।
যত্রাস্তে তিষ্ঠতে দেবস্তত্র যাতা নিরন্তরম্ ॥ ২১
অলঙ্কৃত্য দেবেশং স্থিতানীতাপ্যুরুক্রম
পিশাচো বিকৃতাকারাঃ করালা রোমহর্ষণাঃ ॥
পুত্রবন্তঃ সমাপেতুর্যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ
শ্বগণস্তত্র রাজেন্দ্র চরতোষ ততস্ততঃ ॥ ২৩
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বমালোক্য বেষ্টিতঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা পশ্যমানস্তু স কেশবঃ ॥ ২৪
কস্যৈষ বিস্তৃতো নাদঃ কস্য বায়ং জনোঽগতৎ
কো নু মাং স্তৌতি ভক্ত্যা বৈ ভবিষ্যে প্রীতিমানহম্ ॥ ২৫
কস্য মুক্তিঃ সমায়াতা প্রীতে ময়ি সুদুর্লভা
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবানাস্তে প্রাকৃতবদ্ধরিঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াম্ অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

সহিত সমন্বযুক্ত। অহো! এই বনে ধাবমান কুকুর ও পলায়নপর সমস্ত মৃগগণের এই প্রচণ্ড শব্দ এবং মৃগয়া শব্দ—এ সবই যেন আশ্চর্য্যের বিষয়। চারিদিকে মুখরিত এই কোলাহল আমার স্তুতিমিশ্রিত বাক্যসমূহে পরিব্যাপ্ত আছে। ১৩-১৪

মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করত সেই মহাকোলাহলের কারণ জানিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সাবধানে বসিয়া রহিলেন। ১৫

রাজন্! এই সময়ে বহু মৃগ ধাবিত হইতে হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে একদল কুকুরও আসিল। ১৬

রাজন্! তদনন্তর শত শত ও সহস্র সহস্র মশাল জ্বলিয়া উঠিল, ইহাতে সেখানের অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইল এবং দিবসের সমান আলোকিত হইয়া উঠিল। ১৭

তাহার পর সেখানে ভূতগণের সমূহও দেখা যাইল। মহাভয়ঙ্কর পিশাচগণ তখন গর্জন ও নানাবিধ শব্দ করিতেছিল। তাহারা কাঁচা মাংস খাইতে খাইতে ও বহু রক্ত পান করিতে করিতে সেখানে প্রাদুর্ভূত হইল। ইহারা মহাভয়ঙ্কর এবং সব পিশাচই বিকরাল মুখবিশিষ্ট ছিল। ১৮-১৯

রাজন্! বহু মৃগ এই সব পিশাচের দ্বারা নিহত হইয়াছিল ও অনেকে নিহত হইতেছিল। বহু মৃগ পতিত হইয়াছিল এবং অনেক মৃগ তখন পতিত হইতেছিল। বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া মৃগ ও হস্তিগণ এদিক ওদিকে ধাবিত হইতেছিল। ২০

ভারত! তাহার পর যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন, সেখানে সহস্র মৃগ নিরন্তর ধাবিত হইয়া আসিতে লাগিল এবং দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত হইল—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ২১

তাহার পরক্ষণেই বিকৃত আকৃতিযুক্তা বিকরালা বহু পিশাচীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছিলেন। ইহারা সকলে পুত্রবতী ছিল এবং ইহাদের দেখিলেই ভয়ে অঙ্গের রোমাঞ্চ হইত। ২২

রাজেন্দ্র! এইভাবে সেখানে কুকুরগণও এদিক ওদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার পর সেই মৃগদলে পরিবৃত বিষ্ণুরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সকলকে সেখানে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহাদের দেখিতে লাগিলেন। ২৩-২৪

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কাহার এই মহাকোলাহল হইতেছে অথবা এই কাহার জনসমূহ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? ভক্তিভাবে কে আমার স্তুতি করিতেছে? কাহার উপর আমি প্রসন্ন হইব? ২৫

আর আমি প্রসন্ন হইলে পর কাহার পরম দুর্লভ মুক্তিলাভ হইবে? এইভাবে ভগবান্ শ্রীহরি সাধারণ মানুষের ন্যায় চিন্তা করিতে থাকিয়া সেখানে উপবিষ্ট রহিলেন। ২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সম্মুখে দ্বয়োঃ পিশাচয়োরাগমনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেষামন্থ মহাঘোরৌ পিশাচৌ বিকৃতাননৌ ।
প্রাংশূ পিঙ্গলরোমাণৌ দীর্ঘজিহ্বৌ মহাহনূ ॥ ১

লম্বকেশৌ বিরূপাক্ষৌ হী হী হা হেতি বাদিনৌ ।
খাদন্তৌ মাংসপিষ্টকং পিবন্তৌ রুধিরং বহু ॥ ২

অস্ত্রবেষ্টিতসর্ব্বাঙ্গৌ দীর্ঘৌ কৃশকৃতোদরৌ ।
লম্বমানমহাপ্রান্তনূপুরপ্রোতশিরোধরৌ । ৩

কর্ষন্তৌ শবমুখানি বাহুভ্যাং তত্র তত্র হ ।
হসন্তৌ বিবিধং হাসং স্বজাতিসদৃশং নৃপ ॥ ৪

বদন্তৌ বহুরূপাণি বচাংসি প্রাকৃতানি চ ।
কম্পয়ন্তৌ মহাবৃক্ষানুরুপাদপ্রঘট্টনৈঃ ॥ ৫

সৃক্কিণী লেলিহন্তৌ চ দন্তান্ কটকটায়িনৌ ।
অস্থিস্নায়ুসমাকীর্ণৌ ধমনীরজ্জুসন্ততৌ ॥ ৬

বদন্তৌ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মাধবেতি চ সন্ততম্ ।
কদা নু দ্রক্ষ্যতে বিষ্ণুঃ স ইদানীং ক্ব তিষ্ঠতি ॥ ৭

স্বামিনঃ কুত্র বসতিঃ কুতো দ্রষ্টুং যতামহে ।
অত্র বা কুত্র দেবেশঃ কুতো নু দ্রক্ষ্যতে হরিঃ ॥ ৮

কুতঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ সাক্ষাদিন্দ্রানুজো হরিঃ
যমাহুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৯

তমজং পুরুষং বিষ্ণুং দ্রষ্টুমভ্যাগতা বয়ম্ ।
অন্তকালে জগন্নাথং প্রবিবেশ জগত্রয়ম্ ॥ ১০

তমজং বিশ্বকর্তারং কুতো দ্রক্ষ্যাম সাম্প্রতম্
যস্য বিস্তার এবৈষ লোকঃ প্রাণিনিবাসিনঃ ॥ ১১

তং দ্রষ্টুং দেবমীশানং যতামঃ সাম্প্রতং হরিম্ ।
যস্য যোগতমা লোকে বিদিতা সর্ব্বজন্তুভিঃ ॥ ১২

---

## একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দুই পিশাচের আগমন । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! ইহাদের পশ্চাতে দুই জন মহাভয়ঙ্কর পিশাচ সেখানে আসিল । ইহাদের মুখ অতিশয় বিকরাল ছিল । ইহারা অতি দীর্ঘ ছিল । ইহাদের রোমসকল পিঙ্গলবর্ণের ছিল । ইহাদের জিহ্বা দীর্ঘ ও হনু অতি বিশাল ছিল ॥ ১

ইহাদের কেশগুচ্ছ লম্বা ও নয়ন ভয়ঙ্কর ছিল । ইহারা 'হা হা, হী হী' বলিতে বলিতে কথা বলিতেছিল এবং মাংসের পিষ্টক ( পিষ্টাকৃতিপূর্ণ দ্রব্য ) চর্ব্বণ করিতেছিল ও বহু রক্তপান করিতেছিল ॥ ২

ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ অন্য প্রাণিগণের অন্ত্রসমূহে বেষ্টিত ছিল । ইহাদের আকৃতি দীর্ঘ হইলেও উদর ( ভিতরের দিকে প্রবিষ্ট থাকায় ) অতিশয় কৃশ ছিল । ইহারা লম্বা ও বিস্তৃত নূপুরে গ্রথিত নরমুণ্ড ধারণ করিয়াছিল ॥ ৩

দুই বাহুর দ্বারা নানা স্থান হইতে শ্রেণীবদ্ধভাবে শবদেহ আকর্ষণ করিয়া আনিতেছিল । নরেশ্বর ! এই দুই পিশাচ নিজ জাতির অনুরূপ নানাপ্রকার অট্টহাস্য করিতেছিল এবং নানাবিধ প্রাকৃত কথা বলিতেছিল ॥ ৪॥

নিজেদের জঙ্ঘা ও পদদ্বয়ের আঘাতে বিশাল বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিতেছিল, ওষ্ঠাধরের দুই প্রান্ত চাটিতেছিল এবং দন্তসমূহ কট-কট করিতেছিল ॥ ৫

ইহাদের সর্ব্বদেহ অস্থি ও স্নায়ুজালে ব্যাপ্ত ছিল ; নাড়ীসমূহ রজ্জুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল । এই দুই জনে নিরন্তর 'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! মাধব' ! ইত্যাদি নামসমূহ কীর্ত্তন করিতেছিল ॥ ৬॥

তাহারা বলিতেছিল,—আমরা কবে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিব ? তিনি এখন কোথায় বিদ্যমান আছেন ? আমাদের স্বামী শ্রীহরির নিবাসস্থান কোথায় ? আমরা কিভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যত্ন করিব ? এই তপোবনে দেবেশ্বর শ্রীহরি কোথায় আছেন ? ৭-৮

যিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং যাঁহার নয়ন কমলদল-সদৃশ বিশাল, সেই শ্রীহরি কোথায় আছেন ? যাঁহাকে ভক্তগণ 'পুণ্ডরীকাক্ষ' ( কমললোচন ) বলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণ 'ব্রহ্ম' বলেন,—সেই অজন্মা সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য আমরা উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৯॥

প্রলয়কালে এই তিন লোক যে জগদীশ্বরে প্রবিষ্ট হয়, সেই অজন্মা বিশ্বস্রষ্টা শ্রীহরিকে আমরা এই সময় কিরূপে দর্শন করিব ? ১০॥

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের নিবাসস্থান এবং এই সম্পূর্ণ লোকই যাঁহার বিস্তার ( বা বিরাট্ স্বরূপ ), সেই সর্ব্বদেবের দেব শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য এই সময় আমরা যত্ন করিতেছি ॥ ১১॥

সমস্ত জন্তুরা যাঁহাকে যোগ বলে, যাহা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা

পৈশাচীয়ং সমুৎপন্না কথং নৌ প্রাবিশদ্ বলাৎ
নরমাংসাস্থিকলুষা সর্ব্বভীতিপ্রদায়িনী ॥ ১৩

অহো নৌ দুষ্কৃতং কর্ম্ম প্রাক্তনে কর্ম্মসঞ্চয়ে।
অত্রৈব মহতী প্রীতির্বর্ত্ততে সর্ব্বদা তথা ॥ ১৪

যাবন্নৌ দুষ্কৃতং কর্ম্ম তাবৎ স্যাত্তুতি তাদৃশী।
দশা সা সর্ববিদ্বিষ্টা প্রাণিপীড়নকারিণী ॥ ১৫

সর্ব্বথা দুষ্কৃতং কর্ম্ম বহুভির্জন্মসঞ্চয়ৈঃ।
তথাহি তৎফলং ঘোরমদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৬

যতাঃ স্ম প্রাণিনো হন্তুং স্বগণৈঃ সহ সাম্প্রতম্
তথাহি প্রাণিনো লোকে বাল্যানাদৌ সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৭

অজ্ঞানাবৃতচিত্তাস্ত কৃত্যাকৃত্যং ন জানতে।
তথা যৌবনিনো ভ্রান্তা বিষয়ৈর্বহুলীকৃতাঃ ॥ ১৮

যতন্তে শ্রেয়সে নৈব ততো বিষয়সংস্থিতাঃ।
বিষয়াবিষ্টচিত্তা হি মনুষ্যা ন বিজানতে ॥ ১৯

তথা চ বৃদ্ধভাবে তু ব্যাধিভির্বহুভির্বৃতাঃ।
জরাদিভির্মহাঘোরৈর্নানাদুঃখবিধায়িভিঃ ॥ ২০

যতন্তে ন হি বৈ শ্রেয়ো বিনষ্টেন্দ্রিয়গোচরাঃ
ততো মৃতা গর্ভবাসে বসন্তি সততং নরাঃ ॥২১

বিণ্মূত্রকলিলে ঘোরে দুঃখৈর্বহুভিরাচিতাঃ
চ্যবন্তে তু ততো ঘোরাদ্গর্ভাৎ সংসারমণ্ডলে ॥ ২২

পরস্পরং বিহিংসন্তঃ কুর্ব্বন্তঃ কর্ম্মসঞ্চয়ম্।
মহত্যেবং সদা ঘোরে সংসারে দুঃখসঙ্কুলে ॥ ২৩

পাপানি বহুরূপাণি কুর্ব্বতেঽজ্ঞানতস্তদা।
সংসারস্যৈষ মহিমা বিস্তৃতঃ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ২৪

অচ্ছেদ্যঃ শস্ত্রসম্পাতৈরুপায়ৈর্বহুভিঃ সদা।
এতস্মান্ন নিবর্ত্তন্তে মর্ত্ত্যাঃ প্রাকৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৫

---

অধিক ভয়ঙ্কর অবস্থা, সেই এই পিশাচ-যোনি জানি না কিভাবে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ? এবং কীরূপে বলপূর্ব্বক উহা আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে ? ইহা নরমাংস ও অস্থি ভক্ষণ করে বলিয়া কলুষিত এবং সকলেরই ভয়প্রদ। ১১-১৩

অহো ! আমাদের উভয়ের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মরাশিতে কেমন দুষ্কর্মই সঞ্চিত হইয়াছিল, যাহার জন্য আমরা এই কলঙ্কিত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু ইহাতেই আমাদের সদা পরম প্রসন্নতা-লাভ হইতেছে। ১৪

যতকাল আমাদের দুষ্কর্ম অবশিষ্ট আছে, ততকালই আমাদের সেই কর্ম্মানুরূপই এই পিশাচাবস্থা থাকিবে, যাহাকে সমস্ত প্রাণীরা দ্বেষ করে এবং যাহা অন্য প্রাণীদিগকে কেবল পীড়াদানই করিতে থাকে। ১৫

নিশ্চয়ই আমরা বহু জন্ম ধরিয়া কেবল পাপকর্ম্মই সঞ্চয় করিয়াছি, সেইজন্যই সেই কর্ম্মের ঘোর ফল অদ্যাবধি নিবৃত্ত হয় নাই। ১৬

আমরা এই সময়েও কুটুম্বগণকে সঙ্গে লইয়া প্রাণিগণকে বধ করিবার জন্য যত্ন করিতেছি। জগতের প্রাণী যখন প্রথমে বাল্যাবস্থায় থাকে, সেই সময় তাহাদের চিত্ত অজ্ঞানে আবৃত হয় ; সেই কারণে তাহারা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য জানিতে পারে না। তারপর যখন তাহারা যুবাবস্থায় প্রবেশ করে, সেই সময় বিষয়সমূহের আকর্ষণে তাহাদের বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের নিকট তখন বিষয়েরও প্রাচুর্য্য থাকে ; অতএব তাহারা সেই সব বিষয়ে আসক্ত থাকে বলিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্য যত্ন করিতে পারে না। যাহাদের চিত্ত বিষয়সমূহে আবিষ্ট হইয়া যায়, সেই সব মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না যে, কল্যাণকারী কর্ম্ম কি ? ১৭-১৯

তারপর যখন বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা বহুবিধ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যায়। নানাপ্রকার দুঃখদায়ক ভয়ঙ্কর জরাদি রোগসকল তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। তখন এদিক ওদিকে ধাবমান ইন্দ্রিয়বর্গের বশীভূত হইয়া তাহারা নিজেদের কল্যাণের জন্য যত্ন করিতে পারে না। ২০

তদনন্তর মৃত্যু হইয়া যাইলে পর সেই সব জীব গর্ভবাসে আসে এবং বিষ্ঠা ও মূত্রে পরিপূর্ণ ঘোর গর্ভাশয়ে অনেকপ্রকারে দুঃখে আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর বাস করে। ২১

ইহার পর তাহারা সেই ঘোর গর্ভ হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় সংসার-চক্রে পতিত হয়। এখানেও পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিতে থাকিয়া পাপকর্ম্মই সঞ্চয় করিতে থাকে। ২২

এইরূপ দুঃখপরিপূর্ণ মহাঘোর সংসারে তাহারা অজ্ঞানতা-বশতঃ সদা নানাপ্রকারের পাপ কর্ম্মসকল করিতে থাকে। ২৩

সংসারের এই মহিমা ( বন্ধনকারী প্রভাব ) সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে সবিস্তরে ব্যাপ্ত আছে। অস্ত্রসমূহের প্রহারে এবং অন্য বহুবিধ লৌকিক উপায়েও এই সংসারের উচ্ছেদ হয় না। প্রাকৃতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ( দেহাত্মবাদী ) মনুষ্যগণ এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। ২৪-২৫

ইমং হত্বা মনুষ্যেন্দ্রমিদমস্মাভিরাহৃতম্ ।
চোরয়িত্বা ধনমিদং হরিষ্যামাস্পদাদ্‌বহু ॥ ২৬
নির্ব্বলৈশ্চৈনমিমং শান্তং হরিষ্যামি ধনং বলী ।
ইত্যাদিব্যাকুলা মূর্খা যতন্তে প্রাণিপীড়নম্ ॥ ২৭
অতস্ত্বেব দুঃখমূলস্য সংসারস্য সদা হরিঃ
ভেষজং সর্ব্বথা দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥
আদিদেবঃ পুরাণাত্মা আত্মা ব্রহ্মবিদাং সদা ২৮
তে বয়ং সর্ব্বযত্নেন দ্রক্ষ্যামঃ সর্ব্বথা হরিম্
ইত্থং পিশাচৌ জল্পন্তৌ প্রাপ্তবন্তৌ হরেঃ পুরঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়ামেকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

তাহারা চিন্তা করে যে, আমি এই নরেশকে বধ করিয়া ইহার নিকট হইতে এই ধন হরণ করিব, এই ধন চুরি করিয়া গৃহে লইয়া যাইব এবং উহা উপভোগ করিব। এই নরেশ শান্ত ও দুর্ব্বল এবং আমি বলবান্। আমি ইহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ইহার ধন হরণ করিব। এই সব চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মূর্খ মনুষ্যগণ অপর প্রাণিবৃন্দকে পীড়াদান করিতে সচেষ্ট হয়। ২৬-২৭

দুঃখের মূল কারণ এই সংসাররূপী রোগের সদা সর্ব্বপ্রকারে শান্তির জন্য একমাত্র উত্তম ঔষধ শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী আদিদেব পুরাণপুরুষ ও ব্রহ্মজ্ঞদের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরি। ২৮

অতএব আমরা সর্ব্বপ্রকারে যত্নের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরিকে দর্শন করিব। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সেই দুই পিশাচ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইল। ২৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ ঘণ্টাকর্ণস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ পরস্পরং প্রতি পরিচয়দানম্, ঘণ্টাকর্ণেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, সমাধিলাভশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ পিশাচৌ মাংসভক্ষকৌ ।
দদর্শাথ মহাঘোরৌ দীপিকাধারিণৌ হরিঃ ॥ ১
বিলোকয়াঞ্চক্রতুস্তৌ পিশাচৌ দেবকীসুতম্
স্থিতং সুখাসনে বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা লোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ২
তে চ গত্বা সমুদ্দেশং পিশাচৌ কেশবস্য হ ।
ততস্তাবূচতুর্বিষ্ণুমগ্রতীকৃত্য কেশবম্ ॥ ৩
কো ভবান্ কস্য বা মর্ত্ত্যঃ কুতশ্চাগমনাত্তে ত্বয়া ।
কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তো বনে ঘোরে মৃগাকুলে ॥ ৪
নির্মনুষ্যে শ্বাপদবতে পিশাচগণসেবিতে
শ্বাপদৈঃ সেব্যমানে চ বিপিনে ব্যাঘ্রসঙ্কুলে ॥ ৫
সুকুমারোঽনবদ্যাঙ্গঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিবাপরঃ ।
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ পদ্মাক্ষঃ শ্রীপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৬

### অশীতিতম অধ্যায় ।

[ ঘণ্টাকর্ণ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরকে পরিচয় দান এবং ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং সমাধি লাভ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই দুই মহাভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী পিশাচকে দেখিলেন, যাহারা তখন হাতে মশাল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। ১

সেই দুই পিশাচও সুখের সহিত আসনে উপবিষ্ট লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সেই দুই পিশাচ কেশবের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে করিয়া এরূপ বলিল। ২-৩

মানব। আপনি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে আপনি আসিয়াছেন? মৃগসমূহ পশুগণে পরিপূর্ণ এই ঘোর বনে আপনি কিজন্য আসিয়াছেন? ৪

এই বন মনুষ্যরহিত, (চিতা) বাঘে আবৃত, পিশাচগণ সেবিত, হিংস্র পশুগণের বাসস্থান এবং ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ (সুতরাং আপনি কেন এই বনে আসিয়াছেন?) ৫

আপনি সুকুমার, আপনার প্রতি অঙ্গ অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। আপনি যেন সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় মনে হইতেছেন। আপনার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল কমলদলসদৃশ সুন্দর ও বিশাল। আপনার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ। আপনি নীলপদ্মের তুল্য প্রকাশিত হইতেছেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীপতি (লক্ষ্মীপতি) বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। ৬



অস্মৎপ্রীতিকরঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তো বিষ্ণুরিবাপরঃ ।
দেবো বা যদি বা যক্ষো গন্ধর্বঃ কিন্নরোঽপি বা ॥
ইন্দ্রো বা ধনদো বাপি যমোঽথ বরুণোঽপি বা ।
একাকী বিপিনে ঘোরে ধ্যানাবিষ্টমনা ইব ॥ ৮
ব্রূহি সর্বং যথাতত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মানদ ।
এবং পৃষ্টঃ পিশাচাভ্যামাহ বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯
ক্ষত্রিয়োঽস্মীতি মামাহুর্মনুষ্যাঃ প্রকৃতিস্থিতাঃ
বৃষ্ণিবংশে সমুৎপন্নঃ ক্ষাত্রং বৃত্তমনুষ্ঠিতঃ ॥ ১০
লোকানামথ পালোঽস্মি শাস্তা দুষ্টস্য সর্বদা ।
কৈলাসং গন্তুকামোঽস্মি দ্রষ্টুং দেবমুমাপতিম্ ॥ ১১
ইত্যেবং মম বৃত্তান্তঃ কথ্যতাং কৌ যুবামিতি ।
যুবামিহ সমায়াতৌ কিমর্থং ব্রাহ্মণাশ্রমম্ ॥ ১২
এষা হি মহতী পুণ্যা নানাবিপ্রনিষেবিতা
বদরীয়ং সমাখ্যাতা ন ক্ষুদ্রৈরাশ্রিতা ক্বচিৎ ॥ ১৩
তপস্বিভিস্তপোযুক্তৈর্জুষ্টা সিদ্ধনিষেবিতা
শ্বগণা নাত্র দৃশ্যন্তে পিশাচা মাংসভোজনাঃ ॥ ১৪
ন হন্তব্যা মৃগাশ্চাত্র মৃগয়া নাত্র বর্ততে ।
ন তু ক্ষুদ্রৈঃ প্রবেষ্টব্যা ন কৃতঘ্নৈর্ন নাস্তিকৈঃ ॥ ১৫
অহমস্য তু দেশস্য রক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ
ব্যতিক্রমো যদি ভবেচ্ছাস্তাস্মি যত্নতঃ ॥ ১৬
কৌ ভবন্তৌ ক্ব চ যুবাং কস্যেয়ং মহতী চমূঃ
নাতঃ পরং প্রবেষ্টব্যমস্মিন্নত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৭
বিঘ্নস্তত্র প্রবর্তেত তপঃসু চ তপস্বিনাম্
ইহৈব স্থীয়তাং তাবদ্ বক্তব্যঞ্চ ততঃ সুখম্ ॥ ১৮
অন্যথাহং নিষেদ্ধা স্যাং বলাদ্ বাক্যেনৈব চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং পৃষ্টৌ পিশাচৌ তু বক্তুমেবোপচক্রমতুঃ
তয়োরেকো মহাঘোরঃ পিশাচো দীর্ঘবাহুকঃ ।
উবাচ বচনং তত্র যথা হৃদি সমর্পিতম্ ॥ ২০

---

মনে হইতেছে আমাদের প্রীতিকর সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু অন্যরূপ ধারণ করিয়া আপনার রূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি দেবতা বা যক্ষ, গন্ধর্ব বা কিন্নর? ইন্দ্র কিংবা কুবের? অথবা যম বা বরুণ? যিনি এই ভয়ঙ্কর বনে মনকে যেন ধ্যানস্থ করিয়া একাকী বসিয়া আছেন? ৭-৮

মানদাতা মানব! আপনি যথাযথভাবে বলুন—আপনি কে? আমি আপনার প্রকৃত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। সেই দুই পিশাচ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর মহাপরাক্রমশালী (অথবা ত্রিবিক্রম) ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—আমি ক্ষত্রিয়। প্রাকৃত (সাধারণ) মানুষেরা আমাকে এরূপই বলে ও জানে। আমি বৃষ্ণিবংশে উৎপন্ন হইয়াছি, সেইজন্য ক্ষত্রিয়োচিত কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করি। ৯-১০

আমি তিন লোকের পালক ও সর্বদা দুষ্টকে শাসন করি। এই সময় ভগবান্ উমাপতিকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাস পর্বতে যাইতে অভিলাষী হইয়াছি। ১১

এই আমার এরূপ পরিচয় বৃত্তান্ত; এখন তোমাদের উভয়ের পরিচয় বল, তোমরা দুইজন কে? ইহা ত' ব্রাহ্মণের আশ্রম, এখানে তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? ১২

ইহা মহান্ পুণ্যময় স্থান, ইহাকে বদরী বলা হয়। বহু ব্রাহ্মণ এখানে বাস করেন, ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিগণ কখনও এই ভূমিতে স্থান পায় না। সিদ্ধ পুরুষগণ সর্বদা ইহার সেবা করেন এবং তপস্যারত তপস্বিগণ এখানে সর্বদাই বাস করেন। এখানে আজকের মত কখনও এরূপ দলে দলে কুকুর ও কখনও মাংসভক্ষী পিশাচগণকে দেখা যায় নাই। ১৩-১৪

এখানে মৃগগণকে বধ করা উচিত নয়; কারণ, এখানে কখনও মৃগয়া করা হয় না। যাহারা ক্ষুদ্রস্বভাব, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক মানুষ, তাহাদের এই তীর্থে কখনও প্রবেশ করা কর্তব্য নহে। ১৫

আমি এই দেশের রক্ষক, ইহাতে সংশয় নাই। যদি কেহ আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে, তবে আমি তাহাকে যত্নসহকারে শাসন করি। ১৬

তোমরা দুইজন কে? কোথায় থাক? এই বিশাল সৈন্য কাহার? অতঃপর অগ্রসর হইয়া আর এই বনে প্রবেশ করিবে না; কারণ, এখানে ঋষিগণ বাস করেন। সেই তপস্বী ঋষিগণের তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টি হইতে পারে। ১৭।

তোমরা সকলে এখানেই থাক (আর অগ্রসর হইও না) এবং যাহা বলিবার আছে, তাহা সুখপূর্বক বল, অন্যথা আমি বাক্যের দ্বারা কিংবা বলের দ্বারা তোমাদের গতি রুদ্ধ করিব। ১৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই দুই পিশাচ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিল। সেই দুই পিশাচের মধ্যে এক পিশাচ অতিশয় ভয়ঙ্কর ও বিশাল বাহুযুক্ত ছিল। তাহার হৃদয়ে তখন যাহা উদিত হইল, তাহাই বলিতে লাগিল। ১৯-২০

পিশাচ উবাচ ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি সমাহিতমনা ভব ।
নমস্কৃত্য জগন্নাথং হরিং কৃষ্ণং জগৎপতিম্ ॥ ২১
আদিদেবমজং বিষ্ণুং বরেণ্যমনঘং শুচিম্
বক্ষ্যামি সকলং যদ্বৃত্তং শৃণু যদীচ্ছসি ॥ ২২
ঘণ্টাকর্ণোঽস্মি নাম্নাহং পিশাচো ঘোরদর্শনঃ ।
মাংসাদো বিকৃতো ঘোরঃ সাক্ষান্মৃত্যুরিবাপরঃ ॥ ২৩
ধনদস্যানুগস্ত্বাহং সাক্ষাদ্ রুদ্রসখস্য চ ।
মমানুজস্তু সাক্ষাদন্তকস্যান্তকো মম ॥ ২৪
মৃগয়েয়ং ত্বনন্তস্য বিষ্ণোঃ পূজার্থমিত্যুত ।
মমেয়ং বর্ততে সেনা শ্বগণোঽপি মমৈব তু ॥ ২৫
আগতোঽহং মহাশৈলাৎ কৈলাসাদ্ ভূতসেবিতাৎ ।
অহং পিশাচবেশেন সংবিষ্টঃ পাপকর্ম্মকৃৎ ॥ ২৬
সততং দূষয়ন্ বিষ্ণুং ঘণ্টামাবধ্য কর্ণয়োঃ ।
যথা ন প্রবিশেন্নাম বিষ্ণোরিতি বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৭

অহং কৈলাসনিলয়মাসাদ্য বৃষভধ্বজম্ ।
আরাধ্য তং মহাদেবমস্তুবং সততং শিবম্ ॥ ২৮
ততঃ প্রসন্নো মামাহ বৃণীষ্বেতি বরং হরঃ ।
ততো মুক্তির্ময়া তত্র প্রার্থিতা দেবসন্নিধৌ ॥ ২৯
মুক্তিং প্রার্থয়মানং মাং পুনরাহ ত্রিলোচনঃ ।
মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
তস্মাদ্গত্বা চ বদরীং তত্রারাধ্য জনার্দ্দনম্ ।
মুক্তিং প্রাপ্নুহি গোবিন্দান্নরনারায়ণাশ্রমে ॥ ৩১
ইত্যুক্তো দেবদেবেন শূলিনা জ্ঞাতবানহম্ ।
তমেব পরমং নাথং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩২
তস্মাৎ প্রার্থয়মানঃ সন্মুক্তিং দেশমমুং গতঃ
অন্যচ্চ শৃণু মে কার্য্যং যদি কৌতূহলং তব ॥ ৩৩
পুরী দ্বারবতী নাম পশ্চিমস্তোদধেস্তটে ।
যদুবৃষ্ণিসমাকীর্ণাং সাগরোর্ম্মিসমাকুলাম্ ॥ ৩৪

---

পিশাচ বলিল,—শ্রবণ করুন, বলিতেছি এবং আপনি মনকে একাগ্র করুন। আমি প্রথমে আদিদেব, অজন্মা, নিষ্পাপ, পবিত্র, পাপহারী, জগদীশ্বর, বিশ্বপালক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাকে যথাযথভাবে বলিব, যদি আপনার শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে শ্রবণ করুন। ২১-২২

আমি ঘণ্টাকর্ণ নামে প্রসিদ্ধ পিশাচ, আমার মূর্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর। আমি মাংসভক্ষী, বিকৃতাঙ্গ, ঘোর ও সাক্ষাৎ দ্বিতীয় কালের ন্যায় প্রাণিগণের হিংসক। ২৩

ভগবান্ শঙ্করের সখা এবং সাক্ষাৎ কুবেরের আমি অনুচর। এই পিশাচ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সে কালেরও কাল। ২৪

এই যে বিশেষভাবে আমরা মৃগয়া করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য হইল—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজা। এই সেনা আমার এবং এই কুক্কুরগণও আমারই। ২৫

আমি ভূতগণসেবিত মহাপর্ব্বত কৈলাস হইতে এখানে আসিয়াছি এবং আমি পিশাচবেশে পরিবৃত এক পাপ-কর্ম্মকারী জীব। ২৬

পূর্ব্বে আমি সতত বিষ্ণুর নিন্দা করিতাম এবং দুই কর্ণে ঘণ্টা বাঁধিয়া এজন্য ঘুরিয়া বেড়াইতাম যে, যাহাতে আমার কর্ণদ্বয়ে বিষ্ণুর নাম প্রবিষ্ট হইতে না পারে; আমি সদা সেই চিন্তাই করিতাম। ২৭

একদিন কৈলাসবাসী ভগবান্ শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি মহাদেব শিবের আরাধনা করি এবং সেই সময় হইতেই আমি নিরন্তর তাঁহার স্তব করি। ২৮

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শঙ্কর আমাকে বলিলেন,—তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর। তখন আমি মহাদেবের সমীপে মুক্তির প্রার্থনা করি। ২৯

মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে দেখিয়া ভগবান্ ত্রিলোচন পুনরায় আমাকে বলিলেন,—সকলের মুক্তিদাতা ত' কেবল ভগবান্ বিষ্ণুই, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩০

অতএব তুমি বদরীতীর্থে যাইয়া সেখানে নর-নারায়ণের আশ্রমে শ্রীজনার্দ্দনের আরাধনা করত সেই গোবিন্দের নিকট হইতে মুক্তি লাভ কর। ৩১

দেবদেব শূলধারী শিব এই কথা বলিলে পর আমি গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করত তাঁহা হইতে নিজের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই দেশে আসিয়াছি। ৩২

যদি আপনার আরও কৌতূহল হয়, তবে আমার অন্য কার্য্যও শ্রবণ করুন। পশ্চিম সমুদ্রের তীরে দ্বারবতী নামে প্রসিদ্ধ এক পুরী আছে, যাহাতে যদু ও বৃষ্ণিবংশের মনুষ্যগণ বাস করেন। সেই পুরী সমুদ্রের তরঙ্গসমূহে ব্যাপ্ত আছে। সেই পুরীতেই এই সময় পুরুষোত্তম শ্রীহরি বাস করিতেছেন। ৩৩-৩৪

অধ্যাস্তে স হরিবিষ্ণুস্তাং পুরীং পুরুষোত্তমঃ।
দ্রষ্টুং লোকহিতার্থায় বসন্তং দ্বারকাপুরে ॥ ৩৫
নির্গতাঃ সাম্প্রতং সর্ব্বা বয়ামৈতৈঃ মহাত্মভিঃ।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাদ্ দ্রষ্টব্যোঽস্মাভিরদ্য বৈ ॥ ৩৬
লোকানাং প্রভবঃ পাতা কর্ত্তা হর্ত্তা জগৎপতিঃ।
আদিঃ স হি সমস্তস্য প্রভবঃ কারণং হরিঃ ॥ ৩৭
কর্ত্তা সমস্তস্য হরিঃ পুরাতনঃ
প্রভুঃ প্রভূণামপি যঃ সনাতনঃ।
তমাদিদেবং বরদং বরেণ্যং
দ্রষ্টুং হরিং সম্প্রতি সংযতাঃ স্ম ॥ ৩৮
যস্য প্রসাদাজ্জগদেবমাসীৎ
সপ্রাণিগন্ধর্ব্বমহোরগৌঘম্।
দেবং জগদ্‌যোনিমজং জনার্দ্দনং
দ্রষ্টুং হরিং সম্প্রতি সংযতাঃ স্ম ॥ ৩৯
যস্যোদরাদ্ বিশ্বমিদং প্রভূতং
লয়ঞ্চ তস্মিন্ সমুপৈতি কল্পে।
তত্রৈব সাক্ষাদ্ বশবর্ত্তি বিশ্বং
দ্রক্ষ্যাম দেবং পুরুষোত্তমং হরিম্ ॥ ৪০

যাদব! লোকহিতের জন্য দ্বারকাপুরীতে বাসকারী সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিবার উদ্দেশে আমি এই অনুচরগণের সহিত নির্গত হইয়াছি। আমরা আজ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিব। ৩৫-৩৬

সেই শ্রীহরিই সমস্ত লোকসমূহের উৎপত্তির কারণ, পালক, কর্ত্তা, হর্ত্তা, জগদীশ্বর, সকলের আদিপুরুষ, উদ্ভবস্থান ও বীজ। ৩৭

যে শ্রীহরি সমস্ত জগতের কর্ত্তা, পুরাণ-পুরুষ, প্রভুগণেরও প্রভু এবং সনাতন, সেই আদিদেব, বরদায়ক ও বরেণ্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য সম্প্রতি আমরা সকলে উদ্যত হইয়াছি। ৩৮

যাঁহার কৃপাপ্রসাদে সমস্ত প্রাণী, গন্ধর্ব্ব ও মহানাগগণের সমুদায়ে যুক্ত এই জগৎ এইরূপে একত্রিত হইয়াছিল, সেই জগতের উৎপত্তির কারণভূত অজন্মা দেব জনার্দ্দন শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য সম্প্রতি আমরা উদ্যত হইয়াছি। ৩৯

কল্পের আরম্ভে যাঁহার উদর হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হয় এবং কল্পের শেষে পুনরায় তাঁহার মধ্যেই লীন হইয়া যায়। স্থিতিকালেও এই সারা বিশ্ব যে সাক্ষাৎ শ্রীহরিরই অধীনে থাকে, সেই পুরুষোত্তম দেব শ্রীহরিকে আমরা দর্শন করিব। ৪০

স্রষ্টা চ যোঽসৌ সকলস্য দেবঃ
পাতা চ হর্ত্তা চ হরিঃ স এব।
দ্রক্ষ্যাম নিত্যং ভুবনেশ্বরং হরিং
পুরাণমাদ্যং প্রভবিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৪১
অজস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা
ভুবশ্চ হর্ত্তা হরিরেক এব
যং যোগিনো যোগবিশুদ্ধবুদ্ধিং
লভন্তে যেনৈব মতিঃ সমাকুলা ॥ ৪২
নিগীর্য্য বিশ্বং সকলং জগৎপতিঃ
শেতে শিশুত্বং সমবাপ্য সাক্ষাৎ
বটস্য পত্রে জগতাং নিবাসঃ
পাদৌ চ বিক্ষিপ্য করৌ বিধুন্বন্ ॥ ৪৩
যস্যোদরে দেবমুনিঃ পুরাতনো
দদর্শ লোকানখিলান্ স মায়য়া
প্রবিশ্য বিশ্বং সকলং যথাবদ্-
বহির্যথা ভূতমভূদিদং মহৎ ॥ ৪৪
নিগীর্য্য বিশ্বং জগদাদিকালে
শেতে মহাত্মা জলধের্জলৌঘে।
দেব্যা শ্রিয়া চামরলোলহস্তয়া
নিষেব্যমাণঃ পুরুষোত্তমস্তয়া ॥ ৪৫

যে বিষ্ণুদেব এই সম্পূর্ণ জগতের স্রষ্টা এবং যে শ্রীহরিই ইহার পালন ও সংহারকারী, সেই আদিপুরুষ, পুরাতনদেব, প্রভাবশালী, অবিনাশী, নিত্যস্বরূপ এবং ভুবনেশ্বর শ্রীহরিকে আমরা নিত্য দর্শন করিব। ৪১

এই একমাত্র শ্রীহরিই অজন্মা ব্রহ্মারও উৎপাদক, জগতের রক্ষক এবং ভুবনের নির্মাতা। যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত সেই পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যানযোগের সাধনা করিয়া লাভ করিব। আমাদের চিত্তবৃত্তি তাঁহাতেই দ্বারা ব্যাপ্ত আছে। ৪২

জগতের পালক ও তিন লোকের নিবাসস্থান শ্রীহরি প্রলয়কালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজের মধ্যে গিলিয়া রাখিয়া সাক্ষাৎ শিশুভাব লাভ করত অক্ষয়বটের পত্রে নিজের চরণদ্বয় নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া ও দুই হস্ত আন্দোলন করিতে থাকিয়া শয়ন করেন। ৪৩

যাঁহার উদরে প্রবেশ করত পুরাতন দেবর্ষি মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহারই মায়ায় এই সম্পূর্ণ লোকসকল দর্শন করিয়াছিলেন সেই সময় সেখানে সকল বিশ্ব যথাযথরূপে সেইভাবে অবস্থান করিতেছিল, যেরূপ পূর্ব্বে তাঁহার উদর হইতে বহির্ভাগে থাকিয়া এই বিশ্ব অনুভূত হইতে থাকে। ৪৪

পুরাকালে এই সম্পূর্ণ জগতকে নিজের মধ্যে লীন করিয়া

নাভেশ্চ যস্তাবিরভূৎ সপত্রং
পদ্মং মহৎ কাঞ্চনসপ্রভং প্রভোঃ।
জন্মাস্পদং লোকগুরোর্যদাসীদ্-
বিভাতি পদ্মং জগদাদিসৃষ্টৌ ॥ ৪৬
দধার যো ভূতপতির্মহাত্মহীং
দংষ্ট্রাগ্রসংস্থাপিতভ্রষ্টমূলাম্।
নাদং মহামেঘ ইবাদিকালে
কুর্ব্বন্ বরাহো মুনিগীতমূর্ত্তিঃ ॥ ৪৭
হরিঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তম প্রভুঃ
কর্ত্তা সমস্তস্য সমস্তসাক্ষী।
যজ্ঞাত্মকো যজ্ঞপতির্জগৎপতিঃ
দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুদ্যতাঃ স্মঃ ॥ ৪৮
কেচিদ্ বহুত্বেন বদন্তি দেব-
মেকাত্মনা কেচিদিমং পুরাণম্।
বেদান্তসংস্থাপিতসত্ত্বযুক্তং
দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুদ্যতাঃ স্মঃ ॥ ৪৯

সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম একার্ণবের জলপ্রবাহে শয়ন করিয়াছিলেন এবং দেবী লক্ষ্মী হস্তে চামর দুলাইয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। ৪৫

জগতের সৃষ্টির প্রারম্ভকালে যে ভগবানের নাভি হইতে সুবর্ণের সমান কান্তিমান্ এক বিশাল কমল প্রকটিত হইয়াছিল, যাহা নিজের দলসমূহের সহিত সুশোভিত হইয়াছিল। এই বিস্তৃত কমলই লোকগুরু ব্রহ্মার জন্মস্থান ছিল। ৪৬

যে মহান্ ভূতনাথ বিষ্ণু আদিকালে মুনিগণের দ্বারা প্রশংসিত বিগ্রহবিশিষ্ট বরাহরূপ ধারণ করত মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে নিজের দন্তের অগ্রভাগের উপর পৃথিবীর মূলভাগকে স্থাপিত করিয়া উহাকে জল হইতে উপরিভাগে তুলিয়া আনিয়াছিলেন, যে পুরাণ পুরুষোত্তম প্রভু শ্রীহরি সমস্ত জগতের কর্ত্তা, সাক্ষী, যজ্ঞস্বরূপ ও যজ্ঞের অধিপতি এবং সমস্ত জগৎকে পালন করেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য আমরা উদ্যত হইয়াছি। ৪৭-৪৮

কেহ কেহ এই বিষ্ণুদেবকে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতারূপে বর্ণনা করেন এবং অনেকে আবার এই পুরাণপুরুষকে এক (ব্রহ্ম) রূপেই চিন্তা করেন। বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত বিশুদ্ধ অদ্বৈত সত্তাযুক্ত সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য আমরা উদ্যত হইয়াছি। ৪৯

অনেকমেকং বহুধা বদন্তি
শ্রুতিস্মৃতিন্যায়নিবিষ্টচিত্তাঃ।
আদ্যর্থমাত্মানমজং পুরাবিদো
দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুদ্যতাঃ স্মঃ ॥ ৫০
যং প্রাহুরীড্যং বরদং বরেণ্য-
মেকাত্মতত্ত্বং মুনয়ঃ পুরাতনাঃ।
যং সর্ব্বগং দেবমজং জনার্দ্দনং
দ্রষ্টুং হরিং সম্প্রতি সংবৃতাঃ স্মঃ ॥ ৫১
যস্মিন্ বিশ্বমিদং প্রোতমাদিকালে জগৎপতৌ।
তং দ্রষ্টুমভিসংবৃত্তাঃ কিং নু বক্ষ্যাম সাম্প্রতম্ ॥ ৫২
গচ্ছামো বয়মত্রৈব গচ্ছ ত্বং কাননস্থতঃ।
নিয়মোঽপ্যস্তি নো মর্ত্ত্যা যথেষ্টং গচ্ছ সাম্প্রতম্ ॥ ৫৩
রাত্রিমধ্যমনুপ্রাপ্তং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইত্যুক্তো ঘোররূপোঽসৌ পিশাচো বিকৃতাননঃ ॥ ৫৪
তস্মিন্নেব সমে দেশে পীত্বা চ রুধিরং বহু।
ভক্ষয়িত্বা যথাকামং মাংসরাশিং বিচক্ষণঃ ॥ ৫৫

শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া একশ্রেণীর বিদ্বান্ পুরুষ যে পরমেশ্বরকে অনেকরূপে অনেক প্রকারে বর্ণনা করেন এবং পুরাণবিৎ পুরুষগণ যাঁহাকে সকলের আদি ও অজন্মা বলেন, সেই সর্ব্বেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্যই আমরা উদ্যত হইয়াছি। ৫০

যাঁহাকে প্রাচীন মুনিগণ স্তুতি করিবার যোগ্য, বরদায়ক, বরেণ্য এবং পরম তত্ত্ব বলেন। যাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ও অজন্মা বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই জনার্দ্দন শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য আমরা এই সময় উদ্যত হইয়াছি। ৫১

আদিকালে যে দেবস্বরূপ জগদীশ্বরে এই সম্পূর্ণ জগৎ মণির ন্যায় গ্রথিত হইয়াছিল, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য আমরা উদ্যত হইয়াছি। এখন আপনাকে আর কি বলিব? ৫২

মানব! এখন আমরা অন্যত্র যাইতেছি, আপনিও ইচ্ছানুসারে অন্যত্র গমন করিতে পারেন। আমাদের নিত্য নিয়মেরও সময় আসিয়া গিয়াছে; কারণ, এখন মধ্যরাত্রি হইয়াছে, অতএব এই সময় আপনি নিজের অভীষ্টস্থানে গমন করুন। এই বিষয়ে আর অন্য কোনও বিচারের আবশ্যকতা নাই। ৫৩

এই কথা বলিয়া সেই বিকরাল মুখবিশিষ্ট ঘোররূপধারী বিচক্ষণ পিশাচ সেই সমতল প্রদেশে বহু রক্ত পান করিয়া

অপঃ সংস্পৃশ্য তত্রৈব পার্শ্বে সংস্থাপ্য সাধনম্ ।
অনুপাশ্যং মহাঘোরং সংস্থাপ্য বিপুলং মহৎ ॥ ৫৬
আসনং কুশসংযুক্তং কৃত্বা চাভ্যুক্ষ্য বারিণা ।
উৎসার্য্য স্বগণান্ সর্ব্বান্ যত্নেন মহতা তদা ॥ ৫৭
সুখাসনং সমাস্থায় সমাধৌ যততে স্বপঃ ।
একচিত্তস্তদা ভূত্বা নমস্কৃত্য চ কেশবম্
ইমং মন্ত্রং পঠন্ ঘোরঃ পিশাচো ভক্তবৎসলম্ ॥ ৫৮
নমো ভগবতে তস্মৈ বাসুদেবায় চক্রিণে ।
নমস্তে গদিনে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমতে ॥ ৫৯
ওঁ নমো নারায়ণায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ।
মম তূষ্ণাস্মনঃশুদ্ধিঃ কীর্ত্তনাত্তব কেশব ॥ ৬০
জন্মেদমীদৃশং ঘোরং মা ভূয়ান হৃষীকেশ ।
সেবাপুতো ভবিষ্যামি স্মরণাত্তব গোপতে ॥ ৬১
তব চক্রপ্রহারেণ কায়ো নশ্যতু মামকঃ ।
মম ভূয়ো ভবো মা ভূদেষা মে প্রার্থনা বিভো ॥ ৬২

অখিলাং কল্পবৃক্ষোঽসি দাতা সর্ব্বস্য সর্ব্বদা ।
যত্র যত্র ভবেজ্জন্ম তত্র তত্র ভবান্ হৃদি ॥ ৬৩
বর্ত্ততাং মম দেবেশ প্রার্থ নৈষা মমাপরা
নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং ভবত্বেবং সদা মম ॥ ৬৪
নির্ব্বিঘ্না প্রার্থনা দেব নমস্তেঽস্তু সদা মম ।
যদা মে মরণং কৃষ্ণাস্তদা মা ভূৎ স্মৃতিভ্রমঃ ॥ ৬৫
দিনে দিনে ক্ষণং চিত্তং ত্বয়ি সংস্থং ভবত্বিতি ।
এবং প্রেরয় মাং দেব মা ভূত্তে চিত্তমীদৃশম্ ॥ ৬৬
নৃশংসোঽয়ং পিশাচোঽয়ং দয়াস্মিন্ কা ভবেদিতি ।
এবং চিন্তয় মাং দেব ভক্তো মমেতি প্রভো ॥ ৬৭
পরপীড়া ন মত্তোঽস্তু নমস্তে ভগবন্ প্রভো ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু মা ভুবন্ সাম্প্রতং হি মে ॥ ৬৮
অন্তকালে মমাপ্যেবং প্রসাদাত্তব কেশব ।
পৃথিবী যাতু মে ঘ্রাণং রসনাং যাতু মে পয়ঃ ॥ ৬৯

ইচ্ছানুসারে মাংসরাশি ভক্ষণ করত জলের দ্বারা আচমন করিয়া সেখানেই পার্শ্বে নিজের সাধনসামগ্রী রাখিয়া এবং অনুপদ্রুতের মহাভয়ঙ্কর বিশাল পাশও একস্থানে রাখিয়া দিয়া কুশযুক্ত আসন পাতিয়া তাহার শুদ্ধির জন্য জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত সেই সময় বিশেষ যত্নসহকারে কুটুম্বগণকে দূরে অপসারিত করিয়া সুখাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সেই কুটুম্বপালক পিশাচ সমাধিবিষয়ে যত্ন করিতে লাগিল। ৫৪-৫৭;

সেই সময় এই ভয়ানক পিশাচ একাগ্রচিত্ত হইয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ কেশবকে নমস্কার করত এই মধুময় স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। ৫৮

সেই চক্রধারী ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার, সকলের মধ্যে নিবাসকারী বুদ্ধিমান্ গদাধরকে নমস্কার। ৫৯

প্রভাবশালী, সর্ব্বব্যাপী, সচ্চিদানন্দঘন নারায়ণকে নমস্কার। কেশব ! আপনার নামকীর্ত্তনে আমার মনের শুদ্ধি হউক। ৬০

ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা নারায়ণ। এখন পুনরায় আমার এরূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর জন্মগ্রহণ যেন না হয়। আমি আপনার স্মরণে যেন সেবাপূত হইতে পারি। ৬১

প্রভো ! আপনার চক্রের প্রহারে আমার এই শরীর নষ্ট হইয়া যাউক এবং আমার পুনরায় যেন সংসার-বন্ধন না হয়— ইহাই আমার প্রার্থনা। ৬২

আপনি যাচকগণের কল্পবৃক্ষ। সদা সকলের দাতা। দেবেশ্বর ! যেখানে যেখানে আমার জন্ম হইবে, সেই সেই স্থানেই আপনি আমার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিবেন। ইহাই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা। ৬৩;

দেব ! আপনাকে নমস্কার। দেব ! আপনাকে নমস্কার !! এইভাবে আমার প্রার্থনা সদা নির্বিঘ্নে চলিতে থাকুক। দেব ! আপনাকে সদাই আমার নমস্কার। ৬৪;

যখন আমার মরণকাল উপস্থিত হইবে, সেই সময় আমার স্মরণশক্তিতে যেন ভ্রম উৎপন্ন না হয় ( সেই সময় যেন আমি আপনাকেই স্মরণ করিতে পারি )। দেব ! প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ আমার চিত্তে আপনি স্থিরভাবে বিরাজমান থাকুন। আপনি আমাকে সর্ব্বদা এরূপই প্রেরণাদান করুন। আপনার চিত্তে কখনও যেন এরূপভাব না আসে যে, এই ব্যক্তি ক্রূর ও পিশাচ, ইহার উপর কি দয়া করিব ? ৬৫-৬৬;

প্রভো ! দেব ! আপনি সর্ব্বদা এই বিচারই করিবেন যে, এই ব্যক্তি আমার সেবক। ভগবন্ ! প্রভো ! আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাকে এরূপ কৃপা করুন—যাহাতে আমার দ্বারা অপরের পীড়া না হয় এবং এখন আমার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে আসক্ত না হয়। ৬৭-৬৮

কেশব ! অন্তকালে আপনার কৃপায় আমারও যেন এরূপ স্থিতিলাভ হয় যে, পৃথিবী আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করুন, সূর্য্য আমার নেত্রেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করুন এবং বায়ু আমার

সূর্য্যশ্চ যাতু মে চক্ষুঃ স্পর্শং যাতু চ মারুতঃ ।
শ্রোত্রমাকাশমপ্যেতু মনঃ প্রাণশ্চ গচ্ছতু ॥ ৭০
জলং মাং রক্ষতাং নিত্যং পৃথিবী রক্ষতাং তথা
সূর্য্যো মাং রক্ষতাং বিষ্ণো নমস্তে সূর্য্যতেজসে ॥ ৭১
বায়ুর্মাং রক্ষতাং দুঃখাদাকাশশ্চ জনার্দ্দন
ন মনঃ সর্ব্বগং দেব রক্ষতাং বিষয়াশ্রয়ে ॥ ৭২
মনো বিপর্য্যয়ে ঘোরে পুরুষান্ হন্তি নিত্যশঃ ।
পাপেষু যোজয়েৎ পুংসঃ পরপীড়াত্মকেষু চ ॥ ৭৩
মনস্তদ্ রক্ষতাং দেব ভূয়ো ভূয়ো জনার্দ্দন ।
মা ভূন্মনসি কালুষ্যং মনো মে নির্ম্মলং ভবেৎ ॥ ৭৪
কলুষং তস্য যচ্চিত্তং নরকে পাতয়ত্যমুম্ ।
বাহ্যানি নির্ম্মলান্যেবমিন্দ্রিয়াণি ভবন্ত্যত ॥ ৭৫
ন তানি কার্য্যবন্তীহ মনশ্চেৎ কলুষং ভবেৎ ।
নান্যানাং শুচিনামেষাং গৃহীত্বা যো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৬

বহিঃপ্রক্ষালনং কুর্ব্বন্ কিং তথেবতস্য কেশব ।
ব্যর্থো হি কেবলং তস্য প্রত্যগ্রো বাহ্যগোচরঃ ॥ ৭৭
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চিত্তং রক্ষ জনার্দ্দন
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বারয়ৈনং জনার্দ্দন ॥ ৭৮
পরীবাদাজ্জগন্নাথ বাচং রক্ষ জগন্ময় ।
পরদ্রব্যান্মনো রক্ষ পরদারাজ্জনার্দ্দন ।
সর্ব্বত্র মে দয়া ভূয়াৎ প্রসাদাত্তব কেশব ॥ ৭৯
ত্বয্যেব ভক্তিরচলা ভূয়াদ্ভূতেষু মে দয়া
বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণুষ্বেদং বচো মম ॥ ৮০
সুখে দুঃখে চ রাগে চ ভোজনে গমনে তথা
জাগ্রৎস্বপ্নেষু সর্ব্বত্র ত্বয্যেব রমতাং মনঃ ॥ ৮১
নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তেঽস্তু জনার্দ্দন ।
ইতি ব্রুবন্ যোঽস্তমনো জাত্যা হীনো ন চিন্তিতঃ ॥ ৮২

ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করুন। এইরূপ আকাশও আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করুন এবং প্রাণ (চন্দ্র) আমার মনকে গ্রহণ করুন। ৬৯-৭০

হরে! জল সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন, পৃথিবী আমাকে রক্ষা করুন। বিষ্ণো! সূর্য্যদেব আমাকে রক্ষা করুন। আপনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, আপনাকে নমস্কার। ৭১

জনার্দ্দন! বায়ু ও আকাশ দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। দেব! সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার চিন্তনে রত আমার মন বিষয় ও ভোগবৃত্তিকে রক্ষা করুক অর্থাৎ আমার মন যেন বিষয়পরায়ণ না হয় এবং ভোগবৃত্তিকে যেন আশ্রয় না করে। ৭২

উহার বিপরীত যদি মন ঘোর বিপর্য্যয়ে (বিষয় সেবনাদিতে) রত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সদা পুরুষগণকে নাশ করে এবং পরপীড়নরূপ পাপসমূহে পুরুষদিগকে নিযুক্ত করে। ৭৩।

দেব জনার্দ্দন! আপনি আমার সেই মনকে বারংবার রক্ষা করুন, যাহাতে আমার মনে মলিনতা না থাকে এবং আমার মন নির্ম্মল হইয়া যায়। ৭৪

কারণ, জীবের যে মলিন চিত্ত, উহা তাহাকে নরকে পাতিত করে, মন শুদ্ধ হইলে পর যাহার ইন্দ্রিয়সকলও নির্ম্মল হইয়া যায় এবং যদি মন মলিন থাকে, তবে ইন্দ্রিয়গণ মলিন থাকায় এই জগতে তাহারা কোনও সৎকার্য্য করিতে পারে না। ৭৫ ;

কেশব! যে মানুষ নিজের অপবিত্র মনকে শুদ্ধির মধ্যে গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ মনকে শুদ্ধ না করিয়া কেবল অঙ্গসমূহকে বাহিরে প্রক্ষালন করে, ইহাতে তাহার কি লাভ হইবে? তাহার কেবল বাহিরে শুচির জন্য আগ্রহ ব্যর্থই হইয়া যায়। ৭৬-৭৭

জনার্দ্দন! সেই হেতু আপনি সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া আমার চিত্তকে রক্ষা করুন। জীবগণের প্রার্থনাপূর্ণকারী দেব! ইন্দ্রিয়বর্গ অতিশয় বলবান্, আপনি তাহাদিগকে নিবারণ করুন। ৭৮

জগন্নাথ! আমার দুর্দ্ধর্ষ বাক্যকে আপনি পরনিন্দা হইতে রক্ষা করুন। জনার্দ্দন! আমার মনকে পরের ধন ও পরের স্ত্রী হইতে রক্ষা করুন। কেশব! আপনার কৃপাপ্রসাদে আমার মনে সকল প্রাণীর প্রতি দয়া হউক। ৭৯

প্রভো! আপনার প্রতিই আমার অবিচল ভক্তি হউক এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া হউক। এই বিষয়ে বহু কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? আপনি আমার এই একটি কথা শ্রবণ করুন। ৮০

দেবদেবেশ্বর! জনার্দ্দন! সুখে, দুঃখে, রাগে ও ভোজনে, গমনাগমনে এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সর্ব্বত্র আমার মন আপনাতেই রমণ করুক, আপনাকে নমস্কার। ৮১ ;

এইরূপ বলিতে বলিতে সেই অভাগা ভয়ঙ্কর পিশাচ, যে কেবল জাতিতেই নিম্নকোটির ছিল, হৃদয়ে নহে; ভগবদ্ভক্ত ছিল বলিয়া (অথবা ভগবদ্ভক্তির বলে) সমাধিস্থ হইয়া যাইল। ৮২ ;

পিশাচো ভগবদ্ভক্তঃ সমাধিং সমপদ্যত।
দৃঢ়ং বদ্ধাসনঃ কায়মাস্থায়ান্যেন মাংসপঃ ৮৩
নিশ্চলেনৈব মনসা সুখমাস্তে স সংযতঃ।
ধ্যায়ন্ হরিং জগদ্যোনিং বিষ্ণুং পীতাম্বরং শিবম্ ॥ ৮৪
মুকুন্দমাদিপুরুষমেকাকারমনাময়ম্
নিত্যং শুদ্ধং জ্ঞানগম্যং কারণং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৮৫
নাসিকাগ্রং সমালোক্য পঠন্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
নির্ব্বাতস্থো যথা দীপঃ প্রোচ্চরন্ প্রণবং সদা ॥ ৮৬
প্রণবং বাচকং মত্বা বাচ্যং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতঃ।

এই মাংসভক্ষী পিশাচ নিজের শরীরকে অত্যন্ত দৃঢ় পাশে বাঁধিয়া নিশ্চল-চিত্তের ন্যায় সুখপূর্ব্বক সংযতভাবে উপবিষ্ট হইল এবং জগতের উৎপত্তির কারণভূত, পীতাম্বরধারী, মঙ্গলময় সর্ব্বব্যাপী শ্রীহরির ধ্যান করিতে লাগিল। ৮৩-৮৪

যিনি নিত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানগম্য, সমস্ত দেহধারীদিগের কারণভূত, রোগ-শোকরহিত, একাকার (অদ্বিতীয়) ও আদিপুরুষ, সেই মুকুন্দদেবকে (মুক্তিদাতাকে) চিন্তা করিতে লাগিল। ৮৫

নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ প্রণব জপ করিতে করিতে বায়ুশূন্য প্রদেশে প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় অবিচলভাবে স্থিত হইল এবং নিরন্তর প্রণাম ও মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। ৮৬

একাগ্রং সততং কৃত্বা চিত্তং বিষ্ণৌ সমর্পিতম্ ॥ ৮৭
বিকল্পরহিতং চিত্তং হৃদি মধ্যে ন্যবেশয়ৎ
পুণ্ডরীকে শুভদলে সমাবেশ্য জগৎপতিম্ ॥ ৮৮
আস্তে সুখং মহাযোগী পিশিতাশস্তদা মহান্।
ত্রিধামানং জপংস্তত্র স্মরন্ বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং ঘণ্টাকর্ণচিত্তসমাধির্নাম-
শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

প্রণবকে বাচক মনে করিয়া এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে তাঁহার বাচ্যার্থ নিশ্চয় করিয়া সে নিজের চিত্তকে নিরন্তর একাগ্র রাখিয়া তাহাকে ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়াছিল। সেই বিকল্প-রহিত চিত্তকে হৃদয়-কমলের মধ্যে দৃঢ়তা পূর্ব্বক স্থাপিত করিল। ৮৭

শুভদলসমূহে যুক্ত সেই হৃদয়কমলের আসনে জগদীশ্বর শ্রীহরিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই মহাযোগী, মাংসভক্ষী ও বিশালদেহ পিশাচ সেখানে সুখে বসিয়া রহিল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন রূপে বিরাজমান সনাতন বিষ্ণুকে সেখানে স্মরণ করিতে লাগিল। ৮৮ ৮৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের চিত্তের সমাধিবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ পিশাচেন সমাধৌ ভগবতো বিষ্ণোঃ সাক্ষাৎকারঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ পিশাচং দৃষ্টবাংস্তদা।
চিন্তয়ন্তং স্বমাত্মানং শুদ্ধবুদ্ধিসমন্বিতম্ ॥ ১
আত্মন্যবস্থিতং সাক্ষাৎ পঠন্তং প্রণবং সকৃৎ।
প্রার্থয়ন্তং স্বমাত্মানমেকান্তে নিয়তং হরিঃ ॥ ২
অচিন্তয়জ্জগন্নাথঃ কারণং পুণ্যসঙ্কল্পে।
ধ্যাত্বা তু সুচিরং বিষ্ণুঃ কারণং পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৩

## একাশীতিতম অধ্যায়

[ পিশাচ কর্ত্তৃক সমাধি-অবস্থায় ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সেই ভগবান বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) সেই সময় সেই পিশাচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, যে পিশাচ নিজের আত্মস্বরূপ শ্রীহরিকে চিন্তা করিতেছিল এবং শুদ্ধ বুদ্ধিতে সম্পন্ন ছিল। ১

সে হৃদয়কমলে অবস্থান করত সাক্ষাৎ প্রণবের প্রত্যেক নাম যা মন্ত্রের সহিত একবার উচ্চারণ করিতেছিল এবং নিজের আত্মস্বরূপ বিষ্ণুকেই অভীষ্ট মনোরথরূপে প্রার্থনা করিতেছিল। এইভাবে একান্তে নিয়মপূর্ব্বক ধ্যানস্থ ঘণ্টাকর্ণকে শ্রীহরি দর্শন করিলেন। ২

সেই সময় জগদীশ্বর শ্রীহরি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ইহার পুণ্যসঙ্কল্পে কারণ কি? তাহার পুণ্যকর্ম্মের কারণের বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া তিনি এই নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন। ৩

যদসৌ কোপদেশেন পঠন্ সুবহুশঃ ক্ষিতৌ।
বাসুদেবেতি কৃষ্ণেতি মাধবেতি চ মাং সদা ॥ ৪
জনার্দন হরে বিষ্ণো ভূতভাবনভাবন।
নরাকার জগন্নাথ নারায়ণ পরায়ণ ॥ ৫
ইতি মাং নামভির্নিত্যং পঠত্যেষ দিবানিশম্।
স্বপন্ জাগ্রংস্তথা তিষ্ঠন্ ভুঞ্জন্ গচ্ছংস্তথা বদন্ ॥ ৬
ভক্ষয়ন্ মাংসপিষ্টকং পিবঞ্ছোণিতমেব বা
ধাবমানশ্চ সুচিরং হত্বা চাপি মৃগান্ বহূন্ ॥ ৭
শয়নে ভোজনে চৈব জাগ্রৎস্বপ্নে তথৈব চ।
সর্ব্বেষ্বপি চ কার্য্যেষু কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৮
এতস্য কর্ম্মণঃ পাক এষ ঘোরস্য কর্ম্মণঃ
নিশ্চিন্ত্যৈবং জগন্নাথঃ প্রীতস্তস্য বভূব হ ॥ ৯
অদর্শয়ৎ স্বমাত্মানমনন্তস্য জগৎপতিঃ।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে তস্য পিশাচস্যাপি ভূমিপ ॥ ১০

এই পিশাচ কুবেরের উপদেশে পৃথিবীতে বহুবার বাসুদেব, কৃষ্ণ, মাধব ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছে। ৪

জনার্দন। হরে। বিষ্ণো। ভূতভাবনভাবন। নরাকার। জগন্নাথ। নারায়ণ। পরায়ণ। ইত্যাদি নামসমূহের দ্বারা নিত্য দিবারাত্র আমাকে ডাকিতেছে। নিদ্রা যাইতে যাইতে জাগরণে, অবস্থানকালে, ভোজন করিতে করিতে, গমন করিতে করিতে এবং কথা বলিতে বলিতে—এই সব সময়েই সে আমার নামসমূহ কীর্ত্তন করিতেছে। ৫-৬

মাংসপিষ্টক ভক্ষণ করিতে করিতে অথবা রক্তপান করিবার সময়েও সে আমার নাম কীর্ত্তন করিতেছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাণিগণকে কষ্টদান এবং বহু মৃগগণকে বধ করিয়াও তাহাদের শয়ন ও ভোজনের সময়ে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় এবং সমস্ত কার্য্যেও সে বাসুদেব আমাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। ইহার এই ঘোর কর্ম্মের পরিপাকের (বিনাশের) এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ৭-৮।

এরূপ নিশ্চয় করিয়া এই জগন্নাথ তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। রাজন্! তদনন্তর জগদীশ্বর শ্রীহরি সেই অনন্তভক্ত পিশাচেরও শুদ্ধ অন্তঃকরণে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইলেন। ৯-১০

সেই ভয়ঙ্কর পিশাচও নিজের অন্তঃকরণে রেশমী

স চ ঘোরঃ পিশাচোঽপি দদর্শাথ হরিং কেশবম্
পীতকৌশেয়বসনং পদ্মাক্ষং শ্যামলং হরিম্ ॥ ১১
শঙ্খিনং চক্রিণং বিষ্ণুং শার্ঙ্গিণং গদিনং বিভুম্
কিরীটিনং কৌস্তুভিনং শ্রীবৎসাচ্ছাদিতোরসম্ ॥ ১২
নীলমেঘনিভং কান্তং গরুড়স্থং প্রভঞ্জনম্
চতুর্ভুজং শুভশিরং নিশ্চলং সর্ব্বগং শিবম্ ॥ ১৩
অনাদিনিধনং নিত্যং মায়াবিনমমায়িনম্
সত্যাযুক্তং সদা শুদ্ধং বুদ্ধিগম্যং সনাতনম্ ॥ ১৪
মনস্যেবং জগন্নাথং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমনেকধা
অনুন্মীল্য নয়নে কৃতার্থো হ্যাত্মানমমন্যত ॥ ১৫
অহো দৃষ্টো হরির্বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বগতঃ প্রভুঃ
প্রসন্নো হি হরির্নূনং তেনাহং দৃষ্টবান্ হরিম্ ॥ ১৬
সিদ্ধং মে জন্মনঃ কৃত্যং কিমতঃ কৃত্যমস্তি মে
প্রসন্নো মম বিষ্ণুর্হি ব্রহ্মাদ্যৈরপি যে ॥ ১৭

পীতবস্ত্রধারী, কমললোচন, শ্যামসুন্দর শার্ঙ্গধারী কেশবকে দর্শন করিল। ১১

এই ভগবান্ বিষ্ণু হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে বনমালা, মস্তকে কিরীট ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি শোভা পাইতেছে। তাঁহার বক্ষদেশ শ্রীবৎসের আভায় আচ্ছাদিত ছিল। ১২

তিনি নীলবর্ণের মেঘের ন্যায় কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে বিরাজমান ছিলেন এবং শত্রুমর্দনকারী সেই প্রভুর চারিটি হস্ত ছিল ও তাঁহার মাথা মঙ্গলময় ছিল। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও কল্যাণময় ছিলেন এবং নিশ্চলভাবে তখন অবস্থান করিতেছিলেন। ১৩

তাঁহার আদি ও অন্ত ছিল না। তিনি নিত্য মায়াবী (মায়াপতি) ছিলেন। তিনি সত্যযুক্ত, সদা শুদ্ধ, বুদ্ধিগম্য ও নিত্য নির্ম্মল ছিলেন। ১৪।

এইভাবে জগতের মধ্যে প্রকটিত জগদীশ্বর বিষ্ণুকে বারংবার দর্শন করত চক্ষু উন্মীলিত না করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল। ১৫

অহো! এখন সর্ব্বব্যাপী, চতুর্ভুজ, সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হরি আমাকে দর্শনদান করিলেন, নিশ্চয়ই এই শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সেইজন্য আমি তাঁহার দর্শনলাভ করিলাম। ১৬

আমার জন্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা

প্রাধ্যেণ জিতনিদ্রোহ মনো মধ্যে স্মৃতে হরৌ
এষণাশ্চ বিরক্তা মে প্রমত্তোঽহং তথাত্তবম্ ॥ ১৮
এতেভ্যোঽপি পিশাচেভ্যো নির্মুক্তঃ সাম্প্রতং তথা
যোঽহমৌ মমানুজঃ সাক্ষাৎ স চ ভক্তস্তথা হরৌ ॥ ১৯
কালেন চৈব নির্মুক্তো বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্স্যতি
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা স আত্মপানং বিভিদ্য চ ॥ ২০
ক্রমেণ প্রাণানুদ্ধৃত্য বিলোক্য চ দিশস্তথা ।
শরীরং সুগমং কৃত্বা প্রাবিশৎ স মুখেন চ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং পিশাচস্য বিষ্ণুসাক্ষাৎকারো
নাম একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

এখন আমার পক্ষে আর কোন্ কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে? আমার অজ্ঞানতাই প্রভৃতি উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হইয়াছে। ১৭

শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে পর আমি মনে করি যে, প্রায় মনকে জয় করা হইয়াছে। আমার ত্রিবিধ এষণা (লোকৈষণা, বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা) চলিয়া গিয়াছে এবং আমি পূর্ণরূপে প্রমত্ত হইয়াছি। ১৮

এখন এই পিশাচগণ হইতেও আমার সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সে-ও ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, অতএব কালানুসারে মুক্ত হইয়া সে-ও বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। ১৯।

এরূপ চিন্তা করিয়া সেই পিশাচ আত্মনির্মিত পান যেমন করত ক্রমশঃ প্রাণকে উন্মুক্ত করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শরীরকে সুগম করত তাহার মধ্যে মুখে প্রবিষ্ট হইল ২০-২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে পিশাচের শ্রীবিষ্ণুসাক্ষাৎকারবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ ঘণ্টাকর্ণেন ভগবতো বিষ্ণোঃ স্তুতিঃ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
পিশিতাশো জগন্নাথং দদর্শাথ জগদ্গুরুম্ ।
সমাধৌ চ যথা দৃষ্টং ভূমৌ চাপি তথা হরিম্ ॥ ১
অয়ং বিষ্ণুরয়ং বিষ্ণুরিত্যাহ পিশিতাশনঃ ।
সমাধৌ চ যথা দৃষ্টঃ সোঽহমত্রাপি দৃশ্যতে ।
ইত্যুক্ত্বা চ পুনর্ননর্ত্ত নৃত্যন্নিব হসন্নিব ॥ ২
অয়ং স চক্রী শরশার্ঙ্গধন্বা
গদী রথী সংকজচ্ছত্রপাণিঃ ।
সহস্রমূর্দ্ধা সকলামরেশো
জগৎপ্রসূতির্জগতাং নিবাসঃ ॥ ৩
বিষ্ণুর্জিষ্ণুর্জগন্নাথঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ।
বিধাতা বিশ্বকর্ত্তা যঃ সোঽয়মেষ সনাতনঃ ॥ ৪
অস্যৈব দেবস্য হরেঃ স্তনান্তরে
বিরাজতে কৌস্তুভরত্নদীপঃ ।
যস্য প্রসাদাজ্জগদেতদাদৌ
বিরাজতে চন্দ্রমসেব রাত্রিঃ ॥ ৫

## দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

[ ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর পিশাচ জগন্নাথ জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল। সে সমাধি-অবস্থায় শ্রীহরির রূপ যেরূপে দর্শন করিয়াছিল, সেইরূপেই সে ভূমিতে স্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল। ১

তাঁহাকে দর্শন করিয়াই এই মাংসভক্ষী পিশাচ বলিয়া উঠিল—ইনিই বিষ্ণু, ইনিই বিষ্ণু; কারণ, সমাধিতে তিনি আমাকে যে রূপে দর্শন দিয়াছিলেন, সেই রূপেই এখানেও তাঁহার দর্শন হইতেছে। এই কথা বলিয়াই সে পুনরায় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ও হাস্য করিতে করিতে বলিল। ২

ইনিই সেই চক্রধর, বাণ ও শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী, গদাধর, রথারূঢ় এবং হস্তে খড়্গ ও তূণধারী, সহস্র মস্তকবিশিষ্ট, সর্ব্বদেবেশ্বর, জগৎস্রষ্টা এবং তিন লোকের নিবাসস্থান শ্রীহরি। ৩

ইঁহাকেই বিষ্ণু, জিষ্ণু, জগন্নাথ, পুরাণপুরুষ, পুরুষোত্তম, বিধাতা ও বিশ্বকর্ত্তা বলা হয়, সেই সনাতন পরমাত্মা ইনিই। ৪

এই শ্রীনারায়ণ দেবের বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণিরূপী দীপ উদ্ভাসিত হইতেছে। যাঁহার প্রসাদে এই জগৎ আদিকাল হইতেই চন্দ্রের কিরণে রাত্রির ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে। ৫

যোঽসৌ পৃথ্বীং দধারাশু দংষ্ট্রয়া জলসঞ্চয়াৎ ।
যোঽয়মেব হরিঃ সাক্ষাদ্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৬
বদধ্বা তথা দানবমুগ্রপৌরুষং
দদৌ চ শক্রায় ততোঽসুরাজ্যম্ ।
বলিং বলাদেষ হরিঃ স বামনঃ
স্তুতশ্চ ভক্ত্যা মুনিভিঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭
দংষ্ট্রাকরালঃ সুমহান্ হত্বা যো দানবান্ রণে ।
নিঃশোকমখিলং লোকং চকারাসৌ জনার্দ্দনঃ ॥ ৮
আদৌ দধারৈকভুজেন মন্দরং
নির্জ্জিত্য সর্ব্বানসুরান্মহার্ণবে ।
দদৌ চ শক্রায় সুধাময়ং মহান্
স এষ সাক্ষাদিহ মানবস্থিতঃ ॥ ৯
যঃ শেতে জলধৌ নাগে দেব্যা লক্ষ্ম্যা সুখাবহে
হত্বা তৌ দানবৌ ঘোরৌ মধুকৈটভসংজ্ঞিতৌ ॥ ১০
যমাহুরাদ্যং বিবুধা জগৎপতিং
সর্ব্বস্য ধাতারমজং জনিত্রম্ ।
অণোরণীয়াংসমতিপ্রমাণং
স্থূলাৎ স্থবিষ্ঠং হরিমেব বিষ্ণুম্ ॥ ১১
যত্র স্থিতমিদং সর্ব্বং প্রাপ্তে লোকস্য নাশনে ।
আদৌ যস্মাৎ সমুৎপন্নং সোঽয়ং বিষ্ণুরিতি স্থিতঃ ॥ ১২
যস্যেচ্ছয়া সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তং
প্রবর্ত্ততে চাপি জনার্দ্দনস্য ।
অয়ং স বিষ্ণুঃ পুরুষোত্তমঃ শিবঃ
প্রবর্ত্ততে মামিহ যাদবেশ্বরঃ ॥ ১৩
ভৃগোর্বংশে সমুৎপন্নো জামদগ্ন্য ইতি শ্রুতঃ ।
শিষ্যত্বং সমবাপ্যৈব মৃগব্যাধস্য যঃ স্থিতঃ ॥ ১৪
জঘান বীর্য্যাদ্ বলিনং মহারণে
কুঠারশস্ত্রেণ গিরীশশিষ্যঃ ।
সহস্রবাহুং কৃতবীর্য্যসম্ভবং
হয়ৈর্গজৈশ্চৈব রথৈশ্চ নির্গতম্ ॥ ১৫
কুরুক্ষেত্রং সমাসাদ্য যশ্চকার পিতৃক্রিয়াম্ ।
নিঃক্ষত্রিয়মিমং লোকং কৃতবানেকবিংশতিঃ ॥ ১৬

যিনি বারাহ-রূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং যিনি নিজের দন্তের দ্বারা পৃথিবীকে একার্ণবের জলরাশি হইতে সত্বর তুলিয়া আনিয়া জলের উপরে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি ইনিই । ৬

উগ্র পুরুষার্থসম্পন্ন দানব বলিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া এই বামনরূপধারী শ্রীহরি দেবরাজ ইন্দ্রকে ত্রিলোকের রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় প্রাচীন মহর্ষিগণ ভক্তিভাবে ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন । ৭

এই জনার্দন বিকরালদন্তযুক্ত মহান্ নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া রণাঙ্গনে দানবগণকে বধ করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ জগৎ-সংসারকে শোকরহিত করিয়াছিলেন । ৮

যিনি আদিকালে একহস্তে মন্দরাচলকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং মহাসাগরের তীরে সমস্ত অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে অমৃত প্রদান করিয়াছিলেন, ইনিই সেই সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণু এস্থানে আমার নিকট বিরাজমান আছেন । ৯

যিনি প্রলয়কালে একার্ণবের জলে মধু ও কৈটভনামক দুই ভয়ঙ্কর দানবকে বধ করিয়া শেষনাগের সুখদায়িনী শয্যায় লক্ষ্মীদেবীর সহিত শয়ন করেন (সেই ভগবান্ বিষ্ণু ইনিই) । ১০

দেবগণ যাঁহাকে সকলের আদি, জগদীশ্বর, সকলকে ধারণ-পোষণকারী, অজন্মা, জন্মদাতা, অণু হইতেও অত্যন্ত অণু, পরম মহান্, স্থূল হইতেও স্থূলতর, হরি ও বিষ্ণু বলেন (তিনি ইনিই) । ১১

লোকসকলের বিনাশ হইলে পর এই সারা বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে যাঁহা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, সেই ভগবান্ বিষ্ণু এস্থানে বিরাজমান আছেন । ১২

যে জনার্দনের ইচ্ছায় এই সম্পূর্ণ জগৎ নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই শিবস্বরূপ পুরুষোত্তম বিষ্ণু এই যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই, যিনি এস্থানে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন । ১৩

যিনি ভৃগুকুলে উৎপন্ন হইয়া 'জামদগ্ন্য' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং মৃগব্যাধনামক রুদ্রদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করত অবস্থিত ছিলেন । মহাদেবের শিষ্য যে পরশুরাম মহাসমরে কুঠার-নামক অস্ত্রের দ্বারা বলবান্, কৃতবীর্য্যপুত্র, সহস্রবাহু এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রমণকারী অর্জুনকে বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছিলেন। তাহার পর কুরুক্ষেত্রে আসিয়া যিনি পিতৃগণের শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং একুশবার এই জগৎকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন (তিনিই এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) । ১৪-১৬

রঘোরথ কুলে জাতো রামো নাম জনার্দ্দনঃ।
সীতয়া চ প্রিয়া যুক্তো লক্ষ্মণানুচরঃ কৃতী ॥ ১৭
কৃত্বা চ সেতুং জলধৌ জনার্দ্দনো
হত্বা চ রক্ষঃপতিমাশুগৈঃ শরৈঃ।
দত্ত্বা চ রাজ্যং স বিভীষণায়
দশাশ্বমেধৈরযজচ্চ যোঽসৌ ॥ ১৮
বসুদেবকুলে জাতো বাসুদেবেতি শব্দিতঃ।
গোকুলে ক্রীড়তে যোঽসৌ সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ॥ ১৯
উত্তানশায়ী শিশুরূপধারী
পীত্বা স্তনং পূতনিকাপ্রদত্তম্।
ব্যসুং চকারাশু জনার্দ্দনস্তদা
দনোঃ সুতাং তামবসৎ সুখং হরিঃ ॥ ২০
পয়ঃপানং তথা কুর্ব্বন্ ভক্ষয়ন্ দধিপিণ্ডকম্।
দাম্না বদ্ধোদরো বিষ্ণুর্মাত্রা রুষিতয়া দৃঢ়ম্ ॥ ২১

তদনন্তর জনার্দনদেব রঘুকুলে উৎপন্ন হইয়া 'রাম' নামে বিখ্যাত হন। 'সীতা' নাম্নী লক্ষ্মীদেবীর সহিত ইঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সদা ইঁহার অনুগামী ছিলেন। ইনি অতিশয় পুণ্যাত্মা ও বিদ্বান্ ছিলেন। এই রামরূপধারী জনার্দন সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া নিজের শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করত এবং বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করত দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (সেই রামস্বরূপ বিষ্ণুই এই দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ) ॥ ১৭-১৮

তদনন্তর যে শ্রীহরি বসুদেবকুলে আবির্ভূত হইয়া 'বাসুদেব' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, গোকুলে নানাবিধ লীলা করিয়াছেন এবং সঙ্কর্ষণ (বলরাম) যাঁহার সহায়ক, এই সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (আমার সম্মুখে বিরাজমান আছেন)। ১৯

যখন ইনি শিশুরূপ ধারণ করত শয্যায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় এই জনার্দন পূতনাপ্রদত্ত স্তন পান করত সেই দানবীকে তৎক্ষণাৎ প্রাণহীন করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর শ্রীহরি সেস্থানে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০

তারপর যখন কিছু বড় হইলেন, তখন দুগ্ধপান করিতে করিতে লুকাইয়া দধি ও মাখন খাইতেছিলেন, সেই সময় একদিন মাতা যশোদা রুষ্ট হইয়া এই ভগবান্ বিষ্ণুর কোমরে দৃঢ়ভাবে রজ্জু বদ্ধ করিয়াছিলেন। ২১

সেই সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া এই দামোদর যুগ্ম অর্জুনবৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। গোকুলবাসে থাকিবার সময় এই বালকরূপধারী শ্রীহরি গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কখনও তাঁহাদের স্তন পান করিতেন এবং কখনও তাঁহাদের মুখ আস্বাদন করিতেন। ২২

ততশ্চ দাম্না সুদৃঢ়েন বদ্ধো
জঘান যোঽসৌ যমলার্জ্জুনৌ চ।
ক্রীড়ন্ হরির্গোকুলবাসবাসী
গোপীভিরাস্বাদ্য মুখং স্তনঞ্চ ॥ ২২
বৃন্দাবনে বসন্ বিষ্ণুর্গোপৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
তত্র হত্বা হয়ং রাজন্ বিররাজাংশুমানিব ॥ ২৩
যঃ ক্রীড়তে নাগফণৌ জনার্দ্দনো
নিষেব্যমাণঃ সহ গোপদারকৈঃ।
মহাহ্রদে নাগপতিং জগৎপতি-
র্মমর্দ্দ বীর্য্যাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্ ॥ ২৪
যো ধেনুকং তালবনে তৎফলৈঃ সমমচ্ছিনৎ।
হত্বা দানবমুগ্রং তং গোপান্ বিস্মাপয়ত্যসৌ ॥ ২৫
দধার যো গোধরমুগ্রপৌরুষান্-
মহামতির্মেঘসমাগমে সতি।
বিড়ম্বয়ন্নিন্দ্রবলং প্রমোদয়ন্
গোপাংশ্চ গোপীশ্চ স গোকুলং হরিঃ ॥ ২৬

বৃন্দাবনে গোকুলবাসী গোপগণের সহিত বাস করিবার সময় এই শ্রীহরি সেস্থানে অশ্বরূপধারী কেশীকে বধ করিয়া সূর্যদেবের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৩

যে জগদীশ্বর জনার্দন গোপবালকগণের দ্বারা সেবিত হইয়া নাগের ফণার উপর ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং যিনি নিজের অতিশয় পরাক্রমের পরিচয়দান করিতে করিতে যমুনার মহাহ্রদে নাগরাজ কালিয়কে মর্দিত করিয়াছিলেন (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।) ২৪

যিনি তালবনে তালফলসমূহের সহিতই ভয়ঙ্কর ধেনুকাসুরকে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বধ করিয়া গোপগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন (সেই বিষ্ণুস্বরূপ কৃষ্ণই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।) ২৫

যে মহামতি শ্রীহরি সংবর্ত্তক মেঘমণ্ডল ঘিরিয়া আসিলে পর নিজের উগ্র পুরুষার্থবলে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের বলের বিড়ম্বনা করিতে করিতে গোপ ও গোপীগণ এবং গোকুলকে আনন্দমগ্ন করিয়াছিলেন (সেই শ্রীহরিই এস্থানে বিরাজমান আছেন।) ২৬

গোপীনাং স্তনমধ্যে তু ক্রীড়তে কামনীশ্বরঃ।
যোঽসৌ পিবংস্তদধরং মায়ামানুষদেহবান্ ॥ ২৭

গোপীভিরাস্বাদ্য মুখং বিবিক্তে
শেতে স্ম রাত্রৌ সুখমেব কেশবঃ।
স্তনান্তরেষ্বেব তদা চ তাসাং
কামীব কান্তাধরপল্লবং পিবন্ ॥ ২৮

অক্রূরেণ সমাহূতস্তেন গচ্ছন্ হি যামুনে।
জলে যো হ্যর্চ্চিতস্তেন নাগলোকে স এব হি ॥ ২৯

ততশ্চ গচ্ছন্ বলবান্ জনার্দ্দনো
হত্বা তমুগ্রং রজকং বলাৎ পথি।
হৃত্বা চ বস্ত্রাণি যথেষ্টমীশ্বরো
যযৌ সরামো মথুরাং পুরীং হরিঃ ॥৩০

লব্ধ্বা চ দামানি বহূনি কামদো
দত্ত্বা বরং মাল্যকৃতে মহাত্মম্।
লব্ধ্বানুলেপং সুরভিঞ্চ যাদবঃ
কুব্জাং চকারাশু মহার্হরূপাম্ ॥ ৩১

যোঽসৌ চাপং সমাদায় মধ্যে ছিত্ত্বা মহদ্ধনুঃ।
সিংহনাদং মহাংশ্চক্রে কল্পান্তে জলদো যথা ॥ ৩২

হত্বা গজং ঘোরমুদগ্ররূপং
বিষাণমাদায় ততোঽস্য কেশবঃ
ননর্ত্ত রঙ্গে বহুরূপমীশ্বরঃ
কংসস্য দত্ত্বা ভয়মুগ্রবীর্য্যঃ ॥ ৩৩

যোঽসৌ হত্বা মহামল্লং চাণূরং নিহতদ্বিষম্।
যাদবেভ্যো দদৌ প্রীতিং কংসস্যৈব তু পশ্যতঃ ॥ ৩৪

জঘান কংসং রিপুপক্ষঘাতিনং
পিতৃদ্বিষং যাদবনামধেয়ম্।
সংস্থাপ্য রাজ্যে হরিরুগ্রসেনং
সান্দীপনিং কাশ্যমুপাগতো যঃ ॥ ৩৫

বিদ্যামবাপ্য সকলাং দত্ত্বা পুত্রং মহামুনেঃ
সাগ্রজোঽথ জগামাশু মথুরাং যাদবীং পুরীম্ ॥ ৩৬

---

মায়ায় মনুষ্যরূপধারী যে পরমেশ্বর শ্রীহরি গোপীগণের বক্ষঃস্থলে তাঁহাদের অধরামৃত পান করিতে করিতে ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছিলেন ( তিনি ইনিই। ) ॥ ২৭

যে কেশব রাত্রিকালে বৃন্দাবনের একান্ত প্রদেশে গোপীগণের সহিত তাঁহাদের মুখারবিন্দ আস্বাদন করিতে করিতে সুখে শয়ন করিতেন এবং কামী পুরুষের ন্যায় কান্তার ( প্রেয়সীর ) অধর-পল্লবরস পান করিতে করিতে তাঁহার বক্ষঃস্থলেই শয়ন করিয়া থাকিতেন ( সেই প্রভু ইনিই। ) ॥ ২৮

কংস আহ্বান করিলে পর অক্রূরের সহিত গমন করিতে করিতে যে শ্রীহরির যমুনার জলে একটিও নাগলোকে পূজা করা হইয়াছিল এবং অক্রূর এই বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৯

তাহার পর মথুরার পথে যাইতে যাইতে বলরামের সহিত সর্ব্বসমর্থ বলবান্ জনার্দন শ্রীহরি সেই উগ্র স্বভাববিশিষ্ট রজককে বলপূর্ব্বক বধ করিয়া তাহার নিকট হইতে বস্ত্রসকল কাড়িয়া লইয়া ইচ্ছানুসারে সেই সব ধারণ করত মথুরাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৩০

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি যখন বহু পুষ্পমাল্য প্রাপ্ত হন, তখন ইচ্ছানুসারে বরপ্রদানকারী সেই যদুনাথ মালীকে বিশেষ বর দান করিয়াছিলেন। তারপর কুব্জার নিকট হইতে সুগন্ধপূর্ণ অনুলেপন প্রাপ্ত হইয়া তিনি সত্বর কুব্জাকে পরম সুন্দর রূপবতী করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩১

যিনি কংসের বিশাল ধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মধ্যভাগে ছেদন করত প্রলয়কালের সংবর্ত্তক মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সিংহনাদ করিয়াছিলেন ( ইনিই সেই কংসহন্তা শ্রীকৃষ্ণ ) ॥ ৩২

তাহার পর কুবলয়াপীড়নামক চণ্ডরূপধারী ভয়ঙ্কর হস্তীকে বধ করত তাহার দন্ত হস্তে লইয়া উগ্র পরাক্রমশালী ভগবান্ কেশব কংসকে ভয়দান করিতে করিতে রঙ্গশালায় নানাপ্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

যিনি শত্রুহন্তা চাণূরনামক মহামল্লকে কংসের সম্মুখেই বধ করিয়া যাদবগণকে আনন্দদান করিয়াছিলেন ( সেই শ্রীহরিই এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন। ) ॥ ৩৪

ইহার পর সেই শ্রীহরি নিজের পিতা বসুদেবের সহিত দ্বেষকারী, শত্রুপক্ষঘাতী যাদবনামধারী কংসকে বধ করেন এবং তাহার রাজ্যে উগ্রসেনকে স্থাপিত করিয়া তিনি বিদ্যাধ্যয়নের জন্য সেই সান্দীপনিমুনির নিকটে গমন করেন, যিনি কাশ্য-গোত্রে অথবা কাশি-জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ( কিন্তু অবন্তী-নগরীতে বাস করিতেন। ) ॥ ৩৫

তাঁহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সেই মহামুনির মৃত পুত্রকে আনিয়া প্রদান করত শ্রীহরি নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

হত্বা নিশুম্ভং নরকং মহামতিঃ
কৃত্বা স ঘোরং কদনং জনার্দ্দনঃ।
ররক্ষ বিপ্রান্ মুনি-বীরসঙ্ঘান্
দেবাংশ্চ সর্ব্বান্ জগতো জগৎপতিঃ ॥৩৭
সএষ ভগবান্ বিষ্ণুরত্র দৃষ্টো জনার্দ্দনঃ।
কৃতকৃত্যোঽস্মি সঞ্জাতঃ সাযুজ্যং প্রাপ্তবানহম্ ॥ ৩৮
যেন দৃষ্টো হরিঃ সাক্ষাত্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা।
সোঽয়মেষ হরিঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমিহ বর্ত্ততে ॥ ৩৯
নূনং জন্মান্তরে পূর্ব্বং ধর্ম্মঃ সঞ্চিত এব মে।
যস্য পাকঃ সমুৎপন্নো যেনাসৌ দৃশ্যতে ময়া ॥ ৪০
সর্ব্বথা পুণ্যবানস্মি নষ্টসংসারবন্ধনঃ।
কিমস্মৈ দীয়তে বস্তু কিং নু বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্।
করিষ্যে কিমহং বিষ্ণো বদত্বাদ্য যথেপ্সিতম্ ॥ ৪১
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা বিস্তরং নাদং ননর্দ্দ বহুশস্তদা।
জহাস বিকৃতং ভূয়ো ননর্ত্ত পিশিতাশনঃ ॥ ৪২
নমো নমো হরে কৃষ্ণ যাদবেশ্বর কেশব।
প্রত্যক্ষক্ষ হরেস্তত্র ননর্ত্ত বিবিধং নৃপ ॥ ৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং ঘণ্টাকর্ণস্তুতৌ দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২

---

বলরামের সহিত সত্বর যাদবগণের রাজধানী মথুরাপুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ৩৬

মহামতি জগৎপতি জনার্দন নিশুম্ভ ও নরকাসুরকে বধ করিয়া রাক্ষসগণের ঘোর সংহার করত ব্রাহ্মণগণ, মুনিসমুদায়, বীরবর্গ, সমস্ত দেবগণ এবং জগৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ৩৭

সেই এই ভগবান্ বিষ্ণু জনার্দন আজ আমাকে দর্শনদান করিলেন। ইঁহার দর্শনেই আমি কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছি। আমি সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩৮

যিনি সাক্ষাৎ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছেন, মুক্তি তাঁহার হস্তগত হইয়া যায়। সেই প্রসিদ্ধ সাক্ষাৎ শ্রীহরি এই আমার প্রত্যক্ষ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৯

নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মসমূহে আমার দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছিলই, যাহার ফল এখন উদিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা আমি ইঁহাকে দর্শন করিতেছি। ৪০

আমি সর্ব্বথা পুণ্যাত্মা, আমার সংসার-বন্ধন নাশ হইয়া গিয়াছে। আমি ইঁহাকে এখন কোন্ বস্তু উপহাররূপে প্রদান করিব এবং এই সময় ইঁহাকে কি বলিব? বিষ্ণো! আমি আপনার কি সেবা করিব? আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা আজ আমাকে বলুন। ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া সেই পিশাচ বারংবার হর্ষভরে গর্জন করিতে লাগিল। সে বিকট অট্টহাস্য করিল এবং পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল। ৪২

নৃপ জনমেজয়! সেস্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই সে 'যাদবেশ্বর! কেশব! কৃষ্ণ! হরে! আপনাকে নমস্কার! আপনাকে নমস্কার!!' এই কথা বলিয়া নানারূপে নৃত্য করিতে লাগিল। ৪৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে ঘণ্টাকর্ণ কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতিবিষয়ক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ ঘণ্টাকর্ণেন ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়োপহারসমর্পণম্, শ্রীকৃষ্ণেন তস্মৈ বরদানম্, কস্মৈচিন্মৃতায় ব্রাহ্মণায় জীবনদানঞ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিহস্য বিকৃতং ভূয়ঃ প্রনৃত্য চ যথাবলম্ ।
ব্রাহ্মণস্য হতস্যাথ শবমাদায় সত্বরঃ ॥ ১

দ্বিধাকৃত্য মহাঘোরং পিশিতং কেশশাড্‌বলম্
ততঃ খণ্ডং সমাদায় অদ্ভিরভ্যুক্ষ্য যত্নতঃ ॥ ২

বিধায় পাত্রে সুশুভে নমস্কৃত্য জনার্দ্দনম্ ।
ইদং প্রোবাচ দেবেশং প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ ॥ ৩

গৃহাণ মে জগন্নাথ ভক্ষ্যং যোগ্যং তব প্রভো ।
ভবাদৃশৈর্জ্জগন্নাথ গ্রাহ্যং সর্ব্বাত্মনা হরে ॥ ৪

ভক্তিনম্রা বয়ং বিষ্ণো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
দত্তং যদ্ভক্তিনম্রেণ গ্রাহ্যং তৎ স্বামিনা হরে ॥ ৫

নবং সুসংস্কৃতং ভক্ষ্যং ব্রহ্মণঃ শবমুত্তমম্ ।
অস্মাকং পিশিতাশানাং শাস্ত্রে নিয়তমেব হি ॥ ৬

তস্মাদ্ গৃহাণ ভগবন্ যদি দোষো ন বিদ্যতে ।
ইত্যুক্ত্বা বিকৃতং ভূয়ো বিহস্য স তু কামতঃ ॥ ৭
দাতুমৈচ্ছত্তদা খণ্ডমস্পৃশ্যং তু শবস্য চ ॥ ।
ততঃ প্রীতোঽভবত্তস্মৈ মনসাপূজয়চ্চ তম্ ॥ ৮
অহোঽস্য স্নেহকারুণ্যং ময়ি সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রোবাচ যদুপুঙ্গবঃ ॥ ৯
অলমেতেন সর্ব্বত্র পিশাচ পিশিতাশন
অস্পৃশ্যং মাদৃশৈরেতদ্ ব্রহ্মণ্যং শবমুত্তমম্ ॥ ১০
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বথা পূজ্যো জন্তুভির্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ
পিশাচা ঘোরকর্ম্মাণো যতন্তে ব্রহ্মহিংসনে ॥ ১১
ন হন্তব্যাঃ সদা বিপ্রাস্তদ্ধিংসা নরকাবহা ।
তস্মাদস্পৃশ্যমস্মাভির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২
ভক্ত্যা প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে মনোনির্ম্মলয়েতয়া ।
মনঃশুদ্ধো কৃতো যত্নস্ততঃ প্রীতোঽস্মি মাংসপ ॥১৩

---

## ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

[ঘণ্টাকর্ণ কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপহার সমর্পণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাকে বরদান এবং মৃত কোনও এক ব্রাহ্মণের জীবনদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! পুনরায় বিকট অট্টহাস্য ও যথাশক্তি নৃত্য করিয়া সেই পিশাচ সত্বর এক মৃত ব্রাহ্মণের শবদেহ লইয়া আসিল । ১

কেশসমূহে যুক্ত সেই মহাঘোর মাংসকে দুই খণ্ড করিয়া এক খণ্ড গ্রহণ করত তাহাকে যত্নসহকারে জলে ধৌত করিয়া এক সুন্দর পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করত সেই পিশাচ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণতভাবে দণ্ডায়মান হইল এবং দেবেশ্বর শ্রীহরিকে বলিল । ২-৩

জগন্নাথ ! প্রভো ! এই ভক্ষ্য আপনার যোগ্য । ইহা গ্রহণ করুন । জগদীশ্বর ! হরে ! আপনার ন্যায় প্রভুগণের ভক্ত কর্তৃক প্রদত্ত উপহার সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত । ৪

বিষ্ণো ! আমরা ভক্তিভাবে আপনার প্রতি বিনম্র, এবিষয়ে আপনার অন্য কিছু বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই । হরে ! ভক্তিভাবে বিনীত হইয়া সেবক যে বস্তু অর্পণ করে, সেই বস্তু স্বামীর অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত । ৫

ইহা সদ্যোমৃত, সংস্কারসম্পন্ন, ভক্ষণ করিবার যোগ্য ব্রাহ্মণের উত্তম শব । শাস্ত্রে পিশাচ আমাদের জন্য এরূপ ভোজনই বিহিত আছে । ৬

ভগবন্ ! অতএব যদি কোনও দোষ না হয়, তবে আপনি ইহা গ্রহণ করুন । এই কথা বলিয়া পুনরায় বিকট অট্টহাস্য করত সে ইচ্ছানুসারে অস্পৃশ্য সেই শবের খণ্ডটিকে সেই সময় ভগবান্‌কে দিতে ইচ্ছা করিল । ৭

ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন । তিনি মনে মনেই তাহার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন,—অহো ! ইহার মনে আমার প্রতি সর্ব্বত্র স্নেহ ও করুণা বিদ্যমান আছে । মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন । ৮-৯

মাংসভোজী পিশাচ ! সর্ব্বত্র এই মাংসেরই উপযোগ বা সমর্পণ করা উচিত নয় । কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের উত্তম শবের কথা বলিতেছ, ইহাও আমার ন্যায় পুরুষগণের পক্ষে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহে । ১০

ধর্ম্মকামী জীবগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ সর্ব্বথা পূজনীয় । ঘোর কর্ম্মকারী পিশাচেরাই ব্রাহ্মণের হিংসার জন্য যত্ন করে । ১১

ব্রাহ্মণগণকে বধ করা কদাপি উচিত নয় ; কারণ, তাঁহাদের হিংসা নরক প্রদান করে, অতএব এই শব আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা অস্পৃশ্য । এবিষয়ে তুমি যেন অন্য কিছু মনে করিও না । ১২

মাংসভোজী পিশাচ ! তোমার মঙ্গল হউক ! আমি

অস্মৎসঙ্কীর্ত্তনাচ্ছুদ্ধচ্ছুদ্ধং হি করণং তব ।
অতীব মনসা প্রীত ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৪
পস্পর্শাঙ্গং তদা বিষ্ণুঃ পিশাচস্যাথ সর্ব্বতঃ ।
করেণ মৃদুনা দেবঃ পাপান্নির্ম্মোচয়দ্ধরিঃ ॥ ১৫
ততস্তস্যাভবদ্ রূপং কামরূপসমপ্রভম্ ।
দীর্ঘকুঞ্চিতকেশাঢ্যো দীর্ঘবাহুঃ সুলোচনঃ ॥ ১৬
সমাঙ্গুলিঃ সমনখঃ সমবক্ত্রঃ সমুন্নসঃ ।
পদ্মাক্ষঃ পদ্মবর্ণাভঃ পদ্মকেশরভূষণঃ ॥ ১৭
কেয়ূরী চাঙ্গদী চৈব কৌষেয়বসনস্তদা ।
জ্ঞানবান্ সত্ত্বসম্পন্নঃ সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ১৮
গন্ধর্ব্ব ইব গায়ংস্তু সিদ্ধঃ সিদ্ধ ইব স্বয়ম্ ।
সাক্ষাৎ স্পৃষ্টং তদা বিষ্ণোঃ করেণ মৃদুপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯
ন নূনং তাদৃশং রূপমাসীৎ কালান্তরেষ্বপি ।
অদ্যাপি নৈব মুনয়ো লভন্তে তাদৃশং বপুঃ ॥ ২০
কৃত্বা সুবহুশো ঘোরং তপঃ পরমদারুণম্ ।
যচ্চ লব্ধং তদা তেন পিশাচেন নৃপোত্তম ॥ ২১
কো নু নাম জগন্নাথমাশ্রিতঃ সীদতে নৃপ ।
স হি সর্ব্বত্র কল্যাণো যো হি নিত্যং জনার্দ্দনম্ ॥ ২২
ধ্যায়ন্ পঠন্ জপন্ বাপি তস্য কিং নাস্তি ভূপতে ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ স্থিতং কামমিবাপরম্ ॥ ২৩
অক্ষয়ঃ স্বর্গবাসস্তে যাবদিন্দ্রো বসিষ্যতি ।
তাবৎ স্বর্গী ভবানস্তু শাসনান্মম নান্যতঃ ॥ ২৪
নষ্টে শক্রে ততঃ স্বর্গাৎ সাযুজ্যং মম গচ্ছতু ।
যোঽয়ং ভ্রাতা তব স্বর্গী যাবদিন্দ্রো ভবেত্তদা ॥ ২৫
বরং বরয় ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে ।
দাতাস্মি সর্ব্বং সর্ব্বত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬

তোমার ভক্তিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি ; কারণ, ইহার দ্বারা মন নির্মল হয় । তুমি মনের শুদ্ধির জন্য যত্ন করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি । ১৩

আমার নামসমূহের কীর্ত্তন করায় তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । সেইজন্য আমি মনে মনে তোমার উপর অধিক প্রসন্ন হইয়াছি । এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু হরি সেই সময় নিজের কোমল হস্তে সেই পিশাচের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন । এইরূপ করিয়া শ্রীহরি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন । ১৪-১৫

তাঁহার স্পর্শমাত্রেই সেই পিশাচের রূপ কামদেবের সমান কান্তিমান্ হইয়া যাইল । তাহার মস্তকে লম্বা লম্বা কুঞ্চিত কেশ শোভা দান করিতে লাগিল । বাহুদ্বয় দীর্ঘ এবং নয়নদ্বয় সুন্দর হইয়া যাইল । ১৬

অঙ্গুলিসমূহ সমান ও সুন্দর হইল । নখসকলও সমানভাবে সুন্দর হইল । তাহার সমান ও সুন্দর মুখে কেবল নাসিকাই উচ্চ ছিল । নয়নদ্বয় প্রফুল্ল কমলসদৃশ মনোহর ছিল । অঙ্গকান্তি নীলপদ্ম-সদৃশ শ্যামবর্ণ ছিল এবং পদ্মের কেশররূপী আভূষণে সে ভূষিত ছিল । ১৭

তাহার দুই বাহুতে কেয়ূর এবং অঙ্গদনামক ভূষণ শোভাদান করিতেছিল । সেই সময় সে রেশমী পীতবসন পরিধান করিয়াছিল । সে জ্ঞানবান্ ও সত্ত্বসম্পন্ন হইয়া সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল । ১৮

সে গন্ধর্ব্বতুল্য গায়ক এবং সাক্ষাৎ সিদ্ধের ন্যায় সিদ্ধি-সমূহে সম্পন্ন হইয়া যাইল । সেই সময় সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তের কোমল স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া সেই পিশাচের রূপ যেরূপ অলৌকিক হইয়া যাইল, সেইরূপ কালান্তরেও কাহারও ছিল না এবং আজও মুনিগণ সেরূপ শরীর প্রাপ্ত হন নাই । ১৯-২০

নৃপশ্রেষ্ঠ । সেই পিশাচ বারংবার ঘোর ও অতিশয় দারুণ তপস্যা করিয়া সেই সময় যে দিব্য রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা অদ্ভুত ছিল । ২১

নৃপ জনমেজয় । জগদীশ্বর ভগবান্ জগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন্ মানুষ কষ্ট লাভ করে ? তাহার সর্ব্বত্র কল্যাণই হইয়া থাকে । ভূপাল । যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান, স্তোত্রপাঠ অথবা মন্ত্রজপ করে, তাহার কি না লাভ হইয়া থাকে ? ২২½

তখন দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় দণ্ডায়মান ঘণ্টাকর্ণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যতকাল ইন্দ্র থাকিবেন, ততকাল তোমার স্বর্গলোকে অক্ষয় বাস লাভ হইবে । ততকাল তুমি আমার আজ্ঞানুসারে স্বর্গেই থাকিবে, অন্যত্র নহে ।২৩-২৪

এই ইন্দ্রের পরিবর্ত্তন হইলে পর তুমি স্বর্গ হইতে উপরে উঠিয়া আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে । এই যে তোমার ভ্রাতা আছে, সে-ও যতকাল ইন্দ্র আছেন, ততকাল স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবে । ২৫

তোমার কল্যাণ হউক । তোমার মনে যে কামনা আছে, তদনুসারে তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর । আমি সর্ব্বত্র সব কিছুই দিতে পারি, এবিষয়ে আর অন্য কিছু বিচার করিও না । ২৬

ঘণ্টাকর্ণ উবাচ ।
যশ্চেমং সঙ্গমং দেব সংস্মরেন্নিয়তাত্মবান্ ।
ভক্তিস্তস্যাচলা দেব ত্বয়ি ভূয়াজ্জনার্দ্দন ॥ ২৭
মনঃশুদ্ধির্ভবেত্তস্য মা ভূৎ কলুষতা হরে
কালুষ্যং মনসস্তস্য মা ভূদেষ বরো মম ॥ ২৮
এবমস্ত্বিতি দেবেশঃ স্বর্গং গচ্ছেতি কেশবঃ ।
ইন্দ্রাতিথির্ভবানস্তু ত্বাং প্রতীক্ষ্য হরিঃ স্থিতঃ ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণ উত্থাপ্য ব্রাহ্মণং তদা ।
তেন স্তুতো জগন্নাথঃ পূজয়িত্বা চ তং দ্বিজম্ ॥ ৩০
ততো বিসৃজ্য গোবিন্দস্তস্মাদ্ দেশাদুপাগমৎ ।
যত্র তে মুনয়ঃ সিদ্ধা অগ্নিহোত্রসমন্বিতাঃ ॥ ৩১
স চ স্বর্গী ততঃ স্বর্গমাজ্ঞয়া কেশবস্য হ ।
তস্মাৎ পঠ সদা রাজন্ মনঃশুদ্ধিং যদীচ্ছসি ।
মনশ্চ শুদ্ধং ভবতি পঠতস্তে জগৎপতে ॥ ৩২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
ঘণ্টাকর্ণমুক্তিপ্রদানে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

ঘণ্টাকর্ণ বলিল,—দেব! জনার্দ্দন! যে ব্যক্তি নিজের মনকে সংযত রাখিয়া আমাদের এই উভয়ের সমাগমের কথা স্মরণ করিবে, তাহার আপনার প্রতি অবিচল ভক্তি হউক। ২৭

হরে! তাহার মনের শুদ্ধি হউক, তাহার মধ্যে যেন মলিনতা আর না থাকে। সেই ব্যক্তির মনের কলুষতা যেন চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই আমার বর। ২৮

ইহা শুনিয়া দেবেশ্বর কেশব বলিলেন,—এরূপই হইবে! এখন তুমি স্বর্গে গমন কর, ইন্দ্রের অতিথি হও; কারণ, ইন্দ্র তোমার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। ২৯

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় সেই মৃত ব্রাহ্মণকে জীবিত করিয়া উত্থাপিত করিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার স্তব করিলেন। তারপর জগদীশ্বর গোবিন্দ সেই ব্রাহ্মণের আদর-সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন, যেস্থানে সেই সিদ্ধ মুনিগণ অগ্নিহোত্রে নিরত ছিলেন। ৩০-৩১

সেই স্বর্গলোকের অধিকারী ঘণ্টাকর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় স্বর্গলোকে চলিয়া যাইল। রাজন্! অতএব যদি তুমি নিজের মনের শুদ্ধি কামনা কর, তাহা হইলে সদা এই প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া যাও। জগৎপতে! ইহার পাঠে নিশ্চয়ই তোমার মন শুদ্ধ হইয়া যাইবে। ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ঘণ্টাকর্ণকে মুক্তিপ্রদানবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ কৈলাসপর্ব্বতমুপস্থায় শ্রীকৃষ্ণস্য তত্র দ্বাদশবৎসরসাধ্যকঠোরতপস্যারম্ভঃ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্মুনিভ্যস্তমমাদিতঃ ।
কথয়ামাস যদ্ বৃত্তং পিশাচস্য মহাত্মনঃ ॥ ১
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ।
অহোঽস্য কর্ম্মণঃ পাকস্তব সন্দর্শনাদিতি ॥ ২
অর্চ্চিতো মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ প্রীতঃ প্রীতিমতাং প্রিয়ঃ ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে সূর্য্যো চাভ্যুদিতে সতি ॥ ৩
আরুহ্য গরুড়ং বিষ্ণুর্যযৌ কৈলাসমুত্তমম্ ।
ভবদ্ভিস্তত্র গন্তব্যমিত্যুক্ত্বা মনিসত্তমান্ ॥ ৪
যত্র বিশ্বেশ্বরাঃ সিদ্ধাস্তপস্যন্তি যতব্রতাঃ ।
যত্র বৈশ্রবণঃ সাক্ষাদুপাস্তে শঙ্করং সদা ॥ ৫

## চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

[ কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেস্থানে বার বৎসরসাধ্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণকে মহাত্মা পিশাচের যে বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা প্রথম হইতেই যথাযথভাবে বলিলেন। ১

ইহা শ্রবণ করিয়া সমস্ত মুনিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—প্রভো! আপনার দর্শনেই এই পিশাচের কর্ম্মের অদ্ভুত ফল উৎপন্ন হইয়াছে। ২

তাহার পর প্রীতিমান্দিগের প্রিয়তম শ্রীহরিকে সেই সমস্ত মুনিগণ অর্চ্চনা করিলেন, ইহাতে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তারপর নির্ম্মল প্রভাতকালে সূর্য্যোদয় হইলে পর সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করিয়া উত্তম কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। যাইবার সময় তিনি সেই সব শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে বলিলেন যে, আপনারাও সেস্থানে যাইবেন। ৩-৪

যেখানে এই বিশ্বের শাসনকারী সিদ্ধ পুরুষগণ ব্রত পালন

যত্র উন্মানসং নাম সরো হংসালয়ং মহৎ।
যত্র ভৃঙ্গীরিটির্দেবমুপাস্তে শঙ্করং শিবম্ ॥ ৬
গাণপত্যমবাপ্যাথ হরপার্শ্বচরঃ সদা।
যত্র সিংহা বরাহাশ্চ দ্বিপদ্বীপিমৃগৈঃ সহ ॥ ৭
ক্রীড়ন্তি বন্যরতয়ঃ পরস্পরহিতে রতাঃ।
যত্র নদ্যঃ সমুৎপন্না গঙ্গাদ্যাঃ সাগরঙ্গমাঃ ॥ ৮
যত্র বিশ্বেশ্বরঃ শম্ভুরচ্ছিনদ্ ব্রহ্মণঃ শিরঃ।
যত্রোৎপন্না মহাবেত্রা ভূতানাং দণ্ডতাং যযুঃ ॥ ৯
উময়া যত্র সহিতঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ।
ঋষিভিঃ প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং দদৌ যত্র গিরিঃ সুতাম্ ॥ ১০
শঙ্করায় জগদ্ধাত্রে শিবায় জগতীপতে।
যত্র লেভে হরিশ্চক্রমুপাস্য বহুভির্দিনৈঃ ॥ ১১
পুষ্করৈঃ শতপত্রৈশ্চ নেত্রেণ চ জগৎপতিম্।
গুহাঃ যত্র সমাশ্রিত্য ক্রীড়ন্তে সিদ্ধ-কিন্নরাঃ ॥১২

করিতেছেন এবং যেস্থানে সাক্ষাৎ কুবের সদা ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিতেছেন। ৫

যেস্থানে সেই হংসগণের নিবাসস্থান মানসনামক মহা-সরোবর রহিয়াছে, যেস্থানে ভৃঙ্গীরিটি নামক শিবপার্ষদ নিজের আরাধ্যদেব কল্যাণস্বরূপ ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিতেছেন এবং গণপতিপদ প্রাপ্ত করিয়া সদা মহাদেবের পার্শ্বেই বিচরণ করিতেছেন। ৬।

যেস্থানে সিংহ, শূকর, হস্তী, ব্যাঘ্র ও মৃগগণ সদা একসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে এবং পরস্পরের হিতে রত থাকিয়া বনজাত দ্রব্যসমূহেই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। যেস্থানে গঙ্গাদি সমুদ্রগামিনী নদীসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ৭-৮

যেস্থানে বিশ্বনাথ ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়া-ছিলেন এবং যেস্থানে উৎপন্ন বড় বড় বেত্রসকল প্রাণিগণের দণ্ডের কার্য্য করিতেছে। ৯

যেস্থানে উমাদেবীর সহিত নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর নিবাস করিতেছেন। ভূপতে! যেস্থানে পুরাকালে ঋষিগণ প্রার্থনা করিলে পর গিরিরাজ হিমবান্ কল্যাণকারী জগদ্ধাতা ভগবান্ শিবকে নিজের কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ১০।

যেস্থানে শ্রীহরি বহুদিন ধরিয়া পদ্ম, শতদল ও নিজের নেত্রের দ্বারাও জগদীশ্বর শিবের আরাধনা করত তাঁহার নিকট হইতে সুদর্শন চক্র লাভ করিয়াছিলেন। ১১।

যেস্থানে সিদ্ধ ও কিন্নরগণ গুহা আশ্রয় করিয়া নিজেদের প্রিয়তমাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন, আনন্দভোগ করেন এবং

প্রিয়াভিঃ সহ মোদন্তে পিবন্তি মধু চোত্তমম্।
যমুক্তা ভুক্তৈঃ সর্ব্বৈঃ পৌলস্ত্যো বিররাম হ ॥ ১৩
তমারুহ্য মহাশৈলং দেবকীনন্দনো হরিঃ।
মানসস্যোত্তরং তীরং জগাম যদুনন্দনঃ ॥ ১৪
তপশ্চর্তুং কিল হরির্বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শিবঃ।
জটী চীরী জগন্নাথো মানুষং বপুরাস্থিতঃ ॥ ১৫
তপসে ধৃতচিত্তস্তু শুচৌ ভূমাবুপাবিশৎ।
অবরুহ্য ততো যানাদ্ গরুড়াদ্ বেদসম্মিতাৎ ॥ ১৬
দ্বাদশাব্দং তপশ্চর্তুং মনো দধ্রে ততো হরিঃ।
ফাল্গুনেন তু মাসেন সমারেভে জগৎপতিঃ ॥ ১৭
শাকভক্ষঃ কৃতজপো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ।
কিমুদ্দিশ্য জগন্নাথস্তপশ্চরতি মানবঃ ॥ ১৮
তং ন বিদ্মো যথাকামং তুজ্ঞেয়ো়শ্বরচিন্তনা
তপস্যতি তদা বিষ্ণৌ পর্ব্বতে ভূতসেবিতে ॥ ১৯

উত্তম মধু পান করেন। ১২।

যে পর্ব্বতকে নিজের বাহুসমূহের দ্বারা উত্তোলিত করিয়া রাবণ দিগ্বিজয় হইতে বিরত হইয়াছিল, সেই মহাশৈল কৈলাসে আরোহণ করত যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী দেবকীনন্দন শ্রীহরি মানসসরোবরের উত্তর তীরে গমন করিলেন। ১৩-১৪

এই সর্ব্বেশ্বর শিবস্বরূপ বিষ্ণু হরি যেস্থানে তপস্যা করিবার জন্য গিয়াছিলেন। মানব শরীরধারী জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে জটা ও দেহে চীরবস্ত্র ধারণ করত তপস্যার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া পবিত্র ভূমিতে উপবেশন করিলেন। ১৫।

সেই সময় বেদস্বরূপ গরুড়নামক বাহন হইতে নামিয়া শ্রীহরি সেস্থানে বার বৎসরব্যাপী তপস্যা করিবার জন্য মন স্থির করিলেন। ১৬।

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে ফাল্গুন মাস হইতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই সময় শাক ভক্ষণ করিতেন, মন্ত্র জপ করিতেন এবং বেদাধ্যয়নে তৎপর রহিলেন। ১৭।

রাজন্! মানবরূপধারী জগদীশ্বর শ্রীহরি কোন্ উদ্দেশ্যে ইচ্ছানুসারে তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাহা আমরা জানি না (সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বরের পক্ষে পুত্রের উদ্দেশ্যে তপস্যা করিবার কোনও সঙ্গতি নাই)। বাস্তবে ঈশ্বরের সঙ্কল্প প্রাণিমাত্রেরই দুর্জ্ঞেয়—তিনি কি চিন্তা করিয়া কোন্ কার্য্য করেন, ইহা জানা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। ১৮।

ভূতগণসেবিত কৈলাসপর্ব্বতে সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা-কালে কশ্যপপুত্র গরুড় উত্তম তপস্যায় নিরত বাসুদেবের হোম

গরুড়: কশ্যপসুত ইন্ধনানি সমাচিনোৎ।
হোমার্থং বাসুদেবস্য চরতস্তপ উত্তমম্ ॥ ১০
চক্ররাজোঽথ পুষ্পাণি সঞ্চিনোতি তদা হরে:।
দিক্ষু সর্ব্বাসু সর্ব্বত্র ররক্ষ জলদস্তদা ॥ ১১
খড়্গ আহৃত্য যত্নেন কুশান্ সুবহুশস্তদা।
গদা কৌমোদকী চৈব পরিচর্য্যাং চকার হ ॥ ১২
ধনু:প্রবরমত্যুগ্রং শার্ঙ্গং দানবভীষণম্।
স্থিতং হি পুরতস্তস্য যথেষ্টং ভৃত্যবৎ স্বয়ম্ ॥ ১৩
জুহোতি ভগবান্ বিষ্ণুরেধোভির্বহুভি: সদা।
আজ্যাদিভিস্তদা হবৈ্যরগ্নিং সম্পূজ্য মাধব: ॥১৪
সপ্তার্চ্চিষ: সমাপ্তিঞ্চ সনস্তব্যাস্তত: কৃতী
একস্মিন্নেকদা মাসে ভুঞ্জানো নিয়তাত্মবান্ ॥ ১৫
দ্বিতীয়ে তথ পর্য্যায়ে ভুঞ্জন্নেকেন কেশব:।
একস্মিন্ বৎসরে ভুঞ্জংস্তথৈবৈকেন কেনচিৎ ॥১৬
সমাপ্য তত্তপ: সর্ব্বমেবমেব জগৎপতি:।
দ্বাদশাব্দে তথা পূর্ণে উনমাসে জগৎপতি: ॥ ১৭
জুহ্বন্নগ্নিং সমাস্থায় পঠন্মন্ত্রং জনার্দ্দন:।
আরণ্যকং পঠন্ বিষ্ণু: সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরো হরি: ॥
আস্তে ধ্যানপরস্তত্র পঠন্ প্রণবমুত্তমম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং কৃষ্ণতপোবর্ণনে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়: ॥৮৪

কর্মের সিদ্ধির জন্য সমিধ্‌সমূহ সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিলেন। ১৯-২০

চক্ররাজ সুদর্শন শ্রীহরির জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া আনিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ সকল দিকে সর্ব্বত্র তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নন্দকনামক খড়্গ অতিশয় যত্নসহকারে বহু সংখ্যক কুশ আনিতে লাগিলেন এবং কৌমোদকী গদাও তাঁহার আবশ্যক পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ২১-২২

দানবগণের ভয়প্রদ, ধনুসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত উগ্র শার্ঙ্গনামক ধনু সদা ভগবানের সম্মুখে ভৃত্যের ন্যায় ইচ্ছানুসারে দণ্ডায়মান রহিলেন। ২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদা বহু সমিধের দ্বারা আহুতি দান করিতে লাগিলেন। সেই সময় কর্মকুশল মাধব ঘৃতাদি হবনীয় পদার্থ-সমূহের দ্বারা অগ্নির পূজা করত সংক্ষেপ ও বিস্তারের সহিত অগ্নিহোত্র কর্ম সম্পূর্ণ করিলেন। ২৪;

প্রথম তিনি একমাসে একবার ভোজন করিয়া মনকে সংযম-নিয়মে স্থাপিত করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। পরে সেই কেশব প্রত্যেক দুই মাস অন্তর একবার অন্ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সময় বাড়াইতে থাকিয়া তিনি এক বৎসরে একবার কোনও এক সময়েই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। ২৫-২৬

এই নিয়মে তিনি সর্ব্বপ্রকার তপস্যাই পূর্ণ করিয়া যখন বার বৎসর পূর্ণ হইতে কেবল একমাস অবশিষ্ট ছিল, তখন জগদীশ্বর জনার্দন সর্ব্বব্যাপী সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি অগ্নি স্থাপনা করত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোম করিতে লাগিলেন। আরণ্যক পাঠ ও উত্তম প্রণব জপ করিতে করিতে তিনি ভগবান্ শিবের ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইলেন। ২৭-২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তপস্যাবর্ণনবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে ইন্দ্রাদি-দেবানাম্ উময়া সহ ভগবতঃ শঙ্করস্য চাগমনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ ইন্দ্রঃ স্বয়ং তত্র আরুহ্য গজমুত্তমম্।
দ্রষ্টুং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুং তপস্যন্তং সমাযযৌ ॥ ১
ততো যমস্তু ভগবানারুহ্য মহিষং বরম্।
কিঙ্করৈশ্চ স্বয়ং সাক্ষাদাযযৌ নগমুত্তমম্ ॥ ২
প্রচেতা হংসমারুহ্য বারুণৈশ্চ সমন্বিতঃ।
শ্বেতচ্ছত্রসমাযুক্তঃ শ্বেতব্যজনবীজিতঃ ॥ ৩
যযৌ কৈলাসশিখরং দ্রষ্টুং কেশবমঞ্জসা।
অন্যে চাপি তথা দেবা আদিত্যা বসবস্তথা ॥ ৪
রুদ্রাশ্চৈব তথা রাজন্ দ্রষ্টুং কেশবমাযযুঃ
সিদ্ধাশ্চ মুনয়শ্চৈব গন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নরাঃ ॥ ৫
সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো রাজন্ নৃত্যগীতবিশারদাঃ
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে কৈলাসং সমপদ্যত ॥ ৬
পর্ব্বতো নারদশ্চৈব তথান্যে মুনিসত্তমাঃ।
বিস্ময়স্তিমিতলোলাক্ষাঃ সর্ব্বদেবগণাস্তথা ॥ ৭
আশ্চর্য্যং খলু পশ্যধ্বং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
যোগিধ্যেয়ঃ স্বয়ং কৃষ্ণো যত্তপ্যতি গুরুঃ স্বয়ম্
কো বাত্র সময়ো ভূয়াদিতি তে মেনিরে গণাঃ ॥ ৮
ততঃ সমাপ্তে সকলে জগৎপতে-
র্ব্রতে সমূলে সকলেশ্বরঃ শিবঃ।
দ্রষ্টুং হরিং লোকহিতৈষিণং প্রভুং
যযৌ ভবান্যা সহ ভূতসঙ্ঘৈঃ ॥ ৯
সার্দ্ধং কুবেরেণ সগুহ্যকেন
সখ্যা প্রিয়েণ প্রভুরীশ্বরঃ শিবঃ।
স্বয়ং জটী ভূতপিশাচসংবৃতঃ
শরী চ খড়্গী শশিখণ্ডশেখরঃ ॥ ১০
করেণ বিভ্রৎ সদর্ভকুণ্ডিকাং
করেণ সাক্ষাদপরেণ দীপিকাম্।
অন্যেন বিভ্রন্মহতীং সডিণ্ডিমাং
শূলঞ্চ বিভ্রন্নপরেণ বাহুনা ॥ ১১

## পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে ইন্দ্রাদি দেবগণের ও উমাসহ ভগবান্ শঙ্করের আগমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সাক্ষাৎ ইন্দ্র নিজের উত্তম ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করত তপোনিরত সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য সেস্থানে আসিলেন ॥ ১

ইহার পর সাক্ষাৎ ভগবান্ যম শ্রেষ্ঠ মহিষে আরোহণ করিয়া নিজের কিঙ্করগণের সহিত সেই উত্তম পর্ব্বতে আগমন করিলেন ॥ ২

শ্বেত বর্ণের ছত্রে সুশোভিত বরুণ হংসে আরোহণ করত নিজের সেবকগণের সহিত সেস্থানে আসিলেন। সেই সময় তাঁহার সেবক শ্বেত চামরের দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল ॥ ৩

এই বরুণও তপস্বী কেশবকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাস-শিখরে গমন করিয়াছিলেন। রাজন্! এইরূপ অন্যান্য দেবগণ আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণও কেশবকে দর্শন করিবার জন্য সেস্থানে আগমন করিলেন ॥ ৪½

রাজন্! সিদ্ধ, মুনি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিন্নরগণ এবং নৃত্য ও গীতে নিপুণ সমস্ত অপ্সরাগণও সেস্থানে আসিলেন ॥ ৫½

এইভাবে সমস্ত দেবগণ কৈলাসপর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বত, নারদ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুনিগণ এবং সমস্ত দেবগণ বিস্ময়ে চকিতনেত্র হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—আহা! এই আশ্চর্য্য দেখ, এরূপ কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। যিনি যোগিগণের ধ্যেয়, সেই সাক্ষাৎ জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তপস্যা করিতেছেন। এই তপস্যার কিইবা উদ্দেশ্য হইতে পারে, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৬-৮

তদনন্তর যখন জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের সেই সারা ব্রত মূলসহ পরিপূর্ণ হইল, তখন সকলেশ্বর শিব পার্ব্বতী এবং ভূতগণের সহিত সেই লোকহিতৈষী প্রভু শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৯

তাঁহার সহিত গুহ্যকগণসহ প্রিয় সখা কুবেরও ছিলেন। সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর ভগবান্ শিব স্বয়ং মস্তকে জটাধারণ করিয়াছিলেন, পিশাচগণে পরিবৃত ছিলেন এবং ধনু, বাণ ও খড়্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র শোভাদান করিতেছিল ॥ ১০

এক হস্তে কুশ সহিত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, দ্বিতীয় হস্তে প্রজ্বলিত মশাল ধারণ করিয়া, তৃতীয় হস্তে বিশাল ডমরু ধারণ করিয়া এবং চতুর্থ হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়াছিলেন। কণ্ঠে

গুণান্ স রুদ্রাক্ষকৃতান্ সমুদ্বহন্
জটাভিরাপিঙ্গলতাম্রমূর্ত্তিঃ।
বিরাজমানঃ প্রভুরিন্দুশেখরো
বৃষেণ যুক্তঃ স সিতেন শঙ্করঃ॥ ১২
উমাস্তনদ্বন্দ্বসমর্পিতানন-
স্তয়া সমাশ্লিষ্য নিপীড়িতাধরঃ।
গঙ্গাম্বুবিক্ষালিতচন্দ্রশেখর-
স্তাঞ্চাপি বীক্ষন্ বহুশস্তদা শিবঃ॥ ১৩
ভস্মাঙ্গরাগৈরনুলেপিতাননো
মহোরগৈর্বদ্ধজটঃ সনাতনঃ।
শিরঃকপালৈঃ পরিশোভিতস্তদা
দ্রষ্টুং হরিং কেশবমভ্যয়াচ্ছিবঃ॥ ১৪
যমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং
পুরাতনং সাঙ্খ্যনিবদ্ধদৃষ্টয়ঃ।
যস্যাপি দেবস্য গুণান্ সমগ্রাং-
স্তত্ত্বাংশ্চতুর্বিংশতিমাহুরেকে॥ ১৫
যমাহুরেকং পুরুষং পুরাতনং
কণাদনামানমজং মহেশ্বরম্।
দক্ষস্য যজ্ঞং বিনিহত্য যো বৈ
বিনাশ্য দেবানসুরান্ সনাতনঃ॥ ১৬
যং বিদুর্ভূততত্ত্বজ্ঞং ভূতেশং ভূতভাবনম্
বামদেবং বিরূপাক্ষমাহুস্তত্ত্ববিদো জনাঃ॥ ১৭
মহাদেবং সহস্রাক্ষং কালমূর্ত্তিং চতুর্ভুজম্
রুদ্রং রোদননামানমাহুর্বিশ্বেশ্বরং শিবম্॥ ১৮
অপ্রমেয়মনাধারমাহুর্মাহেশ্বরা জনাঃ
নগ্নং নগ্নপরীতং তু নাগিনং হুগ্নিবর্চ্চসম্॥ ১৯
আহুর্বিশ্বেশ্বরং শান্তং শিবমাদিং সনাতনম্।
তস্য মূর্ত্তিরিমাঃ সর্ব্বা ধরাদ্যাঃ সকলা নৃপ॥ ২০
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং সূর্য্যশ্চ তথা শশী
অগ্নিশ্চ যজমানশ্চ প্রকৃতিশ্চৈবমষ্টধা॥ ২১
মহাদেবো মহাযোগী গিরীশো নীললোহিতঃ।
আদিকর্ত্তা মহাভর্ত্তা শূলপাণিরুমাপতিঃ।
দ্রষ্টুং বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুং ভূতসঙ্ঘৈঃ সমাযযৌ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং শিবাগমনকথনে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮৫

রুদ্রাক্ষের মালাসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন। ঈষৎ পিঙ্গল ও তাম্রবর্ণবিশিষ্ট দেহধারী, জটাসমূহে সুশোভিত এবং কল্যাণকারী ভগবান্ চন্দ্রশেখর শ্বেতবর্ণের বৃষভে যুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। ১১-১২

তাঁহার মুখমণ্ডলের দৃষ্টি দেবী উমার স্তনযুগলের উপর নিবদ্ধ ছিল; ভগবতী উমাও মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অধর চুম্বন করিতেছিলেন। ভগবান্ শিবের চন্দ্রার্দ্ধ-শোভিত মস্তক গঙ্গার জলে প্রক্ষালিত হইতেছিল এবং সেই ভগবান্ শঙ্কর সেই সময় বারংবার দেবী উমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ১৩

তাঁহার মুখে ভস্মস্বরূপ অঙ্গরাগ লিপ্ত ছিল। বড় বড় সর্পগণের দ্বারা তাঁহার জটাসমূহ বাঁধা ছিল। নরমুণ্ডসমূহের মাল্যে সুশোভিত এই সনাতন শিব সেই সময় ভগবান্ কেশবকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার সমীপে আসিলেন। ১৪

যাঁহাকে সাংখ্যদর্শী বিদ্বান্‌গণ শ্রেষ্ঠ, মহান্ ও পুরাতন পুরুষ বলেন, যে মহাদেবের সমস্ত গুণসমূহকেই অপর বিদ্বান্‌গণ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। ১৫

যাঁহাকে একমাত্র পুরাতন পুরুষ, কণাদনামে প্রসিদ্ধ, অজন্মা মহেশ্বর বলা হইয়াছে, যে সনাতন মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া দেবতা ও অসুরগণকেও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ১৬

যাঁহাকে তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ সম্পূর্ণ ভূতগণের তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করেন। মহাদেব, সহস্রাক্ষ, কালমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ, রুদ্র, রোদননামধারী ও বিশ্বেশ্বর শিব বলিয়া যাঁহার বর্ণনা করা হয়। যাঁহাকে শিবভক্ত পুরুষগণ অপ্রমেয়, আধার-রহিত, নগ্ন, নগ্ন পার্ষদগণে পরিবৃত, নাগযুক্ত, অগ্নিতুল্য তেজস্বী, বিশ্বেশ্বর, শান্ত-স্বরূপ, আদি ও সনাতন শিব বলিয়া থাকেন। রাজন্! এই পৃথ্বী প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব তাঁহারই মূর্ত্তি। ১৭-২০

পৃথ্বীরহিত জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, যজমান ও প্রকৃতি—এই মহাদেবের অষ্ট বিগ্রহ। ২১

এই মহাদেব, মহাযোগী, গিরীশ, নীললোহিত, আদিকর্ত্তা, মহাভর্ত্তা, শূলপাণি এবং উমাবল্লভ শিব জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য ভূতবৃন্দের সহিত সেখানে আগমন করিলেন। ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাস-যাত্রাপ্রসঙ্গে শিবের আগমনকথনবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ পিশাচৈ-র্মুনিভিরপ্সরোভিশ্চ সহিতেন উমাদেব্যা চ সহ ভগবতা শঙ্করেণ শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে গমনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাগ্রে সমপদ্যন্ত ভূতসঙ্ঘাঃ সহস্রশঃ।
ঘণ্টাকর্ণো বিরূপাক্ষঃ কুণ্ডধারঃ কুমুদ্বহঃ ॥ ১

দীর্ঘরোমা দীর্ঘভুজো দীর্ঘবাহুনিরঞ্জনঃ।
ঊরুনেত্রঃ শতমুখঃ শতগ্রীবঃ শতোদরঃ ॥ ২

কুণ্ডোদরো মহাগ্রীবঃ স্থূলজিহ্বো দ্বিবাহুকঃ।
পার্শ্ববক্ত্রঃ সিংহমুখ উন্নতাংসো মহাহনুঃ ॥ ৩

ত্রিবাহুঃ পঞ্চবাহুশ্চ ব্যাঘ্রবক্ত্রঃ সিতাননঃ।
এতে চান্যে চ বহবো দীর্ঘাস্যা দীর্ঘলোচনাঃ ॥ ৪

নৃত্যন্তঃ প্রহসন্তশ্চ স্ফোটয়ন্তঃ পরস্পরম্।
তথান্যে ঘোররূপাশ্চ তথান্যে বিকৃতাননাঃ ॥ ৫

প্রেতভক্ষাঃ প্রেতবাহা মাংসশোণিতভোজনাঃ।
শবানি সুবহূন্যাশু ভক্ষয়ন্তস্ততস্ততঃ ॥ ৬

পিবন্তো রুধিরং ঘোরং খণ্ডয়ন্তঃ শবান্ বহূন্।
করালা বিততা দীর্ঘা ধমনিস্নায়ুসন্ততাঃ ॥ ৭

নানাবিধাঃ সুবীরাশ্চ শূলাগ্রপ্রোতমানুষাঃ।
শিরোমালাবৃতাঃ কেচিদান্ত্রপাশাবপাশিতাঃ ॥ ৮

ডিণ্ডিমৈরট্টহাসৈশ্চ নাদয়ন্তো বসুন্ধরাম্।
কপালিনো ভৈরবাশ্চ জটিলা মুণ্ডিনস্তথা ॥ ৯

এবং বহুবিধা ঘোরাঃ পিশাচা বিকৃতাননাঃ:
তথান্যে মুনিবীরাশ্চ ধ্যায়ন্তঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ১০

পঠন্তো বেদবাক্যানি সাঙ্গানি বিবিধানি চ।
কুণ্ডিকাস্যকরাঃ কেচিৎ কেচিৎ কুশবিচারিণঃ ॥ ১১

কৌপীনবসনাঃ কেচিৎ কেচিৎ কার্পাসসংবৃতাঃ।
স্তুবন্তঃ শঙ্করং ভক্ত্যা স্তোত্রৈর্মাহেশ্বরৈস্তথা ॥ ১২

একত্র তে মুনিগণা অপরত্র গণাস্তথা।
অন্যত্র সিদ্ধগন্ধর্বাঃ প্রিয়াভিঃ সহ সঙ্গতাঃ ॥ ১৩

---

## ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[ পিশাচ, মুনি ও অপ্সরাগণের সহিত উমাদেবীসহ ভগবান্ শঙ্করের শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সময় ভগবান্ শঙ্করের অগ্রে সহস্র সহস্র ভূতগণ চলিলেন—ঘণ্টাকর্ণ, বিরূপাক্ষ, কুণ্ডধার, কুমুদ্বহ, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘভুজ, দীর্ঘবাহু, নিরঞ্জন, ঊরুনেত্র, শতমুখ, শতগ্রীব, শতোদর, কুণ্ডোদর, মহাগ্রীব, স্থূলজিহ্ব, দ্বিবাহু, পার্শ্ববক্ত্র, সিংহমুখ, উন্নতাংস, মহাহনু, ত্রিবাহু, পঞ্চবাহু, ব্যাঘ্রবক্ত্র ও সিতানন—ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক দীর্ঘমুখ ও দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট ভূতগণ নৃত্য করিতে, হাস্য করিতে এবং পরস্পর তালদান করিতেছিলেন। ১-৪½

ইঁহাদের অতিরিক্ত আরও বহুসংখ্যক ঘোররূপধারী ও বিকৃতমুখবিশিষ্ট ভূত ছিলেন, যাঁহারা মৃতদেহ বহন করেন এবং মাংস ও রক্ত আহার করেন। ৫½

ইঁহারা বহু সংখ্যক শব ত্বরাসহকারে এদিক্ ওদিকে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিতেছিলেন, ভয়ঙ্কর রক্ত পান করিতেছিলেন এবং বহু সংখ্যক শবকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন। ৬½

ইঁহারা সকলেই বিস্তৃত, বিশাল ও বিকরাল ছিলেন। ইঁহাদের শরীরে ব্যাপ্ত ধমনি ও স্নায়ুসকল স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই সব নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট ভূতগণ অতিশয় বীর ছিলেন। ইঁহারা নিজেদের শূলসমূহের অগ্রভাগে মনুষ্যগণের কত মৃতদেহ গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বহু ভূত নরমুণ্ডসমূহের মালায় বিভূষিত ছিলেন। কত ভূত নিজেদেরকে অন্ত্রসমূহের পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৭-৮

কেহ কেহ ডিণ্ডিমবাদ্য করিয়া এবং কেহ কেহ অট্টহাস্য করিয়া পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন। কপালী, ভৈরব, জটিল ও মুণ্ডী—এই নানাবিধ বিকৃতমুখবিশিষ্ট চার প্রকারের ঘোর পিশাচগণ এবং অন্য মুনিবীরগণ সেখানে পরমেশ্বরের ধ্যান ও অঙ্গসহ বেদসকলের বিবিধ বাক্যসমূহ পাঠ করিতেছিলেন। ৯-১০½

কেহ কমণ্ডলুর মধ্যে হাত প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহ কুশ লইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, কেহ বস্ত্রের স্থানে কৌপীন ধারণ করিয়াছিলেন এবং কেহ কার্পাসসূত্রের দ্বারা নির্মিত বস্ত্রে নিজেদের দেহ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১১½

ইঁহারা সকলেই ভক্তিভাবে শিবসম্বন্ধীয় স্তোত্রসমূহের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতেছিলেন। তখন একদিকে মুনিগণ ছিলেন এবং অন্যদিকে প্রমথগণ ছিলেন। এইভাবে একদিকে সিদ্ধগণ ও গন্ধর্বগণ নিজ নিজ প্রিয়তমাদিগের সহিত সেখানে আসিয়াছিলেন। ১২-১৩

নৃত্যন্তি নৃত্যকুশলা গায়ন্তি স্ম চ কন্যকাঃ
বিদ্যাধরাস্তথাঽন্যত্র স্তুবন্তঃ শঙ্করং শিবম্ ॥ ১৪
ননৃতুস্তস্য পুরতো গচ্ছন্তোঽপ্সরসাং গণাঃ।
এবমেতৈর্মহাঘোরৈঃ পিশাচৈর্ভূতকিন্নরৈঃ ॥ ১৫
মুনিভিশ্চৈব প্রমথৈঃ সমং শর্ব্বঃ সমাযযৌ।
যত্র বিশ্বেশ্বরো বিষ্ণুস্তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১৬
যত্র তে লোকপালাশ্চ তিষ্ঠন্তি স্ম দিদৃক্ষয়া
উময়া লোকভাবিন্যা গঙ্গয়া চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৭
স সর্ব্বলোকপ্রভবো ভবো বিভু-
র্জটী চ সাক্ষাৎ প্রণবাত্মকঃ কৃতী।
দ্রষ্টুং হরিং বিষ্ণুমুদারবিক্রমো
যযৌ যথেষ্টং পিশিতাশনৈর্বৃতঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং মহাদেবাগমনে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

নৃত্যকুশল গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নৃত্য করিতে ও গান করিতে ছিলেন। অন্যদিকে বিদ্যাধরগণ কল্যাণকারী ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতেছিলেন। ১৪

তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমনকারী অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে ছিলেন। এইরূপে এই মহাভয়ঙ্কর পিশাচ, ভূত কিন্নর, মুনি ও প্রমথগণের সহিত ভগবান্ শিব সেইস্থানে আসিলেন, যেস্থানে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন এবং যেস্থানে তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় লোকপালগণ অবস্থান করিতেছিলেন। লোকভাবিনী উমাদেবী ও গঙ্গাদেবীর সহিত ভগবান্ চন্দ্রশেখর সেস্থানে আসিলেন। ১৫-১৭

সমস্ত লোকসমূহের উৎপত্তির কারণভূত, সর্ব্বব্যাপী, জটাধারী, কৃতকৃত্য ভগবান্ ভব সাক্ষাৎ প্রণবস্বরূপ ছিলেন। উদার ( মহান্ ) পরাক্রমশালী শিব পিশাচগণে পরিবৃত হইয়া যথেষ্টভাবে শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাস-যাত্রাপ্রসঙ্গে মহাদেবের আগমনবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন মহাদেবস্য স্তুতিঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং বহুবিধৈর্ভূতৈঃ পিশাচৈরুরগৈঃ সহ
আগত্য ভগবান্ রুদ্রঃ শঙ্করো বৃষবাহনঃ ॥ ১
দদর্শ বিষ্ণুং দেবেশং তপস্তং তপ উত্তমম্।
জুহ্বানমগ্নিং বিধিবৎ দ্রব্যৈর্মেধ্যৈর্জগৎপতিম্ ॥ ২
গরুড়াহৃতকাষ্ঠং তু জটিলং চীরবাসসম্।
চক্রেণানীতকুসুমং খড়্গানীতকুশং তথা ॥ ৩
গদাকৃতসমাচারং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইন্দ্রাদ্যৈর্দেবসঙ্ঘৈশ্চ বৃতং মুনিগণৈঃ সহ ॥ ৪
অচিন্ত্যং সর্ব্বভূতানাং ধ্যায়ন্তং কিমপি প্রভুম্।
অবরুহ্য বৃষাচ্ছর্ব্বো ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ৫
ততঃ প্রীতঃ প্রসন্নাত্মা ললাটাক্ষ উমাপতিঃ।
ততো ভূতপিশাচাশ্চ রাক্ষসা গুহ্যকাস্তথা ॥ ৬

## সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহাদেবের স্তুতি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইভাবে নানাপ্রকারের ভূত, পিশাচ ও সর্পগণের সহিত আসিয়া সকলের কল্যাণকারী বৃষভবাহন ভগবান্ রুদ্র উত্তম তপস্যাকারী দেবেশ্বর বিষ্ণুকে ( কৃষ্ণকে ) দর্শন করিলেন। তখন সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ পবিত্র দ্রব্যসমূহের দ্বারা অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক আহুতি-দান করিতেছিলেন। ১-২

তিনি মস্তকে জটাধারণ করিয়াছিলেন এবং অঙ্গে চীরবস্ত্র ( ডোর-কৌপীন ) ধারণ করিয়াছিলেন। গরুড় তাঁহার জন্য সমিধ্ আনিতেছিলেন, চক্র পুষ্পচয়ন করিয়া আনিতেছিলেন, খড়্গ কুশ আনয়ন করিতেছিলেন এবং গদাও সেই দেবাধিদেব জনার্দনের আবশ্যক পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মুনিগণে পরিবৃত ছিলেন। ৩-৪

সমস্ত প্রাণিগণেরই অচিন্ত্য এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ধ্যেয় বস্তুর চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ললাটনেত্রধারী, প্রসন্নচিত্ত, উমাবল্লভ, ভূত-ভাবন ভগবান্ শর্ব্ব নিজের বাহন বৃষভ হইতে নামিলেন। তখন তিনি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। ৫½

তদনন্তর ভূত, পিশাচ, রাক্ষস, গুহ্যক এবং ব্রাহ্মণদিগের

মুনয়ো বিপ্রবর্য্যাশ্চ জয়শব্দং প্রচক্রিরে ।
জয় দেব জগন্নাথ জয় রুদ্র জনার্দ্দন ॥ ৭
জয় বিষ্ণো হৃষীকেশ নারায়ণ পরায়ণ
জয় রুদ্র পুরাণাত্মন্ জয় দেব হরেশ্বর ॥ ৮
আদিদেব জগন্নাথ জয় শঙ্কর ভাবন ।
জয় কৌস্তুভদীপ্তাঙ্গ জয় ভস্মবিরাজিত ॥ ৯
জয় চক্রগদাপাণে জয় শূলিংস্ত্রিলোচন
জয় মৌক্তিকদীপ্তাঙ্গ জয় নাগবিভূষণ ॥ ১০
ইতি তে মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রণামং চক্রিরে হরিম্ ।
তত উত্থায় ভগবান্ দৃষ্ট্বা দেবমবস্থিতম্ ॥ ১১
বৃষধ্বজং বিরূপাক্ষং শঙ্করং নীললোহিতম্ ।
ততো হৃষ্টমনা বিষ্ণুস্তুষ্টাব হরমীশ্বরম্ ॥ ১২
শ্রীভগবানুবাচ ।
নমস্তে শিতিকণ্ঠায় নীলকণ্ঠায় বেধসে ।
নমস্তে শোচিষে অস্তু নমস্তে উপবাসিনে ॥ ১৩
নমস্তে মীঢ়ুষে অস্তু নমস্তে গদিনে হর ।
নমস্তে বিশ্বতনবে বৃষায় বৃষরূপিণে ॥ ১৪
অমূর্ত্তায় চ দেবায় নমস্তেঽস্তু পিনাকিনে ।
নমঃ কুব্জায় কূপায় শিবায় শিবরূপিণে ॥ ১৫
নমস্তুষ্টায় তুণ্ডায় নমস্তুটিতুটায় চ
নমঃ শিবায় শান্তায় গিরিশায় চ তে নমঃ ॥ ১৬
নমো হরায় চিত্রায় নমো হরিহরায় চ ।
নমোঽঘোরায় ঘোরায় ঘোরঘোরপ্রিয়ায় চ ॥ ১৭
নমোঽঘণ্টায় ঘণ্টায় নমো ঘটিঘটায় চ ।
নমঃ শিবায় শান্তায় গিরীশায় চ তে নমঃ ॥ ১৮
নমো বিরূপরূপায় পুরায় পুরহারিণে
নম আদ্যায় বীজায় শুচয়েঽষ্টস্বরূপিণে ॥ ১৯

---

মহৎ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ সেখানে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন,—দেব ! জগন্নাথ ! আপনার জয় হউক । রুদ্রস্বরূপ জনার্দ্দন ! আপনার জয় হউক ॥ ৬-৭

হৃষীকেশ ( ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক ), সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ ! আপনার জয় হউক । সকলের আশ্রয়দাতা রুদ্রদেব ! আপনার জয় হউক । পুরাণাত্মন্ ! দেব ! হরেশ্বর ! আপনার জয় হউক ॥ ৮

অনাদিদেব ! জগন্নাথ ! আপনার জয় হউক । শঙ্কর ! সকলের পালক ও উৎপাদক দেব ! আপনার জয় হউক । কৌস্তুভমণিতে উদ্ভাসিতদেহ নারায়ণ ! আপনার জয় হউক । ভস্মময় অঙ্গরাগে উদ্দীপিত শঙ্কর ! আপনার জয় হউক ॥ ৯

হস্তে চক্র ও গদাধারী নারায়ণ ! আপনার জয় হউক । শূলধারী ত্রিলোচন ! আপনার জয় হউক । মুক্তামালায় উদভাসিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার জয় হউক । নাগহারে বিভূষিত মহাদেব ! আপনার জয় হউক ॥ ১০

এইভাবে স্তুতি করিতে করিতে সেই সব মুনিগণ সেখানে শ্রীহরিকে প্রণাম করিলেন । সেই সময় বৃষভধ্বজ, বিরূপাক্ষ, নীললোচন, পাপহারী, ঈশ্বর শঙ্করদেবকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি মহাদেবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১-১২

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—যাঁহার কণ্ঠে হালাহল বিষ আছে, অতএব যিনি নীলগ্রীব ( নীলকণ্ঠ ) নামে অভিহিত হন । যিনি বেধা ( জগৎস্রষ্টা ), দীপ্তিমান এবং উপবাস-ব্রতপরায়ণ, সেই মহাদেবকে নমস্কার ॥ ১৩

হর ! আপনি সেচন করিতে সমর্থ, আপনাকে নমস্কার । আপনি গদাধারী, আপনাকে নমস্কার । এই সম্পূর্ণ বিশ্ব আপনার শরীর, আপনাকে নমস্কার । আপনি বৃষরূপধারী ধর্ম, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৪

আপনি অমূর্ত্ত দেবতা ও পিনাকধারী, আপনাকে নমস্কার । আপনি কুব্জ, কূপে নিবাসকারী ও কল্যাণস্বরূপ শিব, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৫

আপনি সদা সন্তুষ্ট, মুখস্বরূপ ও দুষ্টগণের হিংসাকারী, আপনাকে নমস্কার । আপনি পর্ব্বতে শয়নকারী শান্তস্বরূপ শিব, আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১৬

আপনি হর, চিত্র (রেচক ও পূরকস্বরূপ ) এবং হরি হরস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ! নমস্কার ॥ আপনি অঘোর, ঘোর ও ঘোরাঘোরপ্রিয়, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭

আপনি ঘণ্টারহিত, ঘণ্টাযুক্ত ও ঘটিঘট ( স্রষ্টারও স্রষ্টা ), আপনাকে বারংবার নমস্কার । আপনি পর্ব্বতে শয়নকারী শান্তস্বরূপ শিব, আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১৮

আপনি বিরূপ রূপধারী, ক্ষেত্রস্বরূপ এবং অসুরগণের তিন পুরনাশী, আপনাকে নমস্কার । আপনি সকলের আদি বীজ, পরম পবিত্র ও অষ্টমূর্ত্তিধারী, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯

নমঃ পিনাকহস্তায় নমঃ শূলাসিধারিণে।
নমঃ খট্বাঙ্গহস্তায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে ॥ ১৯
নমস্তে দেবদেবায় নম আকাশমূর্ত্তয়ে।
হরায় হরিরূপায় নমস্তে তিগ্মতেজসে ॥ ২১
ভক্তপ্রিয়ায় ভক্তায় ভক্তানাং বরদায়িনে।
নমোঽভ্রমূর্ত্তয়ে দেব জগন্মূর্ত্তিধরায় চ ॥ ২২
নমশ্চন্দ্রায় দেবায় সূর্য্যায় চ নমো নমঃ।
নমঃ প্রধানদেবায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৩
করালায় চ মুণ্ডায় বিকৃতায় কপর্দ্দিনে।
অজায় চ নমস্তুভ্যং ভূতভাবন ভাবন ॥ ২৪
নমোঽস্তু হরিকেশায় পিঙ্গলায় নমো নমঃ।
নমস্তেঽভীষুহস্তায় ভীরুভীরুহরায় চ ॥ ২৫
হরায় ভীতিরূপায় ঘোরাণাং ভীতিদায়িনে।
নমো দক্ষমখঘ্নায় ভগনেত্রাপহারিণে ॥ ২৬
উমাপতে নমস্তুভ্যং কৈলাসনিলয়ায় চ।
আদিদেবায় দেবায় ভবায় ভবরূপিণে ॥ ২৭
নমঃ কপালহস্তায় নমোঽজমথনায় চ।
ত্র্যম্বকায় নমস্তুভ্যং ত্র্যক্ষায় চ শিবায় চ ॥ ২৮
বরদায় বরেণ্যায় নমস্তে চন্দ্রশেখর।
নম ইধ্মায় হবিষে ধ্রুবায় চ কৃশায় চ ॥ ২৯
নমস্তে শক্তিযুক্তায় নাগপাশপ্রিয়ায় চ
বিরূপায় সুরূপায় মদ্যপানপ্রিয়ায় চ ॥ ৩০
শ্মশানরতয়ে নিত্যং জয়শব্দপ্রিয়ায় চ
খরপ্রিয়ায় খর্ব্বায় খরায় খররূপিণে ॥ ৩১
ভদ্রপ্রিয়ায় ভদ্রায় ভদ্ররূপধরায় চ
বিরূপায় সুরূপায় মহাঘোরায় তে নমঃ ॥ ৩২

---

আপনার হস্তে পিনাক শোভা পাইতেছে, আপনাকে নমস্কার। আপনি শূল ও খড়্গধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বীয় হস্তে খট্বাঙ্গ ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি গজাসুরের চর্মকে বস্ত্ররূপে ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯

আপনি দেবগণেরও দেব, আপনাকে নমস্কার। আকাশ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হরিরূপধারী হরকে নমস্কার। প্রচণ্ড তেজস্বী সূর্যতুল্য আপনাকে নমস্কার ॥ ২১

আপনি ভক্তগণের প্রিয়, স্বয়ং শ্রীহরির ভক্ত এবং ভক্তদিগের বরদাতা। দেব! আপনি মেঘস্বরূপ এবং বিশ্বরূপধারণকারী, আপনাকে নমস্কার ॥ ২২

আপনি চন্দ্রদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি সূর্যদেব, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আপনি প্রধান দেব এবং সমস্ত ভূতগণের অধিপতি, আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ২৩

আপনি বিকরালরূপধারী, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী, বিকৃতস্বরূপ ও জটাজূটধারী। ভূতভাবন ভাবন! আপনি অজন্মা, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৪

সূর্য্যের কিরণসমূহ আপনার কেশ, আপনাকে নমস্কার। আপনার অঙ্গকান্তি পিঙ্গলবর্ণের, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনিই শ্রীকৃষ্ণ আমার রূপধারণ করিয়া পার্থের সারথি হইয়া হস্তে বেত্র (চাবুক) ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি ভীরু হইতেও ভীরু (অত্যন্ত ভয়ভীত) এবং হর (প্রলয়কর্ত্তা), আপনাকে নমস্কার ॥ ২৫

আপনি ভীতিস্বরূপ হর এবং ভয়ঙ্কর দৈত্যগণের ভয়প্রদ, দক্ষের যজ্ঞধ্বংসকারী এবং ভগদেবতার নেত্র অপহরণকারী, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৬

উমাপতে! আপনি কৈলাসবাসী, আদিদেব দেবময়, জগৎ-স্বরূপ এবং ভবনামে প্রসিদ্ধ, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৭

আপনি হস্তে কপাল ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মার মস্তককে মথিত করিয়া দিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি তিনটি নয়ন ধারণ করায় 'ত্র্যম্বক' ও 'ত্র্যক্ষ' নামে অভিহিত হন, শিব আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮

চন্দ্রশেখর! আপনি বরদায়ক ও বরণীয়, আপনাকে নমস্কার। আপনিই সমিধ্, হবিষ্য, ধ্রুব ও কৃশস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯

আপনি শক্তিসংযুক্ত, নাগপাশপ্রিয়, বিরূপ ও সুন্দররূপধারী এবং ভদ্রপানের (মঙ্গলকারী পেয়-রসের) প্রিয়, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০

আপনি শ্মশানভূমিতে প্রসন্নতার অনুভব করেন। জয়-শব্দ সদাই আপনার প্রিয়, খরনামক রাক্ষস আপনার প্রীতির পাত্র ছিল, আপনার স্বরূপ খর্ব্ব (বামন), আপনি খর (তীব্র বা কর্কশ স্বভাববিশিষ্ট) এবং খর (গর্দভ বা রাক্ষস) আপনারই রূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১

আপনি মাঙ্গলিক বস্তুপ্রিয়, আপনি মঙ্গলময়, মঙ্গলরূপধারী, বিরূপ, সুন্দররূপধারী এবং মহাভয়ঙ্কর আপনাকে নমস্কার ॥ ৩২

ঘণ্টায় ঘণ্টভূষায় ঘণ্টভূষণভূষিণে।
তীব্রায় তীব্ররূপায় তীব্ররূপপ্রিয়ায় চ ॥ ৩৩
নগ্নায় নগ্নরূপায় নগ্নরূপপ্রিয়ায় চ।
ভূতাবাস নমস্তভ্যং সর্ব্বাবাস নমো নমঃ ॥ ৩৪
নমঃ সর্ব্বাত্মনে তুভ্যং নমস্তে ভূতিদায়ক।
নমস্তে বামদেবায় মহাদেবায় তে নমঃ ॥ ৩৫
কা নু বাক্ স্তুতিরূপা তে কো নু স্তোতুং প্রশক্নুয়াৎ।
কস্য বা স্ফুরতে জিহ্বা স্তুতৌ স্তুতিমতাং বর ॥ ৩৬
ক্ষমস্ব ভগবন্ দেব ভক্তোঽহং ত্রাহি মাং হর।
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বভূতেশ ত্রাহি মাং সততং হর। ৩৭
রক্ষ দেব জগন্নাথ লোকান্ সর্ব্বাত্মনা হর।
ত্রাহি ভক্তান্ সদা দেব ভক্তিপ্রিয় সদা হর ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং বিষ্ণুকৃতেশ্বরস্তুতৌ সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮৭

আপনি ঘণ্টারূপী, ঘণ্টায় বিভূষিত এবং ঘণ্টাযুক্ত ভূষণ ধারণ করেন। আপনি তীব্র, তীব্ররূপধারী এবং তীব্ররূপবিশিষ্ট পদার্থ আপনার বিশেষ প্রিয়, আপনাকে নমস্কার। ৩৩

আপনি নগ্ন, নগ্নরূপধারী এবং নগ্নরূপ আপনার বিশেষ প্রিয়। আপনি সমস্ত ভূতগণের আবাসস্থান, আপনাকে নমস্কার। সকলের আশ্রয়ভূত মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। ৩৪

আপনি সর্ব্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার। ঐশ্বর্য্যপ্রদানকারী রুদ্রদেব! আপনাকে নমস্কার। আপনি বামদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি মহাদেব, আপনাকে নমস্কার। ৩৫

এরূপ কি বাণী আছে, যাহা আপনার স্তুতির অনুরূপ হইতে পারে? (আপনার মহিমা বর্ণনা করিবার শক্তি বাণীর নাই)। কোন্ মহাপুরুষ আপনার স্তুতি করিতে পারে? স্তুতিমান্দিগের (স্তবনীয় মহাপুরুষগণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহেশ্বর! কাহার জিহ্বা আপনার স্তুতি করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারে? ৩৬

ভগবন্! মহাদেব! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হর! আমি আপনার ভক্ত, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ্বর হর! আপনি আমাকে সতত সংরক্ষণ করুন। দেব! জগন্নাথ! হর! আপনি সমস্ত লোকসকলকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। দেব! সদা ভক্তপ্রিয়! আপনি সর্ব্বদা ভক্তদিগকে রক্ষা করুন। ৩৭-৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রা- প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকৃত মহাদেবের স্তুতিবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা শিবেন জগদীশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো বৃষধ্বজো দেব শূলী সাক্ষাদুমাপতিঃ।
করং করেণ সংস্পৃশ্য বিষ্ণোশ্চক্রধরস্য হ ॥ ১
প্রোবাচ ভগবান্ রুদ্রঃ কেশবং গরুড়ধ্বজম্।
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ২
কিমিদং দেবদেবেশ চক্রপাণে জনার্দ্দন।
তপশ্চর্য্যা কিমর্থং তে প্রার্থনা তব কা বিভো ॥ ৩
স্বয়ং বিষ্ণুর্ভবান্নিত্যস্তপস্তু তপসাং হরে।
পুত্রার্থং যদি তে দেব তপশ্চর্য্যা জনার্দ্দন ॥ ৪
পুত্রো দত্তো ময়া দেব পূর্ব্বমেব জগৎপতে।
শৃণু তত্রাপি ভগবন্ কারণং কারণাত্মক ॥ ৫

## অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[ ভগবান্ শিবকর্ত্তৃক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের ধ্বজে বৃষচিহ্নধারী দেব, ত্রিশূলধারী সাক্ষাৎ উমাপতি ভগবান্ রুদ্র চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত নিজের হস্তে গ্রহণ করিয়া শ্রবণকারী সমস্ত দেবতাগণ ও পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুনিগণের সমক্ষে গরুড়ধ্বজ কেশবকে বলিলেন। ১-২

দেবদেবেশ্বর! চক্রপাণে! জনার্দ্দন! আপনি ইহা কি করিতেছেন? আপনার এই তপশ্চরণ কি জন্য? প্রভো আপনার প্রার্থনা কি? ৩

হরে! আপনি স্বয়ং নিত্যস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু, তপস্যাসমূহেরও তপস্যা। দেব! জনার্দ্দন! জগৎপতে! যদি আপনার এই তপস্যা পুত্রের জন্যই হইয়া থাকে, তবে আমি পূর্ব্বেই ত' আপনাকে পুত্র দিয়াছি। (তাহা আপনার অজানা নাই, তথাপি) দেব! ভগবন্! কারণাত্মক নারায়ণ! এবিষয়ের কারণ আপনি শ্রবণ করুন। ৪-৫

তপশ্চর্তুং প্রবৃত্তোঽহং কুতশ্চিৎ কারণান্তরে
বর্ষাযুতং মহাঘোরং পুরা কৃতযুগে তদা ॥ ৬
ভবানী তত্র মে দেব পরিচর্তুং তদাভবৎ
পিত্রা নিযুক্তা দেবেশ উমৈষা বরবর্ণিনী ॥ ৭
ভীত ইন্দ্রস্তদা দেব মারং মাং প্রৈষয়ত্তদা
মধুনা সহ সংযুক্তো মারো মামাগতস্তদা ॥ ৮
লক্ষ্যং মামকরোত্তত্র বাণস্য প্রেষিতস্য হ ।
এষ মাং সেবতে তত্র দানাৎ পুষ্পাদিনাং হরে ॥ ৯
ততঃ ক্রুদ্ধোঽহমভবং দৃষ্ট্বা মারং তথাবিধম্
ক্রুধ্যতো মম দেবেশ নেত্রাদগ্নিঃ পপাত হ ॥ ১০
সোঽয়মগ্নিস্তদা মারং ভস্মসাৎ কৃতবান্ হরে
অচিন্তয়ৎ তদা বিষ্ণো শক্রস্যৈতচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১১
ততঃ প্রভৃতি দেবেশ দয়া তং প্রতি বর্ত্ততে ।
ব্রহ্মণা চ নিযুক্তোঽস্মি প্রীতস্তত্র জনার্দ্দন ॥ ১২
নিযুক্তঃ পুত্ররূপেণ স তে দেব জগৎপতে ।
জ্যেষ্ঠস্তব সুতো দেব প্রদ্যুম্নেত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ১৩
স্মরং তং বিদ্ধি দেবেশ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
ইত্যুক্ত্বা পুনরাহেদং যাথাত্ম্যং দর্শয়ন্নিব ॥ ১৪
মুনীনাং শ্রোতুকামানাং যাথাত্ম্যং তত্র সত্তমঃ ।
অঞ্জলিং সম্পুটং কৃত্বা বিষ্ণুমুদ্দিশ্য শঙ্করঃ ॥ ১৫
উময়া সার্দ্ধমীশানো যাথাত্ম্যং বক্তুমৈহত ।
হরে কুর্ব্বতি তত্রৈবমঞ্জলিং কুরুসত্তম ॥ ১৬
মুনয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহকিন্নরাঃ ।
অঞ্জলিং চক্রিরে বিষ্ণো দেবদেবেশ্বরে হরৌ ॥ ১৭

মহেশ্বর উবাচ

যত্তৎ কারণমাহুস্তৎ সাঙ্খ্যাঃ প্রকৃতিসংজ্ঞকম্ ।
ততো মহান্ সমুৎপন্নঃ প্রকৃতির্যস্য কারণম্ ॥১৮
ত্রিধা ভূতং জগদ্‌যোনিং প্রধানং কারণাত্মকম্ ।
সত্ত্বং রজস্তমো বিষ্ণো জগদগুং জনার্দ্দন ॥ ১৯
তস্য কারণমাহুস্ত্বাং সাঙ্খ্যাপ্রকৃতিসংজ্ঞকম্ ।

---

হরে! প্রাচীনকালের সত্যযুগের ঘটনা; সেই সময় আমি কোন এক কারণ-বশতঃ দশ হাজার বর্ষের জন্য মহাঘোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হই। ৬

দেব! দেবেশ্বর! সেই সময় সেস্থানে এই আমার ধর্ম্মপত্নী পরমা সুন্দরী উমা নিজের পিতার আদেশে আমার সেবা করিতে থাকেন। ৭

দেব! আমার সেই তপস্যায় ইন্দ্রের ভয় হয়, অতএব সেই সময় তিনি কামদেবকে আমার নিকটে প্রেরণ করেন। তখন কামদেব নিজের সখা বসন্তকে সঙ্গে লইয়া আমার সমীপে আসে। ৮

হরে! সেস্থানে উপস্থিত হইয়াই কামদেব আমাকে তাহার নিক্ষিপ্ত বাণের লক্ষ্য স্থির করে। এই পার্ব্বতী সেস্থানে পুষ্পাদি সংগ্রহের দ্বারা আমার সেবা করিতেছিলেন। ৯

দেবেশ্বর! কামদেবকে আমার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। ক্রোধপরায়ণ আমার ললাটস্থিত নেত্র হইতে সহসা অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। ১০

সর্ব্বব্যাপী হরে! সেই অগ্নি সেই সময় কামদেবকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিল; কিন্তু আমার চিন্তায় তখন এই বিষয় উপস্থিত হইল যে, এই দুষ্ট কার্য্যকলাপ ইন্দ্রেরই। ১১

দেবেশ্বর! জনার্দ্দন! সেই সময় হইতেই কামদেবের প্রতি আমার দয়া রহিয়াছে। আমি মনে মনেই তাহার উপর প্রসন্ন হইলাম। ব্রহ্মাও সেই সময় আমাকে প্রেরিত করিয়াছিলেন যে, আমি যেন কামদেবকে নূতন শরীর ধারণ করিবার সুযোগ দান করি। ১২

দেব! জগৎপতে! অতএব আমি কামদেবকে আপনার পুত্ররূপে নিযুক্ত করিয়াছি। দেব! সে প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইবে। দেবেশ্বর! আপনি তাহাকে কাম-দেব বলিয়াই জানিবেন, এবিষয়ে আর কোনও বিচারের আবশ্যকতা নাই। ১৩½

এই কথা বলিয়া শ্রীহরির যথার্থ স্বরূপ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক মুনিগণের সমক্ষে তাঁহার যথাযথ স্বরূপের পরিচয় দান করিতে করিতে সৎপুরুষগণশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শঙ্কর উমাদেবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনরায় তাঁহার যথাযথতার প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হইলেন। ১৪-১৫½

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেস্থানে মহাদেব সেইভাবে কৃতাঞ্জলি হইলে পর অন্যান্য মুনি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নরগণও সেই সর্ব্বব্যাপী দেবদেবেশ্বর শ্রীহরির সমীপে অঞ্জলিবদ্ধ করিলেন। ১৬-১৭

মহেশ্বর বলিলেন,—সাংখ্য শাস্ত্রের বিধান্ পুরুষগণ যে প্রকৃতি-সংজ্ঞক কারণ-তত্ত্বের বর্ণনা করেন, যাঁহা হইতে 'মহান্' (মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধি) উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার উপাদান কারণ হইল প্রকৃতি। ১৮

সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দন! কারণস্বরূপ যে প্রধান (প্রকৃতি) উহাই এই জগতের যোনি। উহার ভেদ তিন প্রকার—সত্ত্ব, রজ

তদ্রূপেণ ভবান্ বিষ্ণো পরিণম্যাধিতিষ্ঠতি ॥ ২০
তস্মাত্তু মহতো ঘোরাদহঙ্কারো মহানভূৎ।
স ত্বমাদৌ জগন্নাথ পরিণামস্তথা হি সঃ ॥ ২১
অহঙ্কারাৎ প্রভো দেব কারণানি মহান্তি চ।
তন্মাত্রাণি তথা পঞ্চ ভূতানি প্রভবন্ত্যত ॥ ২২
তানি ত্বামাহুরীশানং ভূতানীহ জগৎপতে।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥২৩
চক্ষুর্ঘ্রাণং তথা স্পর্শো রসনং শ্রোত্রমেব চ।
মনঃ ষষ্ঠং যথা দেব প্রেরকং তত্র তত্র হ ॥ ২৪
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চান্যানি বাগাদীনি জনার্দ্দন।
ত্বমেব তানি সর্ব্বাণি করোষি নিয়তাত্মবান্ ॥ ২৫
স্বেষু স্বেষু জগন্নাথ বিষয়েষু তথা হরে।
নিবেশয়সি দেবেশ যোগ্যামিন্দ্রিয়পদ্ধতিম্ ॥ ২৬

যদা ত্বং রজসা যুক্তস্তদা ভূতানি সৃষ্টবান্।
যদা চ সত্ত্বযুক্তোঽসি তদা পাতা জগত্রয়ম্ ॥ ২৭
যদা ত্বং তমসাক্রান্তস্তদা সংহরসে জগৎ।
ত্রিভিরেব গুণৈর্যুক্তঃ সৃষ্টিরক্ষাবিনাশনে ॥২৮
বর্ত্তসে ত্রিবিধাং ভূতিমাদায় নিয়তাত্মবান্।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু নিয়োজয়সি মাধব ॥ ২৯
প্রাণিনামুপভোগার্থমন্তঃ স্থিত্বা জগদ্গুরো।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র ভূতেষু বর্ত্তসে সর্ব্বভোগবান্ ॥ ৩০
ব্রহ্মা ত্বং সৃষ্টিকালে তু স্থিতৌ বিষ্ণুরসি প্রভো
সংহারে রুদ্রনামাসি ত্রিধামা ত্বমসি প্রভো ॥ ৩১
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
এতাঃ প্রকৃতয়ো দেব ভিন্নাঃ সর্ব্বত্র তে হরে ॥ ৩২
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রধারঃ সাহস্রী সহস্রাত্মা দিবস্পতিঃ ॥ ৩৩

---

ও তমঃ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার কারণভূত যে সাংখ্য-প্রকৃতি, তাহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনারই স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। বিষ্ণো! উহার রূপে আপনিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া উহার অধিষ্ঠাতা হইয়া রহিয়াছেন। ১১-২০

সেই ঘোর মহান্ মহত্তত্ত্ব হইতে মহান্ (সমষ্টিভূত) অহঙ্কার প্রকটিত হইয়াছে। জগন্নাথ! আদিকালে প্রকটিত এই মহত্তত্ত্বের এরূপ (অহঙ্কারাত্মক) পরিণাম আপনিই। ২১

প্রভো! দেব! অহঙ্কার হইতে 'তন্মাত্র' নামক মহান্ কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা হইতে পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হইয়াছে। ২২

জগৎপতে! এই জগতে যে সেই পঞ্চমহাভূত, উহাদিগকেও সর্ব্বেশ্বর আপনারই স্বরূপ বলা হয়। উহাদের নাম হইল—পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, জল এবং পঞ্চম ভূত তেজ (অগ্নি)। ২৩

দেব! নেত্র, নাসিকা, ত্বক্ (চর্ম্ম), রসনা ও কর্ণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের সহিত ষষ্ঠ মন, যে এই সব জ্ঞানেন্দ্রিয়কে রূপাদি পঞ্চ বিষয়ে প্রেরিত করে। ২৪

জনার্দন! বাগাদি (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) পঞ্চ অন্য কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। জগন্নাথ! হরে! নিজের মনকে সংযতকারী পরমাত্মা আপনি এই সব ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ বিষয়সমূহে নিযুক্ত করেন। দেবেশ্বর! আপনিই যোগ্য ইন্দ্রিয়-মার্গের স্থাপনা করেন। ২৫-২৬

যখন আপনি রজোগুণে সংযুক্ত হন, তখন আপনি সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন। যখন আপনি সত্ত্বগুণে যুক্ত হন, তখন তিন লোককে আপনি পালন করেন এবং যখন তমোগুণে আক্রান্ত হন, তখন জগৎকে আপনিই সংহার করেন। ২৭।

এইভাবে নিয়তাত্মা পরমেশ্বর আপনি ত্রিবিধ গুণেই সংযুক্ত হইয়া নিজের ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যকে (শক্তিকে) সঙ্গে লইয়া সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার কার্য্যে সদা রত আছেন। ২৮।

মাধব! জগদ্গুরো! আপনি প্রাণিগণের অন্তঃকরণে স্থিত হইয়া তাহাদিগের উপভোগের জন্য ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সমূহে নিযুক্ত করেন। সেইজন্য সমস্ত ভূতগণের মধ্যে আপনিই সর্ব্ববিধ ভোগসমূহে সম্পন্ন আছেন। ২৯-৩০

প্রভো! সৃষ্টিকালে আপনিই ব্রহ্মা ও পালনকালে আপনি বিষ্ণু হন এবং সংহারকালে আপনি রুদ্র নাম ধারণ করেন। ভগবন্! এইরূপে আপনি 'ত্রিধামা' বলিয়া কথিত হন। ৩১

হরে! দেব! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি (ও অহঙ্কার)—এই সর্ব্বত্র উপলব্ধ অষ্ট ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি আপনারই। ৩২

আপনি সহস্র মস্তকে বিভূষিত বিরাট্ পুরুষ। আপনার সহস্র নয়ন ও সহস্র পদ এবং ধারণকারী বাহুও আপনার সহস্র। আপনার সমস্ত বস্তুই সহস্র সংখ্যায় সুশোভিত (অথবা আপনার সব কিছুই সহস্র বলিয়া আপনি 'সাহস্রী' বলিয়া অভিহিত হন)। আপনার রূপ সহস্র এবং আপনি স্বর্গলোকের অধিপতি ইন্দ্র। ৩৩

ভূমিং সর্ব্বামিমাং প্রাপ্য সপ্তদ্বীপাং সসাগরাম্।
অণু: সর্ব্বত্রগো ভূত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ৩৪
ত্বমেবেদং জগৎ সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ বিষ্যতি।
ত্বত্তো বিরাট্ প্রাদুরভূৎ সম্রাট্ চৈব জনার্দ্দন ॥ ৩৫
তব বক্ত্রাজ্জগন্নাথ ব্রাহ্মণো লোকরক্ষক:।
প্রাদুরাসীৎ পুরাণাত্মন্ ষট্‌কর্ম্মনিরত: সদা ॥ ৩৬
রাজন্যস্তু তথা বাহ্বোরাসীৎ সংরক্ষণে রত:।
উর্ব্বোর্বৈশ্যস্তথা বিষ্ণো পাদাচ্ছূদ্র উদাহৃত: ॥ ৩৭
এবং বর্ণা জগন্নাথ তব দেহাজ্জনার্দ্দন।
মনসস্তব দেবেশ চন্দ্রমা: সমপদ্যত ॥ ৩৮
সুখকৃৎ সর্ব্বভূতানাং শীতাংশুরমিতপ্রভ:।
অক্ষ্‌ণো: সূর্য্য: সমুৎপন্ন: সর্ব্বপ্রাণিবিলোচন: ॥ ৩৯
যস্য ভাসা জগৎ সর্ব্বং ভাসতে ভানুমানসৌ।
মুখাদিন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ॥ ৪০

নাভেরভূদন্তরিক্ষং তব দেব জনার্দ্দন।
দ্যৌরাসীত্তু মহাঘোরা শিরসস্তব গোপতে ॥ ৪১
পদ্ভ্যাং ভূমি: সমুৎপন্না দিশ: শ্রোত্রাজ্জগৎপতে
এবং সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য সর্ব্বং ব্যবস্থিত: ॥ ৪২
ব্যাপ্য সর্ব্বানিমাল্লোঁকান্ স্থিত: সর্ব্বত্র কেশব।
ততশ্চ বিষ্ণুনামাসি ধাতোর্ব্যাপ্তেশ্চ দর্শনাৎ ॥ ৪৩
নারা আপ: সমাখ্যাতাস্তাসাময়নমাদিত:
যতস্ত্বং ভূতভব্যেশ তন্নারায়ণশব্দিত: ॥ ৪৪
হরসি প্রাণিনো দেব ততো হরিরিতি স্মৃত:।
শঙ্করোঽসি সদা দেব তত: শঙ্করতাং গত: ॥ ৪৫
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মেতি শব্দিত:।
মধুরিন্দ্রিয়নামেতি ততো মধুনিসূদন: ॥ ৪৬
হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যাহুস্তেষামীশো যতো ভবান্।
হৃষীকেশস্ততো বিষ্ণো খ্যাতো দেবেষু কেশব ॥ ৪৭

সপ্ত দ্বীপ ও সাগরে যুক্ত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া আপনি সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে দশ অঙ্গুলি উপরে উত্থিত হইয়া রহিয়াছেন। ৩৪

যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে, সেই এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনিই। জনার্দন! আপনার স্বরূপ হইতেই বিরাট্ ও সম্রাট্ ( বিরাটের অধিষ্ঠাতা ) পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ৩৫

পুরাণাত্মন্! জগন্নাথ! আপনার মুখ হইতে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্ম্মে নিরত লোকরক্ষক ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ৩৬

বিষ্ণো! আপনার বাহুদ্বয় হইতে রক্ষাকর্ম্মে রত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ আপনার উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। ৩৭

জগদীশ্বর! জনার্দন! এইরূপ চার বর্ণ আপনার দেহ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। দেবেশ্বর! আপনার মন হইতে সমস্ত প্রাণিগণের সুখদায়ক অমিত কান্তিমান্ শীতরশ্মি চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৮

আপনার নেত্রদ্বয় হইতে সমস্ত প্রাণিগণের নয়নস্বরূপ এই ভানুমান্ ( অংশুমালী ) সূর্য্য উদ্ভূত হইয়াছে, যাহার প্রভায় সম্পূর্ণ জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। আপনার মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু জন্মলাভ করিয়াছে। ৩৯-৪০

দেব! জনার্দন! আপনার নাভি হইতে অন্তরিক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। গোপতে! আপনার মস্তক হইতে মহাঘোর দ্যুলোকের আবির্ভাব হইয়াছে। ৪১

জগৎপতে! আপনার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী এবং কর্ণ হইতে দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। এইভাবে সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিয়া আপনি সকলকে ব্যাপ্ত করত অবস্থান করিতেছেন। ৪২

কেশব! এই সমস্ত লোকসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া আপনি সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন। সেইজন্য 'বিষ্' ধাতুর ব্যাপ্তিরূপ অর্থের দর্শনবশত: আপনি 'বিষ্ণু' নাম ধারণ করিয়াছেন। ৪৩

ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের নিয়ামক পরমেশ্বর! জল 'নার' বলিয়া কথিত হয়, সেই নারের আদিকাল হইতেই আপনি অয়ন ( আশ্রয় ), সেইজন্য আপনি 'নারায়ণ' নামে অভিহিত হন। ৪৪

দেব! আপনি প্রাণিগণের পাপ-তাপ হরণ করেন, সেইজন্য আপনি 'হরি' এই নামে কথিত হন। দেব! আপনি সদা সকলের 'শম্' ( কল্যাণ ) করেন, সেই হেতু 'শঙ্কর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪৫

বৃহৎ এবং বর্দ্ধনশীল হওয়ায় আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। ইন্দ্রিয়গণের নাম হইল মধু, সেই মধুকে দমন করায় আপনার নাম হইয়াছে 'মধুসূদন'। ৪৬

কেশব! বিষ্ণো! ইন্দ্রিয়বর্গকে হৃষীক বলা হয়, যেহেতু আপনি ইন্দ্রিয়বর্গের ঈশ—স্বামী বা প্রেরক, সেইহেতু দেবগণের মধ্যে আপনি 'হৃষীকেশ' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৪৭

ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্
আবাং তবাঙ্গসম্ভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামবান্ ॥ ৪৮
মা বিদ্যা চ হরে প্রোক্তা তস্যা ঈশো যতো ভবান্।
তস্মান্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি শব্দিতঃ ॥ ৪৯
গোরেষা তু যতো বাণী তাঞ্চ দেব যতো ভবান্।
গোবিন্দস্তু ততো দেব মুনিভিঃ কথ্যতে ভবান্ ॥ ৫০
ত্রিরিত্যেব ত্রয়ো বেদাঃ কীর্ত্তিতা মুনিসত্তমৈঃ।
ক্রমতে তাংস্তথা সর্ব্বাংস্ত্রিবিক্রম ইতি শ্রুতঃ ॥ ৫১
অণুর্বামননামাসি যতস্ত্বং বামনাখ্যয়া।
মননান্মুনিরেবাসি যমনাদ্ যতিরুচ্যসে ॥ ৫২
তপশ্চরসি যস্মাত্ত্বং তপস্বীতি চ শব্দিতঃ।
বসন্তি ত্বয়ি ভূতানি ভূতাবাসস্ততো হরে ॥ ৫৩
ঈশস্ত্বং সর্ব্বভূতানামীশ্বরোঽসি ততো হরে।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদানাং গায়ত্রী ছন্দসাং প্রভো ॥ ৫৪
অক্ষরাণামকারস্ত্বং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ।
রুদ্রাণামহমেবাসি বসূনাং পাবকো ভবান্ ॥ ৫৫
অশ্বত্থো বৃক্ষজাতীনাং ব্রহ্মা লোকগুরুর্ভবান্।
মেরুস্ত্বং পর্ব্বতেন্দ্রাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ॥ ৫৬
দানবানাং ভবান্ দৈত্যঃ প্রহ্লাদো ভক্তবৎসলঃ।
সর্পাণামেব সর্ব্বেষাং ভবান্ বাসুকিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৭
গুহ্যকানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবান্ ধনদ এব চ।
বরুণো যাদসাং রাজা গঙ্গা ত্রিপথভাগ্ ভবান্ ॥ ৫৮
আদিস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং মধ্যমন্তস্তথা ভবান্।
ত্বত্তঃ সমভবদ্ বিশ্বং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রলীয়তে ॥ ৫৯

'ক' এই নাম হইল ব্রহ্মার এবং আমি সমস্ত দেহধারিগণের ঈশ ( পূজ্যতম ঈশ্বর )। আমরা উভয়ে যেহেতু আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, সেইহেতু আপনি 'কেশব' নাম ধারণ করিয়াছেন। ৪৮

হরে। বিদ্যাকে 'মা' বলা হয়, আপনি সেই মার ধব ( ঈশ্বর বা স্বামী ), সেইজন্য 'মাধব' নামে আপনি বিখ্যাত; যেহেতু ধব-শব্দ স্বামীর বাচক। ৪৯

দেব! এই বাণী 'গো' নামে প্রসিদ্ধ; যেহেতু আপনি তাহাকে জানেন, সেইহেতু মুনিগণ আপনাকে 'গোবিন্দ' নামে অভিহিত করেন। ৫০

শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তিন বেদকে 'ত্রি' বলিয়া বর্ণনা করেন, আপনি সেই সম্পূর্ণ তিন বেদকে ক্রান্ত ( ব্যাপ্ত ) করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইহেতু আপনি 'ত্রিবিক্রম' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৫১

আপনি অণু ( সূক্ষ্ম ) বা লঘু বলিয়া 'বামন' নাম ধারণ করিয়াছেন। আপনার বামননামে প্রসিদ্ধ হইবার ইহাই কারণ। আপনি মনন করেন বলিয়া 'মুনি' এবং যম ( সংযম ) পালন করেন বলিয়া 'যতি' নামে অভিহিত হন। ৫২

যেহেতু আপনি তপস্যার আচরণ করেন, সেইহেতু আপনি 'তপস্বী' নামে কথিত হন। হরে। সমস্ত ভূতগণ আপনার মধ্যে বাস করে বলিয়া আপনি 'ভূতবাস' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৩

হরে। আপনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ, সেইহেতু আপনি 'ঈশ্বর' বলিয়া কথিত হন। প্রভো। আপনি সমস্ত বেদের মধ্যে 'প্রণব' এবং ছন্দঃসমূহের মধ্যে 'গায়ত্রী' নামে কথিত হন। ৫৪

আপনি অক্ষরসকলের মধ্যে অকার। আপনি বর্ণসমূহের আশ্রয়ে অবস্থিত 'স্ফোট' *। রুদ্রগণের মধ্যে আমিই অর্থাৎ শঙ্কর এবং বসুগণের মধ্যে আপনি পাবক। ৫৫

আপনি বৃক্ষ-জাতি সকলের মধ্যে অশ্বত্থ এবং সমস্ত লোকসমূহের গুরু ব্রহ্মাও আপনি। শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতসকলের মধ্যে আপনি মেরু ও দেবর্ষিগণের মধ্যে আপনি নারদ। ৫৬

আপনি দানবগণের মধ্যে দৈত্য ভক্তবৎসল প্রহ্লাদ এবং সমস্ত সর্পগণের মধ্যে আপনিই বাসুকি। ৫৭

আপনি সমস্ত গুহ্যকগণের মধ্যে ধনদাতা কুবের। জলজন্তুগণের রাজা বরুণ এবং ত্রিপথগামিনী গঙ্গাও আপনিই। ৫৮

আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। আপনার নিকট হইতেই এই বিশ্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং শেষে সারা জগৎ আপনার মধ্যেই লীন হইয়া যায়। ৫৯

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মতানুসারে স্ফোট হইল নিত্য শব্দ, যাহার দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দের জ্ঞান হয়; যেরূপ কমল শব্দে ক, ম ও ল-এই তিন বর্ণ আছে, এই তিনটি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিলে কোনও অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় না; কিন্তু তিনটি বর্ণ একসঙ্গে উচ্চারণ করিলে উহাতে যে স্ফোট হয়, তাহারই দ্বারা কমল শব্দের অভিপ্রায় জানা যায়। বহু বিদ্বান্ পুরুষগণ এই স্ফোটকেই ( নিত্য শব্দকেই ) সংসারের কারণ মনে করেন।

অহং ত্বং সর্ব্বগো দেব ত্বমেবাহং জনার্দ্দন।
আবয়োরন্তরং নাস্তি শব্দৈরর্থৈর্জ্জগৎপতে ॥ ৬০
নামানি তব গোবিন্দ যানি লোকে মহান্তি চ।
তান্যেব মম নামানি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬১
ত্বদুপাসা জগন্নাথ সৈবাস্তু মম গোপতে।
যশ্চ ত্বাং দ্বেষ্টি দেবেশ স মাং দ্বেষ্টি ন সংশয়ঃ ॥ ৬২
ত্বদ্বিস্তারো যতো দেব অহং ভূতপতিস্ততঃ।
ন তদস্তি বিনা দেব যত্তে বিরহিতং হরে ॥ ৬৩
যদাসীদ্ বর্ত্ততে যচ্চ যচ্চ ভাবি জগৎপতে।
সর্ব্বং ত্বমেব দেবেশ বিনা কিঞ্চিত্ত্বয়া ন হি ॥ ৬৪
স্তুবন্তি দেবাঃ সততং ভবন্তং স্বৈগুণৈঃ প্রভো।
ঋক্ চ ত্বং যজুরেবাসি সামাসি সততং প্রভো ৬৫
কিমুচ্যতে ময়া দেব সর্ব্বং ত্বং ভূতভাবন
নমঃ সর্ব্বাত্মনা দেব বিষ্ণো মাধব কেশব ॥ ৬৬
নমস্করোমি সর্ব্বাত্মন্নমস্তেঽস্তু সদা হরে।
নমঃ পুষ্করনাভায় বন্দে ত্বামহমীশ্বর ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং শিবকৃতবিষ্ণুস্তবো অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

জনার্দ্দন! দেব! আমিই সর্ব্বব্যাপী দেব আপনি এবং আপনিই আমি। জগৎপতে! শব্দ ও অর্থেও আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও অন্তর (পার্থক্য) নাই। ৬০

গোবিন্দ! লোকে যে সব আপনার মহান্ নাম আছে, তৎসমস্তই আমারও নাম। এবিষয়ে অন্য কোনও বিচার করা উচিত নয়। ৬১

জগন্নাথ! গোপতে! আপনার যে উপাসনা, তাহা আমারও উপাসনা। দেবেশ্বর! যে আপনাকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬২

দেব! যেহেতু আপনার বিস্তার আমি, সেইহেতু আপনারই ন্যায় আমিও সমস্ত ভূতগণের অধিপতি বলিয়া কথিত হই। দেব! হরে! এরূপ কোনও বস্তু নাই, যাহা আপনি ব্যতীত কিংবা আপনি রহিত। ৬৩

জগৎপতে! দেবেশ্বর! যাহা কিছু ছিল, যাহা আছে এবং যাহা হইবে, তৎ সমস্তই আপনি। এরূপ কোনও বস্তু নাই, যাহা আপনি রহিত। ৬৪

প্রভো! দেবগণ সদা আপনার নিজ গুণসমূহের কীর্ত্তন করিয়া আপনার স্তুতি করেন। ভগবন্! আপনিই নিরন্তর ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ। ৬৫

ভূতভাবন দেব! আমি অধিক কি আর বলিব? আপনিই সব কিছু। দেব! বিষ্ণো! মাধব! কেশব! আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে নমস্কার। ৬৬

সর্ব্বাত্মন্! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হরে! আপনাকে সদাই নমস্কার। আপনি পদ্মনাভ, আপনাকে নমস্কার। ঈশ্বর! আমি আপনাকে বন্দনা করিতেছি। ৬৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে শিবকৃত বিষ্ণুস্তুতিবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা শঙ্করেণ ঋষিভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বস্যোপদেশদানম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশং মুনীনাহ পুনঃ শিবঃ।
এবং জানীত হে বিপ্রা যে ভক্তা দ্রষ্টুমাগতাঃ ॥ ১
এতদেব পরং বস্তু নৈতস্মাৎ পরমস্তি বঃ।
এতদেব বিজানীধ্বমেতদ্ বঃ পরমং তপঃ ॥ ২

## একোননবতিতম অধ্যায়।

[ ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক ঋষিগণকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের উপদেশ দান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শিব পুনরায় মুনিদিগকে বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণ! যে সব ভক্ত এখানে শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছ, তাহারা ইহা জানিও। ১

এই শ্রীকৃষ্ণই পরম বস্তু, তোমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অন্য আর কিছুই নাই। ইনিই তোমাদের তপস্যার সর্ব্বোত্তম ফল, এই কথা তোমরা ভালভাবে অবগত হও। ২

এতদেব সদা বিপ্রা ধ্যেয়ং সততমানসৈঃ ।
এতদ্ বঃ পরমং শ্রেয় এতদ্ বঃ পরমং ধনম্ ॥ ৩
এতদ্ বো জন্মনঃ কৃত্যমেতদ্ বস্তপসঃ ফলম্ ।
এষ বঃ পুণ্যনিলয় এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৪
এষ বো মোক্ষদাতা চ এষ মার্গ উদাহৃতঃ ।
এষ পুণ্যপ্রদঃ সাক্ষাদেতদ্ বঃ কর্ম্মণাং ফলম্ ॥ ৫
এতদেব প্রশংসন্তি বিদ্বাংসো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
এষ ত্রয়ীগতির্বিপ্রাঃ প্রার্থ্যো ব্রহ্মবিদাং সদা ॥ ৬
এতদেব প্রশংসন্তি সাংখ্যযোগসমাশ্রিতাঃ
এষ ব্রহ্মবিদাং মার্গঃ কথিতো বেদবাদিভিঃ ॥ ৭
এবমেব বিজানীত নাত্র কার্য্যা বিচারণা
হরিরেকঃ সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বমাস্থিতৈঃ ॥ ৮
নান্যো জগতি দেবোঽস্তি বিষ্ণোর্নারায়ণাৎ পরঃ ।

বিপ্রগণ! সদা একাগ্রচিত্ত হইয়া নিত্য নিরন্তর এই শ্রীকৃষ্ণেরই ধ্যান করা উচিত। ইনিই তোমাদের পরম কল্যাণ এবং ইনিই তোমাদের পরম ধন। ৩

ইনিই তোমাদের জন্মের ও জীবনের সফলতা। ইনিই তোমাদের তপস্যার ফল। ইনিই তোমাদের পুণ্যসমূহের ভাণ্ডার এবং ইনিই সনাতন ধর্ম্ম। ৪

ইনিই তোমাদের মোক্ষদাতা এবং ইনিই গন্তব্য মার্গ বলিয়া কথিত আছেন। ইনিই সাক্ষাৎ পুণ্যদায়ক এবং ইনিই তোমাদের সৎকর্ম্মসমূহের ফল। ৫

ব্রহ্মবাদী বিদ্বান্ পুরুষগণ সদা ইঁহারই প্রশংসা করেন। ইনি তিন বেদের গতি (আশ্রয়)। ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা সদা ইঁহাকেই লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ৬

সাংখ্য ও যোগের আশ্রয়কারী বিদ্বান্‌গণ ইঁহারই গুণগান করেন। বেদবাদী জ্ঞানিগণ ইঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মার্গ বলিয়াছেন। ৭

তোমরা এই শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপই জানিও। সত্ত্বগুণের আশ্রয়কারী তোমাদের ন্যায় ভক্তগণের সদা একমাত্র এই শ্রীহরিরই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ৮

সংসারে সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও দেবতা নাই। ব্রাহ্মণগণ! অতএব তোমরা 'ওম্' এই সর্ব্ব-বেদসার মন্ত্র জপ কর এবং এই কেশব শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কর। ৯

এরূপ করিলে পর তোমাদের পরম কল্যাণ প্রাপ্তি হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এইরূপে ধ্যান করিলে সাক্ষাৎ

ওমিত্যেবং সদা বিপ্রা পঠত ধ্যাত কেশবম্ ॥ ৯
ততো নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
এবং ধ্যাতো হরিঃ সাক্ষাৎ প্রসন্নো বো ভবিষ্যতি ॥ ১০
ভবনাশময়ং দেবঃ করিষ্যতি দৃঢ়ং হরিঃ ।
সদা ধ্যাত হরিং বিপ্রা যদীচ্ছা প্রাপ্তুমচ্যুতম্ ॥ ১১
এষ সংসারবিস্তরং বিনাশয়তি বো গুরুঃ ।
স্মরধ্বং সততং বিষ্ণুং পঠধ্বং ত্রিশরীরিণম্ ॥ ১২
মনঃসংযমনং বিপ্রাঃ কুরুধ্বং যত্নতঃ সদা ।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে বিষ্ণুঃ প্রসীদতি তপোধনাঃ ॥ ১৩
ধ্যাত্বা মাং সর্ব্বযত্নেন ততো জানীত কেশবম্ ।
উপাস্যোঽহং সদা বিপ্রা উপাস্যেঽস্মিন্ হরৌ স্মৃতঃ ॥ ১৪
উপায়োঽয়ং ময়া প্রোক্তো নাত্র সন্দেহ ইত্যপি ।
অয়ং মায়ী সদা বিপ্রা যতধ্বমঘনাশনে ॥ ১৫

শ্রীহরি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইবেন। ১০

এই পাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের সংসারবন্ধনকে দৃঢ়ভাবে নাশ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ! যদি তোমরা এই ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সদাই এই শ্রীহরির ধ্যান করিয়া যাও। ১১

ইনিই তোমাদের গুরু (পরম তত্ত্বের উপদেষ্টা)। ইনি সংসারবন্ধনের বিস্তারকারিণী মূল অবিদ্যাকে নাশ করিয়া দিবেন; অতএব তোমরা সকলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপী ত্রিবিধ শরীরধারী এই সর্ব্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের সদা স্মরণ ও কীর্ত্তন কর। ১২

ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সকলে সদা যত্নসহকারে মনের সংযম কর। তপোধনগণ! সংযমের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যাইলে পর এই ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন। ১৩

ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে আমার চিন্তা করিয়া তারপর এই কেশব শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে সচেষ্ট হও; কারণ, এই উপাস্য দেব শ্রীহরিতে সদা আমিই উপাস্য বলিয়া কথিত আছি। ১৪

বিপ্রগণ! এই আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার উপায় বলিলাম, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধিপতি (অতএব তিনি মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া 'কূটস্থ' রূপে বিরাজমান,) সেইহেতু তোমরা সকলে এই পাপহারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সতত যত্নপরায়ণ হও। ১৫

যথা বো বুদ্ধিরখিলা শুদ্ধা ভবতি যত্নতঃ।
তথা কুরুত বিপ্রেন্দ্রা যথা দেবঃ প্রসীদতি ॥ ১৬
বৈশম্পায়ন উবাচ
এবমুক্তাস্ততঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ পুণ্যশীলিনঃ।
যথাবত্তপগৃহ্নানা নিরসন্ সংশয়ং নৃপ ॥ ১৭
এবমেবেতি তং বিপ্রাঃ প্রাহুঃ প্রাঞ্জলয়ো হরম্
ছিন্নো নঃ সংশয়ঃ সর্ব্বো গৃহীতোঽর্থঃ স তাদৃশঃ ১৮
এতদর্থং সমায়াতা বয়মত্র ভবালয়ম্।
সঙ্গমাদ্ যুবয়োঃ সর্ব্বো নষ্টো মোহো মহানিহ ॥ ১৯
যথা বদসি দেবেশ তথা নঃ শ্রেয়সে পরম্।
যথাহ ভগবান্ রুদ্রো যতাম সততং হরৌ।
ইতি তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রণেমুঃ কেশবং হরিম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াম্ ঋষ্যুপদেশে
একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯

বিপ্রোত্তমগণ! যেরূপ যত্ন করিলে পর তোমাদের সকল বুদ্ধিই শুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং যাহার দ্বারা এই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন, সেইরূপ যত্নই কর। ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপ জনমেজয়! ভগবান্ শঙ্কর এইরূপ বলিলে পর সেই সমস্ত পুণ্যশীল মুনিগণ যথাযথভাবে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নিজেদের মনের সংশয় অপসারিত করিলেন। ১৭

সেই ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাদেবকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, এইরূপই অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ। আমাদের সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। ১৮

প্রভো! আমরা ইহারই জন্ত আজ আপনার বাসস্থানে আসিয়াছিলাম। আপনাদের উভয়ের মিলনে এস্থানে আমাদের সমস্ত মহান্ মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥১৯

দেবেশ্বর! আপনি যেরূপ বলিলেন, সেরূপ করিলে পরই আমাদের পরম কল্যাণ হইবে। ভগবান্ রুদ্র আপনি যেরূপ বলিলেন, তদনুসারে আমরা সকলে সদা শ্রীহরিকে লাভ করিবার জন্ত যত্ন করিয়া যাইব। এই কথা বলিয়া সেই মুনিগণ প্রীতচিত্তে কেশব শ্রীহরিকে প্রণাম করিলেন। ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাস-যাত্রাপ্রসঙ্গে ভগবান্ শিবকর্তৃক ঋষিগণকে উপদেশবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতা শঙ্করেণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য কৈলাস-পর্ব্বতাদ্ বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ততঃ স ভগবান্ রুদ্রঃ সর্ব্বান্ বিস্মাপয়ন্নিব।
স্তুত্যা প্রচক্রমে স্তোতুং বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরং হরিম্ ॥
অর্থ্যাভিস্তু তদা বাগ্ভির্মুনীনাং শৃণ্বতাং তথা ॥ ১
মহেশ্বর উবাচ।
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমতে।
যস্য ভাসা জগৎ সর্ব্বং ভাসতে নিত্যমচ্যুত ॥ ২
নমো ভগবতে দেব নিত্যং সূর্য্যাত্মনে নমঃ।
যঃ শীতয়তি শীতাংশুর্লোকান্ সর্ব্বানিমান্ বিভুঃ ॥ ৩

### নবতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের কৈলাস-পর্বত হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ভগবান্ রুদ্র সকলকে যেন বিস্মিত করিতে করিতে সর্বব্যাপী জগদীশ্বর শ্রীহরিকে স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সেই সময় শ্রবণকারী মুনিগণের সমীপে অর্থযুক্ত বাক্যের দ্বারা এইরূপ স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ১

মহেশ্বর বলিলেন,—আপনি পরম জ্ঞানী ভগবান্ বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার। অচ্যুত দেব! যাঁহার প্রকাশে এই সারা জগৎ সদা প্রকাশিত হইতেছে, সেই সূর্যাস্বরূপ ভগবান্ আপনাকে নিত্য বারংবার নমস্কার। ২

দেব! যে শীতরশ্মি ভগবান্ চন্দ্র এই সমস্ত লোকসকলকে শীতলতা প্রদান করেন, সেই চন্দ্রস্বরূপ শ্রীহরি আপনাকে নিত্য নমস্কার। নমস্কার ॥ ৩

নমস্তে বিষ্ণবে দেব নিত্যং সোমাত্মনে নমঃ।
যঃ প্রজাঃ প্রীণয়ত্যেকো বিশ্বাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৪
নমঃ সর্ব্বাত্মনে দেব নমো বাগাত্মনে হরে।
যো দধার করেণাসৌ কুশচীরাদি যৎ সদা ॥ ৫
দধার বেদান্ সর্ব্বাংশ্চ তুভ্যং ব্রহ্মাত্মনে নমঃ
সর্ব্বান্ সংহরতে যস্তু সংহারে বিশ্বদৃক্ সদা ॥ ৬
ক্রোধাত্মাসি বিরূপোঽসি তুভ্যং রুদ্রাত্মনে নমঃ।
সৃষ্টৌ স্রষ্টা সমস্তানাং প্রাণিনাং প্রাণদায়িনে ॥ ৭
অজায় বিষ্ণবে তুভ্যং স্রষ্ট্রে বিশ্বসৃজে নমঃ।
আদৌ প্রকৃতিমূলায় ভূতানাং প্রভবায় চ ॥ ৮
নমস্তে দেবদেবেশ প্রধানায় নমো নমঃ
পৃথিব্যাং গন্ধরূপেণ সংস্থিতঃ প্রাণিনাং হরে ॥ ৯
দৃঢ়ায় দৃঢ়রূপায় তুভ্যং গন্ধাত্মনে নমঃ।
অপাং রসায় সর্ব্বত্র প্রাণিনাং সুখহেতবে ॥ ১০

দেব! হরে! যে একমাত্র বিশ্বাত্মা ভূতভাবন ভগবান্ সমস্ত প্রজাগণকে তৃপ্তি প্রদান করেন, সেই সর্ব্বস্বরূপ এবং বাগীস্বরূপ আপনাকে বারংবার নমস্কার। ৪৷

যিনি সদা নিজ হস্তে কুশ-চীরাদি ধারণ করেন এবং যিনি সম্পূর্ণ বেদকে ধারণ করেন, সেই ব্রহ্মা আপনিই; আপনাকে নমস্কার করি। ৫৷

যে বিশ্বদ্রষ্টা ভগবান্ সংহারকালে সদা সমস্ত লোকসকলকে সংহার করেন, তিনি আপনিই। আপনি ক্রোধরূপ, বিকরালরূপ ও রুদ্রস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৬৷

যিনি সৃষ্টিকালে স্রষ্টা হইয়া সমস্ত প্রাণিগণকে প্রাণদান করেন, সেই অজন্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিধাতা ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে নমস্কার। ৭৷

দেবদেবেশ্বর! যিনি আদিতে মূল প্রকৃতিস্বরূপ এবং গুণসমূহে ক্ষোভের সঞ্চার হইলে পর ক্রমশঃ পঞ্চ মহাভূতসকলের উৎপাদক হন, সেই প্রধানস্বরূপ আপনাকে বারংবার নমস্কার। ৮৷

প্রাণিগণের পাপহরণকারী হরে! আপনি পৃথিবীতে গন্ধরূপে অবস্থিত। আপনি দৃঢ়, দৃঢ়রূপধারী এবং গন্ধস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৯৷

যিনি প্রাণিগণের সুখদানের জন্য সর্ব্বত্র জলে রসরূপে নিবাস করেন, সেই বিশ্বরূপধারী রসস্বরূপ আপনাকে বারংবার নমস্কার। ১০৷

নমস্তে বিশ্বরূপায় রসায় চ নমো নমঃ।
তেজসা ভাস্বরো যস্তু ঘৃণিজ্জ্বহিতঃ সদা ॥ ১১
তস্মৈ দেব জগন্নাথ নমো ভাস্কররূপিণে।
বায়োঃ স্পর্শগুণো যত্র শীতোষ্ণসুখদুঃখদঃ ॥ ১২
নমস্তে বায়ুরূপায় নমঃ স্পর্শাত্মনে হরে।
আকাশেঽবস্থিতঃ শব্দঃ সর্ব্বশ্রোত্রনিবেশনঃ ॥ ১৩
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো তুভ্যং সর্ব্বাত্মনে নমঃ।
যো দধার জগৎ সর্ব্বং মায়ামানুষদেহবান্ ॥ ১৪
নমস্তুভ্যং জগন্নাথ মায়িনেঽমায়দায়িনে।
নম আদ্যায় বীজায় নির্গুণায় গুণাত্মনে ॥ ১৫
অচিন্ত্যায় সুচিন্ত্যায় তস্মৈ চিন্ত্যাত্মনে নমঃ।
হরায় হরিরূপায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মদায়িনে ॥ ১৬
নমো ব্রহ্মবিদে তুভ্যং ব্রহ্মব্রহ্মাত্মনে নমঃ।
নমঃ সহস্রশিরসে সহস্রকিরণায় চ ॥ ১৭

দেব! জগন্নাথ! যিনি তেজে সূর্য্যতুল্য, কিরণসমূহে প্রকাশিত এবং সদা সকল জীবগণের হিতকারী, সেই ভাস্কররূপী আপনাকে নমস্কার। ১১৷

হরে! যেস্থানে বায়ুর স্পর্শনামক গুণ শীত, উষ্ণ ও সুখ-দুঃখ প্রদানকারী হয়, সেস্থানে সেই গুণের আশ্রয়ভূত বায়ু আপনারই স্বরূপ। বায়ুও আপনারই রূপ, আপনাকে নমস্কার। ১২৷

ভগবন্! বিষ্ণো! আকাশরূপী আপনার মধ্যে স্থিত শব্দ সকলের কর্ণে প্রবেশ করে। আপনি সর্ব্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার। ১৩৷

জগন্নাথ! আপনি মায়াময় মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও সম্পূর্ণ জগৎকে স্বয়ংই ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি মায়ার স্বামী এবং মায়ারহিত, মোক্ষপ্রদানও আপনিই করেন, আপনাকে নমস্কার। ১৪৷

আপনি সকলের আদি কারণ, নির্গুণ, গুণস্বরূপ, অচিন্ত্য, সুচিন্ত্য ও চিন্ত্যস্বরূপ, সেই পরমাত্মা আপনাকে নমস্কার। ১৫৷

আপনি হরিরূপধারী হর, ব্রহ্মাকে বেদপ্রদানকারী, ব্রহ্মবিৎ এবং ব্রহ্ম ও যজ্ঞস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার! নমস্কার ॥ ১৬৷

আপনার সহস্র মস্তক। আপনি সহস্র কিরণসমূহে প্রকাশিত হন। আপনার মুখ সহস্র ও নেত্রও সহস্র (অনন্ত), আপনাকে নমস্কার। ১৭৷

নম: সহস্রবক্ত্রায় সহস্রনয়নায় চ।
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বকর্ত্রে নমো নম: ॥ ১৮
বিশ্ববক্ত্রে নমো নিত্যং ভূতাবাস নমো নম:
ইন্দ্রিয়ায়েন্দ্ররূপায় বিষয়ায় সদা হরে ॥ ১৯
নমোঽশ্বশিরসে তুভ্যং বেদাভরণরূপিণে।
অগ্নয়েঽগ্নিপতে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নম: ॥ ১০
সূর্য্যায় সূর্য্যপুত্রায় তেজসাং পতয়ে নম:।
নম: সোমায় সৌম্যায় নম: শীতাত্মনে হরে ॥ ১১
নমো বষট্কৃতে তুভ্যং স্বাহাস্বধাস্বরূপিণে।
নমো যজ্ঞায় ইজ্যায় হবিষে হব্যসংস্কৃতে।
নম: স্রুবায় পাত্রায় যজ্ঞাঙ্গায় পরায় চ ॥ ১১
নম: প্রণবদেহায় ক্ষরায়াপ্যক্ষরায় চ।
বেদায় বেদরূপায় শস্ত্রিণে শস্ত্ররূপিণে ॥ ১৩

আপনি বিশ্ব, বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার! নমস্কার ॥ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে উপদেশ প্রদানকারী (জগদ্গুরু), আপনাকে নমস্কার। সমস্ত ভূতগণের আবাসস্থান বিষ্ণুদেব। আপনাকে বারংবার নমস্কার। ১৮½

হরে! আপনি ইন্দ্রিয়রূপ, বিষয়রূপ ও ইন্দ্ররূপ, আপনাকে সদা নমস্কার। বেদই যাঁহার আভরণ ও রূপ, সেই হয়গ্রীবরূপধারী আপনাকে নমস্কার। ১৯½

অগ্নিপতে! আপনি অগ্নিস্বরূপ, গ্রহ-নক্ষত্রসকলের অধিপতি, সূর্য্য, সূর্য্যপুত্র এবং তেজ:সমূহের পতি, আপনাকে পুন: পুন: নমস্কার। ২০½

হরে! আপনি সোম, সৌম্য ও শীতাত্মা, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি বষট্কার ও স্বাহা-স্বধাস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি যজ্ঞ, যজ্ঞসমূহের দ্বারা পূজনীয় ও হবিষ্যরূপ, আপনাকে নমস্কার। হব্যসমূহের দ্বারা সংস্কৃত পরমাত্মা আপনাকে নমস্কার। আপনি স্রুব, যজ্ঞপাত্র, যজ্ঞসকলের অন্তর্ভূত উপকরণ এবং এই সবের পরও আপনি, আপনাকে নমস্কার। ২১-২২

প্রণব আপনার শরীর। আপনি ক্ষর (সম্পূর্ণ ভূতজাত) এবং অক্ষর (কূটস্থ), আপনাকে নমস্কার। আপনি বেদ ও বেদরূপ এবং শস্ত্রগ্রহণকারী ও শস্ত্ররূপধারী, আপনাকে নমস্কার। ২৩

আপনি গদা, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, শূল ও চাল ধারণ করেন এবং সদা বর প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার নমস্কার। ২৪

গদিনে খড়্গিনে তুভ্যং শঙ্খিনে চক্রিণে নম:।
শূলিনে চর্ম্মিণে নিত্যং বরদায় নমো নম: ॥ ২৪
বুদ্ধিপ্রিয়ায় বুদ্ধায় প্রবুদ্ধায় সুখায় চ।
হরয়ে বিষ্ণবে তুভ্যং নম: সর্ব্বাত্মনে গুরো ॥ ২৫
নমস্তে সর্ব্বলোকেশ সর্ব্বকর্ত্রে নমো নম:।
নম: স্বভাবশুদ্ধায় নমস্তে যজ্ঞশূকর ॥ ২৬
নমো বিষ্ণো নমো বিষ্ণো নমো বিষ্ণো নমো হরে।
নমস্তে বাসুদেবায় বাসুদেবায় ধীমতে ॥ ২৭
নম: কৃষ্ণায় কৃষ্ণায় সর্ব্বাবাস নমো নম:।
নমো ভূয়ো নমস্তেঽস্তু পাহি লোকান্ জনার্দ্দন ॥ ২৮
ইতি স্তুত্বা জগন্নাথমুবাচ মুনিসত্তমান্।
ইদং স্তোত্রমধীয়ানা নিত্যং ব্রজত কেশবম্ ॥ ২৯
শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং তত্র শ্রেয়ো বিধাস্যতি।
যে চেমং ধারয়িষ্যন্তি স্তবং পাপবিমোচনম্ ॥ ৩০

গুরুদেব! আপনি বুদ্ধিপ্রিয়, বোধসম্পন্ন, প্রবুদ্ধস্বরূপ ও সুখরূপী। আপনিই সকলের আত্মা পাপহারী বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার। ২৫

সর্ব্বলোকেশ্বর! আপনি সকলের কর্ত্তা, আপনাকে পুন: পুন: নমস্কার। যজ্ঞবারাহ! আপনি স্বভাবতই শুদ্ধ, আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ২৬

বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। হরে! আপনাকে নমস্কার। সকলের অন্তরে নিবাসকারী বুদ্ধিমান্ বসুদেবনন্দন! আপনাকে নমস্কার। ২৭

সকলের আবাসস্থান জনার্দ্দন! আপনি নামেও কৃষ্ণ এবং বর্ণেও কৃষ্ণ (অথবা সকলের মন আকর্ষণকারী কৃষ্ণ), আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনাকে পুনরায় নমস্কার! নমস্কার!! আপনি সম্পূর্ণ লোকসকলকে রক্ষা করুন। ২৮

এইরূপে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া ভগবান্ শিব সেই শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে বলিলেন,—এই স্তোত্র নিত্য পাঠ করিতে করিতে তোমরা সকলে ভগবান্ কেশবের শরণগ্রহণ কর। তিনি সমস্ত ভূতগণের শরণদাতা, অতএব তিনি তোমাদের কল্যাণ করিবেন। ২৯½

যাহারা এই পাপনাশক স্তোত্র নিজ হৃদয়ে ধারণ করিবে, তাহাদের উপর ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইবেন। প্রসন্নচিত্ত ধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই স্তোত্র পাঠ ও শ্রবণকারী মনুষ্যগণকে কল্যাণ

তেষাং প্রীতঃ প্রসন্নাত্মা পঠতাং শৃণ্বতাং হরিঃ।
শ্রেয়ো দাস্যতি ধর্ম্মাত্মা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩১
অবশ্যং মনসা ধ্যাত কেশবং ভক্তবৎসলম্।
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং যদীচ্ছন্তি ভবন্তঃ সংসিতব্রতাঃ ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সগণঃ শঙ্করঃ সাক্ষাচ্ছয়া ভূতভাবনঃ ॥ ৩৩
নেমুস্তং মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং নির্বৃতিমাযযুঃ।
তমেব পরমং তত্ত্বং মত্বা নারায়ণং হরিম্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা মেনিরে স্বকৃতার্থতাম্ ॥ ৩৪
লোকপালাস্তদা বিষ্ণুং নমস্কৃত্য হরিং মুদা।
জগ্মুঃ স্বান্যথ বেশ্মানি গণৈঃ সর্ব্বৈর্নৃপোত্তম ॥৩৫
আরুহ্য ভগবান্ বিষ্ণুর্গরুড়ং পক্ষিপুঙ্গবম্।
শঙ্খী চক্রী গদী খড়্গী শার্ঙ্গী তূণী তনুত্রবান্ ॥ ৩৬
যথাগতং জগন্নাথো যযৌ বদরিকাশ্রমম্।
সায়াহ্নে পুণ্ডরীকাক্ষো নিত্যং মুনিনিষেবিতাম্ ॥ ৩৭
তত্র গত্বা যথাযোগং বিনম্য হরিরীশ্বরঃ।
অর্চ্চিতো মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্নিষসাদ সুখাসনে ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং কৃষ্ণপ্রত্যাগমনে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

প্রদান করিবেন। এ বিষয়ে অন্য কিছু বিচার করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩০-৩১

যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণলাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে উত্তম ব্রত পালন করিতে করিতে অবশ্যই নিজ মনে ভক্তবৎসল কেশবকে চিন্তা কর ॥ ৩২

এই কথা বলিয়া উমাদেবীসহ ভূতভাবন কল্যাণকারী সাক্ষাৎ ভগবান্ রুদ্র নিজ গণের সহিত সেস্থানেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ৩৩

সমস্ত মুনিগণ তখন তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। পাপহারী নারায়ণ সেই শ্রীকৃষ্ণকেই পরম তত্ত্ব মানিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময় লাভ করত নিজেদের কৃতকৃত্য মনে করিলেন ॥ ৩৪

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সেই সময় লোকপালকগণও বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীহরিকে আনন্দিতচিত্তে নমস্কার করিয়া সমস্ত সেবকবৃন্দের সহিত নিজ নিজ বিবাসস্থানে গমন করিলেন ॥ ৩৫

তদনন্তর কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পক্ষিরাজ গরুড়ে আরোহণ করত শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, শার্ঙ্গধনু, তূণীর ও কবচ ধারণ করিয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে সায়ংকালে মুনিগণের দ্বারা নিত্য সেবিত বিশালা বদরীতীর্থে চলিয়া আসিলেন ॥ ৩৬-৩৭

সেস্থানে গমন করত সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি যথাযোগ্য মুনিগণকে প্রণাম করত সমস্ত মুনিবৃন্দের দ্বারা পূজিত হইয়া সুখপ্রদ আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তনবিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ পৌণ্ড্রকেণ রাজ্ঞাং সভায়াং 'স্বয়ং শঙ্খ-চক্রাদিযুক্তো বাসুদেবঃ' ইতি ঘোষণা, শ্রীকৃষ্ণং পরাজিতং কর্তুমভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু পৌণ্ড্রো নৃপবরোত্তমঃ।
বলবান্ সত্ত্বসম্পন্নো যোদ্ধা বিপুলবিক্রমঃ ॥ ১
বৃষ্ণিশত্রুস্তদা রাজা কৃষ্ণদ্বেষী বলান্বিতঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় প্রোবাচ নৃপসংসদি ॥ ২
জিতা চ পৃথিবী সর্ব্বা জিতাশ্চ নৃপসত্তমাঃ।
বৃষ্ণয়স্তে বলোন্মত্তাঃ কৃষ্ণমাশ্রিত্য গর্ব্বিতাঃ ॥ ৩

### একনবতিতম অধ্যায়।

[ পৌণ্ড্রক কর্ত্তৃক রাজগণের সভায় নিজেকে শঙ্খ-চক্রাদিতে যুক্ত বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময়েই রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, বলবান্, সত্ত্বসম্পন্ন, মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা, বৃষ্ণিবংশীয়গণের শত্রু এবং কৃষ্ণদ্বেষী রাজা পৌণ্ড্রক সমস্ত রাজাদিগকে বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের সভায় বলিলেন ॥ ১-২

আমি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়াছি এবং শ্রেষ্ঠ রাজাদিগকে পরাজিত করিয়াছি। কিন্তু বলোন্মত্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩

দাস্যন্তি মে করং সর্ব্বে ন হি তে কৃষ্ণসংশ্রয়াৎ
স তু কৃষ্ণশ্চক্রবলান্মামবজ্ঞায় তিষ্ঠতি ॥ ৪

অহং চক্রীতি গর্ব্বোঽভূত্তস্য গোপস্য সর্ব্বদা
শঙ্খী চক্রী গদী শার্ঙ্গী শরী তূণী সহায়বান্ ॥ ৫

এবমাদির্মহাগর্ব্বস্তস্য সম্প্রতি বর্ত্ততে।
লোকে চ মম যন্নাম বাসুদেবেতি বিশ্রুতম্ ॥ ৬

অগৃহ্ণাম্মম তন্নাম গোপো মদবলান্বিতঃ।
তস্য চক্রস্য যচ্চক্রং মমাপি নিশিতং মহৎ ॥ ৭

গর্ব্বহন্তৃ সদা তস্য নাম্না চাপি সুদর্শনম্
সহস্রারং মহাঘোরং তস্য চক্রস্য নাশনম্ ॥ ৮

অনেকমহতং চক্রং গোপজস্য নৃপোত্তমাঃ।
মমাপ্যেতদ্ধনুর্দিব্যং শার্ঙ্গং নাম মহারবম্ ॥ ৯

গদা কৌমোদকী নাম মমেয়ং বৃহতী দৃঢ়া।
কালায়সসহস্রস্য ভারেণ সুকৃতা ময়া ॥ ১০

খড়্গো নন্দকনামাসৌ মমায়ং বিপুলো দৃঢ়ঃ।
অন্তকস্যান্তকো ঘোরস্তস্য খড়্গস্য নাশকঃ ॥ ১১

তত্রাহঞ্চ গদী খড়্গী শঙ্খী চক্রী তনুত্রবান্।
যুধি জেতা চ কৃষ্ণস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২

মাঞ্চ ক্রূত নৃপাশ্চৈব গদিনং চাক্রিণং তথা।
শঙ্খিনং শার্ঙ্গিণং বীরং ক্রূত নিত্যং নৃপোত্তমাঃ ॥ ১৩

বাসুদেবেতি মাং ক্রূত ন তু গোপং যদূত্তমম্
একোঽহং বাসুদেবো হি হত্বা তং গোপদারকম্ ॥ ১৪

সখ্যার্মম বলাদ্ধন্তা নরকস্য মহাত্মনঃ।
মাং তথা যদি ন ক্রূত দণ্ড্যা ভারশতৈঃ শতম্ ॥ ১৫

সুবর্ণস্য চ নিষ্কস্য ধান্যস্য বহুশস্তথা
তথা ব্রুবতি রাজেন্দ্রে মনসা তুঃসহং যথা ॥ ১৬

কেচিল্লজ্জাসমাযুক্তা আসংস্তে বলবত্তরাঃ
রসজ্ঞা বলবীর্য্যস্য রাজানস্তে সদা নৃপ ॥ ১৭

অপরে তু নৃপা রাজন্নেবমেবেতি চুক্রুশুঃ
অন্যে বলমদোৎসিক্তা জেষ্যামঃ কেশবং রণে ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌণ্ড্রকোক্তৌ একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

---

শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহারা আমাকে করদান করিতেছে না এবং সেই কৃষ্ণও নিজের চক্রের বলে আমাকে অবহেলা করিয়া যাইতেছে। ৪

সেই গোপের সর্ব্বদা এই গর্ব্ব আছে যে, আমি চক্রধারী। আমার নিকট শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু, বাণ ও তূণ আছে, আমি সহায়সম্পন্ন। এইরূপ এই সময় তাহার অত্যন্ত গর্ব্ব রহিয়াছে। ৫।

জগতে আমার যে 'বাসুদেব' এই প্রসিদ্ধ নাম আছে, তাহাকে সেই মদমত্ত ও বলবান্ গোপ গ্রহণ করিয়াছে। ৬।

আমার নিকটেও এক বিশাল ও তীক্ষ্ণ চক্র আছে, যাহা তাহার চক্রকে নাশ করিতে পারে। আমার এই চক্র সদা তাহার (কৃষ্ণের) গর্ব্বকে চূর্ণ করিতে সমর্থ, তাহার নামও সুদর্শন। ৭।

শ্রেষ্ঠ রাজগণ! আমার এই চক্রে এক সহস্র অর সংযোজিত আছে, ইহা মহাভয়ঙ্কর ও গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের চক্রকে নাশ করিতে সমর্থ। ইহা অনেক রূপ ধারণ করিতে পারে এবং কোথাও প্রতিহত হয় না। ৮।

আমারও এই ধনু দিব্য এবং শৃঙ্গের দ্বারা নির্মিত, সেইজন্য ইহা শার্ঙ্গনামে প্রসিদ্ধ এবং যে প্রচণ্ড টঙ্কারধ্বনি করে, আমার এই গদার নামও কৌমোদকী। ইহা বিশাল ও সুদৃঢ়। আমি এক সহস্র ভার লৌহের দ্বারা ইহাকে নির্ম্মাণ করাইয়াছি। ৯-১০

আমার এই বিশাল খড়্গ অত্যন্ত দৃঢ়। ইহার নাম নন্দক। এই ভয়ঙ্কর খড়্গ কালেরও কাল তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) খড়্গের নাশক। ১১

এইভাবে আমি গদা, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও কবচে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিব। এবিষয়ে অন্য কোনও বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই অতএব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! এখন তোমরা সকলে আমাকেই সদা গদাধর, চক্রপাণি, শঙ্খধারী ও শার্ঙ্গধনুর্ধর বলিতে আরম্ভ কর। ১১-১৩

আমাকেই বাসুদেব বল, সেই যদুশ্রেষ্ঠ গোপকে নহে। সেই গোপবালককে বধ করিয়া একমাত্র আমিই বাসুদেব থাকিব। ১৪

মহাত্মা নরকাসুর আমার মিত্র ছিল, তাহাকে এই গোপ বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছে (সেইজন্য আমি তাহাকে বধ করিব); অতএব যদি তোমরা সকলে আমাকে বাসুদেব না বল, তাহা হইলে তোমাদের উপর দশ হাজার ভার সুবর্ণ এবং নিষ্ক ও বহু ধান্যরাশি দণ্ডদান করিব। ১৫।

রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রক এইরূপ মনের অসহ্যকারক বাক্য বলিতে থাকিলে কিছু প্রবল নরপতি লজ্জিত হইয়া মৌন রহিলেন। রাজন্! এই সব নরপতি বলবীর্য্যের রসজ্ঞ ছিলেন। ১৬-১৭

রাজন্! অন্য চপল নরপতিগণ 'ঠিক! ঠিক!!' এইরূপ বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং বলের মদে উন্মত্ত অন্য বহু নরপতি বলিতে লাগিলেন—আমরা যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিব। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রকের গর্ব্বোক্তিবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ পৌণ্ড্রকসমীপে নারদস্যাগমনম্, তেন সহ নারদস্য বার্ত্তালাপশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ কৈলাসশিখরান্নির্গতো মুনিসত্তমঃ।
নারদঃ সর্ব্বলোকজ্ঞঃ পৌণ্ড্রস্য নগরং প্রতি ॥ ১
অবতীর্য্য নভোভাগাৎ প্রত্যাগম্য নরোত্তমম্।
দ্বাঃস্থেন চ সমাজ্ঞপ্তঃ প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ২
অর্ঘ্যাদিসমুদাচারং নৃপাল্লব্ধ্বা মহামুনিঃ।
নিষসাদাসনে শুভ্রে স্বাস্তৃতে শুভবাসসা ॥ ৩
কুশলং পৃষ্টবান্ ভূয়ো নৃপঃ স মুনিসত্তমম্।
উবাচ নারদং ভূয়ঃ পৌণ্ড্রকো বলগর্ব্বিতঃ ॥ ৪
ভবান্ সর্ব্বত্র কুশলঃ সর্ব্বকার্য্যেষু পণ্ডিতঃ।
প্রথিতো দেবসিদ্ধেষু গন্ধর্ব্বেষু মহাত্মসু ॥ ৫
সর্ব্বত্রগো নিরাবাধো গন্তা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
অগম্যং তব বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডে নহি কিঞ্চন ॥
নারদেদং বদ ত্বং হি যত্র যত্র গতো ভবান্। ৬
তত্র তত্র তপঃসিদ্ধো লোকে প্রথিতবীর্য্যবান্।
পৌণ্ড্র এব চ বিখ্যাতো বাসুদেবেতি শব্দিতঃ ॥ ৭
শঙ্খী চক্রী গদী শার্ঙ্গী খড়্গী তূণী তনুত্রবান্।
বিজেতা রাজসিংহানাং দাতা সর্ব্বস্য সর্ব্বদা ॥ ৮
ভোক্তা রাজ্যস্য সর্ব্বস্য শাস্তা রাজা বলাদ্ বলী
অজেয়ঃ শত্রুসৈন্যানাং রক্ষিতা স্বজনস্য হ ॥ ৯
যোঽয়ং গোপকনামাসৌ বাসুদেবেতি শব্দিতঃ।
তস্য বীর্য্যবলে ন স্তো নাম্নোঽস্য মম ধারণে ॥ ১০
স হি গোপো বৃথা বাল্যাদ্ধারয়ত্যেব নাম মে।
ইদং নিশ্চিনু বিপ্রেন্দ্র এক এব ভবাম্যহম্ ॥ ১১
বাসুদেবো জগত্যস্মিন্নির্জিত্য বলিনং যদুম্।
বৃষ্ণীন্ সর্ব্বান্ বলাৎ ক্ষিপ্ত্বা নিহনিষ্যে চ তাং পুরীম্ ॥১২
দ্বারকাং বিষ্ণুনিলয়াং যোদ্ধা চাহং মহামতে।
এতে চ বলিনঃ সর্ব্বে নৃপা মম সমাগতাঃ ॥ ১৩

## দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[ পৌণ্ড্রকের নিকট নারদের আগমন এবং তাহার সহিত নারদের বার্ত্তালাপ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সর্ব্বলোকজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ কৈলাসশিখর হইতে নির্গত হইয়া পৌণ্ড্রকের নগরের দিকে গমন করিলেন। ১

আকাশ হইতে নামিয়া দ্বারপালের সাহায্যে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তিনি রাজার উত্তম ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সেই নরশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রকের সহিত মিলিত হইলেন।,২

রাজার নিকট হইতে অর্ঘ্যাদি অতিথি-সৎকার লাভ করত এই মহামুনি নারদ সুন্দর বস্ত্র পাতা শুভ্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৩

তাহার পর বলগর্ব্বিত পৌণ্ড্রক প্রথমে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

বিপ্রবর! আপনি সর্ব্ববিষয়ে কুশল এবং সমস্ত কার্য্যেই পণ্ডিত। দেবতা, সিদ্ধ ও মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আপনার খ্যাতি আছে। আপনি বিনা বাধায় সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। সদা সকল স্থানে আপনার উপস্থিতি রহিয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও স্থানেই আপনার পক্ষে অগম্য নাই। ৫½

নারদ! আপনি বলুন,—আপনি যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানে এই তপঃসিদ্ধ ও লোকে বিখ্যাত বলশালী পৌণ্ড্রকই 'বাসুদেব' নামে প্রসিদ্ধ আছে কি না? ৬-৭

আমিই শঙ্খধারী, চক্রপাণি, গদাধর ও শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী। তরবারি ও তূণ লইয়া কবচ ধারণ করত বহু রাজসিংহকে আমি বিজয় করিয়াছি। আমিই সদা সকলকে সব কিছুই দান করিতে পারি। ৮

আমি সমস্ত রাজ্যের ভোক্তা এবং বলপূর্ব্বক শাসনকারী বলবান্ রাজা। আমি শত্রুসৈন্যগণের পক্ষে অজেয় ও স্বজন-দিগের রক্ষক। ৯

আজকাল এই যে গোপ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একূপ বল ও পরাক্রম নাই, যাহাতে সে আমার এই নাম ধারণ করিতে পারে। ১০

এই গোপ বৃথাই অজ্ঞানতাবশতঃ আমার নাম ধারণ করিতেছে। বিপ্রবর! আপনি নিশ্চিতরূপে ইহা জানুন যে, আমি এই বলবান্ যাদবকে জয় করিয়া একাকীই এই জগতে বাসুদেব হইবে। ১১½

সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিবাসভূতা দ্বারকাপুরীকে নষ্ট করিব। মহামতে আমি স্বয়ং ত' যুদ্ধ করিবই, এই সমস্ত বলবান্ রাজারাও আমার পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন। ১২-১৩

অশ্বাশ্চ বেগিনঃ সন্তি রথা বায়ুজবা মম।
উষ্ট্রা মত্তাঃ সহস্রঞ্চ গজা নিযুতমেব চ ॥ ১৪
এতেনাহং বলেনাজৌ হনিষ্যে কেশবং রণে
তস্মাদেবং সদা বিপ্র বদ ব্রহ্মন্ পুরে মম ॥ ১৫
ইন্দ্রস্যাপি সদা বিপ্র বদ নারদ সাম্প্রতম্।
প্রার্থনৈষা মম বিভো নমস্তে ত্বাং তপোধন ॥ ১৬
নারদ উবাচ।
সর্ব্বত্রগঃ সদা চাস্মি যাবদ্ ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিতিঃ।
আচার্য্যঃ সর্ব্বকার্য্যেষু গমনে কেনচিন্নৃপ ॥ ১৭
কিন্তু বক্তুং তথা রাজন্নুৎসহে নৃপসত্তম
মহীং শাসতি দেবেশে চক্রপাণৌ জনার্দ্দনে ॥ ১৮
বিষ্ণৌ সর্ব্বত্রগে দেবে দুষ্টান্ হত্বা সবান্ধবান্।
বাসুদেবেতি কো নাম তিষ্ঠত্যস্মিন্ ধরাবিতি ॥ ১৯
কো নাম বক্তুমেবেদং কৃষ্ণে শাসতি গোমতী।
অজ্ঞানাদ্ বক্তুমেবঞ্চ সমর্থাঃ প্রাকৃতা জনাঃ ॥ ২০
হরিঃ সর্ব্বত্রগো বিষ্ণুর্দর্পং তে ব্যপনেষ্যতি।
অচিন্ত্যবিভবো বিষ্ণুঃ শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ ॥ ২১
আদিদেবঃ পুরাণাত্মা দর্পং তে ব্যপনেষ্যতি।
হাস্যমেতন্মহারাজ যচ্চ বৈ তত্র সংস্থিতম্ ॥ ২২
শার্ঙ্গং খড়্গং তথা রাজন্ মহাঘোরং ন দাপ্যতে।
অতীব ত্রাসকালোঽয়ং তব সম্প্রতি বর্ত্ততে ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌণ্ড্রকনারদসংবাদে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

আমার নিকট বেগশালী বহু অশ্ব আছে, বায়ুতুল্য বেগগামী বহু রথ আছে, মদমত্ত সহস্র উট আছে এবং লক্ষ মদমত্ত হস্তী আছে। এই বিশাল সৈন্যের সহিত আমি রণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিব ॥ ১৪॥

বিপ্রবর! ব্রহ্মন্! আপনি প্রত্যেক নগরে আমার জন্য সদা এরূপ কথাই বলিবেন। নারদ! এই সময় ইন্দ্রের সমক্ষেও আমার বল-পরাক্রমের এই কথা সদা আপনি বলিবেন। বিভো! তপোধন! ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৫-১৬

নারদ বলিলেন,—নৃপ! যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, আমি সদা সর্ব্বত্র যাইতে পারি। যে কোন পুরুষের নিজের সমস্ত কার্য্যের জন্য আমার শরণগ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বত্র গমন করিবার বিদ্যায় আমি হইলাম আচার্য্য ॥ ১৭

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, সেরূপ কথা বলিবার উৎসাহ আমি কি করিয়া করিতে পারি। যতক্ষণ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সমস্ত দুষ্টদিগকে বধ করিয়া সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ, সর্ব্বব্যাপী দেব, দেবেশ্বর, চক্রপাণি জনার্দন এই পৃথিবীকে শাসন করিবেন, ততক্ষণ সেই শ্রীহরি বিদ্যমান থাকিতে অন্য কোন্ পুরুষকে বাসুদেব বলা যাইতে পারে ॥ ১৮-১৯

সূর্য্য কিরণসমূহে প্রকাশিত দ্যুলোক ও ভূলোকে যতকাল শ্রীকৃষ্ণের শাসন থাকিবে, ততকাল কোন মানুষ এরূপ কথা বলিতে সমর্থ হইবে! 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' এই কথা তোমার ন্যায় মূঢ় মানুষেরাই অজ্ঞানভাবশতঃ বলিতে পারে ॥ ২০

সর্বত্র গমন করিতে সমর্থ, অচিন্ত্য বৈভবশালী, পাপহারী, সর্বব্যাপী, শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর বিষ্ণু তোমার দর্প চূর্ণ করিয়া দিবেন ॥ ২১

মহারাজ! আদিদেব পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তোমার দর্পচূর্ণ করিবেন। তুমি যাহা কিছু চিন্তা করিতেছ, তাহা উপহাসেরই যোগ্য। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে শার্ঙ্গধনু ও মহাভয়ঙ্কর খড়্গ আছে, তাহাদের উচ্ছেদ তোমার এই সব অস্ত্রের দ্বারা হইবে না। এই সময় তোমার জন্য অত্যন্ত ভয়কারক সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২২-২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রক ও নারদের সংবাদবিষয়ক দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণসমীপে নারদস্য গমনম্, পৌণ্ড্রকেণ দ্বারকাপুর্য্যা আক্রমণঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ পৌণ্ড্রো মদবলান্বিতঃ
নারদং বিপ্রবর্য্যং তং প্রোবাচ নৃপসংসদি ॥ ১

কিমিদং প্রাহ বিপ্রর্ষে রাজাহঞ্চ দ্বিজৈঃ সহ।
গচ্ছ ত্বং কামমথবা মুনে শাপপ্রদঃ সদা ॥ ২

ভীতস্ত্বত্তো মহাবুদ্ধে গচ্ছ ত্বং কামমস্ত হি।
ইত্যুক্তো নৃপবর্য্যেণ তূষ্ণীমেব স নারদঃ ॥ ৩

জগামাকাশগমনো যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
স গত্বা বিষ্ণুসকাশং বিষ্ণোঃ সর্ব্বং শশংস হ ॥ ৪

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্যথেষ্টং বদতামিতি।
দর্পং তস্যাপনেষ্যামি শ্বোভূতে দ্বিজসত্তম ॥ ৫

ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব তস্মিন্ বদরিকাশ্রমে
ততঃ পৌণ্ড্রো মহাবাহুর্বলৈর্বহুভিরীশ্বরঃ ॥ ৬

অশ্বৈরনেকসাহস্রৈর্গজৈর্বহুভিরন্বিতঃ
শস্ত্রকোটিসমাযুক্তঃ স রাজা সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৭

অনেকশতসাহস্রৈঃ পত্তিভিশ্চ সমন্বিতঃ।
একলব্যপ্রভৃতিভী রাজভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৮

অষ্টৌ রথসহস্রাণি নাগানামযুতং তথা।
অর্ব্বুদং পত্তিসঙ্ঘানাং তদ্ বলং সমপদ্যত ॥৯

এতেন চ বলেনাজৌ প্রস্ফুরন্নৃপসত্তমঃ।
বিররাজ মহারাজ উদয়স্থো মহারবিঃ ॥ ১০

স যযৌ মধ্যরাত্রেণ নগরীং দ্বারকামভু।
পত্তয়ো দীপিকাহস্তা রাত্রৌ তমসি দারুণে ॥ ১১

যযুর্বিবিধশস্ত্রৌঘাঃ সম্পতন্তো মহাবলাঃ
দ্বারকাং বীর্য্যসম্পন্নাং মহাঘোরাং নৃপোত্তমাঃ ॥ ১২

রথং মহাস্তমারুহ্য শস্ত্রৌঘৈশ্চ সমাবৃতম্
পট্টিশাসিসমাকীর্ণং গদাপরিঘসঙ্কুলম্ ॥ ১৩

---

## ত্রিনবতিতম অধ্যায়

[ শ্রীকৃষ্ণের নিকট নারদের গমন এবং পৌণ্ড্রকের দ্বারকাপুরী আক্রমণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর বলের মদে উন্মত্ত পৌণ্ড্রক কুপিত হইয়া সেই রাজসভায় বিপ্রবর নারদকে বলিলেন। ১

ব্রহ্মর্ষে! আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আমি রাজা এবং এই ব্রাহ্মণগণের সহিত অবস্থান করিতেছি। মুনে! আপনি সদা শাপদানকারী, অতএব আপনি ইচ্ছানুসারে এস্থান হইতে চলিয়া যান। মহামতে! আমি আপনার নিকট হইতে ভীত হইতেছি, অতএব ইচ্ছা হয় ত' এখনই গমন করুন। ২।

নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক এই কথা বলিলে পর আকাশচারী নারদ নীরবে সেস্থান হইতে তথায় গমন করিলেন, যথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। ৩।

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া তিনি তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পৌণ্ড্রক যাহা ইচ্ছা বলুক, আমি কাল তার দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। ৪-৫

এই কথা বলিয়া সেই বদরিকাশ্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরত হইলেন। এদিকে সামর্থ্যশালী মহাবাহু পৌণ্ড্রক বহু সৈন্যের সহিত দ্বারকাপুরীর দিকে প্রস্থান করিলেন। ৬

অনেক সহস্র অশ্ব, বহু সংখ্যক হস্তী এবং কোটি অস্ত্রে সংযুক্ত হইয়া এই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা পৌণ্ড্রক দ্বারকা অভিমুখে গমন করিলেন। ৭

ইহার সহিত কয়েক লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল। একলব্যাদি রাজারা ইহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। ৮

আট হাজার রথ, দশ হাজার হাতী এবং এক অর্ব্বুদ (দশ কোটি) পদাতি সৈন্যে এই সমগ্র সৈন্যবাহিনী সংগঠিত ছিল। ৯

মহারাজ! এই বিশাল সৈন্যে যুদ্ধস্থলে প্রকাশিত নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক উদয়গিরিস্থিত প্রকাশমান মহাসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ১০

তিনি অর্দ্ধরাত্রের সময় দ্বারকাপুরীর উপর আক্রমণ করিলেন। রাত্রির সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে পদাতি সৈন্যগণ হস্তে প্রজ্বলিত মশাল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ১১

সেই মহাবল শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ নানাপ্রকার অস্ত্রে সম্পন্ন হইয়া পরাক্রমশালিনী মহাঘোর দ্বারকাপুরীর উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছিলেন। ১২

নরেশ্বর! পরাক্রমশালী ও বলবান্ রাজা পৌণ্ড্রকও মশাল লইয়া এক বিশাল রথে আরোহণ করত দ্বারকাপুরীর দিকে প্রস্থিত হইলেন। এই রথ নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল। পট্টিশ,

শক্তিতোমরসঙ্কীর্ণং ধ্বজমালাসমাচিতম্।
কিঙ্কিণীজালসংযুক্তং শরাসিপ্রাসসংবৃতম্ ॥ ১৪
মহাঘোরং মহারৌদ্রং যুগান্তজলদোপমম্
ধনুর্গদাসমাকীর্ণং মহাবাদ্যোপমং মহৎ ॥ ১৫
অগ্ন্যর্কসদৃশাকারং যযৌ দ্বারবতীমনু।
গৃহীতদীপিকো রাজা বীর্য্যবান্ বলবানপি ॥ ১৬
হন্তুমৈচ্ছজ্জগন্নাথং বৃষ্ণীংশ্চৈব সমন্ততঃ
আকর্ষন্ বলমুখ্যাংস্তান্ রাজ্ঞঃ সর্ব্বান্মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৭
পুরদ্বারং সমাসাদ্য বলং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
ইদং প্রোবাচ রাজা তু নৃপান্ সর্ব্বানবস্থিতান্ ॥ ১৮
তাড্যতামত্র ভেরী তু নাম বিশ্রাব্য মামকম্
যুধ্যতাং যুধ্যতামত্র দেয়ং বা প্রতিদীয়তাম্ ॥ ১৯
আগতঃ পৌণ্ড্রকো রাজা যুদ্ধার্থী বীর্য্যবত্তরঃ
হন্তুকামঃ সমগ্রান্ বঃ কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়ান্ ॥ ২০
ইতি তে প্রেষিতাঃ সর্ব্বে সমীয়ুঃ সূচকান্ বহূন্।
দীপিকাশ্চ প্রদীপ্যান্তে বহ্ব্যঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২১
ইতশ্চেতশ্চ রাজানো যুধ্যন্তে যুদ্ধলালসাঃ
পুরীং তে পুরতস্তত্র ক্ষত্রিয়াঃ শস্ত্রিণস্তথা ॥ ২২
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্তঃ শস্ত্রধারাসমাকুলাঃ।
কুতোঽয়ং বৃষ্ণিপ্রবরঃ কুতো রাজা জগৎপতিঃ ॥ ২৩
কুতোঽয়ং সাত্যকির্বীরঃ কুতো হার্দ্দিক্য এব চ।
কুতো নু বলভদ্রশ্চ সর্ব্বযাদবসত্তমঃ
ইতোবং কথয়ন্তো বৈ রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ২৪
আদায় শস্ত্রাণি বহূনি সর্ব্বতঃ
শরাংশ্চ চাপানি বহূনি সর্ব্বে।
যুদ্ধায় সন্নাহনিবদ্ধশোভা যযু-
র্হরেঃ পুরীং দ্বারবতীং নৃপোত্তমাঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌণ্ড্রকস্য দ্বারকাগমনে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

খড়্গ, গদা ও পরিঘসমূহে পরিপূর্ণ ছিল, শক্তি, তোমর, বাণ, খড়্গ ও প্রাসে সম্পন্ন ছিল এবং অনেক ধ্বজ উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। কিঙ্কিণী (ঘুঁঘুর)-সমূহে সজ্জিত বাজরে এই রথকে সাজান হইয়াছিল। এই মহাঘোর মহারৌদ্র বিশাল রথ প্রলয়কালীন মেঘ এবং মহাবাদ্যের সমান গম্ভীর ধ্বনিকারী ছিল। উহার স্বরূপ অগ্নি ও সূর্য্যের তুল্য প্রকাশমান ছিল। ১৩-১৬

মহাতেজস্বী রাজা পৌণ্ড্রক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার চারদিকে বিদ্যমান বৃষ্ণিবংশী বীরগণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; তিনি নিজের সৈন্যের মুখ্য মুখ্য সকল রাজাদিগকে নিজের সহিত আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন এবং নগরদ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া সেখানে সৈন্যদিগকে যত্নপূর্ব্বক স্থাপিত করিয়া সর্ব্বদিকে অবস্থিত সমস্ত নরপতিগণকে এইরূপ বলিলেন। ১৭-১৮

বীরগণ! রণভেরী বাদ্য কর এবং আমার নাম শুনাইয়া বল—যাদবগণ! এখানে আসিয়া যুদ্ধ কর! যুদ্ধ কর!! অথবা দেয় রাজকীয় কর প্রদান কর। মহাপরাক্রমশালী রাজা পৌণ্ড্রক যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া অবস্থিত যাদবগণ তোমাদের সকলকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ১৯-২০

এইরূপে প্রেরিত সেই সমস্ত নরপতিগণ বহুসংখ্যক সূচকের (বাদ্য-আভ্যন্তর বৃত্তান্তবিৎ যাদবগণের) সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় বহুবিধ লক্ষ লক্ষ মশাল জ্বলিতেছিল। যুদ্ধের অভিলাষী রাজারা এদিক্ ওদিক্ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেখানে পুরীর দ্বারে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণ সিংহনাদ করিতে করিতে অস্ত্রধারা বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বলিল যে, কোথায় বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীরগণ! কোথায় রাজা জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ? কোথায় সেই বীর সাত্যকি? কোথায় কৃতবর্ম্মা এবং সর্বযাদবশ্রেষ্ঠ বলভদ্র? এরূপ বলিতে বলিতে সেই সব শ্রেষ্ঠ রাজারা সর্বদিক্ হইতে বহুসংখ্যক অস্ত্র, বাণ ও বহুসংখ্যক ধনু লইয়া যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিয়া শ্রীহরির দ্বারকাপুরীকে আক্রমণ করিতে যাইলেন। ২১-২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পৌণ্ড্রকের দ্বারকাপুরী আক্রমণবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ যাদব-বীরৈঃ পৌণ্ড্রকস্য সৈন্যানাম্, একলব্যেন চ যাদব-সৈন্যানাং সংহারঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততশ্চ যাদবাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা সৈনিকসঞ্চয়ম্।
রাত্রৌ চ ব্যসনং প্রাপ্তং মহাশস্ত্রসমাকুলম্ ॥ ১

মহাবাতসমুদ্ভূতং কল্পান্তে সাগরোপমম্।
সন্নদ্ধাঃ সমপদ্যন্ত শস্ত্রিণো যুদ্ধলালসাঃ ॥ ২

গৃহীতদীপিকাঃ সর্ব্বে যাদবাঃ শস্ত্রযোধিনঃ।
সাত্যকির্বলভদ্রশ্চ হার্দ্দিক্যো নিশঠস্তথা ॥ ৩

উদ্ধবোঽথ মহাবুদ্ধিরুগ্রসেনো মহাবলাঃ।
অন্যে চ যাদবাঃ সর্ব্বে কবচগ্রহণে রতাঃ ॥ ৪

সমস্তযুদ্ধকুশলা রাত্রৌ সন্নাহযোধিনঃ
শস্ত্রিণঃ খড়্গিনশ্চৈব সর্ব্বে শস্ত্রসমাকুলাঃ ॥ ৫

যুদ্ধায় সমপদ্যন্ত বহবো বাহুশালিনঃ।
রথিনো গদিনশ্চৈব সাদিনঃ সায়ুধাস্তথা ॥ ৬

নিত্যযুক্তা মহাত্মানো ধন্বিনঃ পুরুষোত্তমাঃ।
নির্যযুর্নগরাত্তূর্ণং দীপিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৭

কুতঃ পৌণ্ড্রক ইত্যেবং বদন্তঃ সর্ব্বসাত্বতাঃ।
দীপিকাদীপিতো দেশো নিস্তমাঃ সমপদ্যত ॥ ৮

ততো বিতিমিরো দেশঃ সমন্তাৎ প্রত্যপদ্যত।
যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং বৃষ্ণিভিঃ শত্রুভিঃ সহ ॥৯

ততো মহান্ সমভবৎ সন্নাদো রোমহর্ষণঃ।
হয়াঃ হয়ৈঃ সমাযুক্তা গজাশ্চ গজযূথপৈঃ ॥ ১০

রথা রথৈঃ সমাযুক্তাঃ সাদিভিঃ সাদিনস্তথা।
খড়্গিনঃ খড়্গিভিঃ সার্দ্ধং গদিভির্গদিনস্তথা ॥ ১১

পরস্পরবধাকারো রণ আসীৎ সুদারুণঃ।
মহাপ্রলয়সংক্ষোভঃ শব্দস্তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১২

ধাবন্তঃ প্রহরন্ত্যেতান্ হন্ত্যেতান্ সর্ব্বতো নৃপান্।
অয়মেষ মহাবাহুঃ খড়্গী পততি বীর্য্যবান্ ॥ ১৩

---

## চতুর্নবতিতম অধ্যায়

[যাদব বীরগণের দ্বারা পৌণ্ড্রকের সৈন্যদিগকে এবং একলব্য কর্তৃক যাদবসৈন্যগণকে সংহার।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সমস্ত যাদবগণ দেখিলেন যে, শত্রুসৈন্যেরা সমবেত হইয়াছে। ইহারা সকলে মহাস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত আছে এবং বায়ুর তাড়নায় উদ্ভূত প্রলয়-কালের সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ রাত্রিকালে এই মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া এবং চিন্তা করিয়া সেই সব যাদবগণ যুদ্ধের লালসায় অস্ত্রগ্রহণ করত কবচ ধারণ পূর্ব্বক সজ্জিত হইলেন। এই সব অস্ত্রযোধী যাদবগণ নিজ নিজ হস্তে মশাল ধারণ করিলেন। ১-২½

সাত্যকি, বলভদ্র, হার্দিক্য (কৃতবর্ম্মা), নিশঠ, মহামতি উদ্ধব, মহাবল উগ্রসেন এবং অন্য সব যাদব-বীরগণ কবচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ৩-৪

ইহারা সকলে সমস্ত যুদ্ধেই কুশল, রাত্রিতেও কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধকারী, অস্ত্রধারী ও খড়্গধারী ছিলেন। সকলেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সম্পন্ন ছিলেন। ৫

এই বহুসংখ্যক বাহুশালী বীর যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন। ইহাদের সহিত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং অস্ত্রধারী পদাতি যোদ্ধারাও ছিলেন। ৬

এই সব নিত্য যুদ্ধোদ্যোগী, মহাত্মা, ধনুর্দ্ধর ও পুরুষোত্তম বীরগণ এই কথা বলিতে বলিতে নির্গত হইলেন যে, কোথায় পৌণ্ড্রক? মশালসমূহে প্রকাশিত সেই দেশ সর্ব্বথা অন্ধকার-রহিত হইয়া যাইল। ৭-৮

তাহার পর সেই দেশ অন্ধকারশূন্য হইয়া উঠিল। সেই সময় সেখানে শত্রুগণের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৯

তদনন্তর রোমাঞ্চকর মহাকোলাহল হইতে লাগিল। অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত, গজরাজসকল গজযূথপগণের সহিত, রথসমূহ রথসকলের সহিত এবং আরোহী যোদ্ধারা আরোহী যোদ্ধা-দিগের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ১০½

খড়্গধারী যোদ্ধরা খড়্গধারীদিগের সহিত এবং গদাধারী বীরগণ গদাধারী যোদ্ধাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সেই রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর অভিভবাকাঙ্ক্ষায় সংমিশ্রিত হইয়া যাইলেন। সেই মহাত্মা বীরগণের তর্জ্জন-গর্জনের শব্দ মহাপ্রলয়ের সময় বিক্ষুব্ধ সাগরের শব্দের ন্যায় মনে হইতে-ছিল। ১১-১২

উভয় পক্ষের যোদ্ধারা ধাবিত হইয়া বিপক্ষীয় সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং এই সমস্ত নরপতিগণকে বধ করিতে লাগিলেন। (সেখানে তখন পরস্পর এরূপ আলোচনা

অয়মেষ শরো ঘোরো বর্ত্ততেঽতিসুদারুণঃ।
গদী চায়ং মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বান্নো বাধতে নৃপঃ ॥ ১৪
অয়ং রথী শরী চাপি গদী তূণী তনুত্রবান্
যাদৃশঃ সর্ব্বতো যাতি কুন্তপাণিরয়ং বলী ॥ ১৫
অয়মত্র মহাশূলী সংশ্রিতঃ সর্ব্বতো দিশম্।
গজোঽয়ং সবিষাণাগ্রো বর্ত্ততে সর্ব্বতঃ প্রতি ॥ ১৬
অতিসর্ব্বত্রগঃ শূরো বেগবান্ বাতসন্নিভঃ।
শরান্ শরৈঃ সমাহন্তি দণ্ডান্ দণ্ডৈর্জগৎপতে ॥ ১৭
কুন্তান্ কুন্তৈঃ সমাজঘ্নুর্গদাভিশ্চ গদাস্তথা।
পরিঘান্ পরিঘৈঃ সার্দ্ধং শূলান্ শূলৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৮
এবং তেষাং মহারাজ কুর্ব্বতাং রণমুত্তমম্।
সংগ্রাম সুমহানাসীচ্ছব্দশ্চাপি মহানভূৎ ॥ ১৯
ভূতানি সুবহূন্যাজৌ শব্দবন্তি মহান্তি চ।
প্রাদুরাসন্ সহস্রাণাং শঙ্খানাং ভীমনিঃস্বনঃ ॥ ২০
রাত্রৌ প্রাদুরভূচ্ছব্দঃ সংগ্রামে রোমহর্ষণঃ।
বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে বৃষ্ণীনাকৈব তৈঃ সহ ॥ ॥ ২১
কেচিদ্ গ্রস্তাঃ সমাপেতুঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীক্ষিতঃ।
কেচিচ্চ পতিতাঃ শ্লিষ্টাশ্চ বিপ্রকীর্ণশিরোধরাঃ ॥ ২২
পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাবীর্য্যা রাজানঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
কেচিত্তু ভিন্নবর্ম্মাণঃ সমাপেতুঃ সহস্রধা ॥ ২৩
পরস্পরং সমাশ্রিত্য পরস্পরবধৈষিণঃ।
ক্ষতশস্ত্রা মহাত্মানঃ সমন্তাৎ ক্ষতবিগ্রহাঃ ॥ ২৪
পেতুর্গতাসবঃ কেচিদ্ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনাঃ।
এবং তে নিহতা রাজন্ যোধিতাঃ সর্ব্ব এব তু ॥ ২৫
এতস্মিন্নন্তরে শূর একলব্যো নিষাদপঃ।
ধনুর্গৃহ্য মহাঘোরং কালান্তকযমোপমঃ ॥ ২৬
শরৈরনেকসাহস্রৈরর্দ্দয়ামাস যাদবান্।
পরঃশতৈঃ শরাণাং তু নিশিতৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ ॥ ২৭

হইতে লাগিল ) এই খড়্গধারী মহাবাহু পরাক্রমশালী বীর পতিত হইতেছেন। এই অত্যন্ত নিদারুণ বাণ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই গদাধারী মহাপরাক্রমশালী নরপতি আমাদের সকলকে পীড়াদান করিতেছেন। ১৩-১৪

এই ধনু, বাণ, গদা, তূণীর, কবচ, পট্টিশ ও হস্তে কুন্ত ধারণকারী বলবান্ রথী বীর রণাঙ্গনে সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতেছিলেন। ১৫

এই মহাশূলধারী যোদ্ধা এস্থানে সর্ব্বদিকে ঘুরিতেছেন। এই হস্তী নিজের দন্তের অগ্রভাগকে সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বদিকে ধাবিত হইতেছে। ১৬

রাজন্! কোন কোন বেগশালী শূরবীর বায়ুর তুল্য অত্যন্ত তীব্র গতীতে সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন এবং নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণের বাণসকলকে ও দণ্ডসমূহের দ্বারা দণ্ডসকলকে বিনষ্ট করিতেছেন। ১৭

বহু যোদ্ধা নিজেদের কুন্তসমূহের দ্বারা কুন্তসকলকে, গদাসমূহের দ্বারা গদাসকলকে পরিঘসমূহের দ্বারা পরিঘসকলকে এবং সেই সঙ্গে সর্ব্বদিকে শূলসমূহের দ্বারা শূলসকলকে উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। ১৮

মহারাজ জনমেজয়! এইরূপে উত্তম যুদ্ধ করিতে করিতে সেই যোদ্ধাগণের মধ্যে মহাভয়নক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল এবং প্রচণ্ড কোলাহল হইতে লাগিল। ১৯

সেই যুদ্ধস্থলে বহু সংখ্যক বিশালাকার প্রাণী নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে সহস্র সংখ্যার প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। সেস্থানে কৃত শঙ্খধ্বনি অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল। ২০

রাত্রিতে সেই সংগ্রামের মধ্যে রোমাঞ্চকারী অতিশয় শব্দ হইতে লাগিল। শত্রুদিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়গণের সেই মহাযুদ্ধে বহু ভূপতি কালের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ২১½

কত মহাপরাক্রমশালী রাজা হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরস্পর আশ্লিষ্ট হইয়া পতিত হইতে এবং বিকীর্ণ কেশে ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। ২২½

কত যোদ্ধা কবচ বিদীর্ণ হইয়া যাইলে পর সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন। পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক কত মহাত্মা যোদ্ধা পরস্পর অস্ত্র প্রহার করিতে করিতে সর্ব্বদিকে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাওয়ায় প্রাণহীন হইয়া পতিত হইলেন এবং যমরাজের জন্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। রাজন্! এই ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া সেই সব যোদ্ধারা সেস্থানে নিহত হইলেন। ২৩-২৫

ইহার মধ্যে নিষাদগণের অধিপতি এবং কাল, অন্তক ও যমের সদৃশ ভয়ঙ্কর একলব্য মহাভয়ানক ধনুগ্রহণ করত সহস্র বাণসমূহের দ্বারা যাদবদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। ২৬½

সে তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী শতাধিক বাণসমূহের দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয়গণের সমস্ত সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। হস্তে অস্ত্র গ্রহণ

বৃষ্ণীনাঞ্চ বলং সর্ব্বং পোথয়ামাস সর্ব্বতঃ
যুধ্যতঃ শস্ত্রপাণীংশ্চ ক্ষত্রিয়ান্ বীর্য্যবত্তরান্ ॥ ২৮
নিশঠং পঞ্চবিংশত্যা শরাণাং নতপর্ব্বণাম্
সারণং দশভির্বিদ্ধ্বা হার্দ্দিক্যং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥২৯
উগ্রসেনং নবত্যা তু বসুদেবঞ্চ সপ্তভিঃ।
উদ্ধবং দশভিশ্চৈব হ্যক্রূরং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ৩০
এবমেকৈকশঃ সর্ব্বে নিহতা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিদ্রাব্য যাদবীং সেনাং নাম বিশ্রাব্য বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
একলব্যো যদুবৃষান্ বীর্য্যবান্ বলবানহম্।
ইদানীং সাত্যকির্বীরঃ ক যাস্যতি মহাবলঃ ॥ ৩২
মদমত্তো হলী সাক্ষাৎ ক যাতীহ গদাধরঃ।
ইত্যাহ সিংহনাদেন সিংহান্ বিস্মাপয়ন্নিব ॥ ৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌণ্ড্রকবধে রাত্রিযুদ্ধে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

করিয়া যুদ্ধরত অত্যন্ত বলশালী বহু ক্ষত্রিয়কেও সে ধরাশায়ী করিল। ২৭-২৮

সে আনতপর্ব্বযুক্ত পঁচিশটি বাণে নিশঠকে, দশটি বাণে সারণকে, পাঁচটি বাণে কৃতবর্মাকে, নব্বইটি বাণে উগ্রসেনকে এবং সাতটি বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া দশটি বাণে উদ্ধবকে ও পাঁচটি বাণে অক্রূরকেও বিদ্ধ করিল। ২৯-৩০

এইভাবে এক এক করিয়া সেই পরাক্রমশালী বীর একলব্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত যাদব-বীরগণকে আহত করিল ও যাদবসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া সে নিজের নাম শুনাইতে শুনাইতে এইরূপ বলিল। ৩১

আমি বলবান ও পরাক্রমশালী বীর একলব্য। এই সময় মহাবল বীর সাত্যকি আমার নিকট হইতে প্রাণ রক্ষা করিয়া কোথায় যাইবে? বলের মদে উন্মত্ত সাক্ষাৎ হলধর হস্তে গদা লইয়া কোথায় যাইতেছেন? এইরূপে সে যদুকুলের শ্রেষ্ঠ বীরগণকে বলিতে লাগিল এবং নিজের সিংহনাদে সিংহদিগকেও যেন বিস্মিত করিতে লাগিল। ৩২-৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রক বধপ্রসঙ্গে রাত্রিকালের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ পৌণ্ড্রকেণ পূর্ব্বদ্বারস্য প্রাচীরং ভেত্তুমুদ্যোগঃ, সাত্যকিপ্রভৃতি যাদববীরাণাং তদ্রক্ষার্থং গমনম্, সাত্যকিনা বায়ব্যাস্ত্রেণ পৌণ্ড্রকস্য সৈন্যানি বিদ্রাব্য যুদ্ধায় পৌণ্ড্রকস্যাহ্বানম্, পৌণ্ড্রকস্য গর্ব্বোক্তিশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নিবৃত্তেষ্বথ সৈন্যেষু বৃষ্ণিবীরেষু চৈব হি
ভীতেষ্বথ মহারাজ হতেষু যুধি সর্ব্বতঃ ॥ ১
দীপিকাসু প্রশান্তাসু নিঃশব্দে সতি সর্ব্বতঃ
জিতমিত্যেব তন্মত্বা বৃষ্ণীনাং বলমুত্তমম্ ॥ ২
ততঃ পৌণ্ড্রো মহাবীর্য্যো বভাষে সৈনিকান্ স্বকান্।
শীঘ্রং গচ্ছত রাজেন্দ্রাষ্টঙ্কৈঃ কুন্তৈঃ পুরীমিমাম্ ॥ ৩
কুঠারৈঃ কুন্তলৈশ্চৈব পাষাণৈঃ সর্ব্বতোদিশম্।
কর্ষণৈস্ত্বৈঃ সুপাষাণৈঃ সর্ব্বতো যাত ভূমিপাঃ ॥ ৪
ভিদ্যন্তাং প্রাকারচয়াঃ প্রাসাদাশ্চ সমন্ততঃ।
গৃহ্যন্তাং কন্যকাঃ সর্ব্বা দাস্যশ্চৈব সমন্ততঃ ॥ ৫

### পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[পৌণ্ড্রক কর্ত্তৃক পূর্ব্বদ্বারের প্রাচীর বিদীর্ণ করিবার উদ্যোগ, সাত্যকি প্রভৃতি যাদববীরগণের উহা রক্ষার জন্য গমন, সাত্যকি কর্ত্তৃক বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা পৌণ্ড্রকের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া পৌণ্ড্রককে যুদ্ধের জন্য আহ্বান এবং পৌণ্ড্রকের গর্ব্বোক্তি। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! যখন যাদবগণের সমস্ত সৈন্য ও বৃষ্ণিবীরগণ যুদ্ধে আহত হইলেন এবং ভীত হইয়া যুদ্ধে সর্ব্বদিক্ দিয়া নিবৃত্ত হইলেন, সমস্ত মশাল নিভিয়া যাইল ও সর্ব্বদিক্ নিঃশব্দ হইয়া যাইল, তখন বৃষ্ণিবংশীয়গণের উত্তম সৈন্য পরাজিত হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া পরাক্রমশালী পৌণ্ড্রক নিজের সৈন্যদিগকে বলিলেন,—রাজেন্দ্রগণ! শীঘ্র যাও এবং টঙ্ক ও কুন্তসমূহের দ্বারা এই পুরীকে বিধ্বস্ত কর। ১-৩

ভূপালগণ! কুঠার, কুন্তল (হল), পাষাণ ও প্রস্তর নিক্ষেপকারী যন্ত্রসমূহের উপর বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড লইয়া এই পুরীর চারিদিকে গমন কর। ৪

এই পুরীর সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দাও, প্রাসাদসমূহকে

গৃহ্যন্তাং বসুমুখ্যানি ধনানি সুবহূন্যথ
তে তথেতি মহাত্মানো রাজানঃ সর্ব্ব এব তু ॥ ৬
কুঠারৈঃ সর্ব্বতশ্চৈব চিচ্ছিদুঃ পৌণ্ড্রকাজ্ঞয়া
প্রাকারাংশ্চৈব সর্ব্বত্র প্রাসাদান্ নরসঙ্কুলান্ ॥ ৭
অথ তত্র মহাশব্দঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ
টঙ্কেষু পাত্যমানেষু প্রাকারেষু মহাবলৈঃ ॥ ৮
পূর্ব্বদ্বারে মহারাজ ভিন্নাঃ প্রাকারসঙ্কয়াঃ।
শ্রুত্বা শব্দং মহাঘোরং সাত্যকিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৯
ময়ি সর্ব্বং সমারোপ্য কেশবো যাদবেশ্বরঃ।
গতঃ কৈলাসশিখরং দ্রষ্টুং শঙ্করমব্যয়ম্ ॥ ১০
অবশ্যং হি ময়া রক্ষ্যা পুরী দ্বারবতী ত্বিয়ম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধনুরাদায় সত্বরম্ ॥ ১১
রথং মহান্তমারুহ্য দারুকস্য মহাত্মনঃ।
পুত্রেণ সংস্কৃতং ঘোরং যন্তা চ স্বয়মেব হি ॥ ১২
ধনুর্মহত্তদাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
আমুচ্য কবচং ঘোরং শস্ত্রসম্পাতদুঃসহম্ ॥ ১৩
অঙ্গদী কুণ্ডলী তূণী শরী চাপী গদাসিমান্।
যযৌ যুদ্ধায় শৈনেয়ঃ সংস্মরন্ কেশবং বচঃ ॥ ১৪
দীপিকাদীপিতে দেশে যযৌ সাত্যকিরুত্তমঃ
তথৈব বলদেবোঽপি রথমারুহ্য ভাস্বরম্ ॥ ১৫
গদী শরী মহাবীর্য্যঃ প্রায়াদ্ রণচিকীর্ষয়া।
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্ বৈ মুঞ্চন্ বৈ ভৈরবং রবম্ ॥ ১৬
উদ্ধবোঽপি বলী সাক্ষাদ্গজমারুহ্য সত্বরম্।
মত্তং মহারবং ঘোরং সংগ্রামে নীতিমত্তরঃ ॥ ১৭
যযৌ নীতিং বিচিন্বানঃ পরাং প্রীতিং মহাবলঃ।
অন্যে চ বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে যযুঃ সংগ্রামলালসাঃ ॥ ১৮
রথান্ গজান্ সমারুহ্য হার্দ্দিক্যপ্রমুখাস্তথা।
দীপিকাভিশ্চ সর্ব্বত্র পুরোবৃত্তাভিরীশ্বরাঃ ॥ ১৯
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্তঃ স্মরন্তঃ কৈশবং বচঃ
পূর্ব্বদ্বারং সমাগম্য বৃষ্ণয়ো যুদ্ধলালসাঃ ॥ ২০

পাতিত কর এবং সমস্ত যাদবকন্যাগণকে ও দাসীদিগকেও ধরিয়া আন। ৫

মুখ্য মুখ্য রত্ন এবং বহু ধনরাশিকেও হরণ করিয়া আন। তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই সব মহাত্মা রাজারা পৌণ্ড্রকের আজ্ঞায় কুঠারসমূহের দ্বারা পুরীর প্রাচীরসকলকে এবং সর্ব্বদিকে মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ প্রাসাদসকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ৬-৭

এই মহাবল বীরগণ যখন প্রাচীরসমূহে টঙ্কসকল পাতিত করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল। ৮

মহারাজ! পূর্ব্বদ্বারে যে বহু প্রাচীর ছিল, সেই সব প্রায় বিদীর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীরপতনের মহাভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া সাত্যকি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৯

তিনি চিন্তা করিলেন—যদুনাথ কেশব এই পুরীর রক্ষার সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া অবিনাশী ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাসশিখরে গমন করিয়াছেন। অতএব এই সময় এই দ্বারকাপুরীকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া সাত্যকি অতি সত্বর ধনু গ্রহণ করত এক বিশাল ও ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিলেন, যে রথ মহাত্মা দারুকের পুত্র সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং সে নিজেই উহার সারথি হইয়াছিল। ১০-১২

সাত্যকি সেই বিশাল ধনু ও বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহ গ্রহণ করিয়া অস্ত্রের প্রহার যাহার টঙ্কারধ্বনিকে কোনরূপে সহ্য করে, এরূপ ভয়ঙ্কর কবচ ধারণ করত অঙ্গদ, কুণ্ডল, তূণ বাণ, ধনু, গদা ও খড়্গে সংযুক্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। ১৩-১৪

যে স্থান মশালসমূহে প্রকাশিত ছিল, সেই স্থানে উত্তম বীর সাত্যকি গমন করিলেন। এইরূপ মহাপরাক্রমশালী বলদেবও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় গদা ও ধনুর্বাণ ধারণ করত তেজস্বী রথে আরোহণ করিয়া সেস্থানে তীব্র গতিতে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত সমস্ত সৈন্যগণও ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৫-১৬

নীতিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপরাক্রমশালী বলবান্ উদ্ধবও উত্তম নীতি ও প্রীতির অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাগর্জনকারী ভয়ঙ্কর মদমত্ত হস্তীর উপর আরোহণ করত অতি সত্বরই সংগ্রাম অভিমুখে গমন করিলেন। অন্য সব বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধারাও সংগ্রামের লালসায় সেস্থানে যাইলেন। ১৭-১৮

কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি সামর্থ্যশালী প্রধান প্রধান যোদ্ধারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করিয়া রথসমূহ ও হস্তিগণের উপর আরোহণ করত সর্ব্বত্র নিজেদের অগ্রে মশাল জ্বালাইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। ১৯

পূর্ব্বদ্বারে আসিয়া যুদ্ধের লালসায় মহাবল বৃষ্ণিবংশীয়

তে সমেত্য যথাযোগং স্থিতাস্তত্র মহাবলাঃ।
স্থিতে সৈন্যে মহাঘোরে দীপিকাদীপিতে পথি ॥ ২১
শিনিবীরঃ শরী চাপী গদী তূণীরবান্ বিভো।
বায়ব্যাস্ত্রং সমাদায় যোজয়িত্বা মহাশরম্ ॥ ২২
আকর্ণং তূর্ণমাকৃষ্য ধনুঃ প্রবরমুত্তমম্।
মুমোচ পরসৈন্যেষু শিনিবীরঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩
বায়ব্যাস্ত্রেণ তে সর্ব্বে তত্রস্থা নরসত্তমাঃ
বিজিতা মন্ত্রবীর্য্যেণ যত্র তিষ্ঠতি পৌণ্ড্রকঃ ॥ ২৪
তত্র গত্বা স্থিতাঃ সর্ব্বে নির্দ্ধূতা বাতরংহসা
যত্র পূর্ব্বং স্থিতাঃ সর্ব্বে বিক্রান্তা রাজসত্তমাঃ ॥ ২৫
তত্র স্থিত্বা চ শৈনেয়ঃ শরমাদায় সত্বরম্ঃ
নিশিতং সর্পভোগাভং বভাষে সাত্যকিস্তদা ॥ ২৬
ক্ব ইদানীং মহাবুদ্ধিঃ পৌণ্ড্রকো রাজসত্তমঃ।
স্থিতোঽস্মি ব্যবসায়েন শরী চাপী মহাবলঃ ॥ ২৭
যদি দ্রষ্টা দুরাত্মানং ততো হন্তা নৃপাধমম্।
ভৃত্যোঽস্মি কেশবস্যাহং জিঘাংসুঃ পৌণ্ড্রকং স্থিতঃ ॥২৮
ছিত্বা শিরস্তু তস্যাদ্য সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
বলিং দাস্যামি গৃধ্রেভ্যঃ শ্বভ্যশ্চৈব দুরাত্মনঃ ॥২৯
কো নাম ঈদৃশং কর্ম্ম চৌরবচ্চ সমাচরেৎ।
সুপ্তেষু নিশি সর্ব্বত্র যাদবেষু মহাত্মসু ॥ ৩০
চৌরোঽয়ং সর্ব্বথা রাজা ন হি রাজা বলান্বিতঃ।
যদি শক্তো ন কুর্য্যাচ্চ চৌর্য্যমেবং নৃপাধমঃ ॥ ৩১
অহোঽস্য বলিনো রাজ্ঞশ্চৌরকার্য্যং প্রকুর্ব্বতঃ
সর্ব্বথাগমনং তস্য ন হি পশ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা সাত্যকির্বীরঃ প্রজহাস মহাবলঃ।
বিস্ফার্য্য সুদৃঢ়ং চাপং সন্দধে কার্ম্মুকে শরম্ ॥ ৩৩
আকর্ণ্য বচনং বীরঃ সাত্যকেস্তস্য ধীমতঃ।
ক্ব নু কৃষ্ণঃ ক্ব গোপালঃ কুতঃ সোঽথ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৪
স্ত্রীহন্তা পশুহন্তা চ ক্ব চ স্বামীতি সেবিতঃ।
স ইদানীং ক্ব বর্ত্তেত গৃহীত্বা মম নাম তৎ ॥ ৩৫

যোদ্ধারা যথাযোগ্য পরস্পর মিলিত হইয়া সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২০½

রাজন্! মশালসমূহে আলোকিত পথে যখন সেই সব ভয়ঙ্কর সৈন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন ধনু, বাণ, তূণ ও গদাধারী বীরবর প্রতাপশালী সাত্যকি বায়ব্যাস্ত্র গ্রহণ করত তাহার দ্বারা মহাবাণকে সংযুক্ত করিয়া সেই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ধনুকে সত্বর কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই অস্ত্র শত্রুসৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১-২৩

সেস্থানে অবস্থিত শত্রুপক্ষের সমস্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা বায়ব্যাস্ত্রে পীড়িত হইয়া ও সেই অস্ত্রের শক্তিতে পরাজিত হইয়া সেস্থানে চলিয়া যাইল, যেস্থানে পৌণ্ড্রক অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২৪

বায়ুর প্রবল বেগে কম্পিত হইয়া সেই সব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ পলায়ন করত সেইস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে তাঁহারা পূর্ব্বে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২৫

পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করিয়া শিনিবংশজাত সাত্যকি অতি সত্বর একটি সর্পাকার বাণ গ্রহণ করত বলিলেন ॥ ২৬

রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামতি পৌণ্ড্রক এখন কোথায় আছে? আমি মহাবল সাত্যকি ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিশ্চয় করত এস্থানে অবস্থান করিতেছি। যদি সেই দুরাত্মা নৃপাধমকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে উহাকে আমি বধ করিব। আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক এবং পৌণ্ড্রককে বধ করিবার ইচ্ছায় এস্থানে অবস্থান করিতেছি ॥ ২৭-২৮

আমি সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতেই সেই দুরাত্মার মস্তক ছেদন করত শকুনি ও কুকুরগণকে বলিরূপে ( খাদ্যের উপহাররূপে ) প্রদান করিব ॥ ২৯

রাত্রিতে যখন সর্ব্বত্র মহাত্মা যাদবগণ নিদ্রিত ছিলেন, তখন কোন্ শ্রেষ্ঠ পুরুষ এইরূপ চোরের ন্যায় অধম কর্ম্ম করিতে পারে? এই বলবান্ পৌণ্ড্রক রাজা নহে, সে সর্ব্বথা চোর। যদি এই নৃপাধমের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে এইরূপ চৌর্য্যকর্ম্ম করিতে পারিত না ॥ ৩০-৩১

অহো! চৌর্য্যকার্য্যকারী এই বলবান্ রাজা কোনরূপেই আমার সম্মুখে আসিতেছে না। আমি এখন সেই চোরকে দেখিতে পাইতেছি না ॥৩২

এই কথা বলিয়া মহাবল বীর সাত্যকি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের সুদৃঢ় ধনুকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া উহাতে বাণ সন্ধান করিলেন ॥ ৩৩

বুদ্ধিমান্ বীর সাত্যকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর পৌণ্ড্রক বলিয়া উঠিলেন—কোথায় কৃষ্ণ? কোথায় এই গোপাল? স্ত্রী ও পশুহত্যাকারী কৃষ্ণ এই সময় কোথায় আছে? যে এস্থানে স্বামী হইয়া সকলের সেবা গ্রহণ করিতেছে, সেই আমার

হত্বা সখ্যুর্মহাবীর্য্যো নরকস্য মহাত্মনঃ
মমৈব তাত যুদ্ধেঽস্মিন্ হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি ॥ ৩৬
গচ্ছ ত্বং কামতো বীর যোদ্ধুং ন ক্ষমসে ভবান্।
অথ বা তিষ্ঠ কিঞ্চিত্তু ততো দ্রষ্টাসি মে বলম্ ॥ ৩৭
শিরস্তে পাতয়িষ্যামি শরৈর্ঘোরৈর্দুরাসদৈঃ।
হতস্য তব বীরেহ ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥ ৩৮
শ্রোষ্যতে স তথা গোপো হতঃ সাত্যকিরিত্যপি।
যো গর্ব্বস্তস্য গোপস্য সর্ব্বদা বর্ত্ততে মহান্ ॥ ৩৯

শত্রু কৃষ্ণ কোথায়? আমার নাম গ্রহণ করিয়া এখন সে কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে? ৩৭-৩৫

সে আমারই মিত্র নরকাসুরকে বধ করিয়াছে, সেইজন্য সে মহাপরাক্রমশালী হইয়া গিয়াছে। তাত! এই যুদ্ধে সেই দুরাত্মা কৃষ্ণ নিহত হইলে পর আমার ক্রোধ শান্ত হইবে। ৩৬

বীর! তুমি ইচ্ছানুসারে ফিরিয়া যাও, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। অথবা কিছুকাল অবস্থান কর, তাহা হইলেই তুমি স্বয়ংই আমার বল দেখিতে পাইবে। ৩৭

বীর! আমি ভয়ঙ্কর দুর্জ্জয় বাণসমূহের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব। এই রণভূমিতে আমার দ্বারা নিহত হইলে পর এস্থানের ভূমি তোমার রক্ত পান করিবে। ৩৮

বিনশ্যতি স তু ক্ষিপ্রং হতে ত্বয়ি যদূত্তম
ত্বয়ি রক্ষাং সমাদিশ্য গোপঃ কৈলাসপর্ব্বতম্ ॥ ৪০
গত ইত্যেবমস্মাভিঃ শ্রুতং পূর্ব্বং মহামতে।
শরং গৃহাণ নিশিতং যদি শক্তোঽসি সাত্যকে।
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় যযৌ যোদ্ধুং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌণ্ড্রকবধে রাত্রিযুদ্ধে
সাত্যকি-পৌণ্ড্রকভাষণে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

সেই গোপ কৃষ্ণও শুনিবে যে, সাত্যকি নিহত হইয়াছে। যদুশ্রেষ্ঠ! সেই গোপের যে সর্ব্বদা মহান্ গর্ব্ব আছে, তাহা তুমি নিহত হইলে পর সত্বরই নষ্ট হইয়া যাইবে। ৩৯

মহামতে! আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি যে, এই গোপ কৃষ্ণ তোমার উপর নগরের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিয়াছে। ৪০

সাত্যকে! যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে কোনও তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া পৌণ্ড্রক বাণ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রক-বধ-প্রসঙ্গে রাত্রিযুদ্ধের সময় সাত্যকি ও পৌণ্ড্রকের ভাষণবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ পৌণ্ড্রকস্য সাত্যকেশ্চ যুদ্ধবর্ণনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ সাত্যকির্বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ।
উবাচ বচনং রাজন্ বাসুদেবং স্মরন্নিব ॥ ১
অবোচদীদৃশং বাক্যং বাসুদেবং নৃপাধমঃ।
কো নাম জগতাং নাথমিথং ব্রূয়াজ্জিজীবিষুঃ ॥ ২
মৃত্যুস্ত্বাং সর্ব্বথা যাতি বদন্তং তাদৃশং বচঃ
জিহ্বা তে শতধা দীর্য্যাদ্ বদতস্তাদৃশং বচঃ ॥৩
এষ তে পাতয়িষ্যামি শিরঃ কায়াচ্চ পৌণ্ড্রক।
যন্নাম বাসুদেবেতি তব সম্প্রতি বর্ত্ততে ॥ ৪

## ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

[ পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধ বর্ণনা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! তদনন্তর বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি কুপিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ১

পৌণ্ড্রক! তুমি রাজাদের মধ্যে অধম। সেইজন্য ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি তুমি এরূপ কথা বলিতেছ। নিজের জীবন রাখিতে ইচ্ছুক এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ কথা বলিতে পারে? ২

এরূপ কঠোর বাক্যভাষী তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে সর্ব্বদা মৃত্যু গমন করিতেছে। এরূপ অনুচিত কথা বলিবার সময় তোমার জিহ্বা শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাউক। ৩

পৌণ্ড্রক! এখন আমি তোমার মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাতিত করিব। এই সময় তোমার যে বাসুদেব নাম আছে, তাহা সেই পর্য্যন্তই থাকিবে, যতক্ষণ না তোমার মস্তক দেহ হইতে পতিত হইতেছে। এখন আগামী কাল হইতে

যাবৎ পতভি কায়াত্তে শিরস্তাবৎ প্রবর্ত্ততে।
স এব ত্বো ন ভগবান্ বাসুদেবো ভবিষ্যসি ॥ ৫
এক এব জগন্নাথ: কর্ত্তা সর্বস্য সর্বগ:।
দুরাত্মন্ সর্বথা দেবো ভবিষ্যতি ন সংশয়: ॥ ৬
এষ তেঽহং শির: কায়াৎ পাতয়িষ্যামি রাজক।
যদসৌ ভগবান্ বিষ্ণুর্নাগমিষ্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৭
অস্ত্রবীর্য্যং বলঞ্চৈব সর্ব্বং দর্শয় সাম্প্রতম্।
নাতঃ পরতরং রাজন্ বীর্য্যঞ্চ তব বর্ত্ততে ॥ ৮
সর্ব্বং দর্শয় যত্নেন স্থিতোঽস্মি ব্যবসায়বান্।
শরী চাপী গদী খড়্গী সর্ব্বথাঽহমুপস্থিত: ॥ ৯
নৈতন্নগরমায়াসী: সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্।
সর্ব্বথা কৃতকৃত্যোঽস্মি দৃষ্ট্বা ত্বাং বাসুদেবকম্ ॥ ১০
তবাঙ্গং তিলশ: কৃত্বা শ্বভ্যো দাস্যামি রাজক
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় বাসুদেব: মহাবল: ॥ ১১
আকর্ণপূর্ণমাকৃষ্য বিব্যাধ নিশিতং শরম্।
স তেন বিদ্ধো যত্না বাসুদেব: প্রতাপবান্ ॥ ১২
বমচ্ছোণিতমত্যুষ্ণমঙ্গান্নেত্রান্নৃপোত্তম।
ততশ্চুক্রোধ নৃপতির্বাসুদেব: প্রতাপবান্ ॥ ১৩
নবভির্দশভিশ্চৈব শরৈ: সন্নতপর্ব্বভি:।
বিব্যাধ সাত্যকিং রাজা নদাংশ্চ বহুধা কিল ॥ ১৪
ততো নারাচমাদায় নিশিতং যমসন্নিভম্।
ধনুরাকৃষ্য ভগবান্ বাসুদেবো নৃপোত্তম ॥ ১৫
বিব্যাধ সাত্যকিং ভূয়ো নিশি প্রহ্লাদয়ন্ স্বকান্।
নারাচেন সমাবিদ্ধ: সাত্যকি: সত্যসঙ্গর: ॥ ১৬
ললাটে সুদৃঢ়ং বীরো বৃষ্ণীনামগ্রণীস্তদা।
নিষসাদ রথোপস্থে নিশ্চেষ্ট ইব সত্তম: ॥ ১৭
তত: স পৌণ্ড্রকো রাজা বিদ্ধ্বা দশভিরাশুগৈ:।
সারথিং পঞ্চবিংশত্যা হয়াংশ্চ চতুরো নৃপ ॥ ১৮
তে হয়া রুধিরাক্তাঙ্গা: সারথিশ্চ সমন্তত:
বিহ্বলা: সমপদ্যন্ত বাসুদেবস্য পশ্যত: ॥ ১৯

তুমি আর ভগবান্ বাসুদেব হইয়া থাকিবে না। (কালের গ্রাসে পতিত হইবে।) ৪-৫

দুরাত্মন্! যিনি সকলের কর্ত্তা ও সর্ব্বব্যাপী, সেই একমাত্র জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বদা বাসুদেব হইয়া থাকিবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

তুচ্ছ রাজন্! এই আমি এখন তোমার মস্তককে দেহ হইতে পাতিত করিব। এই সময় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ না ফিরিয়া আসেন, ততক্ষণ তুমি নিজের সমস্ত অস্ত্রবল ও পরাক্রম দেখাইয়া যাও। রাজন্! ইহা হইতে অধিক কাল তোমার নিজের বল পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় পাইবে না।। ৭-৮

আমি যুদ্ধের নিশ্চয় করত প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিতেছি। তুমি যত্ন-সহকারে নিজের সমস্ত শক্তি দেখাও। আমি ধনু, বাণ, গদা খড়্গ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা তোমার সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। ৯

আমি এই সত্য কথা বলিতেছি, তুমি ইহার পূর্ব্বে কখনও এই নগরে আসিয়াছিলে না। তোমার ন্যায় বাসুদেবের পুত্তলকে দেখিয়া আমি সর্ব্বদা কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছি। ১০

অধম নৃপ! তোমার দেহকে তিল তিল করিয়া ছেদন করত কুকুরগণকে প্রদান করিব। বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রককে এই কথা বলিয়া মহাবল সাত্যকি একটি তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করত উহা কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া পৌণ্ড্রককে বিদ্ধ করিলেন ॥১১২

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! যদুবংশী বীর সাত্যকি কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ বিদ্ধ হইয়া প্রতাপশালী বীর বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক নিজের অঙ্গসমূহ ও নেত্র হইতে অতিশয় উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। ১২

তখন প্রতাপশালী রাজা বাসুদেবও কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি ও পরে দশটি বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৩-১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তাহার পর কথাকথিত ভগবান্ বাসুদেব পৌণ্ড্রক ধনু আকর্ষণ করিয়া উহাতে যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর একটি তীক্ষ্ণ নারাচ সন্ধান করত সেই রাত্রিতে নিজের সৈন্যগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে পুনরায় সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৫২

ললাটে সেই নারাচের প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া বৃষ্ণিবংশের অগ্রগণ্য বীর সত্যপ্রতিম ও সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি নিজের রথের পশ্চাৎ ভাগের আসনে নিশ্চেষ্টের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। ১৬-১৭

নৃপ জনমেজয়! তদনন্তর রাজা পৌণ্ড্রক দশটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা সারথিকে এবং পঁচিশটি বাণে সাত্যকির চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। ১৮

ইহাতে সেই অশ্বগণ ও সারথি সর্ব্বদিকে বিদ্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে রক্তাপ্লুত হইয়া যাইল এবং বাসুদেব পৌণ্ড্রকের সম্মুখে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ১৯

বাসুদেবো রথে চাপি সিংহনাদং সমাদদে
তেন নাদেন তত্রাভূদ্ বিবুদ্ধঃ সাত্যকির্নৃপঃ ॥ ২০
বিদ্ধান্ হয়াংস্তথা দৃষ্ট্বা সারথিঞ্চ তথাগতম্ ।
শৈনেয়োঽথ মহাবীর্য্যো রুষিতো নৃপসত্তম ॥ ২১
অলং দ্রক্ষ্যামি তে বীর্য্যমিত্যুক্ত্বা বাণমাদদে ।
বিব্যাধ তেন বাণেন বক্ষস্যেনং মহাবলঃ ॥ ২২
ততশ্চচাল তেনাজৌ বাসুদেবঃ শরেণ হ
সুস্রাব রুধিরং ঘোরমত্যুষ্ণং বক্ষসো নৃপ ॥ ২৩
রথোপস্থে পপাতাশু নিঃশ্বসন্নুরগো যথা
কৃত্যঞ্চাপি ন জানাতি কেবলং নিষসাদ হ ॥ ২৪
সাত্যকিস্তু রথং বিদ্ধা দশভিঃ সায়কৈস্তথা
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন বাসুদেবস্য বৃষ্ণিপঃ ॥ ২৫
হয়াংশ্চ চতুরো হত্বা বাণৈঃ সারথিমেব চ ।
যুযুধানোঽথ রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রকস্য চ পশ্যতঃ ॥ ২৬

সারথেশ্চ শিরঃ কায়াদহরৎ স রথাত্তদা ।
রথগ্রন্থিঞ্চ চিচ্ছেদ হয়াশ্চ ব্যসবোঽভবন্ ॥ ২৭
চক্রঞ্চ তিলশঃ কৃত্বা বাণৈর্দশভিরঞ্জসা ।
জহাস বিপুলং রাজন্ বাসুদেবং মহাবলঃ ॥ ২৮
ততঃ পরং মহৎ প্রায়ং সাত্যকির্বৃষ্ণিনন্দনঃ ।
শব্দং কৃত্বা বলী সাক্ষাৎ সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ২৯
শরৈঃ সপ্ততিসংখ্যাকৈরর্দ্দয়ামাস সত্বরম্ ।
তে শরাঃ শলভাকারা নিপেতুঃ সর্ব্বশস্তদা ॥ ৩০
শিরস্তঃ পার্শ্বতশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ পুরতস্তথা ।
কেবলং ধৈর্য্যানিচয়স্তুমার্ত্তঃ শরবান্ যথা ॥ ৩১
যথা মনস্বী রিক্তশ্চ তথা তিষ্ঠতি পৌণ্ড্রকঃ ।
ততশ্চুক্রোধ বলবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩২
অর্দ্ধচন্দ্রং সমাদায় বিব্যাধ যুধি সাত্যকিম্ ।
বিদ্ধ্বা সপ্তভিরায়াস্তং ক্রোধেন প্রস্ফুরন্নিব ॥ ৩৩

নৃপ জনমেজয়! তখন বাসুদেব নিজের রথে বসিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সিংহনাদে সাত্যকি মূর্চ্ছা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! নিজের অশ্বগণকে ও সারথিকে সেইভাবে বাণবিদ্ধ হইতে দেখিয়া মহাপরাক্রমশালী সাত্যকি রোষপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ২১

তিনি বলিলেন,—এখন দেখিব, তোমার মধ্যে কত বল আছে। এই কথা বলিয়া মহাবল সাত্যকি হস্তে বাণ গ্রহণ করিলেন এবং সেই বাণের দ্বারা পৌণ্ড্রকের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। ২২

রাজন্! সেই বাণের দ্বারা আহত হইয়া বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক যুদ্ধস্থলে কাঁপিতে লাগিলেন এবং নিজের বক্ষ হইতে অতিশয় উষ্ণ ভয়ঙ্কর রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অতিসত্বর রথের আসনে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার আর কোনও কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিল না। তিনি কেবল রথে বসিয়া রহিলেন। ২৩-২৪

অন্যদিকে বৃষ্ণিবংশের পালক বীর সাত্যকি দশটি বাণে রথকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া একটি ভল্লের দ্বারা বাসুদেব পৌণ্ড্রকের ধ্বজ ছেদন করিলেন। ২৫

রাজেন্দ্র! তাহার পর সাত্যকি পৌণ্ড্রকের সাক্ষাতেই বাণসমূহের দ্বারা তাহার চারিটি অশ্বকে এবং সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সারথির মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন। তিনি রথের গ্রন্থিসমূহ ছেদন করিলেন এবং পৌণ্ড্রকের অশ্বগণও প্রাণহীন হইয়া যাইল। ২৬-২৭

তদনন্তর দশটি বাণে অনায়াসেই রথের চক্রকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন। এই সব করিয়া মহাবল সাত্যকি বাসুদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। ২৮

ইহার পর বৃষ্ণিনন্দন বলবান্ বীর সাত্যকি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে সত্তরটি বাণের দ্বারা সত্বর পৌণ্ড্রককে পীড়িত করিলেন। ২৯

এই সব বাণ পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় সর্ব্ব দিক্ দিয়া তাহার উপর পতিত হইল। মস্তকে, দুই পার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও সম্মুখে সেই সব বাণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পৌণ্ড্রক কেবল ধৈর্য্য অবলম্বন করত তৃষ্ণা-পীড়িত পুরুষের ন্যায় বাণবিদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেরূপ কোনও উদার পুরুষ নির্ধন হইয়া কাহাকেও কিছু দান করিতে পারে না, সেইরূপ পৌণ্ড্রক প্রতীকার-শূন্য হইয়া সেখানে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩০-৩১

ইহার পর বলবান্ ও প্রতাপশালী বীর বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক কুপিত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। ৩২

সেই সময় পৌণ্ড্রক যেন ক্রোধে উদ্দীপ্ত ছিল। তিনি নিজের সম্মুখে স্থিত সাত্যকিকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। এই সব বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সাত্যকি শীঘ্রগামী পাঁচটি বাণের

বিদ্ধোঽথ সাত্যকিস্তেন শরৈঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ
চাপং চিচ্ছেদ পৌণ্ড্রস্য সিংহনাদং ব্যনীনদৎ ॥ ৩৪
বাসুদেবো গদাং গৃহ্য ভ্রাময়িত্বা পদাৎ পদম্ ।
ত্বরিতং পাতয়ামাস সাত্যকের্বক্ষসি প্রভো ॥ ৩৫
সব্যেন তাং সমাকৃষ্য করেণ যদুনন্দনঃ ।
শরং প্রগৃহ্য বিব্যাধ সাত্যকির্যুধি পৌণ্ড্রকম্ ॥ ৩৬
তদন্তরে গৃহীত্বাশু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
শক্তিভির্দশভিশ্চৈব সাত্যকিং নিজঘান হ ॥ ৩৭
তাভিবিদ্ধো রণে বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
অপাস্য ধনুরন্যৎ তদ্‌ধনুরাদায় সত্বরম্ ।
আজঘান তদা বীরো বৃষ্ণীনামগ্রণীর্নৃপ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং পৌণ্ড্রক-সাত্যকিযুদ্ধে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

দ্বারা পৌণ্ড্রকের ধনু ছেদন করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।৩৩-৩৪

প্রভো জনমেজয় ! তখন বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক হস্তে গদা গ্রহণ করত উহাকে পদে পদে ঘুরাইয়া অতি দ্রুত সাত্যকির বক্ষে পাতিত করিলেন ।৩৫

যদুনন্দন সাত্যকি সেই গদাকে বাম হস্তে সরাইয়া দিয়া একটি বাণ গ্রহণ করত তাহার দ্বারা যুদ্ধস্থলে পৌণ্ড্রককে বিদ্ধ করিলেন ।৩৬

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী মিথ্যা বাসুদেব সাত্যকিকে লক্ষ্য করত সত্বর দশটি শক্তির দ্বারা প্রহার করিলেন ।৩৭

রাজন্ ! সেই সব শক্তির দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ বীর সাত্যকি নিজের ধনু ত্যাগ করত সত্বর অন্য একটি ধনু গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা বৃষ্ণিবংশের অগ্রণী বীর সেই সময় পৌণ্ড্রককে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন ।৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রা-প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধবিষয়ক ষণ্ণবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ সাত্যকেঃ পৌণ্ড্রকস্য চ যুদ্ধম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ততঃ ক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ সাত্যকির্বৃষ্ণিনন্দনঃ ।
বাসুদেবং জঘানাশু গদয়া তীক্ষ্ণয়া নৃপ ॥ ১
সাত্যকিং বাসুদেবস্তু গদয়াভ্যহনদ্ বলী ।
তাবুদ্যতগদৌ বীরৌ শুশুভাতে সুদারুণৌ ॥ ২
দৃপ্তৌ বনে যথা সিংহৌ পরস্পরবধৈষিণৌ
ততঃ স সাত্যকিঃ ক্রুদ্ধঃ সব্যং মণ্ডলমাগমৎ ॥ ৩
দক্ষিণং বাসুদেবস্তু তং জঘান স্তনান্তরে ।
যুযুধানোঽথ বীরস্তু বাহ্বোর্মধ্যমতাড়য়ৎ ॥ ৪
দৃঢ়ং স তাড়িতো বীরো জানুভ্যামপতদ্ভুবি ।
তত উত্থায় বীরস্তু ললাটেঽভ্যহনদ্ গদাম্ ॥ ৫
বিষণ্ণঃ কিঞ্চিদাস্থায় তত উত্থায় সত্বরম্ ।
গদয়াভ্যহনদ্ বীরঃ সাত্যকিঃ পৌণ্ড্রসত্তমম্ ॥৬
বাসুদেবো বলী বীরঃ সাক্ষাদ্ মৃত্যুরিবাপরঃ ।
জঘান গদয়া বৃষ্ণিং নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥৭

### সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

[ সাত্যকি ও পৌণ্ড্রকের যুদ্ধ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! বৃষ্ণিবংশের আনন্দদাতা সাত্যকি কুপিত হইয়া হস্তে গদা গ্রহণ করিলেন এবং সেই তীক্ষ্ণ গদার দ্বারা দ্রুত মিথ্যা বাসুদেবকে আঘাত করিলেন ।১

এইরূপ বলবান্ বীর বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রকও গদার দ্বারা সাত্যকিকে আঘাত করিলেন । গদা উত্তোলিত করিয়া এই দুই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বীর বনে পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক দুইটি বলগর্ব্বিত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।২২

তদনন্তর ক্রুদ্ধ সেই সাত্যকি বাম মণ্ডল অবলম্বন করিলেন এবং বাসুদেব পৌণ্ড্রক দক্ষিণ মণ্ডল অবলম্বন করিলেন । ইহার পর পৌণ্ড্রক সাত্যকির বক্ষে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বীর সাত্যকিও তাঁহার দুই বাহুর মধ্যভাগে ( বক্ষঃস্থলে ) গদার দ্বারা প্রহার করিলেন ।৩-৪

এই গদার প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া বীর বাসুদেব পৌণ্ড্রক দুই জানু আশ্রয় করত ভূতলে পতিত হইলেন । সাত্যকিও কিছু পীড়িত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তারপর সত্বর উঠিয়া বীর সাত্যকি পৌণ্ড্রদেশের সেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বাসুদেবের উপর গদার দ্বারা আঘাত করিলেন ।৫-৬

বীর বাসুদেব অতিশয় বলবান্ ছিলেন । তিনি যেন সাক্ষাৎ

স তয়া তাড়িতো বৃষ্ণির্গদয়া বাহুমুক্তয়া।
আলম্ব্য ভূমিং সহসা মৃত্যোরঙ্কগতো যথা ॥ ৮
সংজ্ঞাং পুন: সমালম্ব্য পাণিভ্যাং দৃঢ়মেব চ।
গদাং তস্য মহারাজ গৃহীত্বা প্রগ্রহেণ চ ॥ ৯
দ্বিধা কৃত্বা মহাগুর্বীং গদাং কালায়সীং শুভাম্
উৎসৃজ্য সহসা বীর: সিংহনাদং ব্যনীনদৎ ॥ ১০
তত উৎসৃজ্য রাজা তু বাসুদেবো মহাবল:।
সব্যেন সাত্যকিং গৃহ্য দক্ষিণেন করেণ হ ॥ ১১
মুষ্টিং কৃত্বা মহাঘোরাং বাসুদেব: প্রতাপবান্।
তাড়য়ামাস মধ্যে তু স্তনয়ো: সাত্যকের্নৃপ ॥ ১২
শৈনেয়ো বৃষ্ণিবীরস্তু গদামুৎসৃজ্য সত্বরম্
তলেনাভ্যহনদ্ বীরো বাসুদেবং রণাজিরে ॥১৩
তলেন বাসুদেবোঽপি সাত্যকিং সত্যসঙ্গরম্
তয়োরেবং মহাঘোরং তলযুদ্ধং প্রবর্ত্তত ॥ ১৪
জানুভ্যাং মুষ্টিভিশ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা তদা
উরসোর: সমাহত্য জানুভ্যাং জানুনী তথা ॥ ১৫
করাভ্যাং করমাহত্য তৌ যুদ্ধং সম্প্রচক্রতু:।
তালয়োস্তত্র রাজেন্দ্র বৃক্ষয়ো: সন্নিকর্ষয়ো: ॥ ১৬
বনে যথাগ্নিরুৎপন্নস্তথৈবাভূন্মহাস্বন:।
তাবাজৌ প্রথিতৌ বীরাবুভৌ পৌণ্ড্রকসাত্যকী ॥ ১৭
নিশি স্তিমিতমূকায়াং শস্ত্রং ত্যক্ত্বা মহাবলৌ।
যুযুধাতে মহারঙ্গে মল্লৌ দ্বাবিব বিশ্রুতৌ ॥১৮
উভে সেনে মহারাজ্ঞো: সংশয়ং জগ্মতুস্তদা।
কিং নু স্যাৎ সাত্যকির্বীরো হতস্তেন ভবিষ্যতি ॥ ১৯
আহোস্বিদ্ বাসুদেবস্তু হতস্তেন মহাত্মনা।
অদ্য বৈ তৌ মহাবীরৌ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ২০
যুধ্যমানৌ মহাবীরৌ তদা স্বর্গং গমিষ্যত:।
অন্যথা নোপরমেতাং যুদ্ধাদ্ বীরৌ সুনিশ্চিতৌ ॥ ২১
অহো বীর্যমহো ধৈর্যমেতয়োর্বলশালিনো:
এতৌ মহাবলৌ লোকে এতৌ প্রকৃতিসত্তমৌ ॥ ২২

দ্বিতীয় মৃত্যুর ন্যায় তখন প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি সাত্যকিকে নিজের চক্ষুর দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতেই গদার দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। ৭

তাঁহার বাহুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই গদার দ্বারা আহত হইয়া সাত্যকি সহসা ভূতল আশ্রয় করত যেন মৃত্যুর ক্রোড়ে উপনীত হইলেন। ৮

মহারাজ! তারপর পুনরায় সংজ্ঞালাভ করত তিনি শত্রু-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গদাকে টানিয়া আনিয়া দুই হস্তে দৃঢ়তাসহকারে ধারণ করত কাল লৌহনির্ম্মিত সুন্দর ও অত্যন্ত ভারী গদাকে সহসা দুই খণ্ড করিয়া দিয়া দূরে নিক্ষেপ করত বীর সাত্যকি উচ্চৈ:স্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৯-১০

নৃপ জনমেজয়! তখন মহাবল ও প্রতাপশালী রাজা বাসুদেব সেই গদাকে ত্যাগ করত সাত্যকিকে বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে মহাভয়ঙ্কর মুষ্টিবদ্ধ করত সাত্যকির দুই স্তনের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। ১১-১২

তখন বৃষ্ণিবীর সাত্যকিও সত্বর গদা ত্যাগ করত সমরাঙ্গণে বাসুদেবকে করতলের দ্বারা প্রহার করিলেন। ১৩

সেই সময় বাসুদেবও সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকিকে করতলের দ্বারা আঘাত করিল। এইভাবে তখন উভয়ের মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর করতলযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ১৪

রাজেন্দ্র! দুই জানুর দ্বারা, মুষ্টিদ্বারা, দুই বাহুর দ্বারা এবং মস্তকের দ্বারা তখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইঁহারা বক্ষের দ্বারা বক্ষে, জানুদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয়ে ও দুই হস্তের দ্বারা হস্তে আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেরূপ বনমধ্যে দুইটি নিকটবর্ত্তী তালবৃক্ষের মধ্যে (বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হইয়া) শব্দ হইতে থাকে, সেইরূপ এই উভয়ের যুদ্ধে অতিশয় প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল। ১৫-১৬½

সেই নীরব ও নিস্তব্ধ রাত্রিতে সমরাঙ্গণে সেই দুই প্রখ্যাত বীর মহাবল পৌণ্ড্রক ও সাত্যকি নিজ নিজ অস্ত্র ত্যাগ করত বিশাল রঙ্গমঞ্চে দুই সুপ্রসিদ্ধ মল্লবীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮

মহারাজ উগ্রসেন ও পৌণ্ড্রক উভয়ের সৈন্যগণ সেই সময় সংশয়ে পতিত হইলেন যে, বীর সাত্যকি কি বাসুদেবের দ্বারা নিহত হইবেন অথবা বাসুদেবই সেই মহাত্মা সাত্যকির দ্বারা নিহত হইবেন। ১৯½

আজ এই দুই মহাবীর পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে করিতে নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে গমন করিবেন; অন্যথা এই দুই দৃঢ়নিশ্চয়কারী বীর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। ২০-২১

অহো! এই দুই বলশালী বীরের ধৈর্য্য ও পরাক্রম অদ্ভুত। এই উভয়েই জগতে মহাবল এবং ইঁহারাই স্বভাবত: শ্রেষ্ঠ পুরুষ। দেবতা ও অসুরগণের মধ্যেও কখনও এরূপ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়

নৈবং যুদ্ধং মহাঘোরমাসীদ্দেবাসুরেষ্বপি।
ন শ্রুতো ন চ বা দৃষ্টঃ সংগ্রামোঽয়ং কদাচন ॥ ২৩
এতে বৈ সৈনিকা জগ্মুঃ সেনয়োরুভয়োরপি।
রাত্রৌ নিশীথে মেঘৌঘে দৃষ্ট্বা যুদ্ধং সুদারুণম্ ॥ ২৪
অথ তৌ বাহুভির্বীরৌ সন্নিপেততুরঞ্জসা।
দশভির্মুষ্টিভির্জঘ্নে সাত্যকিঃ পৌণ্ড্রকং তদা ॥ ২৫
পঞ্চভিঃ সাত্যকিং পৌণ্ড্রঃ সমাজঘ্নে মহাবলঃ
তয়োশ্চটচটাশব্দো ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভণো মহান্।
প্রাদুরাসীত্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বান্ বিস্মাপয়ন্নিব ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌণ্ড্রক-সাত্যকিযুদ্ধে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

নাই। এরূপ সংগ্রামের কথা কখনও শুনা যায় নাই এবং কখনও দেখাও যায় নাই। ২২-২৩

এইরূপ উভয় সৈন্যদলেরই সৈন্যগণ মেঘমণ্ডলে আবৃত রাত্রির নিশীথকালে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। ২৪

তদনন্তর সেই দুই বীর অনায়াসেই পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সাত্যকি পৌণ্ড্রককে দশটি মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন। ২৫

মহাবল পৌণ্ড্রকও সাত্যকিকে পাঁচটি মুষ্টি প্রহার করিলেন। এই উভয়ের মুষ্টি ও প্রচণ্ড চটচটা শব্দ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। এই শব্দ তখন সকলকে যেন বিস্মিত করিতে করিতে সর্ব্বত্র উদ্ভূত হইতে লাগিল অর্থাৎ সর্ব্বদিকেই শুনা যাইতে লাগিল। ২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধবিষয়ক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ বলভদ্রস্যৈকলব্যস্য চ যুদ্ধম্, বলভদ্রেণ নিষাদানাং সংহারশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধ একলব্যো নিষাদপঃ
বলভদ্রমভি ক্ষিপ্রং ধনুরাদায় সত্বরম্ ॥ ১
নারাচৈর্দশভির্বিদ্ধ্বা বাণৈশ্চ দশভিঃ পরৈঃ
চিচ্ছেদ ধনুরর্দ্ধং তৎ সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ২
সূতং দশভিরাহত্য রথং ত্রিংশদ্ভিরেব চ।
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন নিষাদস্য জগৎপতিঃ ॥ ৩
ততঃ পরং মহচ্চাপং নিষাদো বীর্য্যসম্মতঃ।
দৃঢ়মৌর্ব্ব্যা সমাযুক্তং দশতালপ্রমাণতঃ ॥ ৪
কামপালং শরেণাশু জঘান জনমধ্যতঃ।
বলদেবো মহাবীর্য্যঃ সর্পঃ শেষ ইব শ্বসন্ ॥ ৫
দশভিস্তদ্ধনুর্দিব্যং শরৈঃ সর্পসমৈর্বলঃ।
চিচ্ছেদ মুষ্টিদেশে তু মাধবো মাধবাগ্রজঃ ॥ ৬
একলব্যো নিষাদেশঃ খড়্গমাদায় সত্বরঃ।
প্রাহিণোদ্ বলমাদায় নিশিতং ঘোরবিগ্রহম্ ॥ ৭

## অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[ বলভদ্র ও একলব্যের যুদ্ধ এবং বলভদ্রকর্তৃক নিষাদগণকে সংহার। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময়ের মধ্যে নিষাদপতি একলব্য ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর ধনু গ্রহণ করত দ্রুত বলভদ্রের দিকে গমন করিল। ১

সে দশটি নারাচের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া অন্য দশটি বাণে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে তাঁহার ধনুর মধ্যভাগে ছেদন করিল। ২

তখন জগদীশ্বর বলরাম দশটি বাণের দ্বারা নিষাদ একলব্যের সারথিকে আহত করিয়া ত্রিশটি বাণে রথকে বিদ্ধ করত একটি ভল্লের দ্বারা তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৩

তাহার পর পরাক্রমশালী নিষাদ সাড়ে চার হাত লম্বা ও সুদৃঢ় গুণযুক্ত এক বিশাল ধনু গ্রহণ করত সত্বর একটি বাণের দ্বারা সেই জনসমুদায়ের মধ্যভাগে বলভদ্রকে আঘাত করিল। ৪½

তখন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুবংশজাত মহাক্রমশালী বলরাম শ্বাসত্যাগকারী শেষনাগের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দশটি সর্পাকার বাণের দ্বারা একলব্যের দিব্য ধনুর মুষ্টি ধারণস্থানে ছেদন করিয়া দিলেন। ৫-৬

ইহা দেখিয়া নিষাদরাজ একলব্য ত্বরাসহকারে একটি তীক্ষ্ণধার ও ভয়ঙ্কর খড়্গ গ্রহণ করিয়া তাহা বলরামের উপর নিক্ষেপ করিল। ৭

তমন্তরে পটুর্বীরো বৃষ্ণিবীর: প্রতাপবান্
তিলশ: পঞ্চভির্বাণৈশ্চকার যদুনন্দন: ॥ ৮
ততোঽপরং মহৎ খড়্গং সর্ব্বকালায়সং শুভম্
প্রাহিণোৎ সারথে: কায়মালোক্যাথ নিষাদজ: ॥ ৯
তং চাপি দশভির্বীরো মাধবো যদুনন্দন:
বাহ্বোরন্তরয়োশ্চৈব নির্বিভেদ মহারণে ॥ ১০
তত: শক্তিং সমাদায় ঘণ্টামালাকুলাং নৃপ:
নিষাদো বলদেবায় প্রেষয়িত্বা মহাবল: ॥ ১১
সিংহনাদং মহাঘোরমকরোৎ স নিষাদপ: ।
সা শক্তি: সর্ব্বকল্যাণী বলদেবমুপাগতা ॥ ॥ ১২
উৎপতন্তীং মহাঘোরাং বলভদ্র: প্রতাপবান্ ।
আদায়াথ নিষাদেশং সর্ব্বান্ বিস্মাপয়ন্নিব ॥ ১৩
তথৈব তং জঘানাশু বক্ষোদেশে স মাধব: ।
স তয়া তাড়িতো বীর: স্বশক্ত্যাথ নিষাদপ: ॥ ১৪
বিহ্বল: সর্ব্বগাত্রেষু নিপপাত মহীতলে ।
প্রাণসংসয়মাপন্নো নিষাদো রামতাড়িত: ॥ ১৫
নিষাদাস্তস্য রাজেন্দ্র শতশোঽথ সহস্রশ: ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি নিষাদাস্তস্য যোধিন: ॥ ১৬
গদিন: খড়্গিনশ্চৈব মহেষ্বাসা মহাবলা: ।
শরৈরনেকসাহস্রৈ: শক্তিভিশ্চ পরশ্বধৈ: ॥ ১৭
গদাভি: পট্টিশৈ: শূলৈ: পরিঘৈ: প্রাস-তোমরৈ: ।
কুন্তৈরথ কুঠারৈশ্চ যাদবানাং মহৌজসাম্ ॥ ১৮
শলভা ইব রাজেন্দ্র দীপ্যমানং হুতাশনম্ ।
তে শরৈ: পাতয়াঞ্চক্রু রামং রামমিবাপরম্ ॥১৯
কেচিৎ কুঠারৈরাজঘ্নু: কেচিৎ কুন্তৈ: পরশ্বধৈ: ।
গদাভি: কেচিদাঘ্নন্তি শক্তিভিশ্চ তথাপরে ॥ ২০
নিজঘ্নু: সহসা রামং স্ফুরন্তং পাবকং যথা ।
তত: ক্রুদ্ধো হলী সাক্ষাদ্ধলমুদ্যম্য সত্বরম্ ॥ ২১
সর্ব্বানাকর্ষয়ামাস মুসলেন হি পীড়য়ন্
তে হন্যমানা রাজেন্দ্র নিষাদা: পর্ব্বতাশ্রয়া: ॥ ২২

---

যুদ্ধ করিতে নিপুণ প্রতাপশালী বৃষ্ণিবীর শৌর্য্যশালী যদুনন্দন বলরাম পাঁচটি বাণের দ্বারা মধ্যপথেই সেই খড়্গকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ৮

তদনন্তর নিষাদপুত্র বলরামের সারথিকে লক্ষ্য করিয়া যাহার সমস্ত ভাগই কাল লৌহদ্বারা নির্ম্মিত ছিল, সেরূপ অন্য এক সুন্দর ও বিশাল খড়্গ নিক্ষেপ করিল ॥ ৯

কিন্তু যদুনন্দন বীর মাধব সেই মহাসমরে তাহার দুই বাহুর মধ্যেই দশ বাণ প্রহার করিয়া সেই খড়্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১০

তখন মহাবল নিষাদরাজ ঘণ্টা-মালাসুশোভিতা এক শক্তি হস্তে লইয়া তাহাকে বলদেবের উপর নিক্ষেপ করিয়া মহাভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া উঠিল ॥ ১১½

সেই সর্ব্বকল্যাণী শক্তি যখন বলদেবের নিকটে আসিল, তখন প্রতাপশালী বলভদ্র উপরের দিকে উত্থিত সেই মহাভয়ঙ্করী শক্তিকে হস্তে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর সকলকেই যেন বিস্মিত করিতে করিতেই মাধব সেই শক্তির দ্বারা নিষাদরাজ একলব্যের বক্ষে দ্রুত আঘাত করিলেন ॥ ১২-১৩½

নিজেরই শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া বীর নিষাদরাজের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং সে ভূতলে পতিত হইল। বলরামের দ্বারা আহত হইয়া নিষাদ একলব্য প্রাণসংশয়ে উপনীত হইল ॥ ১৪-১৫

রাজেন্দ্র! এই নিষাদের শত শত ও সহস্র সহস্র সহায়ক নিষাদ ছিল। তাহার সৈন্যমধ্যে অষ্টাশী হাজার নিষাদ যোদ্ধা উপস্থিত ছিল ॥ ১৬

রাজাধিরাজ! যেরূপ পতঙ্গদল প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতিত হইতে থাকে, সেইরূপ এই সব মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর নিষাদগণ গদা এবং খড়্গে যুক্ত হইয়া অনেক সহস্রবাণ, শক্তি, পরশ্বধ, গদা, পট্টিশ, শূল, পরিঘ, প্রাস, তোমর, কুন্ত ও কুঠারসমূহের দ্বারা মহাবল যাদবগণের মধ্যে বিরাজমান দ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী বলরামের উপর প্রহার করিতে লাগিল। ইহারা তাঁহার উপর বহু বাণও নিক্ষেপ করিল ॥ ১৭-১৯

প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ দেদীপ্যমান বলরামের উপর কিছু নিষাদ কুঠারসমূহের দ্বারা আঘাত করিল এবং কিছু নিষাদ কুন্ত ও করসাসমূহের দ্বারা আঘাত করিল। অন্য অনেকে গদার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল ও অনেকে আবার শক্তি-সমূহের দ্বারা আঘাত করিল। এইভাবে তাহারা সহসা অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২০½

তখন হলধর ক্রুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ হলকে উত্তোলিত করিয়া তাহার দ্বারা সত্বর সকলকে আকর্ষণ করিয়া (টানিয়া) আনিলেন এবং মুসলের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১½

রাজেন্দ্র! তাঁহার মুসলের আঘাত পাইয়া শত শত ও সহস্র সহস্র পর্ব্বতবাসী নিষাদ ভূতলে পতিত হইল ॥ ২২½

নিপেতুর্ধরণীপৃষ্ঠে শতশোঽথ সহস্রশঃ
ক্ষণেন তন্মহারাজ হত্বা সর্বান্মহাবলান্ ॥ ২৩
সিংহবদ্ বানদংস্তত্র তস্থৌ রামো মহাবলঃ।
ততো রাত্রৌ মহাঘোরাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ॥ ২৪
আকৃষ্য মাংসবৃথানি ভক্ষয়ন্তঃ সমাসতে।
পিবন্তঃ শোণিতং কোষ্ঠাৎ সংছিদ্য চ শবং বহু ॥ ২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি একলব্যসৈন্যবধে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

মহারাজ! ক্ষণকালের মধ্যে সেইসব মহাবল নিষাদগণকে বধ করিয়া মহাপরাক্রমশালী বলরাম সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৩½

তদনন্তর রাত্রিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী পিশাচগণ রাশি রাশি মাংস টানিয়া আনিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহারা মৃত বীরগণের কোষ্ঠ হইতে রক্ত পান করিতে লাগিল এবং বহু শবদেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করত ভক্ষণ করিতে লাগিল॥ ২৪-২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে একলব্যের সৈন্যগণকে বধবিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ বলভদ্রৈকলব্যয়োঃ, পৌণ্ড্রক-সাত্যক্যোশ্চ যুদ্ধবর্ণনম্। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ক্রব্যাদাঃ সর্ব এবাশু ভক্ষয়ন্তস্তদা শবম্
হসন্তো বিবিধং ঘোরং নাদয়ন্তো বসুন্ধরাম্॥ ১
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ পিবন্তঃ শোণিতং বহু।
আশিখং ভুঞ্জতে রাজন্শবস্য পিশিতাশনাঃ॥ ২
নৃত্যন্তি স্ম তদা রাজন্নগর্যাং রণতোষিতাঃ।
কাকা বলাকা গৃধ্রাশ্চ শ্যেনা গোমায়বস্তথা॥ ৩
ভক্ষয়ন্তঃ প্রবর্তন্তে রাক্ষসাশ্চৈব দারুণাঃ
এতস্মিন্নন্তরে বীরো নিষাদো লব্ধসংজ্ঞকঃ॥ ৪
হতান্ সর্বান্ সমালোক্য নিষাদান্নগচারিণঃ।
গদামাদায় কুপিতো রামমেব জগাম হ॥ ৫
জঘান গদয়া রাজন্ জত্রুদেশে নিষাদপঃ।
ততো রামো গদী রাজন্নিষাদং বাহুশালিনম্॥ ৬
আজঘ্নে গদয়া ক্রূরং মদমত্তো হলায়ুধঃ।
তয়োশ্চ তুমুলং যুদ্ধং গদাভ্যাং সমবর্তত॥ ৭
আকাশে শব্দ আসীত্তু তয়োর্যুদ্ধে মহাভুজ
সমুদ্রাণাং যথা ঘোষঃ সর্বেষাং সন্নিগচ্ছতাম্॥ ৮
কল্পক্ষয়ে মহারাজ শব্দঃ সুতুমুলোঽভবৎ
ক্ষোভিতো নাগরাজশ্চ নাগাঃ ক্ষোভং সমাযযুঃ॥ ৯
পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ সর্বং শব্দময়ং বভৌ।
ততঃ স পৌণ্ড্রকো রাজা সাত্যকিং বৃষ্ণিনন্দনম্॥ ১০

## নবনবতিতম অধ্যায়।

[ বলভদ্র ও একলব্যের এবং পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধ বর্ণনা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সমস্ত মাংসভক্ষী জীবগণ সেই সময় ত্বরাসহকারে মৃতগণের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং নানা প্রকার ঘোর অট্টহাস্য করিতে করিতে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল॥ ১

রাজন্! মাংসভক্ষী রাক্ষস ও পিশাচগণ বহু রক্ত পান করিল এবং নখ হইতে শিখা পর্যন্ত মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিল॥ ২

রাজন্! সেই নগরে সেই যুদ্ধ হইতে সন্তুষ্ট হইয়া কাক, বক, শকুনি, শ্যেন ও শৃগালগণ সেই সময় নৃত্য করিতে লাগিল। ভয়ানক রাক্ষসগণও মৃতদেহের মাংস ভক্ষণে রত হইল॥ ৩½

ইহার মধ্যে বীর নিষাদ একলব্য চৈতন্য লাভ করিল এবং সমস্ত পর্বতবাসী নিষাদগণকে নিহত দেখিয়া কুপিত হইয়া গদা গ্রহণ করত বলরামের দিকে গমন করিল॥ ৪-৫

রাজন্! সেই নিষাদরাজ একলব্য বলরামের জত্রুদেশে গদার দ্বারা আঘাত করিল। তখন গদাধারী মদমত্ত হলধর বলরাম সেই বাহুশালী ক্রূরকর্মা নিষাদকে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন॥ ৬½

তখন এই উভয়ের মধ্যে গদার দ্বারা তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহারাজ! এই উভয়ের যুদ্ধে পরস্পর সম্মিলিত সমুদ্রসকলের গভীর শব্দের ন্যায় আকাশে প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল॥ ৭-৮

মহারাজ! প্রলয়কালে সমুদ্রমধ্যে যে তুমুল শব্দ হয়, সেইরূপই তখন শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে নাগরাজ শেষও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দিগ্গজগণও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইল॥ ৯

পৃথিবী ও আকাশ—এই সবই তখন যেন শব্দময় বলিয়া

গদয়ৈব জঘানাশু সত্বরং রণকোবিদঃ।
যুযুধানো বলী রাজন্ বাসুদেবং জঘান হ ॥ ১১
তয়োশ্চ তুমুলঃ শব্দঃ প্রাদুরাসীন্মহারণে
চতুর্ণাং যুধ্যতাং রাজন্ পরস্পরবধৈষিণাম্ ॥ ১২
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভণো রাজন্ শব্দ আসীৎ সুদারুণঃ।
ততো রজঃ প্রাদুরভূত্তস্মিন্ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ১৩
তারকা নিষ্প্রভা রাজংস্তমস্ত্বেবং ক্ষয়ং গতে।
উষসি প্রতিবুদ্ধায়াং ততো নিঃশেষতাং যযৌ ॥ ১৪
উদিতো ভগবান্ সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চ ক্ষয়মাযযৌ
তয়োর্যুদ্ধং প্রাদুরভূচ্চতুর্ণাং বাহুশালিনাম্।
দেবাসুরসমং রাজন্নুদিতে ভাস্করে মহৎ। ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌণ্ড্রকযুদ্ধে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

প্রতিভাত হইল। ইহার মধ্যে রণনিপুণ রাজা পৌণ্ড্রক সত্বর বৃষ্ণিনন্দন সাত্যকির উপর গদার দ্বারা আঘাত করিলেন। রাজন্! তখন বলবান্ সাত্যকিও বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রককে গদার দ্বারা প্রহার করিলেন। ১০-১১

রাজন্! এই উভয়ের মহাসমরে তখন অতি ভয়ঙ্কর শব্দ উদ্ভূত হইতে লাগিল। পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই চার যোদ্ধার (বলরাম ও একলব্য এবং সাত্যকি ও পৌণ্ড্রকের) অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষোভ উৎপন্ন করিতে লাগিল। রাজন্! তদনন্তর সেই সংগ্রামের সম্মুখভাগে প্রাতঃকালের রক্তিম আভা প্রাদুর্ভূত হইল এবং সমস্ত তারা প্রভাহীন হইয়া যাইল। এইভাবে অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া যাইল। উষাকাল প্রকাশিত হইলে পর অন্ধকার পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গেল। ভগবান্ সূর্য্যদেব উদিত হইলেন এবং চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেন। রাজন্! ভগবান (ভাস্কর সূর্য্য) উদিত হইলে পর সেই চার বাহুশালী বীরগণের মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল, যাহা দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রামের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ১২-১৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রকের যুদ্ধবিষয়ক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# শততমোঽধ্যায়ঃ।

[ দ্বারকায়াং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনম্, পৌণ্ড্রকেণ সহ তস্য কথোপকথনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রভাতে বিমলে ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
গন্তুমৈচ্ছজ্জগন্নাথঃ পুরং বদরিকাশ্রমাৎ ॥ ১
নমস্কৃত্য মুনীন্ সর্ব্বান্ যযৌ দ্বারবতীং নৃপ
আরুহ্য গরুড়ং বিষ্ণুর্বেগেন মহতা প্রভুঃ ॥ ২
সুমহাঞ্ছুশ্রুবে শব্দস্তেষাং যুদ্ধং প্রকুর্ব্বতাম্।
গচ্ছতা দেবদেবেন পুরীং দ্বারবতীং নৃপ ॥ ৩
অচিন্তয়জ্জগন্নাথঃ কো ন্বয়ং শব্দ উত্থিতঃ।
সংগ্রামসম্ভবো ঘোর আর্য্য-শৈনেয়সংবৃতঃ ॥ ৪
ব্যক্তমাগতবান্ পৌণ্ড্রো নগরীং দ্বারকামনু।
তেন যুদ্ধং সমভবৎ পৌণ্ড্রকেণ দুরাত্মনা ॥ ৫
যদূনাং বৃষ্ণিবীরাণাং যুধ্যতামিতরেতরম্।
শব্দোঽয়ং সুমহান্ ব্যক্তো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬

## শততম অধ্যায়।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন এবং পৌণ্ড্রকের সহিত তাঁহার কথোপকথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাত-কাল আসিলে পর দেবকীনন্দন ভগবান্ জগন্নাথ বদরিকাশ্রম হইতে নিজের দ্বারকাপুরীতে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। ১

নৃপ! সমস্ত মুনিগণকে নমস্কার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করত তীব্রবেগে দ্বারকাপুরীর দিকে গমন করিলেন। ২

রাজন্! দ্বারকাপুরীর দিকে যাইতে যাইতে দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণ সেখানে যুদ্ধরত সেই সব যোদ্ধাগণের মহাকোলাহল শুনিতে পাইলেন। ৩

ইহা শ্রবণ করিয়া জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কেন এই যুদ্ধজনক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতেছে? এই শব্দে ভ্রাতা বলরাম ও সাত্যকিরও গর্জন মিশ্রিত রহিয়াছে। ৪

নিশ্চয়ই পৌণ্ড্রক দ্বারকাপুরী আক্রমণ করিয়াছে। সেই দুরাত্মা পৌণ্ড্রকের সহিত যাদবগণ ও বৃষ্ণিবীরগণের যুদ্ধ হইতেছে। পরস্পর যুদ্ধকামী এই যোদ্ধাগণেরই এই অতিশয় গর্জনকারী শব্দ হইতেছে, এবিষয়ে আর অন্য কোনও বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। ৫-৬

ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু দধ্মৌ শঙ্খং মহারবম্
পাঞ্চজন্যং হরিঃ সাক্ষাৎ প্রীণয়ন্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্ ॥ ৭
রোদসী পূরয়ামাস তেন শব্দেন কেশবঃ।
যাদবা বৃষ্ণয়শ্চৈব শ্রুত্বা শঙ্খস্য তে রবম্ ॥ ৮
ব্যক্তমায়াতি ভগবান্ পাঞ্চজন্যরবো হ্যয়ম্।
ইতি তে মেনিরে রাজন্ বৃষ্ণয়ো যাদবাস্তদা ॥ ৯
নির্ভয়াঃ সমপদ্যন্ত বৃষ্ণয়ো যাদবাশ্চ তে।
তস্মিন্নেব ক্ষণে দৃষ্টস্তার্ক্ষ্যশ্চ পততাং বরঃ ॥ ১০
ততশ্চ দেবকীসূনুর্দৃষ্টস্তৈর্যাদবেশ্বরঃ।
সূতাশ্চ মাগধাশ্চৈব পুরো যান্তি জগৎপতেঃ ॥ ১১
স্তুত্বা স্তুতং হরিং বিষ্ণুমীশ্বরং কমলেক্ষণম্।
গত্বাশ্চ যাদবাঃ সর্ব্বে পরিবব্রুর্জনার্দ্দনম্ ॥ ১২
কৃষ্ণস্তু গরুড়ং ভূয়ো গচ্ছ ত্বং নাকমুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা গরুড়ং বিষ্ণুর্বিসৃজ্য যদুনন্দনঃ ॥ ১৩

দারুকং পুনরাহেদং রথমানয় মে প্রভো
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় রথমাদায় সত্বরম্ ॥ ১৪
রথোঽয়ং ভগবন্ দেব কিমতঃ কৃত্যমস্তি মে।
ইত্যুক্ত্বা রথমাদায় প্রণম্যাগ্রে স্থিতো হরেঃ ॥ ১৫
গতেঽথ গরুড়ে বিষ্ণুঃ রথমারুহ্য সত্বরম্
যত্র যুদ্ধং সমভবত্তত্র যাতি স্ম কেশবঃ ॥ ১৬
তত্র গত্বা মহারাজ যুধ্যতাঞ্চ মহাত্মনাম্।
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং দধ্মৌ যদুবরোত্তমঃ ॥ ১৭
পৌণ্ড্রোঽথ বাসুদেবস্তু কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা রণোৎসুকম্
সাত্যকিং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বাসুদেবমুপাগমৎ ॥ ১৮
ক্রুদ্ধোঽথ সাত্যকী রাজন্ বারয়ামাস পৌণ্ড্রকম্।
ন গন্তব্যমিতো রাজন্নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৯
জিত্বা মাং গচ্ছ রাজেন্দ্র পরং যোদ্ধুং মহারণে।
ক্ষত্রিয়োঽসি মহাবীর স্থিতে ময়ি রণোৎসুকে ॥ ২০

এরূপ চিন্তা করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীহরি বৃষ্ণিবংশপ্রধান বীরগণকে আনন্দিত করিতে করিতে মহাশব্দকারী পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন। ৭

কেশব সেই শঙ্খধ্বনির দ্বারা পৃথিবী ও আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। সেই শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া যাদব ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন ও সেইজন্যই এই পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি হইতেছে। ৮;

রাজন্! যখন যাদব ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের মনে এই ধারণা হইয়া গেল এবং তখন বৃষ্ণি ও যাদবগণ নির্ভয় হইয়া যাইলেন। ৯;

সেইক্ষণেই পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড়কে দেখা যাইল। তদনন্তর যাদবেশ্বর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরও দর্শনলাভ হইল। সূত ও মাগধগণ সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিল। ১০-১১

স্তুতির দ্বারা যাঁহার স্তব করা হইয়াছে, সেই কমলনয়ন সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর জনার্দ্দন শ্রীহরির নিকটে সমস্ত যাদবগণ যাইলেন এবং তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ১২

ইহার পর যদুনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় গরুড়কে বলিলেন,—'তুমি উত্তম স্বর্গলোকে গমন কর' এই কথা বলিয়া তিনি গরুড়কে বিদায় দিয়া পুনরায় দারুককে বলিলেন,—সামর্থশালী সারথে! তুমি আমার রথ আনয়ন কর। ১৩;

তখন 'আচ্ছা' বলিয়া সারথি দারুক সত্বর রথ লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন,—ভগবন্! দেব! এই রথ আনিয়াছি অতঃপর কি কার্য্য করিতে হইবে? এই কথা বলিয়া রথ লইয়া দারুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪-১৫

গরুড় চলিয়া যাইলে পর কেশব শ্রীকৃষ্ণ সত্বর রথে আরোহণ করিয়া যেস্থানে যুদ্ধ হইতেছে সেস্থানে গমন করিলেন। ১৬

মহারাজ! সেস্থানে যাইয়া যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধরত সেই মহাত্মা বীরগণের মধ্যে পাঞ্চজন্যনামক মহাশঙ্খ বাদ্য করিলেন। ১৭

মিথ্যা বাসুদেব-নামধারী পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে উৎসুক দেখিয়া সাত্যকিকে পৃষ্ঠভাগে রাখিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে পিছনে করিয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১৮

রাজন্! ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ সাত্যকি পৌণ্ড্রককে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন,—রাজন্! তোমার এস্থান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত নয়; কারণ ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। ১৯

রাজেন্দ্র! এই মহাসমরে আমাকে পরাজিত করিয়া তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন কর। মহাবীর! তুমি ক্ষত্রিয়, যতক্ষণ আমি যুদ্ধের জন্য উৎসুক, ততক্ষণ তোমার অন্যত্র গমন করা উচিত নয়। আমি এখন এই যুদ্ধস্থলে তোমার সমস্ত গর্ব চূর্ণ করিয়া দিব। ২০;

এষ তে গর্ব্বমখিলং নাশয়িষ্যামি সংযুগে।
ইত্যুক্ত্বা চাগ্রতস্তস্থৌ গচ্ছতো যাদবেশ্বর: ॥ ২১
পৌণ্ড্রস্য শিনিনপ্তা তু পশ্যত: কেশবস্য হ।
অবজ্ঞায় শিনে: পৌত্রং কৃষ্ণমেব জগাম হ ॥ ২২
নির্ভর্ৎস্য সহসা ভূয়: সাত্যকি: ক্রোধমূর্চ্ছিত:।
গদয়া প্রাহরৎ পৌণ্ড্রং বাসুদেবস্য পশ্যত: ॥ ২৩
যথাপ্রাণং যথাযোগং সাত্যকি: সত্যবিক্রম:।
দৃষ্ট্বাথ ভগবানেব সাত্যকিং প্রশশংস হ ॥ ২৪
নিবার্য্য সাত্যকিং কৃষ্ণো যথেষ্টং ক্রিয়তামসৌ।
উপারমদ্ যথাযোগং সাত্যকি: কৃষ্ণবারিত: ॥ ২৫
স তত: পৌণ্ড্রকো রাজা বাসুদেবমুবাচ হ।
ভো ভো যাদব গোপাল ইদানীং ক গতো ভবান্ ॥২৬
ত্বাং দ্রষ্টুমথ সম্প্রাপ্তো বাসুদেবোঽস্মি সাম্প্রতম্।
হত্বা ত্বাং সবলং কৃষ্ণ বলৈর্বহুভিরন্বিত: ॥ ২৭

এই কথা বলিয়া শিনির পৌত্র যাদবেশ্বর সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে গমনকারী পৌণ্ড্রকের অগ্রে যাইয়া অবস্থান করিলেন, তথাপি পৌণ্ড্রক সাত্যকিকে অবহেলা করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই নিকটে গমন করিলেন। ২১-২২

তখন সাত্যকি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সহসা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই পুনরায় পৌণ্ড্রককে গদার দ্বারা প্রহার করিলেন। ২৩

সত্যপরাক্রমী সাত্যকি পূর্ণ সাবধানতার সহিত শক্তি অনুসারে পৌণ্ড্রকের উপর গদাঘাত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ২৪

তাহার পর 'এই পৌণ্ড্রক যাহা ইচ্ছা করিতেছে, তাহাই করু' এই কথা বলিয়া সাত্যকিকে নিবারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করিলে পর সাত্যকি যথাযথভাবে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। ২৫

তদনন্তর রাজা পৌণ্ড্রক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—ওরে যাদব! ওরে গোপাল! এই সময় তুমি কোথায় গিয়াছিলে? ২৬

আমি এখন তোমাকেই দেখিবার জন্য আসিয়াছি। আজকাল আমিই 'বাসুদেব' নামে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ! আমি বহু সৈন্যের সহিত এখানে আসিয়াছি। এই সময় সসৈন্যে তোমাকে বধ করিয়া আমি একাকীই ভূতলে বাসুদেব থাকিব। ২৭;

অহমেকো ভবিষ্যামি বাসুদেবো মহীতলে।
যচ্চক্রং তব গোবিন্দ প্রথিতং সুপ্রভং মহৎ ॥ ২৮
অনেন তব চক্রেণ পীড়িতোঽস্মি চ তদ্রণে।
চক্রমস্তীতি তদ্বীর্য্যং তব মাধব সাম্প্রতম্ ॥ ২৯
নাশয়িষ্যামি তৎ সর্ব্বং সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যত:।
শার্ঙ্গীতি মাং বিজানীহি ন ত্বং শার্ঙ্গীতি শিষ্যসে ॥ ৩০
শঙ্খমস্তীতি তদ্বীর্য্যং তব মাধব সাম্প্রতম্।
শঙ্খী চাহং গদী চাহং চক্রী চাহং জনার্দ্দন ॥ ৩১
মামেব হি সদা জ্ঞাস্যন্তি জ্ঞানস্থো বীর্য্যশালিন:।
আদৌ ত্বং বলবদ্বৃদ্ধান্ হত্বা স্ত্রীবালকান্ বহূন্ ॥ ৩২
গাশ্চ হত্বা মহাগর্ব্বস্তব সম্প্রতি বর্ত্ততে।
ততোঽহং ব্যপনেষ্যামি যদি তিষ্ঠসি মৎপুর: ॥ ৩৩
শস্ত্রং গৃহাণ গোবিন্দ যদি যোদ্ধুং ব্যবস্থিত:।
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় তস্থৌ পার্শ্বে জগৎপতে: ॥ ৩৪

গোবিন্দ! তোমার যে বিখ্যাত উত্তম প্রভাযুক্ত ও বিশাল চক্র আছে, উহা আমার এই চক্রের দ্বারা এই রণস্থলে নষ্ট হইয়া যাইবে। মাধব! 'আমার চক্র আছে' তোমার সেই বলপরাক্রম আমি এখনই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতেই নষ্ট করিয়া দিব। ২৮-২৯;

জনার্দ্দন! তুমি আমাকে 'শার্ঙ্গী' বলিয়া জানিও; কেবল তুমিই যে 'শার্ঙ্গী' নামে এস্থানে অবশিষ্ট আছ, সেরূপ মনে করিও না। মাধব! আমারই নিকট শঙ্খ আছে, এরূপ মনে করিয়া তুমি তাহার বলের গর্ব এখন আর করিও না; কারণ, আমিও শঙ্খী, আমি গদাধর এবং আমিও চক্রধারী। ৩০-৩১

জগতে যে সব পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী পুরুষ আছেন, তাঁহারা এখন আমাকেই শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী বলিবেন। পূর্বে তুমি বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কংসের কিছু অনুচরকে, স্ত্রীজাতিকে (পূতনাকে) এবং বহু বালককে (বালকতুল্য শক্তিহীন কিছু কংসের যোদ্ধাকে অথবা ছয় গর্ভকে কংসের দ্বারা) বধ করিয়া ও কিছু গোকে (বৎসাসুর, অরিষ্টাসুর প্রভৃতিকে) বধ করিয়া তোমারে সম্প্রতি মহাগর্ব্ব রহিয়াছে, যদি তুমি আমার সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান কর, তাহা হইলে উহা চূর্ণ করিয়া দিব। ৩২-৩৩

গোবিন্দ! যদি তুমি যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিয়া থাক, তাহা হইলে অস্ত্র গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া পৌণ্ড্রক বাণ গ্রহণ করত জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৪

এতদ্ বচনমাকর্ণ্য বাসুদেবেন ভাষিতম্ ।
স্মিতং কৃত্বা হরিঃ কৃষ্ণো বভাষে পৌণ্ড্রকং নৃপম্ ॥ ৩৫
কামং বদ নৃপ ত্বং হি পাতকাস্মি সদা নৃপ ।
গোঘাতী বালঘাতী চ স্ত্রীহন্তা সর্ব্বথা নৃপ ॥ ৩৬
চক্রী ভব গদী রাজন্ শার্ঙ্গী চ সততং ভব ।
নামধেয়ং বৃথা মহ্যং বাসুদেবেতি চ প্রভো ॥ ৩৭
শার্ঙ্গী চক্রী গদী শঙ্খীত্যেবমাদি বৃথা মম ।
কিন্তু বক্ষ্যামি কিঞ্চিত্ত্বং শৃণুষ যদি মন্যসে ॥ ৩৮
ক্ষত্রিয়া বলিনো যে তু স্থিতে ময়ি জগৎপতৌ ।
তথানুক্রবতে ত্বাং হি জীবতোব ময়ি প্রভো ॥ ৩৯
যন্মে চক্রং মহাঘোরমসুরান্তকরং মহৎ
তত্তুল্যং তব চক্রন্তু বৃত্ততো ন তু বীর্য্যতঃ ।
আয়ুধেষথ সর্ব্বত্র শব্দসাদৃশ্যমস্তি তে ॥ ৪০
গোপোঽহং সর্ব্বদা রাজন্ প্রাণিনাং প্রাণদঃ সদা ।
গোপ্তা সর্ব্বেষু লোকেষু শাস্তা দুষ্টস্য সর্ব্বদা ॥ ৪১
কথনং সর্ব্বকার্য্যাং হি জিত্বা শত্রূন্ নৃপাধম
অজিত্বা কিং ভবান্ ক্রূতে স্থিতে ময়ি চ শস্ত্রিণি ॥ ৪২
হত্বা মাং ক্রূহি রাজেন্দ্র যদি শক্তোঽসি পৌণ্ড্রক
স্থিতোঽহং চক্রমাশ্রিত্য রথী চাপী গদাসিমান্ ॥ ৪৩
রথমারুহ্য যুদ্ধায় সন্নদ্ধো ভব মানদ ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ সিংহনাদং ননাদ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৃষ্ণপৌণ্ড্রকযুদ্ধে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

---

মিথ্যা বাসুদেব কর্ত্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত সেই নৃপ পৌণ্ড্রককে বলিলেন,—রাজন্! তুমি ইচ্ছানুসারে যাহা ইচ্ছা, বলিয়া যাও। আমি সদা পাতকী, আমি সর্ব্বথা গোহত্যা, বালকহত্যা ও স্ত্রীহত্যা করিয়াছি।৩৫-৩৬

রাজন্। তুমি সদা চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ ধনু ধারণকারী হইয়া থাক। প্রভো! আমার 'বাসুদেব' এই বৃথা নামও গ্রহণ কর। ৩৭

শার্ঙ্গী, চক্রী, গদী ও শঙ্খী প্রভৃতি যে সব আমার নাম আছে, সেই সব নামের বৃথা ভারও তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু আমি এখন তোমাকে কিছু বলিব, যদি শুনিতে ইচ্ছা হয় ত' শ্রবণ কর। ৩৮

প্রভো! জগৎপতি আমি থাকিতে অর্থাৎ আমি জীবিত থাকিতেই বলবান্ ক্ষত্রিয়গণ তোমাকে এই সব নামের (আমার ন্যায় নাম সমূহের) দ্বারা আহ্বান করে। ৩৯

আমার যে অসুরনাশক মহাভয়ঙ্কর ও বিশাল চক্র আছে, তোমার চক্র কেবল তাহার গোলাকৃতিতেই সমান, শক্তিতে নহে। এইরূপ তোমার যে সব অস্ত্র আছে, তৎসমস্তই আমার নামমাত্রেরই সাদৃশ্য আছে, শক্তিতে নহে। ৪০

রাজন্! আমি সর্ব্বদা গোপ (রক্ষক), অর্থাৎ প্রাণিগণের সদা প্রাণদানকারী, সমস্ত লোকসমূহের রক্ষা কর্ত্তা এবং সর্ব্বদা দুষ্টগণের শাসক। ৪১

নৃপাধম! শত্রুগণকে জয় করিয়াই তোমার এরূপ আত্মশ্লাঘা করা উচিত। যখন আমি অস্ত্র লইয়া তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আছি, তখন তুমি আমাকে পরাজিত না করিয়া এরূপ কি কথা বলিতেছ? ৪২

রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রক! যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে আমাকে বধ করিয়া নিজের প্রশংসা কর। আমি রথ, ধনু, গদা ও খড়্গে যুক্ত হইয়া চক্র গ্রহণ করত তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছি। ৪৩

মানদ! রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও পৌণ্ড্রকের যুদ্ধবিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণ-পৌণ্ড্রকয়োর্যুদ্ধম্, পৌণ্ড্রক-বধশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ শরং সমাদায় বাসুদেবঃ প্রতাপবান্
পৌণ্ড্রং জঘান সহসা নিশিতেন শরেণ হ ॥ ১
পৌণ্ড্রোঽথ বাসুদেবস্তু শরৈর্দশভিরাশুগৈঃ।
বাসুদেবং জঘানাশু বার্ষ্ণেয়ং বৃষ্ণিনন্দনম্ ॥ ২
দারুকং পঞ্চবিংশত্যা হয়ান্ দশভিরেব চ
সপ্তত্যা বাসুদেবং তু যাদবং বাসুদেবকঃ ॥ ৩
ততঃ প্রহস্য সুচিরং কেশবঃ কেশিসূদনঃ।
ধৃষ্টোঽসাবিতি মনসা সম্পূজ্য যদুনন্দনঃ ॥ ৪
আকৃষ্য শার্ঙ্গং বলবান্ সন্ধায় রিপুসূদনঃ।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন ধ্বজং চিচ্ছেদ কেশবঃ ॥ ৫
সারথেশ্চ শিরঃ কায়াদাহৃত্য যদুনন্দনঃ।
অশ্বাংশ্চ চতুরো হত্বা চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৬
রথং রাজ্ঞঃ সমাহত্য তদোভৌ পার্ষ্ণিসারথী।
চক্রে চ তিলশঃ কৃত্বা হসন্ কিঞ্চিদিব স্থিতঃ ॥ ৭
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্তু রথাদুৎপ্লুত্য সত্বরঃ।
আদায় নিশিতং খড়্গং প্রাহিণোৎ কেশবায় সঃ ॥ ৮
স খড়্গং শতধা কৃত্বা তূষ্ণীমাসীচ্চ কেশবঃ।
ততঃ পরং মহাঘোরং পরিঘং কালসন্নিভম্ ॥ ৯
গৃহীত্বা বাসুদেবায় বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
প্রাহিণোদ্ বৃষ্ণিবীরায় সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ১০
তদ্দ্বিধা জগতাং নাথশ্চকার যদুনন্দনঃ।
ততশ্চক্রং মহাঘোরং সহস্রারং মহাপ্রভম্ ॥ ১১
ত্রিংশদ্ভারসমাযুক্তমায়সাস্থমমিত্রহা।
আদায়াথ মহারাজ কেশবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২
পশ্যেদং নিশিতং ঘোরং তব চক্রবিনাশনম্।
অনেন তব গোবিন্দ দর্পং দর্পবতাং বর ॥ ১৩
অপনেষ্যামি বার্ষ্ণেয় সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
ত্বামুদ্দিশ্য মহাঘোরং কৃতমস্ত্রন্দুরাসদম্ ॥ ১৪

## একাধিকশততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ ও পৌণ্ড্রকের যুদ্ধ এবং পৌণ্ড্রক-বধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেব বাণ গ্রহণ করত সহসা সেই নিশিত বাণের দ্বারা পৌণ্ড্রকের উপর প্রহার করিলেন। ১

মিথ্যা বাসুদেব পৌণ্ড্রকও দশটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা বৃষ্ণিবংশের আনন্দদাতা বৃষ্ণিবংশজাত বাসুদেবকে সত্বর আঘাত করিলেন। ২

তারপর মিথ্যা বাসুদেব দারুককে পঁচিশ, অশ্বগণকে দশ এবং যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে সত্তরটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৩

তখন কেশিহন্তা যদুনন্দন কেশব বহুক্ষণ হাস্য করত মনে মনেই তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—এই পৌণ্ড্রক অতিশয় ধৃষ্ট। ৪

ইহার পর শত্রুসূদন বলবান্ কেশব শার্ঙ্গধনু আকর্ষণ করিয়া তাহার উপর অতিশয় তীক্ষ্ণ নারাচ সন্ধান করত তাহার দ্বারা পৌণ্ড্রকের ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৫

তাহার পর যদুনন্দন শ্রীহরি তাহার সারথির মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া চারিটি উত্তম বাণের দ্বারা চার অশ্বকে বধ করত সেই রাজার রথকে বিদীর্ণ করিয়া সেই সমস্ত দুই পার্শ্বরক্ষকে আহত করত রথের চক্রসকলকে তিল তিল করিয়া দিয়া যেন কিছু হাস্য করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬-৭

তখন মিথ্যা বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক সত্বর রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এক তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করত কেশবকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই খড়্গকে শত খণ্ড করিয়া দিয়া নীরবে রথে বসিয়া রহিলেন। তারপর মিথ্যা বাসুদেব প্রতাপশালী পৌণ্ড্রক কালের সমান মহাভয়ঙ্কর এক শ্রেষ্ঠ পরিঘ লইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে সেই বৃষ্ণিবীর ভগবান্ বাসুদেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৯-১০

তখন জগন্নাথ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই পরিঘকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। মহারাজ! তাহার পর শত্রুসূদন পৌণ্ড্রক মহাভয়ঙ্কর, পরম কান্তিমান্, সহস্র অরযুক্ত এবং ত্রিশ ভার লৌহনির্ম্মিত ক্ষেপণীয় চক্র গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ১১-১২

দর্পযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! দেখ, এই ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ চক্র তোমার চক্রের বিনাশক। বৃষ্ণিবংশজাত! আমি এই চক্রের দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে তোমার দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। ১৩

হরে! কৃষ্ণ! তোমার উদ্দেশ্যেই আমি এই মহাভয়ঙ্কর অস্ত্র

যদি শক্তো হরে কৃষ্ণ দারয়েদং মহাস্পদম্ ।
ইত্যুক্ত্বা তচ্ছতগুণং ভ্রাময়িত্বা মহাবলঃ ॥ ১৫
চিক্ষেপাথ মহাবীর্য্যঃ পৌণ্ড্রকো নৃপসত্তমঃ ।
অবপ্লুত্য ততো দেশাত্তচ্চক্রং মহাবলঃ ॥ ১৬
সিংহনাদং মহাঘোরং ব্যনদদ্ বীর্য্যবাংস্তদা ।
ততো বিস্ময়মাপন্নো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ১৭
অহো বীর্য্যমহো ধৈর্য্যমস্য পৌণ্ড্রস্য দুঃসহম্ ।
ইতি মত্বা জগন্নাথ উত্থিতশ্চ রথোত্তমাৎ ॥ ১৮
ততঃ শিলাং সমাদায় প্রেষয়ামাস কেশবম্ ।
তাং শিলাং প্রেষয়ামাস তস্মৈ যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ১৯
পৌণ্ড্রেণ সুচিরং কালং বিক্রীড্য ভগবান্ হরিঃ ।
ততশ্চক্রং সমাদায় নিশিতং রক্তভোজনম্ ॥ ২০
দৈত্যমাংসপ্রদিগ্ধাঙ্গং নারীগর্ভবিমোচনম্ ।
শাতকুম্ভময়ং ঘোরং দৈত্যদানবনাশনম্ ॥ ২১
সহস্রারং শতারং তদদ্ভুতং দৈত্যভীষণম্ ।
ঐশ্বর্য্যবর্ম্ম পরমং নিত্যং সুরগণার্চ্চিতম্ ॥ ২২
বিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্তথা শার্ঙ্গী নিত্যযুক্তঃ সদা হরিঃ
জঘান তেন গোবিন্দঃ পৌণ্ড্রকং নৃপসত্তমম্ ॥ ২৩
তস্য দেহং বিদার্য্যাশু চক্রং পিশিতভোজনম্ ।
কৃষ্ণস্যাথ করং ভূয়ঃ প্রাপ সর্ব্বেশ্বরস্য হ ॥ ২৪
ততঃ স পৌণ্ড্রকো রাজা গতাসুঃ প্রাপতদ্ ভুবি ।
নিহত্য ভগবান বিষ্ণুর্বিজ্ঞেয়গতিঃ প্রভুঃ ।
প্রতিপেদে সুধর্ম্মাং তু যাদবৈঃ পূজিতো হরিঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং পৌণ্ড্রকবাসুদেববধে
একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ৩১০১

এক দুর্জ্জয় চক্র নির্ম্মাণ করাইয়াছি। যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে এই বিশাল চক্রকে বিদীর্ণ কর। ১৫।

এই কথা বলিয়া মহাবল মহাপরাক্রমশালী নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক সেই চক্রকে শতবার ঘুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১৫।

তখন মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থান হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নিচে নামিয়া সেই চক্রকে বিফল করত মহাভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ১৬।

তারপর ভগবান্ দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন,—অহো! পৌণ্ড্রকের দুঃসহ পরাক্রম ও ধৈর্য্য অদ্ভুত। ১৭।

ইহা মনে মনে ভাবিয়া জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ নিজের উত্তম রথ হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর পৌণ্ড্রক এক শিলাখণ্ড লইয়া কেশবের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু যদুকুলধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণ সেই শিলাখণ্ডকে ধরিয়া পুনরায় তাহারই উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১৮-১৯

এইরূপ ভগবান্ শ্রীহরি বহুকাল ধরিয়া পৌণ্ড্রকের সহিত যুদ্ধ-ক্রীড়া করত নিজের সেই তীক্ষ্ণ চক্র হস্তে লইলেন, যাহা দৈত্যাদির রক্ত ভোজন করে। ২০

সেই চক্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্যগণের মাংসে পুষ্ট হইয়াছিল। উহা দৈত্যনারীগণের গর্ভপাতকারী ছিল। সুবর্ণনির্ম্মিত এই ভয়ঙ্কর চক্র দৈত্য ও দানবগণের বিনাশকারী ছিল। ইহার অর কখনও সহস্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইত এবং কখনও শতসংখ্যায় প্রকাশিত হইত। ঐশ্বর্য্যই এই চক্রের বর্ম ছিল। দেবগণের দ্বারা নিত্য পূজিত এই উত্তম অস্ত্র অদ্ভুত ছিল এবং দৈত্যগণের ভয়প্রদ ছিল। ২১-২২

সর্ব্বব্যাপী শার্ঙ্গধন্বধারী পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ সদা এই অস্ত্রে সংযুক্ত থাকেন। গোবিন্দ এই অস্ত্রের দ্বারা নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রককে বধ করিলেন। ২৩

সেই মাংসভোজী চক্র সেই সময় পৌণ্ড্রকের দেহকে বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় সত্বর সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে চলিয়া আসিল। ২৪

অনন্তর সেই রাজা পৌণ্ড্রক প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। যাঁহার স্বরূপ বুঝা অত্যন্ত কঠিন, সেই সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীহরি পৌণ্ড্রককে বধ করত যাদবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া সুধর্ম্মানাম্নী সভায় উপস্থিত হইলেন। ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রা-প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের বধবিষয়ক একাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ একলব্যস্য দ্বীপান্তরগমনম্, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন যাদবানাং সমীপে যাত্রায়াঃ সংক্ষেপে বৃত্তান্তকথনম্, অন্তঃপুরে রুক্মিণী-সত্যভামাভ্যাং সহ মিলিত্বা তাভ্যাং সন্তোষদানঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নিষাদেশং ততো রামঃ শক্ত্যা বীর্য্যবতাং বরঃ
আজঘান স্তনবন্ধে সিংহনাদং ব্যনীনদৎ ॥ ১
ততঃ ক্রুদ্ধো নিষাদেশো রামং মত্তং মহাবলম্
গদয়া লোকবিখ্যাতো জঘান স্তনবক্ষসি ॥ ২
আহতঃ স তু তেনাশু বলভদ্রো মহাবলঃ
উভাভ্যাং চৈব রামস্তু করাভ্যাং বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ ॥ ৩
গদাং গৃহ্য মহাঘোরামায়স্তীং প্রাণহারিণীম্।
দুদ্রাবাথ নিষাদেশঃ সমুদ্রং মকরালয়ম্ ॥ ৪
ধাবত্যেবং তদা রাজ্ঞি একলব্যে নিষাদপে
ধাবত্যেবঞ্চ রামোঽপি যত্র যাতো নিষাদপঃ ॥ ৫
সাগরং স প্রবিশ্যাশু গত্বা যোজনপঞ্চকম্।
ভীত এব তদা রাজন্নেকলব্যো নিষাদপঃ ॥ ৬
কশ্চিদ্দ্বীপান্তরং রাজন্ প্রবিশ্য ন্যবসত্তদা।
ইত্থং রামো নিষাদেশং জিগায় যদুনন্দনঃ ॥ ৭
তাং সভাং মণিরত্নাঢ্যাং প্রবিবেশ হলায়ুধঃ
সাত্যকির্যুদ্ধসংসক্তস্তাং সভাং প্রবিবেশ চ ॥ ৮
অন্যে চ যাদবা রাজন্ যথাযোগমুপস্থিতাঃ।
আসীনেষু চ সর্ব্বেষু বৃষ্ণিবীরেষু সর্ব্বতঃ ॥ ৯
অভিবাদ্য যথাযোগং বৃষ্ণীন্ সর্ব্বাংশ্চ কেশবঃ।
উবাচ বচনং কালে ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ১০
দৃষ্টঃ কৈলাসশিখরঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ।
স তু মহ্যং যদুবরাঃ প্রীতিমাংশ্চ দদৌ বরম্ ॥ ১১
তত্র দেবাঃ সমায়াতা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
দৃষ্ট্বা মাং শঙ্করশ্চৈব প্রীতঃ স্তুত্বা সমাযযৌ ॥ ১২
অত্যদ্ভুতং ময়া দৃষ্টং রাত্রৌ যাদবসত্তমাঃ।
পিশাচৌ দ্বৌ মহাঘোরৌ বদন্তৌ মানিকাং কথাম্ ॥ ১৩

## দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[ একলব্যের দ্বীপান্তর গমন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যাদবগণের নিকট নিজের যাত্রার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তকথন এবং অন্তঃপুরে রুক্মিণী ও সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সন্তোষদান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম এক শক্তির দ্বারা নিষাদরাজ একলব্যের বক্ষে প্রহার করিলেন এবং পরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১

তখন ক্রুদ্ধ লোকবিখ্যাত নিষাদরাজ একলব্য মহাবল ও বলমত্ত বলরামের বক্ষে গদার দ্বারা আঘাত করিল। ২

উহার দ্বারা আহত মহাবল বৃষ্ণিপ্রধান বীর বলভদ্র বলরাম দুই হস্তে নিজের দিকে আগত সেই প্রাণহারিণী মহাভয়ঙ্করী গদাকে ধরিয়া একলব্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহা দেখিয়া নিষাদরাজ একলব্য মকরাদি জলজন্তুগণের নিবাসস্থান সমুদ্রের দিকে দ্রুত পলাইয়া যাইল। ৩-৪

নিষাদপতি রাজা একলব্য এইরূপে পলায়ন করিলে পর বলরামও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। একলব্য যে যে স্থানে যাইল, বলরামও সেই সেই স্থানে যাইলেন। ৫

রাজন্! সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া নিষাদরাজ একলব্য পাঁচ যোজন দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যাইল এবং সেখানে বলভদ্র হইতে ভীত হইয়াই বাস করিতে লাগিল। ৬

রাজন্! কোনও এক অন্য দ্বীপে প্রবেশ করত একলব্য সেখানে বাস করিতে লাগিল। এইভাবে যদুনন্দন বলরাম নিষাদরাজ একলব্যকে জয় করিলেন। ৭

তদনন্তর হলায়ুধ বলরাম মণি ও রত্নসমূহে বিভূষিতা সেই সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধরত সাত্যকিও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৮

রাজন্! অন্য যাদবগণও যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন। যখন এই সব বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ সেখানে সর্ব্বদিকে উপবেশন করিলেন, তখন দেবকীনন্দন ভগবান্ কেশব যোগ্যতা অনুসারে সকল বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে অভিবাদন করত সেই সময় এই কথা বলিলেন। ৯-১০

যদুবরগণ! আমি কৈলাসশিখর দর্শন করিয়াছি। সেখানে নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া আমাকে বরদান করিয়াছেন। ১১

সেখানে দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণও শুভাগমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হন ও আমার স্তুতি করিয়া গমন করেন। ১২

যাদবশ্রেষ্ঠগণ! যাত্রার সময় আমি রাত্রিকালে এক অতিশয় অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছি। দুইজন মহাভয়ঙ্কর পিশাচ

মৃগয়াং চক্রতুস্তৌ তু চিন্তয়ন্তৌ তু মাং সদা।
দৃষ্ট্বা মাং তৌ তু রাজেন্দ্রাঃ প্রীতিমন্তৌ তপস্বিনৌ ॥ ১৪
ভক্তিনম্রৌ মহাত্মানৌ প্রণামং চক্রতুস্তদা
ততোঽহং সর্ব্বথা প্রীতস্তৌ নীতৌ স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ১৫
তোষয়িত্বা মহাদেবং ময়া চাদ্য সমাগতম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে দেবদেবং শশংসিরে ॥ ১৬
সর্ব্বথা কৃতকৃত্যাস্তে বৃষ্ণয়ঃ কেশবাশ্রয়াঃ।
যাদবাঃ সর্ব্ব এবৈতে স্বং স্বং জগ্মুর্যথালয়ম্ ॥ ১৭
অভ্যন্তরে জগন্নাথঃ প্রবিশ্য হরিরীশ্বরঃ।
রুক্মিণী-সত্যভামাভ্যামাচচক্ষে যথাভবৎ ॥ ১৮
তে প্রীতে প্রীতিযুক্তেন কেশবেন সমন্বিতে
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কেশবস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৯
শশাস পৃথিবীং কৃৎস্নাং দুষ্টান্ হত্বা মহাবলান্।
নরকং ঘোরকর্ম্মাণং পৌণ্ড্রকং নৃপসত্তমম্ ॥ ২০
হয়গ্রীবং নিশুম্ভঞ্চ তথা সুন্দোপসুন্দকৌ।
ররক্ষ বিপ্রান্ দেবেশো মুনীমুনিবরার্চ্চিতঃ ॥ ২১
বিপ্রেভ্যশ্চ দদৌ বিত্তং গাশ্চ দত্ত্বা স কেশবঃ।
অগ্নিহোত্রং প্রযুঞ্জানো ব্রাহ্মণাংশ্চ স্বতর্পয়ন্ ॥ ২২
মুনীংশ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবান্ যজ্ঞৈরনেকধা
স্বধয়া চ পিতৄন্ সর্ব্বান্ প্রীণয়ন্নেব সর্ব্বদা ॥ ২৩
তস্মিন্ শাসতি দেবেশে রাজ্যং নিষ্কণ্টকং প্রভো।
সুখমেব প্রজাঃ সর্ব্বা জীবন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং পৌণ্ড্রকবধসমাপ্তৌ
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০২

---

আমারই কথা বলিতেছিল এবং সর্ব্বদা আমারই চিন্তা করিতে করিতে মৃগয়া করিতে লাগিল। ১৩।

রাজেন্দ্রগণ। সেই দুই তপস্বী পিশাচ আমাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করে। সেই দুই মহাত্মা তখন ভক্তিভাবে নম্র হইয়া আমাকে প্রণাম করে। ১৪।

তখন আমি সর্ব্বথা প্রসন্ন হইয়া সেই দুই পিশাচকে উত্তম স্বর্গলোকে প্রেরণ করি। উহার পর তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করত আজ আমি এস্থানে আসিয়াছি। ১৫।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন সেই সব বৃষ্ণিবংশীয়গণ দেবাধিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। শ্রীকেশবকে আশ্রয় করিয়া এই বৃষ্ণিবংশীয়গণ সর্ব্বথা কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সব যাদবগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। ১৬-১৭

অন্যদিকে জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিও অন্তঃপুরে প্রবেশ করত রুক্মিণী ও সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকেও যে সব ঘটনা কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই বর্ণনা করিলেন। ১৮

ইঁহারা প্রীতিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান করত অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। এইরূপে আমি তোমাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা বলিলাম। ১৯

শ্রীকৃষ্ণ মহাবল দুষ্টগণকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন। মহামুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঘোর কর্ম্মকারী নরকাসুর, নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক, হয়গ্রীব ও নিশুম্ভকে এবং সুন্দ ও উপসুন্দকে বধ করিয়া মুনিদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ২০-২১

ভগবান্ কেশব ব্রাহ্মণদিগকে বহু গো দান করিয়া প্রভূত ধনদানও করিলেন। অগ্নিহোত্র কর্ম্ম করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজনাদির দ্বারা তৃপ্ত করিলেন। ২২

ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক বেদের স্বাধ্যায়ে মুনিগণকে, অনেক প্রকার যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে এবং স্বধা (শ্রাদ্ধ-তর্পণ) কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত পিতৃগণকে সদা তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ২৩

প্রভাবশালী জনমেজয়! দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কণ্টক রাজ্য শাসন করিবার সময় ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজাগণ সুখেই জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন। ২৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে পৌণ্ড্রকবধের সমাপ্তিবিষয়ক দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ হংস-ডিম্ভকয়োর্বিষয়ে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ । ]

জনমেজয় উবাচ ।

ভূয় এব দ্বিজশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ ।
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধন । ১
ন হি মে তৃপ্তিরস্তীহ শৃণ্বতঃ কৈশবীং কথাম্ ।
কো নু নাম হরের্বিষ্ণোর্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২
শৃণ্বংস্তথা রমন্ বাপি তৃপ্তিং যাতি দিবানিশম্ ।
পুরুষার্থোঽয়মেবৈকো যৎ কথাশ্রবণং হরেঃ ॥ ৩
কথমাসীজ্জগদ্ধেতোর্হংসস্য ডিম্ভকস্য চ ।
সমিতিঃ সর্ব্বভূতানাং সদা বিস্ময়দায়িনী ॥ ৪
বিচক্রস্য কথং যুদ্ধং দানবস্য মহাত্মনঃ ।
স তয়োর্মিত্রতাং যাত ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৫
তৌ সুতৌ বীর্য্যসম্পন্নৌ শিষ্যৌ ভৃগুসুতস্য হ ।
সর্ব্বাস্ত্রকুশলৌ বীরৌ হরের্লব্ধবরৌ কিল ॥ ৬
সংগ্রামঃ সুমহানাসীদিত্যুক্তং ভবতা পুরা
তয়োশ্চ নৃপয়োর্বিপ্র কেশবস্য জগৎপতেঃ ॥ ৭
কস্য পুত্রৌ সমুৎপন্নৌ যথাভূদ্ বিগ্রহো মহান্ ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি দানবানাং তরস্বিনাম্ ॥ ৮
বলান্যথ বিচক্রস্য শিতশূলধরাণি চ
আসন্ যুদ্ধে মহারাজ দানবস্য জয়ৈষিণঃ ॥৯
যদূনামন্তরং প্রেপ্সুর্যদূনাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষয়া ।
দেবাসুরে মহাযুদ্ধে বেদান্ জয়তি দুর্দ্ধরঃ
তদ্বধার্থং সদা যত্নমকরোচ্চৈব কেশবঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে জনমেজয়বাক্যে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

---

## ত্র্যধিক শততম অধ্যায় ।

[ হংস ও ডিম্ভকের বিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন । ]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তপোধন ! আমি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পুনরায় সবিস্তারে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি । ১

ভগবান্ কেশবের কথা শ্রবণ করিতে করিতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না । ( শ্রবণপিপাসা পর পর বৃদ্ধি হইতেছে ) জগতে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে দেবাধিদেব চক্রপাণি বিষ্ণু শ্রীহরির নাম ও যশ দিন রাত্রি শ্রবণ করিতে করিতে এবং উহাতেই রমণ করিতে করিতে কখনও তৃপ্তির অনুভব করিবে ? ( ইহা শুনিতে চাহিবে না ? ) ভগবান্ শ্রীহরির কথার যে শ্রবণ, তাহাকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলা হইয়াছে । ২-৩

জগতের জন্য হংস ও ডিম্ভকের কিরূপ সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের সদাই বিস্ময়প্রদানকারী ছিল । ৪

মহাত্মা দানব বিচক্রের যুদ্ধ কি প্রকারে হইয়াছিল ? আমরা শুনিয়াছি যে, এই বিচক্র হংস ও ডিম্ভকের মিত্র হইয়া গিয়াছিল । ৫

এই দুই রাজপুত্র হংস ও ডিম্ভক বলপরাক্রমসম্পন্ন এবং মুনিবর ভার্গবের শিষ্য ছিলেন । শুনা যায়, ইহারা উভয়ে ভগবান্ শঙ্কর হইতে বরলাভ করিয়াছিলেন । এই দুই বীর সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন । ৬

বিপ্রবর ! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই দুই রাজা হংস ও ডিম্ভকের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । ৭

ইহারা উভয়ে কাঁহার পুত্র হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যাহার জন্য তাঁহার ( শ্রীকৃষ্ণের ) ইঁহাদের সহিত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ? সাধু মহারাজ ! শুনা যায়, জয়াভিলাষী দানব বিচক্রের নিকট যুদ্ধের জন্য অষ্টাশী হাজার বেগশালী দানবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল । এই সব দানবই তীক্ষ্ণ শূলধারী ছিল । ৮-৯

দানব বিচক্র দুর্জ্জয় বীর ছিল । সে যুদ্ধের ইচ্ছায় যাদবগণের ত্রুটি বা দুর্বলতার সুযোগ সন্ধান করিতেছিল । দেবতা ও অসুরগণের মহাযুদ্ধে এই বিচক্র দেবগণকে জয় করিত এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিবার জন্য সদা যত্নপরায়ণ ছিলেন । ১০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস-ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে জনমেজয়ের বাক্যবিষয়ক ত্র্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ রাজ্ঞা ব্রহ্মদত্তেন ভগবতঃ শঙ্করস্যারাধনয়া হংস-ডিম্ভকনামকপুত্রদ্বয়স্য প্রাপ্তিঃ, রাজসখ-বিপ্রবর-মিত্রসহেন চ বিষ্ণোরুপাসনয়া জনার্দননামক-পুত্রস্য লাভঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসীচ্ছাল্বেষু রাজেন্দ্র ব্রহ্মদত্তো নৃপোত্তমঃ
নাম্না রাজন্ স পূতাত্মা সর্বভূতদয়াপরঃ ॥ ১
পঞ্চযজ্ঞপরো নিত্যং জিতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
ব্রহ্মবিদ্ বেদবিচ্চৈব সদা যজ্ঞময়ঃ শিবঃ ॥ ২
তস্য ভার্যে মহীপাল রূপোদার্যগুণান্বিতে।
বভূবতুঃ গুণসম্পন্নে অনপত্যে নৃপোত্তম ॥ ৩
স তাভ্যাং মুমুদে রাজা শচ্যা শক্র ইবাম্বরে।
নাম্না মিত্রসহো নাম সখা চাসীদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪
তস্য রাজ্ঞো মহাযোগী বেদবেদান্ততৎপরঃ।
অনপত্যঃ স বিপ্রোঽপ্যাসীদ্ যথা রাজা বভূব চ ॥ ৫
স রাজা সহিতস্তাভ্যাং ভার্যাভ্যামর্চয়ামাস শঙ্করম্।
পুত্রার্থং শূলিনং শর্বং দশ বর্ষাণ্যনন্যধীঃ ॥ ৬
স বিপ্রো বৈষ্ণবং তত্র পুত্রার্থে সমযোজয়ৎ।
অর্চিতস্তেন রাজেন্দ্র শঙ্করো নীললোহিতঃ ॥ ৭
আত্মানং দর্শয়ামাস স্বপ্নে রাজানমব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে বরং বরয় সুব্রত ॥ ৮
অথ রাজা জগন্নাথমুবাচেদং স্ময়ন্নিব।
পুত্রৌ মম ভবেতাং হি তথেত্যুক্ত্বা বৃষধ্বজঃ ॥ ৯
অন্তর্দ্ধানং গতঃ শম্ভুঃ প্রতিবুদ্ধস্ততো নৃপঃ।
সোঽপি মিত্রসহো বিদ্বান্ দেবং কেশবমব্যয়ম্ ॥ ১০
পঞ্চবর্ষং জগন্নাথমর্চ্চয়ামাস ভক্তিতঃ।
অর্চিতস্তেন বিপ্রেণ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১১
পুত্রমেকং দদৌ তস্মৈ স্বাত্মনা সদৃশং হরিঃ
তে ভার্যে গর্ভমাধত্তাং তেজসা শঙ্করস্য চ ॥ ১২

## চতুরধিকশততম অধ্যায়

[ রাজা ব্রহ্মদত্তের ভগবান্ শঙ্করের আরাধনায় হংস ও ডিম্ভক নামক দুই পুত্রপ্রাপ্তি এবং রাজসখ বিপ্রবর মিত্রসহের ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনায় জনার্দননামক পুত্রলাভ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! শাল্বদেশে ব্রহ্মদত্তনামে প্রসিদ্ধ এক শ্রেষ্ঠ রাজা রাজ্য করিতেছিলেন। রাজন্! তাঁহার হৃদয় পবিত্র ছিল এবং তিনি সকল জীবের প্রতিই দয়াপরায়ণ ছিলেন। ১

তিনি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী এবং মনোজয়ী ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূতকারী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবিৎ ও বেদবিৎ ছিলেন এবং সদা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত সকলের জন্যই কল্যাণকারী ছিলেন। ২

মহীপাল! নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহার রূপ ও উদারতাদি গুণসম্পন্না দুই পত্নী ছিলেন। ইঁহারা সর্বগুণসম্পন্না হইলেও ইঁহারা সন্তানহীনা ছিলেন। ৩

যেরূপ স্বর্গে ইন্দ্র শচীর সহিত সানন্দে থাকেন, সেইরূপ রাজা ব্রহ্মদত্ত এই দুই পত্নীর সহিত সদা সানন্দে বাস করিতেছিলেন। রাজার এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মিত্র ছিলেন। তাঁহার নাম মিত্রসহ। ইনি মহাযোগী এবং বেদ ও বেদান্তের অনুশীলনে তৎপর ছিলেন। এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠও রাজার ন্যায় সন্তানহীন ছিলেন। ৪-৫

রাজা নিজের দুই পত্নীর সহিত অবস্থান করত পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হইয়া দশ বৎসর পর্যন্ত শূলধারী ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করেন। ৬

রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণ মিত্রসহ পুত্রের জন্য বৈষ্ণবযাগের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্তের দ্বারা পূজিত হইয়া নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর স্বপ্নে তাঁহাকে নিজের দিব্য রূপ দর্শন করাইলেন এবং বলিলেন,—উত্তম ব্রতপালনকারী নরেশ! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর। ৭-৮

রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন যেন হাস্যসহকারে ভগবান্ বিশ্বনাথকে এই কথা বলিলেন—প্রভো! আমার দুই পুত্র হউক। তখন 'তথাস্তু' বলিয়া বৃষধ্বজ ভগবান্ শঙ্কর অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। তাহার পর রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ৯½

বিদ্বান্ মিত্রসহও অবিনাশী জগদীশ্বর ভগবান্ কেশবকে পাঁচ বৎসর অতিশয় ভক্তি সহকারে আরাধনা করিলেন। ১০½

সেই ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবাধিদেব জনার্দন শ্রীহরি তাঁহাকে নিজেরই সদৃশ এক পুত্র প্রদান করিলেন। ১১½

মহারাজ! রাজার সেই দুই পত্নী ভগবান্ শঙ্করের তেজে গর্ভধারণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণের পত্নী বৈষ্ণব তেজকেই গর্ভরূপে ধারণ করিলেন। ১২½

বিপ্রভার্য্যা মহারাজ বৈষ্ণবং তেজ আদধৎ।
মহিষ্যৌ তে মহাবীর্য্যৌ পুত্ত্রৌ শঙ্করনির্ম্মিতৌ ॥ ১৩
অসূয়েতাং মহীপাল ক্রমেণৈব নৃপস্য হ।
স তয়োশ্চ মহারাজ নামকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৪
চকার বিধিবৎ সর্ব্বা বিপ্রেভ্যোঽদাদ্ধনম্।
স চ বিপ্রো বিনীতাত্মা পুত্ত্রমেকং হি লব্ধবান্ ॥ ১৫
সাক্ষাদিব জগন্নাথং স্থিতং পুত্ত্রাত্মনা নৃপ
জাতকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং ব্রাহ্মণঃ স চকার হ ॥ ১৬

মহীপাল! রাজার সেই দুই মহিষী ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় প্রাপ্ত দুই মহাপরাক্রমশালী পুত্রকে ক্রমশঃ জন্মদান করিলেন। ১৩;

মহারাজ জনমেজয়! ব্রহ্মদত্ত সেই দুই পুত্রের নামকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহু দান করিলেন। ১৪;

নৃপ! বিনীতচিত্ত ব্রাহ্মণ মিত্রসহও এক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। যেন সাক্ষাৎ জগন্নাথ শ্রীহরিই তাঁহার পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন। ১৫;

ব্রাহ্মণ মিত্রসহ সেই পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিলেন। ১৬

তৌ কুমারাবয়ং চৈব ত্রয়ঃ সবয়সোঽভবন্।
বেদানধীত্য তে সর্ব্বান্ শ্রুত্বা চান্বীক্ষিকীং তথা ॥ ১৭
ধনুর্ব্বেদে তথাস্ত্রে চ নিপুণাস্তেঽভবংস্তদা।
হংসো জ্যেষ্ঠো নৃপসুতো ডিম্ভকোঽনন্তরোঽভবৎ ॥ ১৮
স চ বিপ্রসুতো রাজন্ জনার্দ্দন ইতি স্মৃতঃ।
অন্যোন্যং মিত্রতাং যাতাঃ সর্ব্বে চৈব কুমারকাঃ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোৎপত্তৌ চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

সেই দুই রাজকুমার ও এই ব্রাহ্মণ-পুত্র তিনজনেই সমবয়স্ক ছিলেন। ইঁহারা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যার (বেদান্তাদির) অনুশীলন করিবার পর ধনুর্ব্বেদ এবং সম্পূর্ণ অস্ত্রসমূহের জ্ঞানে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৭;

জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নাম ছিল হংস এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিম্ভক নামে প্রসিদ্ধ হয়। রাজন্! ব্রাহ্মণ-পুত্রের নাম জনার্দন রাখা হইয়াছিল। এই সব কুমারই পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন। ১৮-১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উৎপত্তিবিষয়ক চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ হংস-ডিম্ভকয়োস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তিঃ, সজনার্দনয়োরনয়োঃ কুমারয়োর্বিবাহঃ, কুমারত্রয়াণাং ধর্ম্মনিষ্ঠা চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
হংসশ্চ ডিম্ভকশ্চৈব তপশ্চর্তুং মহানতে।
মনশ্চক্রতুরাত্মাংশৌ শঙ্করস্য নৃপোত্তম ॥ ১
গত্বা তু হিমবৎপার্শ্বং তপশ্চক্রতুরঞ্জসা।
উদ্দিশ্য শঙ্করং শর্ব্বং নীলগ্রীবমুমাপতিম্ ॥ ২

### পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[ হংস ও ডিম্ভকের তপস্যা, বরপ্রাপ্তি, জনার্দনসহ এই দুই কুমারের বিবাহ এবং তিন কুমারের ধর্মনিষ্ঠা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপোত্তম! রাজকুমার হংস ও ডিম্ভক ভগবান্ শঙ্করের নিজের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং পরম বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে তপস্যা করিতে মনস্থির করিলেন। ১

নৃপ! হিমালয়ের পার্শ্বে যাইয়া বায়ু ও জল আহার করিতে করিতে ইঁহারা উভয়ে একাগ্র ও সংযতচিত্ত হইয়া মনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন যে, 'আমরা যেন দিব্য পরাক্রম ও অস্ত্র লাভ করি' এবং কল্যাণকারী কষ্টহারী নীলকণ্ঠ ভগবান্ উমাপতির প্রসন্নতার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সানন্দে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২-৩

বীর্য্যাস্ত্রে চৈব নৌ স্যাতামিত্যাধায় তু মানসে।
একাগ্রৌ প্রযতৌ ভূত্বা বায়ম্বুপ্রাশিনৌ নৃপ ॥ ৩
নমস্তে দেবদেবতি শঙ্করেতি দিবানিশম্।
হর শর্ব্ব শিবানন্দ নীলগ্রীব উমাপতে ॥ ৪

ইঁহারা দিবারাত্র দেবাধিদেব! শঙ্কর! হর! শর্ব্ব! শিবানন্দ! নীলগ্রীব! উমাপতে! বৃষধ্বজ! বিরূপাক্ষ! হর্য্যক্ষ! জগৎপতে! ভক্তপ্রিয়! গিরীশ! ঈশ! বাসুদেব!

বৃষধ্বজ বিরূপাক্ষ হর্যাক্ষ জগতাম্পতে।
ভক্তপ্রিয় গিরীশেশ বাসুদেব শিবাচ্যুত ॥ ৫
সদ্যোজাত মহাদেব দেবদেব গুহাশয়।
ভূতভাবন দেবেশ প্রণবাত্মন্ সদাশিব ॥ ৬
ইত্যাদিনামভির্নিত্যং স্তুবন্তৌ শঙ্করং ভবম্
হৃদি কৃত্বা বিরূপাক্ষং তপস্তেপতুরঞ্জসা ॥ ৭
নির্ম্মমৌ নিরহঙ্কারৌ মৌনব্রতসমাস্থিতৌ।
বর্ষাণীহ তদা রাজন্ পঞ্চ চক্রতুরোজসা ॥ ৮
ততঃ প্রীতোঽভবচ্ছর্ব্বস্তাভ্যাং সংযমনেন চ।
সদদৌ দর্শনং নৈজং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরো হরঃ ॥ ৯
ত্রিযক্ষঃ শঙ্করঃ সর্ব্বঃ শূলপাণিরুমাপতিঃ।
অগ্রতঃ সংস্থিতং শর্ব্বং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্
তৌ দৃষ্ট্বা প্রীতমনসৌ নমশ্চক্রতুরঞ্জসা ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ।

বরং বরয় ভদ্রং বাং যথেচ্ছা বাং তথাস্তু বৈ।
তাবূচতুস্তদা রাজন্ প্রীতস্ত্বং ভগবন্ যদি ॥ ১১
দেবাসুরচমূমুখ্যৈর্যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-দানবৈঃ।
আবামজয্যৌ সর্ব্বাত্মন্নেষ নৌ প্রথমো বরঃ ॥ ১২
দ্বিতীয়ো নৌ বিরূপাক্ষ রৌদ্রাস্ত্রাণাঞ্চ সংগ্রহঃ।
মাহেশ্বরং তথা রৌদ্রমস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মহৎ ॥ ১৩
অভেদ্যং কবচং দিব্যমচ্ছেদ্যং চাপি কার্ম্মুকম্।
পরশুঞ্চ তথা শর্ব্ব সদা রক্ষার্থমেব চ ॥ ১৪
সহায়ৌ দ্বৌ মহাদেব ভূতৌ যুদ্ধে হি গচ্ছতাম্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশ আহ ভৃঙ্গিরিটী হরঃ ॥ ১৫
কুণ্ডোদরং বিরূপাক্ষং সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতম্।
যুবামথ চ ভূতেশৌ সহায়ৌ সততং রণে ॥ ১৬
সংগ্রামং গচ্ছতাং ঘোরমেতয়োর্বলশালিনোঃ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবাঞ্ছর্ব্বস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৭
ততস্তৌ বীর্য্যসম্পন্নৌ হংসো ডিম্ভক এব চ।
কৃতাস্ত্রৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ চাপিনৌ বীর্য্যবত্তরৌ ॥ ১৮

শিব! অচ্যুত! সদ্যোজাত! মহাদেব! দেবদেব! অন্তর্য্যামি-রূপে হৃদয়-গুহায় শয়নকারিন্! ভূতভাবন! দেবেশ্বর! ওঙ্কার-স্বরূপ! সদাশিব! আপনাকে নমস্কার। ইত্যাদিরূপে ভগবানের নামসমূহের দ্বারা নিত্য-নিরন্তর কল্যাণকারী ভগবান্ ভবের স্তুতি করিতে করিতে সেই ভগবান্ বিরূপাক্ষ শিবকে হৃদয়ে ধারণ করত সুখে তপস্যায় রত রহিলেন। ৪-৭

রাজন্! ইঁহারা উভয়ে তখন মমতা ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া যাইলেন। ইঁহারা মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক সেই সময় পাঁচ বৎসর উৎসাহপূর্ব্বক তপস্যায় নিরত রহিলেন। এই দুই জনের তপস্যায় ও সংযমে ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইলেন। তিনি ইঁহাদের উভয়কে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইলেন। সেই সময় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ব্যাঘ্রচর্ম্মময় বস্ত্র শোভা পাইতেছিল। এই পাপহারী, ত্রিলোচন ও কল্যাণকারী উমাবল্লভ ভগবান্ শিব হস্তে ত্রিশূল লইয়া বিরাজমান ছিলেন। ৮-৯½

চন্দ্রার্দ্ধশেখর ভগবান্ শিবকে নিজেদের সম্মুখে উপস্থিত দর্শন করত ইঁহারা উভয়ে প্রীতচিত্তে তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজকুমারদ্বয়! তোমাদের উভয়ের কল্যাণ হউক। তোমরা কোনও বর প্রার্থনা কর। তোমাদের যাহা ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ হউক। রাজন্ জনমেজয়! ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে বলিলেন,—ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আমরা যেন আপনার কৃপায় দেবতা ও অসুরগণের মুখ্য মুখ্য সেনাপতি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের পক্ষে অজেয় হইয়া যাই। সর্ব্বাত্মন্! ইহাই আমাদের উভয়ের প্রথম বর। ১১-১২

বিরূপাক্ষ! আমাদের দ্বিতীয় বর হইল—আমাদের নিকট যেন সমস্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকলের সংগ্রহ থাকে। মাহেশ্বরাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মশিরনামক অস্ত্র যেন আমরা লাভ করিতে পারি। ১৩

শর্ব্ব! অভেদ্য কবচ, দিব্য ও অচ্ছেদ্য ধনু এবং পরশু এই সব যুদ্ধসামগ্রী সর্ব্বদা আমাদের রক্ষার জন্য যেন আমাদের সুলভ হয়। ১৪

মহাদেব! যুদ্ধে আমাদের সহায়তার জন্য যেন আপনার দুই জন ভূত আমাদের সহিত গমন করেন। তখন দেবেশ্বর হর 'এবমস্তু' একরূপই হউক—এই কথা বলিয়া নিজের দুই পার্ষদ ভৃঙ্গি ও রিটিকে এবং কুণ্ডোদর ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত বিরূপাক্ষকে বলিলেন,—তোমরা দুই জন করিয়া দুই ভূতেশ্বর হও এবং তোমরা যুদ্ধের সময় সদা ঘোরতর সংগ্রামে এই দুই বলশালী বীরদ্বয়ের সহায়তার জন্য অবশ্যই গমন করিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শর্ব্ব সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ১৫-১৭

তদনন্তর বল ও পরাক্রমসম্পন্ন হংস এবং ডিম্ভক সমস্ত

আমুক্তকবচৌ বীরাবজয্যৌ দেব-দানবৈঃ।
অত্যন্তভক্তৌ দেবেশে শঙ্করে নীললোহিতে ॥ ১৯
নিত্যোৎসবকরৌ দেবে ভস্মোদ্ধূলনশোভিনৌ।
কৃতত্রিপুণ্ড্রকৌ নিত্যং জটাযুক্তশিরোধরৌ ॥ ২০
রুদ্রাক্ষার্পিতসর্ব্বাঙ্গৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাবৃতৌ।
নমঃ শিবায় শান্তায় মহাদেবায় ধীমতে ॥ ২১
ইত্যাদিভির্মহাদেবং স্তুবন্তৌ নামভিঃ শিবম্।
সাক্ষাদিব মহাদেবৌ রেজতুর্জ্জলধারিণৌ ॥ ২২
ততঃ স্বভবনং গত্বা পিতুঃ পাদাবগৃহ্নতাম্।
পিতুশ্চ সখ্যুর্বলিনৌ মাতুশ্চ চরণৌ তদা ॥ ২৩
জনার্দ্দনোঽপি ধর্ম্মাত্মা কালেন মহতা নৃপ।
বিদ্যাপারং মহাবুদ্ধির্যুক্তেনাসাবুপেয়িবান্ ॥ ২৪
স চ বিষ্ণুং হৃষীকেশং পীতকৌশেয়বাসসম্।
ব্রহ্মতত্ত্বপরো নিত্যমুপাস্তে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫
হংসশ্চ ডিম্ভকশ্চৈব কৃতদারৌ বভূবতুঃ।
জনার্দ্দনোঽপি ধর্ম্মাত্মা কৃতদারো বভূব হ ॥ ২৬
সর্ব্বে তে যজ্ঞনিরতাঃ পঞ্চযজ্ঞপরাস্তথা।
স্বদারনিরতাঃ সর্ব্বে গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ।
ধর্ম্ম এব পরং শ্রেয় ইতি তে মেনিরে নৃপ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫

অস্ত্রবিদ্, অস্ত্রসঙ্করযুক্ত, ধনুর্দ্ধর এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া যাইলেন। ১৮

কবচবন্ধন করিয়া এই দুই বীর যখন যুদ্ধে উপস্থিত হইতেন, তখন সমস্ত দেবতা ও দানবগণের পক্ষেও ইঁহাদিগকে জয় করা অসম্ভব হইয়া যাইত। দেবেশ্বর নীললোহিত ভগবান্ শঙ্করে ইঁহাদের অত্যন্ত ভক্তি ছিল। ১৯

ইঁহারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে নিত্য উৎসবের আয়োজন করিতেন, নিজেদের অঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া সুশোভিত হইতেন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতেন এবং সদা মস্তকে জটা ধারণ করিতেন। ২০

সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতেন, নিজেদের অঙ্গকে ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিতেন এবং 'পরম বুদ্ধিমান্ শান্তস্বরূপ মহাদেবকে নমস্কার' ইত্যাদি নামসমূহের দ্বারা মহাদেব শিবের স্তুতি করিতেন। এই ভাবে সেই দুই রাজকুমার হংস ও ডিম্ভক নিজেদের আর্দ্র (ভিজা) জটাসমূহে জল ধারণ করত সাক্ষাৎ গঙ্গাধর মহাদেবের দুই বিগ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২১-২২

তদনন্তর এই দুই বলবান্ বীর হংস ও ডিম্ভক নিজ গৃহে যাইয়া পিতার চরণদ্বয় ধারণ (করত প্রণাম) করিলেন, পিতার সখা মিত্রসহের পাদদ্বয় স্পর্শ (করত প্রণাম) করিলেন এবং মাতার চরণদ্বয় স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ২৩

নৃপ জনমেজয়! তখন বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মাত্মা জনার্দনও দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যয়ন করত যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইলেন। ২৪

তিনি নিজের ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্তায় তৎপর থাকিয়া নিত্য নিরন্তর ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক, রেশমী পীতাম্বরধারী ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিতে লাগিলেন। ২৫

তারপর হংস ও ডিম্ভক দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করিলেন এবং ধর্ম্মাত্মা জনার্দনও পত্নীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ২৬

ইঁহারা সকলে যজ্ঞরত, পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ এবং নিজেদেরই পত্নীতে অনুরক্ত থাকিয়া গুরুজনদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। নৃপ জনমেজয়! তখন তাঁহারা ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে, ধর্ম্মই পরম কল্যাণকারী। ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

হংস-ডিম্ভকয়োর্মৃগয়া । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ কদাচিত্তৌ বীরৌ মৃগয়ামাটতুঃ কিল
জনার্দ্দনেন সহিতৌ রথৈরশ্বৈর্গজৈরপি ॥ ১
বনং গত্বা তু তৌ বীরৌ সিংহব্যাঘ্রাংশ্চ জঘ্নতুঃ
শিতৈর্বাণৈর্মহারাজ বরাহানথ সর্ব্বশঃ ॥ ২
ব্যালানন্যান্মৃগান্ হিংস্রান্ শ্বভিশ্চ সহিতৌ নৃপ ।
এষ আয়াতি বিপুলো বরাহো দীর্ঘলোচনঃ ॥ ৩
এনং বাণেন সংছিন্ধি যাতি চায়ং মৃগাধিপঃ ।
অয়মন্যোঽথ মহিষঃ শৃঙ্গপ্রোতসরীসৃপঃ ॥ ৪
এতে খলু মৃগাঃ সার্দ্ধং শাবৈর্ধাবন্তি সর্ব্বশঃ ।
এতদ্ভ্রমতি সর্ব্বত্র ভীতং শশকুলং মহৎ ॥ ৫
শাবং স্তনং পিবৎ সাধু ন হন্তব্যমিদং শুভম্ ।
গ্রহীতব্যমিদং সর্ব্বৈঃ নিরুধ্য শ্বগণৈরিহ ॥ ৬
ইত্যাদিশব্দঃ সুমহান্ মৃগয়াং কুর্ব্বতোঃ নৃপ
ক্ষত্রিয়াণাং নৃপশ্রেষ্ঠ ব্যাধানাঞ্চৈব ধাবতাম্ ॥ ৭
হত্বা মৃগান্ সুবহুশো ব্যাঘ্রান্ সিংহান্ নৃপোত্তমৌ ।
শ্রমঞ্চ জগ্মতুর্বীরৌ মধ্যং যাতে দিবাকরে ॥ ৮
অলং হি মৃগয়াস্মাকং শ্রমঃ সমুপজায়তে ।
ইত্যূচতুর্মহারাজ পুষ্করং জগ্মতুঃ সরঃ ॥ ৯
সরঃসমীপমাগম্য মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্ ।
বীজ্যমানৌ মরুতসানূপঃ শ্রমাত্তত্র সুখস্থিতৌ ॥ ১০
ততো জনাঃ সরঃসর্ব্বে বিগাহ্য শ্রমকর্ষিতাঃ ।
বিসান্ প্রবালান্ পদ্মানাং ভক্ষয়ামাসুরার্ত্তবৎ ॥ ১১
জনার্দ্দনেন সহিতৌ হংসো ডিম্ভক এব চ ।
সরঃ কচিৎ সমাশ্রিত্য শ্রমং সন্ত্যজ্য তিষ্ঠতঃ ॥ ১২
বিশ্রম্য সরসস্তীরে তদাসাতে সুখং নৃপৌ ।
অশৃণ্বাতাং পরং ত্রক্ষ মুনিমুখ্যৈঃ সমীরিতম্ ॥ ১৩

---

## ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

হংস ও ডিম্ভকের মৃগয়া । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর কোনও এক সময়ে সেই দুই বীর হংস ও ডিম্ভক জনার্দ্দনকে সঙ্গে লইয়া রথ, হস্তী ও অশ্বগণের দ্বারা মৃগয়া করিবার জন্য গমন করিলেন । ১

মহারাজ ! বনে যাইয়া এই দুই বীর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বধ করিতে লাগিলেন । ২

নৃপ জনমেজয় ! সেই সময় দুই ভ্রাতা কুকুরদলের সহিত থাকিয়া সর্প ও অন্যান্য বহু হিংস্র পশুদিগকে বধ করিলেন । নৃপশ্রেষ্ঠ ! সেই সময় মৃগয়া করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে ধাবমান ক্ষত্রিয় ও ব্যাধগণের এই মহাকোলাহল শব্দ চারিদিকে শুনা যাইল—এই দীর্ঘনয়ন বিশাল বরাহ আসিতেছে, এই সিংহ যাইতেছে, ইহাকে বাণের দ্বারা ছেদন কর । এই অন্য এক মহিষ যাইতেছে, ইহার শৃঙ্গে সর্প প্রোথিত আছে । এই সব মৃগগণ নিজেদের শাবকদের ( বাচ্ছাদের ) সহিত বাধা অনুভব করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে । এই বিশাল খরগোশদল ভয়ভীত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে । এই এক ক্ষুদ্র শাবক স্তন পান করিতেছে, ইহাকে বধ করিও না, ইহা করিলে ভালই হইবে । এই সবকে কুকুরদলের দ্বারা ঘিরিয়া জীবিত অবস্থাতেই গ্রহণ কর । এই সব শব্দ তখন শুনা যাইতে লাগিল । ৩-৭

নৃপশ্রেষ্ঠ বীর হংস ও ডিম্ভক সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইলে পর অর্থাৎ দিবা দ্বিপ্রহরে বহুসংখ্যক হিংস্র পশু, ব্যাঘ্র ও সিংহ বধ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন । ৮

মহারাজ ! ইহারা দুই জনে বলিলেন,—এখন আমাদের মৃগয়া করা বন্ধ করিয়া দাও ; কারণ, আমাদের মধ্যে ক্লান্তি আসিয়াছে । এই কথা বলিয়া তাঁহারা পুষ্কর সরোবর অভিমুখে গমন করিলেন । ৯

সরোবরের তীরে আসিয়া তাঁহারা উভয়ে সেখানে পরিশ্রমবশতঃ সুখে উপবেশন করিলেন । সেস্থান মুনি এবং সিদ্ধগণের দ্বারা সেবিত ছিল এবং সেই সকল প্রদেশে তখন মন্দ মন্দ বায়ু একরূপভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, যেন বীজন করিতেছে । ১০

তদনন্তর পরিশ্রমে শ্রান্ত সকল মানুষই সেই সরোবরে স্নান করিয়া যেন ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া প্রবাল ( কঁচি পাতা ) ও পদ্মসমূহের বিস(মৃণাল)-সকল ভক্ষণ করিতে লাগিল । ১১

জনার্দ্দনের সহিত হংস এবং ডিম্ভকও সেই সরোবরের কোনও এক তীর আশ্রয় করত নিজেদের শ্রম পরিহার করিয়া উপবিষ্ট রহিলেন । ১২

সরোবরে তীরে বিশ্রাম গ্রহণ করত যখন সেই দুই নরপতি

মধ্যন্দিনং তথা সর্ব্বৈঃ সবনং সম্বরং নৃপৌ
ততঃ প্রীতৌ নৃপৌ ভূত্বা শ্রুত্বা বেদধ্বনিং তদা ॥ ১৪
ঐচ্ছেতাং তৌ তদা দ্রষ্টুং যজ্ঞং মুনিকৃতং তদা
স্থাপয়িত্বা ততঃ সেনাং সর্ব্বাং মৃগসমন্বিতাম্ ॥ ১৫
আদায় চ মহাচাপে শরান্ কতিচিদেব চ
জনার্দ্দনস্তদা বীরৌ হংসো ডিম্ভক এব চ ॥ ১৬

পদাতিনৌ মহারাজ জগ্মতুস্তাশ্রমং কিল
মহর্ষেঃ কাশ্যপস্যাথ সত্রং বৈষ্ণবসংজ্ঞকম্ ।
যজতো মুনিভিঃ সার্দ্ধং জপহোমপরায়ণৈঃ ॥ ১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে মৃগয়াবর্ণনে
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

হংস ও ডিম্ভক সুখে বসিয়াছিলেন, তখন প্রধান প্রধান মুনিগণের দ্বারা উচ্চারিত উত্তম বেদবাণী শ্রবণ করিলেন। ১৩

সেই দুই নরপতি মধ্য দিবসীয় সবনের সময় সকলের সহিত সত্বর বেদপাঠ শ্রবণ করিলেন। সেই সময় সেই বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া এই দুই নরপতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং মুনিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই যজ্ঞ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৪৷

মহারাজ! তদনন্তর মৃগগণের সহিত সেই সব সৈন্যবাহিনীকে সেখানে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং দুইটি বড় বড় ধনু ও কিছু বাণ গ্রহণ করিয়া জনার্দনের সহিত সেই দুই বীর হংস ও ডিম্ভক পদব্রজেই সেই মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমে যাইলেন, যিনি জপ ও হোমপরায়ণ মুনিগণের সহিত বৈষ্ণবনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। ১৫-১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে মৃগয়াবর্ণনবিষয়ক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ সসৈন্য-হংস-ডিম্ভকয়োঃ পুষ্করতীরে বিশ্রামঃ, মহর্ষি-কশ্যপস্য বৈষ্ণবযজ্ঞ-দর্শনম্, দুর্বাসঃপ্রভৃতি-যতীনাং সমীপং গত্বা তান্-প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
জনার্দ্দনশ্চ ধর্ম্মাত্মা হংসো ডিম্ভক এব চ।
সদঃ প্রবিশ্য সত্রস্য নমশ্চক্রুর্মুনীশ্বরান্ ॥ ১
তানাগতান্ মহাত্মানো মুনয়ঃ শিষ্যসংবৃতাঃ।
অর্ঘ্যপাদ্যাসনাদীনি চক্রুঃ পূজাং প্রযত্নতঃ ॥ ২
তৌ নৃপৌ স চ বিপ্রেন্দ্রঃ সপর্য্যাং প্রতিগৃহ্য চ।
প্রীতাত্মানো মহাত্মান আসতে সসুখং নৃপ ॥ ৩

ততো হংসো বভাষে তান্মুনীন্ সংযতবাঙ্ নৃপ
পিতা হি নৌ মুনিশ্রেষ্ঠা যষ্টুমৈচ্ছৎ সসাধনঃ ॥ ৪
গন্তব্যং তত্র যুষ্মাভিঃ সত্রান্তে মুনিসত্তমাঃ।
রাজসূয়েন যজ্ঞেন কৃত্বা দিগ্বিজয়ং বয়ম্ ॥ ৫
যাজয়িষ্যামহে বিপ্রাঃ পিতরং ধার্ম্মিকং নৃপম্।
আয়াস্তু তত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ সশিষ্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৬

### সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

[ সৈন্যসহ হংস ও ডিম্ভকের পুষ্করতীরে বিশ্রাম, মহর্ষি কাশ্যপের বৈষ্ণব-যজ্ঞদর্শন এবং দুর্বাসা প্রভৃতি যতিগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের প্রতি নিজের অশ্রদ্ধা প্রদর্শন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সময় ধর্ম্মাত্মা জনার্দন, হংস ও ডিম্ভক সেই যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করত সেই সব মুনীশ্বরগণকে প্রণাম করিলেন। ১

শিষ্যদিগের সহিত সেই মহাত্মা মুনিগণ অর্ঘ্য, পাদ্য এবং আসনাদি দিয়া সেখানে উপস্থিত সেই অতিথিদিগকে যত্ন পূর্ব্বক সৎকার করিলেন। ২

নৃপ জনমেজয়! সেই দুই নরপতি এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠ জনার্দন এই তিন মহাত্মা মুনিগণের সেই সৎকার গ্রহণ করত মনে মনে প্রসন্ন হইয়া সেখানে সুখে উপবেশন করিলেন। ৩

রাজন্! তাহার পর বাক্‌সংযমী হংস সেই মুনিগণকে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমাদের উভয়ের পিতা সাধনসহ রাজসূয় যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। ৪

মুনিবরগণ! এই সত্রের (যজ্ঞের) শেষে আপনারা আমাদের পিতার সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইবেন। ব্রাহ্মণগণ! আমরা দিগ্বিজয় করিয়া আমাদের পিতা ধর্ম্মাত্মা নরপতিকে দিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইব। সেই যজ্ঞে শিষ্যগণ ও অগ্নিহোত্রাদির সামগ্রীসহ আপনারা সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত হইবেন। ৫-৬

বয়মত্রৈব সহিতৌ দিশো জেষ্যামহে বয়ম্।
শক্তা বয়মিহৈবৈতৎ কর্ত্তুং সৈনিকসঙ্কয়ৈঃ ॥ ৭
আবয়োঃ পুরতঃ স্থাতুং ন শক্তা দেব-দানবাঃ।
কৈলাসনিলয়াদ্দেবাদ্ বরং লব্ধাঃ স্ম যত্নতঃ ॥ ৮
অজয্যৌ শক্রসঙ্ঘানামস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব হংসো মদবলান্বিতঃ ॥ ৯

মুনয় উচুঃ।

যদি স্যাৎ তত্র গচ্ছামো বয়ং শিষ্যৈর্নৃপোত্তম।
আস্মহে বান্যথা রাজন্নিত্যূচুঃ কিল তাপসাঃ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো দেশান্মহারাজ গন্তুং নিশ্চিতমানসৌ।
পুষ্করস্যোত্তরং তীরং দুর্ব্বাসা যত্র তিষ্ঠতি ॥ ১১
যতয়ো নিয়তা ভূত্বা মন্ত্রব্রহ্মনিষেবিণঃ।
ব্রহ্মসূত্রপদে সক্তাস্তদর্থালোকতৎপরাঃ ॥ ১২
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ কৌপীনাচ্ছাদনব্রতাঃ
তমাত্মানং জগদ্যোনিং বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরং বিভুম্ ॥ ১৩
ব্রহ্মরূপং শুভং শান্তমক্ষরং সর্ব্বতোমুখম্।
বেদান্তমূর্ত্তিমব্যক্তমনন্তং শাশ্বতং শিবম্ ॥ ১৪
নিত্যযুক্তং বিরূপাক্ষং ভূতাধারমনাময়ম্।
ধ্যায়ন্তঃ সর্ব্বদা দেবং মনসা সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১৫
দুর্ব্বাসসা সদোপাস্যং বেদান্তৈকরসং গুরুম্।
তর্কনিশ্চিততত্ত্বার্থা জ্ঞাননির্ম্মলচেতসঃ ॥ ১৬
হংসাঃ পরমহংসাশ্চ শিষ্যা দুর্ব্বাসসঃ প্রভো।
গত্বা তত্র মহাত্মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা তূর্দ্ধরেতসম্ ॥ ১৭
দুর্ব্বাসসং মহাবুদ্ধিং বিচিন্বানং পরং পদম্।
ক্রুদ্ধো যদি স দুর্ব্বাসা দগ্ধুং লোকানিমান্ ক্ষমঃ ॥১৮
দেবা অপি চ যং দ্রষ্টুং ক্রুদ্ধং বৈ ন ক্ষমাঃ সদা।
রোষমূর্ত্তিঃ সদা যস্তু রুদ্রাত্মা বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ১৯

---

আমরা দুই ভ্রাতা সদা এক সঙ্গেই অবস্থান করি এবং আমাদের সহিত জনার্দ্দনও আছেন। আমরা তিনজনে আজই দিগ্‌বিজয় করিতে আরম্ভ করিব। এইস্থানেই নিজ সৈন্যসমুদায়ের সহিত আমরা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারি; কারণ, আমাদের সম্মুখে যুদ্ধে দানবগণ ও দেবতারাও অবস্থান করিতে পারেন না। আমরা কৈলাসবাসী মহাদেবের নিকট হইতে যত্নসহকারে বরলাভ করিয়াছি। আমরা-শত্রুগণের দ্বারা অজেয় হইয়াছি এবং আমাদের নিকট নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহও রহিয়াছে। এই কথা বলিয়া বলের মদে উন্মত্ত হংস নীরব হইলেন। ৭-৯

মুনিগণ বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! যদি আপনার যজ্ঞ হয়, তবে আমরা শিষ্যগণের সহিত উহাতে অবশ্যই যাইব। রাজন্! অন্যথা (যদি এই যজ্ঞ না হয় তবে) আমরা এস্থানে থাকিব। এইরূপ সেই তপস্বী মুনিগণ উত্তরদান করিলেন। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়া তাঁহারা উভয়ে পুষ্করের উত্তর তীরে গমন করিলেন, যেস্থানে দুর্ব্বাসামুনি রহিয়াছেন। ১১

সেস্থানে যতিগণ শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহে পালন করিতে থাকিয়া মন্ত্রময় ব্রহ্ম (প্রণব) জপ ও তাঁহার অর্থ চিন্তা করিতে ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিয়া তাঁহাদের অর্থের (ব্রহ্মের) সাক্ষাৎকারের জন্য যত্নপরায়ণ ছিলেন। ১২

ইঁহারা মমতা ও অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা কৌপীন ও আচ্ছাদন (চাদর) বস্ত্র ধারণ করিতেন। যিনি সকলের আত্মা, জগতের উৎপত্তির কারণ, সর্ব্বব্যাপী, সম্পূর্ণ বিশ্বের (চতুর্দ্দশ ভুবনের) নিয়ন্তা, বিভু, ব্রহ্মস্বরূপ, শুভ, শান্ত, অক্ষর (অবিনাশী), সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট, বেদান্তস্বরূপ, অব্যক্ত, অনন্ত, সনাতন, কল্যাণময়, নিত্যযুক্ত, বিরূপাক্ষ (রুদ্র-স্বরূপ), সমস্ত ভূতগণের আধার, অনাময়, সর্ব্বতোমুখ (সর্ব্ব-প্রধান), দুর্ব্বাসার দ্বারা সদা উপাসনীয়, বেদান্তৈকরস এবং গুরু-স্বরূপ, সেই পরমাত্মদেবকে এই যতিগণ নিজ মনের দ্বারা সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছিলেন। ১৩-১৫½

প্রভাবশালী জনমেজয়! সেই হংস ও পরমহংস নামক সন্ন্যাসিগণ মুনিবর দুর্বাসার শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা তর্কযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা পরমার্থের নিশ্চয় করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানের আলোকে ইঁহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। ১৬½

সেই দুই মহাত্মা নরপতি হংস ও ডিম্ভক সেস্থানে উপস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী), পরমবুদ্ধিমান্ ও পরম পদের অনুসন্ধানে তৎপর দুর্বাসামুনিকে দর্শন করিলেন। ১৭½

এই দুর্বাসা মুনি যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে এই সম্পূর্ণ লোকসকলকে তিনি দগ্ধ করিতে পারেন। ক্রুদ্ধাবস্থায় দেবগণও তাহাকে কখনও দর্শন করিবার সাহস করিতে পারেন না। ইনি সদা সাক্ষাৎ রোষমূর্ত্তি ছিলেন। ইঁহাকে বিশ্বরূপধারী রুদ্রাত্মা বলা হইয়া থাকে। ১৮-১৯

রক্তকৌপীনবসনো হংসঃ পরম এব চ।
দৃষ্টৈনঞ্চ তয়োরেবং বুদ্ধিরাসীন্মহামতে ॥ ২০
কো নামাসৌ মহাভূতঃ কাষায়ী বর্ণবিত্তমঃ।
কশ্চায়মাশ্রমো নাম বিহায় চ গৃহাশ্রমম্ ॥ ২১
গৃহস্থ এব ধর্ম্মাত্মা গৃহস্থো ধর্ম্মবিত্তমঃ।
গৃহস্থো ধর্ম্মরূপস্তু গৃহস্থো বর্ণ এব চ ॥ ২২
গৃহস্থশ্চ সদা মাতা প্রাণিনাং জীবনং সদা।
তং বিনান্যেন রূপেণ বর্ত্ততে যোঽতিমূর্খবৎ ॥ ২৩
উন্মত্তোঽয়ং বিরূপোঽয়মথবা মূর্খ এব চ
ধ্যায়ন্নিব সদা চায়মাস্তে বঞ্চয়িতাপি বা ॥ ২৪
কিমেতে প্রাকৃতজ্ঞানা ধ্যায়ন্ত ইতি কিঞ্চন
বয়মেতান্ দুরারোহানাশ্রমান্তরকল্পকান্ ॥ ২৫

ইনি গেরুয়াবর্ণের কৌপীন বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং পরমহংসস্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। মহামতে! ইঁহাকে দর্শন করিয়া সেই দুই নরপতি হংস ও ডিম্ভকের মনে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল ॥ ২০

ইনি কোন্ মহাভূত? যিনি কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন বর্ণবিভাগবিদ্ বিদ্বান্‌গণের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে (কারণ, ইঁহার মধ্যে কোন বর্ণেরই চিহ্ন নাই.) এবং গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ইনি যে আশ্রমে রহিয়াছেন, সেই আশ্রমের নামই বা কি? ২১

গৃহস্থই ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই ধর্ম্মস্বরূপ এবং গৃহস্থই বর্ণময় অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যময় ॥ ২২

গৃহস্থ সদা সকল প্রাণিগণকে মাতার ন্যায় পালনকারী এবং সর্ব্বদা তাহাদের জীবন রক্ষাকারী। সেই গৃহস্থ আশ্রমকে ত্যাগ করিয়া যে অন্যরূপে ব্যবহার করে, সে অত্যন্ত মূর্খেরই সমান ॥ ২৩

ইনি উন্মত্ত (পাগল), বিচিত্ররূপধারী অথবা মূর্খই। ইনি যেন কোনও কিছু ধ্যান করিতে করিতে বসিয়া আছেন; কিন্তু

স্থাপয়িষ্যামহে সর্ব্বান্ মন্দবুদ্ধীনিমান্ গৃহে।
বলাদেব দ্বিজানেতান্মূঢবিজ্ঞানতৎপরান্ ॥ ২৬
অসদ্গ্রাহগৃহীতাংস্ত বালিশান্ দুর্ম্মতীনিমান্।
এষাং শাস্তা চ কো মূঢ়ো ন বিপ্রো বয়মত্র হ ॥ ২৭
ধর্ম্মো বর্ত্মনি সংস্থাপ্য পুনর্যাস্যাব নির্বৃতৌ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তৌ বীরৌ বিপ্রেণ সহিতৌ নৃপ ॥ ২৮
জনার্দ্দনেন রাজানৌ মোহাদ্ভাগ্যক্ষয়ান্নৃপ।
সমীপং তস্য রাজেন্দ্র যতেঃ সংযতচেতসঃ ॥ ২৯
গত্বা চ প্রোচতুরুভৌ দুর্ব্বাসসমতীন্দ্রিয়ম্।
যতীংশ্চ নিয়তান্ ক্রুদ্ধৌ রাজানৌ রাজসত্তম ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

ইঁহাকে এক বঞ্চক (প্রতারক) বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ২৪

প্রাকৃত সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট এই মনুষ্যগণ যেন কোনও কিছু ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু ইঁহাদের পক্ষে উন্নতির পথে আরোহণ করা সর্ব্বথা কঠিনই হইবে। ইঁহারা অন্য কোনও আশ্রমের পরিকল্পনা করিতেছেন। আমরা এই সমস্ত মন্দমতি ও মূঢ় জ্ঞাননিষ্ঠ দ্বিজগণকে বলপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে স্থাপিত করিব ॥ ২৫-২৬

কারণ, এই মূর্খগণ দুরাগ্রহে গৃহীত ও ইঁহাদের বুদ্ধি অতিশয় নীচগামিনী হইয়াছে। ইঁহাদের সকলকে উপদেশদানকারী এই কোন্ মূর্খ বসিয়া রহিয়াছে! এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয়। আমরা যখন এস্থানে আসিয়াছি, তখন ইঁহাদের গুরুকেই ধর্ম্মপথে স্থাপিত করিয়া তারপর সন্তুষ্টচিত্তে এস্থান হইতে গমন করিব ॥ ২৭½

নৃপ জনমেজয়! এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনের সহিত সেই দুই বীর রাজা হংস এবং ডিম্ভক মোহবশতঃ অথবা ভাগ্যক্ষয়বশতঃ সেই সংযতচিত্ত যতির নিকটে গমন করিলেন। রাজেন্দ্র! রাজশ্রেষ্ঠ! সেস্থানে গমন করত ক্রুদ্ধ সেই দুই রাজা ইন্দ্রিয়াতীত দুর্ব্বাসা ও নিয়ম-পরায়ণ যতিগণকে বলিলেন ॥২৮-৩০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে হংস এবং ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হংস-ডিম্ভকাভ্যাং সন্ন্যাসিনাং নিন্দা, জনার্দনেন সন্ন্যাসাশ্রমস্য প্রশংসা চ

হংস-ডিম্ভকাবূচতুঃ।

জ্ঞানলেশাদ্ বিহীনাত্মন্ কিং তে ব্যবসিতং দ্বিজ।
কশ্চায়মাশ্রমো বিপ্র ভবতা যঃ সমাশ্রিতঃ ॥১
গৃহমেধং পরিত্যজ্য কিং ত্বয়া সাধিতং পদম্।
দম্ভ এব ভবান্ ব্যক্তং শঙ্কে নাত্যাত্র কারণম্ ॥ ২
লোকাংশ্চেমান্ সদা মূঢ় নাশয়িষ্যসি নির্বৃতঃ
এতান্ সর্ব্বান্ বিনেতাসি নরকে পাতয়িষ্যসি ॥ ৩
স্বয়ং নষ্টঃ পরান্ মূর্খ নাশয়িষ্যসি যত্নতঃ
অহো শাস্তা কথং নাস্তি তব মন্দমতেদ্বিজ ॥ ৪
সর্ব্বথা ত্বদ্‌বিনেতা চ পাপো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ত্যক্ত্বেমমাশ্রমং বিপ্র গৃহী ভব যতাত্মবান্ ॥ ৫
পঞ্চযজ্ঞান্ সদা বিপ্র কুরু যত্নপরো ভব।
ততঃ স্বর্গং পরং গত্বা স্বর্গে হি সুমহৎ সুখম্ ॥ ৬
এষ শ্রেয়ঃপথো বিপ্র জীবিতে চেৎ স্পৃহা তব।
ইত্যুক্তবন্তৌ ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা বিপ্রো জনার্দ্দনঃ ॥ ৭
উবাচ চ যতিং দৃষ্ট্বা প্রণম্যাসৌ সুনীতবৎ।
মা ক্রতামীদৃশং বাক্যং রাজানৌ মন্দতেজসৌ ॥৮
অশ্রাব্যমীদৃশং ঘোরং লোকয়োরুভয়োরপি।
কো বন্ধুনীশো মন্দাত্মা যদি জীবেৎ সবান্ধবঃ ॥ ৯
সর্ব্বথা কাল এবায়ং যুবয়োর্মন্দচেতসোঃ।
সমাপ্ত আয়ুষঃ শেষো ব্রহ্মদণ্ডহতৌ যুবাম্ ॥ ১০
এতে হি যতয়ঃ শুদ্ধা জ্ঞানদীপিতচেতসঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ১১

## অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[ হংস ও ডিম্ভক কর্তৃক সন্ন্যাসিগণের নিন্দা এবং জনার্দন কর্তৃক সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশংসা। ]

হংস ও ডিম্ভক বলিলেন,—দ্বিজ! তুমি ইহা কি নিশ্চয় করিয়াছ? তোমার অন্তঃকরণ ত' লেশমাত্র জ্ঞান হইতেও শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। বিপ্র! তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছ, ইহা কোন্ আশ্রম? ১

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তুমি কোন্ অভিলষিত বস্তুর সিদ্ধিলাভ করিয়াছ? আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি স্পষ্টই মূর্ত্তিমান্ দম্ভ; ইহা ব্যতীত এই ত্যাগের অন্য কোনও কারণ নাই। ২

মূঢ়! তুমি এই সব লোকসকলকে নাশ করাইবে এবং ইহাতেই সুখ বলিয়া মনে করিবে। তুমি ইহাদের সকলের শিক্ষক হইয়াছ, অতএব নিজের সহিত ইহাদিগকেও নরকে পাতিত করিবে। ৩

মূর্খ ব্রাহ্মণ! তুমি ত' স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ এবং অন্য ব্যক্তিদিগকেও যত্নপূর্ব্বক নাশ করাইবে। অহো! মন্দবুদ্ধি তোমার ন্যায় দ্বিজকে কেহ শাসন করে নাই কেন? যে তোমাকে এই শিক্ষা দিয়াছে, সে-ও সর্ব্বথা পাপী; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪২

বিপ্র! এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহী হও এবং মনকে সংযত রাখ। ব্রাহ্মণ! পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর এবং সেইজন্যই নিরন্তর বিশেষ চেষ্টা করিয়া যাও। তদনন্তর উত্তম স্বর্গলোকে যাইয়া সুখী হও; কারণ, স্বর্গলোকে মহাসুখ ভোগ হয়। বিপ্র! ইহাই কল্যাণের পথ; যদি তোমার যাইবার ইচ্ছা হয়, তবে উহাই কর। ৫-৬২

ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ জনার্দন এই দুই জনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যতি দুর্ব্বাসার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অত্যন্ত বিনীতের ন্যায় তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজের মিত্রদ্বয়কে বলিলেন। ৭২

রাজদ্বয়! তোমাদের উভয়েরই বুদ্ধি ও তেজ মন্দ হইয়া গিয়াছে; এরূপ কথা বলিও না। এরূপ ঘোর অমঙ্গলকারী বাক্য ইহলোক ও পরলোকেও শুনিবার যোগ্য নহে; কারণ, কোনও মন্দবুদ্ধি মানব যদি সে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে এরূপ কথা বলিতে পারে? ৮-৯

এই মহাত্মা মন্দমতি দুই রাজা তোমাদের পক্ষে সর্ব্বথা কালরূপী। মনে হইতেছে তোমাদের শেষ আয়ুও আজ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তোমরা দুইজনে ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা নিহত হইয়াছ। ১০

এই ইঁহারা সকলে শুদ্ধ হৃদয়বিশিষ্ট যতি (সন্ন্যাসী)। ইঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানে তেজে প্রকাশিত। ইঁহারা জ্ঞানরূপী অগ্নির দ্বারা নিজেদের সঞ্চিত সম্পূর্ণ কর্ম্মরাশিকে দগ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ইঁহারা এখন নিজেদের প্রাণকে প্রাণরূপী অগ্নিতেই হোম করিতেছেন। ১১

শ্রুতে বামীদৃশং বাক্যং কঃ সমর্থো হ্যনুক্রবন্ ।
সর্ব্বথা জ্ঞাতমস্মাভিঃ সমাপ্তমিহ জীবিতম্ ॥ ১২
চত্বার আশ্রমাঃ পূর্ব্বমৃষিভির্বিহিতা নৃপৌ ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ ॥ ১৩
তেষামগ্রশ্চতুর্থোঽয়মাশ্রমো ভিক্ষুকঃ স্মৃতঃ ।
আস্তে তস্মিন্ মহাবুদ্ধিঃ স হি পুণ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
নোপাসিতা ভবদ্ভ্যাঞ্চ বৃদ্ধাঃ সম্যগ্ বিনীতবৎ
জ্ঞানং নাপ্তং তপস্বিভ্যস্তথা চৈবং বদেত কঃ ॥ ১৫
অশ্রাব্যমীদৃশং ঘোরং ময়া প্রাণভৃতা নৃপ
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মন্ মিত্রত্বাদ্ভবতো নৃপ ॥ ১৬

এরূপ মহাত্মগণের প্রতি তোমরা দুইজন ব্যতীত অন্য কোন্ মানুষ বারংবার এরূপ অনুচিত কথা বলিতে সমর্থ হইবে? আমরা এখন সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের দুই জনের জীবন এখানেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১২

নৃপদ্বয়! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ পুরাকালেই চার আশ্রমের বিধান করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের নাম হইল,—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ভিক্ষুক (সন্ন্যাসী)। ১৩

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই চতুর্থ আশ্রম, যাহার নাম ভিক্ষুক বা সন্ন্যাস বলিয়া কথিত আছে। এই আশ্রমে যাহার মহত্ত্বপূর্ণ বুদ্ধি আছে, তাঁহাকেই অধিক পুণ্যাত্মা বলা হইয়াছে। ১৪

তোমরা দুইজনে বিনীত পুরুষের ন্যায় ভালভাবে কোনও বৃদ্ধ পুরুষের উপাসনা বা সেবা কর নাই এবং তপস্বী মুনিগণ হইতে জ্ঞানলাভ কর নাই, এই কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; অন্যথা সেইরূপ সৎসঙ্গ ও জ্ঞানপ্রাপ্ত কোন্ পুরুষ এরূপ কথা বলিতে পারে? ১৫

জ্ঞানং যদাপ্তং ভবতা গুরুভ্য-
তদত্র দুঃখায় হি কেবলং নৃপ ।
জ্ঞানং হি ধর্ম্মপ্রভবং যথেষ্টং
বলাদ্ধি পাপস্য বিধাতৃরূপম্ ॥ ১৭
যুবাং বিহায় যাস্যে বা পতেয়ং বা শিলাতলম্ ।
পিবেয়ং বা বিষং ঘোরং পতেয়ং বা মহোদ্ধিষু ॥ ১৮
আত্মানং বাত্র সন্ত্যক্ষ্যে পশ্যতাং শৃণ্বতাং পুনঃ ।
ইত্যুক্ত্বা বিললাপৈবং মা ক্রতমিতি তৌ বদন্ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

নৃপ হংস! আমি প্রাণ থাকিতে এরূপ ঘোর অনুচিত শব্দ শ্রবণ করিতে পারি না; কিন্তু কি করি? মহাত্মন্! তুমি আমার মিত্র, সেইজন্য কিছু করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। ১৬

নৃপ! তুমি যে গুরুজনগণের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছ, তাহা ত' কেবল এসংসারে দুঃখেরই জনক হইয়াছে। যে জ্ঞান ধর্ম্মাচরণ হইতে লাভ হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট ফলদান করে। বল অথবা হঠের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান ত' পাপেরই বিধায়ক হয়। ১৭

আমি তোমাদের দুইজনকে ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া যাইব, কিংবা উচ্চভূমি হইতে শিলাতলে পতিত হইব বা ঘোর বিষপান করিব অথবা মহাসাগরের তরঙ্গে লাফাইয়া পড়িব ।১৮

অথবা তোমাদের সকলের দেখিতে শুনিতেই আত্মহত্যা করিব। এই কথা বলিয়া জনার্দন সেই দুই রাজাকে 'এরূপ কথা বলিও না, বলিও না' এই কথা বলিতে বলিতে এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস এবং ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ দুর্বাসসো রোষঃ, হংসেন তস্য তিরস্কারঃ, দুর্বাসসা ভ্রাতৃভ্যাং শাপদানম্, জনার্দনায় বরদানঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ ক্রুদ্ধোঽথ দুর্বাসা ধক্ষ্যন্নিব তয়োরসূন্
একেনাক্ষ্ণাথ দুর্বাসা রৌদ্রেণাগ্নিযুজা সদা ॥ ১
পশ্যংস্তৌ চ দুরাত্মানৌ রোষব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
কুর্বন্নিব তদা লোকান্ ভস্মভূতানিমান্ নৃপ ॥ ২
ব্রাহ্মণং চক্ষুষা পশ্যন্ সৌম্যেনান্যেন কেবলম্।
উবাচ বচনং রাজন্ ধ্বংসত ধ্বংসতেতি চ ॥ ৩
ইতো গচ্ছত রাজানৌ কিং বিলম্বত মা চিরম্।
ন বাং বচনসম্ভূতং রোষং ধারয়িতুং ক্ষমে ॥ ৪
অন্যথা বো মহীপালান্ সর্বান্ দগ্ধুং মহং ক্ষমঃ।
কিমতঃ সাহসং বক্তুং কশ্চ শক্নোতি মৎপুরঃ ॥ ৫
দর্পং বাং লোকবিখ্যাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
ব্যপনেষ্যতি মন্দজ্ঞৌ কিং বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥৬
তত উত্থায় ধর্মাত্মা গন্তুমৈচ্ছদ্ যতীশ্বরঃ।
ততো নিষেদ্ধুং হংসস্তং যততে স্ম যতীশ্বরম্ ॥ ৭
তস্য বাহুং সমাদায় হংসো নৃপবরোত্তম।
কৌপীনং চিচ্ছিদে ক্রূরঃ কৃতান্ত ইব সত্তম ॥ ৮
যতয়োঽন্যে পলায়ন্তি দিশো দশ বিচেতসঃ।
কষ্টং হেতি বদন্ বিপ্রো মিত্রভাবাজ্জনার্দনঃ ॥ ৯
ন্যবারয়দ্ যথাশক্তি কিমিদং সাহসং ত্বিতি।
দুর্বাসাঃ সত্যধর্মস্তু হন্তুমীশোঽপি তং ততঃ ॥ ১০
মন্দং মন্দমুবাচেদং হংসং ডিম্ভকমেব চ।
শাপেনাহং সমর্থোঽপি হন্তুং রাজকুলাধমৌ ॥ ১১
তথাপি ন করোম্যস্তং যতয়ো হ্যত্র তে বয়ম্।
যো হি দেবো জগন্নাথঃ কেশবো যাদবেশ্বরঃ ॥ ১২

## নবাধিকশততম অধ্যায়।

[ দুর্বাসার রোষ, হংস কর্তৃক তাঁহাকে তিরস্কার, দুর্বাসা কর্তৃক দুই ভ্রাতাকে শাপদান এবং জনার্দনকে বরদান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ক্রুদ্ধ দুর্বাসা সদা রৌদ্র অগ্নিযুক্ত এক নয়নের দ্বারা সেইভাবে দুই রাজকুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন সেই দুইজনের প্রাণ দগ্ধ করিবেন। ১

নৃপ! ইঁহার ইন্দ্রিয়গণ তখন রোষে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সেই সময় সেই দুই দুরাত্মা রাজকুমারের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন সম্পূর্ণ লোকসকলকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিবেন। ২

কিন্তু এই সঙ্গে তিনি সেই ব্রাহ্মণ জনার্দনের দিকে সৌম্যভাবযুক্ত দ্বিতীয় নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। রাজন্! এইরূপে দেখিতে দেখিতে তিনি সেই দুই রাজাকে বলিলেন,—অরে! নিজের স্বজনগণের নিকট পলাইয়া যাও। পলাইয়া যাও ॥ ৩

এস্থান হইতে যাও। কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র যাও। রাজদ্বয়! তোমাদের দুইজনের কথায় যে রোষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে আমি নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। ৪

চলিয়া যাও, অন্যথা আমি তোমাদের ন্যায় সমস্ত ভূপালগণকে দগ্ধ করিতে সমর্থ। ইহা হইতে অধিক দুঃসাহসের কথা আর কি হইতে পারে? কোন্ ব্যক্তি আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলিতে পারে? ৫

মন্দমতি রাজকুমারদ্বয়! এই সময় তোমাদের দুইজনকে কি বলিব? তোমাদের উভয়ের দর্পকে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী লোকবিখ্যাত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চূর্ণ করিয়া দিবেন। ৬

এই কথা বলিয়া ধর্মাত্মা যতীশ্বর দুর্বাসা সেস্থান হইতে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তখন হংস সেই যতিরাজকে নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। ৭

রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনমেজয় সজ্জনপ্রবর! কৃতান্তসদৃশ ক্রূর হংস দুর্বাসার বাহু ধরিয়া তাহার কৌপীন ছিঁড়িয়া দিলেন। ৮

ইহা দেখিয়া অন্য যতিগণ হতবুদ্ধি হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ জনার্দন মিত্রতাবশতঃ 'হায়! কষ্টের কথা' এরূপ বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি যথাশক্তি নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন এ কি দুঃসাহস করিতেছ? ৯½

সত্যধর্মপরায়ণ দুর্বাসা তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেও সেই সময় তিনি ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন। ১০½

রাজবংশের অধম পুরুষদ্বয়! যদিও আমি শাপের দ্বারা তোমাদের দুইজনকে বিনাশ করিতে সমর্থ, তথাপি তোমাদিগকে বিনাশ করিব না; কারণ, আমরা এখন যতিধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছি। ১১½

যিনি সম্পূর্ণ জগতের স্বামী, যদুবংশের নায়ক ও হস্তে শঙ্খ,

শঙ্খচক্রগদাপাণির্গর্ব্বং বাং ব্যপনেষ্যতি
লোকে তস্মিন্ যদুশ্রেষ্ঠে রক্ষত্যেবং জগৎপতৌ ॥ ১৩
যুবয়োঃ সর্ব্বথা জীবঃ সজ্জীব ইতি মে মতিঃ।
জরাসন্ধোঽপি বাং বন্ধুঃ স চ বন্ধুং ন চেচ্ছতি ॥ ১৪
ঈদৃশং লোকবিদ্বিষ্টং স হি ধর্ম্মপথে সদা
এতাবতা স বাং বন্ধুর্ন হি ভূয়ো ভবিষ্যতি ॥১৫
বিদ্বেষো যুস্ত বাং তস্য মাগধস্য মহীপতেঃ
শ্রুত্বেদং ঘোররূপং তু স হি বন্ধুঃ সহেত চেৎ ॥ ১৬
ধর্ম্মনাশো ভবেত্তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা
ইত্যুক্ত্বা গচ্ছ গচ্ছেতি হংসং প্রাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭

জনার্দ্দনমুবাচেদং দুর্ব্বাসা যতিসত্তমঃ।
স্বস্ত্যস্তু তব বিপেন্দ্র ভক্তিরস্তু জনার্দ্দনে ॥ ১৮
সংসৃজতিস্তব তস্যাস্তু শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ।
অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা সাধুরেব সদা ভবান্ ॥ ১৯
ন হি সাধোর্বিনাশোঽস্তি লোকয়োরুভয়োরপি।
গচ্ছ সর্ব্বং পিতুর্ব্রূহি জ্ঞাত্বা বৃত্তং যথাখিলম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে দুর্ব্বাসোভাষণে
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

চক্র এবং গদা ধারণ করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের ওই জনের দর্প চূর্ণ করিবেন ॥ ১২ ॥

এই যদুশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন জগতে এইরূপ সংরক্ষণ কার্য্য করিতেছেন, তখন তোমাদের উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ জীব সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ জীব, এইরূপই আমার অভিমত ; কারণ, ( তাঁহার হস্তে নিহত হইলে পর তোমাদের উভয়ের সদ্‌গতি লাভ হইবে। ) ॥ ১৩ ॥

তোমাদের দুইজনের সহায়ক বন্ধু জরাসন্ধও কখনও এরূপ বাক্য বলিতে ইচ্ছা করে না। সে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৪ ॥

তোমাদের এই অপরাধের জন্য জরাসন্ধ তখন পুনরায় তোমাদের বন্ধু থাকিবে না। সেই মগধদেশের ভূপতির সহিত তোমাদের বিদ্বেষ আরম্ভ হইবে ॥ ১৫ ॥

যদি তোমাদের এই ভয়ঙ্কর অপরাধের কথা শুনিয়াও সে বন্ধুভাবে ইহা নীরবে সহ্য করে, তবে তাহারও ধর্ম্মের নাশ হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে অন্য কিছু বিচারের অবশ্যকতা নাই ॥ ১৬ ॥

এই কথা বলিয়া দুর্ব্বাসা পুনরায় হংসকে বারংবার বলিলেন —চলিয়া যাও, চলিয়া যাও। তদনন্তর যতিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা জনার্দনকে এই কথা বলিলেন—বিপ্রবর! তোমার কল্যাণ হউক। ভগবান্ জনার্দনে তোমার ভক্তি হউক। শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী সেই ভগবানের সহিত তোমার আজ, আগামী কাল অথবা পরশ্ব দিবসে সাক্ষাৎকার হইবে। তুমি সদা সাধুস্বভাব হইয়াই থাকিবে ॥ ১৭-১৯

সাধু পুরুষের উভয় লোকে কখনও বিনাশ হয় না। যাও, সমস্ত ঘটনা জানিয়া নিজের পিতাকে সব বল ॥ ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে দুর্বাসার ভাষণবিষয়ক নবাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতীনাং মুনীনাং দ্বারকাগমনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তৌ হংস-ডিম্ভকৌ ক্রুদ্ধৌ কালেন চোদিতৌ।
শিক্যং কমণ্ডলুং চৈব দ্বিদলং দারুমেব চ ॥ ১
দণ্ডান্ পাত্রবিশেষাংশ্চ ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা চ সর্ব্বশঃ।
তস্মিন্ দেশে মহারাজ ব্যাধৈর্মাংসান্যদীদহন্ ॥ ২
ভক্ষয়িত্বা ততো দেশাৎ স্বপুরীং তৌ প্রজগ্মতুঃ।
জনার্দ্দনশ্চ ধর্ম্মাত্মা স্নেহাদন্বযযৌ তয়োঃ ॥ ৩
নষ্টাবিমাবিতি তদা স মেনে দুঃখিতঃ পরম্।
গতেষু তেষু সর্বেষু দুর্ব্বাসা যতিসত্তমঃ ॥ ৪
পলায়নপরান্ সর্ব্বানিদং প্রাহ যতীশ্বরান্।
ইতো দেশাদ্ বিনির্গত্য পুষ্করাৎ পুণ্যসংযুতাৎ ॥৫
মন্দং মন্দং সমাশ্বস্য বিশ্রমা চ ততস্ততঃ।
প্রবিশ্য দ্বারকাং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা চ তস্মৈ প্রভবে বক্ষ্যামো যতিসত্তমাঃ।
স হি রক্ষন্ জগদিদং ধর্ম্মবর্ত্মনি সংস্থিতঃ ॥ ৭
আদ্যো লোকগুরুর্বিষ্ণুর্যতাত্মা তত্ত্ববিৎপ্রিয়ঃ।
উদ্ধৃত্য কণ্টকান্ সর্ব্বাঞ্ছশাস পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৮
স চ পাপান্মহাঘোরান্ সর্বান্ পাপকৃতান্ প্রভুঃ।
রক্ষেন্নঃ সকলান্ সর্ব্বান্ জ্ঞানেষু নিয়তাত্মনঃ ॥ ৯
ইদমদ্য ক্ষমং বিপ্রা যানমদ্য বিধীয়তাম্।
সাহসং যৎ কৃতং তাভ্যাং পাত্রভেদাদি সত্তমাঃ ॥ ১০
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ দর্শয়াম জনার্দ্দনম্।
তথেতি তে প্রতিজ্ঞায় যতয়ো জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১১
ছিন্নং তাভ্যাং সমাদায় শিক্যং দারুময়ং তথা।
দ্বিদলং কর্পটং চৈব কৌপীনমথ বল্কলম্ ॥ ১২
কমণ্ডলুং তথা রাজন্নর্দ্ধপ্রোতকপালকম্।
এতানন্যান্ সমাদায় দ্রষ্টুং কেশবমাযযুঃ ॥ ১৩

## দশাধিক শততম অধ্যায়।

[ দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারকাগমন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! তদনন্তর কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ক্রুদ্ধ হংস ও ডিম্ভক সেই যতিগণের শিকা, কমণ্ডলু, দুইদলে যুক্ত কাষ্ঠময় ভোজনপাত্র, দণ্ড ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসকলকে সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া সেই স্থানে ব্যাধগণের মাংসসমূহ পাক করাইলেন। ১-২

সেই সব মাংস ভক্ষণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে সেই স্থানে নিজ নগরে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা জনার্দনও স্নেহবশতঃ ইঁহাদের উভয়ের অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ৩

তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ইহাই মনে করিতে লাগিলেন, যে, ইহারা বিনষ্ট হইবে। তাঁহারা সকলে চলিয়া যাইলে পর যতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা সেস্থান হইতে পলায়নকারী সমস্ত যতিরাজগণকে এই কথা বলিলেন। ৪½

যতিবরগণ! এই পুণ্যযুক্ত দেশ পুষ্কর হইতে নির্গত হইয়া ধীরে ধীরে আশ্বাস লাভ করত এবং স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করত আমরা শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব এবং সেই প্রভুকে নিজেদের সমস্ত কষ্টের কথা বলিব। ৫-৬½

তিনি এই সম্পূর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতে করিতে ধর্মপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই আদিপুরুষ, লোকগুরু, সর্ব্বব্যাপী, সংযতচিত্ত এবং তত্ত্বজ্ঞগণের প্রিয়। তিনি সমস্ত কণ্টকসমূহকে নির্মূল করিয়া এই পৃথিবীকে শাসন করিতেছেন। ৭-৮

সেই প্রভুই সমস্ত মহাভয়ঙ্কর, পাপ কর্ম্মকারী পাপীদিগকে উচ্ছেদ করিয়া আমানিত্ব অদম্ভিত্বাদি জ্ঞানসাধনে নিরন্তররূপে মনোনিবেশকারী আমাদের সকলকে রক্ষা করিবেন। ৯

ব্রাহ্মণগণ! এই সময় ইহাই আমাদের যোগ্য কর্ম, অতএব এখন দ্বারকাপুরী যাত্রা কর। সাধুশ্রেষ্ঠগণ! হংস ও ডিম্ভক যে আমাদের পাত্র ভগ্ন করা প্রভৃতি দুঃসাহস করিয়াছে, এসমস্তই আমরা সেই ভগবান্ জনার্দনকে দেখাইব। ১০½

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই সব জ্ঞানদর্শী সন্ন্যাসিগণ হংস ও ডিম্ভক কর্ত্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন শিকা, কাষ্ঠনির্মিত দ্বিদল (দুই দলে যুক্ত ভোজন-পাত্র যাহা গোক্ষুর কর্ণের আকৃতির ন্যায় নির্ম্মিত।) গেরুয়া বস্ত্র, কৌপীন, বল্কল এবং কমণ্ডলুর অর্দ্ধভাগ এই সব বস্তু এবং অন্যান্য খণ্ড বিখণ্ড বস্তু-সমূহ সঙ্গে লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিলেন। ১১-১৩

পঞ্চ চৈব সহস্রাণি পুরস্কৃত্য মহামুনিম্
দুর্ব্বাসসং তপোযোনিমীশ্বরস্যাত্মসম্ভবম্ ॥ ১৪
অহোরাত্রেণ তে সর্ব্বে দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্।
বর্দ্ধমানা মহাত্মানো লোমশাঃ কেশবর্জ্জিতাঃ ১৫
প্রাতঃ প্রবিশ্য রাজেন্দ্র বাপিকায়াং যতীশ্বরাঃ
স্নাত্বোপস্পৃশ্য তে সর্ব্বে যত্নেন মহতা তদা ॥ ১৬

ইঁহাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছিল। এই সব জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ মস্তকের কেশসমূহকে মুণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট শরীরের রোমাবলির দ্বারা ইঁহারা সংযুক্ত ছিলেন। এই যতিগণ ভগবান্ শঙ্করের অংশ হইতে উৎপন্ন তপোযোনি মহামুনি দুর্বাসাকে অগ্রে করিয়া দিবারাত্র চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণপালিত দ্বারকাপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪-১৫

দ্রষ্টুমভ্যাগতা বিষ্ণুং কণ্টকোদ্ধৃতিতৎপরম্।
একরূপং সমাস্থায় সুধর্ম্মায়ামবস্থিতম্ ॥ ১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে যতীনাং দ্বারকাগমনে
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০

প্রাতঃকালে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করত এই যতিরাজগণ সেখানের এক পুষ্করিণীতে স্নান ও আচমন করিয়া অতিশয় যত্ন সহকারে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন, যিনি একরূপ ধারণ করিয়া সুধর্ম্মাসভায় বিরাজমান থাকিয়া জগতের কণ্টকসকলকে নির্ম্মূল করিবার জন্য তৎপর ছিলেন। ১৬-১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে যতিগণের দ্বারকাগমনবিষয়ক দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণস্য গোলক্রীড়া, সুধর্ম্মা-সভায়াং দুর্বাসআদীনাং মুনীনামাগমনম্, যাদবৈঃ শ্রীকৃষ্ণেন চ তেষাং সৎকারঃ শ্রীকৃষ্ণেন তেষামাগমনস্য কারণ জিজ্ঞাসা, দুর্ব্বাসসা শ্রীভগবতঃ স্তুতিঃ, তস্য জিজ্ঞাসায়াঃ প্রতিবাদং কৃত্বা তস্য সমীপে স্বেষাং দুর্দশায়া বৃত্তান্তকথনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ পদ্মকিঞ্জল্কলোচনঃ।
শ্যামঃ পীতাম্বরঃ শ্রীমান্ প্রলম্বাম্বরভূষণঃ ॥ ১
কিরীটী শ্রীপতিঃ কৃষ্ণো নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবঃ সকলো নিষ্কলঃ শিবঃ ॥ ২
ক্রীড়াবিহারোপগতঃ কদাচিদভবদ্ধরিঃ
কুমারৈরপরৈঃ সার্দ্ধং সাত্যকিপ্রমুখৈর্নৃপ ॥ ৩
গোলক্রীড়াং সুধর্ম্মায়া মধ্যে যাদবসত্তমঃ।
চকার প্রিয়কৃৎ কৃষ্ণো যুযুধানেন কেশবঃ ॥ ৪
মমায়ং প্রথমো গোলস্তব পশ্চাদ্ভবিষ্যতি।
ইতি ব্রুবংস্তদা বিষ্ণুঃ সাত্যকিং কমলেক্ষণঃ ॥ ৫
পার্শ্বস্থা যাদবাস্তস্য বসুদেবপুরোগমাঃ।
উদ্ধবপ্রমুখা রাজন্নাসেতুঃ কচিদত্র বৈ ॥ ৬
অন্যব্যাপাররহিতো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
বিজহার যথা রামঃ সুগ্রীবেণ পুরা নৃপ ॥ ৭

## একাদশাধিক শততম অধ্যায়

[ শ্রীকৃষ্ণের গোলক্রীড়া, সুধর্ম্মা সভায় দুর্ব্বাসাদি মুনিগণের আগমন, যাদবগণ ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহাদের সৎকার, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা, দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতি এবং তাঁহার জিজ্ঞাসার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের দুর্দ্দশার বৃত্তান্তকথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপ জনমেজয়! যিনি সকলের ঈশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী, যাঁহার নয়ন কমলদলের ন্যায় সুন্দর, যিনি শ্যামসুন্দর, পীতবস্ত্রধারী, শ্রীসম্পন্ন, লম্বমান দীর্ঘবস্ত্রে ও আভরণসমূহে বিভূষিত, কিরীটধারী ও লক্ষ্মীর অধিপতি, যাঁহার মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের কুঞ্চিত কেশরাশি শোভা পাইতেছে, যিনি অব্যক্ত, সনাতনদেব, সম্পূর্ণ কলাসমূহে, কলাতীত এবং কল্যাণময়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন এক সময়ে সাত্যকি প্রভৃতি অন্য কুমারগণের সহিত ক্রীড়াবিহারে রত ছিলেন। ১-৩

সুধর্ম্মা সভার মধ্যভাগে বিরাজমান হইয়া সকলের প্রিয়কারী যাদবশ্রেষ্ঠ কেশব কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত গোলক্রীড়া করিতেছিলেন। ৪

সেই সময় কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন যে, এই প্রথম গোল আমার, তোমার গোল পরে হইবে ॥ ৫

তাঁহার পার্শ্বভাগে বসুদেব ও উদ্ধবাদি প্রধান প্রধান যাদবগণ যথোচিত স্থানে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৬

নৃপ জনমেজয়! যেরূপ পূর্ব্বকালে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র

মধ্যন্দিনে মহাবিষ্ণুঃ শৈনেয়েন সহাচ্যুতঃ।
বিক্রীড্য সুচিরং কৃষ্ণ উপারংসীৎ স যাদবঃ ॥ ৮
দ্বাঃস্থেন বারিতাঃ পূর্ব্বং দ্বার্য্যেব চ সমাস্থিতাঃ।
ইদমন্তরমিত্যেব বিবিশুস্তাং সভাং নৃপ ॥ ৯
যতয়ো দীর্ঘতপসঃ পুরস্কৃত্য তপোধনম্।
দুর্ব্বাসসং সুমনসো দদৃশুর্যাদবেশ্বরম্ ॥ ১০
গোলক্রীড়াসমাসক্তং করসংস্থিতগোলকম্।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং বিষ্ণুং তং সাত্যকিং হরিম্ ॥ ১১
একেনাক্ষ্ণা হ্লাদয়ন্তং পরেণান্যেন গোলকম্
যতয়শ্চ মহারাজ প্রত্যদৃশ্যন্ত তৎপুরঃ ॥ ১২
বৃষ্ণিপঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সাত্যকির্বলভদ্রকঃ।
বসুদেবস্তথাক্রূর উগ্রসেনস্তথা নৃপ ॥ ১৩
অন্যে চ যাদবাঃ সর্ব্বে সম্ভ্রমং প্রতিপেদিরে।

ইদং কিমিদমিত্যেবং ব্যাশঙ্কমনসোঽভবন্ ॥ ১৪
পৃষ্ঠতোঽপ্যনুগচ্ছন্তি দিধক্ষন্তং জগত্রয়ম্।
অর্দ্ধকৌপীনবসনং স্মরন্তং কমপি দ্বিজম্ ॥ ১৫
অনুত্তাপসমাযুক্তং ছিন্নদণ্ডধরং যতিম্।
অন্তর্জ্বলন্তং রোষেণ হংসাসাদিতকল্মষম্ ॥ ১৬
নেত্রোত্থিতমহাবহ্নিং প্রেক্ষন্তং যাদবেশ্বরম্।
দুর্ব্বাসসং তে দদৃশুর্ভীতা যাদবসত্তমাঃ ॥ ১৭
কিং করিষ্যত্যসৌ ক্রুদ্ধঃ কিং বা বক্ষ্যতি নঃ প্রভুঃ।
ইতি প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে যাদবাঃ প্রতিপেদিরে ॥ ১৮
ইদমাসনমিত্যেবং কিঞ্চিদূচুশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
ততঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশঃ কিঞ্চিদুৎপ্লুত্য তৎপুরঃ ॥ ১৯
ইদমাসনমিত্যেবং স্থীয়তামিহ নির্বৃতঃ।
অহমত্র স্থিতো বিপ্র কিঙ্করোঽস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ২০

নিজের সখা সুগ্রীবের সহিত ক্রীড়া বিহার করিতেন, সেইরূপ যখন অন্য কোনও ব্যাপার ( কার্য্য ) থাকিত না, তখন ভূতাত্মা ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিজের সুহৃদ্গণের সহিত ক্রীড়াবিহারে মনোরঞ্জন করিতেন ॥ ৭

সেই দিনে মধ্যাকাল পর্য্যন্ত মহাবিষ্ণুস্বরূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া গোল ক্রীড়া করত যাদবগণের সহিত সেই ক্রীড়া হইতে বিরত হইলেন ॥ ৮

নরেশ! যাঁহাদিগকে দ্বারপাল পূর্ব্বে ভিতরে আসিবার জন্য নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং দ্বারেই যাঁহাদিগকে সমাদরের সহিত বসাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই মুনিগণ 'ইহাই ভিতরে প্রবেশ করিবার উত্তম সময়' এই কথা মনে করিয়া সেই সময় তাঁহারা সভার প্রবেশ করিলেন ॥ ৯

দীর্ঘকাল তপস্যাকারী সেই শুদ্ধচিত্ত যতিগণ তপোধন দুর্বাসাকে অগ্রে করিয়া যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন, যিনি পূর্ব্বে গোলক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন এবং সেই সময়েও যাঁহার হস্তে গোল বর্ত্তমান ছিল। এই প্রফুল্ল কমলদলতুল্য বিশালনয়ন শ্রীবিষ্ণু হরি এক নয়নে সাত্যকিকে আনন্দদান করিতেছিলেন এবং অন্য নয়নে গোলের দিকে তাকাইয়াছিলেন। মহারাজ! এই সময়ে সেই যতিগণ তাঁহার সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ১০-১২

বৃষ্ণিপালক কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, বলভদ্র, বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন ও অন্য সব যাদবেরা সেই যতিগণকে দেখিয়া সসম্ভ্রম হইয়া পড়িলেন এবং শঙ্কিতচিত্তে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—ইহা কি, ইহা কি? ১৩-১৪

সেই যাদবগণ অদ্ভুত প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করিতে লাগিলেন; কারণ, এই দুর্ব্বাসা তখন যেন ত্রিভুবনকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহার কৌপীনের অর্দ্ধভাগ তখন অবশিষ্ট ছিল। তিনি যেন বারংবার কি স্মরণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার মনে অতিশয় সন্তাপ ছিল। তিনি ভগ্ন দণ্ড ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা হংস তাঁহাকে বহু কষ্ট দিয়াছেন, সেইজন্য তিনি রোষে মনে মনে জ্বলিতে ছিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে মহাভয়ঙ্কর অগ্নি উত্থিত হইতেছিল। তিনি যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় সন্ন্যাসী দুর্ব্বাসাকে সেই সব যাদবশ্রেষ্ঠগণ ভীতচিত্তে দর্শন করিলেন ॥ ১৫-১৭

তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—জানি না, ইনি কুপিত হইয়া কি করিবেন? আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই বা কি বলিবেন? এরূপ আলোচনা করিতে করিতে সেই সব যাদবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং কিছু মন্দ স্বরে বলিলেন—ভগবন্! আপনার জন্য এই আসন ॥ ১৮

এই সময় ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছু দ্রুত আসিয়া দুর্ব্বাসার অগ্রে আসিলেন এবং বলিলেন—বিপ্রবর! এই আসন, ইহার উপর সুখে উপবেশন করুন। আজ আমি আপনার সেবায় উপস্থিত আছি, আমি আপনার একজন কিঙ্কর ॥ ১৯-২০

ততঃ কিঞ্চিদিবাসীন আসনে যতিবিগ্রহঃ।
আসনে সংস্থিতে তস্মিন্ যতয়ো বীতমৎসরাঃ ॥ ২১
আসনানি যথাযোগং ভেজিরে নির্বৃতাঃ কিল
অর্ঘ্যাদিসমুদাচারং চক্রে কৃষ্ণঃ কিরীটভৃৎ ॥ ২২
আহ ভূয়ো হৃষীকেশো যতিং দুর্ব্বাসসং প্রভুম্।
কিমর্থং ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র অস্মিন্ প্রত্যাগমো হি বঃ ॥ ২৩
দৃষ্টং বা অথবা কিঞ্চিৎ কারণং চাস্তি বো মহৎ
সন্ন্যাসিনো দ্বিজশ্রেষ্ঠা য়ূয়ং বিগতকল্মষাঃ ॥ ২৪
নিস্পৃহাশ্চ সদা য়ূয়মস্মত্তো দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
প্রার্থ্যং নাম ন চৈবাস্তি স্পৃহা নৈবাস্তি বো যতঃ ॥ ২৫
স্পৃহাপ্রেরিতকর্ম্মাণঃ ক্ষত্রিয়ান্ যান্তি সুব্রতাঃ।
নিরূপ্যমাণমস্মাভির্বিপ্র কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ॥ ২৬
ন জানে কারণং ব্রহ্মন্ য়ুষ্মদাগমনং প্রতি
এতাবতা চানুমেয়ং কিঞ্চিৎ কারণমস্তি বৈ ॥ ২৭
তদ্ ব্রূহি যদি বিদ্যেত ত্বত্তো জ্ঞাস্যামহে বয়ম্।
ইত্যুক্তবতি দেবেশে চক্রপাণৌ জনার্দ্দনে ॥ ২৮
তস্যাপি রাজন্ বিপ্রস্য ভূয়ঃ কোপো মহানভূৎ।
তস্মাদভ্যধিকঃ পূর্ব্বাৎ কোপঃ সঞ্জায়তে মহান্ ॥ ২৯
দিধক্ষন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ ভক্ষয়ন্নিব পশ্যতঃ
রোষরক্তেক্ষণঃ ক্রুদ্ধো হসন্নিব দহন্নিব ॥ ৩
উবাচ বচনং বিষ্ণুং দুর্ব্বাসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ন জানে ইতি কস্মাত্ত্বং ব্রূষে নো যাদবেশ্বর ॥ ৩১
জানামি ত্বাং মহাদেবং বঞ্চয়ন্নিব ভাষসে
পুরাতনাঃ বয়ং বিষ্ণো পূর্ব্ববৃত্তান্তবেদিনঃ ॥ ৩২
যথাহি দেবদেবোঽসি মায়ামানুষদেহবান্
নিগূহসে প্রভুরন্তঃ কস্মাদ্বো জগতীপতে ॥ ৩৩

---

তখন সেই সন্ন্যাসরূপধারী দুর্ব্বাসা সেই আসনে কিছুক্ষণ উপবেশন করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে পর মাৎসর্য্যরহিত অন্যান্য সন্ন্যাসিগণও সন্তোষপূর্ব্বক যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন। ২১।

কিরীটধারী শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ্যাদি পূজার উপচারের দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার উত্তম আতিথ্য-সৎকার করিলেন। তারপর ভগবান্ হৃষীকেশ সেই প্রভাবশালী যতি দুর্ব্বাসাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২২।

বিপ্রবর! বলুন, এই নগরে আপনি কি জন্য শুভাগমন করিয়াছেন? অথবা আপনাদের এস্থানে আগমনের কি বিশেষ কারণ দেখা দিয়াছে? ২৩।

আপনারা দ্বিজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্পাপ সন্ন্যাসী; বিপ্রবরগণ আপনারা আমাদের গৃহস্থগণের নিকট সদা নিস্পৃহ থাকেন। ২৪।

আপনাদের পক্ষে কোনও প্রার্থনীয় বস্তুই নাই; কারণ, আপনাদের হৃদয়ে কোনও বস্তুর কামনাই হয় না। যাঁহারা কোনও স্পৃহার প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করেন, সেই উত্তম ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ নিজেদের অভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়দিগের নিকটে গমন করেন। ২৫।

বিপ্রবর! কিন্তু আমরা বহু পর্য্যালোচনা করিয়াও এরূপ কোনও কিছু দেখিতে পাইতেছি না, যাহার জন্য আপনাদিগকে এস্থান পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছে। ব্রহ্মন্! সুতরাং আপনাদের আসিবার কি কারণ আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ২৬।

আপনি যখন এই দ্বারকাপুরীতে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন ইহাতে এই অনুমান অবশ্যই হইত যে, এবিষয়ে বিশেষ কোন কারণ আছে। যদি থাকে, তবে আপনি তাহা বলুন। আমি আপনার নিকট হইতে তাহা জানিতে পারিব। ২৭।

রাজন্! দেবেশ্বর চক্রপাণি জনার্দ্দন এই কথা বলিলে পর সেই ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার কোপ আরও বর্দ্ধিত হইল। ২৮।

পূর্ব্বে যে ক্রোধ ছিল, তাহা হইতেও অধিক ও মহান্ কোপ উৎপন্ন হইল। ইহাতে মনে হইল—তিনি যেন তিন লোককে দগ্ধ করিবেন এবং তাঁহাকে যাঁহারা দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তিনি যেন ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ২৯।

ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া দুর্ব্বাসা চক্ষু রক্তবর্ণ করত যেন হাস্য করিতে করিতে ও দগ্ধ করিতে করিতে সেই সময় শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৩০।

যাদবেশ্বর! আপনি আমাদিগকে কেন এরূপ কথা বলিতেছেন যে, আপনার আগমনের কারণ আমি জানি না? আমি আপনাকে জানি। আপনি মহাদেব বিষ্ণু; তবে কেন আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে করিতে কথা বলিতেছেন? ৩১।

বিষ্ণো! আমরা বহু প্রাচীন এবং পূর্ব্বকালের সব বৃত্তান্ত জানি, যদনুসারে আমরা বলিতেছি যে, আপনি দেবতাগণেরও দেবতা এবং স্বীয় মায়ায় মানবশরীর ধারণ করিয়াছেন। জগদীশ্বর! অতএব আপনি আমাদের প্রভু হইয়াও কেন আমাদিগের নিকট আপনি নিজেকে গোপন করিতেছেন? ৩২-৩৩

সোঽসি ব্রহ্মবিদাং মুক্তিস্তবৈতৎ পরমং পদম্ ।
যদভ্যর্চ্য পুরা ব্রহ্মা যচ্চ জ্ঞাত্বা বয়ং পুরা ॥ ৩৪
যতো বিশ্বমিদং ভূতং তদেতৎ পরমং পদম্ ।
যচ্চ স্থূলং বিজানন্তি পুরা তত্ত্বেন চেতসা ॥ ৩৫
পুরাবিদোঽথ বিশ্বেশ তদেতৎ পরমং বপুঃ ।
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে যত্তু যৎ স্মৃত্বা নির্বৃতা বয়ম্ ॥ ৩৬
প্রত্যক্ষমপি যদ্রূপং নৈব জানন্তি মানুষাঃ ।
নহি মূঢ়ধিয়ো দেব ন বয়ং তাদৃশা হরে ॥ ৩৭
ন জানে ইতি যদ্ ব্রূষে কিমতঃ সাহসং বচঃ ।
যে হি মূলং বিজানন্তি তেষাং তু প্রবিবেচনম্ ॥ ৩৮
কুর্ব্বতঃ কিং ফলং দেব তব কেশিনিষূদন
বেদান্তে প্রথিতং তেজস্তব চেদং বিচার্য্যতে ॥ ৩৯

আপনিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের অংশ। এই পরমপদ আপনারই স্বরূপ, পুরাকালে যাঁহার আরাধনা করিয়া ব্রহ্মা জ্ঞানবান্ হইয়াছেন এবং আমরাও যাঁহার উপাসনা করিয়া জ্ঞানী হইয়াছি। ৩৪

যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাই আপনার এই পরমপদ। বিশ্বেশ্বর! যাঁহাকে পুরাকালে পুরাণবিৎ পুরুষগণ তত্ত্বনিষ্ঠচিত্তে স্থূল (বিরাট) রূপে জানিয়াছিলেন, ইহাও আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ। ৩৫

যাঁহাকে ভগবদর্থ কর্ম্মের দ্বারা (ভগবানকে সমর্পণ পূর্ব্বক কৃত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অথবা ভজন-সাধনের দ্বারা) প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহাকে স্মরণ করিয়া বীতরাগ সন্ন্যাসী আমরাও পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যাই এবং প্রেমী ভক্তগণ যাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, আপনার সেই সগুণ সাকার (সচ্চিদানন্দ) বিগ্রহকে মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্যগণ জানিতে পারে না। দেব! হরে! আমরা সেরূপ (অজ্ঞান) নহি (আমরা আপনাকে জানি ও চিনি)। অতএব আপনি আমাদের সম্মুখে এই যে কথা বলিলেন—'আমি আপনাদের আগমনের কারণ জানি না', ইহা হইতে অধিক সাহসপূর্ণ কথা আর কি হইতে পারে? ৩৬-৩৭ই

দেব! কেশিনিষূদন! যাঁহারা মূল কারণ কি, তাহা জানেন, তাঁহাদের সম্মুখে এরূপ বিবেচনাহীন কথা (অথবা বাহিরে যুক্তিপূর্ণ কথা) বলিয়া আপনার কি ফললাভ হইবে? ৩৮ই

বেদান্তশাস্ত্রেও (উপনিষদাদিতেও) আপনার এই বিখ্যাত

যে চ বিজ্ঞানতৃপ্তাস্তু যোগিনো বীতকল্মষাঃ ।
পশ্যন্তি হৃৎসরোজেঽপি তদেবেদং বপুঃ প্রভো ॥ ৪০
বেদৈর্যদগীয়তে তেজো ব্রহ্মেতি প্রতিপাদ্য বৈ ।
তদেবেদং বিজানেঽহং রূপমৈশ্বরমেব চ ॥ ৪১
বৈষ্ণবং পরমং তেজ ইতি বেদেষু পঠ্যতে ।
অবগচ্ছামাহং বিষ্ণো তদেবেদং বপুস্তব ॥ ৪২
য ওমিত্যুচ্যতে শব্দো যস্য বাগিতি গীয়তে
সএবাসি প্রভো বিষ্ণো ন জানে ইতি মা বদ ॥ ৪৩
পরোক্ষং যদি কিঞ্চিৎ স্যাত্তব বক্তুং প্রযুজ্যতে ।
ন জানে ইতি গোবিন্দ মা বাদীঃ সাহসং হরে ॥ ৪৪
বিশ্বং যদা প্রাদুরাসীদ্ যস্মিন্ লীনং ক্ষয়ে সতি ।
ইদং তদৈশ্বরং তেজস্ত্ববগচ্ছামি কেশব ॥ ৪৫

তেজোময় স্বরূপের ব্রহ্ম প্রভৃতি নামসমূহে বিচার করা হয়। প্রভো! যাঁহারা বিজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত নিষ্পাপ যোগী, তাঁহারাও নিজেদের হৃদয়কমলে আপনার এই স্বরূপকেই দর্শন করেন। ৩৯-৪০

বেদসমূহের দ্বারা ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদিত করিয়া যে তেজোময় পরমতত্ত্ব গান করা হয়, আপনার ঐশ্বর্য্যশালী রূপ তাহাই (সেই পরমব্রহ্ম হইতে অভিন্ন), আমি এরূপই জানি। ৪১

বিষ্ণো! বেদসমূহে (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) ইত্যাদিরূপে বিষ্ণুর যে পরম তেজোময় তত্ত্বের প্রতিপাদন করা হয়, তাহা আপনার এই স্বরূপ—ইহাও আমি ভালভাবেই অবগত আছি। ৪২

প্রভো! বিষ্ণো! যাঁহাকে 'ওম্' শব্দের দ্বারা উচ্চারণ করা হয়, তাঁহাই যাঁহার বাণীরূপে গীত হইয়া থাকে, সে-ই পরমাত্মা আপনি; অতএব আপনি এই কথা বলিবেন না যে, আমি আপনার আগমনের কারণ জানি না। ৪৩

গোবিন্দ! হরে! যদি আপনার পক্ষে কোনও বস্তু পরোক্ষ হইত, তাহা হইলে আপনার এরূপ বলা উচিত হইতে পারিত; অতএব 'আমি জানি না' এই সাহসপূর্ণ বাক্য আপনি বলিবেন না। ৪৪

কেশব! পুরাকালে এই বিশ্ব যাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং সংহারকালে ইহা পুনরায় যাঁহার মধ্যে লীন হইয়া যাইবে, তাহাই আপনার এই ঈশ্বরীয় তেজোময় বিগ্রহ, তাহা আমি জানি। ৪৫

কর্ত্তা ত্বং ভূতভব্যেশ প্রতিভাসি সদা হৃদি।
যদ্‌যদ্রূপং স্মরে নিত্যং তত্তদেবাসি মে হৃদি ॥ ৪৬
বায়ুরেব যদা বিষ্ণুরিতি মে ধীয়তে মতিঃ।
তদা তদ্রূপমেবাসি হৃন্মধ্যে সংস্থিতো বিভো ॥ ৪৭
আকাশো বিষ্ণুরিত্যেব কদাচিৎ ধীয়তে মতিঃ।
তদা তদ্রূপমেবাসি হৃন্মধ্যে সংস্থিতো বিভো ॥ ৪৮
পৃথিবী বিষ্ণুরিত্যেতং কদাচিদ্ ধীয়তে মতিঃ।
তদা পার্থিবরূপস্ত্বং প্রতিভাসি সদা মম ॥ ৪৯
রসোঽয়ং দেব ইত্যেব কদাচিচ্চিন্ত্যতে ময়া।
তদা রসাত্মনা বিষ্ণো হৃন্মধ্যে সংস্থিতো বিভো ॥ ৫০
যদা ত্বাং তেজ ইত্যেবং স্মর্ত্তা স্যাং পুরুষোত্তম।
তদা তদ্রূপসম্পন্নঃ প্রতিভাসি সদা হৃদি ॥ ৫১
চন্দ্রমা হরিরিত্যেবং তদা চান্দ্রমসং বপুঃ
নিরীক্ষ্য চক্ষুষা দেব ততঃ প্রীতোঽস্মি কেশব ॥ ৫২

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের নিয়ামক হরে! আপনি সকলের কর্ত্তা এবং সদা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইতেছেন। আমি যখন যে যে রূপকে স্মরণ করি, আপনি সদা সেই সেই রূপে আমার হৃদয়ে বিরাজমান থাকেন। ৪৬

বিভো। যখন আমার বুদ্ধি এরূপ নিশ্চয় করে যে, বায়ুই বিষ্ণু, তখন বায়ুরূপেই আপনি আমার হৃদয়ে বিরাজমান হন। ৪৭

প্রভো! যখন আমার বুদ্ধি কখনও এরূপ নিশ্চয়ে উপস্থিত হয় যে, আকাশই বিষ্ণু, তখন আপনি সেই রূপেই আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ৪৮

যদি কোনও সময়ে আমার বুদ্ধি এই নিশ্চয় করে যে, পৃথিবীই বিষ্ণু, তখন আপনি সদা আমার নিকটে পার্থিব রূপেই প্রতীত হন। ৪৯

প্রভো! বিষ্ণো! যদি কখনও আমি এই চিন্তা করি যে, এই রসই নারায়ণ দেব, তখন আপনি রসরূপেই আমার হৃদয়ে সর্ব্বোতোভাবে অবস্থান করেন। ৫০

পুরুষোত্তম! যখন আমি আপনাকে 'তেজ' রূপে স্মরণ করি, তখন আপনি সদা সেই রূপসম্পন্ন হইয়া আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হন। ৫১

দেব! কেশব! যখন আমি এরূপ নিশ্চয় করি যে, চন্দ্রই শ্রীহরি, তখন আমি চন্দ্রের রূপেই আপনার স্বরূপ নয়নের দ্বারা দর্শন করিয়া প্রসন্ন হই। ৫২

যদা সৌরং বপুরিতি স্মর্ত্তা স্যাং জগতীপতে।
তদা তদ্ভাবনাযোগাৎ সূর্য্য এব বিরাজসে ॥ ৫৩
তস্মাৎ সর্ব্বং ত্বমেবাসি নিশ্চিতা মতিরীদৃশী।
অতো ন জানেঽহমিতি বক্তুং নেশো জনার্দ্দন ॥ ৫৪
ইত্যর্থে সংস্থিতো বিষ্ণো পীড়াং নো নৈব চিন্ত্যসে।
অত্যন্তদুঃখিতা বিষ্ণো বয়ং ত্বামনুসংস্থিতাঃ ॥ ৫৫
ঈদৃশীয়মবস্থা নো নৈতাং স্মরসি কেশব।
এতং পুনর্ভাগ্যমতো নষ্টমিত্যেব চিন্তয়ে ॥ ৫৬
মন্দভাগ্যা বয়ং বিষ্ণো যতো নো ন স্মরেঃ প্রভো।
কৌচিৎ ক্ষত্রিয়দায়াদৌ গিরিশবরগর্ব্বিতৌ ॥ ৫৭
নাম্না হংস-ডিম্ভকৌ চ বাধেতে নো জনার্দ্দন।
গার্হস্থ্যং হি সদা শ্রেয়ো বদন্তাবিতি কেশব ॥৫৮
ইতস্ততশ্চ ধাবন্তৌ বদন্তৌ বহু কিল্বিষম্
অযুক্তং বহু ভাষন্তৌ ধর্ষয়ন্তৌ চ নঃ সদা ॥ ৫৯

জগদীশ্বর! যখন আমি এই চিন্তা করি যে, এই সূর্য্যমণ্ডলই আপনার স্বরূপ, তখন আপনি আমার সেই ভাবনার যোগে সূর্য্যরূপ হইয়াই বিরাজমান হন। ৫৩

অতএব সব কিছুই আপনি, আমার বুদ্ধি এরূপ নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে; সেইজন্য জনার্দন! আপনি এই কথা বলিতে পারেন না যে, আমি আপনাদের আগমনের কারণ জানি না। ৫৪

বিষ্ণু এই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও আপনি আমাদের পীড়ার কথা কিছুই চিন্তা করিতেছেন না। সর্ব্বব্যাপী ভগবন্! আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৫৫

কেশব! আমাদের এরূপ দুর্দশা হইতেছে এবং আপনি তাহা স্মরণ করিতেছেন না। ইহাতে আমরা বারংবার এই চিন্তাই করিতেছি যে, আমাদের ভাগ্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রভো! বিষ্ণো! আমরা অত্যন্ত ভাগ্যহীন অথবা আমরা এরূপ মন্দভাগ্য যে); কারণ আপনি আমাদের স্মরণ করিতেছেন না। ৫৬½

জনার্দন! কোনও দুই ক্ষত্রিয়কুমার, যাহারা ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দুইজনের নাম হইল—হংস ও ডিম্ভক। কেশব! তাহারা উভয়ে 'গৃহস্থ আশ্রমই সদা শ্রেয়স্কর' এই কথা বলিতে বলিতে আমাদের সকলকে বাধিত করিতেছে। ৫৭-৫৮

তাহারা এদিক্-ওদিক্ ধাবিত হইতে হইতে, বহুবিধ পাপপূর্ণ কথা বলিতে বলিতে এবং বহু অনুচিত ভাষণ দান করিতে করিতে সদা আমাদের তিরস্কার করিতেছে। ৫৯

ইদমন্যৎ কৃতং দেব অসহ্যং পাপমুচ্যতে।
পশ্যেদং বহুধা দেব ভিন্নং ভিন্নং সহস্রশঃ ॥ ৬০
শিক্যঞ্চ দারবং পাত্রং দ্বিদলান্ বেণুকান্ বহূন্
ইদমপ্যপরং পশ্য তয়োঃ সাহসচেষ্টিতম্ ॥ ৬১
কৌপীনং বহুধা ছিন্নং তদস্মাকং মহদ্ধনম্।
কৃতং কপালমাত্রেণ কমণ্ডলু জগৎপ্রভো ॥ ৬২
ত্বং তু নো রক্ষসে নিত্যং ক্ষাত্রং বৈ ব্রতমাস্থিতঃ।
চিত্রং চিত্রমিদং দেব রক্ষস্যসি সদানিশম্ ॥ ৬৩
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা মন্দভাগ্যা বয়ং বিভো
কিন্নঃ শরণমদ্যৈব তদ্ব্রূহি জগতাং পতে ॥ ৬৪
জীবন্তৌ তৌ যদি স্যাতাং নষ্টা লোকা ইমে ত্রয়ঃ
ন বিপ্রা ন চ রাজানো ন বৈশ্যা ন চ পাদজাঃ ॥ ৬৫
অত্যন্তবলিনৌ মত্তৌ তীক্ষ্ণদণ্ডধরৌ নৃপ।
ন তয়োঃ পুরতঃ স্থাতুং শক্তা দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৬৬
ন চ ভীষ্মো ন বা রাজা বাহ্লীকো ভীমবিক্রমঃ।
যো হি বীরো জরাসন্ধঃ ক্ষত্রিয়াণাং ভয়ঙ্করঃ ॥ ৬৭
নৈব চ প্রায়শঃ স্থাতুং গিরীশবরদর্পিণোঃ।
তয়োঃ কৃষ্ণ হরে শক্তো নিত্যসম্প্রতিসঙ্গিনোঃ ॥ ৬৮
তস্মাত্ত্বং জহি তৌ বীরৌ রক্ষ লোকানিমান্ প্রভো।
অন্যথা রক্ষসীত্যেবং ব্যর্থঃ শব্দোঽত্র জায়তে ॥ ৬৯
বহুনাত্র কিমুক্তেন রক্ষ রক্ষ জগত্রয়ম্।
ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব দুর্ব্বাসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে দুর্বাসঃসমাগমে
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

দেব! তাহারা উভয়ে অন্য এক যে অসহ্য অপরাধ করিয়াছে, তাহা বলিতেছি—দেখুন, এই যে আমাদের সহস্র সহস্র শিকা, কাষ্ঠনির্মিত পাত্র, দ্বিদল এবং বহু বেণু (বাঁশ)-নির্মিত সামগ্রী ছিল, সেই সমস্তই তাঁহারা ভিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ৬০।

সেই দুইজনের অন্য এক দুঃসাহসপূর্ণ চেষ্টা দেখুন—আমাদের যে কৌপীন ছিল, তাহাকেও ইহারা বহু স্থলে ছিঁড়িয়া দিয়াছে; এই কৌপীনই আমাদের পরম ধন। ৬১।

জগদীশ্বর! তাহারা আমাদের কমণ্ডলুও ভাঙ্গিয়া দিয়া কেবল কপালটিই (মুখভাগটিই) রাখিয়া দিয়াছে অথবা কেবল কপালাকারই করিয়া দিয়াছে। আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করিয়া সদা এই সব রক্ষা করিতেছেন, তথাপি আমাদের এই দশা হইয়াছে। দেব! ইহা অতিশয় বিচিত্র ও অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন এবং সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আমাদের রক্ষা হইল না। ৬২-৬৩

প্রভো! আমার বুদ্ধি মন্দ। আমি কি করিব? আমরা সকলেই মন্দভাগ্য। জগৎপতে! এই সময় আমরা কাঁহার শরণ গ্রহণ করিব, তাহা বলুন। ৬৪

যদি এই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভক জীবিত থাকে, তবে এই তিন লোক নষ্ট হইয়া যাইবে। না ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য ও না শূদ্রগণ বিদ্যমান থাকিবে। ৬৫

নরনাথ! তাহারা উভয়ে অত্যন্ত বলবান্, মদমত্ত ও কঠোর দণ্ডধারণকারী। ইহাদের উভয়ের সম্মুখে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও অবস্থান করিতে পারেন না। ৬৬

না ভীষ্ম ও না ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাজা বাহ্লীক এই দুই জনের সম্মুখীন হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ! হরে! ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ভয়ঙ্কর যে বীর জরাসন্ধ, সে-ও প্রায় ইহাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নয়; কারণ, ভগবান্ শঙ্করের বরদানে ইহাদের গর্ব্ব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহারা উভয়ে সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে থাকে। ইহাদের মধ্যে কখনও পার্থক্য বা বিরোধ হয় না। ৬৭-৬৮

প্রভো! সেই হেতু আপনিই এই দুই বীরকে বধ করুন এবং এই লোকসকলকে রক্ষা করুন; অন্যথা 'আপনিই রক্ষা করেন' এই কথা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ৬৯

এস্থানে বহু কথা বলিয়া কি হইবে? আপনি ত্রিভুবনকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এই কথা বলিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত দুর্ব্বাসা নীরব হইলেন। ৭০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্ব্বাসার সমাগমবিষয়ক একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবত শ্রীকৃষ্ণস্য হংস-ডিম্ভকৌ হন্তুং প্রতিজ্ঞা, ক্ষমাপ্রার্থনাং কুর্ব্বতো শ্রীকৃষ্ণেন সন্ন্যাসিভ্যো ভোজনদানঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যতের্বচনমাকর্ণ্য মন্দমুচ্ছস্য কেশবঃ।
দুর্ব্বাসসং সমালোক্য বভাষে যাদবেশ্বরঃ॥ ১
ক্ষন্তব্যং ভবতা সর্ব্বং দোষ এষ মমৈব হি।
শৃণু বাক্যং মমৈতত্তু শ্রুত্বা শান্তিপরো ভব॥ ২
জেষ্যামি তৌ রণে বিপ্র হংসং ডিম্ভকমেব চ।
গিরীশো বা বরং দদ্যাচ্ছক্রো বা ধনদোঽপি বা॥ ৩
যমো বা বরুণো বাপি ব্রহ্মা বাথ চতুর্ম্মুখঃ।
সবলৌ সানুজৌ হত্বা পুনর্দ্দাস্যামি বো রতিম্॥৪
সত্যেনৈব শপাম্যদ্য মা রোষবশগো ভব।
রক্ষাং বোঽহং করিষ্যামি হত্বা তৌ চ নৃপাধমৌ॥ ৫
জানামি তৌ দুরাত্মানৌ যুষ্মদ্দোষকরৌ হি তৌ।
শ্রুতঞ্চ পূর্ব্বমস্মাভিস্তীক্ষ্নদণ্ডধরাবিতি॥ ৬
অত্যন্তবলিনৌ মত্তৌ গিরীশবরদর্পিতৌ।
নাল্পপ্রযত্নসংসাধ্যৌ জরাসন্ধহিতৈষিণৌ॥ ৭
প্রাণানপি তয়ো রাজা দাস্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
জরাসন্ধো ন ভূপালো বিনা তৌ জয়তে মহীম্॥ ৮
জয়ে তয়োর্বিপ্রবর্য্য তত্র শ্রেয়ো ভবেত্ততঃ।
যত্র যত্র তু তৌ গত্বা স্থিতাবিত্যনুশুশ্রুম॥ ৯
তত্র তত্র চ হন্তাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
গচ্ছধ্বং যতয়ঃ স্বৈরং নিজকার্য্যপরায়ণাঃ॥ ১০
অচিরেণৈব কালেন জেষ্যামি রণপুঙ্গবৌ।।
ততঃ প্রীতঃ প্রসন্নাত্মা যাদবেশ্বরমাহ সঃ॥ ১১
স্বস্ত্যস্তু ভবতে কৃষ্ণ জগতাং স্বস্তি কুর্ব্বতে
কিন্নু নাম জগন্নাথ দুঃসাধ্যং তব কেশব॥ ১২
ত্রিলোকেশ ত্রিধামাসি সর্ব্বসংহারকারকঃ
দেবানামপি দেবেশ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ১৩

---

## দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হংস ও ডিম্ভককে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করত সেই সন্ন্যাসিগণকে ভোজনদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! যতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে উচ্ছ্বাস ত্যাগ করত দুর্ব্বাসার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ১

ভগবন্! এখন যাহা কিছু হইয়াছে, তাহার জন্য আপনি ক্ষমা করুন; বাস্তবে ইহা আমারই দোষ। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া শান্ত হউন। ২

বিপ্রবর! আমি হংস ও ডিম্ভককে যুদ্ধে পরাজিত করিব। এই দুই জনকে ভগবান্ শঙ্কর বরদান করুন কিংবা ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বরদান করুন, আমি সৈন্য ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত এই দুই জনকে বধ করিয়া পুনরায় আপনাদিগকে প্রসন্নতা প্রদান করিব। ৩-৪

আজ আমি সত্যেরই শপথ লইয়া বলিতেছি যে, আপনি রোষের বশীভূত হইবেন না। আমি সেই দুই অধম নরপতিকে বধ করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিব। ৫

আমি সেই দুই দুরাত্মাকে জানি, তাহারা দুই জনে আপনাদের অপরাধ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি যে, ইহারা উভয়েই কঠোর দণ্ডধারী, অত্যন্ত বলবান্ এবং মদমত্ত। ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া ইহাদের দর্প আরও বাড়িয়া গিয়াছে। অল্প প্রচেষ্টার দ্বারা ইহাদের দুইজনকে বশীভূত করা যাইবে না এবং ইহারা জরাসন্ধের হিতৈষী। ৬-৭

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, রাজা জরাসন্ধ এই দুই জনের জন্য নিজের প্রাণও দান করিবে; কারণ, এই দুই জন ব্যতীত রাজা জরাসন্ধ এই পৃথিবীকে জয় করিতে পারিবে না। ৮

বিপ্রবর! এই দুই জনকে পরাজিত করিবার সময় ইহারা সেস্থানে জরাসন্ধের পক্ষ হইতে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইবে; তথাপি ইহারা উভয়ে যে যে স্থানে যাইয়া অবস্থান করিবে এবং তাহাদের কথা আমরা শুনিতে পাইব, সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমি অল্পকালের মধ্যেই সেই দুই রণকুশল বীরকে বধ করিব। ৯-১০½

তখন প্রীত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া দুর্ব্বাসা যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! জগতের কল্যাণকারী আপনার মঙ্গল হউক। জগন্নাথ! কেশব! এরূপ কি কার্য্য আছে, যাহা আপনার পক্ষে দুষ্কর। ১১-১২

ত্রিভুবনপতে! আপনি ত্রিধামা। আপনিই সকলের

বিষ্ণো দেব হরে কৃষ্ণ নমস্তে চক্রপাণয়ে।
নমঃ স্বভাবশুদ্ধায় শুদ্ধায় নিয়তায় চ ॥ ১৪
শব্দগোচর দেবেশ নমস্তে ভক্তবৎসল।
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্ যন্ময়োক্তং ক্ষমস্ব তৎ ॥ ১৫
ত্বমেবাহ জগন্নাথ নাবয়োরন্তরং পৃথক্।
অতঃ ক্ষমস্ব ভগবন্ ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ক্ষন্তব্যং ভবতা বিপ্র ক্ষমাসারা বয়ং সদা।
সন্ন্যাসিনঃ ক্ষমাসারাঃ ক্ষমা তেষাং পরং বলম্ ॥ ১৭
ক্ষমা মোক্ষকরী নিত্যং তত্ত্বজ্ঞানমিব দ্বিজ।
ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা সত্যং ক্ষমা দানং ক্ষমা যশঃ ॥
ক্ষমা স্বর্গস্য সোপানমিতি বেদবিদো বিদুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ক্ষমাং পালয়ত স্বকাম্ ॥ ১৯

প্রত্যক্ষজ্ঞানসংযুক্তা য়ূয়ং সর্ব্বে যতীশ্বরাঃ।
য এতে যতয়ো বিপ্রাঃ পূজনীয়া ময়াদ্য বৈ ॥ ২০
ভোক্তব্যা যতয়ো বিপ্রা ভিক্ষুকাঃ সর্ব্ব এব হি।
তথেতি তে প্রতিজ্ঞায় ভোক্তুমৈচ্ছন্ হরের্গৃহে ॥ ২১
ততঃ স্বভবনং বিষ্ণুঃ প্রবিশ্য হরিরীশ্বরঃ।
চতুর্ব্বিধং তথাহারং কারয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২২
ভোজয়ামাস তান্ সর্বান্ যতীন্ যতিবরাচ্চিতঃ।
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা চ দেবেশো দুকূলানি মৃদূনি সঃ ॥ ২৩
দদৌ তেভ্যস্তদা বিষ্ণুঃ সর্ব্বেভ্যো জনমেজয়।
তে চ প্রীতা যথাযোগং যথাপূর্ব্বং ততো গতাঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে যতিভোজনে দ্বাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

---

সংহারকারী, দেবগণেরও দেবেশ্বর এবং সর্ব্বত্র আপনি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। ১৩

বিষ্ণো! দেব! হরে! চক্রে চক্রধারণকারী কৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বভাবতঃ শুদ্ধ, শুদ্ধস্বরূপ, শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসম্পন্ন এবং সর্ব্বব্যাপী। ১৪

দেবেশ্বর! আপনিই বৈদিক শব্দসমূহের চরম তাৎপর্য্য। ভক্তবৎসল! আপনাকে আমার নমস্কার। আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ১৫

জগন্নাথ! আমি আপনারই স্বরূপ। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ বা পার্থক্য নাই। ভগবন্! অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন; কারণ, সাধু পুরুষগণ ক্ষমাসার অর্থাৎ সাধু পুরুষগণের সারতত্ত্ব ক্ষমাই। ১৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনারও ক্ষমা করা উচিত। আমরা সদা মহাপুরুষ আপনাদের ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করি। সন্ন্যাসিগণের সারতত্ত্ব ক্ষমাই; কারণ, ক্ষমাই তাঁহাদের উত্তম বল। ১৭

ব্রহ্মন্! ক্ষমা তত্ত্ব জ্ঞানের ন্যায় সদা মোক্ষ প্রদান করে। সেইজন্য ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা দান ও ক্ষমা যশ। বেদজ্ঞ পুরুষগণ এরূপ মনে করেন যে, ক্ষমাই স্বর্গের সোপান (সিঁড়ি); অতএব আপনারা সর্ব্বপ্রকার যত্নের দ্বারা নিজেদের ক্ষমা-ধর্ম্ম পালন করুন। ১৮-১৯

যতীশ্বরগণ! আপনারা সকলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা সংযুক্ত। এস্থানে যে সব যতি উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আজ আমার পূজা করা কর্ত্তব্য। যতিধর্ম্মপরায়ণ এই সব ভিক্ষুকগণকে আজ আমার ভোজন করানও উচিত ॥২০½

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে শ্রীভগবানের ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করত ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তদনন্তর সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু শ্রীহরি স্বীয় ভবনে প্রবেশ করত বিধিপূর্ব্বক চব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ ভোজন-সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া সেই সব যতিগণকে ভোজন করাইলেন। সেই সময় যতিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ সম্মান করিলেন। ২১-২২½

জনমেজয়! দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় কোমল বস্ত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেই সব সন্ন্যাসীদিগকে কৌপীনাদি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তাঁহারাও এই সব পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হইলেন। তাহার পর সেস্থান হইতে গমন করিলেন। ২৩-২৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে যতিগণের ভোজনবিষয়ক দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ জনার্দনেন হংসায় প্রবোধদানম্, কিন্তু তৎকথানবমত হংসেন তং দূতং কৃত্বা দ্বারকায়াং প্রেষণঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্ব্বাসাস্ত্বথ তত্রৈব নারদেন মহাত্মনা।
চিন্তয়ন্ ব্রহ্মণস্তত্ত্বং বিজহার যথাসুখম্ ॥ ১
ভগবানপি গোবিন্দস্তয়োর্বাসমমন্যত।
ততস্তৌ হংস-ডিম্ভকৌ তস্মিন্ কালে মহীপতে ॥ ২
ব্রহ্মদত্তং মহীপালং পিতরং বীর্য্যশালিনম্।
প্রবোচতামিদং বাক্যং সমস্তাজ্জনসংসদি ॥ ৩
রাজসূয়ং মহাযজ্ঞং পিতঃ কুরু সুযত্নতঃ।
অস্মিন্ মাসি নৃপশ্রেষ্ঠ যত্নাবো যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৪
আবাং তেঽদ্য মহারাজ দিশাং বিজয়তৎপরৌ।
যতিষ্যাবো বলৈঃ সার্দ্ধং গজৈরশ্বৈ রথৈরপি ॥ ৫
সম্ভারা যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমানেতব্যা নৃপোত্তম।
তথেতি স মহাবাহো ব্রহ্মদত্তোঽব্রবীত্তদা ॥ ৬
জনার্দ্দনস্তু বিপ্রেন্দ্রো দৃষ্ট্বা সাহসতৎপরৌ।
অশক্যমিতি মত্বানো বয়স্যং হংসমব্রবীৎ ॥ ৭
শৃণু হংস বচো মহ্যং শ্রুত্বা নিশ্চিত্য বীর্য্যবান্।
আয়ুষ্মন্ সাহসং কর্ত্তুমুদ্যতোঽসি নৃপোত্তম ॥ ৮
স্থিতে ভীষ্মে জরাসন্ধে বাহ্লীকে চ নৃপোত্তমে
কিঞ্চ বীরেষু সর্ব্বেষু যাদবেষু নৃপোত্তম ॥ ৯
ভীষ্মো হি বলবান্ বৃদ্ধঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং যো জিগায় ভৃগূত্তমঃ ॥ ১০
তং যুদ্ধে জিতবান্ ভীষ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
জরাসন্ধস্য যদ্বীর্য্যং তদ্ভবান্ বেত্তি সংযুগে ॥ ১১
বৃষ্ণিবীরাস্তু তে সর্ব্বে কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
তত্র কৃষ্ণো হৃষীকেশো জিতশত্রুঃ কৃতী সদা ॥ ১২
জরাসন্ধেন সহিতঃ সদা যুদ্ধে জিতশ্রমঃ।
প্রমুখে তস্য ন স্থাতুং শক্যো জীবন্নৃপোত্তম ॥ ১৩

## ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

[ জনার্দন কর্তৃক হংসকে প্রবোধদান, কিন্তু তাঁহার কথা না মানিয়া হংস কর্তৃক তাঁহাকে দূত করিয়া দ্বারকায় প্রেরণ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দুর্বাসা মুনি সেস্থানেই মহাত্মা নারদের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্তা করিতে করিতে সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

ভগবান্ গোবিন্দও সেস্থানে তাঁহাদের দুইজনকে থাকিবার সম্মতি দিলেন। তদনন্তর দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভক সেই সময় নিজেদের পরাক্রমশালী পিতা ব্রহ্মদত্তের নিকট গমন করিয়া সর্ব্বদিকে জনগণে পূর্ণ সভায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২-৩

পিতঃ! আপনি যত্নসহকারে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। নৃপশ্রেষ্ঠ! আমরা দুইজনে এই মাসে এই যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য যত্ন করিব। ৪

মহারাজ! আমরা দুই ভ্রাতা আপনার জন্য আজ দিগ্‌বিজয় করিতে উদ্যত হইয়াছি। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া আমরা সমস্ত দিক্‌সমূহ জয় করিবার জন্য যত্ন করিব। নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনার যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য নানাবিধ যজ্ঞীয় সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনা আবশ্যক। ৫½

মহাবাহু জনমেজয়! তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত 'তথাস্তু' বলিয়া ইঁহাদের উভয়ের কথা মানিয়া লইলেন। সেই দুই জনকে দুঃসাহসে তৎপর হইতে দেখিয়া এবং ইঁহাদের প্রয়াসকে অসম্ভব মনে করিয়া বিপ্রবর জনার্দন নিজের মিত্র হংসকে বলিলেন,—হংস! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া ভালভাবে বিচার করত কোনও নিশ্চয় স্থির করিবার পর তদনুসারে তুমি পরাক্রম পূর্ব্বক কার্য্য কর। ৬-৭½

আয়ুষ্মান্! নৃপশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, জরাসন্ধ, নৃপোত্তম বাহ্লীক এবং সমস্ত যাদব বীরগণ থাকিতে তুমি দুঃসাহসপূর্ণ কার্য্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ। ৮-৯

ভীষ্ম বলবান্, বৃদ্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। ভৃগুকুলতিলক পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাকেও ভীষ্ম সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। ১০½

যুদ্ধে জরাসন্ধের যে পরাক্রম, তাহা তুমি ভালভাবেই জান। বৃষ্ণিবংশীয় সমস্ত বীরগণও অস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করেন। উঁহাদের মধ্যে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, শত্রুবিজয়ী এবং সদাই রণকুশল। ১১-১২

জরাসন্ধের সহিত সদা যুদ্ধ করিয়া তিনি পরিশ্রমকে জয়

বলভদ্রস্তথা মত্ত ক্রুদ্ধো যদি ভবেদ্ বলী।
লোকানিমান্ সমাহর্ত্তুং শক্তোতীতি মতির্মম ॥ ১৪
তথা চ সাত্যকির্বীরঃ শক্তো জেতুং রণে রিপূন্।
তথান্যে যাদবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণমাশ্রিত্য দংশিতাঃ ॥ ১৫
অস্মাভিশ্চ কৃতঃ পূর্ব্বঃ বিরোধো যতিভিঃ সহ।
দুর্ব্বাসা যতিভিঃ সার্দ্ধং গতো দ্রষ্টুং স কেশবম্ ॥ ১৬
ইতি শ্রুতং নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণাদ্ ভোক্তুমাগতাৎ।
তথা সতি যথা সিধ্যেত্তথা চিন্ত্যঞ্চ মন্ত্রিভিঃ ॥ ১৭
ততঃ পশ্চাদ্ বিধাস্যামো রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
হংস উবাচ।
কো নাম ভীষ্মো মন্দাত্মা বৃদ্ধো হীনবলঃ সদা ॥১৮
আবয়োঃ পুরতঃ স্থাতুং শক্তঃ স কিল বৃদ্ধকঃ।
যাদবা ইতি চিত্রং নঃ শক্তাঃ স্থাতুং রণে দ্বিজ ॥ ১৯
কশ্চ কৃষ্ণঃ পুরঃ স্থাতুং বলদেবশ্চ মত্তকঃ।
শৈনেয়শ্চাপি বিপ্রেন্দ্র স্থাতুং ন ইতি চিন্তয় ॥ ২০
জরাসন্ধস্তু ধর্ম্মাত্মা বন্ধুরেব সদা মম।
গচ্ছ প্রিয় যদুশ্রেষ্ঠং ব্রূহি মদ্বচনাৎ ত্বরন্ ॥ ২১
দীয়তাং করসর্ব্বস্বং যজ্ঞার্থং সুন্দরং বহু
লবণানি বহূন্যত্র গৃহ্য কেশব মা চিরম্ ॥ ২২
আগচ্ছ ত্বরিতং কৃষ্ণ ন তে কার্য্যং বিলম্বনম্।
ইতি ব্রূহি যদুশ্রেষ্ঠং যাহি ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ২৩
ন ব্রূয়াশ্চোত্তরং বিপ্র শপেয়ং ত্বাং প্রিয়োঽসি মে।
মিত্রভাবাদিদং ব্রূহি পশ্যামি ত্বাং পুনঃ পুনঃ ॥২৪
ইতি সঞ্চোদিতো বিপ্রো নোত্তরং প্রত্যভাষত।
মিত্রভাবাত্তথা রাজন্ স্নেহাচ্চ জনমেজয় ॥ ২৫
জনার্দ্দনস্তু ধর্ম্মাত্মা নিত্যং গন্তুং সমুদ্যতঃ।
অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা গচ্ছামীতি যতেত সঃ ॥ ২৬

করিয়াছেন। কোনও শ্রেষ্ঠ নরপতিই তাঁহার সম্মুখে জীবিত অবস্থায় অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। ১৩

বলবান্ বলভদ্র বলের মদে সদা উন্মত্ত। তিনি যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি একাকীই এই তিন লোককেই সংহার করিতে পারেন, ইহাই আমার ধারণা। ১৪

এইরূপ বীর সাত্যকিও যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ। অন্য সব যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত সদা যুদ্ধের জন্য কবচ বন্ধন করিয়া অবস্থান করেন। ১৫

আমরা পূর্ব্বে যতিগণের সহিত বিরোধ করিয়াছি। সেই সব যতিদিগের সহিত দুর্ব্বাসা মুনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছেন। ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ। এই কথা আমি আমার গৃহে ভোজন করিবার জন্য আগত এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুনিয়াছি। এরূপ অবস্থায় যেভাবে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, সেই উপায় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করা উচিত। ইহার পর আমরা রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ১৭½

হংস বলিলেন,—মন্দ বুদ্ধি, বৃদ্ধ ও সদা বলহীন ভীষ্ম আবার বীর কোথায়? সেই বৃদ্ধ কি আমাদের দুই জনের সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? ১৮½

ব্রহ্মন্! যুদ্ধে যাদবগণ আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবে, তোমার এই কথাও বিচিত্র। সেই কৃষ্ণ ও মত্ত বলভদ্র এরূপ কি বীর যে, তাঁহারা আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন? বিপ্রবর! তুমি ইহাও স্থির জানিও যে, সাত্যকিও আমাদের দুইজনের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবে না। ১৯-২০

ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধ ত' সদা আমাদের হিতৈষী বন্ধুই। বিপ্রবর! তুমি যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন কর এবং আমার আদেশে সত্বর তাঁহাকে এই কথা বল। ২১

কেশব! তুমি যজ্ঞের জন্য বহু সুন্দর সামগ্রী এবং কররূপে নিজের সমস্ত ধন প্রদান কর; সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লবণ সংগ্রহ করিয়া শীঘ্র আগমন কর। শ্রীকৃষ্ণ! তুমি এই কার্য্যে কোনরূপেই বিলম্ব করিও না। ২২½

ব্রহ্মন্! তুমি শীঘ্রগতিতে গমন কর এবং যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে এই আমার কথা বল। বিপ্র! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার এই কথার কোনও উত্তর দিও না। তুমি আমার প্রিয় মিত্র এবং মিত্রভাবেই যাইয়া আমার এই কথা শ্রীকৃষ্ণকে বল। আমি বারংবার তোমাকে লক্ষ্য করিতেছি। ২৩-২৪

রাজন্! জনমেজয়! হংসের এই কথায় দ্বারা প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণ জনার্দন মিত্রভাব ও স্নেহবশতঃ তাহাকে কোনও উত্তর দিলেন না। ২৫

ধর্ম্মাত্মা জনার্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইবার জন্য সদাই উদ্যত ছিলেন। 'আজ, কাল বা পরশ্ব দিবসে আমি অবশ্যই যাইব' এই কথা বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ২৬

দেবং দ্রষ্টুং জগদ্‌যোনিং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
এক এব চ ধর্ম্মাত্মা হয়মারুহ্য সত্বরম্ ॥ ১৭
প্রাতরেব জগামাশু দ্রষ্টুং দ্বারবতীং দ্বিজঃ ।
হরিং কৃষ্ণং হৃষীকেশং মনসা সংস্মরন্ দ্বিজ ॥ ১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৩

ধর্ম্মাত্মা জনার্দন শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী জগৎকারণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য একাকীই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করত প্রাতঃকালেই দ্বারকার দিকে সত্বর গমন করিলেন। তাঁহার গমনের একটিই উদ্দেশ্য ছিল—ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীহরিকে দর্শন করা। ব্রাহ্মণ জনার্দন মনে মনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। ১৭-১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ জনার্দনস্য ভগবদ্দর্শনবিষয়কোদগ্রাভিলাষবর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ প্রায়াদ্ধরিং বিষ্ণুং ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
হয়েনৈকেন রাজেন্দ্র ত্বরিতং স যযৌ নৃপ ॥ ১
যথা নিদাঘসময়ে সূর্য্যাংশুপরিপীড়িতঃ ।
পান্থো যাতি জলং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং তৎপিপাসয়া ॥ ২
ধাবত্যেব তথা বিপ্রো হরিং দ্রষ্টুং জনার্দ্দনঃ ।
গচ্ছন্ স চিন্তয়ামাস চোদয়ন্ হয়মুত্তমম্ ॥ ৩
হংস এব প্রিয়ো মহ্যং কুর্য্যাৎ প্রিয়হিতং মম ।
তথাহি প্রেষিতস্তেন হরিং পশ্যাম্যহং প্রভুম্ ॥ ৪
অহমেব সদা ধন্যো মত্তো হ্যভ্যধিকো ন হি ।
যতো দ্রক্ষ্যাম্যহং বিষ্ণুং বসন্তং দ্বারকাপুরে ॥ ৫
সা হি মে জননী ধন্যা হরিং দৃষ্ট্বা পুনর্গতম্ ।
কৃতার্থং সর্ব্বদা দেবী দক্ষ্যত্যেষা মনস্বিনী ॥ ৬
মুখমুন্নিদ্রহেমাব্জ-কিঞ্জল্কসদৃশপ্রভম্
দ্রক্ষ্যামি দেবদেবস্য চক্রিণঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৭
বপুর্দ্রক্ষ্যাম্যহং বিষ্ণোর্নীলোৎপলদলচ্ছবি ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৮
নেত্রে তে দেবদেবস্য পদ্মকিঞ্জল্কসপ্রভে ।
পশ্যাম্যহমদীনাত্মা নষ্টদুঃখোঽস্মি নির্বৃতঃ ॥ ৯

### চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

[ জনার্দনের ভগবদ্দর্শনবিষয়ক উদগ্র অভিলাষ বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! নরনাথ! তদনন্তর ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জনার্দন এক অশ্বে আরোহণ করত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীহরির নিকটে গমন করিলেন। ১

যেরূপ গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণসমূহে পীড়িত হইয়া কোনও পথিক কোথাও দূরস্থিত জল দেখিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য সত্বর তাহার নিকট গমন করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ জনার্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য ধাবিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের উত্তম অশ্বকে সঞ্চালনা করিতে করিতে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২-৩

প্রকৃতপক্ষে হংসই আমার প্রিয় মিত্র। সে আমার প্রিয় ও হিতই করিবে; কারণ, সে আমাকে দ্বারকায় পাঠাইয়াছে, যেস্থানে আমি ভগবান্ পাপহারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পাইব। ৪

আমিই সদা ধন্য, আমা অপেক্ষা অধিক ধন্য আর কেহই নাই; কারণ, আমি দ্বারকাপুরীতে নিবাসকারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিব। ৫

আমার সেই মাতাও ধন্যা, যে মনস্বিনীদেবী ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া চিরকালের জন্য কৃতার্থ হইয়া আগত নিজের পুত্র আমাকে পুনরায় দর্শন করিবেন। ৬

আমি শার্ঙ্গধনুর্ধারী দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণের সেই মুখ দর্শন করিব, যাহা বিকসিত সুবর্ণ কমলের কেসরের ন্যায় সদা প্রকাশিত হইতেছে। ৭

আমি শ্রীকৃষ্ণের নীলকমলদলতুল্য কান্তিমান্ সেই শ্যামসুন্দর শরীরকে দর্শন করিব, যাহা শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু ও বনমালায় বিভূষিত রহিয়াছে। ৮

আমি দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণের সেই দুই নয়ন দর্শন করিব, যাহা বিকসিত কমলসদৃশ কান্তিমান্। সেই সময় আমার

অপি প্রক্ষ্যতি যোগাত্মা সৌম্যেনৈব স্বচক্ষুষা
অপি বা মৎপ্রিয়ং ব্রূয়াৎ স্বস্তি চেতি চ বা বদেৎ ॥ ১০
দ্রক্ষ্যামি চক্রিণো বর্ম্ম ত্রৈলোক্যসন্নিভম্।
পাদাব্জং চক্রিণো দ্রষ্টুং ত্বরতেব চ মে মনঃ ॥ ১১
বক্ষঃস্থলং সদা বিষ্ণোঃ স্ফুরদ্ রত্নপ্রভাবৃতম্।
পশ্যন্নিব চ গচ্ছামি স্মরংশ্চানিশমীশ্বরম্ ॥ ১২
পীতকৌষেয়বসনং লম্বহারবিভূষিতম্
ঈষৎস্মিতাধরং বিষ্ণুং পশ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৩
স্মরতশ্চ হরে রূপং রোমহর্ষোঽয়মীদৃশঃ
গচ্ছতশ্চ পুরো ভাতি শঙ্খচক্রগদাসিমান্ ॥ ১৪
যাতীব চ পুরো ভাতি মহাং দেবো জগদ্গুরুঃ।
এষোঽহমিতি মে বক্তুং জিহ্বা প্রস্ফুরতীব তম্ ॥ ১৫
ইদং দুঃখতরং মন্যে করং দেহীতি মদ্বচঃ

হৃদয়ের সমস্ত দৈন্য দূর হইয়া যাইবে, দুঃখ নষ্ট হইবে এবং আমি পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইব। ৯

যোগাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি নিজের সৌম্য দৃষ্টির দ্বারা আমাকে দেখিবেন, অথবা আমার প্রিয়কর কথা বলিবেন কিংবা 'তোমার কল্যাণ হউক' এইরূপ বাণী প্রয়োগ করিবেন? ১০

সেখানে যাইয়া আমি চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বিগ্রহ দর্শন করিব, যিনি তিন লোককে নিজের মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখায় ত্রিলোকেরই সমান। আমার মন চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ১১

আমি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণির প্রভায় উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল যেন দর্শন করিতে করিতে এবং সেই পরমেশ্বরকে নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে যাইতেছি। ১২

যিনি রেশমী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, লম্বা বনমালায় বিভূষিত আছেন এবং যাঁহার অধর সুমধুর ঈষৎ হাসিতে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আজ বারংবার দর্শন করিব। ১৩

শ্রীহরির সেই রূপ স্মরণ হইতে থাকায় আমার এখন এরূপ রোমাঞ্চ হইতেছে। গমন করিবার সময় আমার সম্মুখে যেন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। ১৪

দেব জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। আমার জিহ্বা বারংবার তাঁহার কথা বলিবার জন্য উদ্যত হইতেছে যে, এই সেই ভগবান। ১৫

ইদং তৎসাহসং মন্যে তদ্বচস্তস্য ভূপতেঃ ॥ ১৬
হংসস্য করদো বিষ্ণুস্তদাজ্ঞাপরিচারকঃ।
তস্য সর্ব্বং পুরো গত্বা বক্তাহং কিল নির্দ্দয়ঃ ॥ ১৭
মূঢ়ানামগ্রণীরস্মি নির্লজ্জশ্চ তথা বদন্।
করং দেহি হরে বিষ্ণো হংসস্য যদুপুঙ্গব ॥ ১৮
লবণানি বহূন্যাশু দাতব্যানি করাত্মনা।
ইতি বক্তুং ন মে যুক্তং পুরতস্তস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥ ১৯
তথাপি মিত্রভাবাত্তু বক্তব্যং ঘোরমীদৃশম্।
কষ্টো হ্যয়ং মিত্রভাবো মনুষ্যাণাং কৃতাত্মনাম্ ॥ ২০
অথবা সর্ব্ববিদ্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
জানাত্যেব সদা ভাবং প্রাণিনাং শোভনে রতঃ ॥ ২১
তথা সতি ন মে দোষো মিত্রভাবো যতো হ্যয়ম্।
সর্ব্বথা রক্ষতাং বিষ্ণুর্ঘোরং বক্তুং যতস্য মে ॥ ২২

আমি যে তাঁহার সম্মুখে এই কথা বলিবার জন্য যাইতেছি—'আমাকে কর দান করুন', নিজের এই কথাকে আমি অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়াই মনে করিতেছি এবং আমি ইহাকে রাজা হংসের অতিশয় দুঃসাহসপূর্ণ বাক্য বলিয়াও মনে করিতেছি। ১৬

ভগবান্ বিষ্ণু হংসকে কর দান করুন, তাহার আজ্ঞা পালন ও সেবা করুন, এইসব কথা আমাকে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বলিতে হইবে। নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত নির্দয়। ১৭

'হরে! বিষ্ণো! যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি হংসকে কর দান করুন' এরূপ কথা বলিয়া আমি মূর্খগণের মধ্যে অগ্রণী ও নির্লজ্জ প্রতিপন্ন হইব। ১৮

'আপনাকে কররূপে বহু পরিমাণে লবণ দিতে হইবে' শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এরূপ কথা বলা আমার কদাপি উচিত হইবে না। ১৯

তথাপি মিত্রভাবশতঃ এরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য আমাকে বলিতে হইবে। পবিত্রাত্মা পুরুষগণের পক্ষে এই মিত্রতাও কষ্টপ্রদই হইয়া থাকে। ২০

অথবা ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ—সব কিছুই জানেন। তিনি সকলের হৃদয়ে স্থিত ভাবকেও সদা জানেন এবং প্রাণিগণের কল্যাণে সদা নিরত আছেন। ২১

এরূপ অবস্থায় আমার কোনও দোষ নাই; কারণ, এই মিত্রতাই আমাকে এরূপ কার্য্য করাইতেছে। আমি যে ভয়ঙ্কর বাক্য বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন। ২২

দ্রক্ষ্যাম্যহং জগন্নাথং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ।
কম্বুগ্রীবাধরং বিষ্ণুং শ্রীবৎসাচ্ছাদিতোরসম্ ॥ ২৩
স্ফুরৎপদ্মমহাবাহুং রত্নচ্ছায়াবিরাজিতম্ ।
দ্রক্ষ্যামি কেশবং বিষ্ণুং চক্রিণং যাদবেশ্বরম্ ॥ ২৪
অচিন্ত্যবিভবং দেবং ভূতভব্যভবৎপ্রভুম্ ।
আত্মেচ্ছয়া জগদ্ রক্ষং দ্রক্ষ্যামি জলশায়িনম্ ॥ ২৫
কৃতার্থঃ সর্ব্বথা চাহং ভবামি বিগতজ্বরঃ
অদ্য মে সফলং জন্ম সাক্ষাদ্ দৃষ্টবতো হরিম্ ॥ ২৬
অদ্য মে সফলা যজ্ঞাঃ সাক্ষাৎকৃতবতো হরিম্ ।
নেত্রে মে সফলে বিষ্ণুং পশ্যতশ্চ জগন্ময়ম্ ॥ ২৭
প্রীতিমানস্তু মে বিষ্ণুর্বক্তুর্ঘোরস্য কর্ম্মণঃ
উন্মিষন্নেত্রযুগ্মেন দ্রক্ষ্যামি সকৃদীশ্বরম্ ॥ ২৮
আমূলমসকৃদ্ বিষ্ণুং পশ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ।
পিবামি নেত্রযুগ্মেন বপুঃ কৃষ্ণস্য কেবলম্ ॥ ২৯

ধারয়িষ্যাম্যহং পাংশুং তৎপাদপ্রভবং শিবম্ ।
ততঃ কৃতার্থতাং যাস্যে স্বর্গমার্গো হি তদ্ রজঃ ॥ ৩০
মেঘগম্ভীরনির্ঘোষং শ্রোষ্যামি চ হরেঃ স্বয়ম্ ।
পাদাব্জং চক্রিণো বিষ্ণোঃ পশ্যামি চ জগৎপতেঃ ॥ ৩১
পশ্যামি চ হরের্বক্ত্রং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্ ।
হরেরিদং জগদ্ রূপং পশ্যামীব চ সর্ব্বতঃ ॥ ৩২
প্রসীদতু সদা বিষ্ণুরযুক্তং বক্তুমিচ্ছতঃ ।
আলোলকুণ্ডলযুতং হরিচন্দনচর্চ্চিতম্ ॥ ৩৩
স্ফুরৎকেয়ূররত্নার্চ্চির্বাহুদ্বয়বিরাজিতম্
সব্যে শোভমহাশঙ্খং রশ্মিজালবিরাজিতম্ ॥ ৩৪
প্রোদ্যদ্ভাস্করবর্ণাভং চক্রজ্বালাবিরাজিতম্ ।
প্রোজ্জ্বলৎকঙ্কণযুতং তপ্তজাম্বূনদাঙ্গদম্ ॥ ৩৫
পীতকৌষেয়বসনং বিস্তীর্ণোরস্কমচ্যুতম্
কদা দ্রক্ষ্যামি দেবেশমিদানীমথবান্যদা ॥ ৩৬

যিনি সম্পূর্ণ জগতের স্বামী ও রক্ষক, যাঁহার মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি শোভা পাইতেছে, যিনি শঙ্খতুল্য গ্রীবা ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-চিহ্নে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি দর্শন করিব ॥ ২৩

যাঁহার বিশাল বাহুদ্বয় পদ্মরাগ মণির আভরণসমূহে শোভা পাইতেছে এবং যিনি কৌস্তুভাদি রত্নসমূহের কান্তিতে প্রকাশিত হইতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী চক্রধারী যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিব । ২৪

যাঁহার বৈভব অচিন্ত্য, যিনি ভূত ( অতীত ), ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের স্বামী, যিনি নিজের ইচ্ছায় জগতের রক্ষায় তৎপর আছেন, সেই একার্ণবের জলে শয়নকারী শ্রীনারায়ণকে আমি দর্শন করিব । ২৫

তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি সর্ব্বথা কৃতার্থ হইয়া যাইব । আমার সমস্ত চিন্তা ও ব্যাধিসমূহ দূর হইয়া যাইবে । আজ শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে পর আমার জন্ম সফল হইয়া যাইবে । ২৬

আজ শ্রীহরিকে সাক্ষাৎকার করিলে পর আমার সমস্ত যজ্ঞই সফল হইবে । জগন্ময় শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিলে পর আমার দুই চক্ষুও সফল হইবে । ২৭

আমি ভয়ঙ্কর কর্ম্মের প্রস্তাবকারী । সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু আমার উপর যেন প্রসন্ন থাকেন । আমি কি আজ নিজের দুই উন্মুক্ত চক্ষুর দ্বারা একবার সেই জগদীশ্বরকে দর্শন করিতে পাইব ? ২৮

আমি নিম্নভাগ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত বারংবার ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিব, আমি দুই নয়নে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরীরের রূপমাধুরী পান করিব । ২৯

তদনন্তর তাঁহার চরণ হইতে উৎপন্ন কল্যাণকর ধূলিকে আমি নিজ মস্তকে ধারণ করিব । এরূপ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব ; কারণ, তাঁহার চরণরজ স্বর্গের সোপান । ৩০

আমি শ্রীহরির মেঘের গম্ভীর গর্জনতুল্য স্বর কর্ণে শ্রবণ করিব এবং চক্রধারী জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণুর চরণারবিন্দ দর্শন করিব । ৩১

আমি শ্রীহরির পূর্ণ চন্দ্রতুল্য মনোহর মুখ অবলোকন করিব । এই সম্পূর্ণ জগৎ শ্রীহরিরই রূপ, এইরূপেই আমি যেন এখন সর্ব্বদিকেই দর্শন করিতেছি । ৩২

অনুচিত বাক্য বলিতে ইচ্ছুক সেবক আমার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদা প্রসন্ন হউন । যাঁহার কর্ণদ্বয়ে আন্দোলিত কুণ্ডলদ্বয় দেদীপ্যমান আছে, যিনি হরিচন্দনে চর্চিত, প্রদীপ্ত কেয়ূরদ্বয়ে স্থাপিত রত্নসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত দুই বাহুর দ্বারা যাঁহার বিশেষ শোভা হইতেছে, যাঁহার বাম হস্তে বিশাল পাঞ্চজন্য শঙ্খ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যিনি স্বীয় কিরণজালে প্রকাশিত হইতেছেন, উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার স্বর্ণবর্ণ কান্তি শোভা পাইতেছে, যিনি সুদর্শনচক্রের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছেন, যাঁহার হস্তদ্বয়ে দেদীপ্যমান কঙ্কণ এবং তপ্ত সুবর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদ শোভা পাইতেছে, যিনি রেশমী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া

সর্ব্বথা কৃতকৃত্যোঽহং যদ্ বপুর্দ্রষ্টুমুদ্যতঃ
নমো মহ্যং নমো মহ্যং যতো দ্রষ্টুমহং হরিম্ ॥ ৩৭

উদ্যতোঽস্মি জগন্নাথং বলভদ্রকৃতাস্পদম্।
দ্রক্ষ্যাম্যবশ্যমদ্যৈব জিষ্ণুং বিষ্ণুং জগদ্গুরুম্ ॥ ৩৮

শ্রীকৌস্তুভোদ্ভবরুচিং স্ফুরিতোরুবক্ষঃ
পীতাম্বরং মকরকুণ্ডলপঙ্কজাক্ষম্।
কৃষ্ণং কিরীটবরচক্রগদোর্দ্ধ্বহস্তং
তেজোময়ং মম হরের্ব্বপুরস্তু ভূত্যৈ ॥৩৯

বেদোদধৌ বিশদশাস্ত্রমহাহিযোগে
নিষ্কাততত্ত্বমতিমন্দরমথ্যমানে
উদ্যোতমানমমরৈরনিশং নিষেব্যং
নারায়ণাখ্যমমৃতং প্রপিবামি বাস্তু ॥ ৪০

ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিরমেয়মনাদ্যনন্তং
স্থূলং সুসূক্ষ্মতরমেকমনেকমাদ্যম্।
জ্যোতিস্ত্রিলোকজনকং ত্রিদশৈকবন্দ্য-
মক্ষোর্ম্মমাস্তু সততং হৃদয়েঽচ্যুতাখ্যম্ ॥৪১

চিন্তয়ন্নিতি বিপ্রেন্দ্রো যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্।
মত্বা কৃতার্থমাত্মানং বাহয়ন্ হয়মুত্তমম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে বিপ্রস্য দ্বারবতীগমনে
চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪

---

রহিয়াছেন এবং বক্ষঃস্থল বিশাল, সেই দেবেশ্বর অচ্যুতকে আমি এই সময় অথবা অন্য কোন সময়ে কখন দর্শন করিব ? ৩৫-৩৬

আমি সর্ব্বথা কৃতকৃত্য হইয়াছি; কারণ, আজ আমি শ্রীহরির সাক্ষাৎ শরীরকে দর্শন করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। যেহেতু আমি শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি, ( অথবা যাইতেছি ) সেইহেতু আমাকে নমস্কার। আমাকে নমস্কার ॥ ৩৭

শেষরূপ বলভদ্রের উপর শয়নকারী জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আজ আমি উদ্যত হইয়াছি। সেই বিজয়শীল সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্য আজই আমি দর্শন করিব। ৩৮

যিনি কৌস্তুভমণির প্রভায় প্রকাশিত, যাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণি ও শ্রীবৎসের শোভায় প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যিনি পীত বস্ত্র ধারণ করেন, যিনি মকরাকার কুণ্ডল ও কমলতুল্য নেত্রে সুশোভিত, যাঁহার মস্তকে কিরীট ও উপরে উত্তোলিত হস্তে চক্র এবং গদা বিরাজমান আছে, শ্রীহরির এই শ্যামবর্ণময় তেজস্বী বিগ্রহ আমার কল্যাণকারী হউন। ৩৯

বিশদ শাস্ত্ররূপী মহাসর্পের ( বাসুকির ) সংযোগে নিষ্কাত ( প্রখর ) তত্ত্ববুদ্ধিরূপী মন্দরাচলের দ্বারা মথিত হইতে থাকিলে বেদরূপী সমুদ্র হইতে যাঁহার উদ্ভব হইয়াছে এবং অমরগণ নিরন্তর যাঁহার সেবা করেন, সেই নারায়ণনামক অমৃতকে আজ আমি নয়নের দ্বারা বিশেষভাবে পান করিব। ৪০

যিনি মুমুক্ষুগণের দ্বারা নিরন্তর ধ্যান করিবার যোগ্য, অপ্রমেয়, অনাদি, অনন্ত, স্থূল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এক, অনেক, আদ্য, ত্রিভুবনের জনক এবং দেবগণের একমাত্র বন্দনীয়, সেই অচ্যুত-নামক তেজ সদা আমার দুই নয়নের সম্মুখে ও হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। ৪১

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রবর জনার্দন নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া সেই উত্তম অশ্বকে সঞ্চালনা করিতে করিতে দ্বারকাপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৪২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ জনার্দনের দ্বারকাগমনবিষয়ক চতুর্দ্দশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ সুধর্ম্মা-সভাং গত্বা ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণমবলোক্য সন্তুষ্টেন জনার্দনেন তদাদেশেন শ্রীভগবতঃ স্তুতিপূর্ব্বকং হংস-ডিম্ভকয়োঃ সংবাদকথনম্, তদ্ আকর্ণ্য যাদবানামুপহাসশ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স নিবেদিতসর্ব্বস্বো দ্বাঃস্থেন হি জনার্দ্দনঃ।
অথ প্রবিশ্য ধর্ম্মাত্মা সুধর্ম্মাং বৈ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১
অপশ্যদ্দেবদেবেশং সুধর্ম্মাকৃতিসংস্থিতম্।
বলভদ্রেণ সংযুক্তমধ্যাসিতমহাসনম্ ॥ ২
অগ্রতঃ স্থিতশৈনেয়ং পার্শ্বতঃ স্থিতনারদম্।
দুর্ব্বাসসা কৃতকথমুগ্রসেনপুরস্কৃতম্ ॥ ৩
গায়দ্‌গন্ধর্ব্বমুখ্যৈশ্চ নৃত্যদপ্সরসাং গণৈঃ
সেব্যমানং মহারাজ সূত-মাগধবন্দিভিঃ ॥ ৪
উদ্‌গীয়মানযশসং মাধবং মধুসূদনম্
উদ্‌গীয়মানং বিপ্রৈশ্চ সামভিঃ সামগৈর্হরিম্ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা প্রীতমনা বিষ্ণুং প্রোদ্ভূতপুলকচ্ছবিঃ
নাম্না জনার্দ্দনোঽস্মীতি ননাম চরণৌ হরেঃ।
বলভদ্রং ততো দেবং ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ ॥ ৬
দূতোঽস্মি দেবদেবেশ হংসস্য ডিম্ভকস্য চ।
ইতি ব্রুবাণং বিপ্রেন্দ্রমিদমাহ স মাধবঃ ॥ ৭
আস্স্বেদং বিষ্টরং পূর্ব্বং পশ্চাদ্ ব্রূহি প্রয়োজনম্।
তথেতি চাব্রবীদ্ বিপ্রো মহদাসনমাস্থিতঃ ॥ ৮
বাচা সম্পূজ্য বিপ্রেন্দ্রমপৃচ্ছৎ কুশলং হরিঃ।
ব্রহ্মদত্তস্য রাজেন্দ্র হংসস্য ডিম্ভকস্য চ ॥ ৯
শ্রুতং চাপি তয়োর্বীর্য্যং প্রয়োজনমতো দ্বিজ।
অপি বা কুশলং বিপ্র পিতুস্তব জনার্দ্দন ॥ ১০

জনার্দ্দন উবাচ।

কুশলং ব্রহ্মদত্তস্য পিতুশ্চ মম কেশব।
তয়োরেব জগন্নাথ হংসস্য ডিম্ভকস্য চ ॥ ১১

শ্রীভগবানুবাচ।

কিমাহতুর্মহীপালৌ তৌ হংস-ডিম্ভকৌ নৃপৌ।
ব্রূহি সর্ব্বমশেষেণ নাত্র শঙ্কা দ্বিজোত্তম ॥ ১২

---

## পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

[ সুধর্ম্মা-সভায় যাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট জনার্দনকর্ত্তৃক তাঁহার আদেশে শ্রীভগবানের স্তুতিপূর্ব্বক হংস ও ডিম্ভকের সংবাদ কথন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া যাদবগণের উপহাস। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা জনার্দন দ্বারপালের সহায়তায় সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করত উত্তম ধর্ম্মময় স্বরূপে বিরাজমান এবং বলভদ্রের সহিত উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। ১-২

তাঁহার সম্মুখে সাত্যকি দণ্ডায়মান ছিলেন এবং পার্শ্বভাগে নারদ বিরাজমান ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসামুনির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। রাজা উগ্রসেন তাঁহার সম্মুখে ছিলেন। ৩

মহারাজ! গান করিতে করিতে মুখ্য মুখ্য গন্ধর্ব্বগণ, নৃত্যপরায়ণা অপ্সরাগণ এবং সূত, মগধ ও বন্দীজনগণ যোগ্যতানুসারে তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। ৪

সেখানে মাধব মধুসূদনের যশ উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইতেছিল এবং সামগানকারী ব্রাহ্মণগণও সামমন্ত্রসমূহের দ্বারা শ্রীহরির গুণগান করিতেছিলেন। ৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া জনার্দনের মন প্রসন্ন হইয়া যাইল। তাঁহার প্রতি অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। 'আমার নাম জনার্দন' এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীহরির চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পর ব্রাহ্মণ জনার্দন ভগবান্ বলভদ্রকে মস্তক নত করিয়া বন্দনা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—দেবদেবেশ্বর! আমি হংস ও ডিম্ভকের দূত। ৬½

এই বাক্যভাষী বিপ্রবর জনার্দনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! প্রথমে আপনি এই আসনে উপবেশন করুন, তাহার পর নিজের আগমনের প্রয়োজন বলুন। তখন ব্রাহ্মণ 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন এবং তিনি এক উত্তম আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৭-৮

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের দ্বারা বিপ্রবর জনার্দনকে স্বাগত সংকার করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদত্ত, হংস ও ডিম্ভকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯

তিনি বলিলেন—বিপ্র জনার্দন! আমি হংস ও ডিম্ভকের পরাক্রম এবং প্রয়োজন পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। তোমার পিতৃদেব কুশলে আছেন ত'? ১০

জনার্দন বলিলেন,—কেশব! রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমার পিতা কুশলে আছেন। জগন্নাথ! দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভকও কুশলে আছেন। ১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা হংস ও ডিম্ভক

বাচ্যং বাপ্যথবাবাচ্যং কর্ত্তব্যমথ চেতরৎ
শ্রুত্বা তস্য বিধাস্যামো যুক্তরূপং দ্বিজোত্তম ॥ ১৩
দূতোঽসি সর্ব্বথা বিপ্র ন বাচ্যাবাচ্যকল্পনা।
যৎকর্ম্মকারনির্দ্দিষ্টং তদ্ বাচ্যং দূতজন্মনা ॥ ১৪
নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা বক্তব্যস্তেতরস্য চ।
অতো বদ যথা প্রোক্তং তাভ্যামিহ জনার্দ্দন ॥ ১৫
কেশবেনৈবমুক্তস্তু প্রোবাচ স জনার্দ্দনঃ।
অজানন্নিব কিং ব্রূষে সর্ব্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ॥ ১৬
ন চাস্তি তে পরোক্ষং তু জগদ্ বৃত্তান্তমচ্যুত।
সর্ব্বং হি মনসা পশ্যন্ কিং ত্বমাথ বদেতি মাম্ ॥ ১৭
বিদ্বদ্ভির্গীয়সে বিষ্ণো ত্বমেব জগতীপতে।
ইচ্ছয়া সর্ব্বমাপ্নোষি দৃষ্টাদৃষ্টবিবেচনম্ ॥ ১৮
ত্বমেবেদং জগৎ সর্ব্বং জগচ্চ ত্বয়ি তিষ্ঠতি।
ন ত্বয়া রহিতো হ্যেকঃ পদার্থঃ সচরাচরঃ ॥ ১৯
নাস্তি কিঞ্চিদবেদ্যং তে সর্ব্বগোঽসি জগৎপতে
ত্বমিন্দ্রঃ সর্ব্বভূতানাং রুদ্রঃ সংহারকর্ম্মকৃৎ ॥ ২০
রক্ষিতাসি সদা বিষ্ণুঃ সর্ব্বলোকস্য মাধব।
সংসারস্য ভবান্ স্রষ্টা কিং ত্বমাথ বদেতি মাম্ ॥ ২১
বিদ্বদ্ভির্গীয়সে নিত্যং জ্ঞানাত্মেতি চ মাধব
প্রাণং প্রাণবিদঃ প্রাহুস্ত্বামেব পুরুষোত্তম ॥ ২২
শব্দং শব্দবিদঃ প্রাহুস্ত্বামেব পুরুষোত্তম।
তথা সতি হৃষীকেশ কিং ত্বমাথ বদেতি মাম্ ॥ ২৩
তথাপি শৃণু দেবেশ চোদিতোঽস্মি যতস্ত্বয়া।
বদেত্যসকৃদেবৈতত্তস্মাদ্ বক্ষ্যামি মাধব ॥ ২৪
রাজসূয়েন যজ্ঞেন ব্রহ্মদত্তোঽত্র যক্ষ্যতে।
তদর্থং প্রেষিতস্তাভ্যাং হংসেন ডিম্ভকেন চ ॥ ২৫
করার্থং যদুমুখ্যেভ্যস্তব চামন্ত্রণায় হি।
লবণং বহু দেয়ং তে যজ্ঞার্থং তস্য কেশব ॥ ২৬

কি সংবাদ দিয়াছে? আপনি সমস্ত কথাই সবিস্তরে বলুন। ইহার জন্য আপনি কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না। ১২

বিপ্রবর। তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা বলিবার যোগ্য হউক বা না হউক, করিবার যোগ্য হউক বা না হউক, সেই সব পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া আমরা তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করিব।১৩

ব্রহ্মন্। আপনি দূত। আপনার পক্ষে বাচ্য এবং অবাচ্য-বিষয়ে বিচার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মকর্ত্তা যাহা কিছু বলিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, দূতের তৎসমস্তই সেইভাবে বলা উচিত।১৪

জনার্দন। আপনার বাচ্য ও অবাচ্যবিষয়ে কোনও শঙ্কা করিবার কিছুই নাই। অতএব হংস ও ডিম্ভক যেরূপ বলিয়াছে, সেইরূপেই আপনি এস্থানে আমাকে বলুন। ১৫

ভগবান্ কেশব এই কথা বলিলে পর জনার্দন বলিলেন,—ভগবন্। আপনি না জানার ন্যায় কথা বলিতেছেন কেন? আপনি ত' সব কিছুই প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। ১৬

অচ্যুত। জগতের কোন বৃত্তান্তই আপনার চক্ষুর অগোচরে নাই। আপনি নিজের মনে সব কিছু দেখিয়াও আমাকে কেন বলিতেছেন যে, তুমি বল। ১৭

জগৎপতে। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই বিষ্ণু বলেন। আপনি ইচ্ছা করিলেই দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বস্তুর পূর্ণ বিবেকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৮

আপনিই এই সম্পূর্ণ জগৎ, আপনাতেই এই জগতের স্থিতি আছে। চর ও অচর পদার্থের মধ্যে এরূপ একটিও কিছু নাই, যাহা আপনার দ্বারা রহিত। ১৯

জগদীশ্বর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী, আপনার কিছুই অজ্ঞেয় নাই। আপনি সমস্ত ভূতগণের ইন্দ্র এবং আপনিই সংহার-কর্ম্মকারী রুদ্র।২০

মাধব। সদা সম্পূর্ণ লোকের রক্ষাকারী বিষ্ণু আপনিই। আপনিই জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা। তবে আপনি কেন বলিতেছেন যে, তুমি বল।২১

মাধব! বিদ্বান্ পুরুষগণ সদা আপনাকেই 'জ্ঞানাত্মা' বলিয়া থাকেন। পুরুষোত্তম। প্রাণবিদ্‌গণ আপনাকেই প্রাণ বলিয়া অভিহিত করেন।২২

শব্দশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণগণ আপনাকেই শব্দ বলেন। হৃষীকেশ। এরূপ অবস্থায় আপনি কেন বলিতেছেন যে, তুমি আমাকে রাজার সংবাদ বল।২৩

দেবেশ্বর মাধব। তথাপি শ্রবণ করুন। যেহেতু আপনি আমাকে বারংবার বলিবার জন্য প্রেরিত করিতেছেন, সেইজন্য আমি আপনাকে সব কথাই বলিব। ২৪

ভগবন্। রাজা ব্রহ্মদত্ত এখন রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন। সেইজন্য হংস ও ডিম্ভক আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে। ২৫

তাহারা মুখ্য মুখ্য যাদবগণের নিকট হইতে করগ্রহণের জন্য এবং আপনাকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে এস্থানে প্রেরণ

ইত্যর্থং প্রেষিতস্তাভ্যাং করং দেহি তদাজ্ঞয়া।
ইদং ত্বমপরং তাভ্যামুক্তং শৃণু জগৎপতে ॥ ২৭
লবণানি বহূন্যাশু প্রগৃহ্য ত্বরিতং ভবান্।
আগচ্ছতু তয়ো রাজ্ঞোঃ সেয়ং কেশব বাগ্ বিভো ॥২৮
ইত্যুক্তবতি বিপ্রেন্দ্রে দূতে তত্র তয়োর্নৃপ।
প্রহস্য সুচিরং কৃষ্ণো বভাষে দূতমীশ্বরঃ ॥ ২৯
শৃণু দূত বচো মহ্যং যুক্তমুক্তং দ্বিজোত্তম।
করং দদামি তাভ্যাং তু করদোঽস্মি যতো নৃপঃ ॥ ৩০
ধার্ষ্ট্যমেতত্তয়োর্বিপ্র মত্তো যস্তু করগ্রহঃ।
অহো ধার্ষ্ট্যমহো ধার্ষ্ট্যং তয়োঃ ক্ষত্রিয়বীজয়োঃ ॥ ৩১
ইদমশ্রুতপূর্ব্বং মে মত্তো যস্তু করগ্রহঃ।
ইত্যুক্ত্বা কেশবো দূতমিদমাহ স্ম যাদবান্ ॥ ৩২
হাস্যমেতদ্ যদুশ্রেষ্ঠা মত্তো যস্তু করগ্রহঃ।
যষ্টাসৌ রাজসূয়স্য ব্রহ্মদত্তো মহীপতিঃ ॥ ৩৩
তৌ তু যাজয়িতারৌ হি হংসো ডিম্ভক এব চ।
বোঢ়া কিল যদুশ্রেষ্ঠো লক্ষণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৩৪
করদো বাসুদেবো হি জিতোঽস্মি যদুসত্তমাঃ।
হাস্যং হাস্যমিদং ভূয়ঃ শৃণ্বন্তু যাদবা বচঃ ॥ ৩৫
ইত্যুক্তবতি দেবেশে বলভদ্রপুরোগমাঃ।
যাদবাঃ সর্ব্ব এবৈতে হাসায় সমবস্থিতাঃ ॥ ৩৬
করদঃ কৃষ্ণ ইত্যেবং ব্রুবন্তঃ সর্ব্বসাত্বতাঃ।
হাসং মুমুচুরত্যর্থং তলং দত্ত্বা পরস্পরম্ ॥ ৩৭
তলশব্দো হাসশব্দো রোদসী পর্য্যপূরয়ৎ।
স চ বিপ্রো নৃপশ্রেষ্ঠ নিন্দয়ন্ মিত্রমাত্মনঃ। ৩৮
অহো কষ্টমহো কষ্টং দৌত্যং যৎ কৃতবানহম্।
ইতি লজ্জাসমাবিষ্টস্তূষ্ণীমাসীদবাঙ্মুখঃ ॥ ৩৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বাসুদেববাক্যং নাম পঞ্চাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

করিয়াছে। কেশব! আপনাকে তাঁহার যজ্ঞের জন্য প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রদান করিতে হইবে। ২৬

জগৎপতে! তাহারা উভয়ে এইজন্যই আমাকে এখানে পাঠাইয়াছে যে, আপনি তাহাদের আজ্ঞায় তাহাদিগকে কর দান করুন। তাহারা দুইজনে আরও যে কথা বলিয়াছে, তাহাও শ্রবণ করুন। ২৭

আপনি সত্বর বহু পরিমাণ লবণ লইয়া আমার রাজ্যে আসুন। প্রভো! কেশব! ইহাই সেই দুই রাজার আপনার নিকট প্রেরিত সংবাদ। ২৮

নৃপ জনমেজয়! সেই হংস ও ডিম্ভকের দূত বিপ্রবর জনার্দন যখন এই কথা বলিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া সেই দূতকে বলিলেন ॥২৯

দূত! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার এই যুক্তিযুক্ত কথা শ্রবণ কর। আমি সেই দুই জনকে করদান করিব; কারণ, আমি তাহাদিগকে করদানকারী নরপতি। ৩০

বিপ্রবর! আমার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবার জন্য যে সঙ্কল্প, ইহা সেই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভকের পক্ষে অত্যন্ত ধৃষ্টতার কথা। অহো! ক্ষত্রিয়ের বীজ হইতে উৎপন্ন এই দুই জনের ইহা কিরূপ অদ্ভুত ধৃষ্টতা! অদ্ভুত ধৃষ্টতা ॥ ৩১

আমার নিকট হইতে কেহ কর গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ কথা কথা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। দূতকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ কেশব যাদবগণকে বলিলেন। ৩২

যদুবীরগণ! আমার নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা কিরূপ উপহাসকর কথা। রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন এবং তাঁহার এই যজ্ঞ করাইবে তাঁহারই দুই পুত্র হংস ও ডিম্ভক। আর যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সেই দুরাত্মার নিকট লবণ বহন করিয়া লইয়া যাইবেন। ৩৩-৩৪

যদুশ্রেষ্ঠ বীরগণ! বাসুদেব আমাকে তাহারা করদাতা বলিয়াছে, যেন আমাকে তাহারা পরাজিত করিয়াছে। যাদবগণ! ইহা কিরূপ উপহাসের কথা। তোমরা ইহা পুনরায় শ্রবণ কর। ৩৫

দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর বলভদ্রাদি সমস্ত যাদবগণ হংস-ডিম্ভকের এই কথাকে হাস্য করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ৩৬

'শ্রীকৃষ্ণ করদাতা' এরূপ বলিতে বলিতে সমস্ত যাদবগণ পরস্পর করতল বাদ্য করিয়া অথবা হস্ত ধারণ করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। ৩৭

করতল বাদ্যধ্বনি ও হাস্যের গম্ভীর ধ্বনি পৃথিবী এবং আকাশকেও পূর্ণ করিয়া দিল। নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ জনার্দন নিজের মিত্র হংসের নিন্দা করিতে করিতে মনে মনেই বলিতে লাগিলেন—অহো! আমি যে দূত কার্য্য করিয়াছি, তাহা অতিশয় কষ্টের কথা! কষ্টের কথা ॥ এই কথা বলিয়া লজ্জিত হইয়া তিনি মুখ অধোগামী করত নীরবে বসিয়া রহিলেন ॥৩৮-৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সংবাদং গৃহীত্বা জনার্দনস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হাসং কুর্ব্বৎসু তেম্বেবং কেশবঃ কেশিসূদনঃ।
উবাচ বচনং দূতং গচ্ছ মদ্বচনাদ্ দ্বিজ ॥ ১
তাবিথং হংস-ডিম্ভকৌ ব্রূহি ত্বরিতবিক্রমঃ।
বাণৈর্দাস্যামি নিশিতৈঃ শার্ঙ্গমুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২
অসিনা বাথ দাস্যামি নিশিতেন মহাত্মনোঃ।
শিরো বা ছেৎস্যতে চক্রং মৎকরপ্রহিতং বলিম্ ॥ ৩
যো বরং দত্তবান্ রুদ্রো যুবয়োর্ধার্ষ্ট্যকারণম্।
স এব রক্ষিতা বাং স্যাৎ তং জিত্বা বাং নিহন্ম্যহম্ ॥ ৪
দেশোঽয়ং সংবিধাতব্যো যত্র নঃ সঙ্গতির্ভবেৎ
তত্র গন্তা তথা চাস্মি সবলঃ সহবাহনঃ ॥ ৫
ভবন্তৌ নির্ভয়ৌ ভূত্বা গচ্ছেতাং সবলৌ নৃপৌ
পুষ্করে বা প্রয়াগে বা মথুরায়ামথাপি বা ॥ ৬
তত্রাহং সবলো যাতা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অথবা মিত্রভাবাচ্চ বক্তুমেবং ন তে ক্ষমম্ ॥ ৭
ন শক্যং যত্ত্বয়া বক্তুং তচ্চ বক্ষ্যতি সাত্যকিঃ।
ত্বয়া সহ ততো গত্বা সাক্ষিভূতো ভব দ্বিজ ॥ ৮
ইদঞ্চ জানে বিপ্রেন্দ্র স্নেহো মম সদা ত্বয়ি
তেন ত্বং বিজয়ী ভূত্বা সংসারে দুঃখসঙ্কুলে।
মৎকথাপরমো নিত্যং সদা ভব জনার্দ্দন ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬

## ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া জনার্দনের প্রত্যাবর্ত্তন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন যাদবগণ এইরূপে উপহাস করিতেছিলেন, সেই সময় কেশিহন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূতকে এই কথা বলিলেন ব্রহ্মন্। আপনি আমার সংবাদ লইয়া গমন করুন ॥ ১

শীঘ্র গতিতে যেস্থানে যাইয়া সেই হংস ও ডিম্ভককে এইরূপ বলিবেন—আমি শার্ঙ্গধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত ও শিলাশাণিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তোমাদের দুইজনকে কর দান করিব। ২

অথবা সেই দুই মহাত্মা রাজাকে নিজের তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা কর প্রদান করিব। কিংবা আমার হস্ত কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত চক্র তাহাদের মস্তক ছেদন করিবে এবং তাহাই কররূপে সমর্পণ করিব। ৩

ভগবান্ রুদ্র তোমাদের দুইজনকে যে বর দান করিয়াছেন, তাহাই তোমাদের উভয়ের ধৃষ্টতার কারণ হইয়াছে। যদি সেই রুদ্রদেবই তোমাদের দুইজনকে রক্ষা করিতে থাকেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তোমাদের দুইজনকে বধ করিব। ৪

তোমরা এরূপ কোনও স্থান নিশ্চিত কর, যেস্থানে আমাদের সমাগম হইবে। আমি সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত উপস্থিত হইব ॥ ৫

নৃপদ্বয়! তোমরা দুইজনে নির্ভয় হইয়া সৈন্যসহ সেস্থানে আসিবে। পুষ্করে বা প্রয়াগে কিংবা মথুরায় যেস্থানে তোমাদের ইচ্ছা হইবে, সেস্থানেই আমি সৈন্যসহ গমন করিব, ইহাতে কোনও অন্যথা বিচার করিবে না। ৬;

অথবা মিত্রতার জন্য আপনার এরূপ কথা উচিত হইবে না। আপনি যে কথা বলিতে পারিবেন না, তাহা আপনার সহিত যাইয়া এই সাত্যকিই বলিবে। ব্রহ্মন্! আপনি কেবল সাক্ষী হইয়াই থাকিবেন। ৭-৮

বিপ্রেন্দ্র! আমি ইহাও জানি যে, আমার উপর আপনার সদা স্নেহ রহিয়াছে। জনার্দন! অতএব আপনি দুঃখসমূহে পরিপূর্ণ এই সংসারে বিজয়ী হইয়া সদা নিত্য-নিরন্তর আমার কথায় নিরত থাকুন অর্থাৎ সর্ব্বদা আমার লীলাকথা বর্ণনা ও চিন্তা করিতে থাকুন। ৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ সাত্যকিনা সহ জনার্দনস্য শাল্বনগরে গমনম্, হংসেন সহ মিলনম্, হংসস্য জনার্দনসমীপে কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে জিজ্ঞাসা চ । ]

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণং কৃষ্ণঃ সাত্যকিং পুনরাহ সঃ
গত্বা শৈনেয় বিপ্রেণ ব্রূহি মদ্বচনাৎ তয়োঃ ॥ ১
যন্ময়োক্তমশেষেণ বদ গত্বা তয়োঃ পুরঃ ।
যথা নঃ সঙ্গতির্যুদ্ধে তথা বদ বলাত্তদা ॥ ২
ধনুরাদায় গচ্ছ ত্বং বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ।
একেনাশ্বেন গচ্ছ ত্বমসহায়ো যদূত্তম ॥ ৩
সাত্যকিস্তং তথেত্যুক্ত্বা হয়মারুহ্য শীঘ্রগম্ ।
গন্তুমৈচ্ছত্ততো রাজন্নসহায়ঃ স সাত্যকিঃ ॥ ৪
জনার্দ্দনং বিসৃজ্যাশু দূতং তং যাদবেশ্বরঃ
অহো ধার্ষ্ট্যমহো ধার্ষ্ট্যমিত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ ॥ ৫
নমস্কৃত্য তদা দূতো মাধবং মাধবেশ্বরম্ ।
স যযৌ শাল্বনগরং শৈনেয়েন সমন্বিতঃ ॥ ৬
ততঃ প্রবিশ্য ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ
আসনং মহদাস্থায় বিসৃজ্য যাদবে পুনঃ ॥ ৭
আস্তে সুখং যদা বিপ্রঃ শৈনেয়েন সমন্বিতঃ ।
অথ তং হংস-ডিম্ভয়োর্দর্শয়ামাস সাত্যকিম্ ॥৮
দূতোঽয়ং সাত্যকিঃ প্রাপ্তঃ সব্যো বাহুরয়ং হরেঃ
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হংসঃ প্রাহ বচস্তদা ॥ ৯
শ্রুতঃ সমাগমঃ পূর্ব্বমদ্য দৃষ্টো ময়া হ্যসৌ ।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ শাস্ত্রে শস্ত্রে তথৈব চ ॥ ১০
নিপুণোঽয়ং সদা ধীর ইত্যেবমগুশুশ্রুম ।
অথো দৃষ্টিপথং প্রাপ্তঃ প্রীতিং নৌ বিদধাত্যসৌ ॥ ১১
কুশলং বাসুদেবস্য বলভদ্রস্য বা পুনঃ ।
কুশলাঃ সাত্বতাঃ সর্ব্বে উগ্রসেনপুরোগমাঃ ॥ ১২
তথেতি সাত্যকিঃ প্রাহ মন্দমুন্মথিতাননঃ
ততো জনার্দ্দনং প্রাহ হংসো বাক্যবিশারদঃ ॥ ১৩

## সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

[সাত্যকির সহিত জনার্দনের শাল্বনগরে গমন, হংসের সহিত মিলন এবং হংস কর্ত্তৃক জনার্দনের নিকট কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে জিজ্ঞাসা । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে বলিলেন,—শিনিনন্দন ! তুমি এই বিপ্রবর জনার্দনের সহিত যাইয়া আমার কথানুসারে সেই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভককে বল ॥ ১

আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎ সমস্তই তুমি তাহাদের সম্মুখে যাইয়া বল, যাহাতে আমাদের যুদ্ধস্থলে শীঘ্র সমাগম হয় । এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তুমি বলপূর্ব্বকও কথা বলিতে পার ॥ ২

যদুকুলতিলক সাত্যকে ! তুমি ধনু লইয়া যাও ; হস্তে গোধা-চর্ম্মনির্ম্মিত হস্তত্রাণ ( দস্তানা ) বন্ধন কর, একমাত্র অশ্বের সহিত গমন কর, অন্য কোনও সহায়ককে সঙ্গে লইবে না । ৩

সাত্যকি 'তাহাই হইবে' বলিয়া এক শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করত সেস্থান হইতে যাইবার ইচ্ছা করিলেন । রাজন্ ! অন্য কাহাকেও সহায়ক রূপে সঙ্গে লইলেন না । ৪

জনার্দনামক সেই দূতকে সত্বর বিদায় দিয়া যাদবেশ্বর জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অহো ! হংস ও ডিম্ভকের ধৃষ্টতা অদ্ভুত, ইহাদের ঔদ্ধত্য আশ্চর্য্যজনক । ৫

সেই সময় মাধবেশ্বর মাধবকে নমস্কার করিয়া দূত জনার্দন সাত্যকির সহিত শাল্বনগরে গমন করিলেন । ৬

ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ জনার্দন সেস্থানে রাজসভায় প্রবেশ করত সাত্যকিকে এক উচ্চ আসন দিয়া যখন স্বয়ংও সেই আসনে সাত্যকির সহিত সুখে উপবেশন করিলেন, তখন সেই সাত্যকিকে তিনি হংস ও ডিম্ভকের সহিত সাক্ষাৎ-কার করাইয়া দিলেন । ৭-৮

সেই সময় তিনি বলিলেন,—রাজন্ ! এই সাত্যকি দূত হইয়া আসিয়াছেন । ইনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তের সমান ( সব্য শব্দের অর্থ দক্ষিণ ও বাম উভয়ই হয় । সংস্কৃত শব্দার্থ-কৌস্তুভ দ্রষ্টব্য । ) জনার্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হংস বলিলেন । ৯

পূর্ব্বে ইহার সমাগমের কথা শুনিয়াছিলাম, আজ আমি ইহাকে দর্শন করিলাম । আমরা শুনিয়াছি যে এই বীর সাত্যকি বেদ, ধনুর্বেদ, শাস্ত্রবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যায় সদা নিপুণ এবং ধীর । এখন আমাদের দুই ভ্রাতার দৃষ্টিপথে আসিয়া ইনি আমাদের প্রীতিদান করিতেছেন ॥ ১০-১১

সাত্যকে ! বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র কুশলে আছেন ত' ? উগ্রসেনাদি সমস্ত যাদবগণের কুশল ত' ? ১২

তখন সাত্যকি ধীরে ধীরে বলিলেন—হাঁ, সকলেই কুশলে

অপি দৃষ্টস্ত্বয়া চক্রী সিদ্ধঃ নঃ কার্য্যমীপ্সিতম্ ।
বদ সর্ব্বমশেষেণ মা বৃথা কালমত্যগাঃ ॥ ১৪

আছেন। এই সময় সাত্যকির মুখ রোষে যেন আকুল ছিল। তদনন্তর বাক্যালাপ করিতে বিশেষ নিপুণ হংস জনার্দ্দনকে বলিলেন ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭

ব্রহ্মন্! তুমি কি চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ? আমাদের অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে ত'? সেস্থানের সমস্ত সমাচার পূর্ণরূপে বল, বৃথা সময় নষ্ট করিও না ॥ ১৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংসের বাক্যবিষয়ক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ হংসস্য সমীপে জনার্দনস্য শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজনিতোল্লাসপ্রকাশঃ, দ্বারকায়াং হংসস্য সংবাদস্য প্রতিক্রিয়াং বর্ণয়ত্বা জনার্দনেন হংসায় রাজসূয়-যজ্ঞাকরণস্য পরামর্শদানম্, তেন রুষ্টেন হংসেন জনার্দনং তিরস্কৃত্য তৎস্থানাদ্ গন্তুং নির্দেশঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য সংবাদং কথয়ত্বা সাত্যকিনা হংসস্য তিরস্কারশ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ইত্যুক্তবতি হংসে চ ধর্ম্মাত্মাথ জনার্দ্দনঃ ।
উবাচ প্রহসন্ বীরঃ স্তবন্ নারায়ণং তদা ॥ ১

জনার্দ্দন উবাচ
অদ্রাক্ষমদ্রাক্ষমহং জনার্দ্দনং
হস্তস্থশঙ্খং বরচক্রধারিণম্ ।
আতপ্তজাম্বূনদভূষিতাঙ্গদং
স্ফুরৎপ্রভাদ্যোতিতরত্নধারিণম্ ॥ ২
অদ্রাক্ষমেনং যদুভিঃ পুরাতনৈঃ
সংসেব্যমানং মুনিবৃন্দমুখ্যৈঃ ।
সংস্তূয়মানং প্রভৃতিঃ সমাগধৈঃ
স্মিতপ্রবালারুণপল্লবারুণম্ ॥ ৩
অদ্রাক্ষমেনং কবিভিঃ পুরাতনৈ-
র্বিবিচ্য বেদ্যং বিধিবৎ সহামরৈঃ ।
প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতং শ্রিয়া
বিনিদ্রহেমাব্জবিরাজিতোদরম্ ॥৪
ভূয়োঽহমদ্রাক্ষমজং জগদ্গুরুং
প্রমোদয়ন্তং বচনেন যাদবান্ ।
নিরূপয়ন্তং বিধিবন্মুনীশ্বরৈঃ
প্রবৃত্তবেদার্থবিধিং পুরাতনৈঃ ॥ ৫

### অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

[ হংসের নিকট জনার্দ্দনের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনজনিত উল্লাস প্রকাশ, দ্বারকায় হংসের সংবাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিয়া হংসকে রাজসূয়-যজ্ঞ না করিতে পরামর্শদান, ইহাতে রুষ্ট হংস কর্ত্তৃক জনার্দ্দনকে তিরস্কার করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার নির্দ্দেশ এবং সাত্যকি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বলিতে বলিতে হংসকে তিরস্কার। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হংস এই কথা বলিলে পর সতত নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবকারী ধর্ম্মাত্মা বীর জনার্দ্দন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন ॥ ১

হাঁ, আমি সেই জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছি, যাঁহার এক হস্তে শঙ্খ শোভা পাইতেছে এবং যিনি চক্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার অঙ্গদ ( বাহু ভূষণ ) তপ্ত জাম্বুনদ-নামক সুবর্ণের দ্বারা ভূষিত আছে এবং দেদীপ্যমান ( ঝলমলে ) প্রভায় প্রকাশিত রত্ন ( কৌস্তুভমণি ) ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২

আমি এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছি। ইহার সেবায় তখন পুরাতন যাদব-বীরগণ এবং মুখ্য মুখ্য মুনিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাগধগণের সহিত বহু রাজাও ইহার স্তুতি করিতেছিলেন। মুক্তা ও নূতন পল্লবতুল্য ইহার অরুণ অধর তখন ঈষৎ হাস্যের আভায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৩

প্রাচীন বিদ্বান্ ঋষি-মুনিগণ দেবতাদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া যাঁহার স্বরূপ বিধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া উহা জানিবার যোগ্য বলিয়া অভিহিত করেন, যিনি বিকসিত নীলকমলতুল্য শ্যামকান্তিতে সুশোভিত এবং যাঁহার উদর বিকসিত সুবর্ণময় কমলে উদ্দীপিত, সেই পদ্মনাভস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ৪

আমি বারংবার সেই অজন্মা জগদ্ গুরুকে দর্শন করিয়াছি, যিনি নিজের বাণীর দ্বারা যাদবগণকে আনন্দ দান করিতেছিলেন এবং প্রাচীন মুনীশ্বরদিগের সহিত প্রবৃত্তিমার্গ

অদ্রাক্ষমদ্রাক্ষমহং পুনঃ পুনঃ
সমস্তলোকৈকহিতৈষিণং হরিম্ ।
বসন্তমস্মিন্ জগতো হিতায়
জগন্ময়ং তান্ পরিভূয় শত্রূন্ ॥ ৬
ভূয়োঽপ্যপশ্যং সহ যাদবেশ্বরৈ-
র্বিক্রীড়ামানঞ্চ বিহারকালে ।
রমন্তমীড্যং রময়ন্তমীশ্বরান্
যদূত্তমান্ যাদবমুখ্যমীশ্বরম্ ॥ ৭
ভূয়োঽপ্যপশ্যং সরসীরুহেক্ষণং
সমেতয়া ভীষ্মতনূজয়া হরিম্
বসন্তমম্ভোনিধিশায়িনং বিভুং
ভক্তপ্রিয়ং ভক্তজনাস্পদং শিবম্ ॥ ৮
অদ্রাক্ষমদ্রাক্ষমহং সুনির্বৃতঃ
পিবন্ পিবংস্তস্য বপুঃ পুরাতনম্ ।
নেত্রেণ মীলদ্ বিবরেণ কেবলং
ধন্যোঽহমস্মীতি তদা ব্যচিন্তয়ম্ ॥ ৯

অদ্রাক্ষমম্ভোজযুগং দধানং
প্রভুং বিভুং ভূতময়ং বিভাবনম্ ।
আদ্যং ককুদ্মানমরুং বিভাবসুং
সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য তমেব নির্বৃতঃ ॥১০
অদ্রাক্ষং জগতামীশং বক্ষোরাজিতকৌস্তুভম্ ।
বীজ্যমানং হরিং কৃষ্ণং চামরাণাং শতৈঃ সদা ॥ ১১
যুবাং বিদ্বেষযুক্তেন চেতসা যাদবেশ্বরম্
স্মরন্তং সর্বদা বিষ্ণুং ক্ব চৈবং ক্ব চ বেত্তি কঃ ॥ ১২
ক্ব চ দ্রক্ষ্যামি তৌ মন্দৌ কুতো বা মৎপুরোগতৌ ।
ধ্যায়ন্তমিত্থং দেবেশং করে শঙ্খবহং সদা ॥ ১৩
হসন্তমেনমদ্রাক্ষং করদং হাস্যতৎপরম্ ।
বদন্তং নারদে বাচং দুর্বাসসি যতীশ্বরে ॥ ১৪
ব্রহ্মসূত্রপদাং বাণীং দাপয়ন্তং মুনীশ্বরম্
দৃষ্টোঽহং তং হরিং দেবং পুনঃ পুনরচিন্তয়ম্ ॥ ১৫

সমস্ত বেদার্থের বিধানকে বিধি অনুসারে নিরূপণ করিতেছিলেন ॥ ৫

আমি সমস্ত লোকসমূহের একমাত্র হিতৈষী সেই জগন্ময় শ্রীহরিকে বারংবার দর্শন করিয়াছি, যিনি জগতের হিতের জন্য ইহার সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া এই ভূলোকে নিবাস করিতেছেন । ৬

যাদবকুলের প্রধানপুরুষ স্তবনীয় ঈশ্বরস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি, যিনি বিহারকালে যাদবেশ্বগণের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং স্বয়ংও ক্রীড়াসমূহে রত ছিলেন। ইনি তখন সামর্থ্যশালী যাদবশ্রেষ্ঠগণকেও সেই সব ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিতেছিলেন । ৭

আমি পুনরায় সেই কমলনয়ন শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছি, যিনি পত্নী ভীষ্মনন্দিনী রুক্মিণীদেবীর সহিত দ্বারকায় বাস করিতেছেন, নারায়ণরূপে সমুদ্রের জলে শয়ন করেন এবং যিনি বৈভবশালী, ভক্তপ্রিয়, ভক্ত জনগণের আশ্রয় ও কল্যাণস্বরূপ । ৮

আমি অত্যন্ত আনন্দমগ্ন হইয়া বারংবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছি এবং অপলকনেত্রে তাঁহার পুরাতন শ্রীঅঙ্গের শোভা পান করিয়াছি। সেই সময় আমি নিজের বিষয়ে কেবল এই চিন্তা করিতেছিলাম যে, আমি ধন্য হইয়া গিয়াছি । ৯

আমি দর্শন করিয়াছিলাম যে, সেই সর্বসমর্থ, সর্বব্যাপী, ভূতময় ও সকলের পালনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তে দুইটি কমল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমি সেই মাহাত্ম্যশালী, প্রকাশমান, আদিপুরুষ ও মহান্ ঈশ্বরকে বারংবার স্মরণ করিয়া আনন্দমগ্ন হইতেছি । ১০

যাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি প্রকাশিত হইতেছে এবং যাঁহাকে শত শত চামরের দ্বারা বীজন করা হইতেছিল, সেই জগদীশ্বর হরি শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিয়াছি । ১১

এই যাদবেশ্বর বিষ্ণু বিদ্বেষযুক্ত চিত্তে সদা তোমাদের দুই জনকে স্মরণ করিতেছিলেন এবং জানিতে চাহিতেছিলেন যে, ইহারা দুই জনে কোথায় আছে? তাহারা কোথায় আছে, ইহা কে জানে? ১২

এই দুই মূর্খকে আমি কোথায় বা কবে দেখিতে পাইব? তাহারা কোন্ উপায়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে? হস্তে শঙ্খ ধারণ করত এই দেবেশ্বর নিরন্তর এই কথা চিন্তা করিতেছিলেন । ১৩

নিজেকে করদাতা শুনিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন এবং তোমাদের প্রতি উপহাস করিতে লাগিলেন—এই অবস্থায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি। তিনি তখন দেবর্ষি নারদ ও যতীশ্বর দুর্বাসার সহিত কথা বলিতেছিলেন । ১৪

তিনি মুনীশ্বর দুর্বাসাকে ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহে যুক্তা বেদান্ত-

অসাধ্যমিদমারব্ধং তাভ্যামিতি নৃপোত্তম ।
নারব্ধব্যমিদং কার্য্যমিতঃ প্রভৃতি ভূমিপ ॥ ১৬
নিবৃত্তা সা কথা হংসাচিন্তয়দ্ গ্রহণং তব ।
তদ্‌বৃত্তমখিলং সর্ব্বং বদিষ্যতি হি সাত্যকিঃ ।
এতদ্ বচনমাকর্ণ্য হংসঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৭

হংস উবাচ

অরে ব্রাহ্মণদায়াদ কা নাম তব বাগিয়ম্ ।
আবয়োঃ পুরতো বক্তুং ত্রৈলোক্যং জেতুমিচ্ছতোঃ ॥১৮
মায়য়া ত্বাং ভ্রাময়তি কৃষ্ণো লীলাবিধানবিৎ
তং দৃষ্ট্বা ভ্রম এবৈষ তব সঞ্জায়তে মহান্ ॥ ১৯
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবনমালাবিভূষিতম্ ।
বৃষ্ণিবীরং সমাবেক্ষ্য সমুচ্ছ্রিতযশোধরম্ ॥ ২০
সূতমাগধসংস্তাবপ্রকটদ্‌বাহুবীর্য্যকম্
অত্যদ্ভুতযশোরাশিং বিক্রমাল্লোকমণ্ডনম্ ॥২১
চতুর্ভুজং বলাক্রান্তং বৃষ্ণিযাদবসম্মতম্ ।
অহোঽস্য ভ্রম এবৈষ দর্শনাৎ তস্য চক্রিণঃ ॥ ২২
ইদানীঞ্চ মহারাজ ভ্রময়ত্যেব দুর্ম্মতিঃ ।
ত্বামেব বিপ্র মন্দাত্মন্নিন্দ্রজালিকতা হি যা ॥ ২৩
চাপল্যমিদমেবৈতত্তব বিপ্র ভ্রমোদ্ভবম্ ।
অহো হি খলু সাদৃশ্যং বক্তব্যং ভবতা মম ॥ ২৪
অহমেব ত্বয়া বিপ্র মর্ষয়ে প্রোদিতং বচঃ ।
সখিভাবাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্যথা কঃ সহেদিদম্ ॥ ২৫
গচ্ছ মন্দমতে বিপ্র যথেষ্টং সাম্প্রতং তব ।
দ্বিজ গচ্ছ যথেষ্টং ত্বং পৃথিবীং পৃথিবী তব ॥ ২৬
জিত্বা গোপালদায়াদং হত্বা যাদবকান্ বহূন্ ।
এষ নঃ প্রথমঃ কল্পো জেষ্যাম ইতি যাদবান্ ॥ ২৭

মন্ত্রী বা দাদী শিষ্যগণকে উপদেশ করিবার জন্য বা পড়াইবার জন্য অনুমতি দিতেছিলেন। সেই সময় আমি এই ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ এই চিন্তা করিতেছিলাম। ১৫

আমার দুই মিত্র এই অসাধ্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। নৃপশ্রেষ্ঠ। ভূমিপাল! এখন হইতে এই কার্য্য আরম্ভ করা আর উচিত হইবে না। ১৬

হংস। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবার কথা যখন সমাপ্ত হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বন্দী করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এই সাত্যকি তোমাদের বলিবেন। জনার্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হংস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭

হংস বলিলেন,—অরে ব্রাহ্মণপুত্র! তোমার মুখ হইতে এই কি বাক্য নির্গত হইতেছে? তিন লোককে জয় করিতে ইচ্ছুক আমাদের উভয়ের সম্মুখে কি কথা বলিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ? ১৮

লীলাবিধানবিৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তোমার মনে এই মহাভ্রমই উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯

যিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ধনু ও বনমালায় বিভূষিত, যিনি সর্ব্বদিকে প্রসারিত যশকে ধারণ করেন, সূত ও মাগধগণের দ্বারা কৃত স্তুতিমাত্রেই যাঁহার বাহুবলের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি অত্যন্ত অদ্ভুত যশের রাশিস্বরূপ, যীয় পরাক্রমে যিনি লোকসকলকে অলঙ্কৃত করেন, যিনি সৈন্যসমূহে পরিবৃত এবং বৃষ্ণি ও যাদবকুলের সম্মানিত পুরুষ, সেই বৃষ্ণিবীর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তুমি ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছ। অহো! সেই চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আজ তোমার মধ্যে ভ্রমই উৎপন্ন হইয়াছে। ২০-২২

মহারাজ। মন্দমতি বিপ্র। এই সময়েও সেই দুর্মতি কৃষ্ণ তোমাকে ভ্রান্ত করিতেছেন। তাঁহার যে এই ইন্দ্রজালিকতা, তাহা তোমারই উপর প্রভাব দেখাইতেছে। ২৩

বিপ্র! ইহা তোমার ভ্রমজনিত চাপল্যই প্রকাশিত হইতেছে। অহো! তোমার বলা উচিত ছিল যে, আমার তাঁহার সহিত সাদৃশ্য আছে (তাহা না বলিয়া তুমি আমার লঘুতা ব্যক্ত করিয়াছ)। ২৪

ব্রহ্মন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এক আমিই আছি, যে আমি মিত্রতাবশতঃ তোমার এই অনুচিত কথাকে সহ্য করিয়া লইলাম, অন্যথা অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহা সহ্য করিতে পারে? ২৫

মন্দমতি ব্রাহ্মণ। তোমার যেস্থানে ইচ্ছা, চলিয়া যাও; এই সারা পৃথিবী তোমার জন্য রহিয়াছে। দ্বিজ! তুমি পৃথিবীর যেস্থানে ইচ্ছা, সেস্থানে গমন কর। ২৬

আমি সেই গোপালপুত্রকে জয় করিয়া এবং বহুসংখ্যক যাদববালককে সংহার করিয়া নিজের যজ্ঞ করিব। আমাদের এই প্রথম সঙ্কল্প যে, আমরা যাদবগণকে জয় করিব। ২৭

গচ্ছ গচ্ছেতি বিপ্র ত্বং ধৃষ্টং পুরুষবাদিনম্
শক্রপক্ষস্তুতিপর: সহ যুক্ত্বা সদা ময়া ॥ ১৮
ন মে বিপ্রবধ: কার্য্য: কষ্টাদপি হি সর্ব্বত:
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণং ভূয়ো হংস: সাত্যকিমব্রবীৎ ॥ ২৯
ভো ভো যাদবদায়াদ কিমর্থং প্রাপ্তবানিহ।
কিমব্রবীন্নন্দসুত: কিং বাসৌ মেঽদিশৎ করম্ ॥ ৩০

সাত্যকিরুবাচ।

ইদং সত্যং বচো হংস শঙ্খচক্রগদাভৃত:।
শরৈর্নিশিতধারাগ্রৈ: শার্ঙ্গমুক্তৈ: শিলাশিতৈ: ॥ ৩১
দাস্যামি করসর্ব্বস্বমসিনা নিশিতেন তে।
শিরশ্ছেৎস্যামি তে হংস করদানস্য সংগ্রহম্ ॥ ৩২
ধার্ষ্ট্যং হি তব মন্দাত্মন্ কিমতোঽপি নৃপাধম।
দেবদেবাজ্জগন্নাথাৎ করমিচ্ছতি যো নৃপ: ॥ ৩৩
তস্যৈষ করসংক্ষেপো জিহ্বাচ্ছেদো নরাধম।
তস্য শার্ঙ্গবরং শ্রুত্বা শঙ্খস্য চ হরে: পুন: ॥ ৩৪

ব্রাহ্মণ! যাও! যাও!! তুমি ধৃষ্ট ও কটুবাদী। সতত আমার সহিত থাকিয়াও শক্রপক্ষের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছ। ( সেইজন্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম )। ২৮

সর্ব্বতোভাবে কষ্টপ্রাপ্ত হইলেও আমার পক্ষে ব্রাহ্মণকে বধ করা উচিত হইবে না। ( সেইহেতু তোমাকে জীবিত রাখিয়া পরিত্যাগ করিলাম। ) ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া হংস পুনরায় সাত্যকিকে বলিলেন। ২৯

অরে! অরে! যাদবকুমার! তুমি কিজন্য এস্থানে আসিয়াছ? সেই নন্দপুত্র তোমাকে কি বলিয়াছেন? অথবা তিনি আমার জন্য কি করদানের আদেশ দিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছেন? ৩০

সাত্যকি বলিলেন,—হংস! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী শ্রীকৃষ্ণের এই সত্য কথা তুমি শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন যে, আমি শার্ঙ্গ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত, শিলাশাণিত ও তীক্ষ্ণধারযুক্ত অগ্রবিশিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা তোমার সমস্ত কর দান করিব। অথবা এই তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ করিব। ইহাই তোমার পক্ষে করদানের উত্তম সংগ্রহ হইবে। ৩১-৩২

মন্দমতি নৃপাধম! ইহা হইতে অধিক ধৃষ্টতা তোমার আর কি হইতে পারে? নরাধম! যে রাজা দেবাধিদেব জগন্নাথের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার জিহ্বা ছেদন করিয়া দেওয়া উচিত, ইহাই তাহার করকে শেষ করিয়া দিবার উপায়। ৩৩½

কো নাম জীবিতং কাঙ্ক্ষেত্তিষ্ঠেদানীং ত্বমগ্র বৈ।
গিরীশবরদর্পেণ কো ব্রূয়াদীদৃশং বচ: ॥ ৩৫
সহায়া বয়মেবৈতে বলভদ্রপুরোগমা:
প্রথমো বলভদ্রোঽসৌ দ্বিতীয়োঽহঞ্চ সাত্যকি: ॥ ৩৬
কৃতবর্ম্মা তৃতীয়স্তু চতুর্থো নিশঠো বলী।
পঞ্চমোঽথ চ বভ্রুস্তু ষষ্ঠশ্চোৎকল: স্মৃত: ॥ ৩৭
সপ্তম: সারণো ধীমানস্ত্রশস্ত্রবিশারদ:
অষ্টমস্ত্বথ সারঙ্গো নবমো বিপৃথুস্তথা ॥ ৩৮
দশমশ্চোদ্ধবো ধীমান্ বয়মেতে বলান্বিতা:।
ত এতে পুরতো গোপ্তু: শঙ্খচক্রগদাভৃত: ॥ ৩৯
দেবদেবস্য যুদ্ধেষু তিষ্ঠন্ত্যেব দিবানিশম্
যৌ হি বীরৌ সুতৌ তস্য নাসত্যসদৃশৌ বলে ॥ ৪০
তাবেব বাং ক্ষমৌ যুদ্ধে হন্তুং বলমদান্বিতৌ
যো গিরীশো গিরাং দেবো বরং দত্ত্বা স তিষ্ঠতি ॥৪১
যুবাং হি কিম্বলৌ যুদ্ধে তিষ্ঠত: সশরং ধনু:।
গৃহীত্বা শক্রভি: সার্দ্ধং যুদ্ধং কর্ত্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ৪২

শ্রীহরির শার্ঙ্গধনুর টঙ্কার ধ্বনি ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকিবার আশা করিতে পারে? তুমি এখন আমার সম্মুখে অবস্থান কর। ৩৫½

ভগবান্ শঙ্কর হইতে প্রাপ্ত বরের দর্পে কোন্ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ কথা বলিতে পারে, যেরূপ তুমি বলিয়াছ। বলভদ্রাদি এই আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহায়ক। ৩৫½

প্রথম এই বলভদ্র, দ্বিতীয় আমি সাত্যকি, তৃতীয় কৃতবর্ম্মা, চতুর্থ বলবান্ নিশঠ, পঞ্চম বভ্রু, ষষ্ঠ উৎকল, সপ্তম অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ বুদ্ধিমান সারণ, অষ্টম সারঙ্গ, নবম বিপৃথু এবং দশমে বুদ্ধিমান উদ্ধব। এই সব সহায়ক আমরা সকলেই বলপরাক্রম-শালী। ৩৬-৩৮½

এই সব বীরগণ সমস্ত যুদ্ধেই নিজেদের রক্ষক শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেই অবস্থান করেন ।৩৯½

ইঁহার যে দুই বিখ্যাত পুত্র ( প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব ) আছেন, ইঁহারা বলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সমান। কেবল ইঁহারা উভয়েই যুদ্ধে বলের মদে উন্মত্ত তোমাদের দুইজনকে বধ করিতে সমর্থ। ৪০½

যিনি বাক্যের দেব গিরীশ শিব, তিনি বরদান করিয়া পৃথক অবস্থান করিতেছেন। তোমরা দুইজনে কোন বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতেছ এবং ধনু ও বাণ ধারণ করত শক্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ৪১-৪২

ঈদৃশৈর্ব্বথ ভৃত্যৈর্মু যুদ্ধং কুর্ব্বৎসু শত্রুভিঃ।
ত্রৈলোক্যং রক্ষতস্তস্মাৎ করমিচ্ছন্ ব্রজেত কঃ॥৪৩
হনিষ্যত্যেব বাং যুদ্ধে ত্রৈলোক্যং যো হি রক্ষতি।
শরেণ নিশিতেনাজৌ শার্ঙ্গমুক্তেন কেবলম্॥৪৪
ক নঃ সংগ্রাম ইত্যেবং পুনরাহ জগৎপতিঃ
পুষ্করে পুণ্যদে নিত্যমুত গোবর্দ্ধনে গিরৌ॥৪৫
মথুরায়াং প্রয়াগে বা দর্শয়ন্তো বলানি মে।
শঙ্খচক্রধরে দেবে জগৎপালনতৎপরে॥৪৬
রাজসূয়ং মহাযজ্ঞং কর্ত্তুমিচ্ছতি কঃ স্বয়ম্।
বদন্ বা ত্বত্তিমান্মর্ত্ত্যাত্বাং বিনা কো ব্রজেৎ সুখম্॥৪৭
ইদমিচ্ছসি চেন্মূঢ় হাস্যতাং যাসি ভূতলে।
ইত্যুক্ত্বা সাত্যকির্বীরো হসন্নিব ভুবি স্থিতঃ॥৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সাত্যকিবাক্যে অষ্টাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥১১৮

যাঁহার আমাদের ন্যায় সেবকগণ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করে, ত্রিভুবনের রক্ষক সেই জগদীশ্বরের নিকট হইতে কর লইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে? ৪৩

যিনি তিন লোককেই রক্ষা করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল শার্ঙ্গ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যুদ্ধস্থলে তোমাদের দুইজনকে বধ করিবেন॥৪৪

সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমাদের এই সংগ্রাম কোথায় হইবে? সদাই পুণ্যদানকারী পুষ্করে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে, মথুরায় অথবা প্রয়াগে? যেস্থানে ইচ্ছা, আমাকে নিজের সমস্ত বল দেখাইবার জন্য উপস্থিত হও॥৪৫

শঙ্খ ও চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ যখন জগৎপালনে নিরত আছেন, সেই সময় তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন্ রাজা স্বয়ং রাজসূয়-নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে? অথবা তুমি ব্যতীত অন্য কোন্ মনুষ্য এরূপ কথা বলিয়া কুশলের সহিত সুখপূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আসিতে বাসনা করিবে? ৪৬-৪৭

মূঢ়! যদি তুমি এরূপ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই ভূতলে তুমি উপহাসের পাত্র হইবে। এই কথা বলিয়া বীর সাত্যকি হাস্য করিতে করিতে ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন॥৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে সাত্যকির বাক্যবিষয়ক অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ সাত্যকিং প্রতি হংস-ডিম্ভকয়োঃ রোষপূর্ণোক্তিঃ, সাত্যকিনাপি তাভ্যাং তদ্রূপেণৈবোত্তরং প্রদায় দ্বারকয়োঃ প্রস্থানঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ ক্রুদ্ধৌ মহারাজ হংসো ডিম্ভক এব চ।
ইদং বৈ প্রোচতুর্বাক্যং রোষব্যাকুলিতেক্ষণৌ॥১
দিধক্ষন্তৌ দিশঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বান্ বীক্ষ্য নৃপোত্তমান্।
করেণ নিষ্পীড্য করং স্মরন্তৌ তদ্বচো মহৎ॥২
ক স ক বা নন্দসূনুঃ ক বা রামো বলোৎকটঃ।
ইতি ব্রুবাণৌ সাক্ষেপৌ সাত্যকিং সত্যসঙ্গরম্॥৩
অরে যাদবদায়াদ কিং ব্রূষে নঃ পুরো গতঃ।
ইতো নির্গচ্ছ মন্দাত্মন্ দূতস্ত্বমসি সাম্প্রতম্॥৪

## একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ হংস ও ডিম্ভকের সাত্যকির প্রতি রোষপূর্ণ উক্তি এবং সাত্যকিকর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে তদ্রূপই উত্তরদান করত দ্বারকায় প্রস্থান। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করত হংস ও ডিম্ভক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের চক্ষু রোষে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহারা তখন সকল দিকে এইরূপে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন সেই সব দিক্‌কে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং এক হস্তে অপর হস্তকে চাপ দিয়া ধরিয়া সাত্যকির সেই মহৎ বাক্যকে স্মরণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন॥১-২

কোথায়? কোথায় সেই নন্দের পুত্র? এবং বলোন্মত্ত বলরামই বা কোথায়? সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকিকে নিন্দা করিতে করিতে এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহারা বলিলেন॥৩

অরে যাদবকুমার! আমাদের সম্মুখে আসিয়া তুমি একি

অন্যথা বধ্য এব ত্বং প্রলপন্ পরুষং বচঃ
সত্যং নির্লজ্জ এবাসি যদ্ ব্রূয়া ঈদৃশং বচঃ ॥ ৫
আবামিদং জগৎ সর্ব্বং শাসিতুং সংযতৌ নৃপৌ।
কো নাম মানুষে লোকে করদো নৈব জীবতি ॥ ৬
হত্বা গোপালকান্ সর্ব্বান্ বদ্ধ্বা যাদবকান্ বহূন্।
গৃহীমঃ করসর্ব্বস্বং ততো গচ্ছ নরাধম ॥ ৭
অবধ্যো দূততাং প্রাপ্তো বহ্ববদ্ধং প্রভাষসে।
ঈশ্বরো নৌ বরং দাতা হ্যস্ত্রাণামপি চ প্রভুঃ ॥ ৮
রক্ষিতারৌ মহাভূতৌ সংগ্রামং গচ্ছতোশ্চ নৌ।
পিতরং যাজয়িষ্যাবো জিত্বা গোপালকং রণে ॥ ৯
এতে প্রোক্তা ভৃশং যুদ্ধে কাতরাঃ সর্ব্ব এব তে।
হত্বা তান্ সবলান্ যুদ্ধে পুনর্জ্জেষ্যামি কেশবম্ ॥ ১০
সংহর্ত্তব্যা মহাসেনা প্রগৃহীতশরাসনা
গৃহীতপ্রাসমুষলা গৃহীতকবচা সদা ॥ ১১

আরূঢ়রথসাহস্রা গদাপরিঘসঙ্কুলা
সুপ্রভূতেন্ধনবতী প্রভূতবলসাধনা ॥ ১২
[প্রভূতবলসংযুক্তা সকূটীকা সতোমরা।
সচ্ছত্রা সধ্বজা চৈব সঘণ্টা সায়ুধাম্বরা ॥ ]
চাল্যতাং বাহিনী ঘোরা বলাধ্যক্ষাঃ সমন্ততঃ।
অবধ্য এব গচ্ছ ত্বং ন তে মরণতো ভয়ম্ ॥ ১৩
সংগ্রামঃ পুষ্করেঽস্মাকং শ্বঃ পরশ্বোঽপি বা নৃপ।
ততো জ্ঞাস্যামহে বীর্য্যং কেশবস্য বলস্য চ।
যে ত্বয়োক্তা নৃপাঃ সংখ্যে তেষামপি চ যদ্‌বলম্ ॥ ১৪

সাত্যকিরুবাচ

হংসাগচ্ছামি বাং হন্তুং শ্বঃ পরশ্বোঽপি বা নৃপ।
অদ্যৈব হি ময়া বধ্যৌ ন চেদ্দূতো ভবাম্যহম্ ॥১৫
ন হি শ্বো বা পরশ্বো বা যুবাং কটুকভাষিণৌ।
দৌত্যে হি দুঃখমতুলং ভবত্যেব সদা নৃণাম্ ॥ ১৬

কথা বলিতেছ। মহাত্মন্। তুমি এস্থান হইতে নিক্রান্ত হও। তুমি এখন দূত হইয়া আসিয়াছ, তাহা না হইলে এরূপ কঠোর বাক্যভাষী তুমি বধের যোগ্য হইতে। ৪১

সত্যই তুমি নির্লজ্জ, যেহেতু এরূপ প্রলাপ বাক্য বলিতেছ। আমরা দুই নরপতি এই সম্পূর্ণ জগৎকে শাসন করিবার জন্য বর্ত্তমানে উদ্যত হইয়াছি। মনুষ্যলোকে এরূপ কোন পুরুষ আছে, যে আমাদিগকে কর না দিয়া জীবিত থাকিতে পারে? ৫-৬

আমরা সমস্ত গোপালগণকে বধ করিয়া ও বহুসংখ্যক যাদবদিগকে বন্দী করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব কররূপে গ্রহণ করিব। অতএব নরাধম। তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও। ৭

তুমি বহু অসম্বদ্ধ বাক্য বলিতেছ, কিন্তু কি করা যায়; তুমি দূত হইয়া আসিয়াছ, সেইজন্য তুমি অবধ্য। ভগবান্ শঙ্কর আমাদের দুইজনকে বরদান করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে বহু অস্ত্রও দিয়াছেন। সংগ্রামে যাইবার সময় দুইজন মহাভূত সতত আমাদের রক্ষা করেন। আমরা সেই গোপাল শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া নিজের পিতাকে দিয়া রাজসূয়-যজ্ঞ করাইব। ৮-৯

তুমি যে সব সহায়কগণের নাম বলিয়াছ, তাহারা সকলে যুদ্ধে অত্যন্ত কাতর। আমি রণাঙ্গণে সেই সব সহায়কগণকে সৈন্যসহ বধ করিয়া পুনরায় কেশবকে পরাজিত করিব। ১০

এই সময় ধনুর্বাণধারী বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তাহারা প্রাস, মুসল ও কবচাদিতে সুসম্পন্ন হইবে। উহাতে সহস্র রথ থাকিবে, যে সব রথে রথী বীরগণ আরূঢ় হইবে। এই সৈন্যবাহিনী গদা পরিঘাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ইহাদের নিকট বহু ইন্ধন (কাষ্ঠ) থাকিবে এবং ইহারা প্রভূত বল ও সাধনে সম্পন্ন হইবে। এরূপ ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য পরিচালিত কর! সেনানায়কগণ চারিদিকে ইহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তুমি অবধ্য হইয়াই চলিয়া যাও। তোমার এস্থানে মৃত্যু হইতে ভয় নাই। ১১-১৩

নৃপ। আগামী কাল ও পরশ্ব দিবসে আমাদের এই যুদ্ধ পুষ্করে হইবে। সেই সময় আমরা জানিতে পারিব যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে কত বল আছে। তুমি যে সব নরপতিগণের নাম বলিয়াছ, তাহাদের যুদ্ধে কত বল আছে, তাহারও পরিচয় আমরা জানিতে পারিব। ১৪

সাত্যকি বলিলেন,—রাজা হংস। আমি তোমাদের দুই জনকে বধ করিতে কাল বা পরশ্ব দিবসে আসিব। যদি আমি দূত না হইতাম, তাহা হইলে আজই তোমাদের দুইজনকে আমি বধ করিতাম। ১৫

এরূপ কটু ভাষী তোমাদের দুইজনকে আমি কাল বা পরশ্ব দিবসে জীবিত পরিত্যাগ করিব না। মনুষ্যগণকে দূত করিলে পর তাহাদিগকে সদা অতুলনীয় দুঃখ বহন করিতে হয়। আমিও আজ সেই দুঃখই বহন করিতেছি। ১৬

অন্যথাহং যুবাং হত্বা ততো যস্যামি নির্বৃতিম্
স্ববীর্য্যং বাহুদর্পঞ্চ দর্শয়ন্ বাং নৃপাধমৌ ॥ ১৭
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ শার্ঙ্গধন্বা কিরীটভৃৎ।
নীলকুঞ্চিতকেশাঢ্যো লম্ববাহুঃ শ্রিয়া বৃতঃ ॥ ১৮
স সর্ব্বলোকপ্রভবো বিশ্বরূপঃ স্বরূপবান্।
দৈত্যদানবহন্তাসৌ যোগিধ্যেয়ঃ পুরাতনঃ। ১৯
পদ্মকিঞ্জল্কনয়নঃ শ্যামলঃ সিংহবিক্রমঃ।
সৃষ্টিস্থিতিলয়েম্বেকঃ কর্ত্তা ত্রিজগতো গুরুঃ ॥ ২০
শরেণ নিশিতেনাজৌ দর্পং বাং ব্যপনেষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য প্রযযৌ সাত্যকিঃ কিল ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সাত্যকিপ্রতিপ্রয়াণে একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

অন্যথা নৃপাধমদ্বয়! আমি নিজের পরাক্রম ও বাহুবলের দর্প দেখাইয়া তোমাদের দুইজনকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিতাম ॥ ১৭

যিনি নিজ হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ ধনু ধারণ করেন, যাঁহার মস্তকে মুকুট শোভা পাইতেছে, যিনি ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের কুঞ্চিত কেশরাশিতে সুশোভিত আছেন, যাঁহার বাহু দীর্ঘ, যিনি অনুপম শোভাসম্পন্ন, যিনি সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তির কারণ, সম্পূর্ণ বিশ্বই যাঁহার রূপ, যিনি পরম সুন্দর রূপে সুশোভিত, যোগিগণ যাঁহার ধ্যান করেন, যিনি দৈত্য ও দানবগণের বিনাশকারী পুরাতন পুরুষ, যাঁহারা নয়ন প্রফুল্ল কমলদলতুল্য সুন্দর, যাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, যিনি সিংহসদৃশ বল-পরাক্রমশালী এবং সৃষ্টি, পালন ও সংহারের একমাত্র কর্ত্তা, সেই ত্রিভুবনের গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তোমাদের দুইজনের দর্প চূর্ণ করিবেন। এই কথা বলিয়া সাত্যকি রথে আরোহণ করত প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৮-২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে সাত্যকির প্রত্যাগমনবিষয়ক একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ পুষ্করতীর্থং গত্বা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদবসৈন্যানাঞ্চ হংস-ডিম্ভকাভ্যাং প্রতীক্ষা। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রবিশ্য স পুরং বিষ্ণোঃ সাত্যকিঃ শিনিপুঙ্গবঃ।
আচচক্ষেঽথ কৃষ্ণায় যথা বৃত্তং তয়োস্তথা ॥ ১
ততঃ প্রভাতে বিমলে কেশবঃ কেশিসূদনঃ।
বলাধ্যক্ষাম্নবাচেদং চক্রপাণির্গদাধরঃ ॥ ২
সন্নহ্যতাং বলং সর্ব্বং রথকুঞ্জরবাজিমৎ।
অনেকভেরীপণবং প্রাসাসিপরিঘাকুলম্ ॥ ৩
সধ্বজং সপতাকঞ্চ সালঙ্কারপরিচ্ছদম্।
তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় সর্ব্বং চক্রুরধীনগাঃ ॥ ৪
আদায় সুদৃঢ়ং চাপং রথমারুহ্য দংশিতাঃ।
অগ্রতো জগ্মুরত্যর্থং সেনায়াঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ ৫

### বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবসৈন্যগণের পুষ্কর তীর্থে যাইয়া হংস ও ডিম্ভকের জন্য প্রতীক্ষা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শিনিবংশপ্রধান সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের পুরী দ্বারকায় প্রবেশ করত তাঁহাকে হংস ও ডিম্ভকের সমস্ত বৃত্তান্ত যেরূপ সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই সেইরূপে বলিলেন। ১

তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাত কাল আসিলে পর হস্তে চক্র ও গদাধারী কেশিহন্তা কেশব সমস্ত সেনাপতিগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

রথ, হস্তী ও অশ্বগণে যুক্ত সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত কর। তাহাদের সহিত অনেক ভেরী ও পণবাদি বাদ্যসমূহও থাকিবে। প্রাস, খড়্গ ও পরিঘাদি অস্ত্রসমূহে এই সৈন্যবাহিনী পূর্ণ থাকিবে। ধ্বজ, পতাকা, অলঙ্কার এবং অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রীতে সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত হইবে। ৩;

তখন 'তাহাই হউক' এইকথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ সেই সেনাপতিগণ সব কিছুই তদনুসারে সজ্জিত করিলেন। এই সব পুরুষপ্রবর বীরগণ কবচ ধারণ করত রথে আরূঢ় হইয়া সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্যবাহিনীর অগ্রে অগ্রে তীব্র গতিতে যাইতে লাগিলেন ॥ ৪-৫

(বনমালী হলী রামো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ।
যতৌ সৈন্যাগ্রতো রাজন্ জগামেন্দুসমপ্রভঃ॥)
সাত্যকিশ্চ তথা রাজন্ প্রগৃহীতশরাসনঃ।
যতৌ ক্রোধসমাযুক্তো জগামাগ্রে মহাবলঃ॥ ৬
অন্যে চ যাদবাঃ শূরাঃ প্রগৃহীতমহায়ুধাঃ
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্তো জগ্মুরত্যর্থমুত্তমাঃ॥ ৭
হরিস্তু রথমারুহ্য সংস্কৃতং দারুকেণ হ।
শার্ঙ্গং ভারসহং ঘোরং গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ॥ ৮
চক্রপাণিস্তদা শঙ্খী গদাশরবরাসিমান্।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ॥ ৯
পদ্মমালাবৃতোরস্কো নবজীমূতসন্নিভঃ।
যযৌ রথগতো বিপ্রৈঃ স্তূয়মানো মুদান্বিতৈঃ॥ ১০
সূতৈর্মাগধপুত্রৈশ্চ গীয়মানস্ততস্ততঃ।
আনীয় সেনাং সকলাং যযৌ কাষ্ঠামথোত্তরাম্॥ ১১

রাজন্! মহাবল সাত্যকিও ধনু ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ৬

অন্য শ্রেষ্ঠ ও শৌর্য্যশালী বীর যাদবগণও মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে তীব্র গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুকের দ্বারা সুসজ্জিত রথে আরোহণ করত ভার সহ্য করিতে সমর্থ ও ভয়ঙ্কর শার্ঙ্গ ধনু এবং বাণ গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। ৮

সেই সময় তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, বাণ ও উত্তম খড়্গ শোভা পাইতেছিল। তিনি হস্তে গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা বন্ধন করিয়াছিলেন। পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধানকারী এই জনার্দন নূতন (নবোদিত) জলধর (মেঘ)-সদৃশ শ্যামকান্তিতে সুশোভিত ছিলেন। ইঁহার বক্ষঃস্থল পদ্মপুষ্পের মাল্যে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি রথে উপবেশন করিয়া আনন্দিত ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ৯-১০

যত্র তত্র সূত, মাগধ ও বন্দীগণ (বন্দনাকারী পুরুষগণ) তাঁহার গুণ গান করিতেছিলেন। তিনি সকল সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করিয়া উত্তর দিক্ অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ১১

পাঞ্চজন্য শঙ্খকে নিজের মুখে রাখিয়া কেশব সম্পূর্ণ প্রাণ-

পাঞ্চজন্যং মুখে ন্যস্য সর্ব্বপ্রাণেন কেশবঃ।
দধ্মৌ মহারবং কুর্ব্বন্ শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধনম্॥ ১২
আধ্মাতস্তেন হরিণা স চক্রে শঙ্খরাট্ ধ্রুবম্।
রবঃ স রোদসী রাজন্ পূরয়ামাস সর্ব্বতঃ॥ ১৩
তস্মিন্ শঙ্খে তথাধ্মাতে দধ্মুঃ শঙ্খান্ সহস্রশঃ।
ভের্য্যশ্চাপি সমাধ্মাতা মৃদঙ্গা বহবো নৃপ॥ ১৪
নেদুরত্যর্থমতুলং ঘর্ম্মান্তে জলদা যথা।
অথাযযুর্মহারাজ পুষ্করং পুণ্যবর্দ্ধনম্॥ ১৫
সরসস্তস্য রাজেন্দ্র পুষ্করস্য নৃপোত্তমাঃ
প্রতীক্ষ্য হংস-ডিম্ভকৌ যুদ্ধায় সমবস্থিতাঃ॥ ১৬
নিবেশং কারয়ামাসুর্যাদবাঃ সর্ব্ব এব হি
স্বং স্বং যযুঃ সুখং রাজন্ প্রগৃহীতকুটীরঠম্॥ ১৭
ভগবানপি গোবিন্দঃ সরো দৃষ্ট্বা সুশোভনম্
উপস্পৃশ্য জলে তস্মিন্ প্রণম্য যতিপুঙ্গবান্॥ ১৮

শক্তির দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বাজাইতে লাগিলেন। এই শঙ্খের মহাশব্দ করিয়া তিনি শত্রুগণের ভয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ১২

রাজন্! শ্রীহরির দ্বারা বাদিত হইয়া সেই শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য মহানাদ করিতে লাগিল। তাহার এই শব্দ পৃথিবী ও আকাশে সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। ১৩

নৃপ জনমেজয়! পাঞ্চজন্য শঙ্খ এইভাবে বাদিত হইলে পর অন্যান্য বীরগণও সহস্র সহস্র শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন। তখন বহুসংখ্যক ভেরী ও মৃদঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল। ১৪

মহারাজ! গ্রীষ্মশেষে বর্ষাকালে তীব্র গর্জনকারী মেঘের ন্যায় এই সব মৃদঙ্গাদি বাদ্যসমূহ অনুপম গম্ভীর স্বরে বাজিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবসৈন্যগণ পুণ্যবর্দ্ধক পুষ্করতীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১৫

রাজেন্দ্র! এই নৃপশ্রেষ্ঠ যাদব বীরগণ যুদ্ধের জন্য হংস ও ডিম্ভকের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সেই পুষ্কর সরোবরের তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৬

রাজন্! সমস্ত যাদবগণ সেস্থানে সেনানিবেশ (শিবির) নির্ম্মাণ করাইলেন। সমস্ত সৈন্যগণ নিজের জন্য নির্দিষ্ট কুটীর ও মঠাদিতে সুখ পূর্ব্বক গমন করিলেন। ১৭

সেই সৌন্দর্য্যময় সরোবরকে দেখিয়া ভগবান্ গোবিন্দও তাহার জলে আচমন করিলেন এবং সেস্থানে স্থিত শ্রেষ্ঠ যতি-

তয়োরাগমনং লিপ্সু রাস্তে তীরে যথাসুখম
শৃণ্বন্ বেদধ্বনিং বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণানাং সমন্ততঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে কৃষ্ণপুষ্করপ্রবেশে
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

পথকে নমস্কার করিয়া হংস ও ডিম্ভকের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে করিতে তাহার তীরে সুখে উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সর্ব্বদিকে ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১৮-১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্করে প্রবেশবিষয়ক বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ হংস-ডিম্ভকয়োঃ সৈন্যানাং পুষ্করতীর্থে প্রবেশঃ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ তৌ হংস-ডিম্ভকৌ জগ্মতুঃ পুষ্করং প্রতি।
প্রগৃহীতমহাচাপৌ সরথৌ সধ্বজৌ নৃপ ॥ ১
পুরঃসরমহাভূতৌ সংহরন্তাবিবোধ্বগৌ
প্রকুর্ব্বন্তৌ সিংহরবং ভস্মনা পরিলেপিতৌ ॥ ২
ত্রিপুণ্ড্রকললাটাস্তৌ রুদ্রাক্ষপরিশোভিতৌ।
অন্যৌ দ্বাবিব রুদ্রৌ তৌ লোকসংহারকারকৌ ॥ ৩
ততোঽনুজগ্মুঃ শতশঃ সৈন্যানি নৃপসত্তম।
অক্ষৌহিণ্যো দশৈবাসংস্তয়োরথ সমাগতাঃ ॥ ৪
বিচক্রস্তু মহারাজ দানবো নগসন্নিভঃ
তয়োরেব সখা পূর্ব্বমাসীচ্চ বলশালিনোঃ ॥ ৫
শক্রো যস্য পুরঃসরঃ স্থাতুং শক্তো ন বজ্রভৃৎ।
যো হি বীরো মহারাজ দেবদৈত্যসমাগমে ॥ ৬
দেবান্নিঘ্নংস্তথা রাজন্ দেবেন্দ্রমজয়ন্মহান্।
অকরোচ্চ পুরা যুদ্ধং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৭
যো হি দ্বারবতীং প্রাপ্য ববাধে যদুপুঙ্গবান্।
স তদানীং মহারাজ শ্রুত্বা যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ৮
অনেকশতসাহস্রৈর্দানবৈঃ পরিঘায়ুধৈঃ
বৃতঃ সমভবদ্দৈত্যো বৃষ্ণিদ্বেষাদুপোত্তম ॥ ৯
হংসস্য ডিম্ভকস্যাথ সাহায্যং কর্ত্তুমুদ্যতঃ
বিচক্রস্যাথ দৈত্যস্য হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১০

## একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ হংস ও ডিম্ভকের সৈন্যগণের পুষ্কর তীর্থে প্রবেশ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর হংস এবং ডিম্ভকও বিশাল ধনু গ্রহণ করিয়া রথ ও ধ্বজ সহ পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন। ১

তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে দুই মহাভূত যাইতে লাগিলেন। এই দুই মহাভূত এরূপ উগ্র ভয়ঙ্কর ছিলেন যে, তাঁহারা যেন সংহার করিবার জন্যই উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহারা নিজেদের সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিয়াছিলেন এবং তীব্রস্বরে সিংহধ্বনি করিতেছিলেন। ২

ইঁহাদের ললাটের প্রান্তভাগে বিস্তৃত ত্রিপুণ্ড্রের রেখা শোভা পাইতেছিল। ইঁহারা উভয়ে রুদ্রাক্ষের মাল্যে সুশোভিত ছিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া এরূপই মনে হইতেছিল, যেন অন্য দুই রুদ্র সম্পূর্ণ লোকসমূহকে সংহার করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! ইঁহাদের উভয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত সৈন্যবাহিনী যাইতে লাগিল। হংস ডিম্ভকের দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৪

মহারাজ! এই দুই ভ্রাতার সহিত বিচক্রনামক পর্ব্বতাকার দানব বলশালী হংস ও ডিম্ভকের পূর্ব্ব হইতেই মিত্র ছিল। ৫

বজ্রধারী ইন্দ্রও ইঁহার অগ্রে আসিয়া অবস্থান করিতে পারেন না। মহারাজ জনমেজয়! দেবতা ও দৈত্যগণের সংগ্রামে এই মহাবীর বিচক্র দেবগণকে অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিল। ৬;

পূর্ব্বে এই বিচক্র প্রভাবশালী বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং দ্বারকাপুরীতে আসিয়া শ্রেষ্ঠ যাদবগণকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছিল। ৭;

মহারাজ নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সেই সময় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া কয়েক লক্ষ পরিঘধারী দানবগণে পরিবৃত হইয়া এই দৈত্য বিচক্র বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত বিদ্বেষবশতঃ হংস ও ডিম্ভককে সহায়তা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। ৮-৯;

এই সময় রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব বিচক্রের অতিশয় মিত্র হইয়া

# অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

## মা ভৈঃ

আমি সত্য করে বলছি যারা আমার নাম করে, তারা পাষাণকাষ্ঠের সদৃশ হলেও মরণকালে আমি তাদের অভীষ্ট দান করি। নাম কর, অবিরাম নাম কর আমি সব ভার গ্রহণ করবো একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি।

আয় সংসারপীড়িত, সাধনভজনহীন,—আয় তাপিত তৃষিত ভোগলুব্ধ ছুটে আয়—আয় রোগ-শোক-যন্ত্রণা-ব্যাকুল,—আয় রে বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী—আয় আয় পাপী-পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—আয় আয় রে মূর্খ জ্ঞানী, ধনবান্ নির্ধন—নে নে, আমার নাম নে, তোদের সব দুঃখ দূর হবে, তোরা আনন্দ সাগরে ডুবে যাবি।

শিরায় শিরায় শোণিত-স্রোতে
ছুটুক নামের ধ্বনি।
অস্থিতে অস্থিতে হউক অঙ্কিত
রামনাম মহাবাণী॥

Sravan 1384 B. S. : Regd. No. W B/NC-57 Mahabbarata—110/111
Vadra 1384 B. S. : Sept.—Nove. 1977

# Aryashastra

যত পারিস্ বলে নে, যত পারিস শুনে নে। আমার চৈতন্যময় নাম শুনা, বলা ব্যর্থ হয় না। যত নাম, তত আনন্দ!

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম॥

"হে পার্থ, শ্রদ্ধা করে হোক, হেলা করে হোক, যারা আমার নাম করে, তাদের নাম আমার হৃদয়ে গ্রথিত থাকে।"

যেন তেন প্রকারেণ নামমাত্রস্য জল্পকাঃ।
শ্রমং বিনৈব গচ্ছন্তি পরে ধাম্নি সমাদরাৎ॥

যে কোনও প্রকারে কেবলমাত্র নাম জপ করলে, বিনা শ্রমে পরম আদরে পরম ধামে গমন করে।

ওরে প্রিয়তম! আমার নাম করবে—নির্ভয় হয়ে যা রে। মা ভৈঃ মা ভৈঃ মা ভৈঃ।

উৎসব অফিস
১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জয়গুরু সম্প্রদায়
শ্রীশ্রীরামানন্দ মঠ
দিগসুই, হুগলী
১৬ই আশ্বিন, ১৩৪৭
শুক্লা প্রতিপদ



শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ. পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত



# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

# অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

## মা ভৈঃ

ওরে প্রিয়তম ! রোগে-শোকে অভাবে দিবানিশি জ্বলছিস ? কেবল কাঁদছিস ? না, আর কাঁদিস না। আমার নাম কর, তোর সর্ব্বতঃখনিবৃত্তি হবে—সংশয় করিস্ না! ভক্তি শ্রদ্ধা থাক্, না থাক্ অবিরাম নাম করলে তুই কৃতার্থ হবি।

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগজং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥

"এমন কোন কর্ম্মজ, বাগ্‌জ বা মানস পাপ নাই, যা এ কলিযুগে আমার নামকীর্ত্তনের দ্বারা নষ্ট না হয়" নাম কর্, নাম কর্।

১৬শ বর্ষ, আশ্বিন ১৩৮৪ চতুর্থ সংখ্যা বামপার্শ্বিকা যাত্রা
১৬শ বর্ষ কার্ত্তিক, ১৩৮৪ পঞ্চম সংখ্যা ঔত্থানী যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত—

# হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যুগ্ম-সম্পূজক
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ ( ফোন : ৫১-৫১৭৯ )
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী ( বিবেকানন্দ রোডের মোড় ) কলিকাতা-৬ ( ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ )

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

# নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় ( জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·•• টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·•• টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫• টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সঞ্চালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র ( রিপ্লাইকার্ড ) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

অতীব মিত্রতাং যাতো দদ্যাৎ প্রাণাংশ্চ সংযতি
রাক্ষসৈরপরৈঃ সার্দ্ধং শিলাশূলাসিপাণিভিঃ ॥ ১১
যযৌ তস্য সহায়ার্থং হিড়িম্বঃ পুরুষাদকঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি রাক্ষসাস্তস্য চাভবন্ ॥ ১২
অনুযাতা মহারাজ শিলাপরিঘবাহবঃ।
তয়োস্তত্র মহাসৈন্যং গচ্ছতোঃ কেশবং প্রতি ॥ ১৩
মিশ্রিতং দৈত্যসঙ্ঘৈশ্চ রাক্ষসৈশ্চ সমন্ততঃ।
অত্যদ্ভুতং মহারৌদ্রং ত্রৈলোক্যভয়দায়কম্ ॥ ১৪
দৈত্যেন সহিতৌ তৌ হি জগ্মতুঃ পুষ্করং প্রতি
তাবেতৌ হংস-ডিম্ভকৌ হন্তুং কেশবমঞ্জসা ॥ ১৫
ততঃ শ্রুত্বা জরাসন্ধো বিগ্রহং যদুভিঃ সহ।
নাকরোন্নৃপসাহায্যং পাপং মে ভবিতেতি হ ॥ ১৬
গচ্ছতোঃ সমিতিং রাজন্ হংসস্য ডিম্ভকস্য চ।
অতিত্বরিতবিক্রান্তাস্তে যযুঃ পুষ্করং প্রতি ॥ ১৭

সিংহনাদং বিমুঞ্চন্তঃ কথয়ন্তঃ পরস্পরম্।
অহমেব নৃপা যুদ্ধং করোমি প্রথমং হরেঃ ॥ ১৮
ইত্যব্রুবন্নৃপা রাজঞ্শতশঃ কেশবং প্রতি।
সম্প্রাপ্তাস্তে নৃপশ্রেষ্ঠাঃ পুষ্করং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৯
মুনিজুষ্টং তপোবৃদ্ধৈর্ঋষিভিশ্চ নিষেবিতম্।
অত্যন্তভদ্রং লোকেষু পুষ্করং প্রথমং নৃপ ॥ ২০
পুষ্করং পুণ্ডরীকাক্ষো দ্বাবেব জগতীপতে।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব কিল্বিষচ্ছেদিনৌ নৃপ ॥ ২১
পুষ্করং পুণ্ডরীকাক্ষো দ্বাবেব নৃপসত্তম।
সেব্যমানৌ মুনিশ্রেষ্ঠৈরমরৌঘৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ২২
দ্বাবেব হি নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপপ্রণাশকৌ
তাবুভৌ যত্র সহিতৌ তত্র তে সংস্থিতা নৃপাঃ ॥ ২৩
দৃষ্টবন্তো হরিং বিষ্ণুং বিষ্টরশ্রবসং পরম্
পুষ্করং পুণ্যনিলয়ং তীর্থং ব্রহ্মনিষেবিতম্ ॥ ২৪

গিয়াছিল। সেই যুদ্ধে হিড়িম্ব তাঁহার জন্য প্রাণ দান করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। ১০;

রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব শিলা, শূল ও খড়্গধারী অন্য রাক্ষসগণের সহিত বিচক্রের সহায়তার জন্য গমন করিল। ১১;

মহারাজ! নিজেদের হস্তে শিলা ও পরিঘ লইয়া অষ্টাশী হাজার রাক্ষস সেই হিড়িম্বের অনুগামী হইয়া সেখানে আসিল। ১২;

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য গমনকারী হংস ও ডিম্ভকের বিশাল সৈন্যবাহিনী সেখানে সর্ব্বদিকে দৈত্যসমুদায় এবং রাক্ষসগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইল। এই অত্যন্ত অদ্ভুত ও মহাভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী তিন লোকেরই ভয়দায়ক ছিল। ১৩-১৪

বিচক্রনামক দৈত্যের সহিত এই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভক শ্রীকৃষ্ণকে অনায়াসে বধ করিবার জন্য পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন। ১৫

তদনন্তর যাদবগণের সহিত হংস ও ডিম্ভকের যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করত জরাসন্ধ সেই দুই নরপতিকে সাহায্য করিলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন যে, এরূপ করিলে আমার পাপ হইবে। (শাস্ত্রের অনুশাসন আছে যে, "পরাসক্তঃ পরেণ ন হন্তব্যঃ' অর্থাৎ অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত পুরুষকে অপর ব্যক্তির প্রহার করা বা বধ করা উচিত নয়। এই কারণে জরাসন্ধ হংসকে সাহায্য করিলেন না) ১৬

রাজন্! যুদ্ধে গমন করিবার সময় হংস ও ডিম্ভকের সহিত অতি সত্বর পরাক্রম প্রকাশকারী সেই নরপতিগণও পুষ্করে যাইলেন। ১৭

তাঁহারা সকলে সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, নৃপগণ! প্রথমে আমিই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিব। ১৮

রাজন্! এইরূপ শত শত নরপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা বলিতে লাগিলেন। এইভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সেই শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ পুণ্যবর্দ্ধক পুষ্করতীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১৯

নৃপ জনমেজয়! তপোবৃদ্ধ ঋষি ও মুনিগণ এই তীর্থের সেবা করেন। পুষ্করই প্রথম তীর্থ, যাহা তিন লোকে অত্যন্ত কল্যাণকারী বলিয়া কথিত হয়। ২০

ভূপাল! রাজা জনমেজয়! পুষ্করতীর্থ ও পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা উভয়েই এরূপ যে, ইঁহাদের দর্শন এবং স্পর্শন করিলেই ইঁহারা সমস্ত পাপসমূহের উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। ২১

নৃপশ্রেষ্ঠ! পুষ্কর ও পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহাদের উভয়কেই শ্রেষ্ঠ মুনিগণ ও মহাত্মা দেবগণ সেবা করেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা উভয়েই সমস্ত পাপসমূহের নাশকারী। ইঁহারা উভয়ে যেখানে একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, সেখানে এই সব নরপতিগণ উপস্থিত হইলেন। ২৩

ইঁহারা সকলে সেখানে বিস্তৃত যশস্বী পরমপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু হরিকে এবং ব্রহ্মাকর্তৃক সেবিত পুণ্যস্থান পুষ্করতীর্থকে একসঙ্গে দর্শন করিলেন। ২৪

তাভ্যাং কুরু নমস্কারং মনসা নৃপসত্তম
অহো নিঃশেষমভবত্তত্র ভূয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
সৈন্যং তত্র চ সম্প্রাপ্তং দৈত্যরক্ষঃসমাকুলম্‌।
অনেকভেরীপণবঝর্ঝরীডিণ্ডিমাকুলম্‌ ॥ ২৬
নানাপণবসংমিশ্রং রক্ষোনাদবিনাদিতম্‌।
প্রবিশ্য সরসস্তীরং পুষ্করস্য বিশাম্পতে।
দর্শয়ামাস দেবেশং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্‌ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে যুদ্ধার্থং হংস-ডিম্ভকসৈন্যানাং পুষ্করাগমনে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তুমিও নিজের মনে মনে পুষ্করতীর্থ ও ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার কর। অহো! সেখানে দৈত্য ও রাক্ষসগণে পূর্ণ যে সব সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই নিঃশেষে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৫;

এই সব সৈন্যবাহিনী অনেক ভেরী, পণব, ঝর্ঝরী (ঝাঁঝ) ও ডিণ্ডিম (নাগড়া) প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিতে ব্যাপ্ত ছিল। নানাপ্রকার বাদ্যের ধ্বনির সহিত মিশ্রিত রাক্ষসগণের সিংহ-ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। ২৬;

প্রজানাথ! এই সব সৈন্যগণ পুষ্কর সরোবরের তীরে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরস্পর দর্শন করাইল। ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে যুদ্ধের জন্য হংস এবং ডিম্ভকের সৈন্যগণের পুষ্করে আগমনবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ উভয়পক্ষীয়াণাং সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্‌। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে সেনে সঙ্গতে রাজন্‌ সধ্বজে সপরিচ্ছদে।
মহাপরিঘসঙ্কীর্ণে গদাশক্তিসমাকুলে ॥ ১
ভেরীঝর্ঝরসম্পূর্ণে ডিণ্ডিমারাবসঙ্কুলে।
প্রগৃহীতমহাশস্ত্রশূলাসিবরকার্ম্মুকে ॥ ২
পরস্পরকৃতোৎসাহে চক্রাতে যুদ্ধমুল্বণম্‌।
তে শরাঃ কার্ম্মুকোৎসৃষ্টা নির্ভিদ্যাথ শরীরিণাম্‌ ॥ ৩
শরীরাণি মহারাজ জগ্মুর্দূরং সহস্রশঃ।
ভটবাহুবিনির্ম্মুক্তাঃ খড়্গা নির্ভিদ্য বক্ষসি ॥ ৪
স্ফুরন্তশ্চ তথা রাজন্‌ শিরাংস্যাহৃত্য খং যযুঃ।
পরিঘাশ্চ তথা রাজ্ঞাং বাহুভিঃ পরিচোদিতাঃ ॥ ৫
তিলশশ্চক্রুরতুলং শরীরং নৃপরক্ষসাম্‌।
দৈত্যানাং কুর্ব্বতাং নাদমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্‌ ॥ ৬
দৈত্যা রক্ষাংসি রাজেন্দ্র রাজানশ্চ সমন্ততঃ।
অন্যোন্যং পরিঘৈর্জঘ্নুশ্চাপমুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৭

### দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্‌! তারপর উভয় পক্ষের সৈন্যগণ সেখানে পরস্পর মিলিত হইল। ইহারা ধ্বজ ও অন্যান্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত ছিল। উভয়পক্ষেই বড় বড় পরিঘ সজ্জিত ছিল এবং উভয় সৈন্যদলই গদা ও শক্তিসমূহে পূর্ণ ছিল। ১

উভয় দলেই ভেরী ও ঝাঁঝের ধ্বনি হইতেছিল। উভয় পক্ষই নাগড়ার ধ্বনিতে ব্যাপ্ত ছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ মহাস্ত্র, শূল এবং শ্রেষ্ঠ ধনু ধারণ রাখিয়াছিল। ২

মহারাজ! উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরকে জয় করিতে উৎসাহিত ছিল। তখন পরস্পর উগ্র যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইহাদের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণ দেহধারিগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিতে লাগিল। ৩;

রাজন্‌! যোদ্ধাগণের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত খড়্গসকল শত্রুর বক্ষে আঘাত করিয়া যখন স্ফুরিত হইতেছিল, তখন তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সেই সব খড়্গ আকাশে গমন করিতে লাগিল। ৪;

ক্ষত্রিয়গণের বাহুসমূহের দ্বারা নিক্ষিপ্ত পরিঘসকল রাজা ও রাক্ষসগণের অনুপম শরীরকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিতে লাগিল এবং পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় গর্জনকারী দৈত্যদিগকেও ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। ৫-৬

রাজেন্দ্র! দৈত্য, রাক্ষস ও রাজারা সকলেই সর্ব্বদিকে পরস্পরকে পরিঘসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। অন্য মহাবল বীর যোদ্ধাগণ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সর্পাকার শিলা-শাণিত বাণসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল। ৭;

শরৈশ্চ ভোগিভোগাভৈস্তীক্ষ্ণমন্যে মহাবলাঃ।
রাক্ষসা দানবাশ্চান্যে মত্তমাতঙ্গবিক্রমাঃ ॥ ৮
অন্যোন্যং জঘ্নিরে রাজংশ্চাপমুক্তৈর্মহাশরৈঃ।
নাগা নাগৈর্মহারাজ হয়া অশ্বৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৯
রথা রথৈঃ সমাজগ্মুঃ সাদিনঃ সাদিভিস্তথা।
পট্টিশাসিশরব্রাতৈঃ কুন্তৈঃ সায়ককর্ষণৈঃ ॥ ১
সশক্তি-পরিঘ-প্রাস-পরশ্বধসমাকুলৈঃ।
ভিন্দিপালৈর্মহারৌদ্রৈর্জঘ্নুরন্যোন্যমাহবে ॥ ১১
অন্যোন্যং জঘ্নিরে রাজংশ্চাপমুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ।
রাক্ষসা দানবা রাজন্ ক্ষত্রিয়াশ্চ সমন্ততঃ
ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তঃ কুর্বন্তো বিস্বরং রবম্ ॥ ১১
হতাঃ কেচিন্মহারাজ পেতুরুর্ব্যাং মহাসিভিঃ।
কেচিন্মথিতমস্তিষ্কা গদাভির্বীর্য্যবত্তমাঃ ॥ ১৩
ভিন্নগ্রীবা মহারাজ পরিঘৈঃ পরিঘায়ুধৈঃ।
যমরাষ্ট্রং গতাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্বর্গং সমাযযুঃ ॥১৪

অপ্সরোভিঃ সমাসেদুঃ পশ্যন্তঃ স্বং কলেবরম্।
কেচিৎ স্বাংশ্চ পরাংশ্চৈব হত্বা ভ্রান্তা ইবাভবন ॥ ১৫
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ শঙ্খা ভের্যঃ সহস্রশঃ।
সস্বনুঃ সর্ব্বতঃ সৈন্যে মৃদঙ্গা বহবস্তথা ॥ ১৬
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে তাপং দধতি ঘোরবৎ।
ততঃ পিশাচা বিকৃতাঃ করালবিততোদরাঃ ॥ ১৭
রাক্ষসাশ্চ মহাঘোরাঃ পিশিতং কেশশাদ্বলম্।
মুদিতা ভক্ষয়ামাসুঃ পিবন্তঃ শোণিতং বহু ॥ ১৮
সঙ্কীর্ণানি শবান্যাসন্ কবন্ধাঃ খড়্গপাতিতাঃ।
বিভজ্য দেশং বহুশো যুদ্ধভূমৌ শবাশিনঃ ॥ ১৯
অথ শ্যেনা মৃগাশ্চৈব কঙ্কা গৃধ্রাস্তথাপরে।
তুণ্ডৈঃ শবান্ বিনিষ্কৃষ্য ভক্ষয়ন্তি ততস্ততঃ ॥ ২০
সপ্তাশীতিসহস্রাণি হতা নাগা নৃপোত্তম।
ত্রিংশৎসহস্রমবুতং নিহতা হয়সত্তমাঃ ॥ ২১

---

রাজন্। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী রাক্ষস ও অন্য দানবগণ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত মহাবাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ৮½

মহারাজ! সেস্থানে সর্ব্বদিকে হস্তিগণ হস্তীদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বসকলের সহিত, রথসমূহ রথবৃন্দের সহিত এবং আরোহী যোদ্ধারা আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল। ৯½

পট্টিশ, খড়্গ, বাণসমূহ ও সায়কসকলকেও ছেদন পূর্ব্বক পাতিতকারী কুন্ত, শক্তি, পরিঘ, প্রাস ও পরশ্বধসমূহসহ মহাভয়ঙ্কর ভিন্দিপালাদি অস্ত্রসকলের দ্বারা সমস্ত যোদ্ধারা রণাঙ্গনে পরস্পরকে আঘাত বা বধ করিতে লাগিল ।১০-১১

রাজন্! এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে হইতে ও বিকট গর্জন করিতে করিতে রাক্ষস, দানব ও ক্ষত্রিয়গণ শিলাশাণিত ও ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। ১২

মহারাজ! কেহ কেহ বড় বড় অসির দ্বারা নিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। কত মহাপরাক্রমশালী বীরগণের মস্তক গদাসমূহের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইল। ১৩

মহারাজ! পরিঘধারী কত যোদ্ধা নিজেদের পরিঘসমূহের দ্বারা শত্রুগণের গ্রীবা (গর্দান) বিদীর্ণ করিয়া দিল। এই সময় মৃত যোদ্ধাগণের মধ্যে কিছু যোদ্ধা যমরাজের রাজ্যে গমন করিল এবং অনেকে আবার স্বর্গলোকে যাইল। ১৪

তাহারা নিজেদের মৃত দেহকে দেখিতে দেখিতে অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হইল। কত যোদ্ধা নিজেদের যোদ্ধাগণকে এবং শত্রুর যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ১৫

রাজন্! এই সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র শঙ্খ ও ভেরীসমূহের ধ্বনি হইতে লাগিল। সৈন্যদের সর্ব্বদিকে বহু মৃদঙ্গও বাদিত হইতে লাগিল। ১৬

সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়া যখন ভয়ঙ্কর তাপদান করিতে লাগিলেন, তখন বিশাল ও বিকরাল উদরবিশিষ্ট বিকৃতাকার পিশাচগণ এবং মহাভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ আসিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বহু রক্ত পান করিতে ও কেশযুক্ত মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ১৭-১৮

সেস্থানে রাশি রাশি শবদেহ পতিত ছিল এবং খড়্গের দ্বারা পাতিত মস্তকহীন বহু কবন্ধ (ধড়) চারিদিকে পতিত ছিল। এই শবভক্ষণকারী পিশাচগণ যুদ্ধভূমিতে পরস্পর বহু দেশ বিভাগ করিয়া মৃতদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ১৯

তদনন্তর বহু বাজ পক্ষী, হিংস্র জন্তু, কঙ্ক, শকুনি ও অন্যান্য পক্ষীরা এদিক্ ওদিক্ হইতে আসিয়া নিজেদের চঞ্চুসমূহের দ্বারা শবসকলকে টানিয়া টানিয়া খাইতে লাগিল। ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে সাতাশী হাজার হস্তী নিহত হইয়াছিল এবং ত্রিশ কোটি উত্তম অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল। ২১

হতং লক্ষং মহারাজ রথানাং রথিভিঃ সহ ।
ত্রিংশৎকোট্যো হতাস্তত্র সাদিনঃ সায়ুধা ভৃশম্ ॥ ২২
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে হতাঃ কেচন নির্গতাঃ ।
কেচিচ্চ তৃষিতা রাজন্ বিবিশুঃ পুষ্করং সরঃ ॥ ২৩
কেচিদ্ভূমিং সমালিঙ্গ্য ভীতা ইত্যব্রুবন্ রণে ।
মুক্তকেশাঃ পতন্তি স্ম রথান্ সন্ত্যজ্য কেচন ॥ ২৪
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ কেচিৎ সাদিনঃ পুরতো হতাঃ ।
অত্যদ্ভুতং মহাযুদ্ধমাসীৎ পুষ্করতীর্থকে ।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধমাসীৎ পূর্ব্বং নৃপোত্তম ॥ ২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২

মহারাজ ! রথী যোদ্ধাগণের সহিত এক লক্ষ রথ নষ্ট হইয়াছিল এবং ত্রিশ কোটি অস্ত্রধারী অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছিল । ২২

রাজন্ ! সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইলে পর কত যোদ্ধা আহত হইয়া রণভূমি হইতে নির্গত হইল এবং কত যোদ্ধা পিপাসায় পীড়িত হইয়া পুষ্কর সরোবরে প্রবেশ করিল । ২৩

কত সৈন্য ভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া অর্থাৎ উপুড় হইয়া পতিত হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি । কত যোদ্ধা উন্মুক্ত কেশে রথ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল । ২৪

কত অশ্বারোহী যোদ্ধা দন্তের দ্বারা নিজেদের ওষ্ঠকে দংশন করত সম্মুখে নিহত হইল । নৃপশ্রেষ্ঠ ! এইভাবে পুষ্করতীর্থে অত্যন্ত অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল । পুরাকালে যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, এই যুদ্ধও সেইরূপই ছিল । ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে সঙ্কুল ( তুমুল ) যুদ্ধবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীকৃষ্ণ-বিচক্রয়োর্ঘোরং যুদ্ধম্, বিচক্রবধশ্চ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্ত্তত
বিচক্রং যোধয়ামাস শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ ॥ ১
বলভদ্রোঽথ হংসেন ডিম্ভকেন চ সাত্যকিঃ ।
বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং হিড়িম্বঃ পুরুষাদকঃ ॥ ২
শেষাশ্চ শেষৈ রাজেন্দ্র চক্রুর্যুদ্ধমদীনগাঃ ।
বাসুদেবস্ত্রিসপ্তত্যা দৈত্যং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ৩
শরৈর্নিশিতধারাগ্রৈর্বিস্ময়ং দর্শয়ন্ রণে
দানবো দেবদেবেশং দৃঢ়েন নিশিতেন চ ॥ ৪
শরেণাকর্ণমাকৃষ্য ধনুঃপ্রবরমীশ্বরম্ ।
জঘান স্তনমধ্যে চ পশ্যতস্তু শচীপতেঃ ॥ ৫
তেন বিদ্ধোঽথ ভগবান্ বক্ষোদেশে জনার্দ্দনঃ ।
অবমচ্ছোণিতং বিষ্ণুরাদিকালে যথা প্রজাঃ ॥ ৬

## ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[ শ্রীকৃষ্ণ ও বিচক্রের ঘোর যুদ্ধ এবং বিচক্রবধ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! ইহার মধ্যে সেখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল । শার্ঙ্গধন্বা গদাধর শ্রীকৃষ্ণ বিচক্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । ১

বলভদ্র হংসের সহিত ও সাত্যকি ডিম্ভকের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন । নরখাদক হিড়িম্ব বসুদেব এবং উগ্রসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ২

রাজেন্দ্র ! কাহারও সম্মুখে যাহারা নিজেদের দীনতা প্রকাশ করে না, এরূপ অবশিষ্ট বীরগণ অবশিষ্ট যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সময় দৈত্য বিচক্রের বক্ষে তিয়াত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন । ৩

এই সব বাণের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট ছিল । তিনি যুদ্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিতে করিতে সেই দৈত্যের উপর এই বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিলেন । তখন সেই দানবও নিজের শ্রেষ্ঠ ধনুকে কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া একটি সুদৃঢ় ও তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা দেবদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে শচীপতি ইন্দ্রের সাক্ষাতেই প্রহার করিল । ৪-৫

বক্ষঃস্থলে ইহার বাণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ জনার্দন শ্রীবিষ্ণু যেরূপ সৃষ্টির আদিকালে নিজের মুখ হইতে প্রজাবর্গকে প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেইরূপে রক্তবমন করিতে লাগিলেন । ৬

ততঃ ক্রুদ্ধো হৃষীকেশঃ ক্ষুরপ্রেণাহনদ্ ধ্বজম্
অশ্বাংশ্চ চতুরো হত্বা সারথিঞ্চ শরৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৭
ততো দধ্মৌ মহাশঙ্খং যথা তারাময়ে রণে।
রথাদুৎপ্লুত্য সহসা দানবঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৮
গদাং গৃহ্য মহাঘোরাং দুঃসহাং বীর্যশালিনীম্
তয়া জঘান দৈত্যেন্দ্রঃ কিরীটে কেশবস্য হ ॥ ৯
ললাটে চ পুনর্বিষ্ণুং সিংহনাদং ব্যনীনদৎ।
ততঃ শিলাঞ্চ মহতীং প্রগৃহ্য দনুজঃ কিল ॥ ১০
ভ্রাময়িত্বা দশগুণং প্রাহরৎ কেশবোরসি
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য হস্তেনাদায় কেশবঃ ॥ ১১
জঘান চ তয়া দৈত্যং স পপাতার্দিতঃ ক্ষিতৌ।
গতাসুরিব সম্ভ্রান্তে শ্বসন্নিব পপাত হ ॥ ১১
প্রাপ্য সংজ্ঞাং ততো দৈত্যঃ ক্রোধাদ্দ্বিগুণমাবভৌ।
আদায় পরিঘং ঘোরমিদমাহ জনার্দ্দনম্ ॥ ১৩

অনেন তব গোবিন্দ দর্পঞ্চাতঃ নিহন্ম্যহম্।
বিক্রমজ্ঞস্তদা চাসি মম দেবাসুরে রণে। ১৪
তাবেব বিপুলৌ বাহূ স এবাস্মি জনার্দ্দন।
তথাপি যুধ্যসে বীর জ্ঞাত্বা ত্বং মামকং বলম্ ॥ ১৫
বারয়ৈনং মহাবাহো পরিঘং বাহুনিঃসৃতম্।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
চিক্ষেপ দৈত্যো লোকেশং সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ১৬
তং গৃহ্য বাহুনা কৃষ্ণো হতোঽসীতি বদন্ হরিঃ।
খণ্ডশঃ কারয়ামাস খড়্গেন নিশিতেন হ ॥ ১৭
উৎপাট্য বৃক্ষং দৈত্যেশঃ শতশাখং মহাশিখম্।
তেন সম্পোথয়ামাস বিষ্টরশ্রবসং বিভুম্ ॥ ১৮
ছিত্ত্বা তং চাপি খড়্গেন তিলশশ্চ চকার হ
বিক্রীড্য সুচিরং বিষ্ণুস্তেন দৈত্যেন মাধবঃ ॥ ১৯
হন্তুমৈচ্ছত্তদা দৈত্যমাদায় নিশিতং শরম্।
আগ্নেয়াস্ত্রেণ সংযোজ্য জঘানৈনং মহান্ হরিঃ ॥ ২০

তদনন্তর ক্রুদ্ধ হৃষীকেশ এক ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা সেই দানবের ধ্বজ ছেদন করিলেন। তারপর তার চারটি অশ্বকে বধ করিয়া তিনটি বাণে সারথিকেও বিনাশ করিলেন। তাহার পর তারকাময় সংগ্রামের ন্যায় তিনি নিজের মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্যকে বাদিত করিলেন। ৭।

তখন ক্রোধে মূর্চ্ছিত সেই দানব সহসা রথ হইতে লাফাইয়া এক শক্তিশালিনী, দুঃসহা ও মহাভয়ঙ্করী গদা গ্রহণ করত তাহার দ্বারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কিরীটে আঘাত করিল, তারপর তাঁহার ললাটে আঘাত করিয়া এই দানব উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৮-৯।

ইহার পর সেই দানব এক বিশাল শিলাখণ্ড গ্রহণ করত তাহাকে দশবার ঘুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে প্রহার করিল। ১০।

সেই শিলাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্তে গ্রহণ করত ইহার দ্বারা দৈত্যকে আঘাত করিলেন। ইহার প্রহারে পীড়িত হইয়া সেই দৈত্য যেন প্রাণহীন হইয়া যাইল এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ১১-১২

তারপর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ইহাতে তাহার ক্রোধজনিত আভা দ্বিগুণ হইয়া যাইল। সে এক ভয়ঙ্কর পরিঘ লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিল। ১৩

গোবিন্দ! এই পরিঘের দ্বারা তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। যখন দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, তখন তুমি আমার পরাক্রম জানিতে পারিয়াছিলে। ১৪

জনার্দ্দন! এই আমার সেই বাহু এবং সেই 'আমিই' এখন তোমার সম্মুখে রহিয়াছি। বীর! তুমি আমার বল জান, তথাপি আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। মহাবাহো! এখন তুমি আমার বাহু-নিক্ষিপ্ত এই পরিঘকে নিবারণ কর। ১৫।

এই কথা বলিয়া সেই দৈত্য সমস্ত লোকসকলের সাক্ষাতেই শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণকারী দেবদেবেশ্বর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপর সেই পরিঘ নিক্ষেপ করিল। ১৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পরিঘকে হস্তে ধরিয়া ফেলিয়া 'এখন তুমি নিহত হইবে' এই কথা বলিতে বলিতে তিনি নিজের তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা সেই পরিঘকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ১৭

তখন সেই দৈত্যরাজ শত শাখাযুক্ত ও উচ্চ শিখাবিশিষ্ট এক বিশাল বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তাহা বিপুল যশোভাগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। ১৮

মাধব শ্রীকৃষ্ণ নিজের তরবারির দ্বারা এই বৃক্ষটিকেও তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়া দিলেন। এইভাবে সেই দৈত্যের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধক্রীড়া করিয়া ভগবান্ মহাবিষ্ণু সেই সময় তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং এক তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করিয়া উহাকে আগ্নেয়াস্ত্রে সংযুক্ত করত দৈত্যের উপর আঘাত করিলেন। ১৯-২০

সন্দহ্য স শরো দৈত্যং সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
যথাপূর্ব্বং জগামাশু করং ভগবতঃ পুনঃ॥ ২১
হতশিষ্টাস্ততো দৈত্যাঃ পলায়ন্তো দিশো দশ।

এই বাণ সমস্ত লোকসকলের সাক্ষাতেই সেই দৈত্যকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় সত্বর শ্রীভগবানের হস্তে চলিয়া আসিল॥ ২১

অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে গচ্ছন্তো বৈ মহোদধিম্॥ ২২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে কৃষ্ণস্যোৎকর্ষে
ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১২৩

তারপর হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ দশদিকে পলায়ন করিতে করিতে মহাসাগরে চলিয়া যাইল। তাহারা অদ্যাবধি আর ফিরিয়া আসে নাই॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ ( জয়লাভ )-বিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ হংসেন সহ বলভদ্রস্য যুদ্ধবর্ণনম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বলদেবস্তু ধর্ম্মাত্মা ধনুরাদায় সত্বরম্।
জঘান হংসং দশভির্বাণৈর্বাণভৃতাং বরঃ॥ ১
তং প্রত্যবিধ্যন্নারাচৈর্হংসঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
তানন্তরে হলী ছিত্ত্বা নারাচৈর্দশভিঃ পুনঃ॥ ২
নারাচেনাশু বিব্যাধ ললাটে হংসমোজসা।
দৃঢ়ং পতন্ স নারাচস্তস্য সংজ্ঞাং সমাদদে।
রথোপস্থে চিরং স্থিত্বা তূণাদ্ বাণং সমাদদে॥ ৩
লব্ধ্বা হংসঃ স সংজ্ঞাং তু বিদ্ধ্বা তেন যদূত্তমম্।
সিংহবদ্ ব্যনদন্ধংসো দেবান্ বিস্মাপয়ন্ রণে॥ ৪
ততঃ ক্রুদ্ধো হলী বিদ্ধস্তেন বাণেন মাধবঃ।
বমঞ্ছোণিতমত্যুষ্ণং নিশ্বসংশ্চ রণাজিরে॥ ৫
লোহিতাবিষ্টগাত্রস্তু কুঙ্কুমার্দ্র ইবাভবৎ।
নারাচৈঃ শতসাহস্রৈরর্দ্দয়ামাস মাধবঃ॥ ৬
হংসং হংসগতিং বীরং নীলবাসা হলায়ুধঃ।
তে মুক্তা নিশিতা ঘোরা নারাচাশ্চ সুবাজিনঃ॥ ৭
রথে ধ্বজে তথা চাপে চক্রে তূণীদ্বয়ে নৃপ
পতিতাঃ সর্ব্বতো রাজন্ বাধাং চৈব তথা দদুঃ॥ ৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ হংসো বীর্য্যমদান্বিতঃ।
শরেণ হলিনং বিদ্ধ্বা ধ্বজং চিচ্ছেদ কালবিৎ॥ ৯

## চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ হংসের সহিত বলভদ্রের যুদ্ধ বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বাণধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বলদেব অতি সত্বর ধনুগ্রহণ করত দশটি বাণে হংসকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১

হংসও প্রতিশোধের জন্য পাঁচটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু হলধর পুনরায় দশটি নারাচ নিক্ষেপ করিয়া মধ্যপথেই সেই বাণগুলিকে ছেদন করত দ্রুত অন্য একটি নারাচের দ্বারা হংসের ললাটে সবেগে আঘাত করিলেন॥ ২

সেই নারাচ প্রচণ্ডবেগে পতিত হইয়া হংসের চৈতন্যকে লোপ করিয়া দিল। এই অবস্থায় হংস বহুক্ষণ রথের পশ্চাদ্ ভাগে অবস্থান করত আশ্বস্ত হইয়া নিজের তূণ হইতে একটি বাণ গ্রহণ করিলেন। উহার দ্বারা যদুশ্রেষ্ঠ বলরামকে আঘাত করিয়া রণস্থলে দেবগণকে বিস্মিত করিতে করিতে হংস সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ৩-৪

তারপর উহার বাণে আহত হইয়া মাধব হলধর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সংগ্রামাঙ্গণে অত্যন্ত উষ্ণ রক্ত বমন করিতে করিতে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন॥ ৫

তাঁহার শরীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া কুঙ্কুমে আর্দ্র ( ভিজা ) হওয়ার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। তখন নীলবস্ত্রধারী মাধব হলধর হংসের ন্যায় গমনবিশিষ্ট হংসকে লক্ষ নারাচের দ্বারা পীড়িত করিলেন॥ ৬

রাজন্ জনমেজয়! তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সেই সব তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর নারাচ হংসের রথ, ধ্বজ, ধনু, চক্র ও তূণদ্বয়ে পতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ( বা সর্ব্বদিক্ দিয়া ) পীড়িত করিতে লাগিল॥ ৭-৮

মহারাজ! তখন বল-পরাক্রমে উন্মত্ত ও সময়জ্ঞ হংস কুপিত হইয়া একটি বাণে হলধরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজ ছেদন

শরৈশ্চতুর্ভিরশ্বাংশ্চ সূতং প্রেতাধিপং দদৌ
ততঃ ক্রুদ্ধো হলী তস্মৈ গদাং গৃহ্য মহারণে ॥ ১০
আপপাত মহাবাহুর্হংসং শেষ ইব শ্বসন্
তয়া রথং ধ্বজং চক্রমশ্বান্ সূতং হলায়ুধঃ।
খণ্ডশ তিলশঃ সর্ব্বং ননাদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
ভূয়শ্চ গদয়া হংসং চিক্ষেপ চ বলী কিল।
সোঽপি হংসো গদাং গৃহ্য রথাত্তস্মাদবাপতৎ ॥ ১২
ততস্তৌ হংস-হলিনৌ যুযুধাতে মহারণে।
মহারথৌ মহাবাহূ লোকে প্রথিততেজসৌ ॥ ১৩
অত্যদ্ভুতং সুবিক্রান্তৌ পরস্পরবধৈষিণৌ।
কৃতশ্রমৌ মহাযুদ্ধে সিংহবিক্রান্তগামিনৌ ॥ ১৪
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে শক্র-বৃত্রৌ পুরাম্বরে।
উভৌ সংসক্তসর্ব্বাঙ্গৌ শোণিতেন মহারণে ॥ ১৫
অত্যন্তখেদিনৌ যুদ্ধে পরস্পরবলেন হ।
ততশ্চ দক্ষিণং মার্গং বলভদ্রোঽন্বগচ্ছত ॥ ১৬
সব্যং তু হংসো রাজেন্দ্র বাগৃহ্যাং স্বয়মেব হি।
পোথয়াঞ্চক্রতুর্যুদ্ধে গদাভ্যাং গজবিক্রমৌ ॥ ১৭
যথাপ্রাণং মহাবাহূ জঘ্নতুর্মারণায় তৌ।
অতিপ্রবৃদ্ধং সংগ্রামং দেবাসুররণোপমম্ ॥ ১৮
বিদধাতে মহারঙ্গে পশ্যতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব বিস্ময়ং পরিজল্পিরে ॥ ১৯
অহো খল্বীদৃশং যুদ্ধং দৃষ্টপূর্ব্বং ন চ শ্রুতম্।
ইত্যূচুর্বিস্ময়বশাদ্দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ২০
পরস্পরকৃতোৎসাহৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্।
অথ হংসো মহারঙ্গে দক্ষিণং দক্ষিণোত্তমঃ ॥

করিলেন। তারপর চারিটি বাণে চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া তাঁহার সারথিকেও এক বাণে যমরাজ-ভবনে প্রেরণ করিলেন। ৯½

তখন ক্রুদ্ধ মহাবাহু হলধর সেই মহাযুদ্ধে গদা গ্রহণ করত শ্বাস ত্যাগকারী শেষ নাগের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হংসের উপর আক্রমণ করিলেন। ১০½

হলধর বলরাম সেই গদার দ্বারা হংসের রথ, ধ্বজ, চক্র, অশ্বগণ ও সারথি—সকলকেই তিল তিল করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিলেন এবং পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে লাগিলেন। ১১

বলবান্ বীর বলভদ্র পুনরায় গদার দ্বারা হংসকে আঘাত করিলেন। ইহা দেখিয়া হংসও গদা গ্রহণ করত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ১২

তদনন্তর জগতে বিখ্যাত তেজস্বী মহাবাহু মহারথী হংস ও হলধর সেই মহাসমরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৩

ইঁহারা উভয়ে মহাপরাক্রমশালী, পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক, মহাযুদ্ধে বিশেষ পরিশ্রমকারী ও হংসতুল্য বীর বিক্রমে গমনকারী ছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে তখন অত্যন্ত অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৪

যেরূপ পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর আকাশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই হংস ও বলভদ্র পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই মহাসমরে উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভিজিয়া গিয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৫

সেই যুদ্ধস্থলে পরস্পরের বলে উভয়েরই অত্যন্ত খেদ হইতেছিল। তদনন্তর বলভদ্র দক্ষিণ মার্গ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১৬

রাজেন্দ্র! তখন হংস স্বয়ংই বাম মার্গ অবলম্বন করিলেন। হস্তিতুল্য পরাক্রমশালী এই দুই বীর যুদ্ধে পরস্পরকে গদার দ্বারা বিশেষভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১৭

এই দুই মহাবাহু বীর সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করিয়া পরস্পরকে বধ করিবার জন্য পরস্পরের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই মহাসমরাঙ্গণে সমস্ত দেবগণের সাক্ষাতে এই দুই বীর দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অতিশয় প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৮½

এই সময় সমস্ত দেবতা ও মুনিগণও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নরগণ বিস্ময়ের বশীভূত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—অহো! এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই ও শ্রবণও করি নাই। ১৯-২০

পরস্পরকে জয় করিবার উৎসাহ লইয়া এই দুই বীর উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর উদার পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হংস সেই মহাসমরে দক্ষিণ ভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং বলবান্ বলভদ্র বাম ভাগে অত্যন্ত তীব্র গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২১

ব্যচরন্মার্গমত্যর্থং সব্যং তু বলবান্ বলঃ ॥ ২১
নিকৃত্তা জানুনী পূর্ব্বং চক্রতুর্গদয়া ভৃশম্ ।
রণে রণবিদাং শ্রেষ্ঠৌ পশ্যতাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে হংস-বলভদ্রযুদ্ধে
চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

যুদ্ধবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলভদ্র ও হংস দেবতাদিগের সাক্ষাতে প্রথমে এই দুই জানু মুড়িয়া রণাঙ্গনে পরস্পরকে গদার দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংস এবং বলভদ্রের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ সাত্যকি-ডিম্ভকয়োর্যুদ্ধম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
যুদ্ধং চক্রতুরত্যর্থং ততো ডিম্ভক-সাত্যকী ।
তাবুভৌ বলিনৌ বীরৌ বিখ্যাতৌ ক্ষত্রিয়েষু চ ॥ ১
কৃতশ্রমৌ মহাযুদ্ধে সততং বৃদ্ধসেবিনৌ
সাত্যকির্দশভির্বীরো ডিম্ভকং বেদপারগম্ ॥ ২
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈঃ স্তনে বক্ত্রে তথোরসি ।
স তেন বিদ্ধো বলিনা ডিম্ভকঃ ক্ষত্রিয়োত্তমঃ ॥ ৩
নারাচৈঃ পঞ্চসাহস্রৈর্বিব্যাধ যুধি গর্ব্বিতঃ ।
তানন্তরে বৃষ্ণিবীরো নিষিধ্যন্নিনদন্ রুষন্ ॥ ৪
অথ ক্রুদ্ধো নৃপবরো বিদ্ধঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ ।
পুনঃ শতসহস্রেণ প্রত্যবিধ্যত সাত্যকিম্ ॥ ৫
সাত্যকিস্তথ বিক্রান্তো ধনুশ্চিচ্ছেদ তস্য তৎ
অর্দ্ধচন্দ্রেণ তীক্ষ্ণেন ডিম্ভকস্য স যাদবঃ ॥ ৬
আজঘ্নে ডিম্ভকো বীরশ্চাপমাদায় চাপরম্ ।
ক্ষুরপ্রেণাথ রৌদ্রেণ তৈলধৌতেন বিক্রমী ॥ ৭
স তেন বিদ্ধো বাণেন বমঞ্ছোণিতকং নৃপ ।
অতীব শুশুভে রাজন্ বসন্তে কিংশুকো যথা ॥ ৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভূয়স্তু গৃহীতং যৎ পুনর্মহৎ
ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় ডিম্ভকো যাদবেশ্বরম্ ॥ ৯
জঘান নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ।
স ধনুঃ পুনরত্যুগ্রং চিচ্ছেদ যুধি সাত্যকিঃ ॥ ১০

## পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[ সাত্যকি ও ডিম্ভকের যুদ্ধ । ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর ডিম্ভক ও সাত্যকি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এই দুই বলবান্ বীর ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ১

ইঁহারা উভয়ে সেই মহাযুদ্ধে অতিশয় পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । দুই বীরই সদা বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবক ছিলেন । বীর সাত্যকি বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ডিম্ভকের স্তন, মুখ ও বক্ষে দশটি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২½

সেই বলবান্ বীরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়োত্তম ও যুদ্ধে স্ববলে গর্ব্বিত ডিম্ভক সাত্যকিকে পাঁচ হাজার তীক্ষ্ণ নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু বৃষ্ণিবীর সাত্যকি সেই সব নারাচকে মধ্যপথেই গর্জ্জন করিতে করিতে ও রবসহকারে হুঙ্কারমাত্রেই খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৩-৪

তারপর সাতটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ নৃপশ্রেষ্ঠ ডিম্ভক পুনরায় একলক্ষ বাণের দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ৫

তদনন্তর পর ক্রমশালী যাদববীর সাত্যকি একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ডিম্ভকের সেই ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥

তখন পরাক্রমশালী বীর ডিম্ভক অন্য ধনু গ্রহণ করত তৈলের দ্বারা পরিষ্কৃত এক ভয়ঙ্কর ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা সাত্যকিকে আঘাত করিলেন ॥ ৭

রাজন্ ! সেই বাণের দ্বার বিদ্ধ হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে সাত্যকি বসন্তকালে বিকশিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮

তখন তিনি পুনরায় ডিম্ভকের সেই বিশাল ধনু ছেদন করিলেন, যাহাকে ডিম্ভক দ্বিতীয়বার গ্রহণ করিয়াছিলেন । তদনন্তর ডিম্ভক পুনরায় অন্য ধনু গ্রহণ করত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে যাদবেশ্বর সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯½

সাত্যকি যুদ্ধস্থলে চরাখ্য ডিম্ভকের সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধনুটিকেও তীক্ষ্ণ শরযুক্ত একটি বাণের দ্বারা পুনরায় ছেদন করিলেন ॥ ১০½ ॥

শরেণ তীক্ষ্ণপুঙ্খেন ডিম্ভকস্য দুরাত্মন:
ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় সত্বরং স নৃপোত্তম: ॥ ১১
ধনুষা তেন রাজেন্দ্র সাত্যকিং বিব্যধে পুন:
এবং ধনূংষি রাজেন্দ্র শতং পঞ্চ চ পঞ্চ চ ॥ ১২
ছিত্ত্বা ননাদ শৈনেয়: সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যত: ।
ধনুষী তৌ পরিত্যজ্য বীরৌ ডিম্ভক-সাত্যকী ॥ ১৩
খড়্গৌ প্রগৃহ্য চাত্যুগ্রৌ যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ ।
তৌ হি খড়্গবিদাং শ্রেষ্ঠৌ বীরৌ ডিম্ভক-সাত্যকী ॥১৪
দৌ:শাসনির্মহাভাগ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ।
অভিমন্যুশ্চ বিক্রান্তো নকুলশ্চ তথৈব চ ॥ ১৫
এতে খড়্গবিদাং শ্রেষ্ঠা: কীর্ত্তিতা যুধি সত্তমা: ।
এতেষ্বেতৌ নৃপশ্রেষ্ঠৌ ষট্‌সু বৈ নৃপসত্তম ॥ ১৬
তাবেতাবসিনা যুদ্ধং চক্রতুর্যুদ্ধলালসৌ ।
ভ্রান্তমুদ্‌ভ্রান্তমাবিদ্ধং প্রবিদ্ধং বাহুনি:সৃতম্ ॥ ১৭
আকরং বিকরং ভিন্নং নির্ম্মর্য্যাদমমানুষম্
সঙ্কোচিতং কুলচিতং সব্যজানু বিজানু চ ॥ ১৮

আহিকং চিত্রকং ক্ষিপ্তং কুসুমং লম্বনং ধৃতম্ ।
সর্ব্ববাহু বিনির্বাহু সব্যেতরমথোত্তরম্ ॥ ১৯
ত্রিবাহু তুঙ্গবাহুশ্চ সর্ব্বোন্নতমুদাসি চ ।
পট্টিকং মৌষ্টিকং চৈব যৌধিকং প্রথিতং তথা ॥ ২০
ইতি প্রকারান্ দ্বাত্রিংশচ্চক্রতু: খড়্গযোধিনৌ ।
পুন: পুন: প্রহরন্তৌ ন চ শ্রমমুপেয়তু: ॥ ২১
পুষ্করস্থৌ মহারাজ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ৌ
ততো দেবা: সগন্ধর্ব্বা: সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়: ॥ ২২
তুষ্টুবুস্তৌ মহারাজ জয়ে কৃতপরিশ্রমৌ ।
অহো বীর্য্যমহো ধৈর্য্যমনয়োর্বাহুশালিনো: ॥ ২৩
এতাবেব রণে শক্তৌ খড়্গে ধনুষি পারগৌ
এক: শিষ্যো গিরীশস্য দ্রোণস্যান্যো হি ধীমত: ॥ ২৪
অর্জ্জুন: সাত্যকিশ্চৈব বাসুদেবো জগৎপতি: ।
ত্রয় এতে মহাবীরা: প্রথিতা: সঙ্গরে সদা ॥ ২৫
ডিম্ভক: শক্তিভৃচ্ছর্ব্বস্ত্রয় এতে মহারথা: ।
প্রসিদ্ধা: সর্ব্ব এবৈতে বীর্য্যেষু চ বলেষু ॥ ২৬

---

রাজেন্দ্র ! তখন নৃপশ্রেষ্ঠ ডিম্ভক সত্বর অন্য ধনু লইয়া সেই ধনুর দ্বারা পুনরায় সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১১½

রাজাধিরাজ জনমেজয় ! এইভাবে সাত্যকি সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে ডিম্ভকের এক শত দশটি ধনুকে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । ১২½

তখন ডিম্ভক ও সাত্যকি দুই বীরই নিজ নিজ ধনু ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর খড়্গ গ্রহণ করত পরস্পর যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন । এই দুই বীর খড়্গ যুদ্ধবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ১৩-১৪

মহাভাগ দু:শাসনপুত্র, সোমদত্ততনয় ভূরিশ্রবা, পরাক্রমশালী অভিমন্যু ও নকুল, (এবং ডিম্ভক ও সাত্যকি)—যুদ্ধে শ্রেষ্ঠতম এই ছয় বীর খড়্গযুদ্ধবিদ্‌গণের মধ্যে প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হন । ১৫½

নৃপশ্রেষ্ঠ ! এই ছয় জনের মধ্যেও এই দুই শ্রেষ্ঠ নরপতি সর্ব্বোত্তম বলিয়া কথিত হন । এই সেই দুই বীর যুদ্ধের লালসায় খড়্গের দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১৬½

ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, বাহুনি:সৃত, আকর, বিকর, ভিন্ন, নির্ম্মর্য্যাদ, অমানুষ, সঙ্কোচিত, কুলচিত, সব্যজানু, বিজানু, আহিক, চিত্রক, ক্ষিপ্ত, কুসুম, লম্বন, ধৃত, সর্ব্ববাহু, দক্ষিণ, উত্তর, ত্রিবাহু, তুঙ্গবাহু, সর্ব্বোন্নত, উদাসি, পট্টিক, মৌষ্টিক, যৌধিক ও প্রথিত—এই বত্রিশ প্রকার খড়্গ যুদ্ধের পদ্ধতি। খড়্গযুদ্ধে নিরত এই দুই বীরই সেই সমস্ত খড়্গযুদ্ধের এই সব পদ্ধতিই দেখাইতে লাগিলেন। ইঁহারা বারংবার প্রহার করিয়াও পরিশ্রান্ত হইলেন না। মহারাজ ! পুষ্করে থাকিয়া এই দুই বীর যুদ্ধের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিলেন । ১৭-২১½

জনমেজয় ! তদনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বিজয়ের জন্য পরিশ্রমকারী এই দুই বীরের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ২২½

অহো ! বাহুবলে সুশোভিত এই দুই বীরের ধৈর্য্য ও পরাক্রম অদ্ভুত । ইঁহারা উভয়েই যুদ্ধে সমর্থ, খড়্গবিদ্যা ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন ।২৩-২৪

অর্জ্জুন, সাত্যকি ও জগদীশ্বর ভগবান্ বাসুদেব—এই তিন জনই সদা যুদ্ধস্থলে 'মহাবীর' নামে বিখ্যাত । ২৫

ডিম্ভক, কুমার কার্ত্তিক এবং ভগবান্ শিব—এই তিন জনে মুখ্য 'মহারথী। ইঁহারা সকলে বলে ও বীর্য্যে বিখ্যাত । ২৬

সেই দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, যক্ষ এবং মহানাগগণ যুদ্ধ দর্শন

ইতি তে দেব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা যক্ষা মহোরগাঃ
দিবি স্থিতাঃ সমং জগ্মুর্যুদ্ধদর্শনলালসাঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সাত্যকি-ডিম্ভকযুদ্ধে
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫

করিবার ইচ্ছায় আকাশে অবস্থান করত একসঙ্গে এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন। ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে সাত্যকি এবং ডিম্ভকের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ হিড়িম্বেন সহ বসুদেবোগ্রসেনয়োর্যুদ্ধম্, বলভদ্রেণ হিড়িম্বস্য বধশ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
বসুদেবোগ্রসেনৌ চ বৃদ্ধৌ যুদ্ধে সুনির্বৃতৌ।
জরাজর্জ্জরিতসর্ব্বাঙ্গৌ পলিতাঙ্গশিরোরুহৌ ॥ ১
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নৌ রাজমার্গবিশারদৌ।
যুযুধাতে মহারঙ্গে রাক্ষসেন দুরাত্মনা ॥ ২
শরৈরনেকসাহস্রৈরর্দ্দয়ামাসতূ রণে।
রাক্ষসেন্দ্রং দুরাত্মানং হিড়িম্বং পুরুষাদকম্ ॥ ৩
হিড়িম্বো রাক্ষসেন্দ্রস্তু ভক্ষয়ন্ সর্ব্বতো নরান্।
অতিপ্রবৃদ্ধো দুষ্টাত্মা লম্ববাহুর্মহাহনুঃ ॥ ৪
লম্বোদরো বিরূপাক্ষঃ পিঙ্গকেশো বিলোচনঃ
শ্যেননাসো মহারৌদ্র ঊর্দ্ধরোমা মহাভুজঃ ॥ ৫
পর্ব্বতাকারবর্ষ্মা চ দীর্ঘদংষ্ট্রঃ শিবাননঃ।
লম্বোদরো দীর্ঘদন্তো জগদ্‌গ্রাসপরস্তথা ॥ ৬
উচ্চাংসো মহোরস্কো দীর্ঘগ্রীবো গজোপমঃ
ভক্ষয়ন্ মাংসপিটকং পিবন্ শোণিতসঞ্চয়ম্ ॥ ৭
গজান্নাগৈঃ সমাহত্য হয়ৈরশ্বান্ নৃপোত্তম।
রথান্ রথৈঃ সমাহত্য সাদিনঃ সাদিভিস্তথা ॥ ৮
মনুষ্যান্ স পুরো দৃষ্ট্বা নাস্যগ্রাসং চকার সঃ।
কাংশ্চিচ্ছিত্বা মহারাজ বৃষ্ণিপালান্ সমন্ততঃ ॥ ৯
ভক্ষয়ানাস সহসা হিড়িম্বঃ পুরুষাদকঃ।
যান্ পশ্যন্ পুরতো রক্ষস্তান্ জঘান বিরূপধৃক্ ॥ ১০

## ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ হিড়িম্বের সহিত বসুদেব ও উগ্রসেনের যুদ্ধ এবং বলভদ্র কর্ত্তৃক হিড়িম্ব বধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বসুদেব ও উগ্রসেন বৃদ্ধ হইলেও যুদ্ধে পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শরীরে মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছিল এবং কেশসমূহ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ১

ইঁহারা উভয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্পন্ন ও রাজমার্গে ( ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যুদ্ধে ) নিপুণ ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে সেই মহসাগরে দুরাত্মা রাক্ষস হিড়িম্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২

এই সময় বসুদেব ও উগ্রসেন অনেক সহস্র বাণের দ্বারা রণাঙ্গনে নরখাদক রাক্ষসরাজ দুরাত্মা হিড়ম্বকে পীড়িত করিলেন। ৩।

রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব সর্বদিকে মনুষ্যদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে অত্যন্ত হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহার বাহুদ্বয় লম্বা ও হনু বিশাল ছিল। এই দুষ্টাত্মা রাক্ষসরাজের উদর লম্বা ও চক্ষু বিকরাল ছিল। ইহার মস্তকের কেশসমূহ পিঙ্গলবর্ণ ছিল। নাসিকা বাজপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় ছিল। বিশাল বাহুদ্বয়শোভিত মহাভয়ঙ্কর রাক্ষসের রোমসকল ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত ছিল। ৪-৫

ইহার শরীর পর্বতাকার দেখাইতেছিল, দন্তগুলি দীর্ঘ ছিল এবং মুখ শিবার ন্যায় ছিল। লম্বা উদরযুক্ত ও বড় বড় দন্তবিশিষ্ট এই রাক্ষস জগৎকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত ছিল। ৬

ইহার স্কন্ধ উচ্চ, বক্ষঃ বিশাল ও গ্রীবা দীর্ঘ ছিল। ইহাকে দেখিতে হাতীর ন্যায় মনে হইত। এই রাক্ষস পিটারীপূর্ণ মাংস ভক্ষণ করে এবং সঞ্চিত করিয়া রাখা কলস কলস রক্তপান করে। ৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই হিড়িম্ব হস্তিগণের দ্বারা হস্তীদিগকে, অশ্বগণের দ্বারা অশ্বদিগকে, রথসমূহের দ্বারা রথ সকলকে এবং আরোহী যোদ্ধাদিগকে আরোহী যোদ্ধাগণের দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিতে লাগিল। ৮

এই রাক্ষস মনুষ্যগণকে নিজের সম্মুখে দেখিয়া তাহাদিগকে নাসিকার দ্বারা গ্রাস করিতে লাগিল। নাসিকার শ্বাসমার্গের দ্বারা ভিতরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ! নরভক্ষী হিড়িম্ব সর্বদিকে আক্রমণ করত কিছু বৃষ্ণিপালক যোদ্ধাদিগকে

ভক্ষয়ন্নপরান্ বৃষ্ণীন্ যাদবান্ রাক্ষসেশ্বরঃ
চিক্ষেপ সহসা কাংশ্চিদ্ধিড়িম্বঃ পুরুষাদকঃ ॥ ১১
অন্তকালে যথা ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ প্রাণভৃতো নৃপ ।
ক্ষণেনৈকেন সর্ব্বাংস্তান্ ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ ॥ ১২
কেচিদ্ভীতা দিশঃ প্রাপুর্বৃষ্ণয়ো বীর্য্যশালিনঃ ।
কেচিত্তু ভক্ষিতাস্তেন রক্ষসা বৃষ্ণিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৩
কুম্ভকর্ণো যথা রাজন্ ভক্ষয়ামাস বানরান্ ।
নিঃশেষং বৃষ্ণিসৈন্যং তু চকার পুরুষাদকঃ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধৌ বৃদ্ধৌ যাদবপুঙ্গবৌ ।
ধনুর্গৃহ্য মহাঘোরং রাক্ষসস্য পুরঃ স্থিতৌ ॥ ১৫
যথা ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মৃগৌ বৃদ্ধতমাবিব
ব্যাদায়াস্যং মহারক্ষস্তৌ বৃদ্ধাবভ্যধাবত ॥ ১৬
চিখাদিষুর্বিরূপাক্ষঃ পাতালতলসন্নিভঃ ।
ততো রক্ষঃ পর্য্যধাবৎ খাদৎ খাদৎ কলেবরম্ ॥ ১৭
পূরয়ামাসতুর্বীরৌ শরৈর্যত্তবনৌ নৃপ
হিড়িম্বস্য মহাঘোরং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥ ১৮
সর্ব্বাংস্তান্ বারয়ামাস দেবশত্রুর্বিরূপধৃক্ ।
ধাবতি স্ম ততো রক্ষো ব্যাদিতাস্যং ভয়ানকম্ ॥ ১৯
তয়োর্গৃহীত্বা ধনুষী বভঞ্জ যুধি সত্বরম্
বাহু প্রাসার্য্য দুষ্টাত্মা রাক্ষসো বিকৃতাননঃ ॥ ২০
বসুদেবং মহীপালং রাজানং বৃদ্ধসেবিনম্ ।
গ্রহীতুং রাক্ষসশ্রেষ্ঠো যততে নৃপসংসদি ॥ ২১

হিড়িম্ব উবাচ ।

এষ বাং ভক্ষয়িষ্যামি বসুদেবং ত্বয়া সহ ।
উগ্রসেন কিমর্থং ত্বং তিষ্ঠসে মৎপুরোগমঃ ॥ ২২
আগচ্ছ প্রবিশাস্যং মে গ্রাসভূতৌ তু বাং মম ।
বিধিনা নির্ম্মিতো বৃদ্ধো বসুদেবো হরেঃ পিতা ॥ ২৩
বুভুক্ষিতঃ শ্রমার্ত্তশ্চ যুদ্ধে ত্বরিতবিক্রমঃ ।
মমুখান্নৈব গচ্ছেতাং প্রবিশেতাং ত্বরান্বিতৌ ॥ ২৪

---

বধ করিয়া সহসা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। এই বিকরাল রূপধারী রাক্ষস যাহাদিগকে সম্মুখে দেখিল, তাহাদিগকেই বধ করিল। ৯-১০

নরখাদক রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব বহু বৃষ্ণি ও যাদবগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে তাহাদিগের মধ্যে অনেককে তুলিয়া সহসা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। ১১

নৃপ জনমেজয়! যেরূপ কুপিত হইয়া রুদ্রদেব অন্তকালে প্রাণিগণকে সংহার করেন, সেইরূপ এই রাক্ষস একই ক্ষণে সেই সকলকে ভক্ষণ করিল। ১২

পরাক্রমশালী কিছু বৃষ্ণিবংশী যোদ্ধারা ভীত হইয়া বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিলেন এবং বৃষ্ণিবংশের বহু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সেই রাক্ষসের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া যাইলেন। ১৩

যেরূপ কুম্ভকর্ণ বানরগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল, সেইরূপ এই নরভক্ষী নিশাচর বৃষ্ণিবংশের সৈন্যদিগকে ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিল। ১৪

ইহার মধ্যে বৃদ্ধ যাদবশ্রেষ্ঠ বসুদেব ও উগ্রসেন ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করত এই রাক্ষসের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ইহাতে মনে হইল – যেন ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখে দুইটি অত্যন্ত বৃদ্ধ মৃগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১৫½

সেই সময় এই মহারাক্ষস মুখ ব্যাদান করিয়া সেই দুই বৃদ্ধকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। তখন ইহার চক্ষুদুইটি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজের ব্যাদিত মুখে পাতালতলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ১৬½

নৃপ! তদনন্তর মনুষ্যদেহকে খাইতে খাইতে এই রাক্ষস বসুদেব ও উগ্রসেনের দিকে সবেগে ধাবিত হইল। সেই সময় এই যদুশ্রেষ্ঠ বীর নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা মুখব্যাদনকারী যমের ন্যায় মহাভয়ঙ্কর হিড়িম্বের ব্যাদিত মুখকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। ১৭-১৮

তখন সেই বিকরাল রূপধারী দেবদ্রোহী ভয়ানক রাক্ষস সেই সব বাণকে নিবারণ করিল এবং পুনরায় মুখ বিস্তার করিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। ১৯

তাঁহাদের উভয়ের ধনু কাড়িয়া লইয়া সত্বর ভাঙ্গিয়া দিল। বিকরাল মুখবিশিষ্ট দুষ্টাত্মা রাক্ষস এই সময় নিজের দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধসেবী ভূপাল রাজা বসুদেবকে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হিড়িম্ব সেই রাজসমাজেই ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ২০-২১

হিড়িম্ব বলিল,—উগ্রসেন! তুমি কিজন্য আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছ? আমি এখনই তোমার সহিত বসুদেবকে অর্থাৎ তোমাদের দুইজনকে ভক্ষণ করিব। ২২

এস, আমার মুখে প্রবেশ কর। তোমরা দুইজনে আমার গ্রাসস্বরূপ হও। যাহাকে বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের পিতা করিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ বসুদেব ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছে, পরিশ্রমে কষ্ট পাইতেছে এবং ত্বরা সহকারে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। এখন তোমরা দুইজনে আমার মুখ হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারিবে না; সত্বরই আমার মুখে প্রবেশ কর। ২৩-২৪

যুবয়োঃ শোণিতং পীত্বা তৃপ্তিং যাস্যামি নির্বৃতঃ
খাদামি চ পুনর্মাংসং বৃদ্ধয়োর্যুবয়োঃ সুখম্ ॥ ২৫
ইতি ব্রুবংস্তথা ক্রুদ্ধো ব্যাদিতাস্যো মহাহনুঃ।
ধাবতি স্ম তদা ক্ষিপ্রং হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৬
বসুদেবোগ্রসেনৌ চ ভীতৌ বিপ্রেক্ষ্য সর্ব্বতঃ।
দিশোঽভ্যভজতাং রাজন্নিঃশস্ত্রৌ বৃষ্ণিপুঙ্গবৌ ॥ ২৭
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা বলভদ্রঃ প্রতাপবান্।
দৃষ্ট্বা চ তৌ তথাভূতৌ বসুদেবোগ্রসেনকৌ ॥ ২৮
বাসুদেবে সমাদিশ্য হংসং যুধ্যন্তমীশ্বরে।
নির্গত্য চান্তরং তস্য রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৯
মা কৃথাঃ সাহসং রক্ষো মুঞ্চৈতৌ রাজসত্তমৌ।
স্থিতোঽস্মি যুধ্যতাং রক্ষো ময়া শত্রূন্ জিঘাংসতা ॥৩০
অহমেব হনিষ্যে ত্বাং কা চেয়ং তব ভীষিকা
ইতি ব্রুবাণং হলিনং তৌ বিসৃজ্য মহারণে ॥ ৩১
মহানয়মসৌ দৃষ্টো ভক্ষয়ামোনমগ্রতঃ।

তোমাদের দুইজনের রক্তপান করিয়া আমি তৃপ্ত হইয়া যাইব এবং সন্তোষলাভ করিব। ইহার পর বৃদ্ধ তোমাদের উভয়ের মাংস আমি সুখে ভক্ষণ করিব। ২৫

এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিশাল হনুযুক্ত রাক্ষসরাজ নিশাচর হিড়িম্ব সেই সময় মুখ বিস্তার করিয়া দ্রুত ধাবিত হইল। ২৬

রাজন্! তখন অস্ত্রহীন বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ বসুদেব ও উগ্রসেন ভীত হইয়া সর্ব্বদিকে দেখিয়া বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ২৭

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী বলভদ্র বসুদেব ও উগ্রসেনকে সেই অবস্থায় পতিত দেখিয়া যুদ্ধরত হংসের ভার বলবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর সমর্পণ করত স্বয়ং সেই দুরাত্মা রাক্ষসের মধ্যভাগে আসিয়া এই কথা বলিলেন। ২৮-২৯

অরে রাক্ষস! এরূপ দুঃসাহস করিও না। এই দুই রাজশ্রেষ্ঠকে পরিত্যাগ কর। এই আমি অবস্থান করিতেছি। শত্রুদিগকে বধ করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত বলভদ্র আমার সহিত তুমি যুদ্ধ কর। কেবল আমিই তোমাকে বধ করিব। এ কি তোমার বিভীষিকা। ৩০½

এইরূপ বাক্যভাষী হলধরের কথা শুনিয়া হিড়িম্ব সেই মহাসমরে বসুদেব ও উগ্রসেনকে পরিত্যাগ করত চিন্তা করিল—এই পুরুষ মহাপুষ্ট : অতএব প্রথমে ইহাকে ভক্ষণ করিব। এরূপ

বিদার্য্য পূর্ব্ববদ্ বক্ত্রং বলভদ্রমুপাদ্রবৎ ॥৩২
বিসৃজ্য সশরং চাপং রাক্ষসস্য পুরঃ স্থিতঃ।
মুষ্টিং প্রগৃহ্য বলবান্ স্ফোটয়ন্ বাহুমুত্তমম্ ॥ ৩৩
হিড়িম্বশ্চ দুষ্টাত্মা মুষ্টিং কৃত্বা ভয়ানকম্।
জঘান বক্ষো রামস্য ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৩৪
ক্রুদ্ধোঽথ বলভদ্রস্তু মুষ্টিনা তেন তাড়িতঃ
জঘান মুষ্টিনা তেন রাক্ষসেশমনিন্দিতঃ ॥ ৩৫
মুষ্টিযুদ্ধং সমভবন্নররাক্ষসবীরয়োঃ।
যুধ্যতোর্যুদ্ধরঙ্গেঽথ নররাক্ষসসিংহয়োঃ ॥ ৩৬
তয়োশ্চটচটাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ভয়ানকঃ।
অথ রাক্ষসরাজস্তু মুষ্টিনা রামমাহবে ॥ ৩৭
জঘান বক্ষোদেশে তু বজ্রেণেব পুরন্দরঃ
অথ রামো বলী সাক্ষান্মুষ্টিং সংবর্ত্ত্য যত্নতঃ ॥ ৩৮
হিড়িম্বং তাড়য়ামাস বক্ষস্যমরবিদ্বিষম্
তলাভ্যামথ রামস্তু বক্ত্রে হত্বা স রাক্ষসম্ ॥ ৩৯

চিন্তা করিয়া পূর্ব্ববৎ মুখ বিস্তার করত হিড়িম্ব বলভদ্রের দিকে ধাবিত হইল। ৩১-৩২

বলবান্ বলভদ্র বাণসহ ধনু ত্যাগ করত নিজের উত্তম বাহুর আস্ফোটন করিতে করিতে সেই রাক্ষসের অগ্রে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৩

দুষ্টাত্মা হিড়িম্ব ও মুখ বিস্তারকারী যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলরামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ৩৪

সেই মুষ্টির আঘাত পাইয়া অনিন্দিত বলশালী বলভদ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। তারপর তিনিও রাক্ষসরাজকে মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিলেন। ৩৫

তখন সেই দুই নর ও রাক্ষসবীরের মধ্যে মুষ্টি যুদ্ধ হইতে লাগিল। যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে যুদ্ধ করিতে করিতে নরসিংহ বলরাম ও রাক্ষসসিংহ হিড়িম্বের মুষ্টির ভয়ঙ্কর চটচটা শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ৩৬½

তদনন্তর রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব সমরাঙ্গণে বলরামের বক্ষঃস্থলে মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিল; ইহাতে মনে হইল—দেবরাজ ইন্দ্র যেন কোনও পর্ব্বতে বজ্রের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৩৭½

ইহার পর সাক্ষাৎ বলবান্ বলরাম যত্ন সহকারে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেবদ্রোহী হিড়িম্বের বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তাহার পর তিনি সেই রাক্ষসের মুখে দুইবার হস্ততল দ্বারা প্রহার করিলেন। ৩৮-৩৯

আহতস্তলঘাতেন হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ।
জানুভ্যামপতদ্ ভূমৌ গতাসুর্বীররাক্ষসঃ ॥ ৪০
তত উৎপত্য রামস্তু দোর্ভ্যাং সংগৃহ্য রাক্ষসম্।
আদায় বহুবেগেন ভ্রাময়িত্বা পদাৎ পদম্ ॥ ৪১
ব্যাবিধ্যৎ সুচিরং রামো দর্শয়ন্নাত্মনো বলম্
উৎক্ষিপ্য রাক্ষসেন্দ্রং তং সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৪২
গব্যূতিমাত্রং চিক্ষেপ ততো দেশাদ্ধলায়ুধঃ।
গতাসু রাক্ষসশ্রেষ্ঠস্ততো দেশান্নিরাক্রমৎ ॥ ৪৩
যে কেচিদ্ রাক্ষসাস্তত্র হতশেষা মহারণে।
বলভদ্রাত্ততো ভীতা জগ্মুশ্চৈব দিশো দশ ॥ ৪৪
অথাংশুমালী ভগবান্ দিনেশঃ
সংহৃত্য তেজাংসি সহস্ররশ্মিঃ।
অস্তং যযৌ চক্ষুরপি প্রজানা-
মীষত্তমশ্চাপি সমাবিবেশ ॥ ৪৫
তস্মিন্ প্রবিষ্টেঽর্থ সমুদ্রতোয়ং
প্রজাপতৌ বিশ্বমুখে জগদ্‌গুরৌ
নক্ষত্রনাথঃ সমুপাজগাম
সন্ধ্যাতমোঽপি ব্যনশন্নৃপোত্তম ॥ ৪৬
প্রভাতকালে নৃপ সত্তমো রণো
গোবর্দ্ধনে কিন্নরগীতনাদিতে।
ইতি ব্রুবন্তো নৃপসত্তমাস্তদা
ব্যুপারমংস্তত্র রণোৎসবে নৃপ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে হিড়িম্বপরাভবে
ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬

---

তাঁহার হস্ততলের আঘাতে আহত হইয়া বীর নিশাচর রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব যেন প্রাণহীন হইয়া জানুদ্বয়ের দ্বারা ভূতলে পতিত হইল। ৪০

তারপর বলরাম লাফাইয়া গিয়া সেই রাক্ষসকে দুই হস্তে ধারণ করত উপরে তুলিয়া পদে পদে সবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। এইভাবে নিজের বল দেখাইতে দেখাইতে বলরাম বহুকাল ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইতে থাকিলেন। তারপর সকল লোকের সাক্ষাতে হলধর বলরাম সেই রাক্ষসরাজকে উৎক্ষেপণ করিয়া সেই স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। এইরূপে প্রাণহীন হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হিড়িম্ব সেই যুদ্ধস্থল হইতে নিঃসারিত হইল। ৪১-৪৩ •

সেই মহাসমরে অন্য যে সব রাক্ষস হতাবশিষ্ট ছিল, তাহারা বলরামের ভয়ে ভীত হইয়া সেখান হইতে দশদিকে পলাইয়া যাইল। ৪৪

তদনন্তর সহস্র সহস্র কিরণে সুশোভিত দিনপতি অংশুমালী ভগবান্ সূর্য নিজের তেজ সংযত করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন এবং প্রজাগণের চক্ষুতে কিছু কিছু অন্ধকারের সমাবেশ হইল। ৪৫

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সম্পূর্ণ বিশ্বের মুখস্বরূপ প্রজাপালক জগদ্‌গুরু সূর্যদেব সমুদ্রের জলে প্রবিষ্ট হইলে পর নক্ষত্রনাথ চন্দ্র উদিত হইলেন, ইহাতে সন্ধ্যাকালের অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইল। ৪৬

জনমেজয়! সেই সময় হংসের সৈন্যমধ্যে যে সব শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন, তাঁহারা এই কথা বলিতে বলিতে সমরোৎসব হইতে সেখানে বিরত হইলেন যে, রাজন্! আগামী কাল প্রাতঃকালে কিন্নরগণের গীতমুখরিত গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে যদি যুদ্ধ হয়, তবে অতিশয় উত্তম হইবে। (এই কথা বলিয়া সেই সব নরপতি সেখান হইতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিলেন।) ৪৭

---

• পাণ্ডব ভীমসেন একচক্রা নগরীতে যাইবার পূর্ব্বে যে হিড়িম্বনামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন, সেই রাক্ষস এই রাক্ষস হইতে ভিন্ন ছিল। সেই রাক্ষস হিড়িম্ব ইহার পূর্ব্বেই ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়াছিল! এস্থলে অন্য এক হিড়িম্ব-নামক রাক্ষস বলরামের দ্বারা বিনষ্ট হইল।

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হিড়িম্বের পরাভব-বিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতস্য সমীপে হংস-ডিম্ভকাভ্যাং সহ যাদবানাং যুদ্ধম্, শ্রীকৃষ্ণেন ভূতেশ্বরয়োঃ পরাজয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণ-হংসয়োর্ঘোরং যুদ্ধঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

উভৌ তৌ হংস-ডিম্ভকৌ রাত্রাবেব মহাগিরিম্।
জগ্মতুঃ সহিতৌ রাজন্ গোবর্দ্ধনমথো নৃপ ॥ ১
অথ প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে চাভ্যুদিতে সতি
গোবর্দ্ধনং জগামাশু কেশবঃ কেশিসূদনঃ ॥ ২
শৈনেয়ো বলভদ্রশ্চ যাদবাঃ সারণাদয়ঃ
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ নাদিতং বহুধা গিরিম্ ॥ ৩
জগ্মতুঃ সহিতৌ রাজন্ গোবর্দ্ধনমথো গিরিম্।
গোধনৈরথ সৈন্যৈশ্চ নাদিতং বহুধা গিরিম্ ॥ ৪
তস্যোত্তরং নৃপশ্রেষ্ঠ পার্শ্বং সম্প্রাপ্য যাদবাঃ
নিকষা যমুনাং রাজংস্ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৫
বিব্যাধ হংস-ডিম্ভকৌ বসুদেবশ্চ সপ্তভিঃ।
সারণঃ পঞ্চবিংশত্যা দশভিঃ কঙ্ক এব চ ॥ ৬
হংসেন ডিম্ভকেনাথ যাদবৈশ্চ সমন্ততঃ।
উগ্রসেনস্ত্রিসপ্তত্যা শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥ ৭
বিরাটস্ত্রিংশতা রাজন্ সাত্যকিশ্চাপি সপ্তভিঃ।
অশীত্যা বিপৃথু রাজন্নুদ্ধবো দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৮
প্রদ্যুম্নস্ত্রিংশতা রাজন্ সাম্বশ্চাপি চ সপ্তভিঃ।
অনাধৃষ্টিস্ত্বেকষষ্ট্যা শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥ ৯
এবং তে সহিতা রাজংশ্চক্রুর্যুদ্ধমদীনবৎ
অত্যদ্ভুতং মহাঘোরং যাদবাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১০
চক্রতুস্তাভ্যাং মহাযুদ্ধং বাসুদেবস্য পশ্যতঃ।
সর্ব্বানপি মহারাজ যাদবান্ বলদর্পিতান্ ॥ ১১
তাবুভৌ হংস-ডিম্ভকৌ নৃপাংস্তান্ প্রত্যবিধ্যতাম্।
প্রত্যেকং দশভির্বিদ্ধ্বা বাণৈর্নিশিতনির্ম্মলৈঃ ॥ ১২
জঘ্নতুশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরত্যর্থং যাদবেশ্বরান্।
ব্যথিতাঃ সর্ব্ব এবৈতে বমন্তঃ শোণিতং বহু ॥ ১৩

---

## সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটে হংস ও ডিম্ভকের সহিত যাদবগণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভূতেশ্বরদ্বয়ের পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও হংসের ঘোর যুদ্ধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! নরনাথ! তদনন্তর সেই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভক রাত্রিতে একসঙ্গে মহাগিরি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১

নির্ম্মল প্রভাতকাল আসিলে পর যখন সূর্য্যদেব উদিত হইলেন, তখন কেশিহন্তা ভগবান্ কেশবও অতি সত্বর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যাইলেন। ২

সাত্যকি, বলভদ্র ও সারণাদি যাদবগণও গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাদিগের নানাপ্রকার গীতে নিনাদিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৩

রাজন্! ইঁহারা সকলে একসঙ্গে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বত গোধন ও সেনাগণের নানাপ্রকার শব্দসমূহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজন্! যখন যাদবগণ সেই পর্ব্বতের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন যমুনার নিকট পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৫

বাসুদেব সাতটি বাণে হংস এবং ডিম্ভককে বিদ্ধ করিলেন। এই সময় সারণ পঁচিশটি ও কঙ্কন দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬

এইরূপ হংস ও ডিম্ভকের সহিত যাদবগণের সর্ব্বদিকে যুদ্ধ হইতে লাগিল। উগ্রসেন আনতপর্ব্বযুক্ত তিয়াত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৭

রাজন্ জনমেজয়! বিরাট্ ত্রিশটি, সাত্যকি সাতটি, বিপৃথু আশীটি এবং উদ্ধব দশটি বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন। ৮

রাজন্! প্রদ্যুম্ন ত্রিশটি, সাম্ব সাতটি এবং অনাধৃষ্টি নতপর্ব্বযুক্ত একষট্টিটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৯

রাজন্! এই সময় সেই সব যাদবগণ একসঙ্গে থাকিয়া উৎসাহসম্পন্ন পুরুষের ন্যায় অত্যন্ত অদ্ভুত ও মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০

মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে সমস্ত যাদবগণ হংস ও ডিম্ভকের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই ভ্রাতা হংস এবং ডিম্ভকও সেই সব যাদব-নরপতিগণকে নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ১১

এই দুই ভ্রাতা শাণিত ও নির্ম্মল (চক্চকে) দশটি করিয়া বাণের দ্বারা প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত যাদবেশ্বরদিগকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ১২

রাজন্! এই সব বাণে ব্যথিত হইয়া তাঁহারা সকলেই বহু রক্ত বমন করিতে করিতে বসন্ত ঋতুতে বিকশিত পলাশ বৃক্ষসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৩

মাধবে কিংশুকা রাজন্ পুষ্পিতা ইব তে বভুঃ।
ভীতাশ্চ যাদবা রাজন্ পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ বসুদেবাত্মজো নৃপ
বাসুদেবো হলী যুদ্ধে প্রমুখে ধন্বিনো তয়োঃ ॥ ১৫
চক্রতুর্যুদ্ধমতুলং স্কন্দশক্রাবিবাম্বরে।
তয়োরেব সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা যক্ষা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৬
বিমানস্থাশ্চ দদৃশুর্যুদ্ধং দেবাসুরোপমম্।
ততঃ প্রাদুরভূতাং তৌ দূতৌ ভূতেশ্বরৌ নৃপ ॥ ১৭
শূলিনা প্রেষিতৌ যুদ্ধে রক্ষার্থং বলিনোস্তয়োঃ।
হংসোঽথ বাসুদেবশ্চ যুদ্ধং চক্রতুরীশ্বরৌ ॥ ১৮
রামশ্চ ডিম্ভকশ্চৈব সংযুক্তৌ যুদ্ধকাঙ্ক্ষয়া
বিক্রান্তঃ সর্ব্ব এবৈতে হ্যস্ত্রে শস্ত্রে তথা বলে ॥১৯
শঙ্খ ন্ দধ্মুঃ পৃথক্ শূরাঃ স্বে স্বে সর্ব্বে রথে স্থিতাঃ।
অথ কৃষ্ণো হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং মহারবম্ ॥ ২০
দধ্মৌ পদ্মপলাশাক্ষঃ সর্ব্বান্ বিস্মাপয়ন্নিব
অথ ভূতৌ মহাঘোরৌ লম্বোদরশরীরিণৌ ॥ ২১
চক্রতুর্মহারাজ শূলমাদায় কেশবম্
শূলেন পোথয়াং রাজন্ চক্রতুর্যাদবেশ্বরম্ ॥২২
তাভ্যাং সমাহতো বিষ্ণুর্দেবগন্ধর্ব্বসন্নিধৌ।
ঈষৎস্মিতাধরো দেবঃ কিঞ্চিদুৎপ্লুত্য সত্বরম্ ॥ ২৩
রথাদ্ রথিবরশ্রেষ্ঠস্তৌ প্রগৃহ্য জনার্দনঃ।
ভ্রাময়িত্বা শতগুণমলাতমিব কেশবঃ ॥ ২৪
কৈলাসস্য সমুদ্দিশ্য প্রচিক্ষেপ ততো হরিঃ।
তাবুপেতা গিরেঃ শৃঙ্গং কৈলাসস্য মহামতে ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম্ম দেবস্য বিস্ময়ং জগ্মতুঃ পরম্।
হংসশ্চ দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম্ম রোষতাম্রায়তেক্ষণঃ ॥ ২৬
উবাচ বচনং হংসঃ শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
কিমর্থং রাজসূয়স্য বিঘ্নং চরসি কেশব ॥ ২৭
ব্রহ্মদত্তো মহীপালো যষ্টা তস্য মহাক্রতোঃ।
করং দিশ যথাযোগং যদি প্রাণান্ হি রক্ষসি ॥ ২৮

রাজন্! সেই সময় যাদব-সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ জনমেজয়! ইহার মধ্যে বসুদেবের পুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও হলধর বলরাম হস্তে ধনু লইয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে সেই দুই ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া সেইভাবে অনুপম সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, যেরূপ ইন্দ্র ও কার্ত্তিক আকাশে অবস্থান করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৪-১৫½

সেই সময় বিমানে উপবিষ্ট গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, যক্ষ ও মহর্ষিগণ দেবাসুর-সংগ্রামের সদৃশ সেই দুইজনের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ১৬½

নৃপ জনমেজয়! তদনন্তর সেখানে যুদ্ধে সেই দুই বলবান্ বীর হংস ও ডিম্ভককে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই দুই ভূতেশ্বর দূত প্রাদুর্ভূত হইলেন। ১৭½

সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও হংস—এই দুই সামর্থ্যশালী বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে বলরাম এবং ডিম্ভকও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় পরস্পর মিলিত হইলেন। ১৮½

ইঁহারা সকলেই অস্ত্র, শস্ত্র ও বলে পরাক্রমশালী ছিলেন। ইঁহারা সকলে নিজ নিজ রথে অবস্থান করত পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ১৯½

তদনন্তর ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলকে যেন বিস্মিত করিতে করিতে মহাশব্দকারী পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন। ২০½

মহারাজ! অনন্তর এই সময়ে লম্বা উদরযুক্ত ও বিশাল দেহধারী সেই মহাভয়ঙ্কর ভূতদ্বয় শূল লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। ২১½

রাজন্! সেই দুই ভূত যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গেই শূলের দ্বারা প্রহার করিলেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সমীপে সেই দুই ভূতের আঘাতে আহত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধরে ঈষৎ হাসি উদিত হইল। রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ জনার্দন কিছু লম্ফ প্রদান করত সত্বর রথ হইতে নামিলেন এবং সেই দুই ভূতেশ্বরকে ধরিয়া তাঁহাদিগকে অলাতচক্রের ন্যায় শতবার ঘুরাইবার পর সেই কেশব হরি কৈলাসপর্ব্বতের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ২২-২৪½

মহামতে! সেই দুই ভূতেশ্বর কৈলাসপর্ব্বতের শিখর প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পরাক্রম অবলোকন করত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ২৫½

শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ম্ম দেখিয়া হংসের দীর্ঘ নয়নদ্বয় রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত দেবগণকে শুনাইতে শুনাইতে এই কথা বলিলেন। ২৬½

কেশব! আমাদের রাজসূয় যজ্ঞে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছ? মহারাজ ব্রহ্মদত্ত সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। যদি নিজের প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে তাঁহাকে যথাযোগ্য কর প্রদান কর। ২৭-২৮

অথবা ত্বং ক্ষণং তিষ্ঠ ততো জ্ঞাত্বা করং বহু
দদাসি ত্বং নন্দপুত্র ততো যষ্টা স মে গুরুঃ ॥ ২৯
ঈশ্বরোঽহং সদা রাজ্ঞাং দেবানামিব শূলভৃৎ
এষ তে বীর্যমতুলং নাশয়িষ্যামি সংযুগে ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা সশরং চাপং শালতালোপমং নৃপ
আকৃষ্য চ যথাপ্রাণং নারাচেন চ কেশবম্ ॥ ৩১
ললাটে চিক্ষিপে হংসো ললাম ইব সোঽভবৎ
উবাচ সাত্যকিং কৃষ্ণো রথং বাহয় মে প্রভো ॥ ৩২
দারুকং পৃষ্ঠবাহং তং কৃত্বা দেশং তমীশ্বরঃ।
অথ তেন সমাদিষ্টঃ সাত্যকির্বাহয়ন্ রথম্ ॥ ৩৩
মণ্ডলানি বহূন্যাজৌ দর্শয়ামাস সত্বরম্
অথ বিদ্ধো দৃঢ়ং তেন শরেণ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
আগ্নেয়মস্ত্রং সংযোক্তা শরে কস্মিংশ্চিদব্যয়ঃ।
উবাচ হংসং রাজেন্দ্র সাত্যকিং প্রেরয়ন্ রণে ॥ ৩৫

অনেন ত্বাং দহে পাপ যদি শক্তোঽসি বারয়।
অলং তে বহুবন্ধেন ক্ষত্রিয়োঽসি সদা শঠ ॥ ৩৬
মত্তশ্চেৎ করমিচ্ছেত্বং দর্শয়াদ্য পরাক্রমম্।
যতয়ো বাধিতা হংস পুষ্করে সংস্থিতাস্ত্বয়া ॥ ৩৭
শাস্তা ত্বং খলু বিপ্রাণাং স্থিতে ময়ি নরাধম।
স্থিতে ময়ি জগন্নাথে হত্বা ক্ষত্রিয়কণ্টকান্ ॥ ৩৮
শাস্তাস্ম্যথো সতাং লোকে দুষ্টানাং ব্রহ্মবিদ্বিষাম্
শাপেন যতিমুখ্যানাং হত এব নৃপাধম ॥ ৩৯
মৃত্যবে ত্বাং নিবেদ্যাস্ত রক্ষিতা ব্রাহ্মণানহম্
ইতি ব্রুবংস্তদস্ত্রং তু মুমোচ যুধি কেশবঃ ॥ ৪০
তদস্ত্রং বারুণেনাথ হংসোঽপি প্রত্যষেধৎয়
বায়ব্যমথ গোবিন্দো মুমোচ যুধি হংসকে ॥ ৪১
তদস্ত্রং বারয়ামাস মাহেন্দ্রেণ নৃপোত্তমঃ।
অথ মাহেশ্বরং কৃষ্ণো মুমোচাত্যুগ্রমাহবে ॥ ৪২

---

নন্দপুত্র। অথবা তুমি ক্ষণকাল আমার সম্মুখে অবস্থান কর, তারপর আমার শ্রেষ্ঠতা জানিয়া স্বয়ংই বহু কর প্রদান করিবে; তাহার পর আমার পিতা যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন ॥ ২৯

যেরূপ দেবতাগণের ঈশ্বর শূলধারী মহাদেব, সেইরূপ সদা সমস্ত রাজাদের ঈশ্বর আমি। এই যুদ্ধে আমি তোমার অনুপম বলকে এখনই নষ্ট করিয়া দিব ॥ ৩০

নৃপ জনমেজয়! এই কথা বলিয়া হংস শাল ও তালবৃক্ষসদৃশ বিশাল ধনু এবং বাণ গ্রহণ করত তাহাকে বলানুসারে আকর্ষণ করিয়া একটি নারাচের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ললাটে নিক্ষেপ (বিদ্ধ) করিলেন। এই নারাচ তখন তাঁহার পক্ষে যেন মনোহর আভরণরূপে প্রতীত হইতে লাগিল। ৩১½

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে বলিলেন—প্রভাবশালী বীর। তুমি আমার রথ চালনা কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন সাত্যকিকে এইরূপ আদেশ করিলেন, তখন তিনি দারুককে পৃষ্ঠভাগে করিয়া তাঁহার আসনে উপবেশন করত সেই রথকে চালাইতে লাগিলেন। ৩২-৩৩

রাজেন্দ্র। সাত্যকি যুদ্ধস্থলে ত্বরাসহকারে রথের বহু মণ্ডল (রথের যুদ্ধোপযোগী নানাবিধ গতি) দেখাইলেন। অন্যদিকে হংসের বাণে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অবিনাশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোনও এক বাণে আগ্নেয়াস্ত্রের আধান করত সাত্যকিকে রণভূমিতে অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরিত করিতে করিতে হংসকে বলিলেন। ৩৪-৩৫

পাপী, শঠ। আমি এই বাণে তোমাকে এখনই দগ্ধ করিব, যদি সামর্থ্য থাকে, তবে ইহাকে নিবারণ কর। এখন তোমার অসঙ্গত বহু কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? তুমি ক্ষত্রিয়, সদা নিজের কর্তব্য পালন কর ॥ ৩৬

যদি আমার নিকট হইতে কর লইতে ইচ্ছা কর, তবে আজ তুমি নিজের পরাক্রম দেখাও। হংস! তুমি পুষ্করে অবস্থিত যতিগণকে বহু কষ্ট দিয়াছ। ৩৭

নরাধম। আমি এই সম্পূর্ণ জগতের ঈশ্বর। আমি থাকিতে তুমি ব্রাহ্মণগণকে শাসন করিতেছ। আমি তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়-রূপী কণ্টক-সকলকে বধ করিয়া সৎপুরুষদিগের লোকে ব্রহ্মদ্রোহী দুষ্টগণকে শাসন করিব। ৩৮½

নরাধম। তুমি মুখ্য মুখ্য যতিগণের শাপেই হত হইয়া গিয়াছ। আজ আমি তোমাকে মৃত্যুর কবলে সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিব। ৩৯½

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে হংসের উপর সেই আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তখন হংসও বারুণাস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রকে নিবারণ করিলেন। ৪০½

ইহা দেখিয়া গোবিন্দ রণভূমিতে হংসের উপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু নৃপশ্রেষ্ঠ হংস মাহেন্দ্রাস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রকে নিবারণ করিলেন। ৪১½

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে অত্যন্ত উগ্র মাহেশ্বরাস্ত্র প্রয়োগ

রৌদ্রেণ তত্ততো হংসো বারয়ামাস তৎক্ষণাৎ
গান্ধর্ব্বং রাক্ষসং চৈব পৈশাচমথ কেশবঃ ॥ ৪২
ব্রহ্মাস্ত্রমথ কৌবেরমাসুরং যামামেব চ।
চত্বার্য্যেতানি হংসস্তু মুমোচ যুধি সত্বরম্ ॥ ৪৪
মারণার্থং তদস্ত্রাণাং চতুর্ণাং মাধবস্য হ।
অথ ব্রহ্মশিরো নাম ঘোরমস্ত্রং বিনাশকম্ ॥ ৪৫
মুমোচ হংসমুদ্দিশ্য দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
যোজয়ামাস তদ্ধংসে মহাঘোরপরাক্রমম্ ॥ ৪৬
অথ ভীতো মহারৌদ্রমস্ত্রং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তমঃ।
হংসোঽপি তেন রাজেন্দ্র বারয়ামাস তং শরম্ ॥ ৪৮
যমুনাপ উপস্পৃশ্য দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অস্ত্রং বৈষ্ণবমাদায় শরে স নিশিতে হরিঃ ॥ ৪৮
যোজয়ামাস ভূতাত্মা ভূতভাবনভাবনঃ।
যেন দেবা রণে হত্বা রাজ্যমাপুঃ পুরাসুরান্।
তদস্ত্রং যোজয়ামাস বধার্থং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে হংস-কেশবযুদ্ধে সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭

করিলেন কিন্তু হংস রৌদ্রাস্ত্রের দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই অস্ত্রকে নিবারিত করিলেন। ৪২;

তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রমান্বয়ে গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ( পূর্ব্বোক্ত মাহেশ্বরাস্ত্র লইয়া চারিটি অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন )। মাধবের এই চারিটি অস্ত্রকে নিবারণ করিবার জন্য হংস অতি দ্রুত যুদ্ধস্থলে ব্রহ্মাস্ত্র, কৌবেরাস্ত্র, আসুরাস্ত্র ও যাম্যাস্ত্র এই চারিটি অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। ৪:-৪৪;

তদনন্তর দেবাধিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশিরনামক বিনাশকারী ভয়ানক অস্ত্র হংসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মহাভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী এই অস্ত্র হংসের জন্যই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ৪৫-৪৬

রাজেন্দ্র। এই মহাভয়ঙ্কর অস্ত্রকে দেখিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ হংস ভীত হইয়া উঠিলেন, তারপর তিনিও ব্রহ্মশির অস্ত্রের দ্বারাই সেই অস্ত্রকে নিবারণ করিলেন। ৪৭

তদনন্তর সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি ও পালনকারী ভূতাত্মা দেবাধিদেব জনার্দন শ্রীহরি যমুনার জলে আচমন করিয়া এক তীক্ষ্ণ বাণে বৈষ্ণবাস্ত্রের যোজনা করিলেন। ৪৮;

পুরাকালে দেবগণ রণাঙ্গনে যে অস্ত্রের দ্বারা অসুরদিগকে বধ করিয়া নিজেদের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অস্ত্রকে রাজা হংসের বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োগ করিলেন। ৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংস এবং শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-বিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণেন হংসস্য বধঃ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ ভীতো মহারৌদ্রমস্ত্রং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তম।
হংসো রাজা মহারাজ নিশ্চেষ্ট ইব সম্ভবৌ ॥ ১
উৎপ্লুত্য স রথাত্তস্মাদ্ যমুনামভ্যধাবত
যত্র কৃষ্ণো হৃষীকেশঃ কালিয়াহিং মমর্দ্দ হ ॥ ২
মহাহ্রদং মহারৌদ্রং যাবৎ পাতালসংস্থিতম্।
তাবদ্দীর্ঘং মহানীলং কালাঞ্জননিভং হি যৎ ॥ ৩
যস্মিন্ হ্রদে মহাঘোরে পপাতাথ স হংসকঃ।
হংসে পততি তস্মিংস্তু মহান্ রাবো বভূব হ ॥ ৪

## অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হংসবধ। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ। মহারাজ। সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রকে দেখিয়া রাজা হংস ভয়বশতঃ যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন। ১

তিনি সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যমুনার দিকে ধাবিত হইলেন, যেখানে পূর্ব্বে হৃষীকেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকে মর্দিত করিয়াছিলেন। ২

এই মহাহ্রদ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল এবং পাতাল পর্য্যন্ত গভীর ছিল। ইহার বিস্তারও সেইরূপই ছিল। ইহা কাল কজ্জলরাশিতুল্য মহানীল ( গাঢ় কাল ) ছিল। ৩

এই মহাভয়ঙ্কর কালিয়হ্রদে হংস লাফাইয়া পড়িলেন। তিনি

গিরীণাং পাত্যমানানাং সমুদ্রে ইব বজ্রিণা
রথাদুৎপ্লুত্য কৃষ্ণোঽপি তস্যোপরি পপাত হ ॥ ৫
দেবদেবো জগন্নাথো জগদ্ বিস্মাপয়ন্নিব ।
প্রাহরত্তং মহাবাহুঃ পাদাভ্যামথ কেশবঃ ॥ ৬
পাদক্ষেপং নৃপতস্মাল্লব্ধ্বা হংসো নৃপোত্তম ।
মমার চ নৃপশ্রেষ্ঠ কেচিদেবং বদন্তি হি ॥ ৭
অন্যে পাতালমায়াতো ভক্ষিতঃ পন্নগৈরিতি ।
অদ্যাপি নৈব রাজেন্দ্র দৃষ্ট ইত্যনুশুশ্রুম ॥ ৮
যথাপূর্ব্বং জগন্নাথো রথং সমুপজগ্মিবান্ ।
হতে তস্মিন্মহারাজ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
অকরোদ্ রাজসূয়ঞ্চ তব পূর্ব্বপিতামহঃ ।
যদি জীবেদসৌ হংসঃ কো নমস্যতি তং ক্রতুম্ ॥ ১০
স চ সর্ব্বাস্ত্রবিন্নিত্যং রুদ্রাল্লব্ধবরঃ প্রভো ।
ক্ষণাদেব মহারাজ বার্ষ্ণেয়ং গামগাহত ॥ ১১
হতো হংসো হতো হংসঃ কৃষ্ণেন রিপুমর্দ্দিনা
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো দেবলোকে দিবানিশম্ ॥ ১২
কৃষ্ণেন লোকনাথেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
যমুনায়া হ্রদে ঘোরে হংসো নিহত ইত্যপি ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে হংসবধে অষ্টাবিংশ-
ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮

---

পতিত হইলে পর সে স্থানে পতনজনিত প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইলে ইহাতে মনে হইল বজ্রধারী ইন্দ্র কর্ত্তৃক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতসকলের শব্দ হইল। ৪২

তখন জগদীশ্বর দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণ জগৎকে বিস্মিত করিতে করিতে রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সেই মহাহ্রদে হংসের উপর পতিত হইলেন। ৫২

সেই সময় মহাবাহু কেশব তাঁহার উপর দুই পদের দ্বারা প্রহার করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রহার প্রাপ্ত হইয়া রাজা হংস নিহত হইলেন, এরূপ অনেকে বলেন ॥৬-৭

রাজেন্দ্র। অন্য বহু লোক এই কথা বলেন যে,—হংস পাতালে চলিয়া যান এবং সর্পগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করে। তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিতে কেহ দেখে নাই,—ইহাই আমরা শুনিয়াছি। ৮

তদনন্তর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ রথে আসিলেন। মহারাজ! হংস নিহত হইলে পরই তোমার পূর্বপিতামহ (প্রপিতামহ) ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যদি এই হংস জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কে সেই যজ্ঞকে প্রণাম করিত। ৯-১০

প্রভো। এই হংস ভগবান্ রুদ্রের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বকালের জন্যই সর্বপ্রকার অস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শত্রুমর্দনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'হংসকে বধ করিয়াছেন, হংসকে বধ করিয়াছেন'—ইহা গন্ধর্বরাজগণ দেবলোকে দিবারাত্র গান করিতে লাগিলেন। ১১-১২

লোকনাথ (জগন্নাথ) প্রভাবশালী বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনার ভয়ঙ্কর হ্রদে হংসকে বধ করিয়াছেন—তাহার এইরূপ যশোগাথা সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল। ১৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংসের বধ-বিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ ডিম্ভকস্যাত্মহত্যা। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা নিহতমত্যুগ্রং ভ্রাতরং বীর্য্যশালিনম্
বলদেবং পরিত্যজ্য যুধ্যমানং মহারণে॥ ১
ডিম্ভকো বীর্য্যসম্পন্নো যমুনামভ্যুপস্থিবান্
তমন্বধাবদ্ বেগেন বলভদ্রো হলায়ুধঃ॥ ২
হংসো হি যত্র পতিতস্তত্রাসৌ নিপপাত চ
যমুনায়াং মহারাজ বিলোড্য জলসঞ্চয়ম্॥ ৩
অথ ক্রুদ্ধঃ স ডিম্ভকো ভ্রাময়িত্বা জলং বহু।
উন্মজ্জ্যোন্মজ্জ্য সহসা নিমজ্জ্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ৪
ন দদর্শ তদা রাজন্ ভ্রাতরং বীর্য্যশালিনম্
উন্মজ্জ্যাথ মহাবাহুর্বাসুদেবং বিলোক্য চ॥ ৫
উবাচ বচনং রাজন্ ডিম্ভকো বীর্য্যবত্তমঃ
অরে গোপকদায়াদ ক্বাসৌ হংস ইতি স্থিতঃ॥ ৬
বাসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা যমুনাং পৃচ্ছ রাজক।
ইত্যব্রবীৎ প্রসন্নাত্মা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা যমুনাং ভূয়ঃ প্রবিশ্য ডিম্ভকঃ কিল
বহুপ্রকারমুদ্বীক্ষ্য ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ॥ ৮
বিললাপ ততো রাজা ডিম্ভকো ভ্রান্তমানসঃ।
ক নু গচ্ছসি রাজেন্দ্র বিহায়ৈনমবান্ধবম্॥ ৯
কুতো ভ্রাতরিতো গচ্ছেঃ পরিত্যজ্যৈব মামিহ।
বিলপ্যৈবং নৃপশ্রেষ্ঠ ডিম্ভকো ভ্রাতৃবৎসলঃ॥ ১০
আত্মত্যাগে মনঃ কুর্ব্বন্ যমুনায়া মহাহ্রদে।
নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্য সহসা মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ১১
হস্তেন জিহ্বামাকৃষ্য ভূয়ো ভূয়ো বিলপ্য চ
ততঃ সমূলামাকৃষ্য জিহ্বাং সাহসকৃৎ স্বয়ম্॥ ১২
মমারাম্বুজলে রাজন্ ডিম্ভকো নরকায় বৈ।
এবং তু নিহতে হংসে ডিম্ভকে বীর্য্যশালিনি॥ ১৩

## একোনত্রিংশতাধিক শততম অধ্যায়।

[ ডিম্ভকের আত্মহত্যা। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের পরাক্রমশালী ভ্রাতা অতিশয় উগ্র হংস সেই মহাসমরে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া বলবান্ ডিম্ভক যুদ্ধ করিতে করিতে বলভদ্রকে সেখানে ত্যাগ করিয়া যমুনার তীরে আসিলেন। সেই সময় হলধর বলরাম সবেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ১-২

মহারাজ! হংস যেখানে যমুনার লম্ফপ্রদান করিয়াছিলেন, সেখানে ডিম্ভকও লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পতিত হইলেন। তিনি যমুনার জলরাশিকে তখন মথিত করিয়া ফেলিলেন। ৩

ক্রুদ্ধ ডিম্ভক সেই জলকে বহুভাবে ঘুরাইয়া সহসা তাহাতে নিমজ্জিত হইলেন এবং উপরে উঠিয়া আসিলেন। রাজন্! এই ভাবে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করিতে থাকিয়াও তিনি নিজের পরাক্রমশালী ভ্রাতাকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না। ৪½

রাজন্! তখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ডিম্ভক জলের উপরে উঠিয়া আসিয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৫½

অরে গোপপুত্র! এই হংস কোথায়? ধর্ম্মাত্মা বাসুদেবও উত্তর দিলেন,—নীচ নরেশ! যমুনাকে ইহা জিজ্ঞাসা কর। ৬½

প্রতাপশালী বাসুদেব যখন প্রসন্নচিত্ত হইয়া এইরূপ বলিলেন, তখন ভ্রাতৃবৎসল ডিম্ভক তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় যমুনায় প্রবেশ করত নানাপ্রকারে নিজের ভ্রাতা হংসকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং রাজা ডিম্ভক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৭-৮½

রাজেন্দ্র! এই বন্ধুহীন ডিম্ভককে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গিয়াছ? ভ্রাতঃ! আমাকে এখানেই ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছ? ৯½

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভ্রাতৃবৎসল ডিম্ভক যমুনার মহাহ্রদে নিজের দেহ ত্যাগ করিতে মনস্থির করিলেন। ১০½

সহসা নিমজ্জিত হইয়া তিনি জল হইতে উঠিলেন এবং মরণের জন্য নিশ্চয় করিয়া বারংবার বিলাপ করত স্বয়ং দুঃসাহসকারী এই ডিম্ভক হস্তের দ্বারা জিহ্বাকে মূলসহ টানিয়া আনিয়া জলের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিলেন। রাজন্! তাঁহার এই দুর্ম্মরণ নরক-প্রাপ্তিকারক ছিল। ১১-১২½

এইভাবে পরাক্রমশালী হংস ও ডিম্ভক নিহত হইলে পর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভূতগণকে বিস্মিত করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। ১৩½

আগমৎ পুণ্ডরীকাক্ষো ভূতান্ বিস্মাপয়ন্নিব
ততঃ প্রীতঃ প্রসন্নাত্মা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৪
গোবর্দ্ধনেঽথ বিশ্রম্য বলভদ্রসহায়বান্
কঞ্চিৎ কালং মহারাজ পূর্ব্বভুক্তমুবাস হ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কংসডিম্ভকমরণে একোনত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

মহারাজ! তারপর প্রীত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেব বলভদ্রের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর বিশ্রাম করত নিজের পূর্ব্বভুক্ত স্থানে কিছুকাল পর্য্যন্ত বাস করিলেন। ১৪-১৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ডিম্ভকের মরণ-বিষয়ক একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ গোপ-গোপীভিঃ সহ যশোদায়া নন্দস্য চ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে আগমনম্, শ্রীকৃষ্ণেন তথা বলরামেণ সহ মিলনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যশোদা নন্দগোপশ্চ কৃষ্ণদর্শনলালসৌ
গোবর্দ্ধনগতং শ্রুত্বা বাসুদেবং সহাগ্রজম্ ॥ ১
নবনীতঞ্চ দধি চ পায়সং কৃসরং তথা
বন্যং পুষ্পং মহারাজ ময়ূরাঙ্গদমেব চ ॥ ২
বল্লবৈরপরৈঃ সার্দ্ধং গোপীভিশ্চ সমন্ততঃ।
জগ্মতুঃ সহসা প্রীতৌ গোবর্দ্ধনমথো নৃপ ॥ ৩
কচিদ্‌বৃক্ষে তমাসক্তং কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃগেক্ষণম্।
দদর্শতুর্মহাবাহুং বাসুদেবং সহাগ্রজম্ ॥ ৪
প্রণেমতুঃ সুসংহৃষ্টৌ তত্র দৃষ্ট্বা মহাবলৌ।
দর্শয়ামাসতুর্দেবৌ পায়সানি মহান্তি চ ॥ ৫

( নন্দগোপং যশোদাঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রীতোঽভবদ্ধরিঃ
অবোচচ্চ ততো বাক্যং নন্দগোপং সবল্লবম্।
যশোদাং মাতরং পশ্চাদ্ বাসুদেবঃ পরন্তপঃ ॥ )
তাত মাতর্ব্রজে গোষ্ঠে কুশলং বা স্বগোধনম্।
অপি গাবঃ ক্ষীরবত্যো বৎসা বৎসতরাঃ পিতঃ ॥ ৬
অপি বা সুশুভং ক্ষীরমপি গাবঃ সুশোভনাঃ।
অপি বা দারকা মাতর্বৎসপালাঃ পিবন্তি চ ॥ ৭
বহূনি চাপি দামানি কীলকা অপি বা বহু।
তৃণানি বহুরূপাণি কিং বা সন্তি পিতঃ সদা ॥ ৮
শকটানি সুগন্ধীনি কিং বা সন্তি পিতর্ধ্রুবম্।
অপি গোপ্যঃ পুত্রবত্যো দারকান্ কিমজীজনন্ ॥ ৯

## ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ গোপ-গোপীগণের সহিত যশোদা ও নন্দের গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত মিলন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! যশোদা ও নন্দগোপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন শ্রবণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা উভয়ে সহসা অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং মাখম, দধি, পায়স, খিচুড়ী, বনজাত পুষ্প ও ময়ূরপক্ষের বলয় লইয়া সর্ব্বদিকে একত্রিত হইলেন এবং অন্য গোপ-গোপীগণের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১-৩

সেখানে তাঁহারা কৃষ্ণমৃগের নয়নসদৃশ নয়নশোভিত বসুদেবনন্দন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত কোনও এক বৃক্ষের নিম্নে সেই বৃক্ষকে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। ৪

তাঁহাদিগকে দেখিয়া নন্দ ও যশোদা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তখন সেই দুই মহাবল দেব শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নন্দ এবং যশোদাকে প্রণাম করিলেন। তারপর যশোদা ও নন্দ পায়সাদি মহত্ত্বপূর্ণ উপহার তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেখাইলেন। ৫

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতঃ! মাতঃ! ব্রজে গোষ্ঠে নিজেদের সকল গোধন কুশলে আছে ত'? পিতঃ! সমস্ত গাভীগণ দুগ্ধ প্রদান করিতেছে ত'? ইহাদের বড় ও ছোট বৎসসকল সুখে আছে ত'? ৬

ব্রজের গাভীগণের দুগ্ধ শুভ ও মঙ্গলকারী হইতেছে ত'? আপনার নিকটে সুন্দর শোভাময়ী গাভীগণ আছে ত'? মাতঃ! ক্ষুদ্র শিশুগণ এবং বৎসপালক বালকেরা দুগ্ধপান করিতেছে ত'? ৭

পিতঃ! আপনার নিকটে বহু রজ্জু, বহু খুঁটা এবং অনেক প্রকারের ঘাস সদা সংগৃহীত আছে ত'? ৮

পিতঃ! শকট (গাড়ী)-সকল সদা গোরসে সুগন্ধিত আছে ত'? গোপীরা কি পুত্রবতী হইয়াছে? তাহারা কি শিশুদিগকে জন্মদান করিয়াছে? ৯

মাতঃ! ব্রজে সর্ব্বদিকে অভগ্ন বহু কলস রহিয়াছে ত'? পিতঃ! গাভীগণ প্রতিদিন অনুপম দুগ্ধ প্রদান করিতেছে ত'? ১০

ঘটাঃ কিং বহবো মাতসভিন্নাঃ সর্বতো ব্রজে।
কিং গাবঃ ক্ষীরমতুলং প্রবহন্ত্যহরহঃ পিতঃ ॥ ১০
হৈয়ঙ্গবীনং ক্ষীরাণি দধি বা কিমজীজনন্
গোধনং সর্ব্বমেবেদং নীরোগং প্রতিপদ্যতে ॥ ১১

নন্দ উবাচ

সর্ব্বমেতদ্ যদুশ্রেষ্ঠ নীরোগং বহুশঃ প্রভো।
কুশলং গোধনস্যৈব সর্ব্বকালেষু কেশব ॥ ১২
রক্ষণাত্তব দেবেশ সদা কুশলিনো বয়ম্।
সগোধনাঃ সবৎসাশ্চ নীরোগা ইব কেশব ॥ ১৩
একমেব সদা দুঃখং ন ত্বাং দ্রক্ষ্যামি কেশব।
যদেতৎ কেবলং দুঃখমিতি ধীঃ শীর্য্যতে সদা ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাদি বিলপন্তং গচ্ছেত্যাহ স কেশবঃ।
যশোদাং পুনরাহেদং মাতর্গচ্ছ গৃহং প্রতি ॥ ১৫
যে চ ত্বাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তে চ স্বর্গমবাপ্নুয়ুঃ
যে কেচিত্ত্বাং নমস্যন্তি তে মে প্রিয়তরাঃ সদা ॥ ১৬
মদ্ভক্তাঃ সর্ব্বদা সন্তু গচ্ছেত্যাহ চ তাং হরিঃ।
ইত্যুক্ত্বা পিতরৌ দেবো বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১৭
গাঢ়মালিঙ্গ্য তৌ প্রীতৌ প্রেষয়ামাস কেশবঃ।
যশোদা নন্দগোপশ্চ জগ্মতুঃ স্বগৃহং প্রতি ॥ ১৮
ততঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো যাদবৈঃ সহ বৃষ্ণিভিঃ।
গন্তুমৈচ্ছত্তদা বিষ্ণুঃ পুরীং দ্বারবতীং কিল ॥ ১৯
য এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্ বাপি সমাহিতঃ
পুত্রবান্ ধনবাংশ্চৈব অন্তে মোক্ষঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
যশোদানন্দগোপবলভদ্রকৃষ্ণসমাগমো
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০

---

নিজেদের গোধন দুগ্ধ, দধি ও মাখমের উৎপাদন বর্দ্ধিত করিতেছে ত'? নিজেদের এই সমস্ত গোধন নীরোগ রহিয়াছে ত'? ১১

নন্দ বলিলেন,—প্রভো! যদুশ্রেষ্ঠ! আমাদের এই সমস্ত গোধন প্রায়শঃ নীরোগই আছে। কেশব! এই গোধনের সর্ব্বকালেই কুশল রহিয়াছে। ১২

দেবেশ্বর! তোমার সংরক্ষণে আমরা সর্ব্বদাই কুশলে আছি। কেশব! আমরা গোধন ও বৎসগণসহ সদা নীরোগ হইয়াই আছি। ১৩

কেশব! আমার সদা একটিই দুঃখ আছে যে, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। এই যে আমার কেবল এক দুঃখ, ইহারই দ্বারা সদা আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়া রহিয়াছে। ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই ভাবে বিলাপকারী নন্দকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পিতঃ! রোদন করিবেন না, গৃহে যান। তারপর তিনি মাতা যশোদাকে বলিলেন,—মাতঃ! আপনিও গৃহে গমন করুন। ১৫

যাহারা তোমার কীর্ত্তন করিবে, তাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তিগণ তোমাকে প্রণাম করিবে, তাহারা সকলে সদা সর্বদা আমার পরম প্রিয় ভক্ত হইবে। এই কথা বলিয়া শ্রীহরি মাতা যশোদাকে বলিলেন,—আপনি গৃহে গমন করুন। ১৬।

মাতা পিতাকে এই কথা বলিয়া সনাতন ভগবান্ বাসুদেব প্রীতিপূর্ণ চিত্তে তাঁহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করত গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তখন যশোদা ও নন্দগোপ নিজ গৃহের দিকে গমন করিলেন। ১৭-১৮

তদনন্তর ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত দ্বারকায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৯

যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া সদা এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে পুত্রবান্ এবং ধনবান্ হন; আর অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে যশোদা, নন্দগোপ, বলভদ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সমাগম (মিলন)-বিষয়ক ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বারকাং গচ্ছতঃ পুষ্করে ঋষিভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য মিলনং, ঋষিভিস্তস্য স্তুতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

গচ্ছন্নথ মহাবিষ্ণুঃ পুষ্করং প্রাপ্য যাদবৈঃ।
অপশ্যন্মুনিমুখ্যাংস্তু পুষ্করস্থান্নৃপোত্তম ॥ ১
তে সমেত্য মহাদেবমৃষয়ো বীতমৎসরাঃ
অর্ঘ্যাদিসমুদাচারং কৃত্বৈনং যাদবোত্তমম্ ॥ ২
প্রোচুর্বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুং ভূতভব্যভবৎপ্রভুম্।
অত্যদ্ভুতমিদং বিষ্ণো তব বীর্য্যং জনার্দ্দন ॥ ৩
যেন তৌ নিহতৌ যুদ্ধে হংসো ডিম্ভক এব চ।
যো বিচক্রো দুরাধর্ষো দেবৈরপি সুদুঃসহঃ ॥ ৪
সঙ্গরে নিহতো দেব দুঃসাধ্য ইতি নো মতিঃ
ক্ষেমো নঃ সর্ব্বকার্য্যেষু চরতাং তপ উত্তমম্ ॥ ৫
নিষ্কল্মষা ভবিষ্যামস্তব সংস্মরণাদ্ধরে
ত্বং হি সর্ব্বস্য দুঃখস্য হর্ত্তা হাং ধ্যায়তাং সদা ॥ ৬
ত্বদনুস্মরণং জন্তোঃ সদা পুণ্যপ্রদং প্রভো।
ত্বং হি নঃ সততং ধাতা বিধাতা তপসো হরে ॥ ৭
ত্বমোঙ্কারো বষট্কারস্ত্বং যজ্ঞস্ত্বং পিতামহঃ।
ত্বং জ্যোতির্ব্রহ্মণো মূর্ত্তিস্ত্বং ব্রহ্মা রুদ্র এব চ ॥ ৮
প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানামন্তরাত্মেতি কথ্যতে।
উপাস্যঃ সর্ব্বভূতানাং যজ্ঞৈর্দানৈর্জগৎপতে ॥ ৯
নমো বিশ্বস্রষ্ট্রে দেব নমস্তে বিশ্বমূর্ত্তয়ে।
পাহি লোকমিমং দেব হত্বা ব্রহ্মদ্বিষঃ সদা ॥১০
স তথেতি হরির্বিষ্ণুর্যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্।
অবসদ্ বৃষ্ণিভিঃ সার্দ্ধং স্তূয়মানঃ স মাগধৈঃ ॥ ১১
ইয়ঞ্চ দেবদেবস্য চেষ্টা হি জনমেজয়।
প্রোক্তা তে পৃচ্ছতে রাজন্ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
দ্বারকায়াং কৃষ্ণস্য প্রত্যাগমনে একত্রিংশদ-
ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১

---

## একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[দ্বারকায় গমন করিতে করিতে পুষ্করে ঋষিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন এবং ঋষিগণ কর্তৃক তাঁহার স্তব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সেস্থান হইতে গমন করিতে করিতে মহাবিষ্ণুস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সহিত পুষ্করে উপস্থিত হইয়া পুষ্করস্থিত শ্রেষ্ঠ মুনিদিগকে দর্শন করিলেন। ১

সেই মাৎসর্য্যরহিত ঋষিগণ এই যদুকুলতিলক মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি নিবেদন করতঃ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের স্বামী জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২

বিষ্ণো! জনার্দ্দন! আপনার এই বল-পরাক্রম অত্যন্ত অদ্ভুত, যাহার দ্বারা আপনি যুদ্ধে হংস ও ডিম্ভককে বধ করিয়াছেন। ৩

দেব! যে দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ ছিল, সেই দুর্জ্জয় বীর বিচক্রকেও আপনি যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিয়াছেন। তাহাকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য ছিল,—ইহাই আমাদের ধারণা। ৪

এখন উত্তম তপ আচরণকারী আমাদের পক্ষে সকল কার্য্যেই ক্ষেমপ্রাপ্ত হওয়া সুলভ হইল। হরে! আমরা আপনার স্মরণে সর্ব্বদা নিষ্পাপ হইয়া যাইব। ৫

যাঁহারা সদা আপনার ধ্যান করেন, তাঁহাদের সমস্ত দুঃখই আপনি হরণ করিয়া থাকেন। প্রভো! আপনার বারংবার চিন্তা প্রাণিমাত্রের পক্ষেই সদা পুণ্যপ্রদানকারী হয়। ৬

হরে! আপনিই সর্ব্বদা আমাদের তপস্যার ধারণ-পোষণকারী। আপনিই ওঙ্কার, আপনিই বষট্কার, আপনিই যজ্ঞ এবং আপনিই পিতামহ। ৭

আপনিই জ্যোতি, আপনিই ব্রহ্মের মূর্তি, আপনিই ব্রহ্মা ও রুদ্র, আপনিই সমস্ত ভূতগণের প্রাণ এবং আপনিই অন্তরাত্মা বলিয়া কথিত হন। জগৎপতে! যজ্ঞ এবং দানসমূহের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের উপাসনার যোগ্য আপনিই। ৮-৯

দেব! আপনি বিশ্বের স্রষ্টা, আপনাকে নমস্কার। সম্পূর্ণ বিশ্ব আপনার মূর্তি, আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনি ব্রহ্মদ্রোহীদিগকে বধ করিয়া সদা এই বিশ্বকে পালন করুন। ১০

তখন 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া বিষ্ণুস্বরূপ পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন এবং মাগধগণ কর্ত্তৃক কৃত নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত সেস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ১১

রাজা জনমেজয়! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে পর আমি দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা তোমাকে বলিলাম। তুমি পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ১২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাগমনবিষয়ক একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ মহাভারতস্য হরিবংশস্য চ শ্রবণস্য বিধেস্তথা ফলস্য কথনম্, বাচকস্য গুণবর্ণনম্, পর্ব্বণি পর্ব্বণি দানযোগ্য-বস্তুনিরূপণম্, একতো দশপর্য্যন্তেষু পারণানাং মহত্ত্ববর্ণনম্, হরিবংশস্য মাহাত্ম্যকথনঞ্চ ]

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্ কেন বিধিনা শ্রোতব্যং ভারতং বুধৈঃ।
ফলং কিং কে চ দেবাশ্চ পূজ্যা বৈ পারণেম্বিহ ॥ ১
দেয়ং সমাপ্তে ভগবন্ কিঞ্চ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
বাচকঃ কীদৃশশ্চাত্র ষষ্টব্যস্তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ বিধিমিমং ফলং যচ্ছতি ভারতাৎ।
শ্রুতাস্তবেতি রাজেন্দ্র যত্ত্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥ ৩
দিবি দেবা মহীপাল ক্রীড়ার্থমবনিং গতাঃ
কৃত্বা কার্য্যমিদঞ্চৈব ততশ্চ দিবমাগতাঃ ॥ ৪
হন্ত যত্তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতঃ
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ সম্ভবং বসুধাতলে ॥ ৫
অত্র রুদ্রাস্তথা সাধ্যা বিশ্বে দেবাশ্চ শাশ্বতাঃ
আদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ দেবৌ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬
গুহ্যকাশ্চ সগন্ধর্ব্বা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা।
সিদ্ধা ধর্ম্মঃ স্বয়ম্ভূশ্চ মুনিঃ কাত্যায়নো বরঃ ॥ ৭
গিরয়ঃ সাগরা নদ্যস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
গ্রহাঃ সংবৎসরাশ্চৈব অয়নান্যৃতবস্তথা ॥ ৮
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব জগৎ সর্ব্বং সুরাসুরম্।
ভারতে ভরতশ্রেষ্ঠ একস্থমিহ দৃশ্যতে ॥ ৯
তেষাং শ্রুতিপ্রতিষ্ঠানাং নামকর্ম্মানুকীর্ত্তনাৎ।
কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং সদ্যো মুচ্যেত মানবঃ ॥ ১০
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
সংযতাত্মা শুচির্ভূত্বা পারং গত্বা চ ভারতে ॥ ১১
তেষাং শৃণু ত্বং শ্রাদ্ধানি শ্রুত্বা ভারত ভারতম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো যথাশক্ত্যা ভক্ত্যা চ ভরতর্ষভ ॥ ১২
মহাদানানি দেয়ানি রত্নানি বিবিধানি চ।
গাবঃ কাংস্যোপদোহাশ্চ কন্যাশ্চৈব স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৩

## দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ মহাভারত ও হরিবংশের শ্রবণের বিধি এবং ফলকথন, বাচকের গুণ বর্ণন, প্রত্যেক পর্ব্বে দানযোগ্য বস্তু নিরূপণ, এক হইতে দশ পারণার মহত্ত্বর্ণন, মহাভারত ও হরিবংশের মাহাত্ম্যকথন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! বিদ্বান্ পুরুষগণের মহাভারত শ্রবণ কোন্ বিধি অনুসারে করিতে হয়? ইহার ফল কি? ইহার সমাপ্তিতে কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য? ১

ভগবন্! প্রত্যেক পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে পর কি দান করিতে হয়? কিরূপ বাচককে ব্রতী করিয়া পূজা করা আবশ্যক? এই সব আমাকে বলুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাভারত শ্রবণের এই বিধি শ্রবণ কর। রাজেন্দ্র! মহাভারত শ্রবণ করিলে কি ফললাভ হয়, যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩

মহীপাল! স্বর্গের দেবগণ লীলা করিবার জন্য এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই কার্য্য করিয়া সেখান হইতে দেবলোকে চলিয়া আসিয়াছেন। ৪

জনমেজয়! আমি হর্ষকারে তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ভূতলে ঋষি ও দেবগণেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রুদ্র, সাধ্য, সনাতন বিশ্বেদেব, আদিত্য, দুই অশ্বিনীকুমার নামক দেব, লোকপাল, মহর্ষি, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, ধর্ম্ম, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, শ্রেষ্ঠ কাত্যায়ন মুনি, পর্ব্বত, সাগর, নদী, অপ্সরা, গ্রহ, সংবৎসর, অয়ন, ঋতু, স্থাবর-জঙ্গমরূপ সম্পূর্ণ জগৎ, দেবতা ও অসুরগণ—ইঁহারা এই মহাভারতে একত্রে অবস্থান করিয়াছেন দেখা যায়। ৬-৯

শ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত ইঁহাদের সকলের নাম ও কর্ম্মসমূহের বারংবার কীর্ত্তন করিলে পর মানব ঘোর পাপ করিয়াও তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া যায়। ১০

ভারত! মনুষ্য সংযতচিত্ত ও পবিত্র হইয়া এই ইতিহাস ক্রমশঃ যথাযথরূপে শ্রবণ করত মহাভারতের পারে যাইয়া ভারতযুদ্ধে কর্ম্মরত বীরগণের কিভাবে শ্রাদ্ধ করা উচিত, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাভারত শ্রবণ করিয়া যথাশক্তি ভক্তি সহকারে তাঁহাদের জন্য ব্রাহ্মণগণকে নানাপ্রকার রত্ন এবং মহাদানসকল দেওয়া উচিত। বহু গো, কাংস্যনির্মিত দোহনপাত্র এবং বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা কন্যাদান করিতে হয়। ১১-১৩

সর্ব্বকামগুণোপেতা যানানি বিবিধানি চ।
ভাজনানি বিচিত্রাণি ভূমির্বাসাংসি কাঞ্চনম্ ॥ ১৪
বাহনানি চ দেয়ানি হয়া মত্তাশ্চ বারণাঃ।
শয়নং শিবিকাশ্চৈব স্যন্দনাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৫
যদ্ যদ্ গৃহে বরং কিঞ্চিদ্ যদ্ যদস্তি মহদ্ বসু।
তত্তদ্দেয়ং দ্বিজাতিভ্য আত্মা দারাশ্চ সূনবঃ ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া দত্তং ক্রমশস্তস্য পারগঃ।
শক্তিতঃ সুমনা হৃষ্টঃ শুশ্রূষুরবিকম্পনঃ ॥ ১৭
সত্যার্জ্জবরতো দান্তঃ শুচিঃ শৌচপরায়ণঃ।
শ্রদ্দধানো জিতক্রোধো যথা সিধ্যতি তচ্ছৃণু ॥ ১৮
শুচিঃ শীলান্বিতাচারঃ শুক্লবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সংস্কৃতঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ ॥ ১৯
রূপবান্ সুভগো দান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দানমানগৃহীতো চ কার্য্যো ভবতি বাচকঃ ॥ ২০
অবিলম্বমনায়স্তমদ্রুতং ঘোরমূর্জ্জিতম্।
অসংসক্তাক্ষরপদং ন চ ভাবসমন্বিতম্ ॥ ২১
ত্রিষষ্টিবর্ণসংযুক্তমষ্টস্থানসমীরিতম্।
বাচয়েদ্ বাচকঃ স্বস্থঃ স্বাধীনঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২২

এই সব কন্যা কমনীয় গুণসম্পন্না হইবে। ইহা ব্যতীত নানাপ্রকার বাহন, বিচিত্র পাত্র, ভূমি, বস্ত্র ও সুবর্ণদান করা কর্ত্তব্য। ১৪

বাহন, অশ্ব, মদমত্ত হস্তী, শয্যা, শিবিকা ও সুসজ্জিত রথসকলও দান করিতে হয়। ১৫

নিজ গৃহে যে যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে এবং যে যে মহাধন আছে, তাহা তাহাও ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত। নিজের স্ত্রী-পুত্র ও শরীরকেও তাঁহাদের সেবায় অর্পণ করা কর্ত্তব্য। ১৬

ক্রমশঃ মহাভারতসমাপ্তকারী পুরুষ শুদ্ধ হৃদয়ে হর্ষপূর্ব্বক মনে সেবাভাব রাখিয়া ধৈর্য্যসহকারে শ্রদ্ধার সহিত যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত বস্তুসমূহ দান করিবে। ১৭

সত্য ও সরলতায় তৎপর, প্রযত্নশীল, পবিত্র, শৌচাচার-পরায়ণ, জিতক্রোধ ও শ্রদ্ধালু শ্রোতা যেভাবে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮

যিনি শুদ্ধ, সুশীল সদাচারী, শ্বেতবস্ত্রধারী, জিতেন্দ্রিয়, সংস্কারসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধালু, অদোষদর্শী, রূপবান্, সৌভাগ্যশালী, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে দমনকারী, সত্যবাদী, ইন্দ্রিয়বিজয়ী এবং দান-মানগ্রহণকারী, এরূপ বিদ্বান্ পুরুষকেই বাচক ( পাঠক ) করিতে হয়। ১৯-২০

স্বস্থ বাচক স্বাধীন ও একাগ্রচিত্ত হইয়া এইরূপে মহাভারতের কথা বলিবেন, যাহাতে বিলম্বে বা থামিয়া থামিয়া শব্দ নির্গত না হয় অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কথা বলিতে থাকিবেন, কঠোর ভাবে অক্ষরের উচ্চারণ করিবেন না, দ্রুত বলিবেন না, অস্পষ্ট রূপে শব্দের উচ্চারণ করিবেন না এবং এইরূপে বলিবেন, যাহাতে কোনও অক্ষর বা পদ বাদ পড়িয়া কিংবা ভগ্ন হইয়া না যায়, মনে কোনও বিশেষ অভিপ্রায় ( লোভাদি ) রাখিয়া কথা বলিবেন না অর্থাৎ মহাভারত পাঠ করিবেন না। অষ্টস্থানে (১) উচ্চারিত তেষট্টিটি (২) বর্ণে যুক্ত মহাভারত এইভাবে পাঠ করিবেন, যাহাতে প্রত্যেক বর্ণের স্পষ্টই জ্ঞানলাভ হয়। ২১-২২

(১) কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা, জিহ্বামূল ও হৃদয়—বর্ণসমূহের উচ্চারণের এই অষ্টস্থান।

(২) পাণিনীয় শিক্ষায় তেষট্টিটি বর্ণের গণনা এইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে—একুশটি স্বর পঁচিশটি স্পর্শ, আটটি যাদি, চার যম, অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ( ᳵক ), উপধ্মানীয় ( ᳶপ ) এবং দুঃস্পৃষ্ট—এই তেষট্টিটি ( ৬৩ ) বর্ণ। 'অ ই উ ঋ' এই চারিটি বর্ণ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এই তিন প্রকার ভেদে বার, ৯কার কেবল হ্রস্বরূপেই গৃহীত হয়, অতএব এক—সর্ব্বসাকুল্যে তের। ইহা ব্যতীত 'এ ঐ ও ঔ' এই চারিটি স্বর দীর্ঘ ও প্লুত এই দুই প্রকার ভেদে আট; তের ও আট সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বসাকুল্যে স্বরবর্ণ একুশ। 'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ম' পর্য্যন্ত পাঁচটি পাঁচটি করিয়া পাঁচটি বর্গের পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ বলে। অতএব পূর্ব্বোক্ত একুশ স্বর ও পঁচিশ স্পর্শ বর্ণ মিলিয়া হইল ছেচল্লিশ ( ৪৬ )। 'য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হ' পর্য্যন্ত অর্থাৎ য' র ল ব শ ষ স হ' এই আটটি যাদি বর্ণ। পূর্ব্বোক্ত ছেচল্লিশ এবং এই আট মিলিয়া হইল চুয়ান্ন ( ৫৪ )। প্রাতিশাখ্যের মতানুসারে চারিটি যম হয়। যথা—( পলিক্ক্নী' 'চখ্খ্নতুঃ' 'অগ্‌গ্নিঃ' 'ঘ্ঘ্নন্তি' এই চারিটি উদাহরণে প্রথম 'ক্ খ্ গ্ ঘ্' চারিটিবর্ণের পর তাহাদেরই সদৃশ যে অপর চারিটি 'ক্ খ্ গ্ ঘ্' বর্ণ আছে, ইহাদিগেরই 'যম' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই চার যম যোগ করিলে পর চুয়ান্ন+চার=আটান্ন ( ৫৮ )। ইহা ব্যতীত অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় এবং দুঃস্পৃষ্ট বর্ণ ( দুই স্বরের মধ্যভাগে স্থিত 'ল' কার ) এই পাঁচ বর্ণ যোগ করিয়া আটান্ন+পাঁচ=তেষট্টি ( ৬৩ )। এইভাবে তেষট্টিটি অক্ষর গণনা করা হয়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ২৩
ঈদৃশাদ্ বাচকাদ্ রাজন্ শ্রুত্বা ভারত ভারতম্।
নিয়মস্থঃ শুচিঃ শ্রোতা শৃণ্বন্ স ফলমশ্নুতে ॥ ২৪
পারণং প্রথমং প্রাপ্য দ্বিজান্ কামৈশ্চ তর্পয়েৎ।
অগ্নিষ্টোমস্য যাগস্য ফলং বৈ লভতে নরঃ ॥ ২৫
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং বিমানং লভতে মহৎ।
প্রহৃষ্টঃ স তু দেবৈশ্চ দিবং যাতি সমাহিতঃ ॥ ২৬
দ্বিতীয়ং পারণং প্রাপ্য অতিরাত্রফলং লভেৎ।
সর্বরত্নময়ং দিব্যং বিমানমধিরোহতি ॥ ২৭
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধবিভূষিতঃ।
দিব্যাঙ্গদধরো নিত্যং দেবলোকে মহীয়তে ॥ ২৮
তৃতীয়ং পারণং প্রাপ্য দ্বাদশাহফলং লভেৎ।
বসত্যমরসঙ্কাশো বর্ষাণ্যযুতশো দিবি ॥ ২৯
চতুর্থং বাজপেয়স্য পঞ্চমে দ্বিগুণং ফলম্।
উদিতাদিত্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমনলোপমম্ ॥ ৩০
বিমানং বিবুধৈঃ সার্দ্ধমারুহ্য দিবি গচ্ছতি।
বর্ষাযুতানি ভবনে শক্রস্য দিবি মোদতে ॥ ৩১
ষষ্ঠে দ্বিগুণমস্তীতি সপ্তমে ত্রিগুণং ফলম্।
কৈলাসশিখরাকারং বৈদূর্যমণিবেদিকম্ ॥ ৩২
পরিক্ষিপ্তঞ্চ বহুধা মণিবিদ্রুমভূষিতম্।
বিমানং সমধিষ্ঠায় কামগং সাপ্সরোগণম্ ॥ ৩৩
সর্বাল্লোঁকান্ বিচরতে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।
অষ্টমে রাজসূয়স্য পারণে লভতে ফলম্ ॥ ৩৪
চন্দ্রোদয়নিভং রম্যং বিমানমধিরোহতি।
চন্দ্ররশ্মিপ্রতীকাশৈর্হয়ৈর্যুক্তং মনোজবৈঃ ॥ ৩৫
সেব্যমানো বরস্ত্রীণাং চন্দ্রকান্ততরৈর্মুখৈঃ।
মেখলানাং নিনাদেন নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৩৬

---

বাচক প্রথমে অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (ইঁহাদের লীলার প্রধান সহায়িকা) দেবী দুর্গা, (ইঁহাদের লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (ইঁহাদের লীলাসমূহের সঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্রের (ইতিহাস, পুরাণ ও মহাভারত) পাঠ আরম্ভ করিবেন। ২৩

রাজন্! ভরতনন্দন! যে শ্রোতা শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালন করত পবিত্র হইয়া এরূপ বাচকের নিকট হইতে মহাভারত শ্রবণ করেন, তিনি ইহার পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন। ২৪

প্রথম বার নিয়মপূর্ব্বক হরিবংশান্ত মহাভারত শ্রবণ পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে নানাবিধ বস্তু দিয়া তৃপ্ত করিবেন। এরূপ করিলে মানুষ অগ্নিষ্টোম যাগের ফল লাভ করেন। ২৫

সেই মানুষ অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ বিমান প্রাপ্ত হন এবং তিনি হর্ষে উৎফুল্ল ও একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করেন। ২৬

দ্বিতীয় বার হরিবংশান্ত মহাভারত শ্রবণ করিলে পর শ্রোতা অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং সমস্ত রত্নসমূহে নির্মিত দিব্য বিমানে আরোহণ করেন। ২৭

সেখানে তিনি দিব্য মাল্য ও বস্ত্র ধারণ করত দিব্য গন্ধে বিভূষিত হইয়া দিব্য অঙ্গদাদি আভরণ ধারণ পূর্ব্বক সদা দেবলোকে সম্মানিত হন। ২৮

তৃতীয় পারণ পূর্ণ করিয়া তিনি দ্বাদশাহ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনি দেবগণের ন্যায় তেজস্বী রূপ ধারণ করত দশ হাজার বৎসর পর্যন্ত দেবলোকে বাস করেন। ২৯

চতুর্থ পারণ পূর্ণ করিয়া তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং পঞ্চম বার পূর্ণ করিয়া তাহা হইতে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হন। তিনি উদয়কালের সূর্য্যের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বিমানে দেবগণের সহিত আরোহণ করত দেবলোকে গমন করেন। সেখানে ইন্দ্রভবনে দশ হাজার বৎসর পর্যন্ত আনন্দ ভোগ করেন। ৩০-৩১

ষষ্ঠ বার পারণ পূর্ণ করিলে ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তিনি কৈলাসশিখর-সদৃশ উজ্জ্বল ও বিশাল বৈদূর্য্যমণির বেদীতে বিভূষিত, বহুবিধ মণ্ডলাকার মার্গসমূহে যুক্ত, মণি ও মুক্তাসমূহে অলঙ্কৃত, অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ এবং ইচ্ছানুসারে গমনকারী বিমানে উপবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোকসমূহে বিচরণ করেন। ৩২-৩৩½

অষ্টম পারণ পূর্ণ করিয়া তিনি রাজসূয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। তিনি চন্দ্রোদয়তুল্য রমণীয় বিমানে আরোহণ করেন। এই বিমানে চন্দ্রকিরণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল ও মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণ যোজিত থাকে। ৩৪-৩৫

তিনি দেব-সুন্দরীগণের চন্দ্র হইতেও অধিক কমনীয় মুখ-

অঙ্কে পরমনারীণাং সুখং সুপ্তো বিবুধ্যতে।
নবমং ক্রতুরাজস্য বাজিমেধস্য ভারত ॥ ৩৭
কাঞ্চনস্তম্ভনির্ব্যূহং বৈদূর্য্যকৃতবেদিকম্।
জাম্বূনদময়ৈর্দিব্যৈর্গবাক্ষৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ৩৮
সেবিতং চাপ্সরঃসঙ্ঘৈর্গন্ধর্ব্বৈর্দিবিচারিভিঃ।
বিমানং সমধিষ্ঠায় শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥ ৩৯
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যচন্দনভূষিতঃ
মোদতে দৈবতৈঃ সার্দ্ধং দিবি দেব ইবাপরঃ ॥ ৪০
দশমং পারণং প্রাপ্য দ্বিজাতীনভিবন্দ্য চ
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ॥ ৪১
রত্নবেদিকসম্বাধং বৈদূর্য্যমণিতোরণম্।
হেমজালপরিক্ষিপ্তং প্রবালবলভীমুখম্ ॥ ৪২
গন্ধর্ব্বৈর্গীতকুশলৈরপ্সরোভির্নিষেবিতম
বিমানং সুকৃতাবাসং সুখেনৈবোপপদ্যতে ॥৪৩
মুকুটেনার্কবর্ণেন জাম্বূনদবিভূষণঃ
দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গো দিব্যমালাবিভূষিতঃ ॥ ৪৪
দিব্যাল্লোঁকান্ প্রচরতি দিব্যৈর্ভোগৈঃ সমন্বিতঃ।
বিবুধানাং প্রসাদেন শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥ ৪৫
অথ বর্ষগণানেবং স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ততো গন্ধর্ব্বসহিতঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥ ৪৬
পুরন্দরপুরে রম্যে শক্রেণ সহ মোদতে।
দিব্যযানবিমানেষু লোকেষু বিবিধেষু চ ॥ ৪৭
দিব্যনারীগণাকীর্ণো নিবসত্যমরো যথা।
ততঃ সূর্য্যস্য ভবনে চন্দ্রস্য ভবনে তথা ॥৪৮
শিবস্য ভবনে রাজন্ বিষ্ণোর্যাতি সলোকতাম্।
এবমেতন্মহারাজ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৯
শ্রদ্দধানেন বৈ ভাব্যমেবমাহ গুরুর্মম।
বাচকস্য তু দাতব্যং মনসা যদ্ যদিচ্ছতি ॥ ৫০
হস্ত্যশ্বরথযানানি বাহনঞ্চ বিশেষতঃ
কটকে কুণ্ডলে চৈব ব্রহ্মসূত্রং তথাপরম্ ॥ ৫১

---

সমূহে, তাঁহাদের মেখলাসকলের ধ্বনিতে এবং নূপুরসমূহের ঝঙ্কারে সেবিত হইতে হইতে দিব্যাঙ্গনাগণের অঙ্কে সুখে নিদ্রা যান এবং জাগরিত হন। ৩৬।

ভারত! নবম পারণ পূর্ণ করিয়া শ্রোতা যজ্ঞ-সমূহের মধ্যে রাজা অর্থাৎ প্রধান অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তিনি স্বর্ণের স্তম্ভ ও নির্ব্যূহসমূহে সুশোভিত, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত বেদিতে অলঙ্কৃত সর্ব্বদিকে স্থিত সুবর্ণময় দিব্য গবাক্ষ (জানালা)-সমূহে আবৃত এবং স্বর্গে বিচরণকারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত বিমানে উপবেশন করত নিজের উৎকৃষ্ট প্রভায় প্রকাশিত হন এবং দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করত দিব্য চন্দনে চর্চিত হইয়া দ্বিতীয় দেবতার ন্যায় দেবলোকে দেবগণের সহিত আনন্দভোগ করেন। ৩৭-৪০

দশ পারণ পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করত শ্রোতা পুণ্যাত্মাগণের অবাসস্থান দিব্য বিমান সুখের সহিত প্রাপ্ত হন। এই বিমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত ঝালরে সুসজ্জিত এবং এই সব ঘণ্টিকা হইতে সদা সুমধুর ধ্বনি হইতে থাকে। ধ্বজ ও পতাকা-সমূহ এই বিমানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ইহা রত্নময়ী বেদিকা দ্বারা উদ্ভাসিত আছে। ইহাতে বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত তোরণদ্বার রহিয়াছে। ইহা সর্ব্বদিকে স্বর্ণের জালে আবৃত আছে। ইহার বলভীসমূহের অগ্রভাগে মুক্তাসকল অলঙ্কৃত আছে। গীতাকুশল গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এই বিমানের সেবার জন্য সতত উপস্থিত আছেন। ৪১-৪৩

সেই শ্রোতা পুরুষ নিজের মস্তকে সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান মুকুটে সুশোভিত হইয়া জাম্বূনদনামক স্বর্ণের আভরণসমূহ ধারণ করত সর্ব্বাঙ্গে দিব্য চন্দনে চর্চিত ও দিব্য লোকসকলে বিচরণ করেন। ৪৪-৪৫

এইভাবে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আনন্দভোগ করেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্বগণের সহিত রমণীয় পুরন্দরপুরী অমরাবতীতে থাকিয়া একুশ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রের সহিত আনন্দভোগ করেন। ৪৬।

ইহার পর নানাপ্রকার পুণ্য লোকসমূহে দিব্যযান ও বিমান সমূহে দিব্য রমণীগণে পরিবৃত হইয়া সেস্থানে দেবতার ন্যায় নিবাস করেন। ৪৭।

রাজন্! তাহার পর তিনি ক্রমশঃ সূর্য্য ভবনে, চন্দ্রলোকে এবং ভগবান্ শিবের ধামে নিবাস করিয়া অন্তে ভগবান্ বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হন। ৪৮।

মহারাজ! এইরূপই ইহার ফল। এ বিষয়ে অন্য কিছু বিচার্য্য নাই। ইহাতে শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমার গুরুদেব ব্যাসদেবের অভিমত। ৪৯।

বাচক যাহা মনে মনে অভিলাষ করিবেন, তাহাই তাঁহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ হস্তী, অশ্ব, রথ ও শিবিকাদি বাহন দান করা উচিত। ৫০।

তাঁহাকে (বাচককে) কটক, কুণ্ডল, নূতন যজ্ঞোপবীত, বিচিত্র বস্ত্র ও বিশেষতঃ গন্ধাদি দান করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা

বস্ত্রং চৈব বিচিত্রঞ্চ গন্ধং চৈব বিশেষতঃ ।
দেববৎ পূজয়েত্তং তু বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যানি দেয়ানি ভারতে ।
বাচ্যমানেঽথ বিপ্রেভ্যো রাজন্ পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৫৩
জাতিং দেশঞ্চ সত্যঞ্চ মাহাত্ম্যং ভরতর্ষভ ।
ধর্ম্মবৃত্তিঞ্চ বিজ্ঞায় ক্ষত্রিয়াণাং নরাধিপ ॥ ৫৪
স্বস্তি বাচ্যং দ্বিজৈরাদৌ ততঃ কার্য্যং প্রবর্ত্তয়েৎ
সমাপ্তে পর্ব্বণি ততঃ স্বশক্ত্যা তর্পয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৫৫
আদৌ তু বাচকং চৈব বস্ত্রগন্ধসমন্বিতম্ ।
বিধিবদ্ভোজয়েদ্ রাজন্ মধুপায়সসংবৃতম্ ॥ ৫৬
ততো মূলফলপ্রায়ং পায়সং মধুসর্পিষা ।
আস্তিকে ভোজয়েদ্ রাজন্ দদ্যাচ্চৈব গুড়ৌদনম্ ॥ ৫৭
অপূপৈশ্চৈব পূপৈশ্চ মোদকৈশ্চ সমন্বিতম্ ।
সভাপর্ব্বণি রাজেন্দ্র হবিষ্যং ভোজয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৫৮
আরণ্যকে মূলফলৈস্তর্পয়েচ্চ দ্বিজোত্তমান্ ।
অরণীপর্ব্ব আসাদ্য জলকুম্ভান্ প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৯

করিতে হয়। এরূপ করিলে তিনি (শ্রোতা) ভগবান্ বিষ্ণুর লোকে গমন করেন। ৫১-৫২

রাজন্! যখন মহাভারতের পারণ আরম্ভ হইবে, তখন প্রত্যেক পর্ব্বের সমাপ্তিতে ব্রাহ্মণগণকে যে সব বস্ত্র দান করা কর্ত্তব্য, অতঃপর আমি তাহাই বলিব। ৫৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নরেশ্বর! পর্ব্বের আরম্ভ কালে ব্রাহ্মণগণের জাতি, দেশ, সত্য, মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মবৃত্তি জানিয়া প্রথমে তাঁহাদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। তদনন্তর কার্য্য (কথাশ্রবণ) আরম্ভ করিবে। তারপর সেই পর্ব্বের সমাপ্তি হইলে পর নিজের শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিবে। ৫৪-৫৫

রাজন্! আদি পর্ব্বের অনুক্রমণিকাপর্ব্বে প্রথমে বাচককে বস্ত্র ও গন্ধাদির দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাকে মধুযুক্ত পায়স বিধি অনুসারে ভোজন করাইবে। ৫৬

রাজন্! তদনন্তর আস্তীকপর্ব্বে প্রায় ফল-মূল ও মধু-ঘৃত-যুক্ত পায়স ভোজন করাইবে এবং গুড় ও চাউল দান করিবে। ৫৭

রাজেন্দ্র! তারপর সভাপর্ব্বে পূপ (পিষ্টক), অপূপ (মালপোয়া) ও মোদক (লড্ডুক) সহ হবিষ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। ৫৮

আরণ্যক (বন) পর্ব্বে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বহু ফল-মূলের দ্বারা তৃপ্ত করিবে। অরণীপর্ব্বে উপস্থিত হইয়া জলপূর্ণ বহু কলস দান করিবে। ৫৯

তর্পণানি চ মুখ্যানি বন্যমূলফলানি চ ।
সর্ব্বকামগুণোপেতং বিপ্রেভ্যোঽন্নং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬০
বিরাটপর্ব্বণি তথা বাসাংসি বিবিধানি চ ।
উদ্যোগে ভরতশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামগুণান্বিতম্ ॥ ৬১
ভোজনং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ গন্ধমাল্যৈরলঙ্কৃতান্ ।
ভীষ্মপর্ব্বণি রাজেন্দ্র দত্ত্বা যানমনুত্তমম্ ।
ততঃ সর্ব্বগুণোপেতমন্নং দদ্যাৎ সুসংস্কৃতম্ ॥ ৬২
দ্রোণপর্ব্বণি বিপ্রেভ্যো ভোজনং পরমার্চ্চিতম্ ।
শরাশ্চ দেয়া রাজেন্দ্র চাপাঞ্চসিবরস্তথা ॥ ৬৩
কর্ণপর্ব্বণ্যপি তথা ভোজনং সার্ব্বকামিকম্ ।
বিপ্রেভ্যঃ সংস্কৃতং সম্যক্ দদ্যাৎ সংযতমানসঃ ॥ ৬৪
শল্যপর্ব্বণি রাজেন্দ্র মোদকৈঃ সগুড়ৌদনৈঃ
অপূপৈস্তর্পয়েচ্চৈব সর্ব্বমন্নং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬৫
গদাপর্ব্বণ্যপি তথা মুদ্গামিশ্রং প্রদাপয়েৎ
স্ত্রীপর্ব্বণি তথা রত্নৈস্তর্পয়েত্তু দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৬৬

তৃপ্তির মুখ্য সাধন, বনজাত ফল-মূল ও মনোবাঞ্ছিত গুণ-সমূহে সম্পন্ন অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে। ৬০

বিরাট পর্ব্বে নানাবিধ বস্ত্র দান করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ! উদ্যোগপর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ ও মাল্যসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাদিগকে মনোবাঞ্ছিত গুণসমূহে সম্পন্ন অন্ন ভোজন করাইবে। ৬১½

রাজেন্দ্র! ভীষ্মপর্ব্বে অত্যুত্তম যান (শিবিকাদি) দান করিয়া উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া প্রস্তুত সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্ন দান করিবে। ৬২

রাজেন্দ্র! দ্রোণপর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে পরম উত্তম ভোজন অর্পিত করিবে এবং তাঁহাদিগকে ধনু, বাণ ও উত্তম খড়্গ প্রদান করিবে। ৬৩

কর্ণপর্ব্বেও মনকে সংযত রাখিয়া ব্রাহ্মণগণকে সকলের রুচি অনুকূল উত্তম সংস্কারযুক্ত ভোজন দান করিবে। ৬৪

মহারাজ! শল্যপর্ব্বে মোদক, গুড় মিশ্রিত ওদন এবং পিষ্টকসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিবে এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অন্নদান করিবে। ৬৫

গদাপর্ব্বে মুদ্গ (মুগকলায়)-মিশ্রিত খিচুড়ী দান করিবে। স্ত্রীপর্ব্বে উত্তম ব্রাহ্মণগণকে রত্নসমূহের দ্বারা তৃপ্ত করিবে। ৬৬

ঘৃতৌদনং পুরস্তাচ্চ ঐষীকে দাপয়েৎ পুনঃ।
তত সর্ব্বগুণোপেতমন্নং দদ্যাৎ সুসংস্কৃতম্ ॥ ৬৭
শান্তিপর্ব্বণাপি গতে হবিষ্যং ভোজয়েদ্দ্বিজান্
আশ্বমেধিকমাসাদ্য ভোজনং সার্ব্বকামিকম্ ॥ ৬৮
তথাশ্রমনিবাসে তু হবিষ্যং ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
মৌষলে সার্ব্বগুণিকং গন্ধমাল্যানুলেপনম্ ॥ ৬৯
মহাপ্রস্থানিকে তদ্বৎ সর্ব্বকামগুণান্বিতম্।
স্বর্গপর্ব্বণ্যপি তথা হবিষ্যং ভোজয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৭০
হরিবংশসমাপ্তৌ তু সহস্রং ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
গামেকাং নিষ্কসংযুক্তাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭১
তদর্দ্ধেনাপি দাতব্যা দরিদ্রেণাপি পার্থিব।
প্রতিপর্ব্বসমাপ্তৌ তু পুস্তকং বৈ বিচক্ষণঃ ॥ ৭২
সুবর্ণেন চ সংযুক্তং বাচকায় নিবেদয়েৎ
হরিবংশে পর্ব্বণি চ পায়সং তত্র ভোজয়েৎ ॥ ৭৩
শ্লোকং বা শ্লোকপাদং বা অক্ষরং বা নৃপাত্মজ।

ঐষীক পর্ব্বে প্রথমে ঘৃতমিশ্রিত ভাত প্রদান করিবে। তাহার পর উত্তমরূপে সংস্কৃত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্ন দান করিবে ॥ ৬৭

শান্তিপর্ব্ব পূর্ণ হইলে পর ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবে। তারপর আশ্বমেধিক পর্ব্বে উপস্থিত হইয়া সকলের রুচির অনুকূল ভোজন দান করিবে ॥ ৬৮

আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবে। মৌসলপর্ব্বে সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্ন, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপন দান করিবে ॥ ৬৯

সেই মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত গুণসমূহে সম্পন্ন অন্ন এবং স্বর্গারোহণ পর্ব্বে হবিষ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে ॥ ৭০

হরিবংশের সমাপ্তি হইলে পর এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে এবং স্বর্ণপদকযুক্ত একটি গো ব্রাহ্মণকে দান করিবে ॥ ৭১

পৃথ্বীনাথ! দরিদ্র মানুষের পক্ষে পূর্ণ না হইলেও অর্দ্ধেক দান করা কর্ত্তব্য। বিচক্ষণ মনুষ্য প্রত্যেক পর্ব্বের সমাপ্তিতে বাচককে সুবর্ণযুক্ত পুস্তক অর্পণ করিবে ॥ ৭২

হরিবংশপর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে পায়স ভোজন করাইবে। রাজকুমার! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া হরিবংশের একটি শ্লোক, একটি চরণ অথবা একটি অক্ষরও শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত হইয়া যায় ॥ ৭৩-৭৪

শৃণুয়াদেকচিত্তস্তু স বিষ্ণুদয়িতো ভবেৎ ॥ ৭৪
ব্যাসং চৈব সপত্নীকং পূজয়েচ্চ যথাবিধি
লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং পূজিতং তচ্চ পূজয়েৎ ॥ ৭৫
বাচকং পূজয়েদ্ যস্তু ভূমিবস্ত্রসুধেনুভিঃ।
বিষ্ণুঃ সংপূজিতস্তেন স সাক্ষাদ্দেবকীসুতঃ ॥ ৭৬
পারণে পারণে রাজন্ যথাবদ্ভরতর্ষভ।
সমাপ্য সর্ব্বাঃ প্রযতঃ সংহিতাঃ শাস্ত্রকোবিদঃ ॥ ৭৭
শুভে দেশে নিবেশ্যাথ ক্ষৌমবস্ত্রাভিসংবৃতঃ
শুক্লাম্বরধরঃ শ্রীমান্ শুচির্ভূত্বা স্বলঙ্কৃতঃ ॥ ৭৮
অর্চ্চয়েত্তং যথান্যায়ং গন্ধমাল্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্
সংহিতাপুস্তকান্ রাজন্ প্রযতঃ শিষ্টসম্মতঃ ॥ ৭৯
তদর্দ্ধং পাদশেষং বা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮১
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ কামৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ।
হিরণ্যং গাঞ্চ বস্ত্রঞ্চ দক্ষিণামথ দাপয়েৎ ॥ ৮০
সর্ব্বত্র ত্রিপলং স্বর্ণং দাতব্যং প্রণতাত্মনা।
যদ্ যদেবাত্মনোঽভীষ্টং তত্তদ্দেয়ং দ্বিজাতয়ে ॥ ৮১

কথাবাচক ব্যাসকে তাঁহার পত্নীর সহিত বিধি অনুসারে পূজা করিবে। ইহাতে ভগবান্ লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা হইয়া যায়। তারপর পূর্ব্বে পূজিত ভগবান্ লক্ষ্মী-নারায়ণকে পূজা করিবে ॥ ৭৫

যে ব্যক্তি ভূমি, বস্ত্র ও উত্তম ধেনু দান করিয়া বাচকের পূজা করে, ইহার দ্বারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৬

রাজন্! ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে রাখিয়া যথাযথভাবে সম্পূর্ণ মহাভারত সংহিতা (হরিবংশ সহ) শ্রবণ পূর্ণ করিয়া প্রত্যেক পারণে বাচককে শুভস্থানে বসাইয়া রেশমী বস্ত্র অথবা শুভ্র শ্বেত বস্ত্র ধারণ করত শোভাসম্পন্ন, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া যথোচিত রীতিতে পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ-মাল্যাদি সমর্পণ করত সেই বাচককে পূজা করিবে। রাজন্! সংযতচিত্ত ও শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত পুরুষ সংহিতা-পুস্তকসকলকেও পূজা করিবে ॥ ৭৭-৭৯

বাচককে উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ, পেয় রসাদি এবং নানা প্রকারের শুভ মনোবাঞ্ছিত বস্তুসমূহের সহিত সুবর্ণ, গো, বস্ত্র ও দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ৮০

সমস্ত পারণেই প্রণতভাবে তিন পল (তিন ভরী) সুবর্ণ দান করা কর্ত্তব্য। ইহা সম্ভব না হইলে সওয়া দুই পল অথবা দেড় পল অবশ্যই দিতে হয়। ধন থাকিতে বিত্তশাঠ্য (কৃপণতা) করিবে না ॥ ৮১

সর্ব্বথা তোষয়েদ্ভক্ত্যা বাচকং গুরুমাত্মনঃ
দেবতাঃ কীর্ত্তয়েৎ সর্ব্বা নর-নারায়ণৌ তথা ॥ ৮২
ততো গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ স্বলঙ্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্।
তর্পয়েদ্ বিবিধৈঃ কামৈর্দানৈশ্চোচ্চাবচৈস্তথা ॥ ৮৩
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
প্রাপ্নুয়াচ্চ ক্রতুফলং তথা পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৮৪
বাচকো ভরতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তাক্ষরপদস্বরঃ।
ভবিষ্যং শ্রাবয়েদ্ বিপ্রান্ ভারতং ভরতর্ষভ ॥ ৮৫
ভুক্তবৎসু দ্বিজেন্দ্রেষু যথাবৎ সম্প্রদাপয়েৎ।
বাচকং ভরতশ্রেষ্ঠ ভোজয়িত্বা স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ৮৬
বাচকে পরিতুষ্টে তু শুভা প্রীতিরনুত্তমা।
ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেষু প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৮৭
ততো হি ভরণং কার্য্যং দ্বিজানাং ভরতর্ষভ।
সর্ব্বকামৈর্যথান্যায়ং সাধুভিশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৮৮
ইত্যেষ বিধিরুদ্দিষ্টো ময়া তে দ্বিপদাং বর।
শ্রদ্দধানেন বৈ ভাব্যং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৮৯
ভারতশ্রবণে রাজন্ পারণে চ নৃপোত্তম
সদা যত্নবতা ভাব্যং শ্রেয়স্তু পরমিচ্ছতা ॥ ৯০
ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥ ৯১
ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতে বিবিধাঃ কথাঃ।
ভারতং সেব্যতে দেবৈর্ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥ ৯২
ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রাণামুত্তমং ভরতর্ষভ
ভারতাৎ প্রাপ্যতে মোক্ষস্তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৯৩
মহাভারতমাখ্যানং ক্ষিতিং গাঞ্চ সরস্বতীম্।
ব্রাহ্মণং কেশবং চাপি কীর্ত্তয়ন্নাবসীদতি ॥ ৯৪
বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৯৫
যত্র বিষ্ণুকথা দিব্যাঃ শ্রুতয়শ্চ সনাতনাঃ
তচ্ছ্রোতব্যং মনুষ্যেণ পরং পদমিহেচ্ছতা ॥ ৯৬

যে যে বস্তু নিজের অভীষ্ট, তৎ তৎ বস্তুই ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বাচক নিজের গুরু, অতএব তাঁহাকে ভক্তিভাবে সর্ব্বথা সন্তুষ্ট করিবে। সেই সময় সমস্ত দেবগণ এবং নর-নারায়ণের কীর্ত্তন করিবে। ৮২

তদনন্তর গন্ধ ও মাল্যাদির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার কমনীয় পদার্থ এবং অনেক প্রকারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ দানসমূহ দিয়া তৃপ্ত করিবে। ৮৩

এইরূপ করিলে পর মানব অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ করে। প্রত্যেক পর্ব্বে এরূপ করিলে মানুষ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। ৮৪

ভরতকুলতিলকজনমেজয়! বাচক সুস্পষ্ট অক্ষর, পদ ও স্বরের সহিত ব্রাহ্মণগণকে ভবিষ্যপর্ব্ব এবং ভারত শ্রবণ করাইবেন। ৮৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে পর বাচককেও ভোজন করাইয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করিয়া যথোচিতরূপে দক্ষিণাদান করিবে। ৮৬

বাচক সন্তুষ্ট হইলে পর সর্ব্বোত্তমা মঙ্গলময়ী প্রীতি লাভ হয়। আর ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে পর সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হন। ৮৭

ভরতবংশভূষণ! তাহার পর যথোচিতরূপে সর্ব্বপ্রকার উত্তম, মনোবাঞ্ছিত পদার্থসমূহ দিয়া ক্রমশঃ সমস্ত দ্বিজগণকে ভরণ-পোষণ করা উচিত। ৮৮

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে তোমাকে মহাভারত ও হরিবংশশ্রবণ করিবার বিধি বলিলাম। তুমি ইহার উপর শ্রদ্ধাশীল হইও। ৮৯

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! যিনি নিজের পরম কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাঁহার হরিবংশসহিত মহাভারত শ্রবণ ও পারণ পূর্ণ করিবার জন্য সদা যত্নশীল হওয়া উচিত। ৯০

প্রতিদিন মহাভারত শ্রবণ করিবে। প্রতিদিন ভারতের কীর্ত্তন করিবে। যাঁহার গৃহে মহাভারত গ্রন্থ আছে, তাঁহার 'জয়' হস্তগত বলিয়াই জানিবে। ৯১

ভারত পরম পুণ্যময় গ্রন্থ। ভারতে নানাবিধ কথা আছে। দেবতারাও ভারতের সেবা করেন, অতএব ভারতের অবশ্যই কীর্ত্তন করিবে। ৯২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভারত সমস্ত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতের অনুশীলনে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। এই তত্ত্বকথা—যথার্থ কথা আমি তোমাকে বলিতেছি। ৯৩

যে ব্যক্তি মহাভারত, ইতিহাস, পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করে, সেই ব্যক্তি কখনও কষ্টে পতিত হয় না। ৯৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! বেদ, রামায়ণ ও পবিত্র মহাভারতের আদি, মধ্য এবং অন্তে সর্ব্বত্র শ্রীহরিরই গান করা হইয়াছে। ৯৫

যিনি ইহলোকে পরমপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই মানুষের যাঁহার মধ্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দিব্য কথাসমূহ ও

এতৎ পবিত্রং পরমমেতদ্ধর্ম্মনিদর্শনম্
এতৎ সর্ব্বগুণোপেতং শ্রোতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৯৭
ক্রিয়তেঽসারসংসারে বাঞ্ছিতস্যৈব কারণম্।
হরিবংশস্য শ্রবণমিতি দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৯৮
অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতৈস্তথা
যৎ ফলং প্রাপ্যতে পুম্ভিস্তদ্ধরের্বংশধারণাৎ ॥ ৯৯
অজরমমরমেকং ধ্যেয়মাদ্যন্তশূন্যং
সগুণমগুণমাদ্যং স্থূলমত্যন্তসূক্ষ্মম্
নিরুপমমুপমেয়ং যোগিনাং জ্ঞানগম্যং
ত্রিভুবনগুরুমীশং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি বিষ্ণো ॥১০০
সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতা অর্থা ভবন্ত্বস্য চ পারণৎ ॥ ১০১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি শ্রবণফলকথনে দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২

সনাতন শ্রুতিসমূহ রহিয়াছে, সেই মহাভারত এবং হরিবংশ শ্রবণ করা উচিত। ৯৬

ইহা পরম পবিত্র, ইহা ধর্মের নিরূপণকারী শাস্ত্র এবং ইহা সমস্ত উত্তম গুণসমূহে যুক্ত; অতএব নিজের কল্যাণকামী পুরুষের ইহা অবশ্যই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ৯৭

এই অসার সংসারে হরিবংশের শ্রবণ সমস্ত মনোরথের পূর্ত্তিকারক, সেইজন্য ইহা শ্রবণ করিতে হয়—এই কথা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিয়াছেন। ৯৮

এক হাজার অশ্বমেধ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞ করিলে মনুষ্যগণ যে ফলপ্রাপ্ত হয়, তাহা হরিবংশের পারণ করিলেই লাভ করিয়া থাকে। ৯৯

বিষ্ণো! আপনি অজর, অমর, এক (অদ্বিতীয়), ধ্যান করিবার যোগ্য, অনাদি, অনন্ত, সগুণ, নির্গুণ, সকলের আদি-কারণ, স্থূল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নিরুপম অনুমানযোগ্য, যোগিগণের জ্ঞানগম্য, ত্রিভুবনের গুরু এবং ঈশ্বর, অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ১০০

এই গ্রন্থের নিয়মপূর্ব্বক পঠন ও শ্রবণে সকল লোক দুর্গম সঙ্কটসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হউক, সকল লোক কল্যাণ দর্শন করুক এবং সকল লোকের মনোবাঞ্ছিত অর্থ সিদ্ধ হউক। ১০১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে মহাভারত ও হরিবংশের শ্রবণের ফলকথনবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ ত্রিপুর-বধস্য কথাবর্ণনম্। ]

জনমেজয় উবাচ
ত্র্যক্ষাদ্ বধমহং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
ত্রয়াণাং পুরসংজ্ঞানাং খেচরাণাং সমাসতঃ ॥ ১
বৈশম্পায়ন উবাচ
শৃণু বিস্তরতঃ সর্ব্বং যন্মাং পৃচ্ছসি নৈধনম্।
দৈত্যানাং বাহুবলিনাং সর্ব্বপ্রাণিবিরোধিনা ॥ ২
শঙ্করেণ বধং রাজন্ শূলৈস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
কৃতং পুরাসুরেন্দ্রাণাং সর্ব্বভূতবধৈষিণাম্ ॥ ৩
ত্রিপুরং পুরুষব্যাঘ্রং বৃহদ্ধাতুসমীরিতম্।
বিক্রামতি নভোমধ্যে মেঘবৃন্দমিবোত্থিতম্ ॥ ৪

## ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ ত্রিপুর-বধের কথাবর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! দৈত্যগণের আকাশে বিচরণ-কারী যে তিনটি পুর ছিল, তাহাদের ত্রিলোচন মহাদেব হইতে কিভাবে বধ হইয়াছিল? এই প্রসঙ্গ আমি যথাযথ অথচ সংক্ষেপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যাহারা সমস্ত প্রাণিগণের বিরোধী ছিল, সেই বাহুবলশালী দৈত্যদিগের ভগবান্ শঙ্করের দ্বারা কিভাবে নিধন হইয়াছিল? তুমি যে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা সবিস্তরে শ্রবণ কর। পুরাকালে সমস্ত প্রাণী-দিগকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই অসুরেন্দ্রগণের বধ ভগবান্ শিব নিজের সরলগামী তিনটি বাণের দ্বারা করিয়াছিলেন। ২-৩

পুরুষগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী জনমেজয়! সেই তিনটি পুর বৃহৎ (বহুমূল্য ও মহান্) ধাতুসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ত্রিপুর আকাশে উদিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। ৪

প্রকারেণ প্রবৃদ্ধেন কাঞ্চনেন বিরাজিতা।
মণিভিশ্চ প্রকাশদ্ভিঃ সর্ব্বরত্নৈশ্চ তোরণৈঃ ॥ ৫
বভাসে নভসো মধ্যে শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্।
গন্ধর্ব্বাণামিবোদগ্রং কর্ম্মণা সাধিতং পরম্ ॥ ৬
বাজিনঃ পক্ষসংযুক্তা বহন্তি বলদর্পিতাঃ।
পুরং প্রভাকরশ্রেষ্ঠং মনোভিঃ কামবৃংহণৈঃ ॥ ৭
ধাবন্তি হ্রেষমাণাস্তে বিক্রমৈঃ প্রাণসম্ভৃতৈঃ।
আবৃণ্বন্ত ইবাকাশং খুরৈঃ শ্যামদলপ্রভৈঃ ॥ ৮
বায়ুবেগসমৈর্ব্বেগৈঃ কালয়ন্ত ইবাম্বরম্।
অসুরাঃ সমদৃশ্যন্ত চক্ষুর্ভির্বিদিতাত্মভিঃ ॥ ৯
ঋষিভির্জ্বলনপ্রখ্যৈস্তপসা দগ্ধকিল্বিষৈঃ।
গীতবাদিত্রবহুলং গন্ধর্ব্বনগরোপমম্ ॥ ১০
চিত্রায়ুধসমাকীর্ণৈঃ প্রতপ্তকনকপ্রভৈঃ।
ভবনৈর্বহুভিশ্চৈব প্রাংশুভিঃ সমলঙ্কৃতৈঃ ॥ ১১
দেবেন্দ্রভবনাকারৈঃ শুশুভে তন্মহাদ্যুতি।
প্রাসাদাগ্র্যৈঃ প্রবৃদ্ধৈশ্চ কৈলাসশিখরপ্রভৈঃ ॥ ১২
শুশুভে দৈত্যনগরং বহুসূর্য্যমিবাম্বরম্।
বরাট্টালকসম্পন্নং তপ্তকাঞ্চনসপ্রভম্ ॥ ১৩
প্রদীপ্তমিব তেজস্বী ররাজাথ মহাপ্রভো।
ক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টবহুলং সিংহনাদবিনাদিতম্ ॥ ১৪
বভৌ বহুজনাকীর্ণং বনং চৈত্ররথং যথা।
সমুচ্ছ্রিতপতাকং তদসিভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ১৫
ররাজ ত্রিপুরং রাজন্মহাবিদ্যুদিবাম্বরে।
সূর্য্যনাভশ্চ দৈত্যেন্দ্রশ্চন্দ্রনাভশ্চ ভারত ॥ ১৬
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা দানবা বলদর্পিতাঃ।
মমৃদুশ্চ বভঞ্জুশ্চ মোহিতাঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৭
পন্থানং দেবগমনং পিতৃযানঞ্চ ভারত।
তৈরেবমসুরাগ্রৈশ্চ প্রগৃহীতশরাসনৈঃ ॥ ১৮

---

সুবর্ণনির্ম্মিত উচ্চ বিশাল ও প্রকাশমান প্রাচীরের দ্বারা, উদ্দীপ্ত মণিসমূহের দ্বারা এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নমণ্ডিত তোরণদ্বার-সমূহের দ্বারা এই ত্রিপুর আকাশমণ্ডলে উদ্ভাসিত হইতেছিল। তপস্যারূপী কর্ম্মের দ্বারা সাধিত এই ভয়ঙ্কর পুর (নগর) গন্ধর্ব্ব-গণের নগরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৫-৬

বলদর্পিত ও পক্ষযুক্ত অশ্বগণ সূর্য্য হইতেও অধিক প্রকাশমান এই পুরকে ইচ্ছানুসারে বর্দ্ধিত মনের তুল্য বেগে বহন করিতেছিল। ৭

সম্পূর্ণ প্রাণশক্তি প্রয়োগ করিয়া সঞ্চিত বল-বিক্রমের দ্বারা যখন এই অশ্বগণ হ্রেষারব করিতে করিতে ধাবিত হইতেছিল, সেই সময় তাহাদের কৃষ্ণবর্ণের খুরসমূহের দ্বারা আকাশ যেন আবৃত হইতেছিল। ৮

যাঁহারা তপস্যার দ্বারা নিজেদের সমস্ত পাপকে দগ্ধ করিয়াছেন এবং যাঁহারা অগ্নিতুল্য তেজস্বী, সেই আত্মজ্ঞানী মহর্ষিগণই স্বীয় নেত্রসমূহের দ্বারা সেই অসুরদিগকে দেখিতে পাইতেন। ইহারা বায়ুসদৃশ বেগে সমুদয় আকাশকে যেন গ্রাস করিতে করিতে বেগে ধাবিত হইতেছিল। ৯১/২

এই সব পুরে গীত ও বাদ্যের সমারোহ সর্ব্বদা ছিল। ইহারা গন্ধর্ব্বনগরতুল্য ছিল। বিচিত্র অস্ত্রসমূহে পূর্ণ, তপ্ত সুবর্ণ-সদৃশ কান্তিমান্ এবং বিবিধ অলঙ্কার-সমূহে অলঙ্কৃত বহু-সংখ্যক উচ্চ ভবন দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের ন্যায় সুশোভিত থাকিয়া মহাতেজস্বী ত্রিপুরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ১০-১১১/২

কৈলাসশিখর সদৃশ প্রভামণ্ডিত বড় বড় প্রাসাদ শিখর-সমূহের দ্বারা যুক্ত দৈত্যগণের সেই নগর বহু সূর্য্যে প্রকাশিত আকাশের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ১২১/২

মহারাজ! বড় বড় অট্টালিকায় যুক্ত, তপ্ত সুবর্ণতুল্য কান্তিমান্ এবং তেজে যেন প্রজ্বলিত হইয়া এই দৈত্যনগর অতিশয় শোভা পাইতেছিল। ১৩১/২

সেস্থান গর্জ্জন ও কোলাহলে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। এই নগর বীরগণের সিংহনাদে নিনাদিত ছিল। মনোহর স্ত্রী-পুরুষগণে পূর্ণ থাকায় উহা চৈত্ররথনামক বনের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ১৪১/২

রাজন্! উচ্চ উচ্চ পতাকাসমূহে সুশোভিত এবং চকচকে তরবারিসমূহে প্রকাশিত এই ত্রিপুরনামক নগর আকাশে বিশাল বিদ্যুতের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ১৫১/২

ভারত! সেই নগরে দৈত্যরাজ সূর্য্যনাভ, চন্দ্রনাভ এবং অন্য মহাপরাক্রমশালী বলাভিমানী বহু দানব ছিলেন। ১৬১/২

ভরতবংশধর জনমেজয়! ইহারা অভিমানে মোহিত হইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্মিত দেবযান ও পিতৃযান মার্গকে ছিন্ন-ভিন্ন এবং নষ্ট করিতে লাগিল। ১৭১/২

নরশ্রেষ্ঠ! ভরতবংশভূষণ! এইরূপ হস্তে ধনু লইয়া সেই শ্রেষ্ঠ অসুর ও দানবগণ যখন অগ্নিবলে যুক্ত দেবযান এবং পিতৃ-গণের বলে যুক্ত পিতৃযাননামক মহামার্গকে অপহরণ করিল,

দানবৈর্নরশার্দ্দূল দেবযানে মহাপথে
পিতৃবহ্নিবলোপেতে হৃতে ভরতসত্তম ॥ ১৯
ব্রহ্মাণমভ্যধাবন্ত সর্ব্বে সুরগণাস্তথা ।
বিবর্ণবদনা দীনাশ্ছিন্নেব গতিকর্ম্মণি ॥ ২০
অক্রবংশ্চ গতাঃ স্থিত্বা স্বরেণার্ত্তনিনাদিনা ।
যজ্ঞামহে শক্রগণৈর্ভাগোচ্ছেদেন ভাগদ ॥ ২১
তেষাং চৈব বধোপায়ং বদস্ব বদতাং বর
যং জ্ঞাত্বা বাহুবলিনো বাধেম সমরে পরান্ ॥ ২২
সান্ত্বয়িত্বা তু বরদো ব্রহ্মা প্রোবাচ দেবতাঃ ।
শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শত্রুপ্রতিকৃতিং পরাম্ ॥ ২৩
অবধ্যা দানবাঃ সর্ব্বে ঋতে শঙ্করমব্যয়ম্ ।
প্রতিগৃহ্য চ তদ্‌বাক্যং মনোভির্বাগ্‌ভিরেব চ ॥ ২৪
ভূমৌ প্রপেদিরে সর্ব্বে সহ রুদ্রৈশ্চ ভারত ।
বিন্ধ্যপাদে চ মেরৌ চ মধ্যে চ পৃথিবীতলে ॥ ২৫
তপসোগ্রেণ যোগজ্ঞাঃ সর্ব্বে তে মুনয়োঽভবন ।
কাশ্যপেয়ং হরং প্রাপ্য জপন্তো ব্রহ্মসংহিতাম্ ॥ ২৬
তেষাঞ্চ পরদারাণামভবদ্ বন্ধ্যতা জনে ।
বিন্যস্তদর্ভনিচয়ে তাম্রং লোহঞ্চ ভূষণম্ ॥ ২৭
পরিধানানি চর্ম্মাণি মৃদূনি চ শুভানি চ ।
স্বয়ং মৃতানাং কৃষ্ণানাং মৃগাণাং কুরুসত্তম ॥ ২৮
গৃহীতানি বিমুক্তানি দেহেভ্যো বনচারিণাম্
অন্তরিক্ষমথোপেতা বিবিশুর্মায়য়া বৃতাঃ ॥ ২৯
হরালয়ং সুরাঃ সর্ব্বে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনঃ ।
প্রণিপত্যাথ তে দীনা ভগবন্তং জগৎপতিম্ ॥ ৩০
সুব্যক্তেনাভিধানেন প্রভাবন্ত হরং ততঃ ।
হবির্দত্তমবিজ্ঞানাত্তস্মচ্ছন্নেষু বহ্নিষু ॥ ৩১
বরদানং বৃথাস্মাসু ভগবান্ বিমুখে ত্বয়ি ।
যথাদেশং যথাকালং ক্রিয়তাং ব্রহ্মণো বচঃ ॥ ৩২
যদুক্তং দেবদেবেন খেচরাণাং সমীপতঃ ।
এবং দেববচোভিশ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈভবাৎ ॥ ৩৩

তখন সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে ধাবিত হইয়া যাইলেন। সেই দুই মার্গ নষ্ট হওয়ায় গমন কর্ম্মের উচ্ছেদ হইলে পর সেই দেবগণ দীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহাদের মুখ বিবর্ণ (শোকাকুল) হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৮-২০

ইঁহারা ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তনাদযুক্ত স্বরে বলিলেন,—দেবগণকে যজ্ঞে ভাগপ্রদানকারী পিতামহ! শত্রুগণ আমাদের যজ্ঞভাগ উচ্ছেদ করিয়া দিয়া আমাদিগকে তাড়না করিতেছে ॥ ২১

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! সেই দৈত্যগণের বধের কোনও উপায় বলুন, যাহা জানিয়া বাহু-বলশালী দেবতা আমরা শত্রুদিগকে বাধাদান করিতে পারি ॥ ২২

তখন বরদাতা ব্রহ্মা সেই দেবগণকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন,—দেবগণ!· তোমরা সকলে শত্রুগণের প্রতিশোধ লইবার উপায় শ্রবণ কর—এই সমস্ত দানবেরা অবিনাশী ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্যের পক্ষে অবধ্য ॥ ২৩½

ভরতনন্দন! ব্রহ্মার এই উপদেশবাক্যকে মন ও বাক্যের দ্বারা স্বীকার করত সমস্ত দেবগণ রুদ্রসকলের সহিত পৃথিবীতে আসিলেন ॥ ২৪½

ইঁহারা বিন্ধ্য ও মেরুপর্ব্বতের তলদেশে এবং ভূতলের মধ্যভাগে উগ্র তপস্যা করিতে করিতে সকলেই যোগজ্ঞ মুনি হইয়া যাইলেন এবং ব্রহ্মসংহিতা (প্রণব) জপ করিতে করিতে কশ্যপনন্দন হরের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২৫-২৬

তাঁহাদের জনসমুদায়ে পরস্ত্রীগণের বিষয়ে বন্ধ্যতা—নিষ্ফলতা অর্থাৎ মোহ উৎপন্ন করিতে অসামর্থ্য ছিল। ইঁহারা কুশের চাটাই পাতিয়া তাহার উপর শয়ন করিতে লাগিলেন। তাম্র ও লৌহের আভরণ ধারণ করিতেন ॥ ২৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং মৃত বনচারী কৃষ্ণ মৃগগণের দেহসমূহ হইতে উন্মোচন করিয়া গৃহীত সুন্দর ও কোমল মৃগচর্ম্ম এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মসকলই ইঁহারা পরিধান করিতেন ॥ ২৮½

ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করত মায়ায় নিজেদের আবৃত করিয়া রাখিয়া সমস্ত দেবগণ আকাশমার্গ অবলম্বন করত ভগবান্ শঙ্করের ধামে প্রবেশ করিলেন এবং সেই ভগবান্ বিশ্বনাথ হরকে প্রণাম করিয়া স্পষ্ট শব্দে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৯-৩০½

ভগবন্! আপনি আমাদের প্রতি বিমুখ হওয়ায় যেরূপ ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নিতে অজ্ঞানতাবশতঃ প্রদত্ত আহুতি নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদের প্রাপ্ত বরদান ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। অতএব দেবাধিদেব ব্রহ্মা আকাশচারী দেবগণের নিকট যে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাক্য আপনি দেশ ও কালানুসারে পালন করুন ॥ ৩১-৩২½

এইরূপ দেবগণের বাক্যে ও ভাবী কার্য্যের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া ইন্দ্রাদিগণের সহিত মহাদেব কবচ বন্ধন করত যুদ্ধের জন্য প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৩½

সমনহ্যন্মহাদেবো দেবৈ: সহ সবাসবৈ: ।
আদিত্যপথমাস্থায় সন্নদ্ধা: সমলঙ্কৃতা: ॥ ৩৪
সর্ব্বে কাঞ্চনবর্ণাভা বভূর্দীপ্তা ইবাগ্নয়:
রুদ্রেণ সহিতা রুদ্রা দহন্ত ইব তেজসা ॥ ৩৫
সন্নদ্ধা: কুশলা: সর্ব্বে প্রাংশব: পর্বতা ইব ।
বিশ্বে বিশ্বেন বপুষা বলিন: কামরূপিণ: ॥ ৩৬
সমনহ্যন্মহাত্মানো দানবান্ত: বিধিৎসব: ।
এভি: সহ ধনাধ্যক্ষৈ: সমন্তাৎ পরিবারিত: ॥ ৩৭
ত্রিপুরং যোধয়ৎ ত্র্যক্ষ: প্রগৃহ্য সশরং ধনু: ।
অথ দৈত্যা ভিন্নদেহা: পুরাট্টালং গতা ইব ॥ ৩৮
ন্যপতন্ত বিদেহাস্তে বিশীর্ণা ইব পর্ব্বতা: ।
অতিবিদ্ধা: সুবিদ্ধাশ্চ রণমধ্যগতা নৃপ ॥ ৩৯
ন্যপতন্ দৈত্যসঙ্ঘাতা বজ্রেণেব হতা নগা: ।
অসিভিশ্চ হতা দেবৈ: শক্তিচক্রপরশ্বধৈ: ॥ ৪০

ইহারা সকলেই কবচ ও অলঙ্কার ধারণ করত সুবর্ণের কান্তির ন্যায় প্রকাশিত হইয়া সূর্য্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিলেন। ৩৪;

মহাদেবের সহিত কবচ বন্ধন করত যুদ্ধকুশল সমস্ত রুদ্রগণ নিজেদের তেজে যেন শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহারা যেন পর্ব্বততুল্য উচ্চ ছিলেন। ৩৫;

দানবদিগকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই সব মহাত্মাগণ বলবান্ ও ইচ্ছানুসারে রূপধারী ছিলেন। ইহারা নিজেদের বিশ্বময় শরীরে কবচ বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন। ৩৬;

কুবেরসহ এই সব দেবগণের দ্বারা সর্বদিকে পরিবৃত হইয়া ত্রিলোচন মহাদেব বাণসহ ধনু গ্রহণ করত ত্রিপুর-বাসীদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৩৭;

তদনন্তর যেরূপ নগরের অট্টালিকার উপরে আরূঢ় মনুষ্যগণ পতিত হয়, সেইরূপ এই ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণ নিজেদের শরীর বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় দেহরহিত হইয়া খণ্ড-বিখণ্ড পর্ব্বতসকলের ন্যায় সেই নগর হইতে পড়িতে হইতে লাগিল। ৩৮;

নৃপ জনমেজয়! সমরাঙ্গণের মধ্যে স্থিত দৈত্যসমুদায় অত্যন্ত আহত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বতসমূহের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। ৩৯;

দেবগণের অসি, শক্তি, চক্র, পরশ্বধ ও বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে বহু দৈত্য নিহত হইল এবং সেই দৈত্যরাজদিগের মর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যাইল, তখন তাহারা পক্ষছিন্ন পর্ব্বতসমূহের সমান এক সঙ্গে পৃথিবীতে পতিত হইল। ৪০-৪১

বাণৈশ্চ ভিন্নমর্ম্মাণো দৈত্যেন্দ্রা যুদ্ধগোচরে ।
প্রপেতু: সহিতা উর্ব্ব্যাং ছিন্নপক্ষা ইবাচলা: ॥ ৪১
তত্র সংজ্ঞাং বিমুঞ্চন্তি দীপ্যমানেন তেজসা ।
এবং তেঽন্যোন্যসম্বাধে ক্ষীয়ন্তে ক্রূরকর্ম্মণা ॥ ৪২
নোপালভ্যন্ত চক্ষুর্ভ্যামপি দিব্যেন চক্ষুষা ।
অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে সুরেন্দ্রাস্তে নিশামুখে ।
ছিন্নভিন্নক্ষতমুখা নিপেতুর্বসুধাতলে ॥ ৪৩
অথ দৈত্যা জয়ং প্রাপ্য নিশায়াং নিশিতৈ: শরৈ: ।
বিনেদুর্বিপুলৈর্নাদৈর্মেঘা ইব মহারবা: ॥ ৪৪
জয়প্রাপ্ত্যাসুরাশ্চৈব তেঽন্যোন্যমভিজল্পিরে ।
ত্রাসিতাস্ত্রিদশা: সর্ব্বে সংগ্রামজয়কাঙ্ক্ষিণ: ॥ ৪৫
অস্মাভির্ব্বলসম্পন্নৈ: সহ প্রাসাসিতোমরৈ: ।
বিরেজুশ্চ জয়ং প্রাপ্য উশনোঽভ্যবোধিতা: ॥ ৪৬
সমরে বলসম্পন্না: সাযুধা দৈত্যসত্তমা: ।
সুরৈশ্চ সহিতা: সর্ব্বে রণমাস্থায় শঙ্কর: ॥ ৪৭

দেবতাদিগের পরিবর্দ্ধিত তেজে দগ্ধ হইয়া সেই দৈত্যগণ সেখানে নিজেদের চৈতন্য হারাইয়া ফেলিল। এইরূপে সেই দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পরকে বাধা দান করিতে করিতে যুদ্ধরূপী ক্রূর-কর্ম্মে ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময় দৈত্যেরা দুই চক্ষুতে এবং দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিলেও দেবগণকে প্রাপ্ত হইল না। ৪২;

সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে পর প্রদোষকালে (সবল হইয়া দৈত্যগণ আক্রমণ করায় তাহাদের আক্রমণে) সেই দেবেশ্বরগণের মুখ ছিন্ন-ভিন্ন ও ক্ষত হইয়া যাইল এবং তাঁহারা ভূতলে পতিত হইলেন। ৪৩

রাত্রিকালে নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে জয়লাভ করত দৈত্যগণ মহাসিংহনাদ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জনকারী মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রচণ্ড রব করিতে লাগিল। ৪৪

জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া সেই অসুরগণ পরস্পর বলিতে লাগিল—সংগ্রামে জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক সমস্ত দেবতাদিগকে বলবান্ দৈত্যগণ আমরা সংগঠিত হইয়া প্রাস, অসি ও তোমরসমূহের দ্বারা সন্ত্রাসিত করিয়াছি। ৪৫;

শুক্রাচার্য্যের হবিতে উজ্জীবিত ও বলসম্পন্ন হইয়া বিজয়ী দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ সমরাঙ্গণে অস্ত্রসমূহের সহিত অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৬;

তখন দর্পিত সেই দৈত্যদিগকে স্বীয় তেজে যেন দগ্ধ করিতে

দর্পিতান্নিনদন দৈত্যান্ প্রদহন্নিব তেজসা ।
যুগান্তকালে বিততে রশ্মিবানিব নির্দ্দহন্ ॥ ৪৮
সর্ব্বভূতানি ভূতাগ্র্যঃ প্রলয়ে সমুপস্থিতে ।
স রথো বাজিভিঃ শীঘ্রৈরুহ্যমানো মনোজবৈঃ ॥ ৪৯
বিবভৌ নভসো মধ্যং সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ।
বৃষভেণ ধ্বজাগ্রেণ গর্জ্জমানেন ভারত ॥ ৫০
ভাতি স্ম স রথো রাজন্ সেন্দ্রায়ুধ ইবাম্বুদঃ ।
ততোঽম্বরগতাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুর্বৃষভধ্বজম্ ॥ ৫১
কর্মভিঃ পূর্ব্বজং পূর্ব্বৈঃ শুচিভিস্ত্র্যম্বকং তদা ।
ঋষয়শ্চ তপঃশান্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৫২
অমৃতপ্রাশিনশ্চৈব সুরসঙ্ঘাস্তথৈব চ ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গান্ধর্ব্বেণ স্বরেণ বৈ ॥ ৫৩
প্রহৃষ্টবদনাঃ সৌম্যাঃ পৈত্রো স্থানান্তরে নৃপ ।
চয়াট্টালকসম্পন্নে শতঘ্নীশতসঙ্কুলে ॥ ৫৪

তস্মিংস্তু দৈত্যনগরে সর্ব্বভূতভয়াবহে ।
ততস্তু শরবর্ষাণি মুমুচুর্দৈত্যদানবাঃ ॥ ৫৫
সুরাণামরয়ো মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্রাণি সমন্ততঃ ।
শতঘ্নীভিশ্চ নিঘ্নন্তো ভল্লৈঃ শূলৈশ্চ ভারত ॥ ৫৬
তে চক্রিরে মহৎ কর্ম্ম দানবা যুদ্ধকোবিদাঃ ।
গদাভিশ্চ গদাং জঘ্নুর্ভল্লৈর্ভল্লাংশ্চ চিচ্ছিদুঃ ॥ ৫৭
অস্ত্রৈরস্ত্রাণ্যবাধন্ত মায়া মায়াভিরেব চ ।
ততোঽপরে সমুদ্যম্য শরশক্তিপরশ্বধান্ ॥ ৫৮
অশনীংশ্চ মহাঘোরামুক্তান্ শতসহস্রশঃ ।
অসিভির্মায়াবিহিতৈর্ম্ত্যোর্বিষয়গোচরে ॥ ৫৯
তে বধ্যমানা বিবুধাঃ শরবর্ষৈরবস্থিতাঃ ।
গন্ধর্ব্বনগরাকারঃ সোঽসীদৎ সহরো রথঃ ॥ ৬০
হন্যমানোঽসুরগণৈঃ প্রাসাসিশরতোমরৈঃ ।
তৈশ্চ দৈত্যপ্রহরণৈর্গুরুভির্ভারসাহিভিঃ ।
চিত্রৈশ্চ বহুভিঃ শস্ত্রৈরভিষ্ঠিত শচীপতিঃ ॥ ৬১

করিতে ভগবান্ শঙ্কর সমস্ত দেবগণের সহিত রথে উপবেশন করত গর্জন করিতে লাগিলেন । ৪৭ ;

যেরূপ যুগান্তকাল আসিলে পর অংশুমালী সূর্য্য সমস্ত লোকসকলকে দগ্ধ করিতে থাকেন এবং প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পর ভূতনাথ ভগবান্ রুদ্র সম্পূর্ণ ভূতগণকে সংহার করেন, সেইরূপ এই ভগবান্ শঙ্কর স্বীয় তেজে দৈত্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । ৪৮ ;

মনের ন্যায় বেগগামী ও শীঘ্রগামী অশ্বগণের দ্বারা বাহিত হইতে হইতে সেই রথ আকাশের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের সদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিল । ৪৯ ;

ভরতনন্দন ! রাজন্ ! ধ্বজের অগ্রভাগে গর্জনরত বৃষভের দ্বারা উপলক্ষিত এই রথ ইন্দ্রধনুসহ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল । ৫০ ;

তদনন্তর আকাশের মধ্যভাগে স্থিত সিদ্ধগণ সকলের পূর্ব্বজ ত্রিলোচন ভগবান্ বৃষভধ্বজের পরম পবিত্র পূর্ব্বকর্ম্মসমূহের উল্লেখ করিতে করিতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ৫১ ;

তপস্যার দ্বারা শান্তিপ্রাপ্ত সত্যব্রতপরায়ণ ঋষিগণ, অমৃতভোজী দেবসমূদায় এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণও গান্ধর্ব্বস্বরে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন । নৃপ জনমেজয় ! পিতৃসম্বন্ধী অন্য স্থানে স্থিত সৌম্য স্বভাববিশিষ্ট দেবগণের বদন প্রসন্ন হইয়া উঠিল । ৫২-৫৩ ;

তদনন্তর প্রাচীর ( বা মৃত্তিকার স্তূপ ) ও অট্টালিকাসমূহে যুক্ত, শতঘ্নীতে ( তোপে ) ব্যাপ্ত এবং সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর সেই দৈত্যনগরের মধ্যভাগে স্থিত দেবশত্রু দৈত্য ও দানবগণ সর্ব্বদিকে তীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল । ৫৪-৫৫ ;

ভারত ! সেই যুদ্ধকুশল দানবগণ শতঘ্নী, ভল্ল ও শূলসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে করিতে মহাপরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল । ৫৬ ;

ইহারা গদাসমূহের দ্বারা গদাসকলকে ভাঙ্গিয়া দিল, ভল্লসমূহের দ্বারা ভল্লসকলকে ছেদন করিল, অস্ত্রসকলের দ্বারা অস্ত্রসমূহকে বাধাদান করিল এবং মায়াসমূহের দ্বারা সমস্ত মায়াকে নষ্ট করিয়া দিল । ৫৭ ;

তদনন্তর অন্য দৈত্যগণ সহস্র সহস্র বাণ, শক্তি, পরশ্বধ ও মহাভয়ঙ্কর অশনিসমূহ উত্তোলিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৫৮ ;

ইহাদের মায়ানির্ম্মিত খড়্গ ও বাণবর্ষণে আহত হইতে হইতে দেবগণ মৃত্যুর রাজ্যে (বা পথে) গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আকারবিশিষ্ট রথও মহাদেবের সহিত অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইল । ৫৯-৬০

সেই অসুরগণের প্রাস, অসি, বাণ ও তোমারসমূহের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এবং দৈত্যদিগের ভার সহ্য করিতে সমর্থ,

ততো মধ্যে দিব্যশব্দঃ প্রাদুরাসীন্মহীপতে ।
ঋষীণাং ব্রহ্মপুত্রাণাং মহতামপি ভারত ॥ ৬২
স এষ শঙ্করস্যাগ্রে রথো ভূমিং প্রতিষ্ঠিতঃ ।
অজেয়ো জয্যতাং প্রাপ্তঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৬৩
তস্মিন্নিপতিতে রাজন্ রথানাং প্রবরে রথে ।
নিপেতুঃ সর্ব্বভূতানি ভূতলে বসুধাধিপ ॥ ৬৪
বিচেলুঃ পর্ব্বতাগ্রাণি চেলুশ্চৈব মহাদ্রুমাঃ ।
বিচুক্ষুভুঃ সমুদ্রাশ্চ ন রেজুশ্চ দিশো দশ ॥ ৬৫
বৃদ্ধাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তত্র জেপুশ্চ পরমং জপম্
যত্তদ্ ব্রহ্মময়ং তেজঃ সর্ব্বত্র বিজয়ৈষিণাম্ ॥ ৬৬
শান্ত্যর্থং সর্ব্বভূতানামিহ লোকে পরত্র চ ।
সমাধায়াত্মনাত্মানং যোগপ্রাপ্তেন হেতুনা ॥ ৬৭
রথন্তরেণ সাম্নাথ ব্রহ্মভূতেন ভারত ।
তেজসা জ্বলয়ন্ বিষ্ণোস্ত্র্যক্ষস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৬৮
সর্ব্বেষাং চৈব দেবানাং বলিনাং কামরূপিণাম্
ঋষীণাং তপসাঢ্যানাং বসতাং বিজনে বনে ॥ ৬৯
অথ বিষ্ণুর্মহাযোগী সর্ব্বতোদৃশ্য তত্বতঃ ।
বৃষরূপং সমাস্থায় প্রোজ্জহার রথোত্তমম্ ॥ ৭০
সমাক্রান্তং দেবগণৈঃ সমগ্রবলপৌরুষৈঃ ।
বলবাংস্তোলয়িত্বা তু বিষাণাভ্যাং মহাবলঃ ।
ননাদ প্রাণযোগেন মথ্যমান ইবার্ণবঃ ॥ ৭১
তৃতীয়ং বায়ুবিষয়ং সমাক্রম্য বিষাণবান্ ।
ননাদ বলবান্নাদং সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥ ৭২
ততো নাদেন বিত্রস্তা দৈতেয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
পুনস্তে কৃতসন্নাহা যুযুধুঃ সুমহাবলাঃ ॥ ৭৩
সর্ব্বে বৈ বাহুবলিনঃ সমর্থবলপৌরুষাঃ
সুরসৈন্যং প্রমর্দ্দন্তঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥ ৭৪
অগ্নিং সন্ধায় ধনুষি শিতং বাণং সুপত্রিণম্ ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণাভিসংযোজ্য ব্রহ্মদণ্ডং শিবোঽব্যয়ঃ ।
মুমোচ দৈত্যনগরং ত্রিধাশব্দেন সংজ্ঞিতম্ ॥ ৭৫

ভারী, বিচিত্র ও বহু সংখ্যক অস্ত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া শচীপতি ইন্দ্র যত্র তত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

ভূপতে ! ভরতনন্দন ! ইহার মধ্যে ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষিগণেরও দিব্য শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৬২

এই অগ্রে গমনকারী ভগবান্ শঙ্করের রথ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই রথ অজেয় হইয়াও সকল লোকের সাক্ষাতেই জয়ের যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৬৩

বসুধাপালক রাজন্ জনমেজয় ! রথসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শঙ্করের সেই রথ পৃথিবীতে পতিত হইতেই সমস্ত প্রাণীরাও ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬৪

পর্ব্বতশিখর-সমূহ বিচলিত হইল, বড় বড় বৃক্ষসকল আন্দোলিত হইতে লাগিল, সমস্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং দশ দিক্ অন্ধকারাবৃত ( বা শ্রীহীন ) হইয়া যাইল ॥ ৬৫

তখন সেখানে যে সব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা উত্তম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ; যাহা সর্ব্বত্র বিজয়কামী পুরুষগণের পক্ষে ব্রহ্মময় তেজঃস্বরূপ, ইহলোক ও পরলোকেও সমস্ত প্রাণিগণের শান্তিপ্রদানকারী ॥ ৬৬½

ভারত ! তদনন্তর সেই তেজঃস্বরূপ মহাযোগী বিষ্ণু সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেকে নিজেই মনকে একাগ্র করত যোগবলে বৃষরূপ ধর্ম্মের স্বরূপ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মভূত রথন্তর সামের দ্বারা মহাদেবের সেই উত্তম রথকে উপরে উত্থাপিত করিলেন। সেই সময় এই বিষ্ণুদেব নিজের, মহাত্মা ত্রিলোচন শিবের, ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী বলবান্ সমস্ত দেবতাগণের এবং নির্জন বনে বাসকারী তপোবলসম্পন্ন মহর্ষিদিগের তেজে প্রজ্বলিত হইতেছিলেন ॥ ৬৭-৭০

সমগ্র বল-পৌরুষসম্পন্ন দেবগণ যাঁহার উপর আরূঢ় ছিলেন, সেই উত্তম রথকে নিজের দুই শৃঙ্গের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া সেই মহাবল শ্রীহরি মথ্যমান সমুদ্রের ন্যায় পূর্ণ প্রাণশক্তি প্রয়োগ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৭১

দুই শৃঙ্গযুক্ত বৃষভরূপধারী বলবান্ বিষ্ণু তৃতীয় বায়ুর ( উত্তরের ) • স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ণিমায় সমুদ্রের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭২

তারপর সেই গর্জনে ভীত হইয়া মহাবল রণদুর্মদ দৈত্যগণ কবচ বন্ধন করত পুনরায় যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৭৩

ইহারা সকলেই বাহুবলশালী ও সমর্থ বল-পৌরুষে সম্পন্ন ছিল। ইহারা ধনু গ্রহণ করিয়া দেবসৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে লাগিল ॥ ৭৪

তখন অবিনাশী শিব নিজের ধনুর উপর সুন্দর পক্ষযুক্ত ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী তীক্ষ্ণ বাণ রাখিয়া উহাকে ব্রহ্মাস্ত্রে সংযুক্ত

• মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের ৩২৮ অধ্যায়ে ৩৮শ্লোক হইতে ৪০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই তৃতীয় বায়ুর বিস্তৃত পরিচয় উল্লিখিত আছে।

তং বাণং ত্রিবিধং বীর্য্যাৎ সন্ধায় মনসা প্রভুঃ
সত্যেন ব্রহ্মযোগেন তপসোগ্রেণ ভারত ॥ ৭৬
মুমোচ দৈত্যনগরে সর্ব্বপ্রাণহরাশ্বরান্ ।
দীপ্তান্ কনকবর্ণাভান্ সুবর্ণাংশ্চ সুনির্ম্মলান্ ॥৭৭
মুক্ত্বা বরশরান্ ঘোরান্ সবিষানিব পন্নগান্ ।
সুপ্রদীপ্তৈস্ত্রিভির্বাণৈর্বেগিভিস্তদ্ বিদারিতম্ ॥ ৭৮
শরঘাতপ্রদীপ্তানি বিন্ধ্যাগ্রাণীব ভারত ।
গোপুরাণি পুরৈঃ সার্দ্ধং ব্যশীর্য্যন্ত নরাধিপ ॥ ৭৯
অগ্নিনা সম্প্রদীপ্তানি বহ্নিগর্ভাণি ভারত ।
ধরণীং সম্প্রপদ্যন্ত পুরাণি বসুধাধিপ ॥ ৮০

তানি বৈদূর্য্যবর্ণানি শিখরাণি গিরেরিব ।
শঙ্করেণ প্রদগ্ধানি ব্রহ্মাস্ত্রেণাপতন্নৃপ ॥ ৮১
হতে চ ত্রিপুরে দৈবৈর্বাচো হর্ষাৎ কিলেরিতাঃ ।
সর্ব্বান্ জহীতি শত্রূংস্ত্বং প্রবৃদ্ধান্ পুরুষোত্তম ॥ ৮২
বিষ্ণুরেব মহাযোগী যোগেন প্রস্ময়ন্নিব ।
তূয়তে ব্রহ্মসদৃশৈর্ঋষিভিঃ শঙ্করেণ চ
ব্রহ্মণা সহিতৈর্দেবৈঃ সম্পন্নবলপৌরুষৈঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
ত্রিপুরবধে ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩

করিয়া সেই ব্রহ্মদণ্ডকে সেই ত্রিপুরনামক দৈত্যনগরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৭৫

ভগবান্ শিব মনে মনেই সেই বাণকে সত্য, ব্রহ্মযোগ ও উগ্র তপস্যার দ্বারা বলপূর্ব্বক তিনরূপে সন্ধান করত সেই দৈত্যনগরের উপর এরূপ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যাহা সকলেরই প্রাণহরণকারী ছিল। এই বাণ প্রদীপ্ত, সুবর্ণের ন্যায় কান্তিমান্, সুবর্ণময় ও অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল। ৭৬-৭৭

বিষাক্ত সর্পগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও ভয়ঙ্কর বাণসমূহকে নিক্ষেপ করিয়া তিনটি প্রজ্বলিত ও বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা সেই দৈত্যনগরকে বিদীর্ণ করিলেন। ৭৮

ভরতনন্দন! নরনাথ! এই বাণসমূহের আঘাতে প্রজ্বলিত গোপুরসমূহ বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরসকলের ন্যায় সেই তিন পুরের সহিত ভস্ম হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। ৭৯

ভারত। বসুধাপালক। অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নিগর্ভ সেই তিনটি পুর পৃথিবীতে পতিত হইল। ৮০

নৃপ জনমেজয়! পর্ব্বতশিখরসমূহের সমান এই বৈদূর্য্যমণিবর্ণবিশিষ্ট ত্রিপুর ভগবান্ শঙ্করে ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইয়া পতিত হইল। ৮১

ত্রিপুর নষ্ট হইলে পর দেবগণ অতিশয় হর্ষে এই কথা বলিতে লাগিলেন,—পুরুষোত্তম! আপনিই সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত সমস্ত শত্রুদিগকে বধ করুন। ৮২

এইরূপ সেই সময় যোগবলসম্পন্ন ও ঈষৎ হাস্যময় মহাযোগী বিষ্ণুরই ব্রহ্মতুল্য ঋষিগণ, ভগবান্ শঙ্কর এবং বল-পৌরুষশালী দেবগণ ব্রহ্মার সহিত স্তব করিয়াছিলেন। ৮৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ত্রিপুরবধবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ হরিবংশ-বর্ণিতানাং বৃত্তান্তানাং বর্ণনম্ । ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হরিবংশেঽত্র বৃত্তান্তাঃ প্রকীর্ত্যন্তে ক্রমোদিতাঃ ।
তত্রাদাবাদি সর্গস্থ ভূতসর্গস্ততঃ পরঃ ॥ ১

পৃথোর্বৈণ্যস্য চাখ্যানং মনূনাং কীর্ত্তনং তথা ।
বৈবস্বতকুলোৎপত্তির্ধুন্ধুমারকথা তথা ॥ ২
গালবোৎপত্তিরিক্ষাকুবংশস্যাপ্যনুকীর্ত্তনম্ ।
পিতৃকল্পস্তথোৎপত্তিঃ সোমস্য চ বুধস্য চ ॥ ৩

## চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ হরিবংশে বর্ণিত বৃত্তান্তসমূহের বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই হরিবংশে ক্রমশঃ কথিত বৃত্তান্তসমূহ এস্থানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে। এই হরিবংশে আদিতে আদি সৃষ্টির কথা আছে, তাহার পর ভূতসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। ১

অতঃপর বেণের পুত্র পৃথুর উপাখ্যান আছে। তাহার পর মনুগণের বর্ণনা আছে, বৈবস্বত মনুর কুলের উৎপত্তি এবং ধুন্ধুমারের কথা আছে। ২

তদনন্তর গালবের উৎপত্তি, ইক্ষ্বাকুবংশের বর্ণনা, পিতৃকল্প ( শ্রাদ্ধ ) ও সোম এবং বুধের উৎপত্তির প্রসঙ্গ আছে। ৩

অমাবসোরন্বয়স্য কীর্ত্তনং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ।
চ্যুতিপ্রতিষ্ঠে শক্রস্য প্রসবঃ ক্ষত্রবৃদ্ধজঃ ॥ ৪
দিবোদাসপ্রতিষ্ঠা চ ত্রিশঙ্কোঃ ক্ষত্রিয়স্য চ ।
যযাতিচরিতং চৈব পূরুবংশস্য কীর্ত্তনম্ ॥ ৫
কীর্ত্তনং কৃষ্ণসম্ভূতেঃ স্যমন্তকমণেস্তথা ।
সংক্ষেপাৎ কীর্ত্তিতা বিষ্ণোঃ প্রাদুর্ভাবাস্ততঃ পরম্ ॥ ৬
তারকাময়যুদ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকস্য বর্ণনম্ ।
যোগনিদ্রাসমুত্থানং বিষ্ণোর্বাক্যঞ্চ বেধসঃ ॥ ৭
পৃথ্বীবাক্যঞ্চ দেবানামংশাবতরণং তথা ।
ততো নারদবাক্যঞ্চ স্বপ্নগর্ভবিধিস্তথা ॥ ৮
আর্য্যাস্তবঃ পুনঃ কৃষ্ণসমুৎপত্তিঃ প্রপঞ্চতঃ ।
গোব্রজে গমনং বিষ্ণোঃ শকটস্য নিবর্ত্তনম্ ॥ ৯
পূতনায়া বধো ভঙ্গো যমলার্জ্জুনয়োরপি ।
বৃকসন্দর্শনং চৈব বৃন্দাবননিবেশনম্ ॥ ১০
প্রাবৃষো বর্ণনং চাপি যমুনাহ্রদদর্শনম্ ।
কালিয়স্যাপি দমনং ধেনুকস্য চ ভঞ্জনম্ ॥ ১১
প্রলম্বনিধনঞ্চৈব শরদ্বর্ণনমেব চ ।
গিরিযজ্ঞপ্রবৃত্তিশ্চ গোবর্দ্ধনবিধারণম্ ॥ ১১
গোবিন্দস্যাভিষেকঞ্চ গোপীসংক্রীড়নং তথা ।
রিষ্টাসুরস্য নিধনমক্রূরপ্রেষণং তথা ॥ ১৩
অন্ধকস্য চ বাক্যানি কেশিনো নিধনং তথা ।
অক্রূরাগমনং চৈব নাগলোকস্য দর্শনম্ ॥ ১৪
ধনুর্ভঙ্গস্য কথনং কংসবাক্যমতঃ পরম্ ।
কুবলয়াপীড়বধশ্চাণূরান্ধ্রবধস্তথা ॥ ১৫
কংসস্য নিধনং চাপি বিলাপঃ কংসযোষিতাম্ ।
উগ্রসেনাভিষেকশ্চ যাদবাশ্বাসনং তথা ॥ ১৬
প্রত্যাগতির্গুরুকুলাদথোক্তা রাম-কৃষ্ণয়োঃ ।
মথুরায়াশ্চোপরোধো জরাসন্ধনিবর্ত্তনম্ ॥ ১৭
বিকদ্রুবাক্যং রামস্য দর্শনং ভাষণং তথা ।
গোমন্তারোহণং বাপি জরাসন্ধগতিস্তথা ॥ ১৮
গোমন্তস্য গিরের্দাহঃ করবীরপুরে গতিঃ
শৃগালস্য বধস্তত্র মথুরাগমনং ততঃ ॥ ১৯

---

তারপর অমাবসুর বংশের বর্ণনা আছে, যাহা পঠন ও শ্রবণকারীর কীর্ত্তি বর্দ্ধন করে। ইহার পর ইন্দ্রের নিজের স্থান হইতে চ্যুতি ও পুনরায় তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রসঙ্গ আছে। তদনন্তর ক্ষত্রবৃদ্ধির সন্ততিগণের বর্ণনা আছে ॥ ৪

দিবোদাসের প্রতিষ্ঠা, রাজা ত্রিশঙ্কুর কথা, যযাতির চরিত্র এবং পুরুবংশের বর্ণনা আছে ॥ ৫

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে স্যমন্তক-মণির কথা আছে। তারপর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবতারসকল কথিত হইয়াছে ॥ ৬

তদনন্তর তারকাময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ। ব্রহ্মলোক বর্ণন। ভগবান্ বিষ্ণুর যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইবার কথা। ইহার পর ব্রহ্মা ও পৃথিবীর কথা এবং দেবগণের অংশাবতরণের কথা ॥ ৭

তদনন্তর ( দ্বিতীয় বিষ্ণুপর্ব্বে ) কংসের প্রতি নারদের বাক্য, ভগবান্ বিষ্ণুর জলে শয়নকারী ষড়গর্ভ নামক দৈত্যগণের জীবসমূহ আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিদ্রাদেবীর হস্তে সমর্পণ, আর্য্যাদেবীর স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণাবতারের বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন, তাঁহার গোব্রজে গমন, শকটভঞ্জন, পূতনার বধ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, গোপগণকে বৃকপ্রদর্শন এবং গোব্রজের বৃন্দাবনে নিবাস—এই সবের ক্রমশঃ বর্ণনা ॥ ৮-১০

ইহার পর বর্ষাবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমুনার কালিয় হ্রদ দর্শন, কালিয়নাগ দমন, বলরাম কর্ত্তৃক ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুর বধ, শরদ্বর্ণন, গিরি যজ্ঞ আরম্ভ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, তাঁহার গোবিন্দ-পদে অভিষেক, গোপীগণের সহিত তাঁহার ক্রীড়া, ইহার দ্বারা অরিষ্টাসুর বধ এবং অক্রূরকে কংসের ব্রজে প্রেরণ—এই সব বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১১-১৩

কংসের প্রতি অন্ধকের বাক্যসকল, কেশীর নিধন, অক্রূরের ব্রজে আগমন, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহার যমুনায় নাগলোক দর্শন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসের ধনুভঙ্গের কথা, চাণূর ও মুষ্টিকের সহিত কংসের কথোপকথন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুবলয়াপীড়, চাণূর ও অন্ধ্রদেশীয় মুষ্টিকের বধ, কংসের নিধন, কংসের স্ত্রীগণের বিলাপ, উগ্রসেনের অভিষেক এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যাদবগণকে আশ্বাসদানাদি বিষয়সমূহ বর্ণন ॥ ১৪-১৬

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের গুরুকুল হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন, জরাসন্ধের মথুরা অবরোধ ও পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন, বিকদ্রুর ভাষণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক পরশুরামকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত আলাপ, তাঁহাদের সকলের গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণ, জরাসন্ধের আক্রমণ, ইহার দ্বারা গোমন্ত-পর্ব্বত দাহ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের করবীরপুরে গমন, শ্রীকৃষ্ণ

যমুনাকর্ষণং চৈব মথুরাপক্রমস্তথা ।
উপায়েন বধঃ কালযবনস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০

নির্ম্মাণং দ্বারবত্যাস্তু রুক্মিণীহরণং তথা ।
বিবাহশ্চৈব রুক্মিণ্যা রুক্মিণো নিধনং তথা ॥ ১১

বলদেবাহ্নিকং পুণ্যং বলমাহাত্ম্যমেব চ ।
নরকস্য বধঃ পারিজাতস্য হরণং তথা ॥ ২১

দ্বারবত্যা বিশেষেণ পুনর্নির্ম্মাণকীর্ত্তনম্ ।
দ্বারকায়াং প্রবেশশ্চ সভায়াঞ্চ প্রবেশনম্ ॥ ১৩

নারদস্য চ বাক্যানি বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তনম্ ।
ষট্‌পুরস্য বধাখ্যানং অন্ধকস্য নিবর্হণম্ ॥ ১৪

সমুদ্রযাত্রা কৃষ্ণস্য জলক্রীড়াকুতূহলম্ ।
তথা ভৈমপ্রবীরাণাং মধুপানপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ১৫

ততশ্ছালিকাগান্ধর্ব্বসমুদাহরণং হরেঃ ।
ভানোশ্চ দুহিতুর্ভানুমত্যা হরণকীর্ত্তনম্ ॥ ২৬

শম্বরস্য বধশ্চৈব ধন্যোপাখ্যানমেব চ ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং বাণযুদ্ধং প্রপঞ্চিতম্ ॥ ২৭

ভবিষ্যং পুষ্করং চৈব প্রপঞ্চেনৈব কীর্ত্তিতম্ ।
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং বহুবিস্তরম্ ॥ ২৮

কৈলাসযাত্রা কৃষ্ণস্য পৌণ্ড্রকস্য বধস্ততঃ ।
হংসস্য ডিম্ভকস্যৈব বধশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯

পুরত্রয়স্য সংহার ইতি বৃত্তান্তসংগ্রহঃ ।
কথিতো নৃপশার্দ্দূল সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ৩০

বৃত্তান্তং শৃণুয়াদ্ যস্তু সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ ।
স যাতি বৈষ্ণবং ধাম লব্ধকামঃ কুরূদ্বহ ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং ভক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বৃত্তান্তসংগ্রহে চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪

---

কর্তৃক শৃগাল বধ এবং দুই ভাতার মথুরায় আগমনাদি প্রসঙ্গ বর্ণন । ১৭-১৯

ইহার পর বলরামের দ্বারা যমুনার আকর্ষণ, যাদবগণের মথুরা হইতে অপসরণ এবং কৌশলের সহিত কালযবনের বিনাশ—এই সব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ১০

তদনন্তর দ্বারকানির্ম্মাণ, রুক্মিণীহরণ, রুক্মিণী দেবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ, বলরাম কর্তৃক রুক্মীর বধ, বৈষ্ণবপর্ব্বের ৬২ অধ্যায়ে বলরামের মাহাত্ম্য এবং ১০১ অধ্যায়ে বলরাম কর্তৃক প্রদ্যুম্নকে আহ্নিক স্তোত্রের উপদেশ বর্ণন । ২১½

নরকাসুর বধ, পারিজাতের হরণ, দ্বারকাপুরীকে বিশেষভাবে নির্ম্মাণ, দ্বারকায় প্রবেশ, সভায় প্রবেশ, নারদের বাক্য এবং বৃষ্ণিবংশের পরম্পরা বর্ণন । ২২-২৩½

ইহার পর ষট্‌পুরবধের কথা, অন্ধকাসুর সংহার, শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রযাত্রা, জলক্রীড়া-কৌতূহলবর্ণন, ভীমবংশের বীরগণের মধুপানে প্রবৃত্তি, শ্রীহরির ইচ্ছায় ছালিকা-গান্ধর্ব্বের ভূতলে আনয়ন, ভানুপুত্রী ভানুমতীর হরণের কথা, শম্বরাসুর-বধ, ধন্যোপাখ্যান, বাসুদেব-মাহাত্ম্য এবং বাণাসুরের যুদ্ধাদি বিষয়-সমূহের সবিস্তরে বর্ণন রহিয়াছে । ২৪-২৭

(তৃতীয় ভবিষ্যপর্ব্বে) রাজবংশ ও ভাবী কলিযুগের বর্ণন সবিস্তরে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব বর্ণন, তাহার পর বরাহ, নরসিংহ ও বামন অবতারের কথা অধিক বিস্তারের সহিত বর্ণন । ২৮

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রা, পৌণ্ড্রক-বধ এবং হংস ও ডিম্ভকের বধ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে । ২৯

নৃপশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর মহাদেবের দ্বারা ত্রিপুর-সংহারের কথা বর্ণিত আছে । এইভাবে হরিবংশের বৃত্তান্তসমূহ এস্থানে সংক্ষেপে কথিত হইল । ইহা সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকে । ৩০

কুরুশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রতিদিন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি সকল মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ধামে গমন করিয়া থাকেন । এই বৃত্তান্ত ধন, যশ ও আয়ুপ্রাপ্তিকারক এবং ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল প্রদানকারী । ৩১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বৃত্তান্তসংগ্রহবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

# পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ হরিবংশ-শ্রবণস্য দক্ষিণা-ফল-মাহাত্ম্যানাং বর্ণনম্। ]

জনমেজয় উবাচ

হরিবংশে পুরাণে তু শ্রুতে মুনিবরোত্তম।
কিং ফলং কিঞ্চ দেয়ং বৈ তদ্ ব্রূহি ত্বং মমাগ্রতঃ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হরিবংশে পুরাণে তু শ্রুতে চ ভরতোত্তম
কায়িকং বাচিকং চৈব মনসা সমুপার্জ্জিতম্ ॥ ২
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা
অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ ॥ ৩
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা হরিবংশসমুদ্ভবম্ ॥ ৪
শৃণ্বন্তি শ্রদ্ধয়া যুক্তা বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়ুঃ।
জম্বূদ্বীপং সমাশ্রিত্য শ্রোতারো দুর্লভাঃ কলৌ ॥ ৫
ভবিষ্যন্তি নরা রাজন্ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
স্ত্রীভিশ্চ পুত্রকামাভিঃ শ্রোতব্যং বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ৬
দক্ষিণা যত্র দেয়া বৈ নিষ্কত্রয়সুবর্ণকম্।
বাচকায় যথাশক্ত্যা যথোক্তং ফলমিচ্ছতা ॥ ৭
স্বর্ণশৃঙ্গীঞ্চ কপিলাং সবৎসাং বস্ত্রসংবৃতাম্
বাচকায় প্রদদ্যাদ্ বৈ আত্মনঃ শ্রেয়কাঙ্ক্ষয়া ॥ ৮
অলঙ্কারং প্রদদ্যাচ্চ পাণ্যোর্বৈ ভরতর্ষভ।
কর্ণস্যাভরণং দদ্যাদ্ যানঞ্চ সবিশেষতঃ ॥ ৯
ভূমিদানং সমাদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় নরাধিপ।
ভূমিদানসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১০
শৃণোতি শ্রাবয়েদ্ বাপি হরিবংশং তু যো নরঃ।
সর্ব্বথা পাপনির্ম্মুক্তো বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১
পিতৄন্ উদ্ধরতে সর্ব্বানেকাদশসমুদ্ভবান্
আত্মানং সসুতং চৈব স্ত্রিয়ঞ্চ ভরতর্ষভ ॥ ১২

---

## পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ হরিবংশ শ্রবণের দক্ষিণা, ফল ও মাহাত্ম্যের বর্ণন। ]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনিবরোত্তম! এখন আপনি আমার সম্মুখে এই কথা বলুন যে, হরিবংশ শ্রবণ করিলে পর কি ফল হয়? এবং সেই সময় কি দান করা উচিত? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতোত্তম! হরিবংশপুরাণ শ্রবণ করিলে পর দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা উপার্জিত সমস্ত পাপ সেইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর অন্ধকার নষ্ট হইয়া থাকে। ২}

অষ্টাদশ পুরাণসমূহের শ্রবণে যে ফললাভ হয়, বিষ্ণুভক্ত মানুষ সেই ফল কেবল হরিবংশ শ্রবণ করিয়াই প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩}

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে হরিবংশোক্ত শ্লোকের অর্দ্ধভাগ (দুই পাদ) বা শ্লোকের এক পাদও (চার পাদে এক শ্লোক হয়) শ্রবণ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর ধামে গমন করিয়া থাকেন। ৪}

রাজন্! কলিযুগে জম্বূদ্বীপকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত মনুষ্যগণের মধ্যে এই হরিবংশের শ্রোতা দুর্লভ হইয়া যাইবে, এই সত্য কথা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। পুত্রলাভ করিতে অভিলাষিণী স্ত্রীগণের অবশ্যই ভগবান্ বিষ্ণুর সুযশপূর্ণ এই হরিবংশপুরাণ শ্রবণ করা উচিত। ৫-৬

যিনি শাস্ত্রোক্ত ফললাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই শ্রোতার কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি নিজের শক্তি অনুসারে বাচককে হরিবংশ শ্রবণের দক্ষিণারূপে তিন নিষ্ক (ষোল মাস ওজনে এক নিষ্ক হয়।) সুবর্ণ প্রদান করিলেন। ৭

নিজের কল্যাণ লাভের বাসনায় শ্রোতা বাচককে বস্ত্র ও বৎসসহ স্বর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত (গাভীর দুই শৃঙ্গে স্বর্ণমোড়া) একটি কপিলা গাভী দান করিবেন। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি দুই হস্তের জন্য অলঙ্কারও (বলয়; অঙ্গুরী প্রভৃতি) এবং কর্ণদ্বয়ের আভরণও (কুণ্ডলাদিও) দান করিবেন। বিশেষতঃ শিবিকাদি যান অবশ্যই প্রদান করিবেন। ৯

নরনাথ! ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভূমিদানও করা উচিত; কারণ, ভূমিদানের সমান অন্য কোনও দান নাই এবং হইবেও না। ১০

যে মানুষ হরিবংশ শ্রবণ করেন কিংবা শ্রবণ করান, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপমুক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ধামে গমন করেন। ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি নিজের একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সমস্ত পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করেন এবং সেই সঙ্গে নিজেকে, নিজের পুত্র-কন্যাদিগকে ও স্ত্রীকেও উদ্ধার করেন। ১২

দশাংশশ্চাত্র হোমো বৈ কার্যাঃ শ্রোত্রা নরাধিপ
ইদং ময়া তবাগ্রে চ সর্ব্বং প্রোক্তং নরর্ষভ ॥ ১৩
যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি অধনো ধনমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪
নরমেধাশ্বমেধাভ্যাং যৎ ফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
তৎ ফলং লভতে নূনং পুরাণশ্রবণাদ্ধরেঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মহা ভ্রূণহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ
সকৃৎ পুরাণশ্রবণাৎ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ১৬
ইদং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতং মহ-
চ্ছ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যমপারমদ্ভুতম্।
শৃণ্বন্ পঠন্বাপ্ত সমাপ্নুয়াৎ ফলং
যচ্চাপি লোকেষু সুদুর্লভং মহৎ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি শ্রবণফলকথনে পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫

হরিবংশঃ সম্পূর্ণঃ ॥

নরনাথ! নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এই হরিবংশ-শ্রবণের পর শ্রোতার ইহার শ্লোক সংখ্যার দশাংশ হোম করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার সম্মুখে সব কিছুই বর্ণন করিলাম ॥ ১৩

যাঁহার স্মরণমাত্রেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, পুত্রহীন পুত্র লাভ করে এবং নির্ধন ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪

নরমেধ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা মনুষ্যগণ যে ফল লাভ করে, সেই ফলই শ্রীহরির এই হরিবংশ-পুরাণশ্রবণে অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫

ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গোহত্যা, সুরাপান ও গুরুপত্নী গমন —এই সব মহাপাতকযুক্ত মানুষও পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে একবার শ্রবণ করিলেই পবিত্র হইয়া যাইবেন। এবিষয়ে কোনরূপ অন্যথা হইবে না (অথবা এবিষয়ে অন্যথা বিচার করা উচিত নয়) ॥ ১৬

এই আমি তোমাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপার, অদ্ভুত ও মহৎ (সর্ব্বোত্তম) মাহাত্ম্য বলিলাম। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে ও পাঠ করে, সেই ব্যক্তি ইহলোকে যে পরম দুর্লভ এবং মহৎ ফল আছে, তাহাও সত্বরই লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭

ব্যাসদেববিরচিত এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত সংহিতার অন্তর্গত শ্রীমহাভারতে খিলভাগ হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রবণফলকথন-বিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ভবিষ্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিত
হরিবংশের ভবিষ্যপর্ব্ব সমাপ্ত।
হরিবংশ সম্পূর্ণ।

# শ্রীহরিবংশমাহাত্ম্যম্।

## প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[ হরিবংশ-শ্রবণস্য মাহাত্ম্যম্, নার্য্যাঃ পঞ্চ-দোষকথনম্, হরিবংশ-শ্রবণেন তেষাং সর্ব্বেষামেব নিবৃত্তিঃ, পাঠকানা-মুত্তম-মধ্যমাদিভেদবর্ণনম্, গোব্রতস্য বিধিকথনঞ্চ। ]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ১
জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ॥ ২
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪

জনমেজয় উবাচ।

ত্বয়া মে ভগবান্ প্রোক্তো ভারতশ্রবণে বিধিঃ
শ্রবণে হরিবংশস্য বিশেষাদ্ বদ মে বিধিম্ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং হরিবংশং জগুর্বপুঃ
শব্দব্রহ্মময়ং বিদ্ধি হরিবংশং সনাতনম্ ॥ ৬
শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
হরিবংশপুরাণে তু শ্রুতে বৈ রাজসত্তম ॥ ৭
কায়িকং বাচিকং পাপং মনসা সমুপার্জ্জিতম্।
তৎ সর্বং নাশমায়াতি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥ ৮
অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাদ্ যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯
স্ত্রিয়শ্চ পুরুষাশ্চৈব বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়ুঃ।
জম্বুদ্বীপং সমাশ্রিত্য শ্রোতারো দুর্লভাঃ কলৌ ॥ ১০
ভবিষ্যন্তি নরা রাজন্ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
স্ত্রীভিশ্চ পুত্রকামাভিঃ শ্রোতব্যং বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ১১

---

## শ্রীপদ্মপুরাণপ্রোক্ত হরিবংশমাহাত্ম্য।

### প্রথম অধ্যায়।

[ হরিবংশ-শ্রবণের মাহাত্ম্য, নারীর পঞ্চ দোষ কথন ও হরিবংশ-শ্রবণে সেই সবের নিবৃত্তি, পাঠকের উত্তম-মধ্যমাদি-ভেদবর্ণন এবং গোব্রতের বিধি। ]

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার লীলা-সহায়িকা) দেবী দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসমূহের সঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্র (পুরাণাদি) পাঠ করিতে হয়। ১

সত্যবতীর হৃদয়কে আনন্দিতকারী পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের জয় হউক, যাঁহার মুখারবিন্দনিঃসৃত বাঙ্ময় অমৃত সারা জগৎ পান করিতেছে। ২

আমি অজ্ঞানরূপী তিমিররোগে অন্ধ (জ্ঞানদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত) হইয়া গিয়াছিলাম, এই অবস্থায় যিনি জ্ঞানরূপী অঞ্জনের শলাকার দ্বারা আমার বুদ্ধিরূপী চক্ষুকে উন্মীলিত করিয়া (খুলিয়া) দিয়াছেন—উহাতে জ্ঞানের প্রকাশ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। ৩

যাঁহার দ্বারা অখণ্ড মণ্ডলাকার এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত আছে, সেই পরমাত্মার পদকে (স্বরূপকে) যিনি সাক্ষাৎকার করাইয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। ৪

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে মহাভারত শ্রবণের বিধি বলিয়াছেন। হরিবংশ—শ্রবণের যে বিধি, এখন আপনি আমাকে তাহাই বিশেষভাবে বলুন। ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ঋষি-মুনিগণ হরিবংশকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরব বপু (স্বরূপ) বলিয়াছেন। তুমি ইহা জানিও যে, হরিবংশ সনাতন শব্দব্রহ্মময়। এই শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত (পরিশীলিত বুদ্ধিসম্পন্ন) পুরুষ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৬½

নৃপশ্রেষ্ঠ! হরিবংশ পুরাণ শ্রবণ করিলে পর দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা সঞ্চিত সমস্ত পাপ সেইরূপে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ সূর্যদেব উদিত হইলে পর অন্ধকার নষ্ট হয়। ৭-৮

অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফল বিষ্ণুভক্ত মানুষ কেবল হরিবংশ শ্রবণ করিলেই লাভ করেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯

স্ত্রী ও পুরুষগণ ইহা শ্রবণ করিলে ভগবান্ বিষ্ণুর ধামে গমন করে। রাজন্! কলিযুগে জম্বুদ্বীপ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত লোকসকলের মধ্যে ইহার শ্রোতা দুর্লভ হইয়া যাইবে, এই কথা আমি তোমাকে সত্য সত্য করিয়া বলিতেছি। ১০½

লাভ করিতে অভিলাষিণী স্ত্রীগণের ভগবান্ বিষ্ণুর এই যশ

বালঘাতী চ পুরুষো মৃতবৎসঃ প্রজায়তে।
শ্রবণং হরিবংশস্য কর্তব্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ১২
গুরুচন্দ্রাগ্নিসূর্য্যাণাং সম্মুখে মেহতে চ যঃ।
বীজমুৎসৃজ্যতে তেন ত্যক্তরেতা নরো ভবেৎ ॥ ১৩
যোষিৎপুষ্পফলানাঞ্চ বালানাং ঘাতিনী তথা।
ফলানাং কর্তনকরী মাতাপিতৃবিয়োগিনী ॥ ১৪
স্রাবিণী পরগর্ভাণাং তৎ তৎ প্রায়োপজোষিণী।
ঈদৃগ্বিধা ভবিষ্যন্তি পঞ্চদোষযুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫
অপুষ্পা মৃতবৎসাশ্চ কাকবন্ধ্যাস্তথৈব চ।
কন্যাপ্রজাস্তঞ্চ তথা স্রাবযুক্তাঃ স্বপাতকৈঃ ॥ ১৬
তাসাং দোষাপহারার্থং হরিবংশোঽভিগর্জতি।
মদীয়শ্রবণাৎ সদ্যো দোষা নশ্যন্তি সত্বরম্ ॥ ১৭
নরঃ সুবর্ণং সপিশ্চ পদদানৈঃ সমন্বিতম্
দশাবৃত্তীঃ শৃণোত্যেবং বীজসাফল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮

শ্রবণ করা উচিত। বালকহত্যাকারী পুরুষের পুত্র হয় আর মরিয়া যায়। তাহার পক্ষে এই হরিবংশ বিধি অনুসারে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ১১-১২

যে গুরু, চন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করে অথবা বীর্য্য ত্যাগ করে, সেই মানুষ পরজন্মে বীর্য্যহীন (নপুংসক) হইয়া যায়। ১৩

যে স্ত্রী পুষ্প ও ফলসমূহ নষ্ট করে, বালকগণকে হত্যা করে, যে ফলসমূহ কাটিয়া থাকে এবং বালকদিগকে মাতা-পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করে, যে অন্য স্ত্রীর গর্ভস্রাব করায় এবং প্রায়শঃ এই সব স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক করে, এইরূপ সমস্ত স্ত্রীগণ নিজেদের পাপের জন্য পাঁচ প্রকার দোষে যুক্ত হয়—১। অপুষ্পা (রজোদর্শন-রহিত), ২। মৃতবৎসা (যাহার পুত্র হইয়া মরিয়া যায়), কাকবন্ধ্যা (যাহার মাত্র একটি সন্তান হইয়া জীবিত থাকে, অন্য সন্তান হয় না), ৪। কন্যপ্রজা (কেবল কন্যারই জন্মদান করে) এবং ৫। স্রাবযুক্তা (যাহার গর্ভই স্রাব হইয়া যায়)। ১৪-১৬

সেই সব স্ত্রীগণের দোষসমূহের নিবারণের জন্য হরিবংশ গর্জন করিতে থাকেন। তিনি বলেন—আমার শ্রবণে সমস্ত দোষ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ১৭

যে মানুষ সুবর্ণদান, ঘৃতদান ও পদদানের সহিত হরিবংশ দশ বার শ্রবণ করে, তাহার বীর্য্য সফল হয়। ১৮

অপুষ্পা—রজোদর্শনহীনা নারীর পক্ষে হরিবংশ দশ বার শুনিবার বিধান আছে। যাহার পুত্র হইয়া মরিয়া যায়, তাহার

দশাবৃত্তীরপুষ্পার্থং মৃতবৎসা তু সপ্ত বৈ
পঞ্চাবৃত্তীঃ স্রবদ্গর্ভা কাকবন্ধ্যা ত্রয়ং তথা ॥ ১৯
কন্যাপ্রসূশ্চৈকাবৃত্তিং শ্রুত্বা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ।
জীবিতাবধিকং শ্রাব্যং সর্বদোষোপশান্তয়ে ॥ ২০
ভবিষ্যং জন্ম সম্প্রাপ্য ন ভবেৎ তাদৃশী পুনঃ।
উত্তমং সার্থপাঠঞ্চ মধ্যমঞ্চ নিরর্থকম্ ॥ ২১
বিনার্থং শুদ্ধপাঠশ্চেচ্চত্তমেন সমো ভবেৎ।
নবাহমুত্তমং প্রোক্তমেকবিংশাহং মধ্যমম্ ॥ ২২
নিকৃষ্টমেকত্রিংশাহং সুখসাধ্যং সমাচরেৎ।
বহুভির্দিবসৈ রাজন্ সাধ্যানাং সাধনং কলৌ ॥ ২৩
তেন পারায়ণং সাধ্যং প্রোক্তং নারায়ণাত্মনা।
নবাহো গর্জতি কলৌ চৈকবিংশাহিকস্তথা ॥ ২৪
একত্রিংশাহিকো যজ্ঞো বন্ধ্যাদোষবিনাশকঃ।
গোত্রতং তু স্ত্রিয়া কার্য্যং পারণং পুরুষেণ চ ॥ ২৫

সাত বার হরিবংশ শুনিতে হয়। যাহার গর্ভ স্রাব হইয়া যায়, সে পাঁচ বার এবং যে কাকবন্ধ্যা (একটি মাত্র সন্তানের জননী), সে তিন বার হরিবংশের কথা শ্রবণ করিবে। ১৯

কেবল কন্যারই জন্মদানকারিণী স্ত্রী একবার হরিবংশ শ্রবণ করিয়া পুত্র লাভ করিতে পারিবে। সমস্ত দোষসমূহের শান্তির জন্য সারা জীবন হরিবংশ শ্রবণ করিবে, যাহাতে ভাবী জন্মে পুনরায় এই সব দোষে যুক্ত হইতে না হয়। ২০½

হরিবংশের পাঠ উত্তম ও মধ্যম ভেদে দুই প্রকার। যদি অর্থের সহিত ইহার পাঠ বা শ্রবণ করা হয়, তবে তাহা উত্তম যদি অর্থের সহিত পাঠ বা শ্রবণ করা না হয়, তাহা হইলে উহা মধ্যম বলিয়া জানিবে। ২১

অর্থ বিনাই যদি শুদ্ধ পাঠ করা হয়, তবে তাহা উত্তমেরই সমান হইয়া থাকে। (আবার দিনের সংখ্যা ভেদে ইহার পাঠের উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকার ভেদ আছে।) যথা—নয় দিনে ইহার পাঠ শেষ করা যায়, তবে তাহা উত্তম বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ একুশ দিনের পাঠ মধ্যম এবং একত্রিশ দিনের পাঠ নিকৃষ্ট (অধম) বলিয়া গণ্য করা হয়। যাহাতে সহজ সাধ্য হয়, সেই সেইভাবে পাঠ করিবে। ২২½

রাজন্! কলিযুগে বহু দিনের প্রযত্নে সাধ্য ফলসমূহের সিদ্ধি হয়, সেই হেতু নারায়ণস্বরূপ ব্যাসদেব হরিবংশের এই পরায়ণ সাধ্যরূপ বলিয়াছেন। ২৩½

কলিযুগে নবাহ্ন-পারায়ণ এবং বিংশাহপারায়ণ শ্রোতার

শ্রবণারম্ভণে রাজন্ যথাবৎ কথয়ামি তে
অবসায়ান্তপর্যন্তং কার্যং মাসব্রতং শুভম্ ॥ ২৬
চতুর্থ্যাং প্রাতরুত্থায় স্ত্রিয়া দৃষ্টেন চেতসা।
গোব্রতং নিয়তং কার্যং নিরাহারং নিরূদকম্ ॥ ২৭
সূর্যাস্তকালপর্যন্তং যাবদ্গ্রামাগমো ভবেৎ।
আগতাঞ্চ সবৎসাং হি পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২৮

যবসং পুষ্কলং দত্ত্বা যবান্নং কুরুতে স্বয়ম্।
এবং মাসে চতুর্থ্যাং সা শুক্লায়াং ব্রতমাচরেৎ ॥ ২৯
স্ত্রীব্রতং কথিতং রাজন্ পুরুষস্য তথৈব চ।
এবং মাসব্রতং কৃত্বা সুপুত্রং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৩০
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিবিধিকথনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়: ॥ ১

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য গর্জন করিতেছে। একত্রিশ দিনে পূর্ণকারক হরিবংশপরায়ণ—বন্ধ্যা নারীর বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশ করে। ২৪½

রাজন্! যদি হরিবংশ-কথাশ্রবণ আরম্ভ করা স্থির হয়। তাহা হইলে স্ত্রীর ও পুরুষের প্রথমে গো-ব্রত পালন করিতে হইবে, তারপর ব্রতের শেষে তাহার পারণও করিতে হইবে। ইহার বিধি আমি তোমাকে যথাযথ ভাবে বলিতেছি। ২৫½

ইহার আরম্ভ করিয়া অন্ততঃপক্ষে এক মাস পর্যান্ত এই শুভ ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীর করণীয় হইল যে, সে মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া চতুর্থী তিথির প্রাতঃকালে উঠিয়া নিয়মপূর্ব্বক গোব্রত আরম্ভ করিবে। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যতক্ষণ না গাভী চরিবার জন্য গিয়া ফিরিয়া আসিবে, ততক্ষণ অন্ন ও জল গ্রহণ করিবে না। ২৬-২৭;

যখন গাভী ঘরে আসিবে, তখন বৎসসহ তাহাকে বিধি অনুসারে পূজা করত প্রচুর পরিমাণে ঘাস-ভূষি প্রদান করিয়া স্বয়ংও যবান্ন গ্রহণ করিবে। ২৮

এইভাবে কোনও মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে স্ত্রী এই ব্রত আরম্ভ করিবে এবং এক মাস আচরণ করিবে। এইভাবে স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে এই ব্রত কথিত হইয়াছে। ইহার এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত আচরণ করিয়া মনুষ্য নিশ্চয়ই উত্তম পুত্র লাভ করিয়া থাকে। ২৯-৩০

শ্রীপদ্মপুরাণান্তর্গত হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদির বিধিকথননামক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বিতীয়োঽধ্যায়:।

[ হরিবংশ-শ্রবণস্য বিধে: ফলস্য চ বর্ণনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি নবাহশ্রবণে বিধিম্।
সহায়ৈর্বহুভিশ্চৈব প্রায়: সাধ্যো বিধিস্ত্বয়ম্ ॥ ১
দৈবজ্ঞং তু সমাহূয় মুহূর্তং পৃচ্ছ্য যত্নত:।
বিবাহে যাদৃশং বিত্তং তাদৃশং পরিকল্প্য চ ॥ ২

নভস্যশ্চাশ্বিনোর্জৌ চ মার্গশীর্ষ: শুচির্নভ:
এতে মাসা: কথারম্ভে শ্রোতৃণাং কামসূচকা: ॥৩
সহায়াশ্চ ত এবাত্র কর্তব্যা: সোদ্যমাশ্চ যে
দেশে দেশে তথা সেয়ং বার্তা প্রেষ্যা প্রযত্নত: ॥ ৪
ভবিষ্যতি কথা চাত্র আগন্তব্যং কুটুম্বিভি:।
দেশে দেশে বিরক্তা যে বৈষ্ণবা: কীর্তনোৎসুকা: ॥৫

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ হরিবংশ-শ্রবণের বিধি ও ফলকথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এখন আমি তোমাকে হরিবংশের নবাহ্ন-শ্রবণের বিধি বলিব। এই বিধি প্রায় বহু সহায়কগণের সহায়তায় সাধ্য হইয়া থাকে। ১

প্রথমে যত্নপূর্ব্বক কোন দৈবজ্ঞকে (জ্যোতির্বিদ্ পুরুষকে) আহ্বান করিয়া আনিয়া মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিবে এবং বিবাহের জন্য যত ধন ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়, তত ধনই ব্যয়ের ব্যবস্থা ইহার জন্যও করিতে হইবে। ২

ভাদ্রপদ (ভাদ্রমাস), আশ্বিন, কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ মাস) ও শ্রাবণ – এই ছয় মাস কথা আরম্ভবিষয়ে শ্রোতাগণের পক্ষে অভীষ্ট সিদ্ধির সূচক অর্থাৎ এই ছয় মাস হরিবংশের কথা আরম্ভে প্রশস্ত। ৩

এই কার্য্যে সেই সব ব্যক্তিগণকে সহায়করূপে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহারা এ বিষয়ে সতত উদ্যোগী। তারপর যত্ন-সহকারে দেশ-দেশান্তরে (বিভিন্ন স্থানে) এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিবে যে, এ স্থানে অমুক দিন হইতে হরিবংশের কথা আরম্ভ হইবে, অতএব আপনারা সকলে সপরিবারে উপস্থিত হইবেন। ৪½

দেশে বিভিন্ন স্থানে হরিকীর্ত্তনে উৎসুক ও বিরক্ত (বিষয়-বিরাগী) যে সব বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের নিকট অবশ্যই নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিতে হইবে। সেই পত্র লিখিবার বিধি

তেষ্বেব পত্রং প্রেষ্যঞ্চ তল্লেখনমিতীরিতম্
সতাং সমাজো ভবিতা নবরাত্রং সুদুর্লভঃ ॥ ৬
আগন্তুকানাং সর্বেষাং বাসস্থানানি কল্পয়েৎ ।
তীর্থে বাপি বনে বাপি গৃহে বা শ্রবণং স্মৃতম্ ॥ ৭
বিশালা বসুধা যত্র কর্তব্যং তৎ কথাস্থলম্ ।
শোধনং মার্জনং ভূমের্লেপনং ধাতুমণ্ডনম্ ॥ ৮
গৃহোপস্করমুদ্ধৃত্য গৃহকোণে নিবেশয়েৎ ।
কর্তব্যো মণ্ডপঃ প্রোচ্চৈঃ কদলীস্তম্ভমণ্ডিতঃ ॥ ৯
ফলপুষ্পদলৈর্বিষ্বগ্বিতানেন বিরাজিতঃ ।
চতুর্দিক্ষু ধ্বজারোপস্তোরণেন বিরাজিতঃ ॥ ১০
ঊর্ধ্বং সপ্তৈব লোকাশ্চ সপ্তাধঃ পরিকল্পয়েৎ ।
তেষু বিপ্রা বিরক্তাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রবোধ্য বৈ ॥ ১১
পূর্বং তেষামাসনানি কর্তব্যানি যথোত্তরম্ ।
বক্তুশ্চাপি তথা দিব্যমাসনং পরিকল্পয়েৎ ॥ ১২
উদঙ্মুখো ভবেদ্ বক্তা শ্রোতা বৈ প্রাঙ্মুখস্তথা
প্রাঙ্মুখোঽথ ভবেদ্ বক্তা শ্রোতা চোদঙ্মুখস্তথা ॥ ১৩
বিরক্তো বৈষ্ণবো বিপ্রো বেদশাস্ত্রবিশারদঃ ।
দৃষ্টান্তকুশলো ধীরো বক্তা কার্যো দয়ান্বিতঃ ॥ ১৪
বেদবেদান্তত্ত্বজ্ঞৈর্গুরুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
নৃণাং কৃতোপদেশানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্হি জায়তে ॥ ১৫
অথান্যজনসামান্যৈর্গুরুভির্নীতিকোবিদৈঃ ।
নৃণাং কৃতোপদেশানাং সিদ্ধির্ভবতি কীদৃশী ॥ ১৬
অনেকধর্মবিভ্রান্তাঃ স্ত্রৈণাঃ পাষণ্ডবাদিনঃ ।
ধর্মশাস্ত্রকথোচ্চারে ত্যাজ্যাস্তে যদি পণ্ডিতাঃ ॥ ১৭
বক্তুঃ পার্শ্বে সহায়ার্থমন্যঃ স্থাপ্যস্তথাবিধঃ
পণ্ডিতঃ সংশয়চ্ছেত্তা লোকবোধনতৎপরঃ ॥ ১৮

এইরূপ কথিত আছে—মহানুভবগণ ! এস্থানে অমুক দিন হইতে নয় দিন পর্যন্ত সৎপুরুষগণের সমাগম (সৎসঙ্গের সুবর্ণ সুযোগ) হইবে, যাহা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত দুর্লভ ( অতএব আপনারা হরিবংশ কথামৃত পান করিবার জন্য অবশ্যই উপস্থিত হইয়া আমাদের কৃপা করুন ) । ৫-৬

যে সব ব্যক্তি আসিবেন, তাঁহাদের সকলের বাসের জন্য নানা বাসস্থান নির্মাণ করিবে। কথার শ্রবণ কোনও তীর্থে, বনে অথবা নিজের গৃহেও উত্তম বলিয়া কথিত আছে । ৭

যেস্থান বিশাল, সেস্থানেই কথা-স্থল স্থির করা কর্তব্য। সেস্থানের ভূমিকে শোধন, মার্জন ও গোময় লেপন করিয়া নানাবর্ণের ধাতুসমূহে উহাকে অলঙ্কৃত করিবে । ৮

গৃহের সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া লইয়া গৃহের এক কোণে রাখিয়া দিবে। কথার জন্য এক উচ্চ মণ্ডপ নির্মাণ করিবে এবং তাহাকে কদলীস্তম্ভ দিয়া সুসজ্জিত করিবে । ৯

ইহার চারিদিক্ ফল, পল্লব ও বিতানের ( চাঁদোয়ার ) দ্বারা সাজাইবে। চারিদিকে ধ্বজারোপণ করিবে এবং এই মণ্ডপের একটি তোরণদ্বার নির্মাণ করিয়া উহার দ্বারা মণ্ডপের শোভাবর্দ্ধন করিবে । ১০

এই মণ্ডপে কিছু উচ্চস্থানে সাতটি লোক ( বসিবার স্থান ) প্রস্তুত করিবে এবং সেই সব লোকে বিরক্ত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া ও তাঁহাদের বুঝাইয়া উপবেশন করাইবে। এইরূপ তাহার নিম্নভাগেও সাতটি লোক কল্পনা করিবে ( এবং সেই সব স্থানে সাধারণ জনতাকে বসাইবে ) । ১১

প্রথমে সেই বিরক্ত ব্রাহ্মণগণের জন্য উত্তম উত্তম আসন-সমূহ স্থাপিত করিবে। বক্তার জন্যও দিব্য আসনের ব্যবস্থা করিবে । ১২

যদি বক্তার মুখ উত্তর দিকে হয়, তবে শ্রোতা পূর্বমুখ হইয়া বসিবে। আর যদি বক্তার মুখ পূর্বদিকে হয়, তাহা হইলে শ্রোতা উত্তর মুখে বসিবে । ১৩

যে ব্রাহ্মণ বিরক্ত, বিষ্ণুভক্ত, বেদশাস্ত্রপারদর্শী, নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া গ্রন্থের ভাব হৃদয়ঙ্গম করাইতে নিপুণ, ধীর ও দয়ালু, তাঁহাকেই বক্তারূপে বরণ করিতে হয় । ১৪

কারণ, যে সব মানুষ বেদ-বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞ ও ব্রহ্মবাদী গুরুগণের দ্বারা প্রদত্ত উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি সুলভ হয় । ১৫

যে গুরুগণ অন্য সাধারণ মনুষ্যদিগেরই সমান নীতিকুশল, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের কিরূপ সিদ্ধিলাভ হইবে ? ১৬

যাহারা নানা ধর্মের মত মতান্তরে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রীলম্পট এবং পাষণ্ডগণের ন্যায় কথা বলে, এরূপ মনুষ্যগণ যদি পণ্ডিতও হয়, তবে তাহাদিগকে ধর্মশাস্ত্রের কথা বলিবার জন্য বক্তারূপে বরণ না করিয়া বরং বর্জন করিবে । ১৭

বৃত বক্তার পার্শ্বে তাঁহার সহায়তার জন্য তাঁহার ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য আর এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে স্থাপিত করিবে, যিনি সংশয় নিবারণ করিতে সমর্থ এবং লোকসকলকে বুঝাইতে যাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে । ১৮

বক্ত্রা ক্ষৌরং প্রকর্তব্যং দিনাদর্বাগ্ ব্রতাপ্তয়ে
বক্তুঃ শ্রোতুশ্চন্দ্রশুদ্ধৌ দম্পত্যোঃ শুভতারকে ॥ ১৯
অরুণোদয়ে বিনির্বর্ত্য শৌচং স্নানং সমাচরেৎ।
নিত্যং সংক্ষেপতঃ কৃত্বা সন্ধ্যান্তং প্রয়তশুভঃ ॥ ২০
সুক্ষালিতপাণিপাদঃ স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।
গোময়োপলিপ্তদেশো সর্বতোভদ্রকল্পনম্ ॥ ২১
স্বীয়শক্ত্যানুসারেণ পূজনং সর্বমাচরেৎ।
কথাবিঘ্নবিনাশায় গণনাথং প্রপূজয়েৎ ॥ ২২
সলক্ষ্মীপুত্রসহিতং গোপালং স্থাপয়েৎ ততঃ।
নির্বিঘ্নেনৈব সিদ্ধার্থং দেবপূজনপূর্বকম্ ॥ ২৩

অদ্যেহেত্যাদিদেশকালৌ স্মৃত্বা অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকশর্মণঃ সপত্নীকস্য মম জন্মনি জন্মনি সঞ্চিতমহাপাতকপটলনাশপূর্বকং তেন পাপসঞ্চয়েন কৃতসন্তানবাধকতাবিনাশপূর্বকমিহ জন্মনি সন্তানোৎপত্তিহেতবে তস্য সন্তানস্য শরদাং শতমায়ুষো বৃদ্ধ্যর্থমাত্মনশ্চ সকলসুখাপ্তিহেতবে ইহ শরীরশুদ্ধ্যর্থং পরত্র চেন্দ্রাদিলোকাতিক্রমণপূর্বকশ্রীমদ্বিষ্ণুভক্ত্যুদ্রেকজনিতকল্পাবধিতল্লোকগমনতত্র বাসপূর্বকতৎস্বরূপাবাপ্তিহেতবে আবাং দম্পতী শ্রীমদ্ধরিবংশপুরাণশ্রবণং কর্তৃকতয়া করিষ্যাবহে। অন্যতরকর্তৃত্বে করিষ্যে ইত্যেব সংকল্পঃ (১)

ইতি কৃত্বা তু সঙ্কল্পং বক্তারং বৃণুয়াত্ততঃ (১)
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২৪
সুবর্ণমুদ্রিকাং গৃহ্য কুণ্ডলে চ বিশেষতঃ
ধৌতবস্ত্রং সোত্তরীয়ং চোষ্ণীষেণ সমন্বিতম্ ॥ ২৫
সুবর্ণষোড়শপলং পুষ্পতাম্বূলসংযুতম্।
পূগীফলং চাক্ষতান্ বৈ গৃহীত্বা শুদ্ধমানসঃ ॥ ২৬

সঙ্কল্পঃ—অদ্যেহেত্যাদি অমুকগোত্রমমুকশর্মাণং ব্রাহ্মণমেভিশ্চন্দনতাম্বূলসুবর্ণবস্ত্রৈর্ভির্হরিবংশশ্রবণে বাচকত্বেনাবাং দম্পতী ত্বাং বৃণীবহে (১)

বৃতোঽস্মীতি তেনোক্তে (৩)

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি ইত্যুক্ত্বা বক্তুর্দক্ষিণকরমূলে রক্ষাবন্ধনং কার্য্যম্ ব্রাহ্মণেন শ্রোতৄণাং রক্ষাবন্ধনং কার্য্যম্। (৪)

---

বক্তার উচিত হইল—তিনি কথা আরম্ভের একদিন পূর্ব্বে ক্ষৌর কর্ম্ম করিবেন, যাহাতে ব্রত পূর্ণভাবে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যখন বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই চন্দ্র শুদ্ধি থাকিবে এবং শ্রবণকারী দম্পতির (স্বামী-স্ত্রীর) গ্রহ ও তারা অনুকূল হইবে, তখনই কথা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ১৯

শ্রোতা অরুণোদয়কালে শৌচাদি (মল-মূত্রত্যাগ ও মুখ-প্রক্ষালনাদি) কর্ম্ম সারিয়া স্নান করিবে। প্রতিদিন মনকে সংযত রাখিয়া সংক্ষেপে নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করত হস্ত-পদ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করাইবে। তারপর গোময়ের দ্বারা লিপ্ত স্থানে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করত নিজের শক্তি অনুসারে সমস্ত পূজার কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ২০-২২

তাহার পর লক্ষ্মী (রুক্মিণী) এবং পুত্র (প্রদ্যুম্নাদি) সহ গোপাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিবে। নির্বিঘ্নে কথার সিদ্ধির জন্যই দেবপূজনপূর্ব্বক পত্নী ও পুত্রসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। ২৩

ইহার পর নিম্নলিখিত ভাবে সঙ্কল্প করিবে—আজ এইস্থানে ইত্যাদিরূপে বর্ত্তমান দেশ-কাল স্মরণ করত যজমান এই কথা বলিবে—অমুক গোত্র, অমুক প্রবর, অমুকনাম ও জাতিবিশিষ্ট সপত্নীক যজমান আমার জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত মহাপাতকসমূহ নাশপূর্ব্বক সেই পাপসঞ্চয়ের ফলে উৎপন্ন সন্তান বাধা নিবারণ করত এই জন্মে সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্যে এবং সেই সন্তানের আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া এক শত বৎসর হউক—এই অভিলাষে এবং নিজেরও সমস্ত সুখপ্রাপ্তি হউক—এই কামনায় ইহলোকে শরীরের শুদ্ধির জন্য ও পরলোকে ইন্দ্রাদি লোকসমূহ অতিক্রম করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তির উদ্রেকে সুলভ বিষ্ণুলোকে গমন এবং সেস্থানে এক কল্প পর্য্যন্ত নিবাস পূর্ব্বক তাঁহার—ভগবৎ-স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য আমরা দুই দম্পতী যজ্ঞকর্ত্তারূপে হরিবংশ পুরাণ শ্রবণ করিব। যদি পতি ও পত্নীর মধ্যে একজনই কথা-শ্রবণের কর্ত্তা হয়, তবে একবচন 'করিষ্যে' বলিয়াই সঙ্কল্প করিতে হইবে। (১)

এইরূপ সঙ্কল্প করিবার পর বেদশাস্ত্রাধ্যয়নকারী বক্তাকে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া তাঁহাকে বরণ করিবে। ২৪

স্বর্ণের অঙ্গুরী, বিশেষতঃ দুইটি সুবর্ণময় কুণ্ডল, ধৌত বস্ত্র (ধুতি), চাদর, উষ্ণীষ (পাগড়ী), ষোল পল সুবর্ণ, পুষ্প, পান, সুপারী এবং অক্ষত (আতপচাল) গ্রহণ করত শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিম্নলিখিতভাবে সঙ্কল্প করত বক্তাকে বরণ করিবে। ২৫-২৬

বরণের সঙ্কল্প—আজ এখানে ইত্যাদিরূপে বর্ত্তমান দেশ-কাল উল্লেখপূর্ব্বক যজমান বলিবে—আমরা দুই দম্পতী

চন্দনাদ্যুপচারৈস্তু বস্ত্রপুষ্পাক্ষতৈস্তথা।
হেমালঙ্করণৈঃ পূগৈঃ ফলৈশ্চর্তুসমুদ্ভবৈঃ ॥ ২৭
পুরাণপূজনং প্রোক্তং বিধিনা ষোড়শেন তু।
পূজয়িত্বা দ্বিজ শ্রেষ্ঠান্ শ্রবণং ফলদং স্মৃতম্ ॥ ২৮
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শ্রোতব্যং বিধিপূর্বকম্।
অথ ব্যাসং নমস্কুর্য্যুর্মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ২৯
নমস্তে ভগবন্ ব্যাস সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানমূর্তে সত্যবতীসুত ॥ ৩০
ইতি ব্যাসং নমস্কৃত্বা শুভদেশে কুশাসনে
উপবিশ্য প্রতিদিনমুল্লসৎপ্রীতমানসঃ ॥ ৩১
বালো যুবাথ বৃদ্ধো বা দরিদ্রো দুর্বলোঽপি বা।
পুরাণজ্ঞঃ সদা বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ সুকৃতার্থিভিঃ ॥ ৩২
নীচবুদ্ধিং ন কুর্বীত পুরাণজ্ঞে কদাচন।

অমুকগোত্র, অমুকদেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণকে চন্দন, তাম্বূল, সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি উপকরণসমূহের দ্বারা হরিবংশ শুনাইবার জন্য বাচক (ব্যাস)-রূপে বরণ করিলাম। (২ তারপর বাচক ব্রাহ্মণ 'আমি বৃত হইলাম' এই কথা বলিলে পর—(৩) যজমান 'ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্। দক্ষিণা শ্রদ্ধা-মাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।' অর্থাৎ সাধক ব্রতের দ্বারা দীক্ষা প্রাপ্ত হন, দীক্ষার দ্বারা দক্ষিণা ও দক্ষিণার দ্বারা শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন এবং সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সত্যকে লাভ করিয়া থাকেন।' এই মন্ত্রের দ্বারা বক্তার দক্ষিণ হস্তের মূলভাগে রক্ষা বন্ধন করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণের শ্রোতাদিগের হস্তে রক্ষা বন্ধন করা উচিত। (৪)

তারপর চন্দনাদি উপচারসমূহের দ্বারা এবং বস্ত্র, পুষ্প, অক্ষত, স্বর্ণময় অলঙ্কারসমূহ, সুপারী ও ঋতুকালে উৎপন্ন নানাবিধ ফলসমূহের দ্বারা ষোড়শোপচার বিধি অনুসারে হরিবংশ পুরাণের পূজা করা আবশ্যক কথিত হইয়াছে। ২৭½

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া হরিবংশ শ্রবণ করা অভীষ্ট ফলদায়ক বলিয়া উল্লিখিত আছে, সেইজন্য সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে বিধি অনুসারে ইহার (হরিবংশের) শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ২৮½

অনন্তর সমস্ত শ্রোতাগণ ব্যাসদেবকে নমস্কার করিবে। সেই সময় যজমান এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—সমস্ত শাস্ত্রসমূহের অর্থবিৎ, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ, সত্যবতীনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব। আপনাকে নমস্কার। ২৯-৩০

এইভাবে ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া সুন্দর পবিত্র স্থানে

যস্য বক্ত্রোদ্গতা বাণী কামধেনুঃ শরীরিণাম্ ॥ ৩৩
গুরবঃ সন্তি লোকস্য জন্মতো গুণতশ্চ যে।
তেষামপি চ সর্বেষাং পুরাণজ্ঞঃ পরো গুরুঃ ॥ ৩৪
ভবকোটিসহস্রেষু ভূত্বা ভূত্বা চ সীদতে।
যো দদাতি পুণ্যবৃত্তিং কোঽন্যস্তস্মাৎ পরো গুরুঃ ॥ ৩৫
পুরাণজ্ঞঃ শুচির্দান্তঃ শান্তোঽপি জিতমৎসরঃ।
সাধুঃ কারুণ্যবান্ বাগ্মী বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ৩৬
ব্যাসাসনসমারূঢ়ো যদা পৌরাণিকো দ্বিজঃ।
আ সমাপ্তেঃ প্রসঙ্গস্য নমস্কুর্য্যান্ন কস্যচিৎ ॥ ৩৭
যে ধূর্ত্তা যে চ দুর্বৃত্তা যে চান্যে বিজিগীষবঃ।
তেষাং কুটিলবৃত্তীনামগ্রে নৈব বদেৎ কথাম্ ॥ ৩৮
ন দুর্জ্জনসমাকীর্ণে ন শূদ্রশ্বাপদাবৃতে।
দেশে নাপ্তসদনে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ৩৯

কুশাসনে বসিয়া প্রতিদিন উল্লাসপূর্ণ প্রসন্নচিত্তে কথা শ্রবণ করিবে। ৩১

পুরাণজ্ঞ পুরুষ বালক হউন বা যুবক হউন, বৃদ্ধ হউন বা দরিদ্র ও দুর্বল হউন, পুণ্যকামী মনুষ্যগণের তিনি সদাই বন্দনীয় ও পূজনীয়। ৩২

যাঁহার মুখ হইতে নির্গত বাণী দেহধারীদিগের পক্ষে কামধেনুস্বরূপ, সেই পুরাণবিৎ বিদ্বানের প্রতি কখনও নীচবুদ্ধি করিবে না। ৩৩

জগতের মনুষ্যগণের যাঁহারা জন্ম হইতে ও গুণ হইতে (গুণসমূহের শিক্ষা দেওয়ায়) গুরু আছেন, পুরাণবিৎ বিদ্বান্ পুরুষ তাঁহাদের সকলেরও পরম গুরু। ৩৪

কোটি সহস্র জন্মসমূহে বারংবার উৎপন্ন হইয়া কষ্ট ভোগ-কারী জীবকে যিনি পুরাণ-কথা শুনাইয়া পুণ্যবৃত্তি প্রদান করেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু অন্য আর কে আছেন? ৩৫

যিনি পুরাণবিৎ, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, মাৎসর্য্য-রহিত, সাধু (সরলস্বভাব) ও দয়ালু, সেই বিদ্বান্ বক্তা পুরাণসকলের পুণ্যকথা বলিবেন। ৩৬

পুরাণজ্ঞ দ্বিজ যখন ব্যাসাসনে আরূঢ় হইবেন, তখন হইতে তিনি কথাপ্রসঙ্গের সমাপ্তি পর্য্যন্ত অন্য কাহাকেও প্রণাম করিবেন না। ৩৭

যাহারা ধূর্ত্ত, যাহারা দুরাচার এবং অন্য যাহারা তর্কে পরাজিত করিবার ইচ্ছায় আসিবে, সেই সব কুটিলস্বভাব মনুষ্যগণের সম্মুখে কখনও কথা বলিবে না। ৩৮

দুর্জনগণে পরিপূর্ণ স্থানে, শূদ্র ও হিংস্র জন্তুগণে আবৃত

সদ্‌গ্রামে সুজনাকীর্ণে সুক্ষেত্রে দেবতালয়ে
পুণ্যে নদনদীতীরে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ৪০
ঈদৃশাদ্ বাচকাদ্ রাজন্ শ্রুত্বা ফলমবাপ্নুয়াৎ।
ঐহিকামুষ্মিকং শর্ম পুণ্যং পুত্রাদিসিদ্ধিদম্ ॥ ৪১
মহাপাপাদিশমনং পুরাণং হরিবংশকম্।
যোজ্যং পুত্রাদিসিদ্ধ্যর্থং হরিবংশং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৪২
শৃণুয়াৎ সর্বভাবেন পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিবিধিকথনং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

স্থানে এবং না অপবিত্র গৃহে বিদ্বান্ পুরুষ কখনও পুরাণের পুণ্য কথা বলিবেন। ৩৯

সজ্জনগণে পূর্ণ উত্তম গ্রামে, উত্তম ক্ষেত্রে, দেবমন্দিরে এবং নদ-নদীর পবিত্র তীরে বিদ্বান্ বক্তা পুণ্যকথা বলিবেন। ৪০

রাজন্! এরূপ বাচকের নিকট হইতে কথা শ্রবণ করিয়া মানুষ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। হরিবংশ পুরাণ ইহলোক এবং পরলোকেও কল্যাণকারী, পুণ্যদায়ক, পুত্রাদি অভীষ্ট বস্তু-সমূহের সিদ্ধিদাতা এবং মহাপাপাদির ক্ষয়কারী। ৪১½

জিতেন্দ্রিয় মনুষ্যগণের পুত্রাদির সিদ্ধির জন্য হরিবংশের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। এই পুণ্যদায়ক ও পাপনাশক পুরাণ পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবে। ৪২-৪৩

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যান্তর্গত শ্রবণাদি-বিধিকথন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ হরিবংশ-শ্রবণস্য বিধেঃ ফলস্য চ কথনম্ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জপাদ্ধি শ্রবণং প্রোক্তং হরিবংশস্য সূরিভিঃ।
পিতৄন্ সন্তর্প্য শুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ১
শুভমণ্ডপকং কর্তব্যং তত্র স্থাপ্যো হরিস্তথা।
কৃষ্ণমুদ্দিশ্য মন্ত্রেণ চরেৎ পূজাবিধিং ক্রমাৎ ॥ ২
প্রদক্ষিণানমস্কারান্ পূজান্তে স্তুতিমাচরেৎ।
সংসারসাগরে মগ্নং দীনং মাং করুণানিধে ॥ ৩
কর্মগ্রাহগৃহীতোঽহং মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।
ততঃ শ্রীহরিবংশস্য পূজা কার্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৪
বিধিনা ষোড়শেনৈব ধূপদীপসমন্বিতা
ততস্তু শ্রীফলং ধৃত্বা নমস্কারং সমাচরেৎ ॥ ৫
স্তুতিঃ প্রসন্নচিত্তেন কর্তব্যা কেবলং তদা
স্বীকৃতোঽসি ময়া নাথ পুত্রার্থং ভবসাগরে ॥ ৬
মনোরথো মদীয়োঽয়ং সফলঃ সর্বথা ত্বয়া
নির্বিঘ্নেনৈব কর্তব্যো দাসোঽহং তব কেশব ॥ ৭
এবং দীনবচঃ প্রোক্ত্বা বক্তারং চাথ পূজয়েৎ।
সম্পূজ্য বস্ত্রভূষাভিঃ পূজান্তে তঞ্চ সংস্তবেৎ ॥ ৮

## তৃতীয় অধ্যায়।

[ হরিবংশ-শ্রবণের বিধি ও ফলকথন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বিদ্বান্ পুরুষগণ জপ হইতে হরিবংশ শ্রবণের ফল অধিক বলিয়াছেন। প্রথমে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১

উত্তম মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে এবং সেখানে শ্রীহরিকে স্থাপিত করিবে। তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রের দ্বারা ক্রমশঃ পূজাবিধি সম্পন্ন করিবে। ২

পূজার শেষে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া এইরূপ স্তুতি করিবে—করুণানিধে! আমি এই সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। কর্মরূপী গ্রাহ আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আপনি দীন আমাকে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন। ৩½

তদনন্তর ধূপ, দীপাদি সামগ্রীসমূহে ষোড়শোপচার বিধি অনুসারে যত্নপূর্বক শ্রীহরিবংশের পূজা করিবে। ৪½

তদনন্তর পুস্তকের অগ্রে শ্রীফল (নারিকেল) রাখিয়া নমস্কার করিবে এবং সেই সময় প্রসন্নচিত্তে অনন্যভাব সহকারে এইরূপ স্তুতি করিবে। ৫½

নাথ! আমি এই ভবসাগরে পুত্রের প্রাপ্তির জন্য আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি। কেশব! আমার এই মনোরথ আপনি নির্বিঘ্নে সর্বপ্রকারে সফল করুন। আমি আপনার দাস। ৬-৭

এইরূপ দীন বাক্য বলিয়া বক্তাকে বস্ত্র ও আভরণাদির দ্বারা পূজা করিবে এবং পূজা শেষে তাঁহার এইভাবে স্তুতি করিবে। ৮

ব্যাসরূপ প্রবোধজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
এতৎকথাপ্রকাশেন মদজ্ঞানং বিনাশয় ॥ ৯
তদগ্রে নিয়মঃ পশ্চাৎ কর্তব্যঃ শ্রেয়সে মুদা
নবরাত্রং যথাশক্ত্যা ধারণীয়ঃ স এব হি ॥ ১০
বরণং পঞ্চবিপ্রাণাং কথাভঙ্গনিবৃত্তয়ে
কর্তব্যং তৈর্হরের্জাপাং দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ১১
সন্তানগোপালমন্ত্রো মহারুদ্রজপস্তথা।
পূজনং পার্থিবস্যৈব গণনাথমনোর্জপঃ ॥ ১২
ব্রাহ্মণান্ বৈষ্ণবাংশ্চান্যাংস্তথা কীর্তনকারিণঃ।
নত্বা সম্পূজ্য দত্তাজ্ঞঃ স্বয়মাসনমাবিশেৎ ॥ ১৩
লোকবিত্তধনাগারসর্বচিন্তাং ব্যুদস্য চ
কথাচিত্তঃ শুদ্ধমতিঃ স লভেৎ ফলমুত্তমম্ ॥ ১৪
দম্পতী শুদ্ধমনসৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৌ
শ্রদ্ধৈব সর্বধর্মাণাং মাতেব হিতকারিণী ॥ ১৫
শ্রদ্ধয়ৈব নৃণাং সিদ্ধির্জায়তে লোকয়োর্দ্বয়োঃ
শ্রদ্ধয়া ভজতঃ পুংসঃ শিলাপি ফলদায়িনী ॥ ১৬
মূর্খোঽপি পূজিতো ভক্ত্যা গুরুর্ভবতি জ্ঞানদঃ।
শ্রদ্ধয়া ভজতো মন্ত্রস্তসদ্ যোঽপি ফলপ্রদঃ ॥ ১৭
শ্রদ্ধয়া পূজিতো দেবো নীচস্যাপি বরপ্রদঃ।
অশ্রদ্ধয়া কৃতা পূজা দানং যজ্ঞস্তপো ব্রতম্ ॥ ১৮
সর্বং নিষ্ফলতাং যাতি পুষ্পং বন্ধ্যতরোরিব।
সর্বত্র সংশয়াবিষ্টঃ শ্রদ্ধাহীনোঽতিচঞ্চলঃ ॥ ১৯
পরমার্থাৎ পরিভ্রষ্টঃ সংসৃতের্ন হি মুচ্যতে।
মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ ॥ ২০
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী
অতো ভাবময়ং বিশ্বং পুণ্যপাপঞ্চ ভাবতঃ ॥ ২১
তে উভে ভাবহীনস্য ন ভবেতাং কদাচন
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ শ্রদ্ধাভক্তী সমাশ্রয়েৎ ॥ ২২
আ সূর্যোদয়মারভ্য সার্ধং ত্রিপ্রহরার্ধকম্।
বাচনীয়া কথা সম্যগ্ ধীরকণ্ঠং সুধীমতা ॥ ২৩

---

ব্যাসস্বরূপ মহানুভাব। আপনি শাস্ত্র বুঝাইতে বিশেষ নিপুণ এবং সর্বশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। এই হরিবংশের কথা প্রকাশিত করিয়া আপনি আমার অজ্ঞানকে নাশ করুন। ৯

তাহার পর বক্তার অগ্রে নিজের কল্যাণের জন্য প্রসন্নতা-পূর্বক নিয়ম গ্রহণ করিবে এবং যথাশক্তি নয় দিন পর্যন্ত সেই নিয়ম পালন করিয়া যাইবে। কথায় যাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য অন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিবে এবং সেই সব ব্রাহ্মণগণ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ( ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ) জপ, সন্তানগোপাল-মন্ত্র ( শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। ) মহারুদ্র মন্ত্র জপ, পার্থিবপূজন ও গণেশ মন্ত্র জপ করিবেন। ১০-১২

ইহার পর সেখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে, বৈষ্ণবগণকে এবং কীর্তনকারী অন্য মনুষ্যগণকেও নমস্কার করিয়া তাঁহাদের পূজা করিবে এবং তাঁহাদের আজ্ঞা লইয়া স্বয়ং শ্রোতার আসনে বসিবে। ১৩

যে ব্যক্তি লোক, সম্পত্তি, ধন ও গৃহাদির সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধিতে কেবল কথাতেই মন সংযুক্ত করিয়া রাখে, সেই ব্যক্তি উত্তম ফললাভ করিয়া থাকে। ১৪

কথা শ্রবণকারী পতি-পত্নী শুদ্ধ-হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত কথা শ্রবণ করিবে। সমস্ত ধর্মে শ্রদ্ধাই মাতার ন্যায় হিত-কারিণী। ১৫

শ্রদ্ধার দ্বারাই মনুষ্যগণের ইহলোক ও পরলোকে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাসহকারে আরাধনাকারী মানুষের শিলাও অভীষ্ট ফলপ্রদান করে। ১৬

মূর্খও যদি ভক্তিভাবে পূজিত হন, তবে তিনিও জ্ঞানদাতা গুরু হইয়া যান। অসৎ মন্ত্রেরও যদি শ্রদ্ধাসহকারে সেবা ( জপ ) করা হয়, তাহা হইলে উহাও ফলদায়ক হইয়া থাকে। ১৭

যদি দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করা হয়, তবে তিনি নীচ পুরুষকেও বর দান করেন। অশ্রদ্ধার সহিত কৃত পূজা, দান, যজ্ঞ, তপ ও ব্রত—এই সমস্তই বন্ধ্যবৃক্ষের ( এক বৃক্ষের শাখার সহিত অন্য বৃক্ষের মূল সংযোগ করিয়া দিয়া উৎপাদিত বৃক্ষ ) পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়। ১৮

যে সর্বত্র সংশয়যুক্ত, শ্রদ্ধাহীন ও অত্যন্ত চঞ্চল, সে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ১৯

মন্ত্র, তীর্থ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, দৈবজ্ঞ ( জ্যোতিষী ), ঔষধ ও গুরুর বিষয়ে যাহার যেরূপ ভাবনা থাকে, সে সেইভাবেই সিদ্ধিলাভ করে। ২০

এই সমগ্র বিশ্ব ভাবময়। পুণ্য ও পাপও ভাব হইতেই হইয়া থাকে। যে ভাবহীন, তাহার এই উভয় পাপ ও পুণ্য কখনও হয় না। রাজন্ জনমেজয়। অতএব সম্পূর্ণ হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। ২১-২২

বুদ্ধিমান বক্তার কর্তব্য হইল—তিনি সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে তিন প্রহর পর্যন্ত ধীর-কণ্ঠে ( মধ্যম-স্বরে ) উত্তম-রূপে কথা বলিবেন। ২৩

কথাবিরামঃ কর্ত্তব্যো মধ্যাহ্নে ঘটিকাদ্বয়ম্
তৎ কথামনু কার্য্যং বৈ কীর্তনং বৈষ্ণবৈস্তদা ॥১৪
এবং শ্রুত্বা বিধানেন সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫

মধ্যাহ্নকালে দুই ঘণ্টা কথা বন্ধ রাখিবেন। কথা বন্ধ হইলে পর বিষ্ণুভক্ত পুরুষগণ তাহার মধ্যে কিছুকাল কীর্তন করিবেন।

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিবিধিকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

এইভাবে বিধি অনুসারে কথা শ্রবণ করিয়া মানুষ নিজের সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করিয়া থাকে। ১৪-২৫

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যের অন্তর্গত শ্রবণাদি নামমাহাত্ম্য তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ নবাহ-ব্রতধারিভিঃ শ্রোতৃভিঃ পালনীয়-নিয়মানাং কথনম্, তৈস্ত্যাজ্যবস্তূনাং বর্ণনম্, ন্যায়বিরুদ্ধ-কথাশ্রবণকারিণাং দুর্গতিকথনম্, কথামধ্যে বিঘ্নং কুর্ব্বন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিদ্ নার্য্যা নরকযাতনাভোগস্তথা রাক্ষস-যোনিপ্রাপ্তিঃ, শ্রোতৄণাং চতুর্দ্দশভেদবর্ণনঞ্চ ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নবাহব্রতিনাং পুংসাং নিয়মান্ শৃণু সত্তম
এককালাশনশ্চৈব অধঃশায়ী ভবেন্নরঃ ॥১
স্থাতব্যং ব্রহ্মচর্যেণ যাবদ্ গ্রন্থঃ সমাপ্যতে
হরিবংশে তথা রাজন্ পায়সং চরুভোজনম্ ॥ ২
পারণে পারণে যাতং যথাবদ্ ভরতর্ষভ
মলমূত্রজয়ার্থং হি লঘ্বাহারঃ সুখাবহঃ ॥ ৩
হবিষ্যান্নেন কর্তব্যমেকবারং কথার্থিনা
উপোষ্য নবরাত্রং বা শক্তিশ্চেচ্ছৃণুয়াৎ তদা ॥৪
ঘৃতপানং পয়ঃপানং কৃত্বা বা শৃণুয়াৎ সুখম্।
ফলাহারেণ বা শ্রাব্যমেকভুক্তেন বা পুনঃ ॥ ৫
সুখসাধ্যং ভবেদ্ যত্তু কর্তব্যং শ্রবণায় তৎ।
ভোজনং তু বরং মন্যে কথাশ্রবণকারকম্ ॥ ৬
নোপবাসো বরঃ প্রোক্তো কথাবিঘ্নকরো যদি।
শৃণুয়াদ্ যঃ শুচিস্তিষ্ঠন্নেকচিত্ততয়া সদা ॥ ৭
প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা পুত্রদারসমন্বিতঃ
পুরাণশ্রবণং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণপূজনপূর্বকম্ ॥ ৮
পুষ্পধূপফলৈঃ সম্যঙ্ নৈবেদ্যৈঃ শ্রদ্ধয়োদ্ধৃতৈঃ।
গুরোঃ শুশ্রূষণং তেন কর্তব্যং ফলকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৯

## চতুর্থ অধ্যায়

[ নবাহ-ব্রতধারী শ্রোতাগণের পালনীয় নিয়মকথন ও তাহাদের দ্বারা ত্যাজ্য বস্তুসমূহের বর্ণন, ন্যায়-বিরুদ্ধ কথাশ্রবণকারীদিগের দুর্গতিকথন, কথামধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় এক নারীর নরক-যাতনা ভোগ ও রাক্ষস-যোনিপ্রাপ্তি এবং শ্রোতাদিগের চৌদ্দ প্রকার ভেদ বর্ণন। ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সজ্জনদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনমেজয়! নবাহ কথা-শ্রবণের ব্রতধারী মনুষ্যগণের পালনীয় নিয়মসমূহ শ্রবণ কর। এই ব্রতধারী মানুষ এক সময়ে ভোজন করিবে এবং নিম্নে ভূমিতে শয়ন করিবে। ১

যতকাল গ্রন্থ সমাপ্ত না হয়, ততকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইবে। রাজন্! ভারতশ্রেষ্ঠ! হরিবংশের প্রত্যেক পারণে যথাযথভাবে পায়স অথবা চরু ভোজন করিতে হয়। ২;

কথার সময় মল-মূত্রের বেগকে জয় করিবার জন্য লঘু আহার করা সুখদায়ক হয়, সেইজন্য কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক মানুষের একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করা উচিত। যদি শক্তি থাকে, তবে নয় রাত্রি উপবাস করিয়া কথা শ্রবণ করিবে অথবা কেবল ঘৃত কিংবা দুগ্ধ পান করিয়া সুখপূর্ব্বক কথা শ্রবণ করিবে। যদি এই বিধি পালন করিবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে ফলাহার বা এক সময়ে একবার ভোজন করিয়া কথা শ্রবণ করিতে হয়। ৩-৫

ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে, যাহার দ্বারা যে নিয়ম সুখে নির্ব্বাহিত হইবে, সে সেই সময়ই কথাশ্রবণের জন্য গ্রহণ করিবে। আমি ত' উপবাস অপেক্ষা ভোজন করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, যদি তাহা কথাশ্রবণের পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে। ৬

যদি উপবাস কথার বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তবে উহা উত্তম বলিয়া কথিত হয় নাই। যে মানুষ এই কথা শ্রবণ করিবে, সে সদা পবিত্র থাকিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবার জন্য উপবেশন করিয়া থাকিবে। ৭

শ্রোতা স্ত্রী-পুত্রগণের সহিত প্রাতঃস্নানাদি কর্ম করিয়া প্রথমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত এই পুরাণ শ্রবণ করিবে। ৮

অভীষ্ট ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক শ্রোতা শ্রদ্ধাসহকারে

শ্রুত্বা যথেচ্ছয়া শৌচং কার্যাং পুণ্যেন বর্ত্মনা
সায়ংকালে গুরুশ্রেষ্ঠং তোষয়িত্বা সবান্ধবঃ ॥ ১০
স্বপরিগ্রহসঙ্গেন সুখং স্বপিতি বৈ তদা।
নিয়মাদি প্রকর্তব্যং পাপানাং বিনিবর্তনে ॥ ১১
যথাসুখং ব্যবহরেন্নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণঃ।
শুচিঃ শুদ্ধমনাস্তিষ্ঠন্ পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্ ॥ ১২
কথাসমাপ্তৌ মুক্তিঞ্চ কুর্যান্নিত্যং কথাব্রতী।
দ্বিদলং মধু তৈলঞ্চ গরিষ্ঠান্নং তথৈব চ ॥ ১৩
ভাবদুষ্টং পর্য্যুষিতং জহ্যান্নিত্যং কথাব্রতী।
বৃন্তাকঞ্চ কলিঙ্গঞ্চ দগ্ধমন্নং মসূরিকাম্ ॥ ১৪
নিষ্পাবানামিষাদ্যঞ্চ বর্জয়েচ্চ কথাব্রতী।
পলাণ্ডুং লশুনং হিংগুং মূলকং গৃঞ্জনং তথা ॥ ১৫
নালিকং মূলকুষ্মাণ্ডং নৈবাদ্যাচ্চ কথাব্রতী।
কামং ক্রোধং মদং মানং মৎসরং লোভমেব চ ॥ ১৬
দম্ভং মোহং তথা দ্বেষং দূরয়েচ্চ কথাব্রতী
বেদবৈষ্ণববিপ্রাণাং গুরুগোব্রতিনাং তথা ॥ ১৭
স্ত্রীরাজমহতাং নিন্দাং বর্জয়েচ্চ কথাব্রতী
রজস্বলান্ত্যজম্লেচ্ছপতিতব্রাত্যকৈঃ সহ ॥১৮
দ্বিজদ্বিড্বেদবাহৈশ্চ ন বদেচ্চ কথাব্রতী।
সত্যং শৌচং দয়া মৌনমার্জবং বিনয়ং তথা ॥ ১৯
উদারং মানসং তদ্বৎ কুর্য্যাদেব কথাব্রতী।
শ্রদ্ধাভক্তিসমাযুক্তা নান্যকার্যেষু লালসাঃ ॥২০
বাগ্যতাঃ শুচয়োঽব্যগ্রাঃ শ্রোতারঃ পুণ্যভাগিনঃ।
অভক্ত্যা যে কথাং পুণ্যাং শৃণ্বন্তি মনুজাধমাঃ ॥ ২১
তেষাং পুণ্যফলং নাস্তি দুঃখং স্যাজ্জন্মজন্মনি।
পুরাণং যে তু সম্পূজ্য তাম্বূলাদ্যৈরুপায়নৈঃ ॥ ২২
শৃণ্বন্তি চ কথাং ভক্ত্যা দরিদ্রাঃ স্যুর্ন পাপিনঃ।
কথায়াং কীর্ত্যমানায়াং যে গচ্ছন্ত্যন্যতো নরাঃ ॥ ২৩

সমর্পিত পুষ্প, ধূপ, ফল ও নৈবেদ্যসমূহের দ্বারা যথাযথভাবে শ্রীগুরুর সেবা করিবে। ৯

কথা শ্রবণ করিবার পর নিজের ইচ্ছানুসারে সায়ংকালে পবিত্র পথ দিয়া গিয়া শৌচসম্বন্ধীয় কার্য্য নিষ্পাদন করিবে। তারপর বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সেবায় উপস্থিত হইয়া গুরুশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে ( কথাবাচককে ) সন্তুষ্ট করত নিজের স্ত্রীর সহিত গৃহে যাইয়া পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় ( ব্রতপালনোপযোগী কম্বলাদির শয্যায় ) সুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবে। পাপসমূহের নিবারণের জন্য শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি যমসমূহ দৃঢ়তাসহকারে পালন করিবে। নিত্য-নিরন্তর ভগবান্ বিষ্ণুর ( শ্রীকৃষ্ণের ) চিন্তায় রত থাকিয়া শ্রোতা সুখের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মসমূহ পালন করিবে। ১০-১১½

কথা-শ্রবণের ব্রতগ্রহণকারী মানুষ পবিত্র ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া কথা শ্রবণ করিবে এবং প্রতিদিন কথা সমাপ্ত হইলে পর পাতার (কদলী পত্র বা পদ্মপত্র ) উপরেই হবিষ্যাদি ভোজন করিবে।১২½

কথা-শ্রবণকালে দ্বিদল ( ডাল ), মধু, তৈল, গরিষ্ঠ অন্ন ( বহুমূল্য তণ্ডুলোৎপন্ন পর্য্যাপ্ত অন্ন ), ভাবদূষিত পদার্থ এবং বাসী অন্ন কথাব্রতী প্রত্যহ পরিত্যাগ করিবে। ১৩½

বেগুন, কলিঙ্গ ( সিরস ), দগ্ধ অন্ন, মসূর, নিষ্পাব ( সিমুইআদি ) এবং মাংসাদি কথাব্রতী মানুষ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। ১৪½

পিঁয়াজ, লশুন, হিঙ্গ, গাজর, নালিকা, মূল (মৃত্তিকার ভিতরে উৎপন্ন কন্দ, আলু প্রভৃতি ) ও কুমড়া—এই সব বস্তু কথাব্রতী কদাপি ভক্ষণ করিবে না। ১৫½

কথাব্রতী পুরুষ কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মৎসর, লোভ, দম্ভ, মোহ এবং দ্বেষকে নিজের মন হইতে দূর করিয়া দিবে। ১৬½

কথাব্রতী বেদ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গুরু, গোসেবক, স্ত্রী, রাজা ও মহাপুরুষগণের নিন্দা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। ১৭½

কথাব্রতী রজস্বলা স্ত্রী, অন্ত্যজ ( চণ্ডালাদি ), ম্লেচ্ছ, পতিত, গায়ত্রীহীন দ্বিজ, ব্রাহ্মণদ্রোহী ও বেদবিরোধী পুরুষগণের সহিত কথাবার্তা বলিবে না। ১৮½

কথাব্রতী সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সরলতা ও বিনয় পালন করিবে এবং নিজের মনকে অবশ্যই সেইরূপ উদার করিয়া রাখিবে। ১৯½

যে শ্রোতাগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিমান্, অন্য কোনও কার্য্যের লালসা না রাখিয়া পবিত্র, বাক্‌সংযমী ও শান্তভাবে কথা শ্রবণ করে, তাহারা পুণ্যভাগী হয়। ২০½

যে সব অধম মানুষ অভক্তি সহকারে এই পুণ্য কথা শ্রবণ করে, তাহারা কখনও পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয় না এবং জন্মে জন্মে দুঃখ ভোগ করে। ২১½

যাহারা তাম্বূলাদি উপহারসমূহের দ্বারা পুরাণের পূজা করিয়া ভক্তিভাবে এই কথা শ্রবণ করে, তাহারা দরিদ্র ও পাপ-ভাগী হয় না। ২২½

যে মনুষ্যগণ কথা পাঠের সময় উহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে, তাহাদের স্ত্রী ও সম্পৎসমূহ ভোগের মধ্যেই নষ্ট হইয়া

ভোগান্তরে প্রণশ্যন্তি তেষাং দারাশ্চ সম্পদঃ ।
সোষ্ণীষমস্তকা যে চ কথাং শৃণ্বন্তি পাবনীম্ ॥ ২৪
তে বলাকাঃ প্রজায়ন্তে পাপিনো মনুজাধমাঃ
তাম্বূলং ভক্ষয়ন্তো যে কথাং শৃণ্বন্তি পাবনীম্ ॥ ২৫
স্ববিষ্ঠাং খাদয়ন্ত্যেতান্নরকে যমকিঙ্করাঃ ।
নার্য্যা রজস্বলায়াশ্চ যোনিতুল্যং মুখং ভবেৎ ॥ ২৬
যে চ তুঙ্গাসনারূঢাঃ কথাং শৃণ্বন্তি দাম্ভিকাঃ ।
অক্ষয্যান্ নরকান্ ভুক্ত্বা তে ভবন্ত্যেব বায়সাঃ ॥ ২৭
যে চ বীরাসনারূঢা যে চ শয্যাসনস্থিতাঃ ।
শৃণ্বন্তি তৎকথাং তে বৈ ভবন্ত্যর্জুনপাদপাঃ ॥ ২৮
অসম্প্রণম্য শৃণ্বন্তো বিষবৃক্ষা ভবন্তি তে ।
তথা শয়ানাঃ শৃণ্বন্তো ভবন্ত্যজগরা নরাঃ ॥ ২৯
যঃ শৃণোতি কথাং বক্তুঃ সমানাসনমাস্থিতঃ ।
গুরুতল্পসমং পাপং সম্প্রাপ্য নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩০
যে নিন্দন্তি পুরাণজ্ঞান্ কথাং বা পাপহারিণীম্ ।
তে বৈ জন্মশতং মর্ত্যাঃ শুনকাঃ সম্ভবন্তি চ ॥ ৩১
কথায়াং বর্তমানায়াং যে বদন্তি দুরুত্তরম্
তে গর্দভাঃ প্রজায়ন্তে কৃকলাসাস্ততঃ পরম্ ॥ ৩২
কদাচিদপি যে পুণ্যাং ন শৃণ্বন্তি কথাং নরাঃ ।
তে ভুক্ত্বা নরকান্ ঘোরান্ ভবন্তি বনশূকরাঃ ॥ ৩৩
কথায়াং কীর্ত্যমানায়াং বিঘ্নং কুর্বন্তি যে শঠাঃ ।
কোট্যব্দান্ নরকান্ ভুক্ত্বা ভবন্তি গ্রামশূকরাঃ ॥ ৩৪
মধ্যে বার্তাং ন কুর্বীত চেৎ কুর্য্যান্নিরয়ং ব্রজেৎ ।
কথায়াং শ্রূয়মাণায়াং ন কুর্য্যাচ্ছিশুলালনম্ ॥ ৩৫
নর্মবাদান্ বদেন্নৈব স্ত্রিয়া সম্ভাষণং তথা
ন কর্তব্যং প্রযত্নেন কথাবিচ্ছেদকারণম্ ॥ ৩৬
বিচ্ছেদেন কথায়াস্তু ব্রহ্মহত্যাসমং ত্বঘম্ ।
প্রাপ্নোতি নৃপশার্দূল কথাবিচ্ছেদকঃ পুমান্ ॥ ৩৭
ন কুর্য্যাৎ তু কথামধ্যে হ্যন্যবার্তাঃ প্রযত্নতঃ ।
নারী বা পুরুষো বাপি কুর্য্যান্নিরয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮

যায় ( এই সব তাহাদের পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারে না। ) ॥ ২৩;

যে সব নরাধম পাপী মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া এই পাবন কথা শ্রবণ করে, তাহারা পর জন্মে বলাকা ( বক ) হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৪;

যে সব মানুষ পান খাইতে খাইতে পুরাণের পাবন কথা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে যমদূতগণ নরকে পাতিত করিয়া নিজেদেরই বিষ্ঠা ভোজন করায়। তাহাদের মুখ রজস্বলা নারীর যোনির সমান হইয়া যায় ॥ ২৫-২৬

যে সব দাম্ভিক মানুষ উচ্চ আসনে বসিয়া কথা শ্রবণ করে, তাহারা অক্ষয় নরকসকল ভোগ করিয়া শেষে কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৭

যাহারা বীরাসনে আরূঢ় হইয়া এবং যাহারা শয্যারূপ আসনে বসিয়া সেই পুরাণ-কথা শ্রবণ করে, তাহারা অর্জুন বৃক্ষ হয় ॥ ২৮

যাহারা প্রণাম না করিয়াই কথা শ্রবণ করে, তাহারা বিষবৃক্ষ হয়। যাহারা শয়ন করিয়া কথা শ্রবণ করে, সেই সব মানুষ অজগর সর্প হয় ॥ ২৯

যে বক্রস্বভাব মানুষ বক্তার সমান আসনে বসিয়া কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি গুরুপত্নীগমন-তুল্য পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করে ॥ ৩০

যাহারা পুরাণবিৎ পুরুষগণের নিন্দা করে কিংবা পাপহারিণী পুরাণ-কথার নিন্দা করে, সেই সব মানুষ শত জন্ম পর্য্যন্ত কুকুর হয় ॥ ৩১

যাহারা কথা চলিবার সময় দূষিত উত্তর প্রত্যুত্তর করে, তাহারা প্রথমে গর্দভ হয়, তাহারপর গিরগিটির যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩২

যাহারা কখনও পুরাণের পুণ্যময়ী কথা শ্রবণ করে না, তাহারা ভয়ঙ্কর নানাবিধ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বনশূকর হয় ॥ ৩৩

যে শঠগণ কথা-কীর্তনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহারা কোটি বর্ষ পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিয়া গ্রাম-শূকর হয় ॥ ৩৪

কথা শুনিবার সময় মধ্যভাগে কথাবার্তা বলিবে না। যদি কেহ কথাবার্তা বলে, তবে সে নরকে গমন করে। কথা-শ্রবণের সময় শিশুদিগকে লালন ( স্নেহপূর্ণ আদর ) করিবে না ॥ ৩৫

কথা বলিবার সময় হাস্য-পরিহাসপূর্ণ বাক্য বলিবে না। স্ত্রীর সহিতও বার্তালাপ করিবে না। এই সব নিয়ম যত্নসহকারে পালন করিবে; ইহারা কথার বিচ্ছেদ- ( বিঘ্ন )কারী ॥ ৩৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! কথার বিচ্ছেদ করিলে পর সেই কথাবিচ্ছেদক মানুষ ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৩৭

স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, কথার মধ্যে অন্য কথা বলিবে না এবং এ বিষয়ে সদা যত্নশীল হইয়া থাকিবে। যদি কেহ অন্য কথা বলে, তবে সে নরকে পতিত হয় ॥ ৩৮

ইতিহাসং বদামাত্র শৃণুষ্বৈকং হি মানদ।
যং শ্রুত্বা ন বদেদ্ বার্ত্তাং কথামধ্যে কদাচন ॥ ৩৯
জনস্থানে পুরা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ
ধর্মশাস্ত্রেঽতিনিপুণঃ সদাচারপরায়ণঃ ॥ ৪০
গঙ্গাস্নানং বিধায়াদৌ কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং তথা।
কৃত্বা দেবার্চনং চৈব শ্রবণে তৎপরোঽভবৎ ॥ ৪১
তস্য ভার্য্যাতিদুষ্টা চ কর্কশা কলহপ্রিয়া।
অসত্যালাপনিপুণা পরদ্বেষপরায়ণা ॥ ৪২
হৃত্বা চক্রে ধনস্যাপি সংগ্রহং পাপনিশ্চয়া।
দধি দুগ্ধং সমানীয় শর্করা গুড়মেব চ ॥ ৪৩
ঘৃতঞ্চ নবনীতঞ্চ স্বয়মানীয় সর্বদা।
একান্তে ভক্ষণং চক্রে ভর্তর্য্যন্নং প্রশুষ্ককম্ ॥ ৪৪
দুরাগ্রহা দুষ্টমনাঃ পতিনিন্দাপরায়ণা।
বহুপাপপ্রকর্ত্রী চ পরবেশ্মোপবেশিনী ॥ ৪৫
সুভাষণং বদেন্নৈব দ্বিষঃ ক্ষেমবিধায়িনী
পঙ্‌ক্তিভেদং প্রকুর্বাণা সদা নিষ্ঠুরভাষিণী ॥ ৪৬
অতিথিষু সদা বৈরকারিণী ধর্মনাশিনী।
সজ্জনোঽপি গুণী সৌম্যস্তস্যা ভর্তা সুপূজিতঃ ॥ ৪৭
যদা ভর্তা পুরাণস্য শ্রবণায় হি সংস্থিতঃ।
প্রত্যহং তত্র গত্বা তু তস্য নিন্দাং চকার হ ॥ ৪৮
সন্ন্যাসিবৎ কথং ত্বত্র শ্রবণে ব্যাসবৎ কৃতঃ।
সমুৎপন্ননিরুদ্যোগ কিং কর্তব্যং ময়া বদ ॥ ৪৯
শিশবো মাং পীড়য়ন্তি ভক্ষণায় দিনে দিনে।
কিং তেষাঞ্চ প্রকর্তব্যং ভক্ষণার্থং ময়া বদ ॥ ৫০
নাস্ত্যেবান্নং গৃহে কিঞ্চিদ্ বস্ত্রং বাপ্যথবা ধনম্।
কিং ময়া চ প্রকর্তব্যং কুত্র গন্তব্যমেব চ ॥ ৫১
কথং বিলিখিতং দিষ্টং ধাত্রা পাপেন মে পুরা।
মূর্খশ্চালস্যসংযুক্তো দরিদ্রো নিষ্ঠুরস্তথা ॥ ৫২
স্নেহহীনঃ কুটুম্বে চ কথায়াঃ শ্রবণে রতঃ।
এতাদৃশঃ পতির্মহ্যং ধাত্রা দত্তো দুরাত্মনা ॥ ৫৩

মানদ! এ বিষয়ে আমি এক ইতিহাস বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিয়া কোনও মানুষ কখনও কথার মধ্যে অন্য বার্ত্তালাপ করিবে না! ॥ ৩৯

পুরাকালের ঘটনা, জনস্থানে কোনও ব্রাহ্মণ বাস করিতেছিলেন, তিনি বেদশাস্ত্রের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি ধর্মশাস্ত্রেও অতিশয় নিপুণ ছিলেন এবং সদাচারপরায়ণ ছিলেন ॥ ৪০

তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া দেবপূজা করিবার পর কথাশ্রবণে নিরত হইতেন ॥ ৪১

তাঁহার স্ত্রী অতিশয় দুষ্টা ও কর্কশা ছিল। সদা কলহ করিতে তাহার ভাল লাগিত। সে মিথ্যাকথা বলিতে নিপুণ ছিল এবং অপরের প্রতি সদা দ্বেষ করিত ॥ ৪২

সে পাপপূর্ণ নিশ্চয় করত চুরি করিয়া করিয়া ধন সংগ্রহ করিত। সে নিজেই দধি, দুগ্ধ, চিনি, গুড়, ঘৃত ও মাখনাদি আনিয়া একান্তে উপবেশন করত ভক্ষণ করিত। সে পতিকে কেবল রুক্ষ-শুষ্ক অন্ন প্রদান করিত ॥ ৪৩-৪৪

তাহার স্বভাব দুরাগ্রহী ছিল এবং এবং মন দুষ্টতায় পূর্ণ ছিল। সে নিজের পতির নিন্দা করিত, বহুবিধ পাপকর্ম করিত এবং প্রায়শই অপরের গৃহে বসিয়া থাকিত ॥ ৪৫

সে কখনই ভাল কথা বলিত না। যে পতির দ্বেষ করে, সে তাহারই ভাল করিয়া থাকে। ভোজনের সময় পঙ্‌ক্তি ভেদ করিত অর্থাৎ একজনকে একরূপ অন্নাদি পরিবেশন করিত, আবার সেই পঙ্‌ক্তিতেই অন্যকে আর একরূপ অন্নাদি পরিবেশন করিত। সে সদা নিষ্ঠুর কথাবার্ত্তা বলিত ॥ ৪৬

অতিথিগণের উপর সদা শত্রুতা করিত এবং সে ধর্মনাশিনী ছিল। কিন্তু ইহার পতি সজ্জন, গুণবান্, সৌম্য ও সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন ॥ ৪৭

যখন ইহার ভর্ত্তা প্রতিদিন পুরাণ শ্রবণ করিবার জন্য উপবিষ্ট হইতেন, তখন সেখানে যাইয়া সে তাঁহার নিন্দা করিত ॥ ৪৮

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবন-নির্ব্বাহের জন্য উদ্যোগ-হীন অলস। এস্থানে সন্ন্যাসীর সমান কথা শুনিবার জন্য কেন বসিয়া রহিয়াছ? তুমি ত' এস্থানে ব্যাসতুল্য হইয়া গিয়াছ, এখন বল, আমি কি করিব? ৪৯

শিশুগণ প্রতিদিন ভোজনের জন্য আমাকেই কষ্ট দিতেছে; বল, আমি তাহাদের খাওয়াইবার জন্য কি উপায় করিব? ৫০

আমার গৃহে কিছুই অন্ন নাই, বস্ত্র নাই এবং ধনও নাই। আমি কি করিব? কোথায় যাইব? ৫১

জানি না পাপী বিধাতা পূর্ব্বকালে আমার ভাগ্য কিরূপ লিখিয়া দিয়াছে? দুরাত্মা ব্রহ্মা আমাকে এক এরূপ পতি দিয়াছে, যে মূর্খ, আলস্যপরায়ণ, দরিদ্র ও নিষ্ঠুর। ইহার নিজের কুটুম্বের উপর কোন স্নেহই নাই, কেবল কথাশ্রবণেই নিরত আছে ॥ ৫২-৫৩

পৃথিব্যাং ত্বভাগৈকাহং দরিদ্রগৃহমাগতা ।
উদরাপূর্তিমাত্রং হি নান্নং মে ভক্ষিতং কদা ॥ ৫৪
সৌভাগ্যাস্তাঃ স্ত্রিয়ো লোকে যাসামুদ্যোগশালিনঃ ।
পতয়ো ধনধান্যাদিসমৃদ্ধিপরিশোভিতাঃ ॥ ৫৫
তে বৈ স্ত্রীণাং বাক্যকরাঃ শিশুপালনতৎপরাঃ
নিত্যং গৃহেষু তিষ্ঠন্তি স্ত্রীণাং সন্তোষকারকাঃ ॥ ৫৬
সদন্নভক্ষণাৎ পুষ্টা ভার্যাজ্ঞাপরিপালকাঃ
ব্যবসায়ঞ্চ ভার্য্যাণাং কুর্বন্তি বুদ্ধিশালিনঃ ॥ ৫৭
অয়ং মূর্খশ্চ জড়ধীরুপেক্ষাং কুরুতে গৃহে ।
অদ্য তৈলং গৃহে নাস্তি চেন্ধনং লবণং তথা ॥ ৫৮
শাকশ্চ মম নাস্ত্যেব ধান্যলেশো ন মদ্গৃহে ।
কিং ময়া তু প্রকর্তব্যং পতিরেতাদৃশো মম ॥ ৫৯
কথায়াং শ্রূয়মাণায়াং পত্যা সন্মার্গমূর্তিনা ।
ধান্যাদৌ বিদ্যমানেঽপি মিথ্যাভাষণতৎপরা ॥ ৬০
কথাবিঘ্নং চকারাসৌ কর্কশা সা দিনে দিনে
ততঃ কালেন মরণং প্রাপ্তা সা দুষ্টমানসা ॥ ৬১
যমদূতৈস্তু বদ্ধা সা নীতা চ যমমন্দিরে
ততো যমাজ্ঞয়া তৈস্তু নরকে পতিতা চিরম্ ॥ ৬২
পশ্চাৎ সা রাক্ষসী জাতা ভৈরবে জলবর্জিতে ।
অরণ্যে ক্ষুত্তৃষাযুক্তা পূর্বপাপপ্রভাবতঃ ॥ ৬৩
তস্মাদ্ বিঘ্নং ন কর্তব্যং ভার্যয়া পুরুষেণ বা ।
শ্রীহরেঃ সৎকথায়াস্তু তব সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৬৪
মীনালিনো মহিষহংসবকস্বভাবা
মার্জারকাকবৃককঙ্কজলৌকতুল্যাঃ
সচ্ছিদ্রকুম্ভজলসিন্ধুশিলোপমাশ্চ
তে শ্রাবকাশ্চ সুচতুর্দশধা ভবন্তি ॥ ৬৫
দরিদ্রশ্চ ক্ষয়ী রোগী নির্ভাগ্যঃ পাপকর্মবান্ ।
অনপত্যো মোক্ষকামঃ শৃণুয়াৎ স কথামিমাম্ ॥ ৬৬
অপুষ্পা কাকবন্ধ্যা চ বন্ধ্যা যা চ মৃতার্ভকা
স্রবদ্গর্ভা চ যা নারী তয়া শ্রাব্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৬৭

---

এই পৃথিবীতে একমাত্র আমিই এরূপ অভাগিনী, যে এই দরিদ্রের গৃহে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া আমি কোনও দিন উদর পূর্ণ করিয়া অন্নভোজন করিতে পাই নাই। ৫৪

সংসারে সেই সব স্ত্রীই সৌভাগ্যশালিনী, যাহাদের পতিগণ উদ্যোগশীল এবং ধন-ধান্যাদি সমৃদ্ধিতে সুশোভিত। ৫৫

তাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের বাক্য পালন করে, শিশুদিগকে লালন-পালন করে, সদা গৃহে থাকে এবং স্ত্রীগণকে সন্তুষ্ট রাখে। ৫৬

তাহারা উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া পুষ্ট হয়। পত্নীর আজ্ঞা পালন করে, বুদ্ধিমান্ এবং পত্নীগণের যেরূপ নিশ্চয়, সেইরূপই করে। ৫৭

কিন্তু আমার এই পতি মূর্খ ও জড়বুদ্ধি এবং সে গৃহের প্রতি উপেক্ষা করিয়া চলে। আজ আমার গৃহে তৈল নাই এবং কাষ্ঠ ও লবণও নাই। ৫৮

শাকও আমার গৃহে নাই এবং ধান্যের (তণ্ডুলাদির) লেশমাত্রও নাই। আমি কি করিব? আমার পতিই যে এইরূপ। ৫৯

সন্মার্গের মূর্তিস্বরূপ পতির কথাশ্রবণ করিবার সময় এই স্ত্রী গৃহে ধান্যাদি থাকিতেও সেখানে আসিয়া এইরূপ মিথ্যা-ভাষণ করিতে লাগিল। ৬০

এই কর্কশা স্ত্রী প্রতিদিন এইভাবে কথার বিঘ্ন করিত। এই দুষ্টচিত্তা স্ত্রী সময় আসিলে পর মৃত্যুবরণ করিল। ৬১

তখন যমরাজের দূতগণ সেখানে আসিল এবং তাহাকে বাঁধিয়া যমরাজের গৃহে লইয়া যাইল। তথায় যমরাজের আদেশে তাহাকে চিরকালের জন্য নরকে পাতিত করিল। ৬২

নরক হইতে মুক্তিলাভের পর সে পূর্বকৃত পাপের প্রভাবে জলহীন এক ভয়ঙ্কর বনে রাক্ষসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইতে লাগিল। ৬৩

অতএব স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, কাহারও শ্রীহরির উত্তম কথায় বিঘ্নসৃষ্টি করা উচিত নয়। এই তোমাকে আমি সত্য কথা বলিলাম। ৬৪

কথা শ্রবণকারীর ভেদ হইল চৌদ্দ প্রকার,—মীন, ভ্রমর, মহিষ, হংস, বক, মার্জার, কাক, বৃক, কঙ্ক, জলৌক (জোঁক), ছিদ্রযুক্ত ঘট, জল, সিন্ধু ও শিলা। ইঁহাদের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া শ্রোতারা এই সব নামেই অভিহিত হয়। ৬৫

দরিদ্র, ক্ষয়-রোগী, অন্য কোনও রোগগ্রস্ত, ভাগ্যহীন, পাপকর্মকারী, সন্তানহীন ও মুমুক্ষু পুরুষ—এই হরিবংশের কথা অবশ্যই শ্রবণ করিবে। ৬৬

যে স্ত্রীর মাসিক ধর্ম (রজোদর্শন) বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহার একটি মাত্র সন্তান হইয়া আর সন্তানের সম্ভাবনা থাকে না, যাহার সন্তান হয়ই নাই, যাহার সন্তান জন্মিয়া মরিয়া যায় এবং যাহার গর্ভ পতিত হইয়া যায়, এরূপ স্ত্রীগণের অতিশয় যত্ন-সহকারে এই হরিবংশের কথা শ্রবণ করা কর্তব্য। ৬৭

সুপুত্রং লভতে রাজন্ ব্যাসস্য বচনং যথা ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি কথাং শ্রুত্বা হরেরিমাম্ ॥ ৬৮

রাজন্! নারী এই হরিবংশের কথা শ্রবণ করিয়া উত্তম পুত্র লাভ করে,—এরূপই ব্যাসদেবের বাক্য। শ্রীহরির এই কথা শ্রবণ করিয়া মানুষ সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৮

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিবিধিকথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যের অন্তর্গত কথা-শ্রবণাদির বিধিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[ হরিবংশস্য নবাহ-পারায়ণস্যোদ্যাপনম্, তত্র কর্তব্যতয়া দানস্য, পুস্তকপূজায়াঃ বাচক-পূজাদীনাং বিধানম্, মাহাত্ম্যকথনঞ্চ। ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং কৃত্বা ব্রতবিধিমুদ্যাপনমথাচরেৎ।
জন্মাষ্টমীব্রতমিব কর্তব্যং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১
অকিঞ্চনেষু ভক্তেষু প্রায়ো নোদ্যাপনগ্রহঃ।
শ্রবণেনৈব পূতাস্তে নিষ্কামা বৈষ্ণবা যতঃ ॥ ২
এবং নবাহযজ্ঞেঽস্মিন্ সমাপ্তে শ্রোতৃভিস্তদা
পুস্তকস্য চ বক্তুশ্চ পূজা কার্য্যাতিভক্তিতঃ ॥ ৩
প্রসাদতুলসীমালা শ্রোতৃভ্যশ্চাথ দীয়তাম্।
মৃদঙ্গতালললিতং কীর্তনং কীর্ত্যতাং ততঃ ॥ ৪
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ শঙ্খশব্দশ্চ গীয়তাম্
বিপ্রেভ্যো যাচকেভ্যশ্চ বিত্তমন্নঞ্চ দীয়তাম্ ॥ ৫
শ্রবণান্তে হরেমূর্তিঃ সশ্রীকস্য প্রদীয়তাম্।
সুবর্ণস্য কৃতা সমাগলক্ষ্মাঙ্কা পলমা-তঃ ॥ ৬
সমাপ্তৌ বিধিবদ্ বস্ত্রং ক্ষৌমং দদ্যাচ্চ বাচকে।
বিশেষোঽয়ং সমুদ্দিষ্টো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৭
সমাপ্য সর্বং প্রযতঃ সংহিতাশাস্ত্রকোবিদঃ।
শুভে দিনে নিবেশ্যাথ ক্ষৌমবস্ত্রাভিসংবৃতঃ ॥ ৮
শুক্লাম্বরধরস্তত্র শুচির্ভূত্বা স্বলংকৃতঃ
অর্চয়েৎ তু যথান্যায়ং গন্ধমাল্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯
সংহিতাপুস্তকং তত্র প্রযতঃ সুসমাহিতঃ।
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চাপূপৈশ্চ কৌতুকৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥১০
হিরণ্যমন্যদ্ দ্রব্যঞ্চ দক্ষিণাং তত্র দাপয়েৎ।
যে শ্রাবয়ন্তি মনুজান্ পুণ্যাং পৌরাণিকীং কথাম্ ॥১১

## পঞ্চম অধ্যায়।

[হরিবংশের নবাহ-পারায়ণের উদ্যাপন, উহাতে কর্তব্যরূপে দান, পুস্তকপূজা ও বাচক-পূজাদির বিধান এবং মাহাত্ম্যকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ ব্রতের বিধি পূর্ণ করিয়া তাহার উদ্যাপন অনুষ্ঠান করিবে। উত্তম ফলকামনাকারী পুরুষগণের জন্মাষ্টমী ব্রতের সমান ইহার উদ্যাপন করা কর্তব্য। ১

যাঁহারা অকিঞ্চন ভক্ত, তাঁহাদের প্রায়শঃ ইহার উদ্যাপনের আগ্রহ থাকে না। তাঁহারা কথা শ্রবণমাত্রেই শুদ্ধ হইয়া যান; তাঁহারা নিষ্কাম বৈষ্ণব। ২

এইরূপ নবাহ-যজ্ঞ পূর্ণ হইলে পর শ্রোতারা ভক্তিসহকারে পুস্তক ও কথা-বাচকের পূজা করিবে। বক্তাও সেই সময় শ্রোতাগণকে প্রসাদ ও তুলসীমালা প্রদান করিবেন। ৩½

তাহার পর মৃদঙ্গ বাজাইয়া সমধুর তালের সহিত কীর্তন করিবে; জয়-শব্দ ও নমস্কার-শব্দের সহিত শঙ্খ ধ্বনি করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ ও যাচকগণকে ধন এবং অন্ন দান করিবে। ৪-৫

কথা-শ্রবণের শেষে এক পল সুবর্ণে নির্মিত লক্ষ্মীর সহিত শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তি বাচককে প্রদান করিবে। ৬

কথা সমাপ্ত হইলে পর বাচককে বিধি অনুসারে রেশমী বস্ত্রও প্রদান করিবে। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এই বিশেষ কথাই বলিয়াছেন। ৭

সংহিতাশাস্ত্রে বিদ্বান্ বাচক পবিত্রভাবে সম্পূর্ণ হরিবংশ সমাপ্ত করিয়া শুভ দিনে পুস্তককে সিংহাসনে স্থাপিত করত রেশমী বস্ত্রাবৃত শুক্লবস্ত্র ধারণ পূর্বক পবিত্র ও বিভূষিত হইয়া গন্ধ-মাল্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপচারসমূহের দ্বারা সংহিতাপুস্তকের যথাযথভাবে পূজা করিবেন। সেই সময় চিত্তকে শুদ্ধ ও একাগ্র করিয়া রাখিবে। ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পিষ্টকাদি নৈবেদ্যসমূহ এবং নানাপ্রকার শুভ কৌতুকসমূহের দ্বারা সেই পূজা-কর্ম সম্পন্ন করিবেন। ৮-১০

যজমান এই সময় সুবর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্য দক্ষিণারূপে প্রদান করিবে। যাহারা নিজেদের গৃহাদিতে আয়োজন করিয়া লোক

কল্পকোটিশতং সাগ্রং যান্তি তে ব্রহ্মণঃ পদে ।
আসনার্থং প্রযচ্ছন্তি পুরাণজ্ঞস্য যে নরাঃ ॥ ১২
কম্বলাজিনবাসাংসি মঞ্চাফলকমেব চ
স্বর্গলোকং সমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ১৩
স্থিত্বা ব্রহ্মাদিলোকেষু পদং যান্তি নিরাময়ম্ ।
পুরাণস্য প্রযচ্ছন্তি যে সূত্রবসনং নবম্ ॥ ১৪
ভোগিনো জ্ঞানসম্পন্নাস্তে ভবন্তি ভবে ভবে ।
যে মহাপাতকৈর্যুক্তা উপপাতকিনশ্চ যে ॥ ১৫
পুরাণশ্রবণাদেব তে যান্তি পরমং পদম্ ।
হরিবংশং লিখিত্বা যো বাচকায় প্রদাপয়েৎ ॥ ১৬
যৎ ফলং ভূমিদানস্য তৎ ফলং লভতে হি সঃ
রাজসূয়েন তেনেষ্টমশ্বমেধেন বৈ নৃপ ॥ ১৭
দত্তানি সর্বদানানি হরিবংশে শ্রুতেঽখিলে
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যা যজ্ঞাশ্চৈব যুগে যুগে ॥ ১৮
শ্রবণং হরিবংশস্য কলৌ যজ্ঞফলপ্রদম্ ।

---

সকলকে পুণ্যময়ী পুরাণের কথা শ্রবণ করান, তাঁহারা শত-কোটি কল্পকাল হইতেও অধিক-কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মধামে বাস করেন । ১১ঽ

যে মানবগণ পুরাণবিৎ বাচকের আসনের জন্য কম্বল, মৃগচর্ম্ম, বস্ত্র, শয্যা ও চৌকী প্রভৃতি প্রদান করে, তাহারা স্বর্গলোকে গমন করত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহ উপভোগ করিয়া ব্রহ্মাদির লোক-সমূহে বাস করত পরে নিরাময় পদে ( বৈকুণ্ঠ-ধামে ) গমন করে । ১২-১৩ঽ

যাহারা পুরাণের বেষ্টনের জন্য নূতন সূতী বস্ত্র প্রদান করে, তাহারা জন্মে জন্মে ভোগ ও জ্ঞানসম্পন্ন হয় । ১৪ঽ

যাহারা মহাপাতকসমূহ ও উপপাতকসমূহে যুক্ত, তাহারাও এই পুরাণের শ্রবণ-মাত্রেই পরমপদ প্রাপ্ত হয় । ১৫ঽ

যে ব্যক্তি হরিবংশ স্বহস্তে লিখিয়া তাহা বাচককে প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ভূমিদানের যে ফল, সেই ফল প্রাপ্ত হয় ।১৬ঽ

নৃপ জনমেজয় ! যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হরিবংশ শ্রবণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তির রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ করা হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার দানও তাহার করা হইয়াছে । ১৭ঽ

রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহ প্রত্যেক যুগে কেবল নিজে-দেরই ফল দান করে, কিন্তু হরিবংশের শ্রবণ কলিযুগে সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রদান করে । ১৮ঽ

শ্রদ্ধালু, আস্তিক ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যখন হরিবংশ আরম্ভ



শ্রদ্ধাবানাস্তিকো দান্তো হরিবংশং যদারভেৎ ॥ ১৯
পাতকানি প্রকম্পন্তে প্রত্যূহানি জ্বলন্তি চ ।
সমারভ্য নয়েৎ পারং হরিবংশং য আদিতঃ ॥ ২০
স্পর্শনাদ্ দর্শনাৎ তস্য বিষ্ণুর্দৃষ্টো ভবেন্নৃপ ।
জন্মত্রয়স্য নিকষঃ পাতকস্য ক্ষয়ো ধ্রুবম্ ॥ ২১
ফলাপ্তিশ্চ সমাপ্তৌ চ হরিবংশস্য বুধ্যতে ।
শ্রোতুর্ভারত বিজ্ঞেয়ং পূর্বং সুকৃতিলক্ষণম্ ॥ ২২
যেন সঞ্জায়তে বুদ্ধির্হরিবংশাবধারণে ।
সর্বাণি চ পুরাণানি বেদাশ্চ স্মৃতয়স্তথা ॥ ২৩
হরিবংশেন বদ্ধার্থা ব্যাসেন চ মহর্ষিণা ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং নিন্দকেভ্যঃ কথঞ্চন ॥ ২৪
পাপিভ্যশ্চ মহারাজ শ্রাবয়েন্নৈব বাচকঃ ।
শ্রুত্বা তুষ্টেন মনসা বাচকং পরিপূজয়েৎ ॥ ২৫
দান্তং যশস্বিনং কান্তং শুচিং স্পষ্টাক্ষরব্রুবম্ ।
ত্রিশুক্লমাচারপরমক্রোধনমবাদিনম্ ॥ ২৬

---

করে, তখন সমস্ত পাপ কাঁপিতে থাকে এবং বিঘ্নসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া যায় । ১৯ঽ

নৃপ জনমেজয় ! যে ব্যক্তি হরিবংশের কথার আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করে, তাহার দর্শন এবং স্পর্শে ভগবান্ বিষ্ণুরই দর্শন ও স্পর্শ হইয়া যায় । ২০ঽ

হরিবংশের সমাপ্তি হইলে পর শ্রোতার তিন জন্মের পাপ নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়া যায় এবং অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তিরও বোধ হয়, ইহাই তাহার সফলতার কষ্টিপাথর । ২১ঽ

ভরতবংশধর ! ইহা শ্রোতার পূর্ব্ব পুণ্যের লক্ষণ বলিয়া জানিবে, যাহার দ্বারা তাহার মনে হরিবংশ শ্রবণ করিবার বিচার উৎপন্ন হইয়াছে । ২২ঽ

মহর্ষি ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণ, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের ভাব হরিবংশের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন । ২৩ঽ

মহারাজ ! বাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসকলের নিন্দুক-গণকে এবং পাপীদিগকে কোনরূপেই হরিবংশের কথা শ্রবণ করাইবেন না । ২৪ঽ

হরিবংশের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতা সন্তুষ্টচিত্তে জিতেন্দ্রিয়, যশস্বী, কান্তিমান্, পবিত্র, অক্ষরসমূহের স্পষ্ট উচ্চারণকারী এবং জন্ম,বিদ্যা ও সংস্কার—এই তিনেই শুদ্ধ, সদাচারপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং বাদ-বিবাদরহিত বাচককে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিবে । ২৫-২৬

গ্রামং দদ্যাৎ সুবসিতং কুণ্ডলোষ্ণীষমালিকাম্
পাদুকোপানহৌ ছত্রং সবিতানং মশুরিকাম্ ॥ ২৭
এবং কৃত্বা তু বিধিবদ্ বাচকায় প্রদাপয়েৎ ।
যানং বার্ষং হয়-গজৌ ক্ষৌমং মণিময়াসনম্ ॥২৮
পঞ্চ ভাণ্ডানি তাম্রস্য তাম্রসৈবাম্বুভাজনম্ ।
সকুটুম্বঃ সস্ত্রীকং বাচকং পরয়া মুদা ॥ ২৯
বিভূষণৈরলঙ্কৃত্য পরিধাপ্য সুবাসসী ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ধ্যায়ন্ নমস্কুর্বীত ভাবতঃ ॥ ৩০
বাচকে পরিতুষ্টে তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্তব্যং হরিবংশফলেপ্সুভিঃ ॥ ৩১
প্রদেয়া গৌঃ শুভা চৈকা সবৎসা হেমপূরিতা ।
পলেন চ পলার্ধেন তদর্ধং বাথ বা পুনঃ ॥ ৩২
বাচকং যেন কেনাপি তোষয়েৎ সুসমাহিতঃ ।
তুষ্টে তু বাচকে রাজংস্তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৩৩
তুষ্টেষু সর্বদেবেষু কার্যং তু সফলং ভবেৎ ।
হরিবংশে সমাপ্তে তু বাচকে পরিপূজিতে ॥ ৩৪
ঋণত্রয়েণ মুক্তাঃ স্যুস্তে নরা জনমেজয়
মোদন্তে পিতরস্তেষাং লোকান্ প্রাপ্যাক্ষয়ান্ নৃপ ॥৩৫
হরিবংশস্য প্রারম্ভে সমাপ্তৌ চৈব তৈঃ সহ
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিপাপ্মা জায়তে নরঃ ॥ ৩৬
এবং কৃতে বিধানে তু প্রজাং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
ধনমারোগ্যমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং গুণগৌরবম্ ॥ ৩৭
প্রাপ্নোতি মনুজঃ সম্যঙ্ নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৩৮

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিকথনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

---

তাঁহাকে উত্তম জনবসতিপূর্ণ গ্রাম দান করিবে, কুণ্ডল, পাগড়ী ও মালা সমর্পণ করিবে, কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম), চর্ম-পাদুকা (জুতা), ছত্র, বিতান (চাঁদোয়া) এবং মশুরিকা (মশারী)—এই সব বস্তু একত্রে করিয়া বিধি অনুসারে বাচককে প্রদান করিবে। এই সঙ্গে বৃষবাহিত যান (গরুর গাড়ী), অশ্ব, হস্তী, রেশমী বস্ত্র, মণিময় আসন, ও তাম্রনির্মিত জলপাত্রও প্রদান করিবে। ২৭-২৮।

পত্নী ও কুটুম্বগণ বাচককে অতিশয় আনন্দের সহিত আভূষণ-সমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাদিগকে দুইটি সুন্দর বস্ত্র পরাইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিবে। ২৯-৩০

বাচক সন্তুষ্ট হইলে পর সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব হরিবংশের যথোক্ত ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণের ধনব্যয়বিষয়ে কার্পণ্য করা উচিত নয়। ৩১

এক পল, অর্দ্ধ পল বা চতুর্থাংশ পল সুবর্ণের সহিত সবৎসা একটি সুন্দর গাভীও বাচককে প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৩২

রাজন্! যে কোনও উপায়ে একাগ্রচিত্তে বাচককে সন্তুষ্ট করিবে; কারণ, বাচক সন্তুষ্ট হইলে পর সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে যজমানের কার্য্য সফল হইয়া যায়। ৩৩

জনমেজয়! হরিবংশ সমাপ্ত হইলে ও বাচক সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইলে পর মনুষ্যগণ ত্রিবিধ ঋণ (দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ) হইতে মুক্ত হইয়া যায়। নৃপ! তাহাদের পিতৃগণ অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া সেখানে আনন্দভোগ করেন। ৩৪-৩৫

হরিবংশ আরম্ভ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিলে পর মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং নিজের সেই পিতৃগণের সহিত সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করে। ৩৬

এইরূপ বিধি-বিধান পালন করিলে পর মানুষ উত্তম সন্তান প্রাপ্ত হয় এবং ধন, আরোগ্য, আয়ু, সৌভাগ্য ও গুণজনিত গৌরব সর্ব্বতোভাবে লাভ করে;—ইহাতে অন্যথা বিচার করা উচিত নয়। ৩৭-৩৮

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদির বিধিকথননামক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

# ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[ হরিবংশারম্ভবিষয়ে উত্তম-মাস-তিথি-নক্ষত্রাদীনাং নির্দেশঃ, ব্যাসপূজায়াঃ, কথাসমাপনাৎ পরং দেয়-দক্ষিণা-দানাদীনাঞ্চোল্লেখস্তথা শ্রবণস্য মাহাত্ম্যম্ ]

জনমেজয় উবাচ।

প্রারম্ভস্তু কথং কার্য্যঃ কথং পূজাবিধিঃ স্মৃতঃ

কথং বিসর্জয়েদ্ ব্যাসং কথং সম্যক্ ফলং লভেৎ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতৎ সর্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরান্মুনিসত্তম

শৃণু রাজন্ যথাবন্ধ্যা সন্ততিং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২

বৈশাখে মাঘ উর্জে চ অন্যস্মিন্ শুভমাসকে।

শুক্লপক্ষে তিথৌ পূর্ণানন্দাভদ্রাজয়াসু চ ॥ ৩

বারে গুরৌ তথা শুক্রে চন্দ্রে চন্দ্রাত্মজে তথা।

নক্ষত্রে শ্রবণে হস্তে পুষ্যে মূলে পুনর্বসৌ ॥ ৪

বাসবে তুহিনাংশৌ চ পৌষ্ণে চ হয়তারকে।

সৌভাগ্যাদিষু যোগেষু করণে বিষ্টিবর্জিতে ॥ ৫

শ্রোতুশ্চাথাপি বক্তুশ্চ চন্দ্রে চ বলশালিনি

পূর্বাহ্ণে চাপি মধ্যাহ্নে প্রারম্ভঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ৬

আদৌ লম্বোদরঃ পূজ্যঃ কলসস্তু ততঃ পরম্।

শ্রীখণ্ডাগুরুকর্পূরকুঙ্কুমামোদলেপনৈঃ ॥ ৭

পঙ্কজৈশ্চম্পকৈরন্যৈর্জাতীপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।

তুলসীবিল্বধাত্রীণাং পত্রৈরন্যৈর্নবাঙ্কুরৈঃ ॥ ৮

ধূপৈর্দীপৈশ্চ বিবিধৈর্নারিকেলফলাদিভিঃ

তাম্বূলৈর্মুখবাসৈশ্চাখণ্ডিতৈঃ শুক্লতণ্ডুলৈঃ ॥ ৯

চামরৈর্ব্যজনৈশ্চৈব ঘণ্টাবাদ্যাদিভিস্তথা।

প্রত্যহং পূজয়েদ্ দেবং যাবদ্ গ্রন্থঃ সমাপ্যতে ॥ ১০

লত্তাদিদোষরহিতে বারে চ শুভসংজ্ঞকে।

সমর্পয়েৎ পুরাণং তু ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১১

প্রারম্ভে চ যথা পূজা তথা কার্য্যা বিসর্জনে।

চন্দনাগুরুকর্পূরকুঙ্কুমৈর্গন্ধকাদিভিঃ ॥ ১২

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

[ হরিবংশ আরম্ভ করিবার বিষয়ে উত্তম মাস, তিথি ও নক্ষত্রাদির নির্দেশ, দেবপূজা, ব্যাসপূজা এবং কথা-সমাপ্তির পর দেয় দক্ষিণা ও দানাদির উল্লেখ এবং শ্রবণের মাহাত্ম্য। ]

জনমেজয় বলিলেন—মুনিশ্রেষ্ঠ! হরিবংশের আরম্ভ কিভাবে করিতে হয়? ইহার পূজার বিধান কিরূপ কথিত আছে? ব্যাসদেবের বিসর্জন কিভাবে করণীয়? এবং কি প্রকারে উত্তম ফল লাভ করা সম্ভব? এই সব আপনি সবিস্তরে বলুন। ১ ½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যেভাবে কথা শ্রবণ করিলে পর বন্ধ্যা স্ত্রী নিশ্চয়ই সন্তান লাভ করিয়া থাকে, সেই বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর—বৈশাখ, মাঘ, কার্ত্তিক কিংবা অন্য কোনও শুভ মাসে, শুক্ল পক্ষে, পূর্ণা (৫, ১০, ১৫), নন্দা (১, ৬, ১১), ভদ্রা (২, ৭, ১২) এবং জয়া (৩, ৮, ১৩) তিথিতে, বৃহস্পতি, শুক্র, সোম ও বুধবারে, শ্রবণ, হস্ত, পুষ্য, মূল, পুনর্বসু, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, রেবতী ও অশ্বিনী নক্ষত্রে, সৌভাগ্যাদি শুভ যোগসমূহে এবং বিষ্টিরহিত করণসমূহে, বক্তা ও শ্রোতার চন্দ্র যখন বলিষ্ঠ হইবে, সেই সময় পূর্ব্বাহ্ণ অথবা মধ্যাহ্নকালে বিদ্বান্ পুরুষ হরিবংশের কথা আরম্ভ করিবেন। ২-৬

প্রথমে গণেশের পূজা করা কর্ত্তব্য। তাহার পর কলসের (ঘটের) পূজা করিতে হয়। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, গন্ধ, অনুলেপন, পদ্ম, চম্পা, সুগন্ধিত জাতিপুষ্প (চামেলী), তুলসী দল, বিল্বপত্র, আমলকীপত্র, দূর্ব্বাদির নূতন অঙ্কুর, ধূপ, দীপ, নারিকেলাদি বিবিধ ফলের নৈবেদ্য, মুখ বাসিতকারী তাম্বূল, অখণ্ড শ্বেত তণ্ডুল, চামর, ব্যজন এবং ঘণ্টাবাদ্যাদি উপকরণ-সমূহের দ্বারা শ্রোতা প্রতিদিন ততকাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া যাইবে, যতকাল না হরিবংশ গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। ৭-১০

লত্তাদি দোষরহিত * শুভ দিনে হরিবংশ পুরাণ বক্তার হস্তে সমর্পণ করিবে। তদনন্তর প্রারম্ভিক পূজা আরম্ভ করিবে। ১১

কথার আরম্ভে যেরূপ পূজা করা হয়, সেইরূপ পূজা বিসর্জনেও করিতে হয়। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও গন্ধাদির দ্বারা পূজা করিবে। ১২

---

* সূর্য্য, পূর্ণচন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি ও রাহুগ্রহ ক্রমশঃ নিজের আশ্রিত নক্ষত্রে অগ্রে এবং পশ্চাতে ১১, ২২, ৩, ৭, ৬, ৮ ও নবমে দৈনিক নক্ষত্রকে লত্তায় (পাদস্পর্শে) দূষিত করে, সেইজন্য ইহাকে লত্তাদোষ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সূর্য্য নিজের অগ্রে ও পূর্ণচন্দ্র পশ্চাতে, এইরূপ মঙ্গল অগ্রে ও বুধ পশ্চাতে, গুরু অগ্রে ও শুক্র পশ্চাতে, শনি অগ্রে ও রাহু পশ্চাতে স্থিত নক্ষত্রসকলকে দূষিত করে।

গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ রাজন্ কার্য্যো মহোৎসবঃ।
ততঃ পুরাণপূজায়াং যথা দানং তথা শৃণু ॥ ১৩
অষ্টাদশশতং দানং পুরাণায় সমর্পয়েৎ।
অভাবে দ্বাদশশতং পূজা বৈ জনমেজয় ॥ ১৪
তদভাবেঽপি রাজেন্দ্র ষট্শতং পরিকীর্ত্তিতম্।
উত্তমং মধ্যমং দানমধমঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫
সপত্নীকং ততো ব্যাসং দুকূলৈরংশুকৈর্নবৈঃ।
পূজয়েৎ সর্বভাবেন স সম্যক্ ফলমশ্নুতে ॥ ১৬
পরিধেয়ানি দেয়ানি কুণ্ডলানি শুভানি চ
মুকুটাদ্যৈরলঙ্কৃত্য কেযূরাঙ্গদভূষণৈঃ ॥ ১৭
গাবশ্চ কপিলা দেয়াঃ সবৎসা গর্ভসংযুতাঃ।
যানমশ্বাদিকং রাজন্ দাসীদাসান্ সমর্পয়েৎ ॥ ১৮
আসনং পুরুষব্যাঘ্র ধূপ-দীপাদি ভাজনম্।
শয্যা তূলাদিকং সর্বং সোপধানং সলড্ডুকম্ ॥ ১৯
স্থালী পীঠাদিকং রাজঞ্জলপাত্রং তথৈব চ।
অন্নঞ্চ বহু দাতব্যং লবণং জনমেজয় ॥ ২০
ঘৃততৈলাদিকং রাজন্ যাবদ্ বর্ষং সমাপ্যতে।
এতৎ সর্বং দ্বিজেন্দ্রায় ব্যাসাসনগতায় চ ॥ ২১
মনোঽভীষ্টং বরং লব্ধ্বা ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাম্।
পারণান্তে তু রাজেন্দ্র দ্বিজেন্দ্রং রুদ্রজাপিনম্ ॥ ২২
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য মুদ্রিকাভিস্তথৈব চ।
নবীনং কম্বলং শুভ্রং তাম্রপাত্রং তথৈব চ ॥২৩
দ্বিজং দ্বিজং সমুদ্দিশ্য দাতব্যা দক্ষিণা বহু।
ততোঽভিষেকসংযুক্তং গুরুং চৈব পুরোধসম্ ॥২৪
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
ততোঽন্যান্ ব্রাহ্মণান্ সর্বান্ দক্ষিণাভিঃ সমর্চয়েৎ ॥২৫
হবনঞ্চ তথা রাজন্ কর্তব্যং কর্মশান্তয়ে।
প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াদ্ দশাংশেনৈব বা পুনঃ ॥ ২৬
পায়সং মধু সর্পিশ্চ তিলান্নাদিকসংযুতম্।
অথবা হবনং কুর্য্যাদ্ গায়ত্র্যা সুসমাহিতঃ ॥২৭

রাজন্! তারপর গীতবাদ্য ও নৃত্যের দ্বারা মহোৎসব পালন করিবে। তদনন্তর পুরাণ-পূজায় যেরূপ দান করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৩

জনমেজয়! পুরাণের জন্য আঠার শত রৌপ্য মুদ্রা দক্ষিণা সমর্পণ করিবে। তাহার অভাবে বার শত রৌপ্য মুদ্রা দিয়া পূজা করিবে। রাজেন্দ্র! তাহাও যদি সম্ভব না হয়, তবে ন্যূনপক্ষে ছয় শত রৌপ্য মুদ্রা দক্ষিণা দেয় বলিয়া কথিত আছে। ইহা ক্রমশঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীর দান বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪-১৫

তাহার পর নূতন বস্ত্রসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে পত্নীসহ ব্যাসদেবের পূজা করিবে। এরূপ করিলে যজমান সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬

বাচককে কেয়ূর ও অঙ্গদাদি ভূষণসমূহে এবং মুকুটাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার পরিধানযোগ্য সুন্দর কুণ্ডলও প্রদান করিবে ॥ ১৭

বৎস-সহ ও গর্ভবতী কপিলা গাভীসকল দান করিতে হয়। রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! যজমান বাচককে অশ্বাদি বাহন ও বহু দাস-দাসীও সমর্পণ করিবে। আসন, ধূপ, দীপাদি বস্তুসমূহ, পাত্র, শয্যা, তূলাদি, উপধান (বালিশ), লড্ডুক, স্থালী, পীঠাদি, জলপাত্র, বহুবিধ অন্ন, লবণ, ঘৃত, তৈলাদি-সামগ্রীও এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষরূপে বাচককে প্রদান করিবে। এই সমস্ত বস্তু ব্যাসাসনে বিরাজমান বক্তাকে উপহাররূপে সমর্পণ করিতে হইবে ॥ ১৮-২১

তারপর বাচকের নিকট হইতে মনোবাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হইয়া যজমান তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। রাজেন্দ্র! পারণ পূর্ণ হইলে পর রুদ্রমন্ত্র জপকারী দ্বিজরাজকে বস্ত্রাদি ও মুদ্রিকাসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাকে নূতন কম্বল এবং সুন্দর তাম্রপাত্র প্রদান করিবে ॥ ২২-২৩

প্রত্যেক দ্বিজের উদ্দেশ্যে বহু দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর অভিষেকযুক্ত গুরু ও পুরোহিতকে বস্ত্রাদিতে বিভূষিত করিয়া দক্ষিণাসমূহে সন্তুষ্ট করিবে ॥ ২৪½

তারপর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও বহু দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদের অর্চনা করিবে। রাজন্! কর্মের শান্তির জন্য হোমও করিতে হইবে। গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের দ্বারা পায়স, মধু, ঘৃত, তিল ও অন্নাদিযুক্ত হবনসামগ্রী আহুতিদান করিবে, অথবা গ্রন্থে যত শ্লোক আছে, তাহার দশমাংশের (দশভাগের একভাগের) দ্বারা হোম করিবে ॥ ২৫-২৬½

অথবা একাগ্রচিত্ত হইয়া গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা হোম করিবে; কারণ, তত্ত্বতঃ এই উৎকৃষ্ট পুরাণই হইল গায়ত্রী-মন্ত্রস্বরূপ ॥ ২৭½

যদি হোম করাইবার শক্তি না থাকে, তবে বিদ্বান্ পুরুষ

তন্ময়ত্বাৎ পুরাণস্য পরমস্যাস্য তত্ত্বতঃ
হোমাশক্তৌ বুধো হেম দদ্যাৎ তৎফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৮
নানাচ্ছিদ্রনিরোধার্থং ন্যূনতাধিকতাখ্যয়োঃ।
দোষয়োঃ প্রশমার্থঞ্চ পঠেন্নামসহস্রকম্ ॥ ২৯
তেন স্যাৎ সফলং সর্বং নাস্ত্যস্মাদধিকং যতঃ।
ভোজয়েন্মিথুনান্যেব চতুর্বিংশতিমাদরাৎ ॥ ৩০
ততো গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ স্বলঙ্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্।
তোষয়েদ্ দক্ষিণাহেমৈর্বাসৈ রত্নাদিভিস্তথা ॥ ৩১
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু যথাবৎ সমম্যা চ তান্।
বাচকং ভরতশ্রেষ্ঠ ভোজয়িত্বা স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ৩১
সপত্নীকঞ্চ সন্তোষ্য বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ।
ব্রাহ্মণেষু প্রসন্নেষু প্রসন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥ ৩৩
বাচকে পরিতুষ্টে তু শুভা প্রীতিরনুত্তমা।
দদ্যাৎ সুবর্ণং ধেনুঞ্চ ব্রতপূর্ণত্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪
শক্তৌ পলত্রয়মিতং স্বর্ণসিংহং বিধায় চ।
তত্রাস্য পুস্তকং স্থাপ্য লিখিতং ললিতাক্ষরম্ ॥ ৩৫
সম্পূজ্যাবাহনাদ্যৈশ্চ উপচারৈঃ সদক্ষিণৈঃ
বস্ত্রভূষণগন্ধাদ্যৈঃ পূজিতায় মহাত্মনে ॥ ৩
আচার্য্যায় সুধীর্দত্বা মুক্তঃ স্যাদ্ ভববন্ধনেঃ
এবং কৃতে বিধানে চ সর্বপাপনিবারণে ॥ ৩৭
ফলদং স্যাৎ পুরাণং তু সর্বকামার্থসিদ্ধিদম্।
অনেন বিধিনা রাজন্ যঃ পুরাণং সমাপয়েৎ ॥ ৩৮
তস্য স্ত্রী লভতে গর্ভং মাসেনৈকেন ভারত
অনেন বিধিনা রাজন্ ব্যাসং যস্ত্ব সমর্চয়েৎ ॥ ৩৯
পূজয়েৎ দানমানাভ্যাং তস্য স্ত্রী গর্ভিণী ভবেৎ।
যন্ময়া বিবিধং প্রোক্তং ভক্তিপূজাদিকং পুনঃ ॥ ৪০
তৎ কৃত্বা লভতে নারী পুত্রং ভাস্করতেজসম্।
তথা বন্ধ্যা লভেদ্ গর্ভং ব্যাসস্য বচনং যথা ॥ ৪১
বিপ্ররত্নাপহারী চ সোঽনপত্যঃ প্রজায়তে
তেন কায়বিশুদ্ধ্যর্থং মহারুদ্রজপাদিকম্ ॥ ৪২

---

তাহার ফল লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে কিছু সুবর্ণ দান করিবে। কর্ম্মে যে সব নানাবিধ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে বা বিধি-পালনে যে ন্যূনতা অথবা অধিকতা হইয়াছে, সেই সব দোষের শান্তির জন্য বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিবে। ২৮-২৯

ইহার দ্বারা সমস্ত কর্ম্মই সফল হইয়া যায়; কারণ, ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সাধন নাই। হোমের পর চব্বিশ জন সপত্নীক ব্রাহ্মণকে (পত্নীসহ ব্রাহ্মণগণকে) সমাদরের সহিত ভোজন করাইবে। ৩০

তাহার পর সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ ও মাল্যসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া সুবর্ণময়ী দক্ষিণা, বস্ত্র ও রত্নাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণগণ যথাযথভাবে ভোজন করিলে পর তাঁহাদের নিকটে সপত্নীক বাচককেও সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করিয়া ভোজন করাইবে এবং বস্ত্র ও আভরণসমূহের দ্বারা সন্তুষ্ট করত প্রণাম করিবে। ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইলে পর যজমানের উপর সমস্ত দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া যান। ৩২-৩৩

বাচক সন্তুষ্ট হইলে পর শ্রোতার শুভ ও সর্ব্বোত্তম প্রীতিলাভ হয়। ব্রতের পূর্ত্তির জন্য যজমান দুগ্ধবতী গাভী ও সুবর্ণ দান করিবে। ৩৪

যদি শক্তি থাকে, তবে তিনপল স্বর্ণের দ্বারা এক সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার উপর সুন্দর অক্ষরসমূহে লিখিত হরি-বংশ পুস্তক রাখিয়া আহ্বানাদি দক্ষিণাসহ উপচারসমূহের দ্বারা তাঁহার পূজা করত বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধাদির দ্বারা পূজিত মহাত্মা আচার্য্যকে সেই পুস্তক প্রদান করিবে। এইভাবে দান করিয়া উত্তম বুদ্ধিযুক্ত বিদ্বান্ শ্রোতা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৩৫-৩৬;

নবাহ-যজ্ঞের এই বিধান সমস্ত পাপসমূহ নিবারণ করে। ইহার এইভাবে যথাযথরূপে পালন করিলে পর হরিবংশ পুরাণ মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন এবং সমস্ত কামনা ও পুরুষার্থ-সমূহের সাধক হন। ৩৭;

রাজন্! ভরতবংশধর জনমেজয়! যে ব্যক্তি এই বিধি অনুসারে এই পুরাণ সমাপ্ত করে, তাহার পত্নী এক মাসের মধ্যে গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে। ৩৮;

রাজন্! যে ব্যক্তি এই বিধি অনুসারে ব্যাসদেবের পূজা করে এবং দান-মানের দ্বারা তাঁহার সৎকার করে, তাহার স্ত্রী অবশ্যই গর্ভবতী হয়। ৩৯;

আমি যে নানাপ্রকারের ভজন-পূজনাদি বলিলাম, তাহা করিয়া নারী ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুত্রলাভ করে এবং বন্ধ্যা নারীও অবশ্যই গর্ভ ধারণ করে। ৪০-৪১

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের রত্ন অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি সন্তানহীন হইয়া যায়। তাহার শরীরের শুদ্ধির জন্য মহারুদ্র মন্ত্রজপাদির বিধান আছে। ৪২

অথ পারীক্ষিতো রাজা শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা
ভাবতঃ সত্যযুক্তেন চৈকাগ্রমনসা তথা ॥ ৪৩
শ্রুত্বান্তে নিশ্চয়ং কৃত্বা দম্ভশাঠ্যবিবর্জিতঃ
শ্রুত্বেনং হরিবংশং বৈ ব্যাসং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৪৪
দানঞ্চ বহুলং কৃত্বা ব্যাসাশীর্গৃহ্য ভারত।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা রমতে রমণীযুতঃ ॥ ৪৫
প্রাগ্জন্মজনিতে পাপে ক্ষীণে বৈ জনমেজয়।
ঋতাবাদ্যে তু সংধত্তে গর্ভং তস্য কুলাঙ্গনা ॥ ৪৬
দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা চতুর্থে মাসি বৈ পুনঃ।
পঞ্চমে বাপি ষষ্ঠে বা সপ্তমে অষ্টমেঽপি বা ॥ ৪৭
নবমে দশমে মাসি দোহদং নিশ্চয়ং ভবেৎ।
ব্যাসেনোক্তমিদং পুণ্যং বন্ধ্যাগর্ভস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৮
পিতৄনুদ্ধরতে সর্বান্ দশ পূর্বান্ দশাপরান্।
হরিবংশং নরঃ শ্রুত্বা সেতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৪৯

ইদং ময়া তবাগ্রে চ সর্বং প্রোক্তং নরর্ষভ
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫০
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি হ্যধনো ধনমাপ্নুয়াৎ।
নরমেধাশ্বমেধাভ্যাং যৎ ফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ৫১
তৎ ফলং লভ্যতে সর্বং পুরাণশ্রবণান্নরেঃ
ব্রহ্মহা ভ্রূণহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
সকৃৎ পুরাণশ্রবণাৎ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ৫২
ইদং ময়া তে পরিকীর্তিতং মহ-
চ্ছ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যমপারমদ্ভুতম্।
শৃণ্বন্ পঠন্নাপ্ত সমাপ্নুয়াৎ ফলং
যচ্চাপি লোকেষু সুদুর্লভং মহৎ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণবিধৌ দানবিধান-
কথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

(সূত বলিলেন,—শৌনক!) তদনন্তর ভরতবংশীয় রাজা জনমেজয় ভক্তিভাবে ও সত্যযুক্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ একাগ্রচিত্তে হরিবংশের কথা শ্রবণ করিয়া শেষে দৃঢ় নিশ্চয় করত দম্ভ ও শঠতা (কার্পণ্য) ত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে ব্যাসের (বক্তার) পূজা করিলেন। তারপর বহু পরিমাণ দান করিয়া ব্যাসের আশীর্বাদ গ্রহণ করত প্রসন্নবদন হইয়া নিজের পত্নীর সহিত সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ৪৩-৪৫

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—) জনমেজয়! হরিবংশের কথা শ্রবণে পূর্বজন্মের পাপ নষ্ট হইয়া যাইলে পর যজমানের কুলবতী স্ত্রী প্রথম ঋতুতেই গর্ভ ধারণ করে। ৪৬

অথবা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম মাসে তাহার নিশ্চয় গর্ভ লাভ হইবে। বন্ধ্যার গর্ভ-ধারণের এই পবিত্র লক্ষণ স্বয়ং ব্যাসদেব বলিয়াছেন। ৪৭-৪৮

ইতিহাসসহ এই পুরাতন হরিবংশ শ্রবণ করিয়া মানুষ দশ পুরুষ পর্যন্ত পূর্বতন পিতৃপুরুষগণকে এবং দশ পুরুষ পর্যন্ত অধস্তন সন্তানগণকে উদ্ধার করে। ৪৯

নরশ্রেষ্ঠ! এই সব মাহাত্ম্য আমি তোমার সম্মুখে বলিলাম, যাহার শ্রবণমাত্রেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৫০

ইহার দ্বারা পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র ও ধনহীন ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হয়। নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা মনুষ্যগণের যে ফল লাভ হয়, সেই সম্পূর্ণ ফল শ্রীহরির হরিবংশ-পুরাণ শ্রবণ করিলেই লাভ হইয়া থাকে। ৫১½

ব্রহ্মহত্যাকারী, গর্ভঘাতী, গোহত্যাকারী, সুরাপায়ী ও গুরুপত্নীগামী মানুষও একবার মাত্র এই পুরাণ শ্রবণ করিলে পবিত্র হইয়া যায়; ইহার অন্যথা হয় না। ৫২

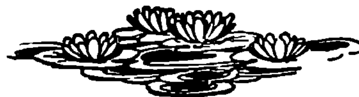
জনমেজয়! এই আমি তোমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অপার, অদ্ভুত ও মহান্ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম। ইহার শ্রবণ ও পাঠকারী মানুষ তিন লোকে যাহা অত্যন্ত দুর্লভ, সেই মহৎ ফলও সত্বর লাভ করিয়া থাকে। ৫৩

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণের বিধিপ্রসঙ্গে দান-বিধি-কথননামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিত**

**হরিবংশ-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।**

॥ সবিধি হরিবংশমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ ॥



## সন্তানগোপালমন্ত্র-বিধিঃ (১)

শ্রীগণেশায় নমঃ। এখন সন্তানগোপাল মন্ত্রের অনুষ্ঠানের বিধি প্রদর্শিত হইতেছে। নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ করিয়া বিনিয়োগ করিতে হয়—

অস্য শ্রীসন্তানগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণো দেবতা, গ্লৌং বীজম্, নমঃ শক্তিঃ, পুত্রার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

### অঙ্গন্যাস—

'দেবকীসুত গোবিন্দ' হৃদয়ায় নমঃ (এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জনী অঙ্গুলীর দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে।)। 'বাসুদেব জগৎপতে' শিরসে স্বাহা (এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মস্তক স্পর্শ করিবে।) 'দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ' শিখায়ৈ বষট্ (এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে)। 'ত্বামহং শরণং গতঃ' কবচায় হুম্ (এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির দ্বারা বাম বাহু এবং বাম হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির দ্বারা দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিবে।) 'ওঁ নমঃ' অস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তকে মস্তকের উপর বাম ভাগ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ ভাগে লইয়া আসিবে এবং তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের তলে বাদ্য করিবে)।

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্যান করিবে যথা—

বৈকুণ্ঠাদাগতং কৃষ্ণং রথস্থং করুণানিধিম্।
কিরীটি-সারথিং পুত্রমানয়ন্তং পরাৎপরম্॥ ১
আদায় তং জলস্থঞ্চ গুরবে বৈদিকায় চ।
অর্পয়ন্তং মহাভাগং ধ্যায়েৎ পুত্রার্থমচ্যুতম্॥ ২

ব্যাখ্যা—পার্থসারথি অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ করুণার সাগর। তিনি জলে নিমগ্ন গুরুপুত্রকে লইয়া আসিতেছেন। তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে এখনই উপস্থিত হইয়াছেন এবং রথে বিরাজমান আছেন। তিনি নিজের বৈদিক গুরু সান্দীপনি মুনিকে তাঁহার পুত্রকে অর্পণ করিতেছেন—সাধক পুত্রপ্রাপ্তির জন্য এইরূপে মহাভাগ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবেন।]

### মূল মন্ত্র—

'ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে। দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ'—এই সম্পূর্ণ মন্ত্র। ইহা তিন লক্ষ জপ করিতে হইবে।

মন্ত্রের ভাবার্থ যথা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ঐশ্বর্য্যশালী, শক্তিশালী, কামনাপূরক, সৌম্যস্বরূপ, দেবকীনন্দন! গোবিন্দ! বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন।

## সন্তানগোপালমন্ত্রবিধিঃ (২)

### বিনিয়োগ—

অস্য শ্রীসন্তানগোপালমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণো দেবতা, ক্লীং বীজম্, নমঃ শক্তিঃ, পুত্রার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

### অঙ্গন্যাস—

গ্লৌং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, শ্রীং কবচায় হুম্, ওঁ অস্ত্রায় ফট্।

### ধ্যান—

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মং দধানং সূতিকাগৃহে।
অঙ্কে শয়ানং দেবক্যাঃ কৃষ্ণং বন্দে বিমুক্তয়ে॥

ব্যাখ্যা—যিনি সূতিকাগৃহে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া মাতা দেবকীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি (সন্তান ও মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বন্দনা করিতেছি।

### মূলমন্ত্র—

'ওঁ নমো ভগবতে জগদাত্মসূতয়ে নমঃ' (সম্পূর্ণ জগৎ যাঁহার নিজের সন্তান, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।)

এই মন্ত্রও তিন লক্ষ জপ করিতে হইবে।

## সনৎকুমারপ্রোক্ত সন্তানগোপাল মন্ত্র (৩)।

### বিনিয়োগ—

ওঁ অস্য শ্রীসন্তানগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণো দেবতা, গ্লৌং বীজম্, নমঃ শক্তিঃ, পুত্রার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

### অঙ্গন্যাস—

এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস দ্বিতীয়-মন্ত্রে প্রদর্শিত অঙ্গন্যাসের ন্যায় হইবে। অথবা নিম্নলিখিত ভাবে অঙ্গন্যাস করিবে—

'দেবকীসুত গোবিন্দ' হৃদয়ায় নমঃ, 'বাসুদেব জগৎপতে' শিরসে স্বাহা, 'দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ' শিখায়ৈ বষট্, 'ত্বামহং শরণং গতঃ' কবচায় হুম্, 'দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে। দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ'। অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান—

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারয়ন্তং জনার্দনম্।

অঙ্কে শয়ানং দেবক্যাঃ সূতিকামন্দিরে শুভে ॥

এবং রূপং সদা কৃষ্ণং সুতার্থং ভাবয়েৎ সুধীঃ ॥

উত্তম বুদ্ধিযুক্ত সাধক পুত্রপ্রাপ্তির জন্য সদা এরূপ রূপবিশিষ্ট জনার্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবেন, যিনি মঙ্গলময় সূতিকাগৃহে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া দেবকীর অঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

মন্ত্র—

ওঁ দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।

দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥

এই মন্ত্রও তিন লক্ষ জপ করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পূজাদির বিধান যেরূপ সনৎকুমার বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—বৈষ্ণবপীঠে দেবগণের আবাহন করিয়া তাঁহাদের পূজা করিবে। পীঠের প্রথম আবৃত্তিতে (আবরণে) ছয় কোণের মধ্যে আগ্নেয়-কোণে 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ' নৈর্ঋত-কোণে 'ওঁ শিরসে স্বাহা' বায়ব্য-কোণে 'ওঁ শিখায়ৈ বষট্' ঈশান কোণে 'ওঁ কবচায় হুম্' অগ্রভাগে 'ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্' এবং পূর্ব্বাদি চারদিকে 'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ হৃদয়াদি অঙ্গসমূহের পূজা করিবে দ্বিতীয় আবরণে—পীঠের পূর্ব্বাদি অষ্ট দিক্‌সমূহে ক্রমশঃ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশানের পূজা করিবে। পীঠের তৃতীয় আবরণে এই সব দিকেই (পূর্ব্বাদি ক্রমে) বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও শূলের পূজা করিবে।

শুক্লপক্ষের দশমী তিথির অর্দ্ধরাত্রির সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। পূজার জন্য স্বস্তিক রচনা করিয়া তাহার উপর ঘৃতপূর্ণ সরা বা কোশা স্থাপিত করিবে। তারপর উহাতে তুলার বাতি রাখিয়া উত্তম দীপ প্রজ্বলিত করিবে। তদনন্তর অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া উহাতে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। তারপর দুইটি জলপূর্ণ ঘট বিধি অনুসারে স্থাপিত করিয়া বিশেষ উপাচারসমূহে (ষোড়শোপচারে) করিবে। অনন্তর এই দুই ঘটে ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান করত পুনরায় যথাবিধি তাঁহার পূজা করিবে। তারপর সেই দুই ঘট স্পর্শ করিয়া অনন্যভাবে এক হাজার আট অথবা এক শত আটবার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র,—

ওঁ দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।

দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥

জপ করিবে। ইহার পর দ্বাদশী তিথিতে গোবিন্দের বিধি অনুসারে পূজা করিয়া অগ্রহায়ণমাসোৎপন্ন তণ্ডুলের স্বাদিষ্ট পায়স, গব্যঘৃত ও গুড়যুক্ত পক্কান্নের ভোগ অর্পণ করিবে। এই সবের সহিত সাময়িক ফলসমূহের নৈবেদ্যও প্রদান করিবে। ইহার অতিরিক্ত ডাল, অন্ন, স্বাদিষ্ট সুস্নিগ্ধ ব্যঞ্জন, কপিলা গাভীর দুগ্ধের দধি ও খণ্ডও প্রদান করিবে। এই সমস্ত ভোজ্য পদার্থ স্বর্ণের পাত্রে রাখিয়া ইহাদের পাত্রভূত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে সেই সব নিবেদন করিবে। এই সঙ্গে শীতল ও কর্পূরাদি সুবাসিত জল বস্ত্রে ছাঁকিয়া উহা শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিবে।

ইহার পর নিজের আর্থিক সামর্থ্যানুসারে শুদ্ধ বুদ্ধিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া নিজের সমস্ত কামনাপূর্ত্তির জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তারপর সংস্কারযুক্ত অগ্নিতে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আহ্বান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। অনন্তর ১০৮ বার বা ১৮ বার হবিষ্য (ঘৃতাপ্লুত পায়স) আহুতি দিয়া শেষ হবিষ্য একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার পর ঘৃতের ৮০০ শত আহুতি দিবে। হুতশেষ ঘৃত পূর্ব্বে স্থাপিত দুইটি ঘটে ঢালিয়া ইহাদের ঘৃতমিশ্রিত জলের দ্বারা দম্পতীকে (যজমান ও যজমান-পত্নীকে) অভিষিক্ত করিবে। তদনন্তর জলময় শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই ঘটদ্বয়ের জলের দ্বারা দম্পতীকে অভিষিক্ত করত এক শত আটবার পূর্ব্বোক্ত 'ওঁ দেবকীসুত গোবিন্দ'…এই মন্ত্র জপ করিবার পর পূর্ব্ব-রক্ষিত হবিষ্য যজমান-পত্নীর হস্তে দিবে।

তারপর যজমানপত্নী সেই হবিষ্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে এক সুখপ্রদ আসনে পূর্ব্বমুখে বসিবে এবং সেই হবিষ্য ভক্ষণ করিবে। ভক্ষণ করিবার সময় এই ভাবনা করিবে যে, এই হবিষ্যের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমার উদরে আসিয়া বিরাজমান হইয়াছেন। তারপর যখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ উত্তমরূপে ভোজন সমাপন করিবেন, তখন যজমান পান ও মোদকাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিবেন। তারপর যজমান শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণগণের চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিবে। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ যজমান-দম্পতীকে এই কথা বলিবেন যে, তোমাদের অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধ হউক। তখন সেই নিষ্পাপ দম্পতী এই ভাবনা করিবে যে, আমাদের মনোরথ সফল হইয়া গিয়াছে। তারপর অত্যন্ত প্রসন্নমনে নিজেরাও ভোজন করিবে।

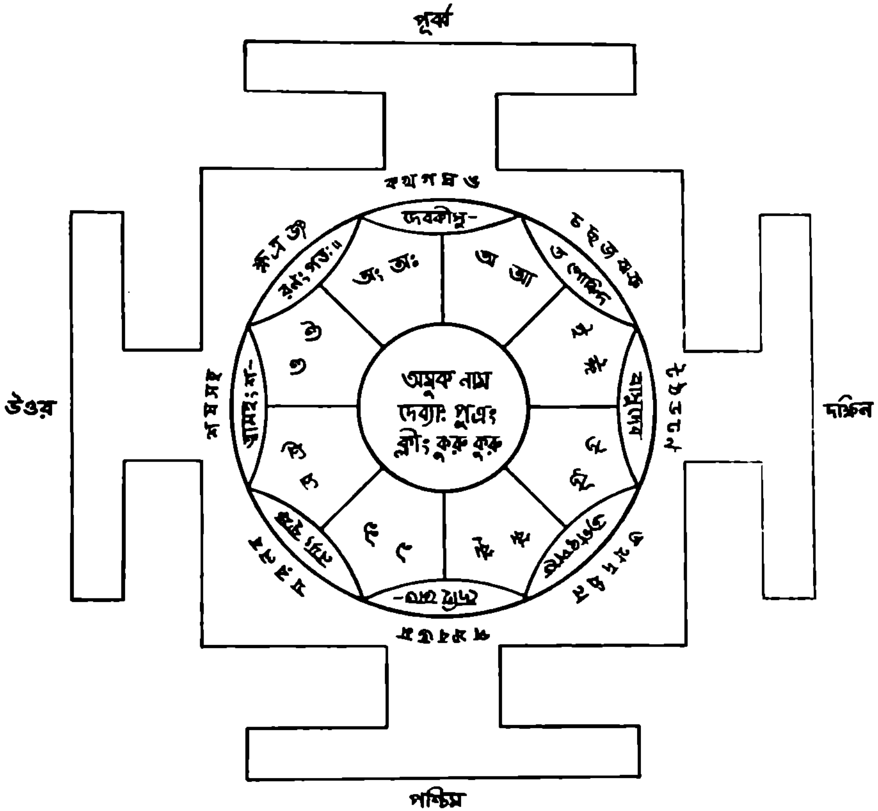
যে ব্রাহ্মণ এইভাবে ধনব্যয়ে কার্পণ্য না করিয়া শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এইরূপে পূজাদি করিবেন, তিনি সত্বর তেজস্বী ও দীর্ঘায়ু পুত্রলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার পুত্রও বংশপরম্পরাপ্রবর্ত্তক, বিষ্ণুভক্ত ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ হয়।

যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ দরিদ্র হওয়ায় এরূপ করিতে পারিবেন না,

তিনি যদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র বিধি অনুসারে জপ এবং তর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনিও পুত্রলাভ করিবেন।

### মন্ত্রসারোক্ত সন্তানকর যন্ত্র

প্রথমে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার কর্ণিকায় 'ক্লীং' এই কামবীজ লিখিবে। তারপর সেই স্থানেই যজমান পতি-পত্নীর—নাম ও তাহাদের কামনা লিখিবে। যথা—"অমুকস্য ধর্ম্মপত্ন্যাঃ অমুকদেব্যাঃ পুত্রং কুরু কুরু"। তারপর অষ্টদলের নিম্নভাগসমূহে দুইটি দুইটি করিয়া অকারাদি ষোড়শ স্বর অঙ্কিত করিবে এবং ইহাদের উপরিভাগে সন্তানগোপাল-মন্ত্রের চারিটি করিয়া অক্ষর লিখিবে। অনন্তর ঐই দলের বাহ্যভাগে একটি গোলাকার রেখা টানিয়া উহাকে ককারাদি বর্ণসমূহে আবেষ্টিত করিবে। তারপর এই বৃত্তের বহির্ভাগে চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবে। কোনও পাত্রে মাখম রাখিয়া তাহার উপর এই যন্ত্র অঙ্কিত করিবে অথবা স্বর্ণাদির পাত্রের উপর এই যন্ত্র লিখিবে। মন্ত্রের দ্বারা অঙ্কিত মাখমকে নারী ভক্ষণ করিবে এবং স্বর্ণাদির পাত্রে অঙ্কিত যন্ত্রকে নারী ধারণ করিবে। ইহাতে সেই নারী পুত্র জন্মদান করিয়া থাকে। শারদাতিলকে কথিত বাক্যানুসারে এই সন্তান-গোপাল-মন্ত্রের অনুষ্ঠান বিধি এস্থলে প্রদত্ত হইল।



॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

# সন্তানগোপাল-স্তোত্রম্।

শ্রীশং কমলপত্রাক্ষং দেবকীনন্দনং হরিম্।
সুতসম্প্রাপ্তয়ে কৃষ্ণং নমামি মধুসূদনম্ ॥ ১
নমাম্যহং বাসুদেবং সুতসম্প্রাপ্তয়ে হরিম্
যশোদাঙ্কগতং বালং গোপালং নন্দনন্দনম্ ॥ ২
অস্মাকং পুত্রলাভায় গোবিন্দং মুনিবন্দিতম্
নমাম্যহং বাসুদেবং দেবকীনন্দনং সদা ॥ ৩
গোপালং ডিম্ভকং বন্দে কমলাপতিমচ্যুতম্।
পুত্রসম্প্রাপ্তয়ে কৃষ্ণং নমামি যদুপুঙ্গবম্ ॥ ৪
পুত্রকামেষ্টিফলদং কঞ্জাক্ষং কমলাপতিম্।
দেবকীনন্দনং বন্দে সুতসম্প্রাপ্তয়ে মম ॥ ৫
পদ্মাপতে পদ্মনেত্র পদ্মনাভ জনার্দন
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৬
যশোদাঙ্কগতং বালং গোবিন্দং মুনিবন্দিতম্।
অস্মাকং পুত্রলাভায় নমামি শ্রীশমচ্যুতম্ ॥ ৭
শ্রীপতে দেবদেবেশ দীনার্তিহরণাচ্যুত।
গোবিন্দ মে সুতং দেহি নমামি ত্বাং জনার্দন ॥ ৮
ভক্তকামদ গোবিন্দ ভক্তং রক্ষ শুভপ্রদ
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো ॥ ৯
রুক্মিণীনাথ সর্বেশ দেহি মে তনয়ং সদা।
ভক্তমন্দার পদ্মাক্ষ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১০
দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১১
বাসুদেব জগদ্বন্দ্য শ্রীপতে পুরুষোত্তম।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১২
কঞ্জাক্ষ কমলানাথ পরকারুণিকোত্তম।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩

---

আমি পুত্র প্রাপ্তির জন্য লক্ষ্মীপতি, পদ্মপত্রতুল্য আয়ত নয়ন-শোভিত, সর্বপাপহারী, মধুসূদন ও দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ১

আমি পুত্রলাভের জন্য সেই বাসুদেব শ্রীহরিকে প্রণাম করি, যিনি যশোদা মাতার ক্রোড়ে বালগোপালরূপে বিরাজমান আছেন ও নন্দকে আনন্দ দান করিতেছেন। ২

আমাদের পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে আমি মুনিগণবন্দিত এবং বসুদেব ও দেবকীদেবীর নন্দন গোবিন্দকে সতত প্রণাম করি। ৩

আমি পুত্রপ্রাপ্তির কামনায় সেই যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি, যিনি সাক্ষাৎ কমলাপতি অচ্যুত (বিষ্ণু) হইয়াও গোপবালকরূপে গোগণকে রক্ষা করিতেছেন। ৪

আমার পুত্র লাভ হউক, ইহার জন্য আমি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের ফলদাতা কমললোচন লক্ষ্মীপতি দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা (অবনত মস্তকে প্রণাম) করি। ৫

পদ্মাপতে (পদ্মা—লক্ষ্মী, তাঁহার পতি)! কমলনয়ন! পদ্মনাভ (যাঁহার নাভি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান পদ্ম প্রকটিত হইয়াছিল, সেই একার্ণব-জলশায়ী ভগবান্ নারায়ণ)! জনার্দন (জনান্ অর্দয়তি পীড়য়তি—এই অর্থে গ্রহরূপে যিনি জনগণকে নানাভাবে পীড়িত করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, সেই কালচক্রের অধিপতি শ্রীবিষ্ণু)! বাসুদেব! শ্রীশ (শ্রী—ধন-ধান্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, তাঁহার ঈশ পতি)! জগৎপতে! আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৬

আমাদের পুত্রলাভের জন্য আমি যশোদাদেবীর ক্রোড়ে বালরূপে বিরাজমান, নিজ মহিমা হইতে অবিচ্যুত, মুনিগণ-বন্দিত ও লক্ষ্মীপতি গোবিন্দকে প্রণাম করি। ৭

শ্রীপতে! দেবদেবেশ্বর! দীন-দুঃখিদিগের পীড়ানাশকারী অচ্যুত! গোবিন্দ! আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। হে জনার্দন! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৮

ভক্তগণের কামনাপূর্ণকারী গোবিন্দ! আপনি ভক্ত আমাকে রক্ষা করুন। শুভদায়ক! রুক্মিণীবল্লভ! প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৯

রুক্মিণীনাথ! সর্বেশ্বর! আমাকে সর্বকালের জন্য পুত্র প্রদান করুন। ভক্তগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম। ১০

দেবকীপুত্র! গোবিন্দ! বাসুদেব! জগৎপতে! পুরুষোত্তম! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ১১

বিশ্ববন্দ্য বাসুদেব! শ্রীপতে! পুরুষোত্তম! শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ১২

কমলনয়ন! কমলাকান্ত! অপরের উপর দয়াকারী-দিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে পুত্রদান করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ১৩

লক্ষ্মীপতে পদ্মনাভ মুকুন্দ মুনিবন্দিত
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৪
কার্য্যকারণরূপায় বাসুদেবায় তে সদা।
নমামি পুত্রলাভার্থং সুখদায় বুধায় তে ॥ ১৫
রাজীবনেত্র শ্রীরাম রাবণারে হরে কবে।
তুভ্যং নমামি দেবেশ তনয়ং দেহি মে হরে ॥ ১৬
অস্মাকং পুত্রলাভায় ভজামি ত্বাং জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব রমাপতে ॥ ১৭
শ্রীমানিনীমানচোর গোপীবস্ত্রাপহারক।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ১৮
অস্মাকং পুত্রসম্প্রাপ্তিং কুরুষ যদুনন্দন।
রমাপতে বাসুদেব মুকুন্দ মুনিবন্দিত ॥ ১৯
বাসুদেব সুতং দেহি তনয়ং দেহি মাধব
পুত্রং মে দেহি শ্রীকৃষ্ণ বৎসং দেহি মহাপ্রভো ॥ ২০
ডিম্ভকং দেহি শ্রীকৃষ্ণ আত্মজং দেহি রাঘব।
ভক্তমন্দার মে দেহি তনয়ং নন্দনন্দন ॥ ২১
নন্দনং দেহি মে কৃষ্ণ বাসুদেব জগৎপতে।
কমলানাথ গোবিন্দ মুকুন্দ মুনিবন্দিত ॥ ২২
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
সুতং দেহি শ্রিয়ং দেহি শ্রিয়ং পুত্রং প্রদেহি মে ॥ ২৩
যশোদাস্তন্যপানজ্ঞং পিবন্তং যদুনন্দনম্।
বন্দেঽহং পুত্রলাভার্থং কপিলাক্ষং হরিং সদা ॥২৪
নন্দনন্দন দেবেশ নন্দনং দেহি মে প্রভো।
রমাপতে বাসুদেব শ্রিয়ং পুত্রং জগৎপতে ॥ ২৫
পুত্রং শ্রিয়ং শ্রিয়ং পুত্রং পুত্রং মে দেহি মাধব।
অস্মাকং দীনবাক্যস্য অবধারয় শ্রীপতে ॥ ২৬

লক্ষ্মীপতে! পদ্মনাভ! মুনিবন্দিত মুকুন্দ (মুক্তিদাতা)! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্রদান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ১৪

আপনি কার্য্য ও কারণস্বরূপ, সুখদায়ক এবং সর্ব্বজ্ঞ বাসুদেব। আমি পুত্রলাভের জন্য সর্ব্বদা আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১৫

রাজীবনেত্র (কমলনয়ন)! রাবণারে (রাবণশত্রু)! শ্রীরাম! হরে! কবে (বিজ্ঞ)! দেবেশ্বর! বিষ্ণো! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৬

জগৎপতে! আমি আমাদের পুত্রলাভের জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি। রমাপতে (লক্ষ্মীপতে)! বাসুদেব! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ১৭

মানিনী শ্রীরাধার মানহরণকারী ও গোপীগণের বস্ত্র হরণকারী, জগৎপতি, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৮

যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী, রমাপতি, মুনিবন্দিত ও মুকুন্দ বাসুদেব! আপনি আমাদের পুত্রলাভ করান ॥ ১৯

বাসুদেব! আমাকে পুত্র দান করুন। মাধব! আমাকে তনয় (সন্তান) দান করুন। শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। মহাপ্রভো! আমাকে বৎস (পুত্র) দান করুন। (একই শ্লোকে সুত, তনয়, পুত্র ও বৎস—এই চারিভাবে পুত্রের প্রার্থনা থাকায় ইহা বুঝাইতেছে যে, আমার স্ত্রীর গর্ভপ্রসূত, বংশবিস্তারকারী ও 'পুং' নামক নরক হইতে উদ্ধারকারী এক প্রিয় শিশু পুত্র দান করুন) ॥ ২০

(আরও স্পষ্ট করিয়া প্রার্থনা—) শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে ডিম্ভক (আমার স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র) প্রদান করুন। রঘুনন্দন! আমাকে আত্মজ (আমার বীর্য্যজাত ঔরস পুত্র) দান করুন ॥২১

বাসুদেব! জগৎপতে! কমলানাথ! গোবিন্দ! মুনিবন্দিত! মুকুন্দ! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে আনন্দদায়ক পুত্র প্রদান করুন ॥ ২২

প্রভো! যদি আপনি আমাকে পুত্রদান না করেন, তাহা হইলে আমার আর অন্য কেহ শরণদাতা নাই; আপনিই আমার শরণদাতা। আপনি আমাকে পুত্র দান করুন, ধনসম্পদ দান করুন। আপনি আমাকে পুত্র ও ধন উভয়ই প্রদান করুন ॥ ২৩

যশোদাদেবীর স্তনজাত দুগ্ধ পানের রসজ্ঞ ও তাঁহার স্তনপানকারী, কপিলনয়নশোভিত ও যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুত্র লাভের জন্য বন্দনা করি ॥ ২৪

দেবেশ্বর! নন্দ-নন্দন! প্রভো! আমাকে আনন্দদাতা পুত্র দান করুন। রমাপতে! বাসুদেব! জগন্নাথ! আমাকে ধন ও পুত্র উভয়ই দান করুন ॥ ২৫

মাধব! পুত্র ও ধন এবং ধন ও পুত্র প্রদান করুন। আমাকে পুত্র দান করুন। শ্রীপতে! আমার এই দীনতাপূর্ণ বাক্য আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৬

গোপালডিম্ভ গোবিন্দ বাসুদেব রমাপতে।
অস্মাকং ডিম্ভকং দেহি শ্রিয়ং দেহি জগৎপতে ॥ ২৭
মদ্‌বাঞ্ছিতফলং দেহি দেবকীনন্দনাচ্যুত।
মম পুত্রার্থিতং ধনং কুরুষ যদুনন্দন ॥ ২৮
যাচেঽহং ত্বাং শ্রিয়ং পুত্রং দেহি মে পুত্রসম্পদম্।
ভক্তচিন্তামণে রাম কল্পবৃক্ষ মহাপ্রভো ॥ ২৯
আত্মজং নন্দনং পুত্রং কুমারং ডিম্ভকং সুতম্।
অর্ভকং তনয়ং দেহি সদা মে রঘুনন্দন ॥ ৩০
বন্দে সন্তানগোপালং মাধবং ভক্তকামদম্।
অস্মাকং পুত্রসংপ্রাপ্তৈ্য সদা গোবিন্দমচ্যুতম্ ॥৩১
ওঙ্কারযুক্তং গোপালং শ্রীযুক্তং যদুনন্দনম্।
ক্লীংযুক্তং দেবকীপুত্রং নমামি যদুনায়কম্ ॥ ৩২
বাসুদেব মুকুন্দেশ গোবিন্দ মাধবাচ্যুত।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ রমানাথ মহাপ্রভো ॥ ৩৩
রাজীবনেত্র গোবিন্দ কপিলাক্ষ হরে প্রভো।
সমস্তকাম্যবরদ দেহি মে তনয়ং সদা ॥ ৩৪
অব্জপদ্মনিভং পদ্মবৃন্দরূপ জগৎপতে।
দেহি মে বরসৎপুত্রং রমানায়ক মাধব ॥ ৩৫
নন্দপাল ধরাপাল গোবিন্দ যদুনন্দন।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো ॥৩৬
দাসমন্দার গোবিন্দ মুকুন্দ মাধবাচ্যুত।
গোপাল পুণ্ডরীকাক্ষ দেহি মে তনয়ং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৭
যদুনায়ক পদ্মেশ নন্দগোপবধূসুত।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ শ্রীধর প্রাণনায়ক ॥ ৩৮
অস্মাকং বাঞ্ছিতং দেহি দেহি পুত্রং রমাপতে।
ভগবন্ কৃষ্ণ সর্বেশ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৩৯
রমাহৃদয়সম্ভার সত্যভামামনঃপ্রিয়।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো ॥ ৪০
চন্দ্রসূর্য্যাক্ষ গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব।
অস্মাকং ভাগ্যসৎপুত্রং দেহি দেব জগৎপতে ॥ ৪১

গোপকুমার গোবিন্দ! রমাপতে! বাসুদেব! জগন্নাথ! আমাকে পুত্রদান করুন, ধন দান করুন। ২৭

দেবকীনন্দন! অচ্যুত! আমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল (পুত্র) প্রদান করুন। যদুনন্দন! আমার পুত্রবিষয়ক প্রার্থনা সফল ও ধন্য করুন। ২৮

ভক্তগণের চিন্তামণিস্বরূপ রাম! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মহাপ্রভো! আমি আপনার নিকট হইতে ধন ও পুত্র প্রার্থনা করিতেছি। আমাকে পুত্র এবং ধনসম্পদ প্রদান করুন। ২৯

রঘুনন্দন! আপনি আমাকে সর্ব্বকালের জন্য আনন্দদায়ক আত্মজ, পুত্র, কুমার, ডিম্ভক (বালক), সুত, অর্ভক (বাচ্চা—শিশু) এবং তনয় (পুত্র) প্রদান করুন। ৩০

আমাদের পুত্রপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সন্তানপ্রদ গোপাল, মাধব, ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণকারী অচ্যুত গোবিন্দকে সদা বন্দনা করি। ৩১

ওঙ্কারযুক্ত গোপাল, শ্রীযুক্ত যদুনন্দন এবং ক্লীংযুক্ত দেবকী-পুত্র যদুনাথকে আমি প্রণাম করি ('ওঁ শ্রীং ক্লীং' এই তিন বীজযুক্ত। দেবকীসুত গোবিন্দ ইত্যাদি মন্ত্র আমি আশ্রয় করিলাম।)। ৩২

বাসুদেব! মুকুন্দ! ঈশ্বর! গোবিন্দ! মাধব! অচ্যুত! শ্রীকৃষ্ণ! রমানাথ! মহাপ্রভো! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৩৩

রাজীবনয়ন (কমলনয়ন)! গোবিন্দ! কপিলনেত্র-শোভিত হরে! প্রভো! সমস্ত কমনীয় মনোরথসমূহের সিদ্ধির জন্য বরদাতা শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে সর্ব্বকালের জন্য পুত্র প্রদান করুন। ৩৪

নীলকমলসমূহসদৃশ শ্যামসুন্দর-রূপধারী জগৎপতে! রমা-নায়ক! মাধব! আমাকে জলজাত পদ্মতুল্য মনোহর ও শ্রেষ্ঠ সৎপুত্র প্রদান করুন। ৩৫

নন্দপাল (অজগর ও বরুণের দূতগণ হইতে নন্দগোপকে রক্ষাকারী)! ধরণীপালক! যদুনন্দন! গোবিন্দ! প্রভো! রুক্মিণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। ৩৬

নিজের সেবকগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ গোবিন্দ! মুকুন্দ! মাধব! অচ্যুত! গোপাল! পুণ্ডরী-কাক্ষ (কমললোচন)! আমাকে সন্তান ও সম্পদ প্রদান করুন। ৩৭

যদুনায়ক! লক্ষ্মীপতে! যশোদানন্দন! শ্রীধর! প্রাণবল্লভ! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। ৩৮

রমাপতে! ভগবন্! সর্ব্বেশ্বর! বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকৃষ্ণ! আমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করুন। আমাকে পুত্র দান করুন। ৩৯

রমাকে (লক্ষ্মীকে) নিজ হৃদয়ে ধারণকারী, সত্যভামার মানসপ্রিয় ও রুক্মিণীবল্লভ। প্রভো! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৪০

চন্দ্র ও সূর্য্যরূপী নয়নশোভিত গোবিন্দ! কমলনয়ন

কারুণ্যরূপ পদ্মাক্ষ পদ্মনাভসমর্চিত
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ দেবকীনন্দনন্দন ॥ ৪১
দেবকীসুত শ্রীনাথ বাসুদেব জগৎপতে
সমস্তকামফলদ দেহি মে তনয়ং সদা ॥ ৪৩
ভক্তমন্দার গম্ভীর শঙ্করাচ্যুত মাধব।
দেহি মে তনয়ং গোপবালবৎসল শ্রীপতে ॥ ৪৪
শ্রীপতে বাসুদেবেশ দেবকীপ্রিয়নন্দন।
ভক্তমন্দার মে দেহি তনয়ং জগতাং প্রভো ॥ ৪৫
জগন্নাথ রমানাথ ভূমিনাথ দয়ানিধে।
বাসুদেবেশ সর্বেশ দেহি মে তনয়ং প্রভো ॥ ৪৬
শ্রীনাথ কমলপত্রাক্ষ বাসুদেব জগৎপতে
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৭
দাসমন্দার গোবিন্দ ভক্তচিন্তামণে প্রভো।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৮
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ রমানাথ মহাপ্রভো
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৯
শ্রীনাথ কমলপত্রাক্ষ গোবিন্দ মধুসূদন
মৎপুত্রফলসিদ্ধ্যর্থং ভজামি ত্বাং জনার্দন ॥ ৫০
স্তন্যং পিবন্তং জননীমুখাম্বুজং
বিলোক্য মন্দস্মিতমুজ্জ্বলাঙ্গম্
স্পৃশন্তমন্যস্তনমঙ্গুলীভি-
র্বন্দে যশোদাঙ্কগতং মুকুন্দম্ ॥ ৫১
যাচেঽহং পুত্রসন্তানং ভবন্তং পদ্মলোচন।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৫২
অস্মাকং পুত্রসম্পত্তেশ্চিন্তয়ামি জগৎপতে।
শীঘ্রং মে দেহি দাতব্যং ভবতা মুনিবন্দিত ॥ ৫৩
বাসুদেব জগন্নাথ শ্রীপতে পুরুষোত্তম
কুরু মাং পুত্রদত্তঞ্চ কৃষ্ণ দেবেন্দ্রপূজিত ॥ ৫৪

মাধব। দেব। জগৎপতে। আমাদিগকে ভাগ্যশালী শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রদান করুন। ৪১

করুণার মূর্তিবিগ্রহ। কমললোচন। পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা সম্মানিত দেবকীনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। ৪২

দেবকীপুত্র। শ্রীনাথ। বাসুদেব! জগৎপতে। সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে চিরকালের জন্য পুত্র প্রদান করুন। ৪৩

ভক্তগণের কল্পতরুস্বরূপ, গম্ভীর স্বভাববিশিষ্ট, কল্যাণকারী অচ্যুত! মাধব! গোপবালকগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ শ্রীপতে! আমাকে পুত্র দান করুন। ৪৪

শ্রীপতে। বসুদেবনন্দন! ঈশ্বর! দেবকীর প্রিয় পুত্র! ভক্তগণের জন্য কল্পবৃক্ষস্বরূপ। জগৎপ্রভো শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৪৫

জগন্নাথ। রমানাথ। ভূনাথ। দয়াসাগর! বাসুদেব! ঈশ্বর। সর্বেশ্বর! প্রভো। আমাকে পুত্র দান করুন। ৪৬

শ্রীনাথ। কমলপত্রতুল্য আয়ত নয়নশোভিত বাসুদেব! জগৎপতে। শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৪৭

নিজের দাসগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। গোবিন্দ। ভক্তদিগের ইচ্ছাপূরণের জন্য চিন্তামণিস্বরূপ প্রভো। শ্রীকৃষ্ণ। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি, আপনি আমাকে পুত্র দান করুন। ৪৮

গোবিন্দ। পুণ্ডরীকাক্ষ! রমানাথ। মহাপ্রভো। শ্রীকৃষ্ণ। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৪৯

শ্রীনাথ। কমলদললোচন! গোবিন্দ। মধুসূদন। জনার্দন! আমি নিজের পুত্ররূপ ফলসিদ্ধির জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি। ৫০

যিনি মাতা যশোদাদেবীর বদনারবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মন্দ হাস্যসহকারে তাঁহার একটি স্তনের দুগ্ধ পান করিতেছিলেন এবং অন্য স্তনকে নিজের অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, যাহার প্রত্যেক অঙ্গ উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল ও যিনি মাতা যশোদাদেবীর ক্রোড়ে বিরাজমান ছিলেন, সেই বালক মুকুন্দকে আমি বন্দনা করি। ৫১

পদ্মলোচন। আমি আপনার নিকটে পুত্র-সন্তান প্রার্থনা করিতেছি। হে কৃষ্ণ। আমাকে পুত্র দান করুন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৫২

জগৎপতে। আমাদের পুত্রপ্রাপ্তি হউক, এই উদ্দেশ্যে আমরা আপনার চিন্তা করিতেছি। আপনি আমাকে শীঘ্র পুত্র প্রদান করুন। মুনিবন্দিত শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে অবশ্যই আমার প্রার্থিত বস্তু পুত্র প্রদান করা উচিত। ৫৩

বাসুদেব। জগন্নাথ। শ্রীপতে! পুরুষোত্তম! দেবেন্দ্র-পূজিত শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৫৪

কুরু মাং পুত্রদত্তঞ্চ যশোদাপ্রিয়নন্দন।
মহ্যঞ্চ পুত্রসন্তানং দাতব্যং ভবতা হরে ॥ ৫৫
বাসুদেব জগন্নাথ গোবিন্দ দেবকীসুত
দেহি মে তনয়ং রাম কৌসল্যাপ্রিয়নন্দন ॥ ৫৬
পদ্মপত্রাক্ষ গোবিন্দ বিষ্ণো বামন মাধব।
দেহি মে তনয়ং সীতাপ্রাণনায়ক রাঘব ॥ ৫৭
কঞ্জাক্ষ কৃষ্ণ দেবেন্দ্রমণ্ডিত মুনিবন্দিত।
লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরাম দেহি মে তনয়ং সদা ॥ ৫৮
দেহি মে তনয়ং রাম দশরথপ্রিয়নন্দন।
সীতানায়ক কঞ্জাক্ষ মুচুকুন্দবরপ্রদ ॥ ৫৯
বিভীষণস্য যা লঙ্কা প্রদত্তা ভবতা পুরা।
অস্মাকং তৎপ্রকারেণ তনয়ং দেহি মাধব ॥ ৬০
ভবদীয়পদাম্ভোজে চিন্তয়ামি নিরন্তরম্
দেহি মে তনয়ং সীতাপ্রাণবল্লভ রাঘব ॥ ৬১
রাম মৎকামাবরদ পুত্রোৎপত্তিফলপ্রদ।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ কমলাসনবন্দিত ॥ ৬২

রাম রাঘব সীতেশ লক্ষ্মণানুজ দেহি মে
ভাগ্যবৎপুত্রসন্তানং দশরথাত্মজ শ্রীপতে ॥ ৬৩
দেবকীগর্ভসঞ্জাত যশোদাপ্রিয়নন্দন।
দেহি মে তনয়ং রাম কৃষ্ণ গোপাল মাধব ॥ ৬৪
কৃষ্ণ মাধব গোবিন্দ বামনাচ্যুত শঙ্কর।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৬৫
গোপবাল মহাধন্য গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৬৬
দিশতু দিশতু পুত্রং দেবকীনন্দনোঽয়ং
দিশতু দিশতু শীঘ্রং ভাগ্যবৎপুত্রলাভম্।
দিশতু দিশতু শ্রীশো রাঘবো রামচন্দ্রো
দিশতু দিশতু পুত্রং বংশবিস্তারহেতোঃ ॥ ৬৭
দীয়তাং বাসুদেবেন তনয়ো মৎপ্রিয়ঃ সুতঃ।
কুমারো নন্দনঃ সীতানায়কেন সদা মম ॥ ৬৮
রাম রাঘব গোবিন্দ দেবকীসুত মাধব।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৬৯

---

যশোদার প্রিয় নন্দন! আমাকে পুত্র দান করুন। হরে! আমাকে অবশ্যই আপনার পুত্ররূপ সন্তান দান করা কর্ত্তব্য। ৫৫

বাসুদেব! জগন্নাথ! গোবিন্দ! দেবকীসুত! কৌশল্যার প্রিয় পুত্র রাম! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৫৬

কমললোচন! গোবিন্দ! বিষ্ণো! বামন! মাধব! সীতার প্রাণবল্লভ রঘুনন্দন! আমাকে পুত্র দান করুন। ৫৭

দেবরাজ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত ও পূজিত কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ! লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুনিবন্দিত শ্রীরাম! আমাকে চিরকালের জন্য পুত্র প্রদান করুন। ৫৮

দশরথের প্রিয় নন্দন! সীতাপতে শ্রীরাম! মুচুকুন্দকে বরদানকারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। ৫৯

মাধব! আপনি পূর্ব্বকালে যেভাবে বিভীষণকে যে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেইভাবে আপনি আমাদিগকে পুত্র প্রদান করুন। ৬০

সীতাদেবীর প্রাণবল্লভ রঘুনন্দন শ্রীরাম! আমি নিরন্তর আপনার চরণারবিন্দদ্বয় চিন্তা করিতেছি, আপনি আমাকে পুত্র দান করুন। ৬১

আমাকে মনোবাঞ্ছিত বর ও পুত্রোৎপত্তিরূপ ফলদাতা শ্রীরাম! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বন্দিত লক্ষ্মীপতে! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৬২

সীতাপতে! রঘুনন্দন রাম! লক্ষ্মণ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দশরথনন্দন লক্ষ্মীপতে! আপনি আমাকে ভাগ্যশালী পুত্র-সন্তান দান করুন। ৬৩

দেবকীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন যশোদার প্রিয় নন্দন! গোপাল শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাম! মাধব! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৬৪

মাধব! গোবিন্দ! বামন! অচ্যুত! কল্যাণকারী শ্রীপতে! গোপবালকগণের নেতা শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। ৬৫

গোপকুমার! সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন্য! গোবিন্দ! অচ্যুত! মাধব! বাসুদেব! জগৎপতে শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৬৬

এই ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পুত্র দান করুন, পুত্র দান করুন। ইনি সত্বর আমাকে সৌভাগ্যশালী পুত্র লাভ করান, পুত্র লাভ করান। সীতাপতি রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র আমাকে পুত্র দান করুন। ইনি আমার বংশবিস্তারের জন্য পুত্র প্রদান করুন, পুত্র প্রদান করুন। ৬৭

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং সীতাপতি ভগবান্ শ্রীরাম চিরকালের জন্য আমাকে আনন্দদায়ক কুমারোপম প্রিয় পুত্র প্রদান করুন। ৬৮

রাঘব! গোবিন্দ! দেবকীপুত্র! মাধব! শ্রীপতে! গোপবালকনায়ক শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। ৬৯

বংশবিস্তারকং পুত্রং দেহি মে মধুসূদন
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭০
মমাভীষ্টসুতং দেহি কংসারে মাধবাচ্যুত
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭১
চন্দ্রার্ককল্পপর্য্যন্তং তনয়ং দেহি মাধব
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭২
বিদ্যাবন্তং বুদ্ধিমন্তং শ্রীমন্তং তনয়ং সদা।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ দেবকীনন্দন প্রভো ॥ ৭৩
নমামি ত্বাং পদ্মনেত্র সুতলাভায় কামদম্।
মুকুন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোবিন্দং মধুসূদনম্ ॥ ৭৪
ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ সর্বকামফলপ্রদ
দেহি মে তনয়ং স্বামিংস্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৫
স্বামিংস্ত্বং ভগবন্ রাম কৃষ্ণ মাধব কামদ
দেহি মে তনয়ং নিত্যং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৬
তনয়ং দেহি গোবিন্দ কঞ্জাক্ষ কমলাপতে।
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৭
পদ্মাপতে পদ্মনেত্র প্রদ্যুম্নজনক প্রভো।
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৮
শঙ্খচক্রগদাখড়্গশার্ঙ্গপাণে রমাপতে
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৯
নারায়ণ রমানাথ রাজীবপত্রলোচন
সুতং মে দেহি দেবেশ পদ্মপদ্মানুবন্দিত ॥ ৮০
রাম রাঘব গোবিন্দ দেবকীবরনন্দন
রুক্মিণীনাথ সর্বেশ নারদাদিসুরার্চিত ॥ ৮১
দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৮২
মুনিবন্দিত গোবিন্দ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৩
গোপিকার্জিতপঙ্কেরুহমরন্দাসক্তমানস
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৪

---

মধুসূদন! আমাকে বংশবিস্তারকারী পুত্র দান করুন। পুত্র দান করুন। পুত্র দান করুন!! পুত্র দান করুন!!! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৭০

কংসারে! মাধব! অচ্যুত! আমাকে মনোবাঞ্ছিত পুত্র প্রদান করুন! পুত্র প্রদান করুন!! পুত্র প্রদান করুন!!! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৭১

মাধব! যতকাল চন্দ্র, সূর্য্য ও কল্পের স্থিতি থাকিবে, ততকালের জন্য আপনি আমাকে পুত্রপরম্পরা দান করুন! আমাকে পুত্র দান করুন!! আমাকে পুত্র দান করুন!!! আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ৭২

প্রভো। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে চিরকালের জন্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও ধনসম্পন্ন পুত্র প্রদান করুন। ৭৩

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমি পুত্রলাভের জন্য কামনাসমূহের দাতা, পুণ্ডরীকাক্ষ, মুকুন্দ (মুক্তিদাতা), গোবিন্দ মধুসূদন আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৭৪

সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফলসমূহের দাতা গোবিন্দ! স্বামিন্! ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ৭৫

স্বামিন্! ভগবন্! রাম! কৃষ্ণ! কামনাসমূহের দাতা মাধব! আমাকে সদা পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৭৬

গোবিন্দ! কমলনয়ন! কমলাপতে! আমাকে পুত্র দান করুন। আমাকে পুত্র দান করুন!! আমাকে পুত্র দান করুন!!! আমি আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি। ৭৭

লক্ষ্মীপতে! কমললোচন! প্রদ্যুম্নের জন্মদাতা প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন! পুত্র প্রদান করুন!! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৭৮

হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ ও শার্ঙ্গধনু ধারণকারী রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি। ৭৯

নারায়ণ! রমানাথ! কমলদললোচন! দেবেশ্বর! পদ্মালয়া লক্ষ্মীকর্তৃক বন্দিত শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৮০

রাম! রাঘব! গোবিন্দ! দেবকীর শ্রেষ্ঠ পুত্র! রুক্মিণীনাথ! সর্বেশ্বর! নারদাদি মহর্ষিগণ ও দেবগণের দ্বারা পূজিত দেবকীনন্দন গোবিন্দ! বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকান্ত! গোপবালকনায়ক। আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৮১-৮২

মুনিবন্দিত গোবিন্দ! রুক্মিণীবল্লভ! প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৮৩

গোপীগণের দ্বারা আনিয়া সংপিত কমলসমূহের মকরন্দে আসক্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ। আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণ-গ্রহণ করিয়াছি। ৮৪

রমাহৃদয়পঙ্কেজলোল মাধব কামদ
মমাভীষ্টসুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৫

বাসুদেব রমানাথ দাসানাং মঙ্গলপ্রদ।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৬

কল্যাণপ্রদ গোবিন্দ মুরারে মুনিবন্দিত।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৭

পুত্রপ্রদ মুকুন্দেশ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৮

পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৯

দয়ানিধে বাসুদেব মুকুন্দ মুনিবন্দিত।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৯০

পুত্রসম্পৎপ্রদাতারং গোবিন্দং দেবপূজিতম্
বন্দামহে সদা কৃষ্ণং পুত্রলাভপ্রদায়িনম্ ॥ ৯১

লক্ষ্মীর হৃদয়-কমলের জন্য লোলুপ মাধব! সমস্ত কামনা-সমূহের প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে মনোবাঞ্ছিত পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৮৫

নিজের সেবকগণের মঙ্গলদায়ক রমানাথ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ৮৬

কল্যাণপ্রদ গোবিন্দ! মুনিবন্দিত মুরশত্রু শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। ৮৭

পুত্রদাতা মুকুন্দ! ঈশ্বর! রুক্মিণীবল্লভ প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৮৮

পুণ্ডরীকাক্ষ! গোবিন্দ! বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন; আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৮৯

দয়াসাগর! বাসুদেব! মুনিবন্দিত মুকুন্দ! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন, আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ৯০

পুত্র ও সম্পদদাতা, পুত্রলাভদায়ক, দেবপূজিত গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সদা বন্দনা করি। ৯১

কারুণ্যনিধয়ে গোপীবল্লভায় মুরারয়ে।
নমস্তে পুত্রলাভায় দেহি মে তনয়ং বিভো ॥ ৯২

নমস্তস্মৈ রমেশায় রুক্মিণীবল্লভায় তে।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৯৩

নমস্তে বাসুদেবায় নিত্যশ্রীকামুকায় চ।
পুত্রদায় চ সর্পেন্দ্রশায়িনে রঙ্গশায়িনে ॥ ৯৪

রঙ্গশায়িন্ রমানাথ মঙ্গলপ্রদ মাধব।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৯৫

দাসস্য মে সুতং দেহি দীনমন্দার রাঘব।
সুতং দেহি সুতং দেহি পুত্রং দেহি রমাপতে ॥ ৯৬

যশোদাতনয়াভীষ্টপুত্রদানরতঃ সদা।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৯৭

মদিষ্টদেব গোবিন্দ বাসুদেব জনার্দন
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৯৮

প্রভো! আপনি করুণাসাগর, গোপীগণের প্রাণবল্লভ এবং মুরনামক দৈত্যের শত্রু, পুত্রপ্রাপ্তির জন্য আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৯২

লক্ষ্মীর স্বামী ও রুক্মিণীর প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। গোপবালকগণের নায়ক শ্রীকান্ত! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৯৩

সদা শ্রী (লক্ষ্মী)-দেবীকে কামনাকারী বাসুদেব আপনাকে নমস্কার। আপনি পুত্রদায়ক, নাগরাজ শেষরূপ শয্যায় শয়নকারী এবং শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শয়নকারী, আপনাকে নমস্কার। ৯৪

রঙ্গশায়ী রমানাথ! মঙ্গলদায়ক মাধব! গোপবালক-নায়ক শ্রীপতে! আমাকে পুত্র দান করুন। ৯৫

দীনগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ রঘুবংশভূষণ শ্রীরাম! দাস আমাকে আপনি পুত্র প্রদান করুন। রমাপতে! পুত্র দান করুন! পুত্র দান করুন!! পুত্র দান করুন!!! ৯৬

সদা মনোবাঞ্ছিত পুত্র দান করিতে তৎপর যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে আপনি পুত্র প্রদান করুন। ৯৭

আমার ইষ্টদেব গোবিন্দ! বাসুদেব! জনার্দন! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৯৮

নীতিমান্ ধনবান্ পুত্রো বিদ্যাবাংশ্চ প্রজায়তে।
ভগবংস্ত্বৎকৃপায়াশ্চ বাসুদেবেন্দ্রপূজিত ॥ ৯৯
যঃ পঠেৎ পুত্রশতকং সোঽপি সৎপুত্রবান্ ভবেৎ।
শ্রীবাসুদেবকথিতং স্তোত্ররত্নং সুখায় চ ॥ ১০০
জপকালে পঠেন্নিত্যং পুত্রলাভং ধনং শ্রিয়ম্।
ঐশ্বর্য্যং রাজসম্মানং সদ্যো যাতি ন সংশয়ঃ ॥১০১
ইতি সন্তানগোপালস্তোত্রম্ ॥

ভগবন্! ইন্দ্রপূজিত বাসুদেব! আপনার কৃপায় নীতিজ্ঞ, ধনবান্ ও বিদ্বান্ পুত্র উৎপন্ন হয় ॥৯৯

যে ব্যক্তি শ্রীবাসুদেব-কথিত পুত্রশতক স্তোত্র পাঠ করেন, তিনিও সৎপুত্রবান্ হন। এই স্তোত্ররত্ন সুখও প্রদান করেন। ১০০

যিনি প্রতিদিন জপের সময় এই স্তোত্র-রত্ন পাঠ করেন, তিনি সদ্যই পুত্রলাভ করিয়া থাকেন এবং ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য ও রাজসম্মান প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১০১

সন্তান-গোপালস্তোত্র সম্পূর্ণ।

## শ্রী শ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত সন্তানগোপালস্তোত্রের বঙ্গানুবাদ-সমাপ্ত।

—০—

# শ্রীবিষ্ণুশতনাম-স্তোত্রম্।

নারদ উবাচ।
ওঁ বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং জলশায়িনম্।
জনার্দ্দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীবৎসং গরুড়ধ্বজম্ । ১
বারাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং নরকান্তকম্।
অব্যক্তং শাশ্বতং বিষ্ণুমনন্তমজমব্যয়ম্ । ২
নারায়ণং গদাধ্যক্ষং গোবিন্দং কীর্ত্তিভাজনম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম্ । ৩
বেত্তারং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞেশং যজ্ঞবাহকম্।
চক্রপাণিং গদাপাণিং শঙ্খপাণিং নরোত্তমম্ । ৪
বৈকুণ্ঠং দুষ্টদমনং ভূগর্ভং পীতবাসসম্।
ত্রিবিক্রমং ত্রিকালজ্ঞং ত্রিমূর্ত্তিং নন্দকেশ্বরম্ । ৫
রামং রামং হয়গ্রীবং ভীমং রৌদ্রং ভবোদ্ভবম্।
শ্রীপতিং শ্রীধরং শ্রীশং মঙ্গলং মঙ্গলায়ুধম্ । ৬
দামোদরং দমোপেতং কেশবং কেশিসূদনম্।
বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুমানন্দং বসুদেবজম্ । ৭
হিরণ্যরেতসং দীপ্তং পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
সকলং নিষ্কলং শুদ্ধং নির্গুণং গুণশাশ্বতম্ । ৮
হিরণ্যতনুসঙ্কাশং সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্।
মেঘশ্যামং চতুর্বাহুং কুশলং কমলেক্ষণম্ । ৯
জ্যোতীরূপমরূপঞ্চ স্বরূপং রূপসংস্থিতম্।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বরূপস্থং সর্ব্বেশং সর্ব্বতোমুখম্ । ১০
জ্ঞানং কূটস্থমচলং জ্ঞানদং পরমং প্রভুম্।
যোগীশং যোগনিষ্ণাতং যোগিনং যোগরূপিণম্ । ১১
ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং বন্দে ভূতময়ং প্রভুম্।
ইতি নামশতং দিব্যং বৈষ্ণবং খলু পাপহম্ । ১২
ব্যাসেন কথিতং পূর্ব্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স ভবেদ্ বৈষ্ণবো নরঃ । ১৩
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
চান্দ্রায়ণসহস্রাণি কন্যাদানশতানি চ । ১৪
গবাং লক্ষসহস্রাণি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ।
অশ্বমেধায়ুতং পুণ্যং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।১৫
ইতি শ্রীবিষ্ণুশতনাম-স্তোত্রম্।

নারদ বলিলেন,—১। ওঁ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) বাসুদেব, ২। হৃষীকেশ, ৩। বামন, ৪। জলশায়ী, ৫। জনার্দ্দন, ৬। হরি, ৭। কৃষ্ণ, ৮। শ্রীবৎস, ৯। গরুড়ধ্বজ, ১০। বারাহ, ১১। পুণ্ডরীকাক্ষ, ১২। নৃসিংহ, ১৩। নরকান্তক, ১৪। অব্যক্ত, ১৫। শাশ্বত, ১৬। বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপী), ১৭। অনন্ত, ১৮। অজ, ১৯। অব্যয়, ২০। নারায়ণ, ২১। গদাধ্যক্ষ, ২২। গোবিন্দ, ২৩। কীর্ত্তিভাজন, ২৪। গোবর্দ্ধনোদ্ধর, ২৫। দেব (দ্যুতিমান্), ২৬। ভূধর, ২৭। ভুবনেশ্বর, ২৮। বেত্তা (জ্ঞানী), ২৯। যজ্ঞপুরুষ, ৩০। যজ্ঞেশ, ৩১। যজ্ঞবাহক, ৩২। চক্রপাণি, ৩৩। গদাপাণি, ৩৪। শঙ্খপাণি, ৩৫। নরোত্তম, ৩৬। বৈকুণ্ঠ, ৩৭। দুষ্টদমন, ৩৮। ভূগর্ভ, ৩৯। পীতবাসা, ৪০। ত্রিবিক্রম, ৪১। ত্রিকালজ্ঞ, ৪২। ত্রিমূর্ত্তি, ৪৩। নন্দকেশ্বর, ৪৪। রাম (পরশুরাম), ৪৫। রাম (রামচন্দ্র), ৪৬। হয়গ্রীব, ৪৭। ভীম, ৪৮। রৌদ্র, ৪৯। ভবোদ্ভব, ৫০। শ্রীপতি, ৫১। শ্রীধর, ৫২। শ্রীশ, ৫৩। মঙ্গল, ৫৪। মঙ্গলায়ুধ, ৫৫। দামোদর, ৫৬। দমোপেত, ৫৭। কেশব, ৫৮। কেশিসূদন, ৫৯। বরেণ্য, ৬০। বরদ, ৬১। বিষ্ণু (সর্ব্বত্র বিরাজমান), ৬২। আনন্দ, ৬৩। বসুদেবজ, ৬৪। হিরণ্যরেতা, ৬৫। দীপ্ত, ৬৬। পুরাণ, ৬৭। পুরুষোত্তম ৬৮। সকল, ৬৯। নিষ্কল, ৭০। শুদ্ধ, ৭১। নির্গুণ,

৭২। তপ্তকাঞ্চনাভ, ৭৩। হিরণ্যতনুসঙ্কাশ, ৭৪। সূর্য্যাযুতসমপ্রভ ৭৫। মেঘশ্যাম, ৭৬। চতুর্বাহু, ৭৭। কুশল, ৭৮। কমলেক্ষণ, ৭৯। জ্যোতীরূপ, ৮০। অরূপ, ৮১। স্বরূপ, ৮২। রূপসংস্থিত, ৮৩। সর্ব্বজ্ঞ, ৮৪। সর্ব্বরূপস্থ, ৮৫। সর্ব্বেশ, ৮৬। সর্ব্বতোমুখ, ৮৭। জ্ঞান, ৮৮। কূটস্থ, ৮৯। অচল, ৯০। জ্ঞানদ, ৯১। পরম, ৯২। প্রভু (প্রভাবশালী), ৯৩। যোগীশ, ৯৪। যোগনিষ্ণাত, ৯৫। যোগী, ৯৬। যোগরূপী, ৯৭। ঈশ্বর, ৯৮। সর্ব্বভূতেশ্বর, ৯৯। ভূতময় এবং ১০০। প্রভু (সর্ব্বসমর্থ)-কে আমি বন্দনা করি। ১-১১॥

ভগবান্ বিষ্ণুর এই দিব্য শত নাম নিশ্চয়ই পাপসমূহ নাশ করেন। ব্যাসদেব সর্ব্বপ্রথম ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহার পাঠে সমস্ত পাপসমূহ নাশ হইয়া যায়। ১২॥

যিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহা পাঠ করিবেন, সেই মানুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিবেন। ১৩॥

ইহার পাঠে সহস্র চান্দ্রায়ণ ব্রত, শত কন্যাদানজনিত পুণ্য এবং সহস্র লক্ষ গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া মানুষ মুক্তিভাগী হইবেন। সেই মানব দশ হাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের পুণ্য ফল প্রাপ্ত হন। ১৪-১৫

শ্রীবিষ্ণুশতনাম স্তোত্র সম্পূর্ণ

—০—

। বন্ধ্যানাং পুত্রোৎপত্ত্যর্থং সন্তানগোপালমন্ত্রবিধিঃ।

অথ বন্ধ্যানাং পুত্রোৎপত্ত্যর্থং সন্তানগোপালবিধানম্। মন্ত্রসারে —আদৌ শরীরশুদ্ধ্যর্থং দ্বাদশাব্দ-ষড়ব্দ-ত্র্যব্দ-সার্দ্ধাব্দাদীনি যথাশক্ত্যানুসারেণ প্রায়শ্চিত্তানি দদ্যাৎ—

"প্রায়ঃ পাপং বিজানীয়াচ্চিত্তং তস্য বিশোধনম্।

কৃত্বা শুদ্ধিং তু দেহস্য ততঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।" ইতি নিয়মাৎ।

অব্দাদিপ্রায়শ্চিত্তলক্ষণং তু মহার্ণবাদাবুক্তম্,—"ত্রিংশদ্‌ভিস্তু তথা ষোড়িভিরব্দং তু মুনিভিঃ স্মৃতম্" ইত্যাদিনা দ্রষ্টব্যম্। উক্ত বিধানেন প্রায়শ্চিত্তে কৃতে বন্ধ্যাত্বনিরাসার্থং মহার্ণবোক্তং সুবর্ণধেনুদানং তথা ষোড়শশূর্পসৌভাগ্যদ্রব্যং বস্ত্রালঙ্কার-সহিত-যজ্ঞোপবীতদানঞ্চ বিধেয়ম্। উক্তঞ্চ—

"বন্ধ্যাত্বস্য নিরাসার্থং ধেনুং দদ্যাচ্চ হৈমজাম্।

তথা যজ্ঞোপবীতং তু দদ্যাদ্ধেমময়ং শুভম্।

ষোড়শানি চ শূর্পাণি ফলযুক্তানি দাপয়েৎ।

এবং কৃতে বিধানেন বন্ধ্যাত্বাৎ প্রতিমুচ্যতে।

সৎপুত্রং লভতে নূনমেতৎ কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ"।

—ইতি নিয়মাৎ।

অথ প্রয়োগঃ—আচার্য্যবরণেন দেয়মিতি নিয়মাৎ। তস্মাদাদৌ আচার্য্যবরণং কার্য্যম্ "সর্ব্বমাচার্য্যঃ প্রতিজানীতে" ইতি নিয়মাৎ। তত্র ধেনুমানমাহ সূর্য্যার্ণবে—

"ধেনুঃ নিষ্কচতুষ্কস্য তদর্দ্ধং স্যাত্তদর্দ্ধকম্।

তদর্দ্ধস্য চ বা তত্র চতুর্থাংশেন বৎসকম্।"

ইতি হেমাদ্রিবচনানুসারেণ বিদধ্যাৎ। এবং যজ্ঞোপবীতমপি দেয়ম্। সোমো ধেনুমিতি মন্ত্রেণ হোমাচরণং কুর্য্যাৎ। তদ্‌বিশেষবিধানং মহার্ণবাদৌ দ্রষ্টব্যম্। এবং পূর্ব্বোক্তমাদৌ নির্ব্বর্ত্ত্য প্রায়শ্চিত্তোত্তরং পূর্ব্বাণি দশস্নানানি কৃত্বা তৎপ্রোক্তানি গোদানানি দত্ত্বা পঞ্চগব্যং প্রাশ্য তদ্দিনে উপোষণং কার্য্যম্। অনন্তশ্চেৎ হবিষ্যান্নং ভুঞ্জীত। ততঃ সুদিনে চন্দ্র-তারানুকূলে পুরুষনক্ষত্রে সন্তানগোপালবিধানং কার্য্যম্।

অথ বিধানম্—পুরশ্চরণস্য লক্ষসংখ্যানিয়মঃ, তত্রাপি কলৌ চতুর্গুণং কার্য্যং তদুক্তম্— "কলৌ চতুর্গুণঃ প্রোক্তঃ পুরশ্চরণকে বিধিঃ"। ইতি বচনাৎ। তত্রাদৌ ঋত্বিগ্‌বরণং তত্র মূলমন্ত্রজপার্থমষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ বৃণুয়াৎ, চতুরো বা। তত্র সর্ব্বকর্ম্মাধিকারার্থং শাস্ত্রং তদ্‌বিধিজ্ঞমাচার্য্যং বৃণুয়াৎ। ততঃ তদন্বয়েন চতুর্বিধ-বন্ধ্যাত্বদোষপরিহারার্থং চ লক্ষসংখ্যক-পার্থিবশিবলিঙ্গ-পূজনম্, শতচণ্ডীপাঠম্, মন্যুসূক্তজপম্, নবগ্রহজপম্, রুদ্রাধ্যায়-জপম্, হরিবংশশ্রবণঞ্চ কুর্য্যাৎ। তত্র ঋত্বিজঃ স্বশক্ত্যানুসারেণ জপং কুর্য্যুরেবং মন্যুসূক্তজপং লক্ষসংখ্যকং তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা কুর্য্যাৎ। নিত্যং তদ্দশভির্মন্ত্রিত-দশঘটৈঃ জলপূর্ণৈঃ দম্পতী স্নাপয়েতাম্।

'দেবকীসুত গোবিন্দ' অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, 'বাসুদেব জগৎপতে' তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, 'দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ' মধ্যমাভ্যাং নমঃ, 'ত্বামহং শরণং গতঃ' অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্লীং দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে' কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ,'দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ' করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবং হৃদয়াদিন্যাসঃ। এবং ন্যাসং বিধায় মূলেন ত্রিব্যাপকং কুর্য্যাৎ। অথ ধ্যানম্—

"শাঙ্গং সম্মুখসন্নিষণ্ণমমলং রক্তাম্বুজে বালকং

মাণিক্যোজ্জ্বলমালভূষণলসৎসৌভগ্যমেঘদ্যুতিম্।

প্রেম্ণালিঙ্গ্য মুহুর্মুহুঃ সুখবশাৎ সম্ভাবিতং স্বাত্মনা

ধ্যায়েৎ পুত্রতয়া পুরাণপুরুষং পুত্রাভিলাষী পুমান্।"

এবং ধ্যাত্বা যথোক্তজপং কুর্য্যাৎ। জপান্তে দশাংশহোমং কুর্য্যাৎ। তর্পণং ব্রাহ্মণভোজনঞ্চ সম্পাদ্য দানান্তং কৃত্বা কুণ্ডং পূজয়িত্বা পুনর্মণ্ডলদেবতানি সম্পূজ্য (তত্র যোনিকুণ্ডং মুখ্যম্) এবং কুণ্ডমণ্ডপাদি নির্ব্বর্ত্ত্য গণেশাদি-লোকপালাদি-বাস্তু-যোগিনী-নবগ্রহ-মাতৃকাণাং স্থাপনং কুলদেবতাস্থাপনং কৃত্বা তত্তন্মন্ত্রৈঃ তত্তৎ স্থানেষু সম্পূজ্য কুণ্ডসংস্কারং কৃত্বা অগ্নিং

প্রতিষ্ঠাপ্য দশাংশেন হুত্বা তর্পণং ব্রাহ্মণ-ভোজনং মার্জনং মণ্ডল-দেবতাস্থাপনং লোকপালানাং নবগ্রহাদিমণ্ডলচতুষ্টয়দেবতানাঞ্চ যথাশক্ত্যা হেমপ্রতিমাঃ কৃত্বা মূলদেবতাপ্রতিমাঞ্চ নিষ্কাষ্টকেন বা নিষ্কত্রয়েণ সম্পাদ্য অগ্ন্যুত্তারণং কৃত্বা অধিবাসনাদি-বিসর্জনান্তং পূজয়িত্বা আচার্য্যায় নিবেদ্য দক্ষিণাং দদ্যাৎ।

শক্তশ্চেৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ। পদ্মোপরি নিবিষ্টো বালকরূপেণ সুবর্ণনিষ্কাষ্টকস্য সুবর্ণাদিনির্ম্মিতকলসে দেবতানাং প্রতিকলসং স্থাপয়িত্বা একাদশকলসাংস্তদুপরি আচ্ছাদনপাত্রাণি-বস্ত্রকলসসংযুতানি সংস্থাপ্য কলসপূজাবিধানং কৃত্বা মহী দ্যোরিতি প্রার্থ্য তণ্ডুলাদি ধান্যরাশিং কৃত্বা কলসং সংস্থাপ্য আকলসেষিতি ইমং মে গঙ্গে ইত্যাদিনা উদকং পূরয়িত্বা তন্মধ্যে পঞ্চনদ্যেত্যাদি তীর্থোদকং দত্ত্বা পঞ্চরত্নানি নিক্ষিপ্য পঞ্চামৃতং পঞ্চগব্যং পঞ্চপল্লবান্ পঞ্চত্বচঃ সপ্তমৃত্তিকা ফলানি হিরণ্যঞ্চ তত্তন্মন্ত্রৈর্নি-ধায়াচ্ছাদ্যাসনং দত্ত্বা ভূমৌ স্থাপয়েৎ।

তাসাং প্রতিমানামগ্ন্যুত্তারণং বিধায় প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ তত্তন্নাম্না পৃথক্ পৃথক্ প্রাণান্ সংস্থাপ্য ইষ্টদেবৈঃ সহ স্নানং কারয়িত্বা ততঃ পুরুষসূক্তাদিনাম্না বাহনাদ্যুপচারৈঃ সম্পূজ্য—

"আগচ্ছ দেব ভগবান্ শ্রীগোপাল নমোঽস্তু তে।
মম সন্তানসিদ্ধ্যর্থং সান্নিধ্যং কুরু সর্ব্বদা।"

—এবমাবাহনাদি ষোড়শোপচারৈঃ সম্পূজ্য তিল-সর্পিঃ-ফল-পুষ্পনৈবেদ্যান্তং বিধায় এবং নিয়মো দ্রষ্টব্যঃ। তিল-ঘৃত-পায়সেন হুত্বা দেবস্য শয়নার্থমান্দোলকং চামরং ছত্রমাদর্শং পাদুকান্তং ষোড়শোপচারান্তপূজাং বিধায় পূর্ণাহুতিং কৃত্বা তর্পণ-মার্জনাদি বিধায় শ্রেয়ঃসম্পাদনং সম্পাদ্য আচার্য্যাদি ঋত্বিগ্‌ভ্যো বস্ত্রা-লঙ্কারাদিনা সন্তোষ্য আচার্য্যায় মূর্ত্তিদানং কৃত্বা জাপকেভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা দানপত্রে ব্রাহ্মণায় দক্ষিণা দেয়া—

দেবতানাং ব্রতৈর্যুক্তং সন্তুষ্টহৃদয়ান্বিতম্।
বেদাধ্যয়নসংযুক্তং সপত্নীকং সপুত্রকম্।
সুগন্ধ-বস্ত্র-মাল্যাদ্যৈঃ কুণ্ডলৈরঙ্গুলীয়কৈঃ।
তস্মিন্ সন্তানগোপালদানং ভক্ত্যা সমাচরেৎ।

অথ দানমন্ত্রঃ—

করুণাকর দেবেশ নবনীতাশন প্রিয়।
দেহি মে পুত্রসন্তানং কুলবৃদ্ধিকরং মম।

—ইতি দত্ত্বা সুবর্ণদক্ষিণাং দদ্যাৎ। আচার্য্যায় দ্বিগুণাং গোমিথুনং দত্ত্বা সন্তোষ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশিষো গৃহীত্বা যথাসুখং বিহরেৎ। এবং কৃতে পুত্রবান্ ভবতি, গোপালঃ স্বয়মেব অবতরিষ্যতি।

অথ মন্ত্রচন্দ্রিকাবচনম্। হোমস্তু জীবপুত্রবৃক্ষস্য সমিদ্ভির্বা ফলৈঃ কার্য্যঃ। তদভাবে তিলসর্পিষা পায়সেন বা কার্য্যঃ। অত্র পার্থিবপূজনং তু একোত্তরবৃদ্ধিলক্ষং পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যং তদভাবে লক্ষাদি বিধানৈঃ সহৈকতন্ত্রেণ কার্য্যম্। তদুক্তং লিঙ্গার্চনবিধানে একোত্তরবিধানে তু পৃথক্ পৃথক্ পূজনঞ্চ কার্য্যম্, লক্ষলিঙ্গপ্রকারে তু সহৈকতন্ত্রেণ কারয়েৎ। লিঙ্গ-বিধানে হোমে তু দশাংশনিয়মো নাস্তি, কিন্তু যৎসংখ্যকানি লিঙ্গানি পূজয়েৎ, তাবদেব তু হোময়েৎ। তদুক্তং মন্ত্রমাহাদধৌ—"যৎসংখ্যাকে যজেল্লিঙ্গং তৎসংখ্যং হোমমাচরেৎ।" ইতি লিঙ্গার্চনদীপিকোক্তং কুর্য্যাৎ।

আচার্য্যাদিবরণপ্রকারঃ—দেশ-কালৌ সংকীর্ত্ত্য অমুক-গোত্রোৎপন্নোঽহমমুকশর্ম্মাহমাচার্য্যত্বেন ত্বামহং বৃণে। তত আচার্য্যঃ—অমুকগোত্রোৎপন্নোঽহম্ অমুকশর্ম্মাহং বৃতোঽস্মি, করিষ্যামীতি প্রতিবচনম্। তং বাসোঽলঙ্কারাদিভিঃ পূজয়েৎ। এবমৃত্বিজোঽপি পূজয়েৎ।

অথ জপবিধিঃ—স্নাত্বাচম্য প্রাণানায়ম্য দেশ-কালৌ সংকীর্ত্ত্য অমুকগোত্রস্য অমুকশর্ম্মণো যজমানস্য ধর্ম্মপত্ন্যাং চিরজীবত্ত-সন্তানপ্রাপ্ত্যর্থং লক্ষাদিসংখ্যান্তর্গতযথোক্তসংখ্যাংপ্রারভ্যৈতৎ-সংখ্যাপর্য্যন্তং সন্তানগোপালমন্ত্রস্য জপমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য আসনে উপবিশ্য ভূতশুদ্ধিং কৃত্বশুদ্ধিং প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র-র্মাতৃকা-বহির্মাতৃকান্যাসাংশ্চ কৃত্বা তদুপরি ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ ক্লাং হৃদি, ওঁ ক্লীং শিরসি, ওঁ ক্লূং শিখায়ৈ, ওঁ ক্লৈং কবচম্, ওঁ ক্লৌং নেত্রম্, ওঁ ক্লঃ অস্ত্রম্। এবং করন্যাসাদি বিধায় ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ইতি দিগ্‌বন্ধং কৃত্বা মূলমন্ত্রন্যাসঞ্চ কুর্য্যাৎ। যথা ক্লীং দেবকীসুতসন্তানগোপালস্যায়ুধ-ধ্যানম্—

শঙ্খ-চক্রধরং দেবং শ্যামবর্ণং চতুর্ভুজম্।
সর্ব্বাভরণসন্দীপ্তং পীতবাসঃসমন্বিতম্।
ময়ূরপিচ্ছসংযুক্তং বিস্ফুরত্তেজোপবৃংহিতম্।
সমর্পয়ন্তং বিপ্রায় নষ্টানানীয় বালকান্।
করুণামৃতসম্পূর্ণং চেষ্টৈকনিলয়ং ভজম্।

চতুর্ভুজমিত্যনেন পদ্মাযুজে সূচিতে। বামাদ্যূর্দ্ধ্বয়োরাদ্যে তদাদ্যতয়োরস্তে ইত্যায়ুধধ্যানম্।

শ্রীভিত্ত—স্বাত্তে সম্মুখসন্নিবিষ্টমমলে রক্তাম্বুজে বালকং

মানিক্যোজ্জলবালভূষণগণং সম্ভত হেমদ্যুতিম্।
প্রেম্ণালিঙ্গ্য মুহুর্ম্মুহুঃ সুখবশাৎ সংলালিতং যাজ্ঞয়া
পুত্রত্বেন বিভাবয়েন্মুররিপুং পুত্রার্থিনী কামিনী।

ইতি ধ্যাত্বা পূজাদি বিধায় মন্ত্রো জপ্যঃ।

ইতি সন্তানগোপাল-মন্ত্রানুষ্ঠানবিধানপদ্ধতিঃ। ওঁ শুভমস্তু।